No. C2532
LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE
Accn No. 574
CALCUTTA

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, | কলিকাতা, ১১ই নভেম্বর, ১৯৪০ | [এক আনা

নাৎসী জার্ম্মাণীতে শ্রমিক-সমাজের দুর্দ্দশা

জনৈক ভুক্তভোগীর করুণ কাহিনী

নাৎসী জার্ম্মাণীতে শ্রমিকদের দুর্দ্দশা সম্পর্কে সম্প্রতি "বাঙলার কথায়" একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে আমরা দেখাইয়াছিলাম যে, বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সরকার শ্রমিক শ্রেণীকে প্রকৃতপক্ষে দাসে পরিণত করিয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে জনৈক জার্ম্মাণ শ্রমিক তাঁহাদের দুর্দ্দশা সম্পর্কে যে পত্র পাঠাইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহারই অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল :—

"আমাদের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দ্দশা সম্পর্কে একেবারে চুপ থাকা উচিত বিবেচিত হইতে পারে না। এক-কালে আমরা সভ্যতার দাবী করিতাম কিন্তু এক্ষণে অধঃপতনের কত নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছি, উহা নির্দ্ধারণের কোন মাপকাঠি নাই। কারণ বহির্জগতের সহিত আমাদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমরা সুখেই আছি, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু শুনিতে [illegible] পাই না।

"কারখানায় শ্রমিকদিগকে নজরে রাখার জন্য গুপ্ত গোয়েন্দা নিয়োগ কি অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার নহে? আমাদের কারখানায় বারজন শ্রমিক-পুলিশ টহল দিয়া বেড়ায়। শ্রমিকদের হাত হইতে কারখানা রক্ষার জন্যই তাহাদের উপস্থিতি, ইহা আমাদিগকে তাহারা বুঝাইতে চায়। গত শুক্রবার কাজ করার সময় আমাদের দুইজন সহকর্মীকে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে; তাহাদিগকে কেন এবং কোথায় লইয়া গিয়াছে, কেহ জানে না। প্রত্যহ প্রাতে কাজে যাইবার সময় আমাদের বুকে কতটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তাহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারেন? শুক্রবারে মাহিনার লেফাপা খুলিয়া যখন আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগকে না জানাইয়াই শীতকালীন সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য আমাদের মাহিনা হইতে তথাকথিত 'স্বেচ্ছাদান' কাটিয়া রাখা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া যখন আমরা জানি—এই অর্থের অধিকাংশ অস্ত্র-শস্ত্রেই ব্যয়িত হইবে, তখন কত কষ্টে আমরা নির্ব্বাক থাকি, তাহা কি আপনারা অনুমান করিতে পারেন? কারখানায় কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, সন্ধ্যায় যখন আমরা কারখানা হইতে বাহির হই, তখন আমাদিগকে মৃতবৎ অনুমিত হইবে। একটি বিভাগে দিন রাত কাজ চালু থাকে। সপ্তাহে ছয় দিন প্রত্যেককে দিনে ৬ ঘণ্টা এবং রাত্রে ৬ ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। দুই সপ্তাহ পর পর রবিবারেও কাজ হয়।' সে বিভাগে নিযুক্ত আমার জনৈক বন্ধু এই সে দিন আমাকে বলিয়াছে, 'কাজ করা, খাওয়া এবং নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত আমার জীবনের আর কিছু নাই।'

শ্রমিক কানুনের সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত। অধিক মাহিনায় অন্যত্র চাকুরী গ্রহণের কোন অধিকার আমাদের নাই। পারিবারিক জীবনযাপন কিম্বা যথোচিতভাবে সন্তানসন্ততিকে লালন পালন করার কোন অধিকার আমাদের নাই। খোরাকের অবস্থা যে ভাল নয়, পুত্র-কন্যাকে যে আমরা প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী পর্য্যন্ত দিতে পারিতেছি না, হিটলার কর্ত্তৃক শাসনভার গ্রহণের পর হইতে জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি এবং আমাদের স্বল্প বেতনের দরুণ অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত ক্রয় করিতে পারিতেছি না ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করার কোন অধিকারও আমাদের নাই। এক কথায় মানুষের মত জীবনযাপন করিতে আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে না। এজন্য আমাদিগকে [illegible] নিজেদের প্রাথমিক অধিকার উদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।

পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা

১৯৩৩ সন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ শ্রমিকরা ট্রেড-ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় সঙ্ঘবদ্ধ ছিল। তখন তাহাদিগকে যে-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, উহাতে তাহারা [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] জীবনযাপনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে তাহাদের পারিবারিক জীবন ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। দলের নির্দ্দেশ অনুসারে সপ্তাহে তাহাদিগকে সস্ত্রীক দুই বা ততোধিক রাত সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহাদের ছেলে-মেয়েদিগকেও অনুরূপ করিতে হয়। ইহা ব্যতীত গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রত্যেক শনিবার কিম্বা রবিবারে যুবকদিগকে মার্চ শিক্ষা করিতে হয়। বৃদ্ধ লোকের ছুটী নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। অনুপস্থিত থাকিতে কেহ সাহস পায় না। দলের নেতা-নেত্রীর ন্যায় ব্যক্তিগণ সম্বর্দ্ধনার জন্যও কারখানার শ্রমিকদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইতে হয়। যাহারা অনুপস্থিত থাকে বা সমবেত "হেইল" ধ্বনি করিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করে না, তাহাদের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না।

যে-সকল কারখানায় ৫০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করে, তথায় শ্রমিক সৈন্যবাহিনীই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা। ইহারা বিশেষ ধরণের ইউনিফরম্ পরিধান করে। শ্রমিক সৈন্যবাহিনীতে দলের গুপ্তচরও থাকে। যে-কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ৫০০, তথায় গুপ্তচরের সংখ্যা ২৫ জন। বড় বড় কারখানা, বিশেষ করিয়া যে-সকল কারখানা সরকারী কণ্ট্রাক্ট লাভ করিয়া থাকে, তথায় গুপ্ত গোয়েন্দাও থাকে। শ্রমিক সৈন্যবাহিনীর ন্যায় তাহারা কারখানার কাজ করে না, শ্রমিকদের উপর নজর রাখার জন্যই তাহাদের নিয়োগ। এইভাবে শ্রমিকরা অনবরত ইহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকে এবং ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিতে পারে না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত শ্রমিকদের কোন যোগাযোগ নাই। তাহাদিগকে যে সংবাদপত্র দেওয়া হয়, তাহা ছাড়া অন্য সংবাদপত্র পাঠ বা রেডিওতে নির্দ্দিষ্ট জার্ম্মাণ প্রোগ্রাম ছাড়া অন্য কিছু শুনিতে দেওয়া হয় না। দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই তাহারা কোথাও সমবেত হইয়া শুধু নিজেদের চাকুরী সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে। অন্য কোন প্রশ্ন উত্থাপন নিষিদ্ধ, তবে দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সে-সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিতে [illegible]। পাছে হঠাৎ এমন কোন কথা বলিয়া ফেলে যে-জন্য তাহাকে গ্রেফ্তার হইতে হয়, এজন্য সদা-সর্ব্বদা জার্ম্মাণ শ্রমিক আতঙ্কের মধ্যে থাকে। [illegible] এবং [illegible] দলের সদর এমন কি বাড়িতেও উহার প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সহরতলীর রেলওয়ে কিম্বা বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেল-পথে প্রাতে ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কারখানায় গমনোদ্যত শ্রমিকদের মুখমণ্ডল একেবারে শুষ্ক ও মলিন।

শ্রমিক ফ্রণ্ট

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করিতেছে বলিয়া শ্রমিক ফ্রণ্ট যে দাবী করিয়া আসিতেছে, উহার কার্য্যাবলী আলোচনা করা হউক। শ্রমিক ফ্রণ্টে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও অন্যান্য লোকজন ছাড়া, জার্ম্মাণীতে বাস করে না এমন লোকও আছে। বিদেশে অপর জাতির কারখানায় যে সকল জার্ম্মাণ শ্রমিক নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকেও উক্ত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ইহা বলিতে পারি। যদি কেহ অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে তাহাকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, যেমন তাহার ছেলে-মেয়েরা জার্ম্মাণ স্কুলে ভর্ত্তির অনুমতি পায় না। এইভাবে বিদেশে কর্ম্মনিযুক্ত শ্রমিকদের উপর কর্ত্তৃত্ব এবং [illegible] হইতে অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হয়।

পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে ট্রেড-ইউনিয়নগুলি এবং এখনও ইংলণ্ডে যে-ভাবে শ্রমিকদের সেবা করিয়া থাকে, "শ্রমিক ফ্রণ্ট" শ্রমিকদের জন্য সেইভাবে কিছু করে না। দলের নেতা নির্ব্বাচনে সদস্যদের ভোটের কোন আবশ্যক

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা অন্য হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, [illegible] ও পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে নিশ্চিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং, ও
ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১১ই নভেম্বর—১৯৪০

যদি নাৎসীদের জয় হয়—

যদি বর্তমান সংগ্রামে নাৎসীদের জয় হয়, তাহা হইলে জগতের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, প্রত্যেক দেশেরই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা উপলব্ধি করিতেছেন। কিন্তু সকল স্থানের সরলপ্রাণ জনসাধারণ জানে না—বিজিত জনগণকে দমাইয়া রাখার জন্য নাৎসীরা কিরূপ অমানুষিক বর্বরতা ও অত্যাচার-অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জার্মাণরা চায়—জগতের সকল দেশেই তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে। ইতিমধ্যেই তাহারা ইটালীর সহযোগিতায় আফ্রিকায় নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ঘোষণা প্রচার করিয়াছে এবং এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য সম্প্রতি তাহারা জাপানের সহিতও এক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্য ইহারা যে-কোন অপকর্মের অনুষ্ঠানে কুণ্ঠিত নহে। জগতের অন্য সব জাতিকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ বলিয়া নাৎসীরা মনে করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্য বশতঃ যেসব জাতি ইহাদের অধীনতার আওতায় আসিয়াছে, তাহাদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার চরম হইয়াছে। নাৎসী নীতিতে সুবিচার বা দয়ামায়ার কোন স্থান নাই। গ্রেট-বৃটেন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি ভারত ও অন্যান্য স্থানে গণতন্ত্র নীতির প্রসার সাধন এবং সকলের প্রতি সদ্-ব্যবহার প্রদর্শনের যে চেষ্টা পাইতেছেন, নাৎসী জার্মাণী যে এইসবের ঘোরতর বিরোধী, ইতিমধ্যেই মধ্য-ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে তাহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। জেকোস্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডে নাৎসী বিজেতাগণ যেসব অত্যাচার, বিভীষিকা ও রক্তপাতের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার কাহিনী প্রকৃতই সুদীর্ঘ। আমরা এই প্রবন্ধে নাৎসী সন্ত্রাসবাদের কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

চেক সংস্কৃতির সর্বনাশ

গত ১৯৩৯ সনের মার্চ মাসে জার্মাণগণ জেকোস্লোভাকিয়া দখল করিয়া লওয়ার পর হইতেই চেকদের সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে নগণ্য জীবে পরিণত করার জন্য নাৎসীরা বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছে। চেকদের জাতীয় বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করিয়া দিয়া চেক বালক-বালিকাদিগকে জার্মাণ স্কুলে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই সব জার্মাণ স্কুলে এমন শিক্ষাই প্রদান করা হয়—যাহার ফলে চেকগণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নিম্নতম পদে কাজ করারই উপযুক্ততা অর্জন করিতে সমর্থ।

চেকদিগকে তাহাদের নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির সাধনা করিতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগকে চেক জাতীয়-সঙ্গীত গাহিতে বাধা দেওয়া হয়; এমন কি চেকদের প্রাচীন প্রবাদ গাথা এবং প্রাচীন জাতীয় কবি ও সাহিত্যিকদের রচনাও পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। সর্বপ্রকার উচ্চস্তরের কার্যে চেক-ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই ভাষাকে একটা [illegible] ভাষায় পরিণত করারই প্রয়াস পাওয়া হইতেছে। শিশু-বিদ্যালয় হইতে শুরু করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উপর অনেক প্রকার বিধি-নিষেধ প্রয়োগের ব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে। এই সব আদেশ প্রতিষ্ঠানভেদে বিভিন্নরূপ। পাঠ্য-পুস্তকগুলি এরূপভাবে সংশোধন করা হইয়াছে, যেন বিশ বছরের চেক-স্বাধীনতার কোন প্রেরণাই তাহাতে না থাকে এবং যাহাতে ছাত্রদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হইতে না পারে। বহু শহরে চেক স্কুলগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া উক্ত স্কুল-গৃহসমূহে জার্মাণ সেনা-বাহিনী ও পুলিশ দলের স্থান করা হইয়াছে।

শ্রমিকদের অধিকার হরণ

জার্মাণ শাসনে চেক শ্রমিক-সমাজ সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ট্রেড-ইউনিয়নসমূহ এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের অর্থ-ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বহু স্থলে ভাল ভাল চাকুরী হইতে চেক শ্রমিকদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তৎস্থলে নাৎসীদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বহু চেক শ্রমিককে জোর করিয়া তাহাদের আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ জার্মাণীতে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং সেখানে নামমাত্র মজুরীতে তাহাদিগকে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করিতে হইতেছে। চেক শ্রমিক-সমাজের সকল পূর্বতন নেতা বর্তমানে বন্দী-নিবাস কিম্বা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন; অথবা দেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অনেককে পলায়ন করিতে হইয়াছে। এরূপ অনেক নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে। ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের সর্বপ্রকার অধিকার হরণ করা হইয়াছে।

চেক ছাত্র-সমাজ ও শ্রমিকগণ নাৎসী অত্যাচারের আঘাত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। গত নভেম্বর মাসে পুলিশের ঔদ্ধত্যের পরিণামে প্রাগ শহরে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহার ফলে প্রায় ৫০,০০০ লোককে গ্রেফ্তার করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। প্রকাশ,—এই উপলক্ষে বিচারাভিনয়ের পর ১২০ জন ছাত্রকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হইয়াছিল এবং ৮,০০০ ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে মজুরী করার জন্য জার্মাণীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

নাৎসী-শাসনে জেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থা বর্তমানে এরূপই দাঁড়াইয়াছে।

পোলাণ্ডে সহস্র সহস্র লোক নিহত

নাৎসীরা পোলাণ্ডে যে নির্মমতার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা আরো ভয়াবহ। নিরপেক্ষ সংবাদপত্রসমূহের সংবাদদাতাদের বিবরণে প্রকাশ,—জার্মাণ সামরিক আদালতগুলি (পোলাণ্ডের সকল অঞ্চলে এখন পর্যন্তও এই শ্রেণীর আদালতগুলির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে) সহস্র সহস্র পোলকে সামান্য সামান্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে। প্রকাশ,—পোলাণ্ডের যে অঞ্চলকে জার্মাণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, একমাত্র সেই অঞ্চলেই ১৮,০০০ নরনারীকে হত্যা করা হইয়াছে এবং 'অধিকৃত' অঞ্চলেরও ৬,০০০ নরনারীর এরূপ পরিণতি ঘটিয়াছে।

একটি জার্মাণ আদালতের জনৈক বিচারক কোনও ডেনিস্ পত্রিকার সংবাদদাতার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, ব্রোম্বার্গ শহরের দুইশত জোয়ান পোলদের ফাঁসির কথা নির্ধারিত হইয়াছিল। জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করার জন্য নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ কয়েকদিন পর্যন্ত উক্ত [illegible] ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। [illegible] পোলিশ [illegible] সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ হইয়াছে যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত পোলাণ্ডে অন্ততঃ ১৫,০০০ লোককে নাৎসী সামরিক আদালতের বিচারে দণ্ডী করিয়া নিহত করা হইয়াছে।

[illegible] পোলের সম্বন্ধে যেসব প্রামাণ্য বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—বহু সংখ্যক ধর্ম-যাজককে হত্যা করা হইয়াছে, প্রহার করা হইয়াছে অথবা কারাগার ও বন্দী-নিবাসে আটক রাখা হইয়াছে। পোলাণ্ড স্বভাবতঃই খুব ধর্মপ্রাণ দেশ; কিন্তু নাৎসীরা সপ্তাহে মাত্র দুই ঘণ্টা ছাড়া অন্য সময়ে প্রকাশ্যভাবে কোনরূপ ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারী করিয়াছে। বহু-সংখ্যক শহরে ও গ্রামে গীর্জাসমূহ স্থায়ীভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোজনান্ নামক স্থানের প্রধান গীর্জা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থানীয় কলেজিয়েট গীর্জাকে [illegible] পরিণত করা হইয়াছে এবং আর্ক-বিশপের প্রাসাদ ব্যারাকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

বহিষ্কার ও বেগার

পোলাণ্ডে জার্মাণ শাসনের সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার ইহাই যে, অসংখ্য পোলিশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং বিগত বর্ষের নিদারুণ শীতের দিনে সহস্র সহস্র পোল্‌কে তাদের দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

তিন লক্ষ পোলিশ যুদ্ধ-বন্দীকে জার্মাণীর কৃষিক্ষেত্র ও কল-কারখানায় এখন পর্যন্তও বেগার খাটিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু সহস্র পোল্ যুবক-যুবতীকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, জার্মাণীর কৃষিক্ষেত্রসমূহে পাঠান হইয়াছে। এই সব যুবক-যুবতীকে প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে হইতেছে এবং স্থানীয় জার্মাণদের সহিত মিলা-মিশার কোন অধিকার তাহাদের নাই। জার্মাণ জোতদার ও শিল্পপতিগণ এই সব পোল্ যুবক-যুবতীকে প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য বাজারে কেনা-বেচা করিয়া থাকে। কারণ, প্রাচীন রোমানরা যেরূপভাবে বিদেশী ক্রীতদাসদিগকে যথেচ্ছভাবে ক্রয়-বিক্রয় করিত, সেইরূপভাবেই জার্মাণীর জোতদার ও শিল্পপতিগণ নিজেদের পছন্দ মত পোল্ যুবক-যুবতীদিগকে স্বকার্যে নিয়োগ করার জন্য বাছিয়া লইতে পারে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে—এই শ্রেণীর পোল্ যুবক-যুবতীর বয়স ১৪ হইতে ১৬ বছরের বেশী নয়।

চাষীগণ বহিষ্কৃত

বল্টিক রাজ্যসমূহ, ইটালীয়ান টাইরল্ ও জার্মাণ রাষ্ট্রের অন্যান্য স্থান হইতে অপসারিত জার্মাণদের স্থান করার জন্য বহু সংখ্যক পোল্ চাষীকে উর্বরা স্থানের আবাদ-ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে এবং মধ্য-পোলাণ্ডের অনুর্বর ও লোক-বহুল স্থানসমূহে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। মধ্য-পোলাণ্ডের যে স্থানে এই সব হতভাগ্য পোল্ চাষীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, সেখানকার উৎপাদনে যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়েই স্থানীয় লোকদের জীবিকা নির্বাহ হইত না।

সব চেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হইতেছে ইহাই যে, বহু সহস্র ইহুদীকে জোরপূর্বক তাহাদের পৈত্রিক বাসভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়া লুবলিনের নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হইয়াছে। এই নির্দিষ্ট স্থানটি প্রকৃতপক্ষে বন্দী-নিবাস অপেক্ষা মোটেই উন্নত কোন কিছু নহে। দারুণ শীতের দিনে —যখন শৈত্য শূন্য ডিগ্রীরও নীচে ২০ ডিগ্রী পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল—সে-সময়ে বহু শহরের ইহুদীদিগকে পশুচালিত বোঝা শকটে করিয়া লুবলিনে পাঠানো হইয়াছিল। এই সব হতভাগ্যের মধ্যে সকলে লুবলীনে পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই; কারণ দারুণ শীতে অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাহাদের মৃতদেহগুলি পথিমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। নাৎসী অমানুষিকতার অন্যতম প্রমাণ ইহা। পরে বহু সংখ্যক ইহুদী নানাবিধ সংক্রামক রোগে মারা গিয়াছে।

পুলিশের ঘোষণা

পোলাণ্ডের জনসাধারণের সহিত জার্মাণ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক কিরূপ, তাহার প্রকৃষ্টরূপ স্থানীয় [illegible]

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ]

পুলিশ-কর্তৃপক্ষের একটি ঘোষণার কতকাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"পোলাণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের বেয়াদবী রোধ করার জন্য আদেশ করা যাইতেছে যে, পোলিশ নারী-পুরুষ রাস্তায় জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিনিধিকে দেখিলে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। রাজপথসমূহ বিজয়ীদের সম্পত্তি—বিজিতদের কোন অধিকার ইহাতে নাই। রাষ্ট্র, পার্টী বা সেনা-দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দেখিলে পোলিশ পুরুষগণ নিজেদের মস্তকাবরণ অপসারিত করিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে।

"দোকানে এবং বাজারে সকল জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ ও তাঁহাদের পরিবারবর্গ এবং জার্ম্মাণ জাতীয় লোকদিগকে সর্ব্বাগ্রে জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে হইবে। পোলিশ স্কুলের ইউনিফর্ম্ম বা টুপী কিম্বা ব্যাজ্ এবং পোলিশ রেলওয়ে ও পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদের ব্যাজ্ পরিধান নিষিদ্ধ হইল। যে-সব পোল্ এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, তাহারা বিজিত ও আমরা বিজেতা এবং যাহারা উপরোক্ত ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করিবে না, তাহাদিগকে আইনের কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।"

জার্ম্মাণ গভর্ণর-জেনারেলের এক ঘোষণায় জার্ম্মাণদিগকে সকল ব্যাপারে পোল্‌দের উপর সুবিধা প্রদত্ত হইয়াছে এবং পোল্‌দিগকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর অধীনস্থ জাতি বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। অপরাধ ও তাহার সাজা সম্পর্কে পুলিশের প্রতি যে নূতন আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণ ও পোল্‌দের প্রতি ভিন্নরূপ ব্যবহারের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। পোল্ জাতীয় পুলিশ কেবলমাত্র পোল্ অধিবাসীদের উপরই কর্তৃত্ব করিতে পারে এবং জার্ম্মাণ নাগরিকদের উপর জার্ম্মাণ জাতীয় পুলিশের কর্তৃত্ব চলে।

"অধিকৃত" অঞ্চলে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী হয় যে, ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যে-সব কৃষিভূমি ও সম্পত্তি জার্ম্মাণদের ছিল না, তৎসমুদয় জার্ম্মাণ রাষ্ট্র কর্তৃক দখল করা হইবে। শহরগুলিতে পোল্ কারবারগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া মালিকদিগকে অন্যত্র নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। পোলিশ জোতদারদের নিকট হইতে তাহাদের উৎপন্ন ফসল ও গৃহপালিত পশ্বাদির বাধ্যতামূলক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া খাদ্য-শস্য জার্ম্মাণীতে পাঠানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

উপরে যে-সব বিবরণ প্রকাশিত হইল, তাহাতেই নাৎসী শাসনের স্বরূপ বুঝা যায় এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে যদি নাৎসীদের জয় হয়, তবে পরিণামে কি হইতে পারে—তাহাও উপলব্ধি করা চলে। ইহাও পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যই গ্রেট-বৃটেন সংগ্রাম করিতেছে এবং জার্ম্মাণ আধিপত্যের পাষাণ-চাপ হইতে মধ্য-ইউরোপ ও অন্যান্য স্থানের জনগণকে উদ্ধার সাধনও বৃটেনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলায় ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

কমিটীর অষ্টাবিংশতি সভা

বাংলা দেশে ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ডের অষ্টাবিংশতি সভা বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন মিঃ জে, এম, বটমলী, সি, আই, ই, আই ই, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডসমূহ কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করা হইয়াছে:—

(১) এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে হইলে উহাতে ইন্‌স্পেক্টরের দস্তখত থাকিবে কিনা।

(২) ক্যাম্ব্রিজ স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় "ভারতীয় শাসন পদ্ধতি" বাদ দিয়া আর একটি অতিরিক্ত ইচ্ছাধীন পরীক্ষার বিষয় বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব।

(৩) ক্যাম্ব্রিজ স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরীক্ষায় আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রস্তাব, পুস্তিকা প্রস্তুত ও ভারতবর্ষে ঐ সম্পর্কে বর্ণমালা নির্দ্ধারণ। নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি প্রাদেশিক বোর্ডের "আধুনিক ভারতীয় ভাষা"র সব সাব-কমিটির নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। ভারতীয় ভাষাসমূহ পরিদর্শন পরীক্ষা ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা সম্পর্কে "আধুনিক ভারতীয় ভাষা" সাব-কমিটির কতিপয় সুপারিশ বিবেচনা করার পর বোর্ড ১৯৪০ সনের বঙ্গীয় সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল আলোচনা করে এবং ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান সেকেণ্ডারী এডুকেশনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কতিপয় সুপারিশ করা হইয়াছে।

স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে সন্তোষজনক ইঙ্গিত করিয়া যে বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা অনুমোদন করা হইয়াছে। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের চাকুরীর যে সুযোগ সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারের অনুরোধ করা হইবে।

সপ্তমের শিল্প-শিল্প বিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য বন্ধ হওয়ায় বার্ষিক পরীক্ষার জন্য অন্টারিও সদৃশ বিদ্যালয়ে যেরূপ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইত, তদনুসারে কোন ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পত্র-গুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা হয়। উক্ত পত্রে সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান স্কুলসমূহকে পরিবর্ত্তিত ম্যাট্রিকুলেশন রেগুলেশনমতে শিক্ষার বাহন সম্পর্কে নিয়ম পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কথা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষার অগ্রগতি

পল্লী সংগঠন বিভাগের উদ্যোগ

কার্য্যাবলী

গত ১৯৩৮ সালের পূর্ব্বে "বয়স্কদের শিক্ষা" গভর্ণমেণ্টের কোনও বিশেষ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল না। ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে শিক্ষা ও পল্লী-সংগঠন বিভাগ স্থির করেন, সরকার বয়স্কদের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং উহা পল্লী-সংগঠন বিভাগের বিশেষ কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে। তদনুসারে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর পল্লী-সংগঠনের সহিত বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু এই পরিকল্পনা দ্বারা উক্ত কার্য্যের বিশদ পরিমাণে অগ্রগতি সাধনের পূর্ব্বেই পুনরায় আর একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হইল যে বয়স্কদের শিক্ষা শিক্ষা-বিভাগের কাজ হইবে, কি পল্লী-সংগঠন বিভাগের কাজ হইবে? গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে এতজ্জন্য একটি প্রাদেশিক এবং বয়স্কদের শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গদেশীয় পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ টি, আই, এম, নুরুন্নবী চৌধুরী, আই, সি, এস, উক্ত কমিটির প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে আট শত ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন বিতরণ করেন।

অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে বলিয়া বয়স্কদের শিক্ষা পল্লী-সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিধায় গত ১৯৩৮ সন হইতে পল্লী-সংগঠনের একটি ব্যাপক স্কীম বিভাগীয় ডিরেক্টর কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল এবং সম্প্রতি উক্ত অনুসন্ধান-পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার ফলে এই সম্পর্কে দ্রুত ও যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ্চের মাসে ও অন্যান্য সময়ে উপদেশাবলী পাইয়া দেশময় বয়স্কদের শিক্ষায় একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং ইতিপূর্ব্বে এই সম্পর্কে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার চাইতে বহু এবং ব্যাপক কাজ এক বৎসরে সমাধা হয়।

এমন কি বরিশাল-ফরিদপুরের অন্তর্গত মহকুমাগুলি এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁয়ের মত অসংখ্য স্থানসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ডিরেক্টরের ব্যাপক ভ্রমণের ফলে স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী অফিসারগণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। ২১ জনের মধ্যে মোট ৮৬ জন মহকুমা হাকিম-প্রদত্ত রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে, এই প্রদেশে বর্ত্তমানে মোট ১০,০০০ হাজার নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল নৈশ-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ স্থানীয় চাঁদা হইতে, কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ড তহবিল হইতে এবং বাকি সামান্য কয়েকটি রাষ্ট্র বিভাগের উক্ত খাতে ব্যয় করিবার তহবিল হইতে প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়। যে সকল গ্রামে বয়স্কদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার সংখ্যা দশ হাজারের উপর এবং যে সকল নিরক্ষর বয়স্ক লোক এই সকল স্থানে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষের উপর। কোন কোন স্থানে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করা হইতেছে। অপর ক্ষেত্রে টিপসই বিরোধী অভিযান ও চিত্রকর্ষক আন্দোলন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মৌলিকতাপূর্ণ মধ্যেও ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রচারের জন্য জোর দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বয়স্কদের শিক্ষা সপ্তাহ, সংগঠন এবং পল্লী-গ্রন্থাগার ও ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে। সার্কেল অফিসার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, গ্রাম্য কর্ম্মী ও স্থানীয় অফিসারগণকে ৫০টি মহকুমার অন্তর্গত শিক্ষা শিবিরে ট্রেনিং দেওয়ার ফলে বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সন্তোষজনক কাজ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্তই পরবর্ত্তী কালের ব্যাপক ও উন্নততর কাজের সূচনা স্বরূপ বলা চলে।

বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলায় ভূপাতিত একটি নাৎসী বোমারু বিমান। ইহার চালককে বন্দী করা হইয়াছে।

বাঙলার ভূমি-রাজস্ব বিভাগ

১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী

বাঙলা সরকারের ১৯৩৯-৪০ সালের ভূমি-রাজস্ব বিভাগের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, এই বৎসর পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মোটের উপর কিয়ৎ পরিমাণ আর্থিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়, যদিও আউস ও পাটের ফসল কাটার আগে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে উহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বৎসরের অধিকাংশ সময়েই উপযুক্ত সময়ে যথোচিত পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং ২৪-পরগণার অংশ বিশেষে এই বৎসর প্রবল বৃষ্টিপাত এবং বন্যা দেখা দেয়। আশ্বিন মাসে ঝড়ো হাওয়ার দরুণ ঢাকা বিভাগের নীচু জমিসমূহ, ভোলার সোনা জমির অঞ্চল, নোয়াখালীর দ্বীপসমূহ এবং খুলনার অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের ফলে জনসাধারণ যে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হয়, কৃষি-ঋণ ও সাহায্যের ফলে উহা নিবারিত হয়। আউস ও পাটের ফসল মোটের উপর ভালই হয়। যেখানে ফসল সুবিধা মত জন্মায় নাই, সেখানকার চাষীরাও, যুদ্ধে মূল্য বৃদ্ধির দরুণ কিয়ৎ পরিমাণ সুবিধা লাভ করিয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারী নীতির ফলে আংশিকভাবে তাহাদের উপকার হয়। তবে চাষীরা পণ্য বেশী দিন ধরে মজুদ রাখিতে পারে নাই বলিয়া মূল্য বৃদ্ধির সমস্ত সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। নিপুণ ও সাধারণ শ্রমিকদের মজুরীর হার এই বৎসর স্থায়ী ছিল এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যা বেশ প্রবল হইয়া উঠে।

কুটীর-শিল্প ও পল্লী-কল্যাণ

আলোচ্য বৎসরে কুটীর-শিল্পের অবস্থা মোটামুটিভাবে প্রায় আগের মতনই ছিল, তবে রেশম ও গালা-শিল্পের কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

পল্লী-সংগঠন কার্য্যে আলোচ্য বৎসর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বয়ন-শিল্পেও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়। বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন অনুযায়ী গঠিত ঋণ-সালিশী বোর্ডগুলি এই বৎসর কাজ চালাইতে থাকে এবং পল্লীবাসীদের ঋণের বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে লাঘব করিতে সাহায্য করে। অপর পক্ষে, এই সকল বোর্ডের কার্য্য-ক্রমের ফলে পল্লী-ঋণের অভাব দেখা দেয় ও বোর্ডের দ্বারা যে পরিমাণ উপকার পাওয়া সম্ভব হইত, দীর্ঘসূত্রতার দরুণ ততখানি উপকার সম্ভব হয় নাই।

এই বৎসর সমগ্র প্রদেশে কৃষিঋণ বাবদ ৩৩,৭৬,৩৩৫৲ টাকা ও জমি-উন্নয়ন ঋণ বাবদ ২২,৭৮০৲ টাকা বিতরণ করা হয়।

ভূমি রাজস্ব

আলোচ্য বৎসরে রাজস্ব বাবদ পাওনা দাঁড়াইয়াছিল ৩,১৫,২৮,৫৭৬৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরে রাজস্ব বাবদ পাওনা হইয়াছিল ৩,১৪,৬৩,৭০৫৲ টাকা। পূর্ব্বের পাওনা ৮৮,৪০,০৩৯৲ টাকা ধরিয়া এই বৎসর রাজস্ব বাবদ মোট ৪,০৩,৬৮,৬১৫৲ টাকা পাওনা দাঁড়াইয়াছিল। এই বৎসর আদায় হয় মোট ৩,০৯,৬৭,৫১৯৲ টাকা, অর্থাৎ মোট পাওনার ৭৬·৭১ ভাগ এবং চলতি বৎসরের পাওনার ৯৮·২২ ভাগ। পূর্ব্ব বৎসরে আদায়ের হার ছিল মোট পাওনার ৭৫·৭৪ ভাগ এবং চলতি বৎসরের পাওনার ৯৪·২৯ ভাগ।

খাসমহলগুলিতে এই বৎসরে রাজস্ব বাবদ মোট পাওনা খাজনার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ১,৩৪,৭৮,৫৮৯৲ টাকা (চলতি বৎসরের ৭৪,৮২,০০৯৲ টাকা ও বাকী পাওনা ৬০,৯৬,৫৭৫৲ টাকা)। উহার মধ্যে ৬৭,৮৮,৯৩২৲ টাকা আদায় হয়। আদায়ী টাকা চলতি বৎসরের খাজনার শতকরা ৯০.৭৩ অংশের সমান। পূর্ব্ব বৎসরে এই হার ছিল ৮৫.৫৬।

এই বৎসর ২৬,২০৪টি সম্পত্তির খাজনা বাকী পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার মধ্যে নীলামে বিক্রী হয় মাত্র ১,৪১৭টি সম্পত্তি। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, নীলামী আইনের ব্যবহারে মোটেই কড়াকড়ি করা হয় নাই।

সরকারী জমিসমূহের চলতি বৎসরের পাওনার শতকরা ৩·১ ভাগ, অর্থাৎ ২,৩৩,০২২৲ টাকা চাষের জমির উন্নতি, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা প্রভৃতি বাবদে ব্যয় করা হয় এবং ১,৬৫,৭২৩৲ টাকা অর্থাৎ—চলতি বৎসরের পাওনার শতকরা দেড়ভাগ সরকারী জমির পথঘাটের উন্নতি সাধনের জন্য জিলা-বোর্ডসমূহকে প্রদান করা হয়।

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা

বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ও মালদহ জিলায় উন্নততর কৃষির উপায় শিক্ষাদানের জন্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

ভদ্র যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যার কিয়ৎ পরিমাণ নিরসনের জন্য তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। প্রাক্তন আটক-বন্দীরা বাখরগঞ্জে কতিপয় স্থানে জমি নেয়।

সরকারী সম্পত্তিগুলিতে বিদ্যালয় ও ছাত্রের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ৪,৬১০ ও ২,২০,৯১২ ছিল। পূর্ব্ব বৎসর উহার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪,৫৬০ ও ২,০১,৮৬১।

আলোচ্য বৎসর বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সুন্দরবনে বসতি স্থাপনের ৩৩তম বৎসর এবং ২৪-পরগণায় বসতি স্থাপনের ২৫তম বৎসর। এই বৎসর কোনও নূতন পতিত জমিতে আবাদ করা হয় নাই। বাখরগঞ্জ, ২৪-পরগণায় অন্তর্গত সুন্দরবনের পতিত জমিতে আবাদের জন্য আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যে টাকা দিয়াছেন এবং যাহা আদায় হইয়াছে, তাহার মোট হিসাব এই:—

	ব্যয়।	আয়।
বাখরগঞ্জ ..	২৮,৯৭,৩১১৲	৪৯,৪২,৩৮১৲
২৪-পরগণা ..	৮,১৪,৩৭৪৲	১৩,৪৯,৫৭৫৲
মোট ..	৩৭,১১,৬৮০৲	৬২,৯১,৯৫৬৲

চট্টগ্রাম জিলায় বনবাদি মোগায় বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ইহার ফলে কয়েক শত ভূমিহীন কৃষিজীবী পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের সংস্থান হইয়াছে।

গো-মহিষাদির বাজার

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৯শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে মোট ১৪৫টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে, তন্মধ্যে ৭৮টি পাঞ্জাব ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সময়ে পাঞ্জাব হইতে ৯০টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৩০৭টি মহিষ আসিয়াছে।

গাভীর মূল্য ৬৫৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং মহিষের মূল্য ১৩০৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা ছিল।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরেজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের
প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত
হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন :—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

ঘৃতের বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৯শে অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময় আগমার্ক "বিশেষ" শ্রেণীর ।৮ সেরের ঘৃতের টিন কলিকাতার বাজারে নিম্নোক্ত দরে বিক্রয় হয়:—

ঘৃতের নাম।	প্রতি মণ।
অমৃত ভোগ ..	.. ৬৬৲
কিশোর ..	.. ৬৫৷৷০
গুজার ..	.. ৬৬৲
রাণা প্রতাপ ..	.. ৫৮৲
শঙ্কর ..	.. ৬৬৲
সীতা ..	.. ৬৭৲
শ্রী ..	.. ৬৫৲

উক্ত শ্রেণীর ।০ সের, ⁄৫ সের, ⁄২৷৷০ এবং ⁄১ সেরের টিনগুলি উপরোক্ত হার অপেক্ষা প্রতি মণ ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল।

(প্রেস-নোট)

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে নিম্নোক্ত জেলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়:—

জেলা।	ইনফ্লুয়েঞ্জা।
দার্জিলিং ..	.. ৫৯
ত্রিপুরা রাজ্য ..	.. ১০৪

ব্যারাকপুর, ত্রিপুরা সদর এবং কলিকাতার কোন কোন স্থানে মেনিঞ্জাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে। প্লেগের কোন সংবাদ আসে নাই। (প্রেস-নোট)

বিগত ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর তারিখে কালীপূজা এবং ২রা নভেম্বর তারিখে ঈদ-উৎসব সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে হইয়া গিয়াছে। কোন স্থান হইতে কোনরূপ গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ইটালীয়ান বাহিনী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত

ইউরোপীয় সংগ্রামে নূতন পরিস্থিতির সূচনা

আফ্রিকায় রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সাফল্য

গত ২০শে অক্টোবর ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই রাজকীয় বিমানবহর লিবিয়ার তোব্রুক বন্দরে ইটালিয়ান নৌঘাঁটি এবং ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার বিমানঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে। ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ার বিমানঘাঁটিগুলি হইতে ইটালিয়ানগণ লোহিত সাগর বিপদ্‌জনক করার জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এ-পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই।

তোব্রুক জাহাজঘাটার ব্যারাক ও তেলের ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে অনেকগুলি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। একটা বড় বিস্ফোরণ ঘটে এবং উহার অগ্নিশিখায় আক্রমণকারী প্লেনের কেবিন পর্য্যন্ত আলোকিত হয়। আরও কয়েকটি ছোট খাটো বিস্ফোরণ হয়।

ইরিত্রিয়ার আস্মারা বিমান-ঘাঁটিতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া বৃটিশ প্লেনগুলি ভূতলে অবস্থিত তিনখানি ইটালিয়ান প্লেন ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরে নূতন ব্যবস্থার আভাষ

ওয়াশিংটনে এইরূপ প্রকাশ যে, লর্ড লোথিয়ান কেবলমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতির বিষয় আলোচনার উদ্দেশ্যেই লণ্ডনে যান নাই। উপরন্তু ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের তৈল ও অপরাপর কাঁচামাল সহ প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্বার্থ ও অবস্থার বিষয় আলোচনাও তাঁহার ইংলণ্ড গমনের অন্যতম কারণ। কোন কোন রাজনৈতিক পর্য্যালোচক এইরূপ বিশ্বাস করিতেছেন যে, নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পরেই প্রশান্ত মহাসাগরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দূরপ্রাচ্য নীতি সম্পর্কে অধিকতর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত লর্ড লোথিয়ান লণ্ডনে অবস্থান করিবেন। এই বিষয়ের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। এইরূপ বলা হইতেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে যখন নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, ঐ সময় তিনি বৃটিশ সরকারের হাতের কাছে থাকিবেন।

টোকিয়োর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ রাজদূত বৃটিশ প্রজাদিগকে সুযোগমত জাপান ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অনিশ্চিত অবস্থা ও ব্যবসায় সঙ্কটের জন্যই এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসের বিমান-যুদ্ধ

গত সেপ্টেম্বর মাসের বিমান-যুদ্ধ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—প্রথমতঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিবাভাগে জার্ম্মাণদের ব্যাপক আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যর্থ করাকে বৃটেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উহার পর হইতে দিবাভাগে জার্ম্মাণ বিমানের আক্রমণ যুদ্ধে জয়লাভে কখনই জার্ম্মাণীকে সাহায্য করিবে না। তৃতীয়তঃ, রাজকীয় বিমানবাহিনী জার্ম্মাণ বিমানবাহিনীর ন্যায় বিরাট না হইলেও বৃটিশ বিমানসমূহ জার্ম্মাণ বিমানের তুলনায় অধিকতর যোগ্যতার সহিত নৈশ-আক্রমণ চালাইয়াছে। গত মাসে ১৪টি রাত্রিতে ২৫০ খানি বৃটিশ বিমান বার্লিনের উপর আক্রমণ চালাইয়া তথায় দুইশত টন বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাজকীয় বিমানবাহিনীর অফিসারগণ মনে করেন যে, জার্ম্মাণী আগামী শীতকালের মধ্যে প্রাচ্যের দিকে অভিযান চালাইবার মতলব করিতেছে।

শত্রুরাজ্যে বৃটিশ বিমানের সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ

রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ ২১শে অক্টোবর জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ অধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর বিশেষ তৎপরতার সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে এই সমস্ত আক্রমণের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বলোন ও গ্রেভলাইন্‌স বন্দরের উপর দিনের বেলায় আক্রমণ চালান হয়। বলোনে একটি বাণিজ্য-পোতের উপর বোমা পড়ে এবং জেটি ও গুদামঘর প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যান্য বিমান-পোত ফরাসী উপকূলের নিকট একটি বাণিজ্যজাহাজ-বহরকে আক্রমণ করে। একটি জাহাজের উপর বোমা পড়ে এবং উহা অচল হইয়া যায়। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও হামবুর্গের ডকের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান হয়। ডকের অনেক স্থানে আগুন ধরিয়া যায় এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনা যায়। এতদ্ব্যতীত হাইডেলবুর্গ ও ডুসেলডর্ফের তেলের কারখানা, ট্রাডেনের নিকটস্থ একটি বিমান ঘাঁটি এবং অপর কয়েকটি তেলের ও এলুমিনিয়ামের কারখানার উপরও আক্রমণ চালান হয়। রবিবার রাত্রিতে বৃটিশ বিমানবাহিনী বার্লিনের উপর দুইবার বোমাবর্ষণ করে। তাহা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে ইটালীর বিমান ও মোটর নির্ম্মাণ এলাকার উপর এবং ইস্পাতের কারখানাসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হয়। ব্রেষ্ট ও ইটালীর সামরিক ডকসমূহের উপরও প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করা হয়। বিশ্বাস যে, একটি বড় যুদ্ধ-জাহাজের উপর বোমা পড়িয়াছে।

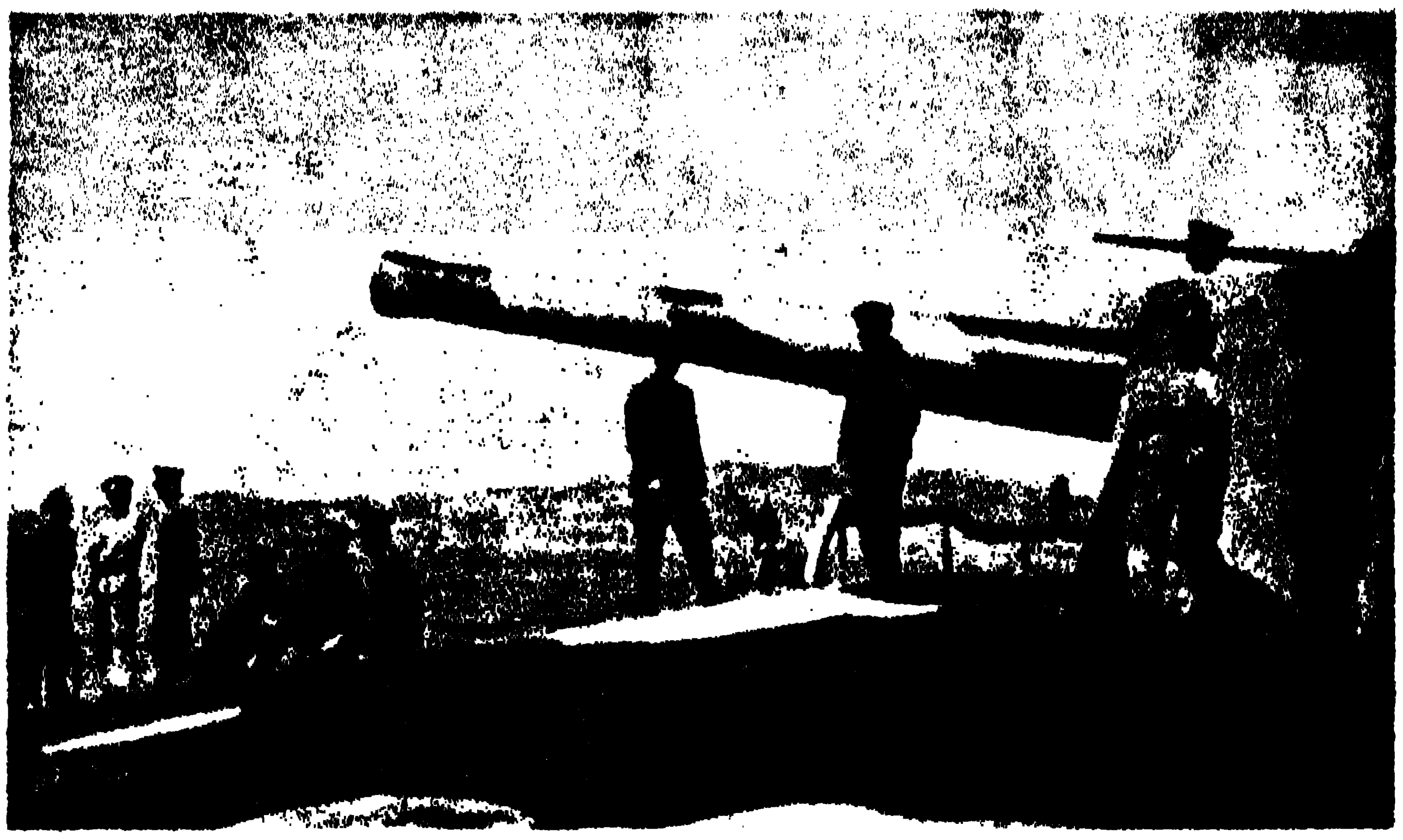

ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ রক্ষা-ব্যবস্থা।
জিব্রাল্টারে স্থাপিত একটি বিমানধ্বংসী কামান শত্রু-জাহাজের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আফ্রিকায় ইটালিয়ানদের অবস্থা

২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, মিশরের সকল অঞ্চলে, কেনিয়ায় এবং স্থদান অঞ্চলে টহলদারী কার্য্য চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে মিশর হইতে বড় রকমের কোন অগ্রাভিযানের সম্ভাবনা নাই। ইহাই অনুমিত হয় যে, ইটালীয়েরা অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি নির্ম্মাণে ব্যস্ত রহিয়াছে এবং প্রতি পদক্ষেপে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে। বৃটিশ সেনাদলের বোমাবর্ষণ দেশের অবস্থান এবং যানবাহন চলাচলের দীর্ঘ রাস্তা উহার সকলে মিলিয়া তাহাদের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে।

টহলদারী জাহাজ ধ্বংস

নৌবিভাগের দপ্তরখানা ২ খানি টহলদারী জাহাজ ধ্বংসের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। জাহাজ ২ খানি পূর্ব্বে মৎস্যজীবিদের ছিল। শত্রুপক্ষীয় বোমারুর ভীষণ আক্রমণে উহা ধ্বংস হইয়াছে। উহার কয়েকজন নাবিক ও কর্ম্মচারী শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছে বলিয়া নৌবিভাগ মনে করেন। মাত্র একজন লোক আহত হইয়াছে।

ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

গত ২০শে অক্টোবর তারিখে লোহিত সাগরে এক তীব্র সংঘর্ষের বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "কিম্বার্লি" হইতে নিক্ষিপ্ত একটি টর্পেডোর আঘাতে ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ার "ফ্রান্সেস্কো-নুল্লো" তীরে আটকাইয়া গিয়া বিধ্বস্ত হয়। নৌ-বিভাগীয় ইস্তাহারে এই সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

শত্রু জাহাজে বোমাবর্ষণ

বিমান সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, একখানি রাজকীয় বিমান নরওয়ের উপকূল হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রবক্ষে দুই হাজার টনের একখানি শত্রু জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করে।

বৃটেনে নূতন ধরণের বোমাবর্ষণ

মস্কোর বেতারকেন্দ্র হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণগণ বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণে কংক্রীট নির্ম্মিত আবরণযুক্ত বোমা বর্ষণ করিতেছে। এই ধরণের বোমার কংক্রীটের খোলসের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ভরিয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার বোমা দ্বারা সাধারণ বাস-গৃহের দুই তিন তলা পর্য্যন্ত ভেদ করা যায়। বিমান আক্রমণে অধিক মূল্যের ধাতব দ্রব্যাদি ব্যয়িত হওয়ায় জার্ম্মাণী এই সস্তা ধরণের ব্যবস্থা করিতেছে। পেট্রোল-চালিত অগ্নি-উদ্দীপক বোমার শক্তিশালিতা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও জার্ম্মাণী ব্যয় সংক্ষেপের জন্য উহা ব্যবহার করিতেছে।

ডোভার অঞ্চলে গোলাবর্ষণ

২১শে অক্টোবর প্রাতে 'ক্যাপগ্রিনেজ'এর নিকটবর্ত্তী জার্ম্মাণ কামান শ্রেণী হইতে গোলাবর্ষণ করা হয়। ডোভার অঞ্চলে কয়েকটি গোলা পতিত হওয়ায় কয়েক-খানি গৃহ বিধ্বস্ত ও সামান্য কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

ভিচিদের নূতন মতলব

নিউইয়র্কের সংবাদপত্রসমূহে বার্লিনের যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে এই আভাষ পাওয়া যাইতেছে যে, বৃটিশ নৌ-বহরের সহিত একটি চূড়ান্ত সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ভিসিদের, জার্ম্মাণী ও ইটালীর নৌ-বহরের সহিত ফ্রান্সের অবশিষ্ট যুদ্ধ-জাহাজসমূহকে সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বার্লিন হইতে জার্ম্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভিচি সরকারের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ লাভাল হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সাক্ষাৎকারের সময় হের রিবেনট্রপ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্হিরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলেন যে, কোন বিষয় লইয়া ফরাসী ও জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে, বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এখন তাহা সঠিকভাবে

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)—

গত আগষ্ট মাসে পল্লী-উন্নয়নের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা (যাহার ভিতর ১৫টি বিভিন্ন কার্য্যপন্থা রহিয়াছে এবং ১৯৩৯ সনের বঙ্গীয় পল্লী দরিদ্র ও বেকার রিলিফ আইন অনুযায়ী) কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে। যে কাজ সমাধা করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া গেল :—

৩০টি পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও ২০টি নারী-মঙ্গল সমিতি গঠন করা হইয়াছে। বয়স্কদিগের জন্য ৪০টি প্রাথমিক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। বালকদের জন্য ২৫টি ও বালিকাদের জন্য ৩টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। ১২টি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সমস্ত ইউনিয়নেই কচুরীপানা পরিষ্কারের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। ২৩টি গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া দরিদ্র-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়নের কাজ সমপর্য্যায়ে চালাইবার জন্য নিম্নলিখিত ২৩টি গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে :—

(১) বোয়ালী, (২) গোপেরচর, (৩) কাজা, (৪) জোয়ারিয়া বাড়ী, (৫) পূর্ব্ব আরপাড়া, (৬) পশ্চিমআরপাড়া, (৭) দুর্গিয়া, (৮) মনিহার, (৯) জোটগোপীনাথপুর, (১০) কুরাডাঙ্গা, (১১) কুলবাড়ী, (১২) ধানাইল, (১৩) বড়াইল, (১৪) মানিকদহ, (১৫) মধ্যমনিহার, (১৬) গোবরা, (১৭) পাইককান্দী, (১৮) সোনাকেড়, (১৯) বেদগ্রাম, (২০) দিঘারকুল, (২১) কুশলী, (২২) নীলফা এবং (২৩) দিঘাডাঙ্গা। প্রত্যেকটি গ্রাম একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক অফিসারের অধীনে ৫ জন হইতে ১০ জন কর্ম্মী ও প্রত্যেক কর্ম্মীর অধীনে কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক আছে। এই ভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিদিন ২০০ দুইশত স্বেচ্ছাসেবক কাজ করিতেছে।

প্রত্যেক কেন্দ্রে অন্যান্য কাজের সহিত নিম্নলিখিত পরিকল্পনামতে কাজ হইতেছে :—

(১) পল্লী-মঙ্গল এবং নারীমঙ্গল (মাতৃ ও প্রসূতীকল্যাণ) এবং ব্রতম সমিতি গঠন।

(২) বয়স্কদিগের শিক্ষা।

(৩) কচুরীপানা পরিষ্কার।

(৪) আর্থিক অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ।

(৫) মানচিত্র প্রস্তুত করণ।

(৬) দরিদ্র তহবিল।

এই পরিকল্পনার মধ্যে যে সমুদয় গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির বিস্তারিত আর্থিক অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মাসে মাদারীপুর হইতে একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত সার্কেল অফিসারকে এই মহকুমায় পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ট্রেনিং গ্রহণকারী অফিসার, কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদিগের সম্মুখে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন; একটি ভাববিজ্ঞান ও অপরটি ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর এখানে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একটি জন-সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং তথায় বক্তৃতা দিয়া এই পরিকল্পনার নীতি বিশ্লেষণ করেন।

করোনেশন হলে একটি জন-সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ট্রেনিং গ্রহণকারী অফিসার ও কর্ম্মিগণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করেন। কর্ম্ম-পরিকল্পনা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং কতক অফিসার তাঁহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। যতটা কাজ করা হইয়াছে, তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দ প্রকাশ করেন ও পরিকল্পনার এক একটি বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহের কার্য্য সমপর্য্যায়ে আনিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। সমস্ত গ্রামে সমপর্য্যায়ে কাজের সুবিধার জন্য সময় সময় এই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়। যুবক ও বালকদিগের বিপুল জনতা উৎসাহের সহিত পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের সম্বর্দ্ধনা করে। শারীরিক ব্যায়াম ও নানাপ্রকারের কসরৎ প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ—

বিগত ২৩শে আগষ্ট হইতে ৩১শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ সদর মহকুমায় কচুরীপানা সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হইয়াছিল। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সার্কেল অফিসারদিগের সহযোগিতায় পূর্ব্বেই বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থির করেন এবং প্রত্যেক থানার অঞ্চলে একজন ভারপ্রাপ্ত লোকের অধীনে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, স্বেচ্ছাসেবক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ খাল, বিল ও পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করে। এই ব্যবস্থা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বৃটেনের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা

বৃটেনের চতুষ্পার্শ্বে উপকূলবর্ত্তী বাহিনীর যেসব কামানের ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার একটি দৃশ্য।

সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট "বেলার কুঠির" সদর মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। কাশিমবাজারের রাজা কমলারঞ্জন রায় এই "বেলার কুঠি" ট্রেনিং ক্যাম্পের জন্য দিয়াছেন এবং তজ্জন্য কোন ভাড়া দিতে হইবে না। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতি ও সার্কেল অফিসারদিগকে সেক্রেটারী করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বক্তৃতা ও কার্য্যের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়। ২৫টি ইউনিয়ন হইতে ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক এই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাহ্‌মুদ, জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খান বাহাদুর ই, হক, সার্কেল অফিসারগণ ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্র মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করিয়া স্বেচ্ছাসেবক দলকে বুঝাইয়া দেন যে, জেলার সুদূর পল্লীতে যেখানে অজ্ঞানতা ও অন্ধকার বিরাজমান সেখানে স্বেচ্ছাসেবক দলকে কি ভাবে কোন রকমে কাজ করিতে হইবে। বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণও যোগদান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে জেলার শরীরচর্চ্চা সংগঠনকারী অফিসার শারীরিক ব্যায়াম পরিদর্শন করেন ও কুচকাওয়াজ করান হয়। জেলা জজ মিঃ এইচ, বনার্জী, আই, সি, এস, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কার্ডমিল, আই, পি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এস, গুপ্ত, আই, এস্‌ এস; সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বোস, জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খান বাহাদুর হক, জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী, জেলার স্কুলসমূহের ইন্‌স্পেক্টর, পশু-পালন কর্ম্মচারী, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কো-অপারেটিভ ইন্‌স্পেক্টর, ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার, সদর হাসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল্লা, দুইজন সার্কেল অফিসার, শরীর চর্চ্চা সংগঠনকারী কর্ম্মচারী ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ ধারাবাহিকরূপে বর্ত্তমান সময়ের বিভিন্ন বিষয়ে, যথা পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগঠন, ভাব বিজ্ঞান, পল্লী-উন্নয়নের পন্থা, বয়স্কদিগের শিক্ষা, পল্লী-স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, শরীর চর্চ্চা, কৃষির উন্নতি, পশু-পালন, মৎস্যের উন্নতি, পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা, সমবায় প্রথা ও ক্রয়-বিক্রয়, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব, যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করেন।

কর্ম্মীদিগকে বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ভাণ্ডারী ও হাজীনগর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথায় কর্ম্মিগণ কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে, জঙ্গল কাটিয়াছে, দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়াছে। এই কেন্দ্রের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সহরের ও মফঃস্বলের অনেক ভদ্রলোক টাকা ও জিনিষাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন।

রাজশাহী (সদর)—

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে মোহনপুর, বাঘমারা ও হাসনীপুরে ও গোদাগাড়ীতে চারটি জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে ৩০০ তিনশত হইতে ১,৫০০ পনর শত পর্য্যন্ত লোক সমাগম হইয়াছিল। পল্লী-উন্নয়ন ও বয়স্কদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে এই সভা হইয়াছিল, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বাঘমারার সভায় ঐ স্থানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সভাস্থলে ২০৬৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয় এবং ৭০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। মনিপুর ইউনিয়নের হাসনীপুর অত্যন্ত অনুন্নত স্থান, সেখানে শুধু তাঁহার চেষ্টায় একটি সর্ব্বসাধারণের পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা গত বৎসর যে সমুদয় খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে, জনসাধারণ নিজেদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ঐ সব মাঠের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। পল্লী অঞ্চলে বয়স্কদিগের নৈশ-বিদ্যালয়গুলিতে বেশ ভাল কাজ হইতেছে। যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়াই এই সব উন্নতিমূলক কাজ হইতেছে।

জলপাইগুড়ি—

৪ জন মহিলা ও কলিকাতার শরীর-চর্চ্চা বিদ্যালয়ের ৩৬টি ছাত্রের এবং বেঙ্গল বাস্কেট বল সমিতির ১৪ জন সদস্য একত্রে এখানে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারা শরীর-চর্চ্চা ও আধুনিক ব্যায়াম কৌশল ও খেলা প্রদর্শন করেন। এই প্রদর্শনী খুব সুশৃঙ্খলামণ্ডিত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ উহার মূল্য সম্যক অবধারণ করিয়াছে।

বাঙলার মন্ত্রীর মন্ত্রীগণ সকলেই সম্প্রতি দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শিবপুর রয়েল বোটানিক গার্ডেন

সরকারী উদ্যান-সমূহের প্রয়োজনায় কার্যাবলী

শিবপুরস্থ রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতার অন্যান্য সরকারী বাগান এবং দার্জিলিং-এর লয়েড বোটানিক গার্ডেনের ১৯৩৯-৪০ সনের যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মন্তব্য করা হইয়াছে "জনসাধারণের মধ্যে দিন দিনই উদ্যান-রচনা বিদ্যা সম্পর্কে অধিকতর উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং ফলে অর্থকরী, ঔষধ সম্পর্কীত, বাগানের শোভাবর্দ্ধক ও রাস্তার পার্শ্বে রোপণের উপযোগী বৃক্ষাদির চাহিদা প্রতি বর্ষেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জনসাধারণের এক বিরাট অংশ তাহাদের বাগান ও বৃক্ষাদি সম্পর্কীত বহু সমস্যার সমাধানে এই বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের মিশ্রণে নূতনতর বৃক্ষ উৎপাদন ব্যাপারে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।" রিপোর্টে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৃক্ষ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্পর্কীত পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার বিশ্বের সকল স্থানের বৈজ্ঞানিকগণই এই সব ব্যাপারে অবহিত হইতে পারিয়াছেন এবং তাহাদের স্ব স্ব দেশের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সব বিষয়ে বিবেচনা করার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। উদ্ভিদতত্ত্ব ও উদ্যান-রচনা বিদ্যায় যেসব নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, রয়েল বোটানিক গার্ডেনে তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই বাগানের মধ্যস্থতায় জনসাধারণ ভারতীয় পুষ্পাদির তথ্য, উদ্যান-রচনার কৌশল ও বৃক্ষাদি সম্পর্কে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে। এমন কি, সাধারণ চাষী সমাজও দিন দিনই উদ্যান-রচনার প্রতি অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে। ইহা আশা করা যায় যে, পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা নানাবিধ অর্থকরী উদ্ভিদ ও বিক্রয়ের উপযোগী পুষ্প উৎপাদন ব্যাপারে আধুনিক উন্নততর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে।

পুষ্প উৎপাদনে উন্নতি

পুষ্প উৎপাদন ব্যাপারে রয়েল বোটানিক গার্ডেনে যথেষ্ট উন্নতি আলোচ্য বর্ষে দেখা গিয়াছিল। বাগানে উৎপাদিত পুষ্পাদি খুবই উন্নত শ্রেণীর হইয়াছিল। এই বাগানে এবং রয়েল এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটী অব ইণ্ডিয়ার প্রদর্শনীতে এই বাগানের যে-সব প্রদর্শনীর দ্রব্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় দৃষ্টে বিচারকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখানকার পুষ্প ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক উদ্ভিদাদি আলোচ্য বর্ষে প্রদর্শিত সকল স্থানের জিনিষ অপেক্ষা উত্তম ছিল। বার্ষিক প্রদর্শনীতে এই বাগানের উদ্ভিদাদি সকল বিভাগেই প্রথম শ্রেণীর পুরস্কার লাভ করিয়াছিল। বাগানের উপযুক্ত স্থানে এবং ঝিলের তীরে পুষ্পক্ষেত্র রচনা করায় বাগানের সৌন্দর্য্য আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বাগানে এত অধিক সংখ্যক দর্শক সমাগত হইয়াছিল যে, তাহা অভূতপূর্ব্ব বলা যায়। অসংখ্য পিকনিক-পার্টির অনুষ্ঠান বাগানে হওয়ায় বাগানটিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে বাগানের কর্মচারীদিগকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বাগানের বিভিন্ন বিভাগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাগানের বৃক্ষাদিতে জল-সেচনের যে পুরাতন পদ্ধতি ছিল, তাহার পরিবর্তে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে এবং তাহার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। বাগানের প্রধান কর্মচারীদের কাজের প্রতি কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখায় আলোচ্য বর্ষে বাগানের সকল স্থানই সর্ব্বদা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল। আমোদ-উৎসবের জন্য যে-সব দর্শক বাগানে আসিয়া থাকে, তাহা ছাড়াও উদ্ভিদ-বিদ্যায় অনুশীলনকারীদের পক্ষে যাহাতে বাগানটি বিশেষ সহায়ক হইতে পারে, তজ্জন্য বাগানে অনেক নূতন জাতীয় উদ্ভিদ আনয়ন করা হইয়াছে। ফিলিপাইন ও যবদ্বীপ হইতে প্রায় বিশ প্রকার গুল্ম আমদানী করা হইয়াছে এবং এগুলির বিকাশ বেশ আশাজনক।

বিরাট বটবৃক্ষ

আলোচ্যবর্ষে বিরাট বটবৃক্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল এবং তাহা হইতে আরো অনেক নূতন জটা চারিদিকে নামিয়া পড়িয়াছে। বাগানের মধ্যস্থ ঝিলটিকে যথারীতি পরিষ্কার করা হইয়াছিল। বাগানে যে কৃত্রিম পাহাড় রচনা করা হইয়াছে, তাহাতে হিমালয়ের নিম্নভূমির কতিপয় উদ্ভিদ লাগান হইয়াছে।

বাগানের মধ্যে যে-সব রাস্তা আছে, তৎসমুদয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। কতকগুলি রাস্তাকে নূতনভাবে সংস্কার করা হইয়াছে। বৃক্ষাদির নামের লেবেল ও রাস্তার নামের সাইনবোর্ড নূতনভাবে লেখানো হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে দেড় হাজারেরও বেশী লেবেল লেখানো হইয়াছে।

বাগান হইতে বৃক্ষাদি সরবরাহ

আলোচ্যবর্ষে বাগান হইতে ১৫,০২৫টি উদ্ভিদ ও ২৪৩ প্যাকেট ও ১৯ পাউণ্ড বীজ ভারতে ও জগতের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইয়াছিল। ৪৪৪টি উদ্ভিদ ও ২০০ প্যাকেট বীজ ভারত ও ভারতের বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে বাগানে আসিয়াছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নিকট হইতে প্রায় ২,৬৪১ প্রকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উদ্ভিদতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান উদ্দেশ্যে দার্জিলিং জেলায় আলোচ্য বর্ষে একবার সফর করিয়াছিলেন। এই সফরে যেসব গুল্মাদির নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় বাগানের গুল্মক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমাও সফর করিয়াছিলেন।

ভারত ও বহির্ভারতের কতিপয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও গবেষণাকারী বাগানের গুল্মক্ষেত্রে গবেষণাকার্য্য চালাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই কাজের যথেষ্ট সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

বিশিষ্ট দর্শকগণ

আলোচ্য বর্ষে বাগানে যেসব বিশিষ্ট দর্শকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মহীশুরের দেওয়ান মীর্জা স্যার ইস্মাইল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় খানবাহাদুর আজিজুল হক সি আই ই মহোদয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতার অন্যান্য বাগান

ইডেন গার্ডেন, ডালহৌসী স্কোয়ার ও কার্জন গার্ডেনে শীতকালীন পুষ্পাদি আলোচ্য বর্ষে বেশ সুন্দর হইয়াছিল। বাগানের শোভাবর্দ্ধন ও স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। যথাযথ স্থানে বহু বৃক্ষ, গুল্ম ও ফুলের গাছ রোপণ করা হইয়াছিল। ইডেন গার্ডেনস্থ ঝিলগুলি পুনরায় খনন না করিলে তাহাদের উন্নতি সাধন সম্ভবপর নয়, কিন্তু তথাপি এইসব ঝিল হইতে জলজ উদ্ভিদাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষেও ইডেন গার্ডেনের ঝিল হইতে কতিপয় মৎস্য তুলিয়া ডালহৌসী স্কোয়ারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।

লয়েড বোটানিক গার্ডেন

আলোচ্য বর্ষে দার্জিলিংয়ে লয়েড বোটানিক গার্ডেনে নানাবিধ দিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। স্যার জন এণ্ডারসন পার্ব্বত্য বাগানের আরো প্রসার সাধন করা হইয়াছিল এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতেই উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমির নানারূপ পুষ্প ও গুল্ম সব ঋতুতেই এই বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতে থাকিবে। উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণার জন্য বাগানের এই অংশ যে বিশেষ মূল্যবান, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই বাগানের কতিপয় বড় বড় বৃক্ষে যেসব পুষ্পলতা জন্মিয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। হিমালয় অঞ্চলের অর্থকরী ও ঔষধি নানা জাতীয় উদ্ভিদাদির সম্বন্ধে এক শিক্ষণীয় বাগান রচনার পরিকল্পনা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় করেন এবং কিউরেটরের তত্ত্বাবধানে এই বাগান রচনা করা হইয়াছে। বাগানের এই অংশটি যখন সম্পূর্ণভাবে তৈরী হইয়া যাইবে, তখন তাহা শিক্ষা ও ঔষধিতত্ত্বের দিক দিয়া বিশেষ সহায়ক হইবে।

২৬৩টি নূতন গাছ আলোচ্য বর্ষে লাগান হইয়াছে এবং নূতন শিক্ষণীয় বাগানে ৫৬ প্রকার অর্থকরী উদ্ভিদের চারা রোপণ করা হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা প্রতিষ্ঠানের কাছ হইতে প্রায় ৫৮ প্যাকেট বীজ পাওয়া গিয়াছিল। বাগান হইতে ২,৬৪২ প্যাকেট বীজ, ২০৭টি গাছ, ৮,৯৫২টি চারা ও ১৫টি শিকড় নানাস্থানে বিতরণ করা হইয়াছিল। ভারত ও বহির্ভারতীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কলেজের উদ্ভিদতত্ত্ব বিভাগ এই বাগান হইতে উদ্ভিদাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল। বহু বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ও গবেষণাকারীকে বাগান দেখান হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৭,৬৬৮ জন দর্শক এই বাগান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

রূপা-মাকা টাকা ও আধুলী

প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত

ভারত সরকার সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, রাণী মাকা টাকা ও আধুলী বহুল পরিমাণে জাল হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলীর প্রচার বন্ধের বিষয় অনেক দিন হইতেই বিবেচনা করিতেছিলেন এবং এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মাকা সব টাকা ও আধুলীর প্রচার বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রা আইন সংশোধন করিয়া তদনুসারে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চের (১৯৪১) পর হইতে রাণী মাকা টাকা ও আধুলী আর বাজারে চলিবে না। অতঃপর ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৪১) তারিখ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর টাকা ও আধুলী সকল গভর্ণমেণ্ট ট্রেজারী ও পোষ্টাফিসে গৃহীত হইবে এবং তাহার পর পুনরাদেশ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও বোম্বাইতে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা-প্রচার বিভাগে মাত্র এগুলি গৃহীত হইতে থাকিবে।

বর্তমান মাসের শেষ দিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নাৎসী জার্ম্মাণীতে শ্রমিক-সমাজের দুর্দ্দশা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জুটে না। ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছানুসারে যে কোন ব্যক্তিকে সদস্যদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। উপরের পদগুলি খুব মোটা মাহিনার। শ্রমিকদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে ইহারা যে বেশ আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়ায়, আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না। শ্রমিক ফ্রণ্টের সর্ব্বপ্রধান নেতা ডাঃ লে-র ব্যক্তিগত কার্য্যাবলী সম্পর্কে আমরা কিছু বলিতে চাই না।

তথাকথিত শ্রমিক ফ্রণ্টের হেডকোয়ার্টারের জন্য বার্লিন চার্লটেনবার্গে যে বাড়ীটি লওয়া হইয়াছে, উহা অত্যন্ত সুসজ্জিত। উহার সম্বর্দ্ধনা-প্রকোষ্ঠটি সকলের তাক্ লাগাইয়া দেয়। ডাঃ লে-র জন্য একটি সিনেমার ব্যবস্থাও তথায় রহিয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের থাকার জন্য তথায় সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়নের মামুলী অফিস ভবনকে যাঁহারা এক সময় "রাজপ্রাসাদ" নামে অভিহিত করিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারাই এক্ষণে উক্ত সুরম্য অট্টালিকায় দিব্যি আরামে বাস করেন। সভ্যরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে শ্রমিকদিগকে চাঁদা আদায় করিতে হয়। সমগ্র জার্ম্মাণীতে ২ কোটি শ্রমিক কল-কারখানায় কাজ করে। ইহাদের প্রত্যেকে যদি মাসে ২ রাইখমার্ক চাঁদা দেয়, তাহা হইলে মাসিক ৪০,০০০,০০০; সুতরাং বার্ষিক ৪৮০,০০০,০০০ রাইখমার্ক চাঁদা সংগৃহীত হয়। এ বিপুল অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হয়, তাহা দেখান হয় না; শুধু মোট সংখ্যাটা প্রকাশ করা হয়। মোট সংখ্যা দেখিয়া কিছুই নির্ণয় করা যায় না। উদ্বৃত্ত অর্থ "ব্যাঙ্ক অব জার্ম্মাণ লেবার"এ (জার্ম্মাণ শ্রমিক ব্যাঙ্ক) পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অর্থ নিজের কারবারে খাটায়। এই তহবিলের অর্থ হইতে কিছুটা ডাঃ লে পিপলস মোটর কারখানা নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া থাকেন; কারণ মোটর গাড়ী ডেলিভারী দেওয়ার পূর্ব্বে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের নিকট হইতে কিস্তিতে যে অর্থ পাওয়া যায়, উহা দ্বারা কারখানার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না।

নির্ব্বাচন প্রথার বিলোপসাধন

"বিশ্বস্ত মুখপাত্র" নামে অভিহিত অপর একদল লোকের মারফতেও "শ্রমিক ফ্রণ্ট" কারখানাসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। "বিশ্বস্ত কাউন্সিল" ইহাদের কার্য্যে সাহায্য করে। প্রচলিত নিয়ম কানুন অনুসারে প্রতি বৎসর শ্রমিক সম্প্রদায় হইতে উক্ত কাউন্সিলের সদস্য ও মুখপাত্র মনোনীত হয়। ৪ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বশেষ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সে নির্ব্বাচনে শ্রমিক ফ্রণ্টের মনোনীত বহু ব্যক্তি "মুখপাত্র" হইতে পারে নাই। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিরাও কর্ত্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করিতে পারিলেন না; কাজেই প্রাক্তন সদস্যরাই পুনঃনিয়োগ লাভ করে। কারখানার শ্রমিকদের বিরুদ্ধ মনোভাবের সন্ধান পাইয়া গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য সভা আহ্বান করিতে সাহস পাইতেছেন না। রাইখষ্টাগের ডেপুটি নির্ব্বাচনের সময় কোন্ ডেপুটি কত ভোটাধিক্য লাভ করিবেন, তাহা যেমন পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, কারখানার নির্ব্বাচনে সে ভাবে ভোটের গোলমাল করিয়া দেওয়ার দুঃসাহস গভর্ণমেণ্টের নাই। শ্রমিক সম্প্রদায় সে-ধরণের কোন জাল জুয়াচুরি বরদাস্ত করিবেন না; কাজেই নির্ব্বাচনও হইতেছে না। কোন "মুখপাত্র" যদি পদত্যাগ করে, তাহা হইলে শ্রমিক ফ্রণ্ট সে-স্থলে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকে।

এত সব ব্যবস্থাও কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষসাধন হয় নাই। উপরোক্ত বিশ্বস্ত কাউন্সিল ও বিশ্বস্ত মুখপাত্র ব্যতীতও তাঁহারা "শ্রমিক বাহিনী" এবং "শ্রমিক নেতা"র সৃষ্টি করিয়াছেন। এইভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের সব ক্ষেত্রেই কর্ত্তৃত্ব জমাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিক উভয়কে কড়া নজরে রাখা হয়। বিশ্বস্ত "মুখপাত্র"রা নিয়মিতভাবে শ্রমিক ফ্রণ্টের নিকট রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকে। অত্যন্ত মামুলী এমন কি ব্যক্তিগত ব্যাপারকে ভিত্তি করিয়া উক্ত রিপোর্ট রচিত হয়। এক কথায় শ্রমিকরা দলের দাসে পরিণত হইয়াছে এবং দাসত্ব শৃঙ্খল মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে অবস্থায় থাকিতে বাধ্য।

শ্রমিক শোষণ

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে বেকার সমস্যা না থাকিলেও পূর্ব্বের হারে এখনও শ্রমিকদের নিকট হইতে বেকার ইন্সিওরেন্সের চাঁদা আদায় করা হইতেছে। ইহাই জার্ম্মাণীর একটা বড় কেলেঙ্কারী। চাঁদার অর্দ্ধেকটা মালিক এবং অপর অর্দ্ধেকটা শ্রমিকদিগকে দিতে হয়। ইহার সামান্য একটা অংশ মাত্র হয়ত বেকার শ্রমিকদের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে, বাদবাকীটা রণসজ্জায় ও পুনর্নির্ম্মাণ কার্য্যেই খরচ হয়। এই হিসাবে ইহাকে একটি অতিরিক্ত ট্যাক্স বলা যায় এবং আদায়কৃত অর্থ সৈন্যবাহিনী ও উচ্চ পদস্থ বিলাসী সরকারী কর্ম্মচারীগণের ভোগ বিলাসেই উড়িয়া যায়। জার্ম্মাণ শ্রমিকরা ইহা বেশ জানে। যদি প্রকাশ্যে আলোচনা চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকেই এইভাবে নিষ্পেষিত হওয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।

কিন্তু মার্শাল গোয়েরিং সদ্য-প্রকাশিত একটি রিপোর্টে নিম্নোক্ত মর্ম্মে একটি সদম্ভ উক্তি করিয়াছেন: "জার্ম্মাণ শ্রমিকরা মনের আনন্দে নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে গমন করে। পিতৃভূমির জন্য তাহারা যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতেছে, ইহা তাহারা বেশ উপলব্ধি করিতেছে।" ইহা সত্য নয়; কারণ তাহারা জানে এমন গুটিকতক লোকের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে, ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য যাহারা যে কোন কাজ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবে না।

প্রাক্তন ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদিগকে সামাজিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে সাহায্য প্রদান করিত, প্রচলিত ব্যবস্থায় উহার কোন অস্তিত্ব নাই। শ্রমিক ফ্রণ্টের কাজ উহার অস্তিত্বের মধ্যেই শেষ হইয়াছে। শ্রমিকদের কাজ ও মাহিনা সম্পর্কীত ব্যাপারে উহার কোন হাত নাই। লেবার ট্রাষ্টি সমগ্র রাইখে এ সকল ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা। ইহা একটি স্বতন্ত্র সত্ত্ব। মজুরী সংক্রান্ত বিরোধে ইহা আপোষ নিষ্পত্তির কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়াই এক পক্ষের বক্তব্যের উপর নিজের সিদ্ধান্ত দিয়া ফেলে। শ্রমিক মন্ত্রী সভার সুযোগ্য আন্ডার সেক্রেটারী এক্ষণে সরকারী কর্ম্মচারী। তিনি এককালে মালিকদের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন, এজন্য প্রায় শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়াগুলিও অগ্রাহ্য হইয়া যায়। মাহিনা বৃদ্ধি নিষিদ্ধ এবং ধর্ম্মঘট দেশদ্রোহিতা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মালিকরা মনে মনে এজন্য খুব আহ্লাদিত; কিন্তু এ পথ তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। যাহারা সচেতন, তাহারা কিন্তু অন্য কত শোষণ করিয়া থাকে।

কোন বিরাট রাষ্ট্রই দেশের অধিক সংখ্যক লোকের অনুগত অধিকার পদদলিত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে না। সাবেক দিনের জার্ম্মাণ ট্রেড ইউনিয়নগুলি আবার মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। যাহারা অর্থবলে এবং অন্য বলরে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাড়াইয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে, সে মালিকরাই একদিন উহাদের পুনরুত্থান কামনা করিবে। কিন্তু তখন হয়ত আর সময় থাকিবে না।

বিপজ্জনক জীবনযাত্রা

সংবাদপত্রে প্রায় তাহারা লিখিয়া থাকে যে, বিপদের ভিতর দিয়া জীবন যাপন করা উচিত। হাঁ, আমরা ঠিক সে-জীবনই যাপন করিতেছি। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করিতেছি না। ইহার বিরুদ্ধে কি করা যাইতে পারে, তাহাও আমার জানা নাই। রাজনীতির কোন কিছু আমি বুঝিও না এবং উহার কোন সংস্রব রাখার ইচ্ছাও আমার নাই। আমি শুধু ইহাই দেখিতে পাইতেছি যে, শাসকবর্গ জনসাধারণের অবস্থা মন্দ করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীন ও সৎভাবে জীবন যাপন করাই আমার ইচ্ছা, আমি যাহা চিন্তা করি উহাই ব্যক্ত করা আমার উদ্দেশ্য। আমি জানি এজন্য আমার নিন্দা করা হইবে। হয়ত আমাকে পুলিশ ষ্টেশনে যাইতে বলা হইবে, গ্রেফ্তার, হাজতবন্ধ ও এমনভাবে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইতে হইবে যে, আর কখনও ফিরিয়া আসার সুযোগ থাকিবে না। চাকুরী হইতে বরখাস্তও হইতে পারি, তাহারা চাকুরীর বহিতে লিখিয়া দিবে—রাজনৈতিক কারণে আমাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তেমন অবস্থায় আমার ভাগ্যে আর কোন চাকুরীই জুটিবে না। যে-পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শ্রম-সাধ্য কার্য্যের জন্য অন্যত্র প্রেরিত না হই, ততদিন আমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে, দ্বিতীয় উপায় নাই।

ইহাই আমাদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি এবং ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। আমরা প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারি না। সন্ধ্যার অন্ধকারে জনমানবশূন্য পথ বাহিয়া গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে সময় সময় আমি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলি এবং ক্রন্দন করিতে থাকি। তখন যদি কাহারও পদশব্দ আমার কাণে পৌঁছে, তাহা হইলে আমি ওভারকোটে মুখ গুঁজিয়া রাখি, পাছে রাস্তার লোক আমার ক্রন্দনের কারণ উপলব্ধি করিয়া ফেলে। আমি শুধু নিজের জন্য কাঁদি না, সকলের জন্য আমার কান্না আসে।

ইহাই জার্ম্মাণ শ্রমিকদের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী। সহস্র সহস্র পোলিশ, ডাচ, বেলজিয়ান, নরওয়েজিয়ান এবং ফরাসী শ্রমিকদেরও এই একই অবস্থা। কারণ হিটলার তাহাদিগকে রণসজ্জার প্রস্তুতের বিরামহীন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যে সকল দেশ হিটলারের পদানত হইবে, তথাকার শ্রমিকদের ভাগ্যেও ইহাই আছে।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উহা যেন "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়ার কোন বন্দোবস্ত নাই।

বঙ্গদেশে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার

জলপাইগুড়ি—

গত ২০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির কোষাধ্যক্ষ মোট ৭৪৸৵০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত মোট ১০,৯১৯৸৵৫ সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪০৩৷৴০ আনা লেডি মেরী হার্ব্বার্ট ভাণ্ডারের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ১৮,৫২৪৷৴৫ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিলে প্রদান করা হইয়াছে।

যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মোট ৩৫৯৸৵০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত ১১,২৭৯৷৶৫ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪০৩৷৴০ লেডি মেরী হার্ব্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা তহবিলের জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ১৯,০২৪৷৹ ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ১৮ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের নিমিত্ত মোট ১,৭৮৪৷৹ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত মোট ১১,০০৩৸৵১০ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৫৸৵০ লেডি মেরী হার্ব্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এপর্য্যন্ত ২৪,২৯৮৷৴১০ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিলে চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে। জলপাইগুড়ির ব্যাঙ্কসমূহ ডিফেন্স বণ্ডের নিম্নলিখিতরূপ বিক্রী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছে:—

৩ বৎসরের জন্য শতকরা তিন টাকা সুদের বণ্ড—১৫,৫১০৸৵০।

লোনের সুদ হইতে—৬০০৲।

ডিমলা [illegible] যুদ্ধ সাব-কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মিঃ আর, পি, মজুমদারের মারফৎ ১,২৬৪৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকা—

সদর উত্তর সার্কেল অফিসারের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কাপাসিয়া থানা যুদ্ধ-কমিটির একটি সভা হইয়াছে। উক্ত সভাতেই মোট ৪৫০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই থানার অন্তর্ভুক্ত সানমানিয়া ইউনিয়নের কাজ বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এবং এই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে যে জাপানী অভিযান ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার ব্যর্থতার কাহিনী বিশদরূপে বুঝাইয়া বিবিধ বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। যে রাজকীয় বিমান বাহিনী শত্রুদলকে কোনঠাসা করিয়াছে তাঁহাদের অদ্ভুত শৌর্য্যের কথা বিভিন্ন বক্তা কর্ত্তৃক সভায় বিবৃত হইয়াছে। উপস্থিত গ্রামবাসিগণকে রাজকীয় বিমান বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সম্পর্কীত তহবিলের সাহায্যার্থে কালিগঞ্জ নামক স্থানে একটি ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সদর উত্তরের সার্কেল অফিসার এই অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে ১৭৫৷০ আনার টিকিট বিক্রী হইয়াছিল।

দার্জিলিং—

গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে দার্জিলিং-এর ভারতীয় বিদ্যালয়সমূহ ছাত্র ও শিক্ষকগণের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে প্রদত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে এবং দার্জিলিং জেলা যুদ্ধ তহবিলের সম্পাদকের নিকট জমা দিতেছে। একাধারে শিক্ষক ও ছাত্রগণের পক্ষ হইতে বেশ সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

গত ১লা অক্টোবর জেলার ব্যায়াম সম্পর্কীত ব্যাপার সংগঠনকারী এবং দার্জিলিং মিউনিসিপাল বালকদের বিদ্যালয়ের পুরাতন শিক্ষক মিঃ কে. এম. বাইদের সহযোগিতায় দার্জিলিং-এর বিদ্যালয়সমূহের জেলা-পরিদর্শক যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ ভারতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারা নিউ সিনেমা হলে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান সংগঠন করিয়াছিলেন। খান বাহাদুর ডি. ই. আজাদীর আনুকূল্যে এই হল বিনামূল্যে ভাড়া পাওয়া গিয়াছিল এবং ৪৬০৸৵৫ সংগৃহীত হওয়ার পর দার্জিলিং লয়েডস ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এইচ. বি. খানের মারফৎ উক্ত অর্থ দার্জিলিং জেলা-যুদ্ধ তহবিলের সেক্রেটারীর নিকট জমা দেওয়া হয়। এই ৪৬০৸৵৫ পয়সার মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহবিলের জন্য ৩০০৲ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হয় এবং ১৬০৸৵৫ সাগরের পরপারে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যগণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

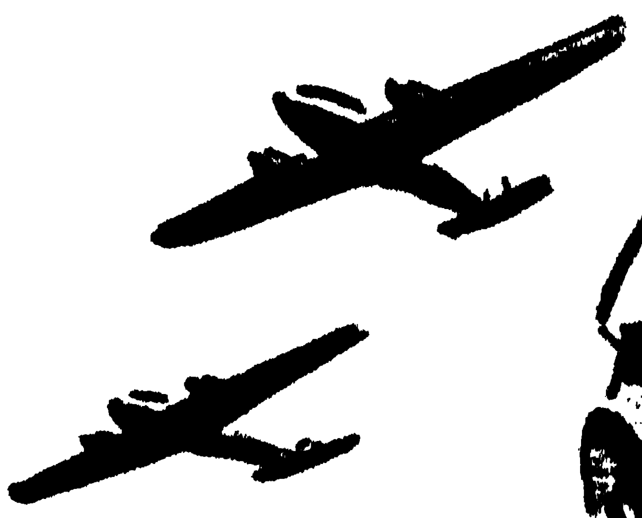

ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনে সহায়তা করুন

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার বণ্ড ১৩৸০ হিসাবে পরিশোধ্য—শতকরা ৩৷০ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত। এই সঞ্চিত কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

তিন বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন অধিকতর সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩৲ হারে সুদ ৬ মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—১০৲ টাকার ঊর্দ্ধে যে কোন মূল্যের বণ্ড বিক্রীত হইবে। তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তে তিন মাসের নোটিসে পরিশোধ করা যাইতে পারে। আকস্মিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

ভারতীয় বিমান-বাহিনী শত শত ভারতীয়কে বিমান চালনায় সুশিক্ষিত করিতেছে। ডিফেন্স্ বণ্ড্ কিনিয়া তাঁহাদের বিমান সরবরাহে সাহায্য করুন। ভারতের এবং আপনার নিজের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ বিমানে আরো বেশী সুশিক্ষিত লোক, আরো বেশী ট্যাঙ্ক, আরো বেশী বিমান এবং আরো বেশী মেশিন গান।

ডিফেন্স্ বণ্ড্ কিনিলে আপনি নিরাপদ ও লাভজনক পথে টাকা খাটাইবার সুযোগ লাভ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের যাবতীয় বিত্ত-সম্পত্তি দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই সঞ্চিত কোন কারণেই মূল্য হ্রাস হওয়া সম্ভব নহে।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স্ বণ্ড্ ক্রয় করুন

O. I. 2

ইটালীয়ান বাহিনী কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

অবগত নহেন। অপর দিকে নিউইয়র্ক-টাইমসের বোমস সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ভন রিবেনট্রপের ফ্রান্সে গমনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে ইটালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানোও শীঘ্র বার্লিনে যাইতেছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে। অপর দিকে বৈদেশিক সংবাদদাতারা মাদ্রিদে রিবেনট্রপের অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন জল্পনা-কল্পনা না করে, তজ্জন্য নূতন নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। মঃ লাভাল প্যারিস হইতে ভিসি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ফরাসী রাজদূত হেনরি হে সাংবাদিকগণকে বলিয়াছেন যে, জার্মানীর পক্ষ হইয়া ফ্রান্স যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। ভিসিতে অবস্থিত ফরাসী সরকারের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, বৃটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সংবাদ নিতান্তই হাস্যকর।

ফ্রান্সের প্রতি ইটালো-জার্মানীর সর্ত্ত

স্টকহোমের নামক সংবাদপত্র বার্ণ হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, ইটালী-জার্মানী সম্প্রতি ভিসি সরকারের নিকট নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে। তদনুসারে ফ্রান্সকে নিম্নোক্ত ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আপন উপনিবেশ বিতরণ করিতে হইবে—

(১) আলসেস লোরেন—জার্মানী।

(২) নাইস—ইটালী।

(৩) টিউনিস—ফ্রান্স এবং ইটালীর মধ্যে সমবণ্টন।

(৪) আলজিরিয়া—ফ্রান্স।

(৫) মরক্কোর উত্তরাংশ—স্পেন।

(৬) আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশের অবশিষ্টাংশ ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী সম্মিলিতভাবে শাসন ও শোষণ করিবে।

(৭) ফরাসী ইন্দোচীন—জাপান।

(৮) ভূমধ্যসাগরের ফরাসী নৌ-বহর এবং উত্তর আফ্রিকার ফরাসী বিমানবাহিনীকে বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োগ করিবার জন্য ইটালী-জার্মানীর হাতে দিতে হইবে।

(৯) এই সকল প্রস্তাব গৃহীত হইলে জার্মানী ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চল হইতে সরিয়া যাইবে। কেবলমাত্র ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্তী বন্দর সকল সুইস সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বাসেল হইতে যথা দিয়া বেলজিয়াম সীমান্ত এবং সোম নদী পর্য্যন্ত তথাকথিত অবরুদ্ধ অঞ্চল জার্মানীর হাতে থাকিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবসমূহ ভিসি সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে তাঁহারা এক বিশেষ বৈঠকে বিবেচনা করিয়া দেখেন। তুমুল বাক্‌বিতণ্ডার পর অধিকাংশ সভ্যই এ প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন। মার্শাল পেতাঁ, জেনারেল ওয়েগাঁ এবং অপরাপর কয়েকজন মন্ত্রী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

ইটালী ও জার্মানীর প্রস্তাবে ভিসি সরকার অসম্মত

ইটালী-জার্মানী যে সকল দাবী জানাইয়াছে, সেগুলি যদি গৃহীত হয়, তবে ফরাসী উপনিবেশসমূহকে জেনারেল দ্য গলের পক্ষে যাইতে বাধা দেওয়া যাইবে না, একথা চিন্তা করিয়া প্রস্তাব বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মঃ লাভাল, মঃ বোঁদো, এডমিরাল ডারলান দাবী মানিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সকল দাবী বাতিল করিয়া দিবার ফলে মঃ লাভাল পুনরায় প্যারিসে যাইয়া বর্ত্তমান আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্শাল পেতাঁ এবং লাভালের মধ্যে বিরোধিতা চরম হইয়া উঠিয়াছে। মঃ লাভাল নূতন প্রস্তাবের ভিত্তিতে হিটলার এবং রিবেনট্রপের সহিত আলোচনা চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবস্থায় জেনারেল ওয়েগাঁর উত্তর আফ্রিকা ভ্রমণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। যে কোনরূপ আক্রমণই হউক, ফ্রান্স সাম্রাজ্য রক্ষার দৃঢ়-সঙ্কল্প বলিয়া ভিসি হইতে যে বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে, জেনারেল ওয়েগাঁর সফরের সহিতও তাহার সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীস আক্রান্ত

গ্রীক সেনাপতিমণ্ডলীর এথেন্সেতে বলা হইয়াছে, ২৮শে অক্টোবর সকাল ৫টা ৩০ মিনিটের সময় ইটালীয়ান সৈন্যদল গ্রীক-আলবেনিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। গ্রীক সৈন্যদল আপন এলাকা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছে।

ইটালীর চরমপত্র প্রত্যাখ্যাত

ট্রান্স-রেডিও সরকারী জার্মান সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রচারিত এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছে যে, ইটালীয়ান সৈন্যদল ভোর ৪টার সময় গ্রীস সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

জার্মান সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী আরও ঘোষণা করিতেছে যে, গ্রীস ইটালীর চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যাত হইলে ইটালীয়ান সৈন্যদল ভোর ৬টায় সীমান্ত অতিক্রম করিবে, চরমপত্রে এইরূপ ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

কর্ফু দ্বীপের নিকট নৌ-যুদ্ধ

প্রকাশ, কর্ফু দ্বীপের নিকটে ইতিপূর্ব্বেই গ্রীক ও ইটালীয়ান নৌ-বহরের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

গ্রীক প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

গ্রীক প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস ২৮শে অক্টোবর সকালে ঘোষণা করিয়াছেন,—"গ্রীস আমরণ সংগ্রাম করিবে।"

গ্রীক প্রধান-মন্ত্রী মেটাক্সাস প্রধান সেনাধ্যক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন।

গ্রীকদের নিকট প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন

জেনারেল মেটাক্সাস এক ঘোষণাবাণীতে বলেন:—

"আমাদের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও ইটালি আমাদের স্বাধীন জাতিরূপে বাস করার অধিকার প্রদানে সম্মত নয়। ইটালীয়ান দূত কতকগুলি অঞ্চল প্রত্যর্পণের জন্য দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে এবং যেভাবে উহা উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা আমি গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলিয়াই মনে করিতেছি।"

অতীতে গ্রীক জাতি যেভাবে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য ঘোষণাবাণীর উপসংহারে সকলের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

গ্রীস রাজ জর্জের ঘোষণাবাণী

গ্রীসের রাজা জর্জ এক ঘোষণাবাণীতে বলিয়াছেন:—"কিরূপ অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে যে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, তাহা প্রধানমন্ত্রী আপনাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছেন। প্রত্যেক গ্রীক যে শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিবে, সে সম্বন্ধে আমি স্থির-নিশ্চিত। জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ-পরিচালনের জন্য সমগ্র জাতি প্রস্তুত হইয়াছে।"

বৃটেন গ্রীসকে সাহায্য করিবে

গ্রীসের বৃটিশ দূত লণ্ডন হইতে প্রাপ্ত নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইটালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীসের আত্মরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবে বলিয়া জেনারেল মেটাক্সাসকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

রুমানিয়ায় বৃটিশ জাহাজ আটক

রুমানিয়ার সামুদ্রিক সীমানায় বৃটিশ মালিকদের এবং বৃটিশ ভাড়াটিয়াদের যে সকল জাহাজ রহিয়াছে, নাৎসীদের প্ররোচনায় রুমানিয়া সরকার একটি নূতন আদেশ জারী করিয়া সেগুলির নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করিয়াছে। ঐ সকল জাহাজকে তাঁহারা এতদিন ব্রিলা ও গালেৎসে আটক রাখিয়াছিলেন এবং নিজেদের সামরিক কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন সেগুলি জার্মানীর নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

আদেশ-পত্রে বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়ায় রেজেষ্টারী করা হইয়াছে এরূপ কোন জাহাজ যদি বিদেশী কর্ত্তৃপক্ষ অপসারণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হইবে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সাফল্য

শুক্রবার ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহর রাজকীয় বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় সিদি-বারানির পূর্ব্ববর্তী উপকূলের নিকটে মিসরস্থ ইটালীয় সৈন্যদের ছাউনীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রাজকীয় বিমানবাহিনী লিবিয়ার ইটালীয় ঘাঁটি তব্রুকের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ফলে নৌ-সেনা নিবাসের ইমারতগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এরিত্রিয়া ও ইটালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকায় সাফল্যের সহিত পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালান হইয়াছিল।

১০খানা জার্মান বিমান বিধ্বস্ত

বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে প্রাপ্ত এক বিবরণে প্রকাশ, ২৮শে অক্টোবর রাত্রে ইংলণ্ডের উপরে শত্রু বিমানের আক্রমণের তীব্রতা অনেক হ্রাস পায়। লণ্ডন শহরের উপরে আক্রমণ আরও কম হইয়াছিল। রাত্রির প্রথম-ভাগে উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ড ও মিডল্যাণ্ডের উপরেই প্রধানতঃ আক্রমণ চলিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে ও দক্ষিণ ওয়েলস্-এ বহু সংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। মার্সিসাইড ও মিডল্যাণ্ডের একটি শহরে কিছু কিছু ক্ষতি হয় ও কয়েকস্থানে আগুন লাগে কিন্তু হতাহতের সংখ্যা খুবই অল্প। ইংলণ্ডের অন্যান্য স্থানে সাধারণতঃ বাসগৃহগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাত্র উত্তর-পশ্চিম ইংলণ্ডের কতিপয় লোক নিহত হয়। আহতের সংখ্যাও অধিক নহে। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, রবিবারের বিমান যুদ্ধে ১০ খানা শত্রুবিমান ধ্বংস হইয়াছে।

জিব্রল্টার কি আক্রান্ত হইবে?

জুরিখের রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, পেতাঁ-হিটলার-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর শীঘ্রই জার্মানদের নূতন একটা সামরিক অভিযানে ব্রতী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইটালীয়ান সংবাদপত্রগুলি পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে আসন্ন একটা সংগ্রামের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন করিতেছে। সুইস্‌ পত্রগুলি খোলাখুলিভাবেই এইরূপ মন্তব্য করিতেছে যে, সম্ভবতঃ জিব্রাল্টার ইহার পরে অ্যাক্সিস শক্তিবর্গ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে।

বৃটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌ-বহর কর্ত্তৃপক্ষ ২৮শে অক্টোবর ঘোষণা করিয়াছেন যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ যাত্রীবাহী জাহাজ "এম্প্রেস অব ব্রিটেন" (৪২ হাজার টন) বিধ্বস্ত হইয়াছে। জাহাজে আনুমানিক ৬৪৩ জন যাত্রী ছিল। বৃটিশ রণতরীসমূহ উহাদের মধ্যে ৫৯৮ জনকে এপর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে। হতাবশিষ্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন সৈন্য এবং সৈন্যদের পরিবারবর্গ আছে।

শেষ সংবাদ

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ,—গ্রীকদের সাহায্যার্থে বৃটিশ নৌ-বাহিনী অবিলম্বে অগ্রসর হইয়াছে এবং এথেন্স ও কর্ফুদ্বীপের নিকটে বৃটিশ রণতরি সমূহ পৌঁছিয়াছে। প্রথম আক্রমণে ইটালীয়ানগণ কতকটা অগ্রসর হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিশেষ বাধা পাইতে হইয়াছে এবং প্রকাশ,—ইটালীয়ান অগ্রবর্ত্তী বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়া গ্রীক-বাহিনী একণে আলবেনীয়ার ভিতরে অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

ফসলাদির রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী সমাজের কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

আকের পোকা

সাদা মাজরা।—এই মাজরা ও মাজরার প্রজাপতি সাদা। স্ত্রী-প্রজাপতি আকের নিম্নদিকে গাদা করিয়া ডিম পাড়ে। এক একটি গাদাতে ৯০টি পর্য্যন্ত ডিম থাকিতে পারে। ডিমের গাদা পশ্চাৎভাগের খড়ী রংয়ের লোমে ঢাকা থাকে। একটি প্রজাপতি এইরূপ অনেকগুলি ডিমের গাদা দিয়া থাকে। ডিম হইতে কীড়া ফুটিয়া পাতার শিরার ভিতর দিয়া আকের ডগায় ঢুকিয়া খাইতে থাকে। ইহাতে ডগা শুকাইয়া যায়। ২১।২২ দিন এইরূপ খাইয়া প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা হয়। তারপর পুত্তলী অবস্থায় ১০।১২ দিন থাকিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়।

প্রতিকার।—(১) ডিমের গাদা সংগ্রহ করিয়া কেরোসিন তৈল অথবা মাটিতে পুতিয়া রাখিলে ডিম নষ্ট হইয়া যাইবে।

(২) আক্রান্ত গাছগুলি কাটিয়া গরুকে খাওয়াইয়া দিলে অথবা পোড়াইয়া ফেলিলে ভাল হয়।

মরলা রংয়ের মাজরা।—এই মাজরার প্রজাপতি ময়লা রংয়ের। ইহারা দিনের বেলায় লুকাইয়া থাকে ও রাত্রিতে উড়িয়া বেড়ায়। স্ত্রী-প্রজাপতি পাতার নিম্নদিকে সারি সারি করিয়া একটির পর আর একটি টালির মত সাজাইয়া ডিমের গাদা দেয়। এক একটি গাদাতে ১৭০টি পর্য্যন্ত ডিম থাকিতে পারে। একটি স্ত্রী-প্রজাপতি এইরূপ অনেকগুলি ডিমের গাদা দিয়া থাকে। ডিমের গাদা হইতে ছোট কীড়া ফুটিয়া ডগার নিম্নদিকে কাণ্ডের ভিতর ঢুকিয়া কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে। একটি আক্রান্ত আকে ১৫০ পর্য্যন্ত ছোট কীড়া থাকিতে পারে। প্রায় দুই সপ্তাহ একত্রে থাকার পর ইহারা বাহির হইয়া অন্যান্য আকে চলিয়া যায় ও কাণ্ডের উপরিভাগে ছিদ্র করিয়া ভিতরে ঢুকে। সেখান হইতে আবার অন্য আকে চলিয়া যায়। এইরূপে একটি মাজরা অনেকগুলি আক নষ্ট করিয়া থাকে। এই মাজরা আক্রান্ত আক গাছগুলির ডগার পাতা শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার—সাদা মাজরার অনুরূপ।

আকের পাতার শোষক পোকা (পাইরিলা)।—পাইরিলার গায়ের রং শুকনা খড়ের মত। ইহাদের পাখার পিছনদিকে সাদা অথবা লাল রংয়ের অনেকগুলি ফোটা থাকে। মুখ লম্বা শুঁড়ের মত। এই শুঁড় দিয়া পাতার রস চুষিয়া খায়। শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ইহাদিগকে খুব বেশী পরিমাণ পাতায় বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। পাতায় একটু নাড়া লাগিলেই ইহারা লাফালাফি করিয়া উড়িয়া যায়।

স্ত্রী পাইরিলা আকের পাতার নিম্নদিকে সারি সারি করিয়া ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পিছনদিকের রোঁয়ার মত সাদা লোমে ঢাকিয়া রাখে। ইহাদের ডিম ফুটিয়া কীড়া হয় না "নিমফ" বাহির হয়। "নিমফকে" রাজসাহী জেলায় "ধুসুরী" বলে। ধুসুরীর পিছনদিকে দুইদিকে দুইটি সাদা লেজের মত আছে। এই লেজ দুইটির সাহায্যে ইহাদিগের লাফাইতে সুবিধা হয়। ক্রমে এই লেজ খসিয়া পড়ে ও পাইরিলায় পরিণত হয়।

প্রতিকার।—(১) ডিমের গাদা সাদা দেখিতে পাইলে পোড়াইয়া ফেলা। যদি ডিমগুলি কাল বা নীল রংয়ের দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া আক ক্ষেত হইতে ২৫ গজ দূরে রাখিলে ডিম হইতে ছোট ছোট পরভোজী পতঙ্গ বাহির হইয়া উড়িয়া ক্ষেতে চলিয়া আসিবে। এই পতঙ্গগুলি আবার অন্যান্য ডিম নষ্ট করিবে ও শোষক পোকার বৃদ্ধি কম হইবে।

বিস্তৃত বিবরণ।—বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯৩৪ সনের বুলেটিন নং ১ দ্রষ্টব্য।

ধানের উফ্রা, ডাক, ধান বা পোড়া ধরা রোগ

এই রোগের কারণ একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম কৃমি, যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যতীত দেখা যায় না। সাধারণতঃ বাইন করা জলে-ডুবা ধানেই এই রোগের উপদ্রব ঘটে। কখন কখন বোনা ধানেও দেখা যায়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে জলে-ডুবা আমন ধানেই এই রোগ ক্ষেতের স্থানে স্থানে আক্রমণ শুরু করে এবং ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে। এই কৃমি গাছের কচি অংশের রস চুষিয়া খায় এবং ধান চিটা করিয়া ফেলে। যদি রোগাক্রান্ত গাছগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে গাছের কচি অংশে এবং কচি ধানের ভিতরে এই কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ধানের ছড়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই গাছ আক্রান্ত হয় এবং গাছের পাতা ও ডাঁটার রং সাদাটে ও উপর কাল বিন্দুতে দেখায়। ইহার ফলে ধানের ছড়া বাহির হইতে পারে না এবং খোড় ফুলিয়া থাকে। যদি কখনও খোড় বাহির হয় তাহা হইলে ধান চিটা অবস্থাতেই থাকে। ইহার আক্রমণে প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার ধান নষ্ট হইয়া যায়।

প্রতিকারের উপায়।—(১) ধান কাটিবার পরে ক্ষেতের সমস্ত নাড়া জমা করিয়া ক্ষেতেই পোড়াইয়া ফেলিবে। যে ক্ষেতের নাড়া পোড়াইয়া ফেলিবার সুবিধা নাই, সেই ক্ষেতের নাড়া প্রত্যেকটি হাতে কুড়াইয়া মাটির মধ্যে অনেক নীচে পুতিয়া ফেলিবে, কারণ রোগের কৃমি সকল ইহার ভিতর থাকে।

(২) ধান কাটিবার পর হইতে পরবর্ত্তী ফসলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

(৩) যে ক্ষেতে রোগ লাগে নাই, সেই ক্ষেত হইতেই বীজ সংগ্রহ করিবে।

(৪) প্রতি সের জলে ৬ ছটাক পরিমাণ হিসাবে লবণ মিশাইয়া বীজ ধান ভিজাইবে। চিটা ধানগুলি উপরে ভাসিয়া উঠিলে, শীঘ্র তুলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে, কেন না ইহার ভিতরেও রোগের কৃমিগুলি থাকে। পরে জলে-ডুবা ধানগুলি অন্য এক পাত্রে পরিষ্কার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। চিটা ধান যেন কোনও প্রকারে ভাল ধানের সঙ্গে না মিশে।

(৫) ক্ষেত হইতে জল বাহাতে সরিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য।—এই সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর, পোঃ রমনা (ঢাকা), কিম্বা ইকনমিক বোটানিষ্ট (ইকনমিক বোটানিষ্ট—পোঃ তেজগাঁও, ঢাকা), এই ঠিকানায় লিখিলেই পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বেঙ্গল সিল্ক মিলের মালিক মিঃ ইবরাহিম সোলায় আরিফ গত ২৬শে অক্টোবর আকস্মিক ভাবে ৪২ বৎসরে পরলোক গমন করিয়াছেন। মিঃ আরিফ কাম্বিজের এম-এ, এল-এল-বি ও ব্যারিষ্টার ছিলেন। পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারও ছিলেন।

বাঙলার মফঃস্বলে চাউলের মূল্য

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৮ই সেপ্টেম্বরে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলে চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকায় ৵৬৸৵ সাড়ে আট সের হইতে ৵৬৸৵ আট সের দশ ছটাক; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় ৵৭৵ সাত সের তিন ছটাক হইতে ৵৯ নয় সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৵৭৵ পৌনে আট সের হইতে ৵৮৵ পৌনে নয় সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৵৮ সের হইতে ৵৯ সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৵৭৷৵ সাড়ে সাত সের হইতে ৵৮ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ৵৮৵ আট সের এক ছটাক হইতে ৵৮৸৵ আট সের পনর ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৵৭৵ পৌনে আট সের হইতে ৵৮৵ পৌনে নয় সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৵৮৵ পৌনে নয় সের হইতে ৵৯ সের; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় ৵৮ আট সের হইতে ।০৸৵ সাড়ে দশ সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৵৮ আট সের হইতে ৵৮৵ পৌনে নয় সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ৵৮ সের হইতে ৵৮৵ ছটাক, রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় ৵৮ সের হইতে ৵৮৵ পৌনে নয় সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে টাকায় ৵৮ সের হইতে ।০ দশ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে টাকায় ৵৭ সের হইতে ৵৮ সের; দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পঙে টাকায় ৵৮ সের, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় ৵৬৵ পৌনে সাত সের হইতে ৵৯ সের; বগুড়ায় টাকায় ৵৭৵ ছটাক; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকায় ৵৯ সের হইতে ।৩।০ সাড়ে [illegible] সের; মালদহে টাকায় ৵৮৵ পৌনে নয় সের, [illegible] টাকায় ৵৮৸৵ ছটাক; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে টাকায় ৵৮ আট সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় ৵৭ সের হইতে ৵৮ সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৵৭৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৵৮ সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ৵৭৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৵৮৷০ সাড়ে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৵৮ সের হইতে ৵৯৷০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৵৭৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৵৮৷০ সাড়ে আট সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে টাকায় ৵৮৷০ সাড়ে আট সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।০ দশ সের, ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৵৬৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ।১।০ সোয়া এগার সের।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব

যোগেশ বাঙালী ব্যাটেলিয়ন পরিদর্শন

স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন কে, সি, আই, ই, রাঁচিতে সর্ব্বপ্রথমে গত ২০শে অক্টোবর সেখানে গমন করেন। তথায় স্যার নাজিমুদ্দীন বেঙ্গল বাঙালী ব্যাটেলিয়নটি পরিদর্শন করেন। ব্যাটেলিয়নের কর্ম্মচারিগণ অধিনায়ক স্বরাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে থাকিয়া সেনাদের কাওয়াজ দেখাইয়া দেন। ব্যারাক প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব সন্তুষ্ট হন।

কলিকাতা অন্ধ সেবা-কেন্দ্র

চক্ষুরোগগ্রস্ত লোকদের স্বর্ণ সুযোগ

বাংলা দেশে চক্ষুরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। বিশেষতঃ ছানি ও ঝাপসা রোগে (ক্যাটারেক্ট ও গ্লকোমায়) গ্রামে গ্রামে অনেক লোক অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া পড়িতেছেন। সময়মত যোগ্য চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের যত্ন পাইলে কিন্তু এই সকল রোগ সহজেই আরোগ্য হইতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাংলার দরিদ্র পল্লীবাসীরা সুচিকিৎসার বিশেষ সুযোগ পান না। সুচিকিৎসকের সংখ্যা যেমন অল্প, তাহাদের দাবীও তেমন বেশী। তাহা ছাড়া তাঁহারা থাকেন শহরে এবং তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র প্রায়ই থাকে শহরে সীমাবদ্ধ। কলিকাতার হাসপাতাল-গুলিতেও রোগীর সংখ্যানুপাতে স্থানাভাব—সেখানে অল্প রোগীরই স্থান সঙ্কুলান হয়।

প্রতি বৎসর শত শত দরিদ্র রোগী তাহাদের কষ্ট-সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি ভাঙ্গাইয়া শহরে চিকিৎসার জন্য আসেন। কিন্তু অনেকেই হাসপাতালে প্রবেশলাভ করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া যান। নিরুপায় হইয়া কেহ কেহ বা অনভিজ্ঞ চিকিৎসক বা হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষণিক ফললাভ হয়ত বা হয়। কিন্তু অচিরে প্রায়ই তাহাদের চক্ষু চিরকালের জন্য নষ্ট হইয়া যায়। শত চিকিৎসায়ও আরোগ্য লাভের আর কোন আশা থাকে না।

এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপরিচিত চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার টি, আহমদ সাহেবের মনে অনেক দিন হইতেই কলিকাতায় অন্ধ-সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা ছিল। এই বৎসরে কলিকাতার মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব এই ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লর্ড সিংহ, মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক ও বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী, স্যর পি, সি, রায়, স্যর আবদুল হালিম গজনভী, ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় প্রমুখ বিশিষ্ট দেশবাসী তাঁহাকে এই শুভ কর্ম্মে উৎসাহিত করেন। রায় বাহাদুর শেঠ সুখলাল কর্ণানি মহাশয় তাঁহার নব-নির্ম্মিত ২০৯ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডের প্রাসাদোপম বাটী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দিয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাংলা সরকার হইতে কেন্দ্রে অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে, আশা করা যায়।

কেন্দ্রের পরম সৌভাগ্য যে, কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা এই কেন্দ্রকে সফল করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। সুবিজ্ঞ বিশেষজ্ঞেরা বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিবেন। রোগীদের দাঁত, কাণ, নাক, গলা ও ল্যাবোরেটরিতে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পর রোগীদের চক্ষুর অপারেশন করা হইবে।

গত ৩রা নভেম্বর, ১৭ই কার্ত্তিক, রবিবার হইতে একমাসের জন্য এই অন্ধ সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ২২শে নভেম্বর, ৬ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবারের পর আর রোগী ভর্ত্তি করা হইবে না। এই কেন্দ্র কেবলমাত্র দরিদ্র রোগীদেরই জন্য। কেন্দ্রে স্ত্রীরোগীদিগের জন্যও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিবে। চিকিৎসার জন্য কোনো ফী লাগিবে না—কেন্দ্রে রোগীদের আহারের ব্যবস্থাও বিনা-ব্যয়ে করা হইবে। এককালীন পাঁচশত রোগীর চিকিৎসার আয়োজন করা হইবে। আশা করা যায় যে, পালাক্রমে একমাসে প্রায় দেড়হাজার রোগীর অপারেশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। কাজেই যাঁহারা চিকিৎসার জন্য কেন্দ্রে

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষা

নারী-সমিতির সভায় আলোচনা

বাঁকুড়া জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস্, সি, মজুমদার মহোদয়ের পত্নী শ্রদ্ধেয়া সুধা মজুমদার মহোদয়ার উদ্যোগে স্থানীয় নারী-সমিতির একটি সভা হয়। তাহাতে বয়স্কদের শিক্ষার আবশ্যকতা ও উহার উপায় সম্বন্ধে সদরের সার্কেল-অফিসার একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া গেল:—

বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার আইন কার্য্যে পরিণত ক'রতে বা উহার ব্যাপক প্রয়োগে যে বাধা আছে, তার উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন,—এই আইন সর্ব্বত্র কার্য্যে পরিণত হ'লেও দেশের সকলকে শিক্ষিত কর্ত্তে অন্ততঃ দুই পুরুষ সময় লাগবে। বালকদিগকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠালেও তাহাদিগকে বয়স্ক নাগরিক হ'তে অন্ততঃ ২৫ বৎসর সময় লাগবে। ইতিমধ্যে যদি বয়স্কদের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা না করা যায়, তবে ২৫ বৎসর ভারতবর্ষকে একই স্থানে থাকতে হবে। অধিকন্তু বয়স্কদিগের মধ্যে শিক্ষার প্রতি মর্য্যাদাবোধ ও আগ্রহ না থাকলে তাদের পুত্র-কন্যার শিক্ষা বিষয়েও যত্ন নিবে না। এজন্য বয়স্কদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। যে দেশে সকল লোকেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত, সে দেশেও অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার আবশ্যকতা আছে, এবং এরূপ চেষ্টা ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশেষভাবে হইয়া থাকে।

গত ১০০ বৎসরে এ দেশে অশিক্ষিতদের সংখ্যা শত-করা ৫০। সকল ছেলেই পাঠশালে যায় না। তারপর যারা পড়াশুনা শেষ করে, তারাও আলোচনার অভাবে সাধারণতঃ শেষের তিন বৎসরের শিক্ষা ভুলে যায়। দেশে গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া জনসাধারণের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও খুব কম। বর্ত্তমান যুগে ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে বড় বেশী দূরত্বের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। যে শিক্ষিত, তার কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার গ্রাম-বাসীকে, তার অশিক্ষিত পড়শীকে নিয়ে বসে, তার সঙ্গে মেলামেশা ক'রে, তার নিজের জ্ঞান অপরের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।

যাদেরকে খেটে খেতে হয়, সন্ধ্যা বা রাত্রি ছাড়া তাদের অবসর নাই। এই জন্য সান্ধ্য ক্লাশ বা নৈশ-বিদ্যালয় বয়স্কদের প্রশস্ত স্থান। কিন্তু দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর তাদের পক্ষে নীরস অক্ষর শিক্ষা বা অঙ্ক শিক্ষা প্রীতিপ্রদ হয় না। তাই যে পদ্ধতিতে নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষা এতদিন হ'য়েছে তার দ্বারা ফল বিশেষ

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

[পূর্ব্ব কলমের জের]

আসিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদের নাম কেন্দ্রের আফিসে রেজেষ্টী করেন। স্থানীয় ডাক্তারের নিকট হইতে চক্ষুর ছানি কাটাইবার উপযোগী হইয়াছে কিনা, জানিয়া যেন রোগীগণ নাম রেজেষ্টী করেন। ছানি কাটাইবার মতন না হইলে রোগীদের অযথা পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতা আসা ব্যর্থ হইবে।

যাহাদের নাম রেজেষ্টী থাকিবে, তাহাদের কোন্ তারিখে কলিকাতা আসিতে হইবে, তাহা পত্রযোগে জানানো হইবে।

রোগীরা যেন মনে রাখেন যে, কেন্দ্রে কেবল মাত্র রোগীদেরই থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা কেন্দ্রে থাকিতে পারিবেন না। কেন্দ্রের পরিচারকগণ ও নার্সেরাই রোগীদের ভার লইবেন। তবে আত্মীয় স্বজনেরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে রোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

কেন্দ্রের আফিস—৬, সিভেটার রোড। কেন্দ্রের ঠিকানা—২০৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

হাওড়ায় শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা

আমতায় জন-সভা

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের ২৯শে তারিখ রবিবার দিন আমতার সার্কেল অফিসারের অফিসে স্কুল ও ক্লাবের প্রতিনিধি ও আমতার সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিগণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমতার সার্কেল অফিসার মিঃ জ্যোতিপ্রকাশ চৌধুরী এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেলার অর্গানাইজার মিঃ অজিত দাস নিমন্ত্রিত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং আমতা সার্কেলে এইরূপ একটি এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং আরও বলেন যে, এই সমিতি স্থানীয় ছাত্র ও যুবকগণের স্বাস্থ্য ও নৈতিক উন্নতি সাধনে খুবই সহায়তা করিবে। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণও এই সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত সমিতির জন্য কার্য্য-সূচি প্রস্তুত করার জন্য একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে আমতা সার্কেলের বালক ও যুবকদের জন্য আগামী শীতকালে খেলাধুলার ব্যবস্থা করিবে।

[পূর্ব্ব কলমের জের]

কিছুই হয় নি। এরূপ বিদ্যালয় তাদের পক্ষে বিশ্রাম ও আমোদের স্থান না হ'য়ে আরও দুই এক ঘণ্টা অতিরিক্ত পরিশ্রমের বিষয় হয়েছে। নারীদের জন্য এরূপ বৈঠকের সময় স্থান বিশেষে পৃথক হ'তে পারে। বেলা ২টা হতে ৪টার মধ্যে তাঁদের কিছু অবসর থাকা সম্ভব।

অনেকে বলেন—বাল্যকালেই শিক্ষার একমাত্র সময়, বালক-বালিকারা যত শীঘ্র শিখিতে পারে বয়স্করা সেরূপ পারে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। মনস্তত্ত্ববিদ্ মনীষিগণ পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, বয়স্করা বালক-বালিকা অপেক্ষা ৪৷৫ গুণ দ্রুত শিক্ষালাভ ক'রতে পারে। বয়স্কদের জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার পরিসর, তার বিচার ও কল্পনা-শক্তি অল্প বয়স্কদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের মান-সম্ভ্রম বোধও শিশুদের অপেক্ষা বেশী। এই জন্য বয়স্কদের পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষাদান প্রণালী শিশুদের থেকে অন্যরূপ হ'বে। বয়স্কদের পুস্তকের বিশেষত্ব হবে তারা যত শীঘ্র বড় বড় বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারে, শিশুরা তা পারে না ব'লে তাদের পুস্তকে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী হ'তে ছোট থেকে শীঘ্র বড় বিষয়ের অবতারণা করা। এরূপ পাঠ্য পুস্তকের অভাব আমাদের দেশে আছে। বয়স্কদের স্মৃতিশক্তি একটু কম, সেজন্য তাদিকে বর্ণমালা মুখস্থ না করায়ে কতকগুলি মূলশব্দ শিখতে যা আবশ্যক, সেই কয়টা অক্ষর কটা শিখান উচিত। পরে সেই কটা অক্ষর দিয়ে যে সমস্ত শব্দ হ'তে পারে তা শিখিয়ে অক্ষরগুলিতে ক্রমশঃ স্বরবর্ণ যোগ ক'রে অধিকতর শব্দসংখ্যা শিক্ষা দিয়ে ঐ সমস্ত শব্দ দিয়ে ক্রমশঃ বাক্য ও গল্পের অবতারণা করতে হ'বে। একজন ১০।১২ বৎসরের বালক বা বালিকা বা একজন অশিক্ষিত গ্রামবাসী ১,২০০—১,৫০০ শব্দ জানে। আবার ১,০০০টি মূলশব্দ বেছে নিয়ে পুস্তক লেখার কাজে ব্রতী হওয়া উচিত।

বয়স্কদের শিক্ষা সফল করতে হ'লে বয়স্কদের যোগ্য পুস্তকবিশিষ্ট পুস্তকাগার স্থাপন প্রয়োজন। প্রতি ইউনিয়নে, প্রতি মিউনিসিপ্যালিটিতে এরূপ লাইব্রেরী থাকা আবশ্যক এবং উহার বহি যাতে করে গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে বা সহর হ'তে ভিন্ন মহল্লায় ঘুরিয়ে লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

বয়স্কদের বৈঠকে ১ ঘণ্টা বা ১৷০ ঘণ্টা শিক্ষাদানের পর একটু বৈঠকী গল্প বা গান ও আবৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে। যেটা যেন প্রীতিজনক হ'বে। তাতে লোকসমাগম হ'বে এবং শিক্ষাও হ'বে। এইরূপে ম্যাজিকে লণ্ঠন, রামায়ণ, কুস্তী, গানবাজনা, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি করা যেতে পারে।

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

[illegible] বর্ষ, ২য় সংখ্যা] কলিকাতা, ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪০ [এক আনা

নাৎসী-জার্ম্মাণীর পারিবারিক জীবন

বালক-বালিকাদিগকে অমানুষে পরিণত করা হইতেছে

পারিবারিক জীবন যাপনের উপর ভারতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এখানকার শিক্ষার ভিত্তি। এমতাবস্থায় নাৎসী শাসনে জার্ম্মাণীতে পারিবারিক জীবন যাপনের মূল ভিত্তির উপর যে-প্রচণ্ড আঘাত চলিতেছে, উহার ভয়াবহতা সহজেই ভারতবাসীরা উপলব্ধি করিতে পারিবে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর ছেলে-মেয়েদিগকে পিতামাতাকে বাদ দিয়া রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে সম্পাদন করিতে হয়। শুধু কি ইহাই? ছেলে-মেয়েদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে যে, পিতামাতার প্রতি নহে, এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদিগকে আনুগত্য প্রদর্শন করিতে হইবে। কোন পিতামাতা যদি প্রচলিত নাৎসী শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে-মেয়েদিগকে স্বীয় পিতামাতার নিন্দা করিতে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর হিসাবে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। নাৎসীবাদের কট্টর অত্যাচার-অনাচার এবং স্বাধীনতার সঙ্কোচ সাধনের বিরুদ্ধে এমন কি পুত্রকন্যারও সমালোচনা করিতে গিয়া বহু পিতা-মাতাকে স্বীয় ছেলে-মেয়েদের নিকট হইতে যে ভর্ৎসনা লাভ করিতে হইয়াছে, উহার ভুরী ভুরী দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

শান্তিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের পক্ষে ইহা কতটা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে, উহা সম্যক উপলব্ধি করতে হইলে যে-ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া নাৎসী সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যে-নীতির অনুসরণে জার্ম্মাণ শিক্ষাবিদগণ অতি শৈশবেই ছেলেমেয়েদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতঃ তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠুর করিয়া গড়িয়া তোলার প্রয়াস পায়, তাহা জানা আবশ্যক।

শৈশবেই ছেলে-মেয়েদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা-চরিত্র আরম্ভ হয়। নাৎসী-আদর্শে রচিত রূপকাহিনী মাত্র তাহাদিগকে শোনান হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বলা হয় যে, "ফুয়েরার" ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ, তিনি "মিত্রশক্তি" নামক কতকগুলি বহুলোককে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং পূর্ব্বে বলশেভিকরা, বর্ত্তমানে বৃটেনরা কোমলমতি জার্ম্মাণ শিশুদিগকে উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি উহাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এ-সম্পর্কে জার্ম্মাণীর অন্যতম প্রভাবশালী মন্ত্রী ডাঃ লে কি বলিয়াছেন শুনুন: ছেলে-মেয়েরা যখন তিন বৎসর হইবেই আমাদের কাজ আরম্ভ হয়। এক আধটু চিন্তা করিতে শিখিলেই তাহাদের হাতে খেলিবার পতাকা দেওয়া হয়। তার পর যথাক্রমে তাহাকে স্কুল, হিটলারের যুবদাহিনী এবং সামরিক শিক্ষা লাভ করিতে হয়। উহার পরও মুক্তি নাই। [illegible] সম্পূর্ণ করিবার পর তাহাকে [illegible] কর্ম্মী প্রতিষ্ঠান ও আজীবন [illegible] থাকিতে হয়।

ইহাই জার্ম্মাণ শিশুদের জীবনলিপি। রাষ্ট্র তাহাদের দেহ ও মনের উপর নাৎসীদের ছাপ মারিয়া দেয়।

গত ৭ বৎসর অর্থাৎ হিটলারের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্রে শুধু সৈন্যই উৎপাদিত হইতেছে। ছয় বৎসর হইতে ১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ ছেলে-মেয়েদিগকে স্কুলের পাঠ ও সামরিক ড্রিল লইয়া এতটা ব্যস্ত থাকিতে হয় যে, এক দিকে যেমন বাড়ীর কোন আনন্দই তাহারা ভোগ করিতে পায় না, অন্য দিকে ঠিক তেমনি পিতা-মাতাও স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণের উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়া ফেলে।

রূপকাহিনীর পর প্রাথমিক শিক্ষার যে পুস্তক দেওয়া হয়, উহাতে বন্দুক কামান ও সৈন্যদের ছবিতে ভরপুর থাকে। উহাদিগের ভয়াবহ চিত্র সম্বলিত বহি তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়। বন্দুক, কামান, বিমানপোত, বোমা প্রভৃতি আধুনিক যুদ্ধের মারণাস্ত্রের সাংখ্যিক ধারায় অঙ্ক শিখিতে হয়। জার্ম্মাণ ছেলে-মেয়েরা কি পদ্ধতিতে বর্ত্তমানে অঙ্ক কষে তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি: যদি ৫টি বোমা মনোপযোগী একটি বিমানপোত ২০০ লোকের প্রাণহানি ঘটাইতে পারে, তাহা হইলে প্রত্যেকটি ১৫টি বোমা মনোপযোগী ২৪টি বিমানপোত কত লোকের প্রাণ হানি ঘটাইতে পারিবে? ঠিক এই পদ্ধতিতেই নাৎসী বালক-বালিকাদের শিক্ষা-দীক্ষা হইয়া থাকে।

দশ বৎসর বয়সে প্রত্যেক বালক তাহার উদ্ধত অথচ নিজস্ব বর্ণের একটি জামা পায়; যাহারা অত্যন্ত দরিদ্র, তাহাদের সহপাঠীরা চাঁদা করিয়া তাহাদিগকে উহা কিনিয়া দেয়। ইহাই তাহাদের যুব-আন্দোলনে যোগদান সূচিত করে। মেয়েরাও জার্ম্মাণ বালিকা সঙ্ঘের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা সাদা ব্লাউজ এবং জামা পরিধান করে, তবে অনেক সময় উহার কোন আবশ্যক করে না।

হিটলার কি বলেন?

প্রত্যেক বালক বালিকার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লওয়া হয় যে, ফুয়েরার জন্য তাহারা সর্ব্বস্ব বলি দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। হিটলারই যে তাহাদের সর্ব্বস্ব ইহা বেশ ভাল ভাবে তাহাদের মনে জাগাইয়া তোলা হয়। হিটলারকে দেবতার রূপ দিয়া বলা হইয়া থাকে যে, তিনি যাহা করেন বা বলেন উহার সবই ঠিক এবং সত্য। হিটলার যদি বলেন, অন্যান্য জাতি নীচ, পতনোন্মুখ এবং দস্যু, তাহা হইলে জার্ম্মাণ বালকগণ বিনা দ্বিধায় উক্ত বাক্যের সত্যতা উহা স্বীকার করিয়া লইয়া থাকে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হিটলার বলিয়া থাকেন: "একটি মাত্র জাতি-অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য সর্ব্বাধিক সাফল্যমণ্ডিত হয়। কারণ শুধু তেমন অবস্থায় শিক্ষার্থীদের মন-প্রাণ জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া থাকে। তাহাদের রক্তের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কোন বালক-বালিকাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে দেওয়া উচিত নয়" (মেইন ক্যাম্ফ, পৃ: ৪৭৫)। তিনি আরও বলেন, "বিদ্যালয় ত্যাগের পর যুবকদের মানসিক ও দৈহিক শিক্ষার ভার উক্ত রাষ্ট্রকেই গ্রহণ এবং রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। পরবর্ত্তীকালে সামরিক জীবন যাত্রার পক্ষে ইহাই হইবে তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। সৈন্য বাহিনীকে জাতীয় শিক্ষার মুক্ত প্রকাশ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। সাধারণ শিক্ষার মারফতেই সামরিক কাজের জন্য লোক তৈরী হইবে" (মেইন ক্যাম্ফ, পৃ: ৪৫৯)। শিক্ষার সম্পর্কে হিটলারের নীতি এই যে, যুব ও সবল দেহ গড়নের জন্য রাষ্ট্র উহার সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিবে, মানসিক উন্নতি বিধানের কাজ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

বন্দুক-কামানের খোরাক

এইভাবেই নাৎসীবাদ গত ৭ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণ বালক-বালিকাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে। মানসিক বিকাশ বাদ দিয়া দৈহিক উন্নতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর এত অধিক জোর দেওয়া হইতেছে যে, যুবসমাজ শুধু বন্দুক-কামানের খোরাকই সাজিতেছে। আজ যে জার্ম্মাণ যুবসমাজ বিনা দ্বিধায় ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, উহা উক্ত ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ফল।

দশ বৎসর বয়সের সময় সামরিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ড্রিল ও মার্চ করিতেই তাহাদের সময়ের বেশীর ভাগ যায় হয়। উহাদের মধ্যে যাহারা আত্মবলসম্পন্ন, তাহাদিগকে হিটলারের যুব-আন্দোলনেও যোগদান করিতে হয়। ১০ বৎসর বয়স্ক বালককে পিঠে ১১ পাউণ্ড ওজনের বোঝা লইয়া প্রত্যহ ১১ মাইল মার্চ করিতে

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রীগণের পার্শ্ববর্ত্তী বা জাহাজ হইতে নামবার যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালপত্রী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, জাপান ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিবৃত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞাতব্য, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কূপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৮ই নভেম্বর—১৯৪০

পঞ্চম বাহিনী

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে "পঞ্চম বাহিনীর" কথা অনেক শোনা গিয়াছে। প্রকাশ, স্পেনীয় গৃহ-যুদ্ধের সময় জেনারেল ফ্রাঙ্কো কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। মাদ্রিদ-আক্রমণের ব্যাপারে তিনি বলিয়াছিলেন যে, যদিও চারিটি বাহিনী কর্ত্তৃক মাদ্রিদের উপর সমভাবে আক্রমণ চালান হইতেছে, তথাপি প্রধানতঃ মাদ্রিদস্থ "পঞ্চম বাহিনী" বা তাঁহার সমর্থকদের সাহায্যের উপরই তিনি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছেন। কাজেই বুঝা যায়, যেসব "ঘর-শত্রু বিভীষণের" কার্য্য-কলাপ কোনও দেশের পরাজয়ের কারণ হইতে পারে, এরূপ সব লোককেই "পঞ্চম বাহিনী" আখ্যা দেওয়া হবে। কোনও দেশ বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সম্ভবতঃ নরওয়ে ও বেলজিয়ামের মতই "পঞ্চম বাহিনীর" লোকেরা আক্রমণকারী সৈন্যদের অবতরণে সাহায্য করিয়া, দেশরক্ষী বাহিনীর প্রতি গোপনে গোলাগুলী নিক্ষেপ করিয়া এবং গুপ্তচরের কার্য্য দ্বারা আক্রমণকারীদের সাহায্য করিতে পারে। যেসব দেশ আক্রান্ত হয় নাই, সেখানকার "পঞ্চম বাহিনী"ভুক্ত লোকেরা দেশের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা দুর্ব্বল করার চেষ্টা পাইতে পারে। জন-সাধারণের মধ্যে অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করতঃ তাহাদের মনোবল কমাইয়া দেওয়া এবং আক্রমণ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা আত্মসমর্পণ করা যে বেশী নিরাপদ হইবে, এরূপ প্রচার-কার্য্য চালাইয়া প্রকারান্তরে শত্রু-পক্ষের সাহায্য করা এই ধরণের "পঞ্চম-বাহিনীর" কাজ। শুধু তাহাই নহে, দেশবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে দলীয় ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ বাধাইয়া দেশের আত্মিক শক্তি দুর্ব্বল করার সাথে সাথে যুদ্ধ-শক্তি নষ্ট করাও ইহাদের কাজ। এইরূপভাবেই বহিঃশত্রুর আক্রমণের পূর্ব্ব হইতেই "পঞ্চম বাহিনীর" গৃহ-শত্রুরা প্রকারান্তরে শত্রুপক্ষের সাহায্য করিয়া থাকে।

বাঙলাদেশ অবশ্য এখনও আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু যেখানে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগতে নাৎসী প্রভাব প্রতিষ্ঠাই হইতেছে হিটলারের উদ্দেশ্য, সেখানে বাঙলায়ও যে হিটলার একটি "পঞ্চম বাহিনী" গঠির প্রয়াস পান নাই, এরূপ মনে করা ভুল হইবে। ইহা জানা কথা যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণ ও ইটালিয়ান দূতাবাস হইতে প্রচার-কার্য্য চালাইয়া এবং বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করিয়া "পঞ্চম বাহিনী" গঠনের প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য দেশের মতই ভারতেও জার্ম্মাণ প্রবাসীরা নাৎসী-কেন্দ্রসমূহ গঠন করিয়াছিল এবং বহু জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান নানা প্রকার নির্দ্দোষ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও স্ব স্ব দেশের গভর্ণমেণ্টের পক্ষে গুপ্তচরের কাজও করিতেছিল।

"পঞ্চম বাহিনীর" অন্তর্ভুক্ত লোকদিগকে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) শত্রুর বেতনভুক লোকেরা।

(খ) এমন সব লোক—যাহারা মনে করে যে, শত্রুদের জয় হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

(গ) এমন সব লোক—যাহারা না বুঝিতে পারিয়া উপরোক্ত দুই শ্রেণীর লোককে সাহায্য করিয়া থাকে।

শত্রু-পক্ষের বেতনভুক যে-সব লোক, তাহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। উপরোক্ত দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোকেরা মনে করিয়া থাকে যে, যদি শত্রুপক্ষের জয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশের শাসনতন্ত্র হস্তগত করা (নামেমাত্র হইলেও) হয়ত সম্ভবপর হইবে। শেষ পর্য্যায়ের লোকেরা (নারী ও পুরুষ দুইই হইতে পারে) নিজেদের ভীরুতা, মূর্খতা ও অসতর্কতা দ্বারা সম্পূর্ণ অজানিতভাবে দেশের আত্মরক্ষার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। দলীয় বা বর্ণীয় কলহে ইন্ধন যোগাইয়া, বিপদের ধারণাকে ছোট করিয়া, পরাজিতের মনোভাব প্রচার করিয়া এবং ভিত্তিহীন গুজবাদি রটাইয়া ইহারা দেশের আত্মরক্ষার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। যদিও ইহারা "পঞ্চম বাহিনীর" অন্তর্ভুক্ত নহে, তথাপি "পঞ্চম বাহিনী"ভুক্ত লোকদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া ইহারা কাজ করিয়া থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে ইহারাও দেশের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক।

উপরে আমরা "পঞ্চম বাহিনীর" যে বর্ণনা দিলাম, তাহা দ্বারা বুঝা যাইতে পারে—বাঙলারও ভিতরের শত্রুর আশঙ্কা কতকটা থাকিতে পারে। এই অবস্থায় "পঞ্চম বাহিনী" খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের অস্তিত্বাদিকে নষ্ট করার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক, শ্রমিক ও কৃষক সম্পর্কীত এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধের ব্যাপারে "পঞ্চম বাহিনী" বিশেষ সুযোগ পাইতে পারে। এই ধরণের আন্দোলনের ভিতর দিয়া "পঞ্চম বাহিনীর" কার্য্য-কলাপ এমন প্রচ্ছন্নভাবে চলিতে পারে যে, বাহির হইতে দেখিতে গেলে হয়ত মনে হইবে—এই আন্দোলনে দোষের কিছু নাই।

কিন্তু যে প্রকৃতই আসিতে পারে, আশা করি দেশের পরিস্থিতিসম্পন্ন নর-নারী তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং "পঞ্চম বাহিনীর" কার্য্য-কলাপ রোধ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত থাকিবেন।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী সাহায্য

চারিটী জেলার জন্য আরও অর্থ মঞ্জুর

বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, দার্জ্জিলিং ও ময়মনসিংহ জেলার নিম্নোক্ত পরিকল্পনাসমূহে সাহায্য হিসাবে বাঙলা সরকার আরো ১,৭৭৫৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া—

তাল প্রজনন ষাঁড় সরবরাহ করিয়া জেলার গৃহ-পালিত পশুাদির উন্নতি বিধানার্থ	১০০৲
বিষ্ণুপুর থানার অধীনস্থ বাঁকাদহ এম-ই স্কুল গৃহের সংস্কার ও সম্প্রসারণ জন্য	৫০৲
সোনামুখী থানার এলাকাধীন পাত্রসায়ের এম-ই স্কুলে বিজ্ঞান-শিক্ষার গৃহ নির্মাণার্থ	১০০৲
ছাতনা থানার অধীনস্থ গোপালপুর পুষ্করিণীর উন্নতি ও তথায় একটি কূপ খননার্থ	২০০৲
শালদা ইউনিয়ন বোর্ড ডাক্তারখানার গৃহ-সংস্কার জন্য	১০০৲
জয়পুর থানার এলাকাধীন শালদা ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতিতে	২৫৲
জয়পুর থানার অধীনস্থ কাষ্ঠগোড়-তালবিদি পল্লী-উন্নয়ন সমিতিতে	২৫৲
মকরন্দপুর বীণা লাইব্রেরীর (থানা জয়পুর) পুস্তক ক্রয়ের জন্য	২৫৲

বর্দ্ধমান—

কালনা মহকুমার কেন্দ্রীয় ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের জন্য	৫০০৲

দার্জ্জিলিং—

কার্শিয়ং মহকুমার মিরিক-বস্তীতে একটি ক্ষুদ্র কৃষিশালা প্রতিষ্ঠার জন্য	২০০৲

ময়মনসিংহ—

ইসলামপুর বালিকা মক্তবে (জামালপুর)	২০০৲
নেত্রকোণা থানার আত্রা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ দেশুয়াটি খাল খননের জন্য	২০০৲
পাথরশী ইউনিয়ন বোর্ডের দেওপড় বিলের জল নিকাশের জন্য একটি খাল খননার্থ	৫০৲

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৮শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলায় নিম্নোক্ত সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ছিল:—

কলেরায় আক্রমণ—

খুলনা জেলা	৭৪

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ—

ত্রিপুরা ষ্টেট	১৭০

কলিকাতার কোন কোন স্থানে সেরিব্রোস্পাইন্যাল রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বিগত ৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ নিম্নরূপ ছিল:—

কলেরায় আক্রমণ—

খুলনা জেলা	১২৮

কলেরায় মৃত্যু—

খুলনা জেলা	৭২

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রমণ—

দার্জ্জিলিং	৬০
ত্রিপুরা ষ্টেট	৬৬

কলিকাতায় সামান্য পরিমাণ সেরিব্রোস্পাইন্যাল রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছিল।

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত

বৃটেনে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর শোচনীয় ব্যর্থতা

আবার হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

রোমের এক বিশেষ সংবাদে প্রকাশ,—ব্রেনেরের গণতন্ত্রী পররাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন কেন্দ্র বিখ্যাত প্যালাজো ভেনিজিয়াতে হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। কাউণ্ট সিয়ানো ও ভন রিবেনট্রপও আলোচনার কালে উপস্থিত ছিলেন।

ব্রেনেরে হিটলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকারের পরে যে জার্ম্মাণ সরকারী এলতেহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "পূর্ণ মতৈক্যের" সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

এলতেহারে আরও বলা হয় যে, এখন পর্য্যন্ত অমীমাংসিত কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে ফুয়েরার ও ডিউসের মধ্যে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলিয়াছিল। যথারীতি আন্তরিকতার সহিতই আলোচনা হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত উভয়েই একমত হন। ভন রিবেনট্রপ ও কাউণ্ট সিয়ানোও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর বিরাট ক্ষতি

সম্প্রতি বিমান আক্রমণে লণ্ডনের যে সকল প্রসিদ্ধ অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মগৃহ কেনসিংটন প্রাসাদ ও গত যুদ্ধের পেন্সনপ্রাপ্ত প্রাচীন সৈনিকগণের বাসগৃহ চেলসী হাসপাতাল তাহাদের অন্যতম। জানা গিয়াছে, কেনসিংটন প্রাসাদের উপর একটি 'মলোটভের রুটির ঝুড়ি' বোমা পতিত হয়, ফলে সর্ব্বোচ্চতলা ও ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের কয়েকটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চেলসী হাসপাতালের উপর যখন বোমা পড়ে, তখন ৫০০ পেন্সনপ্রাপ্ত সৈনিকের অধিকাংশই আশ্রয়স্থলে ছিলেন। বিমান দপ্তরের হিসাবে প্রকাশ, যদিও জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী ক্রমাগত তাহাদের আক্রমণ প্রণালী পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তথাপি গত ১২ সপ্তাহ ধরিয়া বৃটেনের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের বৃটিশ বিমানের তিনগুণ বিমান ও ১৪ গুণ বৈমানিক ধ্বংস হইয়াছে। প্রায় ছয় হাজার জার্ম্মাণ বৈমানিক নিহত বা বন্দী হইয়াছে। বৃটিশ বিমান বিভাগের মাত্র ৩৫৩ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর দুইবার সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের ফলে বার্লিনে প্রায় এক মাইল ব্যাপী স্থানে আগুন ধরিয়া যায় এবং সেড়শত মাইল দূরে মেঘের আড়াল হইতে উহা দৃষ্ট হয়। বার্লিন ইতিপূর্ব্বে এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই। রেলপথ ও ষ্টেশনসমূহ এবং তিনটি প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্র পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে ভীষণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ভগ্নাবশেষের উপর অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা নিক্ষেপের ফলে ভীষণভাবে আগুন ধরিয়া যায়।

ডোভার প্রণালীতে কামানের লড়াই

ফরাসী উপকূলে স্থাপিত জার্ম্মাণ কামান হইতে ডোভার প্রণালীতে বৃটিশ জাহাজগুলির উপর ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। যদিও তিনটি কামানশ্রেণী হইতে একযোগে গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সমুদ্রে জাহাজগুলির চতুষ্পার্শ্বে শেলগুলির বিস্ফোরণ হয়, তথাপি জাহাজগুলি ধীরভাবে প্রণালী পথে আপনাদের গন্তব্যস্থানে চলিতে থাকে। কামানশ্রেণীগুলির একটি কাস্‌গ্রিনেজের আলোকস্তম্ভের পার্শ্বে, একটি ডোভার পেট্রোল সেমোফোরের পূর্ব্বদিকে ক্যালের নিকট ও তৃতীয়টি গ্রথর দুর্গের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। গোলাবর্ষণ পরিষ্কার দেখা যায় এবং রাত্রিতে ডাঙ্গায় থেকে কেণ্টের পর্য্যবেক্ষক হইতে প্রথমে কামানের আগুন ও পরে শেল বিস্ফোরণের ফলে আলোকপাত দেখিতে পায়। চ্যানেল উপকূলের সমগ্র ভূভাগ বিস্ফোরণের ফলে কাঁপিয়া উঠে। ডোভারে শেলপতনসূচক সতর্কতাধ্বনি শোনা যায়। ৪০ মিনিটের মধ্যে এক শত শেল পড়ে এবং গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে। এক ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর দেখা যায়, কোন জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

দুইখানা বৃটিশ ট্রলার জলমগ্ন

নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "ছিকরী" ও "লর্ডইনকেপ" নামক দুইখানা ট্রলার শত্রুপক্ষের মাইনের আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

করা হইতেছে। এই পাহাড় হইতে কারিতার উপর বহু দূরপাল্লার কামানের গোলাবর্ষণ করা যাইতে পারিবে। এই বিষয় গ্রীকদিগের এই জয়লাভকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য করা হইতেছে। কারিকার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে মনে করা যাইতেছে যে, বিরাট বিপুল পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রীকদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির উপর ইটালীয়গণ গোলাবর্ষণ করিতেছে।

ইটালীয়দের পরাজয়

রোম বেতারের সংবাদে প্রকাশ, কর্ফুদ্বীপের ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে হ্যারোমিয়াম সমুদ্রে পিঠতাম দ্বীপের নিকটে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজসমূহকে দেখা গিয়াছে।

বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ, সীমান্ত হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যগণ বিলবিষ্টা অধিকার করিয়াছে এবং কারিকার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রেনার গিরিবর্ত্মে হিট্‌লার ও মুসোলিনী এই গাড়ীর মধ্যে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। গাড়ীখানার বহিরাবরণ সুদৃঢ় লৌহ নির্ম্মিত, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ডিক্টেটরদ্বয় চতুঃপুরুষ প্রাণের ভয়ে কতটা সতর্ক থাকেন।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে প্রকাশ,—প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া গ্রীকগণ আলবেনিয়ার এলাকায় তিন মাইল প্রবেশ করিয়াছে এবং মাচোমোরিটি অন্তরীপে কয়েকটি সুরক্ষিত শত্রুঘাঁটি দখল করিয়াছে। ৯ জন কর্ম্মচারী ও ১৫৩ জন সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং ১০০ অশ্ব ও গ্রীক সৈন্যগণ কাড়িয়া লইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও প্রকাশ,—ইটালীয়গণ ১৫টি শহরে ও পল্লীতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে; তাহাতে বেসামরিক ৯০ জন অধিবাসী নিহত ও ২০৯ জন আহত হইয়াছে। কর্ফুতে বোমাবর্ষণকারী ইটালীয় বিমানে গ্রীক বিমানের চিহ্ন চিত্রিত ছিল।

গ্রীসে বৃটিশ নৌ-কর্ম্মচারীদের উপস্থিতি

এথেন্সের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ নৌ-বাহিনীর অফিসারগণ এথেন্স এবং গ্রীসের অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রীকদের সহযোগিতা করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে কাজ করিতেছেন।

গ্রীক বাহিনী কর্ত্তৃক একটি বিরাট পাহাড় দখল

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে, গ্রীক পদাতিক বাহিনী ইটালীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া শুক্রবার দিবস একটি পাহাড় দখল করিয়াছে। এই পাহাড়ের শৃঙ্গ ৪,৯২৫ ফিট উচ্চ। এই বিজয় লাভের ফলে গ্রীকবাহিনী এই সর্ব্বপ্রথম আলবেনিয়ার অঞ্চলে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইল। এই বিজয় গৌরব গ্রীক সমাজের পরম বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হইতেছে।

একটি ইটালীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয় বিমানবাহিনী অক্লান্তভাবে পূর্ব্বদিকস্থ গ্রীক ঘাঁটিসমূহের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিয়াছে। একটি গ্রীক ইস্তাহারে ক্যালামি রণভূমি দখলের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। এথেন্সে বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক সৈন্যগণ গত ৪৮ ঘণ্টার সীমান্তের দক্ষিণ অংশে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং আলবেনিয়াতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে। পিন্দো অঞ্চলে গ্রীকবাহিনী একটি ইটালীয় বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলে এবং ২০টি ট্যাঙ্কের মধ্যে ৯টি ধ্বংস বা দখল করে। ইটালীয় সৈন্যদিগকে কালামা নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যুগোশ্লাভ সীমান্তের সংবাদে প্রকাশ, আর্গিরো কাস্ট্রোর পশ্চিম প্রান্তে ইটালীয়েরা যে আক্রমণ চালাইতেছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং ইটালীয় সৈন্যগণ বিতাড়িত হইয়াছে। সহস্রাধিক ইটালীয় সেনা বন্দী হইয়াছে এবং বহু ট্যাঙ্ক গ্রীক সেনারা অধিকার করিয়াছে। বহু ইটালীয় বাহিনী এখন বিপজ্জনক অবস্থায় পতিত হইয়াছে। রোমের বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালীয় বাহিনীকে দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

রুমানিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি

বুখারেষ্ট হইতে ইস্তাম্বুলে আগত যাত্রিগণ বলিতেছেন যে, বর্ত্তমানে ১৯ ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য রুমানিয়াতে

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

পরলোকে মিঃ চেম্বারলেন

ভূতপূর্ব বৃটীশ প্রধান-মন্ত্রীর জীবনাবসান

লণ্ডন, ১০ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—গত শনিবার অপরাহ্নে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন তাঁহার পল্লী-আবাসে পরলোকে গমন করিয়াছেন।

ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের মৃত্যু আকস্মিক কিছু নহে। দীর্ঘদিন যাবতই তিনি নানাবিধ পীড়া ভোগ করিতেছিলেন। মাত্র দুইদিন পূর্ব্বেও একটি ভোজসভায় বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল মিঃ চেম্বারলেনের বর্ত্তমান স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃটিশ রাজনীতির বহু উত্থান-পতন ও বিশ্বরাষ্ট্র ইতিহাসে অভিনব বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া মিঃ চেম্বারলেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের নিকট স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন—সন্দেহ নাই। ১৮৬৯ সালের মার্চ্চ মাসে বার্মিংহামে তাঁহার জন্ম হয়। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে একটি জমিদারী পরিচালনা করিবার জন্য প্রেরিত হন। কিন্তু ১৮৯৭ সালে পুনরায় বার্মিংহামে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ব্যবসায় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ১৯১১ সালে ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার বর্ত্তমান রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। উক্ত সালেই তিনি বার্মিংহাম সিটি-কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং কেবল মাত্র নিজের কর্ম্মদক্ষতার গুণেই ১৯১৫ সালে বার্মিংহামের লর্ড-মেয়র নিযুক্ত হন।

এ সময়েই মিঃ লয়েড জর্জের দৃষ্টি এই তরুণ প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষটির উপর পড়ে। ১৯১৬-১৭ সালে মিঃ চেম্বারলেন লয়েড জর্জেরই অধীনে জাতীয় বাহিনীর ডিরেক্টার নিযুক্ত হন।

এ অবস্থায় ১৯১৮ সালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯২২-২৩ সালে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৪-২৯ সালে বল্ডুইন মন্ত্রিসভায় তিনি জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৩০-৩১ সালে তিনি ইউনিয়নিষ্ট দলের চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন এবং এ পদমর্য্যাদা হইতেই তিনি বৃটেনের অর্থসচিবের পদ গ্রহণ করেন। বৃটেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কর্ণধাররূপে মিঃ চেম্বারলেনের আবির্ভাব এ ভাবেই সম্ভব হইল। বিভিন্নরূপ বাণিজ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, লণ্ডনে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন, আবিসিনিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ইটালীর বিরুদ্ধে স্যাংশন জারী প্রভৃতির মধ্য দিয়া চেম্বারলেন ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

অতঃপর ১৯৩৭ সালের ২৮শে মে মিঃ বল্ডুইনের অবসর গ্রহণের পরে মিঃ চেম্বারলেন বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি বৃটেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন। মিউনিক চুক্তির স্রষ্টা হিসাবে ভবিষ্যৎ ইতিহাস চেম্বারলেনকে স্মরণ করিবে।

একে একে সার অষ্টিয়া, বোহেমিয়া, রাইনল্যাণ্ড প্রভৃতি দখল করিয়া হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার দিকে তাকাইয়াছেন মাত্র—চেকোশ্লোভাকিয়া তাঁহার চাই। বাঁচিয়া থাকিবার মত স্থান জার্ম্মাণী পৃথিবীতে চায়—বার্চটেসগার্ডেন হইতে হিটলার একথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিলেন। মিঃ চেম্বারলেন বুঝিতে পারিলেন, পূর্ব্ব-ইউরোপে যে রক্তের পূর্ব্বাভাষ দেখা যাইতেছে, তাহা শুধু সেখানেই আবদ্ধ থাকিবে না। উহার আলোড়নে সমগ্র পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিবে—তাহাতে বহু বিপুল উত্থান-পতন অনিবার্য্য হইয়া দেখা দিবে। মিঃ চেম্বারলেন ঘোষণা করিলেন—"পৃথিবীতে আর একটি রক্ত স্রোত বহিয়া যাইতে আমি দিব না। একান্ত মনে বৃটিশ জাতি শান্তিই কামনা করে।"

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

জাতীয় জন-সেবা সঙ্ঘ

বাঙলা সরকারের অভিনব উদ্যম

বাঙলা সরকারের জাতীয় জন-সেবা সঙ্ঘের কার্য্যাবলী সম্পর্কে প্রথম ছয় মাসের যে বিবরণী বিভিন্ন জেলা হইতে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল সঙ্ঘ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগে এই সকল সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল এবং মহামান্য স্যার জন হার্ব্বার্টের পরিদর্শনের পর উক্ত বৎসরেরই ২রা ডিসেম্বর এই সঙ্ঘগুলিকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ইহাদিগকে বিভিন্ন জেলায় পাঠাইবার কাজে কিছু সময় ব্যয়িত হইয়াছিল এবং সঙ্ঘসমূহ বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে নিজেদের কাজ সুরু করে। সর্ব্বশুদ্ধ ২১টি শাখা গঠন করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩টিতে বিশেষভাবে নির্ম্মিত বলদবাহিত গাড়ী সরবরাহ করা হইয়াছে, ৬টিকে দেশীয় নৌকা (জল প্লাবিত অঞ্চলসমূহে কাজ করিবার জন্য) দেওয়া হইয়াছে এবং ২টি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি শাখায় সিনেমা দেখাইবার সমস্ত সরঞ্জাম (প্রজেক্টর ও জেনারেটিং প্ল্যাণ্টসহ) শিক্ষামূলক ফিল্ম, মাইক্রোফোন, লাউডস্পিকার, বিভিন্ন রেকর্ডসহ গ্রামোফোন মেশিন, শিক্ষামূলক প্রাচীরপত্র ও নক্সা এবং প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সঙ্গে চিকিৎসা-বিষয়ক আর একটি শাখা আছে; উক্ত বিভাগে একজন ডাক্তার, একজন কম্পাউণ্ডার এবং একটি ঔষধের বাক্স আছে। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত এই সকল সঙ্ঘ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১,৬০০ বার প্রদর্শনী খুলিয়াছিল; উহাতে উপস্থিতির সংখ্যা মোটামুটি ৩,০৬৫,০০০।

ভ্রমণ ব্যপদেশে এই সকল সঙ্ঘ যে সকল ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছিল, সেই সকল স্থানে মেডিক্যাল অফিসারগণ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১০,০০০ বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং সঙ্ঘের শাখায় বসিয়া ডাক্তারগণ মোটামুটি ৫০,০০০ হাজার রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন।

প্রত্যেক সঙ্ঘের কর্ম্মাধ্যক্ষ অফিসার পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং জাতি-গঠন বিভাগের স্থানীয় অফিসারগণ পল্লী অঞ্চলের লোকদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রায়ই সঙ্ঘ প্রদর্শিত বিভিন্ন দ্রব্যাদির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ একাধারে প্রদর্শনী ও বক্তৃতা সাহায্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষামূলক প্রচার কার্য্য এবং পীড়িত গ্রামবাসিগণের দ্বারে চিকিৎসা পরিচালনার পরিকল্পনা সমগ্র ভারতবর্ষে অভিনব। এই পরিকল্পনা এখনও অস্থায়ীভাবে পরিচালিত এবং ইহার ফলাফল বিশেষ যত্নের সহিত পরিলক্ষিত হইতেছে।

[১ম কলমের শেষ]

মিঃ চেম্বারলেন এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঁ দালাদিয়ের মিউনিকে এক বৈঠকে সমবেত হইয়া "মিউনিক চুক্তির" আয়োজন করিলেন। বিনা রক্তপাতে চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার সমাধান হইল। বৃটিশ শ্রমিকদল পার্লামেণ্টে মিঃ চেম্বারলেনের নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানাইলে, মিঃ চেম্বারলেন শুধু আসন্ন অশান্তি হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার গৌরবই ঘোষণা করিলেন। যাহা হউক, নাৎসী অভিযান ইহাতে শেষ হইল না। এক বৎসর ঘুরিয়া না আসিতেই পোল্যাণ্ড সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কালে সমগ্র জার্ম্মাণ-জাতির নিকট মিঃ চেম্বারলেনের আন্তরিক আবেদনের হয়ত রাজনৈতিক মূল্য কিছুই নাই—কিন্তু শান্তিকামী এক মানবাত্মার মর্ম্মান্তিক আবেদন হিসাবে তাহা অমর হইয়া থাকিবে।

যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিণ পত্রিকার মতামত

বৃটীশ শক্তির উচ্চ প্রশংসা

"বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে: "বোমাবর্ষণের মধ্যেও বৃটিশেরা যে দৃঢ়তা ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সমগ্র সভ্যজগৎ উল্লসিত হইবে।"

"নিউইয়র্ক পোষ্ট" ১৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে: "ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃটিশের প্রতাপই যে অধিক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।"

"লোইসভিল কুরিয়ার জার্নালের" ১৯শে অক্টোবরের সংখ্যায় প্রকাশ যে, লোইসভিলে বৃটিশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সুবিখ্যাত কেণ্টাকি লীগের একটি শাখা গঠিত হইয়াছে। এই সভা একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন: "বৃটিশের শৌর্য্য ও দৃঢ়তা আমাদের (আমেরিকার) আত্মরক্ষার প্রথম ঘাঁটি, বৃটিশ নৌবহর প্রকৃতপক্ষে আমাদের আটলাণ্টিক সমুদ্রও রক্ষা করিতেছে। পশ্চিম গোলার্দ্ধ আক্রমণ সম্বন্ধে হিটলারের ক্রমপ্রকাশমান অভিসন্ধির পথে বৃটিশের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধই বর্ত্তমান অন্তরায়। সুতরাং আমরা বৃটেনকে পূর্ণ সহায়তা দানের পক্ষপাতী; এই সহায়তার দ্বারা আমাদেরই নিজেদের নিরাপত্তা শান্তি এবং আমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় হইবে।"

"ক্লিভল্যাণ্ড প্লেইন ডিলার" লিখিয়াছে: "অ্যাক্সিস শক্তিগণ বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে ব্যর্থকাম হইয়াছে এবং এইবার এক সুদীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের জন্য তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।"

"পোর্টল্যাণ্ড প্রেস হেরাল্ড" বলেন: "হিটলার অ্যাণ্ড কোম্পানীর অবস্থা ক্রমেই কাহিল হইয়া পড়িতেছে। জার্ম্মাণির বিমান আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটিশেরা শুধু যে আত্মরক্ষায় সক্ষম তাহাই নহে; শত্রুদেশে পর্য্যন্ত তাহারা আক্রমণ চালাইতে সমর্থ, সে প্রমাণও তাহারা দিয়াছে।"

"নিউইয়র্ক টাইমস্" বলেন: "বৃটিশেরা প্রমাণিত করিয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে তাহাদের গতিবিধি অপ্রতিহত। ইটালীয় নৌ বা বিমান বহরের সাধ্য নাই তাহাদের বাধা দেয়।"

মুসলমানেরা অধিকাংশই ব্রিটেনের পক্ষে

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

যুধ্যমান দলের উভয় পক্ষেই মুসলমান আছে। ইটালী সেনুসী উপজাতির বহু লোককে লিবীয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে। উহাদের দলপতি সৈয়দ ইদ্রীস কিন্তু মুসোলিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অতি ব্যগ্র অন্যান্য আরব দলপতিদেরই অন্যতম। মিশর, লীবিয়া, লেবানন, ট্রান্স জর্ডানিয়া, টিউনিস, আলজেরিয়া প্রভৃতি এবং ইটালী অধিকৃত সকল অঞ্চলের মুসলমানগণের মনোভাবই ঐরূপ। যেমন আলবেনিয়া অধিকারের সময় হইয়াছিল, তেমনই এখনও মুসলমানদের একমাত্র বুলি—"একজন মাত্র আল্লা আছেন; মুসোলিনী সেই আল্লার শত্রু।" ভারতবর্ষের মুসলমানগণও সকলেই ব্রিটেনের পক্ষে।

কলিকাতায় ট্রোক্ত নির্ম্মাণ ব্যবস্থা

সমগ্র ভারতে এই প্রথম প্রচেষ্টা

যাহাতে কলিকাতায় বহু সংখ্যক ট্রোক্ত তৈরী হইতে পারে, সম্প্রতি তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা সম্ভবপর হয় নাই। এই ট্রোক্ত নির্ম্মাণকার্য্য যদি একবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে উহা ব্যবসায়ের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবান শিল্পরূপে পরিগণিত হইবে। কারণ জানা গিয়াছে যে ইতিপূর্ব্বে এই দেশের ট্রোক্ত প্রচুর পরিমাণে এদেশে আমদানী হইত।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিশী বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

জলপাইগুড়ি জেলা—

যোগালমারী নন্দনপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন অনিমুদ্দীন খাতক জামালউদ্দীনের ৫.৩৮ একর জমির মর্টগেজের উপর ২৫০৲ টাকা ঋণদান করিয়াছিলেন এবং উক্ত টাকার সুদ হিসাবে উপরোক্ত জমি ছয় বৎসরকাল ভোগ-দখল করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে যে, মহাজন বাংলা ১৩৪৭ সন হইতে ১৩৪৯ সন পর্য্যন্ত জমি ভোগ-দখল করিবেন এবং তৎপর আর পাওনা সম্পর্কে তাঁহার কোনো দাবী থাকিবে না।

বর্দ্ধমান জেলা—

আমখোলা ঋণ-সালিশী বোর্ড

গত ১৩৩৩ সনে খাতক ওয়াইদুর রহমানের দুই বিঘা জমির উপর কটকবালায় মহাজন ফজল হক ১০৫৲ টাকা ঋণ দান করিয়াছিলেন। পরবর্তী ১৩ বৎসরে এই একশত টাকা সুদে আসলে দ্বিগুণ হইয়া দুইশত টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু মহাজন ১৩ বৎসর জমির ফসল ভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোর্ড সাব্যস্ত করেন যে, উহাতে খাতকের দেনা শোধ হইয়া গিয়াছে। তদনুসারে মহাজন সমস্ত দাবী ত্যাগ করিয়া খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করেন।

কালনা ঋণ-সালিশী বোর্ড

ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,৮৬৪৲ টাকা। উহা ৩,৬৫৯৲ টাকায় মীমাংসিত হইয়াছিল।

পলসি ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন যুগল কিশোর চট্টোপাধ্যায়ের মর্টগেজ তমসুক বাবদ আদালতের ডিক্রী ছিল ২১০৵৩ টাকা। মহাজন আপোষে ২০০৲ টাকা ১০৲ বৎসরে কিস্তিবন্দী করিয়া লইয়াছেন। এই মোকদ্দমায় খাতকের নিজের জমি কম থাকায় মহাজন খাতককে ১.৬৫ একর জমি ভাগে ১০ বৎসর চাষ করিতে দিয়া চাষের উৎপন্নের নিজ অংশ হইতে খাতক মহাজনের কিস্তিবন্দীর টাকা শোধ দিবে বলিয়া মীমাংসা হইয়াছে।

পাঁচড়া ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন শশীভূষণ মণ্ডলের দাবীর পরিমাণ ছিল ১৯৮৲ টাকা। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১০৯৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং একটি মীমাংসার চেষ্টা করেন। মহাজন সুদ হিসাবে ১০৲ এবং আসল বাবদ ৫৯৲ পাইয়াছিলেন এবং আর ৩০৲ পাইলেই সমস্ত দাবী ত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন।

খাতক মহাদেব মণ্ডল ও নাবালক বাসুদেব মণ্ডল কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের '৪৫ ডেসিমেল পরিমিত জমি ২ বৎসরের জন্য খাইখালাসী ভাবে প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইহাতে মহাজন স্বীকৃত হন।

রাজশাহী জেলা—

কলম ঋণ-সালিশী বোর্ড

খাতক কাদের আলি বেপারীর দুইজন মহাজন ছিল। খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোর্ডের অনুরোধক্রমে মহাজনগণ তাহাকে মুক্তি দান করিয়াছেন। কেহই কোন অর্থ গ্রহণ করেন নাই। মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৯৯১৵৩ পাই। এই মামলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাগর ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন শিবচন্দ্র আগরওয়ালা (কলিকাতা) খাতক মুস্তাফা বেপারী এবং অন্যান্য সকলের নিকট হইতে ডিক্রীর ১২১॥৵৩ পাই সহ মোট ঋণের পরিমাণ ১৭৭॥৵৩ পাই দাবী করেন। উক্ত ঋণের পরিমাণ পরে ১০৫৲ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। খাতকগণ উহা নগদ প্রদান করে।

বাগর ঋণ-সালিশী বোর্ড

গত ১৩৩৬ সালে খাতক যোগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক মহাজন শৈবলিনী দত্তের নিকট হইতে ১৮৩৲ টাকা ঋণ করে। মর্টগেজের বলে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। মহাজন ৪৭০৲ টাকা দাবী করেন এবং উহা ৩৯৯৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পরে নগদ ৩১৲ টাকা দিয়া এই মামলার নিষ্পত্তি ঘটে।

উলপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন কলিমুদ্দীন মণ্ডল কাইমুদ্দীন কারিগরের নিকট ১০১৲ টাকা দাবী করেন। যেহেতু মহাজন ১৫ বৎসরকাল খাতকের জমি ভোগ-দখল করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন, তজ্জন্য বোর্ড উভয়ের মধ্যে মীমাংসার স্থির করেন যে বর্ত্তমান সনের ফসল লইয়া মহাজন তাঁহার সকল দাবী ছাড়িয়া দিবেন এবং জমি ফেরৎ দিবেন।

দিনাজপুর জেলা—

সেতাপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

একটি রেজেষ্ট্রী দলিলের বলে খাতক আমিরউদ্দীন সরকার মহাজন মৌলভী মনসুর আলি তালুকদারের নিকট হইতে ১৯৯৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। অনুসন্ধান করিয়া বোর্ড জানিতে পারেন যে, সুদ হিসাবে ১২৫৲ টাকা ইতিমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। তখন বোর্ড ১৯৯৲ টাকা আসল ও ১৭৬৲ টাকা সাব্যস্ত করেন। মোট অর্থের পরিমাণ হয় ৩৭৫৲ টাকা; মহাজন প্রদত্ত সুদের কথা বিবেচনা করিয়া ১৭০৲ টাকায় মামলা নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন। খাতক বোর্ডের সম্মুখে মহাজনকে উক্ত অর্থ নগদ প্রদান করে।

ঘোড়াঘাট ঋণ-সালিশী বোর্ড

মহাজন বৃন্দাবনচন্দ্র দাস এবং আরও অনেকের খাতক ইমামুদ্দীন শেখের নিকট দাবী ছিল ১২৫৲ টাকা। জমি মর্টগেজ ছিল। ঋণের পরিমাণ ৯০৲ টাকা স্থির হয় এবং ৫৫৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। নগদ টাকা প্রদান করিলে খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা—

আন্দুলিয়া ঋণ-সালিশী বোর্ড

খাতক শেখ আহারী মণ্ডল হাজি বড়িকু কৃষক এবং ১,৫০০ বিঘা ধান জমির মালিক। তিনি গত ১৩৩৬ সনে মহাজন অমরেন্দু নারায়ণ রায় এবং অন্যান্যের নিকট ৩০৫ বিঘা ধান জমি মর্টগেজ দিয়া ৩,০০০৲ টাকা ধার করেন। পরে ফসল না হওয়ায় উক্ত খাতকের অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়ে এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের বন্যায় তাঁহার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া ঋণ শোধের নিমিত্ত তিনি ঋণ-সালিশী বোর্ডের নিকট আবেদন জানান। ঋণের পরিমাণ ৫,১১২৲ বলিয়া ধার্য্য হয় এবং ৩,৭০০৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত অর্থ দশটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE

পল্লী অঞ্চলে বিনাব্যয়ে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা

বিভিন্ন জেলায় বাংলা সরকারের সাহায্য

১৯৪০-৪১ সালে পল্লী অঞ্চলে বিনামূল্যে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থার জন্য বাংলা সরকার জেলা-বোর্ডসমূহে নিম্ন-লিখিত সাহায্য প্রদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাংলা সরকার এতদ্ব্যতীত ১৯৪০-৪১ সালে মালদহ জেলায় ব্যাপকভাবে টীকা দেওয়ার পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য মালদহ জেলা-বোর্ডকে অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মোট ৪৫,০০০৲ হাজার টাকা ১৯৪০-৪১ সালে কিভাবে বঙ্গদেশীয় বিভিন্ন জেলাবোর্ডে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১)	বর্দ্ধমান	২,৩০০৲
(২)	বীরভূম	৬০০৲
(৩)	বাঁকুড়া	৯০০৲
(৪)	মেদিনীপুর	২,১৬০৲
(৫)	হুগলী	৮০০৲
(৬)	হাওড়া	৬৮০৲
(৭)	২৪-পরগণা	১,৪৩০৲
(৮)	নদীয়া	১,৭৪০৲
(৯)	মুর্শিদাবাদ	২,৮৭০৲
(১০)	যশোহর	১,৭৩০৲
(১১)	খুলনা	৮২০৲
(১২)	রাজশাহী	১,৪১০৲
(১৩)	দিনাজপুর	১,৫৩০৲
(১৪)	জলপাইগুড়ি	১,৪৫০৲
(১৫)	দার্জিলিং	১,০৭০৲
(১৬)	রংপুর	১,৯৮০৲
(১৭)	বগুড়া	২,৫২০৲
(১৮)	পাবনা	২,১৬০৲
(১৯)	মালদহ	৬৩০৲
(২০)	ঢাকা	১,৪৫০৲
(২১)	ময়মনসিংহ	৪,৭১০৲
(২২)	ফরিদপুর	২,০৪০৲
(২৩)	বাখরগঞ্জ	১,৭৪০৲
(২৪)	চট্টগ্রাম	২,১০০৲
(২৫)	নোয়াখালী	১,৭১০৲
(২৬)	ত্রিপুরা	১,৯৬০৲

কলিকাতায় অন্ধ সেবা-শিবির

বাংলা-সরকারের সাহায্য

বাংলা সরকার কলিকাতা ব্লাইণ্ড রিলিফ ক্যাম্প (অন্ধ সাহায্য-শিবির) নামক প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে এবং একমাস কাল ধরিয়া চলিবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রতিষ্ঠান এই মর্ম্মে তাহাদের স্থানীয় কর্মচারিগণের নিকট অনুজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছে—যেন তাঁহারা এই শিবির সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচারের বন্দোবস্ত করেন। নূতন ব্যবস্থা করেন যেন রোগী সঙ্গে লইয়া সমস্থানে রোগীর আত্মীয়গণ আসেন এবং কোন বিশেষ দিন অতিরিক্ত ও অসুবিধা-জনক জনতাকে যেন তাহারা এড়াইয়া চলেন।

এই শিবিরের উদ্দেশ্য হইতেছে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগের চিকিৎসা করা এবং যে সকল অন্ধত্বগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে গৃহে কিম্বা হাসপাতালে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করিতে পারে না, তাহাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া। একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা হইয়াছে।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ মারফৎ পল্লী অঞ্চলে এবং শিক্ষা শিবিরের মারফৎ মহকুমার সদরে সরকারী ও বে-সরকারী কর্মীবৃন্দের জন্য ক্রমাগত প্রচার-কার্য্য পরিচালনার ফলে পল্লী অঞ্চলের কল্যাণ সাধন প্রচেষ্টায় নূতনত্ব আনয়ন করিয়াছে। বাঙলা সরকার যে পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়নের পথ-প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

সম্প্রতি চারিটি জেলায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

ঢাকা—

এই স্থান হইতে যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পল্লীকর্মীদিগের প্রচেষ্টা মূলতঃ পল্লী-জনগণের শিক্ষা দান ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এ জেলায় যত নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৫৬; তন্মধ্যে একমাত্র মানিকগঞ্জ মহকুমাতেই ৩৯টি বিদ্যালয় কাজ করিতেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থ ২০টি ভ্রাম্য-পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে। জেলার অন্যান্য পল্লী সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলীর মধ্যে পশ্বাদির উন্নতিসাধন, বয়স্ক বিদ্যালয় স্থাপন, ইউনিয়ন বোর্ড ফার্মসমূহ কর্ত্তৃক হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন প্রকারের গো-খাদ্যের চাষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাখরগঞ্জ—

বাখরগঞ্জ হইতে গত জুলাই মাসের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী বিশেষ ব্যাপকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

সদর উত্তর মহকুমায় "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন" কর্ত্তৃক ছয়টি প্রতিযোগিতামূলক খেলা পরিচালিত হইয়াছিল। উহাতে দূরাঞ্চলের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়-সমূহও যোগদান করিয়াছিল। ঝালকাঠি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে আহূত একটি সভায় সার্কেল অফিসার, দুইজন ইন্সপেক্টর এবং সমবায় বিভাগের একজন হিসাব পরীক্ষক পল্লী সংগঠন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিয়া অনুষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় বিভিন্ন সমিতি এবং স্থানীয় অফিসারগণের সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে একটি পরামর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

নলছিটি, সাপুয়া এবং চলিশ-কাহনিয়া উত্তরপুর পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহ পল্লীউন্নয়ন সম্পর্কীত বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কার্য্যাবলী সম্পাদন করিয়াছেন। বিশেষভাবে সর্ব্বশেষ উল্লিখিত সমিতিটি জনসাধারণের মধ্যে "ধর্ম্ম-গোলা" প্রথা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত চাউল ধার দিয়াছে। ঝালকাঠি ও রাজেরকাঠিতে ভ্রাম্যমান বয়স্ক শিক্ষা দলের এবং সাপলেজা ও মঠবাড়িয়াতে সরকারী জনসেবা সঙ্ঘের পরিদর্শনের ফলে স্থানীয় পল্লী সংগঠন কার্য্যাবলীতে বিশেষ প্রেরণা জাগিয়াছে।

বরিশাল সদর, ভাণ্ডারিয়া এবং পটুয়াখালীতে পুলিশ, অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং জনসাধারণের মধ্যে সহযোগ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

হুগলী—

সিঙ্গুরের একটি পল্লী-সংগঠন শিক্ষা শিবিরে একাদশটি ভ্রাম্য দল সংগঠিত হইয়াছে এবং উপস্থিত ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক সমিতিসমূহ উহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ড্রেণের সংস্কার সাধন এবং পল্লী সংগঠন কার্য্যাবলীর জন্য নির্দ্ধারিত অঞ্চলের মশকের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। এই সকল কাজে মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল অফিসার বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মীদিগের মধ্যে যাহাতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে প্রেরণা জাগে, তজ্জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী-বৃন্দকে সার্টিফিকেট প্রদান করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মহানন্দ এবং শ্যামবল্লভপুর নামক স্থানে ভ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। জেলার বিভিন্ন কার্য্যকর্ত্তৃক উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ এবং হাতে-কলমে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রীরামপুর মহকুমার পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক ভারকুণ্ডায় একটি নূতন বয়স্কগণের শিক্ষাকেন্দ্র এবং কতকগুলি আদর্শ গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিশেষ সন্তোষজনক কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

নোয়াখালী—

নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে সম্প্রতি কতিপয় প্রচার-সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই সব সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনসাধারণকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে:—

(১) স্বাস্থ্যোন্নতির উপায়।

(২) প্রাথমিক ও পূর্ণ বয়স্কের শিক্ষা।

(৩) স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তাঘাট প্রভৃতি প্রস্তুত ও সংস্কার করণ।

(৪) উন্নত শ্রেণীর ফসলের চাষ।

(৫) পশু-খাদ্যের চাষ।

(৬) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে পোষ্টাফিসের সেভিংস্-ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা।

(৭) মুষ্টি-রক্ষার ব্যবস্থা।

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ কাল ফেণী মহকুমায় পল্লী-সংস্কার ও কচুরীপানা বিনাশ সপ্তাহের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বেশ সাফল্যের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর মাসে নৈশ-বিদ্যালয় ও পল্লী-পাঠাগারগুলির কাজ বেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল।

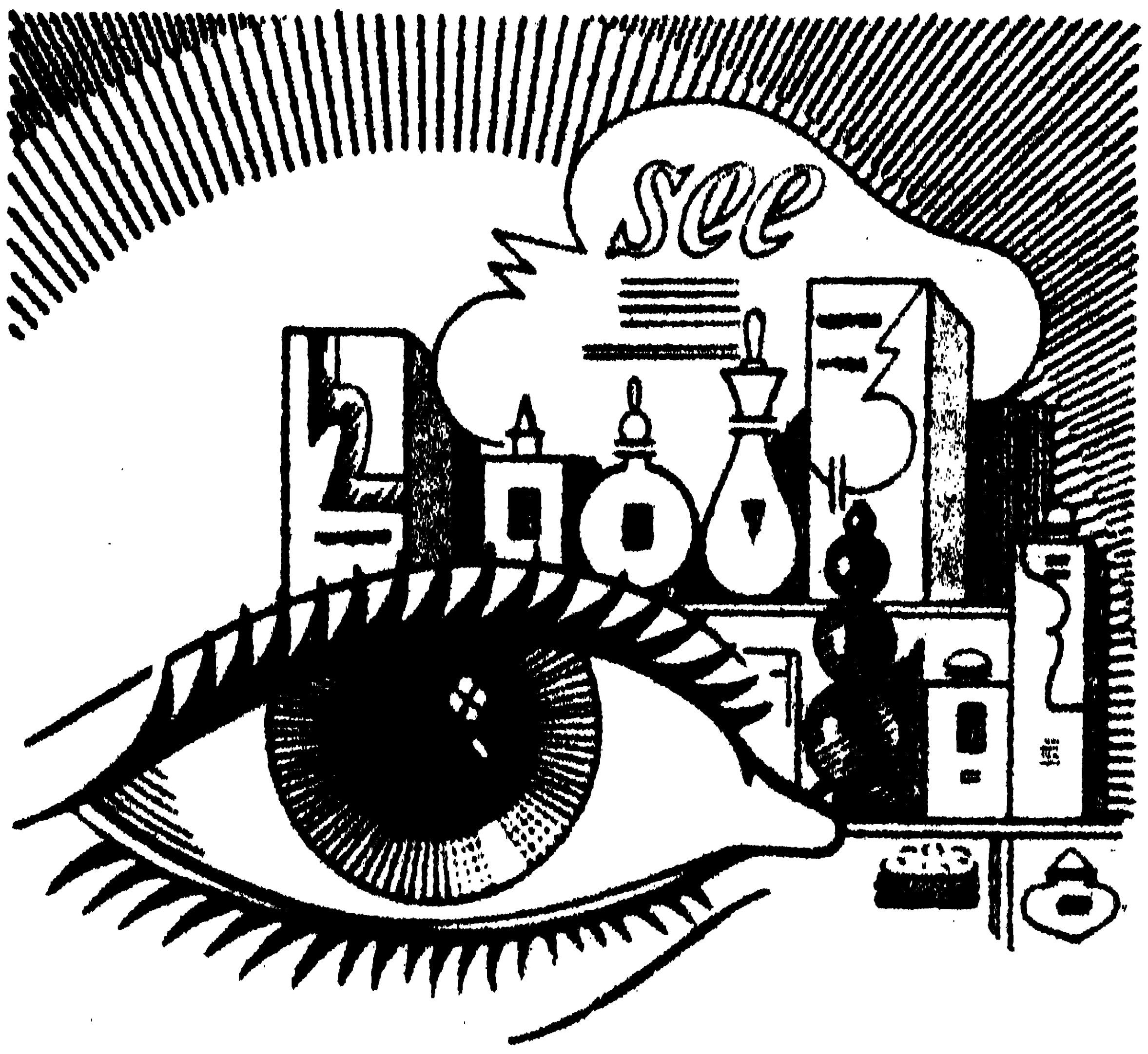

আলো আকর্ষণ বিক্রী

উজ্জ্বল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দোকানের সজ্জিত দ্রব্যসম্ভারে তাঁদের কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়। বিক্রীর বেটা গোড়ার কথা—সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জ্বল আলোর ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়। জোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন। দেখবেন এই হবে আপনার সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

তিন সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৬ই অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যেরূপ ছিল নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা গেল :—

কোন কোন স্থান ব্যতীত এই প্রদেশের সর্ব্বত্র সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে। রবি শস্য বপনের জন্য জমি প্রস্তুত করা হইতেছে। বৃষ্টির অভাবে কোন কোন স্থানের ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যে বীরভূম জেলায় পূর্তের বিভিন্ন সাহায্য প্রদানের কাজ বন্ধ করা হইয়াছিল। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের সহিত তুলনা করিলে প্রায় শতকরা ০·৩৪ অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত ২৩শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যেরূপ ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

আলোচ্য সপ্তাহে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হওয়ায় আগামী ফসলের অবস্থা ভাল হইয়াছে। পশ্চিম বাঙলার কোন কোন স্থানে আরও বৃষ্টির প্রয়োজন। বসন্তকালীন ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করার কাজ চলিতেছে। ১৯শে অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে পূর্তের বিভিন্ন সাহায্য দানের কাজে ৪,৭৩৫ জন লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। এই প্রদেশের লোকে যে চাউল সাধারণতঃ ব্যবহার করে, তাহার মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় শতকরা প্রায় ০·৩৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিগত ৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে আবহাওয়া ও ফসলের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল :—

পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় সাধারণের চেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানে সামান্য ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হইয়াছে। বসন্তকালীন ফসলের আবাদের জন্য জমি প্রস্তুতের কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টিপাত হওয়ায় আগামী ফসলের উপকার হইয়াছে। ২৬শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বীরভূম জেলায় টেষ্ট রিলিফের কাজে ৮,৭০৬ জন লোক নিয়োজিত হইয়াছিল। সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের চেয়ে শতকরা প্রায় ০·৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

২৪পরগণা, ডায়মণ্ডহারবার, ব্যারাকপুর, বারাসাত ও বসিরহাটে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮॥ সাড়ে আট সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুরে টাকায় ৴৭। ছটাক হইতে ৴৮ সের; মুর্শীদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৴৭॥সের হইতে ৴৮॥ সাড়ে আট সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল কাটোয়া ও কালনায় টাকায় ৴৭৸ ছটাক হইতে ৴৯৵ নয় সের দুই ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৴৮৵ ছটাক হইতে ৴৮। সোয়া আট সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৴৭॥ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮ সের; হুগলি, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮।৵ ছটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮।৵ ছটাক; রাজসাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় ৴৮ সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে টাকায় ৴৭॥ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায়

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[১ম কলমের শেষ]

৴৬॥ সাড়ে ছয় সের হইতে ৴৯ সের; বগুড়ায় টাকায় ৴৮। সোয়া আট সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে টাকায় ৴৮॥ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯। সোয়া নয় সের; মালদহে টাকায় ৴৮॥ সাড়ে আট সের; কুচবিহারে টাকায় ৴৮৵ ছটাক; ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮। সোয়া আট সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৭॥ সাড়ে সাত সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৴৭। সোয়া সাত সের হইতে ৴৮ সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ৴৭॥ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮॥ সাড়ে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৴৮॥ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯॥ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৴৮। সোয়া আট সের হইতে ৴৮॥ সাড়ে আট সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে টাকায় ৴৮। সোয়া আট সের হইতে ৷০। সোয়া দশ সের, ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৴৭। সোয়া সাত সের হইতে ৷১। সোয়া এগার সের।

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হইয়াছে। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৫ ডিভিশন সৈন্য রুমানিয়ায় আগমন করিবে। ইস্তাম্বুল হইতে নিউইয়র্ক টাইমসে উক্ত সংবাদটি প্রেরিত হইয়াছে। বিমানঘাঁটিসমূহ নির্ম্মাণ ও সাধারণ সৈন্যদের ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে।

দুইখানা বাণিজ্য জাহাজ নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্য জাহাজ 'লরেন্টিক', 'প্যাট্রোক্লাস' টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

নৌ-বিভাগের একটি এস্তাহারে দুইটি অস্ত্র-সজ্জিত জাহাজ বোমা খাওয়ার কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, 'লোরেন্টিক'-এর ৫২ জন অফিসার ও ৩১৬ জন নাবিক এবং 'প্যাট্রোক্লাস-এর' ৩৯ জন অফিসার ও ২০০ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

দুইটি ইটালিয়ান সাবমেরিণ ধ্বংস

বৃটিশ নৌ-বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত এস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ হাল্কা নৌবহরের আক্রমণে আরও দুইটি ইটালীয়ান সাবমেরিণ ধ্বংস হইয়াছে। নৌবহর বিমান বহরের সহযোগিতায় একটি সাবমেরিণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উহাকে ধ্বংস করে।

আফ্রিকায় দ্য গলের আরো সমর্থন

আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত নিরক্ষ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ল্যামবারেনের অধিবাসীরা জেনারেল দ্য গলের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জানাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা নিজেদের ভিসি গভর্ণমেণ্টের সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করে এবং জেনারেল দ্য গলের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় প্রবলভাবে বাধা দেয়। জানা গিয়াছে যে, জেনারেল দ্য গলে উক্ত সেনাদলের সম্মুখে সম্মানজনক সর্ত্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন।

বৃটেনে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পুনঃসংগঠনের ফলে ব্রিটেনের সৈন্যসংখ্যা এখন আকস্মাৎ বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবীদের উপর কর্ত্তৃত্ব করার জন্য একজন ডিরেক্টর জেনারেল থাকিবেন এবং তাঁহার অধীনে একটি ডিরেক্টরেট থাকিবে। লর্ড গর্ট উহার নয়া ইন্সপেক্টর জেনারেল হইবেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কাজও করিবেন।

বৃটিশ সাবমেরিণের সাফল্য

একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, ২রা নবেম্বর তারিখে 'টাক্স' নামক একখানি বৃটিশ সাবমেরিণ শত্রুপক্ষের একখানি বৃহৎ তৈলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। জাহাজখানি অধিকৃত কোন ফরাসী বন্দর অভিমুখে যাত্রা করে। টর্পেডোর আঘাতে ৮ মিনিটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়।

আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রের অবস্থা

রণস্থল হইতে যে সকল সংবাদ আসিয়াছে, সামরিক মহল তাহা সন্তোষজনক বলিয়া মনে করেন। আলবেনিয়ার এলাকার গ্রীকগণ যেসকল স্থান দখল করিয়াছে, সেইগুলির একটিও হস্তচ্যুত হয় নাই এবং গ্রীকগণ সেই সকল স্থানে তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছে। একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বুধবার পশ্চিম ম্যাসিডোনিয়ায় ইটালীয়দের উপর আক্রমণ চালাইয়া গ্রীকগণ তাহাদের চারটি কামান, ৯টি পরিখায় ব্যবহারের কামান এবং ২৩টি মেশিনগান দখল করে।

ইস্তাহারে আরও প্রকাশ যে, ইটালীয়রা গ্রীসের কয়েকটি সহরের উপর বিমান আক্রমণ চালায়, কিন্তু সমরবস্তুর কোন ক্ষতি তাহারা করিতে পারে নাই। তবে কতক বে-সামরিক অধিবাসী হতাহত হইয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে গ্রীকগণ পিন্দাস এলাকায় একটি ইটালীয় বাহিনীকে মূল সেনা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। কতক সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ইটালীয় সৈন্যগণ যখন পলাইতেছিল, তখন গ্রীকগণ তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া বন্দী করে।

ইটালীয় বাহিনীর অগ্রগতি

রোমের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ইটালীয় বাহিনী গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কালামাস নদী পার হইয়া গিয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইতেছে যে, গ্রেশ্যা হ্রদের তীরে ফ্লোরিণা রণক্ষেত্রে বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করিয়া ও মেশিনগান চালাইয়া স্থলবাহিনীকে সাহায্য করিয়াছে।

জার্ম্মানীতে বৃটিশ বিমানের হানা

বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর জার্ম্মানীতে ব্যাপকভাবে হানা দিয়া সহর বার্লিনের উপকণ্ঠবর্ত্তী স্প্যানডাউ-এর কারখানা অঞ্চল এবং সহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠবর্ত্তী একটি রেলওয়ে জংশনের উপর আক্রমণ চালায়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এতদ্ব্যতীত ব্রিটিশ বিমানবহর স্টেটিন ও হামবুর্গ-এর তৈল গোলাগুদাম, কুলেনবার্গ-এর নিকটবর্ত্তী কারখানা অঞ্চল, এমস নদীর তীরবর্ত্তী স্থানে ও ব্রেমেনের এবং রেলওয়ে ইয়ার্ড ও জংশন, গ্রীসের অধীনের কারখানাসমূহ-এর উপর আক্রমণ চালায়। পূর্ব্ব দিন দিবাভাগে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে হানা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ বিমানবহর সমুদ্রোপকূলে যে তৈলশোধনাগারসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়; ডানকার্কে ও কঙ্ক-ডাচ্চেম পোতাশ্রয়সমূহের বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালানো হয়। হল্যাণ্ডের একটি হাঙ্গারের উপর বোমা পড়ে এবং সুরক্ষিত শত্রু বিমানসমূহের উপর মেশিন-গানের গুলী বর্ষিত হয়। একটি বিমান অগ্নিশিখা পরিবৃত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হয়। কক্সহাভেন-এ একটি জাহাজ সমাবেশের উপর আক্রমণ চালানো হয়। ডেন-হেল্ডারের এক আক্রমণকারী সমাবেশের উপর বোমা বর্ষিত হয়। বিমান বিভাগ হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, এইসব অভিযানে দুইটি ব্রিটিশ বিমান নিখোঁজ হয়।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

বৃটিশ বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ

৭ই নভেম্বরের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, একটি বৃটিশ সৈন্যদল বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় সুদান-আবিসিনিয়ার সীমান্তবর্ত্তী গালাবাটএর উপর আক্রমণ চালাইয়া উহা দখল করে। কতিপয় সৈন্য বন্দী হয়। শত্রুপক্ষের পাল্টা আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিয়া দুইবার প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করা হয়। কাসালা রণাঙ্গনে কেরেন-উমগ্রাই এলাকায় বৃটিশ সৈন্যদল শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের উপর চাপ দিতেছে।

ইটালীয়ান বৈমানিকদের আত্মসমর্পণ

ভূমধ্যসাগরের উপর একটি ইটালীয়ান বিমান ও কয়েকটি বৃটিশ ফুয়ার বিমানের (বিমানবাহী জাহাজে থাকে) মধ্যে যুদ্ধে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা গিয়াছে। ইটালীয়ান বিমানের বৈমানিকগণ আত্মসমর্পণের নিদর্শন-স্বরূপ শ্বেত বস্ত্র আন্দোলিত করে। উহার ফলে ঐ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

কয়েকটি ফুয়ার বিমান সমুদ্রের উপর টহল দিবার সময়ে তিনটি বড় মেশিনগানবিশিষ্ট একটি ইটালীয়ান বিমান দেখিতে পাইয়া অনেক দূর হইতে কয়েকটি গুলীবর্ষণ করে। কোন কোন গুলী ইটালীয়ান বিমানে লাগে; ফলে উহার গতি হ্রাস পায় এবং উহা নীচে নামিয়া পড়ে। ফুয়ার বিমানসমূহ উহার চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা আত্মসমর্পণের নিদর্শন দেখায়।

ইটালীয়ান বাহিনীর সামান্য অগ্রগতি

ইটালীর হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম কোণে কালামাস নদী পারের দাবী করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ফ্লোরিণা অঞ্চলে জানিনা আলিবাকি রোড ধরিয়া এবং প্রেসপা হ্রদের নিকটে শত্রুসৈন্য ও সুরক্ষিত স্থানসমূহের উপর বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলী ছুড়িয়া বিমানবাহিনী স্থলবাহিনীর সাহায্য করে।

গ্রীক সামরিক কর্তৃপক্ষও গ্রীসের উত্তর-পশ্চিম কোণে তাঁহাদের সেনাবাহিনীর সামান্য অংশ অপসারণ স্বীকার করিতেছেন। গ্রীক বিমানবাহিনী শত্রু অঞ্চলে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য ও শত্রু সেনাদলের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে। তাহাদের সকল বিমানই নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। আলবেনিয়ার ইটালীয় ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটির উপরও তাহারা বোমাবর্ষণ করে।

এপিরাস সীমান্তে গ্রীকবাহিনীর পশ্চাদপসরণ

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এপিরাস সীমান্তের বামভাগের শেষ প্রান্তে গ্রীকবাহিনী কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। শত্রুবাহিনীর ছাউনীতে সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ করা হয়। বিমান-পোতসকল নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সমগ্র সীমান্তে গোলন্দাজবাহিনীর লড়াই চলিতে থাকে।

ইটালীয় বিমান গ্রীসের ভলোস সহরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ভলোস একটি উন্মুক্ত সহর। সেখানে কোন সামরিক লক্ষ্য-বস্তু নাই। এই আক্রমণে কয়েকজন অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। ইটালীয়ানরা লারিসা সহর, পাত্রাস ও করিন্থ পোতাশ্রয়েও হানা দিয়াছিল। করিন্থে আক্রমণ চালাইবার সময় ইটালীয় বিমানগুলি এথেন্সের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়াছে। এই জন্য সেখানে দুইবার সতর্কতাসূচক বংশীধ্বনি করা হয়।

আড্রিয়াটিক সমুদ্রে শত্রুপক্ষের মাইন

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত সপ্তাহের শেষভাগে ফিরোটিকো ও চামরানিয়ার মধ্যবর্ত্তী জল প্রণালীতে শত্রুপক্ষীয় বহু মাইন উদ্ধার করিয়া ধ্বংস করা হইয়াছে। প্রণালীটি পরিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বহু মাইনধ্বংসকারী জাহাজ চামরানিয়াতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেছে।

জার্ম্মাণ বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ

গত ৮ই নভেম্বর রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবাহিনীর বোমারু বিমান জার্ম্মাণীর একটি বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। উক্ত বিমানঘাঁটিতে ৬টি জার্ম্মাণ বিমানপোত সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। বোমা বর্ষণ করা হইলে ঐ বিমানগুলিতে আগুন ধরিয়া যায়। অনুরূপ আরও কয়েকটি ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করা হয়। বিমান দপ্তরের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, লোরিয়েন্টের সাবমেরিন ঘাঁটি এবং বোলোন ও ক্যালের বন্দরে বোমাবর্ষণ করা হয়।

ফরাসী সাবমেরিণের আত্মনিমজ্জন

ভিসি সরকারের সাবমেরিণ "পন্সিলেটের" নাবিকগণ উহাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। জেন্টিল বন্দরের নিকট স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর আগমনের পর ঐ ঘটনা ঘটে। নাবিকগণকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ইটালীর আল্পাইন বাহিনী পর্য্যুদস্ত

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে, ৯ই নভেম্বর গ্রীক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের একখানা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্থানীয় এক সংঘর্ষের কালে গ্রীক সেনাদল ৮০ জন লোককে বন্দী করিয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সেনাব্যূহের দক্ষিণাংশে শত্রুদের গোলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে ইটালীয় আলপাইন সেনাদল গত কয়েকদিন যাবত রণক্ষেত্রের পিণ্ডাস অঞ্চলে অবরুদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আলপাইন ডিভিশনে দুই দল পদাতিক এবং এক দল গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সম্প্রতি যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে আয়ুস নদীতে জল-প্লাবন হইয়া গিয়াছে—বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্যই এই জলস্রোতে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পর্ব্বত এবং অরণ্যভূমিতে ইটালীয়দের মৃতদেহ ছড়াইয়া রহিয়াছে। ক্ষুধার দায়ে এবং শীতের আক্রমণেই তাহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সম্ভবতঃ নেকড়ে বাঘ এবং ভালুকের আক্রমণেও অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। এ সকল ইটালীয় সৈন্যদের অনেককেই বন্দী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং বহু পরিমাণ গোলাবারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্র গ্রীকদের হাতে পড়িয়াছে।

অভূতপূর্ব্ব সামরিক কৌশল প্রদর্শন করিতে যাইয়া গ্রীক সৈন্যরা ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধে পর্ব্বতেও আরোহণ করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোকেরাও অস্ত্রশস্ত্র এবং মেশিনগানসমূহ পর্ব্বতের গাত্র বাহিয়া তুলিয়া লইবার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিল।

এথেন্সের সামরিক মহল ঘোষণা করিতেছেন যে, ১৮২১ সালে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে গ্রীক সেনাদলের রণ কৌশলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হিসাবে পিণ্ডাসের জয়লাভ ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইটালীয় অফিসারগণকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা বলেন যে, বিশ্রামকালের ধুনি করিতে করিতে গ্রীক সৈন্যরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল।

প্রায় ২৬০ জন ইটালীয় বন্দী সালোনিকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বাঙলা সরকারের বাণিজ্য বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এ, জি, খান, আই-সি-এস কলিকাতা বন্দরের ডক মজুর ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপ মহড়া

সাফল্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন

গত ৬ই নভেম্বর বুধবার রাত্রি ১০॥ হইতে ১১টা পর্য্যন্ত কলিকাতা এবং উহার নিকটবর্ত্তী হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণার শিল্প-অঞ্চলগুলিতে সাফল্যজনকভাবে নিষ্প্রদীপের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ার সূচনায় ভেঁপু বাজাইয়া জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় এবং শেষেও ভেঁপু বাজাইয়া পরিসমাপ্তি সূচিত হয়। এইদিন রাত্রে ট্রামগুলির মধ্যে অন্ধকার রাখা হইয়াছিল এবং বাহিরের আলোগুলিও এমনভাবে আবৃত করা হইয়াছিল, যাহাতে উপর হইতে কোনভাবেই উহা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। মোটর গাড়ী ও লরীসমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় কয়েকখানা এরোপ্লেনও সহরের উপরিভাগে উড়িতেছিল। ফলে কলিকাতায় এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ঐসময়ে অধিকাংশ লোকই গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করে। অবশ্য সহরের এই অভিনব দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য রাস্তায় উৎসুক জনতারও অভাব ছিল না।

হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন

হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশন সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, কেবলমাত্র যাত্রীদের প্লাটফর্ম্মে যাওয়ার রাস্তাতে অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য মাঝে মাঝে উপরিভাগ আবৃত মৃদু আলোকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ঐ সময় যে সকল ট্রেণের ছাড়ার কথা ছিল, সেগুলি হেড-লাইট না জ্বালাইয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসে। গাড়ীর কামরাগুলির জানালাগুলিও বন্ধ রাখা হইয়াছিল।

মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ও বি, এন আর পুরী প্যাসেঞ্জার বিমান আক্রমণ সতর্কতা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী আলোক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া হাওড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করে এবং কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে গিয়া আলো জ্বালায়। গোমো প্যাসেঞ্জার, ব্যাণ্ডেল লোকাল এবং খড়্গপুর প্যাসেঞ্জার ঐ সময় হেড-লাইট না জ্বালাইয়া হাওড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করে এবং ষ্টেশনের কোনায় যে সকল মৃদু আলো জ্বলিতেছিল, সেইগুলির সাহায্যে যাত্রীরা পথ নির্ণয় করে।

শিয়ালদহ ষ্টেশনেও অনুরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

হাওড়া ও শিয়ালদহের কর্ত্তৃপক্ষ ও রেলওয়ে পুলিশ যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার বাহিরের আলো, বিজ্ঞাপনের বাতি, চৌরঙ্গীর রাস্তার সংযোগস্থলগুলিতে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের আলো এবং সিনেমা ও থিয়েটারের সম্মুখস্থিত বাতি নির্ব্বাপিত রাখা হয়। গাড়ীগুলিও এই সময় আলো আবৃত করিয়া যথাসম্ভব মন্দ গতিতে চলাচল করিতে থাকে। সমস্ত ট্রামের বাহিরের আলোতে পর্দ্দা খাটিয়া দেওয়া হয়।

সিভিক গার্ডদের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা

প্রায় ৭,৬০০ সিভিক গার্ড তাহাদের নিজ নিজ ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পুলিশের সহযোগিতায় সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে।

মিঃ পি, এম, মল্লিকের নেতৃত্বে প্রায় ৩২৫ জন সিভিক-গার্ড মানিকতলা অঞ্চলের পুলিশের সহিত পরামর্শক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রহরা দিতে থাকে। ১০টার পূর্ব্বে সিভিক-গার্ডরা নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ঘাঁটিতে উপনীত হয়। মহড়ার সময় দোকান, বাজার ও হোটেলগুলি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

সহর ও সহরতলীর সমস্ত অঞ্চলেই অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়।

এই উপলক্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপক পুলিশ-প্রহরার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কনষ্টেবলদের লরীতে করিয়া সহরে টহল দিতে দেখা যায়।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার

জলপাইগুড়ি—

বিগত ১৮ই অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ হইতে মোট ১,৭৮৪।৩ পাই সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১৩,৩০০৸৶৬ পাই চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৩৸৵০ আনা লেডী বেটী হার্বার্ট মহিলা সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য আলাদা রাখা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে ২৪,২৯৮।৶৬ পাই পাঠান হইয়াছে।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ-ঋণ বাবদ বিভিন্ন দফায় নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

৬ বৎসর মেয়াদী ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ..	১৩,৫১৩৸৵০
সুদ বিহীন ঋণ ..	৬০০৲
[illegible] যুদ্ধ-সাব-কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মারফৎ ..	১,২৬৪৲

২৫শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সপ্তাহে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ১,২৮৩৵০ আনা চাঁদা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তারিখ পর্য্যন্ত ১৪,৫৮৪।৶৬ পাই চাঁদা পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৯২৫৸৵০ আনা লেডী বেটী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিলের জন্য আলাদা রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে ২৫,৪০৪৸৵০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ব্যাঙ্ক মারফৎ যুদ্ধ-ঋণ বাবদ নিম্নোক্ত অর্থগুলি সংগৃহীত হইয়াছে:—

৬ বৎসর মেয়াদী ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ..	১৩,৫১৩৸৵০
সুদ-বিহীন ঋণ ..	৬০০৲
জলপাইগুড়ির পোষ্টাফিসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রী ..	১১,৯৮০৲
আলীপুর দুয়ারের মহকুমা-হাকীম মারফৎ ..	৭০০৲
দেবপাড়া টি-এষ্টেটের ম্যানেজার মারফৎ ..	১৩৪।০
সনাতনবাড়ী টি-এষ্টেট ..	১৩৯।৵০
ময়না যুদ্ধ সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ..	৩১৯৵০

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা)—

বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পুলিশ ক্লাবের সদস্যগণ "মাকড়সার জাল" নামক একখানা নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে নৃত্য-গীতের আসরও হইয়াছিল। অনুষ্ঠানটি বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ৮০০ টিকিট বিক্রী করিয়া ১,৯০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১,৮০০৲ টাকা যুদ্ধ-তহবিলে প্রদান করা হইয়াছে। মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসার ও তাঁহার কর্মচারিগণ এবং স্থানীয় অভিনব সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির সহযোগিতায়ই এই অনুষ্ঠান সফল হইয়াছে।

কান্দী (মুর্শিদাবাদ)—

কান্দী মিউনিসিপ্যালিটির পাঁচটি ওয়ার্ডে সিভিক-গার্ড বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। প্রতি ওয়ার্ডে ১০ জন হইতে ১২ জন করিয়া লোক এই বাহিনীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে যুদ্ধ-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বহরমপুর হইতে আগত নির্ব্বাচিত দলের সহিত স্থানীয় নির্ব্বাচিত দলের খেলা হইয়াছিল। খেলা দেখার জন্য যে বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, তাহাদের প্রবেশ মূল্যস্বরূপ ৩০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মহকুমার সর্ব্বত্র যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে প্রচার-সভার অনুষ্ঠান করা হইতেছে।

বড়লাটের কার্য্যকাল বৃদ্ধি

আরো এক বৎসর

১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ভারতের বড়লাট মারকুইস অব লিনলিথগোর কার্য্যকাল আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

আপনার জন্মভূমির শক্তিসামর্থ্যের উপরেই আপনার নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে

দেশের তথা আপনার, আত্মরক্ষার জন্যই ভারতে প্রচুর সুশিক্ষিত লোক, ট্যাঙ্ক বিমান এবং যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজন আছে। ডিফেন্স বণ্ড্ ক্রয় করিয়া আপনি এই প্রয়োজন মিটাইবার সাহায্য করিয়া দেশের তথা আপনার নিজের নিরাপত্তা অর্জন করিতে পারিবেন। এবং উহার সহিত আপনি এক নিরাপদ ও লাভবান পথে টাকা খাটাইবার সুযোগ লাভ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের যাবতীয় বিত্ত সম্পত্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এই লগ্নির কোন কারণেই মূল্যহানি হওয়া সম্ভব নহে।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার জন্য ১৩৸৵০ হিসাবে পরিশোধ্য—বৎসরে ৩৲ চক্রবৃদ্ধি সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিমুক্তি। এই লগ্নির কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকটবর্ত্তী পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

৩% ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং উহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। বৎসরে ৩৲ হারে সুদ ও বাদ আয়ের উপর পাইবেন। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—১০৲ টাকার ঊর্দ্ধে যে কোন মূল্যের বণ্ড বিক্রীত হইবে। তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর পরে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্টের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স্ বণ্ড্ ক্রয় করুন

পশু-খাদ্য ফসলের চাষ

চাষী-সমাজের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

বাঙলাদেশে কেবলমাত্র পশু-খাদ্যের জন্য কোন ফসলেরই চাষ হয় না বলা যাইতে পারে; যে দুই একটি ফসলের চাষ হয় তাহাদের জমির পরিমাণও খুব কম। সুতরাং ধানের বিচালিই এদেশের প্রধান পশু-খাদ্য; কিন্তু মনে রাখা দরকার যে চাউলের জন্যই ধানের চাষ করা হয়, বিচালির জন্য নয়। সুতরাং পশু-খাদ্য হিসাবে ধানের চাষ করা হয় বলিলে ভুল বলা হইবে।

আরও দুঃখের বিষয় এই যে, এই বিচালিও পশু-খাদ্যের জন্য যত্ন করিয়া ভালভাবে রাখা হয় না। সাধারণতঃ এলোমেলোভাবে বিচালি গাদা করিয়া বা পালা দিয়া রাখা হয় এবং উহার ভিতর বৃষ্টির জল ঢুকিয়া উহাকে পশু-খাদ্যের অনুপযুক্ত করিয়া তুলে এবং খাদ্য হিসাবে উহার মূল্য অনেক কমিয়া যায়। বিচালির খাদ্য পরিষ্কারভাবে এমন করিয়া করা উচিত, যেন উহার মধ্যে সহজে বৃষ্টির জল ঢুকিতে না পারে তাহা হইলে উহা পশু-খাদ্যের উপযুক্ত হইতে পারে।

বাঙলাদেশে পশুর দুরবস্থার একটা প্রধান কারণ পশু-খাদ্যের অভাব। প্রত্যেক কৃষকই পশু-পালন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার খাওয়ার সুব্যবস্থা অনেকেই করে না। কৃষক মাত্রেই বোঝে যে বলদ ছাড়া তাহার কৃষি-কার্য মোটেই সম্ভবপর নহে। গোজাতিই যে কৃষকের প্রধান সহায়, একথা প্রত্যেক কৃষককেই স্বীকার করিতে হইবে। যে দেশে শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক কৃষিজীবী, সেই দেশে পশু-খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য।

বাস্তবিক পক্ষে বাঙলাদেশে পশু-খাদ্যের জন্য বিশেষ কোন আবাদের প্রথা নাই। যাহাও বা আছে, তাহা বিশেষ যত্ন করিয়া আবাদ করা হয় না। কেবলমাত্র ধানের বিচালিই এ দেশের প্রধান পশু-খাদ্য। চাউলের জন্যই ধানের চাষ করা হয়; বিচালির জন্য নয়। অতএব পশুর উন্নতির জন্য বিশেষভাবে পশু-খাদ্যের আবাদে প্রত্যেক কৃষকের যত্নবান হওয়া উচিত।

পশু-খাদ্যের ফসলগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যথা—

(ক) এক বৎসরের ফসল—যেমন জোয়ার, ভুট্টা, মিলেট, বরবটী, খেসারী এবং কলাই। জোয়ারকে ভারতবর্ষের প্রধান পশু-খাদ্য বলা যাইতে পারে; বাঙলাদেশেও এই ফসল উত্তমরূপে জন্মে এবং ভালভাবে ইহার আবাদ করিলে ফসলও বেশী পাওয়া যায়, যদিও বর্তমানে এই দেশে জোয়ারের জমির পরিমাণ খুব কম, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। খেসারি ধানের ফসলের মধ্যেই বপন করা হইয়া থাকে এবং ধান কাটিয়া লইবার পর জমিতে পশু চরাইয়া বা বাঁধিয়া উহা পশুকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

কোন কোন জায়গায়, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গে, গম, যব, বুট, মটর, ছোলা ইত্যাদি রবি ফসলের গাছ পশুদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

(খ) বহু বৎসরের ফসল—যেমন নেপিয়ার ঘাস, গিনি ঘাস ইত্যাদি।

(গ) অল্প সময়ের ফসল অর্থাৎ যে সকল ফসল একটা প্রধান ফসল তুলিয়া লইবার পর অপর একটী প্রধান ফসল বপন করিবার পূর্ব্বে উৎপন্ন করা যাইতে পারে; এই সকল ফসল তাড়াতাড়ি বাড়ে; জোয়ার, মিলেট, বরবটি, কলাই ইত্যাদিকে এই শ্রেণীর ফসলের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ইহাদিগকে আউস ধান কিম্বা পাটের পর বপন করিয়া রবি ফসল লাগাইবার পূর্ব্বে কাটিয়া পশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। এই সকল ফসল জন্মাইয়া পশু-খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়াইতে পারা যায় এবং তাহাতে প্রধান ফসলের চাষের কোন অসুবিধা হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পশু-খাদ্যের জন্য এই ফসল অল্প সময়ের ফসল উৎপন্ন করিতে বিশেষ খরচও হয় না। উত্তম পশু-খাদ্য ফসলগুলির মোটামুটি নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা চাই:—

(ক) খাইতে ভাল লাগে।

(খ) সহজে হজম হয়।

(গ) ফসল বেশী হয়।

(ঘ) শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে।

(ঙ) কাঁচা অবস্থায় খাওয়ান যাইতে পারে।

(চ) সাইলেজ (কাঁচা ঘাসগুলি গর্তে বা বায়ুশূন্য ঘরে রাখাকে সাইলেজ বলে) করা যাইতে পারে।

(ছ) শক্ত আঁশবিশিষ্ট ফসল না হয়।

জোয়ার, ভুট্টা, মিলেট, বরবটী ইত্যাদি গ্রীষ্ম বা বর্ষা-কালের ফসল। জল না দাঁড়ায় এইরূপ জমিতে এই সকল ফসলের চাষ করা উচিত; ইহাদের জন্য জমি ভালভাবে প্রস্তুত করা এবং জমিতে সার দেওয়া বিশেষ দরকার।

জোয়ার তিন শ্রেণীর হয়—

(১) এক শ্রেণী দেরী করিয়া কাটা যায়। ইহা বপনের পর ৮০ হইতে ১৬০ দিনের মধ্যে কাটিয়া পশুকে খাওয়ান যায়; ইহার বীজ বড় ও সাদা হয়।

(২) এক শ্রেণী কাটা যায়। ইহা বপনের পর ৭০ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে কাটিতে পারা যায়; ইহার বীজ ছোট এবং বীজের রং লালচে হয়।

(৩) উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি আর এক শ্রেণী—এই শ্রেণীর ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলন দেয়।

খর্ব্বাকৃতি জোয়ারের ফসল (অর্থাৎ যে ফসল বেশী বাড়ে না) পশুকে খাওয়ান উচিত নয়। দেখা গিয়াছে এইরূপ জোয়ার পশুদিগকে খাওয়াইলে উহা বিষে পরিণত হয় এবং সময়ে সময়ে উহাদের মৃত্যুর কারণও হইয়া থাকে।

কোন কোন জেলায় চৈত্র-বৈশাখ মাসে ভুট্টা বপন করা হয়; কিন্তু সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসেই ইহা বপন করা উচিত। ৮০ হইতে ৯০ দিনের মধ্যেই ইহা কাটিয়া পশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। ভুট্টার বীজগুলি যখন নরম থাকে তখনই ভুট্টার গাছ কাটিয়া পশুকে খাওয়াইবার প্রশস্ত সময়।

জোয়ার, ভুট্টা কিম্বা অন্য সকল প্রকার পশু-খাদ্যের ফসলে যখন ফুল ধরে, তখনই উহাদিগকে কাটিয়া পশু-দিগকে খাওয়াইবার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময়।

ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমন ধানের নীচু জমিতে কিম্বা অন্য কোন জমিতে যাহার উপর জল দাঁড়ায়, সেই জমিতে পশু-খাদ্যের ফসল ভাল জন্মে না, পশু-খাদ্যের ফসলের জন্য উঁচু জমির দরকার। ইহা সত্য কথা, দল বা অন্য জোলো ঘাস জলে জন্মে এবং অন্য কোন পশু-খাদ্যের অভাবের সময় ইহাদিগকে ভাল পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

যখন অন্য কোন কাঁচা ঘাস পশু-খাদ্যের জন্য পাওয়া যায় না, তখন কচুরীপানা পশুকে খাওয়ান হয়—কিন্তু ঢাকা কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহাকে ধানের বিচালির সঙ্গে কিম্বা খইলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে কেবলমাত্র অল্পদিনের জন্য পশুর শরীরের কোন অবনতি হয় না।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

মোসলেম-জগতের আসন্ন বিপদ

ঈদ-সম্মেলনে মেয়রের বক্তৃতা

"ঈদ্-রিইউনিয়ন" কমিটির উদ্যোগে কলিকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং মাঠে ঈদ্-মিলনী হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মন্ত্রিসভার সদস্য ও বহু হিন্দু ও ইউরোপীয় এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দন জানান। কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'ঈদ-মিলন' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব। কিন্তু বিপদের কালমেঘ চারিদিকে এরূপ ভাবে ঘনাইয়া আসিয়াছে যে, আজ আমাদের যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইটালী ও জার্মাণীর এই আক্রমণাত্মক নীতি আমাদের দেশকেও আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আজ, মোসলেম জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং আমরা যদি উহাকে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তুত না হই, তবে আমরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইব।"

উপসংহারে মেয়র বলেন যে, তুরস্কের অধিবাসিগণ শতাব্দীকাল ধরিয়া মোসলেম জগতকে সমস্ত বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বর্তমানে তাহার বিমান বাহিনী বা আধুনিক সমরোপকরণ নাই। এমতাবস্থায় শত্রুপক্ষ যদি আনাতোলিয়া এবং সিরিয়ার (যাহা বর্তমানে ইটালীর শাসনাধীন) মধ্যে আগাইয়া আসে, তবে উহাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হইবে না। এক পার্শ্বে ইরাক ও অপর পার্শ্বে প্যালেষ্টাইন উভয়ই তাহাদের কুক্ষিগত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং সুয়েজখালও এই বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা সৈনিকও নহি, অথবা অর্থশালীও নহি—যাহাতে তুরস্ককে কোনরূপে সাহায্য করিব। কিন্তু মোসলেম জগতকে এই সর্ব্বনাশা শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আমাদের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি ৪ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

উপরোক্ত ফসলগুলি ব্যতীত চীনাবাদাম, মটর, বাজরা প্রভৃতি গাছের ডগা পশু-খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে।

প্রত্যেক রকম পশু-খাদ্যের ফসলের জন্য ভাল বীজ ব্যবহার করা উচিত; ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে যদি কিছু অতিরিক্ত খরচ হয়, তাহা ফসল বেশী হওয়ার জন্য পোষাইয়া যায়।

কতকগুলি পশু-খাদ্যের ফসলের বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ এবং ভালভাবে চাষ আবাদ করিলে বিঘাপ্রতি উহাদের ফলন নিম্নে দেওয়া হইল:—

ফসলের নাম।	বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ। সের।	বিঘাপ্রতি ফলন। মণ।
জোয়ার ..	১০ হইতে ১২	১২০ হইতে ১২৫
ভুট্টা ..	৮ হইতে ১০	১২০ হইতে ১২৫
মিলেট ..	৪ হইতে ৫	৮০ হইতে ৮৫
বরবটি ..	৪ হইতে ৫	১০০
জই, যব, গম ..	১১ হইতে ১৬	১০০
ছোলা, মটর ..	৫ হইতে ৭	৬০ হইতে ৬৫
খেসারি ..	৫ হইতে ৭	৮০ হইতে ৮৫
মাষ কলাই ..	৪ হইতে ৫	৪০
নেপিয়ার ঘাস ..	৩ হাজার হইতে ৩॥০ হাজার চারা।	৫০০
গিনি ঘাস ..	৩ হাজার হইতে ৩॥০ হাজার চারা।	২৫০

নাৎসী-জার্ম্মাণীর পারিবারিক জীবন

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হয়। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রত্যেককে ১৩।০ মাইল মার্চ্চ করিয়া যাইতে হয়। এই কঠোর শিক্ষার ফল দাঁড়াইয়াছে যে, যুবকদের পা'গুলি চ্যাপটা হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা প্রায় স্নায়বিক রোগে ভুগিয়া থাকে। এতদ্সত্ত্বেও তাহারা কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে।

নির্দ্দয় পাশবিকতা

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ যুবকদিগকে ৬ মাসের জন্য শিবিরে পাঠান হয়। তথায় তাহারা অধিকাংশ সময় কঠিনতম পর্য্যায় অনাবৃত অবস্থায় বাধ্যতামূলক শ্রমকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। ইহার পর বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। উহার মেয়াদ দুই বৎসর। ইতিমধ্যে নাৎসী যুব-আন্দোলনের কর্ত্তা বল্ডুর ভন শিরাকের আদর্শ অনুসারে নাৎসী যুবকরা কর্কশ ও নিষ্ঠুর আচরণে অভ্যস্ত পাকা হইয়া যায়। ভন শিরাখ্ স্বয়ং যুবকদের জন্য 'আগে চল' গানটি রচনা করিয়াছেন। উহার মর্ম্মার্থ নিম্নে দেওয়া হইল :—

"এগিয়ে চল, এগিয়ে চল শব্দে জয়ঢাক বাজিয়া উঠুক। এগিয়ে চল, জয়ডঙ্কা যুবকদের নিকট অপরিজ্ঞাত। দৈন্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, সকল বিপদাপদকে উপেক্ষা করিয়া আমরা হিটলারের জন্য এগিয়ে যাব। স্বাধীনতা ও রুটীবৃদ্ধি হইবে আমাদের লক্ষ্য এবং যুবকদের প্রতীকরূপে যে পতাকা আমাদের হাতে শোভা পাইবে, উহাতে লেখা থাকিবে—প্রাণের বিনিময়ে পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করা শ্রেয়ঃ।"

নাৎসী শিক্ষা ব্যবস্থায় ভবিষ্যতের কোন কথা নাই; বালক-বালিকাদের মনস্তাত্বিক কোন সমস্যার বালাইও উহাতে নাই। ৬,০০০,০০০ জার্ম্মাণ যুবক যদি হিটলার পূজার জন্য একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলেই যথেষ্ট। এতোমধ্যে কোন কথার অবকাশ নাই। আদেশ পাওয়া মাত্র উহা প্রতিপালিত হইবেই।

যুদ্ধের আয়োজন

যুদ্ধ এবং যুদ্ধের উদ্যোগ-আয়োজনই নাৎসীদের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তি। রাইখের শিক্ষা-মন্ত্রী বলেন, "অবাধ্য জাতী নির্ব্বেশে শত্রুর ধ্বংস সাধন করাই আমাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য।"

বিদ্যালয়ের ছাত্ররা মার্চ্চের সময় গাহিয়া থাকে: "ধ্বংসস্তূপে যদি দেখা যায় যে সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, তাহা হইলেও আমরা গ্রাহ্য করিব না। সমগ্র পৃথিবীকে জার্ম্মাণীর ন্যায় আমাদেরই দেশে পরিণত করার জন্য আমরা সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া সামনে এগিয়ে চলিব।"

বৎসরের পর বৎসর এই শিক্ষা গ্রহণের পর যদি জার্ম্মাণ যুবকরা হৃদয়হীন পশুতে পরিণত এবং হিটলার-বাদ ও উহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে! সামরিক কর্মচারিগণকে পর্য্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয় না। তাহা-দিগকে শুধু অন্ধভাবে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন, নেতার উপর আস্থা স্থাপন ও তাহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করার অপরিসীম আগ্রহ প্রদর্শন, সর্ব্বোপরি নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অপরাপর জাতি ও তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে হয়।

ইহা হইতেই সহজে অনুমিত হইবে যে, উপরোক্ত শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার কোন স্থান থাকিতে পারে না। নাৎসী সরকার খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে এবং কি ভাবে জার্ম্মাণ যুবকদের অন্তরে পৌত্তলিক ভাব জাগাইয়া দিতেছে, নিম্নোক্তিই তাহার প্রমাণ নহে।

পৌত্তলিক মতবাদ প্রচারকল্পে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে জার্ম্মাণ ধর্ম্ম-আন্দোলন নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আর্য্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং ওডিন, থর প্রভৃতি নর্ডিক দেবতাদের আদর্শে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব বোধ নীতিকে ইহা সমূলে নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

খৃষ্টান ও ইহুদিদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার ও অবিচার হইতেই খৃষ্টান এবং ইহুদি মতবাদের প্রতি নাৎসী মতবাদের বিদ্বেষের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববাসী নাৎসীদের এ সকল অত্যাচার-অবিচার মানব সভ্যতার উপর প্রচণ্ড আঘাত বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু জার্ম্মাণীতে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়। কারণ জার্ম্মাণরা মনে করে, আর্য্য-রক্তের বিশুদ্ধতার পক্ষে বিরুদ্ধ মতবাদী জাতিদের উৎখাত একান্ত অপরিহার্য্য। জার্ম্মাণ যুব সম্প্রদায় এ সকল হত্যাকাণ্ডে সাক্ষাৎভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এমন কি কোন নাৎসী বালককে অপর একটি ইহুদি বালকের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা চিন্তা করিতেও দেওয়া হয় না। যদি কোন বালক তেমন কিছু করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অন্যান্যদের সাথে সেও জাতি-বিদ্বেষ প্রচার ও হত্যাকাণ্ডে যোগ দেয়। উক্ত মনুষ্যত্ব জার্ম্মাণীকে জগতের সামনে খাটো করিয়া দিয়াছে। এই ভাবেই বালকদিগকে নিষ্ঠুর ও কঠোর করিয়া তোলা হইতেছে। ডাঃ লেহ্ বলেন, নির্ব্বাচনের কড়াকড়ির ভিতর দিয়া যে-সকল বালককে গ্রহণ করা হয়, সম্ভবতঃ তাহারা লেখাপড়ায় খুব ভাল নয়; তবে তাহারা কঠোর পরিশ্রমী হইয়া থাকে। শক্ত এবং ধর্ম্মোন্মাদ না হইলে আমাদের বোঝা বহন করা সম্ভবপর নয়।

নাৎসী শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য হইল, বৃটিশ আভিজাত্য ধ্বংস করিয়া উহার স্থলে নাৎসী আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা। নাৎসীরা শুধু বৃটিশ সামরিক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক। এজন্য তাহারা জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থান ও সমাজ হইতে দৃঢ় মনোভাবা-পন্ন আর্য্যদিগকে আনিয়া নাৎসী নেতৃত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাৎসীরা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই গোঁয়ার প্রকৃতির লোককে পাইলেই দলে ভিড়াইয়া লইত। উদাহরণস্বরূপ রোয়েম, গোয়েরিং, হর্ষ্ট উইসেল, বার্গহার্ড, রাষ্ট ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। সম্প্রতি নাৎসীরা এমন একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের কাছে মানবতা বা পৌরুষের কোন মূল্য নাই। ইহারাই বর্ত্তমান যুদ্ধ চালাইয়া আসিতেছে। ইহারাই ফ্রান্সে তথাকার আশ্রয়-প্রার্থীদের উপর কামান দাগাইয়াছে, পূর্ব্ব লণ্ডনের শ্রমিকদের বাসস্থানের উপর বেপরোয়া বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং বেঙ্গল জল সোপাইটিন জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। হয়ত এ সকল জাহাজই সমুদ্রে পতিত জার্ম্মাণ বৈমানিকদেরও উদ্ধার সাধন করিত।

নাৎসী মতবাদ যে পারিবারিক জীবনযাত্রা প্রণালী, শিল্প সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিপন্থী, সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা হইয়াছে। আদিম যুগের যে রীতি-নীতিকে মানুষ পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতেছে, তাহাই রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে অনগ্রসর জার্ম্মাণ জাতির নিকট এত আদরণীয়। এই নীতি বালক-বালিকাদিগকে পশুর রূপ দান করিবে।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

বেকার বাঙালী তরুণদের চাকুরীর সংস্থান

সরকারী নিয়োগ-উপদেষ্টার প্রচেষ্টা

বিভিন্ন কল-কারখানা ও সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে বাঙালী তরুণদের কর্ম্ম-সংস্থান ব্যাপারে বাঙলা সরকারের নিয়োগ উপদেষ্টা মাত্র সম্প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যক্রম শেষ করিয়াছেন। যুদ্ধের দরুণ সাধারণ কল-কারখানাগুলিতে নূতন লোকের চাকুরী হওয়া ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা থাকিলেও, কাজ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ২২ জন বাঙালী তরুণকে বিভিন্ন বে-সরকারী কারখানায় চাকুরী দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে এবং ৫১ জন তরুণ রাজকীয় সশস্ত্র সেনা-বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় চাকুরী লাভ করিয়াছে। যে-সব বে-সরকারী কারখানায় তরুণদের চাকুরীর ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে টাটা কোম্পানী, বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ইলেক্ট্রিক কনষ্ট্রাকশন কোং, হাডফিল্ড কোং প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। সমর-সম্ভার প্রস্তুত সম্পর্কীত বিভিন্ন দলে নানা শ্রেণীর লোকের চাকুরীর সুযোগ হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যেসব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়াও আরো নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান সরকারী নিয়োগ-উপদেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিয়া দুই একজন করিয়া লোক গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে, এরূপভাবে অনেক বেকার তরুণের চাকুরীর সংস্থান হইবে।

তরুণদিগকে চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা গত মার্চ্চ (১৯৪০) মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং নিয়োগ-উপদেষ্টার চেষ্টায় এ-পর্য্যন্ত বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ৩১ জন ও সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে ৭২ জন বাঙালী তরুণের চাকুরী হইয়াছে।

সশস্ত্র সেনা-দলে চাকুরীর সুযোগ ও নিয়মাবলী সম্বলিত একখানা প্রচার-পত্র প্রকাশ করিয়া ব্যাপকভাবে বিতরণও করা হইয়াছে।

হুগলী জেলায় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

পক্ষী পালনে উন্নতি সাধন

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, হুগলী জেলার "চাঁদপুর পোলট্রি এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারী গত বৎসর ২৬,০০০টি বাচ্চা ফুটান ডিম এবং ১,৮০০টি 'তা' দেওয়া ডিম বিক্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল ডিমের কৃষি বিভাগের পক্ষী-পালন শাখা হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ফলে তাহারা সরকারের কিছিকিছি পরামর্শ সাহায্যে আরও এক বৎসর বাচ্চা করা ডিম বিক্রয় করিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন।

একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই পক্ষী-পালন প্রতিষ্ঠান গত ১৯৩৬ সালে মাত্র ১০্ টাকা মূলধন লইয়া স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই অঞ্চলের বহু গ্রাম ব্যাপিয়া ইহার কারবার চলিতেছে।

[পূর্ব্ব কলমের শেষাংশ]

রক্ত মদের অবাধ স্রোতের ন্যায় যুবকদের অন্তরে ইহা মনোমুগ্ধকর দৃষ্টি করিয়া দেয় এবং যুদ্ধ করা এবং যোদ্ধা দুষ্টির জন্যই যে যুবক-যুবতীদিগকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, এই ভাব তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। অপর জাতীয় লোককে বিদ্বেষ ও ঘৃণার চোখে দেখার শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের লাভ হয়। পৃথিবীর যুবকদের জন্য নাৎসীবাদ এই মারাত্মক শিক্ষাই আনিয়াছে।

কলিকাতা হইতে হাজীর জাহাজযাত্রা

হজ্জ-কমিটীর বিবৃতি

যুদ্ধের জন্য যাবতীয় ব্যবহারযোগ্য জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা বন্দর হইতে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে একখানি জাহাজ হজ যাত্রী লইয়া ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আগামী হজ মৌসুমের জন্য বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতেও জাহাজ ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সমুদ্র যাত্রার সময় যাত্রীদের রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এই বৎসর আগামী হজ উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে কলিকাতা বন্দর হইতেই শেষ জাহাজ ছাড়া হইবে; যদিও বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে, শেষ জাহাজ ছাড়িবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং বাঙলা ও আসাম প্রদেশ হইতে হজ যাত্রীগণকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা বন্দর হইতে যে জাহাজ ছাড়িবে, তাহাতেই যেন তাঁহারা যাত্রা করেন। কারণ তাঁহাদের আরাম ও সুবিধার জন্যই হাজী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা বন্দর পুনরায় খোলা হইয়াছে। এই সব প্রদেশ হইতে হজ-যাত্রীগণকে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহাদের নিজের সুবিধার জন্য যেন তাঁহারা বোম্বাই ও করাচী না যাইয়া কলিকাতা বন্দর হইতেই যাত্রা করেন। কারণ বোম্বাই ও করাচী হইয়া যাইতে রেল-গাড়ীতে ভীষণ ভীড়ের মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শুধু যাইতে হয় না; তাহাতে রাহাভাড়ায় ব্যয়ও অধিক হয়। কলিকাতা হইতে যাহারা হজ-যাত্রা করিবেন তাঁহারা সকলেই একই সম্প্রদায়ভুক্ত; কাজেই নিজের জাতি, ভাষা ও রীতিনীতি বিশিষ্ট লোকের সহিত বেশ আরামে ভ্রমণ করিতে পারিবেন।

২। হজ-যাত্রা করিবার জন্য যাহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে তাহাদের জেলা বা মহকুমার অফিসারের নিকট হইতে হজ-যাত্রার অনুমতি-পত্র (পাসপোর্ট) গ্রহণ করেন; হজ-যাত্রীদের আপন আপন জেলায় বিনা ব্যয়ে এইরূপ অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে। হজ-যাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দা নহেন, তাঁহারা নিজের জেলা হইতে অনুমতিপত্র (পাসপোর্ট) লইয়া না আসিলে কলিকাতায় আসিয়া পাসপোর্ট লইতে প্রত্যেককে ৩৲ টাকা ফি দিতে হইবে। হজ-যাত্রীদিগকে আরও উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন আপন আপন জেলার সিভিল সার্জ্জন বা ডিষ্ট্রীক্ট বা মিউনিসিপালিটির হেলথ অফিসার হইতে কলেরা ও বসন্তের টীকা গ্রহণের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এইরূপ সার্টিফিকেটের জন্য কোনরূপ ব্যয় করিতে হইবে না। জেলা বোর্ডসমূহের স্যানিটারী ইন্সপেক্টরদের প্রদত্ত সার্টিফিকেট কার্য্যকরী হইবে না এবং ঐরূপ সার্টিফিকেট গৃহীত হইবে না। যাঁহারা নিজ নিজ জেলা হইতে টীকা দেওয়ার সার্টিফিকেট আনিবেন না, তাহাদিগকে কলিকাতায় বিনা-ব্যয়ে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। কলিকাতা বন্দর হইতে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাহাজ ছাড়া হইবে; কিন্তু যুদ্ধের অবস্থায় নির্দ্দিষ্ট তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হজ-যাত্রীগণকে শেষ পক্ষে ২৯শে নভেম্বর কলিকাতা পৌঁছিতে হইবে এবং জাহাজ ছাড়ার দিনের জন্য পাঁচ দিনের কলিকাতায় বাস বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে। হজ-যাত্রীদিগের কলিকাতায় যে কয়েকদিন থাকিতে হইবে; ঐ সময় বিনাব্যয়ে মোসাফির খানায় সুবিধামত থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। বর্ত্তমান মৌসুমে নির্দ্ধারিত ভাড়ার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

ডেকযাত্রী।	যাতায়াত ভাড়া।
	টাকা।
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	২২৬৲
দ্বিতীয় শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	৫৫১৲
প্রথম শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	৭৭০৲

যে সমুদয় বালক-বালিকার বয়স ১০ দশ বৎসরের কম তাহাদের জন্য খাদ্য বাবদে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা কম হইবে:—

ডেক যাত্রী।	টাকা।
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	১৪৲
দ্বিতীয় শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	৫০৲
প্রথম শ্রেণী।	
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই।	৫৩৲

যদিও এই ভাড়া গত বৎসর ও তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ভাড়া অপেক্ষা বেশী, ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ হইতে জেদ্দা পর্য্যন্ত যাইতে এই যুদ্ধের সময় যে অতিরিক্ত খরচ প্রকৃতপক্ষে হইবে, তাহা এই বর্দ্ধিত ভাড়ায় পূরণ হইবে না। বর্ত্তমান বৎসরে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এই স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধের অবস্থার জন্য জাহাজ যাত্রায় যে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, তাহার অনেক পরিমাণ গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন এবং সেইজন্যই প্রকৃত খরচের অনুপাতে যে পরিমাণ ভাড়া হওয়া উচিত ছিল, তাহার চেয়ে অনেক কম ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

৫। ১৯৪১ সনে হজের খরচার হিসাব (নিম্নে খরচের যে বিস্তারিত হিসাব) দেওয়া গেল, তাহা ভারতবর্ষে সোনার মূল্যের উপর নির্ভর করিয়াই হিসাব করা হইয়াছে। এক পাউণ্ড বা একটি গিনির মূল্য ২৯৲ টাকা ধরিয়া এই হিসাব দেখান গেল। সোনার এই মূল্য কম বা বেশী হইতে পারে। বর্ত্তমানে বোম্বাইতে এক গিনির মূল্য ২৮৵৹ আনা। যদি হেজাজে সোনার পরিবর্ত্তে টাকা সংগ্রহ করিতে হয়, তাহা হইলে খরচ বেশী পড়িবে; কারণ বিনিময়ের হার হেজাজে ভারতবর্ষের চেয়ে অধিক। সৌদি আরব গভর্ণমেণ্ট এবার যাবতীয় কর ও ট্যাক্স শতকরা ২৫৲ টাকা হ্রাস করিয়াও স্বর্ণ পাউণ্ডের বিনিময় হার ২৯৲ টাকা অনুসারে যে সর্ব্বনিম্ন ব্যয় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

	কলিকাতা হইতে
	টাকা।
ইহাতে ডেক ও পরে উটু যোগে	৬৪৬৲
,, দ্বিতীয় শ্রেণী ও পরে বাসযোগে	১,১১৯৲
,, প্রথম শ্রেণী ও পরে মোটরযোগে	১,৬৬৩৲

উল্লিখিত টাকার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের সর্ব্বনিম্ন ব্যয় হিসাবে ধরা হইয়াছে। যদি কেহ ভাল খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহার চেয়ে অধিক ব্যয় আবশ্যক হইবে। ইহা বলা করা যাইতে পারে যে, এবৎসর হজ যাত্রীদের আনুষঙ্গিক ব্যয় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেকটা কমই পড়িতেছে।

৬। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মালের হার হেজাজ স্বর্ণ মালের হার অপেক্ষা কম, যাহাতে হজ-যাত্রীগণ ভারতবর্ষের স্বর্ণ মালের হারের সুবিধা পাইতে পারেন, সেজন্য হজ-যাত্রীগণকে হেজাজে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট স্বর্ণ সঙ্গে লইবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীগণ যে পরিমাণ স্বর্ণ সঙ্গে লইতে পারিবেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

ডেক যাত্রী	..	১৫টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী	..	২৫টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।
প্রথম শ্রেণীর যাত্রী	..	৪১টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।

যাঁহারা উল্লিখিত পরিমাণ স্বর্ণ সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে নিজ খরিদে গিনি বা মোহর ক্রয় করিতে হইবে।

৭। যে সমস্ত হজ-যাত্রী মোয়াল্লেম বা সাবীগণকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এই সমুদয় মোয়াল্লেম বা সাবীগণ হাজীগণের বাড়ী হইতে যাত্রার সময় তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া লয় এবং হজ-যাত্রীগণকে কার্ড ও বিবরণ-পত্র বিতরণ করে; ঐ সমুদয় লোক প্রতারক হইতে পারে। সৌদী আরব গভর্ণমেণ্ট যেরূপ কর ও ট্যাক্স হ্রাসের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার চেয়ে অতিরিক্ত কম করার আশ্বাস কোন মোয়াল্লেম বা সাবী দিলেও তাহার উপর যেন কোন হজ-যাত্রী আস্থা স্থাপন না করেন।

৮। কলিকাতা বন্দরের হজ-কমিটি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক ও কলিকাতার পুলিশ কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় হজের মৌসুমে কলিকাতার ষ্টেশনে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবেন এবং হজ-যাত্রীগণকে সুবিধামতে থাকার ব্যবস্থা ও ষ্টীমারের টিকিট ক্রয় করিতে সাহায্য করিবেন।

৯। আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে কলিকাতা বন্দর হজ কমিটির এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের নিকট ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পত্র দেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

ধানের শিকড় পঁচা রোগ

ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া, রাজশাহী, মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় ১৯৩০ সনে বোনা ধানে এক প্রকার রোগ দেখা দিয়াছিল। এই রোগ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও বর্ত্তমান আছে এবং ধানের অনেক অনিষ্ট করিয়া থাকে।

এই রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় পাতায়। পাতার রং ফিকে হইয়া যায় এবং ধান ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে হলদে দেখায়। ক্রমশ: গাছের গোড়ার দিকে রোগ আক্রমণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে পঁচাইয়া দেয়। এইরূপে সমস্ত গাছটি পঁচিয়া যায়।

যে সব ধান আগে পাকে, সেই সকল জাতেই (আউশ) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আক্রান্ত হয়। এই রোগের বীজ [illegible] (মাটির মধ্যে) এবং [illegible] বর্ত্তমান থাকে। [illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSSAIN.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৪০ [এক আনা

আবিসিনিয়ায় ইটালীর বর্ব্বর অত্যাচার

মুসোলিনীর সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বরূপ

নিজের সব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া ডিক্টেটর মুসোলিনী ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আবিসিনিয়া গ্রাস করিয়া লন, এ-কথা সকলেই অবগত আছেন। অতঃপর হাবশীদের দেশে অব্যাহতভাবে যে অত্যাচার-লীলা চলিয়াছে, সম্ভবতঃ অনেকেই তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজ-খবর রাখেন না। অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশুর নির্মম হত্যাকাণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ, বিনা দোষে অসংখ্য নর-নারীকে ধৃত করিয়া তাহাদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান, জোর করিয়া অর্থ-সম্পদ হস্তগত করা, বহু গ্রাম ও জনপদ একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া এবং অবর্ণনীয় পাশবিকতার অনুষ্ঠান দ্বারা জগতের অন্যতম প্রাচীন জাতি আবিসিনিয়ানদিগকে চির-দাসত্বে আবদ্ধ করা—গত কয় বৎসরের ইটালীয় শাসনে আবিসিনিয়ায় মুসোলিনী এ-সব কীর্ত্তিরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কেমন করিয়া এসব অত্যাচার-লীলার অনুষ্ঠান সম্ভবপর হইল, বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৯২৮ সালে এক বন্ধুত্বমূলক সন্ধি দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, ইটালীয়ান রাষ্ট্র ও আবিসিনিয় সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি ও শান্তি অব্যাহত থাকিবে। এই সন্ধি দ্বারা ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, উভয় রাষ্ট্রই বিশ বৎসরের মধ্যে একে অপরের স্বাধীনতার বিরোধী কোন কাজের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। যদি উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে অস্ত্র ধারণ না করিয়া আপোষে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করিতেও উভয় রাষ্ট্র উপরোক্ত সন্ধি দ্বারা সম্মত হইয়াছিল।

কিন্তু এই সন্ধিপত্র সম্পন্ন হওয়ার সাত বৎসর পরেই সামান্য এক অজুহাত তুলিয়া ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করে এবং আধুনিক যুদ্ধের নানা প্রকার নির্মম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সভ্যতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ বীর হাবশী জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হয়। বড় বড় কামান ও বোমারু-বিমান দ্বারাও হাবশীদিগকে হটাইতে না পারিয়া ইটালীয়ানরা অবশেষে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছিল। নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, যুদ্ধের সময় বহুক্ষেত্রে ইটালীয়ান বোমারু বিমান হাবশী সেনাদল ও বে-সামরিক জনগণের উপর বেপরোয়াভাবে 'মাষ্টার্ড' গ্যাস বর্ষণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জগতের ইতিহাসে তথাকথিত সভ্য-জাতি ইটালীই সর্ব্বপ্রথম অসভ্য নামে অভিহিত একটি জাতির উপর যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়াছিল।

শুধু তাহাই নহে; নিরপেক্ষ ইউরোপীয় ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত 'রেডক্রস' সেবক-বাহিনীর উপর পর্য্যন্ত ইটালীয়ানরা অবাধভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এই সব বিদেশী চিকিৎসক যাহাতে ইটালীয় বর্ব্বরতার কাহিনী বহির্জগতে প্রচার করিবার সুযোগ না পান, তজ্জন্যই অবশ্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এতৎসত্ত্বেও এই সব ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ইটালীয়ান বিমান হইতে বর্ষিত 'মাষ্টার্ড গ্যাসে' আহত অসংখ্য সামরিক ও বে-সামরিক লোককে তাঁহারা চিকিৎসা করিয়াছেন।

রোমের নবীন সভ্যতা

এরূপ নির্মম অত্যাচার-লীলার দ্বারা দেশ দখল করিয়া লওয়ার পর ইটালিয়ানরা আবিসিনিয়ার ভাল ভাল স্থানগুলি হইতে হাবশী ও অন্য দেশীয় লোকদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে ইটালীয়দের বসবাসের ব্যবস্থা করিয়াছে।

১৯৩৭ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জেনারেল গ্রাজিয়ানী (ইনি আবিসিনিয়ায় নির্মম অত্যাচার-লীলা চালাইয়াছিলেন এবং লিবিয়াতেও বহু বর্ব্বরতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন) আদ্দিস-আবাবাস্থিত ছোট 'গিব্বি' প্রাসাদে বহু সংখ্যক দেশীয় সামন্ত, অভিজাত ও পুরোহিতকে জড় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা ইটালীর রাজাকে আবিসিনিয়ার 'নিজাস' (সম্রাট) বলিয়া স্বীকার করাইয়া লওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সামন্তগণ তাহা মানিয়া না লইয়া হাত-বোমা নিক্ষেপ করিয়াই উত্তর দিয়াছিলেন এবং ফলে জেনারেল গ্রাজিয়ানী ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারের পর যে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালান হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য নারী, পুরুষ ও শিশু নিহত হইয়াছিল। এই সময় মোট কত লোক যে নিহত হইয়াছিল, তাহার সঠিক সংখ্যা অবশ্য জানা যায় নাই। কিন্তু প্রকাশ, কমপক্ষে ৬,০০০ এবং উর্দ্ধপক্ষে ৩০,০০০ লোক এই ব্যাপারে প্রাণ হারাইয়াছিল। ১৯৩৭ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টে লেফটেনান্ট কমাণ্ডার ফ্লেচার বৈদেশিক সচিবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, অতি নির্মমভাবে যে এই সব হত্যাকাণ্ড চালান হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে তিনি জ্ঞাত আছেন কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদেশিক সচিবের পক্ষে উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া লর্ড ক্র্যানবোর্ণ বলিয়াছিলেন:—"আমি জানি এরূপ অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আংশিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকা যায় না।"

আবিসিনিয়া প্রশমিত হয় নাই

আবিসিনিয়ানদিগকে শান্ত করার যে চেষ্টা ইটালী করিয়া আসিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে এবং দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আবিসিনিয়ানগণ এখন পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইতেছে। রাস আবেবে, আবাগাস প্রভৃতি নেতৃবর্গ এখনও বিদ্রোহ পরিচালনায় নিয়োজিত রহিয়াছেন। প্রকৃত অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, দিবাভাগে ইটালিয়ান শাসনের কতকটা পরিচয় পাওয়া গেলেও, নিশাযোগে প্রায় সর্ব্বত্রই হাবশীদের 'শাসনের' পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যেসব সড়কে সেনা-নিবাস রহিয়াছে, সেসব সড়ক ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিতে এবং বহু অর্থব্যয়ে ইটালিয়ানরা যে-সব সামরিক রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে-সব রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র প্রকৃতপক্ষে ইটালিয়ানদের কোন কর্তৃত্ব নাই। আবিসিনিয়ার জন্য ইটালীয় সরকার প্রত্যেক বৎসরে যে ১২,০০০ লায়ার (ইটালীয় মুদ্রা) মঞ্জুর করিয়াছে, তন্মধ্যে ৭,৭৫০ লায়ার শুধুমাত্র সামরিক রাস্তাগুলির জন্যই মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইটালীর আফ্রিকার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী-দপ্তরের সাবেক কর্ণধার লেসোনা লিখিয়াছেন:—"স্থানীয় লোকদের উন্নতির জন্য বিধি-নিষেধ সংরক্ষক বলিয়া ইটালী নিজেকে মনে করে না।" সম্ভবতঃ এই জন্যই হাবশীদিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রীভূত করিয়া, অধিকাংশ উর্ব্বর অঞ্চল হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করিয়া এবং আরো নানা প্রকারে অত্যাচার অবিচারের অনুষ্ঠান করিয়া ইটালী হাবশীদের প্রগতি রোধ করার প্রয়াস পাইতেছে। অথচ বলা বাহুল্য, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হেইলে সেলাসীর শাসনে হাবশী জাতি ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিল।

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ

ইটালীয়ান শাসনে দেশের জনগণ মাত্র পরোক্ষভাবে কতকাংশে শাসন-ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইটালীয়ানদের সহিত কোন হাবশীর অস্থায়ী বিবাহও রাজকীয়

[শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা অন্য হইতে দূরবর্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয় ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি দেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইল। গ্রাহকের প্রত্যেক চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিন্টেন্ডেন্ট, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৫শে নভেম্বর—১৯৪০

বিশুদ্ধ খাদ্য

দেশবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙলা সরকার সম্প্রতি যে এক কল্যাণকর ব্যবস্থায় অগ্রসর হইয়াছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি সম্যক আকর্ষিত হয় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদের বিগত অধিবেশনে স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় নওয়াব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর "বঙ্গীয় বিশুদ্ধ খাদ্য বিল্" পেশ করিয়াছিলেন। আমরা এই বিলটির কথাই বলিতেছি। আগামী ৩১শে জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখের মধ্যে জনমত সংগ্রহের জন্য বিলটি প্রচারিত হইয়াছে।

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় ভেজাল-নিবারণী আইনে কোন কোন ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় গত বিশ বছরের মধ্যে এই আইনটিকে পূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই এবং অনেকক্ষেত্রে ভেজালকারীদিগকে দণ্ড করিয়া বিচারাধীন করাও সম্ভবপর হয় নাই। ভেজাল-নিবারণী আইনে এমন কোন বিধান নাই—যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কারখানাসমূহের অবস্থান রেজিষ্টী করিয়া ভেজালের উৎপত্তি-স্থানের উপর নজর রাখা যাইতে পারে। প্রচলিত আইনে এমন বিধানও নাই—যাহাতে কোন কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসায়ী বা বিক্রেতাদিগকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা চলে। তা' ছাড়া, সরকারী বিশ্লেষণকারীর রিপোর্ট পাইতে প্রায়ই দেরী হয় বলিয়া ভেজাল নিবারণী মোকদ্দমার বিচার করিতেও প্রায়ই যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া যায়।

বর্ত্তমান আইনে এই সব ত্রুটি সংশোধনের এবং নূতন কতকগুলি বিধান প্রণয়ন করিয়া ভেজাল-নিবারণের ব্যবস্থা আরো অধিকতর কার্য্যকরী করার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে।

ভেজাল-নিবারণের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বিশুদ্ধ খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান বিল্ প্রণীত হইয়াছে এবং এই জন্যই আইনের অধিকারের সীমা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের খাদ্য ও ঔষধ আইন এবং খাদ্য সম্পর্কে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন (১৯২৩) ও বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের (১৯৩২) কতিপয় বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বর্ত্তমান বিল্ প্রণীত হইয়াছে।

আলোচ্য বিলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—

(ক) কোন প্রকার খাদ্য বা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত জীবন্ত জিনিষ যদি রুগ্ন হয় এবং মানুষের খাদ্যের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে তাহা বিক্রী করা চলিবে না।

(খ) বিশেষ কতকগুলি রোগে আক্রান্ত লোকদের দ্বারা যে-সব খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, তৎসমুদয়ের বিক্রী বন্ধ হইবে।

(গ) যে-সব স্থানে খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত বা বিক্রয় হয়, সে-সব স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ব্যবস্থা করিয়া খাদ্য-দ্রব্য দূষিত হওয়ার আশঙ্কা রোধ করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এজন্য সরকারী ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার প্রস্তাব হইয়াছে। স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় খাদ্য-দ্রব্যাদির বিশুদ্ধতা সম্পাদনের জন্য যথোচিত ব্যবস্থাও প্রস্তাবিত আইনে করা হইয়াছে। যাহাতে খাদ্য-দ্রব্যাদির আধারের মধ্যস্থ জিনিষের গুণাগুণ সম্বন্ধে ক্রেতাগণ কতকটা অবহিত হইতে পারে, তজ্জন্য লেবেলাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও এই আইনে করা হইয়াছে। খাঁটি বিক্রেতাগণ যাহাতে অযথা হয়রাণ না হয়, তজ্জন্যও আইনে বিধান রাখা হইয়াছে।

প্রাদেশিক সরকার কিম্বা সরকারের সম্মতি অনুসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক খাদ্য-পরীক্ষক নিয়োগের বিধান প্রস্তাবিত আইনে রাখা হইয়াছে। যাহাতে সরকারী বিশ্লেষণকারীর রিপোর্ট একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাওয়া যায় এবং যাহাতে রিপোর্ট দিতে কোনরূপ অযথা দেরী না হয়, তজ্জন্যও বিধান রাখা হইয়াছে। বিশ্লেষণকারীর রিপোর্ট দৃষ্টে যদি ভেজাল প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাহাতে অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা হয়, আইনে তাহারও ব্যবস্থা আছে। যাহাতে এরূপ মোকদ্দমায় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, তজ্জন্য প্রস্তাবিত আইনে এরূপ বিধান রাখা হইয়াছে যে, বিশ্লেষণকারীর যাবতীয় মামলার সমুদয় খরচ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে আদায় করা চলিবে।

যদি এই প্রস্তাবিত আইনটী পাশ হইয়া ইহার বিধানাবলী কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে এই প্রদেশের জনগণের স্বাস্থ্য যে দিন দিনই ভাল হইতে থাকিবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ইটালীয় বীরত্বের নমুনা!

লণ্ডন হইতে গত ১১ই নভেম্বর তারিখে প্রেরিত একটী রয়টারের খবরে প্রকাশ—"ইটালীয়ানগণ যে বৃটেন আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিতেছে, অদ্য তাহার সর্ব্বপ্রথম জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিয়াছে রাজকীয় বিমানবাহিনী। এই দিবস একাকী একটি "হারিকেন স্কোয়াড্রন" নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রাখিয়া টেমস্ নদীর মোহনা অঞ্চলে আটটি ইটালীয় বিমানকে ভূপাতিত করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন অভিযানকারী ইটালীয় বিমান-চালক রাজকীয় বিমান বাহিনীর দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ামাত্রই কিম্বা আক্রান্ত হইয়া বৃটিশ উপকূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়াছে। এ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ইটালীয়ানগণ "পৃষ্ঠপ্রদর্শন কার্য্যে" একটি নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ইটালীয়ান নৌ-বাহিনী বৃটিশ নৌশক্তি দৃষ্টেই পলায়ন করিয়া ইতিমধ্যেই যথেষ্ট "কীর্ত্তি" অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এরূপভাবে পলায়ন করিয়াও উক্ত ইটালীয় নৌ-বাহিনী বৃটিশ নৌবাহিনীর হাতে বিকল হওয়া হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। গত ১২ই নভেম্বর টরেন্টোর নিকটে ইটালীয় নৌবাহিনী বৃটিশ নৌ-বহরের আকাশ-বাহিনীর হাতে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, মিঃ চার্চিল সম্প্রতি তাহার বিশদ বিবরণী প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "লিটোরিও" শ্রেণীর একটি যুদ্ধ-জাহাজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "কাভোর" শ্রেণীর একটি যুদ্ধ-জাহাজ সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। সম্ভবতঃ "কাভোর" শ্রেণীর আর একটি যুদ্ধ-জাহাজও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সমুদ্র উপকূলে জলমগ্ন হইয়াছে। দুইটি ইটালীয়ান ক্রুজার এবং দুইটি ডেষ্ট্রয়ার জলতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেবলমাত্র দুইটি বৃটিশ বিমানপোত নিখোঁজ হইয়াছে। কাজেই বুঝা যায়, হিটলার মুসোলিনীর উপর বিনা-কারণে চটিয়া যান নাই।

জনবহুল স্থানে যক্ষ্মা-হাসপাতাল নির্ম্মাণ

বিশেষজ্ঞ কমিটির অভিমত

যক্ষ্মা-হাসপাতাল কিরূপ স্থানে তৈরী করা উচিত এবং জনবহুল অঞ্চলে উহা নির্ম্মাণ করিলে উহার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে কিনা, এই সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ভারত সরকারের আনুকূল্যে ভারতীয় যক্ষ্মা সমিতি যে অভিজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন—তাঁহারা একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যক্ষ্মা হাসপাতালের যদি সর্ব্বোচ্চ সুখ-সুবিধা পাইতে হয়, তবে উহা জনবহুল অঞ্চলে কিম্বা তাহার যতদূর সম্ভব নিকটবর্ত্তী স্থানেই নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত কমিটি এ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, উত্তমরূপে পরিচালিত একটি যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্ম্মাণ ব্যাপারে নিকটতম গৃহেরও নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে না। অবশ্য তাঁহারা সেই সঙ্গে এই সুপারিশও করিয়াছেন যে, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি অট্টালিকার এক অংশে যদি যক্ষ্মা হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, তবে তাহার পৃথক প্রবেশ-পথ থাকা উচিত।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অর্থ সাহায্য

বাঙলা-সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুর

ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর বিভিন্ন পল্লীর দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাঙলা-সরকার ১৯৪০-৪১ সালের জন্য নিম্নলিখিত অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রতি থানার ডিস্পেন্সারীর জন্য ৫০০৲ টাকা ও গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর জন্য ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে:—

চট্টগ্রাম জেলা—২,৭৫০৲ টাকা।
ত্রিপুরা জেলা—৪,৫০০৲।
নোয়াখালী জেলা—২,৭৫০৲।

বঙ্গ-দেশীয় পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক গত ৭ই নভেম্বর পাটগ্রামে একটি পল্লী সংগঠন সম্পর্কীয় শিবিরের উদ্বোধন হইয়াছে। এই শিক্ষা-শিবির একমাসকাল এই স্থানে অবস্থান করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিবে। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন—জলপাইগুড়ি জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বিপুলেশ্বর দাস চৌধুরী বাহাদুর, জলপাইগুড়ির এলাকার রায় বাহাদুর মিঃ এস. চৌধুরী।

চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জনগণের ব্যাপক সাড়া

গত ১৮ই নভেম্বর অপরাহ্ণে বাঙ্গলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মোসলেম, হিন্দু ও খৃষ্টানগণের নিকট যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য আবেদন করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের ইহা বোঝা উচিত যে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ে প্রত্যেকেই সমভাবে বিজড়িত। গ্রেট-বৃটেনের পরাজয়ে সকলেই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলেন,—গত বৎসর এই তারিখেই তিনি গভর্ণর রূপে সর্বপ্রথম বাঙ্গলায় আগমন করিয়াছিলেন এবং যে চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সর্বপ্রথম সিভিক-গার্ড বাহিনী ও যুদ্ধ-কমিটি গঠন ও প্রচার কার্য দ্বারা জনসাধারণকে যুদ্ধে সহায়তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া অন্যান্য স্থানের আদর্শস্থানীয় হইতে সমর্থ হইয়াছে, গভর্ণর পদ গ্রহণের প্রথম স্মৃতি-দিবসে তিনি সেই চট্টগ্রামের অধিবাসীগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে সক্ষম হইয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। মাননীয় গভর্ণর আরও বলেন,—"চট্টগ্রামের জনসাধারণই সর্বপ্রথম যুদ্ধের ভয়াবহতা অনুধাবন করিতে সক্ষম হন। সম্ভবতঃ তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সমুদ্রে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের লস্করগণ নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হইলে এইরূপ সহস্র সহস্র লস্করের বিপদ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।" মহামান্য গভর্ণর মনে করেন, চট্টগ্রামের বহু পরিবার তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনের বিপদের কথা অনুধাবন করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ে। 'আলটমার্ক' বন্দী জাহাজ হইতে তুমুল নৌযুদ্ধের পর নাটকীয়ভাবে চট্টগ্রামের অনেক লস্কর উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে অন্ততঃ পক্ষে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

বর্তমান যুদ্ধকে সর্বগ্রাসী সমররূপে বর্ণনা করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, বিমান-যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরীহ ব্যক্তিগণও অনুভব করিতেছে। বর্তমান যুদ্ধ অত্যাচারী ও স্বাধীনতাবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষরূপে পরিণত হইয়াছে; ইহা এক পক্ষে গুণ্ডা দল ও অন্য পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির সংগ্রাম। যে সকল ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে বলিয়া বেড়াইতেছে যে, বর্তমান যুদ্ধের সহিত ভারতবর্ষের কোন সম্পর্ক নাই, মহামান্য গভর্ণর তাহাদের কথায় ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইতে উপস্থিত সর্বসাধারণকে নিষেধ করেন। তিনি বলেন—"গ্রেট-বৃটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে মতভেদ বর্তমান আছে সত্য, কিন্তু শান্তিপূর্ণ ভাবে তাহার সমাধান হইতে পারে। বর্তমান মূল সঙ্কটের তুলনায় তাহা অতি সামান্য রকমের।"

মুসলমানগণ অধিক সংখ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন,—"ইসলামের ঐক্য ও দুনিয়ার সকল দেশের মুসলমানগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব ইতিহাসের এক অতি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।" জার্মানীর ডিক্টেটর মুসোলিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"এই ডিক্টেটর এক সময়ে ইসলামের রক্ষাকর্তারূপে নিজেকে জাহির করিতেন; কিন্তু সেই ব্যক্তিই অন্যায় আলবেনিয়া আক্রমণ করে এবং উত্তর-আফ্রিকায় সৈন্যদল প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে ইসলামী কৃষ্টির অন্যতম শক্তিকেন্দ্র মিসর আক্রমণের জন্য নিয়োজিত করিয়াছে। ইটালীয়ান বিমান-বহর কোনরূপ সামরিক প্রয়োজন ব্যতিরেকেই প্যালেষ্টাইনের আরব শহরসমূহে বোমাবর্ষণ করিয়াছে এবং কাপুরুষের ন্যায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া গ্রীস উপসাগরের মোসলেম রাজ্য বাহরায়েন আক্রমণ করিয়াছে।" গভর্ণর বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন—"এই সমস্ত ঘটনার পরেও কি ভারতের মুসলমানগণ এইরূপ শত্রুর হাতে পড়িলে এতদপেক্ষা ভাল ব্যবহার লাভ করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন?" তিনি আরও বলেন—"বৃটেন যে অত্যাচারী শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানব-সন্তান আবহমান কাল যে সমস্ত জিনিষকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে, তৎপ্রতি তাহাদের কোনই শ্রদ্ধাভক্তি নাই।"

উপসংহারে মহামান্য গভর্ণর দৃঢ়তার সহিত বলেন—"বর্তমান অবস্থায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তি স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া নানারূপ কষ্টভোগ করিতে প্রস্তুত না হইলে বৃহত্তর স্বাধীনতা রক্ষা করার উপায় নাই এবং বৃটেনে জনসাধারণ অম্লান বদনে তাহাই করিতেছে।" অতঃপর মাননীয় গভর্ণর যুদ্ধ-পরিচালনায় বাঙ্গলাদেশ কিরূপ সাহায্য দান করিতেছে, তাহা বর্ণনা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নবগঠিত বাঙ্গালী সৈন্য-বাহিনীগুলির উল্লেখ করিয়া বলেন,—"সমরোপকরণ প্রস্তুত ব্যাপারেও বাঙ্গলা দেশ অনেক অগ্রসর হইয়াছে।"

কুমিল্লায় গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

১৯শে নভেম্বর বাঙ্গলার গভর্ণর কুমিল্লায় আগমন করিয়া বর্তমান সমর পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া পাটের মূল্য হ্রাসের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—"নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও সভ্যতার যে সংগ্রাম, বর্তমান যুদ্ধ তাহারই রূপান্তর; ইহা অর্থনৈতিক সংগ্রামও বটে। অস্ত্রশস্ত্রাদীর সমরোপকরণ সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী এবং তজ্জন্য গত মহাযুদ্ধে যে পাটের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, বর্তমান যুদ্ধে তাহার মূল্য এত কম হওয়ায় ত্রিপুরার মত পাট উৎপাদনকারী জেলার অধিবাসী-বৃন্দ নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্যান্বিত হইবেন। বিগত যুদ্ধে ট্রেঞ্চের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া সৈনিকগণ দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়াছিল, বালির বস্তাদ্বারা উক্ত ট্রেঞ্চসমূহ সুরক্ষিত করিতে হইত। পক্ষান্তরে বর্তমান যুদ্ধ প্রধানতঃ আকাশ ও সমুদ্র-পথেই পরিচালিত হইতেছে। অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, বিমানাক্রমণ প্রতিরোধ কার্যে বালির বস্তা দ্বারা খুব কমই সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যুদ্ধের প্রারম্ভে বালির বস্তার বেশ চাহিদা থাকিলেও বর্তমানে তাহা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিদেশে জাহাজে মাল চলাচলের অসুবিধার জন্য অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় পাটের ব্যবসাও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তদুপরি বর্তমান বৎসর পাট অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় পাটের দর এখন এত কমিয়া গিয়াছে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতির মূলে রহিয়াছে বর্তমান আন্তর্জাতিক যুদ্ধ।"

মহামান্য গভর্ণর আরও বলেন—"ত্রিপুরা ও অন্যান্য পাট-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অধিবাসীগণ যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন, গ্রেট-বৃটেন তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক কষ্ট ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার করিতেছেন। বৃটেনের কৃষক ও শ্রমিক নির্বিশেষে সর্বসাধারণ রাতের পর রাত প্রচণ্ডতম আক্রমণ সহ্য করিতেছে। বহু নরনারীর বাসগৃহ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। করদাতাগণ প্রতি টাকায় প্রায় সাড় আনা ইনকামট্যাক্স দিতেছে। ভারতের করদাতাগণ এইরূপ অবস্থা অনুধাবন করিতেও সক্ষম নহে। হাজার হাজার শিশুকে তাহাদের পিতা-মাতার নিকট হইতে দূর-দূরান্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দেশসমূহে প্রেরণ করা হইয়াছে। বৃটেনের অধিবাসী-বৃন্দ আনন্দে এই সকল কষ্ট ভোগ করিতেছে।" অতঃপর তিনি বলেন—"সর্বত্র শান্তি রক্ষা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা দ্বারা বাঙ্গলার সুদূর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী-বৃন্দও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা অর্থনৈতিক ত্রাস ও আত্মিক অবসাদে মুষড়িয়া পড়িবেন না। মিথ্যা গুজব ও হতাশাব্যঞ্জক আলোচনায় বিশ্বাস করিবেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ সময় অতিবাহিত হইতেছে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শত্রুর পরাজয় ক্রমেই বাস্তব সত্যে পরিণত হইতেছে। কিন্তু তজ্জন্য বিরাট প্রচেষ্টা ও বিপুল ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইবে।"

জেলাবোর্ডের মানপত্রের উত্তরে গভর্ণর বাহাদুর শিল্পশিক্ষা, পল্লীস্বাস্থ্য উন্নয়ন সমস্যা এবং পথঘাট ও সেতুসমূহের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করেন। টেকনিক্যাল স্কুলের পরিচালন ভার সরকার কর্তৃক গ্রহণের আবেদন সম্পর্কে তিনি বলেন—"বর্তমান যুদ্ধের সময় এই ব্যয়-বহুল কার্যে হস্তক্ষেপ করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইবে কিনা, সন্দেহ। একটি শিল্প-তদন্ত কমিটি বাঙ্গলাদেশে শিল্প-শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। অধিক পরিমাণে যুদ্ধদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্যার্থ দিল্লী শিল্প-শিক্ষাতদন্ত কমিটির নিকট যে ১৬টী প্রতিষ্ঠানের নাম প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে টেকনিক্যাল স্কুলও একটী।" পল্লী-স্বাস্থ্য-উন্নয়ন বিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন—"বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।"

একটি বড় থানা লইয়া একজন স্বাস্থ্য-কর্মী নিযুক্ত না করিয়া প্রতি দুইটী ইউনিয়নের জন্য তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করার প্রস্তাবও বিবেচিত হইতেছে।

জেলা মোসলেম আঞ্জুমানের মানপত্রের উত্তরে মহামান্য গভর্ণর, বাঙ্গলা সরকার কৃষকগণের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন ও বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইন, বঙ্গীয় মহাজনী আইন এবং বঙ্গীয় অস্থায়ী প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতি যে সকল নূতন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উল্লেখ করিয়া মাননীয় গভর্ণর ত্রিপুরা জেলায় সহস্রাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

উপসংহারে তিনি জেলা আঞ্জুমানকে এই প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, বিভিন্ন সরকারী বিভাগে চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার নির্দ্ধারিত হওয়ায়, মুসলমানগণ সরকারী চাকুরীতে তাহাদের প্রাপ্য অংশ লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

যুদ্ধের বাজার দর

বাঙ্গলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বিগত ৯ই নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কলিকাতায় ওপার্ক স্পেশাল মার্কা টিনে ভরা ১৮ আউন্স সের ঘৃতের যে মূল্য ছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—অমৃতসর প্রতি মণ ৬৫৲ টাকা, ফিরোজপুর প্রতি মণ ৬৬৲ টাকা; ফাজিলকা প্রতি মণ ৬৪৲ টাকা, রামপুর প্রতি মণ ৫৮৲ টাকা; পাবনা প্রতি মণ ৬৬ টাকা; সীতা প্রতি মণ ৬৭৲ টাকা এবং পুরী প্রতি মণ ৬৫৲ টাকা। উল্লিখিত স্পেশাল মার্কা ঘৃত ।৹ দশ সের, /৫ পাঁচ সের, /২॥৹ আড়াই সের ও /১ সের টিনে ভর্তি করিয়া ১৲ টাকা ও ২৲ টাকা অধিক মূল্যে মণ হিসাবে বিক্রয় হয়।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার

জলপাইগুড়ী—

গত ৮ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের নিমিত্ত ৮৩১/৫ পাই পাইয়াছেন।

এপর্য্যন্ত ১৫,১৮৫।/১৫ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৯১৩৮/০ আনা লেডী বেবী হার্বার্টের "বঙ্গীয় মহিলা ভাণ্ডারের" জন্য পৃথক রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত এপর্য্যন্ত "হুই ইণ্ডিয়া তহবিলে" ২৭,০৪৯।।/০ আনা চাঁদা দেওয়া হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার শাখাসমূহ এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ওয়ার বণ্ড বিক্রীর বিবরণী প্রদান করিয়াছে:—

		২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট বিক্রী।
(১) শতকরা ৩ টাকা সুদের ৬ বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড	..	১৫,৫১৩৮৵০
(২) সুদহীন ধার	..	৬০০৲
(৩) জলপাইগুড়ির পোষ্ট-মাষ্টার সংবাদ দিয়াছেন যে উক্ত জেলায় এ পর্য্যন্ত ডিফেন্স সেভিংস সার্টি-ফিকেট বিক্রী হইয়াছে		১২,৮২৩৲

হাওড়া—

মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জি, বার-অ্যাট-ল, এবং মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস্, আই, সি, এস, (অবসরপ্রাপ্ত) এম-এল-এ মহোদয়ের নিকট হইতে "বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয়দের কর্ত্তব্য" সম্পর্কে বক্তৃতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত গত ১লা নভেম্বর হাওড়া টাউন-হলে বিরাট এক জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

মিঃ গ্রিফিথস্ই প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ভারতীয়গণ কেন বর্ত্তমান যুদ্ধকে নিজেদের ব্যাপার বলিয়া গণ্য করিবে এবং ইহার পরিচালনায় প্রকৃত যত্নশীল হইবে, সে সম্পর্কে কারণ প্রদর্শন করেন। কেবল মাত্র স্বার্থ-প্রণোদিত বাস্তব কারণের জন্য নহে; পরন্তু এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে, আদর্শের দিক হইতেও ভারতীয়দের কর্ত্তব্য হইতেছে—সভ্যতার শত্রু নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে গ্রেট-বৃটেনকে সাহায্য করা। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, গ্রেট-বৃটেন আজও সমুদ্রের অধিপতি, তাহার বিমান বাহিনী দ্রুতগতিতে জার্ম্মাণ বাহিনীকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে এবং খাদ্য বস্তুর ব্যাপারে তাহার সমর-সম্ভার বহুগুণে উৎকৃষ্টতর। কাজেই এই যুদ্ধে বৃটেন কিছুতেই পরাজয় বরণ করিয়া লইবে না। সাফল্যমণ্ডিতভাবে এই যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসী মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারিবেন যে, বীর পন্থায় তাঁহারা তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় এই ভাবে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন এবং বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সহিত নাৎসী আদর্শের তুলনামূলক সমালোচনা করেন। তিনি বিশেষভাবে এই কথাই নির্দ্দেশ করেন যে, যদি গ্রেট-বৃটেন এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে যে কোন প্রকার স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করা একেবারে বৃথা হইবে।

বিজিত দেশ কি ভাবে শাসন করিবেন, হিটলার ও মুসোলিনী ইতিপূর্ব্বেই তাহার নমুনা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধীনে কিছুই আশা করা যাইতে পারে না। অতঃপর মিঃ পি, সি, চ্যাটার্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন যুক্তিযুক্তভাবেই দাবী করা যাইতে পারে এবং তিনি নিজেও এই ধরণের একটি ঘোষণার বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু গ্রেট-বৃটেন যুদ্ধে জয় লাভ না করিলে এই সকল ব্যাপার কেবল মাত্র কথায়ই পর্য্যবসিত হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের উদাহরণ প্রদান করেন। কারণ তিনি মিত্র-শক্তির পক্ষে নিজের সমবেদনা জ্ঞাপনার্থ যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিবৃতি করেন যে, যদিও রাজনৈতিক ব্যাপারে মিঃ গান্ধী এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন নাই, তথাপি তিনি গ্রেট-বৃটেনের প্রতি প্রকৃতপক্ষে সমবেদনাশীল।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা

গত কয়েক মাস যাবৎ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য ব্যাপক ভাবে প্রচার-কার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি স্বেচ্ছাসেবকগণকে ১,০০০ ব্যাজ বিতরণ করা হইয়াছে এবং অনেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক কার্য্যে অধিক সংখ্যায় শিক্ষালাভ করিয়াছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত দশটি পল্লীর প্রধান ওয়ার্ডেনবৃন্দের নিয়োগ-কার্য্য হইয়া গিয়াছে:—

ভারতকে শক্তিশালী করুন

ভারতীয় বিমানবাহিনী গঠনে সহায়তা করুন

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকায় ১৪৶০ হিসাবে পরিশোধ্য—শতকরা ৩।০ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—আয়কর হইতে বিবর্জিত। এই সময় কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

৬ বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩৲ হারে সুদ হয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদহীন বিক্রীত বণ্ড—১০৲ টাকার উর্দ্ধে যে কোন মূল্যের বণ্ড বিক্রীত হইবে। তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

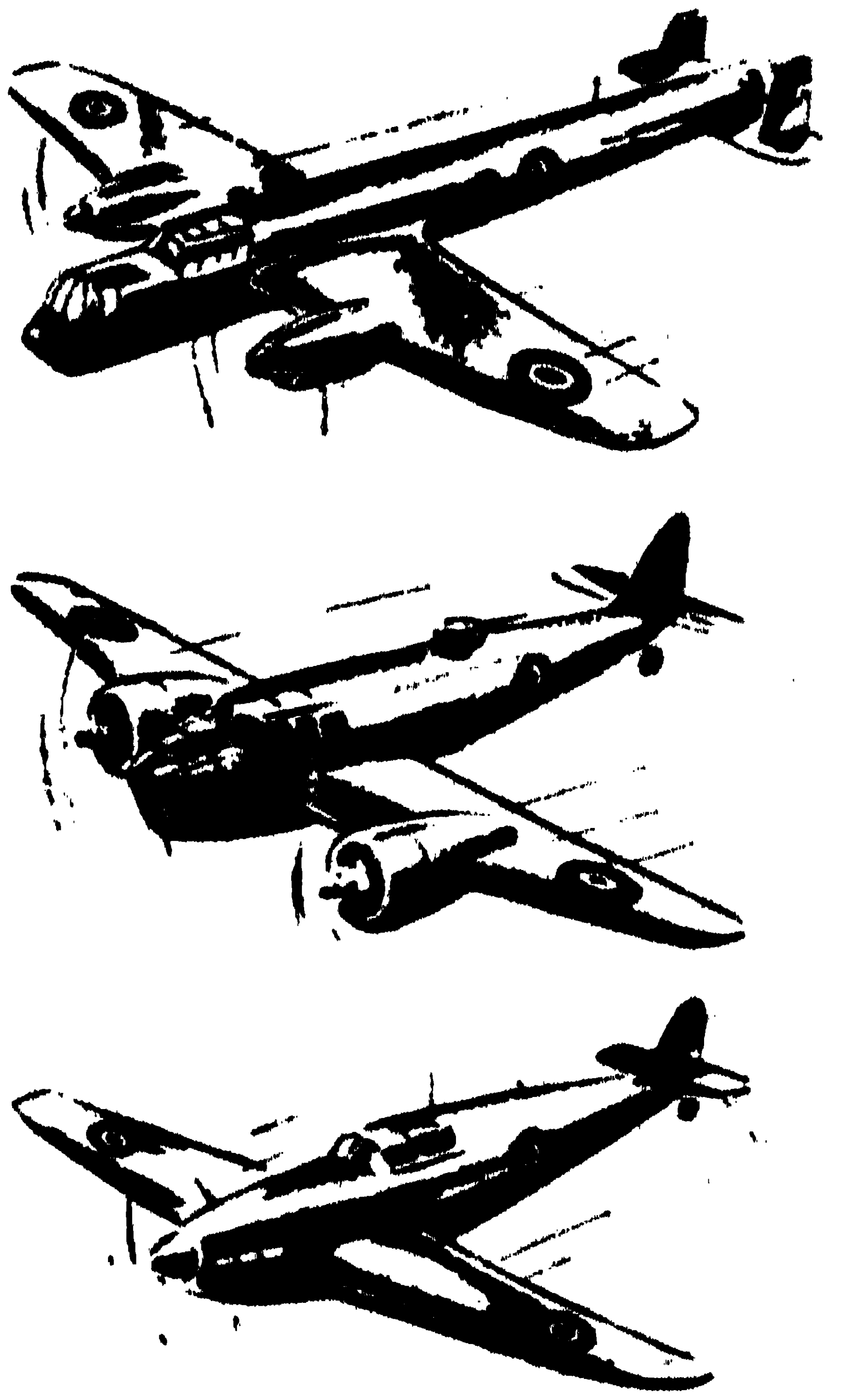

আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপদে রাখুন

দেশের বিত্ত-সম্পত্তির দ্বারা পুষ্টপোষিত স্বদেশেই আপনার টাকা লগ্নি করুন। গবর্ণমেণ্ট আপনার টাকা সুদসমেত ফেরৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

নিজের দেশ রক্ষায় তৎপর হউন

জাতীয় সেনাদল, নৌ-বাহিনী ও বোমারু-বিমান-বাহিনীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া আপনার দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ করুন।

স্বদেশী শ্রম-শিল্পের সহায়ক হউন

ভারতের শ্রম-শিল্প জাতীয় সেনাদলকে অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত করিবার ভার লইবে। আপনার সাহায্য দেশবাসীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

G. I. A.

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

গ্রীসের রণক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ পরাজয়

জার্মাণ রণতরি বিধ্বস্ত

বার্লিন হইতে প্রেরিত এক বিবরণে জানা যায় যে, বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে একখানি জার্মাণ রণতরী ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া জার্মাণীতে স্বীকৃত হইয়াছে। জাহাজখানির নাম কি, তাহা জানা যায় নাই।

গ্রীস-আক্রমণে ইটালীর অসাফল্য

অভিযানকারী ইটালীয়ান সৈন্য-বাহিনীর নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করা ও বহুসংখ্যক নূতন সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে প্রমাণিত হইতেছে যে, অভিযানকারী সৈন্যগণ গ্রীস আক্রমণ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

ইটালিয়ান ডিভিশন বিধ্বস্ত

পিণ্ডাস পর্ব্বত অঞ্চলে এক ভীষণ যুদ্ধের ফলে ইটালীয় এক ডিভিশন পাহাড়িয়া সৈন্য পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া গ্রীসের এক এথেন্সভাবে দাবী করা হইয়াছে।

গত যুদ্ধে মুসোলিনী যে আলপাইন সৈন্য দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই দলের অশ্বারোহী সৈনিকগণকে লইয়া এই পাহাড়িয়া ডিভিশন গঠিত হইয়াছিল। তাহারা এপিরাসের গ্রীক সৈন্যদের যোগাযোগ নষ্ট করিতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়ে বহু ক্ষতি করিয়া ও বহুই সৈনিককে হতাহত করিয়া তাহারা পলায়ন করে। ভ্যালোনা হইতে উহাদের সাহায্যার্থে যে সমস্ত সৈন্য আগমন করিয়াছিল, তাহারাও পলায়ন করে। গ্রীক বাহিনী বহু সৈনিককে বন্দী করে ও সমর-সম্ভার হস্তগত করিতে সমর্থ হয়।

ব্রিন্দিসিতে বোমা বর্ষণ

দ্বিতীয়বিকাপূর্ণ বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখিয়া রাজকীয় বিমান বহরের চালকগণ নেপলস নগরের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। একজন চালক বলে যে, ঐ দৃশ্য দেখার পর লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ করিতে কোন প্রকার ভুল হওয়ার কারণ ছিল না।

আক্রমণকারীগণ অতি প্রত্যূষে তথায় উপস্থিত হয় এবং মেঘের ফাঁকে লক্ষ্যবস্তুর উপর দৃষ্টি পড়া মাত্র তাহারা আক্রমণ আরম্ভ করে। যাহারা লক্ষ্যবস্তু স্থির করিতে অসমর্থ হয়, তাহারা বোমাগুলিকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ব্রিন্দিসির উপর আক্রমণকালে পোতাশ্রয়, ডক, জাহাজ ও রেলষ্টেশন বিভাগে যেরূপ পরিষ্কার দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। একখানা বিমান নগরের চারিদিকে ৪০ মিনিট পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করে এবং তৎপর ডকের উপর বোমাবর্ষণ করে। বোমাবর্ষণের ফলে প্রবল বেগে আগুন জ্বলিয়া উঠে।

আটখানা ইটালিয়ান বিমান ধ্বংস

রাজকীয় বিমান বহরের হারিকেন বিমানপোতসমূহ ১১ই নভেম্বর সোমবার টেমস নদীর মোহনার অদূরে আটখানা ইটালীয়ান বিমানকে বিধ্বস্ত করে। প্রামাণ্যভাবে বলা হইয়াছে যে, বিধ্বস্ত ইটালীয়ান বিমানগুলির মধ্যে ৫ খানা বোমারু ও ৩ খানা জঙ্গী বিমান। বৃটিশ জাহাজের উপর আক্রমণের চেষ্টা কালে ঐগুলি বিধ্বস্ত হয়। গ্রীনউইচ সময়ের ১৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের আরও কয়খানি বিমানপোত ভূপাতিত করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বহিও সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, ইটালীয়ান বিমানপোতসমূহ ইংলণ্ডের উপর আক্রমণে যোগদান করিতেছে, তথাপি ইহাই এই প্রথম ইটালীয়ান বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কোনও ইটালীয়ান বোমারু বিমান ব্রিটেনের উপর বোমাবর্ষণে সমর্থ হয় নাই।

জেনারেল দ্য গলের সৈন্যদলের লিবরভিলে প্রবেশ

স্বাধীন ফরাসী বাহিনী ১১ই তারিখ সোমবার লিবরভিলে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে। জেনারেল তেঁতু বাধাদান পরিত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণের আদেশ দেন। জেনারেল দ্য গল লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল ওরামেসিকে গাবুনের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছেন।

জেনারেল ওয়েগ্যার ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনে অস্বীকার

নিউইয়র্ককে ইউরোপ হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকা হইতে জেনারেল ওয়েগাঁ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার ফরাসীবাহিনীর প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত আছেন।

জেনারেল দ্য গল কর্তৃক গাবুনের রাজধানী লিবরভিল অধিকার এবং ইন্দোচীনে গোলযোগ ও তথাকার গভর্ণর জেনারেলের পদত্যাগ প্রভৃতির সহিত জেনারেল ওয়েগাঁর ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃতির যোগাযোগ আছে বলিয়া "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকা অনুমান করিতেছেন। উক্ত পত্রিকার তুরস্ক হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের কর্তৃপক্ষগণ মনে করিতেছেন যে, জেনারেল ওয়েগাঁর এই অস্বীকৃতি দ্বারা ভিসি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহেরই পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে।

আটলান্টিকে বৃটিশ কনভয় আক্রান্ত

আটলান্টিক মহাসাগরে একটি ক্ষুদ্র জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে যাইয়া সশস্ত্র বৃটিশ বাণিজ্য ক্রুজার "জার্ভিস বে" (১৪ হাজার টন) আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইয়াছে। তবে সে একটি "কনভয়"এর অধিকাংশ জাহাজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। জার্মাণ কর্তৃপক্ষ একটি বৃটিশ "কনভয়" ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া যে দাবী করিয়াছেন, ইহাই হইতেছে সেই "কনভয়"।

জানা গিয়াছে যে, "জার্ভিস বে" অত্যল্প নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র লইয়া শত্রুপক্ষীয় যুদ্ধজাহাজটির সম্মুখীন হয় এবং তাহার সহিত সম্মুখে যুদ্ধ হয়। এইভাবে সে "কনভয়"এর অধিকাংশ জাহাজকে পলায়ন করার সুযোগ করিয়া দেয়। ভয়ঙ্কর জখম হওয়া সত্বেও "জার্ভিস বে" যুদ্ধ চালাইতে থাকে। জাহাজটিতে তখন ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতেছিল। ইতিমধ্যে জাহাজটিতে একটি বিস্ফোরণ হইতে শোনা যায়। "জার্ভিস বে" ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। একটি বাণিজ্য জাহাজে "জার্ভিস বে"র ৬৫ জন উদ্ধারপ্রাপ্ত নাবিক আছে।

জনৈক বৃটিশ ক্যাপ্টেন "রয়টার"কে বলেন যে, আক্রমণকারী শত্রু জাহাজটি হয় জার্মাণ ক্ষুদে যুদ্ধ জাহাজ "ডয়েচল্যাণ্ড" নয় "এডমিরাল শিয়ার।"

অষ্ট্রেলিয়ার জার্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত

স্যানফ্রান্সিসকোতে বে-সরকারীভাবে প্রাপ্ত এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার জার্মাণ যাত্রীবাহী জাহাজ "ব্রেমেন" কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তেলিস উপকূলের অদূরে জলমগ্ন হইয়াছে। স্থানীয় ডেনিস সংবাদপত্র পত্রিকা "বিয়েন"ও এই মর্ম্মে একটি তার পাইয়াছে। স্যানফ্রান্সিসকোবাসী এক ডেনিস পরিবার ডেনমার্কে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যে, জেটল্যাণ্ড দ্বীপের জল যাইবা উত্তরে কাটেগাটে "ব্রেমেন" জলমগ্ন হইয়াছে। বৃটিশ টর্পেডোর আঘাতে জাহাজটি জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

১৩ই নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু বিমান-বহর গেলসেনকির্চেন এবং কলোনের তৈলকেন্দ্রসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। তদুপরি ডুইসবুর্গ রুহোর্ট এবং রুহের রেলওয়েকেন্দ্র ও কারখানাসমূহের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে এই সব বিবরণের বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, লোরিয়েণ্ট এর সাবমেরিণ ঘাঁটি এবং দাস্তিং ড্যানকার্কের ওক অঞ্চল-সমূহের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করা হয়। শত্রুদের কয়েকটি বিমান ঘাঁটির উপরও আক্রমণ চালানো হয়। এই সব অভিযানের সময় একটি বৃটিশ বিমান নিখোঁজ হয়।

"আটলান্টিক কনষ্টিটিউশন" নামক পত্রিকায় জার্মাণীর জাহাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কিত একখানি সামরিক পত্র হইতে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে যে, জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানার উপর সরাসরি বোমা পড়িয়াছে এমন কিছু উল্লেখ না থাকিলেও, "জার্মাণী বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণের কাজ যাহা কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

ইটালীয় রণতরী বিধ্বস্ত

বৃটিশ নৌবাহিনীর অন্তর্গত বিমানবহরের আক্রমণে ইটালীয় নৌবহর যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, কমন্স সভায় তাহার বিবরণ দান প্রসঙ্গে মিঃ চার্চ্চিল বলেন,—আজ আপনাদিগকে একটি ভাল খবর দিব। আমাদের বিমান আক্রমণে ইটালীয় নৌবহরের যে শ্রেণীর রণতরী ধ্বংস হইয়াছে, এইগুলি জগতের শক্তিশালী রণতরীগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানীয়। ইটালীয় নৌবহরকে বৃটিশের ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহর অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী বলিয়া প্রচার করা হইলেও সর্ব্বদাই এই জাহাজগুলি সতর্ক এড়াইয়া চলিতেই যত্ন করে। ঘটনাটিকে একটি গৌরবজনক ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলেন, ইটালীর রণতরীগুলির মধ্যে এখন মাত্র তিনখানি কার্য্যক্ষম আছে। তিনি বলেন, এই সংঘর্ষের ফলে ভূমধ্যসাগরের নৌশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তৃত হইবে। শুধু তাহাই নহে, জগতের সর্ব্বস্থানের নৌশক্তির উপরেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। মিঃ চার্চ্চিল অতঃপর বৃটিশ নৌবহরের দক্ষতা ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইটালীয় নৌ-ঘাঁটিতে ব্যাপক আক্রমণ

বৃটিশ নৌবহর ইটালীর প্রধান নৌঘাঁটি টারাণ্টোতে ইটালীয়ান নৌবহরের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। "লিটোরিও" শ্রেণীর একটি যুদ্ধ জাহাজ অস্ত্রহরূপে ঘায়েল হয় এবং "কাভুর" শ্রেণীর একটি যুদ্ধ জাহাজ তলায় আটকাইয়া যায় এবং উহার একাংশ জলমগ্ন হয়। "কাভুর" শ্রেণীর অপর একটি ইটালীয়ান যুদ্ধ জাহাজও গুরুতর-রূপে ঘায়েল হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তিনটি ইটালীয়ান ক্রুজারও কাত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত দুইটি সাহায্যকারী জাহাজেরও পশ্চাদ্ভাগ জলমগ্ন হয়। নৌবিভাগের একটি ইস্তাহারে এই সব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

১২ই নভেম্বর প্রাতঃকালে বৃটিশ নৌবিভাগের একটি ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ নৌবহর দক্ষিণ ইটালীর প্রধান নৌঘাঁটি টারাণ্টোতে ইটালীয়ান নৌ-বহরের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহাকে ঘায়েল করে। ১১ই নভেম্বর রাত্রিতে নৌবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমান-বহর উক্ত আক্রমণ চালায়। ইটালীয়ান যুদ্ধ জাহাজ-সমূহ উপকূলবর্ত্তী দুর্গের আড়ালে ছিল। আক্রমণের অব্যবহিত দিন পরে জনৈক বিমান হইতে ফটোগ্রাফ গ্রহণ করায় সঠিক বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে। এই ইটালীয়ান নৌবহরে ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ; তন্মধ্যে দুইটি "লিটোরিও" এবং চারটি "কাভুর" শ্রেণীর জাহাজ ছিল। এই আক্রমণের ফলে এখনও উক্ত

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

বাংলা গভর্ণমেণ্ট পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, তাহার কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। নিম্নে এই প্রদেশের কয়েকটি জেলায় যে পল্লী-উন্নয়ন কাজ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

মেদিনীপুর—

বিগত জুন মাসে মেদিনীপুর হইতে যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ঐ জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহের কাজ পূর্ব্বের চেয়ে অধিকতর ব্যাপকভাবে করা হইতেছে। নয়টি নূতন পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে। জেলার যুবকবৃন্দ পল্লী-উন্নয়নের কাজে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে এবং তাহারা যথেষ্ট কাজও করিয়াছে। তন্মধ্যে শুধু স্বেচ্ছামূলক পরিশ্রমে কলসার একটি পুষ্করিণী খনন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁথীর উদ্যমশীল কর্মীগণ পল্লবরী ট্রেনিং কেন্দ্রে যোগদান করিবার জন্য নাম লেখাইয়া দিয়াছে এবং ব্যাপকভাবে কর্ম্ম-কেন্দ্র নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। কতকগুলি পল্লী-মঙ্গল সমিতি যথা জোয়া-মির্জা সমিতি ও পাচপোতী পল্লী-মঙ্গল সমিতি নূতন নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে এবং পুরাতন রাস্তা মেরামত করিয়াছে। অন্যান্য সমিতি স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির কাজ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সুজানগর ও অকপুর সমিতি বহু পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে ও বাসন্তিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি কতিপয় গর্ত্ত-পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছে। সমস্ত সমিতিতেই জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলির উপকারিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেগুলি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। গোবর্দ্ধনপুরে, মোহনপুরে ও চকপাদে নূতন ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত ডাক্তারখানা জনসাধারণের বহু দিনের অসুবিধা দূর করিয়াছে। কৃষ্ণপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি একটি কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া বড় প্রশংসার কাজ করিয়াছে। কেশপুর ও দাসপুর থানায় নূতন সমবায় সমিতিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সমুদয় সমিতি কৃষি কাজের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছে। খাইকুলীতে একটি স্থানীয় বাঁধ প্রস্তুত করিবার জন্য একটি সমিতি-স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই বাঁধ প্রস্তুত হইলে সেচের কাজের অনেকটা উন্নতি হইবে। আধা-মির্জা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছে। এই জেলায় পল্লী পাঠাগারসমূহ বেশ ভাল কাজ করিতেছে এবং উহার সদস্য সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বালীচক করোনেশন ক্লাবের কাজ বন্ধ ছিল; এখন তাহাকে নূতন ধরণে পুনর্জ্জীবিত করা হইয়াছে।

হাওড়া—

বিগত জুলাই মাসে হাওড়া জেলায় বৃষ্টিপাত হেতু পল্লী-উন্নয়নের কাজ যতটা আশা করা গিয়াছিল, ততটা হয় নাই। গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগ সরস্বতী নদী ও বেতিয়া খাল হইতে কচুরী পানা অপসারিত করিয়াছে; অনেক জমিদার ও স্থানীয় জনসাধারণ স্বেচ্ছায় এই কাজে সহায়তা করিয়াছেন। জগৎবল্লভপুর ও বসন্তবিলপুরের পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বিশেষ ভাল কাজ সমাধা করিয়াছে। প্রথমোক্ত সমিতি বিস্তীর্ণ স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে ও কতিপয় খালের উন্নতিসাধন করিয়াছে এবং শেষোক্ত সমিতি শুধু স্বেচ্ছামূলক পরিশ্রম দ্বারা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। দেবীপুরের একটি সমিতি যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া জেলার কতকগুলি খালের সংস্কার কাজ করা হইয়াছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের জন-সেবা সঙ্ঘ সিঙ্গুর ও বালীতে কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছে এবং স্থানীয় পাঠাগারের চেষ্টায় উদংএ একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া জেলার গত বৎসর পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের ফল বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। কারণ যে কেন্দুয়া বিলের ধান প্রতি বৎসর অধিকাংশ বিনষ্ট হয়, তাহা বর্ত্তমান বৎসরে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইয়াছে। যদিও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বন্যা কম হইয়াছে, তথাপি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যদি বর্ষার পূর্ব্বে কেন্দুয়া খাল পুনর্খনন না করা হইত; তবে ২০ হইতে ৩০ হাজার বিঘার ধান অতিরিক্ত জলে নষ্ট হইয়া যাইত। এইভাবে প্রায় আট হাজার টাকা ব্যয়ে প্রায় দুই লক্ষ টাকার ধান রক্ষা পাইয়াছে।

এই বৎসর অন্যান্য যে সকল জলনিকাশ ও বাঁধের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষ মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। দুই তিন বৎসর হইতে সোজা দাবোদর ক্যানেল পুনর্খনন করা হইয়াছে এবং বন্যার সময় উহা উত্তমরূপে ধৌত হইয়া গিয়াছে; ফলে জেলার সিংটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। হুগলী বাঁধের কাজ অধিকাংশ স্বেচ্ছা-প্রণোদিতশ্রমে সম্পাদিত হইয়াছে এবং উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আমতার নিকট পুরেশ-বাঁধ বন্যা ঠেকাইয়া রাখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর বন্যায় উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

আগামী বৎসরের কর্ম্ম-পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, উত্তম ফসলের ফলে স্থানীয় চাঁদা ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমিক আপনা হইতেই পাওয়া যাইবে।

ময়মনসিংহ—

ময়মনসিংহ জেলায় বিগত জুন ও জুলাই মাসে পল্লী-উন্নয়ন কাজের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে শুধু দুর্গাপুর থানায়ই ২০টি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি সমিতি সেতু নির্ম্মাণে ও বিস্তীর্ণ স্থানের কচুরী পানা পরিষ্কার করার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। জামালপুর মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুরের উপদেশমত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক প্রচার কার্য্য হইয়াছে এবং আগামী শীতকালে ট্রেনিং ক্যাম্প খুলিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। কাশারিয়াতে একটি খেলার মাঠ স্বেচ্ছামূলক পরিশ্রম দ্বারায় প্রস্তুত হইয়াছে। এই মাঠের জন্য স্থানীয় একজন বদান্য ব্যক্তি জমি প্রদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত টাঙ্গাইল মহকুমার গোপালপুরে একটি প্রসূতি হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং সদর মহকুমায় বহুসংখ্যক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

রাজশাহী—

চরঘাট থানার অমরী ইউনিয়ন বোর্ড হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় ১½ দেড় মাইল পরিমাণ একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, একটি গ্রাম্য-হাট প্রস্তুত ও জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। বাঘমারা থানার গণিপুর ইউনিয়ন বোর্ড হইতেও জঙ্গল পরিষ্কার, স্বেচ্ছামূলক পরিশ্রম দ্বারায় একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তথায় গ্রামবাসীগণ কাজ করিতেছে। পাবা থানার হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ঈদ-পর্ব্ব দিনে খেলাধূলার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চল হইতে প্রায় ২,০০০ দুই হাজার লোক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়াছিল। সদর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সমবেত চেষ্টায় কার্য্যসমূহে লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ও নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্য নিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

শারীরিক ব্যায়ামে উৎকর্ষ

হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে লাঠি-খেলা, সাঁতার কাটা, তরবারি চালনা ও তীর ছোড়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং প্রতিযোগিতায় যাহারা উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। শারীরিক উন্নতি সাধন ব্যাপারে গ্রাম্য লোকের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

মানসিক উৎকর্ষ

চরঘাট থানার অমরী ইউনিয়ন বোর্ডে আরোও ৪ চারিটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়-সমূহ রীতিমত পরিচালিত হইতেছে এবং ক্রমশঃ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কুটীর শিল্পের উন্নতি

হরিপুর ইউনিয়নে খেলা-ধূলা প্রদর্শনী উপলক্ষে বেত ও বাঁশের প্রস্তুত জিনিষের প্রদর্শনী হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ প্রদর্শিত জিনিষের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—

১৯৪০-৪১ সালে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে যে ১২০টি নলকূপ খনন করা হইবে, তার স্থান নির্দ্দেশের প্রশ্ন সম্পর্কে সার্কেল অফিসার ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে একটি পরিকল্পনাও তৈরী করা হইয়াছে।

কচুরীপানা পরিষ্কার ব্যাপারে চিকন্দী ও গোপালপুর ইউনিয়ন বোর্ড যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

কলমবাড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত ফুলবাড়ী পল্লী-সংগঠন সমিতি কর্ত্তৃক একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উপস্থিত বিদ্যালয়গুলিও বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

কোন অঞ্চল হইতে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

শিবচর এলাকার অন্তর্গত বাহাদুরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে বাহাদুরপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ব্যবস্থা হিসাবে ইউনিয়ন বোর্ড এবং পল্লী-সংগঠন সমিতিগুলির মারফৎ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে বিনামূল্যেই সরকারী কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শীতকালে উৎপন্ন ধানের অবস্থা বেশ সন্তোষজনক।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

উক্ত এলাকাতেই বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় সফলভাবে পরিচালিত হইতেছে।

মুশি ও সমাইল ইউনিয়ন বোর্ডে কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য স্থানীয় প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। কোলারকান্দী ইউনিয়নের অন্তর্গত বৈকুণ্ঠনাথপুরে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণের সহযোগ সভায় জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করিয়া পল্লী-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। সরকারের নিকট হইতে যে

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ]

কুইনাইন পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপযুক্ত লোকের নিকট বিনামূল্যে বিতরণ করিবার উদ্দেশ্যে পাকশার ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতির সম্পাদক, রামকান্তপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণের নিকট বিলি করা হইয়াছে।

• প্রাদেশিক সরকার প্রদত্ত ও স্থানীয় চাঁদার প্রাপ্ত অর্থে যে সকল নলকূপ খনন করা হইবে, গত ২৪শে সেপ্টেম্বর মহকুমা-পানীয়-জল সরবরাহ সমিতি একটি সভা করিয়া তাহার স্থান নির্বাচন করিয়াছেন।

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)—

গত সেপ্টেম্বর মাসে এই অঞ্চলে ৩৬টি নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে এবং ১১০টি গ্রাম উহার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। যে সকল বয়স্ক লোক এই সকল স্থানে শিক্ষা লাভ করিতেছে, গড়ে তাহাদের দৈনিক উপস্থিতির সংখ্যা ৭০০। মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত সিন্দিয়াঘাট পল্লী যুবক সমিতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নৈশবিদ্যালয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাইককান্দী পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্তৃক একটি শিশু-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এই সমিতি তিনটি দরিদ্র ব্যক্তিকে ছোট-খাটো দোকান চালাইতে সাহায্য প্রদান করিয়াছে। কতকগুলি চাষের জমি এবং একটি ডোবা ভরাট করিয়া পাইককান্দী বালকদের খেলার মাঠের প্রসার করা হইয়াছে।

পাইককান্দী পল্লী-মঙ্গল সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণও পাইককান্দী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় সন্নিকট আরও দুইটি ডোবা ভরাট করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত সমিতি তিনটি অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সরাইয়া ফেলিয়াছে।

নিজরা পল্লী-ত্রাণ সমিতি নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছে:—

(ক) কুড়িটি বাড়ীর আশে-পাশের কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে।

(খ) ৭টি স্থান হইতে আগাছা উৎপাটিত করিয়াছে।

(গ) জনসাধারণের নিকট হইতে ৭৲ টাকা চাঁদা আদায় করিয়া দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে।

বাঁকুড়া—

বোড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত তেঁতুলটিকুরী নামক স্থানে একটি নূতন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সমিতি গ্রামবাসিগণ প্রদত্ত চাঁদায় একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছে। পাথাসু ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কল্যাণপুর সমিতি বিভিন্ন পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। তিনটি গ্রাম্য সমিতি ডেপুটমাসদার সহিত দক্ষিণবাটের সংযোগ সাধন করিয়া আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে নির্ম্মাণ করিতেছে। পাচুর সমিতি দেড় মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করিতেছে। কোয়াল-পাড়া সমিতি আধ মাইল লম্বা একটি পল্লীপথ মেরামত করিয়াছে। শ্যামসুন্দরপুর পল্লী মঙ্গল সমিতি এক মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। জামপাড়া সমিতি অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা মেরামত করিয়াছে। রায়পুর ও সিমলাপাল থানায় বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)—

স্থানীয় লোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিতশ্রমে কুচিয়াকোলা নামক স্থানে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হয়।

পাত্রসায়র ইউনিয়ন বোর্ড পাত্রসায়র রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হাট-কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা পিচ ঢালাই করিয়াছে। ইহার ফলে এই অঞ্চলের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইন্দাস থানার অন্তর্গত আকুই ও দীঘলগ্রাম নামক দুইটি ইউনিয়ন বোর্ড ইতিমধ্যে দুইটি ইউনিয়নকে যুক্ত করিবার নিমিত্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহারা একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাস্তা বাহির করিতেছে; ইতিপূর্ব্বে উক্ত অঞ্চলে প্রবেশের কোন উপায় ছিল না।

বাঁকাদহ ইউনিয়নের অন্তর্গত চক্‌দ নামক স্থানে হাতে-কলমে কৃষি-কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার একটি নূতন ফার্ম স্থাপন করা হইয়াছে। রাজগ্রাম, মধুপুর এবং বাঁকাদহ ইউনিয়নে উন্নত ধরণের ধান ও ইক্ষুর চাষ হইতেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজগ্রামের আদর্শ যুবক সঙ্ঘ, জয়পুর ফুটবল ক্লাব এবং অযোধ্যাপুর ক্লাব ফুটবল খেলায় যোগদান করিয়াছিল। আমাদেরস্থানের একটি ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় রাজগ্রাম ক্লাব পুরস্কার লাভ করিয়াছিল।

স্থানীয় জনসাধারণ কোটালপুর হিতসাধন সমিতি, সালদা পল্লী গ্রন্থাগার এবং মধুবনপুর বীণা লাইব্রেরীর পুস্তক যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছে। চলতি নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ বিশেষ উদ্দীপনার সহিত কাজ করিতেছে।

শীতলা আদর্শ সমিতি একটি পুরস্কার প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রীড়া সংগঠন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে সমস্ত পল্লী-দল যোগদান করিয়াছিল। খাতার পরিচালনার উদ্দেশ্যে রামপুর ক্লাব ২৪৲ টাকা মূল্যের সরঞ্জাম ক্রয় করিয়াছে। এই মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে ফুটবল খেলা হইয়াছে।

জেলা বোর্ডের কর্মচারিবৃন্দ বড়জোড়া থানার অন্তর্গত ১৭টি গ্রামে জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

সিয়াসোল সমিতি একটি পল্লী-গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়াছে। কোমিয়ারাধী ও উত্তরীয় গ্রন্থাগার তাহাদের পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনটি গ্রাম্য সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে, তন্মধ্যে ৩০টি বয়স্ক ব্যক্তি এবং ২টি বালক অধ্যয়ন করে। পাচুর সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। তালডাংরা থানার অন্তর্গত সানুগী নামক স্থানে বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এই শীতকালে পাত্রুয়া ও সারেঙ্গা নামক স্থানে যে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে, সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইতেছে।

সালদা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ৮টি পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে; তন্মধ্যে একটি পুষ্করিণী খুব বড়,—উহার আয়তন দুই বিঘারও অধিক। এতদ্ব্যতীত উক্ত সমিতি দুই বিঘা পরিমিত জমির জঙ্গল সাফ করিয়াছে। কোটাল-পুর হিতসাধন সমিতি ৩টি পুষ্করিণী পরিষ্কার ও কিছু জঙ্গল সাফ করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদ—

বাঙলা সরকারের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদর মহকুমায় গত সেপ্টেম্বর মাসে পল্লী সংগঠন শিক্ষা কেন্দ্রের কার্য্য শেষ হইয়াছে। উক্ত মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে একজন করিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া পল্লী সংগঠন পরিকল্পনার কার্য্যাবলী সাফল্যমণ্ডিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এই মহকুমার বেলডাঙ্গা থানার অধীন রামপাড়া ইউনিয়নের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পল্লী সংগঠন শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাবু হেমন্তকুমার মুখার্জী স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে পল্লী-কর্ম্মীদের সাহায্যে গো-জাতির উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কার্য্যকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জেলার লাইভষ্টক অফিসার বাবু বি. এন, বসু তাঁহার এই কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বীরভূমে শিক্ষা-প্রগতি

মাধ্যমিক শিক্ষা ক্রমোন্নতি

বীরভূম জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট পরিদর্শন বিভাগের কর্মচারিগণ যে তদন্ত রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে কমিটি গঠিত হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাসে এই সমুদয় কমিটি জেলা স্কুল বোর্ডের নিকট তাহাদের সুপারিশ দাখিল করিবে। প্রাথমিক স্কুলসমূহে হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয়ে সেলাইর কাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার ফলও বেশ ভাল হইয়াছে। মলহাটি সার্কেলে একটি বালিকা প্রাথমিক মক্তবে সূচীকার্য্য ও বস্ত্র-বয়ন আরম্ভ করা হইয়াছে। তিন্দুকদের বালক বালিকার জন্য একটি স্কুল করা হইয়াছে; তাহাতে চামড়ার কাজ ও খেলনা প্রস্তুত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই স্থানে আকন্দ নামক এক প্রকারের গাছ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়; একটি শীতগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই গাছের আঁশ দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং আর একটি স্কুলে তালপাতা হইতে পাখা তৈয়ারী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সিউড়ী গুরুট্রেনিং স্কুলে গুরুদিগকে এই প্রকারের ট্রেনিং দেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষায়তনের মধ্যে রামপুর মধ্য-ইংরেজী স্কুলে স্বাভাবিক শিক্ষা তালিকার বিষয় ছাড়াও কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুলতানপুর ও মলহাটী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়েও অনুরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত এই সমুদয় স্কুলে শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া হয়; তন্মধ্যে সূচীকার্য্য ও বস্ত্রবয়ন উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয় স্কুলে বালকদিগের অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা যথেষ্ট সাফল্য ঔৎসুক্যের সহিত পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্কাউট আন্দোলন দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। গত মার্চ্চ মাসে দুই শতাধিক স্কাউট ও কাব জেলা কাব মিঃ এস, এ, ইসপাহানীর নেতৃত্বে শীতগ্রাম পরগণার রেলোপ্রিজাতে গমন করিয়াছিল।

জেলার শরীর-চর্চ্চা সংগঠনকারী অফিসার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলসমূহের শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শরীর-চর্চ্চা কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে বোর্ড ও পঞ্চায়েতি ইউনিয়ন স্কুলের শিক্ষকগণের কর্মদক্ষতার টেষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যে সমুদয় শিক্ষক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য জেলা স্কুল বোর্ড একটি কমিটি গঠন করিয়াছে।

গত জানুয়ারী মাসে সিউড়ী গুরুট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে শিক্ষা বিষয়ে পুনরায় দুই সপ্তাহ উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহাতে ৪০ জন শিক্ষক যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণের সম্মুখে যাঁহারা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বীরভূম জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার, সমবায় সমিতিসমূহের ইন্সপেক্টর, ঋণ-সালিশী অফিসার, জেলার কৃষি অফিসার, বীরভূম জেলা স্কুলের শিক্ষক বাবু সুকুমার ঘোষ ও বীরভূমের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর অন্যতম।

[পূর্ব্ব কলমের শেষাংশ]

বয়স্কদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ দীর্ঘকাল শিক্ষা দেওয়ার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন ও ম্যালেরিয়া প্রতিকারের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। স্থানীয় "রামপাড়া ব্রতী সমিতির" চিকিৎসক সেক্রেটারী স্থানীয় যুবক, ছাত্র ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়মিত-ভাবে শারীরিক ব্যায়াম ও ক্রীড়া শিক্ষা দিতেছেন।

সার্কেল অফিসার এস, মজুমদার ও সবডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট এস, বসু যথাক্রমে ২৬শে ও ২৭শে আগষ্টের তারিখে ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনকালীন সমিতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছেন।

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জাহাজগুলির মধ্যে তিনটী যুদ্ধ-জাহাজ মাত্র কার্য্যক্ষম অবস্থায় আছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অধুনা একটি বৃটিশ সাবমেরিণ একটি শত্রু "কনভয়"এর উপর আক্রমণ (এই "কনভয়"এ দুইটি গোলাবারুদবাহী জাহাজ ও একটি ট্রেলার ছিল) চালায়। ফলে ১,০০০ টন মাল বোঝাই একটি জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং অপর জাহাজটিও যায়েল, সম্ভবতঃ জলমগ্ন হইয়াছে।

ইটালীয় বাহিনীর আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ

ওয়াকিবহাল গ্রীক মহল দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, গ্রীসের সম্পর্কে ইটালীর সমরনীতি আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় পরিবর্তিত হইয়াছে। আক্রমণাত্মক নীতি এখন গ্রীক ও বৃটিশ পক্ষই অনুসরণ করিতেছেন। বৃটিশ বিমান বাহিনী কর্ত্তৃক ইটালীয় ঘাঁটিসমূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণই একমাত্র দায়ী, এইরূপই তাঁহারা বলিতেছেন। বৃটিশ বিমান বাহিনীর আক্রমণে আলবেনিয়ায় সৈন্য ও সমরসম্ভার প্রেরণে ইটালীয়দের বিষম অসুবিধা হইতেছে।

ইটালীয় ঘাঁটি ধ্বংস

আলবেনিয়ার উপকূলে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ইটালীয় ঘাঁটি দুরাজো সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং তৈল ও অন্যান্য জিনিষের গুদামগুলি ধ্বংস হইয়াছে।

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১১ই তারিখ রাত্রিতে আলবেনিয়ার উপকূলে সাফল্যের সহিত বিমান আক্রমণ চালান হয়। জেটিতে তিন স্থানে আগুন ধরিয়া যায়। পরে ঐ আগুন এক হইয়া যায় এবং ঘাঁটিতে ফিরিবার পথে ১০০ মাইল দূর হইতে অনেক বৃটিশ বৈমানিক ঐ আগুন দেখিতে পায়। ভ্যালোনার উপর বিমান আক্রমণের সময় সবগুলি বোমাই লক্ষ্যস্থলের উপর পতিত হয় এবং একটি গুদাম উড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা একটি অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ছিল। ১৩ই নভেম্বর বুধবার দিন পুনরায় ভ্যালোনার উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং জেটি ও একটি বড় অট্টালিকার উপর বোমা পড়ে। বিমানধ্বংসী কামানসমূহ হইতে যে গোলা বর্ষিত হয়, তাহাতে কোন ফল হয় নাই এবং সব কয়েকটি বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে।

হিটলার-মলোটভ আলোচনা

ট্রান্স-রেডিও এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, ম: মলোটোভ ১৪ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার প্রাতে বার্লিন হইতে মস্কো রওনা হইয়া গিয়াছেন। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী জার্ম্মাণ রাজধানীতে দুই দিন অবস্থান করিয়া গেলেন। এই সময় মধ্যে হিটলারের সহিত তাঁহার দুইবার আলাপ হইয়াছে। ম: মলোটোভকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ভন রিবেনট্রপ ও বহু সামরিক ও বে-সামরিক বিশিষ্ট রাজপুরুষ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বার্লিনের সোভিয়েট রাজদূত ম: মলোটোভের সহিত মস্কো রওনা হইয়া গিয়াছেন।

সোভিয়েট-জার্ম্মাণ আলোচনা সম্পর্কে জার্ম্মাণ বেতার নিম্নোক্ত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন:—পারস্পরিক আস্থাপূর্ণ মনোভাবের মধ্যে উভয়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে জার্ম্মাণী ও সোভিয়েটের মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ নৌসচিবের ঘোষণা

বৃটিশ নৌসচিব মি: এ. ভি. আলেকজাণ্ডার একটি বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, টোরাণ্টোতে বৃটিশ নৌবহরের প্রবল কর্ম্মতৎপরতার ফলে ইটালীয়ান রণতরী-সমূহের সংখ্যাধিক্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ভূমধ্য-সাগরের পরিস্থিতির সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে এবং সমগ্র জগতে বৃটেনের নৌশক্তির আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইটালীয়ান নৌবহরের এই প্রকার অবস্থা সম্পর্কে জার্ম্মাণ নৌবিভাগ হইতে কি প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা হয়, তাহা জানিবার জন্য সকলে উৎসুক হইয়া আছে। বৃটেন গ্রীসকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, টোরাণ্টোতে তাহা পালন করিয়াছে। মি: আলেকজাণ্ডার ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল কানিংহাম এবং "ঈগল," 'ইলাষ্ট্রিয়াস'এর কাপ্তেনদ্বয়কে অভিনন্দিত করিয়া বলেন যে, মুসোলিনী এক্ষণে পরাজিত হইতে যাইতেছেন বলিয়া নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ

বিমান ও দেশরক্ষা বিভাগের এক ইস্তাহারে ১৪ই তারিখ ঘোষিত হইয়াছে যে, সেদিন ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলে শত্রুপক্ষের ১৩টি ডাইভ বোমার ও ১টি জঙ্গীবিমান ধ্বংস করা হইয়াছে। বিমানগুলির কোন প্রকার আক্রমণ চালাইবার পূর্ব্বেই ধ্বংস হয়। একটি অতিকায় বোমারু বিমান একক দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল অতিক্রম করে। উহাকে অবিলম্বে গুলীবিদ্ধ করা হয়। দুইটি বৃটিশ বিমান নিখোঁজ হইয়াছে। কিন্তু একটির বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছে।

ওয়েষ্টমিনষ্টার হলের ক্ষতি

নাৎসী বিমানের আক্রমণে জার্ম্মাণ সরকারী বিবরণে "সামরিক লক্ষ্যস্থল" বলিয়া বর্ণিত যে সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অট্টালিকার ক্ষতি হইয়াছে, সংবাদ সরবরাহ বিভাগ হইতে তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত তালিকায় উইলিয়াম রুফাস কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ওয়েষ্ট-মিনষ্টার হলের নামও আছে। এই হল বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার জন্য বিখ্যাত; তন্মধ্যে রাজা প্রথম চার্লসের বিচার অন্যতম। উপরন্তু তালিকায় ২৪টি সুবিখ্যাত হাসপাতাল এবং সুপ্রসিদ্ধ বহু গির্জ্জার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবী এবং সেণ্টপলস, ক্যাণ্টারবারী ও লিভারপুল ক্যাথিড্রেলএর নাম উল্লেখযোগ্য। তদুপরি হাউস অব লর্ডস, বৃটিশ মিউ-জিয়ম, বিভিন্ন আদালতগৃহ এবং টেট গ্যালারী, সমার-সেট হাউস ও হ্যারো স্কুলে শত্রুর আক্রমণ চিহ্ন বিদ্যমান।

সারারাত্রিব্যাপী বিমান হানা

১৩ই নভেম্বর রাত্রিতে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে জার্ম্মাণ বিমানবহর পুনরায় বৃটেনে বেশ প্রচণ্ডভাবে হানা দেয়। লণ্ডনই এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। দ্বিতীয়-বারের হানার সময় আক্রমণের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষভাবে মিডল্যাণ্ড ও মার্সি নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে আক্রমণ চলে। রাত্রি হইবার কিছু পরে লণ্ডনে প্রথম বোমা বর্ষিত হয় এবং সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কিছু সময় পর পর আক্রমণ চলিতে থাকে। ব্যাপক অঞ্চলের ক্ষতি হয় এবং কতিপয় লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে; কিন্তু কোথাও বেশীসংখ্যক লোক হতাহত হয় নাই। বিস্তৃত অঞ্চলের ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু আক্রমণের তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হয় নাই। মিডল্যাণ্ড ও মার্সি নদীতট প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয় নাই। সামান্য ক্ষতি হয় এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক হতাহত হয়।

স্বাধীন ফরাসী নৌবহরের পেট্রোল জাহাজ ধ্বংস

স্বাধীন ফরাসী নৌবাহিনীর প্রধান নৌ-অধ্যক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিপক্ষের কার্য্যকারিতায় স্বাধীন ফরাসী নৌবহরের 'ল মুরানিক' নামক পেট্রোল জাহাজখানি ধ্বংস হইয়াছে।

লোরেন হইতে ফরাসী অধিবাসী বিতাড়ন

এই মর্ম্মে একখানি ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, লোরেন হইতে প্রত্যহ ৫ হইতে ৭ ট্রেন বোঝাই ফরাসী ভাষাভাষী অধিবাসীকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও প্রকাশ, লোরেনে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ তথাকার ফরাসী ভাষাভাষী অধিবাসিগণকে জানাইয়াছেন যে, তাহাদিগকে হয় পোল্যাণ্ডে, আর না হয় ফ্রান্সে প্রেরণ করা হইবে। এই দুইটি স্থানের মধ্যে তাহাদিগকে যে কোনও একটি বাছিয়া লইতে হইবে। দেশবাসিগণ ফ্রান্সকেই বাছিয়া লইয়াছে। গত ১১ই নভেম্বর হইতে তাহাদিগকে প্রত্যহ ৫ হইতে ৭খানি ট্রেণে বোঝাই করিয়া লোরেন হইতে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। বে-সরকারী মহলে বলা হইয়াছে যে, ফরাসী ও জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে, তদনু-সারেই তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট যথারীতি এই কথা অস্বীকার করিতেছেন। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ আলোচনার সময় এই ধরণের কোনও ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত ঘটনার প্রতি জার্ম্মাণ যুদ্ধবিরতি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

৫খানি বৃটিশ মাইনবিধ্বংসী জাহাজ ধ্বংস

নৌদপ্তরের এক ইস্তাহারে পাঁচখানি মাইন-বিধ্বংসী জাহাজের ধ্বংসের কথা ঘোষিত হইয়াছে এবং জার্ম্মাণীর মাইন স্থাপনকার্য্য বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে, "মাইন স্থাপনকার্য্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও আমরা উহার পাল্টা ব্যবস্থা সাফল্যের সহিত অবলম্বন করিতেছি এবং আমাদের বন্দরসমূহে আসিবার পথ মাইনশূন্য রাখিতে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতেছি।" যে কয়খানি মাইনবিধ্বংসী জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, সেগুলির নাম হইল ট্রলার বিরোভা, সার্ডা, উইলিয়ম ও টৈলাও-বিয়ান এবং ড্রিফটার গার্লহেলেন। সার্ডার ও টৈলাও-বিয়ান জাহাজের কেহই হতাহত হয় নাই।

লণ্ডনে ব্যাপক বিমান-আক্রমণ

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বৃটেনের উপর নাৎসী "ব্লিৎসক্রীগ" আরম্ভ হওয়ার পর ১৪ই নভেম্বর রাত্রিতে এই প্রথম জার্ম্মাণ বিমান-সমূহ প্রধানতঃ মধ্য ইংলণ্ডের উপরে জোর আক্রমণ চালায়। একটি শহরের উপর উহারা ভীষণ আক্রমণ চালাইলে পর বহু স্থানে আগুন ধরিয়া যায়; প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশী বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। মধ্য ইংলণ্ডের অন্যান্য শহরে দোকানপাট ও বাড়ীঘর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কয়েকজন লোক হতাহত হইলেও উহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। লণ্ডন এলাকায়ও বোমা বর্ষিত হয়; ফলে কয়েকটি বসতবাটী ও অট্টালিকা ধ্বংস হইয়াছে। কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে। ইংলণ্ড ও উত্তর ওয়েলসএর অন্যান্য দুই এক স্থানে বিমান আক্রমণ হয়; কিন্তু এইসব অঞ্চলে হতাহতের সংখ্যা খুব কম।

কোভেন্ট্রি শহরের ক্ষতি

দেশরক্ষা বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই তারিখে রাত্রে কোভেন্ট্রি শহরের উপর শত্রু-পক্ষ প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালায়। লণ্ডন শহরের উপর প্রচণ্ডতম আক্রমণের সহিত এই আক্রমণের তুলনা চলে। বিপক্ষের বোমারুগুলি লক্ষ্য করিয়া মুহুর্মুহুঃ বিমানধ্বংসী কামান দাগা হয়, ফলে সেইগুলি নীচে নামিয়া শিল্পকেন্দ্রাদির উপর লক্ষ্য স্থির করিয়া বোমা ফেলিবার আর সুবিধা পায় না; কিন্তু শহরের ক্ষতি ভয়ানকই হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, প্রায় হাজার খানেক লোক হতাহত হইয়াছে। বিস্তৃত এলাকার উপর বিমান হইতে আগুনের বোমা ফেলা হয়। ফলে বহুস্থানে আগুন ধরে এবং শত্রুপক্ষ শহরের বুকে নির্বিচারে বোমা ফেলিতে থাকে। বহু বাড়ী, ঘর ও গীর্জা বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

প্রজনন ষাঁড় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বঙ্গীয় চাষী-সমাজের বিশেষ জ্ঞাতব্য

প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ইহা সত্য যে, একটি ষাঁড় একটি গো-পালের অর্দ্ধেক। পুষ্ট এবং ভাল জাতের প্রাণী হইলে ইহাকে পালের প্রায় বার আনা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালাদেশে সচরাচর যে ভাবে গরুর যত্ন করা হয়, সেইভাবে যত্ন না করিয়া ইহাকে পালের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী যত্ন করা দরকার।

পালের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় রাখিলে আমাদের দেশের গো-মহিষাদির অনেক উন্নতি হইবে। একটি ষাঁড় তাহার জীবনে প্রায় ৬০০ শত গরু পাল দিতে পারে এবং কম পক্ষে ৬০০ শত বাছুরের জন্ম দিবে; সেস্থলে গাভী গড়ে তাহার জীবনে মাত্র ৫ হইতে ৭টি পর্য্যন্ত বাচ্চা দেয়। সুতরাং ষাঁড়কে একটি সাধারণ গরু হইতে ১০০ গুণ বেশী যত্ন করা আবশ্যক। যত ভাল ষাঁড়, বংশানুক্রমে তত ভাল গরুর উৎপত্তি হইবে।

নিকৃষ্ট এবং আকারে ছোট ষাঁড় ব্যবহার করায় গো-মহিষাদি ক্রমশ: হীন হইতেছে। বলদেরা পূরা একদিন খাটিতে পারে না এবং গাভিগুলিও তাহাদের বাচ্চার আহারোপযোগী দুধও দিতে পারে না।

নিকৃষ্ট ষাঁড় তাহার মায় খারাপ গরুর বংশবিস্তারেও অক্ষম। ইহার জন্য দায়ী ঐ হতভাগা ষাঁড় নহে, দায়ী ঐ ষাঁড়ের মালিক।

পালের জন্য ভাল জাতের ষাঁড় ব্যবহার করিলে লাভজনক উন্নত গোবংশের উৎপত্তি হইবে। তাহাতে দেশে অর্থাগম সহজ হইবে।

যতদূর সম্ভব বাছুর অবস্থাতেই ষাঁড় বাছাই করিতে হইবে এবং তাহার জন্য বিশিষ্ট প্রকারের খাদ্য সরবরাহ এবং বিশেষরূপে যত্নের প্রয়োজন, যাহাতে উহা শীঘ্র বাড়িয়া উঠিতে পারে। জন্ম হইতেই অথবা বাছাই করিবার পর হইতেই ষাঁড়ের লালনপালনে উহার দেহের পুষ্টি ও সামর্থ্য এবং বংশ বিস্তারের শক্তি সম্বন্ধে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

যে ষাঁড় পাল দিতে অসমর্থ, তাহা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। সবিশেষ বয়সের নির্ব্বাচিত ষাঁড়ের সবল ও পুরুষোচিত আকৃতি, বৃষভাবী, সুবৃহৎ কুঁড় এবং তীক্ষ্ণ চক্ষু ও বলিষ্ঠ গঠন এবং হাড়গুলি মজবুত হওয়া চাই।

বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যসম্পন্ন বাচ্চা জন্মাইতে হইলে ষাঁড়ের বাসস্থান, উপযুক্ত আহার এবং হাঁটাচলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য, যত্ন ও পরিশ্রমের অভাবই ষাঁড়ের প্রজননশক্তির হ্রাস হইবার প্রধান কারণ। তাহাকে সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ করিতে হইবে, যাহাতে সে অত্যন্ত মোটা না হয় অথবা অত্যন্ত কৃশ না হইয়া পড়ে। ষাঁড় মোটা হইলে ভাল কাজ করিতে পারিবে, এই ধারণা ভুল।

সাধারণত: ষাঁড় অতিরিক্ত মোটা হইলে কাজ করিতে চাহে না; উহার শরীর মজবুত অবস্থায় রাখিতে হইবে, এবং উহাকে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করিতে দিবে। যাহাতে থলথলে পেট-মোটা না হইয়া মজবুত মাংসপেশীযুক্ত হইতে পারে।

সাধারণত: বলা হইয়া থাকে যে, পূর্ণবয়স্ক ষাঁড় ১২০ হইতে ১৫০টি পর্য্যন্ত গরু পাল দিতে পারে এবং যদি ঠিকরূপে তাহার যত্ন করা হয়, তবে সে প্রায় ১২।১৩ বৎসর পর্য্যন্ত একইভাবে পাল দিতে পারিবে। ইহার পরে তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যাইতে পারে। যতদিন উহার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সুসন্তান জন্মাইতে পারে, ততদিন উহাকে পালের জন্য রাখিবে। অন্ততঃ উহার মুক্তচ্ছেদ করিবে। তিন বৎসরের ষাঁড়কে প্রথম বছরে অথবা আঠার মাসে ৪০টি গরু পাল দিতে দেওয়া উচিত। পরে তাহাকে এই কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ মাসে ১০।১২টি গরু পাল দিতে দেওয়া যাইতে পারে। অনেক ষাঁড় কোন খারাপ ফল না দেখাইয়া এক বছরে ১৫০টি হইতে ১৮০টি গরু পর্য্যন্ত পাল দেয়। চারি আনা বা আট আনা ফি দিতে লোকে অনিচ্ছুক বলিয়া মাসে মাত্র ২টি বা ৩টি গাভী পাল খাওয়াইতে আনা উচিত নয়। প্রতি মাসে ১০।১৫টি গাভী ষাঁড়ের নিকট আনা বাঞ্ছনীয়।

মাসে অন্তত: ৮।১০টি গাভী পাল দিতে দেওয়া হইলে ষাঁড়ের সম্বন্ধে অভিযোগ খুবই অল্প শোনা যায়; কিন্তু যখন মাসে ২।৩টির মধ্যে এই কাজ সীমাবদ্ধ থাকে, তখন এই অভিযোগ আসে যে, ষাঁড় পাল দিতে অনিচ্ছুক এবং গাভীর উপরে উঠিতে চায় না। যদি ষাঁড় মজবুত অবস্থায় থাকে তবে একদিনে তাহাকে দুইটি গরু পাল দিতে দিলেও কোন অনিষ্ট হয় না।

ছোট ছোট গাভীগুলিকে ষাঁড়ের নিকট আনা হইলে, ষাঁড়ের ভার সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্য পালের জন্য মাচা তৈয়ার করিতে হইবে এবং ষাঁড়কে নিকটে আনিবার পূর্ব্বে গাভীটিকে ভালরূপে মাচার সহিত বাঁধিবে এবং ষাঁড়কে একবার মাত্র পাল দিতে দিবে; পালের পর ষাঁড়টিকে বাঁধিয়া রাখিবে, যেন সে ঐ গাভীর পিছু না যায়।

গরুর পালের সঙ্গে ঘাস খাইতে ষাঁড়ের অবাধ বিচরণে কোন বাধা নাই; কিন্তু দেখিতে হইবে ঐ দলের সঙ্গে যেন কোন ছোট বকনা বাছুর না থাকে। একটি মাত্র ষাঁড়কে ঐ দলের সঙ্গে বিচরণ করিতে দিবে। একই সময়ে দুই তিনটি ষাঁড়কে একটি গো-পালের সহিত চরণ করিতে দেওয়া ভয়ানক খারাপ; কারণ তাহারা গাভীগুলিকে অত্যন্ত বিরক্ত করে।

ষাঁড়ের খাদ্য বেশ একটু দামী রকম হওয়া উচিত; যে ষাঁড়ের ওজন খুব কম পক্ষে প্রায় ৮০০ পাউণ্ড, নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাহাদের দৈনিক খাদ্য-তালিকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে:—

খড়	..	৩ হইতে ৪ সের।
কাঁচা ঘাস	..	১০ হইতে ২০ সের।
খৈল	..	১ সের।
ডাল	..	১ সের।
লবণ	..	১ ছটাক।
খনিজদ্রব্য	..	১ ছটাক। (ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, ১৮ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে প্রাপ্তব্য।)

গোশালার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে নেপিয়ার ঘাসের ছোট একটি ক্ষেত্র করিবার চেষ্টা করা উচিত। উহাতে প্রচুর পরিমাণে ভাল খাদ্যের সংস্থান হয়। নেপিয়ার ঘাস ছাড়াও আমাদের দেশে ভুট্টা, জোয়ার, বজরা, মকাই, বেসারী, মটর, কলাই ভালরূপে জন্মায়। যখন ঐ সকল দ্রব্য সুলভ হয়, তখন উহাদিগকে নেপিয়ার ঘাসের পরিবর্ত্তে দেওয়া যাইতে পারে। খৈল, ডাইল, লবণ এবং খনিজ দ্রব্য সর্ব্বদাই খাওয়ান উচিত।

উপরোল্লিখিত সমস্ত ফসল হইতেই সাইলেজ (সঞ্চিত খাদ্য) তৈয়ার করা যাইতে পারে। সাইলেজ তৈয়ার করিবার প্রণালী বাঙ্গলা কৃষি বিভাগের ১৯৩০ সালের ৩নং পত্রিকায় দেওয়া আছে। নেপিয়ার ঘাসের চাষ

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

মোস্লেম জগতের প্রতি জার্ম্মাণী ও ইটালীর হুমকি

মিসরীয় সংবাদপত্রের মন্তব্য

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আরবী সংবাদপত্র "আল্ বালাগার" লিখিত হইয়াছে যে, যদি জার্ম্মাণী নিকট-প্রাচ্যে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে মরক্কো হইতে ইন্ডিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত মুস্লিম জগত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের সম্মুখীন হইবে। উহাতে আরোও বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণগণ যে সমস্ত দেশ আক্রমণ করিয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা জানিতে পারি যে, একনায়কত্ব শাসন পরিচালিত বিজেতাগণ কিরূপ দাসত্ব ও দুর্দ্দৈব বলপূর্ব্বক প্রয়োগ করিয়া থাকে।

এই সংবাদপত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আরবগণ তাহাদের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নাই এবং সমস্ত মুস্লিম জগত বৃটেন কর্ত্তৃক প্রদর্শিত গণতন্ত্র শাসন সমর্থন করিয়া থাকে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

সম্বন্ধে বিশদ] বিবরণ জানিতে হইলে বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ১৯৩১ সালের ১০নং পত্রিকা পাঠ করুন।

পরিষ্কার পানীয় জল ব্যবহার করা উচিত; আহারও নিয়মিত নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যাহাতে রক্ষিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মজবুত এবং শক্তিসম্পন্ন অবস্থায় রাখিতে ষাঁড়ের যথেষ্ট পরিশ্রম দরকার। যখন গো-পালের সহিত তাহাকে ঘাস খাইতে বা অবাধ বিচরণ করিতে দেওয়া হয়, তখন তাহার কোন অতিরিক্ত পরিশ্রমের দরকার নাই; কিন্তু যখন বাঁধিয়া রাখা হয়, তখন উহাকে কোন না কোন রকম পরিশ্রম করিতে দেওয়া আবশ্যক। লাঙ্গলে অথবা গাড়ীতে জুড়িয়া প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য কাজ করান যাইতে পারে। গো-মহিষাদি এবং উহাদের খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানিবার জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইভ্ ষ্টক অফিসারের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন:—

"লাইভ্ ষ্টক এক্সপার্ট, গভর্ণমেণ্ট অব্ বেঙ্গল, পো: তেজগাঁও, ঢাকা"।

ইটালীয় বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

আটলান্টিকে জার্মাণ বিমানের হানার আশঙ্কা

রয়টারের বিমান বিভাগীয় সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরের বাণিজ্যপথ শত্রুবিমান বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হওয়ায় উক্ত পথ রক্ষার জন্য উপকূলরক্ষী রাজকীয় বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর স্কন্ধে অধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে। জার্মাণ ইউ-বোটের আক্রমণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া বিমান আক্রমণের দ্বারাও এই পথগুলি বন্ধ করার চেষ্টা হইতেছে। জার্মাণ কর্তৃপক্ষ মিত্রপক্ষীয় জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে কয়েকটি সাফল্যপূর্ণ আক্রমণের দাবী করিয়াছে। এই সমস্ত দাবী অতিরঞ্জিত হইলেও ইহা বুঝা যাইতেছে যে, জার্মাণদের সম্মিলিত আক্রমণ বৃদ্ধি পাইতেছে। চ্যানেল অথবা উত্তর সাগরে আক্রমণের চেয়েও এই আক্রমণ ব্যাপকতর হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

মিঃ ইডেন মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

জার্মাণ "ফকার্স ৮৮" বোমাবর্ষী বিমানসমূহ আটলান্টিকের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বাস যে, এই বিমানগুলি বৃটানীস্থিত ঘাঁটিসমূহ হইতে বাহির হয় এবং সিলি দ্বীপের ৮০ মাইল পশ্চিমে তাহাদের নূতন রণক্ষেত্রে যাইবার উদ্দেশ্যে উত্তর পশ্চিম দিকে গতি লয় এবং বোধ হয় আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে দিক্ নির্ণয় করিয়া আটলান্টিকের দিকে অগ্রসর হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডের ৩ শত মাইল পশ্চিমে কয়েকটি আক্রমণ করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। "ফকার্স ৮৮" বিমানগুলি এই পর্য্যন্ত যাইতে পারে; কারণ এই বিমানগুলি বোমা লইয়া ১৩ শত মাইল উড়িতে পারে। রাজকীয় উপকূলরক্ষী বিমানদল বিশেষ সতর্কতার সহিত পরিস্থিতি লক্ষ্য করিতেছে কিন্তু আটলান্টিকের সমস্ত স্থান পর্য্যবেক্ষণ করা রাজকীয় বিমান-বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

আলষ্টার বা ইংল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের চেয়ে শত্রুপক্ষের আক্রমণ স্থলের আরও কোন নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনী পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইবার সুযোগ পাইলে শত্রুপক্ষীয় বিমানগুলির বিরুদ্ধে সাফল্যজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনেক সহজ হইত।

চ্যানেল উপকূলে কামানগর্জ্জন

চ্যানেলের উত্তর তীর হইতে আবার বৃটিশ ও জার্মাণ দূরপাল্লার কামানসমূহের গোলাবর্ষণ চলে। জার্মাণ কামানগুলি প্রথম গোলা দাগিতে আরম্ভ করে; গোলার আঘাতে কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সকাল বেলার দিকে বৃটিশ কামানগুলি হইতে জার্মাণদের কামানের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া গোলাবর্ষিত হয় এবং তাহার পাল্টা জবাবে জার্মাণ কামানসমূহও পুনরায় গোলা উদগীরণ করিতে থাকে। দুই ঘণ্টা গোলাবর্ষণের পর কামানগুলি নিস্তব্ধ হয়।

কোরিজা সহরের পতন

প্রকাশ, করিজা সহরের পতন হইয়াছে। আরও প্রকাশ, ১৯শে নভেম্বর রাত্রি ১টার সময় এই সহর অধিকৃত হইয়াছে।

নানাস্থানে গ্রীকদের অগ্রগতি।

এপিরাসে ও করিজার পূর্ব্বে প্রচণ্ড সংগ্রাম ও উত্তর অঞ্চলে ও কালামাস নদী অঞ্চলে গ্রীকদের সাফল্য, বহু সংখ্যক ইটালীয়ান বোমারু প্লেন কর্ত্তৃক গ্রীক ঘাঁটিগুলির উপর বোমাবর্ষণ—গ্রীকদের দুই এনভেয়ারের প্রধান ঘাঁটি বিষয়ে পরিণত হইয়াছে।

করিজা অঞ্চলে ইটালীয়ানদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে এবং গ্রীকগণ শত্রুর প্রচণ্ড বাধা প্রদান সত্ত্বেও তাহাদের ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। কয়েকদিন যাবৎ কয়েক দল ইটালীয়ান সৈন্য কালামাস নদীর দক্ষিণ বাঁকের এই ঘাঁটিগুলি প্রাণপণে রক্ষা করিতেছিল। গ্রীক সৈন্যগণ ইহাদিগকে নদীর উত্তর পারে তাড়াইয়া দিয়াছে।

সমস্ত রণক্ষেত্রে গ্রীকদের আক্রমণ

সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যগণ সমস্ত রণক্ষেত্রেই আক্রমণ করিতেছে। তিনটি অঞ্চলেই তাহারা ইটালিয়ানদের বাধা অতিক্রম করিতেছে।

১৮ই তারিখে সকালে আয়োজন শেষ হওয়ার পর অপরাহ্ণ হইতে করিজার উত্তর-পূর্ব্বে গ্রীক সৈন্যদের অগ্রগতি আরম্ভ হয়। করিজা অঞ্চলে ইটালিয়ান সৈন্যগণ প্লেনের পাল্টা আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদের ৯ খানা প্লেনগুলির আঘাতে ভূপাতিত করা হয়।

করিজার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে দশ হাজার কম্বল ও বিস্তর আহার্য্য দ্রব্যসহ ইটালিয়ানদের বিস্তর রসদপত্র গ্রীকদের হস্তগত হয়। দশটি কামান, ৬৩টি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী কামান ও ১৫টি পরিখা-ধ্বংসী কামানও গ্রীকগণ অধিকার করিয়াছে।

যুগোশ্লাভ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ইটালীয়দের আত্মসমর্পণ

মনাস্তিরের সন্নিকটস্থ ফ্লোরিনা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত রবিবার রাত্রে ১৩০টি ট্যাঙ্ক সহ ৬শত ইটালীয়ান সীমান্ত অতিক্রম করে এবং যুগোশ্লাভ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করে। পরে আরও জানা গিয়াছে যে, ১২ শত হাল্কা ধরণের কামান ও ৪ শত ভারী কামান ইটালীয় বাহিনীর সাথে ছিল। উহা সমস্তই যুগোশ্লাভিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করা হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় জার্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি

বুলগেরিয়ায় পাঁচ ডিভিশন সশস্ত্র ও সুসজ্জিত সৈন্য অবস্থান করিতেছে। বার্ণে সহরের কূটনৈতিক মহলের সুনিশ্চিত ধারণা, পরবর্ত্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই এই সমস্ত জার্মাণ সৈন্য গ্রীস আক্রমণ করিবে এবং যুগোশ্লোভিয়াকে বলকানে "নবপর্য্যায়" প্রবর্ত্তনে সহায়তা করিতে হইবে।

নিউইয়র্কস টাইমস পত্রিকার বার্ণে হইতে প্রাপ্ত এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, হিটলারের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় রাজা বোরিস জানাইয়াছেন যে, তিনি গ্রীস আক্রমণের জন্য নাৎসী সৈন্যদিগকে পথ ছাড়িয়া দিবেন।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আরও প্রকাশ, সোফিয়া হইতে তাবুলে আগত নির্ভরযোগ্য সমালোচকগণ জানাইতেছেন যে, বর্ত্তমানে বুলগেরিয়ার পক্ষে বিনা রক্তপাতে জার্ম্মান শক্তির কবলে পতিত হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

গত জুলাই মাসে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত হরোচিয়া নামক গ্রামে একটি পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং পুনঃ তার পল্লীমঙ্গল সম্বন্ধীত কার্য্যাবলী মঞ্জুর সম্ভব করার বাধা হইয়াছে। অল্পসংখ্যক বয়স্কদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যাহা ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

কোন কোন স্থানে ইতস্ততঃ ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে; তাহা ছাড়া এই সপ্তাহে বাঙ্গলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় নাই। বসন্তকালীন ফসলের আবাদ ভালই চলিয়াছে। কোন কোন স্থানে জমি আমন কাটা আরম্ভ হইয়াছে। আবাদী ফসলের অবস্থা সাধারণতঃ সন্তোষজনক নহে। বিগত ২রা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বীরভূমে টেষ্ট-রিলিফ কাজে ১১,৮৯৪ জন লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় শতকরা ০.১৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ⁄৭ সের হইতে ⁄৮ আট সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় ⁄৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ⁄৮ আট সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ⁄৮।০ সোয়া আট সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ⁄৯ নয় সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ⁄৭ সাত সের হইতে ⁄৮ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৯৵০ নয় সের দুই ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ⁄৮।০ সোয়া আট সের হইতে ⁄৮৸০ পৌণে নয় সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় ⁄৮ সের হইতে ।০ দশ সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৮৸০ পৌণে নয় সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৮৸০ পৌণে নয় সের; রাজসাহী, নওগাঁও ও নাটোরে ⁄৮ সের হইতে ⁄৮।০ সোয়া আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে ⁄৭ সাত সের হইতে ⁄৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে ⁄৭ সাত সের হইতে ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের; দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং ও কালিম্পংএ টাকায় ⁄৭ সের হইতে ⁄৮ আট সের; রংপুর, নীলফামারী ও গাইবান্ধায় টাকায় ⁄৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ⁄৮ আট সের; বগুড়ায় টাকায় ⁄৮॥০ সাড়ে আট সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৯ নয় সের; মালদহে টাকায় ⁄৮॥০ সাড়ে আট সের; কুচবিহারে টাকায় ⁄৮৶০ আট সের তিন ছটাক; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৮॥০ সাড়ে আট সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর ও নেত্রকোণায় টাকায় ⁄৭ সের হইতে ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ⁄৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ⁄৮ আট সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ⁄৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ⁄৮॥০ সাড়ে আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ⁄৮ সের হইতে ⁄৮॥০ সাড়ে আট সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে টাকায় ⁄৮॥৵০ ছটাক হইতে ।৴।০ সোয়া দশ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ⁄৯॥০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ⁄৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ।৩।০ সোয়া তের সের।

পাট-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব ও মাননীয় অর্থ-সচিব সম্প্রতি দিল্লী গমন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে হাজীর জাহাজযাত্রা

স্থানীয় হজ্জ-কমিটীর বিবৃতি

১। যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যিক ব্যবহারযোগ্য জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও কলিকাতা বন্দর হইতে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে একখানি জাহাজ হজ যাত্রী লইয়া ছাড়িবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া আগামী হজ মৌসুমের জন্য বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতেও জাহাজ ছাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সমুদ্র যাত্রায় সময় হাজীদের রক্ষার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে এই বৎসর আগামী হজ উপলক্ষে ভারতবর্ষের কলিকাতা বন্দর হইতেই শেষ জাহাজ ছাড়া হইবে; যদিও বোম্বাই ও করাচী বন্দর হইতে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে শেষ জাহাজ ছাড়িবার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুতরাং বাঙলা ও আসাম প্রদেশের হজ যাত্রীগণকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা বন্দর হইতে যে জাহাজ ছাড়িবে, তাহাতেই যেন তাঁহারা যাত্রা করেন। কারণ তাঁহাদের আরাম ও সুবিধার জন্যই হাজী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা বন্দর পুনরায় খোলা হইয়াছে।

২। হজ-যাত্রা করিবার জন্য যাহারা ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের জেলা বা মহকুমার অফিসারের নিকট হইতে হজ-যাত্রার অনুমতি-পত্র (পাসপোর্ট) গ্রহণ করেন; হজ-যাত্রীদের আপন আপন জেলায় বিনা ব্যয়ে এইরূপ অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়া থাকে। হজ-যাত্রীদের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দা নহেন, তাঁহারা নিজের জেলা হইতে অনুমতিপত্র (পাসপোর্ট) লইয়া না আসিলে কলিকাতায় আসিয়া পাসপোর্ট লইতে প্রত্যেককে ৩৲ টাকা ফি দিতে হইবে। হজ-যাত্রীদিগকে আরও উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন আপন আপন জেলার সিভিল-সার্জন কিম্বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বা মিউনিসিপালিটির হেলথ অফিসার হইতে কলেরা ও বসন্তের টিকা গ্রহণের সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এইরূপ সার্টিফিকেটের জন্য কোনরূপ ব্যয় করিতে হইবে না। যাঁহারা নিজ নিজ জেলা হইতে টিকা দেওয়ার সার্টিফিকেট আনিবেন না, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় বিনা-ব্যয়ে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩। কলিকাতা বন্দর হইতে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জাহাজ ছাড়া হইবে; কিন্তু যুদ্ধের অবস্থায় সঠিকভাবে তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হজ-যাত্রীগণকে শেষ পক্ষে ২৯শে নভেম্বর কলিকাতা পৌঁছিতে হইবে এবং জাহাজ ছাড়ার বিলম্বের জন্য পাঁচ দিনের কলিকাতার ব্যয় বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে। হজ-যাত্রীদিগের কলিকাতায় যে কয়েকদিন থাকিতে হইবে; ঐ সময় বিনাব্যয়ে মোসাফিরখানায় সুবিধামত থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। বর্ত্তমান মৌসুমে নির্দ্ধারিত ভাড়ার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

ডেক্‌যাত্রী।		খাদ্যসহ ভাড়া। টাকা।
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	..	২২৬৲
দ্বিতীয় শ্রেণী।		
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	..	৪৫১৲
প্রথম শ্রেণী।		
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	..	৭৭০৲

যে সমুদয় বালক-বালিকার বয়স ১০ দশ বৎসরের কম, তাহাদের জন্য খাদ্য বাবদে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা কম হইবে:—

ডেক যাত্রী।		টাকা।
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	..	১৪৲
দ্বিতীয় শ্রেণী।		
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই	..	৫০৲
প্রথম শ্রেণী।		
কলিকাতা হইতে জেদ্দা ও জেদ্দা হইতে বোম্বাই।	..	৫১৲

৫। ১৯৪১ সনে হজের খরচার হিসাব (নিম্নে খরচের যে বিস্তারিত হিসাব) দেওয়া গেল, তাহা ভারতবর্ষে সোনার মূল্যের উপর নির্ভর করিয়াই হিসাব করা হইয়াছে। এক পাউণ্ড বা একটি গিনির মূল্য ২৯৲ টাকা ধরিয়া এই হিসাব দেখান গেল। সোনার এই মূল্য কম বা বেশী হইতে পারে। বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ে এক গিনির মূল্য ২৮৵০ আনা। সৌদি আরব গভর্ণমেণ্ট এবার বাধ্যতামূলক কর ও ট্যাক্স গড়ে ২৫৲ টাকা হ্রাস করিয়াও স্বর্ণ পাউণ্ডের বিনিময় হার ২৯৲ টাকা অনুসারে যে সর্ব্বনিম্ন ব্যয় ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

		কলিকাতা হইতে টাকা।
হিসাবে ডেক ও পথে উট্ যোগে	..	৬৪৬৲
,, দ্বিতীয় শ্রেণী ও পথে বাসযোগে	..	১,১১৯৲
,, প্রথম শ্রেণী ও পথে মোটরযোগে	..	১,৯৮০৲

উল্লিখিত টাকার অঙ্ক বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীদের সর্ব্বনিম্ন ব্যয় হিসাবে ধরা হইয়াছে। যদি কেহ ভাল খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইহার চেয়ে অধিক ব্যয় আবশ্যক হইবে।

৬। ভারতবর্ষে স্বর্ণ মানের হার হেজাজের স্বর্ণ মানের হার অপেক্ষা কম। যাহাতে হজ-যাত্রীগণ ভারতবর্ষের স্বর্ণ মানের হারের সুবিধা পাইতে পারেন, সেজন্য হজ-যাত্রীগণকে হেজাজে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতবর্ষ হইতে যথেষ্ট স্বর্ণ সঙ্গে লইবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রীগণ যে পরিমাণ স্বর্ণ সঙ্গে লইতে পারিবেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

ডেক যাত্রী	..	১৪টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।
দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী	..	২৫টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।
প্রথম শ্রেণীর যাত্রী	..	৪১টি স্বর্ণ পাউণ্ড বা গিনি।

৭। যে সমস্ত হজ-যাত্রী মোয়াল্লেম বা গাইডগণকে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে। এই সকল মোয়াল্লেম বা গাইডগণ হাজীদের বাড়ী হইতে যাত্রার সময় তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া লয় এবং হজ-যাত্রীগণকে কার্ড ও বিজ্ঞাপন-পত্র বিতরণ করে। ঐ সকল লোক ধোঁকাবাজও হইতে পারে। সৌদী আরব গভর্ণমেণ্ট যেরূপ কর ও ট্যাক্স হ্রাসের ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার চেয়ে অধিকতর

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

কক্সবাজারে ঋণ-মীমাংসা

সালিশী বোর্ডসমূহের কৃতকার্য্যতা

[illegible] ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নম্বর ২২১।১১, সন ১৯৩৯ সাল।

খাতক—চই খো

বনাম

মহাজন—অমলাংশু চৌধুরী।

খাতক ২ কাণী ৮ গণ্ডা জমি খই বন্ধক দিয়া ৭০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজন ঐ জমির উপসত্ব ৩ বৎসর ভোগ করে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমতে ২৬৲ টাকা ঋণের পরিমাণ ধার্য্য করা হয়। এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। খাতক নগদ ২০৲ বিশ টাকা মহাজনকে দিয়াছে এবং জমি ফেরৎ পাইয়াছে।

গোরকঘাটা বারোমৈশখাল ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ৭৬১২, সন ১৯৪০ সাল।

খাতক—আলাবিজা গং

বনাম

মহাজন—সাধনা পূরন্দু পাল।

একখানি খই বন্ধকী খতের ৫৫৲ টাকার ঋণ ১৫৲ টাকায় সাব্যস্ত করা হয়। মহাজন ২ কাণী ১৪ চৌদ্দ গণ্ডা জমি ৬ বৎসর ভোগ করিয়াছে। বোর্ড হইতে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে মহাজন বাংলা ১৩৪৮ সনে জমি খাতককে ফেরৎ দিবে।

মোকদ্দমা নং ৫৭১২, সন ১৯৪০ সাল।

খাতক—নতু বিবি

বনাম

মহাজন—রাজা মিঞা গং

খই বন্ধকী দলিল মূল্যে ৭০৲ সত্তর টাকার ঋণ আইনের বিধানমতে ১৪৲ টাকায় সাব্যস্ত করা হয়। মহাজন ১ কাণী ১৫ গণ্ডা জমির ফসল ১০ বৎসর ভোগ করিয়াছে। বোর্ড কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, খাতক বাংলা ১৩৪৮ সনের ১৫ই বৈশাখ বা তৎপূর্ব্বে মহাজনকে এক কিস্তিতে ১৯৲ উনিশ টাকা দিবে এবং তখন মহাজন খাতকের জমি খাতকের দখলে ছাড়িয়া দিবে।

খুরুসকুল ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১২৫১৭, সন ১৯৩৯ সাল।

খাতক—গিরিশ চন্দ্র পাল

বনাম

মহাজন—মিনি চন্দ্র পাল গং।

খাতক ৪½ সাড়ে চার কাণী জমি খই বন্ধক দিয়া ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজন ১৭ বৎসর ঐ জমির ফসল ভোগ করিয়াছে। আইনের ১৮ (২) ধারার বিধানমত বোর্ড সাব্যস্ত করেন যে, মহাজন আর কিছুই পাইবে না। এই আদেশের বিরুদ্ধে সেখানকার মুনসেফ কোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। মুনসেফ আপীল ডিসমিস করিয়া বোর্ডের আদেশ বহাল রাখার আদেশ দিয়াছেন এবং খাতক তাহার জমি ফেরৎ পাইয়াছে।

[পূর্ব্ববর্তী কলমের শেষ]

কম করার আশ্বাস কোন মোয়াল্লেম বা গাইড দিলে তাহার উপর যেন কোন হজ-যাত্রী আস্থা স্থাপন না করেন।

৮। কলিকাতা বন্দরের হজ-কমিটি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবক ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের সহযোগিতায় হজের মৌসুমে কলিকাতার ষ্টেশনে সময় উপস্থিত থাকিবেন এবং হজ-যাত্রীগণকে সুবিধামত থাকার ব্যবস্থা ও টিকেট ক্রয় করিতে সাহায্য করিবেন।

৯। আরও বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে কলিকাতা বন্দর হজ কমিটির একজিকিউটিভ অফিসারের নিকট ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, ঠিকানায় পত্র দেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

আবিসিনিয়ায় ইটালীর বর্ব্বর অত্যাচার

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ঘোষণা অনুসারে নিশ্চাই অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যে-সব জায়গা ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল, ইটালীয়ানরা সে-সব স্থান সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে জায়গা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে (ভূতপূর্ব্ব ইটালীয়ান সৈনিকদের বাসস্থান) তাহার পরিমাণ প্রায় ২৯,৬৫৩ একর। এই জমিতে কয়েক শত ইটালীয় পরিবারের বসবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বহু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ইটালীয়ানরা দখল করিয়া লইয়াছে। আরুসি জেলার আদিস-আবাবার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে একটি কৃষি-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া হইয়াছে। এই সব স্থানের হাবৃশী ভূম্যধিকারিগণকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করা হইয়াছে; কিম্বা নামমাত্র মূল্যে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। যে-সব চাষীর এই সব জায়গা ছিল, তাহাদিগকে রাস্তা-নির্ম্মাণকারী মজুরে পরিণত করা হইয়াছে।

এই সব অন্যায় ব্যবস্থার ফলে এরূপ অসন্তোষ দেখা দেয় যে, উপনিবেশের অধিবাসী ইটালিয়ানদিগকে রক্ষার জন্য ইটালীয় অফিসারদের অধীনে পরিচালিত সেনা-বাহিনী মোতায়েন করিতে হয়। কিন্তু ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে এই সব সৈন্য ও মজুর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করে এবং উপনিবেশের বাসিন্দা ৪২ জন ইটালিয়ান পুরুষ, নারী ও শিশু এবং সেনা-বাহিনীর অফিসারদিগকে হত্যা করে ও তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয়।

এই বিদ্রোহের পরিণামে ইটালীয়গণ ভীষণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। কয়েক দল শ্বেতাঙ্গ ইটালীয় সৈন্য আরুসি জেলায় প্রেরিত হয় এবং ইহারা বিভিন্ন গ্রাম ধ্বংস করিয়া ও দেশীয় লোকদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। বহুসংখ্যক পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম লোকদিগকে বন্দীও করা হয়। এই অভিযানে কত লোককে যে নিহত করা হইয়াছিল, তাহার কোন প্রামাণ্য বিবরণী পাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, পুরুষ অধিবাসীদিগকে হয় হত্যা করা হইয়াছিল, অথবা স্থানান্তরে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইয়াছিল।

দেশের আরো বহু স্থানে অত্যাচার-ভীত জন-সাধারণ কৃষিকার্য্য ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের উৎপন্ন শস্য, কফি ও শস্যাদির জন্য যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, বাজার-দর অপেক্ষা তাহা অনেক কম বলিয়া ইহারা অভিযোগ করিয়া থাকে। অনেক ইটালিয়ান কর্ম্মচারী ১০০ লীরার নোটের পরিবর্ত্তে দিলীর হাবৃশীদিগকে লটারীর টিকেট দিয়া প্রতারিত করিয়াছে এবং ফলে হাবৃশী জনগণ স্বভাবতঃই ইটালীয়ান নোট গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হয় না।

বেপরওয়া শোষণ

ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হওয়ার পর হইতে হাবৃশীদের অবস্থার উন্নতি ত দূরের কথা, অবনতিই যে হইয়াছে,—তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, সৈন্য বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া স্থানীয় অধিবাসী-দের কল্যাণ সাধনের উপযোগী যথেষ্ট অর্থ পাওয়া সম্ভবপর নয়। কালো কোর্ত্তাধারী ইটালীয় স্বেচ্ছা-সেবাদলের অত্যাচার সম্বন্ধে আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণ বরাবরই অভিযোগ করিয়া থাকে। ফসলের উপযুক্ত মূল্য না পাইলে কৃষিক্ষেত্রে যাইতে হাবৃশিরা অস্বীকার করার ফলে ফসলের মূল্য এখন পর্য্যন্তও বেশ চড়াই আছে।

ব্যক্তিগত ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশীয়দের কাজ-কারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে রোমে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে বাহির হইতে আবিসিনিয়ায় কোন দ্রব্য (এমন কি ক্ষুদ্র পার্শ্বেলও) আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট ব্যবসায় পরিচালক প্রতিষ্ঠানের অন্যায় জবরদস্তি সম্পর্কে ব্যবসায়ীরা (অধিকাংশই ইটালিয়ান) অভিযোগ করিয়া থাকে এবং ঘুষ-প্রথার ব্যাপক প্রাবল্য সম্পর্কেও নানা কথা শোনা যায়।

আলেকজেন্দ্রিয়ায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কপ্টিক গীর্জ্জার সহিত আবিসিনিয় ধর্ম্মমতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অথচ চতুর্থ শতাব্দীর পর হইতে এ-যাবৎ এই সম্পর্ক বরাবর সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইটালিয়ানরা বেসব লোককে ধর্মীয় উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছে, কেন্দ্রীয় কপ্টিক গীর্জ্জার পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম লইয়া ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকার তাহাদের নাই।

বিদেশীয়গণ বহিষ্কৃত

আবিসিনিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী সুদান ও কেনিয়ায় ইটা-লিয়ান মিশনারীরা কাজ করিতেছেন; কিন্তু আবি-সিনিয়া হইতে ইটালিয়ান ব্যতীত আর সকল শ্রেণীর মিশনারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত বিদেশীদিগকেও বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত বৃটিশ-ভারতীয় ব্যবসায়ী জি, এম, মোহাম্মদ আলীর প্রতিষ্ঠান—যাহা ১৮৮৮ সাল হইতে আবিসিনিয়ায় ব্যবসা চালাইয়া উক্ত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল—ইটালিয়ানরা উক্ত প্রতিষ্ঠানকেও বাহির করিয়া দিয়াছে। অবশ্য বৃটিশ গভর্ণমেন্টের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান কতক ক্ষতিপূরণ লাভ করিয়াছে।

ইটালীয় শাসনে আবিসিনিয়ার দশা কি হইয়াছে—উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই তৎসম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। প্রকৃত-পক্ষে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব আবিসি-নিয়ায় দিন-দিনই ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে এবং ফ্যাসিষ্ট সেনাদলের জন্যই মাত্র এই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠার সুযোগ পাইতেছে না।

চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেণিং

রাউজান-কেন্দ্রের সাফল্য

বিগত ১১ই আশ্বিন শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে নব প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেণিং কেন্দ্রের হিন্দু মুসলমান ছাত্রবৃন্দের সমন্বয়ে সামাজিক নাটক "পথের শেষে" বেশ সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে। উক্ত উৎসবে প্রায় চার হাজার দর্শক সমবেত হইয়াছিল। এতদঞ্চলে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ে এইরূপ কোন নাটক এই পর্য্যন্ত অভিনীত হয় নাই। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

অত্যল্পকাল মধ্যে এই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষক ট্রেণিং কেন্দ্রটি ইহার সুযোগ্য হেড মাষ্টার মিঃ এ, এইচ, আনোয়ার এম, এ; বি, টি এবং অন্যতম সহকারী শিক্ষক বাবু হরিমন ঘোষ মহাশয়ের অধ্যবসায় ও কর্ম্মনিপুণতায় সর্ব্বতোভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া জনসাধারণ ভূয়সী প্রশংসা করেন।

যক্ষ্মারোগ নিবারণ-প্রচেষ্টা

সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা

বাঙ্গলা সরকারের যক্ষ্মারোগ নিবারণ সংক্রান্ত নীতি অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে কতিপয় নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। আশা করা যায়, এতদ্দ্বারা যক্ষ্মারোগাক্রান্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এবং সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্য বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাও কম হইবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহারও যক্ষ্মারোগ হইলে তাহাকে উপযুক্ত চিকিৎসা-ধীনে আনয়ন করা সম্পর্কে কোনও নির্দ্দিষ্ট সরকারী নীতি না থাকায়, কেবলমাত্র যে উক্ত রোগীরই প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, তাহা নহে; পরন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজন, অনুচর ও যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসে, তাহাদেরও সমূহ অপকার সাধিত হওয়ায় যক্ষ্মারোগ নিবারণ আন্দো-লনের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তির নিকট হইতে এই রোগ অন্য কোন ব্যক্তিতে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই এবং যাহারা নিজেদের স্বাস্থ্যহানি না করিয়াও সরকারী কার্য্য পরিচালনে সক্ষম, তাহাদিগকেও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছে সন্দেহে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া-ছেন যে, কোন কর্ম্মচারীর যক্ষ্মারোগ হইয়াছে সন্দেহ হইলে, তাঁহাকে বিনা-পারিশ্রমিকে পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য প্রেসিডেন্সী অথবা সিভিল-সার্জ্জনের নিকট প্রেরণ করা হইবে। যদি উক্ত কর্ম্মচারী কাজ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন, তবে তাঁহাকে কতিপয় শর্ত্তে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। যদি তাঁহার কফ পরীক্ষা করিয়া যক্ষ্মা বীজাণু পাওয়া যায়, অথবা তাঁহার নিকট হইতে অন্যান্য ব্যক্তিতে এই রোগ সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে নিয়মানুসারে তিনি যতদিন পর্য্যন্ত ছুটী পাইতে পারেন, তাঁহাকে ততদিনের ছুটি দেওয়া হইবে এবং সরকারী মেডিক্যাল অফিসার কর্ত্তৃক কার্য্যে যোগদানের উপযুক্ত বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

রংপুর প্রসূতি-সদন

বাঙ্গলা সরকারের সাহায্য

রংপুর প্রসূতি ও শিশু-সদনের বর্ত্তমান গৃহের প্রয়োজনীয় পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গলা সরকার ৩,২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের গৃহটি তদনুযায়ীভাবে নির্ম্মাণ করার জন্যই এই অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। সরকারী শর্ত্ত অনুযায়ী এই কেন্দ্রে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতির চিকিৎসা ও পরীক্ষাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও সহকারী ডিরেক্টর, বাঙ্গলার প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অথবা ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রেরিত যে কোন কর্ম্মচারী এই কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

সিভিক গার্ড দলের কর্ত্তব্য ও সংগঠন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের নিম্নলিখিত প্রস্তাব গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে:

এই প্রদেশের অধিবাসীগণ বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে কার্য্যকরীভাবে সাধারণ শৃঙ্খলা রাখিতে সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার ১৯৪০ সালের সিভিক গার্ড অর্ডিন্যান্সএর ধারা অনুযায়ী (১৯৪০ সালের ৮নং ধারা) এই প্রদেশে সিভিক গার্ড স্বেচ্ছাসেবক গঠন করিয়াছেন। সিভিক গার্ড দল একটি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উহার সভ্য নিযুক্ত হইতে পারে। জনসাধারণের অবগতির জন্য সিভিক গার্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

[ম বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা] কলিকাতা, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৪০ [এক আনা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বরিশাল, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় বিপুল সাড়া

বরিশালে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর এবং লেডী বেটী হার্বার্ট ২৪শে নভেম্বর রাত্রে বরিশালে গমন করেন। ২৫শে তারিখ প্রাতে জনসাধারণের পক্ষ হইতে স্থানীয় জেলা-জজ কম্পাউণ্ডে গভর্ণর ও গভর্ণর-পত্নীকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। নেতৃস্থানীয় বে-সরকারী ভদ্র মহোদয়গণ এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জের সমস্ত পুলিস বাহিনী গভর্ণর ও গভর্ণর-পত্নীকে গার্ড-অব-অনার প্রদান করেন। অতঃপর স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড, আঞ্জুমানে ইসলামিয়া এবং জমিদার সমিতির পক্ষ হইতে গভর্ণরকে মানপত্র প্রদত্ত হইলে উত্তরে গভর্ণর বাহাদুর নিম্ন বক্তৃতাটি প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মহামান্য গভর্ণর, বরিশালের অধিবাসী-সংখ্যা বেশীর ভাগই মুসলমান, বর্ত্তমান যুদ্ধে ইসলামের বিপদের কথা স্মরণ করিয়া আজ মুসলমান মাত্রেরই বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, বলিয়া মন্তব্য করেন। ইটালী মিসর ও আলবেনিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। শুধু আলবেনিয়া বা মিসরের মুসলমান অধিবাসিগণ নহে, এই আক্রমণের ফলে সমগ্র মোস্লেম জগতই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন। তিনি আরও মনে করেন যে, কেবল মুসলমান নহে—হিন্দু-সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও আজ সমূহ বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহুদীদের উপর নির্য্যাতন, খৃষ্টানদের উপর উৎপীড়ন এই সব দেখিয়া এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কোনও ধর্ম্মের প্রতিই জার্ম্মাণী বা ইটালীর শ্রদ্ধা নাই।

অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাখরগঞ্জের কৃষির অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বরিশালে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর যাহাতে ঠিক থাকে, সেই দিকে ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উল্লেখ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যতশীঘ্র দূর হয়, ততই মঙ্গল। এই প্রসঙ্গে গভর্ণর বৃটেনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, সেখানেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে বৈষম্য ও মতানৈক্য ছিল; কিন্তু যুদ্ধ বাধিবামাত্র বিভিন্ন পার্টি দলাদলি ও বৈষম্য ঘুচাইয়া দেশরক্ষার জন্য জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনে একত্রিত হইয়াছেন। দেশের এই সঙ্কটকালে বাঙলার অধিবাসীবৃন্দকে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ও দলীয় রেষারেষি ভুলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া তিনি বক্তৃতার শেষে ঘোষণা করেন।

বরিশালের মিউনিসিপ্যাল এলাকার জল সরবরাহ পরিকল্পনা, বরিশালে টেকনিক্যাল স্কুল ইত্যাদির উল্লেখ প্রসঙ্গে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, প্রস্তাবগুলি সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করা, অবশ্য সরকারের ক্ষমতা [illegible] নাই। বাখরগঞ্জ জেলার সেচ-সমস্যার উল্লেখ প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর বলেন যে, সেচ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনাগুলি যাহাতে বিভিন্ন জেলা-বোর্ডের হাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, সরকার তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। সরকার এবং জেলা বোর্ড তখন সম্মিলিতভাবে উহার খরচ বহন করিবেন। মরা ও মাজা নদীগুলির সংস্কারের জন্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর সভায় ঘোষণা করেন।

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

বাখরগঞ্জ জেলার পথঘাটের সংস্কার এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি প্রসঙ্গে আলোচনার পর মহামান্য গভর্ণর ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্যকারিতার কথাও উল্লেখ করেন।

জমিদার সমিতির মানপত্রের উত্তরে গভর্ণর বলেন যে, ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টটি বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সরকার এই সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করিবেন বলিয়া তিনি জমিদারবৃন্দকে আশ্বাস দেন।

বরিশালে মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

২৫শে নভেম্বর অপরাহ্নে বিপুল সমারোহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বাঙলার গভর্ণর ও লেডী বেটী হার্বার্টকে এক উদ্যান-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন। সম্মিলনীর পূর্ব্বে মহামান্য গভর্ণর বরিশালে একটি মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য গভর্ণরকে আহ্বান করার পূর্ব্বে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এম, সিউনীদের প্রশংসা করেন এবং মহামান্য গভর্ণর যে প্রধান-মন্ত্রীর পিতা পরলোকগত মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজেদের নামানুসারে মেডিক্যাল স্কুলের নামকরণে রাজী হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

উদ্যান-সম্মিলনীতে চারি সহস্রাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি যোগদান করেন। কয়েকজন মহিলাও সম্মিলনীতে যোগদান করিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

গভর্ণর বাহাদুরের পেপুয়াড়া পরিদর্শন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ২৬শে নভেম্বর প্রাতে পেপুয়াড়ার সেচ-কোয়ার্টার্স পরিদর্শন করেন। তথায় তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। গভর্ণর স্থানীয় বাজার, কপোরাইজেশন অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, চাউলের কল এবং কলোনির হাট-বাজারটি পরিদর্শন করিয়াছেন।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পাঞ্জাবের প্রধান-মন্ত্রীর পুত্র

যুদ্ধে বন্দী হওয়ার সংবাদ

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় স্যার সেকেন্দার হায়াত খানের পুত্র লেফটেনাণ্ট শৌকত হায়াত খানের খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া গত ৩রা নভেম্বর তারিখে সংবাদ আসিয়াছিল। এখন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বন্দী হইয়াছেন। তিনি আহত হইয়াছেন; তবে তাঁহার জখম গুরুতর নহে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা অন্য) হইতে স্বতন্ত্র, যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং অগ্রিম বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।)

__পি এণ্ড ও__

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

__বি-আই-এস-এন কোং লিঃ__

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্ণে লিখিত জানান। যুদ্ধ হেতু পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব খোঁজাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২রা ডিসেম্বর—১৯৪০

পঞ্চম বাহিনী

পাঠকগণের হয়ত স্মরণ আছে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমরা "পঞ্চম বাহিনী" সম্বন্ধে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন মহল প্রকাশ্যভাবে এ বিষয়ে আলোচনা বেশ পছন্দ করে নাই। পক্ষান্তরে একটি সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই প্রবন্ধের প্রধান প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি সংবাদ হিসাবে প্রচার করিয়াছেন। "পঞ্চম বাহিনীর" অনিষ্টের কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে জন-সাধারণকে তাহাদের সম্বন্ধে সতর্ক করা একান্ত প্রয়োজন এবং এই দিক দিয়া উপযোক্ত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানটি যে বেশ ভাল কাজ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। যাঁহারা প্রকৃতই সদিচ্ছা-পরায়ণ লোক, আমাদের সতর্কবাণীর প্রকৃত মূল্য তাঁহারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিয়াছেন। কিন্তু এমনও একদল লোক আছে, যাহারা এরূপ সতর্কবাণী সম্ভবতঃ পছন্দ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে কোনও একখানা সংবাদপত্র প্রবন্ধটির ব্যাপক প্রচারের জন্য উল্লেখিত সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটি মোটেই ব্যাপক প্রচারের উপযোগী ছিল না। আমাদের এই সহযোগী অতঃপর প্রায় দুই কলম স্থান ব্যাপীয়া নানারূপ কথার অবতারণা করিয়া এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে আমাদের সতর্কবাণীর কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

অপর একখানা সংবাদপত্রও সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্য দিয়া এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে দেশে "পঞ্চম বাহিনীর" কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও আমরা নাকি অনর্থক এরূপ "পঞ্চম বাহিনী" আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছি। এ সব কথার উত্তরে আমরা শুধু এ কথাই বলিতে চাই যে, "দেশের সদিচ্ছাপরায়ণ" নর-নারীর উদ্দেশ্যেই আমরা সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছিলাম; কারণ আসন্ন বিপদের অনুভূতি তাঁহাদের রহিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যাহারা কোন বিষয় বুঝিয়াও না বুঝার ভান্ করে, তাহাদিগকে বুঝান প্রকৃতই অতি-কঠিন ব্যাপার। তা'ছাড়া যেসব লোক "নিজেদের ভীরুতা, বোকামী বা অসতর্কতা দ্বারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবে দেশের আত্মরক্ষার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিয়া" প্রকারান্তরে নিজেদিগকে "পঞ্চম বাহিনীর" হাতের ক্রীড়নক করিয়া তুলে, তাহাদের মধ্যে আসন্ন বিপদের অনুভূতি জাগানও প্রকৃতপক্ষে অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার।

যেসব যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়াছিলাম, যাহারা এ-হেন সতর্কবাণীকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা যে প্রকারান্তরে শত্রুপক্ষেরই সাহায্য করিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আছে কি? এরূপভাবে পূর্ব্বোক্ত উচ্চারিত সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করারই পরিণামে হল্যাণ্ড, নরওয়ে, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পতন হইয়াছে। সুতরাং কাল হলে ভারতের সম্মুখেও বিপদ আসন্ন, এই সতর্কবাণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া যাহারা দেশবাসীকে "অসতর্ক" করিয়া দিতে চায়, তাহারা প্রকারান্তরে হিটলার ও তাঁহার "পঞ্চম-বাহিনীর" কার্য্যেই সাহায্য করিতেছে, সন্দেহ নাই। এরূপ বিরুদ্ধ সমালোচকগণ যে দেশের "আত্মরক্ষার শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়," তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং পুনরায় একান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা একথা উল্লেখ করিতে চাই যে, ভারতেও "পঞ্চম বাহিনীর" অস্তিত্বাস্তিত্বের আশঙ্কা পূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দেশের সদিচ্ছা-পরায়ণ নর-নারীর এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক থাকা উচিত। যেসব লেখক এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া "সদিচ্ছার অভাব" প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, রাজনৈতিক মতবাদ ভুলিয়া সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করাই তাঁহাদের পক্ষে উচিত হইবে।

রাজকীয় বিমান-বহরের সাফল্য

যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্ম্মাণ সেনাপতি মার্শেল গোয়েরিং ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণ রক্ষণ-ব্যবস্থা এত দৃঢ় যে, বার্লিনের উপর বোমা বর্ষণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু গত কয় মাস যাবত রাজকীয় বিমান-বহরের বিমান-সমূহ বৃটেন হইতে উড়িয়া গিয়া পুনঃ পুনঃ সাফল্যভাবে বার্লিন ও জার্ম্মাণীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্থানে সম্পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে গোয়েরিং-এর উপরোক্ত উক্তির ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইয়াছে। বার্লিন হইতে বহু সহস্র নারী ও বালক-বালিকাকে ইতিমধ্যেই স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বহু রজনীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কোন কোন সময় সারা রাতও—জার্ম্মাণ রাজধানীকে নিষ্প্রদীপ অবস্থায় রাখিতে হইয়াছে। এমন কি, রাজকীয় বিমানবহরের সাহসী বৈমানিকগণ বহুবার দিনের বেলায়ও বার্লিন আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং মার্শেল গোয়েরিংকে আজ বাধ্য হইয়া অনেকাংশে সত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। নিরপেক্ষ দেশের সংবাদপত্রসমূহের রিপোর্টারদের নিকট তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, বার্লিনের উপর বোমা বর্ষণ সম্পর্কিত সকল সংবাদই বিশেষভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হইয়াছে। বার্লিনের অধিবাসীরা এতটা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, বিগত ২রা নভেম্বর তারিখে যদিও বার্লিন বা জার্ম্মাণীর অপর কোথাও কোন বৃটিশ বিমান হানা দেয় নাই, তথাপি একটা সতর্কতা-ধ্বনি শুনিয়াই লোক-জন তাড়াতাড়ি করিয়া আশ্রয়স্থানে দৌড়িয়াছিল। প্রকাশ, নগরীর উপর একটি জার্ম্মাণ বিমান দেখিয়াই বার্লিনবাসিগণ এতটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলে কাটানোর পর অবশেষে সকলে বুঝিতে পারে যে, আকাশে যে বিমানটি দেখা গিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহাদের নিজেদেরই বিমান। এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায়, রাজকীয় বিমান-বাহিনী জার্ম্মাণ জনগণের মনে কতটা ভীতির সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর ব্যর্থতা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে বৃটেনের উপর জার্ম্মাণীর বিমান আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই আক্রমণের ফলে বৃটেনের সামরিক শক্তির কতটা ক্ষতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে জার্ম্মাণ বেতার-বার্ত্তার প্রতিনিয়তই নানারূপ আজগুবী কাহিনী প্রচারিত হইলেও, আক্রমণ চালাইতে গিয়া জার্ম্মাণীর যে বিপুল সংখ্যক বিমান ও বৈমানিক বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিলে বেশ মনে করা চলে যে, প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনী শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়াছে। বিমান আক্রমণে বৃটেনের সামরিক শক্তির যে খুব সামান্যই ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, নিরপেক্ষ সংবাদপত্র প্রতিনিধিবর্গ—এমন কি তুর্কীর সামরিক বিভাগের মুখপত্র "ভেক্কীত" পত্রিকা পর্য্যন্ত—ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এসব আক্রমণে বৃটেনের সমর-শক্তি মোটেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গত তিন মাসের বেপরওয়া বোমা-বর্ষণে বৃটেনে মাত্র ৩০০ সৈন্য নিহত ও ৫০০ সৈন্য আহত হইয়াছে। অবশ্য বেসামরিক নর-নারী মারা গিয়াছে অনেক। কারণ, দেশবাসীর মনোবল নষ্ট করিয়া দিবার জন্য নাৎসীরা ইচ্ছাপূর্ব্বকভাবেই বেসামরিক জনগণের (তন্মধ্যে নারী ও শিশু অনেক হইবে) উপর বেশী করিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। কিন্তু এতদ্সত্বেও অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত প্রতি ২০০,০০০ জন লোকের মধ্যে বৃটেনে একজন নিহত ও প্রতি ১৩২,০০০ জনের মধ্যে একজন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। লণ্ডনের জনবহুল অঞ্চলসমূহেও গড়প্রতি ৪৩,০০০ জনের মধ্যে একজন নিহত ও প্রতি ৩০,০০০ জনের মধ্যে একজন সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। এই ক্ষতি যদিও বিরাট, তথাপি বিগত মহাসমরে ১৯১৪ সালের ক্ষতির তুলনায় ইহা অতি সামান্য বলিতে হইবে। মহা-যুদ্ধের দিনে 'সমে' নামক স্থানের মাত্র দিন ব্যাপী যুদ্ধেই ৬০,০০০ বৃটিশ সৈন্য নিহত হইয়াছিল এবং একমাত্র 'প্যাসেণ্ডেলে' নামক স্থানে যুদ্ধেই ৮০,০০০জনের সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

প্রচার-কার্য্যে সত্যের মূল্য

"সত্যের জয় সুনিশ্চিত"—এই সুধী-বাণী অনুসরণ করিয়াই যে বৃটিশ প্রচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর দফতর হইতে যুদ্ধ সম্পর্কীত সংবাদাদি প্রচারিত হইতেছে, সমগ্র জগতেরই নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করিতেছেন। পক্ষান্তরে ডাঃ গোয়েবল্‌স্‌ পরিচালিত জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগ হইতে অবিরত মিথ্যারই যে জাল বিস্তারের প্রয়াস পাওয়া হইতেছে, তাহাও সকলেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমেরিকান, তুর্কী, আরবী বা মিশরীর সংবাদ-পত্রগুলির কথা না হয় বাদ দেওয়া হইল; কিন্তু জার্ম্মাণীর সহিত অনেকটা মিতালীতে আবদ্ধ রুশীয় সংবাদপত্রসমূহও যে জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগের কাহিনীর অসারতা বুঝিতে পারিয়া বৃটিশ প্রচার-বিভাগের কথাই বিশ্বাস করিতেছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি ইটালীয়ানগণ নিজেরাই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বৃটিশ পক্ষ হইতে শত্রু-পক্ষের ক্ষতির যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে অতিরঞ্জনের কোন স্থান ত নাইই, বরং অনেক সময় ক্ষতির পরিমাণ কম করিয়াই বলা হইয়া থাকে। অবশ্য জার্ম্মাণীর মতই ইটালীয়ান-গণও তাহাদের 'সাফল্য' সম্পর্কে অনেক মনগড়া কাহিনী সময় সময় প্রচার করিয়া থাকে; কিন্তু তাহারা নিজেদের হতাহতের তালিকাও অবশ্য প্রকাশ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে উত্তর-আফ্রিকায় ইটালীয় সেনা-বাহিনীর উপর আক্রমণ সম্পর্কে এক বৃটিশ সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, ১১টি ইটালীয় বিমান বিনষ্ট ও ৬৯ জন বৈমানিক নিহত হইয়াছে। ইটালীয় রিপোর্টে এই ক্ষতির বিবরণ দিতে যাইয়া বলা হইয়াছে যে, মোট ২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৭৭ জনের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; অর্থাৎ মোট ১০৪ জন লোক মারা গিয়াছে বা নিখোঁজ হইয়াছে। এই সংখ্যা বৃটিশ পক্ষের প্রচারিত সংখ্যা হইতে ৩৫ জন বেশী। কাজেই বলা চলে, বৃটিশপক্ষ হইতে শত্রু বা নিজেদের ক্ষতির যে বিবরণ প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা সকল ক্ষেত্রেই এরূপ সত্য-পরিচয়ে সমর্থিত হইয়া থাকে। "সত্যের যে মূল্য অনেক"—জার্ম্মাণরা তাহা উপলব্ধি করিবে না, তাহা আমরা জানি।

[পাদ-পূরক ১ম কলমের নিম্নে দেখুন]

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতের কর্ত্তব্য

ভারতীয় নেতৃবর্গের অভিমত

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষের জন-নেতৃগণের যে অভিমত দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল :—

স্যার এন, এন, সরকার

ভারত গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে ভারতীয় শিল্পতত্ত্ববিশারদদিগকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া ১৯৪০ সনের ১লা জুলাই তারিখে স্যার এন, এন, সরকার বলেন,—"শিল্প ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া যুদ্ধের দায়িত্ব বহন করিবার জন্য ভারতবর্ষ উৎসুক রহিয়াছে।"

মিঃ জমশেদ মেহ্‌তা

সিন্ধু প্রদেশের মিঃ জমশেদ মেহতা বিগত ৩০শে জুন তারিখে করাচীতে একটি জনসভায় বলেন,—"মিত্র-শক্তি স্বাধীনতার মূল নীতির জন্য তাবসিক শক্তির বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে মিত্রশক্তিকে সমর্থন করা অবশ্যনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া আমি মনে করি।"

স্যার মির্জ্জা ইসমাইল

মহীশূরের দেওয়ান ভাগলপুরে একটি জন-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—"ভারতের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য ভারতবর্ষকে সমস্ত শক্তি দিয়া বিপুল যুদ্ধ-প্রচেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য মিত্র-শক্তি, যাহাদের সহযোগিতায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করা হইবে, এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সক্ষম হয়।"

স্যার সি, ভি, রমন

বিগত ২৬শে জুলাই তারিখে একটি জনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া স্যার সি, ভি, রমন বলেন—"শান্তিতে বসবাস করিবার ফলে ভারতবর্ষে আমরা এরূপ জড়তায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি যে, এদেশের লক্ষ লক্ষ লোক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না কিরূপ বিষম বিপদে আমরা আপতিত হইয়াছি। আমি চাই যে হিটলার অথবা মুসোলিনী কতিপয় উড়ো জাহাজ প্রেরণ করিয়া আমাদের কয়েকটি শহরের উপর বোমা বর্ষণ করুক; তাহাতে সভায় বক্তৃতা দ্বারা নেতাগণ মানুষের মনে যতটা যুদ্ধ প্রেরণা জাগাইতে পারে, তাহার চেয়ে অধিকতর কাজ হইবে।"

ডাঃ জি, এস, আরুণ্ডেল

থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জি, এস, আরুণ্ডেল "যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবাসীদের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, যুদ্ধ জয়ের নিমিত্ত বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করুন।

মিঃ চুনীলাল বি, মেহ্‌তা

ভারতীয় বণিক সভার প্রেসিডেণ্ট মিঃ চুনীলাল বি, মেহতা বিগত ৩রা আগষ্ট তারিখে উক্ত সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—"আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হইত তাহা হইলেও নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ প্রসারে বাধা দানের জন্য ভারতবর্ষ স্বেচ্ছায় বৃটেনের সাহায্য করিত এবং জগতে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিত।"

স্যার চিমনলাল শীতলবাদ

বিগত ২রা আগষ্ট তারিখে সংবাদপত্রে বিবরণ দিতে যাইয়া স্যার চিমনলাল শীতলবাদ বলেন—"শত্রুর বিরুদ্ধে বৃটেনের জয়লাভের উপরই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডকে সাহায্য করাই ভারতের কর্ত্তব্য।"

স্যার আর, কে, সন্মুখম চেট্টী

কোচীন রাজ্যের দেওয়ান স্যার আর, কে, সন্মুখম চেট্টী সাহেব নিখিল ভারত স্বদেশী শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে বিগত ৫ই আগষ্ট তারিখে বলেন "আমি বলিতে চাই যে আগামী কল্যও যদি ভারতবর্ষকে বৃটেনের সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়, তথাপি হিটলার ও মুসোলিনীকে ধ্বংস করিবার জন্য এবং সমগ্র জগতকে এই বিষম বিপদ হইতে রক্ষার জন্য আজ বৃটেনকে সাহায্য করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।.........এ যুদ্ধ আমাদেরই যুদ্ধ এবং আমাদিগকেই লড়িতে হইবে।"

মিঃ এম, এন, রায়

বড়লাট বাহাদুর ভারতবর্ষে বৃটিশ নীতির যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহার আলোচনা করিয়া মিঃ এম, এন, রায় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য যাহারা যুদ্ধ করে, তাহাদের আশু উদ্দেশ্য হইবে ফ্যাসিষ্টবাদকে ধ্বংস করা। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ভারতবর্ষে যে নীতিই অনুসরণ করুক, ভারতবর্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে এই সংগ্রামে যোগদান করা। কাজেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাহারা সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে একটী উদ্দেশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত নহে, বৃটিশ গণতন্ত্রের সহিত সহযোগিতা করা।"

লর্ড সিংহ

কলিকাতা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে একটি প্রতিনিধিমূলক সভায় বাঙ্গলাদেশে একটি বিমান বাহিনীর ব্যবস্থা করিবার জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করিতে যাইয়া লর্ড সিংহ বলেন "এ সম্বন্ধে দ্বিমত থাকিতে পারে না যে, নাৎসীবাদকে চিরতরে ধ্বংস করিতে হইবে। আমাদের স্বার্থ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত আমাদের উত্থান বা পতন হইবে।"

কুমাররাজা মুথিয়া চেট্টিয়ার

মাদ্রাজ ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দলের নেতা কুমাররাজা মুথিয়া চেট্টিয়ার বিগত ২৪শে আগষ্ট তারিখে ত্রিচুরাপুর জাষ্টিস-পার্টি সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া বলেন :—"সভ্যতার সংরক্ষণ জন্য যে সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে, ভারত যদি এই সংগ্রামে সম্পূর্ণ বিনা-সর্ত্তে ও পূর্ণপ্রাণে বৃটেনের পার্শ্বে যাইয়া না দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও গৌরবজনক ঐতিহ্যের অবমাননাই করা হইবে মাত্র।"

মিঃ এম, এন, রায়

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী দিবসের অনুষ্ঠানে দেরাদুনে এক জন-সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মিঃ এম এন, রায় বলিয়াছেন :—"বৈদেশিক ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বৃটিশ যে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, এই যুদ্ধে আমরা যদি বৃটেনের সাহায্য করা প্রয়োজন মনে না করি এবং ফ্যাসিজমের বন্ধুদের সঙ্গেই গোপনে মিতালী প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাই, তাহা হইলে স্বাধীনতার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না।"

খানবাহাদুর ইসমাইল

বিহার মোসলেম-লীগের প্রেসিডেণ্ট খান বাহাদুর ইসমাইল বিগত ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—"যুদ্ধ-পরিচালন ব্যাপারে বৃটেনকে সাহায্য করা প্রত্যেকেরই উচিত।"

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

মাদ্রাজের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যুদ্ধ-তহবিলে ৫০০০ সাহায্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এক পত্র লিখিয়া পণ্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ জানাইয়াছেন :—"আমরা অন্তরের সঙ্গে ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ কেবল আত্মরক্ষার জন্য কিম্বা সমগ্র বিশ্ব পদানত করিয়া নাৎসী-নীতি প্রবর্ত্তনের জার্ম্মাণ আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতির প্রতিরোধের সংগ্রাম নহে, বরং সভ্যতা ও তাহার কল্যাণে যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা নৈতিক অবদান পৃথিবী উত্থিয়াছে, তাহার রক্ষার—এক কথায় সমগ্র মানব-জাতির ভবিষ্যৎ রক্ষার্থই সংগ্রাম চলিতেছে। পরিণাম যাহাই হউক না কেন, এই সংগ্রামে আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি অটল থাকিবেই।"

স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান

পাঞ্জাবের প্রধান-মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান বিগত ১লা অক্টোবর তারিখে গুজরাণওয়ালা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য-সভায় বক্তৃতা দিতে যাইয়া বলেন :—"পাঞ্জাব সম্পর্কে আমি বলিতে পারি—দেশের পঞ্চাশ হাজার লোক বিটিশবাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য ব্যগ্র। আমার বিশ্বাস অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ মনোভাবই বিদ্যমান। যদি হিটলার বৃটেনের উপর জয়ী হয়, তাহা হইলে ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার সব আশার অবসান নিশ্চয়ই হইবে, এবং যে স্বাধীনতাটুকু আমরা এ-পর্য্যন্ত পাইয়াছি, তাহারও অবসান ঘটিবে।"

ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে

নিখিল-ভারত হিন্দু-মহাসভার কার্য্যকরী সভাপতি ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নাগপুর

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জার্ম্মাণ বেতারের মিথ্যা-প্রচার

বিগত ৫ই নভেম্বর তারিখে কুরকায় এক জার্ম্মাণ রণতরি কর্ত্তৃক আটলাণ্টিক মহাসাগরে একটি বৃটিশ "কনভয়" আক্রান্ত হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এক্ষণে নিঃসন্দেহিত ভাবে জানা গিয়াছে যে, 'কনভয়ের' মোট ৩৮ খানা জাহাজের মধ্যে মাত্র ৫ খানা বিনষ্ট হইয়াছে, বাকী জাহাজগুলি নিরাপদে বৃটেনের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে। আক্রমণের অব্যবহিত পরেই জার্ম্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, উক্ত 'কনভয়ের' সবগুলি জাহাজই ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ৮ই নভেম্বর তারিখে বেলা ১১টা ১৫ মিনিটের সময় জার্ম্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হয় "আটলাণ্টিক মহাসাগরে যোদ্ধাবেশ জার্ম্মাণ রণতরি পশ্চিম হইতে বৃটেনে রসদ সরবরাহকারী একটি 'কনভয়ের' সবগুলি জাহাজকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছে।" এই ঘোষণার দুই ঘণ্টা পর জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরূপভাবে ৮৬,০০০ টন বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ বিনিষ্ট হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে কয়টি জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহার মোট 'টনের' যোগেই উপরোক্ত সংখ্যার অনুরূপ নহে এবং ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে যে, জাহাজের ক্ষতি সম্পর্কে জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে যেসব সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা কতদূর ভিত্তিহীন।

জার্ম্মাণ বেতারে এই সম্পর্কে পরে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, জার্ম্মাণ রণতরি খুব দ্রুততার সহিত কাজ করায়ই "কনভয়ের" অন্তর্ভুক্ত সবগুলি জাহাজ নিমজ্জন সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু এক্ষণে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণদের এরূপ দাবীর কোনও মূল্য নাই। কারণ, 'কনভয়ের' অন্তর্ভুক্ত ৩৩টি জাহাজ সম্পূর্ণ নিরাপদে বৃটেনের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

যুদ্ধ ভাণ্ডারে বিরাট দান প্রাপ্তি

বিগত ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর চট্টগ্রাম পরিদর্শনে গমন করিলে পর (বিস্তৃত বিবরণ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে) বিরাটভাবে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরের হস্তে ৪০,০০০৲ টাকার একখানা চেক প্রদান করা হয়। সার্কিট-হাউস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এস, লার্কিন, আই-সি-এস, এই চেকখানা গভর্ণরের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরায় ৫৩,২৫৫৲ টাকা প্রাপ্তি

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৯শে নভেম্বর কুমিল্লায় গমন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ গত সপ্তাহেই তাহা অবগত হইয়াছেন। বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে গভর্ণর-বাহাদুর স্থানীয় যুদ্ধ-কমিটীর এক সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এ-পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জিলা যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডারে যে দান দিয়াছে, তাহাতে এই জেলা প্রথম স্থানীয় কতিপয় জেলার স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে। লাট সাহেব জেলার সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠানেরও প্রশংসা করেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য ব্যাপারে এবং দেশের শান্তি অব্যাহত রাখার কার্য্যে মফঃস্বলের কমিটীসমূহ কলিকাতার "গণ-সংযোগ কমিটির" (Public Relations Committee) সাহায্য চাহিলে সেখান হইতে বক্তা প্রেরিত হইবে।

গভর্ণর মহোদয় একথাও বলেন যে, বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার সহিত কেবল সেনাদলই সংশ্লিষ্ট নহে। এই যুদ্ধের প্রভাব সকল সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক দেশের আর্থিক অবস্থার উপরও পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাটের বাজারে যে মন্দা দেখা দিয়াছে, তাহার কারণ শুধু উহাই নহে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে চটের থলিয়া আর আগের মত ব্যবহৃত হয় না; বরং এক দেশ হইতে অন্য দেশে যুদ্ধ-বিস্তৃতির ফলে বিদেশে পাট চালান দেওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও পাট-ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইতেছে।

গভর্ণর-বাহাদুর আরও বলেন যে, অত্যাচারী শক্তি-সমূহের গর্ব্ব খর্ব্ব করার জন্য সভ্য জাতিসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা স্বাধীনতাপ্রিয় প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ত্রিপুরা জেলা যুদ্ধ-কমিটির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সাব-কমিটির চেষ্টায় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে যে চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, লাট-সাহেব তজ্জন্য মহিলা সাব-কমিটির কার্য্যের প্রশংসা করেন।

ত্রিপুরা জেলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য হিসাবে গভর্ণর-বাহাদুরকে ৪৭,৬০৫৲ টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

স্থানীয় ডাকবাংলোয় অনুষ্ঠিত এক পর্দ্দা-পার্টিতে মহিলা যুদ্ধ সাব-কমিটির পক্ষ হইতে গভর্ণর-পত্নী লেডী বেরী হার্বার্টকে ৫,৬৫০৲ টাকার এক তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

যোড়শ বাঙালী ব্যাটেলিয়ান

নিয়মিত ও সক্রিয় সৈন্যদল বলিয়া সরকারী ঘোষণা

ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্ম্মে ঘোষণা জারি করা হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল ফোর্সের ১৬ সংখ্যক (বাঙালী) ব্যাটেলিয়ান ২৬শে নভেম্বর হইতে মহামান্য সম্রাটের ভারতস্থ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর এই ব্যাটালিয়ানকে সকল প্রকার সামরিক দায়িত্ব পালনে নিয়োগ করা হইবে

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর

বড়দিন উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন

এক সরকারী কম্যুনিকে বলা হইয়াছে:—মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি আগামী ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন। দিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রার পথে বড়লাট বাহাদুর ঝড়িয়া কয়লা-খনি অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন। মহামান্যা লেডী লিনলিথগো ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিবেন।

আগামী ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি ও তাঁহার পত্নী তাঁহাদের শীতকালীন সফরের বাকী অংশ সম্পন্ন করিতে যাত্রা করিবেন।

বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিলে আরও ৩৫ হাজার টাকা প্রেরণ

লেডী বেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে আরও ৩৫,০০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত অর্থ বৃটিশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য একটি "স্পিটফায়ার" জঙ্গী বিমান ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে। এই অর্থে যে বিমান ক্রয় করা হইবে, তাহার উপর "বং—বঙ্গীয় মহিলার দান" কথাটি লেখা থাকিবে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিল কমিটি এই সম্পর্কে বৃটিশ বিমান-সচিবের নিকট একটি নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

জাতির
প্রতি
আহ্বান

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট—১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার বণ্ড ১৩৷৶০ হিসাবে পরিশোধ্য—বৎসরে ৩৲ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত। এই সময় কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকটস্থ পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন।

তিন বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড—১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৩ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। বৎসরে ৩৲ হারে সুদ হয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড—২৫৲ টাকার ঊর্দ্ধে যে কোন মূল্যের বণ্ড বিক্রীত হইবে। তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ্য—এক বৎসর পরে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। প্রমাণিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

স্বদেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করুন। আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ শান্তি ও মঙ্গলের জন্য টাকা নিয়োজিত করুন। দেশের আহ্বানে সাড়া দিন, ভারতের সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে আরো অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করুন। মনে রাখিবেন, ভারতের সমগ্র বিত্ত এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি আপনার শক্তির পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশের সেবা করুন ও নিজে লাভবান হউন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স্ বণ্ড্ ক্রয় করুন

G. I. S.

গ্রীক বাহিনীর অভাবনীয় জয়যাত্রা

সর্ব্বত্র ইটালিয়ানদের শোচনীয় দুর্দ্দশা

ত্রি-শক্তি চুক্তিতে হাঙ্গেরীর যোগদান

হাঙ্গেরী এ্যাক্সিস্-জাপান চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রচার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ভিয়েনাতে ভন রিবেনট্রপ, কাউণ্ট সিয়েনো এবং বার্লিনের জাপানী রাজদূত মিঃ কুরুসু এক পক্ষে এবং হাঙ্গেরীর পক্ষ হইতে কাউণ্ট সেকী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার ফলে ২৭শে সেপ্টেম্বর জার্ম্মাণী-ইটালী ও জাপানের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, হাঙ্গেরী তাহাতে যোগদান করিল।

হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণদের কড়াকড়ি

"ফ্রিজ নেদারল্যাণ্ড" নামক স্বাধীন ওলন্দাজদিগের সংবাদপত্রখানি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রের হল্যাণ্ডস্থিত সংবাদদাতা সংবাদ দিতেছেন, জার্ম্মাণীর বিমানবাহিনীর কর্ত্তা মার্শাল গোয়েরিং রাত্রিকালে বিমান যোগে হল্যাণ্ডের উপর গিয়াছিলেন। ওলন্দাজরা আক্রমণকারী বৃটিশ বিমানগুলিকে সঙ্কেত করিতেছে, এই মর্ম্মে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তিনি তাহার সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়াছিলেন।

ঐ সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন, বৃটিশ বিমান আক্রমণের সঙ্কেত করিবার পর আমষ্টার্ডাম, হেগ ও রটারডামে লোকে রাজপথে বাহির হইয়া পড়ে। নাৎসীরা তথায় লোককে রাত্রিতে বাড়ীর বাহির হইতে নিষেধ করিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছে, তাহার সময় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। লোককে রাত্রিকালে আরও অধিক সময় বাড়ীর মধ্যে থাকিতে হইবে। ৬টি স্কুল বালককে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষতি করার অপরাধে হেগের সামরিক আদালতের বিচারে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বালকরা জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিদ্যুতের ও টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়াছিল।

জার্ম্মাণীর বৃহত্তম জাহাজ ঘায়েল

ব্রেমেন শহরের উপরে সম্প্রতি রাজকীয় বিমানবাহিনী যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহাতে জার্ম্মাণীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী জাহাজ "ইউরোপা" ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত জাহাজখানি ব্রেমেনের ডকে অবস্থান করিতেছে।

উত্তর সমুদ্রে জার্ম্মাণ বোট নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌবাহিনী উত্তর সমুদ্রে একখানি জার্ম্মাণ বোট ডুবাইয়া দিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে নৌ-দপ্তর জানাইতেছেন যে, যে সকল জার্ম্মাণ জীবিত ছিল, তাহাদের সকলকেই উদ্ধার করা হইয়াছে। বৃটিশের পক্ষে কোন ক্ষতি বা কেহ হতাহত হয় নাই।

বৃটিশ সাব-মেরিণ "হেরণ-বো" নিখোঁজ

বৃটিশ নৌ-দপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাবমেরিণ "হেরণবো"র পৌঁছিবার তারিখ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; সুতরাং উহা ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।

জার্ম্মাণ টর্পেডো-বোট নিমজ্জিত

পূর্ব্ব উপকূলের নিকটে কয়েকখানি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারের সহিত যুদ্ধ করিয়া একখানি জার্ম্মাণ মোটর-টর্পেডো-বোট ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, একখানি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

এয়ার-মার্শাল বয়েড বন্দী

মিশর, বিভাগীয় সদরদপ্তরের ইস্তাহারে এয়ার মার্শাল ও, টি, বয়েডের শত্রু হস্তে বন্দী হওয়ার সংবাদ সরকারী ভাবে সমর্থিত হইয়াছে। এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "মধ্য-প্রাচ্য বিমানবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন-চীফের ডেপুটি এয়ার মার্শাল ও, টি, বয়েড ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করার জন্য এরোপ্লেনযোগে রওয়ানা হন। অতঃপর আর তাঁহার কোন সন্ধান মিলিতেছে না। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইটালিয়ানদের হাতে বন্দী হইয়াছেন।"

জার্ম্মাণীতে বৃটিশ বিমানের হানা

২৩শে নভেম্বর রাত্রে রাজকীয় বিমান বহর ডুইসবুর্গ-রুহরোর্টের উপর আক্রমণ চালায়। এই স্থান পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বন্দররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই বন্দর সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ রুহ্র রেল রাস্তা ও জলপথের মধ্যস্থলে উহা অবস্থিত এবং রাইন নদীর দক্ষিণ তীরের সমস্ত কারখানা অঞ্চলের সন্নিকটবর্ত্তী সেতু এইখানে শেষ হইয়াছে।

যেরূপ পুঙ্খভাবে আক্রমণ চালানো হয়, তাহাতে জার্ম্মাণীর পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মালসমূহ ধ্বংস না হইয়াই পারে না। কয়েক ঘণ্টা যাবত আক্রমণ চলে এবং বিশেষ ধরণের ভারী বোমা ব্যবহৃত হয়। পাইলটরা বলে যে, বিমানধ্বংসী কামান হইতে পুঙ্খভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। কাজেই, কামানের পাল্লার বাহিরে থাকিয়া লক্ষ্যস্থলকে ভালরূপে দেখিয়া লইয়া আক্রমণ চালায়।

তুরস্কের সতর্কতা আয়োজন

আঙ্কারার এক সংবাদে প্রকাশ,—দার্দানেলিস ও বস্ফোরাস প্রণালীর সামরিক এলাকায় সর্ব্বত্র "অবরোধের অবস্থা" ঘোষণার জন্য তুরস্ক গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া অবিলম্বেই গ্রাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীতে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষমতা হস্তগত হইলে সামরিক ও পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তুরস্কের দেশরক্ষা ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য শান্তি আইন জারী, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, সম্পত্তি হস্তগত করণ এবং অন্যান্য জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অধিকার লাভ করিবে। থ্রেস ও আমুন এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। গ্রীক-ইটালী সংঘর্ষের ফলে জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা থাকায় তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাব করিতেছেন।

করিৎসার পতন সম্পর্কে ইটালীয়ান স্বীকৃতি

ইটালীয়ান হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে ইটালীয়ান সেনারা করিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছে। উহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতির কথাও স্বীকৃত হইয়াছে। এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান সৈন্যদের যে দুইটি ডিভিশনকে যুদ্ধের সূচনায় গ্রীক-আলবানিয়া সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এগারো দিনের যুদ্ধের পর শহরের পশ্চিম দিকে তাহাদের সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। শহর হইতে সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হয়। ইটালীয়ানদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে এবং শত্রুপক্ষেরও সমানই অথবা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। নূতন আবধানী ইটালীয়ান সেনারা এখন নূতন ব্যূহভাগে সমবেত হইতেছে।

ইটালো-আলবেনিয়ান বন্দী

করিৎসার চতুর্দ্দিকে সংগ্রামের কালে ইটালীয়ানদের একটা সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়ন বন্দী এবং বিপুল পরিমাণ সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ইটালী অধিকৃত আরো দুইটি শহরের পতন

এথেন্স হইতে জানা গিয়াছে যে, আরো দুইটি আলবেনীয় শহর গ্রীকদের অধিকারে আসিয়াছে। অগ্রগামী গ্রীক বাহিনী করিৎসার ২০ মাইল উত্তর দিকে পোগ্রাডিজ শহরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহারা শহর অতিক্রম করিয়া আলবাসানগামী প্রধান রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। অন্য যে শহরটি গ্রীকদের অধিকারে আসিয়াছে, তাহা হইতেছে ছোট পার্ব্বত্য শহর মস্কোপোলিস। এই স্থানে ইটালীয়ানদের বাধা প্রদানের জন্য সমাবেশ হইতে পারে বলিয়া মনে হইতেছে।

গ্রীক বন্দরে বৃটিশ বৈমানিক

কয়েকদিন পূর্ব্বে বহুসংখ্যক বৃটিশ ও নিউজিল্যাণ্ডের বৈমানিক কোন গ্রীক বন্দরে আসিয়া অবতরণ করিয়াছে।

ট্যাঞ্জিয়ারকে মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা

ট্যাঞ্জিয়ারকে আইনতঃ স্পেনের আশ্রিত রাজ্য মরক্কোর অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য স্পেনের মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

দক্ষিণ ইংলণ্ডে বিমান হানা

২৪শে নভেম্বর শনিবার রাত্রে সমুদ্র হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে জার্ম্মাণ বোমারু বিমান ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের একটি শহরে আগ্নেয় বোমা বর্ষণ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে এই শহরে এত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ হয় নাই। বিমানগুলি যখন ঘাঁটিতে ফিরিয়া যায়, তখন নিক্ষিপ্ত তীব্র বিস্ফোরক বোমায় গীর্জ্জা, সিনেমাগৃহ, ব্যাঙ্ক, সরকারী অট্টালিকা, হোটেল, দোকান ও স্যানাটোরিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকস্থানে আগুন লাগিয়া যায়। বিমানগুলি এই সকল লক্ষ্যস্থলের উপর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহে, কিন্তু বিমানধ্বংসী কামানের প্রবল গোলাবর্ষণে তাহারা বিতাড়িত হয়।

বৃটিশ বিমানের পাল্টা আক্রমণ

আবহাওয়ার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ গ্রহণ করিয়া শনিবার রাত্রে বৃটিশ বিমান নানাস্থানে আক্রমণ চালায়। বার্লিন ও লিপজিগে জ্বালানী প্রস্তুত ও রেল ষ্টেশনের উপর বোমা বর্ষিত হয় এবং বিমান কারখানাসমূহ ডুইসবুর্গ-রুহরোর্ট-এর উপরও আক্রমণ চালান হয়। কোলোনের কারখানাদি ও ডর্টমুণ্ডের রেলওয়ে মার্শালিং-এর উপরও অন্যান্য বিমান আক্রমণ চালায়।

রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ ফ্লাশিং-জিব্রুগি এবং লা'হাভ্রের রেলপথের মাল-গুদামের উপর বোমাবর্ষণ করে। এই সময় পশ্চিমাঞ্চলে এবং এমডেনের ডেলফ্‌জিলে কয়েকটি অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ডাংকার্ক ও ওয়েমিরসের আগুন দেখা গিয়াছিল। ইহা ব্যতীত ক্রুপের কারখানা, ক্যালেয়ের একটি ফ্যাক্টরী এবং হল্যাণ্ডের কয়েকটি বিমান ঘাঁটির উপরেও আক্রমণ চালায়। উপকূল-রক্ষী বাহিনীর বিমানসমূহ নরওয়ের উপকূলে একটি সেতার ঘাঁটির উপর বোমা নিক্ষেপ করে। দুইটি বিমান নিখোঁজ হইয়াছে।

চারিখানি জাহাজ আক্রান্ত

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নিকট একটি আক্রমণকারী জাহাজ হইতে দেশের জাহাজ আক্রান্ত করা হইয়াছে, এই মর্ম্মে "পোর্ট হোবার্ট" নামক একখানি বৃটিশ ষ্টীমার হইতে একটি সঙ্কেত ধ্বনি রেডিওতে ধরা পড়িয়াছে। "একখানি সন্দেহজনক জাহাজ" সে দেখিতে পাইয়াছে, এই মর্ম্মে বৃটিশ ষ্টীমার "মেয়াজা" কর্ত্তৃক আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় ৫০০ মাইল পশ্চিম হইতে প্রেরিত একটি বিপদ বার্ত্তার সঙ্কেত রেডিওতে ধরা পড়িয়াছে।

[৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

গ্রীক-বাহিনীর অভাবনীয় জয়যাত্রা

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রকাশ, আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে প্রায় চারি শত মাইল দূরে দুইখানা বৃটিশ জাহাজ ও একখানা সুইডিশ জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ঘায়েল হইয়াছে। একখানা জাহাজ সংবাদ দিয়েছে যে, অপর এক জাহাজ হইতে হতাবশিষ্টদের লইয়া যাইবার কালে সেই জাহাজটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অবিলম্বে সাহায্যপ্রাপ্তির প্রয়োজনে জাহাজটি পূর্ব দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। জাহাজগুলির নাম হইতেছে ল্যেরানিক (১,৩০০ টন), টাইমেরিক (৫,২০০ টন) এবং এথেন্স (৫,৩০০ টন)। শেষোক্ত জাহাজটি টাইমেরিক হইতে হতাবশিষ্টদের লইয়াছিল।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর সাফল্য

সুদানের যুদ্ধ-সম্পর্কিত একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, বৃটিশ গোলন্দাজবাহিনী কর্তৃক অবিশ্রাম গোলাবর্ষণের ফলে, ইটালীয়গণ এখন মেটেমা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন কেবলমাত্র গ্রামে চতুঃপার্শ্বস্থ পর্বতমালা হইতে ইটালীয় টহলদার সেনাদল ঐ অঞ্চলে আসিতে সাহস করে।

মেটেমা গালাবাট হইতে মাত্র মাইল দু'য়েক দূরে আবিসিনিয়াস্থ এলাকায় অবস্থিত। গত ৬ই নভেম্বর তারিখে বৃটিশ বাহিনী গালাবাট অধিকার করে।

ত্রিশক্তি চুক্তিতে শ্লোভাকিয়ার স্বাক্ষর

২৪শে নভেম্বর জার্মাণী, ইটালী ও জাপানের ত্রিশক্তি চুক্তিতে শ্লোভাকিয়াও স্বাক্ষর করিয়াছে। শ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ টুকা বার্লিনে পৌঁছিয়া এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। শ্লোভাকিয়াকে লইয়া এই পর্যন্ত ছয়টি রাষ্ট্র ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করিল। রুমানিয়ার প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল এণ্টনেস্কু যে সর্তে চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, মোটামুটি সেই সর্তেই শ্লোভাকিয়া স্বাক্ষর করে। জেনারেল এণ্টনেস্কু বার্লিন ত্যাগ করিয়াছেন। চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর এক ঘোষণায় ডঃ টুকা বলেন,—গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ-ব্যবস্থাকে নাৎসী-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করিয়া শ্লোভাকিয়ার জনসাধারণের এই নব-বিধানে সহযোগিতা করা উচিত।

বার্লিন ত্যাগের প্রাক্কালে জেনারেল এণ্টনেস্কু বলেন,—রুমানিয়া ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে যে সম্প্রীতি বর্ত্তমান, তিনি উহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন।

করিৎজায় গ্রীক-শাসন

করিৎজার অবস্থা সম্পর্কে এথেন্স হইতে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ইটালীয়গণ এরূপ দ্রুততার সহিত পলায়ন করিয়াছে যে তাহারা শাসন-কার্য্য পরিচালনের দপ্তরসমূহে সমস্ত কাগজপত্র (দলিলাদি) ফেলিয়া গিয়াছে। ঐ গুলির মধ্যে ইটালীয়, গ্রীক ও আলবেনিয় ভাষায় প্রকাশিত বহু ঘোষণাপত্রও রহিয়াছে। সহরের রাস্তাসমূহ গ্রীক সেনাদের দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে মুসোলিনীর ছিন্ন প্রতিকৃতি ও বিকৃত ইটালীয় বিজ্ঞপ্তিসমূহ ব্যতীত ইটালীয় অধিকারের আর কোনই চিহ্ন দেখা যায় না। করিৎজায় ১১ জন গ্রীক, ৪ জন আলবেনীয় ও এক জন মেয়র লইয়া নূতন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল গঠন করা হইয়াছে। গ্রীক আক্রমণের জন্য ইটালীয়গণ যে রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে, তাহাতে পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার পড়িয়া আছে।

বৃটীশ প্রধান-মন্ত্রী কর্ত্তৃক অভিনন্দন

ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গ্রীসের জেনারেল মেটাক্সের নিকট একটি বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে করিৎজা দখলের জন্য তিনি গ্রীক সৈন্য বাহিনীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

গ্রীসের রাজার বেতার বক্তৃতা

একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র সীমান্ত ব্যাপিয়া গ্রীক সৈন্যগণ এখনও অগ্রসর হইতেছে শত্রুপক্ষের পরিত্যক্ত জিনিষপত্র বহু পরিমাণে গ্রীকদের হস্তগত হইতেছে। খারাপ আবহাওয়ার দরুণ বিমান আক্রমণ চালান হয় নাই। অপরাহ্ণে শত্রুপক্ষীয় জাহাজসমূহ সামস দ্বীপে গোলাবর্ষণ করে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। গ্রীসের রাজা সৈন্যদের প্রতি একটি বাণীতে বলিয়াছেন যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের যোগ্য বংশধর। "আমি এইরূপ বীরদের নেতা বলিয়া গৌরব বোধ করিতেছি।" গ্রীকদের ঐক্য ও সাহসেরও তিনি প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে-গ্রীকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফলে শত্রুপক্ষের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত সততা ও ন্যায়ই জয়ী হইবে।

গ্রীকদের আরো অগ্রগতি

২৬শে নভেম্বর এক সংক্ষিপ্ত এথেন্স ইস্তাহারে প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা আরও অগ্রসর হইতেছে এবং তাহারা আরও কয়েকটি নূতন ঘাঁটি দখল করিয়াছে। গ্রীক সৈন্যরা বর্ত্তমানে যে সকল স্থানে অবস্থান করিতেছে, তাহা গোপন রাখার জন্য অধিকৃত স্থানসমূহের নাম এথেন্স ইস্তাহারে দেওয়া হয় নাই। উহাতে প্রকাশ, শত্রুপক্ষ কয়েকটা সহর ও পল্লীর উপর বোমাবর্ষণ করে এবং কয়েকজন হতাহত হয়, কিন্তু কোনও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা পড়ে নাই।

চার ডিভিশন ইটালীয় সৈন্য বিধ্বস্ত

হিসাব করা হইয়াছে যে, ইটালীয়ানদের ৪টি ডিভিশনকে মূল সৈন্যবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ইটালী যে সাঁজোয়া বাহিনী লইয়া প্রথম অভিযান শুরু করিয়াছিল, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে।

ইটালীয়ানগণ বিপর্য্যস্ত

কায়রোস্থিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সুদানে গালাবাতের পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত ইটালীয়ান সৈন্যদের মোটেই বিশ্রাম গ্রহণের অবসর দেওয়া হইতেছে না এবং মিত্র পক্ষের সৈন্যরা উহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে।

গ্রীসে বৃটিশ বিমান-বহরের কৃতিত্ব

"নিউজ ক্রনিকেল" পত্রিকার এথেন্সস্থ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে, যুদ্ধ ব্যাপারের ইতিহাসে প্রথম বিমান অভিযানকারী দলরূপে গ্রীসস্থ বৃটিশ বিমান বাহিনী প্রায় তিন সপ্তাহ ধরিয়া ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে।

গ্রীস আক্রান্ত হওয়ার ৬০ ঘণ্টার মধ্যেই বৃটিশ বিমান বহর গ্রীস ঘাঁটিগুলি হইতে আক্রমণ শুরু করে। দুরাজ্জোর আলবেনিয়ার একমাত্র সুরক্ষিত বন্দর এবং ইটালীয়ানগণ সৈন্য পার করানোর জন্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি এই বন্দর এবং ভালোনা নামক সেকেণ্ড বন্দরটির উপরেও বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

অতঃপর ইটালী হইতে সৈন্য প্রেরণের বন্দর ব্রিন্দিসী ও বারীর উপরেই রাজকীয় বিমানবহর বোমা ফেলিয়াছে।

যখন ইটালীয়ান ও গ্রীক সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সম্মুখ সমর আরম্ভ হয়, তখন বৃটিশ প্লেনগুলি শত্রু সৈন্যের উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলি নিক্ষেপ করিয়াছে।

অগ্রগামী গ্রীক সৈন্যগণ যখন দুর্গম দেশে, সাংঘাতিক আবহাওয়ার মধ্যে শত্রুপক্ষের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া অগ্রসর হয়, তখন রাজকীয় বিমানবহর আহার্য্য দ্রব্য ও সমরোপকরণ নিক্ষেপ করিয়া এই সমস্ত সৈন্যকে সাহায্য করিয়াছে।

ত্রিশক্তি চুক্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার যোগদানে অসম্মতি

বার্লিন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, অ্যাকসিসে আর কোনও সক্রিয় সদস্য গ্রহণ করা হইবে না। একজন উচ্চপদস্থ সোভিয়েট কর্মচারীর নিকট হইতে জানা যায় যে, যুগোশ্লাভিয়া অ্যাকসিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে। রুশিয়াস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূতে দাবি করিয়াছেন যে, গ্রীসের উপর আক্রমণের সহিত যুগোশ্লাভিয়া কোনও ভাবে বিজড়িত হইতে চাহে না এবং অ্যাকসিস চুক্তিতে যোগদানেরও সে ইচ্ছা রাখে না।

বেলজিয়ান কঙ্গোতে ইটালীর বিরুদ্ধতা

বেলজিয়ান কঙ্গোর গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করিয়াছেন যে, বেলজিয়াম বর্ত্তমানে নিজেকে ইটালীর সহিত যুদ্ধরত বলিয়া গণ্য করিতেছে। যে সকল ইটালীয়ানের ভাব-গতিতে সন্দেহ হয়, লিওপোল্ড-ভিল ও এলিজাবেথ-ভিলে তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তুরস্কের কঠোর নীতির সাফল্য

ইটালিয়ানরা ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতে থাকায় জার্মাণী বলকানে অনুসৃত কলাকৌশলের পরিবর্ত্তন করিয়াছে। জার্মাণ বেতারে বলা হইয়াছে যে, ফন প্যাপেন এবং তুর্কী পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যে আলোচনার ফলে তুরস্কে রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তুরস্ক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলেই যে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, সে কথার অবশ্য জার্মাণ বেতারে উল্লেখ করা হয় নাই। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তুরস্কের দৃঢ় মনোভাবের সম্মুখীন হইয়া জার্মাণী দমিয়া গিয়াছে।

পোলাণ্ডে জার্মাণ বর্ব্বরতা

লণ্ডনের বিশ্বস্ত মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, পোল্যাণ্ডে ক্যাথলিকগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে।

প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের ৪০০ শত ক্যাথলিক পাদ্রীকে জার্মাণীতে প্রেরণ, বহু ব্যক্তিকে হত্যা ও অন্যান্য বহু লোককে বন্দী নিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। ক্যাথলিক মতাবলম্বী লোকদের গীর্জ্জাগুলি ক্রমশঃ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রকাশ, পোল্যাণ্ডের ৪ লক্ষ প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর অবস্থা ইহা হইতেও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মফস্বলের সমস্ত স্থানের পোলিশ পাদ্রীকে গ্রেফতার করা হইতেছে। টেসেন অঞ্চলের সমস্ত সন্ন্যাসিনীকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। পশ্চিম পোল্যাণ্ডের কেলিস প্রদেশের ১০ হাজার প্রটেষ্ট্যাণ্টের মধ্যে শতকরা ৪০ জনকে গ্রেফতার করিয়া জার্মাণীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের অধিবাসী বলিয়া দাবী করাতে তাহাদের প্রতি দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। পোল্যাণ্ডের প্রটেষ্ট্যাণ্টগণকে সকল প্রকার বই পুস্তক প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের ঘোষণা

যুদ্ধ-তহবিলে বাঙলার বিরাট দান

"বিভিন্ন যুদ্ধ তহবিলে বাঙলা দেশে আজ পর্য্যন্ত অর্দ্ধকোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে—এজন্য আমি বাঙলার জনসাধারণকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।" ২৬শে নভেম্বর প্রাতে একটি ইস্তাহারে বাঙলার গভর্ণরের উপরোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর আরও বলিয়াছেন— "যুদ্ধ এখনও বাঙলা দেশ হইতে বহুদূরে আছে এবং যুদ্ধ তহবিলের প্রত্যেকটি টাকা যুদ্ধ জয় ত্বরান্বিত করিবে এবং যুদ্ধকে দূর করিতে সাহায্য করিবে।"

যুদ্ধের ব্যাপারে ভারতের দায়িত্ব

কুড়িগ্রামে মাননীয় রাজস্ব-সচিবের বক্তৃতা

বাঙ্গলার রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় বিগত ৫ই নভেম্বর রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। বন্যা নদীর ভাঙ্গন-কবলিত-প্রায় কুড়িগ্রাম মহকুমার সদর স্থানান্তর সম্পর্কে তিনি তথায় গিয়াছিলেন। রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কুড়িগ্রামের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সম্বর্দ্ধিত করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবে অবহিত হওয়ার মানসে ইতিপূর্ব্বে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী আর কখনও কুড়িগ্রাম পরিদর্শনে না যাওয়ায় সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এ উপলক্ষে বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

কুড়িগ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান রায় সাহেব ডাঃ যোগেশ চন্দ্র রায় একখানি মানপত্র পাঠ করেন। একটি সুন্দর কৌটায় করিয়া মানপত্রখানি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে প্রদান করা হয়। মানপত্রের উত্তরদান প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, নদীর ভাঙ্গনের দরুণ যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, উহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে সরকার কি করিবেন না করিবেন সে-সম্পর্কে তিনি কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। প্রস্তাবিত ও মনোনীত স্থানে সদর স্থানান্তর না করার কোন কারণ তিনি এখন পর্য্যন্ত দেখিতেছেন না। মানপত্র গ্রহণের পর তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে উক্ত স্থান পরিদর্শন করেন।

ইহার পর তিনি কুড়িগ্রাম মহকুমার নগর-রক্ষী দল পর্য্যবেক্ষণ এবং একটি জনসভায় যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। কুড়িগ্রাম যুদ্ধ কমিটির সেক্রেটারী তাঁহার রিপোর্টে লোক ও অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে তাহাদের কার্য্যাবলী বর্ণনা করেন। উক্ত সভায় রংপুরের সরকারী উকিল বাবু বিধুরঞ্জন লাহিড়ি এবং কুড়িগ্রামের বার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বাবু প্রতাপ চন্দ্র রায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাংলা ভাষায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে ৫,০০০ দান এবং ৩০ জন নগররক্ষী সংগ্রহের জন্য আমি কুড়িগ্রাম যুদ্ধ-কমিটিকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ সভার উদ্দেশ্য আপনাদিগকে বেশ ভালভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধে আমরা বৃটেনকে সাহায্য করিব, না নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিব, ইহাই আমাদিগকে স্থির করিয়া লইতে হইবে।

ভারতের সহিত যুদ্ধের সম্পর্ক

কেহ কেহ মনে করেন, ইহা একটি ইউরোপীয় যুদ্ধ—ভারতের সহিত উহার কোন সম্পর্কই নাই। কি করা উচিত অনুচিত তাহা জার্ম্মাণী, ইটালী, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধরত জাতিরাই স্থির করিবে, উহাতে আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই। আমি আপনাদিগকে জানাইতে চাই, ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। আপনারা জানেন, ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান সংগ্রাম বাঁধে, আর এখন ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাস অর্থাৎ দীর্ঘদিন একবৎসর গুজিয়াছে। এক সময় ইহা ইউরোপের উত্তর সীমায় অবস্থিত সমগ্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু গত জুন মাস হইতে ইহা ত্রিমুখপ আকার ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, অদূর ভবিষ্যতে এশিয়া এবং ভারতও সংগ্রামে জড়িত হইয়া পড়িবে। জাপান এশিয়ারই অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য এবং আমাদের প্রতিবেশী। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভকে ইউরোপের উপর এশিয়ার জয়লাভ মনে করিয়া আমরা আনন্দানুভব করিয়াছি। বস্তুতঃ রুশ-জাপান যুদ্ধ হইতেই আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃত অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জাপান এক্ষণে আর ভারতের বন্ধু কিম্বা স্বাধীনতার রক্ষক নয়। চীনের স্বাধীনতা হরণের জন্য আজ আর তাহার চেষ্টার অবধি নাই। সুযোগ মত সে ভারতের উপর ঝাপাইয়া পড়িতে পারে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ভারতের উপর সকলের লোভ আছে। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, চীনের সঙ্গে সংগ্রামে জড়িত না থাকিলে জাপান ইতিমধ্যে কলিকাতায় বোমা বর্ষণ না করিয়া ছাড়িত না। সুতরাং বিপদ যে কেবল পশ্চিম দিক হইতে আসিবে ইহা মনে করা ঠিক নহে। রুশিয়াও রহিয়াছে। সংবাদপত্রের মারফৎ আপনারা নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন, ১৪ দিন পূর্ব্বে রুশিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ মলোটভ স্বয়ং বার্লিনে উপস্থিত হইয়া এক্ষণে হিটলারের সহিত আলোচনায় রত আছেন। ইহা আদৌ শুভ লক্ষণ নয়। জার্ম্মাণী বুঝিতে পারিয়াছে যে, পর্য্যুদস্ত বিভিন্ন রাজ্য হইতে বিপুল রণসম্ভার লাভ সত্ত্বেও পরিণামে বৃটেনই জয়লাভ করিবে। এ জন্যই রুশিয়ার সহিত মিত্রতা করিতে তাহার এতো আগ্রহ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যদি জার্ম্মাণী এবং রুশিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। যদি এ-মুহূর্ত্তে রুশিয়া জানাইয়া দেয় যে, দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া সে ভারত আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাহা হইলে ভারতের রক্ষা নাই। এ-সকল অবস্থার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া আমার মনে হয়, যে সকল ভারতীয় নেতা প্রচার করিয়া বেড়ান যে, এ যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সংস্রব নাই, তাঁহারা দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন না।"

সত্যমূর্ত্তির জবাব

অল্প কয়দিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন যে, ইহা ইউরোপীয় সংগ্রাম; সুতরাং আমরা ইংলণ্ডকে সাহায্য দান করিতে প্রস্তুত নহি। আমি আপনাদিগকে শুধু এইটুকু চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি যে, যুদ্ধে যদি ইংলণ্ডের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে ভারতের কি দশা হইবে? আপনারা দেখিতে পাইয়াছেন, মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে নাৎসীদের অতুল্য আক্রমণের দরুণ ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্র স্বাধীনতা খোয়াইয়া ফেলিয়াছে। বৃটেন দখল হওয়ার পর জার্ম্মাণী বা ইটালী ভারতকে মুক্ত করিয়া দিবে, যদি আমাদের ইহাই ধারণা হয়, তাহা হইলে উহা ভুল। এ-জন্যই আমি আপনাদিগকে অন্ততঃ এ-টুকু উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, ইংলণ্ডের পরাজয়ে ভারতের সর্ব্বনাশ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে ইহা যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, এক্ষণে উহা বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে প্রায়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ১৯১৯ সনের ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনে প্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহামান্য বড় লাট বাহাদুর, ভারত সচিব এবং বৃটিশ মন্ত্রী সভার অন্যান্য সদস্যগণ বারবার ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, যুদ্ধাবসানে তাঁহারা ভারতে স্বরাজ্য শাসন প্রবর্ত্তন করিবেন। তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এস, পি, সিংহ কোন এক সময় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বিগত মহাসমরে যদি আমরা অর্থ ও লোকজন দিয়া বৃটেনের সাহায্যে অগ্রসর না হইতাম, তাহা হইলে ১৯১৯ সনের ভারত গভর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন কখনও সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। মহাসমরে বৃটেনকে অকাতরে সাহায্য প্রদানে বৃটিশ জনসাধারণের হৃদয় ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট আইন উহারই শুভ বিকাশ। আমি মনে করি, ১৯১৯ সনে ভারতের স্বাধীনতা সৌধের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের অবসানে উহা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইবে।

জেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি যে-সকল দেশ হিটলারের পদানত হইয়াছে, উহাদের অবস্থাটুকু চিন্তা করিয়া দেখার জন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি সংবাদপত্রে এ-মর্ম্মে একটি সংবাদ পাঠ করিয়াছি যে, জার্ম্মাণ সৈন্যদের জন্য ডেনমার্কের যাবতীয় গবাদি পশুর $\frac{১}{৩}$ অংশ হত্যা করা হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ কৃষিক্ষেত্রসমূহের ক্ষেতে কাজ করার জন্য অসংখ্য পোলিশ লোকজনকে জার্ম্মাণীতে চালান দেওয়া হইয়াছে। ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলের উৎপন্ন শস্যাদির অর্দ্ধেকটা জার্ম্মাণীকে প্রদান করিতে হয়।

মহাত্মা গান্ধী আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি প্রকাশ্যে ইহা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকা কালে তিনি উহাকে উত্ত্যক্ত করিবেন না। তিনি একজন সত্যাগ্রহী। বিপন্ন শত্রুকে উত্ত্যক্ত করা সত্যাগ্রহীর নীতি নয়; কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতি উহার সহিত খাপ খায় না। আইন-অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়া মহাত্মা গান্ধী নিজের কথার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।

বাঙ্গালী পল্টন

কয়েক দিন আগে আমি যোড়শ বাঙ্গালী পল্টনের কুচকাওয়াজ দেখার জন্য সেথা গিয়াছিলাম। তত্রত্য কমাণ্ডিং অফিসারকে উহাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, মাত্র ৯ সপ্তাহের মধ্যে ৪০০ লোক সামরিক শিক্ষায় এতো উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে যে, পৃথিবীর যে কোন বাহিনীর মোকাবেলায় দাঁড়াইতে পারে। প্রতি বৎসর ১০০ ভারতীয়কে বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া হয়। বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য ইতিমধ্যে ২৮ জন ভারতীয় ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে। বড়লাট বাহাদুর ভারতে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতও প্রস্তুত হইতেছে। ইংলণ্ডকে সাহায্য প্রদান সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই আমার বক্তব্য বলিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আমার মনে হইতেছে, আমি উহা যথাযথভাবে বলিতে পারি নাই। ইংলণ্ডকে সাহায্য করা প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের নিজেকেই সাহায্য করা। যদি আপনারা নিজেকে নিজের পরিজনবর্গকে নিজের ধনসম্পত্তিকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য দান ছাড়া গত্যন্তর নাই।

টাকার তোড়া প্রদান

উক্ত জনসভায় প্রায় ১,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। সভার শেষে কুড়িগ্রামের জনসাধারণের পক্ষ হইতে বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এক হাজার টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়। কুড়িগ্রাম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খান সাহেব মাহমুদ উদ্দীন আহমদ, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছিল।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বরিশালের দান

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ২৬শে নভেম্বর বরিশাল পুলিস লাইনে তিনশতাধিক সিভিক-গার্ড ও একদল বয়স্কাউটের প্যারেড পরিদর্শন করেন। প্যারেডের পর সিভিক-গার্ডের ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডারগণকে গভর্ণরের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি জেলার প্রত্যেক গ্রামে সিভিক-গার্ড দল গঠন করার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। বরিশাল জেলায় ৭৪১ জন সিভিক-গার্ড সংগৃহীত হইয়াছে। প্যারেডের পর গভর্ণর জেলা যুদ্ধ-কমিটিতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বরিশাল জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি যুদ্ধোপকরণ সরবরাহে বাঙ্গলা দেশের ক্রমোন্নতির উল্লেখ করিয়া যে পরিমাণ যুদ্ধোপকরণ বাঙ্গলা দেশ সরবরাহ করিতে পারিবে, তাহার চেয়ে অধিক সৈন্য সংগ্রহ করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, শত্রুপক্ষের চেয়ে কম যুদ্ধোপকরণসহ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণ করা উচিত নহে।

তিনি আরও বলেন, শত্রুপক্ষ 'পঞ্চম বাহিনীর' সাহায্যে অনেক স্থানে সাফল্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু সিভিক-গার্ড বাহিনী গঠন করিলে পঞ্চম-বাহিনীর কার্য্য প্রতিহত করা যাইবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এস, মিডলিন বরিশাল জেলার পক্ষ হইতে যুদ্ধ-তহবিলের জন্য ১১ হাজার টাকার চেক ও জেলাবোর্ডের কর্মচারিগণের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান খান বাহাদুর হাশেম আলি খান এক হাজার টাকার একটি তোড়া প্রদান করিলে গভর্ণর বাহাদুর ধন্যবাদের সহিত তাহা গ্রহণ করেন।

এই টাকা বাদে বরিশাল জেলা হইতে যুদ্ধ তহবিলে অর্দ্ধলক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

লেডী হার্বার্ট, মহিলা যুদ্ধ-কমিটির সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

নোয়াখালীতে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

বাঙলার গভর্ণর ২১শে নভেম্বর নোয়াখালীতে পদার্পণ করিয়া নোয়াখালীর সিভিক-গার্ডস পরিদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার দিক হইতে সিভিক-গার্ডসের কর্ত্তব্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা দেন। সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় সিভিক-গার্ডসের যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

নোয়াখালী মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-বোর্ড, আঞ্জুমানে-ইসলামিয়া এবং হুদ্‌দ সম্মেলন সভার পক্ষ হইতে গভর্ণরকে মানপত্রাদি প্রদান করা হয়। উত্তরে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, নোয়াখালী জেলার হেড-কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করা সম্পর্কে সরকার বহু কাল যাবত বিবেচনা করিতেছেন। গত ১৯২৯ সালে বেঙ্গল ডাকেন কমিটির পক্ষ হইতে সরকার মাইজদীতে নোয়াখালী জেলার নয়া হেড-কোয়ার্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু মাইজদীও খুব নিরাপদ নহে বলিয়া গত ১৯৩৮ সালে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বেগমগঞ্জেই হেড-কোয়ার্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য এই জন্য যে কোন বিশেষ অধিবাসীবৃন্দের দাবী অস্বীকার করা হইয়াছে, তাহা নহে। স্থানের দূরত্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াই সরকার জেলার হেড-কোয়ার্টারটি কোথাও স্থানান্তরিত না করিয়া বেগমগঞ্জেই স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অতঃপর গভর্ণর নোয়াখালী খাল এবং শহর সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। খালের দরুণ নোয়াখালী শহরটি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। উহা নিবারণের জন্য খালের গতি বাঁধের অন্য দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়, তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে বলিয়া গভর্ণর জানাইয়া দেন। সেচ-বিভাগের উপর নয়া খাল কর্ত্তন পরিকল্পনার ভার দেওয়া হইয়াছে এবং ৮১,০০০্ টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা দ্বারা শহরটিকে সাময়িকভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর মন্তব্য করেন। তিনি জানান যে, এই সম্পর্কে পরে আরও বিবেচনা করা হইবে। কেন না হেড-কোয়ার্টার স্থানান্তরিত করার উপরই বিষয়টি বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

মিউনিসিপ্যালিটি ও পল্লী অঞ্চলসমূহে জল সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নতি, প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং মিউনিসিপ্যাল সড়কসমূহের সংস্কার সাধন সম্পর্কে গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা করেন।

নোয়াখালী হইতে সন্দীপ, হাতীয়া, রামগতি প্রভৃতি দ্বীপে গমনাগমনের কি ব্যবস্থা করা হইতেছে, মহামান্য গভর্ণর সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি বলেন, এই সম্পর্কে রিভার ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নোয়াখালীর অধিবাসীদের তাহা মনঃপূত হয় নাই। তবে জেলা-বোর্ডকে দুইটী ষ্টীমার খরিদ করিয়া সার্ভিস খোলার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে জেলা-বোর্ডের কি মতামত, তাহা না জানা পর্য্যন্ত সরকার কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছেন না বলিয়া লাট-সাহেব জানাইয়া দেন।

নোয়াখালী ও সন্দীপের মধ্যে টেলিগ্রাফ স্থাপনের প্রস্তাবটি মুলতবী রাখা হইয়াছিল; কেন না সন্দীপে একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সম্পর্কেই সরকার বিবেচনা করিতেছিলেন বলিয়া গভর্ণর মন্তব্য করেন। তবে স্থানীয় সংবাদাদির আদান প্রদানের জন্য টেলিগ্রাফ সার্ভিসই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক বিবেচিত হওয়ায় গত জুলাই মাসে এই সম্পর্কে একটি চুক্তি গৃহীত হয়। পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের উপর বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার ভার রহিয়াছে বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর জানান।

ত্রিপুরার পল্লীতে গভর্ণর বাহাদুর

২০শে নভেম্বর মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট সারাদিন কুমিল্লায় খুবই কর্ম্মব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি মোটরযোগে শহরের সীমানা পার হইয়া গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যান। সেখানে তিনি বর্ত্তমান শস্যের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন এবং চাষীদের সংস্পর্শে গিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদির সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকেন।

গভর্ণর বাহাদুর কৃষি ফার্মটি পরিদর্শন করিয়াছেন। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি-দল গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পল্লীবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে গভর্ণরকে অবহিত করেন। পল্লীবাসীর অবস্থার উন্নতি সম্পর্কে যাহাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তৎসম্পর্কে গভর্ণর প্রতিনিধি-দলকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

কুমিল্লা শহরে গভর্ণর সিভিক-গার্ডদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়া প্রীত হন। অতঃপর তিনি জেলা-জুলটি পরিদর্শন করেন। ব্রতচারী এবং স্কাউটদের কার্য্যকলাপে গভর্ণর খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ব্রতচারীদের পক্ষ হইতে যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ গভর্ণরের হস্তে একশত টাকার একটি তোড়া প্রদত্ত হয়।

লেডী হার্বার্ট সদর হাসপাতালটি পরিদর্শন করিয়াছেন। ত্রিপুরার মহারাজার পক্ষ হইতে গভর্ণর বাহাদুর এবং লেডী হার্বার্টকে একটি চায়ের মজলিসে আপ্যায়িত করা হয়।

যুদ্ধ-সম্পর্কে নেতৃবর্গের অভিমত

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

দুর্গাপূজা প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসব বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গে বলেন:—"ভারত যদি আত্মরক্ষা করিতে চায়, তবে তাহাকে নিজের সকল শক্তি একত্রীভূত করিতে হইবে। বৃটেনকে পূর্ণ-প্রাণে সাহায্য করাই ভারতের কর্ত্তব্য হইবে। ইংলণ্ডের বিজয়-লাভের অর্থই হইতেছে—ভারতের স্বাধীনতার বিজয়।"

খাল্লিকোটের রাজা-বাহাদুর

উড়িষ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য খাল্লিকোটের রাজা-বাহাদুর নাগপুরে অনুষ্ঠিত এক নেতৃ-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া বলিয়াছেন:—"বৃটেন পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে ভারতের জন্যই সংগ্রাম করিতেছে। যাঁহারা ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহাদের উচিত সর্ব্ব-প্রযত্নে যুদ্ধ-জয়ে বৃটেনকে সহায্য করা।"

স্যার মন্মথ মুখার্জ্জী

বেরার প্রাদেশিক হিন্দু-সভা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া বিগত ১৯শে অক্টোবর তারিখে অমরাবতী শহরে স্যার মন্মথ মুখার্জ্জী বলিয়াছেন:—"যুদ্ধের ব্যাপারে দেশে আগ্রহ স্পষ্ট এবং ভারতের রক্ষণ-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার ব্যাপারে হিন্দু-মহাসভার বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।"

মিঃ পি, এন, রাজভোজ

হরিজন-নেতা মিঃ পি, এন, রাজভোজ পুণা জেলার জুন্নর নামক স্থানে এক সভায় বলিয়াছেন:—"ভারতের হিতমাত্র কল্যাণ যিনি কামনা করেন, যুদ্ধের ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকা তাঁহার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বৃটেনের দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহাকেই চাই—ভারতে জার্ম্মাণ প্রভুত্ব আমরা কামনা করি না।"

স্যার সোলতান আহমদ

বিহার যুদ্ধ-বিমান তহবিলের উদ্বোধন সভায় স্যার সোলতান আহমদ বলিয়াছেন:—"ভারতের বিপদ আর দূরে নহে; বরং একান্ত নিকটে আগত। এই অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য পরিষ্কার। যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত চালাইয়া যাইতেই হইবে এবং ভারতকে এই সংগ্রামে সম্মানজনক অংশ গ্রহণ করিয়া নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিজমের চির-সমাধি রচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

অন্ধ চিকিৎসা-শিবির পরিদর্শন

প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ২১শে নভেম্বর প্রাতে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত অন্ধ চিকিৎসা-শিবির পরিদর্শন করেন। উক্ত শিবিরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত তিনি বিভিন্ন ওয়ার্ডসমূহ দর্শন করেন এবং সেখানকার কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উক্ত শিবিরে বর্ত্তমানে ৩ শতের অধিক রোগী আছে এবং প্রায় ১২৫ জন রোগী দৈনিক আউটডোরে চিকিৎসিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১৫০ জন রোগীর অস্ত্র-চিকিৎসা করা হইয়াছে।

আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই ডিসেম্বর ঢাকুরিয়া লেকে এক মেলা হইবে। রোয়িং ক্লাব, লেক ক্লাব ও বাঙ্গালোরী ক্লাবের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় এই মেলার সকল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। মিসেস গ্রাহিকে চেয়ারম্যান করিয়া একটী শক্তিশালী কমিটী গঠিত হইয়াছে। আশা করা যায়, আগামী শীতকালে ইহা একটি দর্শনীয় বস্তু হইবে। এই মেলায় যে অর্থ লাভ হইবে, তাহা লেডী হার্বার্টের যুদ্ধ-তহবিলে দান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

হাওড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তার

১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্য-বিবরণী

হাওড়া জেলার পরিমাণ ফল ৫২২ বর্গ মাইল এবং ইহার লোকসংখ্যা মোট ১,০৯৮,৮৬৭ ; তন্মধ্যে ৫৯৯,০৭৫ জন পুরুষ ও ৪৯৯,৭৯২ জন স্ত্রীলোক।

যদিও প্রবল বন্যার ফলে বর্ত্তমান বৎসরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং তাহার ফলে হাওড়া জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সেস্ আদায়ের কাজ মুলতুবী রাখা হইয়াছে, তথাপি শিক্ষা বিস্তারকার্য্যের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক।

যদিও সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের উক্ত দিবসের সংখ্যা ১,৪৯১ হইতে ১,৪৬৪তে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপি বর্ত্তমান বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ৮৬,২৩৫ হইতে ৯০,৫৫২ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। হিসাবে দেখা যায় ইহাতে শতকরা পাঁচজন ছাত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে। জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ব্যয় ১১,২৯,২৪২৲ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১,০২,৯৬,৭৫১৲ টাকা। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত শিক্ষা সম্পর্কীত কার্য্যগুলির ফলে জেলা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে :—

(১) জেলায় একটি জেলা স্কুল-বোর্ড গঠন।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তবের যে সকল শিক্ষক ইতিপূর্ব্বেই ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন, আমতলা গুরু ট্রেনিং স্কুলে তাঁহাদের জন্য পুনরায় শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) আমতলা গুরু ট্রেনিং স্কুলে নূতন পাঠ্য-তালিকার প্রবর্ত্তন।

বালকদের মাধ্যমিক শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৬,৬৯৩; ইহার পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩ ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬,২৪৫। আলোচ্য বর্ষে এই সকল স্কুলের ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৫৪,৫৭১ টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫,০৭,১৯৫৲ টাকা।

এই বৎসর বালকদের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ৪,৩৭৯। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,৮৭২। বর্ত্তমান বৎসর ইহাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৭,৭৩৫৲ টাকা এবং পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪,৮৯২৲ টাকা। বালকদের মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সর্ব্বাপরি সাকুল্য খরচের পরিমাণ হইয়াছে ৬,৩১,৪৮৯৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫,৯২,০৮৭৲ টাকা। তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৬০,৮৪২৲ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ১০,৮৯১৲ টাকা এবং মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ২,৭৫৯৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৭,৬৪০৲, ৯,২৫৬৲ এবং ১,৮৫৪৲ টাকা।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে সকল শিক্ষক বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যা ১,০১৭; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত শিক্ষকগণের সংখ্যা ছিল ৯৬১। ইহাদের মধ্যে ৯২২ জন হিন্দু এবং ৯৫ জন মুসলমান। ইহার পূর্ব্ব বৎসর হিন্দু শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৭৮ এবং মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৮৩। এই সকল শিক্ষকের মধ্যে ৪৪ জন বি-টি এবং একজন এল-টি পাশ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র যোগদান করিয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ১,৭৫২, তন্মধ্যে ৭৮৫ জন পরীক্ষার্থী গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষায় যোগদান করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৯৭৭ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে।

কৃষি সম্পর্কীত শিক্ষা

চাকুন্দাবাদির রায় গুণাকর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং দুর্গাপুরের ভক্তেশ্বরী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে কৃষি সম্পর্কীত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি বিদ্যালয় শিক্ষাদানের জন্য একজন করিয়া ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষিবিষয়ক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য প্রত্যেকে সরকারের নিকট হইতে ১২০৲ টাকা করিয়া বার্ষিক সাহায্য লাভ করিয়াছেন। দুর্গাপুর ভক্তেশ্বরী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ভবিষ্যতে আরও ক্লাস বাড়াইবার ব্যবস্থা রাখিয়া ক্লাস VII ও ক্লাস VIII বজায় রাখিয়াছে, তজ্জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট হইতে ৭২০৲ টাকা সাহায্য লাভ করিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

যদিও ১৯৩৮-৩৯ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯২৩ হইতে ৯১৬তে নামিয়া গিয়াছিল, তথাপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালের ৪২,৬৩৮ হইতে ১৯৩৯-৪০ সালে ৪৪,১৪২ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখায় অধ্যয়ন করে, তাহাদের সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৭,৩৭১ এবং বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৩৯-৪০ সালে দাঁড়াইয়াছিল ৭,৪০২। যে সকল ছাত্র প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তাহাদের মোট সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালে ছিল ৪৮,৬৬৭ এবং বর্দ্ধিত হইয়া ১৯৩৯-৪০ সালে দাঁড়ায় ৫১,২০৮।

১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য যে সর্ব্বাপরি মোট ২,৬১,৮০৪৲ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৭২,৬৭৫৲, জেলা তহবিল হইতে ২,০২৪৲, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ৪২,৯৮৭, এবং অন্যান্য বে-সরকারী উপায়ে ১,৪৫,৬১৮৲ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২,৪২,৪৮২৲ টাকা, ৫৪,৫১৬ টাকা, ১৮,৭৫৯৲ টাকা, ৪৮,২৬৯৲ টাকা এবং ১,২০,৮২৯৲ টাকা।

১৯৩৯-৪০ সালে বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা আছে ১,৬০৩; তন্মধ্যে ৫১৮ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৫৬২ এবং ৪৮৯। আলোচ্য বর্ষে ১,২০৯ জন বালক প্রাথমিক বৃত্তির শেষ পরীক্ষায় যোগদান করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল ১,১৭৮; তন্মধ্যে ১,১১১ জন অথবা শতকরা ৮১·৮ জন পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,০২৩ এবং শতকরা ৮৬·৮ জন।

ভারতীয় বালিকাদের শিক্ষা

ভারতীয় বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুইয়েতেই সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু যে সকল বালিকা বিদ্যা শিক্ষা করে তাহাদের সংখ্যা ৪৩৫ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দুইটি বিদ্যালয়ই সম্প্রতি বিভাগ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছে। এই বিদ্যালয় দুইটিতে ১৬ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তন্মধ্যে ৫ জন ট্রেনিং প্রাপ্তা। তাঁহার মধ্যে একজন বি-টি, পাশ। এই বিদ্যালয় দুইটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৫,১১৪৲ টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২২,৫৪৬৲ টাকা, তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২,৫৫০৲ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ২,৪০০৲ টাকা এবং অন্যান্য উপায়ে ২০,১৬৪৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। শেষোক্ত অর্থের সহিত বিদ্যালয়ের মাহিয়ানা যোগ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল—যথাক্রমে ১,৬৫৫৲ টাকা, ৩,২৯৬৲ টাকা এবং ১৭,৫৯৪৲ টাকা।

মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহ

বালিকাদিগের জন্য মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দুই হইতে ১৬ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রায় ১৪টি বালিকা বিদ্যালয়ে ক্লাস V ও ক্লাস VI পর্য্যন্ত থাকায় এবং মাধ্যমিক স্তরের সাহায্য প্রাপ্তি ও মধ্য বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্রী পাঠাইবার সুবিধা থাকায় আলোচ্য বর্ষে তাহাদিগকে মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়রূপে গণ্য করা হয়। এই বিদ্যালয়সমূহে ২৫ জন শিক্ষক এবং ৭০ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তন্মধ্যে ২৫ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত।

এই সকল বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩২,০৫৪৲ টাকা; তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১১,১০৬৲ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ১,০০৭৲ টাকা, মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ৪৭১৲ টাকা এবং স্কুলের মাহিয়ানা সহ অন্যান্য বেসরকারী ভাবে ১৯,২৬৮৲ টাকা পাওয়া যায়।

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়

আলোচ্য বর্ষে সকল সহ বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭৬ এবং তাহাদের ছাত্রী সংখ্যা হইয়াছে ১১,০২৮। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৭৯ এবং ছাত্রিগণের সংখ্যা ছিল ১১,৪৫৯।

বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা হইয়াছে ৪০৯; তন্মধ্যে ১১২ জন শিক্ষয়িত্রী এবং তাহার ভিতর ৪১ জন ট্রেনিং প্রাপ্তা।

এই সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৯২,৭৪২৲ টাকা, তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২৬,৬২২৲ টাকা, জেলা তহবিল হইতে ২,৪৭০৲ টাকা মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে ১৫,৪৯০৲ টাকা এবং স্কুলের মাহিয়ানা সহ অন্যান্য বেসরকারী উপায়ে ৪৮,১৮৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ১,০১,৭১৫৲ টাকা, ১৯,৪৫০৲ টাকা, ৭,৭৬১৲ টাকা, ১৯,০৫৫৲ টাকা এবং ৫৭,৪৪৯৲ টাকা।

বিশেষ বিদ্যালয়সমূহ

১৯৩৯-৪০ সালে টেকনিক্যাল এবং শিল্প-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২টি এবং ৫৮টি বালিকা এই স্থানে শিক্ষা লাভ করিত, ইহার পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অপরিবর্ত্তিত কিন্তু ৬১ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিত। এই দুইটি বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ১০৯৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

মুসলমানদিগের শিক্ষা

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,০২৭, তন্মধ্যে ১৪,৭৩৮ জন বালক এবং ৪,২৮৯ জন বালিকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,৫০২; তন্মধ্যে ১৫,১৬৬ জন বালক এবং ৪,১১৬ জন বালিকা। আলোচ্য বৎসর ৪৭৫ জন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে কম ভর্ত্তি হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ২.৪ জন ছাত্র কমিয়া গিয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থাই ইহার একমাত্র কারণ। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ উচ্চ ও নিম্ন

[শেষাংশ ১১পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান

নাটোর সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন

গত ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬৷৷০ টার সময় মাননীয় মন্ত্রী মিঃ তমিজ উদ্দিন খান আসাম মেলে নাটোর ষ্টেশনে নামেন। তিনি নাটোর মহকুমা প্রাইমারি শিক্ষক সম্মেলন ও পল্লী-মঙ্গল কনফারেন্স দুইটী পৃথক পৃথক সময়ে উদ্বোধন করেন। নাটোর মহকুমার কচুরীপানা সপ্তাহে যাহারা ভাল কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে তিনি মেডেল ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী ও বাহিরের নিমন্ত্রিত অতিথিদের সুখ-সুবিধার ত্রুটী না হয়, সে দিকে সকল অনুষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ সজাগ ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রীকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। তিনি সারাদিনব্যাপী অক্লান্ত ভাবে সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন ও পৃথক পৃথক সময়ে সমস্ত অনুষ্ঠানে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। নাটোরের কৃষি-কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাত্রি ৮ টার সময় তিনি পার্শেল ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

উত্তর-বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৭ই নভেম্বর নাটোরে উত্তর-বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য-সম্মিলনী অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের ভিতরে অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটী পরিপূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ডেলিগেটের সিটে অনেকগুলি সাহিত্যিককে দেখা যায়। মাননীয় মন্ত্রী মিঃ তমিজ উদ্দিন খান সকাল ৯টার সময় প্যাণ্ডেলে উপস্থিত হইলে ভলাণ্টিয়ারগণ তাঁহাকে গার্ড-অফ-অনার জানায় এবং বিপুল জনতার জিন্দাবাদের মধ্যে তিনি আসন পরিগ্রহ করেন। তৎপর সারাদিনব্যাপী নিম্নোক্তরূপ কার্য্যসূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠানের সকল বিভাগের কার্য্য সমাপ্ত হয়:—(১) কোরাণ পাঠ, (২) আজান, (৩) মাননীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক সম্মিলনীর উদ্বোধন (৪) মিঃ আব্বাস উদ্দিন ও কলিকাতার প্রমথনাথ সেনগুপ্তের দুইটী সঙ্গীত, (৫) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ও সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচন, (৬) ফটো, (৭) সভাপতির অভিভাষণ, (৮) জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ এবং (৯) প্রবন্ধ, কবিতাদি পাঠ।

বঙ্গীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী

প্রথম দলের কলিকাতায় আগমন

বিগত ১৬ই নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় উপকূল রক্ষী গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম দলের আশি জন সৈনিক আম্বালা ক্যাণ্টনমেণ্টে শিক্ষা লাভের পর তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে যাইবার পথে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে গাড়ী আসিবার বহুপূর্ব্বে প্লাটফরম জন-সমুদ্রে পরিণত হয়। গাড়ী হইতে অবতরণের পরেই মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাদের উপস্থিতি ঘোষণা করে। ইহার পর সিভিল রিক্রুটমেণ্ট কমিটির সহকারী সেক্রেটারী মিঃ বি, কে, লাহিড়ী ও মওলবী কাজী আবদুল কুদ্দুস সৈনিকবৃন্দকে একে একে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন।

অতঃপর হাওড়ার মেসার্স লক্ষ ব্রাদার্স তাঁহাদিগের চা পানের ব্যবস্থা করেন। অবশেষে অফিসার কমাণ্ডিং-এর নেতৃত্বে গোলন্দাজগণ হ্যারিসন রোড দিয়া মার্চ্চ করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছেন। তাঁহাদের মার্চ্চের সময় হ্যারিসন রোডের "ফুটপাথ" ও বাড়ীর বারান্দাগুলি উৎসাহী দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। সিভিল রিক্রুটমেণ্ট কমিটির পক্ষ হইতে শিয়ালদহ ষ্টেশনে ইঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়। পরে সৈন্যদল তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে চলিয়া গিয়াছেন।

যুদ্ধ ও মানব-সমাজের কর্ত্তব্য

মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা

মধ্য-প্রদেশ ও বেরার প্রাদেশিক যুদ্ধ-কমিটির সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর স্যার এইচ, জে, টুয়াইনাম সেদিন বলিয়াছেন:—"দুঃখের সঙ্গে আমাকে দুই শ্রেণীর প্রচার-কার্য্যের কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। এই ধরণের প্রচার-কার্য্যকে আমি শত্রুপক্ষের প্রচার-কার্য্য বিশেষণেই বিশেষিত করিতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি বক্তৃতার মধ্যেই আমি এ-হেন প্রচার-কার্য্যের পরিচয় পাইয়াছি। এই সভায় উপস্থিত আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেহ অবশ্য এরূপ বক্তৃতা প্রদান করেন নাই—আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাই এই ধরণের বক্তৃতা করিয়াছেন।

(মহামান্য স্যার এইচ, জে, টুয়াইনাম)

"আলোচ্য বক্তৃতাগুলিতে যে দুইটি বিষয়ের প্রতি জোর দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথমটিতে আমাদের যুদ্ধে যোগদানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে—এই যুদ্ধ নাকি দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগ্রাম এবং এ-জন্য যুদ্ধের ব্যাপারে উপেক্ষা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ আদৌ এমন সংগ্রাম নহে—যা'তে ভারতবাসী ও বৃটিশারগণ যোগ দিতে পারে।

"বর্ত্তমান যুদ্ধকে দুইটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগ্রাম বলিয়া যাহারা প্রচার করিতেছে, তাহাদের চিন্তাধারা আদৌ যে বর্ত্তমান যুগোপযোগী নহে, বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর মন লইয়াই যে তাহারা কথা বলে—এ-কথা আমি বিনা দ্বিধায় ঘোষণা করিতে পারি। আদিম বর্ব্বর কালের 'জোর যার মুলুক তার' নীতি বা আধুনিক ভাষায় যাহাকে 'শক্তির রাজনীতি' বলা হয়, মানুষকে যদি তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়, তাহা হইলে এমন সময় নিশ্চয়ই আসিবে—যখন জগতের জাতিসমূহ শুধুমাত্র নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবন (গত মহাযুদ্ধে ৮০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হইয়াছিল) এবং অজস্র অর্থ ব্যয় হইতে বিরত থাকার যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেই। আমার মনে হয়—তখন যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য পন্থায়ই মানব-জাতির দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করার প্রয়াস পাওয়া হইবে।"

বিগত জুলাই মাসে বাঁকুড়া জেলায় যথেষ্ট পল্লী-উন্নয়নের কাজ হইয়াছে, সরকারী ও বেসরকারী অনেক লোক ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সদর মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে সভা করিয়া তথায় পল্লী-উন্নয়নের নানাবিধ উপায় আলোচনা করা হইয়াছে। জিলার একটি গ্রাম্য হল প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৪০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক মহড়া

১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে

কলিকাতার জনসাধারণ এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া এবং হুগলীর কারখানা অঞ্চলের অধিবাসিগণের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে ৪ঠা ডিসেম্বর একটি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক মহড়া হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহা আগামী ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হইবে। এই মহড়া সন্ধ্যা ৭টা হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত চলিবে এবং এই সময় আলোক নিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে এমন একটি পরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থা করা হইবে, যাহা আকস্মিক প্রয়োজনে আইন বলে বিধিবদ্ধ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার যোগাযোগও এই সময় পরীক্ষা করা হইবে।

জনসাধারণের যাহাতে বিশেষ অসুবিধার কারণ না ঘটে তজ্জন্য আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে ধরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, মোটরকারের মালিকগণকে তাহাদের মোটরের আলোতে তদনুযায়ী মুখোস পরাইতে বাধ্য করা হইবে না।

এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে:—

হেড্ লাইটের বাল্ব সরাইয়া রাখিতে হইবে এবং সংবাদ-পত্র জাতীয় কাগজ দ্বারা পাশের আলোগুলি ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

রেল চলাচল বন্ধ করা হইবে না। গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারেন যে, আকস্মিক বিপদের সময়ে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তদনুযায়ী মহড়ার ব্যবস্থা করিলে এক শ্রেণীর লোকের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, এই সকল পরীক্ষা-মূলক কার্য্য যতদূর সম্ভব এবং যত ভালভাবে সম্ভব সমাধা করিতে হইবে এবং যে, কোনরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নাগরীক জীবন ও অঙ্গের নিরাপত্তা নির্ণয় করিবার ব্যাপারে গভীর রাত্রে এক ঘণ্টাকাল মাত্র মহড়া যথেষ্ট নহে। সরকার আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, পূর্ব্বে কার ব্যাপারের মত এবারও তাঁহারা জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিবেন।

ভারতীয় সৈন্য-বাহিনী

ভারতীয় অফিসারদের সমস্ত বিভাগে যোগদানের অধিকার

২০শে নভেম্বর সকালে রাষ্ট্রীয় পরিষদের অধিবেশনে মিঃ মানেকজী নাদিরশা দালালের এক প্রশ্নের উত্তরে দেশরক্ষা সমর বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এ, ডি, সি, উইলিয়ামস বলেন যে, ভারতীয় অফিসাররা এখন ভারতীয় সৈন্যদলের সমস্ত বিভাগে যোগদান করিতে পারে এবং ডেরাডুনের ইণ্ডিয়ান মিলিটারী একাডেমীর প্রসার সাধন করা হইয়াছে ও পাঠ্য-তালিকা সংক্ষেপ করিয়া ১৮ মাসের উপযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া মৌতে একটি নূতন ক্যাডেট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহাতে বৎসরে ১২ শত ক্যাডেটকে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের গোড়া হইতে ৫১৬ জন ভারতীয় অফিসারকে কমিশন দেওয়া হইয়াছে এবং গত ১লা অক্টোবর হইতে আরও ৪৩০ জন শিক্ষা লাভ করিতেছেন।

বাঙলা সরকারের প্রস্তাবিত পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কি ফসলের আবাদ হইতে পারে ও তজ্জন্য কি উপায় অবলম্বন করা বিধেয় তাহা, সম্প্রতি বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েটে একটি কনফারেন্সে আলোচিত হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দিন খাঁন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হাওড়া জেলায় শিক্ষা বিস্তার

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ এবং ১২। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ এবং ১১। এই সকল মাদ্রাসা সংস্কৃত ও উন্নত ধরণের। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উচ্চ মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৪। ১২টি নিম্ন মাদ্রাসায় উক্ত সময় ১,১৯৪ জন ছাত্র ছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসর সেখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,১২৩।

উচ্চ মাদ্রাসা ও নিম্ন মাদ্রাসাগুলির সাকুল্য ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৪,৮৪০৲ ও ২৬,৮৬৯৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,২৭২ এবং ২৩,১৫০৲ টাকা। তন্মধ্যে ১,১৩২৲ ও ৭,৫৫৫৲ টাকা যথাক্রমে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

সরকারী ও বেসরকারী তহবিল হইতে যথাক্রমে ১,১৮১৲ ও ১,৭০৮৲ টাকা বেশী ব্যয় করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মুসলমান শিক্ষকগণের সংখ্যা ছিল ৬২৪; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল ৫৮০।

বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষা

জেলায় হিন্দুগণের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে অনগ্রসর জাতি হইতেছে বাগদি, বাইবার, পোদ, ডোম, মুসরী, সবগুল, ধোপা, মুচি, বেথর ও কেওরাগণ। ইহারাই অনুন্নত জাতি বলিয়া পরিচিত।

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ বিদ্যালয়সমূহে অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮,৭৪২ জন; তন্মধ্যে বালিকার সংখ্যা ছিল ১,৩০২। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯, ৬৭৬, তন্মধ্যে বালিকার সংখ্যা ছিল ১,২৯৬। মোট সংখ্যা হইতে ৩২৪ জন উচ্চ শ্রেণীতে, ৩৯৩ জন মাধ্যমিক স্তরে এবং ৬,৭২৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত ৬২৩ জন বালক ও একটি বালিকা বিশেষ বিদ্যালয়ে এবং ১২৩ জন বালক অননুমোদিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল।

সমগ্র জেলায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য কেবল মাত্র একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় (সালকিয়া বিক্রম বিদ্যালয়) আছে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ উক্ত বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮৩ জন। স্কুলের মোট বার্ষিক ব্যয় হইতেছে ১,৭১৮৲ টাকা, তন্মধ্যে ৪২০৲ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে পাওয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ নিম্নলিখিত বৃত্তি লাভ করিয়াছিল:—মধ্য ইংরাজী—১; উচ্চ প্রাইমারী—২; নিম্ন প্রাইমারী—৪।

শিক্ষকগণের ট্রেনিং

আলোচ্য বর্ষে ১,১৮৩ জন শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২২৪ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত—তাহার ভিতর ৪৪ জন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষয়িত্রী বি-টি ডিগ্রীধারী, ৩ জন এল-টি ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, ১০১ জন শিক্ষক বাংলার শিক্ষকতা পরীক্ষায় পাশ, ৪৭ জন গুরুট্রেনিং সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত এবং ২৬ জন শিক্ষয়িত্রী ট্রেনিং সার্টিফিকেটপ্রাপ্তা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত হইবে এইরূপ শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দিবার জন্য সমগ্র জেলায় কেবল মাত্র একটি প্রতিষ্ঠানই আছে এবং উহা হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত আমতলা নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত বিদ্যালয়টি উন্নত ধরণের ও উচ্চশ্রেণীর গুরুট্রেনিং স্কুল এবং এ স্থানে ৪০ জন শিক্ষকের বসিবার ব্যবস্থা আছে।

একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েট হেড মাষ্টার ও দুইজন সর্টার্ণ পাশ বাংলা শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯ জন গুরুট্রেনিং-এর অধীনে ছিলেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষায় সকলেই পরীক্ষায় যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে ৩১ জন কৃতকার্য্য হন। স্কুলের বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ৭,২৫৯৲ টাকা; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫,৫০০৲ টাকা। এই সমস্ত অর্থ প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

জেলায় বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১,৬০০ জন শিক্ষক ও ৩ জন শিক্ষয়িত্রী আছেন। তন্মধ্যে ৫১৮ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ১,০৮৫ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ইঁহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৮৯ এবং ১,০৭৩। এখানে একটু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ২৯টি বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বয়স্কগণের শিক্ষা

আলোচ্য সময়ে নৈশ-বিদ্যালয় ও মক্তবের সংখ্যা ছিল ৭৩ এবং তাহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,১৬৫ জন। এই বিদ্যালয়সমূহের ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৬২৪৲ এবং সমস্ত অর্থই বেসরকারী ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

শরীর চর্চ্চা সম্পর্কীত শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে জনসাধারণ শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রায় সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় রীতিমত শরীর-চর্চ্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করিয়াছে।

হাওড়া জেলার শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কীত সংগঠনকারী উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যা[illegible]ক বিদ্যালয়, উচ্চ ও নিম্ন মাদ্রাসা ও মক্তবের শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দানের নিমিত্ত তিনটি অবকাশ যাপী শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কীত শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানে সর্ব্বশুদ্ধ একশত জন শিক্ষক ট্রেনিং লাভ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মাথা পিছু পাঁচ টাকা খরচ হিসাবে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে পাঁচশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

ভারতীয় সিভিল-সার্ভিস

সংরক্ষিত পদে ৮জন যোগ্য প্রার্থী নিয়োগের ব্যবস্থা

একখানি সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দিল্লীতে শীঘ্রই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে উহাতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা দ্বারা অন্যূন ৭জন প্রার্থী গ্রহণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মুসলমান প্রার্থীদের মনোনয়নের জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত থাকিবে। তবে কোনও মুসলমান যদি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে মনোনয়নের সংখ্যা ঐ অনুপাতে হ্রাস পাইবে। একটি পদ "অন্যান্য সংখ্যালঘুদের" জন্য রাখা হইবে। উপযুক্ত প্রার্থী পাইলে ঐ পদে মনোনীত করা হইবে। ইহা ছাড়া 'তপশীলভুক্ত" সম্প্রদায়ের জন্যও একটি পদ সংরক্ষিত থাকিবে; তবে যদি উক্ত সম্প্রদায়ের কোনও প্রার্থী উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ না হন, বা মনোনয়নের উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা দ্বারা ঐ পদে প্রার্থী নিয়োগ করা হইবে।

বড়দিন উপলক্ষে কলিকাতায় যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যার্থ বিবিধ চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিলাতে ভারতীয় শ্রমিকদের ট্রেণিং

বৃটিশ শ্রম-মন্ত্রীর ঘোষণা

২৪শে নভেম্বর শনিবার কার্ডিফে এক বক্তৃতা দান কালে বৃটিশ শ্রমসচিব মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন ভারতের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে একটি বিরাট পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শতশত ভারতীয়কে ইংলণ্ডে শিক্ষাদানের জন্য নেওয়া হইবে এবং তাহারা ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পর ভারতে প্রেরণ করা হইবে। মিঃ বেভিন বলেন, ইহার ফলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতের ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের শিল্পনৈতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করা হইবে। তিনি আশা করেন ইহার ফলে প্রাচ্য দেশের লোকের জীবনযাত্রা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইবে। কারণ উহা না হইলে পাশ্চাত্য দেশের সহিত প্রাচ্য-দেশের সমযুদ্ধ সম্ভবপর নহে।

প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একদল ভারতীয় শ্রমিক অভিজ্ঞতা শিক্ষা লাভের জন্য ইংলণ্ডে গমন করিবে এবং তথায় তাহারা শ্রম-সচিব মিঃ বেভিনের অধীনে থাকিবে।

প্রথমে ৫০ জন শ্রমিকের একটি দল ইংলণ্ড গমন করিবে এবং তৎপর প্রতি ৬ সপ্তাহ পর ৫০ জন করিয়া লোক গমন করিবে। তাহারা ইংলণ্ডে ৬ মাস শিক্ষালাভ করিবে। ভারত-সরকার কেবল শ্রমিকদের ইংলণ্ড গমনের ভাড়া দিবেন এবং শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যয় বৃটিশ সরকার বহন করিবেন।

এই সমস্ত শ্রমিক শিক্ষালাভের পর ভারতে ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণের যে কোন শিল্পে নিয়োজিত হইবে।

আরও জানা গিয়াছে যে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে ৮,০০০ হাজার শ্রমিকের শিক্ষা আরম্ভ হইবে এবং এজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রায় এক কোটি টাকা খরচ বহন করিতে হইবে। শিক্ষাকালীন বৃত্তি বাবদে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং যে প্রতিষ্ঠানে তাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহার যন্ত্রপাতি ও শিক্ষকগণের বেতন বাবদে ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ লাগিবে।

১৯৪২ সনের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত ১৫ হাজার নিপুণ কারীকর সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা পূর্ণ যোগে কার্য্যে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে।

বিদেশী ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সংশোধিত পাইকারী ও খুচরা দর

নিম্নলিখিত ঔষধগুলির পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর মুদ্রণ করিয়া বাঁধা দর করা হইয়াছে এবং উহা অবিলম্বে কলিকাতায় ও সহরতলীতে কার্য্যকরী হইবে:—

নাম।	পাইকারী। প্রতি ডজন। টাকা।	খুচরা। প্রতিটী। টাকা।
(১) ভিটেন (বড়) ..	২০॥৶০	১৸৶০
ভিটেন (ছোট) ..	৯৷৶১০	৸৶০
(২) কেপলারের মল্ট		
কডলিভার অয়েল	১৯।৶০	১॥৶০
,, হাইপোফস	২১৲	২৲

যশোহর-খুলনার অতিরিক্ত জেলা-জজ মিঃ এ, সি, গাঙ্গুলী, আই-সি-এস, নূতন মহাজনী আইন অনুসারে প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই আইনকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রদেশের সর্ব্বত্র যে-সব রেজিষ্ট্রার ও সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিস স্থাপিত হইবে, মিঃ গাঙ্গুলী তৎসমুদয় সংগঠন করিবেন।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলা হইতে বিপুল সাহায্য

গভর্ণর বাহাদুরের আনন্দ জ্ঞাপন

বিগত ১৩ই নভেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্ট হাউসে বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের পরামর্শ কমিটির যে সভা হইয়াছিল তাহাতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আনন্দের সহিত উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করিবার জন্য তিনি যে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন বাঙলার জনসাধারণ তাহাতে মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। যুদ্ধ তহবিলে মোট ৪৭ লক্ষ টাকার অধিক জমা হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকার অধিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে দেওয়া হইয়াছে, ঐ টাকায় ফাইটার বিমানের দুইটি দলকে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত করা হইয়াছে। অর্দ্ধ লক্ষ টাকার অধিক বে-সামরিক লোকের সাহায্যার্থ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ৬০,০০০৲ টাকা ভারতীয় রেড্ ক্রস সোসাইটি এবং সেণ্ট জন অ্যাম্বুলান্সে দেওয়া হইয়াছে এবং উহা দ্বারা ২৫ খানি আহত-যান সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা স্থির করা হইয়াছে যে ১০ম বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনী ও উপকূল রক্ষী বাহিনী—যাহা নূতন গঠন করা হইল—অর্থাভাব হেতু যাহাতে প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, তজ্জন্য নূতন চাঁদার অর্দ্ধ প্রচার করিয়া ঐ সমুদয় সুবিধা দানের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হউক। ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে, ভারতীয় বিমানবাহিনীর জন্যও সাহায্য প্রার্থনা করা হউক এবং যথেষ্ট পরিমাণ টাকা পাওয়া গেলে একটি পূর্ণ বিমানবাহিনী গঠন করা হউক।

মাননীয়া গভর্ণর-পত্নীর বাণী

মহামান্যা লেডী মেরি হার্বার্ট নিম্নলিখিত বাণী প্রচার করিয়াছেন—বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলের সমর্থক ও হিতৈষীবর্গ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে আমরা এযাবত মোট ১,৫০,০০০৲ টাকা রাজকীয় বিমান বাহিনীতে একটি স্পিটফায়ার বিমান ক্রয় করিবার জন্য প্রদান করিয়াছি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড আমাদের পক্ষ হইতে ঐ বিমান ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। আমরা দ্বিতীয় আর একটি বিমান ক্রয়ের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতেছি এবং তাহার জন্য ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের মধ্যস্থতায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য একটি বিমান ক্রয় করিবার জন্য ১০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল আশা করিতেছে যে, একটি পূর্ণ বিমান বাহিনী গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমরা ভারতীয় রেড্ ক্রস সোসাইটিতে দুইটি আহত-যান দিতেছি, তাহার ব্যবস্থা রেড্ ক্রস সোসাইটি ও সেণ্ট জন অ্যাম্বুলান্সের বঙ্গীয় জয়েণ্ট যুদ্ধ কমিটি করিতেছে। আমরা সিগারেট তহবিলের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষের সৈন্য বাহিনীকে একটি আহত-যান দিব স্থির করিয়াছি। ঐ যান সমুদ্রের পরপারে ব্যবহৃত হইবে। আমরা ম্যালভেরন আশ্রীকে একটি তৈজসপূর্ণ পেটিকা প্রদান করিব উহা সৈন্যদিগের ব্যবহারে আসিবে; জাহাজে যে সমুদয় তৈজসপত্র হারাইয়া গিয়াছে উহা দ্বারা সেস্থান পূরণ করা হইবে। এই সমুদয় জিনিষাদির উপর লিখা থাকিবে "বঙ্গীয় মহিলাগণের উপহার"।

বিগত আগষ্ট মাসে টাকা বিভাগের পর সেণ্ট ডান্‌ষ্টানে ২,৩০১৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে, যুদ্ধে যাহারা অন্ধ হইয়াছে এই অর্থে তাহাদের সাহায্য করা হইবে। ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য ও নাবিকগণের সুবিধা দেওয়ার জন্য ৮,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার রোমান্স্তনে কুঠিরের ব্যয় জন্য ৩,০০০৲ টাকা এবং লেবংএ বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীর সুবিধার্থ ব্যয় ৫০০৲ টাকা উপরোক্ত টাকা হইতে দেওয়া হইয়াছে।

আরোও ১,৫০০৲ টাকা গ্রেট বৃটেনে বিমান আক্রমণ-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সাহায্যের জন্য ১৫,০০০৲ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এই সমুদয় কাজের জন্য আরোও চাঁদা সানন্দে গ্রহণ করা হইবে এবং আমার স্থানীয় চেয়ারম্যান অথবা জেলা প্রতিনিধি উক্ত চাঁদার প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন।

গভর্ণরের যুদ্ধ-তহবিল

গভর্ণরের যুদ্ধ-তহবিলে বর্ত্তমানে ১১,৪৩,৯৯১৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। গতপূর্ব্ব সপ্তাহে আসানসোল হইতে ৬,৫০০৲ টাকা এবং লেডী মেরী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিল হইতে ৭৩,৭০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়।

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, গুপ্ত, আই-সি-এস, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যুদ্ধ-তহবিল কমিটির সভাপতি হিসাবে গভর্ণরের নিকট দুই দফায় মোট ১০,৫০০৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহ্‌বিল্

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহ্‌বিল হইতে পুনরায় ৩০,০০০ পাউণ্ড বৃটিশ বিমান বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট বিমান ক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই তহবিল হইতে এ-পর্য্যন্ত মোট ২৮০,০০০ পাউণ্ড চাঁদা প্রেরণ করা হইয়াছে এবং এই টাকা হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ড স্কোয়াড্রন্ নামে দ্বিতীয় এক দল বিমান-বহর গঠন করা হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের তহ্‌বিলে গত সপ্তাহে ১,০০০ পাউণ্ড চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান ও দিনাজপুর জেলা হইতেই বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছে। এ-পর্য্যন্ত এই ফণ্ডে ১০,৪৭,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

যুদ্ধ-ঋণ

অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাঙলায় যুদ্ধ-ঋণ হিসাবে সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় দ্বারা নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট	৯,৩৭,২৮০৲
ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প	২,৪১৫৲

চট্টগ্রাম

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্য ১,২৬৬৲ টাকা চাঁদা উঠান হইয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আগমন উপলক্ষে স্থানীয় আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই ফণ্ডের জন্য আরো ১৫০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি

বিগত ১০ই নভেম্বর তারিখে রাজবাড়ী নামক স্থানে যুদ্ধ সম্পর্কীত প্রচার কার্য্য চালানের উদ্দেশ্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভায় প্রায় ২,০০০ লোক উপস্থিত ছিল। মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ, এম এল, এ, রায় বাহাদুর বিপুলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, মিঃ কাজী আব্দুল খালেক, মিঃ এম, চৌধুরী, মিঃ এস, জি, সিংহ প্রভৃতিও সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বেঙ্গল ব্যাটারী পল্টনে যোগদানার্থ এই সভায় ৫ জন তরুণ উপস্থিত হইয়াছিল। সভায় যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য ৪০১৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হয়।

গত ১৫ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতিতে ১,০৯৫৵১০ আনা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। এই তারিখ পর্য্যন্ত মোট ১৬,৪৮১।৩ পাই চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৫৵০ আনা লেডী মেরী হার্বার্ট বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে ২৯,৬৯৬৵০ আনা প্রেরিত হইয়াছে।

জলপাইগুড়ির ব্যাঙ্কসমূহ যুদ্ধ-ঋণের নিম্নোক্ত হিসাব প্রদান করিয়াছে:—

	টাকা।
শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ৬ বৎসর মেয়াদী বণ্ড	১৫,৫১৫৸০
সুদ বিহীন ঋণ	৬০০৲
পোষ্টাফিসে বিক্রীত ডিফেন্স সার্টিফিকেট ..	১২,৮২০৲

বিগত ১৪ই নভেম্বর তারিখে জেলা যুদ্ধ-কমিটির সভা হইয়াছিল। এই সভায় বিভিন্ন আঞ্চলিক সাব-কমিটির কার্য্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং যুদ্ধ সম্পর্কীত প্রচারকার্য্য সম্পর্কে কলিকাতাস্থ জনসংযোগ কমিটির প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়।

১৫ই নভেম্বর তারিখে জলপাইগুড়ি সিভিক গার্ড সাব-কমিটিরও এক সভা হইয়াছিল।

দিনাজপুর

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস্ জে, পি, রায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় মহিলা যুদ্ধ-কমিটির পক্ষ হইতে এক সাহায্য অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উপলক্ষে কলিকাতার এক খ্যাতনামা নৃত্য সম্প্রদায় ১৪ই ও ১৫ই নভেম্বর তারিখে স্থানীয় সিনেমা-গৃহে নৃত্যানুষ্ঠান হইয়াছিল। উভয় রজনীতেই বহু সংখ্যক লোক নৃত্য দর্শন করিতে সমাগত হইয়াছিল। রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ডাস্, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুমান করা যাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠানের ব্যয় বাদ দিয়াও প্রায় ১,০০০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। যুদ্ধের সাহায্য ব্যাপারে এই আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হওয়ায় শহরে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

স্থানীয় জেলা স্কুল-ইন্সপেক্টর মিঃ এস, কে, দাস তাঁহার অফিসের কর্মচারীদের নিকট হইতে ৫১৷০ আনা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ-তহবিলে দিয়াছেন।

বর্দ্ধমান

স্থানীয় বিজয়বিনোদিনী বালিকা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ যুদ্ধ-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ "রাজা-রাণী" নাটক অভিনয় করিয়াছিল। এই অভিনয়ের টিকেট বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ২৫১৲ টাকা লেডী মেরী হার্বার্ট যুদ্ধ-ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হইয়াছে। [illegible] এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

...ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা] কলিকাতা, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ [এক আনা

হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার লীলা

কতিপয় ভুক্তভোগীর মর্ম্মন্তুদ কাহিনী

নিম্নে হিটলারের অত্যাচারে নিপেষিত জাতিগুলির লোকের বিবৃতি প্রদত্ত হইল। ইহার উপর কোন টীকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক।

আমি একজন চেকজাতীয় ছাত্র। ১৮ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার দেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের নিকট হইতে শ্রদ্ধাই পাইয়া আসিতেছিল। রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে কৃষ্টির উন্নতি সাধনে সকলের অবাধ অধিকার ছিল। আর আজ উহা একটা তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ইহার নাই। আমার সহপাঠিগণ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত; আমাদের হাজার হাজারকে সৈন্যদের দ্বারা গুলী করিয়া হত্যা বা কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দাস-বৃত্তির জন্য হাজার হাজারকে দাস জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার দেশের শিক্ষা ও কৃষ্টিকে গলা টিপিয়া মারিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নাৎসীরা আমার দেশের সমস্ত সম্পদ আহরণ করিয়া লইতেছে। জার্ম্মাণীর শিল্প-বাণিজ্যের সহিত দারুণ প্রতিযোগিতায় নামিতে হয় বলিয়া আমার দেশের শিল্প বাণিজ্য আজ মৃতপ্রায়। আমার পিতার ব্যবসা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর জার্ম্মাণ বন্দী-শিবিরে। আর আমার ছোট ভাই বোনগুলিকে জার্ম্মাণ স্কুলে ইহাই শিক্ষা দান করা হইতেছে যে, জার্ম্মাণ জাতি শ্রেষ্ঠ এবং তাহারাই চেকদের উপর প্রভুত্ব করিবে।

হিটলার! তোমাকে একথা আমি জানাইতেছি!

আমি পোল্যাণ্ডের একজন ইহুদী। মাত্র বার মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি এমন একটি রাষ্ট্রের প্রজা ছিলাম যেখানে ইহুদিদেরও সকল বিষয়ে সমঅধিকার ছিল এবং যেখানে পোলিসদের জাতীয় কৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আর আজ আমি একজন ঘৃণ্য জীব বিশেষ। দুইজন ডিক্টেটর আমার দেশটিকে ভাগাভাগি করিয়া গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। আমাদের রাজধানী পোলাণ্ডবাসীর আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত এবং জার্ম্মাণীর বাহিনী আমাদের সৈন্য সামন্তকে নির্ম্মূল করিয়া দিয়াছে।

ইহুদী বলিয়া আমাদের অস্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত বিপন্ন এবং আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া আমাদের জীবিকানির্ব্বাহের পথগুলিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। শীতে এবং অনাহারে আমাদের সহস্র সহস্র লোক ইতিমধ্যে মৃত্যুর দেশে আশ্রয় লইয়াছে।

আমাদের মধ্যে একদল যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগকে দুর্বৃত্তদের নিকট ইহুদী পরিচয় ঘোষণা করিয়া ঘুরিতে হইতেছে। ইহা আধুনিক যুগের বন্দী-শিবিরের অনুরূপ ব্যবস্থা। আমরা জাতীয় অপমান ও অনুতাপে যে এখনও মৃত, না হয় মৃত্যু কামনা করিতেছে। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই আমি বাঁচিয়া আছি।

হিটলার! একথা তোমাকে আমি সরাসরি জানাই।

আমি একজন ডেনিশ জাতীয় গোয়ালা। ছয় মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার দেশটি পৃথিবীর অন্যতম উন্নতিশীল দেশ বলিয়া সুপরিচিত ছিল। প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সহিত উহার কোন বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না। আর আজ উহা একটি তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। নাৎসীদের করুণার উপরেই উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। শত্রু দলের সাহায্যে নাৎসীরা আমাদের দেশের বুক জুড়িয়া বসিয়া আছে। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি একণে উপহাসের বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের বেতারযন্ত্র প্রকাশ্যে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেছেন না। আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাছে জার্ম্মাণ প্রভুদের মনে ব্যথা দিয়া বসি। আমাদের সমুদ্র-পারের বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাংস, মাখন ও ডিম সম্পর্কীয় আমাদের লাভজনক ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীর সহিত অসম্ভব চুক্তিতে বিনিময় প্রথা আমাদের স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। এক সময় দুধ হইতে মুক্ত, মাখন ইত্যাদি তৈরীর ব্যবসায় আমাদের গর্ব্ব এবং সমগ্র জগতের ঈর্ষার বস্তু ছিল। উহা সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কারণ বর্ত্তমানে আমরা সমুদ্রপার হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারি না, ফলে এক সময় যে সকল গৃহপালিত পশু আমাদের উন্নতির মূল কারণ ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিতেই আমরা বাধ্য হইতেছি। নাৎসীর জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে বর্ত্তমানে আমাকে কাজ করিতে হইতেছে এবং আমার ব্যবসা-বাণিজ্য এখন আর আমার নিজের নহে?

এই সবের জন্য আমি হিটলারকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমি নরওয়ে দেশের একজন নাবিক। ছয় মাস পূর্ব্বেও আমার স্বদেশ জগতের সমক্ষে উন্নতিশীল, উদারমনা এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ বলিয়া উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিল এবং আমার স্বদেশের জাহাজ সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য চালাইত। কিন্তু বর্ত্তমানে নাৎসি গুপ্তচর কার্য্যের দুর্নীতি দ্বারা আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তিকে অপসারিত করিয়া "ধন গড় নিত্রীথণ" এই আখ্যায় জগতের জাতিসমূহের সম্মুখে আমাদের স্বদেশ করিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে। জার্ম্মান কর্তৃপক্ষ আমাদের রাজা ও গভর্ণমেণ্ট এবং সেই সঙ্গে যে মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে সাগর-পারে তাড়াইয়া দিয়াছে। সরকারের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। আমাদের যে কাষ্ঠ ও কাগজের ব্যবসায় জগতের সুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে; কারণ বর্ত্তমানে উক্ত ব্যবসায় জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। আমাদের নৌ-বাহিনী স্বদেশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন; কারণ শতকরা ৮৫টি জাহাজ নরওয়ের সরকারের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুযায়ী বিদেশীদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। আমি বর্ত্তমানে আমার জাহাজের কাজে বাহিরে আছি। আমি এবং কোনমতেই আমার গৃহে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি না; কিংবা তাহাদের ভরণপোষণের নিমিত্ত কোন প্রকার সাহায্য করিতেও আমি অপারগ। এই সকল ঘটনার জন্য হিটলারকে ধন্যবাদ।

আমি হল্যাণ্ডের জনৈক ব্যবসায়ী। পাঁচ মাস পূর্ব্বেও আমার স্বদেশ পূর্ব্বপুরুষদের মত উহার শিল্প-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করিয়া, সুখ্যাত জাতির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া সকলের সহিত ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছিল। এই দেশ তাহার গণতান্ত্রিক নীতির জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল এবং কাহারেও প্ররোচিত করিতে কিম্বা কাহারেও বাধা প্রদান করিতে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ ছিল। আজ এই দেশ নাৎসী অত্যাচারের যন্ত্রচক্রে নিপেষিত, ইহার জনপদ আক্রমণকারী সৈন্যদের দ্বারা লুণ্ঠিত এবং ইহার সমৃদ্ধিশালী জার্ম্মাণ বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত। বর্ত্তমানে আমরা ইচ্ছামত পুস্তক কিম্বা সংবাদপত্র পাঠ করিতে সাহস করি না এবং পূর্ব্বের মত বিদেশী বেতার-কেন্দ্রের সংবাদ শ্রবণে সাহসী নই। এমন কি

[শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা অন্য স্থান হইতে জাহাজী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং বর্ণিত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও তাহাদের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়দ্বীপ ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিদিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন করানো হইতেছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাযথ তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৯ই ডিসেম্বর—১৯৪০

আত্ম-প্রত্যয়

বিগত ২১শে নভেম্বর তারিখে মহামান্য সম্রাট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সদস্যদের প্রতি এক বক্তৃতায় বলেন;—"সাম্রাজ্যের সমগ্র সেনা-বাহিনী ও আমার মিত্রপক্ষের সেনা-দলের বীরত্বে এবং সেনামণ্ডিক রক্ষণ ব্যবস্থার একাগ্রতা ও আমার প্রজাসাধারণের দৃঢ় সঙ্কল্পের ফলে বিজয় লাভ সম্পর্কে আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছে।" সম্রাট আরো বলেন,—"যে পর্য্যন্ত না স্বাধীনতার নিরাপত্তা সাধিত হয়, সে-পর্য্যন্ত অত্যাচারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য আমার প্রজাসাধারণ ও আমার মিত্রপক্ষ তাঁহাদের সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছেন। স্বাধীনতার এই নিরাপত্তা যখন সাধিত হইবে, তখনই মাত্র বিভিন্ন জাতি অবাধ অত্যাচার ও বল-প্রয়োগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়পরতার উপর ভিত্তি করিয়া একত্রে কাজ করিতে সমর্থ হইবে।"

বৃটেনের যেসব বিশিষ্ট নেতা বর্ত্তমান জীবন-মরণ সংগ্রামে জাতিকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদেরও অনেকের আধুনিক বক্তৃতায় এ-রকম আত্ম-প্রত্যয়েরই সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল পার্লিয়ামেণ্টের বক্তৃতায় সেদিন বলিয়াছেন,—"এ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্র জার্ম্মাণী ও নিকি বা অর্দ্ধভাবে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এতৎসত্বেও যুদ্ধের ফল আমাদের জন্য মোটেই নিরুৎসাহব্যঞ্জক হয় নাই। যে সময় আমরাও আমাদের শত্রুদের মতই অস্ত্রসজ্জিত হইতে পারিব, আমি সেই দিনের দিকে আশাপূর্ণভাবে লক্ষ্য করিতেছি। আমি সেই দিনের প্রতি নির্ভর করিতেছি—যেদিন মার্কিন নবীন জগত ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ধন-সম্ভারের দিক দিয়া বেশী শক্তিশালী হইয়া বিজয়ী হইতে পারিবে এবং ফলে মানব-জাতিকে অন্যায় অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিবে।"

কয়েক দিন হইল কোন্‌চেষ্টারে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মিঃ আর্থার গ্রীনউড ঘোষণা করিয়াছেন,—"বোমা-বর্ষণের ফলে বৃটেনে শিল্পের যে ক্ষতি হইয়াছে, জার্ম্মাণীতে এরূপ ক্ষতি অপেক্ষা শতগুণ বেশী হইয়াছে। যদিও বৃটেনের উপর অতি সাংঘাতিকভাবেই পুনঃ পুনঃ বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে, তথাপি শত্রুর প্রতি আক্রমণ চালাইয়া বৃটেন যে বিরাট ক্ষতি সাধন করিতে পারিয়াছে, তাহার তুলনায় বৃটেনের ক্ষতি অতি সামান্য। এরূপ হওয়ার কারণ ইহাই যে, জার্ম্মাণগণ বেপরওয়াভাবে যত্রতত্র আক্রমণ চালাইতেছে। বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত বাড়ীঘর ও হতাহত জনগণের সংখ্যা বৃটেনে হয়ত বেশীই হইবে; কিন্তু বড় বড় তৈল সংশোধনাগার, অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা, বিদ্যুৎ-কেন্দ্র, যান-বাহন ব্যবস্থা প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্য বস্তুর ক্ষতি বৃটেন অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে অনেক বেশী হইয়াছে।" মিঃ গ্রীনউড অতঃপর হিসাব করিয়া প্রদর্শন করেন যে, রাজকীয় বিমান বাহিনী শত্রুদেশে যে ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, জার্ম্মাণ বিমানের আক্রমণে বৃটেনের ক্ষতি অপেক্ষা তাহা অন্ততঃ শতগুণ বেশী হইবে।

মিঃ আর্থার গ্রীনউড যেদিন কোন্‌চেষ্টারে উপরোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন, ঠিক সেই দিনই আর্ল হ্যালিফ্যাক্স মিড-টি-কেমেরোতে সাংবাদিকদের সম্মুখে এক বর্ণনা দেন। একটি আমেরিকান প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে তিনি তথায় গমন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমরা এবং আমাদের মিত্র-পক্ষ নিশ্চিতভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে বিজয় পথে অভিযান করিয়াছি। যদিও প্রথম প্রথম শত্রুপক্ষ কতকটা সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু এই সাফল্য সত্বেও বৃটেন বর্ত্তমানে এতটা শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে কোন সময় এতটা সম্ভবপর হয় নাই।"

বৃটেনের উপরোক্ত নেতৃবর্গের এই সব বক্তৃতায় যে আত্ম-প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রত্যেক লক্ষ্য করিবার কথা। এই সব উক্তি হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, হিটলার ও তাঁহার দলবল জার্ম্মাণ সমরের যে চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, বৃটেনের জনগণের মনোবল মোটেই দমিত হয় নাই এবং বৃটেনে কল-কারখানার ক্ষতিও হইয়াছে খুবই সামান্য। এই আত্মপ্রত্যয়, এই দৃঢ় সঙ্কল্প, নিজেদের উদ্দেশ্যের পবিত্রতা সম্বন্ধে এই সুদৃঢ় ধারণা এবং সমগ্র জাতির স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতায় বৃটেনের সমর-শক্তি যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহারই পরিণামে বৃটেন ও মিত্রপক্ষ মধ্য ইউরোপের ডিক্টেটর বাহিনীর উপর অবশ্যই জয়ী হইতে সমর্থ হইবে। সমগ্র ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তথাকথিত "নিকৃষ্ট" জাতিগুলিকে পদানত করার যে স্বপ্ন নাৎসী গুণ্ডারা দেখিয়া আসিতেছে, তাহা অবশ্যই ব্যর্থ হইবে।

বৃটেনের জাহাজসমূহ

বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ বহু পরিমাণে ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ প্রচার বিভাগ অযৌক্তিক দাবী করিতেছে। ঘটনাটি এই—সম্প্রতি জার্ম্মাণরা দাবী করিয়াছিল যে, রক্ষী-বেষ্টিত ৩৮ খানা বৃটিশ জাহাজ তাহারা ডুবাইয়া দিয়াছে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণদের দাবী কতটা অতিরঞ্জিত। এই সমুদয় জাহাজের ৩৩ খানি জাহাজ ঐরূপ সংবাদ প্রচারের পর নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না এবং বস্তুতঃ মিঃ রোনাল্ড ক্রস বিগত ১৪ই নভেম্বর তারিখে বেতার বক্তৃতায় স্বয়ং বিবৃতি দিয়াছেন যে, ১৯৪০ সনের জুন মাস হইতে জার্ম্মাণগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক জাহাজ ডুবাইতেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ২১,০০০,০০০ টন জাহাজ ছিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে বৃটিশ জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ২,১৮০,০০০ টন। এই সময়ের মধ্যে নরওয়ে, ডেনমার্ক ও বেলজিয়মের বাণিজ্য জাহাজের মধ্য হইতে অনেক জাহাজ পাওয়া যাওয়ায় বৃটিশের বাণিজ্য জাহাজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরও গ্রীসের কতকগুলি বাণিজ্য জাহাজ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া ফ্রান্সের বাণিজ্য পোতশ্রেণীর মাত্র এক-চতুর্থাংশ এখন স্বাধীন ফ্রান্সের হাতে আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই সব বাণিজ্য জাহাজের পরিমাণ ছিল ৩,৫০০,০০০ টন। ইহার সহিত নূতন তৈয়ারী জাহাজও আছে। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, শত্রু যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাতে বৃটিশ বাণিজ্য কোনপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। একথা সত্য যে, অনেক সময় অনেক স্থান ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছে এবং ফ্রান্সের পতনের পর হইতে বিপদের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেন তিন উপায়ে এই জাহাজের সমস্যার সমাধান করিতেছে। প্রথমতঃ নূতন জাহাজ ক্রয় করিয়া। আমেরিকার মার্কিন কমিশনের সহিত ৬৫ খানা জাহাজ ও আরও কয়েকটি বে-সরকারী জাহাজ ক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজে নিজেদের ৪৯ খানা জাহাজ ও তাহার যে ১৬ খানি জার্ম্মাণ ও ২ খানা ফ্রেঞ্চ-অধিকৃত জাহাজ ছিল, তাহাও বৃটেনের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। এখন চুক্তিপত্র দ্বারা ভাড়া করিয়া অথবা নূতন জাহাজ ক্রয় করিবার জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ জাহাজ আরও ৪,০০০,০০০ টন বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ বৃটেন অন্যত্র জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছে। ১৯১৮ সনে আমেরিকা ৩,০০০,০০০ টন বাণিজ্য-জাহাজ প্রস্তুত করিয়াছিল। এখন যতদূর আমেরিকার জাহাজ তৈয়ারীর ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, [illegible] ও [illegible] অন্যান্য স্থানে জাহাজ তৈয়ারী করা হইতেছে। তৃতীয়তঃ সাব-মেরিণ হইতে জাহাজ রক্ষা করিবার নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমেরিকা হইতে ৫০ খানা ডেষ্ট্রয়ার আসিবার ফলে ও কতকটা যুদ্ধের জাহাজ তৈয়ারীর পরিকল্পনা দ্বারা জাহাজ রক্ষার দায়িত্ব অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। তাহাতেই বলা চলে হিটলারের অবরোধ পরিকল্পনা স্থলে, সমুদ্রে ও আকাশে তাঁহার মতলব মতোই কাজ হইবে না।

গ্রীক-ইটালীয়ান সংগ্রাম

গ্রীকগণ ইটালীর পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেকেই আশা করিতে পারে নাই যে, গ্রীকগণ আধ্যাত্মিক নাৎসী প্রভুর অধীনে শিক্ষিত মুসোলিনীর সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে এরূপ বীরত্বের সহিত সংগ্রাম চালাইতে পারিবে। গ্রীকসৈন্যগণ শুধু আশ্চর্য্য রকমে বাধা প্রদান করে নাই, তাহারা ইটালীয়ান সৈন্যগণকে পাল্টা আক্রমণ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। কার্য্যপরম্পরায় এরূপ বুঝা গিয়াছে যে, এই সংগ্রামের এরূপ ফল হওয়ায় হিটলার অনেকটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। লেভাণ্ট দখল করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য হিটলার যে বিরাট মতলব আঁটিয়াছে, বলকান অভিযান হইল তাহার অপরিহার্য্য অংশ। স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, হিটলার যে কাজ করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, মুসোলিনী তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। জার্ম্মাণ ডিক্টেটর গ্রীসকে বিজয়লাভ করিতে কিম্বা তাঁহার দলভুক্ত শক্তি ইটালীর অক্ষমতা বিশ্বের সম্মুখে প্রকট হইতে দিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে জার্ম্মাণ-ইটালীর মিলিত শক্তি অজেয় বলার সার্থকতা মোটেই থাকে না। সুতরাং এ ব্যাপারে জার্ম্মাণীর হস্তক্ষেপে কাল-বিলম্ব করা চলে না এবং এখন যুগস্লাভিয়া অথবা বুলগেরিয়ার পালা আসিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে গ্রীস অভিযানে যাইতে হইলে ঐ দুইটা উপত্যকার ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু গ্রীসের উপকূলবর্ত্তী সমুদ্রে বৃটেনের আধিপত্য গ্রীক দ্বীপপুঞ্জকে নিশ্চয় রক্ষা করিবে এবং জল সমুদ্র ও আকাশ হইতে ইটালীর বাহিনীকে অনবরত গুলী বর্ষণ করা হইবে। সমুদ্রে ইটালীর পরাজয় হেতু বৃটিশ নৌবহর পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে কতকগুলি ঘাঁটি দখল করিয়া বসিয়াছে এবং ভূমধ্যসাগরে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি-সামঞ্জস্য বৃটিশের অনুকূলে আনয়ন করিয়াছে।

সমুদ্রে হাস্য-রসের অবতারণা

জার্ম্মাণী প্রচারকার্য্যে বহু কিছু দাবী করিলেও জার্ম্মাণ নৌবাহিনী ও বাণিজ্য জাহাজগুলি বৃটিশ নৌ-বহরের ভয়ে সন্ত্রস্ত। সমুদ্রে সম্প্রতি যে কৌতুকপ্রদ ঘটনা হইয়াছে তাহাতেই উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্ম্মাণীর ৪ খানা জাহাজ [illegible] বন্দর হইতে গোপনে বাহির হইয়া এই অদ্ভুত অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, ১৫ই নভেম্বর তারিখের রাত্রে এই ৪ খানি জাহাজ জার্ম্মাণ সাবমেরিণের সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করে। কোন সংকেত-বার্ত্তা সম্বন্ধে ভুল করিয়া একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ অতি দ্রুত পলায়ন করে এবং অপর তিনখানা জাহাজ পুনরায় পূর্ব্ব বন্দরে ফিরিয়া যায়। আশে পাশে কোথাও বৃটিশ জাহাজ ছিল না। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ অধিনায়ক বৃটিশ নৌবহরের ভয়ে এরূপ সন্ত্রস্ত যে, বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের কথা শুনিলেই তাহারা কি করিবে তাহা স্থির করিতে পারে না।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর

চাখার 'ফজলুল হক কলেজের' উদ্বোধন

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর গত ২৭শে নভেম্বর চাখারে সরকারীভাবে "ফজলুল হক কলেজের" দ্বার-উদ্ঘাটন করেন। তদুপলক্ষে বক্তৃতায় গভর্ণর বলেন যে, পল্লী অঞ্চলে এইভাবে শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

গভর্ণর বাহাদুর আরও বলেন যে, এই পর্য্যন্ত পল্লী-অঞ্চল হইতে সুদূরে কেবলমাত্র শহরগুলিতেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। উহা দ্বারা বাঙলা প্রদেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষা সম্প্রসারণের পক্ষে বিরাট বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের তুলনায় শহরের খরচ বেশী ও আরও নানা অসুবিধা আছে। এই সমস্ত অসুবিধার দরুণ পল্লীর বহু দরিদ্র মেধাবী ছেলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কলেজের শিক্ষা-লাভের সুযোগ হারাইয়াছে। কিন্তু আজ চাখারবাসীরা সেই সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া গভর্ণর মন্তব্য করেন। চাখারের মত বাঙলার প্রত্যেক জিলার পল্লী-অঞ্চলে এইরূপ উচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হউক, গভর্ণর বাহাদুর তাহাই কামনা করেন।

চাখারবাসীদের লক্ষ্য করিয়া মহামান্য গভর্ণর বলেন যে, শিক্ষার অভাবে তাহাদের ছেলেরা তাহাদের যোগ্যতা ও মেধাশক্তির উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে চাখারবাসীদের এই ধরণের কোন অভিযোগ করিবার কারণ থাকিবে না। পল্লীবাসীদের অসুবিধা দূর করার জন্য শিক্ষা-সচিব স্বয়ং স্বগ্রামে একটি উচ্চ শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহা যেন খুবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার বলিয়া গভর্ণর মনে করেন। গভর্ণর মহোদয় আরও বলেন যে, কেবল যুক্তিসঙ্গত বলিলেই এই সম্পর্কে কথা শেষ হয় না; শিক্ষা-সচিবের অদম্য উৎসাহ এবং তীব্র আগ্রহ থাকার দরুণই আজ চাখারে এমন একটি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

কলেজের অধ্যক্ষ যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহার উল্লেখ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, বাখরগঞ্জের এই অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ও উৎসুক ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শিক্ষার জন্য পল্লীবাসীদের এই আগ্রহ ও উদ্দীপনা খুবই সুলক্ষণ বলিয়া গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন। কলেজ স্থাপনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া চাখারের অধিবাসীবৃন্দ বাঙলাদেশে একটি আদর্শ রাখিয়া গেলেন। গভর্ণর আশা করেন—বাঙলার অপরাপর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। উচ্চ-শিক্ষার জন্য কোন কোন পল্লী-অঞ্চলের পক্ষ হইতে মাঝে মাঝে আগ্রহ বা উৎসাহ প্রদর্শিত হইলেও গ্রামবাসীদের মনের দৃঢ়তা ও প্রত্যক্ষ চেষ্টার অভাবে উহা অনেক সময়েই কার্য্যকরী হইয়া উঠে নাই বলিয়াও মহামান্য গভর্ণর মন্তব্য করেন।

কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় ছাত্রদের শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত না করিয়া চাখার কলেজের ছাত্ররা যাহাতে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভেরও সুযোগ অর্জ্জন করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে;—কলেজের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে অধ্যক্ষ এই মন্তব্য করিলে গভর্ণর তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং অধ্যক্ষের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানান। গভর্ণর বাহাদুর আরো বলেন যে, উচ্চ শিক্ষাকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া দেখিবার দিন অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন যাহাদিগকে হইতে হয় নাই, একমাত্র তাহারাই উচ্চ শিক্ষাকে বিলাসের বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারিত। ইসলামিক বা সাংস্কৃতিক উচ্চাদের যে কোন শাস্ত্রচর্চ্চাই হউক না কেন, পুঁথিগত বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যুবকগণ যাহাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও অর্জন করিতে পারিয়া আধুনিক জগতের সম্মুখে নিজেদেরকে স্ব-প্রতিষ্ঠ করিতে পারে, শিক্ষা-দাতাদের সেই দিকে মনোযোগ অর্পণ করিতে হইবে বলিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মন্তব্য করেন।

কলেজের দ্বার উদ্ঘাটনকালে গভর্ণর উহার সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই কলেজে শিক্ষালাভের পর বাখরগঞ্জের যুবকবৃন্দ সকল দিক হইতে যোগ্যতা অর্জ্জনে সক্ষম হইবে।

প্রধান-মন্ত্রী কর্ত্তৃক ১০,০০০৲ টাকা দান

মহামান্য গভর্ণর কর্ত্তৃক চাখার "ফজলুল হক কলেজের" দ্বার-উদ্ঘাটনকালে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক কলেজের জন্য ১০,০০০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর ও লেডী বেরী হার্বার্ট একখানা রেল-বোট যোগে চাখারে গমন করেন এবং কলেজ কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্ত্তৃক ঘাটে অভ্যর্থিত হন। প্রধান-মন্ত্রী ব্যতীত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। গভর্ণরের আগমন উপলক্ষে প্রায় ৫০,০০০ লোক চাখারে সমবেত হইয়াছিল।

কলেজের একটি সুসজ্জিত হলে গভর্ণর ও লেডী বেরী হার্বার্টকে লইয়া যাওয়া হয়। ওখানে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ উপেন্দ্র নাথ গুপ্ত অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন এবং সেই সঙ্গে কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর চট্টগ্রামে সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

গভর্ণরের বক্তৃতার পর প্রধান মন্ত্রী গভর্ণর ও লেডী বেরী হার্বার্টকে চাখারে আগমন করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন—বাঙলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায় তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে লেডী বেরী হার্বার্ট কলেজ হলের উদ্বোধন করেন এবং লেডী বেরী হার্বার্টের নামানুসারে হলের নামকরণ করা হয়।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর জল-সাধিনী বোর্ডের সদস্যদের সহিত গভর্ণর-বাহাদুর পরিচয় করিতেছেন।

চাখারের জনসাধারণের পক্ষ হইতে লেডী বেরী হার্বার্টের বৃক্ষ-তহবিলে অর্থ সাহায্য দান করা হয়। মহামান্য গভর্ণর সদলবলে রোনাল্ডস পার্কের জনসভায় গমন করেন। প্রায় ৫০,০০০ লোক তাঁহাকে দর্শন করার জন্য সমবেত হইয়াছিল। জনতাকে লক্ষ্য করিয়া এখানে মহামান্য গভর্ণর একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন।

সরসিনায় গভর্ণর সম্বর্দ্ধিত

২৭শে নবেম্বর পূর্ব্বাহ্নে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সরসিনা মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। পিরোজপুর মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় ১৫ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ও ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ গ্রেহাম কর্ত্তৃক গভর্ণর বাহাদুর সম্বর্দ্ধিত হন। বৃটেনের জয়লাভ, সম্রাটের ও গভর্ণরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া প্রার্থনা করা হইয়াছিল। মাদ্রাসার সেক্রেটারী কর্ত্তৃক গভর্ণর বাহাদুরকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। সেক্রেটারী মাদ্রাসার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি বিবরণী পাঠ করেন।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী গভর্ণরের তরফ হইতে সমবেত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশন

বরোদায় আগামী অধিবেশন

আগামী ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর তারিখে বরোদায় ভারতীয় ঐতিহাসিক রেকর্ড কমিশনের সপ্তদশ অধিবেশন হইবে। বরোদার মহামান্য মহারাজা বাহাদুর "সভা মন্দির হলে" প্রথম দিন সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন।

কেন্দ্রীয় পাট-কমিটী

বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট-কমিটীর ১৯৩৯-৪০ সালের বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। কার্য্য-বিবরণী পাঠে জানা যায় যে, জুট-কমিটীর কার্য্য নানাদিকে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কমিটীর গবেষণা বিভাগের অনুসন্ধানে বিশেষ প্রয়োজনীয় সুফল লাভ করা গিয়াছে। এতাবৎ-কাল ধারণা ছিল যে, পাটের গোড়ার পচা মাটি হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু ঢাকার কৃষি-গবেষণাগারের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পাটের রোগ বীজের মধ্যেই নিহিত থাকে। আরও বিস্তৃত ও গভীর গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পাটের রোগ-বীজাণুর মধ্যে অর্দ্ধ-চক্রাকার রোদণ ও নীলবর্ণ পোকা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর রোগ বীজাণু সচারাচর দৃষ্ট হয়। ঢাকায় বিভিন্ন প্রকার বীজাণুর সংমিশ্রণ ঘটান হয় এবং পাট পঁচা জলের ৮৩টী নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা ও সারের প্রয়োগ সম্পাদিত হইয়াছে। পাট-তন্তুর গঠন ও বিভিন্ন স্তরের বৃদ্ধির আনুবিক্ষণিক পরীক্ষাও করা হইয়াছে। জুট-কমিটী টালীগঞ্জে একটী টেকনোলজিক্যাল লেবেরেটরী স্থাপন করিয়াছেন। এখানে পাট-তন্তুর দৃঢ়তা, সূক্ষ্মতা ও নমনীয়তার পরস্পর সংযোগ এবং গুণানুক্রম ও তন্তুর সৌসাদৃশ্য প্রায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। অচিরে পাটের আর্দ্রতাও নির্দ্ধারিত হইবে আশা করা যায়। পাট-নির্ম্মিত থলিয়া অপেক্ষা রেসেলা কাপড় নির্ম্মিত থলিয়ার চিনি রাখা বেশী সুবিধাজনক; কারণ পাট নির্ম্মিত থলিয়ার আর্দ্রতা বিদ্যমান থাকে। পাট-তন্তুর আর্দ্রতা হ্রাস করিবার প্রয়াস চলিতেছে।

জুট-কমিটী আরও একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন। পাটের আঁশের সহিত শণ এবং পাকানো পাটের আঁশের সহিত অন্যান্য আঁশ মিশ্রণ দ্বারা নূতন উপায়ে পাট-নির্ম্মিত দ্রব্য ব্যবহারের পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে এবং এই পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

জুট-কমিটির অধীনস্থ মার্কেটিং বিভাগ আলোচ্য বর্ষে প্রধানতঃ পাটের বাজারের তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষামূলক-ভাবে পাটের বাজারের উন্নতি বিষয়ক কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। এবিষয়ে মার্কেটিং বিভাগ যথেষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছে। পাট চাষের জমির পরিমাণ নিরূপণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শীঘ্রই পাট চাষের উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচন সম্পর্কে একটী বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তুত হইবে।

ঔষধের মূল্য নির্দ্ধারণ

সরকারী বিবৃতি

বাঙলা সরকারের বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের যে প্রেস-নোট বিগত ৭ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "এম ও বি" ৬৯৩ বটিকার পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। ঐ প্রেস-নোটের সংশোধন করিয়া ১৯৪০ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে কলিকাতা সহরে ও শহরতলীতে নিম্নলিখিত হ্রাসকৃত মূল্যে উক্ত বটিকা পাওয়া যাইবে।—

ডেগেনান (এম ও বি ৬৯৩) বটিকা

বটিকার পরিমাণ।		মূল্য।
১০০ বটিকার আধার	...	১৬৲ টাকা।
২৫ বটিকার আধার	...	৪৷০ আনা।
একটা বটিকা	...	৶৬ পাই।

ছয় কোটি চটের থলিয়া

গভর্ণমেণ্টের নূতন অর্ডার

জানা গিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জুট মিল সমিতির নিকট ৬০,০০০,০০০ বালুর বস্তার অর্ডার প্রদান করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মাল ডেলিভারী দিতে হইবে।

আরো জানা গিয়াছে যে, ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমিতি শেষ অর্ডার পাইয়াছিলেন।

প্রকাশ, মিসরের প্রায় দুই লক্ষ সেনাদল ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

অ্যাগ-মার্কা আটার দর

সরকারী বিবৃতি

গত সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার থলিয়া ভর্তি চাকী পেষা আটা নিম্নলিখিত দরে বিক্রয় হইয়াছে:—

১। কাগজের থলিয়ার প্রতিমণ ... ৫৸৵০ পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা।

২। চটের থলিয়ার প্রতিমণ ... ৫৸৵০ পাঁচ টাকা চৌদ্দ আনা।

৩। কাপড়ের থলিয়ার প্রতিমণ ... ৬৵০ ছয় টাকা দুই আনা।

ভারতকে শক্তিশালী করুন

আপনার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করিতে আপনার সঞ্চিত অর্থকে সদ্ব্যবহারের কাজে লাগান। ভারতের রক্ষা সাধন শক্তিই আপনার ভবিষ্যত নিরাপত্তার সবচেয়ে সুব্যবস্থা। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য প্রতিপালনের সহায়ক হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড কিনিয়া আপনি শুধু স্বদেশের ও নিজের আত্মরক্ষা করিতেছেন না—নিরাপদে টাকা খাটাইয়া ভালো সুদে লাভবানও হইতেছেন।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট— ১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ এবং ৫০০৲ টাকা মূল্যে এই বণ্ড বিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে প্রতি ১০৲ টাকার জন্য ১৩৸৵০ হিসাবে পরিশোধ—শতকরা ৩৷০ যৌগিক সুদ দেওয়া হইবে—ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত। এই সম্পত্তির কোন কারণেই মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্ব্বাধিক ৫০০০৲ টাকা মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। পোষ্ট অফিস বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে খোঁজ নিন্।

ছয় বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড— ১০০৲ টাকা এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১৲ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩৲ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

সুদ বিহীন বণ্ড— ৫৲ টাকার ঊর্দ্ধে যে কোন মূল্যের জন্য বিক্রীত হইবে তিন বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ্য—এক বৎসর অন্তে তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা যাইতে পারে। প্রমাণিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং সরকারী ট্রেজারীসমূহে আবেদন করুন।

ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করুন

G. I. S.

সর্ব্বত্র ইটালীয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

আলবেনিয়ায় গ্রীকদের অগ্রগতি

ইটালীয়ানদের পুনরাক্রমণের চেষ্টা

গ্রীক সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে ইটালীয়ানরা করিজা অভিমুখে এক পাল্টা অভিযান পরিচালনের সঙ্কল্প করিয়াছে বলিয়া আভাষ পাওয়া যাইতেছে।

ইটালীয়ান সৈন্যেরা যুগোশ্লাভ সীমান্তের নিকটে বিপুল উদ্যমে তোড়জোড় করিতেছে এবং কামান লইয়া আসিতেছে।

গ্রীকদের অব্যাহত অগ্রগতি

গত কয়েক দিবস যাবত গ্রীকরা এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে যে, ইটালীয়ানদের দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ নির্ম্মাণের সুযোগও দেওয়া হয় নাই। ইটালী আলবানিয়ায় যে সকল নূতন সৈন্য আনিতেছে তাহাদিগকে অবিলম্বেই সম্মুখ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা হইতেছে; কিন্তু যখনই উহারা গ্রীকদের সম্মুখীন হইতেছে তখনই তাহারা পরাজিত হইতেছে।

গ্রীকরা সর্ব্বশেষ ইটালীয়ানদের দুইখানা বিমানপোত হস্তগত করিয়াছে। বিমান দুইখানার অবস্থা ভালই ছিল এবং চালু করার জন্য সামান্য রকমের মেরামত প্রয়োজন হয়।

রাজকীয় বিমান বহরের অক্লান্ত আক্রমণ

রাজকীয় বিমান বহরের এক এলতেহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানগুলি পশ্চাদপসরণরত ইটালীয়ানদের বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়া ইটালীয়ানদের অগ্রগতিতে সাহায্য করে।

একটা পদাতিক বাহিনীর উপর বোমা বর্ষণের ফলে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ভিজ্ঞানেতে কনভয়ের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং মোটর-লরীর ও অনুরূপ শ্রেণীর উপরে বোমা পড়ে। আর্গিরো-কাষ্ট্রোতে রসদখানার উপর বোমাবর্ষণ করা হইলে উহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিসিলি, ক্রোটোনা ও বারীর উপর পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালানো হয়।

উত্তর রণাঙ্গনে অগ্রগতি

উত্তর রণাঙ্গনে গ্রীক অগ্রগামী বাহিনী তোসকো-পোজের ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। উহারা সহরে কোন ইটালীয় সৈন্য দেখিতে পায় না; তবে উহারা তিনটি ইটালীয় ব্যাটালিয়নের পতাকা হস্তগত করে। উত্তর রণাঙ্গনের অপর এক অংশ হইতে গ্রীকগণ একজন সেনানায়ক, তাহার সহকর্ম্মিগণ, দুই-জন কোম্পানী কমাণ্ডার এবং একটি ব্যাটালিয়নের যাবতীয় সাজসরঞ্জামাদি হস্তগত করে। গ্রীক বাহিনী পোগ্রাডেজ অধিকার করিয়াছে। উক্ত স্থান হইতে যে অল্প ইটালীয় সৈন্য আসিতেছিল, বৃটিশ বিমানের বোমা বর্ষণে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিয়াছে। উপকূলবর্ত্তী রণাঙ্গনে গ্রীক বাহিনী বিমানযোগে ইটালীয় বাহিনীর পশ্চাতে অবতরণ করিয়া ইটালীয় বাহিনীর সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এপিরাস রণাঙ্গনে গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যর্থত ইটালীয় সেনাদল চেষ্টা করিতেছে, মুক্ত সেনা আমদানী করিয়া পুনরায় নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভের পর অনুমান দুই ডিভিসন ইটালীয় সেনা আলবেনিয়ায় আমদানী করা হইয়াছে। পলায়নপর ইটালীয় বাহিনী নিশ্চিহ্নভাবে গ্রীক গ্রামগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়াছে।

বৃটিশ প্রচার-সচিবের বক্তৃতা

লণ্ডনে জাতীয় দেশরক্ষা পরামর্শ কমিটির এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ডাফ কুপার বলেন, "ডিক্টেটররা একটা ভুল করিয়াছেন। মুসোলিনী তাঁহার আশ্রয় প্রভুর মত ভাগ্য পাকা নয়। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, গ্রীস আলবানিয়ার মত অনায়াসে শিকারে পর্য্যবসিত হইবে। কঠোর বাস্তবের আঘাতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; কিন্তু এখনও ঠিক কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি এখনও চক্ষু রগড়াইতেছেন। একথা চিন্তা করিতেও গৌরব বোধ হয় যে, একটা জাতি যাহারা প্রাচীনকালে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল এবং আর একটা জাতি যাহারা আধুনিক যুগে সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে—এই দুইটি জাতি আজ হাতে হাত মিলাইয়া বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে। আপনারা রাজনৈতিক সংগ্রাম বা অন্য কোনও প্রকার সংগ্রাম যেরূপ ভালভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে, ইটালীয়ানরা সেরূপ পারে না। কারণ যদিও তাহারা আজ তাহাদের এক অযোগ্য দেশ-বাসীর ডিক্টেটরীর পাল্লায় পড়িয়াছে, তথাপি তাহারা সুসভ্য এবং এমন একদিন আসিবে যখন স্বাধীনতা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া তাহারা সভ্যতার ভাণ্ডারে তাহাদের পূর্ব্ব অবদানের কথা স্মরণ করিতে পারিবে।"

বৃটেনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিঃ ডাফ কুপার বলেন যে, যখন কোনও লোক দুইজন দস্যু কর্ত্তৃক অন্ধকার রাজপথে আক্রান্ত হয় এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হয়, তখন কি জন্য সে যুদ্ধ করিতেছে তাহা বলার মত মনোবৃত্তি বা সময় তাহার থাকে না। কিন্তু, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে, তৎসম্পর্কে আলো-চনায় বিরত থাকার কোনও কারণ নাই। এই সংগ্রাম ইউরোপ এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীকে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। কাজেই, যখন এই সংগ্রাম শেষ হইয়া যাইবে, তখন আমরা আবার উহার পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইব এবং যে সকল সমস্যার সমাধান আজ সম্ভব নয় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিব।

রুমানিয়ায় রাজনৈতিক বন্দীগণ নিহত

বুখারেষ্ট হইতে জাম্মাণ নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল আর্গেসিয়ানু এবং জন-নিরাপত্তা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মারিনেস্কু ও আরও ৬২ জন রুমানিয়ান রাজনৈতিক বন্দীকে জিলাভিত সামরিক বন্দীশালায় গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

মস্কোতে পঞ্চম বিদারণ

গত ২৮শে নভেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে পশ্চিম মস্কোর যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটিবার উদ্দেশ্যে এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। উহা দেশপ্রেমিক মস্কোবাসী-দের স্বেচ্ছামূলক কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

"নিউইয়র্ক টাইমস"এ টোকিয়ো হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, ঠিক একই সময়ে উহার সঙ্গরের পাহাড় ও পর্ব্বতসমূহ পুলিসরা পড়িতে আরম্ভ করে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এত বড় গুরুত্বমূলক কার্য্য আর সংঘটিত হয় নাই।

ঐ অঞ্চলে অবরোধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং জাপানী সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধের অবস্থার যোগাযোগ বাধা হইয়াছে। অন্যত্র হইতে নূতন সৈন্যও প্রেরণ করা হইয়াছে।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। মনে হইতেছে, বিগত বৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে পর্ব্বতনিম্নস্থ জমাট ভূমি যথেষ্টরূপে নরম হইয়া যাওয়ায় সামান্য ডিনামাইট বিস্ফোরণের সাহায্যেই পর্ব্বত বিধ্বস্ত করা সম্ভবপর হই-য়াছে।

অসুনো-যাগে'র রেলওয়ের লাইন খাদে ক্ষতি হইয়াছে এবং সরকারী সড়কগুলিরও ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

ইটালিয়ান নৌ-বহরের পলায়ন

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর দেখিতে পাইয়া ইটালিয়ান নৌবহর পুনরায় সংগ্রাম এড়াইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে। সরকারী এলতেহারে প্রকাশ, দুইখানা ব্যাটেলশিপ, বহু-সংখ্যক ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার এবং বৃটিশ রণতরীসমূহ দেখিতে পাইয়া পূর্ণ বেগে আপন ঘাটিতে পলায়ন করিয়াছে। বৃটিশ জাহাজগুলি বহু দূর হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

ব্রিটেনের অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানায় বোমা বর্ষণ

বিমান মন্ত্রকের এলতেহারে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান-বহরের ভারী বোমারু প্লেনগুলি ট্রিভিসের ইটালীয় রাজকীয় অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানার উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। মাত্র চার রাত্রি পূর্ব্বে প্রথমবার বিমান আক্রমণের পর এই দ্বিতীয় আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ অনেক গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৮,৩০০ টনের বৃটিশ জাহাজের সলিল সমাধি

অষ্ট্রেলিয়ার নৌ-সচিব মিঃ হিউগস ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাঁচদিন পূর্ব্বে "পোর্ট অব ব্রিসবেন" নামক বৃটিশ জাহাজ একখানা আক্রমণকারী জার্ম্মাণ জাহাজের আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছে। একখানা অষ্ট্রেলিয়ান রণতরী উক্ত নিমজ্জিত জাহাজের ২৭জন হতাবশিষ্ট নাবিক লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার এক বন্দরে উপনীত হইয়াছে। ৮,৩০০ টনের এই জাহাজ লণ্ডনে রেজিষ্টারী করা হইয়া-ছিল।

আটলাণ্টিকে বৃটিশ জাহাজ বিপন্ন

ব্যাকে রেডিও "ট্রেম্পলটন" নামক বৃটিশ জাহাজ হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাইয়াছে যে, উহা সাবমেরিন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ব্যাকে রেডিও আরও জানাই-য়াছে যে, সুইডিস জাহাজ "বস্টন" (যাহা টর্পেডোর আঘাতে জখম হইয়াছিল) এখনও ভাসমান আছে, তবে উহার দুইটি খোল জলে ভরিয়া গিয়াছে এবং জাহাজের মধ্যভাগে জল ঢুকিতেছে। উক্ত জাহাজে ১১ জন নাবিক আছে; কিন্তু জীবনতরী মাত্র একটি।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নোয়াখালী—

সদরের মহকুমা-হাকিম তাঁহার অধীনস্থ সার্কেল অফিসারগণকে লইয়া ভ্রমণ ব্যাপদেশে কতিপয় প্রচার-সভা আহ্বান করিয়া পল্লী-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। ফেনী মহকুমায় সার্কেল অফিসার নিম্নলিখিত স্থান সমূহে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন :— নাগরভূঁইয়া, আনন্দপুর, রাজাপুর, পাঁচগাছিয়া, ছাগলনাইয়া, শুভাপুর ও শলিয়া। এই সকল সভায় গ্রামবাসিগণের সমাগম বেশ ভালই হইয়াছিল।

স্বাস্থ্যরক্ষা

দক্ষিণ সাতারা আদর্শ পল্লীর কর্মীবৃন্দ লোক্যাল বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বস্থ একটি ডোবা হইতে কচুরী পানা পরিষ্কার করে। এতদ্ব্যতীত তাহারা একটি পুষ্করিণীর পাড় হইতে জঙ্গল সাফ করে। দক্ষিণ বাদামতলী আদর্শ পল্লীর কর্মীদল কবির মহম্মদের পুষ্করিণী নামে একটি পুকুরের কচুরী পানা পরিষ্কার এবং পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গল সাফ করে।

অক্টোবর মাসে কোন নূতন নৈশ-বিদ্যালয় কিম্বা গ্রাম্য গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় নাই; কিন্তু পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলি রীতিমত ভাবে কাজ করে।

রাজশাহী—

চরঘাট থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়নবোর্ডে দেড় মাইল লম্বা নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, একটি গ্রাম্য মিলনাগার স্থাপন এবং কিছু পরিমাণে জঙ্গল সাফ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাগমারা থানার অন্তর্গত গণিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। এই স্থানে গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে একটি খেলার মাঠ তৈরী করিতেছে।

ঈদের দিনে পবা থানার অন্তর্গত হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এক দিনের জন্য একটি খেলা-ধূলার আয়োজন করিয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চল হইতে প্রায় ২,০০০ লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম সমবেত সকলকে সম্মিলিত কাজে যোগদান করিবার নিমিত্ত এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাস করিতে উৎসাহিত করেন।

শারীরিক ক্রীড়া-কৌতুক

হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন একটি ক্রীড়া-কৌতুকে লাঠিখেলা, সন্তরণ, তলোয়ার ও তীরধনুক খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং বিজয়ী প্রতিযোগিগণকে প্রয়োজনীয় পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল। উপস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত চরঘাট থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডে চারিটি নূতন বয়স্কদিগের নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। নৈশ-বিদ্যালয়সমূহে রীতিমত ভাবে চলিতেছে এবং ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

একটি ক্রীড়া কৌতুক উপলক্ষে হরিপুর ইউনিয়ন [illegible] বেত ও বাঁশের তৈরী নানারূপ জিনিষ শিল্পের জন্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনকারীদিগের [illegible] পুরস্কার বিতরিত হইয়াছে।

কক্সবাজার (চট্টগ্রাম)—

গত অক্টোবর মাসে কক্সবাজার মহকুমায় যে পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য মাসে চকোরিয়া থানার অন্তর্গত চোরিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কাঁসিয়াখালি খালের কুমারী খালের জঙ্গল স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে।

এখানকার বিভিন্ন বাসাবাস কর্ম্মচারী ৪৬৯৮৵০ আনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ-তহবিলে প্রদান করিয়াছেন।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

বয়স্কগণের নৈশ-বিদ্যালয় উভয় এলাকাতেই পরিচালিত হইতেছে। গোয়ালন্দের সার্কেল অফিসার তাঁহার এলাকার অন্তর্গত বিদ্যালয়সমূহের আয় ব্যয়ের হিসাব পাইতেছেন।

গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে কুইনিন পাওয়া গিয়াছে, তাহা ঋণ-সালিশী বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও চেয়ারম্যান এবং যে সকল অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব সেখানকার উপযুক্ত লোকদিগের মারফৎ বিতরণ করা হইতেছে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—

ভারত গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীকৃত অর্থ হইতে ১৭টি নলকূপ খনন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে ৫টি নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়াছে।

ইউনিয়নসমূহ হইতে কচুরী-পানা পরিষ্কার করিবার জন্য সার্কেল অফিসারগণের মারফৎ ইউনিয়ন বোর্ডসমূহকে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং এই মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

প্রজনন ষাঁড়

এই মহকুমার প্রজনন ষাঁড়সমূহ ১২টি বাছুরের জন্ম দান করিয়াছে। কালকিনি থানার অন্তর্গত পাঙ্গাসিয়া নামক স্থানে একটি নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ রমজানপুরে আর একটি গ্রন্থাগার খোলা হইয়াছে। পুরাতন গ্রন্থাগারগুলি বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

মোটের উপর এই মহকুমার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ইতস্ততঃ কয়েকজন লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে। নব স্থাপিত দক্ষিণ রমজানপুর পল্লী সংগঠন সমিতি একটি রাস্তার প্রায় এক মাইল পরিমিত স্থানের জঙ্গল সাফ করিয়াছে। এই সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে পল্লী-পথ নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটি রাস্তার এক মাইলের চারি ভাগের তিন ভাগ তৈরী করিয়া ফেলিয়াছে।

যে সকল স্থানে এখনও পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠন করা হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে উক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে বলা হইয়াছে। সরকার যে সকল কুইনিন সরবরাহ করিয়াছেন, তাহা যথারীতি বিলি করা হইতেছে।

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)—

কুমারডাঙ্গা পল্লী-সংগঠন সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় এবং একটি নারীমঙ্গল সমিতি স্থাপন করিয়াছে।

কাঁথি ইউনিয়নের অন্তর্গত পল্লী-সংগঠন সমিতি নিজ নিজ অঞ্চলের কচুরী-পানা পরিষ্কার করিয়াছে।

ঘোনাপাড়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি ৩০০ শত স্বেচ্ছাসেবকের সাহায্যে মরা মধুমতী নদী হইতে কচুরী-পানা পরিষ্কার করিয়াছে এবং এতদ্ব্যতীত ঘোনাপাড়া গ্রাম হইতে জঙ্গল সাফ করিয়াছে। এই গ্রামের স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বাঁকুড়া—

গত অক্টোবর মাসে সরকারী সিনেমা পার্টি গঙ্গাজলঘাটি ও কাশিয়াড়া গ্রামে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থানীয় স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় পরিদর্শক বিভিন্ন গ্রামে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে আটটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং এতদ্ব্যতীত কুচিয়াকোল নামক স্থানে একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গঙ্গাজলঘাটির সার্কেল অফিসারের সহযোগিতায় পল্লী মিলন সমিতি একটি ফুটবল টিম গঠন করিয়াছে এবং উক্ত দল বিভিন্ন গ্রামের সহিত প্রতিযোগিতামূলক খেলা করিয়াছে। স্থানীয় জমিদার বাবু অতুলচন্দ্র বাজি খেলার মাঠের জন্য তিন একর জমি দান করিয়াছেন। সমিতির গ্রন্থাগারে বহু নূতন পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে এবং গ্রন্থাগারের সভ্যগণ গ্রামের বয়স্ক নিরক্ষরগণের শিক্ষার জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

সদর মহকুমায় কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট প্রচার কার্য্য করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে মহকুমার বিভিন্ন স্থানে উপযোগী ফসলের আবাদ হইয়াছে। গঙ্গাজলঘাটি ও মাঝিয়ারার সদাশয় ভদ্র মহোদয়গণ এ বিষয়ে অগ্রণী হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রামে কৃষি-কার্য্য খুলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অম্বিকানগরে একটি সমবায় ধান্যগোলা স্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে স্থানীয় লোকের অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। এই জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ বেশ সন্তোষজনক কাজ করিয়াছে। তাহার মধ্যে গঙ্গাজলঘাটিতে, কল্যাণপুরে ও ভাগলদীঘিতে রাস্তার সংস্কার, লোপোতে খাল খনন এবং বিস্তীর্ণ স্থানের অস্বাস্থ্যকর বাঁশের ঝাড় অপসারণ, জঙ্গল পরিষ্কার এবং ব্যায়াম সমিতি কর্ত্তৃক সার প্রস্তুতের ১২টি গর্ত্ত উঠাইয়া দেওয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। সোনাতলা সার্কেলে বহু পরিসর স্থান হইতে জঙ্গল পরিষ্কার ও খালের সংস্কার সাধন ও সদর মহকুমায় ২০০ শত চারা রোপণের জন্য বিতরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্যমাসে তিনটি নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যোয়ারের (বিষ্ণুপুর) একটি বিদ্যালয়ে আসবাব পত্র ক্রয় করিবার জন্য ২৫৲ টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। অনেকগুলি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পল্লী-উন্নয়ন কাজে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি গ্রামবাসীদের নিকট আবেদন করিবার জন্য একখানি পুস্তিকা লিখিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় লোকের মধ্যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে।

ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)—

বর্ষাকালের পর সম্প্রতি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী পূর্ণোদ্যমে শুরু করা হইয়াছে। মহকুমা হাকিম ও সার্কেল অফিসার কর্ত্তৃক মহকুমার সর্ব্বত্র প্রচার সভা আহূত হইতেছে। আগামী বৎসরের কর্ম্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি ঝাড়গ্রামে একটি সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। একটি শিক্ষা-শিবির সংগঠন করা হইয়াছে। ৩৫ জন কর্মী এবং দশজন অফিসার এই শিক্ষা-শিবিরে যোগদান করিয়াছেন। সম্প্রতি উহার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, কয়েকটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং বিভিন্ন বিভাগের অফিসারগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১,০০০ শত লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। কর্মীগণ প্রতিদিন প্রাতে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইবেন এবং ট্রেনিংপ্রাপ্ত সার্কেল অফিসারের নেতৃত্বে ও গ্রামবাসিগণের সহযোগিতায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীয় কার্য্য করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছে। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর সমাপ্তি-উৎসবে সভাপতিত্ব করিবেন।

হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার-লীলা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যাঁহারা আমাদের চির প্রিয় "হাউস অফ্ অরেঞ্জ" এবং নাৎসী অত্যাচারের ভয়ে যে রাণী সাগর-পারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করিতেও অধিকারী নহি।

আমার দেশবাসী যুদ্ধে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহার ফলে আমাদের বিমানবাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং আমাদের সৈন্যদল অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমার ব্যবসায় ইষ্ট ইণ্ডিস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, উহা সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বিজেতা-দল আমাদের গৃহ-পালিত পশুগুলিকে ক্রমান্বয়ে ধরিয়া নিয়া গেল। আমাদের কার্য্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ইতিপূর্ব্বে উত্তম মূল্যে বৃটেনের নিকট বিক্রীত হইত; বর্ত্তমানে উহা জার্ম্মাণীর নির্দ্ধারিত মূল্যে তাহাদিগকেই সরবরাহ করিতে হইতেছে। এই সব কার্য্যের জন্য আমি হিটলারকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমি বেলজিয়ামের একজন যুবক। পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমার স্বদেশ নিজের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করিবার প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক শক্তি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তখন সে যেদিক হইতেই আক্রমণ আসুক না কেন, তাহা প্রতিহত করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশে এই অভিজ্ঞতাই লাভ করিলাম যে, নিরপেক্ষতাই যথেষ্ট নহে এবং পঁচিশ বছরের মধ্যেই দ্বিতীয়বার আমরা জার্ম্মাণ সমর-যন্ত্রের তলায় নিষ্পেষিত হইলাম। আমাদের সৈন্যদল বিশেষ উপযুক্ত লোক দ্বারা সংগঠিত ছিল, কিন্তু উহারা ব্যাপক-ভাবে হাজারে হাজারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কারণ আমরা পূর্ব্ব হতে মিত্রপক্ষের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শ লইয়া প্রাথমিক সাবধানতা অবলম্বন করি নাই। কাজেই আমাদের আবেদনে তাঁহারা সাড়া দিলেও শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বর্ত্তমানে ফ্ল্যাণ্ডার্সের বিপর্য্যস্ত গৃহ এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদ নাৎসী বর্ব্বরতার সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের বহু স্বদেশবাসী ফ্রান্সে ও বৃটেনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং অনেকে গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের জন্য অন্যত্র নির্ব্বাসিত। সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও আমাদের রাজা নিজের দুর্গেই বন্দী এবং শাসন ক্ষমতাহীন। আমাদের গভর্ণমেণ্ট সাগর-পারে বিতাড়িত এবং সেই স্থান হইতেই তাঁহারা বিজেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছেন। সীমান্তের দেশের অধিবাসিগণকে নাৎসী সমর-যন্ত্রের নিমিত্ত কারখানা ও মাঠে বলপূর্ব্বক কাজ করাইতে বাধ্য করা হইতেছে। ইহার নিমিত্ত আমি হিটলারকে নমস্কার জানাইতেছি।

আমি জনৈক ফরাসী সৈনিক। চারি মাস পূর্ব্বেও আত্মরক্ষার বিপুল পরিখা বেষ্টিত ও জগতের শ্রেষ্ঠ সৈন্য-দলের অধিকারী হইয়া এবং সুদূর বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রকার সুখ-সুবিধা লইয়া ফ্রান্স একটি বিরাট ও বিপুল দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু আজ সে অনীতিপরবর্ষীয় মার্শাল পেঁতের নায়কত্বাধীনে অধিনায়-কতার নাৎসীদের পায়ের তলায় লুটাইতেছে। আসলে ভিশি দেশ ক্যাসিষ্ট বিশ্বাসঘাতক লাভাল ও বোদোয়ার আওতাধীনে এবং উহারা তাহাদের জার্ম্মাণ প্রভুর সেবা করিয়া আছে। ফ্রান্সের মূল শক্তি শাসক বাহিনী নীতি তাহা এতদূর দুর্নীতিপরায়ণ ও অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে যে, প্রয়োজন বোধে ফ্রান্সের সাগর-পারের সাম্রাজ্য হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার সঙ্কল্পকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ফ্রান্সের তিন ভাগের দুই ভাগ অঞ্চল জার্ম্মাণদের অধিকারে আছে। অপরাংশ জাতীয় জীবনের সহিত যুক্তিবার নিমিত্ত অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ "ভিসির পুতুলের হাতে" ন্যস্ত আছে। যে দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে বিজয়ীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে পরি-চালিত করিতে হইবে, তাহাকেই ন্যূনপক্ষে ১০,০০০,০০০ অন্যত্র আশ্রয় প্রার্থী, বিচ্ছিন্ন সৈন্যদল এবং তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতিপালন করিতে হইবে। জেনা-রেল ডি গলের অনুপ্রেরণায় ফ্রান্সের যে সকল লোক পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত ফ্রান্সের অন্যান্য অধিবাসী জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লজ্জিত। ফরাসীদিগের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত নাৎসীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যেই ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, জার্ম্মাণ শিল্পের জন্য ফ্রান্সের কৃষি-সম্পদের সুখ-সুবিধা গ্রহণই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে ফ্রান্সের নৈতিক পতন ঘটিয়াছে এবং তাহার সম্পদও লুণ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্সে বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ ও বিশৃঙ্খলা মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইহার জন্য হিটলারকে আমি প্রণাম জানাই।

আমি জনৈক জার্ম্মাণ যুবক। আট বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হইত এবং গত যুদ্ধের ফলে যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য দেশ বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণগণ তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্য দূরীভূত করিয়া প্রুশিয় প্রথায় সৈন্যদল গঠন না করিয়া অন্য ভাবে দেশকে তৈরী করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কারণ প্রুশিয় প্রথা অনুসরণের ফলেই এই বিপত্তি। কিন্তু অসন্তুষ্ট দল সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া ফেলিল এবং ১৯৩৩ সালে হিটলার চ্যান্সেলার হওয়ার ফলে জার্ম্মাণী নাৎসী-নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত হইল। আজ এই নাৎসী দলের কার্য্যের ফিরিস্তি হইতেছে—সভ্যজগতের আদর্শকে ধিক্কার দেওয়া, সমস্ত চুক্তি ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশীদের উপর চড়াও করা এবং জগতে একাধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখা। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর নীতি ভদ্রতা ও দয়া হইতে একেবারে চ্যুত। ইহার উত্তরই অধঃপতনের চিহ্ন। ইহার পথ হইতেছে একনায়কত্ব ও ভীতিপ্রদর্শন। অন্যান্য জার্ম্মাণের মত আমার আত্মা আর আমার নিজের নহে; কেন না উহা রাজনৈতিক দলের মতলব মত ব্যবহার করা হইতেছে। 'হিটলারকে' ভগবানের অবতারস্বরূপে পূজা করিতে আমা-দিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার যে কোন কাজ করিতে আমি পথিকিয়া দাঁড়াইতে পারিব না। আমার ছোট ভাই নাৎসীদের অস্বীকার করায় ডাচাউয়ের 'নরকে' পঁচিতেছে এবং আমাকে এ ব্যাপার মানিয়া নিতে হইয়াছে। আমার পিতা মাতা নাৎসী নীতির সমালোচনা করায় তাঁহাদের পিছনে আমাকে গুপ্তচর হিসাবে থাকিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণ গোয়েন্দা বাহিনীর হস্তে সমর্পণ করা হয়। ইহার ফলে আমার পিতা দেশে চিহ্নিত লোক হইয়া গেলেন এবং তাঁহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। আমি নিজে নাৎসী রূপে বর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত এবং অন্যান্য জাতিকে নিকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত। তাঁহারা নাৎসী নীতি সম্পর্কে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিলে আমি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকি। সর্ব্বোপরি ইহুদীদিগকে আমরা নিকৃষ্ট বলিয়া জানি এবং তাহাদের প্রতি কোনো ব্যবহারই নিন্দনীয় নহে। তাহাদিগকে তাড়াইতেই হইবে। আমি যুদ্ধের জয় ঘোষণা করি; কারণ যাযকতা ইহা দ্বারাই পরীক্ষিত হইয়া থাকে এবং নিজকে শক্তিমান রাখিবার এই একমাত্র উপায়।

আমি জনৈক ইংরাজ। আঠার মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার অধিকাংশ দেশবাসীর মত আমিও মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে আন্তর্জাতিক কলহের সমস্যা পরিপূর্ণ ভাবেই করা সম্ভব। আমার ধারণা ছিল যে, সকল জার্ম্মাণ জনসাধারণ নিজেদের গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার অধিকারী; নাৎসী নীতি তাঁহাদেরই নিজস্ব জিনিষ। কিন্তু আজ আমি অবগত হইয়াছি যে, নাৎসী নীতি একটি বিশ্রী ব্যাপার এবং ইহা দ্বারা জগৎ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর বুক হইতে ইহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। আজ আমি এই বলিয়া গর্ব্বিত যে, আমার স্বদেশ এবং উহার সমগ্র বৃটিশ জাতি এই প্রাণিকর ব্যাপারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সাহস করে তুলিয়া লইয়াছে। আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি যে, বাক্যে ও কার্য্যে হিটলারের কৃষ্টি এমন তীব্র বিষ যে, ইতিপূর্ব্বে রাজনীতির সম্পর্কে এরূপ কিছু আসে নাই। বিচার-বিহীন ভাবে বৃটিশের নাগরিকদিগের পৃষ্ঠে বোমা নিক্ষেপের ফলে আমি হিটলারের কৃষ্টির কথা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। অন্যান্য নীতি গণতান্ত্রিকের মত যত দিন না জার্ম্মাণী ও তাহার এই গ্লানি হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করে, আমি যে কোন প্রকার বিপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইব।

হিটলার, তোমাকে সর্ব্বশেষে আর একবার ধন্যবাদ!

সেনাদলে বাঙালী তরুণদের সুযোগ

বিশেষ ভাতা

সম্রাটের ভারতীয় স্থল বাহিনীতে জরুরী কমিশনে বাঙালীদের যোগদানের জন্য একণও সুযোগ দেওয়া হইতেছে। ট্রেনিং-এ যোগদান করার সময় কমিশনার ভাতা বিষয় নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ট্রেনিং-এ যোগদান করার পর প্রার্থীকে ৫ মাস পর্য্যন্ত মাসিক ১ শত টাকা হারে বেতন দেওয়া হইবে। ট্রেনিং কালে প্রার্থীকে ক্যাডেট অফিসারদের পদভুক্ত রাখা হইবে। ট্রেনিং সম্পন্ন হইবার পর তাহাদিগকে সেকেণ্ড ল্যাফটেনেণ্ট পদে শিক্ষানবীশ হিসাবে ১ মাসের জন্য কমিশন দেওয়া হইবে এবং খাওয়া ও থাকা বাবদ প্রত্যেককে অতিরিক্ত ৪০৲ টাকা হিসাবে ভাতা মঞ্জুর করা হইবে।

প্রার্থীকে অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেট হইতে হইবে।

কোনও টেকনিক্যাল বিষয়ে যোগ্যতা না থাকিলে প্রার্থীর বয়স ২১ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। যদি প্রার্থীর কোনও টেকনিক্যাল বিষয়ে যোগ্যতা থাকে, তবে তাহার বয়স ২১ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে থাকিলেই চলিবে।

প্রার্থী শারীরিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া চাই। দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং বক্ষের মাপ ৩১॥০ ইঞ্চির কম হইলে চলিবে না।

টেকনিক্যাল বিভাগের জন্য নিম্নপত্রাবলী প্রদত্ত হইল।

বয়সের সীমানা।

(১)	ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর (ও-এম-ই)	২৫—৩৫
(২)	ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর (কোমারেল ডিউটী)	২৫—৩৫
(৩)	ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার কোর	২১—৩২
(৪)	ইণ্ডিয়ান সিগন্যালস্ কোর	২১—৩০
(৫)	রয়াল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর (এম-টি গ্রুপ)	২১—৩০
(৬)	রয়াল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর	২৫—৩৫

প্রার্থীগণ অন্যান্য বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে নির্দ্দিষ্ট বয়সের যে শর্ত্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহার ২।১ বৎসর এদিক্ ওদিক্ হইলেও চলিবে।

দরখাস্তের ছাপান ফর্ম্ম প্রার্থীগণকে স্ব স্ব জিলা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; অথবা সাপ্লাই সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, এস্প্ল্যানেড হাউস, আলীপুর (কলিকাতা), কিম্বা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইজার, ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় আবেদন করিয়া ফর্ম্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।

[২য় কলমের শেষ]

সর্ব্বত্র ইটালীয়ান বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

দুইখানা মালবাহী জাহাজ বিনষ্ট

শত্রু বিমানের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ফলে "ডাংনেস" ও "কংষ্টনর" নামে দুইখানি বৃটিশ মালবাহী জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। নৌ-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন জাহাজেই কেহ হতাহত হয় নাই।

ভারতীয় সৈনিকদের বীরত্ব

একখানা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গাল্লাবাত পুনরধিকারে ভারতীয় সৈন্যগণ যে অসমসাহসিকতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। ভারতের জঙ্গী-লাটের নিকট এক ব্যক্তিগত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া বৃটিশ সমর-সচিব মিঃ ইডেন যে সকল সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মিঃ ইডেন বলেন যে, ভারতীয় সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যগণ যেরূপ নৈপুণ্য ও সাহসের সহিত যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছেন, তাহাতে সত্যই তাঁহাদের পুরাণো গৌরব ও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহাদের বীরত্বব্যঞ্জক ঐতিহ্য পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের মহামান্য জঙ্গী-লাটও সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে সুদান সীমান্তস্থিত গাল্লাবাত ঘাঁটি ইটালীয় সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান মাসের প্রথম ভাগে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য বাহিনী ও অন্যান্য সামরিক দল ইটালীয় ঘাঁটির উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষও স্থলে ও আকাশপথে প্রচণ্ডভাবে বাধা প্রদান করে। তাহা সত্ত্বেও এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনী সংখ্যায় কম হইলেও উহারা গাল্লাবাত পুনরধিকার করিতে সমর্থ হয় এবং শত্রু সৈন্যদিগকে আবিসিনিয়ার সীমান্তের অপর দিকে তাড়াইয়া দেয়।

গ্রীক সৈন্যদলের আরো অগ্রগতি

এথেন্স রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, আলবানিয়ান রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক সৈন্যগণ পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

গ্রীক সৈন্যগণ বহু স্থানে ইটালীয়দের নূতন ব্যূহ ভেদ করিয়াছে এবং এলবাসেনের নিকটে ইটালীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। ঘোষণাকারী বলেন যে, গ্রীকগণ এক্ষণে আলবানিয়ার মধ্যে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। দলত্যাগী ইটালীয় ও আলবেনিয়ান সৈন্যগণের নিকট বিদ্রোহের সংবাদ শোনা যাইতেছে।

কর্ফুর উপর বোমাবর্ষণ

গ্রীক জন-নিরাপত্তা বিভাগের এক ইস্তাহারে কর্ফুর উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণের ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। সিপালোনিয়া দ্বীপে লিক্সুরি শহরের উপর বোমাবর্ষণে কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক হতাহত হইয়াছে।

গ্রীক বিমান হানা

এক গ্রীক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গ্রীক বিমানসমূহ ইটালীয় সৈন্য সমাবেশ ও কামানসমূহের উপর সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ করিয়াছে। প্রকাশ, ইটালীয় বিমানসমূহও এপিরাস, কর্ফু, সিপালোনিয়া ও ক্রীটের বহু গ্রামে এবং পাত্রাসে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

৩০০ ইটালীয় ও আলবেনিয়ানের যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ

বেলগ্রেডের এক অসমর্থিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, কেবার রণাঙ্গনে গত কয়েক দিনে তিনশতেরও অধিক ইটালীয় ও আলবেনিয়ান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যুগোশ্লাভ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভ-গ্রীক সীমান্ত হইতে "রয়টার"এর বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, গ্রীকবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সৈন্যগণ তাহাদের অগ্রগতিতে আরও সাফল্য অর্জন করিয়াছে। প্রকাশ গ্রীকরা প্রোগ্রাডেজ রণাঙ্গনে সিরাতে নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রামটি দখল করিয়াছে এবং আরও সমরসম্ভার তাহাদের হস্তগত হইয়াছে। ইটালীয়দের প্রবল পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও গ্রীকগণ মস্কোপোলিস ছাড়াইয়া উত্তর দিকে আরও অগ্রসর হইয়াছে। ইটালীয় পদাতিকবাহিনীকে গোলন্দাজবাহিনী প্রভৃত সাহায্য করে এবং সিরাতে নদী অতিক্রম বন্ধ করার জন্য তুমুল যুদ্ধ হয়। ইটালীয় বিমানসমূহ কোরিনাস গ্রীক বিমান ঘাঁটির উপর হানা দিলে একটি বিমান ভূপাতিত করা হয়।

টুরিনের উপর বোমাবর্ষণ

ব্রিটিশ বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর ভারী বোমারু বিমানবহর টুরিনের (ইটালী) উপর বোমা বর্ষণ করে। টুরিনের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয় এবং এই আক্রমণে ক্ষতির মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণ বৃদ্ধি পায়। রাত্রি এগার ঘটিকার পর হইতে ব্রিটিশ বিমানসমূহ উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালায়। কারখানা-অধ্যুষিত অঞ্চলের বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয় এবং বহু অতি-বিস্ফোরক বোমা বর্ষিত হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় বৃটিশ বোমারু বিমানবহরের শেষ বিমান আল্পস পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে উপর্য্যুপরি বিস্ফোরণের ফলে টুরিনে ধ্বংসলীলা চলিতেছে দেখিতে পায়।

ইটালীয়ান নৌ-বহরের পলায়ন

২৭শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ বিমানবহর দৃষ্টিগোচর হয়। ইটালীয়ান নৌবহর পুনরায় উহাদিগকে এড়াইয়া যায়। একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান নৌবহরে দুইটি যুদ্ধজাহাজ এবং বহুসংখ্যক ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার ছিল। এই নৌবহর ব্রিটিশ নৌবহরের দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র দ্রুতগতিতে নিজ ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রিটিশ ও ইটালীয়ান নৌবহরের মধ্যে দূরপাল্লার কামানের সঙ্ঘর্ষের কথা ঘোষণা করিয়া ব্রিটিশ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরস্থিত ব্রিটিশ নৌবহর ইটালীয় নৌবহরের সংস্পর্শে আসে। উক্ত ইটালীয়ান নৌবহরে দুইটি যুদ্ধজাহাজ এবং বহুসংখ্যক ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার ছিল বলিয়া প্রকাশ। ব্রিটিশ নৌবহর নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া বুঝিবামাত্র শত্রুপক্ষীয় নৌবহর উহার গতি পরিবর্ত্তন করে এবং দ্রুতগতিতে নিজ ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ব্রিটিশ নৌবহর ইটালীয়ান নৌবহরের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং এরূপ জানা গিয়াছে যে, দূরপাল্লার ব্রিটিশ নৌবহরের সহিত শত্রুপক্ষীয় নৌবহরের সঙ্ঘর্ষ হয়।

জার্ম্মাণ ডক ও বিমান ঘাঁটি আক্রমণ

২৬শে নভেম্বর বৃটিশ বোমারু বিমানের প্রধান লক্ষ্য ছিল উইলহেলমসহাফেন ও কীয়েল। আবহাওয়া খারাপ থাকিলেও লক্ষ্যস্থানে বোমা পড়ে; কারণ উভয় স্থানেই বিস্ফোরণ দেখা যায়।

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানবহর হামবুর্গের ডক ও ডিলেনহর্ষ্ট-এর গী-প্লেন ঘাঁটিও আক্রমণ করে। অন্য কয়টি শত্রু বিমান-ঘাঁটির উপরও তাহারা বোমা বর্ষণ করে। একটি বৃটিশ বিমান নিখোঁজ হইয়াছে।

ইটালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকায় আক্রমণ

বৃটিশ ইস্তাহারে প্রকাশ, ইটালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকার আসমারার নিকট এক বৃহৎ মোটর-ইয়ার্ডের উপর বোমা ফেলিয়া আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। ফোটোগ্রাফ হইতে বোঝা যায়, প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

মাল্টায় বিমান হানা

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর মাল্টায় ইটালীয় বিমান হানা দেয়। ২৪শে তারিখে একটি শত্রু বিমান বিমানধ্বংসী গোলার গুরুতরভাবে জখম হয়। ২৫শে তারিখে ইটালীয় বিমানগুলিকে বাধা দিবার পূর্ব্বেই তাহারা পলায়ন করে।

বার্লিনে বোমাবর্ষণ

জানা গেল যে, ২৭শে নভেম্বর রাত্রে বৃটিশ বিমানবহর বার্লিনেও বোমাবর্ষণ করে। জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী স্বীকার করিয়াছে যে, বোমারু বিমান বার্লিনের উপর আসিয়াছিল।

নৌ-যুদ্ধে ইটালীর ক্ষতি

ইটালীয়ানরা স্বীকার করিয়াছে যে, ২৭শে নভেম্বর অপরাহ্নে ভূমধ্যসাগরে সার্ডিনিয়ার দক্ষিণে নৌ-সঙ্ঘর্ষের পর "লানসের" নামক ডেষ্ট্রয়ার গুরুতররূপে জখম হয় এবং উহাকে টানিয়া বন্দরে লইয়া আসিতে হয়। তদুপরি তাহারা ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, "ফিউম" নামক ক্রুজারে একটি গোলার আঘাত লাগে। দুইটি ইটালীয়ান বিমান গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ার "লানসের" ১৯৩৮ সালে নির্ম্মিত হয়। "লানসেরে" (১,৩০০ টন) চারিটি ৪·৭ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কামান আছে এবং উহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৯ নট (১ নট = ১ ১/৭ মাইল)। ক্রুজার ফিউম (১০,০০০ টন) ১৯৩১ সালে নির্ম্মিত হয়। উহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৩২ নট এবং উহাতে দুইটি বিমান রাখার ব্যবস্থা আছে।

বৃটিশ বিমানবহরের হানা

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানসমূহ ভ্যালোনা পোতাশ্রয়ের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। একটি বড় জাহাজের উপর বোমা পড়ে এবং বৃটিশ বিমানসমূহ যখন ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন জাহাজটি ডুবিতেছে দেখিতে পায়। ডকও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি বিমান ঘাঁটি ও অট্টালিকাসমূহ ধ্বংস হইয়াছে। শত্রুপক্ষীয় একটি বিমান ভূপাতিত করা হয়।

দারাত দ্বীপের উপরও সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান হয়। এখানে একটি বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। একটি বৃটিশ ও একটি শত্রুপক্ষীয় বিমান খোয়া গিয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে, টেপেলেনি রণাঙ্গনে একদল পলায়নপর ইটালীয় সৈন্যের উপর বৃটিশ বিমানসমূহ বোমা বর্ষণ করে; সৈন্য দলের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কেল-সিরির বিমান ঘাঁটির উপরও কয়েকটি বোমা বর্ষিত হয়।

শত্রু-অধিকৃত বন্দরে আক্রমণ

বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বোমারু বিমান বহর প্রধানতঃ কলোন এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এন্টোয়ার্প, লাহাভর, বলোন প্রভৃতি শত্রুপক্ষের অভিযান বন্দর এবং শত্রুপক্ষের কয়েকটি বিমান ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষিত হয়। একটি ব্রিটিশ বিমান নিখোঁজ হয়।

রুমানিয়ায় অরাজকতার বিকাশ

বুখারেষ্ট হইতে জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী সংবাদ পাইয়াছেন যে, ২৮শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার রুমানিয়ার আয়রণ গার্ড আন্দোলনকারীদের দ্বারা আর একটি "রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড" সাধিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব রুমানিয়ান প্রধান মন্ত্রী (ইনি ১৯৩১ সালে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন) প্রফেসার জরগাকে আয়রণ গার্ড আন্দোলনকারিগণ বাড়ী হইতে ডাকিয়া লইয়া যায়। পরে তাঁহার মৃতদেহ পোলেষ্টির নিকট বুলেটে সমাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ায় সর্ব্বত্র জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশ

বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ-উদ্যম

ভোলা (বাখরগঞ্জ)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রতিনিধিত্বমূলক এক সাধারণ সভায় ভোলা মহকুমার যুদ্ধ-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটির একটি কার্য্যকরী সমিতি এবং বিভিন্ন কাজের জন্য কতকগুলি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

কমিটি গঠিত হওয়ার পর হইতে যুদ্ধ ভাণ্ডারে স্বেচ্ছা-কৃত সাহায্য আদায়ের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাওয়া হইতেছে এবং কমিটির সভাপতি স্থানীয় মহকুমা হাকিমের আপ্রাণ চেষ্টায় এযাবত ১৬,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

তিনজন নায়কের অধীনে তিন দল সিভিক গার্ড গঠন করা হইয়াছে এবং প্রত্যহ স্থানীয় সিভিল কোর্টের সামনে তাহাদের প্যারেড অনুষ্ঠিত হইতেছে। যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ও বাঙলার রক্ষণ ব্যাপারে এই সিভিক গার্ড বাহিনী বিশেষ কার্য্য করিতেছে।

বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ সম্পর্কীত প্রচার-কার্য্য চালানো হইতেছে এবং সর্ব্বত্র বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। যাহাতে কোনরূপ গুজব বা বিরুদ্ধবাদী কোনরূপ ইস্তাহারাদি প্রচারিত না হয়, তজ্জন্য প্রচার সাব-কমিটি বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতেছে এবং যাহাতে যুদ্ধের সঠিক সংবাদ প্রচারিত হইতে পারে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য করিতেছে।

সকল সম্প্রদায়ের জনগণের নিকট হইতে কমিটি ব্যাপক সমর্থন লাভ করিতেছে। স্থানীয় উকীল ও মোক্তার লাইব্রেরীর সদস্যগণ নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে যুদ্ধ ভাণ্ডারে চাঁদা দিতেছেন এবং উভয় লাইব্রেরীর সেক্রেটারীদ্বয় যুদ্ধ কার্য্যকরী কমিটিরও সদস্য। এতদ্ভিন্ন উকীল, মোক্তার ও অন্যান্য অফিসারগণ ব্যক্তিগত-ভাবেও যুদ্ধ ভাণ্ডারে চাঁদা দিতেছেন। জনসাধারণের কাছ হইতেও ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে।

ঘাটাল (মেদিনীপুর)

এই মহকুমা হইতে এ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ভাণ্ডারে ৭,৩২৭৴০ চাঁদা দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা বিভিন্ন ফণ্ডে নিম্নোক্ত-ভাবে প্রদান করা হইয়াছে:—

(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড	..	৩৯৩৲
(২) বঙ্গীয় যুদ্ধ-ভাণ্ডার	..	৪,৮২০৷৴০
(৩) লেডী বেবী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিল	..	১,৯৩৭৲
(৪) মাসিক চাঁদা	..	১৮০৲

মহকুমার সর্ব্বত্র সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে এবং জনসাধারণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছে।

তমলুক (মেদিনীপুর)

তমলুকের মহকুমা-হাকিমের সভাপতিত্বে মহিষাদল ও নারঘাটে সম্প্রতি দুইটি সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। উভয় সভাতেই মহিষাদলের সার্কেল-অফিসার নাৎসী ও ফাসিষ্ট মতবাদের বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করেন যে, হিটলার ও মুসোলিনী প্রাচীন বর্ব্বর ভেণ্ডাল, গথ ও হূণদের মতই কেমন করিয়া বিশ্ব সভ্যতা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন এই বর্ব্বর অত্যাচার হইতে সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য বিপুল চেষ্টা পাইতেছে, তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। এই যুদ্ধ সংগ্রামে লোক-জন ও অর্থ দিয়া সাহায্য করা মেদিনীপুরবাসীর কর্ত্তব্য, তিনি তাহাও বুঝাইয়া দেন। বাঙ্গালী সেনাদলে যাহাতে যুবকগণ যোগদান করে, তজ্জন্যও তিনি অনুরোধ করেন। একজন তরুণ সৈন্যদলে যোগ-দান করিতে অগ্রসর হয়। তাহাকে মেদিনীপুর পাঠান হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম (মেদিনীপুর)

রামগড়ের জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে সম্প্রতি রামগড়ে এক যুদ্ধ সম্পর্কীত সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় মিঃ পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস, সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সভায় কতিপয় বক্তা বক্তৃতা করেন এবং যুদ্ধসম্পর্কীত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চলে। সভায় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে ৭০০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

লালগড় নামক স্থানেও মিঃ পি, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়, আই-সি-এস্‌এর সভাপতিত্বে এক সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কাপগাড়া ও চাঁদাবিলা নামক স্থানেও যুদ্ধ-সম্পর্কীত সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলা যুদ্ধ-কমিটির এক সভা সম্প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাফল্যের দিক দিয়া এযাবত যেসব কাজ হইয়াছে এবং কমিটি ভবিষ্যতে কি কার্য্যক্রম অবলম্বন করিবার মনস্থ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সভায় আলোচনা হয়।

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে ৮৭টি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং এ-সব সভার কোন-কোনটায় শ্রোতার সংখ্যা ২,০০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ১৫টি সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারের জন্য এযাবত নিম্নোক্ত পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে:—

সদর মহকুমা	৯,০৬৪৲
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৪,৭৮৫৷৴০
মহিলা যুদ্ধ-তহবিল	২০৫৲

সৈন্যদের জন্য ব্যাণ্ডেজ ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার দ্রব্য সরবরাহ করা ছাড়াও, স্থানীয় মহিলা যুদ্ধ-কমিটির (জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী উহার সভানেত্রী) সদস্যাগণ আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির বঙ্গীয় কমিটি এবং লেডী বেবী হার্বার্টের যুদ্ধ-তহবিলে নিয়মিতভাবে চাঁদা দিতেছেন।

এই জেলা হইতে ১০৪ জন তরুণ এ-পর্য্যন্ত বাঙ্গালী পল্টনে যোগদানের জন্য নাম দিয়াইয়াছে। সম্প্রতি কয়েকজন তরুণকে এক্সরেজো (?) কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল এবং জানা গিয়াছে যে, তন্মধ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ৯ জনকে শেষ পরীক্ষার পর ভর্তি করিয়াছেন।

জয়দেবপুর (ঢাকা)

ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের ম্যানেজার এবং ঢাকা উত্তর সদর মহকুমা-হাকিম মহোদয়ের উদ্যোগে জয়দেবপুরে যুদ্ধভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে উৎসাহী এবং ঢাকা স্পোর্টস দলের মধ্যে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। প্রায় ৫ হাজারের অধিক ভাওয়ালের রাজভক্ত জনসাধারণ এই বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া তাহাদের রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। সরকারী কর্মচারী ও ভাওয়াল ষ্টেটের কর্মচারীবৃন্দ ও জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রবেশ মূল্য বাবদ ৪ শতাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অনুষ্ঠানে জনসাধারণের যোগদানের সুবিধার জন্য ঢাকা ও জয়দেবপুরের মধ্যে একটি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

এই সঙ্গে রাজপ্রসাদ সংলগ্ন বড় দীঘিতে একটি নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানটিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। জিলা যুদ্ধ সাহায্য সমিতির সভাপতি মাননীয় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই অনুষ্ঠানের সভা-পতিত্ব করিয়াছেন। খেলার শেষে কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ স্মিথ, এম, ব্রাউন মহোদয়ের পত্নী পুরস্কার বিতরণ করেন।

অতঃপর ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার মহোদয় এবং উত্তর সদর মহকুমা হাকিম মহাশয় সাময়িক বক্তৃতায় বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রজাসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন:—

মিঃ জে, বর্ণ, আই, সি, এস্, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট; কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ভাওয়াল; মিঃ স্মিথ, এম্, ব্রাউন, আই, এ, এস, অধ্যক্ষ, ঢাকা কৃষি বিদ্যালয়; মিসেস ব্রাউন; মিঃ চক্রবর্তী, এফ, বিশ্বাস, আই, পি; মিঃ সি, আমওয়ার আলী (আভ্যন্তরীণ ষ্টেট রেলওয়ে) ও বেগম আমওয়ার আলী, মিসেস কিরোস্ট; মিসেস স্মিথ; মিঃ এ, খালিক, এম, বি, ও (নর্থ); মিঃ এ, সইদ, এম্, এস, এ; মিঃ ফণিভূষণ ব্যানার্জি, জমিদার; মিঃ কে, এম, আফজল; মিঃ প্যাটেল, কুর্ট মিশনারী ইনষ্টিটিউট; মিঃ কে, এম, আফজল; মিঃ বি, সি, পাল, বি, এ, এল; মিঃ এস, সি, সেনগুপ্ত, মিঃ আই, সি, চ্যাটার্জি, বি, এ, এল, মিঃ সরকার, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, ই, বি, রেলওয়ে।

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে স্থানীয় বিমান-আক্রমণ সতর্কতা সম্পর্কিত কর্মী-বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা দেশের আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যাহা ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

কোন কোন স্থানে ইতস্ততঃ ও সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে ; তাহা ছাড়া এই সপ্তাহে বাঙলাদেশে বৃষ্টিপাত হয় নাই। শীতকালীন ফসল কাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং বসন্তকালীন ফসলের বপন চলিতেছে। পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের কোন কোন জেলায় আবাদী ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। বিগত ১৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বীরভূমে টেষ্ট-রিলিফ কাজে ২১,৫৩৬ জন লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কাঁথী মহকুমায় ভগবানপুর ও পটাশপুর থানায় ৪,০৯৭ জন লোককে দান হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় শতকরা ০·৪২ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় ৴৭৷০ সোয়া সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৭৸০ পৌণে আট সের হইতে ৮৸০ পৌণে নয় সের ; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৯ নয় সের ; সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৴৭৷০ সোয়া সাত সের হইতে ৴৮ সের ; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় টাকায় ৭॥৶০ ছটাক হইতে ৴৯ নয় সের ; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৮৸০ পৌণে নয় সের ; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৷০ দশ সের ; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৴৭৸০ পৌণে আট সের হইতে ৴৮৸০ পৌণে নয় সের ; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮।৶০ ছটাক ; রাজসাহী, নওগাঁও ও নাটোরে ৴৮ সের ; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে ৴৭ সাত সের হইতে ৴৯ সের ; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের ; দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ আট সের ; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় ৴৬৷০ সোয়া ছয় সের হইতে ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; বগুড়ায় টাকায় ৴৮৷০ সোয়া আট সের ; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে টাকায় ৴৮৸০ পৌণে নয় সের হইতে ৴৯ নয় সের ; মালদহে টাকায় ৴৮ আট সের ; কুচবিহারে টাকায় ৴৮।৶০ আট সের ছয় ছটাক ; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৯ নয় সের ; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণায় টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ আট সের ; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৴৮॥০ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯॥০ সাড়ে নয় সের ; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; নোয়াখালী ও ফেণীতে টাকায় ৴৮॥৶০ ছটাক হইতে ৷০ দশ সের ; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ৴৯॥০ সাড়ে নয় সের ; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৴৭৷০ সোয়া সাত সের হইতে ।৩।০ সোয়া তের সের।

ভারতীয় গোলন্দাজদের দক্ষতা

উর্দ্ধতন অফিসারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

সিঙ্গাপুরে হেডকোয়ার্টার, এইরূপ একটি ভারতীয় আর্টিলারীদল, শত্রুদল কর্ত্তৃক এডেন আক্রমণ কালে কতকগুলি ইটালীয় বিমান ভূপাতিত করিয়াছে এবং প্রকাশ যে এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ভারতীয় গোলন্দাজগণ বিশেষ প্রশংসারযোগ্য কাজ করিয়াছেন।

বারবেরা শহর (বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড) খালি করিয়া দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত দল পাঁচটি শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করে। এই দলের নয়টি লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু আঘাত গুরুতর হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা তাঁহাদের কামান ও যন্ত্রপাতি সরাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

একজন অফিসার এডেন হইতে সিঙ্গাপুরে চিঠি লিখিবার সময় বলিয়াছেন, "এই সকল লোক খাঁটি যোদ্ধা এবং দৃঢ় তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ বলিয়া নিজেদের প্রমাণিত করিয়াছেন"

প্রথম দিকের একটি বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে লিখিতে গিয়া উক্ত অফিসার বলিয়াছেন, "একটি ভাল বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামান কিরূপ সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি করিতে পারে, তাহা এখন আমরা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছি। এবং আমরা একথাও জানি যে অন্ততঃপক্ষে যে একটি শত্রু বিমান নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, উহা তাহাকে ধ্বংস করিবার পূর্ব্বেই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামান দ্বারা তাহাকে আঘাত করা হইয়াছিল।"

এই সঙ্গে উক্ত অফিসার আরও যোগ করিয়াছেন, "সেই চরম মুহূর্ত্তে শত্রু-নিক্ষিপ্ত বোমার শব্দ ও বংশীধ্বনি এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কামানের গোলাবর্ষণের বিভিন্নতা স্থির করা সহজসাধ্য নহে ; কিন্তু আমরা আমাদের যুদ্ধে বন্দীদের নিকট হইতে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে আমরা কিরূপ কার্য্যকরী।"

হংকং-সিঙ্গাপুর রাজকীয় সৈন্য বাহিনী এই বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করে যে, তাহারা এমন ইতিহাস রচনা করিয়াছে যাহা তাহাদের পরিধের পরিচ্ছদের মতোই সুরূপা। এই সৈন্য বাহিনী একশত বৎসর পূর্ব্বে হংকংএ "চায়না লস্কর" নামে গঠিত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ ইহার দলভুক্ত লোকেরা মাদ্রাজের অধিবাসী ছিল। কিন্তু পরে পাঞ্জাবী মুসলমান ও শিখদের মধ্য হইতে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ইহার অন্তর্ভুক্ত লোক পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী।

সেনাদল সম্পর্কীত সংবাদ

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি ব্যতীত প্রকাশ নিষিদ্ধ

১৯৩৯ সনের ভারত-রক্ষা বিধির ৪১নং রুলের ১নং অনুবিধির খ প্রকরণের বিধানমতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সনের ২৬শে নভেম্বর হইতে বাঙলা প্রদেশ ও আসাম মিলিটারী এলাকার সৈন্য সম্পর্কীত কোন বিষয় সংবাদপত্রে, মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইলে তাহা প্রকাশের পূর্ব্বে বাঙলা প্রদেশ ও আসামের সেনাপতির দপ্তর খোকার কলিকাতার কোর্ট উইলিয়মে পরীক্ষার জন্য দিতে হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশন মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

সেন্সাস্ সম্পর্কে সরকারী নীতি

কোনরূপ বিভেদ সরকারের উদ্দেশ্য নয়

আগামী লোক-গণনার সময় হিন্দুদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐরূপ শ্রেণী বিভাগ লিপিবদ্ধ না করিবার যে সিদ্ধান্ত গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন, সংবাদপত্রে বিভিন্ন সময়ে উহার সমালোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে একথাও বলা হইয়াছে যে, এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের প্রভেদাত্মক নীতির দরুণই এরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে লোকের যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণা আছে বলিয়া মনে হয়। গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের কারণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

(১) ভারত গভর্ণমেণ্টের ১৯৩৬ সনের অর্ডার (অনুন্নত সম্প্রদায়) এর তৃতীয় তালিকায় অনুন্নত সম্প্রদায়ের যে তালিকা আছে, তাহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি জানা নিতান্ত প্রয়োজন ; কারণ তদনুযায়ী ঐ সম্প্রদায়ের তপশীলভুক্ত হওয়ার দাবী বিবেচনা করা হইবে।

(২) বিভিন্ন জাতির সংখ্যা নির্ণয় ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের দিক হইতে মূল্যবান এবং প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্যও প্রয়োজন।

(৩) মুসলমানদের ব্যাপারে কতকগুলি সমিতির পক্ষ হইতে আবেদন করা হইয়াছে যে, লোক-গণনায় মুসলমানদের মধ্যে যেন সামাজিক দলগুলিকে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করা না হয়। মুসলমানদিগকে শ্রেণীগত না শুধু মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এই অনুরোধের সহিত ভারতের লোক-গণনার কমিশনারের উপদেশেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং এই জন্য মুসলমানদিগের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। বংশগত কোন নাম না দিয়া শুধু মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া এই অনুরোধের সহিত ভারতের লোক-গণনার কমিশনারের উপদেশেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে এবং এই জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

ঘৃতের বাজার দর

বাঙলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কলিকাতায় অ্যাগমার্কা স্পেশাল মার্ক টিনে ভরা ।৮ আঠার সের ঘৃতের যে মূল্য ছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—অমৃতভোগ প্রতি মণ ৬৬৲ টাকা ; কিশোর প্রতি মণ ৬৭৲ টাকা ; উজ্জ্বল প্রতি মণ ৬৭৲ টাকা ; রাণাপ্রতাপ প্রতি মণ ৫৯৲ টাকা ; শঙ্কর প্রতি মণ ৬৭৲ টাকা ; সীতা প্রতি মণ ৬৯৲ টাকা এবং শ্রী প্রতি মণ ৬৮৲ টাকা। উল্লিখিত স্পেশাল মার্কা ঘৃত ৷০ দশ সের, ৴৫ পাঁচ সের, ৴২॥০ আড়াই সের ও ৴১ সের টিনে ভরিয়া মণ হিসাবে ১৲ এক টাকা হইতে ১॥ দেড় টাকা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

হজ্বযাত্রীদের সুযোগ সুবিধা

স্পেশাল অফিসার নিয়োগ

আরব, ইরাক ও ইরাণের পবিত্র স্থানসমূহে যেসব তীর্থযাত্রী গমন করিবে, তাহাদের যাতায়াত ব্যাপারে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য ভারত-সরকার মিঃ জে, এ, রহীম আই-সি-এসকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সর্ব্বত্র ইটালীয়ান বাহিনার শোচনীয় পরাজয়

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ভূমধ্যসাগরে নৌ-যুদ্ধের বিবরণ

"আর্ক রয়েল" হইতে বর্ষিত একটি টর্পেডো নূতন লিটরিও শ্রেণীর একখানি রণতরীর উপরে পতিত হইয়াছে।

নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একখানি ইটালীর ক্রুজারে ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতেছে এবং একখানি ডেষ্ট্রয়ারের পশ্চাদভাগ ধ্বংস হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং অন্য একখানি ডেষ্ট্রয়ারও সাংঘাতিকভাবে ধ্বংস হইয়া পড়িয়াছে এবং অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

বৃটিশের পক্ষে একমাত্র "বারউইক" ক্রুজারেরই ক্ষতি হইয়াছে। এই ক্রুজারে দুইবার আঘাত লাগিয়াছিল। তবে খুব সামান্যই ক্ষতি হইয়াছে এবং উহা বর্ত্তমানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছে।

ডোডেকানিজ ও লিবিয়ায় প্রবল বোমাবর্ষণ

নৌ-বিভাগীয় এস্তেহারে ভূমধ্যসাগরস্থ বৃটিশ নৌ-বহরের সহিত সংশ্লিষ্ট যুদ্ধপ্লেনসমূহের আরও কয়েক দফা আক্রমণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ, একই সময় ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের লেরস দ্বীপস্থ লাকী বন্দর ও লিবিয়ার ত্রিপোলী বন্দর একই সময়ে আক্রান্ত হয়। লাকী বন্দরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও ডক ও অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। স্থানে স্থানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি এবং একখানা জাহাজ, বড়জোর মাঝারি যুদ্ধ-জাহাজ, ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একখানা এরোপ্লেন প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই।

ত্রিপোলীতে জাহাজঘাটায় একখানা জাহাজ এবং খোদ জাহাজঘাটাটিতেও বোমার আঘাত লাগিয়াছে। নানাস্থানে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। একঘণ্টা পর প্রায় ৬০ মাইল দূর হইতেও ঐ আগুন বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত বৃটিশ প্লেন নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

সংবাদ আসিয়াছে যে, আলবেনিয়ান রণক্ষেত্রের দক্ষিণ দিকস্থ উত্তর ও দক্ষিণ দিকের আরও কয়েকটি পাহাড় গ্রীক সৈন্যদের করতলগত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এই সাফল্যের ফলে গ্রীকদের আরও অগ্রগমনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

গ্রীক কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে যে এস্তেহার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিমান যুদ্ধে বহুসংখ্যক ইটালীয় বিমানপোত ভূপাতিত করার দাবী করা হইয়াছে।

পলায়নরত ইটালীয়দের নৃশংসতা

ইপোরেসিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে আর একখানি গৃহও দণ্ডায়মান অবস্থায় নাই। পলায়ন করিবার সময় ইটালীয়ানরা এই সমস্ত বাড়ী ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। যে কয়খানি বাসগৃহ অবশিষ্ট ছিল, তাহা ইটালীয় বোমারু বিমানপোত কয়েকবার আক্রমণ চালাইয়া বিধ্বস্ত করিয়াছে।

ইংলিশ-চ্যানেলে নৌ-যুদ্ধ

নৌ-বিভাগীয় এস্তেহারে প্রকাশ, ২৯শে নভেম্বর শুক্রবার ভোর বেলায় বৃটেনের হাল্কা রণতরীসমূহ শত্রুর রণতরীসমূহের সহিত ইংলিশ চ্যানেলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। শত্রুর রণতরীসমূহ বৃটিশ রণতরীগুলি কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া দ্রুতবেগে ব্রেষ্টের দিকে পলায়ন করিতে থাকে। বৃটেনের একখানা রণতরী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শত্রুর রণতরীগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভুল ভাবে জানা যায় নাই।

আলবেনিয়ায় মার্শাল বাদোগলিও

এক্সচেঞ্জের রেডিওতে প্রকাশ, মার্শাল বাদোগলিও আলবেনিয়ার সৈন্যদের গ্রীসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমুদ্রের কূলে যে সকল ইটালীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের প্রত্যেক দশজনের মধ্যে একজনকে গুলী করার আদেশ দানই নাকি তাঁহার প্রথম কাজগুলির অন্যতম হইয়াছে। সীমান্তের ইপোরেসিয়া শহরে আর একটি গৃহও অবশিষ্ট নাই; পলায়মান ইটালীয় সৈন্যগণ সমস্ত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া গিয়াছে। যে সামান্য কয়েকখানি গৃহ অবশিষ্ট ছিল, ইটালীয় বিমানসমূহ হইতে তাহাদের উপর বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। একখানি গ্রীক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কর্চ্চার উপর বোমা বর্ষিত হওয়ায় ক্ষতি হইয়াছে।

রুমানিয়ায় জার্ম্মান কর্তৃত্বের আশঙ্কা

জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহ ইঙ্গিত করিতেছে যে, রুমানিয়ার অরাজক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া জার্ম্মানীর পক্ষে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইতে পারে। রুমানিয়ার বেতারে কিন্তু ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অবস্থা এখনও জেনারেল এন্টোনেস্কুর আয়ত্তাধীন এবং তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

দেশের আসন্ন আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গতি কোন্ দিকে ঠিক বুঝা যাইতেছে না। সামরিক মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে এবং সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের কথাও চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উদারনৈতিক নেতা মঃ জর্জেস ব্রাটিয়ানুকেও মন্ত্রিসভার একটি পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। গত ২৮শে নভেম্বর প্রাতে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতীয় কৃষক দলের নেতা মঃ ম্যানিউর সহিত আলোচনা চলে। মঃ ম্যানিউ সম্প্রতি প্রকাশ্যে জার্ম্মান-ইটালী বাঁটোয়ারার হাঙ্গারীকে ট্রান্সিলভেনিয়া প্রত্যর্পণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। যাহারা গোলযোগ সৃষ্টি করিতেছে এবং যাহারা হত্যাকারী তাহাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রদেশসমূহেও অনেক হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। জাতীয় কৃষক দলের অন্যতম নেতা মঃ ম্যাডগিয়ারুর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, আয়রণ গার্ড দলের সদস্যেরা ম্যাডগিয়ারুর গৃহে প্রবেশ করে এবং একখানা মোটরে করিয়া বুখারেষ্টের উপকণ্ঠে ময়দানে লইয়া গিয়া গুলী করিয়া হত্যা করে।

"নিউইয়র্ক টাইমস্" বেলগ্রেড হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাইয়াছেন যে, রুমানিয়া হইতে রাজা মাইকেলের পলায়নের সম্ভাবনা আছে। উক্ত পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, রাজা মাইকেলের মাতা রাণী হেলেন ইতিমধ্যেই রুমানিয়া হইতে পলাইয়া সম্প্রতি ফ্লোরেন্সে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা মাইকেলও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন; কারণ তিনি নিজকে বন্দী বলিয়া মনে করিতেছেন। সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির দরুণ সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার ফলে রুমানিয়ায় সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

একটি বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার জখম

নৌবিভাগের এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, শুক্রবার দিন ইংলিশ চ্যানেলে এক সংঘর্ষের সময় শত্রুপক্ষীয় জাহাজসমূহের উপর বারংবার আঘাত করা হয়; কিন্তু তাহারা অন্ধকারে পলাইয়া যায় এবং সেই কারণে কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই। বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "জাভেলিন" ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; তবে উহা এক্ষণে বন্দরে নিরাপদে আছে। বৃটিশ নৌবহরের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন লর্ড লুইস মাউণ্ট ব্যাটেন "জাভেলিন"-এর উপরে ছিলেন। আর কোন বৃটিশ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসা-কেন্দ্র

আরও এক মাসের জন্য খোলা থাকিবে

কলিকাতার মেয়র মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর নির্দ্দেশক্রমে গত ১লা নভেম্বর কলিকাতার অন্ধ চিকিৎসা-কেন্দ্রটি খোলা হয়। প্রথমে ৪ সপ্তাহের জন্য চিকিৎসালয়টি খোলা হইয়াছিল। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, উক্ত চিকিৎসালয় আরও ১ মাস পর্য্যন্ত খোলা রাখা হইবে।

গত ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ১৯০ জন রোগীর অস্ত্রোপচার করা হয়। গ্লোকোমা এবং চক্ষুছানি পড়া রোগীদেরই বিশেষ করিয়া অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। গত ২৮শে নভেম্বর পর্য্যন্ত চিকিৎসালয়ে প্রায় দুই সহস্র বাহিরের রোগীর চিকিৎসা করা হয়। মেডিক্যাল-কমিটি এবং ফিনান্স সাব-কমিটি সকল দিক বিবেচনার পর স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত হাসপাতাল আরও এক মাস অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খোলা রাখা হইবে। ২২শে ডিসেম্বরের পর চিকিৎসালয়ে আর রোগী ভর্ত্তি করা হইবে না।

চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, উপযুক্ত সময়ে নোটিশ দিলে যাহাতে আরও বেশীসংখ্যক রোগী চিকিৎসালয়ে ভর্ত্তি করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। চিকিৎসালয়টি যাহাতে আরও ১ মাস খোলা রাখা যায়, তজ্জন্য রায় বাহাদুর সুখলাল কার্নানি তাঁহার গৃহের একতলাটি চিকিৎসালয়ের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ঢাকার নবাবের পরিদর্শন

বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুর কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া তথাকার কার্য্যাবলী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই অতি প্রয়োজনীয় জনহিতকর চিকিৎসাকেন্দ্র আরও দীর্ঘকাল পরিচালন করার জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা সংগ্রহার্থ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন।

[দ্বিতীয় কলমের শেষাংশ]

জার্ম্মাণ ট্রিমার আক্রান্ত

জার্ম্মাণ বেতারে প্রকাশ যে, পেনুও নদীতে কয়েকখানি স্পীডবোট মিলিয়া একখানি জার্ম্মাণ ট্রলারকে আক্রমণ করে।

সুদানে বৃটিশ সৈন্যদলের আক্রমণ

কায়রো হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক এস্তেহারে বৃটিশ সৈন্যগণের এক অতর্কিত আক্রমণের বিবরণ দিয়া বলা হইয়াছে যে, সুদানের এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। এস্তেহারে বলা হইয়াছে, "কাসালা রণক্ষেত্রে একদল মেকানাইজড বৃটিশ রক্ষীসেনা একদল শত্রুসেনার উপর সাফল্যের সহিত অতর্কিত আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষীয় এই সৈন্যদলের এবং পরে যে সব সৈন্য তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়, তাহাদের মধ্যে অনেক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। মেটেমা অঞ্চলে একদল পর্য্যবেক্ষণকারী শত্রুসেনার উপর বৃটিশ গোলন্দাজ সৈন্যগণ ভীষণ গোলাবর্ষণ করে"।

গ্রীকদের আরো সাফল্য

এক গ্রীক মুখপত্রের বিবৃতিতে প্রকাশ, কোরিজা হইতে প্রায় ২০ মাইল উত্তরে এবং এলবাসান অভিমুখে ইটালীয়দের পশ্চাদপসরণের পথে অবস্থিত আলবেনিয়ান শহর পোগ্রাদেজ গ্রীকরা ব্যাপক লড়াইয়ে দখল করিয়াছে। শহরটি ইটালীয়রা সুরক্ষিত করিয়াছিল। গ্রীকগণকে বেয়নেট লইয়া একটি ৬,০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত দখল করিতে হয়। গ্রীকরা পুনরায় বহু সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার

বাঙলা-সরকারের প্রতিবাদ

পরিতাপের সহিত ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন কোন সংবাদপত্র অতিরঞ্জিত ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বিবরণ কখনও সংবাদদাতার নাম দিয়া কখনও নাম ব্যতীত প্রকাশ করিয়া তাহাতে সমাজ বিশেষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ও অপর সমাজের উপর দোষারোপ করিয়া অতি আগ্রহের সহিত এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিতেছে। অনেক সময় বিবৃতি, প্রেস-নোট ও প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া প্রকৃত ঘটনার পর্য্যাপ্ত বিবরণ দিয়া দেখান হইয়াছে যে, ঐ সমুদয় অভিযোগ মিথ্যা। কিন্তু ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ করার প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই এবং কখন কখন ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কোন সংবাদদাতার বিশেষ অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং যে সংবাদপত্রে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল সেই সংবাদপত্রেই প্রতিবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সংবাদদাতাই একই অভিযোগ পুনরায় আনয়ন করিয়াছে এবং অন্য কোন সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এরূপ একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে। একজন সংবাদদাতা কোন একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিগত ৩০শে এপ্রিল তারিখে একটি অভিযোগ প্রকাশ করে এবং বিগত ৩০শে জুলাই তারিখে পাব্লিসিটি বিভাগ হইতে যথাযথ ভাবে ঐ অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ঐ সংবাদদাতাই পুনরায় বিগত ২৮শে আগষ্ট তারিখে অন্য একটি দৈনিক কাগজে ঐ অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছে।

ইহা ব্যতীত অভিযোগগুলি এমন বেপরওয়াভাবে করা হয় যে, অনেক সময় উহা শুধু কল্পনাপ্রসূত হয়। এই কথার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল:—

একটি সংবাদদাতা অভিযোগ করিয়াছিলেন যে নোয়াখালী জেলায় কতিপয় মুসলমান দিবালোকে লামচরের চৌধুরী পরিবারের পুষ্করিণী হইতে মাছ লুট করিয়া নিয়াছে। ঐরূপ কোন ঘটনার কথা স্থানীয় পুলিশের নিকট সংবাদ দেওয়া হয় নাই। ঐ সংবাদদাতা সেই সংবাদপত্রে এ অভিযোগও করিয়াছে যে, মুসলমানগণ বহুসংখ্যক হিন্দুর ধান ও পাট লুট করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকৃত অবস্থা এই যে ঐরূপ ধান পাট লুট হওয়ার কোন সংবাদ ঐ বর্ণিত স্থানে বা উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হইয়াছে বলিয়া এ বৎসর এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কয়েকটি চুরি হওয়ার সংবাদ দেওয়া গিয়াছে কিন্তু কাহারও উপর সন্দেহ না হওয়ায় চোরকে ধরা যায় নাই এবং ঐ সব চোর হিন্দুও হইতে পারে মুসলমানও হইতে পারে।

একথাও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ১৯৩৯-৪০ সনে নোয়াখালীর কালেক্টর ইচ্ছাধীন সাহায্য তহবিল হইতে ১,১৫০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছেন; কিন্তু কোন হিন্দু শিক্ষায়তন বা প্রতিষ্ঠান এই তহবিল হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই। প্রকৃত অবস্থা নিম্নে দেওয়া গেল: সাধারণ ইচ্ছাধীন সাহায্য তহবিল ৭৫০৲ টাকা; তন্মধ্যে ৫০৫৲ টাকা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিতরণ করা হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৪৫৲ টাকা নিম্নলিখিত ভাবে বিতরণ করা হইয়াছে:—

	টাকা।
মুসলমান শিক্ষায়তন	১৭০৲
হিন্দু শিক্ষায়তন	৬৫৲
খৃষ্টান শিক্ষায়তন	১০৲
	২৪৫৲

বিশেষ তহবিলের ১,২০০৲ টাকার মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে কিছুই দেওয়া হয় নাই, সমস্ত টাকা অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হইয়াছে। অতএব উপরোক্ত

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

পল্লী-কল্যাণ প্রচেষ্টা

৭টি জেলার জন্য অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর

বাঙলা সরকার বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, দার্জ্জিলিং, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী জেলায় নিম্নলিখিত পরিকল্পনায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত ১০,০৯৮৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া

	টাকা।
বাঁকুড়া জেলা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার	৫০০৲
কর্ম্ম গ্রাম্য দল	১০০৲
সাঁওতালদের তালডোড়া নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংস্কারের নিমিত্ত ..	১৫৲
রাধামোহনপুর নৈশ-বিদ্যালয় ..	১৫৲

বর্দ্ধমান

বাঘারে ইউনিয়ন বোর্ডের ডিস্পেন্সারীর জন্য একটি পাকা দালান নির্ম্মাণকল্পে ..	৪০০৲

দার্জ্জিলিং

তাগিডিঠা আর, সি, মিশন ডিস্পেন্সারীর নিমিত্ত	১,০০০৲
চেঙ্গা উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণকল্পে	১৫০৲
কালিম্পং শহরে অন্ধ ও খঞ্জদিগের জন্য একটি স্কুলের নিমিত্ত	২০০৲

খুলনা

সুন্দরঘোনা পল্লী-মঙ্গল সমিতির জন্য একটি পল্লী-মিলনাগার নির্ম্মাণকল্পে ..	১০০৲
বাদে করপাড়া পল্লী-মঙ্গল সমিতির নিমিত্ত একটি পল্লী-মিলনাগার নির্ম্মাণার্থে ..	১০০৲

মুর্শিদাবাদ

ইন্দ্রাণী-সদর ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর ভবন সংস্কারার্থে ..	১৫০৲
কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কীর্ত্তিপুর ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর নিমিত্ত ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারদিগের বাস-ভবন নির্ম্মাণকল্পে	১,২৫০৲

ময়মনসিংহ

নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত সদীকোণা ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর নিমিত্ত 'ফিল্টার' ক্রয়ার্থ ..	৩৩৲
ময়মনসিংহ শহরের একটি খেলার মাঠের সংস্কার-সাধনের নিমিত্ত (ইহার উন্নয়নের জন্য গত বৎসর ৩,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে)	১০০৲

রাজশাহী

তাহাপাড়ায় অন্তর্গত সোনাইডাঙ্গা খালের উপর একটি সেতু নির্ম্মাণকল্পে ..	৫,৯৯৫৲

[১ম কলমের শেষাংশ]

হিসাব হইতে দেখা যায় যে, নোয়াখালী জেলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ২০ জন মাত্র, তাহাদিগকে সংখ্যানুপাত হিসাবের বেশী সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

কিরূপে ক্রমাগত কেশাইবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়। যে সমুদয় উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা প্ররোচনার অনুপযোগ্য। এই প্রকারের অভিযোগ যাঁহারা পুনঃ পুনঃ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে উহা অতিরঞ্জিত অথবা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ইহাতে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে অযথা তিক্ততা আনয়ন করে। সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণের নিকট অনুরোধ করা হইতেছে যে, এই প্রকারের অভিযোগ যে কেহ করুক না কেন, তাহাতে যেন কেহ আস্থা স্থাপন না করেন। (প্রেস-নোট)

ডাকটিকেটের মূল্য বৃদ্ধি

১লা ডিসেম্বর হইতে কার্য্যকরী

একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১লা ডিসেম্বর হইতে তার ও ডাক এবং টেলিফোনের হার সম্পর্কে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী হইয়াছে:—

(১) ভারতের মধ্যে খামযুক্ত চিঠির ও খামসমূহের হার (প্রথম তোলায়) চার পয়সা হইতে পাঁচ পয়সা করা হইয়াছে। তার পরে প্রত্যেক অতিরিক্ত তোলার জন্য আগের ন্যায় দুই পয়সা থাকিবে।

(২) ভারতের মধ্যে খামযুক্ত বুক প্যাকেট ও স্যাম্পেল প্যাকেটসমূহের টিকিটের হার দুই পয়সা হইতে (আড়াই তোলা) তিন পয়সায় (পাঁচ তোলা) বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহার পরে প্রত্যেক অতিরিক্ত আড়াই তোলার পূর্ব্বের ন্যায় এক পয়সা করিয়া লাগিবে।

(৩) গ্রেট বৃটেন, উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড, মিসর (সুদান সহ), প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান ও অন্যান্য বৃটিশ অধিকৃত ও আশ্রিত স্থানসমূহে প্রেরিত চিঠিপত্রের টিকিটের হার প্রথম আউন্সে আড়াই আনা হইতে সাড়ে তিন আনায় বৃদ্ধি করা হইবে। তার পরে প্রত্যেক অতিরিক্ত আউন্সে আরও চার আনার টিকিট লাগিবে।

(৪) বর্ম্মায় প্রেরিত চিঠিপত্রাদির টিকিটের হার প্রথম তোলায় ছয় পয়সা হইতে দুই আনায় বৃদ্ধি করা হইবে। প্রত্যেক অতিরিক্ত তোলায় পূর্ব্বের ন্যায় একআনার টিকিটেই চলিবে।

(৫) ভারতে, বর্ম্মায়, সিংহলে, আফগানিস্থানে ও নাদায় (তিব্বত) প্রেরিত প্রত্যেক সাধারণ তারের উপরে একআনা সার চার্জ এবং প্রত্যেক এক্সপ্রেস তারের উপরে দুই আনা সার চার্জ আদায় করা হইবে। প্রেস ও অভিনন্দন জ্ঞাপক তারের উপরেও সারচার্জ আদায় করা হইবে।

(৬) বর্ত্তমান ট্রাঙ্ক টেলিফোন কলে যে মাশুল আদায় করা হয়, তাহা ছাড়াও প্রত্যেক কলের হারের উপরে শতকরা আরও দশ টাকা দিতে হইবে।

অনাহারে মৃত্যুর ভিত্তিহীন সংবাদ

মেদিনীপুরে সাহায্যদান বন্ধ করা হয় নাই

সম্প্রতি কোন কোন সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে কথাপ্রসঙ্গে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ভগবানপুর থানার অধীন একটি গ্রামে চারি জন লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে এবং সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অন্তর্গত সাবং থানার অধীন একটি গ্রামে এক ব্যক্তি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল; ইহা সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট সাহায্য-কেন্দ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, এই সকল অভিযোগ ভিত্তিহীন। মৃত লোকদিগের নাম এবং যে গ্রামে তাহারা বাস করিত তাহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই—ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, এই সংবাদের জন্মদাতা আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছেন। ৬ই হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বন্যা-পীড়িত গ্রামসমূহের প্রত্যেকটি বাড়ীতে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইয়াছে; কিন্তু কেহই এ সংবাদ জ্ঞাপন করেন নাই যে, অনাহারে কেহ মারা গিয়াছে কিম্বা আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহও এ জাতীয় কোন সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। এখন পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিপন্ন ব্যক্তিকে একতালীন দান প্রদান করা হইতেছে। গত ২রা নভেম্বর পর্য্যন্ত ৪১৬,৩৪৭ জন ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে।

নিম্ন অঞ্চলে এই বৎসর বন্যা [illegible] না হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাঁধগুলির জন্য মেদিনীপুর জল নিষ্কাশনের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য পরিকল্পনা করিতেছেন। (প্রেস-নোট)

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Regd. No. C2537

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ [এক আনা

কলিকাতা দমকল-বাহিনীর প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর কর্ত্তৃক নূতন কেন্দ্রের উদ্বোধন

কলিকাতা দমকল-বাহিনীর নূতন কেন্দ্রের উদ্বোধন করিতে যাইয়া বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫টার সময় নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

"কলিকাতা দমকল-বাহিনীর নূতন কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের উদ্বোধনের সুযোগ পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রতি যে আন্তরিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণে আমি এই অনুষ্ঠানের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলাম। কলিকাতায় যে সব প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ দমকল-বাহিনীর প্রতি জন-সাধারণের নজর খুব কমই পড়ে। কলিকাতায় কোন লোক যদি উপর্য্যুপরি কয়েক মাসও বাস করে, তথাপি সম্ভবতঃ দমকলের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারে না; অবশ্য দমকলের ইঞ্জিনগুলির বিশেষ ঘণ্টাধ্বনি মাঝে মাঝে শুনা যায়; কিন্তু যেরূপ সুদক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভাবিতে গেলে এই ঘণ্টাধ্বনি কাহারও শান্তি ব্যাহত করে না, বলা চলে।

"আমরা জানি যে দমকল-বাহিনী খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হইতেছে এবং যখনই কোথাও আগুন লাগিবে তখনই খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ইহা অগ্নি নির্ব্বাপনের ব্যবস্থা করিবে। আমাদের এই অনুভূতির জন্যই এবং দমকলের প্রয়োজনীয়তা খুব কমই দেখা দেয় বলিয়া দমকলের অস্তিত্বের কথা ভাবিবার সুযোগ হয়ত আমাদের হয় না।

"হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি দিনের পর দিন এই দমকল-বাহিনীর কোনই কাজ না থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কোথাও আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায়, তখন ইহার কর্ম্মক্ষমতা শতগুণ আত্ম-প্রকাশ করে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত্তে এরূপভাবে অতি দ্রুত এবং যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করিতে হয় বলিয়াই দমকল-বাহিনীর পরিচালনা প্রথম শ্রেণীর ও সুদক্ষ হওয়া দরকার।

"আমি এখানে আসার পূর্ব্বেই কলিকাতা দমকল-বাহিনীর কথা শুনিয়াছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অতি আগ্রহের সঙ্গে তাহা শ্রবণ করিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানটি যে একটি প্রথম শ্রেণীর জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান, তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে জানিয়া আমি বিশেষভাবে আনন্দিত হইলাম। কারণ এই নগরীর পক্ষে এত প্রয়োজনীয় একটি প্রতিষ্ঠান যদি তাহার সাজ-সরঞ্জাম ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্ম্মিগণের দিক দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে প্রকৃতই সঙ্গত হইত না। এই জন্যই আমি দেখিয়া অতি আনন্দিত হইলাম যে, এই দমকল-বাহিনীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং তাহার উদ্বোধন করার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি।

"বিমান-আক্রমণ নিরোধ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে দমকল-বাহিনী যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে, মাননীয় মন্ত্রী তৎসম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। ইহা বলা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন যে, বিমান-আক্রমণ নিরোধ পরিকল্পনায় দমকল-বাহিনীর সহযোগিতা অপরিহার্য্য। লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে যে সব বিবরণ আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে, তথাকার দমকল-বাহিনী যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করার দরুণই অনেক জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছে। জরুরী অবস্থার জন্য কতিপয় অস্থায়ী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং অগ্নি-নির্ব্বাপন কার্য্যের জন্য একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করা হইয়াছে জানিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমি শুধু একথাই বলিতে চাই যে, এই নগরীও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া যদি মনে করা হয়, তবে এ-রূপ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। কারণ, জরুরী অবস্থায় আকস্মিক বিপদ প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি সুষ্ঠুভাবে করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। যদি বাস্তবিকই জরুরী অবস্থা দেখা দেয়, তবে যাহাতে দমকল-বাহিনী যথাযথভাবে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণের কাছ হইতে ব্যাপক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। আমি মনে করি—ইহা নিশ্চিতভাবে মনে করা যাইতে পারে যে, জরুরী অবস্থায় কলিকাতার দমকল-বাহিনী বেশ প্রশংসার সঙ্গেই তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, প্রকৃত অবস্থার উপরই ইহার কার্য্যদক্ষতা অনেকখানি নির্ভর করিবে। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং হাওড়া ও গার্ডেন-রীচ মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের কর্ম্মচারীদের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা মনে করিয়া দমকল-বাহিনীর প্রতি সকল সময়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবেন বলিয়াও আমি আশা করি। প্রয়োজনের সময় যথেষ্ট পরিমাণ জল-সরবরাহ, রাস্তাঘাট বন্ধ করণ বা দালান-কোঠা ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতি যে কোন কাজ তাহা এই সহযোগিতায় সম্ভবপর। জন-সাধারণকেও আমি বলিতে চাই যে, দমকল-বাহিনী যে কাজ করে, তাহার গুরুত্ব বিবেচনা না করিয়া তাহারা যেন সহযোগিতা করে। কারণ, এরূপ সহযোগিতা দ্বারাই বিপদ হইতে বাঁচা যাইতে পারে।

"পরিশেষে আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং এই আশাই করি যে, কলিকাতার দমকল-বাহিনী ভবিষ্যতেও জন-সেবার কাজ আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।"

ভারতের নূতন প্রধান-সেনাপতি

লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল আর্চিন্‌লেক্‌ নিযুক্ত

জেনারেল স্যার রবার্ট এ, কাসেলের স্থলে ভারতীয় বাহিনীর লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সি, জে, ই, আর্চিন্‌লেককে ১৯৪১ সালের প্রথম ভাগ হইতে ভারতের প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ মহামান্য ভারত সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

ভারতের এই নবনিযুক্ত জঙ্গী-লাট ব্রিটেনের দক্ষিণী সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স হইয়াছে ৫৬ বৎসর। সুদক্ষ, কৌশলী ও ক্ষমতাপন্ন বলিয়া তাঁহার সুনাম আছে। সৈন্য দলগঠন ও কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তিনি চ্যাটফিল্ড কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং সেই সময় তিনি ভারতের [illegible] সমর-প্রচেষ্টার সব দিক প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পান।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, সুদূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্ত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞাতব্য, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৬ই ডিসেম্বর—১৯৪০

দুইটি নিরপেক্ষ দেশের কাহিনী

ইউরোপের যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আজ পর্য্যন্তও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে রুমানিয়া ও গ্রীসের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের সূচনায় বলকান-উপদ্বীপের এই দুইটি ক্ষুদ্র শক্তির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার বিষয়ে মিত্র-শক্তি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং যুদ্ধ হইতে দূরে থাকার জন্য তাহারা বিশেষ চেষ্টাও পাইয়াছিল। ফ্রান্সের আকস্মিক পতনে রুমানিয়ার মেরুদণ্ড ভগ্ন হইয়া যায় এবং বৃটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতি শোচনীয়ভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সে ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করে। পক্ষান্তরে এসব দেখিয়াও গ্রীস দৃঢ়ভাবে নিজের নীতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে; সে বৃটেনের প্রতিশ্রুতির প্রতি অবজ্ঞাও প্রদর্শন করে না এবং বৃটেনের শত্রুদের বিরাগভাজন হওয়ার মত কাজ হইতেও বিরত থাকে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইটালী গ্রীস আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কাজেই বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে—মাত্র সেদিনও যে রুমানিয়া ও গ্রীস সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষতার নীতি পালন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহাদের দশা কি দাঁড়াইয়াছে!

অ্যাক্সিস-শক্তির পক্ষপুটে আশ্রিত রুমানিয়ার মূল্যবান প্রদেশগুলি ও একান্ত প্রয়োজনীয় সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল আজ অপরের অধিকারে গিয়াছে। রুমানিয়ার সকল বিশিষ্ট রাজনীতিক—এমন কি স্বয়ং রাজা ক্যারলও—হয় বন্দী অথবা বিদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন এবং বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনী রুমানিয়ার বুক চাপিয়া বসিয়া থাকিয়া এই দেশের দৈনিক ৩০,০০০ পাউণ্ড খরচ লাগাইতেছে। শুধু তাহাই নহে;—হতভাগ্য দেশের উপর আজ অন্ধকারের যবনিকা আরো ঘনীভূত হইয়া নামিয়া আসিয়াছে এবং দেশে অতি শোচনীয়ভাবে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। জার্ম্মাণ সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায়ই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ৬৪ জন রাজনৈতিক বন্দীকে (তন্মধ্যে একজন ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রীও অন্যতম) জেলের মধ্যে অজ্ঞাত আততায়ীরা গুলী করিয়া নিহত করিয়াছে। এই আতঙ্ক অবস্থার প্রতিকারার্থ মন্ত্রী-সভা সারা রাত ব্যাপিয়া অধিবেশন করিয়াও কোন পথ বাহির করিতে পারেন নাই এবং এক দিকে সেনা-বাহিনী ও অপর দিক দিয়া আয়রণ-গার্ড দল পরস্পরের শক্তিপরীক্ষার মনোভাব লইয়া প্রস্তুত হইতেছে। অ্যাক্সিস্-শক্তির রক্ষণাধীনে এমন করিয়াই রুমানিয়ার দুর্দ্দিনের অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর্গুণ বেশী শক্তিশালী শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও গ্রীস আক্রমণকারী সৈন্যদলকে তাড়া করিয়া আলবেনিয়ার সর্ব্বাভ্যন্তর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে। গ্রীসের নিজের বীরত্ব ও দৃঢ়তার ফলেই এই অভাবনীয় বিজয় সম্ভবপর হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু বৃটিশ বিমান ও নৌ-বাহিনীর সহায়তাও যে এই ব্যাপারে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহাও অবশ্যই স্বীকার্য্য। আজ গ্রীসের যে বিজয়-যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাকে প্রতিরোধ করার জন্য শত্রুদের হয়ত নূতন উপায় লইয়া অগ্রসর হইবে। কিন্তু ইহা অনায়াসেই আশা করা চলে যে, গ্রীক বীরগণ সকল বিরুদ্ধতাকেই জয় করিতে সমর্থ হইবে।

অ্যাক্সিস্ শক্তিবর্গের নানারূপ চাপ সত্ত্বেও তুর্কী, যুগোশ্লেভিয়া ও বুলগেরিয়া ইতিমধ্যেই যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে, গ্রীস ও রুমানিয়ার অবস্থা দেখিয়া বলকানের এই সব শক্তি প্রকৃতই উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। যেসব দেশ বলকান অঞ্চল হইতে বহু পূর্ব্বে অবস্থিত, তাহাদেরও এখন হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত, সন্দেহ নাই।

গ্রীসের প্রতি বৃটেনের সাহায্য

গ্রীসের প্রতি বৃটেনের সাহায্যের পরিমাণ দিন-দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। বিগত ২৫শে নভেম্বর তারিখে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বৃটিশ ও নিউজিল্যাণ্ডবাসী বহু সংখ্যক সৈন্য ও বৈমানিক লইয়া কতিপয় বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ কোনও গ্রীক বন্দরে যাইয়া উপস্থিত হয়।

গ্রীক ও বৃটিশ বৈমানিকদের সম্মিলিত আক্রমণে পলায়নপর ইটালীয়ান সৈন্যদিগকে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, তাহা আজ আর কাহারও জানিতে বাকী নাই। এতদ্ব্যতীত শত্রুপক্ষের সরবরাহ কেন্দ্রসমূহ এবং আর্জিরোকাস্ট্রো, এলবাসান, টিরানা প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত শত্রুপক্ষীয় বিমানঘাঁটি সমূহের উপরও ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। দুরাজো নামক স্থানে একটি ১০,০০০ টন ওজনের জাহাজের উপর সরাসরি বোমা বর্ষিত হইয়াছে এবং একটা ক্ষুদ্রতর জাহাজ নোঙ্গরাবদ্ধ থাকা অবস্থায়ই প্রজ্বলিত হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। দুরাজো জেটীর উপরও তীব্রভাবে বোমা বর্ষিত হইয়াছে। ভেলোনা বন্দরেও বোমা বর্ষণের ফলে আর একখানা জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক মার্শাল লংমোর সম্প্রতি গ্রীসে অবস্থিত বৃটিশ বিমান-বাহিনীর কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। রাজকীয় বিমান-বাহিনী যেরূপ দ্রুততার সঙ্গে গ্রীসকে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে গ্রীসের রাজা জর্জ, জেনারেল মিটাক্সাস ও জেনারেল পাপাগোস্ মার্শাল লংমোরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

আক্রমণকারী ইটালীয়ান বাহিনীর উপর গ্রীক বাহিনী ক্রমাগত যে বিজয় লাভ করিয়া চলিয়াছে, তাহার ফলে বলকান অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রে সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া নিজেদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখার সঙ্কল্প দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করায় জার্ম্মাণ কূটনীতির পূর্ব্বাভিমুখী গতি প্রতিহত হইয়াছে এবং জার্ম্মাণী দক্ষিণ-ইউরোপে যে ৭০ ডিভিসন সৈন্য যোতায়েন রাখিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, এই বিরাট সেনা-বাহিনীরও গতি আপাততঃ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, বলা চলে।

গ্রীসের বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে সুপ্রবীণ সেনা-নায়ক জেনারেল স্যার হিউবার্ট গাফ্ (ইনি বিগত মহাসমরে ১৯১৬-১৮ সনে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে ৫ম বৃটিশ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন) বলিয়াছেন:—"গ্রীসের এই সংগ্রামের ফলে সমগ্র যুদ্ধের পরিস্থিতিতেই পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। ইটালীয়ান সেনা-বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় যদি শেষ পর্য্যন্ত সামরিক ব্যাপার বলিয়াও প্রমাণিত হয়, তথাপি শত্রুপক্ষের এই সব পরাজয়ই যে আমাদের বিজয়কে নিকটতর করিয়া আনিতেছে, তাহা একরূপ সুনিশ্চিত।" জেনারেল গাফের এই বাণী সার্থক হইয়া উঠুক, জগতের শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই কামনা ইহাই।

জার্ম্মাণীর উপর আক্রমণ

জার্ম্মাণীর রাজধানী, কল-কারখানা, বিমান-ঘাঁটি ও অতিকায় বন্দরসমূহের উপর রাজকীয় বিমান-বাহিনী উপর্য্যুপরি যে সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনী ইংলণ্ডের বেসামরিক জনগণের উপরেই অব্যাহতভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে। এই সব আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে এক দিক দিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বৈমানিকদের যোগ্যতা বেরূপভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, অপর দিক দিয়া তেমনি জার্ম্মাণ বৈমানিকদের অযোগ্যতা ও হিটলারের ব্যর্থ গোঁয়ার্ত্তুমীরই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণে হিটলারের আক্রমণ-শক্তি ক্রমে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু নির্ম্মম জার্ম্মাণ আক্রমণ সত্ত্বেও ইংলণ্ডের নরনারী, বালক-বালিকা তাহাদের বিধ্বস্ত গৃহ-রাজি, গীর্জ্জা-সমূহ ও হাসপাতালগুলির পার্শ্বে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ কোন কোন রজনীতে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর পরিচালিত হইলেও, অন্যান্য সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেকগুলি স্থানেই আক্রমণ চালান হইয়াছে। বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে পৃথিবীর সর্ব্ব-বৃহৎ নদীতীরবর্তী বন্দর ডুইসবার্গ-রুরটের উপর ক্রমান্বয়ে কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া আক্রমণ চালান হইয়াছিল। এরূপভাবেই ২২শে নভেম্বর তারিখে ট্রণ্ডাইমের বিমান-ঘাঁটিতে আক্রমণ চালানো হয় এবং ইহার দুইদিন পর এক রজনীতে নরওয়েস্থিত অন্যতম জার্ম্মাণ বিমানঘাঁটি ক্রিষ্টিয়ানস্যাণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত টিউরিণস্থ বিখ্যাত ইটালীয়ান অস্ত্রাগার ও তৎসন্নিহিত বিরাট এরোপ্লেন কারখানায় উপর্য্যুপরি দুইবার ভীষণভাবে আক্রমণ চালানো হইয়াছে। বার্লিনের রেলওয়ে-ষ্টেশনগুলির উপরও নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কয়েকবার আক্রমণ চালানো হইয়াছে এবং বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে হামবার্গ বন্দরে যে বিরাট আক্রমণ চালান হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার তুলনা হয় না। রাজকীয় বিমান-বাহিনীর এই সব সাফল্যপূর্ণ অভিযান যে বৃটেনের চরম বিজয়কে নিকটতর করিয়া আনিতেছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

আমেরিকায় নাৎসী-অনাচার

আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইয়া যাওয়ার পর সেখানে উপর্য্যুপরি গুপ্ত শত্রুদল কর্ত্তৃক কল-কারখানায় যে ক্ষতি সাধনের প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে, প্রকৃতই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিগত ১৩ই নভেম্বর তারিখে ওহিও নামক স্থানে বিস্ফোরণের ফলে একটি তেলের ডিপো ধ্বংস হইয়া যায়, ওক্লাহোমা নামক স্থানে একটি তৈলকূপও বিধ্বস্ত হয় এবং সিটুন নামক স্থানের তুক তুকে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অতঃপর ১৮ই নভেম্বর তারিখে ব্রিজভিলে নামক স্থানে একটি "ডায়নামাইট" কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে এরূপভাবে তিনটি দুর্ঘটনার অনুষ্ঠান হয়।

আমেরিকায় নাৎসী কার্য্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য কংগ্রেসের সদস্য মিঃ মার্টিন ডাইসের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে আমেরিকায় জার্ম্মাণ সরকারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিগত মহাসমরের দিনে ক্যাপ্টেন ভন্‌প্যাপেন (বর্ত্তমানে তুরস্কে জার্ম্মাণ দূত) ও ক্যাপ্টেন বয়েডের কার্য্যাবলীর কথাই মনে করাইয়া দেয়। রিপোর্টে বলা হইয়াছে;—"জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট কেবল প্রত্যক্ষ

[পর-পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ]

কার্য্য চালাইয়া বা তথাকথিত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; বরং যুক্তরাষ্ট্র এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনৈতিক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টাও কয়েক বৎসর যাবতই পাইয়া আসিতেছে।"— নাৎসী পঞ্চম-বাহিনীর উপরোক্ত আধুনিক অনাচারসমূহ লক্ষ্য করিয়া বিগত ২৭শে নভেম্বর তারিখে আমেরিকান সিনেট এই মর্ম্মে এক আইন পাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ বা জাতীয় রক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষতিকর কোন কাজ করিলে ১০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত অপরাধীকে জরিমানা দিতে হইবে।

ইংলণ্ডের কভেন্ট্রী অঞ্চলে সম্প্রতি যে বোমা-বর্ষণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলেও বৃটেনকে সাহায্য করার ভাব আমেরিকায় আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৬ই নভেম্বর তারিখের "ওয়াশিংটন ইভেনিং ষ্টার" পত্রিকা এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন:—" কভেন্ট্রীর ধ্বংস বৃথা যায় নাই; ইহার ফলে বৃটেনের প্রতিরোধ আরো দৃঢ়তর হইবে মাত্র। এই আক্রমণের ফলে যে-সব যন্ত্র ও রণসম্ভার বিনষ্ট হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে নূতন যন্ত্র ও সমর-সম্ভারের ব্যবস্থা করিতে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বিঘোষিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ ডিক্টেটর তাঁহার কার্য্য দ্বারা তাঁহার শত্রুদল ও তাঁহাদের বন্ধুদের ক্রোধ আরো বেশী করিয়াই উদ্দীপ্ত করিয়াছেন মাত্র।"

বিমান-সংগ্রাম

ইতিপূর্ব্বে কভেন্ট্রী নামক স্থানে বিমান-আক্রমণ চালাইয়া নাৎসীরা যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, বার্ম্মিংহাম, বৃষ্টল ও সাউদাম্পটনেও অনুরূপ আক্রমণ চালাইবার প্রচেষ্টা করিতে গিয়া তাহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের উপর বিমান-সংগ্রামের অবস্থা অনেকাংশে পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমানের সংখ্যা অনেক বেশী বলিয়া এখন পর্য্যন্তও তাহারা ইংলণ্ডের উপর ব্যাপকভাবে নৈশ-আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে সত্য, কিন্তু নাৎসী বৈমানিকগণ বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য প্রায়ই এত বেশী উর্দ্ধ হইতে বোমা বর্ষণ করিতেছে যে, ঠিক লক্ষ্যের উপর অধিকাংশ বোমাই পড়িতেছে না। গত কিছু দিন হইতে শত্রু-বিমানগুলি ইংলণ্ডের মিডল্যাণ্ড-অঞ্চলের কল-কারখানাগুলির উপর আক্রমণ চালাইবার প্রয়াস পাইতেছে এবং ফলে লণ্ডনের অধিবাসিগণ কতকটা নিঃশ্বাস ফেলার অবসর পাইয়াছে। কিন্তু রাজকীয় বিমান-বহর জার্ম্মাণীর কল-কারখানা অঞ্চলের যে বিরাট ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, নাৎসী বিমানগুলি এ-পর্য্যন্তও ইংলণ্ডের কল-কারখানাসমূহের সেরূপ কোন ক্ষতি যে আদৌ করিতে পারে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

আমেরিকার আত্মরক্ষার আয়োজন ও বৃটেনকে কার্য্যকরী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা দিন দিনই দ্রুততর হইতেছে। বিগত ১৯শে নভেম্বর তারিখে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বারমোডা, বাহামা, জামেয়কা, সেণ্ট-লুসিয়া, এণ্টিগোয়া এবং বৃটিশ গিয়ানায় সামরিক কেন্দ্র স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন ব্যাপারে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে। চার ইঞ্জিন বিশিষ্ট ২৬টি বিরাটকায় বোমাবর্ষী বিমান সর্ব্বাগ্রে বৃটেনকে ডেলিভারী দিবার জন্য অনুমতি চাওয়া হইয়াছে এবং ২০টি "উড্ডীয়মান দুর্গ" অবিলম্বে যাহাতে ডেলিভারী দেওয়া হয়, তজ্জন্য আলোচনা চলিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনা-বিভাগীয় কর্ত্তা জেনারেল জর্জ মার্শেল ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমেরিকান "লোকী বম্বার্স"

[২য় কলমে দেখুন]

তুরস্কের সংবাদপত্রসমূহের যুদ্ধ-সম্পর্কীত অভিমত

বৃটেনের অনুকূলে যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তন

বৃটেনের যুদ্ধ সম্পর্কে তুরস্কের সংবাদপত্রগুলি যে মন্তব্য করিয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট উদাহরণ প্রদত্ত হইল:—

"ওয়াতন" নামক একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছে—"যদি কেহ বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণের ফল সম্পর্কে অনুধাবন করেন, তবে তিনি এই ধারণায়ই উপনীত হইবেন যে, সেখানে ভীষণ একটি আকাশ-যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং উহা পরিণামে জার্ম্মাণদিগেরই প্রতিকূলে গিয়াছে।" উক্ত পত্রিকা আরও মন্তব্য করেন—"বর্ত্তমানে যুদ্ধের জোয়ার যে বৃটেনের অনুকূলেই প্রবাহিত হইতেছে, এই মতবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দৃঢ়তালাভ করিতেছে।"

"টান" নামক একটি সংবাদপত্র মন্তব্য করিয়াছে—"বৃটেন একটি ভীষণ পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা এ পর্য্যন্ত বেশ ভালভাবেই উহা চালাইয়া আসিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের সাহস হারায় নাই কিম্বা জয়ের আশা পরিত্যাগ করে নাই। তাঁহাদের স্নায়ু এখনো বেশ সবল এবং তাঁহাদের সংকল্প দিনের পর দিন তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। নিরপেক্ষ অভিজ্ঞগণ বলেন যে, বোমা-নিক্ষেপের ফলে জনসাধারণ অবিচলিতই আছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাতে তাহাদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার স্পৃহা ক্রমশ: জাগরিত হইতেছে। জার্ম্মাণ ধ্বংসলীলায় বৃটিশ জাতির প্রত্যুত্তর হইতেছে—"আমরা এক বৎসর ধরিয়া ইহাই আশা করিতেছিলাম। ধ্বংসলীলা আমাদের দমাইতে পারে নাই। আমরা একভাবেই দাঁড়াইয়া আছি এবং এইভাবেই দাঁড়াইয়া থাকিব।"

জার্ম্মাণীর কূটনীতি বিপন্ন

রাশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত সম্পর্ক

কূটনীতিতে যে অসুবিধা আছে, জার্ম্মাণী এখন তাহার সম্মুখীন হইয়াছে।

পূর্ব্ব ভাগে ভিয়েনাতে দানিউব রাষ্ট্রের একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিয়া তাহাতে নদীতে যাতায়াতের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার যে সিদ্ধান্ত হিটলার করিয়াছিল, তাহাতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে নিমন্ত্রণ না করায় কিম্বা সংবাদ না দেওয়ার দরুণ গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণী বলকান রাজ্যসমূহে নূতন ব্যবস্থা করার কৃতিত্ব একাকী গ্রহণ করিতেছে বলিয়া রুশবাসীরা তেমন সন্তুষ্ট নহে। দানিউব কন্‌ফারেন্সের এই ব্যাপারে রুশগণ এরূপ বিরক্ত হইয়াছে যে, তাহারা প্রতিবাদ করিয়াছে এবং মস্কোস্থিত জার্ম্মাণ দূতকে কৈফিয়ৎ দিতে বলা হইয়াছে।

পশ্চিমাঞ্চলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অনধিকৃত ফ্রান্সের অর্দ্ধেক সম্পত্তি দেওয়ার জন্য জার্ম্মাণী যে দাবী করিয়াছে, তাহাতে ভিসি গভর্ণমেণ্ট রাজী হয় নাই। পেঁতা গভর্ণমেণ্টও এই প্রস্তাব গ্রহণ বা পালন করিতে আশা রাখে না। মনে হয় জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ও ভিসি গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক দিন দিন দুর্ব্বলতর হইতেছে।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

নামক বিমান বৃটেনকে সরবরাহ করার অনুমতিও প্রদত্ত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও সম্প্রতি এক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। কাজেই বুঝা যায়, হিটলারবাদের বিরুদ্ধে বৃটেনের সংগ্রামে আমেরিকার সাহায্য অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

নৈশ-অভিযানকারীদিগকে বাধা দেওয়ার নূতন উপায়

বৃটেন আক্রমণ হিটলার মুলতবী রাখিয়াছে কেন?

লণ্ডনের নূতন, কিন্তু অধুনা বিখ্যাত, নৈশ-বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বৃটিশের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার চূড়ান্ত নহে। নৈশ বিমান-আক্রমণে বাধা দিবার জন্য নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং সেগুলির যুদ্ধ অগ্রসর হইতেছে।

বিমান ধ্বংসী কামানের সাধারণ বিপদসঙ্কেত ক্ষীণবুদ্ধির গোপনীয় উপায় উদ্ভাবন করা হইতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ নৈশ আক্রমণ প্রতিরোধের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আদৌ নিশ্চেষ্ট রহেন নাই।

জার্ম্মাণদের মত কথিত বৃটেন আক্রমণে বিলম্ব হইতেছে কেন?

অনেক লোক আছে, যাহারা জার্ম্মাণ কৌশলের যে কোন পরিবর্ত্তনকে দূরভিসন্ধি ও অমানুষিক চতুরতা আখ্যা দিয়া থাকে।

কিন্তু এই ব্যাপারে তাহাদের ধারণা ভ্রান্ত। হিটলার তাহার আক্রমণ স্থগিত রাখিয়াছেন; কারণ তাহা না করিয়া উপায় নাই। তিনটি কারণে তিনি এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছে। উহার দুইটি কারণ আমাদের শক্তি: (১) রাজকীয় বিমানবহর, (২) রাজকীয় নৌবহর, (৩) আবহাওয়া।

ডানকার্কের যুদ্ধের সময় যেরূপ আবহাওয়া ছিল, যদি সেইরূপ আবহাওয়া এখন থাকিত,—তাহার পাগলা প্রবৃত্তির জাগে কি জন্য তিনি তখন অগ্রসর হন নাই—তাহা হইলে এখন একবার আক্রমণের ঝুঁকি তিনি গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এরূপ চেষ্টার সর্ব্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

আকাশযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই সমস্ত নির্ভর করে। হিটলার ঐ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে নাই এবং কখনও পারিবে না। গোয়েরিং ও তাহার বিমান-বাহিনী তাহাদের প্রভুকে হতাশ করিয়াছে।

সমুদ্রপথে ট্যাঙ্ক আনিয়া নামাইবার জন্য হিটলারকে একটি বন্দর বা সমুদ্রতীরের অধিকারী হইতে হইবে, যেখানে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে জাহাজ লইয়া আসা যাইতে পারে। তাহাতে সমুদ্রের উপকূল প্রভুত্ব থাকা প্রয়োজন।

এই মহাসমরে জয় নির্দ্ধারক যুদ্ধ এখন চলিয়াছে। ইহা আকাশপথে চলিতেছে।

ইটালীর নৌ-বাহিনীর উপর বৃটিশ আক্রমণ

তুরস্কের সামরিক অভিজ্ঞগণের প্রশংসোবাদ

ইটালীর নৌবাহিনীর উপর বৃটেনের তীব্র আঘাত তুরস্ক বিশেষ প্রশংসাবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারা সকলে একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃটেনের এই সাফল্য ইটালীর সামরিক শক্তির দ্রুত ধ্বংস সূচনা করিতেছে। বৃটিশ নৌ-বাহিনী ও আকাশ-বাহিনীর এই সাফল্যের সহিত গ্রীসে ইটালীয়গণের শোচনীয় পশ্চাদপসরণের তুলনা করিয়া তুরস্কের সামরিক ও নৌ-শক্তির অভিজ্ঞগণ বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণদের ক্রমাগত বৃটিশ বাণিজ্য বন্দরে বোমা নিক্ষেপ সত্ত্বেও, জার্ম্মাণ সহকারী বিমানগুলি কখনো বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজের উপর এরূপ সফল আক্রমণের দাবী করিতে পারে নাই; একসঙ্গে তিনটি যুদ্ধ জাহাজ বাতেল করার দাবী করা ত দূরের কথা।

বৃটিশের বাণিজ্য ব্যবস্থা

বিখ্যাত বাণিজ্য পত্রিকার প্রশংসা

সুপরিচিত বাণিজ্য-সংবাদপত্র "আমেরিকান এক্স্‌পোর্টার" বলে যে, বর্ত্তমানে ইউরোপে ভয়াবহ যুদ্ধের সংবাদ যেরূপ ভাবে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে, বিশ্বের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে বিদেশী সংবাদ এইরূপ ভাবে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই। ঐ সংবাদপত্র আরোও বলে "আমরা যতই সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করি কিম্বা ব্যাডিও যোগে শ্রবণ করি, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ততই অপ্রতিভ হইয়া পড়ে।

একথা সত্য যে বৃটেনের যুদ্ধের অর্থনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া প্রতিদিনের বোমা নিক্ষেপ এবং অকস্মাৎ মৃত্যু, অবরোধ ও প্রতি-অবরোধের সংবাদের সহিত সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায় অসাধারণ বিবরণ এবং বিশেষভাবে বৃটিশের দূরদেশের বাণিজ্য-সংবাদের সামঞ্জস্য করা বড়ই সুকঠিন। উপসংহারে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যুদ্ধ-বিপদ ইনসিওরেন্সের হার ১৯১৪-১৮ সনের উচ্চতম হার অপেক্ষা কম। যে সমস্ত বৃটিশ জাহাজ মিডিটারেনিয়ান বন্দরে প্রবেশ করে কিম্বা তথা হইতে ছাড়িয়া আসে, গত আগষ্ট মাসের তিন সপ্তাহে তাহার তালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, বৃটেনের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পায় নাই। ইহা উপলব্ধি করা বস্তুতঃই বিস্ময়কর যে, বিগত জুলাই মাসে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে ও বাহিরে, আকাশ-পথে, সমুদ্রে ও সমুদ্রের তলদেশে অবিরাম যুদ্ধ চলিতে থাকা সত্বেও বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটস অপেক্ষাও জনপ্রতি অধিক বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানী করিয়াছে। বৃটিশের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হইল ১১২,০০০,০০০, লোক সংখ্যা ৪৬,০০০,০০০; অতএব জনপ্রতি হার হইল ২·৬৭ ডলার। আমাদের নিজেদের জুলাই মাসের রপ্তানীর মূল্য হইল ৩১৭,০০০,০০০, লোক সংখ্যা ১৪০,০০০,০০০; অতএব জনপ্রতি ২·২৬ ডলার।

বৃটিশ রপ্তানীকারকদের শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কাজ নয়, ভগবান জানেন। মার্কেনটাইল গার্ডিয়ান ও অন্যান্য বৃটিশ বিশেষজ্ঞ পত্রিকা ঐ শক্তি নির্দ্দেশ করুক। মোট কথা এখনও আমরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই রহিয়াছি।

বৃটিশের যাল রপ্তানীকারকগণ যেভাবে তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া কৌতুকচ্ছলে বলা যায় "সাবাস বৃটেন, সাবাস!"

বৃটেনের অনমনীয় দৃঢ়তা

জার্ম্মাণ পত্রিকার প্রশংসা

"ফ্রাংকোর্টার জিটাং" এবং "বার্লিন বিয়োর্জিন সাইটুঙ্গেন" পত্রিকা ইংলণ্ডবাসীদের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছে। প্রথমোক্ত পত্রিকায় মিঃ চার্চিল সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ইহার পাঠক পাঠিকাগণকে সাবধান করিয়া বলিয়াছে যে, তিনি দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সেই দুঃসাহসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সামর্থ্যকে যেন ক্ষুদ্র করিয়া না দেখা হয়। জার্ম্মাণীর জয়ের আশা যতই ক্ষীণ হইতে চলিয়াছে, ততই স্কেণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্বুদ্ধ হইতেছে। সুইডেনে জার্ম্মাণভাবাপন্ন পত্রিকা ব্রিটিশের প্রতিরোধ করার শক্তির প্রতি আস্থা প্রকাশ করিয়াছে। ব্রিটিশের প্রতিরোধ এবং রাজকীয় বিমানবাহিনীর সাফল্যে ফরাসী দেশের জনমত ব্রিটিশের শক্তির প্রতি আস্থাবান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং যাহারা জার্ম্মাণীর জয়ডঙ্কা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহারা এখন অনুভব করিতেছে যে, যুদ্ধ সমভাবেই শেষ হইবে এবং ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য রক্ষা করিবে এবং প্রকৃত পক্ষে ফরাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

এই আঘাত চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইবে

টরাণ্টো আক্রমণ সম্বন্ধে বৃটীশ সংবাদ পত্র

ডেইলী টেলিগ্রাফ লিখিতেছে—ইংরেজ নৌ-শক্তি ইটালীয়ান নৌ-বহরকে পঙ্গু করিবার জন্য যে আঘাত দিয়াছে, তাহা বিশ্বের চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইবে। রণপোতের ইতিহাসে এত অল্প ব্যয়ে এতটা কার্য্যসিদ্ধির সংবাদ খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। অনেক লোক আছে যাহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, বিমান-শক্তি আমাদের নৌ-শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে। টরাণ্টোর সুরক্ষিত পোতাশ্রয়ে আমাদের নৌ-বহরের বিমান বাহিনী ঐ কথার উত্তর প্রদান করিয়াছে। সাহসী সেনাপতির তত্বাবধানে সুসজ্জিত শক্তিশালী নৌ-বহরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া বিমান বাহিনী সমুদ্রের উপর আধিপত্য জনিত ধ্বংস-শক্তিকে আরোও বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করিয়াছে। টর্পেডো বহনকারী বিমান না হইলে বন্দরস্থিত ইটালীয়ান যুদ্ধ-জাহাজের কোন ক্ষতি করা সম্ভবপর হইত না। টাইমস পত্রিকা লিখিতেছে—এই দীপ্তিমান জয়শ্রী রণপোত সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং সম্ভবতঃ রাজনৈতিক অবস্থার এরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিল, যাহার মূল্য এখনও অনুধাবন করা যাইতেছে না। একথা সত্য যে ইটালীয়ানদের কোন জাহাজ ডুবিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই; যে নৌ-সেনাধ্যক্ষের রণপোতসমূহ অগভীর জলে মজুদ করা থাকে, তাহাকে অন্ততঃ অনুরূপ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা যায় না। কিন্তু পুনরায় ঐ সব রণপোতকে সমুদ্রে লইয়া যাইতে এবং কার্য্যোপযোগী করিতে একাগ্রচিত্তে অনেক মাস কাজ করিতে হইবে। এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, তাহারা মাসের পর মাস নিরুৎকণ্ঠে কাজ চালাইতে পারিবে। ইতিমধ্যে ইটালীর কার্য্যক্ষম যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়া তিনটিতে দাঁড়াইল। ফরাসী নৌ-বহর স্বপক্ষ-ত্যাগের দরুণ ভূমধ্যসাগরে আন্তর্জাতিক শক্তি সামঞ্জস্যে যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীকদের হস্তে পরাজয়ের অব্যবহিত পরেই ইটালীয়ান নৌ-বহরের এমন শোচনীয় পরাজয় ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশসমূহে জার্ম্মাণী ও ইটালীর অপরাজেয়তার দীপ্তি দূরীভূত হইল।

মিসরে ইটালীয়ান আক্রমণ

বহু বেসামরিক নাগরিক হতাহত

"অল বালাগ" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীয় চালকবিগণ সামরিক লক্ষ্য বস্তু ছাড়া অন্য সমস্তের উপরেই বোমা বর্ষণ করিয়াছে। মিসর এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে যাইবার ইচ্ছা সতর্কতার সহিত পরিহার করিয়াছে। এর কারণ ইহাই নয় যে, ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি অনুসারে মিসর নিরপেক্ষ থাকিবে, কারণ মিসর শান্তিপ্রিয় দেশ এবং প্রত্যেকের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্নভাবে থাকিতে চায়। যদিও মিসর দেশে বোমা বর্ষণ হইয়াছে তথাপি ইংলণ্ড তাহাকে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে না বলিয়া ইংলণ্ড মিসরীয় গভির্ণমেন্টের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। মিসর এবং ব্রিটেনের মধ্যে যাহাতে একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দেশ্যে ইটালীর বেতারবার্ত্তা মিসরকে চাটুবাক্যে আপ্যায়িত করিয়াছে। ইটালী যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, মিসরে ব্রিটিশের সামরিক লক্ষ্য বস্তু ছাড়া অন্য কিছুর উপর বোমাবর্ষণ করিবে না। এই সর্ত্ত সে রক্ষা করে নাই। অন্ততঃ পক্ষে তাহার সততার সামান্য কিছু প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল। ইটালীর প্রকৃত বেতারবার্ত্তার ঘোষিত ভণ্ডামিপূর্ণ বিবৃতি পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইটালীর বিমান বাহিনী কদাচিৎ মিসরে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। মিসরের বে-সামরিক লোক এবং ধন সম্পত্তি ধ্বংস করার উদ্দেশ্য তাহাদের নাই, একথা বলা ভুল। পক্ষান্তরে ইহাই মনে হয় যে তাহারা ব্রিটিশ বিমান-ধ্বংসী কামানসমূহের ভয়ে ভীত।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরেজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

ইউরোপীয় সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপজ্জনক

বিখ্যাত আমেরিকান শিক্ষাবিদের অভিমত

আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণকে ধন্যবাদ দিবার জন্য যে দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল, সেই দিন কায়রো নগরে অবস্থিত আমেরিকান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি ডক্টর চার্লস ওয়াট্‌সন বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি যে আমেরিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, একজন্য আমরা তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। মিত্রশক্তির সঙ্গে যে আমেরিকার সহানুভূতি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু হিটলারী মতবাদের উত্থান বা পতনের জন্য যে আমেরিকাবাসীগণেরও দায়িত্ব আছে একথা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধ এতদূর অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইউরোপের কিছু ব্যক্তির চিৎকার এবং সমস্ত উক্তির প্রকৃত স্বরূপ কার্য্যে পরিণত হইবার, চুক্তিপত্রসমূহ নষ্ট করিয়া ফেলিবার, চেকো-শ্লোভেকিয়া এবং পোলাণ্ডবাসীগণকে দাসত্বে পরিণত করিবার, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকাবাসীগণ বর্ত্তমান যুদ্ধকে এত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করে নাই। ফ্ল্যানডার্সে যুদ্ধ এবং ফরাসীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। যদিও ব্রিটেন আক্রমণ সুচারুরূপে পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবুও তাহাদের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকালব্যাপী বাধা প্রদান করা খুবই দুঃসাহসিকের কার্য্য। আমেরিকাবাসীগণ উপলব্ধি করিয়াছে যে, ইউরোপের ভীতি, পৃথিবীরই ভীতি এবং ইহা আমেরিকার দ্বারে আঘাত করিতেছে। হিটলার কেবল পৃথিবী জয় করিয়াই ক্ষান্ত হইতে চায় না, সে পৃথিবীতে একটা নবযুগের সৃষ্টি করিতে চায়, যেখানে শক্তিই শৃঙ্খলার সূচনা করিবে এবং জাতি-প্রাধান্য সামর্থ্য ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। সংবাদপত্র, স্কুল, গীর্জ্জা, আইন আদালত সমস্তই গোয়েবেলস গোষ্ঠীর জালে আবদ্ধ হইবে। যে শক্তি ইউরোপ, আমেরিকা এবং পৃথিবীর স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে, আমেরিকা কি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে না? যদি তাহা নাই হইবে, তবে কেন এই অসংখ্য প্রকারের যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, বিমানপোত এবং টর্পেডো বোট আমেরিকা হইতে ব্রিটেনে পৌঁছিতেছে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বিগত ১৩ই ডিসেম্বর মহামনিতে জাতীয় হুগলী-বোর্ড স্কুলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মফঃস্বলে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

খুলনা ও বাঁকুড়ায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা

"আমার শেষ আবেদন হইতেছে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং আন্তরিক সহযোগিতা। আমাদিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এই যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী হইতে পারে; সুতরাং আমাদিগকে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

"এই প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় আমি যে ভাবে পরিভ্রমণ করিতেছি এবং যে প্রণালীতে বক্তৃতা প্রদান করিতেছি এবং ভবিষ্যতে করিব, তাহা যেন যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে একুপ সাময়িক উদ্দীপনার সৃষ্টি না করে, যাহা পরে প্রশমিত হইয়া যাইতে পারে। এই সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক সম্মতিসূচক সমভাবে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রচেষ্টা। যতদিন পর্য্যন্ত গণতন্ত্রের শত্রু পরাভূত এবং শান্তি স্থাপিত না হয়, ততদিন সেই প্রচেষ্টা সমভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত আমি আপনাদিগের সহযোগিতা কামনা করিতেছি।"

গত ২৮শে নভেম্বর খুলনায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন। খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি, খুলনা জেলা বোর্ড এবং খুলনার "মহমেডান এসোসিয়েশন" তাঁহাকে যে মান-পত্র প্রদান করেন, উপরোক্ত দিন সকাল বেলা তিনি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

অধিবাসিগণ তাহাদের যুদ্ধ কমিটি ও সিভিক গার্ডদের মারফৎ নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে দেখিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

বেসরকারী ভ্রমণ

গভর্ণর কথা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরও বেসরকারী ভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি প্রদেশের সমস্ত জেলা পরিভ্রমণ করিবেন।

তিনি বলেন যে সমগ্র জেলার অফিসার এবং বিশিষ্ট বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণের সহিত পরিচিত হইবার নিমিত্ত তিনি বিশেষভাবে উৎসুক। কারণ এই সময় জেলায় যে কোন সমস্যা স্থানীয় অঞ্চলে যত প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রতিভাত হউক না কেন,—যুদ্ধের পৃষ্ঠপটে যথার্থ পরিপ্রেক্ষণ দ্বারা বিচার করিয়া তাহাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া মুখ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। কোন বিশেষ ধরণে প্রচারকার্য্য চালানো তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; যুদ্ধের ফলে যে সকল সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় ব্যক্ত করা এবং এই সকল সমস্যার কি ভাবে সম্মুখীন হওয়া যায়, মোটামুটি তাহার আভাষ দেওয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।

গভর্ণর-বাহাদুর খুলনায় সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

এই প্রদেশের গভর্ণরগণ ইতিপূর্ব্বে এক সঙ্গে যত পরিভ্রমণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গভর্ণরের ব্যাপক ভ্রমণ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অন্যতম দীর্ঘ ভ্রমণ। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ ভ্রমণের প্রায় শেষ ভাগে কতকগুলি মান-পত্রের উত্তর দান কালে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি বিশেষ আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ লাভ করিয়াছেন এবং বহু মধুর স্মৃতি লইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা, যেভাবে ইহা দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে এবং যেভাবে ইহা বিশেষ অঞ্চল কিম্বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্য জগতের সহিত জড়িত, এই সকল বিষয় তিনি বিশদভাবে জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি আন্তভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ লোক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে এবং যে সকল জেলা তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছেন, সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং মহামেডান এসোসিয়েশনের অভিনন্দনের উত্তরে—ভৈরব নদী মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে যে ক্ষয় সাধন করিয়াছে, মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাহার উল্লেখ করেন এবং ঘোষণা করেন যে এই শহরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেচ বিভাগ একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উহা কার্য্যকরী করিতে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে, সাতক্ষীরা-সাতারণ রোডের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারত সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়া পাঠান হইয়াছে এবং সেখান হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলেই কাজ সুরু করা হইবে। তিনি কথা-প্রসঙ্গে ইহাও বুঝাইয়া দেন যে, খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি সোজা রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে—তাহার ফলে জনস্বাস্থ্য ও সেচ কার্য্যের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইবে।

খুলনায় বিভিন্ন জল পথের যে অধোগতি হইয়াছে, সেই সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মন্তব্য করেন যে, ইহা এমন একটি সমস্যা, যাহা খুলনা ব্যতীত অন্যান্য জেলাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া এই সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। পুরাতন যমুনা নদীতে যে সকল চরের উৎপত্তি হইয়াছে, সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্প্রতি একটি সীমা রেখার জরীপ করা হইয়াছে এবং ইহার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা-তৈরী করা হইতেছে।

বিভিন্ন নদী ও খালের উন্নতি বিধানের একটি পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে এবং আশা করা যায় যে, বাদুড়া নদীর সংস্কারের পরিকল্পনা—যাহা ইতিমধ্যে শাসন-তান্ত্রিকভাবে মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে—তাহার কাজ বর্ত্তমান বৎসরে শুরু করা হইবে। অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর জেলার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপর খুলনা অধিবাসীদিগের সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণকে সাক্ষাৎদান করেন।

মহামান্য গভর্ণর ও লেডী মেরী হার্বার্ট একটি উদ্যান সম্মিলনীতে যোগদান করেন। সমবায় এবং পল্লী ঋণদান বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিক তাঁহাদের সম্মানার্থ এই উদ্যান-সম্মিলনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভ্রমণ সমাপ্তি

দীর্ঘ পক্ষকালব্যাপী চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ এবং খুলনা পরিভ্রমণ করিয়া মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট, লেডী মেরী হার্বার্ট ও সদীয় কর্মচারী সমভিব্যাহারে গত ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খুলনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমবায় ও পল্লী-ঋণ দান বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিক সমভিব্যাহারে খুলনার উত্তর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় সিভিল সার্জন তাঁহাকে সকল বিভাগ ঘুরিয়া দেখান। খুলনা হইতে তিন মাইল দূরে ভৈরবাল নামক গ্রামে তিনটি লোক একটি লেকড়ে বাঘ দ্বারা আক্রান্ত ও আহত হইয়াছিল। এই সময় তাহারাও একটি ওয়ার্ডে রোগী হিসাবে অবস্থান করিতেছিল।

গভর্ণর বাহাদুর নোয়াখালীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় করিতেছেন।

খুলনা পরিত্যাগের সময় মহামান্য গভর্ণর মোটরযোগে দৌলতপুর যান এবং চিত্র ও কৃষি বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই চিত্র বিদ্যালয়ে তিনি বাঙ্গলাদেশের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন।

[৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বৃটিশের মাল প্রেরণের ব্যবস্থা

জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে

সম্প্রতি কয়েক মাস জাহাজের বিপুল ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও, ইউরোপ অবরোধ অবস্থায় থাকার দরুণ জাহাজের গতিপথ দীর্ঘ হইলেও এবং যুদ্ধ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক জাহাজকে সামরিক ও নৌবহরের কাজে প্রয়োজন থাকিলেও, বৃটিশের মাল প্রেরণের ব্যবস্থায় তেমন কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। মালবাহী জাহাজের সংখ্যা যুদ্ধের প্রথম বৎসর ৬,০০০,০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু এই বৃদ্ধি মাত্র এককালীন ছিল। কারণ এই জাহাজের মধ্যে নাৎসী অধিকৃত দেশের জাহাজ, যাহা তাহারা আমাদের হাতে দিয়াছিল, যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্রের নিকট হইতে চুক্তিমূলে গৃহীত জাহাজ ও যুদ্ধে হস্তগত করা জাহাজ ছিল। গ্রীসের সমুদ্রগামী জাহাজের একটা বড় অংশ, যাহা আমরা চুক্তিমূলে ভাড়া বা ক্রয় করি নাই। মোট পরিমাণে ১,১০০,০০০ লক্ষ টন ইটালীর আক্রমণের ফলে মিত্র পক্ষের হাতে আসিতে পারে। একথা অতি স্পষ্ট যে বর্ত্তমানে যে হারে বৃটিশের জাহাজ ডুবাইতেছে, এই হারে জাহাজের ক্ষতি বৃটেন হইতে দিবে না। কারণ ক্ষতির পরিমাণ নূতন প্রস্তুত জাহাজের পরিমাণের চেয়ে বেশী এবং জাহাজের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ চার্চিল একটা সময়ের কথা বলিতেছেন যখন আমাদের বহু সেনা দূর দেশে প্রেরণ করিতে হইবে। কাজেই ইহা বৃটেনের পরিষ্কার ও অতি জরুরী কর্ত্তব্য যে, কেবল প্রেরণের জন্য জাহাজের ব্যবহার কমাইলে চলিবে না; দ্রুতবেগে জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

নূতন জাহাজ নির্ম্মাণের সহায়তার জন্য আমাদিগকে আটলান্টিকের পরপারের সাহায্যের দরকার হইবে। সম্প্রতি ইহা জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশের শিপিং মিনিষ্ট্রি বহুসংখ্যক মালবাহী জাহাজের জন্য বড় বড় কণ্ট্রাক্টরদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন।

সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা

যুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই পরিকল্পিত হইয়াছিল

সুদূর পূর্ব্বে যে একটি ঘাঁটি নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে তাহা মূলতঃ যুদ্ধের ফলপ্রসূ নহে। যদিও "অ্যাক্সিসের" নূতন অবস্থার জন্য ইহা কিয়ৎ পরিমাণে আরোপ করা হইয়াছে। গত ১৯২১ সালের ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সের প্রস্তাবক্রমে উহা আপনা আপনি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তদনুসারেই সিঙ্গাপুর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের মুখে একটি নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত ১২ বৎসর ধরিয়া এই নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইহার প্রাথমিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; আগামী ১৯৪১ সালের জন্য খুব সামান্য কাজই বাকি পড়িয়া আছে। স্যার রবার্ট রক-সমুয়াককে যে অবসর-প্রাপ্তের তালিকা হইতে ডাকিয়া আনিয়া কেনিয়া নামক উপনিবেশের গভর্ণর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহার ফলে তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অষ্ট্রেলিয়াকে বাদ দিয়া বিশাল অঞ্চলের "কমাণ্ডার-ইন্-চিফ্" হইয়াছিলেন, এ পরিকল্পনা তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ। সার্ব্বভৌমিক সংরক্ষণ পরিকল্পনায় ইহা একটি স্বাভাবিক পরিণতি এবং ইহা বৃটেন হইতে ভারতের পথে তৃতীয় ঘাঁটি। এই পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা যুদ্ধের পূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর দুইটি বিশাল সমুদ্রের সংযোগস্থল এবং ইহার মধ্য দিয়া বৃটেনের বহু বাণিজ্যপোত যাতায়াত করিয়া থাকে।

উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের ভিতর দিয়া আক্রমণ

জার্ম্মাণ ইটালীর মতলব

পর্ত্তুগাল ইহাকে কি চক্ষে দেখিতেছে? বার্চটেস গাডেন মিটিং ও জার্ম্মাণ ইটালীর অন্যান্য কার্য্য লিসবন আজ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছে।

পর্ত্তুগাল একথা বেশ জানে যে, এই সব ঘটনার পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের ভাগ্য নির্ণয় করিবে।

লিসবনের ধারণা যে, ইউরোপে নূতন ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা নাৎসীগণ করিয়াছে, ফ্রান্সের সহিত জার্ম্মাণীর সে বিষয়ে আলোচনার ফলেই হিটলারের বর্ত্তমান কার্য্যাদির সূচনা হইয়াছে। এখন গ্রীসে ইটালীয়ানগণ অকৃতকার্য্য হওয়ায়, টারান্টোতে ইটালী নৌবহর নষ্ট হওয়ায় এবং ইটালীর আভ্যন্তরীণ মতভেদের জন্য সামরিক সমস্যা জটিল হইয়াছে, এজন্য হিটলারের ঐসব কাজে কতকটা ব্যাঘাত জন্মিয়াছে।

ইহাও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে মলোটভ বলকানে হিটলারকে যাহা ইচ্ছা করিবার অনুমতি দেন নাই এবং সেজন্য তিনি স্পেনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে এবং তাহারা ভূমধ্যসাগরে আসিবার অন্যপথ অন্বেষণ করিতেছে। যাহাতে ইটালীর উপর বৃটিশের চাপের মাত্রা কমিয়া আসিতে পারে। ইহাও হইতে পারে যে জার্ম্মাণ ও ইটালী বলকানে ও পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগরে অসুবিধায় পড়িলে হিটলার সেই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য দক্ষিণ পশ্চিম ইউরোপের ভিতর দিয়া আক্রমণ করিতে পারে।

ইহা নিঃসন্দেহ যে মুসোলিনী ভূমধ্য সাগরে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে প্রকৃত সাহায্য পাইবার জন্য স্পেনকে হস্তক্ষেপ করার জন্য অনুরোধ করিতেছে। তাহা হইলে নূতন ল্যাটিন সঙ্ঘ ঘোষণা করিয়া ইটালীর উপর জার্ম্মাণীর প্রভাবের সামঞ্জস্য করিতে পারে।

বৃটেনের জন্য আরো বহু আমেরিকান বিমান

উভয় দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতা

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক এরোপ্লেন আমেরিকা হইতে বৃটেনে আনয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব এরোপ্লেনের মধ্যে কতক হইতেছে যুদ্ধ বিমান, কতক বোমাবর্ষী বিমান এবং বাকীগুলি হইতেছে বৈমানিকদের শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী বিমান। এই বিমানসমূহের সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর এবং কোন কোন শ্রেণীর বিমানের দক্ষতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিতও হইয়াছে।

গ্রেট-বৃটেন হইতে বিমান-সরবরাহের যে বিরাট অর্ডার আমেরিকার কারখানাসমূহে প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তদনুরূপ তৈরী হইতে পারে, তজ্জন্য বৃটিশ ও আমেরিকান যান্ত্রিকদের মধ্যে সহযোগিতার কাজ চালানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। দিন দিনই এই সহযোগিতার ভাব আরো দৃঢ়তর হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং তার ফলে বৃটিশ ও আমেরিকান কারখানাসমূহের উৎপন্ন বিমানগুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমানে বৃটেনের যে-সব বিমান রহিয়াছে, তৎসমুদয় শত্রু-বিমানের তুলনায় বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৃটিশ ও আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতার নিমিত্ত বিমানসমূহ যে আরো উচ্চ শ্রেণীর হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিগত ৯ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ পরিষদ) অধিবেশনে [illegible] হইয়া গিয়াছে।

গ্রীসের সংগ্রামে বৃটেনের সাহায্য

সন্নিহিত সমুদ্রে বৃটিশ আধিপত্য

গ্রীক যুদ্ধের ফলে ইটালীয়দের দুর্ব্বলতা উদ্ঘাটিত হইয়া ধরা পড়িয়াছে। স্থলভাগে ইটালীর সৈন্যদল যে দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছে, বিমান ও নৌ-শক্তির দিক দিয়াও তাহারা তেমনি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছে এবং ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, কর্ফো প্রভৃতি কোন গ্রীকদ্বীপ দখল করিলে সমর-বিজ্ঞানের দিক দিয়া ইটালীর খুব সুবিধা হইত, নৌ বা বিমান বাহিনীর সাহায্যে এই সব দ্বীপ দখলের কোন চেষ্টাই ইটালী পায় নাই। ইটালীর এই দুর্ব্বলতার ফলে বৃটেন বিরাট সুযোগের অধিকারী হইয়াছে। ক্রীট দ্বীপ দখল করিয়া লইয়া এবং অন্যান্য গ্রীকদ্বীপ যথেচ্ছভাবে ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ায় বৃটেন এক্ষণে ইজিয়ান সাগরের সহিত ইটালীর সম্পর্ক ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ডোডেকানিজ দ্বীপে যেসব ইটালীয় ঘাঁটি রহিয়াছে, তৎসমূহের সরবরাহ পথও বন্ধ করিয়া দিবার সুবিধা পাইয়াছে।

যদি শেষ পর্য্যন্ত অ্যাক্সিস্ শক্তিবর্গ গ্রীসের অধিকাংশ স্থান দখল করিয়াও লইতে সমর্থ হয়, তথাপি গ্রীসের সমুদ্রে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব অব্যাহতই থাকিবে। তাহা ছাড়া, গ্রীসের সংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জেও বৃটেনের অধিকার অব্যাহত থাকিবে এবং গ্রীসের প্রতি বৃটেনের এই সাহায্যই সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া বিবেচিত হইবে। গ্রীসের প্রতি ব্যাপক সামরিক সাহায্য দান করিতে হইলে সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলের রক্ষণ ব্যবস্থাকে দুর্ব্বল না করিয়া কিছুতেই সম্ভবপর হয়।

গ্রীসের সন্নিহিত সমুদ্রে বৃটেনের বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রভুত্ব থাকায় আরো একটা লাভ আছে। যদি তুরস্কের কোন বিপদ হয়, তখন বৃটেন অনায়াসে সাহায্য করিতে পারিবে। আক্রান্ত হইয়াও গ্রীস বৃটেনের প্রতি আস্থা হারায় নাই এবং বৃটিশ নৌ-বাহিনীর যে বিরাট সাহায্য সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সন্তুষ্ট হইতেই হইবে।

মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর মুক্তি

সরকারী ইস্তাহার

৫ই ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণমেণ্টকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হয় যে, জন-নিরাপত্তা সম্পর্কে আটক মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু যদি অনশন ধর্ম্মঘট চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার গুরুতররূপে বাড়াবাড়ি ঘটিবে।

গভর্ণমেণ্ট মিঃ বসুকে জোর করিয়া খাওয়াইতে রাজী ছিলেন না। কাজেই, ভারত-রক্ষা আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী তাঁহাকে আটক রাখার যে নির্দ্দেশ জারী করা হইয়াছিল, উহা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়া ৫ই ডিসেম্বর (১৯৪০) অপরাহ্নে তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়।

গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছেন যে, দুর্ব্বলতা ও বমনোদ্রেক সত্ত্বেও, মিঃ বসু যদি তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগের কোনও কারণ নাই। কাজেই, মিঃ বসু যদি পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে উহার ফলাফলের জন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী নহেন।

নদীয়া মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্র

উপনির্ব্বাচনের তারিখ ঘোষণা

মওলবী আবদুল হোসেন জোয়ার্দ্দারের মৃত্যু হওয়াতে পূর্ব্ব নদীয়া (গ্রাম্য) মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রে উপ-নির্ব্বাচন হইবে। ১৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং ২০শে ডিসেম্বর আবেদন-পত্র পরীক্ষা করা হইবে। আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারির পূর্ব্বে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

যুদ্ধের দিনে পুলিশের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য

কলিকাতা-পুলিশের প্যারেডে স্বরাষ্ট্র-সচিবের বক্তৃতা

বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পুলিশ প্যারেডে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুর পাঠ করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

"স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় অতি প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিয়াছেন যে, আজ প্রাতঃকালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারায় এবং স্বয়ং অদ্যকার প্যারেডে বক্তৃতা প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। স্বরাষ্ট্র-সচিবের বক্তৃতা পাঠ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপে আমি বলিতে চাই যে, অদ্যকার এই প্রতিষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রতিনিধিত্ব করার অনুরোধ আমি অতি আনন্দের সহিত রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি। কারণ এই বাৎসরিক প্যারেডে ফায়ার-ব্রিগেডের সহিত সাক্ষাতের সুবিধা হইবে।"

মিঃ ফেয়ারওয়েদার, কলিকাতা পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের অফিসারগণ! আজ কলিকাতা পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার এই সুযোগ পাইয়া আমি বিশেষ ভাবে আনন্দিত হইয়াছি। আপনাদের পোষাক দেখিয়া মনে হয়, যদি সেকথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার আদৌও প্রয়োজন থাকিয়া থাকে যে আমরা যুদ্ধে লিপ্ত আছি। যুদ্ধের দরুণ এবারের বাৎসরিক প্যারেড বন্ধ না করিবার প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছি। প্রায় ৪ বৎসর হইল বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের নিকট আমাকেই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, ব্যক্তিগত ভাবে সংস্পর্শে আসা কতটা মূল্যবান এবং তাহাতে গভর্ণমেণ্টের নীতি বুঝাইয়া দেওয়ারও কতটা সুবিধা হয়। এই বাৎসরিক প্যারেড বৎসরে একবার একত্রিত হইবার ও পুলিশ বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিকট বাণী প্রেরণের সুযোগ আনয়ন করে। আমি এই সুযোগ ছাড়িয়া দিতে মোটেই রাজী নই।

পুলিশ বাহিনীর নিকট এই প্যারেডের প্রকৃতই একটা মূল্য আছে; কারণ ইহাতে একত্র সৃজ্জত করে এবং তাহাদের একাগ্রতা আনয়ন করে, এ বিষয়ে আমার একটুও দ্বিধা নাই। অদ্যকার প্যারেডে আপনারা যে শিপ্রতা দেখাইয়াছেন, তাহা আপনাদের ট্রেণিং ও নিয়মানুবর্ত্তিতারই পরিচায়ক এবং যাহারা এই সব গুণের মূল্যাবধারণ করিতে পারে, তাহারা বুঝিতে পারে যে কিভাবে আপনারা আপনাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সমাধা করেন। ইহা ছাড়া এই প্যারেড হওয়ায় কলিকাতাবাসীরা দেখিবার সুযোগ পান যে, কি প্রকারের লোকের উপর তাহাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে।

এই কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট কাজ হইল লোকজনের অবিরাম নিরাপত্তা—তাহাও কলিকাতা পুলিশকে করিতে হয়। এই কাজ অত্যন্ত জটিল এবং ইহাতে বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ আলোচনা ও পরামর্শের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা খুবই প্রশংসার বিষয় যে, এই কাজের ব্যবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে চলিয়াছে ও কোনপ্রকার অপ্রীতি সৃষ্ট হয় নাই। আমি আনন্দের সহিত এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এখানে আমি কলিকাতা পুলিশ, গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও কারখানা, বিশেষভাবে কলিকাতা স্পেশাল পুলিশকে এই কঠোর কাজে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আমি স্পেশাল কনষ্টেবল দলকে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইয়া বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছি। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে তাহারা কলিকাতা পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে এবং সম্প্রতি স্থায়ী ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অতি অল্প সময়ের সংবাদেও তাহারা গোড়াপ্তন বিনাপত্তিতে অতিগুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা তাহাদের ট্রেণিং কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছে এবং তাহাদের দলে একদল শিক্ষাপ্রাপ্ত এরূপ লোক আছে, যাহার উপর গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে জানিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তাহাদিগকে আজ এখানে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের সেবার প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং গভর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত তাহা অনুমোদন করিতেছেন। স্পেশাল কনষ্টেবলদের উল্লেখ করিতে যাইয়া স্বভাবতঃই আমার মনে অন্যান্য স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উদিত হইতেছে। যুদ্ধের দরুণ এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সম্প্রসারিত হইতেছে। গতবার যখন আমরা সম্মিলিত হইয়াছিলাম, তখন বর্ত্তমান যুদ্ধ আপনাদের কার্য্যের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম। সে সময়ে যুদ্ধ সবে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন যুদ্ধের ১৫ মাস অতীত হইয়াছে, সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যের মিত্র শক্তির আশাতীত শক্তি পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে। কলিকাতা পুলিশ ও ফায়ার ব্রিগেডের উপর যুদ্ধের প্রভাব কতটা পড়িয়াছে, আমি আজ প্রধানতঃ তাহাই আলোচনা করিব।

যদিও কলিকাতায় এখনও আমরা যুদ্ধের তাপ অনুভব করি নাই, তথাপি এই যুদ্ধের জন্য আমাদের অনেকের উপর অতিরিক্ত কার্য্যভার পড়িয়াছে এবং কলিকাতা পুলিশের উপর অন্যান্যের চেয়ে বেশী পড়িয়াছে। গতবার সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমদিক দিয়া জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ও তাহাদিগকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে স্পেশাল কনষ্টেবল যেরূপ সাহায্য করিয়াছে, আমি তাহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। ইটালী জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পুনরায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল এবং ইহা প্রশংসাযোগ্য যে এই ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি হয় নাই। লোকদিগকে একত্র করিয়া আবদ্ধ করার দর্শনযোগ্য কাজ ছাড়াও, ঐ সমুদয় লোকের কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব সংগ্রহ করা কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল বিভাগের একটা অতিরিক্ত কাজ।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ও নগর-রক্ষী দল

আমি আজ তাহাদের কাজের বিষয় উল্লেখ করিব না। কারণ আগামী ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের উপস্থিতিতে তাহাদের বিষয় বলিবার আর একটি সুযোগ আমি পাইব। যুদ্ধের দরুণ অতিরিক্ত কর্ত্তব্য সম্পাদনে পুলিশকে সাহায্য প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। তাহার সম্বন্ধে ও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ট্রেণিং দিতে ও সংগঠন করিতে পুলিশকে যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি এখানে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে আমি আমার সহকারী স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের সহযোগিতায় সহকারী ফায়ার-ব্রিগেডের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে চাই। ইহা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের একটি শাখা প্রতিষ্ঠান, কলিকাতায় ফায়ার ব্রিগেড এই বিভাগের কর্মীদিগকে যে ট্রেণিং দিয়াছে, তাহাও আমি উল্লেখ করিব।

বিমান আক্রমণ নিরোধ পরিকল্পনা ও নগর-রক্ষীদল গঠনে গত বৎসর কলিকাতা পুলিশ যে কাজ করিয়াছে, তাহা সত্যই মূল্যবান। এই প্রকারের কাজ যে কতটা জটিল ও কষ্টসাধ্য, তাহা আমি যথাযথভাবে বর্ণনা করিবার ভাষা পাইতেছি না। কারণ ৭,০০০ হাজার নগররক্ষী এবং বিমান আক্রমণ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার লোককে ট্রেণিং দেওয়া খুবই দায়িত্বপূর্ণ। মিঃ ফেয়ারওয়েদার ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কর্ম্মকুশলতা, সদ্বিবেচনা ও যোগ্যতার জন্যই এই সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে।

একথা সত্য যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতেই অতিরিক্ত কার্য্য সমাধার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ মঞ্জুর করিতে হইয়াছে। ঐরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে এইরূপ গুরুভার বহন করা সম্ভবপর হইত না। একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নূতন লোক নিয়োগ করার পর আবার তাহাদের ট্রেণিং এর ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সময়ে মুখ্য পুলিশবাহিনীকে একাকী সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যে নূতন সমস্যাসমূহ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যেভাবে তাহারা সমাধান করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়জনক।

এ বৎসর আমি কলিকাতা পুলিশের সাধারণ শাসন সংক্রান্ত বিষয় সমূহের উল্লেখ করিতে চাই না; তবে দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে একটু বলিব।

প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল জনসাধারণ ও সর্ব্বসাধারণের প্রতি অবজ্ঞার প্রতি পুলিশ-বাহিনীর সাধারণ মনোভাবের পরিবর্ত্তন। আপনারা জানেন এ বিষয়ে আমার অনুভূতি কতটা বেশী এবং বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করা অবধি তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিয়া আসিতেছেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁহারা পুলিশ-বাহিনীর মধ্যে অসাধুতা ও অসদাচার থাকিতে দিবেন না। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, মিঃ ফেয়ারওয়েদার আমার মত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। একদিক দিয়া বিবেচনা করিলে গত কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক শাসন-বিবরণীতে নিম্নতন পদের ৩১ জন কর্ম্মচারীর চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়া, ৩৭ জনের পদাবনতি এবং কতকগুলির পদত্যাগ ব্যাপার পীড়াদায়ক বটে। অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আমি উহাকে পছন্দ করি। কারণ ইহাতে পুলিশ বাহিনীতে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রবর্ত্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াই উঠিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি কলিকাতার প্রত্যেক অধিবাসী এরূপ লক্ষণ সমর্থন করিবেন।

আইন কার্য্যের জন্য শাস্তি বিধানের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাও কলিকাতাবাসীর নিকট তুল্যভাবে প্রয়োজনীয়। মিঃ ফেয়ারওয়েদার জানাইয়াছেন যে, অতীতে নিষ্কুপাল আইন কার্য্যাদির প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দেওয়ায় সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হইয়াছে কর্ম্মচারীর সংখ্যাল্পতা, তদন্ত কার্য্যের যথাযথ সুযোগের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্যা এখন বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। আমি একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে এই সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কলিকাতার মত মহানগরীতে পুলিশের কাজ একই রকম থাকিতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার

[৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

আলবেনিয়ায় ইটালীয়ান সেনাদলের দুর্দ্দশা

বিজয়ী গ্রীক-বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

১ সপ্তাহে ৩৯ খানা জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত

বর্ত্তমানে ইহা জানা গিয়াছে যে, গত ৩০শে নভেম্বর বৃটেনের উপরে ৫ খানা শত্রু বিমানকে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ৩০শে তারিখে যে, সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেনের উপরে ৩৯ খানা জার্ম্মাণ বিমানকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হইয়াছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর মাত্র ১৩ খানা নষ্ট হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭ জন বৈমানিক নিরাপদে আছে।

বিমান দফতরের ঘোষণায় প্রকাশ, বৃটিশ বিমান হল্যাণ্ডের উপকূলে একখানা জার্ম্মাণ সরবরাহ জাহাজকে সাফল্য সহকারে টর্পেডো দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল।

জাপানী কর্ত্তৃক জোহেন অধিকৃত

জাপানী জোহেন দখল করিয়াছে।

ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জোহেন জার্ম্মাণীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে কোন চুক্তি হইয়াছিল কি না, এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই। তবে জোর গুজব যে, এতৎসম্পর্কে মঃ লাভাল ও হিটলারের মধ্যে নাকি একটা চুক্তি হইয়াছিল।

মার্শাল পেঁতার করুণ বক্তৃতা

৩০শে নভেম্বর এক বেতার বক্তৃতায় মার্শাল পেঁতা করুণভাবে লোরেন হইতে জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত ৭০ হাজার ফরাসীর দুরবস্থা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন যে, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। এখনও ফরাসী বলিয়া পরিচয় দানের গর্ব্ব ছাড়া আর কোন সম্পদ তাহাদের নাই। তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের যাহা সাধ্য করিবেন। গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কাজকর্ম্ম দিবেন। কিন্তু আরও অনেক বেশী তাহাদের প্রাপ্য। প্রিয় স্বজনবন্ধুকে যেরূপ আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান হয়, সেইরূপ অভ্যর্থনা যেন তাহারা পায়। "আমাদের দুর্ভাগা দেশবাসীর এইরূপ প্রত্যাগমনে হইতেই আমরা আরও ঐক্যবদ্ধ হইব।"

বৃটিশ সাবমেরিন নিখোঁজ

বৃটিশ নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় ১লা ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাবমেরিণ "ট্রায়াড" (লেঃ-কঃ জি, এস, সলট) প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ঐখানি খোয়া গিয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।

আলবেনিয়ায় গ্রীকদের বিরাট সাফল্য

যুগোস্লাভ-আলবেনিয়া সীমান্ত হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২রা ডিসেম্বর জানাইতেছেন যে, এই অঞ্চলের পথঘাটের অসুবিধা এবং ভীষণ তুষারপাত সত্ত্বেও গ্রীক সৈন্যরা আলবানিয়ান সীমান্তের পূর্ব্বাঞ্চলে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পোগ্রাদেৎস্ হইতে ওখ্রিডা হ্রদের পশ্চিম উপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখী যে সকল রাস্তা গিয়াছে, গ্রীকদের ভারী-কামান হইতে ঐ সকল রাস্তার উপর গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। যুগোস্লাভ সীমান্ত হইতে কয়েক গজ দূরে অবস্থিত বোনাইর ও সাণ্ট-নাউমের নিকটবর্ত্তী সীমান্ত ঘাঁটিগুলি নাকি গ্রীক সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। গ্রীকরা উত্তর দিকে এলবাসিনের দিকে অগ্রসর হয়। উত্তর দিকে যাওয়ার পথে যে উপত্যকা পড়ে, ঐ অঞ্চলে ভীষণ কামানের গর্জ্জন শোনা যায়।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি

১লা ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে প্রচারিত এক গ্রীক এস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রণক্ষেত্রের সর্ব্বক্ষেত্রেই আমাদের সৈন্যরা উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইতেছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধপরিচালনের উপযোগী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ দখল করা হইয়াছে। প্রিমেতী অঞ্চলে সেন্তশতাধিক সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং বহু সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।

বেসারাভিয়ায় বিদ্রোহের সংবাদ

বেসারাভিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ সরাসরিভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে ও বেতারের সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বেসারাভিয়ায় পূর্ণ শান্তিই বিরাজ করিতেছে এবং নিরুপদ্রবেই তথায় নির্ব্বাচনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

রুমানিয়ান সংবাদপত্রসমূহে, আয়রণগার্ড কর্ত্তৃক ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও বুখারেষ্ট পুলিশের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে বরখাস্ত প্রভৃতি রুমানিয়ান ঘটনাসমূহের বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

বহু ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী

২রা ডিসেম্বর সোমবার রাত্রিতে গ্রীক হাইকম্যাণ্ডের এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, কোরাবাণ্ডা হইতে আরগীরোকাষ্ট্রোগামী রাস্তা অগ্রগামী গ্রীক সৈন্যদলের দক্ষিণ বাহিনীর কামানের পাল্লার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা নূতন স্থান অধিকার করিয়াছে। বহুসংখ্যক ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং চারিটি কামানসহ সর্ব্বপ্রকারের সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

মাসিডোনিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে গ্রীকদের সাফল্যজনক আক্রমণের ফলে শত্রুবাহিনী বিতাড়িত হইয়াছে। সৈন্য ও অফিসারদের মধ্যে অনেককে বন্দী করা হইয়াছে। পোগ্রাদেৎসের উত্তর দিকে অনুকূল পরিস্থিতেই যুদ্ধ চলিতেছে।

মুসোলিনী বাহিনীর পলায়ন

উত্তর আলবেনিয়ায় মুসোলিনীর সৈন্যদল গ্রীক ব্যূহের দক্ষিণ বাহিনীকে সম্মুখে দেখিয়া কুড়ী নদী দিয়া আলবাসান অভিমুখে পলায়ন করিতেছে। আলবাসান, তিরেনা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইহা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর। তুষারপাত ও মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ রাজকীয় বিমান-বহর ও গ্রীক বিমান-বহর সন্তোষজনক ইটালীয় সৈন্যদের উপর গোলা বর্ষণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে গ্রীক সৈন্যরা মস্কোপলীর পশ্চিমবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সাগুরীতেদের নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে ইটালীয় সৈন্যরা পোগ্রাদেৎসের উপরই ভীষণভাবে গোলা বর্ষণ করিতেছে। শহরের অধিবাসিগণ শহরটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মস্কা পাহাড়ে বহুসংখ্যক গ্রীক সৈন্য অবস্থান করিতেছে এবং সোমবার দিন উভয় পক্ষের গোলন্দাজদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। তুষারপাতের জন্য অভিযানে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি হইতেছে। বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে প্রায় ৫ ফিট পর্য্যন্ত বরফ জমিয়াছে।

মালবাহী জাহাজ আক্রান্ত

মালবাহী জাহাজ "মেত্রিক" (৪,৩৬০ টন) টর্পেডো দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া উক্ত জাহাজ হইতে প্রেরিত এক বেতারবার্ত্তা হস্তগত হইয়াছে। আয়র্ল্যাণ্ডের ২৪০ মাইল পশ্চিমে জাহাজখানি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

যুদ্ধে বৃটেনের দৈনিক ব্যয়

যুদ্ধের জন্য বৃটেনের এখন প্রত্যহ ১২,৮৭৬ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইতেছে। এইরূপ অধিক অর্থ ব্যয় পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। গত সপ্তাহে সরবরাহ বিভাগের জন্য ৯০,১৩৪ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বের সপ্তাহে এ-জন্য ৭২,৩৫০ হাজার ষ্টার্লিং ব্যয় হইয়াছিল। অর্থাৎ—ব্যয় গড়ে প্রত্যহ ২৫ লক্ষ ষ্টার্লিং বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাপ্তাহিক জাহাজডুবির খতিয়ান

গত ১৫ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১৯খানা বৃটিশ বাণিজ্য পোত (মোট ৭৫,০০০ টন) এবং মিত্র শক্তির তিনখানি বাণিজ্য জাহাজ (২২৫,০০০ টন) বিধ্বস্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহের ৩ দিনে জার্ম্মাণদের ২৬,০০০ টন বাণিজ্য জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। গত ২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের যে পরিমাণ গড়পড়তা ক্ষতি হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত কোন দিনই তত টা হয় নাই। উক্ত সপ্তাহে মোট ১৯ খানা জাহাজ (৭৫,৫৬০ টন) বিনষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সময়ে—মিত্রশক্তির তিনখানা জাহাজ (১২,৪১৫ টন) বিনষ্ট হইয়াছে। নৌবিভাগ হইতে পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা ১১৮,০২০ টন জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া দাবী জানাইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মহামান্য গভর্ণর কল্যাণপুর বালিকাদের সিভিকগার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

মফঃস্বল অঞ্চলে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মিঃ এস, কে, সেন মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। প্রত্যুত্তরে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নাৎসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বৃটেনকে আন্তরিক সহযোগিতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে তদ্ব্যারা উন্মুক্ত কৃষ্ণপুর হক কলেজের মত এই প্রতিষ্ঠানেরও উদ্দেশ্য হইতেছে গ্রামবাসিগণের দ্বারে দ্বারে শিক্ষা পৌঁছাইয়া দেওয়া।

ছিলেন। গভর্ণর বাহাদুর বোর্ডের চেয়ারম্যানের সহিত করমর্দ্দন করেন। সদরের মহকুমা-হাকীম মিঃ এ, কে, বি, করিম, সদরের সার্কেল অফিসার মিঃ এ, কাশেম ও সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এম, এম, ইউসুফ বোর্ডের কাগজ-পত্র ও কতিপয় উল্লেখযোগ্য মোকদ্দমার বিষয় গভর্ণর বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। যেসব মোকদ্দমা নগদ টাকা প্রদানে মীমাংসিত হইয়াছে, সেই সব মোকদ্দমায় মহাজনদের দাবী হ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। অনেক ব্যাপারে গভর্ণর বাহাদুর প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেসব প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বোর্ডের সদস্যদের উদ্দেশ্যে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন,—"বোর্ডের কার্য্য দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং আমি আশা করি সকলেই ইহার গুণ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। আপনাদের বোর্ডের কতক কাজ আমি দেখিয়া তুষ্ট হইয়াছি এবং আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি।"

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর চট্টগ্রামের একটি সালিসী-বোর্ডের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিতেছেন।

বাঁকুড়ায় গভর্ণর-বাহাদুরের সফর

"সিভিকগার্ড ও যুদ্ধ-কমিটিগুলি স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধের পরেও এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলগুলির মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিয়া অন্য আকারে প্রদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে।"

বাঁকুড়া যুদ্ধ-কমিটির এক সভায় বক্তৃতা কালে বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বিগত ৯ই ডিসেম্বর উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন।

যোদ্ধা সংখ্যক বাঙ্গালী পল্টনে যোগদানের জন্য বাঁকুড়া জেলা হইতে ১০০ জন যুবক আবেদন করায় গভর্ণর আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই সৈন্য-বাহিনীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি বিভিন্ন সামরিক অফিসারগণের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশা করেন যে, বাঙ্গালী সৈন্যবাহিনী ভারতের অন্যান্য সৈন্যগুলির মধ্যে নিজ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে।

সকাল বেলা মহামান্য গভর্ণর স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও কমিশনার সহ মোটরযোগে বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

একটি ঋণ-সালিসী বোর্ড পরিদর্শন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১৭ই নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ঋণ-সালিসী বোর্ড পরিদর্শন করেন। গভর্ণরের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত কর্ম্মচারী-বর্গ ও বিভাগীয় কমিশনারও ছিলেন। পরিদর্শন-স্থানে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, সদরের মহকুমা-হাকীম, সদরের সার্কেল অফিসার এবং সেটেলমেণ্ট অফিসারও উপস্থিত

[illegible] সিভিক-গার্ডদিগকে গভর্ণরের সহিত পরিচিত করান হইতেছে।

পল্লী অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য

বাঙলা সরকারের ব্যাপক ব্যবস্থা

বাঙলা সরকার পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসালয়ের জন্য যথাবিহিতভাবে (থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য ৫০০ৎ এবং গ্রামের ডিস্পেন্সারীর জন্য ২৫০ৎ টাকা করিয়া) নিম্নলিখিতরূপ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন:—

২৪-পরগণা (৯,৭৫০ৎ টাকা)

৫টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ২৯টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়, নদীয়া (১১,০০০ৎ টাকা)

৫টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ৩৪টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়। মুর্শিদাবাদ (৮,৫০০ৎ টাকা)

৬টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ২২টি পল্লী চিকিৎসালয়। যশোহর (৯,৫০০ৎ টাকা)

৯টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ১১টি পল্লী চিকিৎসালয়।

নিম্নলিখিত পরিকল্পনার জন্য সম্প্রতি আরও অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে:—

রংপুরের বর্ত্তমান মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্রের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত এককালীন ১,২৫০ৎ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

স্থানীয় কূপসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের মেরামতের জন্য এবং দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত চৌবাটি ক্রাউন এষ্টেটসমূহে নূতন কূপ খননের নিমিত্ত শিলিগুড়ি লোক্যাল বোর্ডকে ঋণ নির্ব্বাহের জন্য ১,৫০০ৎ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক প্যারেড

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে পুরস্কার ও পদক ইত্যাদি বিতরণ করিতে অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে গত বৎসর সামরিক বিভাগের থাকিবার বাড়ীসমূহে বসবাসের অবস্থার উন্নতিকল্পে পুলিশ বাহিনী যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। তদন্তের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত বাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত অভাবজনক এবং ঐ অবস্থার স্থায়ী উন্নতি সাধনের প্রস্তাব বিশেষ অনুকূলভাবে সত্বরই বিবেচনা করা হইবে।

এখন আমি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি যে, যাহাদের কার্য্য মহামান্য সম্রাট ও প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভাল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তিনি তাহাদিগকে পদক ও পুরস্কার প্রদান করুন।

বাঙ্গলার প্রাইমারী স্কুলসমূহের অপূর্ব্ব সুযোগ

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী,
ভারতের শ্রদ্ধাভাজন গণিতবিদ্,
লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও গ্রন্থকার,
বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুজ্জল রত্ন,
বহু উৎকৃষ্ট গণিত গ্রন্থের প্রণেতা

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল

নিম্নলিখিত প্রাইমারী স্কুলপাঠ্য গণিত পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং এই সমস্ত পুস্তকগুলি বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে:—

১। শিশু গণিত (প্রথম ভাগ)—প্রথম শ্রেণীর জন্য।

২। শিশু গণিত (দ্বিতীয় ভাগ)—দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য।

৩। শিশু গণিত (তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ)—তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর জন্য।

প্রাইমারী স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধ পাইবামাত্র বিনামূল্যে নমুনা পুস্তক প্রেরিত হইবে। শিক্ষকদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়

মডার্ণ বুক এজেন্সি

১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আলবেনিয়ায় ইটালীয়ান সেনাদলের চরম দুর্দ্দশা

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

মাল জাহাজ 'হেনড্রিক'

একটি বেতার বার্তাতে জানা গিয়াছে, ৪,৩৬০ টনের মালবাহী জাহাজ "হেনড্রিক" আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় ২৪০ মাইল পশ্চিমে টর্পেডোর আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বৃটিশ ট্রলার "টাডি"

নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ট্রলার "টাডি" স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে কুজ্ঝটিকার মধ্যে ডাঙায় আটকাইয়া সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। পাঁচজন নাবিক নিহত হইয়াছে।

রাইনল্যাণ্ডে বোমা-বর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে রাজকীয় বিমান বহরের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী রাইনল্যাণ্ডের রেলপথের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

নেপলসে অগ্নিকাণ্ড

রাজকীয় বিমান বাহিনী কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ২রা ডিসেম্বর রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহর কর্ত্তৃক নেপল্‌স্ আক্রমণের সময় তৈল পরিশোধন যন্ত্রে একটা বোমা বর্ষিত হইয়াছিল এবং উহার পর তথায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ২০ মাইল দূর হইতে আগুনের শিখা দেখা গিয়াছিল।

প্রধান প্রধান রেলপথের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সিসিলির দুইটি বিমানঘাঁটিও আক্রমণ করা হইয়াছিল। আগুস্তি বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণের পর তথায় ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। সিসিলি বিমানঘাঁটিতেও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ভূমিতে অবস্থিত একখানি বিমানপোত ভস্মীভূত হইয়া যায়।

আতঙ্কগ্রস্ত হের হিটলার

জনৈক ফরাসী সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, হিটলার ফ্রান্স যাইবার সময় শত্রুহস্তে নিহত হইবার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়েন। সব সময়ে তিনি সাঁজোয়া ট্রেণে ভ্রমণ করেন এবং তাঁহার যাত্রার দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহার শত শত দেহরক্ষী তাঁহার ভাবী হত্যাকারীর সন্ধানে নিযুক্ত হন। তাঁহারা ফরাসী হোটেলসমূহকে বিশ্বাস করেন না। ভীষণাকৃতি ও নির্জনতম সুড়ঙ্গে ট্রেণখানা রাখেন। জার্ম্মাণীর অন্যান্য নেতারাও হিটলারের আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকেন।

বৃটিশ ও গ্রীক জাহাজ নিমজ্জিত

"মালিন" নামক বৃটিশ জাহাজ (৪,০০০) এবং "সান গ্যাব্রিয়েল" নামক গ্রীক মালবাহী জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার কালে টর্পেডো আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছে।

গ্রীকদের আরো অগ্রগতি

গ্রীক হাইকমাণ্ডের একখানি এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা তীব্র সংগ্রামের পর প্রোগ্রাডিস অঞ্চলে আরও কয়েকটি নূতন পাহাড় অধিকার করিয়াছে এবং কতক সৈন্যকে বন্দী ও তিনটি কামানসহ কিছু সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

অন্যান্য রণক্ষেত্রেও গ্রীক সৈন্যরা সাফল্যজনকভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। গ্রীক বোমারু বিমানসমূহ সাফল্যজনকভাবে অগ্রসর ইটালীয় বাহিনী ও তাহাদের ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। গ্রীক জঙ্গী বিমানপোত শত্রুপক্ষের দুইখানি বিমানপোত বিধ্বস্ত করিয়াছে।

সরকারী বিবরণী হইতে সংগৃহীত এথেন্স বেতার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বার্ত্তায় জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধের প্রথম মাসে গ্রীসের অরক্ষিত শহর ও গ্রামাঞ্চলে শত্রু বিমানাক্রমণের ফলে ৬০৪ জন নিহত, ১,০৭০ জন আহত হইয়াছে।

ইটালীয়দের আবার পলায়ন

প্রোগ্রাডিজের উত্তরে ওচরিডা হ্রদের তীরবর্তী স্থানে ইটালীয়রা ঘাঁটি রচনা করিয়া গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কিন্তু এইস্থান হইতেও তাহারা পুনরায় পলায়ন করিতেছে। উহার আরও উত্তরে ইটালীয়দের ভয়াবহ পাল্টা আক্রমণ বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ইহাতে ইটালীয়দের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে।

গ্রীক যুদ্ধে বৃটিশ বিমানের সাফল্য

বৃটিশ হেড কোয়ার্টারের এক সংবাদে প্রকাশ, বিমান যুদ্ধে বৃটিশ এক উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর বুধবার শত্রুব্যূহের উপর এক ভীষণ যুদ্ধে বৃটিশ জঙ্গী-বিমান বহু শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করিয়াছে। বৃটিশ পক্ষের কোন ক্ষতি হয় নাই।

দক্ষিণ আটলান্টিকে ছদ্মবেশী জার্ম্মাণ রণতরি

লণ্ডন ৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, একখানি সুসজ্জিত ও দ্রুতগামী জার্ম্মাণ রণতরী বাণিজ্য জাহাজের ছদ্মবেশে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে "কারনার্ভন ক্যাসেল" নামক বৃটিশ বাণিজ্য ক্রুজারকে আক্রমণ করে। নৌবিভাগীয় এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্রে ছদ্মবেশধারী একখানা দ্রুতগামী সশস্ত্র জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজের সহিত "কারনার্ভন ক্যাসেল" নামক বৃটিশ বাণিজ্য ক্রুজারের যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষ হইতেই তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করা হয় এবং "কারনার্ভন ক্যাসেল" শত্রুকে তাড়া করে বলিয়া তাদের বহু গোলাগুলী ব্যয় করিতে হয়। কারনার্ভন ক্যাসেলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

ইটালীয় প্রধান-সেনাপতির পদত্যাগ

জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল বদোগলিয়ো রাজকীয় অনুজ্ঞানুসারে ইটালীয় সর্ব্বোচ্চ সৈন্যাধ্যক্ষ পদ হইতে চ্যুত হইয়াছেন। তিনি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে জেনারেল উগো কাভালিয়েরো নিযুক্ত হইয়াছেন।

[১২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

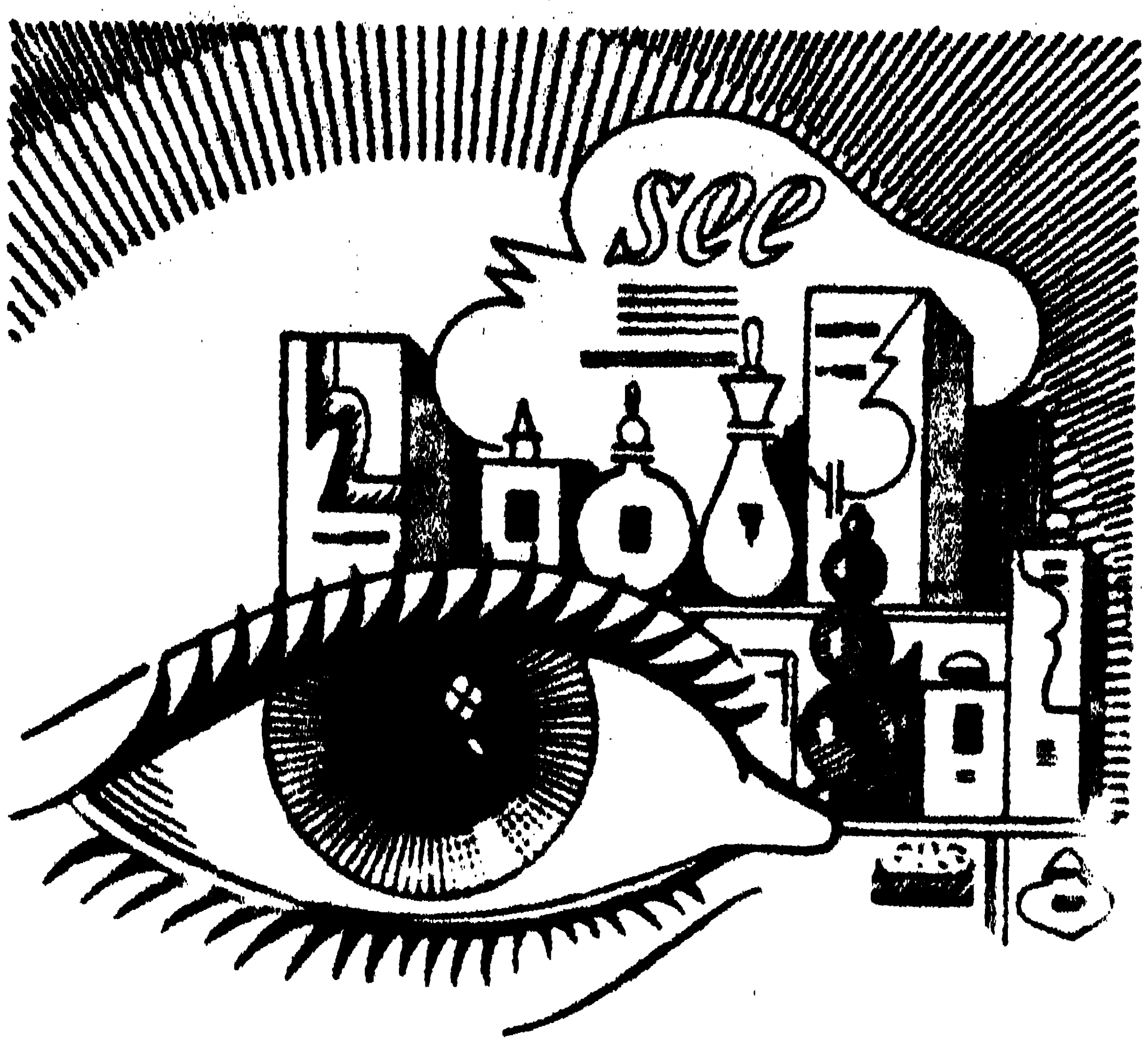

আলো আকর্ষণ বিক্রী

উজ্জ্বল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং দোকানের সজ্জিত দ্রব্যসম্ভারে তাঁদের কৌতূহলও বৃদ্ধি পায়। বিক্রীর গোড়ার কথা—খরিদ্দারের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জ্বল আলোর ব্যবহারে যা সহজসাধ্য হয়। জোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন। দেখবেন এই হবে আপনার সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা।

ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত

CESC 61

পাট ও পাটশিল্প সম্পর্কে গবেষণা

কেন্দ্রীয়-পাট কমিটীর রিপোর্ট

গত ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি পাট- ও পাট-শিল্পের গবেষণার জন্য বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিয়া কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছেন, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হইল। গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে বড়লাট ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির টেকনোলোজিক্যাল রিসার্চ্চ (পাট শিল্প-বিষয়ক গবেষণা) লেবরেটরীর উদ্বোধনকালে সমিতির গবেষণা সংক্রান্ত কার্য্যসূচীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই দিক হইতে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট-সমিতির পরিকল্পনা প্রশংসনীয়। বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া পাট উৎপন্ন হওয়া পর্য্যন্ত এবং অতঃপর উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের সুবিধা অসুবিধা ও কিভাবে পাট হইতে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেশে পাট শিল্পের উন্নতি করা যায় ইত্যাদি নানাদিকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন।

পাট-শিল্প গবেষণা বিভাগ

গত ২১ মাস যাবত টেকনোলোজিক্যাল রিসার্চ্চ লেবরেটরিগুলিতে পূর্ণ উদ্যমে কাজ চলিতেছে। গত ১৯৩৯ সালের ৩রা জানুয়ারী বড়লাট এই বিভাগীয় লেবরেটরিসমূহের সরকারী ভাবে উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষামূলক কাজ চালাইবার জন্য বিভিন্ন লেবরেটরিতে আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতিও বসান হয়। সুতরাং সেই দিক হইতে এ-পর্য্যন্ত কাজের কোনই অসুবিধা বা বিঘ্ন ঘটে নাই। কলিকাতার ৬ মাইল দক্ষিণে বিস্তৃত জমির উপর লেবরেটরিসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে বিভাগটী যাহাতে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, তজ্জন্য স্থানেরও অভাব হইবে না। পাট-শিল্প সংক্রান্ত পরীক্ষামূলক কাজের দিক হইতে এই বিভাগ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পাট-শিল্প সংক্রান্ত বহুবিধ জটিল সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান এখানে সম্ভব হইয়াছে।

ভবিষ্যতে পাট-শিল্পের উহা দ্বারা কতখানি উন্নতি হইবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু বাঙলায় এরূপ প্রত্যক্ষভাবে কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগাইবার পক্ষে প্রচেষ্টা তেমনভাবে সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। এই দিক হইতে পাট সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এখানে দুইটী প্রধান সমস্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাটের আঁশের শ্রেণী নির্ণয় করা এবং পাটের জলীয় অংশ ও আবহাওয়ার আর্দ্রতার মধ্যে যে সম্পর্ক রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকভাবে তাহার মান নির্ণয় করা। পাটকে নূতনভাবে কাজে লাগাইবার জন্যও নানা পরীক্ষা চালান হয়। কিন্তু আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির অভাবে এই দিকে কাজ তেমনভাবে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কৃষি-গবেষণা বিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির কৃষি গবেষণাগারগুলি ঢাকা কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। ফলে বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের সহিত কেন্দ্রীয় পাট সমিতি পাট-চাষ ইত্যাদি সম্পর্কে একযোগে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ চালাইবার সুবিধা পাইতেছেন। ১ বৎসরের কিছু বেশী হইল কেন্দ্রীয় পাট সমিতি এই বিভাগে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেখানে উহার সন্তোষজনক ফলও পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় কীট-পতঙ্গাদি পাটের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কীট-পতঙ্গাদি ছাড়াও পাটের চারায় নানা রোগ জন্মিয়া অনেক সময় পাটের আঁশগুলি নষ্ট করিয়া দেয়। উক্ত কীট-পতঙ্গ এবং পাটের ব্যাধি কি ভাবে দূর করা যায়, কৃষি বিভাগ অক্লান্তভাবে সেই দিকে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। অনুসন্ধানে অনেকটা সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে পাটের বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরণের পাট উৎপাদনের পক্ষে উক্ত পরীক্ষা প্রভূত সাহায্য করিবে।

বিক্রয় বিভাগ

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির এই বিভাগকে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে। বিক্রয়ার্থ পাট কিভাবে প্রস্তুত রাখিতে হয়, কাঁচা পাট চাষীদের নিকট হইতে কলিকাতার বিভিন্ন মিলে ও বাজারে কিভাবে চালান দিলে সুবিধা হয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বিক্রয় বিভাগ কাজ করিতেছেন। বিক্রয় বিভাগ এই দিকে খুবই সন্তোষজনক ফল দর্শাইতে সক্ষম হন। সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে যে মার্কেটিং রিপোর্টটী প্রকাশিত হয়, পাট ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক তাহা সমাদর লাভ করে। পাট-বিক্রয় এবং উহা বাজারজাত করার দিকে হইতেও আলোচ্য বৎসরে কয়েকটি গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে উড়িষ্যায় সমবায় পাট-বিক্রয় সমিতিটি স্থাপিত হয়। সমিতির কাজ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং সেখানে এখনও নানা পরীক্ষামূলক কাজ চলিতেছে। পাটের আঁশের সমতা অনুসারে বিক্রয়ার্থ তাহা কিভাবে বাছাই করিতে হইবে চাষীদের ইহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইজন্য পৃথক-ভাবে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত উক্ত কেন্দ্রে প্রায় ৩ শত চাষীকে কিভাবে পাট বাছাই করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। উহাতে খুবই সুফল পাওয়া গিয়াছে। কাজেই এইরূপ একটী শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতি কি ভাবে পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল হিসাব দেওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের প্রতি মনোযোগ অর্পণ করিয়াছেন। ইতস্ততঃ নমুনা সংগ্রহের উপর ভিত্তি করিয়া পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ স্থির করা যায় কিনা, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। গত ১৯৩৭, ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে এই ভাবে সমিতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল লেবরেটরিতে ক্ষুদ্রাকারে কতিপয় পরীক্ষা-মূলক কাজ চালান। তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে এই ভাবে পরীক্ষা চালানর পর পাট চাষের পূর্ব্বাভাষ সম্পর্কিত জটিল হিসাব সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। ইতস্ততঃ নমুনা সংগ্রহের ভিত্তিতে আগামী বৎসরে এক একটী প্রদেশ লইয়া পাট চাষের জন্য পরীক্ষা-কার্য্য চালান হইবে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ হোটেলিং উক্ত প্রণালীতে পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ নির্ণয় করা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পাটের অর্থতত্ত্ব ও প্রচার বিভাগ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট সমিতির এই বিভাগ পাট দর সংক্রান্ত সমুদয় খবরাখবর এবং পাটের অর্থতত্ত্ব সম্পর্কীয় নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। উহাতে পাট শিল্পের প্রভূত উপকার হইতেছে। কমিটির সচিত্র রিপোর্টের ১৭৭ পৃষ্ঠায় কমিটির এই বিভাগীয় কাজ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ৯ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সময় বাঙলা দেশে নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ছিল :—

কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—

খুলনা	..		১৯৮
বরিশাল	..		৫২

কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—

খুলনা	..	..	১০০

বারাকপুর খুলনা (সদর) এবং কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্লেগ রোগে আক্রমণের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

১৬ই নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ ছিল :—

কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	৫০
কলিকাতা	..	..	৬৬
খুলনা	..	..	২২০
যশোহর (সদর)	..	..	৭৬
বাখরগঞ্জ	..	..	৭৬

কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—

খুলনা	..	..	১২৯

বসন্তে আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	৬৪

ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তের সংখ্যা—

ত্রিপুরা এষ্টেট	..	..	৫৫

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; প্লেগ রোগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাঙলায় সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যের প্রদর্শনী

সরকারী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়মে খোলা হইবে

বাঙলা সরকারের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়মের তত্ত্বাবধানে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর হইতে মিউজিয়াম ভবন, ২১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে বাঙলা দেশের সাবান ও প্রসাধন দ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং উহা আগামী ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইবে। এই প্রদর্শনী খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে আমাদের প্রদেশ এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সে বিষয় জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-সমূহের পণ্যের প্রচার করা। প্রদর্শনকারীদিগকে একই আয়তনে ও আকারের ষ্টল বিনা-ভাড়ায় ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে জন-সাধারণের নিকট নিজ নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার অনুমতিও প্রদান করা হইবে। যে হেতু ষ্টলের সংখ্যা সীমাবদ্ধ, তজ্জন্য ষ্টল প্রার্থীগণকে অতি সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইতেছে :—

ভারপ্রাপ্ত অফিসার, গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়াম, ২১নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা।

মিঃ সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা

৩৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন

ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের প্রথম ইনফরমেশন অফিসার মিঃ সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা গত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলের ১৮।৬৮নং রোডস্থ মেসে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৩৯ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি দিল্লী হইতে কলিকাতা আগমন করিয়াছিলেন, শেষে তিনি মুত্রাশয়ের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং অন্যান্য জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

আলবেনিয়ায় ইটালিয়ান সেনাদলের চরম দুর্দ্দশা

[১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গ্রীক সৈন্যদের বীরত্ব

একখানি গ্রীক এস্তেহারে ৬ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রীক সৈন্যরা প্রেমেটি অধিকারের কালে বিস্ময়কর ধৈর্য্য, নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করে।

সমগ্র রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে ইটালীয়ানদের পশ্চাদপসরণ, ক্ষতি, বন্দী-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শত্রুদের জিনিষপত্র হস্তগত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

প্রেমেটির উত্তর-পশ্চিম অংশ অধিকৃত হয় এবং সমগ্র একটি ইটালীয়ান ডিভিশন ছত্রভঙ্গ হয়।

এই সাফল্যের পূর্ব্বে যে সংগ্রাম হয়, উহাতে গ্রীকরা আরও ৬টা ভারী কামান হস্তগত করে এবং ঐগুলির সাহায্যেই ইটালীয়ানদের উপর গোলাবর্ষণ করে।

ছয় সহস্রাধিক ইটালীয় সৈন্য অন্তরীণ

গ্রীসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৬ সহস্রেরও অধিক ইটালীয়ান সৈন্য আলবানিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। উহাদের দক্ষিণ সার্বিয়ায় ১৮টা বন্দী-নিবাসে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

ইটালীয় সৈন্যদলের পলায়ন

এথেন্স হইতে ৭ই ডিসেম্বর প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, স্যান্টিকোয়ারাণ্টা দখল করিবার পরেও গ্রীকগণ ইটালীয় সৈন্যদিগকে ইটালীয় ঘাঁটির উত্তর পশ্চিমে ডেলভিনোর দিকে হটাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে। ডেলভিনোর উত্তর পশ্চিমে এবং আর্জিরোকাস্ট্রোর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইটালীয়গণ পলায়ন করিতেছে। বাধা দিয়াও তাহারা কিছু করিতে পারিতেছে না। মস্কোপোলিস রণক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানেও বহু ইতালীয় সৈন্য হতাহত হইয়াছে। পোগ্রাদেৎ অঞ্চলেও গ্রীকগণ অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

এপর্য্যন্ত ইটালীয় বিমান ও লোক ক্ষয়ের পরিমাণ

যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পর ইটালীর যে পরিমাণ বিমান ও লোকক্ষয় হইয়াছে, বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে তাহার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে ইটালী ২৯০টি বা তাহারও অধিক জঙ্গী ও বোমারু বিমান হারাইয়াছে। সেইক্ষেত্রে রাজকীয় বিমান বাহিনীর মাত্র ৫৩টি বিমান নষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনী গ্রীসে মাত্র ২টি বিমান হারাইয়া ইটালীর ৩৭টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

আর একখানা বৃটিশ জাহাজ নিমজ্জিত

স্পেনীয় মালবাহী জাহাজ "মাডেরার" হইতে বেতার-যোগে জানান হইয়াছে যে, ঐ জাহাজে নিমজ্জিত বৃটিশ মালবাহী জাহাজ "প্যানসেলিয়া"র ২৮ জন নাবিককে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। পর্ত্তুগাল উপকূল হইতে ১২০ মাইল দূরে "প্যানসেলিয়া" (১,৫৭৮ টন) একখানি সাবমেরিণের আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

আর একজন ইটালীয়ান সেনাপতির পদত্যাগ

সরকারী ইটালীয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, আবিসিনিয়ার বিজয়ী ইটালীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল বেদোগলিওকে তাঁহার অনুরোধে পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং জেনারেল বাস্তিকো ডোডেকানীজের গভর্ণর ও তাহাদের সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমস্টার্ডাম সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল বাদগ্লিওর পদত্যাগে তুরস্কে উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছে এবং এই ঘটনাকে আলবেনিয়ায় ইটালীয় বাহিনীর দুরবস্থার পরিণতি বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। এই পদত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্কের বিশ্বাস ছিল, গ্রীক অভিযানের জন্য কাউন্ট সিয়ানোকে দোষী করা হইতেছে। এখন মনে হইতেছে সম্ভবতঃ অপদার্থ ফ্যাসিস্ত পার্টি হইতে সেনাবাহিনীর উপর চাপাইবার জন্য মুসোলিনী মার্শাল বাদগ্লিওকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়াছেন।

ইটালীর সীমান্তে অবস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, রাজনৈতিক সমালোচকরা মনে করেন যে, ইটালীয় বাহিনীকে যদি জার্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা যায়, কেবল তাহা হইলে জার্ম্মাণী ইটালীকে আলবেনিয়ায় সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। এই গুজবের সহিত মার্শাল বাদগ্লিওর পদত্যাগের যোগ আছে। এইরূপ বিশ্বাস, মার্শাল বাদগ্লিও ইটালীয়দের স্বতন্ত্র নেতৃত্ব বজায় রাখিতে চাহিয়াছিলেন। আরও প্রকাশ, ইটালীর সর্ব্বাগ্রে পেট্রোল সংগ্রহের প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন যে, তাহার আর মাত্র তিন মাসের পেট্রোল সঞ্চিত আছে।

"ট্রিবিউটন ডি জেনেভা" পত্রিকার রোমস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মার্শাল বাদগ্লিওর পদত্যাগের ফলে রোমে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। মার্শাল বাদগ্লিও ইটালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক। তিনি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন এবং তিনি বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মার্শাল বাদগ্লিও ইটালীর রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক; কিন্তু বিষয়টি বিশেষভাবে গোপন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

ডেলভিনো শহর গ্রীকদের অধিকারে

একটি গ্রীক ইস্তাহারে প্রকাশ, তাহারা ডেলভিনো শহর অধিকার করিয়াছে, রণাঙ্গণে বিভিন্ন অংশে সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং অফিসার প্রমুখ কয়েকজন সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

ইটালিয়ান নৌ-সেনাপতিরও পদত্যাগ

জার্ম্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সীতে ৮ই ডিসেম্বর রোম হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর প্রধান নৌ-সেনাপতি অ্যাডমিরাল ডমেনিকো ক্যাভাগনারী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার পদে অ্যাডমিরাল আরতুরো রিকার্ডি নিযুক্ত হইয়াছেন।

অ্যাডমিরাল রিকার্ডি নৌযুদ্ধ পরিচালনায় কয়েকটি গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মের সময় ত্রিশটি ইটালীয় জাহাজের একটি স্কোয়াড্রন তাঁহার অধিনায়কত্বে পর্ত্তুগাল, স্পেন ও মরক্কোর উপকূলে এক পক্ষকাল মহড়া দেয়। ইনিগো, ক্যাম্পিওনি অ্যাডমিরাল রিকার্ডোর সহকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। অ্যাডমিরাল আর্কেঞ্জেলো বাচিনো নৌবহরের পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছেন।

যে ইটালীয় প্রতিনিধি দল ফ্রান্সের সহিত সন্ধির শর্ত আলোচনা করিয়াছিল, অ্যাডমিরাল ক্যাভাগনারী তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি নৌ-মন্ত্রীসভার সচিবের পদও ত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত পদে অ্যাডমিরাল রিকার্ডি নিযুক্ত হইয়াছেন।

অ্যাডমিরাল ডমেনিকো ক্যাভাগনারী ১৮৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি নৌবিভাগের অতি দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে তিনি ইটালীয় নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন।

মন্টেভিডিও বন্দরে 'কার্ণার্ভন ক্যাসেল'

"কার্ণার্ভন-ক্যাসল" জাহাজ মন্টেভিডিও বন্দরে নোঙর করা হইয়াছে। উহা হইতে ৭ জন নিহত ও ১০ জন আহত নাবিককে নামান হইয়াছে। আহতদিগকে এক বৃটিশ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

জাহাজের ক্যাপ্টেন হার্ডি বলিয়াছেন যে, আক্রমণকারী জার্ম্মাণ রণতরীটি সাময়িকভাবে জখম হইয়াছে এবং উহা সম্ভবতঃ শীঘ্রই ধরা পড়িবে।

পরবর্ত্তী সংবাদে জানা যায় যে, "কার্ণার্ভনক্যাসল"-এর আহতদিগকে আনিবার জন্য যে সব এম্বুলেন্স প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কাজে লাগে নাই। কারণ ইহাদের অধিকাংশই সামান্য আহত হইয়াছিল এবং জাহাজেই অবস্থান করিতেছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন হার্ডি বলেন যে, মৃত ব্যক্তিদিগকে সমুদ্রবক্ষে সমাহিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ক্যাপ্টেন হার্ডি আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুযায়ী জাহাজ মেরামতের জন্য ৪৮ ঘণ্টাকাল বন্দরে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। উরুগুয়ের নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ জাহাজখানিকে পোতাশ্রয়ে ৭২ ঘণ্টাকাল থাকিবার অনুমতি দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়।

জার্ম্মাণীতে রুমানিয়ান তৈল সরবরাহ

রুমানিয়াতে যে পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ৬০ ভাগ অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টন তৈল রুমানিয়া আগামী বৎসরে জার্ম্মাণীতে রপ্তানি করিবে।

সরকারী মুখপত্র "কুভেনটুলে" বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি জার্ম্মাণী ও রুমানিয়ার মধ্যে দশ বৎসরের মেয়াদে যে আর্থিক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, তদনুযায়ী ঐ ব্যবস্থা হইয়াছে এবং অতীতে জার্ম্মাণীতে তৈল রপ্তানির যে সকল হিসাব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এই পরিমাণ তাহাকে ছাড়াইয়াছে।

রুমানিয়ান রেলওয়েগুলির উপর তৈল চালানের চাপ হ্রাসের জন্য নূতন পাইপ লাইন তৈয়ারী করা হইবে। রুমানিয়ার যে সকল খাদ্যশস্য ও পশু-খাদ্যের উদ্বৃত্ত হইবে, তাহাও জার্ম্মাণীতে যাইবে।

লণ্ডনের উপর আবার বিমান-হানা

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার পুনরায় জার্ম্মাণ বিমান-সমূহ রাত্রিকালে লণ্ডনের উপর হানা দিয়া আগুনে বোমা ও তীব্র বিস্ফোরক বোমাসমূহ বর্ষণ করে এবং বিমান ধ্বংসী কামানসমূহও প্রচণ্ডভাবে গর্জ্জন করিতে থাকে।

জার্ম্মাণ বোমারু বিমানগুলি কখনো এককভাবে কখন বা তিন-চারখানা একত্র হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে আসিতে থাকে।

জার্ম্মাণীতে বৃটিশ বিমানের প্রচণ্ড হানা

গত ৮ই ডিসেম্বর রবিবার রাত্রে রাজকীয় বিমান বহর এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় বারের জন্য ডুসেলডর্ফের কারখানা ও সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। রাজকীয় বিমান বহরের একখানি এস্তেহারে এই আক্রমণের কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, লোরিয়েণ্টের সাবমেরিণ-ঘাঁটি এবং বোর্দো ও ব্রেষ্টের জাহাজঘাটার উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। ফ্লাশিং, ডানকার্ক ও গ্রাভেলিন বন্দর এবং শত্রুপক্ষীয় কতিপয় বিমান-ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালানো হয়।

হিটলার-সিওপোল্ড সাক্ষাৎকার

জুরিখ সুইজারল্যাণ্ড "লা স্যুইস"-এর সংবাদদাতা ব্রাসেলস হইতে বেতারযোগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, হিটলার ও রাজা লিওপোল্ডের মধ্যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গ্রীক কর্ত্তৃক আরো কয়েকটি স্থান অধিকৃত

একটি সরকারী এস্তেহারে ৯ই ডিসেম্বর ঘোষিত হইয়াছে যে, গ্রীকগণ আর্জিরোকাস্ট্রো এবং আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। উক্ত এস্তেহারে প্রকাশ—"যুদ্ধক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে সমস্ত দিন আমাদের সৈন্যগণ আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রত্যেক স্থানেই আমরা পূর্ণ সাফল্য লাভ করিয়াছি এবং আমাদের সৈন্যদল আলবেনিয়ায় আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে।"

হাসপাতালসমূহে সরকারী দান

বিভিন্ন জেলার জন্য মঞ্জুর

নিম্নলিখিত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি নিম্নলিখিতরূপ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন:—

২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত বরাহনগর মিউনিসি-প্যালিটি-স্থাপিত বরাহনগরের মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ধাত্রী সম্পর্কীত পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে স্থায়ী বেতন।

২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত বজবজের মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ধাত্রী সম্পর্কীত পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে স্থায়ী বেতন।

দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সদর হাসপাতালসমূহ ও যক্ষ্মা হাসপাতালকে ১২,৭৪০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সকল হাসপাতালে যে সকল যক্ষ্মা রোগী আছে, তাহাদের অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ ব্যবস্থার জন্য এই অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত সদর হাসপাতালসমূহে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে:—

জেনারেল হাসপাতাল (বর্দ্ধমান)	..	১,১০০৲
সিউড়ী সদর হাসপাতাল (বীরভূম)	..	১০০৲
সদর হাসপাতাল (বাঁকুড়া)	..	১০০৲
কে, ই, এম, সদর হাসপাতাল (মেদিনীপুর)	..	১৬৫৲
ইমামবাড়া হাসপাতাল (হুগলী)	..	১০০৲
হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল	..	২,১০০৲
কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল (নদীয়া)	..	১,২৬০৲
সদর হাসপাতাল (যশোহর)	..	১৮৫৲
বহরমপুর সদর হাসপাতাল	..	৩২৫৲
উদ্ভবাথ সদর হাসপাতাল (খুলনা)	..	১৬৫৲
এস, কে, হাসপাতাল (ময়মনসিংহ)	..	১০০৲
সদর হাসপাতাল (ফরিদপুর)	..	১০০৲
জেনারেল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম)	..	১০০৲
সদর হাসপাতাল (বরিশাল)	..	৭৬০৲
সদর হাসপাতাল (কুমিল্লা)	..	১০০৲
সদর হাসপাতাল (নোয়াখালী)	..	২৩৫৲
রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল (চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চল)	..	১০০৲
সদর হাসপাতাল (রাজশাহী)	..	৪৪০৲
সদর হাসপাতাল (দিনাজপুর)	..	১৩৫৲
জেনারেল হাসপাতাল (জলপাইগুড়ি)	..	১,০০০৲
সদর হাসপাতাল (রংপুর)	..	২৩৫৲
সদর হাসপাতাল (বগুড়া)	..	১১০৲
সদর হাসপাতাল (পাবনা)	..	৭৯৫৲
ইংরাজ বাজার সদর হাসপাতাল (মালদহ)	..	১২৫৲
ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল (দার্জিলিং)	..	২১০৲
যক্ষ্মা হাসপাতাল (দার্জিলিং)	..	২,৫০০৲
ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ২৪-পরগণার অন্তর্গত শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর খাদ্য ও ঔষধ ব্যবস্থার জন্য	..	২,১৬০৲

১লা অক্টোবর (১৯৪০) হইতে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের বেকার মাতৃমঙ্গল ও প্রসবাগারের জন্য ৫ মাসের নিমিত্ত নিম্নলিখিত অস্থায়ী কর্মচারীদিগের জন্য—

প্রসবাগারের জন্য—

১ ক্লেনার	..	মাসিক	১৫৲ টাকা
১ দাই	..	"	১৫৲ "
১ মেথরাণী	..	"	১৫৲ "

প্রসব বিভাগের জন্য—

১ দাই	..	মাসিক	১৫৲ টাকা
১ মেথরাণী	..	"	১৫৲ "

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ধাত্রী সম্পর্কীত পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে স্থায়ী বেতন।

জার্ম্মাণ বিমান-আক্রমণ সফল হইবে না

রুশীয় পত্রিকার অভিমত

"ব্লিৎস-ক্রিগের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।"

"ব্লিৎস-ক্রিগই" অতি-আধুনিক সমরকৌশল, না ব্লিৎস-ক্রিগের পরিচালনে এমন কোন গুপ্ত কৌশল আছে, যদ্দ্বারা জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী—এসম্বন্ধে সোভিয়েট সামরিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রসমূহে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলিয়াছে। অনেক অভিজ্ঞ সমালোচক লাল-ফৌজের মুখপত্র "রেডষ্টার" পত্রিকায় এই সমস্ত বাদানুবাদের সার-সঙ্কলন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত সমালোচক বলেন যে, একটী মাত্র চূড়ান্ত সংগ্রামে শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করার নেপোলিয়নী রীতি ১৯১৪-১৮ সনে ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা আরও বেশী সুদূরপরাহত। উভয় পক্ষের সামরিক শক্তির মধ্যে পার্থক্য যখন অত্যন্ত বেশী এবং সংগ্রাম অল্পদিনের ভিতরেই মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্লিৎস-ক্রিগ মাত্র সেইরূপ অবস্থায় সফল হইতে পারে।

কেবলমাত্র উন্নততর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই জার্ম্মাণী জয়লাভ করে নাই; ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের দৌর্ব্বল্যই জার্ম্মাণীর জয়লাভের মুখ্য কারণ।

যুদ্ধ-চালনার নূতন পাশ্চাত্য পদ্ধতিসমূহের অনুকরণ সোভিয়েট রণ-কৌশল বিশারদদের উদ্দেশ্য নহে—বিস্তারিত ভাবে গবেষণা করিয়া ঐ সমস্ত পদ্ধতির ক্রমোন্নতি সাধনের দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে।

এম, ফ্রুঞ্জে মার্শাল ভরোশিলভের পূর্ব্বে সোভিয়েটের দেশরক্ষা-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সোভিয়েট সমালোচক তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলেন— "যখন দুইটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখন একটি মাত্র আঘাত দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যুদ্ধ তখন দীর্ঘ ও নিষ্করুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয় এবং উহাতে উভয় পক্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুনিয়াদের পরখ হয়। অর্থাৎ যুদ্ধ তড়িৎ আঘাতের কৌশল হইতে দমবন্ধ করিয়া ফেলিবার কৌশলে রূপান্তরিত হয়।"

সৌহার্দ্দপূর্ণ সহযোগিতা

মিসর-মন্ত্রীর যুদ্ধ-নীতি বর্ণনা

বিদেশী সংবাদদাতা মিসরের নূতন প্রধান মন্ত্রী হোসেন সিরি পাশাকে তাঁহার যুদ্ধ নীতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পরিষ্কার ও স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইল "বৃটেনের সহিত মিসরের একটি সন্ধি হইয়াছে এবং মিসর উহা পালন করিবে। একথা সমস্ত বিশ্বকে বলিয়া দিতেছি এবং এ সম্বন্ধে কাহারও যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে"। তিনি আরও বলেন যে টারেণ্টোতে সাফল্য ও গ্রীসকে বৃটেন সাহায্য করায় মিসরবাসীর উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন "আমাদের সহযোগিতা অতি নিবিড় ও সৌহার্দ্দপূর্ণ। বৃটিশ রাজ-দূত কাইরোতে আসিয়াছেন অবধি আমি তাঁহাকে জানি এবং আমরা অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ভাব নিয়াই একত্রে কাজ করিতেছি। বৃটেন মিসরের তুলা ক্রয় করায় এই সহযোগিতা দৃঢ়তর হইয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে ভাল হইয়াছে এবং বৃটেনের পক্ষেও কিছু খারাপ হয় নাই।" ইতিমধ্যে সামরিক আদেশে শত্রু দেশের প্রজাদের সহিত সহযোগিতা করা নিষেধ হইয়াছে। এখনা কর্তৃপক্ষ মিশ্রযুক্ত কোর্টের ৭ সাতজন জজ ও কোর্টের ১৩০ জন কর্মচারীকে পদচ্যুত করিয়াছেন।

দূরবীণ কম্পাস ও রিভলভার চাই

জঙ্গী-লাট বাহাদুরের আবেদন

সমর বাহিনীগুলির জন্য বহু সংখ্যক দূরবীণ, কম্পাস এবং রিভলভারের প্রয়োজন। ভারতে এই সকল দ্রব্য ভারতেই তৈরী হইতে পারে, তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৈরীর কাজ সুরু করিতে সময় লাগে। ইতিমধ্যে সেহাৎ প্রয়োজনীয় জিনিষ বাহিরে অংশতের নিকট হইতে আর সাহায্য চাহিবার বাসনা আমাদের নাই।

ভারতবর্ষে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহাদের দূরবীণ, ত্রিন পার্শ্বে কাচযুক্ত কম্পাস এবং রিভলভার আছে; কিন্তু তাঁহারা কচিৎ সেগুলি ব্যবহার করেন। আমি সেই সকল ব্যক্তির নিকট আবেদন করিতেছি—তাঁহারা যেন এই সকল অস্ত্র ও যন্ত্র সংরক্ষক বাহিনীগুলিকে উপহার প্রদান করেন। এই উপহারের জন্য আমি তাঁহাদের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকিব এবং উক্ত উপহৃত দ্রব্যাদি যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতকে সবাধিক সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(স্বা:) আর, এ, ক্যাসেলস্,
জেনারেল।

পার্শ্বেল সমূহ নিকটবর্ত্তী সমর-সম্ভার কেন্দ্রে কিম্বা নিকটবর্ত্তী সমর-সম্ভার কেন্দ্রের অফিসার অথবা জেলার সদরে কিম্বা নিম্নলিখিত কর্তৃপক্ষের নিকট রেজিষ্টারী করিয়া পাঠাইতে হইবে:—

দূরবীণ ও কম্পাস—চিফ্ অর্ডন্যান্স অফিসার; আর্সেন্যাল, রাওলপিণ্ডি।

রিভলভার (উহা উন্মিতরূপ করিতে হইবে)—চিফ্ অর্ডন্যান্স অফিসার; আর্সেন্যাল, ফিরোজপুর।

যে সকল ব্যক্তি সিমলা কিম্বা দিল্লীতে বাস করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় তাঁহাদের পার্শ্বেল পাঠাইবেন:—

মাষ্টার জেনারেল অফ্ দি অর্ডন্যান্স ইন ইণ্ডিয়া, আর্মি হেডকোয়ার্টার্স, দিল্লী।

প্রজনন ষাঁড়ের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা

সরকারী পশু-বর্দ্ধনের সারগর্ভ বক্তৃতা

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বাঙ্গলা সরকারের পশু-অধ্যক্ষ গত ১লা ডিসেম্বর মেমারীতে গিয়া ৮টি সরকারী প্রজনন ষাঁড় এবং তাহাদের ৪০ কিম্বা ৫০টি বাছুর পরিদর্শন করেন। এই সময় তাঁহারা অনেক বাচ্চা ভাল জাতীয় হাস-মুরগীও পরিদর্শন করেন। তৎপর অফিসারগণ কুড়িগ্রাম ও মণ্ডেশ্বর থানা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে ৯টি ষাঁড় এবং প্রায় ৫০টি বাছুর পরিদর্শন করেন। সরকারী পশু-অধ্যক্ষ এবং সরকারী পশু-অধ্যক্ষ উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্থানীয় গৃহপালিত পশুগুলির উন্নতি সাধনার্থ অধিক সংখ্যক উন্নত ষাঁড়ের প্রয়োজন আছে। গো-খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কেও জোর দিয়া বক্তৃতা করা হয়। প্রাচীর-পত্র সহযোগে পশু প্রজনন এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত প্রণালী পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। গোয়াল, সার তৈয়ারী করিবার গর্ত্ত, শিশু গাভীর পালন এবং পশুর জন্য কাঁচা ঘাস রাখিবার স্থান পূর্ণা গর্ত্ত প্রভৃতির মডেল চিত্রযোগে সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। প্রায় এক হাজার লোক এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিল এবং পশু-অধ্যক্ষ তাহার ব্যবস্থার জন্য বিশেষ ভাবে প্রশংসার্হ। এই সকল ষাঁড়গুলি দ্বারা উৎপাদিত বাছুরগুলি ইতিমধ্যেই কি মহৎ উপকারের বীজ বপন করিয়াছে, তাহা স্থানীয় লোকদের দেখা একান্ত আবশ্যক।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিশী বোর্ডসমূহের উল্লেখযোগ্য কার্য্য

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার নিম্নোক্ত কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ডের কতিপয় মোকদ্দমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভিকোল ঋণ-সালিশী বোর্ড

৩৮ সালের ৬২।১২নং মোকদ্দমায় মহাজন আব্দুল আজিজ মণ্ডল পর্দ্দিলের বলে খাতক হেমচন্দ্র বাগের নিকট ৫৫০৲ টাকা দাবী করে। সর্ত্ত ছিল এই যে সুদের বদলে মহাজন খাতকের ৯৪ বিঘা জমির ফসল ভোগ করিবে। মহাজন প্রায় ১৪ বৎসর যাবত এই জমি ভোগ-দখল করে। মহাজন টাকার দাবী ছাড়িয়া দেয় এবং নিঃশেষ আসলের সহিত খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করে।

৪০ সালের ৬।২নং মামলায় মহাজন মন্মথনাথ দত্ত হাতচিঠা বলে খাতক আব্দুল মজিদের নিকট হইতে ৬৯৲ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ৬২৲ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৬৯৲ বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ২০৲ টাকাতে সাব্যস্ত হয়। পাঁচ বৎসরে এই ঋণ শোধ করিতে হইবে।

৩৯ সালের ৯৩।৬নং মামলায় মহাজন যুগলকিশোর ঘোষ তমসুকের বলে খাতক রমানাথ পোড়ালের নিকট ৪৯০৲ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ২৫০৲ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৪৯০৲ বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ১৬০৲ টাকায় দুই বৎসরে শোধ করিতে হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

রাজহাটি ঋণ সালিশী বোর্ড

৩৮ সালের ৭৬।৪নং মামলায় মহাজন গোষ্ঠবিহারী বেরা একটি বণ্ডের বলে খাতক আশুতোষ বেরার নিকট ৪৩০৲ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১১৬৲ বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ২৫৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। খাতক নগদ টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করেন।

৩৯ সালের ২৩১।১২নং মামলায় মহাজন গোবর্দ্ধন রায় বণ্ডের বলে খাতক শেখ এবাদের নিকট ১১৭৲ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ১১২৲। ঋণের পরিমাণ ২১৭৲ বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ১১৮৲ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১২ বৎসরে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

হরিণখোলা ঋণ-সালিশী বোর্ড

৪০ সালের ১৪।১নং মামলায় মহাজন বসন্তকুমার মুখার্জী খাতক চণ্ডীচরণ প্রামাণিকের নিকট একটি বণ্ডের বলে ৬৩৬৲ টাকা দাবী করে। আসলের পরিমাণ ছিল ৩১৮৲ টাকা। ঋণের পরিমাণ ৬৩৬৲ বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ৪১৮৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। উক্ত ঋণ এগার বৎসরে ২১ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

৪০ সালের ৮৬।৩নং মামলায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে প্রাপ্য ছিল ২০৲ টাকা। উহা বিনা টাকায় ডিস্মিস্ হইয়া যায়। মহাজনের নাম নূর মহম্মদ মণ্ডল এবং খাতকের নাম জসীমউদ্দিন মণ্ডল।

৩৯ সালের ৭৬।৩নং মামলায় মহাজন বেণীমাধব রায় বণ্ডের বলে খাতক পঞ্চানন বেরীর নিকট ১৪৮৸৹ দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১৪৮৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ৫০৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। সাত বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

৪০ সালের ৯।১নং মামলায় মহাজন জানকীনাথ ঘোষ এবং তাঁহার অন্যান্য শরিকগণ বণ্ডের বলে খাতক পাচুগোপাল ঘোষ ও অন্যান্যের নিকট ৩১৯৲ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ২১৯৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত এবং ৮৩৷৶১০ পয়সায় সাব্যস্ত হয়। উক্ত ঋণ নয় বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে।

বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা-বিদ্যালয়সমূহ

১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক বিবরণী

বঙ্গদেশীয় চিকিৎসা সম্পর্কীত বিদ্যালয়ের ১৯৩৮-৩৯ সালের বার্ষিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দৃষ্ট হয় যে বঙ্গদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৯টি মেডিক্যাল স্কুল আছে ; তন্মধ্যে ৬টি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাদ বাকি বেসরকারী প্রথায় পরিচালিত হয়। ইহার সমস্ত প্রতিষ্ঠানে বঙ্গদেশীয় ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্‌টির অন্তর্ভুক্ত "লাইসেন্সিয়েট মেডিকেল (?) লাইসেন্সিয়েটশিপ" পরীক্ষার সমপর্য্যায়ে ট্রেণিং প্রদত্ত হয়। কেবল মাত্র জলপাইগুড়ির জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল ব্যতীত প্রত্যেকটি সরকারী মেডিক্যাল স্কুলে কম্পাউণ্ডারদের জন্য ট্রেণিং ক্লাশের ব্যবস্থা আছে।

১৯৩৮-৩৯ সালের জুলাই মাসে যে বর্ষ সুরু হয়, তাহার প্রথম ভাগে বিভিন্ন মেডিক্যাল স্কুলে মোট সমস্ত-প্রাপ্ত ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,৯৮০ ; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,৮৯১। আলোচ্য বর্ষে নূতন ভর্ত্তীর সংখ্যা ছিল ৭৩০ ; তন্মধ্যে ৮১ জন মুসলমান ছাত্র। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৪৮ এবং ৮৩। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে সকল ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহাদের সংখ্যা ৩৬৪ ; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত সংখ্যা ছিল ৩৫৮।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে ছাত্রগণের একটি ধর্ম্মঘট ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে কোনরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয় নাই। অবশ্য অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এই ধর্ম্মঘটের বিশেষ সন্তোষ-জনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ব্যবহার এবং উপস্থিতি সমগ্রভাবে বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম এবং জলপাইগুড়িতে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক পাওয়া যায় নাই বলিয়া ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট উক্ত স্থানসমূহের মেডিক্যাল স্কুলে বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক নির্ব্বাচন মঞ্জুর করিয়াছেন। সেই সময় হইতে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল এবং তৎসংলগ্ন হাস-পাতাল সমূহের নিম্নলিখিত উন্নতি সাধন করা হইয়াছে :—

(১) আলোচ্যবর্ষে গভর্ণমেণ্ট ১০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহের এস্. কে হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ একটি নূতন প্রসবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(২) আলোচ্যবর্ষে গভর্ণমেণ্ট ৭,৭৩০৲ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহের এস্ কে হাসপাতালে ছয়টি রোগীর শয্যা এবং একটি পৃথক অপারেশন-গৃহ সহ আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জন্য একটি বিভাগ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ড্রেসিংরুম, বাহির হইতে চিকিৎসার্থ আগত রোগীদের গৃহ এবং স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন কালে ডাক্তার ও ছাত্রগণের বসিবার কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(৩) ৪,৪২৯৲ টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"হিটলারের অবস্থা মোটেই ভাল নয়"

ত্রিশক্তি চুক্তি সম্পর্কে আমেরিকার অভিমত

জার্ম্মাণ ও ইটালী এবং জাপানের সহিত রাশিয়া ও রুমানিয়ার যোগদান অপ্রত্যাশিত নহে এবং ইহাতে আমেরিকায় কোন প্রকারের সমালোচনা হয় নাই। নিউ ইয়র্কের একজন ব্যবসায়ী জাপান, জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত যোগদান করিলে একটি গল্প বলিয়াছিলেন এবং এই গল্প হইতে আমেরিকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পায়। গল্পটি এই—যখন ব্যবসায় ভাল চলে, তখন নূতন অংশীদার ভর্ত্তি করিও না।

মাননীয় নওয়াব মোশাররফ হোসেন

জন-সভায় বক্তৃতা

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামের মৌলবী তমিজাদী সরকার বিগত ২০শে নভেম্বর তারিখে এক জনসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় নবাব মোশাররফ হোসেন খান বাহাদুর, উক্ত সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। নিকটবর্ত্তী ও বহু দূরের বহু সংখ্যক লোক এই সভায় সমবেত হইয়াছিল। মাত্রিকামারী মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, রাস্তার উন্নতি, পাট নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও বর্ত্তমান যুদ্ধে সাম্রাজ্য ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য প্রদানের জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলের মনে উৎসাহ উদ্যম সৃষ্টির সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, জনসাধারণের আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। তিনি জনসাধারণকে এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার যাবতীয় কার্য্যে সাহায্য চাহিলেই জলপাইগুড়ির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্ভাব্য উপায়ে ঐরূপ সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি আরোও বলেন যে, উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে সকলেই তাঁহাদের আশ্রিত সকল ছেলেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথাও বলেন যে, পাট নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যাপারেও গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট রহেন নাই। গভর্ণ-মেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতেছেন এবং আন্তরিকভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে না।

যুদ্ধজয়ের মত শক্তি জার্ম্মাণীর নাই

আমেরিকান বিমান-সেনাপতির অভিমত

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের মেজর-জেনারেল জেমস ই. চেনী ৭৩ দিনব্যাপী বৃটেনের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে জানাইয়াছেন যে, বৃটিশের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তিনি যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে খুব আশা পোষণ করিতেছেন।

তিনি বৃটিশ দ্বীপকে একটি সুরক্ষিত দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, "যেভাবে বৃটিশ যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে তাহাদের পরাজয় হইবে না।" তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জার্ম্মাণীর বিপুল বিমানবাহিনী থাকিলেও উহা যেরূপ শক্তিশালী শোনা গিয়াছিল, সেইরূপ শক্তিশালী নহে।

যেরূপ মনে করা হইয়া থাকে, জার্ম্মাণীর যদি সেইরূপ সমস্ত বিমানপোতই থাকিত, তাহা হইলে তাহারা যে কেন বোমা বর্ষণের কথা ভুলিয়া প্যারাস্যুট প্লেনের সাহায্যে সংগ্রামের নিষ্পত্তি করিতেছে না, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

তাহাদের দাবী অনুযায়ী যদি তাহারা শক্তিশালী হইত, তাহা হইলে তাহাদের দিনের পর দিন প্যারাস্যুট বিমানপোতের সাহায্যে ইংলণ্ডে আসিয়া গোলাগুলির মত বৃটিশ শক্তিকে ধ্বংস করিতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল। বর্ত্তমানে বৃটিশের পক্ষে ১ খানার বদলে জার্ম্মাণীর ১৭ খানা বিমানপোত বিনষ্ট হইতেছে।

কচুরী-পানার উপদ্রব নিবারণ

বহুদিনের গবেষণা

এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, যে সমুদয় পুষ্করিণী ও চারিদিকে পরিবেষ্টিত জলাশয় হইতে কচুরী-পানা দূরে করা হইয়াছিল, তাহা পুনরায় কচুরী-পানায় পূর্ণ হওয়ায় সরকারী ও বে-সরকারী কর্মিগণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার অধিকাংশ স্থলেই বাহির হইতে কচুরী-পানা আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ পার্শ্ববর্ত্তী পুকুরগুলিও পরিষ্কার করা হইয়াছিল। এই প্রকারে কচুরী-পানার পুনরাবির্ভাব বন্ধ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্মরণ রাখা প্রয়োজন। এখানে ও অন্যান্য স্থানে গবেষণার ফলেই এই সব বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে।

কচুরী-পানা সাধারণতঃ উদ্ভিদের মত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহা ছাড়া অন্য উপায়েও ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বন বন ইহার বীজ উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ বর্ষাকালের প্রারম্ভে বীজ হইতে চারা উদ্গত হয় এবং সেগুলি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া তিন মাসের মধ্যে পরিণতাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসে ঐগুলির ফুল হয়। প্রায় অন্যান্য অনিষ্টকর উদ্ভিদের মত সম্বৎসর কচুরী-পানার ফুল হয় কিন্তু শীত কাল আরম্ভ না হইলে বীজ উৎপন্ন হয় না; অন্ততঃ ভারতবর্ষের এই অংশে এইরূপ হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ তাপক্রমের উপর নির্ভর করে এবং ঐ সময়ে এখানে যে তাপক্রম হয়, তাহাতেই বীজ উৎপন্ন হয়। বীজাধার ফাটিয়া যায় এবং পরিণতাবস্থায় বীজগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং নীচে পড়িয়া যায়। ঐ বীজ পুষ্করিণীর তলদেশে ডুবিয়া যায় এবং কাদার মধ্যে লুকাইয়া থাকে।

এই বীজগুলি কতদিন সজীব থাকে, সে সম্বন্ধে ইহাই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই বীজ অন্ততঃপক্ষে পাঁচ বৎসর সজীব থাকে। এই বীজের শক্ত আবরণ ইহাকে এত দীর্ঘ দিন সজীব রাখে এবং পুষ্করিণীর তলার মাটি এই বীজের পক্ষে অধিকাংশ সময়েই উপযোগী। কর্দ্দমের নীচে অম্লজানের পরিমাণ দ্বারা বীজ হইতে চারা নির্গমন নিয়ন্ত্রিত হয়; কারণ বীজের অবস্থান স্থানে অম্লজান না থাকিলে উহা ঐ ভাবেই থাকিয়া যায় এবং উহা হইতে চারা বাহির হয় না। উহা যখন অম্লজানের সংস্পর্শে আসে তখনই চারা বাহির হয়। গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীগুলি যখন অগভীর হইয়া পড়ে, তখন জলে বিচরণকারী দীর্ঘপদ বিশিষ্ট পাখীগুলি এক পুষ্করিণী হইতে অপর পুষ্করিণীতে বীজ ছড়াইয়া দেয়।

শীতকালের প্রারম্ভ ব্যতীত অন্য সময়ে বীজ উৎপন্ন হয় না। ইহা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। কারণ কচুরী-পানার স্থায়ী বিনাশের সমস্যা ইহারই উপরই নির্ভর করে। স্বভাবতঃই ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কচুরী-পানা পরিষ্কারের অতি উৎকৃষ্ট সময় হইল শরৎকাল। তখন বীজ উৎপন্ন হইয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই কচুরী-পানা দূর করা যাইতে পারে এবং অতিরে ব করেক বৎসর পরে বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া পুনরায় কচুরী-পানার আবির্ভাবের সম্ভাবনা হ্রাস করা যাইতে পারে।

ভারতরক্ষা আইনের ৪১ (১) (ক) ধারানুযায়ী সংবাদপত্রের মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকগণের প্রতি এক নোটিশ জারী করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্সী ও অন্যান্য সামরিক এলাকার সামরিক সংবাদ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে উহা প্রেস উপদেষ্টার নিকট ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে দাখিল করিতে হইবে।

শিবপুর বোটানিক্যাল্ গার্ডেন

মহামান্য তাইচি-তাওয়ের পরিদর্শন

চাইনিজ মিশনের সভাপতি সমভিব্যাহারে মহামান্য তাইচি-তাও সম্প্রতি বোটানিক্ গার্ডেন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা উপস্থিত হইলে বোটানিক গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ডাঃ কে. বিশ্বাস এম. এ. ডি. এস্. সি. (এডিন), এফ. আর. এস. ই. তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। মহামান্য তাইচি-তাও সর্ব্বপ্রথম সংরক্ষিত সম্ভারপূর্ণ বিভাগ পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি উইলিয়াম রক্সবার্গ কর্তৃক ১৭৯৪-১৮১৪ সালে সম্পাদিত সম্ভারপূর্ণ রঙীন চিত্রপটের সংগ্রহ পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন মূল্যবান ভারতীয় বৃক্ষাদিপূর্ণ এবং সেই সম্পর্কিত গ্রন্থাদি গত দেড় শতাব্দী যাবত যেভাবে সংরক্ষিত আছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। বাগানের পরিদর্শকের নিকট বাগানে বহু মূল্যবান কার্পাস চাষ হয় বলিয়া তিনি সংগৃহীত কার্পাস সম্পর্কে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন। তৎপর উক্ত দলকে বাগানের বিভিন্ন দিক পরিভ্রমণ করাইয়া উদ্যান রচনা ও গাছপালা সম্পর্কিত মূল্যবান গাছ-গাছড়া পরিদর্শন করানো হয়। মহামান্য অতিথি এবং তাঁহার সঙ্গীয় দল বিখ্যাত বটবৃক্ষের নিচে খানিকক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন এবং উহার সৌন্দর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। এই বটবৃক্ষের গাত্র বহুপ্রাচীন, ভারতের নিকট পবিত্র এবং বুদ্ধের নামের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া মহামান্য অতিথি উক্ত বিরাট বটবৃক্ষের পত্র বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন। মহামান্য তাইচি-তাও মন্তব্য করেন যে, ভারতের বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম উদ্যান এবং শুধু ভারতের নহে, পরন্তু পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাছপালা সম্পর্কিত শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টা কাল উদ্যানে অতিবাহিত করিয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন। তিনি আশা করেন যে, এই উদ্যান—ভবিষ্যতে চীনদেশের ভবিষ্যৎ গাছপালা সম্পর্কিত উদ্যান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে এবং বর্ত্তমানে ইউরোপ ও এশিয়ার বিরোধ অবসানে ইহা ভারত ও চীনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সংস্কৃতিমূলক সহযোগিতা স্থাপনে আগামী কালের দুর্দিনে সহায়ক হইবে।

দাতব্য-চিকিৎসালয়ে সরকারী সাহায্য

বাঙলা-সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুর

বাঙলা-সরকার সম্প্রতি পল্লীর দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির জন্য নিম্ন হারে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন। পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক থানা দাতব্য-চিকিৎসালয়কে ৫ শত টাকা এবং প্রত্যেক পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয়কে ২৫০৲ টাকা হিসাবে অর্থ মঞ্জুর করা হইবে:—

মেদিনীপুর—একটি থানা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৩টি গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ মোট ৩,৭৫০৲ টাকা।

হাওড়া—৩টি থানা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৩টি গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ মোট ৫,২৫০৲ টাকা।

হুগলী—৬টি থানা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ৩৮টি গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ ১৫,০০০৲ টাকা।

বর্দ্ধমান—২টি থানা এবং ১৭টি পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ ৫,২৫০৲ টাকা।

বীরভূম—৪টি থানা এবং ১৭টি পল্লী দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ ৬,২৫০৲ টাকা।

বাঁকুড়া—২টি থানা এবং ২টি গ্রাম্য দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ ১,৫০০৲ টাকা।

কালী-পূজা সম্পর্কে ভ্রমাত্মক সংবাদ

যুদ্ধ জয়ের নিমিত্ত রংপুর পুলিশ ক্লাবের আয়োজন

কতকগুলি সংবাদপত্রে রংপুরের পুলিশ ক্লাবের কালী পূজা উৎসব সম্পর্কে যে ভ্রমাত্মক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত ঘটনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

রংপুর পুলিশ ক্লাবে ইতিপূর্ব্বে যদিও সরস্বতী পূজা হইয়াছে, কিন্তু কালীপূজা কখনো হয় নাই। এ বৎসর বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভের জন্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত এই পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মুসলমান অফিসারগণ এই ব্যাপারে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই বলিয়া এই বৎসর এই পূজা করিবার নিমিত্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। গত ২৯শে অক্টোবর একজন ভদ্রলোক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, এই সম্পর্কে কয় মুসলমান পুলিশ অফিসারের আপত্তি আছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাধারণ অফিস সংক্রান্ত ভাবে ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে এই সম্পর্কে বলেন। কিন্তু ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তির কথা শুনিতে পান নাই বলিয়া একজন সংখ্যালঘিষ্ঠ অফিসারকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি এ সম্পর্কে আর কোনো আদেশ জারি না করিয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন যে, কতিপয় মুসলমান অফিসার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা রহিয়াছে। তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা হয় না। ইতিমধ্যে সকল মুসলমান অফিসারগণকে লিখিত মতামত দাখিল করিতে বলা হয় যে, এই পূজা সম্পর্কে তাঁহাদের কোনো আপত্তি আছে কিনা। একজন ব্যতীত আর কেহ এই সম্পর্কে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন না।

তৎপর, গত মাসের ১২ই তারিখ বিশেষ সমারোহের সহিত পুলিশ ক্লাব প্রাঙ্গণে কালীপূজা সম্পন্ন করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উভয়েই এই পূজা উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাগমার্ক ঘৃত ও আটার দর

সরকারী সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছেন:—

গত ৩০শে নভেম্বর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় কলিকাতার বিশেষ অ্যাগমার্ক মার্কাওয়ালা আটার সেরী টিনের ঘৃতের দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

অনুক্রোশ—৬৭৲ প্রতিমণ; কিশোর—৬৮৲; গুজরাট—৬৮৲; বাস প্রভাত—৬৯৲; পদ্ম—৬৮৲; গীতা—৭০৲ এবং প্রীতি—৬৮৲.

উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ মার্কাওয়ালা ঘৃতের দশ সেরী, পাঁচ সেরী, আড়াই সেরী এবং এক সেরী টিনের দর উপরোক্ত দর হইতে মণপ্রতি ১৲ টাকা হইতে ১৷৷০ টাকা বেশী ছিল।

অ্যাগমার্ক "চাকী" আটার দর—৩০শে নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় কলিকাতার বিভিন্ন রূপে মোড়ক করা 'অ্যাগমার্ক' চাকী আটার দর নিম্নলিখিত রূপ ছিল:—

		প্রতিমণ।
(১) কাগজের থলিতে	..	৫৷৵
(২) চটের থলিতে	..	৫৷৵
(৩) কাপড়ের থলিতে	..	৬৲

—বরিশালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সফর—

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে চাখার জন-সভায় যোগদানার্থ অগ্রসর হইতেছেন। খান-বাহাদুর এম, আফজল এম-এল-এ সাহেবও সঙ্গে রহিয়াছেন।

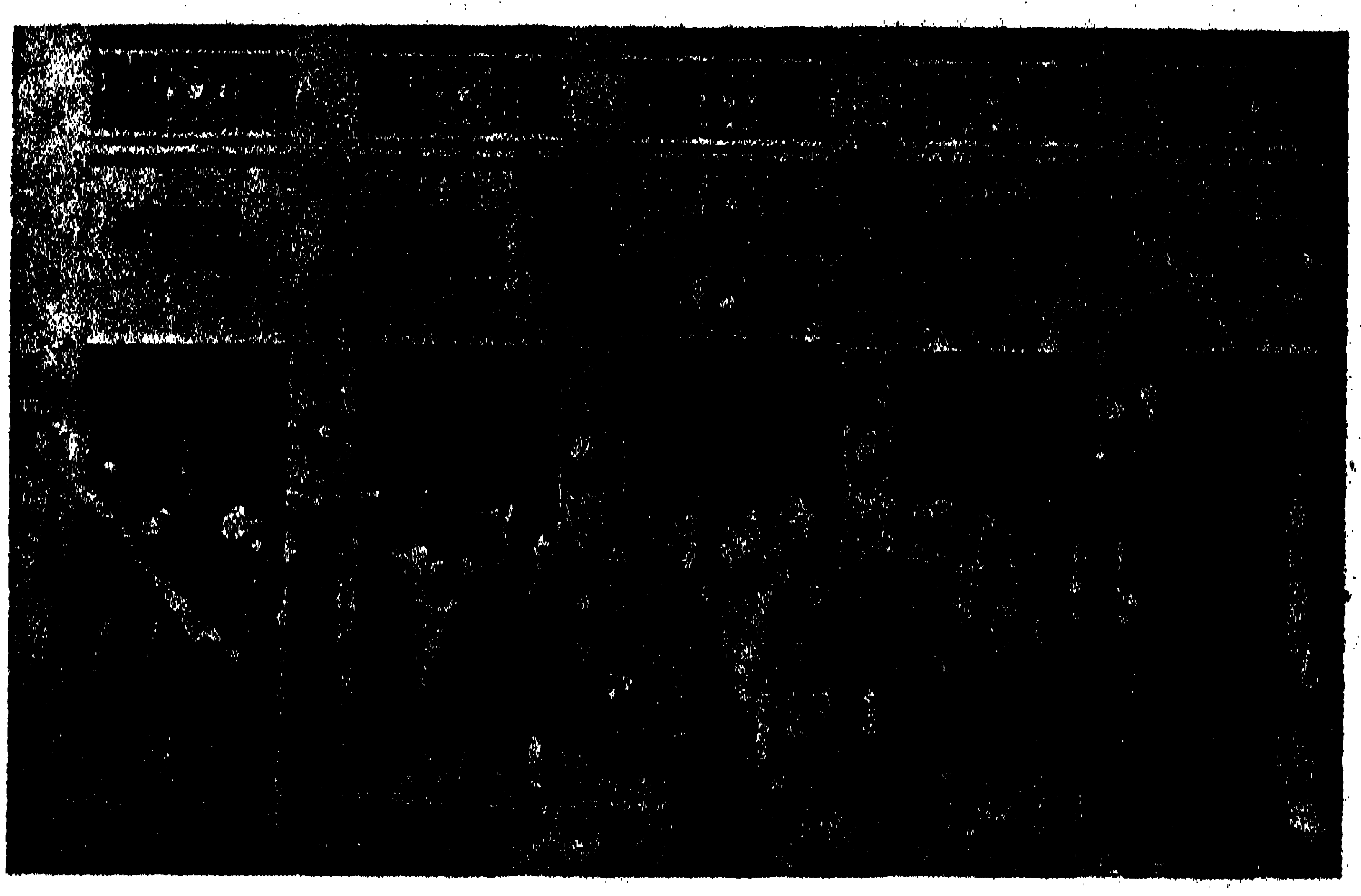

চাখার "ফজলুল হক কলেজ" ও কলেজ-সংলগ্ন "লেডী মেরী হার্বার্ট হলের" উদ্বোধন করিয়া মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর ও গভর্ণর-পত্নী বাহিরে আসিতেছেন।

গভর্ণর-বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করার জন্য চাখার খালের তীরে বহু সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। খালের মধ্যেও যে অসংখ্য লোক নৌকায় আরোহণ করিয়া উপস্থিত ছিল, চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

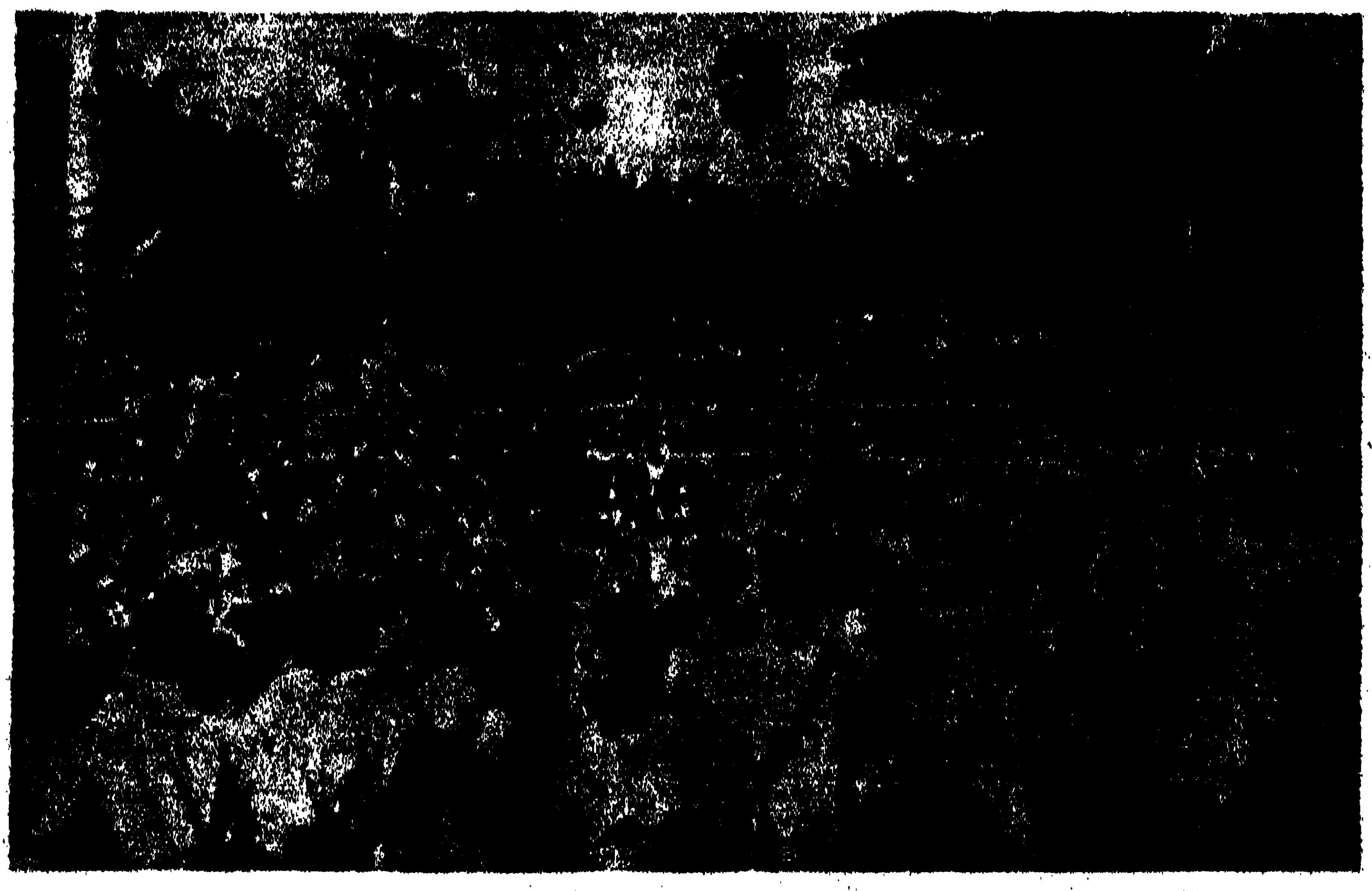

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর চাখারে যে বিরাট জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সভায় সমবেত জনতার একাংশ।

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর বরিশাল "জাহানারা মেডিক্যাল ক্লাবের" ভিত্তি-প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করিতেছেন।

Printed and published by George Wilfrid Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] কলিকাতা, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪০ [এক আনা

ফ্যাসিষ্ট শাসনের বর্ব্বর অভিযান

ভারতবাসিগণ সতর্ক হউন !

ভারতের কোন কোন মহলে এই ধরণের একটি ধারণা সৃষ্টি হইতেছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত ভারতীয়দের কিম্বা ভারতে যাহারা বসবাস করিতেছে, তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

এদেশে কোষ্ঠীপত্রের বিশেষ সমাদর। সুতরাং মুসোলিনীর গ্রহ-নক্ষত্রকে ভিত্তি করিয়া এখানে তাঁহার কোষ্ঠীপত্র রচিত হইল। অবিশ্বাস্য হইলেও মনে করুন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ণ সহযোগিতার অভাবে শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া ডিক্টেটরদের সাথে আপোষ করিতে হইল। মুসোলিনী ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা ভারতের উল্লেখ করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, যুদ্ধে বিরাট স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে ভারতবর্ষ তাঁহাদের প্রাপ্য হইবে। এ-জন্যই ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদিগকে দূর করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে মুসোলিনী তাঁহার দেশের অপর একজন ডিক্টেটরের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন।

ইটালীয়ান সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে 'কোয়েষ্টুরা'ও অগ্রসর হয়। সকলেই হয়ত জানেন—কোয়েষ্টুরা জার্ম্মাণ গেষ্টাপোর ইটালীয়ান সংস্করণ মাত্র। রেড়ির তৈল এবং ছোরাই ইহাদের প্রধান অস্ত্র। অন্ধকার গলির মধ্যে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধ সমালোচকের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করাই ইহাদের নীতি।

মনে করুন—ইটালীয়ান সেনাপতি গ্রাৎসিয়ানী ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলেন। ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে উন্নীত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি ইটালীয়ান পূর্ব্ব আফ্রিকায় উক্ত পদে কাজ করিয়াছেন। ভাইসরয় হিসাবে তাঁহার গুণাগুণের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সেনাপতি হিসাবে তাহার স্থান কোথায়, এযুদ্ধে তাহা নির্ণীত হইবে। লুকোচুরির কোন ধারই তিনি ধারেন না। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকারের পর তথাকার কতিপয় যুবক সাহস এবং বারুদপূর্ণ একটি টিন গ্রাৎসিয়ানীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করায় গ্রাৎসিয়ানীর পায়ে আঘাত লাগে। এই জন্য ভাইসরয় তখন ইটালীয়ান ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদলকে লেলাইয়া দেন। ফলে পাঁচ দিনের মধ্যে আদ্দিস-আবাবা ও তৎসন্নিহিত স্থানে ইটালীয়ান সৈন্যরা ২০০,০০০ আবিসিনিয়ানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া ফেলে। এই ঘটনা সংঘটিত হয় মাত্র ১৯৩৬ সনে—৯৩৬ সনের বর্ব্বর যুগে নয়। এই ব্যাপারে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার এক-শতাংশ।

এবার কোষ্ঠীপত্রের বিচার বিশ্লেষণ হউক।

বর্ত্তমানে—কুড়ি লক্ষ হইতে ত্রিশ লক্ষ ইটালীয়ান সৈন্য ভারতে আমদানী করিয়া ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্ট উপনিবেশ স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। ভারতীয়দিগকে বন-জঙ্গলে বিতাড়িত করিয়া ইটালীয়ানরা তাহাদের ঘর-বাড়ীর উপর আসর জমাইয়া বসিল। বিতাড়িত ভারতীয়রা অনাহারে মরিতে লাগিল। ইথিওপিয়াতে ইটালীয়ানরা তথাকার অধিবাসীদিগকে পাহাড়-পর্ব্বতে তাড়াইয়া দিয়া ১৯৩৭-৪০ এই তিন বৎসরে ১০০,০০০ ইটালীয়ানদের আমদানী করিয়া লইয়াছে। শুধু কি ইহাই? ত্রিশ লক্ষ ইটালীয়ানদের জায়গা করিতে তাহারা ইথিওপিয়ানকে হত্যাও করিয়াছে। ইথিওপিয়াতে সর্ব্বমোট ৩০ লক্ষ ইটালীয়ানদের বসবাসের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট কুঠারের বিভীষিকার মধ্য দিয়াই ইটালীয়ানদের আগমন হইবে।

ভারতে বিস্তর জায়গা রহিয়াছে; জার্ম্মাণদের ভাষায় ইহাকে 'লেবেন্সরম' বলা যাইতে পারে। ইটালীতে যে দুই কোটি লোকের খাদ্যাভাব আছে বলিয়া ইটালীয়ানরা প্রচার করে, ভারতে তাহাদের স্থান হইবে। কিন্তু এক্ষেত্রেও কিছু বাধাবিঘ্নও আছে। স্বাধীন মতাবলম্বী কংগ্রেস হয়ত উক্ত কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে। তখন কোয়েষ্টুরা ছোটখাটো দলের কামান ও গ্যাস-বোমার সুসজ্জিত ফ্যাসিষ্ট সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতায় কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতেই কোয়েষ্টুরার হাতে ধরা পড়িবেন। ইহাদের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত উৎসাহী, তাহাদের কাহাকেও বিষ-বাষ্প প্রয়োগে এবং কাহাকেও বা নিকটবর্ত্তী জলের কূপায় নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে। আর অপেক্ষাকৃত কম সাহসী এবং ভাবী চাটুকারদের ধরিয়া তাহাদের মুখের মধ্যে এক পাঁইট রেড়ির তৈল চক্ চক্ করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

ইহার পর অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে, ডিক্টেটরের ভাইসরয় যাহা দিবেন, এই সব লোক বিনা-বিচারে উহাই গলাধঃকরণ করিবে। হয়ত কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিবে। বিদ্রোহ দমনের জন্য ইটালীয়ান সৈন্যগণ অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া কামান, বন্দুক, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রয়োগে ১৫ দিনের মধ্যে ৫০০,০০০ ভারতীয়কে হত্যা করিয়া প্রমাণ করিয়া দিবে যে, ইটালী বিদ্রোহকে আমল দিতে পারে না।

অতঃপর শান্তি স্থাপিত হইবে; অর্থাৎ ইটালীর বিরুদ্ধে একটি উচ্চবাচ্য করার সাহসও কোন ব্যক্তির থাকিবে না। ইটালী সে অবস্থায় তাহার পরিকল্পনানুযায়ী ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু উক্ত কার্য্যে অর্থের আবশ্যক। অর্থ কি প্রকারে সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও ইটালীয়দের জানা আছে। ব্যবসায়ী ও অর্থশালী লোকদের উপর তাহাদের আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত কর ধার্য্য হইবে। আবিসিনিয়ার শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত কর বসান হইয়াছে। তবে সুখের বিষয় সংখ্যায় ভারতীয়রা অধিক। অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য রেড়ির তৈল ত আছেই। যদি উহার প্রয়োগেও তেমন সুফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপর পুলিশ জমা তাহাদিগকে জাহাজ ভর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হইবে। খাস ইটালীতেও ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লোকজনকে এ-ভাবে টাইবার নদীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(বাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তথা হইতে যুদ্ধবৃত্তি যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নেই বিবেচনা করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে খবরাখবর জানাটি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

—ছুটী—

বড়দিনের অবকাশ ও ইংরাজী নব-বর্ষ উপলক্ষে আগামী ৩০শে ডিসেম্বর (১৯৪০) ও ৬ই জানুয়ারী (১৯৪১) তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

২৩শে ডিসেম্বর—১৯৪০

যুদ্ধ-পরিস্থিতি

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইউরোপের উপর শীতকাল এই দ্বিতীয় বার আগত হইয়াছে। জার্ম্মাণরা আশা করিতেছিল যে, এই শীতকালে সমগ্র ইউরোপে তাহাদের বিজয়-ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, হিটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসোলিনী গ্রীস আক্রমণ করিতে যাইয়া যে সেনা-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার হাজার হাজার সৈনিককে এই দারুণ শীতের দিনে আলবেনিয়ার তুষার-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর দিয়া বন্দীভাবে অগ্রসর হইতে হইতেছে। অপর দিক দিয়া বিশাল সমুদ্রে রাজকীয় নৌ-বাহিনী ও বাণিজ্য-জাহাজসমূহ বৃটেন অভিযানে অসমর্থ নাৎসী বাহিনীর সর্ব্ব-প্রকারের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে এবং ইংলণ্ডের বেসামরিক জনগণ বেপরওয়া বোমা-বর্ষণের মধ্যেও উন্মুক্ত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেদের সর্ব্ব-প্রকার কাজ-কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। শুধু তাহাই নহে; রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বিমানসমূহ খাস জার্ম্মাণী ও নাৎসী-অধিকৃত অন্যান্য স্থানে গিয়া সামরিক লক্ষ্য-বস্তুসমূহ ও কল-কারখানা অঞ্চলের উপর সাফল্যের সঙ্গে বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে।

এই যুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রভাব বিশ্বের সকল দেশেই জনগণের উপর বিশেষভাবে পতিত হইয়াছে। কিন্তু বহু দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ যেভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহার প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে অনুধাবন করা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। যুদ্ধ এমন ব্যাপার নহে যে, নক্সা আঁকিয়া তাহার অবস্থা অপরকে বুঝান যাইতে পারে। বিস্তৃত স্থান ব্যাপীয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সমান তীব্রতার সঙ্গে সংগ্রাম একাদিক্রমে কয়েক মাস পর্য্যন্তও চলিতে পারে এবং এ-রকম সংগ্রামে বেসামরিক জনগণ, শিল্প-বাণিজ্য ও কূটনীতি এমনভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে যে, খুব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও এমন যুদ্ধের বিশ্লেষণ মোটেই সহজসাধ্য নহে।

ফ্রান্সের পতনের পর হিটলার এক নূতন ও বিরাট যুদ্ধের সূচনা করেন; কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। বৃটেন অভিযান ও লণ্ডন নগরীর ধ্বংস সাধন করিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করাই হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁহার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মিসর অধিকার ও বৃটিশ নৌ-শক্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য বৃটেন অভিযানের সম-সময়েই ভূমধ্য-সাগরে দ্বিতীয় বৃহত্তর সংগ্রামের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইটালীয়ান নৌ-বহরের ধ্বংসে ও গ্রীক বাহিনীর উপর্য্যুপরি বিজয় দ্বারা এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র অসমনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা দ্বারা বৃটেন আরো ব্যাপকভাবে প্রস্তুত হওয়ার জন্য যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যে বৃটেন এরূপ-ভাবে প্রস্তুত হইতে সমর্থ হইয়াছে যে, আফ্রিকার ইটালীয়ান সৈন্যদলের অবস্থা শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু তাহাই নহে; বৃটেন এরূপভাবে গ্রীক-বাহিনীকে সাহায্য করিতে পারিয়াছে যে, অব্যাহত জয়যাত্রার মধ্য দিয়া গ্রীক বীরগণ সমগ্র বলকান অঞ্চলে নব-প্রেরণার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং নাৎসী কূটনীতি এক্ষণে আর বল্কান অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না।

বৃটেন ও আমেরিকার যুদ্ধ-সজ্জার প্রস্তুতের যেসব কারখানা রহিয়াছে, গত কয়েক মাস ধরিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেসব কারখানায় কাজ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ বিমান বাহিনীর অবিরত আক্রমণ এবং বৃটিশ অবরোধ ব্যবস্থার জন্য জার্ম্মাণীর কারখানাগুলির কাজ যে স্বভাবতঃই বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৃটেনের আমদানী-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য হিটলার আটলাণ্টিকে যে নূতন আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াও বৃটেনের রক্ষী জাহাজসমূহ এবং বাণিজ্য-জাহাজ শ্রেণী পূর্ণোদ্যমে নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

উপরে যেসব যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করা হইল, তাহার প্রত্যেকটিই বিরাট ধরণের এবং ইতিহাসে বিশেষ-ভাবে উল্লেখিত হওয়ার যোগ্য। এরূপ যুদ্ধ হয়ত আরো অনেক চলিবে। কিন্তু বৃটেন ও মিত্র-শক্তি সকল অবস্থার জন্যই যে প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নৌ-সংগ্রাম ও বিমান-যুদ্ধের ফলাফল

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ-বহর বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে কতকটা সাফল্য অর্জ্জন করিলেও, মোটের উপর জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনী অপর কোন দিক দিয়া এযাবৎ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারে নাই। বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখে ইংলিশ চ্যানেলে কতিপয় নাৎসী যুদ্ধ-জাহাজ দেখিতে পাইয়া কয়েকখানা বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার তাহা-দিগকে আক্রমণ করিলে পর নাৎসী জাহাজগুলি ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া অবিলম্বে ফরাসী উপকূলের দিকে পলায়ন করে। এই সংগ্রামে বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "জ্যাভেলিন্" কতক পরিমাণে জখম হইয়াছিল; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কতকগুলি রক্ষী বিমান কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাহা নিজ ঘাঁটির বন্দরে ফিরিতে সমর্থ হয়। এই সব রক্ষী বিমান পথিমধ্যে তিনখানা জার্ম্মাণ বিমানকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করে। এই সংগ্রামে বৃটিশ নৌ-বহরের প্রধান পরিচালক ছিলেন মহামান্য সম্রাটের জ্ঞাতি-ভ্রাতা লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন্ এবং তিনি এরূপভাবে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তাঁহার পরলোকগত পিতা মার্কুইস্ অব্ মিলফোর্ড হাভেন্-এর (ব্যাটেন্‌বার্গের প্রিন্স লুই) মতোই নৌ-বাহিনীতে তাঁহার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

ইংলিশ-চ্যানেলের এই সংগ্রামের ঠিক দুইদিন পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরে ইটালীয়ান নৌ-বহরের সঙ্গে বৃটিশ নৌ-বহরের এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অন্ততঃ দুইখানা রণতরি, সাতখানা ক্রুজার ও বারোখানা ডেষ্ট্রয়ার সজ্জিত এক ইটালীয়ান নৌ-বহর টারাণ্টো নৌ-ঘাঁটি হইতে সার্ডিনিয়া বা পশ্চিম ইটালীর উপকূলের কোনও নিরাপদ স্থানে যাওয়ার পথে ক্ষুদ্রতর এক বৃটিশ নৌ-বহরের সম্মুখে পতিত হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইটালীয়ান নৌ-বহর তাহাদের চিরাচরিত পদ্ধতি মত পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইটালীর একখানা ক্রুজারে আগুন লাগিয়া যায় এবং দুইখানা ডেষ্ট্রয়ার জখম হয়। পরে যখন বৃটিশ নৌ-বহর পলায়নপর ইটালীয়ান নৌ-বহরের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে, তখন বিমান-পোতবাহী বৃটিশ রণতরি "আর্ক রয়েল"এর বিমান পোতসমূহ "লিটোরিও" শ্রেণীর একখানা রণপোতের উপর টর্পেডো বর্ষণ করে এবং অপর দুইখানা ক্রুজারকেও জখম করে। এই যুদ্ধে রাজকীয় নৌ-বহরের "বারউইক্" নামক একখানা ক্রুজার মাত্র সামান্য জখম হয়। "টারাণ্টো" ঘাঁটির আক্রমণের পর ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ বাহিনীর এই বিরাট সাফল্যের ফলে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশে ইটালীর নৌ-বহরের প্রভাব একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, বলা চলে।

বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, বৃটেন ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে, এবং জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চল ও তৎসন্নিহিত সমুদ্রে বিগত নভেম্বর মাসে ২২৯ খানা শত্রু বিমানপোত বিনষ্ট করা হইয়াছে। এই সংখ্যার মধ্যে ২০ খানা ইটালীয়ান বিমানপোতও রহিয়াছে। নভেম্বর মাসেই বৃটেনের উপর ৫৩ খানা বৃটিশ যুদ্ধ-বিমান বিনষ্ট হয়, তন্মধ্যে ২৮ জন বিমান-চালক অবশ্য নিরাপদ আছে। এই সময়ে শত্রুর দেশে ৪৮ খানা বৃটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভূমধ্যসাগর অঞ্চল ও আফ্রিকার রণাঙ্গণে ৫৮ খানা ইটালীয়ান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে মাত্র ১৮ খানা বৃটিশ বিমান এই সব অঞ্চলে বিনষ্ট হয়। যেসব শত্রু বিমান নৌ-বাহিনী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, কিম্বা গ্রীস ও আলবেনিয়ায় ইটালীর বিমান-বহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, উপরোক্ত হিসাবে তাহা ধরা হয় নাই।

যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতে বিগত ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃটেন ও তৎসন্নিহিত স্থানে মোট ৩,০০০ জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই সময়ে বৃটেনের মাত্র ৮৫০ খানা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪১৫ জন বৈমানিক নিরাপদ আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত সকল রণক্ষেত্রে বৃটিশ ও মিত্র-পক্ষের আক্রমণে ৬,০০০ হাজারেরও বেশী জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

গ্রীসে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর সহায়তা

গ্রীক স্থলসেনা-বাহিনী ও বিমান-বহরের সঙ্গে থাকিয়া রাজকীয় বিমান-বাহিনী গ্রীক-ইটালী যুদ্ধে বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনীর এই সাহায্য সম্পর্কে আভাষ বিগত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিমান-বিভাগীয় বিবৃতিতে কতক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যে-সব ইটালীয় সৈন্য করিজা রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের উপর তিনটী বৃটিশ ব্লেনহিম বিমান খুব নীচু হইতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল এবং মেশিন-গানের গুলীও চালাইয়াছিল। ইটালীয়ান সৈন্য-গণ পথে যখন একটি সেতু অতিক্রম করিতেছিল তখন বৃটিশ বিমানের আক্রমণে সেতুটি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ফলে করিজার সাহায্যার্থে এই সেনা-বাহিনীর অগ্রসর হওয়া আর সম্ভবপর হয় নাই কারণ, অল্প কয়েক দিন পরেই করিজার পতন হয়।

প্রকৃতপক্ষে মিত্র-পক্ষের বিমান-বাহিনীর কার্য্য-কারিতায়ই ইটালীয়ানগণ তাহাদের সেনাদল সুসংবদ্ধ করিতে পারে নাই। আলবেনিয়ার ঘাঁটিসমূহ হইতে বৃটিশ ও গ্রীক বৈমানিকগণ ইটালীয়ানদের সরবরাহ-কেন্দ্র ও যাতায়াতের রাস্তাসমূহের উপর বরাবর বেপরওয়া-ভাবে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে।

বিগত ৩০শে নভেম্বর তারিখে গ্রীকগণ ৮ খানা ইটালীয়ান বিমান ভূপাতিত করে এবং বৃটিশ বৈমানিকগণ এই দিন ইটালীর মূল সরবরাহ-কেন্দ্র ব্রিন্ডিসীর উপর ২৬,০০০ পাউণ্ড ওজনের তীব্র বিস্ফোরক ও অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা নিক্ষেপ করিয়া তথাকার বন্দর ও তৈলাধারসমূহ ধ্বংস করিয়া দেয়। ১লা ডিসেম্বর তারিখে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কতকগুলি সামরিক সেতু ও

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

আর্জিরোকাস্ট্রো হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী টেপেলিনী নামক স্থানে কতিপয় বিশিষ্ট রাস্তার সংযোগস্থল বিনষ্ট করিয়া দেয়।

২রা ডিসেম্বর তারিখে রাজকীয় বিমান-বাহিনী একটি ইটালীয় বিমানকে ভূপাতিত করে। যে-সব গ্রীক বিমান ইটালীয় সেনাদলের পশ্চাদ্দিকে আক্রমণ চালাইতেছিল, তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা পাইলে ২ খানা ইটালীয়ান বিমান ভূপাতিত হয় এবং এই সংগ্রামে মাত্র একখানা গ্রীক বিমান বিনষ্ট হয়। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে রাজকীয় বিমান-বাহিনী ভেলোনা, দুরাজ্জো এবং পূর্ব্ব-সিসিলির কতিপয় বিমান-ঘাঁটিতে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিল। ভেলোনা নামক স্থানে একটি অস্ত্রশস্ত্রীয় সরবরাহ জাহাজ ও স্থানীয় জেটিতে সরাসরি বোমা বর্ষিত হয়। নেপলসে তৈল-সংশোধনাগার ও প্রধান রেল-রাস্তা বিনষ্ট করা হয়। সিসিলির "কাতানিয়া" নামক স্থানের বিমান-ঘাঁটিতে বোমা-বর্ষণ করিয়া সেখানকার একটা বিমানকে বিনষ্ট করা হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে গ্রীকগণ আরো দুইখানা ইটালীয়ান বিমান বিনষ্ট করে।

বিগত ২রা ডিসেম্বর তারিখে কর্ফো দ্বীপে ইটালীয়ানগণ বিমান-আক্রমণ চালায় এবং এই আক্রমণে বহু গৃহ, গীর্জা ও দোকান ভস্মীভূত হয়। কয়েকজন লোক নিহতও হইয়াছে। ইহার ৪ দিন পূর্ব্বে ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ারসমূহ হইতে এই দ্বীপে গোলা বর্ষণ করা হইয়াছিল; কিন্তু উপকূলস্থ কামান হইতে প্রত্যুত্তরে গ্রীকগণ গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিলে ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ারগুলি ধূম্র-জালে আত্ম-গোপন করিয়া পলায়ন করে।

৩০শে নভেম্বর তারিখে এথেন্স হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, একটি ইটালীয়ান সাবমেরিণ কতিপয় গ্রীক বাণিজ্য-জাহাজকে আক্রমণ করার প্রয়াস পাইলে একটি গ্রীক ডেষ্ট্রয়ার উক্ত সাবমেরিণকে ডুবাইয়া দেয়।

আলবেনিয়ার সংগ্রামে গ্রীসের সহায়তা

আলবেনিয়ার সংগ্রামে কেবল গ্রীক বেয়নেট ও বোমার সম্মুখীন হইয়াই ইটালীয়গণ বর্ত্তমানে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। ভূতপূর্ব্ব রাজা জগুর অনেক বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রচেষ্টায় আলবেনিয়ানদের মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। প্রকাশ,—এলবাসান অঞ্চলে সশস্ত্র আলবেনিয়ানগণ গরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। আলবেনিয়ানদের এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইটালীর ফ্যাসিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী সিনর টারাসীকে আলবেনিয়ায় প্রেরণ করা হইয়াছে। আলবেনিয়ান ছাত্রদের ইটালী-বিরোধী বিক্ষোভের পরিণামে সব আলবেনিয়ান স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গ্রীসের প্রতি বৃটিশের আরো সাহায্য প্রদান ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সেনা-বাহিনীর প্রধান-নায়ক ও এথেন্সস্থ বৃটিশ নৌ-পরামর্শ দাতার মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখে মিঃ সামনার ওয়েলস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যাপারে আলোচনার পর গ্রীস ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সন্তোষজনক চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আমেরিকান অর্থ-বিভাগীয় কর্মচারীদের সহিত ওয়াশিংটনস্থ গ্রীক দূতের আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

গ্রীসে অবস্থিত বৃটিশ নৌ ও বিমানঘাঁটিসমূহের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখে ভারত-সচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন:—"নিসরং ইটালীয়দিগকে আমরা যে-পর্য্যন্ত না দমন করিয়াছি, সে-পর্য্যন্ত যদি গ্রীকগণকে আত্মরক্ষার সুযোগ আমরা দিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সেখান হইতে কার্য্যত দানবের অসংরক্ষিত নিম্ন-অঞ্চলের পার্শ্বদেশ আক্রমণের সুযোগ পাইব।"

বৃটেনকে সাহায্য করার আবশ্যকতা

ময়মনসিংহে জন-সভায় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাংলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বিগত ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ময়মনসিংহ টাউন হলে স্থানীয় যুদ্ধ কমিটির একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে ভারতবাসীকে বিশ্বের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার বিষয় সুস্পষ্টভাবে চিন্তা করিতে হইবে এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বৃটেনকে সাহায্য করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, এদেশে বৃটিশের আগমনের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা কিরূপ বিশৃঙ্খল ছিল, তাহা তিনি শৈশবে তাঁহার পিতামহের নিকট শুনিয়াছেন। জনসাধারণ লুণ্ঠন ও ডাকাতির ভয়ে সর্ব্বদা ভীত থাকিত এবং তাহাদের হাতে যাহা কিছু সামান্য টাকাকড়ি থাকিত, তাহা মাটির নীচে পুতিয়া রাখিত। বৃটিশ-শাসনই দেশকে এই অরাজক অবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছে। হিটলার পাশবিক শক্তির প্রতীক, সে যদি কৃতকার্য্য হয় তাহা হইলে আইন, শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থলে দানব-শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি আরোও বলেন যে, অকপট দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাপার অতি গুরুতর—বর্ত্তমান যুদ্ধে এক দিকে দানবশক্তি ও অপর দিকে মুক্তি ও স্বাধীনতা জড়িত রহিয়াছে। এই মৌলিক বিষয় উপলব্ধি করিয়া সকলকেই বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে হইবে, ইহা নিজেদের স্বার্থের জন্যই; এখানে ভারতবাসীদের প্রতি তাহাদের পূর্ব্ব ব্যবহারের কথা আসে না। তিনি আরোও বলেন যে, ময়মনসিংহ সর্ব্বপ্রধান জেলা, শুধু আয়তনের দিক দিয়া নয় ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়াও বটে এবং এই জেলার যুদ্ধ প্রচেষ্টা এই প্রদেশে ইহার বিরাটত্বের অনুপাতেই হওয়া উচিত। "এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমি দরাদরি করিতে চাই না বরং নিজের স্বার্থের জন্যই নিঃসর্ত্তে সাহায্য করাই আমি সমর্থন করি।"

প্রাথমিক শিক্ষায় সাহায্য।

ইহার পর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল-বোর্ডের অফিস গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি আরও একটি বিপুল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যা এত বিরাট ও জটিল যে গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা সম্ভবপর নহে। প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বাংলা দেশে অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষ স্কুল স্থাপন করা দরকার এবং তাহার ব্যয় বাৎসরিক পাঁচ কোটি টাকা হইবে। কাজেই প্রাথমিক স্কুলের জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তাহা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে হইবে। বাস্তবের দিক দিয়া দেখিলে শিক্ষা-করকে আনন্দদায়ক বস্তুই মনে করিতে হইবে, কারণ তাহারা যাহা কিছু সামান্য শিক্ষা-কররূপে দিবে, তাহার তুলনায় চাষীদের ছেলেদের উপকার হইবে অনেক বেশী।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ময়মনসিংহ পৌঁছেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে বিপুল জনতা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে। ইহার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাই ছিল বেশী।

পাটের বাজার পরিদর্শন

পাট ক্রয়বিক্রয়ের প্রকৃত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ময়মনসিংহ সহর হইতে ১৫ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর অপর পারে শম্ভুগঞ্জ বাজারে গমন করেন; তথায় তাঁহাকে কতিপয় অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়।

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দেখুন]

পরলোকে লর্ড লোথিয়ান

আমেরিকায় বৃটীশ দূতের আকস্মিক মৃত্যু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদূত লর্ড লোথিয়ান আকস্মাৎ মারা গিয়াছেন।

লর্ড লোথিয়ানের মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াশিংটনের কলম্বিয়া কর্পোরেশন হইতে জানান হইয়াছে যে, মার্কিনস্থ বৃটিশ রাজদূত লর্ড লোথিয়ান ১১ই ডিসেম্বর বুধবার শেষ রাত্রি ২টার সময় বৃটিশ দূতাবাসে মারা গিয়াছেন। বৃটিশ দূতাবাস হইতে বলা হইয়াছে যে, লর্ড লোথিয়ান ইউরেমিক রোগে (প্রস্রাব জাত দূষিত রক্ত দূষিত হইলে) আক্রান্ত হইয়া মারা গিয়াছেন।

বুধবার লর্ড লোথিয়ানের বাল্টিমোরে "আমেরিকান ফার্ম ব্যুরো এসোসিয়েশনের" ভোজ সভায় বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি বাল্টিমুর যাত্রা স্থগিত রাখেন। দূতাবাসের কাউন্সিলার মিঃ নেভিল বাটলার ঐ ভোজ-সভায় লর্ড লোথিয়ানের হইয়া বক্তৃতাটি পাঠ করেন।

লর্ড লোথিয়ান আমেরিকায় বৃটিশ রাজদূত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটেনের পক্ষে আমেরিকার সাহায্যলাভের জন্য লর্ড লোথিয়ান বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। এ সম্পর্কে মাত্র মাসখানেক পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনে আসিয়া আবার আমেরিকায় ফিরিয়া যান।

লয়েড জর্জ যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন লর্ড লোথিয়ান তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। অতঃপর তিনি ডাচি অব ল্যাঙ্কাষ্টারের চ্যান্সেলর হন। পরে কিছু কালের জন্য তিনি সহকারী ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে তিনি স্যার রোনাল্ড লিণ্ডসের স্থলে আমেরিকায় বৃটেনের রাজদূত নিযুক্ত হন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

রুমানিয়ার জাতীয় জীবন

ডিক্টেটরী নীতির প্রভাব

রুমানিয়ার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ডিক্টেটরী নীতির প্রভাব রুমানিয়ার জাতীয় জীবনে যে নীতিভ্রষ্টতা আনয়ন করিয়াছে, প্রকৃতই তাহা বড়ই পীড়াদায়ক। উত্তর-পূর্ব্ব ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে রুমানিয়ার খ্যাতি অত্যধিক। ১৮৭০ সন হইতে ১৯৩০ সন পর্য্যন্ত রুমানিয়ার জাতীয় ইতিহাসে একটিও রাজনৈতিক অপরাধ দৃষ্ট হয় না। ১৯৩১-৩২ সনে নব-গঠিত "আয়রন গার্ড" তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে হত্যা করা আরম্ভ করে এবং ১৯৩৩ সনে এম, ডুকার হত্যার পর বহুসংখ্যক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং উহা ২৯শে নভেম্বরের নৃশংস হত্যায় চরমে উঠিয়াছে। জেনারেল এণ্টোনেস্কো যদি রুমানিয়ার ত্রাণকর্ত্তা সাজে অতিরিক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ আয়রণ-গার্ড পরিচালিত দুর্দ্ধর্ষ অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবকদের এই হত্যাস্পৃহা প্রশমিত করিতে পারেন, তাহা হইলে বিশেষ ভাগ্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইবেন।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

এই সব অভিনন্দনের উত্তরে তিনি গ্রোতৃবর্গকে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে অনুরোধ করেন এবং সম্ভবপর হইলে আগামী বৎসর পাটের চাষ মোটেই না করিয়া অন্য ফসলের আবাদ করিতে উপদেশ দেন।

ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান খান সাহেব মুজফ্ফর আলী স্থানীয় আলেকজেণ্ডার ক্যাসেলে একটি উদ্যান-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

নাৎসীদের "নব-বিধানের" স্বরূপ

অত্যাচার ও দাসত্বের নামান্তর মাত্র

মিঃ উইকহামষ্টীড একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, সমগ্র জগতের একটা "নূতন" বিধান করিবার নিমিত্ত জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান পরস্পরের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ শোনা যায় যে, এই "বিধি-ব্যবস্থা" শান্তি, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি এবং আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব আনয়ন করিবে। জাপান পূর্ব্ব এশিয়ায় এবং জার্ম্মাণী ও ইটালী ইউরোপে এই ব্যাপারের প্রতিষ্ঠা করিবে। যে সকল রাজ্যে জার্ম্মাণী ও ইটালী শাসন-অধিকার লাভ করিয়াছে—"নূতন বিধি-ব্যবস্থা" অনুসারে এপর্য্যন্ত তাহারা সেখানে কি কাজ সম্পাদন করিয়াছে?

একদা ইটালী মহান চিন্তা, বিরাট শিল্প এবং উদার মনের দেশ ছিল। উহার জনসাধারণ স্বাধীনতা ও একতা লাভ করিয়া শান্তি ও ক্রমবর্দ্ধমান ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বাস করিতেছিল। কিন্তু ফ্যাসিজম ইটালীকে চিন্তাশক্তি সম্পর্কে অনুর্ব্বর করিয়া ফেলিয়াছে এবং উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের হত্যা করিয়াছে কিম্বা কারাগারে প্রেরণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালীয়গণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

হিটলার ও নাৎসী-নীতি জার্ম্মাণ জনসাধারণের জন্য কি করিয়াছে? একদা জার্ম্মাণী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ছাত্রের, উন্নত ধরণের সঙ্গীতকলা এবং সকলপ্রকার শ্রেষ্ঠ শিল্পের আবাসভূমি ছিল। নাৎসী নীতির অধীনে জার্ম্মাণীর প্রাচীন বিদ্যা-পীঠ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, খাঁটি সত্য শিক্ষা করিবার একটি বিশেষ বিষয় নহে; পরন্তু যে সত্য জার্ম্মাণ জাতির উপকারে আসিবে—কেবল তাহাই শিক্ষণীয়। স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে হত্যা করা হইয়াছে, কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে, কিম্বা নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হইয়াছে। ন্যায়পরায়ণ ধার্ম্মিক শিক্ষকগণকে পীড়ন করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর শিশু ও যুবকগণকে কেবলমাত্র হিটলারকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণ বালক বালিকাগণকে তাহাদের পিতামাতার পেছনে গুপ্তচর হিসাবে লাগিয়া থাকিতে এবং তাহাদের পিতা, মাতা, ভাই, বোনেরা হিটলার কিম্বা নাৎসী নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করে কিনা, তাহা পুলিশের গুপ্ত বিভাগকে জানাইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

এই নাৎসী-নীতি যদি জার্ম্মাণীতে এই ধরণের "নব-বিধানের" প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তবে অন্যান্য দেশে এই নীতি প্রচলন করিবার সময় উহা কি সদয়ভাবে করা হইবে? নাৎসী জার্ম্মাণগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, মানব জাতির মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য জাতি তাহাদের সেবা করিবে। হিটলার সামরিক ভাবে যে সকল লোককে জয় ও অধীন করিয়াছে, তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে নাৎসীদের এই "নব বিধান" একটি মিথ্যা প্রথা, উহা যে কোন প্রকার স্বাধীনতাবিরোধী এবং উহার আর একটি নাম অত্যাচার ও দাসত্ব।

"গ্রাফস্পী"র ভগ্নাবশেষ

ব্রিটিশ ক্রুজার "কার্নারভন ক্যাসেল" মেরামতে নিয়োগ

ব্রিটিশ বাণিজ্য ক্রুজার "কার্নারভন ক্যাসেল" শত্রুর আক্রমণে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মণ্টিভিডিওর বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে গত বৎসর জার্ম্মাণ ক্ষুদ্র রণতরী "গ্রাফস্পী"ও অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আশ্রয় লইয়াছিল। পরে উহা স্বেচ্ছায় সমুদ্রে আত্মনিমজ্জন করে। "গ্রাফস্পী"র ভাঙ্গা-চুরা লোহা সমুদ্র হইতে তোলা হইতেছে। মণ্টিভিডিওর জাহাজ মেরামতকারী কোম্পানী তাহা দ্বারাই বর্ত্তমানে কার্নারভন-ক্যাসলের মেরামত করিতেছে।

ফ্রান্সে রুটির অভাব ঘটিয়াছে

কৃষি-মন্ত্রী ও জার্ম্মাণ-বিভাগীয় কর্ত্তার বিবৃতি

ভিসি হইতে নিরপেক্ষ উপায়ে প্রাপ্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিগত অন্যান্য যুদ্ধের সময়কার শীতকালের মত এবারকার শীতঋতুও বিশেষ তীব্র হইবে। সেই জন্য তাহার নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত ও তাহার কৃষি সম্পদ কিরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল, সে বিষয়ে নূতন উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করিবার প্রয়াস করা হইতেছে।

কৃষি মন্ত্রী এম, ক্যাজিওট এবং কৃষি বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ও জার্ম্মাণ অভিজ্ঞ ডক্টর হেইন-হাণ্ড দুইটি নিরাশাসূচক বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

"সম্প্রতি ফ্রান্সে রুটির বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে এবং ফ্রান্সের বড়দিন রুটিখাদকদের পক্ষে ইহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" এম, ক্যাজিওট উপরোক্ত উক্তি করিয়াছেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, "স্বাধীন" অঞ্চল, অধিকৃত অঞ্চল হইতে প্রায় ৪,০০০,০০০ হন্দর গম আমদানী করিবে। কারণ উক্ত স্থানে ফসল কিছু পরিমাণে অধিক জন্মিয়াছে।

হেইন হাণ্ড বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স তাহার আলুর চাষের শতকরা ৪০ ভাগের উপর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চর্ব্বি সম্পর্কে অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ ফ্রান্স তাহার প্রয়োজনীয় চর্ব্বির শতকরা ৫০ ভাগ বাহির হইতে আমদানী করিয়াছে।

ইটালীর পরাজয়ের ফল

বলকানে রাশিয়ার প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা

জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধে ইটালীর অকৃতকার্য্যতা চক্রশক্তির (এক্সিস) কর্ম্মপন্থার উপর দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। উহার আশেষ ফলাফল নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করা যাইতে পারে:—

(১) গ্রীসের জয়লাভে বলকানে আবার রাশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিটলার রাশিয়ার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টায় ছিলেন।

(২) রাশিয়ার পরামর্শ অনুযায়ী বুলগেরিয়া তাহার রাজ্যের উপর দিয়া জার্ম্মাণ সৈন্য চালাইতে দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে এবং সীমান্ত রক্ষা-ব্যবস্থায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিবে স্থির করিয়াছে।

(৩) রুমানিয়া নিজের সম্পর্কে আরো সুনিশ্চিত নয়; চক্রশক্তির প্রতি তাহার আগ্রহও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) তুরস্ক প্রণালীর উপকূলবর্ত্তী স্থানকে সুরক্ষিত করিয়া সমর ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছে। রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার অনুসৃত নীতি পরোক্ষভাবে তুরস্ক ও গ্রীসকে সাহায্য করিতেছে।

(৫) স্পেন সরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৬) মিসরের দিকে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে।

(৭) সিরিয়া চক্রশক্তির প্রভাব বিস্তারে বাধা দিতেছে।

(৮) গ্রীসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, উহা এক্ষণে খাস ইটালীতেই চলিতেছে।

(৯) ভূমধ্যসাগরে শত্রুর বিরুদ্ধে নৌ এবং বিমান বহর অধিকতর শক্তিশালী করা হইয়াছে।

(১০) যুগোশ্লাভিয়া শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করিতেছে।

(১১) ইটালীর সামরিক পরাজয়ে জার্ম্মাণীর অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(১২) সিরিয়ার ভিতর দিয়া প্যালেষ্টাইন এবং মিসর আক্রমণ আলেকজান্দ্রিয়ায় নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন পরিকল্পনার ন্যায় অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাংলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

স্পেনের উপর হিটলারের দাবী

যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য প্ররোচনা

বহু স্পেনবাসী ইটালীয়দিগকে ঘৃণা করে এবং ট্যারাণ্টোর ঘটনাতে তাহারা খোলাখুলিভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তৎসত্বেও ট্যারাণ্টোর এত অল্প পরেই সেনর সুনেরের বার্লিন গমনের কারণ হিটলারের জরুরি আহ্বান ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তাহা না হইলে স্পেনের বৈদেশিক মন্ত্রী যে সময় "এক্সিস্"এর সম্মান করিয়া আসিতেছেন, ঠিক সেই সময় "এক্সিস" শক্তির সহিত স্পেনের ঘনিষ্ট সম্বন্ধের উপর কখন জোর দিবেন না।

একথা বিশ্বাস করিবার কিছু কারণ আছে যে, হিটলার সুনেরকে বলিয়াছেন যে, হয় স্পেন যুদ্ধে জার্ম্মাণির সহিত যোগ দিউক; না হয় জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে প্রস্তুত হউক।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বহু বিশ্বাসী চেলা গণতান্ত্রিক স্বদেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যগ্রহণে যে উৎসাহ দেখাইয়াছিল, তাহার জন্য গভীর অনুতাপ বোধ করিতেছে।

ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্ট যেমন একদিকে হিটলারকে অসন্তুষ্ট করিতে স্বভাবতঃ ভয় পাইতেছে, তেমনি খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছে। সুনেরের প্রথম বার্লিন গমনের সময় হিটলার পাঁচ লক্ষ টন খাদ্য স্পেনকে দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ খাদ্য এবং তৈল যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করিলে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার তুলনায় হিটলারের প্রস্তাবিত মাল অতি তুচ্ছ।

আগামী গঙ্গাসাগর মেলা

যাত্রীদের জ্ঞাতব্য

আগামী ১৯৪১ সনের জানুয়ারীর মধ্যভাগে গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। মেলায় কলেরা এবং বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এজন্য মেলায় গমনেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে কলেরার ইনজেক্‌শন এবং টিকা গ্রহণ করিতে বলা যাইতেছে। যাঁহারা কলেরা ইনজেকশন ও টিকা গ্রহণের নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন, মেলায় তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া ইনজেকশন বা টিকা লইতে হইবে না। [প্রেস-নোট]

বশীরহাট, বর্দ্ধমান ও আসানসোলে গভর্ণর-বাহাদুর

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র ব্যাপক সাড়া

গত ১২ই ডিসেম্বর বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী সমভিব্যাহারে বৈকাল ২-৫০ মিনিটের সময় বশীরহাট কাছারী ষ্টেশনে উপস্থিত হন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে. এ. এল, হিল্ ষ্টেশনে গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করেন। বিভিন্ন সুসজ্জিত তোরণদ্বার ও রাস্তা অতিক্রম করিয়া তিনটার সময় মহামান্য গভর্ণর বশীরহাট স্কুল ময়দানের সুসজ্জিত মণ্ডপে উপস্থিত হন। মণ্ডপে প্রায় পাঁচ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট গভর্ণর বাহাদুরকে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও যুদ্ধ-তহবিলে দাতা বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহার পর স্কুলের বয়-স্কাউট দল গার্ড-অব-অনার প্রদর্শন করে। মহকুমা যুদ্ধ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় এস, ডি, ও, অভিনন্দন পাঠ করেন এবং লাট-বাহাদুরকে বার হাজার এক শত দুই টাকার একটি তোড়া উপহার দেন ও লেডী বেরী হারবার্ট যুদ্ধ-তহবিলে লেডী এ, কে, হাকের দান পাঁচশত টাকার একটি তোড়া উপহার দেন। ইহার পর বশীরহাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান খানবাহাদুর এ, এফ, এম, আবদুর রহমান লাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইহার পর লাট বাহাদুর বক্তৃতা করিতে উঠেন। গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার পরে মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় উহার পুনরাবৃত্তি করেন।

গভর্ণর-বাহাদুরের বক্তৃতা

গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন:—"আমি আপনাদের নিকট হইতে যে অভ্যর্থনা পাইয়াছি, সেজন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ দিই। বশীরহাটে এই আমার প্রথম আগমন। আপনারা সকলে পল্লীসংস্কার ও পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে পল্লী গ্রামের ভেদ-বিসম্বাদ ভুলিয়া এক মনে কার্য্য করুন— যাহাতে দেশের লোক ভাল করিয়া খাইতে ও পরিতে পারে ও মনুষ্যত্বের অধিকার লাভ করিতে পারে এবং বাঙলা দেশ সুজলা সুফলা দেশে পরিণত হয়। বাঙলার ঘরে ঘরে আপনারা এই কথা প্রচার করুন এবং লোকে যেন একত্রে কাজ করিবার মহিমা বোঝে। পল্লীগ্রাম ভারতের অনু সন্ধান করে। পল্লী রক্ষা পাইলে সব রক্ষা পায়, শান্তিতে আপনারা বাস করিতে পারেন। এই জেলার বিষ্ণুপুরেও আমি এই কথা বলিয়াছিলাম: ভীষণ যুদ্ধ ভারত-সীমান্তে উপস্থিত। যুদ্ধ ভারতের তেরো শত মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতের কোটী কোটী লোক যাহাতে ধ্বংস না হয়, সেদিকে সকলে লক্ষ্য রাখিবেন। যুদ্ধ শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ নয়। এশিয়ায়, আফ্রিকায় সব জায়গায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। একদিকে হিংসাপরায়ণ পররাজ্যলোভী বর্ব্বর নাৎসী জার্ম্মাণী ও উচ্ছিষ্টভোগী ক্ষুদ্র ইটালী, অন্যদিকে ন্যায়ের ও সত্যের রক্ষক শান্তিপ্রিয় গ্রেট বৃটেন। বাঘ যেমন অতর্কিতে নিরীহ পশুদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হত্যা করে, বর্ব্বর জার্ম্মাণীও নিরপেক্ষ শান্তিপ্রিয় পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ নর-নারী যুব, বৃদ্ধ, শিশুদিগকে হত্যা করিয়াছে অমানুষিকভাবে। যার হৃদয় আছে, অনুভব করুন, যার মন আছে, চিন্তা করুন। বিস্ফোরক বোমা ও অগ্নিপ্রজ্জ্বালক বোমার অগ্নি-বৃষ্টিতে শত শত লোক হত আহত পঙ্গুহীন হইয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক চীৎকার করিতেছে—"ঈশ্বর রক্ষা কর বলিয়া"।

গভর্ণর বাহাদুর একটি জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

বিশ্বে শান্তি আনিবার জন্য আমাদের সম্রাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জলেস্থলে সর্ব্বত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইবে পৃথিবী কি চায়। স্বাধীনতাপ্রিয় শান্তিকামীরা রক্ষা পাইবে, না বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের সম্মুখে দুইটি পথ— একটি সহযোগিতা করিয়া শান্তির সহিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, অপরটি অসহযোগ করা ও চিরদিনের মত ভারতকে নিরস্ত্রিত করা। ভারতের বীর সন্তানেরা আফ্রিকায় ও মিসরের মরুভূমির মধ্যে দাঁড়াইয়া লড়িতেছেন। আপনাদের রক্ষার জন্য, ভারতের কোটি কোটি নর নারীর রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যেরা ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আজ এই যুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান করিবার জন্য ভারতে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া ভারতীয়েরা অস্ত্র তৈরী করিতেছে। এখন সহযোগের দিন। বৃটিশের জয় সুনিশ্চিত। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবে। যাঁরা বলেন, এ যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ নয়—বৃটিশের যুদ্ধ, তাঁরা মস্ত ভুল করিবেন।

মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বক্তৃতা

ইহার পর মাননীয় মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ বাধার জন্য কে দায়ী? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কিভাবে এই যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তার জন্য অন্য জাতি বৃটেনকে দুর্ব্বল ও বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ রাজনীতি জ্ঞানের অভাব মনে করিয়াছিল—মিউনিক চুক্তিতে। অষ্টিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিল সামান্য দুর্ভোগ; পোলাণ্ডও হারাইল তার স্বাধীনতা। তারপর নিরপেক্ষদের পালা—ডেনমার্ক, নরওয়ে, লুক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এরা কোন পক্ষে দাঁড়াতে চায় নাই, নিরপেক্ষ ছিল। এরা দুর্ব্বল জানিয়া জার্ম্মানরা অকস্মাৎ বলে ক্ষুদ্র দেশগুলিকে একের পর এক দখল করিল, কোন বিচার বুদ্ধি এদের নাই। এর পর ফরাসীর পালা। আঘ-কনরের নতুন এল আধার মোটরবাহিনী; ফরাসী হারাইল স্বাধীনতা। বিটেনের ভাগ্যই সহিল দুর্ভিক্ষের দায়। যুদ্ধ আজ ইউরোপ ছাড়িয়া আফ্রিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এ যুদ্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? ভারত-বর্ষ স্বাধীন হইবে। আমি বলি, ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বৃটিশ শাসনাধীনে থাকিয়াই ভারত লাভ করিবে। অসহযোগ করিয়া সেই স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। মিণ্টো-মর্লি-রিফর্মের পর হইতে আমরা কি ধীরে ধীরে অধিকতর স্বায়ত্ত-শাসন পাই নাই? যে অধিকারের সুযোগ আমরা পাইয়াছি, তাতে আমরা আমাদের দেশের মঙ্গল করিতে সমর্থ হইব। ইংলণ্ড আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলে; সে কথার কোন মূল্য নাই। স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে হইলে সে সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত। যুদ্ধ-তহবিলে আমরা যদি সাহায্য করি ও বৃটিশ যদি জয়ী হয়, তা হইলে সে পুরস্কার অনুপ্রাপ্তি ঘাড়ে আমাদের আসিবে। যে ভয়াবহ রক্তস্রোত বিভিন্ন দেশে প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের সাহায্য পাইলে ভারত তাহা হইতে রক্ষা পাইবে। প্রাচ্যে ও মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধের ভেরী বাজিতেছে। মিসরে ও আফ্রিকায় ইংরাজ সৈন্যদের পাশে দাঁড়াইয়া এদেশের সৈন্যরা লড়িতেছে। ইন্দো-চায়নায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। উত্তরাঞ্চলের কি পরিণতি হইবে, আমরা জানি না। বৃটিশের কাছে আমাদের অনেক দাবী আছে সত্য; আপাততঃ দাবী দাওয়া সম্বন্ধে সে বিচার করিবার এখন সময় নাই। ঘরে আগুন লাগিলে সকলকে নিবাইতে হইবে একসঙ্গে। ভারতের দুঃসময় উপস্থিত। যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করুন; যাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা পায় শুধু সেজন্য নয়, যাহাতে ভারত বাঁচে ও স্বায়ত্ত-শাসনও লাভ করে, সেজন্য।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ কার্টার আই, সি, এস; ও সি, ই, মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে বশীরহাটবাসীদের নিকট হইতে যে অর্থ সাহায্য করা হইল, সে জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ইহার পর বাবু নরেন্দ্র নাথ মাখাল মহাশয় বশীরহাট-বাসীদের তরফ হইতে এবং জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ ফজিলুদ্দিন আহম্মদ এম, এল, এ, জেলাবাসীদের পক্ষ হইতে মাননীয় লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় লাট বাহাদুর ফিরিবার পথে কয়েকটি গ্রামে যাইয়া পল্লীবাসীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হন।

মাননীয় গভর্ণর বাহাদুরকে যে আকারে করিয়া তোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছিল, সেটি জমিদার বাবু নলিনী-কুমার বসু দুইশত টাকায় প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করেন।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ বাহিনীর বিজয়াভিযান

সর্ব্বত্র ইটালীয়ানগণ পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত

আলবেনিয়ায় ইটালীয়দের দুর্দ্দশা

একজন গ্রীক সরকারী মুখপাত্র বলেন, গ্রীকরা আর্জিরোকাষ্ট্রোর জয়লাভের ফলে আলবানিয়াস্থিত ইটালীয়ান বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সৈন্যরা আর্জিরোকাষ্ট্রোর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে।

আরও উত্তরে ইটালীয়ানরা খুব বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। উত্তরাঞ্চলে গ্রীকরা তিনবার প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিলে ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় হস্তচ্যুত হয়।

ক্যানাডীয় ডেষ্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত

ক্যানাডীয় নৌ-বিভাগীয় হেডকোয়ার্টারের এক্তেহারে প্রকাশ, পূর্ব্ব আটলান্টিকে সাবমেরিণের সহিত যুদ্ধে ক্যানাডার ডেষ্ট্রয়ার "সাগুয়েন" টর্পেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

২১ জন নৌ-সৈন্যের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ১৮ জন আহত নৌ-সৈন্যকে হাসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে। ডেষ্ট্রয়ারখানি নির্ব্বিঘ্নে এক বৃটিশ বন্দরে পৌঁছিয়াছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ-বাহিনীর বিজয়

কায়রো হইতে প্রকাশিত একখানি এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী পশ্চিম রণক্ষেত্রে ৪,০০০ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী ও বহু-সংখ্যক মধ্যম শ্রেণীর ট্যাঙ্ক হস্তগত করিয়াছে।

ইঙ্গ-ইটালীয় বিমান-সংগ্রামের পরিণতি

ইঙ্গ-ইটালীয় বিমান-সংগ্রামের লাভ-ক্ষতির হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) বৃটেনের উপর আক্রমণ : ইটালীয়ান বিমানপোতগুলি ১১ই ও ২৩শে নভেম্বর বৃটেনের উপর হানা দেয়। ১১ই নভেম্বর ২৫ খানা বিমানপোত আসে এবং উহার মধ্যে ১৩ খানা বিমানপোতই ভূপতিত হয়। ২৩শে নভেম্বর ২০ খানা বিমান হানা দেয় এবং উহার মধ্যে ৭ খানা ভূপতিত হয়। যে সকল বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া সঠিক খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহারই হিসাব এখানে প্রদত্ত হইল। আরও ইটালীয় বিমান ঐ সময় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সম্ভবতঃ বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কোনও বৃটিশ বিমানপোত খোয়া যায় নাই।

(খ) আফ্রিকা ও আলবানিয়ার উপর : ইটালী যুদ্ধে যোগদান করার পর তাহার অন্যূন ৩০৮ খানা বিমানপোত আকাশে অবস্থান কালে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আলবানিয়ায় ৩২ খানা ইটালীয় বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কমপক্ষে আরও ১২০ খানা ইটালীয় বিমান ভূতলে অবস্থান কালে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বৃটিশের আলবানিয়ার উপর ৬ খানা এবং আফ্রিকার উপর ৪৯ খানা বিমান খোয়া গিয়াছে। নৌ-বহর সংশ্লিষ্ট বিমান বাহিনীর সাফল্য বা ক্ষতির হিসাব ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইল না।

ইটালীতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ

কায়রোর "আল আহরাম" পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীর বাহিরে পক্ষে প্রকাশ্যভাবে গ্রীক-ইটালী যুদ্ধ সম্পর্কে যাহারা আলোচনা করিবে, তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া ইটালীতে ঘোষিত হইয়াছে।

ফ্রান্সে জার্ম্মান বিমান মেরামতের ব্যবস্থা

প্যারী হইতে লণ্ডনের যুদ্ধ সংক্রান্ত আর্থিক বিভাগে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, যেসব জার্ম্মাণ বিমান লণ্ডন ও অন্যান্য সহরে আক্রমণ চালাইতেছে, তাহা মেরামতের জন্য ফ্রান্সের মোটর কার্খানা ও বিমান কার্খানাগুলি ব্যবহার করা হইতেছে। নাৎসী কমিশনারগণ ফরাসী কারখানাওয়ালাদের কিরূপ নীতি অনুসরণ করিতে তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ফ্রান্সের অধিকৃত ও অন্যান্য অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ১৫ হাজার ফরাসী শ্রমিককে জার্ম্মাণীতে স্থানান্তর করা হইয়াছে।

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ১১ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও দুই হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। ইহা লইয়া এই কয়দিনে মোট ছয় হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইল।

পশ্চিম মরুভূমিতে ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণ এখনও প্রাথমিক স্তরেই চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালীয় ব্যূহ ভেদ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ এই স্থানে ইটালীয়দের কোন স্থায়ী ব্যূহ নাই। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদের সাফল্যে তুরস্কে ও মিশরে খুব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

কায়রোর একটি সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্যরা পশ্চিম মরুতে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটালীয় বাহিনীকে ব্রিটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী নিষ্পেষিত করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

ইটালীর ইস্তাহার

পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধ সম্বন্ধে ১১ই ডিসেম্বর বুধবার ইটালী সরকারের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোমবার প্রত্যূষে ব্রিটিশ সাঁজোয়াবাহিনী সিদিবারাণীর দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইটালীয় বাহিনীকে আক্রমণ করে। এই স্থানের ব্যূহ রক্ষাকারী লিবিয়ান সৈন্যদল কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া ঘাঁটি রক্ষার পর পরাজিত হয়। লিবিয়ান বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মালেটি এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

এডেনের এক সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ বিমানের আক্রমণে আদ্দিস-আবাবা রেল-লাইনে ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি ষ্টেশনের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

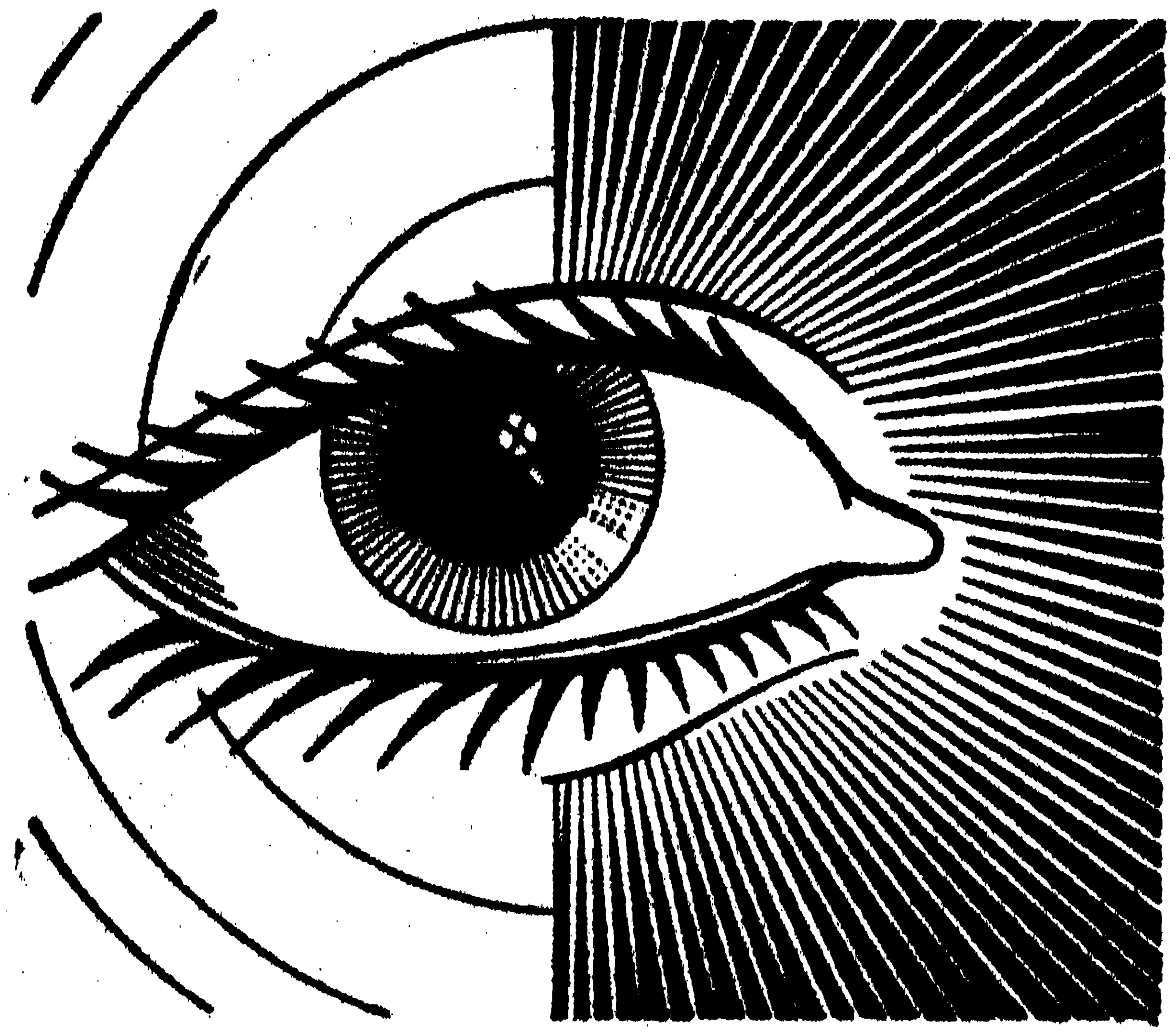

দিন ও রাত্রি

একদা মানুষ কাজ করতো শুধু দিনে—ভোর থেকে সন্ধ্যা। এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু মানুষ তার মজ্জাগত স্বভাব এখনও ছাড়তে পারেনি—ঘরের ভেতর আবদ্ধ থাকতে সে ভালোবাসে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে কাটাতে চায় বাইরে। সেই জন্য দিনের আলোয় ও রাতের আলোয় উজ্জ্বলতা খুব বেশী প্রভেদ থাকা উচিত নয়। এতে চোখের অযথা অসুখ বা অন্ধ হবার সম্ভাবনা। রাতকে যদি দিনেই পরিণত করতে হয় উজ্জ্বল আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন, চোখ ভাল থাকবে।

CESC

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

CEK ৩৪

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চাষী-সমাজের কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য

পাট-রেগুলেশনের চীফ্ কণ্ট্রোলার মহোদয় নিম্নোক্ত দুইটি বিবৃতি পাটচাষীদের অবগতির জন্য প্রচার করিয়াছেন :—

(১)

পাটচাষিগণ সম্ভবতঃ অবগত আছেন যে, যাহাতে তাঁহারা পাটের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারেন, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এতদ্ উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে যে সব জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল, তাহার একটি সঠিক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ১৯৪১ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা গভর্ণমেণ্ট সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে পাটচাষীগণ হয়ত ইতিমধ্যেই নোটিশ পাইয়া থাকিবেন। নতুবা অনতিবিলম্বেই যে সব অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় তাহার প্রত্যেক জেলায়, ইউনিয়নে এবং সম্ভব হইলে প্রত্যেক মৌজায় এ বিষয় নোটিশ দ্বারা জ্ঞাত করান হইবে। পাটের জমি তালিকাভুক্ত করিবার সময় সরকারী কর্ম্মচারীগণের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও বহু পাটচাষী গভর্ণমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করিয়া জমি তালিকাভুক্ত করিবার কার্য্য-প্রণালী অবগত হইবার চেষ্টা করেন নাই। উপরন্ত এতদ্ সম্পর্কে তাঁহাদের নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। ইহাতে পাটচাষীগণ নিজেদের অসুবিধাই সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ত্তমান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সময়েও যাহাতে পুনরায় এরূপ না হইতে পারে, তজ্জন্য পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর আবশ্যকীয় নিয়মাবলী এবং কার্য্যপদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ সমস্ত বিষয় অবগত থাকা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

(১) প্রধানতঃ পাটচাষীগণের ইহা অবগত হওয়া উচিত যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল এবং যাহা রেকর্ডভুক্ত করা হইয়াছে, ১৯৪১ সালে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট বপন করা যাইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অর্থাৎ ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে কোনও পাটচাষী পাট বপন করিয়াছিলেন বলিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, তাহার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে ১৯৪১ সালে পাট বপন করিবার অনুমতি পাইবেন।

বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ অনতিবিলম্বে প্রতি মৌজায় প্রত্যেক পাটচাষী যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে পারিবেন, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। এই তালিকায় (১) পাটচাষীর নাম, (২) তাহার নামে ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং (৩) উক্ত তালিকায় বর্ণিত জমির এক-তৃতীয়াংশ যাহাতে উক্ত পাটচাষী ১৯৪১ সালে পাট আবাদ করিতে পারিবেন, তাহা প্রদর্শিত হইবে। ইহা প্রস্তুত হইবামাত্রই পাটচাষীগণের অবগতির জন্য প্রকাশ্য স্থানে প্রচার করা হইবে এবং এই মর্ম্মে সঙ্গে সঙ্গে নোটিশ জারী করা হইবে। বিভাগীয় কর্ম্মচারী এ সম্পর্কে যে তারিখে ঐ মৌজায় উপস্থিত থাকিবেন, তাহাও ঐ নোটিশে উল্লিখিত থাকিবে।

(২) এই নোটিশ পাওয়া মাত্রই পাটচাষী নোটিশে লিখিত স্থানে গিয়া কাহাকে কি পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে তাহার তালিকা দেখিবেন এবং তাঁহার পাট-জমির খতিয়ান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলপত্র সহ নোটিশে নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টেণ্টের পরিদর্শনের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন। কোনও বিশেষ কারণে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলে পাটচাষী তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইবেন। কিন্তু ইহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, নোটিশ অনুযায়ী উপস্থিত না হইলে বা অন্য কোনওরূপে নোটিশ অবহেলা করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টাণ্ট পাটের খতিয়ান এবং অন্যান্য দলিলাদি পরিদর্শন করিয়া যদি পাটচাষী লাইসেন্স পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে পাটচাষী কত পরিমাণ জমিতে পাট বপন করিতে পারিবেন, তাহা তিনি জানাইবেন এবং কোন্ কোন্ জমিতে পাট বপন করিতে ইচ্ছুক, তাহা নির্দ্দেশ করিতে বলিবেন।

কোনও অবস্থাতেই তালিকাভুক্ত জমির এক-তৃতীয়াংশ জমির অধিক জমিতে পাট বপন করিতে দেওয়া হইবে না। সুতরাং পাটচাষীগণ পূর্ব্ব হইতেই কোন্ কোন্ জমিতে ১৯৪১ সালে পাটচাষ করিবেন তাহা স্থির করিয়া রাখিবেন এবং নিজ নিজ পাটের জমির খতিয়ান ঐ সকল জমির দাগে সম্ভব হইলে চিহ্নিত করিয়া রাখিবেন। যদি পাটচাষীর জমি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করার প্রয়োজন না হয়, তবে পাটচাষী উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট হইতে তখনই একটী বসড়া লাইসেন্স পাইবেন।

(৩) পাটচাষীগণ স্মরণ রাখিবেন যেন নোটিশের উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুসারে তাঁহারা কার্য্য করেন। নোটিশে লিখিত তারিখেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। এই তারিখ সাধারণতঃ নোটিশ জারী হইবার তিন দিনের মধ্যে হইবে।

(৪) উল্লিখিত তালিকায় কোনও প্রকার ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হইলে তাহা তালিকা প্রচারের তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টাণ্টের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর নিকট জানাইতে হইবে। পাটচাষীগণের যেন স্মরণ থাকে যে, কোন কর্ম্মচারীরই কোন অবস্থাতেই ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষ করা হইয়াছিল বলিয়া রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমির অধিক জমিতে ১৯৪১ সালে পাট বপন করিতে অনুমতি দিবার ক্ষমতা নাই।

(৫) যদি কোনও পাটচাষী তাহার পাটজমির খতিয়ানভুক্ত জমির পরিবর্ত্তে অন্য কোনও জমিতে পাট বপন করিতে চান, তবে তিনি বিভাগীয় ২৪ নং ফরমে ঐ মৌজায় লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে সাতদিনের মধ্যে স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টেণ্টের উপরস্থ কর্ম্মচারীর নিকট উক্ত দাগের সেটেল্‌মেণ্ট খতিয়ানের নকল এবং সংশ্লিষ্ট পাট-জমির খতিয়ান সহ আবেদন করিবেন। যদি নির্ব্বাচিত জমি কোনও জমির অংশ হয়, অথবা জমিকে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পাটচাষী বিভাগীয় কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশানুযায়ী সরেজমীনে উপস্থিত থাকিয়া খুঁটি পুতিয়া বিভাগ করিয়া লইবেন। পাটচাষীগণকে উক্ত খুঁটিসহ উপস্থিত থাকিতে হইবে। জমি বিভাগ করিবার পূর্ব্বে পাটচাষীকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না।

(৬) অতঃপর পাটচাষীগণকে তাঁহাদের পাটের খতিয়ান ও অন্য দলিলাদি এবং খসড়া লাইসেন্স সহ স্থানীয় পাট কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট, অথবা স্থানীয় লাইসেন্স প্রদানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট, উপস্থিত হইতে নোটিশ দেওয়া হইবে। নোটিশের মর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করা একান্ত প্রয়োজন।

(৭) বলা বাহুল্য, গভর্ণমেণ্ট পাটচাষীগণের সুবিধার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং সর্ব্বদাই এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সচেষ্ট। পাটচাষীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ পালন এবং আইনের বিধানানুযায়ী কার্য্য করেন। নতুবা গভর্ণমেণ্ট কঠোর শাস্তিবিধান করিতে বাধ্য হইবেন।

(৮) এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বা পাট চাষ করিবার জন্য লাইসেন্স পাইতে কোনও পাটচাষীর কিছুই ব্যয় করিবার প্রয়োজন হইবে না। এ সম্পর্কে পাটচাষীর বিভাগীয় কোনও কর্ম্মচারীকে বা পাট-কমিটির কোনও মেম্বারকে কিছু দেওয়া বা দিতে চাওয়া আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি কোনও বিভাগীয় কর্ম্মচারী এ সম্পর্কে আইনবিরুদ্ধ কিছু গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তিনিও শাস্তি পাইবেন।

(৯) পাটচাষীগণ স্মরণ রাখিবেন যে, তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই গভর্ণমেণ্ট এই গুরুত্ব এবং ব্যাপক অনুষ্ঠানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথারীতি পালন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস। কিন্তু পাটচাষীগণেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং তাঁহাদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতিরও একান্ত প্রয়োজন। পাটচাষীগণের অজ্ঞতা এবং অবহেলা তাহাদেরই স্বার্থের বিশেষ হানিকর হইবে। বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের অজ্ঞতা এবং অবহেলার প্রতিবিধান সর্ব্বদাই করা হইবে। কিন্তু শুধু বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, পাটচাষীগণের সহানুভূতি ব্যতীত, এরূপ গুরুতর সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে; উভয়ের সমবেত চেষ্টা দ্বারাই অভীষ্ট ফল লাভ করা যাইতে পারে। অতএব পাটচাষীগণের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাহারা যেন নিজ কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন এবং আন্তরিকভাবে বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণের সহযোগী এবং সহকর্ম্মী হন; ইহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

(২)

এই বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে ১ নং প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পাটচাষের জন্য লাইসেন্স প্রদানের কার্য্যাবলী এবং পাটচাষীগণের এতৎসম্পর্কে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বলা হইয়াছে। আমার একান্ত অনুরোধ, পাটচাষীগণ এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অবহিত না হইয়া থাকিলে অনতিবিলম্বে উক্ত পত্রিকার মর্ম্ম অবগত হইবেন এবং প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী স্মরণ রাখিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ-প্রচেষ্টায় পাটচাষী এবং বিভাগীয় কর্ম্মচারী উভয়েরই সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য অবশ্য পালন করিবেন; কিন্তু পাটচাষীগণও যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন না করেন, তাহা হইলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইবে।

১। পাটচাষীগণের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালে যে পাটের জমি তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, পাটচাষীকে ১৯৪১ সালে সেই জমির এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষ করিতে দেওয়া হইবে না। শুধু তাহাই নহে, অধিকন্তু মোট তালিকাভুক্ত পাটজমির যে ঊর্দ্ধতন এক-তৃতীয়াংশ জমিতে তাহাকে পাটবপন করিতে দেওয়া হইবে, তাহার নির্ব্বাচনও ১৯৪০ সালের পাট-খতিয়ানভুক্ত জমিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অতএব, পাটচাষীগণ বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন যে, ১৯৪০ সালে যে জমি তালিকাভুক্ত হয় নাই, সে জমিতে পাট বপন করিবার জন্য প্রস্তুত না করাই বিধেয়। এ বিষয়ে কোনওরূপ অজ্ঞতার অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না।

২। উল্লিখিত প্রচার-পত্রিকায় পাটচাষীগণকে ইহা জানান হইয়াছে যে, তালিকাভুক্ত জমির বদলে যদি কেহ

[১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ফ্যাসিস্ট-শাসনের বর্ব্বর অভিযান

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ইত্যবসরে ধনী সম্প্রদায়কে দারিদ্র্যে পতিত হইতে দেখিয়া শ্রমিক সম্প্রদায় হয়ত মনে মনে খুব আনন্দানুভব করিবে। আবিসিনিয়ার ন্যায় এ-দেশেও ধনী সম্প্রদায়ের উপর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়া হইবে। যে মুহূর্ত্তে সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে কিছু থাকিবে না; ঠিক সে-মুহূর্ত্তে উপরোক্ত নিম্ন শ্রেণীর পালা আসিবে।

তারপর কি ?

এ-ভাবে হয়ত তিন বৎসর কাটিবে। এ-সময় ভারতে ইটালীয়ান স্থায়ী সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াইবে ত্রিশ লক্ষ। ভারতের রাজকোষ হইতেই ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। উক্ত সৈন্যদলে অন্যূন ৯০ হাজার ইটালীয়ান সামরিক অফিসার থাকিবে। ইতিমধ্যে ত্রিশ লক্ষ ইটালীয়ান উপনিবেশিকও আসিয়া পড়িবে; সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি ইটালীয়ান সহরে পরিণত হইবে। সমস্ত কল-কারখানার ম্যানেজার হইবে ইটালীয়ান। ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বড় শেয়ারের মালিক হইবেন। ইটালীয়ান ক্রয় বিক্রয় ও রফতানী বোর্ড ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিলি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিবে।

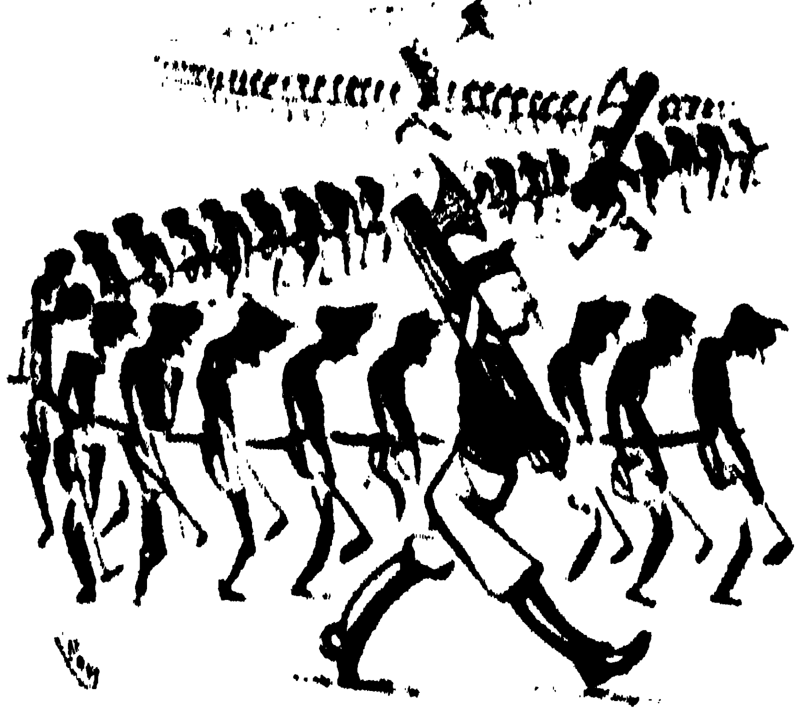

দরিদ্র লোকদিগকে এরূপভাবে বন্ধন করিয়া বেগার খাটাইতে লইয়া যাওয়া হইবে।

ইটালীয়ান ভারতে তখন আর কোন বৈদেশিক থাকিবে না। কোয়েষ্টুরার লাইসেন্স ব্যতিরেকে কাহারও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার থাকিবে না। ইটালীতে প্রস্তুত কলের লাঙলের সাহায্যে ভারতে চাষাবাদ আরম্ভ হইবে। অন্য কোন দেশের লাঙল ব্যবহার করা যাইবে না। এ-পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকজন কতকটা শান্তিতেই হয়ত দিন যাপন করিতে থাকিবে; কিন্তু ইহার পর আসিবে তাহাদের পালা। সমগ্র দেশটাকে পদানত করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে ইটালীয়ান সৈন্যসামন্তদের চলাচলোপযোগী রাস্তা ঘাট তৈয়ারীর জন্য তখন এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

যদি এ-কাজে হাজার হাজার শ্রমিক মৃত্যুমুখেও পতিত হয়, তাহা হইলেও ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্টের কিছু আসে-যায় না। বিগত ১৯৩৮-৪০ সনের মধ্যে রাস্তা তৈয়ারীর কাজে ৪০,০০০ আবিসিনিয়ান শ্রমিকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। যত বেশী লোক মারা যায়, ইটালীয়ানদের পক্ষে ততই লাভ; কারণ ইহাতে ইটালীয়ানদের জন্য অধিক জায়গার ব্যবস্থা হইয়া যায়। স্মরণ রাখিবেন, এখনও এক কোটি ৭০ লক্ষ ইটালীয়ানদের স্থান চাই।

এমতাবস্থায় পাছে শ্রমিকদের বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে-এজন্য নিম্ন শ্রেণীর লোকজন আবেদন নিবেদন জানাইতে আরম্ভ করিবে। ফল এই হইবে যে-বন্দী-শিবিরের ভয়ে তাহারা পূর্ব্বাহ্ণে আবেদন নিবেদন করিবে, আবেদন নিবেদন জ্ঞাপনের শাস্তি স্বরূপ অবিলম্বে তাহাদিগকে তথায়ই গমন করিতে হইবে।

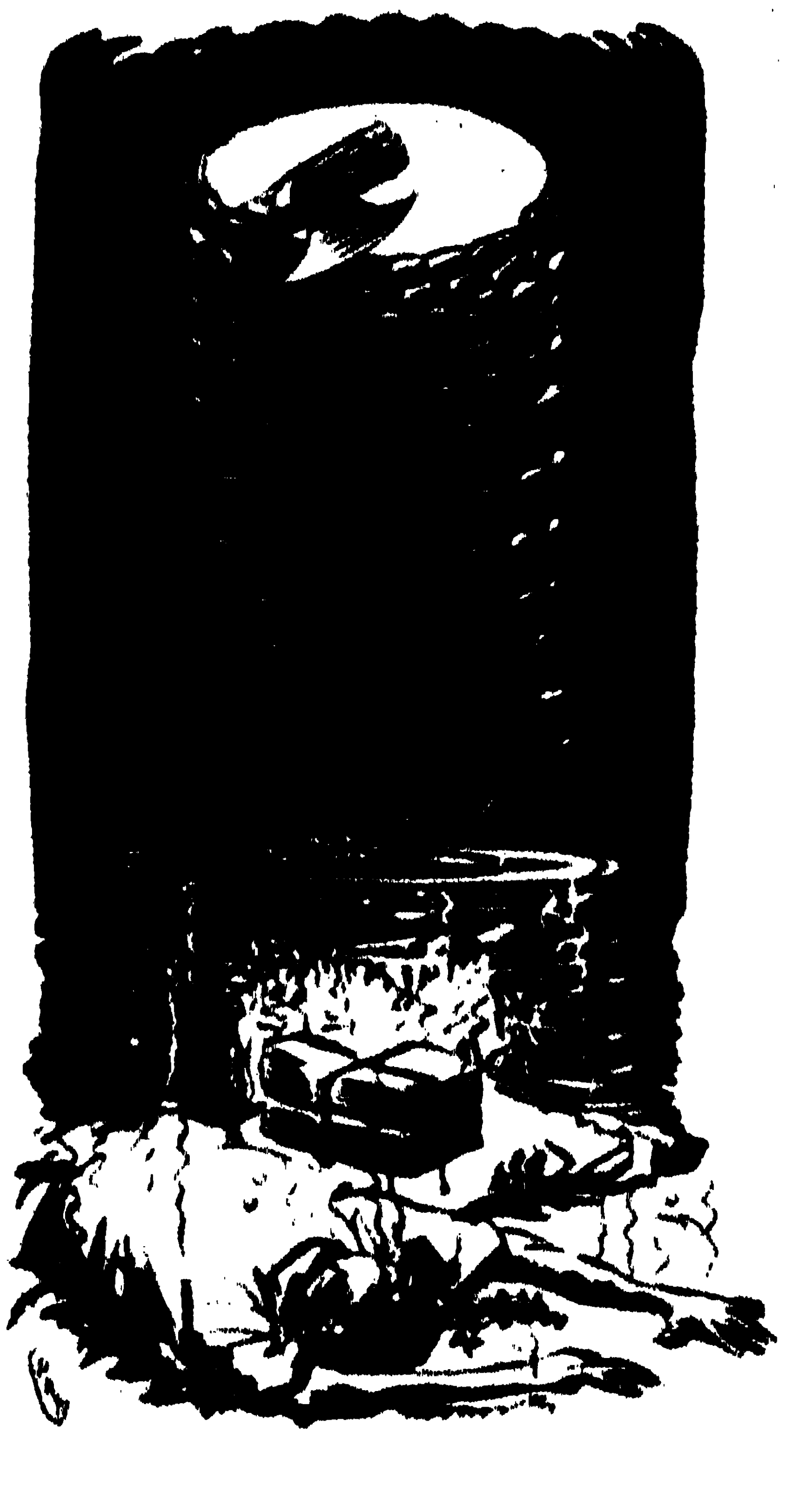

অবাধ্য লোকদিগকে এরূপভাবে কূপে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইবে।

ক্ষমা ও তারপর

মনে করুন, কোন কোন ভারতীয় নেতা পাহাড় পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সৌভাগ্যক্রমে ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনী ও কোয়েষ্টুরার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু সমতলবাসিগণের পক্ষে পাহাড়-পর্ব্বতের শিখরে বাস করা সোজা ব্যাপার নয়। তিনটি শীত ঋতু তথায় যাপনের পর তাহারা হয়ত ইটালীর বশ্যতা স্বীকারে সম্মত হইয়া ইটালীয়ান কূটনৈতিক অফিসারের সহানুভূতি লাভ করিবেন; তিনি ইহাদিগকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতিও দিবেন। এই সকল ইটালীয়ান অফিসারের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক পলাতক নেতৃবৃন্দ তাহাদের পার্ব্বত্য আশ্রয়স্থান হইতে হয়ত নামিয়া আসিবেন। দিল্লীর আইন-পরিষদ ভবনের মধ্যস্থলে (ইতিমধ্যে যেখানে হয়ত রোমান উৎসব প্রাঙ্গণ করা হইয়াছে) তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করা হইবে। খুব ধুমধামের সহিত খাওয়া দাওয়ার পর নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব পরিজনবর্গকে দেখার জন্য গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন; কিন্তু পথিমধ্যে কোয়েষ্টুরা কর্ত্তৃক সকলে নিহত হইবেন। যতই ইটালীর অনুগত হোন না কেন, ইটালীয়ান ঔপনিবেশিক পরিকল্পনায় কোন প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির স্থান নাই। ইহা হয়ত কাহারও নিকট অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তব নজীর রহিয়াছে। বিগত ১৯৩৮ সনে ইথিওপিয়ানদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান রাজপুরুষ রাস্ কাস্সার দুই পুত্রের প্রাণ সংহার এতদ্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জনৈক সদস্য ইটালীয়ান কর্ম্মচারী আজও উক্ত রাজকুমারদ্বয়ের শিরস্ত্রাণ প্রদর্শন করিয়া গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। ইটালীর আনুগত্য স্বীকার করার সময় নিহত রাজকুমারদ্বয় উক্ত শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়াছিলেন। মুসোলিনীর চর ইহাদের হত্যাসাধন করে।

হয়ত কোটিপত্র দেখিয়া সকলে শিহরিয়া উঠিবেন। ইহাতে অতিরঞ্জিকতা কিছুই নাই; কারণ এ-সকল অমানুষিক ব্যাপার ইথিওপিয়াতে সংঘটিত হইয়াছে। ইটালীয়ানদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল ভারতীয় বণিক ইথিওপিয়ায় ব্যবসা বাণিজ্য করিত এবং পরে যাহারা ইটালীয়ানদের হাতে চরম লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহাদের যে-কোন ব্যক্তির নিকট আপনারা উহার সমর্থন পাইবেন। ইহাতে আদৌ অতিরঞ্জন নাই; ইহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে ইটালী জয় লাভ করে এবং বৃটেন পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যে আরও অনেক কিছু আছে। তবে সুখের বিষয়, সাধ্যানুযায়ী সাহায্যের দ্বারা ভারত শত্রুকে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে পারে। যদি মুসোলিনী জয়ী হন, তাহা হইলে ভারতবাসীরই ক্ষতি হইবে সবার চাইতে বেশী। কাজেই বলা চলে—এ-যুদ্ধ একা বৃটেনের নয়, ভারতেরও বটে।

হতভাগ্য শ্রমিকগণ দীর্ঘদিন বেগার খাটিয়া দেশে ফিরিয়া হয়ত দেখিবে—তাহাদের পরিবার-পরিজন নিহত হইয়াছে।

জেল-প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য তদন্ত কমিটি

প্রশ্ন-পত্রের খসড়া তৈরী

বাঙলার জেলসমূহে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বাঙলা সরকার মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী, এম, এল, একে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বাঙলার বিভিন্ন জেলে কয়েদীদের কি কি শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, কারামুক্তির পর উক্ত শিল্পশিক্ষা দ্বারা কয়েদীরা জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা পাইতেছে কিনা, বিভিন্ন জেলে প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা কিরূপ এবং বাজারে অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সহিত জেলজাত শিল্পদ্রব্যগুলি প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কমিটি চারি দফায় একটি প্রশ্নপত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রশ্নপত্রের প্রথম দফাটি বাঙলার বিভিন্ন জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়া জেলে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইবে। দ্বিতীয় দফায় প্রশ্নপত্রে কারামুক্ত কয়েদীদের জীবিকা সম্পর্কে সংবাদ লওয়া হইবে। ৩য় ও ৪র্থ প্রশ্নপত্র দুইটি বিভিন্ন সরকারী বিভাগ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিয়া জেলজাত দ্রব্যাদির বাজারে কিরূপ চাহিদা আছে এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতায় ঐগুলি কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইত্যাদি বিস্তারিত জানিয়া লওয়া হইবে।

বশীরহাট, বর্দ্ধমান ও আসানসোলে গভর্ণর বাহাদুর

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যুদ্ধভাণ্ডারে বর্দ্ধমানের বিরাট দান

বর্দ্ধমান জেলাবাসিগণের পক্ষ হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক বাঙলার যুদ্ধ তহবিলের জন্য প্রদত্ত ১৭,৫৪০ টাকার একখানি চেক্ প্রাপ্তিস্বীকার প্রসঙ্গে বিগত ২০শে ডিসেম্বর একটী জনসভায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যুদ্ধ-তহবিলে সর্ব্বাধিক অর্থ সাহায্য দানের গৌরব বর্দ্ধমান জেলা অর্জ্জন করিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বর্ত্তমানে ২,০০,০০০ টাকায় পেঁছিয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, সভাস্থলে তাঁহার বন্ধুদ্বয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ও মাননীয় বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়কে উপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায়ের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তিনি বলেন, জেলা বোর্ডের অর্থে ১,২৫,০০০ টাকার ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করিয়া উক্ত রাজা বাহাদুর জনসাধারণের সম্মুখে একটী মহৎ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের আদর্শ অনুসরণে বর্দ্ধমান সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকার বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন।

ভারতের কোন কোন বিশিষ্ট জননায়ক যুদ্ধের ব্যাপারে সহায়কে সাহায্য করার পরিবর্ত্তে তাঁহার "অভিভাবক" হইতেছেন দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি এই আশাও পোষণ করিয়া থাকেন যে, শীঘ্রই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় একযোগে গ্রেট বৃটেনের সমর-প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যদানপূর্ব্বক নাৎসী-শাসিত জার্ম্মাণীকে পর্য্যুদস্ত করিতে অগ্রসর হইবে।

খাদ্যাভাবের দরুণ নিরুৎসাহ না হওয়ার জন্য মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় সকলকে অনুরোধ জানাইয়া বলেন, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

যখন বিরুদ্ধ দলের নেতা এই যুদ্ধে বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন ভাব প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে যদি বৃটেন পরাজিত হয়—ভগবান ভারতবর্ষকে দেখিবেন; তখন তিনি বাস্তবিক এই কামনাই করিতেছিলেন যে, বৃটেন এই যুদ্ধে জয়ী হইবে এবং সে অত্যাচারের হাত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবে। এই প্রসঙ্গে জগতের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে ভারতের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া স্যার বিজয়প্রসাদ—অর্থ-বিদের ব্যাপারে মি: ভুলাভাই

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর ও মাননীয়া গভর্ণর-পত্নী একটি সভায় তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র শ্রবণ করিতেছেন।

তিনি আরও বলেন, "আমি শুধু যুদ্ধ-সম্পর্কিত কথা বলার জন্য আসি নাই। এ জেলার চাষী সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য, বিশেষ করিয়া অনাবৃষ্টির দরুণ যাহাদের শস্যহানি ঘটিয়াছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাই আবার আমার অন্যতর কারণ। তিনি চাষীদিগকে এ-অর্থে আশ্বাস দেন যে, আবশ্যকবোধে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

যুদ্ধ তহবিলের জন্য চেক প্রদান প্রসঙ্গে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বলেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের মূল্যবান উপদেশের জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞ। যুদ্ধ তহবিলে দুই লক্ষের উপর অর্থ সাহায্য করিয়া বর্দ্ধমান জেলা প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে বলিয়া তাঁহারা গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন।

দেশাইয়ের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বক্তৃতার উল্লেখ করেন।

এই জেলা পরিদর্শনের নিমিত্ত মহামান্য লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় বলেন যে, ডিক্টেটরের প্রভুত্ব হইতে মানব জাতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই যুদ্ধে বৃটেনকে সাহায্য করা ভারতবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

আসানসোলে গভর্ণর বাহাদুর

"যুদ্ধের কৃষ্ণ-ছায়ার মধ্যেও বৈজ্ঞানিক ও সমাজ সেবার কার্য্য অব্যাহত গতিতে পরিচালিত হইতেছে, আমি ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। এইরূপ মানসিক শক্তি দ্বারাই সভ্যতার জয় সূচিত হয়—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাষ পাওয়া যায়।" বিগত ২০শে ডিসেম্বর সকালে আসানসোল কুষ্ঠ হাসপাতাল ও উপনিবেশের উদ্বোধন করিতে গিয়া বাঙলার মহামান্য গভর্ণর উপরোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

গভর্ণর আরও বলেন,—ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহুকাল যাবত কুষ্ঠরোগ-নিবারণ আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবত অন্যান্য রোগ নিবারণে যতটা সাফল্য লাভ করা গিয়াছে, তাহার তুলনায় কুষ্ঠরোগ নিবারণ সম্পর্কে সাফল্য অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ও সমবায় বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মি: মুকুন্দবিহারী মল্লিক বাগেরহাট (খুলনা) সমবায় মহাজন-সমিতি পরিদর্শন করিতেছেন। চিত্রে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার খান-বাহাদুর আফসার আলীকেও দেখা যাইতেছে।

যাঁহারা এই মঙ্গলজনক কার্য্যকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা একটুও নিরুৎসাহ হন নাই বা সহৃদয় জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্যদানে পরাঙ্মুখ হন নাই।

কুষ্ঠ হাসপাতাল ও উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, ক্লিনিক অথবা অন্য কোন প্রকারের কুষ্ঠ চিকিৎসালয় দ্বারা হাসপাতাল ও উপনিবেশের কাজ চলিতে পারে না,—যদিও ক্লিনিক দ্বারা বহু কুষ্ঠ রোগীর প্রভূত উপকার হইয়াছে। এই উপনিবেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কুষ্ঠরোগিগণ চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে। ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত দুইটী উপকার সাধিত হইবে—(১) পরিবারস্থ সুস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে রোগ সংক্রামিত হইতে পারিবে না এবং (২) রোগিগণ এইস্থানে স্বাধীনভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা নিজদিগকে সমাজের ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিবেন না।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনের পর গভর্ণর হাসপাতাল, দুইটী কটেজ ও কুষ্ঠরোগীর জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম উপনিবেশ পরিদর্শন করেন।

গভর্ণর কুলটি লোহার কারখানাও পরিদর্শন করেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কারখানার বিভিন্ন বিভাগ দেখেন।

ইহার পর তিনি ম্যাকলীনস্ বার্ণপুর ওয়েলফেয়ার সেণ্টার ও বার্ণপুর হাউসিং স্কীম পরিদর্শন করেন।

সম্প্রতি দিল্লীতে প্রাদেশিক সরকার-সমূহের প্রচার বিভাগীয় ডিরেক্টরদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বাঙলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের ডিরেক্টর মি: আবদুল হোসেন এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ বাহিনীর বিজয়াভিযান

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

বিশ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

কায়রোর জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুর অগ্রগামী বৃটিশ সেনা-বাহিনীর সহিত ইটালীয়দের যুদ্ধ চলিতেছে। ইটালীয় সেনারা ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে হটিয়া যাইতেছে এবং বৃটীশ সেনারা ইটালীয়দিগকে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। বন্দী ইটালীয়দের সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও মনে হয় ২০ হাজারের অধিক ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বিভিন্ন আকারের বহু ট্যাঙ্ক, কামান ও প্রচুর গোলা-বারুদ বৃটীশ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে। শতাধিক ইটালীয় অফিসারও বন্দী হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একটি বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ ও দুইজন কমান্ডিং জেনারেল অফিসারও আছেন।

সিদিবারাণী এলাকায় দুইটি ইটালীয় বাহিনী একেবারে কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বাহিনী দুইটিতে ১৪ হাজার হইতে ১৭ হাজার পর্য্যন্ত সৈন্য রহিয়াছে।

রোম হইতে প্রকাশিত একটি ইটালীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বুধবার সিদিবারাণীর পশ্চিমে তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে ইটালীয়দের প্রভুত ক্ষতি হইয়াছে। আকাশ যুদ্ধে সাতটি ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে বৃটীশ বিমানের হানা

বিমান বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, ১১ই তারিখ বুধবার রাত্রে বৃটীশ বিমানবহর জার্ম্মাণীতে জার্ম্মাণ অভিযানকেন্দ্র ও বহু বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে হ্যানোভারে পাওয়ার ষ্টেশন, রেল-লাইন এবং ক্যালে ও বুলোন বন্দরের উপরও বোমাবর্ষিত হয়। ইটালীতে নেপলসের উপরও আক্রমণ চলিয়াছিল।

গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

এথেন্স বেতারে বলা হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক বাহিনী অগ্রসর হইতেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও তুষারপাতের মধ্যেও তাহারা শত্রুপক্ষের অনুসরণ করিতেছে। ইটালীয় বাহিনীর বাম পার্শ্ব পিরামারা পর্ব্বত-শৃঙ্গের দিকে হটিয়া যাইতেছে। তাহাদের বাধা-দানের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আরও উত্তরে তাহারা যেসব স্থানে প্রবল ভাবে বাধা দিতেছিল, তাহাও রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। পোগ্রেডেটি অঞ্চলে গ্রীক বাহিনী আলবেনিয়ার আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শৃঙ্গ অধিকার করিয়াছে। আরও উত্তরে ইটালীয়দিগকে এমন একটি সুরক্ষিত ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে যে তাহারা উহা পুনরায় দখলের চেষ্টা করে। ফলে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। গ্রীক বাহিনী ইটালীয়দিগকে নিঃশ্বাস ফেলিতে দিতেছে না এবং তাহারা টিরানার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বার্মিংহামে বিমান-আক্রমণ

১১ই ডিসেম্বর বুধবার জার্ম্মাণ বিমানবহর বার্মিংহাম এলাকায় প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণে ৬টি গীর্জা, ১১টি বিদ্যালয়, ২টি সিনেমা গৃহ ও বহু বসতবাড়ীর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কয়েকটি এলাকায় বহু বাসভবনাদিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কতিপয় লোক হতাহত হইলেও আক্রমণের প্রচণ্ডতার তুলনায় নিহতের সংখ্যা কম।

প্রথমে জার্ম্মাণ বিমানগুলি স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী হানা দেয় এবং পরে শহরের উপর আগুনে বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। পরে আরও কতকগুলি বিমান আসিয়া বৃহদাকার তীব্র বিস্ফোরক বোমা ফেলিতে থাকে। বহু স্থানে আগুন ধরিয়া যায়। কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলে উহা নিবাইয়া ফেলা হয়। এক সময় বিমান বাহী কামানের প্রবল আক্রমণে জার্ম্মাণ বিমানগুলি উর্দ্ধাকাশে উঠিয়া আত্মরক্ষা করে।

১২ই তারিখ বৃহস্পতিবার আকাশ যুদ্ধে ৬টি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

ইটন কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত

ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতনামা বিদ্যালয় "ইটন কলেজের" উপর সম্প্রতি দুইবার বোমা বর্ষিত হয়। প্রথমবারের আক্রমণে কলেজের উপর দুই শতাধিক আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাবর্ষণে কলেজের ছয়টি দালানে আগুন ধরিয়া যায়। কলেজ স্বেচ্ছাসেবক-দল ঐ আগুন নিবাইয়া ফেলে।

দ্বিতীয় বারের আক্রমণকালে কলেজের উপর দুইটি তীব্র বিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে কলেজের ঐতিহাসিক কক্ষ ও কলেজ অভ্যন্তরস্থ গীর্জাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইটন কলেজ ইংলণ্ডের একটি অতি বিখ্যাত কলেজ। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজা ষষ্ঠ হেনরি এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মিডল্যাণ্ডে নৈশ আক্রমণ

বিমান দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ বিমান বহর গত ১১ই তারিখে বুধবার রাত্রি-কালে মিডল্যাণ্ডের একটি শহরের উপর প্রধানতঃ যে আক্রমণ চালায়, তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, অন্যত্র শত্রুবিমানের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং ক্ষতি সামান্যই হইয়াছে। উক্ত শহরের উপর সারারাত্রিব্যাপী আক্রমণে যে কয়েকটি স্থানে আগুন ধরিয়া যায়, তাহা অবিলম্বে নিবাইয়া ফেলা হয়।

জার্ম্মাণ মাল-জাহাজ আটক

ওলন্দাজ ডেষ্ট্রয়ার "ভ্যানকিং হেয়ারেন" ফ্লোরিডা উপ-কূলের অদূরে "রাইন" নামক জার্ম্মাণ মালবাহী জাহাজটিকে আটক করিয়াছে।

বৃটিশ অবরোধ এড়াইবার জন্য "রাইন" বারদিন পূর্ব্বে মেক্সিকোর ট্যাম্পিকো বন্দর ত্যাগ করে। পশ্চিম আটলান্টিকে কোন এক স্থানে ওলন্দাজ ডেষ্ট্রয়ারটি রাইনের নিকট উপস্থিত হইলে উহাতে আগুন জ্বলিতে দেখিতে পায়।

মার্কিণ নৌ-বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, রাইন জাহাজের নাবিকগণ জাহাজ ত্যাগের পূর্ব্বে নিজেরাই জাহাজটিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

জার্ম্মাণ রসদবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ সাবমেরিণ "সামন" হইতে দুইটি টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই চারি হাজার টনের একখানি জার্ম্মাণ রসদ-বাহী জাহাজ নরওয়ের উপকূলে নিমজ্জিত হইয়াছে। জাহাজখানিতে জার্ম্মাণীর প্রচুর রসদ ছিল। উক্ত সাবমেরিণের অধ্যক্ষ জার্ম্মাণ জাহাজ-খানিকে টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হইতে দেখিয়া-ছেন। বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে জার্ম্মাণীর ৪ সহস্র টনের একখানি তৈলবাহী জাহাজও উক্ত সাবমেরিণের আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে।

নরওয়ের যাত্রীবাহী জাহাজ ডুবি

নরওয়ের যাত্রীবাহী জাহাজ "অসলো ফিয়র্ড" (১৮ হাজার টন) নিউ-ক্যাসলের নিকট (ইংলণ্ড) এক মাইনে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডে জার্ম্মাণ বিমানের হানা

গত ১২ই ডিসেম্বর রাত্রিতে কিছু সময় অন্তর দুই ঘণ্টা কাল ঝাঁকে ঝাঁকে জার্ম্মাণ বিমান ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল অতিক্রম করে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের কয়েকটি স্থানেও কয়েক ঝাঁক বিমান হানা দিয়াছে। ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ এবং মাঝামাঝে হানা দিলেও মিডল্যাণ্ড অঞ্চলেই আক্রমণের তীব্রতা বেশী দেখা যায়। জার্ম্মাণ বিমানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ জঙ্গী বিমান তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং বিমানধ্বংসী কামান-শ্রেণী গর্জ্জিয়া ওঠে।

রসদবাহী জার্ম্মাণ জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ

বৃটিশ বিমান বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে বৃহস্পতি-বার অপরাহ্নে উপকূল রক্ষী বৃটিশ বিমানবহর ব্রেষ্ট বন্দরের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাত্রে উপকূল রক্ষী অপর একটি বৃটিশ বিমান হল্যাণ্ড উপকূলের অদূরে একটি রসদবাহী জার্ম্মাণ জাহাজের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে।

কয়েকটী জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ডুবি

বৃটিশ বিমান বহর লরিয়েঁ সাব-মেরিণ ও অন্যান্য ইউ-বোট ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি ইউ-বোটের কয়েকজন নাবিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গ্রীকদের আরো অগ্রগতি

গ্রীক হেডকোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে ১৩ই ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, একটি গ্রীক পর্য্যবেক্ষণকারী রক্ষীদল কয়েকজন অফিসার সহ ১৫০ জন ইটালীয়কে বন্দী করিয়াছে।

লণ্ডনের সামরিক মহলের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, আলবেনিয়া সীমান্তে গ্রীকদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৪টি ইটালীয় বাহিনী সমাবেশ করা হইয়াছে। আবহাওয়া খারাপ হইলেও গ্রীক সৈন্যরা আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে।

আফ্রিকার পশ্চিম মরু-রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্যগণ ইটা-লীয় সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছে। এই এলাকায় ইটালীয় সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল হইয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অঞ্চলটি ইটালীয় সরবরাহ কেন্দ্র হইতে দূরে পড়ায় সম্পূর্ণ যোগাযোগ ভয়ানক কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

কায়রোর জেনারেল-হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আরও কয়েক হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া বন্দীদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভবপর নয়। পশ্চিম মরুতে বৃটীশ সৈন্যরা অবাধ-গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে এবং ইটালীয় সৈন্যরা ক্রমশঃ পিছু হটিয়া যাইতেছে। তিনজন সিনিয়র ইটালীয় জেনারেল বন্দী হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও দুইজন জেনারেলও বন্দী হইয়াছেন। উহাদিগকে কায়রোতে আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে জেনারেল সেবাষ্টিয়ানোও আছেন। জেনারেল মালেটি নিহত হওয়ায় জেনারেল সেবাষ্টিয়ানো তাঁহার স্থলে সেনানায়কের ভার গ্রহণ করেন। দলবলসহ পলায়নকালে তিনি বৃহস্পতিবার বন্দী হইয়াছেন।

বৃটিশ বাণিজ্য ক্রুজার ধ্বংস

বৃটিশ বাণিজ্য ক্রুজার "ফোর্ বার" সমুদ্র পথে চলিবার সময় শত্রু পক্ষের টর্পেডোর আঘাতে নিম

[১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

হিট্‌লারের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

আলসেস্-লোরেনের উপর জার্ম্মাণীর দাবী

লোরেনকে জার্ম্মাণদিগের আবাসভূমিতে পরিণত করিবার জন্য ঐ দেশ হইতে ফরাসী ভাষাভাষী সমুদয় লোককে বাধ্যতামূলকভাবে স্থানান্তরিত করিবার সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভিসি গভর্ণমেণ্টের প্রতিবাদের সংবাদ পাঠ করিয়া সম্প্রতি কয়েক বৎসরে বক্তৃতায় হিটলারের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করা অশোভন হইবে না। নিম্নে ঐ সমুদয় প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করা গেল:—

(১) ১৯৩৫ সন ২১শে মে—"জার্ম্মাণী গুরুত্বপূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াছে ও চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে যে, সা'রে গণভোট গ্রহণের পর জার্ম্মাণী ফরাসীর সীমা অতিক্রম করিবে না। যদিও আমরা এইসব করিয়াছি তথাপি আমরা চূড়ান্তরূপে দাবী পরিত্যাগ করিয়াছি; আলসেস্-লোরেনের জন্য আমরা দুইবার যুদ্ধ করিয়া থাকিলেও উহার প্রতি আমাদের আর কোন দাবী নাই।"

(২) ১৯৩৬ সন ১১ই মার্চ্চ—"ফরাসীর উপর জার্ম্মাণীর আর কোন দাবী নাই, জার্ম্মাণী আর কোন দাবী করিবে না।"

(৩) ১৯৩৮ সন ২০শে ফেব্রুয়ারী—"ফরাসীর কোন দেশ লওয়ার জন্য জার্ম্মাণীর দাবী নাই।"

(৪) ১৯৩৮ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বর—"আমি আরও বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছি— আমি সা'র জেলার গণভোটের পর ঐ জেলা ফেরৎ দেওয়ার পর ফরাসীকে তখনই বলিয়াছি যে এখন আর ফরাসী ও আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যতদিন এই দুই জাতি একত্র কাজ করিবে, ততদিন ফরাসী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সৌহার্দ্দ্যও বজায় থাকিবে।"

(৫) ফরাসী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ১৯৩৮ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্রে উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছিল যে, ঐ দুই দেশের সম্প্রীতি এই ভিত্তিতে বৃদ্ধি পাইবে যে, পরস্পর পরস্পরের সীমা স্বীকার করিয়া লইবে। তাহাতে শুধু তাহাদের উভয়ের স্বার্থই রক্ষিত হইবে না, উহা উভয় দেশের শান্তি রক্ষায়ও অপরিহার্য্য সহায়ক হইবে। জার্ম্মাণীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছিলেন "জার্ম্মাণী ও ফরাসীর মধ্যে অত্যাবশ্যক বিষয়ে এমন কোন মতভেদ নাই যাহাতে বিশেষ সংঘর্ষের কারণ থাকিতে পারে।"

(৬) ১৯৩৯ সনের ২৮শে এপ্রিল—"সা'র প্রদেশের প্রত্যাবর্ত্তন ফরাসী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে রাজ্য-বিস্তারের সমস্যা চিরতরে বিলোপ করিয়াছে।"

(৭) এমন কি ১৯৪০ সনের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে অর্থাৎ যুদ্ধ ঘোষণার ৪ মাস পরে একজন জার্ম্মাণ বেতার ঘোষণাকারী আমেরিকার বেতারযোগে ঘোষণা করে "আলসেস আমাদের জন্য নহে; আমরা আলসেস লোরেনের উপর সর্ব্বপ্রকার দাবী পরিত্যাগ করিতেছি।"

ফন্ প্যাপেনের কার্য্যাবলী

তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা

তুর্কী পররাষ্ট্র অফিসে আতাস সেক্রেটারী এম, মেনেমেনজগলুর উপস্থিতিতে ফন্ প্যাপেনের সঙ্গে এম, সারাজগলুর যে কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে, সে সম্পর্কে কিছুই প্রকাশ পায় নাই। জার্ম্মাণ মহলের কথাবার্ত্তা হইতে অনুমিত হয় যে, তুরস্ককে নিরপেক্ষ রাখার ভারপ্রাপ্ত ফন্ প্যাপেন এবার শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বার্লিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, তুরস্কের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা জার্ম্মাণীর নাই।

[পরবর্তী কলমের নিম্নে দেখুন]

রুমানীয়ার হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে বৈদেশিক প্রেরণা

ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর অভিমত

লণ্ডনে রুমানিয়ার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ ভি, ভি, টিলিয়াকে গত জুলাই মাসে রুমানিয়ায় ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যাইতে অস্বীকার করেন এবং অক্সফোর্ডে যান। তিনি জনসাধারণকে বলেন যে, রুমানিয়ায় যে নৃশংসতার বিভীষিকার অভিনয় হইতেছে এবং যাহার বিবরণ মানুষ মাত্রেই দুঃসহ হইয়া পড়িবে, তাহা যেন রুমানিয়াবাসী সাধারণ জাতির বিষয়ে কোন ধারণা করিবেন না। আধুনিক সময়ে রুমানিয়াবাসী রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড জানিত না। ইহা বৈদেশিক প্রেরণা দ্বারা দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

"কতিপয় বিকৃতমস্তিষ্ক যুবক এইরূপ হত্যাকাণ্ড সংঘটন করিয়াছে; ইহা হিটলারের অনুপ্রেরণার জন্যই হইয়াছে।

"আমি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি যে, রুমানিয়াতে শতকরা ৯০ জন লোক এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দাবাদ করিয়াছে।

"কিন্তু এই সমুদয় পাগলের কার্য্য হইতে ইহাই স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, রুমানিয়ার বর্ত্তমান নাৎসী পক্ষ সমর্থক শাসন কতদূর দুর্ব্বল ও অপ্রিয়।

"ইউরোপের এই অন্তিম কোণে—বলকানীয় দেশসমূহের চৌমাথায় রুমানিয়া জাতি ২,০০০ দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে।

"ইহা এখনও বাঁচিয়া থাকিবে এবং সুসভ্য মানব জাতির রাষ্ট্র অন্যান্য দেশের সহযোগিতা করিবার জন্য শান্তিপূর্ণ স্বাধীন জীবন যাপন করিবে।

"ইহা হইতেই বুঝা যায়, কেন আজ প্রায় সমগ্র দেশ মিত্র-শক্তির জয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছে; কারণ শুধু ইহা দ্বারাই তাহার স্বাধীনতা বজায় থাকিতে পারে।

"যাঁহারা রুমানিয়াবাসীকে জানেন কিম্বা তাহাদের সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আমার সহিত একমত হইবেন।"

বিমানক্ষতির তুলনামূলক হিসাব

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বিবরণ

সম্প্রতি বৃটেনের উপর ও চারিদিকে যে বিমান সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশ ও শত্রুপক্ষের কাহার কত বিমান ধ্বংস হইয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল:—

	শত্রুপক্ষে।	বৃটিশের পক্ষে।	বৃটিশ বিমানের নিরাপদ চালক
অক্টোবরের মোট সংখ্যা ..	২৪১	১১৯	৬২
নভেম্বর, ১—৭	৫৩	৩২	১০
নভেম্বর, ৮—১৪	৮১	১০	৫
নভেম্বর, ১৫—২১	৪৭	৮	৫
নভেম্বর, ২২ ..	২	..	..
নভেম্বর, ২৩ ..	১১	..	..
নভেম্বরে মোট ..	১৯৬	৪০	২০

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপ এবং তুরস্কে যাহাতে যুদ্ধ বিস্তার না করে, এই জন্যই নাকি জার্ম্মাণী বিভিন্ন পক্ষের সহিত সক্রিয়ভাবে আবদ্ধ হইতেছেন। ইটালী-গ্রীক সংগ্রামে জার্ম্মাণীর নিরপেক্ষতা উহার কতকটা সমর্থন যোগায়। তবে জার্ম্মাণী ইহা জানাইয়া দিয়াছে যে, যদি বৃটিশ সৈন্য গ্রীসে অবতরণ করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণীর হস্তক্ষেপ অবশ্যক হইয়া পড়িবে। জার্ম্মাণীর স্যার তুরস্কও যুদ্ধ-বিস্তৃতি কামনা করেন না। জার্ম্মাণীর উক্ত ঘোষণার প্রতিকে অধিকতর সাহায্য প্রদান না করিতে হয়ত তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট তাহাদের মিত্র বৃটিশকে অনুরোধ জানাইবেন।

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ-নিরোধ ব্যবস্থা

ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের প্রকৃত অবস্থা

নিরাপত্তা বিভাগীয় পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী মিস এলেন উইলকিনসন কয়েকটি উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলেন, "আশ্রয়স্থলে জীবন যাপন যথাসম্ভব আনন্দময় করিয়া তুলিতে হইবে।"

বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ—খাদ্য ব্যবস্থা:— লণ্ডনে জনসাধারণের আশ্রয় স্থলের জন্য স্থায়ীর কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য-পরিকল্পনাসমূহ এখন শেষ হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ রেলওয়ের মধ্যেও কাজ আরম্ভ হইয়াছে; ইহাতে বিশেষ ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার প্রয়োজন। এই সপ্তাহের মধ্যে ১৬টি ষ্টেশনের কাজ শেষ হইবে এবং অন্যান্য সমস্ত ষ্টেশনের কাজ বৎসরের শেষ ভাগে সম্পন্ন হইবে।

গর্ত্ত-আশ্রয়স্থল—যে সমুদয় গর্ত্ত-আশ্রয়স্থলের অর্দ্ধেক দূরীভূত করা যায় নাই, সেগুলি বন্ধ করা হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে উন্নততরবিশিষ্ট আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা যাইতেছে।

তাপের ব্যবস্থা—এক প্রকার নূতন ধরণের স্বাস্থ্যসম্মত বায়ু ব্যবহারের ব্যবস্থা করার জন্য সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর সহিত আলোচনা চলিতেছে।

টিকেট—যাহারা ভূগর্ভস্থ রেলওয়ের আশ্রয়স্থলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ঘুমাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কতিপয় ষ্টেশনে তিন মাসের সাময়িক টিকেট পাইবে। যে সমুদয় লোক রোজ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা তাহাদের স্থান নিধারিয়া রাখিলে যখন স্থান খালি হইবে, তখন তাহাকে প্রথম সুবিধা দেওয়া হইবে। সমস্ত দিন টিকেট ঘরের সম্মুখে লোক থাকার ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে। গত দুই মাসে ৫৯২টি উন্নততরবিশিষ্ট স্বাস্থ্যব্যবস্থাসম্পন্ন অতিরিক্ত আশ্রয়স্থল খোলা হইয়াছে। তাহাতে ১০০,০০০ এক লক্ষ লণ্ডনবাসীকে আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে।

সার্ডিনিয়ায় নৌ যুদ্ধ

বৃটিশ সাংবাদিকদের অভিমত

"ডেইলী টেলিগ্রাফ্‌" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন:— "ইটালীয়ান নৌ বিভাগের পক্ষে নভেম্বর মাসটি দারুণ দুঃখ-দুর্দ্দশার দিন। এক পক্ষকালের কিছু অধিক সময়ের মধ্যে পর পর দুইটি আঘাত পাইয়া ৬ খানি যুদ্ধজাহাজ রণপোত এবং ৭ খানি ভারী ওজনের ক্রুজার সমবায়ে গঠিত ইটালীর বিরাট নৌশক্তি যুদ্ধ ঘোষণা সময়ের তুলনায় অর্দ্ধেক সংখ্যা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালীর মাত্র একখানি যুদ্ধজাহাজের রণপোত এবং দুইখানি ভারী ওজনের ক্রুজার যুদ্ধোপযোগী রহিল। পলায়মান ইটালীয়ান রণপোতের আশ্রয় স্থল নিরাপত্তা ইটালীয়ান নৌ-বহরের দুর্গ-ভীরু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।"

"টাইমস্" বলেন:—"২১ বৎসরের পুরাতন ক্রুজারের ভয়ে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও আধুনিকতম রণপোতকে পলাইতে দেখিয়া ইটালীয়ানদিগকে নয়, বরং বৃটিশকেই উৎসাহিত করিতে হয়।"

ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্ট উক্ত যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা ইটালীতে উহা প্রচারের উদ্দেশ্য করিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ নৌ-বহর ইটালীর নৌ-বহরের আক্রমণের পাল্লার বাহিরে অবস্থান করে, উক্ত বিবরণীতে তাহা বলা হইয়াছে। ইটালীয়ান বিবরণীতে যে বৃটিশ রণপোতের উল্লেখ আছে, উহার পরিবেশ মাত্র ২৪ নট; অপর পক্ষে ইটালীয়ান রণপোতের পরিবেশ ২৭ হইতে ৩০ নট।

সংবাদ প্রকাশে বিধিনিষেধ

সামরিক খেলা-ধূলা সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের নিয়ম

সেনাদল সম্পর্কীত সংবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যে এক সরকারী নির্দ্দেশ প্রচার করা হইয়াছে, অতঃপর নিম্নোক্ত নির্দ্দেশও জারী করা হইয়াছে:—

"সেনাদলের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, জিমখানা এবং এই ধরণের খেলা-ধূলা সম্পর্কীত সংবাদ প্রকাশ করিতে হইলে, নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে:—

(ক) যখন কোন টুর্ণামেণ্টে সেই অঞ্চলের সকল কিম্বা অধিক সংখ্যক ইউনিট যোগদান করিতেছে, তৎকালে সেই অঞ্চলের ইউনিটসমূহের ব্যাপক তালিকা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

(খ) খেলা-ধূলা সম্পর্কীত সংবাদে কোন বিশেষ ইউনিটের নামোল্লেখ করা যাইতে পারিবে; কিন্তু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে উক্ত নামোল্লেখের ফলে সেই অঞ্চলের ইউনিটসমূহের ব্যাপক তালিকা প্রকাশে উহা সাহায্য না করে।

(গ) ব্যাটালিয়নের সংখ্যা উল্লেখ না করিয়া রেজিমেণ্ট অনুসারে ইউনিটের নামোল্লেখ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ১।১১ নং শিখ রেজিমেণ্টকে "১১শ শিখ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন", নরফোক্ রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়নকে "নরফোক্ রেজিমেণ্টের একটি ব্যাটালিয়ন" এবং কিং জর্জ V নিজস্ব বঙ্গীয় সাপার্স এণ্ড মাইনার্সের প্রথম ফিল্ড কোম্পানীকে "কিং জর্জ V নিজস্ব বঙ্গীয় সাপার্স এণ্ড মাইনার্সের একটি ফিল্ড কোম্পানী" বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

(ঘ) যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে কোন বিশেষ ইউনিটের সংগঠন, রূপ পরিগ্রহণ এবং আগমনের সংবাদ জানাইয়া প্রেস-অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সংবাদ প্রকাশ করা চলিবে না।

জরুরী কমিশনে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য

বাঙলার প্রচেষ্টা আদৌ ব্যর্থ হয় নাই

ভারতবর্ষের সম্রাটের সমস্ত বাহিনীতে বাঙলা হইতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে লোক যোগদান করিতেছে।

জরুরী কমিশনের জন্য ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলে সম্প্রতি যে বহুসংখ্যক লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সেজন্য বাঙলা দেশ বিশেষ গৌরব অনুভব করিতে পারে। এই সংখ্যা হইতে সমগ্র ভারতের কথা অবগত হওয়া যায় এবং দেখা যায় যে, গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেণ্ট্রাল ইণ্টারভিউ বোর্ড যে মোট সংখ্যা নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সী ও আসাম জেলাসমূহ শতকরা ১৩টি করিয়া লোক সরবরাহ করিয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই সম্পর্কে সংখ্যানুপাতিক তুলনা করিলে দেখা যায় কোন কোন প্রদেশকে উহা অতিক্রম করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ পাঞ্জাবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সকল লোক এই ব্যাপারে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি ভারতবর্ষের বাছাই করা যুবক সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে বাঙলা দেশ এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, তাহার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় নাই। এই সকল সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বাঙলা দেশকে আরও অধিক সংখ্যক সেরা লোককে প্রেরণ করা উচিত।

কলিকাতায় নিষ্প্রদীপ মহড়া

১১ই ডিসেম্বরের সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল শত্রুর বিমান দ্বারা নিশাযোগে আক্রান্ত হইলে ত্রাসধ্বনি হওয়া মাত্র কিভাবে সমস্ত শহর অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার একটা মহড়া গত ১১ই ডিসেম্বর রাত্রিতে হইয়া গিয়াছে।

সঙ্কেত ধ্বনি হওয়া মাত্র সমস্ত রাস্তা, বাড়ী, অফিস প্রভৃতির সমস্ত আলো নিবিয়া যায়। কেবল যেখানে কোনও সময়ে আগুন নিবে না, সেখানে অর্থাৎ শ্মশান-ঘাটগুলিতে চিতার আগুন যেমন জ্বলে তেমনই জ্বলিতে থাকে। তবে শ্মশানের অন্যান্য কার্য্য টর্চ্চের সাহায্যে হয়।

ট্রামে, বাসে, মোটরে এবং পায়ে হাঁটিয়া বহু ব্যক্তি রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে নিষ্প্রদীপ মহড়ার মজা দেখিবার জন্য বেড়াইতে থাকে। ট্রামের আরোহীরা ট্রামের জানালা খুলিয়া নগরীর বিচিত্র শোভা দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে কনডাক্টাররা তাহাদের বাধা দেয়।

কলিকাতার বিভিন্ন রঙ্গশালা ও নাট্যশালাগুলি খোলা ছিল; তবে তাহাদের দেদীপ্যমান আলোকমালার পরিবর্ত্তে টিকিট ঘরের সম্মুখে কেবল নীল আলো জ্বলিতে দেখা যায়। কিন্তু শীতের কলিকাতার সার্কাসটি নিঝুম ও নিস্তব্ধ ছিল। চৌরঙ্গীর হোটেলগুলির বাহিরে পর্দ্দা দেওয়া থাকিলেও ভিতরের অবিরাম আনন্দস্রোত পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল।

ই-আই-আরের পনরটি ট্রেণ এবং বি-এন-আরের আটটি ট্রেণ যথাবিহিত আলোকবিহীনভাবে ছাড়ে এবং ব্যাণ্ডেলের পর ট্রেণের আলো জ্বালা হয়। ই-বি-আরের ট্রেণগুলিও ঠিক ঐ ভাবেই ছাড়ে। অধিকাংশ মোটর হইতে নীল আলো নিঃসৃত হয়। অন্যান্য যানবাহনাদিতে কোনরূপ আলো ছিল না; তবে কয়েকটি সাইকেলে ক্ষীণ আলো জ্বলিতে দেখা যায়।

রাত্রি বারটার সময় নিরাপত্তা ধ্বনি হইলে রাজপথের আলোগুলি পুনরায় জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং মোটরের আলোগুলি অন্যান্য দিনের মত পুনরায় জ্বলিতে থাকে।

কলিকাতা অন্ধ-সেবাকেন্দ্র

মহামান্যা গভর্ণর-পত্নী কর্ত্তৃক পরিদর্শন

গভর্ণর পত্নী মাননীয়া লেডী রেনী হারবার্ট, মিসেস হ্যামিলটন ও একজন এ-ডি-কং সহ সম্প্রতি কলিকাতা অন্ধ চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

লেডী হারবার্ট তথায় উপস্থিত হইলে অন্ধ-চিকিৎসা-কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করেন এবং রায় বাহাদুর শুকলাল কার্ণানী ও উক্ত কেন্দ্রের সেক্রেটারী মওলানা এ. এফ. এম. আবদুল আলী, মিঃ এ. কে. চন্দ ও খান বাহাদুর তসলুক আহমদের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন।

ভারপ্রাপ্ত অফিসার ডাঃ জি. আহমদ তাঁহাকে কেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ডে লইয়া যান।

গত মঙ্গলবার সকালে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর গড়ের মাঠে কলিকাতার নগররক্ষী বাহিনী ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক স্বেচ্ছাসেবক দলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই কুচকাওয়াজে ৪ হাজার ৮ শত নগর-রক্ষী ও ২ হাজার ৪ শত বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করিয়াছিলেন।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা দেশের আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যাহা ছিল, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

বৃষ্টিপাত হইতেছে না। শীতকালীন ফসল কাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং বসন্তকালীন ফসলের বপন কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-বঙ্গের কোন কোন জেলা ব্যতীত আবাদী ফসলের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। বিগত ৩০শে নভেম্বর তারিখে বীরভূমে টেষ্ট-রিলিফ কার্য্যে ২৫১ জন লোককে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মেদিনীপুরের কাঁথী মহকুমায় ৭,৯৬২ জন লোককে দান হিসাবে সাহায্য করা হইয়াছে। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মূল্যের তুলনায় শতকরা ০·৪৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

চাউলের দর

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ নয় সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে /৮ আট সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৮৸০ পৌণে নয় সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় /৮ সের হইতে /৯ নয় সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় টাকায় /৭॥৵০ ছটাক হইতে /৯ নয় সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৭॥৵০ ছটাক হইতে /৮ আট সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় /৮ সের হইতে /৯৵০ ছটাক; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮৵০ ছটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় /৮ সের হইতে /৮৵০ ছটাক; রাজসাহী, নওগাঁও ও নাটোরে /৮ সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে /৮ আট সের হইতে /৯ সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৭॥০ সাড়ে সাত সের; দার্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ টাকায় /৭ সের হইতে /৮ আট সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭॥০ সাড়ে সাত সের; বগুড়ায়, টাকায় /৯ নয় সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে টাকায় /৮৸০ পৌণে নয় সের হইতে /৯ নয় সের; কুচবিহারে টাকায় /৮৵০ আট সের তিন ছটাক; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জে টাকায় /৮ সের হইতে /৯ নয় সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণায় টাকায় /৭ সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৯ নয় সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৮॥০ সাড়ে আট সের হইতে /৯॥০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় /৯ নয় সের হইতে ।০॥০ সাড়ে দশ সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে টাকায় /৯ সের হইতে দশ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় /৯॥০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ।৩।০ সোয়া তের সের।

প্রকাশ, অন্ততঃপক্ষে ২০ হাজার ইটালীয় বন্দী সৈন্যকে ভারতের কোনও এক বন্দী-নিবাসে অন্তরীণ রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আফ্রিকার পশ্চিম মরু অঞ্চলের সংগ্রামে এই সকল সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই তাহাদিগকে ভারতে আনয়ন করা হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ-বাহিনীর বিজয়াভিযান

[১০ম পৃষ্ঠার জের]

হয় এবং অবশেষে ডুবিয়া যায়। বৃটিশ নৌসচিব-সংস্থা এই সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন। নিমজ্জনের ফলে কতলোক হতাহত হইয়াছে বা কত নাবিক রক্ষা পাইয়াছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই।

প্রায় ২৬ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুর যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে প্রায় ২৬ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

কায়রোর একটি বেসরকারী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রায় ৩০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। কায়রোর অপর একটি সংবাদে জানা গেল যে, পশ্চিম মরুতে অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যদের সহিত ইটালীয় কালকোত্তা বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। কালকোত্তা সৈন্যগণ নিজেদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রাণপণে লড়িতেছে এবং পাল্টা আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু উহাদের সমস্ত আক্রমণই ব্যর্থ হইতেছে।

একটি ইটালীয় সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়া-সীমান্তের নিকট সিরোনিকা অঞ্চলে শুক্রবার অহোরাত্র অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে। ব্রিটিশ বিমান বহর টেরেণ্টো উপসাগরস্থ ক্রোটোনে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

সমুদ্রোপকূলে গ্রীক বাহিনীর বিজয়

গ্রীক যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিয়া গ্রীক বেতারে বলা হইয়াছে যে, আড্রিয়াটিক উপসাগরোপকূলে গ্রীক সৈন্যরা একটি বিরাট জয়লাভ করিয়াছে। গ্রীক সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিয়া হিমারা শহরের নিকট অগ্রসর হইয়াছে। তেপেলিনীর নিকট ইটালীয়রা প্রবলভাবে বাধা দেয়; কিন্তু পরিশেষে ঘাঁটি ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই আক্রমণে বহু ইটালীয় বন্দী হইয়াছে এবং একটি বিখ্যাত ইটালীয় আলপাইন বাহিনী প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

সমগ্র রণাঙ্গনে গ্রীকদের অগ্রগতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সমগ্র রণাঙ্গনেই গ্রীকবাহিনী অগ্রসর হইতেছে। আলবেনিয়ার দক্ষিণ রণাঙ্গনে গ্রীকগণ ইটালীয় বাহিনীকে সমুদ্রের দিকে ঠেলিয়া লইবার জন্য প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে। এতদঞ্চলে হিমারা বন্দরের নিরাপত্তা সম্পর্কে ইটালীয়গণ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ যে, গ্রীকবাহিনী উক্ত বন্দরের ৫ মাইলের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কেন্দ্রস্থলে গ্রীকগণ প্রেমেতির উত্তর-পশ্চিমে আরও কয়েকটি বন্দর দখল করিয়াছে।

ইটালীয় বন্দীদের সংখ্যা

গ্রীক প্রচার-বিভাগের একজন মুখপাত্র জানাইতেছেন যে, যে সব ইটালী বন্দী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অফিসারদের সংখ্যা মোট ২০০ এবং সেনাসংখ্যা ৭ হাজার। সম্প্রতি যাহাদিগকে বন্দী করা হইয়াছে তাহাদিগকে উহার ভিতর ধরা হয় নাই এবং তাহাদের সংখ্যা এখনও গণনা করা হয় নাই।

ইটালী ৯৩২ জন বন্দী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

যেসব রণসম্ভার হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে ১২০টি বন্দুক, ট্যাঙ্ক মারা ৫৫টি কামান, বহু ট্যাঙ্ক, হাজার হাজার অটোমেটিক বন্দুক, ২০০ খানি মোটর, ১০ হাজার মোটর সাইকেল ও বাইসিকেল, বহু অস্ত্র, বহু গোলাবারুদ, এতদ্ভিন্ন বহু লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য আরও জিনিস হস্তগত হইয়াছে।

মঃ ল্যাভাল পদচ্যুত ও গ্রেফ্‌তার

১৪ই ডিসেম্বর রাত্রিতে নিউ রেডিও মারফতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্শাল পেতাঁ অভিনবের ভঙ্গীতে বলেন "ঁমসিয়ে ফ্লাঁদে ল্যাভাল আর মন্ত্রী পরিষদে নাই।"

মার্শাল পেতাঁ উপরোক্ত ঘোষণার পূর্ব্বক্ষণে বলেন, ফরাসীগণ, দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি এইমাত্র একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। ঁমসিয়ে ফ্লাঁদিকে পররাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।" তিনি আরও বলেন যে, ঁমসিয়ে ল্যাভালকে মার্শাল পেতাঁর পরবর্ত্তী নেতা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ নীতি রক্ষার স্বার্থের উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইয়াছি। জার্ম্মাণীর সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, তাহা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে কোনরূপে ব্যাহত হইবে না। আমি এখনও জাতীয় বিপ্লবের কর্ণধাররূপে হাল ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছি।" মার্শাল পেতাঁ তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে এই বক্তৃতা করেন।

জার্ম্মাণ অনধিকৃত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী পুলিশ কর্ত্তৃক মঃ ল্যাভাল ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার বাড়ীও খানাতল্লাসী হইয়াছে।

মার্শাল পেতাঁ মঃ ল্যাভালের পদচ্যুতির এবং ভাইস-প্রিমিয়ারের পদ লোপ করিয়া দিবার সংবাদ হিটলারকে জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে নাৎসীদের ইহাতে প্ররোচনা থাকুক আর নাই থাকুক, ইহাতে তাহাদের সম্মতি আছে।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ইটালী গ্রাসের সম্ভাবনা

তুরস্কের কোনও সংবাদপত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ইটালী দখল হওয়া অসম্ভব নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জোর গুজব এই যে, ইটালীয়দের দৃঢ়তা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে একজন জার্ম্মাণ সামরিক কর্মচারী এবং গুপ্তচর ইটালীতে গিয়াছেন।

ট্যাঞ্জিয়ারে স্পেনীয় প্রভুত্ব

স্পেন গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক শাসনাধীন ট্যাঞ্জিয়ারকে নিজ শাসনাধীনে আনা সম্পর্কে সম্প্রতি এক বিবৃতি দিয়াছেন। ঐ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২৩শে নভেম্বর যে আইন হইয়াছে, সেই আইনের বলে স্পেনাধিকৃত মরোক্কো যে আইন দ্বারা শাসিত হইতেছে, ট্যাঞ্জিয়ারও সেই আইনের আমলে আসিবে।

হিমারা অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ

এথেন্স বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হিমারা অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া সীমান্তস্থ বৈদেশিক সংবাদদাতাগণ জানাইয়াছেন। হিমারা আড্রিয়াটিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। ট্যাঙ্কের সাহায্যে গ্রীকবাহিনী অগ্রসর হইতেছে। ইটালীয়দের বাধাদানের সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বিশেষতঃ পোগ্রাডেকের নিকট নূতন একটি দুর্গের জন্য ভীষণ লড়াই চলে। গ্রীক-বাহিনী উহা দখল করে। ইটালীয়গণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করে।

কয়েকটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দখল

গ্রীক হেডকোয়ার্টার্স-এর এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে গ্রীক বাহিনী কয়েকটী পর্ব্বতশৃঙ্গ দখল করিয়াছে। কয়েকজন ইটালীয়কে বন্দী করা হইয়াছে এবং কয়েকটি কামান ও অন্যান্য জিনিষ হস্তগত হইয়াছে।

লেভিনের বোমা বর্ষণ

জার্ম্মাণ বিমান বহর ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে লেভিনের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। আক্রমণকারী দুইটি কি তিনটি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে ব্রিটিশ বিমানের হানা

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রে ব্রিটিশ বিমানবহর বার্লিনে বহু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যস্থল, রেল লাইন, কারখানা ও জলের কল প্রভৃতির উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। অপর সংবাদে ব্রিটিশ বিমান ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন মেন, কিয়েল বন্দর ও ব্রেমেনের উপরও আক্রমণ চালায়। ফরাসী উপকূলে দুইটি জার্ম্মাণ বাণিজ্য জাহাজের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ব্রিটিশ বিমানগুলি নিরাপদে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বার্লিন হইতে জার্ম্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সি কর্ত্তৃকও বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ বিমান বার্লিনে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। বার্লিনের দুইটি হাসপাতালেও বোমা পড়িয়াছে।

ফ্রান্সের পতনের জন্য দায়ী কাহারা

জার্ম্মাণ সামরিক ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল জন ছাত্রের বিচার হইবে। ১১ই ডিসেম্বর যুদ্ধ-বিরতি দিবসে ফ্রান্সের রাজধানীতে জার্ম্মাণ বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করার জন্য তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

ব্রিটিশ জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্যগণ লিবিয়া সীমান্তে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ঐ অঞ্চলে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয় সৈন্যগণ এখনো সমুদ্রের নিকট সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিতেছে।

আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিমানবহর পশ্চিম মরুতে ইটালীয় বিমান-অবতরণ ঘাঁটি ও বিমান ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। শনিবার ও রবিবার ব্রিটিশ বিমান পশ্চিম মরুতে তুবরুক পর্য্যন্ত বার্দিয়া, টিমি গাজালা তুবরুক, দর্ণা ও এল-আদেমের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে।

লণ্ডনের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মহলের নিকট হইতে জানা গেল যে, অগ্রগামী ব্রিটিশ সৈন্যরা বার্দিয়া ও ক্যাপুজো দুর্গের নিকট যুদ্ধ করিতেছে। বহু বাড়ীঘর পরিত্যক্ত দৃষ্টিগত হইতেছে। কারণ কোন জিনিষ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না।

একটি ইটালীয় সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সিরেনাইকা সীমান্তে ব্রিটিশ সৈন্যরা জোর চাপ দিতেছে।

রবিবার লণ্ডনের সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ব্রিটিশবাহিনী মিশর এলাকা হইতে ইটালীয় সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিতে করিতে ইটালীয় সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ,—সোলাম ও ক্যাপাজো দুর্গ বৃটিশ সেনাদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

ইটালীয়ান বিমান বাহিনী

সংখ্যা ও চালক উভয় দিক দিয়াই নিকৃষ্ট

ক্রমশঃই ইহা অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে, বিমানপোত বা বিমানবাহিনী কোন দিক দিয়াই ইটালী ব্রিটেনের সমকক্ষ নহে। প্রথমতঃ বিমানপোতগুলি অত্যন্ত মাঝারি ধরণের, দ্বিতীয়তঃ বিমান বাহিনীকে ভালোরকম শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা নাই এবং তৃতীয়তঃ দলীয় ভাবে বিমানচালক এবং বিমানকর্মচারীদের যুদ্ধে সাহায্যের উৎসাহ নাই। প্রথমে জার্ম্মাণীও স্বীকার করিয়াছে যে, ইটালীর প্রথম শ্রেণীর বিমানপোত নাই। এখন দেখা যাইতেছে যে, ইটালীর "ফাইটার" বিমানপোতগুলির অস্ত্রশস্ত্র অত্যন্ত অল্প। বোমারু বিমানগুলি আকাশে উঠিতে এবং নামিতেই সহজেই আক্রান্ত হইয়া থাকে। উহাদের প্রধান ফাইটার "ফিয়েট সি আর ৪২" বিমানগুলি বৃটিশ বিমানের কাছেও আসিতে পারে না। তাহা ছাড়া "কেপ্রোনি সি ১৩৩" এবং "সেভয়া মার্চেটি ৭৯" নামক তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানগুলিরও নানা প্রকার অসুবিধা আছে।

ফ্রান্সে দারুণ খাদ্যাভাব

জার্ম্মাণ-বাহিনীর ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর পরিণাম

যদি বর্ত্তমান শীতকালে ফ্রান্সে খাদ্যাভাব ঘটে তাহা হইলে তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী, ফ্রান্সের জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর অতিরিক্ত চাহিদা এবং অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চল নাম দিয়া ফ্রান্সের বিভাগের সৃষ্টি।

শুধু সেপ্টেম্বরের দুই সপ্তাহে ফ্রান্স হইতে ১০ লক্ষ শূকর এবং হাজার হাজার গবাদি পশু জার্ম্মাণীতে চালান দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে জার্ম্মাণদের তুলনায় ফরাসীদের গড়পড়তা মাংসের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পায়; গত সপ্তাহে প্রত্যেক জার্ম্মাণ ১৭৷৷০ আউন্স এবং প্রত্যেক ফরাসীর ভাগ্যে জুটিত ১২ আউন্স। ফ্রান্সকে চর্ব্বিজাত দ্রব্যাদিও অনেক পরিমাণে হ্রাস করিতে হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বার্ষিক গড়ে অনেক ফরাসী ১৮ পাউণ্ড মাখন তেল ব্যবহার করিত। বর্ত্তমানে উহা ১০ পাউণ্ডে হ্রাস পাইয়াছে। বর্ত্তমানে গড়ে প্রত্যেকে সপ্তাহে ৷৷০ পাউণ্ড ওজনের রুটি পাইয়া থাকে। শান্তির সময়ের তুলনায় উহা এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলেও শীঘ্রই চিনির অভাব অনুভূত হইবে। বীট চিনির দিক দিয়া ফ্রান্স স্বাবলম্বীই ছিল। জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলেই বীট চিনির চাষ হইত। যুদ্ধের সময় উক্ত অঞ্চলের ফসল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বোর্দোর মদের উপরও জার্ম্মাণরা বেশ মোটা দাবী পেশ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মদের অর্ডার দেয় বটে, কিন্তু উহার দাম চুকায় না। প্রকাশ কোন একটি ফার্মকে একাই ১২,০০০,০০০ বোতল মদ জার্ম্মাণীতে চালান দিতে হইয়াছে। ফলে ফরাসী মদ্যব্যবসায়ীগণ সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও নরওয়ের সহিত তাহাদের চুক্তি পালন করিতে অসমর্থ হন। এ-সকল দেশের সহিত অদ্যাবধি ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে।

বৃটিশ শ্রমিকদের প্রচেষ্টা

যুদ্ধের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য অবদান

বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার জীবনী-শক্তির প্রতি কতকটা অপ্রত্যাশিত দিক হইতে ভূয়সী প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে। এই প্রশংসাকারী আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের নয় সেক্রেটারী। তিনি নিউ-অর্লিন্সে আমেরিকান শ্রমিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ফেডারেশনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিঃ বেভিন এবং মিঃ মরিসনের নেতৃত্বে বৃটিশ শ্রমিকগণ বর্ত্তমানে এত যুদ্ধ-সম্ভার প্রস্তুত করিতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে মানুষে এতটা করিতে পারে নাই। তাহাদের পরিশ্রম দ্বারা তাহারা তাহাদের দ্বীপ-আবাসভূমিকে স্বাধীনতার অতুলনীয় দুর্গে পরিণত করিয়াছে। এই অপরাজেয় প্রচেষ্টা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবর্গের তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হইয়াছে, এবং এই শ্রমিক-আন্দোলনই আজ বৃটিশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের মেরুদণ্ড।

যুদ্ধে কুষ্ঠ-রোগীর দান

মালয়ের একটি কুষ্ঠাশ্রমের বদান্যতা

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুষ্ঠাশ্রম মালয়ের অন্তর্গত সেলানগোর নামক স্থানের কুষ্ঠ-প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ উপলক্ষে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা অপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী দান যুদ্ধ সম্পর্কে কেহ প্রদান করে নাই।

প্রায় ১,১০০ হাজার রোগী এই সম্পর্কে দান করিয়াছিলেন এবং উক্ত অর্থ সংগ্রহ কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ অজানিতে হইয়াছিল। উর্দ্ধ পক্ষে এক শিলিং দিতে হইবে এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল এবং দরিদ্র রোগিগণ যে যেমন পারে, এক হইতে পাঁচ সেণ্ট পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন। মোট দুইশত শিলিং সংগৃহীত হইয়াছিল।

গ্রীক অভিযান ও জার্ম্মাণ সংবাদপত্র

পরস্পর-বিরোধী অভিমত

সম্প্রতি বিশেষ কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ প্রেস, ইটালী ও গ্রীসের যুদ্ধের প্রচার-কার্য্য সম্পর্কে একেবারে নীরব। কয়েকটি ইতস্ততঃ ইটালীয়ান কমিউনিক ব্যতীত আসল ব্যাপার কি ঘটিতেছে, সে সম্পর্কে জার্ম্মাণ পাঠকদের জানিবার কোন উপায়ই নাই।

বার্লিনে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, ঘোষণা করা হয় নাই বলিয়া ওখানে কোন যুদ্ধই নাই। যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ ব্যাপারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ওখানে কেবলমাত্র হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ-গ্রীসের সম্পর্ক ব্যাপারে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহ সম্পূর্ণ বিপরীত মতের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন যুদ্ধে ইটালীর পরাজয়কে স্বাধীন গ্রীক সাফল্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাসের বিবৃতির জন্য দোষারোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, গ্রীস শুধু নিজের জন্যই নহে; পরন্তু আলবেনিয়া ও বলকানের মুক্তির জন্যও যুদ্ধ করিতেছে।

অদ্ভুত অবস্থানের জন্য ইটালীকে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইতেছে। কিন্তু ইটালীর মিত্রশক্তির এথেন্সে একজন কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছে বলিয়া উহার ধ্বংস হওয়া সম্ভব। বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়া নাৎসী সৈন্যের অভিযানে যদি রুশিয়া আপত্তি উত্থাপন করে, তবে এই পরিকল্পনা যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইবে এবং নাৎসী বাহিনী রুমানিয়ার ভিতর দিয়া কিম্বা আলবেনিয়ায় প্রবেশ করিয়া ইটালীকে সাহায্য করিবে।

ব্রিটেনে প্রবল আক্রমণ আসন্ন

ইটালীর পরাজয়ে জার্ম্মাণীর পুনরোদ্যম

বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও তীব্ররূপে ইংলণ্ডে জার্ম্মাণ আক্রমণ সুরু হইবে। মুসোলিনীর পরাজয়ে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে হিটলার ইংলণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রতিপত্তি বজায় রাখিবার জন্য আর একবার মরণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। গ্রীসের জয়লাভে যুগোশ্লোভিয়া, বুলগেরিয়া ও তুর্কী বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সুতরাং জার্ম্মাণী যদি উত্তর দিকে শত্রুর সম্মুখীন হইতে না চায়, তবে গ্রীসকে সাহায্য করিবার পক্ষে তাহার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং মুসোলিনীর ভুলের সংশোধন ও চক্রশক্তির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে হইলে হিটলারকে সোজা ইংলণ্ড আক্রমণ ও তাহাকে পরাভূত করিতে হইবে।

খুব সম্ভবতঃ হিটলার তাঁহার বিমান ও সাবমেরিণ আক্রমণ দুইই বাড়াইয়া দিবেন। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা ব্রিটেনের শক্তি বৃদ্ধির পথ বন্ধ হইবে এবং ব্রিটেনের জনসাধারণের মনেও ভীতি এবং নৈরাশ্য সঞ্চার হইবে বলিয়া হিটলার আশা করে।

অনেকেই মনে করেন যে, তাহার পক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নহে। ইটালী একবার হারিতে সুরু করিলে অত্যন্ত তাড়াতাড়িই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা আছে। বসন্তকালে ব্রিটেন আমেরিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য পাইবে। জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশগুলিকে আভ্যন্তরিক অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলাও এই ক্লেশকর শীতকালের পরে বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা আছে। তখন তাহা দমন করিতে হিটলারকে বহু সৈন্য ব্যাপৃত রাখিতে হইবে। সুতরাং তাঁহাকে অবিলম্বে যাহা হয় একটা কিছু করিতেই হইবে।

যুদ্ধ বিরতির জন্য জাপানের চেষ্টা

সামরিক বিভ্রাটের পরিণাম

জাপান এবং নানকিংএ ওয়াং চিং ওয়েব সাক্ষীগোপাল গভর্ণমেণ্টের সহিত শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্ধি হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, এইরূপ বহু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

চীনের সহিত যুদ্ধ যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করিবার জন্যই জাপানের এই সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা। টোকিও কর্ত্তৃপক্ষ আশা করেন যে, নানকিংএর "স্বাধীন" গভর্ণমেণ্টের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেই চীন দেশের সার্কটুকু প্রভাবান্বিত হইবে এবং চিয়াংকাইসেকের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইবে। যদিও চীনদেশবাসীর উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করা সহজসাধ্য নয়; তথাপি যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহাতে জাপানের আশা ভঙ্গ হইবে বলিয়া বিশ্বাস। বৃটেন ও আমেরিকা যে দৃঢ় ভাব পোষণ করেন ও যেরূপ ভাবে চীনকে সাহায্য করিতেছেন, তাহাতে নিঃসন্দেহে চীনবাসীর মনোভাব আরোও দৃঢ় হইবে।

জাপানের যথাসম্ভব দ্রুত যুদ্ধ থামাইবার ইচ্ছা দুই কারণে হইয়াছে। কতকটা তাহার সামরিক বিভ্রাটের জন্য ও কতকটা বর্ত্তমান অবস্থাধীনে তাহার দক্ষিণাভিমুখী অগ্রগতির সম্প্রসারণ মরীচিভূত বলিয়া উপলব্ধি করায়। টোকিওতে অনেকেএকথা বলিতে পারে যে, জাপানের, ঐরূপ সম্প্রসারণের সম্ভাবনার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। একরূপ সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইউরোপের ঘটনাবলীর দ্বারা এবং তাহার চেয়ে বেশী হইয়াছে আমেরিকার দ্রুত যুদ্ধ-আয়োজন হেতু। এই অবস্থার মধ্যে আর একটি বিষয় হইল রাশিয়ার হাবভাব। জাপানের সহিত অনাক্রমণ চুক্তির যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহার এখন কোন ফলোদয় হয় নাই এবং কথাবার্ত্তা যদিও এখন পর্য্যন্ত চলিতেছে, উহা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। ইহাই দৃষ্ট হয় যে, রুশিয়া খুব সতর্ক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চিয়াং কাইসেককে সাহায্য করিয়া আসিতেছে এবং জাপানের একরূপ ভয় আছে যে, সুদূর প্রাচ্যে কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের চেয়ে সে নিজের জয় লাভই বেশী পছন্দ করিবে। এই জন্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।

অষ্ট্রেলিয়ার পেট্রোল

অন্য যে কোন দেশের পেট্রোলের সমতুল্য

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে ব্যাপকভাবে পেট্রোল পরিষ্কার করা হইতেছে। প্রথম দফায় যে পেট্রোল সরবরাহ করা হইয়াছিল, উহা সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী স্যার ফ্রেডরিক ইউয়ার্টের মোটরে ভর্ত্তী করা হয়। নিউকেস্ল্ সেল হইতে গ্লেন ডেভিস্ নামক স্থানে পেট্রোল পরিষ্কার করা হয়। আশা করা যায় যে, উক্ত স্থানে প্রথম বৎসর ১০,০০০,০০০ গ্যালন পেট্রোল পরিষ্কার করা হইবে।

কয়েকদিনের মধ্যে, ১০টি বকযন্ত্রবিশিষ্ট ব্যাটারী প্রায় ৫০০ শত টন বেটে তৈল ব্যবহার করিয়া প্রায় ৫৮,০০০ গ্যালন অপরিস্কৃত তৈল উৎপন্ন করিতেছিল। এই তৈল হইতে প্রায় ৩৫,০০০ গ্যালন পেট্রোল প্রস্তুত হইবে।

সম্ভবতঃ বড় বড় তেল কোম্পানীর মারফৎ এই পেট্রোল বাজারে চালু করা হইবে। গ্লেন ডেভিস নামক স্থানে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ বেটে তৈল মজুত আছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। এখানে টন পিছু একশত গ্যালন তৈল পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে স্কটল্যাণ্ডে পাওয়া যায় প্রতিটনে মাত্র ২৫ গ্যালন।

গ্লেন ডেভিস কারখানায় প্রস্তুত অল্প পরিমাণ পেট্রোল লইয়া মোটর চালক প্রতিষ্ঠানের লোকেরা রাস্তায় মোটর চালাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা যে কোন পেট্রোলের সমতুল্য।

বাঙলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তালিকার বাহিরের কোন জমিতে পাটচাষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ মৌজার খসড়া লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হইতে ৭ দিনের মধ্যে ২৪ নং ফরমে সেটেলমেন্টের খতিয়ানের সহি মোহর নকল সহ স্থানীয় সুপারভাইসিং অফিসার অর্থাৎ জুট রেগুলেশন বিভাগের এসিষ্টান্ট ইন্সপেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। তাহার পর উক্ত দরখাস্তে লাইসেন্স প্রদানের ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় ইউনিয়ন জুট কমিটির বা লাইসেন্সিং অফিসারের চূড়ান্ত আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থা সময়-সাপেক্ষ। অতএব পাটচাষীদের পক্ষে, একান্ত প্রয়োজন না হইলে, ১০ (২) ধারা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা অবলম্বন না করাই সুবিবেচনার কার্য্য হইবে।

৩। যদি কোনও পাটচাষী মনে করেন যে, উল্লিখিত পরিবর্ত্তন একান্তই প্রয়োজন, তাহা হইলে তালিকাভুক্ত পাটজমির বদলে যে জমিতে তিনি পাট বপন করিতে চান, তাহার সেটেলমেণ্ট খতিয়ানের সহি মোহর নকল (অনুলিপি) স্থানীয় কালেক্টরী হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টরের আফিস হইতে ২৪ নং ফরমও সংগ্রহ করিবেন। মৌজায় খসড়া লাইসেন্স বিতরণ হওয়ার তারিখ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উক্ত আবেদন দাখিল করিতে পারেন, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।

৪। পাটচাষীগণকে ইহাও পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, যদি লাইসেন্সের জন্য নির্ব্বাচিত দাগ কোনও বড় দাগের অংশ হয়, তাহা হইলে ঐ অংশ যথোপযুক্তভাবে বিভাগ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে; তাহা না হইলে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না। ইহা পরিষ্কারভাবে জানিয়া রাখা দরকার যে, পাটচাষীগণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে যাহাতে বঙ্গদেশের কোনও স্থানে লাইসেন্স ব্যতীত একটী পাটগাছও কেহ জন্মাইতে না পারেন, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট এবং গভর্ণমেণ্টের আদেশানুযায়ী অত্র বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ বিষয়ে যাহারা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ বা আইন অমান্য করিবেন, তাহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট কাহাকেও রেহাই দিবেন না; এবং আইন লঙ্ঘন করিলে ধনী, দরিদ্র, ছোট, বড় নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকলকেই দণ্ডিত করিবেন। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ইহা পাটচাষীগণের জানিয়া রাখা ভাল। যাহারা এ সম্পর্কে আইন অমান্য করিবে, তাহারা বহুদিনের জন্য যাহাতে আদৌ পাটচাষ করিতে না পারে, প্রয়োজন হইলে সেরূপ ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিতে বদ্ধপরিকর। পরিশেষে পাটচাষীগণের নিকট আমি পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন কোনও সরকারী কর্ম্মচারীকে তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে কোনও প্রকার প্রলোভন না দেখান অথবা বে-আইনীভাবে তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চেষ্টা না করেন।

গভর্ণমেণ্ট এই পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য বিশেষ যত্ন সহকারে সৎ, কর্ম্মঠ এবং নির্ভরশীল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্যই হইবে—ন্যায়পরায়ণভাবে আন্তরিকতার সহিত পাটচাষীগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। আমার অনুরোধ পাটচাষীগণ এই কঠিন কার্য্য সমাধা করিতে এই কর্ম্মচারীবৃন্দকে সাহায্য করিয়া যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন। ইহাতে তাঁহাদেরই স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থে সম্প্রতি বেশ সাফল্যের সঙ্গে কলিকাতায় ক্লুকুম্বিক মেকে এক মেলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

আন্তর্জ্জাতিক সমবায় দিবস

নওগাঁয় সাফল্যের সঙ্গে নিষ্পন্ন

বিগত ৩০শে নভেম্বর তারিখে নওগাঁ গাঁজা সোসাইটির ডেপুটী চেয়ারম্যান খান সাহেব মৌলবী কাজী মহিউদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের অফিস গৃহে অষ্টাদশ আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, গাঁজা সোসাইটি, ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন, আর্ব্বান ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমবায় সমিতিসমূহের সভ্য ও কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং সমবায় বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ ঐ সভায় যোগদান করেন। ঐ সভায় কো-অপারেটিভ অডিটার বাবু মনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সমবায়ীদের প্রতি আন্তর্জাতিক সমবায় সঙ্ঘের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর, এ, পামারের বাণী বঙ্গানুবাদ করিয়া এবং সমবায়ই যে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রতীক—তাহা বুঝাইয়া দেন। তৎপর নওগাঁ আর্ব্বান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী স্থানীয় মোক্তার মৌলবী মোজাম্মেল এনায়েত আলী সমবায়-নীতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। অতঃপর আন্তর্জাতিক সমবায় সঙ্ঘের বিশ্বব্যাপী সভ্য হিসাবে সভায়—যাঁহারা স্বাধীনতা ও সমবায় কর্ম্মজীবন হইতে আজ বঞ্চিত, যাঁহাদের দেশ আজ যুদ্ধাক্রমণে পর্য্যুদস্ত, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া—স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ন্যায়পরতা ও বিশ্বশান্তি আনয়ন করিতে সমবায় পদ্ধতিই যে সর্ব্বোত্তম তাহা ঘোষণা করিয়া এবং সমবায় নীতির ভিত্তিতে স্বাধীন সভ্য, গণতন্ত্র ও বিশ্ব-সঙ্ঘের ন্যায়-সঙ্গত পরিবেশনে শান্তির নবযুগ প্রতিষ্ঠা করিতে ও নিজ নিজ শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা মানবতার পূর্ণ অধিকার ফিরাইয়া আনিতে বিশ্বের সমবায়ী ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আহ্বান করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকলকে বর্ত্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তিকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। ঐ দিন গাঁজা সোসাইটী, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিশিষ্ট সমবায় সমিতিসমূহ কর্ত্তৃক প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষুকগণকে চাউল বিতরণ করা হয়।

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে গবেষণা

বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া কমিটি গঠিত

পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকার একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জ্জী কমিটির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

খাদ্য পর্য্যালোচনা, স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্পর্ক, খাদ্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা ও প্রচার কার্য্যের জন্য বিভিন্ন সাব-কমিটী গঠিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বি, সি, গুহ, অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথের ডাঃ বি, আহমদ ও বাঙলা সরকারের পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কীয় অফিসার ডাঃ এস, এন, চ্যাটার্জ্জী এই কমিটির যুগ্ম-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাঙলা সরকার আশা করেন যে, বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রচেষ্টার ফলে বাঙলা দেশের পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে।

ভারত শাসন আইনের ৩০৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মেসার্স মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার মিঃ বীরেন মুখার্জীকে ১৯৪০ সনের ২০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার শেরিফ্ নিযুক্ত করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম বিভাগের চিকিৎসালয়ে সাহায্য

বাঙলা সরকারের ব্যাপক দান

চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার পল্লী অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য বাঙলা সরকার ১৯৪০-৪১ সালে প্রতি থানা-দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ৫০০৲ এবং ভ্রাম্য ডিস্পেনসারীর জন্য ২৫০৲ টাকা হারে নিম্নলিখিত রূপ দান করিয়াছেন:—

(১) চট্টগ্রাম (২,৭৫০৲)

থানা-ডিস্পেনসারী:—মহেশখালী, রাবু, উখিয়া এবং টেকনাফ্।

পল্লী-চিকিৎসালয়:—ফতেপুর, কর্ণেল হাট এবং মহামুনি।

(২) ত্রিপুরা (৪,৫০০৲)

থানা-ডিস্পেনসারী:—হোমনা, কচুয়া, মুরাদনগর এবং দেবীদ্বার।

পল্লী-চিকিৎসালয়:—ভবিরাজিক, দুর্গাপুর, মহম্মদপুর, রূপসদী, মোহনপুর, পাথাইর, শাসিমপুর, শহম, রাম-কৃষ্ণপুর এবং চান্দারচর।

(৩) নোয়াখালী (২,৭৫০৲)

পল্লী-চিকিৎসালয়:—সোনাইমুড়ী, হাজির পাড়া, মালেক-ভূঞাল, দত্তপাড়া, কালীদহ, খাকাকোড়া, মুন্সিরহাট, মুন্সীর হাট, বাবুয়া, পাঠান নগর এবং হাজির মেহেরবিবাহ।

অ্যাগমার্ক ঘৃত ও চাকী আটার দর

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার অ্যাগমার্ক মার্কা ঘৃত এবং অ্যাগমার্ক মার্কা চাকী আটার দর সম্পর্কে নিম্নলিখিত রূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—

গত ৭ই ডিসেম্বর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ১৮ সেরী টিনের অ্যাগমার্কের টিনের ঘৃতের দর কলিকাতা অঞ্চলে নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

অমৃতভোগ প্রতি মণ ৬৮৲, কিশোর ৬৯৲, ভজার ৬৯৲, রাধা প্রতাপ ৬১৲, শঙ্কর ৬৯৲, গীতা ৭১৲ এবং শ্রী ৬৮৲।

উপরোক্ত মার্কার পোলাও গ্রেডের দশ সেরী, ৫ সেরী, আড়াই সেরী এবং এক সেরী টিনের অ্যাগমার্ক ঘৃতের দর উপরোক্ত দরের মণপ্রতি ১৲ হইতে ১।০ টাকা বেশী ছিল।

গত ৭ই ডিসেম্বর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বিভিন্ন থলিতে রাখা অ্যাগমার্কা চাকী আটার দর নিম্নলিখিত রূপ ছিল:—

(১) কাপড়ের থলিতে	...	প্রতিমণ	৫৸৶
(২) চটের থলিতে	...	,,	৫৸৶
(৩) কাগজের থলিতে	...	,,	৬৲

ঝাড়গ্রাম পল্লীসংগঠন ট্রেণিং ক্যাম্প

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উদ্বোধিত

মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, মিত্র, আই, সি, এস, ঝাড়গ্রামে পল্লী-সংগঠন ট্রেণিং ক্যাম্পের উদ্বোধন করিয়াছেন। মহকুমার সকল গ্রাম হইতে আগত ২৭ জন কর্ম্মী উক্ত ক্যাম্পে শিক্ষালাভ করিতেছেন। আশা করা যায় যে, বহুসংখ্যক নূতন পল্লীসংগঠন সমিতি শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ করিবে।

—খুলনায় মাননীয়া গভর্ণর-পত্নী—

খুলনা বালিকা-বিদ্যালয়ে গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্ট

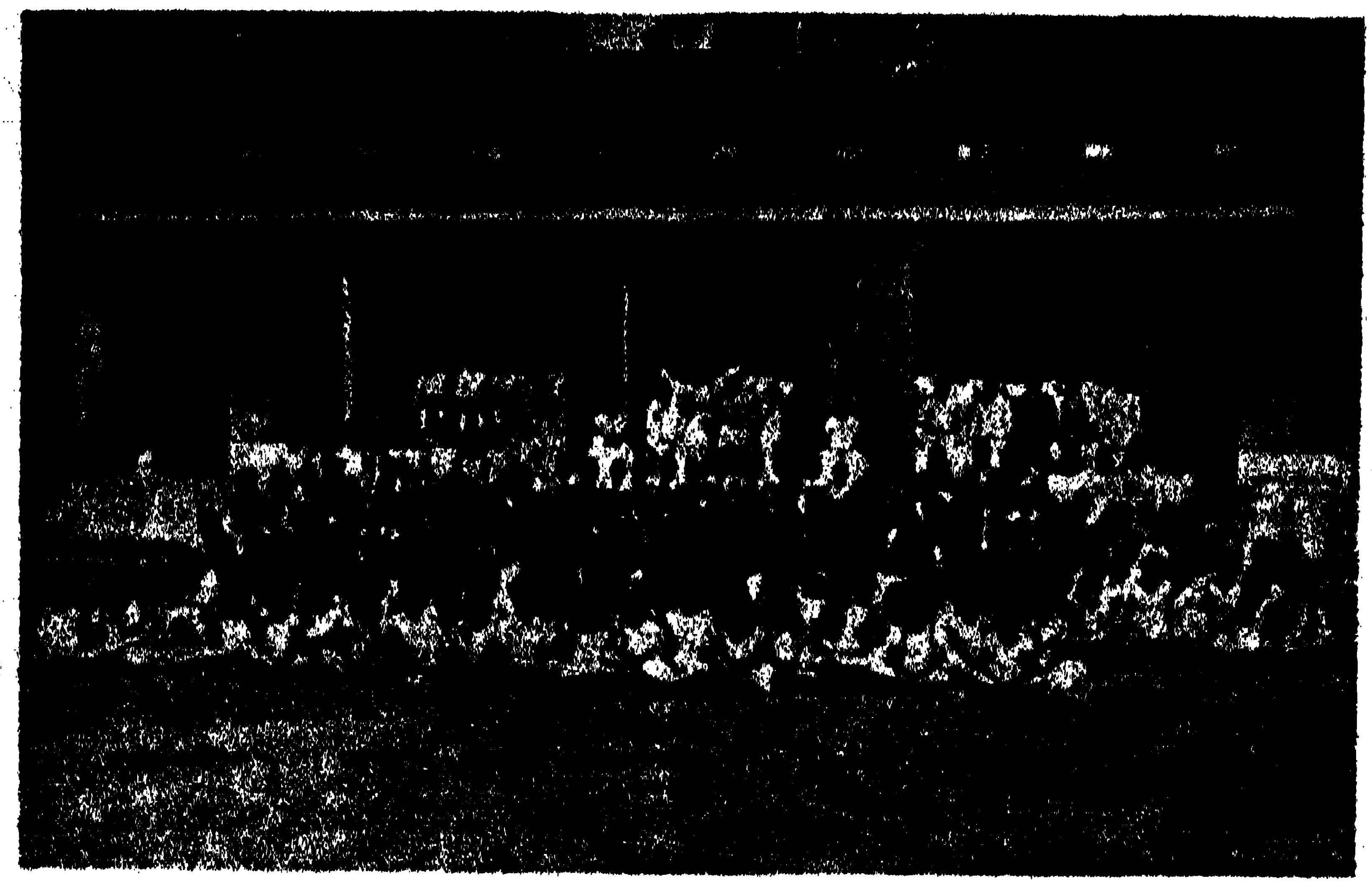

খুলনা বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীদের মধ্যে মাননীয়া গভর্ণর-পত্নী

গ্রীসের সাফল্যে তুরস্কের পরোক্ষ সাহায্য

বুলগেরিয়ান সীমান্ত রক্ষার ভার

তুরস্কের প্রতি মৈত্রীভাব ও শুভেচ্ছা লইয়া ভন প্যাপেন বার্লিন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তুরস্ক এজন্য কৃতজ্ঞ বটে; তবে তাহার কর্মতালিকা অনুসারে সে তাহার আত্মরক্ষামূলক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প। তুরস্ক প্রথমাবধি গ্রীস-ইটালীর সংগ্রামে গ্রীসেরই জয় কামনা করিয়া থাকিলেও, গ্রীসের অসাধারণ সাফল্য তাহার আশাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। গ্রীসের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিয়া তুরস্ক উক্ত দেশে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তুরস্কের অনুগ্রহে বুলগেরিয়ার সীমান্ত হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিয়া গ্রীস উহাদিগকে আলবেনিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারিয়াছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে গ্রীক্-বুলগেরিয়ান সীমান্তে এক্ষণে একজন গ্রীক সৈন্যও নাই। আঙ্কারায় ক্রমশঃ এ-ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, গ্রীস-ইটালীর যুদ্ধে জার্মাণী হস্তক্ষেপ করিবে না। থ্রেসে তুরস্কের শক্তিশালী বাহিনীর উপস্থিতি উহার জন্য অনেকাংশে সম্ভবতঃ দায়ী।

এমডেনের ধ্বংসাবশেষ

সিঙ্গাপুরে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয়

বিগত মহাসমরে পূর্ব্ব মহাসাগর অঞ্চলে যে রণপোতখানি বাণিজ্য জাহাজসমূহের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া দারুণ ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল, বর্ত্তমানে ভগ্নাবস্থায় উহার মাস্তলটি সিঙ্গাপুরের ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট একটি দোকানের পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ত রণপোতটির নাম ছিল "এমডেন"।

কোকোস্ দ্বীপপুঞ্জের অদূরে অষ্ট্রেলিয়ান রণপোত সিডনী কর্ত্তৃক এমডেন নিমজ্জিত হওয়ার পর অনুমতি ব্যতিরেকে বহু ব্যক্তি সমুদ্রগর্ভ হইতে উহার ধাতু-দ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া যায়। পরে যখন এ-সমস্ত ধাতু-দ্রব্য সিঙ্গাপুরে লইয়া গিয়া সরাইতে চেষ্টা করা হইল, তখন পুলিশ উহা বাজেয়াপ্ত করে।

প্রায় ১ বৎসরকাল এ-সকল দ্রব্য বেরিণ পুলিশ-ষ্টেশনের পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া থাকার পর চলতি সপ্তাহে জনৈক ধাতু-দ্রব্যাদি বিক্রেতা ৩৭৫ পাউণ্ড মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

মিসরীয় স্বেচ্ছা-সেনাদল গঠনের চেষ্টা

বৃটিশ সেনাবাহিনীর সাহায্যার্থে যুদ্ধ

মিসর যুদ্ধে বৃটেনের সাফল্য ও ইটালীয়ান আক্রমণকারিগণকে গ্রীকগণ যেভাবে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহাতে মিসরীয় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র প্রেরণা আসিয়াছে এবং বহু সংখ্যক যুবক যুদ্ধে যোগদান না করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের সমীচীনতা ও যুক্তিযুক্ততার প্রতি বিশেষ সন্দেহ পোষণ করিতেছে। মিসরীয় যুবকগণ এই ব্যাপারে লজ্জা বোধ করে বলিলে অত্যুক্তি হইবে; কিন্তু তাহারা মনে করে যে, মিসর তাহার মিত্র-শক্তির দেশরক্ষা ব্যাপারে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ায় মিসরের জাতীয় মর্য্যাদার হানি হইয়াছে। তাহারা গ্রীক সৈন্যের বীরোচিত কার্য্যের বিষয় পাঠ করে এবং তাহার প্রশংসা করে এবং নিঃসন্দেহে একথা মনে করে যে, তাহারাও ঐরূপ দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত। গ্রীকগণ ইটালীবাসীকে যেরূপ ঘৃণা করে, মিসরীয়দের অশ্রদ্ধাও তাহার চেয়ে কম নহে। এই সব কারণে মিসরে একটি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে যে, অন্ততঃ বৃটিশ সৈন্যগণের সহযোগিতায় যুদ্ধ করিবার জন্য অন্ততঃ একদল মিসরীয় স্বেচ্ছা-সেনাদল গঠন করা হউক। অনেক যুবক ব্যবসায়ী, বিশেষভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ বৃটিশ সেনাদলে যোগদান করিতে ইচ্ছা করে অথবা কোন প্রকার সাহায্য করিতে বাসনা করে। রাজার বিশেষ অনুজ্ঞা ব্যতীত আইন মতে এরূপ সাহায্য প্রদান সম্ভবপর নহে এবং অনুরূপ অনুমতি গ্রহণের জন্য প্রধান-মন্ত্রীর নিকট যাওয়ার কথাবার্ত্তা হইতেছে। মিসরীয় জনসাধারণের অন্য প্রধান দল, যাহারা বেদুইন নামে পরিচিত, যুদ্ধ করিবার অনুমতি পাইবার জন্য তাহারা আন্দোলন করিতেছে।

মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে যুদ্ধের অবস্থা

আরবগণ বিশেষরূপে বৃটিশপন্থী

ভূমধ্যসাগর এবং মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চলে যুদ্ধ যতই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, ততই আরব রাজ্য নামে পরিচিত দেশটি অধিকতররূপে সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার প্রায় প্রত্যেকটি দেশ পুরাতন তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা যে শুধু বিভিন্ন প্রণালীতে শাসিত হয় তাহা নহে, পরন্তু ইহাদের স্বাধীনতারও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

ইরাক, সৌদী আরব এবং ইয়েমেন এই তিনটি হইতেছে খাঁটি স্বাধীন রাজ্য। ইহার পর সিরিয়া, লেবানন এবং ট্রান্সজর্ডানের স্থান এবং ইহাদের নিজস্ব গভর্ণমেণ্ট আছে; কিন্তু তাহারা জাতি-সঙ্ঘের ম্যাণ্ডেটের অধীনে পরিচালিত হয়। ইহার পর প্যালেষ্টাইনের স্থান, উহা সরাসরিভাবে জাতিসঙ্ঘের ম্যাণ্ডেটের অধীনে শাসিত হয়। তৎপর আছে এডেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য।

এই সকল রাজ্যের ভূমি বর্ত্তমানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মিসরের ন্যায় ইরাকও বৃটেনের মিত্ররাজ্য এবং যদিও বৃটেনের শত্রুদিগের সহিত সে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, তথাপি এখনও সে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। ইহার সৈন্যদল তিন ভাগে বিভক্ত এবং ইহারা বৃটিশ মিলিটারী মিশনের নিকট ট্রেনিং লাভ করে। সৌদী আরবকে মিত্রশক্তির পক্ষে গণ্য করা যাইতে পারে। সৌদী আরব ইরাকের সহিত আরবের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের একটি চুক্তিতে আবদ্ধ। ইয়েমেনও এই সন্ধির দ্বারা আবদ্ধ।

বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ প্যালেষ্টাইনকে বিশেষ দুর্দিনের মধ্য দিয়া কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে এরূপ বহু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে; তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, আরবগণ বিদ্রোহ নেতৃগণকে পরিত্যাগ করিতেছে। যাহারা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। এবং বহু অস্ত্র প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে। কর্ত্তব্যানুরোধে বৃটিশ সৈন্যদল আরও বিপুলভাবে এখানে অবস্থান করিতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

[illegible] বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা

জাতি-বিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

চীনে জাপানী প্রভাব সম্পর্কে জনৈক মহিলার অভিজ্ঞতার কাহিনী

মিসেস্ এনা মাইলার্ট একজন ভ্রমণকারিণী সাংবাদিক। চীনে যাইয়া তত্রত্য জাপানী কর্তৃপক্ষ ও সেনাদলের হাতে তাঁহাকে যে বিষম দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল, তাহার কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন :—

কাগজে যখনই দূরপ্রাচ্যের কোনও সংবাদ পড়ি, তখনই একটি ঘটনা স্পষ্ট হইয়া আমার মানস-চক্ষে ভাসিয়া উঠে। ঘটনাটি কয়েক বছর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

জাপানীরা এখন পিকিংএ বেশ কায়েমী হইয়া বসিয়াছে। সাংহাইয়েও তাই। সাংহাইয়ের সংবাদ বিরোধীদের আবদ্ধ আন্তর্জাতিক এলাকাকে পর্য্যন্ত জাপানের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। ক্যাণ্টনে, ইয়াংসি নদীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে, হাইনানে, ফরাসী ইন্দোচীনে বিভিন্ন অংশে জাপানীরা অবলীলাক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে—একমাত্র চীন ছাড়া ইহার বিরুদ্ধে কেহ অঙ্গুলি মাত্র উত্তোলন করে নাই। আজ তিনি সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া জাপানী যুদ্ধ জাহাজগুলি সাইগন বন্দর অধিকার করিবার হুমকি দিতেছে। জাপানের এই রাজ্যবিস্তারের ফলাফল বহুবিস্তৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। জন-সাধারণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় মনে হয় এশিয়ার রাজনৈতিক সম্বন্ধে হয়ত তাহাদের ধারণা তেমন স্পষ্ট নহে।

১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়ার পতন হয়। "জোর যার মুলুক তার" নীতির নিকট লীগ অব্ নেশনস তখনই প্রথমবার মাথা নত করে। ইহার চার বৎসর পর ১৯৩৫ সালে এশিয়ায় জাপানের রাজ্যবিস্তারের সেই অধ্যায়টিকে আরম্ভ করিবার জন্য একটি ফরাসী সংবাদপত্র কর্ত্তৃক আমি সেখানে প্রেরিত হই। জাপানের এই রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা কি সফল হইয়াছে? জাপানী প্রভুরা চীনাদের প্রতি কেমন ব্যবহার করিতেছে? সুদূর প্রাচ্যে কি জাপানের আরও রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা আছে?

পুরা তিনটি মাস আমি বিশাল মাঞ্চুকো দেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াই। মাঞ্চুকো আয়তনে ভারতবর্ষের নিজাম-রাজ্যের তিনগুণ। পরিভ্রমণকালে জাপানী পুলিশ আমাকে কতবার যে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। রেলগাড়ী হইতে টানিয়া নামাইয়া আর উঠিতে দেয় নাই; প্রতি উৎসাহী যুবক কর্মচারীরা ছাড়পত্র ইত্যাদি পরীক্ষা করার ভাণ করিয়া বহু আলাতন করিয়াছে। ... আমার ক্যামেরা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। লিখিয়া অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে হইয়াছে এবং এমন ... লিখিয়াছি যে, ... দিয়া এক ... দেখা চলিবে।

... বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকান ... সহিত আলাপ করি। মাঞ্চুকোতে সকল জাতিরই বাণিজ্য ... সমান অধিকার আছে বলিয়া জাপানীরা যে ঢাক পিটাইতেছিল, ইহারা সকলেই তাহাকে বাজে কথা বলিয়া উপহাস করেন; বলেন ইহা ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে, কারণ বিদেশীর পক্ষে তখন সেখানে ব্যবসা চালানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট কত গ্রামে আমি খৃষ্টান মিশনারীদের সহিত দেখা করিয়াছি; চীনারা তাহাদের বিশ্বাস করে বলিয়া এই মিশনারীদেরও জাপানীদের হাতে কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। একবার এক ডাইস্-কন্সালের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, ক্ষ্যাপা জাপানী সৈন্যেরা একবার নাকি তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পিটাইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি একবার সেখানকার কতগুলি রাশিয়ান "রেফুজির" (বিদেশে আশ্রয়-প্রার্থী) অতিথি হইয়াছিলাম। তাহাদের কাছে শুনিলাম যে, জাপানীরা তাহাদের গায়ে থুথু দেয় এবং সকল রকম জুলুম করে। সোভিয়েট সীমান্তের নিকট দিয়া যে, রেল-লাইন তৈয়ারী আরম্ভ হইয়াছিল, মোটরলরী চাপিয়া তাহার ধার দিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছি। যে সকল ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গীতে আমার সহযাত্রী থাকিত, জাপানী সৈন্য কাছে থাকিলে তাহারা আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেও ভয় পাইত। জাপানীদের সাক্ষাতে ছাড়া চীনাদের সহিত দেখা করাও আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সর্ব্বত্রই আমি জাপানীদের প্রতি চীনের জনসাধারণের তীব্র বিদ্বেষ লক্ষ্য করিয়াছি।

নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে

এই তো গেল পরের কথা। জাপানীদের হাতে নিজেকেও ভুগিতে হইয়াছে।

দারুণ শীত পড়িয়াছে। সাইবেরিয়ার শীত যে কেমন তীব্র হয়, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। এই শীতেই কয়দিন ধরিয়া সেকেলে যানবাহনে চলিবার পর অবশেষে ভ্লাডিভোস্টক্ ও হারবিনের মধ্যে রেলের যে মেইন লাইন চলিয়াছে, তাহারই এক ষ্টেশনে আসিয়া পেঁছিলাম। "চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" নামক এই রেল-পথটি তখনও সোভিয়েটের হাতে। এই পথের ট্রেনগুলি প্রায়ই দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত। কিন্তু বৃহৎ ট্রেণটা আমাকে কেমন একটা নির্ভরতার ভাব যোগাইল। তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় জায়গা পাইয়াছিলাম; বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া গেলাম। দস্যুরা যাহাতে হঠাৎ আড়াল হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে, সেই জন্য ট্রেনের আগে আগে অস্ত্রসজ্জিত আর একটা ইঞ্জিন চলিতেছে। নিরাপত্তার জন্য আমাদের ট্রেণ রাত্রে কোনও এক ষ্টেশনে থামিয়া থাকিত; রাস্তু পুলিশ এবং শ্বেত-রাশিয়ান প্রহরীরা ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে থাকিত। প্লাটফর্ম হইতে নামার কামরায় ঢুকিয়া সেটি ভরিয়া ফিরার পাইলাম। কাচের বাসনে মাছের ডিমের সাদ যে চচ্চড়ি দেওয়া হইয়াছিল তাহা মুখে বাইয়া ফেলিলাম—এমনই খিদা পাইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে ঘুম ভাঙিলে দেখা গেল বরফ ঢাকা প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী চড়াই পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া কামরার বাহিরে আসিলাম; এইবার খাবার কামরায় যাইতে হইলে পাশের গাড়ীটার বারান্দার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। আসাইয়া দেখিলাম গাড়ীটা জাপানী সৈন্যে ভর্তি। আমি সেদিকে আর না চাহিয়া অগ্রসর হইলাম।

প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গিয়াছি, এমন সময় সৈন্যদল হাঁকডাক করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে থামাইল এবং কয়েকজন আমার দিকে রাইফেল তাক করিয়া রহিল, যেন এখনই গুলী ছুড়িবে। অবাক হইয়া গেলাম, আমি তো ইহাদের কিছুই করি নাই। মুখে হাত নাড়াইয়া বুঝাইলাম আমি খাওয়ার জন্য যাইতেছিলাম; কিন্তু কে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে। আমার চতুর্দ্দিকে বাকীগুলো আরও সব বেঁটে লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের ভাবভঙ্গি নিতান্ত ভয় পাইবার মত।

অকস্মাৎ আমার স্মরণ হইল যে, সেদিনই ভোরবেলায় দেখিয়াছি দরজার কাছে ঐ জাপানী সৈন্যটা বুড়িমত রাশিয়ান স্ত্রীলোককে বাপুড়াইয়া পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাদের কোলে শিশু দেখিয়াও সামান্যমাত্র দয়া করে নাই। এখন সময় আমাকেও ঠেলিয়া দেওয়া হইল। প্রত্যুত্তরে আমি জাপানী যুবকটির হাতে মৃদু আঘাত করিলাম; আমার শুধু এইটুকু বুঝানই উদ্দেশ্য ছিল যে আমার দেহ স্পর্শ করা তাহার উচিত হয় নাই। দেখিলাম চতুর্দ্দিকে মুখগুলি আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলাম ইহা পরিহাসের ব্যাপার নয়।

পিঠে লাথি

সুতরাং পিছু হটিতে লাগিলাম, তবে সম্মুখ দিকে ফিরিয়া দৌড়াইয়া পালাইতে পারিলাম না। ইহাতে সৈন্যগুলি

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, দূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিদিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৩ই জানুয়ারী—১৯৪১

যুদ্ধের হালচাল

নাৎসী বিমান-বাহিনী অনেক দিন হইতেই লণ্ডনের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছিল; সম্প্রতি আবার ইংলণ্ডের কল-কারখানা অঞ্চলেও তাহাদের নজর পড়িয়াছে। কিন্তু এসব আক্রমণে যত্রতত্র বেপরওয়াভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াই নাৎসী বিমান বহর তাহাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছে। এক্ষণে ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে, দীর্ঘ দ্বাদশ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিরত আক্রমণ চালাইয়া লণ্ডনের যে ধরণের ক্ষতি করা সম্ভবপর হইয়াছে, কল-কারখানা অঞ্চলের ক্ষতি মোটেই তাহার চেয়ে বেশী হয় নাই। পক্ষান্তরে বিগত এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজকীয় বিমান-বহর জার্ম্মাণীর নানা স্থানের উপর অবিরত নৈশ আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে। এই সব আক্রমণ সম্পর্কে জার্ম্মাণগণ প্রচার করিতেছিল যে, বিশেষ কোন ক্ষতিই সম্ভবপর হয় নাই এবং বৃটিশ বৈমানিকগণ কাপুরুষতা বশতঃই দিবাভাগে আক্রমণের সাহস পাইতেছে না। জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ নৈশ আক্রমণ যে ব্যাপকভাবে চালায় নাই, তাহার প্রকৃত কারণ ইহাই যে, নৈশ আক্রমণ চালানোর মত দক্ষতা অধিকাংশ জার্ম্মাণ বৈমানিকেরই নাই। প্রকাশ, নিশাযোগে বিমান চালনা শিক্ষাদানের জন্য জার্ম্মাণগণ সর্ব্বদাই পোলাণ্ডে শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছে এবং এই শিক্ষাকেন্দ্র হইতে শিক্ষিত বৈমানিকগণ সম্ভবতঃ নৈশ আক্রমণ চালানোর যোগ্য হইবে। সম্প্রতি জার্ম্মাণগণ যে ব্যাপক নৈশ আক্রমণ চালান আরম্ভ করিয়াছে, তাহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীতে বৃটিশ বৈমানিকদের নৈশ আক্রমণ বেশ সফল হইয়াছে। নাৎসী বিমানসমূহের সাম্প্রতিক আক্রমণে কভেন্ট্রি, বৃষ্টল প্রভৃতি স্থানের যে ক্ষতি হইয়াছে, বৃটিশ বিমানসমূহ অনেক দিন পূর্ব্বে হইতেই জার্ম্মাণীর কল-কারখানা অঞ্চলের এরূপ ক্ষতি সাধন করিয়া আসিতেছে। মনে হয় অনেক রকম প্রক্রিয়া অনুসরণের পর নাৎসী-বৈমানিকগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে যে, বৃটিশ বিমান-সমূহের মত নৈশ আক্রমণ চালাইতে পারিলেই বেশী ফল পাওয়া যায়। কভেন্ট্রি ও বার্মিংহামে নাৎসী বিমানের নৈশ আক্রমণে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দ্বারাই অনুধাবন করা যায় বৃটিশ বিমানসমূহ জার্ম্মাণীতে সামরিক লক্ষ্যস্থল-সমূহের উপর দীর্ঘদিন হইতে যে আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে কিরূপ ক্ষতি হইতে পারে। বিমান আক্রমণে ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, এরূপ আক্রমণ যদি সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহের উপর পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ক্ষতি কিরূপ দাঁড়াইত তাহাও ভাবিবার বিষয়।

বিমান আক্রমণে উভয় পক্ষের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহার কথা বিবেচনা করিতে গেলে সব দিক জানিয়া দেখা উচিত। কোন বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিলে শত্রুপক্ষের সুবিধা হইতে পারে, মাত্র তাহা বাদ দিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্ষতি ও হতাহতের বিবরণই বৃটিশ পক্ষ হইতে নিয়মিতভাবে প্রচার করা হয়; কিন্তু জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে কোন ক্ষতিরই স্বীকৃতি প্রকাশ করা হয় না। মার্কিনের "টাইম" নামক শ্রেণীর সংবাদপত্রের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কেবল বিমান আক্রমণ দ্বারা কোন দেশকে বিনষ্ট করা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে লণ্ডন নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী টেম্‌স্ নদীর উপরিস্থ মোট ৩৫টি রেলওয়ে সেতুর মধ্যে এ-পর্য্যন্ত একটিও বিনষ্ট হয় নাই।"

গত কিছুদিন হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে জাহাজ নিমজ্জন আরম্ভ হইয়াছে, নাৎসীরা এই ব্যাপারকে যুদ্ধের "নব পর্য্যায়" বলিয়া অভিহিত করিতেছে। যুদ্ধের এই তথাকথিত "নব-পর্য্যায়ের" উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাৎসীরা বলিতেছে যে, (১) সাবমেরিণের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়া এবং বেশী পরিমাণে মাইন সন্নিবেশ করিয়া বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজসমূহ ও বৃটিশ বন্দরগুলি ধ্বংস করিয়া বৃটিশবাসিগণকে "ভাতে মারার" ব্যবস্থা করা হইবে এবং (২) বৃটেনের প্রাদেশিক শহরগুলিতে ব্যাপকভাবে নৈশ বিমান আক্রমণ চালাইয়া বৃটেনের অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

হিট্‌লার আশা করিতেছেন যে, বৃটেনের জাহাজসমূহ ধ্বংস করিয়া নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ সৈন্য প্রেরণ ব্যবস্থা ও গ্রীসের প্রতি বৃটেনের সাহায্য দান ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে। উত্তর ফ্রান্স অধিকার করার ফলে হিট্‌লার যে সুবিধা লাভ করিয়াছেন, বৃটেনের প্রাদেশিক শহরগুলিতে আক্রমণ চালাইয়া সেই সুবিধারই সদ্ব্যবহার করা হইতেছে মাত্র। আবহাওয়ার অবস্থা প্রতিকূল থাকিলেও উত্তর ফ্রান্সে অবস্থিত জার্ম্মাণ বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে বৃটেনে যথেচ্ছভাবে আক্রমণ চালান সম্ভবপর হইতে পারে; পক্ষান্তরে এরূপ প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে বৃটেনের ঘাঁটিসমূহ হইতে উড়িয়া বহু দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত জার্ম্মাণ দেশে আক্রমণ চালান অনেক সময় রাজকীয় বিমান বাহিনীর পক্ষে সুবিধাজনক হয় না। ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূল জার্ম্মাণ অধিকারে থাকার দরুণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্ম্মাণ রণ-তরীর সাহায্যেও অনেক সময় আক্রমণ চালান সম্ভবপর হয় এবং বড় বড় যুদ্ধ জাহাজ ও ক্রুজার যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকার দরুণ জার্ম্মাণীর যে অসুবিধা উপরোক্ত সুবিধাজনক পরি-স্থিতির জন্য সেই অসুবিধার অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইতেছে বলা চলে। অধিকন্তু বৃটেনের বিমান নির্ম্মাণ ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টির জন্যও জার্ম্মাণগণ বিশেষ চেষ্টা পাইতেছে।

কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যুদ্ধের এই তথাকথিত "নব-পর্য্যায়ের" প্রতিরোধ জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা বৃটেন অবশ্যই করিবে।

বৃটিশ জাহাজসমূহ বিনষ্ট করার যে অভিযান জার্ম্মাণী আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অনেকটা প্রতিকার ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে এবং বিগত মহাসমরের দিনে ১৯১৭ সালে জাহাজ নিমজ্জন ব্যাপার যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ অবস্থা এ-পর্য্যন্তও দেখা দেয় নাই। বৃটেনে খাদ্য-শস্য এখনও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ রহিয়াছে এবং জনগণের জীবনযাত্রা ব্যবস্থার মান এ-পর্য্যন্ত বিশেষ অবনমিত হয় নাই। কোন কোন দ্রব্যের ব্যাপারে যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা সতর্কতা হিসাবেই করা হইয়াছে এবং এরূপ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দ্রব্যাদির অপচয় অপব্যয় ও বিদেশে রপ্তানী করার ব্যবস্থাই প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইয়াছে মাত্র। ব্যাপক বোমা-বর্ষণ ও মাইন সংস্থাপন সত্ত্বেও বৃটেনের বন্দরসমূহের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই; কেবল কোন ক্ষেত্রে সাময়িক অসুবিধা দেখা দিয়াছিল মাত্র। এসব আক্রমণের ফলে কোন বন্দরই বন্ধ হইয়া যায় নাই। জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বৃটেনের কল-কারখানাসমূহের কাজ বিশেষ ব্যাহত হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই দিক দিয়া সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে জার্ম্মাণদিগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় অবস্থিত অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলির প্রতিও অবশ্যই আক্রমণ চালাইতে হইবে। কিন্তু তাহা আদৌ সম্ভবপর নয়। সুতরাং বলা চলে ফ্রান্স অধিকার করিয়া নাৎসীগণ যে সাময়িক সুবিধা লাভ করিয়াছে, তাহার তুলনায় বৃটেনের সমগ্র বিশ্বব্যাপী সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী। বিশেষতঃ বৃটেনের জন-সাধারণ তাহাদের দৃঢ় মনোবল লইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত হইয়া আছে।

চীন, জাপান ও রুশীয়া

জাপানস্থ সোভিয়েট রাজদূত সম্প্রতি এক ঘোষণায় জাপান গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, চীনের প্রতি সোভিয়েট সরকারের নীতি এখনও অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী রাজনীতিক গোলযোগের সময়ে এই ঘোষণাকে প্রকৃতই বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য বলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সোভিয়েট রুশীয়া এমন ঘোষণা খুব কমই করিয়াছে যাহা দ্বারা তাহার বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। জার্ম্মাণী ও ইটালী প্রভৃতি চক্র-শক্তির পক্ষ হইতে এই ধরণের যে সব ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে, সোভিয়েটের এই উল্লিখিত ঘোষণাকে তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণে বিশ্বাস্য ও গুরুত্ব সম্পন্ন বলিয়া অনায়াসেই মনে করা যাইতে পারে। এই ঘোষণা দ্বারা চিয়াং কাইশেক পরিচালিত চৈনিক সরকারের প্রতি রুশীয়ার বন্ধুত্বেরই পুনরাভাষ প্রদান করা হইয়াছে। নানকিংস্থিত জাপানী আশ্রিত চীনা সরকারের সমর্থন করিয়া জাপান যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রুশীয়ার এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ায় ইহার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানকিং সরকারের প্রতি জাপানের এই সমর্থন ব্যাপারে যে চুক্তি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে সোভিয়েট বিরোধী একটি ধারা আছে। ত্রি-শক্তি চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ জাপান মিত্রতা সম্পর্কে চক্র-শক্তিসমূহ যে ধারণা পোষণ করিয়াছিল, এরূপ কোন মিত্রতার সম্ভাবনা যে আপাততঃ নাই রুশীয় রাজদূতের উপরোক্ত ঘোষণা হইতে তাহারই আভাষ পাওয়া যায় এবং বুঝা যায় এশিয়ায় "নব বিধান" সৃষ্টির ব্যাপারে জাপান যে চেষ্টা পাইতেছে, রুশীয়ার কোন সহানুভূতি তৎপ্রতি নাই।

দুঃস্থ পোল শরণার্থী

পোল দেশের মহিলাগণ আমেরিকার মহিলাগণের নিকট যে মর্ম্মস্পর্শী সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছে "আমরা পোল দেশের বর্ব্বর আত্মবলিদানের অনেক করুণ কাহিনী অবগত আছি কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণ রক্ষী-বাহিনীর কঠোর দৃষ্টি এড়াইয়া পুনরায় এতদূর-স্পর্শী সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন নহে, ঐ সাহায্য দুর্দ্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হয়ত কখনও পৌঁছিবে না, কিন্তু এখানে হইতেছে সকলের সমবেদনা ও সহানুভূতির

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

জন্য আবেদন করা হইয়াছে। ঐ সকল স্ত্রীলোকগণ বলিতেছে যে, তাহাদের অন্তরের এমন কোন তন্ত্রী নাই যাহা ছিন্ন হয় নাই, তাহাদের এমন কোন চিন্তা নাই যাহা হৃদয়বিদারক দুঃখে অভিভূত হয় নাই। তাহারা ঐ দারুণ সংবাদ উল্লেখ করিয়াছে। সহস্র সহস্র স্বামী-পুত্রকে ও তাহাদের নির্দ্দয়ভাবে মারিয়া ফেলা হইয়াছে, বন্দী-নিবাসে তিলে তিলে প্রাণত্যাগ করিতেছে কিম্বা অনাহারে ও দারুণ শীতে অকালে প্রাণ হারাইতেছে। বহু সহস্র তরুণকে জোর করিয়া বেগার খাটানের জন্য জার্ম্মাণীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং সেখানে হইতে তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নাই; অসংখ্য কুমারীকে নিশাযোগে হরণ করিয়া লজ্জাকর জীবন যাপনের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং হাজার হাজার শিশু উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের অভাবে মাতৃ-ক্রোড়ে ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া মরিতেছে। দেশের সর্ব্বত্র গীর্জ্জা-সমূহ জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পবিত্র স্থানসমূহ ধ্বংস করা হইয়াছে, বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গৃহস্থ-ঘরের সব জিনিষপত্র হরণ করা হইয়াছে। এক কথায় বলা চলে—দেশের সর্ব্বত্র বর্ব্বরতার তাণ্ডব চলিতেছে। পোলিশ নারীদের প্রেরিত এই বিবরণী হইতেই বুঝা যায় জার্ম্মাণ শাসনে পোলাণ্ডের জনগণ প্রকৃতই কিরূপ নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে।

ইটালার স্থান কোথায় ?

মুসোলিনী বর্ত্তমানে বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, গ্রীক্ সংগ্রাম এক মাস কি এক বৎসর চলুক, উহাতে কিছু আসে যায় না। তিনি এভাবে একটি নূতন সম্ভাবনার সূচনা করিতেছেন। কারণ যদি গ্রীসকে পরাজিত করিতেই ১২ মাস সময় ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কত কাল স্থায়ী হইতে পারে? ইতি-পূর্ব্বেই পরিষ্কার দেখা গিয়াছে যে, এজিয়াণ দ্বীপপুঞ্জের উপর ইংলণ্ড বেশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে পারিয়াছে। গ্রীক্ সংগ্রামের পরিণতি যাহাই হোক না কেন, পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। টরাণ্টো উহার প্রথম প্রমাণ। এ-কারণেই এক্সিস কূটনৈতিক মহলে এতটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে মনে করিতে হইবে। যাহা তাহারা আশা করিয়াছিল, গ্রীক সংগ্রামে তাহা পূর্ণ হয় নাই। আফ্রিকার মরু প্রান্তরে গ্রাৎসিয়ানীর সংগ্রাম-স্পৃহা নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

সিসিলি ও লিবিয়ার মাঝখানে মাল্টা প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। শত শত বার বোমার আঘাত খাইয়াও উহার নৌ-ঘাঁটি অদ্যাবধি সক্রিয় রহিয়াছে। মিশর, প্যালেষ্টাইন এবং ইরাকের বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিতে যাইয়া শত্রুপক্ষ নিজেরাই ঘেরা হইয়া পড়িয়াছে। আরও পশ্চিমে, অর্থাৎ জিব্রাল্টারে কোন ম্যাকাবী চলিবে না। গৃহযুদ্ধে শক্তিহীন স্পেন যুদ্ধে যোগদানে অনিচ্ছুক। আমেরিকা ঋণ এবং রসদপত্র সরবরাহ করিয়া এ-দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া দিতেছে।

জলপাইগুড়ি পল্লী সংগঠন শিক্ষা-শিবির

ময়নাগুড়ির সার্কেল অফিসার গত ৭ই নভেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাটগ্রাম নামক স্থানে সাফল্যমণ্ডিত-ভাবে একটি শিক্ষা-শিবির পরিচালনা করিয়াছেন। বিভিন্ন পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে পুঁথিগত এবং কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে পাট বয়ন এবং পাট ও সুতা রংকরা ব্যাপারে শিক্ষা দান বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

লণ্ডন নাগরিকদের রক্ষার ব্যবস্থা

মিঃ হারবার্ট মরিসনের গুরু দায়িত্ব

লণ্ডনকে যিনি আজীবন ভালবাসিয়া আসিয়াছেন এবং উহার সেবায় যাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত রহিয়াছে সেই সর্ব্বজন-সুপরিচিত হারবার্ট মরিসনই এক্ষণে লণ্ডনের বে-সামরিক অধিবাসীবৃন্দকে জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য তাহাদের অভিভাবকের ন্যায় কাজ করিতেছেন। এই কর্ম্মীরের হস্তেই বে-সামরিক লোকজনের নিরাপত্তার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। ইনি একাধারে স্বরাষ্ট্র সচিব ও নিরাপত্তা বিভাগের মন্ত্রী হইলেও লণ্ডন লইয়াই তিনি সব চাইতে বেশী বিব্রত আছেন। আমি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন তিনি অকপটে বলিয়া ফেলেন যে, লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত লণ্ডনবাসীদের মধ্যে উহার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি কোন ভবিষ্যদ্বাণীই করিতে পারেন না। তিনি ইহাও বলেন, "কেহই নিশ্চিতভাবে কিছু বলিতে পারেন না। ৮০ লক্ষ লোক-অধ্যুষিত একটি ঘন বসতিসম্পন্ন নগরের উপর অবিরাম বোমা নিক্ষেপ একটি নূতন ব্যাপারই বটে।"

লণ্ডনকে আমি বেশ ভালভাবেই জানি এবং কয়েক বৎসর উহার শাসন ব্যাপারেও আমার বেশ হাত ছিল। আমি ধারণা করিয়া লইয়াছিলাম যে, মোটামুটিভাবে তাহারা শক্তই থাকিবে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাহারা সে ধারণাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। অতুলনীয় বীরত্বের সহিত তাহারা বহু কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে এবং শত বিপদাপদের মধ্যেও কখন তাহাদের স্বভাবসুলভ রসিকতা লোপ পায় নাই। তাহারা বলে, "যুদ্ধ চলিতেছে, তা' বেশ, শেষ পর্য্যন্ত আমরাও আছি।"

একজন লণ্ডনবাসী হিসাবে লণ্ডনকে লইয়া গর্ব্ব করার এত বড় সুযোগ আর আমার হয় নাই। প্রাদেশিক শহরগুলিকেও স্মরণ করিতে হয় কারণ উহাদের কোন কোনটি সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন কি পল্লী অঞ্চলগুলিও শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আমার মনে হয়, ইহার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া যথার্থরূপেই সমগ্র জগতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে।

"ইহা অবশ্য সত্য যে, হতাহতদের সংখ্যা খুব বেশী কিন্তু তথাপি যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে যতটা আশঙ্কা করা হইয়াছিল ততটা নিশ্চয়ই নয়। যথেষ্ট সংবাদ আটালিকাও বিধ্বস্ত হইয়াছে বটে তবে উহা প্রধান ব্যাপার নয়।"

জনসাধারণের এই অসাধারণ ধৈর্য্যের উৎস কোথায় আমি জানিতে চাহিলাম।

মিঃ মরিসন বলিলেন "ইহার সোজা উত্তর আছে। তাহারা জানে গোমার অভিজ্ঞতা যতই তিক্ত হৌক না কেন, নাৎসী শাসন অপেক্ষা বহু দিক দিয়া উহা শ্রেষ্ঠ"।

"নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা শোচনীয়ই বটে, কিন্তু চিরকাল মানসিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া নিষ্প্রদীপ থাকা অপেক্ষা উহা শ্রেয়। ট্রেড ইউনিয়নের মূলমন্ত্র, শ্রমিকদের উন্নতি বিধায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু তাহাদের নিকট আদরণীয়, নাৎসীরা উহাদের উচ্ছেদ কামনা করিয়া থাকে।"

"তারপর তাহারা ইহাও জানে, আমরাও দিনের পর দিন অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তি লইয়া পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছি এবং রাজকীয় বিমান বহরের কৃতকার্য্যতাও তাহাদের অন্তরে বর্ণনাতীত সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।"

মিঃ মরিসন গোড়া হইতে বিমান আক্রমণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের নেতা হিসাবে তিনিই লণ্ডনের জন্য মূল পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন এবং উহা চালুও করিয়া দেন। এক্ষণে স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে উক্ত বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে সমাসীন।

মিঃ মরিসন আমাকে বলিলেন, "বিমান আক্রমণ নিরাপত্তা বিভাগে নিযুক্ত নরনারীদের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখুন। তাহাদের মধ্যে কত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক: শ্রমিক, দোকান-কর্ম্মচারী, বে-সামরিক কর্ম্মচারী, সকল শ্রেণীর দালাল প্রভৃতি রহিয়াছে। অবসর প্রাপ্ত সৈন্যও আছে। তাহারা সামরিক নিয়মা-নুবর্ত্তিতা সম্পর্কে জন সাধারণকে এক আধটু শিক্ষা দিয়া থাকে। তবে বৃটিশ জনসাধারণ ও তাহাদের মধ্যে আর কোন তফাৎ নাই। প্রত্যেকে সুষ্ঠুভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে।

"যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যখন উক্ত পরিকল্পনা রচনা করিতেছিলাম, তখন আমাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়া উঠে যে, বিমান আক্রমণের সময় কিম্বা নিরাপত্তার সঙ্কেত ধ্বনি হওয়ার পর আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় নিযুক্ত লোকজনকে কাজে আহ্বান করা হইবে। অভিজ্ঞতা লাভের পর উহার মীমাংসা করা স্থির হয়।"

"লণ্ডনে বিমান আক্রমণের প্রথম কয়দিন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থায় নিযুক্ত লোকজনকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়; ইহা আপনারও স্মরণ আছে। কিন্তু সে বিপদের দিনেও তাহারা অত্যন্ত ধীরস্থির, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং নিষ্ঠার সহিত নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।"

মিঃ মরিসন ইহাও বলেন যে, উহাদের মধ্যে শিক্ষক এবং ভারতবাসীও ছিল এবং এম্বুলেন্স সার্ভিসের সহিত কতিপয় ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিল।

তিনি বলেন, "অত্যন্ত নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থভাবে তাহারা কাজ করিয়া যাইতেছে, তাহাদের মনোবল প্রশংসার্হ; তাহারা ধন্যবাদের পাত্র।"

যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, অতঃপর তিনি সংক্ষেপে উহার উল্লেখ করেন। ভূগর্ভস্থ আশ্রয় স্থল সম্পর্কে তিনি বলেন, জন সাধারণের একটা বিরাট অংশ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে, ইহা গভর্ণমেণ্ট কামনা করেন না; দেশের সর্ব্বত্র তাহাদিগকে ছড়াইয়া রাখাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ভূগর্ভস্থ রেলপথকে ইতিপূর্ব্বেই কাজে লাগান হইয়াছে। উহার আরও উন্নতি সাধন করা হইবে। যে-স্থানে সংরক্ষণ বিবেচিত হইবে, উহার বিস্তৃতি সাধন এবং গভীর আশ্রয়স্থল নির্ম্মিত হইবে। অন্যান্য আশ্রয় স্থল গুলিও নিয়মনাধীনে আনিয়া উন্নতি সাধন করা হইবে।

"হতাহতদের সংখ্যা যাহাতে একেবারে হ্রাস পায় তাহার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হইতেছে। তাহাতে সুপরিচিত মিস এলেন উইলকিনসন তাঁহার স্বভাবসুলভ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত উক্ত বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত আছেন।

আশ্রয়স্থলসমূহের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নের মীমাংসার ব্যাপারে স্বনামধন্য চিকিৎসক লর্ড হোর্ডার আমাদের সহযোগিতা করিতেছেন। সম্প্রতি ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে বৃটিশ সাফল্য

পনর হাজার ইতালিয়ান বন্দী

মধ্য প্রাচ্যের বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল বার্দিয়াকে প্রায় নিজের করায়ত্ত করিয়া আনিয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যার পর হইতে ১৫ হাজারেরও অধিক ইটালীয় সৈন্য বৃটিশ সৈন্যদের নিকট বন্দী হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারীর একখানা সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বার্দিয়ার সমগ্র উত্তরাঞ্চল রক্ষাকারী ইতালীয় সৈন্যরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বহিঃরেখার ঘাঁটি ভেদ করিয়া আমাদের উত্তলবাহী সৈন্যেরা বার্দিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। পনর হাজারেরও অধিক সৈন্যকে বন্দী করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং অপরাপর প্রতিরোধ কেন্দ্রকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য সংগ্রাম সাফল্যের সহিতই চলিতেছে।

ইস্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, সুদান এবং কেনিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর একদল নৌ-সৈন্য বার্দিয়া তোব্রুক রাজপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে।

লিবিয়ায় আক্রমণ

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, কায়রোতে রাজকীয় বিমানবাহিনীর মধ্য প্রাচ্য হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে গত ৩রা এবং ৪ঠা জানুয়ারী রাত্রিকালে এবং শনিবার সারাদিন পূর্ব্ব লিবিয়ার ইটালীয় বিমান ঘাঁটিসমূহে অবিরাম গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে।

বার্দিয়ায় ৮ হাজার ইতালীয় বন্দী

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বাহিনী বার্দিয়ায় ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। আট হাজার লোক বন্দী হইয়াছে এবং সন্তোষজনকভাবে সংগ্রাম চলিতেছে।

আলবেনিয়ায় ইতালীর দুর্দ্দশা

এথেন্স-এর রাজকীয় বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ এলবাসানের রাস্তার মোড় এবং অপরাপর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাফল্যের সহিত বোমাবর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। সকলগুলি বোমাই সহরে পড়িয়াছে এবং কয়েকস্থানে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

মধ্য আলবেনিয়ায় বর্ত্তমানে এলবাসানেই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থল ঘাঁটি। পোগ্রাদেকের উত্তরে সংগ্রাম করিয়া গ্রীকরা কিছু সুবিধা করিয়া লইয়াছে। পোগ্রাদেকের উত্তরাঞ্চলে এই সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্য পূর্ব্ব দিক হইতে এলবাসান আক্রমণের চেষ্টা করা, কেননা অপর দিক উপকূলভাগে তেপেলিনি এবং ক্লিসুরার উপর চাপ দিবার ফলে এলবাসানকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতেও আক্রমণ করিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আরও দুই শতাধিক ইতালীয় বন্দী

এথেন্স হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আলবেনিয়াতে আরও অধিক সংখ্যক ইতালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। একখানি গ্রীক সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, "বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রীক সৈন্যগণ সাফল্য সহকারে যুদ্ধ চালাইতেছে। অফিসারগণসহ আরও দুই শত চারি জন ইতালীয় বন্দী হইয়াছে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।"

ত্রিপোলীর উপর বৃটিশ আক্রমণ

বিগত ২রা জানুয়ারী ত্রিপোলী ও এসডেনের উপর যে আক্রমণ পরিচালিত হয়, তাহা খুবই ব্যাপক হয়। ত্রিপোলীর উপর বিমান-ছায়ায় পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য পরিচালিত হয় এবং উহার পর আক্রমণ চালানো হয়। উহার পূর্ব্ব দিবস রাত্রেও রাজকীয় বিমান বহর দীর্ঘ সময় যাবত ত্রিপোলীর উপর আক্রমণ চালায়। এসডেনের জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটির উপর রাজকীয় বিমান বহর এইবার লইয়া ২৯ বার আক্রমণ চালাইল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আক্রমণসমূহে জাহাজ, ডক, বিমান-ঘাঁটি ও পেট্রল গুদামের উপর আক্রমণ চালানো হয়।

ত্রিপোলীতে আবার আক্রমণ

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহরের বোমারু বিমানপোতসমূহ আর একবার ত্রিপোলীতে হানা দিয়াছিল। এসডেনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

ইতালীয়ান সাবমেরিন জলমগ্ন

বৃটিশ নৌবহর কর্ত্তৃপক্ষ ঘোষিত হইয়াছে যে, একখানা ইটালীয় সাবমেরিন প্রহরাধীনে শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের নিজস্ব ঘাঁটিতে অগ্রসর হওয়ার কালে বৃটিশ সাবমেরিন 'থাণ্ডারবোল্ট' কর্ত্তৃক জলমগ্ন হইয়াছে।

নববর্ষে গ্রীসের সংকল্প

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস নববর্ষে গ্রীক জনসাধারণের প্রতি এক বাণীতে বলিয়াছেন যে, "শত্রু নিশ্চিহ্ন না হওয়া অবধি শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিবার দৃঢ়তা লইয়া আমাদের ১৯৪১ সাল সুরু হইয়াছে।"

জেনারেল মেটাক্সাস আরোও বলেন যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী, কঠোর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে জানিয়াই আমাদের ১৯৪১ সাল আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা কৃতসঙ্কল্প ছিলাম যে, গ্রীসের পক্ষে সম্মানজনক ভাবে যুদ্ধ পরিসমাপ্তির নিমিত্ত আমরা সব কিছু সহ্য করিব।

ছদ্মবেশী জার্ম্মান জাহাজের কাণ্ড

ওয়েলিংটনের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য (বুধবার) নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফ্রেজার ঘোষণা করেন যে, একটি জার্ম্মাণ জাহাজ ৫০০ বৃটিশ, ফরাসী ও নরউইজান যাত্রীকে এমিরাউ দ্বীপে নামাইয়া দেয়। (ইহাদের মধ্যে ৪০ জন স্ত্রীলোক ও ৭টি শিশু ছিল।) ইহাদিগকে উক্ত দ্বীপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। উক্ত ৫০০ নরনারী "কোমাটা" "থ্যাঙ্কিটানে", "হোলনউড", "ট্রিমলা," "ভিন্নি", ট্রিয়াডিক, "ট্রিয়াটার" নামক সাতটি জাহাজের নাবিক ও যাত্রী। এরূপ অনুমতি হয় যে, "টুরাকিনা" "নোটাউ" ও "রিঙ্গাউড" নামক অপর তিনটি জাহাজের উদ্ধারপ্রাপ্ত লোকজন এখনও উক্ত জার্ম্মাণ জাহাজেই আছে এবং অন্যান্য জাহাজের কতিপয় নাবিকও উক্ত জার্ম্মাণ জাহাজে আছে। উল্লিখিত দশটি জাহাজের মধ্যে সাতটি বৃটিশ, দুইটি নরউইজান ও একটি ফরাসী জাহাজ।

আগামাক চাকী আটা

বিভিন্ন আধারে ভরিয়া কলিকাতায় যে চলোনি আটা বিক্রয় হয় তাহার মূল্য উপরোক্ত সপ্তাহে নিম্নরূপ ছিল :—

কাগজের আধারে	প্রতি মণ	৫।।৶৹
চটের আধারে	,,	৫৸৹
কাপড়ের থলিয়ায়	,,	৫৸৹

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে স্যার ছেকান্দর

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় স্যার ছেকান্দর হায়াৎ খাঁ সুদানে গমন করিয়া তথাকার ভারতীয় বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কায়রোতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সৈন্যদের সাহস, নৈতিক বল ও নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রশংসা করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়া বলেন,—

"পশ্চিম মরুভূমিতে আমাদের সৈন্যবাহিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা 'স্বাস্থ্য' শক্তি ও সজীবতা খুবই প্রশংসনীয় দেখিতে পাইলাম। ছিদিবারাণীর কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভে তাহারা এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহাতে তাহাদের মর্য্যাদা শত্রু মিত্রের নিকট সমানভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংরাজ সৈন্যদের পার্শ্বে থাকিয়া ইহারা সংগ্রাম করিয়াছিল। গত বড়দিনের উৎসবের সময় এই ইংরাজ সৈন্যরা উচ্চ হর্ষধ্বনি সহকারে আহত ভারতীয় সৈন্যদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যে সমস্ত ইটালীয় বন্দীর সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল, তাহারা অনেকে বলিয়াছে যে, সঙ্গীন চালনায় ভারতীয় সৈন্যরা এতদূর তৎপর যে, শত্রুদের পক্ষে আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্যকোন গত্যন্তর ছিল না।

সৈন্য এবং অধীনস্থ বাহিনী সমূহের মুসলমান, শিখ ও হিন্দুর মধ্যে সকলেই কে কাহাকে ছাড়াইয়া যাইবে, তজ্জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা লাগিয়া গিয়াছে। মেডিক্যাল ও ট্রান্সপোর্ট বাহিনীর অবিরাম কার্য্যের ফলে সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নীলনদের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল স্যার মেটল্যাণ্ড উইলসন আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় সৈন্যরা বিশেষ ভাবে শিক্ষিত এবং তাহাদের মানসিক অবস্থা খুবই প্রশংসনীয়। এই যুদ্ধে তাহারা এই গুলি ভাল করিয়াই প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা শুধু আক্রমণের বেলায়ই কৃতিত্ব দেখায় নাই— পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পরে অগ্রসর হইতেও তাহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। স্থল ও বিমানপথ হইতে তীব্র আক্রমণ সত্বেও ভারতীয় সৈন্যরা অবিচলিতভাবে অগ্রসর হইয়াছে এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ট্রেনিং ও সাহসের গুণে অল্প ক্ষতি স্বীকার করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। পশ্চিম মরুভূমির এই সমস্ত সৈন্যের জন্য ভারতের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত। ইহারাই মাতৃভূমির সীমানা হইতে যুদ্ধকে দূরে রাখিয়াছে।

[৩য় পৃষ্ঠার শেষ]

কার্য্যে নিযুক্ত লোকজনের জন্য উন্নত ধরণের ব্যবস্থাদি এবং আহতদের ক্ষতিপূরণের আয়োজন করা হইয়াছে।

মোটের উপর প্রত্যহ লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা একটির পর একটি করিয়া সমস্ত বাধাবিঘ্নগুলি কাবু করিয়া ফেলিতেছি। ইহা মামুলী ব্যাপার নয় বরং পরিস্থিতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সব কিছুই করা হইতেছে, জনসাধারণের মনে সে-বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, তাহারা উহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতেছে।

"একণে আমি দ্বীপপুঞ্জ বৃটেন হইতে ভারতের উদ্দেশ্যে সাহস ও নির্ভীকতার বাণী প্রেরণ করিতেছি। বৃটেনের অটুট নৈতিক শক্তি, আমাদের ও ভারতের এবং স্বাধীনতাপ্রিয় প্রত্যেক দেশের একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে আস্থাবান এবং আমাদের জনসাধারণের সম্পদ ও কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবই।"

পাট-সমস্যায় বাঙলা সরকার

মূল্য-নির্দ্ধারণ ও চাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নীতির বিশ্লেষণ

ভারত সরকার, বাঙলা সরকার এবং ভারতীয় চটকল সমিতির কতিপয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত দিল্লী সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয়, চটকল সমিতির সদস্যেরা তাহা বিনা আপত্তিতে মানিয়া লইয়াছেন দেখিয়া বাঙলা সরকার আনন্দিত হইয়াছেন।

চলতি বৎসরে পাটচাষীদের পক্ষে সন্তোষজনক দরে পাট বিক্রয় ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট একটা বড় রকমের জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। যুদ্ধ ঘোষণার পরে পাট চড়া দামে বিক্রীত হওয়ায় পাটের উৎপাদন খুব বাড়িয়া যায়। পাটচাষের জমির পরিমাণ যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি পায়; যে-সকল জমি পাটচাষের উপযুক্ত নয়, তাহাতেও পাটচাষ করা হয়। ফসলের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায় যে, উহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ইহার উপর আবার ফসল কাটার সময়ে পাট পঁচাইবার জলের অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে নিম্নস্তরের পাট উৎপন্ন হয়। পাট বপন নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা করেন, তাহা ব্যর্থ হয়। যুদ্ধের ফলে পাট ব্যবসায় গুরুতররূপে ব্যাহত হইতে পারে এবং দর ও চাহিদা বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বিপরীত অবস্থাও দেখা দিতে পারে—গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও, পাট-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যক্তি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বাভাষ ভ্রান্তিপূর্ণ এবং যুদ্ধের ফলে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং চড়া দরও বজায় থাকিবে, তাঁহাদের চাপে পড়িয়া গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঘটনাচক্রে গভর্ণমেণ্টের অনুমানই ঠিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সকল দেশ পাট ক্রয় করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই আজ শত্রুদেশ। বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়ও পাট এবং পাটজাত পণ্যের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। জাহাজ চলাচল ব্যবস্থায় ব্যতিক্রমের জন্যও এই অবস্থা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। চাহিদার অপেক্ষা উৎপাদন বেশী হওয়ায় পাটের দর বজায় থাকা কখনও সম্ভব নহে। কাজেই এই সকল বিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও পাট চাষীরা যাহাতে সুবিধাজনক দর পায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণের প্রতি গভর্ণমেণ্ট মনোনিবেশ করেন।

অভীপ্সিত ফললাভের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট পাটের মওশুম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই পাট-ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। শেষ পর্য্যন্ত পাট-শিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় চটকল সমিতি এই ভার লেন যে, তাঁহারা উক্ত সমিতির সদস্যস্থানীয় চটকলগুলিকে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় কোন চুক্তিসম্মত সর্ব্বনিম্ন দরের অনূন মূল্যে স্বাভাবিক হারে পাট ক্রয়ের জন্য সোপারিশ করিবেন। গভর্ণমেণ্ট পাট-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে এই চুক্তিসম্মত সর্ব্বনিম্ন দরের কথা জানাইয়া দেন এবং চাষীদেরও মফঃস্বলে বিভিন্ন স্তরের পাটের জন্য অনুরূপ হারে দর দাবী করিতে ও ধীরেসুস্থে পাট বিক্রয় করিতে এবং একসঙ্গে অধিক পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত না করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। দর যে হারে নির্দ্ধারিত করা হয়, তাহাতে চাষীরা ন্যায্য ও যথোপযুক্ত মূল্যই পাইত। মিলগুলির জন্য এই চুক্তি পাটের ন্যায্য মূল্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। প্রদেশের সর্ব্বত্রই চাষীরা যে সকল ক্ষেত্রে চাহিদা নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা না করিয়া গভর্ণমেণ্টের উপদেশ মানিয়া চলায় গভর্ণমেণ্ট আনন্দিত হইয়াছেন। ইহার ফলে চাষীরা বেশী পরিমাণ পাট কম দরে বিক্রয়ের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবে যে পাট এখন পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইত, তাহা এখনও চাষীদের হাতে রহিয়া গিয়াছে। মিলগুলি পাট ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ আগ্রহ দেখাইলে মফঃস্বলের বাজারে কলিকাতার বাজারের জন্য নির্দ্ধারিত দর বজায় থাকা সম্ভব হইত, কতকগুলি বিশেষ কারণে (যাহা নিয়ন্ত্রণে গভর্ণমেণ্টের কোন হাত ছিল না) মিলগুলি ক্রয়ের জন্য সেরূপ আগ্রহ দেখায় নাই এবং উহার ফলে নির্দ্ধারিত হারের কম মূল্যে পাট বিক্রী হইতে থাকে। কোন কোন স্থানে চাষীরা এমন কি খরিদ্দারও পাইয়া উঠিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রে দালালরা নির্দ্ধারিত হারের কম মূল্যে পাট ক্রয় করিতে লাগিল এবং যে সকল পাট মিলে বিক্রয় করা সম্ভব হইল, তাহা বিক্রয় করিয়া তাহারা লাভ করিল; বাকী পাট তাহাদের হাতে রহিয়া গেল এবং এখনো রহিয়াছে। পাটের দরের এরূপ অধোগতি আরম্ভ হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট আরো অধোগতি নিবারণের জন্য এই সম্পর্কে পুনরায় ব্যবস্থাবলম্বনে বাধ্য হইলেন। মিলগুলি যে সকল প্রস্তাব করিল, গভর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ দুইটি কারণে তাহা মানিয়া লইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ ক্রয়ের আগ্রহ যে অব্যাহত রাখা হইবে, এই নূতন প্রস্তাবে সেরূপ কোনও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল না এবং অবশিষ্ট ফসলের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যে তাহারা নূতন দরে কিনিয়া লইবে, সেরূপও কোন প্রতিশ্রুতি মিলিল না; দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাবে "বটম" শ্রেণী বলিয়া স্বীকৃত পাট অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরের একটা নূতন শ্রেণী সৃষ্টির প্রস্তাব করা হইল। গভর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিলেন যে, উহার পরিণতিতে উন্নত শ্রেণীর "বটম" পাটও নিকৃষ্ট স্তরের "বটম" হিসাবে বিক্রীত হইতে পারে এবং পাটের বিভিন্ন শ্রেণীর তারতম্য অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে ও ফলে পাটচাষীদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, যে বটম শ্রেণীর পাট ৭৲ দরে বিক্রয় হইত, নূতন নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহার দর স্বভাবতঃই কমিয়া যাইত।

দুর্ভাগ্যবশতঃ চটকলগুলি পাল্টা কোনরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে অসমর্থ হইল। কাজেই বাঙলা সরকার এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ভারত সরকার এতৎসংক্রান্ত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর (১৯৪০) দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনে নিম্নস্তরের নূতন "বটম" শ্রেণী সৃষ্টির পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হয় এবং স্থির হয় যে, চটকলগুলি আগামী এপ্রিল মাসের (১৯৪১) মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ১৭॥০ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিবে। এই ক্রয়ের দর এমনভাবে নির্দ্ধারিত হইবে, যাহার ফলে ক্রয়ের চাহিদা সমানভাবে বজায় থাকিয়া যাইবে এবং মফঃস্বলের পাটচাষীরাও উপযুক্তরূপ দর পাইবে। এই ১৭॥০ লক্ষ বেল সাধারণভাবে "বটম" স্তরের পাট অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে না এবং এই স্তরের পাট ছাড়া অন্য যে সকল স্তরের পাট ক্রয় করা হইবে, তাহা এতদতিরিক্ত হইবে। যদি চটকলগুলি ব্যবস্থানুযায়ী নির্দ্ধারিত পরিমাণ ১৭॥০ লক্ষ বেল পাট ক্রয়ে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহারা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবং গভর্ণমেণ্টের টাকায় বাকী পাট ক্রয় করিবে। কাজেই অবস্থা এক্ষণে এইরূপ দাঁড়াইল:—

চটকলগুলি আগামী চার মাসের মধ্যে অন্যূন ৮৭॥০ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিবে। এই পাট "বটম" শ্রেণীর পাটের অপেক্ষা উন্নত হইবে (যে পাট কাটিংবর্জিত এবং থলে বোনার পক্ষে উপযুক্ত অর্থ যে পাটের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগের অধিক নাই, তাহাই ঐ শ্রেণীর পাটরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে)। "কাটিং" ব্যতীত উহার অপেক্ষা নিম্নস্তরের পাট এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত নহে এবং উহার কোনও মূল্যও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। এই ব্যবস্থানুযায়ী চটকলগুলি কলিকাতায় সর্ব্বনিম্ন নিম্নোক্ত হারে পাট ক্রয় করিবে:—

	মিডল।	বটম।
ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট	৭৸০	৬৲
ইণ্ডিয়ান জাট	৮।০	৬৸০
ইয়ুরোপীয়ান মার্কস্	৮॥০	৬৸০

দেশী বাছাই-না-করা—মণ ৬৲ টাকা।

উল্লিখিত দরের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য পাটচাষীদের অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত দরের অনুপাতে পাটচাষীদের মফঃস্বলের বাজার-দরও স্থির করিতে হইবে। স্থানের দূরত্ব থাকায় এবং মাশুল প্রভৃতির জন্য কলিকাতায় যতপ্রতি যে দরে পাট বিক্রয় হইবার কথা, তাহা হইতে মফঃস্বলের বাজার দর সাধারণতঃ ৸০ হইতে ১৲ কম হইয়া থাকে। পাটচাষীদের আরও জানান যাইতেছে যে, তাহারা যেন নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম দরে পাট বিক্রয় না করে বা বিক্রয়ের জন্য এককালীন বেশী পরিমাণে পাট বাজারজাত না করে। কলিকাতার জন্য পাটের যে উপরোক্ত সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্ধারিত হইল, সেই দরেই চটকলগুলি নিজেদের পক্ষ হইতে অথবা সরকারের পক্ষ হইতে পাট ক্রয় করিবে। অবশ্য উল্লিখিত মূল্যই যে পাটের স্থায়ী দর হইবে, এমন নহে। উপরোক্ত সকল দিক বিবেচনা করিয়া সরকার এই সর্ব্বনিম্ন দরকে চাষীদের পক্ষে উপযোগী বলিয়াই মনে করেন। আর ইহাও ঠিক যে, এই সময়ে ইহা অপেক্ষা অধিক হারে পাটের সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। পাটচাষীদের আরও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র "বটম" এবং "মিডল" শ্রেণীর পাটের জন্যই উক্ত দর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাটচাষীরা সাধারণতঃ শ্রেণী হিসাবে পাট বাছাই না করিয়াই বাজারে লইয়া আসে এবং ঐ অবস্থাতেই পাট বিক্রয় করে। সুতরাং উক্ত মিশ্রিত পাটে "বটম" এবং "মিডল" উভয় শ্রেণীর পাটই থাকিয়া যায়। মিশ্রিত পাটের জন্য দেয় সর্ব্বনিম্ন দর "বটম" শ্রেণীর জন্য দেয় সর্ব্বনিম্ন দরের সমানুপাতিক হইতে পারে না; বরং মিশ্রিত পাটের মধ্যে "বটম" এবং "মিডল" উভয় শ্রেণীর পাট থাকায় প্রত্যেক উভয় শ্রেণীর পাটের পরিমাণ অনুসারেই সর্ব্বনিম্ন দর নির্দ্ধারিত হইবে। কাজেই বলা চলে—পাটচাষীরা উক্ত মিশ্রিত পাটের জন্য যে সর্ব্বনিম্ন দর পাইবে, তাহা "বটম" শ্রেণীর জন্য দেয় সর্ব্বনিম্ন দর অপেক্ষা সাধারণতঃ বেশীই পড়িবে। উপরে কলিকাতার বাজার দরের যে হার প্রদত্ত হইল, সেই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর নির্ভর করিয়া তদনুসারে মফঃস্বলের বাজার দর স্থির করতঃ পাটচাষীরা মিশ্রিত বিক্রয়ের জন্য নিজেদের পাটের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে।

পূর্ব্বের ন্যায় সরকার এখনও সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, পাটচাষীরা যেন কেবল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের প্রতিই লক্ষ্য না রাখে। এই পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের মূল্য হ্রাস পায় নাই; উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের চাহিদা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও রহিয়াছে। কাজেই ভবিষ্যতেও উক্ত পাটের দর পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এই সমস্ত কারণে পাটচাষীদের উচিত কেবল ভাল জাতের পাটই বাজারজাত না করিয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটও যাহাতে বিক্রয় হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বহু পরিমাণে এখনও অবিক্রীত রহিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেশীর ভাগ পাটই এ পর্য্যন্ত চাষীদের হাতেই রহিয়াছে। পাটের দর সম্পর্কে

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

রবি ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী-সমাজের কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

এবার ভাল রবি ফসল পাইতে হইলে বাড়ন্ত শস্যগুলিকে তাহা রোগাক্রান্ত ও অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা দরকার।

আমাদের দেশে গম, যব, সরিষা, কলাই, ছোলা, আলু, তিসি প্রভৃতি ফসল রবিশস্য হিসাবে লাগান হয়। ভাল ফসল পাইতে হইলে যত্নে চাষ আবাদ করিতে হয়। উপরন্তু সার ও সেচন প্রভৃতি দিতে হয়, এ'ত জানা কথা। আমাদের কৃষকগণ এবিষয়ে ভাল করিয়াই জানেন। কিন্তু এত ক্লেশ এত যত্ন এবং এত খরচ করিয়াও সময় সময় আমাদের কৃষকগণ আশা মত ফসল না পাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। নানা কারণে এই ক্ষতি হইতে পারে। তবে কতকগুলি কারণের উপর আমাদের কোন হাত নাই, যেমন অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি বা সময়ে উপযুক্ত বৃষ্টির অভাব। ইহাদের প্রতিকার আমরা সহজে করিতে পারি না। অবশ্য সেচন ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বারা অনাবৃষ্টির অভাব কিছু মোচন করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা বহু অর্থব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। সেইরূপ জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে অতিবৃষ্টির কবল হইতেও ফসল রক্ষা করিবার কিছু প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু ইহাও বহু অর্থব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। কতকগুলি ক্ষতির কারণ আমাদের নিজেদের চেষ্টায় মোচন করিতে পারা যায়। যেমন শস্যকে রোগ এবং শস্য-অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। নিম্নে আমাদের দেশের রবিশস্য কতকগুলি রোগ এবং অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হইতে কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে লিখা গেল। বিশেষ বিবরণের আবশ্যক হইলে সরকারী কৃষি বিভাগে Economic Botanist, Dacca, লিখিলেই পাইবেন।

(১) গম, যব ও যইয়ের ঝেড়ো রোগ

এই রোগ শস্য ও তুষ আক্রমণ করে এবং সমস্ত শিষটি নষ্ট করিয়া কাল ছাইয়ে পরিণত করে।

গমের ঝেড়ো রোগ—আস্টিলেগো ট্রিটিসাই।

যবের ঝেড়ো রোগ—আস্টিলেগো হরডিআই।

যইয়ের ঝেড়ো রোগ—আস্টিলেগো এভেনি।

প্রতিকারের উপায়।—কৃষক খুব সাবধানে ঝেড়োযুক্ত ডগা একটী থলেতে সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। বীজ যদি ঝেড়োর সহিত মিশিয়া যায়, তাহা হইলে বুনিবার পূর্ব্বে বীজ কেমিকেল মিক্শ্চার "এগ্রোসান জি" একভাগ, পাঁচশত ভাগ শস্যের সহিত মিশাইলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

"এগ্রোসান জি" ১৮নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা (১০৮০ ৭ পাউণ্ডের টিনের দাম) মেসার্স ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজের নিকট পাওয়া যায়।

(২) গম, যব ও যইয়ের মরিচা ধরা রোগ

গম গাছের উপর সাধারণতঃ তিন প্রকারের বিভিন্ন মরিচা ধরা রোগ দেখা যায়।

(১) কাল (পাক্সিনিয়া গ্রামিনিস্)।

(২) হলুদে (পাক্সিনিয়া গ্লুমেরাম্)।

(৩) কমলা (পাক্সিনিয়া ট্রিটিসাইনা)।

শেষের দুই প্রকারের রোগ ছোট থাকিতে আক্রমণ করে এবং সময় সময় খুব বেশী ক্ষতি হয়।

যইয়ের উপর পাক্সিনিয়া লোলাই হয়।

প্রতিকারোপায়।—রোগ প্রতিরোধক শক্তিবিশিষ্ট জাতের বীজ নির্ব্বাচন ও তাহাদের চাষ করা দরকার।

(৩) সরষা

ইহার উপর সাধারণতঃ তিন প্রকারের রোগ দেখা যায়।

(১) মরিচা ধরা রোগ, যাহা পাতা ও ডাঁটাতে প্রকাশ পায়।

(২) সাদা খড়ির ন্যায় গুঁড়া ছাতা রোগ।

(৩) মূল মরা রোগ।

তৃতীয়টী দ্বারা গাছের বিশেষ ক্ষতি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা এবং ডাঁটা ধূসর বর্ণে পরিণত হইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়।—(১) ক্ষেত হইতে মরা গাছগুলি তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(২) ক্ষেত হইতে জল-নিকাশের বন্দোবস্ত করা উচিত।

(৪) মটর

মটর গাছের গুঁড়া ছাতা রোগ।—ইহা সাধারণতঃ ফল ধরিবার সময় গাছের পাতা ও ডাঁটাতে সাদা খড়ির মত জন্মে। যন্ত্রের সাহায্যে গন্ধকের গুঁড়া ছিটাইলে এই রোগ দমন করা যায়। সকাল বেলা যখন পাতা শিশিরে ভিজা থাকে, তখন ঔষধ ছিটাইতে হইবে।

মটর গাছের ঢলে যাওয়া রোগ।—এই রোগ গাছের উপরে মাটির সংলগ্ন স্থানে আক্রমণ করে এবং গাছ নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। রোগ দেখা দিবার পূর্ব্বে ৬০০ ভাগ জলে ১ ভাগ কেরল মিশ্রিত করিয়া গোড়ায় দিলে রোগ দমন হয়। এক কাঠা জমিতে ১/ মণ ঔষধমিশ্রিত জল প্রয়োজন। সাধারণতঃ মূল্যবান ফসল ইত্যাদিতে দেওয়া চলে যেমন বড় জাতের মটর। "কেরল" মেসার্স উইলকেনসন্ হেউড্ এণ্ড ক্লার্ক এণ্ড কোম্পানি, ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতায় পাওয়া যায়। মূল্য ৭।০ আনা করিয়া প্রতি গ্যালন্।

(৫) ছোলা

ছোলার উপর সাধারণতঃ দুই প্রকার রোগ দেখা যায়।

(১) মরিচা ধরা রোগ, যাহা পাতার উপর দেখা যায়।

(২) ঢলিয়া যাওয়া রোগ।

দ্বিতীয়টীতে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তিবিশিষ্ট বীজ ব্যবহার করিলে এই রোগ আর প্রায় দেখা যায় না; যথা "কাণপুর ভেরাইটী"।

(৬) অড়হর

উইলট (ফিউজেরিয়াম্)।—অড়হর গাছ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে উপরের পাতা সকল হলুদে হইয়া শুকাইতে থাকে এবং পরে সম্পূর্ণ গাছটী শুকাইয়া মরিয়া যায়। এই রোগ মাটিতে গাছের আবর্জনার মধ্যে জন্মায় এবং উপযুক্ত ফসল পাইলেই আক্রমণ করে।

প্রতিকারোপায়।—গাছটী যখন শুষ্ক অবস্থায় দেখা যায়, তখনই উহা তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তিবিশিষ্ট জাতের অড়হরের আবাদ করিলে সুফল পাওয়া যায়। পর্য্যায় চাষ করা দরকার।

(৭) গোল আলু

গোল আলুর মড়ক।—এই রোগে প্রথমাবস্থায় গাছের পাতায় ছোট ছোট বাদামি রংয়ের দাগ পড়ে এবং শীঘ্রই ইহা জলবায়ুর অনুকূলে ক্রমশঃ আকারে বাড়িতে থাকে। রোগ বাড়িলে পাতা ও ডাঁটায় প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ গাছটী ২।১ দিনের ভিতরে মারিয়া ফেলে। পরে গাছটী কাল হইয়া পঁচিয়া যায় এবং মাটির ভিতরের আলুও আক্রান্ত হয়।

রোগ নিবারণের উপায়।—(১) নীরোগ আলু লাগাইবে। আক্রান্ত ক্ষেত্রের আলু দেখিতে ভাল হইলেও লাগাইবে না।

(২) জল নিকাশের সুবন্দোবস্তযুক্ত জমিতেই আলুর চাষ করিবে।

(৩) একই ক্ষেতে প্রতি বৎসর আলু চাষ নিষিদ্ধ।

(৪) কাঁচা অথবা অধিক পরিমাণ গোবর সার ক্ষেতে প্রয়োগ করিবে না।

(৫) যে সব অঞ্চলে আলুর রোগ দেখা যায়, তথায় গাছ ৬"—৮" বড় হইলেই ৫।৬ বার বোর্দো মিক্শ্চার পিচকারীর দ্বারা ছিটাইয়া দিতে হইবে। এক কাঠা জমিতে ১/ মণ ঔষধ দরকার হয়।

(৬) আলু তুলিবার পর বীজ আলু ঠাণ্ডা ও শুকনা জায়গায় গোলাজাত করিবে।

বোর্দো মিক্শ্চার প্রস্তুত করিবার পরিমাণ

তুঁতে	.. ৬ ছটাক ২ তোলা।	মূল্য প্রতি সের ৸৴০
পাথুরে চূণ	ঐ ঐ	,, ,, ,, ।৵০
জল	.. ১ মণ।	

(৮) আলুর ছাতা রোগ

রোগের লক্ষণ।—গ্রীষ্মকালে আলু গাছ যখন বেশ বড় হয়, তখন সাধারণতঃ উপরের পাতায় এবং নীচের পাতায় এক প্রকার ঈষৎ কাল বর্ণের অনেক দাগ পড়িতে দেখা যায়। এই দাগ অসমানভাবে গোলাকারে বর্দ্ধিত হয় ও তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঢ় রংয়ের গোলাকার চিহ্ন পড়ে। গাছের পাতা শুকাইয়া কালো হইয়া গাছ একেবারে মরিয়া যায়।

প্রতিকার বিধি।—পিচকারীর দ্বারা বোর্দো মিক্শ্চার ছিটাইলে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একই জমিতে প্রতি বৎসর আলুর চাষ করিবে না।

(৯) আলু গাছের গোড়া পঁচা রোগ

এই রোগ মাটির নীচে গাছকে আক্রমণ করে এবং গাছ ঢলিয়া শুকাইয়া যায়। গাছের গোড়ায় মাটী দিবার পূর্ব্বে "কেরল সলিউসন্" (১ ভাগ কেরল ৬০০ ভাগ জল) দ্বারা উত্তমরূপে গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত।

(১০) বেগুন গাছের ডাটার শুখা রোগ

ছোট চারা ও বড় গাছ উভয়কেই এই রোগ আক্রমণ করে। রোগাক্রান্ত স্থানে প্রথমতঃ ফোসকার মত দেখায়। তারপর সেই স্থল কুঁচকিয়া তাহা অন্য অংশ অপেক্ষা শক্ত হইয়া পড়ে। আক্রান্ত গাছ প্রায় মরিয়া যায় এবং এই ডাটার বীজ মরা জায়গায় ফুটিয়া বাহির হয়।

প্রতিকারোপায়।—রোগ ধরিবার পূর্ব্বে গাছে শতকরা ১ ভাগ বার্গাণ্ডি কিংবা বোর্দো মিক্শ্চার পিচকারীর দ্বারা ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়।

বার্গাণ্ডি মিক্শ্চারের পরিমাণ

তুঁতে	.. ৬ ছটাক ২ তোলা,	মূল্য ৸৴০ প্রতি সের।
কাপড় কাচা সোডা ৮ ছটাক,		মূল্য ৵০ প্রতি সের।
জল	.. ১ মণ।	

এক কাঠা জমিতে ১/ মণ ঔষধ প্রয়োজন।

(১১) বিলাতী বেগুন গাছ ঢলিয়া যাওয়া

এক প্রকার জীবাণু দ্বারা গাছ আক্রান্ত হইলে এই রোগ প্রকাশ পায় এবং গাছ ঢলিয়া পড়ে। চারা গাছ খুব

[১২ পৃষ্ঠার দেখুন]

বাঙলার জেলা ও লোকাল-বোর্ড সমূহ

১৯৩৮-৩৯ সনের বার্ষিক বিবরণী

১৯৩৮-৩৯ সালে লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ড-সমূহের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে বাঙলা সরকার সম্প্রতি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও বাঙলা দেশে মোট ২৬টি জেলা বোর্ড ছিল। জেলা বোর্ডগুলিতে মোট ৬৯৪ জন সদস্য ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪৪৭ জন নির্ব্বাচিত এবং অবশিষ্ট সদস্যগণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৮৮ জন সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ২৪-পরগণা ও পাবনা এই দুইটি জেলা বোর্ড পুনর্গঠিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও দার্জিলিং জেলার কমিশনার দার্জিলিং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু আর সমস্ত জেলা-বোর্ডেই নির্ব্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলেন। জেলা বোর্ডগুলিতে সর্ব্বসাকুল্যে ৩৯১টি সভা হয়। ইহাদের মধ্যে একটি সভাও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যের অনুপস্থিতিবশতঃ নষ্ট হয় নাই; কিন্তু আলোচ্য বৎসরে মোট ২৬টি সভার অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মাত্র ১২টি সভার অধিবেশন মুলতবী রাখা হইয়াছিল। গড়পড়তা যশোহর জেলা বোর্ডের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্য (৮৯.৭) এবং মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক সদস্য (৬৪.৪) যোগদান করিয়াছিলেন। সরকারী সদস্যগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সদস্য ২৪-পরগণা জেলা বোর্ডের সভায় এবং বগুড়া জেলা বোর্ডের সভায় সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক সদস্য যোগ দিয়াছিলেন।

লোকাল-বোর্ড

বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং নোয়াখালী জেলার লোকাল বোর্ড তুলিয়া দিবার ফলে সমগ্র বাঙলাদেশে লোকাল বোর্ড-সমূহের সংখ্যা কমিয়া মোট ৭০টি হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মোট ৮৪টি লোকাল বোর্ড ছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম তিন মাস পর্য্যন্ত রংপুরে ৪টি লোকাল বোর্ডের কাজ চলে এবং ১৯৩৮ সালের জুন মাসে এই ৪টি লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হয়। রংপুর জেলার লোকাল বোর্ডগুলির সদস্যসহ লোকাল বোর্ডগুলির মোট সদস্য-সংখ্যা ১,৩৯৩ হইতে কমিয়া ১,২৪৮ হয়। লোকাল বোর্ডগুলিতে মোট ৭২ জন সরকারী এবং ১,১৭৬ জন বে-সরকারী সদস্য ছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও মাত্র ৪টি লোকাল বোর্ড ব্যতীত আর সমস্ত লোকাল বোর্ডেই বে-সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। যে সমস্ত জেলায় লোকাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হয়, সেই সমস্ত জেলায় জেলা-বোর্ডগুলি লোকাল বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে; অন্যান্য জেলায় লোকাল-বোর্ডগুলি পূর্ব্ববৎ কর্ত্তৃত্ব পরিচালনা করে।

ইউনিয়ন কমিটী

আলোচ্য বৎসরে বাঙলা দেশে মাত্র ৩টি ইউনিয়ন কমিটী ছিল; তন্মধ্যে কেবল দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত ভোকর ইউনিয়ন কমিটির কার্য্য সন্তোষজনকভাবে নির্ব্বাহিত হয়। ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত হাজিপুর ইউনিয়ন কমিটির নাম মাত্র অস্তিত্ব ছিল। আলোচ্য বৎসর শেষ হইবার পর ঐ স্থানে ইউনিয়ন কমিটির স্থলে একটি ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ময়লা ফেলিবার উপযুক্ত স্থানের অভাব হওয়ায় জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত আলীপুরদুয়ার ইউনিয়ন কমিটির কার্য্য যথোপযুক্তরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে নাই; কারণ ময়লা অপসারণ করাই কমিটির প্রধান কাজ ছিল।

আর্থিক অবস্থা

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ডগুলির হাতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের যে মওজুদ তহবিল ছিল, তাহা ছাড়াই মোট ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আয় অপেক্ষা ১৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা কম আয় হয়।

আলোচ্য বৎসরে চলিত আয় হইতে যত টাকা ব্যয় করিবার কথা ছিল, তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬২ লক্ষ ৬১ হাজার হইতে কমিয়া ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। আলোচ্য বৎসরের শেষে জেলা বোর্ডগুলির হাতে মোট ৪৩ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা মওজুদ থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শেষে জেলা বোর্ডগুলির হাতে মওজুদ অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৯ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে শিক্ষার খাতে জেলা বোর্ডগুলির আয়ের পরিমাণ ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকায় এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ২৬ লক্ষ ১ হাজার টাকায় পরিণত হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগের অধীন কয়েকটি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা জেলা স্কুল বোর্ডের হাতে চলিয়া যাওয়াতেই শিক্ষার খাতে আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ এইভাবে হ্রাস পাইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক মোট ৫৮৩টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে এই সমস্ত বিদ্যালয়ে মোট ২৮,৭২৭টি বালক এবং ৩,৪২৬টি বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে জেলা বোর্ডগুলির অধীনে মোট ৭৫৫টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৪২,১৯৩ ও ৩,৭০৭ ছিল। আলোচ্য বৎসরে সমস্ত জেলা বোর্ডের অধীনে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,০৮৮ হইতে হ্রাস পাইয়া ৭৭০ হয়। আলোচ্য বৎসরে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৩২,৮৬৪ ও ৬,৫৮১ ছিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা যথাক্রমে ৫২,০১৪ ও ৭,২১৪ ছিল। জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত উঃ প্রাঃ বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যাও আলোচ্য বৎসরে ১১,৭০২ হইতে কমিয়া ১০,৮৫৫ হয় এবং উহাদের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও যথাক্রমে ৪২৪,৯১৯ হইতে কমিয়া ৩৮৭,৫৫৬ ও ১০৮,৮৩২ হইতে কমিয়া ১০৩,১৭৮ হয়।

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ৯,৮৮৩ এবং এই সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৪০,০৬১ ও ৭৭,১৭৯ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত নিঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩,৯৬০ এবং ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৭১,১৬৬ ও ১২৪,২০৫ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে মিড্ল স্কুলের সংখ্যা ৪৩ হইতে হ্রাস পাইয়া ৪২ হইলেও উহাদের ছাত্রসংখ্যা ৪,৬১৩ হইতে বাড়িয়া ৪,৬৯৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত মিড্ল স্কুলের সংখ্যা ১,২৫৯ হইতে বাড়িয়া ১,৪০৬৩ পরিণত হয়।

উহাদের ছাত্রসংখ্যাও ১১৬,৫৩২ হইতে বাড়িয়া ১৩৭,৯৭৮ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক কোনও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালিত হয় নাই। জেলা বোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ হইতে কমিয়া ১৪ হয়। কিন্তু ইহাদের ছাত্র সংখ্যা ৩,৪৭০ হইতে বাড়িয়া ৩,৫৬১তে পরিণত হয়। আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ড পরিচালিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলের সংখ্যা ৭ হইতে কমিয়া ৫ হয়।

জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা

আলোচ্য বৎসরে এই খাতে জেলা বোর্ডগুলির মোট ১৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা আয় এবং ৪২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই খাতে মোট ১৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা আয় এবং ৪২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে জেলা বোর্ড পরিচালিত ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা ৬৯২ হইতে বাড়িয়া ৭১১ হয়, কিন্তু ডিস্পেন্সারীর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মোট ১৩ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ১২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকায় পরিণত হয়। জেলা বোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা ৬০৮ হইতে কমিয়া ৬০৪ হয় এবং এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণও ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা হইতে কমিয়া ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকায় পরিণত হয়। কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদীয় ও ইউনানী ডিস্পেন্সারীও জেলা বোর্ডগুলির নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলে জেলা বোর্ডের যে সমস্ত ডিস্পেন্সারী আছে, তাহাদের অনেকগুলিতে এবং জেলার সদর ও মহকুমা সহরে অবস্থিত জেলা বোর্ডের ডিস্পেন্সারীতে কালাজ্বর রোগের চিকিৎসা করা হইয়াছে।

সংক্রামক রোগ দমনের জন্য আলোচ্য বৎসরেও জেলা-বোর্ড হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

জার্ম্মাণীর কলকারখানার ক্ষতি

আমেরিকান সংবাদদাতার অভিমত

ন্যাশন্যাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর সংবাদদাতা ওয়ালেস কারইটস সম্প্রতি ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় ফিরিয়া বলিয়াছেন যে, বোমা বর্ষণের ফলে জার্ম্মাণীর কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ শতকরা ত্রিশভাগ হ্রাস পাইয়াছে। হামবুর্গের ডক অঞ্চল এবং কোলনের ও রুর অঞ্চলের কলকারখানাগুলি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কারইটস লণ্ডন এবং বার্লিন দুই জায়গাতেই কাজ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বার্লিন ও অন্যান্য জার্ম্মাণ সহরগুলি যেরূপ ব্যাপকভাবে সুরক্ষিত নহে বলিয়া আর, এ, এফের বৈমানিকগণ ঠিক সামরিক স্থানগুলি ঠিক করিয়া বোমাবর্ষণ করিতে পারিয়াছে। বোমা বর্ষণের ফলে জার্ম্মাণদের চাইতে ইংরেজেরা অনেক কম মরিয়াছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা।

জাতি-বিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এমনই রাগিয়া গেল যে, অকস্মাৎ তাহারা আমাকে অবিচারে পিটাইয়া পেটে লাথি মারিয়া একশেষ করিল। কিন্তু আজ সব চেয়ে আমার বেশী করিয়া মনে পড়িতেছে সেই সকলের সম্মিলিত ক্রোধের ভঙ্গিটা—সেই বিকট মুখভঙ্গী ও চোখের ভয়ঙ্কর চাহনিগুলি। এতগুলি লোক একই সঙ্গে এমন রাগিয়া যাইতে পারিল কি করিয়া?

সরিতে সরিতে দরজার কাছে যাইয়া গাড়ীর পা-দানীতে পা দিবার জন্য আমাকে পিছন ফিরিতে হইল। অমনি আমার পিঠে পড়িল লাথি। হাত-ব্যাগটা হাত হইতে খসিয়া বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িবার জোগাড় হইয়াছিল, কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল। এই ব্যাগের মধ্যেই আমার পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) ছিল, সেটি খোয়া গেলে দুঃখের আর সীমা থাকিত না। এক মুহূর্তের জন্য আমার ধৈর্য্য টুটিয়া গেল; পিছনে ফিরিয়া কাছে যে লোকটাকে পাইলাম, তাহার গালে গায়ের জোরে এক চড় বসাইয়া দিলাম। চকিতে ক্রুদ্ধ জাপানী সৈন্যটা কোমরবন্ধ হইতে একটা কিরীচ টানিয়া বাহির করিল। কম কথা নয়; মহামহিম জাপানের এমন কৃতী সন্তানের গায়ে কিনা একজন সামান্য স্ত্রীলোক হাত তুলিতে সাহস করে! যদিও ভয়ে প্রায় আধমরা হইয়া উঠিয়াছিলাম তবুও অকস্মাৎ হো হো করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলাম। এই হাসিতে সেই জানোয়ারগুলিও অবাক হইয়া গেল, আমিও কম অবাক হইলাম না।

জাপানী সৈন্যগুলি তখনও আমার সম্মুখে। আমি পিছন দিকে হাত বাড়াইয়া কোন রকমে পরের কামরার দরজাটা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চট্ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলাম।

আমার চোখে জল দেখিয়া গার্ড আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে। ঘটনাটা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। একটা নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিল: "তবে এরা এমন লোকের উপরও অত্যাচার করে যার রীতিমত পাসপোর্ট আছে, এ দেশে যাদের দেশের কনসাল আছে! আপনিও উল্টা চোট দিয়া ক্ষতি আদায় করিয়া লইতে পারেন। পরের ষ্টেশনেই একজন ডাক্তারকে দিয়া পরীক্ষা করান। এই দেশে যে কি সব কাণ্ডকারখানা হইতেছে সব যদি জানিতেন। এই হারামজাদারা প্রতি-দিনই শ্বেত রাশিয়ানদের উপর নাহক অত্যাচার করে, কারণ জানে বেচারীরা কাহারও কাছে নালিশ করিতে পারিবে না।"

পরের ষ্টেশনে কিছু পানাহার করিয়া গায়ে জোর ফিরিয়া পাইলাম। প্রত্যেকেই বলিল সৈন্যগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে রেলওয়ের সোভিয়েট কর্মচারী ও মাঞ্চুকো সরকারের শ্বেত-রাশিয়ান পাহারাওলাদের মধ্যে আশ্চর্য্য মতের মিল দেখা গেল। কিন্তু একজন বীরশির লোক আমাকে সাবধান করিয়া দিল। সে বলিল সৈন্যবিভাগ এ অন্যায়ের কোনও প্রতিকারই করিবে না, সৈন্যেরা কোনও রকমে প্রমাণ করিয়া দিবে আমি মাতাল হইয়াছিলাম এবং সৈন্যদের কুসলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

একে আমার পোষাকপরিচ্ছদ গরীবের মত ছিল; তাহার উপর তৃতীয় শ্রেণী হইতে আমাকে নামিয়া আসিতে দেখায় জাপানী সৈন্যেরা বোধহয় আমাকে আশ্রয়প্রার্থী মনে করিয়াছিল। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থী হইলেও কামরার পাশ দিয়া যাইতে বাধা দেওয়ার কোনও সঙ্গত অধিকারই জাপানী সৈন্যগুলির ছিল না। এমন অকারণে জাতবিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবার কোনও অর্থই হয় না। এই অদ্ভুত ব্যবহারের প্রকৃত কারণ কি? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে গেলেই সুদূর-প্রাচ্যের মূল সমস্যার সন্ধান মিলিবে।

সেই মুহূর্তে আমি অবশ্য জাপানীগুলিকে ঘৃণা করিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, কোনও বিভৎসতাই ইহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। ১৯৩৮ সালে লীগ্ অব নেশনে এক চলচ্চিত্র দেখি; তাহাতে জাপানীদের চীন অধি-কারের ছবি দেখান হয়। এই চুরি করিয়া আমদানী করা ফিল্মটিতে যে সকল ঘটনা দেখিয়াছিলাম, তাহাতেও আমার ঐরূপই মনে হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

জাতি-বিদ্বেষ

জাপানী বিদ্বেষ জাগ্রত করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি শুধু দেখাইতে চাই যে বর্ত্তমানে জগতে অদ্ভুত মনোবৃত্তির বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নহিলে নাৎসী প্রচার কৌশলের সাহায্যেও জাপানীদের মত সরল সুন্দর জাতির মধ্যে এমন জানোয়ারের সৃষ্টি সম্ভব হইত না। অথচ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ বিদ্বেষের নহে—সৌহার্দ্যের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের উপরও এই সর্ব্বনাশা শক্তির রক্তলোচন আজ উদ্যত। ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলিত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তবে এশিয়ার অধিকাংশ যে জাপানের গ্রাসে পতিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

তরুণ বয়স্ক নাৎসীদের মন "ইহুদী ধনীদের জোট" এবং বিদেশী ধনিকদের প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ করিয়া তোলার কোনও চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই। জার্ম্মানীতে নিয়মিতভাবে প্রচার করা হইয়াছে যে, ইহারাই জগতের সকল অনিষ্টের মূল; তাহা ছাড়া যুদ্ধই পুরুষের উপযুক্ত ক্রীড়া এবং অন্যান্য দেশের রাজ্য হরণ না করিয়া নিজ-দেশের বিস্তৃতি সাধন করা যায় না। মুসোলিনী ইটালীর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করার পর হইতে সেখানেও অনুরূপ প্রচার চলিয়া আসিতেছে। জাপানী জনসাধারণের মধ্যেও এই শ্রেণীর জাতি-বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ কার্য্য খুব কঠিন হয় নাই। জাপানীদের ধারণা জগতের জাতিনিচয়ের মধ্যে একমাত্র তাহারাই দেবীর সন্তান এবং সেই কারণে ঈশ্বরের প্রিয় জাতি—যেন আর সকলে ঈশ্বরের সন্তান নহে। সুতরাং জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা জাপানে খুব কঠিন হয় নাই।

জাপানের নেতারা জাপানীদের বুঝাইতেছে যে, শত্রু অর্থলোভী লবিয়া শ্বেতকায় জাতিগুলি তাহাদের সুখের পথে অন্তরায় হইয়া আছে। ১৮৯৫ সালের চীন জাপান যুদ্ধের পর জাপান চীনে যে সকল সুবিধা অর্জন করিয়াছিল, তাহা হইতে বৈদেশিক শক্তিরাই জাপানকে আংশিকভাবে বঞ্চিত করিয়াছে; ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সহিত যুদ্ধে জিতিবার পরও জাপান অনুরূপ ভাবে বঞ্চিত হয়; অতঃপর জাপানীদের অষ্ট্রেলিয়া নিউজিলাণ্ড এবং আমেরিকায় যাইয়া বসবাস করার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করা হইল; অথচ বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার কিছু কিছু বাহিরে চালান দেওয়া জাপানের পক্ষে বড়ই প্রয়োজন। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র জাপানীদের পৌর-অধিকারের অনুপযুক্ত বিবেচনা করিল, ইহা কি কম অপমানের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সঞ্চয় করছে

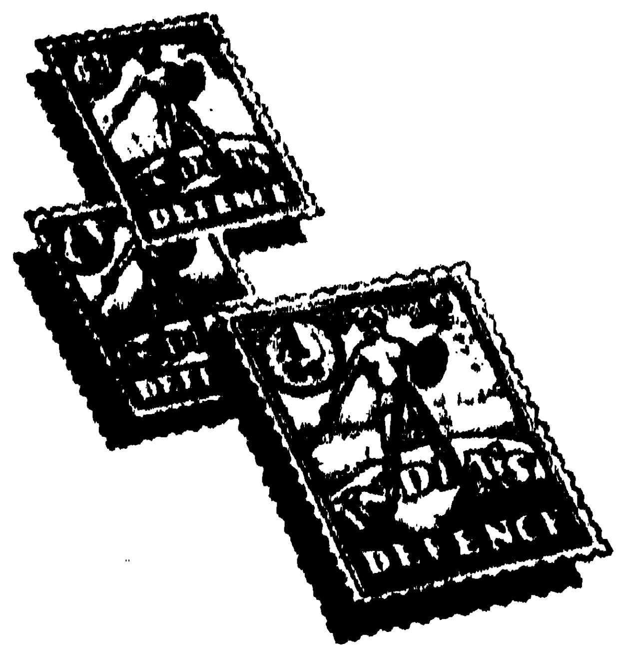

যে-কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন্—বিনামূল্যে পাবেন। যখন যেমন পারেন চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমলে কার্ডটি ভর্ত্তি হবে এবং তখন সেই কার্ডটি যে-পোষ্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, সে পোষ্ট অফিসে নিয়ে গেলে আপনার কার্ডের বদলে ১০৲ টাকা মূল্যের একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে এই দশ টাকার সার্টিফিকেটের দাম হ'বে তের টাকা ন'-আনা। সুদের ওপর ইনকাম্ ট্যাক্স লাগে না। যখনই টাকা ফেরৎ চাইবেন তখনই আপনার প্রাপ্য সুদ সমেত টাকা ফেরৎ পাবেন।

আত্মরক্ষার জন্য সঞ্চয় করুন

ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

চাষী-সমাজের আরো জ্ঞাতব্য

বাঙলা সরকারের পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ, এস, এম, ইসহাক, আই-সি-এস, নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তরাবলী প্রচার করিয়াছেন:—

বঙ্গীয় জুট রেগুলেশন বিভাগ হইতে যে ২নং প্রচার-পত্রিকা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে নিম্ন-লিখিত প্রশ্নাবলী উঠিয়াছে, যথা:—

১। পাটচাষীগণ তাঁহাদের রেকর্ডভুক্ত পাট-জমি ছাড়া অন্য জমির জন্য লাইসেন্স লইতে ইচ্ছা করিলে তাহার সম্পর্কে সেটেলমেণ্ট পর্চ্চার সহি মোহর নকল নূতন করিয়া লইবেন কিনা;

২। অথবা তাঁহাদের নিকট যে ফাইনাল পর্চ্চা রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই কাজ চলিবে।

উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের নিকট যে পর্চ্চা রহিয়াছে, তদ্দ্বারাই কাজ চলিবে। তাঁহাদের শুধু ২৪নং ফরম্ স্থানীয় প্রাইমারী লাইসেন্সিং এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কিম্বা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে লইতে হইবে। এই ২৪নং ফরম্ পাইতে কোন খরচা লাগিবে না। পাট চাষীগণকে এই ফরম্ যথাযথভাবে পূরণ করিয়া সেটেলমেণ্টের পর্চ্চা-সহ তাঁহার পাট-জমির খতিয়ান এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টরের নিকট দাখিল করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট মৌজার খসড়া লাইসেন্স বিলি হইবার ৭ দিনের মধ্যে এই দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কোন কোন স্থান হইতে এই সময় বৃদ্ধি করিয়া দিবার অথবা দরখাস্তের সহিত সেটেলমেণ্টের ফাইনাল পর্চ্চা দাখিল করিবার বিধান উঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, এই অনুরোধ রক্ষা করা এই বিভাগের ক্ষমতার অতীত; কোনক্রমেই ৭ দিনের ঊর্দ্ধ সময় দেওয়া যাইতে পারে না, যেহেতু ইহা সকলেই বুঝিবেন যে, যদি সময় বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে লাইসেন্স দেওয়া কার্য্য সমাপ্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইবে। সেটেলমেণ্টের পর্চ্চা অথবা তাহার অনুলিপি দরখাস্তের সহিত দাখিল করা আইনের বিধান। ইহার বহির্ভূত কার্য্য করিবার অধিকার এই বিভাগের নাই।

এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ব্যক্তি বিশেষের এই নিয়ম পালন করিয়া কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর; তাহা গভর্ণমেণ্টের অথবা এই বিভাগের অবিদিত নহে। কিন্তু পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কার্য্যের ন্যায় সুবৃহৎ কার্য্য—যাহা ব্যতীত বাঙলা দেশের পাটচাষী-গণকে বাঁচাইবার গভর্ণমেণ্টের অন্য কোন উপায়ই ছিল না—কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের সামান্য কিছু ত্যাগ স্বীকার ছাড়া সফলকাম হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে পাটচাষী-গণের সাহায্যার্থ যাহা কিছু করা প্রয়োজন, তাহা করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না। আমরা সম্যক অবগত আছি যে, পৌনঃপুনিক শস্য উৎপাদন কৃষিকার্য্যের সাধারণ ব্যবস্থা; কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, গত বৎসরের পাটের ফসল অন্ততঃপক্ষে বিশ আনা পরিমাণ হইয়াছিল এবং তাহার অনুপাতে আগামী বৎসরের শস্য সাড়ে ছয় আনা হইবে; ইহার সিকি পরিমাণ জমিই নূতন হওয়া উচিত। পাটচাষীগণের অবগতির জন্য ইহা বলাও প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, আইনের ১০ (২) ধারা অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিল করিতে পাটচাষীগণের বিষম অসুবিধা হইবে; তদুপরি আমাদের কার্য্যও গুরুতররূপে ব্যাহত হইবে। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করিবার সময় নাই এবং এই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছি যে, পাটচাষীগণ একান্তই প্রয়োজন না হইলে এই পন্থা অবলম্বন করিবেন না। আমরাও আমাদের দিক হইতে তাঁহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সচেষ্ট থাকিব। ২৪নং ফরম্ প্রত্যেক প্রাইমারী লাইসেন্সিং এ্যাসিষ্ট্যাণ্টের নিকট যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টারগণকে প্রত্যেক যথাসম্ভব দরখাস্ত-কারীকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিতেছি। যদি আমরা লাইসেন্সিং কার্য্য ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে শেষ করিতে না পারি, তাহা হইলে পাটচাষীগণই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

কোন কোন স্থানে এরূপ আন্দোলন হইতেছে যে, পাটচাষীগণ ৩ (২) ধারার (যে সকল জমিতে পাট ব্যতীত অন্য কোন ফসল উৎপাদিত হইতে পারে না এবং যে সব ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে না) সুবিধা অবগত ছিলেন না এবং অনেক স্থানে লোকে দাবী করিতেছে যে, খতিয়ান সংশোধন করা এবং এই আইনের নীতি উদার ও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হউক। তৎসম্পর্কে পাটচাষীগণকে দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, ইহা সম্ভবপর নহে। এইরূপ করা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের উদ্দেশ্য ও নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। হয়ত ইহা সত্য যে, কোন কোন স্থানে পাট ব্যতীত অন্য কোন ফসলের জন্য জমি সমান উপযোগী নহে। কিন্তু সেইজন্য কতিপয় পাটচাষীর সুবিধার্থ গভর্ণমেণ্ট, আইনের বিধানের ও সকল সংখ্যক পাট-চাষীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না। গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার কার্য্য করিলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অর্থশূন্য হইবে। পাটচাষীগণের স্বার্থের জন্যই আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন।

পূর্ব্বের প্রচার-পত্রিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, পাটচাষীগণের নিজস্ব প্রতিনিধিগণ ইহা হইতেও কঠিন নিয়ম প্রণয়ন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না যে, পাটচাষীগণের প্রকৃত উপকারের জন্যই তাঁহারা এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পাট যে সকল জেলায় উৎপন্ন হয়, সেই সকল স্থান হইতেই এই দাবী উত্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল জেলার পাটচাষীগণ এবং তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যদি পাটের মূল্য হ্রাস হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। সুতরাং প্রত্যেক পাটচাষী তাঁহার ভাল-মন্দ নিজে বিবেচনা করিয়া পরিণামে সকল পরিমাণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিয়ৎ-পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পাটচাষীগণ জানেন যে, ১৯৪০ সনে তাঁহাদের নামে যত পরিমাণ জমি পাট খতিয়ানভুক্ত হইয়াছে, তাহার মাত্র ১/৩ অংশ জমিতেই এই বৎসর পাট চাষ করিতে দেওয়া হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, পাট চাষ করিবার জমির ভাগ নির্দ্ধারণ করিবার সময় তাঁহারা যদি ভাগের কোন অংশে পাট চাষ করিবার জন্য নির্দ্ধারণ না করিয়া সম্পূর্ণ ভাগই নির্দ্ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে চাষ করিবার সুবিধা হইবে। পাটচাষীগণকে সময়ে আবার জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করা হইবে, কোনরূপ শৈথিল্য হইবে না এবং আইনের কঠিন বিধান হইতে ধনী, নির্ধনী কেহই রেহাই পাইবেন না। পাটচাষী সম্প্রদায়ের সাধারণ এবং চরম স্বার্থের খাতিরেই এই আইন সর্ব্ববিধ উপায়ে প্রয়োগ করা হইবে, কাহাকেও বাদ দেওয়া হইবে না এবং এই প্রদেশে লাইসেন্স ব্যতীত একটি পাট গাছও জন্মাইতে দেওয়া হইবে না। বিভাগীয় কর্ম্মচারীগণ প্রতি খণ্ড জমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিয়া দেখিবেন, মাত্র একবার না দুইবার নহে, বহুবার এবং প্রত্যেকবারই বিভিন্ন কর্ম্মচারী যাচাই করিবার জন্য প্রেরিত হইবে। যদি কেহ কোন কর্ম্মচারীকে অবৈধরূপে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পায় এবং ধরা না পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে ৫।৬টি বিভিন্ন বিভিন্ন কর্ম্মচারীর সকলকে ঐরূপ করিতে হইবে এবং এই কার্য্যে তাঁহাদের যাহা ব্যয় হইবে, তাহা বিনা লাইসেন্সে উৎপাদিত পাটের মূল্য অপেক্ষা পরিণামে অধিক ব্যয় করিতে হইবে; উপরন্তু ধরা পড়িলে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে প্রলুব্ধ করিবার অপরাধে নিশ্চয়ই ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত হইতে হইবে। যাহাই হউক, পাতুয়ান হইতে পারিবেন না। আমরা এইরূপ অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এবং লাইসেন্স ব্যতীত পাট চাষ করিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিব। আমাদের হাতে আরও অনেক উপায় আছে, যাহাতে ইহা ধরিতে বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু পরিশেষে ইহা বলিতে চাই যে, উহা কাহারও অভিপ্রেত নহে এবং ইহা আমাদের পক্ষেও দুঃখের বিষয় হইবে। আমরা পাটচাষীগণের সেবক—আমরা চাই পাটচাষী-দের সেবা করিতে, সাহায্য করিতে, তাঁহাদিগকে সজ্ঞবদ্ধ করিতে এবং আরও যে যে উপায়ে তাহাদের উপকার করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে। আমরা তাঁহাদের উপকারে আসিবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্যের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যেন তাঁহারা ইহা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং তাঁহাদের নিজের এবং আমাদের কার্য্যের সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়েন।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ সম্প্রতি কলিকাতায় ইডেন-গার্ডেনে ভারতের বিখ্যাত খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত দুইটি দলের ক্রিকেট-খেলা হইয়া গিয়াছে।

বাঙলায় জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা

বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে :—

বাঙলা দেশে জলাতঙ্ক রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা একই কেন্দ্রে না রাখিয়া বিভিন্নস্থানে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের পাস্তর ইনষ্টিটিউট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তথায় কোন রোগীর চিকিৎসা করা হয় না। ২নং চৌর রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতায় জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার নিম্নলিখিত হাসপাতালসমূহের বহির্বিভাগে কুকুর ও অন্যান্য পশু কামড়াইলে ঐ সমস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হইবে :—

(১) পাস্তর ইনষ্টিটিউট, বালীগঞ্জ ; (২) প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল (ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ান রোগীদের জন্য) ; (৩) ডাফরিন হাসপাতাল (ভারতীয় মহিলা ও শিশুদের জন্য) ; (৪) ক্যাম্বেল হাসপাতাল ; (৫) শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল এবং (৬) মেয়ো হাসপাতাল।

এই সকল হাসপাতালে দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা করা হইবে। এই সকল স্থানে জলাতঙ্ক রোগীদের চিকিৎসার জন্য বাঙলা সরকার কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। এই নিয়মে সরকারী কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্যও কতকগুলি সুবিধা দান করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তিকে দংশন করিবার পর সেই পশুর কোন সন্ধান পাওয়া না গেলে অথবা পশুটিকে মারিয়া ফেলা হইলে ; কালবিলম্ব না করিয়া নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে গমন করিয়া চিকিৎসাধীন হওয়া উচিত ; কারণ যত শীঘ্র চিকিৎসা আরম্ভ হয় ততই আরোগ্য সম্ভাবনা অধিক।

কলিকাতার বাহিরের রোগীদিগকে অনুমোদিত ডিস্পেন্সারীসমূহে চিকিৎসা করা হইবে। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারগণ নিজেদের রোগীগণকে জলাতঙ্কের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। তাঁহারা বালীগঞ্জ পল্লীর ইনষ্টিটিউট হইতে অথবা কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় ১৪টি ইন্জেক্শনের জন্য দশ টাকা জমা দিয়া অথবা ডি, পি পার্শ্বেলে ভ্যাক্সিন পাইতে পারেন। কোন চিকিৎসকের ৭টি ইন্জেক্শনের উপর প্রয়োজন হইলে ডাক মাশুলসহ পাঁচ টাকা জমা দিলে তাহা পাইবেন। চিকিৎসকগণ তাঁহাদের চিকিৎসিত রোগী যে জেলাবোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় অবস্থান করে, তাহা পাস্তর ইনষ্টিটিউটে জানাইবেন।

লোকাল বোর্ড, জেলা বোর্ড অথবা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি তাহাদের অধীন যে সকল চিকিৎসালয়ে জলাতঙ্ক রোগীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিবে, তাহা বিভাগীয় কমিশনার অথবা পাস্তর ইনষ্টিটিউটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানাইতে হইবে।

কোন বিভাগীয় কর্তা ব্যতীত অন্যান্য সরকারী কর্মচারীকে তাঁহাদের চিকিৎসার জন্য তাহাদের উর্দ্ধতন কর্মচারীর পত্রসহ অনুমোদিত চিকিৎসা-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে হইবে। ভ্যাকসিনগুলি শীতল স্থানে রাখা হইলে তাহা প্রস্তুতের পর দুই সপ্তাহ কাল ভাল থাকে।

সরকারী কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসার জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি সুবিধা দান করা হইয়াছে :—

(১) বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, (২) রোগী ও তাহার সঙ্গীর একজনের যাতায়াত খরচ প্রদান, (৩) এক মাসের বেতন অগ্রিম প্রদান এবং (৪) এক মাসের ক্যাজুয়াল ছুটি।

অস্থায়ী কর্মচারীগণকেও উপরোক্ত সুবিধা প্রদান করা হইবে।

কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া রেল-লাইন

বাঙলা সরকারের বিবৃতি

নিম্নোক্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে :—

ফরিদপুর জেলায় কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া রেল লাইন উঠাইয়া দেওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবের জন্য বর্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্রে ও সভাবক্ষে যে আন্দোলন সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। আন্দোলনকারীগণ যে যুক্তি দেখাইয়া এই আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা হইল এই যে, উল্লেখিত বিরাট অঞ্চলটী বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে এবং তেমন কিছু উর্বরাও নহে এবং উক্ত রেল লাইন উঠাইয়া দিয়া এই বিরাট অঞ্চলটিকে উহার একমাত্র যাতায়াত ও যোগাযোগের পথ হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে ; অথচ ইহার ফলে এই বিশাল অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, তৎপ্রতি বর্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী যথেষ্ট জোরের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই। প্রথম যুক্তিটি স্বীকার করিয়া লইতে গভর্ণমেণ্টের কোন দ্বিধা নাই। কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্পর্কে একথা জোরের সহিতই বলা যায় ইহার মত অসত্য আর কিছু নাই। এই গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তার ও পত্রযোগে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে, ইহার ফলে জনসাধারণ চরম অসুবিধায় পড়িবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। ঐ সময়ে ঘটনাক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আরো কয়েকজন মন্ত্রী নয়াদিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সেই সুযোগে ভারত গভর্ণমেণ্টের যান-বাহন বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত লাইন উঠাইয়া দিলে ফরিদপুরবাসীদের যে কিরূপ ভয়ানক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, তাহা বুঝাইয়া বলেন। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই যুক্তি দেখান হয় যে, সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বহু মাইল দীর্ঘ রেলওয়ে লাইনের প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে সারা ভারত হইতেই কতকগুলি রেলওয়ে লাইন উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। বিশেষতঃ উল্লেখিত রেলওয়ে লাইনটিতে কোন লাভও হয় না। ইহাতে প্রতি সপ্তাহে প্রতি মাইলে মাত্র ৩৭ টাকা করিয়া আয় হয় এবং বৎসরে লাইনটি চালাইতে প্রায় ৬৬,০০০৲ টাকা খাহতি পড়ে। ফলে বাঙলার পক্ষ হইতে যে সকল যুক্তি দেখান হয়, সেগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া বিবেচিত হয়। কাজেই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন আছে—এই জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বাঙলার আপত্তিকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বাঙলার মন্ত্রীমণ্ডল ইহাতে সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না এবং মন্ত্রীসভায় বিষয়টি আরও আলোচনা করা হইল। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী তাঁহার চারিজন সহকর্মীসহ দ্বিতীয়বার যখন দিল্লীতে গেলেন, তখন পুনরায় তাহারা মাননীয় স্যার এণ্ড্রুজোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের আপত্তির কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে সেই পূর্ব্বের উত্তরই দেওয়া হয়।

পুনরায় এ সম্পর্কে মন্ত্রীসভায় আর একটি অধিবেশন হয় এবং বাঙলার প্রতিবাদ পুনরায় জ্ঞাপন করা হয়। এইবার রেল লাইন উঠাইয়া লওয়া অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখিতে এবং বিষয়টি আরও বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভারত গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা একথা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিলেন যে, যুদ্ধের অবস্থার জন্য যদি লাইনটি উঠাইয়া লইবার প্রয়োজন হয়, তবে অবিলম্বেই তাহা করা হইবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার মাননীয় খানবাহাদুর আজিজুল হক সাহেব নব-বর্ষ উপলক্ষে নাইট (স্যার) উপাধি ভূষিত হইয়াছেন।

জাতিবিদ্বেষ ও জগতের ভবিষ্যৎ .

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

ব্যাপক প্রচারের ফলে সকল জাপানীদের চিত্ত আজ বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সৈন্যদলের সংহতিও আজ এই জাতিবিদ্বেষের ভিত্তির উপরই স্থাপিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাপানী সৈন্যেরা জাত্যভিমানপূর্ণ এই সকল জাপানী নেতার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা যে কোনও বর্ব্বরতা করিতে পারে। যে মূর্খ সৈন্যগুলির হাতে আমাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশের বয়সই কুড়ি পার হয় নাই ; কিন্তু এই অল্প বয়সেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ক্ষ্যাপাইয়া তোলা হইয়াছে। চীনা বা শ্বেতকায় জাতির লোকেরা তাহাদের উপহাসের পাত্র, যেমন ইহুদীরা নাৎসী ছেলেদের এবং হাবসীরা ইটালীয়দের হাসির পাত্র।

হারবিনে ষ্টেশন মাষ্টারের অফিসে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্পর্কে একজন জাপানী সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত বহু তর্ক করিতে হইল। অতঃপর আমার পক্ষে আমাদের দেশের কনসাল উপস্থিত হইলে সে তাড়াতাড়ি এক গল্প বানাইয়া ফেলিল। কহিল, "ট্রেনে দুইটা ডাকাত যাইতেছিল সৈন্যদের উপর আদেশ ছিল, তাহারা যেন গাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে না পারে।" কিন্তু এ বিষয়ে আর আমার উৎসাহ ছিল না। আমি ভাবিতে লাগিলাম জাতিবিদ্বেষ উস্কাইয়া দেওয়া কোনও জাতির পক্ষেই কঠিন নয় ; জন সাধারণের মন প্রতিহিংসার বিষে বিষাক্ত করিয়া তোলাও সহজ। কিন্তু ইহা কি অভিপ্রেত ? এইরূপ জাতিবিদ্বেষের পরিণাম আত্মঘাতী যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে। যে পর্য্যন্ত না জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখিবে, ততদিন জগতে শান্তির আশা নাই, সাধারণ মানুষের সুখেরও আশাও নাই।

ব্রিটেনের আমদানী বাণিজ্যের উন্নতি

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণ পাইলে আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা

১৯৪০ সালের প্রথম ১০ মাসে ব্রিটেনের আমদানীর পরিমাণ ১৯৩৯ সালের অনুরূপ কাল অপেক্ষা শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোর্ড অব্ ট্রেড ষ্ট্যাটিসটিক্সের (বাণিজ্য হিসাব প্রতিষ্ঠান) হিসাব অনুসারে দেখা যায় সকল প্রকার পণ্যের আমদানীই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটেনের আমদানীর পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে। যদি যুক্তরাষ্ট্র হইতে ঋণ পাওয়া যায়, তবে দেশবিদেশ হইতে আরও মালক্রয় এবং তাহার দাম মিটাইয়া দেওয়া সহজ হইবে। ১৯৩৯ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ব্রিটেনের মোট আমদানীর মূল্য ১,১২০,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ ফিনান্স ডেলিগেশান (অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য প্রেরিত প্রতিনিধিদল) বর্ত্তমানে মার্কিন সরকারের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র যে ব্রিটেনে আরও পণ্য চালান দিতে ইচ্ছুক, এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাহারও বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটেনকে ঋণদানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নিজেরও বিশেষ স্বার্থ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রম-পরিবর্দ্ধিত স্বর্ণভাণ্ডার ক্রমশঃই তাহার নিকট সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিবে। এমন ভাবে স্বর্ণের ভাণ্ডার স্ফীত হইতে থাকিলে তাহার ভারে আমেরিকা নিজেও বিব্রত হইয়া পড়িবে। ব্রিটেনকে যদি ঋণ দেওয়া হয়, তবে এদিক দিয়াও তাহার সুবিধা। ব্রিটেন তখন আমেরিকা হইতে আমদানীর দাম স্বর্ণে মিটাইবার বদলে ধারে কাজ চালাইতে পারিবে।

পাট-সমস্যায় বাঙলা সরকার

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যে নূতন ব্যবস্থা করা হইল, মফঃস্বলের বাজারে সে সংবাদ পৌঁছিয়াছে এবং ফলে তথাকার বাজার দর ইতিমধ্যেই কম-বেশী বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে পাটচাষীদের কতখানি সুবিধা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। আশা করা যায়, আগামী এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ পাট ভাল দরে বিক্রীত হইবে। এই বৎসর অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বেশীই হওয়ায়, ভাল দর পাইলে পাটচাষীদের হাতে প্রচুর টাকা জমা হইবার আশা আছে। এখন, পাটচাষীরাও বুঝিয়া সুঝিয়া পাট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবে এবং কম মূল্যে পাট খরিদের চেষ্টা চলিলে চাষীরাও বিক্রয় বন্ধ করিয়া অনায়াসে তাহা হাতে মজুদ রাখিতে পারিবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকিবে। ইহার উপর আগামী বৎসর অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে এবং এইভাবে প্রতিবৎসরই পাট চাষের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকিবে। কাজেই, এই অবস্থায় ১৯৪১ সালের ৩০শে জুনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাট বিক্রয় করিয়া চাষীরা সন্তোষজনক দর লাভে নিশ্চয় সক্ষম হইবে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখনও ধীরেসুস্থে চাষীরা পাট হাতছাড়া করিবে এবং নির্দ্দিষ্ট দর অপেক্ষা কম দরে চাষীরা কোনক্রমেই পাট বিক্রয় করিবে না বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট অনেক সময় নামমাত্র দরে খরিদ করার জন্য ক্রেতাদের তরফ হইতে আগ্রহ দেখা যায়। উক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের একেবারেই কোন মূল্য নাই ইত্যাদি বলিয়া ক্রেতাগণ চাষীদের পাট হাতছাড়া করিতে প্ররোচিত করে। চাষীদের উক্ত প্রকারের প্ররোচনায় ভুলিতে নিষেধ করা যাইতেছে। পাট উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রিত করার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলে ভালমন্দ সকল জাতের পাটের চাহিদাই বৃদ্ধি পাইবে—চাষীদের এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। কাজেই চট করিয়া খুব কম দরে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট হাতছাড়া করিতে চাষীদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা যাইতেছে।

বৎসর বৎসর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সরকার পুনরায় সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিতেছেন। পরবর্ত্তী বৎসরে কি পরিমাণ পাটচাষ করিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই সরকার এই সম্পর্কে একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না করিলে হয়ত এই বৎসর পাটের কোন প্রকার মূল্য পাওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়িত। ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বৎসর বৎসর বেশী পরিমাণে কেবল পাট উৎপাদন করিয়া চলিলে চাষীদের হাতে প্রভূত পরিমাণে পাট জমা হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেই ক্ষেত্রে যদি তদনুপাতে পাটের চাহিদা না থাকে, তবে পাটের মূল্যও আশাতীত রকমে হ্রাস পাওয়া নিশ্চিত। সুতরাং চাষীদের স্বার্থের জন্য আবার বলা হইতেছে যে, তাহারা যেন পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা কোনক্রমেই যেন পাট বেশী উৎপন্ন না হয়, এই কথাটি সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে। পাটচাষ সম্পর্কে সরকার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই ভাবেই করা হইয়াছে। স্থায়ীভাবে চাষীরা যাহাতে উপকৃত হয় এবং পাটের দর যাহাতে সকল মরশুমে ঠিক থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ১৯৪০ সালে মোট যত একর পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করা হইয়াছে, আগামী বৎসরে তাহার পরিমাণ কমাইয়া উহার তিন ভাগের এক ভাগ করিতে যাহাতে পাট চাষ করা হয়, সরকার সেই ব্যবস্থাই করিতেছেন। পাট চাষ সম্পর্কে সরকারের এই নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে কি সুফল পাওয়া যাইবে, চাষীরা তাহা অতি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং নিজেদের স্বার্থের জন্য চাষীরা পাট-চাষ সম্পর্কে সেই নীতি মানিয়া চলিবে বলিয়া সরকার আশা করিতেছেন।

মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর বিবৃতি

বাঙলা সরকারের অর্থ, বাণিজ্য ও শ্রম-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দ্দী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

পাটের মূল্য ও ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পাট ক্রয়ের পরিমাণ সম্পর্কে মিলসমূহের সহিত আমাদের যে চুক্তি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আমি সামান্য কিছু মন্তব্য করিতে চাই। যাহাতে মফঃস্বলে পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে পারে, চাষীরা চুক্তির পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিতে পারে এবং মিলসমূহ পাটের কি পরিমাণ মূল্য দিতে প্রস্তুত, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত সকলে চুক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করুক, ইহাই আমি চাই। ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে মিলসমূহকে অন্ততঃ ১৪ লক্ষ বেল অথবা ৭৫ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিতেই হইবে। স্বাভাবিকভাবে মিলসমূহ যে পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া থাকে, ইহা তদপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী।

যদি মিলসমূহ তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য এই ১৪ লক্ষ বেল পাট ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তাহারা, যাহা বাকি পড়িবে, তাহা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ক্রয় করিয়া লইবে। এই সরকারী পাট গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে এবং যখন উঁহারা সঙ্গত মনে করিবেন, তখন ঐগুলি বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে বাহির করিবেন। সুতরাং চাষীদের পাট বিক্রয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করিবার কোন কারণ নাই এবং মিলসমূহ যে মূল্যে পাট ক্রয় করিবে, সেরূপ মূল্য না পাইবারও কারণ নাই। পাট বিক্রীর সময় চাষীদের যে দুইটি প্রধান কথা মনে রাখিতে হইবে, তাহা আমরা আমাদের এশতেহারে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমতঃ তাহার নিকট হইতে কলিকাতায় পাট চালানের ব্যয়। রেল, ষ্টীমার ও নৌকা যোগে মাল প্রেরণ এবং কলিকাতা হইতে দূরত্বের উপর এই ব্যয়ের তারতম্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ গড়পড়তা হিসাবে পাট বিক্রয়ের সময় পাটের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে, তাহার কথাও মনে রাখিতে হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর পাটের পরিমাণ অনেক বেশী এবং উচ্চ, মধ্যম ও তোষার পরিমাণ পূর্ব্বের তুলনায় খুবই কম। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর পাটের পূর্ণ মূল্য সত্বর না থাকিবার কোন কারণ নাই এবং এই শ্রেণীর পাটের কলিকাতার বাজারে যে দর রহিয়াছে, তাহা মিলসমূহ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সর্ব্ব নিম্ন মূল্যের অনেক বেশী। সুতরাং চাষীরা যদি সতর্কতার সহিত পাট বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে উচ্চ শ্রেণীর পাটের জন্য সে ভাল মূল্য পাইতে পারিবে। অবশ্য ঐ একই সঙ্গে তাহার নিম্ন-শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের কথাও ভুলিলে চলিবে না। আমাদের চুক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি চাষীরা সন্তোষজনক মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ লাভ করিতে পারিবে। আমি বিশেষ জোরের সহিত এই কথা বলিতে চাই যে, যদি আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প না থাকিত, তাহা হইলে পাট ক্রয় ও মূল্য নির্দ্ধারণের চুক্তি করা কখনই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। এই নিয়ন্ত্রণ বেশ কড়া রকমের হইবে। পাট-সমস্যার অবস্থা এরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, এডভাইসরী কমিটির চাষীদের প্রতিনিধিগণ আমাদিগকে বর্ত্তমানের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি প্রদানের পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আমরা সম্পূর্ণভাবে অভিপ্রায় বলিয়া মনে না করায়, আমরা দুইতৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ এবং বর্ত্তমানের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। একমাত্র এই উপায় এবং দীর্ঘকালের জন্য নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বৎসরের ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

যদি কোন ব্যবস্থা না হইত এবং বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে এই বৎসরে ১॥০ টাকা বা ঐরূপ মূল্যে পাট বিক্রয় হইত। কারণ পাটের আমদানী ছিল বেশী এবং যুদ্ধের ফলে চাহিদাও নিয়ন্ত্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। যদি চাহিদা অপেক্ষা আমদানী বেশী হইতে থাকে, তাহা হইলে কেহই পাটের জন্য উচ্চ মূল্য অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল্যই প্রদান করিবে না। সুতরাং যদি আমরা কোনরূপ সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণই হইবে উহার ভিত্তি এবং আমরা এই নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিপূর্ণভাবে পালন করিবার নিমিত্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই বৎসরে বিভিন্ন কারণে (যাহা আমরা এশতেহারে উল্লেখ করিয়াছি) নিম্ন শ্রেণীর পাটের পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী। ক্রেতাগণ এই সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর পাট সম্পূর্ণভাবেই উপেক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের জন্য উহা সম্ভবপর হইবে না। পরিপূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে এই সমস্ত উপেক্ষণীয় পাট যে মিলসমূহ ক্রয় করিয়া লইবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর পাটের জন্য উপযুক্ত মূল্য না পাইবারও কোন কারণ নাই।

আমাদের নিকট আবেদন করা হইয়াছে যে, এইরূপ নিয়ন্ত্রণের দরুণ চাষীদিগকে খুবই দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। আমরা এই সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছি। নিয়ন্ত্রণের ফলে দুর্ভোগের আশঙ্কা থাকিলেও আমি মনে করি যে, চাষীদের নিজের স্বার্থের খাতিরেই এই দুর্ভোগ হাসিমুখে সহ্য করা কর্ত্তব্য। ৩০০ মণের জন্য দেড় টাকা হিসাবে মূল্য পাওয়ার চাইতে ১০০ মণের জন্য ৭৲ টাকা হিসাবে মূল্য পাওয়া চাষীদের পক্ষে অনেক ভাল হইবে। ইহা ছাড়াও আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে বিভিন্নভাবে চাষীদের আরো উপকার হইবে। প্রথমতঃ নিয়ন্ত্রিত পাট বিক্রয়ের জন্য চাষীরা যে মূল্য পাইবে, তাহার পরিমাণ সাধারণ হারের অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। আমি মনে করি যে, নিয়ন্ত্রিত ফসল বিক্রয় করিয়া চাষীরা মোট যে পরিমাণ অর্থ পাইবে, তাহা অনিয়ন্ত্রিত ফসল বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ চাষীদের পক্ষে জমীর এক-তৃতীয়াংশে পাট চাষের পরিশ্রমও অপেক্ষাকৃত কম হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নিয়ন্ত্রণের ফলে সে শুধু বেশী হারে মূল্যই পাইবে না, ঐ পরিমাণ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তাহাকে অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমও করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ পাট চাষ হইতে যে পরিমাণ জমী খাস পড়িবে, উহাতে তাহারা অন্য শস্যও চাষ করিতে পারিবে। এই জমিতে তাহারা ধান চাষ করিতে পারে। বাঙলায় উৎপন্ন ধানের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সুতরাং বাহির হইতে ধান আমদানী না করিয়া যদি আমরা আমাদের প্রয়োজনানুযায়ী ধান উৎপন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে প্রদেশের পক্ষেই ভাল হইবে। তাছাড়া এই সমস্ত জমিতে অন্যান্য শস্যও চাষ করা

[১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন]

রুশো-জার্ম্মাণ সম্পর্ক

সোভিয়েটের অস্পষ্ট মনোভাব

হিটলারের কূটনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সম্প্রতি "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

রাশিয়ার নিকট জার্ম্মাণী নিকট-প্রাচ্য নিজেদের স্বার্থ-অনুযায়ী ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু মনে হয় এ বিষয়ে রাশিয়া স্পষ্ট করিয়া কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় নাই। ইহা নিশ্চিত যে রাশিয়া স্বেচ্ছায় এমন কিছুই করিবে না, যাহাতে জার্ম্মাণী দার্দানেলিস প্রণালীর নিকট আগাইয়া আসিতে পারে। জার্ম্মাণীকে সে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছে যে, কৃষ্ণ উপসাগর অঞ্চলে রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ আছে। বর্ত্তমানে সে বেসারেবিয়াও দখলে আনিয়াছে। কাজেই দানিয়ুব নদের মোহনায় সে তাহার নিজ কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিতে চায়।

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে জার্ম্মাণী যে মৈত্রীস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়েও রাশিয়ার মনোভাব অস্পষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং চীনে জাপানকে আবার ওয়াং চেং উইর সাক্ষী-গোপাল গভর্ণমেণ্টের উপর ভরসা করিতে হইতেছে। কিন্তু ইহাতে জাপান বা জার্ম্মাণীর কোনও সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ চিয়াং কাইশেক যুদ্ধ চালাইতেই থাকিবেন।

রাশিয়ার কলকারখানাগুলি হইতেও জার্ম্মাণী নিজ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিশেষ কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে না। কারণ একদিকে রাশিয়ার উদ্বৃত্ত প্রায় নাই বলিলেও চলে এবং জার্ম্মাণী অপেক্ষাও রাশিয়ার যানবাহনের উপর বেশী কাজের চাপ পড়িতেছে।

অবশ্য রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ব্যাপকতর সহযোগিতা অসম্ভব নহে; এবং যুদ্ধের গতি কোন দিকে যায় তাহার উপরই বোধ হয় এই সহযোগিতার প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমানে রাশিয়া যদি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থায় বসিয়া আছে। রাজনীতির দিক দিয়া সম্প্রতি ব্রিটেন রাশিয়ার সহিত যে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। গত গ্রীষ্মকালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত হইয়া মস্কোতে যাওয়ার পূর্ব্বে ইঙ্গ-রুশীয় বাণিজ্য-চুক্তির ভবিষ্যৎ যে অবস্থায় ছিল, এখনও তাহা প্রায় তেমনি আছে। ইহা হইতেই রাশিয়ার মনোভাব অনেকটা অনুমান করা যায়। রাশিয়ার সহানুভূতি জার্ম্মাণীর দিকেই; কিন্তু বর্ত্তমানে সে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

গ্রীসকে রাশিয়ার সাহায্য

তুরস্ক-বুলগেরিয়ান সম্পর্কে উন্নতি

রাশিয়া গ্রীসে ২০,০০০ হাজার টন তুলা রপ্তানি করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মধ্যে নূতন বিভাগীয় কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; তাহা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য নিজ নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া বৈদেশিক সৈন্য চলাচলে বাধা দান করা হইবে বলিয়া তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার মধ্যে যে সর্ত্ত গৃহীত হওয়ার কথা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ বুলগেরিয়া এখনও অনেকটা জার্ম্মাণীর প্রভাব দ্বারা চালিত হয়, তাহার পক্ষে ঐরূপ একটি সর্ত্ত গ্রহণ করিয়া জার্ম্মাণীকে চটাইতে সাহস করা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে তুরস্কের পররাষ্ট্র সচিব আলোচনা সমাপ্ত করিবার জন্য সোফিয়ায় আসিতেছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। তবে তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্কের যে অনেকটা উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৃটেনের মাটিতে যুদ্ধ কি আসন্ন ?

মিঃ বিভারলী ব্যাক্সটারের অভিমত

মিঃ বিভারলি ব্যাক্সটার হাউস অব কমন্সের একজন বিশিষ্ট সভ্য। যুদ্ধের শেষ অধ্যায় আসন্ন বলিয়া বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে যে বিশ্বাস ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা এখানে প্রবন্ধটির সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম :—

যুদ্ধ বর্ত্তমানে তাহার শেষ অঙ্কে প্রবেশ করিতেছে বলিয়া বৃটেনের ও জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস। ইটালীকে দিয়া হিটলার যে জুয়া খেলিতেছিল, তাহা বরবাদ হইয়া গিয়াছে। গ্রীক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া বুলগেরিয়া, তুরস্ক এবং যুগোশ্লেভিয়া যে দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে পূর্ব্ব ইউরোপেও হিটলারকে থামিয়া যাইতে হইয়াছে। সুতরাং বৃটিশেরা মনে করিতেছে যে খোদ বৃটেনকে পরাজিত করিবার চেষ্টায় হিটলার এইবার একবার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িবে। ফরাসী উপকূলে বড় বড় কামান বসান হইয়াছে। প্রতিরাত্রেই লাফ্‌ট্‌-ওয়েফ (জার্ম্মান বিমান বাহিনী) বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কোনও না কোন অঞ্চলে হানা দিতেছে। বৃটেনের জাহাজ ডুবাইবার জন্য জার্ম্মাণীর সাবমেরিণগুলি মরিয়ার মত কাণ্ড কারখানা করিতেছে এবং জার্ম্মাণ বিমানগুলি বৃটেনের সওদাগরী জাহাজের "কনভয়" (যূথ)গুলিকে যথাসাধ্য হয়রাণি করিতেছে। অথচ আমাদের (আটলান্টিক ত্রিষ্টেট) ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতে না পাওয়ায় বৃটেন আকাশে টহল দেওয়ার ব্যাপারে ও সাবমেরিণ ধ্বংসের যুদ্ধে পুরাপুরি সুবিধা পাইতেছে না।

বৃটেনের উপর জার্ম্মাণ আক্রমণ আরম্ভ হইলে তাহা যে খুব সহজ ব্যাপার হইবে, বৃটেনের কেহ অবশ্য এমন কথা মনে করে না। বৃটেনের আরও বিমানপোত ও যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রয়োজন, ঋণের প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি আমেরিকা হইতে জাহাজ পাওয়া প্রয়োজন। যুদ্ধ কত দিন বিস্তৃত হয় না হয় এবং বৃটেন বিজয়ী হইবে কি যুদ্ধে বিধ্বস্ত দুইদলের অন্যতম মাত্র হইবে, তাহা আমেরিকার আচরণের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে। আমেরিকার পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিলে এই যুদ্ধের একটি মাত্র পরিণতি হইতে পারে—তাহা বৃটেনের জয়লাভ।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক ফরাসী নৌবহর ব্যবহারের দাবী

ভূমধ্যসাগরে ফরাসী বন্দর ও নৌবহরের গুরুত্ব

জার্ম্মাণার পক্ষে লিবিয়াতে ইটালীকে শুধু তিন প্রকার সাহায্য করা সম্ভব। প্রথমতঃ স্পেনের মধ্য দিয়া জিব্রাল্টার প্রণালী হইয়া উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণ। দ্বিতীয়তঃ নাপেল্‌স বন্দর হইতে সোজা উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য প্রেরণ। তৃতীয়তঃ ইটালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ অংশ অতিক্রম করিয়া। স্পেনের মধ্য দিয়া সৈন্যপ্রেরণের নানা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ স্পেন উহাতে রাজী না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জিব্রাল্টারে বৃটিশের ঘাঁটি খুব সুরক্ষিত। ইটালীর মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ মুসোলিনী পছন্দ করিবে কিনা সন্দেহ। কাজেই জার্ম্মাণী যদি ফ্রান্সের বন্দর ও নৌবহরগুলি ব্যবহার করিতে পারে, তবেই ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইটালীর সাহায্যে জার্ম্মাণ সৈন্য আসিতে পারে। বস্তুতঃ মনে হয় জার্ম্মাণী ঐগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি লাভের জন্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে আবার বেশী রকম চাপ দিতেছে।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, যাহাতে ফরাসী নৌ-বহর জার্ম্মাণীর হাতে যাইয়া না পড়ে, তজ্জন্য তাহা ফরাসী দেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশে গমন করিয়াছে।

রবি-ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জোঁক থাকিতে বীজতলা হইতে আনিয়া ক্ষেতে রোপণ করা উচিত। শিকড়ে আঘাত যেন না লাগে, কারণ এই রোগ ঐ ছেঁড়া শিকড়ের ভিতর দিয়া গাছে প্রবেশ করে।

(১২) মরিচ গাছের মড়ক

এই রোগ মরিচ গাছের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি করে। গাছে যখন ফল ধরে তখন এই রোগ আবির্ভূত হয়। আক্রান্ত গাছের একটির পর একটি ফুল খসিয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ শুকাইয়া যায়। অনেক সময় ফুলগুলি আপনা আপনি ঝরিয়া পড়ে। রোগ যখন প্রবল হয় তখন ফুলের বোঁটা হইতে ডাঁটায় প্রবেশ করে এবং দ্রুতবেগে গাছের সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। তখন গাছের ছাল প্রথমতঃ বাদামী রঙের হইয়া সাদা ডোরা কাটা দেখায়। গাছের ডালগুলিতে এইরূপ প্রবেশ করিয়া শুকাইয়া দেয়। রোগ নীচের দিকে নামিবার কালে যে কেন্দ্রস্থিতে হাজির হয়। তখন সুস্থ শাখার উপর দিকে এবং ডাঁটার নীচের দিকে এই উভয় দিকেই বাড়িয়া চলে। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত গাছটি আক্রান্ত হয় এবং শুকাইয়া যায়। এই রোগ ফলকেও আক্রমণ করে।

প্রতিকারোপায়।—বোর্দো কিংবা বার্গাণ্ডি মিক্সচার পিচকারীর দ্বারা ছিটাইলে রোগের উপশম হয়।

(১৩) মরিচ গাছের ডগা পঁচা রোগ

এই রোগের প্রথম অবস্থায় ইহাকে মরিচ গাছের মড়ক বলিয়া ভুল হইতে পারে। মড়কের মত ইহাতেও ডগাগুলি নুইয়া পড়ে এবং শুকাইয়া কাল হইতে থাকে, এবং আক্রান্ত ডগাগুলি শীঘ্র পঁচিতে থাকে এবং তাহার উপর একটি চক্‌চকে ছাতা জন্মায়। মড়কে যেমন শুকনা সাদা ডোরা ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহা হয় না। ফুল ফুটিবার সময় এই রোগ আবির্ভূত হয় এবং ফুলগুলি কাল হইয়া পঁচিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়।—বার্গাণ্ডি মিক্সচার পিচকারীর দ্বারা ছিটাইলে উপকার পাওয়া যায়।

বৃটীশ সাফল্যে মিশরীয় সংবাদপত্রের উল্লাস

চূড়ান্ত সাফল্যের আশা

আফ্রিকায় বৃটেনের জয়লাভে মিশরের সংবাদপত্রগুলি স্পষ্টই উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। দুই দিন রেকর্ড বেশী সংবাদপত্র বিক্রয় হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তেমন হয় নাই। সাধারণের ধারণা এই যে, সিদী বারাণী ইংরেজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় মিশরের উপর ইটালীর আশু আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইয়াছে।

বৃটেনের এই আক্রমণাত্মক নীতির সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া মিশরের "আল আহ্‌রাম" নামক সংবাদ-পত্রটি বৃটিশের ইস্তাহারগুলির সত্যনিষ্ঠা এবং অত্যুক্তি পরিহারের বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন "মিশর তাহাদের মিত্র-শক্তির এই সাফল্যের সংবাদে অতিশয় আনন্দিত; ইহাকে চূড়ান্ত জয়লাভের প্রথম অধ্যায় বলা যাইতে পারে।

"আল বালাগ" নামক পত্রিকাটি বলে যে, জুনমাস পূর্ব্বেও ইটালী যে সহজ জয়লাভের আশা করিয়াছিল, এইবার সে আশার সমাধি হইল। অতঃপর এই পত্রিকাটি লিখিয়াছে: "ইংলণ্ড তাহার আত্মরক্ষামূলক নীতি পরিত্যাগ করিয়া এইবার আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। মিশরের সীমান্তভাগে ইটালীর সৈন্যবাহিনী এক্ষণে পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পাইতেছে।"

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ফরিদপুর (সদর)—

গত নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগর, কানাইপুর, মাওপাড়া, গয়রেশ্বরী, বাগাট, রামপুর, ডাঙ্গাল, নগরকান্দা, গড়ি, তালমা, চরবিষ্ণুপুর, বুরুপুর, মানিকদহ, ভাঙ্গা এবং জামালপুর ইউনিয়ন বোর্ডের বিল অঞ্চলে কচুরী-পানা পরিষ্কারের কাজ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

উলুকান্দা পল্লীমঙ্গল সমিতি, কানাইপুর সমবায় সমিতি ও খুলজোড়া পল্লী সংগঠন সমিতি উলুকান্দা, কানাইপুর এবং খুলজোড়া গ্রামে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং মশকের ডিম ধ্বংস কার্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছে।

বয়স্কগণের শিক্ষা

প্রায় ৫০টি নৈশবিদ্যালয়ে আনুমানিক ৯৫৭ জন নিরক্ষর ব্যক্তিকে শিক্ষা দান করা হইতেছে, তন্মধ্যে ৮১১ জন বয়স্ক ব্যক্তি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

সরকারী প্রজনন ষাঁড়গুলির প্রতিপালকগণ যথাযোগ্য-ভাবে এই পশুদের তত্ত্বাবধান করিতেছে এবং সর্বত্রই এই ষাঁড়গুলি সুস্থ আছে। এই সকল ষাঁড়ের দ্বারা যে সব বাছুরের জন্ম হইয়াছে তাহাদের, বিশেষ করিয়া চর অঞ্চলে কেন্দ্রের সংখ্যা বিশেষ সন্তোষজনক।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা

জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অফিসারের কুইনিন বিতরণ ব্যতীত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দূরীকরণার্থ সদরের মহকুমা হাকিম পল্লী অঞ্চলে ৮ পাউণ্ড কুইনিন বিতরণ করিয়াছেন। ভূষণ থানার অন্তর্গত রূপাপাত ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন রূপাপাত গ্রামে একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

উভয় এলাকাতেই বয়স্ক নিরক্ষরগণের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। এই এলাকার বিদ্যালয়-সমূহের বিবরণী গোয়ালন্দের সার্কেল অফিসার গ্রহণ করিতেছেন।

সরকারের নিকট হইতে যে কুইনিন পাওয়া গিয়াছে তাহা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফৎ পূর্ববৎ বিতরিত হইতেছে।

গত নভেম্বর মাসে স্থানীয় প্রচেষ্টায় বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত গাজনা, জামালপুর ও আড়কান্দী ইউনিয়নে তিনটি নূতন পল্লী চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। গাজনা এবং জামালপুরের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে রেজিষ্টার্ড ডাক্তার নিয়োগ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে তিনটি চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ার পল্লীর অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইবে এবং এই ধরণের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলের দরিদ্র জন-সাধারণ চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

পাংশা থানার অন্তর্গত সেনগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনও এইরূপ একটি ডিস্পেন্সারী খোলার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মদিয়া, পাংশা, উজানচর, বাগদুলি, কাষ্টা এবং মজলিসপুর খেলার মাঠের জন্য গত নভেম্বর মাসে যে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে তন্মধ্যে স্থানীয় দাও প্রদান করা হইয়াছে।

রাজশাহী—

গত অক্টোবর মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার যে সকল পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সদর মহকুমার পল্লী-সংগঠন শিক্ষা শিবিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রথম দলের সাত জন অফিসার এবং ২৩ জন কর্মীর মধ্যে ৩ জন অফিসার এবং ১৭ জন কর্মী ট্রেনিং-এর জন্য যোগদান করিয়া-ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের অফিসারগণ এবং মহকুমা হাকিম পল্লী সংগঠনের পদ্ধতি ও আদর্শ, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক নিয়মাবলী, কিরূপে কার্যকর থাকিতে হয়, প্রসূতি ও শিশুকল্যাণ, নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষা, কর্মশিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কৃষিবিদ্যা সম্পর্কে বহুবিধ বক্তৃতা প্রদান করেন।

কতকগুলি বক্তৃতা, ছবি ও নক্সার সাহায্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং কৃষি-বিষয়ক উন্নতির পন্থা হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত কর্মীদল সরকারী কৃষি ফার্ম পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

কর্মীদল শহর অঞ্চলের দুই হইতে সাত মাইল পর্যন্ত দূরবর্তী তেরখাদা, মহানন্দখালি, বাউসা, মিয়াপুর এবং দারুসা নামক গ্রামে ব্যাপকভাবে হাতে-কলমে সংগঠন-মূলক কাজ করিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামের পল্লী-সমিতি গঠন এবং ব্যাপকভাবে সংগঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা সম্পাদিত হইয়াছে। কর্মীদল—পল্লীর জনসাধারণের সমর্থন লাভে সক্ষম হইয়াছেন—ফলে ফসলের সময় থাকা সত্ত্বেও তাহারা জঙ্গল সাফ ও ডোবা ভরাট করিয়াছে এবং গ্রামের বহুবিধ কাজ সম্পাদন করিয়াছে। চারঘাট থানার অন্তর্গত গড়গাড়ি এবং গোদাগাড়ী থানার অন্তর্গত কাপাসীয়া পাড়া নামক স্থানে যে জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই স্থানে ২০০ হইতে ৩০০ লোক সমবেত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে পল্লী-সংগঠন ও বয়স্ক-গণের শিক্ষা সম্পর্কে প্রেরণা জাগানো হইয়াছিল।

স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য নাওহাটা নামক স্থানে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত একটি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল এবং তাহাতে সদরের মহকুমা হাকিম এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতেই স্কুল-গৃহ নির্মাণের জন্য ১,৩০০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। যাহাতে ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে স্কুলের কাজ সুরু হইতে পারে তাহার পন্থা নির্ধারণের জন্য সদরের সার্কেল অফিসারকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া একটি শক্তিশালী পরিচালক সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

নিরক্ষরতা দূর করিবার প্রচেষ্টা

গ্রামে নূতন কতকগুলি নৈশবিদ্যালয় সংগঠন করা হইয়াছে এবং কার্যকরী শিক্ষা লাভের নিমিত্ত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীয় কর্মীদলকে সেখানে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কতক-গুলি নৈশবিদ্যালয় খোলার জন্য চারিটি পৃথক স্থান নির্বাচন করা হইয়াছে। যে সকল বয়স্ক নিরক্ষর এই সকল নৈশবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

নীলফামারী (রংপুর)—

গত নভেম্বর মাসে এই স্থানে যে সকল পল্লী-সংগঠন-মূলক কার্য সম্পাদিত হইয়াছে নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে কেশবগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাউনীর নামক গ্রামে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি জল নিকাশের নালা খনন করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রদত্ত সাহায্য ভাণ্ডার হইতে বাউনীর পল্লীমঙ্গল সমিতিতে ৪৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। সমিতির সদস্যগণ তাহা হইতে এক কপর্দকও ব্যয় করেন নাই, কিন্তু বেশ প্রশংসনীয় পল্লী-উন্নয়ন কার্য করিয়া চলিয়াছেন। সৈদপুর থানার অন্তর্গত সংগাইবেরপুকুর গ্রামে আর একটি ড্রেন খনন করা হইয়াছে। এই ড্রেনের দৈর্ঘ্য ১৫০ ফিট।

সৈদপুর থানার অন্তর্গত কীরুনা, সংগাইবেরপুকুর এবং ডিমলা থানার অন্তর্গত গোলনাজি ও গোপালবাড় গ্রামের অধিবাসিগণ কচুরী পানা বিরোধী অভিযান পরিচালনা করিয়াছেন। নওটারা এবং বালবাড়া নদীর কচুরী পানাও পরিষ্কার করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে :— ডাঙ্গাহাট দক্ষিণ, ডাঙ্গাহাট পূর্ব, ডাঙ্গাহাট উত্তর এবং বাঙ্গালীপুর। বর্তমানে এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ১৫ হইতে ২০ এর মধ্যে। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতেই ছাত্র সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে।

কুমারগাড় চাপাড় নামক স্থানে কয়টি বালিকা লইয়া একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

কেশবগঞ্জ ও নীলফামারী এলাকার সার্কেল অফিসারের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ৪০টি গৃহে পায়খানার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)—

কোতলপুর এবং গাঙ্গিয়া নামক স্থানে দুইটি নূতন সমিতি গঠিত হইয়াছে।

কোতলপুর থানার অন্তর্গত ব্রজপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি তিনটি পুষ্করিণী এবং কিছু জঙ্গল সাফ করিয়াছে। জয়পুর থানার অন্তর্গত সুবর্ণকোড়া সমিতি দুইটি পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে। কোতলপুর থানার অন্তর্গত রামনিদা নামক স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি ড্রেন খনন করা হইয়াছে এবং উক্ত ড্রেনের পাশ দিয়া একশত ফিট লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। বাঁকিরা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি তিনটি পুষ্করিণী এবং স্থানীয় বালকগণের সমিতি একটি পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চক্রম নামক স্থানের নব-স্থাপিত হাতে-কলমে কৃষি শিক্ষার কার্য ইংরাজী পাকদড়ী চাষের প্রবর্তন করিতেছে। রাজ-গ্রামের হাতে-কলমে কৃষিশিক্ষার ফার্মে উন্নত ধরণের ইক্ষু চাষ প্রবর্তন করা হইয়াছে।

গ্রামবাসীদিগকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পবিত্র পানীয় জলের উপকারিতা সম্পর্কে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুবর্ণকোড়া সমিতি সদস্যগণের জন্য শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং একাধারিক সহজ গ্রাম্য ক্রীড়ারও প্রবর্তন করা হইয়াছে। রাজগ্রাম জয়পুর এবং কোতল-পুরে ফুটবল খেলা হইয়াছে।

রাজগ্রাম আদর্শ শিল্পাগারের জন্য একটি ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নৈশ বিদ্যালয়সমূহ ভালভাবে চলিতেছে এবং নিরক্ষর বয়স্কগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছে।

বাঁকুড়া—

গত অক্টোবর মাসে বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীয় কার্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন।]

ফ্রান্সের বর্তমান মনোভাব

জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকায় মিঃ ভার্নন বার্টলেট সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

বর্তমানে ভিসিতে তিনটি বিভিন্ন দল আছে। একটি জার্মাণীর তাবেদারীর পক্ষপাতী। লাভাল এবং ড্যার্লাঁর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই ; হিটলারের ক্রীড়নক হইবার জন্য দুইজনেই প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। ভিসি সরকারের নৌ-সচিব অ্যাডমিরাল দার্লাঁ উগ্র রকম ব্রিটিশ-বিরোধী ; কিন্তু টারান্টোর ঘটনাবলীর পর হইতে নৌ-বিভাগে তাহার জনপ্রিয়তা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আছেন মার্শাল পেঁতা। তিনি নিজেকে আরেকজন মার্শাল ফশ্ বা হিণ্ডেনবুর্গ বলিয়া মনে করেন। তিনি প্রকৃতই দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চাহেন এবং মনে করেন যে বর্তমানে জার্মাণদের সর্ত মানিয়া লইয়া চলা ছাড়া দেশের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। তাহাকে জানে এমন নিরপেক্ষ দর্শকদের দৃঢ় ধারণা এই যে মার্শাল পেঁতা ক্রমশই লাভালের নীতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। ইহার আংশিক কারণ এই যে বৃটিশের প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়া তাহার হৃদয়ে ফ্রান্সের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আশা জাগৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া জার্মাণী এমন কোনও সর্ত্ত উপস্থিত করিতেছে না যাহা আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া গ্রহণ করা চলে। ইহাও মার্শাল পেঁতার মনোভাব পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। (লাভাল বরখাস্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহা লেখা হইয়াছিল।)

তৃতীয় পর্য্যায়ে আছেন ফরাসী জনসাধারণ যাহারা একমাত্র হিটলারের পরাজয়েই আশার চিহ্ন দেখিতে পান। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্ব্বে ব্রিটিশের বিপক্ষবাদী ছিল ফ্রান্সের এমন বহু সংবাদপত্র পূর্ব্বের ন্যায় বর্তমানে ভিসি সরকারের ইস্তাহারগুলি প্রকাশ করিতে থাকিলেও (আইন অনুসারে এইগুলি তাহারা প্রকাশ করিতে বাধ্য) বর্তমানে এইগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা এমন কোনও মন্তব্যই করিতেছে না যাহাতে ব্রিটেনের প্রতি বৈরীতা-সূচক মনোভাব প্রকাশ পায়।

ওয়েলসে জার্মাণ বিমানের হানা

গত ৩রা জানুয়ারী নাৎসী বিমানসমূহের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ওয়েলস-এর একটি শহর। শহরটির উপর বহু অগ্নিবোমা নিক্ষিপ্ত হয়। অগ্নিবোমা বর্ষণের পর অতি বিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। মোটের উপর আক্রমণ তত্তটা প্রচণ্ড হয় নাই। হতাহতের সংখ্যাও যে খুব বেশী হইবে, তাহা মনে হয় না এবং ক্ষতির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম। তবে বিমান আক্রমণ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। সন্ধ্যার পর আক্রমণ শুরু হয়। পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানসমূহের পিছনে পিছনে আক্রমণ-কারী বিমানগুলি শহরটির উপর আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রথমে হাজার হাজার অগ্নিবোমা বর্ষণ করিয়া পরে অতি বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করে। বিমানধ্বংসী কামানশ্রেণী হইতে যেরূপ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়, ওয়েলস-এ সেরূপ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। দুইটি গির্জ্জা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। দোকান-পাট এবং বাড়ীঘরের উপরও বোমা পড়ে। কয়েকটি জিনিষে আগুন ধরিয়া যায়। তবে মোটের উপর ক্ষতির পরিমাণ তত্তটা বেশী নহে। আক্রমণের তুলনায় হতাহতের সংখ্যা কম। দমকলবাহিনী এবং নাগরিক রক্ষী-বাহিনীর লোকজন বেশ সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করে।

জলপাইগুড়িতে যুদ্ধ সাহায্য

নয়জন লোক যোদ্ধা বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদিগকে বিগত ২৯শে নভেম্বর তারিখে জলপাইগুড়ির নিয়োগ কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। দুইজন উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিয়োগ কমিটি তাহা-দিগকে মনোনয়ন করেন। কম্যাণ্ডিং অফিসার ঐ দিনই তাহাদিগকে ভর্তি করেন এবং তিনি সেখা চলিয়া যান।

যুদ্ধ-তহবিলে সাহায্য

বিগত ২২শে নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের মধ্যে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ-কার্য্যকরী কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নিম্নোলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যুদ্ধ-সাহায্য তহবিলে মোট ২,১১৩৸৴৩ আনা পাইয়াছেন।—

মিঃ আর, পি, মজুমদারের নিকট হইতে	১৭৯॥৯
ময়নাগুড়ির সাব-কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের নিকট হইতে	১৪০।৴৬
সদর সার্কেল যুদ্ধ কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট হইতে	১,৫৫৮৸৴৩
এন, জি, গোয়েঙ্কাদের নিকট হইতে	৩০৲
সুবোধ চন্দ্র সেনের নিকট হইতে	২৭৵

আজ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৮,৮১৭৶৯। ইহার মধ্যে ৯১৫৶ লেডী মেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে আজ পর্য্যন্ত ৩২,২৪৩৶৯ পাই সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

বিগত ৩০শে নভেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময় মধ্যে যুদ্ধ কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ১১৯৬ আনা চাঁদা পাইয়াছেন।

মোট সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ হইয়াছে ১৮,৯৩৭-০-৩ পাই। তন্মধ্যে ৯১৫৶ আনা লেডী মেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময় মধ্যে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কার্য্যকরী কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ৫৭০-০-৬ পাই চাঁদা স্বরূপে পাইয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৯,৫০৭-০-৯ পাই। তন্মধ্যে ৯১৫৶ আনা লেডী মেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ৩৩,২৮৭।৶৯ পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। বিগত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী কমিটির মাসিক সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ অঞ্চলের যুদ্ধ সাব-কমিটিসমূহ যে কাজ করিয়াছে তাহা আলোচিত হইয়াছে। কি উপায়ে এই জেলার বড় বড় হাটে সভা করিয়া ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও কার্ড বিক্রয় করার বহুল প্রচার হইতে পারে সে সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিয়াছে।

[পর পৃষ্ঠার শেষ।]

গিয়লাপাল থানার অন্তর্গত বিক্রমপুর ইউনিয়নের অধীন জোরিসা-পিলাইঘাট রোড (২,০৫০' × ১৮') জোরিসা কমিটি কর্ত্তৃক মেরামত করা হইয়াছে।

বীরসিংপুর কমিটি নিম্ন লিখিত রাস্তা গুলির সংস্কার সাধন করিয়াছে :—

সাঁওতাল পাড়া রোড (৫৬০' × ১৪')।

মণ্ডলপাড়া রোড (৫০০' × ৮')।

গড়গড়া এবং কেন্দুবাড়িয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি দুইশত বর্গ ফিট পরিমিত জঙ্গল সাফ্ করিয়া ১,১০০ গজ রাস্তা তৈরী করিয়াছে। শ্যামসুন্দরপুর পল্লী-সমিতি ৪০০শত বর্গ ফিট পরিমিত জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া একটি রাস্তা (৪৫০' × ৮') নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই রাস্তা শ্যামসুন্দরপুর হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

আব-হাওয়া ও ফসল সম্বন্ধে বিবরণ

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১৮ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। বসন্ত কালের ফসল বোনা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমন ধান কাটা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গলার কোন কোন অংশ ব্যতীত এই প্রদেশে ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভালই। বিগত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে রিলিফের কাজে ১,৪০৭ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সময় মধ্যে চাউলের মূল্য শতকরা ০.৪৫ ভাগ কমিয়াছে। বাঙ্গলার মফঃস্বলে ঐ সময়ে যে মূল্য ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯॥০ সাড়ে নয় সের ; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৯ নয় সের ; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯ সের ; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৮৶০ আট সের বার ছটাক ; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৴৭৸০ সাত সের তের ছটাক হইতে ৴৮ আট সের ; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৴৮ আট সের ; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় ৴৮।০ সোয়া আট সের হইতে ৴৮৸০ ছটাক ; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮ আট সের, হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ৴৮।০ সোয়া আট সের ; রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় ৴৮।০ সোয়া আট সের ; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে টাকায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ টাকায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৮ আট সের ; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় ৴৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ৴৯॥০ সাড়ে নয় সের ; বগুড়ায় টাকায় ৴৯।৶০ ছটাক ; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকায় ৴৯ নয় সের, মালদহে টাকায় ৴৮॥০ সাড়ে আট সের ; কুচবিহারে টাকায় ৴৮॥৶০ ছটাক ; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯ নয় সের ; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৯ নয় সের ; বাখরগঞ্জ, পিরোজ-পুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ৴৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৯ নয় সের, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৴৮॥০ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯॥০ সাড়ে নয় সের ; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৴৯ নয় সের হইতে ১০॥০ সাড়ে দশ সের ; নওয়াখালী ও ফেনীতে টাকায় ৴৯ নয় সের হইতে ১০ দশ সের ; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।১ এগার সের ; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ১৩।০ সোয়া তের সের।

ভারতীয় হজযাত্রীগণ

নয়া দিল্লীতে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, এস, এস, "ইস্লামিয়া" ও "রহমানী" জাহাজযোগে ভারত হইতে যাঁহারা হজযাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিরাপদে জেদ্দাতে উপনীত হইয়াছেন।

পাট-সমস্যায় বাঙলা সরকার

[১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করিবে। পড়-বাধা ইক্ষু, ধান, শাকসব্জী অথবা অন্যান্য চাষ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত শস্যতেই চাষীরা অধিক অর্থ পাইতে পারে। আমি পড়-বাধার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাই; কারণ আমাদের চাষীরা সাধারণতঃ ইহা উপেক্ষা করিয়াই থাকেন। চতুর্থতঃ উৎপন্ন পাটের প্রতি চাষীরা অনেক বেশী লক্ষ্য রাখিতে পারিবে। ইহাতে শুধু পাটের উৎকর্ষই সাধিত হইবে না—ইহা হইতে তাল সুতা বাহির এবং বিক্রয় করাও সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের ফলে চাষীদের দুর্ভোগের মাত্রা না বাড়িয়া উহাতে বিভিন্নভাবে তাহাদের সুবিধাই হইবে।

গতবর্ষ বৎসরে যে জমিতে পাট-চাষ হইয়াছিল, তাহা আমরা খুবই সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিয়াছি। বর্তমানে আমরা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার আয়োজন করিতেছি। একমাত্র এই লাইসেন্সের সাহায্যেই পাট-চাষ করা চলিবে। উপেক্ষনীয় অংশই পাট চাষ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহা এত উপেক্ষনীয় যে, ইহাতে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে চাষীদের খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য এবং স্বার্থপর ব্যক্তিরা যাহাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অঞ্চলের সীমানা বাড়াইতে না পারে, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমি আনন্দের সহিত এই কথা বলিতে পারিতেছি যে, সম্প্রতি আমি যে সমস্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছি, সেই সমস্ত সভাতেই নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পর্কে আমি জনসাধারণ বিশেষভাবে পাটচাষীদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমরা মনে করি যে, স্বাভাবিকভাবে যদি এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য চলিতে থাকে এবং অস্বাভাবিক কোন অবস্থার উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে মিলসমূহের সহিত আমরা যে চুক্তি করিয়াছি, তাহাতে মফঃস্বলে পাটের উপযুক্ত মূল্য বজায় থাকিবে এবং এই বৎসরের অস্বাভাবিক ফসলের জন্যও তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারিবে।

পাট সম্পর্কে ইহাই শেষ কথা মনে করা সঙ্গত হইবে। যদি আমাদের আশা পরিপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে পাটের মূল্য বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না।

রুমানিয়ায় অশান্তি

গুপ্ত বেতারবার্তা ও উস্কানি

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার সোফিয়াস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণ সৈন্যদের কুচকাওয়াজ সত্ত্বেও রুমানিয়ায় এখনও বিশেষ অশান্তি চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্ট বড় বেশী রকম জোরও করিয়া দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার কথা ঘোষণা করিতেছেন, ইহা সন্দেহজনক। আয়রণ গার্ডের দল রুমানিয়ার কৃষকদের বলিতেছে যে, জার্ম্মাণীই তাহাদের প্রকৃত বন্ধু এবং ব্রিটেন তাহাদের শত্রু। রুমানিয়ার জনসংখ্যার শতকরা আশীভাগই কৃষিজীবী। তাহারা দেখিতেছে যে জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষদের তাঁবেদারীতে রুমানিয়ার সৈন্যগণ কাজ করিতেছে এবং জার্ম্মাণী তাহাদের কষ্টার্জিত পশুগুলি এবং শস্য দখল করিতেছে। দেশে ঠিক কি ঘটিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সুতরাং সরকার এই অশান্তির জন্য বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একটি গুপ্ত বেতারবার্তা হইতে প্রত্যহই জেনারেল এন্টোনেস্কুকে নানাভাবে সমালোচনা করা হইয়া থাকে। এন্টোনেস্কু চক্রান্তের ফলে ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহাকে তীব্র আক্রমণ করা হয়। তাহা ছাড়া দেশের সর্ব্বত্র জার্ম্মাণ বিরোধী ইস্তাহার বিলি হইতেছে। জনসাধারণ অশান্তির ইহাও অন্যতম কারণ।

ঋণ-সালিশী বোর্ড ও মহাজনী আইন

প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ

১। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ৮ আইন দ্বারা বঙ্গদেশের চাষী-খাতক বিষয়ক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে, তাহাতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের মহাজনী আইনের বিধানগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। "ঋণ" এই শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ হইতে "আইনমতে অন্য প্রকারে আদায়ের অযোগ্য যে কোন টাকা" বাদ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ইহাতে মহাজনী আইনমতে আদায়ের অযোগ্য আসল টাকা কিংবা সুদ কিংবা উভয় প্রকারের যে কোন টাকা বাদ যাইবে।

২। আবার ১৮ ধারার সহিত (৬) প্রকরণের যোগ-দ্বারা বিশেষভাবে এই বিধান করা হইয়াছে যে, ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করার সময় যে সুদ ধরা হইবে, তাহার হার তৎকালে প্রচলিত কোন আইনে নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক হইবে না।

৩। অতএব কর্জ বাবদ যে সমস্ত ঋণ করা হইয়াছে, তাহার আসল ও সুদের আধিক মূল্য ধরিতে হইবে এবং উক্ত নির্দ্ধারিত প্রণালীতেই হিসাব করিতে হইবে।

৪। মহাজনী আইনের ৩০ ধারার (১) প্রকরণের (খ) দফামতে প্রথমে এই আইনে নির্দ্ধারিত সুদের হার অনুসারে অর্থাৎ রক্ষিত জামিনী কর্জের বেলা শতকরা ১০৲ টাকা সরল হারে এবং অরক্ষিত কর্জের বেলা শতকরা ৮৲ টাকা সরল হারে হিসাব করা আবশ্যক। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপে হিসাব করিতে হইবে। কারণ প্রায় সকল স্থলেই খতে সুদের যে হার দেওয়া থাকে, তাহা ঐ হারগুলি অপেক্ষা অধিক। এই হিসাবগুলি করার সময় পর পর যে সকল তারিখে টাকা ওয়াশীল দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি গণনার মধ্যে আনিতে হইবে এবং সুদের পরিমাণের অতিরিক্ত যে টাকা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইবে, তাহা আসলের মধ্যে জমা করিয়া লইতে হইবে এবং তদনুসারে আসল বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। এই হিসাবগুলির জন্য মূল কর্জ যে তারিখে দেওয়া হয়, সেই তারিখটি প্রয়োজনীয়। "মূল কর্জ" বলিতে কি বুঝায় তাহা চাষী-খাতক বিষয়ক আইনের ২ (১১ক) ধারায় দেওয়া হইয়াছে এবং মূল কর্জের পরিমাণ নিরূপণ করিতেও বোর্ডগুলির পক্ষে কোন মুস্কিল হইবে না। কারণ দরখাস্তে কিংবা ঋণের বিবরণে মূল কর্জের আসল টাকা দেখান থাকে। আসল বাবদ বকেয়া টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইলে পর বঙ্গদেশের মহাজনী আইনের ৩০ ধারার (১) প্রকরণের (ক) বা (খ) দফার বিধানগুলি প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই দফাগুলির কোনটি প্রয়োগ করিয়া ঋণের পরিমাণ আরও কমান যায় কিনা।

৫। যে সকল স্থলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী থাকিবে, সেই সকল স্থলে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে ঐ ডিক্রীগুলিকেই চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু ঋণ নিষ্পত্তি করার সময় মহাজনী আইনের নির্দ্দেশের উপর ভিত্তি করিয়া ন্যায্যভাবে ঋণের দেয় পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং এই প্রণালীতে যে পরিমাণ নির্ণীত হইবে, তাহার অতিরিক্ত কোন টাকা দিবার আদেশ নিষ্পত্তিপত্রে দেওয়া সঙ্গত হইবে না। এইরূপ স্থলে বোর্ড পাওনাদারদিগকে রাজী করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং পাওনাদারগণ রাজী না হইলে মোকদ্দমাগুলি ডিস্মিস্ করিতে হইবে এবং খাতকদিগকে মহাজনী আইনমতে নূতন ডিক্রী লইবার জন্য বলিতে হইবে।

নিখিল-ভারত যোদ্ধাদের শিক্ষা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য বাঙ্গলার প্রধান-মন্ত্রী মহোদয় বিগত বড়দিনের বন্ধের সময় পুনায় গমন করিয়াছিলেন।

ইটালীতে কি বিপ্লব আসন্ন?

সৈন্যদল ও ফ্যাসিস্তদলে কলহের আশঙ্কা

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার নিম্নরূপ সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—

গ্রীস এবং ব্রিটেনের জয়লাভের ফলে ইটালীতে একটা বড় রকম রাজনৈতিক সঙ্কটের সূত্রপাত হইয়াছে; যে কোনও দিনই ইহা সার্বজনীন পরিণতি লইয়া দেখা দিতে পারে। সারা উত্তর ইটালীই যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের ধারণা এই যে, যুদ্ধঘোষণা করিয়া ইটালী এক বড় ভুল করিয়াছে এবং ইহার জন্য সমগ্র দেশকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কোনও দোষ না করা সত্ত্বেও জেনারেল বাদোগলিও প্রকাশ্যভাবে হতমান হওয়ায় সৈন্যবিভাগ ও ফ্যাসিস্ত পার্টির মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র হইয়া উঠিয়া প্রায় কলহে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। গ্রীস কর্ত্তৃক নিদারুণ আক্রমণের পূর্ব্বে মুসোলিনী শুধু আশা করিতে পারিতেন যে, জার্ম্মাণীর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় গ্রীসের সহিত যুদ্ধ নিবৃত্তি ঘটিতে পারে; কিন্তু লিবিয়াতে এমন নাজেহাল হইবার পর মুসোলিনীকে গুরুতর সামরিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। নাৎসীরা সরাসরি সাহায্য না করিলে মুসোলিনীর এই সঙ্কটের সমাধান হওয়া মুস্কিল। ইটালীতে যদি প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দেয়, তবে সেই অজুহাতে জার্ম্মাণী ইটালীতে পুলিশ ও ইটালীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

উত্তর ইটালীতে যে অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ইটালীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব যে কোনও উপেক্ষার বিষয় নহে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। তাহা যদি তীব্র হইয়া উঠে তবে ইটালী দুই পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে উত্তর ইটালীতে সৈন্যদলের ও নাৎসী অংশে ফ্যাসিস্ত পার্টির কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে।

বিগত মহাযুদ্ধের সহিত তুলনা

বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে আমেরিকান বিশেষজ্ঞের অভিমত

মেজর-জেনারেল জেমস হার্বার্ড আমেরিকার সহকারী পরিদর্শকরূপে এক মাসের উপর ব্রিটেনে অবস্থান করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কে "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পরিণামে নাৎসীরা পরাজিত হইবে ইহাই তাঁহার ধারণা। মেজর-জেনারেলের এই অভিমত আমেরিকায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বোস্টন ট্রান্সক্রিপ্ট" পত্রিকা লিখিয়াছে, বিগত মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৮ সালের মার্চের যুদ্ধই ব্রিটেনের প্রধান জয়লাভ। চার বৎসরব্যাপী সীমাহীন দুঃখকষ্ট ও প্রচেষ্টার পরে উহা সম্ভব হইয়াছিল এবং মার্চের যুদ্ধই জয়লাভের প্রয়াস সফল করিয়াছিল। এই যুদ্ধেও হয়ত আরও অনেক বৃহৎ সংগ্রাম করিতে হইবে। কিন্তু ব্রিটেন একটি খুব বড় রকমের জয়লাভ করিয়াছে এবং ব্রিটেনের পক্ষে নিরাশ হওয়ার কোনই কারণ নাই।

মুসোলিনীর সম্মান বিনষ্ট

পর্ত্তুগীজ সেনানায়কের অভিমত

লিসবনের "ডাইরারিও ডি নটিসিয়াস" পত্রিকায় "রোমের সম্মানহানি" নামক একটি প্রবন্ধে পর্ত্তুগীজের অন্যতম সেনানায়ক জাভো ডি কারভালো লিখিয়াছেন, ইটালীর পরাজয়ে রোমের সম্মান বিনষ্ট হইয়াছে। ইটালীর সৈন্যদল প্রায় ছত্রভঙ্গ এবং সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

—গভর্ণর বাহাদুরের মফঃস্বল সফর—

বাঁকুড়ায় এক জন-সভায় বক্তৃতা প্রদানের পর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সভাস্থল ত্যাগ করিতেছেন।

বাঁকুড়া যুদ্ধ-কমিটির সভায় যোগদানার্থ গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার সেক্রেটারী মিঃ এম, ও, কার্টার আই-সি-এস (দক্ষিণে) সহ অগ্রসর হইতেছেন।

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর আসানসোল্ কুষ্ঠাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছেন। চিত্রে রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায়কেও দেখা যাইতেছে।

গভর্ণর-বাহাদুর রতনপুর নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয় (বাঁকুড়া) পরিদর্শন করিতে যাইতেছেন।

লাভালের পদচ্যুতির নাটকীয় ইতিহাস

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

ভিসির নিরপেক্ষ মহলগুলি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে লাভালের স্থলে উগ্র রকম হিটলার-ঘেঁষা ফ্ল্যাণ্ডিন ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত হওয়ায় মার্শাল পেঁতার প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। ভিসি হইতে প্রেরিত সংবাদগুলির একটিতে এমন মতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, এইবার মার্শাল পেঁতা জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্ব্বার স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য হিটলারের সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ আলোচনা আরম্ভ করিবেন।

লাভালের পদচ্যুতির ঘটনা বিশেষ নাটকীয় ধরণের। ভিসির মন্ত্রী-সভাকে আহ্বান করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে মার্শাল পেঁতা লাভালকে পদচ্যুত করেন। সভায় তিনি সংক্ষেপে বলেন : "আমি সিয়ারি লাভাল ও শিক্ষামন্ত্রী এমিলি রিপার্টের পদত্যাগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছি।"

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সাহায্য

নিরপেক্ষতা আইনের ব্যাখ্যা

চেজ্ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ উইনথ্রপ ডব্লিউ অলড্রিচ্ গত ১৩ তারিখে বোষ্টন শহরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে জনসন্ আইন বা নিরপেক্ষতা আইন গ্রেট-ব্রিটেনকে যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি আর্থিক সাহায্য দানের অন্তরায় হইতে পারে না। পূর্ব্বেও অনেকেই ইহা বলিয়াছেন। মিঃ অলড্রিচ নিজে একজন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী। তিনি "বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন" যে এই আইনগুলির দ্বারা বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বা তাঁহাদের কোনও এজেণ্টকে ঋণদান নিষিদ্ধ হইলেও খোদ যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্ত্তৃক ঋণদান সম্পর্কে কোনও বাধা নাই।

লাভাল প্রতিবাদ করে এবং মার্শাল পেঁতার সহিত একান্তে কথা বলিবার প্রার্থনা জানায়; কিন্তু পেঁতা তাহাতে রাজী হন না।

লাভাল মার্শাল পেঁতার সহিত একই হোটেলে বাস করিত। সেই রাত্রেই তাহাকে সেই হোটেলও ত্যাগ করিতে বলা হয়। এবং হিটলারকে তাহার সিদ্ধান্ত জানাইবার জন্য সেই রাত্রেই মার্শাল পেঁতা প্যারিসে এক বিশেষ দূত প্রেরণ করেন।

ট্যাঞ্জিয়ারে দুর্য্যোগের ঘনঘটা

ফরাসী-স্পেনীয় সংঘর্ষের আশঙ্কা

"নিউজ ক্রনিকাল" পত্রিকার ট্যাঞ্জিয়ারস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, ট্যাঞ্জিয়ারের স্পেন কর্ত্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক পুলিশ এবং ব্রিটিশ, ফরাসী ও ইতালীয় শাসন-সহকারীদের পদচ্যুত করায় ট্যাঞ্জিয়ারে নানা গোলযোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ট্যাঞ্জিয়ারে মুর সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ পাওয়ায় তাহাদের ১,২০০ সৈন্যকে স্পেনীয় এলাকায় সরাইয়া লইয়া তাহাদের স্থানে ২,০০০ স্প্যানিশ সৈন্য আনা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ফরাসী মরোক্কোর সীমান্তের নিকট বহু স্প্যানিশ সৈন্য আসিয়া জড়ো হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। ফরাসী এলাকা হইতে আগত লোকদের নিকট হইতে জানা যাইতেছে যে, ফরাসী সীমান্তেও বহু সৈন্য মোতায়েন আছে। ইতিমধ্যে ফরাসী বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ককে ফরাসী রেসিডেন্সী হইতে কোনও আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত স্প্যানিশ কর্ম্মচারীদের হাতে বাণিজ্য-ভার ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

বিগত বড়দিনের সময় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ কলিকাতায় অনেকগুলি অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা

আফ্রিকায় বৃটিশ রণ-সাফল্য

বর্ত্তমান সংগ্রামে বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা

দুইটি সমস্যা এবং একটি প্রধান ঘটনা বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির সব চাইতে বড় কথা। পশ্চিম মিসর এবং লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বৃটিশ ও মিত্র শক্তিপুঞ্জের অসাধারণ সাফল্যই পূর্ব্বোক্ত প্রধান ঘটনা। রোম-বার্লিন চক্রের অন্যতম সহযোগী ইটালীর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে হিটলার কি করিবেন না করিবেন, দুইটি সমস্যার মধ্যে উহা একটি। লাভালকে পদচ্যুত করিয়া দার্লাঁকে তিনি গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিবপদে নিযুক্ত করিয়া মার্শাল পেঁতা দ্বিতীয় সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সহিত সমস্যা দুইটির ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। গ্রীকদের হাতে ইটালীর দারুণ লাঞ্ছনা ভোগকে হিটলার হয়ত উপেক্ষার বিষয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার ভাণ করিবেন। গ্রীকদিগকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হওয়ায় মুসোলিনীর উপর হিটলার খুব অসন্তুষ্ট নাও হইতে পারেন। মুসোলিনী যদি গ্রীক্ পোতাশ্রয় এবং দ্বীপগুলির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এক্সিস্ শক্তি হিসাবে ইটালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইত। সে অবস্থায় হিটলারের পক্ষে ফরাসী-অধিকৃত রাজ্যের উপর ইটালীর দাবী উড়াইয়া দেওয়া সহজসাধ্য হইত না এবং ফরাসীর সহযোগিতায় ইউরোপে "নব বিধান" রচনাও শক্ত ব্যাপারে পরিণত হইত। গ্রীসের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র শক্তিকে পর্য্যন্ত ইটালী যখন পর্য্যুদস্ত করিতে পারিল না, তখন তাহাকে ফরাসীর অধিকৃত কোন রাজ্য প্রদানের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

এদিক দিয়া মুসোলিনীর অকৃতকার্য্যতার জন্য হিটলার হয়ত আদৌ দুঃখিত নহেন, কারণ তিনি এক্ষণে আর মুসোলিনীর দাবী পূরণে বাধ্য নহেন। অন্য পক্ষে মরু অঞ্চলের যুদ্ধে ইটালীর পরাজয় বরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। কারণ মিসর অভিযান ও উহা দখল করার ভার অর্পিত হইয়াছিল ইটালীর উপর। উত্তর আফ্রিকা, নিকট ও মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ সাফল্যের প্রতিক্রিয়ার বিষয় বাদ দিলেও হিটলার এক্ষণে আশঙ্কা করিতেছেন যে, ইটালী হয়ত যুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। ইটালীর পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর গ্রেট বৃটেন ভূমধ্যসাগরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়া যাইবে। তেমন অবস্থায় ভূমধ্যসাগরে নিয়োজিত বৃটেনের শক্তিশালী নৌ-বহরের একটা বিরাট অংশ হিটলারের সাবমেরিণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যাপৃত হইতে পারিবে।

অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে হিটলারকে বাধ্য হইয়া একটি দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। শত্রুর হাত হইতে ইটালীকে রক্ষার জন্য হিটলার বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতে পারেন। ইটালীতে জার্ম্মাণ সৈন্যের প্রবেশ ইটালীয়ান জাতীয়তার মর্য্যাদা-হানিকর, কারণ ইটালীয়ানরা উহাকে আন্তরিক ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিবে। অপর পক্ষে তথায় যদি জার্ম্মানী সৈন্য প্রেরণ না করে, তাহা হইলে গত মহাসমরে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের অবস্থার সহিত বর্ত্তমানে তাহার অবস্থার একটা বৈষম্যমূলক তুলনার সৃষ্টি হইবে মাত্র। গত মহাসমরে ক্যাপোরেটোর সংগ্রামের অব্যবহিত পরেই তিন ডিভিশন বৃটিশ এবং তিন ডিভিশন ফরাসী সেনা ইটালীতে প্রেরিত হইয়াছিল। তখন এমনভাবে ইটালিগণকে কাজে লাগানো হইয়াছিল যে, ইটালীর জাতীয় মনোভাবে আদৌ আঘাত লাগিতে পারে নাই। জার্ম্মানী তেমন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতে পারে কিনা, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।

সম্প্রতি জার্ম্মাণ সরকারের মুখপত্রগুলি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর অবিশ্রান্ত আক্রমণের সাহায্যে বৃটিশের শক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়াই হইতেছে, ইটালীকে সাহায্য করার একমাত্র না হইলেও প্রধান উপায়। সমরনীতির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া উক্ত অভিমতের মূল্য থাকিলেও কার্য্যতঃ দুইটি কারণে উহার ভিত্তি নাই। হিটলার কর্ত্তৃক বৃটেন বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্ব্বেই যদি ইটালী মুষড়িয়া পড়ে অথবা পূর্ব্বের ন্যায় এবারও হিটলার যদি বৃটেনের যুদ্ধে অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে রোম-বার্লিন চক্রের দক্ষিণ প্রান্ত হারাইয়া জার্ম্মাণীর অবস্থার কোন উন্নতি সাধনই হইতে পারে না।

লাভালের পদচ্যুতি ও দার্লাঁর নিয়োগের পশ্চাতে যে কোন কারণ থাক না কেন, এপর্য্যন্ত যে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়, জার্ম্মানী ইটালীকে সরাইয়া তৎস্থলে ফ্রান্সকে প্রধান সহযোগী করিবার মতলব আঁটিতেছে। লাভাল পুরাদস্তুরমত বৃটিশবিদ্বেষী লোক। ব্যক্তিগত জীবনে বা রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহার কোন নীতি নাই। নিজের শক্তি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে হিটলারের আদেশেও তিনি ফ্রান্সকে বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাইতে কোন দিনই কুণ্ঠিত হইবেন না। ক্ষমতায় কুলাইলে তিনি পেঁতাকে সরাইয়া হিটলারের সব কয়টি শর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতেন। বৃটিশ জাতি যাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তিনি কি ভাবে লাভালের ন্যায় লোককে স্বীয় ডেপুটির পদে নিযুক্ত করিলেন, আজও উহা দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। লাভালের পদচ্যুতি হইতে মনে হয়, পেঁতার নিকট অবশেষে লাভালের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। লাভালের ন্যায় দার্লাঁও জার্ম্মাণ ঘেঁষা লোক, তবে তিনি সাংঘাতিক রকমের বৃটিশবিদ্বেষী নহেন। তিনি সুবিধাবাদী, কারণ তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৃটিশ ঘেঁষা ছিলেন। জার্ম্মাণী একদিন ইউরোপ শাসন করিবে নিঃসন্দেহ জানিয়া তিনি নাৎসী ঘেঁষা হইয়া পড়েন। এক্ষণে তিনি দেখিতে পাইতেছেন যে, গ্রীসের কাছে ইটালীর পরাজয় ঘটিয়াছে এবং উত্তর আফ্রিকায়ও তাহাকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। ইটালীর পতনে জার্ম্মাণীর শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এমন কোন ধারণা করার মত নির্ব্বোধ তিনি নহেন। তিনি হয়ত চিন্তা করিতেছেন যে, ফরাসীর সহযোগিতার বিনিময়ে জার্ম্মাণীর নিকট হইতে উচ্চ মূল্য আদায় করার সুযোগ আসিয়াছে। হয়ত তিনি ইহাও ভাবিতেছেন যে, জার্ম্মাণী বৃটেনকে পরাস্ত করিতে পারিবে না; এমতাবস্থায় বৃটেনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি বুদ্ধিমান, তবে দুর্দ্দমতেজা লোক। নীতিজ্ঞানহীন লাভাল অপেক্ষা দার্লাঁকে লইয়া হিটলারের অসুবিধা বেশী।

মিসর ও লিবিয়ার রণাঙ্গনে বৃটিশবাহিনী যে সাফল্য অর্জন করিয়া লইয়াছে, উহার গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়াও পরবর্ত্তী কয় দিনের ঘটনাবলী পূর্ব্বোক্ত সমস্যা দুইটির সমাধানের নির্দ্দেশ যোগাইতে পারে। নির্দ্দেশ যাহাই হৌক না কেন, আমার মনে হয়, উপরে বর্ণিত প্রধান ঘটনাটিই বর্ত্তমান মহাসংগ্রামে একটি বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে।

[উইকহাম ষ্টিড লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

সুদূর-প্রাচ্যে স্বাধীন ফরাসী আন্দোলন

সুদূর প্রাচ্যে স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনের সমর্থক ফরাসীদিগের কার্য্যের সংযোগ সাধনের জন্য জেনারেল দ্য গল সুদূর-প্রাচ্যে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। সিঙ্গাপুরে এই প্রতিনিধির প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

প্রতিনিধির নাম মঃ পাইকুয়োদিয়াম ডি সোম্বার। তিনি সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছেন এবং সিঙ্গাপুর ও মালয়ের স্বাধীন ফরাসী কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, সুদূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্ত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২০শে জানুয়ারী—১৯৪১

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণী

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিগত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে আমেরিকান জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার-বক্তৃতায় পরিষ্কারই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে চক্র-শক্তিবর্গের (জার্ম্মাণী-ইটালী) জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই বক্তৃতায় জনগণের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের উন্মেষ সাধনের আহ্বান, সুসম্বদ্ধ প্রচেষ্টার উদ্বোধিত করার প্রয়াস এবং ভবিষ্যৎ বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণীও অবশ্য ছিল। মিঃ রুজভেল্ট বলেন—"সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়—প্রকৃতই বিপদ সম্মুখে রহিয়াছে। চক্র-শক্তিবর্গ কেবলমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যেই পরাজিত হইবে না। যাহারা এই অত্যাচারী শক্তিবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চক্রতলে পিষ্ট হইতে বসিয়াছে, তাহাদের দৃঢ় ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং ত্যাগের দ্বারাই মাত্র ইহাদের পরাজয় সম্ভবপর। সুতরাং বলিতে হয়—এই বিরাট বিশ্বের অধিকাংশ লোককেই আজ সম্মিলিত-ভাবে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে।"

যদিও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কেবলমাত্র আমেরিকান জনগণের উদ্দেশ্যেই এই বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি বিশ্বের যেখানেই এই বক্তৃতা শ্রুত হইয়াছে, সেখানেই বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, এই বক্তৃতার পর জার্ম্মাণীকে পর্য্যন্ত ঘোষণা করিতে হইয়াছে যে, আটলাণ্টিকের পরপারে সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন আকাঙ্ক্ষা হিটলারের কোন দিনই ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণীর এই কথার উত্তরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট নিশ্চয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিবেন—এ কথার কোন অর্থ নাই।

আমেরিকার যে মুষ্টিমেয় লোক চক্র-শক্তির প্রতি কতকটা সহানুভূতিশীল ছিল, নানা দেশে নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট দৌরাত্ম্য দেখিয়া তাহাদের সহানুভূতির মাত্রা স্বভাবতঃই অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। নাৎসী-নীতির বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের দৃঢ় মনোভাব প্রকাশের পর এই শ্রেণীর "সহানুভূতিশীলদের" সংখ্যা যে আরো কমিয়া গিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিলেই নিরাপদে থাকা যাইবে, এরূপ মনোভাবের অস্তিত্ব আমেরিকা হইতে একেবারেই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, ম্যাজিনো লাইনের মত বিরাট দুর্গ-শ্রেণী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্স রক্ষা পায় নাই। এরূপভাবেই আমেরিকানরা মনে করিতেছিল যে, আটলাণ্টিকের মত বিরাট বারিধির ব্যবধান নাৎসী আক্রমণ হইতে স্বভাবতঃই আমেরিকাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু প্রবল নৌ-শক্তির অস্তিত্ব না থাকিলে যে আটলাণ্টিকের এই "ব্যবধান" কিরূপ অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইত, বর্ত্তমানে অনেকেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নাৎসী প্রচারকারিগণ ঘোষণা করিতেছিল যে, "ম্যাজিনো লাইনের" সুদৃঢ় রক্ষণ ব্যবস্থার অপর পার্শ্বে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সের যে দশা হইয়াছে, "ইংলিশ চ্যানেলের" স্বাভাবিক ব্যবধানের অন্তরালে অবস্থিত ইংলণ্ডেরও সেই দশাই হইতে বাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইয়া বৃটেন আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে বলিয়াই নাৎসীদের বৃটেন অভিযানের স্বপ্ন আজ পর্য্যন্তও সফল হইতে পারে নাই।

ভারতের ব্যাপারটা বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে হিমালয়ের বিরাট বাধাকে ভারতের "ম্যাজিনো লাইন" বলিয়া অনায়াসে মনে করা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, স্বাভাবিক রক্ষণ-ব্যবস্থা যতই দৃঢ় হউক না কেন, দেশবাসী সতর্ক ও প্রস্তুত না থাকিলে শত্রুর পক্ষে "বাধার প্রাচীর" ভেদ করা আদৌ অসম্ভব নহে। বৃটেন, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মিত্র শক্তিবর্গ শত্রুর সকল ফন্দী-ফিকির ব্যর্থ করার জন্য যে সাফল্য-পূর্ণ ব্যবস্থা সর্ব্ব ক্ষেত্রেই করিতে পারিয়াছে, ১৯৪০ সালের সংগ্রামে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ১৯৪১ সালে হয়ত শত্রুপক্ষের আক্রমণ নানা দিক দিয়াই আরো তীব্রতর হইয়া দেখা দিবে এবং আমাদিগকে এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বৃটিশ বিমানের সাফল্য

বিগত খৃষ্টমাস দিবসে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এবং কতকটা আবহাওয়ার কল্যাণে যে যুদ্ধ-বিরতি হইয়াছিল, তাহার পর হইতে রাজকীয় বিমানবাহিনী শত্রুর এলাকায় পূর্ব্বাপেক্ষা আরো বেশী পরিমাণে বিমানাক্রমণ দিবা-ভাগেই পরিচালিত করিয়াছে। বিগত ২৬শে, ২৭শে ও ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে 'লা-ওরিয়েণ্ট' নামক স্থানে অবস্থিত নাৎসী সাবমেরিণ ঘাঁটিতে যে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে, এবং বৃটানী ও অন্যান্য অভিযান-বন্দরে অবস্থিত বিমান-ঘাঁটি, সরবরাহ-কেন্দ্র প্রভৃতির উপরও যে হানা চলিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নরওয়ের উপকূলে এবং হগেসুণ্ড ও এগারসুণ্ড বন্দরে জার্ম্মাণ জাহাজসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হইয়াছিল। এই সব বন্দরে জাহাজ-ঘাটা, গুদামসমূহ, বিমান-আক্রমণ-বিরোধী কামান শ্রেণীর উপরও আক্রমণ চালান হইয়াছিল। একদল বৃটীশ বিমান পশ্চিম জার্ম্মাণীতে চলাচলের পথ, সেতু ও কারখানাসমূহের উপরও আক্রমণ চালাইয়াছিল।

বিগত নব-বর্ষ দিবসে লণ্ডনে যে উপাধি বিতরণ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় যে, রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অসাধারণ সাফল্যে বৃটেনের বিমান-নির্ম্মাণ কারখানাসমূহ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা স্বীকার করা হইয়াছে। হারিকেন্ ফাইটার শ্রেণীর বিমানের প্রধান পরিকল্পনা-কারী মিঃ সিড্‌নী ক্যাম্, রল্‌স্-রয়েস্ কারখানার প্রধান বিমান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এ. সি. ইলিয়ট, হকার-সিডেলী কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ফ্রাঙ্ক এস স্প্রিগস্ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন উপাধি পাইয়াছেন, তেমনি সহকারী ম্যানেজার, ফোরম্যান্ এবং কারিগর শ্রেণীরও বহু লোক সম্মানিত হইয়াছেন।

বৃটিশ বিমান বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তর হইতে যে সালতামামী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—বিগত বর্ষে (১৯৪০) জার্ম্মাণীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় রেলওয়ে কেন্দ্রের উপর ৮২ বার বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে। হামবার্গ বন্দরে ৬১ বার; জেলসেনকির্শেনে ৩৯ বার; বার্লিন, উইলহেল্মস্‌হাভেন্, সোয়েষ্ট ও ডুইস্‌বার্গ-রুরট নামক স্থানে ৩৫ বার করিয়া; কলোন, ম্যান্‌হিম্ ও ওস্‌নাব্রুককে ৩৪ বার করিয়া এবং ব্রেমেনে ৩২ বার সাফল্যের সঙ্গে বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে। খাস্ জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ অধিকৃত স্থানসমূহে এবম্বিধ আক্রমণ পরিচালনা করিতে যাইয়া রাজকীয় বিমানবাহিনীর ৩৭৪ খানা বিমান স্থলভাগে ও ২৮ খানা সমুদ্রে বিনষ্ট হইয়াছে এবং এই সব বিমানের আক্রমণে ৬৩ খানা জার্ম্মাণ যুদ্ধ-বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

১৯৪০ সালে বৃটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনা করিতে যাইয়া জার্ম্মাণীর মোট ২১,৯৯৩ খানা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে; পক্ষান্তরে এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে যাইয়া মাত্র ৮৪৭ খানা বৃটীশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। যে-সব জার্ম্মাণ বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বা অন্যভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল, উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে তাহা ধরা হয় নাই। পশ্চিম-সীমান্তের রণক্ষেত্রে ও ফ্রান্সে বৃটেনের ৩৭৫ খানা বিমান এবং জার্ম্মাণীর ৯৫৪ খানা বিমান বিনষ্ট হয়।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে-সব ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া বিশুদ্ধভাবে জানা গিয়াছে তাহার সংখ্যা হইতেছে ৪১৬; ইটালীর সহিত সংগ্রামে বৃটেনের মাত্র ৭৫ খানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে। যে-সব জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান বিমানকে বিমান-ঘাঁটিসমূহে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং বৃটিশ নৌ-বিভাগের অন্তর্ভুক্ত বিমান-বহর ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে ৫২ খানা জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান বিমান ধ্বংস করিয়াছে, তাহার বিবরণ উপরোক্ত হিসাবে দেওয়া হয় নাই।

বৃটেনে অবস্থিত বিমান-আক্রমণ নিবারণী কামান-শ্রেণীর আক্রমণে ৪৪৪ খানা জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৩৩৪ খানাই গত ১লা সেপ্টেম্বরের পরে (অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৩ খানা করিয়া) বিনষ্ট হইয়াছে।

জাহাজে করিয়া প্রত্যহ গড়ে ৪,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের যে-সব দ্রব্য বৃটেনে আসিয়াছে, বিমান-বাহিনীর রক্ষণাধীনেই এই সব জাহাজ নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ৪০,০০০ খানা জাহাজ বিমান-বাহিনীর রক্ষণাধীনে ৩৪,০০০,০০০ মাইল সমুদ্র পথ অতিক্রম করিয়া বন্দরে পৌঁছিয়াছিল।

আকাশ-যুদ্ধের ফলাফল

রাজকীয় বিমানবাহিনী এবং গ্রীক বৈমানিকরা তুষার-ঝটিকার মধ্যেও ইটালীয়ান সীমান্তে ভীষণভাবে আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে। ১৯৪০ সনের শেষ দিন গ্রীকদের জঙ্গী বিমানপোতগুলি ৪ খানি ইটালীয়ান বিমানপোতকে ভূপাতিত করে। তাহারা ইটালীয়ানদের একটি অস্ত্রাগার বিধ্বস্ত করে এবং সৈন্য-সমাবেশ স্থলেও বোমা বর্ষণ করে। অন্য পক্ষে রাজকীয় বিমানবাহিনীর উপকূলরক্ষী দল শত্রুপক্ষের ২ খানি বিমানপোতকে সমুদ্রে নিমজ্জিত এবং বোমাবর্ষী বিমানপোতগুলি ভেলোনায় তাহাদের ত্রয়োবিংশ আক্রমণ চালায়।

ইহার দুই দিন পূর্ব্বে রাজকীয় বিমানবাহিনী গোলা-বারুদ বিধ্বস্ত উক্ত শহরে যখন তাহাদের একবিংশ ও দ্বাবিংশ আক্রমণ চালায়, তখন তাহারা শত্রুপক্ষের দুইখানি মালবাহী জাহাজ এবং একখানি রণপোত লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলা নিক্ষেপ করে। একটি সামরিক ষ্টোর, মোটর সন্নিবেশস্থল এবং উত্তর দিকের জেটিতে যাওয়ার রাস্তার বোমা বর্ষণ করে। জাহাজ হইতে নামার সময়ই একদল ইটালীয়ান সৈন্যের উপর নিক্ষিপ্ত একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ-কার্য্যে মাত্র একখানি বৃটিশ বিমানপোত খোয়া গিয়াছে।

আলবেনিয়ার সংগ্রামের সূচনা হইতে এ-পর্য্যন্ত রাজকীয় বিমানবাহিনী ইটালীয়ানদের ৫০ খানি বিমানপোত (সম্ভবতঃ আরও ১৬ খানা) ধ্বংস করিয়া দিয়াছে; বৃটিশের খোয়া গিয়াছে মাত্র ৭ খানি বোমাবর্ষী এবং ৪ খানি জঙ্গী বিমান।

[পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[পূর্ব পৃষ্ঠার শেষ]

ইতিমধ্যে ইতালীয়ান বৈমানিকরা গ্রীক সীমান্তের পশ্চাতে অবস্থিত অরক্ষিত শহরগুলির উপর তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। বড়দিনের সময় একদিন তাহারা অরক্ষিত করফু দ্বীপে চড়াও করিয়া ২২ জনের প্রাণহানি এবং ৩০ জনের অধিক লোককে জখম করে। গ্রীসের সরকারী হিসাবে প্রকাশ, ২৯শে নভেম্বর হইতে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ সপ্তাহে তথায় ৮৮ জন বে-সামরিক লোক নিহত এবং ২৯১ জন আহত হইয়াছে।

আল্‌বেনিয়ার সংগ্রাম

প্রচণ্ড তুষারপাত ও পাহাড় পার্বত্য কুজ্‌ঝটিকার ভিতর দিয়া আলবেনিয়ায় গ্রীক সৈন্যদল আড্রিয়াটিকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নূতন স্থান অধিকৃত এবং বাসগৃহ কার্যে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন গ্রীক্‌ হাইকমাণ্ডের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা অগ্রগতির পথে চলিয়াছে।

গ্রীসের বাম পার্শ্বের সৈন্যবাহিনী সমুদ্র তীর ধরিয়া ভ্যালোনার দিকে অগ্রসর হইতেছে; পক্ষান্তরে ক্রমাগত বোমা নিক্ষেপ এবং বেয়নেট চার্জের ফলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মূল শহর টেপেলিনী ও কেলসি পরিবেষ্টন করিয়া যুদ্ধকে চূড়ান্ত অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করানো হইয়াছে। করিজাতে যে বাহিনী অবস্থান করিতেছিল, উহা মস্কোপোলিস হইয়া বেরাটের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং উত্তর অঞ্চলের দুইটি বিভিন্ন দল এলবাসানের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তন্মধ্যে পোগ্রাদেজ হইতে একটি বাহিনী অক্রিডা হ্রদ অতিক্রম করিয়া মেইন রোডের উপর দশ মাইল উত্তরে একটি স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দ্বিতীয় বাহিনীটি 'কারবি' উপত্যকার উপর হইতে বোকৃশা রোডের পরিখা বেষ্টিত শত্রুদলকে 'চ্যালেঞ্জ' করিতেছে।

চারিটি ইতালীয়ান ডিভিশন বারসাগলিয়ারী সৈন্যদলের সাহায্য পাইয়া নূতনভাবে বলীয়ান হইয়াছে। উক্ত বারসাগলিয়ারী দল তাহাদের দ্রুত গতির জন্য বিখ্যাত। উক্ত সৈন্যদল উত্তর অঞ্চল রক্ষা করিতেছে। গাঢ় কুজ্‌ঝটিকার ফলে ৫০ গজের দূরবর্তী পদার্থ সেখানে দৃষ্টি গোচর হইতেছে না। ফলে উভয় সৈন্যদলই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে যুঝিতেছে।

জল-যুদ্ধে গ্রীসের বীরত্ব

সম্প্রতি আড্রিয়াটিকে দুইটি সাফল্যমণ্ডিত নৌ-যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টমাস পর্ব দিনে গ্রীসের সাবমেরিণ 'পাপানিকোলিস' ১৪টি শত্রু সৈন্যের দলকে ভ্যালোনা উপ-সাগরের মুখে আক্রমণ করে এবং তিনটি জাহাজকে টর্পেডো দ্বারা ডুবাইয়া দেয়। এই সব জাহাজের ওজন হইতেছে ৩০,০০০ টন। এই বীরত্বপূর্ণ কার্যের জন্য কমাণ্ডার ইয়াটিদেস্ পদোন্নতি লাভ করেন এবং গ্রীক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পুরস্কারে ভূষিত হন। গত ৩১শে ডিসেম্বর বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ আলবেনিয়ার উত্তরতম প্রদেশে অবস্থিত সান-গিয়োভান্নি ডি মেডুয়া নামক বাণিজ্য কেন্দ্রের নিকটে চারিটি ইতালীয় সরবরাহ জাহাজকে ডুবাইয়া দেয়।

মোসুলিনীর বিধ্বস্ত সৈন্য-বাহিনীকে বলীয়ান করিবার নিমিত্ত এই জাহাজগুলি ভারী কামান এবং মোটর-লরী বোঝাই করিয়া লইয়া চলিয়াছিল।

গ্রীসের রাজা জর্জ জনসাধারণের নিকট তাঁহার নববর্ষের বাণীতে ঘোষণা করিয়াছেন—"ইহা অপেক্ষা মহত্তর কারণে গ্রীকগণ পূর্বে যুদ্ধ করে নাই এবং গ্রীসের জনসাধারণ পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিক বীরত্বের সহিত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই।"

রাজকীয় নৌ-বাহিনী

প্রার্থীগণের ভর্ত্তির নিয়মাবলী

মহামান্য সম্রাটের ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে ১৭-২০ বৎসর বয়স্ক শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের জন্য শিক্ষানবীশের পদ খালি আছে।

শিক্ষানবীশগণকে ৪॥ বৎসর কাল তাঁহাদের স্ব স্ব মনোনীত বিভাগে হাতে কলমে কাজ শিখিতে হইবে।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, জাহাজের কলকব্জা চালু এবং উহাদের মেরামতের জন্য নৌ-বহরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক জাহাজেই যন্ত্র-শিল্পী নামে অভিহিত যুবক কারিগরের আবশ্যক হইয়া থাকে।

এ কার্যের ৪টি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে, যথা :—

(১) ইঞ্জিন প্রকোষ্ঠের যন্ত্র-শিল্পী—বয়লার, জাহাজ চালাইবার চাকা ও উহাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কলকব্জা কার্যোপযোগী রাখা ইহাদের কাজ।

(২) বিদ্যুৎ-পরিচালিত যন্ত্রপাতির কারিগর—ইহারা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

(৩) সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিভাগ—এই বিভাগে নিযুক্ত শিল্পীগণকে কামান বন্দুকের যন্ত্রপাতি কার্যক্ষম, কামান সন্নিবেশ ও কামানের লক্ষ্য স্থির করিয়া দিতে হয়।

(৪) জাহাজ নির্মাণ বিভাগ—এই বিভাগে নিযুক্ত কারিগরকে জাহাজ ও জীবনতরী মেরামত এবং সূত্রধরের যাবতীয় কাজ করিতে হয়।

প্রার্থীগণকে স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি বিশেষ বিভাগ বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়; তবে মনোনীত বিভাগেই যে তাহাকে গ্রহণ করা হইবে, সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দেওয়া চলে না। বেতনের হার নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	মাসিক।
শিক্ষানবীশ	২০-৪০৲
যন্ত্র-শিল্পী	৫০-১২০৲
কমিশনপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিম্ন পদাধিকারী	১৩০-২৭০৲

ইহাদিগকে বিনা ব্যয়ে আহার, বাসস্থান ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেওয়া হয়; তদুপরি সংসারের জন্য নির্দিষ্ট মাহিনা এবং ১৮ বৎসর চাকুরীর পর পেন্সন লাভের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করার ব্যবস্থা আছে। পূরা বেতনে দীর্ঘ দিনের জন্য ছুটি এবং রেলে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতী পাশের ব্যবস্থাও আছে।

২০-২৪ বৎসর বয়স্ক যন্ত্র-শিল্পীদের জন্য সরাসরি প্রবেশের সুবিধা আছে। তাহাদের চাকুরীর পদ্ধতিও শিক্ষানবীশের চাকুরীর অনুরূপ।

প্রার্থীগণকে বৃটিশ প্রজা হওয়া চাই। ভর্ত্তির তারিখ হইতে তাহাদিগকে ১২ বৎসর মহামান্য সম্রাটের ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে এবং আবশ্যক হইলে উক্ত সময়ের পরও ১০ বৎসর ভারতীয় রিজার্ভ নৌ-বহরে কাজ করিতে হইবে।

প্রার্থীগণকে ম্যাট্রিকুলেশন বা তদনুরূপ কোন শিক্ষা-প্রাপ্ত হওয়া চাই।

যে-সকল প্রার্থী কোন অনুমোদিত কারীগরী বিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংএ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ভর্ত্তির যোগ্য বিবেচিত হইবেন; তবে তেমন অভিজ্ঞতা থাকা অত্যাবশ্যক নয়।

ইংরাজী ভাষায় ভাল জ্ঞান থাকা চাই এবং প্রার্থীগণ সর্বপ্রকারে সুস্থ ও সবল হইবেন।

[পরবর্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ইংলণ্ডে আমেরিকান বিমান

জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনীকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা

লকহেড হাড্‌সন জাতীয় দূর পাল্লার বোমারু বিমানসহ চার প্রকার আমেরিকান বিমান ও চার এঞ্জিনযুক্ত বোয়িং জাতীয় বোমারু বিমান বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডে আগমন করিতেছে।

এই চারি প্রকারের আমেরিকান বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিলে ইতিমধ্যে বৃটিশ বিমান-বাহিনী শত্রুপক্ষের উপর যে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনেকাংশে শক্তিশালী হইতে পারিবে।

বোয়িং বোমারু বিমানগুলি খুব শক্তিশালী; উহা চার টন বোমা বহন করিতে সক্ষম। দুই এঞ্জিনযুক্ত বিমানগুলি রাজকীয় বিমান বাহিনীকে যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে পারিবে। উপকূলরক্ষাকারী বিমান বাহিনীর সহিত একযোগে ইহা আটলাণ্টিক মহাসাগরে বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলিকে রক্ষা করিতে পারিবে। লকহেড হাড্‌সন ভেগা ভেঞ্চুরা জাতীয় বিমানগুলি আকারে অন্যান্য বিমান হইতে বৃহৎ এবং লকহেড হাড্‌সন জাতীয় বিমান অপেক্ষা অনেক দ্রুত গতিশীল। রাজকীয় বিমান বাহিনীর সহিত কাজ করিয়া এইগুলি সুনিশ্চিত করিয়াছে। ১৯৪০ সনে জার্ম্মাণী বা ইংলণ্ড যে সমস্ত বিমান ব্যবহার করিয়াছে, লকহেড হাড্‌সন বিমান তাহাপেক্ষা উপকূল রক্ষা ও পাহারা প্রদানের পক্ষে অধিকতর কার্যকরী এবং এই বিমানগুলিকে প্রয়োজন হইলে সর্বপ্রকার কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইগুলি ১০ শত মাইলের অধিক দূর গমন করিতে পারে এবং আটলাণ্টিক মহাসাগর পারাপারের জন্য উহাতে এক প্রকার নূতন ট্যাঙ্ক সংযোগ করা হইয়াছে।

এই সমস্ত বাহাদির আকারের বৃহৎ শক্তি ও দ্রুতগামী বিমান হইতে জার্ম্মাণীর উপকূলবর্ত্তী বাণিজ্য জাহাজের নিস্তার পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে ও আকাশ পথে যে সমস্ত বিমান ইংলণ্ডে পৌঁছিতেছে, তাহাতে প্রায় ৩০ প্রকারের বিমান প্রেরণ করা হইয়াছে।

কলিকাতার বিভিন্ন স্কোয়ারে পুকুর খনন

অগ্নি-নির্বাপনে সুবিধার জন্য

কোনরূপ জরুরী প্রয়োজনের উদ্ভব হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের জন্য শহরের বিভিন্ন স্কোয়ারে পুকুর খননের প্রশ্ন সম্পর্কে কর্পোরেশনের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান কর্মকর্তা বর্তমানে এই ব্যাপারে কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। তাহার ধারণা শহরের অগ্নি নির্বাপনের জন্য যে সকল স্থান হইতে জল সরবরাহ পাইয়া থাকে, কোন কারণ বশতঃ সেই সরবরাহ বন্ধ হইয়া গেলে মিউনিসিপ্যাল পুকুরগুলি হইতে অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতির জন্য যাহাতে অনায়াসেই জল পাওয়া যায়, তাহার সুবিধার জন্য ঐ সকল পুকুরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী বেড়া নূতনভাবে নির্মাণের জন্য তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

পুনরাদেশ পর্যন্ত প্রতি বৎসর সাধারণতঃ মে এবং অক্টোবর মাসে লোক গ্রহণ করা হইবে।

এ-সম্পর্কে অন্যান্য যাবতীয় বিবরণ ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ উপদেষ্টা অথবা অফিসার-ইন্-চার্জ, মেকানিক্যাল ট্রেনিং এষ্টাব্লিশমেণ্ট, মহান ইঞ্জিনিয়ার্স ডিপো, বোম্বাই-এ পাওয়া যায়। (প্রেস-নোট)

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার আর্থিক সাহায্য

৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় চুয়ান্ন লক্ষ টাকা চাঁদা আদায়

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য হিসাবে বাঙলার বিভিন্ন জিলা হইতে কি পরিমাণ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সঠিক বিবরণী প্রদান প্রকৃতই অসম্ভব। কারণ, অনেক জেলা হইতে চাঁদা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গিয়াছে;—কোন স্থলে স্থানীয় ফণ্ডের মধ্যস্থতায় চাঁদা আদায় হইয়াছে, আবার বহু স্থলে অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও কেন্দ্রীয় তহবিলসমূহে চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন। রেলওয়ে কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে যে বিরাট পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যেও মফঃস্বল অঞ্চলের দান অনেক রহিয়াছে। এরূপভাবেই রেল কোম্পানীসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক ব্যক্তি সরাসরিও কেন্দ্রীয় তহবিলসমূহে চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক, মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিলে গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৪০) পর্য্যন্ত যে পরিমাণ চাঁদা বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেই কতকটা অনুমান করা যাইবে যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলা দেশ কিরূপ বিরাটভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে। আমরা জন-সাধারণের অবগতির জন্য উপরোক্ত উভয় সাহায্য-ভাণ্ডারের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নে প্রদান করিলাম:—

জেলাসমূহ।	গভর্ণরের যুদ্ধ-ভাণ্ডার।	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিল।	মোট।
(১) ২৪-পরগণা ..	৫৫,৭৭৮৲	৫১,২২৬৲	১,০৭,০০৪৲
(২) যশোহর ..	৩২,৯৭১৲	২৫৲	৩২,৯৯৬৲
(৩) খুলনা ..	৩৩,২০৭৲	৯২৬৲	৩৪,১৩৩৲
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	১৮,৭৪১৲	৯৮২৲	১৯,৭২৩৲
(৫) নদীয়া ..	২৩,৬২৬৲	১,১৭১৲	২৪,৭৯৭৲
মোট	১,৬৪,৩২৩৲	৫৪,৩৩০৲	২,১৮,৬৫৩৲
(৬) বাঁকুড়া ..	২৭,৩৮০৲	৩৫৲	২৭,৪১৫৲
(৭) বীরভূম ..	২০,১৪০৲	১৩৩৲	২০,২৭৩৲
(৮) বর্দ্ধমান ..	১,১৮,৮৯৬৲	১২,৫৭৫৲	১,৩১,৪৭১৲
(৯) হুগলী ..	৩৩,০২৪৲	৪,৮৯৭৲	৩৭,৯২১৲
(১০) হাওড়া ..	২,৯৯৪৲	৫০,৯৩৭৲	৫৩,৯৩১৲
(১১) মেদিনীপুর ..	৬১,১৮৫৲	১,৮০৯৲	৬২,৯৯৪৲
মোট	৩,২৭,৬১৯৲	৭০,৩৮৬৲	৩,৯৮,০০৫৲
(১২) চট্টগ্রাম ..	৮০,৩৫০৲	২৯,৯১৩৲	১,১০,২৬৩৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৩,৫৮৭৲	৫৪৭৲	৪,১৩৪৲
(১৪) নোয়াখালী ..	৫৩,১৯০৲	১৲	৫৩,১৯১৲
(১৫) ত্রিপুরা* ..	১,৫৫,৫৬১৲	১,১৮৬৲	১,৫৬,৭৪৭৲
মোট ..	২,৯২,৬৮৮৲	৩১,৬৪৭৲	৩,২৪,৩৩৫৲
(১৬) বাখরগঞ্জ ..	১৩,১৯৬৲	৪৯,৬৮৮৲	৬২,৮৮৪৲
(১৭) ঢাকা ..	৫৫,০৮৭৲	৪১,৫০৬৲	৯৬,৫৯৩৲
(১৮) ফরিদপুর ..	১৫,৪৪৪৲	১,১৫৯৲	১৬,৬০৩৲
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১৩,৩৯৪৲	৪,১৩৯৲	১৭,৫৩৩৲
মোট ..	৯৭,১২১৲	৯৬,৪৯২৲	১,৯৩,৬১৩৲
(২০) বগুড়া ..	৭,৪৭৯৲	২৫০৲	৭,৭২৯৲
(২১) দার্জিলিং ..	২৯,৮১০৲	৩৩,৬৬৬৲	৬৩,৪৭৬৲
(২২) দিনাজপুর ..	৪৬,৪০০৲	৩৩৲	৪৬,৪৩৩৲
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	২২,৩৭০৲	৪৯,৯৭৮৲	৭২,৩৪৮৲
(২৪) মালদহ ..	১৪,৮১২৲	১,৫২২৲	১৬,৩৩৪৲
(২৫) পাবনা ..	৫,৪১৬৲	৫২৯৲	৫,৯৪৫৲
(২৬) রাজশাহী ..	২৩,৫২১৲	৪,২৭৮৲	২৭,৭৯৯৲
(২৭) রংপুর ..	৩৩,০৭০৲	৫২২৲	৩৩,৫৯২৲
মোট	১,৮২,৮৭৮৲	৯০,৭৭৮৲	২,৭৩,৬৫৬৲
(১) বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল ..	৩,১০,৪৮৬৲	....	৩,১০,৪৮৬৲
(২) ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন ..	২৫,০০০৲	....	২৫,০০০৲
(৩) ত্রিপুরা রাজ্য ..	৭,০০০৲	....	৭,০০০৲
(৪) আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ..	....	৭,৪৩৮৲	৭,৪৩৮৲
(৫) বি, এন, রেলওয়ে ..	....	৪১,৮৭৯৲	৪১,৮৭৯৲
(৬) ই, বি, রেলওয়ে ..	....	১২,৫২২৲	১২,৫২২৲
(৭) ই, আই, রেলওয়ে ..	....	৭৪,১১১৲	৭৪,১১১৲
মোট ..	৩,৪২,৪৮৬৲	১,৩৫,৯৫০৲	৪,৭৮,৪৩৬৲
বাঙলার জেলাসমূহ হইতে মোট ..	১০,৬৪,৬২৯৲	৩,৪৩,৬৩৩৲	১৪,০৮,২৬২৲
কলিকাতা হইতে মোট ..	১,৫০,৩৯৩৲	৩২,৩৬,১৭৮৲	৩৩,৮৬,৫৭১৲
বাঙলার বাহির হইতে মোট ..	১,৯৮১৲	১,২২,২৯৭৲	১,২৪,২৭৮৲
মোট ..	৩,৪২,৪৮৬৲	১,৩৫,৯৫০৲	৪,৭৮,৪৩৬৲
সর্ব্ব-মোট ..	১৫,৫৯,৪৮৯৲	৩৮,৩৮,০৫৮৲	৫৩,৯৭,৫৪৭৲

*ত্রিপুরা জেলার সর্ব্ব মোট চাঁদার মধ্যে রাজা জয়নারায়ণ রায়ের সর্ত্তযুক্ত দান ৮৫,০০০৲ টাকাও ধরা হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উদ্দেশ্য

সমালোচনার উত্তরে সরকারী বিবৃতি

নিম্নলিখিত সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে গিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে অনেকে বলিয়াছেন যে, সরকার হাইস্কুলসমূহের সংখ্যা কমাইয়া চারিশত পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত করিবার পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। ইহাতে স্বভাবতঃই অনেকে অনুমান করিয়াছেন যে, সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার সকল সুযোগ নষ্ট করিতে চাহেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা নিম্নলিখিতরূপ:—

বর্ত্তমান বা পূর্ব্বতন সরকার কখনও স্কুলের সংখ্যার পুনর্বণ্টন বা হ্রাসের বিষয় অনুমোদন এমন কি কল্পনা পর্য্যন্ত করেন নাই। বর্ত্তমান সরকার মনে করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া প্রয়োজন; কিন্তু আইন সভার সিদ্ধান্তক্রমে সরকারের উপর মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আরোপিত না হইলে ঐরূপ কোন আইন প্রণয়ন করিবার ইচ্ছা সরকারের নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বিলে সরকার প্রতিনিধিমূলক একটি বোর্ড গঠন করিয়া উহার হস্তে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার অর্পণ করিতে চাহেন।

১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট হাউসে শিক্ষা সমস্যার সর্ব্বসম্মত সমাধান করিবার জন্য একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। সেই সময়েও বর্ত্তমানের ন্যায় অর্থনৈতিক সমস্যা প্রবল ছিল। উপযুক্ত স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মানাদি নির্দ্ধারণের জন্য, শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের ফ্রী-হোষ্টেল নির্ম্মাণ, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতেই কিছু কিছু ধারণা করা দরকার হইয়াছিল। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণী ছাড়া ক্লাসিক্স বা প্রাচীন ভাষাদি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত হাইস্কুল স্থাপনের বিষয়ও পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনায় ঐ সময়ে হাইস্কুল ক্লাসসমূহে পাঠরত বালক-বালিকাদের সুবিধার ব্যবস্থাও ছিল। প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, হোষ্টেলযুক্ত চারিশত হাইস্কুলেই ঐ সময়ের সমস্ত হাইস্কুলের ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান হইত। ঐ পরিকল্পনাতে ন্যূনতম ব্যয় হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত সম্মেলনে পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছিল যে, উহা সরকারী পরিকল্পনা নহে, উহাকে আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির বিষয় উহাতে উল্লিখিত হইবে। ঐ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া সরকার সমীপে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত বা সরকার কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় নাই।

সরকারের উদ্দেশ্য উত্তমরূপ শিক্ষাদানের জন্য সম্ভবমত সকল রকম সুবিধাদান করা। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা একটি বোর্ড গঠন করিতে চাহেন; এই বোর্ডের কার্য্য হইবে মাধ্যমিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের মঙ্গলের উপায় সম্পর্কে বিবেচনা করা।

২০টী ভ্রাম্যমান চিকিৎসা ইউনিট

বন্যার্ত্ত অঞ্চলে বাঙলা সরকারের ব্যবস্থা

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কয়েকটী সর্ত্তে এই প্রদেশের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে মহামারী রোগের চিকিৎসার্থ অনুর্দ্ধ তিন মাসের জন্য ২০টী ভ্রাম্যমান সম্মিলিত চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ইউনিট গঠনের মঞ্জুরী দান করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কর্মচারী লইয়া প্রত্যেকটী ইউনিট গঠিত হইবে:—

একজন এম, বি, এস, ডাক্তার; একজন কম্পাউণ্ডার এবং একজন উষধবাহক।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যশোহর পরিদর্শন

যুদ্ধে সাহায্যদানের ব্যাপারে ব্যাপক সাড়া

গত ২৩শে ডিসেম্বর যশোহরে বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর একটি জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত জন-সভায় আনুমানিক ১০,০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, "আপনাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই সম্প্রতি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন কিম্বা শ্রবণ করিয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকার বর্ত্তমানে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদল ইটালীয়দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অফ কমার্সের উদ্বোধন সভায় সম্প্রতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে যে কথা উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাও হয়ত আপনারা কেহ কেহ পাঠ করিয়া থাকিবেন। এই সময় তিনি বলেন যে, এই সকল যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদল তাহাদের বংশানুক্রমিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার এই বক্তৃতা শ্রবণে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে প্রকৃত বীরত্বভাব সঞ্চারিত হইবে।

"উক্ত সৈন্যদলের স্বার্থ ত্যাগের ফলে আমরা ভারতবর্ষে বসিয়া শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতেছি। কিন্তু ইহা সত্যই দুঃখের বিষয় যে, যখন তাহারা আমাদের প্রত্যেকের শত্রুর সম্মুখে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান আছে, তখন আমাদের দেশের অভ্যন্তরে সেই একতা রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই; কিম্বা তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে একপভাবে সমর্থন করা হয় নাই, যাহার ফলে তাহাদের কাজ সহজসাধ্য হইতে পারে।

পাঠকগণ অবগত আছেন মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে বর্ণীরহাট গমন করিয়াছিলেন। চিত্রে সভাবক্ষে গভর্ণর বাহাদুর ও মাননীয় কাশীমবাজারের মহারাজাকে দেখা যাইতেছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্থানীয় যুদ্ধ কমিটির মারফৎ যুদ্ধের গতি-প্রগতি সম্পর্কে প্রত্যেক জেলার অভ্যন্তরস্থ গ্রামে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, এই যুদ্ধ গত যুদ্ধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এই যুদ্ধের ফলে একাধারে সৈনিক ও নাগরিক প্রত্যেকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ইহার গতি কি ভাবে বিস্তারলাভ করিবে ও কোন্ কোন্ দেশ ইহার সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইবে, তাহা কাহারও পক্ষে ভবিষ্যৎ বাণী করা সম্ভবপর নহে।

একতার জন্য আবেদন

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সমর্থন এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা রক্ষার আবেদন জানাইয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। "আমাদের সমবেত কামনা—শান্তি, সেই শান্তি লাভ করিতে আমরা সমবেতভাবে যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিব এবং জগৎকে চিরদিনের জন্য নাৎসী সর্ব্বনাশ হইতে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা করিব।"

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই-সি-এস, সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং জেলার জনসাধারণের তরফ হইতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে ২৭,৫৫৮৲ টাকার একটি চেক্ প্রদান করেন।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থ বর্ণীরহাট সভায় গভর্ণর-বাহাদুরকে টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইতেছে।

মিঃ ক্ষিতি নাথ ঘোষ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার পর অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী উক্ত জন-সভাকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, গভর্ণরদের পক্ষে জনসাধারণের সহিত সাক্ষাত সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। এই জেলার অধিবাসীগণের ইহা সত্যই সৌভাগ্যের কথা যে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্বয়ং তাহাদের সহিত সরাসরি কথা বলিতে আসিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, একপ ব্যাপারও সচরাচর ঘটে না যে, গভর্ণরগণ গ্রামের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইয়া স্থানীয় পাটের দর ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন—যেমন নাকি অদ্য সকালে মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার সহিত করিয়াছেন।

যুদ্ধ প্রসঙ্গ সম্পর্কে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, যদি আমাদের দেশবাসিগণ এই ধারণার বশবর্ত্তী হন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত তাঁহাদের কোনো যোগাযোগ নাই এবং যখন বৃটেন জার্ম্মাণ প্রভুত্ব হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতেছে, তখন এই দেশের লোক শুধু তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ অবলোকন করিবেন এবং ইহা হইতে কিছু লাভের প্রত্যাশা করিবেন—তাহা হইলে তাঁহারা মারাত্মক রকমের ভুল করিবেন।

ভারত আর্থিক সাহায্য প্রদান করিতে পারে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃটেন যে ত্যাগ স্বীকার করিতেছে এবং নিজের প্রাধান্য বজায় রাখিবার নিমিত্ত একক যুদ্ধ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিয়া বৃটেনকে পূর্ণ

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

ইডেন উদ্যানে ক্রিকেট খেলা

বড়লাটের দলের জয়লাভ

যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ গত ৩রা জানুয়ারী শুক্রবার ইডেন উদ্যানে বড়লাট বনাম বাঙ্গলার গভর্ণরের দলের যে তিন দিনব্যাপী ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়, ৫ই জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণে উল্লিখিত খেলাটি বিশেষ উত্তেজনা ও উদ্দীপনার মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়। বড়লাটের দল শেষ পর্য্যন্ত এই খেলায় ৩ উইকেটে জয়ী হয়। তিন দিনই মাঠে বেশ জনসমাগম হইয়াছিল।

৪২৫৲ টাকায় ব্যাট বিক্রয়

রবিবার খেলার পর বড়লাট, বাঙ্গলার গভর্ণর এবং উভয় দলের খেলোয়াড়দের সহিযুক্ত ব্যাট নিলামে ডাকা হইলে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ২০৲ টাকা ডাক দিবার পর ইহা বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে যখন ৪০০৲ টাকায় উঠে, তখন পাতিয়ালার মহারাজা সর্ব্বোচ্চ ডাক অর্থাৎ ৪২৫৲ টাকায় উহা কিনিয়া লন। পাতিয়ালার মহারাজা ঐ ব্যাটটি কিনিয়া লইবার পূর্ব্বে কুচবিহারের মহারাজা ৩০০৲ টাকার এবং লেডী বেরী হার্বার্ট ৪০০৲ টাকার ডাক দিয়াছিলেন। এই দিন ১২০৲ টাকায় গ্রুপ ছবি বিক্রয় হইয়াছে। সংগৃহীত টাকা যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে।

ভারতীয় স্থল-বাহিনী

দরখাস্ত পাঠাইবার নিয়ম

মহামান্য সম্রাটের ভারতীয় স্থল-বাহিনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের দরখাস্তের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারিত ১৯৪০ সনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের প্রেস-নোটের অনুবর্ত্তিক হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি ভাবী আবেদনকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে:—

(১) মফঃস্বলবাসী প্রার্থিগণকে দরখাস্তের ফরম ও বিশদ বিবরণীর জন্য স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে। ফরম যথারীতি পূরণের পর ফরম প্রেরণকারীর নিকট উহা পাঠাইয়া দিতে হইবে।

(২) কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তীর প্রার্থিগণকে দরখাস্তের ফরমের জন্য চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, এডওয়ার্ড হাউস, আলিপুর, অথবা বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টার নিকট আবেদন করিতে হইবে। দরখাস্তের ফরম নিয়োগ উপদেষ্টার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলেও উহা পূরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(প্রেস-নোট)

[পূর্ববর্ত্তী কলমের শেষ।]

নৈতিক সমর্থন করা কর্ত্তব্য। যদিও ভারতবর্ষ হইতে যুদ্ধক্ষেত্র বহুদূরে অবস্থিত, তথাপি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, বৃটেনের সশস্ত্র বাহিনীর এবং নারী ও শিশুদের ত্যাগের ফলেই ভারতবর্ষ শান্তি উপভোগ করিতেছে। বৃটেন যদি যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে ভারতের আশা চিরদিনের জন্য অন্ধকার হইয়া যাইবে। উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যদলকে যেভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করা কর্ত্তব্য, বঙ্গদেশকে তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া সেই অনুপাতেই বৃটেনকে সাহায্য করা উচিত।

তৎপর রায় বাহাদুর কেশব লাল রায় চৌধুরী এবং মৌলভী আব্দুর রহমান ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহামান্য সম্রাট ও মহামান্য লাট সাহেবের উদ্দেশ্যে উল্লাসধ্বনি উচ্চারণ করিয়া সভার কার্য্য সমাধা করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলায় জরীপ কার্য্য

নানা বিষয়ক চিত্তাকর্ষক তথ্যের সন্ধান

মিঃ কে, এ, এল, হিল, আই, সি, এস, বর্দ্ধমান জেলার জরীপ কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, উহাতে দেখা যায়, ১৯২৭-৩৪ সনে সর্ব্বমোট ২,০২৬ বর্গ মাইল ভূমি জরীপ করা হইয়াছে। আসানসোল মহকুমাকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

জনসংখ্যা।—সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা গত বার বৎসরে শতকরা ১০ জন বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১,৫৭৫,৬৯৯ জন হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা দেওয়া হইল:—

বাঙলা	১,৩৭৩,৫৩২
হিন্দুস্থানী	৯২,৫৬৯
বিহারী	১০০,০২০

অধিবাসীদের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের সংখ্যার চাইতে সামান্য অধিক; তবে হিন্দুস্থানীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকদের দ্বিগুণ। উহার কারণ এই যে, ইহারা জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য সাময়িকভাবে এ-স্থানে আগমন করিয়া থাকে।

পেশা।—কৃষিকার্য্যই অধিবাসীদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২ জন শহরে বাস করিয়া থাকে। আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া ইহারা সাধারণতঃ চাষ-আবাদের উপর নির্ভরশীল। মামুলী প্রথায় জলসেচের ব্যবস্থা থাকায় ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা অবশ্য নাই, তবে অনিশ্চয়তার হাত একেবারে এড়ান যায় না। বর্ত্তমান মন্দা বাজারের পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বর্দ্ধমানের অবস্থা অনেকটা ভালই ছিল। মাথা পিছু গড়ে দৈনিক ।০ আনা ব্যয় করিলেই কোন রকমে দিন চলিয়া যাইত। মাথা পিছু ।৶০ আনা ব্যয় করিতে সক্ষম ব্যক্তিকে কৃষকরা অবস্থাপন্ন লোক বলিয়াই মনে করিত।

স্বাস্থ্য।—ম্যালেরিয়ার দরুণ সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল নয় বলিতে হয়। কলেরা, বসন্ত, কুষ্ঠ, আমাশয় এবং টাইফয়েড রোগেরও আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে; তবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা এ-সকল ব্যাধি নিবারণে বিশেষ কার্য্যকরী প্রতিপন্ন হইতেছে। চিকিৎসার ব্যবস্থাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতে এক একটি করিয়া এই অঞ্চলে মোট ৪টি হাসপাতাল আছে। জরীপের সময় জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ছিল, যথাক্রমে ১৯ এবং ২১টি।

বাঁধ।—অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঁধ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বর্দ্ধমানের একটা বিরাট অংশ প্রায়ই বন্যায় প্লাবিত হইয়া যাইত। জলপ্লাবন প্রতিরোধকল্পে অসংখ্য বাঁধ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের কতকগুলি এত প্রাচীন যে, উহাদের নির্ম্মাণের তারিখ পাওয়া যায় না। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে গভর্ণমেণ্টের প্রাথমিক চেষ্টা-চরিত আংশিকভাবে সফল হয়। দামোদর সম্পর্কে একবার মনে করা হইয়াছিল যে, উহার কোন সমাধান নাই। চূড়ান্তভাবে উহার সমাধান হইয়া গিয়াছে, এখনও নিশ্চয় করিয়া তেমন কিছু বলা যায় না; তবে মনে হয়, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইবে না।

কৃষকের অবস্থা

এককালে সমগ্র জেলাটি বর্দ্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পত্তনি প্রথার প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক উক্ত জমিদারীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করায় বর্দ্ধমানের মহারাজা এখনও বেশীর ভাগ ভূমির মালিক রহিয়াছেন। বস্তুতঃ এ-অঞ্চলের ৭০ ভাগ জমি বর্দ্ধমান মহারাজার ১৭টি প্রধান জমিদারী মহলের অন্তর্ভুক্ত। হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায়ও মহারাজার যে জমিদারী মহল আছে, উহার আয়তন বর্দ্ধমানস্থিত জমিদারীর এক-তৃতীয়াংশ হইবে। রিপোর্টে বর্ণিত অঞ্চলের মোট ব্যবস্থা অত্যন্ত সরল, কারণ সমগ্র অঞ্চলটাকে পত্তনি দেওয়া হইয়াছে। একটি-মাত্র বা ছোটখাটো রকমের একাধিক গ্রাম লইয়া এক একটি পত্তনির সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে এক একরের কিছু কম লাখেরাজ জমি আছে। মোকররী রায়তের সংখ্যা মোট রায়তদের শতকরা ৪০ জনের উপর। লাখেরাজ জমির সংখ্যা খুব বেশী, যথা শতকরা প্রায় ১০ ভাগ। ইহার অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর অথবা ধর্ম্ম সম্পর্কিত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ উহা ভোগ দখল করিয়া থাকে। সাধারণতঃ আয়তনে ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

কোর্ফা-রায়ত

প্রত্যেক গ্রামে কোর্ফা রায়ত আছে। এতদঞ্চলে প্রচলিত রীতি অনুসারে জমির উপর কোর্ফা রায়তদের দখলি স্বত্ব থাকে বলিয়া তাহারা তথায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ভাগ-প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, তবে ভাগদারদের সংখ্যা কত, সে সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভাগদার লাঙল, গরু, বীজ এবং সার সরবরাহ করিয়া থাকে। উৎপন্ন শস্য জমির আসল মালিক ও ভাগদারের মধ্যে সমান-ভাবে ভাগাভাগি হইয়া থাকে। অন্য প্রকারেও ভাগাভাগি হয়, তবে উহার বহুল প্রচলন নাই।

এ-স্থলে "বাসকর", "বেগার", "শর্ত্তী মোকররী" ও "পঞ্চকী" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "বেগার" প্রথা সম্পর্কে বলা চলে যে, ইহা বলক্রমে কাজ করাইয়া লওয়া নহে। বাস্তু ভিটার খাজনার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ সম্বৎসরে দুই দিন হইতে চারি দিন বিনা মজুরীতে কাজ করিয়া দেওয়া হয় মাত্র। সাঁওতালরা ইহা বেশ পছন্দ করে। নিম্ন শ্রেণীর ভূমিহীন মজুর সম্প্রদায়ের মধ্যেও উক্ত প্রথা প্রচলিত আছে।

ফসল।—মোটামুটিভাবে শতকরা ৯০ ভাগ জমিতে ধানের চাষ হইয়া থাকে। আমন ধানই বেশী, বোরো ধানের চাষ কুচিৎ হইয়া থাকে। আমনের অনুপযোগী জমিতে আউস আবাদ হয়। সমগ্র অঞ্চলে শতকরা ৫ ভাগ জমিতে ডাল উৎপন্ন হয়।

মোটের উপর বৃষ্টিপাত পর্য্যাপ্ত, তবে সমভাবে হয় না। পশ্চিম দিকের উচ্চ ভূমিতে বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম। এ-কারণে প্রাচীন কাল হইতে কোন না কোন রকমে জলসেচের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে। উক্ত অঞ্চলের একটা বৃহৎ অংশে বিল নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদ নদীগুলিও শুষ্ক হইয়া পড়ে, প্রয়োজন মত জল পাওয়া যায় না। পুকুর হইতেই শতকরা ৯০ ভাগ জল আসে। অনেক থানায় অর্দ্ধেকের বেশী আবাদী জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে।

ইডেন খাল।—বর্দ্ধমান টাউনে পানীয় জল সরবরাহ এবং নর্দ্দমা পরিষ্কারের জন্য ১৮৮১ সনে উক্ত খাল

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

বহরমপুরে স্যার বি, পি, সিংহ রায়

কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা

বঙ্গদেশীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় গত ১৪ই ডিসেম্বর বহরমপুর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইতেছে—অনাবৃষ্টির জন্য যে সকল অঞ্চলে অনটন দেখা গিয়াছে, জেলায় সেই সকল স্থান পরিদর্শন করা।

রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস্, এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর মহম্মদ মাহ্‌মুদ সমভিব্যাহারে স্যার বি, পি, সিংহ রায় কান্দী মহকুমার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং কান্দীতে জমিদার ও কৃষকগণের প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি লালবাগ মহকুমার কতক অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তৎপর মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সরকারী ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণের সহিত কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্যদান সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং যাহাতে জেলায় বেকার শ্রমিকগণ চাকুরী পায় এবং কৃষকগণ সেচকার্য্যের সুযোগসুবিধা লাভ করে, তজ্জন্য কতকগুলি পরিত্যক্ত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন। তিনি জনসাধারণকে এই আশ্বাসবাণী প্রদান করেন যে, গভর্ণমেণ্ট যতদূর সম্ভব কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য, কৃষি-ঋণ এবং এককালীন দানের দ্বারা অধিবাসীদিগকে সাহায্য করিবেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর স্যার বিজয় প্রসাদ আজিমগঞ্জে স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী মেমোরিয়াল হল উদ্বোধন করেন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ভারতের আত্মরক্ষার নিমিত্ত এবং তাহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতি, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়ের এই যুদ্ধ-সঙ্কটে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য।

[পূর্ব্ববর্ত্তী কলমের জের]

কাটা হয়। পরে দেখা যায়, উহার জলের কতক ভাগ সেচ কার্য্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে। বিগত ১৯০৪ সনে ২০,০০০ একর জমিতে জলসেচন করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে উহা বৃদ্ধি পাইয়া জরীপের সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১৫,৬২৯ একরে দাঁড়ায়। দামোদর খালের কাজ শেষ হইলে অতিরিক্ত জল পাওয়া যাইবে। তখন ৩৭,০০০ একর পরিমিত জমিতে সেচ কার্য্য চলিতে পারিবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। জল সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হইলে ৬৩,৫০০ একর জমিতে জল সরবরাহ হইতে পারিবে।

দামোদর খাল।—বাঙলা দেশে দামোদর খালই সর্ব্ব-প্রধান জলসেচের ব্যবস্থা। দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন পূর্ব্বক সদর মহকুমার একটি বৃহৎ অংশে সেচ কার্য্যে উহা ব্যবহারের জন্যই উক্ত বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। জরীপের সময়ও উহার নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছিল। সে সময় অনুমিত হইয়াছিল যে, ১৯৩৩ সনে ৬২,০০০ একর জমিতে জল সেচ করা সম্ভবপর হইবে এবং ক্রমশঃ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৬ সনে ১৮০,০০০ একর করা যাইতে পারিবে।

বর্দ্ধমান জরীপের কার্য্যে মোট ২৫,৬৭,১৮৪৲ ব্যয়িত হইয়াছে। গড়ে প্রতি বর্গ মাইলে ১,২৭৫৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। আয়ের অঙ্ক বাদ দিয়া হিসাব করিলে প্রতি বর্গ মাইলে ব্যয় পড়ে, ১,২৪৭৲ টাকা মাত্র। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষকে প্রতি বর্গ মাইলে ৯৩৬৲ টাকা ব্যয় ভার বহন করিতে হইয়াছে। (প্রেস-নোট)

সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রতি ইন্সপেক্টর-জেনারেলের উপদেশ

১৯৪০ সালে যেসব শিক্ষানবীশ পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ট্রেনিং গ্রহণের জন্য সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, বিগত ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহাদের শিক্ষা-সমাপন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এ. ডি. গর্ডন, সি-আই-ই, আই-পি, এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর তারিখে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষানবীশগণ ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সম্মুখে প্যারেড করেন এবং তৎপ্রতি অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। শিক্ষানবীশদের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতা দর্শনে মিঃ গর্ডন বিশেষ প্রীত হন এবং প্রশংসা করেন।

২১শে ডিসেম্বর তারিখে শিক্ষানবীশ সাব-ইন্সপেক্টরগণ তাঁহাদের শিক্ষকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী সামরিক কায়দায় সমবেত হইয়া ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সামনে একে একে শপথ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ই. এইচ. লেবুক মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন।

অতঃপর ইন্সপেক্টর-জেনারেল মহোদয় ড্রিল, অনুচালনা ও আইন অধ্যয়ন ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান অধিকারীদিগকে পদক ও পুরস্কার বিতরণ করেন। উপসংহারে মিঃ গর্ডন নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন:—

ভদ্র মহোদয়গণ।

পুলিশ অফিসারদের যে পুঁথিগত শিক্ষার প্রয়োজন, অদ্য আপনারা তাহা সমাধা করিলেন। এক্ষণে আপনারা সারদহ কলেজের ক্ষুদ্র গণ্ডী ত্যাগ করিয়া বাঙলার বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিবেন। এখানে কতিপয় বন্ধুভাবাপন্ন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আপনারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন; নিজের সম্বন্ধে ভাবিবার বা দায়িত্ব গ্রহণ ব্যাপারে বিশেষ কোন কিছু এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শীঘ্রই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। যদিও আপনাদের ট্রেনিং কাল এখনও শেষ হয় নাই এবং কতকগুলি শিক্ষকের অধীনে এক্ষণে আপনাদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে; তথাপি ইহা বলা চলে যে, এই সব শিক্ষক সর্ব্বক্ষণ আপনাদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখিতে পারিবেন না—তাঁহারা কেবল মূলনীতি ও কার্য্যক্রমের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধেই আপনাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবেন। আপনাদের কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই করা হইবে এবং আশা করা যায় যে, এই সব শিক্ষক আপনাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইবেন। কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক কিছুই আপনাদের নিজেদের উপর নির্ভর করে।

ডাক্তার ও পুলিশ অফিসারের তুলনা

আপনাদিগকে এখন হইতে নিজেদের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে সর্ব্বক্ষণ খুলিয়া রাখিতে হইবে। আমি আপনাদিগকে অনুসন্ধিৎসু হইতে অনুরোধ করিতেছি। পুলিশের কার্য্যবিধিতে যে সব নিয়মাবলী সন্নিবেশিত আছে, তাহার প্রত্যেকটারই একটা সঙ্গত অর্থ রহিয়াছে। প্রতিরোধমূলক সব ব্যবস্থারই মধ্যেই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে। যদি আপনারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন যে কেন এসব ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে আপনারা অর্দ্ধেকটা আগাইয়া গিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। পুলিশের কর্ত্তব্য ডাক্তারের কাজেরই অনুরূপ বলিয়া প্রায়ই আমি তুলনা করিয়া থাকি। যে থানায় আপনাদিগকে কাজে নিযুক্ত করা হইবে, সেই থানার অপরাধের পরিস্থিতিই হইতেছে আপনাদের রোগী। রোগীর শরীরে যেরূপ উত্তাপের কমবেশী হইয়া থাকে, অপরাধেরও এরূপ উন্নতি-অবনতি আছে। ডাক্তারের কর্ত্তব্য হইতেছে—সর্ব্বপ্রথমে রোগীর প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা; কারণ রোগ নির্ণয় না হইলে ঔষধ প্রয়োগ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এরূপভাবেই যদি আপনারা অপরাধের উন্নতি-অবনতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারেন, তাহা হইলে প্রতিকার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বলা চলে—যদি আপনারা কোন বিধি বা নিয়মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিতে না পারেন, তবে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ—এমন কি ইন্সপেক্টর বা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে যেন কুণ্ঠিত না হন।

শিক্ষার সীমাহীন ক্ষেত্র

১৯০২ সালে যে পুলিশ কমিশন গঠিত হইয়াছিল, অনেকাংশে তাহার সোপারিশ অনুসরণ করিয়াই বাঙলায় আজ পর্য্যন্ত পুলিশ বিভাগের কাজ চালাবার চেষ্টা অনেক স্থলে পাওয়া যায়। কিন্তু গত ত্রিশ বছরের মধ্যে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, এরোপ্লেন, এবং আরো নানারূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার বিস্তৃতির ফলে বর্ত্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, মাত্র কয়েকজন ব্যতীত বাঙলার পুলিশ অফিসারদের অধিকাংশই আধুনিক প্রগতির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এই জন্যই আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আপনারা এমন একটি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন, যেখানে অনবরত অনুধাবনের প্রয়োজন রহিয়াছে এবং যে স্থলে প্রত্যেককে শিখিবার সীমাহীন ক্ষেত্র রহিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত চাকুরী করার পর আজ পর্য্যন্তও আমাকে পুলিশের কর্ত্তব্য ব্যাপারে অনেক নূতন জিনিষ প্রতিনিয়ত শিখিতে হইতেছে এবং আমি আশা করি আপনারাও একইভাবে শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা পাইবেন। আপনারা মনে করিবেন না যে, এই কলেজ হইতে ট্রেনিং সমাপন করিয়া পরিপূর্ণ শিক্ষা লইয়া আপনারা বাহিরে যাইতেছেন। একজন প্রথম শ্রেণীর পুলিশ অফিসার হইতে হইলে যে শিক্ষা ও বিরাট অনুসন্ধিৎসা প্রয়োজন, মনে

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

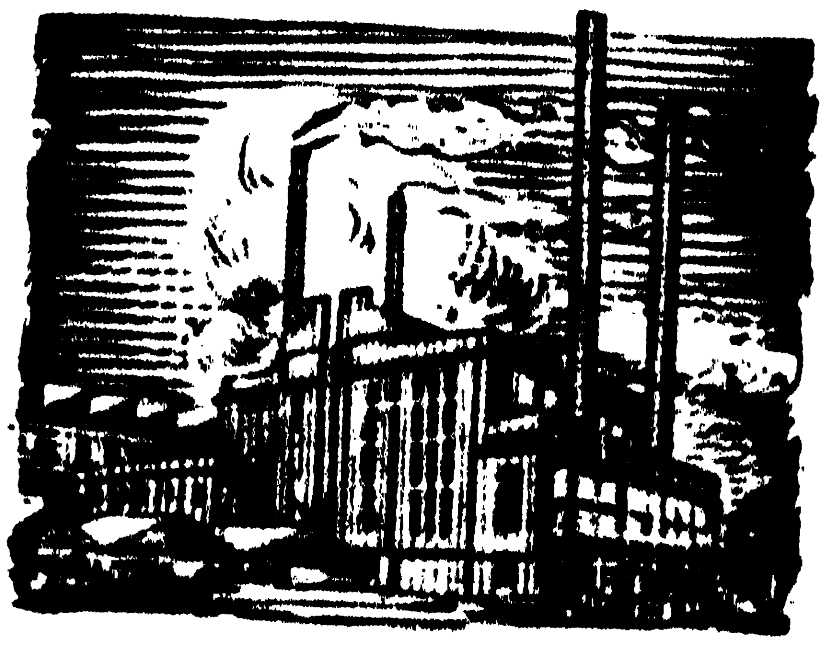

মূলে আছে ইলেকট্রিসিটি

বর্ত্তমান যুগের সঙ্গে ইলেকট্রিসিটির সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। গরম যেখানে বেশী, ইলেকট্রিসিটি আনে ঠাণ্ডা বাতাস, আবার যখন ঠাণ্ডা বেশী, আনে উষ্ণতা ও আরাম। বিষাদ দূর ক'রে ইলেকট্রিসিটি আনে প্রফুল্লতা। অন্ধকার রাস্তাকে এ আলোকিত ক'রেছে, নৈশ ভ্রমণ এখন নিরাপদ। আমাদের খবরের কাগজ, আমাদের বেতার, আমাদের সিনেমা—প্রত্যেকটির মূলে আছে ইলেকট্রিসিটি, জগতে এমন জিনিষ খুব কমই আছে যা তৈরী করতে ইলেকট্রিসিটির কোন সাহায্যই নেওয়া হয়নি।

CESC

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

C.E.S. ..

সারদহ পুলিশ ট্রেনিং কলেজ

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

রাখিবেন আপনারা এরূপ শিক্ষা ও অনুসন্ধিৎসা-ক্ষেত্রের দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। এই কলেজের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে যে জ্ঞান প্রদান সম্ভবপর হইয়াছে, আপনারা খুব মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ভবিষ্যতে আপনাদিগকে আরো অনেক কিছু শিখিতে হইবে। গেজেট ও বেঙ্গল পুলিশ ম্যাগাজিনে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে এবং সর্ব্বোপরি মানব চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আপনাদিগকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনাদিগকে এই আমার বক্তব্য। কিন্তু আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদিগকে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তাহা হইতেছে—যে চাকুরীতে আপনারা প্রবেশ করিলেন, তৎপ্রতি আপনাদের দায়িত্বের কথা। যখন আপনাদিগকে এই চাকুরীর জন্য নির্ব্বাচন করা হয়, তখন আপনাদিগকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল কেন এই চাকুরীতে প্রবেশ করিতে আপনারা ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলিয়াছিলেন যে, এই চাকুরীর মধ্যস্থতায় মানব-সেবার সুযোগ রহিয়াছে বলিয়াই তাঁহারা ইহা পছন্দ করিয়াছেন। যদি প্রকৃতই ইহা আপনাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রশংসাহ। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে সর্ব্বদা আপনারা এই আদর্শ মনে রাখিবেন।

জন-সেবাই পুলিশের কর্ত্তব্য

আমরা জনসাধারণের সেবক। এই "সেবক" কথাটায় লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নাই। এই বিশ্বে আমরা কেবল নিজেদের স্বার্থের সেবা করিতে আসি নাই; আমাদের সম-শ্রেণীর অন্যান্য মানুষের সেবাও আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু অন্য সব রকম চাকুরী অপেক্ষা পুলিশের কাজে উচ্চ শ্রেণীর সেবার বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের উপরই জনসাধারণের ধন-প্রাণ ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে। কাজেই আপনাদিগকে জন-সেবকের এই কর্ত্তব্য লইয়াই বিভিন্ন জেলার কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে। যদি আপনাদের মধ্যে কেহ এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন যে, একজন যথেচ্ছাচারী "কর্ত্তা" হিসাবেই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতেছেন, তবে তাঁহাকে এ-হেন ধারণার অবসান করিতেই হইবে। আপনারা যে এলাকায় প্রেরিত হইবেন, তথাকার জনগণের ধন-প্রাণের নিরাপত্তা আপনাদের উপরই নির্ভর করিবে। জনসাধারণের এই ধরণের সেবা করার জন্যই গভর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে বেতন প্রদান করিতেছেন। জনগণের মোকদ্দমার তদন্ত এবং তাহাদের অভিযোগাদি লিপিবদ্ধ করিয়া পুলিশ কর্ম্মচারিগণ প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে অনুগৃহীত করেন না; বরং আইনগতভাবে তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই পালন করেন। এই ব্যাপারে আপনাদের পছন্দ অপছন্দের কোন কথাই আসে না; বাধ্যতামূলক যে কর্ত্তব্য আপনাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে পালন করিতেই হইবে। কোন কোন পুরাণো ধরণের পুলিশ অফিসার (তাঁহাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ খুব বেশী নয়) উদ্ধত, বদমেজাজী, আধিপত্য-প্রিয় ও অভদ্র ছিল। এই ধরণের অফিসারদের কার্য্য-ফলেই জনসাধারণ পুলিশের উপর আস্থাহীন হইয়া পুলিশকে ভীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় দুরভিসন্ধির সাধনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা বাঙলার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান—আপনাদের মাতা, পিতা এবং প্রতিবেশিগণ সকলেই বাঙালী। কাজেই আমার মনে হয়—আপনারা যদি আমার উপদেশ মত কাজ করেন, তাহা হইলে পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থাহীনতা নিশ্চয়ই অধিকাংশে দূর করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের পিতা, মাতা ও প্রতিবেশিগণ সকলেই জানেন—আপনারা শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান; পুলিশের উর্দ্দী পরিধান করিলেই যে কেহ অভদ্র দানবের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে, এ-কথা নিশ্চয়ই তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। কাজেই বলা চলে—আপনারা সকলেই যদি এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করেন যে, নিজেদের পিতা, মাতা ও প্রতিবেশিগণকে নিজেদের ব্যবহার দ্বারা হতাশ করিবেন না, তাহা হইলে বাঙলার জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, পুলিশের লোকেরাও তাহাদেরই সদয় প্রকৃতির আত্মীয়—নূতন রকমের কোন ভীষণ প্রকৃতির জীব নহে। জনসাধারণের বিশেষ ধরণের সেবার কাজ সম্পন্ন করার জন্যই বিশেষভাবে আপনাদের উপর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বাঙলার পুলিশ "বাঙালী"

বাঙলার পুলিশ-বাহিনী বর্ত্তমানে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বাঙলার নিজস্ব জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী ব্যতীত কনেষ্টবলদের সকলকেই বর্ত্তমানে বাঙালীদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হয়। আপনারাও সকলেই বাঙলার অধিবাসী এবং আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিবর্গও দিন দিনই বেশী সংখ্যায় বাঙালীদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইতেছেন। কাজেই পুলিশ-বাহিনীর বিরুদ্ধে যদি বর্ত্তমানে কোন অভিযোগ উত্থিত হয়, তবে তাহা ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের অভিযোগ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। বঙ্গীয় পুলিশে আমি ৩৩ বৎসর কাল কাজ করিয়াছি এবং আমি জানি জন-সেবার কি বিরাট সুযোগ পুলিশের রহিয়াছে এবং সময় সময় এই সুযোগের কিরূপ সদ্ব্যবহার তাহারা করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদ দমনে পুলিশ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এবং তাহারা বীরত্বের জন্য যে রাজকীয় মেডেল ও পুলিশ বিভাগীয় মেডেল লাভ করিয়াছে, তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও অসাধুতার যে অপবাদ রহিয়াছে, তাহা দূর করার চেষ্টাই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে পাইতে হইবে।

"আপনাদের হস্ত ও অন্তরকে পবিত্র রাখুন"

এক্ষণে আমি আপনাদের প্রতি শেষ উপদেশ প্রদান করিব। আপনারা সর্ব্বপ্রকার অসাধু আচরণ হইতে নিজেদের হস্ত ও অন্তর পবিত্র রাখুন। আপনারা কি পরিমাণ বেতন পাইবেন এবং উন্নতির কি সম্ভাবনা রহিয়াছে, আপনারা এখন তাহা অবগত আছেন ও যে সময়ে এই চাকুরীতে প্রবেশের মনস্থ করিয়াছিলেন, তখনও জানিতেন। বেতন ও উন্নতির এই ব্যবস্থাকেই আপনারা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বলা চলে, অসৎ উপায়ে আয় বৃদ্ধির চেষ্টার কোন সঙ্গত কারণই থাকিতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জনসাধারণ কি ধরণের কাজ পাইতে পারে, তাহা আইন দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—এ-কথা আমি গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সব কর্ত্তব্য কোন প্রকার পুরস্কার প্রাপ্তির আশা না করিয়াই বিনামূল্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে অর্থ গ্রহণ করিয়া অপরাধীকে রক্ষার চেষ্টা পায়—এরূপ কর্ম্মচারী পুলিশ-বাহিনীতে খুব বেশী আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কিন্তু দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও এমন লোক কতক পুলিশ-বাহিনীতে রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের আইননির্দ্দিষ্ট

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বনগ্রাম মোসলেম সমবায় শিক্ষা সমিতি

মিঃ এন, এম, খান কর্ত্তৃক উদ্বোধন

সম্প্রতি যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই, সি, এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে মোসলেম সমবায় শিক্ষা সমিতি লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে একটি বিশিষ্ট জনতা মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল।

সমিতির সম্পাদক মিঃ জিল্লানুর রহমান সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বনগাঁও মহকুমার এই অভিনব সমবায় প্রচেষ্টায় জাতি ধর্ম্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শিক্ষানুরাগীকেই সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে আমন্ত্রণ করেন।

সমিতির অর্থ-সম্পাদক মিঃ এম, হাবেসউদ্দীন, বি, এল, সমিতির এই স্বল্প জীবনে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সে সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করেন।

মিঃ এন, এম, খান সমিতির উদ্বোধন হইল বলিয়া ঘোষণা করিয়া সমবায় প্রথায় এই ধরণের শিক্ষা সমিতির প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম আরম্ভেই সমিতি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে সমিতির আজীবন সদস্য হইতে স্বীকার করেন।

মিঃ এন, এম, খানের প্রেরণাময় বাণী এবং আজীবন-সদস্য হওয়ার সংবাদে—জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ সেরাজুল ইস্‌লামের ধন্যবাদ প্রদানের পর অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়। এতদ্ব্যতীত সমিতি গঠনের সূত্রপাত করায় মিঃ জিল্লানুর রহমানকে এবং আন্তরিক যত্ন ও প্রেরণা সঞ্চারের জন্য উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকেও তিনি ধন্যবাদ প্রদান করেন।

[পূর্ব্ব কলমের জের]

কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়াও অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন—এই ধরণের অসৎ কর্ম্মচারীদের জন্যই সমগ্র পুলিশ-বাহিনীর বদনাম হইতেছে এবং আমাদের কর্ত্তব্য—যদি আমাদের মধ্যে এরূপ কোন লোক থাকিয়া থাকে, তবে তাহার মূলোচ্ছেদ করা। আপনারা অদ্য ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সম্মুখে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুগত থাকিয়া সাধুভাবে কর্ত্তব্য পালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। শপথ গ্রহণের পবিত্রতা আপনারা উপলব্ধি করিতে পারেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি এবং আশা করি যে, এই শপথকে ভাবী কর্ম্ম-জীবনে আপনারা সম্মুখে রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিবেন। আপনারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুন—কর্ত্তব্য ব্যপদেশে কখনও কাহারও নিকট হইতে এক পাই পয়সাও গ্রহণ করিবেন না। এই ব্যাপারে আরো অগ্রসর হইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতে চাই। যে পর্য্যন্ত না প্রত্যেক পুলিশ অফিসার পুলিশ-বাহিনীর "কালো মেষগুলিকে" বিতাড়িত করার দৃঢ়-সঙ্কল্পে আবদ্ধ হইবেন, সে-পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে পুলিশদলের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমি আশা করি আপনারা সম্মিলিতভাবে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন, যাহার ফলে কেহ অসৎভাবে অর্থ গ্রহণে সাহসী হইবে না। হস্তাঙ্গুলীর ছাপের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া অপরাধ উদ্‌ঘাটনের যে পদ্ধতি বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা যে বঙ্গীয় পুলিশেরই আবিষ্কার এই গৌরবের কথা আপনাদের অধ্যক্ষ মহাশয় আপনাদিগকে জানাইয়াছেন কিনা, আমি জানি না। এই আবিষ্ক্রিয়ার দিক দিয়া বাঙলার পুলিশ যদি সমগ্র বিশ্বে অগ্রণী হইতে পারিয়া থাকে, তবে সাধুতা ও যোগ্যতার দিক দিয়াও তাহারা কেন অগ্রণী হইবে না, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

দেশের সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা

বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল

গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে ৫৫,৮৭,৫৬৫৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাণিজ্য ওয়ার পার্টিসের ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলের ১৮,৪২,২০০৲ টাকাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

দিনাজপুর

দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর কে, পি, রায়, এম, এ-র নেতৃত্বে স্থানীয় যুদ্ধ কমিটি ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ৫২,৭৭৮ টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দিনাজপুর জেলার অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়; এমতাবস্থায় তথায় অর্দ্ধলক্ষের উপর অর্থ সংগৃহীত হওয়া বাস্তবিকই প্রশংসনীয় ব্যাপার।

কাপাসিয়া (ঢাকা)

সম্প্রতি ঢাকা সদরের (উত্তর) সার্কেল অফিসারের সভাপতিত্বে কাপাসিয়া থানা যুদ্ধ কমিটির একটি সভা হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ ভাণ্ডারে প্রায় ২০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

বঙ্গীয় পুলিশবাহিনীর দান

বিগত ১৯৩৯ সনের অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় পুলিশ বাহিনীর ইনস্পেক্টর-জেনারল উক্ত বিভাগের সর্বস্তরের কর্মচারিগণের নিকট যুদ্ধ ভাণ্ডারে স্বেচ্ছাকৃত অর্থ-সাহায্যের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। ইহার ফলে ২৬,১১১৲ টাকা সংগৃহীত হয়। গত ১৯৪০ সনের ৪ঠা মে তারিখে উক্ত অর্থ যুদ্ধ তহবিলের জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত অর্থে ৪খানি সুসজ্জিত এ্যাম্বুলান্স ক্রয় ও অবশিষ্ট অর্থ শত্রুপক্ষের কার্য্যের দরুণ নিহত ভারতীয় নাবিকদের পরিজনবর্গের সাহায্যকল্পে গঠিত কোন একটি তহবিলে দান করার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়।

সে সময় হইতে বিভিন্ন জেলার কর্মচারিবৃন্দ ব্যক্তিগতভাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ তহবিল এবং বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ২২,২৪৮৲ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সর্বমোট ৪৮,৩৬১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থের সঙ্গে আই, পি, অফিসারগণ কর্তৃক বিভিন্ন যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত টাকা ধরা হয় নাই।

খুলনা

গত নভেম্বরের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত খুলনা জেলা যুদ্ধ তহবিলে এবং যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাহায্য কার্য্যের জন্য মোট ৩৯,৩৭৬৷৴০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত অর্থের মধ্যে মহামান্য গভর্ণরের যুদ্ধ তহবিলে ৩১,১৯২-৸৴৯ পাই, লেডি হার্বার্টের যুদ্ধ তহবিলে ২,১৭৩৷৴৩ পাই, মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলে ১,৪৫৭৷৴০ আনা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ ভাণ্ডারে ১,১৪৪৸৵ আনা এবং অবশিষ্ট ১,৭৩৮৲ টাকা বিভিন্ন সাহায্য কার্য্যের জন্য সংগৃহীত হইয়াছে।

বিগত ২৯শে নভেম্বর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্থানীয় করোনেশন হলে খুলনা জেলা যুদ্ধ কমিটির সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যুদ্ধ তহবিলের জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে ২৫,০০০ টাকার একটি তোড়া প্রদান করেন।

যুদ্ধ সম্পর্কীত সঠিক সংবাদ সরবরাহ, যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ, মিথ্যা গুজব নিবারণ এবং সৈন্য ও নাগরিক রক্ষী বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহের জন্য ২৯টি সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। জেলার বিভিন্ন অংশে জনসভার অনুষ্ঠানের জন্য একটি ব্যাপক কর্ম্মতালিকা রচিত হইয়াছে। নাগরিক রক্ষী বাহিনীতে সদরে ১৩৬, বাগেরহাটে ৮৬ এবং সাতক্ষীরায় ১১ জন যুবক নাম লিখাইয়াছে।

ভারতীয় ডিফেন্স লোনে সংগৃহীত অর্থ

গত ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত শতকরা তিন টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে ১,০০,২৪,৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

গত ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সুদহীন ডিফেন্স বণ্ডে মোট ২,২১,০১,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। শতকরা তিন টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে মোট ৩১,৮৭,৩১,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে (তন্মধ্যে ১৮,৪২,৫০,০০০৲ টাকা নগদ এবং ১৩,৪৪,৬৬,০০০৲ টাকা অন্যভাবে পাওয়া গিয়াছে)। এতদ্ব্যতীত পোষ্ট অফিসের দশ বৎসরের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বাবদ ১,৫২,০০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

গত ৭ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত "ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স লোনে" সংগৃহীত চাঁদার মোট পরিমাণ হইতেছে ৩৫,৬১,৮৪,০০০৲ টাকা। (কমিউনিক।)

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প মিউজিয়ম

মৃৎ-শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

বঙ্গীয় সরকারের শিল্পবিভাগের তত্ত্বাবধানে জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উপরোক্ত মিউজিয়ম ভবনে মৃৎ শিল্পের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে।

এই প্রদর্শনীর খোলার উদ্দেশ্য হইতেছে—বঙ্গদেশে এই শিল্পে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রচার করা। শিল্প প্রদর্শনকারীদিগকে বিনামূল্যে ষ্টল সরবরাহ করা হইবে এবং যদি তাঁহারা ইচ্ছা করেন তবে জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। যেহেতু ষ্টলের সংখ্যা সীমাবদ্ধ সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রদর্শনকারিগণ ২১নং ডিগবরন আপিমিউটের অবস্থিত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের শিল্প যাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

আগমার্ক ঘৃতের মূল্য

বিগত ২৮শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কলিকাতায় আগমার্কা বিশেষ বিশিষ্ট জাতীয় ঘৃত যে মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল, এই ঘৃত ।৮ সের ওজনের টিনে বিক্রয় হয়—

অমৃত ডোগ প্রতি মণ ৬৮৲ টাকা, কিশোর ৬৮৲ টাকা, গুলার ৬৭৲ টাকা, বাগাপ্রতাপ ৫২৲ টাকা, পঙ্কজ ৬৭৲ টাকা, সীতা ৬৮॥০ এবং শ্রী ঘৃত ৬৮৲ টাকা।

উপরোক্ত ঘৃত ।০ দশ সের টিনে, ৴৫ সের, ৴২॥০ সের ও ৴১ এক সের টিনেও বিক্রয় হয় এবং তাহার মূল্য মণ প্রতি ১৲ এক টাকা হইতে ১॥০ দেড় টাকা অধিক।

যুদ্ধ-সরবরাহ উপদেষ্টা কমিটি

আয়তন বৃদ্ধি ও পুনর্গঠন

১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ সরবরাহ সম্পর্কে যে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, তাহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কমিটিকে পুনর্গঠন করিয়া নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত করা হইয়াছে:—

মিঃ ই, এন, ব্লাণ্ডি, সি-এস-আই, সি-আই-ই, আই-সি-এস, বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী (চেয়ারম্যান) মিঃ জি, বি, মর্গান, বঙ্গীয় চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি (ভাইস্ চেয়ারম্যান)।

কমিটির সদস্যদের নাম নীচে দেওয়া হইল:—

মিঃ এম এ, এইচ, ইস্পাহানী, মোসলেম চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, মিঃ জি, পি, খৈতান, ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, মিঃ এস, আর, সরকার, বঙ্গীয় ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি, মিঃ ডবলিউ, এ, এম, ওয়াকার ভারতীয় চটকল সমিতির চেয়ারম্যান, মিঃ ই, পি, প্রাট, ইম্পীরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃর প্রতিনিধি মিঃ এ, কে, জি, হগ, ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি এণ্ড কোংর প্রতিনিধি, মিঃ এম, কে, কৃপালনী, আই সি, এস, বঙ্গীয় বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী, মিঃ এস, লসোয়ন, আই-সি-এস, উড়িষ্যার উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর, মিঃ ডি, কে, ডি পিল্লাই, আই-সি-এস, বিহারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, মিঃ এস, এম, মেহতা, আই-সি-এস, আসামের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ও লেঃ কঃ জে, আর, ম্যারিয়ট, সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলার, বেঙ্গল সার্কেল (সেক্রেটারী)।

এই কমিটি নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে:—কোনও বিষয় সম্পর্কে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ অভিমত প্রার্থনা করিলে অভিমত প্রদান এবং ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং বাণিজ্য-সংঘ ও আড়তদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংযোগ সাধন।

সরবরাহ বিভাগের নির্দ্দেশ পালনে কোনও অসুবিধা অনুভূত হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের চেম্বার অব কমার্স বা সমিতি বা তাহাদের প্রতিনিধিদের অথবা সরবরাহ বিভাগের কনট্রোলারের মারফৎ উক্ত কমিটির গোচরীভূত করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই কমিটি উপদেষ্টা কমিটি হওয়ায় নীতিগত বিষয়ের আলোচনা বাদ দিয়া মৌলিক প্রশ্নসমূহ সম্পর্কেই উহাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। তবে আশা করা যায় যে, যাঁহারা যুদ্ধসরবরাহের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা এই কমিটির সহযোগিতা পুরাপুরি ভাবে গ্রহণ করিবেন।

পরবর্তী এক বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে:—

বিশেষ দুঃখের সহিত জানান যাইতেছে যে, বাঙ্গলা, বিহার, আসাম এবং উড়িষ্যার যুদ্ধ সরবরাহ সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রাদেশিক আতুক্তিসরী কমিটি সংক্রান্ত যে প্রেস-নোট গত ১লা জানুয়ারী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অনবধানতা বশতঃ ফেডারেশন অব্ ট্রেডস্ এসোসিয়েশনস অব্ ইণ্ডিয়ার প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে, এ, হ্যামিলটনের নাম বাদ পড়িয়া যায়। মিঃ হ্যামিলটন উক্ত কমিটির একজন সদস্য। (প্রেস-নোট)

অর্থ, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এইচ এস, সোহরাওয়ার্দী পূর্ব্ব-বঙ্গের কতিপয় জেলার সফরে বহির্গত হইয়াছেন।

যুদ্ধ ও ভারতের কর্ত্তব্য

ঢাকায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা

গত ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকা নর্থ ব্রুক হলে এক বিরাট জনসভায় বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে বাঙ্গলার স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন এক বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নে আমরা এই বক্তৃতার সার-মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. জর্জ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্তমান যুদ্ধের ফলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতেই যুদ্ধের আগুন এই দেশের নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। তখন বাঙ্গলা দেশেও বিমানাক্রমণ হইতে পারে। দেশরক্ষায় সর্ব্বতোভাবে ব্রিটিশের সহযোগিতা করাই হইতেছে এই বিপদ নিবারণের একমাত্র উপায়। হয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়া, আর না হয় পরোক্ষভাবে দেশ রক্ষার কার্য্যে সহযোগিতা করিয়া ব্রিটিশকে সাহায্য করা যাইতে পারে। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে সিভিক গার্ডে যোগদান ও এ. আর. পি. প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানান। যুদ্ধের ফলে যে নূতন চাকুরীর পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে যাহাতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতে পারে এবং কোনরূপ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। কারখানাসমূহেও কোনরূপ ধর্ম্মঘট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, ইহাতে দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তার ক্ষতি হইবে।

বৃটেন অথবা জার্ম্মাণী, যাহারাই যুদ্ধে জয়লাভ করুক না কেন, তাহাতে ভারতের কোন লাভ ক্ষতি হইবে না বলিয়া যাহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাদের অভিমতের অসত্যতা সম্পর্কে স্যার নাজিমুদ্দীন সন্দেহ প্রকাশ করেন।

অতঃপর স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, ইহা স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে যে, যদি ব্রিটিশ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক হইতেই ভারতের ভয়ানক ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষকে বৃটিশ কমনওয়েলথের সমান অংশীদারের মর্য্যাদা দান করাই হইতেছে গ্রেট বৃটেনের ঘোষিত নীতি। অন্য দিকে সমস্ত অশ্বেত জাতিকে চিরতরে পদদলিত করিয়া রাখা হইতেছে নাৎসীদের উদ্দেশ্য।

কংগ্রেস এক দফা দাবী পেশ করিয়াছেন। অন্য দিকে মোসলেম লীগ আর এক দফা দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। এই দাবীগুলি হইতেছে পরস্পর-বিরোধী। যদি কংগ্রেসের দাবী গৃহীত হয়, তাহা হইলে মোসলেম লীগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। অন্য দিকে লীগের দাবী গৃহীত হইলে, কংগ্রেসকেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। এমতাবস্থায় মাননীয় বড়লাট ও মিঃ জিন্নার প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করাই হইতেছে বর্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন আপাততঃ মুলতবী রাখিয়া কংগ্রেসের মোসলেম লীগের পক্ষে বড়লাটের শাসন পরিষদে যোগদান করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়াও প্রয়োজনীয়। এইভাবে একযোগে কাজ করিলে পর উভয় সম্প্রদায়ই পরস্পরের অভাব অভিযোগ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট দাবী পেশ করিতে সক্ষম হইবেন। তখন এই সম্মিলিত দাবী উপেক্ষা করার কোন উপায়ই থাকিবে না।

উপসংহারে স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, বাঙ্গলার জনসাধারণের নিজ স্বার্থের খাতিরেই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাধ্যানুসারে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

সভাপতি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট আগামী ঢাকা সফরের সময় ঢাকাবাসীরা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁহাদের সাহায্যের আন্তরিকতা প্রদর্শনের সুযোগ পাইবে।

ফ্রান্সের ফ্যাক্টরীসমূহ

বিমান নির্ম্মাণের নিমিত্ত নাৎসীদের আদেশ

ফ্রান্সের অনধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্ত সম্প্রতি নাৎসীগণ প্রস্তাব করিয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলসমূহে জার্ম্মাণীর জন্য বিমান নির্ম্মাণার্থে কতিপয় বিমান-কারখানা খোলা আবশ্যক। কারণ উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ কারখানা কাঁচা মালের অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া আছে। তাহারা বর্ত্তমানে ২,০০০ হাজার বিমান নির্ম্মাণের অর্ডার দিতে প্রস্তুত আছে এবং ইহার ফলে বহু সংখ্যক বেকার শ্রমিককে কার্য্যে নিয়োজিত করা চলিবে।

কিন্তু মার্শাল পেঁতে এই "প্রস্তাব" প্রত্যাখ্যান করেন। ভিসিতে ছিলেন, এমন একজন নিরপেক্ষ ওয়াকিবহাল সংবাদদাতা এই মর্ম্মে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ফ্রান্সের অধিকৃত ও অনধিকৃত অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একেবারে নিরাশাবাদী।

অনধিকৃত অঞ্চলের যে সকল ফ্যাক্টরী নাৎসীদের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছে এবং যাহাদের কাঁচামাল আছে, শুধু তাহারাই কাজ করিতেছে। মার্সেলিজ বন্দরে কোন জাহাজ নাই, কেবল মাত্র প্যারিস-লায়ন্স-মার্সেলিস্ রেলওয়ে ফ্যাক্টরীসমূহ ঠিক মত কাজ করিয়া চলিয়াছে। কারণ জার্ম্মাণগণ চলতি মালের জন্য ইহাদের নিকট একটি বড় অর্ডার দিয়াছে।

"আগমার্ক" ঘৃত ও আটার দর

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বুলেটিন

বঙ্গ দেশীয় সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ. আর. মালিক নিম্নলিখিত বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় আগমার্ক "স্পেশ্যাল" শ্রেণীর ঘীর ১৮ সেরী টিনের দর কলিকাতায় নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

	প্রতি মণ।
অমৃতভোগ	৬৭৲
কিশোর ঘৃত	৭০৲
ওঙ্কার ঘৃত	৬৬৲
রাণা প্রতাপ ঘৃত	৫৮৲
শঙ্কর ঘৃত	৬৬৲
সীতা ঘৃত	৬৮৲
শ্রী ঘৃত	৬৮৲

উপরোক্ত স্পেশ্যাল শ্রেণীর দশ সেরী, ৫ সেরী, আড়াই সেরী এবং এক সেরী আগমার্ক ঘৃতের দর উপরোক্ত দরের চেয়ে এক হইতে দেড় টাকা মণপ্রতি বেশী।

গত ১৪ই ডিসেম্বর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় আগমার্ক চাকী আটার দর কলিকাতার বাজারে নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

	প্রতি মণ।
(১) কাগজের থলিয়াতে	৫।৶০
(২) চটের থলিয়াতে	৫৵০
(৩) কাপড়ের থলিয়াতে	৫৵০

ষ্ট্যালিনের সতর্কবাণী

মস্কো বেতারের ঘোষণায় প্রকাশ, "রেড ষ্টার" পত্রিকায় এম, ষ্ট্যালিনের এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, "দুনিয়ার যুদ্ধে বিজড়িত হওয়ার আশঙ্কা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। আমরা সামরিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার বিপদের সম্মুখীন হইতে চলিয়াছি। শত্রুরা আমাদের অসতর্ক মুহূর্ত্তে আসিয়া আমাদের উপর চড়াও হইতে পারে, এরূপ কোনও সুযোগই আমরা তাহাদের দিব না।"

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বঙ্গদেশে প্রাদেশিক কণ্ট্রোলার নিয়োগ

সম্প্রতি এই প্রদেশের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার সংগঠন বাঙ্গলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। উপস্থিত উক্ত ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ আছে:—

কলিকাতায় এই প্রতিষ্ঠান পুলিশ কমিশনারের অধীনে একটি কমিটির সাহায্যে গঠিত হইয়াছে। ২৪-পরগণা, হাওড়া এবং হুগলীর শিল্প অঞ্চলে স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাঁহার এলাকায় উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সাধারণ নির্দ্দেশ এবং সমস্যা সমাধানের ভার প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনরের সভাপতিত্বে একটি সমন্বয় সাধন কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। উপরন্ত পূর্ব্বোক্ত তিনটি জেলাসহ কলিকাতা, রেলওয়ে ও পোর্টের সাবধান-ধ্বনি ঘোষণার ব্যবস্থা, আলোক নিয়ন্ত্রণ এবং শহর পরিত্যাগের ব্যাপারে উক্ত কমিটির সমন্বয় সাধন করিবার ক্ষমতা আছে।

আসানসোল এলাকায় কুলটি, বার্ণপুর এবং আসানসোলে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক কমিটিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শহর পোর্ট এবং রেলওয়ের নিমিত্ত সাব-কমিটিসমূহ গঠিত হইয়াছে।

নূতন কর্ম্ম পরিকল্পনায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, দার্জিলিং, ময়মনসিংহ, খড়্গপুর, খুলনা, চাঁদপুর এবং বর্দ্ধমানে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই সকল স্থানের সংগঠন কার্য্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বাঙ্গলা সরকার মনে করেন যে, এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানের উক্ত কার্য্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া বিভাগীয় কমিশনারের সমপদস্থ একক একজন অফিসারের হস্তে ন্যস্ত করা কর্ত্তব্য। তাহার ফলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সমভাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক কার্য্য পরিচালনের সুবিধা হইবে। তদনুসারে সরকার প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এন. ডি. এইচ. সাইমন্স, এম, সি; আই, সি, এস্‌কে বঙ্গদেশীয় বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ সাইমন্সকে চারি মাসের জন্য এই পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে তিনি এই সম্পর্কে সকল বিধিব্যবস্থা চালু করিতে পারিবেন এবং অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিতে সক্ষম হইবেন। এই প্রদেশের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট সরাসরি দায়ী থাকিবেন।

বর্ত্তমান সমন্বয় সাধন কমিটির সদস্যগণের অভিজ্ঞতা এবং উপদেশ এই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার কণ্ট্রোলারের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তিনি প্রয়োজন বোধে মাঝে মাঝে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক সমস্যা সম্পর্কে এই সকল সদস্যগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। অবশ্য এই কমিটির বর্ত্তমানে আর কোন কাজ থাকিবে না।

এই নূতন সংগঠনের ফলে কলিকাতা সিটি কমিটির আর প্রয়োজন না থাকায় তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল। এই অবকাশে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ যে মূল্যবান কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে যে সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

রবি ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

চাষী-সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য

তিসি

তিসি গাছ এক রকম ছত্রকে মরিচা ধরা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। পাতা এবং ডাঁটাতে এই রোগ জন্মায়। ফসল পাকিবার সময় এই ব্যারামের দাগগুলি কাল হইয়া যায়। বাঙলাদেশে এই রোগ খুব কম দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

তিসি গাছ ঢলিয়া পড়া রোগ।—তিন প্রকারের বিভিন্ন রোগ দ্বারা তিসি গাছ আক্রান্ত হইয়া ঢলিয়া পড়ে (রাইজোকটনিয়া, পিথিয়াম এবং ফিউজেরিয়াম)। আক্রান্ত গাছ সাবধানে ক্ষেত হইতে তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। পরবর্তী বৎসরে পুনরায় এই ফসল জন্মিতে না করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ মাটিতে রোগের বীজ থাকিবার সম্ভাবনা। পর্য্যায় চাষ করা দরকার।

চিনাবাদাম

চিনাবাদাম গাছের পাতা সাধারণতঃ সার্কোস্পোরা পারসোনেটা নিকস্পাই নামক এক প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সময় সময় ফসলের ইহা বিশেষ ক্ষতি করে। প্রথম অবস্থায় বোর্ড মিকশ্চার পিচকারীর দ্বারা ছিটাইলে রোগ সহজে দমন করা যায়।

স্কোলেরোসিয়াম রলফ্‌-সি-আই।—এই রোগ চিনাবাদাম গাছকে মাটির সংলগ্ন স্থানে আক্রমণ করে। আক্রান্ত গাছ প্রথমে ঢলিয়া পড়ে এবং পরে মরিয়া যায়। গাছের মাটির নীচের অংশ অর্থাৎ শিকড় ও চিনাবাদাম ইত্যাদি পঁচিয়া যায়।

প্রতিকারোপায়।—৬০০ শত ভাগ জলে ১ ভাগ করমন মিশ্রিত করিয়া গোড়ায় প্রয়োগ করিতে হয়।

আক

আকের ধসা ধরা রোগ।—ইহা আকের ভিতরে জন্মে, এবং আক গাছ মারিয়া ফেলে। ইহাতে প্রথমেই ডগা বা আগার পাতা শুকাইয়া যায়; যখন পাতা শুকাইতে থাকে, তখন আক গাছটী কাটিয়া ফেলিলে দেখা যায়, আকের ভিতরটী লালচে হইয়া গিয়াছে। রোগাক্রান্ত আক গাছের গোড়ার দিকেই প্রথমতঃ ডোরা ডোরা লাল দাগ পড়ে; ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকেই উহা ছড়াইয়া যায়। আক গাছ মরিয়া গেলে, উহার মজ্জা ফাঁপা হইয়া পড়ে এবং ফাঁপা জায়গা সাদা সাদা সুতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোগ বীজাণুতে ভরা থাকে।

প্রতিকারোপায়।—(১) লালচে পলি (বীজ আক) কখন ক্ষেতে লাগাইবে না।

(২) রোগ ধরা গাছগুলি উঠাইয়া লইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে, নতুবা এই রোগ ক্রমে সকল ক্ষেতেই ছড়াইয়া পড়িবে।

(৩) যাহাতে ক্ষেতে জল আটকাইয়া না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে।

আকের ছাতা রোগ।—আকের এই রোগ খুব সহজেই ধরা হয়। গাছের ডগা হইতে ছড়ির মত লম্বা একটী চাঁটা বাহির হয়। এই চাঁটা বেশ লম্বা, কাল গুঁড়ায় আবৃত, এবং বক্র। ইহা আকের স্বাভাবিক গাছ হইতে চিকণ এবং নমনীয়। রোগের প্রথমাবস্থায় ইহা একটী পাতলা সাদা চক্‌চকে আবরণে ঢাকা থাকে; পরেই সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া যায় এবং ভিতর হইতে কাল গুঁড়ার মত রোগের বীজ বাহির হইয়া পড়ে।

প্রতিকারোপায়।—রোগাক্রান্ত সমস্ত গাছ প্রথমাবস্থায় কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা আবশ্যক। সেই গাছ হইতে কিছুতেই আকের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়।

আলায় পঁচা ধরা রোগ

ইহা অতি সহজেই "পঁচাধরা" রোগে আক্রান্ত হয়। আর্দ্রক গাছ আক্রান্ত হইলে ইহার উপর দিকের পাতাগুলি হলুদে অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া পড়ে; তারপর ধীরে ধীরে নিম্ন দিকের পাতাগুলি এবং উহার ভিতরের দিকেও ব্যাধি বিস্তারলাভ করিয়া পাতাগুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; ফলে আপনা হইতেই গাছের উপরের দিকটা এবং গাছের কাণ্ড বা ডালপালা এমনভাবে নুইয়া পড়ে যে, অতি সহজেই উহা টানিয়া ফেলা যায়। ক্রমশঃ ব্যাধি গাছের শিকড় ও স্কন্ধভাগ আক্রমণ করিয়া একেবারে পঁচাইয়া ফেলে। যদি ঐ শিকড় বা আক্রান্ত গুল্মীগুলি নষ্ট করিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা না যায়, তাহা হইলে সারা ক্ষেতের মধ্যে ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে এবং সমুদয় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে জমিতেই এই ব্যাধি বেশী পরিমাণ হইতে দেখা যায়।

আর্দ্রকের এই ব্যাধি বিস্তারের কারণ প্রধানতঃ (১) রোগযুক্ত বীজ ব্যবহার। (২) যে ক্ষেতে রোগ পূর্ব্ব বৎসর বিস্তার লাভ করিয়াছিল সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করা; কারণ ব্যাধিগ্রস্ত আর্দ্রকের গুল্মীগুলি বহুকাল পর্য্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে; এইরূপ স্থলে ঐ সকল বীজ হইতে চারা উৎপন্ন করিলে ব্যাধি বিস্তার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে চাষ এবং জল নিকাশের সুব্যবস্থা থাকিলে এই ব্যাধি বিস্তার লাভ করিতে পারে না। ভস্‌ভসে পঙ্ক মাটিতে অর্থাৎ যে জমিতে বহুদিন পর্য্যন্ত জল জমিয়া থাকে, সেইরূপ জমিতেই সাধারণতঃ এই রোগ বৃদ্ধি পায়, বালু জমিতে যেখানে জল আটকাইয়া থাকে না, সেইরূপ স্থলে এই ব্যাধি বড় একটা হইতে দেখা যায় না। বীজ বপন করিবার সময় জমি উত্তমরূপ কোদালি দিয়া কোপাইয়া লইয়া কোনরূপ পরিত্যক্ত বীজ, গুল্মী বা শেকড় থাকিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে। যে ক্ষেতে পঁচা ধরা রোগ একবার হইয়াছিল, ঐরূপ জমিতে কয়েক বৎসর আর আলায় চাষ করিবে না। যে ক্ষেতে কোনরূপ ব্যাধির লক্ষণ নাই, ঐরূপ জমি হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করিবে। যদি ক্ষেতে কোন রোগাক্রান্ত চারা দেখা যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া ফেলিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া রংপুর আদর্শ ক্ষেত্র হইতে আলার এই পঁচাধরা রোগ সম্পূর্ণরূপে দূর করা গিয়াছে।

তামাক গাছ

তামাক গাছ ঢলিয়া যাওয়া।—অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু এই রোগের কারণ। এই রোগ হইলে গাছ নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

প্রতিষেধক উপায়।—(১) চারা গাছে যাহাতে বেশী আঘাত না লাগে এবং শিকড়ের যাহাতে খুব কম ক্ষতি হয়, সেইজন্য চারা গাছ খুব ছোট থাকিতেই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে উঠাইয়া লাগাইবে।

(২) তামাক পাতার কৃমি (যাহা শিকড়ে ক্ষত করিয়া রোগের জীবাণু প্রবেশের সুবিধা করিয়া দেয়) কৌশলে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে অথবা কোন প্রকার সার ব্যবহার করিতে হইবে। এমন কোন সার ব্যবহার করিবে না যাহা দ্বারা মাটিতে ক্ষারের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, ক্ষার গাছকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলে গাছের রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা কমিয়া যাইবে এবং সংক্রামক রোগের জীবাণুও বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) রোগযুক্ত চারা গাছ সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৪) তামাক এবং অন্যান্য কয়েকটী গাছ রোপণের পূর্ব্বেই বীজতলাতে ঢলিয়া যায়, তাহার কারণ গাছের গোড়ায় রোগ ধরে এবং সেইখানেই উহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাজেই গাছ দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম হয়। বীজ বপনের পূর্ব্বে জমিতে ভাল মত শুকনা ঘাস জ্বালান ইহার একটী উত্তম প্রতিকারোপায়।

(৫) বীজতলাতে যদি চারা গাছ আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ আউন্স ফর্ম্মালিন এক গ্যালন জলে মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে চারা গাছ ও মাটি পিচকারীর দ্বারা ভিজাইলে এই রোগ দমন হয়। সন্ধ্যাকালে এই ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়।

বোর্ডো মিকশ্চার প্রয়োগেও এই রোগ দমন হয়।

[১৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনে

টাকা জমান

দশ টাকা দশ বছরে তিন টাকা ন-আনা উপায় করে

পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মূল্যের সেভিংস ষ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে একটি কার্ড পাওয়া যায়। ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের উপর জমাতে থাকুন। কার্ডে দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমলে পোষ্ট অফিস থেকে এই কার্ডের বদলে একটি দশ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্যে টাকা উপায় করতে থাকবে।

আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন

G. I. 23.

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব

দুই সপ্তাহের বিবরণ

গত ৭ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল :—

কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	৭৪
কলিকাতা	৭৯
মুর্শিদাবাদ	৭০
যশোহর	৮৪
খুলনা	৬৯৬
ফরিদপুর	১১৬
বাখরগঞ্জ	২২৭

কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—

যশোহর	৭১
খুলনা	৩১১
ফরিদপুর	৫৯
বাখরগঞ্জ	১১৫

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিনজাইটিস্ রোগের আক্রমণ হইয়াছিল ; প্লেগে আক্রমণের কোনোরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গত ১৪ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলার বিভিন্ন জেলায় নিম্নলিখিতরূপ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল :—

কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—

হাওড়া	৬৩
২৪-পরগণা	১৯২
যশোহর	১০৪
খুলনা	৬৭৬
ফরিদপুর	১২২
বাখরগঞ্জ	২৮৯

কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	৮৭
যশোহর	৬২
খুলনা	৩৫৮
ফরিদপুর	৬৯
বাখরগঞ্জ	১৩৯

কলিকাতায় ইতস্ততঃ কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়াছিল। প্লেগে আক্রমণের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ঢাকায় গুরুট্রেণিং ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষাদান

সংক্ষিপ্ত ট্রেণিংএর ব্যবস্থা

সম্প্রতি ঢাকা জেলার গুরু ট্রেণিং স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত শরীর চর্চা বিষয়ক ট্রেণিং প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আনুমানিক ১২০জন গুরু ট্রেণিং স্কুলের ছাত্র এই ট্রেণিংএ যোগদান করিয়াছিলেন। ঢাকা এলাকার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ জে, লাহিড়ী এবং ঢাকা জেলার স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ এন, মুসেলের প্রেরণায় এই ট্রেণিং কেন্দ্র সংগঠন করা হইয়াছিল। পঁচিশদিন ধরিয়া এই শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল এবং একাধারে পুঁথিগত ও কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের প্রাঙ্গণে বঙ্গদেশীয় পাবলিক ইন্সট্রাকশনের ডিরেক্টর মিঃ জে, এম, বটমলির সমক্ষে শিক্ষার্থীন গুরুগণ খেলা-ধূলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। স্বয়ং ডিরেক্টর বাহাদুর এবং যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই ক্রীড়া-কৌতুকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঢাকা জেলার ব্যায়াম সম্পর্কীত সংগঠনকারী এই অনুষ্ঠান সংগঠন করিয়াছিলেন। ঢাকার নর্ম্মাল স্কুলে যে সকল শিক্ষক শিক্ষার্থীন অবস্থায় ছিলেন, তাঁহারা ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করেন।

আব-হাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। রবিশস্য কালের ফসল বোনা প্রায় শেষ হইয়াছে। আমন ধান কাটা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার কোন কোন অংশ ব্যতীত এই প্রদেশে ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভালই। বিগত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে রিলিফের কাজে ২,৬৯১ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় চাউলের মূল্য শতকরা ০·৫৮ ভাগ চড়িয়াছে। বাঙলার মফঃস্বলে ঐ সময়ে চাউলের যে মূল্য ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকায় /৮ আট সের হইতে /৯।।০ সাড়ে নয় সের, নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে /৮ আট সের ; মুর্শিদাবাদ লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই ; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।।০ ; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।।০ সাড়ে আট সের ; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৭৵০ সাত সের তিন ছটাক হইতে /৮৶০ আট সের বার ছটাক ; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।০ আট সের চার ছটাক ; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।৵০ আট সের সাত ছটাক ; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৮ আট সের হইতে /৯ নয় সের ; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় /৭।।০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮ আট সের ; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।০ সোয়া আট সের ; রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় /৮।।০ সাড়ে আট সের ; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে টাকায় /৭।।০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ নয় সের ; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে টাকায় /৮ আট সের ; দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮ আট সের ; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় /৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৯।।০ সাড়ে নয় সের ; বগুড়ায় টাকায় /৮।০ আট সের চারি ছটাক ; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকায় /৮।।০ সাড়ে আট সের হইতে /৯ নয় সের ; মালদহে টাকায় /৮৸০ পৌণে নয় সের ; কুচবিহারে টাকায় /৮৸০ পৌণে নয় সের ; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জে টাকায় /৭।।০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ সের ; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮।।০ সাড়ে আট সের ; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, ও গোপালগঞ্জে টাকায় /৭।।০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ নয় সের ; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাবাজপুরে টাকায় /৭।।০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮।।০ সাড়ে আট সের ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৮।।০ সাড়ে আট সের হইতে /৯।।০ সাড়ে নয় সের ; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় /৯ নয় সের হইতে ।০।।০ সাড়ে দশ সের ; নওয়াখালী ও ফেনীর সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ৷০ দশ সের ; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৮ আট সের হইতে ।৩।০ সোয়া তের সের।

কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে উপাধির সনদ প্রদান করিবার নিমিত্ত বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট হাউসে একটি দরবার আহ্বান করিবেন।

"বেঙ্গল উইক্‌লী"

(ইংরাজী সাপ্তাহিক)

—এবং—

"বাঙলার কথায়"

(বাঙলা সাপ্তাহিক)

বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।

সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা

৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।

বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

রবি ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার

[১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কর্বেলিন মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যেল এণ্ড ফারমেসিউটিকেল ওয়ার্কস, ৯৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতায় পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৸৵০ করিয়া।

তামাক গাছের গোড়া পঁচা রোগ।—এক প্রকার সাদা ছাতা জাতীয় রোগ তামাক গাছের মাটি সংলগ্ন স্থানে আক্রমণ করে ও ইহার ফলে তামাক গাছ নিস্তেজ হইয়া ঢলিয়া পড়ে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় গাছের কতক পাতা হেলিয়া পড়ে ও আক্রান্ত স্থানের বাকল আর্দ্র ও বিবর্ণ হয়। এই অবস্থায় ভিতরের গ্রন্থিসমূহও নরম হইয়া যায়। অতঃপর এই রুগ্ন স্থান ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে, উপরে ও নীচে বিস্তৃত হয় ও ইহার বাকল খসিয়া পড়িয়া ভিতরের অবয়ব প্রকাশ করিয়া দেয়।

এই রোগ এত তাড়াতাড়ি বর্দ্ধিত হয় যে, উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার পূর্ব্বেই অনেকখানি বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

প্রতিকার বিধি।—(১) জমির স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

(২) গাছ ঘন করিয়া লাগাইবে না।

(৩) জমির জল নিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

(৪) রুগ্ন গাছ মাত্রই সাবধানে তুলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

(৫) ১ ভাগ ফেনলের সহিত ৬০০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিবে।

তামাক পাতাতে দাগ ধরা রোগ।—তামাক পাতার এক প্রকারের সাদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট রোগ দেখা যায় ; উহাকে সার্কাস্পোরা নিকোটিনে বলা হয়। আক্রান্ত স্থানগুলি পরে পাতাতে ছিদ্র রাখিয়া ঝরিয়া পড়ে।

প্রতিকার।—আক্রান্ত গাছ হইতে কখনও বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। বীজতলাতে যদি চারা গাছে এই রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে গাছের উপর বোর্দো মিক্সচার ছিটান দরকার।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ বাহিনীর বিরাট সাফল্য

ইটালীয় সেনাদলের শোচনীয় পরাজয়

বারদিয়ার পতন

ইটালীর হাই-কম্যাণ্ডের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়দের প্রাণপণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও বারদিয়া রণক্ষেত্রের আরও কয়েকটি শক্ত ঘাঁটি ইটালীয়দের হস্তচ্যুত হইয়াছে। এই রণক্ষেত্রে তীব্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। বৃটিশ নৌ-বাহিনী সোমালিল্যাণ্ডের উপকূলে গোলবর্ষণ করিয়াছিল এবং বৃটিশ বিমানবাহিনী এরিত্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের ইটালীর ঘাঁটিতে হানা দিয়াছিল।

সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, বারদিয়ায় পঁচিশ হাজারেরও বেশী ইটালীর সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বেলা ১ ঘটিকার সময় বারদিয়ায় শত্রুপক্ষ সর্ব্বপ্রকার বাধাদানে ক্ষান্ত হয়। শহর রক্ষায় নিয়োজিত সমগ্র বাহিনী ও রসদ এবং সাজ-সরঞ্জাম বর্ত্তমানে বৃটীশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। বারদিয়ার ইটালীর বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল বার্জোনজোলী, অন্য একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ও আরো চারিজন উচ্চপদস্থ জেনারেলকেও বন্দী করা হইয়াছে। বিধ্বস্ত অথবা হস্তগত যুদ্ধ জিনিসের মধ্যে ৪৫টি লাইট ও ৫টি মিডিয়াম ট্যাঙ্কও রহিয়াছে।

বৃটিশ বেতার-কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত

বিমানাক্রমণের ফলে লণ্ডনের বেতার-ভবন গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উহার উপর দুইবার বোমা পতিত হইয়াছে। বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের কয়েকজন কর্মচারী লণ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে নিহত হইয়াছেন এবং উহাদের কয়েকজন আহত হইয়াছেন। প্রথম রাত্রে ঘোষণাকারী যখন সংবাদ বলিতে আরম্ভ করেন তখন প্রথম বোমাটি পড়ে। উহাতে ঘোষণাকারীর পাঠে কোন বিঘ্ন হয় না। জার্ম্মাণ সংবাদও পড়া চলিতে থাকে। নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও আছেন। দ্বিতীয় রাত্রে অট্টালিকাটি গুরুতরভাবে বিধ্বস্ত হয়। একজন পুলিশম্যান নিহত হয় এবং কয়েকজন আহত হয়। প্রতিটি আক্রমণ ঘোষণার সঙ্কেত মুহূর্ত্তেই সংঘটিত হয় বটে; কিন্তু দেশী ও বিদেশী সকল কার্য্যসূচীই অব্যাহতভাবে অনুসৃত হইতে থাকে। বিদেশী কার্য্যসূচী প্রায় ৩০টি ভাষায় ঘোষণা করা হয়। গত সোমবার রাত্রে ও মঙ্গলবার সকালে ইংলণ্ডেও কোন বিমান আক্রমণ হয় নাই। বিমান বিভাগের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "সংবাদ দিবার মত কিছুই নাই।"

তব্রুকের দিকে বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

একখানা সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তব্রুকের দিকে অগ্রগতি সাফল্য সহকারে চলিতেছে। সুদান অঞ্চলে গাল্লাবাতের পূর্ব্বদিকে উদ্যমশালী সৈন্যেরা শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। কেনিয়ার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, তব্রুকের বহির্ভাগে অবস্থিত ইটালীয় রক্ষীবাহিনীর সহিত বৃটিশ যান্ত্রিক বাহিনীর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

কায়রোর পরবর্তী অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, তব্রুকের অদূরে ইটালীর বিমান ঘাঁটি এলআদেম হইতে ইটালীর সৈন্যেরা সরিয়া গিয়াছে। বৃটিশ যোদ্ধাবাহী বিমানের আক্রমণে অকেজো হইয়া পড়া ৪০টি বিমান-পোতকে বৃটিশ সৈন্যেরা হাত করিয়া লইয়াছে। মিশরে অবস্থিত রাজকীয় বিমানবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পরে রাজকীয় বিমানসমূহ তোব্রুকের উপর আরও আক্রমণ চালাইয়াছে। সমুদ্রের বেলাভূমিতে এবং শহরের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বোমা পড়িয়াছে, কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ডের্ণার উপরেও সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালান হইয়াছে। তোব্রুক এলাকায় একখানা সি আর ৪২নং বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ একখানা রণবিমানও ধ্বংস হইয়াছে। কয়েকটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে লিবিয়ার শক্তিবৃদ্ধি-করে বাধাদানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ইটালীর বিভিন্ন বন্দরে ৫ শত জার্ম্মাণ বিমান ও ১০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এদিকে অপর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে শক্তিশালী একটি সেনাদল আসিয়া আবিসিনিয়া সীমান্তে সমবেত হইয়াছে।

রোমে ইটালীর কর্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে বার্দিয়ার সর্ব্বশেষ ঘাঁটিগুলির পতন হয়। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, অনেক সৈন্য নিহত, আহত ও নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের গোলাগুলীর কারখানা বিনষ্ট

প্রকাশ, খৃষ্ট জন্মদিবসের পূর্ব্বদিন চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত পূর্ব্ব মোরাভিয়ায় অবস্থিত লোনিকার গোলাগুলী নির্ম্মাণের কারখানাটী ধ্বংস হইয়াছে এবং প্রায় ৮০ জন লোক নিহত হইয়াছে। মোরাভিয়ার রাজধানী ব্রুনো শহরটি উক্ত স্থান হইতে ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী। ব্রুনোতে তিনটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। যুদ্ধের প্রথম হইতেই কারখানাটি জার্ম্মাণ কর্তৃত্বাধীন ছিল, কিন্তু শ্রমিকদের অধিকাংশই চেক।

তব্রুকেরপতন আসন্ন

রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনীর লৌহ বেষ্টনী এখন ক্রমশঃ তব্রুকের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। সংগ্রামের ধরণ সম্পর্কে এখন ঠিক কোনও সংবাদ পাওয়া না গেলেও রণক্ষেত্রে অবস্থিত ওয়াকেবহাল ব্যক্তিরা সংবাদ দিতেছেন যে, বর্ত্তমানে উভয় পক্ষে কামানের সংগ্রাম চলিতেছে।

বৃটীশ জাহাজ ও ইটালীয় সাবমেরিণের লড়াই

বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজ "সেক্সপীয়রের" নাবিকগণ একটিমাত্র কামান লইয়া একটি ইটালীয়ান সাবমেরিণের বিরুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া পর্ত্তুগালের উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় জাহাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লণ্ডনে এই নৌ-যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। দুই-ঘণ্টাকাল যুদ্ধ চলে। যখন উক্ত জাহাজের ১৯ জন নাবিক নিহত এবং অবশিষ্ট ২৩ জন আহত হয়, তখন লাইফ বোট সমুদ্রবক্ষে নামান হয়। ইহার কিছুকাল পরেই "সেক্সপীয়র" জাহাজের গোলার আঘাতে জলমগ্ন হয়। লাইফ বোটটি ইটালীয়ান ইউবোটের কাছাকাছি চলিতে থাকে এবং উহার উপর গোলার আঘাত ব্যর্থ হয় নাই দেখিতে পায়। ইটালীয়ানরা তাহাদের দুইজন নাবিক নিহত ও অন্যান্যেরা আহত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে।

ব্রিটিশ জাহাজ-ডুবির পরিমাণ হ্রাস

১৯৪০-এর শেষ সপ্তাহে প্রতিপক্ষের আক্রমণের ফলে ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধেক। নৌ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ৩১শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে মাত্র ৩টি বৃটিশ জাহাজ, টর্পেডো, কামান, মাইন অথবা বোমা দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৮,২০৮ টন মাত্র। ইহা ছাড়া ৪টি মিত্রপক্ষীয় জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। উহার পরিমাণ ১৯,৩৪৮ টন এবং সর্ব্বশুদ্ধ পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৫৫৬ টন। লণ্ডনের ওয়াকেবহাল মহল জাহাজ-ডুবি হ্রাসের বহুবিধ কারণ দিতেছেন। কেহ কেহ প্রতিকূল আবহাওয়ার কথা বলিতেছেন; আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, উৎকৃষ্ট সাবমেরিণের অধ্যক্ষের লোকান্তরে গিয়া যাওয়াই উহার কারণ।

গ্রীক বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ক্লিসুরা অধিকৃত হওয়ার পর ইটালিয়ানগণ বেরাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে; বিমানপথ হইতে তাহাদিগকে বিব্রত করা হইতেছে।

গ্রীসস্থ বৃটিশ বিমান বহরের হেডকোয়ার্টার্স হইতে লণ্ডনে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে প্রকাশ, দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বহু বৃটিশ বোমারু প্লেন ইটালীয়ান সৈন্য ও ট্যাঙ্কসহ যান্ত্রিক বাহিনীর উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিয়াছে। ইটালিয়ান সৈন্য, খচ্চর, ট্যাঙ্ক, ঘোড়া গাড়ী ইত্যাদি সমস্তই ক্লিসুরার উত্তরে বেরাট-গামী রাস্তা ধরিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

[১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারত সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিমানবল বৃদ্ধির আয়োজন

প্রকাশ, এ-পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের উপযোগী মোট ২৫ খানা নূতন প্লেন ভারত গভর্ণমেণ্টের হস্তগত হইয়াছে। ভারতীয় রিজার্ভ বিমানবাহিনী গড়িয়া তোলার জন্য যে দশটা ফ্লাইং ক্লাব মনোনয়ন করা হইয়াছে, এই সমস্ত প্লেন পাঁচটি ঐ সমস্ত ক্লাবে বিতরণ করা হইবে।

প্রথমতঃ বৎসরে ৩০০ জন পাইলট ও ২,০০০ জন মেকানিককে শিক্ষা দেওয়া এবং দুই বৎসর ধরিয়া এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখা সম্পর্কে বিশদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে ৫৮ খানা প্লেনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, তাহারই প্রথম কিস্তী স্বরূপ এই প্লেনগুলি আসিয়াছে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম ভাগেই, করাচী, দিল্লী, কানপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, পাটনা, যোধপুর ও হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য) এই দশটি ক্লাবে ১০০ জন পাইলট লইয়া গঠিত প্রথম দলের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। চার মাসের জন্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। ক্লাবগুলি যদি উপযুক্তরূপে ট্রেনিংয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারে এবং এরোপ্লেনের রিজার্ভে পরিণত হয়, তজ্জন্য পর্য্যাপ্ত-সংখ্যক ট্রেনিং প্লেন ও অতিরিক্ত ইঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। প্রত্যেক ক্লাবের জন্য এক একখানা "লিঙ্ক-ট্রেনারের"ও অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল।

ট্রেনিংয়ের খরচাপত্র ও মনোনীত প্রার্থীদের ভাতা গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাঙলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জ্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

নার্সদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা

পরীক্ষার জন্য কমিটী নিয়োগ

নার্স, হেলথ ভিজিটার, জনস্বাস্থ্য কর্ম্মী ও অন্যান্য সমাজ সেবা কর্ম্মিগণের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনা এবং শিক্ষা প্রণালীর উন্নতিকল্পে একটি পরিকল্পনা নির্দ্ধারণের জন্য বাঙলা সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, নার্সদের বর্ত্তমান শিক্ষাদান প্রণালী পরীক্ষা করিয়া তাহাদের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

নিম্নলিখিত সদস্য সমবায়ে এই কমিটী গঠিত হইয়াছে :—

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় (সভাপতি), বাঙলা সরকারের সার্জন জেনারেল, অল ইণ্ডিয়া হাইজিন ও পাবলিক হেলথ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টার, বাঙলার জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার, ডাফরিণ হাসপাতালের মেট্রণ মিস মাচিসে, বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার মিস এল সি ক্লার্ক, ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার এবং প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের মেট্রণ মিস কনকিনার।

বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার এই কমিটীর সেক্রেটারী ও সভার আহ্বায়করূপে কার্য্য করিবেন। যথাসম্ভব শীঘ্র রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কমিটীকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ড

১৯৪১ সালের জন্য সদস্য নিযুক্ত

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ চলচ্চিত্র সম্পর্কিত বঙ্গীয় সেন্সার বোর্ডের মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণ ১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে উক্ত সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন :—

(১) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, প্রেসিডেণ্ট (এক্স অফিসিও), (২) মিঃ উইলিয়াম বী, (৩) মিঃ সি, আর্চার, (৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার (এক্স অফিসিও), (৫) মিঃ জগন্নাথ কোলে, (৬) মিঃ এ, কে, চন্দ, (৭) মিঃ কে, নুরুদ্দীন, এম-এল-এ, (৮) মিঃ এস, ডি, মিত্র, (৯) মিসেস কে, ডি, জোয়াহিও, (১০) বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ, (১১) প্রেসিডেন্সী ও আসাম ডিষ্ট্রিক্টের ষ্টাফ ক্যাপ্টেন, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়াম (এক্স অফিসিও), (১২) বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার, (১৩) কলিকাতা পুলিশ হেড্ কোয়ার্টারের ডেপুটী কমিশনার (এক্স অফিসিও)।

বাঁকুড়া প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান

বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের পত্নী মিসেস উমা হালদারের সভানেত্রীত্বে সম্প্রতি বাঁকুড়া প্রসূতি ও শিশু মঙ্গল কেন্দ্রের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

শিশু মঙ্গল কেন্দ্রের সেক্রেটারীর রিপোর্ট জানা যায় যে, প্রথম বৎসরেই এখানে কাজ অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে। দরিদ্র শিশুদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ করা হয়, এবং দরিদ্র দুঃস্থদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার মিঃ হালদার প্রসূতি ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের জন্য ২ শত টাকা দান করেন।

যুদ্ধের শেষ সংবাদ

[১৩ পৃষ্ঠার জের]

৮০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

মধ্য-প্রাচ্যে অবস্থিত রয়টারের সংবাদদাতা নিম্নোক্ত খবর প্রেরণ করিয়াছেন :—

একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন যে, গত যুদ্ধে মিশর ও প্যালেষ্টাইন অভিযানে ব্রিটিশের যে সৈন্য হানি হয়, বা ১৯১৮ সালে সংগ্রামের শেষ মাসে, সেই সঙ্কটময় অবস্থার জার্ম্মাণীর যে পরিমাণ সৈন্য বন্দী হয়, পশ্চিম মরুভূমির যুদ্ধে এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ইটালীর তদপেক্ষাও অধিক সৈন্য হানি ঘটিয়াছে।

তুলনামূলক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

পশ্চিম মরুভূমির সংগ্রামে ইটালীর সৈন্য হানি :— বহু সৈন্য হত হওয়া ছাড়া ৮০ হাজার সৈন্য বন্দী হয়।

১৯১৪-১৮ সালে ব্রিটিশ মিসরীয় ও প্যালেষ্টাইন অভিযানকারী বাহিনীর মোট সৈন্য হানি হয় ৫৪ হাজার। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে ধৃত জার্ম্মাণ বন্দীদের সংখ্যা ৭২ হাজার।

সিসিলী দ্বীপে জার্ম্মাণ সেনাদল

ওয়াশিংটনে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কূটনৈতিক মহল মনে করেন, সিসিলি দ্বীপটি এখন জার্ম্মাণীর করতলগত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, বহু জার্ম্মাণ সৈনিক, বৈমানিক ও বিশেষজ্ঞ এই দ্বীপে আগমন করিয়াছে। সংবাদে আরও প্রকাশ, ইটালী বহুদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিল; কারণ সাহায্যের বিনিময়ে জার্ম্মাণী রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছিল। কিন্তু পরিণামে ইটালীকে বাধ্য হইয়া সাহায্যের জন্য জার্ম্মাণীকে অনুরোধ করিতে হয়। প্রকাশ, ইটালীকে সাহায্যের বিনিময়ে উত্তর ইটালীর ট্রিষ্ট প্রদেশটি ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইতিমধ্যেই নাকি বহু জার্ম্মাণ সৈন্য ট্রিষ্টে আগমন করিয়াছে। আরও প্রকাশ, ট্রিষ্ট বন্দরে অনেকগুলি জার্ম্মাণ বাণিজ্য জাহাজ আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

কৃষি-মন্ত্রীর সফর

ফেণী পরিদর্শন

কৃষিমন্ত্রী মাননীয় মওলবী তমিজউদ্দিন খাঁ গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ফেণী গমন করিয়াছিলেন। স্থানীয় কৃষক সমিতি, উইভিং স্কুল এবং মাদ্রাসার পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। মাদ্রাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার সম্মানার্থ একটী পার্টির আয়োজন করা হইয়াছিল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ

৩রা ফেব্রুয়ারী অধিবেশন আহূত

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিনিটে কলিকাতার পরিষদ কক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করিয়াছেন।

আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ২-১৫ মিনিটের সময় কলিকাতা পরিষদ কক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চ-পরিষদ) অধিবেশনও আহ্বান করা হইয়াছে।

বাঙলার গভর্ণর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেল্সম্যান ব্যয় নির্দ্ধারণ বিল (১৯৪০) এবং বঙ্গীয় আইনসভা সদস্যদের বিনাবেতন বিল (১৯৪০) দুইটিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কুইস্লিং শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নরওয়ের ভাগ্য কোন্ পথে ?

"নিউইয়র্ক টাইমসের" ষ্টকহলমস্থ সংবাদদাতা বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, নরওয়েতে "কুইসলিং শাসনের" বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রম-বর্দ্ধমান হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বলেন যে, জমুলো টিহু এঞ্জেলের নেতাগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতি রাখা ব্যাপারে বর্জ্জন করার ফলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নরওয়ের অর্থনৈতিক জগৎ নাৎসীর হাতের ক্রীড়নক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সহিত যোগদান করিয়াছে। ইহার ফলে কুইস্লিংয়ের পক্ষীয় সংবাদপত্র "ফ্রিট্ ফোক" "নু টো জ্যাট" কাগজকে দায়ী করিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে "নরওয়েতে এই মনোভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রত্যেক সমস্ত হানিকৃত-বর্তী। বার্লিন হইতে কুইস্লিংএর প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সকলে উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সকলেই এই কথা মনে প্রাণে অনুভব করিতেছে যে, দুইটি ব্যাপারের উপর নরওয়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। প্রথমতঃ কুইস্লিং জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাহার পরীক্ষাধীন সময় বর্দ্ধিত করিয়া নিতে পারিবে কিনা, কিম্বা তিনি অথবা তাহার আন্দোলন অপর একটি কৃত্রিম গভর্ণমেণ্ট দ্বারা স্থানচ্যুত হইবে কিনা।

বঙ্গীয় অন্ধত্ব নিবারণী সমিতি

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক ১৯,২৬৭, টাকা মঞ্জুর

বাঙলা সরকার বঙ্গীয় অন্ধত্ব নিবারণী সমিতির জন্য ১৯,২৬৭ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে সমিতি কর্ত্তৃক বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি যাযাবর চক্ষু চিকিৎসালয় পরিচালিত হইবে। এই সর্ত্তে সরকার সমিতির সাহায্যকল্পে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করেন।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা, মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

সংবাদ-প্রেরকদের জ্ঞাতব্য

বাঙলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বে-সরকারী লোকদের পক্ষ হইতে বহু পত্রাদি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে এবং এইসব পত্রে প্রায়ই পল্লী-উন্নয়ন ও স্থানীয় বিভাগীয় কার্য্যাবলীর বিবরণী থাকে। "বাঙলার কথার" এমন কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের মতামত সন্নিবিষ্ট না থাকে। অতএব অনুরোধ করা যাইতেছে যে, কেহ কোন সংবাদ সরাসরি সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন না। ঐরূপ কোন বিবরণ পাঠাইতে হইলে সার্কেল-অফিসার, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফতে পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া ঐ সব রিপোর্ট সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইটালীর চরম দুর্দ্দশা

ফ্যাসিষ্ট শাসনের আসন্ন অবসান

ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের আধিপত্য পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে এবং উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী-অধিকৃত স্থানসমূহে ইহার একটা সুফল দেখা দিতে পারে।

বর্ত্তমান সংগ্রামে একটি স্বতন্ত্র শক্তি হিসাবে ইটালী পর্য্যুদস্তপ্রায় বলা চলে। আলবেনিয়া হইতে বিতাড়িত হইলে প্রচলিত ফ্যাসিষ্ট শাসন উক্ত ধাক্কা সামলাইয়া টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা, উহা বলা শক্ত। দিন দিন লিবিয়ায় মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর শক্তি ও রণনৈপুণ্য হ্রাস পাইতেছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর অবস্থা আরও শোচনীয়। ডোডেকানিজ হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে মনে করা যায়। সমুদ্রে আধিপত্য ব্যতিরেকেও সমুদ্রের পরপারে সংগ্রাম পরিচালনা করা যাইতে পারে মনে করার দরুণ উক্ত শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

ইটালীকে নৌ-শক্তি দিয়া জার্ম্মাণী সাহায্য করিতে পারিবে না। জার্ম্মাণীর বিরাট স্থলবাহিনী বলকানের পথে অগ্রসর হইয়া গ্রীস এবং সম্ভবতঃ তুরস্ক আক্রমণ করিয়া বসিবে; কিন্তু বিগত মহাসমরেই জার্ম্মাণী বেশ টের পাইয়াছে যে, শীতকালে বলকান অথবা আনাতোলিয়া আক্রমণ করা সোজা ব্যাপার নয়। তদুপরি খুব সম্ভব যুগোশ্লাভিয়া এবং তুর্কীরা নিশ্চয়ই আক্রমণ প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিবে। বুলগেরিয়াও তাহার রাজ্যের ভিতর দিয়া জার্ম্মাণ সৈন্য চালাইতে দিতে অসম্মত হইতে পারে। যাতায়াতের ভয়ানক অসুবিধা, কারণ রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং রেলওয়ে খুব কম। এমন একটি দেশে বিশেষতঃ শীত ঋতুতে "ব্লিৎস্‌ক্রীগ্‌" কার্য্যকরী হইবে না।

যদি জার্ম্মাণী শেষ পর্য্যন্ত ইটালীর উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে গত মহাসমরে জার্ম্মাণী মিত্রশক্তিদের ন্যায় ইটালীকেও বার্লিনের আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হইবে। অপরপক্ষে বৃটেন যদি সাহসী গ্রীক্‌ বাহিনীর সাহায্যে ইটালীকে দাবাইয়া রাখিতে পারে তাহা হইলে ইটালীর আর রক্ষা নাই। তেমন অবস্থায় ভূমধ্যসাগর পুরাপুরিভাবে একটি বৃটিশ হ্রদে পরিণত হইবে।

বিমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতি

এক বছরের হিসাব

বৃটিশ বিমান দপ্তর হইতে ১৯৪০ সনে বিমান সংগ্রামের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসরে বৃটিশ জঙ্গী প্লেনসমূহ ৩,০৯০ খানা শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে। বৃটেনের খোয়া গিয়াছে ১০৫ খানা প্লেন, কিন্তু ৪০০ জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছে।

প্লেনধ্বংসী কামান, বেলুন ব্যারেজ প্রভৃতিও বিস্তর শত্রু প্লেন ধ্বংস করিয়াছে; ফলে শত্রুর মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে সাড়ে তিন হাজারেরও উপর। প্লেনধ্বংসী কামানগুলি ৪৪৪ খানা শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে রাজকীয় বিমানবহর সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণদের ৯৫৭ খানা ও বৃটেনের ২৯৭ খানা প্লেন খোয়া গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসে দুই পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে ৯৫৭ ও ৩১৮।

ডিসেম্বর মাসে বিমান যুদ্ধের পরিমাণ অত্যন্ত কম। কিন্তু ৫ই ডিসেম্বর তারিখে কিছু তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। এইদিন রাজকীয় বিমান বহর ১২ খানা শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী

রিজার্ভ ট্রেনিং পরিকল্পনা পরিবর্দ্ধিত

বিমান বাহিনীর রিজার্ভ ট্রেনিং পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ৫৮ খানা টাইগার মথ ও মথ মেজর বিমানের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল। তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ভারতে পৌঁছিয়াছে এবং বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবের মধ্যে বণ্টিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, শীলওয়ালা কমিটি বিমান চালনা শিক্ষাদানের জন্য প্রথম দলে যে ১৩০ জন প্রার্থীকে মনোনীত করিয়াছেন, তাহাদের লইয়া এক বিমানবাহিনী রিজার্ভ ট্রেনিং পরিকল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল প্রার্থীকে বিমানচালনা শিক্ষালাভের জন্য বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবে প্রেরণ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, আরও প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কে শীঘ্রই একটি ঘোষণা প্রচারিত হইবে।

পল্লী উন্নয়নে নোয়াখালীর অগ্রগতি

নানা দিক দিয়া প্রশংসনীয় কাজ

নোয়াখালী জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাজ বিগত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বেশ ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময় পল্লীবাসিগণ ধান্য বপন ও পাট কাটার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও জাতি গঠনকার্য্য ক্রমশঃ অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে। এই জেলার বিভিন্ন অংশে ও পল্লী অঞ্চলে প্রচারকার্য্যের জন্য বহু সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সমস্ত সভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল এবং স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ বিশেষভাবে সহযোগিতা ও উৎসাহদান করিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। পল্লী-স্বাস্থ্য ও লাভজনক কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে লোকের ধারণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পল্লী সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। পল্লীর রাস্তাঘাটের উন্নতি ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বয়স্কদিগের শিক্ষার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। ফেণী মহকুমায় পরিকল্পিত "পল্লীসংস্কার ও কচুরীপানা ধ্বংস সপ্তাহ" যথেষ্ট সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। দক্ষিণ সাতাবা ও দক্ষিণ ধানাদাহী গ্রামে বড় বড় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উহা ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে। জেলার নৈশ-বিদ্যালয় ও পল্লী-পাঠাগারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ উচ্চ আদর্শে রহিয়াছে। [প্রেস-নোট]

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ১৪ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়কার দুগ্ধপালিত পশ্বাদির বাজার দর সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের চীফ্ মার্কেটিং অফিসার নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন:—

উক্ত সপ্তাহে মোট ৩৩৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হয়, তন্মধ্যে ২১৪টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ১২২টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং ৩৫০টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৯৮৲ হইতে ১২৫৲ এবং ১৪২৲ হইতে ১৮৫৲ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। প্রত্যহ গাভী ও মহিষের দুগ্ধ যথাক্রমে ৬ হইতে ১০ সের এবং ১০ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল।

ঢাকা জেলায় শরীর-চর্চ্চার ব্যবস্থা

মুন্সীগঞ্জে ভলিবল প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি মুন্সীগঞ্জ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঢাকা ভলিবল এসোসিয়েশন একটি ভলিবল খেলা প্রদর্শনের আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র, প্রধান শিক্ষক এবং শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কীত উপদেষ্টা উপস্থিত ছিলেন। এই ক্রীড়া প্রদর্শন বিশেষ শিক্ষামূলক এবং প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় বিভিন্ন স্থানের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক ও হেড্‌ মাষ্টারগণও উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে মুন্সীগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কীত সংগঠনকারী এই ক্রীড়া প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছিলেন।

মালখানগরে সন্তরণ-ক্রীড়া প্রদর্শন

স্থানীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক খেলাধূলা

মালখানগর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের বাৎসরিক খেলাধূলা সম্পর্কে সম্প্রতি সন্তরণ, ডুব-সাঁতার এবং ওয়াটার-পোলো খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গজারীয়া ওয়াটার পোলো এবং ব্যায়াম সমিতি সন্তরণ, ডুব-সাঁতার এবং ওয়াটার পোলো খেলা প্রদর্শন করিয়াছিল।

কাশীপুর ইউনিয়নের ওয়াটার পোলো ক্লাবও উক্ত খেলা প্রদর্শন করিয়াছিল। অনুষ্ঠানটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মালখানগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এবং মালখানগরের জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রদর্শিত সমস্ত খেলাধূলাই খুব উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল এবং উহা ছাত্রদের শিক্ষামূলক ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

গ্রীসে বৃটিশের সাহায্য প্রদান

ব্যাপকভাবে সৈন্যগণের সাজ-সরঞ্জাম প্রেরণ

আলবেনিয়ার পর্ব্বতের প্রচণ্ড শীত যাহাতে সহ্য করিতে পারে, তজ্জন্য বৃটেন অধিকাংশ গ্রীক সৈন্যের নিমিত্ত যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতেছে। মিশর হইতে গ্রীসে এই নিমিত্ত ক্রমাগত সাজ-সরঞ্জাম প্রেরিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বৃটেনের কার্য্যকরী সাহায্য বিমানপোতরূপেও বহুতই রহিল। দিনের পর দিন রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিবৃতি হইতে জানা যায় কিভাবে বৃটিশ বৈমানিকগণ ক্রমাগত অবাধভাবে ইটালীর সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদের বিপক্ষের সম্মুখ ভাগ এবং বন্দরসমূহকে নিরাপদে রাখিতেছে এবং ব্যাপকভাবে শত্রুদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

এখন যেরূপ সফলভাবে গ্রীক সৈন্যদের নিমিত্ত সাহায্য প্রেরণ করা হইতেছে, প্রচণ্ড শীতকালেও ঠিক সেই একই ভাবেই নানারূপ জিনিষপত্র প্রেরিত হইবে এবং আশা করা যায় যে ভারী ও মজবুত বৃটিশ বুট পরিধান করিয়া গ্রীক সৈন্যগণ তাহাদের পদযুগলকে উষ্ণ রাখিতে পারিবে। যথা এশিয়া হইতে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বুট পাঠানো হইয়াছে।

সেই প্রচণ্ড শীতের রাতে বৃটিশের গরম কম্বল গায়ে দিয়া সৈন্যগণ শরীরকে উত্তপ্ত করিতে পারিবে, দস্তানা, সোয়েটার, ব্যালাক্লাভা হেলমেট প্রভৃতিও বৃটিশের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

দেশরক্ষা ব্যাপারে যথা এশিয়ার কাঁটা তার এবং বালুকা-ভর্ত্তী বস্তা প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করিয়াছে এবং ইটালীর অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাঙ্ক ও বিমান-ধ্বংসী কামানসমূহ প্রেরণ করিয়াছে।

শিল্পে চিত্রকলা প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ বিশ্বাস করেন যে, ভারতীয় শিল্পের বক্তব্য বিষয়টি জন-সাধারণের নিকট ফুটিয়ে তুলতে ভারতীয় চিত্রকলাই বিশিষ্টরূপে উপযোগী।

ভারতের অধিবাসী সমস্ত চিত্রশিল্পীদের চিত্রাবলী সাদরে গৃহীত হবে এবং উদ্যোক্তা "বার্মা শেল" শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য ৫০০৲ শত টাকার একটি উপহার দেবেন। নিয়মাবলী এবং অন্যান্য বিবরণাদি "বার্মা শেল" অথবা বিভিন্ন পুরস্কারদাতাদের নিকট প্রাপ্তব্য। প্রদর্শনী ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে ২৫০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা ও ৫০৲ টাকার উপহার আছে ও ষষ্ঠ (শিশু) বিভাগের জন্য যে-কোন অনুমোদিত চিত্রাঙ্কন শিক্ষালয়ে বৃত্তির বন্দোবস্ত আছে।

প্রবেশার্থীর আবেদনপত্র ও চিত্রাদি গভর্ণমেণ্ট স্কুল-অব-আর্ট, চৌরঙ্গী, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পয়লা হতে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পাঠাতে হবে।

প্রবেশার্থীদের একটা বিশেষ সুবিধা

ভারতীয় ছাত্রগণকে উৎসাহিত করবার জন্য ছাত্র-প্রবেশার্থীদের কোনো বিভাগে কোনো প্রবেশমূল্য লাগবে না, যদি তাঁদের প্রবেশপত্রের সঙ্গে কোনো অনুমোদিত চিত্রাঙ্কন শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষের স্বীকারোক্তি থাকে যে, প্রবেশার্থী একজন চিত্রবিদ্যার ছাত্র। অন্যান্য প্রবেশার্থীদের জন্য মাত্র ১৲ টাকা প্রবেশমূল্য ধার্য্য হয়েছে এবং এই মূল্যে একজন ছয়খানি পর্য্যন্ত চিত্র প্রদর্শনের জন্য পাঠাতে পারেন।

বিভিন্ন বিভাগ ও উপহারদাতাগণের নাম

১। প্রাচীরপত্র (আউটডোর)
দি ডানলপ রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ

২। অক্ষরাঙ্কন (লেটারিং)
"আনন্দবাজার পত্রিকা"
"হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড"

৩। চারুশিল্প (ডেকোরেটিভ আর্ট)
দি ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশ্যান্ বোর্ড

৪। কাপড়ের ডিজাইন
(টেক্সটাইল ইণ্ডাস্ট্রি ডিজাইন)
দি মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ

৫। আধার-রচনা (প্যাকেজ ডিজাইন)
দি মেটাল বক্স কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

৬। শিশু (জুভেনাইল)
দি টাটা আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

২৪শে ফেব্রুয়ারী—৮ই মার্চ্চ

B. S. H. 41

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2538

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা

সংগ্রাম পরিচালনায় বৃটিশের সুযোগ-সুবিধা

আটলাণ্টিক লাইন উন্মুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা

[জনৈক সামরিক সংবাদদাতা লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

স্থল-যুদ্ধে আমাদিগকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া ১৯৪০ সন আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। পশ্চিম মরুপ্রান্তরে সংঘটিত যুদ্ধের যে বিবরণ প্রত্যহ প্রকাশিত হইতেছে, উহা আমাদের বিজয়-গৌরবকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

মাত্র এক সহস্র লোকের প্রাণের বিনিময়ে চল্লিশ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী করা এত বড় কৃতিত্বের পরিচয় যে, উহার অধিক আলোচনাই সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। ইহা আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন কর্মচারী ও স্থল, নৌ এবং বিমান বিভাগের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার সহিত আলবেনিয়ার যুদ্ধে গ্রীক্ সাফল্য মিলাইয়া বিচার করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, আমাদের সামরিক পরিস্থিতির উপর ইহা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের সূচনা করিবে এবং ফলে আমাদের সমর-নীতিরও রদবদল হইবে।

জার্ম্মাণীর একটা খুব বড় সুবিধা এই যে, তাহাকে দূর দেশে যাইয়া যুদ্ধ করিতে হয় না। দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে হাউস-অব-কমন্সে প্রধান-মন্ত্রী সে-সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপের পথে গত জুলাই এবং আগষ্ট মাসে ইংলণ্ড হইতে মিসরে বন্দুক-কামান ও ট্যাঙ্ক পাঠাইতে হইয়াছিল। ইহাকে বহিঃসীমান্তের সংগ্রাম বলা যায়।

হিটলার একটা বৃত্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তিনি খুব সহজেই উহার যে কোন অংশে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারেন, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য প্রেরণ করা আমাদের পক্ষে ততটা সহজ নহে। ইহা একটা জ্যামিতিক উদাহরণ মাত্র। ভূপৃষ্ঠে পাহাড়-পর্ব্বত, সমুদ্র, মরুপ্রান্তর ও আবহাওয়ার বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান থাকার সৈন্য পরিচালনায় নানা বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। উপরোক্ত অসুবিধার বিষয় বাদ দিলেও ভূগোল বিদ্যা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্পর্কে সামান্য জানা-শোনা লোক পর্য্যন্ত ইহা বেশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারে যে, হিটলার বড় জোর তিন দিনে জার্ম্মাণীর যে কোন স্থান হইতে ইতালী এবং স্পেনে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন, উত্তমাশা অন্তরীপের পথে আমরা ততটা অল্প সময়ের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে মিশরে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারি না। এজন্য আমাদের যুদ্ধ-কর্তৃপক্ষকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৈন্য ও রণসম্ভার প্রেরণের সুব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করিয়া রাখিতে হয়—হিটলারকে তাহা করিতে হয় না। আমাদের যুদ্ধ-কর্তৃপক্ষকে শুধু জানা সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হয় না—অনেক কিছু অনুমানও করিতে হয়। হিটলারের পক্ষে উহা আদৌ আবশ্যক নয়। সঠিক অনুমান আমাদিগকে ইহাই নির্দ্দেশ দিতেছে যে, নিজ দেশে পরাজয় বরণ করিয়া দূরদেশে জয়লাভ করার কোন মানে হয় না, ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। সুতরাং মাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আক্রমণের হাত হইতে রক্ষার্থ আমাদিগকে বিলাতে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখিতেই হইবে। প্রধান-মন্ত্রীও ঠিক ইহাই বলিয়াছেন।

দূর-প্রাচ্যে একজন সৈন্যাধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হওয়ায় সেরূপ কোন সমালোচনা হয় নাই, অথচ ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ইহা এক্সিস শক্তির অন্যতম মিত্র রাষ্ট্রটিকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতেছে যে, ইউরোপ এবং আফ্রিকার ঘটনাবলী আমাদিগকে চীন দেশে ও প্রশান্ত মহাসাগরে আমাদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন করিয়া রাখিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে সামরিক পরিস্থিতি তাহা হইলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়:—

বৃটিশ সাম্রাজ্য এক্ষণে দুইটি সীমান্তে লড়িতেছে এবং তৃতীয়টির অপেক্ষায় আছে। আটলাণ্টিক সীমান্তে সে বেশ শক্তিশালী এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা হইতে প্রেরিত রণসম্ভারপূর্ণ রক্ষীবেষ্টিত জাহাজগুলি যদি সে আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত নিজে উদ্যোগী হইয়া আক্রমণ করার শক্তি তাহার জন্মে নাই। ভূমধ্যসাগরের রণক্ষেত্রে সে ইটালীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রশান্ত মহাসাগরে, সে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ প্রখর চক্ষুবিশিষ্ট জাপানীদের উপর কড়া নজর রাখিয়াছে।

জার্ম্মাণী এক্ষণে সংগ্রাম পরিচালনার পূর্ণ আয়োজনে খাস বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হইয়া আছে। তাহার অদ্ভুত ধারণাক্রমে সে আমাদের এই দুর্গ সম দ্বীপের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছে। উভয় পক্ষই জানে, ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা অন্য কোথাও হইবে না।

রাজকীয় বিমান বাহিনীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায় জার্ম্মাণীকে বাধ্য হইয়া আর একটি শীত ঋতুর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ব্যতিরেকে ইউরোপের অন্য কোথাও শীত ঋতু যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত সময় নয় এবং এই অঞ্চলেই এক্ষণে এক্সিস শক্তির সাহায্যের একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থিত আমাদের জীবন-তন্ত্রী সদৃশ বাণিজ্য-পথটি যদি অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে সবই আমাদের অনুকূল হইবেই। কারণ উক্ত বাণিজ্য-পথে যে রণসম্ভার আমেরিকা হইতে আসিতেছে, উহা দিন দিন আমাদের অসুবিধাগুলি এক এক করিয়া দূর করিয়া দিবে। অন্য পক্ষে জার্ম্মাণী যদি উহা কার্য্যকরীভাবে বন্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সময় তাহার অনুকূলে যাইবে। ইহার আরও একটি দিক আছে। যে-পক্ষ খুব অধিক পরিমাণে আধুনিকতম মারণাস্ত্র তৈরী করিতে সক্ষম হইবে, সময় শুধু তাহার অনুকূল হইয়া উঠিতে পারে। ফ্রান্স ও বেলজিয়ম আক্রমণ করিতে জার্ম্মাণী বিলম্ব করায়, "ফোর্ড"র কারখানায় ভারী ওজনের ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণে তাহার পক্ষে বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং গত মে মাসে সে উহার সাহায্যে ফ্রান্সের মরিস বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দেয়।

যাহা হউক, এ-ব্যাপারে রাশিয়ার মতিগতি, জার্ম্মাণীর তৈল-সরবরাহ প্রভৃতি আরও এমন বহু বিষয় আছে, যাহা এ-ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচিত হইতে পারে না।

ইহার শেষ কোথায়? আগামী কয় মাসের মধ্যে হয়ত আমরা দেখিতে পাইব যে, মুসোলিনীর অনুরোধক্রমেই হউক কিম্বা ইটালীয়ানদের বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াই হউক জার্ম্মাণী ইটালীয়ানদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করিবে। উহার ফলাফল যাহাই হউক না কেন, আগামী বসন্তকালে হিটলার আবার নৌ ও বিমান বাহিনী এবং সম্ভবপর হইলে স্থল-বাহিনী লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হইতে পারে। মন্ত্রী-পরিষদের সদস্যগণ এবং স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর উপর গভীর আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি।

ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বাজেট সেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং, লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা তাহা হইতে দূরবর্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ বা জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, দূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগরের তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে বিদিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৭শে জানুয়ারী—১৯৪১

আত্ম-প্রত্যয়, সাহস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন

একনায়কত্বে পরিচালিত দেশগুলির পক্ষ হইতে অন্য দেশের উপর অত্যাচার চালানের যে ধারা এতদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রকৃতই অসুবিধা দেখা দিয়াছে। জার্ম্মাণী ও ইটালী যে একতরফা আন্তর্জাতিক আইন চালাইয়া আসিয়াছে, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দ্বারা রাজনৈতিক ডাকাতির হিসাবে ইহার গুরুত্ব স্বভাবতঃই অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে। ব্যবসাদার ঠগবাজ এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইয়া নিত্য নূতন লোককে ঠকাইবার সুযোগ পায়। কিন্তু হিটলারের অবস্থা আজ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, জার্ম্মাণীর এই নাৎসী নায়ক দ্বারা অতীতে বা বর্ত্তমানে যাহারা প্রতারিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহাদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাদের সকলেই আজ সম্মিলিতভাবে এই অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রতারকের অপরাধ অনুষ্ঠানের বিষয় বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হওয়ায় যেমন অসতর্ক লোকেরাও সতর্ক হইয়া পড়ে, সেরূপ ক্ষেত্রে জনতার মধ্যে হইতে কাহারও সাহায্য না পাইলে এবং পরোক্ষভাবে জন-সাধারণের সহযোগিতা লাভ না করিলে পরিত্রাণ পাওয়া পাকা বদমায়েশের পক্ষেও সম্ভবপর হয় না। যেসব দেশ বিজয় করিয়াছে, তাহার সব স্থানেই নাৎসীরা স্থানীয় জনগণের শান্তিপ্রিয়তা, নিরুদ্বেগ মনোভাব প্রভৃতির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অনুষ্ঠিত নিত্য নূতন অনাচারের দ্বারা বিভিন্ন দেশের জনগণ আরো বেশী করিয়া সতর্ক হইতে পারিয়াছে। কারণ যে-সব দেশকে আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে খুব কম সময়ই দেওয়া হইয়াছিল।

ফ্যাসিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রীস যেরূপ দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বুঝা গিয়াছে যে, নাৎসী অনাচারে বিভিন্ন দেশের জনগণ যে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। আমেরিকায়ও যেরূপ সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও বুঝা গিয়াছে যে, ইউরোপীয় ডিক্টেটরদ্বয়ের পক্ষে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার কল্পনা প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এ-সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন:—"ডিক্টেটরগণ যখন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন তাহারা যুদ্ধের কোন সঙ্গত উপলক্ষের জন্য মোটেই অপেক্ষা করিবে না। কারণ, নরওয়ে, ডেনমার্ক বা হল্যাণ্ডের ব্যাপারে যুদ্ধ বাধাইবার মত উপলক্ষের জন্য তাহারা আদৌ অপেক্ষা করে নাই।"

যুদ্ধ বাধাইবার বহু ছুঁতো বাহিরে বলিয়া অতি অনায়াসেই সৃষ্টি করা যাইতে পারে। নরওয়ে ও হল্যাণ্ড দখলের সময় যেরূপভাবে "বৃটিশ অনাচারের" ছুঁতো আবিষ্কারের চেষ্টা নাৎসীরা পাইয়াছিল, আয়ারল্যাণ্ডে বোমা বর্ষণের পর এরূপ কথারই পুনরুক্তি আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই বুঝা যায়—"আয়ারে" নূতন রণক্ষেত্র সৃজনের চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। বিশ্বের অপর প্রান্তে ভারতের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে যে সংগ্রাম বাধিয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। গ্রীক ও বৃটিশ কামানের বিজয়-গর্জনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ইউরোপ-খণ্ডেও যুদ্ধের ব্যাপারে নূতনতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে।

আত্ম-প্রত্যয়, অদম্য সাহস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারাই মাত্র সকল অপ্রত্যাশিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে জয়যাত্রা

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী অপরাহ্নে বারদিয়া দুর্গ বিজয় হইতে আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটীশ-বাহিনীর যে বিজয় অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই লক্ষ্য করিবার মত। কিছুদিন পূর্ব্বে রোম হইতে প্রচারিত বেতার-বার্ত্তায় এই বারদিয়া দুর্গকে ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রক্ষণা-ঘাটি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু মাত্র ৩৬ ঘণ্টা কাল আক্রমণ চালাইয়া বৃটীশ যান্ত্রিক-বাহিনী অষ্ট্রেলিয়ান পদাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় এই দুর্গটি দখল করিতে সমর্থ হয়। অবশ্য এই সুসংবদ্ধ আক্রমণ চালানোর পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছিল। ইটালিয়ান বাহিনী অবশ্য খুব বীরত্বের সহিতই লড়িয়াছিল; কিন্তু তাহাদের সেনাপতি জেনারেল বার্গেনজলী তাঁহার অধীনস্থ বাহিনীকে বিপদের মুখে রাখিয়া দুইদিন পূর্ব্বেই গোপনে পলায়ন করিয়াছিলেন।

বিগত ৯ই ডিসেম্বরের পর হইতে মার্শাল গ্রাজিয়ানীকে কম-পক্ষে একলক্ষ সৈন্য হারাইতে হইয়াছে (২৪,০০০ নিহত এবং ৭০,০০০ বন্দী)। পক্ষান্তরে বারদিয়া বিজয়ে বৃটীশ পক্ষের ৬০০ শতেরও কম সৈন্য নষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জামের দিক দিয়া ইটালীয়দের ক্ষতি এত বিরাট যে, এ-পর্য্যন্তও তাহার সঠিক হিসাব করা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু একমাত্র আল্-আদেম্ বিমান-ঘাঁটিতেই ৪০ খানা ক্ষতিগ্রস্ত বিমান পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যাইতে পারে রণ-সম্ভারের দিক দিয়া ইটালীয়দের ক্ষতি কতটা হইয়াছে।

বারদিয়ায় এই বিজয়ের পর জেনারেল ওয়াভেলের বিজয়ী বাহিনী আরো অগ্রসর হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, বিজয়ী বৃটীশ বাহিনী লিবিয়ার অন্তর্গত সুরক্ষিত তব্রুক বন্দরের নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ফলে এই বন্দরটির সহিত স্থল ও জলপথে উভয় দিক দিয়াই ইটালীর সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আকাশ-পথের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলেও বলা চলে যে, তব্রুকের পার্শ্ববর্ত্তী আল্‌গুবি ও আল্-আদেম বিমান-ঘাঁটির রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে পরিত্যক্ত হওয়ায় অবস্থা স্বভাবতঃই অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে সমুদ্র ও বিমান উভয় দিক হইতেই তব্রুকের উপর বোমা ও গোলা বর্ষণ করা হইতেছে এবং সমগ্র জগত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে যে, ফ্যাসিষ্ট সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় প্রধান দুর্গের পতন হইতে কতদিন লাগে।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে অন্য কোথাও যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আবিসিনিয়া হইতে বিশেষ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু বৃটীশ বিমান-বাহিনীর অবিরত বোমা বর্ষণের ফলে ইটালীর শাসনের বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার উপজাতীয়দের বিরুদ্ধতা যে আরো বর্দ্ধিত হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। আবিসিনিয়ায় ইটালীর সৈন্যের সংখ্যা অনেক। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট মতবাদ-বিরোধী রাজ-পরিবারের সন্তান "আওষ্টার ডিউক" এই নব-বিজিত দেশে রাজ-প্রতিনিধিরূপে বর্ত্তমানে কাজ করিতেছেন, মুসোলিনীর জন্য এই ব্যাপার শেষ পর্য্যন্ত হয়ত খুব সুবিধাজনক না-ও হইতে পারে।

বৃটীশ বিমানের কৃতিত্ব

জার্ম্মাণীর অন্যতম সুরক্ষিত নগরী ব্রেমেণ বন্দরে সম্প্রতি এক রজনীতে বৃটীশ বিমান বাহিনী বিরাট আকারের সঙ্গে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবিরত গর্জন এবং জার্ম্মাণ যুদ্ধ-বিমানগুলির প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও এই আক্রমণে বৃটীশ বিমানগুলির একটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। পরদিন রজনীতেও আর একদল বৃটীশ বিমান ব্রেমেণে অভিযান করিয়া আরো কতকগুলি বোমা ফেলিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

পরদিন জার্ম্মাণ বেতারে যে সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহাতেও ব্রেমেণের এই আক্রমণের বিষয় অস্বীকার করা সম্ভবপর হয় নাই। নাৎসী পরিচালিত প্যারিস রেডিও হইতে সেদিন এক ঘোষণায় বলা হয়:—"বার্লিন হইতে প্রচারিত সামরিক বিবৃতি অতি সংক্ষিপ্ত ও হতাশাব্যঞ্জক। ব্রেমেণের উপর উপর্য্যুপরি যে দুইবার বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে জার্ম্মাণীর বিরাট ক্ষতি হইয়াছে। অনেকগুলি বড় বড় কারখানার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং দুইদিন যাবত আগুন জ্বলিতেছে। ৬০০ লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।"—অবিরত মিথ্যা প্রচারই যাহার কাজ, জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগের সেই প্রখ্যাতনামা নায়ক ডাঃ গোয়েবল্‌স্‌ও যে ব্রেমেণের আক্রমণ সম্পর্কে সত্য স্বীকার না করিয়া পারেন নাই, তাহা হইতেই বুঝা যায়—বৃটীশ বিমান-বিভাগ জার্ম্মাণীর কতটা ক্ষতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্যারিস রেডিওর এই ঘোষণা যেদিন রাত্রে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই রাত্রেই বৃটীশ বিমানসমূহ পুনরায় ব্রেমেণের উপর হানা দেয় এবং তীব্রভাবে বোমা বর্ষণ করে। এই আক্রমণ ৩ ঘণ্টাকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এবং ৫০ জায়গায় তীব্রভাবে আগুন জ্বলিতে দেখা গিয়াছিল। মাত্র এক মাইল স্থানের মধ্যেই ২০টি বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল এবং আকাশ-প্রজ্বল বিস্ফোরণ ও তীব্র ধূমে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, ইহা হইতেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই আক্রমণ কতটা তীব্রতর হইয়াছিল।

ভারতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা

১২ই মে পুণাতে পরীক্ষা আরম্ভের সিদ্ধান্ত

১৯৪১ সনে লণ্ডনে ও ভারতে একই সময়ে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে বলিয়া আইন-শিক্ষার কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতের প্রধান-বিচারপতিকে ঐ কথা ঘোষণা করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যে সমস্ত ছাত্র নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কিন্তু যুদ্ধের জন্য লণ্ডনে গমন করিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

আগামী ১২ই মে হইতে পুণাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত ছাত্র পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবগতির জন্য শীঘ্রই একটি নূতন ঘোষণা প্রকাশিত হইবে।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব ও অর্থ-সচিব

ময়মনসিংহ জেলায় সফর

সম্প্রতি বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন ময়মনসিংহের কেন্দুয়া কালীবাড়ী নামক স্থানে গমন করিয়া প্রায় ১২ হাজার লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা দান করেন। তিনি সকলকে সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন। অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ্, এস্ সোহরাওয়ার্দীও সভায় বক্তৃতা করেন।

স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁহার বক্তৃতায় সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতির সমর্থন করিয়া বলেন, ইহার ফলে প্রয়োজনানুরূপ পাটচাষ হইবে এবং তাহাতে চাষীরা লাভবান হইতে পারিবে। কোন কোন অঞ্চল হইতে প্রচার করা হইতেছে যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন কেবলমাত্র দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর প্রয়োগ করা হইবে এবং ধনী চাষীরা উহা হইতে রেহাই পাইবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে ঐ আইনের আমলে আনিবার জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারিগণকে কড়া আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক বা অন্য সকল প্রকারের উন্নতি নির্ভর করিতেছে বৃটেনের যুদ্ধ জয়ের উপর। কারণ বৃটিশ সরকার স্বাধীনতামূলক গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে যোগদান করিয়াছেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দী স্বরাষ্ট্র-সচিবকে সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। দেশে ও বিদেশে যে পরিমাণ পাটের প্রয়োজন, তিনি তাহার উল্লেখ করতঃ বুঝাইয়া দেন যে, কেন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে। তিনি বলেন এই আইনের ফলে চাষীদের ব্যক্তিগত অসুবিধা হইতে পারে সত্য, কিন্তু কৃষকদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য সামান্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক। তিনি আশা করেন কৃষকগণ এই সামান্য অসুবিধার জন্য সরকারের কার্য্যে বিরক্ত হইবে না। বর্ত্তমানে তাহাদিগকে যে সামান্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাহা দূর হইবে।

যুদ্ধে জয়ের ফলে চাষীরা কতটা লাভবান হইবে, তাহার উল্লেখ করিয়াও মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, যুদ্ধের পরে শত্রুদের দেশেও যখন পাট চালান দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইবে, তখন নিশ্চয়ই পাটের মূল্য খুব বৃদ্ধি পাইবে।

মাননীয় মন্ত্রীদ্বয় শেরপুরের অপর এক সভায়ও বক্তৃতা দান করেন।

গত ১৫ই জানুয়ারী ময়মনসিংহের চেচুয়া নামক স্থানে ৩০ হাজার লোকের এক সভায় স্বরাষ্ট্র-সচিব মহোদয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ময়মনসিংহ জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান খান সাহেব নূরুল আমিন, সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু প্রতিষ্ঠান ও হিন্দুদের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রীকে কয়েকখানা মানপত্র প্রদান করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন চাষীদের উন্নতির জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। তিনি বলেন এই আইন সকলকে মানিয়া চলিতে হইবে এবং যদি কেহ উহা লঙ্ঘন করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

মানপত্রের উত্তরে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষির সহিত শিল্পোন্নতির জন্য হিন্দু অধিবাসিগণ যে প্রস্তাব

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[১ম কলমের শেষ]

করিয়াছেন, তাহার উত্তরে তিনি বলেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যগণের সহিত ঐ বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন।

মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন ও মাননীয় মিঃ এইচ, এস্, সোহরাওয়ার্দী ভৈরবে অনুষ্ঠিত ময়মনসিংহ জেলা মোস্লেম লীগ সম্মেলনেও যোগদান করিয়াছিলেন; শত সহস্র লোক মন্ত্রী মহোদয়গণকে দেখিবার জন্য ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিল।

আগামী আদমশুমারী ও জনগণের কর্ত্তব্য

সকল সম্প্রদায়ের নিকট মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেন :—

"আগামী আদমশুমারীর প্রাক্‌কালে আমি বাঙলার সকল সম্প্রদায়কে সম্মিলিত হইয়া আদমশুমারীর কার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত ও প্রকৃত জন-সংখ্যার নির্ভুল গণনা সম্পাদনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। বিভিন্ন স্বার্থ-বিশিষ্ট দল কর্ত্তৃক অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ সবেই উত্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সেই সকল বিষয় উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। লোক-গণনা কার্য্য যাহাতে যথাসম্ভব সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে সহযোগিতা ও ঐক্য স্থাপনের জন্যই আমার এই আবেদন। সত্যকে অবিকৃত অবস্থায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হওয়াই আমাদের উচিত—আমাদের কামনা অনুযায়ী যেন তাহার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে না যাই। আমি আশা করি, নগর, শহর ও পল্লী-অঞ্চলের জন-নেতাগণ তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব ও অনুবর্ত্তীগণকে জন-সংখ্যার সঠিক গণনার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবেন। কারণ গণনা কার্য্য সঠিক না হইলে আদমশুমারীর কোন মূল্যই থাকে না। যে মনোভাব লইয়া আমি এই আবেদন জানাইতেছি, সেই মনোভাব লইয়াই আমার এ আবেদন গৃহীত হইবে বলিয়া আশা করি।"

লর্ড হ্যালিফাক্স ও দিল্লীর ষ্টেশন-মাষ্টার

ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের স্মৃতি-কাহিনী

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড হ্যালিফাক্স সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন। "পিলগ্রিম" ক্লাবের দ্বারা গত ১০ই তারিখে তিনি সম্মানিত অতিথি হিসাবে সম্বর্দ্ধিত হন। সেই সভায় তিনি একটি সুন্দর গল্প বলেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের বড়লাটরূপে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে দিল্লী পরিত্যাগকালে তিনি যখন গাড়ীতে উঠিতেছিলেন তখন ষ্টেশন মাষ্টারকে সুব্যবস্থার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। তাহার উত্তরে ষ্টেশন মাষ্টারটি জবাব দিয়াছিলেন: "আমি আপনার জন্য এমন কিছুই করি নাই যাহার জন্য ধন্যবাদ পাইতে পারি। আপনাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারাটা একটা বিশেষ আনন্দের বিষয়।"

"পিলগ্রিম"দের উদ্দেশ্য করিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন: "আমার সন্দেহ নাই যে, আপনারাও আমাকে অনুরূপ শুভেচ্ছার সহিত বিদায় দান করিবেন।"

লর্ড হ্যালিফাক্স লর্ড উইলিংডনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বড়লাট ছিলেন; তখন তাঁর নাম ছিল লর্ড আরউইন।

আমেরিকায় নাৎসী চর

বিচারে দুই বৎসর কারাদণ্ড

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ছাড়পত্র (পাসপোর্ট) সংক্রান্ত প্রবঞ্চনার জন্য গত ১০ই জানুয়ারী মার্শাল গোয়েরিংএর জনৈক অনুচর নিউইয়র্কের এক আদালত কর্ত্তৃক ২ বৎসরের কারাদণ্ড ও ৫০০০ পাউণ্ড অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আসামীর নাম উলরিচ্ ব্যাম্বারাস্। ব্যাম্বারাসের বয়স আটান্ন, মাথায় টাক, শরীর মজবুত এবং পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিপাটি। সে স্বীকার করিয়াছে যে, নাৎসী বন্ধুদের হইতে জার্ম্মাণী হইতে বহু অর্থ আনিয়া সে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে জমা রাখিত। ঐ অর্থে ঐ সকল দেশে নাৎসীদের প্রচার কার্য্য এবং গুপ্তচর বৃত্তি ও নাৎসী কর্ম্মচারীদের নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রকাশ পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বিভাগের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্যাম্বারাস হেঃ স্যাক্ট, গোয়েবিং, গোয়েবেল্‌স্ প্রভৃতি বড় বড় নাৎসী চাঁইদের বন্ধু।

এ-পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক যে সকল দেশ আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই নাৎসী অভিযানের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্যাম্বারাসকে দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮ সালে যখন মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তখন মিউনিকেও সে উপস্থিত ছিল।

মহাজন আইন সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে

রায় বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ, বি, সি, এস্

(Director, Debt Conciliation, Western Circle, Bengal)

কৃত

বঙ্গীয় মহাজন আইন

এই পুস্তক সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের প্রকাশিত "বাঙলার কথা"য় প্রশংসাপত্র পাঠ করুন।

এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিশেষজ্ঞ কর্ত্তৃক লিখিত। পূর্ব্বকৃত দেনার কিরূপে নূতন হিসাব-নিকাশ করিতে হইবে, নিলামী সম্পত্তি কি অবস্থায় উদ্ধার করা যাইতে পারে, আবার কি কি অবস্থায় এই আইন খাটিবে না তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে (১) এই আইন আমলে নূতন করিয়া যে হিসাব ও সুদ কষিতে হইবে তাহার দুইটি আদর্শ দেওয়া আছে। ইহা তাঁহার স্বকপোল অসম্ভব। ইহা অন্য কোন পুস্তকে পাইবেন না। (২) নিয়মাবলী ও তৎসঙ্গে যে সব ফারমে দরখাস্ত ও হিসাব করিতে হইবে তাহা দেওয়া হইয়াছে। (৩) এই আইন ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্যে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্টে বুঝান হইয়াছে। (৪) বিশেষ পরিশিষ্টে খাই খালাসী বন্ধের হিসাব, ছানী বিচার কি অবস্থায় কতদিন মধ্যে চলিবে, জজসাহেব কর্ত্তৃক বিভিন্ন ইত্যাদি বিষয়ে চাষী-খাতক আইনের যে নূতন নিয়মাবলী ও ফারম অল্প কয়েকদিন হইল গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আগাগোড়া নকল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (৫) মহাজন আইন ও সংশোধিত চাষী-খাতক আইন আমলে আদালত সম্পর্কে অদ্যাবধি প্রকাশিত আবশ্যকীয় সমুদায় বিজ্ঞাপন ও তারিখ দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই বই কিনিয়াছেন তাঁহারা ক্রিপশন ডাকখরচ, রেজিষ্টারী ফিস্ ইত্যাদি বাবদ পাঁচ আনা পাঠাইলে বাকী অবশিষ্ট অংশ রেজিষ্টারী যোগে পাইবেন। অন্যথায় কেবল ক্লিপ পাঠাইলে তাহা তাঁহাদের সাধারণ ডেলিভারী পাইবে।

১৫০ পৃষ্ঠার বহির মূল্য মাত্র এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ,

১৬নং অক্রুর দত্ত রোড, কালীঘাট, কলিকাতা।

কয়েদীদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা

বাঙলার জেল-সমূহের ১৯৩৯ সালের বিবরণী

বাঙলার জেলসমূহের পরিচালনায় ১৯৩৯ সালের রিপোর্টে বলা হইয়াছে,—যদিও প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদিগকে শিক্ষাদানের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রবর্তনের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, তথাপি আলোচ্য বৎসর কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য ঢাকা ও রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে দুইজন করিয়া এবং মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সী ও আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ইতিপূর্ব্বেই বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছে। জেল স্কুলসমূহের অবস্থা আগাগোড়া বেশ সন্তোষজনক।

অন্যান্য জেলেও ঐ পরিকল্পনা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। কোন কোন ডিষ্ট্রীক্ট জেলে কাজ চালাইবার উপযুক্ত একটা পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছে। কুমিল্লা জেলে এক স্বতন্ত্র স্থানে অপ্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীদিগকে নিয়মিত পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথায় প্রাপ্ত-বয়স্ক কয়েদীদের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উহার ফল বিশেষ সন্তোষজনক।

"ক" শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য বগুড়া জেলে একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল। কয়েদীগণ শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে যে, "খ" শ্রেণীর কতিপয় বন্দীকেও শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। সিউড়ী, রংপুর ও বীরভূম জেলেও উপযুক্ত বন্দীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ঘরের ভিতরে খেলিবার উপযোগী যে সমস্ত খেলার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তৎসমুদয় আলোচ্য বৎসরেও চলতি ছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে জেলসমূহে ১৪,৭৭৮ জন পুরুষ ও ১৫০ নারী কয়েদী ছিল। ১৯৩৮ সালে পুরুষ ও নারী কয়েদীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,৩২৩ এবং ১২৯ ছিল। আদালত হইতে সশ্রমদণ্ডপ্রাপ্ত পুরুষ ও নারী কয়েদীদের সংখ্যা আলোচ্য বৎসর যথাক্রমে ২৪,২৩৩ এবং ৬০৬ ছিল এবং পূর্ব্ব বৎসর যথাক্রমে ৩২,৫০০ এবং ৫৫৯ ছিল।

আলোচ্য বৎসর মোট ৫৪,৬৫০ জন কয়েদী মুক্তিলাভ করে, তন্মধ্যে আপীলে ৫১৫ জন, দণ্ডভোগ শেষ হওয়ায় ২৫,৮৭২ জন, দণ্ডমওকুফবিধি অনুযায়ী ৭,৫৬৪ জন এবং গভর্ণমেণ্টের আদেশে ৪১৯ জন মুক্তিলাভ করে। ২৯৩ জনকে দ্বীপান্তরে এবং ১০ জনকে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার হাসপাতালে পাঠান হয়। আলোচ্য বৎসরে যে সমস্ত কয়েদী পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পুনরায় ধৃত হয় নাই। ৪ জন কয়েদীর ফাঁসী হইয়াছে এবং ১৭৩ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৯,৭৯৯ জন কয়েদীকে অন্যান্য জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে ২৯৩ জন বন্দীকে পোর্ট ব্লেয়ারে (দ্বীপান্তরে) পাঠান হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯০ জন বাঙলার, ৩১ জন আসামের এবং ১৭২ জন পাঞ্জাবের লোক। বাঙলার ৯০ জন কয়েদী স্বেচ্ছায় আন্দামানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ২৯ জন সাধারণ কয়েদীকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে মাত্র ২ জন বাঙলার লোক। আলোচ্য বর্ষে কোন বিপ্লবী বন্দীকে আন্দামানে পাঠান হয় নাই এবং তথা হইতে আনা হয় নাই।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে জেলসমূহে ২৩৯ জন বিপ্লবী বন্দী ছিল; বৎসরের শেষে তাহাদের সংখ্যা ৮০ ছিল।

আলোচ্য বৎসরে কোন জেলে রাজবন্দী (ষ্টেট প্রিজনার) কিংবা বিনাবিচারে আবদ্ধ কোন বন্দী ছিল না।

আলোচ্য বৎসর মোট ৬০৬ জন নারী কয়েদী জেলে আসিয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৫৫৮ জন আসিয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরের প্রথমে ১১ জন দেওয়ানী কয়েদী ছিল সমস্ত বৎসরে ১২৯ জন (১২৮ জন পুরুষ, ১ জন নারী) খালাস পায় এবং বৎসরের শেষে ৫ জন থাকে।

বাঁকুড়া বোরষ্টাল স্কুলের কাজ অতিশয় সন্তোষজনক। তথায় আলোচ্য বৎসর ২৪৮ জন এবং ১৯৩৮ সালে ২৬৩ জন বালক ছিল।

আলোচ্য বৎসর নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ কার্য্যে পরিণত হয়:—

কয়েদীদিগকে ঘানি টানায় নিয়োগের সঙ্কোচ সাধন।

বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া প্রেসিডেন্সী জেলে এবং মেদিনীপুর ঢাকা ও রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেলে কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পুরুষ-নারী কয়েদীদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য জেলে অবৈতনিক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ।

এক জেল হইতে অন্য জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার সময়ে আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিবার সুবিধালাভ।

যে সমস্ত কয়েদী ক্রমাগত তিন বৎসর কোন অপরাধ করে না, তাহাদিগকে ৬০ দিন পর্য্যন্ত দণ্ড মওকুফ করা।

এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বৎসরে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়।

সেণ্ট্রাল ও ডিষ্ট্রীক্ট জেলসমূহের এবং বাঁকুড়া বোরষ্টাল স্কুলের লাইব্রেরীর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য বৎসর ব্যয় করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এক হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য রুড মার্টিন ফাণ্ড হইতে পুলিশ কমিশনার দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ১,৯৮৫ জন কয়েদী ঐ ফাণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়াছে।

বালকদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাহাদিগকে শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে লেখাপড়াও শিখান হইয়াছে। একটি বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ময়মনসিংহ, বরিশাল, কুমিল্লা, দার্জিলিং, দিনাজপুর ও বর্দ্ধমান জেলে বেশ লাভ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে জেলে প্রস্তুত ১,০১,৪৭৭৲ টাকা মূল্যের জিনিষ বিক্রীত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ৭৬,৯৪৯ টাকার জিনিষ বিক্রীত হইয়াছিল।

বেলজিয়ামে জার্ম্মাণ-অনাচার

অর্দ্ধেক গৃহের বিনাশ বা ক্ষতি

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণী ১৮ দিন ধরিয়া বেলজিয়ামের উপর যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহার ফলে ৩৪ হাজার ঘরবাড়ী ধ্বংস হইয়াছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া আরও ১৪ হাজার বাড়ী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আবার উক্ত আক্রমণের ফলে ছয় হাজার মাইল পরিমিত রাস্তারও প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের ডিফেন্স বণ্ড

বাঙলায় সোয়া পনর কোটী টাকা সংগৃহীত

গত ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১৯৪৬ সনে পরিশোধ্য শতকরা তিন টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড এবং তিন বৎসরের ম্যাদি বিনা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় বাবদ বিভিন্ন ট্রেজারীতে নিম্নোক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

স্থানের নাম।	শতকরা ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১-৮-১৯৪০ হইতে ৩০-১১-১৯৪০ পর্য্যন্ত।	বিনাসুদে ডিফেন্স বণ্ড ১০-৬-১৯৪০ হইতে ৩০-১১-১৯৪০ পর্য্যন্ত।
কলিকাতা ..	১৪,৮৯,৮৯,৬০০৲	৩৩,৬৫,৭৭৫/০
বাখরগঞ্জ ..	১,২০০৲	..
বাঁকুড়া ..	..	..
বীরভূম ..	৫,২০০৲	..
বগুড়া ..	..	..
বর্দ্ধমান ..	৪৩,২০০৲	১৫৩৲
চট্টগ্রাম ..	৫৩,১০০৲	৪০০৲
ঢাকা ..	২,২০০৲	৪৪,০০০৲
দার্জিলিং ..	২৪,৯০০৲	১২,৩১২৲
দিনাজপুর ..	২,০০০৲	..
ফরিদপুর ..	৬০০৲	..
হুগলী ..	..	..
জলপাইগুড়ি ..	৪,৫০০৲	৬০০৲
হাওড়া ..	৫৩,৩০০৲	২,৫৫১৲
যশোহর ..	..	..
খুলনা ..	..	..
মালদহ ..	..	..
মেদিনীপুর ..	৭,০০০৲	..
মুর্শিদাবাদ	১,৫০০৲	..
ময়মনসিংহ ..	৫,০০০৲	..
নদীয়া ..	৮০০৲	৫,০০০৲
নোয়াখালী ..	..	..
পাবনা ..	৪,০০০৲	..
রাজশাহী ..	..	.
রংপুর ..	৮৭,০০০৲	..
ত্রিপুরা ..	১৭,৬০০৲	৩০০৲
২৪-পরগণা ..	২০০৲	৫০০৲
মোট	১৪,৯৩,০২,৯০০৲	৩৪,৩০,৯৯১/০

"বেঙ্গল উইক্‌লী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাংলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

ঢাকা ও মালদহে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্নে ঢাকা রেসকোর্সের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: "দেশরক্ষা ব্যাপারে দেশবাসীর প্রত্যেকেরই কর্তব্য রহিয়াছে। কলিকাতা বা নয়াদিল্লীর কতিপয় সরকারী কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞদের কর্তব্য লইয়াই উহা সীমাবদ্ধ নহে।" সম্প্রতি ঢাকায় স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমউদ্দীন যুদ্ধ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, গভর্ণর বাহাদুর তাহার উল্লেখ করেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব বর্তমান যুদ্ধকে অগ্নিশিখার সহিত তুলনা দিয়া বলিয়াছিলেন যে, অতর্কিতভাবে উহা যখন যেদিকে খুশী বিস্তার লাভ করিতে পারে।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর যুদ্ধের জন্য বাঙলা হইতে কি পরিমাণ সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাঙলা হইতে যে গুলীবারুদ সরবরাহ করা হইতেছে, তিনি তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিবেন না। কেননা শত্রুপক্ষ ইহা জানিতে বিশেষ আগ্রহবান। তবে তিনি এই পর্যন্ত বলিতে পারেন যে, এই প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণেই গুলীবারুদ ইত্যাদি সরবরাহ করা হইতেছে। মহামান্য গভর্ণর কলিকাতা রক্ষার জন্য উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী এবং ১৬শ বাঙালী পল্টন বাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উক্ত সৈন্যবাহিনী দুইটি ভারতের উচ্চ সামরিক আদর্শের উপযুক্ত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যশোহর সফরের কালে স্থানীয় সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

গভর্ণর বাহাদুর বলেন: "আমি গতবার এখানে আসিবার পর যুদ্ধ কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটেনের অধিবাসীদের উপর উপর্য্যুপরি বিমান আক্রমণ চালান হয়। জলপথে গ্রেটবৃটেন আক্রমণের জন্য জার্ম্মাণরা বিগত শরৎকালে যে তোড়জোড় করিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা যখন সফল হইবার নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইল, তখনই অন্যদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গ্রীস আক্রান্ত হইল। বৃটেনের অধিবাসিবৃন্দের অদম্য সহনশক্তি, রাজকীয় বিমান বাহিনীর শক্তি এবং গ্রীকদের বাধাদানের প্রচেষ্টা অগ্নি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছে।" যুদ্ধে উপনিবেশসমূহের সহযোগিতার উল্লেখ করিয়া গভর্ণর উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের শৌর্য্যবীর্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন: "ইটালীয় সৈন্যরা ইউরোপ ও প্রাচ্যের মধ্যে যাতায়াতের পথ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভারত-রক্ষা প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই দিক হইতে ভারতীয় সৈন্যদের কৃতিত্ব অনেকখানি। কিন্তু একথা ভাবিলে ভুল করা হইবে যে, যেহেতু ইটালীর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে, সেইজন্য ভারতবর্ষেরও বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। স্বীয় স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিমাত্রের নিকটই বর্তমান যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যকার সমস্যা একজনকে লইয়া নহে। ব্যাপকভাবে দেশবাসী সকলেরই এই সমস্যা। আমি বাঙলার সর্ব্বত্র সফর করিতে মনস্থ করিয়াছি। কয়েক মাস পরে পুনরায় ঢাকায় পদার্পণ করিব।"

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর দেশবাসীকে দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ মিটাইয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করতঃ বৃহত্তর আদর্শের জন্য অনুপ্রাণিত হইতে অনুরোধ জানান।

ঢাকার মাননীয় নওয়াব বাহাদুর গভর্ণরকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। তদুপলক্ষে নওয়াব বাহাদুর বর্তমান ইউরোপের বিজিত দেশগুলির দুর্দশার উল্লেখ করেন। একুশিয়া অভিযান সম্পর্কে বর্তমানে আমেরিকা যে নীতি গ্রহণ করিতেছেন, নবাব তাহাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "বর্তমান ভারতের সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপ্রতি আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্রিটেন ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে ভারতের আদর্শ পৃথক নহে। উত্তর আফ্রিকায় বর্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহা ভারতেরই সংগ্রাম বলা যায়। ভারতবর্ষের একণে উচিত সাধ্যমত অর্থ ও সেনা প্রেরণ করিয়া সেই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করা।"

সভায় ঢাকা জেলার পক্ষ হইতে যুদ্ধ তহবিলের পক্ষ হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, বর্ক ৪৫,০০০্ টাকার একটি তোড়া দান করেন। গভর্ণর বাহাদুর তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া ঢাকার অধিবাসিবৃন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মালদহে গভর্ণর-বাহাদুর

বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন আর্থার হার্বার্ট জি, সি, আই, ই, এবং লেডি মেরী হার্বার্ট বাঙলার মন্ত্রী মাননীয় নওয়াব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর সহ বিগত ৭ই জানুয়ারী তারিখে স্পেশাল ট্রেনযোগে মালদহ পরিদর্শন করেন। ষ্টেশনে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য বহু লোক তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

বেলা ১০-৩০ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় গভর্ণর বাহাদুর জেলা যুদ্ধ-কমিটির সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলা যুদ্ধ কমিটির সভাপতি জেলা যুদ্ধ কমিটির কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করেন। ইহার পর গভর্ণর বাহাদুর কমিটির সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি যুদ্ধ কমিটির কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করেন এবং আরোও বলেন যে, তিনি আশা করেন যুদ্ধ-কমিটি তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টা আরোও প্রবল করিবেন। তিনি বলেন যে, আমাদের সম্মুখের সমস্যা হইল যুদ্ধকে আমাদের দেশ হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখা।

নাগরিক রক্ষী-বাহিনীর বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে রক্ষী বাহিনী জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সেতুস্বরূপ। তিনি কমিটির সদস্যদিগকে অনুরোধ করেন যে, সর্ব্ব-সাধারণকে বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে যেন যুদ্ধের কারণ ভালরূপে জানাইয়া দেওয়া হয়। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ১ টার সময় রক্ষীবাহিনী পরিদর্শন করেন। তৎপর ৩-০ তিনটা পাঁচ মিনিটের সময় জনসাধারণের সভা আরম্ভ হয়। এই সভায় প্রায় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। অভিনন্দন বক্তৃতার পর কমিটির প্রেসিডেণ্ট (জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) যুদ্ধ তহবিলে আরোও সাহায্য বাবদ ২১,০০০্ একুশ হাজার টাকার একখানা চেক মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে প্রদান করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বক্তৃতা প্রদান করেন।

গভর্ণর-বাহাদুর যশোহরে যে বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার একাংশের দৃশ্য।

রবি ফসলের বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা

চাষীদের জন্য কতিপয় জরুরী উপদেশ

তামাক

মাঠ ফড়িঙ।—বীজ বুনিবার পর বীজক্ষেতে মাঠ ফড়িং অঙ্কুরের সময় ছোট গাছ খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রতিকার।—(১) পুরাতন মশারী অথবা কোন রকম পাতলা কাপড় দ্বারা বীজের ক্ষেত ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

(২) নিম পাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেও মাঠ ফড়িং খাইতে পারে না।

চোরা পোকা বা কাটুই

বীজতলা হইতে তামাক গাছ ক্ষেতে লাগাইবার অল্পদিন পরেই ইহারা রাত্রিতে পাতা ও গাছ কাটিতে আরম্ভ করে। দিনের বেলায় গাছের গোড়ায় অল্প মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে। মাটী খুঁড়িলেই কীড়া গোটান অবস্থায় বাহির হইয়া আসে।

প্রতিকার।—(১) কীড়া-কাটা গাছের মাটী উল্টাইয়া কীড়াকে বাহির করিয়া মারিতে হয়।

(২) ক্ষেতে জল ঢুকাইয়া দিতে পারিলে কীড়াগুলি গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে; তখন পাখীতে অনেকগুলি খাইয়া ফেলে ও হাতে ধরিয়া মারিতে সুবিধা হয়।

(৩) যে ক্ষেতে প্রতি বৎসর কাটুই লাগে সে ক্ষেতে ফসল বুনিবার পূর্ব্বে ক্ষেতের কোণে বা আইলের পাশে কয়েক যায়গায় আগাছা ঘাস রাখিয়া বা বুনিয়া দিয়া ক্ষেতের সমস্ত আগাছা উঠাইয়া ফেলিলে কাটুইগুলি ঐ কয়েক যায়গায় রক্ষিত ঘাসে আসিয়া জড় হইবে। তখন উহাদিগকে মাটি খুঁড়িয়া মারিয়া ফেলিলে কাটুইর উপদ্রব কম হইবে।

(৪) ক্ষেতে সামান্য মুরগীর খাদ্য ছিটাইয়া দিলে মুরগীগুলি খাদ্যের অন্বেষণে পোকাগুলিও খুঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। তবে একেবারে ছোট গাছ থাকিলে মুরগীতে খুঁড়িলে অনেক গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ডাঁটার আব পোকা

এই পোকা ডাঁটায় ঢুকিলে ইহা ফুলিয়া উঠে। আব পোকার প্রজাপতি পাতা বা ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে কীড়া বাহির হইয়া ডাঁটায় ঢুকে ও উহা ফুলিয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) যখনই ডাঁটা, পাতার বোঁটা ও ডগা ফুলা দেখা যাইবে তখনই এই সমস্ত ডাঁটা ইত্যাদি ফুলা জায়গাটির একটু নীচে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়।

(২) একটি ধারাল ছুরী দিয়া ফুলা যায়গাটি লম্বালম্বি করিয়া দিলে কীড়াগুলি কাটা যায়, এবং গাছ আবার সতেজ হইয়া উঠে।

শুকনা তামাক

শুক্‌না তামাক পোকায় খাইয়া অনেক নষ্ট করিয়া থাকে।

প্রতিকার।—(১) তামাক প্রথম হইতেই ভাল করিয়া শুকাইয়া যাহাতে পোকা আর পৌঁছিতে না পারে এমন বাক্সে বা জায়গায় রাখা উচিত।

(২) যদি পোকা ধরে তাহা হইলে কার্ব্বন বাই-সালফাইড নামক একটি ঔষধ মাটির সরার উপর তুলা রাখিয়া তাহাতে ঢালিতে হইবে। এবং এই সরা বাক্সে তামাক পাতার উপর রাখিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া দিলে পোকা সকল মরিয়া যাইবে। তিন হাত লম্বা, দুই হাত প্রস্থ এবং দেড় হাত উঁচু এই মাপের একটা বাক্সের প্রয়োজন। ৯৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমেসিউটিক্যাল ওয়ার্কস, কলিকাতা ঠিকানায় কার্ব্বণ বাই-সালফাইড পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউণ্ড ১৸৵০ আনা।

বীজ আলুর পোকা

আলু ঘরে বা গুদামে রাখিলে ইহার ভিতর ছোট সাদা পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। আলু যখন ক্ষেতে তখন গাছের পাতার দুই পর্দ্দার ভিতর কিম্বা ডাঁটার ভিতর ইহার কীড়া থাকিয়া যায়। এই সকল গাছের মাথাগুলি ও থাওয়া-পাতা শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) এই পোকা আলুর চোখের কাছে ডিম পাড়ে। বীজ কিনিবার সময় ভাল দেখিয়া কিনিতে হয়, বা আলুর গাদায় এই পোকা দেখা দিলে তাহার বীজ না বুনাই ভাল।

(২) আলু গাছের ডগা শুকাইতে দেখিলে, সে গাছ উঠাইয়া জ্বালাইয়া দেওয়া উচিত।

(৩) আলু ভিজাইয়া পাতলা কাপড়ের মশারি দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে আলুর পোকা বীজে ডিম পাড়িতে পারে না। ঢাকিবার সময় কাপড় যেন আলুর গায়ে না লাগে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

(৪) এক ভাগ ক্রুডয়েল নাল কেরোসিন তৈল তিন ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া আলুকে এই জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া বালুর ভিতর রাখিলে আরও ভাল থাকে।

ছাতরা

বর্ষাকালে আলুতে তুলার মত সাদা ছাতরা পোকা হয়।

প্রতিকার।—(১) আলুকে চুণের জলে বা তুঁতের জলে ধৌত করিয়া আবার শুকাইয়া রাখিতে হয়।

(২) ক্রুডয়েল ইমালসনের ও ফিনাইলের জলে ধুইলেও হয়।

চোরা পোকা বা কাটুই

আলুর গাছের ডগা শুকাইয়া যাইতেছে দেখিলেই বুঝিতে হইবে "কাটুই" গাছের গোড়া কাটিয়া দিয়াছে। তখনই ঐ গাছের তলা খুঁড়িয়া পোকা ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার বিবরণ তামাকের পোকার কথা বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে।

সরিষা

বেড়ি।—ইহা একপ্রকার প্রজাপতির কীড়া। ইহারা সরিষার পাতা, ফুল ও ভুটি খাইয়া অনেক ক্ষতি করে।

[১০ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ব্যাপক পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

[৮ম পৃষ্ঠার শেষ]

খুলনা

(১) কারাপাড়া নামক গ্রামের প্রাক্-পাথ ভবনের মিশ্রিত একটি পাকা দালান নির্ম্মাণকল্পে .. ৮০০৲

নদীয়া

(১) মাঠযুড়া ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্-সারীর ভবন নির্ম্মাণকল্পে .. ৫০০৲

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোষ্ট অফিসে পাওয়া যায় এবং তার উপরে

।০ আনা, ।।০ আনা অথবা ১৲ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প লাগান।

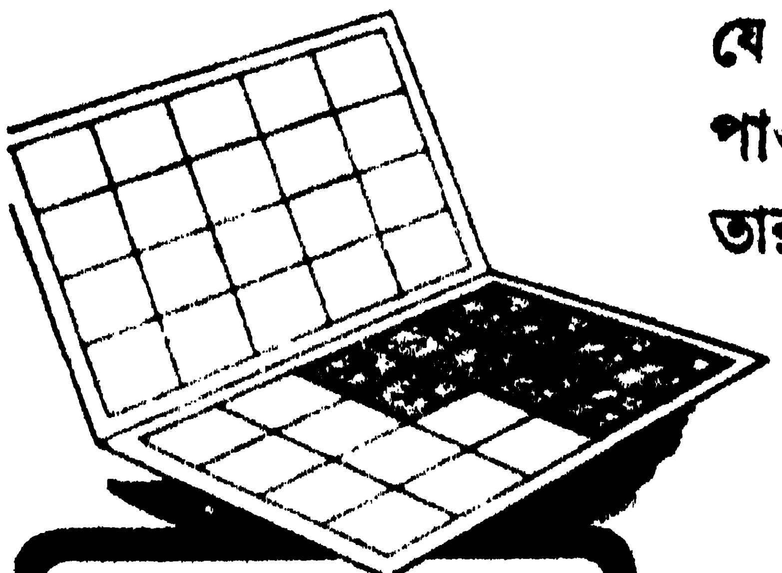

১০৲ টাকায় ৩৷৵০ আনা লাভ

যখন আপনার কার্ডে ১০৲ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমা হবে তখন তার পরিবর্ত্তে পোষ্ট অফিস থেকে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট চেয়ে নিন—১০ বছরের মধ্যে এই সার্টিফিকেটের দাম হবে তের টাকা ন' আনা।

প্রয়োজন হলে যে কোন সময় সুদ সমেত টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন

ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ কিনুন

G I 24

বাঙলায় সমবায়-আন্দোলনের প্রসার

১৯৩৮-৩৯ সালের বিভাগীয় বিবরণী

বিগত ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন তারিখে যে বর্ষ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙলা দেশে সমবায় সমিতি সমূহের কার্য্য সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে :—"সমবায় আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট একটি সুনির্দিষ্ট নীতি স্থির করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদে এই সম্পর্কে এক ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, এই প্রদেশে সমবায় আন্দোলনকে পূর্ণভাবে সমর্থন করিতে গভর্ণমেণ্ট সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং এই আন্দোলন যাহাতে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন। এই ঘোষণায় ইহাও বলা হয় যে, চাষীরা যাহাতে স্বল্প সময়ের মেয়াদী সাময়িক ঋণ পাইতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তাহারও ব্যবস্থা করিবেন। অনাদায়যোগ্য পুরাণো ঋণ ও দায়িত্বের জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য সমবায় সমিতির সম্মুখে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সমাধানার্থ গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া আমানতকারীদের মূল আমানতী টাকা ব্যাঙ্কসমূহের আয়ের অনুপাতে প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং এজন্য উপযুক্ত সাহায্য প্রদানেও সম্মত হয়েন।

"কৃষকদিগকে স্বল্প-সময়ের মেয়াদী ঋণ প্রদান সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, সরকারী প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও যদি ব্যাঙ্কসমূহে নূতন আমানত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে সমিতিসমূহের আর্থিক অবস্থা ও এসবের সদস্যদের বিষয়ে বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানে সম্মত হইবেন। ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে, এই উদ্দেশ্যে যেখানে প্রয়োজন হইবে সেখানে যথারীতি নূতন সমিতিসমূহ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠায় যেন আগের মত ভুল না করা হয়।"

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, উপরোক্ত ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর সমবায় আন্দোলনে অনেকাংশে নব-জীবনের সূচনা হইয়াছে। সরকারের এই ঘোষণা মত কাজ করার জন্য সমবায় বিভাগ যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক ঋণ প্রদানের জন্য ৬,২৫১টি শস্য-সমিতি গঠিত হয় এবং এই সব সমিতিকে মূলধন সরবরাহের জন্য প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহে ২০,০০,০০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এই টাকার মধ্যে সাড়ে তের লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্ট এক বৎসরের জন্য ঋণ হিসাবে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে প্রদান করিয়াছিলেন। সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে সমবায় আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ ক্রমে বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বর্ষে একটি অতিরিক্ত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক রেজিষ্টারী করা হয়।

অন্যান্য দিক দিয়াও কার্য্যের প্রসার সাধন করা হইয়াছিল। ধান্য, ইক্ষু ও মৎস্য বিক্রয়ের জন্য ব্যাপকভাবে ক্রয়-বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। চারিটি ধান্য সমিতি, ২টি মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতি, ১০৯টি সমবায় ইক্ষু উৎপাদন সমিতির সমন্বয়ে গঠিত ২টি ইক্ষু উৎপাদক সমবায় ইউনিয়ন এবং ১৬টি গ্রামের ২০,০০০ বিঘা জমিতে জল-সেচনের জন্য গঠিত একটি সেচ-সমিতি আলোচ্য বর্ষে বেশ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করিয়াছিল। একটি নূতন শিল্প-সমিতি ও হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ ১৬টি নূতন বয়নকারীদের সমিতি সংগঠন করা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীর সমিতিরও কার্য্যের প্রসার সাধিত হইয়াছিল।

বিভাগীয় নীতির পরিবর্ত্তনের ফলে পল্লী-অঞ্চলে অনেকগুলি ঋণদান সমিতি আলোচ্য বর্ষে গঠন করা হইয়াছিল। সকল শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা ২৮,২৫৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,৭০৭ হয়। এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৮৬৮,৫৪০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯৮৭,৪২০ হয় এবং ইহাদের মূলধনও ১৯ কোটি ৪৮ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ কোটি ২১ লক্ষে দাঁড়ায়।

কৃষি সম্পর্কিত ঋণদান সমিতির সংখ্যা ১৯,৯৩৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬,১২৩ হয় এবং এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৪০,০৮০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩২,৫৩৯ হয়। এই হিসাবে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, স্বল্প সময়ের মেয়াদী ঋণ ও ফসল ব্যাঙ্কগুলিও ধরা হইয়াছে।

অকৃষি সমিতিসমূহের দিক দিয়া বলা চলে—আলোচ্য বর্ষে ৩১টি শহরাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্ক, ৫টি বিবিধ সোসাইটী, ২টি নারী প্রতিষ্ঠান, ৪৬টি ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি এবং ২৩টি পল্লী-সংস্কার সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

কৃষি সম্পর্কিত সমিতির মধ্যে ৬,২৫১টি শস্য-ঋণ সমিতি ছাড়াও, ২৩টি সেচ সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের ঋণ মীমাংসার জন্য ৪১টি স্পেশাল সমবায় ঋণ-সালিসী বোর্ড গঠিত হইয়াছিল।

বৎসরের শেষ দিকে অনেকগুলি শস্য-ঋণ সমিতি গঠিত হওয়ায় স্বল্পসময়ের জন্য ঋণ প্রদানকারী সমিতির সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছিল। এই সব সমিতির কার্য্যকরী মূলধন ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৯৮ লক্ষ হইয়াছে।

বৎসরের শেষ দিকে মোট ৩২টি শস্য ব্যাঙ্ক ছিল; পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২৭টি। এই সব সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯৩৮ হইতে বাড়িয়া ১,০৩৯ হয়।

ক্রয়-বিক্রয় সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪ হইতে ৬৮ হয়। এই সব সমিতির সদস্য-সংখ্যাও ১৩,১১৪ হইতে বাড়িয়া ১৪,৩৫০ হয়।

সেচ-সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ৯৭৯ হইতে বাড়িয়া ১,০০১ হয় এবং এ সব সমিতির সদস্য-সংখ্যাও ২১,৬৪৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২২,২১৩ হয়। এই সব সমিতির মধ্যস্থতায় পূর্ব্ব বৎসরে ১৪৩,৭৭৮ বিঘা জমিতে জল-সেচন করা হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে ১৪৪,৮৭৮ বিঘা জমিতে জল-সেচন করা হয়।

বহু অঞ্চলে পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ অর্থাভাব সত্ত্বেও বেশ সুন্দর কাজ করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা), মূলঘর (খুলনা), ডোঙ্গাসমি (বাঁকুড়া), নিত্যানন্দপুর (বর্দ্ধমান), বাসবঙ্গ হরিদিয়া (ফরিদপুর), কাইকেরটেক (ঢাকা) ও নরোত্তমপুর (নোয়াখালী) নামক স্থানের সমিতির কাজের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারত সরকারের প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য দ্বারা শিল্প সমিতিসমূহ ও বয়ন-শিল্পীদের ইউনিয়নগুলি সুসংগঠিত করার চেষ্টা চলিয়াছিল। এই ধরণের সমিতির সংখ্যা ৫২৪ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৪৭ হয় এবং ইহাদের সদস্য-সংখ্যাও ১০,৯২৪ হইতে বাড়িয়া ১২,১২৩ হয়।

নওগাঁ গাঁজাচাষীদের সমবায় সমিতি আলোচ্য বর্ষে ১,৪৫৩ মণ গাঁজা ও ২৩২ মণ ভাঙ বিক্রয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে, এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৬৮৩ মণ ও ২২১ মণ। এই সমিতি আলোচ্য বর্ষে সুযোগ্য ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত ৩টি দাতব্য চিকিৎসালয়, ১টি হাই স্কুল, ২টি মধ্য ইংরাজী স্কুল, ১টি হাই মাদ্রাসা এবং ৫২টি প্রাইমারী স্কুল ও মক্তব পরিচালনা করিয়াছিল।

উৎপাদন ও বিক্রয় সমিতিসমূহের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ২৪৪ হইতে বাড়িয়া ৩৫০ হয়। ইক্ষু-উৎপাদনকারীদের সমিতি গঠন করার ফলেই এই জাতীয় সমিতিগুলির সংখ্যা প্রধানতঃ বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার কেন্দ্রীয় দুগ্ধ-সরবরাহ সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট শাখা সমিতিগুলি আলোচ্য বর্ষে ১,৯০,০০০৲ টাকা মূল্যের দুগ্ধ সরবরাহ করিয়াছিল। পূর্ব্ব বর্ষে ২,০৪,০২০৲ টাকার দুগ্ধ সরবরাহ করা হইয়াছিল। হুগলী জেলার উত্তরপাড়া দুগ্ধ-সমিতি বেশ সুন্দর কাজ করিয়াছিল। এই সমিতির নিজস্ব একটি গোচারণ মাঠ ও ৩টি প্রজনন ষণ্ড রহিয়াছে। বৎসরের শেষ দিকে মোট ৪টি দুগ্ধ-ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল। কলিকাতা ইউনিয়নের সঙ্গে ১২৩টি সোসাইটী সংশ্লিষ্ট। এই ইউনিয়নের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে অনেক টাকা মজুত রহিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই ইউনিয়ন ৩৭,৭২৮ মণ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রয় করে। এই বর্ষে ইউনিয়নের মোট ১১,০৬৯৲ টাকা লাভ হইয়াছিল।

ম্যালেরিয়া-নিবারণী স্বাস্থ্য-সমিতির সংখ্যা আলোচ্য বর্ষে ১,০৪০ হইতে বাড়িয়া ১,০৯১ হয়। এই সব সমিতির সদস্যসংখ্যাও ২০,১৩০ হইতে বাড়িয়া ২০,৫৫৮ হয়। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এই সব সমিতি নানা প্রকার প্রতিষেধক ও আরোগ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে নারী-সমিতির সংখ্যা ৮ হইতে বাড়িয়া ১০ হয়। এই সব সমিতির সদস্যাগণকে উন্নত ধরণের যন্ত্র সাহায্যে বয়ন-শিল্প শিক্ষাদান করা হইয়াছিল। সমিতিগুলির উৎপন্ন দ্রব্যাদি উন্নত শ্রেণীর হইয়াছিল এবং বাজারে বিক্রয়ও হইয়াছে যথেষ্ট। এই সব সমিতিকে পুনর্গঠিত করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১১৮টি; পূর্ব্ব বর্ষে এই সংখ্যা ছিল ১১৭। এই সব ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রাম্য সমিতির সংখ্যা ২০,০৫৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪,২০৫ হয় এবং ইহাদের কার্য্যকরী মূলধনও ৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার হয়। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা বিভাগ অনুসারে নিম্নরূপ ছিল :—

কলিকাতা বিভাগ—৫টি, কৃষ্ণনগর বিভাগ—৯টি, খুলনা বিভাগ—৭টি, চুঁচুড়া বিভাগ—৫টি, বর্দ্ধমান বিভাগ—৪টি, বীরভূম বিভাগ—৪টি, মেদিনীপুর বিভাগ—৭টি, ঢাকা বিভাগ—৯টি, ময়মনসিংহ বিভাগ—১১টি, ফরিদপুর বিভাগ—৪টি, বরিশাল বিভাগ—৭টি, চট্টগ্রাম বিভাগ—৮টি, ত্রিপুরা বিভাগ—৮টি, রাজশাহী-মালদহ বিভাগ—৮টি, বগুড়া-পাবনা বিভাগ—১০টি এবং রংপুর বিভাগ—১২টি।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের আস্থা পূর্ব্ববৎই বজায় ছিল এবং বহু টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে। বন্যা ও অন্যান্য কারণে যদিও এই ব্যাঙ্কের পূর্ব্ব-প্রদত্ত ঋণের আদায়ে কতকটা অসুবিধা দেখা দিয়াছিল, তথাপি শস্য-ঋণ সমিতিসমূহের মূলধন সরবরাহের জন্য এই ব্যাঙ্ক প্রায় ২০ লক্ষ টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহকে ঋণ দান করিয়াছিল। এই ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে ১ বৎসরের জন্য ঋণ হিসাবে ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় বার্ষিক সাহায্য হিসাবে ২ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ধান্য-বিক্রয় সমিতি আলোচ্য বর্ষে ১১২,১৮১ মণ ধান্য ও চাউল ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছিল।

[১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ব্যাপক পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাঙ্লা সরকারের আতিরিক্ত সাহায্যদান

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বীরভূম, দিনাজপুর, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, মেদিনীপুর এবং নদীয়ার নিম্নলিখিত পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত ২৩,১০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বীরভূম

(১) শ্রী নিকেতনে অবস্থিত বিশ্ব ভারতীর পল্লীসংগঠন ইন্সটিটিউটের মৃৎ-শিল্প বিভাগের নিমিত্ত সেড সহ একটি পাঁজা নির্মাণকল্পে .. .. ৮০০৲

দিনাজপুর

(১) কুরিটাকিয়া খালের উপর একটি পাকা সেতু নির্মাণকল্পে .. ৩৫০৲

(২) মুশিদহাট ইউনিয়ন বোর্ডের নব প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ম্যাপ, গ্লোব, এবং বৈজ্ঞানিক সাজ সরঞ্জাম ক্রয়ার্থ .. ১৫০৲

(৩) বালিকা দাতব্যচিকিৎসালয়ের নিমিত্ত একটি ভবন নির্মাণকল্পে .. ২৫০৲

ফরিদপুর

(১) কুটপুর পল্লী মিলনাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের নিমিত্ত .. ৭৫০৲

(২) সদরপুর পল্লী মিলনাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের নিমিত্ত .. ৭৫০৲

(৩) গরমর পল্লী মিলনাগার ও জনসাধারণের গ্রন্থাগারের নিমিত্ত .. ৫০০৲

(৪) ভুলাসার পল্লী মিলনাগারের নিমিত্ত ৬০০৲

(৫) দাবুদিয়া যুবকগণের শিক্ষা কমিটির জন্য .. .. ৫০৲

(৬) শিবচর পল্লী মিলনাগারের নিমিত্ত ৪০০৲

(৭) রাজৈর সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ও আসবাবপত্রের জন্য .. ১০০৲

(৮) কালকিনি পল্লী উন্নয়ন সমিতির গ্রন্থাগারের নিমিত্ত .. ১০০৲

(৯) বাহাদুরপুর ইউনিয়ন লাইব্রেরীর জন্য ১০০৲

(১০) মাডবরের চর গ্রাম্য মিলনাগারের নিমিত্ত .. .. ৭৫০৲

(১১) কাসিয়ানী ও মাকসা ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক সমিতির সাহায্যার্থ .. ১০০৲

জলপাইগুড়ি

(১) জয়ধারডাঙ্গা ডিস্পেন্সারীর ডাক্তারের বাস ভবন নির্মাণকল্পে .. ৫০০৲

(২) চুড়াভাণ্ডার ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেনসারীর ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ার্থ .. ৫০০৲

(৩) গৈরকাটা বালিকা বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণকল্পে .. .. ২০০৲

মেদিনীপুর

(১) ঝাড়গ্রাম এবং সদর মহকুমার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ফুলটিক্রির অন্তর্গত কেশীয়াড়ী থানার অধীন বাবুরঘাট হইতে ৫ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণার্থ (এই রাস্তার উপর জল নিকাশের ব্যবস্থা সহ দুইটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হইবে) .. .. ১,৫০০৲

(২) খড়গপুর থানার অন্তর্গত মাদপুর হইতে লছমাপুর পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণার্থ .. ৭০০৲

(৩) গড়বেতা থানার অন্তর্গত নোয়াই হইতে বেনাচাপড়া হইয়া বোগ্রী কৃষ্ণনগর পর্য্যন্ত চারি মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণকল্পে .. ৫০০৲

(৪) মাদপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের মফঃস্বলের ছাত্রগণের নিমিত্ত একটি ছাত্রাবাস নির্মাণকল্পে .. ৪০০৲

(৫) নাকিশী নামক স্থানে একটি গ্রাম্য মিলন কেন্দ্র স্থাপনার্থ .. ৩০০৲

(৬) ডানটন্ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শ্রেণীর নিমিত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ার্থ .. .. ২০০৲

(৭) বেলদা নামক স্থানে একটি গ্রাম্য মিলন কেন্দ্র স্থাপনার্থ .. ৩০০৲

(৮) গড়বেতা থানার অন্তর্গত ব্যানার্জিডাঙ্গা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সমাধার জন্য (এই প্রতিষ্ঠানটি এ-পর্য্যন্ত স্থানীয় চাঁদায় গঠন করা হইয়াছে) .. .. ৫০০৲

(৯) আনন্দপুরে একটি গ্রাম্য মিলনাগার এবং ক্লাব-গৃহ নির্মাণকল্পে .. ৫০০৲

(১০) কাঁথি থানার অন্তর্গত মহম্মাদিয়া জুনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিমিত্ত একটি বোর্ডিং হাউস নির্মাণকল্পে .. .. ৫০০৲

(১১) ভগবানপুর থানার অন্তর্গত কাজলাগড় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বয়ন বিভাগের উন্নয়নার্থ .. ৪০০৲

(১২) কাঁথি থানার অন্তর্গত হাতিবাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি গৃহ নির্মাণকল্পে .. .. ২০০৲

(১৩) এগরা থানার অন্তর্গত বৈচা উচ্চ প্রাইমারী মক্তবের প্রসার ও আসবাবপত্র ক্রয়ার্থ .. .. ২০০৲

(১৪) বাসুদেবপুরে একটি গ্রাম্য মিলনকেন্দ্র স্থাপন এবং আসবাব-পত্র ক্রয়ার্থ .. .. ২৫০৲

(১৫) নাখুয়ারী নামক স্থানে একটি গ্রাম্য মিলনকেন্দ্র গঠনার্থ .. ৩০০৲

(১৬) হাবিকাপুরে একটি গ্রাম্য মিলনকেন্দ্র নির্মাণার্থ .. .. ৩০০৲

(১৭) স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রচার কার্য্যের জন্য ম্যাজিক-লণ্ঠন ও স্লাইড্ ক্রয়ার্থ .. .. ৫০০৲

(১৮) বীরসিংহ নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সমাধার্থ এবং আসবাব-পত্র ক্রয়ার্থ .. .. ১০০৲

(১৯) দাসপুর নামক স্থানে একটি উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ সমাধার্থ .. .. ১০০৲

(২০) ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শ্রেণীর নিমিত্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ার্থ .. ২০০৲

(২১) প্রত্যেক মহকুমার পল্লী গ্রন্থাগার কেন্দ্রে নূতন পুস্তক ক্রয়ার্থ দুই টাকা করিয়া বরাদ্দ করার .. ২০০৲

(২২) সাবং থানার অন্তর্গত সাবং ডিস্পেনসারীর জন্য একটি নূতন ভবন নির্মাণার্থ .. .. ৩০০৲

(২৩) দেব্রা থানার অন্তর্গত গোয়ালা নামক স্থানে গোনারপুর ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেনসারী ভবন এবং ডাক্তারের বাস-গৃহ নির্মাণার্থ .. ৫০০৲

(২৪) পাঁশকুড়া ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ভবন নির্মাণকল্পে .. ৬০০৲

(২৫) মানিককুণ্ডু ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত একটি ভবন নির্মাণকল্পে .. .. ২০০৲

(২৬) শালবনী থানার অন্তর্গত নেড়াবাদী বাঁধে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষাপ্রদান করিবার উদ্দেশ্যে জল তুলিবার একটি "পার্শিয়ান হুইল" ক্রয়ার্থ .. ৩০০৲

(২৭) তুলার বীচি ছাড়াইবার একটি কল ক্রয়ার্থ .. .. ৬০০৲

(২৮) সাবকোটা থানার অন্তর্গত একটি বীজ-ভাণ্ডার নির্মাণার্থ .. ২৫০৲

(২৯) শালবনী থানার অন্তর্গত ভীমপুর পক্ষী পালন-প্রথা উন্নয়ন কেন্দ্রের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিয়া ডিম ফুটাইবার একটি যন্ত্র ক্রয়ার্থ .. ২৫০৲

(৩০) কৃষকগণকে উন্নত ধরণের কৃষি-বীজ ও সার বিতরণের নিমিত্ত .. ৫০০৲

(৩১) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে .. ১০০৲

(৩২) ঘাটালের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর জন্য .. .. ২০০৲

(৩৩) ফুটবল ও হকী প্রতিযোগিতার নিমিত্ত জেলার "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনকে" .. ৫০০৲

(৩৪) ফুটবল প্রতিযোগিতা, সন্তরণ এবং খেলাধুলা সংগঠন করিবার নিমিত্ত ঘাটাল মহকুমার "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনকে" .. ৩০০৲

(৩৫) ফুটবল, সাঁতার এবং খেলাধুলা প্রতিযোগিতা সংগঠন করিবার নিমিত্ত সদর উত্তর মহকুমার "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হয় .. .. ৩৫০৲

(৩৬) ফুটবল, সন্তরণ ও ক্রীড়া কৌতুকের প্রতিযোগিতা সংগঠন করিবার নিমিত্ত সদর দক্ষিণ মহকুমার "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হয় .. .. ৩০০৲

(৩৭) ফুটবল, সন্তরণ ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতা সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে তমলুক মহকুমার "ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনকে" প্রদত্ত হয় ৩০০৲

(৩৮) বোতনপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ ৩০০৲

(৩৯) নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত পড় কুইপুরে একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ ৩০০৲

(৪০) দাসং নামক স্থানে একটি পল্লী ক্রীড়া ভূমি নির্মাণার্থ .. ৩০০৲

(৪১) গোয়ালতোড় নামক স্থানে একটি খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. ২০০৲

(৪২) রাণী চকে একটি ফুটবল খেলার মাঠ নির্মাণার্থ .. .. ১০০৲

[৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পাট-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার

সরকারের নূতন বিবৃতি

বিগত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে নিম্নোক্ত সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—

পাটের বাজার সম্পর্কে ইদানিং যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্পর্কে পূর্ব্বেকার এক বিবৃতিতে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। বহু বড় বড় পাটের বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যে সব দেশ আমাদের নিকট হইতে পাট কিনিত, তাহাদের মধ্যে অনেক দেশই আজ শত্রুর হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং স্বভাবতঃই সে-সব দেশে এখন মাল রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া এখন ব্যবসায় অপেক্ষাকৃত মন্দা চলিতেছে এবং তাহার দরুণ পাটের তৈরী থলিয়া বা বস্তার চাহিদাও কমিয়া গিয়াছে। এই সব এবং অন্যান্য কারণে পাটের চাহিদা স্বাভাবিক হইতেও কমিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে পাটের কলগুলিও পূর্ব্বেকার অপেক্ষা ঢের কম সময় চলিতেছে এবং ঢের কম পাট ব্যবহার করিতেছে। অন্যদিকে পাটের ফলন খুব বেশী হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া এই বৎসরে পাট প'চানোর জন্য উপযুক্ত জলের অভাবে যে-সব পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট ধরণের। সুতরাং আলোচ্য বৎসরে আমাদের এক সমস্যা হইল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী পাট লইয়া এবং দ্বিতীয় সমস্যা হইল যে-সব নিকৃষ্ট ধরণের পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই বা কি করিয়া বাজার-জাত করা যায়। এহেন অবস্থায় চাষীদের পাটের চড়া দাম দেওয়ার সমস্যা খুব সহজ ব্যাপার নয়। পাটের দর যাহাতে চড়া থাকে তাহার জন্য সরকার নানা ব্যবস্থার দ্বারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি কলওয়ালাদের সহিত সরকারের এক চুক্তি হইয়াছে। সেই চুক্তি অনুসারে কলওয়ালারা যেমন নিয়মিতভাবে পাট খরিদ করিবেন, তেমনি এমন একটা মূল্যের হারও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে পাটচাষীরা দু'পয়সা পাইতে পারে। এই চুক্তি অনুযায়ী মিলওয়ালারা কলিকাতায় নিম্নলিখিত মূল্যের নীচে পাট খরিদ করিতে পারিবেন না:—

	মিডল্। মণ প্রতি।	বটম্। মণ প্রতি।
ইণ্ডিয়ান্ ডিষ্ট্রিক্ট ..	৭৸৹	৬৲
ইণ্ডিয়ান্ জাট ..	৮।৹	৬।।৹
য়ুরোপীয়ান প্যাক্ড ..	৮।।৹	৬৸৹
দেশী বাছাই-না-করা ..	৬৲	..

কলিকাতায় পাট খরিদের এই নিম্নতম মূল্যের হারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং সেই মত হিসাব করিয়াই চাষীরা মফঃস্বলে পাটের দর নির্দ্দিষ্ট করিবে এবং এই মূল্যের হারের নীচে পাট বিক্রয় করিতে তাহারা কিছুতেই যেন স্বীকৃত না হয়। কলিকাতা হইতে বিক্রয়ের স্থানের দূরত্ব এবং মাশুল প্রভৃতি ধরিয়া লইয়া, মফঃস্বলের বাজার দর ৸৹ হইতে ১।৹ পর্য্যন্ত কম হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মফঃস্বলে পাটচাষীরা বাছাই-না-করা অবস্থায় পাট বিক্রয় করিয়া থাকে। সেইজন্য বিক্রয়ের সময় তাহাদের হিসাব করিয়া দেখা উচিত যে, তাহারা যে মাল বিক্রয় করিতেছে, তাহার মধ্যে কতখানি নিম্ন শ্রেণীর পাট আছে, আর কতগুলি বা কোন্ শ্রেণীর পাট আছে। তাহা হইলে তাহারা সকলেই তাহাদের মালের একটা ন্যায্য দর পাইতে পারে। এই যে মূল্যের হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইল নিম্নতম দর এবং আশা করা যায় যে যদি চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে সরবরাহ ইহার অপেক্ষা ভাল দর পাইবারও ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সম্পর্কে পাটচাষীদের পুনরায় সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন শুধু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের দিকে বেশী নজর না রাখে। কারণ, এ বৎসরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বেশী উৎপন্ন হয় নাই। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন নিম্ন শ্রেণীর পাটও চালাইতে চেষ্টা করিবে। নতুবা তাহারা দেখিবে যে, তাহাদের মজুত উৎকৃষ্ট পাট সব বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, শুধু নিম্ন শ্রেণীর পাটই ঘরে জমিয়া আছে। নিম্ন শ্রেণীর পাট সম্বন্ধেও চাষীদের হাতের কাছে যে দর পাওয়া গেল, তাহাতেই তাড়াতাড়ি বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না, উপযুক্ত দর না পাওয়া পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা উচিত। সরকার সামনের বৎসরে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে পাটের দর স্বভাবতঃই কিছু চড়িবে। তাহা ছাড়া, যদি চাষীরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মতই সামনের বৎসরে পাট বুনে তাহা হইলে এ বৎসরের দরুণ তাহাদের ঘরে যে পাট মজুত থাকিবে, তাহার জন্য দু-ফসল একত্র করিয়া তাহারা ভাল দরই পাইবে।

বিক্রয়ের পূর্ব্বে পাট রীতিমত জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। এই ব্যাপারটি সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা হইয়াছে। অচিরকালের মধ্যেই পাটচাষীদের উচিত এই রীতি বন্ধ করা—কারণ ইহা তাহাদেরই স্বার্থহানিকর। জলে ভিজা থাকার দরুণ ভাল শুক্‌না পাটের দর অপেক্ষা অনেক কম দর পাওয়া যায় এবং সেই অজুহাতে নানা বিষয় ধরিয়া ক্রেতারা দর কাটিতে থাকে। ইহার ফলে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা জন্মিয়া যায় যে, পাটের দর পড়িয়া যাইতেছে। কারণ কেহই দেখিতে পায় না যে, যে-পাট অত কম দামে বিক্রীত হইল, তাহা ভিজা না শুক্‌না ছিল, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না নিম্ন শ্রেণীর ছিল। তাহা ছাড়া ভিজা পাট মজুত রাখা সম্ভব নয়। যে বিক্রয় করিবে সে যদি ভাল দর না পায়, তাহার পক্ষে মাল ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়,—যে দর পাইবে সেই দরেই তাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে। কারণ যদি সে বিক্রয় না করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যায়, সে জানে সে ঐ ভিজা পাট মজুত করিয়া রাখিতে পারিবে না। ভিজা পাট অতি শীঘ্র খারাপ হইয়া যায় এবং কয়েকদিন বাদে ঐ পাটের দরুণ সে আর দরও আর পায় না। অপর দিক দিয়া যে ঐ ভিজা পাট ক্রয় করে, তাহাকেও তাড়াতাড়ি কলিকাতার বাজারে যে কোনও দরে ছাড়িয়া দিতে হয়; কারণ ভিজা পাট তাহারাও জমাইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। সুতরাং এইভাবে ভিজা পাট বিক্রয় করার রীতির দরুণ, পাটের দর পড়িয়াই যাইতে থাকে এবং সেইজন্য এই প্রথা অচিরকালের মধ্যেই বন্ধ করা উচিত।

পাটের উপযুক্ত দর বজায় রাখিবার দরুণ এবং যাহাতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটা সমতা থাকে, তাহার জন্য পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহাতে এই নিয়ন্ত্রণ সত্য সত্যই কার্য্যকরী হয়, তাহার জন্য সরকার বদ্ধপরিকরভাবে চেষ্টা করিবেন। কারণ একমাত্র পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই চাষীদের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র এই ব্যবস্থার দ্বারাই পাটচাষীরা তাহাদের উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে। সাধারণ লোকে মনে করিতে পারে যে, ইহাতে কষ্টের কারণ ঘটিবে; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে পাটের দর যে বাড়িবে শুধু তাহা নয়, যে পরিমাণে বাড়িবে তাহাতে চাষীদের হাতে সন্তোষজনকভাবে দু'পয়সা পড়িবে। তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিবার আছে। চাষীরা কম খাটুনীতে বেশী পয়সা পাইবে; কারণ নিয়ন্ত্রণের ফলে, চাষের লাঙলের পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া যে-সব জমি অনাবাদী থাকিবে, তাহাতে তাহারা ধান্য, বাদাম, গো-খাদ্য, আখ, তুলা, সজী, আলু প্রভৃতি অন্যান্য শস্য জন্মাইতে পারিবে। তাহাতেও একটা বাড়তি আয়ের সম্ভাবনা থাকিবে। চতুর্থতঃ, যদি অল্প পাট ভালভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে পাট তৈয়ারী করিতে সে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাইবে এবং এইভাবে যে উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হইবে তাহা নিম্ন শ্রেণীর বহু পাটের অপেক্ষা ঢের বেশী দাম আনিয়া দিবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণের ফলে পাটচাষীদের নানা দিক হইতে পোষাইয়া যাইবে এবং অবাধ পাটচাষ করার ফলে তাহার যে অনিবার্য্য দুরবস্থা ঘটিবে, তাহার হাত হইতে মুক্ত হইয়া যথেষ্ট সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে। যদি চাষীরা অবাধে নিজেদের খেয়াল-খুশী মত পাট বুনিয়া চলে, তাহা হইলে এত পাট উৎপন্ন হইবে যে, পাটের দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিবে না এবং পাটচাষীরা তখন দেখিবে যে তাহাদের এত কষ্টের উৎপন্ন শস্যের কোন দরই নাই। সেইজন্য পাটচাষীদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, সরকার হইতে এই সম্পর্কে যে-সমস্ত উপদেশ এবং অনুজ্ঞা প্রচার করা হয়, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে মানিয়া চলা। কারণ এই সমস্ত নির্দ্দেশ বা উপদেশ বহু বিবেচনা করিয়া তাহাদেরই একান্ত কল্যাণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং সেই সমস্ত নির্দ্দেশ অনুসারে চলিলে তাহারা অবশ্যম্ভাবীভাবে যে অপেক্ষাকৃত ঢের বেশী সুখ-সুবিধা এবং অর্থ সম্ভোগ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এশিয়ার জন্য মার্কিণের নৌ-বহর

জাপানের পররাজ্য গ্রাস প্রতিরোধের পরিকল্পনা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক "এশিয়াটিক ফ্লিট" বা এশিয়ার জন্য নৌবহর গঠনের সিদ্ধান্তটিকে লণ্ডনে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছে। ইহাতে সকলেই মনে করিতেছে যে, আমেরিকা সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের রাজ্য-লুণ্ঠনে বাধা দান করিতে দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছে।

এই প্রস্তাবিত নৌবহর সাধারণতঃ ম্যানিলা দ্বীপে অবস্থিত থাকিবে; তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা ব্রিটিশের সিঙ্গাপুরের নৌ-ঘাঁটিতে পৌঁছিতে পারিবে। ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানের মার্কিণ স্বার্থ-বিরোধী কার্য্যাবলী প্রতিরোধ করিবার পক্ষে ইহা খুবই উপযুক্ত স্থান।

বাঙলার চর্ম্মশিল্পের ভবিষ্যৎ

প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট

এদেশে চর্ম্ম-শিল্পের কিভাবে উন্নতি সাধন করা যায়, তৎপ্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত ১৭ই জানুয়ারী বাঙলা সরকারের নির্দ্দেশক্রমে সরকারী শিল্প-বোর্ডের কমিটির চর্ম্ম-শিল্প সাব-কমিটির এক বৈঠক হয়। চামড়া ট্যান করা, জুতা-নির্ম্মাণ করা এবং চর্ম্ম-শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতির জন্য কতিপয় প্রস্তাব লইয়া বৈঠকে আলোচনা হয়। চর্ম্ম-শিল্পের উন্নতির জন্য আবশ্যকমত বাঙলা প্রদেশে টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাদানের পরিকল্পনা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সাব-কমিটির আর একটি বৈঠক হইবে।

রবিফসলের অনিষ্টকারী পোকা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

ছোট বেলায় ইহাদের রং সবুজ ধূসর বর্ণের হয়। যখন বড় হয় তখন কাল রংএ পরিবর্ত্তিত হয়। হাতে ধরিতে গেলেই ইহারা গুটাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) হাতে ধরিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারা।

(২) চূণ ছিটাইলে বা ধানির সঙ্গে কিছু কেরোসিন মিশাইয়া ছিটাইলে পোকা দমন হয়।

যাব পোকা

ইহারা সরিষার ডগার ও শুটির রস চুষিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। অনেক যাব পোকা একত্র জড় হইয়া এক একটি সরিষা গাছে থাকে।

প্রতিকার।—(১) দশ হইতে পনর ভাগ কেরোসিন ইমাল্‌সন ছিটাইলে যাব পোকা মরিয়া যায়। ১ ভাগ কেরোসিন : ১০ বা ১৫ ভাগ জল।

(২) আক্রান্ত গাছগুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(৩) পদ্ম পোকা ইহাদের ভীষণ শত্রু। পদ্ম পোকা দেখিলে ইহাদিগকে মারিতে নাই।

(৪) তামাক পাতার জল ছিটাইলেও উপকার হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী সুরুই পোকায় দ্রষ্টব্য।

(৫) এক পোয়া কাপড় কাচা সাবান কেরোসিন মিশ্রিত বড় একটিন জলে গুলিয়া ছিটাইলেও অনেক উপকার হয়।

যাব পোকা

ইহার বিবরণ ও প্রতিকার সরিষায় দেওয়া হইয়াছে।

সুরুই পোকা

কপির গাছ যখন ছোট থাকে তখন সুরুইর কীড়া পাতা ছিন্ন করিয়া খায়। ফুলকপি হইলে ফুলের ভিতর ছিন্ন করিয়া খায়। বাঁধাকপিকেও ছিন্ন করিয়া নষ্ট করে।

প্রতিকার।—আধ সের তামাকের পাতা ২৪ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া বা অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া তাহাতে দুই ছটাক কাপড় কাচা সাবান ভাল করিয়া গুলিয়া গাছে ছিটাইয়া দিলে সুরুই ক্ষতি করিতে পারে না।

সাদা প্রজাপতি

ইহার কীড়া কপির সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে। যে ক্ষেতে এই কীড়া বেশী হয় সেই ক্ষেতের কেবল পাতার শিরাগুলি দেখা যায়। ইহার প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিমগুলি পাতার উপর সহজেই দেখা যায়।

প্রতিকার।—(১) ডিমগুলি পাতা ছিঁড়িয়া বা দুই আঙ্গুল দিয়া পাতার উপর ঘসিয়া পাতা নষ্ট করিয়া ফেল।

(২) চাএর চামচের দেড় (১॥) চামচ গুঁড়া লেড আর্সিনেট নামক সেকো বিষ পাঁচ সের জলে গুলিয়া ইহার সঙ্গে এক ছটাক কাপড় কাচা সাবান মিশাইয়া গাছে ছিটাইলে কীড়া গাছ খাইবে না। গাছে ফুল হইবার আগে ছিটানই ভাল।

"লেড আরসিনেট্‌" ৯৪ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, মেসার্স বেঙ্গল কেমিক্যেল ফারমেসিউটিক্যেল ওয়ার্কস্‌, কলিকাতায় পাওয়া যায়। মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৪৵০ আনা করিয়া।

চোরা পোকা বা কাটুই

আবাকে ইহার প্রতিকার ও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণ

ব্রিটিশ নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে ব্রিটেনে যে সকল নৌ-জাহাজ নির্ম্মাণ সুরু হইয়াছে "ইঞ্জিনিয়ার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় মি: ফ্রান্সিস ম্যাকমারি সম্প্রতি তাহার একটি বিবরণ দিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা আংশিক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

রাজকীয় নৌবাহিনীর জন্য ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে যে নয়টি যুদ্ধ জাহাজ (ব্যাটেল্‌সীপ্‌) নির্ম্মিত হইতেছিল গত বৎসরই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যাইবার কথা। "পঞ্চম জর্জ" শ্রেণীর আরও তিনটি জাহাজ ১৯৪১ সালে তৈয়ারী হইবার কথা। ঐ জাহাজগুলির ওজন ৩৫,০০০ টন হইবে। উহাদের গতি ঘণ্টায় ৩০ নট্‌ (সমুদ্র পথের মাইল) এর উপর হইবে এবং প্রধান অস্ত্রসজ্জার মধ্যে দশটি করিয়া ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট কামান থাকিবে।

২৩,০০০ টন ওজনের চারটি বিমানপোতবাহী জাহাজও ১৯৪০ সালে প্রস্তুত হইয়া কাজে ব্যবহৃত হইবার কথা। ইহার মধ্যে "ইলাসট্রিয়াসের" সংবাদ বর্ত্তমানে সকলেই জানেন। এগুলিকে "আর্ক রয়েল" নামক জাহাজটির উন্নত সংস্করণ বলা চলে। ১৯৪২ সালে "ইমপ্ল্যাকেবল" ও "ইণ্ডিফেটিগেবল" নামক জাহাজ দুইটি প্রস্তুত হইলে বিমানপোতবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ইহা ছাড়া গত বৎসর বিস্তর ক্রুজার নির্ম্মিত হইয়াছে ১৯৩৯ সালের প্রথম দিকেই চারটি ২,৬৫০ টন ওজনের দ্রুত মাইন্‌-বপনকারী জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করা হইয়াছিল সম্ভবতঃ তাহাদের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবার আর দেরী নাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই নয়টি সাবমেরিণ নির্ম্মিত হইতেছিল; তাহা ছাড়া ৯০০ টন ওজনের "হাণ্ট" শ্রেণীর আরও ২০টি সাবমেরিণ এতদিনে কার্য্যক্ষম হওয়ার কথা।

১৯৪০ সালে যে মোটর টর্পেডো জাহাজগুলি নির্ম্মিত হয়, তাহাদের সংখ্যাও সামান্য হইবে না। ১৯৩৯ সালের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত ২০টি "হ্যালসিয়ন" শ্রেণীর মাইন্‌ পরিষ্কারক জাহাজও নিশ্চয়ই এতদিনে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং কাজে ব্যবহৃত হইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার রাজকীয় নৌবাহিনীতে সম্প্রতি আরও দুইটি "স্লুপ্‌" জাহাজ ও অনেকগুলি মাইন-পরিষ্কারক জাহাজ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ক্যানাডার যে যুদ্ধপরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ক্যানাডার রাজকীয় নৌবাহিনীতে আরও ২টি ডেষ্ট্রয়ার, ৩৪টি মাইন পরিষ্কারক জাহাজ, ৫৪টি কর্ভেট জাহাজ এবং ২৪টি মোটর টর্পেডো জাহাজ বৃদ্ধি করা হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাঙলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ্জ দিতে হইবে। কাগজের বিশিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জ্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং,"এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

বাঙলায় সমবায়-আন্দোলনের প্রসার

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রাদেশিক শিল্প-সমিতি তাহাদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের সুবিধার জন্য একটি বিক্রয় বিভাগ সংগঠন করিয়াছিল এবং শিল্প-প্রদর্শনীসমূহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি আলোচ্য বর্ষে ৪৪৮ জন লোকের প্রতি নূতন পলিসী ইস্যু করিয়াছিল এবং মোট ৪,৭৫,০০০৲ টাকার পলিসী ইস্যু করা হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ৩১১ জন নূতন লোকের প্রতি মোট ৩,৬০,০০০৲ টাকার পলিসী ইস্যু করা হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিল। বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অর্গানিজেশন্‌ সোসাইটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এক্ষণে "বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্‌ এলায়েন্স" রাখা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে "ভাণ্ডার" ও "কো-অপারেটিভ্‌ জার্ণেল" নামক দুইখানা পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সভা-সমিতি করা হইয়াছিল এবং সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল। "ভাণ্ডার" পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৬,০০০ হইতে বাড়িয়া ২০,০০০ কপি হইয়াছিল।

যশোহরে কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন

আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যশোহরে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। সরকারের সমস্ত জাতিগঠনমূলক বিভাগ এই প্রদর্শনীকে শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক করিবার নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। বহু সংখ্যক প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি এখানে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং তজ্জন্য একটি বিস্তৃত স্থান ঘেরাও করিয়া ফেলা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনও তাহাদের শিক্ষাপ্রদ এবং উপদেশমূলক প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি পাঠাইতে সম্মত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে যাহাতে পল্লী-অঞ্চলের বহু লোক আকর্ষিত হয় তজ্জন্য কবিটি যাত্রা, কবি গান, জারি গান প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিক বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে মফঃস্বলে যে ধরণের প্রদর্শনী হয় উপরোক্ত প্রদর্শনী তন্মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইবে।

স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তককে সম্মান প্রদর্শন

নওগাঁ বয়স্কাউট দলের সাফল্যমণ্ডিত প্যারেড্‌

গত ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার নওগাঁ কে, ডি, এইচ, ই, স্কুলের "এ" টিমের ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে জেলা-কমিশনারের সভাপতিত্বে নওগাঁ বয়স্কাউট্‌ লোকাল এসোসিয়েশনের কর্ত্তৃত্বাধীনে পৃথিবীর চিফ্‌ স্কাউট্‌ (স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্ত্তক) স্বর্গীয় লর্ড বিডন পাওয়েলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্থানীয় স্কাউটগণ সাড়ম্বরে একটি প্যারেডের আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক সংগঠন-সম্পাদক যে কর্ম্মসূচি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন তাহা যথারীতি পালিত হয়। সমস্ত অফিসার, বে-সরকারী ভদ্রলোক, শিক্ষক, ছাত্র, সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং জনসাধারণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

আফ্রিকায় বৃটীশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

আবিসিনিয়ায় ইটালীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

আবিসিনিয়ায় বিদ্রোহানল

১৫ই জানুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইটালীর বিজয় লাভের পর হইতে আবিসিনিয়ায় যে বিদ্রোহানল ধূমায়িত হইতেছিল, তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে।

মনে হইতেছে যে, ইটালী বোমাবর্ষণ করিয়া আবিসিনিয়ার গীর্জাসমূহ ধ্বংস ও পুরোহিতদিগকে হত্যা করিয়া মহা ভুল করিয়াছিল। এই সমস্ত গীর্জার পুনর্নির্ম্মাণকল্পে মুসোলিনী বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে স্বদেশ-প্রেমিক হাবসীদের মনে কোনরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হাইলে সেলাসী সীমান্তের কয়েক মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এই সংবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের সমস্ত স্থানের স্বদেশ-প্রেমিক যোদ্ধারা তাঁহার পতাকা-তলে আসিয়া সমবেত হইতেছে। ছোট ছোট স্বাধীন আবিসিনিয় বাহিনী এপর্য্যন্ত ইটালীয়দিগকে ইতঃস্ততঃভাবে উত্যক্ত করিয়া আসিতেছিল, ইহারা এখন দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। ইহাদিগকে সর্ব্বশ্রেণীর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে। এইজন্য তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতাসূচক বার্ত্তা পাওয়া যাইতেছে।

খার্তুমে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হাইলে সেলাসী নিজে সৈন্য বাহিনী পরিচালনার যে সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ইটালীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের যথেষ্টভাবে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। রাজকীয় বিমানবহর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের ঘোষণা সম্বলিত প্রচারপত্র সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে।

টানা হ্রদের পূর্ব্বাঞ্চলের কয়েকজন সর্দ্দারও ইটালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছে। নিজেরা সর্দ্দার ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। দেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি কেন্দ্রের বাহিরে ইটালীয়রা কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অসমর্থ হওয়ায় বিদ্রোহের যথেষ্ট সহায়তা হইতেছে।

জার্ম্মানীর উপর বৃটীশ বিমানের হানা

গত ১৫ই জানুয়ারী বুধবার রাত্রে রাজকীয় বিমানবহর ব্যাপকভাবে উইলহেল্‌মসহাভেনের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়।

বিমান বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, উইলহেল্‌মসহাভেনে সমগ্র রাত্রিব্যাপী আক্রমণ চলিয়াছিল এবং ঐ অঞ্চলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এই রাত্রির অভিযানে উইলহেল্‌মসহাভেন প্রধান লক্ষ্যস্থল হইলেও ব্রেষ্টের বন্দর এমডেন ব্রেমার হেভেন ও রটারডামের ডকেও বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানী ও অন্যান্যের বিমানঘাঁটি ও অন্যান্য লক্ষ্যস্থলের উপরেও হানা দেওয়া হইয়াছিল। একখানি বৃটিশ বিমানপোত নিখোঁজ হইয়াছে।

মার্কিণ সাহায্য সম্পর্কে জার্ম্মাণীতে প্রতিক্রিয়া

"নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকায় প্যারিসস্থ সংবাদদাতা জার্ম্মাণ সেন্সার এড়াইয়া এক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ সংবাদে তিনি লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান সংগ্রামে পুরাপুরি মার্কিণ সাহায্য সংযোজিত হইলে উহা জার্ম্মানীর দুঃস্বপ্নেই পরিণত হইবে।"

জার্ম্মাণ জাতি ইহা অত্যন্ত ভয় করিতেছে। কারণ ইহার ফলে সংগ্রামে তাহাদের পরাজয় ঘটিবে, সমস্ত জার্ম্মাণীতে বিপ্লব শুরু হইবে এবং জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশগুলিতেও বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

জার্ম্মাণ সৈন্যগণ বলিতেছে যে, যেমন করিয়াই হউক, আমেরিকাকে এই যুদ্ধ হইতে দূরে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিগত মহাযুদ্ধে সাগরপারের সমরসম্ভারই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল।

মার্শাল পেঁতার দৃঢ়তা

প্যারিস শহরের জার্ম্মাণ নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রগুলি অনবরত মার্শাল পেতাঁকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি এখনও নাৎসিদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে সম্মত হন নাই।

ফরাসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণগণ যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, ভিসি গভর্ণমেণ্ট তাহা সরকারীভাবে অস্বীকার করিয়াছে।

"নিউইয়র্ক জুরেখের সাইটুং" পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতার প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রী-সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য ভিসি মন্ত্রিসভা পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এম, লাভাল পুনরায় স্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া জার্ম্মাণগণ যে সংবাদ প্রচার করিয়াছে তিনি তাহা সমর্থন করেন নাই। সংবাদদাতার মতে পুনর্গঠনের ফলে এম, ফলাঁদা, এডমিরাল দার্লা ও জেনারেল হান্টজিগারের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইবে।

ইটালীতে জার্ম্মাণ প্রভাব

জার্ম্মাণ বিমানবহর ভূমধ্যসাগরে হস্তক্ষেপ করিতেছে এবং জার্ম্মাণ বাহিনী কতকগুলি ইটালীয় ঘাঁটি দখলে লইয়াছে—এই সংবাদ হইতে বোঝা যায় যে, জার্ম্মাণী নিকট প্রাচ্যে বৃটিশবিরোধী ফ্রণ্ট সংগঠনে ব্যর্থকাম হইয়া এখন ইটালীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণী সিসিলির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে বলিয়া আমেরিকা হইতে যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা সত্য কিনা জানা যায় নাই। তবে একথা জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব্ব ইটালীতে সমবেত হইয়াছে এবং ইটালী জার্ম্মাণীর মুঠার মধ্যে চলিয়া যাইতেছে।

বৃটীশ ক্রুজারের কৃতিত্ব

রায়ো ডি জেনেরো হইতে সরকারী ইটালীয় নিউজ এজেন্সীতে এই মর্ম্মে এক তারবার্ত্তা প্রেরণ করা হইয়াছে যে, ব্রেজিলের সামুদ্রিক এলাকার বাহিরে অবরোধ ব্যবস্থা ভাঙিয়া দিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলে বৃটিশ অগ্নিনিবারী ক্রুজার "অজ্যাক্স" ফরাসী জাহাজ "মেন্ডোজা"কে পাকড়াও করিয়াছে। "মেন্ডোজা" ব্রেজিল উপকূলবর্ত্তী বন্দর "সাণ্টোস" অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল।

রায়ো ডি জেনেরোর সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্স অভিমুখে সাধারণ কিছু মালপত্র লইয়া যাইবার চেষ্টায় "মেন্ডোজা" কয়েকবার বৃটিশ অবরোধ-ব্যবস্থাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রেজিলের নৌদপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ব্রেজিলে তৈল নিতে যাইয়া ব্রেজিলের বিমানপোতসমূহ মেন্ডোজাকে লক্ষ্য করে। সে সময় উহার ইঞ্জিন থামিয়া গিয়াছে এবং অজ্যাক্স উহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অতঃপর বৃটিশ জাহাজই একযোগে সমুদ্রে বহির্গত হয়। সপ্তাহের প্রথমভাগে "মেন্ডোজা" রায়োডিও ত্যাগ করিয়া আসে কিন্তু অজ্যাক্স উহার পিছু লওয়া আরম্ভ করিলে উহা উরুগুয়ের বন্দর পুন্টাডেল ইষ্টেতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অতঃপর উহা আবার সমুদ্রে বাহির হয়, অথচ তিন মাইল সীমানার মধ্যেই উহা থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ফলে উহাকে বন্দর দখল করিয়া লইতে হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটীশ অগ্রাভিযান

এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী উল্লুক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইতেছে।

হাইলে-সেলাসীর সমর্থনে কপ্টিক পাদ্রীগণ

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কায়রোস্থিত সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে, হাইলে সেলাসীর একজন প্রধান স্বামীয় সেনাপতি অল্প কায়রোতে আগমন করিয়াছেন। কপ্টিক খৃষ্টান চার্চ্চের প্রধান ধর্ম্মযাজক ইয়োসেফের নিকট হইতে বিশেষভাবে আশীর্ব্বাদ গ্রহণের জন্য তিনি আসিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আবিসিনিয়ায় স্বকীয় কার্য্যকলাপের কথা ঘোষণা করার পূর্ব্বে সম্রাট এই আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

উক্ত প্রধান ধর্ম্মযাজকের বয়স ৯১ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে কোন ব্রিটিশ সাংবাদিক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সংবাদ অবগত হই। তিনি বলেন, সমগ্র কপ্টিক চার্চ্চ বৃটেনের জয় কামনা করিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁহার পরেই গ্রেট বৃটেনের উপর আস্থা ন্যস্ত করিয়াছি।

অতঃপর তিনি আমাকে আর একজন ধর্ম্মযাজকের নিকট যাইয়া এই বিদ্রোহের প্রতি কপ্টিক গীর্জার ভাবগতি ব্যাখ্যা করিতে বলেন। এই ধর্ম্মযাজক বলেন যে, কপ্টিক চার্চ্চ আবিসিনিয়ার সম্রাটের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য কাজ করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে। ইটালীয়ানরা জনসাধারণকে কপ্টিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইতে প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সফল হয় নাই। এখন ব্রিটেনের জয়লাভ ও সম্রাটের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির পর আমরা এই ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করিতেছি।

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

রয়টারের বিমান সংবাদদাতা বলেন যে, হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকারের আশু ফল স্বরূপ ভূমধ্যসাগরে আরও কয়েক স্কোয়াড্রন জার্ম্মাণ প্লেন প্রেরণ করিয়া সিসিলি চ্যানেলে ভীষণ শক্তি প্রয়োগ করা হইবে এবং বৃটিশ নৌ-বহর ঐ অঞ্চল ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত এই চাপ চলিতে থাকিবে। বর্ত্তমানে সিসিলিতে বড় জোর একশত খানা জার্ম্মাণ প্লেন আছে।

ইটালীর যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে এবং যাহাতে শীঘ্র তাহারা অচল না হইয়া পড়ে তজ্জন্য জার্ম্মাণ এরোপ্লেন প্রেরণ করিতে পারে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের সঙ্কীর্ণ সে অংশে প্রাধান্য স্থাপনই জার্ম্মাণীর মূল উদ্দেশ্য এবং এখনও এই উদ্দেশ্যই বলবৎ আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

দূর পাল্লার কতকগুলি বোমারু প্লেন প্রেরণ করিয়া আফ্রিকা ও আলবেনিয়ার ইটালীয় আক্রমণ ক্ষমতা সঙ্কুচিত করাও জার্ম্মাণীর লক্ষ্য হইতে পারে।

প্রকাশ, হিটলার ৩০০ খানা হইতে ৫০০ খানা পর্য্যন্ত যুদ্ধপ্লেন এবং তদনুযায়ী বৈমানিক ও সমরোপকরণ রুমানিয়ায় প্রেরণ করিয়াছে। তবে এই সমস্ত গ্রীস কি অপর কোন বলকান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে, তাহা জানা যায় নাই।

রুমানিয়ায় বিপ্লব

২১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, রুমানিয়ার জার্ম্মাণ সামরিক মিশনের হেডকোয়ার্টার আথানেকতর হোটেলের সম্মুখে উক্ত মিশনের একজন সদস্যকে গুলী করিয়া নিহত করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্ব্বত্র বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা

বরিশালে সিভিক গার্ড সংগঠন

যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ পরিচালনা কার্য্যে সাহায্য করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হয়, তদুদ্দেশ্যে—অর্থ, প্রচার কার্য্য, আইন ও শৃঙ্খলা, সৈন্য-সংগ্রহ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা কমিটি গঠন করিয়া সর্ব্বোপরি একটি যুদ্ধ কমিটি সংগঠন করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে কতকগুলি সভা আহ্বান করা হইয়াছে এবং কতিপয় বিজ্ঞাপনও বিলি করা হইয়াছে। সিভিক গার্ডের নামও তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলী একাধারে জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিষ্ঠানের কার্য্যাবলীতে জেলার বাহিরের লোকও আকৃষ্ট হইয়াছে। নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

অর্থ সম্পর্কীত সাব-কমিটি :—বিনামূল্যে রসিদ বই ছাপানো হইয়াছে এবং উহা সদস্যগণের মধ্যে ও মহকুমা-গুলিতে বিতরিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ "ডিফেন্স লোনে" খাটাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি ব্যাঙ্ক ডিফেন্স সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার নিমিত্ত ইতিমধ্যেই তাহার কর্ম্মচারীবৃন্দের এক মাসের মাহিয়ানা আগাম হিসাবে প্রদান করিয়াছে। ব্যাঙ্ক উক্ত অর্থ মাহিনা হইতে কর্তন করিয়া পুনরায় সংগ্রহ করিবে।

যশোহর

সম্প্রতি যশোহর-জেলা-যুদ্ধ-তহবিলের সাহায্যার্থ যশোহরের বি, সরকার হলে একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে হলটি একেবারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং জেলার বিশিষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণ এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। দর্শকগণ সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করেন যে, সম্প্রতি যশোহরে এই ধরণের যে সকল বিচিত্র অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। যশোহর জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু ভূধর পাণ্ডে এই অনুষ্ঠানের সকল ব্যয় বহন করেন এবং কলিকাতা হইতে বিভিন্ন শিল্পীদের আনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলভী মুহম্মদ রহমান এবং মিঃ এস, সি, বসু টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জেলা-যুদ্ধ-তহবিল এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ৬০০৲ টাকা লাভ করিয়াছিলেন।

ঢাকা

সম্প্রতি ঢাকা জেলার সদর উত্তর মহকুমার টোক-ইউনিয়ন-যুদ্ধ-কমিটির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত লোক সমবেত হইয়াছিল।

উক্ত মহকুমার বরিয়াবো-ইউনিয়ন-যুদ্ধ-কমিটির আর একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২,৫০০ ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। উক্ত স্থানেই প্রায় পঞ্চাশ টাকা সংগৃহীত হয়।

সম্প্রতি সার্কেল অফিসার কাপাসিয়া-থানা-যুদ্ধ-কমিটির একটি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই স্থানে প্রায় এক শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

দিনাজপুরের সিভিক-গার্ড বাহিনী

প্রচার সাব-কমিটি :—প্রচার সাব-কমিটি একটা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশ করিয়াছে ; এই সকল কাগজ ডাকযোগে অথবা লোক মারফৎ বিভিন্ন থানায় প্রেরিত হয়, সেখান হইতে উহা বিভিন্ন ইউনিয়ন, বিদ্যালয়, ডিস্পেন্সারী, ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করিবার নিমিত্ত চৌকিদারসমূহের হস্তে প্রদান করা হয়। এই কাগজের প্রচার-সংখ্যা মাসে ২,০০০। শহরের সিভিক গার্ডগণ বাঙ্গলাতে "সাইক্লোষ্টাইল" করা একখানি করিয়া দৈনিক "বুলেটিন" পান। মফঃস্বলের প্রত্যেক সেক্রেটেরী অফিসার সামরিক ঘটনা সম্পর্কে একখানি করিয়া সাপ্তাহিক বিবরণী প্রাপ্ত হন। "সিনেমার প্রচারের জন্য স্লাইডসমূহ তৈরী করা হইয়াছে।" এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যে সংবাদ সরবরাহ করিবার নিমিত্ত নোটিশ-বোর্ডসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে। সমস্ত স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রচার সম্পর্কে স্থান সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সিনেমা-হাউসগুলিতেও বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গাইবান্ধা (রংপুর)

সম্প্রতি মহকুমা হাকিম মিঃ আক্তার উদ্দীন, বি, সি, এস-এর সভাপতিত্বে গাইবান্ধার মহকুমা-যুদ্ধ-কমিটির একটি অধিবেশন হইয়াছে। সর্ব্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহকুমার বিভিন্ন অংশেও কতিপয় সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রায় ৫০টি সিভিক্ গার্ড লইয়া শহরে একটি দল সংগঠন করা হইয়াছে।

প্রায় দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং মহিলা শাখায় ২,০০০৲ টাকার উপর সংগৃহীত হইয়াছে।

ফরিদপুরে সিভিক-গার্ড বাহিনী

বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শন

ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, আর, ব্লেয়ার সি-আই-ই, আই-সি-এস, গত ৬ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে ফরিদপুরের পুলিশ লাইনের সিভিক গার্ডদের প্যারেড পরিদর্শন করেন।

মিঃ ব্লেয়ার ফরিদপুর জেলার সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

ফরিদপুরের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এ, জেড, ওবাইদুল্লা তোরণদ্বারে কমিশনারকে অভ্যর্থনা করেন এবং কমাণ্ডাণ্ট এবং গ্রুপ কমাণ্ডাণ্টদের কমিশনারের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর কমিশনার সিভিক গার্ডদের উদ্দেশ্যে করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং তাহাদের অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

ফরিদপুর সিভিক-গার্ডদের আর এক দল

মিঃ ব্লেয়ার ফরিদপুর জেলা-বোর্ডের কার্য্যালয়-কেন্দ্র পরিদর্শন করিতেছেন।

তুরস্কে আবার ভূমিকম্প

গার্দী শহরের ক্ষতি

গত ১১ই জানুয়ারী কিছু সময়ে ব্যবধানেই পুনঃপুনঃ ভূমিকম্প ও তৎসহ ভূনিম্নে ঘরঘর শব্দ হইতে থাকায়, ইহার ফলে গার্দী শহরে ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। অধিবাসিগণ সমস্ত রাত্রি গৃহ ছাড়িয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাটাইয়াছে। বহু গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

No. Q2532

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

বাঙলার কথা

[... বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা]

নাৎসী মনোবৃত্তির স্বরূপ

আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই তাহাদের উদ্দেশ্য

[মিঃ ডব্লু, এ, সিনক্লেয়ার লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

নাৎসীদের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে শক্ত হওয়ার কারণ এই যে, মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ সম্পর্কে আমাদের ও তাহাদের চিন্তা এবং ভাবধারার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। মানব-জীবনের বিভিন্ন সদগুণাবলী সম্পর্কে আমাদের মতামত এত সুস্পষ্ট যে, কখনও আমরা উহার পুনরালোচনা করি না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দয়া এবং পরদুঃখ-কাতরতাকে আমরা সদগুণ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ধর্মযাজকগণ উপদেশচ্ছলে প্রায় বলিয়া থাকেন যে, আমরা সদয় এবং পরদুঃখকাতর নহি; তবে সদয় এবং পরদুঃখকাতর হওয়া উচিত কিনা, ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। এ-ব্যাপারে দ্বিমত নাই।

যে সকল বিষয়ে কোন আলোচনারই আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না, নাৎসীরা ঠিক বিষয়েও সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে।

পরিষ্কারভাবে বলিতে হইলে তাহারা দয়া এবং পরদুঃখ-কাতরতার ধার ধারিতেও চাহে না। তাহারা যে শুধু সদয় ও পরদুঃখকাতর নয় এমন নহে, তাহারা উহা হইতেও চাহে না। যদি আপনি দয়া ও পরদুঃখকাতরতা দেখান, তাহা হইলে তাহারা আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীর জীব বলিয়া মনে করিবে।

যে ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা দুর্বল অপরাপর লোকের উপর কর্তৃত্ব জমাইয়া বসিতে পারে, তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে পারে, এবং খুশীমত তাহাদিগকে পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারে, নাৎসীরা তাহাকেই প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলে গণ্য করিয়া থাকে। উহা ধনতন্ত্র, পররাষ্ট্র দখল এবং নীতিধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্যকেই নাৎসীরা প্রাধান্য দান করিতে অভ্যস্ত। ব্যায়ামের পর যেমন শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হয়, অপরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে নাৎসীরাও তেমনি তাহাদের শক্তিকে পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দ পায়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাৎসীদের সাধারণ মনোবৃত্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকটির বিবরণ কৌতূহলজনক হইলেও এ-স্থলে উহা নিষ্প্রয়োজন; অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য এবং মানব জীবনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। রাজনীতি-ক্ষেত্রেও ইহা নাৎসী মতবাদের মূলমন্ত্র।

আপনারা ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন যে, অর্থ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে না। অপরের উপর প্রভুত্ব করার বাসনাই তাহাদের নিকট বড় জিনিষ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বা অর্থ সম্পদ তাহাদের প্রধান কাম্য বস্তু নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাদের অভাবে তাহারা কোন অসুবিধা বোধ করে না।

স্কুলের দুর্দান্ত ছেলে যেমন লাভ লোকসানের চিন্তা না করিয়া সহপাঠীদিগকে ভয় দেখাইয়াই আনন্দ পায়, নাৎসীরাও তেমনি পরের উপর প্রভুত্ব করিতে পারিলে আনন্দানুভব করে, লাভ লোকসান লইয়া মাথা ঘামায় না। নাৎসী মতবাদের ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং অকপটে বলিয়াছেন যে, নাৎসী-শাসনাধীনে জার্মানরা মাখন অপেক্ষা কামানকেই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে। এজন্য অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় তাহারা নিজেদের অর্থ, সামর্থ্য ও সময় ব্যয় করিতে এতটা আগ্রহশীল। বর্তমানে যে সকল দেশ তাহাদের পদানত হইয়াছে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে বলিয়া তাহাদের আনন্দের আর সীমা নাই।

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধটাকে তাহারা অবিশ্রান্ত সংগ্রাম বলিয়া মনে করে। কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আজ না হয়, দুইদিন পর অপরাপর জাতির সঙ্গে তাহাদের সংগ্রাম অনিবার্য।

সেই অনিবার্য সংগ্রাম খোলাখুলি ভাবেও চলিতে পারে কিম্বা, বাণিজ্য প্রতিযোগিতা ও কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যস্থতায়ও চলিতে পারে। জার্মানদের মতে সবই সংগ্রাম; তবে উহাদের পরিচালনায় এক আধটু যা তফাৎ মাত্র। সমগ্র পৃথিবী নাৎসীদের কবলিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সংগ্রামের নিবৃত্তি নাই, ইহাই তাহাদের ধারণা। তাহাদের গানের মধ্যেও সে একটা ভাব বিদ্যমান অর্থাৎ তাহারা গাহিয়া বেড়ায় যে, "নাৎসীরা এক্ষণে শুধু জার্মানীর মালিক; ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবী তাহাদের হইবে"। এ কারণে হিটলারও শান্তি কামনা করিয়া থাকেন, তবে তিনি শান্তি বলিতে নাৎসী শাসনকেই বুঝান।

তাহাদের ও আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে এতটা বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে যে, অধিকাংশ জার্মানই উক্ত মনোভাব-সম্পন্ন, উহা আমরা সহজে উপলব্ধি করিতে পারি না। বস্তুতঃ জার্মানরাও আমাদিগকে ঠিকভাবে বুঝিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা গোয়ার্তুমিকে যেমন আদৌ আমল দেই না, তেমনি খুনি বিলুণ্ঠিত ব্যক্তিকেও পদাঘাত করি না। ইহা নাৎসীদের কাছে অদ্ভুত ঠেকে। তাহাদের ধারণা, বিজিত শত্রুকে যদি পর্যুদস্ত না করা হইল, তাহা হইলে তাহাকে পরাস্ত করিবার সার্থকতা থাকে কোথায়? আমাদের উদার মতবাদের জন্য তাহারা আমাদিগকে পছন্দ করে না। চোর ডাকাতেরা যেমন সাধু সজ্জনকে নির্বোধ ও অযোগ্য মনে করিয়া তাহাদের সমস্যার ভুল করে, নাৎসীরাও ঠিক তেমনি আমাদিগকে আনাড়ী লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

ক্ষমতা লোলুপতা এবং বল-প্রয়োগে অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার স্পৃহাই নাৎসী মতবাদের সর্ব-প্রধান মূলমন্ত্র। উহার অন্যান্য দিকও আছে, তবে ইহা সর্বদাই তাহাদের মাথা ব্যথা বেশী। এই সত্য পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধ না হওয়া পর্যন্ত নাৎসীদের সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করা শক্ত ব্যাপার বটে।

প্যারিসে জার্মাণ কর্তৃত্ব

নানাপ্রকারে নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচ সাধন

বার্ণের "বুন্ড" নামক সংবাদপত্রটি বর্তমানে প্যারিসের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্যারিস নগরীকে বর্তমানে বড়ই বিষাদময় মনে হয়। পুলিশের পুলিশগণও কর্তৃপক্ষের সহিত যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রিত করা হইতেছে। গাড়ীর চালকগণকে পরপর সারিবদ্ধভাবে গাড়ী চালিতে দেওয়া হয় না। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে, তাহারাও মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে রাস্তা অতিক্রম করিতে পারে।

প্যারিসের বেকারদিগকে চাকরীর সন্ধানে জার্মাণীতে যাইতে বলা হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহু শত বেকার প্যারিস ত্যাগ করিয়া জার্মাণীতে গিয়াছে। বিবাহিত শ্রমিকদের মাসে ১২০ মার্ক করিয়া পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বলিয়া প্রকাশ।

১৮ হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০ বৎসর বয়সের লোকদের এক এক দলে ডিউটি করিয়া প্যারিসের সর্বত্র বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের খুঁটি প্রভৃতি পাহারা দিতে বাধ্য করা হইতেছে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা তাহা হইতে দূরবর্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং পূর্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, সুদূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্বাহ্নে বিবেচনা করেন। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব অগ্রিম, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

[illegible] সংবাদ [illegible]

[illegible]

[illegible] কথা

[illegible]

ইটালীতে জার্মাণ প্রভাব

ইটালীর [illegible] পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। জার্মাণ [illegible] প্রবিষ্ট হয়, তবে যে পরিস্থিতি দেখা দিবে, তাহার তুলনায় [illegible], আলবেনিয়া বা লিবিয়ার [illegible] পরাজয়ে অতি [illegible] বলিয়াই মনে করিতে হইবে। ভূমধ্যসাগরে বিমান ও নৌ-[illegible] প্রতিপত্তি [illegible] বিমান-বাহিনীর [illegible] ইটালীর [illegible] পাঠিয়া [illegible], এবং [illegible] জার্মাণ কর্তৃক [illegible] ইটালীর জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই নানা [illegible] উদ্রেক হইয়াছে। [illegible] কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইতেছে যে, ইটালীর বিমান-বাহিনীর উপর জার্মাণ কর্তৃক "নামে মাত্র" [illegible] হইয়াছে, কিন্তু এই আশ্বাস-বাণীতে দেশের জনসাধারণ মোটেই খুসী হইতে পারিতেছে না;— তাহারা সন্দেহ করিতেছে যে, মুসোলিনী এমন একটি পথ অবলম্বন করিয়াছেন—যাহার ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে, সমগ্র ইটালীর জাতিকে বিপন্ন করিয়াই মুসোলিনী এক অনিশ্চিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন এবং এই পথে সাফল্য আসিলেও ইটালীর বিপদ, সাফল্য না আসিলেও তাহাই।

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মুসোলিনী যখন জার্মাণদের [illegible] [illegible] বিয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেদিন হইতেই ইটালীর বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযানের [illegible] হইয়াছিল, বলা চলে। অধুনা ইটালীর সর্বত্র জার্মাণ গোয়েন্দা-[illegible] অনুচরগণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, [illegible] শক্তি [illegible] অনেক কমিয়া গিয়াছে। নাৎসী বিমান-বাহিনী ইটালীর সাহায্যার্থে যে-সময়ে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মাণ সেনাদলের [illegible] প্রতিনিবিষ্ট সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জার্মাণ বিমান-বাহিনীর এই অযাচিত সাহায্য দ্বারা আফ্রিকার রণাঙ্গনে ইটালীর যে [illegible] হইবে না—ইটালীর কর্তৃপক্ষ তাহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন; কিন্তু [illegible] জার্মাণ কর্তৃপক্ষ [illegible] জানিতেছেন যে, ইটালীকে [illegible] এই উপযুক্ত সময়। ইটালীর দুর্দশা দেখিয়া নাৎসীরা যে আনন্দিত হইয়াছে, [illegible] প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। [illegible] হইয়া তাহা [illegible] পূর্বে [illegible] দিয়া যে [illegible], কোন কোন নাৎসীদের এই [illegible] [illegible]

যায় যে, [illegible] বুঝিতে না কেন, এ দেশে [illegible] রাখিয়াছে।

ইটালীতে আসিবার পূর্বেই [illegible] যে সকল নাৎসীর পোষণ করিতেছে, সম্প্রতি ইটালীর সাহায্যার্থে [illegible] প্রেরণ করায় এই সকল [illegible] দেখা দিয়াছে। কারণ, ধাপে-ধাপে ও বেশ নাৎসীর [illegible] প্রভাব বিস্তার করিবার গোপন ইচ্ছাই নাৎসীদের ছিল, প্রকাশ্যভাবে সাহায্য প্রেরণ করিতে হওয়ায় স্বভাবতঃই ইটালীর জনসাধারণের মনে এই [illegible] জাগিয়া উঠিয়াছে। তারপর ইহাও বিবেচ্য যে, ইটালীর প্রতি জার্মাণ সাহায্যের প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে বিশেষ কোন মূল্যই নাই; কারণ বড় দেরীতেই এই সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে জার্মাণ বিমান বাহিনীর আবির্ভাবের কথা যেরূপ [illegible] পিটাইয়া প্রচার করা হইয়াছিল, তাহাদের প্রথম আক্রমণে কিন্তু সেরূপ কোন বিরাট ধরণের সাফল্য সম্ভবপর হয় নাই। এরূপ হওয়ার সঙ্গত কারণও রহিয়াছে। স্থল-বাহিনীর সহযোগিতায় কাজ করার কৌশলই জার্মাণ বিমান বাহিনীকে বিশেষভাবে শিখান হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থল-বাহিনীরও সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন। আলবেনিয়া ও লিবিয়ার রণক্ষেত্রে সরাসরি যোগ দান করিয়া জার্মাণ বিমান-বহর [illegible] সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে; কিন্তু ইটালীয়ান স্থলবাহিনী জার্মাণ স্থল-বাহিনীর মত সুশিক্ষিত না হওয়ায় স্বভাবতঃই এই সাহায্য খুব কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। গ্রীসের বিরুদ্ধে জার্মাণী এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই; যদি এরূপ ঘোষণা জার্মাণী করে, তবে বলকান অঞ্চলে রাজনৈতিক অবস্থার দিক দিয়া তাহার বিশেষ অসুবিধা দেখা দিবে। বিশেষতঃ লিবিয়ার রণাঙ্গনে ইটালীর অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জার্মাণ বিমানসমূহ যদি সেখানে গিয়া ইটালীকে সাহায্য করিতে উদ্যত হয়, তবে তেল ও অন্যান্য উপাদানের জন্য তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে অবস্থিত ইটালীর প্রতি পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াই কাজ করিতে হইবে।

মুসোলিনী মনে করিয়াছিলেন—যুদ্ধ অল্পকাল স্থায়ী হইবে; কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি নিরাশ হইয়াছেন। মুসোলিনীর এই অদূরদর্শিতার এরূপ সুদূরপ্রসারী ফল দেখা দিতে পারে যে, হয়ত বা ইটালীর অধিকারভুক্ত সবগুলি দেশই একবার হাতছাড়া হইয়া যাইবে। দেশবাসীর বিরুদ্ধ মতেও শেষ উপায়স্বরূপই মুসোলিনী জার্মাণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাহায্য দান ব্যাপার হিটলারের পক্ষেও কম সমস্যার কথা নহে; কারণ ইটালীকে প্রকাশ্য সাহায্য দান করিতে হইলে তাঁহার সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং রণক্ষেত্র দুই সীমান্তে প্রসারিত হইয়া পড়িবে। ইটালীয়ান জনসাধারণ ইহা বেশ ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, যেসব জার্মাণ দল ইটালীর সাগরতটে ঘুরিয়া ফিরিতেছে এবং জার্মাণ বিমান-বাহিনীর যে [illegible] লোক ইতিমধ্যেই ইটালীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী জার্মাণ বাহিনীর অগ্রদলেরই পূর্বাভাস মাত্র। কাজেই বলা চলে—বর্তমান যুদ্ধে যদি বৃটেনের জয় হয়, তবেই ইটালীর রক্ষা; নতুবা উহাকে নাৎসী প্রভুত্বের অধীন হইতেই হইবে।

সমুদ্রে জার্মাণ [illegible] উপদ্রব

[illegible]

[illegible] বীকার না করিয়া [illegible], বৃটিশ নৌ-বহরের [illegible] জার্মাণ [illegible] অনেকাংশে কমিয়াছে।

যুদ্ধে জার্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ

বর্দ্ধিত-ট্যাক্স দ্বারা রাজস্ব-বৃদ্ধির চেষ্টা

গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে আর্থিক বৎসরের দ্বিতীয় তিন মাস শেষ হইয়াছে, সেই সময় যে আর্থিক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে পরিষ্কাররূপে জানা যায় যে, যুদ্ধের ফলে জার্মাণী কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং কিভাবে সে টাকা সংগ্রহ করিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যদিও ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ হইতে বর্তমান যুদ্ধে অধিকাংশ [illegible] ট্যাক্স হইতে আদায় করা হইতেছে এবং যদিও গত যুদ্ধের চেয়ে বর্তমান যুদ্ধে ট্যাক্স দ্বারা আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ অধিক, তথাপি জার্মাণী ঋণে জড়াইয়া পড়িয়াছে এবং বর্তমানে দেখা যায় যে ট্যাক্স দ্বারা যে টাকা আদায় করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঋণের পরিমাণ অধিক। এতদ্ব্যতীত কাজেই মোটের উপর বেশী প্রচলন হইয়াছে যে, একমাত্র আর্থিক [illegible] ব্যতীত ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

গত ১৯১৪-১৮ সালে জার্মাণী তাহার যুদ্ধের খরচের শতকরা পঁচিশ ভাগ মাত্র ট্যাক্স দ্বারা তুলিয়াছিল। বর্তমানে উহার পরিমাণ অনেক বেশী। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময় জার্মাণীর রাজস্বের পরিমাণ হইয়াছিল ২৩,৭৫০ লক্ষ মার্ক। উহার পূর্ব বৎসর উক্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭,৭১০ লক্ষ মার্ক। তৎকালে উক্ত অর্থই রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিল। জার্মাণীর রাজস্বের পরিমাণ বর্তমান আর্থিক বৎসরের প্রথম তিন মাসে উহার পূর্ববর্তী বৎসরের শতকরা ১৬ ভাগ বেশী এবং দ্বিতীয় ত্রিমাসে উহার পূর্ববর্তী বৎসরের শতকরা ২৯ ভাগ বেশী হইয়াছিল। উক্ত সময়ে প্রথম ত্রৈমাসের হিসাবে প্রায় ৫,০০০ লক্ষ মার্ক বেশী ছিল। দ্বিতীয় ত্রৈমাসের রাজস্বও যদি এই অনুপাতে বৃদ্ধি হয়, তবে নাৎসীদের দৃঢ় [illegible] যে, বর্তমান আর্থিক বৎসরে জার্মাণ রাজস্ব ২৬,৮৫০ লক্ষ মার্ক [illegible]।

গৌড় [illegible] প্রতি [illegible]

[illegible]

[illegible]

গভর্ণর-বাহাদুরের ময়মনসিংহ সফর

অভিনন্দনের উত্তরে পাট-সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট বিগত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহ সফরে গমন করিলে পর তাঁহাকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করা হয়। অভিনন্দনপত্রসমূহের প্রত্যুত্তরে গভর্ণর বাহাদুর নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন:—

ভদ্র মহোদয়গণ।

অদ্য প্রাতে আমার প্রতি যে তিনখানা অভিনন্দন-পত্র প্রদত্ত হইয়াছে, আমি একান্ত মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলায় আমাদের এই প্রথম সফর উপলক্ষে আপনারা আমার স্ত্রী ও আমার প্রতি যে সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ১৯৩৭ সালের ১৭ই জুলাই তারিখে স্যার জন এণ্ডার্সনের প্রতি আপনারা যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আপনাদের এই বিরাট জেলার জন-সংখ্যা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশের এই দুইটি প্রদেশের জন সংখ্যার চেয়েও অধিক। শুধু তাহাই নহে, এই জেলার জন সংখ্যা ইউরোপের দুইটি স্বাধীন দেশ ডেনমার্ক ও নরওয়ে অপেক্ষাও বেশী। এই দুইটি দেশ বর্ত্তমানে নাৎসীদের অধীনে রহিয়াছে এবং জার্মাণদের অধিকার-প্রিয়তার পরিণামে যে বিরাট সংগ্রাম বাধিয়াছে, তাহার ফলেই এই দুই দেশের দুর্ভাগ্য দেখা দিয়াছে। এই যুদ্ধের ফলে ময়মনসিংহ জেলায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জেলার অধিবাসীরা কিরূপ একাগ্রতার সহিত সাড়া দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব। স্থানীয় যেসব ব্যাপার সম্বন্ধে অভিনন্দনপত্রসমূহে উল্লেখ করা হইয়াছে, আমি সর্ব্বাগ্রে তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিতে চাই।

তিনটি অভিভাষণেই পাট-ব্যবসায়ের অবস্থা ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, চাষীদের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে পাট সমস্যা বর্ত্তমানে অতি জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যদি পাটের দাম বৃদ্ধি না পায়, তবে অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টকেই পাটের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা পাইতে হইবে। এই ব্যাপারে আমি এমন কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—যে সব ব্যাপারে সাধারণতঃ উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া আসা হইয়াছে। ১৯৪০ সালে পাট অতি বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায় বর্ত্তমান অসুবিধা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের ফলে পাটের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে মনে করিয়া চাষীরা অত্যধিক পরিমাণে পাটের আবাদ করায়ই এরূপ বেশী পরিমাণে পাট জন্মিয়াছিল। সে সময়ে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট কৃত সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, অনেকের অনুরোধে তাঁহারা যে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে বিরত থাকেন; কিন্তু পরিণামে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরকারের আশঙ্কাই ঠিক ছিল। আমাদের হাতে বিরাট পরিমাণ পাট মওজুদ রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনেক পাট আবার একান্ত নিম্ন শ্রেণীর; তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য ইউরোপে পাটের বাজারও অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। এই সব কারণে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকার সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট পাট-ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন এবং পরিণামে তাহাদের সহিত এমন একটি চুক্তি নিষ্পন্ন করেন—যাহার ফলে চটকলসমূহ নিয়মিতভাবে যথাযোগ্য পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরে যখন দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থা যথোচিতভাবে কার্য্যকরী হইতেছে না, তখন প্রাদেশিক সরকার চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আরো ব্যবস্থায় অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করায় দিল্লীতে একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং তাহার ফলে দ্বিতীয় একটি চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই দ্বিতীয় চুক্তির ফল বেশ শুভ হইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এই ব্যাপারে বিগত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর আমি আর বিশেষ কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি না। উক্ত বিবৃতিতে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া চাষীদের প্রতি কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি, চাষী সমাজ এসব উপদেশ পালন করিয়া চলিবেন। আমি জানিতে পারিলাম যে, মিলসমূহ চুক্তিপত্রের সর্ত্তানুযায়ী পাট ক্রয় করিতেছে ও ভবিষ্যতেও করিবে এবং তাহার ফলে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার কতকটা উন্নতি শীঘ্রই সম্ভবপর হইবে।

যশোহর সফরে গভর্ণর-বাহাদুর স্থানীয় সিভিক-গার্ড বাহিনীর অধিনায়ক ও জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট গভর্ণরের সঙ্গে আছেন।

পাট-সমস্যা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রাদেশিক সরকার পাট-চাষীদের কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নহেন। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে পাটের দাম যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারেন বলিয়া যে ধারণা বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই কেহ কেহ এরূপ অভিমত পোষণ করেন। পাটের চাহিদা বৃদ্ধি হইলেই মাত্র দাম বাড়িতে পারে। এ-পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার ফলে দাম কিছু বাড়িয়াছে বটে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত নাকি ইউরোপের সবগুলি দেশে পাট চালানের সুবিধা না হইবে, অথবা যুদ্ধের দরুণ পাটের চাহিদা বৃদ্ধি না পাইবে, সে পর্য্যন্ত দাম বিশেষভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা মোটেই নাই।

যাহাতে পাটচাষীরা একটা সঙ্গত দাম পাইতে পারে, তাহাই গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা; কিন্তু অত্যধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হওয়ার ফলে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট নিজে পাট ক্রয় করিলেও এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান আশা করা যায় না। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উপরই নির্ভর করে। এই জন্যই গভর্ণমেণ্ট পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। মাত্র এক বৎসরের জন্য এই নিয়ন্ত্রণ হইবে না; বরং কয়েক বৎসর যাবতই এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চলিবে। কঠোরভাবে সহিত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ হইলে তাহার যে শুভ ফল হইবে, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। পাটচাষীরা যদি গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ মত কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। কাজেই আমি আশা করি, আপনারা চাষী সমাজকে চাষ-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া এ-বিষয়ে অনুপ্রাণিত করিবার প্রয়াস পাইবেন।

পাট সমস্যার অন্যতর পরিণতি হিসাবে ঋণ-সালিশী বোর্ড সমূহের নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহে প্রদত্ত কিস্তি অনুযায়ী টাকা আদায়ে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারিলাম। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, যাহারা প্রকৃতই কিস্তির টাকা পরিশোধে অসমর্থ, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থার অধিকার কৃষি-খাতক আইনে রহিয়াছে। কিন্তু যেস্থলে খাতকগণ প্রকৃতই কিস্তির টাকা পরিশোধ করিতে সমর্থ, সেরূপ স্থলে মিছামিছি কিস্তির টাকা আদায়ের জন্য সময় বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ার কোন অর্থ নাই; কারণ কিস্তি খেলাপের জন্য যে অনাদায়ী টাকা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পরিণামে খাতকদেরই অসুবিধার কারণ হইবে। কিন্তু যেখানে প্রকৃতই খাতকের অবস্থা শোচনীয়, সেস্থলে কিস্তির টাকা প্রদানের সময় বৃদ্ধি করার বিধান আইনে রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বিশেষ অধিকার যে খুব বিবেচনা করিয়াই ব্যবহার করা হইবে, তদ্বিষয়ে সকলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। চাষী-সমাজের কল্যাণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে প্রকৃতই আগ্রহান্বিত, তাহার নূতন প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্ত্তমান বৎসরে সরকার প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

দুইখানা অভিনন্দন-পত্রে এই জেলার জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা উল্লেখ করিয়া হাজামজা নদীর সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে, জেলার অধিকাংশ স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং এই রোগে মৃত্যু-সংখ্যাও সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রোগের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন যে অত্যাবশ্যক, আমি তাহা উপলব্ধি করিতেছি এবং ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে যে, এই মারাত্মক রোগের মূলোৎপাটনে যদি সকলে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বাঙলা হইতে এই আপদ দূরীকরণে অনেকাংশে সাফল্য অর্জন করা যাইবে। ১৯৩৯-৪০ সনে ডিনবার নেত্রকোণা মহকুমার বিশেষভাবে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত স্থানসমূহে ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছিল এবং গত এপ্রিল মাস হইতে ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য নেত্রকোণায় একটি কার্য্যালয়ও খোলা হইয়াছে। এই স্থানে কালাজ্বরের অস্তিত্বও রহিয়াছে—যদিও এই রোগ বিস্তৃতির পথে নহে। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা এবং কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা-কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করিয়া জেলা-বোর্ড এই দিক দিয়া যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কুইনাইন ও কালাজ্বরের ঔষধ সরবরাহের জন্য ৪৪,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ম্যালেরিয়া মহামারী দমনের জন্য ২১ জন ডাক্তারও নিয়োগ করা হইয়াছে। ইহা বলা প্রয়োজন যে, গভর্ণমেণ্ট হইতে বিভিন্ন জেলায় যে কুইনাইন বিতরণ করা হয়, তাহা কতকগুলি নীতির

[১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)—

গ্রাম্য কর্মীদল এবং আরও অন্যান্য লোককে ট্রেনিং দিবার নিমিত্ত নারায়ণগঞ্জ মহকুমা-পল্লী-সংগঠন শিবির গত ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে পরিচালনা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ট্রেনিং পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার-কার্য্য চালানো হইয়াছে। এই মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়ন-বোর্ডকে ট্রেনিং লাভের নিমিত্ত কর্মী প্রেরণ করিবার জন্য যথাসময়ে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দ যাহাতে এই শিক্ষা লাভের নিমিত্ত শিবিরে যোগদান করিতে পারে তজ্জন্য সমবায়, কৃষি এবং জেলা বোর্ডের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্বেও কেবল মাত্র ৭৯ পল্লীকর্মী এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ জন অফিসার (তন্মধ্যে একজন সার্কেল অফিসার, তিনজন স্পেশাল অফিসার, একজন কানুনগো এবং আটজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর) শিবিরে যোগদান করিয়াছিলেন।

কাজের সুবিধার জন্য এই ৭৯ জন পল্লী-কর্মীকে ১৩টি বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হইয়াছিল এবং এক একটি শাখা এক একজন শিক্ষাধীন অফিসারের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। শহরের আশে পাশে ১৩টি গ্রামকে বাছাই করিয়া নেওয়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেকটি শাখার জন্য একটি করিয়া গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষাধীন কর্মীদল এবং অফিসারগণ তাঁহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট গ্রামে অবস্থান করিতেন এবং বক্তৃতা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শহরে আগমন করিতেন। বক্তৃতার পর পরস্পরের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলিত এবং ভাবের আদান প্রদান হইত ও যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করা হইত।

উক্ত তেরটি হাতে-কলমে শিক্ষার শিবিরে পুঁথিগত বিদ্যার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষাও সমভাবে প্রদান করা হইয়াছে।

নির্ব্বাচিত ১৩টি গ্রামে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে :—

(১) ১৩টি বিভিন্ন গ্রামে ১৩টি পল্লী সংগঠন কমিটি গঠন করা হইয়াছে। পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যাবলীর নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারে চাঁদা আদায় করিতেছেন।

(২) ৪৯টি পুষ্করিণী এবং ছোট বড় ২৯২টি খানা ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

(৩) প্রায় ৭০৪ জন ছাত্র লইয়া বয়স্কদের প্রথার ২৭টি বয়স্কদের বিদ্যালয় এবং সাতটি বালকদের বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

(৪) ৩৪০টি পুস্তক এবং দুইটি দৈনিক পত্রিকা সহ ৬টি পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত দুইটি গ্রাম্য ক্লাব স্থাপন করা হইয়াছে।

(৫) একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

(৬) পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ৬টি পুষ্করিণী পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

(৭) জঙ্গল সাফ, ডোবা ভরাট, জানালা কাটা এবং পায়খানা ও গোয়াল ঘর বাসগৃহ হইতে পৃথক করিয়া প্রায় ২০২টি বাড়ী পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং তাহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া দূর করা হইয়াছে।

(৮) পাঁচটি বাগানের বড় বড় জঙ্গল সাফ করা হইয়াছে।

(৯) প্রায় ৪৯টি পায়খানা নূতন তৈরী করা হইয়াছে অথবা মেরামত করা হইয়াছে।

(১০) ২২টি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে কুইনিন প্রদান করা হইয়াছে এতদ্ব্যতীত আর চারিটি রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১১) আনুমানিক ১,৪২৫ গজ দীর্ঘ রাস্তা নির্ম্মাণ অথবা মেরামত করা হইয়াছে।

(১২) দুইটি সমাধিক্ষেত্র তৈরী করা হইয়াছে।

(১৩) খালের উপর পাঁচটি বাঁশের সাঁকো তৈরী করা হইয়াছে।

(১৪) এক একর পরিমিত ২৬ খণ্ড পতিত জমিতে বিলাতী বেগুণ, শাক-সব্জী, কলা, আম এবং কাঁঠাল প্রভৃতির চাষ করা হইয়াছে।

(১৫) পাঁচটি বিভিন্ন পরিবারে বিড়ি তৈরী, মাদুর তৈরী, সূচিকার্য্য, সাবান তৈরী প্রভৃতি কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

(১৬) পাঁচটি বিভিন্ন গ্রামে পল্লী সংরক্ষণ সমিতিসমূহ পুনর্গঠন করা হইয়াছে।

(১৭) সেচ-কার্য্যের নিমিত্ত জল নিকাশের জন্য ৩৫৫ হাত লম্বা, তিন হাত গভীর এবং দুই হইতে তিন হাত পাশে চারিটি নালা খনন কিম্বা সংস্কার করা হইয়াছে।

(১৮) ১৩টি গ্রামের প্রায় প্রত্যেকটি পল্লীতেই সার তৈরী করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

(১৯) বহু দিনের চারিটি বিবাদ আপোষে মিটাইয়া ফেলা হইয়াছে।

(২০) বহু স্থানে স্বাস্থ্যকর খেলাধূলার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

শিবির পরিচালনার শেষ দিনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কর্ক, আই, সি, এস্, দুইটি শাখার কার্য্য তাহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট গ্রামে পরিদর্শন করেন।

মহকুমা হাকিম মিঃ জে, সাট্‌লার, আই, সি, এস্‌এর সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ "ইয়ং মেন্স্ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন হলে" শিক্ষাধীন কর্মী, অফিসারগণ, ইউনিয়ন বোর্ডের-প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণ এবং পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে যত্নশীল ব্যক্তিবর্গের একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

শিবির পরিচালনা করিবার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এম, মহীউদ্দীন, বি-সি-এস্, ঘোষণা করেন যে, ১৯৪১ সালের আগামী জুন মাস হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাম্য-কর্মীদলকে একটি "কাপ" পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—

ভারত সরকারের সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ১৭টি নলকূপ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং ইহার অধিকাংশ নলকূপই ইতিমধ্যে খনন করা হইয়া গিয়াছে।

কচুরীপানা দূরীকরণার্থ ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বিশেষ যত্নশীল হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল হইতে ও বে-সরকারীভাবে প্রাপ্ত অর্থের সদ্ব্যবহার করা হইতেছে।

প্রজনন ষাঁড়

সরকারী প্রজনন ষাঁড়সমূহকে বিশেষ যত্নের সহিত পালন করা হইতেছে এবং তাহারা কতিপয় উৎকৃষ্ট বাছুরের জন্ম দিয়াছে। এই মহকুমায় গো-খাদ্য কিম্বা জলের কোন অভাব নাই।

বর্ত্তমান নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ আশানুরূপভাবে কাজ করিতেছে এবং নভেম্বর মাসে কোন নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় নাই।

পুরাতন গ্রন্থাগারসমূহ বেশ ভালভাবে চলিতেছে। মাদারীপুর এলাকার অন্তর্গত গোপালপুর হাটের ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

মহকুমার স্বাস্থ্য মোটামুটি বেশ ভাল।

ইলিশপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি নূতন পল্লী-সংগঠন সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ মূল্যবান্ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

গত নভেম্বর মাসে শিবচর এলাকার অন্তর্গত চান্দচর বাজারে এবং মাদারীপুর এলাকার অন্তর্গত শিরখাড়া নামক স্থানে দুইটি নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। পালং এলাকার অন্তর্গত সরসর নামক স্থানে গজানন্দ পল্লী-চিকিৎসালয় নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

সার্কেল অফিসারগণ আরও বহু সংখ্যক পল্লী-সংগঠন সমিতি এবং ডিস্পেনসারী স্থাপনের প্রচেষ্টা করিতেছেন।

সরকার কর্তৃক সরবরাহ করা কুইনিন ক্রমাগত বিতরণ করা হইতেছে।

নোয়াখালী—

গত নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলার যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল অফিসারগণ বহু প্রচার-সভার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সেই সভায় পল্লী-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার কতকগুলি সভায় জনসাধারণকে রবি শস্য, শীতের শাক-সব্জী এবং গো-খাদ্যের চাষের প্রসারতার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল।

গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবকগণ জেলার বহু স্থানের কচুরীপানা পরিষ্কার এবং জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। দক্ষিণ সাতারা আদর্শ গ্রামের কর্মীদল গ্রামের ৩টি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা এবং অন্যান্য জলজ-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। দক্ষিণ খাসাবাড়ী আদর্শ গ্রামের কর্মীদল এই পল্লীর পল্লী স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

গত নভেম্বর মাসে বর্ত্তমান নৈশ-বিদ্যালয়, পল্লী গ্রন্থাগার এবং পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ রীতিমতভাবে কাজ করিয়াছে।

একলাসপুরে বয়স্কদের একটি নূতন শিক্ষা কেন্দ্র এবং একটি গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাদুয়া নামক স্থানে নারিকেল ছোবড়া ছাড়াইবার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উক্ত কেন্দ্র আলোচ্য মাসে বেশ আশানুরূপ কাজ করিয়াছে।

কক্সবাজার (চট্টগ্রাম)—

গত অক্টোবর মাসে চাকারিয়া থানার অন্তর্গত ফেসিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মৌজা কাঁকিয়াখালীর কুমারী খালের জঙ্গল পরিষ্কার করার কার্য্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

বিভিন্ন ভ্রাম্যমান অফিসারগণ যুদ্ধ তহবিলের নিমিত্ত ৪৬৯৷৶০ আনা চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছেন।

টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)—

টাঙ্গাইলে যুদ্ধ সম্পর্কীত প্রচারকার্য্যের এক সভায় গোপালপুর এলাকার ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন এবং যুদ্ধ সাব-কমিটি ১,৪০০৲ টাকা এবং অতিরিক্ত সংগ্রহ ১০২৸০ আনা যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এ, হক, আলেকজাণ্ডারকে প্রদান করা হয়। বহু লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙলায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজন

ব্যবসায়ী সম্মেলনে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বিগত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক গভর্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়মে ব্যবসায়ী ও শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের একটি কনফারেন্সে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই প্রদেশের বিনষ্ট ও মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী এই কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

এবং বর্ত্তমানে শিল্পোন্নতির দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলাদেশের স্থান সর্ব্বনিম্ন।

এ প্রদেশে যাহা কিছু শিল্প রহিয়াছে, তাহাও অবাঙ্গালীর চেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, এই মন্তব্য দ্বারা তিনি অবাঙ্গালীর প্রতি কোন দোষারোপ করিতেছেন না। তিনি শুধু ইহার উল্লেখ দ্বারা তাঁহাদের কাজের প্রশংসা করিতেছেন যে, অন্য প্রদেশের লোক হইয়াও তাঁহারা বাঙলা দেশের কতিপয় শিল্পকে

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ব্যবসায়ী-সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। কলিকাতার মেয়র মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র প্রধান-মন্ত্রীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

মাননীয় মিঃ হক বলেন যে, এই প্রদেশের লোক নিজেদের প্রদেশকে কৃষিপ্রধান প্রদেশ আখ্যা দিতে সর্ব্বদাই গর্ব্বানুভব করিয়াছে; কিন্তু দেশ এখন কৃষি বিষয়ে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। চাষীদের জোতজমি আর পূর্ব্বের মত টাকা পয়সার দিক দিয়া লাভজনক নাই এবং বৎসরে তাহাদের যাহা আয় হয়, তাহা জীবনে অতি সাধারণ আনন্দ লাভের পক্ষে আদৌও যথেষ্ট নহে। যাহারা দেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের শিল্পোন্নতির সাফল্যের উপরই দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের মুক্তি নির্ভর করে। দেশের বিনষ্ট শিল্পের উদ্ধার করিতে হইবে এবং নূতন নূতন শিল্প, যাহার বিপুল উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, গড়িয়া তুলিতে হইবে। বেশী দিনের কথা নয়, বাঙলাদেশে অতি সূক্ষ্ম সূতা এবং জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মসলীন প্রস্তুত হইত। পাশ্চাত্য দেশে এই সমুদয় কাপড়ের খুব চাহিদা ছিল। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প ও তাঁত শিল্প ছিল। এগুলিই এখন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে

বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। যদি বাঙলা দেশ তাঁহার শিল্পগুলিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ঐ সব শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুধাবন প্রয়োজন এবং খুব সস্তায় উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপায় ও ঐ সব দ্রব্যের কোথায় বেশী কাটতি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ভারতীয় প্রদেশসমূহের মধ্যে বাঙলা দেশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মিউজিয়ম স্থাপন করিয়া শিল্প সম্বন্ধে লোকদিগকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতির মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, এই মিউজিয়ম অনেক ভাল কাজ করিতেছে এবং আরও বলেন যে, প্রতি দিন গড়ে ১,৫০০ শত ঢাকার লোক এই মিউজিয়ম পরিদর্শন করে এবং গত দুই বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক এই মিউজিয়ম দেখিয়াছে।

শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র কনফারেন্সের সভ্যদিগকে অভিনন্দিত করেন।

স্যার বি, পি, সিংহ রায়ের ফরিদপুর পরিদর্শন

যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ

রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায় রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ পি, আর, সেন, আই, সি, এস সমভিব্যাহারে গত ১৭ই জানুয়ারী ফরিদপুর পরিদর্শন করিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা জজ, সেটেলমেণ্ট অফিসার, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং শহরের আরও বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। অপরাহ্ণে স্যার বিজয় প্রসাদ ফরিদপুর হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত কামারখালী নামক বন্দরে গমন করেন। সেখানে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড এবং জনসাধারণের তরফ হইতে তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

অভিনন্দনের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, তিনি নিজে জেলার কৃষির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে এই আশ্বাসবাণী প্রদান করেন যে, জেলার কালেক্টর অনুসন্ধানে রত আছেন এবং যদি কোনো সত্যিকারের দুঃস্থ লোক পাওয়া যায়, তবে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য করিবার যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পাট সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সরকারের প্রচেষ্টায় পাটের দর আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই দর বৃদ্ধির ফলে এই জেলার কৃষকগণের কিয়ৎ পরিমাণে সুবিধা হইবে। তিনি কৃষকগণের বাগান ও অন্যান্য খেত খামার সম্বন্ধে প্রদান করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় থানা-ঘর জেল এবং ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস পরিদর্শন করিয়া ফরিদপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী, রাজস্ব সেক্রেটারী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জমি রেজিষ্ট্রী সম্পর্কীত ডিরেক্টর, সেটেলমেণ্ট অফিসার এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সমভিব্যাহারে জরিপের কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত রাজবাড়ীর চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় জেলার কৃষির অবস্থা সম্পর্কে বিশদভাবে বলেন। উপস্থিত জনগণ তাঁহাকে বিশেষ আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করে। তৎপর মাননীয় মন্ত্রী চট্টগ্রাম মেইল যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

আফসিদের নূতন সমরোদ্যোগ

ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধবিরতি নাকচ হইবে ?

বার্লিন এবং রোম হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, আফসিদের বর্ত্তমান তুষ্ণীভাব এক "বিরাট সামরিক এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার" আয়োজনের পূর্ব্বাভাষ।

"বেসলের নাশনালটেটুং" নামক সংবাদপত্রে রোম হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই সামরিক উদ্যোগ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে হিটলার এবং মুসোলিনীর মধ্যে আরেকবার সাক্ষাৎকার হইবে; শীঘ্রই এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা হইবে। (ইহা সম্প্রতি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে)।

এদিকে "বেসলের ন্যাশনাল জেইটুঙ্গ" নামক সংবাদপত্রটিতে রোম হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ফ্রান্স ও আফসিস্ শক্তিবর্গের মধ্যে মনোমালিন্য তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, শীঘ্রই আফসিদের সহিত ফ্রান্সের বর্ত্তমান যুদ্ধ-বিরতি নাকচ হইতে পারে।

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

আবিসিনিয়া ও ইরিত্রিয়ায় ইটালীয়দের পশ্চাদপসরণ

তোব্রুকের পতন

২২শে জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে অষ্ট্রেলিয়ান সমর বিভাগের হেড্কোয়ার্টার্সে তোব্রুকের পতনের সংবাদ পেঁৗছিয়াছে। সমর সচিব মি: স্পেণ্ডার ঘোষণা করিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

ইটালীয়ান হাই কমাণ্ডের এক এশ্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ২১শে তারিখ তোব্রুকের পূর্ব্ব অবস্থিত ইটালীয়ান ঘাঁটী ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২০ দিন যাবত তোব্রুক সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যহ উহার উপর গোলাবর্ষণ করা হইতেছিল। সমুদ্রপথে গোলাবর্ষণের পর বোমাবর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রত্যুষ পর্য্যন্ত গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে এবং সমস্ত দিন যাবত বোমারু বিমানসমূহ অব্যাহতভাবে হানা দিতে থাকে।

অগ্নি-বিধ্বস্ত ইটালিয়ান ক্রুজার

তোব্রুক বন্দরে অবস্থিত ইটালীয়ান ক্রুজার "সান জিওর্জিও"তে আগুন লাগে এবং পেট্রোল, রসদপত্র প্রভৃতির গুদামগুলিও অগ্নি বিধ্বস্ত হয়। ১৯৩০ সনে ৯,০০০ টনের এই ইটালীয়ান ক্রুজারখানির নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা উপকূল রক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

আল্বেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

গ্রীক সরকার পক্ষের মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, আলবেনিয়া সীমান্তে গ্রীক বাহিনী যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সুরক্ষিত স্থানসমূহ হইতে ইটালীয় বাহিনীকে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং শত্রু পক্ষ যেখানেই বাধা প্রদান করিয়াছে, সেইখানেই পরাজিত হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চল হইতেও গ্রীক বাহিনী অগ্রসর হইয়া বহু শত্রু-সৈন্য বন্দী ও সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে পর্য্যবেক্ষণকারী ইটালীয় সৈন্য বাহিনী গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণে ক্ষতি সহ্য করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

৪০টী স্থান হইতে ইটালিয়ান বিতাড়ন

এথেন্সের এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় জনৈক সরকারী মুখপাত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে, একটি "উল্ভগ্" ডিভিশন ধ্বংস করার পর আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনী মধ্য রণাঙ্গণের ৪০টি স্থান হইতে ইটালীয়ানদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। অন্যান্য রণাঙ্গণেও গ্রীক বাহিনী ইটালীয়ানদের উপর গোলাবর্ষণ করে। তাহাতে ইটালীয়ানদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

বৃটেনে ৪০ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য

গত ২১শে জানুয়ারী মি: বেভিন জাতীয় লোকবল সম্পর্কে যে বিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, কমন্স সভায় প্রধানমন্ত্রী তাহার জওয়াব প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিতর্ক ও সমালোচনাপূর্ণ পার্লামেণ্টকে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিঘ্ন ও বোঝা বলিয়া মনে করেন না। পরন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিতর্কের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে এবং ইহাতে গভর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সহায়তা করা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় বিভাগীয় দায়িত্বযুক্ত ৪।৫ জনকে লইয়া সমর-পরিষদ গঠিত হইলে উহাতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে না। বর্ত্তমান সমর-পরিষদ আট জনকে লইয়া গঠিত। ইহারা বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে সমাসীন। তিনি মনে করেন যে, বিভাগীয় সম্পর্ক-শূন্য ৫ জন মন্ত্রীর পরিবর্ত্তে ঐ ভাবেই সমর-পরিষদের কার্য্য পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লোকবলের উল্লেখ করিয়া মি: চার্চিল বলেন যে, ৪০ লক্ষ সশস্ত্র ও ইউনিফর্ম্মধারী সৈন্য তৈয়ারী রহিয়াছে, ইহারা দেশ রক্ষায় তাহাদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবে। ১৯৩৯ সালে সৈন্যদলের পরিমাণ স্থির করা হইলে পর সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপে অবিরাম সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বহুসংখ্যক কারখানা ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত দুর্দ্দান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে ১৬ মাসব্যাপী সংগ্রামের পরেও ৬০,০০০ হাজারের বেশী বৃটেনবাসী শত্রুর আক্রমণে প্রাণ হারায় নাই। এই ৬০,০০০ হাজারের মধ্যে অর্দ্ধেক হইতেছে বে-সামরিক লোক।

আগামী ৫।৬ মাসের মধ্যে সৈন্য বিভাগ অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা ও কৃষি-কার্য্যের জন্যই অধিকতর লোকের প্রয়োজন হইবে।

উপসংহারে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, "আমরা এখনও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সর্ব্বোচ্চ শিখরে যাইয়া পেঁৗছি নাই। লিবিয়ার জয়লাভ ছাড়াও আবিসিনিয়া ও ইরিত্রিয়ার সীমান্তেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে এবং ইহাতে চরম সুফল লাভেরও সম্ভাবনা আছে।

বৃটীশ ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "হাইপেরিয়ন" নিমজ্জিত হইয়াছে। নৌ-দপ্তর এই নিমজ্জনের সংবাদ প্রচার করিয়া বলিতেছে যে, "হাইপেরিয়ন" টর্পেডো বা মাইনের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও অগ্রসর হইতে অসমর্থ হওয়ায় বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণ উহা ডুবাইয়া দিয়াছে।

তোব্রুকে বৃটীশ সৈন্য প্রবিষ্ট

কায়রোর বৃটিশ হেড্কোয়ার্টারের এক এশ্তেহারে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ২২শে তারিখ দ্বিপ্রহরের কিছু সময় পর, আক্রমণ সুরু হওয়ার মাত্র ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে ইম্পিরিয়াল সৈন্যদল তোব্রুকে প্রবেশ করিয়াছে।

বহির্ব্বেষ্টনীর পশ্চিম অংশে ইটালীয়ানদিগকে উচ্ছিন্ন করা হইতেছে। রক্ষণ-ব্যূহের অন্যান্য সমস্ত অংশ বৃটিশ সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে।

১৪ হাজারেরও অধিক সৈন্য বন্দী

এক এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, তোব্রুকে ১৪,০০০ হাজারেরও অধিক সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বন্দী-দের মধ্যে দুইজন কমাণ্ডার; দুইজন জেনারেল; একজন এডমিরাল এবং উচ্চপদস্থ আরো কয়েকজন অফিসারও রহিয়াছেন। অন্যান্য সমরোপকরণের সহিত বিভিন্ন ধরণের প্রায় দুইশত কামানও হস্তগত করা হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষে পাঁচ শতেরও কম হতাহত হইয়াছে। শত্রু-পক্ষের হতাহতের সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। তবে এ পর্য্যন্ত দুই হাজার আহতকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

সম্রাট হাইলে সেলাসীর আবিসিনিয়ায় প্রবেশ

২৪শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট হাইলে সেলাসী পুনরায় আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছেন।

খার্টুম হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, তিনি গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে সুদান সীমান্ত অতিক্রম করিয়া স্বদেশে উপনীত হন। জঙ্গী প্লেনের প্রহরীযুক্ত একখানা রাজকীয় বিমানবহরের বোমারু প্লেনে আরোহণ করিয়া তিনি যাত্রা করেন। তিনি আপন এলাকায় অবতরণ করিলে পর, দুই পুত্র ও সুদানস্থ বৃটিশ বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আবিসিনিয়ার দেশ-প্রেমিকগণ সম্রাটের নিকট অভিনন্দনবাণী প্রেরণ করেন এবং তিনি বর্ষীয়ানদের আশীর্ব্বাদও লাভ করেন।

অতঃপর সম্রাট ইথিওপিয়ান পতাকা উত্তোলন করেন এবং উৎসব শেষ হইলে পর তিনি আবিসিনিয়ার অভ্যন্তর ভাগের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেন।

ইরিত্রিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

বৃটিশ বাহিনী বর্ত্তমানে ইরিত্রিয়ার মধ্যে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। ইটালিয়ানগণ ইরিত্রিয়ার সীমান্তে প্রায় ৫,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পশ্চাদপসরণকারী ইটালিয়ান ডিভিশন দুইটির কিয়দংশ বিসিয়ার ও পরিশুটুর ১৫।২০ মাইল পশ্চিমেও আত্মরক্ষার ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে। বাকী ইটালীয়ান সৈন্যগণ বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক বিতাড়িত এই নূতন ঘাঁটির দিকে ধাবমান হইয়াছে।

বৃটিশ সাবমেরিণের কৃতিত্ব

নৌ-বিভাগের এক এশ্তেহারে প্রকাশ, বৃটিশ সাব-মেরিণ "পার্থিয়ান" একখানা ইটালীয় যোগানদার জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। ভূমধ্য সাগরে ইটালীর দক্ষিণ দিকে নৌ-যুদ্ধ হইয়াছিল। শত্রু জাহাজখানা বহু মাল-পত্র লইয়া উত্তর আফ্রিকায় গমন করিতেছিল।

ইটালীয় বিবৃতি

২৫শে জানুয়ারী শনিবার ইটালীয়ান সেনাপতিমণ্ডলীর এক এশ্তেহারে ইটালীয়ান জাতির নিকট তোব্রুকের পুরাপুরি পতনের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, বিচ্ছিন্ন শেষ সৈন্যদল তোব্রুকের পশ্চিমভাগে মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছিল। গত শুক্রবার তাহারা পরাজিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, তোব্রুকে ইটালীয়ানদের এক ডিভিশন পদাতিক, এক ব্যাটালিয়ান সীমান্ত গার্ড, এক ব্যাটালিয়ান কালকোর্ত্তা সৈন্য এবং কয়েকদল নৌ-সৈন্য ও গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া মোট ২০ হাজার সৈন্য ছিল। এই সমস্ত সৈন্য ১৯ দিন ধরিয়া জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত গোলা-বর্ষণ ও বোমাবর্ষণের মধ্যে বাধা প্রদান করিয়াছে।

এশতেহারে এই বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে:— "সৈন্য ও সমরোপকরণের দিক হইতে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে। প্রচণ্ড ধরণেরই যুদ্ধ হইয়াছে; শত্রুপক্ষ আমাদের বীরত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে।"

এশ্তেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, তোব্রুকের পর যুদ্ধ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়; কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

আলবেনিয়ায় সাফল্য লাভের দাবী

গ্রীক রণক্ষেত্র সম্পর্কে এশ্তেহারে গ্রীকদের হাত হইতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকারের দাবী করা হইয়াছে।

সোমালিল্যাণ্ডে সাবমেরিণ ঘাঁটি আক্রান্ত

বিমান দপ্তরের এশ্তেহারে প্রকাশ, ২৪শে জানুয়ারী রাত্রিতে রাজকীয় বিমান বহরের ক্ষুদ্র একটি দল সোমালিল্যাণ্ডে সাবমেরিণ ঘাঁটিতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। উপকূলবর্ত্তী প্লেনসমূহ কঠিন যাচিক টহল ও পর্য্যবেক্ষণ চালাইয়াছে এবং একখানা প্লেনও নিখোঁজ হয় নাই।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রদেশ-মন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগদানার্থ মাননীয় মি: এইচ, এস, সোহ্রাওয়ার্দী বিগত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিগণও এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিশী বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

রাজশাহী জেলা—

বাবলাহ্‌ ঋণ-সালিশী বোর্ড

বাবলাহ্‌ ঋণ-সালিশী বোর্ড গত ডিসেম্বর মাসে জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মামলার মীমাংসা করে। ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৩,৪৬৬৲ টাকা; মোকদ্দমা দায়ের করিবার ফীর পরিমাণ ১,৩৬৯৲ টাকা; ৫০,৫৪১৲ টাকা খাজনা বাকি পড়িয়াছিল। মহাজনের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। জমিদারগণ এই প্রস্তাবে রাজী হন যে চলতি সনের খাজনা এবং ছয় মাসের বাকি খাজনা এক বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে।

রায়নগর খাজুরা ঋণ-সালিশী বোর্ড

৬১/৩৯ নং মামলার খাতক রহিমউদ্দীন সাহা এবং মহাজন যোগনাথ প্রামাণিক।

খাতক মহাজনের নিকট হইতে ২৫৲ টাকা গ্রহণ করে এবং ৮ বৎসরের জন্য তাহাকে ৩ বিঘা জমি প্রদান করে। পাঁচ বৎসর পর খাতক ঋণ-সালিশী বোর্ডের দ্বারস্থ হয়। উক্ত পাঁচ বৎসরে ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে বিবেচনায় মহাজন খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করে।

আত্রাপী ঋণ-সালিশী বোর্ড

$\frac{৩১৫/৪}{১৯৪০}$ নং মামলার মহাজন রাধাকৃষ্ণ প্রামাণিক এবং খাতক জেকের সর্দ্দার।

খাতক মহাজনের নিকট হইতে শতকরা ৩৭০ সুদে ৪৩৲ টাকা ধার করে। মহাজন ৭৭৸০ আনা দাবী করে। বোর্ড মীমাংসা করে যে ৩৯৲ টাকা দুই বৎসরের মধ্যে চারিটি সমকিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। মহাজন খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করে।

ময়নাম ঋণ-সালিশী বোর্ড

$\frac{১০১/৩৩}{৬}$ নং মামলার খাতক নগেন্দ্র কিশোর সন্ন্যাসী এবং অপর পাঁচ ব্যক্তি।

খাতকগণের দশ জন মহাজন একত্রে ৩,৮৯৯।৶০ দাবী করে। পরে ঋণের পরিমাণ ১,৮৪১৶০ বলিয়া ধার্য্য হয়। পরে খাতকগণের অবস্থা বিবেচনায় উক্ত ঋণের পরিমাণ ১,৩৬৪৸০ আনায় মীমাংসা করা হয়। খাজনা সাধারণতঃ চারি বৎসরের কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে এবং অন্যান্য ঋণ যোল হইতে তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য।

এই মামলা সম্পর্কে পরে যে ঋণ-সালিশী বোর্ডের নিকট হইতে উপকার পাওয়া গিয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

প্রথম মহাজন বলিহার ব্যাঙ্ক লিঃ দুইটি খতের বলে ১,৬০০৲ টাকা আসল প্রাপ্য বলিয়া দাবী করে এবং সুদে আসলে ২,০০০৲ হইয়াছে জানায়। বোর্ড হিসাব করিয়া বলে আসলের পরিমাণ ৯৪৮৸১৫। সুদ ইত্যাদি গণ্য করিয়া ঋণের পরিমাণ ১,৬৮০৶১৫ বলিয়া ধার্য্য হয়। পরে খাতকগণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত টাকা ১,০৮৭।৶১৫ পয়সায় মীমাংসা হয় এবং উহা তিন বৎসরে শোধ করিতে হইবে বলিয়া ধার্য্য হয়।

দ্বিতীয় মহাজন বাবু বিজয় গোবিন্দ সরকার মর্গেজের বলে ৪০০৲ টাকা দাবী করে, কিন্তু মৌখিক চুক্তিতে মহাজন খাতকের ১১ বিঘা জমি দশ বৎসরের জন্য ভোগদখল করে। সকল দিক বিবেচনা করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৪০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। এই ঋণ দশ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

পাবনা জেলা—

সাহাজাদপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৩৩×৪০ নং মামলার খাতক ১৩০৲ টাকা মহাজনের নিকট হইতে ধার করে। মহাজন তাহার প্রাপ্য ১৩০৲ টাকা বলিয়া দাবী জানায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১২৫৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে এবং পরে উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশীতে উহা ১৩০৲ টাকায় মীমাংসা হয়। খাতক উক্ত টাকা মহাজনকে নগদ প্রদান করে।

বর্দ্ধমান জেলা—

১১/৩×৪০ নং মামলার খাতক সুধন্য কিশোর মাঝি মহাজনের নিকট ৬২৫৸০ আনা ধারে বলিয়া মহাজন দাবী করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ২৬৯।০ আনা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং পরে উহা ১৭৯৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ১ নং মহাজন ১৩৪৭ সনের শেষে জমি প্রত্যার্পণ করিবে এবং ২নং মহাজন ১৩৫০ সনে জমি ফিরাইয়া দিবে এইরূপ স্থির হয়।

কেতুগ্রাম ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৮/৩×৪০ নং মামলার মহাজন বাবু গৌরীমোহন চক্রবর্ত্তীর দাবী ছিল ৫২০৲ টাকা। কিন্তু মহাজন ৪০৲ টাকা মূল্যের একটি সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া খাতককে ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি দেয়।

ফ্রান্সে নাৎসী জবরদস্তির বিকাশ

ফরাসী কারখানার যন্ত্রপাতি জার্ম্মানীতে চালান

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, ফ্রান্সের অধিকৃত কারখানাগুলিতে শ্রমিক এবং ম্যানেজারদের মধ্যে সহযোগিতার এতই অভাব হইয়াছে যে, জার্ম্মানরা অনেক ক্ষেত্রেই ফরাসী কারখানাগুলি কাজে লাগাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহার বদলে তাহারা কারখানার যন্ত্রপাতিগুলিই সরাসরি জার্ম্মানীতে চালান দিতেছে। কারখানার মালিকদিগকে মূল্যস্বরূপ তথাকথিত "রিকুইজিশান বিলিট্" (মূল্য-প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ এই অজুহাত দেখাইতেছে যে, ফ্রান্সে জার্ম্মাণ সৈন্য মোতায়েন রাখার জন্য যে ব্যয় হইতেছে, এইগুলি হইতে সেই খরচ উঠানো হইবে।

জেনারেল ওয়েগাঁর ভিশিতে প্রত্যাবর্ত্তন

মার্শ্যাল পেতাঁর সহিত পরামর্শের প্রয়োজন

ফরাসী সীমান্ত হইতে "ডেইলী মেইল" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ঔপনিবেশিক সংবাদে প্রকাশ উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওয়েগাঁ। মার্শাল পেতাঁ, অ্যাডমিরাল দার্লাঁ, নৌ-মন্ত্রী, সমর-সচিব, জেনারেল হান্টজিগার প্রভৃতির সহিত জরুরী আলোচনার জন্য বিমানযোগে শীঘ্রই ভিশিতে আসিবেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্যারিসের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত আবেৎস তিনি সরকারের উপর আরও বেশী চাপ দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ মহড়া

কলিকাতায় ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন

বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন, এখন হইতে ধারাবাহিক ভাবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার অনুশীলন করা হইবে। আগামী পক্ষকালের মধ্যে উহার প্রথম অনুষ্ঠান হইবে এবং সঠিক তারিখ ও সময় মাত্র ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে জানাইয়া দেওয়া হইবে। তারপর ক্রমশঃ বিমান আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনীর হ্রাস এবং এলোমেলোভাবে করা হইবে। শুধু বংশীধ্বনীর সাহায্যে বিমান আক্রমণ সঙ্কেত জ্ঞাপন সম্ভবপর না হওয়া পর্য্যন্ত এভাবে অনুশীলন চলিতে থাকিবে।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থার পরীক্ষা এ, আর, পি কর্ম্মীবৃন্দ, সিভিক গার্ড, পুলিশ এবং অন্যান্য যাহারা বিমান আক্রমণ কালে বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত থাকিবেন, অনুশীলনের উদ্দেশ্য শুধু তাহাদিগকে শিক্ষাদান নয় বরং জনসাধারণকে বিমান আক্রমণের সময় তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত এবং অভ্যস্ত করিয়া তোলাও উহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার ফলে সত্যিকার বিমান আক্রমণের সময় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইবে না, আশা করা যায়; কারণ তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই অবহিত থাকিবে।

প্রথম মহড়ায় জনসাধারণকে কি করিতে হইবে তাহা পরে বিশদভাবে জানাইয়া দেওয়া যাইবে; তবে এখানে ইহা বলা যায় যে, কোন এক অপরাহ্ণের মধ্যভাগে অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা ব্যাপী উক্ত মহড়া চলিবে। বিমান আক্রমণ সঙ্কেতজ্ঞাপক বংশীধ্বনী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হইবে, যাহারা ঘরের বাহিরে আছে তাহাদিগকে ঘরে ঢুকিয়া পড়িতে হইবে আর যাহারা ঘরের মধ্যে আছে, নিরাপত্তার সঙ্কেতধ্বনী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঘরেই থাকিতে হইবে।

নিষ্প্রদীপ মহড়ার সময় জনসাধারণের নিকট হইতে গভর্ণমেণ্ট যে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন গভর্ণমেণ্ট আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেন, এবারও তাঁহারা উহা পাইবেন কারণ বিমান আক্রমণের সময় তাহাদের নিরাপত্তার জন্যই ইহা করা হইতেছে, উহা তাহাদের বেশ জানা আছে।

মূল্যবান্ দলিলপত্র রক্ষার ব্যবস্থা

যে সমস্ত মূল্যবান সরকারী দলিলপত্র একবার নষ্ট হইলে আর পূরণ করা যাইবে না, বিমান আক্রমণের সময় উহাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী হাওড়া, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলার শিল্পপ্রধান অঞ্চলে অবস্থিত এমন অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি আছেন যাহাদের নিকট বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দলিলপত্র এবং গ্রন্থাদি রহিয়াছে। এগুলি নষ্ট হইলে ভয়ানক ক্ষতির কারণ ঘটিবে। এজন্য বিমান আক্রমণ হইতে উহাদের রক্ষাকল্পে এক্ষণে আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উক্ত সমস্যার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। (প্রেস-নোট)

গত দুই বৎসর যাবৎ বাংলায় হস্তনির্ম্মিত কাগজ যেভাবে বিক্রয় হইতেছে, তাহার পরিমাণ হইতে বুঝা যায় যে, বাংলায় উক্ত কাগজের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৯ সালে ১,৮৮০৲ টাকার হস্তনির্ম্মিত কাগজ বিক্রয় হয়। ১৯৪০ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৪৪০৲ টাকাতে দাঁড়ায়। কিন্তু ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে সম্ভবতঃ কলে প্রস্তুত কাগজ যথোপযুক্তভাবে সরবরাহ না হওয়ায় এবং উহার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় হস্তনির্ম্মিত কাগজের চাহিদা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় ১,০০০ টাকা মূল্যের কাগজ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

রবি ফসলের অনিষ্টকারী পোকা

প্রতিকার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য

তিল ও তিসি

শুয়া বা বিছা পোকা।—ইহারা তিল, তিসি, পাট, মাসকলাই, চিনাবাদাম প্রভৃতি এমন কি সামনে পাইলে যে কোন ফসলের পাতা খাইয়া থাকে। একটি স্ত্রী প্রজাপতি ৫০০ হইতে ১,০০০ পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়াগুলি ছোট বেলায় পাতার নীচে দলবদ্ধ হইয়া খাইতে থাকে। বড় হইলে সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে।

প্রতিকার।—(১) কীড়াগুলি ক্ষুদ্রাবস্থায় যখন দলবদ্ধ হইয়া পাতার নীচে থাকে তখন সেই পাতাটি ছিঁড়িয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে চালিয়া মারিয়া ফেলা। কীড়াগুলি পাতার ছাল খায় বলিয়া পাতা দেখিয়া কোন্ গাছে কীড়া আছে, সহজে চেনা যায়।

(২) লেড আরসিনেট বা লেড ক্রোমেট ছিটাইয়া পোকা মারিয়া ফেলা কিন্তু ছোটবেলায় পোকাগুলিকে হাতে ধরিয়া মারাই ভাল।

ঘোড়া পোকা

পিঠ কুঁজো করিয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে ঘোড়া-পোকা বলে। ইহারা গাছের ডগা খাইয়া থাকে।

প্রতিকার।—(১) একটি হাড়িতে জলের সঙ্গে কিছু কেরোসিন মিশ্রিত করিয়া হাড়িটা গাছের নিকট ধরিয়া গাছ নাড়া দিলেই পোকা লাফাইয়া হাড়িতে পড়িয়া মরিবে।

(২) নিমের খইল ছিটাইয়া পাতা তিক্ত করিয়া দেওয়া।

(৩) কেরোসিন বা ফিনাইলে একটি মোটা দড়ি ডুবাইয়া যদি গাছের উপর দিয়া টানা যায় তাহা হইলে ইহার গন্ধে পোকাগুলি আর ডগার পাতা খাইবে না।

তিলের পাতা খাওয়া পোকা

এই কীড়া খুব বড় ও আকৃতি দেখিয়া অনেকে ভয় পায়। ইহার পিছনে একটি ছোট লেজের মত আছে। গায়ের রং সবুজ ও দুইধারে সাদা দাগ আছে। ইহারা বেশী ক্ষতি করে না। একটি ক্ষেতে অল্প সংখ্যক এই কীড়া পাওয়া যায়। হাতে বা চিমটা দিয়া ধরিয়া মারাই সুবিধা।

তিলের জটা পোকা

এই পোকা মুখের লালা দিয়া পাতা জটা পাকাইয়া ভিতরে থাকে ও খায়।

প্রতিকার।—(১) জটা ও গুটান পাতা সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া বা মাটিতে পুতিয়া নষ্ট করিয়া ফেলা।

যব গমের পোকা

মাঠ ফড়িং।—ইহারা কাঁচা পাতা খায়। ক্ষেত চাষ করিয়া যখন বীজ বুনা হয় তখন মাঠ ফড়িংএর কিছুই খাবার থাকে না। কাজেই বীজ হইতে যখন অঙ্কুর বাহির হয় তখন ইহারা এই অঙ্কুর খাইয়া ফেলে।

প্রতিকার।—(১) যেখানে মাঠ ফড়িংএর বেশী উপদ্রব সেই সকল জায়গায় সমস্ত মাঠ না নিড়াইয়া মাঝে মাঝে কিছু ঘাস রাখিয়া দিলে ফড়িংগুলি অন্য কোথায় খাবার না পাইয়া এই সকল ঘাস খাইবার জন্য জড় হইবে, তখন হাত জাল দিয়া ইহাদিগকে ধরিয়া মারিতে খুব সহজ।

(২) পোকা ধরা থলে দিয়া মাঠ ফড়িংদিগকে ধরিয়া মারিয়া তারপর ফসল লাগানই ভাল উপায়।

(৩) ক্ষেতের আইলে আগুন জ্বালাইয়া দিলে অনেক ফড়িং ইহাতে পড়িয়া মারা যায়।

গমের মাথ পোকা

ইহার বিষয় সরিষার পোকার বিবরণে দেওয়া হইয়াছে।

চট্ চটি পোকা

অনেক সময় দেখা যায় যব ও গমের ক্ষেতের অঙ্কুর বা চারা শুকাইয়া যাইতেছে। গাছটি টানিলেই উঠিয়া আসে ও উহার গোড়া কাটা অথবা চিবান দেখা যায়। সকাল বেলা গাছগুলি টানিয়া উঠাইলে অনেক সময় কীড়াও সঙ্গে উঠিয়া আসে। ইহাই চটচটি পোকার কীড়া। সময় সময় দেখা যায় আলোর কাছে আসিয়া এক প্রকার কঠিন পক্ষবিশিষ্ট পোকা চিৎ হইয়া লাফাইতে থাকে ও চট চট শব্দ হয়। ইহাদিগকে চটচটি পোকা বলে। এই পোকার কীড়া মাটির নীচে থাকে ও মাটির ভিতর দিয়া চলাফেরা করিতে পারে। গত বৎসর রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলে এই পোকা অনেক দেখা গিয়াছিল।

প্রতিকার।—(১) যদি সম্ভব হয় ক্ষেত জলে ভাসাইয়া দেওয়া ও জলের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ক্রুডঅয়েল মিশাইয়া দেওয়া।

(২) যে সকল ক্ষেতে প্রতি বৎসর এই পোকার উপদ্রব হয় সেখানে একমাস পূর্ব্বে ক্ষেতের কোণে বা আইলের পাশে কয়েক জায়গায় সামান্য যব বা গম বুনিয়া দিলে পোকাগুলি প্রথমে এই সকল জায়গায় জড় হইয়া ফসল আক্রমণ করিবে। যখন গাছগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিবে তখন বুঝিতে হইবে যে পোকাগুলি তথায় জড় হইয়াছে। তখনই জলে ক্রুডঅয়েল (লাল কেরোসিন) মিশ্রিত করিয়া ঐ ফসল ডুবাইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি চাষ করিয়া উলট পালট করিয়া দিতে হইবে।

উই

মাটির নীচে গাছের গোড়া কাটিয়া দেয় ও গাছ শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) নিমের খইল গুলিয়া অথবা নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া ভাল করিয়া মাটী ভিজাইয়া দেওয়া।

(২) ফিনাইল জলে মিশাইয়া ভাল করিয়া ছিটাইয়া দেওয়া।

জার্ম্মাণীর সহিত ইটালীর সম্পর্কচ্ছেদ

মার্কিণ পত্রিকার ইঙ্গিত

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদ-দাতার তারে প্রকাশ যে, রোমে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের (অ্যাম্বেসেডার) কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য মিঃ উইলিয়ম ফিলিপস্ সম্প্রতি ইটালীতে পৌঁছিয়াছেন। এই নিয়োগে মনে হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র জার্ম্মাণী এবং জার্ম্মাণীর মিত্র রাজ্যগুলির মধ্যে পার্থক্য করিতেছে। বার্লিনে যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র একজন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আছে, কোনও অ্যাম্বেসেডার নাই।

এই নিয়োগ সম্পর্কে "চিকাগো ডেইলী নিউজ" পত্রিকার রোমের সংবাদদাতা জন হুইটাকার এক স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ইটালী জার্ম্মাণীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে প্রস্তুত আছে কিনা এ বিষয়ে ইটালীর মনোভাব জানাই মিঃ ফিলিপস্এর উদ্দেশ্য। ইহাও অসম্ভব নহে যে তাঁহার মারফতে মিঃ রুজভেল্ট ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট কোনও ব্যক্তিগত লিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

কুমিল্লায় সম্বর্দ্ধনা-সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিবের বক্তৃতা

বাঙলার স্বরাষ্ট্র সচিব মাননীয় খাজা স্যার নাজেমুদ্দিন গত ২৪শে জানুয়ারী কুমিল্লায় কচুরীপানা-সপ্তাহে কাজ করিবার জন্য কর্মীদিগকে পদক ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

জেলা বোর্ড, মোসলেম আঞ্জুমান, ইউনিয়ন বোর্ড ও ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দানে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

মানপত্রসমূহের যুক্ত উত্তর দান প্রসঙ্গে মন্ত্রীমহোদয় সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে সরকারী কর্ম্মচারীরা যেভাবে সহযোগিতা ও সাহায্য লাভ করিতেছেন তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস আছে যে, পল্লী-সংগঠনের ক্ষেত্রে এই সহযোগিতার ফলে মন্ত্রী-সভার বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে যদি সামান্য মাত্রও সন্দেহ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে তাহা নিশ্চয়ই বিদূরীত হইবে।

স্যার নাজেমুদ্দীন বলেন যে, রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য সত্ত্বেও মন্ত্রিসভা ন্যায় ও নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেছেন।

যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই যুদ্ধে প্রত্যেকেরই বৃটেনকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করিয়া মন্ত্রী মহোদয় সরকারী নীতি সম্পর্কে সমালোচনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও বাধ্যতা-মূলক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নাই। শুধু এই এক ব্যবস্থা সাহায্যেই চাষীদের জন্য উপযুক্ত মূল্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে দুঃখদুর্দ্দশা হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান বৎসরে পাটের পরিমাণ একশত কোটী ২৫ লক্ষ গাঁইট হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু চাহিদা এক কোটি গাঁইট ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। মিল-মালীকদের সহিত চুক্তি করিয়া গভর্ণমেণ্ট পাটের মূল্য বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।

যদি তাঁহারা আসন্ন বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তিনি চাষীদিগকে ৫ টাকার কম মূল্য গ্রহণ না করিবার পরামর্শ প্রদান করেন।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

বাঙলাদেশে সেচকার্য্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা

১৯৩৮-৩৯ সনের সরকারী বিবরণী

বাঙলা সরকারের কমিউনিকেসন্স ও ওয়ার্কস বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সনের শাসন-বিবরণীতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ঐ বৎসরে এককালীন খরচের খাতে মোটামুটি ৬৬,০৯৯৲ টাকা ছিল। এবং বস্তুতঃ এককালীন খরচ বাবদে ২৯,২৩৮৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে, গত বৎসর এই বাবদে ২,১৩,৬৪৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

রাজস্ব খাতে আলোচ্য বর্ষে খরচ হইয়াছে ৩৪,৪৩,৪২০৲ টাকা, পূর্ব্ব বৎসরে খরচ হইয়াছিল ২৮,২৯,১৫১৲ টাকা। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ৬,৫৫,৩৫৪৲ টাকা সেচ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। এই ব্যয়ের প্রধান প্রধান দফা হইল দামোদর ক্যানেল ও ইডেন, বক্রেশ্বর ও মেদিনীপুর ক্যানাল, মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের সমোন্নতি রেখা জরিপ ও হাওড়া হুগলি ড্রেনিং পরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যয় বরাদ্দ প্রস্তুত। অবশিষ্ট টাকা বাসগৃহ, বাঁধ প্রস্তুত ও খাল কাটাইতে ব্যয়িত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রাজস্ব খাতে মোট ১৭,১৬,৫৭৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে; পূর্ব্ব বৎসর পাওয়া গিয়াছিল ১১,৯৭,৩৩৪৲ টাকা। এইরূপ পাঁচ লক্ষাধিক টাকা রাজস্ব বৃদ্ধির কারণ হইল দামোদর ক্যানালের বাকী কর আদায়।

দামোদর, ইডেন, বক্রেশ্বর, মেদিনীপুর, সারণ, আমজোর ও খাসিয়ামারা ক্যানালসমূহ দ্বারা মোট ১১৩,৪০৫ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হয়, পূর্ব্ব বৎসর ২০০,৩০৮ একর জমিতে জল সরবরাহ করা হইয়াছিল। এইরূপ জমির পরিমাণ হ্রাস পাইবার কারণ এই যে দামোদর ক্যানাল অঞ্চলের প্রজাগণ অল্প সংখ্যক জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৩৬ সনের শীতকালে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের যে সমোন্নতি রেখা জরিপ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আলোচ্য বর্ষে পরিচালনা করা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই জরিপ দ্বারা যে সমুদয় নির্দিষ্ট বিষয় জানা যাইবে তাহা দ্বারায় এমন সব পরিকল্পনা করা যাইবে যাহা লাভজনক হইবে এবং কৃষির জমি উৎকর্ষ আইনের প্রয়োগও সুবিধা হইবে।

এই বিভাগের সংরক্ষিত বাঁধের পরিমাণ ১,২৬৩ মাইল ২,৩৪৮ ফুট। এই বাঁধ দ্বারা ৬,০০০ বর্গ মাইল স্থান রক্ষিত হয়। দামোদর ক্যানাল দ্বারায় ৬টি থানার ৩০০ গ্রামে জল সরবরাহ করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে দামোদর ক্যানাল পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে:—

(১) দামোদর ক্যানাল ডিভিসনের এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের স্থায়ী অফিসের জন্য বর্দ্ধমানে নূতন অফিস-গৃহ নির্ম্মাণ।

(২) লুপ লাইনের সংযোগ স্থলে শাখা ক্যানালের বিস্তৃতি ৫৪,৪৭৮ স্থলে ১১৩,২০০ চেইন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি।

(৩) শাখা ক্যানালের ১১ নং ও ১১এ নম্বর বিতরণ-প্রণালী প্রস্তুত।

(৪) মূল ক্যানেলের ৬নং বিতরণ-প্রণালীতে ২১নং বর্হির্গমন পাইপ সংযোজনা।

মোট আয় ও পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ৫,৫৮,০৮৩৲ টাকা ও ৩,১২,৫৬৫৲ টাকা; পূর্ব্ব বৎসর ঐ বাবদে খরচ ছিল যথাক্রমে ১,১৮,০৯২৲ ও ৪,১৯,০৮১৲ টাকা।

ইডেন ক্যানালের সেচ কার্য্যের জন্য আর আলোচ্য বর্ষে এককালীন ব্যয় হয় নাই। উহার আয় ও পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ৪৭,৩৪২৲ টাকা ও ৬৯,৪০৮৲ টাকা হইয়াছে।

বক্রেশ্বর ক্যানালের মূল ক্যানাল ও বিতরণ প্রণালীর দৈর্ঘ্য ১২ মাইল ২,৪৭৫ ফিট। আলোচ্য বর্ষে এককালীন ব্যয় নাই। মোট আয় ও পরিচালন ব্যয় যথাক্রমে ১৩,১০৯৲ টাকা ও ১১,৬৬১৲ টাকা হইয়াছে। সারণ সেচ পরিকল্পনায় বাঁকুড়া জেলার হরিণমুরী খালের উপর প্রায় দুই মাইল লম্বা একটি পাকা সেতুবন্ধ ও খাল করা হইবে। প্রথমে সারণ জলসরবরাহ সমবায় সমিতি জমির জলসেচের জন্য এই কাজ আরম্ভ করে তৎপর গভর্ণমেণ্ট উহা নিজ পরিচালনায় নিয়াছেন।

অন্যান্য ছোট ছোট পরিকল্পনার মধ্যে আমজোর সেতুবন্ধ, নদীয়ার নদীসমূহ, পঞ্চমতীকাট, বিজয়কাট উল্লেখ করা যাইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত জরিপ ও তদন্তের কার্য্য করিয়াছেন:—

(১) বালমেঘের জলভাগের পর্য্যবেক্ষণ।

(২) মহানন্দ নদীর উন্নতিকল্পে জমীর অবস্থার নির্দিষ্ট সংবাদ সংগ্রহ।

(৩) উত্তর বঙ্গের নদীসমূহের প্রবাহ ও গভীরতা নির্দ্ধারণ।

(৪) চেঙ্গা বিলের প্রাথমিক তদন্ত।

(৫) করতোয়া নদীর উন্নতি বিধানের জন্য জমীর অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ।

(৬) মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, জলঙ্গী, কুমার, নবগঙ্গা ও ইছামতী নদীর উন্নতির জন্য জমীর অবস্থার সংবাদ সংগ্রহ।

(৭) বাঁকুড়া মহকুমার কাণী ও দ্বেলাই নদীর প্রবাহ ও গভীরতা নির্দ্ধারণ।

(৮) জলঙ্গী ও ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বে অবস্থিত মধ্য বাঙলায় সমোন্নতি রেখা জরিপ।

(৯) দক্ষিণ কলিকাতার নিম্নভূমির জরিপ ও তদন্ত।

(১০) ভর্শিং বাঁধে জল নিকাশের ব্যবস্থার জন্য জরিপের কার্য্য।

(১১) পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীকে সবল করিবার জন্য জমীর অবস্থার তদন্তকার্য্য।

(১২) ফরিদপুর জেলার চন্দনা নদী শ্রেণীর উন্নতি ও উত্তর বিলের সংস্কার কাজের জন্য তদন্ত ও জরিপ কার্য্য।

সমোন্নতি রেখা জরিপ করার উদ্দেশ্য হইল দেশের ভূসংস্থান সম্বন্ধে বিবরণ সংগ্রহ করা, যাহাতে ভবিষ্যতে খাল খনন ও সমোন্নতি পরিকল্পনা আরও সহজে প্রস্তুত করা যাইবে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে। বিস্তারিত প্রস্তাবের আলোচনা এবং (৩) বাঙলা-দেশে যে সমস্ত কাঁচা পাট বাড়তি কারখানায় গৃহীত হয় সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনার বিবেচনা।

[শেষ কলমের শেষ]

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কমিটি গত সেপ্টেম্বর মাসে একবাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একযোগে গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হইবে। ইহার সূচনা হিসাবে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিককে "টেক্‌নোলজিক্যাল ও এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সাব-কমিটির" সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে— "ষ্ট্যাটিসটিকস্ ও ইনফরমেশন সাব-কমিটিতে" দুইজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ এবং একজন বিখ্যাত সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌কে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

"টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ" গবেষণাগারের প্রসার

পাটের শ্রেণী-বিভাগ পরিকল্পনা

টালিগঞ্জে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পাট কমিটির টেক্‌নলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরীতে সম্প্রতি কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ ভাবে পাট ভিজাইয়া রাখা অপেক্ষা রাসায়নিক ভাবে পাট ভিজাইলে পাটের আঁশ অধিকতর শক্ত হয় না কিম্বা পাটের বাধ বেশী পরিমাণে ভুলিয়া ফেলিতে পারে না। পাট ভিজাইবার কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ অবগত আবিষ্কার করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, উহা পাট ভিজাইবার বিভিন্ন পদ্ধতির উন্নতি বিধানে সাহায্য করিবে। অপ্রয়োজনীয় পাট কি ভাবে কাজে লাগানো যায়, সে সম্পর্কে প্রাথমিক কতকগুলি পরীক্ষা হইয়াছে।

উপবিভাগ কর্তৃক স্থির হওয়ায় ফলে যে নিযুক্ত আঁশ তৈরী হয়, তাহা পাটের কোন বিশেষ অংশ না ভিজিবার ফলে জমিয়া থাকে। গোড়ার বাড়ার ফলে যে শক্তের সৃষ্টি হয়, তাহা সরাইবার জন্য যে কোনো জল হয় তাহা 'জাগ' দিবার সময় ছিঁড়ে না এবং ফলে ভিজানোর কোমলতার পচিয়া যায় না; ঢাকা কমিটির কৃষি গবেষণা লেবরেটরী সম্প্রতি এই বিশেষ প্রয়োজনীয় আবিষ্কারটি করিয়াছেন।

সংবাদ-সরবরাহ বিভাগ

এই সম্পর্কে বহু পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়া "ষ্ট্যাটিসটিকস্" ও সংবাদ সরবরাহ বিভাগ ভারতে তিসির চাষ এবং তাহার আঁশের বাজার সম্পর্কীত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে। এই সম্পর্কে সংবাদ এবং সংখ্যানুপাতিক তথ্যাবলীর সংগ্রহের কাজ সমভাবে অগ্রসর হইতেছে। যাহাতে পাট ও তৎ শ্রেণীভুক্ত পণ্যের একটা সাময়িক তালিকা প্রস্তুত হইতে পারে তজ্জন্য নিউইয়র্ক হইতে কাঁচা পাট, হ্যাসিয়ান, কাপড়, তুলা ইত্যাদির সাময়িক পাইকারী দর আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মফঃস্বলের পাটচাষীদিগকে দিনের পর দিন কলিকাতার খোলা পাটের দর জানাইবার জন্য কমিটির দর প্রচার সম্পর্কীত যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহা বাঙলা, বিহার ও আসামে সমভাবে সংবাদ পরিবেশন করিয়া চলিয়াছে।

কলিকাতার মিলসমূহ যে বিভিন্ন শ্রেণীর পাট লইয়া ব্যবসায় চালাইতেছে কিম্বা যাহা লইয়া তাহারা ব্যবসায় চালাইতে প্রস্তুত, তাহার দর প্রত্যহ টেলিগ্রাম অথবা ডাকযোগে এই প্রদেশের পাট আবাদের অঞ্চলের নির্ব্বাচিত থানা, পোষ্ট অফিস, সাব-রেজিষ্ট্রারের অফিস এবং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহে জানাইয়া দেওয়া হয়। সরকারের সহিত সহযোগিতায় এই ব্যবস্থার প্রসার জন্য একটি প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

কলিকাতা কমিটির যে নবম সভার অধিবেশন হইবে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সহ কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের আলোচনা করা হইবে: (১) বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী, যথা বাঙলা, বিহার ও আসামে পুনর্গঠিত পাটের শ্রেণী বিভাগ কেন্দ্র-স্থাপন, উন্নতধরণের বীজ হইতে উৎপন্ন আঁশের বিভিন্নবিধ ব্যবস্থা এবং পাট ও পাটজাত পণ্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বাজার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া; (২) পাটের বিষয়ে কৃষি সম্পর্কীয় পরীক্ষার জন্য বাঙলাদেশ এবং আসামে তিনটি সাব-ষ্টেশন স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত।

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠী কলমের নিম্নে দেখুন]

মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুরের ময়মনসিংহ সফর

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

উপর নির্ভর করিয়াই প্রদান করা হইয়া থাকে এবং এই ব্যাপারে জেলা-বোর্ডের ব্যয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়া থাকে। আমি আশা করি, এই ব্যাপারে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ তাঁহাদের কর্তব্য উপলব্ধি করিবেন এবং সংক্রামিত অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যাপক পরিকল্পনা যখন কার্য্যকরী হইবে, তখন তাঁহারা পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিবেন।

হাজামজা নদীসমূহের সংস্কার করিয়া জন-স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের সমস্যা অতি জটিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-সময় ব্রহ্মপুত্র নদ তাহার গতি পরিবর্ত্তন করে, প্রকৃতপক্ষে তখন হইতেই এই জেলায় এই দিক দিয়া সমস্যা দেখা দিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের যে পুরাণো গতি-পথ রহিয়াছে, তাহাকে পুনরায় গতিশীল করিতে যে বিরাট ব্যয় পড়িবে, তাহার তুলনায় উহার ফল কতটা শুভ হইবে, এ-বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনারা জানিয়া সুখী হইবেন যে, আসাম সরকারের সহযোগিতায় বাঙলা সরকার ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কার বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য একটি আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙলা ও আসাম সরকার সম্মিলিতভাবে যে প্রাথমিক কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, উক্ত কমিটি সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। আমি আশা করি যে, শীঘ্রই হয়ত এই ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা হইবে—যাহাতে আপনাদের অভিযোগ কতকাংশে দূর হইবে। নেত্রকোণা মহকুমার মোগরা নদী সংস্কারেরও একটি প্রস্তাব রহিয়াছে এবং যদি এই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফল বেশ ভাল হইবে।

মানপত্রগুলির দুইটিতে শিক্ষা সম্পর্কীত বিষয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য এ জেলাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। জেলা স্কুল-বোর্ড ২,৪০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিগত ১৯৩৯-৪০ সনে তাহারা শিক্ষকগণের বেতন ও বিদ্যালয়ে সাহায্য দান বাবদ ৮ লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের উপর প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে, ইহা আমিও স্বীকার করি। বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথম অর্থে ইহা বুঝাইতে পারে যে, যাহারা একবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে তাহাদিগকে তথায় রাখা হইবে অথবা সকল ছেলেকে কোন না কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে এবং তথায় থাকিতে হইবে। শেষোক্ত সমস্যার সমাধান সহজ নয়। প্রথম সমস্যাটি কতকটা সহজে সমাধান করা যাইতে পারে এবং তাহাতে প্রভূত লাভও হইবে। যাহা হউক, পূর্ব্বের তুলনায় বর্ত্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীসমূহে এখন আর ততটা ভীড় নাই। কারিগরী ও শিল্প-বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে অর্থ দিয়া থাকেন। কালীকিশোর টেকনিক্যাল স্কুল ময়মনসিংহ জেলার সর্ব্বপ্রধান কারিগরী শিক্ষাগার। বাঙলার শিল্প বিভাগ হইতে ইহা বৎসরে ৩,৭৮০ টাকা সাহায্য লাভ করিয়া আসিতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি, জেলা বোর্ডের সহিত চুক্তির ফলে উহার বার্ষিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া এই সর্ত্তে ৪,০০০ টাকা করার প্রস্তাব হইয়াছে যে, অন্যান্য বাবদে প্রাপ্ত বর্দ্ধিত আয়ের অনুপাতে উহা হ্রাস পাইবে। আমি আশা করি, উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে আবশ্যক অর্থের ব্যবস্থা হইবে।

আঞ্জুমানের মানপত্রে বর্ত্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের মূলনীতিগুলির সমর্থন করেন জানিতে পারিয়া আমি আনন্দিত। উক্ত বিল লইয়া বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আইনের ভাষায় ইহা এখনও বিচারাধীন, এজন্য আমি এখানে উহার দোষগুণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। শিক্ষা-ব্যাপারে উদার মনোভাব ও পরমতসহিষ্ণুতার আবশ্যকতা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আপনারা উক্ত আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিবেন, ইহা আপনাদের নিকট হইতে আমি আশা করি।

জেলাবোর্ডের সদস্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন :—

"এ-জেলার রাস্তাঘাটের সমস্যা সম্পর্কে আপনারা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন; ভাল রাস্তাঘাটের জন্য যে-দাবী আপনারা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করি। আপনাদের মোট ব্যয়ের অনুপাতে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য আমি সুপারিশ করিতেছি। উক্ত অর্থ যেন অতীত কোন বৎসরে বরাদ্দ অর্থের চাইতে কম না হয়। কারণ মন্দার দিনে ইহাতে শ্রমিকদের কাজের ব্যবস্থা হয় এবং দেশের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ইহার ফল দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। এ প্রদেশের জন্য মঞ্জুরীকৃত ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে বাঙলা সরকার এ-জেলার বিশেষ বিশেষ রাস্তাগুলির জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল সড়কের সেতু নির্ম্মাণ এবং মুক্তাগাছা হইতে টাঙ্গাইল পর্য্যন্ত একটি সড়ক নির্ম্মাণ করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইবে। চর-রঘুনাথপুর-মদন সড়কটিরও উন্নতি সাধনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ময়মনসিংহ হইতে হালুয়াঘাট, নলিতাবাড়ী হইয়া শ্রীবর্দ্দি পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য আপনারা যে-প্রস্তাব দিয়াছেন, উহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা উচিত ছিল, ইহা আমিও অনুভব করি; তবে প্রাদেশিক পূর্ত্ত বিভাগীয় বোর্ড কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বেই উক্ত স্কীম অনুমোদিত হইয়া গিয়াছে। জেলা বোর্ড যদি মনে করেন যে, এ-জেলার উত্তর অংশের সহিত গারো পাহাড়ের সংযোগ সাধন করে যে সড়কের প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ম্মিত হওয়া উচিত, তাহা হইলে আপনাদের চেয়ারম্যানই বোর্ডের সদস্যগণের নিকট আপনাদের অভিমত সহজে উপস্থিত করিতে পারেন; কারণ তিনি প্রাদেশিক বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ সম্পর্কীত প্রশ্নে আপনাদের ন্যায় আমিও মনে করি যে, পল্লী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা দ্বারা স্থানীয় অসুবিধার অবসান ঘটান যাইতে পারে। সরকারী জন-স্বাস্থ্য বিভাগকর্ত্তৃক এ জেলার কার্য্যসূচী পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। জল সরবরাহ উৎসের সংখ্যা ১০,৪০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৭,০০০ করা হইবে। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ২৬৪ জন একটি করিয়া জল সরবরাহের উৎস পাইবে এবং জল সরবরাহ সমস্যারও অনেকটা সমাধান হইবে। অর্থাভাবে অবিলম্বে পুরোপুরিভাবে কার্য্যারম্ভ করা সম্ভবপর না হইতে পারে। তবে আমি আশা করি, আগামী আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্য আবশ্যক অর্থ পাওয়া যাইবে। পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ সম্পর্কীত একটি বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিগত তিন বৎসরে গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বমোট জেলা বোর্ডকে ৪ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছেন, দেখা যায়। আমি জানিতে পারিয়াছি, উক্ত ঋণের হিসাব নিকাশ চলিতেছে। উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহারের উপরই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ কার্য্যসূচী গ্রহণ নির্ভর করিতেছে।

আঞ্জুমান-ই-ইত্তেহাদিয়ার দাবীসমূহ।

আপনারা সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে জনসাধারণের দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সে সম্পর্কে আপনাদিগকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, পল্লী অঞ্চলের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তির আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিবে; কাজেই উহা বিশদভাবে পরীক্ষা করা উচিত। জনৈক বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা আপনারা অবগত আছেন। তাঁহার প্রস্তাবাবলী বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এ-সম্পর্কীত যাবতীয় প্রশ্নই যে বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচিত হইবে, সে সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে না, এমন কোন আশঙ্কা অন্তরে পোষণ করিবেন না। আপনারা ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, কেন্দ্রীয়ই হউক বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হউক, মহামান্য সম্রাটের সকল শ্রেণীর প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাঁহাদের একটা দায়িত্ব আছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমূল পরিবর্ত্তনের সহিত দূর-প্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে। এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিরাট ব্যাপারে তাড়াহুড়ার বিশেষ করিয়া যে-সময় এ-দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের সহিত একযোগে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত আছে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

আগামী আদম-শুমারী সম্পর্কে আপনারা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মনে হয়, উহার কোন ভিত্তি নাই। রেকর্ড ঠিকভাবে রক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহা খুবই সত্য। আমি জানিতে পারিয়াছি, সঠিক সংখ্যা লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। লোক-গণনা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্য, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সরাসরিভাবে উহার জন্য দায়ী নহেন। আপনাদেরই অনুরূপভাবে ব্যক্ত আশঙ্কার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরীভূত করা হইয়াছে। লোক-গণনাকারীদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং নিরপেক্ষভাবেই যে গণনা কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আপনারা সর্ব্বদা ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, যাহাদিগকে গণনা করা হয়, তাহাদের সহযোগিতার উপর আদম-শুমারীর সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

ভূম্যধিকারী-সমিতির মানপত্র।

গত কয় বৎসর হইতে গভর্ণমেণ্ট আপনাদের সমিতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আপনারা সভাই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত নিবিড় সহযোগিতা এবং আপনাদের অসুবিধাগুলির প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণে আপনারা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। স্বাস্থ্য চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলার ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের দান সম্পর্কে আপনারা যাহা বলিয়াছেন, আমি উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করি। সম্প্রতি যে সমস্ত আইন পাশ করা হইয়াছে, উহাদের অসন্তোষজনক ব্যবস্থার উল্লেখ পূর্ব্বক আপনারা জমিদারী প্রথা সংরক্ষণের সমীচীনতার উল্লেখ করিয়াছেন। আমি নিজেও একজন ভূম্যধিকারী। সে হিসাবে আপনাদের আশঙ্কার কোন কোনটির কারণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাদিগকে এইটুকু স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, আজকাল পরিবর্ত্তনশীল জগতের মানুষ এবং পল্লী-গ্রামের অর্থনীতি সকলই একই প্রকার থাকিবে, ইহা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। এ-সম্পর্কে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় ভূম্যধিকারী সমিতিতে আমি যে-অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তৎপ্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। জনক-জননী জমির ও

[১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন]

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জনসাধারণের কর্ত্তব্য

মালদহে রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের সারগর্ভ বক্তৃতা

সম্প্রতি রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ, আই, সি, এস-এর সভাপতিত্বে মালদহে অনুষ্ঠিত দরবারে ইউনিয়ন বোর্ড ও ঋণ সালিশী বোর্ডের সুযোগ্য বলিয়া বিবেচিত প্রেসিডেণ্ট, চেয়ারম্যান, সদস্য এবং "কচুরীপানা সপ্তাহে"র উদ্যোক্তা ও বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দের মধ্যে পদক ও পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ-উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় মিঃ ড্যাশ বলেন :—

অদ্যকার অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারায় আমি আনন্দানুভব করিতেছি। কারণ জনহিতকর কার্য্যে এ-জেলা কতটা অগ্রসর, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিলাম। নিজেদের মূল্যবান সময় এবং শক্তি সামর্থ্য দ্বারা যাহারা জনসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তন্মধ্যে অল্প কয়জন মাত্র পুরস্কৃত হইলেন। পদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছি। আপনাদের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক জনসেবক রহিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিগকেও অভিনন্দিত করিতেছি।

ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণসালিশী বোর্ড ও কচুরীপানা সপ্তাহ সম্পর্কে প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর আলোচনা আমরা করিয়াছি। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কতকগুলি প্রস্তাব আছে।

এ জেলায় ৯১টি ইউনিয়ন বোর্ড এবং ৪৪টি চৌকিদারী ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন রেট আদায়ের কার্য্যে বোর্ডগুলি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে শতকরা ৯৫ ভাগ কর আদায় হইয়াছে। ৯১টি ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে ১৫টি বোর্ড শতকরা ১০০ টাকা কর আদায় করিতে সমর্থ হয়। ২৭টি বোর্ড শতকরা ৯৫ ভাগ আদায় করিয়াছে। নিম্নে ইহাদের আয়ের হিসাব দেওয়া হইল :—

৩৭ (ক) ধারায় ১,০৮,০০০৲ টাকা, ৩৭ (খ) ধারামতে ৪২,০০০৲ টাকা, চাঁদা ৪,০০০৲ টাকা, বেঞ্চ কোর্ট ২,০০০৲ টাকা, সরকারী সাহায্য ৬,০০০৲ টাকা, জেলা বোর্ড সাহায্য ৫,০০০৲ টাকা, বিবিধ ৬,০০০৲ টাকা, মোট ১,৭৩,০০০৲ টাকা। উক্ত অর্থ আদায় করিতে ১৩,০০০৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। চৌকিদার-দের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে ৮৯,০০০৲ টাকা। অবশিষ্ট ৫১,০০০৲ নিম্নোক্ত বিভিন্ন জন-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে :—

রাস্তা নির্ম্মাণ ৮,০০০৲ টাকা, জলসরবরাহ ২০,০০০৲ টাকা, পয়ঃপ্রণালী ১,০০০৲ টাকা, জনস্বাস্থ্য ৩,০০০৲ টাকা, শিক্ষা ১০,০০০৲ টাকা এবং ডিস্পেন্সারী ৯,০০০৲ টাকা।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এ-জেলায় ৯টি ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিয়মিত ভাবে ইহাদের সভা-সমিতি হইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যবৃন্দের দায়িত্ব জ্ঞানের উন্মেষ এবং ৩৭ (খ) ধারামতে আদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ ৩১,০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২,০০০৲ টাকা দাঁড়াইলেও এ-সম্পর্কে আরও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার কথাই উল্লেখ করা হউক। এ-জেলার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ; তন্মধ্যে নাকি মাত্র ৩৩,০০০ লোক লিখিতে পড়িতে জানে। উপরোক্ত সংখ্যা হইতে ইহা দেখা যায়, এ প্রদেশের মধ্যে আপনাদের জেলায় লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যার হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহার প্রতিকারে উদ্যোগী হওয়া আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া আমার মনে হয়। ইউনিয়ন বোর্ড গুলিকের টাকা পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিবার জন্য আমি আপনাদের নিকট প্রস্তাব করিতেছি। এই নিয়মটি কড়াকড়ি ভাবে প্রতিপালিত হওয়া উচিত। আমি জানিতে পারিয়াছি বহু ইউনিয়ন বোর্ড ইহা মানিয়া চলে না।

ঋণ-সালিশী বোর্ড

দুইটি স্পেশাল বোর্ড এবং ৪টি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্পেশাল বোর্ড সহ এ-জেলায় ৯৬টি ঋণ-সালিশী বোর্ড আছে। এখন পর্য্যন্ত মোট ৪২,৪৩৭টি মামলা দায়ের হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৪,১১২টি মহাজনের এবং ১৮,৩২৫টি খাতকের পক্ষ হইতে দায়ের হইয়াছে। ৩৩,০৬৩টি মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহাদের মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৮ ধারা মতে ২৭৷৷০ লক্ষ টাকা ঋণ সাব্যস্ত এবং মাত্র ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার দাবী মিটানো হয়। অমীমাংসিত ৯,৩৭৪টি মামলার মধ্যে ১,৩১০টি এক বৎসরেরও অধিক কাল হইল দায়ের হইয়াছে। তবে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে এ-জেলা পরিদর্শন কালে যে অবস্থা ছিল, উহার অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সে-সময় আরও দুইহাজারের অধিক মামলা বিচারাধীন ছিল। বোর্ডের কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে বটে, তবে এখনও অনাবশ্যক সময় ব্যয়িত হইতেছে। সদস্যগণের নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কচুরীপানা সপ্তাহ

কচুরীপানা সপ্তাহ সাফল্যজনকভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি আশা করি, আপনাদের উৎসাহ ও উদ্যম দীর্ঘস্থায়ী হইবে এবং কচুরীপানার উচ্ছেদ সাধনে আপনাদের মধ্যে কখনও শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে না। স্থায়ীভাবে ইহার উচ্ছেদ সাধনের জন্য আপনারা বিশেষ মনোযোগী হইবেন, ইহা আশা করা যাইতেছে।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার আবশ্যকতা

যুদ্ধ যতই আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, ততই আমাদের মনোযোগ এ দেশের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতেছে। শত্রুর আক্রমণ হইতে এ-দেশকে রক্ষা করিতে হইলে আপনাদের প্রত্যেককে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আরও অধিক পরিমাণে সাহায্য করিতে হইবে। এ-সম্পর্কে অনেক কিছু বলা আবশ্যক; তবে ইহা উপযুক্ত সময় নহে। কারণ আপনারা অবগত আছেন, মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এস্থানে আগমন করিতেছেন। তিনি যুদ্ধ এবং দেশরক্ষা সম্পর্কে জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করিবেন। আমি আশা করি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আপনারা অনুগ্রহ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইবেন। উদ্যোগী প্রেসিডেণ্টগণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যে-ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, আপনাদের অনেকেই সে-ভাবে কাজ করিতে আগ্রহান্বিত বলিয়া আমার স্থির ধারণা।

স্বাধীন ফরাসী নৌবহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ভাইস-এডমিরাল মুজলিয়ে গত ১০ই জানুয়ারী ফরাসী নাবিকগণকে সম্বোধন করিয়া এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ত্রিশটির বেশী স্বাধীন ফরাসী রণতরী এখন লড়াই করিতেছে এবং আশীটি বাণিজ্য জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিতেছে। এই বাণিজ্য জাহাজগুলির ত্রিশটি জাহাজ সম্পূর্ণ ফরাসী নাবিকদের দ্বারা চালিত।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য ও শিল্প-প্রদর্শনী

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক উদ্বোধন

সম্প্রতি নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমার অধীন বাগুচি জামসেদপুর নামক গ্রামে একটি স্বাস্থ্য-শিল্প ও কৃষি সম্পর্কীত প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। নদীয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দে, আই, সি, এস, কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সম্পাদিত হয়। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ নদীয়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী বাহাদুর, বি, এল, ও, বি, ই, উপস্থিত হইতে না পারায় মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ সি, ফ্রুর্যাকিন্স প্রাথমিক অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

এই প্রদর্শনী এক সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। কৃষি, পশু চিকিৎসা, গুটী পোকা পালন, শিল্প সমবায় এবং কিকি-কিলি প্রভৃতি বহু সরকারী বিভাগ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। সরকারের প্রচার বিভাগ প্রদর্শনী ভ্যান দ্বারা এই অনুষ্ঠানের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল।

যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে নদীয়া জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগ, বঙ্গীয় সোসিয়াল সার্ভিস লীগ, বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি, সরোজ নলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি এবং কেন্দ্রীয় যুক্তাকী সমিতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীতে বহু সংখ্যক ষ্টল খোলা হইয়াছিল।

পল্লী অঞ্চল হইতে যে সকল জনসাধারণ আসিয়া প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল, প্রদর্শনী কমিটি তাহাদের আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছিল।

রাজশাহীতে শিশু-পরিচর্য্যা কেন্দ্র

গভর্ণর-পত্নী কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বিগত ১০ই জানুয়ারী তারিখে মহামান্যা লেডি বেরী হার্বার্ট রাজশাহীতে রাজা পি, এন, রায় হাসপাতালের পরিবর্দ্ধিত অংশ ও শিশু-পরিচর্য্যা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

গৃহের উদ্বোধন করিতে যাইয়া লেডী বেরী হার্বার্ট বলেন যে, সাধারণতঃ বাঙলা দেশে শিশু-কল্যাণ ও মাতৃ-কল্যাণের কাজের প্রতি তেমন বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় না; কিন্তু লোক ক্রমশঃ হাসপাতালের সাহায্যের প্রতি আগ্রহশীল হইতেছে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

উদ্বোধনের পূর্ব্বে উভয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে দুইখানি রিপোর্ট পাঠ করা হয়; একখানি শিশু পরিচর্য্যা কেন্দ্রের সেক্রেটারী ডাঃ ই, এম, মজুমদার ও অপরটি হাসপাতাল কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এ, মজিদ, সিভিল সার্জ্জন, পাঠ করেন।

সংবাদ-প্রেরকদের জ্ঞাতব্য

বাঙলা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বে-সরকারী লোকদের পক্ষ হইতে বহু পত্রাদি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে এবং এইসব পত্রে প্রায়ই পল্লী-উন্নয়ন ও স্থানীয় হিতকর কার্য্যাবলীর বিবরণী থাকে। "বাঙলার কথায়" এমন কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের মন্তব্যাদি সন্নিবিষ্ট না থাকে। অতএব অনুরোধ করা যাইতেছে যে, কেহ কোন সংবাদ সরাসরি সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন না। ঐরূপ কোন বিবরণ পাঠাইতে হইলে সার্কেল-অফিসার, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যস্থতায় পাঠাইতে হইবে; তাঁহারা সমীচীন বোধ করিলে ঐ সব রিপোর্ট সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইটালী কি শান্তি প্রস্তাব করিবে?

স্পেনের মধ্যস্থতার গুজব

সম্প্রতি জার্ণন বার্টলেট "নিউজ ক্রনিক্যাল্" পত্রিকায় লিখিয়াছেন :—

লিসবন হইতে ইটালীর আসন্ন শান্তিস্থাপন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করিবে। এই শান্তির মধ্যস্থতা করিবার জন্য ইটালী তাহার প্রতিবেশী রাজ্য স্পেনের রাষ্ট্রনেতাদের অনুরোধ করিতে পারে বলিয়া একটা ধারণা কিছু দিন যাবৎই বদ্ধমূল হইতেছিল।

জার্ম্মাণীর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও স্পেন যুদ্ধে যোগ দেয় নাই। দেশে খাদ্যাভাবের দরুণ বিশেষতঃ আমেরিকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া স্পেন নিরপেক্ষ রহিয়াছে। নিরপেক্ষ শক্তি বলিয়া তাহার পক্ষে মধ্যস্থ হওয়া যে সুবিধাজনক তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইটালী আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নির্বিচারে গ্রহণ করা উচিত নহে।

মুসোলিনীর বিপক্ষ দল

অবশ্য ইটালীতে মুসোলিনীর বিপক্ষে একটি শক্তিশালী দল আছে। ক্রাউন-প্রিন্স নিজে পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে মুসোলিনীর কার্য্যাবলীতে বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও তাঁহার সংখ্যা খুব বেশী নহে। ক্রাউন প্রিন্সের নিকট আত্মীয় ডিউক অব আয়োস্তাকে (ইনি এখন আবিসিনিয়ায় আছেন) বহু লোক নেতা বলিয়া গণ্য করে। এই শান্তিস্থাপন চেষ্টা সফল হইলে শান্তি স্থাপনের পরে দেশে যে বিরাট পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তাহার অধিনায়কত্ব করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করা যাইতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই মার্শাল বোদোলিও ও অন্যান্য বহু উচ্চ-পদস্থ সেনাধ্যক্ষ, বিশেষ করিয়া লণ্ডনের ভূতপূর্ব্ব ইটালীয় রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট গ্রাণ্ডির সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

ইটালী যদি ফ্যাসিষ্ট নীতি হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার অন্য উগ্র নীতির মধ্যে গিয়া না পড়িতে চাহে, তবে তাহাকে আরও অন্যান্য লোক লইয়া প্রকৃত প্রতিনিধি-মূলক গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে হইবে।

শান্তি স্থাপনে ইটালীর আগ্রহ সম্বন্ধে এই সকল সংবাদে জার্ম্মাণী ভূমধ্যসাগরে নিজ কার্য্যকলাপ বৃদ্ধি করিতে পারে। ফলে জার্ম্মাণী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তৎপর হইতে পারে :—

প্রথমতঃ হিটলার বল্কানের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব সংকল্পিত সময়ের পূর্ব্বেই সৈন্য চালনা করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণীর প্রতি প্রকৃত মনোভাব স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিবার জন্য মার্শাল পেঁতার উপর চাপ-বৃদ্ধি করিতে পারে।

কিম্বা আংশিকভাবে ফ্যাসিষ্ট শাসনতন্ত্রকে শক্ত করিয়া তুলিবার জন্য এবং আংশিকভাবে সুবিধাজনক বিমান-ঘাঁটিগুলি দখল করিতে হিটলার অনেক বিমান ও বিমান-চালক ইটালীতে প্রেরণ করিতে পারে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাঙলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জ্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

প্রাদেশিক কমিটির বৈঠক

বাঙ্গলাদেশে ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ডের ২৯শ অধিবেশন বিগত ৬ই জানুয়ারী তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় জানাইয়া দেওয়া হয় যে, গভর্ণমেণ্ট মিঃ ডব্লিউ, সি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এম, এল, এ-কে পুনরায় আন্তঃ-প্রাদেশিক ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষা বোর্ডের সদস্য মনোনয়ন করিয়াছেন। বোর্ড আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করিয়াছে : (১) ভারতবর্ষে পরীক্ষকগণ স্থানীয় কেম্ব্রিজ পরীক্ষার জন্য আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রশ্ন-পত্র প্রস্তুত করিবেন এবং তদনুসারে মূল্যাঙ্কন নির্দ্দেশ করিবেন। (২) জুনিয়ার স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ব্যবসায় সম্বন্ধে শিক্ষণীয় বিষয় বৃদ্ধি করা হইবে। (৩) ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলের শিক্ষকগণের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করা হইবে। বোর্ড সুপারিশ করিয়াছে যে, একটি ফণ্ড এরূপভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হউক যাহাতে ঐ আমানতী টাকা হইতে আমানতকারী তাহার জীবন-বীমার প্রিমিয়ম দিতে পারে।

এক প্রদেশে হইতে অন্য প্রদেশে ট্রান্সফার ব্যাপারে স্বাক্ষর গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত প্রদেশ একমত নহে বলিয়া ঐ বিষয়ের আলোচনা মুলতবী রাখা হইয়াছে।

১৯৪১-৪২ সনের বাজেট প্রস্তাব আলোচনা কালে এই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, ইউরোপীয়ান ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষার জন্য আইনগত ভাবে নির্দ্দিষ্ট টাকার বরাদ্দকে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের বিধান-মতে সর্ব্বোচ্চ বরাদ্দ না ধরিয়া সর্ব্বনিম্ন বরাদ্দ বলিয়া ধরিয়া নেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইবে।

১৯৪১ সনের ৭ই এপ্রিল পরবর্ত্তী সভার তারিখ ধার্য্য করা হইয়াছে।

বৃটেনের পথে আমেরিক্যান বোমারু বিমান

আগামী কয় সপ্তাহে ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র পাড়ি

"ডেইলী মেইল" পত্রিকার বিমান-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

আগামী কয় সপ্তাহের মধ্যেই আমেরিকায় প্রস্তুত বহু দূর পাল্লার বোমারু বিমান আটলাণ্টিক সমুদ্রের উপর দিয়া ব্রিটেনে উড়িয়া আসিবে। সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

এই বিমানগুলির মধ্যে লকহিড হাড্‌সন পর্য্যবেক্ষক বোমারু বিমান (ইহারা উপকূল রক্ষী বিমান বহরের কার্য্যে নিযুক্ত হইবে), দুইটি সংযুক্ত ইঞ্জিন বিশিষ্ট "উড্ডয়-দুর্গ" শ্রেণীর বিমান এবং "লকহিড ভেগা ভেঞ্চারা" শ্রেণীর বোমারু বিমান প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক এবং শ্রেষ্ঠ বিমান থাকিবে। শেষোক্ত শ্রেণীর বিমান আমেরিকার আধুনিকতম বোমারু বিমান। কয়েকটি "হাড্‌সন" শ্রেণীর বিমান ইতিমধ্যেই ব্রিটেনে উড়িয়া আসিয়াছে।

আমেরিকায় প্রস্তুত বিমানগুলি ব্রিটেনে প্রেরণ সংক্রান্ত সকল সংবাদ এই যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা গোপন সংবাদগুলির মধ্যে অন্যতম। আমেরিকান্ এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ার বিমান-চালকদের সহিত ইংলণ্ডে বিমানগুলি পৌঁছাইয়া দিবার যে চুক্তি করা হয়, এ-সম্পর্কে সংবাদ গোপন রাখাও সেই চুক্তির সর্ত্তাবলীর অন্যতম। সুতরাং কোন্ পথে এই বিমানগুলি আটলাণ্টিক পাড়ি দিবে, তাহাও একান্তভাবে গোপন রাখা হইয়াছে।

হুগলী জেলায় ১৯৩৯ সালের বন্যা

সাহায্য-ব্যয় সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী

হুগলী জেলায় ১৯৩৯ সনে যে বন্যা হইয়াছিল, তৎ-সম্পর্কে হুগলীর কালেক্টর, যিনি জেলা সেণ্ট্রাল বন্যা সাহায্য কমিটির সভাপতি ছিলেন, যে শেষ রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রায় ২৫০ বর্গ মাইল অঞ্চল অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ জেলার কতিপয় সাধারণ চলাচলের প্রধান রাস্তা এবং ৪৮টি নলকূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়া জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কয়েকটি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান কিছু দিনের জন্য আরাম-বাগ ও শ্রীরামপুর মহকুমার কাজ করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট ১৪,৫০০৲ টাকা ও জেলা বোর্ড ৪০০৲ টাকা খয়রাতী দানের জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তাহা ৪০টি কেন্দ্র হইতে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই সমুদয় কেন্দ্রের অধিকাংশই সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কতকগুলি নভেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য বিতরণের কাজ করিয়াছে। মোট ৪,০১৭ জন লোককে এইরূপ খয়রাতী দান প্রদান করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও জেলা বোর্ড যে টাকা দিয়াছিলেন, তহবিলে আরও টাকা সংগ্রহের জন্য ভারতীয় রেড্ ক্রস সোসাইটি, স্কুল ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ও জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিল।

অভাবগ্রস্ত চাষীদিগকে বীজ ক্রয়ে সাহায্য করিবার জন্য চাষী-সাহায্য আইনের বিধানমতে গভর্ণমেণ্ট ১,৪১,৭৮৭৲ টাকা অগ্রিম প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ২০৲ টাকার ধানের চারা বা জালা ও ৬০০৲ টাকার রবি ফসলের বীজ কৃষি বিভাগ হইতে পাওয়া গিয়াছিল; তাহাও বিনামূল্যে ঐ সমুদয় চাষীকে দেওয়া হইয়াছিল—যাহাদের বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উহা ক্রয়ের সঙ্গতি ছিল না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে যে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ৫,৩৬৪।৶৯ পাই মূল্যের কাপড় অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। বঙ্গলক্ষ্মী ও ঢাকেশ্বরী কাপড়ের কল হইতে ৬০০ ছয় শত খণ্ড কাপড় বিনামূল্যে পাওয়া গিয়াছিল এবং কমিটির প্রেসিডেণ্ট সস্তাদরে ২,৪০০ খণ্ড কাপড় ক্রয় করিয়াছিলেন। জেলা কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য কমিটি ভূমিহীন মজুরদিগকে গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিবার জন্য ৩,৫০০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছে। জেলা বোর্ড রাস্তা, সেতু ইত্যাদি মেরামত করিবার জন্য ৫৩,৬২০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

এই সাহায্য কার্য্য অতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল এবং উহাতে বিভিন্ন সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের, জেলা বোর্ডের সমস্ত কর্ম্মচারীর, বন্যাপীড়িত অঞ্চলের সমুদয় ইউনিয়ন বোর্ডের ও স্থানীয় পুলিশ কর্ম্মচারীদের স্বেচ্ছামূলক সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ও বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে বন্যা সাহায্যের জন্য প্রেরিত খাদ্য দ্রব্য, কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ কম ভাড়ায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণ করিয়াছে। জেলার কৃষি অফিসার ও তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ, পশু-পালন কর্ম্মচারী ও পশু-চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীগণও সর্ব্বপ্রকারে সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

বাঙলা-সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দিন খান সম্প্রতি ত্রিপুরা জেলার গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। জন-সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিরাটভাবে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে আশাতীত প্রগতি

গত আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বাখরগঞ্জ এবং ফরিদপুরে যে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জাতি-গঠন সম্পর্কে সঙ্ঘবদ্ধ কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। রমজান মাসের রোজা এবং পূজার উৎসব এই কার্য্যে বাধার সৃষ্টি ত করেই নাই, উপরন্তু দ্রুত গতিতে কাজ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছে। তদুপরি জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্দীপনা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবল বৃষ্টি এবং কৃষকগণের সাময়িক অন্যত্র ব্যাপৃত থাকাকেও উপেক্ষা করিয়া এই জাতি-গঠনমূলক কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে বহু প্রচার সম্পর্কীত সভার আয়োজন করা হইয়াছে এবং পল্লী-কল্যাণ সমিতি এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জনগণের মধ্যে যে পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহার সূচনা করে। এই ব্যাপারে পল্লী অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন সম্পর্কে পরিকল্পনা করা হয়।

বাখরগঞ্জে ৩১টি এবং ফরিদপুরে ৩৭টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমায় বয়স্কগণের শিক্ষা সম্পর্কে একটি পাঠ্য পুস্তক ব্যাপকভাবে বিলি করা হইয়াছে এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্ব্বাচন কার্য্যও সমাধা করা হইয়াছে। কতকগুলি প্রাথমিক এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। পারসাতুরিয়া নামক স্থানে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের এবং বালিকাদিগের জন্য জুনিয়র মাদ্রাসার ভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে যান-বাহন চলাচল ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে নজর দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাখরগঞ্জ সদর মহকুমায় সাতুরিয়া-ভারাণী খালের উপর দুইটি সেতু নির্ম্মাণ এবং বিশ মাইল পরিমিত স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের অন্তর্গত ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের মারফৎ সরকারী কুইনিন বিতরণ করা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জের চর পদ্মা এবং উত্তর সাবিকোল পল্লী-কল্যাণ সমিতির এবং ফরিদপুরের সাতৈনবাড়ী, নিজরা, বাহাদুরপুর এবং ঘোনাপাড়া সমিতির পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবপুর ইউনিয়ন বোর্ড স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়নকল্পে চারি বৎসরের একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে। খালের খনন কার্য্য এবং বহুসংখ্যক নলকূপ স্থাপনের ফলে বিস্তৃত অঞ্চলের সেচকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে কচুরী পানা পরিষ্কার করা এক সমস্যা বিশেষ। এই ব্যাপারে পল্লী-কল্যাণ সমিতি এবং স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ নজর দিয়াছে। বাখরগঞ্জে ১৫৯টি পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং কচুরী-পানা আইন অনুসারে ১,৫৪১টি নোটিশ জারি করা হইয়াছে। ফরিদপুরে এই সম্পর্কে ঘোনাপাড়া এবং নিজরা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাজ করিয়াছে। শত শত স্বেচ্ছাসেবক এই কাজে এক যোগে কাজ করিয়াছে।

হাতে-কলমে কাজ শিখাইবার সরকারী দল এবং জনসেবা সঙ্ঘ এই দুইটি জেলা পরিভ্রমণ করিয়া উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছে।

জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে বৃটেনের জাহাজ ডুবির পরিমাণ আরও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে ৩৪,৭৭২ টনের পাঁচখানা বৃটিশ জাহাজ ও ২৩,৪৪০ টনের দুইখানা মিত্রপক্ষীয় জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। কোন নিরপেক্ষ জাহাজ নিমজ্জিত হয় নাই।

বীরভূম জেলায় অন্নকষ্ট

বাঙলা-সরকার কর্ত্তৃক বিপুল অর্থসাহায্য

অজন্মার দরুণ বীরভূম জেলার দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে তথাকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং হতভাগ্য অধিবাসীদের সাহায্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ মানসে রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় উক্ত বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই সি, এস সমভিব্যাহারে বীরভূমের দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে গমন করেন। ইহার ফলে সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলকে ইতিপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা করতঃ অধিবাসীদের দুঃখ মোচন করে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

শ্রমের বিনিময়ে সাহায্য দান বাবদ গভর্ণমেণ্ট ২০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বঙ্গীয় পুষ্করিণী সংস্কার আইনের বিধান অনুসারে সেচকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত পুষ্করিণী সংস্কারে নিযুক্ত লোকজনের শ্রমের বিনিময় বাবদ ৭৫,০০০৲ এবং সেচকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী পুষ্করিণী খননের জন্য ভূমি উৎকর্ষ ঋণ হিসাবে ২৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। পুষ্করিণীগুলির সংস্কার সাধিত হইলে এ-জেলার চাষীদের একটি স্থায়ী মহদোপকার হইবে। কারণ, পুষ্করিণীর জলের উপর এ-জেলার চাষাবাদ বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ আইনের বিধানমতে খয়রাতী দানের জন্য কালেক্টরের হাতে ৫০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। বয়স, সামাজিক রীতিনীতি, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার দিক দিয়া যাহারা বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ আইনের বিধানমতে খয়রাতী দান লাভের উপযুক্ত নয় অথচ অনাহারে যারা পড়িবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিতরণের জন্য গভর্ণমেণ্ট জয়গোবিন্দ লাহা ফাণ্ডের সঞ্চিত সুদের অর্থ হইতে ২,০০০৲ টাকা দিয়াছেন। গবাদি পশুর খাদ্যাভাব মোচনকল্পে গভর্ণমেণ্ট কৃষি-ঋণ হিসাবে বিতরণের জন্য কালেক্টরের হাতে আরও ২৫,০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। জল সরবরাহের জন্য সাধারণতঃ যে-পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়, নলকূপ স্থাপন ও ইষ্টক নির্ম্মিত কূপ খননের ব্যয় বাবদ তদতিরিক্ত ৫০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনকল্পে যাহা যাহা করা আবশ্যক, গভর্ণমেণ্ট তাহা করিতেছেন। (প্রেসনোট)

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রসার

দুই সপ্তাহের বিবরণ

গত ২১শে ও ২৮শে ডিসেম্বর যে দুই সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময় বাঙলার যে-সকল জেলায় সংক্রামক ব্যাধির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে, তাহাদের হিসাব দেওয়া হইল :—

রোগ।	জেলা।		আক্রমণ সংখ্যা।
কলেরা	মেদিনীপুর	..	৬৪
..	হাওড়া ..	..	৫৩
..	চব্বিশপরগণা	..	২২৬
..	কলিকাতা	..	৭১
..	যশোহর ..	..	১৭২
..	খুলনা ..	..	৫৬৬
..	ফরিদপুর ..	..	৭৪
..	বাখরগঞ্জ ..	..	৩৮৫
..	ত্রিপুরা ..	..	১১৬
			মৃত্যু সংখ্যা।
..	চব্বিশ পরগণা	..	১২১
..	যশোহর	..	১১১
..	খুলনা ..	..	২৮৮
..	ত্রিপুরা ..	..	৫৬
			আক্রমণ সংখ্যা।
বসন্ত	ঢাকা ..	..	৬৯

কলিকাতা ও ময়মনসিংহ সদরে মেনিন্‌জাইটিস্‌ রোগের আক্রমণ কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে। প্লেগের আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

জেলা।		রোগ।	আক্রান্তদের সংখ্যা।
২৪-পরগণা		কলেরা	২৫৫
যশোহর	..	..	১২৮
খুলনা	..	..	৩০০
ফরিদপুর	..	..	১৪৬
বাখরগঞ্জ	..	..	৩৪৭
ত্রিপুরা	..	..	২৩২
			মৃত্যুর সংখ্যা।
২৪-পরগণা	..	..	১৩৭
যশোহর	..	..	৯১
খুলনা	..	..	১৫৬
ফরিদপুর	..	..	৭৮
বাখরগঞ্জ	..	..	১৯২
ত্রিপুরা	..	..	১২৯

উক্ত সপ্তাহে কলিকাতায় ৬৪ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

এই ষ্ট্যাম্পগুলি

আপনাকে সঞ্চয়ী হতে সাহায্য করবে

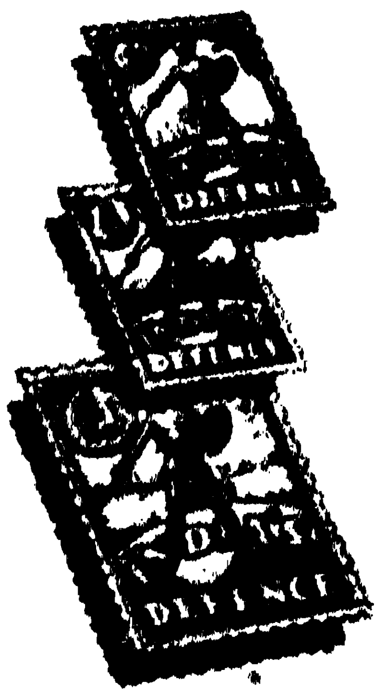

যে কোন পোষ্ট অফিস হতে একটি সেভিংস্‌ কার্ড চেয়ে নিন এবং তাতে চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্‌ ষ্ট্যাম্প লাগান।

কার্ডের উপর যখন ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা হবে তখন তাকে পোষ্ট অফিসে জমা দিয়ে তার বদলে একটি ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন, এবং দশ বছর পরে এটির দাম হবে তের টাকা ন'-আনা।

প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে সুদ সমেত টাকা ফিরত দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়ী হোন

ডিফেন্স, সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট কিনুন

G. L. 25

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ১লা জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

এই সপ্তাহে কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। আমন ধান কাটা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার কোন কোন অংশ ব্যতীত এই প্রদেশে ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভালই। বিগত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বীরভূমে রিলিফের কাজে ৩,০৭৭ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই সপ্তাহে সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে টাকায় /৮।০ সোয়া আট সের ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় চাউলের মূল্য শতকরা ০·১২ ভাগ কমিয়াছে।

বিগত ৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যাহা ছিল, সংক্ষেপে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

দার্জিলিংএ সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল, আর কোথাও বৃষ্টি হয় নাই। বসন্ত কালীন ফসলের আবাদ শেষ হইয়াছে। আমন ধান কাটা একরূপ শেষ, এখন মাড়াই হইতেছে। পশ্চিম ও উত্তর বাঙলার কোন কোন স্থান ব্যতীত সর্ব্বত্র আগামী ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। বিগত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে বীরভূমে ২,৯১৪ জন লোককে টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। গড়ে চাউলের মূল্য টাকায় /৮।০ সোয়া আট সের। গত সপ্তাহের তুলনায় চাউলের দাম ০·২৯ ভাগ কমিয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮৶০ ছটাক; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে /৮ আট সের; মুর্শীদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে /৭॥০ সের হইতে /৮৷০ ছটাক; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৯ সের; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের, বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৭।৶০ সাত সের সাত ছটাক হইতে /৮॥০ আট সের আট ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৭৸৶০ ছটাক হইতে /৮ আট সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৮ আট সের হইতে ।০॥০ সাড়ে দশ সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৮ আট সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় /৮ আট সের হইতে /৮।০ সোয়া আট সের; রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় /৭৸০ ছটাক হইতে /৮ আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ নয় সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে টাকায় /৭॥০ সাড়ে সাত সের; দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ টাকায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৮ আট সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৮ আট সের; বগুড়ায় টাকায় /৮॥০ সাড়ে আট সের; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকায় /৮॥০ সাড়ে আট সের হইতে /৯ নয় সের; মালদহে টাকায় /৮ আট সের; কুচবিহারে টাকায় /৮ আট সের; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও টাকায় /৮ সের হইতে /৯॥০ সাড়ে নয় সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায়

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ভারতের প্রধান সেনাপতি

ভারতীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বেতার-বক্তৃতা

২০শে জানুয়ারী রাত্রে ভারতের মহামান্য কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ দিল্লী হইতে বেতারযোগে এক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, নিখিল ভারত রেডিওর দিল্লী ষ্টেশনে এক নূতন সার্ভিসের উদ্বোধন উপলক্ষে অদ্য রাত্রে আমি বক্তৃতা করিতেছি। এই সার্ভিসের সাহায্যে মধ্য-প্রাচ্য-স্থিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রত্যহ বেতার যোগে বক্তৃতা করা হইবে।

মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সৈনিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনে আপনারা বিদেশে গিয়াছেন। আপনারা যে কিরূপ ভাল-ভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহা আমি অবগত আছি। আপনারা যে আপনাদের স্বদেশের সংবাদ অবগত হওয়ার জন্য কিরূপ উৎসুক, তাহাও আমি জানি। এই নূতন বেতার সার্ভিস প্রত্যহ আপনাদের ঐ সকল সংবাদ শুনাইবে এবং ভারতের সহিত আপনাদের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিবে। প্রত্যহ রাত্রে আপনারা দিল্লী হইতে গান, নাট্যাভিনয়, সংবাদ ও বক্তৃতা নিজেদের মাতৃভাষায় শ্রবণ করিতে পারিবেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, আপনাদের সাহস ও বীরত্বের কাহিনী ভারতীয়দের মনে আশার ভাব সৃষ্টি করিয়াছে। আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে জয় না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা যুদ্ধ করিয়া যাইবেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, আমি শীঘ্রই আমার কার্য্য-ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে আমি আপনাদের একটা কথা বলিয়া যাইতে চাই। শান্তি বা সংগ্রামের কালে আমি বহুদিন যাবত ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে কার্য্য করিয়াছি এবং আপনারা অনেকেই আমাকে ভালভাবে জানেন। আপনাদের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আপনারা কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি এবং ভবিষ্যতে কি করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাও আমার জানা আছে।

কলিকাতায় জল-সরবরাহ

বিমান আক্রমণের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ হইলে, কলিকাতা ও শহরতলীর প্রায় ১৪ লক্ষ লোকের যাহাতে জলকষ্ট না ঘটে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সহিত এ-সম্পর্কে যে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিশেষ সজাগ হইয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, কর্পোরেশন শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১৫,০০০ নলকূপ বসাইয়া জল সরবরাহের এক নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

/৭॥০ সাড়ে সাত সের হইতে /৯ নয় সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় /৮ আট সের হইতে /৯॥০ সাড়ে নয় সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৮॥০ সাড়ে আট সের হইতে /৯॥০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুরে টাকায় /৯ নয় সের হইতে ।০॥০ সাড়ে দশ সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে /৯॥০ সাড়ে নয় সের হইতে ।০ দশ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।১ এগার সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৮ আট সের হইতে ।৩।০ সোয়া তের সের।

সাবান তৈরী শিক্ষার ব্যবস্থা

নূতন দলের নাম তালিকাভুক্ত হইবে

বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধান পরিকল্পনার প্রসার জন্য বাঙলা সরকারের শিল্প-বিভাগ স্থির করিয়াছেন যে, বিনা ব্যয়ে কাপড় কাচা সাবান তৈরী শিখাইবার নিমিত্ত নূতন এক দল ছাত্রের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিবে। এই শিক্ষাদান কার্য্য ছয় মাস কালের মধ্যে সমাধা হইবে। কলিকাতার ইণ্টালী অঞ্চলের পাগলাডাঙ্গায় অবস্থিত ক্যান্সেল সাউথ রোডস্থ "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ লেবরেটরীতে" উক্ত বিষয়ে ট্রেণিং দান করা হইবে। এই ট্রেণিং লাভান্তে বাঙলার যে সকল বেকার যুবক এই সাবান তৈরীর কাজকেই জীবিকা উপার্জ্জনের পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিবে, শুধু তাহাদিগকেই গ্রহণ করা হইবে। যাহারা এই ক্লাশে ভর্ত্তী হইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে—বঙ্গ দেশীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গদেশীয় মার্কেটিং অফিসারের বিবরণী

পশ্বাদি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য খবর

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক পশ্বাদি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মার্কেট রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন:—

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় কলিকাতায় ৩১১টি দুগ্ধবতী গাভী আনীত হয়; তন্মধ্যে ১৭৪টি পাঞ্জাব এবং বাদ বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছিল। উক্ত সময়ে ১১৯টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং ২৪০টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের দর যথাক্রমে ৭২৲ হইতে ১০০৲ এবং ১৩২৲ হইতে ১৫৬৲ পর্য্যন্ত উঠা নামা করিয়াছিল। গাভীর দুধ ৬ হইতে ৮ সের এবং মহিষের দুগ্ধ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছিল।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথার" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

দুইটি জেলার পল্লী-সংগঠন কার্য্যাবলী

যশোহর ও নদীয়ার দুই মাসের বিবরণী

বাংলার সরকারী ও বেসরকারী প্রচারের ফলে পল্লী [illegible] গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে যশোহর ও নদীয়া জেলায় পল্লী-সংগঠন কার্য্য ক্রমেই অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার, কচুরীপানা ধ্বংস, পল্লীপথ নির্ম্মাণ ও জলাশয় সংস্কার প্রভৃতি পল্লী-কল্যাণকর কার্য্যে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ব্যতীত ম্যালেরিয়া-বিরোধী অভিযানও পরিচালিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে।

যশোহর জেলায় দুইটি নূতন পল্লী-কল্যাণ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং সদর মহকুমায় সাফল্যজনকভাবে কচুরীপানা-সপ্তাহ পালিত হইয়াছে। নদীয়া জেলার সকল মহকুমায় কচুরীপানার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হইয়াছে এবং জেলা বোর্ডের অফিসারগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ আন্তরিক সহযোগিতা করিতেছেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে একটি সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইয়াছে এবং যশোহর জেলার অন্তর্গত [illegible] দুইটি [illegible]। নদীয়া জেলার অন্তর্গত [illegible] নামক স্থানে স্থানীয় পল্লী-সংগঠন সমিতি [illegible] চিকিৎসার একটি বিভাগ খুলিয়াছে। [illegible] স্থানীয় অধিবাসীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীয়া জেলার [illegible] অনাবৃষ্টির হাত হইতে ১,৫০০ বিঘা [illegible] জমির ধান রক্ষা পাইয়াছে।

বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অভিযান অধিক উৎসাহে পরিচালিত হইয়াছে। যশোহর জেলায় পাঁচটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ঝিনাইদহ মহকুমায় [illegible] একটি। পূর্ব্বে যে সকল নৈশ বিদ্যালয় এবং বয়স্কদের শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে সে গুলি সুনিয়মিতভাবে উচ্চ নীতি বজায় রাখিয়াছে।

যশোহর জেলার অন্তর্গত [illegible] পল্লী-সংগঠন সমিতি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলীর বিবিধ একটি প্রচার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে।

মিশরে ভারতীয় সৈন্যদের বর্ণনা

• দিল্লী বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রচারের ব্যবস্থা

যে সকল ভারতীয় সৈন্য মিশরে নিযুক্ত আছে তাহাদের তোলা ৩০ মিনিট সময়ের একটি রেকর্ড অল-ইন্ডিয়া রেডিওর দিল্লী ষ্টেশন হইতে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই প্রোগ্রাম ইলেকট্রিক্যাল রেকর্ডিং প্রথায় গৃহীত হইয়াছে এবং গ্রামোফোন কোম্পানী কর্ত্তৃক রেকর্ড করা হইয়াছে। মিশরে যে সকল ভারতীয় সৈন্য আছে তাহাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত সৈনিকেরা হিন্দুস্থানী ভাষায় উহা রেকর্ড করিয়াছে। অন্যতম একটি বক্তৃতা [illegible] আছে। এই প্রোগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদের অভিজ্ঞতা, মিশরে তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিরাম-আমোদের কাহিনীসমূহ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রোগ্রাম দুই দফায় প্রচার করা হইবে এবং দিল্লীর [illegible] (শর্ট ওয়েভ ৩২৮·৬ মিটার ৪১·৪৮ মিটার, ৩১·[illegible] মিটার এবং ২৫·৩৬ মিটার) হইতে উহা প্রচার করা হইবে।

উক্ত প্রোগ্রামের প্রথম অংশ আগামী [illegible] ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৮-১৫ মিঃ হইতে ৮-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত (ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়) এবং দ্বিতীয় অংশ আগামী [illegible] ফেব্রুয়ারী [illegible] ঐ সময় প্রচার করা হইবে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য

কলিকাতার বাজার দর

বাংলা সরকারের বিপণন বিভাগের মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—

দ্রব্য।	চলতি দাম।	
	প্রতি মণ।	
কাপড়ের থলিয়ার আগমার্কা আটা ..	৫।।৵০	
চটের থলিয়ার আগমার্কা আটা ..	৫৸৵০	
কাপড়ের থলিয়ার আগমার্কা আটা ..	৬৲	
আগমার্কা ঘি—বিশেষ মার্কা ..	৬৬৲	
" " অমৃতভোগ	৬৫৲	
" " উত্তম ..	৬৩৲	
" " খাদ্যপ্রাণ ..	৫৮৲	
" " সরস ..	৬৬৲	
" " গীতা ..	৬৭৲	
চাউল—বাঁকতুলসী ..	৫৸৴—৬।০	
" পাটনাই ..	৬।০—৬৲	
" মোটা ..	৪।।৴—৪৸৵০	
	প্রতি কুড়ি।	
ডিম—মুরগী ..	।।০	
" হাঁস ..	।৵০	
দুধ—টাকায় ৴৫।।০ সাড়ে পাঁচ সের।		
	প্রতি মণ।	
আলু—নৈনিতাল ..	২।।০	
	প্রতি সের।	
	৵৬ পাই	
	প্রতি মণ।	
মাছ—রোহিত ..	১৮৲—২৩৲	
" চিংড়ী ..	১৩৲—১৮৲	
" ইলিশ ..	১৫৲	
	প্রতি টাকায়।	
ফল—আম (ফাজলী) ..	১০—১৫টি	
" কমলা (দার্জিলিং) ..	৪০—৫০টি	
	ডজন।	
কলা (মর্ত্তমান) ..	৵০—৶০	
" (সিঙ্গাপুর) ..	৵০—৶০	
	মূল্য।	দুধের পরিমাণ।
গরু—গাভী ..	২৮৲	৴৮
" " ..	৭৫৲	৴৬
মহিষ ..	১৫৫৲	।১২
" " ..	১৪০৲	।১০ মণ সের।

বালকদের শরীরচর্চা সম্পর্কীয় শিবির

৭ম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত

গত ১৯শে জানুয়ারী ১০৪-এ, এস্. এন্, ব্যানার্জি রোডস্থিত শিবিরের প্রাঙ্গণে বাংলা সরকারের অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী রায় এইচ, এন, মুখার্জী বাহাদুরের সভাপতিত্বে উপরোক্ত শিবিরের সপ্তম বার্ষিক উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শারীরিক ব্যায়াম, বক্সিং, কুস্তি এবং ভারোত্তোলন প্রভৃতি অনুষ্ঠান অধিকাংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপর পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সভাপতি মহোদয় শিবিরের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া এত বেশী প্রীত হইয়াছেন যে ১৯৪১ সালে এই শিবিরকে অনধিক ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং সভাকে জানাইয়া দিয়াছেন যে রায় ডি, সি, পাল চৌধুরী বাহাদুরও দয়া করিয়া অনুরূপ অর্থ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছেন।

সভাপতি মহোদয় যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন যে, [illegible] শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ জয় করিতেই হইবে। তৎপর তিনি ছেলেদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহাদিগকে [illegible] উপদেশ প্রদান করেন।

গভর্ণর বাহাদুরের ময়মনসিংহ সফর

[১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিশেষ নির্দ্দেশাবলীতে গভর্ণমেণ্ট এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, যাহার বলে তিনি কোন ব্যবসাকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে পারেন। সর্ব্বোপরি অন্যায়ভাবে কাহারও অধিকার হরণের বিরুদ্ধে একটা রক্ষা-কবচ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এক সম্প্রদায়ের নিকট যে-ব্যবসা অধিকার হস্তান্তরিত হইবে, কখনও উহাকে শুধু অর্থনৈতিক অবস্থার একটা স্বাভাবিক [illegible] বলিয়াই মনে করিবে। আমি পুনরায় ইহা বলিতেছি যে, বহু কালের অধিকার সংরক্ষণ মনে হয়; যে ব্যবসা বহু বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, উহাকে কি প্রকারে পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার উপযোগী করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই আসল সমস্যা। উপসংহারে আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, আপনাদের ও আপনাদের ব্যবসায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইনের প্রত্যেক দিকটি বিশেষভাবে বিবেচিত হইবে—আমাদের প্রীতির বন্ধন আপনাদের স্বার্থের হানি করিবে না।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এক জন-সভায়ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ প্রায় এক লক্ষ টাকার এক তোড়া গভর্ণর বাহাদুরকে প্রদান করা হইয়াছিল।

নার্সদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সমিতি নিয়োগ

নার্সদের শিক্ষা সম্পর্কীয় সমস্যার পরীক্ষা এবং তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লইয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। উহারা নার্স, স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা, [illegible] ধাত্রী, স্বাস্থ্য-বিধান পরিদর্শক ও অন্যান্য নিয়োজিত অন্যান্য কর্ম্মীদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া উহার সংস্কারমূলক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিবেন। সমিতির সদস্যবৃন্দের নাম—

(১) ডাঃ বি, সি, রায়, এম, আর, সি, পি, এফ, আর, সি, এস, প্রেসিডেণ্ট;

(২) বাংলা গভর্ণমেণ্টের সার্জ্জন-জেনারেল;

(৩) অল-ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাব্লিক হেলথ-এর ডিরেক্টর;

(৪) বঙ্গীয় জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর;

(৫) মিস হাচিসন, ডাফরিন হাসপাতালের মেট্রন;

(৬) মিস এস, সি, লার্ক, বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিলের রেজিষ্ট্রার;

(৭) ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, ৫৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা;

(৮) অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, ৪৫, [illegible] হাসপাতাল রোড, কলিকাতা; এবং

(৯) মিস [illegible], প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের মেট্রন।

বাংলার জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর সমিতির সেক্রেটারী থাকিবেন এবং সভা আহ্বান করিবেন।

যথাসম্ভব শীঘ্র রিপোর্ট দাখিলের জন্য সমিতিকে অনুরোধ করা হইয়াছে। (প্রেস-নোট)।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার আর্থিক সাহায্য

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডের ২২শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব

জেলা।		বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিল।	মোট।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—				
(১) চব্বিশ পরগণা	..	৫৬,৬৬৬৲	৫৫,৯৬৭৲	১,১২,৬৩৩৲
(২) যশোহর	..	৩২,৯৭১৲	২৫৲	৩২,৯৯৬৲
(৩) খুলনা	..	৩৩,২০৭৲	৯৭৬৲	৩৪,১৮৩৲
(৪) মুর্শিদাবাদ	..	২০,০৩৯৲	১,০১৭৲	২১,০৫৬৲
(৫) নদীয়া	..	২৩,৮৭৬৲	১,৩২১৲	২৫,১৯৭৲
মোট	..	১,৬৬,৭৫৯৲	৫৯,৩০৬৲	২,২৬,০৬৫৲
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—				
(৬) বাঁকুড়া	..	২৭,৪০০৲	৩৫৲	২৭,৪৩৫৲
(৭) বীরভূম	..	২০,১৪০৲	১৩৩৲	২০,২৭৩৲
(৮) বর্দ্ধমান	..	১,৪৭,৭৩৯৲	১২,৭৭০৲	২,০০,৫০৯৲
(৯) হুগলী ..	..	৩৩,০২৪৲	৫,২৬৩৲	৩৮,২৪৭৲
(১০) হাওড়া	..	৩,০৩১৲	৫১,৫৪৬৲	৫৪,৫৭৭৲
(১১) মেদিনীপুর	..	৬৪,৭২৪৲	১,৮১৯৲	৬৬,৫৪৩৲
মোট	..	৩,৩৬,০৫৮৲	৭১,৫৬৬৲	৪,০৭,৬২৪৲
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—				
(১২) চট্টগ্রাম	..	৮১,৪৮৮৲	৩১,৩৭৪৲	১,১২,৮৬২৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	৪,২৯৮৲	৫৫৭৲	৪,৮৫৫৲
(১৪) নোয়াখালী	..	৫৫,৯৮১৲	১৲	৫৫,৯৮২৲
(১৫) ত্রিপুরা	..	*১,৬০,৭২০৲	১,২৩১৲	১,৬১,৯৫১৲
মোট	..	৩,০২,৪৮৭৲	৩৩,১৬৩৲	৩,৩৫,৬৫০৲
৪। ঢাকা বিভাগ—				
(১৬) বাখরগঞ্জ	..	১৩,২৪৬৲	৬২,২৪২৲	৭৫,৪৮৮৲
(১৭) ঢাকা	..	৫৫,১৩৯৲	৪২,৬২৩৲	৯৭,৭৬২৲
(১৮) ফরিদপুর	..	১৬,৭৭৪৲	১,১৮৪৲	১৭,৯৫৮৲
(১৯) ময়মনসিংহ	..	১৬,৬৭৯৲	৪,৩১২৲	২০,৯৯১৲
মোট	..	১,০১,৮৩৮৲	১,১০,৩৬১৲	২,১২,১৯৯৲
৫। রাজসাহী বিভাগ—				
(২০) বগুড়া ..	..	৭,৮৩১৲	২৫০৲	৮,০৮১৲
(২১) দার্জ্জিলিং	..	৩২,৩৩৮৲	৩৫,৪৩২৲	৬৭,৭৭০৲
(২২) দিনাজপুর	..	৪৯,১৭৪৲	৩৩৲	৪৯,২০৭৲
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	২৪,৯০০৲	৫৭,৪৩২৲	৮২,৩৩২৲
(২৪) মালদহ	..	৩৫,৮১২৲	১,৫২২৲	৩৭,৩৩৪৲
(২৫) পাবনা	..	৬,৫৮১৲	৫৭৯৲	৭,১৬০৲
(২৬) রাজসাহী	..	২৩,৬৯০৲	৪,৬৫৮৲	২৮,৩৪৮৲
(২৭) রংপুর	..	৩৩,০৭০৲	৬৬৮৲	৩৩,৭৩৮৲
মোট	..	২,১৩,৩৯৬৲	১,০০,৫৭৪৲	৩,১৩,৯৭০৲

সংক্ষিপ্ত হিসাব

		বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল	ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিল	মোট
(ক) বাঙলার অন্তর্গত জেলাসমূহ (১-৫ পর্য্যন্ত)	..	১১,২০,৫৩৮৲	৩,৭৪,৯৭০৲	১৪,৯৫,৫০৮৲
(খ) বাঙলার বাহিরে অন্যান্য জেলা ..	..	২,১৫৬৲	১,৩০,৫১২৲	১,৩২,৬৬৮৲
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	..	৩,৪৫,৭৭২৲	..	৩,৪৫,৭৭২৲
ভারতীয় চা এসোসিয়েশন	..	২৫ ০০০৲	..	২৫,০০০৲
ত্রিপুরা রাজ্য	..	৭,০০০৲	..	৭,০০০৲
এ, বি, রেলওয়ে	..	৫৮৲	৭,৫৮৪৲	৭,৬৪২৲
বি, এন, রেলওয়ে	..	..	৪৩,২৭৯৲	৪৩,২৭৯৲
ই, বি, রেলওয়ে	..	..	১৮,৬৬০৲	১৮,৬৬০৲
ই, আই, রেলওয়ে	..	..	৮০,৫৩৮৲	৮০,৫৩৮৲
অন্যান্য মোট	..	৩,৭৭,৮৩০৲	১,৫০,০৬১৲	৫,২৭,৯১১৲
মোট (ক)+(খ)	..	১৫,০০,৫২৪৲	৬,৫৫,৫৪৩৲	২১,৫৬,০৬৭৲
কলিকাতা	..	১,৫৯,১২৩৲	৩৩,৩৯,২৯৩৲	৩৪,৯৮,৪১৬৲
সর্ব্ব মোট	..	১৬,৫৯,৬৪৭৲	৩৯,৯৪,৮৩৬৲	৫৬,৫৪,৪৮৩৲

*ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৮৫,০০০৲ টাকা আছে।

সেনা-বিভাগে ডাক্তার নিয়োগ

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় ভারতে সামরিকভাবে [illegible] বাহিনীর যেরূপ প্রসার সাধন হইতেছে, তাহার জন্য এবং সমরক্ষিপ্ত সেনাদলের সংখ্যার তুলনায় ডাক্তারের যে অভাব রহিয়াছে, তাহা পূরণের নিমিত্ত সর্ব্বদা জরুরী মেডিক্যাল অফিসারের প্রয়োজন [illegible] দেশ-রক্ষা বাহিনীতে যোগদানের জন্য ডাক্তারদিগকে আহ্বান করিয়া সময় সময় সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে এই আহ্বানে বাঙলা বহুল পরিমাণে সাড়া দিয়াছে। অফিসারদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে গ্রহণ করা হয়। তাঁহাদের কাহাকেও [illegible] মেডিক্যাল সার্ভিসের জরুরী কমিশন দেওয়া হয়, আবার কাহাকেও ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগের জরুরী পদে নিয়োগ করা হয়। বহু সংখ্যক মেডিক্যাল গ্রাজুয়েট কমিশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের অনেককেই কমিশন মঞ্জুরও করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই বেতন ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ অবগত আছেন। তথাপি হয়ত এখনও এমন বহু সংখ্যক ডাক্তার আছেন যাঁহারা ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগে সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সকল [illegible] সর্ত্তাদি প্রণয়ন হইয়াছে তাহা অবগত নহেন। মেডিক্যাল বিভাগের জরুরী পদে সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনরূপে ডাক্তারদিগকে নিম্নলিখিতভাবে নিযুক্ত করা হয়। এতদপ্রতি এল, এম, এফ ও মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

এই পদে নিযুক্ত ডাক্তারদিগকে জমাদারের পদ দেওয়া হয় এবং তাহাদের সুবেদার পদে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কোন কোন ব্যাপারে মেডিক্যাল গ্রাজুয়েটদিগকে সরাসরি সুবেদারের পদ দেওয়া হয়। জমাদারদের বেতন হইল ৭৫—৫।১—১৪৫, এবং সুবেদারদের বেতন হইল ১৬০—৫।১—১৭৫৲। এতদ্ব্যতীত সকল পদে নিযুক্ত ডাক্তারদিগকেই নিম্নলিখিতরূপ ভাতা দেওয়া হয়:—৫০৲ টাকা করিয়া মাসিক ভাতা, এবং তৎসহ বিনা পয়সায় চুল কাটার ব্যবস্থা, বিনা পয়সায় সরকারী পোষাক, বিনা খরচায় কাপড় ধোলাইএর বন্দোবস্ত, বিনা ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং বিনা পয়সায় আহারের ব্যবস্থা কিংবা তৎপরিবর্ত্তে ক্ষতিপূরণ ভাতের ব্যবস্থা।

জরুরী সাব-এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন পদে নিযুক্ত হইবার জন্য যাঁহারা দরখাস্ত করেন, সাক্ষাৎকার ও ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইলে তাঁহাদের বাসস্থান হইতে আহূত স্থানে যাওয়া আসার খরচ বাবদ দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া ভাতা দেওয়া হয়। কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে রেলওয়ে ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয়। তাহা দ্বারা তাঁহারা সেনা দলে যোগদানের জন্য গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় টিকেট প্রাপ্ত হন। চাকুরীর সর্ত্ত ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিস্তৃত সংবাদ এবং সাক্ষাতের জন্য কলিকাতা প্রাইভেট বিল্ডিংসস্থিত ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেলের অফিস হইতে জানা যাইতে পারে।

সেনাবাহিনীতে এখনো আরো বহু ডাক্তারের প্রয়োজন। ডাক্তার সরবরাহ ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বে [illegible] সাড়া দিয়াছে। আশা করা যায়, [illegible] অন্যান্য প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। [illegible] জরুরী [illegible] চাকুরিতে যোগদান [illegible] দেশের [illegible] যে [illegible] নিযুক্ত [illegible] সুবিধা [illegible]।

Printed and published by George Wilfred Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: Altaf Hussain.

বাঙলার কথা

[... সংখ্যা] কলিকাতা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা]

ইউরোপীয় সংগ্রামের শেষ পরিণতি

নিত্য নূতন সমরাঙ্গণের সৃষ্টি

[লর্ড ট্রেবলগী লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

বর্ত্তমান সময়ে যে পাঁচটি বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইউরোপীয় যুদ্ধ চলিতেছে, উহার প্রথমটিতে জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ড পরস্পরের সম্মুখীন। ফ্রান্সের পতনের পর হইতে জার্ম্মাণী সমুদ্র পথে ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিয়া আসিতেছে। আকাশে প্রাধান্য লাভ করিতে অসমর্থ হওয়ায়, জার্ম্মাণী অদ্যাবধি ইংলণ্ড আক্রমণ করিতেছে না। অন্য পক্ষে যে-সকল বন্দর হইতে জার্ম্মাণী আক্রমণ পরিচালনা করিতে সমর্থ হইত, বৃটিশ বিমান বাহিনী তাহাদের, বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণী ও বেলজিয়মে অবস্থিত বন্দরগুলির দারুণ ক্ষতি সাধন করিয়া দিয়াছে। ইত্যবসরে নূতন বৃটিশ বাহিনীও গড়িয়া উঠিয়াছে; কালক্রমে তাহারা বাস জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাজ্যের উপর চড়াও করিয়া বসিবে।

বলকানই দ্বিতীয় বিরাট রণক্ষেত্র। জার্ম্মাণী তুরস্কের মধ্য দিয়া ইরাণ ও ইরাকে অবস্থিত তৈলখনি অঞ্চলে পৌঁছিতে এবং ভারতের সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিতে চাহিতেছে। এই পরিকল্পনাটিতে জার্ম্মাণী রুশিয়ার বিরুদ্ধ হইতেছে। সম্ভবতঃ বলকানে শীতের প্রাবল্য হেতু আরও কিছু কাল তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

তৃতীয় রণক্ষেত্র রচিত হইয়াছে, ভূমধ্যসাগরে। তথায় ইটালী ও ইংলণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত আছে। আলবেনিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায়ও উহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

জার্ম্মাণী ও বৃটেনের আকাশ-যুদ্ধকে চতুর্থ রণপ্রাঙ্গণ বলা যায়। উভয়ে পরস্পরের শিল্প কারখানা এবং যানবাহন ইত্যাদি বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। জার্ম্মাণী তদুপরি বে-সামরিক লোকজনের উপর বোমাবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদের নৈতিক শক্তিও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

মহাসাগরকে বরং পঞ্চম এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রণক্ষেত্র। এই সুবিস্তৃত রণপ্রাঙ্গণে বৃটিশ নৌ-বহর এক দিকে যেমন বাণিজ্য-পথগুলি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, অন্য দিকে তেমনি জার্ম্মাণী ও ইটালীর জাহাজ আমদানী এবং রপ্তানীর কার্য্যে সাংঘাতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। একণে বাল্টিকসাগর এবং ভূমধ্যসাগরেই জার্ম্মাণীর ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হইয়া আছে।

জার্ম্মাণীও নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া নাই। ইটালীর [illegible] যে বৃটিশ ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত [illegible] জন্য নানাপ্রকারে [illegible] চেষ্টা-চরিত্র করিয়া আসিতেছে। [illegible], ডুবো জাহাজ নিমজ্জিত হইতে [illegible] এবং [illegible] পুরোপুরি ভাবে [illegible] বাণিজ্য-পোতগুলি ধ্বংস করিবার জন্য [illegible]।

আটলান্টিকের উপকূলে অবস্থিত ফরাসী বন্দরগুলির এবং নরওয়ের উপকূল ভাগের উপর জার্ম্মাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এদিক দিয়া তাহার একটু সুবিধা হইয়াছে। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বৃটিশের নৌ-ঘাঁটিগুলি জার্ম্মাণীর আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। বহিঃসমুদ্রে চক্রশক্তির শুধু আফ্রিকাস্থ ডাকার বন্দর কয়টি হাতে পাইয়াছে, কিন্তু সমুদ্রে বৃটিশ প্রাধান্যের দরুণ তাহারা তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারিতেছে না।

বন্দী-বেষ্টিত বাণিজ্য-পোতগুলি আক্রমণের জন্য জার্ম্মাণী একণে সমস্ত রণপোত অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিতেছে। ইহারা বাণিজ্য-পোতের বেশে এবং অপর জাতির পতাকা ধারণ করিয়া অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে। অন্ততঃপক্ষে এ-ধরণের দুইটি রণপোত সম্প্রতি সমুদ্রে [illegible] দিয়া বেড়াইতেছে। দক্ষিণ আটলান্টিকে [illegible] সহিত উহাদের একটির লড়াই হইয়া গিয়াছে। অপরটি প্রশান্ত মহাসাগরে রহিয়াছে। এইটিই নরু দ্বীপের উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।

এই সমস্ত পোতগুলি দুইটি কারণে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দর ব্যবহার করিতে পারে না। প্রথমতঃ নিরপেক্ষ বন্দরে প্রবেশ লাভ করা মাত্রই উহা অন্তরীণ হইয়া থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষতাও ক্ষুণ্ণ হয়। আবার যদি জার্ম্মাণীর কোন বাণিজ্য-পোতকে তাহার বন্দরে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে অনুমতি দিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাকে বিপুল অর্থ দিতে হইবে। এ-সম্পর্কে "আলাবামা" সম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় উক্ত ক্রুজারখানি বৃটিশ বন্দর হইতে যাত্রা করে। প্রকৃত প্রস্তাবে বহিঃসমুদ্রে পৌঁছার পর সে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছিল। এই ক্রুজারখানি ফেডারেল ষ্টেটের ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতিসাধন করায় গৃহযুদ্ধের অবসানে আপোষ আলোচনার ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকেই উহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছিল।

নরওয়ের উপকূল হইতে শীত ঋতুতে দুঃ দীর্ঘ অন্ধকারের মধ্যে জার্ম্মাণীর সমস্ত জাহাজগুলি আটলান্টিকে পৌঁছিতে পারে, ইহা অসম্ভব নয়। তবে তাহার সমস্যা হইল তৈল ও অন্যান্য যোগান লইয়া। যোগানদার জাহাজগুলি যাহাতে সমস্ত ক্রুজারের নিকট পৌঁছিতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করাই ক্রুজারগুলিকে ধ্বংস করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বাণিজ্য-পোতগুলিকে শক্তিশালী রক্ষী জাহাজের প্রহরাধীনে প্রেরণ করা দ্বিতীয় ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। অতীত যেন বিশ্বযুদ্ধের পর জার্ম্মাণ [illegible] বিশেষ [illegible] হইতে বাণিজ্য-পোতগুলি রক্ষার জন্য আটলান্টিক মহাসাগরে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রক্ষী জাহাজ পাঠান হইতেছে।

গত বড় দিনের সময় আটলান্টিকে কয়েকখানি জার্ম্মাণ রণপোত রক্ষী-বেষ্টিত বৃটিশ বাণিজ্য-পোত আক্রমণ করিলে রক্ষী জাহাজগুলি উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। আক্রমণকারী জাহাজগুলি সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর কোন বন্দর হইতে আসিয়া হানা দিয়াছিল। দুই চারিখানা জাহাজ ক্রুজার দৈব অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হয়ত আটলান্টিকে পৌঁছিতে পারে; কিন্তু তাহাদের তৈল কয়েক দিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া যাবে। তখন তাহাদিগকে বন্দরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইবে। ইহাতে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে।

জার্ম্মাণীর আক্রমণকারী জাহাজগুলির পক্ষে আরও একটি অসুবিধা আছে। বৃটিশের বাণিজ্য-পোতগুলি সমগ্র পৃথিবী ছড়াইয়া রহিয়াছে। সমুদ্র বক্ষে ইহাদের অবস্থিতির সন্ধান করা সোজা ব্যাপার নয়। তবে পানামা যোজক, উত্তমাশা অন্তরীপ, জিব্রাল্টার প্রণালী প্রভৃতি এমন কতিপয় স্থান আছে, যাহাদের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচল করিতে বাধ্য। কিন্তু এ সকল স্থানে বাণিজ্য-পোতগুলি কড়া পাহারায় চলাচল করে বলিয়া জার্ম্মাণী কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

স্যার ফিরোজ খান নুন

এক বৎসরের জন্য কার্য্যকাল বৃদ্ধি

এক সরকারী এস্তেহারে প্রকাশ, আগামী ১লা জুলাই হইতে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার ফিরোজ খান নুন, কে, সি, [illegible] (বাহিরের)-এর কার্য্যকাল এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পি এণ্ড ও এবং বি আই-এস এন্ কোং লিঃ

(যাত্রীগণের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও দূরপ্রাচ্যের মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, দূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে, বিবেচনা করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১০ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

রুশ-জার্ম্মাণ সম্পর্ক

রুশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সম্প্রতি যে নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার ফলে রুশ-জার্ম্মাণ সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আদৌ তাহা নহে। কারণ, নূতন চুক্তিপত্রে বাল্টিক অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণদিগকে অপসারিত করার কথা থাকিলেও, রুশ-জার্ম্মাণ সীমান্ত সমস্যার সমাধানের কোন ইঙ্গিতই নূতন চুক্তিতে পাওয়া যায় না। বলকান অঞ্চল বা অন্য কোথাও উভয় শক্তি রাজনৈতিক-ভাবে বা সামরিক দিক দিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিবে বলিয়াও চুক্তিতে কিছু উল্লেখ নাই। কাজেই পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বার্লিনে আসিয়া জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া গেলেও, প্রকৃতপক্ষে মলোটভ জার্ম্মাণীকে বিশেষ কোন সহযোগিতারই প্রতিশ্রুতি দিয়া যাইতে পারেন নাই।

নূতন চুক্তিতে কতকটা অর্থনৈতিক সাহায্যের ইঙ্গিত অবশ্য পাওয়া যায়। কারণ অন্ততঃ কাগজে-কলমে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী হইতে রুশিয়াতে যে-সব কল-কব্জা ও শিল্পদ্রব্য চালান দেওয়া হইবে, তাহার বিনিময়ে রুশিয়া শস্য এবং যুদ্ধ-সজ্জার প্রস্তুতের উপযোগী ম্যাঙ্গানিজ্ প্রভৃতি কতিপয় খনিজ দ্রব্য ও তৈল পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে জার্ম্মাণীতে সরবরাহ করিবে। চুক্তির এই সব সর্ত্ত হইতে বুঝা যায় যে, উভয় দেশই পরস্পরের মধ্যে ব্যবসায়ের সম্পর্ক অধিকতর সম্প্রসারিত করিতে ইচ্ছুক। এরূপ ইচ্ছার মধ্যে প্রকৃত-পক্ষে নূতন কিছু নাই। তারপর মাল চালান দিবার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই যে অসুবিধা রহিয়াছে, তাহার ফলেও ব্যবসায়ের আদান-প্রদান এই উভয় দেশের মধ্যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। অধিকন্তু নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া চালান দেওয়ার মত মাল উভয় দেশ কি পরিমাণে যোগাইতে পারিবে, তাহাও অবশ্য বিবেচ্য। মাল চালান দেওয়ার অসুবিধার জন্য রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর বাণিজ্য স্বভাবতঃই পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান চুক্তি অনুযায়ী যদি উভয় দেশের মধ্যে মালের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়, তবে রেলপথ-সমূহের কাজ এত বাড়িয়া যাইবে যে, এই অত্যধিক চাপ সহ্য করা উভয় দেশেরই রেলপথগুলির পক্ষে সম্ভবপর নহে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, নূতন চুক্তি অনুযায়ী অত্যধিক পরিমাণ মাল জার্ম্মাণীতে চালান দেওয়ার জন্য রুশিয়া রেল-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিবে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী হয়ত কতক পরিমাণে রুশীয় শস্য পাইতে পারিবে। কিন্তু বেশী পরিমাণে তৈল জার্ম্মাণীতে প্রেরণ কোন রকমেই রুশিয়ার পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ, রুশীয় তৈল-খনি অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণীতে তৈল পাঠাইতে হইলে কৃষ্ণসাগর ভূমধ্য-সাগরের পথেই তাহা চালান দিতে হইবে; কিন্তু এই পথ বর্ত্তমানে বৃটিশ নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং বলা চলে—নূতন সন্ধির দ্বারা রুশীয় তৈল বেশী পরিমাণে পাওয়া কোনক্রমেই জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য জাপান ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত রাখিতে রুশিয়া অনেকখানি সহায় করিতেছে। কারণ, ভ্লাডিভষ্টক বন্দর হইতে দূর-প্রাচ্যের অনেক মাল জার্ম্মাণীতে চালান যাইতেছে। আমেরিকার সহযোগিতায় সম্ভবতঃ এই দিক দিয়া জার্ম্মাণীর অসুবিধার সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, রুশিয়ার প্রধান দুইটি স্বভাব-শত্রুই হইতেছে জার্ম্মাণী ও জাপান। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ রুশিয়া বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে অস্ত্র-সজ্জায় অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তি এবং বলকান ও কৃষ্ণ-সাগর অঞ্চলে জার্ম্মাণী যে রুশিয়া-বিরোধী নীতি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক, সোভিয়েট সরকার তাহা আদৌ বিস্মৃত হয় নাই। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলার ফলে যোধ্যমান উভয় শক্তিই দুর্ব্বল হইয়া পড়ুক, রুশিয়ার মনোগত কামনা প্রকৃতপক্ষে ইহাই। তাহা না হইয়া যদি গণতন্ত্রবাদী শক্তিসমূহ জয়লাভ করে, তাহা হইলেও রুশিয়া কম খুশী হইবে না; কারণ বৃটেন বা মিত্র-পক্ষীয় অন্য কোন শক্তি হইতে রুশিয়ার ভয়ের কোন কারণ নাই। যেদিন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপে শক্তিশালী স্থলবাহিনীর অভিযান আরম্ভ হইবে, সেদিন হইতে একান্ত স্বাভাবিকভাবেই জার্ম্মাণীর প্রতি রুশিয়ার মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে এবং তখন জার্ম্মাণীকে যুগপৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্ত রক্ষার জন্যই একান্তভাবে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে।

ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গণ

ভূমধ্যসাগরীয় সংগ্রাম বর্ত্তমানে প্রধানতঃ দুইটি দ্বীপ ও তৎসন্নিহিত স্থানেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। সপ্তাহ তিনেক পূর্ব্বে ইটালীর অধিকৃত সিসিলী দ্বীপে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর অভ্যুদয় হওয়ার পর হইতে বৃটিশ অধিকৃত মাল্টা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্রতর গোসো দ্বীপের উপর বিমান-আক্রমণের প্রকোপ অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সব আক্রমণে জার্ম্মাণীর যে সুবিধা হইয়াছে, তাহার তুলনায় ক্ষতি হইয়াছে অনেক বেশী। বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে কতকগুলি জার্ম্মাণ বোমারু বিমান ইটালীয়ান যুদ্ধ-বিমান পরিবেষ্টিত হইয়া আসিয়া মাল্টার উপর ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করে। বিমানবাহী বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ "ইলাষ্ট্রিয়াস্" ইতিপূর্ব্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মাল্টার হারবারে নোঙর করা ছিল। এই জাহাজ-খানার আরো ক্ষতি করাই হয়ত জার্ম্মাণ বিমানগুলির উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু বে-সামরিক কতক সম্পত্তির ক্ষতি সাধন ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন সামরিক লক্ষ্য-বস্তুরই বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। পক্ষান্তরে এই আক্রমণে শত্রু-পক্ষের বারখানা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

দুইদিন পর পুনরায় আরও ব্যাপকতরভাবে আর একবার আক্রমণ চালানো হয় এবং এবার কতক "সরকারী সম্পত্তির" ক্ষতি সাধন করিতে শত্রুপক্ষ সফলকাম হয়। এই আক্রমণে সম্ভবতঃ ক্ষতিগ্রস্ত "ইলাষ্ট্রিয়াস্" জাহাজেরও আরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে। রাজকীয় বিমান-বাহিনী এই দ্বিতীয় আক্রমণের সময় শত্রুপক্ষের পাঁচখানা বিমান ভূপাতিত করিতে সমর্থ হয় এবং দুইখানা বৃটিশ বিমান বিনষ্ট হয়। পুনরায় আর একদিন আরো ব্যাপকভাবে শত্রু বিমানের আক্রমণ চলে এবং এই দিন মাল্টা ও গোসো দ্বীপের উপর পাঁচটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া শত্রুর বিমান-বহর আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণে শত্রুপক্ষের কম পক্ষে উনিশখানা বিমান বিনষ্ট হয়; পক্ষান্তরে মাত্র একখানা বৃটিশ বিমান খোয়া যায়। এই সব আক্রমণ হইতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, মাল্টা অঞ্চলেই বর্ত্তমানে ভূমধ্যসাগরীয় রণক্ষেত্রের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

হিট্লারের উদ্দেশ্য

অবিলম্বে কার্য্যকরীভাবে বৃটেনের উপর আক্রমণ পরিচালনা হিট্লারের পক্ষে বর্ত্তমানে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, আমেরিকার পক্ষ হইতে বৃটেন যে বিপুল সাহায্য লাভ করিতেছে, তাহা দ্বারা দিন দিনই বৃটেনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইউরোপের অন্যান্য অংশের দিকে উপযুক্ত নজর দেওয়াও অবশ্য হিট্লার প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেছেন; কিন্তু বৃটেন আক্রমণের তুলনায় এসব প্রয়োজন সম্ভবতঃ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব সম্পন্ন বলিয়াই মনে করা হইতেছে।

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় রাজনীতির অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, জার্ম্মাণী রুশিয়ার নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য কতকটা পাইতেছে বটে; কিন্তু নিজের অনুগত মিত্ররূপে রুশিয়াকে কাজে লাগানো এ-পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। অবশ্য আপাততঃ রুশিয়ার দিক হইতে কোনরূপ কার্য্যকরী বিরোধিতার আশঙ্কাও জার্ম্মাণী করে না। বলকান অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার সঙ্কল্প গোড়াতেই হিট্লারের ছিল; কিন্তু সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে আপাততঃ এই অভিযান স্থগিত রাখা হইয়াছে। অনেক বিচার-বিবেচনার পর জার্ম্মাণী অবশ্য বর্ত্তমানে ইটালীর সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু এই ক্ষেত্রেও নিজের সুযোগ-সুবিধার দিকেই জার্ম্মাণীর নজর বেশী দেখা যাইতেছে এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে মোতায়েন বৃটিশ নৌ-বাহিনীর প্রতিই জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর বেশী লক্ষ্য দেখা যাইতেছে। মোটের উপর, হিট্লার একই লক্ষ্যের পথে ধাবিত হইয়া চলিয়াছেন এবং ইটালীর সাম্রাজ্য থাকুক আর যাক—ইহাতে তাঁহার লক্ষ্যের কোন রকম পরিবর্ত্তন হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নাই।

রাশিয়ার পণ্য রপ্তানীর ক্ষমতা

জার্ম্মাণী কতখানি সাহায্য পাইতে পারে?

রুশো-জার্ম্মাণ বাণিজ্য চুক্তিটি বিশ্লেষণ করিয়া হেল-সিঙ্কির "সোয়েনস্ক প্রেসেন্" পত্রিকা লিখিয়াছেন:—

সাধারণ সময়েই জার্ম্মাণীর বাৎসরিক মোট ৬,০০০,০০০ টন তৈল প্রয়োজন হইত, ইহার মধ্যে আমদানী করা তৈলের পরিমাণ ছিল ৪,০০০,০০০ টন। যুদ্ধের জন্য তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে উহা ১ কোটি ৫০ লক্ষ বা ২ কোটি টনে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু রাশিয়া যদি তাহার সমস্ত পেট্রোলও জার্ম্মাণীতে পাঠাইতে আরম্ভ করে, তবু ১৫ লক্ষ টনের বেশী সরবরাহ করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া রাশিয়া ইতিপূর্ব্বেই অন্যান্য দেশ, বিশেষতঃ চীন ও বল্টিক রাজ্যগুলির সহিত পেট্রোল সরবরাহ করিবে বলিয়া চুক্তি করিয়া বসিয়া আছে। রাশিয়ার বর্ত্তমান চতুর্ব্বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, তাহা আগামী বৎসরের পূর্ব্বে সম্ভব হইবে না।

১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগে রাশিয়ায় যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাহার নিজের প্রয়োজনও মিটে নাই। পরের বৎসর অবশ্য রাশিয়া ১৮,০০০ টন তুলা বিদেশে রপ্তানী করে; কিন্তু ঐ সময়েই জার্ম্মাণীর তুলা আমদানীর পরিমাণ ছিল ২২৫,০০০ টন।

সুতরাং রাশিয়া সবটাই জার্ম্মাণীর চাহিদা মিটাইবার শক্তি আছে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখার কথা।

যুদ্ধে জয়লাভ করিতেই হইবে

ময়মনসিংহ জনসভায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

বাংলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট বিগত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ময়মনসিংহের সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গনে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "এই দেশে যে বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তৎপ্রতি আমরা উদাসীন থাকিতে পারি না।" মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সমবেত চেষ্টা করিবার জন্য সকল দলের মধ্যে একতা স্থাপন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, একথা বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের জানা নাই যে, এই জিনিস অধিকাংশই বাঙলা দেশ সরবরাহ করিয়া থাকে এবং ইহাও লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না যে, মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এই সমুদয় উপকরণ ক্রয় করিতে বিপুল টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আরও বলেন যে, তিনি একতা স্থাপনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং তিনি আশা করেন যে, এই জেলায় কোনপ্রকার মতভেদ থাকিলে তাহা আপোষে মিটাইয়া ফেলা হইবে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন "আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি, এইরূপ মতভেদ মিটাইয়া দিতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব এবং সকলের স্বার্থ যাহাতে সমান ভাবে রক্ষিত হয়, তাহা করা হইবে। শুধু আমাদের নিজের ভূমিকা এবং এই যুদ্ধের বিপদ সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমরা সমবেত চেষ্টা করিতে পারি এবং শত্রুকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে মনোবলের প্রয়োজন, তাহাও আমরা সৃষ্টি করিতে পারি।

লেফ্টেন্যাণ্ট এস, এম, হোসেন গভর্ণর বাহাদুরকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া বলেন যে, নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ সকল ধর্ম্মের বিরোধী। এই যুদ্ধ বৃটেনেরও যেমন ভারতবর্ষেরও তেমন, এবং সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বৃটেনকে সাহায্য করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান সাহেব নুরুল আমিন বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা বা ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করার সময় এটা নয়। তিনি বলেন যুদ্ধে জয়লাভ করাই হইল সর্ব্বপ্রথম কার্য্য।

জেলার বিভিন্ন মহকুমার পক্ষ হইতে এবং কতিপয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস অধীনস্থ জমিদারীর পক্ষ হইতে গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে টাকার তোড়া প্রদান করা হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা স্কুল বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট, জেলার পুলিশ বাহিনীর পক্ষে ডি, এস, পি; জেলা বোর্ডের কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান এবং কেন্দুয়া ইউনিয়নের জ্ঞানও টাকার তোড়া প্রদান করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার সারমর্ম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, ঘোষ, আই, সি, এস, বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মুক্তাগাছার মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য বাহাদুর গভর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদের প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণর বাহাদুর ঢাকায় এই জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যুদ্ধ-সাহায্যের জন্য মোট একলক্ষ টাকার একটি তোড়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে প্রদান করা হইয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় বলেন "আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এই প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছেন; এখন এই জেলায় এই প্রয়োজনীয়তা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তাহা আপনাদের দেখিতে হইবে। আমরা যখন গত বৎসরের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করি, তখন একটা কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে জার্ম্মাণী যে সমুদয় দেশ জয় করিয়াছে, ঐ সমুদয় দেশ প্রস্তুত ছিল না বলিয়াই জার্ম্মাণী সফলকাম হইতে পারিয়াছে। জগতের সভ্য জাতিগণ যখন বুঝিতে পারিয়াছে যে প্রস্তুত থাকা নিতান্ত আবশ্যক, তখনই জার্ম্মাণীর অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট জনসাধারণের মধ্যে আধুনিক সমরের তাৎপর্য্য ব্যাপকভাবে বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া বলেন এবং ইহাও উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ এখনও এদেশ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া বিপদের কথা জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে না, তজ্জন্যই সমাজে বিভিন্ন দলে মতভেদ থাকিতে পারে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তথাপি একথা বলিতে চান না যে, ভারতবর্ষ ও বাঙলা দেশ যুদ্ধ ব্যাপারে তাহাদের করণীয় কার্য্য করিতেছে না। মহামান্য গভর্ণর বলেন যে ভারতবর্ষ ক্রমশ: উপলব্ধি করিতেছে যে, যুদ্ধের প্রভাব ভারতবর্ষের উপরও আসিয়া পড়িয়াছে এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষও ক্রমশ: বেশী সাহায্য করিতেছে। আধুনিক সৈন্য বাহিনীকে সাজ সরঞ্জাম দিয়া প্রস্তুত করিতে যে সমুদয় জিনিসের প্রয়োজন হয়, তাহার অর্দ্ধেকের বেশী ভারতবর্ষ সরবরাহ করিতেছে এবং ইহা আশা করা যায় যে ভারতবর্ষের সামরিক প্রয়োজনের শতকরা ৯০ ভাগ ভারতবর্ষ নিজেই সরবরাহ করিতে পারিবে।

শুধু সরকারী ভাবে পরিদর্শন করিবার জন্য কিংবা যুদ্ধ সম্বন্ধে জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা প্রদানের জন্য ময়মনসিংহে গমন করেন নাই। তিনি জনসাধারণের কল্যাণকর স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে গমন করিয়াছেন। তিনি একথাও অবগত আছেন যে ময়মনসিংহ জেলার কল্যাণ—পাটের মূল্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং লোকে যতটা আশা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম টাকা পাইয়াছে। তবে গভর্ণমেণ্ট পাটের দর বাড়াইবার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে একথাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, যদি তাহারা পাটের মূল্য সম্বন্ধে অনেকটা নিরাশ হইয়াছে, যুদ্ধের দরুণ জগতের বিভিন্ন স্থানের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোক ইহা অপেক্ষাও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উপসংহারে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে

ভারতীয় কারিগরদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ

প্রথম দলে ৫০ জনের যাত্রার আয়োজন

বৃটেনের শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বেভিনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় কারিগরগণকে ইংলণ্ডের বিভিন্ন কারখানায় কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে প্রথম দলে ৫০ জন শিক্ষার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ইহারা যতদিন যুদ্ধ চলিবে, ততদিন ইংলণ্ডের বিভিন্ন কারখানায় কার্য্য করিবে। এই সময় ইহারা বৃটিশ পরিবারের সহিত বাস করিবে। শীঘ্রই এই দল জাহাজযোগে ইংলণ্ডে রওয়ানা হইবে। শ্রম বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এস, লালকাকা শিক্ষার্থীগণকে বিদায় দেওয়ার জন্য বোম্বাই গমন করিবেন।

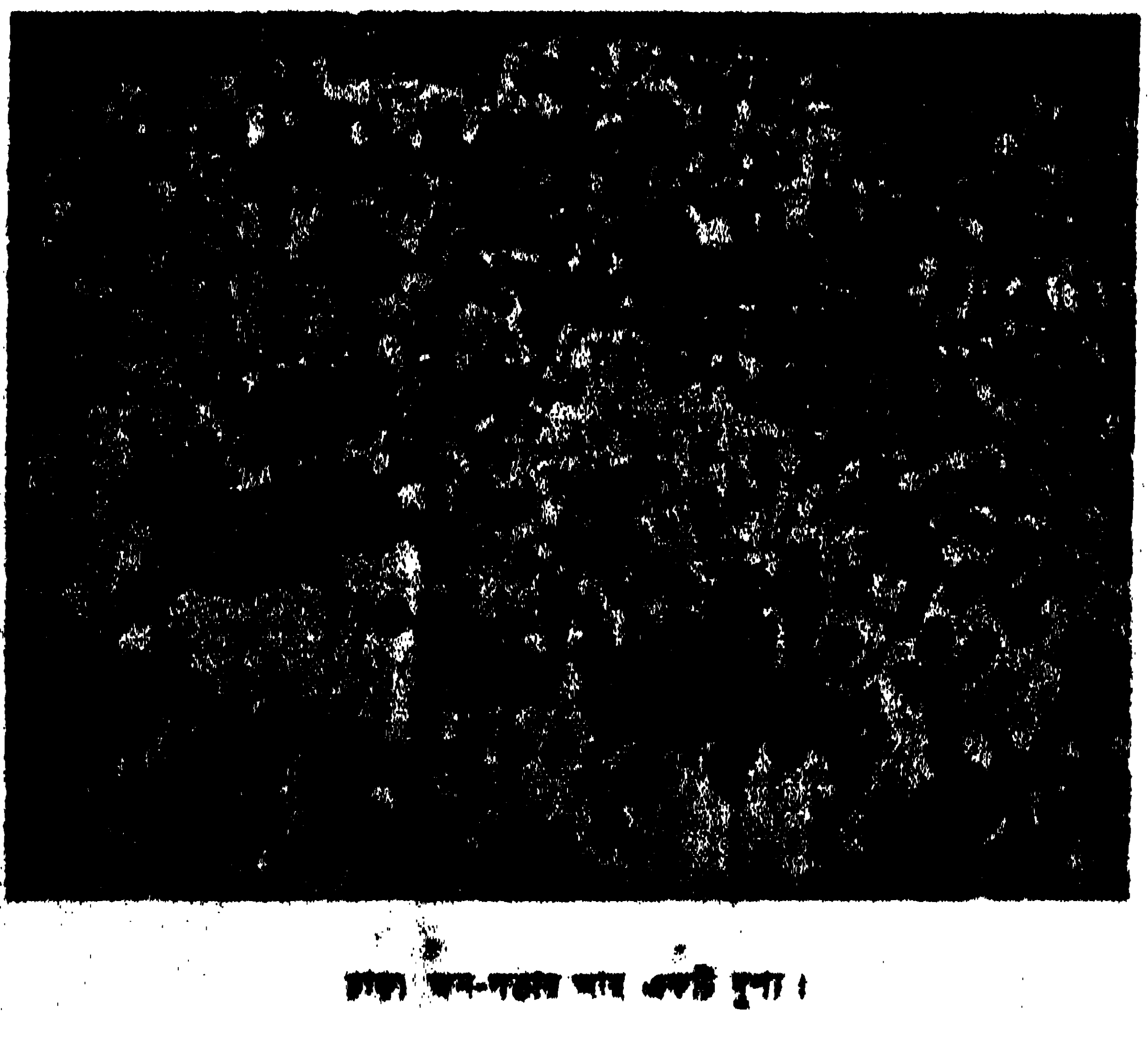

ঢাকা জন-সভার আর একটি দৃশ্য।

আমেরিকান সংবাদপত্রের অভিমত

যুদ্ধ-পরিস্থিতির মানাদিক সম্পর্কে আলোচনা

সিদাবা নামক স্থানে ইটালীয় বাহিনীর পরাজয়ের কাহিনী "পি-এম" নামক আমেরিকান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বন্দী ইটালীয়ান সেনাপতি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল বসিগনী এই কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বসিগনী যখন বন্দী হন, তখন পাঁচ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার দাড়ী কামানো হয় নাই এবং তাঁহাকে অতি ক্লান্ত দেখাইতেছিল। অত্যধিক ঠাণ্ডায় তাঁহার বাম হস্তে ক্ষত দেখা দিয়াছিল এবং তাহা ব্যাণ্ডেজ করা ছিল। তিনি বলিয়াছেন যে, গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ইটালীর পক্ষে মারাত্মক ভুল হইয়াছে বলিয়াই অধিকাংশ ইটালীয়ান সামরিক অফিসারের অভিমত। তিনি বলেন,—"এই আক্রমণের ফলে গ্রীকগণ বৃটিশের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং ইহা যুদ্ধের চরম পরিণতিতেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।"

অন্য একজন বন্দী সেনাপতি মেজর ক্যাম্বোদিও বলিয়াছেন যে, গ্রীসের যুদ্ধকে বিগত মহাসমরের ক্যাপোরেটোর পরাজয় অপেক্ষাও সাংঘাতিক পরাজয় বলিয়া তিনি মনে করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, উপযুক্ত যোগান-ব্যবস্থার অভাবেই ইটালীকে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। কারণ, ইটালীর সৈন্যগণকে উপবাসী থাকিয়া এবং দারুণ পার্ব্বত্য শীতে উপযুক্ত পোষাকের অভাব সহ্য করিয়াও যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

* * *

"নিউইয়র্ক মিরর" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, যে-সব ফরাসী শ্রমিককে জোর করিয়া যুদ্ধসজ্জার প্রস্তুতের কারখানাসমূহে নাৎসীরা নিয়োগ করিয়াছিল, সে-সব শ্রমিক কারখানার যন্ত্রাদি বিকল করিয়া দেওয়ায় নাৎসীরা বিষম অসুবিধায় পতিত হইয়াছে।

ফ্রান্সের "সিট্রোয়েন্", "লোরু", "রেনো", "ক্যাড্রেন্" ও "রিমল্ট" নামক বিখ্যাত কারখানাগুলি জার্ম্মাণগণ হস্তগত করিয়াছে। গুপ্ত-দণ্ডের ভীতি, ঘুষ-প্রদান ও অসংখ্য গুপ্তচর থাকা সত্ত্বেও এসব কারখানায় শ্রমিকগণের দ্বারা যন্ত্রাদি বিকল করা বন্ধ করণ সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি প্যারিসের কোন কারখানা হইতে ২০ খানা যুদ্ধ-বিমান প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলে প্রথম দিনের পরীক্ষা-মূলক উড্ডয়নের সময়ই ৩খানা বিমান মাটিতে পড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়। যাহাতে শ্রমিকগণ এরূপভাবে অনিষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য নাৎসীরা প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছে। বিগত অক্টোবর মাসের মাত্র ১০ দিন সময়ের মধ্যেই ষড়যন্ত্রের অপরাধে "সিট্রোয়েন্" কারখানার ২৮জন শ্রমিককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও ফরাসী শ্রমিকদের জার্ম্মাণ-বিরোধী কার্য্য বন্ধ হয় নাই।

* * *

"পিট্স্বার্গ ক্যাথলিক" নামক পত্রিকায় রেভারেণ্ড মাইকেল্ আহিয়ার্ণ নামক জনৈক পাদ্রীর এক বক্তৃতা ছাপা হইয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন:—"যেসব দেশের উপর ডিক্টেটরগণ কর্তৃত্ব করিতে চায়, সেসব দেশে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে গলা টিপিয়া হত্যা করা হয় এবং এরূপভাবে যখন ধর্ম্মীয় শক্তি নীরব হইয়া যায়, তখন স্বভাবতঃই সংবাদপত্র, বক্তৃতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতাও বিনষ্ট হয়।"

* * *

"বাল্টিমোর সান্" পত্রিকা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন:—"চক্র-শক্তির অনুসৃত মতবাদ ও এদেশের (আমেরিকার) মতবাদের মধ্যে মীমাংসার অতীত বিরোধ স্বভাবতঃই বিদ্যমান রহিয়াছে।"

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বনগ্রামে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ

যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা নানা দিক দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মিজানুর রহমান এম-এ মহোদয়ের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি সেখানে একটি সমবায় শিক্ষা-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন পরিষদ ও উক্ত শিক্ষা-সমিতির মুখপত্র হিসাবে "জাগরণ" নামক একখানা মাসিক-পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঃ সেরাজুল ইসলাম বি-এল এই পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত হইয়াছেন। "জাগরণের" ১ম সংখ্যা (জানুয়ারী—১৯৪১) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লী-মঙ্গলের সমস্যা সম্পর্কীত অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধ এই সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এই পত্রিকাখানার যথেষ্ট সমাদর হইবে এবং বাঙলার অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ আদর্শ অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি।

গো-মহিষাদির বাজার

কলিকাতার দর

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক জানাইতেছেন যে, বিগত ২৫শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের মধ্যে ৩০৯টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৪৫টি পাঞ্জাব হইতে ও বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। ঐ সময় পাঞ্জাব হইতে ১৫৫টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪৬টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভীর মূল্য ৭৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং মহিষের মূল্য ১৪০৲ টাকা হইতে ১৫৭৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

ঐরূপ গাভী প্রতিদিন ৬ ছয় সের হইতে ৮ আট সের দুধ দেয় এবং মহিষ প্রতিদিন ।০ দশ সের হইতে ।২ বার সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

[১ম কলমের শেষ]

"ক্লিভল্যাণ্ড প্লেইন্ ডিলার" নামক পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন:—"প্রেসিডেণ্ট যে দৃঢ়তার সহিত তাঁহার অভিমত আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিয়া জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইয়াছে। আমাদের এরূপ নীতিই অবলম্বন করা উচিত—যদিও এই ব্যবস্থায় যুদ্ধের সম্ভাবনা বেশী থাকে।"

* * *

"আমেরিকান্ ক্যাথলিক প্রেস্ ওয়াশিংটন" লিখিয়াছেন:—"দিন দিনই ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, মুসোলিনীর সামরিক অভিযানের ফলে যে দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে, ইটালীতে তাহার ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালানের জন্য প্রস্তুত না থাকায় দরুণ বৃটিশ অবরোধের ফলে তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীস ও আফ্রিকায় ইটালীর যে পরাজয় সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। এই সব পরাজয়ের ফলে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মধ্য ইউরোপে জার্ম্মাণীর শক্তি অপ্রতিহত এবং যদি বৃটেন বর্ত্তমান যুদ্ধে পরাজিত হয়, তবে জার্ম্মাণীর শক্তি আরও বৃদ্ধিই পাইবে। মোটের উপর, যুদ্ধে জয় পরাজয় যাহাই হউক না কেন, জার্ম্মাণী ও ইটালীর জনসাধারণের দ্বারা মুসোলিনীর সাম্রাজ্য-স্বপ্ন ব্যর্থ হইতে বাধ্য। অপ্রস্তুত অবস্থায় ইটালীয়ান-দিগকে যুদ্ধে টানিয়া নামানের ফলে মুসোলিনীর স্বেচ্ছা-তন্ত্রের ধ্বংসের সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে।"

মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী

ঢাকা জেলায় সফর

গত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারী বাঙলার অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মিঃ এস, এ, সেলিম এম, এল, এ, মহোদয় রায়পুরা (ঢাকা) এলাকা পরিদর্শন করেন। মাননীয় অর্থ-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২১শে জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে রায়পুরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের করোনেশন হলে, অপরাহ্নে মধ্যনগর ও ২২শে জানুয়ারী মাধবরাজার সংলগ্ন মাঠে মহতী সভার অধিবেশন হয়। সহস্র সহস্র গ্রামবাসী দলে দলে সভায় যোগদান করেন। প্রত্যেক স্থানে তাঁহার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়। রায়পুরা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, রায়পুরা থানা মোসলেম লীগ, রায়পুরা থানার অধিবাসীবৃন্দ এবং রায়পুরা থানার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। মাননীয় সভাপতি পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ, বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি, মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্য-কলাপ, মোস্লেম লীগের উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং সর্ব্বসাধারণকে আশ্বাস দেন যে, পাটের জমি রেকর্ড করার সময় যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি হইয়াছে, তাহা অনতিবিলম্বে সংশোধনের ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

জার্ম্মাণী সম্পর্কে মার্শ্যাল পেঁতার দৃঢ়তা

ওয়েগাঁর জার্ম্মাণ-বিরোধী কার্য্যকলাপ

সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক এলান রেমণ্ড রোম হইতে সম্প্রতি "নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" পত্রিকায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, জার্ম্মাণদের প্রতি মার্শাল পেঁতার মনোভাব কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে। তিনি জার্ম্মাণদের বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের জনমতের প্রতি জার্ম্মাণী অধিকতর সম্মান প্রদর্শন না করায় জেনারেল ওয়েগাঁ বা আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্যবাহিনী যদি জার্ম্মাণ-বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপ আরম্ভ করে, তবে তিনি তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন না।

সংবাদটিতে আর কোনও বিষয় উল্লেখ করা হয় নাই। তবে মার্শাল পেঁতার দৃঢ়তা এবং "ফ্রান্স যে যুদ্ধবিরতির সর্ত্ত মানিয়া চলিতেছে না" তাহা হিটলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকারের সময় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত সংবাদদাতা মনে করেন।

"বেঙ্গল উইক্‌লী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৫,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

নোয়াখালী জেলায় হিন্দুদের অবস্থা

বিরুদ্ধবাদীদের অযথা আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ

নোয়াখালী জেলায় হিন্দু অধিবাসিগণের অবস্থা সম্পর্কে এক শ্রেণীর আন্দোলনকারী নানাপ্রকার চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রচার করিয়া সমগ্র দেশে যে এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার প্রয়াস পাইয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব ব্যবস্থা-পরিষদে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ইতিপূর্বেই প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, নোয়াখালীর হিন্দুদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে যেসব চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রচার করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ভিত্তিহীন অথবা অতিরঞ্জিত।

প্রকৃত ব্যাপার ইহাই যে, শিক্ষার অগ্রগতির ফলে নোয়াখালীর মুসলমান সমাজও (জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু-সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী) নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে এবং ফলে সকল ক্ষেত্রেই তাহারা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছে। মুসলমানদের এই জাগরণের ফলে তাঁহাদের মধ্য হইতে স্বভাবতঃই জমিদার-মহাজনের ভীতি দূর হইয়া যাইতেছে এবং ইউনিয়ন-বোর্ড, লোকাল-বোর্ড ও জেলা-বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেও নির্বাচনের ফলে বর্তমানে বেশী সংখ্যায় মুসলমান প্রবেশ করিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সব প্রতিষ্ঠানে পূর্বে হিন্দুদেরই প্রভাব বেশী ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ বর্তমানে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে। এইরূপভাবে সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমাজভুক্ত একদল লোকের মধ্যে কতক পরিমাণে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে; কারণ মুসলমানদের প্রগতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের অনেকেরই স্বার্থহানি ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন সমাজ যদি শিক্ষার দিক দিয়া উন্নতি করিয়া অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে কিছুতেই দোষারোপ করা চলে না। মুসলমানদের এই উন্নতিকে যদি স্থানীয় হিন্দু সমাজ উদারভাবে গ্রহণ করিতে পারে এবং মুসলমানগণও যদি সংযত হইয়া চলার প্রয়াস পায়, তবেই উভয় সমাজের মধ্যে অনায়াসে প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদল আন্দোলনকারী এই সুযোগে পল্লী-অঞ্চলীর অপবাদ রটাইবার জন্যই অযথা আন্দোলন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

সম্প্রতি এই ব্যাপারে আরও যেসব তথ্য অবগত হওয়া গিয়াছে, পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ধান-কাটার মামলা

সংবাদপত্রে এবং সভা সমিতিতে এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ হিন্দুদিগের ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য দায়ী। কতকগুলি ফৌজদারী মামলা পর্যবেক্ষণ করিলে নাকি দেখা যায় যে, সাধারণতঃ কোন বিশেষ পক্ষ তাহার জমির দখল লইবার জন্যই ফৌজদারী কোর্টে ধান কাটার মামলা দায়ের করে। দেওয়ানী মামলায় খরচ বেশী এবং সেই জন্য উভয় পক্ষই বিচারে দখল পাইবার জন্য প্রথমতঃ ফৌজদারী কোর্টকেই বাছিয়া লয়। ধান কাটার মামলা শুধু এই জেলাতেই সীমাবদ্ধ নহে এবং মামলার সংখ্যাও খুব বেশী নহে। এই ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত লোকগণ কেবলমাত্র হিন্দু নহে, মুসলমানও রহিয়াছে। এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান সাক্ষী দেয় না বলিয়া প্রমাণ উপস্থিত করা সম্ভবপর হয় না। এই অভিযোগে মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইরূপ একতা বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক গ্রামেই দলাদলি এবং ঝগড়াঝাটি আছে এবং প্রায়ই কোর্টে দেখা যায় যে, মুসলমানেরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। এমন বহু মামলারও নজীর আছে যে, ফরিয়াদী হিন্দু সে ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সুরেন্দ্র ঘোষ নামক এক ব্যক্তির মামলার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মামলায় কয়েকজন মুসলমানকে ধান কাটার অভিযোগে সোপর্দ করা হইয়াছিল। কোর্টের বিচারে তাহারা যথারীতি শাস্তি পাইয়াছিল। এই মামলায় হিন্দুটির পক্ষে কয়েকজন মুসলমান সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু এই মামলাটির বিষয়েও প্রচার কার্য চালানো হইয়াছিল।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে, হিন্দুগণ কোর্টে যাইতে কিম্বা এমন কি থানায় গিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতেও ভয় পায়। হিন্দুগণ যখন সংবাদ-পত্রে ও সভা-সমিতিতে আন্দোলন করিতে ভয় পায় না, তখন অন্য ক্ষেত্রে ভয় পায় এ যুক্তি মোটেই টিকে না। এতদ্ব্যতীত এই উক্তি সত্যও নহে। প্রয়োজন হইলে হিন্দুগণ রীতিমত কোর্টে এবং থানায় যাইতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন না হইলেও যাইতেছে। সার্কেল অফিসার, মহকুমা হাকিম, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি সরকারী কর্মচারিগণ সমস্ত বৎসর ধরিয়া জেলার নানা স্থানে পরিদর্শন করিয়া বেড়ান। তথাকথিত অত্যাচারের একটি উদাহরণও কখনো ঘটনাস্থলে তাঁহাদের গোচরীভূত করা হয় নাই।

প্রতিমা-ভঙ্গের ব্যাপার

কিছুদিন পূর্বে কয়েকটি মন্দির কলুষিত করার মামলার কথা সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দু পত্রিকাগুলিতে ইহা দ্বারা আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। এই সকল মামলা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার কতকগুলি মিথ্যা এবং কতকগুলির সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব নাই।

(১) বামনী মন্দির কলুষিত করার মামলা

অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছিল যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে এই মামলার সূচনা হয় নাই। স্থানীয় মুসলমানদিগের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি হওয়ায় ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। যে হিন্দুর গৃহে মন্দির কলুষিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সে একজন মুসলমানের ভিটা-বাড়ীর প্রজা (এই মুসলমান জমিদার দুই দলের একজন)। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মুসলমান জমিদারের কথায় উক্ত হিন্দু অপর পক্ষ মুসলমানকে ইহার মধ্যে জড়াইয়াছিল এবং সেই মুসলমান জমিদারই সমস্ত ঘটনা সাজাইয়াছিল। একজন হিন্দু ডি, এস, পি, এই মামলা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন যে, ইহা মিথ্যা।

(২) বামনী ইউনিয়নের অন্তর্গত জগন্নাথপুর নিবাসী কুঞ্জলাল নাথের গৃহে কালী প্রতিমা অপবিত্র করা

বামনী মামলা রুজু করিবার এক মাস পরে এই মামলা শুরু করা হইয়াছিল। ফরিয়াদী কোন মুসলমানকে সন্দেহ করে না বলিয়া থানায় প্রথম এজাহার দেয়। অনুসন্ধান করিবার সময় পুলিশ কোন দুর্বৃত্তের সন্ধান পায় না। পুলিশ রিপোর্টে জানা যায় যে, মামলাটি সন্দেহমূলক। নিম্নে পুলিশ রিপোর্ট হইতে কিছু অংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল:—

"ক্ষতির পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ না করিলে তাহা ধরা মুস্কিল। অবস্থাদির ধরণ দেখিয়া মনে হয় যে—যে বা যাহারা এই দুষ্কর্ম করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য বিষয়টি শুধু দৃষ্টিগোচর করাইয়া একটি সাম্প্রদায়িক মামলা সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নহে। অনুমান করা হয় যে, এই থানার (রায়পুর) ১৯৪০ সালের ২(৩)নং মামলার (অর্থাৎ বামনী মন্দির কলুষিত করার মামলা) সহিত ইহার একটা যোগাযোগ আছে। সেই মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারার শাস্তি প্রদানের রায় দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে এই মামলাটিও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারার পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক রং ফলানো হইয়াছিল।"

(৩) বজখান মামলা

বজখান নামক গ্রামের শচীন্দ্রকুমার নাথ নামে এক হিন্দু মামলাবাজীর অভ্যাসের দরুণ একাধারে হিন্দু ও মুসলমানের বিরক্তিভাজন হইয়াছিল। এই শচীন্দ্র প্রতি বৎসর নিজের গৃহে দোলমঞ্চ তৈরী করিয়া দোলযাত্রা উৎসব করিত। আলোচ্য বৎসর সে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া দোলমঞ্চ তৈরী করে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ ইহাতে আপত্তি করে। সে সকলকে এই আশ্বাস দেয় যে, পূজার পরে মঞ্চ সরাইয়া লইবে কিন্তু যথাসময়ে প্রতিজ্ঞা পালন করে না। পক্ষান্তরে সে কিছু গোলমালের আশঙ্কা করিয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৭ ধারার মহেন্দ্রকুমার দত্ত সহ স্থানীয় ১১ জন হিন্দু এবং ৪ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে মহকুমা-হাকিমের কোর্টে মামলা রুজু করে। ইতিমধ্যে (অর্থাৎ গত এপ্রিল) স্থানীয় জনসাধারণ ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা হইতে দোলমঞ্চ সরাইয়া ফেলে। তৎক্ষণাৎ শচীন্দ্র দোলমঞ্চ সরাইবার জন্য কয়েকজন মুসলমানের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করে। গত ১৩ই এপ্রিল রাত্রে যখন শচীন্দ্র তাহার বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিল, সেই সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাহার জ্ঞাতি চন্দ্রকুমার নাথের একটি গরু চুরি করিয়া জবাই করে। গরুর মাথাটা শচীন্দ্রের বাড়ীর সিঁড়ির উপর এবং একখানা ঠ্যাং মহেন্দ্রকুমার দত্তের বাড়ীর মন্দিরের দ্বারের উপর ঝুলাইয়া রাখা হয়। মহেন্দ্র দত্ত এবং চন্দ্রকুমার নাথ উভয়েই লক্ষ্মীপুর থানায় দুইটি মামলা দায়ের করে। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় আছে এবং উপরোক্ত ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া অভিহিত করা চলে না। এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, ব্যক্তিগত মনোমালিন্যই ইহার জন্য দায়ী। কেহ কেহ এ সন্দেহও করে যে, ইহার মূলে আছে একজন হিন্দু, সে—হিন্দু ও মুসলমানকে সমবেতভাবে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে দেখিয়া—কতকগুলি গুণ্ডার সাহায্যে এই ঘটনার সৃষ্টি করিয়া হিন্দুগণকে মুসলমানদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

এই ব্যাপার লইয়া স্থানীয় অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ব্যাপারে মুসলমানগণও বিশেষ মর্মাহত হয় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি জনসভায় একবাক্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে। স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া একটি মীমাংসা কমিটি গঠন করা হয় এবং তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপনে সফল হন।

(৪) রাজেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা

এই মর্মে থানায় এক এজাহার দেওয়া হইয়াছিল যে, জেলা হিন্দু-সভার প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর বাড়ীতে ঢিল নিক্ষেপ করিয়া কালীমূর্তি অপবিত্র

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া

মহিলা যুদ্ধ কমিটীর কার্য্যতৎপরতা

বিদেশে সৈন্যদের জন্য দ্রব্যাদি প্রেরণ

মিসেস এইচ, জি, কুপারকে সভানেত্রী করিয়া বিগত ৩রা জানুয়ারী তারিখে আলীপুর রোডে কলিকাতা মহিলা যুদ্ধ কমিটির কার্য্যকরী সংসদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মিসেস কুপার বর্ণনা দেন যে, কোন সৈন্যদল কলিকাতা আসিলে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করা কিম্বা তাহাদিগের জলযোগের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা কেহ কেহ জানিতে চাহিয়াছেন।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহাই স্থির হয় যে, রোনাল্ডসে হাটের মহিলা এণ্টারটেইনমেণ্ট কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, ইউরোপীয়ান অথবা ভারতীয় সৈন্য কলিকাতায় আসিলে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা ও প্রীতিভোজ দেওয়ার কার্য্যে সহায়তা করিতে তাহারা ইচ্ছুক আছেন কিনা।

মিসেস ব্রাউন স্বীকার করিয়াছেন যে, এই কথা এই কমিটির প্রস্তাব স্বরূপে তিনি রোনাল্ডসে হাট এণ্টারটেইনমেণ্ট কমিটির নিকট উপস্থিত করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাও চাহিবেন।

তিনি আরও বলেন যে, সিল্ভার ট্রিকেট ফণ্ডে বেশ ভাল উপহারসমূহ পাওয়া যাইতেছে এবং অনুমান করা হইয়াছে যে, এই ফণ্ডে ৫০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইবে।

এ, আর, পি,

সমস্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে নূতনভাবে গঠন করিবার পরিকল্পনা চলিয়াছে; তাহাতে পুরুষদের এ, আর, পি, বিভাগের সহিত মহিলা শাখার আরও সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হইবে।

প্রথম সাহায্য ও শুশ্রূষাকারীদের কার্য্য হাতে-কলমে প্রদর্শনের ও আরও বক্তৃতার ব্যবস্থা ডাফরিন হাসপাতালে মিসেস এ, ম্যাকেঞ্জীর নির্দ্দেশে করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফাষ্ট' এইড এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার কার্য্য এই মাসেই আরম্ভ হইবে।

বিগত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে এ, আর, পি, স্বেচ্ছাসেবক দল প্যারেড করিতে সমবেত হইয়াছিল এবং মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাহা পরিদর্শন করেন।

মহিলা যুদ্ধ কমিটি যুদ্ধকালীন হাসপাতালের জন্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

প্রায় ১০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে ৭২ বাক্সপূর্ণ হাসপাতালের ব্যবহার-দ্রব্য রেডক্রস ডিপোয় প্রেরণ করা হইয়াছে। অবৈতনিক রেড ক্রস কমিশনার জেনারেল স্যার বারট্রাণ্ড বোমজি ঐ সমুদয় দ্রব্য পরিদর্শন করেন ও আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় ও বৃটিশ সামরিক হাসপাতালে ও স্থানীয় সহকারী সৈন্য-বাহিনীতে প্রতি দুই সপ্তাহে নিয়মিতভাবে পার্শেল প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বড়দিনের উপহার স্বরূপে ৭৯ বাক্স সুদূর প্রাচ্যে, ৬৬ বাক্স সিঙ্গাপুর ও মালয় দ্বীপে এবং ১৩ বাক্স উপহারদ্রব্য হংকংএ প্রেরণ করা হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্যদের জন্য আরও অধিক কম্ফর্টার পাঠাইবার জরুরী অনুরোধ আসায়, এই কম্ফর্টার প্রস্তুত করিবার জন্য বিনামূল্যে পশম চাহিলেই সরবরাহ করা হইবে; ৬৪১ পাউণ্ড ইতিমধ্যে সরবরাহ করা হইয়াছে এবং কতিপয় বড় বড় কেন্দ্র স্বাভাবিকের অতিরিক্ত মাল মূল্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়াও ৬৬৭ পাউণ্ড পশম বিতরণ করা হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের সৈন্য-বাহিনীর জন্য ২,৯৬৫ কম্ফর্টার বোম্বেতে প্রেরণ করা হইয়াছে। এবং ১,০২৫টি কম্ফর্টার রেডক্রস ডিপোয় প্রেরণ করা হইয়াছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের কেন্দ্রসমূহ

জোকরগড়ে একটি নূতন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই লইয়া মোট ছয়টি কেন্দ্র খোলা হইল। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ৩৭৯টি পশমী কম্ফর্টার ও ৩৯৪টি হাসপাতালের সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছে।

খড়্গপুরের অফিসার্স ক্লাবের সদস্যগণ, তথাকার ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় গার্লস গাইড ও শিখ মজুরগণ সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহারের বিপুল অংশ প্রেরণ করিয়াছে; ব্যক্তিগতভাবে ২১৮টি পার্শেল পাঠাইয়াছে —১১৫টি ভারতীয় সৈন্যের জন্য, তন্মধ্যে ৫টি শিখ সৈন্যের জন্য এবং ১০১টি বৃটিশ সৈন্যের জন্য।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রেড্ক্রস ফণ্ড

হাওড়ায় একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় মোট কার্য্যকরী দলের সংখ্যা হইল ২১টি। এই সমুদয় কার্য্যকরী দলের নিকট হইতে ৫৬৭টি কম্ফর্টার ও হাসপাতালের ১,৫৬৯টি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কর্ম্মচারিবৃন্দ ৪,৫০০৲ টাকা মূল্যের একটি এম্বুল্যান্স প্রদান করিয়াছে এবং সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহার ক্রয় করিবার জন্য বেঙ্গল রেড্ক্রস ওয়ার কমিটিতে ২,৫০০৲ টাকা দিয়াছে। এলাহাবাদ ও টুণ্ডলা হইতেও নিগরে সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহারের দরুণ যথাক্রমে ১৫০৲ ও ১০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই নগদ টাকা ব্যতীত জিনিসাদি দ্বারা বড়দিনের উপহারের জন্য যথেষ্ট জিনিসপত্র দেওয়া হইয়াছে।

সেণ্ট জন এম্বুল্যান্স ব্রিগেড, সেবাবিভাগ (২নং ডিভিশন)

ড্রিলের মহড়া, বক্তৃতা ও কার্য্যকরী দল পূর্ব্ববৎ চলিয়াছে এবং প্রথম শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা শিক্ষা শ্রেণীতে অনেক লোক যোগদান করিয়াছে।

শহর সেবা বিভাগের সদস্যগণ মেও হাসপাতালে, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে প্রতি দুই সপ্তাহে ট্রেনিং গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বেঙ্গল রেড্ক্রস ওয়ার কমিটি শহর সেবা বিভাগে ৫০০৲ টাকা ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছে।

মেদিনীপুরে জন-সভা

দাসপুর থানার বেলুট ও সৌয়াতে এবং চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল শহরে কতিপয় যুদ্ধ-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋণ-সালিশী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার দাসপুর থানার ব্রাহ্মণ-বসন ও বহুলেবপুরে ও চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিতা ও শিরসাতে ঐরূপ সভা করিয়াছেন। ঘাটালের সার্কেল অফিসার মাজাকোল, ব্রাহ্মণহাসান, মহীসবাসুয়া, আন্দুলিয়া ও সোনাখালীতে যুদ্ধ-সভা করিয়াছেন। উল্লিখিত সমস্ত স্থানই দাসপুর থানার অন্তর্গত। এই সব সভায় বিভিন্ন যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি

বিগত ১০ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, ঐ সময়ে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কার্য্যকরী কমিটির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের নিকট ১০৪৷৴৯ পাই চাঁদা জমা হইয়াছে। এ-পর্য্যন্ত মোট ২১,৮১৫৷৴৬ পাই চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৯১৫৶০ আনা লেডী লেবী হার্ব্বার্টের মহিলা ফণ্ডের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৫০,২৬৯৷১ পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে প্রদান করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কমিটির কার্য্যকরী সংসদের একটি সভা বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাতে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয়ের কথাও আলোচনা করা হইয়াছিল।

বিগত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বাঙলা সরকারের বন বিভাগ ও আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি, ডি, রায়কত আলীপুর দুয়ার্সে একটি সাফল্যমণ্ডিত যুদ্ধ-প্রচার-সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। যাঁহারা বক্তাদের মধ্যে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, পি, রায়, লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ডি, কে, ভৌমিক, উকিল মিঃ বি, পি, সেনগুপ্ত, জোতদার মিঃ বি, বি, কর্মী ও আলীপুর দুয়ার্সের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সভায় যুদ্ধ বিষয়ক তহবিলে ৭০৪৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রায় ১,৫০০ দেড় হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিল। সভা শেষে আলীপুর দুয়ার্সের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চায়ের মজলিসে আহ্বান করেন।

বিগত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, ঐ সময়ে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ-কমিটির কার্য্যকরী সংসদের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ৭৩৩৶৬ পাই চাঁদা পাইয়াছেন। এ-পর্য্যন্ত মোট ২২,৫৪৫৷৷৶০ আনা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৯১৫৶০ আনা লেডী লেবী হার্ব্বার্টের মহিলা ফণ্ডের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৫০,২৫৯৷৴৪ পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে প্রদান করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ তৈলগুদামে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ

জার্ম্মাণীর পেট্রোল সমস্যা

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকার বিমান বিষয়ক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন —

জার্ম্মাণীতে এরোপ্লেনে ব্যবহারের জন্য বহু কৃত্রিম তৈলের কারখানা আছে। উচ্চ চাপের "হাইড্রোজেনেশান" পদ্ধতিতে কয়লাকে তরল হাইড্রোকার্বনে পরিবর্ত্তিত করা হয়। ১৪ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; বর্ত্তমানে ইহার এতটা উন্নতি হইয়াছে যে, এই পদ্ধতিতে এখন অতিশয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। জার্ম্মাণীর পক্ষে বিদেশ হইতে আমদানী করা পেট্রোলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য; সুতরাং এই কারখানাগুলিকেই জার্ম্মাণী অধিকাংশ এরোপ্লেনের তৈল সরবরাহ করিতে হয়। ইহাদের বর্ত্তমান উৎপাদনের পরিমাণ জানা সম্ভব নহে; তবে ১৯৩৯ সালে এই কারখানাগুলি মোট ২,১০০,০০০ টন তৈল প্রস্তুত করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, ইহার উপর রুমানিয়ার সকল তৈলও যদি জার্ম্মাণী নিজে দখল করিয়া লয়, তাহাতেও জার্ম্মাণীর প্রয়োজন মিটিবে না। রাশিয়ার উৎপন্ন তৈল রাশিয়ার নিজের পক্ষেও যথেষ্ট নহে। এমন কি রাশিয়াও ইদানীং কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কিন্তু বর্ত্তমানে লেনসেন ফিনকেন্দু, হামবুর্গ, ব্রেমেন, মিলুর্গ এবং অন্যান্য স্থানের তৈল গোলাঘরে এবং গেলসেনকির্খেন প্রভৃতি স্থানের পেট্রোলিয়ামের আড়তে বোমা-বর্ষণ করিয়া ব্রিটিশ বিমান-বাহিনী "সুসংহতভাবে" তৈল-সংগ্রহের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বঙ্গদেশে ব্যবসায় সম্পর্কিত শিক্ষা

সরকারী কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের পুরস্কার বিতরণ

গত ২৩শে জানুয়ারী ১১নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা সি, আই, ই'র সভাপতিত্বে গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার অধ্যক্ষ মিঃ এস, সি, গুহ ঠাকুরতা তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে বলেন, ইন্সটিটিউটে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হইতেছে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা যাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষিত ছাত্রগণ চাকুরী পাইতে পারে। তিনি এই কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, ইহা ব্যুরোর বিনিময়রূপে এবং "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়োগ-বোর্ডের" সহযোগিতায় কাজ করিবে। এই বিষয়ে নিয়োগকর্তাদের সহযোগিতার উপরই তাঁহাদের সাফল্য নির্ভর করে।

উক্ত বার্ষিক বিবরণীতে মিঃ গুহ ঠাকুরতা আরও বলেন, এই প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল পূর্ব্বে ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ব্যবসায় সম্পর্কে শিক্ষা দিবার ইহাই প্রদেশের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও বলেন যে, অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এই বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব ততই জটিল হইয়া উঠিল। ১৯৪০ সালের শেষ ভাগে এই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২তে দাঁড়ায়, এবং তিনি ব্যবসায় সম্পর্কিত বিদ্যালয়গুলির জন্য একজন পুরা সময়ের পরিদর্শকের নিমিত্ত সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন যে, সমাজে যদি এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সত্যিকারের কাজ করিতে হয়, তবে তাহাদিগকে এমন যুবক দল গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহারা ভবিষ্যতে শিল্পের পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠিবে। এই দেশ বর্ত্তমানে বিরাট শিল্পপ্রসারতার সম্মুখীন হইয়াছে এবং এই সমস্ত সকল দিক জড়িত করিয়া একটি ব্যাপক ব্যবসায় শিক্ষার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাকে কোনক্রমেই বাড়াইয়া বলা চলে না। আমরা সেই আগত দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি—যখন বাঙ্গালী সন্তানগণ এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের এমন সব বিভিন্ন শাখার প্রবর্ত্তন করিবে, এই প্রদেশে যাহার বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া চলিবার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাহসই এখন একমাত্র প্রয়োজন।

এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল।

স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে যে ধরণের শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, অনেক দিন ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান প্রদেশের শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থান পূর্ণ করিয়া আছে।

ইহার কার্য্যকরী ভিত্তি এবং বিষয় সমূহের প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধান এই প্রতিষ্ঠানকে অন্যান্য যে সকল বিদ্যালয় ও কলেজ ব্যবসায় সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করে, তাহা হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। স্যার বদ্রিদাস বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার সরাসরি আবেদন আছে এবং যদি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠান শিল্প-বাণিজ্যের পথ-প্রদর্শক গড়িয়া তুলিতে পারে না—তবে আমার বক্তব্য হইবে এই যে, আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে পৃথিবীর কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী গড়িয়া তুলিতে পারে না। এ কথা অন্য দাবী করা চলে যে, এই প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় চালাইবার জন্য যুবকবৃন্দকে ট্রেনিং দান করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহা যে অবস্থায় আছে—তাহাতে বলা চলে যে, তাহারা কেরাণী ও ষ্টেনোগ্রাফার হিসাবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে ঢুকিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা পরবর্ত্তী কালে কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে এবং অপর পক্ষে তাহারা নিজেরা ব্যবসাও খুলিয়া বসিতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাহারা এই ধরণের যে কোনরূপ চাকরী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

অতঃপর স্যার বদ্রিদাস বাঙলা দেশের বেকার সমস্যার উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইহা ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে এবং বাঙলা দেশের যুবকবৃন্দের জন্য নিয়োগের নব নব পন্থা আবিষ্কার করা এবং এই নূতন পথে কাজ করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের উপায় উদ্ভাবনের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যদিও একেবারে সরাসরি ব্যবসায়ী তৈরী করা সম্ভবপর হইবে না—তবে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সহ একটি কমার্শিয়াল কলেজ—যুবকগণকে কোম্পানীর সেক্রেটারী, ইন্সিওরেন্স কর্মচারী (বাহিরের কাজ ও পরিচালনার ব্যাপার), বীমা সংক্রান্ত গণনাকুশল, অগ্নি-বীমার ইন্সপেক্টর, সাধারণ ধরণের হিসাব নিরীক্ষক এবং প্রচারকার্য্যের অভিজ্ঞরূপে ট্রেনিং দান করিতে কেন পারিবে না, তাহার কোনও হেতু নাই।

ব্যবসায় সংক্রান্ত ডিগ্রী লাভের জন্য ছাত্রগণের সংখ্যা ক্রমশঃ যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই অনুভূত হইয়াছে। তিনি আশা করেন যে, মিঃ ডাব্লু, জে, উলিকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া ইন্সটিটিউটের পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য যে কমিটি গঠন করা হইয়াছে, তাঁহারা যথারীতি প্রতিষ্ঠানটির প্রসার সাধনের জন্য যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

নারায়ণগঞ্জে ষণ্ড-প্রদর্শনী

সাফল্যমণ্ডিত অনুষ্ঠান

সরকারী পশু বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লাঙ্গলপুর ইউনিয়নে একটী ষাঁড়-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীতে ২২টি সরকারী ষাঁড় ও তাহাদের ১৫০টি সন্তান-সন্ততি এবং ২১টি দেশী গাভী ও ৩টি দেশী ষাঁড় আনা হইয়াছিল। এ-স্থলে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৫ মাসের অধিক বয়স্ক সরকারী বৃষের বাছুরগুলি দেশী ষাঁড় অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছে দেখা যায়।

বাঙলার পশুপালন বিভাগের বিশেষজ্ঞ মিঃ ক্লাড গ্রিফিথ সমবেত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া ভাল ষাঁড় ও দীন-পোষণ পালন করিতে এবং পাটের পরিবর্ত্তে গো-মহিষাদির খাদ্য জন্মাইতে বলেন। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, যাহারা পশুপালন বিভাগের সহিত সহযোগিতা করিবে, তাহাদিগকে ছোট ছোট ষাঁড় দেওয়া যাইবে। পশুপালন বিভাগের অফিসারও উক্ত বিষয়ের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীর সভাপতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, ম্যাক্লার আই, সি, এস, উৎকৃষ্ট পশুর মালিকদের মধ্যে ২৫০৲ টাকা পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি বাঙলা সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরলোকে গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রী

নূতন প্রধান-মন্ত্রী পদে আলেকজাণ্ডার করিজিস

এথেন্স হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল মেটাক্সাস অল্প সময় রোগভোগের পর তাঁহার কিফিসিয়ার বাসভবনে ২৯শে জানুয়ারী সকাল ৬টা ২০ মিনিটের সময় পরলোক গমন করিয়াছেন।

আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্যাঙ্ক অব গ্রীসের গভর্ণর এম, আলেকজাণ্ডার করিজিস নূতন প্রধানমন্ত্রী হইলেন। অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে সকলেই আপন আপন পদে বহাল আছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল জোয়ানিস মেটাক্সাস ১৮৭১ সালে কেফালোনিয়া দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি বার্লিনের সামরিক কলেজে সমর-কৌশল শিক্ষা করেন এবং জার্ম্মাণদের সংস্কৃতি ও জীবন-যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৭ সালে বিখ্যাত গ্রীক রাজনীতিক ভেনিজেলসের নেতৃত্বে গ্রীস যখন মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তখন মেটাক্সাস উহার বিরোধিতা করিলে তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। ১৯২০ সালে তিনি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯৩৫ সালে গ্রীসের সিংহাসনচ্যুত রাজা দ্বিতীয় জর্জ যখন পুনরায় গ্রীসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন মেটাক্সাস তাঁহাকে সাহায্য করেন। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে মেটাক্সাস প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং "কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ" দমনের অজুহাতে ঐ বৎসরই ৪ঠা আগষ্ট তারিখে গ্রীসের ডিক্টেটর হন। ১৯৩৮ সালে তিনি আজীবনের জন্য গ্রীসের মন্ত্রীপদ লাভ করেন।

রুমানিয়ার তৈলের উৎপাদনহ্রাস

জার্ম্মানীর তৈল সমস্যা জটিলতর

জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—

১৯৩৯ সালের অক্টোবরে মোট ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল; অথচ শতকরা ১১ ভাগ বেশী তৈল-কূপ খনন করা সত্ত্বেও ১৯৪০ সালের অক্টোবরে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টন।

১৯৪০ সালের প্রথম নয় মাসে রুমানিয়া মোট ২৭ লক্ষ টন তৈল রপ্তানী করে। ১৯৩৯ সালে অনুরূপ কালের মধ্যে রপ্তানী হইয়াছিল ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার টন। জার্ম্মানীর দিকে সমুদ্রপথগুলির অবরোধই এই রপ্তানী হ্রাসের প্রধান কারণ; তবে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগ, দেশের বিভিন্ন অংশ পররাজ্যভুক্ত হওয়া এবং ভূমিকম্পও ইহার জন্য কিছুটা দায়ী। ১৯৪০ সালের প্রথম নয় মাস রুমানিয়া যত মাল বিদেশে রপ্তানী করে, তাহার শতকরা ১৭.৬ ভাগই ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়; ১৯৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল শতকরা ১১ ভাগ। কিন্তু আয়রণ গার্ড দল কর্তৃক ক্ষমতালাভ এবং জার্ম্মাণী কর্তৃক রুমানিয়া দখলের পর সেখান হইতে আর কোনও খনিজ তৈলই ইংলণ্ডে রপ্তানী হয় নাই।

সম্প্রতি কতকগুলি তৈলখনি উৎপাদন হ্রাস করিতে বাধ্য হইয়াছে; কারণ যানবাহনের অসুবিধার দরুণ তৈল চালান দিতে না পারায় তৈলভাণ্ডারগুলি একেবারে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। কাজে বলা চলে—রুমানিয়া হইতে বেশী পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করা জার্ম্মাণীর পক্ষে আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না।

নোয়াখালী জেলায় হিন্দুদের অবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

করা হইয়াছিল। অনুসন্ধানে কিন্তু কালীমূর্তির নাসিকায় বিষ্ঠার পরিবর্তে সামান্য পরিমাণ গোবর আবিষ্কৃত হয় এবং পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, প্রচার-কার্য্য চালানের মতলবেই কোন দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত লোক এই ঘটনার জন্ম দিয়াছিল। এক জন-সভায় স্থানীয় মুসলমানগণ এই ঘটনার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছিল। এই সভায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মৌ: গোলাম সরওয়ার, এম-এল-এ, এবং রাজেন্দ্র বাবুও উপস্থিত ছিলেন।

(৫) করপাড়ার মামলা

জমি সম্পর্কিত বিরোধ উপলক্ষ করিয়া কিরূপে একটি হরি-মন্দির গজাইয়া উঠিয়াছিল, এই মামলায় তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আব্দুল ওয়াহাব নামক জনৈক মুসলমানের একখণ্ড জমি জনৈক হিন্দু হস্তগত করার প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আব্দুল ওয়াহাব উক্ত জমি বিক্রী করিতে রাজী হইল না। ১লা মে (১৯৪০) তারিখ গভীর রাত্রে উক্ত হিন্দুটি কথিত জমিতে একটি "হরি মন্দির" স্থানান্তরিত করিয়া অন্যান্য হিন্দুর সহানুভূতি আকর্ষণের সাথে সাথে এই ব্যাপারে ধর্মীয় রূপ আরোপ করার প্রয়াস পায়। ইহার পর এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে ভীষণ সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উভয় পক্ষের উপরই ১০৭ ও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা হয় এবং অতঃপর বিরোধ আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়।

(৬) ফয়রান-বিবি হাটে কালীমূর্ত্তি অপবিত্র করণ

শরাফত আলী ওর্ফে শরা পাগলা নামক স্থানীয় জনৈক বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি ২০।২৫জন হিন্দুর সামনেই প্রকাশ্য-ভাবে কালীমূর্তিটি ভগ্ন করিয়াছিল। এই ব্যাপারে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫ ধারা অনুসারে এক মোকদ্দমা আনয়ন করা হয়। শরাফত আলীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় এবং মস্তিষ্ক-বিকৃত অবস্থায় সে এই অপকর্ম করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে খালাস দেওয়া হয়।

উপরোক্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে মন্দির বা দেবমূর্ত্তি অপবিত্র করণের যে-সব ব্যাপার নোয়াখালী জেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক ছিল না এবং কতকগুলি স্বার্থপর লোক এই সব ব্যাপারে অযথা প্রচারকার্য্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দু নারীর মর্য্যাদা নাশ

হিন্দু নারীর সতীত্ব-নাশ ব্যাপারেও যথেষ্ট আন্দোলন করা হইয়াছে—যদিও আধুনিক কালে এরূপ ঘটনার অনুষ্ঠান প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। বস্তুতঃ নারীর সতীত্ব-নাশের কাহিনী নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত নারীঘটিত যেসব মামলা হইয়াছে, তাহার তালিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, হিন্দু-নারী সম্পর্কিত অধিকাংশ মামলায়ই আসামীও ছিল হিন্দু। অল্প সংখ্যক মামলায় মাত্র মুসলমান আসামী ছিল।

১৯৩৩ সালের একটি মামলা সম্পর্কে সংবাদপত্রে তীব্র আন্দোলন উত্থাপন করা হইয়াছিল। সোনাইমুড়ি হাই-স্কুলের সহকারী হেড-মাষ্টার বাবু শচীন্দ্র দত্ত চৌধুরীর পত্নী শ্রীমতী কনকপ্রভা দেবীর উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মামলায় আসামীরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল প্রধান দুইজন আসামীর বিচারে যথোচিৎ সাজা হয়। তিনজন আসামী নিরুদ্দেশ ছিল এবং তৎকালীন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করিয়া নন। আসামীদের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই এবং পরিণামে একজন আসামীর স্ত্রী ধৈর্য্যহারা হইয়া তালাক লইয়া পুনরায় অন্য লোকের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। নিরুদ্দিষ্ট আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করায় ফরিয়াদী পক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিলে আইনানুসারে পুনরায় মামলা দায়ের করিতে পারিত; কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। কাজেই বুঝা যায়, এই ব্যাপারে হৈ চৈ করার কোন সঙ্গত কারণই হিন্দু-সভার ছিল না।

১৯৩২ সনে নারীঘটিত ১০টি মামলার মধ্যে মাত্র ৩টির সহিত হিন্দু নারী সংশ্লিষ্ট ছিল। ২টি মামলায় আসামী ছিল হিন্দু, অপরটির মুসলমান।

১৯৩৩ সনে ১৩টি নারীঘটিত মামলার মধ্যে মাত্র ৩টির সহিত হিন্দু নারী সংশ্লিষ্ট ছিল। দুইটিতে আসামী ছিল মুসলমান, অপরটির আসামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিল।

১৯৩৪ সনে নারীঘটিত মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬টি। মাত্র ৩টি মামলার সহিত হিন্দু নারী জড়িত ছিল। আসামীদের সকলেই ছিল হিন্দু।

১৯৩৫ সনে সর্ব্বমোট ১০টির মধ্যে হিন্দু নারীঘটিত মামলার সংখ্যা মাত্র দুই। একটির অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছিল মুসলমান; অপরটির হিন্দু।

১৯৩৬ সনে নারীঘটিত মামলার সংখ্যা ছিল ৮; তন্মধ্যে হিন্দু নারীঘটিত মামলা মাত্র দুইটি। একটির আসামীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ছিল, অপরটির সমস্ত আসামীই হিন্দু।

১৯৩৭ সনে নারীঘটিত ৮টি মামলার মধ্যে হিন্দু নারী লইয়া হয় মাত্র ৪টি। এই চারিটি মামলার তিনটিতে সমস্ত আসামী ছিল হিন্দু; অবশিষ্ট ১টি মামলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোক আসামী ছিল।

১৯৩৮ সনে নারীঘটিত ১৫টি মামলার মধ্যে মাত্র ৫টিতে হিন্দু নারী জড়িত ছিল। ৩টি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সব কয়জনই হিন্দু, অবশিষ্ট দুইটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল।

১৯৩৯ সনে নারীঘটিত মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪; তন্মধ্যে হিন্দু নারী সম্পর্কিত মামলা মাত্র ৪টি। তিনটি মামলার সমস্ত আসামীই মুসলমান, অপরটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় ছিল। মুসলমান নারীঘটিত একটি মামলায় সমস্ত আসামীই ছিল হিন্দু।

১৯৪০ সনে ৬টির মধ্যে মাত্র দুইটি হিন্দু নারীঘটিত। একটিতে সমস্ত আসামী ছিল হিন্দু, অপরটিতে মুসলমান।

গবাদি পশু চুরি

পঞ্চবার্ষিক সংখ্যা (নিম্ন তালিকা দ্রষ্টব্য) হইতে দেখা যায়, মুসলমানদেরই অধিক গবাদি পশু অপহৃত হইয়াছে। এ-ব্যাপারে চোরেরা মুসলমানদের প্রতি আদৌ পক্ষপাতিত্ব দেখায় নাই। শুধু হিন্দুদের গবাদি পশু চুরি হয় বলিয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহার কোন ভিত্তি নাই।

সন।	কোন্ সম্প্রদায়ের কত গরু চুরি গিয়াছে।		মোট।
	হিন্দু।	মুসলমান।	
১৯৩৬ ..	৩৪	৯৫	১২৯
১৯৩৭ ..	৫৭	১৫৬	২১৩
১৯৩৮ ..	৫৪	১৭৮	২৩২
১৯৩৯ ..	৬০	২৪৯	৩০৯
১৯৪০ ..	৫১	১৪০	১৯১

অপরাধের অবস্থা

অপরাধের দিক দিয়া অনেক জেলার তুলনায় নোয়াখালীর অবস্থা অনেক ভাল। অপরাধের সংখ্যা-বৃদ্ধি সম্পর্কে সংবাদপত্র ও বক্তৃতাদির সাহায্যে মিথ্যা এবং উত্তেজনাপূর্ণ প্রচার কার্য্য চালান সত্ত্বেও, এ-জেলায় কোথাও শান্তিভঙ্গ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নাই।

নোয়াখালী জেলায় অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, উহা নিছক দুরভিসন্ধিপ্রণোদিত এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জনৈক অভিজ্ঞ এবং সিনিয়র ইউরোপীয়ান পুলিশ সুপারেন্টেণ্ডেন্টের উপর এ-জেলার পুলিশ শাসনভার ন্যস্ত আছে। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হিন্দু। তিনজন সার্কেল ইনসপেক্টরের মধ্যে দুইজন হিন্দু। তদুপরি থানার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক হিন্দু আছেন।

ঋণ-সালিসী বোর্ড

অন্যান্য জেলার ন্যায় নোয়াখালীও একটি কৃষি-প্রধান জেলা। অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দরুণ এ-জেলার কৃষককুল ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া ইহাদের ঋণ-সমস্যা হাতে লইতে হয়। ফলে বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন এবং বঙ্গীয় মহাজনী আইন নামক দুইটি অতি প্রয়োজনীয় আইনের প্রবর্ত্তন হয়।

স্থানীয় অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ উক্ত আইন দুইটিকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া লয়। এক্ষণে জেলার সর্ব্বত্র ঋণ-সালিসী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। মোট ১৫০ বোর্ডের মধ্যে ১৪০টি সাধারণ এবং ১০টি স্পেশাল (বিশেষ শ্রেণীর) বোর্ড। অযথা অর্থব্যয় এবং অসুবিধা ভোগ না করিয়াও, মহাজন ও খাতক উভয় পক্ষ এ-সকল বোর্ডের মধ্যস্থতায় আপোষে দেনা-পাওনা মিটাইয়া লইতে পারে। উক্ত আইন বলবৎ হওয়ায় পল্লী অঞ্চলে মহাজনী কারবার কতক পরিমাণে অচল হইয়া উঠিয়াছে সত্য, তবে যতটা আশঙ্কা করা গিয়াছিল উহার ফল ততটা ভয়াবহ হয় নাই। মহাজনী প্রথার কিয়ৎ পরিমাণ সঙ্কোচ সাধনের দরুণ কৃষকেরা অমিতব্যয়িতার দিক দিয়া নিজেদের সংযত এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলার উপযোগী করিয়া লইয়াছে। ফলে এখন পূর্ব্বের ন্যায় বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আর তত বেশী ঋণ করা হয় না।

মুসলমান অধ্যুষিত জেলা বলিয়া স্থানীয় ঋণ-সালিসী বোর্ডের সদস্যগণের বেশীর ভাগ মুসলমান। নিম্নে উদ্ধৃত সংখ্যা হইতে দেখা যায়, ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলিতে হিন্দুরাও যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব লাভ করিয়াছে :—

হিন্দু সদস্য	..	.. ৩৭৮
মুসলমান সদস্য	..	.. ৫৫০

লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দুদের প্রাপ্য হয় শতকরা মাত্র ২০টি আসন, অথচ ঋণ-সালিসী বোর্ডে তাহারা শতকরা ৩৩টি আসন লাভ করিয়াছে।

বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইন মহাজনদের অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থহানির জন্য রচিত হইয়াছে বলিয়া সময় সময় অভিযোগ করা হয়। অন্ততঃপক্ষে এ-জেলার ব্যাপারে উহা আদৌ সত্য নয়; কারণ এ-জেলায় বহু বড় বড় মুসলমান মহাজন আছেন। হিন্দু মহাজনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম, তবে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মহাজনী কারবার খুব বড় এবং তাঁহারা ব্যাঙ্ক ও লোন অফিসে টাকা খাটাইয়া থাকেন। ইতিমধ্যে নাথ ব্যাঙ্ক ও নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইয়া যাওয়ায়, তাহারা কৃষিখাতক আইনের আওতায় পড়ে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহাজনদের লগ্নী টাকা সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি করিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহাদের বেশীর ভাগই মুসলমান।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর বিজয়াভিযান

লিবিয়া, ইরিত্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়ায় ইটালীয়দের শোচনীয় অবস্থা

ইটালীতে জার্ম্মান বিরোধী বিক্ষোভ

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের বার্ণের সংবাদদাতা বল্কান হইতে সংগৃহীত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছেন যে, মিলানে সম্প্রতি যে-সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গেল, তাহাতে প্রায় একশত জন লোক গ্রেফতার হইয়াছে।

প্রকাশ, রীতিমত সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে।

আরও প্রকাশ, মিলান শহরের সর্ব্বত্র বিস্তর হ্যাণ্ডবিল বিতরিত হইয়াছে। এই সমস্ত হ্যাণ্ডবিল বা বিজ্ঞপ্তি "জার্ম্মাণী নিপাত যাউক", "রাজা ও মার্শাল বাদোগলিয়ো তোমাদিগকে মুক্তিদান করিবে" এইরূপ শিরোনাম সহ প্রকাশিত হইয়াছে এবং জনসাধারণকে দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

শহরের কোন কোন মহল্লায় বিস্তর লোকজন সমবেত হইয়া এই সমস্ত বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, পুলিশ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ দেয়। কিন্তু জনতা পুলিশের আদেশ অমান্য করিয়াছে।

ইটালীতে জার্ম্মাণ সৈন্যের আগমন

মার্কিণ সমালোচক মিঃ মার্টিণ আগ্রণস্কী আনকারা হইতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনকে বেতারযোগে জানাইয়াছেন যে, "জার্ম্মাণ সৈন্যবাহী ট্রেণসমূহ ক্রমাগত ব্রেণার গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া ইটালীতে উপনীত হইতেছে এবং রোমে জার্ম্মাণ ও ইটালীয় সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিতেছে।" তিনি বলেন যে, "রোম হইতে নির্ভরযোগ্য কূটনৈতিক সূত্রে আনকারায় এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে।"

এই সংবাদ হইতে জানা যায় যে, জনসাধারণ যেরূপ প্রকাশ্যভাবে ইটালীর শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে ফ্যাসিষ্ট পার্টি শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সৈন্যদলের আনুগত্য হানির আশঙ্কাও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মাণীর বৃটেন অভিযানের নূতন উদ্যম

ওয়াশিংটনের সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ মহলের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, আগামী এপ্রিল অথবা মে মাসে জার্ম্মাণী বৃটেন আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু বৃটেন মার্কিণের সহায়তায় এই আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইবে এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া জয়লাভ করিবে।

ইউরোপ হইতে বিশ্বস্তসূত্রে ও সর্ব্বশেষে প্রাপ্ত সংবাদসমূহের উপর ভিত্তি করিয়াই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। সকলের ধারণা, হিটলার অগণিত যুদ্ধপ্লেন প্রয়োগ করিবেন এবং এই সমস্ত প্লেনের মধ্যে অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত নূতন ধরণের বহু প্লেন থাকিবে। বৃটিশ নৌবহরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি প্রধানতঃ টর্পেডোবাহী এরোপ্লেনের উপরেই নির্ভর করিবেন।

বৃটিশ সৈন্যের ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ

২৯শে জানুয়ারী রাত্রির সরকারী এশতেহারে প্রকাশ, কয়েক দল চলন্দার বৃটিশ সৈন্য ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত এশতেহারে বলা হইয়াছে: "শক্তিশালী চলন্দার সৈন্যদলসমূহ নানাস্থানে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইটালিয়ান সোমালিল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। বান্দা সৈন্যগণ (দেশীয় সিপাহী) খুব কমই বাধা প্রদান করিয়াছে। যুদ্ধ চলিতেছে।

"দক্ষিণ আফ্রিকার বিমানবহর সোলোলো অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।"

দার্ণা অধিকৃত

৩০শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, দার্ণা অধিকারের সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। লিবিয়ার বৃটিশ বাহিনী দার্ণা দখল করিয়াছে।

আমেরিকার প্রতি হিটলারের হুমকী

৩১শে জানুয়ারী হিটলার বার্লিনে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা বৃটেনকে সাহায্য করিতে চাহেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে, আমাদের টর্পেডো চিত্রবের নিকটে যে জাহাজ উপস্থিত হইবে, তাহার প্রতিই টর্পেডো নিক্ষেপ করা হইবে। যদি আমেরিকান ষ্টেটসমূহ ইউরোপীয় সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদের লক্ষ্য পরিবর্ত্তিত হইবে। ইউরোপ অনুরূপ চেষ্টায় বাধাপ্রদান করিবে।

সার্ডিনিয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্রে হানা

নৌ-বিভাগের এক এশতেহারে প্রকাশ, নৌবহরের সোর্ডফিশ যুদ্ধ প্লেন গত ২রা ফেব্রুয়ারী সাফল্যের সহিত সার্ডিনিয়ার একটি প্রধান বিদ্যুৎকেন্দ্রের উপর আক্রমণ পরিচালন করে। একটি বৃটিশ বিমান খোয়া গিয়াছে।

উত্তর ফ্রান্সে বিমান হানা

রাজকীয় বিমানবহরের জঙ্গী প্লেনগুলির কয়েকটি ঝাঁক ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া এবং পুনরায় বোমারু প্লেনগুলিকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় দিবাভাগে জার্ম্মাণ অধিকৃত এলাকায় ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছে।

দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য আক্রমণের বেগ কয়েকদিন মন্দীভূত থাকার পর এই সমস্ত প্লেন এবং অন্যান্য বৃটিশ বোমারু প্লেন একযোগে অগ্রসর হইয়া রাজকীয় বিমানবহরের পক্ষেও ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী আক্রমণ ধারাবে পরিণত করিয়াছে। রাজকীয় প্লেনগুলি বৃটেনের উপর জার্ম্মাণ বিমানের হানার তুলনায় অনেক বেশী তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে।

বোটের উপর নাৎসীদের আক্রমণ পরিচালনের দুইটি ঘাঁটি আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বুলো আক্রান্ত হইয়াছে দুইবার।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক আগরডাট দখল

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশবাহিনী আগরডাট দখল করিয়াছে। উহা লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর মাসওয়াগামী রেলপথের উপর অবস্থিত একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহর। বৃটিশ হেড কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত একটি এশতেহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী আগরডাট শহর দখল করে। বহু কামান ও গাড়ী সহ শত শত ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হয়। তদুপরি দুইটি মারাত্মক ও পাঁচটি ট্যাঙ্ক এবং ১৫টি কামান ধ্বংস করা হয়। আগরদাত সুদান সীমান্ত হইতে ৮০ মাইল দূরে ইটালীর অধিকৃত এরিত্রিয়ায় অবস্থিত।

টানা রণাঙ্গনে হাবশীদের আক্রমণে ইটালীয়ানরা বিব্রত হইতেছে। সম্রাট হাইলে-সেলাসীর আবিসিনিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হাবশীদিগকে অভিজ্ঞ নেতাদের পরিচালনাধীনে তাহাদিগকে সুসজ্জিত ও সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যদলে পরিণত করা হইতেছে। একটি এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশবাহিনীর আবিসিনিয়া অভিযানের পর আদ্দিসআবাবা-জিবুতী রেলপথের আইশার উপর এই তৃতীয়বার বোমাবর্ষিত হইল। আইশা ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড হইতে অনুমান ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। আবিসিনিয়ার রণাঙ্গনে মেটেমা এলাকায় বৃটিশবাহিনী চাপ দেওয়ায় ইটালীয়ানরা মেটেমা-গোণ্ডার রোড দিয়া পশ্চাদপসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বৃটিশবাহিনী তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের বিভিন্ন রণাঙ্গনে বৃটিশ রক্ষীবাহিনীর চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদুপরি এশতেহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অগ্রগামী বৃটিশবাহিনী পুনরায় কেরেন অভিমুখে পশ্চাদপসরণকারী ইটালীয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বারেন্টু এলাকায় অভিযান চলিতেছে। বারেন্টু হইতে আরও দক্ষিণে বেকাণ্ডি নামক স্থান বৃটিশবাহিনীর করতলগত হইয়াছে। বহু ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইটালী-অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকার কয়েক স্থানে সাউথ আফ্রিকা বিমানবহর বৃটিশবাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করিতেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা বাহিনীর অগ্রাভিযান

আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে দক্ষিণ আফ্রিকাবাহিনীর সহিত রয়টারের যে বিশেষ সংবাদদাতা রহিয়াছেন, তিনি জানাইতেছেন যে, কেনিয়ার সমস্ত অঞ্চল হইতে আক্রমণকারী ইটালীয়দিগকে বিতাড়িত করিবার পর দক্ষিণ আফ্রিকাবাহিনী প্রথমবার শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমস্ত কৃষকায় যোদ্ধাকে শত্রুদেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বে অসহনীয় উত্তাপ সহ্যের কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। গত ছয় মাস যাবত শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশ করাই ছিল ইহাদের লক্ষ্য।

সাফল্যমণ্ডিত গ্রীক অভিযান

গ্রীক হাই কমাণ্ডের এক এশতেহারে আর একটি সাফল্যজনক স্থানীয় অভিযান দিবস ও আরো শত্রু সৈন্য বন্দীর সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

গত কয়েকদিনব্যাপী সাফল্যজনক সংগ্রামের পর ক্লিসুরার উত্তর দিকস্থ সমগ্র পর্ব্বতমালা গ্রীক বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

কিরেণ অভিমুখে অগ্রাভিযান

আগোরদাত অধিকারের পর বৃটিশ সৈন্য বাহিনী মাসওয়াগামী রেলওয়ের ৫০ মাইল পূর্ব্ব দিকস্থ কিরেণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

আগোরদাত যেরূপ সুরক্ষিত ছিল; সম্ভবতঃ সেইরূপ সুরক্ষিত নহে কিন্তু তাহা হইলেও বৃটিশ বাহিনী দ্রুত অগ্রগমন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পর্ব্বতসঙ্কুল দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইটালীয়দের আত্মরক্ষারই অনুকূল হইবে। আগোরদাত রক্ষায় বিরাট ইটালীয় বাহিনী নিযুক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েক শতকে বন্দী করা সত্ত্বেও অনেকে পলায়ন করিয়াছিল।

অনেক সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, তাহেতুর ইটালীয়রা বর্ত্তমানে খুবই সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাদিগকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। অবশ্য এই অবস্থায়ও ইহারা আরও অল্প কয়েকদিন আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারে। ইতিমধ্যে বৃটিশ কামান হইতে মেটেমাগোন্দার রোডে শেল বর্ষণ করা হইতেছে এবং বৃটিশ বাহিনী ইটালীয়দিগকে আবিসিনিয়ার অভ্যন্তরে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

এই অঞ্চলের ইটালীয়রা বেশ খানিক হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে শুধু স্বদেশ-প্রেমিক হাবশীদের গরিলা যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইবে। নিয়মিত সামরিক অভিযানের সম্মুখীন হইবার কথা তাহাদের মনে উদিত হয় নাই।

রয়টারের সামরিক সমালোচক বলিতেছেন যে, আগোরদাত দখল ও বৃটিশ বাহিনীর আরো অভিযানের সংবাদ বৃটিশের সামরিক শক্তি ও ইটালীর পূর্ব্ব আফ্রিকা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃটিশের সামরিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। প্রকৃত অবস্থায় ইহা ইটালীয় সেনাবাহিনীর সামরিক অযোগ্যতার পরিষ্কার সমালোচনা।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুর—

গ্রামবাসিগণ কৃষিকার্য্যে সাময়িক ভাবে আটকা থাকায় এবং কতকগুলি মহকুমায় বন্যা ও আনুষঙ্গিক দুরবস্থার জন্য (বিশেষ করিয়া কাঁথি, তমলুক ও সদরে) মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সাময়িক ভাবে স্থগিত ছিল। সম্প্রতি গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের সাফল্য-মণ্ডিত পল্লী-সংগঠন কার্য্যাবলীর বিবরণী পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় অভাব ও তাহা দূরীকরণের ইঙ্গিত সহ বহুমুখী পল্লী-সংগঠন কার্য্যাবলী জনসাধারণের মধ্যে বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত জেলার মধ্যে ব্যাপক ও ধারাবাহিক ভাবে প্রচারসংক্রান্ত সভা করা হইয়াছে। জন-সাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন গ্রামের সঠিক প্রয়োজন সহ একটি গঠন-মূলক পরিকল্পনা তৈরী করিবার পক্ষে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের নিকট হইতে মাঝে মাঝে সাহায্য পাইয়া তাহারা সমবেতভাবে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, পুরাতন পথ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে সংস্কার, পল্লী গ্রন্থাগারগুলি জনপ্রিয় করিয়া আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা, বয়স্কগণের শিক্ষা-কেন্দ্র এবং সমবায় ভিত্তিতে বীরভূমের অন্তর্গত শ্রীনিকেতনের প্রথায় নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, নূতন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে।

এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইউনিয়ন বোর্ড এবং পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি স্থায়ী প্রয়োজনের যে সকল সংগঠনমূলক কাজ সুরু করিয়াছে, তাহা চালাই-বার নিমিত্ত বাঙলা সরকারের ইচ্ছামত ব্যয় করিবার তহবিল হইতে ১৫,৯৫০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই সাহায্য মঞ্জুর হওয়ার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং দেশের অভ্যন্তরে পল্লী-সংগঠন কার্য্য পরিচালনার পক্ষে ইহা বিশেষ সাহায্য করিবে। যে সকল প্রতিষ্ঠানে এই সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুত স্থানীয় চাঁদা তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

ঘাটাল শিক্ষা-শিবির

ঘাটাল-মহকুমা-পল্লী-সংগঠন সমিতি বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত ভাবে এক পক্ষ কাল একটি পল্লী-সংগঠন শিবির পরিচালনা করিয়াছে। সদর উত্তর এবং দক্ষিণ মহকুমার এসোসিয়েশনও সম্প্রতি এক পক্ষ কালের জন্য দেবুর থানার অন্তর্গত বালিচক নামক স্থানে একযোগে একটি শিবির পরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্য, পল্লী-সংগঠন সমিতির সভ্য, এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত পল্লী-কর্ম্মী এবং বিভিন্ন বিভাগের ১২৫ জন অফিসারকে বহুবিধ পল্লী-সংগঠন কার্য্য সম্পর্কে একাধারে হাতে-কলমে ও পুঁথিগত শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। বালিচক হইতে তিন মাইল ব্যাস লইয়া প্রায় কুড়িটি গ্রামে হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই শিক্ষাধীন অফিসার এবং কর্ম্মীদল প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের অভাব-অভিযোগের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পল্লী-সংগঠন কার্য্যা-বলীর একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী করিবে এবং কাজ চালাইবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপন করিবে। পুঁথিগত জ্ঞান যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর, পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর, শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কীত ডিরেক্টর, সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, শ্রীনিকেতনের রায় সুকুমার চ্যাটার্জি বাহাদুর, এম, বি, ই, এবং সোসিয়াল সার্ভিস লীগের ডাঃ ডি, এম, মৈত্র।

বিষয়—পল্লী-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা, পল্লী-সংগঠনের মনস্তত্ত্ব, শরীর-চর্চ্চা এবং শারীরিক দৃঢ়তা, পল্লী-পণ্যের বিকিকিনি এবং পল্লী অর্থ, সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি এবং জাতীয় সংগঠনের ভিত্তি। যাহাতে একদল যুবক সুসমঞ্জস্য ভাবে সমগ্র সদর মহকুমায় ভিতর পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী পরিচালনা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই শিবির এক দল কর্ম্মীকে ট্রেণিং দানের ব্যবস্থা করিয়াছে।

নোয়াখালী—

গত ডিসেম্বর মাসে সদর মহকুমার কতিপয় প্রচার-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা, নূতন নূতন ফসলের আবাদ, পশু-খাদ্যের আবাদ এবং ব্যক্তিগত নামে পোষ্ট আফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খুলিবার বিষয় আলোচিত ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফেণীর সার্কেল অফিসার রাজাপুর, সোনা-গাজী, ছাগলনাইয়া ও পরশুরামে প্রচার-সভার বক্তৃতা করেন এবং প্রধানতঃ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন।

স্বাস্থ্যরক্ষা

দক্ষিণ সাতারা আদর্শ পল্লীর কর্ম্মীরা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছিল এবং (১) চণ্ডীগাজী ভবনের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর ও (২) জয়নগরের পুষ্করিণীর জলজ জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়াছিল।

স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতি সদর সার্কেলের কেশরপুর ইউনিয়নের কাশুকুরহাটে একটি পল্লী সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

রাজশাহী—

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় বিগত ডিসেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়নের যে কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

সদরে পল্লী-উন্নয়নের যে প্রথম শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল, তাহা ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বন্ধ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে সহকারী সেক্রেটারী ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মী ও অফিসার-গণের কার্য্য সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠ করেন। যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই সভাতেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সার্টিফিকেট দিয়াছেন।

চারঘাট থানার আড়ানী ইউনিয়নে শুধু স্বেচ্ছামূলক শ্রম দ্বারা এক মাইল লম্বা একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ ইউনিয়ন বোর্ডেই জয়নগরবাড়ীতে একটি পল্লী সভাগৃহ স্থাপিত হইয়াছে। ঐ ইউনিয়ন বোর্ড হইতে জঙ্গল পরিষ্কারের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। বয়স্কদিগের নৈশ-বিদ্যালয় পূর্ব্ববৎ চলিতেছে এবং ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে।

ফরিদপুর (সদর)—

বিগত ডিসেম্বর মাসে ফরিদপুর সদর মহকুমার পল্লী-সংস্কারের যে কাজ হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকায় যে সমুদয় নলকূপ দেওয়া মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার জন্য আংশিক ব্যয় স্থানীয় লোক বহন করিবে। ঐ টাকা আদায় করা হইতেছে এবং শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কচুরীপানা পরিষ্কার করার কাজ আন্তরিকতার সহিত আরম্ভ করিয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ হইতে তাহাদের কার্য্যবিবরণী আসিতেছে। আলোচ্য সময়ে যে কাজ হইয়াছে, তাহা বেশ সন্তোষজনক। জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যস্থতায় বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইতেছে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—

ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকা দ্বারা ২৭টি নল-কূপ খনন করা হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের টাকা দ্বারাও নলকূপ খননের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ইউনিয়ন বোর্ডের বাজেটে যে টাকা নল-কূপের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা নূতন নলকূপ খননের ব্যবস্থা হইতেছে।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কচুরীপানা পরিষ্কার কার্য্যে সচেষ্ট হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের প্রজনন ষাঁড়গুলিকে যত্নের সহিত পালন করা হইতেছে এবং এই মহকুমায় পশু-খাদ্য ও জলের অভাব দৃষ্ট হয় না।

যে সমস্ত নৈশ-বিদ্যালয় আছে, তাহার কাজ ভালই চলিয়াছে। মাতবরেরচর ক্লাব লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ১২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। দত্ত-পাড়ায় একটি লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য তথাকার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

নদীয়ায় ব্যবস্থা-পরিষদের উপ-নির্ব্বাচন

মোস্লেম-লীগ প্রার্থীর জয়লাভ

নদীয়া পূর্ব্ব পল্লী (মুসলমান) কেন্দ্রে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইয়াছে। মোসলেম লীগের মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার আবদুল মোতালেব মালিক বহু ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মওলবী আফতাব হোসেন জোয়ার্দ্দারের মৃত্যুতেই এই আসন শূন্য হয়।

ভোটের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ডাঃ আবদুল মোতালেব মালিক (লীগ) ..	৬,৪০৩
ডাঃ মোহসেন আলী (কৃষক-প্রজা) ..	২,৬১৬
এস, এম, জহুরুদ্দীন	১,৩১০
আফজালুল হক	৬০২

আমেরিকায় হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎ-কারের প্রতিক্রিয়া

মাল্টা দ্বীপ অধিকারের চেষ্টা?

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদ দাতার তারে প্রকাশ, নিউইয়র্কের ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, খোদ ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে আগামী দুইএক মাস কাল জার্ম্মাণী ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইটালী যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল তাহার ভার গ্রহণ করিয়া ব্রিটেনকে যথাসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত ও নাজেহাল করিতে চেষ্টা করিবে। মাল্টা অধিকার করিয়া লইবার জন্যও জার্ম্মাণী সম্ভবতঃ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

নোয়াখালী জেলায় হিন্দুদের অবস্থা

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এ-জেলায় ঋণ-সালিশী বোর্ডের কাজ বেশ সুচারুরূপে চলিতেছে। এ-পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে আপোষে ৩৭,৩৭,৯৩০৲ টাকার দেনা-পাওনা মিটান হইয়াছে। প্রথম প্রথম এক আধটু ভুল ভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নয়; কারণ যে-সকল স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোক লইয়া বোর্ড গঠিত হয়, আইনের নানা মার প্যাচ সম্বন্ধে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। এ-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বেশ উন্নতিও পরিলক্ষিত হইতেছে। সাধারণতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকেই এ-কার্য্যের জন্য মনোনীত করা হয়। তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতিতে সামান্য ভুলভ্রান্তি হয়ত ঘটিতে পারে, কিন্তু মোটামুটিভাবে তাহাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল হইয়া থাকে।

ঋণ-সালিশী বোর্ডগুলির বিরুদ্ধে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ করা হয়। হয়ত কোথা কোথাও দুর্নীতি দেখা যায়; কিন্তু প্রচারকার্য্যের সুবিধার জন্য উহাদিগকে অতিরঞ্জিত করিয়া দেখান হয়। বোর্ডগুলির উপর বিশেষ কড়া নজর রাখা হয়, তদুপরি ইনস্পেক্টরগণও সদাসর্ব্বদা উহাদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় দুর্নীতি ও মন্দ আচরণ বেশী দিন চাপা থাকিতে পারে না। দুর্নীতি বা অনুপযুক্ততা ধরা পড়া মাত্রই বোর্ডের সদস্যগণের পরিবর্ত্তন ও আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে জোর জুলুমের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ, মহাজন ও খাতকের সম্মতিক্রমেই মীমাংসা হইয়া থাকে। বোর্ড উহা লিপিবদ্ধ করেন মাত্র। এই সে-দিন মাত্র বোর্ডগুলিকে ১৯ (খ) ধারার বিধানমতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শুধু বেয়াড়া মহাজনদের বেলায় উহা প্রযুক্ত হয় এবং তেমন ক্ষেত্রও কদাচিৎ দেখা দেয়। তদুপরি ঋণ-সালিশী বোর্ডের নির্দ্দেশ চূড়ান্ত নয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সংশোধিত আইনের বিধান মতে জেলা জজের কাছে বোর্ডের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও নিরীক্ষাধিকার রহিয়াছে। আপীল ও পুনর্ব্বিবেচনার ভূরি ভূরি আবেদন আসে। কোথাও কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া মাত্রই উহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হয়।

জমির খাজনাকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের আওতার বাহিরে রাখার জন্য কেহ কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া আসিতেছে। আইনের বিধানসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন না করার দরুণ উক্ত দাবী করা হইতেছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত আইনের দ্বারা জমিদার শ্রেণীরই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কারণ আইনের বিধান অনুসারে মামলার দেনার মধ্যে খাজনা সর্ব্বাগ্রে পরিশোধ্য। বাকী খাজনার পরিমাণ যতই হউক না কেন, জমিদার সাধারণতঃ এক বৎসরের খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষি-খাতক আইনের বিধানমতে রায়তরা এখন চলতি সনের সম্পূর্ণ খাজনা এবং বকেয়া খাজনার ন্যূনপক্ষে ১ ভাগ আদায় করিতে বাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বকেয়া খাজনা সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্য্যন্ত জমিদার শ্রেণী দুই বৎসরের খাজনা একসঙ্গে আদায় করিতে পারেন। যদি খাজনাকে দেনার মধ্যে গণ্য না করা হয়, তাহা হইলে অন্যান্য দেনার জন্য সম্পত্তি নিশ্চয়ই ক্রোক হইবে; তেমন অবস্থায় আদালতে নালিশ করিয়াও ভূস্বামী কিছুই লাভ করিতে পারিবেন না। তদুপরি ঋণ-সালিশী বোর্ডের সাহায্য গ্রহণ করিতে আদালতের ন্যায় ব্যয় বহন করিতে হয় না; সুতরাং উভয় পক্ষ মামলার ব্যয় হইতে রক্ষা পায়।

শিক্ষা

মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে নোয়াখালী জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা আইন বলবৎ করা হইয়াছে। অধিবাসীদের বেশীর ভাগ উক্ত আইনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বিনা-দ্বিধায় শিক্ষা-কর দিতেছে। বোর্ডের উপর গ্রামের অবাঞ্ছিত মক্তব বা টোলের জন্য পূর্ব্বে একজন সাধারণ লোককে যাহা ব্যয় করিতে হইত, এখন তাহাকে উহার অধিক ব্যয় করিতে হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনভার একণে জেলা স্কুল বোর্ডের উপর ন্যস্ত হওয়ায় তাঁহারা সুযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং বিদ্যালয়গুলির কার্য্যাদি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এজন্য বোর্ডের পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলিতে বেশ ভাল পড়া শোনা হয় এবং উহাদের আসবাবপত্রও উন্নত ধরণের। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইলে সমগ্র জেলা উপকৃত হইবে। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা নেহাৎ মন্দ নয়। ফসলের অবস্থা ভাল—এ-বৎসর বন্যা হয় নাই। আইনে পরিকল্পিত ব্যবস্থাকে একণে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। বর্ত্তমানে মোট ১,৭৫০টি বিদ্যালয়ে যথারীতি পড়া শোনা চলিতেছে; তন্মধ্যে ১,২০০টি বালকদের এবং ৫৫০টি মেয়েদের জন্য।

বিগত ১৯৩৮ সনে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিধান মতে তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর. কে. মিত্র, আই. সি. এস. জেলা স্কুল-বোর্ড গঠন করেন।

বোর্ড বেশ যোগ্যতার সহিত কাজ চালাইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য কতিপয় বোর্ডের অনুকরণে নোয়াখালী স্কুল বোর্ডও স্থির করিয়াছেন যে, জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে শিক্ষক গ্রহণ করা হইবে, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হইবে। নিম্নে জেলা স্কুল বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষকের শতকরা হার দেওয়া যাইতেছে:—

	শতকরা।
হিন্দু	৩১.৩
মুসলমান	৬৮.৭

বিদ্যালয়ের স্থান নির্ব্বাচন কমিটি সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়া বিদ্যালয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন।

ভিক্টোরিয়া-মার্কা টাকা ও আধুলি

ফেরৎ গ্রহণের তারিখ সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

গত ১৯৪০ সালের ১১ই অক্টোবরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা ও আধুলি প্রচলন বন্ধ করা হইতেছে। ১৯৪১ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উহা ফেরৎ লওয়ার নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইলেও আরও ৬ মাসের জন্য অর্থাৎ ১৯৪১ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত সরকারী ট্রেজারী ও ডাকঘরে উহা ফেরৎ লওয়া হইবে। ১৯৪১ সনের ১লা অক্টোবরের পর পুনরাদেশ পর্য্যন্ত বোম্বাই ও কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যু-বিভাগের অফিসে উহা গ্রহণ করা হইবে।

কাজেই, যাদের কাছে ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা বা আধুলি আছে, তাহাদিগকে অসুবিধা এড়াবার জন্য যথাশীঘ্র সত্বর উহা বদলাইয়া লইতে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে।

কলিকাতার বিমান-আক্রমণ মহড়া

অধিবাসীদের সহযোগিতা

গত ৩০শে জানুয়ারী বেলা ৩-৩০ মিনিটের সময় বিমান আক্রমণ সতর্কতামূলক মহড়া আরম্ভ হইলে রাস্তার উপর যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করিতেছিল, সেগুলি থামিয়া যায়। কলিকাতা, ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলীর কারখানার অঞ্চলের উপর মহড়া দেওয়া হইয়াছিল।

মহড়া শেষ হইবার পর বাঙলার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ বিভাগের কন্ট্রোলার মিঃ সাইমন্স বলেন,—পুলিশ ও সিভিক গার্ডগণ বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করে। সমস্ত গাড়ী-ঘোড়া রাস্তার বাম দিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল। শহরের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী ঘরের ভিতর অবস্থান করিয়া সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। শতকরা ৩ কি ৪ জন লোক ছাদের উপর না হয় রাস্তায় অবস্থান করিতেছিল এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক বদমায়েশী করিয়া রাস্তার উপর ঘুরাফিরা করিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, শহরের সমস্ত অধিবাসী সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে। সহযোগিতা আরও উন্নত ধরণের হইতে পারে। সতর্কতা সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করার জন্য আরও অধিক মহড়ার প্রয়োজন হইবে।

মিঃ সাইমন্স বলেন, যদি কোন ব্যক্তি অসাবধানতাবশতঃ বাহিরে থাকিয়া নিজেকে বিপন্ন করে, তবে সে কেবল নিজের ক্ষতি করে না, সমাজেরও ক্ষতি করে। কারণ আহত হইলে তাহাকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া লইয়া হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে এবং সেখানে তাহাকে চিকিৎসা করিতে হইবে। তিনি বলেন, যে পর্য্যন্ত জনসাধারণ সংকেত শুনিয়া রাস্তা হইতে সরিয়া পড়িতে অভ্যস্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণ সতর্কতামূলক মহড়া চলিতে থাকিবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ক্ষমতা বলে লোকজনকে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন কোন অঞ্চলে গাড়ীচালা পথগুলিকে মুক্ত করা হয় নাই এবং কয়েকখানা ট্রাম ও বাসের যাত্রীগণ শব্দ শুনিয়া আশ্রয়স্থলে গমন করে নাই। কোন কোন অঞ্চলে শিক্ষিত ব্যক্তি ও ভদ্র মহিলাগণ চলাচল করিয়াছেন। অবিলম্বেই পুনরায় মহড়া দেওয়া হইবে। বিমান আক্রমণ কালে অধিবাসিগণ যাহাতে মাটির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাম্প প্রদান

বিমান আক্রমণ কালে আগ্নেয় বোমা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভারত সরকার সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এক প্রকার পাম্প সরবরাহ করার কথা বিবেচনা করিতেছেন। সরকার মনে করেন যথেষ্ট সংখ্যক পাম্প সংগ্রহ করা প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কতগুলি পাম্পের প্রয়োজন হইতে পারে, অবিলম্বে সরকারকে তাহা জানাইবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি পাম্পের মূল্য ২৩।৵ আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সরকার মনে করেন অধিক সংখ্যক পাম্প নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে উহার মূল্য হ্রাস পাইতে পারে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের উদ্যম

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য অতিরিক্ত ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা

বর্ত্তমান বৎসর পল্লী ও মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য অস্থায়ী অতিরিক্ত ডাক্তার নিয়োগের নিমিত্ত বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ৫,৬০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

মাননায় স্বরাষ্ট্র-সচিব

ত্রিপুরায় ব্যাপক সফর

স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় খাজা সার নাজিমুদ্দীন গত ২৬শে জানুয়ারী বেলা ২টার সময় কুমিল্লা হইতে মোটর-যোগে চাঁদপুরে পৌঁছেন। স্থানীয় ওল্ডাসিন খেলার মাঠে এক জনসভায় স্বরাষ্ট্র-সচিবকে মানপত্র প্রদান করা হয়। স্থানীয় মোস্লেম লীগ, মোস্লেম যুবক সমিতি, চাঁদপুর মহকুমা প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক-সমিতি, স্থানীয় যুদ্ধ কমিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিবকে মানপত্রাদি প্রদান করা হয়।

সভায় যুদ্ধ-কমিটির পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিবের হস্তে ১ হাজার টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়।

বিভিন্ন মানপত্রের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব একটি বক্তৃতা করেন। প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষাবিল সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, দেশের মুষ্টিমেয় লোক উক্ত বিলের বিরোধিতা করিতেছে বটে; কিন্তু সমগ্র বাঙলা দেশের মঙ্গলের জন্য বর্তমান মন্ত্রিসভা বিলটিকে আইনে পরিণত করার চেষ্টা করিবেন। অতঃপর সরকারের পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার যুক্তিযুক্ততা বিশ্লেষণ করিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন যে, উহা দ্বারা ভবিষ্যতে পাটচাষীদের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে—দেশবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন।

সন্ধ্যায় স্থানীয় ফৌজদারী আদালত ভবনে স্বরাষ্ট্র-সচিবকে একটি চায়ের মজলিসে আপ্যায়িত করা হয়।

জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর আবিদুর রেজা চৌধুরী এম. এল. এর আমন্ত্রণক্রমে স্বরাষ্ট্র-সচিব কচুয়া থানাতে গিয়াছিলেন। কচুয়া গমনের পথে বহু জায়গায় অধিবাসিবৃন্দ স্বরাষ্ট্র-সচিবকে অভিনন্দন জানায়। কচুয়ায় তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়।

স্বরাষ্ট্র-সচিব মেঘনার তীরে অবস্থিত চরকমল পরিদর্শন করেন। তথায় মুসলমানদের পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিবকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে।

স্বরাষ্ট্র-সচিব রহমতগঞ্জ গত ২৭শে জানুয়ারী কোম্পানীগঞ্জ পরিদর্শন করেন। স্থানীয় অধিবাসীরা স্বরাষ্ট্র-সচিবকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর ২৫ হাজার লোকের এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় যুদ্ধ কমিটি, বরুড়া এইচ. ই স্কুল মুসলমানদের অধিবাসীবৃন্দ, আনন্দপুর এইচ. ই. স্কুল এবং দেবীদ্বার থানার অধিবাসীবৃন্দের পক্ষ হইতে স্বরাষ্ট্র-সচিবকে ৩টি মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় তিনি মুসলমানদিগকে লীগের আদর্শ গ্রহণের জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করেন; অতঃপর তিনি পাট-সমস্যা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করেন। পাটচাষের জমির হিসাব সম্পর্কিত ত্রুটি আগামী বৎসরে সংশোধন করা হইবে, স্বরাষ্ট্র-সচিব সভায় এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ আনন্দ প্রকাশ করেন। পাটচাষ সংরক্ষণ করা সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র-সচিব সকলকে অনুরোধ জানান।

ভারতীয় গোলন্দাজের সাহসিকতা

দারুণ গোলাবৃষ্টির মধ্যেও অচঞ্চল

হংকং ও সিঙ্গাপুর রাজকীয় গোলন্দাজবাহিনীর চারজন ভারতীয় গোলন্দাজ নিকট-প্রাচ্যের এক যুদ্ধে সম্প্রতি ইটালীয়দের নিকট হইতে কতগুলি মেশিনগান ছিনাইয়া লইয়া উহা ব্যবহার করে। এই গোলন্দাজ বাহিনীটির হেড্-কোয়ার্টার্স সিঙ্গাপুরে। ঐ চারজন গোলন্দাজকে ১২জন স্বেচ্ছাসৈনিকের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করা হয়। দারুণ গোলা-বৃষ্টির মধ্যেও এই ভারতীয়গণ অচঞ্চল ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজনে একটি ও অপর দুইজনে

[২য় কলমের শেষ]

প্রত্যেকে একটি করিয়া মেশিনগান চালনা করিয়াছিল। নিজের ঘাঁটি শত্রু দ্বারা অধিকৃত হইলে ইহাদের একজন একটি হাউইৎজার কামান চালাইয়া অপরকে সাহায্য করে। অতঃপর ইহারা অন্য এক ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়া মেসিন প্রতি দুইজন করিয়া দুইটি মেশিনগানের ভার গ্রহণ করে। অবশেষে অন্যান্য সৈন্য সমভিব্যাহারে ইহারা শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া নিজ দলে যোগদান করিতে সমর্থ হয়।

সিঙ্গাপুরের উপকূলরক্ষী এবং বিমান-বিধ্বংসী বাহিনীর একটা বড় অংশই এই হংকং ও সিঙ্গাপুর গোলন্দাজ-বাহিনী হইতে গৃহীত। এই বাহিনীর সৈন্যেরা হয় পাঞ্জাবী মুসলমান, শিখ ও যুক্তপ্রদেশবাসী জাঠ।

তুর্কী ও ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিদের আলোচনা

ব্রিটিশ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক তুরস্কের লৌহ-কারখানা পরিদর্শন

তারযোগে ব্রিটিশ ও তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে সম্প্রতি যে আলোচনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সে সুযোগে তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তুরস্ক ব্রিটেনের নিকট হইতে জলে, স্থলে এবং আকাশে—বিশেষ করিয়া শেষোক্ত ক্ষেত্রে—কতখানি সহায়তা আশা করিতে পারে, তাহা আলোচনা করিয়াছেন। তুরস্কের বিশেষ স্বার্থগুলি বিপন্ন হইলে সে যে প্রাণপণে তাহা প্রতিরোধ করিবে, তাহা তাহার সামরিক আয়োজন এবং রাষ্ট্রনেতাদের কথাবার্ত্তা হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে। তুরস্কের নিরাপত্তা একটা বিশেষ সীমানার উপর নির্ভর করে। এই সীমানার মধ্যে শত্রুসেনা প্রবেশ করিলেই তুরস্ক তাহার নিজ স্বার্থ বিপন্ন বলিয়া গণ্য করিবে।

তুর্কী পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট "আকশাম" নামক সংবাদপত্রটি সম্প্রতি লিখিয়াছে যে, তুরস্ক যাহাকে "নিরাপত্তার ক্ষেত্র" মনে করে বুলগেরিয়াকেও তাহার মধ্যে ধরা হয়, এবং "যদি এই দেশ দুইটি আক্রান্ত হয়, তবে তুরস্ক কিছুতেই নিরপেক্ষ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।"

সামরিক কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে এই আলোচনা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অধিক দিন চলিয়াছে, তবু ব্রিটিশ সামরিক প্রতিনিধিগণ আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পরেও তুরস্কে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা কারাবুকে তুর্কী সরকারের নূতন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাটি পরিদর্শন করিবেন। কারাবুকে ৮০ জন ব্রিটিশ কারখানা-শ্রমিক ও তাহাদের পরিবারবর্গ আছে। অতঃপর ইঁহারা থ্রেস এবং আনাতোলিয়া প্রণালী অঞ্চলে তুরস্কের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাদি পরিদর্শন করিবেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাঙলার কৃষি-মন্ত্রী

বিরাট জন-সভায় বক্তৃতা দান

বাঙলার কৃষিমন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খান গত ২৫শে জানুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় গমন করেন। ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে মাননীয় মন্ত্রী এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় কৃষিমন্ত্রী পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে অনুরোধ জানান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কৃষি, শিল্প ও খাদ্য প্রদর্শনীরও দ্বার-উদ্ঘাটন করেন। দ্বার-উদ্ঘাটন ক্রিয়ার প্রাক্কালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সমবায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতির পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রীকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং সমিতির সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বি. জি. প্রেস স্পোর্টস্

বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান

গত ২৫শে জানুয়ারী বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস স্পোর্টস্ ক্লাবের দ্বাদশ বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।

মিসেস ডেভিস কর্ত্তৃক পুরস্কার-বিতরণ কার্য্য সমাপনের পর ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জর্জ উইলফ্রিড ডেভিস সভায় মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দীর উপস্থিতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ১৯৪০ সনে তাঁহাদের ক্লাব হকি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করিয়াছে। তাঁহারা যুদ্ধ তহবিলে সাহায্যের জন্য একটি ফুটবল খেলার আয়োজনও করিয়াছিলেন; উহাতে ১,৫০০৲ টাকা সংগৃহীত হয়। ক্লাব এক্ষণে উহার জন্য সংগৃহীত চাঁদার শতকরা ১০৲ টাকা যুদ্ধ তহবিলে দান করিতেছে।

মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দর্শনে তিনি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছেন। এরূপ সহযোগিতা ব্যতিরেকে অনুষ্ঠানটি কিছুতেই এরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিত না। সদস্যদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার ভাব অনুষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

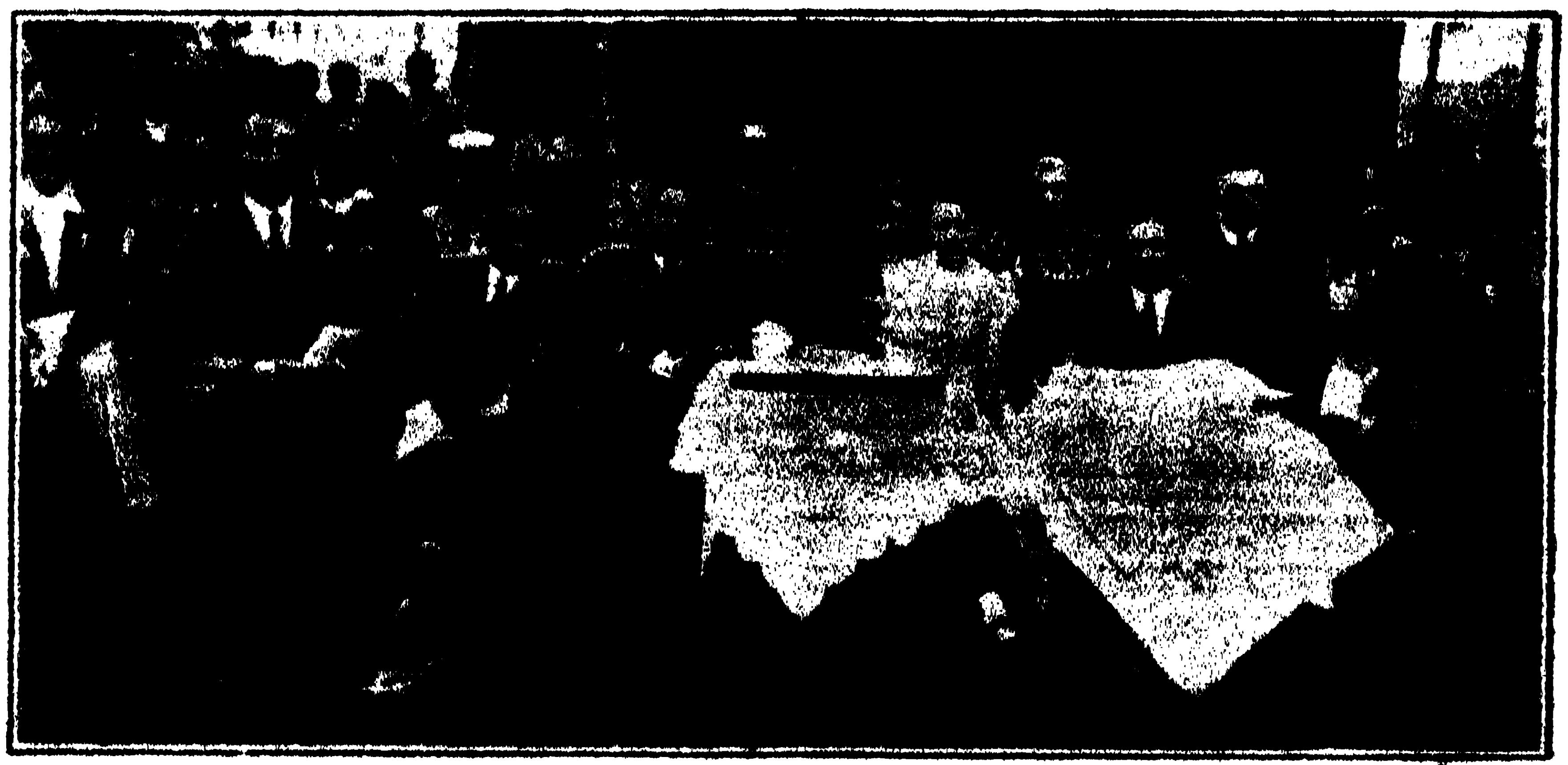

বি. জি. প্রেস স্পোর্টস্ ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলনে মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী সভাপতিত্ব করিতেছেন।

বলকানে তুরস্কের স্বার্থ

জার্ম্মাণ আক্রমণে প্রতিহত করিতে দৃঢ় সংকল্প

"টাইমস্" পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—তুর্কী গভর্ণমেণ্ট এবং সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রত্যেক আলোচনায়ই দক্ষিণ-পূর্ব্ব বল্কানে তুরস্কের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থের ক্ষেত্রগুলিতে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। সোভিয়েট সরকারের সহিত আলোচনায় তুরস্কের কর্ত্তৃপক্ষ পুনর্ব্বার এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, বল্কান অঞ্চলে তুরস্কের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আর কোনও সাহায্য করুক আর না করুক, অন্ততঃপক্ষে তুরস্কের স্বার্থ-রক্ষার প্রচেষ্টায় কোনও বিঘ্ন উৎপাদিত করিবে না।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

No. [illegible]
LIBRARY

বাঙলার কথা

[illegible] বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা

চক্রশক্তির পরাজয়ের পূর্ব্বাভাষ

আফ্রিকার রণক্ষেত্রে ও আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে একসঙ্গে অসুবিধা

[উইকহ্যাম ষ্টিড্ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত দুইটি স্থান এবং দুইটি প্রধান ঘটনার উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত দুইটি স্থানের একটি বার্দিয়া অপরটি ওয়াশিংটন। যে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে উহা হইতেছে বার্দিয়ার পতন ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্ত্তৃক কংগ্রেসের নিকট উত্তর-আমেরিকার ঐক্য সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ। উভয় ঘটনার মধ্যে কোন সাদৃশ্য না থাকিলেও, উহাদের গুরুত্বের মধ্যে বেশ মিল রহিয়াছে। উভয় ঘটনাই রোম-বার্লিন চক্রশক্তির পরাজয়ের সূচনা করিয়াছে।

সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘোষণার তাৎপর্য্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছে। গণতন্ত্র রক্ষার জন্য আমেরিকার সাহায্য প্রদান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এ-বর্ষে যে-ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন যে, আমেরিকার সাহায্য দানকে কোন ডিক্টেটরই সংগ্রামাত্মক কার্য্যের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারেন না, উহারই উপর একণে ইউরোপ ও এশিয়ার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "যুদ্ধ ঘোষণা করাই যদি ডিক্টেটরগণের মতলব হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষ হইতে কোন সংগ্রামাত্মক কার্য্যের জন্য তাঁহারা আদৌ অপেক্ষা করিবেন না।" এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তরাষ্ট্রকে সংগ্রামে টানিয়া আনা ডিক্টেটরদের মর্জির উপরই নির্ভর করে। তাঁহাদের ভয়ে যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইবে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সিদিবারাণীতে ইতালীয়ান বাহিনী যে-সময় জেনারেল ওয়াভেলের সৈন্যবাহিনীর হস্তে দ্বিতীয়বার পরাজয় বরণ করিতেছিল ঠিক সে-সময় উক্ত ঘোষণাবাণী প্রচারিত হওয়ায় উহার গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে যখন বৃটিশ বিমান বাহিনী প্রাণপণে হিটলারের আক্রমণ হইতে ইংলণ্ডকে রক্ষা করিতেছিল, সে-দুর্দিনে যদি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উক্ত মর্ম্মে কোন ঘোষণাবাণী প্রদান করিতেন, তাহা হইলে উহাকে সকলে গণতন্ত্র রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত দুর্ব্বলের সাহায্য করার দৃঢ় সংকল্প বলিয়া গ্রহণ করিত। একণে যখন বৃটেন, মিসর ও গ্রীসে গণতন্ত্র-রক্ষায় নিজেদের সৌর্য্যবীর্য্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়া শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে, তখন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত উক্ত ঘোষণাবাণী [illegible] প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিবে। গণতন্ত্রের [illegible] যে প্রশ্ন [illegible] রহিবে, [illegible] ঘোষণাবাণী তাহা [illegible] দিয়াছে।

[illegible]

কি, বেদা ফম্‌। বার্দিয়ার পতন হইতে বুঝা যাইতেছে, ইতালীয়ানরা যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক। তাহা না হইলে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল এত সহজে ৩০,০০০ ইতালীয়ান সৈন্যকে বন্দী করিতে পারিত না। যুদ্ধে মাত্র তাহাদের ৪০০ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। অবশ্য ইহা কতকটা সত্য যে, একই সময় জল, স্থল ও আকাশ হইতে আক্রান্ত হওয়ায় ইতালীয়ানদের বাধা দানের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ইহা বলা যায়, যদি বর্ত্তমান সংগ্রামের প্রতি ইতালীয়ানদের লেশমাত্রও সহানুভূতি থাকিত, তাহা হইলে সিদি-বারাণী ও বার্দিয়ায় তাহারা এমনভাবে আত্মসমর্পণ নিশ্চয়ই করিত না। কারণ বিগত মহাসমরে আমি স্বচক্ষে ইতালীয়ানদিগকে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। সিদি-বারাণী, বার্দিয়া এবং আলবেনিয়ায় ইতালীয়ানদের দুর্গতি দেখিয়া মনে হয়, ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে সামরিক বুদ্ধিমত্তা একেবারে লোপ পাইয়াছে। তাহাই যদি না হয়, তবে ইতালীকে একটি সামরিক জাতিতে পরিণত করিয়া ইতিহাসে মুসোলিনীকে দ্বিতীয় রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার আসন দান করাই যাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহাদের এমন শোচনীয় অবস্থা হইবে কেন?

বার্দিয়ার ঘটনা দুইজন ডিক্টেটরের মধ্যে একজনের পতন আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আমি ইহা বলিতেছি না যে, ফ্যাসিজমের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে।

মুসোলিনী যতটা শক্তভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, মিসর ও লিবিয়ায় তাঁহার সেনাপতিরা ততটা শক্তভাবে আসর জমাইয়া বসিতে পারেন নাই। ইতালী-রাজেরও সৌভাগ্য যে তিনি মুসোলিনীর কৃপায় সম্রাট ও আলবেনিয়ার রাজা উপাধি লইয়া বসিয়া আছেন। মুসোলিনী এবং ফ্যাসিষ্ট পুলিশ-বাহিনী ইতালিয়ানদিগকে এতটা পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তদুপরি মুসোলিনী একণে হিটলারের উপর নির্ভরশীল এবং হিটলার তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া পারেন না। [illegible] বার্দিয়ার পতনের দরুণ ইতালীতে সাংঘাতিক রকমের কিছু ঘটিবে, তেমন আশঙ্কা আমার নাই।

জেনারেল ওয়াভেলের অর্দ্ধেক [illegible] প্রধানতঃ অন্য দিক দিয়া; ইহার দরুণ মিসর ও সুয়েজ [illegible] আপাততঃ বিপন্মুক্ত হইল। মধ্য-প্রাচ্যে সংগ্রাম পরিচালনা সম্পর্কে হিটলার এবং মুসোলিনী [illegible] ছিলেন, বার্দিয়ার পতনে উহা পণ্ড হইয়া গেল। ইতালীয়ানদের শোচনীয় পরাজয়ের [illegible] আফ্রিকায় সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া ফরাসী-অধিকৃত অঞ্চলে, ছড়াইয়া পড়িবে এবং আবিসিনিয়ার ইতালীয়ান উপনিবেশ মধ্যে [illegible] হইবে। [illegible] এ-ব্যাপারে [illegible] করিবে। কারণ আবিসিনিয়ার [illegible] সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। এমন কি চক্রশক্তির অনাক্রমণ সহযোগী জাপানেও ইহার প্রভাব অনুভূত হইতে থাকে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘোষণার ফলে বৃটিশ [illegible] চীনবাসীদের প্রাণে সাহস ও আশার সঞ্চার করিবে।

[illegible] আলবেনিয়াতে [illegible] হিটলারের [illegible] বার্দিয়াকে একটা বড় রকমের পরাজয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। হিটলারের সামন্ত রাষ্ট্রসমূহেও এ-সংবাদ পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে না; শুধু জার্ম্মাণ বাহিনী একেবারে আনন্দিত হইবে না। [illegible] জার্ম্মাণীর অন্যায় দাবী-দাওয়ার নিকট সহজে মাথা নত করিতে চাহিবে না। মোটের উপর, বার্দিয়াকে একটা বড় রকমের যুদ্ধে জয়লাভের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বার্দিয়া ও ওয়াশিংটনের ঘটনা দুইটি একত্রে বিচার করিলে বলিতে হয়, উহারা সমবেতভাবে গণতন্ত্রের সম্মুখে জয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আগামী সিভিল-সার্ভিস পরীক্ষা

আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ১৫ই মার্চ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত আগামী ৫ই জানুয়ারী (১৯৪২) হইতে দিল্লীতে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। বোম্বে, মাদ্রাজ, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ইষ্টার্ণ ষ্টেট্‌স্ এজেন্সীর রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক আবেদনপত্র মঞ্জুর করিবার শেষ তারিখ হইতেছে ১৯৪১ সালের ১৫ই মার্চ।

আবেদন করিবার মুদ্রিত ফর্ম এবং তৎসহ পরীক্ষার নিয়মাবলী ও পাঠ্য তালিকা কলিকাতার [illegible] বিজ্ঞপ্তি-এর আকারে ও স্বরাষ্ট্র বিভাগে বাঙলা সরকারের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিলে পাওয়া যাইবে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্তী বা অন্য স্থানে পুনরায় যে-কোন বন্দরে না থামিয়া যাইতে পারে এবং কোনটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও [illegible] মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, সুদূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে [illegible] হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৭ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

জাপানের রাজনীতি

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ত্রি-শক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতেই জাপানী রাজনীতিজ্ঞরা যে বেশী পরিমাণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, জাপানী 'ডায়েট' সভায় মিঃ মাৎসুওকার বক্তৃতা হইতে তাহা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি আমেরিকানদের ক্রোধের উদ্রেক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফ্রান্সের আকস্মিক পতনের ফলে জাপানীরা ধারণা করিয়াছিল যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর জয় সুনিশ্চিত এবং তাহা মনে করিয়াই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রশান্ত মহাসাগরে অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠার আশায় অবিলম্বে জার্ম্মাণীর সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিল। জার্ম্মাণীও জাপানের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সম্মতি দেয়; কারণ বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য প্রদান ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য জাপানের সাহায্য অপরিহার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

অন্যান্য বড় বড় শক্তিগুলি যখন ইউরোপীয় সংগ্রামে ব্যস্ত, এই সুযোগে জাপান এশিয়ায় 'নব-বিধান' প্রবর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। জাপানের মতলব অবশেষে ফাঁসিয়া গিয়াছে এবং নানা দিক দিয়া তাহার দায়িত্বের সীমা প্রসারিতই হইয়াছে মাত্র। ফরাসী ইন্দো-চীনে জাপান কতকটা সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে এবং হল্যাণ্ডের অধীনস্থ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতেও কতক পরিমাণ অশোধিত তৈল আমদানী করিতে পারিয়াছে। লাভের দিক দিয়া এই সুবিধাই জাপান এ-পর্য্যন্ত আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে ক্ষতির দিক দিয়া জাপানের অসুবিধা বাড়িয়াছে অনেক। চীনদেশে জাপানীদিগকে বর্ত্তমানে আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই অগ্রসর হইতে হইয়াছে। চীনের যুদ্ধে জাপানের যে এ-পর্য্যন্ত দশ লক্ষ সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা নিজেরাই তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, চিয়াং-কাইশেকের অধীনে বিশ লক্ষ সৈন্য ও ২০০ এরোপ্লেন রহিয়াছে। রুশিয়ার সহিত যে চুক্তি হওয়ার কথা ছিল, তাহা এ-পর্য্যন্তও অসম্পূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। জাপান মনে করিয়াছিল—যুদ্ধের ফলে গ্রেট-বৃটেন কাবু হইয়া পড়িবে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গিয়াছে যে, বৃটেন ব্রহ্ম-চীন রাস্তা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে এবং সিঙ্গাপুরের ডিফেন্সের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সুদৃঢ় করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ইহাই যে, আমেরিকার মনোভাব জাপানের প্রতি আরও বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নূতন নির্ব্বাচনের ফলে পুনঃ-নির্ব্বাচিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বৃটেনের প্রতি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জেনারেলিসিমো চিয়াংকে ২ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দান করিয়া এবং যুদ্ধ-প্রয়োজন হইতে আমেরিকান ব্যবসায়ী-দিগকে অপসারিত করিয়া আমেরিকা প্রকারান্তরে জাপানের প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতাই প্রদর্শন করিয়াছে। জাপানের প্রতি আমেরিকার মনোভাব সম্পর্কে মিঃ মাৎসুওকার জবানীতেই বলা চলে—"উড়ো-জাহাজ, যন্ত্র-পাতি, বিমান চালনার তৈল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সমর-সম্ভার জাপানে রপ্তানী করার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ জারী করা হইয়াছে এবং আমেরিকান নৌ-বাহিনীর প্রধান অংশকে প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন করা হইয়াছে।"

জাপানের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও তত সুবিধা নহে। নিষেধাজ্ঞা ও অবরোধের ফলে জাপানী বাণিজ্যের বিরাট ক্ষতি হইতেছে। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের তুলনায় দ্রব্যাদির মূল্য জাপানে শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৈনিক তিন বেলার পরিবর্ত্তে এক বেলা করিয়া আহার করার জন্য জাপানীদিগকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; পক্ষান্তরে সরকারী বাজেটে খরচের পরিমাণ দিন-দিনই অসম্ভবরূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। এসব কারণ পরম্পরায় জাপানের অবস্থা প্রকৃতই অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি সুযোগ থাকিত, তবে জাপান হয়ত তাহার বর্ত্তমান নীতি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদবর্ত্তনই করিত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে ধ্বংসের পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক—এই পথে তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। জাপান বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহার সম্মুখে একটা বড় রকম রাজনৈতিক ও আর্থিক বিপদ আসন্ন হইয়া আসিতেছে। জাপানের নেতৃবর্গ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একখানা সঙ্কীর্ণ তক্তার উপর দিয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন এবং পশ্চাতে ফিরিতে গেলে তাল সামলাইতে না পারিয়া যে কোন সময় তাঁহাদের পতন ঘটিতে পারে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই অনিচ্ছা সত্বেও জাপানকে বর্ত্তমান অনুসৃত পথেই অগ্রসর হইতে হইতেছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও ভারতবর্ষ

ভূমধ্য-সাগর অঞ্চল, আলবেনিয়া ও আফ্রিকায় ইটালীর বাহিনীর পরাজয় এবং ত্রব্রুকের পতন হওয়ার পর ভারতের পক্ষে যুদ্ধ-ভীতি অনেকাংশে দূর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন। কিন্তু এরূপ ধারণার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইটালীর এই সব পরাজয়ের মধ্যে পশ্চিম দিক হইতে ভারতের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অবশ্য কতকাংশে বিদূরিত হইয়াছে; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত না জার্ম্মাণীর পরাজয় হইবে এবং সমগ্র বিশ্বে নাৎসী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, সে-পর্য্যন্ত বিপদ দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। ইটালীয়দের অপেক্ষা জার্ম্মাণরা অনেক বেশী পরিমাণে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। এই ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মনে রাখা সকলেরই উচিত:—

(১) ইটালীয়ানরা প্রকৃতপক্ষে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত নহে। প্রকাশ,—ইটালীর পতনের সম্ভাবনা দেখা দিলেই জার্ম্মাণরা আসিয়া ইটালী দখল করিয়া লইবে এবং ইটালীর পক্ষ হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করিবে।

(২) বৃটেনের মারফতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের (ভারতসহ) জনগণ মানবীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। যদি এই সংগ্রামে বৃটেনের পরাজয় ঘটে, তবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সবগুলি দেশেরই বিপদ ঘটিবে। কাজেই বলা চলে—যে পর্য্যন্ত না জার্ম্মাণীর পরাজয় ঘটিবে, সে পর্য্যন্ত বিপদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

(৩) বর্ত্তমানেও জার্ম্মাণীর সৈন্যসংখ্যা ৭০ লক্ষ। সমগ্র পৃথিবীতে সৈন্য সংখ্যার দিক দিয়া জার্ম্মাণ-বাহিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৪) বাণিজ্য জাহাজের শক্তিতেই প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক বাণিজ্যের জীবন-শক্তি। প্রকাশ্যতঃ জার্ম্মাণ সাবমেরিন ও বিমানবহরই বাণিজ্য জাহাজসমূহের ক্ষতি করিতেছে। এই দিক দিয়া ইটালীয়ানদের পরাজয় তেমন গুরুতর বিশেষ কার্যকরী হয় নাই।

(৫) বর্ত্তমানে বলকান অঞ্চলে জার্ম্মাণীর যে সেনা-বাহিনী সমবেত হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ যে-কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারে এবং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে যে, তুরস্কই প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমানে ভারতের রক্ষণব্যবস্থার সীমান্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবিসিনিয়ার বিদ্রোহ

কাসালা পুনরধিকারের পর বৃটিশ-বাহিনী ইটালীয়ান সেনাদলের পশ্চাদানুসরণ করিয়া ইরিট্রিয়ার অভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হওয়ায়, একদিক দিয়া সুদান আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা যেমন কাটিয়া গিয়াছে, অপর দিক দিয়া লোহিত সাগরের তীরবর্তী মাসাওয়া বন্দরও অধিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালিয়ান বাহিনী এ-পর্য্যন্ত দেশীয় নৌকার সাহায্যে আরব দেশ হইতে রসদ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল। বৃটিশ প্রহরী জাহাজগুলির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়াও এই সব দেশীয় নৌকা অনায়াসে ইটালীয়ান বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আবিসিনিয়ায় বিদ্রোহের অনলশিখা তীব্রতরভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ পরিচালনায় সুশিক্ষিত ও অস্ত্র-সজ্জিত আবিসিনিয়ান সেনাদল বিভিন্ন স্থানে সমাবিষ্ট ইটালীয়ান বাহিনীসমূহের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়া দিবার জন্য পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চেষ্টা পাইতেছে। এক্ষণে ইহা জানা গিয়াছে যে, গত পাঁচ মাস যাবতই বৃটিশ সামরিক অফিসারগণ গোপনে আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করিয়া হাবসীদিগকে ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল।

বিদেশে জার্ম্মাণ গুপ্তচর প্রেরণের ফন্দী

অর্থের বিনিময়ে জার্ম্মাণীর বন্দী মুক্তির প্রস্তাব

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, জার্ম্মাণ সরকার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সচিব কর্ডেল হালের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক বা জাতিগত কারণে যে সকল বিদেশবাসী জার্ম্মাণীতে আশ্রয়লাভ করিতে আসিয়া জার্ম্মাণ বন্দী-শিবিরগুলিতে অন্তরীণ হইয়াছে, জার্ম্মাণী অর্থের বিনিময়ে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রতি সপ্তাহে এইরূপ দেড় হাজার বন্দীকে ট্রেনযোগে পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবনে পাঠান হইবে। ইহার জন্য জার্ম্মাণীকে লোক পিছু ৫০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারীরা মনে করিতেছে যে, ইহা দ্বারা জার্ম্মাণীর বিদেশে গুপ্তচর চালান করিবার সুবিধা হইবে।

পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-কেন্দ্র

বিভাগীয় ডিরেক্টর কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বাঙলা দেশের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম, ইস্‌হাক, আই, সি, এস, বিগত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং পল্লী-উন্নয়নের বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি ২৭শে জানুয়ারী তারিখে গুড়গাঁও ট্রেনিং কেন্দ্রে শিক্ষার্থী শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মুখে পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। উভয় বক্তৃতাই খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ণভাবে মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা

প্রার্থীগণ সম্পর্কে নূতন বিধি-ব্যবস্থা

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য দিল্লীতে যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে, উহাতে পরীক্ষার্থীদিগের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ গত কয় বৎসরের মধ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টকে আবার পরীক্ষার্থীদিগের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং শুধু উপযুক্ত প্রার্থীদিগকে পরীক্ষার জন্য গ্রহণের বিষয় চিন্তা করিতে হইয়াছে। নিম্নে প্রার্থীদিগের সংখ্যা প্রদত্ত হইল:—

সন।		পরীক্ষার্থীদিগের সংখ্যা।	পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি প্রার্থীদের সংখ্যা।
১৯৩৭	..	২৬৪	৪৭৯
১৯৩৮	..	৩৯২	৫৬০
১৯৩৯	..	৩৬৯	৫৫৮
১৯৪০	..	৪৬৭	৬৩৭

পরীক্ষকগণ তাঁহাদের রিপোর্টে মন্তব্য করিয়াছেন যে, পরীক্ষার্থীগণের অধিকাংশই ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি প্রদান করা ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং পরীক্ষার্থীগণের সময় ও শক্তি-সামর্থ্যের অপচয় মাত্র। সুতরাং যত শীঘ্র অনুপযুক্ত প্রার্থীগণকে বাদ দেওয়া যায়, ততই মঙ্গল। এত অধিক প্রার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা কমিশনের সাধ্যাতীত। এই কারণে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্যবস্থা করা হয় যে, যাঁহারা লিখিত পরীক্ষায় আবশ্যক নম্বর পাইবেন, শুধু তাঁহাদিগকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হইবে। ইহা সত্ত্বেও লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীগণের উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা রহিয়া গেল। বিগত ১৯২১ সনে লণ্ডনে সিভিল সার্ভিস কমিশনারগণ পরীক্ষার্থীগণের সংখ্যা মাত্র দুইশতে সীমাবদ্ধ করিবার প্রস্তাবটির সমর্থনে বলেন, পাব্লিক সার্ভিস সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, প্রার্থীদিগের সংখ্যা দুইশতের অধিক হইলে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রত্যেক প্রার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহার গুণাগুণ বিচার করা যাইতে পারে না। এমতাবস্থায় ভারত গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বার্থের খাতিরে প্রার্থীগণের সংখ্যা হ্রাস কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। গত কয় বৎসর হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিব এ-সম্পর্কীত বিভিন্ন প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করিয়া এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, নিম্নে প্রদত্ত ব্যবস্থাটিই উক্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় এবং উহাতে অসুবিধাও কম।

উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় বসিতে দেওয়ার পূর্ব্বে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান করা হইবে। প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের পর কোন কোন প্রার্থী বাদ পড়িয়া যাইবে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন কোন পরীক্ষায় বিশেষতঃ ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস পরীক্ষায় এ-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে বলবৎ আছে এবং সে-ক্ষেত্রে উহার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ১৯২২-১৯২৮ সন পর্য্যন্ত গৃহীত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে মাত্র ৩০০ পরীক্ষার্থী গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ২৭৫টি আসন বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বণ্টন হইবে। বাকীর দেওয়া জন্য ২৫টি আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। অবশিষ্ট ২৫টি আসন ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করিতে পারিবেন। নির্দ্দিষ্ট এলাকাগুলির মধ্যে চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি ধরা হইয়াছে।

[illegible]

বৃটেনের বহির্বাণিজ্য

রপ্তানী হইতে আমদানীর আধিক্য

গত ডিসেম্বরের হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪০ সালে রপ্তানীর তুলনায় বৃটেনে মোট ৬৬০,৫৯৬,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ বেশী আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালেও আমদানীর পরিমাণ বেশী ছিল, তবে ১৯৪০ সালে রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য উহা অপেক্ষাও ২৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড বেশী।

ডিসেম্বরের বাণিজ্যের পরিমাণও সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। এই মাসে মোট ২৫,০৫০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ মাল বিদেশে রপ্তানী হয়; ইহা অক্টোবর এবং নভেম্বর উভয় মাসের হিসাব হইতেই ভাল। এই মাসে মোট আমদানীর পরিমাণ ৭৩,৫৭৫,০০০ পাউণ্ড। ইহা ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের সংখ্যা হইতে ১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড কম। ঐ বৎসরের তুলনায় ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে কিঞ্চিদধিক ১৭,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী ও প্রায় ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড পরিমাণ কাঁচা-মাল কম আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই মাসে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ৯,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কারখানাজাত মাল বেশী আমদানী হইয়াছে। যানবাহন, লৌহ এবং ইস্পাত আমদানীই এই পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ। যানবাহনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানী করা বিমানপোতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তাঁত-শিল্প তথ্য সংগ্রাহক কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ পি. জে, টমাস ও উক্ত কমিটির সেক্রেটারী পাটনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কমিটির সদস্যগণ ১ সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিয়া সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার এবং আরও কতিপয় অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাঙলার তাঁত-শিল্প এবং কাপড়ের কল সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন। কমিটি বাঙলার কয়েকটি প্রধান প্রধান বয়ন-কেন্দ্র পরিদর্শন করিবেন।

[১ম কলমের শেষ]

যদি কোন এলাকায় কোন বৎসর প্রার্থীগণের সংখ্যা উক্ত এলাকার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে প্রার্থী নির্ব্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি নির্ব্বাচন কমিটি গঠিত হইবে:—

প্রেসিডেণ্ট:—ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের জনৈক সদস্য; অন্যান্য সদস্যগণ:—প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বা তৎকর্ত্তৃক মনোনীত প্রাদেশিক সার্ভিস কমিশনের জনৈক সদস্য; গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অথবা শিক্ষা বিভাগের জনৈক প্রতিনিধি; গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত শাসন বিভাগের জনৈক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী এবং গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত জনৈক বে-সরকারী সদস্য।

নির্ব্বাচন কমিটি উক্ত এলাকার প্রার্থীগণকে সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী নির্ব্বাচন করিবেন। আগামী ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে পরীক্ষা গ্রহণের সময় উক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে। বর্ত্তমান ১৯৪১ সনের ১৪ই মার্চ্চের পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী হইলে, তথাকার পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। যাঁহারা বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে আছেন, তাঁহাদের আবেদনপত্রগুলি ১৯৪১ সনের ৩১শে মে তারিখের পূর্ব্বে সরাসরিভাবে ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের নিকট পৌঁছা চাই। ১৯৪১ সনের জুলাই মাসের প্রথম ভাগে প্রার্থীগণকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হইতে পারে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী, চীফ কমিশনার অথবা দেশীয় রাজ্যের পলিটিক্যাল অফিসারের নিকট আবেদনের ফরম ও নিয়মাবলী পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড

নূতন সদস্যদের নাম

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর নিম্নলিখিত সদস্য-সমবায়ে বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ড পুনর্গঠন করিয়াছেন:—

চেয়ারম্যান—বাঙলার রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য (পদাধিকার বলে)। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি—(১) মিঃ এ. পি বেন্থাল (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স); (২) মিঃ বি, সি, ঘোষ (বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স); (৩) মিঃ মোহনলাল লাখুটিয়া শাহ (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স); (৪) মিঃ এস, এ, আক্তার (মোসলেম চেম্বার অব কমার্স); (৫) বাবু হরিকৃষ্ণ খাণ্ডারিয়া (মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন); (৬) মিঃ অশ্বিনীকুমার ঘোষ (বঙ্গীয় মহাজন সভা)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি—(১) ডাঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); (২) অধ্যাপক এইচ. এল, দে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

কৃষক-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি—(১) খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেমউদ্দীন হোসেন, এম, এল, সি; (২) মিঃ বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, এম, এল, এ।

শ্রমিকদের প্রতিনিধি—(১) ডাঃ এ, এম, মালিক।

অন্যান্য বে-সরকারী প্রতিনিধি—(১) মিঃ উপেন্দ্রনাথ এডবার, এম, এল, এ; (২) মিঃ আবদুল করিম, এম, এল, এ।

অন্যান্য সরকারী প্রতিনিধি—(১) অধ্যাপক সি, সি, মজুমদার (প্রেসিডেন্সী কলেজ); (২) মিঃ এইচ, এস, ইসলাক, আই, সি, এস, (বাঙলার পল্লী-সংস্কার বিভাগের ডিরেক্টার)।

পদাধিকার বলে সদস্য—(১) বাঙলার সেবার কমিশনার; (২) বাঙলার ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ ও সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টার; (৩) বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার; (৪) বাঙলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার; (৫) বাঙলার সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার; (৬) প্রেসিডেন্সী কলেজের ইকনমিক্স-এর সিনিয়র প্রফেসার; (৭) বাঙলার সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসার।

বাবু নীহারচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সি, সি, এস, বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল

ব্যবস্থা-পরিষদে আলোচনা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে তিন ঘণ্টাকাল তুমুল বিতর্কের পর বাঙলার অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সুহ্রাওয়ার্দীর প্রস্তাবক্রমে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বলিত বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিলের আলোচনা চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পুনর্বিবেচনার্থ প্রেরণ করার জন্য বিরোধী দল হইতে উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাব ৫৪—৯০ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সিলেক্ট কমিটি মূল বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিলের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মূল বিলের প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার কমিটি শতকরা ২৲ টাকা হইতে কমাইয়া ১॥৹ টাকা করিয়াছেন। কমিটি বিলে এইরূপও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আমদানী-কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ১০ হাজার টাকার অধিক হইলে, তাঁহাদিগকে ঐ ট্যাক্স দিতে হইবে; অন্যান্য শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইলে, তাহাদের উপর ঐ ট্যাক্স ধার্য্য হইবে। যেসব দ্রব্যের তালিকা বিলের আওতায় আসিবে না, কমিটি সেইগুলির তালিকা কিছু বাড়াইয়া দিয়াছেন।

গত ১১ই তারিখ হইতে বিলের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইয়াছে।

পূর্ব-আফ্রিকায় ইটালীয়দের অবস্থা

আবিসিনিয়ায় ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা

আফ্রিকায় ইটালীয়দের অবস্থা সম্পর্কে মেজর-জেনারেল স্যার চার্লস গয়ান সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্নে আমরা তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

পূর্ব আফ্রিকায় ইটালীয়দের অবস্থা বর্ত্তমানে মোটেই সুবিধাজনক নহে। ক্রমে যে এই অবস্থার কোন উন্নতি হইবে, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। তবে ব্রিটিশ আক্রমণের ফলে বা কোনও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়ায় ইটালীয়েরা পূর্ব্ব-আফ্রিকায় শীঘ্রই পরাজিত হইবে ও আত্মসমর্পণ করিবে, ইহাও মনে করা চলে না। ইটালীর পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে যেমন ব্রিটিশ আক্রমণের ভয় আছে, তেমনি আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আশঙ্কাও যথেষ্ট। বরফ সেদিকে ভূভাগ অসমতল হওয়ায় এবং যানবাহন চলাচলের অসুবিধার দরুণ বাহির হইতে রাজ্যের অপেক্ষাকৃত সামান্য অংশেই আক্রমণ চালানো সম্ভব।

এরিট্রিয়া, ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়া, এই তিনটি রাজ্য লইয়াই ইটালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য গঠিত। ইহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দেশ দুইটি বহুকাল হইতেই ইটালীর অধীনে আছে, কেবল আবিসিনিয়াই মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জয় করা হইয়াছে।

এই ইটালীয় সাম্রাজ্যের শুধু উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই ইটালীয় শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। ঐদিক হইতে আরম্ভ না হইলে কোনও বিদ্রোহ সফল হওয়া সম্ভবপরও নহে; কারণ মাত্র ঐ অঞ্চলগুলিতেই সুদান হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য প্রকার সাহায্য পাওয়া চলে। আদিস-আবাবার চতুর্দ্দিকের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কোনও সশস্ত্র ও সুপরিচালিত বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলা সহজ নহে।

প্রথমে আবিসিনিয়ার টানা-অঞ্চলেই বিদ্রোহ ব্যাপক হইয়া দেখা দিবে বলিয়া মনে হইতেছে। বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ অগ্রগামী বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াও যুদ্ধ চালাইতে পারে।

এরিট্রিয়াতে যদি ব্রিটেন বড় রকম একটা জয় লাভ করিতে পারে, তবে সম্ভবতঃ তাহা তাহা হাবসীরা বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত হইবে। ফলে সেখানে ইটালীয়দের শাসন-ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।

আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের নকল

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক নূতন আই, এল, ও, গঠনের প্রয়াস

আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আই, এল, ও (ইন্টার ন্যাশন্যাল লেবার অফিস)-এর অনুকরণে ইউরোপের জন্য একটি মেকী শ্রমিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার জন্য জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে বিশেষ রকম চেষ্টা করিতেছে। জেনেভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের দায়দায়িত্ব তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য জার্ম্মাণী সুইস্ সরকারকে অনুরোধ করিয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে জার্ম্মাণী বলিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের সকল দেশের উপরই জার্ম্মাণী এক রকম কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের অফিসটিও তাহাদের হাতেই থাকা উচিত। এইখান হইতে জার্ম্মাণী বিভিন্ন দেশের সামাজিক এবং শ্রমিক সমস্যাগুলির সমাধানে সাহায্য করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণের জন্য জার্ম্মাণীরা বর্ত্তমানে জেনেভা হইতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সরকারী মুখপত্রটির অনুকরণে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ১১ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার যে সকল জেলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, তাহাদের নাম দেওয়া হইল:—

জেলা।		রোগ।	আক্রান্ত লোকের সংখ্যা।
২৪-পরগণা	..	কলেরা	৩১১
কলিকাতা	..	,,	৭৫
যশোহর	..	,,	৮৫
ফরিদপুর	..	,,	১৩১
বাখরগঞ্জ	..	,,	৩৮১
ত্রিপুরা	..	,,	৩৫৫

		মৃত্যুর সংখ্যা।
২৪-পরগণা	,,	১৫৭
ফরিদপুর	,,	৭৭
যশোহর	,,	৭১
বাখরগঞ্জ	,,	২৩৩
ত্রিপুরা	,,	১৮১

কলিকাতায় সে সপ্তাহে বসন্ত রোগে ১২৯ জন আক্রান্ত এবং ৮১ জনের মৃত্যু হয়।

আসানসোল, যশোহর সদর এবং কলিকাতায় মেনিঞ্জাইটিস্ রোগ দেখা গিয়াছে।

গত ১৮ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় যেরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপে হইয়াছিল, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	৪২০
কলিকাতা	..	..	৭৭
যশোহর	..	..	৬২
চট্টগ্রাম	..	..	১২৪
ফরিদপুর	..	..	৬০
বাখরগঞ্জ	..	..	২৮৯
ত্রিপুরা	..	..	২৭০

কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	২০৪
চট্টগ্রাম	..	..	৭৬
বাখরগঞ্জ	..	..	১৭১
ত্রিপুরা	..	..	১৪৪

বসন্তে আক্রান্তের সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	৭৩
কলিকাতা	..	..	১৫২
ঢাকা	..	..	৬৫

বসন্তে মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	..	..	৫৭
কলিকাতা	..	..	৯৮

সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মহোদয় ছুটি ভোগ করিতে যাওয়ায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এস, এম, আকরম সরকারী কর্ত্তৃক ১৯৪০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

নোয়াখালী জেলায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

গত নভেম্বর মাসের বিবরণী

বিগত নভেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ও সার্কেল অফিসারগণ মফঃস্বলে ভ্রমণকালে বক্তৃতার সভা করিয়া লোকদিগকে পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপযোগী রবি ফসলের, শীতকালের শাকসব্জী ও শস্য-খাদ্য আবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। গ্রাম্য স্বেচ্ছাসেবকগণ জেলার বিভিন্ন স্থানে কচুরীপানা পরিষ্কার ও জঙ্গল কাটিয়াছে। দক্ষিণ সাতারা আদর্শ গ্রামে কচুরীপানা ও অন্যান্য জঙ্গল গাছ-গাছড়া পরিষ্কারের কার্য্য বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। দক্ষিণ বালেবাড়ী আদর্শ গ্রামেও অনুরূপ কার্য্য করা হইয়াছে। আলোচ্য মাসে নৈশ-বিদ্যালয়গুলি, পাঠাগারসমূহ ও পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ সন্তোষজনক কাজ করিয়াছে। এরন্দালপুরে একটি নূতন বয়স্কদের শিক্ষা-কেন্দ্র ও গ্রাম্য পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। রামগঞ্জ থানার পানপাড়াতে নারিকেল ছোবড়া বাহির করিবার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য মাসে ইহার কাজ খুব ভাল চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রাম-কর্মীদলসমূহ ভাল কাজ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। [প্রেসনোট]

দিনাজপুর মধ্য-পশ্চিম মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্র

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের উপ-নির্ব্বাচন

খান বাহাদুর মৌলভী মহিউদ্দীন আহ্মদ, এম, এল, এর মৃত্যু হওয়ায় দিনাজপুর মধ্য-পশ্চিম (পল্লী) মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার স্থানে একজন নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১৮ই ফেব্রুয়ারী রিটার্ণিং অফিসারের (দিনাজপুরের সদর মহকুমা হাকিম) নিকট মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার শেষ দিন এবং আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী উক্ত মনোনয়ন-পত্র পরীক্ষা করা হইবে।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহের সাহায্য

সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্পর্কে গভর্ণরের আবেদন

"যদিও যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারে অর্থ অন্যতম শক্তি-স্বরূপ, তথাপি কেবল মাত্র অর্থ সাহায্য দ্বারাই যুদ্ধ প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। সকল শ্রেণীর লোকের সর্ব্বান্তঃকরণের উত্তেজনা এবং সহযোগিতাকে আমি উহার চাইতে অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি।"

গত ২৯শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জেলা যুদ্ধ কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতে গিয়া বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

গত ২৭শে জানুয়ারী এক বিরাট জন-সভায় কমিটি তাঁহাকে যে এক লক্ষ টাকা উপহার প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কমিটির সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ময়মনসিংহ জেলা বর্ত্তমানে একটি যুদ্ধ বিমানের মূল্যের প্রায় সমতুল্য অর্থ প্রদান করিয়াছে এবং মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পূরা টাকা সংগৃহীত হইলে যুদ্ধ কমিটি উক্ত যুদ্ধ বিমানের নামকরণ করিবে "ময়মনসিংহ—নং ১"।

সমগ্র জেলায় যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা জন্মাইয়া দিবার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন; কারণ ইহা ব্যতীত সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টা সম্ভবপর নহে।

অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর জেলার সিভিক-গার্ড দলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কারণ তাঁহারা তাঁহাদের অবসরের আরাম বিসর্জ্জন দিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সিভিক গার্ড একটি চিরস্থায়ী ও মূল্যবান্ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হইবে।

পাটের বাজারের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মন্তব্য করেন যে, কিছুটা অত্যধিক ফসলে এবং কতকটা যুদ্ধের ফলে ইউরোপীয়ান মার্কেটে ব্যবসায়ের টানাটানিতে পাটের বাজারে বর্ত্তমানে উক্তরূপ সঙ্কট আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বলেন যে, যাঁহারা এই সভায় উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে কৃষকগণকে এই ব্যাপার বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া এবং তিনি আশা করেন যে, তাহাদিগকে কোনরূপ মিথ্যা আশা প্রদান কিম্বা তৎসম্পর্কে কোন প্রকার অঙ্গীকার করা উচিত নহে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে উৎসাহবাণী প্রদান করিলেন, তজ্জন্য যুদ্ধ কমিটির তরফ হইতে জেলা জজ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি আশা করেন যে, মহামান্য গভর্ণর যে কথা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন, ময়মনসিংহের সিভিক গার্ড দল তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে।

সভা ভঙ্গের পর গভর্ণর বাহাদুর সার্কিট হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন।

লেডি মেরী হার্ব্বার্ট রোমান ক্যাথলিক কনভেন্ট এবং মোসলেম বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

গভর্ণর বাহাদুর সার্কিট হাউসের সম্মুখে সিভিক গার্ড দলের একটি প্যারেড পরিদর্শন করেন।

উক্ত প্যারেডে বক্তৃতা প্রদানকালে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, যে-ভাবে নাগরিকগণ ব্যক্তিগত ভাবে স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া আসিয়া তাঁহাদের অবসর সময়ে জাতির সেবা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। সিভিক গার্ডের সংগঠনে একথা প্রতীয়মান হয় যে, জনসাধারণ তাহাদের স্বাধীনতা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বদ্ধ-পরিকর।

গভর্ণর আলীকিশোর টেকনিক্যাল স্কুল পরিদর্শন করেন এবং সেখানে জেলার দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রজনন ষাঁড়ের মালিককে সার্টিফিকেট প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সূর্য্যকান্ত হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

উক্ত দিবস প্রাতঃকালে লেডি মেরী হার্ব্বার্ট সার্কাস পার্ক, বিশপ স্কুলের "ব্লু বার্ডস্" নামে একটি দল এবং বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। অপরাহ্ন কালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এবং লেডি মেরী হার্ব্বার্টকে একটি চায়ের মজলিসে আপ্যায়িত করা হয়।

বারান্টু অধিকারে ভারতীয় সৈন্য-দলের কৃতিত্ব

গাড়োয়াল ও পাঞ্জাবী সৈন্যদলের প্রশংসনীয় বীরত্ব

গত ১লা ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে বৃটিশ দলের অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী বারান্টু অধিকার করিয়াছে। এইদলে পাঞ্জাব, গাড়োয়াল, রাজপুত ও সীমান্ত সৈন্যবাহিনীর সৈন্যেরা যুদ্ধে আগাগোড়া বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পাঁচদিন ধরিয়া ভারতীয় ব্রিগেড অপরিসর এক গিরিসঙ্কটের মধ্য হইতে যুদ্ধ চালায়। আকোর্ডাট ও বারান্টুর মধ্যবর্ত্তী পথটিতে অন্য আর একটি বাহিনী ১০ দিন ধরিয়া লড়িয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই বারান্টু অধিকার করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যবাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার করিতে ভারতবর্ষীয় পথপ্রস্তুতকারী দল যে কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় অঞ্চলেই যুদ্ধ খুব তীব্র হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ভারতীয় সৈন্যেরা বেয়োনেট চার্জ (বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া যুদ্ধ) করিয়া শত্রুগণকে তাহাদের পাহাড়ের উপরকার ঘাঁটি হইতে তাড়াইয়া দেয়। শত্রুপক্ষ তাহাদের উপর জোর আক্রমণ করিলে ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাও প্রতিহত করে। একবার শত্রুদলের দুইটি বাহিনী ইংরেজ পক্ষের উত্তর দিকের ঘাঁটি আক্রমণ করে; কিন্তু মাত্র এক ব্যাটালিয়ন ভারতীয় সৈন্যই তাহাদের নাকাল করিয়া হটাইয়া দেয়।

বারান্টুর চতুর্দ্দিক বড়ই পর্ব্বত-সঙ্কুল, অনেকটা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুরধিগম্য স্থানগুলির মত। ভারতবর্ষীয় সৈন্যেরা এইরূপ অঞ্চলের সহিত সুপরিচিত ও অভ্যস্ত থাকাতেই এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে।

বারান্টু এরিট্রিয়ার একটি বড় বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং সামরিক ঘাঁটি। ইহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।

৫০০ শত হইতে কিছু অধিক শত্রুসৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী বর্ত্তমানে বারান্টু হইতে আর ৫০ মাইল পূর্ব্বে ও ৫০ মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে আরও বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য আগোর্ডাট হইতে কেরেনের নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। প্রধান ঘাঁটির সংবাদে বলা হইয়াছে—"অতঃপর রাজধানী আসমারা দখল করিয়া সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইবে।"

নোয়াখালী জেলার জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

বাংলা সরকারের অর্থ-সাহায্য

বাংলা গভর্ণমেণ্ট নোয়াখালীর সদর হাসপাতালের উন্নতিবিধানের জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার জন্য এককালীন ৭০০্ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

আলোচ্য আর্থিক বৎসরে সংক্রামক রোগের প্রতিরোধ জন্য অতিরিক্ত অস্থায়ী স্যানিটারী ইন্স্পেক্টর ও ডাক্তার নিযুক্ত করিবার জন্য ৪,২০০্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট আরও ২,৭৬৮্ টাকা নোয়াখালীর জেলা বোর্ডকে অনুদান মঞ্জুর করিয়াছেন; এই টাকা ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনায় ব্যয় করা হইবে। এই কাজের জন্য ৫,৫২৭্ টাকা ব্যয়ে আলোচ্য বৎসর বহন করা হইবে। জেলা বোর্ড এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, উক্ত ব্যয় বহনের অবশিষ্ট অর্দ্ধেক টাকা জেলা বোর্ড দিবে এবং ভবিষ্যতে উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও বহন করিবে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে জেলা বোর্ড উপরোক্ত পরিকল্পনার কার্য্য সম্পাদন করিবে।

ফ্রান্সে নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি

জার্ম্মাণ দাবীর অবশ্যম্ভাবী ফল

অনধিকৃত ফ্রান্সের ক্রমবর্দ্ধমান শাসনব্যয় ভিসি সরকার ও ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্সের নিকট বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ফলে, অর্থ মজুদ না রাখিয়াই নোট ছাড়া হইতেছে। জার্ম্মাণী ফ্রান্সে যে সৈন্য মোতায়েন রাখিয়াছে, একমাত্র তাহার খরচ যোগাইতেই পূর্ব্বের বিনিময়-হার অনুসারে দৈনিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনার ব্যয়ও প্রায় ঐরূপই পড়ে। সুতরাং যুদ্ধের দরুণ ফ্রান্স প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে বলা চলে। ফ্রান্স আজ দুই ভাগে বিভক্ত, তাহার অধিবাসীদের আয় কম। দেশের অর্দ্ধেক খাদ্যদ্রব্য জার্ম্মাণীকে দিতে হয়। জার্ম্মাণরা ফ্রান্সের অজস্র কারখানা দখল করিয়া বসিয়া নিজেদের জন্য লোকদিগকে খাটাইতেছে। এ অবস্থায় যখন ফ্রান্সকে দৈনিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক (বার্ষিক প্রায় ১৮০ কোটি পাউণ্ড) ব্যয় করিতে হইতেছে, তখন নোটের পরিমাণ যে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

জার্ম্মাণীতে বিদেশী শ্রমিক

জার্ম্মাণীর অধীন রাজ্য হইতে বহু বন্দী ও মজুর আমদানী

বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা কত, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা কঠিন। তবে জার্ম্মাণীর "ডয়চে ভেরওয়াল্টুঙ্" নামক সংবাদপত্রে ডক্টর সাইরুপ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, যুদ্ধের প্রথম ভাগে জার্ম্মাণীতে পাঁচ লক্ষ বিদেশী শ্রমিক ছিল, কিন্তু ১৯৪০ সালের শেষের দিকে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ লক্ষে দাঁড়ায়। সর্ব্বশেষ হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে প্রায় ৫ লক্ষ পোলাণ্ডবাসী শ্রমিক কার্য্য করিতেছে। চেক্ শ্রমিকদের সংখ্যা উহার পরে,—প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার। আলসাস্ প্রদেশের ফরাসী শ্রমিকের সংখ্যা হইবে ১ লক্ষ। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রত্যেক দেশের ১ লক্ষ করিয়া লোকও জার্ম্মাণীতে শ্রমিকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। ইহা ছাড়া, যুদ্ধে ১০ লক্ষ বন্দীকেও শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটীশ বাহিনীর বিরাট বিজয়

সর্ব্বত্র ইটালীয়দের শোচনীয় পরাজয়

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক সাইরেণ অধিকৃত

কায়রো হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত এশতেহারে অগ্রগামী বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক সাইরেণ অধিকারের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

এশতেহারে লিবিয়ার রণক্ষেত্রের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, এখনও ইটালীয়রা আগোরদাত হইতে পলায়ন করিতেছে এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ফিরেণের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। বারেণ্ট্ হইতে বৃটিশ সৈন্য বাহিনী দক্ষিণাভিমুখে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

দুইখানা ট্রলার নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগীয় এশতেহারে "রেলজুজো" এবং "সুস্তা লেডী" নামক ট্রলার দুইখানা নিমজ্জনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। "সুস্তা লেডী"তে কাহারও প্রাণহানি ঘটে নাই।

আলবেনিয়ায় গ্রীক-বাহিনীর অগ্রগতি

এথেন্স বেতার বার্ত্তায় ঘোষিত হইয়াছে যে, আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ থাকা সত্বেও আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রে গ্রীক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে। উপকূল অঞ্চলে গ্রীকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে একটি উচ্চ গিরিবর্ত্ম গ্রীকদের করতলগত হইয়াছে। এই স্থানে ইটালীয়রা শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল।

আর একটী অঞ্চলে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং উহার ফলে কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং বহু সৈন্য বন্দী ও সমরোপকরণ হস্তগত হইয়াছে।

বন্দীদের মধ্যে আলপাইন বাহিনীর যে সমস্ত সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে, তাহাদের সেনাপতি পলায়িত সৈন্যদিগকে অবিলম্বে গুলী করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

আসমারা হইতে ৭০ মাইল দূরে বৃটীশ বাহিনী

এরিত্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ বাহিনী ১৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে আসমারা রেলওয়ে ষ্টেশনের ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী কেন্দ্রীয় শহর কিরেণ দখল করিয়াছে।

উত্তর আবিসিনিয়ার ইটালীয়রা গোন্দার অভিমুখে পলায়ন করিতেছে।

আফ্রিকার অভ্যন্তরে বৃটীশ বাহিনী

সারবর্ত্তির সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনী কেনিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া মুসোলিনীর পূর্ব্ব আফ্রিকার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ৬০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

বেনগাজী অভিমুখে অগ্রগতি

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, আফ্রিকার পাঁচটি রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনী সন্তোষজনকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। ব্রিটিশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার রণাঙ্গণে ব্রিটিশ বাহিনী বেনগাজী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এরিত্রিয়ার ব্রিটিশ বাহিনী কেরেনএর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সুরক্ষিত ইটালীয়ান ঘাঁটিসমূহের উপর চাপ দিতেছে। আরও দক্ষিণে টোসে এলাকার বারেণ্ট্ হইতে পূর্ব্ব দিকে পশ্চাদপসরণকারী ইটালীয়ান বাহিনীর উপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১৫ শত ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রণসম্ভারও হস্তগত করা হইয়াছে। সুদানে বিভিন্ন যুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে খুব সামান্য সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে। আবিসিনিয়ার ইটালীয়ানরা পশ্চাদপসরণের পথে মাইন স্থাপন করিয়া যাওয়া সত্বেও ব্রিটিশ বাহিনী গোজ্জাম রোড দিয়া সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ইস্তাহারের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যহ সীমান্ত ভেদ করিয়া অধিক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেছে। ইটালীয়ানদের পক্ষের হতাহতের তুলনায় ব্রিটিশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য হইয়াছে।

রোডস দ্বীপে আক্রমণ

মধ্য-প্রাচ্যস্থিত ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমানবহর ইটালীর অধিকৃত দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ রোডস-এর বিমানঘাঁটি মারিৎসার উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালায়। বিমানঘাঁটির উপর বোমা ও মেসিনগানের গুলী বর্ষিত হয়। ফলে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ বিমানবহরের পরিপূর্ণ সহযোগিতায় ব্রিটিশ বাহিনী আফ্রিকার পাঁচটি রণাঙ্গনে অব্যাহত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

১৫ শত ইটালীয় সৈন্য বন্দী

খার্টুমের এক সংবাদে প্রকাশ, এরিত্রিয়ার লোহিত-সাগরের দিকে পলায়নপর ইটালীয় সৈন্যদের অনুসরণ করিয়া বৃটিশ সৈন্যগণ এ পর্য্যন্ত মোট ১৫ শত ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। ইটালীয়গণ বহু সমর-সম্ভার ফেলিয়া গিয়াছে। বারেণ্টু দখলের পর সুদানের "মেকানাইজড" সৈন্যদল ইটালীয়দের অনুসরণ করিতেছে।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

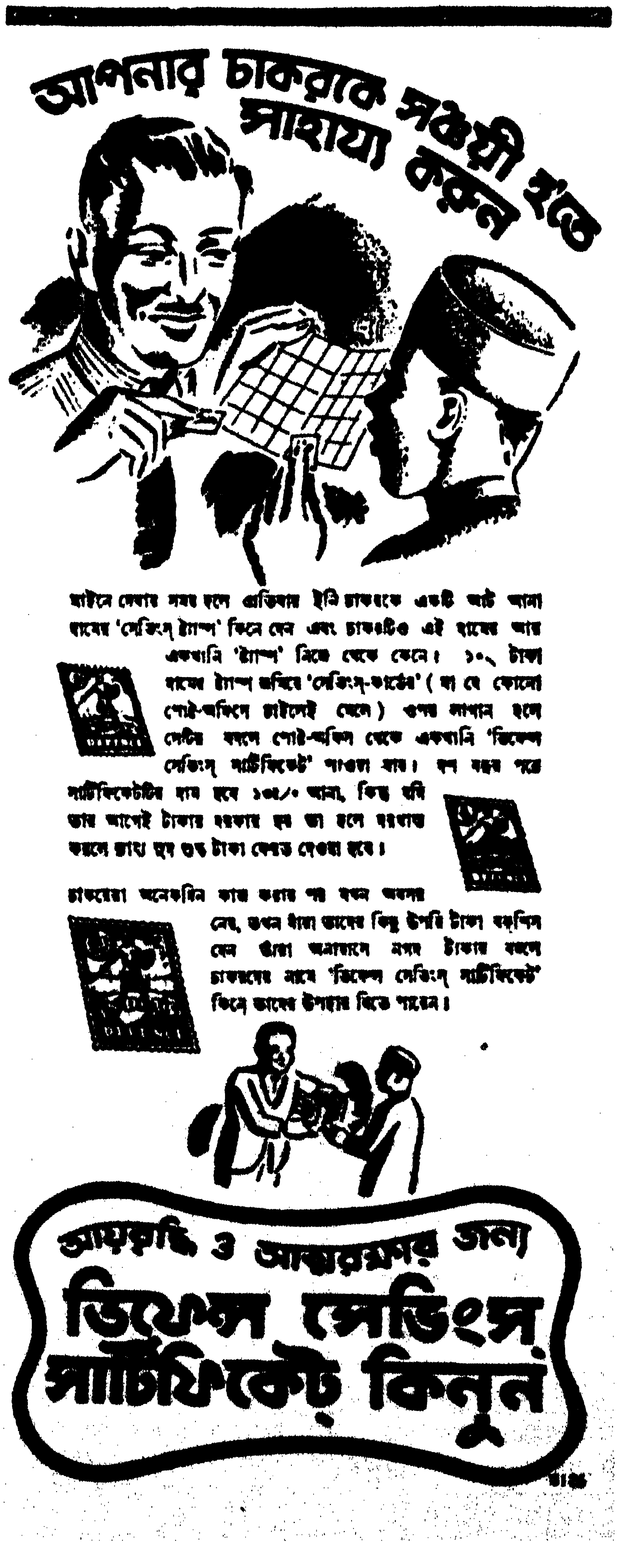

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলার সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

পাবনা—

দোহজান ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৫৩নং মামলায় খাতক ১নং মহাজনের নিকট হইতে সাধারণ মর্গেজ দ্বারা ১০০৲ টাকা ধার করে। মহাজনের দাবীর পরিমাণ হয় ২০০৲ টাকা। যেহেতু মহাজন আট বৎসরকাল '৩৫ একর জমি ভোগ-দখল করে এবং তদ্দ্বারা ১৬৭৲ টাকা পায়, সেইজন্য বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৪০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। পরিশেষে ১৪৲ টাকায় উহা মীমাংসা হয় এবং খাতক মহাজনকে উক্ত অর্থ নগদ শোধ করে। খাতক ২নং মহাজনের নিকট হইতে হ্যাণ্ডনোট দ্বারা ১০৲ টাকা ধার করে। বিভিন্ন তারিখে খাতক মহাজনকে সাকুল্যে ১৩৲ টাকা প্রদান করে। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২০৲ টাকা; ঋণের পরিমাণ ৩৲ টাকা সাব্যস্ত হয় এবং ৪৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত টাকা খাতক নগদ শোধ করে। খাতক ৩নং মহাজনের নিকট হইতে মর্গেজের বলে ৬৩৲ টাকা ধার করে এবং মহাজনকে '৯ একর জমি ভোগদখল করিতে দেয়। মহাজন উক্ত জমির ফসল হইতে ৪৫৲ টাকা পায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১০৲ টাকা সাব্যস্ত করে এবং উহা ৪৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত টাকা খাতক নগদ শোধ করে।

রাজশাহী—

চুড়ামনকাটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৫৮নং মামলায় খাতক মইদুদ্দীন প্রামাণিক, মহাজন মহম্মদ প্রামাণিকের নিকট ৭ বিঘা জমি মর্গেজ দিয়া ১৭৫৲ টাকা ধার করে। মহাজন ৬ বৎসর জমি ভোগদখল করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২৮৲ টাকা এবং উহা চারি দফায় শোধ দিতে হইবে সাব্যস্ত করে। খাতক তাহার জমি ফিরিয়া পায়—মহাজনও এই ব্যবস্থায় সম্মত হয়।

চাতারদীঘি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫০২নং মামলায় খাতক মফিজউদ্দিন মণ্ডল—মহাজন সাবেদ মোল্লার নিকট ৭ বিঘা জমি মর্গেজ দিয়া ৮৪৲ টাকা ধার করে। মহাজন পাঁচ বৎসরকাল উক্ত জমি ভোগ-দখল করে। সালিসীতে সাব্যস্ত হয় যে, খাতকের আর কোন ঋণ নাই এবং মহাজন অবিলম্বে তাহার জমি প্রত্যার্পণ করিবে।

হাসনপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১১০।৪নং মামলায় খাতক ইমার সেপাই মহাজন প্রমথনাথ জোতদারের নিকট ৪ বিঘা জমি ১২ বৎসরের জন্য মর্গেজ দিয়া ২০০৲ টাকা ধার করে। চারি বৎসর জমি ভোগদখল করিয়া মহাজন ১১৬৷৵০ দাবী করে এবং বোর্ডও ১৮ ধারা অনুসারে উহা সাব্যস্ত করে। উহা ৪০৲ টাকা নগদ দিতে হইবে বলিয়া পরে সালিসীতে মীমাংসা হয়। খাতকের নগদ টাকা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া মহাজন আরও দুই বৎসর জমি ভোগদখল করিয়া উহা তাহাকে প্রত্যার্পণ করিবে।

চৌবাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৮নং মামলায় খাতক আজিমউদ্দীন শেখ মহাজন শেখ মহম্মদ বশিরের নিকট হইতে হাওলাত ৪০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন সুদে-আসলে ৫১৪৲ টাকার দাবী জানায়। বোর্ড খাতক ও মহাজনের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ১৮ ধারা অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ১৫০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহাজন খাতকের দুরবস্থা দেখিয়া তাহার নিকট হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ না করিয়া তাহাকে একেবারে ঋণমুক্ত করিয়া দেন।

হুগলী—

হরিণখোলা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৪৭৭।২০ নং মামলায় মহাজন আবদুল বারি একটি মর্গেজ দলিলের বলে খাতক হরিচরণ বেরার নিকট ৪০০৲ টাকা দাবী করে। উহার আসলের পরিমাণ ছিল ১০০৲ টাকা। ঋণের পরিমাণ ২০০৲ টাকায় সাব্যস্ত হয় এবং মীমাংসা হয় ৩১৲ টাকায়। ছয় বৎসরে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে। মহাজন ১০ বৎসর কাল খাতকের দেড় বিঘা জমি ভোগ-দখল করিয়াছে। ঋণ সমস্যা সমাধানের সময় উক্ত বিষয় বিবেচনা করা হইয়াছিল।

তিরোল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬২।১২ নং মামলায় মহাজন আবদুল আজিজ একটি মর্গেজ দলিলের বলে ৫৫০৲ টাকা দাবী করে। সর্ত্ত এই ছিল যে মহাজন খাতকের ৯ বিঘা জমির ফসল সুদ হিসাবে ভোগ করিবে। মহাজন প্রায় ১৪ বৎসর কাল এই জমি ভোগ-দখল করে। মহাজন দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ আনন্দের সহিত উক্ত জমি খাতককে ফিরাইয়া দেন।

রাজহাটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৭৯।১ নং মামলায় মহাজন গোষ্ঠ বিহারী দে একটি মর্গেজ দলিলের বলে ৪৩০৲ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ১১৬৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত এবং ২৫৲ টাকায় মীমাংসা হয়। খাতক নগদ টাকায় ঋণ পরিশোধ করে।

নওগাঁ (রাজশাহী)—

বালুভরা ঋণ-সালিসী বোর্ড

এইখানে জেলার সর্ব্বাপেক্ষা বড় মামলার নিষ্পত্তি হয়। ৮ ধারা অনুসারে ৩১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী উহার "পিটিশন" পেশ হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ ৮৩,৪৬৯৲ সাব্যস্ত হইয়াছিল এবং ১,৬৬৯৲ টাকার ফী আদায় হইয়াছিল। খাজনা বাকীর পরিমাণ ছিল ৫০,৫৪১৲ টাকা। মহাজনের সংখ্যা ছিল ৪৫ জন। জমিদারগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হন যে, চলতি এক বৎসরের এবং ৬ মাসের বাকী খাজনা এক বৎসরে শোধ করিতে হইবে। বাকী খাজনা ১৪ বৎসরে পর্য্যন্ত শোধ করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল। অন্যান্য জমিদারগণ বাকী খাজনা শোধ হইয়া যাওয়ার পর কিস্তির প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি—

দেওমোহনী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৯ নং মামলায় মর্গেজ দলিলে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। ঋণের পরিমাণ ১০০৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। যেহেতু মহাজন ৪ বৎসর যাবৎ খাতকের ২ একর জমি ভোগ-দখল করে, তজ্জন্য মীমাংসা করা হয় যে মহাজন এক কিস্তিতে আর কেবল মাত্র ৭৲ টাকা পাইবে।

বর্দ্ধমান—

উখুরিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৫১ নং মামলায় মহাজন কালিদাস কাপুরিয়া এবং আরও ৩০ জনের দাবীর পরিমাণ ১৮,৭৭৬৲ টাকা। বিভিন্ন মামলায় ডিগ্রী ও মর্গেজ দলিলের বলে ঋণের পরিমাণ উক্তরূপ দাঁড়ায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৪,৪৪৭৲ বলিয়া সাব্যস্ত করে। পরে উহা ৭,৯৩৫৲ টাকায় মীমাংসা হয় এবং উক্ত অর্থের তুল্য মূল্য জমির দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয়।

চুরুলিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১।১১ নং মামলায় মহাজনের সংখ্যা ছিল চার জন। ১ নং ও ৪ নং মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ৫২৪৬১০; ২ নং মহাজন কোন দাবীর তালিকা দাখিল করে নাই। ৩ নং মহাজনের কাছে যে ঋণ ছিল, তাহা শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলা হয়। খাতক স্বীকার করে যে, সে ১ নং, ২ নং এবং ৪ নং মহাজনের নিকট যথাক্রমে ৩০০৲, ৩০৲ এবং ৭২৲ টাকা ধারে।

বোর্ড নিম্নলিখিতরূপ ঋণের তালিকা প্রস্তুত ও ধার্য্য করে:—

	আসল।	সুদ।	মোট।
১ নং মহাজন	৩০০৲	২২৸০	৫২২৸০
২ নং মহাজন	৩০৲	..	৩০৲
৪ নং মহাজন	৯১৲	৪৸১০	১৩৸১০

সাব্যস্ত হয় যে ১ নং মহাজন ৩২৫৲ টাকা পাইবে; তন্মধ্যে ২২।।০ নগদ পরিশোধ করা হয়; বাকী ৩০২।।০ নয় বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে। ২ নং মহাজন বাৎসরিক সমান দফার দশ বৎসরের কিস্তিতে ৩০৲ টাকা পাইবে; ৩ নং মহাজনকে কিছু দিতে হইবে না এবং ৪ নং মহাজন ৮টি বার্ষিক কিস্তিতে ৯৫।।১০ পাইবে। খাতকের সাধ্যানুসারে কিস্তির বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

জামগ্রাম ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১০৪ নং মামলায় মহাজন রোনাই বসন্তের দাস আসানসোল সিভিল কোর্ট ডিক্রীর বলে—খাতক যতীন্দ্রনাথ দাস এবং আরও অন্যান্যের নিকট ১,৪২৮।।৶০ আনা পাওনা দেখায়। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৫০০৲ টাকায় সাব্যস্ত করে। খাতক নগদ ঋণ পরিশোধ করে।

বিদবিহার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৩৪।৫ নং মামলায় ১ নং মহাজন রামকানাই ভট্টাচার্য্য ৮৫৯৲ টাকা দাবী জানায়। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৪০০৲ বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং উহা ১২১৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত অর্থ নগদ পরিশোধ করা হয়।

আটঘরিয়া (পাবনা)—

৯-২-৩৭ তারিখে এই বোর্ডের প্রথম অধিবেশন বসে।

এই বোর্ডের মোট দরখাস্তের সংখ্যা—

মহাজন কর্ত্তৃক	.. ২১৫
খাতক কর্ত্তৃক	.. ৬১২
মোট	.. ৮২৭

উক্ত দরখাস্তগুলির মধ্যে—

নিষ্পত্তি হইয়াছে	.. ৪৬৯
খারিজ	.. ১১৪
মুলতুবী	.. ১৩০

৪৬৯টি নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমায় মহাজনদের দাবী ছিল ১,৬৪,৭০১।।৵১ পাই। ১৮ ধারা মতে ঋণ সাব্যস্ত হয় ১,২৫,১০৫৸৫ পাই এবং নিষ্পত্তি হইয়াছে ৬১,৯০০৶৬ পাইতে। খাতকগণ এক লক্ষ টাকার উপর রেহাই পাইয়াছে। এই ৪৬৯টি মোকদ্দমার মধ্যে মাত্র ২৫টিতে আপিল হয় এবং তন্মধ্যে ২২টিতে বোর্ডের রায় বহাল রহিয়াছে।

বোর্ডের মোট খরচ হইয়াছে ৮৬৯।।৶৬ পাই এবং কোর্টফিতে বোর্ডের আয় হইয়াছে ১,৫৫১৸৹।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনীর বিরাট বিজয়

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

উত্তর-পশ্চিম আবিসিনিয়াতে ওয়ালকেট অঞ্চলে বিদ্রোহী হাবশীদের সহিত বৃটিশ সৈন্যদের সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। সুদান হইতে গোণ্ডারগামী দীর্ঘ ৭০ মাইল পথে ইটালীয়রা মাইন পাতিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু "মোবাইল" সৈন্যদলসমূহ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

বেনগাজীর পতন সংবাদ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বেনগাজী ব্রিটিশের দখলে আসিয়াছে। লণ্ডনের সামরিক মহল বেনগাজীর পতন সংবাদ সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না; তবে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, বেনগাজী এলাকায় ঐ সময় প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছিল। বেনগাজী মার্শাল গ্রাৎসিয়ানির শেষ ঘাঁটি। বেনগাজী একটি সুগঠিত শহর। উহার লোকসংখ্যা ৩৫ হাজার; তন্মধ্যে বহু ইটালীয়ান, গ্রীক, মাল্টিজ এবং ইহুদীও আছে। শহরে কয়েকটা মসজিদ ও সিনাগগ (ইহুদীদের ভজনালয়) এবং একটি সুন্দর বাজারও আছে।

মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর প্রাক্তন প্রধান ঘাঁটি বেনগাজী অধিকৃত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে সমগ্র সাইরেনিকা প্রদেশ ব্রিটিশ বাহিনীর করতলগত হইল। কারণ বেনগাজী একাধারে একটি নৌ ও বিমান-ঘাঁটি এবং তদুপরি ইহা সাইরেনিকা প্রদেশের রাজধানী। বেনগাজী অভিমুখে বিজয় অভিযানে বৃটিশ বাহিনীকে এক সপ্তাহের মধ্যে ১৫০ শতাধিক মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ এলতেগারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনীর তড়িৎ আক্রমণে ইটালীয়ানরা বেনগাজী রক্ষার সঙ্কল্প ত্যাগ এবং বৃহস্পতিবার শহর সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

আসমারা অভিমুখে অভিযান

খার্টুমের সংবাদে প্রকাশ যে, এরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারার পথে অবস্থিত কেরেন-এর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য বৃটিশ বাহিনী ঘাঁটি দৃঢ় করিতেছে। সুদান সেনাবাহী বাহিনী বারেণ্টুর পূর্বদিকে পলায়নপর ইটালীয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ইটালীয়ানরা প্রচুর রণসম্ভার ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে।

ডেনিশ সাবমেরিন ও টর্পেডো বোট

ইকহলম-এর সংবাদপত্র "ডাগেন্স নিহেটার" বলিতেছে যে, ডেনিশ টর্পেডো বোটে জার্মাণ পতাকা উড়ান হইতেছে এবং জার্মাণ নাবিক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গুজব এই যে, জার্মাণরা ডেনিশ টর্পেডো বোট ও সাবমেরিণগুলি লইয়া গিয়াছে। "ডাগেন্স নিহেটার" বলিতেছে যে, বাল্টিকে যুদ্ধের জন্য এবং শিক্ষাদানের জন্য টর্পেডো বোটগুলি তাহারা লইয়াছে; কিন্তু সাবমেরিণগুলি লইবার কোন প্রশ্ন ছিল না। জার্মাণ দখলের সময় যে সকল সর্ত ঠিক হইয়াছিল, তাহা এই প্রথম গুরুতরভাবে ভঙ্গ করা হইল।

"ডগেন্স নিহেটার" বলিতেছে যে, জার্মাণরা পর পর এক্রূপ করিয়া ডেনিশ মন্ত্রীর পদচ্যুতির ব্যবস্থা করিতেছে; তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে শেষ পর্যন্ত এমন এক ডেনিশ মন্ত্রীসভা গঠিত করা, যাহা রাজা ও জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন হইবে; অথচ সেই সঙ্গে জার্মাণ দাবী মানিয়া লইতেও প্রস্তুত থাকিবে।

রাজকীয় বিমানপোত হইতে আগুনে বোমা নিক্ষেপ

লণ্ডনে সরকারী জার্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে রাজকীয় বিমান বহরের বিমানপোতসমূহ উত্তর জার্মাণীর উপর হানা দিয়াছিল। ঐ সময় আগুনে বোমাসমূহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

বৃটিশ ও ইটালীর মধ্যে সন্ধির কথা

ভিসির ওয়াকেকহাল মহল হইতে সংবাদ পাইয়া নিউইয়র্ক টাইমসের ভিসিস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, খুব সম্ভব জেনারেল ফ্রাঙ্কো ইটালীতে গমন করিয়া মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং হিটলারও তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন, ভিসিতে অনুমান করা হইতেছে যে, সম্ভবতঃ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মধ্যস্থতায় বৃটিশ ও ইটালীর মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা আরম্ভ হইবে।

ফরাসী মন্ত্রী-সভায় পরিবর্তন

১১ই ফেব্রুয়ারী সরকারী নির্দেশে এডমিরাল দার্লাঁকে মার্শাল পেতাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় জার্মাণ আক্রমণ আসন্ন

ফ্রী ফ্রান্স এজেন্সীর জুরিখের সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে, ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে বুলগেরিয়ান মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হইয়াছিল।

রাজা বরিস সোফিয়া হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী চ্যাস-কোভিয়োর পল্লীভবন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

সংবাদদাতা আরো জানাইয়াছেন যে, সোফিয়ার কূটনৈতিক মহল মনে করেন যে, বুলগেরিয়ায় জার্মাণ আক্রমণ আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

১নং—প্রাথমিক গুদাম
(ইনস্টলেসন্)

বার্মা-শেলের সুদূর বিস্তৃত বিরাট কেরোসিন বিতরণের গোড়া পত্তন হইতেছে তাঁহাদের প্রাথমিক গুদামগুলি।

এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন মজুত থাকে এবং প্যাক করা হয়। প্রত্যেকটি কার্য্যই বিশেষ তত্ত্বাবধান সহকারে সম্পাদিত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র জনসাধারণ যাহাতে অবিমিশ্র খাঁটি কেরোসিন নিশ্চিন্তে পাইতে পারেন তাহার জন্য বার্মা-শেলের প্রতি গুদামে বহু বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

বার্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্:
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি দিল্লী

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সফর

পাবনা ও যশোহর পরিদর্শন

৭ই ফেব্রুয়ারী সকালে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক পাবনায় গমন করেন।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া তিনি পুলিশ লাইনে গমন করেন। প্রথমে তিনি সিভিক গার্ড ও বয়স্কাউট বাহিনী পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী তাঁহাকে গার্ড-অব-অনার প্রদান করে। মিউনিসিপ্যালিটী, জেলাবোর্ড, জেলা মোস্লেম লীগ, সদর মহকুমা মোস্লেম লীগ এবং গনেশপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি প্রধান-মন্ত্রীকে মানপত্র প্রদান করে।

মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দনে স্থানীয় কলেজে অর্থ-সাহায্য প্রদান করিতে ও ইছামতি নদী সংস্কার করিতে আবেদন করা হয়। জেলাবোর্ড সেস্-নির্দ্ধারণ কার্য্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করে। সেস-নির্দ্ধারণ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জমিদারগণ শিক্ষা-কর প্রবর্ত্তন স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করেন এবং জেলা মোস্লেম লীগ অবিলম্বে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল পাশ করিতে অনুরোধ করে। অন্যান্য মানপত্রে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রধান-মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়।

প্রধান-মন্ত্রী একত্রে মানপত্রগুলির উত্তর দান করেন এবং বলেন, তিনি নিজে দরিদ্র বলিয়া গরীবের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলেই তাঁহার সমবেদনার উদ্রেক হয়। বাঙলার জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছেন। শাকসব্জী ও হাঁস-মুরগীর চাষ করিয়া কৃষকগণকে আয় বৃদ্ধি করিতে তিনি উপদেশ দান করেন। তিনি বলেন, পাটের মূল্যবৃদ্ধি একটী খুব কঠিন সমস্যা। গভর্ণমেণ্ট পাটের মূল্যবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন সত্য, কিন্তু এই চেষ্টা কতটা সফল হইবে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত সঠিকভাবে বলিতে পারা যায় না।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী আরোও বলেন, জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কি উপায়ে অধিকতর ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহা শিখাইবার জন্য তিনি বিদেশে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তজ্জন্য বাজেটে ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

আগামী আদমশুমারী সম্পর্কে তিনি বলেন, লোকসংখ্যা সঠিকভাবে গণনা করা উচিত। যদি কল্পিত উপায়ে লোক-সংখ্যাকে অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি করা হয়, তবে ঐ সংখ্যাকে কেহই সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্যকালে বাঙলা দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তজ্জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। বাঙলা সরকার বাজেটের টাকা হইতে এই অর্থ সঙ্কুলান করিতে অসমর্থ; সুতরাং এইজন্য নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া অর্থের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিক্রয়কর আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া কিছু টাকা সংগ্রহ করা হইবে এবং এই বাবদে আরও কর ধার্য্য করা হইবে বলিয়া তিনি আভাষ দান করেন। এই সমস্ত নূতন কর প্রবর্ত্তনের ফলে দরিদ্র জনসাধারণের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট না হয়, তিনি তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে আমীনপুর গ্রামে পাবনা জেলা মোস্লেম সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

অভিভাষণে প্রধান-মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকর ধার্য্য করা ব্যতীত দেশের সর্ব্বত্র অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নহে। পাটচাষ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, [illegible] করিতে হইবে।

যশোহর পরিদর্শন

৯ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী যশোর কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন।

জেলাবোর্ড, জেলা মোস্লেম লীগ, তফসিলী হিন্দু-সমিতি, কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-সমিতি, পাটচাষী সমিতি ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রধান-মন্ত্রী সমস্ত মানপত্রের একসঙ্গে জওয়াব দেন এবং বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা দেশের সকল সমস্যার মধ্যে প্রধানতম সমস্যা। যে শিক্ষালাভ করিলে দেশবাসী উৎকৃষ্ট নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, তিনি সেই শিক্ষার পক্ষপাতী। যশোর পাটচাষী সমিতির জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। পাটের মূল্যবৃদ্ধির জন্য সম্ভবপর সকল চেষ্টা করা হইতেছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি খুব আশা পোষণ করিতে পারেন না। পাটের পরিবর্ত্তে তিনি অপর কোন ফসলের চাষ করিতে উপদেশ দান করেন। তিনি কল-কারখানা স্থাপনের জন্যও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রধান-মন্ত্রী প্রস্তাবিত যশোর কলেজের স্থান পরিদর্শন করেন। স্থানীয় জমিদারগণ প্রধান-মন্ত্রীকে চায়ের মজলিসে আপ্যায়িত করেন।

তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ সভায়ও যোগদান করিয়াছিলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব রবিবার মধ্যরাত্রে উপকূলে শত্রুপক্ষের একটী ষ্টীমার টর্পেডো মারিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

——বৃটেনের অজেয় নৌ-শক্তি——

THE STRENGTH OF THE BRITISH NAVY

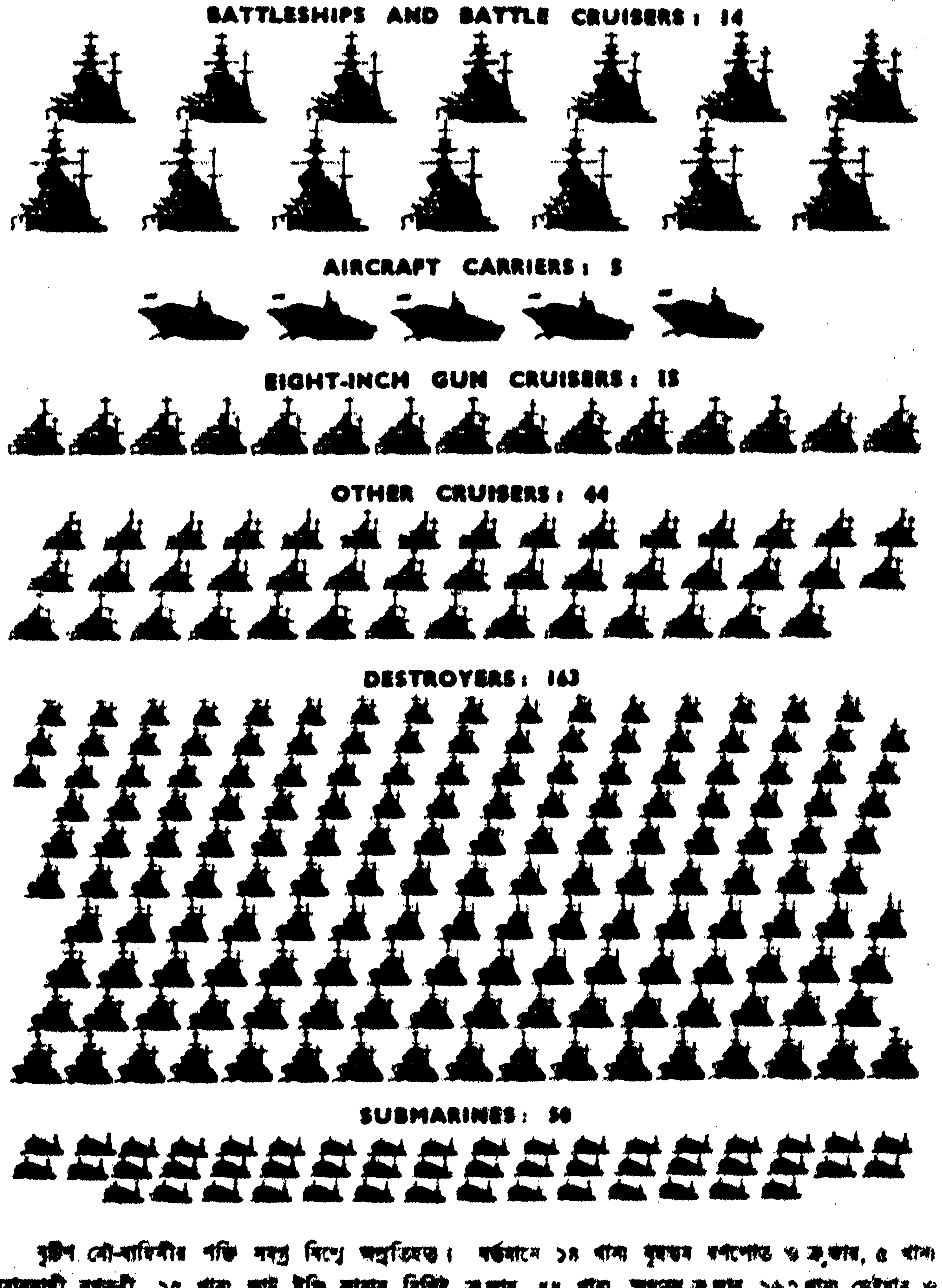

বৃটিশ নৌ-বাহিনীর শক্তি সমস্ত বিশ্বে অপ্রতিহত। বর্ত্তমানে ১৪ খানা বৃহত্তম রণপোত ও ক্রুজার, ৫ খানা বিমানবাহী রণতরী, ১৫ খানা আট ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট ক্রুজার, ৪৪ খানা ক্ষুদ্রতর ক্রুজার, ১৬৩ খানা ডেষ্ট্রয়ার ও ৫০ খানা সাবমেরিণ এই অজেয় নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো অনেকখানা নূতন যুদ্ধ-জাহাজ তৈরী হইতেছে।

আমেরিকান সংবাদপত্রের অভিমত

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

"নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" বলিতেছে যে, ইটালীবাসীরা তাহাদের পরাজয়কে ছোট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিলেও গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায় তাহাদের জাতীয় গৌরব ভয়ানক ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ইটালীর ভিতরে ও বাহিরে মুসোলিনীকে স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধে তাঁহার ভোগা পরিবর্তন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

* * * *

জগৎ বিখ্যাত বিমান-বিশেষজ্ঞ মেজর এলেকজাণ্ডার সেভারিস্কী "পি, এম" নামক পত্রিকায় লিখিতেছেন, "আমরা যে সমুদয় বিমান প্রস্তুত করিতেছি, সেগুলি সমস্তই বৃটেনে প্রেরণ করা হইবে, তাহা আমি নিঃসঙ্কোচে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। ইহা আমাদের পক্ষে শুধু সহৃদয়তার কাজ নহে, সাধারণ জ্ঞানের কাজও হইবে। অবস্থা এইরূপ যে এখন আমেরিকায় পরীক্ষামূলকভাবে যেসব নূতন ধরণের বিমান প্রস্তুত করা হইতেছে, তাহা আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগিবে না, কিন্তু বৃটেনের যথেষ্ট কাজে লাগিবে। এইরূপভাবে কাজ করিলে আমেরিকার যথেষ্ট লাভ হইবে। বৃটেনের জন্য বিমান প্রস্তুত করার আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপে বিপুলভাবে বিমান প্রস্তুত ও পরিচালনায় আমাদের মহামূল্য অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। সাধারণ ধারণা এই যে, যদি ইউরোপে জার্মানী জয়লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা বিমান ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে এবং অধিকৃত জাতিসমূহের জাহাজ তৈয়ারীর সুযোগ অবলম্বনে নৌবহর প্রস্তুতে ব্যাপৃত হইবে। ইহা বোকামীর কথা। জার্মানী তাহাদের বিমান-শক্তি চারিগুণ বৃদ্ধি করিবে এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, আমাদের সহিতও সেই ব্যবহার করিবে।"

* * * *

"নিউইয়র্ক মিরার" সংবাদপত্র ডাঃ মুরে বেনুনিক নামক জনৈক আমেরিকা প্রবাসী ফরাসীর উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইনি ম্যাজিনো লাইনে সৈনিকের কাজ করিয়াছেন এবং মরক্কোর ভিতর দিয়া যুক্তরাষ্ট্রে পলায়ন করেন। ইনি বলিয়াছেন, ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার শতকরা ৯৮ জন লোক জেনারেল দ্য গলকে সমর্থন করিয়া থাকে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই ইহাদের সকলের সাহায্য পাইতে পারেন। পেঁতাও এ-অবস্থায় বেশ চাল চালিতেছেন; কারণ তিনি জানাইয়া দিতেছেন যে, জার্মাণদের সর্তাবলী কঠোর হইলে জেনারেল ওঁয়েগা আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিবেন।

* * * *

"সেণ্ট লুই গ্লোব ডেমোক্রাট" পত্রিকার প্রতিনিধি ওয়াহা নামক স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের ৭ম বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ট্রুংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক্ষণে যুদ্ধ জয়ের সুযোগ সুবিধার শতকরা ৫৫ ভাগ বৃটিশের অনুকূল। গত জুন মাসে জার্মাণীর অনুকূলে ছিল ৭ এবং বিপক্ষে ছিল ৩। জেনারেল ট্রুং গত গ্রীষ্মকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ পর্য্যবেক্ষক হিসাবে ইংলণ্ড পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

* * * *

"রাই সিণ্ডিকেট"এর লেখক এডুউইন হিল লিখিয়াছেন :—সিগন্যাল কোর-এ কাজ করিবার জন্য সমর বিভাগ ভারতীয় সমর বিভাগের নিকট একজোড়া কোয়াক্ষি ভাষাভিজ্ঞ ৩০ জন ভারতীয় লোক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। ওকলাহোমাদের লিখিত কোন ভাষা নাই। সমগ্র পৃথিবীতে বাকি মাত্র ৩০ জন শ্বেতাঙ্গ উক্ত ভাষা জানে। সমর বিভাগ ইহা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেছেন যে, বিগত মহাসমরে জার্মাণরা কোন একটি তার টিপিয়া শুধু কোয়াক্ষি ভাষাই শুনিতে পায় এবং ইহাতে তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল।

ইটালী সম্পর্কে আরবদের মনোভাব

আরবনেতা কর্তৃক ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতার উপদেশ

মহম্মদ পাশা ইবনে গাজী ট্রান্সজর্ডনের হাউএইতাত জাতির প্রধান। ইহাদের একটি শাখা বহুকাল ধরিয়া লিবীয়াতে বাস করিতেছে। মহম্মদ পাশা সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, লিবীয়ার স্বজাতিদের নিকট হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছেন লিবীয়ার আরবদিগের উপর ইটালীয়দের অত্যাচার সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল সংবাদ আসিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। তিনি এবং তাহার সৈন্যদল ব্রিটেনের পক্ষে লড়িতে পারিতেছে না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই হয়ত তিনি ব্রিটেনের সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

হাইফার সুপরিচিত অধিবাসী রশিদ হাজ ইব্রাহিম (বর্তমানে ইনি নির্ব্বাসনে আছেন) সম্প্রতি বলিয়াছেন, ব্রিটেন আরবগণের, বিশেষতঃ প্যালেষ্টাইনের আরবগণের, সকল জাতীয় দাবী পূরণ করিবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন, এবং ইহাও আশা করেন যে, আরবগণ ব্রিটেনের সহিত ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংযত থাকিবে। প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসী ও ব্রিটেনের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যে মতবিরোধ চলিতেছে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু তিনি বলেন, এই বিবাদ ঘরোয়া বিবাদ ছাড়া আর কিছুই নহে। আপোষেই ইহা মিটানো সম্ভব। নেশনালিস্ট নেতা মোসেরাম সোলেমান বেতুকা ও অন্যান্যেরাও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

স্কুলসমূহে পরীক্ষার আয়োজন

স্কুলসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও স্কুলের শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদিগের ঐ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য এবং তাহাদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট স্বকীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে স্কুল-স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। চলিত বৎসর হইতেই এই পরিকল্পনামতে কাজ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে, বর্তমানে যে সমুদয় ডাক্তার কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ইহার মধ্যে সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগ ও কলিকাতা মাদ্রাসার আরবী বিভাগও আছে, তাহাদিগকে স্বকীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন বাঙ্গলা দেশের শরীরচর্চা বিভাগের ডিরেক্টরের নিবিড় সহযোগিতার সহিত সম্পাদিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত স্থানসমূহে ও পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক কার্য্যের জন্য অতিরিক্ত অস্থায়ী ডাক্তার নিযুক্ত করার জন্য অনধিক ২,৮০০৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় কলিকাতার কি মেসারিয়া ইউনানী দাওয়াখানার ঔষধ ক্রয়ের জন্য ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

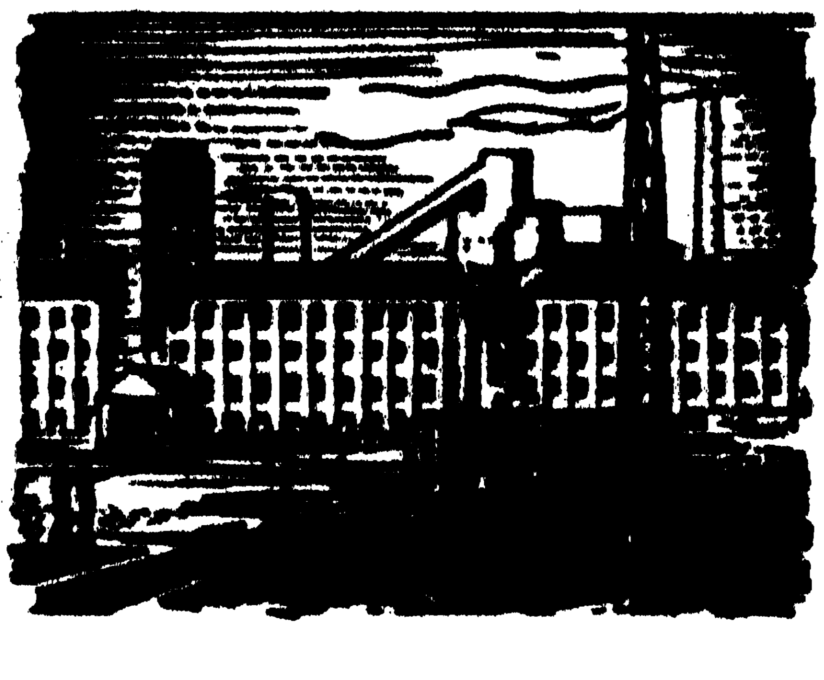

ইলেক্‌ট্রিসিটি আনে সমৃদ্ধি

কোন ইলেক্‌ট্রিকের লাইন যদি অনুসরণ করেন, দেখবেন তার শেষে আছে শিল্প, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধি। ফ্যাক্টরির প্রাণই হচ্ছে ইলেক্‌ট্রিসিটি। তার জানলায় দেখবেন ইলেক্‌ট্রিক আলো, তার ইঞ্জিন চলেছে ইলেক্‌ট্রিকের জোরে, দূর দূরান্তর থেকে তার মাল সরবরাহ হচ্ছে ইলেক্‌ট্রিকের সাহায্যে। তাছাড়া ফ্যাক্টরির সবাই, চাকর থেকে মনিব স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন না কোন কাজে ইলেক্‌ট্রিসিটি না হলে এক মুহূর্ত্তও চলে না।

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

CESC 66

রবি ফসলের কয়েকটি পোকা

প্রতিকার সম্বন্ধে উপদেশ

বরবটী

জাব পোকা।—ইহার বিবরণ ও প্রতিকার ইতিপূর্ব্বে শসিমা সম্পর্কে আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে।

ধোসা পোকা।—ইহার প্রতিকার পূর্ব্বে তিল ও তিসিতে দেখা হইয়াছে।

বেগুন

মাজ পোকা।—বেগুন ক্ষেতে সময় সময় দেখা যায় গাছের ডগা শুকাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। ডগার নীচে ডাঁটা চাঁছিলেই পোকা বাহির হইয়া থাকে। এই পোকা গাছের মাজ খায় বলিয়া ডগা শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) মরা ডগা দেখিলেই কয়েক ইঞ্চি নিম্নে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলিতে হয়।

(২) পোকায় খাওয়া বেগুন ক্ষেত্রের আশেপাশে না ফেলিয়া মাটিতে পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইহাতে পোকার বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না।

কাঁটালে পোকা।—ইহারা পদ্ম জাতীয় পোকার কীড়া। গায়ে কাঁটালের কাঁটার মত খাড়া কাঁটা আছে বলিয়া ইহাদিগকে কাঁটালে পোকা বলিয়া থাকে। ইহারা বেগুনের পাতা খাইয়া ঝাঁঝরার মত করিয়া ফেলে। এই সকল পাতা উল্টাইলে কাঁটালে পোকা পাতা খাইতেছে দেখা যায়।

প্রতিকার।—(১) পোকাগুলি হাতে ধরিয়া মারাই সহজ উপায়।

(২) ছাইয়ের সঙ্গে কিছু কেরোসিন তৈল মিশ্রিত করিয়া কয়েকদিন ভোরবেলায় পাতায় ছিটাইলে পোকাগুলি চলিয়া যাইবে। ছাই যাহাতে পাতার নিম্নদিকেও লাগে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) লেড আর্সিনেট্ বা লেড ক্রোমেট্ ছিটাইতে পারিলে পোকা মরিয়া যাইবে।

ছোলা, মটর ইত্যাদির পোকা

মাঠকড়িং।—ইহার কথা ধব গমের পোকার বিবরণের সময় বলা হইয়াছে।

লেদা পোকা

ইহা ছোলা, মটর, খেসারী, অড়হর ইত্যাদির শুটির ভিতরে ঢুকিয়া থাকে। বড় হইলে লেদা পোকা কেবল মুখ ঢুকাইয়া শুটির ভিতরের দানা খায়।

প্রতিকার।—(১) ইহাদিগকে ধরিয়া মারাই সহজ উপায়।

(২) মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়া দিলে অনেক প্রজাপতিও পড়িয়া মারা যায়।

ডাঁটার পোকা

কখন কখন মটর গাছ একেবারে শুকাইয়া যাইতে দেখা যায়। এই গাছের ডাঁটা চাঁছিলে এক প্রকার ছোট ছোট কীড়া দেখা যায়। ইহারা একপ্রকার মাছির কীড়া। এই পোকা মাটির কাছে বা একটু নীচে ডাঁটার ভিতরে ছিদ্র করিয়া খায় বলিয়া গাছ শুকাইয়া যায়।

প্রতিকার।—(১) যেখানে ইহাদের বেশী উপদ্রব সেখানে ছোট মটর বুনাই উচিত; কারণ ছোট মটরের ডাঁটা বেশী মোটা হয় না বলিয়া ফুটো করিয়া খাইবার সুবিধা হয় না।

(২) আসল ফসলের পূর্ব্বে কিছু "ফাঁদ ফসল" জন্মাইলে ভাল হয়। মাছি আসিবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ সমূলে দেখিলেই পোড়াইয়া দিতে হয়। ইহাতে আসল ফসল বাঁচিয়া যায়।

ফাঁদ ফসল।—আসল ফসল বপন করিবার পূর্ব্বে এইটি বা অন্য প্রকারের ফসল যাহাতে এই পোকা লাগে, তাহা স্থাপনা করিলে পোকাগুলি তাহাতেই প্রথম আক্রমণ করিবে। তখন ইহা পোড়াইয়া আসল ফসল রক্ষা করিবে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

কয়েকটি জেলার কার্য্যের বিবরণ

গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলায় পল্লী-সংগঠনের কাজ বেশ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী লোকদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত পল্লী-সংগঠনমূলক সভা-সমিতির ফলে জনগণের মধ্যে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলি নূতন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সংগঠিত হইয়াছে এবং সামাজিক দিক গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। হাওড়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় সভাপতিত্ব করায় উক্ত জেলায় পল্লী-উন্নয়নের কাজে বেশ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়নমূলক কার্য্যের সবদিকেই হাত দেওয়া হইয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার হলুদী সদাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি দশ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সেখানে রবিফসলের চাষের ব্যবস্থা করিয়াছে, খাড়ি নদীর উপরে একটি বড় বাঁধ দিয়াছে, স্থানীয় লাইব্রেরীটিকে পুনর্গঠিত করিয়াছে এবং বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত করিয়াছে। হুগলী জেলার সিঙ্গুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কার্য্যের ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। এই সমিতি কর্ত্তৃক স্বাস্থ্যঘাটের উন্নতি, কচুরী-পানা পরিষ্কার, ব্যায়াম-চর্চার ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়া ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ সম্পাদিত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার কালি, কামড়াবা, পুটসুরী, বেলকুলী, বাঁদরা, পিপলন্ ও কুলটি নামক স্থানের পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ এবং বাঁকুড়া জেলার শ্যামসুন্দরপুর ও পুকুরিয়া নামক স্থানের সমিতিগুলি বেশ ভাল কাজ করিয়াছে। হুগলী জেলার পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যাপকভাবে হাত দিয়াছিল। বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল্ মহকুমার মদনপুর নামক স্থানে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং বহুসংখ্যক গ্রামবাসী এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল। হাওড়া জেলার বাগনা গ্রামের লোকেরা রূপনারায়ণ নদের একটি ভগ্ন বাঁধ মেরামত করিয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার ভূত ও কাটিগ্রাম সমিতির, বাঁকুড়া জেলার সালদা সমিতি এবং হাওড়া জেলার উদং, খাজীপুর ও আমতার সমিতিগুলি ব্যাপকভাবে কচুরী-পানা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বাঁকুড়া জেলায় দুইটি নূতন কৃষি ফার্ম খোলা হইয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বন্যাপ্লাবিত স্থানে কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হইয়াছে এবং হাওড়া জেলার কৃষি-সমিতি নামমাত্র মূল্যে চাষীদের মধ্যে উন্নত শ্রেণীর গোল-আলু ও বিলাতী বেগুনের বীজ বিতরণ করিয়াছিল।

গ্রাম্য-বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের আন্দোলন উৎসাহের সঙ্গে পরিচালনা করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেসব নৈশ-বিদ্যালয় ও লাইব্রেরী খোলা হইয়াছিল, তাহাদের কাজ বেশ সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে। বাঁকুড়া জেলায় একটি, হুগলী জেলায় দুইটি ও বর্দ্ধমান জেলায় একটি—এই চারিটি নূতন গ্রাম্য-বয়স্কের শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কাটোয়ায় একটি পুস্তক-বিতরণী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। হাওড়া জেলায় জুরেবা নামক স্থানে একটি গ্রাম্য "ক্লাব" নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

আসানসোলে খেলার মাঠ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং হুগলী জেলায় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশীয় খেলা-ধূলার উন্নতির জন্য হাওড়ায় একটি স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন গঠনের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমায় পুরুলিয়া সমিতিও অনুরূপভাবে কাজ করিয়াছে।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

জুতা প্রস্তুত ব্যাপারে পাটের ব্যবহার

কেন্দ্রীয় পাট সমিতির প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি, এন, মজুমদার সম্প্রতি ২৪-পরগণার অন্তর্গত বাটা-নগরস্থিত বাটার জুতার কারখানা পরিদর্শন করেন এবং জুতা তৈয়ারী করিতে পাট ব্যবহার করা যায় কিনা, তাহা কারখানার পরিচালকদের সহিত আলোচনা করেন। তিনি পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে আর্জেন্টাইন গণতন্ত্রে 'আলপারগাতা' নামে অভিহিত চটিজুতার তলা (সোল) কুচিপাকান পাট দ্বারা তৈয়ার করা হইতেছে এবং আর্জেন্টাইনের মজুর শ্রেণীর মধ্যে ইহাই হইল সাধারণ ব্যবহার্য্য পাদুকা এবং দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে ইহার খুবই প্রচলন আছে। তিনি মনে করেন যে, এদেশেও অনুরূপ সস্তা জুতার যথেষ্ট চাহিদা হইবে এবং তিনি বলেন যে, বাটা কোম্পানী এই বিশেষ ধরনের জুতা প্রস্তুত করিয়া পাটের নূতন ব্যবহারের পথ বাহির করিতে পারে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জন বার্টোস মিঃ মজুমদারকে জানান যে, বাটা সম্প্রতি একপ্রকারের জুতা বাহির করিয়াছে যাহার উপরিভাগ তুলা ও পাটের দ্বারা প্রস্তুত হয় এবং শুধু পাট দ্বারাও প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে তাঁহারা কুচিপাকান নারিকেল ছোবড়া দ্বারা জুতার তলা (সোল) তৈয়ার করিতেছেন এবং মিঃ মজুমদারের কথামত তাঁহারা আরও বেশী পরিমাণে জুতার উপরিভাগ ও তলা পাট দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া সুবিধা অসুবিধা পরীক্ষা করিবেন। জুতার উপরিভাগ পাটের তৈয়ারী করিতে উপযোগী পাট-মিশ্রিত কাপড়ের দরকার এবং তলা প্রস্তুত করিতে একপ্রকারের দুর্গন্ধ বা মজবুত পাট প্রস্তুত প্রয়োজন। মিঃ মজুমদার বাটা কোম্পানীর পরিচালকদিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি ভারতীয় জুট মিলস্ এসোসিয়েশনের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট করিবেন এবং আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় জুট কমিটির প্রযুক্তি গবেষণাগার হইতে সকল প্রকারের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাইবে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষ সম্পর্কে আমদানী

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা দেশের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক, গত ১লা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় নিম্নলিখিত "মার্কেট রিপোর্ট" প্রদান করিয়াছেন:—

উক্ত সপ্তাহে ৩১১টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হয়, তন্মধ্যে ১৯৩টি পাঞ্জাব এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে ২১৬টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে, ২৭৩টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হয়।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা এবং ১৩০৲ টাকা হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভী ৬ সের হইতে ৮ সের পর্য্যন্ত এবং মহিষ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় ব্যায়াম-সমিতিগুলি বেশ ভাল কাজ করিয়াছে এবং রাজগ্রামে একটি আদর্শ ক্লাব প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে।

সরকারী জাতীয় জনসেবা-সঙ্ঘ হুগলী জেলার আরামবাগে বেশ ভাল কাজ করিয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার সাহায্য

বিভিন্ন জেলার কার্য্য-বিবরণী

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

স্বরাষ্ট্র-সচিব মাননীয় খাজা স্যার নাজিম উদ্দীন, কে, সি, আই, ই, সম্প্রতি যখন চাঁদপুর মহকুমা পরিদর্শন করিতে যান, তখন চাঁদপুর যুদ্ধ কমিটির তরফ হইতে তাঁহাকে ১,০০০৲ টাকার একটি তোড়া প্রদত্ত হয়। মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধ তহবিলের জন্য তিনি এই সর্ব্বপ্রথম টাকার তোড়া উপহার পাইলেন। চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত যুদ্ধ-কমিটিগুলির (চাঁদপুর মহকুমা যুদ্ধ-কমিটি এবং চাঁদপুর মহিলা-যুদ্ধ কমিটি) সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল। একটি মানপত্র প্রদান-প্রসঙ্গে মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিবকে এই বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সরকারী ও উপযুক্ত পরিমাণে বেসরকারী প্রতিনিধিগণকে লইয়া যুদ্ধ-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। যুদ্ধ-কমিটির উদ্দেশ্য হইতেছে জনমত সংগঠন করা এবং সম্পাদিত বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কার্য্যকরী প্রচেষ্টা করা, যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে খাঁটি খবর সরবরাহ করা এবং মিথ্যা গুজব দমন করা, অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে শক্তি সঞ্চারিত করা, যুদ্ধে রত সৈন্যদলে জন-সাধারণকে যোগদান করিতে উৎসাহিত করা, শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত প্রচেষ্টা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় সেকথা জন-সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া এবং একই উদ্দেশ্যে দলগত এবং ব্যক্তিগত অনৈক্য বিসর্জ্জন দেওয়া।

এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া হাটে ও বাজারে সভা-সমিতি আহ্বান করা হইয়াছে এবং ষ্টেশনের যাত্রীদল ও জনতার সম্মুখে ভ্রাম্যমাণ সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা ছোট-খাট বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সভায় এবং হাটে হাটে অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সিনেমা প্রদর্শন এবং যাত্রা-অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। এই বিবরণীতে একথাও বলা হইয়াছে যে, গত নভেম্বর মাসে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যখন এই জেলা পরিদর্শন করেন, তখন তাঁহাকে দশ হাজার টাকার একটি তোড়া চাঁদপুর যুদ্ধ কমিটির তরফ হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

উক্ত বিবরণীতে কমিটির নিম্নলিখিত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে:—

সিভিক গার্ড সংগঠন, বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠান সংগঠন ব্যবস্থা, সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক "ডিফেন্স সেভিং ফাণ্ডে" সাহায্য প্রদান এবং জন-সাধারণ কর্ত্তৃক "ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট" ক্রয়। উক্ত বিবরণীতে একথাও বলা হইয়াছে যে, অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—চাঁদপুর মহিলা-যুদ্ধ কমিটি, মিসেস্ এস্. কে. সেন্‌গুপ্তার নেতৃত্বে (তিনি কমিটির জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে দেশের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন) লেডী বেটী হার্ব্বার্ট যুদ্ধ তহবিল স্থাপিত হইবার অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত তহবিলে ১,০০০৲ টাকার একটি থলি উপহার প্রদান করিয়াছিল। এই কমিটি একটি সীবন-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল; তাহাতে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মহিলাগণ সদস্যা হিসাবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সীবন-কেন্দ্র প্রতি সপ্তাহে বাণ্ডিলে বিভিন্ন দ্রব্যাদি এবং তাঁহাদের তৈরী দ্রব্যাদি কলিকাতার "ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটী"র নিকট প্রেরণ করিতেন।

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)

সম্প্রতি বাঙলাদেশের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্যার জন আর্থার হার্ব্বার্ট, জি, সি, আই, ই, যখন ময়মনসিংহ জেলা পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় গত ২৭শে জানুয়ারী ময়মনসিংহস্থ সার্কিট-হাউস প্রাঙ্গণে এক বিরাট জন-সভায় নেত্রকোণার মহকুমা-হাকিম এবং মহকুমা যুদ্ধ-কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্. রহমতুল্লা, আই, সি, এস, ১৭,০০০৲ টাকার একটি তোড়া তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার ঠিক পূর্ব্বে এই টাকার তোড়া প্রদান করা হয়। জেলার অন্য চারিটি মহকুমা অপেক্ষা নেত্রকোণার দান বহু গুণে সর্ব্বাধিক ছিল। এই টাকার তোড়া ব্যতীত, মহকুমা যুদ্ধ-কমিটি ইতিপূর্ব্বে "মহামান্য গভর্ণরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিলে" ৩,৪০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল এবং এখনও সমভাবে চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে। আশা করা যায় যে, উক্ত কমিটি আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই উক্ত মহকুমা হইতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তুলিতে সক্ষম হইবে।

জলপাইগুড়ি

গত ২৫শে ও ২৬শে জানুয়ারী বর্ত্তমান যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যকল্পে জলপাইগুড়িতে উড়ন্ত বিমানের কলা-কৌশল প্রদর্শন করা হইয়াছিল এবং এই দুই দিবস যথাক্রমে ৫টি ও ৪টি বিমান যোগদান করিয়াছিল। জন-সাধারণের মধ্য হইতে ১৬১ জনকে প্রমোদভ্রমণের সুবিধা প্রদান করা হইয়াছিল। এইজন্য যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছিল। গত ২৬শে জানুয়ারী বিমানের আর একটি খেলাধূলার আয়োজন করা হইয়াছিল এবং বিরাট জনতার সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়াছিল। গত ৩১শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-সংক্রান্ত সাহায্যদায়ক সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ৭৩।৶০ আনা প্রাপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত ২২,৬১৯।০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে ৯১৫৸০ আনা লেডি বেটী হার্ব্বার্টের মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। উপরন্তু ৫০,৮১৬।০ ৪ পাই "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে" চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রীসকে ব্রিটেনের অধিকতর সাহায্যদান

ওয়াভেল ও মেটাক্সাস্ আলোচনার ফল

নিকট এবং মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর অধি-নায়ক স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল সম্প্রতি এথেন্স পরিদর্শনে যাইয়া গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী (অধুনা পরলোকগত) জেনারেল মেটাক্সাস্ ও গ্রীক্ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, গত ২৮শে জানুয়ারীতেই লণ্ডনে এই সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু জেনারেল ওয়াভেল ও জেনারেল মেটাক্সাস্ গ্রীসে একটি ব্রিটিশ স্থল-বাহিনী প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষমহল কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হইয়াছে। গ্রীসের প্রয়োজন অনুসারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাহাকে অধিকতর সাহায্য করিতে থাকিবে, ইহা খুবই সম্ভব। ইহা নিশ্চয় বলিয়া ধরে লওয়া যাইতে পারে যে, নৌ ও বিমান যুদ্ধে সাহায্য এবং প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ব্যাপারেই এই সাহায্য দান করা হইবে।

বাঙলার অন্ধত্ব-নিবারণী প্রচেষ্টা

ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসাগারের প্রশংসনীয় কার্য্য

বাঙলা দেশের অন্ধত্ব-নিবারণী এসোসিয়েশনের ১৯৩৯-৪০ সালের দশম বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত-বর্ষে বিজ্ঞান, শিক্ষা, জনসেবা ও পল্লী-উন্নয়ন ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা-দেশে অন্ধত্ব-নিবারণের এসোসিয়েশনের কার্য্যও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে; আরোগ্য-সাপেক্ষ অন্ধত্ব ও তাহার নিবারণ-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছে। এই চেষ্টার ফল খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে। মানুষের প্রধান দৈহিক অসুবিধার মধ্যে অন্ধত্ব একটি এবং ১৯৩১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, বাঙলাদেশে ৩৭,৩৯৯ জন পূর্ণ অন্ধ ও ইহার তিনগুণ আংশিকভাবে অন্ধ লোক আছে। এখন পল্লী অঞ্চলে কতজন অন্ধ লোক আছে, তাহার গণনা করা হইতেছে এবং এযাবৎ ১০০ একশত গ্রামের অন্ধের সংখ্যা জানা গিয়াছে। এই এসোসিয়েশন দশম বর্ষে উপনীত হইয়াছে। ১৯৩০ সনে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম হইতেই এই এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রদেশের পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি ভ্রাম্যমাণ চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিচালনা করা, যাহাতে আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা সুদূরপল্লীবাসী অন্ধের দরজার নিকটই পাইতে পারে এবং চক্ষুরোগ নিবারণ ও আরোগ্য-সাপেক্ষ অন্ধত্বের বিষয় লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া এবং বিভিন্ন দেশে যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য্য করা। ১৯৩৬ সনের মার্চ্চ মাসে প্রথম ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়; পরে ১৯৩৭ সনে দ্বিতীয় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

এই দুইটি চিকিৎসালয়ের কার্য্যের ব্যাপকতা ও প্রকৃষ্টতা, এদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে এবং গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৯-৪০ সনে আরও দুইটি চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য বার্ষিক ১৫,০০০৲ পনর হাজার টাকা তিন বৎসরের জন্য মঞ্জুর করেন এবং ১৯৪০ সনে এই দুইটি চিকিৎসালয় খোলা হয়। আশা করা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সনে পঞ্চম চিকিৎসালয় খোলা হইবে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্ধত্ব নিবারণ অন্যতম, একই স্থানে কেন্দ্রীভূত অথবা উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট—উহা হইল জনসাধারণের শিক্ষা, এই জনসাধারণের অধিকাংশই হইল চাষী। আলোচ্য বর্ষে পল্লী-উন্নয়ন ও পল্লী-জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গঠনমূলক কার্য্যের অনেক পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা, পশু-উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা, ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয় স্থাপন, গ্রাম্য স্কুল, পাঠাগার ও খেলার মাঠের জন্য বহু টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এই সমুদয় পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে সর্ব্ব-সাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে এবং আনুষঙ্গিকভাবে আরোগ্য-সাপেক্ষ অন্ধত্বও কমিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত বিবরণ জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক হইবে:—

ভারতবর্ষে পূর্ণ অন্ধ লোকের সংখ্যা ১,০০০,০০০ এবং প্রায় ৩,০০০,০০০ লোক আংশিকভাবে অন্ধ; বাঙলাদেশে পূর্ণ অন্ধ লোকের সংখ্যা ৩৭,০০০ এবং আংশিক অন্ধের সংখ্যা ১১১,০০০। ইহার মধ্যে শতকরা ৬০ জনের অন্ধত্ব নিবারণ-উপযোগী। অন্ধ লোককে টিকা দিলে ভারতের সমুদয় চক্ষু চিকিৎসালয় যে পরিমাণ অন্ধত্ব আরোগ্য করে, তাহার চেয়ে বেশী লোক আরোগ্য লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৪০০,০০০,০০০ জন এবং [illegible] মাত্র চারিটি ভ্রাম্যমাণ চক্ষু চিকিৎসালয় আছে, তাহার [illegible] বাঙলাদেশে। এই [illegible] চক্ষু চিকিৎসালয় ২৫১,৮৪৭ জন লোকের চিকিৎসা করিয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C 2582

বাঙলার কথা

... বর্ষ, ...শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ [এক আনা

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

জাতিগঠনমূলক কার্য্যে ব্যাপকভাবে অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা

অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদে আগামী বর্ষের বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যাইয়া মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

১৯৪১-৪২ সনের বাজেটের আনুমানিক হিসাব আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ্ করিতেছি। বাজেটে যে রাজস্ব আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহার তুলনায় খরচ অনেক বেশী পড়িবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখে যে নূতন কর-নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা আলোচিত হইতেছে, তাহা হইতে যে আয় হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আমি হিসাবে তাহা ধরি নাই। গত বৎসর আমি আপনাদের সম্মুখে যে বাজেট পেশ্ করিয়াছিলাম, তাহাও ঘাট্‌তী বাজেট ছিল এবং ইহার পর রাজস্ব বৃদ্ধির আর কোন পথ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এবারকার বাজেটও যে ঘাট্‌তী বাজেট হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, উন্নতিশীল কোনও গভর্ণমেন্টের পক্ষে জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য দিন দিন ব্যয় বৃদ্ধি না করিয়া উপায় নাই।

সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে যে, ভারতের মধ্যে বাঙলাই সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী প্রদেশ। যদি এই কথা সত্য হইত, তবে আমার কাজ অনেকখানি সহজসাধ্য হইয়া পড়িত। কিন্তু হায়, এই প্রদেশের সীমানার মধ্যে যে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার বেশীর ভাগই চলিয়া যায় কেন্দ্রীয় সরকারে এবং প্রাদেশিক সরকারের জন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা দ্বারা জন-সাধারণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রদেশের তুলনায় আমাদের নগদ আমদানী অনেক কম এবং সেই হিসাবে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের নগদ খরচও অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। এইজন্যই বহু বৎসর যাবত আমাদিগকে অভাবের মধ্য দিয়া চলিতে হইতেছে এবং ইহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে যে, অন্য যেসব প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ব্যয় করিবার জন্য পাওয়া যায়, সেসব প্রদেশের তুলনায় আমাদের কোন কোন বিভাগের কাজ তত সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে না। এই ব্যাপারে আমি দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে চাই। আমাদের কৃষি-বিভাগ এই প্রদেশের চাষী-সমাজের জন্য অনেক কিছু করিতে পারে; কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবত অর্থাভাবে এই বিভাগ যথেষ্ট পরিমাণ লোকজন বৃদ্ধি করিতে না পারায় জরুরী কাজের অংশ বিশেষ মাত্র সম্পন্ন করিতে পারিতেছে। এইজন্যই আমাদের জন-স্বাস্থ্যরক্ষক বিভাগ (সেচ-বিভাগ) অর্থাভাবে যে অবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাকে শোচনীয় বলা ছাড়া আর উপায় নাই। প্রদেশের সকল অঞ্চল হইতে স্বাস্থ্যরক্ষা নদী-নালা, জল-বাহিকাগুলো সংস্কার, লোনা জলের প্লাবন, বিল সমূহের জল-নিকাশনের ব্যবস্থা, খাল পুনঃখননের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি জরুরী কাজের আহ্বান আসিতেছে। এই সব কাজের উপর কেবল যে জমির উর্ব্বরতা-শক্তিই নির্ভর করিতেছে, তাহা নহে; বরং দেশবাসীর স্বাস্থ্য-সম্পদও অনেকখানি নির্ভর করিতেছে।

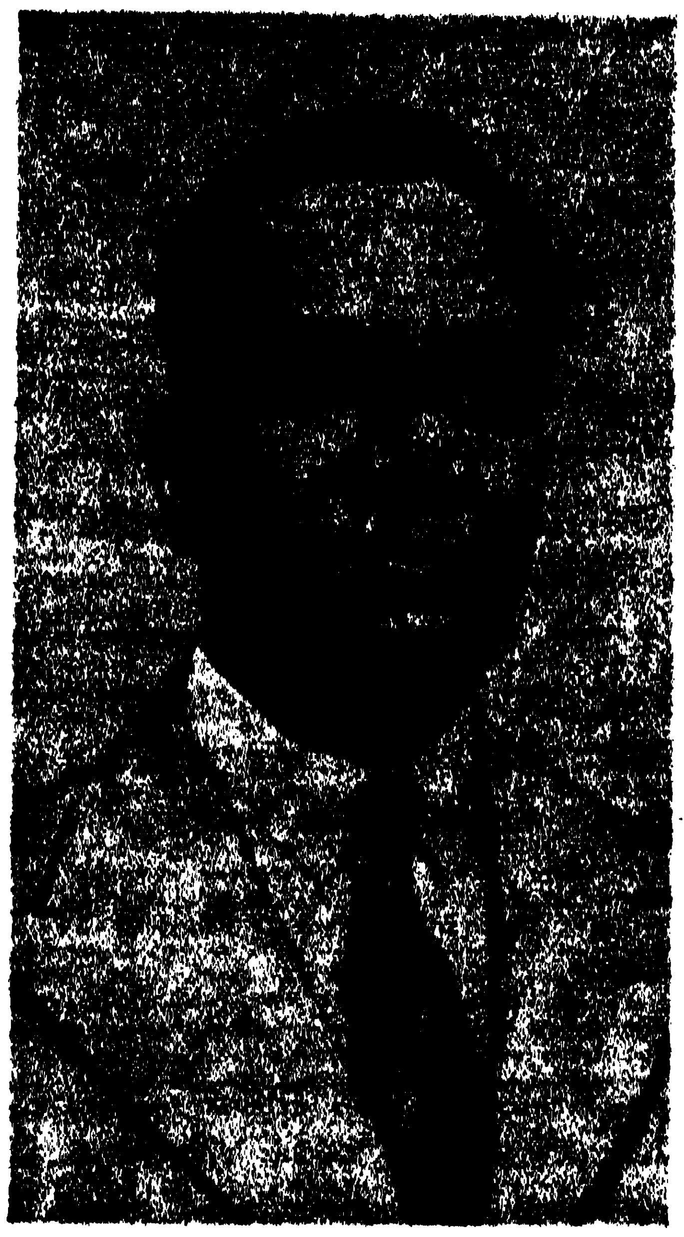

(মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী)

কিন্তু সেচ-বিভাগে লোকের সংখ্যা এত কম যে, প্রয়োজনীয় কার্য্যের অংশবিশেষ সম্পন্ন করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। গত চার বৎসর যাবত জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলির প্রসার সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছি, যেন ব্যাপক পরিকল্পনায় হাত দেওয়া সম্ভবপর হয়। জন-সাধারণের কল্যাণের জন্য যেসব কাজ সম্পন্ন করা আমরা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করি, যথেষ্ট পরিমাণ লোকজন না থাকায় তাহা সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। শুধু এই কারণেই বাজেটে টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় কোন-কোন বিভাগ পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমাদের অস্থায়ী রাজস্ব-সমস্যার সমাধানকল্পে বর্ত্তমান বর্ষে আমরা নূতন দুইটি কর নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে ঘাটতির উন্নতির জন্য এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে সাধারণ রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাময়িক জাতিগঠনমূলক কার্য্যে বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার উদ্দেশ্যে। এই উভয় ব্যবস্থাই বর্ত্তমানে আইন-সভার সম্মুখে বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রচলিত হার অনুসারে যে পর্য্যন্ত না যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারীর ব্যবস্থা হইবে, সে-পর্য্যন্ত কোন গভর্ণমেন্টের পক্ষেই কোন কাজের জন্য সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রতি বর্ষেই যখন জাতিগঠনমূলক কার্য্যের প্রসার সাধিত হইবে, তখন এই কথা আরো বেশী সত্য। আমাদিগকে রাজস্ব-বৃদ্ধির আরো পথ আবিষ্কার সম্পর্কে অবশেষে বিবেচনা করিতে হইবে এবং আমি আশা করি আমার লোকসাধারণ কর-প্রদানকারীগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিবেন না। আমি জানি কর যে-রকমই হউক না কেন, জনসাধারণ তাহা পছন্দ করিতে পারে না। কিন্তু ইহাও কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, কর বৃদ্ধি না করিয়া জাতিগঠনমূলক কাজের প্রসার আর সম্ভবপর নহে।

১৯৩৯-৪০ সাল

আগামী বর্ষের আনুমানিক হিসাব পেশ্ করার পূর্ব্বে ১৯৩৯-৪০ সনের হিসাবের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি এই পরিষদের সম্মুখে পেশ্ করিতে চাই। এক বৎসর পূর্ব্বে পরিষদে আমি বলিয়াছিলাম যে, ১৯৩৯-৪০ সনে রাজস্ব-খাতে ১৪ লাখ টাকা ঘাট্‌তী পড়িবে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু কার্য্যতঃ এই বাবদে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। সাধারণ অবস্থায়ই বাজেটের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক বিবরণ সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে; সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধের দিনে যুদ্ধ-পূর্ব্ব সময়ের মত সঠিক বাজেট পেশ্ করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সনে আমাদের অনুমানের ও প্রকৃত আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে যে বিশেষ পার্থক্য হয় নাই, তৎপ্রতিই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

[৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন]

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(আরোহীদের পার্শ্ববর্তী বা তাহা হইতে দূরবর্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং কোম্পানী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই জাহাজের ও তাহাদের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয় ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে লিখিত জানান। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসময়ে জানানো, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বাঙলার কথা

২৪শে ফেব্রুয়ারী—১৯৪১

বিক্রয়-কর বিল্

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সিলেক্ট-কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল্ উত্থাপন করিতে যাইয়া অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহ্‌রাওয়ার্দী যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বলা চলে। বিলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধপক্ষ হইতে যে-সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছিল, মাননীয় মন্ত্রী তাহার প্রত্যেকটিরই সদুত্তর প্রদান করিয়া বিলটি আইনে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—বাঙলার উন্নতি হউক, দেশবাসী কি তাহা কামনা করে না? যদি প্রকৃতই দেশের উন্নতি দেশবাসীর কাম্য হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত টাকার ব্যবস্থাও অবশ্যই করিতে হইবে এবং নূতন কর না বসাইয়া যথেষ্ট টাকার ব্যবস্থা করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এইভাবে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং মন্ত্রী-মণ্ডল এই ব্যাপারে আদৌ উদাসীন নহেন। দেশে জন-স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল হউক, শিক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা হউক এবং দেশের অর্থ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—এরূপ দাবী যদি করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট যদি টাকার ব্যবস্থা করাইতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি করা আদৌ উচিত নহে। "আমরা তামাক চাই তামাক চাই—অথচ কোন টাকা দিতে প্রস্তুত নই"—এরূপ কথা কেবলমাত্র সে-সব লোকই বলিতে পারে, যাহারা কেবল বাধা-দিবার মনোবৃত্তি লইয়া গভর্ণমেণ্টের সকল কাজের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—অন্য কোন রকমে টাকা না বসাইয়া বিক্রয়-কর প্রবর্ত্তন করা হইতেছে কেন? মাননীয় মন্ত্রীর কথায়ই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন,—"কর-নির্দ্ধারণের অন্যান্য আরো পদ্ধতি সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া আমরা এই বিশেষ পদ্ধতিকেই পছন্দ করিয়াছি এই জন্য যে, ইহার কতকগুলি সুবিধা রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় করের হার খুবই কম করা হইয়াছে, কর আদায় করিতে খরচও খুব কম পড়িবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আদায় হইবে। কাজেই বলা চলে—এই একটি মাত্র কর দ্বারাই জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে পারিব। বিশেষতঃ যদি এই কর-নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা যথোচিতভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের উপর এই করের বিশেষ চাপ পড়িবে না। কারণ, এই ব্যবস্থায় যে কর দিতে হইবে, তাহার বেশীর ভাগই অবস্থাপন্ন ক্রেতাদিগকেই বহন করিতে হইবে এবং ব্যবসায়ীরাও করের কতকাংশ বহন করিবে। "সরকারের বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয়ই এই সব যুক্তির সারবত্তা অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করিবেন; কিন্তু দালাল, দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের উপর কতকটা করের ভার পড়িবে বলিয়াই ইহারা স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া অযথা হৈ চৈ উত্থাপন করিয়াছে। মাননীয় অর্থ-সচিব ইহাদের সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন,—"দেশ গোল্লায় যাউক, ইহাদের তাহাতে কিছু যায় আসে না।" এই শ্রেণীর লোকেরা দেশবাসীর ভালমন্দ সম্বন্ধে বিবেচনা না করিলেও, জনপ্রিয় সরকার এই ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকিতে পারেন না। এই জন্যই যে-সব লোকের কর দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহাদের উপর কর-নির্দ্ধারণ করিয়া সরকার পানীয় জলের ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, সেচ-ব্যবস্থা ও কৃষির উন্নতির জন্য অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থায় অগ্রসর হইয়াছেন। প্রকৃতই দেশের কল্যাণ যাঁহারা অন্তরের সঙ্গে কামনা করেন, নিশ্চয়ই সরকারের এই ব্যবস্থাকে তাঁহারা সমর্থন করিবেন।

এই নূতন করের হার অতি সামান্য, দেশের দরিদ্র জন-সাধারণের উপর এই করের চাপ বেশী পড়িবে না; অথচ ইহা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ-সংস্থান হইবে। প্রস্তাবিত আইনের এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি মাননীয় অর্থ-সচিব দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। টাকা-প্রতি এক পয়সা করিয়া কর নির্দ্ধারণ প্রকৃতই অতি অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই ব্যবস্থায় কোন জিনিষের উপর যে বিক্রয়-কর নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা মাত্র একবারই আদায় হইবে—জিনিষটা একাধিকবার বিক্রয় হইলেও টাকা-প্রতি এক পয়সার বেশী কর আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া, অনেক জিনিষকে এই করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং এই জন্যই এই করের দ্বারা দরিদ্র জন-সাধারণের কোন অসুবিধা হইবে না। ধান্য, চাউল, ডাল, আটা, ময়দা এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পাট, তামাক প্রভৃতি অর্থকরী দ্রব্য এবং দেশীয় তাঁতী, কামার, কুমার, মুচী প্রভৃতির উৎপন্ন দ্রব্যাদিকেও এই করের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ যে-সব দ্রব্য বাঙলা হইতে অন্যত্র রপ্তানী করা হইবে, সে-সব দ্রব্যের উপরও টাক্স বসান হইবে না। ইহা ছাড়াও, আইনের আওতা হইতে আরো কতিপয় দ্রব্য বাদ দেওয়া হইবে এবং [illegible]—এই আইন [illegible] করিতে [illegible] গভর্ণমেণ্ট দেশের [illegible] স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছেন।

বৃটেনে নাৎসী অভিযান

"হিট্লার কি আবার বৃটেন অভিযানের চেষ্টা করিবেন?" এই প্রশ্নটি এখন সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছে। পরাজয় হইতে বাঁচিতে হইলে হিট্লারকে শীঘ্র বৃটেনের বাধা প্রদানের শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেই হইবে এবং মস্কাও বা অন্যত্র আক্রমণ পরিচালনা করিয়া এই দিক দিয়া সাফল্য অর্জন মোটেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং বলা চলে হিট্লারকে বাধ্য হইয়াই বৃটেন আক্রমণের চেষ্টা পুনরায় করিতে হইবে। এ-সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বিগত ১৮ই জুন তারিখে সত্যই বলিয়াছিলেন,—"হিট্লার ইহা বেশ ভালরূপই বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই দ্বীপেই (বৃটেনে) আমাদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার পরাজয় সুনিশ্চিত।" অবিলম্বে বৃটেন অভিযান না করিয়া বৃটেনের উপর ব্যাপকভাবে বিমান ও সাবমেরিণের আক্রমণ চালাইয়া বৃটেনকে সন্ধি করিতে বাধ্য করতঃ তাহার পর ভবিষ্যৎ আক্রমণের জন্য নূতনভাবে প্রস্তুত হওয়ার চেষ্টা পাওয়া নাৎসীদের পক্ষে বিচিত্র নহে। কিন্তু এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বনের প্রয়াস এযাবৎ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এরূপভাবে বিমান-বহর ও সাবমেরিণ-বাহিনীর দ্বারা বৃটেনকে কাবু করার পথে সম্প্রতি আবার আমেরিকার সাহায্য বিরাট অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বলা চলে অবিলম্বে বৃটেনে অভিযান পরিচালনা করা ছাড়া হিট্লারের গত্যন্তর নাই।

"কিন্তু বিগত বর্ষের সেপ্টেম্বর মাসে এরূপ অভিযান পরিচালনার যে সুযোগ ছিল, বর্ত্তমানে অবস্থা তাহাপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিকূল। অভিযানের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ বিগত বর্ষের গ্রীষ্মকালে হিট্লার বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতই সে সময়ে বৃটেনকে খুব বিপদের মধ্য দিয়া সময়ক্ষেপ করিতে হইয়াছে। তখন সবেমাত্র ফ্রান্সের পতন সম্ভাবিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে নরওয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত বিরাট সমুদ্রতটে জার্ম্মাণীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলেও অবস্থা তখন বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অভিযানের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া হিট্লার তখন অভিযানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এরূপভাবে অভিযানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করায় প্রকারান্তরে জার্ম্মাণীকে যে তখনকার মত পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। কারণ, গত বর্ষের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বৃটেন অভিযানের যে সুযোগ গিয়াছে, এরূপ সুবর্ণ সুযোগ আর সহজে আসিবার নয়। বর্ত্তমানে বৃটেনের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে ভাল, বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ের ফলে মিসর ও মধ্য-প্রাচ্যের সব বিপদ কাটিয়া গিয়াছে এবং ভূমধ্য-সাগরেও বৃটেনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটেনে ৪০ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে এবং ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার বহুগুণ বেশী নূতন সমর-সম্ভার সঞ্চিত করা হইয়াছে। বৃটিশ বিমান-বাহিনী সর্ব্বপ্রকারে নিজেদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে। বৃটেনের জন-সাধারণের নৈতিক বলও অক্ষুণ্ণ আছে এবং সামরিক ও বিমান আক্রমণ নিরোধক পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। কাজেই বলা চলে, শত্রুর অভিযান প্রতিরোধ করার জন্য বৃটেন সর্ব্বপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

"হিট্লার যদি বৃটেন আক্রমণ করেন, তবে তাঁহাকে এত ক্ষতি অনুমান করা হইবে যে, তিনি বুঝিতে পারিবেন না কোন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করা হইতেছে।"—[illegible] এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। বৃটেন নিজেও নিজের শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। হিট্লার ইহাও [illegible]—[illegible] বৃটিশ [illegible] এবং [illegible]

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[১ম পৃষ্ঠার জের]

১৯৩৯-৪০ সনের সংশোধিত হিসাবে রাজস্ব খাতে ১৪ লাখ টাকা ঘাটতী হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ ৬০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। আয়ের ক্ষেত্রে ২৯ লক্ষ টাকা বেশী হওয়ায় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে ৪৫ লক্ষ কম হওয়াই আনুমানিক হিসাব হইতে এই ৭৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেসব খাতে প্রধানতঃ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা হইতেছে—পাট শুল্ক ২২ লক্ষ, ভূমি-রাজস্ব ৮ লক্ষ, আবকারী ৫ লক্ষ, অন্যান্য ট্যাক্স ও কর ৪ লক্ষ এবং অপ্রত্যাশিত আদায় ৭ লক্ষ। কিন্তু ষ্ট্যাম্প খাতে ৮ লক্ষ ও বিচার বিভাগীয় খাতে ৯ লক্ষ টাকা কম আদায় হওয়ায় উপরোক্ত উদ্বৃত্ত অনেকাংশে কমিয়া যায়।

পাট-শুল্কের আদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেখা যায়। এই বাবদে ১৯৪০ সনের জানুয়ারী মাসে আমরা পাইয়াছিলাম ১৬ লাখ, ফেব্রুয়ারী মাসে ১৮ লাখ এবং মার্চ্চ মাসে দুই কিস্তিতে ৬৬ লাখ টাকা। যুদ্ধের দিনে জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধা সত্বেও যে পাট-কর হিসাবে এত টাকা পাওয়া গিয়াছে, ইহা বাস্তবিকই অভাবনীয়।

মার্চ্চ মাসে অনেক বেশী টাকা আদায় হওয়ায়, ভূমি-রাজস্ব খাতেও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যে হারে ভূমি-রাজস্ব আদায় হইয়াছিল, ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উক্ত হারেই টাকা উসুল হইতেছিল; কিন্তু মার্চ্চ মাসে (১৯৪০) মোট ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্ব বৎসর উক্ত মাসে ৯৫ লক্ষ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল।

দেশীয় মদ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ায়ই আবকারী খাতে উপরোক্তভাবে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় অর্থ-আইন অনুযায়ী ব্যবসায়ের উপর যে ট্যাক্স বসান হইয়াছে, তাহার ফলেই "অন্যান্য কর ও ট্যাক্স" বাবদ আয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। নূতন আইন অনুসারে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ টাকা আদায় হইবে, পূর্ব্বে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর হয় নাই।

"অপ্রত্যাশিতভাবে" যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত কারণে আসিয়াছে:—

সম্ভবতঃ ইহা সকলেরই স্মরণ আছে যে, কতকগুলি সংরক্ষিত তহবিলকে সাধারণ হিসাবের মধ্যে আনয়নের জন্য কাগজে-কলমে হিসাবের সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হইয়াছিল। তদনুসারে এই সব সংরক্ষিত তহবিলের টাকাকে রাজস্ব খাতে জমা করিয়া বাজেটের ঋণ ডিপজিট বিভাগে তাহা খরচ লেখা হইয়াছে। এই সব তহবিলের পরিমাণ পূর্ব্বে যাহা ধরা হইয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহাপেক্ষা ৭ লক্ষ টাকা বেশী দেখা যায়। কারণ বৎসরের শেষ দিকে আরো কতকগুলি সংরক্ষিত তহবিল সরকারের অধীনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই খাতে এরূপভাবে আমদানী যেমন বেশী দেখান হইয়াছে, খরচও সম-পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিচার বিভাগীয় আয়ে যে ঘাটতী পড়িয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে "এক্সপ্রোপ্রিয়েশন" বাবদ আয় বেশী হিসাব করা হইয়াছিল। কোর্ট-ফি কম বিক্রী হওয়াতেই "ষ্ট্যাম্প" খাতে আয় কম হইয়াছে। সংশোধিত হিসাব তৈরী করার সময় মনে করা হইয়াছিল যে, দেশের সর্ব্বত্র যখন ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহের কাজ চলিতেছে, তখন স্বভাবতঃই কোর্ট-ফি বাবদ আয় বেশী হইবে; কিন্তু এই অনুমান সত্যে পরিণত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে খরচের খাতে ৪৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১॥ লক্ষ টাকা "বিভিন্ন খাতে" কম ব্যয় হইয়াছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা কম টাকা প্রদানের জন্যই এরূপ হইয়াছে। বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা কম আদায় হওয়ায় এবং প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বাকি না হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে। এই সব আয়কে আলোচ্য বর্ষেই সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই জন্যই পূর্ব্বাহ্নে কোনরূপ সঠিক অনুমান সম্ভবপর হয় নাই।

অন্যান্য যেসব খাতে অনুমান অপেক্ষা ব্যয় কম হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪ লক্ষ অপ্রত্যাশিত ব্যয়, পূর্ত্তকার্য্য ব্যাপারে ৪ লক্ষ, দুর্ভিক্ষ-সাহায্য ৩ লক্ষ, শিক্ষা ৩ লক্ষ, পুলিশ ২॥ লক্ষ ও সাধারণ শাসন ব্যয় ২॥ লক্ষ টাকা।

অপ্রত্যাশিত ব্যয় যে কম হইয়াছে, তাহার কারণ ইহাই যে, যাহা অনুমান করা গিয়াছিল, তাহাপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় কম হইয়াছে এবং ব্যয়ের কতকাংশ আলোচ্য বর্ষেই ভারত সরকারের নিকট হইতে আদায় হইয়াছিল।

প্রদেশের কোন অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা না দেওয়ায়, দুর্ভিক্ষ-সাহায্য খাতে ব্যয় কম হইয়াছে। অন্যান্য খাতে যে কম ব্যয় হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে।

রাজস্ব খাতে ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় কম হওয়ায় ও ২৯ লক্ষ টাকা আয় বাড়ায় যে মোট ৭৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে বাজেটের ঋণ তহবিলে প্রদেয় টাকার মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা কম প্রদানের বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে। ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে অল্প পরিমাণ টাকার ট্রেজারী বিল ইস্যু করায়ই এরূপ হইয়াছিল।

প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে ইহাই দাঁড়ায় যে, সংশোধিত হিসাবে যেস্থলে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত লইয়া বৎসর শেষ হইবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, সেস্থলে আরো ৬১ লক্ষ টাকা যোগ হওয়ায় মোট ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত লইয়া বৎসর শেষ হইয়াছে। এই হিসাবে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ মাসে ট্রেজারী বিলের দ্বারা গৃহীত ৩০ লক্ষ টাকার ঋণও ধরা হইয়াছে। বিশেষ কতকগুলি কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট ১৭ লক্ষ টাকাও এই হিসাবের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের হিসাব সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার পূর্ব্বে আমি আরো কয়টি কথা বলিতে চাই। আমি বলিয়াছি আলোচ্য বর্ষে রাজস্ব খাতে ৬০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত লইয়া শেষ হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি এতদ্-প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, আয়ের খাতে "অপ্রত্যাশিত আয়" হিসাবেই ৪২ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই টাকা কেবলমাত্র হিসাবের খাতাই দেখান হইয়াছে। আর একটি ব্যাপারে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইতেছে ইহাই যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান-সমূহে দেয় ১০ লক্ষ টাকা বৎসরের শেষ সময় পর্য্যন্তও প্রদান করা হয় নাই এবং আমাদের হাতেই রহিয়াছে। এই উভয় ব্যাপারে বিবেচনা করিতে গেলে প্রকৃত উদ্বৃত্ত ৬০ লক্ষ না হইয়া মাত্র ৮ লক্ষ দাঁড়ায়।

১৯৪০-৪১ সন

গত প্রায় দুই বৎসর জগতের বাহিরে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। গণতন্ত্রবাদী এবং ডিক্টেটর-শাসিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রতি প্রতি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি উদাসীন থাকিতে পারেন না। তবে অদ্য আমি শুধু এ-প্রদেশের আর্থিক ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের কতটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহাই উল্লেখ করিতেছি।

আমি জানিতে পারিয়াছি, যুদ্ধের দরুণ অন্যান্য প্রদেশ পূর্ব্বের তুলনায় লাভবান হইয়াছে। বাঙলায় কিন্তু উহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। এই তারতম্যের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে অধিক দূর যাইতে হয় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাট রপ্তানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, এ-প্রদেশের সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে; কারণ অর্থ নীতি ক্ষেত্রে পাটের স্থান অতি উচ্চে। আমার বিশ্বাস, ইহা সকলে অবগত আছেন। তবুও কেহ কেহ ইহা ভুলিয়া যাওয়ার ভাণ করিয়া থাকেন। এ-সম্পর্কে পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু যে আমরা সাধারণ অবস্থায় বৎসরে পাট-শুল্ক বাবদ ২ কোটি টাকা পাইয়া থাকি এমন নহে, উপরন্তু রাজস্ব, ষ্ট্যাম্প, আবকারী ইত্যাদিও পাটচাষীদের অবস্থার উপর নির্ভরশীল। বর্ত্তমান প্রতি-যোগিতার দিনে ইউরোপের বাজার হাতছাড়া হওয়া এবং জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার সঙ্কোচ সাধনে পাটচাষীদের পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু এ-বার পাটও খুব বেশী উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা এবং উৎপন্ন পাটের ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রাপ্তির জন্য গভর্ণমেণ্ট যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি উহার পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করি না। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করিতেছি না; তবে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি ইহা নিশ্চয়ই দাবী করি যে, অন্যায় প্রতিযোগিতার অবসান না ঘটাইলে এবং ধনী ক্রেতাদের হাত হইতে চাষীদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা না করিলে পাটচাষীরা কখনও উৎপন্ন পাটের ন্যায়সঙ্গত দর পাইত না। পাটের ন্যায়সঙ্গত দর এবং উহার স্থায়ির বিধানের কার্য্যে এ-প্রদেশে আমরাই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় চটকল সমিতির সহযোগিতা লাভে সমর্থ হই। তাঁহাদের এই সহযোগিতা-লাভে আমি আনন্দানুভব করিতেছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে আমরা উহা লাভ করিব।

এ-সপ্তাহের প্রথম ভাগে "৪০—কৃষি" খাতে অতিরিক্ত অর্থের দাবী জানাইয়া উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় পাটের উচিত মূল্যের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া যে অর্থনৈতিক অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার উল্লেখ করিয়াছেন। সদস্যবৃন্দ আমার মুখে আবার উহা শুনিতে চাহিবেন না বলিয়া আশা করি। গত বাজেটের পর এ-বৎসর গভর্ণমেণ্ট যে-কয়টি কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত জুন মাসে গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, বাজেটে বরাদ্দ অর্থ ছাড়াও বর্ত্তমান বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে জেলা-স্কুল বোর্ডগুলিকে মোটা রকমের অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং পরিষদের মঞ্জুরী লাভের আশায় শিক্ষা-বিভাগকে উক্ত উদ্দেশ্যে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

কৃষি কার্য্যের জন্য স্বল্পকাল মেয়াদী ঋণ-প্রদান ব্যবস্থার আবশ্যকতার প্রতি কিছুকাল হইতে গভর্ণমেণ্টের মনো-যোগ আকর্ষিত হইয়াছে। গত বৎসর সমবায় সমিতিগুলির মারফৎ ১৩ লক্ষ টাকা ঋণ দান পূর্ব্বক এ-সম্পর্কে পরীক্ষা চলে। ১৯৪০-৪১ সনের বাজেট উপস্থিত করার পর আমরা উক্ত পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার ফলাফল জানিতে পারি। উহার উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসর কৃষি-ঋণ বিতরণের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। এই অর্থের মধ্যে ৫০ লক্ষ সমবায় সমিতির মারফৎ এবং ৫ লক্ষ জেলা অফিসারগণ কৃষিজীবিদের মধ্যে ঋণ হিসাবে বিতরণ করিয়াছেন।

অতঃপর চলতি বৎসরের আয়-ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। প্রাথমিক হিসাবে বৎসরের প্রথমে ১ কোটি

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[তৃতীয় পৃষ্ঠার জের]

৫৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত এবং বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে অনুমিত হইয়াছিল। সংশোধিত বরাদ্দে দেখা যায়, বৎসরের শেষে ১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা থাকিবে। নিম্নোক্ত কারণেই ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে:—

উদ্বৃত্ত তহবিলে ৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, রাজস্বের খাতে ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি, রাজস্ব বিভাগের ব্যয়ের খাতে ৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি, সর্ব্বোপরি রাজস্ব খাতের বহির্ভূত এককালীন সাহায্য ও ঋণদান বাবদ ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি।

উক্ত তারতম্যের কারণগুলি আলোচনা করা যাক। সংশোধিত হিসাবের উদ্বৃত্ত তহবিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের শেষে মৌজুদ তহবিলের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ১৯৩৯-৪০ সনের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত আলোচনায় আমি উহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছি।

পাটশুল্ক ৪৫ লক্ষ, ভূমি-রাজস্ব ৭ লক্ষ, ষ্ট্যাম্প ১০ লক্ষ, বিচার বিভাগে ৬ লক্ষ, অপ্রত্যাশিত খাতে ৪ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাওয়ায় রাজস্ব খাতে মোট ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। অপর পক্ষে আয়কর বাবদ ২৬ লক্ষ, আবগারী আয় ১৫ লক্ষ, শিল্প ও বাজে খাতের প্রত্যেকটিতে ৫ লক্ষ করিয়া এবং বন ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের প্রত্যেকটিতে ৩ লক্ষ টাকা করিয়া আয় বৃদ্ধিতে উহার কথঞ্চিৎ ক্ষতি পূরণ হইবে। এই তারতম্যের কারণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পাটশুল্ক এবং আয়করের উল্লেখ করিতে হয়। শেষোক্ত দফা সম্পর্কে আমরা স্বাধীনভাবে কোন সঠিক হিসাব-পত্র রচনা করিতে পারি না। ভারত গভর্ণমেণ্ট যে-সংখ্যা দিয়া থাকেন, উহার উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। পাটশুল্ক বাবদ লব্ধ অর্থ প্রতিমাসে আমাদের হিসাবে যোগ হয়। যে-পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ভিত্তি করিয়া সংশোধিত হিসাব-পত্র রচিত হইয়া থাকে। জানুয়ারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমরা ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পাইয়াছি। জানুয়ারী মাসে আমাদিগকে মাত্র ৮ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এমতাবস্থায় সম্বৎসরে আমরা $\frac{3}{4}$ কোটি টাকার অধিক পাইব বলিয়া আশা করা যায় না। এজন্য সংশোধিত হিসাবে আয়ের পরিমাণ প্রাথমিক হিসাবের তুলনায় ৪৫ লক্ষ টাকা কম ধরা হইয়াছে।

সরকারের খাস মহলের রাজস্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় ভূমি-রাজস্ব খাতে আয়ের অঙ্ক নামিয়া গিয়াছে। নন্-জুডিশিয়াল ও জুডিশিয়াল খাতে যথাক্রমে ৪ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাওয়ার দরুণ ষ্ট্যাম্পের খাতে ১০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। বিল অব এক্সচেঞ্জ ও বাকলা-সংক্রান্ত অপরাপর দলিল-পত্রের সংখ্যা হ্রাসের দরুণ নন্-জুডিশিয়াল খাতে ৪ লক্ষ টাকা আয় কমিয়া গিয়াছে। দেওয়ানী মামলার সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় জুডিশিয়াল খাতে ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা দিয়াছে। অপ্রত্যাশিত আয়ের খাতে এত কম টাকা পাওয়ার কারণ এই যে, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ গত বৎসর যাহা খরচ করা হইয়াছিল, উহার বেশীর ভাগই ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছে; বর্ত্তমান বৎসরে সামান্য মাত্র আদায়ের বাকী রহিয়াছে। দেশী বাদক দ্রব্যাদির কাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় আবগারী বিভাগের অতিরিক্ত আয় হইয়াছে। কুইনাইনের বহুল প্রচার এবং মূল্যবৃদ্ধিই শিল্পবিভাগে অতিরিক্ত অর্থ লাভের কারণ। বাজে খাতে আয় বৃদ্ধির কারণ এই যে, কলিকাতায় গভর্ণমেণ্ট ইলেকট্রিক চার্জ বাবদ যে অর্থ-ব্যয় করিয়া থাকেন, ১৯৩৭ সনের মধ্যভাগ হইতে উহার পুনঃ হিসাব-নিকাশে গভর্ণমেণ্ট কিছু অর্থ ফেরৎ পাইয়াছেন। যুদ্ধ সরবরাহ বিভাগ হইতে কতকগুলি বিশেষ অর্ডার পাওয়ায় বন বিভাগের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে দলিল-পত্রাদির সংখ্যা-বৃদ্ধির দরুণ রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয়ের অঙ্কও বাড়িয়া গিয়াছে।

পাটের উচিত মূল্য লাভের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইতেছে বলিয়া কৃষি খাতে ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সাধন উদ্দেশ্যে শিক্ষা খাতে ৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে। যুদ্ধকালীন জরুরী পরিস্থিতির দরুণ অতিরিক্ত পুলিশ ও সিভিক গার্ডের (নাগরিক রক্ষী) জন্য ৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় পড়িবে। সরকারী ইমারতাদির নির্ম্মাণ কার্য্য মন্দীভূত হওয়ায় পূর্ত্ত বিভাগে ৯ লক্ষ টাকা কম খরচ হইবে। আবর্জ্জনা পরিষ্কার, জল সরবরাহ ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনানুসারে কাজের সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া বাজেটে জন-স্বাস্থ্য খাতে যে পরিমাণ অর্থ ধরা হইয়াছে, উহা অপেক্ষা ৬ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হইবে। যুদ্ধের দরুণ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থ অপেক্ষা ৫ লক্ষ টাকা কম খরচ হইবে আশা করা যায়। ইহা ছাড়া, সাধারণ শাসন, ঋণ-সালিশী এবং বিচার-বিভাগের প্রত্যেক খাতে ৩ লক্ষ টাকা করিয়া বাঁচিয়া যাইবে।

এক্ষণে ঋণ ও ডিপজিট সম্পর্কিত ১ কোটি ও ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধির কারণ বলা যাইতেছে। ট্রেজারী বিলের ব্যাপারে ইহা ঘটিয়াছে। ১৯৪০ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৬০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল বকেয়া থাকিয়া যাইবে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল মাত্র ৩০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল অনাদায়ী আছে। সুতরাং ৩০ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়। বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ট্রেজারী বিল ইস্যু করার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। সংশোধিত আয়-ব্যয়ের হিসাবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল ইস্যু করার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৯৩৯-৪০ সনের হিসাব হইতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল জের স্বরূপ টানিয়া আনা হইয়াছে, উহা সহ চলতি বৎসরে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং বৎসরের শেষে আমাদের হাতে ৭৫ লক্ষ টাকা থাকিয়া যাইবে আশা করা যায়। এমতাবস্থায় আমাদের তহবিলে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মাত্র দাঁড়ায়। শিক্ষা কর এবং সিভিল কোর্ট ডিপজিট খাতে অতিরিক্ত আমানতীর টাকা দ্বারা ব্যাপকভাবে পাট বিক্রয়ের ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে।

১৯৪১-৪২ সন

১৯৪১-৪২ সনের বাজেটে আয়-ব্যয়ের হিসাবের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের তৃতীয় অধ্যায় কার্য্যকরী হওয়ার পূর্ব্বে বঙ্গীয় মোটর-যানবাহন ট্যাক্স আইনের বিধান অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশনকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত, উহার জন্য পরিষদের মঞ্জুরীর আবশ্যক হইত না। ১৯৩৭ সনের ভারত ও ব্রহ্ম সম্পর্কিত আদেশের ৪র্থ প্যারাগ্রাফের মর্ম্মানুযায়ী ১৯৩৯-৪০ সন পর্য্যন্ত এই ব্যয়ের দাবী উপস্থিত করা হইত। ঐ বৎসর হইতে পরিষদের মঞ্জুরী লাভের জন্য উহা বাজেটের

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোষ্ট অফিসে
পাওয়া যায় এবং
তার উপরে

।০ আনা, ।।০ আনা অথবা
১৲ টাকা মূল্যের ডিফেন্স
সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প লাগান।

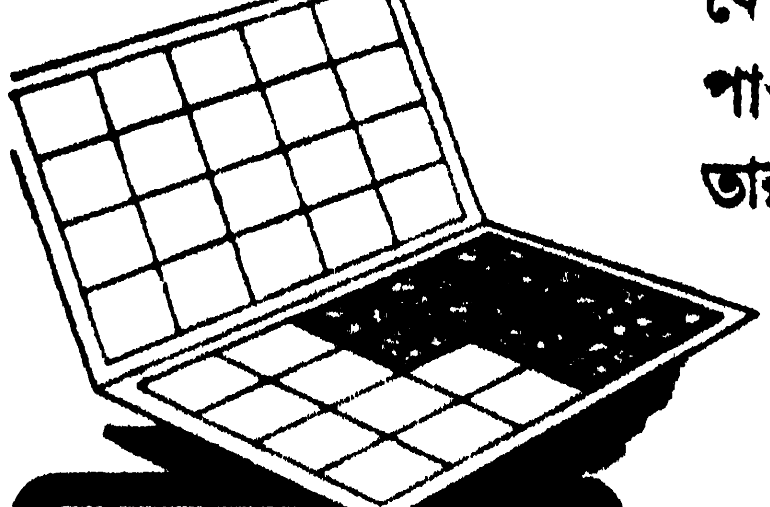

১০৲ টাকায়
৩।।/০ আনা
লাভ

যখন আপনার কার্ডে ১০৲
টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমা
হবে তখন তার পরিবর্ত্তে
পোষ্ট অফিস থেকে একটি
ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট
চেয়ে নিন—১০ বছরের মধ্যে
এই সার্টিফিকেটের দাম হবে
তের টাকা ন' আনা।

প্রয়োজন হলে যে
কোন সময় সুদ
সমেত টাকা ফেরৎ
দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন
ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

G I 24

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন অবস্থা সৃষ্টির আশঙ্কা

জাপান কি যুদ্ধে যোগদান করিবে?

বৃটিশ বন্দরের হইটি জাহাজ জখম

সুরাবায়ের (যাভায়) সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকা ও জাপানী দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে উত্তরদিকগামী একটা বৃটিশ বন্দরের দুইটি জাহাজ একটি জার্মাণ জাহাজের আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উহা একটী দ্রুত জার্মাণ রণতরী বলিয়াই মনে হইতেছে।

বুলগেরিয়ার সহস্রাধিক জার্মাণ বিমান

১২ ফেব্রুয়ারী বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ,—নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত সূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, এক হাজারেরও বেশী জার্মাণ বিমান বুলগেরিয়ায় অবতরণ করিয়াছে। নাৎসী কর্মচারীরা অধিকাংশ বুলগেরিয়ান বিমান ঘাঁটি দখল করিয়াছে। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে হাজার হাজার জার্মাণ সৈন্য সাদা অসামরিক পরিচ্ছদে রুমানিয়া হইতে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। দানিয়ুব নদীপথে কতকগুলি ট্যাঙ্ক আনয়ন করা হইয়াছে বলিয়াও বিবৃত।

এরিত্রিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

কায়রো হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে এরিত্রিয়া রণক্ষেত্রে অগ্রগতির কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। উত্তর দিক হইতে বৃটিশ সৈন্যেরা আসিয়া একস্থান দখল করিয়াছে, অনেককে বন্দী করা হইয়াছে এবং বহু যন্ত্রপাতি হস্তগত করিয়া লওয়া হইয়াছে। অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলিতেছে। কেরেণের চতুর্দিকে যুদ্ধ বেশ জোরভাবেই চলিতেছে। অপর দিকে আরও দক্ষিণের একটি ব্যূহে শত্রু এলাকায় প্রবেশ করিয়া ৮০টি কামান হস্তগত করিয়াছে অথবা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইন্দোচীনে জাপানের তাবপতি

ফরাসী ইন্দো-চীনে যে জাপ সামরিক প্রতিনিধি দল রহিয়াছেন, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপ নৌবিভাগীয় বিমানপোতের অবিরাম বোমাবর্ষণের ফলে বুদ্ধ রাজপথ প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জাপ দক্ষিণ সাগরীয় নৌবহরের ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পাঁচখানা জাপ নৌবিভাগীয় বিমান মেকং নদীর উপরকার পুরাতন কুংকুয়ো সেতুটিতে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, গত অক্টোবর মাসের বোমাবর্ষণের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত সেতুটি আর মেরামত করা হয় নাই এবং সমরোপকরণবাহী ২৫০ খানারও অধিক লরী আশেপাশে আটক পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য জাপ বিমানসমূহ কানমিংয়ের পশ্চিমে কতকগুলি মাল-গুদামের উপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, উত্তর বন্দরে ইতিপূর্বে যে ব্রেমবিন বিমান-বাহিনী প্রেরণ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি সে অঞ্চলে পুনরায় অষ্ট্রেলীয় বিমান-বাহিনীর আধুনিক বোমারু বিমানসমূহ প্রেরণ করা হইয়াছে।

বৃটেনের নিকট জাপানের দাবী

প্রকাশ, টোকিওতে থাইল্যাণ্ডের সহিত শান্তি আলোচনা কালে ফরাসী প্রতিনিধিদলের নিকট মিঃ মাৎসুওকো দাবী করেন যে, "এশিয়ায় জাপানের প্রভুত্ব ও সেই সূত্রে বৃটেনের এই অঞ্চলের দেশসমূহের পুনর্গঠনের অধিকার" বৃটেনকে সরকারীভাবে মানিয়া লইতে হইবে। এই দাবী তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। থাইল্যাণ্ডের সহিত "সংঘর্ষ" শান্তি স্থাপিত হইলে এশিয়ায় জাপানের "নিজস্ব অধিকার" প্রতিষ্ঠার জন্য আলিয়া বসিতে জাপান রাজী আছে; কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় জাপানের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া জাপানকে সর্বপ্রকার সুবিধা দান করিতে ব্রিটেন অস্বীকার করে।

তেপেলিনির পতনের আশঙ্কা

আলবানিয়ান সীমান্ত হইতে "ষ্টার"এর বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, ভ্যালোনার ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আলবানিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সহর তেপেলিনির যে কোন মুহূর্তে পতন হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়। এই রণাঙ্গনে গ্রীকেরা ভীষণভাবে গোলাবর্ষণ করিতেছে। ঢুবি এবং সেভোনি নদীর উপত্যকায় যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে। তবে ইটালীয়রা প্রচণ্ড বাধা দিতেছে। পূর্ব রণাঙ্গনে পোগ্রাডেকের নিকটে গ্রীকেরা গোলন্দাজ-বাহিনীর সহযোগিতায় আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

গ্রীক সৈন্যগণ ইটালীয়দের ৫০ বার পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করায়, ইটালীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল কাভালেরো সাময়িকভাবে এই কৌশল ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গ্রীকেরা আরও তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে। মধ্য ও উত্তর রণাঙ্গনে গ্রীকেরা আরও কয়েকটি পাহাড় দখল করিয়াছে। ইহাতে ইটালীয়দের প্রভূত ক্ষতি হয়। বিরুদ্ধ বিমানধ্বংসকারী নিবিড় মজবুত হইতে রণাঙ্গনে ইটালীর কোন বিমান দেখা যাইতেছে না।

ফ্রাঙ্কো-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

রোমের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর যুদ্ধ-বিরতির ইচ্ছা ও ফ্রাঙ্কো-মুসোলিনী সাক্ষাৎ, এই দুইটির মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে বলিয়া যেসব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সরকারীভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ষ্টেফানি এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছেন, "জলে এবং স্থলে যতক্ষণ না পূর্ণ প্রতিশোধ লওয়া হইতেছে, ততক্ষণ ইটালীর কোন ব্যক্তিই আলোচনায় বা যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মতি দিবে না।"

ভিসির সংবাদে জানা যায় যে, ফ্রাঙ্কো ও মুসোলিনীর মধ্যে প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব হস্তান্তর করার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছিল। তদুপরি ফ্রাঙ্কো-পেঁতা সাক্ষাৎকারের সময়ও উক্ত বিষয় আলোচিত হয় এবং তাহার সহিত ভূমধ্যসাগরে লাতিন রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থরক্ষার যুক্ত-ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ও আলোচিত হয়। ইতিপূর্বে এডমিরাল দার্লা দুইবার উক্ত ব্যবস্থায় আপত্তি জানাইয়াছিলেন।

বেন্টিম হইতে পার্পিগ্নান পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ফরাসী উপকূলভাগের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো আলোচনার শেষে স্পেনে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

"নিউইয়র্ক টাইমসের" সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভিসিতে গুজব, ইউরোপীয় সংগ্রাম মীমাংসা করিবার জন্য যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে, জেনারেল ফ্রাঙ্কো ও মুসোলিনী উহা বিবেচনা করিবেন। "নিউইয়র্ক হিরাল্ড" পত্রিকার ভিসি হইতে প্রেরিত একটী সংবাদে প্রকাশ যে, বর্তমানে একটি সাধারণ শান্তির প্রচেষ্টা চলিতেছে। ফলে সর্বত্র যুদ্ধ-বিরতি হইতে পারে কিম্বা যুদ্ধ ভূমধ্যসাগরে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে। লণ্ডনে এই কাহিনী সংবাদগুলিকে মাত্র অনুমান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বেলগ্রেড সম্পর্কে গ্রীসের সতর্কতা

যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব জার্মাণীতে যাওয়ায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। জার্মাণী কর্তৃক রুমানিয়া দখলের পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ওয়াকিবহাল মহল এই ব্যাপারের সহিত জার্মাণ-সোভিয়েট চুক্তির সম্পর্ক আছে বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন; উক্ত চুক্তিতে সোভিয়েট প্রভাবাধীন অঞ্চল, বিশেষ করিয়া বুলগেরিয়ার সংলগ্ন অঞ্চল হইতে জার্মাণীকে দূরে থাকিতে বলা হইয়াছিল।

যুগোশ্লাভ-রুমানিয়ান সীমান্তে জার্মাণ সৈন্যের সমাবেশ এবং যুগোশ্লাভ এলাকার মধ্য দিয়া জার্মাণী যে সৈন্য চলাচলের দাবী জানাইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ শোনা যাইতেছে, তাহার পরিণাম কি হইবে, এখন পর্যন্ত তাহা নিরূপণ করা কঠিন। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে শোনা গিয়াছে যে, সম্প্রতি বলকান সীমান্তে বহুস্থানে সৈন্য চলাচল হইয়াছে। থ্রেসের দিক হইতে যাহাতে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ না হইতে পারে, তজ্জন্য আলবেনিয়া হইতে কয়েক ডিভিশন গ্রীক সৈন্য থ্রেসে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। থ্রেসের বহুসংখ্যক গ্রীক অধিবাসী থ্রেস ত্যাগ করিয়া যাইতেছে বলিয়া শোনা যাইতেছে।

কেরেণ রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম

লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, এরিত্রিয়ার কেরেণ রণাঙ্গণে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। কেরেণ রণাঙ্গনে ইটালীয়ানরা প্রবল বাধা দিতেছে। বেশ সন্তোষজনকভাবে সংগ্রাম চলিয়াছে। আসমারার ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত আরেজা অভিমুখে ব্রিটিশ বাহিনী অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। পশ্চাদপসরণকারী ইটালীয়ানরা প্রচুর সাজসরঞ্জাম পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। আবিসিনিয়ার জুবাল হ্রদের পূর্ব তীরে ব্রিটিশ বাহিনী সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিটিশ বিমান-বহর গত রাত্রিতে আবিসিনিয়ার বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশ বিমানবহর তেসেনিয়ের উপর যুদ্ধপটিস্থার সারাদিনব্যাপী উপর্যুপরি আক্রমণ চালায়। তদুপরি ব্রিটিশ বোমারু বিমানবহর দুভিয়া, টেরাণ্ডা, মুকালো, এলবাসানের উপরও আক্রমণ চালায়।

জার্মানীর শোষণ-লীলা

অধিকৃত দেশগুলির দুর্ভাগ্য

জার্মাণী সম্প্রতি যেসব দেশ দখল করিয়া বসিয়াছে, সেসব দেশে অবাধে শোষণ লীলা চালাইতে মোটেই পশ্চাৎপদ হইতেছে না। এই ব্যাপারে বিগত ১৯৪০ সনের ১৯শে জুলাই তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতায় হিটলার স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, জার্মাণীর সম্ভার প্রাপ্তির ব্যাপারে অধীনস্থ দেশগুলির শোষণ খুব কার্য্যকরী হইবে। কিন্তু এই শোষণ চালাইতে যাইয়া যে উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাকে লুণ্ঠন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, কারণ জিনিষ গ্রহণ করিয়া তার মূল্য স্বরূপ জার্মাণ নোট প্রদান করা হয়; কিন্তু এসব নোট তাহারা জার্মাণী হইতে কোন জিনিষ বা খাদ্যদ্রব্য আনা মোটেই সম্ভবপর হয় না। কাজেই অধীনস্থ দেশগুলির ব্যবসায়ীদের পকেট জার্মাণ নোটের দ্বারা কেবল স্ফীত হইয়াই চলিয়াছে—অথচ তাহাদের দোকানগুলি দিন দিনই খালি হইয়া পড়িতেছে। কোন দোকানদার প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রেতাদেরকেও সরবরাহ না করিলে তাহাকে কঠোর সাজা ভোগ করিতে হয়। যে সেনাদল অধীনস্থ দেশগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের বেতন বাড়ান হইয়াছে এবং এমনভাবে বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করা হইয়াছে যে, সৈন্যগণ বিভিন্ন দ্রব্য অধীনস্থ দেশ হইতে ক্রয় করিয়া তাহাদের স্বদেশে পাঠাইতেছে। যাহাতে এই সুযোগে সকলেই অংশ পাইতে পারে, তজ্জন্য প্রায়ই পুরাণো সেনাদলের স্থানে নূতন সেনাদল আমদানী করা হয়। এক কথায় বলা চলে—অধীনস্থ দেশগুলিকে শোষণ করার জন্য নাৎসীরা কোন ব্যবস্থারই ত্রুটী করিতেছে না।

ভারতে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কেমন করিয়া প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন

বর্ত্তমান যুদ্ধঘোষণার এক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের অনেক বড় বড় শহরে বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থায় যথেষ্ট আয়োজন করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায় সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে প্রথম ব্যবস্থা হইল কতকগুলি শিক্ষাপ্রাপ্ত ওয়ার্ডেন দল গঠন করা, অগ্নিনির্ব্বাপক সাহায্যকারী সেবকদল গঠন করা ও অতিরিক্ত চিকিৎসা-ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা ও সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। এই কার্য্য সমাধানের জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত করা এবং আশ্রয়স্থল ও সাবধানতার জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণের প্রণালি, কোথাও গৃহাদি নষ্ট হইলে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য যথাযথরূপে সজ্জিত সেবকদল গঠন করা এবং সর্ব্বশেষ গ্যাস-প্রতিরোধের সাবধানতামূলক ব্যবস্থা।

কতকগুলি শহরের ব্যবস্থা অন্যান্য শহরের ব্যবস্থার চেয়ে বেশী অগ্রসর হইয়াছে। উদাহরণে বলা যাইতে পারে যে, বোম্বাই ও করাচীতে বিমান আক্রমণের সাবধানতা অবলম্বনের ব্যবস্থার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা-কেন্দ্র আছে। আশা করা যায় যে, ভারতের বড় বড় সকল শহরেই, যেখানে লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে কার্য্যকরী ব্যবস্থা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা-কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হইল শহরের বিমান আক্রমণ সাবধানতার মূল কেন্দ্ররূপে কাজ করা এবং সামরিক ও বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে নিবিড় সংযোগ রাখা এবং আসন্ন বিমান আক্রমণের যথাসম্ভব দ্রুত সংকেত করা এবং সাবধানতামূলক ব্যবস্থার সাহায্য প্রদান করা।

শিক্ষিত উপদেষ্টা ও সাজ-সরঞ্জামের অপ্রচুরতার জন্য এবং কতকটা টাকার অভাবে একসঙ্গে এই সমুদয় ব্যবস্থা করা যায় না।

তিনটি অপরিহার্য্য বিষয়

তিনটি অপরিহার্য্য কার্য্যের প্রতি প্রথমেই মনোনিবেশ করা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজন অনুসারে উহার প্রসারের ব্যবস্থা করা হইবে। ওয়ার্ডেন নিয়োগ ও তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য কর্মক্ষম সেবকদল গঠন করা এবং চিকিৎসক দল গঠন করা। ভারতবর্ষে এই ত্রিবিধ ব্যবস্থাই হইল বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায়ের ভিত্তি এবং ইহা দ্বারাই যথেষ্ট ব্যাপক ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে এবং ক্রমে ইহার আরও উন্নতি করা যাইতে পারে।

ইহাই মনে হয় যে, গ্যাস ব্যবহার করা সম্ভবপর হইলেও কার্য্যতঃ উহা করা হইবে না এবং সেই জন্যই শুধু ট্রেনিং দিবার জন্য গ্যাসজালি বা অন্যান্য গ্যাস-প্রতিরোধক দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ

এই ব্যবস্থা কয়েকটিই এ দেশে বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায়ের সমস্ত কার্য্য নহে। ওয়ার্ডেন ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যে নিয়োজিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন কর্ত্তৃপক্ষ ও কার্য্য-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহ হইতে বিপদ আসন্নতার আভাস না পাইলে কোন কাজই করিতে পারিবে না। বিদ্যুৎ-পরিচালিত বংশীধ্বনি দ্বারা বিমান আক্রমণের সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। এই সমুদয় বংশী হইতে একপ্রকারের অদ্ভুত শব্দিত ধ্বনি বাহির হয়। এই ধ্বনি ইংলণ্ডবাসীর নিকট খুবই পরিচিত। সতর্কতামূলক সাংকেতিক বাণীর একটি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দেওয়া হইয়াছে ও তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, যে সমুদয় স্থানকে সামরিক বা বে-সামরিক এবং বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পক্ষ হইতে বিশেষভাবে আক্রমণসাধ্য ও জরুরী বলিয়া শ্রেণী-ভুক্ত করা হইয়াছে ঐ সমুদয় স্থানেই একপ্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করা হইবে।

আক্রমণসাধ্য অঞ্চল

ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ দেশ। ইহার মধ্যে এমনও সব স্থান আছে, যাহা আক্রমণ হইতে বেশ মুক্ত। কিন্তু ভারতে তিনটি অঞ্চলের অন্ততঃ বিমান আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রথমে যে অঞ্চল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত, বেলুচিস্তান ইহার অন্তর্গত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের অধিকাংশ অল্প বিস্তর বিমান দ্বারা আক্রমণসাধ্য।

আর একটি অঞ্চল পূর্ব্ব বিভাগে অবস্থিত; যথা বাঙ্গলা-দেশ এবং আসাম ও বিহারের কতকাংশ এবং এই অঞ্চল বিশেষভাবে আক্রমণসাধ্য। কারণ এই স্থানের বহুল লোক সংখ্যা, ইহার শিল্প প্রতিষ্ঠান, কারখানা ও চটকল-সমূহের জন্য এই অঞ্চল আক্রমিত হইবার বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে। তৃতীয় অঞ্চল যাহা বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করা দরকার সেটি হইল ভারতের সমুদ্র বন্দরগুলি ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত যথা করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা; এই সমুদয় বন্দর হইতেই সাধারণতঃ ভারতের বিপুল বাণিজ্য চলিতেছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ইংলণ্ডের মত ছোট দেশেও সংরক্ষিত অবস্থায় আনিতে অনেক সময় ও টাকার প্রয়োজন হইয়াছে।

ঐরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষে করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন অবস্থাপন্ন প্রদেশসমূহের বিপুল লোকসংখ্যাহেতু ও আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হওয়ার দরুণ কাজটি আরও কঠিন হইবে। যেহেতু ভারতবর্ষের শাসন-তন্ত্র ঐকিক নহে, সেই হেতু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজেই ব্যবস্থাসমূহের ঐক্য ও সহযোগিতা রক্ষার প্রয়োজন আরোও বেশী। প্রত্যেক প্রদেশকেই ইহার নিজস্ব সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত; তথাপি বর্ত্তমান একনায়কত্ব যুদ্ধের দিনে, যখন যুদ্ধ চারিদিকেই বিস্তার লাভ করিতে পারে, বিপদের কথা উপেক্ষা করা চলে না। এখনই আক্রমণ হইবার সম্ভাবনা নাই কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ ইংরেজদের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছে এবং "প্রস্তুত হও" পন্থা যথাসম্ভব আমাদের অনুষ্ঠান ও সঙ্গতি অনুসারে অবলম্বন করিয়াছে।

শ্রেণী বিভক্ত শহরসমূহ

ভারতবর্ষের প্রায় বড় বড় শহরকে বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থার জন্য তাহাদের আক্রমণ-সাধ্য অবস্থা এবং সামরিক, শিল্প ও বে-সামরিক গুরুত্ব অনুসারে ত্রিবিধ অবস্থার একটির অধীনে বিভক্ত করা হইয়াছে।

যে সমস্ত শহরকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে সেগুলি বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। ইহার অনেক স্থানে সর্ব্বক্ষণের জন্য একজন এ, আর, পি, অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তিনটি প্রধান ব্যবস্থার—ওয়ার্ডেন দল গঠন ও তাহাদের শিক্ষা, অগ্নি-নির্ব্বাপন ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা পূর্ণভাবে করা হইয়াছে। এই সমস্ত শহরকে বিভিন্ন অঞ্চলে ও উপ-অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতে ওয়ার্ডেন ও তাহাদের সহকারী নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং অনেক স্থলে তাহাদিগকে পূর্ণ শিক্ষাও দেওয়া হইয়াছে এবং যুদ্ধ হইলে তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য পালনে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানে শান্তির সময়ের অগ্নি-নির্ব্বাপণ ব্যবস্থাকে পূর্ণ সংস্কার করা হইয়াছে এবং সম্পূর্ণভাবে আধুনিক করা হইয়াছে। উপরন্তু সাহায্যকারী অগ্নি-নির্ব্বাপক দল গঠন করা হইয়াছে। এই সহকারী অগ্নি-নির্ব্বাপক দলে যাহারা আছেন তাহারা অধিকাংশই স্বেচ্ছাসেবক; তাহাদিগকে শুধু পোষাক দেওয়া হইয়াছে।

দমকলের কর্মীদের ট্রেনিং

অতিরিক্ত দমকলের কর্মীদিগকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে ৬০ ঘণ্টা ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজন। সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে সুপরিচিত ট্রেইলার পাম্প,—ইহা একটি ছোট ইঞ্জিন এবং মোটর দ্বারা চালিত হয় এবং ইহা এক মিনিটে ১৮০ গ্যালন হিসাবে জলধারা প্রবাহিত করিতে পারে। ট্রেইলার পাম্পের খরচ খুব বেশী নয় এবং ইংলণ্ডে ইহার উপযোগিতা ভাল ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। একটি লরী বা স্বয়ং-চালিত যান ইহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরোও সুবিধা এই যে, সঙ্কীর্ণ রাস্তায় যেখানে মোটর গাড়ী কিম্বা স্বাভাবিক দমকল প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেও লোকে ইহা চালাইতে পারে, দুইজন মানুষে ইহাকে টানিয়া নিতে পারে। চিকিৎসা ব্যাপারে অনেক ভারতীয় ডাক্তার কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেণ্ট জন এম্বুল্যান্স, রেডক্রস, সেফ্‌টি ফার্ষ্ট এসোসিয়েশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বহুসংখ্যক লোককে প্রথম-সাহায্য প্রদানকারী দলে ট্রেনিং দিয়াছে। সমস্ত প্রথম শ্রেণীর শহরে ডাক্তার, টেলিফোন, সংবাদবাহক ও অন্যান্য পূর্ণ সরঞ্জামসহ প্রাথমিক শুশ্রূষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় বয়স্কাউট প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণ করিতেছে। এই সব বালক সংবাদ-বাহকের কাজ করে এবং চৌকী দেয় এবং সংবাদ আদান-প্রদানের সংযোগ রক্ষা করে।

উদ্ধারকারীদল

এইরূপ দল ভারতের সর্ব্বত্র রাখা সম্ভবপর নহে। যে-সমুদয় শহরকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও অনেক জায়গা আছে। সেগুলি জরুরী হইলেও প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। এই সমুদয় স্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, সেখানেও পূর্ণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তবে ছোট রকমে।

ইহার পরও অনেক শহর আছে, যেগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না; তবে তেমন জরুরী নয় কিম্বা আক্রমণসাধ্য নহে। এইগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এখানে বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থার জন্য নিয়ন্ত্রণ করা ও কর্মীদিগকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য লিখিত পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এখানে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তত বেশী টাকার ব্যবস্থা করা যায় নাই।

সমস্ত প্রথম শ্রেণীর শহরে উদ্ধারকারী দল গঠন করা ও তাহাদের ট্রেনিং আরম্ভ হইয়াছে। এই সব দলের কাজ হইবে বিধ্বস্ত অট্টালিকাদি হইতে লোক উদ্ধার করা এবং কোন অট্টালিকা বা রাস্তা ক্ষতি করা হইলে সেগুলি অপসারিত করা।

ট্রেনিংএর জন্য অনেক প্রদেশে স্কুল অথবা ট্রেনিং কেন্দ্র অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ডেন ও অন্যান্য লোক-দিগকে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমানে এই ট্রেনিং দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপদেষ্টা বহু পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না, যদিও কোন কোন প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশ হইতে এ বিষয়ে অগ্রণী। কিন্তু আশা করা যায় যে, ক্রমশঃ উপদেষ্টাগণে অনেক লোককে শিক্ষা দেওয়া যাইবে এবং বিমান আক্রমণের অনিষ্ট নিবারণোপায় ব্যবস্থার উপযুক্ত কর্মীদিগকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪১-৪২ সনের বাজেটে বরাদ্দ ৭২ লক্ষ টাকা আয়-ব্যয়ের উক্ত শ্রেণী বিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে।

ব্যয় বরাদ্দ

আমি এখন ব্যয় বরাদ্দের কথা আলোচনা করিব। আলোচ্য বৎসর এককোটি বিরানব্বই লক্ষ উদ্বৃত্ত তহবিল লইয়া আরম্ভ হইবে; চলতি বৎসরের শেষ এই টাকাই উদ্বৃত্ত থাকিবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। রাজস্ব আমদানী ১৪ কোটি ৩ লক্ষ অর্থাৎ সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ হইতে ২১ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। আমাদের রাজস্ব খাতের উপর ব্যয়ের প্রস্তাব হইবে ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ, ইহা বর্তমান বৎসরের অনুমিত ব্যয় হইতে ৫২ লক্ষ অধিক। এই সমুদয় ব্যয় বরাদ্দের উপর ভিত্তি করিয়া দেখা যায় যে, আমাদের রাজস্ব খাতের উপর ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। বাজেটের আসল ও ঋণ জমা বিভাগের কার্যেও ২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ ঘাটতির ফলে আমাদের উদ্বৃত্ত তহবিলের ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত দাঁড়াইবে মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা। এখানে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে নূতন কর-ধার্য্য ব্যবস্থা হইতে কোন প্রকারের আয় ধরা হয় নাই। ঐ সব কর-ধার্য্যের ব্যবস্থা আইন সভার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে, এবং এই বরাদ্দের মধ্যে কর সংগ্রহ করিবার কোন খরচাও ধরা হয় নাই।

আয়

সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ ও বাজেটের মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য আছে, আমি এখন সংক্ষেপে তাহাই বুঝাইব। রাজস্ব আয় খাতে যে ২১ লক্ষ টাকা বেশী দেখা যাইতেছে তাহার কারণ হইল পাটশুল্কের জন্য আনুমানিক অতিরিক্ত ৫ লক্ষ, আয়-কর বাবদে ৫ লক্ষ, ভূমি রাজস্বে ৫$\frac{1}{2}$ লক্ষ, অপ্রত্যাশিত আয় ৪ লক্ষ এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কোম্পানীসমূহ হইতে ১ দেড় লক্ষ। জাহাজে মাল পাঠানের সুযোগ কতকাংশে ভাল হইবে এই ধারণার উপরেই পাট শুল্কের বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই আয়-কর বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে। ভূমি রাজস্ব খাতে যে বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে, তাহা এই ধারণায় করা হইয়াছে যে গভর্ণমেণ্ট ষ্টেটগুলি হইতে বকেয়া রাজস্ব আদায় হইবে এবং সার্ভে সেটেলমেণ্টের খরচাও অধিকতর আদায় হইবে। অপ্রত্যাশিত আয়ের খাতে বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে; কারণ বর্তমান বৎসরে যুদ্ধ বাবদে যাহা ব্যয় করা হইয়াছে তাহা পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত কোম্পানী হইতে আয়ের যে অংশ দেখান হইয়াছে, তাহা আপোষ মীমাংসার ফলে দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে হইতে পাওয়া যাইবে।

ব্যয়

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চলতি বৎসরে সংশোধিত বরাদ্দ হইতে ৫২ লক্ষ টাকা অধিক রাজস্ব খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু সংশোধিত বরাদ্দে পাট ক্রয়ের জন্য যে ২৮ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে এবং যাহা আগামী বৎসরের বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয় নাই, তাহা যদি আমরা হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লই, তাহা হইলে আগামী বৎসরের খরচার বরাদ্দ চলতি বৎসরের ব্যয়ের চেয়ে ৮০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কার্য্যতঃ এই বৃদ্ধির সমস্তটাই জাতি গঠন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি দেখিবার সুবিধার জন্য ছাপান বর্ণনার ২ নং পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। আমার সহকর্মীগণ বিভিন্ন খাতে বর্দ্ধিত ব্যয় বরাদ্দের বিষয় তাঁহাদের নিজ নিজ বিভাগের ব্যয় মঞ্জুর প্রস্তাব করিবার সময় যথাকালে বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দিবেন। এই সব বিস্তারিত বিবরণ বাজেটে দেওয়া হইয়াছে এবং বাজেটের কপি সকল সদস্যগণকে দেওয়া হইয়াছে। এখন আমি এই সভা-গৃহে নূতন ব্যয়ের অধিকতর প্রধান প্রধান বিষয় আলোচনা করিব। তাহাতে সদস্যগণ জানিতে পারিবেন যে, আইন সভার নিকট যে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট কিরূপ ভাবে ব্যয় করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

পূর্ত্তকার্য্য

পূর্ত্তকার্য্যের বাবদে ১৮ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় দেখান হইয়াছে। ইহার দুই লক্ষ টাকা রাস্তা নির্ম্মাণের অধিকতর ব্যাপক পরিকল্পনার জন্য ব্যয় হইবে এবং রাস্তা সংস্কার তহবিল হইতে এই টাকা পাওয়া যাইবে। ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে আগামী বৎসর নোয়াখালী জেলার সদর শহরকে বেগমগঞ্জে স্থানান্তরিত করার জন্য। সদস্যগণ অবগত আছেন যে, মেঘনা নদীর ও নোয়াখালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত খালের ভাঙ্গন বন্ধ না হওয়ার দরুণই শহর স্থানান্তরিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে এবং তজ্জন্যই এই ব্যয় অপরিহার্য্য হইয়াছে।

তৃতীয় দফা বাহার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, সেটি হইল হাই কোর্টের নিকট জমি ক্রয়ের জন্য ৮ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ। এই জমির উপর অফিস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত গভর্ণমেণ্ট সমস্ত অফিস তথায় স্থানান্তরিত করা হইবে। যদিও হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পরিকল্পনায় অনেক টাকা গভর্ণমেণ্টের বাঁচিয়া যাইবে, তবুও জমি ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গেই গৃহ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা নহে। আমাদের মত এই যে, ইহা গভর্ণমেণ্টের গৃহ নির্ম্মাণের একটি বড় পরিকল্পনা, যে পর্য্যন্ত গৃহ নির্ম্মাণের দ্রব্যাদির মূল্য যুক্তিসঙ্গত অবস্থায় ফিরিয়া না আসে ততদিন এই নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারে এবং যুদ্ধের পরবর্তী মন্দা হ্রাস করিবার জন্য ইহা গভর্ণমেণ্টের গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার অংশ স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। বাজেটে এই জমি ক্রয় করিবার টাকা বরাদ্দ করার কারণ এই যে, শুধু গভর্ণমেণ্টই বাজারে এই ভূখণ্ডের ক্রেতা নহে, আরও ক্রেতা আছে এবং গভর্ণমেণ্ট ইহা ক্রয় না করিলে তৃতীয় ব্যক্তির নিকট উহা বিক্রয় করা হইবে।

এই বৃদ্ধি খাতের অবশিষ্ট টাকা নিম্নোল্লিখিত বিষয়ের জন্য ধরা হইয়াছে:—

শিবপুরে বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ ব্যবস্থা সাধারণতঃ যতদিন টিকিয়া থাকে, তাহার চেয়ে বেশীদিন চলিয়াছে এবং অনতিবিলম্বে উহা নূতন-ভাবে স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এই নূতন ব্যবস্থার জন্য এককালীন অর্দ্ধ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে; কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থা বর্তমান অসম্পূর্ণ ব্যবস্থার চেয়ে অনেক সস্তা হইবে।

যে সমস্ত স্থানে তড়িৎ প্রবাহ পাইবার সুযোগ আছে, তথায় বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট গৃহাদিতে তড়িৎ ব্যবস্থা করার জন্য এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন এবং আলিপুরে থানা গৃহ ও সারদায় পুলিশ ট্রেনিং কলেজের পুনঃ নির্ম্মাণের জন্য আরও এক লক্ষ টাকা দরকার।

শিক্ষা

ইহার পর অধিকতম বর্দ্ধিত ব্যয় হইল ১৪ লক্ষ টাকা, তাহা, শিক্ষা বিভাগে ব্যয়ের জন্য। ইহার অর্দ্ধাংশ প্রাথমিক শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য বিভিন্ন জেলা স্কুল বোর্ডে সাহায্য দেওয়ার জন্য টাকা এবং অবশিষ্ট নিম্নোক্ত বিষয়ে খরচ হইবে:—

দেড় লক্ষ টাকা অনুন্নত জাতির লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ পরিমাণ টাকা ঢাকা হিন্দু বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত একটী বোর্ডের ঘর তৈয়ারী করার জন্য প্রাথমিক খরচা বাবদে সাহায্য করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বালক ও বালিকাগণের বে-সরকারী মাধ্যমিক স্কুলের সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে ৭১ হাজার টাকা বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য, ৭১ হাজার টাকা লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে বি, এ, ও আই, এস্‌সি, ক্লাশ খুলিবার জন্য এবং ঢাকায় সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ফজলুল হক কলেজের জন্য এককালীন দান ৬৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

সাধারণ শাসন বিভাগ

সাধারণ শাসন বিভাগে ব্যয় বরাদ্দ ৯॥০ সাড়ে নয় লক্ষ বেশী হইয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির অধিকাংশই অন্যান্য খাতের ব্যয় এই খাতে আনার দরুণই হইয়াছে; অতএব আমাদের ব্যয় প্রকৃতই বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা বলা যায় না। এই সমুদয় ব্যয়ের পুরোভাগে হইল বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬ (সি) ধারামতে সেলামী আদায় খরচ। এই সেলামী আদায় চার্জ এতদিন সাব-রেজিষ্ট্রারদের উপর ছিল; কাজেই, বাজেটে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের অধীনে উহা দেখা হইত। সম্প্রতি ঐ আইনের যে সংশোধন হইয়াছে তাহাতে ঐ সেলামী আদায় কাজ কালেক্টরগণকে করিতে হইবে; সুতরাং সাধারণ শাসন বিভাগের অধীনেই ঐ ব্যয় দেখাইতে হইবে। ইহার যে ব্যয় এই খাতে আনা হইয়াছে, তাহা হইল সার্কেল অফিসারদিগের অধীনস্থ কেরাণীদের বেতন। ঋণ-সালিশী বোর্ডের নূতন কাজ সম্পর্কে প্রথমে এই কেরাণীদিগকে নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়, এতদিন পর্য্যন্ত তাহাদের চাকুরী অস্থায়ী ছিল এবং তাহাদের বেতন ঋণ-সালিশী বাজেটের অধীনে দেখান হইত। সার্কেল অফিসারদের কাজ সম্প্রতি এত বেশী হইয়াছে যে, সাধারণ কার্য্যের জন্য এই সব কেরাণীদিগকে স্থায়ী করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং ইহাদের জন্য যে ব্যয় হইত, তাহা ঋণ-সালিশী খাত হইতে এই খাতে আনা হইয়াছে। তৃতীয় দফা হইল মূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার ও তদধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের জন্য ব্যয়। চলতি বৎসর এই অফিসের জন্য যে ব্যয় হইতেছে তাহা "৮৩— অপ্রত্যাশিত খরচ" খাতে দেখান হইয়াছে এই ধারণায় যে, ইহা যুদ্ধের জন্যই খরচ হইতেছে এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। এখন ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এই ব্যয় হইতে পারে; সুতরাং ইহাও সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন খাতের তিন দফা এই খাতে আনিবার দরুণ মোট ৫$\frac{1}{2}$ সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। বৃদ্ধির অবশিষ্ট টাকা নিম্নোল্লিখিত বিষয়ের জন্য ব্যয় হইবে:—

১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সংগঠনের জন্য আবশ্যক হইবে। পল্লীর কল্যাণের জন্য জেলা অফিসারগণের হাতে বিতরণ জন্য বিশেষ-ভাবে ৬৪ হাজার টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। এক লক্ষ ১১ হাজার টাকা কতকটা নির্ব্বাচন ব্যয় ও কতকটা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের ভ্রমণ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি বৎসরে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ও ভবিষ্যতে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের নিয়োগের জন্য যে সব বরাদ্দ ছিল, উহা সাধারণতঃ খুব কম ছিল; তাহা অপেক্ষা প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বাঙলা-সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

পরিশেষে জেলা ও মহকুমার অফিসগুলির জন্য আসবাবপত্র যোগাইয়া দেওয়ার জন্য ২১ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

জন স্বাস্থ্য

ইহার পর আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এখানেও নয় লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইলক্ষ টাকা পল্লীর জল সরবরাহের জন্য। এই খাতে মোট বরাদ্দ হইল ১০ লক্ষ টাকা। চলতি বৎসর কুইনাইন বিতরণ খাতে ছিল ৫ লক্ষ টাকা, উহা বাড়াইয়া আলোচ্য বর্ষে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ম্যালেরিয়া-নিবারণ পরিকল্পনার জন্য দেড় লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে; সংশোধিত বরাদ্দে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বরাদ্দ, উহা বাড়াইয়া ২ লক্ষ ৬০ হাজার ধরা হইয়াছে; অতিরিক্ত বরাদ্দের অবশিষ্ট টাকা জলের কল ও রাজপথের পয়ঃপ্রণালীর অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্যই ধরা হইয়াছে।

অবসর-বৃত্তির জন্য ব্যয়

অবসর-বৃত্তির জন্য ব্যয় পূর্ববৎ বাড়িয়া চলিয়াছে—এজন্য অবসর বৃত্তি ও বার্দ্ধক্য-ভাতা খাতে পাঁচ লক্ষ বৃদ্ধি বরাদ্দ হইয়াছে। একসঙ্গে অবসর বৃত্তি দেওয়ার জন্য ৭ লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। প্রাদেশিক ও অধস্তন চাকুরীর লোকগণের বহু দরখাস্ত জমিয়াছে, তাহা হ্রাস করার জন্য ঐ ৭ লক্ষের ৬ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। যে-সমুদয় দরখাস্ত বিবেচনাধীন রহিয়াছে তাহার মোট টাকার পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০ লক্ষ। ইহা ছাড়া একসঙ্গে অবসর বৃত্তি দেওয়ার খরচ লাভজনক; কারণ ইহাতে পৌনঃপুনিক অবসর বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস পায় এবং যেভাবে হিসাব করা হয় তাহাতে গভর্ণমেণ্টের কিছু লাভও থাকে। যেগুলি অবশ্যই এককালীন দিতে হইবে, এরূপ ব্যয় চলতি বৎসরে খুবই কম এবং সাধারণ বরাদ্দ বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে এক লক্ষ বেশী।

শিল্প

শিল্প বিভাগের খাতে যে বৃদ্ধিহারের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সাড়ে চারি লক্ষ। ইহার অর্দ্ধেকের বেশী ধরা হইয়াছে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় পরিকল্পনার জন্য। অতি সতর্কতার সহিত তদন্ত করিবার পর কুটীর শিল্প তদন্ত কমিটি (যাহা কিছুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছে) এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা স্বরূপে নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রে আমরা একটি বিক্রয় ও সরবরাহ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিব। দুইটি তামা ও কাঁসার দ্রব্যাদির জন্য এবং দুইটি তাঁত প্রস্তুত বস্ত্রাদির জন্য। কারীগরদিগকে কাঁচা মাল দিবার জন্য প্রত্যেক ভাণ্ডারের কার্য্যকরী মূলধন স্বরূপে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে; ঐ প্রদত্ত কাঁচা মালের পরিবর্ত্তে তৈয়ারী দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে গ্রহণ করা হইবে। এই প্রদেশের কুটীর শিল্পের উৎকর্ষের জন্য এই পরীক্ষামূলক কার্য্যের ফল খুবই সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ হইবে। গভর্ণমেণ্ট কিসারী বিভাগ গঠন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন, উহা দ্বারা সকল প্রকারের মৎস্য চাষের উৎকর্ষ সাধন করা হইবে। পল্লীর সমুদ্র, খালবিল, এবং পুষ্করিণী প্রভৃতিতে এবং এই বিভাগের গঠন কার্য্যের প্রথম ব্যবস্থা করার জন্য আগামী বৎসরে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। গবেষণা কার্য্যের জন্য ও মৃৎশিল্প শিক্ষালয়ের জন্য ২৯ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। বহরমপুরে রেশম বয়ন বিদ্যালয়ের প্রসারের জন্য ২৯ হাজার ও বোলপুরে বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাগারের শিল্প বিভাগের জন্য ২০ হাজার টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সিনকোনা বিভাগের পুনর্গঠনের জন্য সিনকোনা বাজেটে দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য হইল সিনকোনার চাষ বৃদ্ধি করা, যাহাতে বাঙলা দেশ যথা সম্ভব কুইনাইন সরবরাহ বিষয়ে আত্ম-নির্ভরশীল হইতে পারে।

সমবায়

সমবায় বিভাগের বাজেটে সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ৩ লক্ষ টাকা বেশী ধরা হইয়াছে। দুইটি প্রধান বিষয়ে এই বৃদ্ধি খরচ ধরিতে হইয়াছে। প্রথমটি হইল সমবায় সমিতিগুলির সদস্য ও সেক্রেটারীগণকে ট্রেনিং দেওয়া—ইহার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট টাকা দিতেছেন। ইহাতে ব্যয় হইবে এক লক্ষ ২৮ হাজার টাকা। দ্বিতীয় বিষয় হইল অল্প মেয়াদে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় করার জন্য তদারক কর্ম্মচারীদের বাবদ ৬৮ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ। চলতি বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা কৃষি ঋণ দেওয়া হইয়াছে, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আগামী বৎসরের বাজেটে ঐ বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। বুদ্ধিমত্তার সহিত বিতরণের জন্য এবং এই বিপুল টাকা আদায় করিবার জন্য আরও অতিরিক্ত তদারক কর্ম্মচারী নিয়োগ আবশ্যক।

সেচ-কার্য্য

উপরোক্ত কারণে তিনলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই টাকার পরিমাণ এত কম হওয়ার কারণ হইতেছে এই যে, কতকগুলি বিরাট পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন শুধু বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল কাজ শেষ হইতে বহু বৎসর লাগিবার সম্ভাবনা। এই সকল পরিকল্পনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে নদ-নদী সম্পর্কে গবেষণা করিবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা। এই স্থানে নদীর ভাঙন এবং সেচসমস্যার উন্নয়ন কল্পে গবেষণাগারে মডেলের সাহায্যে শিক্ষা করিতে হইবে এবং ধারাবাহিক ও সংখ্যানুপাতিক বিশ্লেষণ দ্বারা বৃষ্টিপাত, সেচ এবং জল-নিকাশ সম্পর্কিত কাজ প্রস্তুত করা হইবে।

সাফল্যের আশা লইয়া একটি ব্যাপক সেচকার্য্যের প্রচেষ্টা শুরু করার পূর্ব্বে এই বিষয়ে সাজ-সরঞ্জামে পরিপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অতীতের অবহেলার ফলে সেচবিভাগ বর্ত্তমানে যে সাংঘাতিক বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠান তাহা অনেকাংশে দূর করিতে সক্ষম হইবে। আমার বিবৃতির প্রথম অংশে এই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করিয়াছি। যদিও এই প্রতিষ্ঠানের আগামী বৎসরের প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইতে বিশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইবে। অনুমান করা গিয়াছে যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই পরিকল্পনার নিমিত্ত ছয় লক্ষ টাকা প্রয়োজন হইবে। অনুরূপভাবে ২৪-পরগণা জেলার জল-নিকাশের ব্যবস্থার নিমিত্ত বিদ্যাধরী-পিয়ালী পরিকল্পনার জন্য ৫০ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বসাকুল্যে তজ্জন্য ৩ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হইবে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত কর্ণপাড়া খালের উন্নয়নকল্পে আগামী বৎসর বিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বসাকুল্যে তজ্জন্য এক লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় হইবে আশা করা যায়। ঠিক একই ভাবে খুলনা জেলার অন্তর্গত বেথরাতো খালের উন্নয়নকল্পে বিশ হাজার টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু তজ্জন্য মোট খরচ হইবে ৭৫ হাজার টাকা। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিকল্পনা আছে, উহার বিস্তৃত বিবরণী বাজেটে দেখা যাইবে।

ভূমি রাজস্ব

বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার ব্যাপক জরীপের কাজের ফলে ভূমি রাজস্বে দুই লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশী হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে যে সকল জরীপের কাজ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা পরিকল্পনানুযায়ী অগ্রসর হইতেছে।

পুলিশ

উপরোক্ত নিয়োগখাতে দুই লক্ষ টাকা বেশী বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, আগামী সালব্যাপী অতিরিক্ত পুলিশ নিযুক্ত করার একটা সম্ভাবনা রহিয়াছে, পক্ষান্তরে চলতি বৎসরে মাত্র কয়েক মাসের জন্য সে ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত যেসব পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টরের মধ্যে ট্রেনিং পাশ করিয়া রিজার্ভ রাখার জন্য কিছু ব্যয় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বিবিধ

আমি এমন একটি বিষয়ের বাবদ ব্যয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিবার প্রস্তাব করিতেছি, যাহার নিমিত্ত বাজেটে কোনরূপ বরাদ্দ করা হয় নাই, কিন্তু সে ব্যয়

[১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

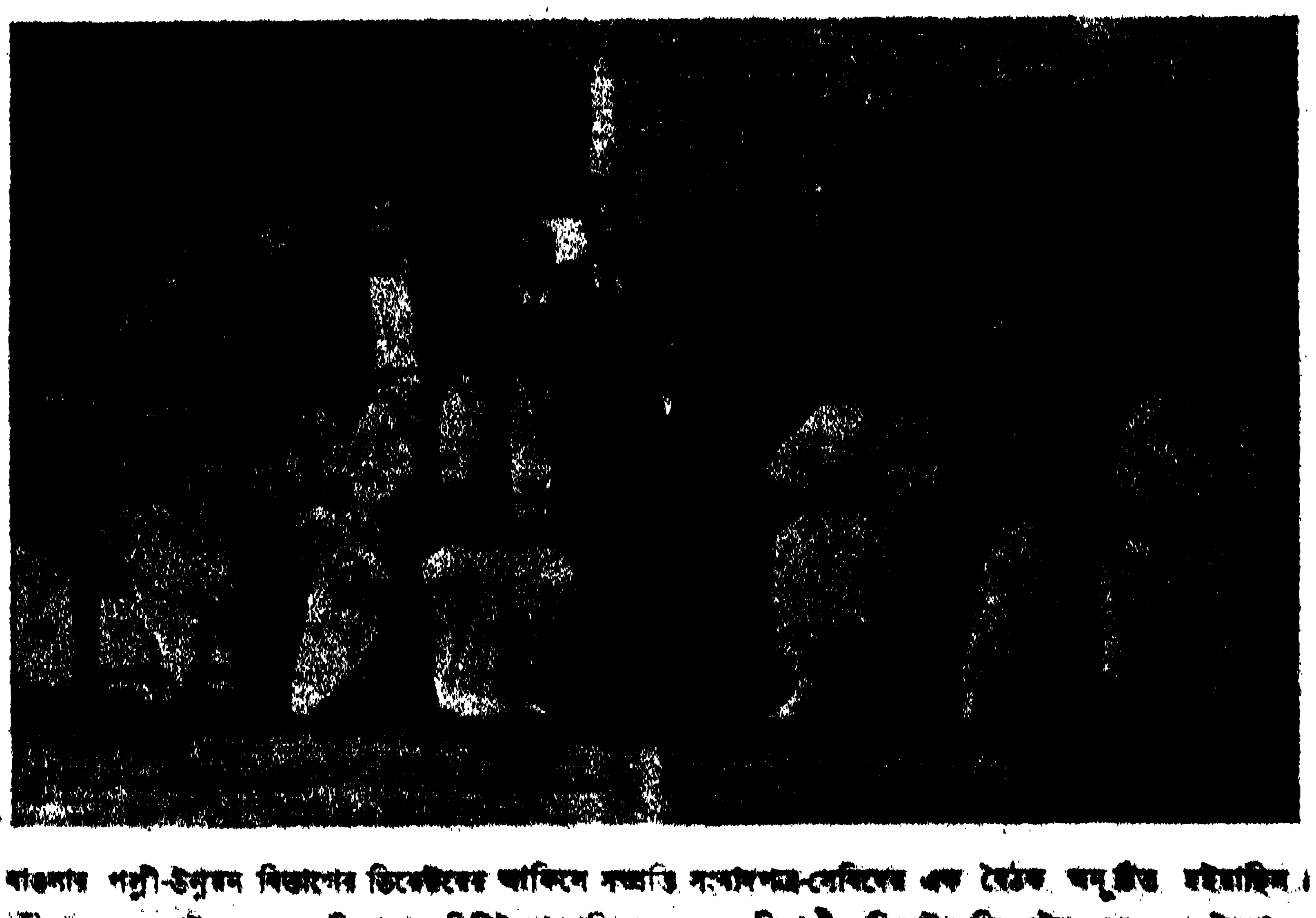

বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টরের অফিসে সম্প্রতি সংবাদপত্র-সেবিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চিত্রে দেখা যাইতেছে—কলিকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিকগণের সঙ্গে বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম, ইসহাক আই, সি, এস উপবিষ্ট রহিয়াছেন (মধ্যস্থলে)।

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বিভাগীয় কণ্ট্রোলারের চতুর্থ বিবৃতি

কৃষকগণ যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারেন, সেই জন্য সরকার বাহাদুর গত কয়েক বৎসর হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু এ কথা প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, কৃষকদিগের ও জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন সরকার বাহাদুরের এই চেষ্টা সফল হইতে পারে না।

পাটের চাহিদার উপরই প্রধানতঃ পাটের উচিত ও ন্যায্য মূল্য নির্ভর করে; যাঁহারা নানাপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাঁহারাও জানেন যে, চাহিদার অতিরিক্ত যদি কোন জিনিষ বাজারে আসে, তাহার দাম কম হইবেই হইবে; পাটের কেনা-বেচাতেও ঠিক এই নিয়মই খাটে, অর্থাৎ চাহিদার বেশী পাট উৎপন্ন হইলে উহার দাম কম হইয়া যাইবে।

সকলেই এখন জানেন যে, চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপন্ন করিবার জন্য সরকার বাহাদুর একটি আইন জারি করিয়াছেন; এই আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলি এবং এ সম্বন্ধে কৃষকদিগের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব কি, তাহা পূর্ব্বের পত্রিকাগুলিতে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

সরকার বাহাদুর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল, ১৯৪১ সালে সেই পরিমাণ জমির তিন ভাগের এক ভাগে পাট বুনিলে মোটামুটি চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপন্ন হইবে এবং তাহার ফলে পাটের দাম নিশ্চয়ই বাড়িবে। এই বিভাগের ১, ২ ও ৩ নম্বর পত্রিকায় কৃষকদিগকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং পরে এ বিষয়ে কাহারও কোন অজ্ঞতার অজুহাত গ্রাহ্য হইবে না। তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন যে, কৃষকদিগের ও দেশের সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সরকার বাহাদুর এই আইন অনুসারে ১৯৪১ সালে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন—এবং তাঁহারা কখনও কোন কারণে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিবেন না।

চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপন্ন করা ব্যতীত আরও কয়েকটি কারণের উপর পাটের উচিত ও ন্যায্য মূল্য নির্ভর করে; দুই একটি কারণ এখানে বলা হইতেছে।

সকলেই জানেন যে, পাটকলের মালিকগণ তাঁহাদের স্বাভাবিক কাজের জন্য অন্ততঃ ছয় মাসের উপযোগী পাট মজুত করিয়া রাখেন; সুতরাং যদি তাঁহারা জানেন যে, কোন বৎসর চাহিদার অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা পাট কিনিবার জন্য মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা ও সুবিধামত এবং যখন পাটের বাজার পড়িয়া যায় তখন কলের মালিকগণ খুব সস্তাদরে পাট কিনিয়া রাখেন। বর্ত্তমান বৎসরে এই সমস্যা খুবই প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে, প্রথমতঃ এ বৎসর পাটের ফসল খুবই বেশী হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য বিদেশের অনেক বড় বড় পাটের বাজার একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কিছুদিন আগে যে সকল দেশ আমাদের নিকট হইতে পাট কিনিত, সেই সকল দেশ এখন শত্রুর হাতে চলিয়া গিয়াছে এবং সেই সকল দেশে এখন পাট রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ইহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য আগের অপেক্ষা অনেকটা মন্দা চলিতেছে এবং সেই জন্য পাটের থলে ও বস্তার চাহিদাও অনেক কমিয়া গিয়াছে; থলে ও বস্তার চাহিদা কম হওয়ার জন্য এদেশের কলগুলির কাজের সময়ও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কলগুলিতে পাটের খরচও কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাটের চাহিদা কত কম হইয়া গিয়াছে—অথচ এই বৎসরই আবার উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, পাটের কলের মালিকগণ পাট কিনিবার জন্য মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না—এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের দরও কমিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই সমস্যা সত্ত্বেও কৃষকগণ যাহাতে পাটের উপযুক্ত মূল্য পান তাহার জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন, সম্প্রতি কলের মালিকগণের সহিত সরকার বাহাদুরের এক চুক্তি হইয়াছে—এই চুক্তি অনুসারে কলের মালিকগণকে প্রত্যেক মাসে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট কিনিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে কলিকাতায় কোন শ্রেণীর পাট নিম্নতম কি দামে কিনিতে হইবে তাহাও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের নিম্নতম দরের সুবিধা পাইতে হইলে পাটের শ্রেণীগুলির নাম ও উহাদের সম্বন্ধে কৃষকদিগের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক—সেই জন্য বাজারে প্রচলিত শ্রেণীগুলির নাম ও বিবরণ এখানে দেওয়া হইতেছে।

সাদা পাট

নাম।		বিবরণ।
(ক) টপ	...	শক্ত আঁশ, ভাল রং। শতকরা ২৫ ভাগের বেশী গোড়ার ছাল (কাটিং) থাকিবে না।
(খ) মিডিল	...	শক্ত আঁশ, শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী গোড়ার ছাল (কাটিং) থাকিবে না।
(গ) বটম্	...	সকল রকমের পাট যা টপ্ ও মিডিল শ্রেণীভুক্ত নয়, কিন্তু কাটিং থাকিবে না।

তোষা পাট

নাম।		বিবরণ।
(ক) টপ	...	শক্ত আঁশ, ভাল রং; শতকরা ১৫ ভাগের বেশী গোড়ার ছাল (কাটিং) থাকিবে না।
(খ) মিডিল	...	শক্ত আঁশ; শতকরা ২৫ ভাগের বেশী গোড়ার ছাল (কাটিং) থাকিবে না।
(গ) বটম্	...	সকল রকমের পাট, যাহা টপ্ ও মিডিল শ্রেণীভুক্ত নয়, কিন্তু কোন কাটিং থাকিবে না।

আবার স্থানবিশেষে উৎপন্ন পাটের নাম আছে, যথা—জাত পাট, ডিষ্ট্রিক্ট পাট ইত্যাদি। সাধারণতঃ ময়মনসিংহ জেলার সদর, জামালপুর, ঢাকা জেলার সদর এবং নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উঁচু জমিতে যেসব পাট জন্মে তাহাকে জাত পাট বলে। যেমন, মুন্সীগঞ্জ ও বগুড়া প্রভৃতি অতীব নীচু ও চর অঞ্চলে যেসব পাট জন্মে তাহাকে ডিষ্ট্রিক্ট পাট বলে। জাতপাট সাধারণতঃ লম্বা, শক্ত, চক্‌চকে এবং সাদা ডিষ্ট্রিক্ট পাট মোটা ও কম চক্‌চকে। কিছুকাল পরে সাধারণতঃ ডিষ্ট্রিক্ট পাটের রং লাল হইয়া উঠে।

কলের মালিকগণের সহিত যে চুক্তি হইয়াছে—সেই অনুসারে নিম্নলিখিত মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

	মার্কা	মিডিল	বটম	
(১)	ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্রিক্ট	৭৸৹	৬৲	মণপ্রতি
(২)	ইণ্ডিয়ান জাত	৮।৹	৬।৹	,,
(৩)	ইউরোপিয়ান প্যাকড	৮।৹	৬৸৹	,,
(৪)	দেশী বাজারী না কষা	৬৲	..	,,

মনে রাখিতে হইবে যে, উপরোক্ত দরগুলি কলিকাতার দর; মফঃস্বল কলিকাতায় পাট চালান করিতে রেলের ও ষ্টীমারের ভাড়া, কুলি-খরচ ইত্যাদি বাবদ কলিকাতা হইতে পাটচালানকারী ব্যবসায়ীদের মতে অনুসারে মোটামুটি মণপ্রতি ৸৹ হইতে ১।৹ খরচ পড়ে, সুতরাং কলিকাতার দরের কথা মনে রাখিয়া এবং পাট চালান করিবার জন্য খরচের একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া কৃষকেরা নিজেরাই তাঁহাদের শ্রেণীবিশেষের পাটের মূল্য অনায়াসে নির্দ্ধারিত করিয়া উপযুক্ত দাম দাবী করিতে পারিবেন এবং সেই মূল্য অপেক্ষা তাঁহারা যেন কম মূল্যে পাট বিক্রয় করিতে স্বীকৃত না হন। এ সময়ে কৃষকেরা নিজেদের স্বার্থ না দেখিলে কে আর দেখিবে?

বর্ত্তমান বৎসরে আর একটি সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে; তাহা এই—পাট পচানো উপযুক্ত জলের অভাবে এ বৎসর অধিক পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হইয়াছে; এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে এই যে, কৃষকেরা যেন একেবারে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সম্পূর্ণ পাট বিক্রয় করিবার জন্য ব্যস্ত না হন; এ ক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বৎসরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের পরিমাণ অতি কম হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা যদি প্রথমেই একেবারে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সমুদয় পাট বিক্রয় করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঘরে কেবল নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাটই পড়িয়া থাকিবে—পরে ইহা বিক্রয় করা কঠিন হইবে, সেই জন্য সরকার বাহাদুর কৃষকদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাঁহারা যেন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয় করেন। এই প্রসঙ্গে কৃষককে আবার বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন টপ, মিডিল ও বটম প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পাট চিনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের উৎপন্ন পাট এই সব ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বিক্রয় করেন।

বর্ত্তমান পাটের দাম কম হওয়ার আর একটি কারণ উপস্থিত হইয়াছে; সেই কারণটি এই যে, অনেকে পাটের ওজন বেশী করিবার উদ্দেশ্যে পাটে জল মিশাইয়া ঐ পাট বিক্রয় করিয়া থাকেন; এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, শুকনা পাট অপেক্ষা এইরূপ ভিজা পাটের দাম কম হইবেই হইবে। পাট ভিজা হওয়ার অজুহাতে ক্রেতাগণ নানান দিক দিয়া ধলতা, কাটতি প্রভৃতি বাবদ পাটের দাম কম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; ইহার ফলে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে যে, পাটের বাজার ক্রমশঃ পড়িয়া যাইতেছে, কেহই ভাবিয়া দেখেন না যে, ভিজা পাট বা কেবল মাত্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয়ের জন্যই বাজার মন্দা হইয়া যাইতেছে। ভিজা পাট বেশী দিন মজুত রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যায় এবং পরে উহা বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক দরও পাওয়া যায় না; সেই কারণে কৃষকগণ ভিজা পাট বাজারে আনিয়া যে দর পান সেই দরেই উহা বিক্রয় করিয়া ফেলেন—কারণ তাঁহারা বেশ জানেন যে, উহা ফিরাইয়া লইয়া গেলে উহাকে আর বেশী দিন মজুত রাখা যাইবে না এবং ভবিষ্যতে উহা বিক্রয় করিয়া বর্ত্তমান দাম অপেক্ষা কখনও ভাল দাম পাওয়া যাইবে না। যাঁহারা এই ভিজা পাট কেনেন তাঁহাদেরও বিপদ আছে—তাঁহারাও এই ভিজা পাট বেশী দিন গুদামে রাখিতে পারেন না; কলিকাতায় চালান দিয়া হাওড়ার বাজারে যে কোন দরে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হন। সুতরাং ভিজা পাট বিক্রয়ের প্রথা কৃষকদিগের পক্ষে কত অনিষ্টকর তাহা অতি সহজেই বুঝা যাইবে।

এখন শেষ ও বিশেষ দরকারী কথা এই যে, পাটের উচিত ও ন্যায্য মূল্য বজায় রাখিবার জন্য চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপাদন করিবার জন্য পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ আবশ্যক, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, একমাত্র চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপাদনের উপরই কৃষকদিগের নিরাপত্তা

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

আমেরিকার কারখানা হাত করিবার চেষ্টা

জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গ্রাণ্ড জুরি কর্ত্তৃক অভিযোগ

আমেরিকার যুদ্ধোপকরণ শিল্পের বেশ একটা বড় অংশ জার্ম্মানী হাত করিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি এক অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই অপপ্রচেষ্টা কর্ত্তৃক বিনষ্ট করিবার জন্য গত ১৬ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

জার্ম্মাণীর বিরাট রং প্রস্তুত কারখানা আই, জি, ফারবেনিন্‌ডাষ্ট্রি ও তাহার সহিত আরও পাঁচটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও অন্য নয় জন ব্যক্তি আমেরিকার ম্যাগনেসিয়াম প্রস্তুতের কারখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গ্রাণ্ড জুরি অভিযোগ করিয়াছেন। বিমানপোত ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্ভার প্রস্তুত করিবার পক্ষে ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারবিভাগ বলিতেছেন, ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আমেরিকার আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য যুদ্ধশিল্পগুলির উপর জার্ম্মাণ প্রভাবের "বিস্ময়কর প্রমাণ" পাওয়া গিয়াছে। ম্যাগনেসিয়াম-উৎপাদন কারখানাগুলির উপর জার্ম্মাণীর নিয়ন্ত্রণাধিকারের দরুণ ম্যাগনেসিয়াম উৎপাদনের অসুবিধা ও উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ হইয়াছে; তাহা ছাড়া ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে দাম চড়াইয়া রাখাও সম্ভব হইয়াছে। মেলন্‌ পরিবার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত আমেরিকার এলুমিনিয়ম কোম্পানী, ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানী এবং কারবেন কোম্পানীর দুইজন কর্ম্মচারী ও এই ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

হিটলার কোন দিক আক্রমণ করিবে?

প্রবল আক্রমণের আশঙ্কা

গত ২৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত পর পর পাঁচ রাত্রি ব্রিটেনের উপর বিমান আক্রমণ চালাইবার পর বিমান আক্রমণে বিরতি দেখা দিয়াছে। এই তুষ্ণীভাব যে একটা নূতন আক্রমণের পূর্ব্বাভাস, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। অবশ্য গত কয়দিন ধরিয়া আবহাওয়ার অবস্থাও নৈশ আক্রমণের উপযোগী ছিল না।

ক্রমশঃ জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ এবং আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত বিমানের সংখ্যা যেমন কমিয়া আসিতেছে তাহাতে মনে হয়, খুব বড় রকম একটা আক্রমণের সময়ে কাজে লাগাইবার জন্য জার্ম্মাণী বিমানপোত, পেট্রোল, গোলাগুলী এবং শিক্ষিত বৈমানিক মজুদ রাখিতেছে। অবশ্য আক্রমণ বলিতে কেবল যে ব্রিটেন আক্রমণই বুঝায়, তাহা নহে। বল্কান দেশগুলির বিরুদ্ধে বা সম্পূর্ণ ভাবে ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ জাহাজগুলির উপরেও এই আক্রমণ চলিতে পারে। দক্ষিণ ইতালিতে বর্ত্তমানে অধিক সংখ্যায় জার্ম্মাণ বিমানপোত জড়ো করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাও অতিশয় অর্থপূর্ণ।

লণ্ডনের লর্ড-মেয়রের তার

বাঙলা হইতে প্রেরিত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ

বঙ্গীয় যুদ্ধ-সম্পর্কীত তহবিলের পক্ষ হইতে প্রেরিত ১,৪১৪।৵০ আনার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লণ্ডনের লর্ড-মেয়র নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করিয়াছেন: "আপনার চাঁদা সানন্দে গৃহীত হইবে। আমার বিমান-আক্রমণ সাহায্য-ভাণ্ডারে বাঙলার লোকেরাও সাহায্য করিয়াছে। আপনাদের দান এখানকার সকলের পক্ষেই বিরাট উৎসাহপ্রদায়ক হইয়াছে।"

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

বিগত ২৯শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

এই সপ্তাহে উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থান ব্যতীত বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে অল্প হইয়াছে। শরৎকালীন ফসলের জন্য চাষের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। সম্প্রতি বৃষ্টি হইলে আগামী ফসলের উপকার হইবে। বিগত ২৫শে জানুয়ারী বীরভূমে ও মুর্শিদাবাদে রিলিফের কাজে যথাক্রমে ৩,৯০১ ও ১,২৪৯ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূমে ১,৩৩৯ জন লোক খয়রাতী দান পাইয়াছে। এই সপ্তাহে সাধারণ চাউলের মূল্য গড়ে টাকায় ৴৮ আট সের ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় চাউলের মূল্য শতকরা ০·৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাটে সাধারণ চাউল টাকায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৮৷৷৶০ ছটাক; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় ৴৭ সাত সের হইতে ৴৭।০ সোয়া সাত সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে ৴৭।০ সের হইতে ৴৮।০ ছটাক; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯ সের; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৴৮ আট সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ৴৭৶০ সাত সের তিন ছটাক হইতে ৴৮।৶০ আট সের সাত ছটাক। বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৴৮ আট সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৴৮ আট সের; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯ নয় সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৴৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ৴৮ আট সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় টাকায় ৴৭৷৵০ পৌনে আট সের হইতে ৴৮।০ সোয়া আট সের; রাজসাহী, নওগাঁও ও নাটোরে টাকায় ৴৭৷৷০ ছটাক হইতে ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে টাকায় ৴৭৷৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮ আট সের; দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও কর্শিয়াংএ টাকায় ৴৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৴৮ আট সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় ৴৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৴৮ আট সের; বগুড়ায় টাকায় ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে টাকায় ৴৭৷৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের; মালদহে টাকায় ৴৮ আট সের; কুচবিহারে টাকায় ৴৮৷৵০ পৌনে নয় সের; ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় ৴৭৷৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৮।০ সোয়া আট সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৴৭৷৷০ সাড়ে সাত সের হইতে ৴৯ নয় সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ৴৮ আট সের হইতে ৴৯ নয় সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯৷৷০ সাড়ে নয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের হইতে ৴৯ নয় সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে ৴৮৷৷০ সাড়ে আট সের হইতে ৴৮৷৵০ পৌনে নয় সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।১২ বার সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৴৭।০ সোয়া সাত সের হইতে ।১৩।০ সোয়া তের সের।

বাঙলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও পাটের মূল্যবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে এবং কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই সরকার বাহাদুর পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দুঃখের বিষয় অনেকে মনে করেন যে, এই ব্যবস্থা কৃষকদিগের কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে; কিন্তু এই ধারণা একেবারেই ভুল। প্রথমতঃ পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে চাহিদা অনুযায়ী পাট উৎপন্ন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের দাম যে বাড়িয়া যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এবং একথাও বলা যাইতে পারে যে, বিনা নিয়ন্ত্রণে বেশী পরিমাণ জমিতে পাট উৎপন্ন করিয়া কৃষক যে অর্থ পাইতেন, নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কম জমিতে পাট উৎপন্ন করিয়া তাহা অপেক্ষা বেশী অর্থ পাইবেন। অথচ এই বেশী অর্থ পাইবার জন্য তাঁহাকে কম পরিশ্রম করিতে হইবে, কেননা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁহাকে তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র জমিতে পাট চাষ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব জমিতে এ বৎসর পাট বোনা হইবে না, সেই সব জমিতে ধান, চীনাবাদাম, শস্যবীজ, ইক্ষু, তুলা, শাকসব্জী, মিষ্টি আলু ও অন্যান্য ফসল লাগাইয়া কৃষক তাঁহার আয়ের পরিমাণ অনেক বাড়াইতে পারিবেন। এ ক্ষেত্রে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা দরকার; অধিক পরিমাণ জমিতে পাট বপন করিলে কৃষক উহা রীতিমত তৈয়ির করিবার সময় পান না—কাজে কাজেই তিনি যে পাট উৎপন্ন করেন, তাহা রীতিমত তৈয়িরের অভাবে সাধারণতঃ নিকৃষ্ট হয়; কিন্তু অল্প জমিতে পাট বপন করিলে কৃষক ঐ জমির পাট তৈয়ির ইত্যাদি সুচারুরূপে করিতে পারেন এবং ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হয়; সুতরাং তিনি এইরূপ অল্প জমিতে পাট বুনিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাটের জন্য অধিক মূল্য পাইবেন। সুতরাং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেনই না, বরং নানান দিক হইতে লাভবান্‌ হইবেন। যদি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তাহা হইলে এত অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইবে যে, কেহই উহা কিনিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিবেন না এবং ফলে কৃষক পাটের নামমাত্র মূল্যও পাইবেন না। সেইজন্য কৃষকদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এই যে, সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রচারিত উপদেশ তাঁহারা যেন বিনাদ্বিধায় পালন করেন; এই উপদেশ পালন করিলে তাঁহাদের কল্যাণ হইবে এবং তাঁহারা আবার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিতে পাইবেন।

মহার্ঘ-ভাতার ব্যবস্থা

অল্প বেতনের কর্ম্মচারীদের সুবিধা

অল্প বেতনভোগী সরকারী চাকুরীজীবিদিগকে মাসিক এক টাকা হিসাবে মহার্ঘ ভাতা প্রদানের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। যদি একাদিক্রমে তিন মাসকাল কলিকাতায় টাকায় ৴৮ সের করিয়া চাউল বিক্রয় হয়, তাহা হইলে মাসিক ৩০৲ টাকা বা উহা অপেক্ষা কম বেতনভোগী সরকারী চাকুরীজীবিদিগকে উক্ত হারে ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত করা হয়। কলিকাতায় গত তিন মাস সাধারণের আহার্য্য চাউল উক্ত দরে ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে পুনরাদেশ পর্য্যন্ত পরিকল্পিত মহার্ঘ-ভাতা দেওয়া হইবে। ইহাকে কার্য্যকরী করিতে সরকারের মোট ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

বাঙলাদেশে স্বাস্থ্য-সম্পর্কীত পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার কার্য্যকারিতা

"জলের কল এবং রাজপথের নিম্নস্থ পয়ঃপ্রণালীর যে সকল কাজ সমাপ্ত হইয়াছে এবং নির্ম্মাণাধীন আছে, আলোচ্য বৎসরে তজ্জন্য ৮,৩৮,৯১৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বর্ষের উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭,৪৫,৯১৩৲ টাকা। ইহাতে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অল্প পরিমাণ অর্থের সংস্থান করা সত্ত্বেও স্বাস্থ্যরক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ সন্তোষ-জনকভাবেই গৃহীত হইয়াছে।"

জন-স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এবং ১৯৩৯ সালের স্যানিটারী বোর্ডের রিপোর্ট সম্পর্কে বিভাগীয় প্রস্তাবে উপরোক্ত কথা বলা হইয়াছে।

উক্ত প্রস্তাবে আরও বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং নির্ম্মাণ কার্য্য পরিদর্শন করা সম্পর্কে এই বিভাগ বেশ কিছু লাভ করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই নিমিত্ত ৫৪,২২৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৩,২৩১৲ টাকা।

পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ব্যাপারে পল্লী-পানীয় জল সরবরাহ শাখাসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁহার সহকর্মীগণ সমগ্র প্রদেশে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং ভ্রমণ ব্যপদেশে তাঁহারা পল্লীঅঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের নলকূপ এবং অন্যান্য উপায় বহুদেব পরিদর্শন করিয়াছেন এবং জেলা বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ারিং কর্ম্মচারীদের সহিত এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা নলকূপ ও অন্যান্য জলের কল স্থাপন করিবার প্রণালী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং যে ক্ষেত্রে উহা অসুবিধাজনক অথবা উন্নতি-সাপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেখানে উন্নয়নের জন্য যথাযোগ্য উপদেশাদিও প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় পানীয় জল সরবরাহক কর্ম্মচারীও যথাযোগ্যভাবে ও অল্প পয়সা ব্যয় করিয়া কিভাবে জল সরবরাহ কার্য্যে উন্নতি সাধন করা যায়, সে সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিয়াছে। সমগ্র বাঙলা-দেশে ব্যাপকভাবে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা রচনা সম্পর্কে এই সকল কর্ম্মচারীর নিকট হইতে জেলায় পরিকল্পনা রচনা ব্যাপারে বহু কাজ পাওয়া গিয়াছে। সেই কার্য্যের এলাকা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং ব্যাপক পানীয় জল সরবরাহ ব্যাপারে ইহাদের সম্মুখে সুদূরপ্রসারী কার্য্যাবলী আছে।

পরিকল্পনার ব্যয়

আলোচ্যবর্ষে এই সম্পর্কীত পরিকল্পনার মোট ৪৩,০১,০০৬৲ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯৯,২৬,০০০৲ টাকা। ১৯৩৮ সালে এসব পরিকল্পনার মূল্য হঠাৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, জন-স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা অনুসারে যে সাহায্য করিবার রীতি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু পরিকল্পনার মূল্য ১৯৩৯ সালে অল্প পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়ায় এই কথাই প্রমাণিত হইল যে, গত বৎসরের বহু পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়াছে। জন-স্বাস্থ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পরিচালনাধীনে ১৪টি স্বাস্থ্য সম্পর্কীত কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগ কালিম্পং ও মাইজদী জলের কলের কাজ সমভাবে পরিচালিত করিয়াছে।

কালিম্পং, বাগেরহাট, রাণাঘাট, মুন্সীগঞ্জ এবং মাইজদী নামক স্থানের মিউনিসিপ্যালিটির বহির্ভূত জলের কলসহ আলোচ্য বর্ষে ৫৪টি জলের কল স্থাপন করা হইয়াছে। জেলা বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডের সহযোগিতার ফলে বাগেরহাট এবং মুন্সীগঞ্জের জলের কল গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এই উদাহরণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অনুসৃত হইবে।

মোট ১,৪১৮,৯৬৭ জন লোক জলের কলে চাকরী করিতেছে এবং উক্ত জলের কল মোট ১৮,৭২৫,৬৭৯ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করিয়াছে। সাধা জলের কলে যে, ধরণের জল সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক বলিয়াই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বরাহনগর কামারহাটি যুক্ত পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্পনা

এই বৎসরের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে বরাহনগর কামারহাটির যুক্ত জলের কলের কাজের সমাপ্তি। সমগ্র প্রদেশে এই ধরণের কারখানা এই প্রথম। এই কারখানার নিয়ন্ত্রণের ভার সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের হস্তে উহা ন্যস্ত করা হইয়াছে।

বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মাঝে মাঝে গিয়া জলের কল এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। স্যানিটারী বোর্ড জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টকে যথারীতি পরামর্শ দান করিয়া আসিয়াছে। আলোচ্য বৎসর বোর্ড তিনটি সভা আহ্বান করিয়াছিল; তাহাতে নয়টি সমস্যা এবং ৪টি বিস্তৃত পরিকল্পনা বিবেচনা করা হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং কতকগুলি ব্যাপারে আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া গভর্ণমেণ্টের পাকা মঞ্জুরের জন্য পাঠান হইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা, বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কার্য্যাবলী বিষয়ে পরিকল্পনা রচনা, পরিচালনা, পরিদর্শন এবং রক্ষা করা ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগেরও নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

হিটলার কি টিউনিসিয়া আক্রমণ করিবে?

পেঁতার নিকট দাবী পেশ

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ্যাফ্রিকাদের অন্তর্গত বার্ণে হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, উত্তর-আফ্রিকার ব্রিটিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য ফ্রান্সের টিউনিসিয়া ঘাঁটি সাবমেরিন, নৌ এবং বিমানঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে চাহিয়া হিটলার ফ্রান্সের নিকট প্রকাশ্য দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সম্প্রতি যে সাক্ষাৎকার হয়, তাহার শেষ দিন মার্শাল পেঁতার নিকট হিটলারের দাবী প্রেরিত হয়। শিয়ারে লাভাল ও মৌলিক অ্যাডমিরাল দার্লান এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে এবং প্রেসিডেন্টের পূর্ণ দলা উহার বিপক্ষে ছিলেন বলিয়া প্রকাশ; মার্শাল পেঁতা নিজে এ সম্পর্কে মনস্থির করিতে পারেন নাই।

টিউনিসিয়ার ফরাসী রেসিডেণ্ট-জেনারেল অ্যাডমিরাল এস্তাভা এবং আফ্রিকার ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ওয়াইগাঁ উহার বিরোধী বলিয়া জানা গিয়াছে।

হল্যাণ্ডে পাইকারী জরিমানা

মোটর-লরীর চাকা ফাটাইয়া দেওয়ার শাস্তি

টাইমস্ পত্রিকার জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ শাসন-কর্ত্তা সেস্ ইন্‌কোয়ার্ট এই মর্ম্মে একটি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, হল্যাণ্ডে অধিষ্ঠিত জার্ম্মাণ সৈন্যদের কাজ-কর্ম্মে বিঘ্ন হইতে যাহারা বিঘ্ন ঘটাইবার প্রয়াস পাইবে, তাহাদের বিরুদ্ধে "প্রায়শ্চিত্ত"মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। জার্ম্মাণ সরকারের মুখপাত্র "ডয়েশ্ ডিপ্লোমাটিশ্ পলিটিশ্ কোরেসপণ্ডেনৎস্" নামক সংবাদ-পত্রটি বর্ত্তমানে এই হুকুমটি সমর্থন করিয়া এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহা বর্ণনা করিয়াছে।

প্রকাশ যে, দেশে রক্ষিত জার্ম্মাণ সামরিক লরীগুলির চাকার টায়ার গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডিসেম্বর কে বা কাহারা ইচ্ছা করিয়া ফাটাইয়া দিয়াছে। প্রকৃত দোষীকে ধরা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু যাহাদের মধ্যে দোষী ব্যক্তি থাকা সম্ভব বলিয়া জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ মনে করে, এমন একদল লোককে বাছিয়া লইয়া "প্রায়শ্চিত্ত" স্বরূপ তাহাদের উপর ৬০,০০০ গিল্ডার জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে।

প্রাইমারী শিক্ষকবর্গের পুনঃট্রেণিং

নদীয়ায় চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান

নদীয়ার জেলা স্কুল ইন্সপেক্টর মিঃ দেলওয়ার হোসেনের পরিচালনাধীনে তথাকার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যের জন্য সমস্তপ্রায় শিক্ষকবর্গের নূতনভাবে আর এক দফা ট্রেণিং হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগর গুরুট্রেণিং স্কুলে উক্ত ট্রেণিং দেওয়া হইয়াছে। নদীয়ার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া এ-ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল এবং বহুসংখ্যক শিক্ষক উহাতে যোগদান করেন। বহু শিক্ষাবিদ্ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। ট্রেণিং-এর নির্দ্দিষ্ট বিষয় ছাড়া কৃষি, পশুপালন, বৈদ্যুতিক শক্তি, পল্লী-জীবন যাপন, সমবায় প্রথা, পল্লী-উন্নয়ন, প্রাথমিক সাহায্য প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বিষয়েও বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী ট্রেণিং-এর পর কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ জে, এম, সেনের সভাপতিত্বে গণ-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বৈঠকের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। নদীয়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে দে, আই, সি, এস, রেভাঃ এফ্, বাইবী, মিঃ দেলওয়ার হোসেন, মিঃ কে, সি, কুমারী ও কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ এস, সি, মল্লিক গণ-শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। শহরের বহু গণ্যমান্য লোক বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন।

ভারতে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অনেকে হয়ত মনে করেন যে, ভারতবর্ষে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা খুব কম, কিন্তু বিপদাশঙ্কা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। লোকের নিরাপত্তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা কেবল গভর্ণমেণ্টের নহে, নগরবাসীদিগকেও তাহাদের নিজের, পরিবারবর্গের ও ছেলেমেয়েদের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ অনেকাংশে আত্মসাহায্য প্রতিষ্ঠান এবং লোকের যথাযোগ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা সমস্ত লোকের সহযোগিতার উপর এবং মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

অনধিকৃত ফ্রান্সে জার্ম্মাণ আক্রমণ আসন্ন

মার্শ্যাল পেঁতার নিকট হিটলারের হুমকি

নিরপেক্ষসূত্রে জানা গিয়াছে যে, হিটলার গত ৩রা জানুয়ারী মার্শাল পেঁতার নিকট নিম্নলিখিত দাবী দুইটি জানাইয়াছিলেন:—(১) টিউনিসের অন্তর্গত বিশিষ্ট বন্দর ও ফরাসী নৌবহরের ঘাঁটি বিজেটাকে জার্ম্মাণীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। সিসিলি দ্বীপ ও বিজেটার মধ্যেই ভূমধ্যসাগর সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রশস্ত। (২) অনধিকৃত ফ্রান্সের মধ্য দিয়া তুলোঁ বা মার্শাই বন্দরের দিকে জার্ম্মাণ সৈন্য বাহিনীকে অগ্রসর হইতে এবং সেখান হইতে তাহাদিগকে ফরাসী জাহাজে বিজেটা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ যোগান দেওয়ার জন্যও ফরাসী জাহাজ ব্যবহারের দাবী করা হইয়াছে।

হিটলার এই লিখিত দাবীর সহিত বাচনিক ভীতিপ্রদর্শনও করিয়াছিলেন। তিনি জানান যে, ফ্রান্স এই দাবী মিটাইতে অস্বীকৃত হইলে জার্ম্মাণী তাহাকে তিন দিনের মেয়াদে একটি "চরম পত্র" দান করিবে। এই তিন দিনের মধ্যে চরম পত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা করা না হইলে জার্ম্মাণ সৈন্যরা অনধিকৃত ফ্রান্স দখল করিয়া লইবে।

চরমপত্র হিটলার এখনও পাঠান নাই। কূটনৈতিক মহলে মনে করা হইতেছে যে, হিটলার ভয় দেখাইলেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হইবেন না। প্রকাশ যে, হিটলারের এই ভীতিপ্রদর্শনের প্রত্যুত্তরে মার্শাল পেঁতা ফরাসী উপনিবেশ ও নৌবহরকে বৃটিশ পক্ষে যোগদানের আদেশ করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। বোধ হয় ইহাই হিটলারকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে।

কিন্তু বর্ত্তমানে ফ্রান্সের অধিবাসীরা অতিশয় উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কালযাপন করিতেছে। যে কোনও সময়ে জার্ম্মাণী আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারে বলিয়া অনেকেই মনে করে। গত সপ্তাহান্তে জেনারেল গুরেগাঁ যে বেতার বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তাহাকে ফ্রান্সবাসীদের প্রতি সাবধান-বাণী বলিয়া মনে করা হইতেছে।

মহাজনী ব্যবসায়ের নিমিত্ত লাইসেন্স

১লা মার্চ্চ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আগামী ১লা মার্চ্চ হইতে যথাযোগ্য লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কেহ মহাজনী ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না।

মহাজনদিগের সাব-রেজিষ্ট্রার বলিয়া যে সকল অফিসার নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারাই লাইসেন্স প্রদান করিবেন। প্রত্যেক জেলার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মহাজনী সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায়—কালেক্টর অফ্ ষ্ট্যাম্প রেভিনিউ অফিস সংশ্লিষ্ট সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মফুলর রহমান মহাজনী সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন।

যে সাব-রেজিষ্ট্রারের অধীনস্থ অঞ্চলে মহাজনী ব্যবসায় চালাইতে হইবে, তাঁহার নিকট মুদ্রিত পত্রে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

লাইসেন্স একবার গ্রহণ করিলে তিন বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে এবং উক্ত তিন বৎসর কালের জন্য লাইসেন্স ফী ১৫৲ টাকা।

এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ—১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের নিয়মাবলীতে এবং মহাজনী সাব-রেজিষ্ট্রারদিগের অফিসে প্রাপ্তব্য।

জার্ম্মাণীতে ভারতীয় বন্দী

খাদ্য-প্রেরণের ব্যবস্থা

ভারতীয় বন্দী-খাদ্য-কেন্দ্র বৃটিশ রেডক্রশ সোসাইটির সহযোগিতায় জার্ম্মাণীতে আটক ২৯০ জন ভারতীয় বন্দীর প্রত্যেকের নিকট সাধারণ খাদ্য-দ্রব্য ছাড়া মসলা, ডাল, আটা ও ঘি সহ সাপ্তাহিক পার্শ্বেল প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত ২৯০ জনের মধ্যে ২৩৫ জন একটি বন্দী-নিবাসেই আটক আছে।

মিসেস এমেরীর সভানেত্রীত্বে ইণ্ডিয়া হাউসে নূতন পার্শ্বেল-প্যাকিং কেন্দ্রের উদ্বোধনকালে ভারত-সচিব ঘোষণা করেন যে, নাৎসীগণ কর্ত্তৃক ধৃত বহুসংখ্যক ভারতীয় নাবিক সম্প্রতি অধিকৃত ফ্রান্সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ভারতীয়দের সুখসুবিধা কণ্ড হইতে তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা হইতেছে।

বৃটিশের কাসালা জয়ে মিসরের উল্লাস

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক কাসালাবাসিগণকে খাদ্যদান

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী কাসালা জয় করায় মিসরে উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছে। "আল্ আহরাম" নামক সংবাদপত্রের একটি সংবাদে প্রকাশ, সেখানে উলেমা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি ইটালীয়দের দ্বারা নিপীড়িত কাসালাবাসীদের সাহায্য করিবার জন্য মিসরের জনসাধারণের নিকট আবেদন করিবে।

বৃটিশ সৈন্যেরা কাসালায় প্রবেশ করিলে অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণ তাহাদিগকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে, এবং ব্রিটিশ ঘাঁটি হইতে তাহাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য পৌঁছিলে তাহারা উল্লাসধ্বনি করিতে থাকে।

২নং—টিন তৈরী

ভারতবর্ষে কেরোসিন টিন নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কেরোসিনের পাত্র হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর এই গুলিকে আরও অনেক প্রকার ব্যবহারে লাগানো যাইতে পারে।

বার্ম্মা-শেল নিজেরাই তাঁহাদের কেরোসিন টিন প্রস্তুত করেন। গড়ে চার গ্যালনের টিন ৮০,০০০ এবং এক গ্যালনের টিন ৭,৫০০ দৈনিক প্রস্তুত হয় এবং বৎসরে হাজার হাজার টন ভারতীয় টিন-প্লেট ব্যবহৃত হয়। বার্ম্মা-শেলের টিন খুব মজবুত ও মরিচা-রোধক বলিয়া ভারতবর্ষে ইহার জনপ্রিয়তা অসীম।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্: (ইংলণ্ডে গঠিত)
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

বাঙলা সরকারের ১৯৪১-৪২ সনের বাজেট

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

করিতেই হইবে। পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, যে সকল সরকারী চাকুরীয়া কম বেতন পান, যুদ্ধের সময় তাহাদের খাওয়া-পরার সুবিধার জন্য একটা পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট গত জুলাই মাসে তৈরী করিয়াছিলেন। স্থির করা হইয়াছে যে, সাধারণ চাউল টাকায় আট সের করিয়া বিক্রীর ব্যবস্থা হইলে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে। বর্তমানে চাউলের খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বর্তমান মাসের প্রথম হইতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, পুরা এক বৎসরে এই পরিকল্পনার জন্য ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে।

আর্থিক ফলাফল

এক বৎসর যে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হইবে এবং যাহার বরাদ্দ বর্তমানে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার আর্থিক ফলাফল আমি খুব সংক্ষেপে বিবৃত করিব। এই বরাদ্দে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে এক কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা এবং ৩১ লক্ষ টাকা মাত্র উদ্বৃত্তের ব্যবস্থা রহিয়াছে। পরবর্তী বর্ষের পরিমাণ কাজ চালাইবার পক্ষে অসন্তোষজনকরূপে কম এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ট্রেজারীসমূহে যে ন্যূনতম অর্থ জমা রাখা প্রয়োজন, তাহার অপেক্ষাও অল্প। ইতিপূর্ব্বে আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছি যে, সেলস্ ট্যাক্স হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহার উপরই বাজেট তৈরী করা চলে না এবং পরিষদ ব্যাপকভাবে নূতন রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা প্রদান না করিলে কোন গভর্ণমেণ্টই এই ধরণের বাজেট পেশ করিতে পারে না। এই বৎসর আমার কাজ বিশেষভাবে অসুবিধাজনক হইয়াছে। বাজেট প্রস্তুত করার সময় যে সেলস্ ট্যাক্সের উপর নির্ভর করিয়া আমি বাজেটের সমতা রক্ষা করিব এবং কতকগুলি নূতন ব্যয়ের ব্যবস্থা করিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহা খুব হ্রাসে সিলেক্ট কমিটি দ্বারা পাশ করা হইয়াছে। উক্ত সিলেক্ট কমিটি বিলে প্রস্তাবিত ট্যাক্সের হার শতকরা দুই টাকা হইতে শুধু যে টাকায় এক পয়সা ধার্য্য করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু কতকগুলি বিষয়কে কর ধার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বাদও দিয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি স্বভাবতঃই উত্থাপিত হইয়াছিল :—

(১) পরিষদ এই বিলকে আইনে পরিণত করিবে কি না?

(২) যদি তাহাই করা হয় তবে ট্যাক্সের কি হার পাকা বলিয়া গৃহীত হইবে?

(৩) আবার আসল বরাদ্দ হইতে সিলেক্ট কমিটি যে সমস্ত বিষয়কে কর ধার্য্যের অনুপযুক্ত বলিয়া বাদ দিয়াছে এবং পরে পরিষদ যাহা বাদ দিবে, তাহার সহিত আমার মূল পরিকল্পনার কতখানি তফাৎ হইবে?

এই সকল প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। আমার পক্ষে একমাত্র পন্থা হইতেছে এই কথা ধরিয়া লওয়া যে, পরিষদ এমন ভাবে বিলটি পাশ করিবে—যাহার ফলে বাঙ্গলা দেশ বাজেটের সমতা রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত অতিরিক্ত নূতন রাজস্ব লাভ করিবে এবং আমাদের কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী-স্বাস্থ্যরক্ষা, পল্লী-পানীয় জল সরবরাহ এবং সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট যে কতকগুলি নূতন চাকরীর প্রবর্তন করিতে বিশেষ ব্যগ্র, সেই সকল ক্ষেত্রে সভ্যসাধারণের সুযোগ লাভ করিবে। ইহার ফলাফল বর্তমানে পরিষদের সদস্যগণের হাতে ন্যস্ত আছে।

যদি পরিষদ নূতন ট্যাক্স প্রবর্তন সম্পর্কে পূর্ব্বেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেন (এবং আমি অবগত আছি যে সরকারের সমর্থকদিগের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যাঁহারা এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং সম্মুক আলোচনা করিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা প্রকাশ করেন) এবং আমি যদি ইতিপূর্ব্বেই সেই সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া থাকি—তবে আশা করি, যে বিপুল যত্ন ও আন্তরিকতার সহিত এই বরাদ্দসমূহ তৈরী করা হইয়াছে, তাহাতেই পরিষদের সদস্যগণের নিকট ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নূতন কর হইতে যে রাজস্ব আদায় হইবে তাহার বিশেষভাবে প্রয়োজন আছে এবং বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীকে এই ব্যাপারে বিশ্বাস করা যায় যে, তাঁহারা প্রদেশের স্বার্থের জন্যই উহা ব্যয় করিবেন।

আমি একথা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে, যদি পরিষদ নূতন কর বসাইয়া রাজস্ব আদায় করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে দিতে অস্বীকার করে—সে ক্ষেত্রে নূতন করিয়া বরাদ্দ করিবার সময় আর নাই। সুতরাং পরিষদের সদস্যগণকে বর্তমান বরাদ্দের তালিকার উপরই ভোট দিতে বলা হইবে, কাজেই এই সকল সাহায্যের সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া গভর্ণমেণ্ট আর কিছুই করিতে পারেন না। যেহেতু নিয়মতান্ত্রিকভাবে শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেই হইবে। এই ব্যাপারের ফলে সমস্ত বাজেটের বরাদ্দ সাময়িকভাবে ছাঁটাই করিয়া দিতে হইবে এবং এই ছাঁটাইয়ের ফলে শুধু যে সমস্ত জনহিতকর কার্য্যকে পঙ্গু করিয়া ফেলিবে তাহা নহে, পরন্তু বর্তমানে যে সকল প্রয়োজনীয় জনসেবাবিষয়ক কার্য্য চলিতেছে, তাহারও বিঘ্নাচরণ করা হইবে।

ইতিপূর্ব্বে আজই প্রাতঃকালে আমি বলিয়াছি যে, যুদ্ধ সম্পর্কে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং উহা কেবলমাত্র প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা হইবে। কিন্তু আমি মনে করিতেছি যে, আসল প্রসঙ্গের পূর্ব্বে ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলীর নীতির বিষয়ে সাধারণভাবে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কোন কোন মহলে বলা হইয়া থাকে যে, বর্তমানের এই দুঃসময়ে প্রদেশের প্রকৃত কার্য্য হইতেছে—সকল প্রকার জনহিতকর কার্য্য এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিয়া অতিরিক্ত ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত অর্থ কেন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যয় করা। যাঁহারা এই ধারণার বশবর্তী তাঁহারা বলেন যে, শাসনকার্য্য পরিচালনা ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের উপর যাঁহারা একটি টাকা বেশী খরচ করেন—তাহারা সেই টাকাটাই ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে পৃথক করিয়া লন। আমি এবং আমার সহকর্মীগণ এই ধারণা পোষণ করি না। অবশ্য আমরা একথা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি যে, যুদ্ধ জয় না হওয়া পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার সর্ব্বাধিক প্রয়োজনে প্রদেশের প্রয়োজন কমাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের মতানুসারে যে সকল প্রদেশ বরাবর ধরিয়া শাসনের সমতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে একথা তাহাদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বহু বৎসর অনাহারে কাটাইবার পর বাঙ্গলা দেশে সবে সাড়াকারের শাসন কার্য্য শুরু হইয়াছে—কাজেই বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য নহে। আমরা একথাও স্বীকার করি না যে, গত বৎসরের বরাদ্দ অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালন ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থের একটি টাকা বেশী খরচ করিলে ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা হইতে একটী টাকা কমিয়া যাইবে। এই ধারণার যুক্তিহীনতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। এই প্রদেশ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যে সাহায্য করিতেছে তাহা কোনো মতেই তুচ্ছ নহে। আমাদের ধারণা হইতেছে—আমাদের বিশেষ করিয়া কৃষিক ও কৃষকগণের জীবনযাত্রার প্রণালী উন্নত করিতে হইবে, তাহার ফলে সমগ্র প্রদেশের যোগ্যতা বর্দ্ধিত হইবে এবং তখনই কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্ব্বোপযুক্ত পরিমাণে সাহায্য করা সম্ভবপর হইবে।

সিদি-বারানীর পতন সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

দিল্লী হইতে বেতারে প্রচারের ব্যবস্থা

যেসব ভারতীয় সৈন্য বর্তমানে মিশরে রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা রেকর্ড-করা বিবরণ নিখিল-ভারত রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র হইতে বেতারযোগে প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব রেকর্ড মিশরীয় ষ্টেট ব্রোডকাষ্টিং কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তুত করা হইতেছে। সিদি-বারানীর পতন ও তৎসম্পর্কে কতিপয় প্রত্যক্ষদর্শী ভারতীয় সৈনিকের বর্ণনা হিন্দুস্থানী ভাষায় এই সব রেকর্ডে তোলা হইয়াছে। আগামী ২রা মার্চ রবিবার তারিখে অপরাহ্ণ ৬-২০ মিনিট হইতে ৬-৪০ মিনিট (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) পর্য্যন্ত এই সব রেকর্ড শুনান হইবে।

মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন ও মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীকে সৌভাগ্যক্রমে দরবারে উৎসবে অনুষ্ঠিত ভোজের সম্মানে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

নারী জীবনের মহান্ দায়িত্ব

বয়স্কাউট ও গার্ল-গাইডদের প্রতি লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের বিদায় বাণী

কিছুদিন হইল বয়স্কাউট ও গার্ল গাইড দলের অধিনায়ক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল পরলোক গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি কেনিয়ার সরকারী সংবাদ সরবরাহ দপ্তর তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে তাঁহার দুইটি বিদায়-বাণী খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ইহার একটি বয়স্কাউটদের ও অপরটি গার্ল-গাইডদের প্রতি উদ্দিষ্ট। ব্যাডেন পাওয়েল বয়স্কাউটদের বলিয়াছেন: "অন্যকে আনন্দ দান করিয়াই প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। এই পৃথিবীকে উন্নততর স্থান করিতে চেষ্টা করিও। যখন তোমাদেরও মরিবার সময় আসিবে, তখন যেন এই আনন্দ লইয়াই মরিতে পার যে তোমরাও জীবনটাকে বৃথা নষ্ট কর নাই, জগৎকে উৎকৃষ্টতর স্থান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ।

"এইরূপে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিতে চেষ্টা করিও; স্কাউট হইবার সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হইও না—বয়স্কাউটের সভ্য না থাকিলেও নয়। এ প্রচেষ্টায় ঈশ্বর তোমাদের সহায়তা করুন।"

গার্ল-গাইডের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছেন: "নারীকে দুই দিক হইতেই ঈশ্বরের প্রিয় সেবিকা বলা চলে। প্রথমতঃ তাহারা বংশ রক্ষা করিবে, মৃত নরনারীর স্থান পূরণের জন্য নব নব সন্তানের জন্মদান করিবে, দ্বিতীয়তঃ, গৃহ আনন্দময় করিয়া এবং স্বামী ও সন্তানের সঙ্গী হইয়া জগতের আনন্দ বৃদ্ধি করিবে। ইহাই গার্ল-গাইডের বিশেষ সার্থকতা। স্বামীর প্রকৃত সহচরী হইয়া, অর্থাৎ স্বামীর কর্ম্ম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, তাহাকে উপদেশ দান করিয়া, তোমরা প্রকৃত "গাইড" হইতে পার। সন্তান-দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদের দৈহিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে জীবনের সদ্ব্যবহার ও জীবনকে ভাল করিয়া উপভোগ করিবার ক্ষমতা দান করার মধ্যেই গার্ল-গাইডদের সার্থকতা।"

মহাযুদ্ধে নারীর অংশ গ্রহণ

ব্রিটেনে বহুসংখ্যক নারীশ্রমিকের কারখানায় যোগদান

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় ব্রিটেনের শ্রমিক সংখ্যা ২ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৩৫ লক্ষের মধ্যে ছিল বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বহু সংখ্যক নারী শ্রমিকের যোগদানই এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। পূর্ব্বে যে সকল স্ত্রীলোক গৃহ-কর্ম্ম ছাড়া আর কিছু করিত না, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমানে কারখানায় এবং অফিসে কাজ করিতেছে। এই প্রকারে ব্রিটেনে শ্রমিকের মোট সংখ্যা ২ কোটি ৬০ লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়, তবে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমশিল্পগুলি হইতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পগুলিতে শ্রমিক নিযুক্ত করিবার এক বিস্তৃত পরিকল্পনাও গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। যে সকল লোক কোনও কাজকর্ম্ম করে না, ঐ সঙ্গে তাহাদের কাজে যোগদান আবশ্যিক করা হইবে। বয়স অনুসারে শ্রমিকদিগকে আট ভাগে ভাগ করিয়া তাহাদের রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সৈন্য-দল ও জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন। বয়স হিসাবে এইরূপ রেজিষ্ট্রেশন হইলে লোক নির্ব্বাচনে বিশেষ সুবিধা হইবে।

ফ্রান্সের উপর জার্ম্মাণীর দাবী

ভিশিতে দুইটি বিভিন্ন মত

হিটলার ও মার্শাল পেঁতার মধ্যে বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর সহিত ফ্রান্সের সহযোগিতা সম্পর্কে পত্র বিনিময় হইতেছে। প্রকাশ, মার্শাল পেঁতা জার্ম্মাণীর সহিত সামরিক সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহেন। এ সম্পর্কে জার্ম্মাণ-নিয়ন্ত্রিত ফরাসী সংবাদপত্রগুলি ভিশি গভর্ণমেণ্টকে ক্রমশঃই অধিক আক্রমণ ও ভীতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ, লা'ওভর্ নামক সংবাদ-পত্রটিতে মশিয়ে দিয়াৎ বলিয়াছেন—যদি ভিশি সরকার নাৎসীদের সহিত আপোষের বর্ত্তমান সুযোগ অবহেলা করে, তবে "কামান গর্জ্জনের মধ্যে" সমস্যাটির সমাধান হইবে।

জার্ম্মাণী যে উত্তর আফ্রিকায় অধিকার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে, বর্ত্তমান যুদ্ধের অবশিষ্টকাল জেনারেল ওয়েগাঁকে দাবাইয়া রাখাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া সিসিলির নিকটবর্ত্তী প্রণালীগুলির উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইলে টিউনিসিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহাতে ভূমধ্যসাগরের দুই দিক আলাদা করিয়া রাখা সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া ব্রিটিশের দেশ-রক্ষার জন্য মোতায়েন নৌবহরগুলির কতকাংশও হয়ত ইহার ফলে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে সরাইয়া আনা প্রয়োজন হইবে।

জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতা সম্পর্কে ভিশিতে বর্ত্তমানে দুইটি বিভিন্ন মত আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে মার্শাল পেঁতা সিনেটের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মঃ জিনেনি ও চেম্বার অব ডেপুটিজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মঃ হেরিয়টের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা তাঁহাকে প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। অন্য মতাবলম্বীরা মনে করেন যে, চুপ করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা না করিলে ফ্রান্স যদি পুরাপুরি জার্ম্মাণীর অধীন হইয়া পড়ে, তবে অবস্থা যে আরও খারাপ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দোকান কর্ম্মচারী আইন

সাধারণের জ্ঞাতব্য

১৯৪০ সনের দোকান কর্ম্মচারী আইন কোন তারিখ হইতে বলবৎ করা হইবে, বহু লোক তাহা জানিতে চাহিতেছে। এজন্য নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল:—

দোকান কর্ম্মচারী আইনের খসড়া নিয়মাবলী ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ তারিখের পর এ-সম্পর্কীত আপত্তি ও প্রস্তাবগুলি বিবেচিত হইবে। আবশ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রশ্নটিও গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। আশা করা যায়, আগামী মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে নিয়মাবলী ও কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে মীমাংসার পর আইনটিকে কার্য্যকরী করা হইবে। সঠিক তারিখ যথারীতি জানাইয়া দেওয়া যাইবে। (প্রেস-নোট)

বিলাতে ভারতীয় কারিগরদের শিক্ষার ব্যবস্থা

বাঙলা হইতে প্রথম দলে ৯ জন প্রেরিত

বেভিন স্কীম অনুসারে গ্রেট বৃটেনে শিক্ষালাভের জন্য বাঙলা হইতে প্রথম দলে নয় জন কারিগরের নাম তালিকা-ভুক্ত হইয়াছে জানিয়া জনসাধারণ নিশ্চয়ই আনন্দানুভব করিবে। ইহাদের মধ্যে ৪ জন ফিটার, ৪ জন টার্ণার এবং ১ জন অক্সি-এসিটিলিন ওয়েল্ডারের কাজ শিক্ষা করিবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ জন মুসলমান, ৩ জন হিন্দু এবং ১ জন এংলো-ইণ্ডিয়ান। [প্রেস-নোট]

বেলডাঙ্গায় পশু-প্রদর্শনী

পশু-পালন কমিশনার ও পশু-অভিজ্ঞকে মানপত্র দান

বঙ্গদেশীয় পশ্বাদি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে কি ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যে বিরাট গৃহপালিত পশ্বাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল তাহা পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকারের গৃহপালিত পশ্বাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞ মিঃ গোলিপ্ ও সমভিব্যাহারে ভারত সরকারের পশু-পালন বিষয়ক কমিশনার ডাঃ ওয়ারস্ সম্প্রতি বেলডাঙ্গায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। বহরমপুরের মহকুমা হাকিম, বহরমপুরের পশু-পালন অফিসার, বেলডাঙ্গা চিনির কলের ম্যানেজার, বেলডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী এ, রাজ্জাক্ এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদের বেলডাঙ্গায় অভ্যর্থনা করেন।

উক্ত প্রদর্শনীতে প্রায় ৭০০ শত প্রদর্শনযোগ্য পশু প্রদর্শিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৩২টি সরকারী প্রজনন ষাঁড় এবং ৪৪৮টি তাহাদের বাছুর। ইহাদের অধিকাংশের অবস্থাই বিশেষ সন্তোষজনক ছিল। এতদ্ব্যতীত গাভী, ষাঁড়, গ্রাম্য ষাঁড়, উন্নত-ধরণের পশু-পালন ব্যবস্থা এবং সেই সকল পাখীর ডিম প্রভৃতি আরও অন্যান্য দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে এক হাজার কৃষাণেরও বেশী সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় জনসাধারণ, উক্ত পরিকল্পনায় কি অসাধারণ উপকার পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া এবং আরও পশুচিকিৎসকের সাহায্য ও প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া প্রজনন ষাঁড়ের আবেদন জানাইয়া—পশু-পালন কমিশনার এবং গৃহপালিত পশ্বাদি অভিজ্ঞকে একটি মানপত্র প্রদান করেন। কৃষকগণের উপকারার্থে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করিয়া কি অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা উপস্থিত জনগণকে বাংলা ভাষায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া সদর মহকুমা হাকিম অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

পশু-পালন কমিশনার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, এখানকার সন্তোষজনক কার্য্য দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। মহকুমা হাকিম তৎপর তাঁহার বক্তৃতা বাংলা ভাষায় উপস্থিত জনগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।

প্রদর্শনীতে আনীত ৮টী সরকারী প্রজনন ষাঁড়কে ২৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং অন্যান্য প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির জন্য ১১১৲ টাকা বিতরিত হয়।

"বেঙ্গল উইক্‌লী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

কালিম্পং হোমের বার্ষিক অধিবেশন

মহামান্য গভর্ণরের বক্তৃতা

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কালিম্পং হোমস্‌এর কলিকাতা কমিটির বার্ষিক সভায় মহামান্য বাঙলার গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

কালিম্পং হোমস্‌এর বার্ষিক সভায় এই দ্বিতীয়বার উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। ইতিপূর্বে আমি কালিম্পং যাই নাই বলিয়া এবং আপনাদের সম্পর্কিত বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে আমার সাক্ষাৎ কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া গত বৎসর আমি বিশেষ সঙ্কোচের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য তাহার পর আমি সেই কালিম্পং হোম এবং ছোট ছোট ছেলেরা সেখানে কি ভাবে মানুষ হয়, তাহা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়াছি এবং কালিম্পং পরিদর্শনের পর এ কথা বুঝিতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নাই যে, কেন কালিম্পং এবং ডাঃ গ্রাহামের নাম সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে পরিচিত ও প্রিয়।

আমার পরিদর্শনের পর এ বৎসর কি কি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বিবৃতি দাখিল করিতে চাই না। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা হইতেছে এই যে, এই যুদ্ধেও কালিম্পং হোম সমভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে আমরা সকলেই একমত যে—অসুবিধা, উদ্বিগ্নতা এবং চরম দুরবস্থায়ও ডাঃ গ্রাহামের উদ্যম অবদমিত হইবার নহে। আমি শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বর্তমান বৎসরে কিছু খরচ কমানো সম্ভবপর হইয়াছে এবং আমি আপনাদের সহিত সমভাবে এই আশাই পোষণ করিতেছি যে, বিরাট পরিমাণ ব্যয় সঙ্কোচের প্রয়োজন হইবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার এ বিশ্বাস আছে যে, ভারতবর্ষে এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, যুদ্ধের সঙ্কটময় অবস্থাতেও কালিম্পং হোমের মত একটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদের যত অসুবিধাই হউক না কেন, আমাদের পরবর্তী বংশধরদের উপর এমন চাপ আমরা দিতে পারি না, যাহার জন্য হোমের কার্য্যাবলীর সাময়িক রকম ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। কারণ এই হোমের কার্য্যাবলী বিলাসিতা কিম্বা এমন কোন হালকা বিষয় নহে, যাহা বাদ দেওয়া চলে; পরন্তু ইহা সভ্য খৃষ্টীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহা রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি, ইহা তাহাই। আমরা যদি আমাদের মধ্যে এই জীবনের শক্তি রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমাদের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ একেবারেই পরিত্যাগ করাই উচিত। সুতরাং যাঁহারা ইতিপূর্বে এই হোমকে সাহায্য করিয়াছেন এবং যাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন, এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই স্থির বিশ্বাসের সহিত আমি এই আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন সমভাবে এই হোমকে সাহায্য করিয়া চলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটি যাহাতে যে-কোন বিপদের সম্মুখেও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অনেক বালক হোম হইতে চলিয়া আসে এবং ডাঃ গ্রাহাম এবং তাঁহাদের সহকারিগণ তাহাদিগকে যে শিক্ষাদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই তাহারা তাহাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করে। তাহারা শুধু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, পরন্তু কি ভাবে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারে, ক্রমাগত সেই কথাও চিন্তা করে। আমি শুনিয়াছি যে, এখানকার বহু প্রাক্তন ছাত্র যুদ্ধরত সৈন্যদলে কাজ করিতেছে এবং তন্মধ্যে কেহ কেহ প্রাণত্যাগও করিয়াছে। আমি এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় যে, তাহারা যে আদর্শে অনেকের সহিত আমাদের সমর্থনে যুদ্ধ করিতেছে, তজ্জন্য আপনারা সকলেই গর্বিত।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বাঙলায় আদম-শুমারী

ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা সম্পর্কে নির্দ্দেশ

বাঙলার আদম শুমারীর সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানাইতেছেন :—

আগামী আদম শুমারীতে ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে নানা গুজব প্রচারিত হওয়ায় অমূলক আশঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। উপজাতির লোকদের মধ্যেই বিশেষ করিয়া ইহা ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করিতেছে, কারণ তাহাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদিগকে খৃষ্টান ধর্ম, উপজাতীয় ধর্ম্ম অথবা ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হিসাবে গণনা করা হইবে, উক্ত মর্ম্মে গুজব রটানো হইয়াছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণের আশঙ্কা দূর করা আবশ্যক। গণনাকারীদের কাগজে ৪নং প্রশ্নে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। গণনাকারী যাহাদিগকে গণনা করিবেন, তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম জানিয়া লইয়া লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি বলে যে সে হিন্দু, তাহা হইলে তাহাকে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া লিখিতে হইবে। উপজাতীয় বা অন্য সম্প্রদায়ের লোক হইলেও তাহাকে তাহার বর্ণনা অনুযায়ী লিখিতে হইবে। কোন ধর্ম্মাবলম্বী যদি উহা বলিতে না পারে, তাহা হইলে গণনাকারী তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিয়া লইবেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সে কোন্ কোন্ দেবতাকে অধিক ভক্তি করে কিম্বা কোন্ কোন্ পর্ব্ব উদ্‌যাপন করিয়া থাকে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। এ-ভাবে গণনাকারী সঠিক উত্তর আদায় করিতে পারিবেন। নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যাহা বলিবে, গণনাকারী কোন অবস্থায় উহার অন্যথা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। [প্রেস-নোট]

অগ্নিপ্রতিরোধক রাসায়নিক আবিষ্কার

আর, এ, এফ-এর আক্রমণ আশঙ্কায় জার্ম্মাণীতে বিভিন্ন ব্যবস্থা

রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছে। গত কয়েক মাস আর, এ, এফ-এর আক্রমণের ফলে জার্ম্মাণীর যে ক্ষতি ঘটিয়াছে, এবার গ্রীষ্মকালে যাহাতে সেরূপ না হয় সেজন্য এখন হইতেই তাহারা খুবই সাবধান হইতেছে। জার্ম্মাণীর অরণ্য অঞ্চলে আর, এ, এফ্ দাহক বোমা নিক্ষেপ করিয়া বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। ভবিষ্যৎ আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া এই বনগুলির উপর পূর্ব্ব হইতেই লবণ দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নূতন রাসায়নিক পদার্থটিতে শুধু যে গাছপালা রক্ষা পায় তাহাই নহে, ইহা ছিটাইয়া দিয়া কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঘর-বাড়ীও আগুনের হাত হইতে রক্ষা করা যায়। রাস্তার জলের পাইপ (নল) প্রস্তুত করিতে জার্ম্মাণী নাকি বর্ত্তমানে ট্রেপুলী নামক একপ্রকার পদার্থ ব্যবহার করিতেছে। ট্রেপুলী কিছুতেই ভাঙ্গে না, এবং বোমা বর্ষণের ফলে কোনও স্থানে ফাটল হইলে নিজ হইতেই ফাটল বন্ধ হইয়া যায়। ট্রেপুলী পিচ্, পাথরের গুঁড়া ও মাইক্রো-অ্যাসবেষ্টোস্ সমন্বয়ে প্রস্তুত বলিয়া প্রকাশ।

[১ম কলমের শেষ]

যখন এই যুদ্ধের শেষ হইবে এবং শান্তি সংস্থাপিত হইবে, তখন পুর্নসংগঠন ও পুর্নব্যবস্থার একটি সুযোগ সময় আসিবে। সেই সময় এই প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালনের সময় আসিবে। কিন্তু আমি জানি যে-কোন প্রকার বীরত্ব ও উদ্যমের প্রয়োজন হউক না কেন, এখানে তাহার কোনোটারই অভাব ঘটিবে না।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান সম্ভাবনা

পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুয়োকার ঘোষণার তাৎপর্য্য

জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুবিখ্যাত লেখক মিঃ উইকহাম ষ্টিড একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

আধুনিক ঘটনাবলীর মধ্যে জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুয়োকার ২রা ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিটি যে কোনও সাময়িক ঘটনার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাৎসুয়োকা ইউরোপে অপরিচিত নহেন। ১৯৩২ সালে যখন লীগ অব্ নেশান্সে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অবস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়, তখন মাৎসুয়োকা বিশেষ অংশ প্রতিনিধি হিসাবে তাহাতে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। বক্তা হিসাবে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি কিছুই অস্পষ্ট রাখেন নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া দেন যে, মাঞ্চুরিয়া, চীন বা পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে জাপান যাহা খুশী তাহাই করিবার প্রয়াসী। সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন বলিতেছেন যে, ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়াতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। তখন অবশ্য তাঁহারা সে কথা বলেন নাই; তবে চীনকে অধীনস্থ রাজ্যে পরিণত করাই যে জাপানের নীতি এবং মাৎসুয়োকা যে সেই নীতিরই প্রতীক, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে নাই। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯১৫ সালেই জাপান চীনের উপর ২১টি দাবী উপস্থিত করিয়াছিল।

সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত মাৎসুয়োকার মনোভাব অপরিবর্ত্তিতই আছে। তাঁহাকে জাপানের সামরিক বিভাগ, ব্ল্যাক ড্রাগন সমিতি ও অন্যান্য যুদ্ধকামী প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রতিনিধি বলা চলে। সুতরাং গত ২রা ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁহার নীতি হিসাবে যে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তি বা কপটতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বক্তব্য এই যে, (১) যে পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র চীনকে পূর্ব্ব এশিয়ায় নিজ আত্মরক্ষার প্রথম ঘাঁটি বলিয়া মনে করিবে, সে পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে মৈত্রী অসম্ভব; (২) পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান কর্ত্তৃত্ব করিবেই; যুক্তরাষ্ট্রের ইহা মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য; (৩) যদি যুক্তরাষ্ট্র ইহা না মানিয়া লয়, তবে জাপানের কর্ত্তব্য হইবে অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত নিজ উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া।

এই বিবৃতিটি জার্ম্মাণীর ইঙ্গিতে কূটনৈতিক চাল মাত্র বলিয়া মনে হয় না। মাৎসুয়োকার এই বিবৃতিতে আমেরিকার সমগ্র পররাজ্য গ্রাস নীতির জন্য জাপানের সর্ব্বসাধারণের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস।

ডিফেন্স বণ্ডে সংগৃহীত অর্থ

প্রায় সাড়ে ষোল কোটি টাকা

গত ডিসেম্বরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত বাঙলার বিভিন্ন ট্রেজারীতে শতকরা ৩৲ সুদের এবং ১ বৎসরের বিনা সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় বাবদ মোট যথাক্রমে ১৬,০৮,০১,৭০০৲ এবং ১৮,৪০,৪৬৯৵০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। শুধু গত ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক ৩৲ সুদের ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় বাবদ সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ১,১৫,০৮,৬০০৲ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ১,১৪,০৫,১০০৲, বর্দ্ধমান ৫২,৭০০৲, চট্টগ্রাম ৫,১০০৲, ঢাকা ১৬,১০০৲, দার্জ্জিলিং ১০০৲, নোয়াখালী ২৫,০০০৲ এবং পাবনায় ৭০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে। বিনা সুদের ডিফেন্স বণ্ডে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ১৪,৪৭৮৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। [প্রেস-নোট]

যুদ্ধের সঙ্কটপুর্ণকাল অতিবাহিত

বর্ত্তমান বৎসরেই চূড়ান্ত জয়লাভের আশা

[মিঃ টি, এ, র‍্যামন লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

১৯৪১ সনে যুদ্ধের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, মিঃ আলফ্রেড ডাফ্ কুপারের সহিত সাক্ষাতের সময় আমি এই কঠিন প্রশ্নটিই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যুদ্ধ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব কি, তাহা বৃটেনের তথ্য বিভাগের মন্ত্রীকে দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বলেন, "আমাদের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ কাল আমরা কাটাইয়া উঠিয়াছি। আমাদিগকে কত বড় বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের যে মিত্রশক্তি পর্য্যুদস্ত হইল, শুধু তাহার বিশাল বাহিনীর উপর নয়, তাহার নৌ-বহরের উপরও আমরা অনেকটা নির্ভর করিয়াছিলাম।

"গত মহাসমরে, ফরাসী, রাশিয়ান, ইটালীয়ান এবং জাপানী নৌ-বহর আমাদের পক্ষে ছিল। রাশিয়ানদের পতনের পর আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিরাট নৌ-বহর লইয়া আমাদের পক্ষে যোগ দেয়। ১৯৪০ সনের গ্রীষ্মকালে অল্প সময়ের জন্য হইলেও কার্য্যতঃ আমাদিগকে ফরাসী নৌ-বহরের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। জাপানের নৌ-বহর তখনকার কারণ না হইয়া এক্ষণে দারুণ আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। নরওয়ের উপকূল হইতে পিরানিজ পর্য্যন্ত সমগ্র জল ভাগ বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর আয়ত্তাধীন। বহু পরিসরবিশিষ্ট প্রণালী এবং পোতাশ্রয়-বহুল ভূমধ্যসাগরে ইটালী ১০০ সাবমেরিণের সাহায্যে আমাদের দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিয়াছে। পরিস্থিতি কতটা আশঙ্কাজনক, তাহা মিঃ ডাফ্ কুপারের গাম্ভীর্য্য হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছিল। তারপর আবার তাঁহার চোখে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

"দেখুন, মাত্র ছয় মাসের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। এ-সময়ের মধ্যে ইটালীয়ান নৌ-বহর কার্য্যতঃ কিছুই করে নাই। এক্ষণে উহা এতটা কাহিল হইয়া পড়িয়াছে যে, ভবিষ্যতে আর কখনও সংগ্রামে কার্য্যকরী-ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। আমরা আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে পাহারা দিতেছি; ভূমধ্যসাগর এবং ভারত মহাসাগরে আমাদের প্রভুত্ব অব্যাহত আছে। বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়া গিয়াছে। দিন দিন আমাদের রণসম্ভার বৃদ্ধি পাইতেছে; আমেরিকার সাহায্যও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। অপর পক্ষে জার্ম্মাণ বাহিনী এখন ইউরোপের বিজিত ও বুভুক্ষু দেশসমূহে ছড়াইয়া আছে।

"জার্ম্মাণ বাহিনী ফ্রান্সের ভিতর দিয়া অগ্রসর হোক কিম্বা বলকান রাষ্ট্রসমূহ অথবা ইটালী ও স্পেনের ভিতর দিয়া যাক্, জনসাধারণ উহার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতে চায় না। উপরে যে-সকল দেশের নাম করা হইল, সে-সকল দেশের অধিবাসীরা এমন কি ইটালীয়ানরা পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাস করিতে বদ্ধপরিকর। জার্ম্মাণীর সৈন্যবল এবং তাহাদের কৃতিত্বের একটা সীমা নিশ্চয়ই আছে।

"ফ্রান্সের পতনের পূর্ব্বে আমরা প্রকাশ্যে বলিয়াছিলাম যে, বৃটেন যদি কোন রকমে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে নাৎসীদের জয়লাভের আশা তিরোহিত হইবে। ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাসেই সমগ্র পৃথিবী দেখিতে পাইবে যে, বৃটেন শুধু সর্ব্ব দিক দিয়া অধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইয়াছে এমন নয়, বরং আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলীর সূচনাও করিতেছে। বর্ত্তমানে হিটলার আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রতিক বিবৃতিগুলিতে এখন আর পূর্ব্বের সেই তর্জ্জন-গর্জ্জন ও আত্মপ্রত্যয় নাই। বিরাট অসাফল্যের আশঙ্কা এখন তাঁহার সম্মুখে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বেড়াইতেছে।"

হিটলার ইংলণ্ড অভিযানের চেষ্টা করিবেন কি না, আমি জানিতে চাহিলে মিঃ ডাফ্ কুপার নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, "অভিযান? ইহাই হিটলারের একমাত্র আশা ভরসা। আমরা কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানি, সে-কার্য্যে হিটলার কখনও সফল হইতে পারিবেন না। ইংলণ্ড বর্ত্তমানে যতটা দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত, কোনকালে ততটা ছিল না। আমাদের সৈন্য সামন্তও এত বেশী এবং তাহারা নানা অস্ত্রশস্ত্রে এত সুসজ্জিত যে, নাৎসীরা ইতিপূর্ব্বে আর কখন তেমন শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনীর সম্মুখীন হয় নাই। দিবাভাগে আকাশযুদ্ধে এবং নৌ-সংগ্রামে আমাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের দেশ আক্রমণ করা বাস্তবিকই বিপজ্জনক ব্যাপার। ইহা সত্ত্বেও হিটলার হতাশ হইয়া অগত্যা তাহাই হয়ত করিয়া বসিবেন।"

ইটালী বিশেষ সতর্কতার সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিয়া আসিতেছিল। জল, স্থল ও আকাশে তাহার পরাজয় ঘটিয়াছে। ইহার মূল কারণ এই যে, ইটালীর জনসাধারণ কখনও সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিল না।

ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় দ্বারা মুসোলিনী যত বড় অমার্জ্জনীয় অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে উহার নজীর মিলে না। আমরা আশা করি, শীঘ্রই ইটালীকে সমরাঙ্গন হইতে দূর করিয়া দিতে পারা যাইবে।

ফ্রান্সের পরস্পরবিরোধী অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত কি, জিজ্ঞাসা করায় মিঃ ডাফ্ কুপার বলেন, ফ্রান্সের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায়, সম্মানের হানিকর কোন কার্য্যই তিনি করিবেন না। আমি যতদূর জানি, ফ্রান্সের জনসাধারণ আমাদের সহিত একমত হইয়া উঠিয়াছে।

ফরাসীরা এখন দেখিতে পাইতেছে যে, বৃটেন শুধু অপরাজেয় রহিয়া গিয়াছে এমন নয়, উপরন্তু জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সে পাল্টা আক্রমণও চালাইতেছে। তাহারা আফ্রিকার মরু প্রান্তরে ইটালীর শোচনীয় পরাজয় এবং গ্রীকদের কৃতিত্ব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল আছে। তাহারা ইহাও দেখিতে পাইতেছে যে, ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে এবং রুজভেল্টের ঘোষণাবাণীর অর্থও তাহারা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এক্ষণে তাহারা ইহা বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে, তাহাদের আশা একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই, বরং উহা সফল হইতে চলিয়াছে। তাহারা সত্যিকার ভাবে ইহাও জানে যে, বৃটেনের জয়লাভের উপর তাহাদের মুক্তি নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি ফরাসীদের সমর্থন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

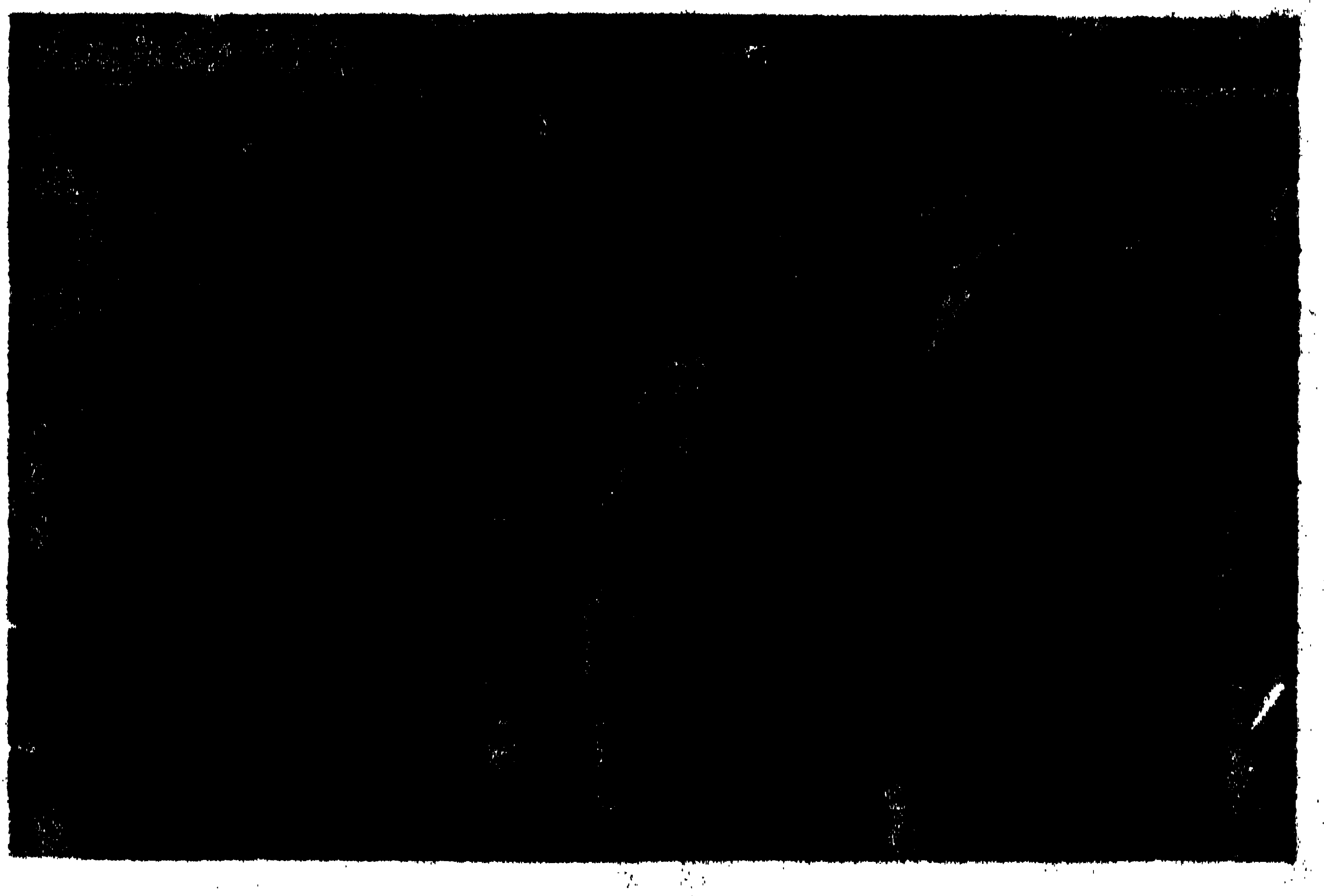

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের ময়মনসিংহে সফরের সময় অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ময়মনসিংহের মহারাজা বাহাদুর কমিটির সদস্যগণকে গভর্ণরের সহিত পরিচিত করাইয়া দিতেছেন।

মিঃ ডাফ্ কুপার আরও বলেন, হিটলার খুব শীঘ্রই অভিযান করিতে পারেন; কারণ তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতেছেন যে, আমাদের অবস্থা দিন দিন উন্নতির দিকে চলিয়াছে; অপর পক্ষে তাঁহার অবস্থা ক্রমশ: কাহিল হইয়া পড়িতেছে।

অতঃপর আমরা ইটালীর দুর্ভোগ সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। মিঃ ডাফ্ কুপার ইটালীর নৈতিক শক্তির উল্লেখ করিয়া বলেন, মুসোলিনী শকুন ন্যায় ক্ষুদ্র প্রতি রাষ্ট্রের উপর চড়াও করিয়া বসেন; মুসোলিনী এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। অনুসন্ধানকারীদের কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা হইতেছে যে, ইটালী যুদ্ধের জন্য যথোচিতভাবে প্রস্তুত ছিল না। আসলে কিন্তু ফ্রান্সের পর মাস ধরিয়া

বাংলা সরকার এই প্রদেশের কুমিল্লার ও সিলেটের মাদ্রাসায় কৃষি-শিক্ষা দান সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন মঞ্জুর করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই পরিকল্পনা উচ্চ ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত ছিল। এই নূতন ব্যবস্থার ফলে কৃষি-শিক্ষা সুবিস্তৃত হইবে এবং সিলেট ও কুমিল্লার মাদ্রাসায় কৃষি শিক্ষা প্রচলিত হইবে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩রা মার্চ্চ, ১৯৪১ [এক আনা

বিমান আক্রমণ-নিরোধ পরিকল্পনা

হাওড়ায় জরুরী পরিস্থিতি সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণরের বক্তৃতা

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী হাওড়া জেলা এ, আর, পি, কর্তৃক হাওড়া ময়দানে যে-মহড়ার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হারবার্ট উহাতে উপস্থিত ছিলেন। বাঙলার এ, আর, পি, কণ্ট্রোলার মিঃ এন, ভি, এইচ, সাইমন্স মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া এ, আর, পি, কার্য্যে তাঁহার গভীর উৎসাহের প্রশংসা করেন।

মহড়ার যোগদানের জন্য হাওড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, হার্টলী মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক হাওড়া জেলা যুদ্ধ তহবিল কর্তৃক সংগৃহীত ৩১,১২৫৲ টাকার একটি তোড়া তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন:—

সর্ব্বাগ্রে আমি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ৩১,০০০৲ টাকার তোড়ার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলাদেশ কতটা সাহায্য করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প, এই অর্থ সাহায্যই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এখনও যুদ্ধের ভয়াবহতা হইতে নিরাপদে আছি এবং আমি আশা করি, আমাদের নিরাপত্তা ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তবে উহা অনেকটা আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যেক কার্য্যটি, এমন কি এককালীন দান কিম্বা ঋণ হিসাবে যে টাকাটা আমরা দিতেছি, উহা যুদ্ধ-জয়ে সাহায্য এবং যুদ্ধকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে। আপনাদের দান জীবন বীমার সমতুল্য। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই সর্ব্বাধিক বিচারবুদ্ধিসম্মত কাজ হইয়াছে। ইহার দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য দৌড়-প্লেনাদি নির্ম্মিত হইতেছে এবং মিত্রশক্তিপুঞ্জ কর্তৃক আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করার সুযোগ-সুবিধা লাভ হইতেছে, কাজেই যুদ্ধ এদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যুদ্ধের বিস্তৃতি লাভ হওয়া না হওয়া আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

আপনারা ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবেন, পলায়ন, বর্ম্মবিন্যাসের দরুণ কিম্বা অন্য কোন উপায়ে আপনারা শত্রুর আক্রমণ এড়াইয়া চলিতে পারেন না। শত্রুপক্ষ কাহাকেও বাদ দিবে না। সুযোগ পাইলেই তাহারা আঘাত করিবে। আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর তাঁহার প্রজাপুঞ্জের নিরাপত্তার জন্য কতটা চিন্তিত, কণ্ট্রোলার তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্ব্বে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের ও রাজপরিবারের বাসস্থান, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদের উপর যখন বোমা বর্ষিত হইয়াছিল তখন বাঙলাদেশের জনসাধারণের অন্তরে কতটা ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল। এত বিপদাপদ সত্ত্বেও মহামান্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী বোমাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া দুর্গতদের সাহায্যের ব্যবস্থা এবং তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। রাজা-প্রজানির্ব্বিচারে সকলের ধ্বংসসাধন তাহাদের লক্ষ্য, সুতরাং আমরা সকলেই একই বিপদের সম্মুখীন। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আমরা যে বিপদের সম্মুখীন, উহাতে আমাদের সকলের একই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। গণ-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমাদের সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর হাতেই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ সকলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। যখন কোন বিপদাপদ উপস্থিত হয়, তখন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ দলগত বৈষম্য ও ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া বিপদ-মুক্তির জন্য প্রস্তুত হন। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করাই তখন প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

অতর্কিত আক্রমণ করিয়া নাৎসীরা প্রথম প্রথম কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিয়াছিল; কারণ নাৎসীদের আক্রমণের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের ধারণা ছিল, নাৎসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে না কারণ তাহারা কোন দোষের কাজ করে নাই, উপরন্তু আক্রমণের প্ররোচনা না জোগাইলে নাৎসীদিগকে ভয় করিবার কোন কারণও তাহাদের নাই। কিন্তু ইহারা এ-সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, তাহাদের দৌর্ব্বল্যই নাৎসীদিগকে আক্রমণাত্মক কার্য্যে প্রেরণা যোগাইবে। তাহারা কোন যুক্তিতর্কের ধার ধারেনা। সমস্ত বাধা দানকেই তাহারা একমাত্র যুক্তি বলিয়া মনে করে। কোথাও কোন বাধার সম্মুখীন হইতে হয় নাই বলিয়া সংগ্রামের গোড়ার দিকে তাহারা কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিয়াছিল। উত্তরোত্তর বাধা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া নাৎসীদের জয়লাভের আশা তিরোহিত হইতেছে। ইহাসত্ত্বেও তাহারা অপরের দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিবে না। লণ্ডনের উপর বিমান আক্রমণ করিতে যাইয়া তাহারা বেশ ভাল শিক্ষাই লাভ করিয়াছে। দুই একক্ষেত্রে সামান্য সাফল্য অর্জ্জনের পর এক্ষণে তাহারা এমন এক প্রতিবন্ধীর সাক্ষাৎ পাইয়াছে, যাহারা কিছুতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে না। লণ্ডনের নিকট হইতে তাহারা যে বাধা পাইয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সংগ্রামে উহাই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। দুইটি মুখ্য কারণে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রথমতঃ আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে সমবেত প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ লণ্ডনবাসীদের অনমনীয় মনোবল। লণ্ডন রক্ষার দৃঢ় ব্যবস্থা তাহাদের মনোবলকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। লণ্ডনবাসী এ কার্য্যে যে সহযোগিতার পরিচয় দিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদের প্রত্যেকে সহর্ষে গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। বিগত আগষ্ট মাসে যখন আক্রমণের সূচনা হয়, তখন লণ্ডনবাসী মাত্রই প্রমাদ গণিয়াছিল। ক্রমাগতঃ [illegible] মাস কাল বোমাবর্ষণ করিয়াও শত্রুপক্ষ লণ্ডনের সাধারণ নাগরিক জীবনে বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে নাই। সমবেত প্রচেষ্টা এবং দৃঢ় সঙ্কল্প কত কার্য্যকরী হইতে পারে, ইহার দ্বারা উহা প্রমাণিত হয়। যদি আপনারা পূর্ব্বাহ্নে বুঝিতে পারেন যে, তাহাদিগকে ভীষণ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা অধিক সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইবে।

অবসর থাকিতে আপনারা প্রস্তুত হউন, ইহাই আমি আপনাদিগকে জোরের সহিত বলিতে চাই। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইহাই লণ্ডন আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। বিপদ যখন একেবারে ঘাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রস্তুত হওয়ার সময় থাকে না। সময় থাকিতে রীতিমত আয়োজন করিতে হয়। পারস্পরিক সহযোগিতার ভাবও এক্ষণে আমাদের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে, তাহা হইলে আক্রান্ত হওয়ার পর বিবাদ-বিসম্বাদ মিটমাট করিয়া লওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইবে না। মনোমালিন্যের মীমাংসার জন্য সন্ধি-পত্রের আবশ্যক নাই। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই বিরোধের মীমাংসা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিপদাপদ নামিয়া আসে, তখন ঝগড়া মনোমালিন্যের স্থান থাকে না, ইহার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মনোমালিন্য তখন হাস্যকর হইয়া পড়ে। যদি আমরা আক্রান্ত হই, তাহা হইলে আমি, আপনি এবং অপরাপর সকলে সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িব বটে তবে জয়লাভের জন্য আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আপনারা প্রকাশ্যভাবে যাহা দেখাইলেন উহাই বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের একমাত্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা। আরও বহু মহড়ার অনুষ্ঠান করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা উচিত। কণ্ট্রোলার তাঁহার দলবলসহ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছেন। ইহার দ্বারা আপনারা সকলেই উপকৃত হইবেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তথা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

মার্কিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন ; কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩রা মার্চ্চ—১৯৪১

বাজেটের সমালোচনা

বাঙলার অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৪১-৪২ সনের যে বাজেট বঙ্গীয় আইন-সভার সম্মুখে পেশ করিয়াছেন, দেশের এক শ্রেণীর লোকের তাহা মনঃপূত হয় নাই। যাহারা কেবল বাধাদানের আনন্দেই সরকারের প্রত্যেক কাজের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে এবং এই দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বাজেটের বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীদিগকে প্রকৃতই কিছু বলার থাকে না। নিরপেক্ষ সমালোচনা গঠনমূলক না হইলেও বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী বরাবরই অতি সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাজেটের বিরুদ্ধে যাহারা সমালোচনা করিয়াছে, তাহাদের সমালোচনা যে আদৌ "নিরপেক্ষ" বা "গঠনমূলক" নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। এই সব সমালোচক বলিতেছে যে, বাজেটে ঘাট্‌তী হওয়ার জন্য মন্ত্রী-মণ্ডলীর "অযোগ্যতা" ও "লুণ্ঠন-ক্রিয়াই" দায়ী। আমাদের একখানা সহযোগী পুনঃ পুনঃ বাজেটের ঘাট্‌তী দেখিয়া অতিমাত্রায় "আঘাত-প্রাপ্ত" হইয়াছেন বলিয়া ভান করিয়াছেন। এ-হেন "আঘাত" সত্ত্বেও যে জোর গলায় বাজেটের সমালোচনা করিবার মত শক্তি সহযোগী প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু ভবিষ্যতেও এরূপ "আঘাতের" সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আমরা সহযোগীকে কোন প্রকারে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছি না। কারণ, উন্নতিশীল কোনও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতিবৎসরই জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ না করিয়া উপায় নাই এবং এজন্য যেমন করিয়াই হউক না কেন, টাকার সংস্থান করিতেই হইবে। আমাদের অন্য এক সহযোগী বলিয়াছেন,—"বাজেটে বিরাট ঘাট্‌তী দেখান হইয়াছে, কিন্তু এসব ঘাট্‌তী দ্বারা জাতিগঠনমূলক বিভাগগুলির কোন উন্নতির ব্যবস্থা করা হয় নাই।" এহেন উক্তি প্রকৃত অবস্থার স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং মন্ত্রী-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অন্ধ বিরুদ্ধতার প্রমাণও ইহা দ্বারা পাওয়া যায়।

আমাদের আর একখানা সহযোগী বাজেটকে "অপব্যয়সূচক" আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন ; কিন্তু সুদীর্ঘ দুই কলমব্যাপী প্রবন্ধের মধ্যে এই উক্তির অনুকূলে কোন প্রমাণই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু সহযোগী উপদেশ বিতরণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিতেছেন,—"নিজের সম্বল বুঝিয়া ব্যয় করা সাধারণ নীতি। যদি কোন ব্যক্তি বরাবরই ঘাট্‌তী বাজেট করে, তবে বুঝিতে হইবে—নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশী ব্যয় করাই সেই ব্যক্তির স্বভাব।" এই প্রবন্ধের মধ্যস্থতায় সহযোগী এ-কথাই বিশেষভাবে বলার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে টাক্স বসাইয়া টাকা তুলিয়া তাহা দ্বারা জাতিগঠনমূলক কাজের সম্প্রসারণ সঙ্গত হইবে না। এই সব তথাকথিত "জন-সেবক" দেশের জনগণের উন্নতি-অবনতির জন্য মোটেই যে কোন পরওয়া করে না, আলোচ্য প্রবন্ধে বিশেষভাবে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। "হ্যাম্ চাই—হ্যাম্ চাই" বলিয়া ইহারা চীৎকার করিয়া থাকে এবং যখন সরকার কার্য্যের পরিকল্পনা করিয়া তজ্জন্য টাকা মঞ্জুর করে, তখন ইহারাই আবার চীৎকার করিয়া সুর তোলে—"সরকার বড় অপব্যয়ী।"—কুটিলতা যে কতটা সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে, আমরা শুধু তাহাই ভাবিতেছি! যেসব লোক অহোরাত্র আত্ম-স্বার্থের চিন্তায়ই মশগুল এবং দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণের কল্যাণে এক পয়সা দিতেও যাহারা প্রস্তুত নহে, তাহাদের কথার যে কি মূল্য, মন্ত্রী-মণ্ডলী তাহা বেশ ভালরূপেই অবগত আছেন এবং এই জন্যই বলা চলে—বিরুদ্ধবাদীদের শত চীৎকার সত্ত্বেও জনপ্রিয় মন্ত্রী-মণ্ডলী জনগণের কল্যাণকর প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবেই চালাইয়া যাইবেন।

জার্ম্মানী ও ফ্রান্স

বৃটেনের উপর জার্ম্মানীর ভাবী আক্রমণে ভিসি সরকার যাহাতে কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করে, তজ্জন্য হিট্‌লার গত কিছুদিন হইতে বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন। ফরাসী নৌ-বহরের ঘাঁটিসমূহ এবং অবশিষ্ট ফরাসী রণতরীগুলি ব্যবহারের জন্য হিট্‌লার ভিসি সরকারের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ফ্রান্স বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক, হিট্‌লার অবশ্য এখনও এরূপ দাবী পেশ করেন নাই। প্রকাশ, মার্শাল পেতাঁ ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের নিকট নিম্নোক্ত ভাবে চাপ দেওয়ার প্রয়াস পাওয়া হইতেছে :—

(ক) একদিকে এম লাভাল ও ভিসি সরকারের প্যারিসস্থ প্রতিনিধি কম্‌তে-দ্য বৃনন্ এবং অপর দিকে ভিসি সরকারের নৌ-সচিব এডমিরাল দার্লীর সহিত আলোচনাক্রমে প্রকাশ্য দাবী পেশ করা হইয়াছে।

(খ) ফ্রান্সের জার্ম্মাণ অধিকৃত এলাকার নাৎসী প্রভাবাধীন বেতার ও সংবাদপত্রসমূহের মধ্যস্থতায় ভিসি সরকারের বিরুদ্ধে অবিরত কুৎসা প্রচার করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ বেতার ও সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় অবিরত নানাভাবে ভীতি প্রদর্শনও করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত নিরপেক্ষ দেশসমূহে আতঙ্ককর সংবাদও প্রচার করা হইতেছে।

(গ) ভিসি সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্যারিসে সম্প্রতি একটি জার্ম্মাণ প্রভাবাধীন রাজনৈতিক দল গঠন করা হইয়াছে।

কিন্তু এসব চালবাজী এযাবত বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। মার্শাল পেতাঁ হিট্‌লারের সামনে মাথা অবনত করিতে সম্মত হন নাই ; ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুযায়ী চলিয়া একটা আপোষ শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হইবে বলিয়াই মার্শাল পেতাঁ মনে করেন। কিন্তু কথা হইতেছে হিট্‌লার কি এরূপ আপোষ মানিয়া লইবেন? কারণ ফরাসী নৌ-বহরের ঘাঁটি ও অবশিষ্ট রণতরিসমূহ না হইলে হিট্‌লারের পক্ষে বর্ত্তমানে আর অগ্রসর হওয়া প্রকৃতই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া, তাঁহার দোসর মুসোলিনীর অবস্থাও অতি কাহিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্যের পরিমাণও অনেক পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ফরাসী বন্দরসমূহ ও রণতরিগুলি ব্যবহারের অধিকার না পাইলে হিট্‌লারের পক্ষে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃটিশের সম্মুখীন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। লিবিয়ার বৃটিশ অগ্রগতি প্রতিহত করিবার মতলবে ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় সৈন্য-প্রেরণের পরিকল্পনাও হয়ত হিট্‌লারের রহিয়াছে। বলকান রাষ্ট্রসমূহের মধ্য দিয়া মধ্য-প্রাচ্যের দিকে জার্ম্মাণ অগ্রগতির প্রয়াসও অসম্ভব নহে এবং সম্ভবতঃ সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপরও প্রত্যক্ষভাবে অভিযানের প্রচেষ্টা হইবে।

সম্ভবতঃ ভিসি সরকারের সহিত হিট্‌লারের আপোষ সম্ভবপর হইবে না। জার্ম্মাণরা মনে করে—হয় মার্শাল পেতাঁ হিট্‌লারের প্রস্তাবে রাজী হইবেন, কিম্বা প্রস্তাব খুব্রূপে অস্বীকৃত হইবেন ; এতদুভয়ের মাঝামাঝি কোন পথ নাই। যদি মার্শাল পেতাঁ হিট্‌লারের প্রস্তাব মানিয়া লন, তাহা হইলে ফরাসী নৌ-বহর ও আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য এই ব্যাপারে যোগদান করিতে সম্ভবতঃ সম্মত হইবে না। যদি মার্শাল পেতাঁ হিট্‌লারের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে নাৎসীরা সমগ্র ফ্রান্স দখল করিয়া লইয়া ফরাসী নৌ-বহর ও উত্তর-আফ্রিকার ফরাসী সাম্রাজ্য অধিকারের চেষ্টা হয়ত পাইতে পারে। মোটের উপর অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, ফরাসী আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা জেনারেল ওয়েগাঁর এই ব্যাপারে বিশেষ হাত থাকিবে এবং বৃটিশের প্রতিকার-ব্যবস্থাও নিশ্চয় অতি দ্রুত অবলম্বিত হইবে। এক কথায় বলা চলে, হিট্‌লার যে ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, ফ্রান্সে মার্শাল পেতাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ফরাসী জনমতের ভাবগতির উপরই সব নির্ভর করিতেছে। হিটলারকে এই জটিল ধাঁধারই মীমাংসা করিতে হইবে।

হিট্‌লারের জয় সম্ভবপর নহে

নাৎসীরা সমগ্র ইউরোপে যে দখল প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে, দিন দিনই তাহার শক্তি কমিয়া যাইতেছে। আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে কৃষ্ণ-সাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তর কেপ হইতে সিসিলী দ্বীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপ-খণ্ডে নানা দেশে নাৎসী বাহিনী ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং অনেকস্থলে দেশবাসীর প্রকাশ্য বিরোধিতার মধ্যেই তাহাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে।

নাৎসীদের এই বিরাট বাহিনী যে যথেষ্ট শক্তিমান, এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এক বক্তৃতায় সকলকে এ-বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি আসন্ন। "নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন্" পত্রিকায় ভবোধী টিমনস এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"জার্ম্মাণ সেনাদল এ-পর্য্যন্তও পরাজিত হয় নাই, কিন্তু হিট্‌লারের পরাজয় সম্পাদিত হইয়াছে। কারণ, যে বিজয়ের উপর তাঁহার আশাভরসা সব কিছু নির্ভর করিতেছে, জার্ম্মাণ সেনাদল তাঁহার জন্য সে বিজয় অর্জ্জন করিয়া আনিতে পারিবে না।"

নিজের স্বভাবসিদ্ধ নীতি অনুযায়ী অবশ্য আরো অনেক ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান হিট্‌লার করিতে পারেন, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নূতন নূতন অঞ্চলে কিম্বা পুরাতন অঞ্চলেই হিট্‌লারী তাণ্ডবের নব-বিকাশ প্রত্যক্ষ করা হয়ত অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, হিট্‌লার কোনক্রমেই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। ভিসির বুদ্ধ মার্শালকে ভীতি প্রদর্শন চেষ্টা, রুমানিয়ার মধ্য দিয়া মধ্য-প্রাচ্যের দিকে সৈন্য চালনা, বৃটেনকে জব্দ করার নিত্য নূতন কায়দা, এসবের ভিতর দিয়া এই কথাটিই বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চক্রশক্তি সুনিশ্চিত পরাজয় আশায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় অগ্রগতি

বর্ত্তমানে ইটালী-অধিকৃত পূর্ব্ব-আফ্রিকার সংবাদ ভীকালো ভাবে বাহির হইতেছে। তথাকার ভাইসরয় এবং সৈন্যাধ্যক্ষ ডিউক অব্ আওষ্টা সম্প্রতি বিমানপোত যোগে আদ্দিস-আবাবা হইতে আসমারা গিয়াছিলেন। স্যাভয় রাজ-পরিবারের এই বংশধর তাঁহার শাসনাধীন টলটলায়মান রাজ্যের ভবিষ্যৎ লইয়া সম্ভবতঃ বিষম চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ বৃটিশ এবং আবিসিনিয়ান সৈন্য বাহিনী বহু জায়গায় তাঁহার রাজ্যের সীমায় অতিক্রম

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভারত সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টা

ইশাপুরে বিরাট বন্দুক প্রস্তুত ব্যবস্থা

বর্তমানে ভারত গভর্ণমেন্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ইতিপূর্ব্বে যে সকল জিনিষ এদেশে প্রস্তুত হইত না, তাহা উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে।

ইশাপুর মেটাল অ্যাণ্ড ষ্টিল ফাক্টরীর জন্য দুই হাজার টন ওজনের একটি বন্দুক ছাঁচে ঢালিবার চাপর (ফোর্জিং প্রেস) আনিয়াছে। এটিকে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বন্দুক ঢালাইয়ের চাপর বলা যাইতে পারে।

এরোপ্লেন-ইঞ্জিনের লুব্রিকেটিং তৈল প্রস্তুতের জন্য এটক অয়েল কোম্পানীর সহিত একটি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই বন্দোবস্ত অনুসারে কোম্পানী নিজেদের কারখানায় একটি ডুবোসোল মেশিন বসাইবে।

টিনে ফলমূল এবং জ্যাম (আচার) সংরক্ষণের কারখানাগুলিরও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের প্রস্তুত জিনিষের নমুনা পরীক্ষার পর উহা সৈন্যবিভাগের উপযোগী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মুক্তেশ্বরের রাজকীয় পশুচিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (ইম্পিরিয়াল ভেটোরিনারি রিসার্চ ইন্সটিটিউট) পশুচিকিৎসার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় অ্যানথ্রাক্স (পশুদের এই রোগ হয়) প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত হইতেছে। অতঃপর ইহার জন্য আর বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ গত দুই সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতে তাঁহাদের জন্য বস্ত্রাদি কিনিবার অর্ডার পাইয়াছে। তাহা ছাড়া মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য পাটের থলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২০ লক্ষ গজ হেসিয়ান (চট) কিনিবার অর্ডারও পাওয়া গিয়াছে।

[২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করিয়াছে এবং উত্তর আবিসিনিয়ায় আবার আবিসিনিয়ান পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। বিচ্ছিন্ন ইটালীয়ান বাহিনী কোন দিক হইতে সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে না।

ইরিত্রিয়ার উপরও চড়াও করা হইয়াছে। বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর লোকজন উহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ক্যারেন শহরে অধিক সংখ্যায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, তাহারা লোহিত সাগরের তীরভূমির উপর দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সীমান্ত ছাড়াইয়া প্রায় ৪০ মাইল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ড সম্পর্কে ইহা জানা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা বাহিনীর যে-দল কেনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, তাহারা এখন ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী কিসমাইয়ু নামক স্থানটি দখলের চেষ্টা করিতেছে। ইতিমধ্যে তাহারা আফমাদু দখল করিয়া লইয়াছে। যদি তাহারা কিসমাইয়ু করায়ত্ত করিতে পারে, তাহা হইলে জুবা উপত্যকার পথে আবিসিনিয়ার মধ্যদেশে উপস্থিত হইতে তাহাদের পক্ষে খুবই সুবিধা হইবে। রুডলফ হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দক্ষিণ-আফ্রিকা বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে।

লিবিয়ার যুদ্ধ-প্রাঙ্গণ সম্পর্কে তেমন বেশী কিছু না শোনা গেলেও ইহা মনে করা ঠিক হইবেনা যে, তথাকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ভূমধ্য-সাগরের ভাবী রণক্ষেত্রে লিবিয়া আবার অভিনেতার পদ গ্রহণ করিবে। ইতোমধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস উত্তর আফ্রিকার সমর-প্রাঙ্গণ পরিদর্শন করিতেছেন। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধ বিজয়ী অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী তাঁহার উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইবে। প্রকাশ, মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি সিদি-বারানীর পরাজয়ের দোষে পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধের অভিজ্ঞতার জন্য সম্মান লাভ করিবেন; তবে একাজ আর তাঁহার অবস্থিতিতে সহিত নয়।

তিন ডিক্টেটরের সভা

ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর আলোচনার বিষয়

জেনারেল ফ্রাঙ্কো, হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে বর্তমানে আলোচনা চলিতেছে। ইহাদের মনোভাব ও আলোচনা বেলগ্রেড ও জেনোয়ার ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষরূপ প্রভাবান্বিত হইবার কথা।

স্পেনের গত অন্তর্বিপ্লবের সময়ে ইটালী তাহাকে যে সাহায্য করে, তাহার জন্য স্পেন ইটালীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। অংশতঃ উহা সম্মানের ঋণ এবং অংশতঃ আর্থিক ঋণ। আবার বিপুল আর্থিক ঋণ সম্পর্কে ফ্রাঙ্কো এই বলিবেন যে, ঋণের সুদ বা আসল কোনটা দেওয়াই বর্তমানে স্পেনের পক্ষে সম্ভব নহে। সম্মানের দায়টাই বর্তমানে প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হয়।

ইটালীর পক্ষে ভূমধ্যসাগরে সাহায্যলাভের এমন প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। অথচ অ্যাক্সিস্ শক্তিদ্বয়কে সাহায্য দান করিয়া স্পেনের যে কোনও লাভ হইবে না, তাহাও বর্তমানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

অবশ্য ব্রিটেনের সহিত ইটালীর একটি স্বতন্ত্র সন্ধি করার জন্য মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোকে মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করিতে পারেন না, এমন নহে। তবে ইটালীতে ক্রমবর্ধমান জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতির দরুণ বা সাম্প্রতিক পরাজয়গুলির জন্য ইটালীর গভর্ণমেণ্ট এতটা ভয় পাইয়াছে মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। বিশেষতঃ হিটলারের উপস্থিতিতে এ অনুরোধ করা মুসোলিনীর পক্ষে সম্ভব নহে।

ফ্রান্সের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইবার পূর্ব্বে মার্শাল পেতাঁ মাদ্রিদে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কাজেই ফ্রান্সের মধ্য দিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে ফ্রাঙ্কো তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া যাইবেন, ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে।

ব্রিটেনে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি

বহু সহস্র নারীর নামের তালিকা প্রণয়ন

১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় ব্রিটেনের রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর পরিমাণ শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইতে চাহিলে রপ্তানীর পরিমাণও বৃদ্ধি করা চাই। সুতরাং ব্রিটেনের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রমশিল্পগুলিতে অধিক সংখ্যায় নারী শ্রমিক নিয়োগ প্রয়োজন হইয়া পড়ার ইহাই অন্যতম কারণ। শীঘ্রই সামরিক কার্য্যে এবং সমরোপকরণ প্রস্তুত করিবার জন্য আরও ১০ হইতে ২০ লক্ষ লোকের প্রয়োজন হইবে। উহার জন্য সাধারণ কারখানাগুলিতে পুরুষ শ্রমিকের যে অভাব হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্যই নারী শ্রমিকের প্রয়োজন। এই সম্পর্কে সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী মিঃ বেভিনের বক্তৃতার পর হইতেই বস্ত্রশিল্প, টুপি, জুতা ও বিভিন্ন প্রকার চর্মশিল্প ও বিবিধ সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুতের শিল্পগুলিতে কত লোক নিযুক্ত আছে, ব্রিটেনের শিল্প কেন্দ্রগুলিতে তাহার ব্যাপক তদন্ত হইতেছে।

২০ হইতে ২১ বৎসরের যে সকল মেয়েরা এখনও কোথাও কাজ করে নাই তাহাদেরই সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক শ্রমিকের তালিকাভুক্ত করা হইবে। কাজ হইতে কোনও নারী অব্যাহতি দাবী করিলে তাহা বিবেচনা করিবার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বয়সের নারীদেরও শীঘ্রই তালিকাভুক্ত করা হইবে। এইরূপে শ্রমশিল্পগুলির জন্য ৫ লক্ষ নারী শ্রমিক পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি

[ভার্ণন বার্টলেট লিখিত

হিটলারের আক্রমণ আসন্ন বলিয়া গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে বিষম জনরব রটিয়াছিল। জনসাধারণের ধারণা এই যে, হিটলার যখন আক্রমণ আরম্ভ করিবে তখন চার বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে। জাপান বালকান বা তাহার ইহ ইতিমধ্যে আক্রমণ করিবে; জার্ম্মাণী বলকানের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরের দিকে অগ্রসর হইবে; স্পেন অথবা আফ্রিকার ফ্রান্স পশ্চিম ভূমধ্যসাগর আটকাইবার চেষ্টা করিবে এবং জার্ম্মাণ বিমান ও সাবমেরিণগুলি ব্রিটেনের উপর আরও তীব্রভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুয়োকা জাপ সরকারকে যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্ররোচিত করিতেছেন। তবে জাপানে অনেকের আশঙ্কা এই যে, জাপান দক্ষিণ দিকে আক্রমণ চালাইতে থাকিলে রাশিয়া আবার পিছন হইতে তাহাকেই না আক্রমণ করিয়া বসে। কাজেই একটা রুশ-জাপান চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জাপান এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহা ছাড়া জাপানের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আর একটি প্রতিবন্ধক আছে। ইহা তাহার খাদ্যসমস্যা। বাহির হইতে—এমন কি যে অঞ্চল আক্রমণ করিবার তাহার অভিপ্রায় সেখান হইতেই—তাহার চাউল আমদানী করা প্রয়োজন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাণিজ্য-অবরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাহা বেশীদিন সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকা জাপানের পক্ষে সহজ নহে।

এদিকে জেনারেল ওয়াভেল পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে শত্রুপক্ষকে প্রায় অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হিটলার যদি বলকান অঞ্চলের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে পৌঁছিতে পারে, তবে অবশ্য ওয়াভেলকে ঐ অঞ্চলে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। কিন্তু হিটলারের পক্ষেও এই অভিযানের বিপদ অনেক।

ফ্রাঙ্কোর সহিত মুসোলিনী ও পেঁতার কি আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তাহা সঠিক না জানা পর্য্যন্ত ফ্রান্সের মনোভাব সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। তবে স্পেন গভর্ণমেন্টের অনেকে এখনও মনে মনে হিটলারের অনুরক্ত; বিশ্রেষ্ঠতার স্পেনকে কিনিয়া দেওয়ার প্রলোভন দেখাইয়া হিটলার তাহাদিগকে দিয়া অনেক কিছু করাইতে পারে।

ব্রিটেনের উপর জার্ম্মাণীর অভিযান সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, হিটলারের অভিযানের জন্য ব্রিটেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আছে।

জার্ম্মাণীর বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা

কাজ করিবার জন্য পোল্যাণ্ড হইতে লোক আমদানী

লিসবন্ হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা যে তার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, বর্তমানে ১০ লক্ষেরও অধিক বিদেশী শ্রমিক জার্ম্মাণীর বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করিতেছে। জার্ম্মাণীর এক সরকারী রিপোর্টেই দেখা যায় যে, জার্ম্মাণীতে এক কারখানা মজুর হিসাবেই ৬ লক্ষ ৭০ হাজার বিদেশী শ্রমিক নিযুক্ত আছে। চাষ-বাসের কাজে কত বিদেশী কিষাণ খাটানো হইতেছে তাহা প্রকাশ করা হয় নাই, তবে উহাদের সংখ্যাও কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সমান হইবে। লৌহ-বাজার ও যুদ্ধ-নিঃসম্পর্কীয় শিল্পগুলিতে যে সকল যুদ্ধবন্দীকে খাটিতে হইতেছে উহার সহিত তাহাদেরও গণনা করিলে জার্ম্মাণীর মোট বিদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা সম্ভবতঃ ২০ লক্ষেরও উপর দাঁড়াইবে। এই শ্রমিকদের অধিকাংশই পোল্যাণ্ড হইতে সংগৃহীত।

যশোহরে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান

বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যশোহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তিনি সিরাজুদ্দৌল্লা সিনিয়র মাদ্রাসার উদ্বোধন উৎসব সমাধা করেন। বেলা ১১টার সময় যশোহরে পৌঁছিয়া কোন প্রকার বিশ্রাম না করিয়াই স্থানীয় মোমিন বালিকা মধ্য ইংরেজী স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে সভাপতিত্ব করেন।

বেলা তিন ঘটিকার সময় বিপুল জনতার সম্মুখে তিনি জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন এবং তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই, সি, এস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উহার উদ্বোধন ঘোষণা করেন তৎপর তিনি বিভিন্ন প্রদর্শনী দ্রব্যের ইলসমূহ ঘুরিয়া দেখেন।

বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় তাঁহার সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত চাঁচড়া রাজবাটীতে এক চায়ের মজলিসে তিনি যোগদান করেন। বেলা ৩টার সময় পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই প্রদর্শনী ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা ছিল, ইহা দেখিবার জন্য বহু লোক আসিত। জেলার সুদূর পল্লী হইতেও প্রতিদিন প্রদর্শনী দেখার জন্য লোক আসিয়াছে।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এ, সি, চাটার্জ্জী ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। ইহার সুব্যবস্থা দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিদর্শন সময়ে প্রদর্শনী মণ্ডপে কবি-গান হইতেছিল, তিনি প্রায় এক ঘণ্টা এই কবি-গান শ্রবণ করিয়াছিলেন।

স্কাউট-সমাবেশ

সাফল্যমণ্ডিত স্কাউট-সমাবেশ সবে মাত্র শেষ হইল। যশোহর জেলা স্কাউট সমিতি আর্থিক অসুবিধার জন্য ১৯৩৯ সন হইতে এরূপ সমাবেশ করিতে পারে নাই। এই বৎসর স্থানীয় সমিতি ৪০০৲ টাকা দিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট আরও ২৫০৲ টাকা দিয়াছেন। খয়েরতলা জুনিয়ার মাদ্রাসার বিস্তীর্ণ খেলার মাঠে তাঁবুর নীচে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বিভিন্ন স্কুল হইতে তিনশত স্কাউট ও ষোলজন স্কাউট-মাষ্টার এই ক্যাম্পে যোগদান করিয়াছিল। ১২ই ফেব্রুয়ারী ক্যাম্প আরম্ভ হয় এবং ১৪ই তারিখের সন্ধ্যাবেলা ইহা বন্ধ হয়। কলিকাতা সিনি হাউসের মেসার্স বি, সরকার এণ্ড সন্স প্রদত্ত এম, এম, খান স্কাউট শিল্ড প্রতিযোগিতায় শেষদিনে বিভিন্ন দল প্রতিযোগিতা করিয়াছিল। যশোহর জেলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের স্কাউটদল বিজয়ী হওয়ায় স্কাউট সমিতির প্রেসিডেণ্ট জেলাজজ মিঃ এস, কে, গুপ্ত আই, সি, এস, তাহাদিগকে শিল্ডটি প্রদান করেন। মিঃ গুপ্ত এই সময়ে মিঃ এন, এম, খানকে স্কাউটদের জেলা কমিশনার নিয়োগ করেন। এই শেষদিনের উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ আর, এম, খাটক ছিলেন। সমিতির সেক্রেটারী বাবু নলিনীকান্ত মজুমদার এই ক্যাম্পের সাফল্যের জন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

বিচিত্র অনুষ্ঠান

বিগত ২৫শে জানুয়ারী নওয়াপাড়া যুব কমিটি একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিল। ইহার ফলে জেলা যুদ্ধ তহবিলে ১৪০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। নওয়াপাড়া একটি পল্লীগ্রাম; সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলে কমিটির এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয়।

বীরভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ

সরকারী ঘোষণা

১৯১৩ সালের বঙ্গীয় দুর্ভিক্ষ আইনের ৭৪ নং নিয়ম অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট বীরভূম জেলার নিম্নোক্ত অঞ্চলে অন্নাভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন:—

সদর মহকুমা—সাঁইথিয়া থানার মাটপালসা ও বনগ্রাম ইউনিয়ন; মোহাম্মদবাজার থানার আঙ্গারগড়িয়া, ভারকাটা, হিঙ্গলু ও সেকেড্ডা ইউনিয়ন; ইলামবাজার থানার মঙ্গলডিহি, বাটিকার ও মদনপুর ইউনিয়ন এবং দুবরাজপুর থানার পদুমা ইউনিয়ন।

রামপুরহাট মহকুমা—রামপুরহাট থানার আয়াস, কাপুষা, বাগান ও ভদ্রীগ্রাম ইউনিয়ন; ময়ূরেশ্বর থানার কুণ্ডলা ও উলকুণ্ড ইউনিয়ন।

দিনাজপুরে শরীর-চর্চ্চা ট্রেণিং কেন্দ্র

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরের জিলা শরীর-চর্চ্চা সংগঠনকারী কর্ম্মচারী মিঃ আর, এন, চক্রবর্ত্তী মধ্য ইংরেজী স্কুল ও জুনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকগণের ট্রেনিংএর জন্য দিনাজপুরে একটি ট্রেনিং কেন্দ্র খুলিয়াছেন। ১৯৪১ সনের ৩রা জানুয়ারী হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই কেন্দ্রে ট্রেনিং দেওয়া হইবে। ষোলজন শিক্ষক ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, শিক্ষা-তত্ত্ব, ক্রীড়া ও খেলাধূলা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হয় এবং আধুনিক খালি হাতে ব্যায়াম, ছোট বড় নানা প্রকারের খেলাধূলা, ব্যায়ামাদি ও ক্ষিপ্র ব্যায়াম সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

কেরোসিন কাহিনী

৩নং—মফঃস্বল ডিপো

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিয়মিতরূপে কেরোসিন সরবরাহ করা একটি দুরূহ সমস্যা। এই বিষয়ে বার্ম্মা-শেলের যে সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত আছে মফঃস্বল ডিপোগুলি তার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই ধরণের ডিপোগুলিতে এত কেরোসিন সর্ব্বদা মজুত রাখা হয় যে সেই এলাকায় কখনও কেরোসিনের ঘাটতি পড়া অসম্ভব।

সুনির্ব্বাচিত স্থানসমূহে এইরূপ বহু ডিপো থাকায় বার্ম্মা-শেল যন্ত্রের ন্যায় নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কেরোসিন সরবরাহ করিতে সক্ষম।

এই ডিপোগুলির পিছনে বার্ম্মা-শেল বহু অর্থ নিয়োজিত করিয়াছেন। কারণ, বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নিভৃততম ৬০০,০০০ পল্লীবাসী কেরোসিন সরবরাহের যে সুবিস্তৃত ব্যবস্থা আছে তাহার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই ডিপোগুলি অনেকাংশে দায়ী।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এজেন্টস্: (ইংলণ্ডে সংগঠিত)

কলিকাতা　বোম্বাই　মাদ্রাজ　করাচি　নিউ দিল্লী

রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের দরবার

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা

বিগত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বিভাগীয় দরবারে রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মহোদয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

এই অনুষ্ঠানে কতিপয় ব্যক্তির জন-সেবার গুণগ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে করা হইল এবং মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ ও ব্যাজ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। প্রত্যেককে ব্যাজ ও সনদ প্রদানকালে আমি অভিনন্দন জানাইয়াছি এবং অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমি পুনরায় ঐ সমুদয় ব্যাজ ও সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশা করি যে, তাঁহারা জন-সেবা কার্য্য করিতেই থাকিবেন এবং জনসাধারণের প্রজা ও দেশের শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ অধিনায়কের প্রদত্ত সম্মান বহু দিন ভোগ করিবেন।

আজিকার এই অনুষ্ঠানে যেখানে জনসেবার জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করা হইল, সেখানে শাসন ব্যবস্থা কর্তৃক জনসাধারণের জন্য কি করা হইতেছে, তাহার কিছু কিছু এবং শাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন সমস্যা ও তাহার সমাধান করিতে নাগরিকদের নিকট হইতে কতটা সাহায্য পাইতে চায়, তাহার আলোচনা হইতে পারে।

রাজশাহী বিভাগ প্রায় সমস্তটাই পল্লী দিয়া গঠিত এবং ইহার ১১,০০০,০০০ অধিবাসীর মধ্যে বিপুল অংশ কৃষি সংশ্লিষ্ট। ১৯৩৯ সনে জলপাইগুড়িতে যখন বিভাগীয় দরবার হইয়াছিল, তখন কৃষির অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল এবং ১৯৩৯-৪০ সনের শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ অবস্থাই ছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে (১৯৪০-৪১) অনেক জেলায় নিয়মিতভাবে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় উচ্চ অঞ্চলে আউস ও আমন ধানের ক্ষতি হইয়াছিল। প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ভাল পাট উৎপন্ন না হওয়ায় এবং অত্যধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়ার ও যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় পাট-চাষীদের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে। ইক্ষুর মূল্যও অনেকাংশে কমিয়া যাওয়ায় চাষীদের অসুবিধা সৃষ্টি হইয়াছে।

উপরে অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে কতিপয় সমস্যা দেখা দিয়াছে। দুর্দ্দশাগ্রস্ত চাষীদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা রচনার জন্য জেলা-কর্ম্মচারীগণ বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন। সুখের বিষয় ইহাই যে, ব্যাপক ক্ষতি খুব কম জায়গায়ই হইয়াছে এবং পূর্ব্বে যেরূপ মনে করা হইয়াছিল, ক্ষতি মোটেই ততটা সাঙ্ঘাতিক হয় নাই। আমার মনে হয়—আগামী এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে কোথাও সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিবে না। কাজেই উপযুক্ত তদন্তের জন্য জেলা-কর্ম্মচারীবর্গ যথেষ্ট সময় পাইবেন। চিনির দর কমিয়া যাওয়ায় যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলে যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের চাষীদের যেরূপ অসুবিধা দেখা দিয়াছে বাঙ্গলায় সেরূপ কোন ব্যাপক সমস্যা নাই এবং যুক্ত-প্রদেশ বা বিহারের যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই বাঙ্গলারও ইক্ষুচাষীগণ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাটের মূল্য কমার জন্য যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে বাঙ্গলারই সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে গভর্ণমেণ্ট পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সকলেরই উচিত সরকারের এই প্রচেষ্টার সমর্থন করা। সমস্যা এত কঠিন যে, কঠোরভাবে চাষ-নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। পাট-চাষের জন্য ইউনিয়ন সুপারভাইজারী কমিটি ও পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় কর্ম-চারীদিগকে এই ব্যাপারে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে নানা প্রকার অভিযোগ শোনা যাইতেছে এবং কোন-কোন জেলায় অভিযোগের পরিমাণ একান্ত বেশী। এই সব অভিযোগ সম্পর্কে অতি দ্রুত এবং সত্ত্ব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করা হইতেছে এবং আমি আশা করি—অনুসন্ধানের ফলে অনেকের অসুবিধা দূরীভূত হইবে। কিন্তু ইহা সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যদি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের সরকারী পরিকল্পনাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে হয়, তাহা হইলে সকল চাষীকেই কতকাংশে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে। এককভাবে মোটা লাভের আশা ত্যাগ করিয়া যাহাতে সকল চাষীই উপযুক্ত দর পাইতে পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থা বা অন্য কারণে যেখানে চাষী-সমাজ প্রকৃতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেরূপ স্থানে সরকারী প্রাপ্য আদায়ে কড়াকড়ি না করাই সরকারী নীতি। এই বিভাগের শাসন-কার্য্য পরিচালনায় এই নীতিই চালাইয়া আসা হইয়াছে।

খাস-মহল এলাকা ও কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস অধীনস্থ জমিদারীগুলিতে খাজানা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারীর পদ্ধতি গভর্ণমেণ্ট আরো দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায়ই খাস-মহলের খাজানা আদায় করিতে সার্টিফিকেট পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৯৪০-৪১ সনের প্রথম ৬ মাস সময়ে মাত্র ১৪,৯৪১টি ক্ষেত্রে নূতন সার্টিফিকেট জারী করা হইয়াছিল। যাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিশেষ অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই টাকা আদায় করা হইয়াছিল এবং ফলে উপরোক্ত সময়ে মাত্র ১৬,৩৭৯টি সার্টিফিকেটের টাকা আদায় করা হইয়াছিল।

ঋণ-সালিশী বোর্ডের মধ্যস্থতায় চাষীদের ঋণ কমাইবার যে নীতি গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কাজ বিশেষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। এই সমুদয় বোর্ডের কার্য্যদক্ষতা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্থায়ী প্রচেষ্টা করা দরকার। কারণ ক্রমশ: মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অতীতের অনভিজ্ঞতা ও অনেক ক্ষেত্রে কর্ম-বিমুখতার দরুণ দাবিলী দরখাস্তগুলির নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি ও সুষ্ঠুভাবে হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সনের প্রথমার্দ্ধে ১০৯,২০৩টি দরখাস্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহে করা হইয়াছিল এবং ৯০,৯৯৬টি দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হইয়াছিল। আশা করা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সনের প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে যে ১৪১,৭৭৭টি মুলতবী মোকদ্দমা ছিল, তাহা নিষ্পত্তি হইয়া শীঘ্রই কমিয়া যাইবে। পল্লীর দেনা-দেনা সমস্যা সমাধানের জন্য বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন অনুসারে ঋণ-মীমাংসা করার একটি উপায় গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন। ফসল না হইলে কিম্বা নষ্ট হইয়া গেলে চাষীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ধার দিয়াছেন এবং ১-৪-১৯৪০ তারিখে গভর্ণমেণ্টের পাওনা টাকার পরিমাণ ছিল ২১,৭০,০০০৲ টাকা।

১-৪-১৯৪০ এবং ৩১-১২-১৯৪০ তারিখের মধ্যে উল্লিখিত প্রদত্ত ঋণের মাত্র ৩,৩৯,০০০৲ টাকা স্বেচ্ছায় লোকে আদায় করিয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋণগ্রস্ত চাষীগণ যে পর্য্যন্ত নিজেদের ক্ষতি পূরণ করিয়া স্বচ্ছল অবস্থা না হইয়াছে, ততদিন গভর্ণমেণ্ট টাকা আদায় করিতে কোন প্রকার চাপ দেন নাই। এমন কি যখন আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল রহিয়াছে, তখনও চাষীদিগকে আবাদের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট আরও বেশী ঋণ প্রদান করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিভাগে ঋণ দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৮০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৩৯-৪০ সনে অবস্থা ভাল থাকায় গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীগণ বেশ খাজনা ও দেনা আদায় করিয়াছেন কিন্তু ১৯৪০-৪১ সনের দরুণ কোন কোন অঞ্চলে আদায়ের কাজে অসুবিধা ঘটিয়াছে। প্রতিকূল অবস্থার জন্য নূতন করিয়া শক্ত সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপক প্রবর্ত্তন করার জন্য গভর্ণমেণ্টের বিশেষ চেষ্টা থাকা সত্বেও এবং দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া ও পাবনায় জেলা স্কুল-বোর্ড স্থাপিত হইলেও চারিটি মাত্র জেলায় শিক্ষা-কর ধার্য্য করা সম্ভবপর হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি জেলায় অর্থাৎ জলপাইগুড়িতে শিক্ষা-কর আদায় করা হইতেছে।

[১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলে মোট ৬৪,৯৭,২৩০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪২,৪৫,৯০০৲ টাকা বৃটিশ যুদ্ধ-সাচিবের জন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিলের তরফ হইতে প্রদান করা হইয়াছে।

এই ষ্ট্যাম্পগুলি

আপনাকে সঞ্চয়ী হতে সাহায্য করবে

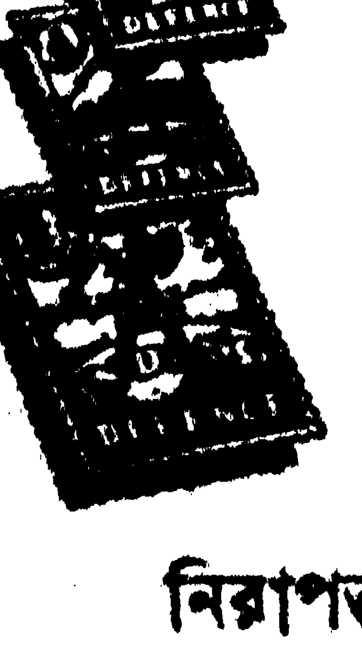

যে কোন পোষ্ট অফিস হতে একটি সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন এবং তাতে চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প লাগান।

কার্ডের উপর যখন ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প জমা হবে তখন তাকে পোষ্ট অফিসে জমা দিয়ে তার বদলে একটি ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন, এবং দশ বছর পরে এটির দাম হবে তের টাকা ন'-আনা।

প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে সুদ সমেত টাকা ফিরত দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয়ী হোন
ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

G. I. 36

বাঙলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

চাষীদের প্রতি সরকারের সতর্ক-বাণী

নিম্নোক্ত সরকারী বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে:—

বাঙলা সরকার পুনরায় জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণই তাঁহাদের পাট সম্পর্কে বিঘোষিত নীতির প্রধান ভিত্তি। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা ১৯৪১ সনের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা সম্বলিত যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন উহাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য তাঁহারা কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিবেন না। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা-চরিত্র এবং অর্থ ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

১৯৪০ সালে চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ব্বে এত অধিক পাট কখনও উৎপন্ন হয় নাই। উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ চাহিদার অতিরিক্ত হইলে চাষীদিগকে যে অসুবিধায় পড়িতে হয়, উহার হাত হইতে রক্ষার জন্য সরকার যদি যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তাহা হইলে মৌসুমের প্রারম্ভেই পাটের দর সাংঘাতিকভাবে পড়িয়া যাইত। এমন কি পাট বেচাকেনা পর্য্যন্ত হইত না। সরকারকে ধন্যবাদ যে তাঁহারা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার দরুণ এই বৎসর পাটের একটা নির্দ্ধারিত মূল্য হইয়াছে। যদি সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন তাহা হইলে কিছুতেই এ মূল্য পাওয়া যাইত না। এ উক্তি সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯৪১ সনের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণই তাঁহাদের নীতির ভিত্তি-প্রস্তর এবং উহাকে কার্য্যকরী করিয়া তোলার জন্য তাঁহারা দৃঢ়-সঙ্কল্প ইহা সরকার পূর্ব্বাহ্নে সকলকে জানাইয়া না দিলে উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হইত না।

১৯৪০ সনে অত্যধিক পরিমাণে উৎপন্ন পাট বর্ত্তমান মৌসুমে নিঃশেষ হইবে না। যুদ্ধের দরুণ এবং মালবাহী জাহাজের সংখ্যা ভয়ানক হ্রাস পাওয়ায় অনেক বিদেশী বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবং অন্যান্য দেশগুলিও আগের ন্যায় এখন তত বেশী পাট ক্রয় করিতে পারিতেছে না। এ কারণে পাটের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। যদি ১৯৪১ সনেও অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে কার্য্যতঃ পাট বিক্রয় হইবে না। শুধু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বিক্রয় হইতে পারে, তাহাও খুব কম দরে। অবশিষ্ট পাট অবিক্রিত অবস্থায় চাষীদের হাতে মজুদ থাকিয়া যাইবে। উপরন্তু আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না হইলে বর্ত্তমান বৎসরের যে পাট এখনও চাষীদের হাতে মজুদ রহিয়াছে উহা মোটেই বিক্রয় হইবে না; হইলেও খুব অল্প দরে বিক্রয় হইতে পারে। মজুদ পাটের দর যাহাতে একেবারে না পড়িয়া যায় এবং পরবর্ত্তী বৎসরের পাটেরও যাহাতে ন্যায়-সঙ্গত দর পাওয়া যায় তজ্জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য্য। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ যাহাতে কার্য্যকরী হয় এবং চাষিগণ যাহাতে অপরের মিথ্যা প্ররোচনায় পড়িয়া বিভ্রান্ত না হয় তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার দৃঢ়-সঙ্কল্প। সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করিয়াছেন পাটচাষীদের রক্ষা এবং মঙ্গলের জন্যই। অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের নাই। পাটচাষীদিগকে সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

সরকার বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের এই নীতির উদ্দেশ্য প্রায় সকল চাষীই উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তবে কতিপয় ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা বশতঃই হউক কিম্বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচনায়ই হোক, অপরকেও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। বিশেষ জোর করিয়াই একথা বলা চলে যে,—সরকার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ জারি করিয়াছেন, উহা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই চাষীদিগকে সর্ব্বনাশের হাত হইতে রক্ষা করা যায় না।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে রচিত রেকর্ড দোষ-ত্রুটিপূর্ণ, এই অজুহাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো হইতেছে। আন্দোলনটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ সরকারও ইহা জানেন যে, রেকর্ড নির্ভুল না হইলেও উহা এমন কোন দোষ-ত্রুটিপূর্ণ নয়, যে জন্য পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। রেকর্ডের ভুল-ভ্রান্তি যাহাতে যতদূর সম্ভব সংশোধিত হয় এবং কিছু বাদ না পড়ে তজ্জন্য সরকার আদেশ জারি করিয়াছেন। নিম্নে উক্ত আদেশগুলি লিপিবদ্ধ হইল:—

(ক) জমির প্লট সম্পর্কে ভুল সংখ্যা, মালিকের ভুল নাম লিপিবদ্ধ করা প্রভৃতি যে সকল ভ্রান্তি সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই, ইউনিয়ন পাট কমিটির কর্মচারিগণ অবিলম্বে তাহা সংশোধন করিবেন।

(খ) যাহাতে কৃষকগণ জমিতে পর পর বিভিন্ন ফসলের আবাদ করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত যে সকল জমি পাটের জমি বলিয়া রেকর্ড করা হয় নাই, তাহাও লাইসেন্সভুক্ত করার দরখাস্ত কমিটি যে কোন সময় (এমন কি লাইসেন্স প্রদানের পরও) গ্রহণ করিবেন।

(গ) যদি কেহ দাবী করে যে রেকর্ড করার সময় আপত্তি জানাইয়া সে যে আপত্তি পেশ করিয়াছিল সে সম্পর্কে ভালরূপ অনুসন্ধান করা হয় নাই কিম্বা বিশেষভাবে তাহা পেশ করা হয় নাই বলিয়া তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে উক্ত আপত্তি পুনরায় শুনিয়া যথাযথ ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহাকে ইউনিয়ন জুট কমিটির নিকট আর্জি পেশ করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

(ঘ) সামান্য দুই এক ক্ষেত্রে যেখানে একটি পুরা মৌজা কিম্বা একটি পুরা তালিকাই কোন কারণে রেকর্ড করা হয় নাই সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে নূতন করিয়া রেকর্ড প্রস্তুত করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে এই আদেশগুলি প্রকৃত অভিযোগ দূরীকরণে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণের কিম্বা একেবারে হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে করা হইবে। ফসল বোনার পর প্রত্যেকটি ব্যাপার বিশেষ বহুসহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে এবং যে সকল অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণার্থ যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। কিন্তু দুটিবের কয়েকজন লোক সাময়িকভাবে অসুবিধায় পতিত হইবে বলিয়া সরকার এই আদেশ কিছুতেই শিথিল করিতে পারেন না কিম্বা করিবেন না। ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ করা হইয়াছিল, ১৯৪১ সালে তাহার এক-তৃতীয়াংশ জমিতে সেই আবাদ করিতে হইবে। যাহারা পাট আবাদ করে তাহাদের স্বার্থের দিক হইতেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। ইহা

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দ

বাঙলা সরকারের নূতন বাজেটের বৈশিষ্ট্য

ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখে ১৯৪১-৪২ সনের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কার্য্যের জন্য অধিক অর্থের বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই ব্যয় বরাদ্দের কয়েক দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার উপর অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসাবেই এই অর্থরাশি মঞ্জুর করার প্রস্তাব হইয়াছে:—

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য	৮,০০,০০০৲
তপশিলভুক্ত জাতির শিক্ষার জন্য ..	১,৫০,০০০৲
প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ট্রেণিংএর জন্য	১,৩৫,০০০৲
বেসরকারী মাধ্যমিক বালক ও বালিকা বিদ্যালয়সমূহের সাহায্যার্থ ...	১,০০,০০০৲
প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ..	৭৯,০০০৲
লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে বালিকাদের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ..	৭১,০০০৲
ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত হোষ্টেলের সুবিধার জন্য ..	১,৫০,০০০৲
চাষার নূতন কলেজের জন্য ..	৬৭,০০০৲
পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টার পুনর্গঠন জন্য ..	১,১৮,০০০৲
পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় অতিরিক্ত সাহায্য	৬৪,০০০৲
পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য	২,০০,০০০৲
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে কুইনাইন বিতরণের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ ..	১,০০,০০০৲
ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনার জন্য অতিরিক্ত মঞ্জুরী ..	১,৬০,০০০৲
কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিকিকিনি ব্যবস্থার জন্য ..	২,১০,০০০৲
মৎস্য-শিল্পের প্রসার জন্য ..	৮০,০০০৲
মৃৎ শিল্পের গবেষণা ও ট্রেণিংএর জন্য	২৯,০০০৲
শিল্প টেক্‌নোলজিক্যাল্ ইন্সটিটিউটের প্রসার সাধন জন্য .	২০,০০০৲
শিল্পকোনা বিভাগের পুনর্গঠন জন্য ..	১,৫০,০০০৲
সমবায় সম্পর্কে ট্রেণিং দানের জন্য .	২৮,০০০৲
শস্য-ঋণ প্রদানের জন্য ..	১০,০০,০০০
নদী সম্পর্কে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার্থ ..	২০,০০০৲
বিদ্যাধরী-পিয়ালী সেচ্ পরিকল্পনার জন্য	৫০,০০০৲
কর্ণপাড়া সেচ্-খালের জন্য (ঢাকা) ..	২০,০০০৲
বেনাবড়া সেচ্-খালের জন্য (খুলনা) ..	২০,০০০৲
নিম্ন-বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্ম্মূল্য-ভাতা বাবদ ..	৮,০০,০০০৲

[২য় কলমের শেষ]

ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থাই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট পাটচাষিগণকে এবং যাঁহারা সর্ব্বান্তকরণে জনসাধারণের কল্যাণ কামনা করেন এই মহানুভব লোকদিগের নিকট এই আবেদন করিতেছেন যে, মানুষের যাহা যতদূর সম্ভব দৃঢ়তার সহিত বর্ত্তমান বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে তাঁহারা যেন গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করেন। সরকার এই আবেদন প্রচার করিতেছেন কারণ তাঁহারা জানেন, তাঁহাদের আদেশগুলি প্রতিপালন না করিলে আগামী বৎসর কৃষকগণ ভীষণ বিপদে পতিত হইবে এবং তাঁহারা দেখিতেছেন যে কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোকে সরকারের আদেশ না মানিবার জন্য কৃষকগণকে প্ররোচিত করিয়া প্রচার কার্য্য চালাইবার ফলে পাটের দরে একটা নিম্নগামী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। সরকার বিশ্বাস করেন যে এই আবেদনের ফলে একটা ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাইবে এবং তাঁহারাও শান্তিরক্ষণ আইনের বল প্রয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বনের অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য হইতে রেহাই পাইবেন।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-শিবির

বালিচক নামক স্থানে বিরাট সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

বাংলা সরকার-পরিচালিত বিষ্ণুপুর পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা শিবিরের আদর্শে গত বৎসর মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় কয়েকটি শিক্ষা-শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা-শিবির খোলা হয় কাঁথিতে গত এপ্রিল মাসে। তৎপরে গত অক্টোবর মাসে ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামেও অনুরূপ শিবিরের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। হঠাৎ অত্যধিক গ্রীষ্ম পড়ায় গত বৎসর সদর মহকুমায় ঐরূপ শিবির খোলা সম্ভবপর হয় নাই। সদর মহকুমায় ঐরূপ একটি শিবির খোলার জন্য গত ৮ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরে উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমার জন্য সম্মিলিত সভার অধিবেশন হয়। বালিচক গ্রাম কেন্দ্রস্থলে বলিয়া ঐখানেই শিবিরের স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। তৎপরে বালিচক স্কুল গৃহে শিবির পরিচালনা কমিটির একটি সভার অধিবেশন হয় এবং বড়দিনের ছুটির মধ্যে বালিচকের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রাথমিক প্রচার কার্য্য করেন।

হাতে কলমে পল্লী-উন্নয়নের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বালিচক হইতে ৩।৪ মাইলের মধ্যে অবস্থিত ১৬টি মৌজা নির্ব্বাচিত হয়। এই মৌজাগুলিকে ১৯টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ব্লকের ভার একজন দলপতি ও পাঁচ হইতে সাতজন কর্ম্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়। মোট ২১ জন দলপতি ও ৯৮ জন কর্ম্মী শিবিরে যোগদান করেন। দলপতিদের মধ্যে ৩ জন বে-সরকারী ভদ্রলোকও ছিলেন। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্কুলের শিক্ষক, পল্লী-মঙ্গল সমিতির বিশিষ্ট সভ্য, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি ও অপরাপর নির্ব্বাচিত স্বেচ্ছাব্রতী গ্রাম্য কর্ম্মীদের শিক্ষা দেওয়া। তদনুসারে ৪০ জন শিক্ষক, ১৮ জন পল্লী-মঙ্গল সমিতির সভ্য, ১২ জন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি, ৩ জন ঋণ-সালিশী বোর্ডের কেরাণী ও ২৫ জন স্বেচ্ছাকর্ম্মী এই শিবিরে শিক্ষার জন্য যোগ দেন। স্বেচ্ছাকর্ম্মীদের ভিতর ২ জন বড় অফিসারও ছিলেন। ১ জন সার্কেল অফিসার, ১ জন প্রবেশনারী সাব-ডেপুটি কালেক্টর, ৪ জন ঋণ-সালিশী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার, ১ জন কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর, ৫ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, ২ জন কৃষি-বিভাগীয় ডিমনষ্ট্রেটার ও ৪ জন শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারী শিবিরে যোগদান করিয়া দলপতির কার্য্য করেন।

মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য বাহাদুর গত ১৯শে জানুয়ারী এই শিবিরের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, পল্লীজীবন সভ্যাশিষ্ঠা, সততা ও ত্যাগের আদর্শে পুনর্গঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ দিন সন্ধ্যায় মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, মিত্র, আই, সি, এস, পল্লী-সংগঠনের সাধারণ নীতিগুলি শিবিরে সমাগত কর্ম্মীদের বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

২০শে জানুয়ারী হইতে গ্রামের কাজ আরম্ভ হয় ও ৩১শে তারিখে সমাপ্ত হয়। প্রত্যহ সকাল ৭॥০টা হইতে বেলা ১১॥০টা পর্য্যন্ত কর্ম্মীদল গ্রামে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম ৪ দিন তাঁহারা প্রত্যেক পরিবার ও ব্যক্তিগতভাবে গ্রাম সম্বন্ধীয় তথ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্লকের জন্য একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক ব্লকের অভাবের উপর ভিত্তি করিয়া পরিপূর্ণ ও কার্য্যকরী কর্ম্মপন্থা রচিত হয়। গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঐ কার্য্যে সকল সময় সহযোগিতা করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ৭ দিনে প্রত্যেক গ্রামে পরিকল্পনানুযায়ী কয়েকটি কার্য্য আরম্ভ করা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে প্রাথমিক প্রচার সত্ত্বেও গ্রামবাসিগণ প্রথমতঃ উদাসীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ছিলেন। যাহাই হউক ধীরভাবে পুনঃপুনঃ অনুরোধ, উপদেশ ও প্রচার কার্য্যের ফলে তাহাদের ঔদাসীন্য ও সন্দেহ ক্রমশঃ দূরীভূত হয়। এই এক সপ্তাহে ৮টি নৈশ বিদ্যালয় ও ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১ মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ৩ মাইল ২০৩ গজ লম্বা একটি গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার করা হইয়াছে। ৫৪টি পুষ্করিণী ও ১৪টি ডোবা পরিষ্কার করা হইয়াছে। ৫৬টি গর্ত্ত পায়খানা (bored hole latrines) খনন করা হইয়াছে। বাস্তু জমি ছাড়া ৪৩ একর পরিমিত জমিস্থিত জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। ৪টি খেলার মাঠ সংস্কার করিয়া খেলার উপযোগী করা হইয়াছে এবং ৭১টি সারগাদা প্রস্তুত করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাদলায় ভয়ানক অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও এ কাজগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছিল।

তৎপরে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, ব্যানার্জী, আই, সি, এস, একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় কর্ম্মী ও উদ্যোক্তাগণকে অভিনন্দিত করিবার পর এই দুই সপ্তাহব্যাপী সাফল্যমণ্ডিত কর্ম্মসূচীর পরিসমাপ্তি হয়। তিনি কর্ম্মীদলকে ত্যাগ ও স্বাবলম্বনের জন্য প্রশংসা করেন ও সর্ব্বত্র পল্লীসংগঠনের বাণী প্রচারের জন্য উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাদিগকে শিবিরে প্রাপ্ত শিক্ষা স্মরণ রাখিতে এবং নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে উপদেশ দেন।

এই জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, মিত্র মহোদয়ের নিকট হইতে এ শিবিরের প্রথম প্রেরণা আসে। তিনি ইহার সূচনা হইতে শেষ সকল পরিণতি পর্য্যন্ত যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ ও সুনিপুণ পরিচালনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাঁহার সুচিন্তিত নির্দ্দেশ, দক্ষ পরিচালনা ও সহানুভূতিপূর্ণ সহায়তা ব্যতীত এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ সফল হইত কিনা সন্দেহ। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়—মিঃ এইচ, সি, সেন ও মিঃ এস, এন, মজুমদারও এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই নির্ব্বাচিত গ্রামগুলি পরিদর্শন করিয়া কর্ম্মীগণকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। শালবনীর সার্কেল অফিসার বাবু কালীপদ দে চৌধুরীর উপর শিবিরের সাধারণ ভার অর্পিত ছিল। পরে নিজেদের সার্কেল অফিসার মৌঃ মুলতান আহমদও তাঁহাকে সহায়তা করেন। এই দুইজন সার্কেল অফিসার গত বৎসর বিষ্ণুপুর শিক্ষা শিবিরে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বালিচক শিবিরের সফলতা বহুল পরিমাণে তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের নিকট ঋণী।

সুষ্ঠ নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত এই শিবিরের কার্য্য হইয়াছে। কর্ম্মিগণ সানন্দে নিজ নিজ আহারাদির

বালিচক শিক্ষা-শিবিরে সমাগত কর্ম্মীদের সম্মিলিত ফটোগ্রাফ

প্রত্যহ প্রাতে গ্রামে কাজ করিবার পর কর্ম্মিগণ বৈকালে নানা বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন।

বক্তৃতাগুলি অতীব উপদেশপূর্ণ ও বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়পূর্ণ ছিল। কর্ম্মিগণও উহা সাগ্রহে উপভোগ করিয়াছিলেন। বক্তাগণের মধ্যে কয়েকজন স্ব স্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। বক্তাদের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা লাভ না করিলে বক্তৃতাগুলি এরূপ চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হইত না।

বক্তৃতার পর প্রত্যহ সন্ধ্যায় সরকারী জনসেবা বাহিনীর কর্ম্মীগণ চলচ্চিত্র সহযোগে বক্ষ্যমাণ বিষয়সমূহের উপযোগী বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত ছবি দেখাইয়া কর্ম্মীদিগের শিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করেন। জনসেবা বাহিনীর ডাক্তার নির্ব্বাচিত গ্রামগুলিতে পরিভ্রমণ করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ ও উপদেশ দান করেন। শেষ দিন কর্ম্মিগণ "আহ্বান" নামক একটি পল্লী-মঙ্গল বিষয়ক নাটিকা অভিনয় করেন। এই অভিনয়টি অতীব উপভোগ্য হইয়াছিল।

ভার বহন করিয়াছেন। বালিচক স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলের নূতন বিস্তৃত গৃহ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস এই কয়দিনের জন্য শিবিরের কার্য্যে ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মী ও উদ্যোক্তাগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নির্ব্বাচিত ১৬টি মৌজায় উন্নয়ন কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কর্ম্মীদের উৎসাহ রক্ষা ও পল্লী-মঙ্গল সমিতির কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য যাহাতে বিভিন্ন বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারীবৃন্দ নিয়মিতভাবে এসকল স্থান পরিদর্শন করেন ও কার্য্যের সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন, তজ্জন্য একটি কর্ম্মসূচী প্রস্তুত হইতেছে।

সদর মহকুমার ভবিষ্যৎ শিক্ষা শিবিরগুলির উদ্যোক্তা এবং পরিচালকগণকে শিক্ষা দিবার জন্যই বালিচকে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বৎসরের শেষের দিকে আবার আমার শিক্ষা শিবির খুলিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে; তাহাদের সকলেই বর্ত্তমান শিবিরের সাফল্য নির্দ্দেশ করিবে। কর্ম্মিগণ সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা দ্বারা প্রত্যেক পল্লীবাসী গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম।

বাঙলার মোট লোকসংখ্যার

১৮৭২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল

	১৮৭২ সালের লোকসংখ্যা।			১৮৮১ সালের লোকসংখ্যা।		
	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মুসলমান	১৬,৬৮১,৮৫৩	৮,৪০০,৪৭০	৮,২৮১,৩৮৩	১৮,১৯২,৯৩৬	৯,১৪১,৮৬১	৯,০৫১,০৭৫
হিন্দু	১৭,২৫৮,৩০৪	৮,৬১৩,৪৭৪	৮,৬৪৪,৮৩০	১৭,৬৩৩,২৭৩	৮,৮১২,৮৮৬	৮,৮২০,৩৮৭
বৌদ্ধ	৮০,৫৭৮	৪১,৩৮৬	৩৯,১৯২	১৪৪,১০৬	৭৮,১৯০	৬৬,৯১৬
খৃষ্টান	৬৩,৪৮৪	৩৫,২২৪	২৮,২৬০	৭২,১২৮	৩৯,২৪৪	৩২,৮৮৪
উপজাতীয় ধর্ম	অন্যান্য।			অন্যান্য।		
জৈন						
শিখ						
ইহুদী						
পার্শী	২৮৪,৩৩৬	১৪৪,৯৩৩	১৩৯,৪০৩	২৬৪,৬৩৩	১৩২,৪৭২	১৩২,১৬১
কনফিউসিয়াসের অনুবর্তী ..						
অন্যান্য ধর্ম						
যে ধর্ম লিপিবদ্ধ হয় নাই ..						
মোট	৩৪,৩৬৮,৪৫৮	১৭,২৩৫,৪৮৭	১৭,১৩৩,০৭১	৩৬,৩১৮,০৭৬	১৮,২০৪,৬৫৩	১৮,১১৩,৪২৩

	১৯২১ সালের লোকসংখ্যা।			১৯৩১ সালের লোকসংখ্যা।		
	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
মুসলমান	২৫,২১০,৮০২	১২,৯৫৭,৭৭৫	১২,২৫৩,০২৭	২৭,৪৯৭,৬২৪	১৪,২০০,১৪২	১৩,২৯৭,৪৮২
হিন্দু	২০,২০৬,২০৮	১০,৫৩৭,৮৮৮	৯,৬৬৯,০২০	২১,৫৭০,৪০৭	১১,২৯৯,৯১৪	১০,২৭০,৪৯৩
বৌদ্ধ	২৭৫,৭৫৯	১৪০,৬৫৯	১৩৫,১০০	৩১৬,০৩১	১৬১,৭৯৬	১৫৪,২৩৫
খৃষ্টান	১৪৯,১৯২	৭৯,০০৫	৭০,১৮৭	১৮০,৩৮০	৯৫,৯২০	৮৪,৪৬০
উপজাতীয় ধর্ম	৮৩৩,০৬২	৪২১,৮৮৬	৪১১,১৭৬	৫২৮,০৩৭	২৬৮,৭৫৭	২৫৯,২৮০
জৈন	১৩,৩৬৯	৯,৫২৯	৩,৮৪০	৯,১৬৭	৬,৫৭১	২,৫৯৬
শিখ	২,৩৮০	১,৮৩৪	৫৪৬	৭,৩২০	৫,৪১৪	১,৯০৬
ইহুদী	১,৮৬১	৯১৬	৯৩৫	১,৮৬৭	৯৫৭	৯১০
পার্শী	৭৭০	৫০২	২৬৮	১,৫২০	৮৯৭	৬২৩
কনফিউসিয়াসের অনুবর্তী ..	১,৪৪৩	১,২২৮	২১৫	১,৫৪৭	১,১৯৬	৩৫১
অন্যান্য ধর্ম	..	..	..	..	..	..
যে ধর্ম লিপিবদ্ধ হয় নাই ..	..	..	..	২০২	১১৪	৮৮
মোট	৪৬,৬৯৫,৫৩৬	২৪,২৫১,২২২	২২,৪৪৪,৩১৪	৫০,১১৪,০০২	[illegible]	২৪,০৭২,২৩৫

হিসাব (বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল)

পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা

১৮৯১ সালের লোকসংখ্যা।			১৯০১ সালের লোকসংখ্যা।			১৯১১ সালের লোকসংখ্যা।		
মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।	মোট।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৯,৯৬৭,০০০	১০,০৯৪,৫৯৫	৯,৮৭২,৪০৫	২১,৭৪১,৩৯৬	১১,০৪২,৪০৭	১০,৬৯৮,৯৮৯	২৩,৯৮৯,৭১৯	১২,২৪৫,৫৪২	১১,৭৪৪,১৭৭
১৮,৪৮০,০৭৩	৯,৩৭৬,৬১৩	৯,১০৩,৪৬০	১৯,৬৩৮,৪৯২	১০,০৫৭,৪১৯	৯,৫৮১,০৭৩	২০,১৬০,৭৭১	১০,৩৩৭,২৪৪	৯,৮২৩,৫২৭
১৮৮,৮৯৯	৯৫,৫৩৮	৯৩,৩৬১	২১০,৪০২	১০৬,১২৬	১০৪,২৭৬	২৪৬,৮৬৬	১২৫,৩৮৮	১২১,৪৭৮
৮১,৯১৫	৪৪,১০৫	৩৭,৮১০	১০৬,৩১৬	৫৭,৩৯৯	৪৮,৯১৭	১২৯,৭৪৬	৭০,২৬০	৫৯,৪৮৬
৩৬৩,৮০৯	১৮১,৯২৯	১৮১,৮৮০	৪৩৯,৬৯৬	২২০,৯৩৩	২১৮,৭৬৩	৭২২,১১০	৩৬৭,৩৮৯	৩৫৪,৭২১
৪,৬৮৬	৩,১০৮	১,৫৭৮	৪,৮৫৯	৩,৬২৩	১,২৩৬	৬,৭৮২	৫,৩৩৫	১,৪৪৭
৪১০	৩৪৩	৬৭	২৫৮	২০২	৫৬	২,২২১	১,৭৭৫	৪৪৬
১,৪৩৪	৬৬৮	৭৬৬	১,৮১৩	৯৩১	৮৮২	১,৯৯৩	৯৮২	১,০১১
১৭৮	১৩৩	৪৫	৩৪৫	২১৭	১২৮	৬১১	৪০৩	২০৮
..	..	..	১৭৮	১৫৩	২৫	১,০৫৮	৯০৭	১৫১
১৫	১১	৪	৪৮	২৬	২২	..	..	..
৩,৮৫৯	১,৯৯৮	১,৮৬১	..	..	..	..	..	..
৩৯,০৯২,২৫৮	১৯,৭৯৯,০৭১	১৯,২৯৩,১৮৭	৪২,১৪৪,০১২	২১,৮৪৯,৬৩৬	২০,৬০৪,৪৭৬	৪৫,৪৮৩,০৭৭	২৩,১৬৫,২২৫	২২,৩১৭,৮৫২

অবস্থা— { বৃদ্ধি ......+ / হ্রাস ......−

১৮৮১-১৮৯১	১৮৯১-১৯০১	১৯০১-১৯১১	১৯১১-১৯২১	১৯২১-১৯৩১	১৮৮১-১৯৩১	১৮৭২-১৯৩১
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
+১,৭৭৪,০৬৪	+১,৭৭৪,৩৯৬	+২,২৪৮,৩২৩	+১,২২১,০৮৩	+২,২৮৬,৮২২	+৯,১০৪,৬৮৮	+৮,৫২৮,২৪৯
+৮৪৬,৮০০	+১,১৫৮,৪১৯	+৭৪২,২৭৯	−৭১৩,৮৬৩	+১,১৬৩,৪৯৯	+৩,৩১৭,১১৪	+২,৯৪৮,১০৪
+৩৩,৭৯৩	+২১,৫০৩	+৩৬,০৬৪	+২৮,৮৯৩	+৪০,২৭২	+১৮০,২২৫	+১৯৫,১৮১
+৯,৭৮৭	+২৪,৪০১	+২৩,৪৩০	+১৯,৪৪৬	+৩১,১৮৮	+১০৮,২০২	+৮৫,৭০৮
	+৭৪,৮৮৬	+২৮৩,৬১৫	+১০৯,৭০২	−১০৪,০২৫		
	+১৭৩	+১,৯২৩	+৬,০৮৭	−৪,২০২		
	−১০২	+১,৯৬৩	+১০৯	+৪,১৪০		
অন্যান্য।	+৪৯৯	+৮০	−১৪২	+১৬	অন্যান্য।	অন্যান্য।
+১০৬,৭৩৮	+১৭৭	+২৬৬	+১০৯	+৭৫০	+২৭৪,৩২৭	+৫৬৮,৫৩৯
	+১৭৮	+৮৮০	+১৬৪	+৪		
	+৩৩	−৪৮	..	..		
	+৩,৮৯৭	..	..	+২০২		
+২,৭৭৪,১৬২	+৩,০৮৩,৪৪৪	+৩,৩০৯,০৬৪	+১,২৭২,৪৫৯	+৩,৪১৮,৪৬৬	+১৩,৭২৫,২২৬	+১২,০২৬,৯১৮

বঙ্গদেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

নানাস্থানে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা

বাঙলার যুদ্ধ তহবিল

প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা

কিছুদিন পূর্ব্বে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা পরিভ্রমণের সময় যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতে বাঙলার যুদ্ধ তহবিলে মোট প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। উপরোক্ত দুইটি জেলা ১,৬৭,৩১৪৲ টাকার অধিক সাহায্য করিয়াছে। বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই তহবিলের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬২ লক্ষের নিকট।

মেদিনীপুর

এই জেলার সর্ব্বত্র নিয়মিত ও সুপরিচালিত জনসভার অনুষ্ঠান হইতেছে এবং তথায় নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে বৃটিশের প্রচেষ্টায় লোক ও অর্থ দ্বারা সাহায্য প্রদান করিবার জন্য জনসাধারণকে বলা হইতেছে। একই সময় সর্ব্বত্র এইরূপ প্রচারকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। এপর্য্যন্ত যেরূপ সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা খুবই সন্তোষজনক। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জেলা যুদ্ধ তহবিলে মোট ১,২৭,৬৯৭/৯ পাই সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে ৬৭,৬৩০৸/৬ পাই যুদ্ধ তহবিলের জন্য, ৫৯,২৪৭৵৩ পাই মহিলা যুদ্ধ তহবিলের জন্য এবং ১,৮১৯৲ টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডের জন্য। ইহা ছাড়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অফিসার ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ অতিরিক্ত অফিসারের মধ্যস্থতায় পৃথক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। কুমার দেবপ্রসাদ গর্গের পরিচালনায় মহিষাদলের রাজ ষ্টেট ১৯৪১ সনের জানুয়ারী মাস হইতে মাসিক অন্যূন ৫০০৲ টাকা জেলা যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছে; ইহার ২৫০৲ টাকা যুদ্ধ তহবিলে এবং ২৫০৲ টাকা মহিলা যুদ্ধ তহবিলে যাইবে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন এই সাহায্য দেওয়া হইবে এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের সাহায্য বাবদ ১,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ঘাটাল

এই মহকুমার সর্ব্বত্র একই সময়ে যুদ্ধের অবস্থা প্রচার করিবার জন্য জনসভার ব্যবস্থা করা হইতেছে। বিগত ১২ই জানুয়ারী তারিখে যে সভার অভীষ্ঠ হইয়াছে ঐ সময়ে ঘাটালের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্রকোণা থানার ২নং ইউনিয়নের কুইপুর গ্রামে দাসপুর থানার ১১নং ইউনিয়নের পলাশপাইএ এবং দাসপুর থানার ৬নং ইউনিয়নের সোনাখালীতে সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানে সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল। সোনাখালীতে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঘাটালের সার্কেল অফিসার এবং সোনাখালী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং লোকদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতের নিজস্ব যুদ্ধ এবং কেন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা সকলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বৃটিশকে লোক ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করিব। চন্দ্রকোণা থানার ৪ নং ইউনিয়নের ভাঙা নামক স্থানে, ঘাটাল থানার ৪নং ইউনিয়নের মাইক নামক স্থানে, ঐ থানার ৫নং ইউনিয়নে মনসুকা গ্রামে এবং ক্ষীরপাই ও আজব নগরে সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দাসপুর থানার কলমীজোল ও নাড়াজোলেও সভা হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

উপরে যে সভাদের উল্লেখ করা হইয়াছে ঐ সময় পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

(১) বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে	৫,৬৬০৵০
(২) লেডী বেটী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলে	২,৮৩১৲
(৩) ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে	৩৯০৲

কাঁথী

কাঁথীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে হেঁড়িয়া, কাজলাগড় ও ভগবানপুরে তিনটি বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভগবানপুরের সার্কেল অফিসার সংক্ষেপে বর্ত্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। কতিপয় বে-সরকারী ভদ্রলোক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য লোকদিগকে উপদেশ দেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া দেন যে, বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়া কিরূপভাবে বাঙলার যুবকগণ বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন এবং আসন্ন আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে পারেন।

মজলাবাদো নামক স্থানে একটি জন-সভা হইয়াছে। তাহাতে ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে এবং লোকদিগকে যথেষ্টরূপে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। এই অনুরোধের ফলে ঐ স্থানেই ৯০৲ টাকা সংগৃহীত হয় এবং ২৪০৲ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, পরে ঐ টাকাও আদায় হইয়াছে। পরের দিন প্রতিশ্রুতি দেন নাই এরূপ লোকের নিকট হইতেও ৬৫৲ টাকা সাহায্য আদায় হইয়াছে।

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতাপদীঘি ও খাদীবাড়ীতে দুইটি বিরাট জনসভা হয়, ইহাদের সার্কেল অফিসার সভাপতিত্ব করেন এবং বিশিষ্ট বে-সরকারী ব্যক্তিগণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দুইটি সভায় ১৪০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে কাঁথী থানার বলভদ্রপুরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ স্থানেই ১০৲ টাকা সাহায্য আদায় হয় এবং অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়।

যুদ্ধ সম্বন্ধে জন-মত জাগ্রত করিবার জন্য আড়া পল্লী-মঙ্গল সমিতির সভাপুরে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই, সি, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কাঁথীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটও এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ভগবানপুরের সার্কেল অফিসার বাবু জি, সি, মল্লিক সংক্ষেপে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং যুদ্ধে বৃটিশের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তিনি টাকা ও লোকদ্বারা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য লোকদিগকে অনুরোধ করেন।

উপসংহারে মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই, সি, এস, বুঝাইয়া দেন, কেমন করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ ভারতের নিজস্ব যুদ্ধ এবং কিরূপভাবে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে। বিশেষভাবে তিনি বাঙলাবাসীকে যুদ্ধে যোগদান করিতে ও সাহায্য করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অগ্রগতি

গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা নিজ নিজ এলেকায় পল্লী-সংগঠন কার্য্যে স্থির উন্নতির প্রমাণ দিয়াছে। উভয় ক্ষেত্রে বে-সরকারী ব্যক্তিগণের কার্য্যকরী সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে এবং উভয় জেলায় কতিপয় প্রচার-সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

বাখরগঞ্জ জেলায় পিরোজপুর মহকুমায় ৫০০ নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল স্কুলে গড়ে ৪০ হইতে ৮০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ও বে-সরকারী সেচ্ছাসেবী ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় নৈশ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিতেছেন। এ সকল বিদ্যালয়ের জন্য বিশিষ্ট গণশিক্ষা নামক পাঠ্য পুস্তকের ১০,০০০ কপি বিতরণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়বারে ১৫,০০০ পুস্তক ছাপা হইয়াছে। একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় ১০০ পুষ্করিণী এবং ১১ মাইল দীর্ঘ পরিমিত খালের কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে। ১৫ মাইল পরিমাণ স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। চলাচলের রাস্তা ঘাটের সংস্কার কার্য্যেও কিছুটা অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। সরকারী বয়নশিল্পী দলও বেশ কৃতিত্বের সহিত বয়নশিল্প কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন। আলোচ্য সময় জাতীয় জনসেবা সঙ্ঘও বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ডগুলি সাধারণতঃ কচুরীপানা ধ্বংস ও বনজঙ্গল পরিষ্কারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে। তথায় ১৭টি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত পাকলা, জামালপুর এবং আরবাদি ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের চেষ্টায় তিনটি গ্রাম্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ-সকল চিকিৎসালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ক্রয় এবং সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডেও অনুরূপ চিকিৎসালয় স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। শিবচর সার্কেলের অন্তর্গত চন্দ্রেরচর বাজার এবং মাদারীপুর সার্কেলের শিবখাড়া নামক স্থানে আরও দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পাংসা-এর অন্তর্গত পরমরেও চতুর্থ শ্রেণীর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং পাঠাগারগুলি বেশ ভাল ভাবে চলিতেছে এবং স্থানে স্থানে অনুরূপ চিকিৎসালয় ও পাঠাগার স্থাপনের চেষ্টা চলিত হইতেছে। গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশিয়ানী এবং মকসুদপুর থানার অন্তর্গত প্রায় সব ইউনিয়নেই পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এ-সমিতিগুলি নৈশ বিদ্যালয় ও গণশিক্ষাকেন্দ্রসমূহের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। নৈশ বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ১,০০০ নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিতেছে। ইতিমধ্যে ইহাদের প্রায় ৮০০ জন লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে। জনসাধারণ সরকারী প্রজনন ষাঁড়গুলিকে অতিশয় যত্নের সহিত পালন করিতেছে এবং অনেকগুলি বাছুরও জন্মাদের লাভ হইয়াছে। (প্রেস-নোট)

[পরবর্ত্তী কলমের শেষ]

জলপাইগুড়ি

বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে জলপাইগুড়িতে একটি ফ্যান্সি ফেয়ার (মেলার) আয়োজন হইয়াছিল। জলপাইগুড়ির মহিলা যুদ্ধ সব-কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিসেস ডাস যুদ্ধ-সাহায্যের জন্যই ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বহু লোক যোগদান করিয়াছিল এবং ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

বিগত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কমিটির কার্য্যকরী সভার একটি বৈঠক হইয়াছিল এবং বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী —

বিগত জানুয়ারী মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় নিম্নলিখিত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে :—

আলোচ্য মাসে চারঘাট থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভারতীপাড়া হইতে সোনাদহ নামক গ্রামের নিকটবর্তী তিন মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ভারতীপাড়া এবং সোনাদহ গ্রামের জনসাধারণ দুই মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করেন এবং উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন জঙ্গল সাফ্ করার কাজও পরিচালিত হয়। উক্ত ইউনিয়নের অন্তর্গত কদমপুরের অধিবাসিগণ একটি মিলনাগার স্থাপন করিয়াছেন এবং উহার নামকরণ করা হইয়াছে "কদমপুর কৃষি গ্রাম্য মিলনাগার।" গত ২৭শে জানুয়ারী মহকুমা হাকিম এই মিলনাগারের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই অনুষ্ঠানে বহু উৎসাহী কর্ম্মী এবং ইউনিয়নের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। একটি বিরাট জনসভায় স্থানীয় মহকুমা হাকিম এই উপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ব্যাপকভাবে জনগণের জীবনযাত্রা-প্রণালীর উন্নতিবিধান সম্পর্কে তাহাদিগকে উৎসাহী করিয়া তোলেন ও বয়স্ক নিরক্ষরগণকে শিক্ষালাভ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই মহকুমার মধ্যে উক্ত ইউনিয়ন পল্লী-সংগঠন ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে।

বয়স্কগণের শিক্ষার নিমিত্ত নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ যথারীতি কাজ করিয়া চলিয়াছে এবং এ সম্পর্কে যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক। চারঘাট থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনে বয়স্কগণের নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ এ পর্য্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ করিয়াছে এবং তাহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়া—

গত ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমায় নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে :—

গত অক্টোবর মাসে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত শরবাদা গ্রাম পরিদর্শন করায় অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রামবাসিগণ গত ১লা নভেম্বর একটি নূতন পল্লী-সমিতি স্থাপন করিয়াছে। শালতোড়া থানার অন্তর্গত তিলুড়ী-নিরপুরিয়া গ্রাম্য পথ পাহাড়ের পাদদেশে বেহারীনাথ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের পল্লী উন্নয়ন সাহায্য তহবিল হইতে এই নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। শীতলা গ্রাম্য মিলনাগারের জন্য সরকার ৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে। এই মহকুমার অন্তর্গত সকল ইউনিয়নে কৃষি ও বেকার সাহায্য সমিতিসমূহ গঠিত হইয়াছে।

সিমলাপাল থানার অন্তর্গত দুবরাজপুর ইউনিয়নে আর একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ঐ এলাকার অন্তর্গত ত্রিগ্রাম পল্লীমঙ্গল সমিতি অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

বাগমুড়ী, পুরণাম, পাতজলা, শিরিষাকুড়া এবং মুকুন্দ গ্রামের অধিবাসিগণ দুবরাজপুর ইউনিয়নে যে সমিতি গঠন করিয়াছে—উহা বাল বাঁধ হইতে ২,৭৫০ ফিট দীর্ঘ একটি খাল খননকার্য্য সমাধা করিয়াছে। এই খালের সাহায্যে একটি বিরাট অঞ্চলে রবিশস্যের চাষ হওয়া ব্যতীত উপরোক্ত গ্রামসমূহের ১,৫০০ বিঘা খাসী জমিতে জলসেচ কার্য্যে সাহায্য করিবে। পল্লী-কল্যাণ সম্পর্কিত এই বিরাটকার্য্য অধিকাংশই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে সম্পাদিত হইয়াছে।

ওন্দা থানার অন্তর্গত নন্দ নামক গ্রামে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে সেচসম্পর্কিত আর একটি খাল খনন করা হইয়াছে। এই খালের দৈর্ঘ্য এক মাইলের আট ভাগের এক ভাগ এবং উহা রবিশস্য এবং অন্যান্য শাকসব্জী চাষের নিমিত্ত ২০০ বিঘা পরিমিত জমির সেচকার্য্য সম্পাদন করিবে।

মহকুমার অন্তর্গত দুঃস্থ অঞ্চলে যাহাতে কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্যপ্রদানকার্য্য শুরু করা যাইতে পারে, তজ্জন্য পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনে ভরাট পুকুরগুলির পুনরায় খনন করার নিমিত্ত ব্যাপক অনুসন্ধানকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)—

গত নভেম্বর মাসে বহু পল্লী-উন্নয়ন সমিতি জঙ্গল সাফ, ডোবা ভরাট, রাস্তা সংস্কার এবং পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়া জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাঁকাদহে নূতন স্থাপিত সমিতি দেড় মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার উভয় পার্শ্বে জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে এবং প্রায় বারটি সার রাখিবার গর্ত্ত ভরাট করিয়াছে। কোতলপুর থানার অন্তর্গত মির্জাপুর নামক গ্রামে আর একটি নব-গঠিত সমিতি দুইটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া উহার জল পান করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। জয়পুর থানার অন্তর্গত শালদা নামক গ্রামের সমিতি কিছুদিন হইল বেশ ভাল কাজ করিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে উহা খেলাধুলার কাজ ব্যতীত আট একর পরিমিত জমিতে অবস্থিত তিনটি পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করিয়াছে। জয়পুর থানার অধীন গলিয়া নামক গ্রামের সমিতি পনিয়াথীধি নামে জলজ জঙ্গলে ভর্ত্তী একটি বিরাট পুষ্করিণী পরিষ্কার, সমস্ত গ্রামের জঙ্গল সাফ, রাস্তার ছোট ছোট সংস্কার এবং কতকগুলি জল নিকাশের নালা পরিষ্কার করিয়াছে। পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত হাটি কৃষ্ণনগরের সমিতি দুইশত টাকা ব্যয়ে একটি খালের আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া চাষের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় লোক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে কাজ করিয়াছে।

কৃষিকার্য্য

বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চন্দ্র নামক গ্রামে নব-স্থাপিত হাতে-কলমে কৃষি-শিক্ষা কার্য্য রবিশস্য ও ইংরাজী শাকসব্জী চাষের নূতন করিয়া পরীক্ষা কার্য্য চালাইতেছে।

বিভিন্ন গ্রামে ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বেসরকারীভাবে এবং জনসভায় মৌখিকভাবে জনসাধারণকে তাহাদের খাদ্যের উন্নতি সাধন করিতে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএ ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রচলন করিবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করিয়া ফেলিয়াছে। কোতলপুর বর্ত্তমান মাসের মেলায় চিত্রাঙ্কিত ব্যবস্থার চার্টে উত্তম খাদ্য সরবরাহ করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল।

জয়পুর থানার অন্তর্গত রাজা গ্রামের আদর্শ যুবসঙ্ঘ জেলার শরীর-চর্চ্চা সংগঠনকারীর তত্ত্বাবধানে ব্যাপকভাবে শরীর-চর্চ্চা সপ্তাহ সংগঠন করিয়াছিল। এই শরীর-চর্চ্চায় প্রায় একশত লোক যোগদান করিয়াছিল। মাঝে মাঝে বিভিন্ন খেলা-ধুলা প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং জনসাধারণ তাহা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছিল। জয়পুর থানার অন্তর্গত গুরুলোড়ায় স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন সমিতির তত্ত্বাবধানে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালিত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে বহু স্থানীয় খেলোয়াড় দল যোগদান করিয়াছিল।

পাত্রসায়র থানার অন্তর্গত হাটিকৃষ্ণনগরে স্থানীয় সমিতি নৈশ বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার এবং সঙ্গীতানুষ্ঠানের মারফৎ উপদেশ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে কাজ করিতেছে। জয়পুর থানার অন্তর্গত শালদার গ্রন্থাগারকেও যথাযোগ্যভাবে সাহায্য করা হইয়াছে। শালদা এবং কোতলপুরের স্থানীয় সমিতিগুলি জনগণের জন্য বিশেষভাবে লিখিত একটি পাক্ষিক-পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছে। রাজা গ্রামের আদর্শ যুবসঙ্ঘ এবং কোতলপুরের চিত্তরঞ্জন সমিতি বিচিত্র সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিল।

কুটীর-শিল্প

মদনমোহনপুর এবং কোড়িয়া ইউনিয়নদ্বয়ের নদীতীরস্থ অঞ্চলে একটি নূতন কুটীর-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। গোর নামক এক প্রকার তৃণ এতদঞ্চলে নদীতীরে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তাহা হইতে দড়ি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহা হইতে নির্ম্মিত দড়ি বেশ টেকসই ও শক্ত।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

বয়স্কগণের শিক্ষার নিমিত্ত নৈশ-বিদ্যালয়গুলি উক্ত এলাকাতেই কাজ করিয়া চলিয়াছে।

সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত কুইনাইন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিলি করা হইতেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন ব্যয় করিবার তহবিল হইতে এই মহকুমার ৮টি নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য ১২০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এক একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের ভাগে ১৫৲ টাকা করিয়া পড়িবে।

লক্ষ্মীপুর পল্লী-সংগঠন সমিতিকে ২৫৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বাগদুলী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের আসবাব পত্রের জন্য ২৫৲ এবং পাটিকাবাড়ী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উহা মেরামত করিবার নিমিত্ত ৫০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। উপরোক্ত সাহায্য এই মহকুমার পল্লী-সংগঠন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

কচুরীপানা ধ্বংসের নিমিত্ত কতিপয় গ্রামে স্থানীয় প্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে।

রাজকীয় বিমান বাহিনীর সাফল্য

গত দুই মাসের হিসাব

গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে শত্রুপক্ষের মোট ৪৮০টি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই দুইমাসে শত্রুপক্ষের প্রতি তিনটি বিমানের জন্য রাজকীয় বিমানবাহিনীর একটি মাত্র বিমানপোত মারা যায়।

গত জুন মাস হইতে এ-পর্য্যন্ত রাজকীয় বিমান-বাহিনী ১৫০টি ইটালীয় বিমানপোত ভূপাতিত করিয়াছে। তাহা ছাড়া এই কয় মাসে ১৪০টি দেশ-আক্রমণকারী শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

আফ্রিকায় ইটালীয়-বাহিনীর চরম সঙ্কট

জার্মাণ ও ইটালীয়ান জাহাজ-সমূহের বিরাট ক্ষতি

তুর্ক-বুলগেরিয়া অনাক্রমণ চুক্তি

সরকারী জার্মাণ নিউজ এজেন্সীর নিকট সোফিয়া হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

তুর্কী-বুলগেরিয়া অনাক্রমণ চুক্তির শর্তগুলি এইরূপ :—

(১) পররাষ্ট্র আক্রমণ হইতে বিরত থাকাই তুরস্ক ও বুলগেরিয়া তাহাদের অপরিবর্তনীয় নীতি বলিয়া মনে করে।

(২) দুইটি গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বর্তমানে বিশেষ সম্প্রীতি বর্তমান এবং এই সম্পর্ক তাহারা রক্ষা ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া চলিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প।

(৩) উভয় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তাহারা বাণিজ্য সম্পর্কীয় উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিবে।

(৪) উভয় গভর্ণমেণ্টই আশা করেন যে, উভয় দেশের সংবাদপত্রগুলিই এই সম্প্রীতি রক্ষা কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিবে।

শত্রুপক্ষের জাহাজ ক্ষতির হিসাব

নৌবিভাগের সর্বশেষ বিবৃতিতে প্রকাশ, জার্মাণ ও ইটালীয়ানদের জাহাজ খোয়া যাওয়ার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বৃটেন কর্তৃক হস্তগত, নিমজ্জিত অথবা আত্মনিমজ্জিত হওয়ার ফলে জার্মাণদের মোট জাহাজ ধ্বংসের পরিমাণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ-পর্যন্ত মোট ১,৩৩০,০০০ টন এবং ইটালীয়ানদের জাহাজ-খোয়ার পরিমাণ ৬২৩,০০০ টন দাঁড়াইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, গত ৭ই জানুয়ারী শেষ সরকারী হিসাব প্রকাশের পর জার্মাণীর আরও ৭৩ হাজার ও ইটালীর আরও ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন জাহাজ খোয়া গিয়াছে।

সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে শত্রু বিমানপোত

একখানি সরকারী এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে সুয়েজ ক্যানেল অঞ্চলে শত্রু বিমানপোত হানা দিয়াছিল। বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই কিংবা কেহ হতাহত হয় নাই।

এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ মিসরের পূর্বাঞ্চলের আরও কয়েকস্থানে বিমানাক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছিল।

বৃটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি

এরিত্রিয়ার প্রধান বন্দর মাসওয়ার মধ্যবর্তী কিরেণ অধিকারের জন্য শীঘ্রই যুদ্ধের নূতন অধ্যায় শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উত্তর দিক হইতে যে ব্রিটিশ বাহিনী অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ক্রমেই শহরের নিকটবর্তী হইতেছে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটিশ সৈন্য বাহিনী সিবিয়া সীমান্ত হইতে ৯০ মাইল ও কিরেণের ৪৫ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ব্রিটিশ বাহিনীর এই অগ্রগমনের ফলে কিরেণ সম্পর্কে নূতন আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এদিকে পশ্চিম দিক হইতেও বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী অগ্রসর হইতেছে।

ইটালীয়দের দুরবস্থা

একখানি এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকান বিমান বাহিনী গত কয়েকদিন যাবত ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে শত্রুদিগকে নাজেহাল করিতেছে। দক্ষিণ আবিসিনিয়ারও নানান সংবাদ এশতেহারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় সঙ্কট আসন্ন

আবিসিনিয়ার রাজপ্রতিনিধি ডিউক অব আওষ্টা কর্তৃক মুসোলিনীর নিকট প্রেরিত একটি তারের মর্ম রোম-বেতারযোগে প্রচারিত হইয়াছে। উহা দ্বারা মনে হয় যে, পূর্ব আফ্রিকায় আসন্ন সঙ্কটের কথা ইটালীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছে। বিমান বহরের জেনারেল পদে উন্নীত হওয়ার জন্য মুসোলিনীকে ধন্যবাদ জানাইয়া ডিউক বলিয়াছেন,—"যেভাবেই হউক না কেন, আমরা টিকিয়া থাকিব।" ডিউক আরও লিখিয়াছেন যে, ইটালীয়গণ জয়লাভের জন্য যে-কোন প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত।

দক্ষিণ-আবিসিনিয়ায় ইটালীয়দের আত্ম-সমর্পণ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ আবিসিনিয়ায় বেগাস্থিত ইটালীয়ান সৈন্যদল সাউথ আফ্রিকান সৈন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ৬০০ শত ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ ইউরোপীয়ান। বহু কামান ও মেশিনগান হস্তগত করা হইয়াছে। সরকারীভাবে ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যবাহিনী সাফল্যের সহিত ইটালীয়ানদের সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জুবা নদী অতিক্রম করিয়াছে। তদুপরি ইতালীতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই অঞ্চলে সন্তোষ-জনকভাবে সংগ্রাম চলিতেছে; অন্যান্য রণাঙ্গনে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। মাল্টায় বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি প্রবর্তিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টকে ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে সামরিক কার্যে যোগদানের জন্য তলব করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রাম ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন

৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ২রা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার "ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের" ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিযোগিতা চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রাথমিক খেলা-ধূলা জেলার সাতটি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ১১৪টি প্রতিযোগীকে নির্বাচন করিয়া জেলার হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কাজেম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ৩২ পয়েণ্ট লাভ করিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ লাভ করে এবং সরকারী মোস্লেম উচ্চ বিদ্যালয় এবং কানুনগোপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রত্যেকে ২০ পয়েণ্ট লাভ করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। কলিকাতা স্পোর্টস্-এ যোগদানের নিমিত্ত দুইজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে বাছাই করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটালে স্থানীয় স্কুল-সমূহের সাব-ইন্সপেক্টরের সহযোগিতায় জেলার খেলা-ধূলা-বিষয়ক সংগঠনকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিমিত্ত একটি শরীর-চর্চা সম্পর্কীত শিক্ষা-শিবির সংগঠন করিয়াছিলেন। মহকুমার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব হইতে ২১ দিনের জন্য শিবিরে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত ৪৬ শিক্ষককে প্রেরণ করা হইয়াছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে যে নূতন খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শিক্ষকগণকে বিশেষ করিয়া দেশী জাতীয় ক্রীড়া ও শরীর-চর্চা প্রবর্তন ও পরিচালনা করা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে নারীর স্থান

যোগদানের জন্য সরকারের আবেদন

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে বর্তমানে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং আকস্মিক হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং গৃহ-চিকিৎসার জন্য বাঙালী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সংগঠন করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারে বহু সংখ্যক বাঙালী মহিলার দরকার। এমন বহু শিক্ষিতা মহিলা আছেন, যাঁহারা এই ট্রেনিং লাভ করিতে পারেন এবং যাঁহারা ইতিমধ্যেই অংশ বিশেষ কিংবা সম্পূর্ণ ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন। বর্তমান আকস্মিক প্রয়োজনে নিজের দেশকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত যতদূর সম্ভব বাঙালী মহিলাকে দলে দলে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা এই কাজে যোগদান করিতে উৎসুক, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ অঞ্চলের চিফ্ এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেন কিংবা বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-মূলক প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট ডাক্তার-গণের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত-ভাবে যোগদান করিতে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে ট্রেনিং-এর প্রয়োজন আছে, সে সকল ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ বিমান আক্রমণ সম্পর্কীত ওয়ার্ডেনের সহিত আলোচনা করিয়া ক্লাশ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল ডাক্তার বিমান আক্রমণ সম্পর্কীত ব্যাপারে প্রাথমিক চিকিৎসার ভারপ্রাপ্ত তাঁহারা আবার সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের সহিতও সংশ্লিষ্ট। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক চিকিৎসা এবং গৃহ-চিকিৎসা শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক্লাশেরও ব্যবস্থা করিবেন। আশা করা যায় যে, বাংলা দেশের মহিলাগণ দেশের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দলে দলে যোগদান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের সাপ্তাহিক বাজার-দর

বঙ্গদেশীয় সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ. আর. মালিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ৩১৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২২০টি পাঞ্জাব এবং বাদ বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়েই ১৯০টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং ১২৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৭৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ এবং ১৪০৲ টাকা হইতে ১৫৫৲ টাকা পর্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভী ও মহিষগুলি হইতে প্রত্যহ যথাক্রমে ছয় হইতে আট সের এবং দশ হইতে বার সের পর্যন্ত দুধ পাওয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাংলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য ঐ নির্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের সমস্ত টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যে সমস্ত চেক "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের দরবার

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পশ্চাদ্ভূক্তরে সেস আইনের "সপ্তম এ" অধ্যায়ের অনুযায়ী জেলা পুনঃ নির্দ্ধারণের ফলে যে সামঞ্জস্য করা হইবে, আশা করা যায়, তাহাতে সেসদাতাগণের সুবিধা হইবে, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী এবং মালদহে সেস পুনঃ নির্দ্ধারণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং রংপুর জেলায়ও ইহার আরম্ভ হইয়াছে। এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ইহাতে বিভিন্ন জেলা বোর্ডের আয়ের কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইবে, বিভিন্ন প্রকার জাতি-গঠন কার্য্যের জন্য অধিক টাকার প্রয়োজন হইতেছে অথচ বোর্ডসমূহের আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় টাকার অনাটন পড়িতেছে। এই জাতি-গঠন কার্য্যের প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষ আবশ্যকীয় একটি কাজের দরুণ বেশী টাকা পাওয়া যাইতেছে না সেটি হইল আধুনিক যান বাহনের উপযোগী করিয়া রাস্তাগুলির উন্নতি সাধন করা। যদি কৃষির উন্নতি করিতে হয় তাহা হইলে রাস্তার এরূপ উন্নতি অত্যাবশ্যক এবং যান বাহনের সুবন্দোবস্তের উপরই পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা বস্তুতঃ নির্ভর করে। উত্তর বঙ্গের রাস্তা প্রস্তুত প্রণালীকে অতি শীঘ্র আধুনিক পর্য্যায়ে আনা নিতান্ত দরকার এবং আমি মনে করি যে এই বিভাগের প্রত্যেক জেলা বোর্ডের পক্ষে প্রধান প্রধান রাস্তা ও তাহার শাখাগুলির উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণের জন্য তাহাদের সীমাবদ্ধ আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করা উচিত।

গভর্ণমেণ্ট উত্তর বঙ্গের রাস্তা সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আগামী মাসে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তিস্তা নদীর উপর নির্ম্মিত করোনেশন ব্রীজের (সেতু) উদ্বোধন করিবেন। ইহা উত্তর বঙ্গের সহিত আসামের সংযোগ স্থাপন করিবে। দিনাজপুর জেলায় উত্তর বঙ্গ সড়কের ৩১ মাইল পরিমিত একটি শাখার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা উত্তর বঙ্গের কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপকার সাধন করিবে। ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নাই কারণ নির্ম্মাণকার্য্য চলতি অবস্থায়ও উপকার লাভ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সড়কের যতটুকু নির্ম্মিত হইবে, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং রংপুরের জেলা বোর্ড যদি ছোট ছোট রাস্তা আনিয়া আপাততঃ ততটুকুর সহিত সংযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পল্লী অঞ্চলের উপকার সাধিত হইতে পারে। ভবিষ্যতে যদি উত্তর বঙ্গ সড়কের বিস্তৃতি সাধন নাও ঘটে, তাহা হইলেও ট্রাঙ্ক রোড ব্যবহার দ্বারা তাঁহারা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী দরবারের পর সময় সময় সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের আশঙ্কা চিন্তার কারণ হইয়া থাকিলেও জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা সম্বাতিকভাবে ব্যাহত হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ সনে জলপাইগুড়ি এবং দিনাজপুরে জোতদার এবং আধিয়ার অথবা বর্গাদারদের মনোমালিন্যের দরুণ উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছিল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রতিরোধক ও সম্মিলিত ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হয়। আধিয়ারদের চাষাবাদের শর্ত্তাবলী লইয়া জোতদারদের সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি হইয়া উহা পরে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পরিণত হইয়াছিল। উভয়ের অভিযোগের কারণ ছিল। স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ উভয় পক্ষের দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা চালিত করিয়াছিলেন কিন্তু কোন কোন লোক মীমাংসার বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন করিতে থাকে। বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ্য চুক্তির খেলাপ পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল।

সৌভাগ্য বশতঃ উভয় পক্ষের সুবুদ্ধির উদ্রেক এবং পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দাঙ্গা হাঙ্গামা না হইতে দেওয়া একান্ত উচিত। যুদ্ধের দরুণ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের উপর দারুণ চাপ পড়ে। উহা যাহাতে কোন অমঙ্গলের সৃষ্টি করিতে না পারে, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এখানেই নাগরিক রক্ষী বাহিনী গঠনের গুরুত্ব রহিয়াছে। আমি আশা করি আপনারা ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। প্রথমে শুধু শহরের জন্যই ইহার গঠন হয় কারণ তথায় সামাজিক জীবন এত জটিল যে, ইহার কোন এক শাখা যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে অন্যান্য শাখাও উলট-পালট হইয়া যাইবে। সুচলিত সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর যাহারা নির্ভরশীল, নাগরিক রক্ষী বাহিনী তাহাদের প্রয়োজনের আন্তরিক ও ব্যক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতা লাভের পাত্র।

যুদ্ধ এবং তৎসংক্রান্ত শাসননীতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। শাসন নীতি সম্পর্কে এ-বিভাগের বিভিন্ন যুদ্ধ কমিটির সহিত আমার আলোচনা হইবে এ কারণে এস্থলে আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর উহা ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। শত্রুর আক্রমণ হইতে ভারত এবং বাঙলা দেশ এখনও মুক্ত আছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এ-দেশ হইতে বহু দূরে আমাদের সৈন্য বাহিনী শত্রু পক্ষকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। কতকাল আমরা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইব, তাহা বলা কঠিন। আমাদের নিরাপত্তার জন্য যদি এখন আমরা বিশেষ ব্যবস্থা না করি, তাহা হইলে উহা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এ-উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে জনমত গঠন একান্ত প্রয়োজন। এ-পর্য্যন্ত জনসাধারণ এ-দিকে বিশেষ নজর দেয় নাই। ইহার নানা কারণ আছে, তবে আমি উহাদের উল্লেখ করিতে চাহি না। এ-স্থলে আমি বেশ জোরের সহিত ইহাই বলিতে চাই যে, উক্ত দুর্ব্বলতাবের পরিবর্ত্তন না হইলে দেশের ভয়ানক দুর্দিন উপস্থিত হইবে। যাঁহাদের উপর দেশ রক্ষার ভার অর্পিত আছে, তাঁহারা যদি সকলের নিকট হইতে পূর্ণ সহযোগিতা না পান, তাহা হইলে দেশ রক্ষা পায় না। আমাদের দেশরক্ষীরা বহু দূরদেশে থাকিয়া কি প্রকারে আমাদিগকে আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে তাহা বুঝা সকলের পক্ষে কঠিন হইতে পারে কিন্তু সেজন্য আমরা রক্ষা পাইব না কিম্বা তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য না করার অনুকূলে ইহা একটি যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানও যায় না। শত্রু পক্ষকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলে দেশ রক্ষা পায়, এবং দেশরক্ষীদের জন্য যথোপযুক্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের নিমিত্ত দেশের শান্তি অব্যাহত থাকা একান্ত আবশ্যক, ইহা অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে না। ইহাই আমরা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় দেশবাসী সকলের সহযোগিতার আবশ্যকতা সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও যুদ্ধ কমিটির সদস্যগণকে জোর প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। প্রত্যেকে কোন না কোন জনহিতকর কার্য্যের দ্বারা ইহা প্রমাণ করুন যে দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তিনি উদাসীন নহেন,—বরং তিনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। বল প্রয়োগের দ্বারা আমরা কাহারও সহযোগিতা লাভ করিতে চাই না। বাস্তব ঘটনার দ্বারাই আমরা সকলকে আমাদের যুক্তির সারবত্তা বুঝাইয়া দিতে পারিব।

উপসংহারে আমি ভারতের প্রধান সেনাপতির উক্তি উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি তিনি বেতার যোগে উহা প্রচার করিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকা হইতে যুদ্ধ যাহাতে ভারতে

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

শান্তিস্থাপনে ইটালীবাসীদের আগ্রহ

সমানো হিটলারের প্রতি প্রসন্ন নহেন

ইটালীয় সীমান্ত হইতে জেনিভা টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা যে তার করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, ইটালীতে বহুলোক আশা করিতেছে যে, আমেরিকার মধ্যস্থতায় ব্রিটেনের সহিত ইটালীর স্বতন্ত্রভাবে সন্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। রোমে বর্ত্তমানে আমেরিকার দূতাবাসে বহু বিশিষ্ট কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছে। অথচ বার্লিনে আমেরিকার পক্ষ হইতে মাত্র দুই একজন প্রতিনিধি আছে। ইহাতে ইটালীয়দের অনেকের ধারণা যে, ব্রিটেনের সহিত ইটালীর স্বতন্ত্র সন্ধি হইলে যে অবস্থার উদ্ভব হইবে, আমেরিকা বর্ত্তমানে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থার উদ্যোগ করিতেছেন। মুসোলিনীর পতন হইলে ইটালীর পররাষ্ট্রসচিব কাউণ্ট সিয়ানো নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিতে রাজা ইমানুয়েলকেই সাহায্য করিবেন বলিয়া মনে হয়। প্রথম হইতেই কাউণ্ট সিয়ানো জার্ম্মাণীর সহিত সহযোগিতা করার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। হিটলার এবং রিবেনট্রপ বিভিন্ন আলোচনার সময়ে তাঁহার প্রতি যেরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহাতেও উহাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব অধিকতর প্রতিকূল হইয়াছে।

ফোর্ডের কারখানায় বোমারু বিমান

আমেরিকায় নূতন ধরণের বিমান ইঞ্জিন উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা

প্রসিদ্ধ মোটরগাড়ী-নির্ম্মাতা মিঃ হেনরী ফোর্ড একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন কারখানা নির্ম্মাণ ও ফোর্ড গাড়ীর অনুরূপ ব্যবস্থায় বোমারু বিমান নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। সম্প্রতি ফোর্ড কোম্পানী ও অন্যান্য মোটর নির্ম্মাণ কারখানাগুলিকে বোমারু বিমানের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিবার জন্য বলা হইয়াছিল। মিঃ ফোর্ড তাঁহার প্রস্তাবিত কারখানায় গোটা বিমানগোটাই নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। যুক্তরাষ্ট্রের সমর বিভাগ হেনরী ফোর্ডের এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। মিডারল্যাণ্ডের যে কারখানায় মিঃ ফোর্ড ১৮-সিলিণ্ডার বিশিষ্ট প্র্যাট ও হুইটনি বিমান-ইঞ্জিন প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। এইখানে ঘণ্টায় একটি করিয়া ইঞ্জিন প্রস্তুতকরা সম্ভব হইবে। ফোর্ড কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারেরা তাঁহাদের পরীক্ষাগারে নূতন ধরণের বিমান-ইঞ্জিন উদ্ভাবনেরও চেষ্টা করিতেছেন।

[পূর্ব্ববর্ত্তী কলমের শেষ]

ছড়াইয়া না পড়ে, এ-উদ্দেশ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তথায় যে কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তিনি তাহা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাদের প্রতি আমাদের তিনটি কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমাদের কোন কার্য্যের দরুণ যাহাতে ইহাদের ভারত রক্ষা কার্য্যে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে। শত্রুর সঙ্গে সামনা সামনি হইয়া সংগ্রাম করিতেছে বলিয়া অস্ত্র-শস্ত্র ও লোকজন দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য ও শক্তিশালী করিবার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বিদেশে ইহারা যুদ্ধে নানা বিপদাপদ বরণ করিয়া লইতেছে, আমাদিগকে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যান্য ব্যাপারে যত মতভেদ থাকুক না কেন, ভারতীয় স্থলবাহিনী নৌ-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী আমাদের গর্ব্ব এবং ভালবাসার পাত্র। স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে তাহারা যেমন অটল তাহাদের প্রতি আমাদের আস্থাও তেমন দৃঢ় হওয়া উচিত।

চট্টগ্রাম শিক্ষা শিবির

একমাস কাল কর্ম্মীদলকে শিক্ষা দান

গত ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে শিক্ষা-শিবির স্থাপিত হয় এবং এক মাস কাল যাবৎ স্থায়ী হয়। কয়েকজন সরকারী কর্মচারী ব্যতীত সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ জন গ্রাম্য কর্মী এই স্থানে শিক্ষা লাভ করে। একবারে হাতে-কলমে ও পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দান করা হয়। মহকুমা হাকিম, জেলার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সরকারী কর্মচারী, জেলার ইঞ্জিনিয়ার, জেলার কৃষি কর্মচারী, জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শক প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং আরও অনেকে বক্তৃতা প্রদান করেন। সপ্তাহে পর পর দুইদিন চট্টগ্রাম শহরের মোস্লেম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইত এবং বাকি পাঁচ দিন হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করিবার জন্য শিক্ষার্থিগণকে গ্রামে পাঠান হইত। সীতাকুণ্ড থানার অন্তর্গত কদমরছুল এবং হাটহাজারি থানার অন্তর্গত কুয়াইশ গ্রাম এই কাজের জন্য বাছাই করা হয় এবং কর্মিদল এই স্থানে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করে। জনসাধারণের মধ্যে তাহারা উদ্দীপনা জাগাইতে সমর্থ হয় এবং ভালভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ধারণা তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। যাহাতে কাজের ধারা শিথিল হইয়া না যায় এবং জনসাধারণের উদ্দীপনা মন্দ হইয়া না আসে তজ্জন্য পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাঘাট সাফ্ এবং পানীয় জলের নিমিত্ত কতকগুলি পুষ্করিণী পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। নিরক্ষর বয়স্কগণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত একটি প্রচেষ্টা শুরু করা হইয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী উক্ত শিক্ষা-শিবিরের কাজ শেষ হইয়াছে।

আশা করা যায় যে, এই সকল ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মিদল নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কল্পে কাজ করিবে এবং পূর্ব্বের চেয়ে উহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবে।

সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ

দেশীয় শিল্পের সাহায্যার্থে পরীক্ষার ফি হ্রাস

দেশীয় ক্ষুদ্র ও মিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে রাসায়নিক পরীক্ষার ফি হ্রাস করা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করিতেছেন। আপাততঃ যে সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির যোগ্য তাহাদিগকে অল্পমূল্যে নিজেদের জিনিষ আলিপুর সরকারী পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা করাইবার সুবিধা দেওয়া হইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে এক বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে। যে সকল ব্যবসায় বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই অল্পমূল্যের রাসায়নিক পরীক্ষার সুযোগ চাহেন, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ প্রদেশের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টারের মারফতে আলিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট আবেদন এবং ঐ সুবিধা-প্রাপ্তির যথাযোগ্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আলিপুর পরীক্ষাকেন্দ্রে ঘি, তৈল, বার্ণিশ রং, খাদ্যদ্রব্য, বিজলী-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, বস্ত্র, ইমারতের সরঞ্জাম প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহাদের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা হইয়া থাকে। যে কোন জিনিষ এখানে পরীক্ষিত হইবে জিনিষের উৎকর্ষ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট হইতে ঐ মর্মে একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

পটিয়ায় শরীরচর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষা-শিবির

তিন সপ্তাহকাল ব্যাপী ট্রেনিং দান

প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া শরীরচর্চার ফলে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক উন্নয়নের নিমিত্ত জেলার শরীরচর্চা সম্পর্কিত সংগঠনকারীর তত্ত্বাবধানে মধ্য ইংরাজী ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের জন্য তিন সপ্তাহ কালের নিমিত্ত পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শরীর চর্চা বিষয়ক একটি শিক্ষা শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ৪৮ জন এবং মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও জুনিয়র মাদ্রাসা হইতে ১৯ জন, মোট ৬৭ জন শিক্ষক এই উপলক্ষে শিবিরে যোগদান করিয়া একাধারে শারীরিক ও সামাজিক তুলনামূলক পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন। গত ২৯শে জানুয়ারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমসন এম, সি, আই, সি, এস, মেজর জি, এফ্, হোয়াইট এম, আই, ও, এবং চট্টগ্রাম জেলার ইন্সপেক্টর মিঃ এম, আলি সমভিব্যাহারে এই শিবির পরিদর্শন করেন। সেই সময় বাচ্চাচারি ও পটিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, পটিয়া বার এসোসিয়েশনের উকিলগণ, পটিয়া সিভিল কোর্টের মুন্সেফ্ ও কেরাণিগণ এবং আরও বহু লোকের সম্মুখে শিক্ষার্থিগণ বহুবিধ খেলাধূলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণ যে ধরণের ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করেন তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শরীরচর্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থিগণকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে চমৎকার শিক্ষালাভ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। শিবিরের অভ্যন্তরে তাঁহারা যে উৎসাহ লইয়া কাজ করিয়াছেন ঠিক সেইভাবেই কাজ করিয়া যাইতে তিনি শিক্ষকগণকে অনুরোধ জানান। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদের উপস্থিতিদ্বারা শরীরচর্চা বিষয়ে যে প্রেরণা জাগাইয়াছেন, তজ্জন্য জেলা-সংগঠনকারী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিলে পর অনুষ্ঠানের কার্য্য শেষ হয়।

আর, এ, এফ-এর জন্য নূতন মার্কিণ বোমারু বিমান

রাতারাতি ইউরোপে ঘুরিয়া আসিবার ব্যবস্থা

আমেরিকা হইতে চার-ইঞ্জিন সমন্বিত কতকগুলি মার্কিণ বোমারু বিমান ইংলণ্ডের দিকে রওনা হইয়াছে। আমেরিকা হইতে চার-ইঞ্জিনযুক্ত বোমারু বিমানের আমদানী ইহাই সর্ব্বপ্রথম। রাজকীয় বিমান বাহিনী এগুলির নামকরণ করিয়াছে "মুক্তিদাতা" (লিবারেটর)। মোট ২৬টি মুক্তিদাতার অর্ডার দেওয়া আছে। ইহার মধ্যে ৬টি প্রস্তুত হইয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দূরপাল্লার বোমারু বিমানগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম।

রাজকীয় বিমানবাহিনীর কাজে এখন যে সকল ব্রিটিশ বোমারু বিমান নিযুক্ত আছে, সেগুলি হইতে "মুক্তিদাতা" অনেক বড়। অস্ত্রশস্ত্র ও পেট্রোলপূর্ণ অবস্থায় ইহার মোট ওজন ১৮ টনেরও বেশী হইবে, কিন্তু চারটি শক্তিশালী ইঞ্জিনের দ্বারা ইহা ঘণ্টায় ৩৩৫ মাইল পর্য্যন্তও যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে ইহা এত দ্রুতগতিবিশিষ্ট যে, ইহাকে প্রায় জঙ্গী বিমান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এগুলি ঘণ্টায় প্রায় ৩০০ মাইল হিসাবে ৩ হাজার মাইল পর্য্যন্ত উড়িয়া আসিতে পারে। সুতরাং বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে রাত্রি ছোট হইলেও এই বিমানগুলি রাতারাতি যাত্রা ইউরোপের উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারিবে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী

উষাগ্রামের মেলায় শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান

সম্প্রতি বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত উষাগ্রামে যে মেলা বসিয়াছিল সেই উপলক্ষে বঙ্গদেশীয় কৃষিবিভাগের পশু-পালন শাখা একটি গৃহপালিত পশু ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে দুগ্ধ, ননী, মাখন, ঘৃত, ছানা, দই, নানাবিধ দুগ্ধজাত মিষ্টি, দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত নানারূপ পুষ্টিকর খাদ্য, যথা—ওভালটিন, হর্লিক্স ইত্যাদি; এতদ্ব্যতীত চামড়া, বোতাম, সাবান, ব্রাশ, হাড় গুঁড়া করিবার কল, গো-মহিষাদি হইতে প্রাপ্ত অন্যান্য দ্রব্য, ননী, ঘি, ছানা ইত্যাদি তৈরী করিবার কল; কৃষকগণ তৈরী করিতে পারে এইরূপ স্বাস্থ্যকারী গোয়াল ও পশু-পালন গৃহ; বঙ্গদেশীয় কৃষিবিভাগ যে পন্থায় গৃহপালিত পশুদের উন্নতি বিধান করিতে বলেন তৎসম্পর্কিত নানাবিধ প্রচারপত্র এবং যে সকল গো-খাদ্য অনুমোদন করা হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কি করিয়া দুগ্ধ দোহন করিতে হয়, দুগ্ধ হইতে ননী তুলিয়া লইবার উপায়, ভাল ও খারাপ ননী হইতে কি ভাবে ঘী প্রস্তুত করিতে হয়, কি ভাবে দই ও ছানা তৈরী করিতে হয়, কি ভাবে খড়ের গাদা তৈরী করিতে হয়, কি ভাবে বায়ু শূন্য গর্ত্তে গরুর জন্য কচি ঘাস জমাইয়া রাখা যায় এবং কিরূপে মিশ্র সার তৈরী করিতে হয় তাহা হাতে-কলমে প্রদর্শিত হয়।

এতদ্ব্যতীত একটি গো-মহিষাদি এবং পশু-পালন প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উহাতে সরকারী হরিণা জাতীয় ষাঁড়, বিদেশী প্রজনিত মোরগ (যাহা এই জেলার কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে) পুরস্কার লাভ করিয়াছে। বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রেষ্ঠ পশুগুলির মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

গৃহপালিত পশু এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এই সকল বক্তৃতায় দলে দলে কৃষাণগণ যোগদান করিয়াছে এবং তাহা উপদেশ-মূলক এবং বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। আশা করা যায় যে, এই প্রদর্শনীর ফলে জেলার গৃহপালিত পশুদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙ্গলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙ্গলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙ্গলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব হইবে না।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলার জন্য বিরাট অর্থ বরাদ্দ

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ম্যালেরিয়া এবং কলেরা প্রতিরোধের জন্য সরকার কি করিতেছেন না করিতেছেন, তাহা জনসাধারণ জানিতে পারে না, এ-সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ-জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে :—

১৯৪০-৪১ সনের বাজেটে কুইনাইনের জন্য মোট ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য বিভিন্ন জেলা বোর্ডের হাতে ১,৬৮,৭৫০৲ দেওয়া হইয়াছিল। অনুরূপ উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ১,৬৮,৭৫০৲ দেওয়া হইয়াছিল। জেলা বোর্ড হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য সিভিল সার্জনের হাতে ৫৬,২৫০৲ টাকা প্রদত্ত হয়। ইহা ছাড়া উক্ত উদ্দেশ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হাতে ৫৬,২৫০৲ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরেরও ৫০,০০০৲ টাকার একটি তহবিল থাকে। শেষোক্ত অর্থ ছাড়া অবশিষ্ট অর্থ ২৬টি জেলায় নিম্নোক্ত হারে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

বর্দ্ধমান—২৮,২৫০৲; বীরভূম—১১,১০০৲; বাঁকুড়া—৭,৫৫০৲; মেদিনীপুর—২২,৫০০৲; হুগলী—২৬,১৫০৲, হাওড়া—৮,৮০০৲; ২৪-পরগণা—২৮,৪৫০৲; খুলনা—১২,০৫০৲; যশোহর—১৪,০৫০৲; নদীয়া—২২,৮০০৲; মুর্শিদাবাদ—২১,১৫০৲; রাজশাহী—১২,৪০০৲; দার্জিলিং—৩,৭০০৲; জলপাইগুড়ি—১৪,৫০০৲; রংপুর—২১,৮৫০৲; দিনাজপুর—১৬,২০০৲; বগুড়া—৮,২০০৲; পাবনা—৮,৬০০৲; মালদহ—১৫,৭০০৲; ঢাকা—১৯,৩০০৲; ময়মনসিংহ—৩৮,৮৫০৲; ফরিদপুর—১২,৩৫০৲; বাখরগঞ্জ—২২,২০০৲; চট্টগ্রাম—২৮,৬০০৲; নোয়াখালী—৯,১০৯৲; ত্রিপুরা—১৪,৯০০৲ টাকা।

জরুরী অবস্থায় ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক কার্য্য ও ঔষধ বিতরণ কিম্বা ঔষধের জন্য অর্থ বিতরণের জন্য বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের বিশেষ তহবিলের অর্থানুকূল্যে বহুসংখ্যক চিকিৎসককে বিভিন্ন মফঃস্বলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোন কোন জেলায় কতজন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক প্রেরিত হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া হইল :—

বাঁকুড়া—১০, বাখরগঞ্জ—৬, মেদিনীপুর—৩, ময়মনসিংহ—২৩, ফরিদপুর—৫৪, খুলনা—৪, যশোহর—১৭, বগুড়া—৩, পাবনা—১৫, মুর্শিদাবাদ—২, রাজশাহী—১ জন।

নিম্নের জেলাগুলি মেডিকাল অফিসার চাহিয়া পাঠান নাই :—

হুগলী, ২৪-পরগণা, নদীয়া, দার্জিলিং, দিনাজপুর, মালদহ এবং ত্রিপুরা।

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের যে রিজার্ভ তহবিল আছে, উহা হইতে বিভিন্ন জেলায় ২ পাউণ্ড হইতে ২০১ পাউণ্ড সিঙ্কোনা পাউডার, ৪ পাউণ্ড হইতে ১২৫ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট বড়ি, ২ পাউণ্ড হইতে ১৫৯ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট পাউডার, ১ পাউণ্ড হইতে ১২৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ট্যাবলেট, ১,০০০ হইতে ৬,০০০ কুইনাইন ডিহাইড্রোক্লোর সরবরাহ করা হইয়াছে।

উপরন্তু নিম্নলিখিত জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধক কার্য্যের জন্য ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইনস্পেক্টর প্রেরিত হইয়াছিল :—

২৪-পরগণা—১০ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী-ইনস্পেক্টর; বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটি—১ জন

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

তুরস্কের মনোভাব

জার্ম্মাণীর মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ

কর্ণেল ডোনোভান গত সোমবার রাত্রে প্যালেষ্টাইন ও মিশর যাইবার জন্য আঙ্কারা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আঙ্কারায় তিনি প্রধানমন্ত্রী রাফিক সৈদাম, পররাষ্ট্রসচিব সেরাজগ্লু ও অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। যদিও কর্ণেল ডোনোভান বেসরকারীভাবেই তুরস্কে আগমন করিয়াছিলেন, তবুও তুরস্কের সংবাদপত্রগুলি ইহার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কি, কর্ণেল ডোনোভান তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ায় তুরস্ক বিশেষ প্রবুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এদিকে "ইয়েনী সাবাহ্" নামক সংবাদপত্রটি ৫ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় দুইটি সংবাদের প্রতিবাদ করেন। সংবাদ দুইটি জার্ম্মাণদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটি সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, ডিসেম্বরের গত বক্তৃতাটি শুনিবার পর তুরস্কের সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন তিন শ্রেণীর লোককে সৈন্য হইবার দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। এই সম্পর্কে পত্রিকাটি লিখিয়াছেন,—ডিসেম্বরের বক্তৃতাটি শুনিয়া তুরস্ক সতর্কতামূলক ব্যবস্থায় শৈথিল্য প্রদর্শন করা অপেক্ষা আরও ব্যাপক ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন মনে করিতেছে। অন্য সংবাদটিতে বলা হইয়াছিল যে, যদি তুরস্কের উপর চাপ না দেওয়া হয়, তবে জার্ম্মাণী বুলগেরিয়া আক্রমণ করিলেও তুরস্ক তাহাতে কোনও উচ্চবাচ্য করিবে না। ইহা তো একেবারেই মিথ্যা।

জার্ম্মাণীর এরোপ্লেনের সংখ্যা

একখানি পত্রিকার হিসাব

ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চালাইতে একসঙ্গে জার্ম্মাণী কত বিমান ব্যবহার করিতে পারে এ সম্পর্কে "এরোপ্লেন" নামক বিমানপোত বিষয়ক পত্রিকাটি একটি হিসাব দাখিল করিয়াছে। এই হিসাব অনুসারে দেখা যায়, নরওয়ের উত্তর উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে লুফট্‌ওয়াফে যে সকল জার্ম্মাণ বিমান ব্রিটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য মজুদ রাখিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১,৯০০ এর বেশী হইবে না। যাহারা শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত বিমান ও যে সকল বিমান হাতে মজুদ রাখা হয়, তাহাদের হিসাব ধরিলে অবশ্য সংখ্যাটি ৮ হাজারে দাঁড়ায়। কিন্তু এই ৮ হাজারই একসঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না। যে কোনও এক সময়ে ৪ হাজার বিমানের বেশী যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই। এই ৪ হাজারের মধ্যে দেড় হাজারের বেশী জঙ্গী বিমান পাঠান জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব নহে। অথচ ক্ষতির ঝুঁকি এড়াইতে চাহিলে একটি বোমারু বিমানের রক্ষী হিসাবে দুইটি জঙ্গী বিমান পাঠান প্রয়োজন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

স্যানিটারী ইনস্পেক্টর, কামারহাটী মিউনিসিপ্যালিটি—১ জন ডাক্তার; মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড—২ জন ডাক্তার; যশোহর জেলা বোর্ড—৪ জন স্যানিটারী ইনস্পেক্টর, খুলনা জেলা বোর্ড—৮ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টর; দার্জিলিং জেলা বোর্ড—২ জন ডাক্তার, মালদহ জেলা বোর্ড—১ জন ডাক্তার; ফরিদপুর জেলা বোর্ড—২১ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টর, বাখরগঞ্জ জেলা বোর্ড—১০ জন ডাক্তার; নোয়াখালী জেলা বোর্ড—৯ জন স্যানিটারী ইনস্পেক্টর; ত্রিপুরা জেলা বোর্ড—৪ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টর। (প্রেস-নোট)

রেলওয়ে বোর্ডের বাৎসরিক রিপোর্ট

১৯৩৯-৪০ সালে ৪ কোটি টাকা লাভ

১৯৩৯-৪০ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত রেলওয়েসমূহের সকল খরচ বাদ দিয়া মোট মিট ৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। রেলযাত্রীদের ভাড়া বাবদ গত বৎসর ৩০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল; এই বৎসর তাহা বাড়িয়া ৩১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা হইয়াছে। পূর্ব্বের বৎসরের মোট ৫১ কোটি ১ লক্ষ যাত্রীর স্থানে এই বৎসর ৫২ কোটি ৯৭ লক্ষ যাত্রী রেলে যাতায়াত করিয়াছে।

সরকার রেলওয়েগুলির জন্য এ বৎসর যে সকল মাল কেনা হইয়াছে তাহাতে ভারতে প্রস্তুত পণ্যের পরিমাণ পূর্ব্বের বৎসরের শতকরা ৬১'৪৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৬৬'১৬ ভাগ হইয়াছে। টাটা কোম্পানীর নিকট ৮৭,৯৮০ টন রেল ও ফিস্-প্লেটের অর্ডার দেওয়া হয়। যাত্রী এবং মাল গাড়ীর জন্য ১৯,০৪,০০০৲ টাকার মাল ক্রয় করা হয়। তাহা ছাড়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেলের স্লিপারও এই বৎসর কেনা হইয়াছে। এইগুলি আংশিকভাবে ভারতবর্ষে এবং কিছুটা বর্ম্মা হইতে ক্রয় করা হইয়াছে।

রহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়েটি গভর্ণমেণ্ট কিনিয়া লইয়াছেন। এই বৎসর মোট ৭১ মাইল নূতন রেল-লাইন খোলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সিন্ধুদেশে ৭১ মাইল রেলপথ নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাহাদের নিজ নিজ খরচেই নির্ম্মিত হয়।

এই বৎসর উন্নত ধরণের অনেক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং গাড়ীতে মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। রেল-বাজার দরদস্তুর ও আদালতে বিল দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই বৎসর ভাল পানীয় জল সরবরাহেরও বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। রেলওয়েগুলির মোট ৪,০০০ স্থায়ী গ্যারিসন (ক্যাম্প) আছে। এ বৎসর দুর্ভিক্ষকালে এই কার্য্যের জন্য আরও ২,৫০০ জন অস্থায়ী নূতন লোক লওয়া হইয়াছে। বাতিঘর, প্ল্যাটফর্ম, ওভার ব্রিজ প্রভৃতিরও এই বৎসর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলিপুর, কলিকাতা।

"ডিফেন্সবণ্ড" বিক্রীর পরিমাণ

এপর্য্যন্ত চৌত্রিশ লক্ষের উপর সংগৃহীত

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে যে পরিমাণ ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬ সালের শতকরা তিন টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড এবং সুদহীন তিন বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড) বিক্রী হইয়াছে এবং এই ডিফেন্স বণ্ড চালু হওয়া হইতে সুরু করিয়া যে পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন ট্রেজারীসমূহে সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

শতকরা তিন টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড
(দ্বিতীয় দফা)

	ডিসেম্বর ১৯৪০	১৯৪০ সালের ১লা আগষ্ট হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট বিক্রীর পরিমাণ
জেলা।	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা	১,১৪,০৩,১০০৲	১৬,০১,৯৪,৭০০৲
বাখরগঞ্জ ..	.	১,২০০৲
বাঁকুড়া ..	..	..
বীরভূম ..	..	৩,২০০৲
বগুড়া ..	..	..
বর্দ্ধমান ..	৫২,৭০০৲	৯৫,৯০০৲
চট্টগ্রাম ..	৫,১০০৲	৫৮,২০০৲
ঢাকা ..	১৬,১০০৲	১৮,১০০৲
দার্জ্জিলিং ..	১০০৲	২৫,০০০৲
দিনাজপুর ..	..	২,০০০৲
ফরিদপুর ..	..	৬০০৲
হুগলী ..	..	.
হাওড়া ..	..	৫১,১০০৲
জলপাইগুড়ি ..	..	৪,৫০০৲
যশোহর ..	..	..
খুলনা ..	..	..
মালদহ ..	..	..
মেদিনীপুর ..	..	৭,০০০৲
মুর্শিদাবাদ ..	.	১,৫০০৲
ময়মনসিংহ ..	..	৫,০০০৲
নদীয়া ..	..	৮০০৲
নোয়াখালী ..	২০,০০০৲	২০,০০০৲
পাবনা ..	৭০০৲	৪,৭০০৲
রাজশাহী ..	..	..
রংপুর ..	..	৮৭,০০০৲
ত্রিপুরা ..	..	১৭,৬০০৲
২৪-পরগণা ..	..	২০০৲
মোট ..	১,১৩,০৪,৮০০৲	১৬,০৮,০৭,৭০০৲

সুদবিহীন বণ্ড

	ডিসেম্বর ১৯৪০।	১৯৪০ সালের ১০ই জুন হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত।
কলিকাতা	.. ১৪,৪৭৮ ..	৩৩,৭৯,৬৫৩৲
বাখরগঞ্জ	.. ..	..
বাঁকুড়া	.. ..	..
বীরভূম	.. ..	..
বগুড়া	.. ..	..
বর্দ্ধমান	.. ..	১৫৩৲
চট্টগ্রাম	.. ..	৪০০৲

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

বাঙলায় সংক্রামক রোগ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৫শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ১,৬১৮ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে মেদিনীপুরে ১৭২, বাখরগঞ্জে ৪৫৫, ত্রিপুরায় ৩১৫ এবং ২৪-পরগণায় ৪১৮ জন।

উক্ত সপ্তাহে কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা ৬৯৪, তন্মধ্যে মেদিনীপুরে ৮৯, ২৪-পরগণায় ২০১, বাখরগঞ্জে ২৪১ এবং ত্রিপুরায় ১৬৩ জন।

মোট ২৭৪ জনের বসন্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় বসন্ত রোগে উক্ত সপ্তাহে ১৪৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীরামপুর, যশোহর এবং কলিকাতার কোথা কোথাও মেনিনজাইটিস রোগ দেখা গিয়াছে। কেহ প্লেগে আক্রান্ত হয় নাই।

গত ১লা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

বাঙলায় কলেরায় আক্রান্তের সংখ্যা—মোট .. ১,২৯৬

বাঙলায় কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা—মোট .. ৫৮৭

বিভিন্ন জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা—

মেদিনীপুর	.. ১৩৫
২৪-পরগণা	.. ৩৫৬
বাখরগঞ্জ	.. ৪১৮
ত্রিপুরা	.. ২৭১

বিভিন্ন জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা—

২৪-পরগণা	.. ১৫৯
বাখরগঞ্জ	.. ২০৯
ত্রিপুরা	.. ১৪২

কলিকাতায় বসন্ত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩০১ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪৮।

আসানসোল ও কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। প্লেগ রোগের আক্রমণের কোনোরূপ সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

[১ম কলমের জের]

ঢাকা	. ..	৪৪,০০০৲
দার্জ্জিলিং		১২,৩১২৲
দিনাজপুর	. ..	..
ফরিদপুর	.. ..	.
হুগলী	.. ..	..
হাওড়া	.. ..	২,৫৫১৲
জলপাইগুড়ি	.. ..	৬০০৲
যশোহর	.. ..	..
খুলনা	.. .	..
মালদহ	.. ..	..
মেদিনীপুর	.. ..	..
মুর্শিদাবাদ	.. ..	..
ময়মনসিংহ	.. ..	..
নদীয়া	.. ..	৫,০০০৲
নোয়াখালী	.. ..	..
পাবনা	.. ..	..
রাজশাহী	.. ..	..
রংপুর	.. ..	..
ত্রিপুরা	.. ..	৩০০৲
২৪-পরগণা	.. ..	৫০০৲
মোট		.. ৩৪,৪৫,৪৬৯৲

ডায়মণ্ডহারবারে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন দিক দিয়া প্রগতির পরিচয়

সার্কেল অফিসারের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি ডায়মণ্ড হারবারে পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলির সদস্য ও ট্রেণিং প্রাপ্ত কর্মীগণের এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, এ, মেনন আই, সি, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ৪৯টি সমিতি কার্য্য করিতেছিল, ইহার উপর আরোও ১৪টি নূতন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। পল্লী-জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া এই সমিতিগুলি সুন্দর কাজ করিয়াছে। বর্ত্তমান মৌসুমের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ফলতা থানার অন্তর্গত বাসেশ্বরপুর সমিতি 'সম্পূর্ণ' স্বেচ্ছামূলক কার্য্যে এক মাইল লম্বা একটি পল্লী রাস্তা পাকা করিবার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি এই স্থান পরিদর্শন করেন এবং এই প্রচেষ্টায় কর্মীদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন।

সোনপুর খালের সংস্কার-কার্য্যে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, এল, হিল্, আই, সি, এস ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীগণ স্বহস্তে মাটি কাটিয়া অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

ডায়মণ্ড হারবার মহকুমায় কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী সোনপুর নামক স্থানে প্রায় ৩ মাইল লম্বা একটি খাল খননের কাজ বিগত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহা পল্লী-সংস্কারের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। মৌলবী গোলাম মহিউদ্দিন বি, এল, সাহেবের নেতৃত্বে তিনটি ইউনিয়নের প্রায় ৫০০ পাঁচ শত লোক কোদালি ও ঝুড়ি হাতে সমবেত হইয়া খাল খননের কাজ আরম্ভ করে। ইহাতে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতার উদাহরণ হাতে-কলমে দেওয়া হইয়াছে। এই খাল খনন প্রায় ৮,০০০ আট হাজার বিঘা জমির ফসল বন্যা হইতে রক্ষা পাইবে। প্রতিদিনই এই খননের কাজ চলিতে থাকিবে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই ইহা সমাধা করা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, এল, হিল, আই, সি, এস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, জি, ব্রিক্, আই, সি, এস, ডায়মণ্ড হারবারের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, এ, মেনন, আই, সি, এস; বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর রায় বাহাদুর ডি, এন, মিত্র প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিজেরা মাটি কাটিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদিগকে উৎসাহ দান করিয়াছেন। ইহাতে ঐ স্থানে বিপুল উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে।

ফলতা থানার মলরামপুর খাল হইতে প্রচুর লবণাক্ত জল পরিপ্লাবনের ফলে ইতিপূর্ব্বে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ধান বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এই ক্ষতি কার্য্যকরী ভাবে বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় কমিটি একটি খালের উপর একটি বাঁধ প্রস্তুত করা আরম্ভ করিয়াছে, স্বেচ্ছামূলক শ্রমে ও স্থানীয় চাঁদা দ্বারাই এই কাজ করা হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই মার্চ, ১৯৪১ [এক আনা

বৃটেনের অভিনব সমর-প্রচেষ্টা

লক্ষাধিক সঞ্চয়-প্রচারক দল সংগঠন

[অসওয়াল্ড ডাহ্ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে সঞ্চয় তহবিল হইতে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বহু অর্থ প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত সপ্তাহে শতকরা ২॥০ টাকা সুদে এক কোটি ১০ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড যুদ্ধ-ঋণ, যুদ্ধ-বণ্ড বাবদ শতকরা ৩ টাকা সুদে ১ কোটি ৭০ হাজার পাউণ্ড, এবং সঞ্চয় তহবিল হইতে ৯০ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে। এভাবে সর্ব্বমোট ৩২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

ইহা খুব বড় রকমের অর্থ বটে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অর্থনীতি মহল ভবিষ্যতে যুদ্ধকালীন সঞ্চয়ের পরিমাণ আরও অধিক দেখিতে চাহেন। সর্ব্বোপরি ইহাও আশা করা যাইতেছে যে, সাধারণ পরিমাণে যাহারা সঞ্চয় করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের দ্বারা অপরাপর ব্যক্তিও উৎসাহিত হইবে। গত ১৯৩৯ সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪০ সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত তাহারাই শুধু ৪,৭৫০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় করিয়াছে। ১৯৪০ সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত যাহাতে ৮,০০০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় তহবিলে সংগৃহীত হয়, তজ্জন্য বেশ চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে।

সঞ্চয় প্রচারকদলের সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আরও ৮১১টি দল মঞ্জুরী লাভ করিয়াছে। ইহাদিগকে লইয়া আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-মোট ১৭৬,৭৮২টি দল এবং ইহাদের সদস্য-সংখ্যা ১ কোটি দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া বৃটেনে পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে এবং ট্রাষ্ট সেভিংস্ ব্যাঙ্কে যথাক্রমে ১২০ লক্ষ ও ৩০ লক্ষ লোকের নামে হিসাব খোলা হইয়াছে।

উপরোক্ত হিসাব হইতে বুঝা যায়, বৃটেনে ২৫০ লক্ষ ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী লোক আছে। তবে ইহা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, কোন কোন লোকের নামে তিনটি স্থানেই হিসাব খোলা আছে; কাজেই সঞ্চয়ী ব্যক্তিদের সংখ্যা উপরে প্রদত্ত সংখ্যার সমান হইবে না। এতৎসত্ত্বেও, ইহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যায় যে, যুদ্ধের প্রথম বৎসর গড়ে প্রত্যেক ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী যুদ্ধ-ভাণ্ডারে ২০ পাউণ্ড, অর্থাৎ সপ্তাহে ৮ শিলিং সুতরাং দৈনিক এক শিলিং-এর কিছু বেশী দিয়াছে। দৈনিক যাহাতে গড়ে প্রত্যেক সঞ্চয়ী দুই শিলিং করিয়া দেয়, তজ্জন্য আন্দোলনের সূচনা করা হইয়াছে। অন্যান্য লোককেও আন্দোলনে টানিয়া আনা উহার অপর উদ্দেশ্য। কারণ বৃটেনে পনর বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা প্রায় ৩৫০ লক্ষ। ইহাদিগকে উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া মনে করা হয়; সুতরাং ইহারা সকলে সঞ্চয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু ১৯৩৯ সনের নভেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী ব্যক্তিরা গভর্ণমেণ্টকে ৫,৪৭০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দান করিয়াছে। জানুয়ারীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সমর-ঋণের বিভিন্ন খাতে তাহারা ৮,৯৬০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দান করিয়াছে। অতিরিক্ত বিনাসুদে ২৭০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়াছে। রাজস্ব হইতে যে পরিমাণ অর্থ যুদ্ধের জন্য বাজেটে বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা ছাড়াও এ বৎসর প্রায় ১৪,৭০০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে, উপরের হিসাব হইতে তাহা দেখা যাইতেছে।

সঞ্চয়ীদের অধিকাংশই বৃটিশ সম্প্রদায়ের লোক। ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় সব কারখানার শ্রমিকরা একত্র হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে যুদ্ধ-তহবিলে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ইহা খুবই সত্য যে, যুদ্ধের দরুণ কল-কারখানার কাজ বাড়িয়া গিয়াছে এবং শ্রমিকরা পূর্ব্বের তুলনায় অধিক মজুরী লাভ করিতেছে বলিয়া তাহারা কিছু কিছু সঞ্চয়ও করিতে পারিতেছে। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ইহাও অন্যতম কারণ। শ্রম-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর রিপোর্টে আরও একটি ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, গত কয় বৎসরে বৃটিশদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর মান উচু হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ১৫ বৎসরের তুলনায় একণে বৃটিশ শ্রমিক সম্প্রদায় সাধারণতঃ তাহাদের আয়ের একটা সামান্য অংশ মাত্র ব্যয় করে। রিপোর্টে ১৯০৪, ১৯১৪ এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে শ্রমিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংগ্রামের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত হিসাব সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা বলা চলে না যে, খাদ্যদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ কিম্বা অপর্য্যাপ্ত সরবরাহের দরুণ শ্রমিক সম্প্রদায়কে বাধ্য হইয়াই সাধারণে সংযত হইতে হইয়াছে।

শ্রম বিভাগের মন্ত্রীর রিপোর্টে জানা যায়, ১৯০৪-১৯১৪ পর্য্যন্ত শতকরা ১০০ জন শ্রমিক তাহাদের আয়ের ৬০ ভাগ খাদ্যদ্রব্যে ব্যয় করিত। ১৯৩৭-৩৮ সনে তাহারা খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করিয়াছে শতকরা ৩৯.৬ ভাগ মাত্র। ১৯১৩ সনের পূর্ব্বে তাহারা বাড়ীভাড়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, আলো প্রভৃতি বাবদ তাহাদের আয়ের যত ভাগ ব্যয় করিয়াছে, বর্ত্তমান সংগ্রামের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তত ব্যয় করিতে হয় নাই। অপর পক্ষে, অন্যান্য খরচ অর্থাৎ আসবাব-পত্র, ধূমপান, আমোদ-প্রমোদ, যাতা, ছুটির দিন, বীমা, পুস্তক, শরীর-চর্চা প্রভৃতি বাবদ তখন বৃটিশ শ্রমিকরা তাহাদের আয়ের শতকরা ৪ ভাগ মাত্র ব্যয় করিত। একণে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৯.৭ দাঁড়াইয়াছে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে বৃটিশ শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাসিতা ছিল না। মাত্র গত কয় বৎসর হইতে তাহারা বিলাসিতার জন্য আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া আসিতেছে। সঞ্চয় আন্দোলনের ফলে যদি বিলাসিতা হ্রাস পায়, তাহা হইলে বহু অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং ঐ অর্থ যুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োগ করা যাইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেনের তোড়জোড়

সিঙ্গাপুরে বহু জঙ্গী বিমান প্রেরণ

বৃটেন হইতে সম্প্রতি দূরপ্রাচ্যের অঞ্চলে বহু জঙ্গী বোমারু বিমান প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "ওয়েলিংটন" জাতীয় বিমানও আছে। সিঙ্গাপুরেও বৃটেন হইতে অনেক এক-ইঞ্জিন ও দুই-ইঞ্জিন বিশিষ্ট "ব্লাক্‌বের্ণ" জাতীয় জঙ্গী-বিমান পাঠান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বহু অষ্ট্রেলীয় সৈন্যও সেখানে পৌঁছিয়াছে। উক্ত স্থানে মোট কত বোমারু বিমানপোত প্রেরিত হইয়াছে তাহা বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন হইতে বিভিন্ন অঞ্চলে বোমারু প্রেরণের দরুণ অনেক বৈমানিক ও বিমানপোত সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীকে বিদেশে যাইতে হইবে।

বৃটেনে শ্রমিক অসন্তোষ হ্রাস

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আন্তরিক সহযোগিতা

১৯৪০ সালে বৃটেনে কত নূতন শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে বৃটেনের শ্রম-সচিবের দপ্তর হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত যুদ্ধের সময়ে তীব্র শ্রমিক চাঞ্চল্য গভর্ণমেণ্টের দুর্ভাবনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একান্ত ব্যগ্র বলিয়া শ্রমিকের বেতন সম্বন্ধীয় বিবাদও বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৫ সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসর শ্রমিক গোলযোগের ফলে গড়ে বাৎসরিক ১,৭৭৮,০০০ রোজ নষ্ট হইয়াছে। ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পায়; এই বৎসর মোট ৯৪০,০০০ রোজ নষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০৬,০০০ রোজ বা প্রায় অর্দ্ধেকই কয়লার খনিতে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে নষ্ট হয়।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং কোনরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়, ষ্ট্রেট্‌স ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞপ্তি করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বাঙলার কথা

১০ই মার্চ—১৯৪১

বিশ্ব-সমরের সূচনা

আসন্ন বসন্তকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সংগ্রাম পূর্ণতর বিশ্ব-সমরের রূপ ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। গত বর্ষে হিটলার সমগ্র ইউরোপের উপর নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রায় প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু বৃটেন তাঁহার সব আশা-ভরসায় ছাই দিয়াছে। বৃটেনের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তার জন্যই কোন প্রকার আপোষমূলক সন্ধি-প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় নাই; কিম্বা নাৎসী বিমান-বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণ সত্ত্বেও বৃটেন দমিত হইয়া পড়ে নাই। সুতরাং ইউরোপ-খণ্ডের অনেকগুলি দেশ নাৎসী-পদতলে পিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বৃটেনের বিরুদ্ধতার জন্যই হিটলারের পক্ষে সমগ্র ইউরোপের অধিপতির গৌরব অর্জন সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। শুধু তাহাই নহে—বৃটিশ নৌ-বাহিনীর অবরোধ-প্রাচীর হিটলারের পক্ষে বরং বিরাট অসুবিধার কারণ হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। যদি হিটলার বৃটেনকে দমন করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপখণ্ডে স্বভাবতঃই তাঁহার অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইত এবং সেরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের উপরও ক্রমে ক্রমে নাৎসী-পতাকা উড্ডীন করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিত।

বৃটেনকে দমিত করিতে না পারায়, যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর জন্য বিরাট বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। সমুদ্রে বৃটেনের অব্যাহত প্রভাবের ফলে বিগত প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া বৃটেন ইউরোপীয় একটি বড় শক্তি, জগৎব্যাপী সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি ও ইউরোপীয় ডিক্টেটরদের আক্রমণ হইতে আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রধান রক্ষণবাঁটি—একসঙ্গে এই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়াছে। কাজেই বলা চলে—বিগত শরৎকালে নাৎসী-বাহিনী বৃটেনকে দমিত করিতে না পারায় তাহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে, তাহা শুধু ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বরং সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নাৎসীদের দ্বারা বৃটেন অভিযানের ভীতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৃটেন আফ্রিকায় যথেষ্ট সৈন্য প্রেরণ করিয়া সেখানে ইটালীয়দিগকে জব্দ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং ভূমধ্য-সাগরে প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রকারান্তরে ইউরোপেও নাৎসীদের গতিবিধিতে বাধা সৃজন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটেনের এই সাফল্যের ফলে আমেরিকানগণ ইহা বেশ ভালরূপই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, যদি নাৎসীরা আটলাণ্টিক মহাসাগরে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই আমেরিকারও বিপদ উপস্থিত হইবে। এই বিপদের অনুভূতিই আমেরিকাকে বৃটেনের সাহায্যে আরো বেশী করিয়া অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এক কথায় বলা চলে—গত শরৎকালে জার্ম্মাণগণ বৃটেন অভিযানে ব্যর্থ হওয়ার ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, বৃটেন কতকগুলি সংগ্রামশীল জাতির নায়কপদে বৃত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার প্রধান রক্ষণ-ঘাঁটির কর্ত্তব্যও তাহাকে সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

নাৎসীবাদের মত এক-নায়কত্বে পরিচালিত শাসন সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার পক্ষে পূর্ণ সাফল্য অর্জন কিছুতেই সম্ভবপর নহে। হিটলার গোড়া হইতেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমেই যে সমগ্র বিশ্বে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে হইবে, একথাও তিনি বেশ ভালই জানিতেন। ইউরোপে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে যদি তিনি সমর্থ হন, তাহা হইলে সমগ্র ইউরোপকে একটি বিরাট নাৎসী কারখানায় পরিণত করিয়া অতঃপর ক্রমে ক্রমে আফ্রিকা, এসিয়া—এমন কি আমেরিকায়ও—প্রভুত্ব বিস্তার করা হয় ত হিটলারের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। কারণ, প্রথমে রাজনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার পর অর্থনৈতিক চাপ এবং সুযোগ বুঝিয়া আঘাত করার যে কৌশল নাৎসীরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করিয়াছে, অন্যত্রও এরূপ কৌশল প্রয়োগ অসম্ভব নহে। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বৃটেনের বাধাদান-শক্তির তীব্রতার জন্য অবশেষে হিটলারকে বাধ্য হইয়া মরণ-পণ ব্যবস্থায় অগ্রসর হইতে হইয়াছে। নিজের অনুসৃত নীতির ফলে যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাকে সেই সমস্যারই সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কাজেই বলা চলে—ইউরোপীয় সংগ্রামের প্রকৃতপক্ষে অবসান হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহা বিশ্ব-সংগ্রামের রূপ ধারণ করিবার উপক্রম হইয়াছে।

চক্রশক্তির আক্রমণ পরিচালনার পরিকল্পনা মোটামুটি পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। কারণ নাৎসী প্রচার-কার্য্যের ভিতর দিয়া তাহা খোলাখুলিভাবেই প্রচার করা হইতেছে। নাৎসীরা আশা করিতেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপান বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এবং তাহার ফলে বৃটেন ও আমেরিকার শক্তি কতকাংশে সেই অঞ্চলে নিযুক্ত হইলে স্বভাবতঃই খাস বৃটেন ও ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে প্রতিরোধ অনেকাংশে ক্ষীণীভূত হইয়া পড়িবে। সিসিলী দ্বীপ ও ট্রিপলিটানিয়ার মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্য-সাগরের কেন্দ্রীয় অংশে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার হইতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্য্যন্ত আফ্রিকার উত্তরাংশে প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠাই আপাততঃ জার্ম্মাণীর ইচ্ছা বলিয়া মনে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত বল্কান অঞ্চলে শক্তি সমবেত করিয়া অগ্রসর হওয়াও জার্ম্মাণীর অন্যতম পরিকল্পনা। বল্কানের এই আক্রমণ যে কোন্ দিকে

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দেখুন]

কারখানায় বিমান আক্রমণ আশঙ্কায় সতর্কতা

ভারত সরকারের নূতন পুস্তিকা

বিমান আক্রমণকালে কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ইতিপূর্ব্বেই বিভিন্ন নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি বিমান আক্রমণে ভারতবর্ষের কলকারখানা ও ব্যবসায় অঞ্চলগুলির পক্ষে উপযোগী কতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বলিত একটি পুস্তিকাও গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কারখানার আসল কলকব্জাগুলি যাহাতে বিকল না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গোলাগুলির টুকরা ছিটকাইয়া আসিয়া যাহাতে মেসিনগুলি জখম না করিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। বয়লার, জল ও গ্যাসের পাইপ, ইলেকট্রিকের তার ও সুইচবোর্ড প্রভৃতির যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে বিষয়েও বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। পেট্রোল ও বেনজিনের মত দাহ্য পদার্থের আধারগুলি সম্বন্ধেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। টেলিফোনের লাইন প্রভৃতিও বিশেষভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন; কারণ এগুলি বিকল হইলে সংবাদ আদান-প্রদানেই অসুবিধা ঘটিবে।

সাধারণতঃ বালুকাপূর্ণ থলিয়া দ্বারা বোমাবর্ষণের ক্ষতি হইতে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। কাঠের বাক্সে মাটি ভরিয়া রাখিলেও কাজ চলে। যে স্থানে বেশী রকম কাচের জানলা ও কাচের দেওয়াল আছে, সেখানে তারের জাল দেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ বোমার আঘাতে কাচ টুকরা টুকরা হইয়া চতুর্দ্দিকে ছিটকাইয়া পড়িলে তাহা বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

জল, বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ কারখানার ক্ষতির দরুণ ইহাদের সরবরাহ বন্ধ হইলে কি করিতে হইবে, তাহাও অগ্রাহের পূর্ব্বাহ্নে, স্থির করা প্রয়োজন। আগুন লাগিবার আশঙ্কা আছে বলিয়া তাহার জন্য পূর্ব্বেই জলের ব্যবস্থা করিয়া রাখা উচিত। বাহির হইতে যাহাতে কারখানার ভিতরকার আলো দৃষ্টিগোচর না হয়, কারখানার মালিকদের সে ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আলোকিত বিজ্ঞাপন ও বাহিরের সর্ব্বপ্রকার আলো বন্ধ রাখা প্রভৃতি আরও বহু বিধি-নির্দ্দেশ এই পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন, অ্যাম্বুলেন্স, আগুন নির্ব্বাপনের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি মেরামতি ও সতর্কতা-সঙ্কেত সম্বন্ধে উপদেশও ইহাতে আছে।

বস্ত্রশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের সাধু প্রচেষ্টা

বাঙলা সরকারের শিল্পবিভাগ অবৈতনিকভাবে তাঁতে তুলা, পাট, পশম ও রেশম বয়ন, রঞ্জন, মুদ্রণ এবং ডিজাইনের কাজ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কলিকাতার ১১০, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডে শিল্প-বিভাগের যে টেক্সটাইল সেক্শন রহিয়াছে, প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে অপরাহ্ণ ৪টা এবং শনিবারে ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত তথায় ট্রেনিং ক্লাশ বসিবে। শিক্ষা গ্রহণেচ্ছুদিগকে বয়স, যোগ্যতা প্রভৃতি উল্লেখপূর্ব্বক ৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় বাঙলার শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (প্রেস-নোট)

[২য় কলমের শেষাংশ]

পরিচালিত হইবে, তাহা অবশ্য এখনও গোপন রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-আটলাণ্টিকের সমুদ্রপথগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া বৃটেনের উপর চাপভাবে অভিযান পরিচালনার মতলবও অবশ্য হিটলারের রহিয়াছে।

এমনভাবেই বর্ত্তমান সংগ্রাম ক্রমে বিশ্ব-সমরের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সমস্যার উদ্ভব

ত্রিশক্তি চুক্তিতে বুল্‌গেরিয়ার যোগদান

বর্ত্তমান সপ্তাহে যুদ্ধ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদই হইল—ত্রিশক্তি চুক্তিতে বুলগেরিয়ার স্বাক্ষর। অনেকে মনে করিতেছেন—অতঃপর যুগোশ্লাভিয়ার উপর চাপ দেওয়া হইবে এবং এরূপভাবেই গ্রীসের সংগ্রাম ও ভূমধ্য-সাগরীয় যুদ্ধে জার্ম্মাণ প্রভাব কার্য্যকরী করার প্রয়াস পাওয়া হইবে। কিন্তু ইহা স্থির নিশ্চিত যে, যেরূপভাবে আফ্রিকায় বৃটেনের অব্যাহত বিজয় চলিয়াছে, এই অবস্থায় জার্ম্মাণীর পক্ষে ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার খুব সহজসাধ্য হইবে না।

বৃটীশ বিমান-বাহিনীর কৃতিত্ব

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ বিমান-বাহিনী আবিসিনিয়ায় ইটালীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী আদিস আবাবার বিমান-ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এই আক্রমণের ফলে বিমান-ঘাঁটির অট্টালিকাসমূহের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক ইটালীয় হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনী আলবেনিয়ার গ্রীক অভিযানেও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

বৃটিশ বিমান-বহর ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্ম্মাণ-অধিকৃত ফরাসী বন্দর ব্রেষ্টের উপরও ব্যাপকভাবে বোমা-বর্ষণ করিয়াছিল।

বার্লিন হইতে প্রত্যাগত জনৈক মার্কিণ সংবাদদাতা বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউ-ইয়র্কে প্রচার করিয়াছেন যে, বৃটীশ বিমান-বহরের আক্রমণের ফলে বার্লিনের ইলেক্‌ট্রিক কেন্দ্র, রেলপথ প্রভৃতির গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। প্রকাশ,—জার্ম্মাণীতে বিমান আক্রমণের সংবাদ গোপন রাখা হয় এবং যদি কেহ এই সব সংবাদ প্রচার করে, তবে তাহাকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়।

জার্ম্মাণ বিমান-বহরের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

জার্ম্মাণ বিমানবহর ভূমধ্য-সাগরে এক রক্ষীবেষ্টিত বৃটিশ জাহাজ-শ্রেণীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু এই আক্রমণে কোন বৃটীশ জাহাজের ক্ষতি হয় নাই। আক্রমণকারী বিমানগুলির মধ্যে কয়েকখানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

হিট্‌লারের বক্তৃতা

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মিউনিকের বিখ্যাত "হিবারহেলার" নামক গৃহে হিট্‌লার নাৎসী দলের সদস্যদের সম্মুখে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি সাবমেরিণ আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির হুমকী প্রদর্শন করেন এবং আর নানাভাবে পুনরায় আস্ফালনের পরিচয় প্রদান করেন।

ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী অধিকৃত

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটীশ পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও পশ্চিম-আফ্রিকার বাহিনী ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী মোগাদিশু সহর অধিকার করিয়াছে। বৃটিশ বাহিনী জোবা নদী পার হইয়া ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রেলিন সহরও দখল করিয়াছে এবং ফলে ইটালীয়ানদের পলায়নের পথ বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। কায়রানের দক্ষিণ দিকে এক যুদ্ধে ৪০০ ইটালীয়ান সৈন্য ও ৩টি কামান বৃটীশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

তুরস্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন সেনাপতিমণ্ডলীর অধিনায়ক স্যার জন ডীলকে সঙ্গে লইয়া তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় পৌঁছেন। তাঁহারা তুর্কী পররাষ্ট্র-সচিব এম, সারাজগলু ও তুর্কী প্রধান সেনাপতি মার্শাল চাকমাকের সহিত আলোচনা করেন। পরদিনও সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত এই আলোচনা চলিয়াছিল। তুরস্কের জনসাধারণ বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিবকে বিরাটভাবে অভ্যর্থিত করিয়াছিল।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন, "আমাদের প্রথম কাজ হইতেছে যুদ্ধে জয়লাভ করা।"

বৃটীশ বিমান-সচিবের ঘোষণা

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লণ্ডনে এক বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে বৃটিশ বিমান-সচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার বলেন,—"গত মহাযুদ্ধে লর্ড ট্রেনচার্ডের পরিচালিত রাজকীয় বিমান-বাহিনীর মূলমন্ত্র ছিল—জার্ম্মাণীতে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ কর। এবারও রাজকীয় বিমান-বাহিনীর মূলমন্ত্র উহাই রহিয়াছে।"

লিবিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য

এক ইটালীয়ান বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কয়েক দল জার্ম্মাণ সৈন্য আফ্রিকায় গমন করিয়া বেনগাজী হইতে ৬০ মাইল দূরে সমবেত হইয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রে রাজকীয় বিমান-বাহিনী কলোন্ বন্দরের উপর সাফল্যপূর্ণভাবে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ক্যালে ও উত্তর ফ্রান্সের কতিপয় স্থানের উপরও আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল।

বৃটীশ নৌ-বহরের কৃতিত্ব

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ নৌ-বাহিনী পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ইটালীয়ান দ্বীপ ক্যাষ্টেল-লোরিজো দখল করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

জাপানীদের সিঙ্গাপুর ত্যাগ

টোকিয়োর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা স্বেচ্ছায় দলে দলে সিঙ্গাপুর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর বন্দরের প্রবেশ-পথে মাইন বসান হইয়াছে।

বহুসংখ্যক আমেরিকান সাংহাই ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটীশের রণ-সাফল্য

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ বাহিনী কুফ্‌রু সহরের পর ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত মারুকা সহরও দখল করিয়া লইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কেরেনিট নামক স্থানটিও বৃটিশ সেনাদলের অধিকারে আসিয়াছে।

মাল্টায় ব্যাপক বিমান-আক্রমণ

গত ২৬শে তারিখে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ বিমান একসঙ্গে মাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল। সামান্য কিছুমাত্র সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। দুইখানা জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ আরো কয়েকখানার ক্ষতি হইয়াছে।

লিবিয়াবাসীর নাৎসী বিদ্বেষ

লিবিয়ায় যেসব জার্ম্মাণ বৈমানিক ইটালীর সাহায্যার্থ গিয়াছে, স্থানীয় আরবগণ তাঁহাদের প্রতি খুব বিদ্বেষ পোষণ করে। সম্প্রতি একদিন দুইজন জার্ম্মাণ বৈমানিক প্যারাসুট সাহায্যে বিমান হইতে লাফাইয়া পড়িলে পর আরবগণ তাহাদিগকে হত্যা করে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

নিরপেক্ষ দেশের পোতাশ্রয়ে শত্রুপক্ষের জাহাজ

বন্দর হইতে বাহির না হইবার কারণ

লণ্ডনে সর্ব্বশেষ যে হিসাব করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, নিরপেক্ষ দেশগুলির বিভিন্ন বন্দরে মোট ১০ লক্ষ টন ওজনের অন্ততঃ ২৩৩টি শত্রুপক্ষীয় জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরগুলিতে মোট ২৮টি জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে; তাহার মধ্যে ২৬টি ইটালীয় জাহাজ। ব্রেজিলে ২৪টি আশ্রয় লইয়াছে; তাহার মধ্যে ১৬টি ইটালীয়। আর্জেণ্টাইনে আশ্রয় লইয়াছে মোট ২০টি, ইহার মধ্যে ১৭টি ইটালীয়দের। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য বন্দরে মোট আরও ৩৮টি শত্রু জাহাজ আশ্রয় লইয়াছে। ইহার মধ্যে ইটালীয় জাহাজের সংখ্যা ২১।

স্পেনের বিভিন্ন বন্দরে ১১টি জার্ম্মাণ ও ১১টি ইটালীয় জাহাজ, ক্যানারি দ্বীপে ৫টি জার্ম্মাণ ও ১৩টি ইটালীয়, এক্যোয়েডর-এ একটি জার্ম্মাণ জাহাজ এবং কেপ্ ভার্ডে দ্বীপে একটি ইটালীয় জাহাজ আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। এগুলির কোনটাই বন্দরের নিরাপদ গণ্ডীর বাহিরে আসিতে সাহস করিতেছে না। গত সেপ্টেম্বরের পরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে যে দুইটি জাহাজ নিরপেক্ষ দেশের বন্দর হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করে, তাহাদের অধিকাংশই আবার অন্য নিরপেক্ষ দেশীয় বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ২৩৩টি জাহাজের মধ্যে জার্ম্মাণীর একটি মাত্র জাহাজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং পালাইয়া জার্ম্মাণীতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ৭টি জার্ম্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে অথবা স্বেচ্ছায় আত্মনিমজ্জন করিয়াছে।

ভারতীয় পুলিশ বিভাগের চাকুরী

প্রতিযোগিতা পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

বাঙ্গলাদেশ হইতে ভারতীয় পুলিশে চাকুরীর জন্য নির্ব্বাচিত প্রার্থিগণের একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ১৯৪১ সনের ৬ই অক্টোবর তারিখ সোমবারে কলিকাতায় আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলাদেশে দুইজনকে চাকুরী দেওয়া হইবে; ইহার মধ্যে একটি চাকুরী মুসলমান প্রার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেক আবেদনপত্র আবেদনকারীর নিজ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অথবা, প্রার্থী কলিকাতাবাসী হইলে তাহার আবেদনপত্র কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের আফিসে ১৯৪১ সনের ২০শে মার্চ্চ তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে পৌঁছা প্রয়োজন।

২। আবেদন করিবার নির্দ্দিষ্ট ফরমের নকল ও ঐ সম্বন্ধে নিয়মাবলী ও পরীক্ষার বিষয়-তালিকা কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

পূর্ব্বের সকল আদেশ বাতিল হইয়া ১লা মার্চ্চ তারিখ হইতে নিম্নবর্ণিত পাইকারী ও খুচরা মূল্য নিম্নলিখিতরূপ হইবে:—

৮০ কাপি—প্রতি গ্রোস	..	৩৸৵০
প্রতি ডজন	..	।৵০
২ খানা	..	৵০
১ খানা	..	৯ পাই
৪০ কাপি—প্রতি গ্রোস	..	১৸০
এক ডজন	..	।৵০
তিন খানা	..	/৩
এক খানা	..	৬ পাই।

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

পল্লী-পাঠাগারের ব্যবস্থা

বিভিন্ন মহকুমা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, পল্লী-পাঠাগার ব্যবস্থায় বেশ ভাল কাজ হইতেছে এবং অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার এই পরিকল্পনার সুযোগ সকলেই পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতেছে। এই পরিকল্পনাকে আরও উপযোগী ও চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য নূতন নূতন পুস্তক ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্টের নিকট ১,২০০৲ টাকা সাহায্য চাওয়া হইয়াছে; সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট এই টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং একমাসের মধ্যেই নূতন পুস্তকাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে।

শরীর-চর্চ্চা শিক্ষা

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় প্রায় সমুদয় সমিতিতে ফুটবল খেলোয়াড়ের ও পল্লীর খেলাধুলার দল গঠন করা হইয়াছে। মহকুমার সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে খেলাধুলায় উৎসাহ জন্মাইবার জন্য কাপ ও শিল্ড প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা হইতেছে। জানুয়ারী মাসে আন্তঃবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উত্তর সদর মহকুমায় জামানিরপা পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রামবাসীদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈয়ার করিয়াছে। ইহার জন্য মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী বিনামূল্যে জমি প্রদান করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। গোয়ালীর শরীরচর্চ্চা ক্লাব গত বৎসর স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু আভ্যন্তরিক বিরোধের জন্য উহার কাজ বন্ধ হইয়াছিল। এখন উহার পুনর্গঠন করা হইয়াছে। গড়বেতা থানার ১১নং ইউনিয়নে কুলাগোদা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছা-মূলক শ্রমে একটি খেলার মাঠ প্রস্তুত করিয়াছে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড একটি ফুটবল ও খেলার সরঞ্জামাদি বিনা-পয়সায় সরবরাহ করিয়াছে।

কৃষির উন্নতি

উত্তর সদর মহকুমায় ভীমপুরে একটি পশুপালন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। অনতিবিলম্বে ডিমে কৃত্রিম তাপ দিয়া ছানা উৎপাদনের যন্ত্র আনা হইবে। ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ২৫০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। শালবনীতে একটি বীজাগার খুলিবার প্রস্তাবনা ঠিক হইয়াছে; শালবনী পল্লী-সংস্কার সমিতি এই বীজাগারের কাজ চালাইবে। শালবনী থানার মিরজুলার দশ বিঘার তুলার আবাদ হইতেছে। ইহা মেদিনীপুর তুলা-চাষী সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় করা হইতেছে। জেলার কৃষি-অফিসার এই সমিতির তত্ত্বাবধান করেন। এই সমিতি শীঘ্র একটি বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র আনিবে এবং তাহার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ৬০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। গড়বেতা থানার জিরাপাড়া ইউনিয়নে বেড়আড়িয়ায় একটি পশু-পালন প্রতিষ্ঠান খোলার সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়াছে। কাঁথী মহকুমায় আমগোল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি দশ বিঘা জমিতে একটি কৃষিক্ষেত্র খুলিয়াছে। কপি, ফুলকপি, টমেটো, শালগম, দার্জিলিং ও নৈনিতাল আলু, পিঁয়াজ, লঙ্কা, বেগুন প্রভৃতি এই কৃষিক্ষেত্রের ছোট ছোট খণ্ডে আবাদ করিয়া চাষীদিগের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছে। এই কৃষিক্ষেত্রে সার দিয়া চাষীদিগকে দেখান হইতেছে কিরূপে উন্নত ধরণের সার দিয়া আরও কৃষির উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

বাঙলার মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন কে, সি, আই, ই অসুস্থ হইয়া কিছুদিনের জন্য ছুটি লইয়াছেন।

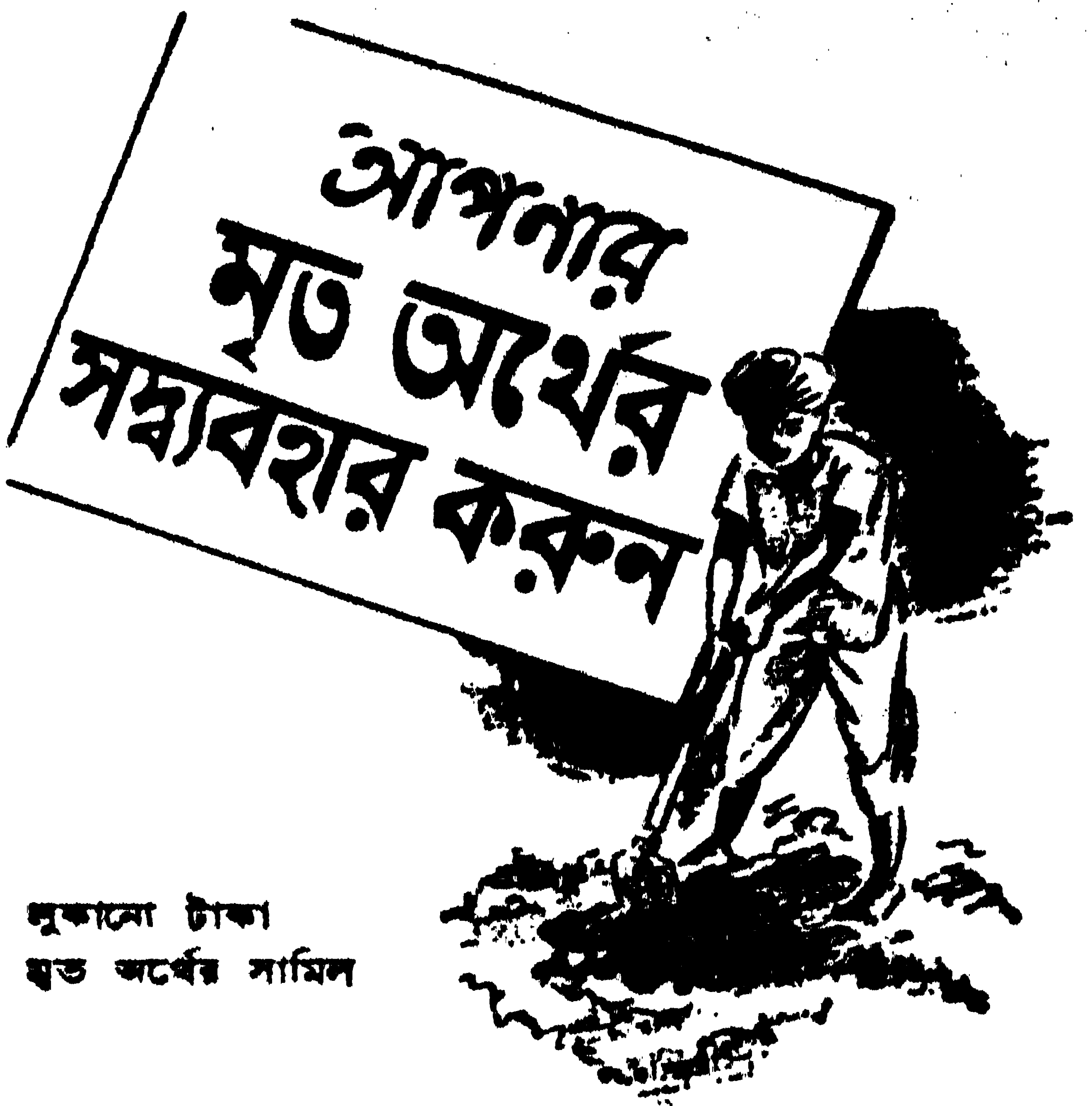

লুকানো টাকা
মৃত অর্থের সামিল

যে টাকা কোনো কাজে লাগে না তার কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু সেই টাকায় যদি 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' কেনেন তা'হলে টাকাটা দিনের পর দিন খাটতে থাকে। যেমন ধরুন ১০৲ টাকা দিয়ে আপনি যদি আজ একটি 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' কেনেন তা'হলে ১০ বছরে আপনার ৩৷৵০ আনা বেশী রোজগার হবে। জমির দাম কমতে পারে কিন্তু 'সেভিং সার্টিফিকেটে'র কমে না। টাকা কড়ি গহনাপত্র হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু 'সেভিং সার্টিফিকেট' ক্রেতার নামে রেজিষ্টী করা থাকে বলে কখনই হারায় না। ধান চাল বস্ত্র ইত্যাদির নষ্ট হবার ভয় আছে কিন্তু "সেভিং সার্টিফিকেট" যে কোন সময়ে পুরা-দামে ভাঙান যায়। সার্টিফিকেটগুলি বিভিন্ন দামে পাওয়া যায়—১০৲, ৫০৲, ১০০৲, ৫০০৲ ও ১০০০৲ টাকা।

কি করে সার্টিফিকেটগুলি
অল্পে অল্পে কিনতে পারা যায়

ডাক ঘরে গিয়ে, 'ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্টাম্প কার্ড' চেয়ে নিন—চাইলেই পাবেন। তারপর যখন যেমন সুবিধা হয় 'ডিফেন্স সেভিং ষ্টাম্প' কিনতে থাকুন—যাদের দাম ।০, ।।০ ও ১৲ টাকা। ১০৲ টাকা দামের ষ্টাম্প যখন কার্ডের ওপর জমা হবে, ডাক-ঘরে গিয়ে তখন তার পরিবর্ত্তে একটি ১০৲ টাকার 'ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট' নিন। এই 'সার্টিফিকেট' আপনার জন্য টাকা আনতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১৩৷৵০ আনা—এর জন্য ইনকাম ট্যাক্স লাগে না। টাকা যদি আপনার আগেই দরকার হয় তাহলেও সুদ শুদ্ধ ফিরৎ পাবেন।

বাঁচতে হলে টাকা বাঁচান

আয়বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্য
ডিফেন্স সেভিংস
সার্টিফিকেট কিনুন

G. I. 12

বঙ্গীয় নূতন মহাজনী আইন

জন-সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিধান-সমূহের সংক্ষিপ্ত-সার

দেশবাসীর অবগতির জন্য ১৯৪০ সালের নূতন বঙ্গীয় মহাজনী আইনের সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

কাহাদের উপর প্রয়োগ করা হইবে ?

এই আইন সকল শ্রেণীর খাতক, কৃষক, শ্রমিক, উকিল-মোক্তার, জমিদার, এক কথায় যে কেহ ঋণদায়-গ্রস্ত হইয়াছে, তাহার উপরেই প্রযোজ্য। তবে এমন কতকগুলি ঋণ আছে যেগুলি এই আইনের গণ্ডীবহির্ভূতরূপে বিবেচিত; যথা, তপশীল বা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক বা যে ব্যাঙ্ক এই আইন অনুসারে নোটিশ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবে, সেই ব্যাঙ্কের নিকট গৃহীত ঋণ, সমবায় সমিতি বা বীমা কোম্পানীর নিকট গৃহীত দেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক দেনা অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্যবসায় পরিচালন বাবদ দেয় অর্থ ইত্যাদি। কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যে বাড়ী ক্রয় বা নির্ম্মাণ কিম্বা জমিসহ বাড়ী নির্ম্মাণ বাবদ যে অর্থ দেনা করা হইবে এবং এই দেনা যদি কিস্তিবন্দী হিসাবে ১০ বৎসর বা তদতিরিক্ত সময়ের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে তাহাও এই আইন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। জন-স্বার্থ, ব্যবসা-বাণিজ্য-সংরক্ষণ ও উহার উন্নতিসাধন এবং দেশবাসীর আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কাহারা এই আইনের সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকারী ?

যে সমস্ত ব্যক্তির দেনা এখন পর্য্যন্ত শোধ হয় নাই এবং যাহাদের দেনার জন্য মামলা দায়ের করা হইয়াছে এবং ডিক্রিজারী করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ডিক্রি বলবৎ করা হয় নাই, তাহারা এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে পারে। দেনার ডিক্রির দায়ে যাহার সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে বিক্রীত সম্পত্তির দখল দেওয়া হয় নাই, সেই ব্যক্তিও এই আইনের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। যে সমস্ত ডিক্রি বলবৎ করা হয় নাই তাহা নাকচ করিবার জন্য এই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে, খাতককে ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। যে সমস্ত মামলা বা আপীলের নিষ্পত্তি হয় নাই, সেজন্য এবং ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে সমস্ত ডিক্রিজারী করা হয় নাই সেইগুলি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার জন্য খাতক আবেদন করিতে পারিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রি সম্বন্ধে অনায়াসেই পুনর্বিবেচনা হইতে পারে এবং মামলা দায়ের করার ১২ বৎসরের মধ্যে যদি কোন কারবার বন্ধ করা সম্পর্কে চুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও নাকচ হইতে পারে। খাতকের নামে মামলা করিয়া যদি কোন মহাজন ডিক্রি লাভ করিয়া খাতকের সম্পত্তি দখলও করিয়া থাকে, কিন্তু খাতক যদি সুদ পরিশোধ ইত্যাদি ব্যাপারে দরখাস্ত করিয়া সুবিচারপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে সে পুনরায় সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবে। হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পর খাতক তাহার ন্যায্য দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করিয়াছে, তাহা হইলে সে প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ পাইবে। খাতক যদি সুযোগ-সুবিধালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে নূতন ডিক্রিজারী করিয়া তাহাকে কিস্তিবন্দীর অধিকার দেওয়া হইবে, ডিক্রিজারী অনুযায়ী পাওনার জন্য তাহাকে কোনরূপ সুদ দিতে হইবে না, এই আইন অনুসারে প্রদত্ত ডিক্রিজারী সম্পর্কে কোন খাতককে গ্রেপ্তার করাও চলিবে না। ডিক্রিজারীর জন্য যদি কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে আদালতের বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশ বিক্রয় দ্বারা ডিক্রিপ্রদত্ত অর্থের সংস্থান হইতে পারে, মাত্র ততটুকু অংশ বিক্রীত হইবে।

মহাজন ও তাহাদের দায়িত্ব

যে সমস্ত লোক বাঙলায় মহাজনী (টাকা ঋণ দেওয়ার) কারবার চালাইতেছে, তাহাদের প্রত্যেককে নাম রেজেষ্টারী করিয়া লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহার এইরূপ লাইসেন্স না থাকে, তাহা হইলে সে নালিশ করিতে পারিবে না। তাহাকে কর্জ-দাদনের সময় খাতককে ঋণের শর্ত, মেয়াদ প্রভৃতিও প্রদান করিতে হইবে। দেয় কর্জ বাবদ যখনই কোন অর্থ দেওয়া হইবে, তখন মহাজনকে সহজবোধ্য ভাষায় পুরাপুরি রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ণ পরিশোধের সময় খাতকের স্বাক্ষরযুক্ত সমস্ত কাগজ দাখিল করিতে হইবে। যদি কোন জিনিষপত্র বা জমি বন্ধক দেওয়া থাকে তৎসমস্তই ফেরৎ দিতে হইবে, জামিন বাবদ খাতক যদি কোন দলিল দিয়া থাকে, তাহাও ফেরৎ দিতে হইবে। দেয় কর্জের প্রকৃত পরিমাণ লেখা নাই, সুদের হারও লেখা নাই, এবং পরে পূরণ করিবার উদ্দেশ্যে কোন ঘর শূন্য অবস্থায় রাখিয়া যদি কোন মহাজন কোন খাতকের নিকট হইতে দলিল গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে কারাদণ্ডসহ বা কারাদণ্ড ব্যতিরেকে অর্থদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদি কোন কর্জ প্রকৃতই ব্যবসা-বাণিজ্য বাবদ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে উহা ব্যবসার জন্য দেয় কর্জরূপে লেখা চলিবে না এবং উহা ব্যবসার জন্য প্রদত্ত ঋণ কিনা, তাহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব ঋণ-দাদনকারী মহাজনের উপরেই বর্তিবে। উল্লিখিত দফাগুলি সম্পর্কে কোন দলিল ভ্রমপূর্ণ বিবেচিত হইলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর হইবে এবং উহা লইয়া নালিশ করাও চলিবে না। প্রত্যেক ঋণদাতা মহাজনকে প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দুই মাসের মধ্যে প্রত্যেক খাতককে তাহার অপরিশোধিত দেনার পরিচয় প্রদানের জন্য খাতকদের ইচ্ছা অনুসারে বাংলা বা ইংরাজী ভাষায় পুরাপুরি হিসাব দিতে হইবে। এই হিসাবে বৎসরের প্রারম্ভে মোট আসল ও সুদের টাকা, যে সমস্ত অর্থ দাদন করা হইয়াছে বা শোধ করা হইয়াছে, তারিখসহ তাহার পরিচয় এবং অন্যান্য বিবরণী লেখা থাকিবে, ইহাতে দেনা সম্বন্ধে খাতকের কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না এবং দেনার প্রকৃত বরাদ্দ যে সকল সময়েই নির্ভুলরূপে সাব্যস্ত করিতে পারিবে। খাতক প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর অন্তর এই ধরণের হিসাবযুক্ত বিবৃতি দাবী করিতে পারিবে।

সুদ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন

এই সমস্ত ধারা কেবলমাত্র ঋণের বেলায় খাটিবে না, অতীত ঋণ সম্পর্কেও ইহা সমান প্রযুক্ত হইবে। উপরে যে সমস্ত ঋণ, কারবার, মামলা ডিক্রি ও আপীলের কথা বলা হইল, সেই সকল ক্ষেত্রেও এই সমস্ত ধারা খাটিবে। নিম্নে এই সমস্ত ধারার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। খাতকদের দেনার পরিমাণ এই সমস্ত ধারার যে কোন একটি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে। এই তিনটি ধারা প্রয়োগ করিয়া যে সর্ব্বনিম্ন দেনা দাঁড়াইবে, কোন খাতককেই তাহার অতিরিক্ত কোন অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে না :—

(১) যদি কোন লোক আসল বা সুদ বা একত্রে বাবদ মূল দেনার দ্বিগুণ পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ঋণ হইতে রেহাই পাইবে। তাহাকে আর অতিরিক্ত কোন অর্থই প্রদান করিতে হইবে না। "আসল ঋণ" এই কথাটি যাহাতে প্রযুক্ত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উদাহরণ।—(ক) একজন লোক শতকরা ২৫ টাকা সুদে ১০০ টাকা ধার লইয়াছে। সে সুদ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হওয়ায় শতকরা ২৫ টাকা সুদে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া নূতন ৩০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করিল। অতঃপর সুদ বা আসলে কিম্বা আসল ও সুদ উভয় বাবদ ২০০ টাকা দিল। তাহার মূল দেনা ছিল ১০০ টাকা, সেইজন্য সে উহা হইতে অব্যাহতি পাইল।

(খ) একজন লোক ১০০ টাকা ধার লইয়াছে। সে সুদ বাবদ ১৮০ টাকা শোধ করিয়াছে। এখন তাহার বিরুদ্ধে ৪০০ টাকার নালিশে ডিক্রিজারী হইয়াছে। সে মাত্র ২০ টাকা প্রদান করিয়া এই ডিক্রী হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

(গ) একজন লোক ১০০ টাকা ধার লইয়াছে এবং ১৬০ টাকা প্রদান করিয়াছে। এখন আর ৪০ টাকা দিলে, হ্যাণ্ডনোট সুদ, আসল ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার কিছুই দিবার থাকে না, দেনা হইতে সে অব্যাহতি পাইবে।

(২) যে কোন তারিখেই হউক না কেন, দেনা বর্দ্ধিত উক্ত তারিখে আসলের পরিমাণ যেরূপ দাঁড়াইবে, সুদ বাবদ তাহার অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে না।

উদাহরণ।—একজন লোক ১০০ টাকা ধার লইয়াছে এবং ঐ তারিখে ৭০ টাকা আসল বাবদ ও ৫০ টাকা সুদ বাবদ মোট ১২০ টাকা প্রদান করিল। নালিশে তাহার নিকট সুদ বাবদ আরও ১০০ টাকা পাওনা থাকিল। এখন যদি নালিশ করা হয়, তাহা হইলে মহাজন সুদ বাবদ ৩০ টাকার বেশী দাবী করিতে পারিবে না। এখন তাহাকে সুদের ৩০ টাকা ও আসলের ৩০ টাকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে খাতককে ৮০ টাকা দিয়া ঋণ হইতে মুক্তি পাইতে হইত। এখন সে এই ধরণের যে কোন ক্ষেত্রে এই নিয়মের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

(৩) এখন বন্ধকযুক্ত নিরাপদ কর্জের দেনায় শতকরা ৮ টাকা এবং বন্ধকহীন ঝুঁকিযুক্ত কর্জের দেনায় শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সুদ লওয়া চলিবে; অর্থাৎ ১০০ টাকা ধার দিলে যদি কোন জামানত না থাকে, তাহা হইলে পূর্ণ এক বৎসরে সুদ বাবদ ১০ টাকা এবং জামানত থাকিলে মাত্র ৮ টাকা সুদ পাওয়া যাইবে। শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা সুদের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বৎসর প্রতি টাকায় দেড় আনার কিছু উপর এবং প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক টাকায় ১.৬ পাই অর্থাৎ আধ পয়সার কিছু বেশী সুদ পাওয়া যাইবে। বৎসরে শতকরা ৮ টাকা সুদের বেলায় প্রত্যেক টাকায় প্রতি মাসে ১.২৮ পাই এবং প্রত্যেক বৎসর প্রতি টাকায় প্রায় ৫ পয়সা সুদ পাওয়া যাইবে। খাতককে মাত্র এই ধরণের সুদ প্রদান করিতে হইবে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক, একজন মজুর মাসে প্রত্যেক টাকায় এক আনা হিসাবে সুদসহ ১০ টাকা ধার লইয়াছে। দলিলের শর্ত অনুসারে প্রত্যেক মাসে তাহাকে সুদ বাবদ ॥৵০ আনা হিসাবে শোধ করিতে হইবে। নূতন আইন অনুসারে তাহার যদি কোন জামানত না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মাসে মাত্র ১৬ পাই অর্থাৎ ১ আনা ৪ পাই সুদ দিতে হইবে। এখন মনে করুন, আট মাস পর ঐ খাতক সুদ বাবদ ৮০ আনা শোধ করিল। নূতন আইন অনুসারে সুদ বাবদ তাহার ১০ আনা ৮ পাই অর্থাৎ ১১ আনার বেশী শোধ করার প্রয়োজন নাই। সেইজন্য ১১ আনা সুদ বাবদ জমা হইয়া বাকী

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সমস্যার উদ্ভব

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কয়েকখানা ইটালীয় বিমান বিনষ্ট

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটীশ বিমানসমূহ ইটালীর ভ্যালোনা বন্দর আক্রমণ করিয়া বিরাট ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সবগুলি বৃটীশ বিমানই নিরাপদে ফিরিয়া আসে। নয়খানা ইটালীয় বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

দার্দ্দেনেলিস প্রণালীতে মাইন সমাবেশ

তুর্কী নৌ-বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন যে, যে সকল জাহাজ দার্দ্দেনেলিস দিয়া যাইতে চাহে, তাহাদের প্রত্যেককেই এখন হইতে নিজের নিজের পরিচয় জানাইতে হইবে এবং একজন করিয়া পাইলটের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

প্রকাশ যে, দার্দ্দেনেলিস দিয়া জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যে নির্দ্দেশ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা মাইন সংস্থাপনের জন্যই করা হইয়াছে।

স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর সাফল্য

দক্ষিণ লিবিয়ার একটি ওয়েসিস গত ১লা মার্চ্চ স্বাধীন ফরাসী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এইখানে এক হাজার ইটালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক একটি গিরিবর্ত্ম দখল

গত ১লা মার্চ্চ এবিসিনিয়ার উত্তরাঞ্চলের বৃটিশ বাহিনী কিরেণব্যাপী রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটা গিরিবর্ত্ম অধিকার করিয়াছে। এই স্থানটা ইটালীয়দের একটা শক্ত ঘাঁটী ছিল এবং সমগ্র উপনিবেশ অধিকারের পক্ষে ইহা একটা সামরিক চাবিকাঠি বিশেষ।

আবিসিনিয়ার গোন্দারগামী রাস্তায়ও আরো সাফল্য অর্জ্জিত হইয়াছে। গল্লার প্রদেশে স্বদেশ-প্রেমিক আবিসিনিয়ান বাহিনীর বাহীর ইটালীয় ঘাঁটিতে আক্রমণ করিয়া তাহাদের খুবই ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

এক ডিভিশন ইটালিয়ান সৈন্য বিধ্বস্ত

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ আফ্রিকায় গোল্ডকোষ্ট বাহিনী ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ড জুবা নদীর তীরে এক ডিভিশন ইটালীয়ান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছে। তাহারা তিনজন ইটালীয়ান ব্রিগেডিয়ারকে বন্দী করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকান বাহিনী মোট ২ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করিয়াছে।

২৬ খানা ইটালিয়ান বিমান বিনষ্ট

এথেন্সে ১লা মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহর আলবেনিয়ায় ২৬ খানা শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে। আরও ৪খানা শত্রু-প্লেন এমন জখম হইয়াছে যে, ঐগুলি ঘাঁটীতে ফিরিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। একখানা বৃটীশ প্লেনও খোয়া যায় নাই।

গ্রীক সৈন্যদের সাহায্য করিবার সময় রাজকীয় বিমান বহর তেপেলিনির পূর্ব্বে কয়া গ্রামের উপর সার্থক বিমান আক্রমণ পরিচালন করিয়াছিল।

বৃটীশ ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগের ঘোষণাবাণীতে প্রকাশ, উত্তর-সাগরে কনভয়ের উপর জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধের সময় বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "এক্সমুর" জলমগ্ন হইয়াছে। উক্ত ঘোষণাবাণীতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ইউ-বোটসমূহ উত্তর সাগরে একটি কনভয় আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত হয় বটে, কিন্তু "এক্সমুর" ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে। কনভয়ের অন্য কোন জাহাজ আদৌ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

ভিসি সরকার কর্ত্তৃক জাপানের দাবী স্বীকার

ফরাসী-থাই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য জাপান যে সমস্ত শর্ত্ত দাখিল করিয়াছে, ভিসি মন্ত্রিসভা মূলনীতি হিসাবে সেই সমস্ত শর্ত্ত মানিয়া লইয়াছেন।

কি কি শর্ত্তে জাপ প্রস্তাব মানিয়া লওয়া হইল, তাহা এখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হয় নাই; তবে ভিসি মন্ত্রিসভা ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ এড়াইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

জার্ম্মাণ কনভয় আক্রান্ত

ব্রিটিশ উপকূল-রক্ষী বিমান বাহিনী গত ২রা মার্চ উত্তর সাগরে জার্ম্মাণ কোস্টালদার জাহাজসমূহের কনভয়ের উপরে আক্রমণ চালাইয়া একখানি ২০,০০০ হাজার টন ভারবাহী জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়াছিল।

মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী

রংপুরে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ

মাননীয় অর্থসচিব মিঃ এইচ, এস্, সোহরাওয়ার্দ্দী রংপুর জিলায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে গমন করেন।

মোসলেম ন্যাশনাল গার্ড কোরের ভলান্টিয়ারগণ মাননীয় মন্ত্রীকে গার্ড-অব-অনার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন।

স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রীকে একটি মানপত্র প্রদত্ত হইলে, তদুত্তরে তিনি একটি বক্তৃতা করেন।

অতঃপর মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী সরকারী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার বিশ্লেষণ করেন। নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন চাষীর অসুবিধা হইতে পারে, তৎসম্পর্কে সরকার যে অবহিত আছেন, মাননীয় মিঃ সোহরাওয়ার্দ্দী বক্তৃতায় তাহা সকলকে জানাইয়া দেন। তিনি এই সম্পর্কে আরও বলেন যে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকিলেও, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাপকভাবে চাষী সম্প্রদায়ের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচন করিতে সমর্থ হইবে। পাটের জমি রেকর্ড করা সম্পর্কে যে সামান্য ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, সরকার তাহা সংশোধনের আদেশ দিয়াছেন বলিয়া মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত জনতাকে আশ্বাস প্রদান করেন।

ভারতবর্ষে গোলাগুলীর উৎপাদন বৃদ্ধি

সামরিক প্রয়োজনের বিভিন্ন জিনিষের জন্য ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার অর্ডার

ভারতবর্ষের অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কামানের গোলা, বন্দুকের কার্ত্তুজ, ছোট বোমা, রাইফেল, বন্দুকের সঙ্গীন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিবার গ্যাসের আধার প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চ্যাটফিল্ড কমিটি ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্রগুলির গোলাগুলির পরিমাণ যতটা বৃদ্ধি করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ উৎপাদনের এক পরিকল্পনা প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে এবং বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। এই বৎসরের মাঝামাঝি কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সম্প্রতি লাহোরের প্রদর্শনীতে বিভিন্ন অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানা হইতে প্রায় ২৮১ প্রকারের নমুনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। সামরিক বিভাগে ব্যবহৃত বহু জিনিষের ড্রয়িং ও বিশেষ বিবরণসহ কারখানাগুলির বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীর ফলে মোট ৪০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার ১৭টি অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। ৬০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল।

সমগ্র বঙ্গব্যাপী নিষ্প্রদীপ মহড়া

কলিকাতার সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

সূর্য্যাস্ত হইতে সমস্ত রাত্রিব্যাপী প্রথম নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা বিগত ৩রা মার্চ সোমবার রাত্রে কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জিলার শিল্প-অঞ্চলে সাফল্যের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে।

এ, আর, পি, এবং সিভিকগার্ড অফিসারগণ, ওয়ার্ডেন ও তাঁহাদের সহকারীদিগকে লইয়া সারারাত্রি ব্যাপী কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে পরেই বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা ও বাঙলার এ, আর, পি, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক প্রচারিত উপদেশ জনসাধারণ কতদূর পর্য্যন্ত প্রতিপালন করিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

উক্ত উপদেশে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, সমস্ত রাস্তা ও বাহিরের বাতি নিভাইয়া ফেলিতে হইবে; গৃহের বাতি এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, যাহাতে গৃহের বাহির কিংবা উপর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়। রাস্তার সমস্ত যানবাহনের আলো এবং নদীস্থিত জাহাজ ও নৌকাদি বাহিরের আলো পর্দ্দাবৃত করিতে হইবে এবং সমস্ত ব্যবসা সম্পর্কিত চুল্লি, জেটি ও ডকের আলো, চলতি ও বন্দরস্থিত জাহাজের আলো নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী ও ইলেকট্রিক কোম্পানীগুলিকে তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন সমস্ত রাস্তার বাতি নিভাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। রেলওয়েসমূহ ও পোর্ট কমিশনার এ, আর, পি, কণ্ট্রোলার মিঃ এস, ভি, এইচ, লাইমনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাহাদের আলো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে ব্যবস্থা

নির্দ্দেশ অনুসারে হাওড়া ষ্টেশনের সমস্ত বাতি নিয়ন্ত্রিত ও পর্দ্দাবৃত করা হয়। ষ্টেশনের কর্ম্মচারিগণ আবৃত ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে যাত্রীদিগকে প্লাটফর্ম্মে নেওয়া-আনা করেন। যতটুকু সম্ভব নিষ্প্রদীপ অবস্থার মধ্যেই ট্রেণ ষ্টেশনে যাওয়া আসা করে। কোন সার্চলাইট ব্যবহার করা হয় নাই।

শিয়ালদহ ষ্টেশনেও উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ট্রাম গাড়ীগুলি রীতিমত চলাচল করিয়াছে; উহাদের বাতিগুলি আবৃত অবস্থায় ছিল। মোটর গাড়ীগুলির হেডলাইটের বাল্ব খুলিয়া ফেলিয়া ও সাইড লাইটের কাচের মধ্যে খবরের কাগজের মত পাতলা আবরণ দিয়া মোটরযান চালান হইয়াছিল।

এই সারারাত্রিব্যাপী নিষ্প্রদীপকরণ ব্যবস্থার পর হইতে আলো-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে যাহাতে আলো গৃহের বাহিরে দেখা না যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং দোকানের ভিতরের আলো এরূপভাবে পর্দ্দাবৃত করিতে হইবে, যাহাতে বাহির হইতে আলোর শিখা না দেখা যায়।

শহরের সর্ব্বত্রই যথোপযুক্তভাবে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বাঙলার যুদ্ধ তহবিল

সংগৃহীত টাকার হিসাব

বাঙলার যুদ্ধ তহবিলে ১৯৪১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬৫,২৯,১৮০৲। এই টাকার মধ্য হইতে ৪২,৯৬,৯০০৲ টাকা হিজ এক্সেলেন্সি ভাইসরয়ের মারফত পক্ষ হইতে বৃটিশ সমর প্রচেষ্টায় দেওয়া হইয়াছে।

(প্রেস-নোট)

মেদিনীপুর জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নানাদিক দিয়া আশাপ্রদ প্রগতি

মেদিনীপুর জেলার বিগত ডিসেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের নানাবিষয়ক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, সমস্ত জেলাব্যাপী পল্লী-উন্নয়নের কার্য্য সংগঠন জন্য সুব্যবস্থিত ও নিয়মিতভাবে সর্ব্বত্র জনসভার অনুষ্ঠান করিয়া প্রচারকার্য্য দ্বারা বিভিন্ন পর্য্যায়ে পল্লী-উন্নয়নের উদ্দেশ্য বিশেষভাবে স্থানীয় প্রয়োজন ও তাহা মিটাইবার পন্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামের বাস্তব প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করিয়া পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের গঠনমূলক পরিকল্পনা স্থির হওয়ায় গ্রামবাসীদের সাড়া উপলব্ধি করা যাইতেছে। আলোচ্য মাসে, বিশেষ করিয়া উত্তর সদর মহকুমা, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায়, বহুসংখ্যক পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং পুরাতন সমিতিগুলিকে নব উদ্যমে পুনর্গঠন করা হইয়াছে। উত্তর সদর মহকুমায় ৯টি, ঘাটালে ৭টি ও ঝাড়গ্রাম মহকুমায় ৬টি নূতন পল্লী-সংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘাটাল মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ঘাটালে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত ট্রেনিং ক্যাম্প দুই সপ্তাহের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, পল্লী-উন্নয়নের বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যে বহু সরকারী কর্ম্মচারী ও বাছাই করা পল্লীকর্ম্মিগণকে ব্যবহারিক ও পুঁথিগত ট্রেনিং দেওয়ার জন্য এই ক্যাম্প খোলা হইয়াছিল। অনুরূপ আর একটি ক্যাম্প ঝাড়গ্রামে খোলা হইয়াছিল, তথায় বিভিন্ন পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও জমিদারী সমিতি হইতে ২৯ জন কর্ম্মীকে ট্রেনিং দিয়া পল্লী-সংস্কার কাজে তাহাদের পারদর্শিতার সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সমুদয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মী নিজেদের গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে পল্লী-সংস্কারের বার্ত্তা প্রচার করিবেন এবং নিজেদের গ্রামের অবস্থার উন্নতি করার জন্য আত্মনিয়োগ করিবেন। সদর মহকুমায় এইরূপ একটি শিক্ষা-শিবির খোলার উদ্দেশ্যে বালিচকে একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সার্কেল অফিসারগণ ও স্পেশাল অফিসারগণ উত্তর ও দক্ষিণ সদর মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য যথেষ্ট প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন। এই শিবির দুই সপ্তাহের জন্য খোলা হইয়াছিল।

রাস্তার উন্নতি

উত্তর সদর মহকুমায় নাওড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খড়্গপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে নাওড়ী পর্য্যন্ত ২$\frac{1}{2}$ মাইল লম্বা একটি রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক কাজ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও কাজ চলিতেছে। এই সমিতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই কাজের জন্য ৬০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছে এবং ৩০৲ টাকা স্থানীয় চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ২০০৲ টাকার স্বেচ্ছামূলক শ্রম স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। ঐ মহকুমায় বেনাচাপড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি শুধু স্বেচ্ছামূলক শ্রমে পুরুষোত্তমপুর খাল হইতে বেনাচাপড়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিস পর্য্যন্ত $\frac{1}{2}$ মাইল লম্বা একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। আমাবিরণা পল্লী-সংস্কার সমিতি ১$\frac{1}{2}$ মাইল লম্বা একটি গ্রাম্য রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে, এই রাস্তার দুই ধারে খাল কাটা হইয়াছে। মাড়িপোল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২$\frac{1}{2}$ মাইল লম্বা ও ৩ ফুট গভীর একটি সেচ-খাল খনন করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে করা হইয়াছে।

দক্ষিণ সদর মহকুমায় মকিম্পা বাগড়াদেরিয়া পল্লী-সংস্কার সমিতি ৩ মাইল লম্বা একটি রাস্তা মেরামত করিয়াছে। কেশিয়াড়ী থানায় বাবুপোরিয়া হইতে কুলটিকরী পর্য্যন্ত ৫ মাইল লম্বা একটি রাস্তা, যাহা দ্বারা সদর মহকুমা ও ঝাড়গ্রামের সংযোগ সাধিত হইবে এবং অপর একটি রাস্তা মাধপুর হইতে লক্ষ্মণপুর পর্য্যন্ত, যাহা দ্বারা খড়্গপুর থানার ১০নং ও ১১নং ইউনিয়নের সংযোগ সাধিত হইবে, আরম্ভ করা হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম মহকুমায় নেড়াদহরা, বন্দোয়া ও আগুইবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি তাহাদের নিজ নিজ এলাকার রাস্তা মেরামত করা আরম্ভ করিয়াছে।

কাঁথী মহকুমায় আরগোল সমবায় নীমিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২০০ গজ দীর্ঘ একটি পল্লীপথ প্রস্তুত করিয়াছে, ইহা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে হইয়াছে। মাত্র ৭৲ টাকা মজুরদের বেতন স্বরূপে ব্যয় হইয়াছে। এগরা থানার বাথিলা ইউনিয়নে গ্রামবাসীরা নিজেই ৮০০ গজ একটি পল্লীপথ মেরামত করিয়াছে।

স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা

উত্তর সদর মহকুমায় গোয়ালী পল্লী-সংস্কার সমিতি ১২ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। বেনাচাপাড়া পল্লী-সংস্কার সমিতি ২টি পুষ্করিণী ও ২ মাইল রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত খড়কুসুম পল্লী-সংস্কার সমিতি পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্য একটি পুষ্করিণী খননের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। শঙ্খবেড়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তথায় একটি ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক সমিতি স্থাপনের সমুদয় আয়োজন শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ সদর মহকুমায় নারুমী বাগড়াদেরিয়া পল্লী-সংস্কার সমিতি রাস্তার ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে, নয়টি ডোবার জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়াছে এবং একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে একটি বিরাট জনসভায় উপস্থিতিতে দক্ষিণ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। এই সভায় একটি মহিলাকে তাহার বাড়ী ও উহার চতুষ্পার্শ্বের স্থান পরিষ্কার রাখার জন্য কাঁসার কলসী পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং বাড়ীতে স্বাস্থ্য রক্ষার সুব্যবস্থায় প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। নব-প্রতিষ্ঠিত খাখানগর দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইতেছে। স্থানীয় একজন সজ্জন ব্যক্তির দানের অর্থে দাসপুর থানার মহৎ গ্রামে শীঘ্রই একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা হইবে। খলিসার সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি যথেষ্ট ভাল কাজ করিতেছে, সাবং থানায় দশগ্রামে প্রতিবেশিগণের অনুকরণে একটি স্বাস্থ্য সমিতি আশু খোলা হইয়াছে। কাঁথী মহকুমায় আরগোল সমবায় পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আরগোলে ৪টি ডোবা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়াছে। পটাশপুর থানায় ১৪নং ইউনিয়নে নব-প্রতিষ্ঠিত বড়উত্তমপুর সেবক সমিতি এক মাইল খালের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে, ১২টি পুষ্করিণীর জলজ জঞ্জাল সাফ করিয়াছে ও ১৫টি ডোবায় কেরোসিন তৈল ঢালিয়াছে। উপরোক্ত ইউনিয়নে কাপাসথালি চকের বাঁধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে মেরামত করা হইয়াছে। কর্ম্মীদিগের আহারের ব্যবস্থার জন্য বড় উত্তমপুর সমিতি ২৭৲ টাকা ও আরগোল সমিতি ১৮৲ টাকা দিয়াছিল। এগরা থানার ১১নং ইউনিয়নে জগন্নাথপুরে একটি নূতন নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীরা একটি পুরাতন নলকূপের সংস্কার সাধন করিয়াছে; এগরা ইউনিয়ন এই কাজে ১৬৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বিড়াগ্রামের পল্লী-সংস্কার সমিতি গ্রাম্য পথের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। হরদা গ্রামের সমিতি দরিদ্র লোকদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে।

তমলুক মহকুমায় সোনাপুই পল্লী-মঙ্গল সমিতি দুইটি রাস্তার ধারে অনুমান ৩ মাইল খালের জঙ্গল এবং সাতটি পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। পরমানন্দপুর সমিতি দুইটী রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে।

শিক্ষা ও মানসিক শ্রান্তি অপনোদন

উত্তর সদর মহকুমায় গোয়ালী পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন এবং শেকুয়াবনের নব-প্রতিষ্ঠিত পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি নৈশ-বিদ্যালয় খুলিয়াছে। তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হইয়াছে ২০ জন। খড়কুসুমের নূতন পল্লী-সংস্কার সমিতি একটি উচ্চ প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছে এবং অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। আনন্দপুর সমিতি গ্রামবাসীদের মানসিক শ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি গ্রাম্য সভাগৃহের প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং সম্প্রতি ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের ৫০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পল্লী-সংস্কার সমিতি

ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বিনপুর, হরদা, দহিজুড়ী, জামবোনা, বাঁদুড়া, আগুইবাড়ী, বাজা, মাণিকপাড়া, বড়জুড়ী এবং লালবহরার পল্লী-সংস্কার সমিতি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ছবিগুলি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং গ্রামের অশিক্ষিত বয়স্কদের শিক্ষার জন্য সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলপ্রদ বিষয়ে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বীনপুর, কবলাই, নয়াবসান, লটচুড়া, বাণীচুয়া, হরদা ও বাঁকুড়ার নৈশ-বিদ্যালয়গুলিতে বেশ সন্তোষজনক কাজ চলিতেছে। আলোচ্য মাসে রামনগরে একটি গ্রাম্য সভাগৃহ খোলা হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ঐ সমুদয় গ্রামে অভিনয়-সমাজ গঠন করা হইয়াছে। ঘাটাল মহকুমায় সমুদয় পল্লী-সংস্কার সমিতি বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চালাইয়াছে। তাহাদের মধ্যে যে সব সমিতি সব চেয়ে ভাল কাজ করিয়াছে সেগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

চন্দ্রকোণা থানায়—শ্যামগঞ্জ, মহাবাজা, কুইপুর, ও ভাবকরপুর।

ঘাটাল থানায়—দিহবাগ্রাম, সাতুক পাড়া, মনোহরপুর।

দাসপুর থানায়—সোনাখালী, জোতকেশব, দাসপুর, সাগরপুর ও খরিয়ালী চক।

কাঁথী

কাঁথী মহকুমায় আলোচ্য মাসে চারিটি নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। একটি পটাশপুর থানায় বড় উত্তমপুরে—ছাত্রসংখ্যা ২৭ জন, ভগবানপুর ও দিঘায় ২টি—ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ১২ জন ও ৭ জন, অপরটি খড়িয়ায়—ছাত্রসংখ্যা ১০ জন। খড়িয়ায় একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; গ্রামবাসিগণ উহার জন্য চাঁদা তুলিয়া ২০০৲ টাকা দিয়াছে এবং খড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ড তাহাতে ২০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছে। পাঁচিনপুর পূর্ব্ব আমরুলী যুবক সমিতি এবং নবপ্রতিষ্ঠিত খাদিয়া গোবিন্দপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি নিজ নিজ সমিতির জন্য গ্রাম্য সভাগৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছে এবং উহার জন্য বাঁশ ও পুরনির্ম্মাণের জিনিষাদি চাঁদা করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে।

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বঙ্গীয় নূতন মহাজনী আইন

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

৩৯ আনা আসলের ঘরে জমা পড়িবে। অর্থাৎ ৮০ আনা দেওয়ার ফলে তাহার আসল বাকী থাকিবে মাত্র ৫ টাকা ১১ আনা; শতকরা ১০৲ টাকা হারে সুদ এই ৫৲ টাকা ১১ আনার উপরেই ধার্য্য হইবে। ৫৲ টাকা ১১ আনার মাসিক সুদ দাঁড়াইবে মাসে ৯ পাই অর্থাৎ ৩ পয়সা। মনে করুন, ঐ খাতক দলিলে লিখিত মাসে এক আনা হিসাবে সুদ পরিশোধিতেছে ভুলিয়া ৪ মাস পর মহাজনকে সুদ বাবদ ৪০ আনা প্রদান করিল। এই চার মাসে তাহার সুদ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৩ আনা। সেইজন্য ৩ আনা সুদের ঘরে জমা পড়িয়া এবং ৩৭ অর্থাৎ ২ টাকা ৫ আনা আসল বাবদ জমা পড়িয়া আসলকে মাত্র ৩ টাকা ৬ আনায় পরিণত করিবে। খাতক এইভাবে কেবলমাত্র সুদ পরিশোধ করিতে থাকিলেও সুদ ও আসল উভয়ই শোধ হইতে থাকিবে। সেইজন্য যে সমস্ত খাতক নিয়মিতরূপে চড়া হারে সুদ প্রদান করিয়া আসিতেছে তাহারা যদি উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে তাহাদের দেয় অর্থের হিসাব লয়, তাহা হইলে তাহাদের অধিকাংশ লোকই দেখিবে যে, তাহাদের সুদ ও আসল দুই-ই শোধ হইয়া গিয়াছে। যদি ডিক্রিজারী হইয়া থাকে, তাহাতেও ভীত হওয়ার প্রয়োজন নাই। ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত ডিক্রি যদি বলবৎ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পালটা মামলা রুজু করা চলিবে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রথা অনুসারে সুদ ও আসল সমস্তই নূতন করিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। চক্রবৃদ্ধি সুদ অবশ্যই বে-আইনী করা হয় নাই, কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ থাক আর নাই থাক, মহাজন জামানত-যুক্ত কর্জ্জের জন্য শতকরা ৮৲ টাকা এবং জামানতবিহীন কর্জ্জের জন্য শতকরা ১০৲ টাকার বেশী সুদ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যে সমস্ত তারিখে সুদ জমা দেওয়া হইয়াছে, হিসাবে যে পরিমাণে বেশী সুদ হইয়াছে তাহা আসল বাবদ বাদ পড়িবে, এবং এইভাবে হিসাব করিয়া মোট দেনার পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। দ্বিতীয় ধারা অনুসারে যে কোন সময়ে যে পরিমাণে আসল থাকে তাহার অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ বে-আইনী। প্রথম ধারা অনুসারে পরিশোধিত সমস্ত অর্থ হিসাব করিতে হইবে; মূল আসল হইতে বাদ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই দেনার পরিমাণরূপে গ্রাহ্য হইবে।

নূতন দলিল অনুযায়ী কোন সুদের সহিত মূল আসলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না। অগ্রিম সুদ ইত্যাদি বাবদ যদি কোন অর্থ বাদ দেওয়ার সময় কাটিয়া লওয়া হয়, তাহার সহিতও মূল আসলের কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

নূতন আইনে খাতকদের সুখ-সুবিধা

(১) উল্লিখিতভাবে আসল ও সুদ পরিশোধ সম্পর্কে সুবিধা।

(২) ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কর্জ্জ দাদন হইয়া থাকিলে ডিক্রিলিখিত অর্থের জন্য কোন সুদ দিতে হইবে না।

(৩) ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পর কর্জ্জ দাদন করা হইলে ডিক্রির আদেশপ্রাপ্ত দেনার জন্য শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

(৪) খাতককে কর্জ্জ লওয়ার কথাবার্ত্তা পরিচালন, কমিশন, কাগজপত্রাদি চার্জ্জ ইত্যাদি বাবদ মহাজনকে কোন অর্থ দিতে হইবে না। খাতক যদি এই ধরণের কোন অর্থ দেয়, তাহা তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে অথবা আসল হইতে সেই পরিমাণে বাদ দিতে হইবে। খাতকের যদি সম্মতি থাকে, তাহা হইলে স্বত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান, ষ্ট্যাম্পের দাম, রেজেষ্টারীর খরচা ইত্যাদি তাহার নিকট হইতে আদায় করা যাইতে পারে।

(৫) বন্ধক সংক্রান্ত ডিক্রির বেলায় বাদী ও প্রতিবাদীর অবস্থা, ডিক্রির অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আদালত নির্দ্দিষ্ট তারিখসহ বার্ষিক কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। কিন্তু প্রতিবাদী যদি কিস্তি খেলাপ করে, তাহা হইলে সমস্ত পাওনা একসঙ্গে আদায়ের জন্য ডিক্রি দেওয়া হইবে; তবে আদালতের সময় দেওয়ারও অধিকার থাকিবে। চরম ডিক্রির মেয়াদ অতীত হওয়ার পূর্ব্বেই খাতক যদি খেলাপী টাকা আদালতে দাখিল করিতে পারে, তাহা হইলে চরম ডিক্রি নাকচ করিতে হইবে।

(৬) ১৯৪০ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে যে সমস্ত কর্জ্জ দাদন করা হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্জ্জের বেলায় আদালত বিনা সুদে কিস্তিবন্দীর আদেশ প্রদান করিবে। বাদী ও প্রতিবাদীর অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আদালত প্রয়োজন হইলে ঊর্দ্ধ পক্ষে ২০ বৎসরের মেয়াদে পর্য্যন্ত কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে। এই ধরণের কিস্তি খেলাপ হইলে, ডিক্রির সমস্ত পাওনার পরিবর্ত্তে মাত্র খেলাপী কিস্তির পাওনা আদায় করা চলিবে। যদি কোন ডিক্রি জারী হইয়া থাকে এবং উহার মেয়াদ চলিতে থাকে, তবুও এই আইন প্রযুক্ত হইবে। কিস্তি খেলাপ হইলে ডিক্রিদার মাত্র খেলাপী কিস্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে এবং খেলাপের তারিখ হইতে সে শতকরা ৬৲ টাকা হিসাবে সুদ পাইবে। খেলাপী কিস্তি পরিশোধের জন্য আদালত এক বৎসরের অতিরিক্ত সময় দিতে পারে। যে খাতকের নামে নালিশ করা হইয়াছে, যদি আদায়ের চরম আদেশ প্রদানের পূর্ব্বে খেলাপী টাকা জমা দিতে পারে, তাহা হইলে আদালত উক্ত আদেশ জারি হইতে বিরত থাকিবে।

(৭) আদালতের বিবেচনায় ডিক্রির দাবী পূরণের জন্য সম্পত্তির যে পরিমাণ অংশ নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের দরকার, মাত্র সেই পরিমাণে বিক্রয় করা চলিবে। উক্ত মূল্যে যদি সম্পত্তি বিক্রীত না হয়, তাহা হইলে ডিক্রিদারকে দাবীর বাকী অংশ ত্যাগ করিতে হইবে।

(৮) মহাজন কর্ত্তৃক পাওনা আদায়ে বা বন্ধকী জিনিষপত্র বিক্রয় অথবা খাতক কর্ত্তৃক দেনার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ ইত্যাদি যে কোন কারণেই হউক না কেন, এবং আদালত এই সমস্ত ব্যাপার সম্পর্কে যেভাবেই নিষ্পত্তি করুক না কেন, ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত যে সমস্ত হিসাবপত্র, মামলা-মোকদ্দমা বা ডিক্রিজারী ইত্যাদি মুলতুবী ছিল, পুনরায় সেই সমস্ত লইয়া নূতন মামলা দায়ের করা চলিবে।

(৯) ১৯৩৯ সনের ১লা জানুয়ারীর পরে কোন খাতক যদি দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ফেরৎ পাইবে।

(১০) কোর্টের ডিক্রির বলে ডিক্রিদার যদি খাতকের কোন সম্পত্তি দখল করিয়া থাকে এবং তাহার অধিকারে থাকে, তাহা হইলে নূতন মামলা দায়েরের সঙ্গে সঙ্গে খাতক তাহা অধিকার করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে আদালত কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু কিস্তি খেলাপ হইলে খাতককে পুনরায় পূর্ব্বে বিক্রীত সম্পত্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

(১১) মহাজনের সহিত হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য খাতক আদালতে মাত্র ১৲ টাকা জমা দিয়া আবেদন করিতে পারিবে।

(১২) এইরূপ হিসাবের পর খাতককে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, খাতক তাহা আদালতে জমা দিতে পারিবে। আবার মহাজন যদি খাতকের টাকা লইতে অসম্মত হয়, তাহা হইলে তাহা আদালতে জমা দেওয়া চলিবে, এবং এরূপ খাতককে জমা দেওয়ার তারিখ হইতে আর কোন সুদ টানিতে হইবে না।

অত্যাচার

মহাজন পাওনা আদায়ের জন্য খাতককে উত্যক্ত বা অত্যাচার করিতে পারিবে না। সে শত্রুতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না বা খাতকের গতিবিধিতে কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারিবে না। সে খাতকের অনবরত অনুসরণ করিতে পারিবে না, খাতকের সম্পত্তিভোগে বাধা দিতে পারিবে না, খাতকের বাসস্থান বা ব্যবসার স্থানে অনর্থক অপেক্ষা ও চলাফেরা করিতে পারিবে না। এই ধরণের অত্যাচার আইনতঃ দণ্ডার্হ এবং এজন্য অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড কিম্বা দুই প্রকার দণ্ডেই দণ্ডিত হইতে হইবে।

জিনিষপত্রে কর্জ্জ দাদন

জিনিষপত্রে দাদন সম্পর্কেও এই আইন বলবৎ হইবে। জিনিষপত্রের বিনিময় মূল্য অনুসারে দেনার পরিমাণ ধার্য্য হইবে ও এই আইন উহাতে প্রযুক্ত হইবে। যদি জিনিষপত্রে মধ্যে মধ্যে দেনা শোধ দেওয়া হয়, তাহা হইলেও উহার প্রকৃত নগদ মূল্য অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

বিক্রমপুর প্রদর্শনী

মাননীয় রাজস্ব সচিব কর্ত্তৃক উদ্বোধন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় বিক্রমপুর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাঁহাকে স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটি, মহকুমা জন-কল্যাণ সমিতি ও প্রদর্শনী কমিটির পক্ষ হইতে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

মানপত্রের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিক্রমপুরের অতীত গৌরব এবং পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। বিক্রমপুরের অনুকরণে প্রতি বৎসর প্রদর্শনী খোলার আবশ্যকতা তিনি বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সাধনের জন্য এ-মহকুমায় যে চেষ্টা-চরিত্র চলিতেছে, তিনি সকলকে উহা অব্যাহত রাখিতে অনুরোধ জানান। নির্ভুলভাবে লোক গণনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ পূর্ব্বক তিনি বলেন যে, বিজ্ঞান ও সংস্কার দিক দিয়া উহার যথেষ্ট মূল্য আছে। প্রদর্শনীর বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শন করিয়া তিনি মন্তব্য করেন যে, বিক্রমপুরের পতন হইতেছে, ইহা বলা শক্ত।

বিক্রমপুর হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৮ মাইল দূর-বর্ত্তী বাঁকাদহ নামক স্থানে অবস্থিত পোয়া মাইল দীর্ঘ বাঁধ পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে খালের উপর উক্ত বাঁধটি নির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি সেখায় একটি জনসভায় পৌরোহিত্য করেন। সভায় প্রায় ৭ হাজার লোক এবং মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, তিনি তাঁহাদের কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং যাহাতে কাঁচা বাঁধটি গভর্ণ-মেণ্টের অর্থানুকূল্যে পাকা বাঁধে পরিণত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বাঁকুড়ার পুষ্করিণী সংস্কার

দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের ব্যবস্থা

দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে সাহায্য বিতরণ সম্পর্কীত কার্য্যাবলী পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস, সি, মজুমদার সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং জেলা ইঞ্জিনিয়ারকে লইয়া জেলার পল্লী অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় পুকুর সংস্কার আইনের বিধানানুযায়ী সিউড়ি ও বোলপুরে যে-সকল পুকুরের সংস্কার সাধন হইতেছে, তাঁহারা উহাদের কয়েকটি দেখিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য-দান ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করাই তাঁহাদের ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার

২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব

	বঙ্গীয় যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার। টাকা।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড। টাকা।	মোট। টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা ..	৫৮,৯৮৭	৫৭,২৯৪	১,১৬,২৮১
(২) যশোহর ..	৩৬,৪৭১	৬৮৩	৩৭,১৫৪
(৩) খুলনা ..	৩৪,৬৬৭	৯৭৬	৩৫,৬৪৩
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	২৩,৩৫১	১,০৭৭	২৪,৪২৮
(৫) নদীয়া ..	২০,৩৮৩	৬,৪৮৬	২৬,৮৬৯
মোট ..	১,৭৮,৮২৯	৬১,৫৭৬	২,৪০,৩৯৫
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(১) বাঁকুড়া ..	২৭,৪১০	৩৫	২৭,৪৪৫
(২) বীরভূম ..	২০,১৮০	১১১	২০,২৯১
(৩) বর্দ্ধমান ..	২,০২,২৮৫	১২,৮৬৫	২,১৫,১৫০
(৪) হুগলী ..	৩৩,০২৪	৫,৬১৫	৩৮,৬৩৯
(৫) হাওড়া ..	৩৪,২৪৩	৫২,১২১	৮৬,৩৬৪
(৬) মেদিনীপুর ..	৬৪,৭২৪	২,২৫৪	৬৬,৯৭৮
মোট ..	৩,৮৩,৮২৬	৭৩,০২৩	৪,৫৬,৮৪৯
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১) চট্টগ্রাম ..	৮৪,১৮৩	৩২,৫৯৬	১,১৬,৭৭৯
(২) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৪,২৯৮	৫৬৭	৪,৮৬৫
(৩) নোয়াখালী ..	৬১,২০৭	১	৬১,২০৮
(৪) ত্রিপুরা ..	১,৬৩,৫৭৬	১,৩৪৬	১,৬৪,৯২২
মোট ..	৩,১৩,২৬৪	৩৪,৫১০	৩,৪৭,৭৭৪
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১) বাখরগঞ্জ ..	১১,২৭৯	৭২,০৬১	৮৩,৩৪০
(২) ঢাকা ..	১,১৯,৯৯১	৪৪,০৮৬	১,৬৪,০৭৭
(৩) ফরিদপুর ..	১৬,৮৭৯	১,১৯৪	১৮,০৭৩
(৪) ময়মনসিংহ ..	১,২১,১২৮	৪,৮৬৭	১,২৫,৯৯৫
মোট ..	২,৬৯,২৭৭	১,২২,২০৮	৩,৯১,৪৮৫
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(১) বগুড়া ..	৭,৮৩১	২৫০	৮,০৮১
(২) দার্জ্জিলিং ..	৩২,৮৫৩	৪১,২৫৩	৭৪,১০৬
(৩) দিনাজপুর ..	৫৩,৭২৮	৩৩	৫৩,৭৬১
(৪) জলপাইগুড়ি ..	২৪,৯০০	৬৩,৭৮৮	৮৮,৬৮৮
(৫) মালদহ ..	৩৫,৮১২	১,৫২২	৩৭,৩৩৪
(৬) পাবনা ..	৬,৮৬৫	৭৭৪	৭,৬৩৯
(৭) রাজশাহী ..	২৩,৬৯০	৪,৭৭৬	২৮,৪৬৬
(৮) রংপুর ..	৩৩,০৭০	৭৬২	৩৩,৮৩২
মোট ..	২,১৮,৭৪৯	১,১৩,১৫৮	৩,৩১,৯০৭
সংক্ষিপ্ত হিসাব :—			
বাঙ্গলার জেলাসমূহে সংগৃহীত ..	১৩,৬৩,৯৩৫	৪,০৪,৫৭৫	১৭,৬৮,৫১০
বাঙ্গলার বহির্ভূত জেলা ..	২,২৫৬	১,৩৮,৪৭৮	১,৪০,৭৩৪
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল ..	৪,২১,২১৫	..	৪,২১,২১৫
ভারতীয় চা সমিতি ..	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা রাজ্য ..	৭,০০০	..	৭,০০০
এ, বি, রেলওয়ে ..	৯৫	৭,৯৮৮	৮,০৮৩
বি, এন, রেলওয়ে ..	..	৭১,১১১	৭১,১১১
ই, বি, রেলওয়ে ..	..	১৯,৯৮১	১৯,৯৮১
ই, আই, রেলওয়ে ..	..	৯০,০৪৬	৯০,০৪৬
বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ	৪,৫৩,১১০	১,৯১,৩২৬	৬,৪৪,৪৩৬
বাঙ্গলা ও বহির্ভূত জেলা ..	১৮,১৯,৩০১	৭,৩৪,৩৭৯	২৫,৫৩,৬৮০
কলিকাতা ..	১,৬৬,৮৩০	৩৫,১১,৪৭১	৩৬,৭৮,৩০১

ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব

আবিসিনিয়া রণাঙ্গনে মারাঠা সৈন্যদের অংশ

সুদান সীমান্তের কাসালা ও মেটেম্মা অঞ্চল হইতে সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী আবিসিনিয়ার সীমানার ভিতরেও কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই যুদ্ধে ভারতের মারাঠা সৈন্যেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেছে। সম্প্রতি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী উহার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক। গত ১২ই জানুয়ারী একদল মারাঠা সৈন্য একটি গোলন্দাজ বাহিনী সঙ্গে লইয়া মেটেম্মা অঞ্চলে শত্রু ঘাঁটির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। অন্ধকারে চুপি চুপি অগ্রসর হইয়া ইহারা অকস্মাৎ শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের প্রচুর ক্ষতিসাধন করিতে সমর্থ হয়। শত্রু পক্ষের বাহিরের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইলে কংক্রিটের ছাদে ঢাকা কামানের ঘাঁটি হইতে ভারতীয় সৈন্যদের উপর মেশিনগানের গোলা বর্ষণ আরম্ভ হয়। প্রথম গোলাটি একজন সিপাহীর বুকে আসিয়া লাগে। গুলী খাইয়া এই সিপাহীটি মাটিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে সে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার হাতে একটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। কোন রকমে সেটাকে শত্রুপক্ষের দিকে তাগ্ করিয়া ইটালীয়দের কামানের ঘাঁটিটার প্রতি সে প্রায় ৩০ বার গুলী ছুঁড়িয়াছে। অতঃপর ভারতীয় সেনারা কিছুদূর অগ্রসর হইলে সামনা সামনি যুদ্ধ শুরু হইল। ভারতীয় সেনারা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া শত্রুদের পিছনে হটাইয়া দিতে লাগিল। এই আক্রমণ ইটালীয়েরা কোনরূপ সহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা যখন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল, তখন দেখা গেল অসংখ্য ইটালীয় সৈন্য হত ও আহত হইয়া পড়িয়া আছে। প্রায় ২৬ মিনিট ব্যাপিয়া এই আক্রমণ চলিয়াছিল।

বসন্তকালে আক্রমণ আরম্ভের জন্য জার্ম্মানীর তোড়জোড়

আমেরিকার রিপাব্লিকান সদস্যের ধারণা

বসন্তকালে আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য হিটলার কত আয়োজন করিতেছে, এই বিষয় ওয়াশিংটনেও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক সম্বন্ধ সংক্রান্ত কমিটির (ফরেন রিলেশনস্ কমিটি) সভাপতি সিনেটর জর্জ বলিয়াছেন "জার্ম্মানী শীঘ্রই এক আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে গুরুতর ঘটনা ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।"

সিনেটর জর্জ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। 'ধার ও ইজারা বিল' সম্পর্কে তাঁহার কমিটি যেদিন হইতে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেদিন হইতেই তিনি হোয়াইট হাউস (প্রেসিডেণ্টের প্রাসাদ) ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিতেছেন।

ওয়াশিংটনের ওয়াকিবহাল মহলের আলোচনা হইতে মনে হয়, আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের মতে অক্ষ-শক্তিবর্গ নিম্নলিখিত চার অঞ্চলে আক্রমণ আরম্ভ করিবে :—

(১) ব্রিটেন ও নিকটবর্ত্তী সমুদ্র পথে;

(২) বলকানে গ্রীসের ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর উপর;

(৩) স্পেনের মধ্য দিয়া জিব্রাল্টার; এবং

(৪) প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সিঙ্গাপুরের উপর।

ত্রিপুরা জেলায় মাননীয় কৃষি-মন্ত্রী

জনগণ কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে সম্বর্দ্ধিত

বিগত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ৬ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার আশ্বিনপুর গ্রামসহরে "ফজলুল হক হাই মাদ্রাসার" সম্মুখে সুসিদ্ধ 'সোহরাওয়ার্দী পার্কে' রিফর্মড মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক কনফারেন্সের মনোনীত সভাপতি বঙ্গের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মৌলবী তমিজ উদ্দীন খান সাহেবের আগমনে অনুমান ২০।২৫ হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক বিরাট কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে। অনাড়ম্বর মন্ত্রী মহোদয়ের আগমনে এবং তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী বক্তৃতায়, সর্ব্বোপরি তাঁহার অমায়িক, নিরহঙ্কার ব্যবহারে ও সাদাসিদা চাল-চলনে হক মন্ত্রী-মণ্ডলীর প্রতি এদেশবাসীর আস্থা ও কৃতজ্ঞতা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে।

ট্রেনের অস্বাভাবিক কুয়াশা থাকায় সকাল বেলা ১০টার পূর্ব্বে চাঁদপুর হইতে লঞ্চ ছাড়া সম্ভব হয় নাই। পথে ১২॥০ টার সময় মতলব হাই স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধ ও অনুনয় বিনয়ে মন্ত্রী মহোদয় তাঁহাদের প্রদত্ত অভিনন্দন গ্রহণ করেন। স্কুল দর্শন ও তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু সময় শ্রবণ ও আলোচনা করেন।

লঞ্চ আশ্বিনপুরে নদীর ঘাটে পৌঁছিয়াছিল বেলা প্রায় ২টার সময়। বিপুল জনসমুদ্র পূর্ব্ব হইতেই মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের পথ পানে চাতকের মত চাহিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। লঞ্চ দৃষ্টিপথে আসিবামাত্রই বিরাট জনতার হর্ষ ও জয়ধ্বনিতে জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ কম্পিত হইতে আরম্ভ হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লঞ্চ হইতে অবতরণ করিবামাত্রই অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী ফয়েজ উদ্দীন আহমদ আশ্বিনপুরী সাহেব তাঁহাকে পুষ্পহারে ভূষিত করেন; অন্যান্য দল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতেও মাল্যদান করা হয় এবং স্কাউটরা বালকদল স্বাগতম্ সঙ্গীত গান করে।

নদীর ঘাট হইতে সুসজ্জিত হস্তীতে আরোহণ করাইয়া দুই হাজার লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে সভা-মণ্ডপে নেওয়া হয়—মিছিলের অগ্রভাগে ছিল সুসজ্জিত হাতী ও পাল্কী, তার পেছনে লাঠিধারী ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী, বয়স্কাউট ও স্কুলের বালকদল এবং নানা বর্ণের লীগ পতাকাধারী শত শত ভলান্টিয়ার। সর্ব্ব পেছনে চলিয়াছিল জনসাধারণ দর্শক। মিছিলের দুই পার্শ্বে ছিল বন্দুকধারী বডিগার্ড (Bodyguard) ও পুলিশ এবং লাঠিধারী দফাদার চৌকিদারবৃন্দ।

নদীর ঘাট হইতে সোহরাওয়ার্দী পার্ক পর্য্যন্ত প্রায় এক মাইল পথ এই বিরাট মিছিলের জনতা "আল্লাহো আকবর" এবং "হক মন্ত্রিমণ্ডলী জিন্দাবাদ", "তমিজ উদ্দীন খান জিন্দাবাদ", "ফজলুল হক জিন্দাবাদ", "শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ", "মোছলেম লীগ জিন্দাবাদ", "মিষ্টার জিন্না জিন্দাবাদ" ইত্যাদি ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিয়া চলিয়াছিল।

উপস্থিত বিরাট জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি সাহেব আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে পবিত্র কালামুল্লাহ তেলাওৎ করিয়া টিচার্স কনফারেন্সের কাজ আরম্ভ হয়। মাদ্রাসার সঙ্গীত গাহিয়া দুইটী বালক মাননীয় সভাপতিকে পুষ্পহার পরাইয়া দিলে এসোসিয়েশনের অস্থায়ী সেক্রেটারী মৌলবী ফয়েজ উদ্দীন আহমদ আশ্বিনপুরী সমিতির বিগত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিলে পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

১। আফ্রিকান যুদ্ধে বৃটিশের জয়ে উল্লাস প্রকাশ।

২। হক মন্ত্রিমণ্ডলীর জনহিতকর সাহসিক কার্য্যাবলীর জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আস্থা জ্ঞাপন।

৩। রিফর্মড (Reformed) জুনিয়ার ও হাই মাদ্রাসাসমূহের সংলগ্ন ফ্রি প্রাইমারী সেকশনের জন্য মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হারে সাহায্যদান।

৪। ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে মুসলমান বালক-বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক আরবী ভাষা শিক্ষার দাবী।

৫। বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিল আনয়নের জন্য হক মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে সন্তোষ প্রকাশ করতঃ অবিলম্বে উক্ত বিলকে আইনে ও কার্য্যে পরিণত করিতে দাবী জ্ঞাপন।

৬। জুনিয়ার মাদ্রাসাসমূহে Reserve fund system উঠাইয়া দেওয়া।

৭। ত্রিপুরা জেলায় হাই মাদ্রাসার পরীক্ষাকেন্দ্র খোলার দাবী।

৮। জুনিয়ার ও হাই মাদ্রাসার শিক্ষকগণকে গভর্ণমেণ্ট প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুযোগ দান করিবার জন্য আবেদন। তৎপর কুমিল্লার জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেবকে ও মৌঃ ফয়েজ উদ্দীন আহমদ আশ্বিনপুরী সাহেবকে যথাক্রমে সমিতির অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অপরাপর মেম্বর নির্ব্বাচন করিয়া উক্ত টিচার্স কনফারেন্স সমাপ্ত করা হয়।

তখন বেলা অনুমান ৪ ঘটিকার সময় মৌলবী এফ, আহমদ আশ্বিনপুরী সাহেবের প্রস্তাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বেই পাবলিক মিটিংএর কার্য্য আরম্ভ হইলে পর (১) অল্ ত্রিপুরা আঃ, এম, টিচার্স এসোসিয়েশন, (২) ফজলুল হক হাই মাদ্রাসা, (৩) অভ্যর্থনা সমিতি, (৪) মোছলেম লীগ, (৫) ইস্লামিয়া এম, ই, স্কুল, (৬) ইকবালাবাদ এম, ই, স্কুল, (৭) মাতৃশাল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী, (৮) কৃষক সমিতি, (৯) জামিয়াতুল ওলামা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মানপত্র দেওয়া হয়। উক্ত আশ্বিনপুর গ্রামের বাসিন্দা সরকার বিরোধী দলের এম, এল, এ, উকিল সাহেব আলী সাহেবের অনুরোধে মাননীয় সভাপতি সাহেব তাঁহাকে বক্তৃতা করিবার জন্য দশ মিনিট সময় দেন। সাহেব আলী সাহেব শুধু সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের দোষ ত্রুটী দেখাইয়া বক্তৃতা করতঃ জনসাধারণের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে বসিয়া পড়েন।

তৎপর বিশ সহস্র লোকের বিপুল তকবির ও হর্ষধ্বনির মধ্যে মাননীয় সভাপতি সাহেব বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। ধর্ম্ম এবং শিক্ষা ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা, আলেম সমাজের ইজ্জত বৃদ্ধি প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে তিনি এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া পরে অকাট্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সাহেব আলি, এম, এল, এ, সাহেবের বক্তৃতার অসারতা সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেন, কৃষক সমাজের সম্পূর্ণ দাবী দাওয়া বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীই যথাসাধ্য পূরণ করিতেছেন ও করিবেন এবং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের মহৎ উদ্দেশ্য ও সুবিধার কথা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া বলেন। তিনি চাষী ভাইদিগকে তাঁহাদের নিজ কল্যাণের জন্যই পাটচাষ

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

যুদ্ধের ভবিষ্যৎ পরিণতি

বৃটেনকে দুইদিকে উদ্ব্যস্ত করিবার মতলব

জার্ম্মাণী রুমানিয়াকে হস্তগত করিয়াছে এবং গ্রীসে ব্রিটেনের জন্য নূতন সমরক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে। যুগোশ্লেভাকিয়াকে সম্মত করাইয়া, এবং সম্ভব হইলে তাহার সাহায্য লইয়া, জার্ম্মাণী স্যালোনিকা আক্রমণ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছে। স্যালোনিকা জার্ম্মাণীর হাতে পড়িলে যুগোশ্লেভিয়ার নিজের আত্মরক্ষা কঠিন হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভয় দেখাইয়াই হউক বা প্রলোভন দেখাইয়াই হউক, জার্ম্মাণী যদি যুগোশ্লেভিয়াকে দলে টানিতে পারে, তবে এজিয়ান উপসাগর অঞ্চলে অক্ষশক্তিবর্গ সহজেই নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে এবং সমুদ্রপথে নিকট-প্রাচ্যের সহিত ব্রিটেনের যোগাযোগ বিপন্ন করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু জার্ম্মাণী শুধু ইউরোপেই ব্রিটেনের জন্য সমরক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। বহুদূর অঞ্চলে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করাও জার্ম্মাণীর লক্ষ্য। সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরের ডাচ্ উপনিবেশগুলির প্রলোভন দেখাইয়া সে জাপানকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্ররোচিত করিতেছে। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজে শুধু যে জাপানের জন্য অতি প্রয়োজনীয় তৈল প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহাই নহে, সেখান হইতে ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি সিঙ্গাপুরের উপর আক্রমণ চালানোও সম্ভব।

জাপানের নৌশক্তির পরিমাণ এখনও সঠিকরূপে জানা যায় নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, জাপান ডাচ্ ইণ্ডিজ আক্রমণ করিতে চাহিলে তাহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইবে। এমন কি, হংকং-এ ব্রিটেনের যে প্রথম ঘাঁটিটি আছে, তাহাকে নিশ্চুপ করিয়া অগ্রসর হওয়াও খুব সহজ ব্যাপার হইবে না। সম্প্রতি হংকং রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। জাপান সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে চাহিলে স্থলপথেও তাহাকে বিরাট এক বাহিনী প্রেরণ করিতে হইবে। হয় ত তাহারা সর্ব্বপ্রথম শ্যামকে ভয় দেখাইয়া থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া তাহাদের সৈন্য আনিতে চেষ্টা করিতে পারে। তাহাদের ভরসা এই যে, জাপানী নৌবহরই এই স্থলসেনাবাহিনীকে বামদিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, কিন্তু সিঙ্গাপুরে সম্প্রতি ব্রিটেন আরও বহু যুদ্ধজাহাজ ও বিমানপোত প্রেরণ করিয়াছে। বহু সুসজ্জিত অষ্ট্রেলীয় বাহিনীও সেখানে প্রস্তুত রহিয়াছে। সুতরাং সিঙ্গাপুর অভিযান খুব সহজ ব্যাপার নহে।

[পূর্ব্ববর্ত্তী কলমের শেষ]

নিয়ন্ত্রণ আইন মানিয়া এই বৎসর পাট চাষ করিতে এবং কুচক্রী ও স্বার্থ লোকদের কথায় বিভ্রান্ত না হইতে অনুরোধ করেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের যে সব ভুল ত্রুটী কাজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ধরা পড়িয়াছে এই মন্ত্রিমণ্ডলীই তাহা সংশোধন করিয়া চাষীদের অসুবিধা দূর ও মঙ্গলবিধান করিবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে পর শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দ ধ্বনিতে দিগন্ত নিনাদিত করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন। তারপর মৌলবী এফ, আহমদ আশ্বিনপুরীর উত্থাপিত পাকিস্তান সমর্থন প্রস্তাব সম্বন্ধেও মন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতা করেন। প্রস্তাবটি ভোটে দিলে পর বিরাট উল্লাস সহকারে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৎপর আশ্বিনপুরী সাহেব মাননীয় সভাপতি সাহেবকে তিনি যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যাতায়াতের অসুবিধা সত্ত্বেও এই সুদূর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের আহ্বানে তশরিফ আনিয়াছেন তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর আল্লাহো আকবর ও অন্যান্য জয়ধ্বনির মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়।

বিমান-চালনা শিক্ষায় উৎসাহ দান

বাঙলা সরকার কর্তৃক ১৬টি বৃত্তি মঞ্জুর

এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিমান পরিচালনায় 'এ' লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বিমান-শিক্ষার্থীকে ৩ শত টাকা হিসাবে ১৬টি বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে বাঙলার ডোমিসাইল্ড্ অথবা স্থায়ী অধিবাসীদের জন্যই উক্ত অর্থের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কতিপয় নিয়ম-কানুন নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) বৃত্তির জন্য প্রার্থীগণকে স্ব স্ব জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। নিয়ম-কানুন প্রকাশিত হইবার পর ১ মাসের মধ্যে উক্ত আবেদন প্রেরণ করিতে হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট লিখিয়া দরখাস্তের ফর্ম আনাইতে হইবে।

(২) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট দরখাস্ত প্রেরিত হইবার পর দরখাস্তগুলি বাঙলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইজারের নিকট প্রেরিত হইবে। উক্ত এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইজারই নির্বাচন কমিটির সেক্রেটারী পদে থাকিবেন। দরখাস্তের সহিত প্রার্থীর স্বাস্থ্য ও শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কেও একটি রিপোর্ট এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইজারের নিকট প্রেরিত হইবে।

(৩) নিম্নলিখিত সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিগণ নিয়োগ কমিটিতে থাকিবেন। প্রার্থীদের নির্বাচন করার পূর্বে উক্ত নিয়োগ কমিটির নিকট আবেদনকারী প্রত্যেক প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া নির্বাচন কমিটি গঠিত হইয়াছে:—মি: এইচ, আর, ম্যাথুজ (চেয়ারম্যান), মি: রণজিৎ পাল চৌধুরী এম-এল-সি, মি: সুভেন্দু প্রকাশ রায়, সাহেবজাদা কাওয়াম আলি সৈয়দ আলী মীর্জা এম-এল-এ, ডা: হবিবর রহমান, একজন সামরিক প্রতিনিধি এবং বাঙলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট এডভাইজার মি: কে, সি, রায় আই-সি-এস (সেক্রেটারী)।

(৪) আবেদনকারীদের সম্পর্কে নিম্ন শর্তাবলী প্রদত্ত হইল:—প্রত্যেক প্রার্থীর বয়স ১৮ হইতে ২৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। প্রার্থীকে বাঙলা প্রদেশের ডোমিসাইল্ড্ অথবা বাঙলার স্থায়ী অধিবাসী বৃটিশ প্রজা হইতে হইবে। সাধারণত: যাহারা আই, এ বা আই, এস-সি পাশ অথবা কোনও অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ বা আই, এস-সি কোর্সের সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, সেই সমস্ত ব্যক্তি প্রার্থী হিসাবে গণ্য হইবে। প্রার্থীর ইংরাজী ভাষায় ভালরূপ দখল থাকা চাই।

(৫) সর্বসমেত ১৬ জন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হইবে। তন্মধ্যে ৮ জন মুসলমান এবং বাকি ৮ জন অ-মুসলমান প্রার্থীকে লওয়া হইবে। কোনও মহিলা প্রার্থীকে লওয়া হইবে না।

(৬) ট্রেনিং শেষ হইবার পর প্রত্যেক প্রার্থীকে সম্রাটের বিমান-বহরে যোগদান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে প্রার্থীকে পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নির্বাচিত হইবার পর প্রার্থীগণকে উল্লিখিতরূপ একটি প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি রাজশাহী পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

তুরস্কের বিশ লক্ষ সঙ্গীন খাড়া আছে

স্বাধীনতা রক্ষায় তোড়জোড়

সম্প্রতি মি: চার্চিল যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন ইউরোপের রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক মহলের মতে তাহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট ও অকপট বক্তৃতা। বল্কান এবং বিশেষতঃ বুলগেরিয়া সম্পর্কে মি: চার্চিল যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ মি: চার্চিল বল্কানের পরিস্থিতি পরিবর্তনের যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সত্য হইয়া উঠিলে তুরস্কের স্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। নিজ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তখন তুরস্কের অস্ত্রধারণ করা ছাড়া উপায় নাই।

ইউরোপীয় থ্রেস এবং অন্যান্য অঞ্চলে তুরস্ক ২০ লক্ষ সঙ্গীন উচাইয়া আছে।

মালয়ে ভারতীয় দৈনিক সংবাদপত্র

উর্দু, নাগরী ও গুরুমুখীতে মুদ্রিত

মালয়স্থ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য সম্প্রতি উর্দুতে একটি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহা অনেকটা ইস্তাহারের মত, কেবল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রধান প্রধান সংবাদগুলির সংক্ষিপ্ত সার, যুদ্ধের খবর এবং ভারতীয় সংবাদগুলি উহাতে ছাপা হয়। পত্রিকাটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মালয় গভর্ণমেণ্ট নাগরী ও গুরুমুখী অক্ষরে মুদ্রিত সংবাদের ইস্তাহারও বাহির করিতেছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাজেটের সাধারণ আলোচনা শেষ হইয়াছে। অতঃপর বিভিন্ন বরাদ্দ সম্পর্কে ভোট-গ্রহণ আরম্ভ হইবে।

৪নং—এজেণ্ট (প্রতিনিধি)

কেরোসিন সরবরাহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বোধ হয় এজেণ্টগণ। নিজ নিজ এলাকায় মাল পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব মূলতঃ তাঁহাদেরই। তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত প্রতি দোকানী, এমন কি ফেরিওয়ালা ও বোতলওয়ালারা পর্যন্ত সময়মত এবং প্রয়োজনমত মাল পান। বার্মা-শেলের এজেণ্টগণ সকলেই বিশস্ত ব্যবসায়ী। দেশবাসীর একটি অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইতে তাঁহারা যে সহায়তা করেন তাহা ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদৃত হয়।

গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০,০০০ পল্লীব্যাপী এই কেরোসিন সরবরাহের বিভিন্ন স্তরগুলি যথাযথ পরিচালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য বার্মা-শেলের নিজেদের নিযুক্ত বহু ইনস্পেক্টর আছেন।

বার্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেণ্টস্: (ইংলণ্ডে সমন্বয়)
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

জার্ম্মাণীর শাসানিতে গ্রীসের পাল্টা জবাব

রুমানিয়ার তৈলখনি আক্রমণের সুযোগ

কিছুদিন হয় জার্ম্মাণী গ্রীসকে এই বলিয়া শাসাইতেছিল যে, ইটালীর সহিত সন্ধি না করিলে জার্ম্মাণী পিছন দিক হইতে গ্রীস আক্রমণ করিবে। সম্প্রতি গ্রীস ইহার পাল্টা জবাব দিয়াছে। সেও উল্টা ভয় দেখাইয়া বলিয়াছে যে, তাহা হইলে সে তাহার বিমান ক্ষেত্রগুলি বৃটেনের বোমারু বিমানের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিবে, যাহাতে তাহারা সেখান হইতে উড়িয়া গিয়া রুমানিয়ার তৈলখনি অঞ্চলগুলি বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত করিয়া আসিতে পারে। গ্রীস হইতে এই অঞ্চলগুলি বিমানযোগে মাত্র এক ঘণ্টার পথ।

জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ অঞ্চলে তাহাদের নূতন ঘাঁটিতে বসিয়া কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে, তাহা এখন পর্য্যন্তও বলা যাইতেছে না। তাহারা কি বল্কানে ব্যাপক অভিযানের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিবে অথবা বৃটিশ বোমারু বিমান রুমানিয়ার তৈলভাণ্ডারগুলি ধ্বংস করিবার পূর্ব্বেই যাহাতে দানিয়ুব নদী পার হইয়া এক বিদ্যুৎগতি জয়লাভ করিতে পারে, সেই আশায় সর্ব্বস্ব পণ করিবে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

এখন পর্য্যন্ত গ্রীসের সহিত জার্ম্মাণীর প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু হয় নাই, কাজেই জার্ম্মাণী সম্পর্কে এখন গ্রীসকে নিরপেক্ষরূপেই গণ্য করিতে হইবে। বুলগেরিয়াতেও যে পর্য্যন্ত "বে-সামরিক পোষাকপরা" সৈন্য ছাড়া প্রকাশ্যভাবে অন্য জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত বৃটেনের বিমানপোতগুলি ঐ সকল দেশের উপর দিয়া উড়িয়া রুমানিয়ার তৈলখনির উপর বোমাবর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু জার্ম্মাণী আক্রমণ আরম্ভ করিলেই রাজকীয় বিমানবাহিনী নিম্নলিখিত লক্ষ্যবস্তুর উপর হানা দিতে পারিবে:—

(১) কার্পেথীয় পর্ব্বতসানুদেশের পঞ্চাশ মাইল ব্যাপী তৈলখনি;

(২) প্লোয়েষ্টির নিকটে তৈল-নল (পাইপ লাইন), বিবিধ তৈল সংশোধনাগার এবং ক্যাম্পিনার বড় তৈলের কারখানা। রেললাইনের নিকটবর্ত্তী বলিয়া এগুলি আকাশ হইতে সহজেই নিশানা করা সম্ভব;

(৩) দানিয়ুব নদীর তীরবর্ত্তী গিউরগিউ নামক তৈল-বীজ রপ্তানী বন্দরের যন্ত্রাগারসমূহ;

(৪) যে সকল অষ্ট্রীয় ও চেক কারখানা তৈল-খনি ও শোধনাগারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈয়ার করে।

ইংরেজ কর্ম্মচারীদের জাপান ত্যাগের অনুরোধ

সুদূর প্রাচ্যে আসন্ন দুর্য্যোগের আভাস

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকার টোকিওস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, জাপানী নেতারা দেশে এবং বিদেশে এমন একটা ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যেন সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি শঙ্কাজনক কিছু নহে। তাহারা বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, সম্প্রতি যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা বৃটেন কর্ত্তৃক আমেরিকা, ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় জাপানের মনোভাব সম্পর্কে আতঙ্ক সঞ্চারের ফল। তবে লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, বড় বড় ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে আরও গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছে। যে সকল জাপানী কোম্পানী লণ্ডনের কোম্পানীগুলির সহিত পুনঃবীমা (রি-ইনস্যুরেন্স) করিয়াছিল, তাহারা তাহা বাতিল করিয়া দিতেছে। মাত্র গত মাসেও এমন কতগুলি পুনঃবীমা করা হয়। জাপানী প্রতিষ্ঠানের বৃটিশ কর্ম্মচারীদের বলা হইয়াছে যে তাহাদের জাপান ত্যাগ বাঞ্ছনীয়।

মুর্শীদাবাদে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নিশাখবাগে রাস্তা-সংস্কার

মুর্শীদাবাদের প্রসাদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত নিশাখবাগ গ্রামে সাধারণতঃ গোয়ালা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস। সম্প্রতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মওলবী আব্দুল জামিল চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় ও স্থানীয় সার্কেল অফিসার এবং প্রেসিডেন্টের সাহায্যে উক্ত গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এইচ্, চৌধুরী আরিফং উল্লাহ রোডের উদ্বোধন করিতেছেন।

সভার প্রারম্ভে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টার আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বহস্তে জঙ্গল পরিষ্কার এবং চলাচলের জন্য রাস্তা তৈয়ার করিয়া তিনি জনসাধারণের সম্মুখে একটি আদর্শ স্থাপন করিলে অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী এবং গ্রামবাসীরা তাঁহার অনুকরণ করে। মুন্সী আরিফতুল্লা নামক জনৈক গ্রামবাসী রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার জমি ছাড়িয়া দেন। তাঁহার প্রতি সম্মানার্থ রাস্তাটি নির্ম্মিত হওয়ার পর উহার নাম আরিফতুল্লা রোড রাখা হইয়াছে। খুব জাঁকজমকের সহিত উহার উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। খুব শীঘ্রই যাহাতে উক্ত গ্রামে একটি নলকূপ স্থাপন ও পাকা সেতু নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য আয়োজন চলিতেছে।

নবগ্রাম থানার সীমানাপাড়াতেও একটি জনসভা হইয়া গিয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন-কার্য্যে স্থানীয় অধিবাসীদের উৎসাহ বর্দ্ধন করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভাপতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বক্তৃতায় নিরক্ষরতা দূর ও পল্লীর মঙ্গলজনক কার্য্যে সকলকে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। সভায় বহুসংখ্যক সাঁওতাল ও উপস্থিত ছিল।

মালদহে শরীর-চর্চ্চা কেন্দ্র

সাফল্যপূর্ণভাবে সম্পন্ন

মালদহ যুব-কল্যাণ সঙ্ঘের উদ্যোগে তথায় বিগত ১৫ই জানুয়ারী হইতে ৩ সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি শরীর-চর্চ্চা কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। মালদহ জেলার মধ্য এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষক উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। মালদহ এবং রাজসাহীর ফিজিক্যাল এডুকেশনের অর্গানাইজার স্বাস্থ্য, ব্যায়াম এবং অন্যান্য খেলাধূলা সম্পর্কে উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন ব্যায়াম-কৌশলও তিনি হাতে-কলমে প্রদর্শন করিয়াছেন।

শিক্ষকবর্গ বিরাট জনতার সম্মুখে শরীরচর্চ্চা-কৌশল, খেলাধূলা এবং নৃত্যাদির প্রদর্শন করিয়াছেন। মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। শিক্ষকগণের কার্য্যে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং সকলকে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে উহা প্রবর্ত্তনের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন।

কলিকাতায় আলো-নিয়ন্ত্রণ

মহামান্য গভর্ণর কর্ত্তৃক আদেশ জারী

ভারত রক্ষা আইনের (৫২) ধারার (১) উপধারার (ক) দফার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য গভর্ণর নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহা ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত তারিখ হইতে বলবৎ হইবে এবং ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় নির্দ্দিষ্ট কলিকাতা শহর, সমগ্র ব্যারাকপুর মহকুমা, ২৪-পরগণা জেলার টালিগঞ্জ, বেহালা, মেটিয়াব্রুজ মহেশতলা ও বজবজ থানা, হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, ভদ্রেশ্বর, মগরা থানা এবং হাওড়া জেলার হাওড়া সদর, গোলাবাড়ী, বাটরা, শিবপুর, বালি, মালিপাঁচঘরা ও লিলুয়া থানায় কার্য্যকরী হইবে।

আদেশ

(১) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যবস্থার ব্যতিক্রমে কোন অট্টালিকা, ইমারত বা জায়গায় আলো জ্বালাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না।

(২) কোন দোকানপাট কিম্বা ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনে বর্ণিত কোন প্রমোদাগারের বহির্ভাগে আলো প্রদর্শিত হইতে পারিবে না। দোকানের ভিতর আলো জ্বালিতে হইলে উহা এমনভাবে পুরু আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে যে, বাহিরে উহার আলো-রশ্মি পড়িতে পারিবে না। শোভাবর্দ্ধন কিম্বা বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে কোন অবস্থায় দোকানের বহির্ভাগে আলো জ্বালাইতে পারিবে না।

(৩) (ক) আদেশের ব্যতিক্রমে যদি কোন আলো জ্বলিতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে কলিকাতার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কমিশনার কিম্বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা আচ্ছাদিত বা নির্ব্বাপিত করিতে আদেশ দিতে পারিবেন।

(খ) কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই আদেশের আওতা হইতে যে কোন লোককে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে রেহাই দিতে পারিবেন; তবে উহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিতে হইবে এবং তাঁহারা যে-আদেশ প্রদান করিবেন উহা মানিয়া চলিতে হইবে।

(৪) আদেশ অমান্যকারীর ছয় মাস পর্য্যন্ত জেল এবং জরিমানা হইতে পারিবে।

(৫) এ-আদেশে বর্ণিত কলিকাতা বলিতে ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইন, ১৮৬৬ সনের কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের ১৪ ধারার বিধান অনুসারে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯০৮ সনের ইণ্ডিয়ান পোর্টস্ য়্যাক্টের ৫ ধারা অনুসারে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলকে বুঝাইবে।

(প্রেস-নোট)

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাঙ্গলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সামরিক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জ্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৭ই মার্চ, ১৯৪১ [এক আনা

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর সুবিধা

ইটালীয়ানদের পরিবেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা

[মেজর-জেনারেল স্যার চার্লস গওয়ান লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

সাইরেনিকাস্থিত ইটালীয়ান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হস্তচ্যুত স্থানের পুনরুদ্ধার কল্পনাতীত।

এমন কি ট্রিপলিটানিয়ার ইটালীয়ান বাহিনী উহা পুনরায় দখলের জন্য শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক যদি কোন চেষ্টা-চরিত্রও করে, তাহা হইলেও সমুদ্র এবং আকাশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করার বিষয় কল্পনাও করা যায় না।

ইহার সোজা অর্থ এই যে, জেনারল ওয়াভেল শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ নৌ এবং বিমান ঘাঁটি লাভ করিয়াছেন এমন নয়, উপরন্তু নীল নদীর তীরে অবস্থিত বাহিনীকে তিনি সামরিক দিক্ দিয়া বিপদমুক্তও করিয়াছেন। তদুপরি বলকান এবং গ্রীসে জার্ম্মাণদের অগ্রগতি ও চক্রান্তের বিরুদ্ধেও তিনি উহাদিগকে সম্ভবতঃ নিয়োগ করিতে পারিবেন।

গ্রীকরাও এদিকে ধীর অথচ স্থিরভাবে আলবেনিয়ায় অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি ইটালীয়ানরা যতগুলি পাল্টা আক্রমণের সূচনা করিয়াছিল, তার সব কয়টিই ব্যর্থ হইয়াছে।

মনে হয়, মুসোলিনীর তাগিদেই জেনারেল ক্যাভেলারো আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ অনুকূল আবহাওয়া এবং সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণের জন্য তৈয়ারী করার পক্ষে আবশ্যক সময় না দেওয়া হইলে আক্রমণের সূচনা করিবেন না, ইহা মনোভাবও পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

খুব সম্ভব ক্যাভেলারো দুইটি সামরিক নীতির মাঝামাঝি একটি নীতি কার্য্যকরী করিয়া তোলার চেষ্টা করিতেছেন। গ্রীকদিগকে নূতন কোন জায়গা দখল করিতে বাধা প্রদান এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাই যদি তাঁহার নীতি হয়, তাহা হইলে ছোট খাটো পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করা যুক্তিসঙ্গত। অপর পক্ষে হস্তচ্যুত স্থানগুলির পুনরুদ্ধারই যদি তাঁহার লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারে এবং অনুকূল আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাল্টা আক্রমণ চালানো একান্ত আবশ্যক।

সামরিক গুরুত্বের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া ছোট খাটো আক্রমণ চালাইলে বিশেষ সুবিধা হইবে না। ইহাতে অর্থের অপচয় এবং সৈন্যদের নৈতিক বল নষ্ট হইয়া পড়ে।

উপরন্তু ইহার দ্বারা ব্যাপক এবং সুব্যবস্থিত আক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। অপর পক্ষে ইটালীয়ানরা যদি স্থির করিয়া থাকে যে, জার্ম্মানী কর্তৃক যুগোশ্লেভিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও পাল্টা আক্রমণ চালাইবে, তাহা হইলে বলা যায় যে, উহা প্রতিরোধের জন্য গ্রীকরা ইতিপূর্ব্বেই গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

যদি জার্ম্মাণদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বে গ্রীকরা ভেলোনা দখল করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে।

রণসম্ভারের দিক্ দিয়া তাহাদের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে; উপরন্তু বৃটিশের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তাহারা ইটালীয়ানদিগকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারিবে অথচ অনাবশ্যক সৈন্যক্ষয়ও করিতে হইবে না।

জেনারেল পাপাগোস যথাসম্ভব খুব অল্প সংখ্যক সৈন্যক্ষয় করিয়া আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিলেন; অনাবশ্যক সৈন্যক্ষয় আদৌ করেন নাই।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় যুদ্ধ উত্তরোত্তর উৎসাহের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। বৃটিশরা মুখ্যতঃ এখন ইরিত্রিয়ার ইটালীয়ান বাহিনীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতেছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্থানেও ইটালীয়ানদের উপর বেশ চাপ পড়িতেছে। ফলে ইটালীয়ানরা কোথাও ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিতেছে না এবং তাহাদের রসদপত্রেরও আয়োজন হইতেছে না। ইহার আরও একটি দিক্ আছে। ইটালী-অধিকৃত অঞ্চলের বহু জায়গায় বিদ্রোহাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছে। ইরিত্রিয়ায় ইটালীয়ানদের নির্মিত বহু রাস্তা থাকায়, এবং সুদান রেলওয়ে অধিক দূরে অবস্থিত নয় বলিয়া কেবল মাত্র ওখানে বহু বৃটিশ সৈন্যের সমাবেশ ও রসদপত্র সরবরাহ হইতে পারে। অন্যত্র সৈন্যদের রসদপত্র সরবরাহের পক্ষে সুবিধাজনক পথঘাট নাই। এরূপ পথঘাটশূন্য দেশে বিরাট বাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়।

পূর্ব্ব আফ্রিকায় যে সকল ইটালীয়ান ঔপনিবেশিক আছে, তাহাদের নিরাপত্তা বিধান একটি খুব বড় সমস্যা। ইহাদিগকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া লইতে সামরিক দিক্ দিয়া ইটালীয়ান বাহিনীকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে এবং ইহার দরুণ তাহাদের শক্তিও হ্রাস পাইবে। নিরাপত্তার বিধান হইলেও দারুণ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন তাহাদিগকে হইতেই হইবে।

সম্প্রতি বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ইরিত্রিয়ার উত্তর কোণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়, সকলে আগ্রহের সহিত উহার প্রতীক্ষায় থাকিবে। এঅঞ্চলেই লোহিত সাগর হইতে মালভূমি পর্য্যন্ত স্থানটি সঙ্কুল।

বসন্ত ঋতুতে সীমান্তে অবস্থিত জেলাগুলির আবহাওয়া ভাল এবং যন্ত্র-চালিত যান-বাহনের পক্ষে উপযোগী। সমতলক্ষেত্র রাস্তাও পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত; তবে দক্ষিণ অংশটি যন্ত্র-চালিত যানবাহনের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাজনক হইতে পারে। মানচিত্রে দেখা যায় যে, পর্ব্বতের পাদদেশে যাতায়াতের রাস্তা আছে এবং কাসোলা হইতে কেরেণ পর্য্যন্ত তারবার্তা সংযোগ সাহায্যে জিনিষপত্র স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। বৃটিশ বাহিনী এক্ষণে কেরেণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। উত্তর দিক্ হইতে আক্রমণ পরিচালিত হইলেই ইটালীয়ানদের রসদপত্রের ঘাঁটিগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

বগুড়ায় স্কাউট শিবির

সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চন্দনবাইশা গ্রামে নাগরিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বগুড়া জেলার বাৎসরিক স্কাউট শিবির অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্কাউটদলের ১১৩ জন স্কাউট ও জেলা স্কাউট মাষ্টার মিঃ এইচ, কে, দত্ত পরিচালিত ১২ জন অফিসার ও চন্দনবাইশার আরও স্কাউটগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্কাউটদলের সহিত ৬২ জন বগুড়ার নাগরিক রক্ষী যোগদান করিয়াছিল।

স্কাউটগণ নানা প্রকার খেলাধুলা প্রদর্শন করে। তাহাদের সমবেত ড্রিল অতীব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ৬৬ জন স্কাউটকে ব্যাজ প্রদান করেন ও মিসেস কে, সি, দলাল বিজয়ী স্কাউটদলকে বিজয়নিদর্শন প্রদান করেন। নাগরিকা পি, এন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্কাউট ও নাগরিক রক্ষীগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। এই প্রদর্শনী খেলা দেখিবার জন্য দূর দূর পল্লী হইতে প্রায় ৭,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সি, দলাল স্কাউট প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শিবির-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য তিনি সেখানে পদার্পণ করেন।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোঃ লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়প্রায়দ্বীপ ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে বিদিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৭ই মার্চ—১৯৪১

বিজয়-অভিযান

আফ্রিকার রণাঙ্গণে বৃটীশ বাহিনীর হাতে ইটালীয় বাহিনীকে পুনঃ পুনঃ যে পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে বৃটেনের এই বিজয় অভিযান বিরাট সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থলে জেনারেল কানিংহামের দক্ষিণ-আফ্রিকান বাহিনী পূর্ব্ব ও পশ্চিম-আফ্রিকার সেনাদলের সহিত মিলিয়া মুসোলিনীর সেনাদলকে এমন শিক্ষা দিয়াছে যে, তাহারা বহু দিন পর্য্যন্ত তাহা মনে রাখিবে। এই অভিযানে রাজকীয় বিমান-বাহিনী, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার বিমান-বহর এবং বৃটীশ নৌ-বহরও বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান বন্দর কিস্‌মায়ো দখল করার পর জুবা নদীর তীর ধরিয়া বিজয়ী বৃটীশ-বাহিনী অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। জুবা-নদীর মোহনায় অবস্থিত জামো বন্দর এবং দেশের আরো অভ্যন্তরে অবস্থিত গালিব নামক স্থান অধিকৃত হওয়ায় পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, এই অঞ্চলে ইটালীয় বাহিনী চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

উপকূল অঞ্চলে বৃটীশ বাহিনীর অগ্রাভিযান আরো ব্যাপকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং ফলে কিস্‌মায়ো হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্রাভা বন্দর এবং অবশেষে ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী মোগাদিসু বন্দরেরও পতন হইয়াছে। এই স্থান হইতে দুই দিকে প্রসারিত দুইটী মোটর চলাচলের উপযোগী রাজপথের সাহায্যে বৃটীশ বাহিনী যে আরো দ্রুত তাহাদের অগ্রাভিযান চালাইয়া যাইতে পারিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়াই অনুমান করা যায়।

দক্ষিণ আবিসিনিয়া অঞ্চলেও বৃটীশ বাহিনী সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হইতেছে এবং ফলে মেগা ও মরাল নামক দুইটী গুরুত্বসম্পন্ন স্থান অধিকৃত হইয়াছে। অপর দিক দিয়া টানাহ্রদের দক্ষিণ দিকে সম্রাট হাইলে-সেলাসী পরিচালিত হাবশী বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং তাহার উত্তর দিকে অন্য একটি বৃটীশ বাহিনী গণ্ডার শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইরিত্রিয়া অঞ্চলে বৃটীশ সেনাদল, ভারতীয় সৈন্যগণ ও স্বাধীন ফরাসী সেনাদলের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া বিশেষ সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন কেরেণ শহর ঘেরাও করার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিগত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বার্লিন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, "আজেদাবিয়া" নামক স্থানে একদল জার্ম্মাণ সেনার সহিত বৃটীশ বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। এই "আজেদাবিয়া" স্থানটি বেনগাজী হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে। লণ্ডন হইতে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকায় কতক জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি অসম্ভব নহে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা মোটেই বেশী হইতে পারে না। মনে হয়—প্রচার-কার্য্যের অংশ হিসাবেই আফ্রিকায় জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি সম্পর্কে এই সংবাদটি বার্লিন হইতে প্রচার করা হইয়াছে।

তুরস্ক ও বর্ত্তমান সংগ্রাম

বলকান অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা-বাহিনীর আবির্ভাব তুরস্কের পক্ষে বিশেষ ভাবনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে পরিচালিত তুরস্ক সোভিয়েট রুশীয়ার সহিত বিশেষ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং যাহাতে দার্দেনেলিস প্রণালীতে জার্ম্মাণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারে, এই ব্যাপারে স্বভাবতঃই তুরস্ক রুশীয়ার সহযোগিতা আশা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ সেনা-বাহিনী এক্ষণে সমগ্র বলকান-অঞ্চলে প্রভাব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেও, রুশীয়া কোন প্রতিবাদের সুরই উত্থাপন করিতেছে না; বরং পূর্ব্বের মতই জার্ম্মাণীকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই তুরস্ক আজ বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বলকান রাষ্ট্রসমূহের হাবভাবও তুরস্কের জন্য বিশেষ ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

নব্য তুর্কীর জন্মদাতা কামাল পুনঃ পুনঃ একথা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের কোন বাসনা, বিশেষতঃ ইউরোপ-খণ্ডে তুরস্কের সীমানাবৃদ্ধির কোন আকাঙ্ক্ষা তুরস্কের নাই। এরূপ নীতি ঘোষণার ফলে স্বভাবতঃই তুরস্ক বলকান রাষ্ট্রসমূহের নায়ক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তুরস্কের সঙ্গে অন্যান্য বলকান রাষ্ট্রের যে বিরোধ ও অবিশ্বাস অতীতে বহু যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তাহা একেবারে মিটিয়া না যাওয়ায় সম্মিলিতভাবে কোন ব্যবস্থা করা বলকান রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সম্প্রতি তুরস্কের সঙ্গে বুলগেরিয়ার যে অনাক্রমণ চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে, যদি এই চুক্তি আর কিছুদিন পূর্ব্বে সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সবগুলি বলকান রাষ্ট্রের সম্মিলনের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন সময়ে এই চুক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, চুক্তির সাথে সাথেই অতি দ্রুত জার্ম্মাণ সেনা-বাহিনী বলকানে প্রবিষ্ট হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তির কোন মূল্যই হয় নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, এই চুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার ফলে জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিয়া গ্রীস বা তুরস্ক আক্রমণ করা বুলগেরিয়ার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বলা চলে—জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক স্যালোনিকা আক্রান্ত হইলেও এই চুক্তির ফলে তুরস্ককে নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে—এরূপ ব্যাখ্যা মোটেই সঙ্গত নহে।

যাহা হউক, এখন পর্য্যন্তও তুরস্ক তাহার বৃটীশ মিত্রদের সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বজায় রাখিয়াই অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যতে কি হয়, তাহাই এক্ষণে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

জার্ম্মাণ-ফরাসী সম্পর্ক

জার্ম্মাণীর অন্যায় আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নাৎসীরা রাজনৈতিকভাবে চাপ দিয়া অতঃপর সামরিক অভিযান পরিচালনার নীতি অনেক দিন হইতেই চালাইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের জন্মদাতা ফ্রেডারিক দি গ্রেট ও বিসমার্ক এ-রূপ নীতিই চালাইয়া আসিয়াছিলেন এবং হিটলার এই দিক দিয়া তাঁহাদের তক্ত শিষ্যের মতই অগ্রসর হইতেছেন। যুদ্ধে পরাজয়ের পর কোম্পেইন অঞ্চলে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্তে স্বাক্ষর করার সময় মার্শাল পেঁতা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে এরূপভাবে যুদ্ধের অবসান করা হইল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভুল বুঝিয়াছিলেন। কারণ এরূপভাবে যুদ্ধ শেষ করার নীতি মোটেই জার্ম্মাণ নীতি নয়—তাহারা চায় বল খাটাইয়া অতঃপর তাহাকে নিষ্পেষিত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে। সুতরাং বলা চলে নরওয়ে, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও বলকান অঞ্চলে যেমন যুদ্ধ শেষ হয় নাই, তেমনি ফ্রান্সেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ চলিতেছে। বর্ত্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রপক্ষীয় শক্তির সহায়তায় ফ্রান্সের মুক্তি আনয়ন, অথবা ফ্রান্সের অর্থনৈতিক কাঠামো পূর্ণভাবে জার্ম্মাণ অর্থনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া সবগুলি ফরাসী প্রতিষ্ঠান নাৎসী আদর্শে গড়িয়া তোলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

বিগত ডিসেম্বর মাসে মঃ লাভালকে পদচ্যুত করিয়া মার্শাল পেঁতা প্রমাণ দিয়াছিলেন যে, ফরাসী জাতিকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দিতে তিনি সম্মত নহেন। বর্ত্তমানে ইহা বিশেষভাবে জানা গিয়াছে যে, বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতাকে ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ প্রেসিডেণ্ট ফন্ হিণ্ডেনবার্গের মতই নামেমাত্র অধিনায়ক পদে সমাসীন রাখিয়া পূর্ণ-কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতঃ মঃ লাভাল তাঁহার জার্ম্মাণ প্রভুদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হওয়ার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। চরম মুহূর্ত্তেই এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া মার্শাল পেঁতা লাভালকে গ্রেফতার করিয়া ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর মঃ ফ্লাদিন এই পদে নিযুক্ত হন এবং বর্ত্তমানে এড্‌মিরাল্ দার্লান বৈদেশিক সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও সহকারী প্রধান-মন্ত্রীর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ফরাসী জনগণের উপর এড্‌মিরাল্ দার্লানের যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিদ্যমান, এই অবস্থায় জার্ম্মাণ-ফরাসী বিরোধের শেষ পরিণতি যে কি হয়, তাহা প্রকৃতই দ্রষ্টব্য।

নৌ-শক্তির গুরুত্ব

"ঘাঁটি হইতে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা যাহার আছে, তাহারই জয়লাভ হইবে। একমাত্র বৃটিশেরই সে-ক্ষমতা রহিয়াছে"। সম্প্রতি আলিপুরে জেনারেল স্যার রোজার উইলসন উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। সৈনিক হিসাবে তিনি নৌ-শক্তির ভূয়সী প্রশংসাও করিয়াছেন এবং আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, প্রতি সপ্তাহে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। আফ্রিকা এবং গ্রীসে জয়লাভের পশ্চাতে রহিয়াছে নৌ-শক্তি এবং এই নৌ-বহরই চরম জয় বহন করিয়া আনিবে। গত মহা-সমরের শেষভাগে ৫টি নৌ-শক্তি যাহা করিয়াছিল, বর্ত্তমানে সে-স্থলে রাজকীয় নৌ-বহর এককভাবে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে। গত দুইমাসে আরও ২০ খানি রণপোত এবং বিমানপোতবাহী জাহাজ উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রাজকীয় নৌ-বহর এক্ষণে খুব শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে। উপরোক্ত রণপোত ও বিমানপোতবাহী বৃহদাকারের জাহাজগুলি বৃটিশের জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানায় তৈরী হইয়াছে, অথচ নাৎসীরা বহুবার প্রচার করিয়াছে যে, তাহারা কারখানাগুলি অকেজো করিয়া দিয়াছে। বৃটীশ নৌ-বহর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিবার দাবী করিতে পারে না। কারণ শত্রু নৌ-বহর কোন সময়ই সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হয় না এবং স্বীয় পোতাশ্রয় হইতে অন্ধকার ও কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এজন্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কখনও এমন আশা তাঁহাদের অন্তরে স্থান দেন নাই যে, তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমুদ্রপথগুলি শত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন।

বৃটেন শত্রুপক্ষের ন্যায় ভুয়া দাবী করে না। হিটলারের ধারণা মানবজাতির একটা বৃহৎ অংশ নির্ব্বোধ। উক্ত ধারণার বশে নাৎসীরা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে, তাহারা বৃটীশ নৌ-বহরকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অথচ নিরপেক্ষ বন্দরসমূহে শত্রুপক্ষের এখনও ২৩৩ খানা জাহাজ এক বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইতে আটক হইয়া আছে। ইহাদের অধিকাংশ জাহাজের ৯টি আক্রান্ত, পোলাণ্ড, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের এবং এতোবার

[পরবর্ত্তী পৃষ্ঠার ১ম কলমের নিম্নে দেখুন]

গণতন্ত্রের জয়

(১)

সমকক্ষ দুইটি পরস্পর বিরোধী জাতি বহুকাল আত্ম-মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে' আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না— দু'টার মধ্যে একটার সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেই ঘটে।........ইংরাজ এবং জার্মাণীর মধ্যে যে প্রবল সংগ্রাম বেধেছে, তার শেষ পরিণতি হচ্ছে একের কাছে অন্যের সম্পূর্ণ পরাজয়। কথাটা আজ রেসে' উড়িয়ে দেবার মতো হলেও, কাল এর সত্যতা সম্বন্ধে পৃথিবীবাসীর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

ইংরাজ এবং জার্মাণী দুইটিই প্রবল জাতি। দৈহিক, মানসিক এবং বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যে এই দুই জাতি বিশ্ববিশ্রুত। আধুনিক ইয়োরোপীয় সমরে এই দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করবার উত্তেজিত উন্মত্ততায় বিরাট আবেগে অগ্রসর হয়েছে। কে পরাজিত হবে, কে হবে বিজয়ী, আজও তা' জানতে পারা যায় নি; তবে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কেউ কারুর বশ্যতা স্বীকার করবে না। বশ্যতা স্বীকার করে' অপৌরুষের অস্তিত্ব বজায় রাখবার মর্য্যাদাবিহীন দুশ্চেষ্টা এই দুই জাতির মধ্যে কিছুতেই থাকতে পারে না। হিটলার বার্লিনের এক অস্ত্র-নির্ম্মাণের কারখানায় এক বক্তৃতায় বলেছেন যে, এই যুদ্ধে হয় জার্মাণ-জাতি বিজয়ী হবে, নয় সমূলে হবে বিনষ্ট। ইংরাজ-জাতিরও সেই কথা। তাঁরাও বলেছেন যে, ফ্রান্সের মতো স্বাধীনতা হারিয়ে কিছুতে তারা বাঁচতে পারবেন না। ফলে, অনুমান করা সহজ হচ্ছে, যুদ্ধের যে কেউ একজন সম্পূর্ণ-ভাবে পরাজিত হয়ে ধরিত্রী থেকে নিশ্চিহ্ন হবার পণ-ই যে শুধু করেছে, তা' নয়, মন দিয়েও দাঁড়িয়ে আছে রণাঙ্গনে।

এই ভয়াবহ যুদ্ধে কে জিতবে, কে বাঁচবে, তা' সত্য সত্যই চিন্তার বিষয়। দুই জাতিই প্রবল, কেউ কারুর চেয়ে কোনো অংশে ছোট নয়, হীন নয়। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন ব্যাপার। তবে নিখিলবিশ্বের আধুনিক রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করে' দেখলে অনুমান হয় যে, এদের দু'য়ের মধ্যে যার রাষ্ট্রনীতি সত্যনীতির জন্যে দ্বার উন্মুক্ত রাখে, তারই জয় হবে। সত্যনীতি কি? যে-নীতি বিশ্বের সমগ্র মানুষকে বর্ণে, কর্ম্মে, অর্থে ও স্বাধীনতায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার পথে সহায়তা করে, তা-ই সত্যনীতি। এই নীতি যার আছে, সে আন্তর্জাতিক সমর্থন পাবে, একক হয়ে থাকবে না; ফলে প্রত্যক্ষভাবে ও অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের সহায়তা পেয়ে বলীয়ান্ হবে, শত্রুপক্ষীয় জাতিকে সমূলে বিনষ্ট করবার শক্তি পাবে।

জার্মাণীর "নাৎসিজম্"-এর মধ্যে সত্যনীতি নেই, আছে সম্পূর্ণ স্বার্থনীতি। ইংলণ্ডের "পার্লামেণ্টারিয়ানিজম"-এর মধ্যে স্বার্থনীতি যে নেই, তা' নয়; তবে তার মধ্যে সত্যনীতিও যথেষ্ট পরিমাণে আছে; কেননা ব্রিটিশ "পার্লামেণ্টারিয়ানিজম্" "নাৎসিজম"-এর মতো একচ্ছত্র নায়কের ব্যক্তিগত ইচ্ছানিচ্ছার যূপকাষ্ঠে গণবলিদান দেওয়ার কুৎসিত মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না, গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রনিয়মের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনেক পরিমাণে মর্য্যাদা দিতে জানে। ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রের অনেক নেতৃবৃন্দও স্বীকার করে' থাকেন যে, নাৎসিজম্ অপেক্ষা পার্লামেণ্টারিয়ানিজম্ অনেক ভালো। আধুনিক ভারতীয় গণ-আন্দোলনের গতি ইংরাজের হাতে দু-এক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে সত্য, কিন্তু রাজত্ব-শাসনের যতটুকু ক্ষমতা ভারত পেয়েছে, ততটুকু কেন, তার শতাংশের একাংশও নাৎসী-তন্ত্রের স্বৈরাচার থেকে ভারত পেতে পারে না। আমরা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট-তন্ত্রের প্রশংসা করছি না—শুধু বলি, এর মধ্যে গণতন্ত্রের অঙ্কুর, সর্ব্বসংস্কারহীন চেতনা নিয়ে অন্বেষণ করলে, অবশ্যই মিলবে। তাই নৈরাশ্যের কোনো কারণ খুঁজে পাই নে। আমরা বিশ্বাস করি—অঙ্কুরই একদিন চারাগাছ হতে বাধ্য, বিশ্ব-জগতের আলো ও বাতাসের অবোধ প্রভাবে বিরাট মহীরুহে পরিণত হতেও বাধ্য, বিশ্বের কোনো রাজনীতিক এই অদ্ভুত অঙ্কুরকে কিছুতেই বিনষ্ট করতে পারবেন না। গণ-তন্ত্রের জয় আজ না হ'ক, কাল হবেই হবে। বলেছি, ব্রিটিশ রাজনীতির মধ্যে গণতান্ত্রিক যে-নিয়মনিষ্ঠা আছে, নাৎসীতন্ত্রের মধ্যে তা' নেই। ব্রিটিশ-নীতি আর জার্ম্মাণ-নীতি দুই পরস্পর-বিরোধী। আজকেকার সংগ্রামকে এই দুই নীতি বা ism-এর সংগ্রাম-রূপে অভিহিত করলে মন্দ হয় না। ব্যক্তিগত দিক থেকে একজন ইংরাজের সঙ্গে একজন জার্মাণের যে কোনো শত্রুতা আছে, তা' আমরা মনে করি না। আজকের শত্রুতার মূলতত্ত্ব হচ্ছে নীতি,—এই নীতির মৃত্যুই হলো জাতির মৃত্যু। নাৎসী জার্মাণকে যদি আজ একচ্ছত্র নায়কত্বের আদর্শ-নীতিকে শত্রুহস্তে পরাজিত হয়ে পরিবর্ত্তিত করতে হয়, তবেই নাৎসী জার্মাণীর মৃত্যু হলো বুঝতে হবে। অপর পক্ষে পার্লামেণ্টারি ইংরাজকে যদি আজ স্বীয় আদর্শ ত্যাগ করে' জার্মাণীর একচ্ছত্র নায়কত্বে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে হয়, তবে ইংরাজ-জাতির মৃত্যু হলো বুঝতে হবে। মুখোমুখি এই দু'টি প্রবল এবং বুদ্ধিমান্ জাতিই জানে,—তাদের রাজনৈতিক আদর্শ ও নীতিরক্ষার অর্থটি হচ্ছে আত্মরক্ষা,—নীতির জন্যই হচ্ছে প্রকৃষ্ট জয়।........আজ এই দুইটি পরস্পর বিরোধী "ইজম্"-এর সংগ্রামে কোন্ বা কার "ইজম্" জয়লাভ করবে, বলা কঠিন; কিন্তু একের পরম বিজয়ের অন্তরালে অপরের পরম নির্ব্বাসনান্ত যে ঘটবে, তা' নিশ্চিতরূপে বলা যায়।

(২)

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ আজ সমবেতভাবে কোন্ নীতির দিকে প্রধাবিত হচ্ছে, তা' যদি দেখবার সুযোগ দেয়া যায়, তা'হলে ইংরাজ ও জার্মাণ-এর যুদ্ধে কে পরাজিত হবে, আর কে হবে বিজয়ী, অনুমান করা কঠিন না-ও হতে পারে। সকলেই জানে জার্মাণী, ইটালী ও জাপান ছাড়া পৃথিবীতে আজ বোধ হয় এমন কোনো রাষ্ট্র নেই, যা' একচ্ছত্র নায়কত্বে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে। রাশিয়ায় "ডিক্টেটরশিপের" প্রচলন আছে বটে, কিন্তু মজুর ও শ্রমিকদের সেখানে এত বেশী স্বাধীনতা দেয়া হয় যে, একনায়কত্বের স্বৈরাচারিতার কথা সেখানে উত্থাপিত হয় না; এই জন্য রাশিয়ার কথা এ-ক্ষেত্রে উঠে না। নিখুঁত স্বৈরতন্ত্রের নিষ্ঠুরতম নির্যাতন চলে ইটালী এবং জাপানে—সবার উপরে জার্মাণীতে। এই তিন রাষ্ট্র ছাড়া আর সর্ব্বত্রই গণ-তন্ত্রের ও গণ-স্বাধীনতার প্রাধান্য আছে। যে সমস্ত রাষ্ট্র আজ জার্মাণী ও ইটালীর অধীনে এসেছে, সে-গুলি বাহ্যতঃ ডিক্টেটরী আওতায় এসে গেছে ব'লে মনে হলেও, এ-কথা সত্য যে, বিজিত রাষ্ট্রগুলি গোপনে গোপনে তাদের পূর্ব্বকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতালাভের জন্যেই চেষ্টা ক'রে চলেছে। আবিসিনিয়া, পোলাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, চেক, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক আধুনিক ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন, সেখানে এখনও যুদ্ধ বেধে আছে, বেধে আছে ডিক্টেটর-শিপের বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মাদ যুদ্ধ-বিদ্রোহ। আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার বিশ্বাসী জনসঙ্ঘের অভাব নেই। চীন তো গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা-রক্ষার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ করেছে—ভারতবর্ষ তো সর্ব্বদাই অন্বেষণ করছে গণ-স্বাধীনতার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রায় সমগ্র বিশ্বই চিন্তা ও কার্য্যক্ষেত্রিক অভিযানে প্রধাবিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার পানে। সেই কারণে জার্মাণীর একচ্ছত্র নায়ক-নীতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি জাতিই মত পোষণ করে। একচ্ছত্র নায়ক-নীতি মানব-সভ্যতার প্রথমাবস্থায় কার্য্যকরী হতে পারতো, কিন্তু এখানে তা' যে মোটেই উপযোগী নয়, নাৎসী-নায়ক যদি জানতেন, তা'হলে সমগ্র ইউরোপের গণ-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাইতেন না বলেই বিশ্বাস।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারিয়ানিজম্ পূর্ব্বেই বলেছি, গণ-তন্ত্রে বিশ্বাসী; সর্ব্বদিন থাকে, অবস্থা-বিশেষে আরো বেশী গণতান্ত্রিক তাকে হতে হবে। আর ব্রিটিশ নেতারা সমগ্র ইয়োরোপের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যে মরিয়া হয়েছেন বলে প্রচার করছেন, কাল তাঁদের সমগ্র বিশ্বের গণস্বাধীনতার কথা আন্তরিকভাবেই তুলতে হবে। এবং তাঁরা তা তুলবেনও; কেননা সমগ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও জাতিকে একত্রিত তাঁদের করতেই হবে। বিশ্বের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতাকামে বহুমান হলেই ইংরাজজাতি সমগ্র বিশ্বের সহায়তা পাবে। সেদিন সুদূর নয়। সেদিন আসতে হলেই দেখবো—একনায়কত্বের নীতি সমূলে হয়েছে বিনষ্ট, আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের অট্টোপাস বক্ষে ধরণী হয়েছে স্বৈরতন্ত্রী ডিক্টেটরদের দল।

আজকেকার পৃথিবী যে-অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, সে অবস্থা একচ্ছত্র নায়ক-শাসনের অনুকূল নয়। আজকেকার পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ তার আপন বৈশিষ্ট্য, আপন ব্যক্তিত্ব, আপন স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি-রক্ষার্থে প্রতি মুহূর্তেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠছে। আপনকার আত্মবিকাশে সে সর্ব্বদাই যত্নশীল। এই আত্মবিকাশের পথে বাধা হয়ে যে দাঁড়াবে, দুর্ব্বলতম তার রক্ষা রাখবে না, ঠেলে ফেলে দেবে ধুলায়, পদতলে নিষ্পিষ্ট করবে তার গর্ব্বিত অহঙ্কার।

Majority must be granted—এ-কথা যদি সত্য হয়, যদি সত্য হয় এই তত্ত্ব যে, সংখ্যা-গরিষ্ঠ জনসাধারণ যা' চায়, যা' পেয়ে সুখে ও শান্তিতে থাকবে বলে' মনে করে—তারই জয় হবে, তা'হলে এ-কথা বলা যায়, নাৎসি ও ফ্যাসিষ্ট নীতির যে অত্যাচারী ও পাশবিক একনায়ক-শাসন, তার বিনাশ হবে, জয় হবে গণতন্ত্রের। একজন মানুষের, বা মুষ্টিমেয় কয়েকটি মস্তিষ্কযুক্ত মানুষের, চাঁদেনাশী করবার জন্যে বিশ্ব-মানুষ কলুর বলদ হয়ে থাকবে, আর চোখ বুঁজে জুলুমবাজদের পরিপুষ্ট শাস্তি পরিবহন করবে অন্তহীন কাল, গণতন্ত্রী বিশ্ব-প্রকৃতি কিছুতে তা' সহ্য করবে না। গণতন্ত্রের সীমা উত্তরোত্তর যে বাড়ি করবে সম্প্রসারিত সেই মহান জাতির জয় হবেই হবে। স্বৈরতন্ত্রী নেতৃবৃন্দের সমস্ত কামানের মুখে দাঁড়িয়েও যারা গণতন্ত্রের অমৃতকে জানেন অক্ষয়-এর আমন্ত্রণিবাণ জনবে তারাই।

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

রহিয়াছে অথচ সাপ্লাই সম্প্রতি ইহারই বিরুদ্ধে বিরাট অভিযোগের দাবী করিয়া বেড়াইতেছে। এ-ব্যাপারগুলি তথায় ঠিক থাকার উহাদের দ্বারা কোন কাজই হইতেছে না; উপরন্ত বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। যদি বৃটেনের নৌ-বহর শক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বন্দরে ভিড়িয়া যাইতেছে না কেন? আমেরিকার নৌ-বহর ইহার উত্তর দিতে পারে এবং বিশ্ববাসীও অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে—প্রকৃত অবস্থা কি।

কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি

সরকারী বিবৃতি

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট ১০টি কুইনাইনের বড়িপূর্ণ যে কুইনাইনের শিশি পোষ্ট আফিসের মারফৎ বিক্রি করেন, তাহার মূল্য আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে বর্ত্তমান মূল্য ।৵০ আনার স্থলে ।৵১০ আনা ধার্য্য করিয়াছেন এবং পুনরায় আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মূল্যের হার বলবৎ থাকিবে।

বল্কানে হিট্‌লারের রণ-হুঙ্কার

ভয় দেখাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা

জার্ম্মাণী গ্রীসকে ভয় দেখাইয়া ইটালীর সহিত সন্ধি করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। তুরস্ককে ভয় দেখাইয়া জার্ম্মাণী তাহার নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিতে চাহিতেছে যে, তুরস্ক বরাবরই নিরপেক্ষ থাকিবে। বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণী যে হট্টগোল শুরু করিয়াছে, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা ছাড়া আর কিছুই নহে। অবশ্য প্রয়োজন হইলে নাৎসীরা দানিয়ুব নদী পার হইয়া সোফিয়ায় প্রবেশ করিতে দ্বিধা করিবে না। তবে তদ্দুর অগ্রসর হইতে না হইলেই তাহারা খুশী হইবে। যদি ভয় দেখাইয়া উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়, তবে কে আর যুদ্ধ বাধাইতে চায়? ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণকালে জার্ম্মাণী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। তখন সকল আয়োজনই অতি গোপনে সম্পন্ন করা হয় এবং হঠাৎ একদিন জার্ম্মাণী তাহাদের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। এইবার কিন্তু জার্ম্মাণীর পরিকল্পনা প্রকাশ্যভাবে এবং সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হইতেছে। পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা এইবার প্রচারবিদ্যুদের সঙ্গে লইয়াই চলিতেছে মনে হয়। সোফিয়ায় সাদা পোষাকে যে সকল জার্ম্মাণ গুপ্তচর আছে, তাহারা যেন ইচ্ছা করিয়াই সামরিক বুট পরিয়া বেড়াইতেছে; যাহাতে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন না থাকে।

অন্যান্য সংবাদে প্রকাশ, পুলিশের আদেশে গত ২৪শে তারিখে রাস্তা পরিষ্কার রাখিবার জন্য সোফিয়ায় সকল মোটর-গাড়ীর যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছিল। সহরের বাহিরে কেহ যাইতে চাহিলে তাহাকে বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত।

এই সকলের অর্থ এই যে, হিটলার যুদ্ধে নামিবার পূর্ব্বে রণহুঙ্কার দিয়াই বল্কানে যুদ্ধ জয় সম্ভব কিনা, তাহা যাচাই করিতেছে। অবশ্য ইহাতে সফলকাম না হইলে তিনি যে সৈন্যদের অগ্রসর হইতে আদেশ দিবেন, তাহাও নিশ্চয়।

[পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে যে, নাৎসী বাহিনী দলে দলে বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।]

যশোহর পল্লী-সংস্কার কার্য্যাবলী

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

সাইবাটা-শেরগড় রোড

বনগাঁর মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে শেরগড়, চণ্ডীগড়, নারিকেলা, জলেশ্বর, গোপালপুর এবং ঢেঁকা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সাইবাটা বাজার হইতে শেরগড় পর্য্যন্ত আড়াই মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে। এই রাস্তা স্থানীয় অধিবাসিগণের বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছে।

সাহিত্য সম্মেলন

১৬ই মার্চ্চ রবিবার বনগাঁর অন্তর্গত বিজয় পার্কে বনগাঁ সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি মিঃ নজরুল ইসলাম এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিবেন এবং উক্ত সাহিত্য সমিতির বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণও এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন। আমুলপোতার জমিদার মিঃ সরফরাজ আলি তালুকদার এই সম্মেলনে ১০০৲ টাকা দান করিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মিঃ মিজানুর রহমানকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া একটি শক্তিশালী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সতীশচন্দ্র ব্যানার্জি ও মোমতাজ-উদ্দীন আহমদকে যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

গ্রীণল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে ঘাঁটি

আমেরিকা হইতে বিমানপোত আমদানীর সহজ ব্যবস্থা

এরোপ্লেনের পেট্রোল লইবার জন্য গ্রীণল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডে বড় রকম তৈল ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব কিনা, বর্ত্তমানে ইংরেজ, ক্যানাডীয় ও আমেরিকান বিমান-বিশেষজ্ঞেরা সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। ঐ দুই স্থানে এরোপ্লেনের তৈল লইবার উপযুক্ত ঘাঁটি নির্ম্মিত হইলে এই সুবিধা হইবে যে, ক্যানাডায় ও আমেরিকায় প্রস্তুত যে সকল যুদ্ধ বিমানপোত ব্রিটেনে প্রেরিত হইতেছে, সেগুলি একবারে এতদূর উড়িয়া যাইবার পরিবর্ত্তে মাঝে দুইবার বিশ্রাম লইয়া যাইতে পারিবে। এই তৈল লইবার ঘাঁটিগুলি খোলা হইলে নিম্নলিখিত সুবিধা হইবে:—

(১) হাল্কা বোমারু, হাল্কা টহলদার এবং অন্যান্য কয়েক প্রকারের জঙ্গী বিমান যাহা বর্ত্তমানে জাহাজে করিয়া পাঠান হইতেছে, তাহা উড়িয়াই ব্রিটেনে আসিতে পারিবে। (২) "উড়ন্ত দুর্গ" ও অনুরূপ শ্রেণীর অন্যান্য ভারী বিমানপোত আরও বর্দ্ধিত পরিমাণে ব্রিটেনে পাঠান সম্ভব হইবে; কারণ দুইবার থামিয়া পথ অতিক্রম করা সম্ভব হইলে ভাল আবহাওয়ার প্রত্যাশায় দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। (৩) আমেরিকায় প্রস্তুত অধিকাংশ বোমারু বিমান এবং কিছু কিছু জঙ্গী বিমান ব্রিটেনে উড়িয়া আসিতে সমর্থ হওয়ায় ব্রিটেনের সওদাগরী জাহাজের এবং ঐগুলিকে সওদাগরী জাহাজ পাহারা দিবার জন্য যে সকল ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ নিযুক্ত আছে, তাহাদের উপর চাপ কমিবে। সুতরাং ইহাদিগকে অন্যত্র কাজে লাগান যাইবে। (৪) ব্রিটেনের পক্ষে যথাসম্ভব শীঘ্র অজস্র বিমানপোত পাওয়া সম্ভব হইবে এবং জলপথে আসিতে না হওয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ইহাদের আমদানী হইতে পারিবে।

বাংলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মল্লিক জানাইতেছেন যে, ১৯৪১ সনের ১লা মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সময়ে কলিকাতায় ৩০২টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইয়াছে; ইহার মধ্যে ১৭৫টি পাঞ্জাব হইতে এবং অবশিষ্ট গাভী অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৫১টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২১৭টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছে।

ভৈরব নদীর সংস্কার পরিকল্পনা

যশোহরে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক চেষ্টা

সম্প্রতি জন-স্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লাহ বাহাদুর বঙ্গীয় আইন সভায় যশোহর জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিষয়ের একটি প্রশ্নের জবাবে মাননীয় মন্ত্রী বলেন:—

"যশোহর এবং অনুরূপভাবে অবস্থিত বাংলার আরও কয়েকটি জেলায় ম্যালেরিয়া রোগে যে বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার মূল কারণ হইতেছে প্রাকৃতিক এবং মানুষের তৈরী দোষদুষ্ট জলনিকাশের ব্যবস্থা এবং বদ্ধ জলাশয়। গত বৎসরের অনাবৃষ্টির ফলে বর্ত্তমান বৎসরে জেলায় বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রাকৃতিক জলস্রোতকে অবরুদ্ধ করা হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল কারণ দূরীকরণার্থে বঙ্গদেশীয় জন-স্বাস্থ্য বিভাগ সমস্ত জেলা হইতে ব্যাপক ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনা আহ্বান করিয়াছে। যশোহর জেলা বোর্ড এই বিভাগের নির্দ্দেশমত পরিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এখনও দাখিল করে নাই। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার সেচ-বিভাগে উক্ত জেলার জন্য কতকগুলি নদী সম্পর্কীয় পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত বিভাগ ইতিমধ্যেই ভৈরব নদীর পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই কার্য্য সমাধা হইলে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক প্রচেষ্টা বলিয়া গৃহীত হইবে। দুবলাতিলা বিলের নিকট মাথাভাঙ্গার মুখ খুলিয়া দিয়া চিত্রানদীর উন্নয়নের পরিকল্পনাটিও তাঁহাদের বিবেচনাধীন আছে।

জার্ম্মাণীতে খড়মের প্রচলন

চামড়ার অভাবে রবারের ব্যবহার

জার্ম্মাণীতে খড়মের প্রচলন হইতেছে। বর্ত্তমানের মজুদ জুতা ও বুট শেষ হইলে জার্ম্মাণীর জনসাধারণ রবার-সোলের জুতা ছাড়া আর অন্য জুতা বাজারে কিনিতে পাইবে না। জুতা মেরামত করিবার সময় মুচিদেরও চামড়ার পরিবর্ত্তে রবার ব্যবহার করিতে হইবে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ সন্তান-পালন সোসাইটির এক অধিবেশনে অধ্যাপক সিছ বলিয়াছেন, গত গ্রীষ্মকালে কাঠের খড়ম ব্যবহার করিয়া খুব সুফল পাওয়া গিয়াছে; ইহাতে পা ভাল থাকে।

যশোহরে পল্লী-সংস্কার কার্য্যে নিয়োজিত গ্রাম্য দল সমস্ত স্বেচ্ছাসেবীকে জেলা-বাহিনীতে যোগদান করাইতেছেন। [বিস্তৃত ৫ম পৃঃ দ্রষ্টব্য]

যশোহরে পল্লী-সংগঠন কার্য্যাবলী

নানা দিক দিয়া উন্নতিমূলক পরিকল্পনা

কৃষি ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

একপক্ষকাল সাফল্যমণ্ডিতভাবে চলিবার পর গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যশোহর কৃষি-শিল্প এবং স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর সমাপ্তি ঘটিয়াছে। অনুমান করা গিয়াছে যে, প্রত্যহ এই প্রদর্শনী দশ হাজার লোকে দর্শন করিয়াছে। বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধানে নারিকেল ছোবড়া হইতে দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ শিখাইবার দল কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষকে নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি ও পাপোষ তৈরী শিক্ষা দিয়াছে। প্রদর্শনীর শেষ দিবস যে পুরস্কার-বিতরণী সভা হইয়াছিল তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, খান, আই, সি, এস, সভাপতিত্ব করেন। যাহারা প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং গ্রাম্য খেলাধূলায় যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৭টি রৌপ্যপদক, ১০০টি সার্টিফিকেট, ১টি রৌপ্য-নির্ম্মিত শিল্ড, ১টি রৌপ্য-নির্ম্মিত কাপ, ১টি ঢাল, ১টি পিতলী, ১২টি কলসেচের পাত্র, ৪টি কুঠার, বহুবিধ কৃষি বিষয়ক যন্ত্র এবং নগদ ১৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

জন-সাধারণের স্বেচ্ছাশ্রমে ভবানীপুর খালের সংস্কার সাধন করা হইতেছে।

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু তুষারকান্তি ঘোষ এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যশোহর বাজারে আগুন লাগে। একটি কুঁড়ে ঘর পুড়িয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী এস, এ, রহিম এবং কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পার্শ্ববর্ত্তী কুঁড়ে ঘরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নিকে আয়ত্তের মধ্যে আনয়ন করেন। তাহা সত্ত্বেও তিন চারিটি ঘর বিনষ্ট হইয়া যায়। স্থানীয় অফিসারগণ যদি এইভাবে তড়িৎবেগে ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতেন, তবে এই অগ্নি ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিত।

ভবানীপুর খাল

এক সময় ভবানীপুর খাল বেশ উল্লেখযোগ্য প্রসার সম্পন্ন ছিল এবং উহা কুমার ও নবগঙ্গা নদীর যোগসাধন করিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উক্ত খাল মজিয়া যায় এবং তাহার ফলে জল নিকাশ এবং তীরবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হয়। গত জানুয়ারী মাসে গ্রামবাসিগণ ঝিনাইদহের মহকুমা হাকিম মিঃ এস, পি, ঘোষের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া খালের মজাটি অংশের পুনর্খনন কার্য্য শুরু করে। সেই কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এই কার্য্যের পরিসমাপ্তির পর বাঙলা সরকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বিশেষ আমন্দের সহিত ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রায় দশ হাজার লোক এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল। বিবেচনা করিয়া দেখা গেল সরকার যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, উহাতে তাহার সঙ্কুলান হইবে না। ফলে উক্ত অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই উপলক্ষে নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করিলেন। গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী উক্ত খালের পার্শ্বে অবস্থিত এক বিরাট ময়দানে এই ভোজ-পর্ব্ব সমাধা হয়। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা হইতে রান্না শুরু করা হয়। প্রায় দশ হাজার লোক এই ভোজে যোগদান করিতে আসিয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভোজের যাবতীয় ব্যবস্থার তদ্বির করেন। বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগ একাধারে খনন কার্য্য এবং বিরাট ভোজের দৃশ্য সিনেমাযোগে তুলিবার জন্য দেশের অভ্যন্তরে ঝাপদহ নামক স্থানে একজন ক্যামেরা-ম্যান প্রেরণ করিয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে কবে সেই সিনেমার মধ্যে নায়ক হিসাবে দেখা যাইবে, গ্রামবাসিগণ সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, খান, আই-সি-এস, স্বহস্তে মাটি কাটিতেছেন।

কচুরীপানা-র বিরুদ্ধে অভিযান

সমগ্র জেলায় কচুরীপানা ধ্বংসের অভিযান পূর্ণবেগে চলিয়াছে। একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসিগণ একটি বিরাট কাজ সম্পাদন করিয়াছে। যশোহর জেলায় বেতনা নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ মাইল ব্যাপী প্রবাহিত আছে। উহা পানায় এরূপভাবে ভর্ত্তি ছিল যে, একটি লোক পা না ভিজাইয়া এক তীর হইতে আর এক তীরে অনায়াসে হাঁটিয়া যাইতে পারিত। বর্ত্তমানে সে দৃশ্য একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। এই কার্য্যের প্রশংসা করিয়া এবং যাহাতে অপরে এই ধরণের পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে ব্রতী হয়, সেই উদ্দেশ্যে উৎসাহ আপাইবার জন্য একটি বিশেষ তহবিল হইতে দুইটি নলকূপ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কর্মীদের বিনামূল্যে আমোদ প্রমোদের জন্য যাত্রা ও কবিগানের নিমিত্ত ১০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

মাদ্রাসা রোড

সম্প্রতি বাংলার প্রধান মন্ত্রী যশোহরে প্রস্তাবিত সিরাজদ্দৌলা মাদ্রাসার যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যে গৃহীত একশত বিঘা জমির জঙ্গল সাফ করিতে এবং খাটিয়াডহ হইতে শুরু করিয়া চাঁপাবাড়িয়ার ভিতর দিয়া যশোহর রেলওয়ে ষ্টেশন পর্য্যন্ত দুই মাইল দীর্ঘ "মাদ্রাসা রোড" নির্ম্মাণার্থে গত ২রা মার্চ্চ মহকুমা হাকিম এবং অন্যান্য অফিসারগণের অধিনায়কত্বে প্রায় দুই হাজার লোক জঙ্গল পরিষ্কার করা শুরু করিয়াছে। রাস্তার কাজ কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই শুরু হইয়াছে। রাস্তার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং উহা জেলা বোর্ডের তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রাস্তা স্থানীয় অঞ্চলের বহুদিনের অভাব দূর করিয়াছে। উপরোক্ত মাদ্রাসার নামানুসারে উহার নামকরণ করা হইয়াছে। কলিকাতার মেয়র মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী কিছুদিন পূর্ব্বে ডাঃ জে, সি, রায় কর্ত্তৃক পরীক্ষিত একটি ম্যালেরিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার জন্য ডাঃ রায়কে সঙ্গে লইয়া যশোহর যাওয়ার পথে যশোহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া কর্মীদলকে উৎসাহিত করিয়া সমবেত জনতার সোল্লাস-ধ্বনির মধ্যে বিমান পার্কে বায়ুযান ক্লাবের উদ্বোধন করেন।

পুরস্কারলিপ্ত পশু ও গোবৎস প্রদর্শনী

আগামী ১৫ই ও ১৬ই মার্চ্চ সিরাজদ্দৌলা মাদ্রাসার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটি পশু ও গোবৎস প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। যশোহর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, খান, আই, সি, এস, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। এই ধরণের প্রদর্শনী যশোহরে এই প্রথম। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের অমৃতসর জিলার নামক স্থান হইতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ষাঁড় যশোহরে আমদানী করা হইবে।

[শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার বিস্তার

সাঁওতাল ও অনুন্নত শ্রেণীর অগ্রগতি

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৩৯-৪০ সনের বিশেষ বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:—

বাঁকুড়ার শিক্ষা সমস্যা বেশ নূতন রকমের। ইহার সমাধান অনেকটা কৃতকার্য্যতার সহিত করিতে হইলে অপরিসীম ধৈর্য্য ও যত্নের প্রয়োজন। পূর্ব্ব লোক-গণনামতে এই জেলায় ১,১১১,৭২১ জন লোকের বাস। ইহার মধ্যে ৫১০,১২৪ জন সাঁওতাল, বাউরি ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীর লোক। শুধু সাঁওতালরাই মোট লোক সংখ্যার শতকরা ১০ জন। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে মোট লোক সংখ্যার শতকরা ৪৬ জন হইল সাঁওতাল ও অনুন্নত শ্রেণীর লোক। সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ড যাহার প্রেসিডেন্ট হইল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ড, মিঃ ডব্লু, ডি, জে, কুলশ এবং আদিম অধিবাসীদের জন্য নিয়োজিত স্পেশাল অফিসার সকলে মিলিয়া সাঁওতাল ও অনুন্নত জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করতঃ তাহাদিগকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সাঁওতাল বালকদের জন্য ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ইহার মধ্যে ৫৫টি বিদ্যালয় সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত। মেদিনীপুর জেলায় একটিকে বাদ দিয়া ১৯টি বিদ্যালয় মেথোডিষ্ট মিশন কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং অবশিষ্ট বিদ্যালয় বে-সরকারীভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই জেলায় সাঁওতালদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য মোট প্রত্যক্ষ ব্যয় হইয়াছে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ৩,৮২৮৲ টাকা, সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাহায্য বাবদ জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১,৮৮৬৲ টাকা এবং আরোও ৭,০৯৪৲ টাকা। অতীব আনন্দের সহিত একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই জেলায় সরকারী পরিদর্শন সময়ে সাঁওতালদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ডে ১০০৲ টাকা চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন।

বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষা

সাঁওতাল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিসহ এই জেলায় বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা পূর্ব্বে ১,৩৮২টি ছিল; পরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১,৪৪৭টি দাঁড়াইয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩,৯৭৩ জন হইতে ৪৬,২০৫ জনে দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় ৬৫টি বিদ্যালয় ও ২,২৩২ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ৫৫৭,০৭৪ জন পুরুষের মধ্যে ৫০,৮৯০ বালক অর্থাৎ বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়স্ক বালকদের শতকরা ৬৯.৩ জন (শতকরা ১৪ জন হিসাবে ধরিয়া নিলে) আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ে যোগদান করিয়াছিল। সমুদয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী বালকদের সংখ্যা হইল ৫৪,০৫২ জন। ইহাদিগকে হিসাবের মধ্যে ধরিলে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষার ছেলেদের শতকরা হার খুবই সন্তোষজনক হইত, কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতি স্তরেই যথেষ্ট ত্রুটি রহিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে হইলে ১৯৩০ সনের বঙ্গীয় (পল্লী) প্রাথমিক শিক্ষা আইনে অবিলম্বে ভাল ও কার্য্যকরীভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন ও দেশে উহা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার জন্য বাঞ্ছিত জেলা স্কুল-বোর্ড স্থাপন করিতে হইবে।

বালকদিগের প্রাথমিক স্কুলের মোট সংখ্যার মধ্যে পূর্ব্বে ১২৩টি এবং বর্ত্তমানে ১২৬টি গভর্ণমেণ্ট ও জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাজ প্রশংসাযোগ্য। কারণ আলোচ্য বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটি ফ্রি সাহেব পরিকল্পিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে; ইহার মধ্যে একটি উচ্চ প্রাইমারী মক্তবও আছে।

এই সমুদয় বিদ্যালয়ের জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

		১৯৩৮-৩৯। টাকা।	১৯৩৯-৪০। টাকা।
প্রাদেশিক রাজস্ব	..	৬৫,৫৩১	৬৬,৯৮৪
জেলাবোর্ড	..	২৭,২৫৬	২৮,৩৪৮
মিউনিসিপ্যালিটি	..	৫,৫২৫	৬,১৬১
বেসরকারী	..	৭৮,৭৯৫	৮০,১৪২
মোট	..	১,৭৭,২০৭	১,৮১,৬২৫

বৈশ-বিদ্যালয় ও বয়স্কদের স্কুল

এই জেলায় ১৪৫টি নৈশ-বিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে ৩২টি বয়স্কদিগের শিক্ষালয়। পূর্ব্ব বৎসর এরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১৪টি। এই সব স্কুলের ব্যয় এ বৎসরে হইয়াছে ২,০১০৲ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১,৪৯৯৲ টাকা। এই সমুদয় স্কুলে সাধারণতঃ লেখা, পড়া ও হিসাব শিক্ষা দেওয়া হয়; সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষাও দেওয়া হয়। চাষী-ছেলে ও মজুরদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে এই সব স্কুল যথেষ্ট সহায়তা করে।

শিক্ষক ও তাঁহাদের ট্রেণিং

তিনটি গুরু ট্রেণিং স্কুলে ৮৬ জন গুরু ট্রেণিং পাইতেছিলেন। এই তিনটি গুরু ট্রেণিং স্কুলের একটি স্কুল খৃষ্টান মিশন দ্বারা পরিচালিত ও সাহায্যপ্রাপ্ত, আর দুইটি উন্নত ধরণের স্কুল।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বিগত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহের সংখ্যা ছিল ২২টি। গত বৎসরের ন্যায় এবৎসরেও বাঁকুড়া জিলা স্কুলটিই এই জেলার একমাত্র গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুল ছিল। ইহাতে গত বৎসর ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩২৫ জন, কিন্তু এবৎসর ছিল ৩১৭ জন। এই স্কুলের ব্যয় আলোচ্য বৎসরে হইয়াছে ২৪,৮৯০৲ টাকা। গত বৎসর ব্যয় হইয়াছিল ২৫,৯৭০৲ টাকা।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

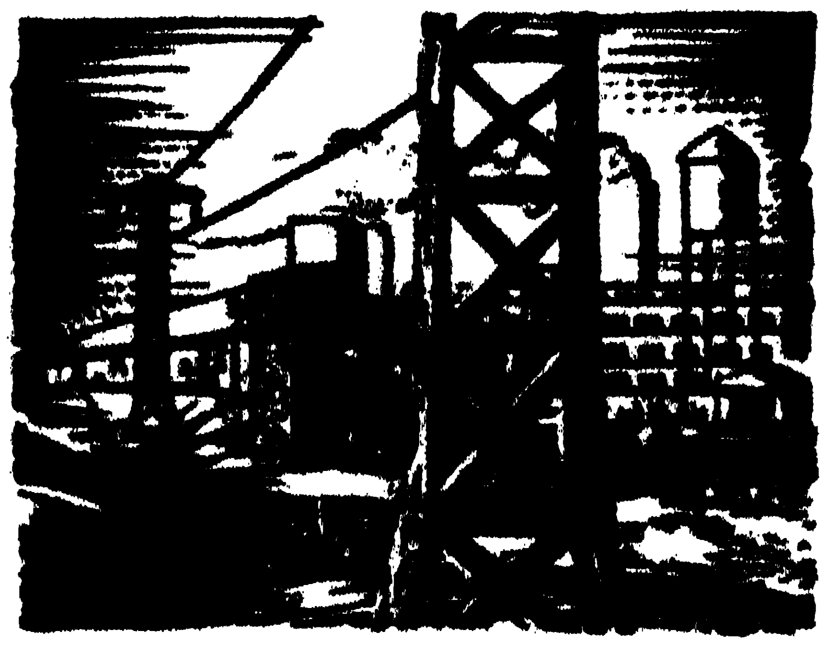

ব্যবসার সমৃদ্ধি
ইলেক্‌ট্রিসিটি ব্যবহারেই সম্ভব

যে কোন কাজই হোক্ না কেন, তা সুসম্পন্ন করতে হ'লে মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় হচ্ছে ইলেক্‌ট্রিসিটি। এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিরাট মেশিন চালায় এবং শ্রমিকদের পরিশ্রম যথেষ্ট লাঘব করে। তারা কম সময়ে এবং অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ করতে পারে; মালিকদেরও এতে যথেষ্ট লাভ হয়। তাই ইলেক্‌ট্রিসিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নত করে, মালিকদের সমৃদ্ধিশালী করে এবং শ্রমিকদের কাজের মধ্যেও আনন্দ নিয়ে আসে।

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রচারিত

বৃটেনের সাহায্যে আমেরিকার বিরাট ব্যবস্থা

ইজারা ও ঋণ-দান আইন পাশ

গ্রীকদের বিরাট সাফল্য

গ্রীক প্রচার-সচিবের এক এপতেজার এথেন্স রেডিয়ো-যোগে প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, গ্রীকরা ক্রমাগত ইটালীয়দিগকে পিছু হটাইয়া দিতেছে। তাহারা দুইটি প্রচণ্ড ইটালীয় আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। ইটালীয়রা প্রচুর কামানসহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকরা ৫,০০০ ফিট উচ্চ পাহাড় হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ইটালীয়দের আক্রমণ বন্ধ করিয়া দেয়। দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাও অনুরূপভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়; অধিকন্তু ইটালীয়দিগকে ভীষণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়।

ফরাসী উপকূল-অঞ্চলে বিমান-আক্রমণ

৩রা মার্চ রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহরের বিমান-পোতসমূহ ফরাসী উপকূলের বন্দরে ভয়াবহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূল হইতে পরিষ্কারভাবে আক্রমণ দেখা গিয়াছিল। ক্যালে এবং বৌলোনের উপরস্থ আকাশ আলোকিত হইয়াছিল এবং ফরাসী উপকূলের ২০ মাইল ব্যাপী অঞ্চলে সার্চলাইট-সমূহকে খুবই কর্মতৎপর দেখা গিয়াছিল।

কিরেণের দ্বারদেশে বৃটিশ বাহিনী

ইরিত্রিয়ায় সাম্রাজ্য বাহিনী একদিকে কিরেণের কয়েক মাইল ও অন্যদিকে ১৫ মাইল নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

তুর্কী প্রেসিডেন্ট সমীপে হিটলারের দূত

আঙ্কারা বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট ইনোনুর সহিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ফন পাপেনের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। ফন পাপেন হিটলারের নিকট হইতে একটি বিশেষ বার্তা লইয়া আসিয়াছেন।

তুরস্কের সীমান্তে ১৫ ডিভিশন জার্মাণ সৈন্য

বুলগেরিয়ার রাজধানীতে গুজব রাষ্ট্র হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই ২০ ডিভিশন জার্মাণ সৈন্য বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে ১৫ ডিভিশন তুরস্ক সীমান্ত অভিমুখে রওয়ানা হইয়াছে।

ইনোনু-পাপেন সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ

আঙ্কারা বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ফন পাপেন ৪ঠা মার্চ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ইনোনুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিটলারের ব্যক্তিগত বার্তা পাঠ করিয়া শোনান। ঘোষণাকারী বেতারে বলেন, "প্রেসিডেন্ট গভীর মনোযোগের সহিত ঐ বার্তা শ্রবণ করেন এবং উহা সৌজন্যের জন্য ফুয়েরের সমীপে তাঁহার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ফন পাপেনকে অনুরোধ করেন।" তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব এম, সারাজওগলু সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত ছিলেন। আঙ্কারার নিকটবর্তী চানকায়ায় প্রেসিডেন্টের আবাস-ভবনে সাক্ষাৎকার হয়।

বৃটিশ বিমান-বহরের আক্রমণ

গত ৩রা মার্চ রাত্রিতে বৃটেনের কয়েকখানা উপকূল রক্ষী এরোপ্লেন ক্যালের ডক ও রেলওয়ে সাইডিং আক্রমণ করে।

৪ঠা তারিখ একখানা উপকূলরক্ষী প্লেন ব্রেস্টের নিকট এক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া শত্রুর একখানা জঙ্গীপ্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে। সম্প্রতি বিমান সংগ্রামে আরও চারখানা শত্রুপ্লেন বিধ্বস্ত করার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

আলবেনিয়ায় গ্রীক অগ্রগতি

৫ই মার্চ এথেন্স বেতারকেন্দ্র হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, আলবেনীয় সীমান্তে প্রচণ্ড কামান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। একটা ইটালীয় ট্যাঙ্কের উপর গ্রীক গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা বর্ষণের ফলে ট্যাঙ্কে আগুন লাগে এবং উহার অভ্যন্তরস্থ সৈনিকগণ নিহত হয়।

আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর আরো সাফল্য

কায়রোর এক সংবাদে জানা যায় যে, যুদ্ধ ক্রমশঃ আবিসিনিয়ার কেন্দ্রস্থলে প্রবেশ করিতেছে এবং উহা ঝড়ের গতিতে চলিতেছে। বৃটিশ সৈন্য বাহিনী শত্রু সৈন্যগণকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং শত্রুগণ কোনরূপ বাধাদানের চেষ্টা করিতেছে না। বৃটিশ বাহিনী মোগাদিশু হইতে ১৭০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

জুবা নদী হইতে ওয়েবশিবেলি পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কার্যতঃ বৃটিশ বাহিনীর করতলগত হইয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব আফ্রিকায় ১৬ হাজার ইটালীয় বন্দী ও ১২ শত কামান বৃটিশ বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ান বাহিনীর বিজয়

স্বদেশপ্রেমিক আবিসিনিয়ান বাহিনী ইটালীয়ানদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বুরিয়ে দুর্গ দখল করে এবং বর্তমানে তাহারা ডেব্রা মার্কস অভিমুখে পশ্চাদপসরণকারী একটি ইটালীয়ান বাহিনীকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ১৫ শত অনিয়মিত ইটালীয়ান সৈন্য এবং ২ শত ঔপনিবেশিক সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ দলত্যাগ করিয়া স্বদেশপ্রেমিক আবিসিনিয়ানদের দলে যোগ দিয়াছে।

আরও দুইটি ইটালীয় ঘাঁটির পতন

নায়রোবির সরকারী এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী ইস্কিয়া, বায়দোয়া ও বারদেরা অধিকার করিয়াছে। এই দুইটি স্থান মোগাদিশু হইতে যথাক্রমে প্রায় ১৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও ঠিক উত্তরে। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

ইটালীয় বন্দী সংখ্যা

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লিবিয়ার যুদ্ধে এপর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ১লা মার্চ তারিখে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে আরও এক হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

বৃটেন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ

লণ্ডনে সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে যে, বৃটেন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর আক্রমণ

জঙ্গী বিমানপোত পরিবেষ্টিত রাজকীয় বিমান বহরের একদল বোমারু বিমানপোত ৫ই মার্চ অপরাহ্নে বৌলোনের ডকে আক্রমণ চালাইয়াছিল। অন্য দিকে আর একটি বৃটিশ জঙ্গী বিমানপোত বহর চ্যানেল ও উত্তর ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। বৌলোনের ডকের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং উহার ফলে আভ্যন্তরীণ বন্দরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখা যায়। একখানি শত্রু বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং আরো কয়েকখানি গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

ফরাসী মরক্কোয় জার্মাণ সৈন্য

৫ই মার্চ কমন্স সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর, এ, বাটলার ফরাসী মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কায় জার্মাণ সৈন্যের উপস্থিতির কথা প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি বলেন যে, জার্মাণ যুদ্ধবিরতি কমিশনের কয়েক প্রতিনিধি ক্যাসাব্লাঙ্কায় ছিলেন। ফেব্রুয়ারীর প্রথমভাগে আরও সজ্জিত বহু জার্মাণ অফিসার ও সৈন্য তথায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। মিঃ বাটলার ইহাও বলেন যে, ইহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে।

বৃটিশ সাবমেরিণের অভিযান

পার্লিয়ামেণ্টে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাব-মেরিণগুলি শত্রুপক্ষের প্রায় ১০০ খানা রণতরী ও মালবাহী জাহাজ বিধ্বস্ত করিয়াছে।

গ্রীস-সীমান্তে জার্মাণ বাহিনী

৬ই মার্চ জানা গিয়াছে যে, জার্মাণ যান্ত্রিক বাহিনী আড্রিয়ানোপোলের নিকটবর্তী গ্রীস-বুলগেরিয়ার সীমান্ত-বর্তী ক্ষুদ্র বুলগেরিয়ান শহর ভিদেলগ্রাডের ১৫ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বুলগেরিয়া হইতে ইস্তাম্বুল-গামী যাত্রীবাহী ট্রেনসমূহ ভিদেলগ্রাডে থামাইয়া দেওয়া হইতেছে এবং যাত্রীদিগকে তুরস্ক পর্যন্ত যাইবার জন্য কোন সুযোগ দেওয়া হইতেছে না।

ট্রেণ, লরী, বাস ও বিমান প্রভৃতি জার্মাণ সেনা অবিরাম-স্রোতে বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীক সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ দিককার তিনটি প্রধান রাস্তাকে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী "মাইলের পর মাইল টানা বহুচালিত সমরোপকরণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১,৭০০ ইটালীয়ানের আত্মসমর্পণ

৭ই মার্চ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১,৭০০জন ইটালীয়ান সৈন্য বৃটিশ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

গ্রীক বাহিনীর আরো সাফল্য

৭ই মার্চ গ্রীক প্রচার-সচিব এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন—"গ্রীক সৈন্যগণ যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত আছে। তাহারা এখনও আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে; সৈন্যদের মধ্যে কোনরূপ নৈরাশ্য বা উৎসাহহীনতা উদ্ভূত হয় নাই।

বেতারবার্তায় আলবেনিয়া রণক্ষেত্রে বিজয়ী গ্রীক সৈন্যদের অগ্রাভিযানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইটালিয়ান ঘাঁটিগুলির উপর সার্থকভাবে সহিত গোলা বর্ষণ করা হইয়াছে। মধ্য রণক্ষেত্রে ইটালিয়ানদের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি গ্রীক সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর তড়িৎ অভিযান

বৃটিশ সৈন্যরা ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ডে সিবেলী নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং আবিসিনিয়ায় প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। ফলে সমগ্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সম-পরিমাণ স্থান এখন তাহাদের হাতে চলিয়া আসিয়াছে। ঝড়ের মত গতিতে অগ্রসর হইয়া তাহারা এখন একশত হাজারেরও অধিক বর্গমাইল দখল করিয়া লইয়াছে এবং ২১ হাজার সৈন্যকে হয় বন্দী করিয়াছে অথবা নিহত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেকেই ইউরোপীয়। বিমানপথ ছাড়া পলায়মান ইটালীয় সৈন্যদের সহিত বৃটিশ সৈন্যদের এখন আর কোন যুদ্ধ হইতেছে না।

বৃটেনের সাহায্যে আমেরিকা

আমেরিকান পার্লিয়ামেণ্টে ঋণ ও ইজারাদান আইন পাশ হইয়া গিয়াছে এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই আইনে স্বাক্ষরও করিয়াছেন। এই আইন পাশ হওয়ার পর বৃটেন আমেরিকার নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সাহায্য পাইতে থাকিবে। প্রকাশ, ১৫ খানা টর্পেডোবাহী বৃটেনকে অবিলম্বে সরবরাহ করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষার বিস্তার

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১টি হইতে ১৩টি দাঁড়াইয়াছে এবং কোন সাহায্য পায় না এরূপ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া ৯টি হইতে ৮টিতে দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, খাত্রা ও রামসাগর ইংরেজী বিদ্যালয় সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং সিমলাপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সাহায্য বন্ধ করা হইয়াছে।

সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আলোচ্য বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ৩,২১৩ জন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ছিল ২,৮৩৭ জন এবং ইহার ব্যয় বর্ত্তমান বৎসরে ও গত বৎসরে যথাক্রমে ১,২৬,২৮৯৲ টাকা ও ১,১১,০২৭৲ টাকা হইয়াছে। সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে গড়ে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৪৭ জন, ইহার পূর্ব্ব বৎসরের গড় ছিল ২৫৮ জন এবং গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৮১০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ব্যয় হইয়াছিল গড়ে ৮৪১৲ টাকা।

সাহায্য পায় না এরূপ সমুদয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৩৯৯ জন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ১,৫০৯ জন এবং মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩৮,২৫৪৲ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর ব্যয় হইয়াছিল ৪৮,০৮৩৲ টাকা।

মধ্য ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা, জেলাবোর্ড পরিচালিত দুইটি বিদ্যালয় সহ পূর্ব্ব বৎ ৫৭টি ছিল। এই সমুদয় বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া ৪,৭০২ জন হইতে ৪,৪৮৪ জনে দাঁড়াইয়াছে এবং মোট ব্যয় ৯১,৫৯৬৲ টাকা হইতে ৮৭,৫০২৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ ৪,০৯৪৲ টাকা কমিয়াছে।

দুইটি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ের মধ্যে সারেঙ্গা নামক স্থানের বিদ্যালয়টি শিক্ষা বিভাগ হইতে সাহায্য পায় এবং পুরুলিয়াস্থিত বিদ্যালয়টি জেলাবোর্ড হইতে সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। এই দুইটি স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা হইল ১৬২ জন এবং ইহার মোট ব্যয় হইয়াছে ১,৮৭৬৲ টাকা; তন্মধ্যে ৬১০৲ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে এবং ২৪০৲ টাকা জেলাবোর্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা উল্লেখ করা নৈরাশ্যজনক যে, মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় শিক্ষা দ্বারা যদিও পল্লী অঞ্চল উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের গুরুত্ব দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

বিষ্ণুপুরে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা আছে এবং এই জেলায় এই শ্রেণীর শিক্ষায়তন এই একটি মাত্রই আছে। ইহার ছাত্রসংখ্যা ৬৭ জন জন, তন্মধ্যে ৫ জন বালিকা। আলোচ্য বর্ষে এই বিদ্যালয় প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৭২০৲ টাকা ও জেলাবোর্ড হইতে ২৪০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছে।

হাতের কাজ শিক্ষা

এই জেলার শুধু মালিয়াড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ব্যবসা ও শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষার শাখা খোলা হইয়াছে; তাহাতে বয়ন, সূত্রধরের কাজ ও কৃষিবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

কৃষি পরিকল্পনা

তিনটি সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মালিয়াড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বাকুলিয়া মধ্য ইংরেজী ও কৈঁড়াকুড়া মধ্য ইংরেজী স্কুল এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কৃষি-বিষয়ের শিক্ষকের বেতনস্বরূপ মাসিক ১০৲ টাকা সরকারী বিভাগ হইতে দেওয়া হয়। বাকুলিয়া ও কৈঁড়াকুড়া মধ্য ইংরেজী স্কুলে কৃষি-শ্রেণীর ব্যয়ের জন্য প্রত্যেক স্কুলে ৭২০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

পরীক্ষার ফলাফল

এই জেলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির ৩৭৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৭৫ জন ও প্রাইভেট ২৫ জন; তন্মধ্যে ১৩ জন বালিকা গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী-রূপে উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৩২ জন ও প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছে। এই ১৫ জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীর ৮ জন বালিকা। মাধ্যমিক বৃত্তি পরীক্ষায় মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলি হইতে ৬২ জন পরীক্ষার্থী ও মধ্য বাঙলা স্কুল হইতে ৪ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৭ জন—তন্মধ্যে ৩ জন শিক্ষায় অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর ও একজন মধ্য বাঙলা স্কুল হইতে বৃত্তি লাভ করিয়াছে।

প্রাথমিক (মক্তব) পরীক্ষায় ১,৩৬১ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১,১৪২ জন পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। অনুন্নত সমাজের জন্য রক্ষিত ২টি সহ ৯টি বৃত্তি এই জেলার ছাত্রগণ লাভ করিয়াছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১০টি বৃত্তি লাভ করিয়াছিল।

নিম্ন প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় ৪৫টি বৃত্তি এই জেলায় দেওয়া হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৪টি সাঁওতাল ও অন্যান্য অনুন্নত সমাজের জন্য সংরক্ষিত। পূর্ব্ব বৎসরও এই পরিমাণ বৃত্তি এ জেলায় দেওয়া হইয়াছিল।

ভারতীয় বালিকা ও মহিলাদের শিক্ষা

বালিকাদের শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৮টি হইতে ২১৪টি হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্রীসংখ্যা ৫,৩১২ জনের স্থলে ৫,৯৯২ জন হইয়াছে। বালক-দিগের স্কুলে ও বালিকা-বিদ্যালয়ে বিগত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে শিক্ষার্থী বালিকার মোট সংখ্যা ছিল ১১,৩৫১ জন। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ১০,৫২৩ জন। এই জেলায় মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৯৩১ সনের লোক-গণনায় ছিল ৫৫৪,৬৪৭ জন। এই স্ত্রীলোকের সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে একথা বলা যাইতে পারে যে, এ জেলায় বালিকাদের শিক্ষা তেমন অগ্রসর হয় নাই। তথাপি আশার কথা এই যে, সামাজিক রীতি-নীতির দরুণ ও শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার জন্য যে অসুবিধা তাহা ক্রমশঃ দূর হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে বালিকাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩টি, ইহার পূর্ব্ব বৎসর ছিল ২টি। ইহার একটি সাহায্য-প্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ২টি সাহায্যপ্রাপ্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। এই তিনটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪২৯ জন, পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। এই তিনটি স্কুলের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ১৩,৯১৪৲ টাকা; তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৫,৩৮৬৲ টাকা, জেলা বোর্ড হইতে ১,২০০৲ টাকা ও মিউনিসিপ্যালিটি হইতে ১,৫০০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২১১টি; ১৯৩৮-৩৯ সনে এরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৬টি। এই সমুদয় স্কুলে বালিকার সংখ্যা ছিল ৫,৫১৯ জন, পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ৫,০৭৫ জন। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের মধ্যে ৬টি জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত, ১৬৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত ও ২৪টি কোন প্রকারের সাহায্য পায় না। বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ব্যয় ছিল ১৫,৬৭১৲ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১৩,৬৯৮৲ টাকা।

কারিগরী ও ব্যবসা শিক্ষা

কারিগরী শিক্ষার জন্য এই জেলায় ১৩টি বিদ্যালয় ছিল, পূর্ব্ববৎসরে ছিল ১২টি। ইহার মধ্যে বাঁকুড়ার

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

মহামান্য গভর্ণরের রাজশাহী পরিদর্শন

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে জনসাধারণের সাহায্য প্রদান

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট সর্ব্বপ্রথম রাজশাহী পরিদর্শন করেন। রাজশাহীর জনসাধারণের তরফ হইতে যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের নিমিত্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ২০,৬০০৲ টাকার একটি থলি মহামান্য গভর্ণরকে প্রদান করেন। এই অর্থ যোগ করিলে রাজশাহী জেলার মোট দানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০,০০০৲ টাকা।

অর্থপূর্ণ থলি প্রদান করিবার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, বিরাট যুদ্ধের ব্যয়ের তুলনায় এই অর্থের পরিমাণ অতি সামান্য, কিন্তু রাজশাহী জেলার অধিবাসি-গণ আশা করেন যে, বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তাঁহাদের সহানুভূতি হিসাবে উহা গৃহীত হইবে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত অর্থ গ্রহণ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বর্ত্তমান যুদ্ধ-সঙ্কটে ভারতবর্ষের নিকট হইতে দূরে রাখিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জেলার যুদ্ধ-কমিটিকে তাঁহার এই বাণী প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। তিনি জনসাধারণকে ওয়ার বণ্ড কিনিতে অনুরোধ করেন এবং তিনি বলেন যে, উহা একাধারে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এবং ক্রেতাগণকে সাহায্য করিবে।

সারদা হইতে গভর্ণর বাহাদুর মোটরযোগে রাজশাহীতে উপস্থিত হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্যারেড গ্রাউণ্ডে সম্বর্দ্ধিত হন। ঐস্থানে গভর্ণর বাহাদুর সিভিক গার্ড-দল পরিদর্শন করেন এবং তাহারা গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করে।

গভর্ণর বাহাদুর প্যারেডে সিভিক গার্ড দলের কার্য্য-কলাপ দৃষ্টে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর জেলার যুদ্ধ-কমিটির সভায় যোগদান করেন; উক্ত স্থানেই তাঁহাকে টাকার থলিয়া প্রদান করা হয়।

গত ৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিলে মোট ৬৬,২৬,৯২৪৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৩,৪৭,৭০০৲ টাকা বৃটিশ যুদ্ধ-সংক্রান্ত কাজে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড সংগ্রহ করিয়াছে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

মেডিক্যাল স্কুল একটি; ইহা গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত ও জেলা বোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত। ইহার ছাত্রসংখ্যা ১৯৮ জন। অপর প্রতিষ্ঠান হইল তিলুরীর আয়ুর্ব্বেদিক শিক্ষায়তন; ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৩ জন এবং ইহা জেলা বোর্ড হইতে সাহায্য প্রাপ্ত। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি গভর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বয়ন-বিদ্যালয়, তাহাতে ছাত্র-সংখ্যা ৪৯ জন এবং ৪টি সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প বিদ্যালয়, ৩টি ছেলেদের জন্য ও ১টি মহিলাদের জন্য; তাহাতে ১৫৫ জন পুরুষ ও ৫৫ জন মহিলা শিক্ষার্থী আছে। সাহায্য পায় না এরূপ একটি কমার্শিয়াল স্কুল আছে, তাহাতে ৪৬ জন শিক্ষার্থী। দুইটি সাহায্যপ্রাপ্ত সঙ্গীত-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ৫৯ জন পুরুষ ও ৯ জন মহিলা শিক্ষার্থী আছে।

বোরষ্টাল স্কুল

এই প্রদেশের মধ্যে বাঁকুড়ার বোরষ্টাল স্কুল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ১৫ বৎসর হইতে ২১ বৎসরের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অপরাধীদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইহাদিগকে সংশোধিত করিয়া উপযোগী নাগরিক করিয়া তোলা। এই প্রতিষ্ঠানে মোট ২৫৮ জন বালক ছিল এবং গভর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ৪৭,১৪৩৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

পল্লী-অঞ্চলে কৃষকদের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন ঋণ-সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

রংপুর জেলা

বেলকা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সনের ১৬৬নং মামলায় খাতক জালালউদ্দীন শেখ এবং আরও অনেকে একটি খাই খালাসী খতের দ্বারা ৯৬৲ টাকা ধার লইয়া সোয়া দুই বিঘা জমি ৮ বৎসরের জন্য মহাজনী খাবনু মামুদ শেখকে ছাড়িয়া দেয়। খাতক উক্ত মহাজনের নিকট হইতে অপর আর এক দফায় ৭৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন জমি এক বৎসর ভোগ দখল করিবার পর খাতক তাহার ঋণ-সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডের দারস্থ হয়। ঋণের পরিমাণ ৮৪৲ এবং ৭৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। স্থির হয় যে, মহাজন ১৩৪৭ সনের পৌষ মাস পর্য্যন্ত জমি ভোগ দখল করিয়া খাতককে প্রত্যর্পণ করিবে এবং তাহাতেই খাতকের ঋণ শোধ হইয়া যাইবে। খাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ড এই সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কাশীপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সনের ৬৫নং মামলায় খাতক কারাতুল্লা শেখ এবং আরও অনেকে মহাজন কাশী মামুদ বেপারীর নিকট হইতে ২০০৲ টাকা ধার করে; সুদে আসলে উহা ১,০০০৲ টাকায় দাঁড়ায়। ঋণ-সালিসী বোর্ডের চেষ্টায় উক্ত ঋণ মাত্র ১০৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

বর্দ্ধনপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৫নং মামলায় খাতক সাদুজান শেখ মহাজন আমীর উদ্দীন এবং সানাউল্লা বেপারীর নিকট হইতে ২৫৬৲ টাকা ধার করিয়া কিছু জমি ছাড়িয়া দিয়াছিল। মহাজন ১০ বৎসর কাল এই জমি ভোগ দখল করে; তারপর ঋণের পরিমাণ ৯৬৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। খাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে মহাজন তাহার জমি-জমা প্রত্যর্পণ করে এবং উহাতেই ঋণ শোধ হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লয়। বোর্ডের চেষ্টাতেই এই সালিসী ফলপ্রসূ হয়।

তামপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১নং মামলায় খাতক এনুরাজ প্রামাণিক গত ১৩৪৩ সনে ২০ বৎসরের জন্য ১৪ দ্রোণ জমি বর্গে জ করিয়া মহাজন আব্দুল গফুরের নিকট হইতে ৬৬৮৲ টাকা ধার করে। মহাজন তিন বৎসর জমি ভোগ দখল করিয়া জমি হইতে ১৬৮৲ টাকা পায়। অধিকাংশ জমি বর্গে জ করিয়া দেওয়াতে খাতকের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় এবং সুদে আসলে ঋণের পরিমাণ ১,৫০০৲ টাকা দাঁড়াইবার ফলে বোর্ড মহাজনের মহানুভবতার উপর নির্ভর করে। মহাজন মাসিক খাতক ১০০৲ টাকা ১৮ বৎসরে শোধ দিবে, এই প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং খাতকের সমস্ত জমি প্রত্যর্পণ করে।

একটি খতের বলে খাতক মহাজন বাবু বিমলাচরণ খানের নিকট হইতে ৪৪০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ সুদে-আসলে ৮৮০৲ টাকা সাব্যস্ত করে। তৎপর বোর্ড খাতকের অবস্থা দৃষ্টে বিশেষ প্রশংসার সহিত উক্ত ঋণের পরিমাণ ১০৲ টাকায় মীমাংসা করে। উক্ত ১০৲ টাকা ৩৲ টাকা বার্ষিক কিস্তিতে ৩ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে। মহাজন বাকি ৮৭০৲ টাকা বিশেষ মহানুভবতার সহিত ছাড়িয়া দিয়াছেন।

কোতশহর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৬১১নং মামলায় মহাজন বেণীমাধব প্রামাণিক ৯৪৭৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। খাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ড একটি সালিসীর ব্যবস্থা করে। তাহার ফলে খাতক নগদ ২৭৲ টাকা মহাজনের হাতে প্রদান করিয়া ঋণ মুক্ত হয়। মহাজনও এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করে।

দামোদরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ২৩নং মামলার খাতক গত ১৯৩২ সালে মহাজনের নামে ৪০০৲ টাকার একটি কিস্তি বন্দী খত লিখিয়া দেয়। তারপর খাতক সাহের উদ্দীন শেখ এবং আরো অনেকে বিভিন্ন তারিখে ১৫।।০ প্রদান করে। ঋণের পরিমাণ ১৬৪।।০ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। মহাজন কামিনীকুমার সরকার নিজে বোর্ডের একজন সদস্য। খাতকের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি ৫০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া সমস্ত ঋণ মাফ করিয়া দেন। এই সালিসীর জন্য সমস্ত ধন্যবাদ বোর্ডের প্রাপ্য।

নোয়ালিপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৫নং মামলায় গত ১৯১৮ সালে খাতক ভিখারী প্রসাদ সাহা ২৯ তোলা সোনা বন্ধক রাখিয়া মহাজন মদনমোহন সাহার নিকট হইতে ২০০৲ টাকা ধার করিয়াছিল। মহাজন শুধু ১৬ তোলার কথা স্বীকার করে এবং বোর্ডের নিকট একটি রসিদ পেশ করে। খাতক বলে যে সে ২৯ তোলা বন্ধক রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনো সাক্ষী প্রমাণ ছিল না। বোর্ড বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত মহাজনকে স্বীকার করায় যে প্রকৃতপক্ষে ২৯ তোলা সোনাই বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল। যেহেতু মহাজন ইতিপূর্ব্বেই সোনা বিক্রি করিয়া ফেলিয়াছিল, তজ্জন্য বোর্ড সাব্যস্ত করে যে, খাতককে মহাজনের ৫০০৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে। এই মীমাংসায় খাতকের খুব উপকার হইয়াছে।

রাজশাহী—

চৌগ্রামপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৬১৩নং মামলায় খাতক বিপিন মণ্ডল এই সর্ত্তে মহাজন জহিরুদ্দীন মণ্ডলের নিকট হইতে ৯৯৲ টাকা ধার করে যে, সুদের পরিবর্ত্তে মহাজন খাতকের ১।।৩২ একর জমি ভোগ-দখল করিবে। মহাজন উক্ত জমি এগার বৎসরকাল ভোগ-দখল করে; খাতক ১৩৪২ সালে ঋণ শোধ করিতে পারিল না বলিয়া ৯১৲ টাকার আর একটি নূতন কিস্তিবন্দী খতে উপরোক্ত জমি বর্গে জ করা হইল। তারপর খাতক ১১৲ টাকা শোধ করে।

নূতন খতের বলে মহাজন ১১৪৮০ আনা দাবী করে।

মীমাংসার সময় খাতকের দুরবস্থা দৃষ্টে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ মহাজনের মনকে নরম করিতে সমর্থ হন এবং মহাজন মীমাংসায় ১০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া খাতককে ঋণমুক্ত করে।

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সঞ্চয় করছে

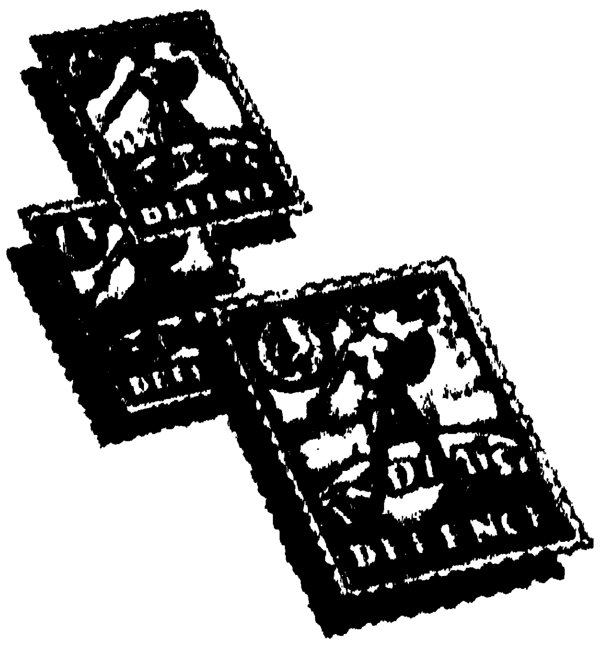

যে-কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন—বিনামূল্যে পাবেন। যখন যেমন পারেন চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমলে কার্ডটি ভর্ত্তি হবে এবং তখন সেই কার্ডটি যে-পোষ্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, সে পোষ্ট অফিসে নিয়ে গেলে আপনার কার্ডের বদলে ১০৲ টাকা মূল্যের একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে এই দশ টাকার সার্টিফিকেটের দাম হ'বে তের টাকা ছ'আনা। সুদের উপর ইন্‌কাম্ ট্যাক্স লাগে না। যখনই টাকা ফেরৎ চাইবেন তখনই আপনার প্রাপ্য সুদ সমেত টাকা ফেরৎ পাবেন।

আত্মরক্ষার জন্য সঞ্চয় করুন

ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

G I 22

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ফরিদপুর সদর মহকুমা—

জলসরবরাহ।—ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নলকূপ স্থাপনের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, উহার পরিপূরক হিসাবে প্রায় ৩,০০০৲ টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। শীঘ্রই নলকূপ স্থাপনের কার্য্যারম্ভ হইবে।

খেলার মাঠ।—গত জানুয়ারী মাস হইতে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এবং স্থানীয় চাঁদার টাকায় নিম্নোক্ত কাজ করা হইতেছে:—

	সরকারী সাহায্য।	স্থানীয় চাঁদা।
(১) কৃষ্ণপুর এম. ই. স্কুলের খেলার মাঠ—	৩০০৲	২০০৲
(২) গাজারিয়া পল্লীর জন্য খেলার মাঠ।—	৪০০৲	২৭৫৲
	মোট ৭০০৲	মোট ৪৮০৲

চলাচলের পথঘাট।—ভারত গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা এবং স্থানীয় চাঁদার সাহায্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে:—

	সরকারী সাহায্য।	স্থানীয় চাঁদা।
(১) মাধকালী খালকালীর সংস্কার—	২৫০৲	১২৫৲
(২) গোয়ালগাঁও-রণকালী বিলখাল—	২৫০৲	১২৫৲
(৩) চাঁদপুর হইতে গোয়ালাবাড়িয়া পর্য্যন্ত খাল সংস্কার—	৪৫০৲	১৫০৲
	মোট ৯৫০৲	মোট ৪০০৲

কচুরীপানা।—সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ১,০০০৲ টাকার সাহায্যে কুমার নদীতে বেড়া তৈরীর ব্যবস্থা হইতেছে।

গণশিক্ষা।—নৈশ বিদ্যালয়সমূহ হইতে প্রাপ্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে—কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে।

স্বাস্থ্য।—ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত অঞ্চলে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইয়াছে।

মাদারীপুর মহকুমা (ফরিদপুর)—

জলসরবরাহ।—ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় কিস্তির টাকায় ১২টি নলকূপ স্থাপন করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নিজেদের তহবিলের টাকায় ১০টি নলকূপ স্থাপন করিয়াছে। কতকগুলি নলকূপ স্থাপনের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত অর্থ ও স্থানীয় চাঁদার টাকা মাদারীপুর সাব-ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হইয়াছে। নলকূপের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে ১০,৮৮৫৲ দিয়াছেন, বর্ত্তমান বৎসরেই উহা শেষ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

কচুরীপানা।—কোন কোন ইউনিয়নে কচুরীপানার উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ৯০০৲ টাকার সাহায্যে কচুরীপানা ধ্বংসের আয়োজন চলিতেছে।

প্রজনন ষাঁড়।—সরকারী প্রজনন ষাঁড়গুলি ভালই আছে। খাদ্য ও জলের অভাব দেখা দেয় নাই।

নৈশ বিদ্যালয়।—নৈশ বিদ্যালয়গুলি সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। এসকল বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য অর্থের একান্ত আবশ্যক। শশীকর বৌলায় দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। পাঠাগারগুলির অবস্থাও ভাল।

স্বাস্থ্যরক্ষা।—বাহাদুরপুর এবং শশীকরের পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্যে হাত দিয়াছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা সাধারণতঃ ভাল। জনস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে প্রেরিত কুইনাইন জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইতেছে।

বিবিধ।—ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থে খাল খনন, রাস্তা ও খেলার মাঠ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গোয়ালন্দ মহকুমা (ফরিদপুর)—

উভয় সার্কেলে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়গুলি বেশ ভালভাবে চলিতেছে। নিম্নোক্ত বিদ্যালয়গুলি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছাধীন তহবিল হইতে ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য লাভ করিয়াছে:—

গোয়ালন্দ সার্কেল

(১) জোনতানপুর নৈশ-মক্তব, (২) উজানচর নৈশ-বিদ্যালয়, (৩) চৌবেড়িয়া নৈশ-বিদ্যালয়, (৪) দাদী মহাদেবপুর পশ্চিমপাড়া নৈশ-বিদ্যালয়, (৫) শৈলকাঠি মধ্যপাড়া নৈশ-বিদ্যালয়, (৬) চন্দ্রনারায়ণনগর নৈশ-বিদ্যালয়।

পাংশা সার্কেল

(১) বাওনারা নৈশ-বিদ্যালয়, (২) হোগলাডাঙ্গি নৈশ-বিদ্যালয়।

বে-সরকারী লোকের মারফৎ সরকারী কুইনাইন বিতরণ করা হইতেছে। কচুরীপানা ধ্বংসের চেষ্টা-চরিত্র অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে। কতকগুলি খাল ও নর্দ্দমায় কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। সুলতানপুর ও ছোটভাকলার ইউনিয়নে প্রজনন ষাঁড়গুলি বেশ সন্তোষজনক কাজ দিতেছে। প্রায় একশতের অধিক বাছুরের জন্ম হইয়াছে। এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে গবাদি পশু পালনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা খুব ফলপ্রসূ হইবে।

গোপালগঞ্জ মহকুমা (ফরিদপুর)—

কাঠি, রঘুনাথপুর, করপাড়া, উলপুর এবং অন্যান্য ইউনিয়নে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইতেছে।

কাঠি ইউনিয়নের বেদুলা পল্লী-মঙ্গল সমিতি চাউল সংগ্রহ করিয়া উহা দরিদ্র পরিবারে বিতরণ করিয়া দিয়াছে। ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রেসিডেণ্ট-গণকে ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কুইনাইনও তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিজড়া ইউনিয়নও বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে। সাতৈল স্কুলে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে একটি জনবহুল সভা হইয়া গিয়াছে। নৈশ-বিদ্যালয় এবং পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি নিয়মিতভাবে কাজ করিতেছে।

ত্রিপুরা সদর মহকুমা—

চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন বোর্ডে বাতাবা হইতে মুন্সিরহাট পর্য্যন্ত একটি রাস্তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ঐ ইউনিয়নে আরও দুইটি রাস্তা প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে। নিম্ন-লিখিত পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে:—

(১) হোমনা থানার হোমনা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত হাবুচাকান্দী।

(২) বুড়িচং থানার সোনাগাজী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত সোনাগাজী ও মহিষমারা।

(৩) দেবীদ্বার থানার বরকামতা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কুরশাল ও সুলতানপুর।

(৪) দেবীদ্বার থানার ফতেহাবাদ ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত জয়পুর।

(৫) মুরাদনগর থানার যাত্রাপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত মণ্ডপ ও কামারচর।

শাহাদৌলতপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং গণেশপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি যথাক্রমে দুইটি রাস্তা ও দুইটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রিপুরা)—

মাননীয় কৃষি-মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডাইরেক্টর মিঃ ইস্‌হাক, আই. সি. এস. এই প্রদর্শনীতে একটি জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন; বিশেষ করিয়া বয়স্কদের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঢাকা—

গত জানুয়ারী মাসে কালীগঞ্জ থানার চরনাগরী গ্রামে স্বেচ্ছামূলক শ্রমে আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই রাস্তার নাম "পল্লী-মঙ্গল রাস্তা" রাখা হইয়াছে। একটি বয়স্কদের শিক্ষাভবন মেরামত ও পুনর্গঠন করা হইয়াছে। গ্রামের কয়েকটি নর্দ্দমা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

গ্রামের সমস্ত রাস্তাগুলি সমতল ও মসৃণ করা হইয়াছে।

কতিপয় পুষ্করিণীর কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে। সিরাজ খাঁ ও আমিরাল খাঁ নামক দুইটি বিল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

মশার জন্ম নিরোধের জন্য কয়েকটি পুষ্করিণী ভরিয়া ফেলা হইয়াছে। দরিদ্র রোগীদিগকে দেওয়ার জন্য এই সমিতিতে ৪ পাউণ্ড সিনকোনা বটিকা দেওয়া হইয়াছে এবং সমিতির বিবরণে জানা গিয়াছে যে এই ঔষধ বিতরণের ফলে ৩,০০০ তিন হাজার লোকের উপকার হইয়াছে।

এই সমিতি কলিকাতা হইতে বিনামূল্যে দৈনিক ও পাক্ষিক ২৩ খানা সংবাদপত্র পাইয়া থাকে।

এই সমিতির নিজস্ব একটি লাইব্রেরী আছে; তাহাতে কতিপয় পুস্তক আছে।

নোয়াখালী—

বিগত জানুয়ারী মাসে জেলার সর্ব্বত্র প্রচার-সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা ও পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে ব্যক্তিগত নামে হিসাব খুলিবার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে।

দক্ষিণ সাতারা আদর্শ গ্রামের কর্ম্মিগণ জঙ্গল এবং দুইটি পুষ্করিণীর জঞ্জাল জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং দক্ষিণ ধানেবাড়ী আদর্শ গ্রামের কর্ম্মিগণ ফেনী মহকুমার একটি রাস্তার ধারের পায়খানা স্থানান্তরিত করিয়াছে। সদর মহকুমার সেনবাগ থানার অন্তর্গত চাঁড়িপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি এক মাইল লম্বা রাস্তার সংস্কার করিয়াছে। লক্ষ্মী থানার অন্তর্গত মুকেরার পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্বেচ্ছামূলক শ্রমে একটি রাস্তা প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।

বয়স্কদের শিক্ষা

চণ্ডিপুর এবং মুকেরার পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও ডাক-জোবিজা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সদর মহকুমার তিনটি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং ঐ সব বিদ্যালয়ের কাজ বেশ ভালরূপ চলিতেছে। লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত মোনীবাথ পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থানীয় প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

বাঙলা সরকারের নূতন পরিকল্পনা

মহকুমা হাসপাতালে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ

বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্তশাসন বিভাগ বাঙলার প্রধান প্রধান মহকুমাস্থিত হাসপাতালসমূহে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ সম্পর্কীত একটি পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, বিগত ১৯৩৭ সনে জেলার সদর হাসপাতালে অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। সে-সময় ইহা স্থির হয় যে, সদর হাসপাতালেই শুধু অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হইবেন; কারণ পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক অবস্থায় অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারগণকে সরাসরিভাবে সিভিল সার্জনের পর্য্যবেক্ষণাধীনে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। পরিকল্পনাটি সদর হাসপাতালের ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করিয়াছে। এক্ষণে সরকার মনে করিতেছেন যে, বড় বড় মহকুমা হাসপাতালেও অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ হইলে উক্ত হাসপাতালসমূহের উন্নতি সাধিত হইবে; কারণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনানুযায়ী বেতনভোগী মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া চাহিদা মিটাইতে অসমর্থ। স্থানীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মধ্য হইতে যদি মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে হাসপাতালসমূহের সুনাম বৃদ্ধি পাইবে এবং হয়ত জনসাধারণের নিকট হইতে উক্ত হাসপাতালসমূহের জন্য অধিক পরিমাণে অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাইবে।

স্থির হইয়াছে যে, যে-সকল বড় বড় মহকুমা হাসপাতালে দৈনিক গড়ে ৫০ জন আউটডোর রোগী এবং ১০ জন ইন্‌ডোর রোগী আসে, শুধু তেমন হাসপাতালগুলির জন্যই অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইবে।

পরিকল্পনাটিকে সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করার জন্য মহকুমা হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নির্ব্বাচন এবং বেতনভোগী ও অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারদের পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়মাবলী রচনার জন্য ম্যানেজিং কমিটি এবং সিভিল সার্জনকে বিশেষ যত্নবান হইতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

নিম্নোক্ত নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন হাসপাতালের জন্য নিয়মাবলী ও পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে:—

জেলার সিভিল সার্জনের অনুমোদনক্রমে ম্যানেজিং কমিটি অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিবেন। ইঁহাদিগকে এক বৎসর শিক্ষানবীশ এবং তৎপর স্থায়ীভাবে দুই বৎসর কাল থাকিতে হইবে। সন্তোষজনক কাজ দেখাইতে পারিলে তাঁহাদের কার্য্যকাল বৃদ্ধি হইতে পারিবে।

প্রথমতঃ ইঁহারা আউটডোর এবং পরে ইন্‌ডোরে কাজ করিবেন। রোগীদের তত্ত্বাবধান এবং তাঁহাদের উপর অর্পিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁহারা সিভিল সার্জনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

বেতনভোগী মেডিক্যাল অফিসারগণ হাসপাতালের পরিচালনা এবং ইন্‌ডোর রোগীদের তত্ত্বাবধান করিবেন। সাধারণতঃ তাঁহারা অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারদের চিকিৎসাধীন রোগীদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না; তবে যোগ্যতাভাবে তাঁহাদের পরিচর্য্যা এবং অবৈতনিক মেডিক্যাল অফিসারদের অনুপস্থিতিতে জরুরী ব্যাপারের জন্য দায়ী থাকিবেন।

পুলিশ ও আইনঘটিত যাবতীয় মেডিক্যাল ব্যাপার মহকুমা ও হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট বেতনভোগী মেডিক্যাল অফিসারের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক প্রচেষ্টা

কয়টি মিউনিসিপ্যালিটিতে সরকারী সাহায্য

আলোচ্য বর্ষে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক কার্য্যাবলী পরিচালনের নিমিত্ত বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত মিউনিসিপ্যালিটিসমূহে নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

চন্দ্রকোণা	.. ৬০০৲
কুমিল্লা	.. ১,৫০০৲
কুষ্টিয়া	.. ১,০০০৲
আরামবাগ	.. ২,০০০৲
বর্দ্ধমান সিভিল ষ্টেশন	.. ১,০০০৲
খোষবজারা	.. ৭০০৲
নাটোর	.. ১,১২০৲
ভাটপাড়া	.. ১,০০০৲
শান্তিপুর	.. ১,০০০৲
শ্রীরামপুর	.. ১,১০০৲

বুলগেরিয়ায় ব্রিটিশ দূতাবাসের কর্ম্মচারী উধাও

গেষ্টাপোর কাণ্ড বলিয়া আশঙ্কা

বুলগেরিয়ার ব্রিটিশ কনসালের অফিসের কর্ম্মচারী মিঃ গ্রেশউইচ গত ২৪শে তারিখে বুলগেরিয়ার সীমান্তের নিকট নিখোঁজ হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই বা এই সম্বন্ধে কোনও সংবাদ হয় নাই। সাধারণের বিশ্বাস, তিনি গেষ্টাপোর চরদের দ্বারা অপহৃত হইয়াছেন। বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডঃ ফিলোভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুলগেরিয়ার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত জানান যে, এই ব্যাপারটিকে ব্রিটেন অতিশয় গুরুতর বলিয়া মনে করিতেছে, এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের ধরিবার জন্য বুলগেরিয়া গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই বিশেষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন।

৫নং—দোকানী

ভারতের চল্লিশ কোটী লোকের পক্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়, কারণ জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বহু জিনিষ এই অনিশ্চিত বৃষ্টি-পাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কেরোসিনের নিয়মিত আমদানি সম্বন্ধে কোনই অনিশ্চয়তা নাই।

বার্ম্মা-শেল কেরোসিন আমদানির এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে এই একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। যদি কোন গ্রামে মাত্র একটি দোকানও থাকে সেখানেও বার্ম্মা-শেল কেরোসিন বিক্রয় হয়। গত দশ বৎসরে প্রমাণিত হইয়াছে, যে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন আমদানি বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকিতে পারেন—তা তিনি সহরেই বাস করুন বা সুদূর পল্লীতে।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

এজেন্টস্: (ইংলণ্ডে গঠিত)

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

লা-মার্টিনিয়ার স্কুলে গভর্ণর বাহাদুর

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী লা-মার্টিনিয়ার স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বাংলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হারবার্ট নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

লেডি হারবার্ট ও আমার প্রতি আপনাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমরা উভয়ে অকুণ্ঠচিত্তে বলিতে পারি যে, আপনাদের স্কুলের পুরস্কার বিতরণ উৎসবে উপস্থিত থাকিয়া এই বিখ্যাত বিদ্যালয়ের অনেক কিছু দেখার সুযোগ লাভ করায় আমরা আনন্দানুভব করিতেছি। আমরা মনোযোগ সহকারে আপনাদের কার্য্যবিবরণী শ্রবণ করিয়াছি। উহাতে দেখা যায়, যুদ্ধ পরিস্থিতির দরুণ আপনারা আদৌ প্রভাবান্বিত হন নাই। ১০০ বৎসরের অধিক পুরাতন একটি বিদ্যালয়ের নিকট ইহাই আশা করা উচিত; বিশেষতঃ একাধিকবার আপনাদের বিদ্যালয়টির উপর দিয়া ঝড়-ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত ছেলেগুলি আপনাদের বিদ্যালয়ে স্থান পাইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই শুভ সংবাদ। মিঃ কার্ণের মন্তব্যের দুইটি প্রধান নীতির সহিত আমি একমত। প্রথমতঃ যাহাদের লেখাপড়া অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে বা এমন এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহাদের পাঠাভ্যাস অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমাদের দ্বার তাহাদের জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত। দ্বিতীয়তঃ আগন্তুকদিগকে আমাদের অবস্থা মানিয়া লইতে হইবে এবং বিশেষ অধিকার দাবী করিতে পারিবে না। স্বদেশে যাহা দুষ্প্রাপ্য, এখানে উহা লাভ করিয়া তাহারা উপকৃত হইবে এবং কৃতজ্ঞ থাকিবে; আমরাও তাহাদের উপস্থিতির দরুণ লাভবান হইব।

ভারতীয়দের প্রবেশ

এই প্রসঙ্গে গত কয় বৎসরে ভারতীয় ছাত্রদের ভর্ত্তি সম্পর্কে মিস্ কার্টিস যাহা বলিয়াছেন, তাহাও আমার মনে পড়িতেছে। ভারতীয় ছাত্রদের ভর্ত্তি সম্পর্কে যে সাফল্যের কথা তিনি বলিয়াছেন, উহা আমার অন্তরে এই বিশ্বাস প্রবল করিয়া তুলিয়াছে যে, যুগের পরিবর্ত্তনের সহিত লা-মার্টিনিয়ার তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যেখানে প্রত্যেক পরিবর্ত্তন ও নূতনত্বকে ভয়ের চোখে দেখা হয় এবং শুধু নূতনত্বের জন্যই উহাকে বাধা প্রদান করা হইয়া থাকে, সে স্থলে ইহা বাস্তবিকই শুভ লক্ষণ। তদুপরি আপনারা আরও একটি দূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন আনয়নের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। আপনাদের স্কুলটি কলিকাতার বাহিরে কোন খোলা এবং স্বাস্থ্যকর জায়গায় স্থানান্তরের প্রস্তাবেরই কথা বলা হইতেছে। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, টালিগঞ্জ অঞ্চলে স্কুলের জায়গা সংগ্রহের বিষয় বিবেচনাধীন আছে। তথায় জমির দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। গভর্ণিং বডির প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, তাড়াহুড়া বা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কিছুই করা হইবে না। কোন বড় সহর যখন বাড়িতে থাকে, তখন সহরের বাহিরে ভাল স্থানে স্কুল সরাইয়া লওয়া দূরদর্শিতার পরিচায়ক বটে; তবে উহাও কতকটা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার সামিল। কিন্তু ইংলণ্ডে বহুবার তাহা করা হইয়াছে। লণ্ডনের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে এমন বহু বিখ্যাত স্কুল সহরের বাহিরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এ জন্য কেহ দুঃখ করিয়াছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় স্কুলের দান

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় স্কুলের দান সম্পর্কে মিঃ কার্ণ যাহা বলিয়াছেন, আমি উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছে, বাংলার বিভিন্ন বিদ্যালয়সমূহ হইতে উহার যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এ স্কুলের শিক্ষক ও প্রাক্তন ছাত্ররা অস্বস্তি বোধ করিতেছে, ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করি। নানা বাধ্যবাধকতায় পড়িয়া যাহারা এ-সময় ভারতে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের অনেকের মধ্যে উক্ত অস্বস্তির ভাব বিদ্যমান। যাহাদের স্কুল ত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী, তাহারাও শীঘ্রই উহাদের দলভুক্ত হইবে। আমি তাহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, তাহাদের করণীয় কাজও এ-স্থানে রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনের চাপে যুবকদিগকে এখানে রাখা হইতেছে। শিক্ষকগণের মধ্যে যাহারা অস্বস্তি বোধ করিতেছেন, তাহাদিগকে আমি মিঃ কার্ণের মন্তব্য অনুধাবন করিতে বলিতেছি, উহার সহিত আমার মতামতের এতটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, আমি উহার সহিত আর কিছু যোগ করা অনাবশ্যক মনে করি। এক্ষণে শুধু আমি ইহাই বলিতে চাই, যে উদ্দেশ্যে আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, উহার কাঠামো অর্থাৎ শিক্ষা ও আদর্শকে যদি ব্যাহত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের সংগ্রামটাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। মিঃ কার্ণ এবং মিস্ কার্টিস যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়াছেন, আমি উহার আর কোন সমালোচনা করিতে চাহি না; তবে বিদ্যালয়টি যে উহার শৈক্ষিক মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেছে, আমরা বোধ হয় সে আশ্বাস পাইতে পারি। স্কুলটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হউক, ইহাই আমার কামনা। অদ্যকার অনুষ্ঠানের জন্য আমরা উভয়ে পুনঃ আপনাদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ইরিত্রিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব

গোলাবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ

ইরিত্রিয়া সীমান্তের কাসালা হইতে ইটালীয়দিগকে কেরেনে হটাইয়া দিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনী যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ঐ যুদ্ধের যে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ব্রিটিশ দলের প্রধানতঃ দুইটি বাহিনী এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। একজন ভারতীয় কনিষ্ঠ অফিসার গোলদি নামক স্থানে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির মধ্য দিয়া তাহার বাহিনীকে পরিচালিত করিয়া লইয়া যান এবং একটি চড়াই নিবিঘ্নে অধিকার করিতে সমর্থ হন। কিন্তু শত্রুপক্ষের উপর্য্যুপরি আক্রমণে অবশেষে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু শত্রুপক্ষের গোলাতে আহত হইলেও দলের সৈন্যদের তিনি নিরাপদ স্থানে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে একজন ভারতীয় "ষ্ট্রেচার"-বাহক একটি আহত সিপাহীকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া আসিবার সময় প্রায় চতুর্দ্দিকেই শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিল। কিন্তু সে বিশেষ তৎপরতা সহকারে সিপাহীর বন্দুকটি তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয় এবং আহত সিপাহীকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দেয়। আর একজন ভারতীয় গোলন্দাজ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেও সে নির্ভীকভাবে তাহাদের উপর মেসিন্ গান চালাইতে থাকে। অতঃপর শত্রুপক্ষের একটা বোমার আঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। শত্রুপক্ষ বিতাড়িত হইলে দেখা গেল, মেসিন্ গানের "ট্রিগারের" (ঘোড়া) উপর তাহার আঙুল স্থির হইয়া রহিয়াছে।

একটি তরুণ পাঞ্জাবী সৈন্যও এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সে একটি ইটালীয় মেসিন-গানের ঘাঁটি অধিকার করে। বিপক্ষদল তাহাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিলে সে নিজের মেসিন্-গানটি ইটালীয় মেসিন্-গানের নিকটে বসাইয়া গুলি ছুঁড়িতে থাকে।

ভারতীয় পথ-পরিষ্কারক সৈন্য বাহিনীর কৃতিত্বও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে উহারা ৫৭৫টি স্থল মাইন্ অপসারিত ও একটি বিধ্বস্ত সেতু মেরামত করিয়াছে।

রাজস্বসচিব মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—মন্ত্রী মহোদয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া স্থানীয় সিভিক-গার্ড দল পরিদর্শন করিতেছেন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৪১ [এক আনা

ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে মহামান্য সম্রাটের বাণী

যুদ্ধে ভারতের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মহামান্য ভারত-সম্রাট ভারতবর্ষকে সম্বোধন করিয়া বড়লাটের নিকট নিম্নলিখিতরূপ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন :—

"যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় আমি ভারতবর্ষের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমি সংগ্রামে ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিব, এইরূপ অবিচলিত আশাই প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই আশা আজ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, গত আঠার মাস ধরিয়া ভারতের রাজন্যবর্গ ও অধিবাসিগণ মুক্ত-হস্তেই সহায়তা প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমানের এই সঙ্কটকালে রাজন্যদের উপরেই আমি অধিকতর নির্ভরশীল, সার্ব্বভৌম সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য আর কখনও এরূপ বাস্তবরূপ লাভের অবসর পায় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত সৈন্য, অর্থ ও সমরোপকরণ সাম্রাজ্যের সমর-শক্তি স্ফীত হইতে স্ফীততর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় যোদ্ধাদের সাহস-বীরত্ব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে তাঁহাদের বীরত্বের পরিচয় অনবরতই পাওয়া যাইতেছে; আর এই সঙ্গে ভারতের অধিবাসিগণও দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া চলিয়াছে।

ভারতের রাজন্যবর্গ ও অধিবাসিগণ যে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ ও সাম্রাজ্যের যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি, সমস্ত আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের মত ভারতবর্ষও তাহা অন্তরের সহিতই সমর্থন করিয়া থাকে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ভারতবর্ষ যেরূপ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে ও অকুণ্ঠচিত্তে বর্ত্তমান যুদ্ধ সমর্থন করিয়া চলিয়াছে, আমাদের সমস্ত বাহিনীর চরম জয়লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকিবে।"

(স্বাক্ষর) জর্জ্জ আর, আই।

বড়লাটের উত্তর

বড়লাট মহামান্য ভারত-সম্রাটের নিকট নিম্নলিখিতরূপ উত্তর-লিপি প্রেরণ করিয়াছেন :—

"আপনি দয়া করিয়া যে সুমহান বাণী প্রেরণ করিয়াছেন আপনার অনুগত ও বিশ্বস্ত প্রতিনিধিরূপে ভারতের রাজন্যবৃন্দ ও দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমি তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিকতার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বসাধারণের এই বিরাট কর্ত্তব্য সাধনের পক্ষে আপনার অনুকম্পাপূর্ণ বাণীর মত অপর কিছুই আমাদের এতাদৃশ সকলকে অধিকতর উৎসাহ দান করিতে পারে না। ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষ হইতে আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিতই বলিতেছি এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতেছি যে, যে আদর্শ রক্ষার জন্য আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সাফল্য ও বিজয় লাভের জন্য আমাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কর্ত্তব্যের অবহেলা হইবে না।"

ভারতে ইটালীয় যুদ্ধবন্দী

৪৭ হাজার বন্দী রাখিতে ভারত-সরকারের সম্মতি

এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, এ পর্য্যন্ত ভারত সরকার ৪৭ হাজার ইটালীয় যুদ্ধবন্দীকে এদেশে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন।

আপাততঃ ভারতে আনুমানিক ৩০ হাজার ইটালীয় যুদ্ধবন্দী আছে; ইহাদিগকে রামগড় ও বাঙ্গালোর বন্দী-শিবিরে রাখা হইয়াছে। রামগড় বন্দী-শিবিরে ২০ হাজার এবং বাঙ্গালোর বন্দী-শিবিরে ১৪ হাজার বন্দীর স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে। যুদ্ধবন্দীদিগের জন্য তৃতীয় একটি বন্দী-শিবির স্থাপনের উদ্যোগ-আয়োজন করা হইতেছে। উহাতে ৯ হাজার বন্দীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। এরূপ বলা হইয়াছে যে, ভারতে বন্দী-শিবিরের সংখ্যা কিম্বা বর্ত্তমান শিবিরগুলি সম্প্রসারণের বিষয় অবস্থানুযায়ী পুনর্বিবেচনা করা হইবে; তবে শিবির সংস্থাপন ও পরিচালনা এবং সৈন্যদিগের তত্ত্বাবধানের ব্যয়ভার বৃটিশ সরকার বহন করিবেন।

লেক-মেলার মোট আয়

৮০ হাজার টাকার উপর

লেডী মেরী হার্বার্ট কর্ত্তৃক আহূত বাঙ্গলার মহিলা যুদ্ধ তহবিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য গত ডিসেম্বর মাসে ঢাকুরিয়া লেকে যে মেলা বসিয়াছিল, উহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। মেলায় মোট ৮০,৪৩১ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মোট আয় হইয়াছিল ৮৩,৫১৭ টাকা।

সংগৃহীত অর্থ মেয়েদের যুদ্ধ তহবিলে দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮০ হাজার টাকা নিম্নলিখিতভাবে খরচ করা হইবে :—

লেডী মেরীর উইমেন্স ফ্রণ্ট	৩,০০০
[illegible]	৫০,০০০
রেডক্রস	১০,০০০
সিলভার ফ্লিট	২,০০০
রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভী	৫,০০০
বাণিজ্য জাহাজ	৫,০০০
[illegible]	৫,০০০
	৮০,০০০

সেবক-সেতুর উদ্বোধন

গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্পন্ন

বিগত ১২ই মার্চ্চ বুধবার প্রাতে বাঙ্গলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট সেবকে তিস্তা-নদীর উপর করোনেশন ব্রীজের উদ্বোধন করিয়াছেন।

এতৎসম্পর্কে তিনি একটি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই পুলের উপযোগিতার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এখানে এইরূপ একটি পুলের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল।

লেডী মেরী হার্বার্ট সহ বহু সরকারী ও বে-সরকারী কর্মচারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ত্ত বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী মহামান্য গভর্ণরকে পুল উদ্বোধনের অনুরোধ জানাইয়া বলেন যে, এই পুল বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নূতন প্রেরণা দিবে।

এই পুলটি ভারতের অন্যতম বৃহত্তম পুল। তিস্তা নদীর উপর এণ্ডারসন ব্রিজ নামক অপর একটি বৃহৎ পুল আছে সত্য, কিন্তু তাহা দৈর্ঘ্যে বড় হইলেও উচ্চতায় করোনেশন ব্রীজের অনেক ছোট।

পুলটি নির্ম্মাণে মোট ১৫,৬১,০০০ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে ভারত-সরকার সেণ্ট্রাল রোড ফণ্ড হইতে ৯,৪০,০০০ দিয়াছেন এবং অবশিষ্ট টাকা বাঙ্গলার রোড ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, সি, দত্ত এবং মিঃ এস, কে, ঘোষের সহায়তায় মিঃ জে, চেম্বার্স পুলটি নির্ম্মাণ করেন।

পি এণ্ড ও এবং বি আই-এস-এন কোং লিঃ

(রাজ্যশাসনের শান্তিবৃদ্ধি বা অন্য হইতে দূরবর্তী যেকোন সময়ে দর বাড়াইতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যেকোন প্রকার পরিবর্তন করিতে পারেন।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ ভারত, ব্রহ্ম, মালয়, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, পূর্ব্ব আফ্রিকা ও পারস্য উপসাগরের বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে লিখিয়া জানান। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

ভাড়া, ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে সংবাদ ও যাত্রীদের ভ্রমণের পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,

ম্যানেজার্স এজেণ্টস—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৫শে মার্চ—১৯৪১

বলকান-সমস্যা

জার্ম্মাণী দুই পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে ভয় পায়—সংবাদপত্রসমূহে এতদিন পর্য্যন্ত এই যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, বলকানে নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর এখন ঐ অভিমতকে খুব বেশী যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া আর মনে করা চলে না। বিগত মহা-সমরের যুগে অবশ্য জার্ম্মাণী বিভিন্ন রণক্ষেত্রে পৃথক পৃথক শত্রুর সহিত এক সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলারই প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু একই শত্রুর সঙ্গে (অর্থাৎ বৃটেনের সঙ্গে) একই সময়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। একসঙ্গে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মত যথেষ্ট লোকবল ও সমর-সম্ভার হিটলারের রহিয়াছে এবং তাঁহার সৈন্য এরূপ যুদ্ধের কতকটা সুবিধাও অবশ্যই আছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণী বলকানে যে চালবাজী আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আসল অর্থ হইতেছে—ভয় দেখাইয়া বা দরকার হইলে অভিযান পরিচালনা করিয়া স্যালোনিকা ও গ্রীস দখল করতঃ অতঃপর নির্জ্জিত তুর্কীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ডোডেকানিজ দ্বীপ দখল করিয়া [illegible] দ্বীপ ও ইজিপ্টের সাগর হইতে সম্মিলিতভাবে চাপ দিয়া পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা। এই সঙ্গে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনী ও সাবমেরিণ বহর অবশ্য বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর পূর্ব্বভাবে তীব্রতর আক্রমণ পরিচালনাও আশা রাখে। হিটলার আশা করেন যে, একসঙ্গে কাজ করিতে পারিলে ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে ইটালী যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার কতকটা প্রতিকার হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইজিপ্ট সাগর-উপকূলে বৃটিশের শক্তি খর্ব্ব করাও সম্ভবপর হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার প্রচেষ্টায় হিটলারকে অবশ্য পশ্চিম সীমান্ত হইতে সৈন্য অপসারিত করিতে হয় নাই। ইটালী যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে, এ-জন্যই অবশ্য হিটলারকে আজ বাধ্য হইয়া বলকানে নূতন অভিযানের সূচনা করিতে হইয়াছে।

বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনোভাব যাহাই হউক না কেন, তত্রত্য গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বল নীতির ফলেই প্রকৃতপক্ষে আজ সমগ্র বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; অভিযানকারীদিগকে কণামাত্র বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টাও বুলগেরিয়ার কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়াই বুলগেরিয়া উদাসীনের মত আক্রমণকারীর সম্মুখে মস্তক নত করিয়াছে। চক্র-শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরিণাম যে কি, বুলগেরিয়া নিশ্চয়ই তাহা বুঝিতেছে; কারণ রুমানিয়ার দুর্দ্দশা চোখের সামনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। মিত্রপক্ষ এক্ষণে বুলগেরিয়াকেও শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করতঃ আক্রমণ করিতে পারিবে এবং এইভাবে রুমানিয়ার তৈলের খনিগুলি অতি সহজেই মিত্রপক্ষের আক্রমণের আওতার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ অভিযান পরিচালনার পূর্ব্বেই এই ব্যাপারে যে রুশিয়ার মত লওয়া হইয়াছিল এবং উভয় শক্তির মধ্যে এই সম্পর্কে একটা বোঝা-পড়া যে পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাও অনেকাংশে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। সম্প্রতি মস্কো বেতার হইতে বাহ্যতঃ জার্ম্মাণীর বুলগেরিয়ান নীতির বিরুদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ বহির্জগতের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপেরই প্রয়াস মাত্র। বুলগেরিয়ায় রুশিয়ার পক্ষপাতী যে একদল লোক রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যও হয়ত এরূপ প্রচারকার্য্য চলিতে পারে।

বুলগেরিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর স্বভাবতঃই জার্ম্মাণী তুরস্কের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিবে। যাহাতে তুরস্ক উত্তেজিত হইয়া পড়িতে পারে, জার্ম্মাণী এতদিন পর্য্যন্ত এমন কোন কাজ করে নাই। কিন্তু এতৎসত্বেও জার্ম্মাণীর হাবভাব সম্পর্কে অনুমান করিয়াই তুরস্ক আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় অগ্রসর হইয়াছে এবং বৃটেন ও গ্রীসের সহিত তুরস্কের যে সন্ধি রহিয়াছে—তাহা যথাযথ-ভাবে পালন করিবার আকাঙ্ক্ষা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেন ও সেনাপতি জেনারেল স্যার জন ডীল আঙ্কারায় গেলে পর তুরস্কের জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষ যেরূপ বিপুল-ভাবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারাও বৃটেনের প্রতি তুরস্কের প্রীতির ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ফ্রান্সের পতনের পর যখন বৃটেনের অবস্থা প্রকৃতই অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখনও তুরস্ক মোটেই হতাশ হয় নাই। কাজেই মনে করা যাইতে পারে—যখন প্রয়োজন পড়িবে, তুরস্ক তখন স্বীয় স্বার্থ রক্ষা ও দায়িত্ব পালনে মোটেই কুণ্ঠিত হইবে না।

আলবেনিয়ার রণক্ষেত্রে গ্রীক-বাহিনীর বিজয়ের সাথে সাথে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর জয়যাত্রাও অব্যাহত-ভাবে চলিতেছে। বলকান-অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করিয়া জার্ম্মাণী স্যালোনিকার দিকে অগ্রসর হওয়ার যে ভাব দেখাইতেছে, তাহা সত্বেও গ্রীকদের মনোবল অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। অবশ্য গ্রীসের সামনে বিপদ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করা চলে; কিন্তু এই ব্যাপারে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিগত বিশ্ব-মহাসমরে বলকান-অঞ্চলে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করার সাথে সাথেই জার্ম্মাণীর দুর্ভাগ্যেরও সূচনা হইয়াছিল।

জার্ম্মাণী বনাম তুরস্ক

তুরস্কের প্রেসিডেণ্টের নিকট প্রেরিত হিটলারের বিশেষ বাণীতে তুরস্কের প্রতি হয়ত ধমক দেওয়া হইয়াছে, কিম্বা মিথ্যা শপথের প্রস্রবণ হইতে আর একটি নূতন প্রতিশ্রুতি উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; অথবা ১৯১৫ সনে নাৎসী ডিক্টেটর নিজকে কামাল আতাতুর্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্মৃতির যেরূপ অবমাননা করিয়াছিলেন, এবারও হয়ত তেমন কিছু করা হইয়াছে; কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন, যে বিমানপোতটি উক্ত বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, উহা নাৎসীদের অসাফল্যের একটি প্রতীক হইয়া রহিল। যুদ্ধের গত ১৮ মাস ধরিয়া এবং উহার বহু পূর্ব্ব হইতে নাৎসীরা তুরস্কে প্রচুর অর্থ ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া আসিতেছে, এজন্য তাহাদের সাম্প্রতিক অসাফল্যটি খুব বড় করিয়া দেখা যাইতেছে। নাৎসীদের চিরাচরিত নীতি অনুসারে তাহারা তুরস্ককে রাজনৈতিক অসুবিধা ও বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও সে স্বীয় কর্ত্তব্য কিম্বা বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততা হইতে আদৌ নড়চড় করে নাই। ভন্ প্যাপেন তাহাকে উভয় কার্য্য হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভন্ প্যাপেনকে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তুরস্কে পাঠান হয়। নানা কারণে এই ব্যক্তি অত্যন্ত কুখ্যাত। এক সময় তিনি স্বয়ং ইহাও চিন্তা করিয়াছিলেন যে, নিজের [illegible] হিটলার ও গোয়েরিংকে পর্য্যন্ত অধস্তন কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করিবেন। মান সম্মানকে তিনি গ্রাহ্য করেন না; চাকুরীই তাঁহার নিকট শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এক্ষণে তিনি যে গভর্ণ-মেণ্টের চাকুরী করিতেছেন তাহাদের এজেণ্ট কর্তৃক তাঁহার নিজের অফিস গৃহে [illegible] তাঁহার দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধু নিহত হওয়া সত্বেও তিনি উহা সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। প্রথম জীবনে গুপ্তচর বৃত্তি এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটাইবার চেষ্টার জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। উক্ত কার্য্যের দরুণ তিনি হিটলারের নজরে পড়েন। মিঃ ইডেনকে পশ্চাতে ফেলার জন্য ভন্ প্যাপেন একটি সরকারী ভোজ-সভায় তাঁহার তুর্কী অতিথিদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার উল্লেখ করিয়া চক্রশক্তি-বৈরী স্পেনীয় সংবাদপত্র "[illegible]" বলেন, মিঃ ইডেনের ব্রীফকেশের কূটনৈতিক গুপ্ত দলিলপত্র এবং জার্ম্মাণদের যুদ্ধের ছায়াচিত্রের মধ্যে বলকানের ভবিষ্যৎ নিহিত রহিয়াছে।

জাপানের হাবভাব

সম্প্রতি যে হাবভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহাই মনে হয় যে, হিটলারের ইঙ্গিত মত যেকোন মুহূর্ত্তে বৃটেন, হল্যাণ্ড এবং কোন কোন অবস্থায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা দেখাইতেও জাপান মোটেই পশ্চাৎপদ নহে। বৃটেন ও আমেরিকা এই উভয় রাষ্ট্রই জাপানের এই দুরভিসন্ধি পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং তাহারা জাপানকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, জাপান যদি দক্ষিণ দিকে নিজের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পায়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটেন ও আমেরিকার স্বার্থের সহিত তাহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু এতৎ-সত্বেও যদি জাপান জার্ম্মাণীর ইঙ্গিত মতই কাজ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) ও ইন্দোচীনে ঘাঁটি করিয়া বার্মা রোড, সিঙ্গাপুর ও যাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থানের উপর আক্রমণ পরিচালনার প্রয়াস হয়ত পাইবে।

জাপানীদের আধুনিক হাবভাব দ্বারা ইহা আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করার যে নীতি জাপানী রাজনীতিজ্ঞরা দীর্ঘ দিন ধরিয়া অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমানে নাৎসী আদর্শের বেপরওয়া নীতিই যেন গ্রহণ করা হইয়াছে। জাপানের এই নীতির ফলে ভবিষ্যৎ এ্যাংলো-জাপানী সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপ্রীতির সূচনা হইবে—ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে বৃটেনের যে বিরাট সেনা বাহিনী রহিয়াছে, যে কোনরূপ জরুরী অবস্থার জন্য যে তাহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রহিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা ছাড়া, দক্ষিণ দিকে অভিযান পরিচালনার পূর্ব্বে সোভিয়েট রুশিয়ার হাবভাব সম্পর্কেও জাপানকে অগ্রে নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়াকে শান্ত করিতে হইলে পূর্ব্ব-এশিয়ায় জাপানকে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষারই জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং তাহার পরও প্রকৃত সমরে বাধিলে রুশিয়া যে কি করিবে, তাহাও বলা কঠিন। যেখানে সমস্যা এইরূপ জটিল, জাপান সেখানে কি করে, অতঃপর তাহাই দ্রষ্টব্য।

ময়মনসিংহ জেলায় ম্যালেরিয়া নিবারণ

বাঙলা সরকারের বিশেষ ব্যবস্থা

ময়মনসিংহ জেলায় ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাঙলা সরকার ২৩ জন ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে ১০০ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট পাউডার, ৭৮ পাউণ্ড কুইনাইন সালফেট বড়ি, ১০০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা পাউডার, ৫০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা বড়ি এবং ইঞ্জেকশনের উপযোগী ১,০০০ এম্পুল কুইনাইন ডাইহাইড্রোক্লোর সরবরাহ করিয়াছিলেন।

সোমালিল্যাণ্ডে আবার বৃটীশ পতাকা উড্ডীন

বৃটেনের সাহায্যার্থ আমেরিকার বিরাট ব্যবস্থা

বৃটিশ-দূতের হোটেলে বোমা

সোফিয়ার ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ দূত মিঃ রেণ্ডেল ইস্তাম্বুলে আসিয়া পৌঁছানর অব্যবহিত পরেই তাঁহার হোটেলে এক প্রবল বিস্ফোরণ হয়। উহার ফলে ৩ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। প্রকাশ, একটি স্যুটকেসের মধ্যে রক্ষিত এক বোমা বিস্ফোরিত হইয়া এই কাণ্ড ঘটে।

আরও প্রকাশ, সোফিয়া হইতে যে ট্রেণে মিঃ রেণ্ডেল আসেন সেই ট্রেণটি ধ্বংস করিবার চেষ্টাও হয়।

বৃটিশ বাণিজ্যজাহাজ ডুবির পরিমাণ বৃদ্ধি

গত ২রা মার্চ্চ মধ্যরাত্রে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাণিজ্যপোত ডুবির পরিমাণ অনেক বেশী হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর জাহাজ ডুবির ক্ষতির দিক দিয়া উহার স্থান তৃতীয়।

মোট ১৪৮,০৩৮ টন পরিমাণ ২৯টি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ২০টি বৃটিশ জাহাজ (মোট ১০২,৮৭১ টন), ৮টি মিত্রপক্ষীয় (মোট ৪১,৯৭০ টন) ও একটি নিরপেক্ষ (৩,১৯৭ টন) জাহাজ।

এই সংখ্যা দেখিয়া এখানে বলা হইতেছে যে, বৃটিশ জাহাজের উপর জার্ম্মাণির বসন্তকালীন আক্রমণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

বাকিংহাম প্রাসাদে বোমা বর্ষণ

বিমানাক্রমণে বাকিংহাম প্রাসাদের উপর পুনরায় বোমা বর্ষণ হয়।

প্রাসাদের নিকট তিনটি বোমা পড়ে। একটি বোমায় প্রাসাদের উত্তর কক্ষের প্রহরীর কক্ষটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কয়েকটি পাথরের স্তম্ভও চূর্ণ হইয়া যায় এবং অনেক পুলিশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। অপর দুইটি বোমা প্রাসাদের সম্মুখস্থ ময়দানের উপর পড়িয়া গহ্বর সৃষ্টি করে।

আরও তিন সহস্র ইটালীয়ান বন্দী

আলবানিয়ার মধ্য-রণাঙ্গনে গ্রীকরা পাঁচ দিন আক্রমণ চালাইবার পর উহা শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে ২০ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করার কথা ঘোষণা করা হয়, তাছাড়া আরও তিন হাজার ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে। ইটালীয়ান বন্দীদের ধারণা যে, আলবানিয়ার যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ইটালীয়ান সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

সম্প্রতি এক যুদ্ধের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কালকোর্ম্মাদের একটি গোলন্দাজ ব্যাটেলিয়ান একদল পলায়নপর ইটালীয়ান বাহিনীকে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করার জন্য উহাদের উপর গোলাবর্ষণ করে।

বৃটিশ বিমান-বহরের আক্রমণ

জার্ম্মাণ সরকারী নিউজ-এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বহরের বোমারু বিমানপোতসমূহ হ্যামবুর্গ ও উপকূলবর্ত্তী অন্যান্য জার্ম্মাণ শহরের উপর ঐ আক্রমণ চালাইয়াছিল। অসংখ্য উগ্র-বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

ইটালীয় সৈন্যক্ষয়

এথেন্স বেতার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালীয়ানরা আলবানিয়া রণক্ষেত্রে ১৭ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিলে মুসোলিনীর সৈন্যদলের সমগ্র ব্যাটালিয়ান নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইটালী হইতে আনীত নূতন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করা হয়। ইটালীয়ানরা বারংবার প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়।

আবিসীনিয়ায় বৃটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি

কুরমুক হইতে আবিসিনিয়ার ৪৫ মাইল অভ্যন্তরস্থ গিজেনের পথও বৃটিশ বাহিনী অধিকৃত চাপ দিয়াছিল এবং ইহার ফলে কারমুকের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ববর্তী আসোসারও পতন হইয়াছে।

সুদান রক্ষীবাহিনী ও পূর্ব্ব আফ্রিকান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের ফলে আসোসা বৃটিশ বাহিনীর করতলগত হইয়াছে।

লফোটেন দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ বাহিনী

বৃটিশ উপকূল ভাগ রক্ষায় নিযুক্ত নৌবহরের সহিত রয়টারের যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি লফোটেন দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ আক্রমণ উপলক্ষে এক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং এই গল্প যে সত্য ঘটনা তাহা অনেকে শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতেছে।

গল্পটি এই যে, অবতরণকারী বিভিন্ন সৈন্যদলের মধ্যে এক দলের দুইজন অফিসার স্থানীয় ডাকঘরে গমন করিয়া বার্লিনে এ্যাডল্ফ হিটলারের নিকট নিম্নলিখিতরূপ তারবার্ত্তা প্রেরণ করেন:—"আপনি বক্তৃতায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, কোন বৃটেন জার্ম্মাণ-অধিকৃত এলাকায় পদার্পণ করিতে পারিবে না; কিন্তু এখন এই প্রতিশ্রুতি পালন সম্পর্কে আপনি এমন নিশ্চিন্ত কেন?"

হিটলারের নিকট তুর্কী প্রেসিডেন্টের বাণী

সরকারী জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর নিকট সোফিয়া হইতে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুর্কী পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন অফিসার সোফিয়ায় উপনীত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ, এই অফিসার তুর্কী প্রেসিডেন্টের লিখিত বাণী লইয়া হিটলারের নিকট গমন করিতেছেন। খুব সম্ভব হিটলার তুরস্কের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই বাণী তাহার উত্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুগোশ্লাভ প্রধান-মন্ত্রীর বার্লিন গমন

আলজিয়ার্স রেডিওতে একটি বুডাপেষ্টের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ, যুগোশ্লাভ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিব জার্ম্মাণী যাত্রা করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, রিজেন্ট কাউন্সিলের অধিবেশন হওয়ার যে কথা ছিল তাহা মুলতবী রাখা হইয়াছে।

[illegible] নিউজ এজেন্সী বুডাপেষ্টের অপর একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া এই সংবাদ সমর্থন করিয়াছে, তবে ইহা যে অসমর্থিত সংবাদ, এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছে।

আটখানা ইটালীয় বিমান ধ্বংস

নাইরোবি হইতে ১৬ই মার্চ্চ প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দিরেদাওয়ায় ৮ খানা ইটালীয় বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

৪০খানা জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ১৪ই মার্চ্চ শুক্রবার সপ্তাহে পাঁচখানা শত্রু বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে; তন্মধ্যে জঙ্গী বিমানের আক্রমণে তিনখানা ও বিমান-ধ্বংসী কামানের আক্রমণে দুইখানা। মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই লইয়া সর্ব্বসমেত চল্লিশ খানা শত্রু বিমান ধ্বংস হইয়াছে। তন্মধ্যে ২১ খানা জঙ্গী বিমানের আক্রমণে, ১৭ খানা বিমানধ্বংসী কামানের গোলায়, একখানা বৃটিশ ট্রলারের আক্রমণে ও আর একখানা অন্য উপায়ে।

মুসোলিনীর আশা চূর্ণ

গ্রীসস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, ১৫ই মার্চ্চ শনিবার মুসোলিনীর রোমে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা ছিল; কিন্তু বিজয়ী বীররূপে স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার তাঁহার যে আশা ছিল, তাহা চুরমার হইয়াছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি ফ্যাসিষ্ট জননেতাদিগকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বসন্তকালে দুর্দ্দান্ত আক্রমণ চালানো হইবে। এই প্রতিশ্রুতি

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলার রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ

১৯৩৯ সনের বিবরণী

বাঙলাদেশের রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগের [illegible] বার্ষিক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৯ সনে ২০,২৭৮টি দ্রব্য এই বিভাগ কর্ত্তৃক পরীক্ষা করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৮,৭৫০টি দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কাজেই এ বৎসর ১,৫২৮টি দ্রব্য বেশী পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই বিভাগের বিভিন্ন শাখায় অধিক সংখ্যক জিনিষ পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হওয়ায় এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই সমুদয় দ্রব্যের মধ্যে ১৬,৯৬৯টি দ্রব্য বাঙলাদেশ হইতে, ২,১১২টি দ্রব্য বিহার হইতে, ৫৫১টি উড়িষ্যা, ৩৮১টি আসাম, ৭৬টি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ ও অন্যান্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট হইতে ও অন্যান্য স্থান হইতে ৮৯টি দ্রব্য আসিয়াছিল। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, সাধারণ বিশ্লেষণ ও আবকারী বিভাগে ১৩,৯৫৭টি দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ১৩,০৪১টি দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কাজেই এবৎসর ৯১৬টি দ্রব্য বেশী পরীক্ষা করা হইয়াছে। এই পরীক্ষিত দ্রব্যের মধ্যে ১১,৪৬১টি বাঙলাদেশ হইতে, ৪৬টি আসাম, ২৯৯টি বিহার, ৪৬টি উড়িষ্যা, ৬৯টি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবং ৩৬টি অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিল। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আইন বিভাগে ২,০৩৫টি মোকদ্দমা সংক্রান্ত ৬,৩২১টি দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ১,৫০৫টি মোকদ্দমায় ৫,৭০৯টি দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এই বিভাগে কিছু গবেষণামূলক কার্য্যও হইয়াছিল এবং আলোচ্য বর্ষে ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ও ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে কতিপয় চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে তদন্ত কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং তাহা শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে:—

(১) ভারতীয় সাধারণ খাদ্যের মধ্যে সিসার ভাগ।

(২) মানুষের চুলে খনিজ দ্রব্যের পরিমাণ—বলা হইয়াছে যে, মানুষের চুলে কেবল মাত্র সিসাই বর্ত্তমান না, বস্তুতঃ মানুষের মাংসস্তরে যে সমুদয় উপাদান বিদ্যমান আছে, তাহা সবই চুলের ভিতর রহিয়াছে, যথা আর্সেনিক, ফস্ফরাস, তামা, লৌহ, দস্তা, নিকেল, [illegible] ইত্যাদি। অতএব চুলকে মানব দেহের সমুদয় উপাদানের পরিচায়ক বলা যাইতে পারে।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত তদন্ত চলিতেছে:—

(১) [illegible] মধ্যে যে বিষাক্ত উপাদান আছে।

(২) সাধারণ খাদ্যের মধ্যে আর্সেনিক উপাদান।

(৩) এনামেল দ্রব্যে এন্টিমনির স্থান।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, এনামেল দ্রব্য ব্যবহারের জন্য এন্টিমনি বিষে কয়েকটি মৃত্যু ঘটিয়াছে। স্থানীয় বাজারে যে এনামেলের দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই বিষয়ে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারী জানাইয়াছেন যে, পূর্ব্ব আদেশ রহিত হইয়া সমুদয় এডেন, পোর্টসৈয়দ, [illegible] ও ভারতীয় লবণের মূল্য নিম্নলিখিতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে:—

		টাকা।
জাহাজ হইতে মাল লইলে	..	১২৭৲
গুদাম হইতে লইলে	..	১৩১৲
বাজারে প্রতিমণ	..	৩/৬ পাই।

লেডী হারবার্ট যুদ্ধ-তহবিল

সংগৃহীত অর্থের মোটামুটি হিসাব

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত লেডী বেরী হারবার্ট যুদ্ধ তহবিলে বিভিন্ন স্থানে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে স্বতন্ত্রভাবে উহা দেওয়া হইল :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

(১) ২৪-পরগণা	..	সংখ্যা জানা যায় নাই।
(২) যশোহর	..	১,৪৩৯৲
(৩) খুলনা	..	২,২৬৩৲
(৪) মুর্শিদাবাদ	..	১,০২৯৲
(৫) নদীয়া	..	৮৭৮৲
মোট	..	৫,৬০৯৲

বর্দ্ধমান বিভাগ

(৬) বাঁকুড়া	..	২৭৫৲
(৭) বীরভূম	..	..
(৮) বর্দ্ধমান	..	৮,০২৫৲
(৯) হুগলী	..	৪,৭২৩৲
(১০) হাওড়া	..	২,৮২১৲
(১১) মেদিনীপুর	..	৬০,৩৪৮৲
মোট	..	৭৬,১৮২৲

চট্টগ্রাম বিভাগ

(১২) চট্টগ্রাম	..	১,১০৩৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..
(১৪) নোয়াখালী	..	২,৫০০৲
(১৫) ত্রিপুরা	..	৮,৭৫০৲
মোট	..	১২,৩৫৩৲

ঢাকা বিভাগ

(১৬) বাখরগঞ্জ	..	১,৪১৯৲
(১৭) ঢাকা	..	১২,৫২৩৲
(১৮) ফরিদপুর	..	৬৲
(১৯) ময়মনসিংহ	..	২,৮৯৫৲
মোট	..	১৬,৮৪৩৲

রাজশাহী বিভাগ

(২০) বগুড়া	..	..
(২১) দার্জিলিং	..	২৪,৮৪৮৲
(২২) দিনাজপুর	..	৪,৪১৮৲
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	৫,৪১৩৲
(২৪) মালদহ	..	২,৩৯৫৲
(২৫) পাবনা	..	৭৭৫৲
(২৬) রাজশাহী	..	৫৪০৲
(২৭) রংপুর	..	৫,৫২০৲
মোট	..	৪৩,৯০৪৲

সংক্ষিপ্ত-সার

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় সংগৃহীত	..	১,৫৪,৮৯১৲
কলিকাতা	..	৩,৩৮,৩৮৪৲
চটকল ও কারখানা	..	৪৭,৫৬৭৲
সর্ব্ব মোট	..	৫,৪০,৮৪২৲

পোর্ট সৈয়দ ও সুয়েজ হইতে আমদানী করা লবণের দরও ১২ই মার্চ্চ হইতে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট দর এই শ্রেণীর লবণের বেলায়ও এখন হইতে প্রযুক্ত হইবে।

বিষ্ণুপুরে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

কয়েকটি বিশেষত্ব

মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায় বিষ্ণুপুরে একটি শিল্প-কৃষি-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। উহা দুই সপ্তাহ কাল খোলা ছিল ও বহুলোক সমাগম হইত। সম্প্রতি ঐ প্রদর্শনী বন্ধ হইয়াছে। এই প্রদর্শনীতে সাধারণ দর্শনীয় দ্রব্যাদি ছাড়াও কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু ছিল। উহার মধ্যে একটি হইল ছেলেদের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা, অপর একটি বালিকাদের মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা। শেষোক্ত প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন মহিলারা। বালিকাদের মধ্যে সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা হইয়াছিল এবং নূতনত্বের দিক দিয়া ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রস্তাব করা হইয়াছে যে প্রতি বৎসর এইরূপ প্রতিযোগিতা হউক। এই প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে একটি সার্টিফিকেট পাইয়াছে এবং তাহাকে ১৯৪১ সনের মিস বিষ্ণুপুরের মত "পুরশ্রী" আখ্যার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই জেলায় শিশু প্রদর্শনী এই সর্ব্বপ্রথম এবং যেরূপ প্রত্যাশা করা গিয়াছিল, তাহার চেয়ে ভীড় অনেক বেশী হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস মজুমদার এই প্রদর্শনীর বালিকা ও শিশু শাখার সভানেত্রীত্ব করিয়াছিলেন।

মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছেলেদের সম্মিলিত খেলাধুলা এই প্রদর্শনী খোলা থাকার কয়েক দিনই হইয়াছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশী কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল বিভিন্ন স্কুলের ১৬টি ছেলের বক্তৃতা ও বাদানুবাদ প্রতিযোগিতায়। উহার মধ্যে একটি ছেলে ১৯৪০ সনের গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ সাজিয়াছিল এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে সৈন্যদল মনে করিয়া একটি উদ্দীপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাহার দেশ আক্রমণকারী ইটালীয়ানদের সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছিল। আর একটি ছেলে সদ্য-সিংহাসনারূঢ় আকবর বাদশাহ সাজিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া তাহার সমবেত কর্ম্মচারিগণকে দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও বিচক্ষণতার সহিত রাজ্য শাসন করতঃ শান্তি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করিবার উপদেশ প্রদান করে। দুই দল ছেলে নিজেদেরকে বিষ্ণুপুরের ধার্ম্মিক রাজা গোপাল সিংহের (১৭২০-১৭৪৫) মন্ত্রী কল্পনা করিয়া বিষ্ণুপুরের নগর-তোরণের নিকট সমাগত বারগীদলের সহিত হিংস ও অহিংস নীতির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়াছিল। বাদানুবাদের অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় রোমান বর্ণমালার প্রচলন করার সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করা হইয়াছিল। উহাতে যথেষ্ট কৌতুকপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর শেষ কয়েক দিন অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় চলিয়াছিল। বাহির হইতে কোন নাটকীয় দল বা পেশাদার গায়ক আনা হয় নাই, স্থানীয় প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এই সমুদয় দেখাইয়াছিল। নিখিল ভারতখ্যাতিসম্পন্ন সুরেন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গোস্বামী এই প্রদর্শনীর একটি আকর্ষণ ছিলেন; তিনি বিষ্ণুপুরেরই অধিবাসী।

এই প্রদর্শনী ইহার কর্ম্মমুখর অল্প সময়ের মধ্যেই শরীর ও মনের উৎকর্ষ ও বিভিন্নমুখী কার্য্যে চেতনা জাগাইয়া দিয়াছে। প্রদর্শনী কমিটি এক প্রকারের কার্ড প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; যথা তাইটাবিল, ঝুঁকি, চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থা, রেলওয়ে ও বাসের সংক্ষিপ্ত সময়-তালিকা, বয়স্কদের ও বিভিন্ন বয়সের শিশুদের উচ্চতা ও ওজনের গড় এবং ইহার মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ের বাণী লেখা আছে। সকলেই ইহার সম্যক মূল্যাবধারণ করিয়াছিল।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ভারতীয় সৈন্যগণের কৃতিত্ব

প্রধান সেনাপতির সুখ্যাতি

গত ১০ই মার্চ্চ কাউন্সিল অব্ ষ্টেটে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ভারতের বর্ত্তমান জঙ্গীলাট স্যার রবার্ট অচিনলেক আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের বিশেষ প্রশংসা করেন। ইটালীয়দের কাসালা হইতে কেরেণ পর্য্যন্ত হটাইয়া লইয়া গিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রশংসা করিয়া জেনারেল ওয়াভেল কিছুদিন পূর্ব্বে যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, স্যার রবার্ট এ সম্পর্কে তাহারও উল্লেখ করেন।

আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিবরণটি পাওয়া গিয়াছে :—

কাসালা হইতে সৈন্য অপসারণ কালে ইটালীয়দের মতলব ছিল এই যে, তাহারা কেরুর পর্ব্বত ও গিরিসঙ্কট রক্ষা করিবে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনী ইহাদিগকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিয়া কেরু হইতে বিতাড়িত করে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে শত্রুপক্ষ কিরেণের নিকটবর্ত্তী কতগুলি পর্ব্বত অধিকার করিয়াছিল।

উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পাহারা দিবার ভার প্রধানতঃ মারাঠা ও ব্রিটিশ সৈন্যদের উপর পড়িয়াছিল। কখনও কখনও ইহাদের সহিত শত্রুপক্ষের টহলদার সৈন্যদের সংঘর্ষ হইয়াছে, এবং প্রতিক্ষেত্রেই আমাদের সৈন্যরা উহাদের নাকাল করিয়া ছাড়িয়াছে।

ক্যামারন শৈলশ্রেণী আক্রমণে যে সকল ভারতীয় সৈন্য যোগদান করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহারা বিশ্রাম লাভ করিতেছে। ইহাদের একটি ব্যাটালিয়নকে পাহাড়ের উপর একসঙ্গে দশদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। অক্লান্ত সতর্কতার সহিত ইহারা সে স্থান আগলাইয়াছিল।

পাঞ্জাবী, জাঠ, রাজপুত, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি সকল ভারতীয় সৈন্যই কেরেণ বিজয়ে সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া আছে। ইহারা সকলেই খুব আনন্দে কাল কাটাইতেছে। ইহাদের একটি ব্যাটালিয়নে একটি ব্যাণ্ডপার্টিও গঠিত হইয়াছে; সন্ধ্যাবেলা সেখানে প্রায়ই সঙ্গীত শুনা যায়।

অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্র হইতে উর্দ্দুতে যে সংবাদ প্রচার করা হয়, ভারতীয় সৈন্যেরা তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করে। এখান হইতে দিল্লীর বেতারবার্ত্তা খুবই স্পষ্ট শুনা যায়।

"বেঙ্গল উইক্লী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৬৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—
সুপারিন্টেন্ডেন্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস, আলিপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন

মহামান্য চ্যান্সেলার মহোদয়ের বক্তৃতা

বিগত ৮ই মার্চ্চ বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাইট অনারেবল স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু সমাবর্ত্তন-বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট এ-উপলক্ষে মণ্ডপে উপস্থিত হইলে ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হক কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

বক্তৃতা প্রদান প্রসঙ্গে মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট বলেন :—

আমার প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে ভাইস্-চ্যান্সেলারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমি ইহার গুরুত্ব একারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করি যে, উহা এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়া নির্গত হইয়াছে, যিনি একই সময় কৃতিত্বের সহিত দুইটি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এবং উহার পুরস্কার স্বরূপ মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে মহামান্য সম্রাট বাহাদুর কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রয়োজনের দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেশকে কতটা স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে পারেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উহার উল্লেখ করিয়াছেন। উহার অধিক কিছু বলার আবশ্যক আছে বলিয়া আমি মনে করি না বটে, তবে তিনি যে সকল সমস্যার আভাস দিয়াছেন, উহা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আমাদের উচিত বলিয়া আমার মনে হয়।

সমাবর্ত্তন উৎসবে চ্যান্সেলার কর্ত্তৃক দীর্ঘ বক্তৃতা দানের রীতি নাই; আমার মনে হয় থাকাও উচিত নয়। রাইট অনারেবল স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তির পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণের পর বক্তৃতা প্রদান করিতে আমি সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। তাঁহার প্রত্যেকটি কথায় আমাদের গর্ব্বের উদ্রেক করে। ভারতের উচ্চ শিক্ষার পথ প্রদর্শকরূপে তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুখ্যাতি এবং বাঙ্গালীর মনীষা সম্পর্কে যতটুকু শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, একজন সুধী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তিনি ততটুকু দেখাইয়াছেন। আমরাও ইহা পরিষ্কারভাবে অবগত আছি যে, মন ও মানের দিক দিয়া আধুনিক ভারতে তিনি কাহারো অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। এমন কি সুদূর ইউরোপের যে সকল স্থানে আজও মুক্ত বুদ্ধি, উদার দৃষ্টি ও মানবতা অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তথায়ও তাঁহার সুখ্যাতি পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

অদ্যকার সমাবর্ত্তন উৎসবে আমি চ্যান্সেলার হিসাবেই আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত আছি। ৪ বৎসর পূর্ব্বে স্যার জন এণ্ডারসন বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের সুযোগ সুবিধাগুলি গভর্ণরেরও প্রাপ্য। সে অবস্থা এখনও অটুট রহিয়াছে। তবে বর্ত্তমানে এতটুকু প্রভেদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, পূর্ব্বের ন্যায় গভর্ণরকে চ্যান্সেলারের আদেশ-নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয় না। একণে রাষ্ট্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে গভর্ণর সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন। এক কথায় বলা যায়, বিচারপতির আসন ত্যাগ করিয়া চ্যান্সেলার আজ এড্‌ভোকেট সাজিয়াছেন।

এই ব্যবস্থায় যাহা চ্যান্সেলারের উপর পক্ষপাতিত্বের দোষ আরোপ করা যায় না বটে, তবে একণে তিনি নিজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধিক ঘনিষ্টভাবে জড়িত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

যুদ্ধ ও বিবিধ সমস্যা

পৃথিবীর আকাশে যে ঘনঘটা দেখা দিয়াছে, আজ সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই না। যুদ্ধ ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে অন্য-সভায় অনেক কিছু বলার সুযোগ আসে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্থায়ী সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলার সার্থকতা আছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু আমাদের সম্মুখে বহু চিন্তার বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন। অতীতে আমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছি, উহা ধ্বংস হইবার নয়। আমি ইহা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বর্ত্তমানের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্ষণস্থায়ী মাত্র এবং উহা কিছুতেই বিশ্ব-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের সমাবর্ত্তনের অতিথি বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপরও দৃষ্টি সম্পাত করিয়া প্রশ্ন-স্বরূপ জানিতে চাহিয়াছেন যে, দীর্ঘকালের কৃষ্টি ও সভ্যতার উপর যে চাপ পড়িয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উহা সহ্য করিয়া লইতে পারিবে কি না? কিম্বা শুধু অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। যদি তাহারা বর্ত্তমানের ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করিয়া লইতে না পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কি হইবে? গত কয় বৎসরে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইউরোপের বহু দেশে নৈতিক ও মানসিক সদ্‌গুণাবলীর বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইহাই উপযুক্ত সময়। আমাদের পৌরুষ বা জ্ঞান গরিমার প্রতি যে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হইয়াছে, আমরা সে জন্য প্রস্তুত আছি কি? যুগ-যুগ ধরিয়া মনীষীবৃন্দ আমাদিগকে যে জ্ঞান ভাণ্ডার দিয়া গিয়াছেন উহার সংরক্ষণ এবং বিস্তৃতি সাধনের জন্য আমরা কি সংঘবদ্ধভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছি?

এমন আরও কতকগুলি প্রশ্ন আছে, যাহা মনে মনে প্রত্যেকে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। সবে মাত্র যাঁহারা বৃহত্তর পৃথিবীতে প্রবেশের জন্য উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা সঙ্গত মনে করিবেন যে, উহা শুধু শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপার এবং যুবকরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে সংসার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। যদি ইহাই আপনাদের ধারণা হয়, তাহা হইলে বুঝা যায়, আপনাদের আত্মবিশ্বাস আছে। ইহাও সুখবিশিষ্ট অবস্থায় মস্ত বড় লাভের কথা। কিন্তু আমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছি, উহাকে আদৌ অবহেলা করা যায় না। এমন কতকগুলি প্রশ্ন আছে যাহা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণেরও যথেষ্ট আলোড়িত করিয়াছে, আপনাদিগকেই উহার উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। হয়ত মতবাদ ও উদ্দেশ্য এবং যুবা আশা-আকাঙ্ক্ষাই পৃথিবীর বর্ত্তমান অশান্তির মূল। একণে মানুষ পুরাতন এবং সর্ব্ববাদীসম্মত মতবাদকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন মতবাদ ভুল হইতে পারে; তবে উহার কারণ এই নয় যে, উহা সর্ব্ববাদীসম্মত বরং এই জন্য যে, যুগের পরিবর্ত্তনে অবস্থাও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আপনারা পুরাতন সম্পদগুলি যাচাই ও বিচার করিয়া দেখুন। যদি উহা সরাসরিভাবে পরিত্যক্ত হয় তাহা হইলে বিপদ হইতে পারে। অপর পক্ষে যদি আপনারা উহাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক বিচার-বিবেচনার পর বাতিল করিয়া দেন এবং তৎস্থলে ভাল কিছু আমদানী করেন, তাহা হইলে আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা যে-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন উহা ব্যর্থ হয় নাই।

শুধু পুঁথিগত-বিদ্যা শিক্ষাদানই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়। আপনাদের মধ্যে ভালমন্দ জ্ঞানবোধের জ্ঞান সঞ্চার করাও উহার একটা প্রধান কাজ। কারণ উহা ব্যতিরেকে আপনারা পৃথিবীতে চলিতে পারেন না। সাংসারিক ব্যক্তি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন ব্যাপার এবং বিশ্বসমস্যা ও ব্যক্তিগত সাময়িক সমস্যা বাছিয়া লওয়া আপনার কর্ত্তব্য। আমাদের প্রত্যেক অতিথি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যে উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, উহার প্রতি একবার মনোযোগ প্রদান করুন। যুবকগণকে আমরা পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত সুন্দর দেখিতে চাই। যাহা কিছু ভাল ও সৎ উহার নির্দ্দেশ, এবং বিচার-বিবেচনার পর মন্দের পরিহার করিতে যদি আপনারা শিক্ষা করেন, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার যোগ্যতা আপনারা অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

বাঙলার গেজেটের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বিভিন্ন জেলা হইতে যে বিবরণী পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়—বাঙলায় সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান লোক-গণনায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প কিনে

টাকা জমান

দশ টাকা দশ বছরে
তিন টাকা ন-আনা
উপায় করে

পোষ্ট অফিসে চার আনা, আট আনা এবং এক টাকা মূল্যের সেভিংস ষ্ট্যাম্প কিনতে পাওয়া যায় এবং বিনামূল্যে একটি কার্ড পাওয়া যায়। ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের উপর জমাতে থাকুন। কার্ডে দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমলে পোষ্ট অফিস থেকে এই কার্ডের বদলে একটি দশ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার হয়ে টাকা উপায় করতে থাকবে।

আজই সেভিংস কার্ড চেয়ে নিন

G. I. 23.

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ময়মনসিংহ—

বিগত ২৫ই জানুয়ারী ... ইউনিয়নে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ১০ জন উৎসাহী যুবক কর্মী ও ১৫ জন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদ্বারা গঠিত হয়। ১৯ই জানুয়ারী ময়মনসিংহ জিলা শিক্ষা বোর্ডের সরকারী সভাপতি মৌলভী আবদুল মুনায়েম খাঁ, বি. এল. সমিতির কার্য উদ্বোধন পর্ব সুসম্পন্ন করেন। বর্তমানে সমিতির ১০০ জন যুবক কর্মী পল্লীর সকল প্রকার উন্নতিমূলক কার্য করিতেছেন।

বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জিলা বোর্ডের স্থানীয় সভ্য মৌলভী এ. এম. এম. মুস্তাফা, বি. এ. সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সভার অনুষ্ঠান হয়। নাসিরপুর সার্কেলের সার্কেল অফিসার, জল-সরবরাহ বোর্ডের স্পেশাল অফিসার, ঢুলা (গোরেশ্বর) থানার ছোটগুর পুলিশ অফিসার, এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রায় এক হাজার লোক উপস্থিত ছিল। অধিক রাত্রিতে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জের এস. ডি. ও. মিঃ শেখ নজরুল বাকের, আই. সি. এস. মহোদয় ট্রেনযোগে কুলিয়ারচর হইতে মানিকখালী আগমন করেন। কুলিয়ারচর রেল ষ্টেশনে বিপুল জনতা ও গজারিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ এস. ডি. ও মহোদয়কে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। তিনি সাইকেলে এক মাইল দূরবর্তী গাজারিয়া মিডল প্রাইমারী স্কুলে উপস্থিত হন। বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন।

সভায় প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। এস. ডি. ও, বাংলা ভাষায় একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। তিনি গজারিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কার্য পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

সভার পর এস. ডি. ও. মহোদয় অন্যান্য অফিসারগণ সহ বিলে নামিয়া কোদালী দ্বারা মাটি কাটিয়া আদর্শ স্থাপন করেন। সকলকে বিলের মাটি কাটিয়া বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য উহাকে পুকুরে পরিণত করিতে উপদেশ দেন।

সমিতি দুই মাসে নিম্নলিখিত কার্যগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন :—

১। বাজার ঘাট পুরাতন রাস্তা হইতে মানিকখালী গ্রামের ভিতর দিয়া বাজিতপুর থানার ১৬০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা ... ১২ ফিট প্রশস্ত একটি নূতন রাস্তা তৈয়ার করিয়াছেন।

২। মানিকখালী গ্রামের ৫টি পুরাতন রাস্তা প্রশস্ত ও মেরামত করিয়াছেন।

৩। মিডল স্কুল, লাইব্রেরী, বাজার, খেলার মাঠ ও মসজিদে যাতায়াতের জন্য একটি নূতন রাস্তা করা হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল ও প্রস্থে দশ হাত। উক্ত রাস্তার নাম এস. ডি. ও. মহোদয়ের নামানুসারে "বাকের রোড" রাখা হইয়াছে।

৪। একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ হাতে পাঁচ ফিট ... ঘর তৈয়ার করিয়াছেন।

৫। ইউনিয়নের অন্তর্গত সাতটি বিভিন্ন পল্লীতে সাতটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

৬। একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন।

৭। মানিকখালী ও মধুরপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদীতে ফেরী সার্ভিস করা হইয়াছে।

৮। মানিকখালী-ভৈরব রোড নামক জিলা বোর্ডের অধুনা সংকীর্ণকৃত রাস্তা—জঙ্গল কাটিয়া তিনদিনে একশত কর্মী প্রায় দুইশত টাকার কাজ সমাধা করিয়াছেন।

৯। সাতশত গৃহে মুষ্টি-ভিক্ষা প্রথা চালু হইয়াছে।

১০। পাঁচটি নূতন স্থানের হাট তৈয়ার করা হইয়াছে।

১১। দুইটি গোরস্থান নূতন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১২। হিন্দুদের মৃতদেহ সংকারের জন্য একটি শ্মশান ঘাট প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১৩। একটি ফুটবল খেলার মাঠ তৈয়ার করা হইয়াছে।

১৪। একটি শক্তিশালী গ্রাম্য রক্ষীদল গঠন করা হইয়াছে।

১৫। মানিকখালী গ্রামের নয়শত লোকের পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য শত বর্ষের পুরাতন বিল পুনর্খনন কার্য্য শুরু করা হইয়াছে।

যশোহর—

গত ৩ই মার্চ নড়াইলের মহকুমা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসব সম্পন্ন হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় একটি চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাঠ করেন এবং তাহাতে তিনি জানান যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপারে এই বিদ্যালয় প্রধান। এতদ্ব্যতীত তিনি এ ইঙ্গিতও করিলেন যে, ছাত্রদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটি টেকনিক্যাল বিভাগও সংগঠন করা হইতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম. এম. খান, আই. সি. এস. এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি এই আশা পোষণ করেন যে, এই বিদ্যালয় ছাত্রদিগের শরীর চর্চাকে উপেক্ষা করিবে না। এইরূপ শিক্ষা প্রবর্তনের নিমিত্ত ছাত্রগণের অভিভাবক এবং পিতামাতা যাহাতে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করেন, সেজন্য তিনি আবেদন জানান।

এইবার সর্বপ্রথম নড়াইল মহকুমা আঞ্চলিক খেলা-ধূলা সংক্রান্ত সমিতি সঙ্ঘবদ্ধভাবে মিলিত হয়, সেই সময় নড়াইল শহর উৎসাহে ও উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। গত ৭ই এবং ৮ই মার্চ এই খেলাধূলা অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র মহকুমা হইতে প্রায় তিন শত ছাত্র এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ৭ই মার্চ সন্ধ্যায় একটি বিতর্ক সভা, একটি সঙ্গীত সম্মেলন এবং একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হইয়াছিল। বিরাট জনতা ছোট ছোট ছাত্রদের এই অনুষ্ঠান অবলোকন করে। তন্মধ্যে কতকগুলি অনুষ্ঠান বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল।

এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, কয়েকটি বালিকাও এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল।

গত ৮ই মার্চ মিঃ এম. এম. খান বিজেতাদের মধ্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক পুরস্কার বিতরণ করেন। মহকুমা হাকিম মৌলভী আলি আহমদ এই সংগঠন কার্যের সূচনা করেন। স্থানীয় অঞ্চল হইতে বহু টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল এবং সরকার উক্ত ব্যাপারে ২০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

মাগুরা টাউন এবং পাইকাটিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুইটি ভাল রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। মহকুমা হাকিম মৌলভী মিজানুর রহমান এই কার্যের প্রেরণা জোগাইয়া ছিলেন। তিনি কর্মীদলকে সংগঠন করেন এবং এক কোদাল মাটি কাটিয়া নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মণিরামপুর থানার অন্তর্গত খানপুর ইউনিয়নে অধিকাংশ গরীব কৃষকের বাস। প্রেসিডেন্ট ও সম্পাদক যুক্ত ভদ্রবিলের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা করিতেছে। ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই ৫২৲ টাকা চাঁদা দিয়াছে এবং শীঘ্রই আরও পাওয়া যাইবে। গত ৪ঠা মার্চ খানপুরে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভায় সদর মহকুমা অফিসার মিঃ এস. সি. বসু খুব সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেন—কেন বর্তমান যুদ্ধকে ভারতের নিজের যুদ্ধভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

যশোহরের মাটি তুলার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই জেলায় একটি পরীক্ষামূলক তুলার চাষের কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত বিট্রীয় অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিদ শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন।

মেদিনীপুর—

কাঁথি মহকুমার (মেদিনীপুর) এগরা থানার অন্তর্গত পড়ুমাস্তলেনপুর পল্লী উন্নয়ন সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন উপলক্ষে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে সপ্তাহ ব্যাপী এক বিরাট কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিশু ও সমবায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার জনপ্রিয় কালেক্টর মিঃ সত্যেন্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস. মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকাল ২টায় কালেক্টর সাহেব দ্বারোদ্ঘাটন করার পর অগণিত নরনারী ৭ দিন ধরিয়া একাধারে আমোদ-প্রমোদ, স্বাস্থ্যরক্ষা-বিধি, শিল্প প্রস্তুত-প্রণালী, নানাবিধ কৃষি-শিল্পের সমাবেশ আগ্রহিকতা সহকারে দর্শন করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ, পশুতত্ত্ব বিভাগ, বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ, বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা বিভাগ প্রভৃতি নিজ নিজ বিভাগীয় বহু দ্রব্য সামগ্রী লইয়া সাত দিনই প্রদর্শনীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইহা ছাড়া মেদিনীপুর জেলা বোর্ড স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ চার্ট ও মডেল দ্বারা এক বৃহৎ ষ্টল নির্মাণ করিয়া দর্শকবৃন্দের পুলকের সৃষ্টি করিয়াছিল। কলিকাতা হইতে মূক-বধির বিদ্যালয়, সরোজ-নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি, ইণ্ডিয়ান রেডক্রস ইনষ্টিটিউট এণ্ড ন্যাশনেশনী প্রভৃতিও ষ্টল খুলিয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় দর্শকবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ উপভোগের নিমিত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে উপদেশপূর্ণ শিক্ষার নিমিত্ত পাঁচ দিন গভর্ণমেণ্ট সিনেমা পার্টির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ দর্শকবৃন্দের সুবিধার জন্য প্রদর্শনীর পার্শ্বেই হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট ইত্যাদি বসাইয়া আহারের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহোদয় সাধারণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিয়াছিলেন।

হাডুডু প্রতিযোগিতা, ছেলেদের দৌড় প্রতিযোগিতা এবং সন্তরণ প্রতিযোগিতা ও বয়স্ক মহিলা ও বালকদিগের রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি প্রদর্শনীর সহিত যোগ করিয়া, কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীকে এক বিরাট উৎসবে পরিণত করিয়াছিলেন।

কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনী সপ্তাহের প্রতিদিনই সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৪।১৫ হাজার পর্যন্ত লোক উপস্থিত থাকিত। দুই দিন গরু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শেষ দিন পুরস্কার বিতরণের কার্য হয়। বাসুদেবপুরের জমিদার ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি ও প্রদর্শনী সাব-কমিটির সভাপতি মিঃ দুর্গা দাস রায় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে ও আন্তরিক সহযোগিতায় ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয় ও যুবকগণের অক্লান্ত উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রদর্শনী বিরাটভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়ায় আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন কার্য্য

নানাদিক দিয়া প্রগতিমূলক প্রচেষ্টা

গোগড়ায় স্বাস্থ্যোন্নতি প্রদর্শনী

বাঁকুড়ার ২২ মাইল দূরে আদিম অধিবাসীদের আবাস কেন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী গোগড়ায় একটি স্বাস্থ্যোন্নতি প্রদর্শনী হইয়াছিল। বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে মজুমদার সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইহা চারি দিন খোলা ছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পূর্ব্বে ৫০ পঞ্চাশ জন সাঁওতালের একটি দল মাথায় ময়ূর পুচ্ছের শিরস্ত্রাণ পরিয়া নৃত্য করিয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। আদিম অধিবাসীদের জন্য নিয়োজিত স্পেশাল অফিসার মিঃ এস, সি, চৌধুরী সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং সাঁওতালদের নিকট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিচয় করাইয়া দিতে যাইয়া এই সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। সাঁওতালদের গ্রামে একটি বৃহৎ সমকোণী মণ্ডপ শালকাঠ ও খড়ের দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন পর্য্যায়ে নিম্নলিখিত প্রদর্শনীর বস্তু ছিল:—কৃষি, পশু-চিকিৎসা, পশু ও মুরগীর দ্রব্য, কলিপাহাড়ী সাঁওতাল সমবায় সমিতির সাঁওতাল সভ্যগণ কর্ত্তৃক বুনান কাপড়, শুশুনিয়া পাহাড়ের পাথরের খনি হইতে পাথরের জিনিষপত্র, বাটির জিনিষ স্থানীয় কাঁসার জিনিষ। জন-স্বাস্থ্য ও মাতৃ-মঙ্গল বিভাগে জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারিগণ তাঁহাদের চার্টসমূহ, আদর্শ ও রেডক্রস সোসাইটির স্বাস্থ্যশিক্ষা কমিটি হইতে প্রাপ্ত চিত্তাকর্ষক প্রাচীর-পত্র দেখাইয়াছিল। বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে শিল্প দ্রব্য, যথা কাপড়, চামড়ার দ্রব্যাদি, বাসন ও ছুরিকাদি প্রদর্শনের জন্য লোক প্রেরণ করা হইয়াছিল।

মালিয়াড়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিল্প শাখা ছাত্রদের প্রস্তুত অনেক প্রকার দ্রব্য দেখাইয়াছিল। বৃটিশ এম্পায়ার কুষ্ঠ রিলিফ এসোসিয়েশনের পাব্লিসিটি অফিসার তাঁহার চিত্তাকর্ষক প্রাচীর-পত্র ও আদর্শ দিয়াছিলেন এবং কুষ্ঠ রোগ সমস্যার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং প্রতিরোধের উপদেশ প্রদান করেন।

পল্লী প্রচারের বিভাগ শিক্ষা প্রচারের একটি কেন্দ্র ছিল।

পঁচিশ হাজার লোকের সমাগম

অনুমান করা যায় যে অনুমান ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার লোক—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকা—অধিকাংশই আদিম অধিবাসী এই ৪ দিনে প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল। পল্লীর জন-সেবা সহকারী ডাক্তার মিঃ এম, মৈত্র পল্লী-উন্নয়ন, মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা সরকারের জন-সেবা সংঘ (ইউনিট নং ১৫) ছায়াচিত্র দেখাইয়াছিল ও পল্লী-উৎকর্ষ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিল। সাঁওতাল ছেলেদের সাহায্যে উহাদের জাতীয় রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস ও ডাকিনী বিদ্যা ও মদ্যপানের নিন্দা করিয়া যে নাটাভিনয় করা হইয়াছিল, তৎপ্রতি সাঁওতালদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রদর্শনকারীদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কার ও পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছিল। কৃষিজাত প্রদর্শনীর দ্রব্যের মধ্যে কলিপাহাড়ী সমবায়ের তুলা ও অনেক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে উৎপন্ন বাদাম বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। শিল্প বিভাগের বাবাজান নামক জন কর্ত্তৃক শিক্ষা-প্রাপ্ত সাঁওতালদের বয়ন-বস্ত্র কৌতুক সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। উন্নত ধরণের ষাঁড় প্রজননের জন্যও পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। খুব ভাল এক জোড়া মহিষ দেখাইতে পারিয়াছিল বলিয়া একজন সাঁওতালকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই মহিষ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিয়াছিল। অন্য ও বিভিন্ন দ্রব্য যে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তাহার মোট মূল্য ১০০৲ টাকা হইবে।

সাঁওতালদিগের পল্লীনৃত্য

এই প্রদর্শনীতে সাঁওতাল পল্লী নৃত্য একটি প্রধান দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। পুরুষদের শিকার, বিবাহ ও লোক নৃত্য ও মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ৯০ জন সাঁওতাল রমণীর দল নৃত্য করে। এই অনুষ্ঠানের প্রদর্শন সোনা পশ্চাদ্ভূমি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাদের ঢাক ও মৃদঙ্গের দ্বারা সমবেত লোকদিগকে আনন্দ দান করিয়াছিল। গোগড়া রক্ষী বাহিনীর যুবকগণ বাউরী নর্ত্তকদের অনুকরণে কাঠি নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। গোগড়া ও পাত্রসায়েরের খাদি সম্প্রদায় রাত্রে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সমাপনী বক্তৃতায় পল্লী প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বলেন যে, ইহা শিক্ষা প্রচারের প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি লোকদিগকে সাম্মিলিত চেষ্টার সফল সুফল লাভের অনুরোধ করেন এবং ইহা দ্বারাই এই প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সাঁওতালদিগের উন্নতির জন্য এই ব্যবস্থার চেষ্টার জন্য তিনি প্রশংসা করেন।

স্থানীয় লোকের একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সাঁওতালদিগের স্পেশাল অফিসার এই কমিটির সাধারণ সেক্রেটারী ছিলেন। বাঁকুড়ার ও পাত্রসায়েরের সার্কেল অফিসারদ্বয় সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন। এই কমিটির প্রচেষ্টাতেই এই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। [illegible] ও [illegible] হইতে অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। [illegible] যে দুর্ভিক্ষের সময় [illegible] করিয়াছিলেন, তাহাতে এই প্রদর্শনীতে সর্ব্ব সময়ে সহস্র সহস্র সমবেত লোকের পক্ষে বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা হইয়াছিল।

সারেঙ্গায় স্বাস্থ্য কল্যাণ প্রদর্শনী

আদিম অধিবাসীদের উপকারার্থে বাঁকুড়ার ৩৭ মাইল দক্ষিণে সারেঙ্গা নামক স্থানে চারিদিনব্যাপী একটি স্বাস্থ্য-কল্যাণ প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী খৃষ্টীয় বাপ্টিষ্ট মিশনের সভাপতি মিঃ এস, আর, কলাম কর্ত্তৃক এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সমাধা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে আদিম অধিবাসীদের সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাননীয় সভাপতিকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। ইহার উত্তরে মিঃ কলাম এই আন্তরিক আশা প্রকাশ করেন যে, একদিন তাহারা যে নিরাপত্তা লাভ করিয়া আসিতেছে তাহা তাঁহারা পাইবে।

আদিম অধিবাসীদিগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এস, সি, চৌধুরী সাঁওতালী ভাষায় বলেন যে, তাহাদের সুখ সুবিধার ব্যবস্থার জন্য তিনি বাংলার মহামান্য গভর্ণরের উপদেষ্টা হিসাবে এখানে আগমন করিয়াছেন।

সারেঙ্গায় এই ধরণের প্রদর্শনীর দ্বিতীয় বৎসর। গত বৎসরের অভিজ্ঞতায় যে প্রেরণা লাভ হইয়াছিল, তাহার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে বহু প্রদর্শনী বিশেষ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যাদি বহু সংখ্যায় প্রেরিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রশস্ত উপযুক্ত নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং নিম্নলিখিত বিভিন্ন শাখার প্রদর্শনী খোলা হয় এবং তাহাতে সজ্জিত করা হইয়াছিল:—কৃষি, পশুপালন, পক্ষীপালন, বয়ন ও সীবন, পুস্তক লিখিত দ্রব্যাদি, চিত্রিত বিভিন্ন পুত্তলিকা, মহিলাদের হাতের শিল্প, জল-স্বাস্থ্য ও শুশ্রূষা-পদ্ধতি, বন্যা, কুষ্ঠ, চিত্রশিল্প ও আয়োজিত এবং গ্রাম্য প্রদর্শনী।

কৃষিজাত দ্রব্যের বিভাগে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সজ্জিত করা হইয়াছিল—[illegible] ধান, ইক্ষু, বেগুন, আলু এবং মটর, শাক সব্জি, আখ, বাদাম প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর শস্য। বহু বিশিষ্ট দর্শক কৃষি বিভাগের এই সংগ্রহ দেখিয়া প্রীত লাভ করিয়াছিলেন এবং একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, কৃষি বিভাগে সাঁওতালদের দান উপেক্ষণীয় নহে। প্রদর্শনীর পশু বিভাগে অনেকগুলি গরু ও তাহাদের উৎপাদিত বাছুর ছিল। সেরা বলদের মালিক ছিল একজন সাঁওতাল। একজাতীয় বড় ছাগল ভেড়া ও মুরগীও অনেকগুলি ছিল।

বয়ন বিভাগ

সারেঙ্গা মিশনের বয়ন শিক্ষাদাতা দলের নিকট ট্রেনিং লাভ করিয়া সাঁওতালী বয়নকারিগণ এই প্রদর্শনীর বয়ন ও সীবন বিভাগে তাহাদের কলাকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিল। সাঁওতাল রমণীগণ তাহাদের সকলের অত্যন্ত দক্ষতা ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছিল। বিছানার চাদরের উপর যে সাঁওতালী নক্সা তোলা হইয়াছিল, তাহা সকলেরই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

"বৃটিশ সাম্রাজ্য কুষ্ঠ নিবারণ সমিতি" এবং বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি প্রচারপত্র ও বিভিন্ন মডেল সহ তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। জন-স্বাস্থ্য ও মাতৃ-মঙ্গল বিভাগে বহু লোকের ভীড় জমিয়াছিল এবং সাঁওতালগণের সুবিধার্থ সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গ্রাম্য প্রচারের বিভাগ যুদ্ধ বিষয়ক প্রচারকার্য্যের ভাণ্ডার স্বরূপ ছিল এবং যুদ্ধের ব্যাপার একটি বক্তৃতায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই চার দিন ধরিয়া গ্রাম হইতে প্রভূত জন-সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০,০০০ হাজার স্ত্রীপুরুষ এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়াছিল; তন্মধ্যে অধিকাংশই আদিম অধিবাসী। বাংলা সরকার পরিচালিত জনসেবা সংঘের ১৫নং শাখা তাহাদের শিক্ষা সম্পর্কীয় বিভিন্ন ফিল্ম ইত্যাদি লইয়া এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল এবং শাখা কর্ত্তৃক প্রদত্ত কৃষি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং কুষ্ঠ-রোগ সম্পর্কীয় বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যায় প্রায় ৫,০০০ হাজার লোক এই উপলক্ষে সমবেত হইত।

একদিন কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেদিন বিকাল বেলাতেই প্রায় ৫,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। আদিম অধিবাসীর মধ্য হইতে একটি শিশু প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল এবং প্রায় ২০০ শিশুকে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। নির্বাচিত ১৫টি শিশুকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল এবং এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বাংলা ও সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল।

এই প্রদর্শনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, তুলনায় অধিক মূল্য পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে এবং দর্শকগণের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যয় করা হইয়াছিল। কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য বহু উন্নত ধরণের কৃষি-যন্ত্রাদি পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল। একজন সাঁওতাল বালক [illegible] পুরস্কার লাভ করিয়াছিল এবং অপর এক মহিলা [illegible] শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। পশুপালন বিভাগে প্রদর্শক সাঁওতালদিগকে [illegible] পুরস্কার এবং স্থানীয় সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করা হইয়াছিল। একজাতীয় গরু ও মেষের বংশবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন পুরস্কারের মোট পরিমাণ হইয়াছিল ১০০৲ টাকা।

[১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সোমালিল্যাণ্ডে আবার বৃটিশ পতাকা উড্ডীন

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মিশর হইতে চলিয়াছে। গত সপ্তাহের শেষভাগে জেনারেল পাপোগোস সেনাদল ক্লেইসুরার নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পার্বত্য স্থান দখল করে। মুসোলিনীর অন্ততঃ ১৫ হাজার সেনা হত, আহত অথবা বন্দী হইয়াছে। ইটালীয় সেনাগণ দুর্দান্তভাবে তীব্র আক্রমণ চালায়। মুসোলিনী স্বয়ং একটি শক্তিশালী সাঁজোয়া গাড়ীতে আরোহণ করিয়া রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উচ্চভাবে যে তীব্র আক্রমণের আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আত্মহত্যাত্মক হইয়াছিল। কোন ইটালীয় পশ্চাদপসরণ করিলে তিনি তাহাকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ দেন এবং গ্রীকদিগকে বন্দী করিতে পারিলে পুরস্কার ঘোষণা করেন। ১৫ মাইল বিস্তৃত দুর্গম ও বন্ধুর যুদ্ধক্ষেত্রকে ফ্যাসিষ্টদের মৃত্যুশয্যা বলা যাইতে পারে। জানা গিয়াছে প্রাক্তন প্রধান সামরিক কর্মচারী মার্শাল বাদোলিও, ফ্যাসিষ্ট পার্টির প্রাক্তন সেক্রেটারী ষ্টারেস, মুসোলিনীর সঙ্গে রণক্ষেত্রে গিয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতা

১৫ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যাকালে হোয়াইট হাউসের সংবাদদাতা সমিতির সমক্ষে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, আমেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে গণতন্ত্রগুলির সম্মুখে যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আমেরিকা তৎসম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ হইয়াছে এবং তাহাতে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই বক্তৃতাটি বেতারযোগে পৃথিবীর সর্বত্র প্রচার করা হয়। তিনি বলেন, গত যুদ্ধের সময় আমেরিকায় জার্মাণ প্রতিনিধিবর্গ জার্মাণদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, আমেরিকানদের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপ ও এশিয়ার ডিক্টেটারগণ যেন আমাদের ঐক্য সম্পর্কে সন্দেহ না করেন। বর্তমানে আমেরিকানরা নূতন ইতিহাস রচনা করিতেছে। এই সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, সমগ্র পৃথিবীকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি হিসাবে আমাদের সম্মুখস্থ বিপদ উপলব্ধি করিয়াছি এবং সেই বিপদ দূর করিবার জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমরা জানি প্রুশিয়ান স্বৈরতন্ত্র খারাপ ছিল, কিন্তু নাৎসীবাদ তাহার চেয়েও অনেক খারাপ। নাৎসীরা কেবল উপনিবেশসমূহের মানচিত্র বা ইউরোপের দেশগুলির সীমারেখার সামান্য পরিবর্তনই করিতে চাহে না, তাহারা আমাদের ও অন্যান্য মহাদেশের সকলপ্রকার কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রকাশ্যভাবে ধ্বংস করিতে চাহিতেছে। তাহারা এইরূপ একটি শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহিতেছে, যাহাতে মাত্র কয়েকজন শাসক সমস্ত মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবে।

বৃটেনের জন্য সাত শত কোটি ডলার মঞ্জুর

সাত শত কোটি ডলার মঞ্জুরের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি-পরিষদের সাব-কমিটিতে তাহা অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বাজেট ডিরেক্টর ইহা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত অর্থ হইতে ২০৫ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের বিমান ও তাহার সাজসরঞ্জাম, ১৩৪ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের অস্ত্রশস্ত্র ও ১৩৫ কোটি ডলারের কৃষি-শিল্প ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করা হইবে।

বৃটিশ সাবমেরিণ বিনষ্ট

বৃটিশ সাবমেরিণ "স্ন্যাপার" এর প্রত্যাবর্তনের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উহা জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে উহার জলমগ্ন হইবার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। লেঃ জি, ডি, প্রাউজের অধিনায়কত্বে এই সাবমেরিণটি গত গ্রীষ্মকালে নরওয়ের সহিত জার্মানীর যোগাযোগ সূত্রের ভীষণ ক্ষতি সাধিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। পর পর দুই দিনে সে জার্মাণ কনভয় ও সরবরাহ জাহাজ আক্রমণ করিয়া তিনখানা কিম্বা সম্ভবতঃ চারিখানা জলমগ্ন করে। ইহার পর "স্ন্যাপার" লেঃ ডব্লিউ ডি, এ, কিংয়ের অধিনায়কত্বে জার্মানীর আরও দুইখানা সরবরাহ জাহাজ ও ট্যাঙ্কার বুনসাণ্ডকে জলমগ্ন করে।

মুসোলিনীর কন্যা নিহত

সরকারী ইটালীয়ান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে, আলবানিয়ার উপকূলে বৃটিশ সাবমেরিণের টর্পেডোর আঘাতে একটি ইটালীয়ান জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। সিনর মুসোলিনীর কন্যা কাউণ্টেস এড্ডা সিয়ানো উক্ত জাহাজে ছিলেন। জাহাজটি দ্রুত জলমগ্ন হয় এবং কয়েকজনের মৃত্যু হয়।

বারবেরায় বৃটিশ পতাকা

কায়রোর সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী বারবেরার উপর পুনরায় বৃটিশ পতাকা উড়িতেছে। ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই শহরটি ইটালীয়দের হাতে যায়। কিন্তু বৃটিশ সেনারা চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে এবং অবিলম্বে জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত দ্রুত আক্রমণে উক্ত স্থানটির পুনর্দখল সম্ভব হয়। নৌ ও বিমান বাহিনীর সাময়িক ধরনের আক্রমণের পর বৃটিশ সৈন্যেরা উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়া উহাকে দখল করিয়া লয়।

এ সম্পর্কে একখানা ইস্তাহারে এবিসিনিয়ার কেরেন এলাকায় আরও অগ্রাভিযানের কথা বলা হইয়াছে। এখানে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পর্বতশিখর দখল করিয়া লইয়াছে।

নৌ-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

বাঙালী যুবকদের সুযোগ

"ডাফরিণ" জাহাজে নৌ-বিদ্যা শিক্ষার যে সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, বাঙলা সরকার তাহা বাঙালী যুবকদিগকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছেন।

ভারতীয় যুবকদিগকে বাণিজ্যিক নৌ-বিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য ১৩ বৎসর পূর্বে "ডাফরিণ" জাহাজকে কাজে লাগান হয়।

প্রথম প্রথম খুব অল্প সংখ্যক বাঙালী যুবক উক্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থী দরিদ্র বাঙালী যুবকদের উৎসাহ ও সাহায্যের জন্য বাঙলা সরকার তিনটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

বিগত ১৯৪০ সনে ডাফরিণের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ বাঙালী শিক্ষানবীশদের সংখ্যা হইতে জানা যায়, পূর্ব্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৌ-বিদ্যা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে আশা করিয়া নিম্নোক্ত তথ্যাদি জানান হইতেছে:—

বয়স।—ভর্ত্তির বৎসরের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে যাহাদের বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস হইতে ১৬ বৎসরের অধিক হইবে না, তাহারাই শুধু ভর্ত্তির যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

গুণাগুণ বিচারের পরীক্ষা।—প্রতি বৎসর অক্টোবরের শেষ ভাগে অথবা নভেম্বরের প্রথম ভাগে প্রার্থীদের গুণাগুণ বিচারের জন্য কলিকাতায় একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে নির্বাচন বোর্ডের সহিত সাক্ষাতের জন্য বোম্বাই যাইতে হইবে। পরীক্ষায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:—অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোল এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়।

শিক্ষাকাল।—ডাফরিণে সর্বমোট ৩ বৎসরের কিছু অধিক কাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক বৎসর দুইভাগে ভাগ করা থাকে, যথা ১০ই জানুয়ারী হইতে ৩১শে মে এবং ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর।

ফিস।—১০ই জানুয়ারীর মধ্যে শিক্ষা ফিস বাবদ মাসিক ৫০৲ হিসাবে একুনে ২২৫৲ আদায় করিতে হয়। বৎসরের দ্বিতীয় ভাগের জন্য ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১৭৫৲ দিতে হয়।

আহার, বাসস্থান, শিক্ষা এবং ডাক্তারের খরচ উক্ত ফিসের টাকার অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া বাজে খরচ এবং কাপড় ধোয়ার খরচ বাবদ প্রতি মাসে আরও ১০৲ ব্যয় পড়ে।

ভর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইউনিফর্মের জন্য ১৪৫৲ জমা দিতে হয়।

বৃত্তি।—যে সকল বালকের পিতা বাঙলার অধিবাসী বা তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়া থাকেন, তাহাদের জন্য বাঙলা সরকার ৩ বৎসরকাল স্থায়ী মাসিক ২৫৲ হারে তিনটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। দরিদ্র পিতা বা অভিভাবককে শিক্ষার্থীর ফিসের টাকা আদায়ে সাহায্য করাই উক্ত বৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনটি বৃত্তির একটি মুসলমান এবং একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের জন্য সংরক্ষিত। ভারত গভর্ণমেণ্টও ৬টি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

ভর্ত্তির আবেদন।—প্রতি বৎসর ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ভর্ত্তির আবেদন পৌঁছান চাই। তাঁহার নিকট হইতে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও জানিতে পারা যায়। আবেদনের ঠিকানা: সেক্রেটারী, গভর্ণিং বডি, আই, এম, এম, টি, এস, "ডাফরিণ," মাজগাঁও পায়ার, বোম্বাই।

[৪র্থ কলমের নিম্নে দেখুন]

[শেষ কলমের জের]

শিক্ষানবীশ।—৩ বৎসর শিক্ষার পর প্রার্থীকে আরও তিন বৎসর কাল কোন বাণিজ্য-পোতে শিক্ষানবীশ থাকিতে হইবে। উক্ত সময়ের পর সেকেণ্ড মেটের সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে।

বহু জাহাজ কোম্পানী শিক্ষানবীশ গ্রহণের সম্মতি জানাইয়াছেন। শিক্ষানবীশ থাকার সময় তাহারা আহার ও বাসস্থান পাইবে। তদুপরি কোন কোন কোম্পানীতে মাসিক ১০৲ হইতে ৩০৲ পর্যন্ত বেতনও পাওয়া যাইবে।

ভাবী সুযোগ-সুবিধা।—শিক্ষানবীশীর কাল সমাপ্ত এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর জুনিয়ার অফিসার হিসাবে তাঁহারা মাসিক প্রায় ১৫০৲ বেতন পাইবেন। ক্রমশঃ পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ৪র্থ, ৩য় এবং ২য় মেটে এবং শেষ পর্যন্ত চীফ্ অফিসারের পদে উন্নীত হইবেন। একজন সিনিয়র চীফ্ অফিসার ৪০০—৫০০৲ মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। জাহাজের অফিসারের পদ ছাড়াও পোর্ট ট্রাষ্ট এবং পোর্ট কমিশনারের অধীনেও বহু রকমের চাকুরী থাকে। বেঙ্গল পাইলট সার্ভিসে ডাফরিনে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দাবী অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

এ সম্পর্কীত অন্যান্য তথ্য ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টার নিকট পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্বত্র বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা

বহরমপুর—

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুর সদরে সংগঠিত সিভিক গার্ডের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং শহরের বিশিষ্ট নেতা মিঃ অনিলচন্দ্র চ্যাটার্জি এম, বি, ই,র নেতৃত্বে এই কার্য সুন্দরভাবে সংগঠিত হইয়াছে। এই দলের প্রাথমিক সংগঠনের এক সময়ে বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উহা পরিদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেন। সম্প্রতি যখন মাননীয় রাজস্ব সচিবের সভাপতিত্বে লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত আজিমগঞ্জে একটি বিরাট যুদ্ধ প্রচার সম্পর্কীয় সভা হয়, সেই সময় মাননীয় মন্ত্রীর আগমনকালে বহরমপুর সিভিক গার্ড এবং লালবাগ সিভিক গার্ড তাঁহাকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করে এবং উহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে তাহাদের সম্পর্কে একটি উত্তম ধারণা জন্মে। বহরমপুর সিভিক গার্ডের আর একটি অংশ সদর মহকুমার অন্তর্গত গুরুকুলে অনুষ্ঠিত আর একটি বিরাট জনসভায় যোগদান করে এবং সমবেত দশ হাজার ব্যক্তির মনে বেশ ভাল ধারণার সৃষ্টি করে। অন্য এক সময় বহরমপুর সিভিক গার্ড দল রিজার্ভ পুলিশের সহিত সম্মিলিতভাবে শহরের বড় বড় রাস্তার ভিতর দিয়া মার্চ করে। অতঃপর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহাদের যোগ্যতার বিশেষ প্রশংসা করেন। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুরোধে এই সিভিক গার্ড দল সম্মিলিতভাবে মহরম উপলক্ষে শান্তি রক্ষায় নিযুক্ত থাকে এবং বিশেষ প্রশংসার যোগ্য কাজ করে। তন্মধ্যে একজন পকেটমারকে মাল সমেত গ্রেপ্তার করে।

মফঃস্বলস্থ থানাসমূহের সিভিক গার্ড দল সম্পূর্ণ পুলিশ অফিসারদিগের অধীনে এবং মহকুমা হাকিমের নেতৃত্বে ড্রিল অভ্যাস করিতেছে। কান্দীর সিভিক গার্ড দলকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দুইবার এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দুইবার পরিদর্শন করিয়াছেন। জঙ্গীপুরের সিভিক গার্ড দলকে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দুইবার এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ একবার পরিদর্শন করিয়াছেন।

এখানে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, বহরমপুর সিভিক গার্ড দল অন্যভাবে কিছু প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে আবেদন করিয়াছিল এইরূপ বহু সদস্য গার্ডের কমাণ্ডারদের সুপারিশ-পত্রের জোরে চাকুরী লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামপুর—

"সিভিক গার্ডের তালিকাভুক্ত হওয়া জাতীয় জীবনের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে—এই সিভিক গার্ড দলে যোগদান করা। কিন্তু যাহাতে সিভিক গার্ড দল মিলিটারী ও পুলিশের পরই দেশরক্ষা ব্যাপারে দ্বিতীয় সারি সংগঠন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করা।"

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের ফৌজদারী কোর্ট প্রাঙ্গণে একদল সিভিক গার্ডের একটি সভায় হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, বি, দাশগুপ্ত উপরোক্তরূপ মন্তব্য করেন।

মিঃ দাশগুপ্ত একটি চমৎকার কর্মীদল সংগঠন করিবার নিমিত্ত শ্রীরামপুরের কর্মীদলকে আহ্বান করেন এবং এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য মিঃ কে, এ, ভট্টাচার্য এবং উপস্থিতগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেশরক্ষা ব্যাপারে অধিকতর প্রখর দৃষ্টি এবং শক্তি নিয়োজিত করা প্রয়োজন।

ইহার পূর্বে মিঃ দাশগুপ্ত সিভিক গার্ড দল পরিদর্শন করেন, তাহারা তিন সারিতে দণ্ডায়মান ছিল। ইহার পর উৎসব শুরু হয় এবং সিভিক গার্ড দল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করে।

স্থানীয় কমাণ্ডাণ্ট মিঃ কে, এম, ভট্টাচার্য এবং জেলার কমাণ্ডাণ্ট মিঃ সুধীর রায় সিভিক গার্ডদের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন:—

হুগলী জেলার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি, কে, ঘোষ, শ্রীরামপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এস, সি, ভট্টাচার্য, মহকুমার পুলিশ অফিসার মিঃ এফ, কারম্যান, আই, পি, মিসেস কারম্যান, বাসমহল অফিসার মিঃ এ, সি, সেন, মিঃ এ, আর খলিফা, মিঃ কে, সি, সেন, (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) মিঃ এন, বি, নিরঞ্জওয়ালা, মিঃ বি, টাটা, শ্রীরামপুর মহকুমার বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক সেনার অফিসার মিঃ এন, এল, রায়, শ্রীরামপুর চেয়ারম্যান মিঃ বি, বি, গাঙ্গুলী, মিঃ এস, সি, চৌধুরী, ডাঃ পি, সি, সেন, ডাঃ এস, এন, পাল, ডাঃ কে, ডি, লাহা, মিঃ গোপীনাথ ভট্টাচার্য এবং মিঃ এ, কে, সেন।

বহরমপুরের সিভিক-গার্ড দল ও রিজার্ভ পুলিশ-বাহিনীর সম্মিলিত প্রদর্শনী।

জলপাইগুড়ি—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ির যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ শিলিগুড়ির অঞ্চলের যুদ্ধ সাব-কমিটির নিমিত্ত ১,৩২১।৴০ আনা প্রাপ্ত হন।

এপর্যন্ত ১১,৯৯০।৶০ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৩৫৵০ আনা লেডী বেরী হার্বার্টের মহিলা তহবিলের নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৫৭,৭৭২৸৶১ পাই ইষ্ট-ইন্ডিয়া তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ৭ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ১৯৮।৴০ আনা প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে বক্সা দুয়ারের যুদ্ধ সাব-কমিটির নিকট হইতে ৯৮।১৫ পয়সা এবং সিতাই চুকা অঞ্চলের যুদ্ধ সাব-কমিটির পক্ষ হইতে চুনাভাটির মিঃ জে, সি, চ্যাটার্জির নিকট ১০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

এপর্যন্ত ১২,১৮৮।৶১০ পয়সা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৩৫৵০ আনা লেডী বেরী হার্বার্টের মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৫৭,৭৯২৸১০ পাই ইষ্ট ইন্ডিয়া তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ১লা মার্চ জলপাইগুড়ি "গভর্ণমেণ্ট অফিসার্স ইন্সটিটিউটের" সদস্যগণ কয়েকজন বেসরকারী অফিসারের সহযোগিতায় বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের সাহায্যার্থে জলপাইগুড়ি আর্য নাট্য-সমাজ হলে "নর নারায়ণ" নাটকের অভিনয় করেন। এই উপলক্ষে রঙ্গমঞ্চ দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

বহরমপুরের সিভিক-গার্ড দল ব্যারাক ময়দানে প্যারেড করিতেছে।

ব্যবসায়ে চিত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

শিল্প-উন্নয়ন সম্পর্কে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

সম্প্রতি বাঙলাদেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক কলিকাতার চৌরঙ্গী রোডে ব্যবসায়ী-শিল্প প্রদর্শনীর (Art in Industry) দ্বারোদ্ঘাটন করিতে গিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাপারে চিত্র-শিল্পের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেন যে, দেশ যাহাতে ব্যবসা-প্রধান হইয়া উঠে, সেজন্য দেশের কল্যাণকামী ও যুবকগণ বিশেষভাবে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছেন—সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—যাহাতে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি হয় সেজন্যও তাঁহারা প্রগতির পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইবেন।

প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, এই ধরণের একটি প্রদর্শনী সংগঠন সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কারণ এই প্রদর্শনী শুধু যে শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ভারতীয় ছাত্রগণকে তাহাদের যোগ্যতা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে সুযোগ দিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ব্যবসায়ি-গণকেও তাহাদের এই কাজ ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে সুবিধা প্রদান করিয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই ধরণের একটি প্রদর্শনীর মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিঃ মুকুল দে মাননীয় মিঃ হককে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া এই প্রদর্শনীর ব্যাপকভাবে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হইবার সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন করেন। ইহার ফলে সমগ্র ভারতের শিল্পিগণ একটি নূতন কর্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবেন। তিনি আশা করেন যে, শিল্পিগণ এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে এই উপলক্ষে যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহা মিউর‍্যাল পেণ্টিং ও প্রতিকৃতি অঙ্কণ প্রভৃতি চিত্রশিল্পের অন্যান্য বিভাগের মতই প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দুই ইঞ্জিনযুক্ত বোমারু বিমান

আক্রমণে অদ্বিতীয়

দুই ইঞ্জিনবিশিষ্ট নূতন এভ্রো ম্যাঞ্চেষ্টার বোমারু বিমানের উল্লেখ এখন করা যাইতে পারে। আমেরিকা হইতে প্রাপ্ত সংবাদ মতে জগতের শ্রেষ্ঠ সামরিক ভারবাহী বিমানের মধ্যে শর্ট ষ্টার্লিং জাতীয় বিমানের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। জার্মাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ বোমা নিক্ষেপ অভিযানের আয়োজন করিতে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

এই ম্যাঞ্চেষ্টার সম্বন্ধে এখন শুধু এই কথাই বলা চলে যে, ইহা বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং জার্মাণীর ট্রাইসাইকেলযুক্ত বোমারু বিমানের পরিবর্তে এগুলি বাইসাইকেল যুক্ত বোমারু বিমান এবং ইহাতে আক্রমণ প্রতিরোধের অস্ত্রাদির যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

ভূপালের মাননীয় নওয়াব বাহাদুর

মধ্য-প্রাচ্যের সেনাদল পরিদর্শন

ভূপালের নওয়াব মধ্যপ্রাচ্যে দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদল ও বৃটিশ বাহিনী পরিদর্শন শেষ করিয়াছেন। তিনি মরুভূমির শিবিরে আপন রাজ্যের সৈন্যদের সহিত দুই দিন অবস্থান করিয়াছেন।

মাননীয় নওয়াব বলেন, "আমি যেখানেই গিয়াছি, সৈন্যদের আনন্দ আনন্দ-দীপ্ত দেখিয়াছি। আমি সৈন্যদের উৎসাহ, সাহস দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সৈন্যদের সকলে সুখে ও সুস্থ শরীরে আছে। সৈন্যদের রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থাও প্রশংসনীয়। শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামের জন্য তাহারা প্রস্তুত আছে।"

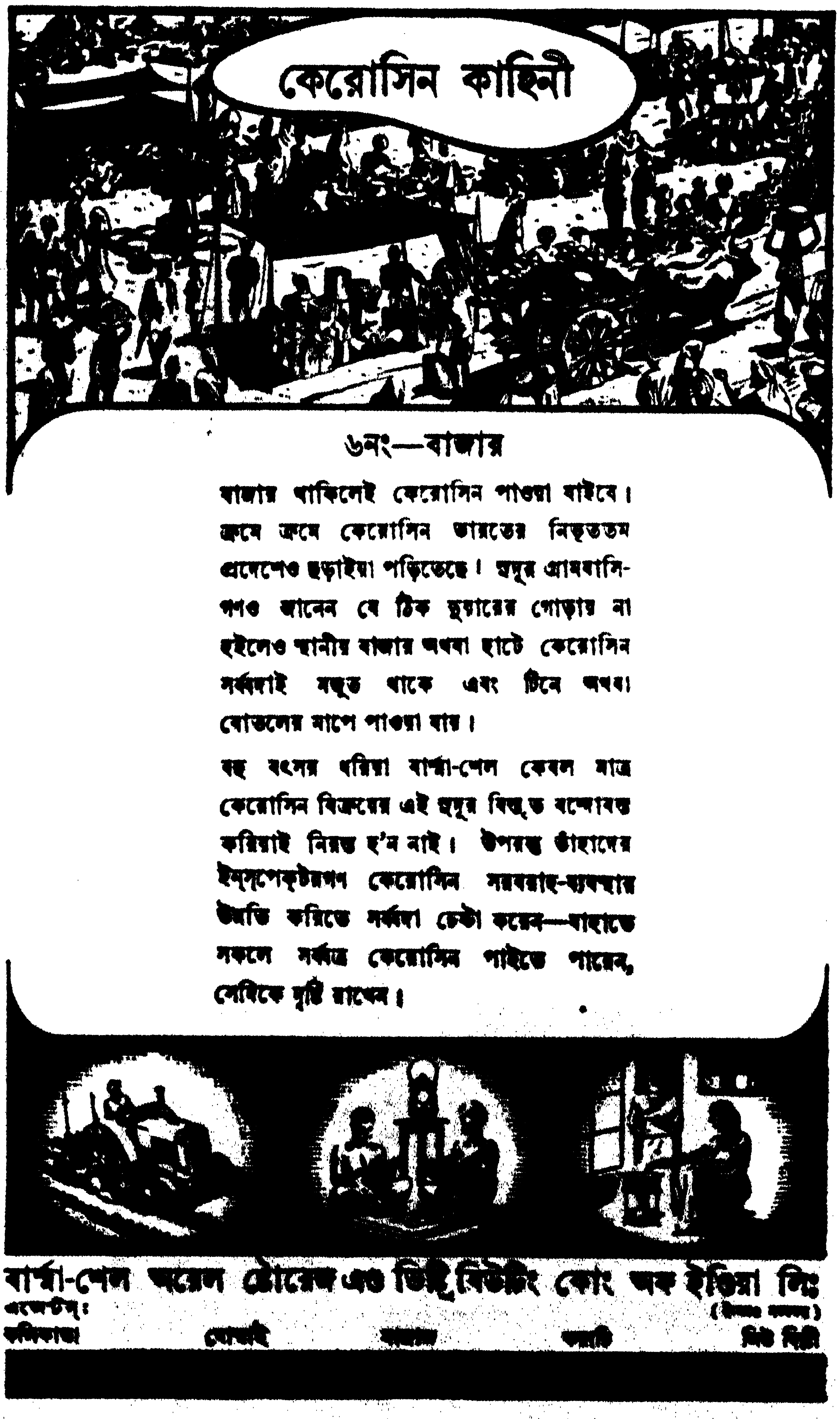

বাঁকুড়ায় আদিম-অধিবাসীদের উন্নয়ন-কার্য্য

[৭ম পৃষ্ঠার শেষ]

এবং এই অর্থ প্রদর্শনীর সমস্ত ব্যয়ের অর্দ্ধেক। দেখা গিয়াছিল যে, আদিম অধিবাসীরা সকল রকম পুরস্কারেরই ভাগ পাইয়াছিল।

"নবযুগ" নামে একটি সাঁওতালী নাটক গ্রামের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। সাঁওতালগণের নিকট উহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং উহার ভিতর সাঁওতালগণের মধ্যে উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। সাঁওতালী নৃত্য এই অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল।

এতদ্ব্যতীত একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গ্রাম্য লোকের মনোরঞ্জনার্থে স্থানীয় ক্লাব নাটক ও যাত্রার আয়োজন করিয়াছিল। তাহাতে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. সি. মজুমদার পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় লোক প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছিলেন বলিয়া শেষ-বক্তৃতায় তিনি তাহাদের প্রশংসা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সহযোগিতা ও সমবেত শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্থানীয় প্রদর্শনী-কমিটি কর্ত্তৃক এই প্রদর্শনী সংগঠিত হয় এবং আদিম অধিবাসীগণের স্পেশ্যাল অফিসার ও রায়পুরের সার্কেল অফিসার উহার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন উক্ত কমিটি গভর্ণমেণ্ট এবং জেলা বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করে। এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় চাঁদাও পাওয়া গিয়াছিল।

বঙ্গীয় কৃষি-বোর্ড

রাইটার্স বিল্ডিংসএ প্রথম বৈঠক

বাঙলাদেশে নব-প্রতিষ্ঠিত কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন বোর্ডের প্রথম বৈঠকে এই প্রদেশে আরও কৃষিকার্য ও কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বৈঠক বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংসএ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজ-উদ্দিন খান সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশু-রোগ নিবারণ সম্বন্ধেও এই সভায় আলোচনা হইয়াছিল। মাননীয় মিঃ খান সদস্যগণকে সম্বর্দ্ধনা করিতে যাইয়া এই বোর্ডের কার্য্যে গুরু দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। যে তিনটি বিভাগের শাসন পরিচালনায় তাঁহারা উপদেশ দিবেন বলিয়া আশা করা যায়, তাহাতে পূর্ণ সহযোগিতা দেওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয়। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব্বে একটি কৃষি বোর্ড ছিল; তাহা উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিত; কিন্তু ঐ বোর্ডের সভা কখনও রীতিমত ভাবে অনুষ্ঠিত হইত না এবং ঐ সভায় সদস্যগণের উপস্থিতিও তেমন সন্তোষজনক ছিল না। ফলে যে উদ্দেশ্যে ঐ বোর্ড গঠিত হইয়াছিল তাহা কদাচ পূর্ণ হয় নাই। পশু-পালন সম্বন্ধেও একটি পৃথক বোর্ড ছিল। তাহাতে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তাঁহারা কৃষি বিভাগের পশু-পালন শাখার নীতি ও পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন কিন্তু কয়েকটি সভার পরই ঐ বোর্ডের কাজ বন্ধ হইয়া যায়।

"এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, কৃষি, পশু-পালন ও পশু-চিকিৎসা বিভাগের সম্মিলিত কাজে আরও প্রকৃত উৎসাহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য একটা কিছু করা প্রয়োজন; কারণ এই সব বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য কোন পরামর্শ বোর্ড নাই। আমি অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ প্রতিষ্ঠিত পরামর্শ বোর্ডের গঠন সম্বন্ধে সংবাদ নিয়া দেখিতে পাইলাম যে, যুক্ত-প্রদেশের কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন বিভাগের সম্মিলিত বোর্ড তুলনায় অন্যান্য বোর্ড অপেক্ষা ভাল। এই বোর্ড যুক্ত-প্রদেশের বোর্ডের আদর্শেই গঠন করা হইয়াছে; শুধু স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য কোথাও কোথাও সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আপনাদের উপর যে কার্য্যভার দেওয়া হইল, তাহা গুরুতর ও দায়িত্বপূর্ণ। এই বোর্ডের শাসন ব্যবস্থায় একটি কর্ম্ম-তালিকা দেওয়া হইয়াছে; বিভিন্ন সময়ে ঐ সমুদয় বিষয়ে আপনাদের উপদেশ চাওয়া হইবে।

"আপনারা বীজ, উর্ব্বরতাসাধক দ্রব্য, কৃষি যন্ত্রাদির উৎপাদন, সরবরাহ ও বিতরণ সম্বন্ধে, কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন সম্বন্ধে প্রদর্শনী ও প্রচারকার্য্য, জমিতে জল সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূমির ক্ষয় নিবারণ, জমির উর্ব্বরতা-সাধন, পশু উৎপাদন, পশুর পুষ্টিসাধন, সাধারণতঃ পশু ও পক্ষীর উন্নতি বিধান, পশুরোগ ও পক্ষীরোগের চিকিৎসা ও উহাদের দমন, কৃষি, পশু-চিকিৎসা ও পশু-পালন ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান, কৃষিজাত দ্রব্যের ও পশু-জাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করণ ও অন্যান্য যে সব বিষয়ে আপনাদের উপদেশ চাওয়া হইবে, আপনারা আমাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জন-কল্যাণ

"ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, জন-কল্যাণ একটি বিরাট কাজ। ইহাতে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনাদের অনেকেরই সময় ব্যয়িত হইবে, তাহা ছাড়া পরিশ্রম আছে এবং কাহিনীও অসুবিধাও আপনাদিগকে ভোগ করিতে

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল:—

স্থানে স্থানে মৃদু বারিবর্ষণ ছাড়া সারা সপ্তাহে কার্য্যতঃ কোন বৃষ্টি হয় নাই। বৈশাখিক ফসলের জমিতে চাষ এবং আঁক কাটা ও মাড়াইয়ের জন্য আরও বৃষ্টির আবশ্যক। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ রিলিফ টেষ্ট কাজে যথাক্রমে ২,৮৩৪ এবং ২,১২৩ জন লোক নিযুক্ত ছিল। বাঁকুড়ায় ২,২১৩ জন খয়রাতী দান লাভ করিয়াছে। বাঙলাদেশে সে সপ্তাহে গড়ে টাকায় প্রায় /৮ সের চাউল বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্তী সপ্তাহের তুলনায় চাউলের দর শতকরা ০.৩৪ ভাগ পড়িয়া গিয়াছে। ২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার, বারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে সাধারণের আহার্য্য চাউল টাকায় /৮ সের; নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে টাকায় /৭ সের হইতে /৭।।৵০ ছটাক; মুর্শিদাবাদের লালবাগ, কান্দী এবং জঙ্গীপুরে /৭৷৵০ ছটাক হইতে /৮৵০ ছটাক; যশোহর জেলার মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁয়ে টাকায় /৮ সের হইতে /৯ সের; খুলনার সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে /৮ সের; বর্দ্ধমানের আসান-সোল, কাটোয়া এবং কালনায় /৭।০ ছটাক হইতে /৮।৵০ ছটাক, বীরভূম এবং রামপুরহাটে /৮৵০ ছটাক হইতে /৮।০ ছটাক; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে টাকায় /৭ সের হইতে /৮ সের, মেদিনীপুর জেলার কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে /৭৷৵০ ছটাক হইতে /৬৷৵০ ছটাক; হুগলী, শ্রীরামপুর, আরামবাগে /৭।।০ ছটাক হইতে /৮ সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৭৷৵০ ছটাক হইতে /৮।০ ছটাক; রাজশাহী, নওগাঁ এবং নাটোরে /৭৷৵০ ছটাক হইতে /৮ সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে টাকায় /৭।।০ ছটাক হইতে /৯ সের; জলপাইগুড়ি, আলিপুরে টাকায় /৮ সের, দার্জ্জিলিং, কার্শিয়ং, শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংএ /৬।।০ ছটাক হইতে /৮ সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধায় /৬।।০ ছটাক হইতে /৮।০ ছটাক, বগুড়ায় /৮৷৵০ ছটাক, পাবনা, ও সিরাজগঞ্জে /৭৷৵০ ছটাক হইতে /৮৷৵০ ছটাক; মালদহে /৮৷৵০ ছটাক, কুচবিহারে /৮৷৵০ ছটাক, ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে /৭।।০ ছটাক হইতে /৮।০ ছটাক, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে /৭ সের হইতে /৮ সের, ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে /৭।।০ ছটাক হইতে /৯ সের; বাখরগঞ্জের পিরোজপুর, পটুয়াখালি এবং দক্ষিণ সাহবাজপুরে টাকায় /৮ সের হইতে /৯ সের, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে /৮।।০ ছটাক হইতে /৬।।০ ছটাক, ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে /৮।।০ ছটাক হইতে /৯ সের; নোয়াখালী এবং ফেণীতে /৮।।০ ছটাক হইতে /৯ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে /১০ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে /৭।০ ছটাক হইতে /১০।০ ছটাক।

[১ম কলমের শেষ]

হইবে। কিন্তু জনকল্যাণের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আপনারা পরিশ্রম, সময় ব্যয় ও অসুবিধাকে কষ্টকর মনে করিবেন না। কারণ একথা নিশ্চয় যে, আমরা জন-কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেছি। আপনারা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন কষ্টও বরণ করিয়া লইবেন বলিয়াই আমার ধারণা। সকলেই একথা উপলব্ধি করিবেন যে, যে কাজ আপনারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অতি দায়িত্বপূর্ণ।"

মিঃ ই. এস. গ্রাফি, আই. সি. এস, কার্য্যতঃ বাঙলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার গত ১০ই মার্চ, সোমবার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

উৎপন্ন দ্রব্য।	চলতি দর।
"আগমার্ক" ঘি—	
কাগজের থলিতে প্রতি টিন	.. ৫।৵০
চটের থলিতে ..	.. ৫।৵০
কাপড়ের থলিতে ..	.. ৫।।০
"আগমার্ক" ঘৃত—	
কিশোর মার্কা ..	.. ৬৫৲
অমৃতভোগ মার্কা ..	.. ৬৩।।০
ওঙ্কার	.. ৬১৲
রাধাপ্রতাপ	.. ৫৫।০
শঙ্কর	.. ৬২।।০
শীতল	.. ৬৫৲
পুরী	.. ৬৫৲
চাউল—	
বাঁকতুলসী ..	.. ৫।।০ হইতে ৫৸০
পাটনাই ..	.. ৫৵০ ,, ৫।।৵০
মোটা ..	.. ৪।৵০ ,, ৪।।৵০
ডিম—	
মুরগী প্রতি কুড়ি	.. ।৵০ হইতে ।।০
হাঁস ..	.. ।৵০
দুধ—	
খাঁটি সের	.. ১৲ টাকা।
আলু—	
দেশী (নৈনিতাল) প্রতি মণ	.. ১৸০ হইতে ১৸৵০
,, প্রতি সের	.. ৵০
মৎস্য—	
রোহিত প্রতি মণ	.. ২২৲ হইতে ২৫৲
চিংড়ী ..	.. ১৮৲ হইতে ২৬৲
ইলিশ ..	.. ৯৲ হইতে ১১৲
ফল—	
আপেল (কাশ্মিরী) প্রতি টাকায়	.. ১০টি হইতে ১৬টি
কমলা (নাগপুরী) ..	.. ৩০টি হইতে ৪০টি
আনারস (সিঙ্গাপুরী) প্রতি কুড়ি	.. ১৫৲
কলা (মর্ত্তমান) প্রতি ডজন	.. ৵১০ হইতে ।৵০
,, (সিঙ্গাপুরী) ..	.. ৵০ হইতে ।০

উর্দ্ধপক্ষে ৮ সের দুধ দেয় এরূপ গাভীর মূল্য ..	১০০৲
কমপক্ষে ৩ সের দুধ দেয় এরূপ গাভীর মূল্য ..	৭০৲
উর্দ্ধপক্ষে ১২ সের দুধ দেয় এরূপ মহিষের মূল্য ..	২৫০৲
কমপক্ষে ১০ সের দুধ দেয় এরূপ মহিষের দাম ..	২৪০৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৫৲ টাকা হারে "বাঙলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

১৯৪১-৪২ সনের দেশরক্ষার ব্যয় বরাদ্দ

৮৪ কোটী টাকারও বেশী

১৯৪০-৪১ সালের সংশোধিত হিসাবে দেশরক্ষার ব্যয় ধরা হইয়াছে ৭২ কোটী ২ লক্ষ টাকা। ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে এই ব্যয় ধরা হইয়াছে ৮৪ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা।

এই ব্যয় বরাদ্দের মোট টাকার মধ্যে সকল প্রকার জরুরী সমরোপকরণ বাবদ ১৯৪০-৪১ সনে ২৪ কোটী টাকা ও ১৯৪১-৪২ সনের জন্য ১৫ কোটী ধরা হইয়াছে। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টকে জিনিসপত্র সরবরাহ করার জন্য এবং সাহায্যের জন্য ভারতবর্ষের কিছুই ব্যয় হয় না; উহার সমস্ত ব্যয় বৃটেন বহন করিয়া থাকে। ভারতের সেনা-বাহিনীকে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহার অধিকাংশই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে দিতেছেন এবং বর্তমানে ভারতবর্ষে যে নূতন সেনাদল গঠন করা হইতেছে তাহার সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রাদি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিনা মূল্যে সরবরাহ করিতেছেন।

ভারতবর্ষের কি লাভ হয়

বিদেশ সমরোপকরণ সরবরাহের দরুণ যে টাকা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় এমন সময় বৃদ্ধি পাইতেছে, যখন যুদ্ধের দরুণ অন্যান্য দেশে দুঃসময় চলিয়াছে ও খাদ্যাভাব ঘটিতেছে।

বৃটিশ ও মিত্রশক্তির পক্ষে সরবরাহ বিভাগ গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় মধ্যে ভারতবর্ষে যে সমুদয় জিনিস ক্রয়ের অর্ডার দিয়াছে, তাহার মূল্য ৮২ কোটী টাকার উর্দ্ধে হইবে।

গত বৎসর বিদেশে মিত্রশক্তির জন্য যে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে ২,২০০,০০০ হাজার গজ পাটের ক্যানভাস, ১,৩০০,০০০ হাজার গজ নূতন পাট ও তুলার বস্ত্র, ১২,০০০,০০০ লক্ষ গজ খাকী কাপড় ও ১৪,০০০,০০০ লক্ষ গজ ক্যানভাস দেওয়ার আদেশ ছিল।

ভারতবর্ষের দান ও সাহায্য

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলে যে টাকা দেওয়া হইতেছে তাহাতেই বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাহায্যের জন্য কোনরূপ আবেদন করা হয় নাই। বিগত জানুয়ারী মাসের ৩১শে তারিখে এই সাহায্যের পরিমাণ হইয়াছে ১০২,৪৭,২৮৩/৬ পাই।

বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধ ঋণে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই বিজয় লাভে লোকের বিশ্বাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫২,১৬,৪০,০০০ টাকা।

যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত ভারতবর্ষের যুদ্ধ-প্রয়োজনের জন্য যে দ্রব্যাদির আবশ্যক, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতেছে। ভারতীয় অস্ত্রাদির কারখানায় ও কাপড়ের কলে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ১৭,০০০ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০,০০০ হাজার হইয়াছে এবং সরকারী জোড় নির্মাণ কারখানায় মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ সনের স্থলে প্রায় ৫,০০০ হাজার হইয়াছে।

সেনাদলের বুট জুতা, অস্ত্র-শস্ত্র, জীন, লাগাম ইত্যাদি এবং চামড়ার জিনিসপত্র যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ প্রস্তুত হইত, এখন তাহা অপেক্ষা ত্রিগুণ বেশী হইতেছে।

বর্তমানে ভারতের সৈন্য সংখ্যা ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষের বেশী এবং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

নূতন অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত অশ্বারোহী দল, নূতন ভারতীয় গোলন্দাজ সৈন্য, পদাতিক সৈন্য বাহিনী, ইঞ্জিনিয়ার দল ও যান্ত্রিক যানবাহী বিভাগ গঠনের ব্যবস্থা হইতেছে।

ভারতবর্ষে বিমান প্রস্তুতের পরিকল্পনা এক নূতন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং ১৯৪১ সনেই ভারতে প্রস্তুত নূতন বিমান দেখা যাইবে।

সংবাদপত্রের জঘন্য আচরণ

মাননীয় অর্থ-সচিবের নামে কুৎসা রটনা

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র "উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ," "মন্ত্রী ধরা পড়িয়াছেন," শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশ করে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাননীয় অর্থ-সচিব সিরাজগঞ্জ মেইলযোগে রাজশাহী যাইতেছিলেন। সিরাজগঞ্জ ষ্টেশনে তাঁহার টেলোগ্রাফার টিকেট-কেরাণীকে ১০০ টাকার একখানি নোট দিয়া প্রথম শ্রেণীর একখানি টিকেট চাহেন। টিকেট-কেরাণী উক্ত টেলোগ্রাফারকে দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি টিকেট ও অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিলে তাড়াতাড়িতে তিনি উহা গ্রহণ করেন। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে ভুলটি তাঁহার নিকট ধরা পড়ে। তৎক্ষণাৎ তিনি প্ল্যাটফরমে দণ্ডায়মান জনৈক রেলওয়ে কর্মচারীকে বাকী টাকাটা দিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেটখানাকে প্রথম শ্রেণীর টিকেটে পরিবর্তন করাইয়া লন। সংবাদপত্রগুলিতে রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাননীয় অর্থ-সচিব উক্ত ঘটনার কিছুই জানিতেন না। সংবাদপত্রে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, "তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর একটি রিজার্ভ আসন দখল করিয়া থাকিতে দেখা যায়। যখন টিকেট দেখাইতে অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট মাত্র দেখাইতে সমর্থ হন।" ইহা নিছক মিথ্যা কথা। মাননীয় অর্থ-সচিবের নিকট কেহ টিকেট দাবী করেন নাই। যে সকল সঙ্কীর্ণমনা লোক উক্ত মিথ্যা সংবাদ রচনার জন্য দায়ী, স্পষ্টতঃ মনে হয়, তাহারা ইহা জানে না যে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভ্রমণে বহির্গত হইলে অধঃস্তন কর্মচারী সাধারণতঃ টেলোগ্রাফারই টিকেট খরিদ ও অন্যান্য কাজ করিয়া থাকে। মাননীয় মন্ত্রীর সহিত কোন রেলওয়ে কর্মচারীর কথাবার্তা হয় নাই; ব্যাপারটি যাহাতে অধিক দূর না গড়ায়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাহাই চাহিয়াছেন বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে, উহাও একেবারে মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের পক্ষে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রেলওয়েকে ফাঁকি দিয়া ৮৸৴৩ পাই লাভ করিবার প্রয়াস চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা দেখাইতে গিয়া উক্ত সংবাদপত্রখানি নিজেই হাস্যাস্পদ হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিস্তার

জাপ সাময়িক মুখপত্রের হুমকি

ফরমোসা দ্বীপের রাজধানী তাইহোকুর একখানা সামরিক মুখপত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি চীনা সৈন্যেরা ফরমোসা দ্বীপে প্রবেশ করে তবে জাপান বর্মা পর্য্যন্ত যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে; কারণ চীনাদের আক্রমণ নাকি বৃটিশদের সহিত এক গোপন চুক্তির ফল। উনি বৃটেনকে এই বলিয়াও শাসাইয়াছেন যে, বৃটিশেরা যদি বর্মা হইতে চীন-জাপান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহারা যথার্থ সলিলে ডুবিয়া মরিবে।

এদিকে সাংহাইয়ের জনসাধারণের বিশ্বাস, ইন্দোচীনা ও থাইল্যাণ্ডের বিবাদে তথাকথিত মধ্যস্থতা করার দরুণ ভিশি সরকার সুদূর প্রাচ্যে জাপানের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং ইন্দোচীনে জাপান কয়েকটি নৌ ও বিমান ঘাঁটি লাভ ও অন্যান্য কতগুলি সুবিধা অর্জন করিয়াছে।

"প্রত্যেক পরিবারে পাঁচটি সন্তান চাই"

জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রীসভার পরিকল্পনা

জাপানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাপানী পরিকল্পনা পরিষদ কর্ত্তৃক প্রস্তুত একটি দশবার্ষিক পরিকল্পনা সম্প্রতি মন্ত্রীসভার অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক জাপানী পরিবারে যাহাতে পাঁচটি করিয়া সন্তান থাকে এবং জাপানের জনসংখ্যা যাহাতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০ সালের মধ্যেই ১০ কোটিতে দাঁড়াইতে পারে, তাহার জন্য বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হইয়াছে।

মন্ত্রী-সভার সংবাদ সরবরাহক পরিষদের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর নোবুফুমি ইতো সম্প্রতি বলিয়াছেন, "জাপান যদি এশিয়ার নেতৃত্ব করিতে চায় তবে তাহাকে বিশেষরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। জন্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস দূর করিতে হইবে, জাতি এবং পরিবারের গুরুত্ব প্রচার করিতে হইবে এবং অল্প বয়সে বিবাহ এবং অধিক সন্তানের জন্মদানে উৎসাহ দেখাইতে হইবে।"

ডাঃ আবু আশরাফ মোহাম্মদ ওয়াহীদ এম, আর, সি, পি, এম, আর, সি, এস (ইংলণ্ড), ডি, টি, এম, এণ্ড, এইচ (লণ্ডন) ৭ই মার্চ হইতে ছয় মাসের জন্য কলিকাতা ও শহরতলীর বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ মোহ্ সারওয়ার্দী খিদিরপুর হইতে মিরাজপুর পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। ছবিতে দেখা যাইতেছে তিনি "খাজা নাজিমুদ্দীন মোস্লেম হল ও লাইব্রেরীর" জনসাধারণের মধ্যে মন্ত্রী মহোদয় কথোপকথন করিতেছেন।

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

[... বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩১শে মার্চ, ১৯৪১ [এক আনা

সুদূর প্রাচ্যের রণরঙ্গ-মঞ্চে জাপান

যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেণের সহিত সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা

[উইক্‌হাম্ ষ্টীড্ লিখিত]

সম্প্রতি আমি বলিয়াছিলাম যে, হঠাৎ রণরঙ্গমঞ্চ উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে বল্কান এবং দূর প্রাচ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছে। গত কয় দিনের মধ্যে ক্রতগতিতে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

তুর্কী বুলগেরিয়াকে আক্রমণ করিবে না, ইহা ছাড়া তুর্কী-বুলগেরিয়ান চুক্তির আর কোন বিশেষ গুরুত্ব আছে কি না, জনসাধারণ তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। ইহা বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরও অভিমত বটে। তবে যেহেতু তুর্কী তাহার পূর্ব্বের সমস্ত বাধ্যবাধকতা পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছে এবং বৃটেনের সহিত তাহার পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি রহিয়াছে, সে জন্য ইহা মনে করা যায়, গ্রীস যদি আক্রান্ত হয় তাহা হইলে তুর্কী তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবে না এমন কোন কথা নাই। ইহা দ্বারা কার্য্যকরীভাবে তাহাকে সাহায্য করার উপায় বন্ধ হইয়া যায় নাই।

বুলগেরিয়ার ন্যায় যুগোশ্লাভিয়া ভয় সহজে বালিনের লোভ বা রোষে পড়িয়া যাইবে না। কয়েক দিন হইল যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক সচিব বার্চটেস্‌-গাডেনে যাইয়া হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে অনেক কিছু শোনা যাইতেছে; তবে যুগোশ্লাভিয়া যে হিটলারের নির্দ্দেশ মানিয়া লইবেন এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাহার পররাষ্ট্র নীতিরও কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

বল্কান-ঐক্যের প্রতি বিগত ১৯১৩ সন হইতে বুলগেরিয়ার মনোভাব ততটা ভাল নয়। উহার তুলনায় সার্ভিয়ার (অধুনা যুগোশ্লাভিয়ার) মনোভাব অপেক্ষাকৃত ভাল। ১৯১৩ সনে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও জার্ম্মাণীর প্ররোচনায় বুলগেরিয়া যখন সার্ভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করিয়া বসে, তখন তাহারা সম্মিলিতভাবে বুলগেরিয়াকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া দেয়।

১৯১৪ সনে জার্ম্মাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যখন সার্ভিয়াকে আক্রমণ করিয়া বসে, সার্ভিয়া তখন এককভাবে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করিয়া দেয় কিন্তু এক বৎসর পরে অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মাণী এবং বুলগেরিয়া সম্মিলিত সৈন্য পাঠাইলে সার্ভিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

সার্ভিয়ার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গ্রীসে ঢুকিয়া পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে।

১৯১৮ সনে পুনর্গঠিত সার্ভিয়ান বাহিনী, যুগোশ্লাভ স্বেচ্ছাসেবক দল সহ স্যালোনিকা হইতে অগ্রসর হয়। উহার ফলে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সম্মিলিত যুগোশ্লাভ অঞ্চলটি লইয়া নূতন যুক্ত রাজ্য গঠিত হয়।

গ্রীকদের রণনৈপুণ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলেও গ্রীস ও যুগোশ্লাভদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে ভ্রাতৃভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইহা খুবই সত্য যে, পর্ব্বত-সঙ্কুল সার্ভিয়াকে রক্ষা করা যতটা সহজ, যুগোশ্লাভিয়ার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সাভা এবং দ্রাভা নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে ততটা সহজে আধুনিক যান্ত্রিক বাহিনীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইবে না। উপরন্তু উক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্রোট জাতীয় লোকদের বাস; বেলগ্রেড গভর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই।

ইহা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টের ক্রোট জাতীয় প্রতিনিধিগণ জার্ম্মাণীর দাবী পূরণের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবেন না। যুগোশ্লাভ বাহিনীতে সার্ভিয়ার যে-সকল লোকজন রহিয়াছে, নাজীদের বাধাদানের জন্য তাহারা কৃতসঙ্কল্প। (পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে—যুগোশ্লাভিয়া জার্ম্মাণীর চাপে পড়িয়া অ্যাক্সিস্ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে)।

"কোন অবস্থাতেই ইহা নিশ্চিতভাবে বলা চলে না যে, তুরস্ক কিম্বা গ্রীস জার্ম্মাণীকে পথ ছাড়িয়া দিবে। ইহাও নিশ্চিত যে, বৃটিশ সৈন্য বাহিনী তাহাদের সাধ্যানুযায়ী তুরস্ক এবং গ্রীসকে সাহায্য করিবে।

"পূর্ব্ব হইতে ইহা জানা ছিল, তবে সম্প্রতি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এণ্টনী ইডেন এবং প্রধান সেনাধ্যক্ষ স্যার জন ডিল তুরস্কে গমন করায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়া গেল।

"মুসোলিনীকে আলবেনিয়া হইতে বিতাড়িত করার পূর্ব্বে গ্রীকদের ঘাড় মটকাইয়া দেওয়াই হিটলারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। ইজিয়ান সাগরে বা উহার নিকটে বিমান ঘাঁটি স্থাপন পূর্ব্বক ভূমধ্যসাগর, উত্তর-আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট বৃটেনকে বিপন্ন করিয়া তোলাই হিটলারের অপর উদ্দেশ্য। হিটলার বহু রকমের একটা লাভ দাবার ফন্দি করিতেছেন।

"এখনও তিনি বৃটেন অভিযানের স্বপ্ন বিভোর আছেন। এই স্বপ্নকে সফল করিয়া তোলার জন্য কোনরূপ ত্রুটি করিবেন না। এ-কারণে তিনি জাপানকে এতটা উস্কানী দিয়া আসিতেছেন। জাপান যদি সামনে পা বাড়াইয়া চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতেই হইবে।

"জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুওকা আবার দুই সুরে কথা বলা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি একবার বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণীর সমর-বিশেষজ্ঞগণ জাপানে আগমন করিয়াছেন, জাপান অচিরাৎ তাঁহাদের সহযোগিতা করিবে। পরক্ষণেই আবার বলিতেছেন যে, জাপান বর্ত্তমান সিন্ধু-সংগ্রামে মধ্যস্থতা করিতে প্রস্তুত আছে।

"জাপান কি করিবে, না করিবে, সে-সম্পর্কে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রয়োজন মনে করি না। জাপান জার্ম্মাণীর সাধের তরী। দূর প্রাচ্যের রণ-রঙ্গমঞ্চে তাহাকেই প্রধান নায়ক হিসাবে অভিনয়ে নামিতে হইবে।

যাহা হউক আমাদিগকে শুধু ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য বিশ্বশান্তিপুষ্ট এবং সমর্থ রূপে দূর প্রাচ্যের রণরঙ্গমঞ্চের নীরব দর্শক হিসাবে নিশ্চয়ই বসিয়া থাকিবেন না। অভিনয়টি এমন একটি স্তরের দিকে আগাইয়া আসিতেছে যে, এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাসা করা যায়, অতঃপরই কি মানবজাতির ভাগ্য নিরূপণ করিবে অথবা অন্য নিরপেক্ষ উপায়ে মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণের ব্যবস্থা করা হইবে?

বিমান আক্রমণ ব্রিটেনবাসীদের কাবু করিতে পারে নাই

প্রসিদ্ধ মার্কিণ ডাক্তার কর্ত্তৃক ব্রিটিশের স্নায়ুশক্তির প্রশংসা

যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সার্জ্জেন-জেনারেল, ডক্টর টমাস্ প্যারান, ব্রিটেনে কেন্দ্রস্থ কাল বাস করিয়া সম্প্রতি আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ক্রমাগত বিমান আক্রমণ ও যে ব্রিটেনবাসীদের স্নায়ুমণ্ডলীর উপর বিশেষ কোনও প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে নাই, ব্রিটিশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই উহার কারণ বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন। গোলাগুলীর শব্দে অতি সামান্য লোকই উত্তেজিত হইয়াছে।

বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আশ্রয়গুলিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে সকল বিধি-ব্যবস্থা পালিত হয়, তাহার প্যারান তাহারও প্রশংসা করেন। এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল যে, এই আশ্রয়স্থলের স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় ব্যবস্থা ভাল নহে।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকং-এর মধ্যে অন, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়দ্বীপ ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বিদেশের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে নির্দিষ্ট করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্ট্‌স্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্ট্‌স্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের কার্য্য-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩১শে মার্চ—১৯৪১

বসন্তকালীন অভিযান

বসন্তকালে বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর যে অভিযান সম্পর্কে এতদিন পর্য্যন্ত নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়া আসিতেছিল, প্রকৃতপক্ষে এখন হইতে তাহার সূচনা হইয়াছে। সম্প্রতি সমুদ্রে জাহাজডুবির পরিমাণ যেরূপভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাতেই এই পরিকল্পিত অভিযানের সূচনার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। বিগত ২রা মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, মাত্র সেই এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই সর্ব্বমোট ১৪৮,০৩৮ টনের জাহাজ বিনষ্ট করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ২০ খানা বৃটিশ, ৮ খানা মিত্রপক্ষীয় ও ১ খানা নিরপেক্ষ জাতীয় জাহাজ রহিয়াছে। এরূপ ব্যাপার যে অনুষ্ঠিত হইবে, স্বয়ং হিটলার পূর্ব্বেই তাহা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহার ৪০০ সাবমেরিণ সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। বৃটেনেরও বহু বিশেষজ্ঞ পূর্ব্ব হইতেই বলিয়াছিলেন যে, বাণিজ্য-জাহাজ ডুবির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্পর্কে বৃটেনকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সাবমেরিণ, বোম্বেটে জাহাজ ও বিমান-বাহিনীর আক্রমণ এই ত্রিবিধ উপায়ে আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ যে এই ত্রিবিধ উপায়ের কোন্‌টার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে, তাহা যদিও বলা সম্ভবপর নহে, তথাপি ইহা পরিষ্কারই দেখা যাইতেছে যে, আপাততঃ ত্রিমুখী উপায়ই সমভাবে প্রযুক্ত হইতেছে। জার্ম্মাণীর সাবমেরিণ বাহিনী সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং প্রকাশ যে, যাহাতে ফরাসী বন্দরসমূহ হইতে অভিযান চালান যায়, তাহার উপযোগী করিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট সাবমেরিণ তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে, জার্ম্মাণীতে ডকের ব্যবস্থা একান্ত সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্রাকার সাবমেরিণের জন্য যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি আবশ্যক, তাহা ব্যাপকভাবে তৈরী করা কোনমতেই সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ সাবমেরিণের জন্য চালক প্রভৃতি তৈরী করিতে দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের প্রয়োজন হয়। জ্বালানী তৈল লওয়ার ব্যবস্থা, মেরামত ও চালকদিগের ছুটী প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে যে, জার্ম্মাণীর মোট যে পরিমাণ সাবমেরিণ রহিয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশের বেশী কোন সময়েই সমুদ্রে কার্য্যরত থাকিতে পারে না। বিশেষ ওয়াকেব্‌হাল ব্যক্তিরা মনে করেন বর্ত্তমান বসন্তকালে জার্ম্মাণীর একশত বা দেড় শত সাবমেরিণ আক্রমণ ব্যাপারে সম্ভবতঃ কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করিতে পারে। জার্ম্মাণীর দূর পাল্লার এরোপ্লেনসমূহ বর্ত্তমানে ফরাসী দেশস্থিত ঘাঁটি হইতে অভিযানে অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া বৃটেনের পশ্চিমে বহু দূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপরও সেগুলি কতকাংশে আক্রমণ চালাইতে পারিতেছে। এই সব বিমান দ্রুত সঞ্চরণশীল ও পলায়নের কৌশলে বিশেষ দক্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবমেরিণের মতোই মারাত্মকও বটে। ইহাদের অস্তিত্বকালিক রোধ করা খুবই কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণ বোম্বেটে জাহাজগুলি অরক্ষিত বাণিজ্য-জাহাজ শ্রেণীর উপর আক্রমণ চালাইতে সমর্থ; কিন্তু জ্বালানীর অভাব ও মেরামতের সুযোগ না থাকায় এগুলি খুব কার্য্যকরী নহে। মোটের উপর, বহু বিবেচিত বসন্তকালীন আক্রমণে জার্ম্মাণী সাফল্য অর্জ্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটেনও যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থার জন্যই প্রস্তুত, তাহা ও না বলিলেও চলে।

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

জার্ম্মাণীর কথা ও কাজের মধ্যে যে বিরাট অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা আমেরিকার লোকেরাও বেশ ভালরকমই বুঝিতে পারিয়াছে। হিটলার নিশ্চয়ই জানেন যে, আমেরিকার স্বাধীন চিন্তাবাদী জনগণ তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করে না এবং ধাপ্পাবাজীর খেলা আর দীর্ঘ দিন চালান সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই রকম চালবাজীর দ্বারা বিরাট দুইটি মহাদেশে চক্রশক্তির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়া আমেরিকাকে এ-দেশ প্রভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য করার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইবে বলিয়াই হিটলার মনে করিতেন।

এই চালবাজীর সংগ্রামে সাফল্য লাভ করিতে হইলে গত বর্ষেই বৃটেনকে কাবু করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হিটলার তাহা পারেন নাই এবং পরিণামে এ্যাংলো-আমেরিকান সহযোগিতা এত দৃঢ়তর হইয়াছে যে, মিঃ চার্চ্চিলের ভাষায় বলা চলে—"মিসিসিপি নদীর স্রোতধারার মতই এই সহযোগিতা দৃঢ়তর, অপ্রতিরোধ্য ও মহানন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া সুদিনের সন্ধান পাইবে।"

জানকার্ক বন্দরে বৃটিশের সংগ্রাম-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বৃটেনের উপর অবিরত যে আক্রমণ চালান হইতেছে, তাহাতে বেসামরিক জনগণের বীরত্বেরও পরিচয় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তারপর, শক্তিশালী এক শত্রু হইতে আত্মরক্ষার সাথে সাথেই অন্যান্য রণাঙ্গনে বৃটেন যে বিজয়-যাত্রার সূচনা করিয়াছে, তাহার সংবাদও নিত্য পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে আমেরিকান জনসাধারণ হিটলারের পরাজয় সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হইয়া কেবল অপেক্ষা করিতেছে—কত শীঘ্র এই পরাজয় সম্ভবপর হইবে।

বৃটেনে কতিপয় আমেরিকান ডেষ্ট্রয়ার প্রেরণ, রুজভেল্টের পুনঃ-নির্ব্বাচন এবং টাকা ও ঋণ আইন পাশ—এসব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে হিটলারের প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌সের প্রচারণা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। অতঃপর বসন্তকালীন অভিযানের ফল যে কি দাঁড়ায়, তাহাই দ্রষ্টব্য। নাৎসী প্রচার-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন—বর্ত্তমান বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই যুদ্ধের অবসান হইবে; কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত কোন ভবিষ্যদ্বাণীই সত্যে পরিণত হয় নাই। বৃটেন যে-কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে এবং তাহার নিজের প্রচেষ্টা ও আমেরিকার সাহায্য এই দুইয়ের সম্মিলনে হিটলারবাদের পতন যে আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তাহা অনেকটা নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে।

ডোডেকানিজ্ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান

আনাতোল-অধিকৃত সমুদ্রের পার্শ্ববর্ত্তী ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জে সম্প্রতি বৃটিশ নৌ-বাহিনীর এক সফল অভিযান হইয়া গিয়াছে। তাহার যেভাবে আবৃত্ত আবৃত্ত করিয়া বলা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবেই এই অভিযান হইয়া গিয়াছে। ডোডেকানিজ্ দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্রের মধ্যে কস্ট্রাগ্লিজো তৈল উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। দীপস্থিত বন্দর-তৈলের কারখানাসমূহ ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় জার্ম্মাণীর যে বিরাট ক্ষতি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ উগ্র বিস্ফোরক প্রস্তুতকার্য্যে বস্‌সাইডের ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

[৩য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

আফ্রিকার সমরে ভারতীয় সৈন্যদলের কৃতিত্ব

২,৫০০ শত্রুসৈন্য বন্দী

কারাণ্টুর যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা যে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐ যুদ্ধে ইহারা একটি শত্রুপক্ষীয় কালো-কুর্ত্তা (ব্ল্যাক্ সার্ট) ব্যাটালিয়ন ও একটি ইটালীয় ব্রিগেডকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে এবং ২,৫০০ শত্রুসৈন্য বন্দী করিতে সমর্থ হয়। বিমান-বাহিনী ইহাদের সহিত বিশেষ সহযোগিতা করে। বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর জঙ্গী এবং বোমারু বিমানগুলি পলায়নপর শত্রুবাহিনীকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এই সকল পলায়মান ইটালীয় সৈন্যের উপর বোমারু বিমানগুলি অজস্র বোমাবর্ষণ করিতেছে। তাড়াতাড়ি পলাইতে চেষ্টা করিতে গিয়া ইটালীয় সৈন্যরা বহু অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া গিয়াছে। ১৮ই জানুয়ারী হইতে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত যত শত্রুবিমান ভূপাতিত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কম পক্ষে ২৫টিই বৃহৎ বোমারু বিমান। ঐ সময়ে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর মাত্র তিনটি বিমানপোত নষ্ট হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের বৈমানিকেরাও রক্ষা পাইয়াছে।

রাশিয়ায় জার্ম্মাণ অস্ত্র-কারখানা

ব্রিটিশ আক্রমণ এড়াইতে জার্ম্মাণীর নব-উপায়

সঠিক কোনও সংবাদ না পাওয়া গেলেও ক্রমাগতই গুজব শুনা যাইতেছে যে, রাশিয়ার উরাল পর্ব্বতাঞ্চলে জার্ম্মাণী শীঘ্রই সামরিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা তৈয়ারী আরম্ভ করিবে। জার্ম্মাণী কারখানার মূলধন, ইঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রপাতি যোগাইবে, এবং রাশিয়া ইহাদের কাঁচামাল সরবরাহ করিবে। যুদ্ধ চলা কালীন রাশিয়া এই কারখানাগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা ২৫ ভাগ পাইবে, তবে যুদ্ধান্তে এই কারখানাগুলি সমস্তই সোভিয়েট সরকারের সম্পত্তি হইয়া যাইবে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, এই কারখানাগুলি সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রায় প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; এই কারখানাগুলিতে প্রধানতঃ যুদ্ধসামগ্রী ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবে। এই গ্রীষ্মকালেই কারখানা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইতে পারে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে জার্ম্মাণী বৃটিশ বিমানের আয়ত্তের বাহিরে কারখানা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে; রাশিয়াও জার্ম্মাণীর সহিত সদ্ভাব সম্বন্ধে আরও অধিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় বিবিধ রকমের প্রস্তুত সামগ্রীর কতকগুলি ভারতবর্ষের কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সম্প্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে এই সকল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তাহা ছাড়া ভারতবর্ষের কারখানায় বিবিধ কাগজ প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নমুনাও পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

দ্বীপের চতুর্দ্দিকে মাইন পাতিয়া রাখা হইয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও যে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সৈনিকগণ দ্বীপে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য—দ্বীপবাসিগণ বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিয়া তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বৃটিশ নৌ-বাহিনী যে চক্রশক্তির যে-কোন সামুদ্রিক শক্তির সাফল্যের সহিত আঘাত হানিতে সমর্থ, ডোডেকানিজ্ অভিযানে তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

এক-নায়ক-শাসনের ভবিষ্যৎ

একচ্ছত্র নায়ক-শাসনের যুগ বহুকাল বিগত হয়েছে—এখন যারা তার কঙ্কালগুলোকে সাজিয়ে-গুজিয়ে আবার পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা করছে, তারা যুগ-মানসের তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। যুগ-মানস আজ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে, স্বীকার করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। পৃথিবীর সমস্ত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রই ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দান করে' সমাজ-নিয়ন্ত্রণের পথে, প্রধাবিত হয়েছে। আজ প্রত্যেক মানুষই বুঝতে শিখেছে, ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সমষ্টি যদি অন্তরে-বাহিরে সাধন-তৎপর না থাকে, তবে সমষ্টির কল্যাণার্থে ব্যষ্টি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি—সুতরাং সেই সমষ্টির স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কোথায়, যে-সমষ্টির "ব্যষ্টি-মূল" বহুবিধ বন্ধনের অক্টোপাসে আবদ্ধ?

ইয়োরোপের একজন রাজনীতিক হিট্‌লার ও মুসোলিনীর নেতৃত্বাধীনে পৃথিবীতে "নববিধান" রচনায় তৎপর হয়েছেন। তাঁদের "বিধান"-কে চট্ করে নিন্দা করা সমীচীন নয়। হিট্‌লার যা' বলছেন, মুসোলিনী যা' করছেন, তা' যে বাজেবাই হতে বাধ্য, এমন কথা আমি বলি নে। আমি কেবল যুক্তি দ্বারা এই প্রবন্ধে এই সত্যই প্রমাণ করতে চাই, যে, তাঁদের নব-বিধানের মধ্যে যে-স্থানে একচ্ছত্র নায়কত্বের ওপর যে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে, তা' যুগোপযোগী হয় নি—এমন কি কালোপযোগীও হয় নি।

একদিন অবশ্য ছিল বটে, যখন একজন মানুষের ইচ্ছায় সমগ্র মানুষকে চলতে হয়েছে, বসতে হয়েছে। মানুষের রাষ্ট্র ও সমাজ যখন আজকের মত জটিল হয়ে ওঠেনি, যখন অর্থনৈতিক প্রগতির পথে কোনো বিরোধের হয় নি আবির্ভাব, সহজ অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে মানুষের সমস্যা জাগে নি এতটুকু, তখন মানুষ একজন "ওপর-ওয়ালাকে" স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু করেনি এইজন্য, যে, তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন সেই "ওপর-ওয়ালার" অঙ্গুলী-হেলনে নিয়ন্ত্রিত হতো না—তার অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় নিরূপণ করে' দেবার জন্য ওপরওয়ালা আসতো না তার কূটনৈতিক কৌশল নিয়ে। অত্যাচার তখন হতো না, এমন নয়। কিন্তু সম্ভবতঃ সেটা যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়। রাজা অশোক, রাজা কণিষ্ক, রাজা হর্ষবর্ধন প্রভৃতির আমলে দেশ এক-নায়ক-শাসনের আওতায় ছিল, এটা ঐতিহাসিক সত্য; কিন্তু তাঁদের শাসনকালে সকল সমাজের সকল জীবিকা-নির্বাহ স্বচ্ছন্দবেগে প্রবাহিত হতে পারতো। পাঠান ও মোগল আমলেও একনায়কের অধীনে ভারতবর্ষ এসেছিল। আলাউদ্দিন, শের শা, বাবর, আকবর, ঔরংজীব প্রভৃতির শাসনকালে দেশে বিদ্রোহ যে জাগেনি, তা' নয়, কিন্তু তা' এক রাজার বিরুদ্ধে অন্য রাজার বিদ্রোহ। তখন অর্থগত বিধি-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত রাজনীতিবুদ্ধি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করবার কূটকৌশল মানুষের জানা ছিল না; ফলে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলেও প্রজারা খেতে পেত, অর্থ-সঞ্চয় করতে পেত, খাটী করে বারো মাসে তেরো পার্বণ করবার অধিকারও পেত। ঠিক এই কথাটাই অতীত ইয়োরোপের সম্রাট-শাসনের আমলেও খাটে; গ্রীসের আলেকজাণ্ডার, রোমের জুলিয়াস সীজার, জার্মানীর রাজা শার্লেমেন অথবা ইংলণ্ডের রাজা ক্যানিউটের শাসনসময়ে একচ্ছত্র নায়কত্ব অব্যাহত গতিবেগে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু তাতে করে' প্রজারা যে অসুখী ছিল, তা' বলা যায় না। অবশ্য একথা সত্য, যে, রাজারা যেখানে একেবারে স্বেচ্ছাচারী, প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের যেখানে তারা কারণে-অকারণে সাজার পর সাজা দিয়েছে, সেখানে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে, রাজার শির নিয়েছে, ভেঙে দিয়েছে রাজ-প্রাসাদ, জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রমোদ-উদ্যান। ইংলণ্ডের রাজা চার্লস্ অথবা ফরাসী নৃপতি যোড়শ লুই-এর হতভাগ্য জীবনকাহিনী যারা জানে, তাদের একথা নূতন শোনায় না। কিন্তু আমি যা' বলতে চাচ্ছি, তা' এই, যে, অতীতের জনসাধারণ আধুনিক জনসাধারণের মত এত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় ছিল না। যে-রাজা প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোনো অত্যাচার করতো না, তার বশ্যতা তারা স্বীকার করতো—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পেলেই তারা বর্তে যেতো।

কিন্তু আজকের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজকের পৃথিবীবাসী পর পর অনেকগুলো রাষ্ট্রিক বিপ্লব চোখের সামনে দেখেছে; দেখেছে, বিপ্লবের প্রবক্তার অগ্নিময় তার শাণিত স্পর্শ যদি একবার ছুঁইয়ে দেয় আকাশে, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় স্বৈরতন্ত্রীর সৌধচূড়া। তাই তাদের সাহস প্রভূত, স্পর্ধা অপরিসীম। তাই তাদের অগ্রগতিকে, এমন কেউ নেই, যে বাধা দিতে পারে। এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, যে, সকলেই তাদের দাবীর কথা বলতে চায়, স্বাধীনভাবে স্বাধীনপথে চলতে চায়।

এমনি হয়। অতীতে গণ-সাধারণের মনে Inferiority Complex-এর প্রভাব ছিল আশ্চর্য রকমের। Divine theory-র স্রষ্টা যারা, তারা রাজা বা রাষ্ট্র-নায়ককে দেবতা বলে' প্রচার করেছে, জন-সাধারণের কাছে সমর্থনও পেয়েছে। আজ সভ্যতার যুগে মানুষ নিজেকে আর ছোট মনে করে না; মনে করে না, তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে অসাধারণ কোনো মানুষের প্রয়োজন আছে। সে বিশ্বাস করে, সে নিজেকে নিজেই চালাতে পারে—নিজের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

এমনি সময়ে একচ্ছত্র নায়কত্ব একটা Psychological Blunder. আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে'—এ্যাডল্‌ফ্ হিটলার অথবা সিনর মুসোলিনীর মতো অতবড় মনস্তাত্ত্বিক রাষ্ট্র-নায়কেরাও যুগ-মানসের এই স্বাতন্ত্র্যবৃত্তিটাকে কেন উপলব্ধি করতে পারেন না। গণতন্ত্রের উদাত্ত বিপ্লব-সঙ্গীত তাঁদের কানে কি পৌঁছোয় না? ... তারা কি নেপোলিয়নকে জানেন না, জানেন জুলিয়াস সীজারকে? দেখেননি, কী ঘটেছে তাদের জীবনে? অতীতে মানুষ যখন আজকের মতো এত উদগ্রভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে বোঝে নি, তখনই যদি একচ্ছত্র নায়কত্ব-লোভী শক্তিধরদের ঐ দুর্দশা হয়ে থাকে, তাহলে আজকের গণতান্ত্রিক যুগে তাঁদের ভবিষ্য-জীবনে যে কী ঘটবে, তা কি একবারও ভেবে দেখেন না? অথবা এই কথাই কি ঠিক, যে, লিপ্সা যেখানে প্রবল, প্রভুত্বপ্রীতি যেখানে দুর্বার, সেখানে অতিবড় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটে?

আজ আমি নিঃসন্দেহে এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, নাৎসীদের Leadership Principle সাফল্যমণ্ডিত হতে পারবে না কিছুতে। যেদিক থেকেই হো'ক, এমন এক আকস্মিক আঘাত আসবে তার বুকে, যার শক্তিকে প্রতিহত করবার কোন সামর্থ্য তার থাকবে না। আমি যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, বিপ্লবী মানুষ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার পানে দুর্বার বেগে ছুটে চলেছে। পথের দুপাশে এই সব প্রাণহীন প্রস্তরমূর্তি-প্রায় একচ্ছত্র শিরবিন্দু তার চলার বেগে মুহ্যমান, হয়ে' পড়ছে ভেঙে। ... উন্মুক্ত যেখানে আকাশ, সাগরপ্রবাহী বাতাস যেখানে স্বচ্ছন্দগতি, উদ্দীপ্ত অরুণের রশ্মিরেখা যেখানে প্রাণদায়িনী, পৃথিবীর মানুষ, চলো আমরা সেই-পথে চলতে থাকি।

[শেষ কলমের খেদ]

বাড়ীগুলিতে একদিন অর্ধ ঘণ্টার জন্য "নিষ্প্রদীপ" পালন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে, যাহাতে প্রতিষেধক ব্যবস্থার পরীক্ষা ভালভাবে হইতে পারে।

এই পরীক্ষায় চারিশত টাকা ব্যয় হইবে। শহরের সমস্ত আলোক ঢাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে কর্পোরেশনের ১,০১,৮৮০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

সরকারের সতর্কবাণী

বিমানাক্রমণকালে জনসাধারণের কর্তব্য নির্দেশ

বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে :—

বাঙলা দেশে বিমান আক্রমণের ফলে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে কিরূপে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্য বাঙলা সরকার ব্যাপক প্রচারকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এ-সম্পর্কে কতকগুলি পুস্তিকা ও পোষ্টার প্রকাশ করা হইবে। কতকগুলি প্রচারপত্রও মুদ্রিত হইতেছে এবং শীঘ্রই তাহা বাজারে প্রকাশ করা হইবে। তাহাতে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ হইবে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রথম প্রচারপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে কলিকাতায় আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া জনসাধারণকে সতর্ক করা হইয়াছে এবং অনুরূপ জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে অধিবাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে উক্ত প্রচারপত্রটি অবিকল প্রকাশ করা হইল :—

"বিমান আক্রমণের ফলাফলের জন্য এখনই প্রস্তুত হউন। কলিকাতায় হাজার হাজার অগ্নি বোমা পড়তে পারে। আপনার ঘরেও একটা পড়তে পারে। বোমা দেখে ভয় পাবেন না। বোমার উপর জল ছিটাবেন না—তাহলে তাহা ফাটিবে না, আর আপনারা কোন অনিষ্ট করবে না। তাহা আপনা আপনি জ্বলে নিভে যাবে। মাটিতে পড়ার পরই এক মিনিট কাল ওদের ভেতর থেকে অসংখ্য অগ্নিকণা বের হয়ে ঘরের জিনিষ-পত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়।

আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে উহা নিভিয়ে দেবার জন্য আপনি যা করতে পারেন—অবশ্য করবেন।

বোমা দেখে ভয় পাবেন না। পড়বার এক মিনিট পর উহা আর কোনো অনিষ্ট করতে পারে না, তখন শুধু উত্তাপ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কোনো রকম রাসায়নিক অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র বোমার গায়ে লাগাবেন না, কারণ তাতে বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে।

কয়েকটি বালতি সর্বদা জলে ভর্তি করে রাখবেন, যেন জিনিষ-পত্রে বোমার আগুন লাগলে সে আগুন সহজেই নিভিয়ে ফেলতে পারেন। বোমা থেকে আগুন বেরোলে দেখে যাওয়া মাত্র উহাকে ঢেকে ফেলার জন্য কয়েক বালতি বালি বা মাটি এবং একখানি শাবল রাখবেন।

সহজে আগুন ধরে যায় এমন সব দ্রব্যাদি ছাদ, উপরের ঘর এবং সিঁড়ির উপর থেকে সরিয়ে ফেলুন। পর্দা, গালিচা ও অন্যান্য অনাবশ্যক জিনিষ এসব জায়গায় রাখবেন না।

সম্ভব হলে সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ করে দেবেন, কারণ তাহলে আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারবে না।

উক্ত সতর্কবাণীর পত্রখানী, অবহেলা করবেন না।"

কলিকাতার রাস্তার আলোক ঢাকিবার ব্যবস্থা

কলিকাতা শহরের পরিদর্শনের ৬,০০০টি বৈদ্যুতিক আলোক এবং ১৯,২৪০টি গ্যাসের আলোক বিমানাক্রমণ প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে কিভাবে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে বর্তমান গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্প্রতি একটি আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

আপার সার্কুলার রোডে (শ্যামবাজারের মোড় হইতে বিডন ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত) এই সম্পর্কে একটি পরীক্ষা হইবে। পথের উত্তর পার্শ্বে একদম আলোককে ঢাকা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। পথের উত্তর পার্শ্বে

বঙ্গীয় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম দেওয়া গেল:—

গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—"অদ্য এই সমিতির যে রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে দুই একটি বিষয় ভিন্ন আমি অন্যান্য কোন বিষয়ে বিশদ-ভাবে সমালোচনা করিতে চাহি না। প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগের এবং এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই সমিতি যেরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা এবং ইহার ব্যাপক কর্ম্মতৎপরতার বিষয় আমি অবগত আছি। এইজন্য আমি এই সমিতির উদ্যোক্তা এবং কর্ম্মীদের অভিনন্দন জানাইতেছি। অতঃপর তিনি সমিতির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন। তৎপর তিনি বলেন—সম্রাটের যক্ষ্মা-নিবারণী তহবিলে অর্থ সাহায্যের আবেদনের ফলে সমগ্র ভারতে খুবই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এই তহবিলে যে টাকা আছে, তাহার আয় হইতে সমিতির বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেক টাকা পাওয়া যায়।

"জনসাধারণের এই রোগের গুরুত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া উচিত ছিল এবং সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা অসম্ভব ইহা বুঝা উচিত ছিল। এই সমিতিতে যাহাতে আরও অধিকসংখ্যক লোক সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহার জন্য আরও ব্যাপকভাবে আবেদন করা দরকার। অধ্যক্ষের নির্ব্বাচনের ফলে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি আশা করি ইহার ফলে সমিতির সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে।"

মহামান্য গভর্ণর অতঃপর বলেন—"আপনাদের কাহারও নিকট ইহা পুরাতন সংবাদ মনে হইলেও আমি দার্জ্জিলিং জেলার পেশোক নামক স্থানে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট স্থায়ীভাবে যে যক্ষ্মা স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। এইরূপ একটি প্রস্তাব বহুদিন যাবৎই বিবেচনাধীন ছিল, সম্প্রতি ইহার স্থান নির্ব্বাচন হইয়াছে। জমি সংগ্রহের ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং আগামী বৎসরের বাজেটে ইহার ব্যয়-বরাদ্দও হইয়াছে।

"বহু স্বাস্থ্যনিবাস ও চিকিৎসা কেন্দ্র হইলেও ইহা আদৌ যথেষ্ট নহে। স্থায়ী স্বাস্থ্যনিবাস হইলে দুইটী গুরুতর সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। প্রথমতঃ পৃথকভাবে রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ রোগের প্রথম অবস্থায় যাহাতে রোগ নির্ণয় করিয়া তাহা চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে। কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইলেও জেলায় জেলায় মুক্ত বায়ুতে কেন্দ্র থাকার যে গুরুত্ব আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না।

"এই স্থায়ী স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের আর একটি গুরুত্ব আছে। এখানে যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ হইবে। লাট সাহেব উপসংহারে বলেন—"যুদ্ধের জন্য এই প্রকারের সমিতির ক্ষতি হইবার খুবই আশঙ্কা। কারণ যুদ্ধের প্রভাব জগতের সমস্ত সম্প্রদায়ের উপরই পড়িতে বাধ্য।"

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার, মিঃ এ. আর, মালিক জানাইতেছেন:—

২২শে মার্চ্চ তারিখে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে কলিকাতায় ১৯৫টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী হইয়াছে। পাঞ্জাব হইতে ৯৭টি এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের দামের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে। গাভীর দাম ৭৬৲ টাকা হইতে ১০৫৲ এবং মহিষের দাম ১৪৮৲, ১৭৩৲ ছিল। গড়ে প্রত্যেক টি গাভী ॥৶৬ সের হইতে ॥৶৮ সের এবং মহিষ ॥/১০ সের হইতে ॥/১২ সের দুধ দেয়।

বনগাঁও সাহিত্য সম্মেলন

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের উপস্থিতি

গত ১৬ই মার্চ্চ অপরাহ্ন ২টার সময় বনগাঁও বিজ্ঞান পার্কে কবি কাজি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বনগাঁও সাহিত্য সমিতির ৪র্থ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে অনূ্যন চারি সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। কলিকাতা, যশোহর ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক সাহিত্যিকও যোগদান করিয়াছিলেন। বহু সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি সম্মেলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কবি নজরুল ইসলাম একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ মিজানুর রহমান উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বাংলা সাহিত্যে ও ভাষায় বনগাঁও এবং প্রেসিডেন্সীর বিরাট দানের উল্লেখ করেন। সম্মেলনে বহু কবিতা ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, মোশাররফ হোসেন, নীলমণি সিংহ, কমিক পুরুষ খ্যাতনামা গায়কগণ গান-বাজনার সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন। কবি নজরুল ইসলামও স্বয়ং সভাস্থলে একটি গান করিয়া-ছিলেন।

মিঃ হবিবুল্লাহ্, মিঃ মুজিবর রহমান খাঁ, মিঃ বিভুতি ভূষণ ব্যানার্জি, মিঃ সেরাজুল ইসলাম, এম, এল, এ, প্রভৃতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, বনগাঁওএর সাহিত্য সম্মেলন বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করিবে। কারণ সাহিত্যকে বাস্তব ও জাতীয়তার ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে পল্লীজীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ও উহার বিবিধ সমস্যাগুলি সাহিত্যের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে—শহরের চতুঃসীমার মধ্যে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না; বনগাঁও সম্মেলনে উহার সূচনা হইয়াছে। সম্মেলনের কার্য্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর রামচন্দ্র মুন্সী ও তাঁহার দল তর্জ্জা গানের সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন সাধন করেন। সভার পর মিঃ সরফরাজ আলি তালুকদার ও বাবু সত্যচরণ বসু আমন্ত্রণকারী মহলে অতিথিগণকে জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

৪০টি সিমেণ্ট কংক্রিট কূপ এবং দুইটি নলকূপের জন্য কক্সবাজার মহকুমায় সরকারী সাহায্য ৫,০০০৲ এবং প্রাদেশিক পানীয় জল সরবরাহ ভাণ্ডার হইতে ৭৬০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কণ্ট্রাক্টারদের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি কূপের কাজ উক্ত মাসেই শেষ হইয়াছে। মহেশখালী থানার অন্তর্গত ঘোড়াখালী ইউনিয়নের অধীন মৌজা বালিয়ার চরে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য ৩৫০৲ এবং তাহাতে সরকারের সাহায্য ভাণ্ডার হইতে ১০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং এই কাজ চলিতেছে।

আমেরিকার নৌ-বহরের শক্তিবৃদ্ধি

শীঘ্রই দুইটি রণপোতের যোগদান

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ৩৫,০০০ টনের "ওয়াশিংটন" নামক আমেরিকার নূতন রণপোত-খানি যে মাসের ১৫ই তারিখে সমুদ্রে ভাসান হইবে। উহাতে ৯টি ১৬ ইঞ্চির কামান থাকিবে। এপ্রিল মাসে "নর্থ ক্যারোলিনা" নামক রণপোতখানি নৌ-বহরে যোগদান করিবে। ১৯২৩ সনের পর এই সর্ব্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্র নৌ-বহরের শক্তি বৃদ্ধি করা হইল। প্রথমে ঠিক হইয়াছিল যে, ১৯৪১ সনের নভেম্বর এবং ১৯৪২ সনের অক্টোবর মাসে উক্ত রণপোত দুইখানি নৌ-বহরে যোগদান করিবে। এ-শ্রেণীর আরো ৪ খানি রণ-পোতের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে: তন্মধ্যে "ইণ্ডিয়ানা", "ম্যাসাচুসেট্স" এবং "সাউথ ডাকোটা" বর্ত্তমান বৎসর ও "আলাবামা" ১৯৪২ সনে যোগদান করিবে। প্রত্যেকটি ৪৫,০০০ টনের আরো ১১ খানি রণপোত নির্ম্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে তিনখানির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

জাপানের প্রত্যেকটি ৪০,০০০ টনের অন্ততঃ ৫ খানি রণপোত আছে। ইহাদের মধ্যে "নিশিন" এবং "ট্যাকা-মাটু" রণপোত দুইখানি যথাক্রমে ১৯৩৯ সনের নভেম্বর এবং ১৯৪০ সনের এপ্রিল মাসে জলে ভাসান হইয়াছে। এ-বৎসর উহাদিগকে কাজে লাগানো যাইতে পারিবে। ইহাদের ১৬ ইঞ্চি কামান আছে বলিয়া মনে করা হয়।

বাঙলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে সমগ্র বাঙলা দেশে মোট ১১২৭ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ২৪-পরগণা জেলায় ২৯৪ জন ও বাখরগঞ্জ জেলায় ২৭১ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। মোট ৩৫৫ জন লোক কলেরা রোগে উক্ত সপ্তাহে মারা যায়। তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১৬০ জন ও বাখরগঞ্জে ১৫৬ জন মারা যায়। বসন্তরোগের মোট আক্রমণের সংখ্যা আলোচ্য সপ্তাহে ছিল ৬৭৫। তন্মধ্যে ২৪-পরগণা জেলায় ১০৩, কলিকাতায় ২৯৫ ও ঢাকায় ১৪০ জন বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় ও ২৪-পরগণায় এই সপ্তাহে যথাক্রমে ১৫৬ ও ৫৪ জন বসন্ত রোগে মারা যায়।

বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচারী আইন আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বাঙলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন।

মহামান্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী লণ্ডনের বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন কালে শিশু বালকের সহিত প্রত্যক্ষভাবে আলাপ করিতেছেন।

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি

ত্রিশক্তি চুক্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার যোগদান

বৃটেনের জন্য আমেরিকান বিমান

মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর সদস্যরা জানাইয়াছেন যে, রাজকীয় বিমান বহরের জন্য ২২ খানি বোমারু বিমানপোতের প্রথম বিমানপোতখানি ডেটন (ওহিয়ো) ত্যাগ করিতেছে।

প্রত্যেকখানি বিমানপোতই চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট দূর পাল্লার বোমারু বিমানপোত। এই বিমানপোতগুলি দুই মাস পূর্ব্বে সিয়েটল হইতে আসিয়া ওয়াশিংটন বিমান-ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছিল। প্রত্যেক দিন একখানি করিয়া বিমানপোত ইংলণ্ড যাত্রা করিবে।

যুগোশ্লেভিয়ানদের সহিত জার্ম্মাণদের সঙ্ঘর্ষ

যুগোশ্লাভিয়া হইতে আগত পথিকদের নিকট হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যদের সহিত যুগোশ্লাভিয়ানদের সংঘর্ষের সংবাদ জানা গিয়াছে। দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়ার একটি দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া উহারা জানাইয়াছে যে, জার্ম্মাণ সৈন্যদের উপস্থিতিতে যুগোশ্লাভিয়ানদের মধ্যে কোনরূপ উৎসাহ সৃষ্টি হয় নাই—এই কথা বলার জন্য জনৈক জার্ম্মাণ সেনা একজন ছাত্রের প্রতি গুলীবর্ষণ করে। ছাত্রটির পিতা গুলীর আওয়াজ শুনিয়া বাহির হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গেই রিভলবার বাহির করিয়া সেনাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। ইহার ১৫ মিনিট পরেই জার্ম্মাণরা ছাত্রটির পিতাকে বাড়ীর সম্মুখে আনিয়া ফাঁসী দেয়।

আদ্দিসআবাবার পতনাশঙ্কা

জনৈক বৃটিশ মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, বারবেরা পুনরধিকারের ফলে আর একদিক হইতে আদ্দিসআবাবার পতনাশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সাম্রাজ্য বাহিনী তিনটি বিভিন্ন দিক হইতে দ্রুত পদক্ষেপে ইটালীর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। বারবেরা পুনরধিকারের ফলে বৃটিশ সরবরাহ সমস্যাও বহুলাংশে সহজ হইয়া আসিবে।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ইটালীর সৈন্যরা যখন বারবেরায় প্রবেশ করে, তখন রোম বেতার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য" লোহিত সাগরও রাজকীয় নৌবহরের নিকট বন্ধ হইয়া গেল।

গত ছয় সপ্তাহ যাবত কিরেণ রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। কিরেণ রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ পক্ষের সাফল্য অনিবার্য্য বলিয়া মনে হইতেছে।

আলবেনিয়ায় ইটালীয়ানদের শোচনীয় অবস্থা

গ্রীক বেতারে ১৮ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান সৈন্যরা আলবানিয়ার রণাঙ্গনে সাত দিনব্যাপী যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহা প্রতিহত এবং ইটালীয়ানরা ভীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।

একখানি গ্রীক এস্তেহারে জানানো হইয়াছে যে, গ্রীকরা ইটালীয়ানদের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং ইটালীয় বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে।

শত্রু-জাহাজ নিমজ্জিত

ব্রিটিশ উপকূলভাগীয় বিমান বহর ফ্রিজিয়ান দ্বীপের অদূরে শত্রুপক্ষের একখানা বৃহদাকার সরবরাহকারী জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ডুবাইয়া দিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

দুই দিনে এক হাজার লোক নিহত

গত ১২ই এবং ১৩ই মার্চ্চ তারিখে মার্সি নদী অঞ্চলে জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণের ফলে মোট ৫০০ নিহত এবং ৫০০ সাংঘাতিক আহত হইয়াছে। ১৩ই ও ১৪ই মার্চ্চ তারিখে ক্লাইড নদী অঞ্চলে মোট ৫০০ নিহত এবং ৮০০ সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

জাহাজ ডুবির হিসাব

গত ৯ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে জার্ম্মাণীর কার্য্যকারিতায় বা আক্রমণে মোট ২৫ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ঐ জাহাজগুলি একুনে ৯৮ হাজার ৮ শত ৩২ টনের ছিল বলিয়া নৌদপ্তর হইতে ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুড়িখানি হইল ব্রিটেনের জাহাজ ও পাঁচখানি হইল ব্রিটেনের মিত্রপক্ষীয় জাহাজ। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে বৃটেনের কুড়িখানি জাহাজ ডুবাইবার কথা ঘোষিত হয়। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, ব্রিটেনের ১৯ খানি জাহাজ ঐ সপ্তাহে জলমগ্ন হইয়াছে।

বৃটিশ-বাহিনীর কবলে জিগজিগা

১৯শে মার্চ্চ সরকারীভাবে জিগজিগা দখলের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

জিগজিগা পূর্ব্ব-আবিসিনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহর এবং কয়েকদিন পূর্ব্বে বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত বারবারা হইতে যে পথে ইটালীয়ানরা পশ্চাদপসরণ করিতেছে, উহা সেই পথেই অবস্থিত। আদ্দিস-আবাবা জিবুটী রেলওয়ের সহিত সংযোগস্থলের অব্যবহিত আগে এই সহর অবস্থিত এবং উহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। দেরেদাওয়া সহর জিগজিগার ৬০ মাইলের মধ্যে এবং হারার সহর ৫০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত; আদ্দিস-আবাবা মাত্র ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃটেনের সাহায্যে আমেরিকার অর্থ মঞ্জুর

প্রতিনিধি সভার ঋণ ও ইজারা বিল সম্পর্কে ৭০০ কোটি ডলার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া একটি বিল গৃহীত হইয়াছে।

উভয় মহাসাগরের জন্য মার্কিণ নৌবহর

১৯শে মার্চ্চ সিনেট এপ্রোপ্রিয়েশন কমিটি উভয় মহাসাগরের জন্য মার্কিণ নৌবহর নির্ম্মাণ বাবদ ১৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার ব্যয়ের একটি বিল সর্ব্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করিয়াছেন। যে বিলে ছয়খানি নূতন ধরণের ব্যাটল-ক্রুজার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, উহাও প্রতিনিধি সভার মঞ্জুরী লাভ করিয়াছে।

বৃটিশ বিমানবহরের কৃতিত্ব

গত ১৯শে মার্চ্চ রাত্রে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বোমারু বিমানসমূহ অত্যন্ত সফলতার সহিত কোলোনের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

বিমান দপ্তরের এক এসতেহারে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বোমারু বিমানসমূহ রাইন নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী শিল্প এলাকা ও রেল ষ্টেশনসমূহের উপর প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ করে। আবহাওয়া খুব পরিষ্কার ছিল বলিয়া বোমাবর্ষণের ফল স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কতিপয় কারখানার উপর বোমা পতিত হয় এবং একখানা প্রকাণ্ড বাড়ী প্রচণ্ড বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আরও দুইটী কারখানায় আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। রেল রাস্তার ধারে আরও কয়েকস্থানে আগুন জ্বলিতে দেখা যায়।

রটারডামের তৈলাধারসমূহ ও বোলোনের নিকটবর্ত্তী বিমানঘাঁটির উপর সফলতার সহিত আক্রমণ পরিচালিত হয়। কোন বৃটিশ বিমান খোয়া যায় নাই।

জার্ম্মাণ জাহাজ ব্রেমেন

সুইডিশ পত্রিকা "সোসিয়ালডেমোক্রাটেন"এর বার্লিনস্থিত সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে ৫২,০০০ টন জার্ম্মাণ যাত্রীবাহী জাহাজ ব্রেমেন সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তদুপরি উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অনুসন্ধানক্রমে ইহা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, দৈবদুর্ঘটনার ফলে এরূপ হয় নাই; কারণ, জাহাজের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে আগুন ধরিয়াছিল।

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ও জাহাজের ক্ষতি

গত ১২শে মার্চ্চ রাত্রিতে বৃটিশ বিমানবাহিনী লোরিয়েণ্ট জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া সাফল্যলাভ করে। বিভিন্ন ওজনের বহু বিস্ফোরণ হয় এবং নানাস্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর দিনের বেলায় টহল দিবার সময়, ফ্রীজিয়ান উপকূলের অদূরে কতকগুলি জার্ম্মাণ ই-বোট এবং একখানা জার্ম্মাণ টহলদারী জাহাজের উপর কামান হইতে গোলা ও বোমা বর্ষিত হয়। টহলদারী জাহাজখানার নাবিকদিগকে কতকগুলি নৌকায় আশ্রয় লইতে দেখা যায়।

নরওয়ের দক্ষিণ উপকূলের অদূরে একখানি বাণিজ্যবাহী জার্ম্মাণ জাহাজের উপর কামান হইতে গোলাবর্ষণ করা হয়।

সম্রাটের ম্যাঞ্চেষ্টার পরিদর্শন

২০শে মার্চ্চ মহামান্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ম্যাঞ্চেষ্টারের বোমা-বিধ্বস্ত অঞ্চল সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

ইটালীয়ান রণতরী জখম বা জলমগ্ন

ভূমধ্যসাগরস্থিত বৃটিশ নৌবহরের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিমান ত্রাপানী ও কুরাজোর শত্রুপক্ষের জাহাজের উপর যে আক্রমণ করে, তাহার ফলে ইটালীর একখানি ক্রুজার অথবা বড় ডেষ্ট্রয়ার অন্যান্য জাহাজের সহিত জলমগ্ন অথবা জখম হইয়াছে। বিমানগুলি উপর্য্যুপরি কয়েকবার আক্রমণ চালায়। টর্পেডোর সাহায্যে ৬ কি ৭ বার আক্রমণ করা হয়।

হারগিসা দখল

এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২০শে মার্চ্চ প্রাতে ইংরেজসেনা বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়ার সীমান্ত হারগীসা দখল করিয়াছে।

আলবানিয়ার যুদ্ধে ১৫ সহস্র ইটালীয়ান সৈন্য হতাহত

সম্প্রতি ইটালীয়ানগণ আলবানিয়ায় গ্রীকদিগের উপর যে সকল ভীষণ আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হয়, তাহাতে ২০ হাজার ইটালীয় সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

জিরাবুব অধিকৃত

২১শে মার্চ্চ সরকারীভাবে জিরাবুব অধিকারের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

সাইরেনাইকায় আরও গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চলিতে থাকায়, এইরূপ স্থির করা হইয়াছিল যে, জিরাবুবের উপর আক্রমণ না চালাইয়া কেবলমাত্র পর্য্যবেক্ষণকারী বাহিনীর উপর উহার অবরোধের ভারার্পণ করা হইবে। গত কয়েক দিনের মধ্যে এই পরিস্থিতির চূড়ান্ত মীমাংসা করার সুযোগ দেখা দেয়।

বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সেনা লইয়া গঠিত একটি বাহিনীর উপর এই কার্য্যের ভার প্রদান করা হয়। আক্রমণের জন্য যুদ্ধ পরিচালন শুরু হইলে জিরাবুবস্থিত ইটালীয় সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

সেনাবাহিনীর ইটালীয়ান কমাণ্ডার ও প্রায় ৮ শত সেনাকে বন্দী করা হইয়াছে।

জিরাবুব সোলুমের প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে এবং মিশর সীমান্ত হইতে উহা প্রায় ৪০ মাইল দূরে লিবিয়ার মধ্যে অবস্থিত।

ঐ স্থানে সেনুসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার কবর থাকায় পবিত্র স্মৃতিচিহ্নসমূহের যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তজ্জন্য সাম্রাজ্যিক সৈন্য-বাহিনী বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বঙ্গদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সর্বত্র ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার

মহিলা-শাখার প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটী এবং সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েসনের সহযোগিতায় বঙ্গীয় যুগ্ম যুদ্ধ কমিটি নামে যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহারই মহিলা শাখার বিবরণী (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪১) কলিকাতা মহিলা যুদ্ধ কমিটির নিকট প্রদত্ত হইয়াছে।

যুদ্ধকালে হাসপাতালে সরবরাহ সাবকমিটি

বৃটিশ রেড্‌ক্রশের জন্য দিল্লী হইতে ৫,০০০ ডিসেণ্টেরী প্যাডের সরকারী অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল এবং কাজ সমাপ্ত এবং বীজাণু ধ্বংস করিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে উহা প্রেরণ করা হইয়াছিল। উক্ত প্যাড বর্ত্তমানে ডিপোতে মজুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

সাধারণ সূচিকার্য্যের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া সেই কর্ম্মী দলকে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাণ্ডেজ, বেড জ্যাকেট ও পাজামা প্রভৃতি তৈরী করিতে বলা হইয়াছে। ডিপোতে কর্ম্মীদের সংখ্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় আরও কর্ম্মী সংগ্রহ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়া সিনেমাতে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইতেছে। ডিপোতে মাল মজুত করিয়া রাখিবার প্রশ্ন এখন বিশেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। মজুত বয়নের উপকরণ শেষ হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে উক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু বর্ত্তমানে মজুত করিবার স্থানের অভাবে উহা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল দ্রব্যাদি তৈরী হইয়াছে তাহাও মজুত করিয়া রাখিবার স্থানের প্রয়োজন। যদি এই শাখার কাজ কম খরচে এবং যোগ্যতা সহকারে পরিচালিত করিতে হয়, তবে এই সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

সৈন্যদলের স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কীত সাব-কমিটি

সৈন্যদলের নিকট, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাসপাতালসমূহে এবং স্থানীয় শাখায় যথারীতি পার্শ্বেল পাঠানো হইয়াছে। তাছাড়া হায়দ্রাবাদ ৪র্থ ডিভিসন রেডি বাহিনীর জন্য এক পাত্র চাটনী এবং মধু পাঠানো হইয়াছে। সীমান্ত অঞ্চল সমূহে ভ্রাম্যমান পাঠাগার গঠন করিবার জন্য দুইশত নূতন পেঙ্গুইন সিরিজের পুস্তক ক্রয় করিয়া গাইলসপুর নামক স্থানের ওয়াই, এম, সি-এতে পাঠানো হইয়াছে। অবশিষ্ট দশ বাক্স বন্ধুদিগের উপহার, দশ বাক্স তামাক, বিড়ি, সিগারেট এবং পীতম সিঙ্গাপুর এবং মালয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণে যাহারা আহত হইবে, তাহাদের নিমিত্ত পোষাক প্যাক করিয়া বোম্বাইয়ে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং সেণ্ট্রাল ষ্টোরের নিমিত্ত লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নিউ দিল্লীতে প্রেরণ করা হইয়াছে।

উপ-শাখা (Sub-section)

বোম্বাইয়ে অতিরিক্ত মজুতের জন্য নিউদিল্লী সৈন্যদলের নিমিত্ত পশমের তৈরী দ্রব্যাদি প্রেরণ গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ রাখা হইয়াছিল। ইহার ফলে গোটা মাসে যে ২,৬৪২ টি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল (তন্মধ্যে ১২৯টি রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভির জন্য) তাহার ভিতর মাত্র ১,৯৪০টি ডিপো হইতে বাহিরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। গত তিন মাস যাবৎ বোম্বাই মিল হইতে পশম পাওয়া যায় নাই বলিয়া স্থানীয় অঞ্চল হইতেই পশম ক্রয় করিতে হইবে।

সেণ্ট্রাল অ্যাম্বুলেন্স নার্সিং ডিভিসন, ডিষ্ট্রিক্ট নং ২

গত দশ মাসে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ম্ম কেন্দ্রগুলি ১৭৩টি হাসপাতালে পাঠাইবার জিনিষ এবং ৪২০টি পশমের তৈরী দ্রব্য প্রদান করিয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে রেড্‌ক্রশ তহবিল

আলোচ্য বর্ষে হাওড়া কেন্দ্রে সাহায্যকারীদিগের সংখ্যা ৭ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

৪৮৮টি সেলাই করা জিনিষ, ৮৪৯ হাসপাতালে প্রেরণ যোগ্য দ্রব্য, ৩০টি পুস্তক, ৬০টি গ্রামোফোন রেকর্ড এবং ৩২টি বিভিন্ন দ্রব্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কর্ম্মকেন্দ্রসমূহ

ছয়টি কেন্দ্র ৪৭১টি সেলাই করা জিনিষ এবং ১৮০টি হাসপাতালে প্রেরণ যোগ্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছে। চক্রধরপুর কেন্দ্র ৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

আসানসোল—বর্দ্ধমান

গত ফেব্রুয়ারী মাসে আসানসোল মহকুমা হইতে কলিকাতায় কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে নিম্নলিখিত চাঁদা প্রেরণ করা হইয়াছে:—

	টাকা।
(ক) বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের নিমিত্ত	৬,০০০৲
(খ) লেডি মেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ ভাণ্ডারের নিমিত্ত (ডিসারগড় মহিলা কর্ম্মীদলের নিকট হইতে)	৩০০৲
মোট ...	৬,৩০০৲

উপরিলিখিত (ক) এর বিস্তারিত হিসাব।

বিমানের নিমিত্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিল ..	৫,৬১৩৶
রেড্‌ক্রশ ও সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ফাণ্ড ..	১১৭৷৶১০
সেণ্ট ডানস্টান ফাণ্ড (যুদ্ধে অন্ধদের জন্য)	৩৬৸৶
সৈনিকদিগের স্বাচ্ছন্দ্যের তহবিল ..	১১৷৷০
নাবিকদিগের জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ফাণ্ড	৩৷০
বঙ্গীয় জাহাজীদের স্বাচ্ছন্দ্যের তহবিল ..	১৸০
আশ্রিতদের স্বাচ্ছন্দ্যের তহবিল ..	১৮৸৶০
ভারতীয় সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য তহবিল ..	১০৪৶১০
ভারতীয় রেড্‌ক্রশ ..	১৪৸৶
বাঙলার মহামান্য গভর্ণর ও পরামর্শ সমিতি	৮১৸
মোট ..	৬,০০০৲

বাখরাই—ঢাকা

ঢাকা উত্তর সদর মহকুমার অন্তর্গত বাখরাই থানা যুদ্ধ কমিটির চেয়ারম্যান সাত্তার সার্কেলের স্পেশাল অফিসার মহাশয়ের উদ্যোগে এবং অন্যান্য সদস্যদের সহযোগিতায় অদ্যাবধি মোট ২,১৩০/৬ যুদ্ধের চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে এবং জেলা যুদ্ধ তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে। বিগত ২০।৯।৪০ তারিখে বাখরাই যুদ্ধ কমিটির সভায় উত্তর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সভাপতিত্ব করেন এবং "বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্ববিধ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে বিশদভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাকে ৫৩৪॥০ টাকা যুদ্ধের চাঁদা আদায় করিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা পাওয়া যাইতেছে।

ময়মনসিংহ

যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে ময়মনসিংহের উকিল মিঃ পবিত্র কুমার দাসের বাড়ীতে মহিলাদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় জেলা জজের পত্নী মিসেস ওয়াইট, মিসেস রায়, মিস ঘোষ প্রভৃতি বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা সম্পর্কে সভায় বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। মিসেস দাস উপস্থিত সকলকে সাধারণ জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর শহরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১১৫ জন সিভিক্ গার্ড জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাস ভবনের সম্মুখে ইউনিয়ন জ্যাক্ পতাকাতলে সমবেত হইয়া মহামান্য ভারত সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া শপথ গ্রহণ করে। সরকারী ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে একটি প্রতিনিধিমূলক সভায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, ব্যানার্জি আই, সি, এস, এই শপথ গ্রহণ কার্য্য পরিচালনা করেন।

হাওড়া জিলা পল্লী-উন্নয়ন প্রদর্শনী

বাইনান গ্রামে অনুষ্ঠিত

হাওড়া জিলার কলেক্টর মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ, জিলা বোর্ড, কলিকাতার সরোজনলিনীর নারীমঙ্গল সমিতি, বাইনান তরুণ সঙ্ঘ, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতির পূর্ণ সহযোগিতায় অত্যন্ত সাফল্যের সহিত একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ২রা মার্চ্চ হাওড়ার কলেক্টর মিঃ এ, সি, হার্টলে, আই,সি,এস, মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। দ্বিতীয় দিনে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ নাসিম আলী সাহেব প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন; প্রত্যহ রাত্রে আলোক-চিত্র যোগে বক্তৃতা ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রত্যহ বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় চারি সহস্র কৃষক, মজুর, ব্যবসায়ী, স্ত্রীলোক প্রভৃতির সমাবেশ হয়। প্রদর্শনী কমিটী শীঘ্রই একটি পুরস্কার-বিতরণী সভা আহ্বান করিয়া প্রদর্শনীতে দর্শনীয় বস্তুসমূহের উপর পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণকে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহিত করিবার আয়োজন করিবেন।

সরকারী নার্সদের সুযোগ

সেনা বিভাগে কাজের প্রয়োজন

ভারত সরকার সম্প্রতি এ-মর্ম্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছিলেন যে, ভারতে সৈন্য-বাহিনীর সম্প্রসারণের দরুণ বহুসংখ্যক নার্সের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন প্রাদেশিক সরকার এ-জন্য তাঁহাদের অধীনে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত নার্সকে ভারতীয় সামরিক নার্সিং সার্ভিসের জন্য অবসর করিয়া দিয়াছেন। এখনও বহু নার্সের আবশ্যক রহিয়াছে বলিয়া ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারকে তাঁহাদের অধীনস্থ নার্সদিগকে উহা জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। বাঙলা সরকার তদনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত নার্সগণের যাহারা অদ্যাবধি সামরিক কার্য্যের জন্য অগ্রসর হন নাই, তাঁহাদিগকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন।

অস্থায়ীভাবে যাঁহারা সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের চাকুরী ভারত গভর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরে লওয়া হইবে। অধিকন্তু তাঁহাদের পেন্সন সম্পর্কীত প্রস্তাবেও বাঙলা সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আদিম অধিবাসীদের কল্যাণ প্রচেষ্টা

বাঁকুড়ার স্পেশাল অফিসারের রিপোর্ট

বাঁকুড়া জেলার আদিম অধিবাসীদের জন্য নিযুক্ত সরকারী স্পেশাল অফিসার ১৯৩৯-৪০ সনের তাঁহার কার্য্য বিবরণী দাখিল করিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বাঙলা সরকার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, দিনাজপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার আংশিক শাসন বহির্ভূত অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য কতিপয় স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করেন। আদিম অধিবাসীদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের ভারও ইঁহাদের উপর অর্পিত হয়।

আলোচ্য বৎসর বাঁকুড়ার আদিম অধিবাসীদের স্পেশাল অফিসার ২২৩ দিনে ১১৯টি বিভিন্ন গ্রাম পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গ্রামে, থানা ক্ষেত্রে এবং সদরে আদিম অধিবাসীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন।

গঠনমূলক কার্য্য ও প্রচার

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সমবায় বিভাগ কর্ত্তৃক কোন কোন থানায় কৃষি ঋণদান সমিতি স্থাপনের যে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে, স্পেশাল অফিসার উহাদের সুযোগ গ্রহণের জন্য আদিম নিবাসীদিগকে উৎসাহিত করেন। উক্ত সমিতিগুলির মারফৎ ২৮,০০০৲ ঋণ দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে আদিম নিবাসীরাই ৫,০০০৲ পায়। তাহারা ঋণের শতকরা ৮০ ভাগ শোধও দিয়াছে।

ইহা ছাড়া, তাহাদের আয় বৃদ্ধির জন্য স্পেশাল অফিসার তাহাদিগকে চীনা বাদাম, ইক্ষু, শাকসব্জী এবং তুলার চাষ করিতে উৎসাহিত করেন। সাঁওতাল অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধানের ও শাকসব্জীর বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রকাশ, বিষ্ণুপুর থানায় কৃষি বিভাগ যে প্রদর্শনী কেন্দ্র খুলিয়াছেন, উহার ফলে সে অঞ্চলে চীনা বাদামের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পল্লীঅঞ্চলে ঋণ দানের জন্য শস্য ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ করা হইয়াছে। পরিকল্পনাটি এক্ষণে সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

সরকারী শিল্পবিভাগ বাঁকুড়া জেলায় দুইটি ভ্রাম্যমাণ বয়ন-দল প্রেরণ করিয়াছেন। আদিম অধিবাসীদের বহু লোক বয়নশিল্প শিক্ষা করিয়াছে। বয়ন শিল্প শিক্ষা যাহাতে ব্যর্থ হইয়া না যায়, এতদুদ্দেশ্যে দুইটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শিক্ষা

সাঁওতাল এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীরা তাহাদের পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য উত্তরোত্তর অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে। জেলার সাঁওতাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। তদুপরি এমন আরও বহু বিদ্যালয় আছে, যে স্থানে আদিম অধিবাসী ছাত্রদেরই সংখ্যাধিক্য। আলোচ্য বৎসরে যে ১৪টি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নৈশ-বিদ্যালয়ও আছে। এক্ষণে মধ্য এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে আদিম অধিবাসী ছাত্রদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। আদিম অধিবাসীদের কেহ কেহ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করার পর চাকুরীর সন্ধানে আছে। স্পেশাল অফিসার উহাদের জন্য চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন।

বিবিধ জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন এবং ছোট খাটো বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল অফিসার পল্লী সমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত ২০টি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে উহাদের কাজ বেশ সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে একটি জেলা সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিশেষ করিয়া আদিম অধিবাসীদের মঙ্গলের জন্য সারেঙ্গা নামক স্থানে একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অষ্টম (ক) অধ্যায়ের বিধিব্যবস্থাগুলি এ-জেলায় সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও প্রায় মানিয়া চলা হয় না। এ কারণে সাঁওতাল ও অ-সাঁওতালদের মধ্যে জমি হস্তান্তর, অ-সাঁওতাল জমিদার কর্ত্তৃক সাঁওতালদের জমি দখল এবং কালেক্টরের বিনা অনুমতিতে আদিম নিবাসীদের জমি বিক্রী বন্ধক রাখা চলিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, উপরোক্ত অধ্যায়ে বর্ণিত আইনের বিধানানুযায়ী কার্য্য করিতে স্পেশাল অফিসার পক্ষগণকে বাধ্য করায় আদিম অধিবাসীরা তাহাদের জমির ন্যায়সঙ্গত মূল্য লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে তাহারা এরূপ মূল্য আর কখনও পায় নাই। জমির অবাধ বন্ধক সম্পর্কীয় মোকদ্দমার সম্পাদন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জমি ফেরৎ লইয়া দেওয়া হয়, মোট ১০,৭৩০ একর জমি পূর্ব্বতন মালিককে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি যে-সকল ক্রয় বিক্রয়ের কাজ উপস্থিত হয়, স্পেশাল অফিসার স্বয়ং তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আবেদনকারীদের গ্রামে উপস্থিত হইয়া জমির মূল্য ঠিক করিয়া দেন এবং তাঁহার সম্মুখেই দলিল সম্পাদন ও বায়নার টাকার আদান প্রদান করাইয়া লন। উক্ত ব্যবস্থার ফলে আদিম নিবাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছে। কারণ পূর্ব্বোক্তদের সময় জমি বিক্রয় করিয়া অর্থের প্রয়োজন করিতে এক্ষণে কোন ক্লেশ পাইতে হয় না, অধিকন্তু ইহাতে প্রতারিত হওয়ারও আশঙ্কা থাকে না। ইহাও জানা গিয়াছে, বে-আইনীভাবে যে সকল জমির খাজনা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, স্পেশাল অফিসার বহু ক্ষেত্রে আপোষে উহার হ্রাস করিয়া দিতে পারিয়াছেন। দাখিলা প্রদান ব্যবস্থারও অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

আইনঘটিত ব্যাপারে আদিম নিবাসীদের জন্য যে-সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, উহা তাহাদের প্রভূত কল্যাণকর প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ স্বত্ব অধিকার সমূহের পুনরুদ্ধারে উহা বিশেষ সাহায্য করিতেছে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট আদিম অধিবাসীদের পক্ষাবলম্বন করা মাত্রই অপর পক্ষ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন জানায়।

আবগারী মামলার বিচার

মফঃস্বলে আবগারী মামলা বিচারের জন্য একটি নূতন স্কীম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা বেশ সুফল প্রদান করিতেছে এবং আদিম নিবাসীরাও অবিলম্বে জরিমানার টাকা আদায় করিয়া দিতেছে। আলোচ্য বৎসর আবগারী মামলার বিচার কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ৫১০টি মামলার বিচার করিয়াছেন। (প্রেস-নোট)

বৃটিশ বিমান-বহরের কোনও ঘাঁটিতে এরোপ্লেনে তৈল ভর্ত্তি করা হইতেছে। আত্ম্য রক্ষার সঙ্গে এই কাজ সমাধা হয়।

বৃটেনে বেকার সংখ্যার হ্রাস

অস্ত্রশিল্পে অধিকসংখ্যক নারী শ্রমিক

ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটেনের রেজেষ্টারীভুক্ত বেকারের সংখ্যা মোট ৫৮০,৮৪৯ ছিল; পূর্ব্বে ইহার সংখ্যা ছিল ৬৯৫,৬০৬। এই বেকার সংখ্যার মধ্যে ২০০,৩৬০ জন পুরা বেকার, ৬৭,৭১২ জন সাময়িক ভাবে বেকার ও ১৩,৫১৫ জন আছে যাহারা মাঝে মাঝে কাজ করিয়া থাকে।

বেকার-তালিকায় রেজেষ্টারিভুক্ত নারীশ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ২৪০,৯১২। ইহার মধ্যে ১৯৫,১২১ জন পুরা বেকার ছিল। শ্রম এবং জেলারেল বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশের কাজের জন্য মোট কি পরিমাণ নারী-শ্রমিক পাওয়া যাইতে পারে, তাহার হিসাব রাখিবার জন্য সকল নারী-শ্রমিকের পক্ষেই রেজেষ্টারিভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হইবে। যে সকল নারী সাধারণতঃ বাহিরের কাজ করে না, তাহাদেরও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। যুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় শ্রমশিল্পগুলির জন্য অধিক সংখ্যক নারী-শ্রমিকের প্রয়োজন।

মিঃ আজীজুল হক, এম-এ, বি-এল, বার-এট-ল, আগামী ১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতার করোণার নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনিই কলিকাতার প্রথম মুসলমান করোণার।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী (সদর)—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে চারঘাট থানার অন্তর্গত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মিনা নামক গ্রামে আধ মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে তৈরী করা হইয়াছে। আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত গ্রামবাসিগণ তিন মাইল লম্বা একটি রাস্তার মেরামতি কাজ শুরু করিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় চাঁদায় নূরনগর নামক গ্রামে একটি পল্লী মিলনাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে স্থানীয় লোক জঙ্গল সাফ করিয়াছে এবং প্রায় বিশ বিঘা জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল পরিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন পুষ্করিণীর পানা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া উহার জল ব্যবহারোপযোগী করা হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা এক সঙ্গে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এই মহকুমার জন্য প্রাদেশিক পল্লী অঞ্চলের পানীয় জল সরবরাহ ভাণ্ডার হইতে ১৪টি নলকূপ মঞ্জুর করা হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে এই সকল নলকূপ খনন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিকাংশ নলকূপ ইতিমধ্যেই খনন করা হইয়া গিয়াছে। ভারত সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রদত্ত সাহায্য তহবিল হইতে এই মহকুমার "বারিন্দ" অঞ্চলের নিমিত্ত পাঁচটি কূপ খনন মঞ্জুর করা হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টরগণ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের বহু দিনের পানীয় জলের অভাব এই কূপ খননের ফলে দূরীভূত হইবে।

অনুন্নত অঞ্চল হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার এবং গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে বাঁধ নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হইয়াছে। অশিক্ষিত বয়স্কগণের নিমিত্ত কতকগুলি নূতন নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং পুরাতন বিদ্যালয়গুলি পূর্ব্ববৎ কাজ করিয়া চলিয়াছে। গোদাগাড়ী, মোহনপুর এবং বাগমারী নামক থানায় নব স্থাপিত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাহাদের উন্নতিসাধন এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছে।

রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার অন্তর্গত ১৪ নং যোগীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, সভ্যগণ, বোর্ডের সেক্রেটারী, অধিবাসীবৃন্দ ও দফাদার চৌকিদারগণসহ কচুরীপানা দিবস উপলক্ষে বিগত ১৪।৩।৪১ ইং শনিবার এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া ইউনিয়নবাসীদিগকে কচুরীপানা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করেন। এই শোভাযাত্রায় প্রায় ৫০০শত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া হেলেঞ্চা বিলের অনুমান দেড় মাইল দীর্ঘ খাল হইতে কচুরীপানা উত্তোলন করিয়া ধ্বংস করেন।

কচুরীপানা ধ্বংসের কাজ সমাপনান্তে প্রেসিডেণ্ট মৌ: কছিমুদ্দীন মণ্ডল ও সদস্য মৌ: হজরতুল্লা মণ্ডল উপস্থিত কর্ম্মিগণকে মিষ্টি-মুখ করান এবং পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

এই অনুপ্রেরণার ফলে ইউনিয়নবাসিগণ অন্যান্য খাল, কূপ ও জলাভূমি হইতে কচুরীপানা উত্তোলন করিয়া ধ্বংস করিতেছেন।

পূর্ব্ব বর্ণিত খালের কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য সদর এস্, ডি, ও, মহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য বাবদ ১৫৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

যশোহর—

সদর মহকুমার লাভরিয়া ও গোপালপুরে ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেকটির জন্য ১,০০০৲ এক হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। গোপালপুরে স্থানীয় লোক ২,০০০৲ দুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। লাভরিয়াতে ঐ চিকিৎসালয়ের জন্য চাঁদার পরিমাণ হইয়াছে মাত্র ১,০০০৲ এক হাজার টাকা। এই দুইটি চিকিৎসালয়ের কাজ আগামী এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ হইবে। সদর মহকুমার আড়বিরা গ্রামটিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা হইতেছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের চেষ্টায় স্থানীয় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে ও ছোট ছোট ডোবা ভরিয়া ফেলিয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট একটি পল্লী-দল বা সভাঘরের জন্য ১,০০০৲ এক হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত দলের গৃহনির্ম্মাণকার্য্য চলিয়াছে এবং মার্চ্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই ইহা শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। গভর্ণমেণ্টের এই সাহায্য পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মীদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ম্যালেরিয়া ইঞ্জিনিয়ার মি: ওয়ার্থ সরজমিনে তদন্তের জন্য বিগত ১২ই মার্চ্চ তারিখে যশোহর আসিয়াছিলেন। তাহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহ ১৩ই মার্চ্চ তারিখে ঝিনাইদহ মহকুমার তাহেরপুর পরিদর্শন করেন এবং যেখানে কাবাদাক নদী ভৈরব নদী হইতে বাহির হইয়াছে সেখান তদন্ত করেন। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই ভৈরব ও কাবাদাক নদীর খনন কার্য্য আরম্ভ হইবে।

যুদ্ধ-ঋণ

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী আলি আহমদ সাহেবের চেষ্টার ফলে দুই সপ্তাহে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস বণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। জনসাধারণকে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ দ্বারা ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করিবার জন্য আগ্রহান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য করা হইতেছে।

লক্ষ্মীপাশা কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে বেলা ১ ঘটিকার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এস, এম, খান, আই, সি, এস, কর্ত্তৃক বিপুল জনতার সম্মুখে সম্পাদিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীপাশা জেলার এক কোণে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই অঞ্চলে এই প্রথম প্রদর্শনী। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছে। প্রদর্শনীতে বহু শিক্ষাপ্রদ দ্রব্যাদি দেখান হইয়াছিল। ইহা ১০ দিন খোলা ছিল। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইতনা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ শারীরিক ব্যায়ামের আশ্চর্য্য কৌশল ও ব্রতচারী নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

বিগত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে লোহাগড়ার ২৭ জন সিভিক গার্ড নাম লিখাইয়াছে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাব্রত গ্রহণ করা প্রশংসা করেন এবং তাহারা যে শপথ গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতি অটল থাকিতে উপদেশ দেন।

যশোহরের জেলা জজ মি: এস্, কে, গুহ, আই, সি, এস, নদীয়ার বদলী হইয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করার জন্য শহরে কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যশোহরের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ বনওয়ারী রায় বিগত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে বেনারসে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রি: রা)—

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত নাটাই নামক স্থানে এবং কসবা থানার অন্তর্গত বিনাউটী, কায়েমপুর এবং বরদাখাত ইউনিয়নে নব রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা সদর (দক্ষিণ মহকুমা)—

ফেব্রুয়ারী মাসে গরিয়ারা নামক ইউনিয়ন বোর্ডে দুই মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে তৈরী করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাহেবপেটুয়া ইউনিয়ন বোর্ডে একটি পল্লী-মঙ্গল দল খোলা হইয়াছে।

পেরুল ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত কতকগুলি ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা সদর (উত্তর মহকুমা)—

গত ফেব্রুয়ারী মাসে নিম্নলিখিত পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে:—

(১) শ্রীকাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত পেপোরিয়া ও সালাগঞ্জ।

(২) মুরাদনগর থানার অন্তর্গত পূর্ব্ব ধাইর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন নবিয়াবাদ।

(৩) দেবীদ্বার থানার অন্তর্গত জাফরগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মহম্মদপুর।

নিম্নলিখিত স্থানে নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে;—

(১) মুরাদনগর থানার অন্তর্গত চাপিতলা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন চাপিতলা।

(২) বুড়ীচঙ্গ থানার অন্তর্গত ময়নামতী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কৈজপুর।

কৈজপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি এক মাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। মরানপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ এবং কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। চাপিতলা পল্লী-মঙ্গল সমিতি কতকগুলি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)—

ইব্রাহিমপুর, হানারচর, গাজিপুর, নরা গাঁও এবং বিষ্ণুপুর পল্লী-সংগঠন সমিতির সদস্যগণ বহু কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। এই সকল সমিতি বহু স্থানের জঙ্গল সাফ করিতেও সমর্থ হইয়াছে।

নোয়াখালী—

বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে কচুরীপানা দিবস উপলক্ষে নোয়াখালী জিলার লক্ষ্মীপুর থানার ১১নং মান্দারী ইউনিয়নের দিঘলী গ্রামের পল্লী-উন্নয়নের কাজ বেশ অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষ্মীপুরের স্পেশাল অফিসার মৌলবী আবদুল বারি চৌধুরী মফঃস্বলে ভ্রমণকালে স্থানে স্থানে কতিপয় সভা করিয়া লোকদিগকে পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উপযোগী রবি ফসলের, শীত ও গ্রীষ্মকালের শাকসব্জীর উন্নতি ও কচুরীপানা ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা ও সমবায় আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। দিঘলী পল্লী-উন্নয়ন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক, কর্ম্মী যুবক, দিঘলী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রবৃন্দ ও স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরগণের সহযোগিতায় দিঘলীর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে কচুরীপানা পরিষ্কার ও জঙ্গল কাটিয়া এই অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছে। পশ্চিম দিঘলী আদর্শ গ্রামের কচুরীপানা ও অন্যান্য জঙ্গল সাফ করা ও পরিষ্কার কার্য্য বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে। দক্ষিণ দুর্গাপুর চন্দ্রপুর মৌজায়ও অনুরূপ কার্য্য করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে নৈশ-বিদ্যালয়গুলি, পাঠাগারসমূহ ও পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ সন্তোষজনক কাজ করিয়াছে। দিঘলী গ্রামের স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতির স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দের সহযোগিতায় একটি দুর্নীতি দমন প্রস্তুত করিয়াছে ও একটি উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বাঙলার অর্থ-সাহায্য

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডের হিসাব

গত ২০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

জেলা		বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	মোট।
(প্রেসিডেন্সী বিভাগ)		টাকা।	টাকা।	টাকা।
(১) ২৪-পরগণা	..	৬৩,২৪৭	৫৯,২৭৫	১,২২,৫২২
(২) যশোহর	..	১৯,০৭১	৬৮৩	১৯,৭৫৪
(৩) খুলনা	..	৩৭,৫২৪	৯৭৬	৩৮,৫০০
(৪) মুর্শিদাবাদ	..	২৭,০৫৩	১,১১২	২৮,১৬৫
(৫) নদীয়া	..	২০,০১১	১,৬৮৬	২৭,১৯৯
মোট	..	১,৯১,৪০৮	৬৩,৭৩২	২,৫৫,১৪০
(বর্দ্ধমান বিভাগ)				
(৬) বাঁকুড়া	..	২৭,৪১০	৩৫	২৭,৪৪৫
(৭) বীরভূম	..	২০,১৮০	১১১	২০,২৯১
(৮) বর্দ্ধমান	..	২,০৮,০১১	১৬,০০৮	২,২৪,০২১
(৯) হুগলী	.	১১,০২৪	৬,২৮৮	১৭,৩১২
(১০) হাওড়া	..	১৪,২৯১	৫২,৮০০	৬৭,০৯১
(১১) মেদিনীপুর	..	৭০,০০৪	২,২০৪	৭২,২০৮
মোট	..	৩,৪২,৮৮২	৭৭,৫১৮	৪,২০,৪০০
(চট্টগ্রাম বিভাগ)				
(১২) চট্টগ্রাম	..	৮৪,১০৮	৩৪,১৮০	১,১৮,৫১৬
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	৫,৯৫৭	৫৭৭	৬,৫৩৪
(১৪) নোয়াখালী	..	৬১,১২০	১	৬১,১২১
(১৫) ত্রিপুরা	..	১,৬৫,২৯৩*	১,৬০২	১,৬৬,৮৯৫
মোট	..	৩,১৮,৯২৬	৩৬,৩৬০	৩,৫৫,২৮৬
(ঢাকা বিভাগ)				
(১৬) বাখরগঞ্জ	..	১১,১০৭	৭৫,০০১	৮৬,৮০৮
(১৭) ঢাকা	..	১,২০,৭১৮	৫১,৯৫৬	১,৭২,৬৭৪
(১৮) ফরিদপুর	.	১৬,৯২৪	১,২৭১	১৮,১৯৫
(১৯) ময়মনসিংহ	..	১,২০,৪১১	৪,৫২৭	১,২৪,৯৩৮
মোট	.	২,৭৬,৪১০	১,৩৬,২৫৫	৪,১২,৬৬৫
(রাজশাহী বিভাগ)				
(২০) বগুড়া	..	৭,৮৬১	২০০	৮,০৬১
(২১) দার্জ্জিলিং	..	৩৫,৬০৩	৪৩,১০২	৭৮,৭০৫
(২২) দিনাজপুর	..	৫৭,১৬৮	৩৩	৫৭,২০১
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	৩৪,২০০	৭২,২১১	১,০৬,৪১১
(২৪) মালদহ	..	১৬,৮১২	১,০২২	১৭,৩৩৪
(২৫) পাবনা	..	৬,৯৯৯	৭৮৯	৭,৭৮৮
(২৬) রাজশাহী	..	৪৪,২৯০	৫,১০৬	৪৯,৩৯৬
(২৭) রংপুর	..	১১,০৭০	৮৯০	১১,৯৬০
মোট	..	২,০৫,২২১	১,২২,৯০৮	৩,৭৮,১৮১

*রাজা কমলা রঞ্জন রায়ের সর্ব্বযুক্ত দান ৮৫,০০০৲ সহ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(ক) বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ		..	১৪,১৪,৮৮৯	৪,১৬,৮২৩	১৮,৩১,৭১২
(খ) বঙ্গদেশের বহির্ভূত জেলাসমূহ		..	২,২০০	১,৪৭,৭৫০	১,৪৯,৯৫০
(গ) অন্যান্য দান—					
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	..	..	৪,৯৮,৬০২	..	৪,৯৮,৬০২
ভারতীয় চা এসোসিয়েশন	..	..	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা রাজা	..	..	৭,০০০	..	৭,০০০
এ, বি, রেলওয়ে	..	..	৬৮৯	৮,৩১১	৯,০০০
বি, এন, রেলওয়ে	..	..	..	৭৪,০০০	৭৪,০০০
ই, বি, রেলওয়ে	..	..	৪৮৬	২৯,২৩০	২৯,৭১৬
ই, আই, রেলওয়ে	..	..	২৭৮	১,০৪,২১১	১,০৪,৪৮৯
অন্যান্য দানের মোট	..	..	৫,৩২,০৫৫	২,১৬,২৯৯	৭,৪৮,১১৪
কলিকাতা	..	..	১,৯৯,০৯১	৩৬,৮২,৬৯২	৩৮,৮১,৭৮৩
এ পর্য্যন্ত সর্ব্ব মোট	..	..	২১,৬৮,২০৫	৪৪,৮৩,৫৩৯	৬৬,৫১,৭৪৪

আদ্দিসআবাবা বন্দী-শিবিরের সমতুল্য

রাজধানীতে ইটালীয়ানদের আশ্রয় গ্রহণ

আবিসিনিয়াতে বিদ্রোহের ফলে ইটালীয়ানগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ গোজ্জাম এবং সুদানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে অপসারিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিদ্রোহ বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় প্রদেশ শোয়া অবধি গিয়া আদ্দিসআবাবার তোরণদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে ইটালীয়ানগণ এরূপ কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে যে, রাজধানী একটি বিরাট কেন্দ্রীভূত বন্দী শিবিরে পরিণত হইয়াছে।

একজন ইংরাজী জানা আবিসিনিয়ান সিভিলিয়ান এই সম্পর্কীয় নিম্ন বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে আদ্দিসআবাবা পরিত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়া ও এরিট্রি পর্ব্বতের ভিতর দিয়া একটি দুঃসাহসিক অভিযানের পর সম্প্রতি মিত্র-শক্তির সীমানায় আসিয়া পড়িয়াছেন।

তিনি বলেন যে, যখন তিনি উক্ত স্থান পরিত্যাগ করেন, সেই সময় রাজধানী সম্পূর্ণ রূপে ইটালীয় নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষ তাহাদের প্রজাদের এত কম বিশ্বাস করে যে, আবিসিনিয়ার অধিবাসীগণকে বহু মাইল দূরবর্তী একটি বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট সহরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

আদ্দিসআবাবা বিশেষ ব্যাপকভাবে কাঁটা তারের বেড়া দ্বারা সংরক্ষিত সমস্ত রাস্তার উপর প্রবেশ পথ এবং তাহা মেশিনগান দ্বারা সুরক্ষিত।

অনুমতি ব্যতীত সেই তারের বেড়া অঞ্চলে কেহ প্রবেশ কিম্বা পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইটালীয়দের জামিন পাঁচ জন ব্যক্তি যদি আবেদনকারীর শান্তির প্রস্তাব করে, তবেই অনুমতি পাওয়া যায়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে তোরণ দ্বার বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন অনুমতিপত্র সঙ্গে থাকিলেও তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

হাওড়া জেলার কৃষি প্রদর্শনী

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, লাহিড়ী, আই, সি, এস, সম্প্রতি বাউনায় কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পূর্ব্বে একটি আনুষ্ঠানিক সভা হইয়াছিল; তাহাতে হাওড়া জেলার কৃষি অফিসার বুঝাইয়া দেন যে, কৃষি বিভাগের কার্য্য একদিকে পরীক্ষামূলক ও গবেষণামূলক, অপরদিকে প্রচারকার্য্য ও প্রদর্শনী কার্য্য।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়ন-বোর্ড ফাণ্ডের মালিকদিগকে ও বাগনান প্রদর্শনী কেন্দ্রের চাষীদিগকে তাঁহাদের সাফল্য-মণ্ডিত কৃষির সার, কচুরীপানার মিশ্র সার এবং পরাগিত ধান বীজ রাখিবার গর্ত্ত প্রস্তুত করার জন্য অর্থ বিতরণ করেন। জনসাধারণ ও চাষীরা ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। চাষীদিগের শিক্ষা ও উৎকর্ষের জন্য শিক্ষাপ্রদ ও উপযোগী অনেক দ্রব্য প্রদর্শনীতে দেখান হইয়াছিল। পল্লী অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক লোক এই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল এবং প্রদর্শন দ্রব্যাদি ও হাতে-কলমে কৃষিকার্য্যের শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক প্রদর্শন দর্শন করিয়াছিল। প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল। স্থানীয় লোকেরাও এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ জহির নসির আলী ছিলেন। কৃষি বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাকারীদিগকে কৃষি-যন্ত্রাদি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড ফাণ্ডের মালিকদের মধ্যস্থতায় উন্নত ধরণের নানা রকম ধানের বীজ বিক্রয় বা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অর্ডন্যান্স বিভাগ

যুবকদের জন্য চাকুরীর সুযোগ

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অর্ডন্যান্স কোরের ষ্টোরম্যান্ ডাবিলদার শাখায় চাকুরীর নিম্নোক্ত সুযোগ সম্পর্কে বাঙলা-সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা নিম্নোক্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

চাকুরীর সর্ত্তাদি ও নিয়মাবলী নিম্নরূপ :—

বয়স—২০ হইতে ২৯ বৎসর।

শিক্ষাগত যোগ্যতা।—বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী বা তাহার সমতুল্য কোন উপাধি। কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা সম্পর্কীয় জ্ঞান কিম্বা কাঠ, ধাতু, বস্ত্রাদি, বৌদ্ধ দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও চামড়া সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে ভাল হয়।

শারীরিক যোগ্যতা।—উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, বুক ফুলাইলে বুকের বেড় যেন ৩৩ ইঞ্চি হয় এবং ওজন ১১০ পাউণ্ড হওয়া চাই।

সাধুতা।—প্রার্থিগণকে তাহাদের সততা, সাধুতা ও রাজভক্তি সম্পর্কে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে।

চাকুরীর স্থায়িত্বের কাল।—যুদ্ধ যতদিন থাকিবে, তাহার পরও ১২ মাস কালও অথবা যদি ততদিন পর্য্যন্ত চাকুরীর প্রয়োজন থাকে।

যদি প্রয়োজন হয়, সকল প্রার্থীকেই ভারতের বাহিরে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বেতন।—(১) পদের বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা।

(২) ট্রেনিং সময়ে দৈনিক ১৷৹ টাকা করিয়া ট্রেড বেতন।

(৩) নন-কমিশন্‌ড্ অফিসাররূপে যোগ্যতার সহিত ২ বৎসর কাল কাজ করিলে মাসিক ২৲ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন। ৪ বৎসর নন-কমিশন্‌ড্ অফিসাররূপে যোগ্যতার সহিত কাজ করিলে মাসিক ৪৲ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন এবং ৬ বৎসর কাল উক্ত পদে যোগ্যতার সহিত কাজ করিলে মাসিক ৬৲ টাকা করিয়া অতিরিক্ত বেতন।

(৪) ২ বৎসর চাকুরীর পর যোগ্যতাসূচক বেতন মাসিক ২৷৹ টাকা করিয়া।

(৫) বাসস্থানের বদলে মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ।

(৬) খাদ্য-দ্রব্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হইবে এবং মেসের এলাউন্স দেওয়া হইবে।

(৭) বিনামূল্যে পোষাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রদান করা হইবে।

(৮) যুদ্ধ-অধ্যুষিত অঞ্চলে যাহারা কাজ করিবে, তাহাদিগকে নিম্নোক্ত বিশেষ এলাউন্স প্রদান করা হইবে :—

(ক) মাসিক ৯৲ টাকা করিয়া স্থানান্তরে গমনের জন্য এলাউন্স।

(খ) যুদ্ধক্ষেত্রের ভাতা মাসিক ৯৲ টাকা করিয়া।

এক বৎসর কাল ট্রেনিং গ্রহণের পর বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রার্থীগণ মাসিক ২৲ টাকা করিয়া ট্রেড-বেতনের অধিকারী হইবে।

ট্রেনিং।—প্রার্থীগণকে সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে এবং চামড়া, তেল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হইবে।

পেন্‌সন্ ও গ্রাচুয়ারী।—ভারতীয় সেনা-বাহিনীর যোদ্ধামান সৈন্যগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারীরা যে হারে ও যে নিয়মে পেন্‌সন্ ও গ্রাচুয়ারী পাইয়া থাকে, সেই হারেই এই পদের প্রার্থীগণ ও তাহাদের উত্তরাধিকারীরাও পেন্‌সন্ ও গ্রাচুয়ারী পাইবে।

[পরবর্ত্তী ২ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

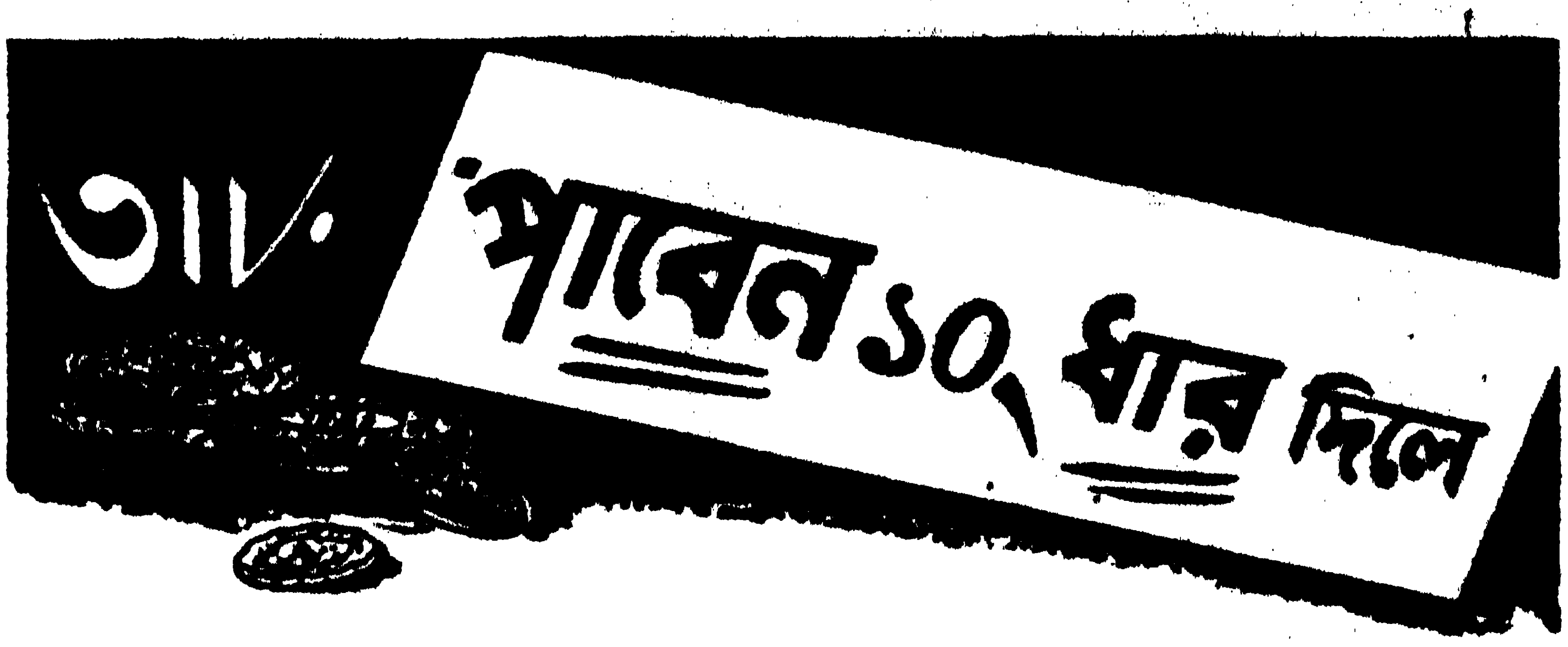

প'ড়ে দেখুন কি ক'রে পাবেন

যাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে কিছু কিছু সঞ্চয় কর্‌তে পারেন তাঁদের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট 'ডিফেন্স সার্টিফিকেট' একটি স্বর্ণ সুযোগ। টাকা খুবই নিরাপদ উপরন্তু এত বেশী সুদ স্বল্প সঞ্চয়ীরা সাধারণতঃ অন্য কোন উপায়ে পান না।

দশটাকা দামের একটি 'সার্টিফিকেট' কিনলে প্রথম বছরের পর থেকে প্রতি বছরে ।/০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচ বছর পরে চার আনা এবং দশ বছর পরে আট আনা 'বোনাস' দেওয়া হয়। তার মানে দশ বছর পরে ১০৲ টাকা ১৩৷৵০ আনায় পরিণত হয়—এর জন্যে ইনকাম্ ট্যাক্স লাগে না। আপনি শুধু ডাক-ঘরে গিয়ে একখানি 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' কিনুন। এক-সঙ্গে যদি ১০৲ টাকা না দিতে পারেন তা হ'লে একটি 'ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে নিন—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর যখন যেমন সুবিধা হয়, ।০ আনা, ৷৷০ আনা, অথবা ১৲ টাকা দামের ডিফেন্স 'ষ্ট্যাম্প' এই কার্ডের উপর জমাতে থাকুন। ১০৲ টাকার 'ষ্ট্যাম্প' জমলে 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কের' কাজ হয় এমন পোষ্ট অফিসে গিয়ে সেই 'কার্ডের' পরিবর্ত্তে একখানি ১০৲ টাকার 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' নিয়ে আসুন। সার্টিফিকেটখানি আপনার জন্যে টাকা জমাতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১৩৷৵০ আনা—এর জন্যে ইনকাম ট্যাক্স লাগে না। ইতিমধ্যে যদি আপনার টাকার দরকার হয় তা হলে ন্যায্য সুদ ও 'বোনাস' শুদ্ধ টাকা ফিরৎ পাবেন।

সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প সঞ্চয়ের পথ সুগম করে

ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ কিনুন
নিজে লাভবান হবেন-স্বদেশ সুরক্ষিত হবে

G. I. 30.

[১ম কলমের শেষাংশ]

বাঙলার তরুণ সম্প্রদায় এই চাকুরীতে অনায়াসে ঢুকিতে পারে এবং আশা করা যায় যে, তাহারা এই সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা পাইবে।

যেসব প্রার্থী এই চাকুরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা নিম্নোক্ত সব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সহ দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন :—

(১) বয়স।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতা।

(৩) ব্যবসাগত যোগ্যতা—যদি থাকিয়া থাকে।

(৪) উচ্চতা।

(৫) বুকের সম্প্রসারিত বেড়।

(৬) ওজন।

দরখাস্তের সঙ্গে সৎস্বভাব সম্পর্কে দুইখানা সার্টিফিকেট (তন্মধ্যে অন্ততঃ একখানা কোনও গেজেটেড্ অফিসারের নিকট হইতে) দিতে হইবে। নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে :—

বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা, ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; অথবা

এসিষ্টাণ্ট টেকনিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার, ৩নং বে রোড, হেষ্টিংস্, কলিকাতা।

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র বৃহৎ বন্দরগুলির তীরবর্ত্তী জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানা সমূহে সেনা ও নৌবিভাগীয় জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে। যুক্ত রাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ কর্ত্তৃক এই মর্ম্মে একটি চুক্তি সম্পাদনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে নূতন সঙ্কটের সৃষ্টি

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বৃটেনে মাল-প্রেরণে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহরের সাহায্য

ওয়াশিংটন, ২১শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ, এক বেসরকারী মহলে নৌ-বিভাগীয় মহল এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বহর শীঘ্রই যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনে প্রেরিত সমরোপকরণসমূহ আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া পাহারা দিয়া লইয়া আসিবে। একজন মুখপাত্র বলেন যে "সম্ভবতঃ কয়েকদিনের মধ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।"

বৃটিশ যুদ্ধ-বিমানের সংখ্যা বৃদ্ধি

২৩শে মার্চ রবিবার বিমাননির্মাণ বিভাগীয় মন্ত্রী লর্ড বীভারব্রুক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বৃটেনের বোমারু ও যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে উভয় প্রকারের এত অধিক সংখ্যক বিমান আর কখনও নির্মিত হয় নাই। ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বোমারু বিমান নির্মাণেও রেকর্ড স্থাপন করা হইয়াছে।

আফ্রিকায় আরো বৃটিশ সাফল্য

একখানা ইস্তাহারে ২৩শে মার্চ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ শহর নেকেম্‌টি বৃটিশ সৈন্যরা দখল করিয়া লইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে একথাও বলা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার অপরাপর অঞ্চলেও সংগ্রাম অনুকূলেই চলিয়াছে। কেরেন অঞ্চলে এখনও সংগ্রাম চলিতেছে, বৃটিশ সৈন্যরা শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাইয়া কয়েকজনকে হতাহত করিয়াছে এবং আরও ১৩০ জন শত্রু-সৈন্যকে বন্দী করিয়া লইয়াছে। গোণ্ডার এলাকায় সেনা-নিবাস এবং মাল গুদামের উপর রাজকীয় বোমারু বিমানসমূহ আক্রমণ চালাইলে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকান বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ আদ্দিসআবাবা-জিবুতি রেলপথে ট্রেণসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। অন্ততঃ একখানা ট্রেণ সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানসমূহ আকডেম এবং গোটা নামক স্থানে ট্রেণের উপরও বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। উকস্ এবং আওয়াসের মধ্যে যে রাস্তা রহিয়াছে, তাহার উপর শত্রুপক্ষীয় মোটর গাড়ী প্রভৃতির উপর মেসিনগান চালাইয়াছে। রাজকীয় বোমারু বিমান এবং রণবিমানসমূহ কেরেণ এলাকায় শত্রু ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইয়াছে। রণবিমানের প্রহরাধীনে থাকিয়া শত্রুপক্ষের এক বিরাট বোমারু বিমানব্যূহ মাল্টার উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু বৃটিশ রণবিমানসমূহ উহাদিগকে সমুদ্রের দিকে বিতাড়িত করে।

বার্লিণে ব্যাপক বোমাবর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, গত ২৩শে মার্চ রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু বিমান পোতসমূহ বার্লিণে দশ হাজার আগুনে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। পোলিশ পাইলটগণ এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

১৩খানি জার্মান বিমানপোত বিধ্বস্ত

মাল্টার উপর বিমান আক্রমণের সময় ১৩ খানি জার্মাণ বিমানপোত ধ্বংস করা হইয়াছে। ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান পোতের গোলায় অন্ততঃ ৯ খানি জাহাজ ভূপতিত হইয়াছে এবং চারিখানি বিমানপোত বিধ্বংসী কামানের গোলায় ধ্বংস হইয়াছে।

আলবেনিয়ায় ইটালীয়দের দুর্দশা

গ্রীক প্রচার সচিবের এক এক্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয় বন্দীরা যে সমস্ত সংবাদ প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আলবেনিয়ায় ইটালীয় সেনাপতি জেনারেল [illegible]

জানা গিয়াছে যে, তাঁহার স্থলে জেনারেল গেলেসো সুচুর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ক্লিসুরার যুদ্ধে দ্বিতীয়বার বার্সেগ্লিয়ারী রেজিমেণ্ট বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শতকরা ৫০ জনেরও অধিক সৈন্য নিহত হইয়াছে, ৮০০ শত জন আলপিনী সৈন্য লইয়া গঠিত ব্যাটেলিয়নের মাত্র ২ জন অফিসার ও ৮০ জন সৈন্য রক্ষা পাইয়াছে।

আটলাণ্টিকে জার্মাণ রণতরীর উপদ্রব

আটলাণ্টিক মহাসাগর এক্ষণে বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। বন্দোবস্ত অপেক্ষা অধিক মাল যদি হয়, উহা যে সমান গুরুত্বপূর্ণ জরুরী ব্যাপার, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গত ২৩শে মার্চ রাত্রির বেতার সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণী তাহার প্রধান নৌ-শক্তি আটলাণ্টিক মহাসাগরে সমাবেশ করিতেছে এবং সমালোচকগণও কোন না কোনভাবে এ বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিষয় প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করিতেছেন।

কেরেণের নিকট ভয়াবহ সংগ্রাম

সাম্রাজ্য বাহিনী কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ এরিত্রিয়ায় ইটালীয় ঘাঁটি কেরেণের ৩॥ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড়ে ভয়াবহ সংগ্রাম চলিতেছে।

জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, ইটালীয় বাহিনী প্রাণপণ শক্তিতে বাধাপ্রদান করিতেছে। আফ্রিকান যুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে তাহারা কখনও এইরূপ বাধা প্রদান করে নাই।

হারার অভিমুখে সাম্রাজ্য বাহিনী

আবিসিনিয়ার দক্ষিণ আফ্রিকান বাহিনীর সঙ্গে সংবাদদাতার যে বিশেষ প্রতিনিধি রহিয়াছেন, তিনি জানাইতেছেন যে,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী জিজিগার পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ চালাইয়াছিল। তীব্র সংগ্রামের পর তাহারা একটি পর্ব্বত ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। পূর্ব্ব আবিসিনিয়ায় উহা ইটালীয়দের অন্যতম শেষ ঘাঁটি ছিল। তাহারা জিজিগার মারদা গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া হারার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

জেনারেল গ্রাজিয়ানীর পদত্যাগ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল গ্রাজিয়ানী উত্তর আফ্রিকার সেনাপতির পদে ইস্তফা প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে ইটালো গ্যারিবল্ডীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

ত্রিপোলিতানিয়ায় জার্মাণ সাঁজোয়া বাহিনী

ত্রিপোলিতানিয়ার জার্ম্মাণ সাঁজোয়া বাহিনীর উপস্থিতি লণ্ডনের সামরিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, গত কিছুদিন যাবত জার্ম্মাণ বাহিনী তথায় অবস্থান করিতেছে। মনে হইতেছে যে, সম্প্রতি এই বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে সিসিলী হইতে নৌ ও বিমান পথে নূতন বাহিনী আমদানী করা হইয়াছে। এই বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে এখনও সুস্পষ্টরূপে কোন কিছু জানা যায় নাই ; তবে মনে হইতেছে যে, উহা উপেক্ষণীয় হইবে না।

রুশ-তুরস্ক অনাক্রমণ চুক্তি

২৫শে মার্চ সোভিয়েট সরকার তুর্কী গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, যদি তুরস্ক কোন শক্তি-দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং আত্মরক্ষার জন্য তুরস্ক যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহা হইলে তুরস্ক রুশিয়ার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

১৯৪১ সনের ৫ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল :—

কোন কোন স্থানে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। বৈষয়িক ফসলের জমি চাষ এবং বর্ত্তমানে ক্ষেত্রে যে ফসল রহিয়াছে উহার জন্য আরও অধিক পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। বিগত ১লা মার্চ শনিবারে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ১,৭০৫ এবং ১,৪৮৩ জন লোককে টেষ্ট রিলিফ্‌ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূম জেলায় ২,৯৫২ জন ব্যক্তি দান লাভ করিয়াছে।

চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

২৪-পরগণার ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৴৭॥০ সের হইতে ৴৮ সের, নদীয়ার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে ৴৬॥০ সের হইতে ৴৭ সের ; মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দিতে টাকায় ৴৭৸০ ছটাক হইতে ৴৮৸০ ছটাক পর্য্যন্ত, যশোহর জেলার, মাগুরা, ঝিনাইদহ বনগাঁয়ে টাকায় ৴৮।০ হইতে ৴৯ সের ; খুলনার সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে ৴৮ সের, বর্দ্ধমানের আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় ৴৭॥০ ছটাক হইতে ৴৮৸০ ছটাক ; বীরভূম ও রামপুরহাটে ৴৮।০ ছটাক ; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে ৴৭ সের হইতে ৴৭॥০ ছটাক ; মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে ৴৭॥০ ছটাক হইতে ৴৯৷০ ছটাক, হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও আরাম-বাগে ৴৭॥০ সের হইতে ৴৮৸০ ছটাক পর্য্যন্ত ; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ৴৭৸০ হইতে ৴৮।০ ছটাক ; রাজসাহী জেলার নওগাঁ এবং নাটোরে ৴৭।০ ছটাক হইতে ৴৮।০ ; দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে টাকায় ৴৭॥০ ছটাক হইতে ৴৯ সের, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরে টাকায় ৴৮ সের, দার্জ্জিলিংএর কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংএ ৴৬॥০ সের হইতে ৴৮॥০ সের ; রংপুর জেলার নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধায় ৴৬॥০ হইতে ৴৮।০ ছটাক, বগুড়ায় ৴৮।৵০ ছটাক ; পাবনার সিরাজগঞ্জে ৴৭৸০ ছটাক হইতে ৴৯ সের ; মালদহে ৴৮৸০ ছটাক ; কুচবিহারে ৴৮।৵০ ছটাক, ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে টাকায় ৴৭॥০ হইতে ৴৮।০ সের ; ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর, টাঙ্গাইল নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জে টাকায় ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের ; ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে ৴৭॥০ হইতে ৴৯ সের, বাখরগঞ্জ ; পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় ৴৮ সের হইতে ৴৮৸০ ছটাক পর্য্যন্ত ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ৴৮॥০ সের হইতে ৴৯ সের পর্য্যন্ত, ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে ৴৮॥০ সের ; নোয়াখালী এবং ফেণীতে ৴৮॥০ হইতে ৴৯ সের ; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৴৭॥০ সের এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ৴৭।০ হইতে ৷৩।০ ছটাক।

[১ম কলমের শেষ]

সুবিধা লাভ করিবে। সরকারীভাবে এই ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, এই ঘোষণার জন্য তুর্কী গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, যদি রুশিয়া আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট-সরকারও তুর্কী-গভর্ণমেণ্টের নিরপেক্ষতার সুবিধা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

১৩ খানা জাহাজডুবি

লণ্ডনে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে মোট ৭২,১৭১ টন ভার বহনে সক্ষম ১৩ খানি জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

ত্রিশক্তি চুক্তিতে যুগোশ্লাভিয়ার যোগদান

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়া ২৫শে মার্চ ভিয়েনাতে ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে।

চাকুরী বণ্টনে পক্ষপাতিত্ব

বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ

১৯৪০-৪১ সনে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস ও বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসের শূন্য পদসমূহে সাম্প্রদায়িক ভাবে লোক নিয়োগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বহু সমালোচনা করা হইয়াছে। জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নোক্ত বিবরণটি প্রকাশিত হইল:—

গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, ১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিয়া বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের শাসন বিভাগে ৩টি এবং বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসে ২০টি পদ পূরণ করা হইবে।

বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (শাসন)

বাঙলার সাম্প্রদায়িক নিয়োগ হারের ৪ (১) নিয়মানুসারে উক্ত ৩টি পদ মুসলমান ও অ-মুসলমান সমভাবে অর্থাৎ ১:১ হিসাবে প্রাপ্য।

কিন্তু ৩(২) নিয়মে এ-মর্ম্মে একটি বিধান রহিয়াছে যে, যদি কোন ক্ষেত্রে অনুপাত একের ভগ্নাংশে গিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে উহার সুযোগ মুসলমান ও অ-মুসলমান সম্প্রদায় পর্য্যায়ক্রমে লাভ করিবে। উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী তিনটির মধ্যে দুইটি পদ মুসলমানকে দেওয়া হয়। উভয় সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারীগণের সংখ্যার দ্বারাই পূর্ব্বদিকের পাল্লা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিগত ১৯৩৯ সনে বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসের ৪২টি পদ সরাসরি নিয়োগের দ্বারা এবং ১২টি পদ প্রমোশনের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। শেষোক্ত ১২ জনের মধ্যে মুসলমান ২ জন এবং অমুসলমান ১০ জন। প্রমোশনের ক্ষেত্রের ঘাটতি পূরণের জন্য ৪(১) নিয়ম অনুসারে সরাসরি নিয়োগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাপ্য সংখ্যা অপেক্ষা তাহাদিগকে ২টি পদ অতিরিক্ত দেওয়া হয়। উপরোক্ত কারণে সরাসরি নিয়োগ ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রাপ্য দাঁড়ায় ২৩টি পদ। ১৭টি পদে লোক গ্রহণ করা হইয়াছে, অবশিষ্ট ৬টি রিজার্ভ রাখা হইয়াছে। এ-স্থলে ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৪০ সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলা পরিষদে একটি প্রশ্নোত্তরে মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব জানাইয়াছিলেন যে, যেহেতু ১৯৩৯ সনের বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যাঁহারা নিয়মকানুন মানিয়া চলা হয় নাই, সেজন্য আবশ্যক সংখ্যক মুসলমান প্রার্থীকে পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া নিযুক্ত করা যায় নাই। পূর্ব্বোক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহারা দায়ী নয়। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় যাহাতে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য স্থির করা হয় যে, ১৯৪০ সনের বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফল বিচার করিয়া নিয়োগের জন্য ৬টি পদ মুসলমানদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বাঙলা পরিষদে ইহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪০ সনের পরীক্ষার ফলের উপর বর্ত্তমান বৎসর ৬টি পদ মুসলমানকে দেওয়া হইয়াছে, অবশিষ্ট ১৪টি পদ সাম্প্রদায়িক অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে প্রদান করা হইয়াছে। প্রমোশনের (পদোন্নতি) ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক অনুপাত সম্পর্কীত নীতি প্রযোজ্য নয়। সে ক্ষেত্রে চাকুরীর কাল ও গুণাগুণ একমাত্র মাপকাঠি।

১৯৪০ সনে যে তিনজন সাব-ডেপুটি কালেক্টরকে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে (শাসন) প্রমোশন দেওয়া হয় তন্মধ্যে ২ জন মুসলমান, ১ জন অমুসলমান। অতঃপর পরের ৫ জন কর্ম্মচারীকে বেঙ্গল জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২ জন

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

আমেরিকার কি সুবিধা হইবে ?

আমেরিকাবাসীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি মনে মনে এই ধারণাটি পোষণ করেন যে, তাঁহাদের দেশ বৃটেনকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য প্রদান করিতেছে, কিন্তু প্রতিদানে বিশেষ কিছুই পাইতেছেন না। বর্ত্তমানে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সেই ধারণা অমূলক।

সরকারীভাবে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ পর্য্যন্ত আমেরিকা বৃটেনকে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, বৃটেন তাহা অপেক্ষা বহু গুণে মূল্যবান এবং বিপুল সাহায্য প্রদান করিতেছে।

আমেরিকা প্রায় ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের যুদ্ধ সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জাম বৃটেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। ইহার অধিকাংশই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র পঞ্চাশটি যুদ্ধ সংক্রান্ত ডেষ্ট্রয়ার ব্যতীত প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য নগদ অথবা অন্যভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে।

উক্ত অর্থ আমেরিকার যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামকে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক করিয়া গড়িতে সাহায্য করিয়াছে।

যুদ্ধ-বিশারদগণ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, বৃটেন অর্ডার দেওয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জামের নিমিত্ত বেশ ভাল রকম মূল্যই প্রদান করিয়াছে।

তাঁহারা এ বিষয়েও সকলে একমত যে, বৃটেনে প্রেরিত ৫০টি ডেষ্ট্রয়ারের চেয়ে—পশ্চিম গোলার্দ্ধে বৃটেনের অধিকৃত অঞ্চলে আটটি নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করিবার অধিকার লাভের মূল্য অনেক বেশী। বৃটেনের বিপুল অর্থ ও প্রাপ্ত ঘাঁটি ব্যতীত উক্ত দেশকে বিনামূল্যে নৌবহর ও সামরিক ব্যাপার সম্পর্কীত বিশেষ মূল্যবান তথ্যসমূহ প্রদান করা হইয়াছে।

বৃটেনের গুপ্ত সংবাদ, সংরক্ষিত তথ্য, সংখ্যানুপাতিক সংবাদ এবং নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হইয়াছে। যুদ্ধের কর্কশ রণাঙ্গণে যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে, তাহা সমস্তই তাহাদিগকে ওয়াকিবহাল করানো হইয়াছে।

বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ, যুদ্ধ বিমান এবং সৈন্যদলে আমেরিকার মিলিটারী সংশ্লিষ্ট এবং পরিদর্শকদলকে পাকাপাকি বিবেচনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার যাবতীয় যুদ্ধ সম্পর্কীত আদি বৃটিশ অভিজ্ঞতা এবং সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া নিশ্চিত হইতেছে।

লক্ষ লক্ষ ডলার দ্বারাও এই মূল্যের পরিমাণ করা যায় না। যুদ্ধ-বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান, বোমা, শেল, অস্ত্র-শস্ত্র, গ্যাস এবং নূতন ধরণের মিলিটারী অস্ত্র ও পরিকল্পনা বৃটেনের যাহা কিছু নিজস্ব, সমস্তই এক কথায় আমেরিকাকে দান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংক্ষেপে বর্ত্তমানের একজন আমেরিকান সংবাদদাতার মত বলা চলে—"যুক্তরাষ্ট্র বর্ত্তমান অ্যাংলো-স্যাক্সন সহযোগিতার ফলে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ না করিয়া এবং একটি প্রাণীকেও না হারাইয়া শ্রেষ্ঠতম কলা-কৌশল সম্পর্কীত যুদ্ধের মিলিটারী সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতেছে।"

[১ম কলমের শেষ]

মুসলমান, ৩ জন অমুসলমান। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সোপারেশ অনুসারেই উপরোক্ত প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে।

উপরে ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সনের নিয়োগ ও প্রমোশন সম্পর্কীত যে-হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চাকুরীক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক হার যথাযথ ভাবেই মানিয়া চলা হইয়াছে।

(প্রেস নোট)

মহিলাদিগের বন্যা-রিলিফ কমিটি

মেদিনীপুর জেলায় প্রশংসনীয় কার্য্য

গত ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট জেলায় বন্যা রিলিফ ট্রাষ্ট ফাণ্ড কমিটিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এবং বন্যা সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিভিন্নভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে মিসেস্ মিনিষ্টার, মিসেস কাঞ্জিলাল, মিসেস্ কমলা হালদার, মিসেস্ এইচ. সি. সেন এবং মিসেস্ এম, মজুমদারের সাহচর্য্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস্ ডবল্ বানার্জ্জি মেদিনীপুরে একটী মহিলাদিগের বন্যা রিলিফ্ কমিটি সংগঠন করিয়াছিলেন।

মিসেস্ বানার্জ্জি নিজে ব্যক্তিগতভাবে জেলার বিশিষ্ট জমিদার, জনসাধারণের মধ্য হইতে বিশিষ্ট বদান্য ব্যক্তি এবং জেলার লোক হইয়াও যাঁহারা কলিকাতাবাসী তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করেন। এতদ্ব্যতীত মিদিনী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বাঙলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ সচিব মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার এবং বাসন্তী কটন মিলস লিমিটেডের সেক্রেটারী মিঃ বি, এম, মুখার্জীর সহায়তায় কতিপয় ভারতীয় কটন মিল হইতে বহু নূতন ধুতি ও শাড়ী সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি অরোরা সিনেমা হলের স্বত্বাধিকারী, জনসাধারণের মধ্য হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এজেন্ট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং আরও বহু লোকের সহায়তায় মেদিনীপুর অরোরা সিনেমা হলে দুইটি সাহায্য রজনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিঃ যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট অভিনেতাদের লইয়া কলিকাতার একটি নাট্য সম্প্রদায় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিল। জনসাধারণ উক্ত অভিনয় দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিল এবং ফলে ১,৭৫১৯/০ আনা সংগৃহীত হয়। চারিটি ভারতীয় কটন মিল হইতে প্রায় ৯০০ কাপড় ব্যতীত ১,৮০২৲ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। উপরোক্ত ধুতি ও শাড়ী বাদে কমিটির মোট ৩,৫৫৩৶০ আনা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই অর্থ হইতে কমিটি ২,৩৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে; অর্থাৎ ভগবানপুর থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান বান-প্লাবনের জন্য ২৫০৲ টাকা এবং কাঁথি ও সদর মহকুমার গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ২,১০০৲ টাকা ব্যয় করা হয়। তমলুকে কোনো সাহায্য প্রদান করা হয় নাই; কারণ মহকুমা হাকিম কোনরূপ প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বর্ত্তমানে উক্ত তহবিলে ১,২০৩৶০ আনা মজুত আছে এবং উহা মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে জমা আছে।

এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, গত ১৯৩৯ সালে মিসেস বানার্জ্জি, মিসেস কমলা হালদার সহযোগিতায় মেদিনীপুরে অনুরূপ একটি কমিটি গঠন করিয়া ৪,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উক্ত অর্থ সেই বৎসরের বন্যায় ঘাটালের অসহায় বিধবা এবং দুঃস্থ স্ত্রীলোকদিগের গৃহ-নির্ম্মাণ কল্পে ব্যয় করা হইয়াছিল।

যে সকল বিভিন্ন ব্যক্তি এবং জনসাধারণ এই মহান প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছেন, মিসেস বানার্জ্জি এবং তাঁহার কমিটি তাঁহাদিগকে এই অবসরে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

সম্প্রতি এক জার্ম্মাণ সামরিক আদালত কর্ত্তৃক ১৫ জন জাহাজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহার পর হইতে হল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অবস্থা এমন জটিল আকার ধারণ করিয়াছে যে, হিটলার-নিযুক্ত হল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা সেইস-ইনকোয়ার্ট বাধ্য হইয়া এ সম্পর্কে ডাঃ গোয়েবলস্-এর সহিত টেলিফোনে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আঙ্কারা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ অধিকৃত পোল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ-রাজ্যের শান্তি সোভিয়েট-ইউনিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]

LIBRARY

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২০শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪১ [এক আনা

মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধের ঘনঘটা

লিবিয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনীর উপস্থিতির কারণ কি ?

[মেজর-জেনারেল স্যার চার্লস্ গোয়িন্ লিখিত]

ইউরোপের যুদ্ধ-পরিস্থিতি আবার ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বুলগেরিয়া অধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাহার ভাবী উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না। বাহ্যতঃ মনে হয়, গ্রীস আক্রান্ত হইবে। যুগোশ্লাভিয়া এবং তুর্কী যদি জার্ম্মাণীর দাবীর নিকট মাথা নত করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে জার্ম্মাণী তাহাদের আক্রমণ করিবে কি না, প্রশ্ন হইতে পারে।

বোমার পর্ব্ব আতঙ্ক সৃষ্টির কাজ পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। হিটলার হয়ত ইহাও চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন যে, গ্রীকরা তাঁহার খাপ্পায় পড়িয়া যাইবে। তবে শীঘ্রই যে তুর্কী আক্রান্ত হইবে, তেমন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। ইহার কারণ আছে। বুলগেরিয়াকে যে পর্য্যন্ত না সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত এবং গ্রীসকে পর্য্যুদস্ত না করা হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তুর্কীর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা খুবই কম।

ইহার আরও একটা দিক্ আছে। তুর্কী যদি গ্রীসের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে সে অবস্থায় জার্ম্মাণী হয়ত তুর্কীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইবে—অন্য অবস্থায় জার্ম্মাণী কি করিবে তাহা অনিশ্চিত। তেমন অবস্থায়ও বুলগেরিয়াকে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত না করা পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী তুর্কীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান হয়ত চালাইবে না। বুলগেরিয়ায় নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জার্ম্মাণী খুব সম্ভব বসুফোরাস প্রণালীর দিকেই অগ্রসর হইবে।

অপর পক্ষে গ্রীস আক্রমণ করিতে গিয়া জার্ম্মাণী যদি যুগোশ্লাভিয়ার নিকট বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বুলগেরিয়া ও রুমানিয়ার ভিতর দিয়া সে যুগোশ্লাভিয়াকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া বসিতে পারে।

বুলগেরিয়ার প্রতি রাশিয়ার ভর্ৎসনা নলকানে নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। যদি ইহার কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, রাশিয়া জার্ম্মাণীকে বলকানে বে-পরোয়া নীতি চালাইবার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত দিয়াছে।

কিন্তু ট্যাঙ্কের মনের কথা জানা সোজা ব্যাপার নয়। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বুলগেরিয়া অধিকারের ফলে রাজকীয় বিমান বহর এক্ষণে বুলগেরিয়া এবং বুলগেরিয়ার উপর দিয়া রুমানিয়ার আক্রমণ চালাইতে পারিবে। তবে এ-কাজে রাজকীয় বিমান বহরকে অপরিচিত রাষ্ট্রের উপর দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইবে। আক্রমণকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বিমান বহরকে বেশ ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণের কাজও চালাইতে হইবে। এমতাবস্থায় সূচনাতে অধিক কিছু আশা করা যাইতে পারে না। গ্রীক্ ও রাজকীয় বিমান বাহিনী ইতিমধ্যে ইটালীয়ানদের বিমান বাহিনীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছে। কাজেই ইটালীয়ানরা এক্ষণে জার্ম্মাণদের সহযোগিতার ও আক্রমণের পুরোভাগে আসিতে রাজী হইবে না।

শুধু বুলগেরিয়ায় নয়, তুরস্ক এবং মিসরেও যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতেছে। নীল নদীর তীরে অবস্থিত সৈন্য বাহিনী কি করিতেছে না করিতেছে, তাহা জানিয়া লাভ নাই এবং আবশ্যকও নয়। উপরন্তু জেনারেল ওয়াভেল তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানিতে দেন না।

সাইরেনেকার সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতির দরুণ জেনারেল ওয়াভেল অস্থির হইয়া পড়িবেন বলিয়া আমি মনে করি না। জেনারেল ও'কোনোর তথায় কি করিতেছেন তাহা জানা, কিম্বা মরুভূমির অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া, অথবা মরুভূমিতে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ককে কাজে লাগানো যাইতে পারে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্যও জার্ম্মাণ সৈন্যদল হয়ত তথায় গমন করিয়াছে। জেনারেল ওয়াভেলের অগ্রগতির সঙ্কোচ সাধনের উদ্দেশ্যও তাহাদের থাকিতে পারে। ইটালীয়ানদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ ও পশ্চিম দিক হইতে মিসর আক্রমণের মতলব তাহাদের আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। প্রথমতঃ ত্রিপলীতে অধিক সংখ্যায় সৈন্য প্রেরণের খুব অসুবিধা রহিয়াছে; তদুপরি ভূমধ্যসাগরে বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের জন্য রসদপত্র প্রেরণও সোজা ব্যাপার নয়। ত্রিপলী সাইরেনেকার রাজকীয় বিমান-বাহিনীর পাল্লার বাহিরে নয়।

ত্রিপলী এবং সাইরেনেকার মধ্যে বিস্তীর্ণ মরুভূমি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নৌ-বহরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে বিরাট বাহিনী লইয়া অগ্রসর হওয়া এক প্রকার অসম্ভবই বটে।

শত্রুরা হয়ত টিউনিস দাবি চালাইবে। ইহাদের মোকাবিলার জন্য বিরাট বৃটিশ বাহিনীর আবশ্যক। ত্রিপলীতে যদি সত্যই বিরাট একটি জার্ম্মাণ-বাহিনী থাকে, তাহা হইলে টিউনিসে ভবিষ্যতে গুরুতর পরিস্থিতির আশঙ্কাই তাহাদিগকে তথায় গমনে বাধ্য করিয়াছে।

দারুণ অসুবিধার ভিতরে পূর্ব্ব আফ্রিকায় যুদ্ধ চলিতেছে। ইরিত্রিয়ার যুদ্ধের অবসানের উপরই তথাকার অবস্থা নির্ভরশীল। ইহা অবশ্যই মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব্ব আফ্রিকাস্থিত ইটালীয়ান অধিনায়কগণ মোটামুটি ভাবে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক রণনিপুণ। ঔপনিবেশিক বাহিনীর প্রতি ইটালীয় লোকেরাই আকৃষ্ট হয় এবং তথায় তাহারা নানাভাবে অভিজ্ঞতাও অর্জ্জনে সুবিধা পাইয়া থাকে। লিবিয়ায় গ্রাজিয়ানি এবং নিরক্ষিত সৈন্যদের উপস্থিতি পরিমাণে ইটালীয়ানদের পক্ষে শোচনীয় কারণ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্ব আফ্রিকায় তেমনের পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

ইটালীয়ানরা যদি সংগ্রামের অবসান ঘটাইতে না চায়, তাহা হইলে সত্বর কোন ফলাফলের আশা করা যাইতে পারে না। তবে তাহাদের বিমানপোতের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতেছে বলিয়া তাহারা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

সোমালিল্যাণ্ডে জেনারেল কানিংহামের অসাধারণ সাফল্য ইটালীয়ানদের বাধা দানের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে এবং মরুভূমির উপর দিয়া দ্রুত গতিতে সৈন্য পরিচালনা সম্ভবপর।

মোগাদিশুর ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন এবং পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তাহারা আদ্দিসআবাবার দিকে হটিয়া যাইতে পারে। জেনারেল কানিংহাম যে একটা বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা সঙ্গত নয়।

পোল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ বর্ব্বরতা

পোল্যাণ্ড হইতে নাৎসীদের নৃশংসতার একটি সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছে। অনেক ইহুদি জার্ম্মাণদের নিকট হইতে পলায়ন করায় তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ ধৃত ১০০ জন ইহুদিকে হত্যা করা হইয়াছে।

গত বসন্ত কালে কতিপয় অনেক পোলিশ ইহুদি ওয়ারশর গেষ্টাপো কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়। তাহার হাতকড়ি থাকা সত্ত্বেও কতিপয় প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে সমর্থ হয়। তাহার গ্রেপ্তার বা সন্ধানের জন্য জার্ম্মাণ পুলিশ ৪০ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে।

অতঃপর কারির প্রতিভূ স্বরূপ ওয়ারশর কারাগারে তিনশত ইহুদিকে আটক করা হয়। তাহাদিগকে জানান হয় যে, যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কর্তৃ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ১০০ জনকে হত্যা করা হইবে। কর্তৃ শেষ পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসায় ১০০ জনকে গুলী করিয়া সত্যই হত্যা করা হয়।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, সুদূরপ্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে লিখিত করেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমানো হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে যথাসম্ভব তথ্যাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেন্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন্ কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য, বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

ছুটী

ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে আগামী ১৪ই এপ্রিল তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।—সঃ বাঃ কঃ।

বাঙলার কথা

৭ই এপ্রিল—১৯৪১

সিরিয়া

পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের তীর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে ইউফ্রেটিস্ নদী পর্যন্ত এবং উত্তরে আনাতোলিয়ার সমতল ভূমি ও দক্ষিণে আরবীয় মরুভূমি এই চতুঃসীমার মধ্যে অবস্থিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে সাধারণতঃ সিরিয়া নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বিশেষভাবে প্যালেষ্টাইন ও ট্রান্সজর্ডানীয়ার উত্তর দিকস্থ ভূভাগই এই নামে কথিত। এই ভূভাগের পশ্চিম অংশে উর্বর সমতলভূমি অবস্থিত এবং তাহার পর পর্বত-সঙ্কুল অঞ্চল এবং এই সব পর্বতের পূর্বাংশ ক্রমশঃ ঢালু হইয়া যাইয়া তৃণ-সমাকীর্ণ অঞ্চল ও মরুভূমিতে মিশিয়া গিয়াছে। যদিও এই দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই আরব, তথাপি অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও এখানে রহিয়াছে এবং ইতি-পূর্বে বহুবার এখানে রাজনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া অনেক অসন্তোষের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মোট ৩,২৮০,০০০ লোক সংখ্যার মধ্যে ২,০০০,০০০ জন হইতেছে সুন্নী মুসলমান এবং অবশিষ্ট জন-সমষ্টির মধ্যে নানা ধর্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে। সংখ্যায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দ্রুজদের সংখ্যাই হইতেছে ১৩২,০০০ জন। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মেরই এক শাখা বিশেষ—একাদশ শতাব্দীতে মিসরের জনৈক ফাতেমীয় খলিফা এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মেরোনাইট নামক প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংখ্যাও ২৪০,০০০ জন। বিগত মহাসমরের পর তুরস্ক হইতে আগত আর্মেনিয়ানদের সংখ্যাও প্রায় ১৩০,০০০ হইবে। আলাওয়াইৎ নামক ধর্ম-বিশ্বাসহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা হইতেছে ২৭৪,০০০ জন। আরব জাতীয় গ্রীক খৃষ্টানের সংখ্যা ২৮০,০০০ জন ও অন্যান্য শ্রেণীর খৃষ্টান হইতেছে ১৮৭,০০০ জন। শিয়া মুসলমানের সংখ্যা ১৬৬,০০০ জন। উত্তর লেবাননের পর্বতমালায় মেরোনাইটদের বাসস্থান এবং দক্ষিণ সীমান্তে ট্রান্স-জর্ডানীয়ার নিকটস্থ জবল্-দ্রুজ নামক পর্বতমালায় সাধারণতঃ দ্রুজদের বাসস্থান। একস্থানে সীমাবদ্ধ থাকায় এই উভয় সম্প্রদায়ের গুরুত্ব স্বভাবতঃই কতকটা রহিয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়েরও বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশ দেখা যায় এবং দেশের বাহিরেও তাহাদের সমর্থকের অভাব নাই।

বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণ হয় এবং ফলে ১৯২০ সালে দামাস্কাসে আমীর ফয়সলের নেতৃত্বে একটি আরব রাজ্যের পত্তন হয়। পরে সন্ধি সর্তানুযায়ী সিরিয়া ফ্রান্সের অধীনে একটি ফরাসী ম্যাণ্ডেট শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইরাকের মতই সিরিয়ার ম্যাণ্ডেটও প্রথম শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট ছিল এবং এরূপ সর্ত ছিল যে, পরে দেশটিকে স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু সংখ্যাল্প সমস্যার দোহাই দিয়া ফরাসীরা এতদিন পর্যন্ত আরবদের জাতীয় আন্দোলনকে দমাইয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এদিকে মাইনর উপকূল ও তুরাস্ পর্বতের মধ্যবর্তী সিলিসিয়া জেলা ১৯২১ সালে তুরস্ককে দিয়া দেওয়া হয় এবং বর্তমান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে উত্তর-সিরিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আলেকজান্দ্রেটা ও এন্টিয়ক সমেত ফরাসী সরকার তুরস্ককে দিয়া দিয়াছেন। সিরিয়ার অবশিষ্টাংশকে দুইটি গণতন্ত্র শাসিত দেশে রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন সীমান্ত হইতে সমুদ্রতীর ধরিয়া ত্রিপোলী পর্যন্ত অঞ্চল লইয়া লেবানন গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে এবং বৈরুত বন্দরে এই গণতন্ত্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের বাকী অঞ্চল লইয়া সিরিয়ান গণতন্ত্র গঠিত হইয়াছে এবং দামাস্কাসে উহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। এই রাজ্যে জবল্-দ্রুজ এবং আরো কয়েকটি অঞ্চল কোন কোন দিক দিয়া কতকটা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইয়াছে। আরবরা চাহিতেছে যে, এই উভয় গণতন্ত্র একীভূত হইয়া ইরাকের মতই স্বাধীন দেশরূপে জাতি-সঙ্ঘের সদস্যশ্রেণীভুক্ত হইতে সমর্থ হউক (১৯৩২ সালে ইরাক জাতি-সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়াছিল)। উভয় গণতন্ত্রের মধ্যে কিছুদিন পর্যন্ত খুব অসন্তোষ চলিতে থাকে এবং অবশেষে ১৯৩৬ সালে উভয় গণতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্বসূচক সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ায় অনেকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান যুদ্ধ বাধার পর হইতে স্বভাবতঃই সিরিয়ার গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, মিসরে ও প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত বৃটিশ শক্তির সহিত তুরস্কের যোগসূত্র বজায় রাখার পক্ষে সিরিয়ার সম্পর্ক অপরিহার্য এবং তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারেও অবস্থা অবিকল একরূপই। তাহা ছাড়া, মসুলের তৈল-খনি অঞ্চল হইতে ত্রিপলী পর্যন্ত সিরিয়ার ভিতর দিয়া একটি পাইপ-লাইন চলিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়া প্রাচ্যে মিত্রপক্ষীয় সেনা-বাহিনীর কেন্দ্রও সিরিয়ায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফ্রান্সের পতনের পর সিরিয়ায় পরস্পর-বিরোধী নানারূপ মতবাদ আত্ম-প্রকাশ করে। প্রকাশ,—প্রাক্তন ফরাসী মন্ত্রী এম, লাভাল সিরিয়াকে ফ্রান্সের পক্ষে বোঝা স্বরূপ মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই গত সেপ্টেম্বর মাসে একটি ইটালীয়ান যুদ্ধ-বিরতি কমিশন সিরিয়ায় গমন করে এবং তত্রত্য ফরাসী সেনা-বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পায়। উক্ত কমিশন ৪০০ ফরাসী এরোপ্লেন পাওয়ারও দাবী করিয়াছিল এবং সিরিয়ার সাবমেরিণের ঘাঁটি নির্মাণের অধিকার চাহিয়াছিল। কিন্তু গোড়া হইতেই এই কমিশন কোনরূপ সমাদর পায় নাই। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশ পায় যে, কমিশনের সদস্য ৫ জন ইটালীয়ান জেনারেলকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং নভেম্বর মাসে উক্ত কমিশনের অর্দ্ধেক পরিমাণ সদস্য দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিগত ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ার সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এই কমিশনের কথা আর কিছু শোনা যাইতেছে না। ইহা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, সিরিয়াবাসীদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তত্রত্য ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইটালীর দাবী দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। রিজার্ভ সৈন্যদল ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করায় এক্ষণে স্বভাবতঃই সিরিয়ায় ফরাসী সেনার সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে,—সম্ভবতঃ যুদ্ধ-বিরতি সময়ে যে পরিমাণ সৈন্য সিরিয়ায় ছিল, বর্তমানে তাহার সংখ্যা অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। সিরিয়ায় ফরাসী সরকার অনেকটা শক্তিশালীরূপেই অবস্থান করিতেছে বলা চলে; কারণ অ্যাক্সিস্ শক্তির পক্ষে সিরিয়ায় উপস্থিতি বর্তমানে সম্ভবপর নহে। অপর পক্ষে সিরিয়ার জনসাধারণকে নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে প্যালেষ্টাইন ও মিসরের উপর নির্ভর করিতে হয়। বসরা হইতে সিরিয়ায় তৈল সরবরাহ বৃটিশ সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং সিরিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার অর্দ্ধেকেরও বেশী বৃটিশ সরকারের কর্তৃত্বাধীন। সিরিয়ার জনসাধারণও নানা মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে। আরব হিসাবে তাহারা স্বাধীনতা কামনা করে; কিন্তু ইহাও বুঝে যে, একক অবস্থায় স্বাধীনভাবে টিকিয়া থাকার ক্ষমতা তাহাদের নাই; আলেকজেন্দ্রেটা তুরস্কের হাতে যাওয়ায় সুন্নী মুসলমানেরা স্বভাবতঃই তুরস্কের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। সমগ্র আরব উপদ্বীপকে সোলতান ইবনে সউদ ও হাশেমী বংশ শাসিত ইরাক ও ট্রান্স-জর্ডানিয়ার মধ্যে বিভক্ত বলা চলে। ইবনে সউদ ও আমীর আবদুল্লাহ বৃটেনের বেশ বন্ধু; কিন্তু প্যালেষ্টাইনের আরব-ইহুদী সমস্যার জন্য এই ব্যাপারে কতকটা মতভেদ অবশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। জেরুজালেমের মুফতী ইরাকের লোক এবং তিনি জনমত বিরুদ্ধ পক্ষে চালিতেছেন। অন্যান্য সংখ্যাল্প সমাজ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য লালায়িত; কিন্তু তাহারা জানে না— কোথায় এই নিরাপত্তার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপভাবেই ফরাসী কর্তৃপক্ষের মতই সিরিয়ার জনসাধারণও অবস্থার পরিণতির দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

যদি তুরস্কের বিরুদ্ধে জার্মানী অভিযান করে, তাহা হইলে সিরিয়ার গুরুত্ব আরো বাড়িয়া যাইবে। কারণ, সিরিয়ায় যে রেলপথ, বন্দর, তেলের পাইপ-লাইন এবং ইরাকে যাওয়ার জন্য বাগদাদ রেলপথের যে অংশ-বিশেষ রহিয়াছে, তাহার সামরিক মূল্য অনেক।

কলিকাতায় বসন্তের প্রাদুর্ভাব

বাঙলা সরকারের সতর্ক-বাণী

বাঙলা সরকার কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এশতেহার প্রচার করিয়াছেন:—

কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় জনসাধারণকে উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শীঘ্রই টিকা লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

এই রোগে মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। বসন্ত রোগের প্রতিকারের উপায় থাকা সত্ত্বেও বহুলোক এখনও টিকা লইতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ক্যাম্পবেল হাসপাতালে বসন্ত রোগাক্রান্ত কয়েকটি শিশু ভর্তি হইয়াছে। তাহারা একেবারেই টিকা লয় নাই।

প্রতি চার পাঁচ বৎসর অন্তর কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া থাকে। ১৯৩৭ সনের মহামারীর পর ইহাই চতুর্থ বৎসর।

কলিকাতা কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া টিকা লইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন; আশা করা যায়, আত্মস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাগরিকগণ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

বাঙলার জনস্বাস্থ্য

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১লা মার্চ তারিখে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলা দেশে ১,৩৮৯ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। ইহাদের মধ্যে ২৪-পরগণায় ৩৫৩, কলিকাতায় ১০৩, ফরিদপুরে ১৬৩, বাখরগঞ্জে ২০৭ এবং চট্টগ্রামে ৪১১৬ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। মোট ৪৩৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১৬৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ১২৯ জন। বসন্ত রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা ১,১৩২; তন্মধ্যে কলিকাতায় ৪৬১ জন, ঢাকায় ২০৩ জন। কলিকাতায় ও ২৪-পরগণায় যথাক্রমে ৩৪৩ এবং ৫৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। দার্জিলিং জেলায় ৮৫ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

কলিকাতায় ৩ জনের প্লেগ এবং কোথা কোথাও মেনিনজাইটিস রোগ দেখা দিয়াছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটীশ অগ্রাভিযান

যুগোশ্লাভিয়ায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

হারার অভিমুখে বৃটিশবাহিনীর অগ্রগতি

আবিসিনিয়ায় যে বৃটিশ সৈন্যেরা জিজিগা হইতে পশ্চিমে মার্চা গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহারা হারার শহরের ২০ মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হারার অধিকৃত হইলে আদিসআবাবা-জিবুতি রেলওয়ে এবং দিরেদাওয়া শহর (হারারের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ঐ রেলপথ অবস্থিত) বিপন্ন হইবে।

দক্ষিণ আবিসিনিয়ায় বৃটিশ সৈন্যেরা নেগেলি হইতে উত্তরে অগ্রসর হওয়ায় আদিসআবাবা ক্রমশ: বেশী বিপন্ন হইতেছে।

আদিসআবাবার উত্তর-পশ্চিমে হাবশী সৈন্যেরা দেব্রা মার্কোসে ১৮ হাজার ইতালীয় ও দেশীয় সৈন্যকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে।

স্বাধীন আবিসিনিয়ার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আবিসিনিয়ার গোজ্জাম প্রদেশে সম্রাট হাইলে সেলাসির উপস্থিতিতে "স্বাধীন আবিসিনিয়ার পুনরুজ্জীবন" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বুরিয়েতে সম্রাট সেনাপতি ও রাজকর্মচারী পরিবৃত হইয়া দরবার করেন এবং সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করেন। ইতালীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রধান নেতা কাবাডা এক সম্বর্দ্ধনা-পত্র পাঠ করেন এবং সম্রাট তাহার উত্তর দেন।

ডাচ উপকূলে জার্মাণ জাহাজের দুরবস্থা

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২৪শে মার্চ ডাচ উপকূলের নিকট বৃটিশ বিমানের আক্রমণে প্রতিপক্ষের একটি জাহাজ নিমজ্জিত হয়।

কেরেন এলাকায় বৃটিশ অগ্রগতি

মধ্য প্রাচ্যের বৃটিশ হেড কোয়ার্টারের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশবাহিনী কেরেন এলাকায় আরও বহু ঘাঁটি দখল করিয়াছে এবং ইতালীয়ানদের আর একটি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। ফলে বহু সৈন্য বন্দী এবং প্রচুর রণসম্ভার বৃটিশবাহিনীর হস্তগত হইয়াছে। লিবিয়ায় ইতালীয়ানদের একটি ক্ষুদ্র দল আলাঘেইলা দখল করে। বৃটিশ রক্ষিবাহিনী পূর্ব্বেই এই স্থান ত্যাগ করিয়াছিল।

বার্লিন হইতে রাজধানী স্থানান্তরের কথা

"নিউইয়র্ক পোষ্ট" পত্রিকায় জুরিক হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ডতর হইলে হিটলার বার্লিন হইতে ভিয়েনায় রাজধানী সরাইতে পারেন। উক্ত সংবাদদাতা বলেন যে, ভিয়েনা হইতে ব্যাপকভাবে জার্মাণ ও চেক বিতাড়নের দরুণই মনে হয় যে, জার্ম্মাণগণ সম্ভবত: ভিয়েনায় রাজধানী স্থানান্তরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

যুগোশ্লাভিয়ায় গণবিক্ষোভ

"নিউইয়র্ক টাইমস্"এর বেলগ্রেডস্থিত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, মধ্য সার্ব্বিয়ার দুই হাজার কৃষক গ্রীসের নিকট আত্মসমর্পণের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য লাঠিসোটা লইয়া হাজিপোপোভেক শহরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। বোসনিয়ার একটি শহরে এবং মণ্টিনিগ্রোর পোডোরিস, বেরানি ও সেটিঞা শহরেও অভ্যুত্থানের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লর্ড হ্যালিফাক্সের ঘোষণা

নিউইয়র্কে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে লর্ড হ্যালিফাক্স ২৬শে মার্চ ঘোষণা করেন, "প্রয়োজন হইলে ব্রিটেন তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবে।" তিনি বলেন যে, তাঁহার "সুনিশ্চিত বিশ্বাস" এই যে, ব্রিটিশ সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং অবরোধ ব্যবস্থার সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে ব্রিটেন জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণীর সহিত যোগদানকারী অন্যান্য এক্সিস শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। অতঃপর লর্ড হ্যালিফাক্স ইহাও বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্যদানের ক্ষিপ্রতার উপর যুদ্ধের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের পরবর্ত্তী পৃথিবীর উল্লেখ করিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন যে, ব্রিটেন প্রতিহিংসামূলক শান্তি চাহে না, পরন্তু ব্রিটেন ইহাই দেখিতে চায় যে, জার্ম্মাণী পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তৎসম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের কনভয় আক্রান্ত

বৃটিশ বিমান বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রচারিত এক এস্তেহারে উপকূলভাগীয় বিমান বহর কর্তৃক গত ২৫শে ও ২৬শে মার্চ শত্রুপক্ষীয় জাহাজসমূহের উপর আক্রমণে কতকগুলি ক্ষতির কথা প্রচারিত হইয়াছে।

বৃটিশ বোমারু বিমানবহর হল্যাণ্ডের উপকূলের অদূরে শত্রুপক্ষের একটা ক্ষুদ্রাকার কনভয়ের উপর বোমা বর্ষণ করে।

আয়র্লাণ্ডের অদূরে একটা বিমান-ধ্বংসী কামানবাহী জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় এবং নোরওয়ের নিকটে একখানা তৈলবাহী জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। উপকূল ভাগীয় বিমান বহরের একজন পাইলট শত্রুপক্ষের একখানা সরবরাহ জাহাজ নিমজ্জিত করে।

যুগোশ্লাভিয়ায় রক্তপাতহীন বিপ্লব

বেলগ্রেড হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ২৬শে মার্চ শেষ রাত্রিতে বেলগ্রেডে বিনা রক্তপাতে দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রকাশ, এক্সিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রধান মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং প্রাক্তন বিমান-সচিব জেনারেল সিমোভিচ দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, রিজেণ্ট প্রিন্স পল দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন এবং তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

রাজা পিটার প্রজাবর্গের উদ্দেশ্যে এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে—"দেশবাসীর এই চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমি স্বহস্তে রাজক্ষমতার গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। রিজেন্সী কাউন্সিলের সদস্যরা ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন। আমার অনুগত সৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনী আমার নির্দ্দেশ পালন করিয়া চলিতেছে। সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইবার জন্য আমি সমস্ত প্রজার নিকট আবেদন জানাইতেছি। আমি প্রাক্তন বিমান-সচিব জেনারেল সিমোভিচকে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলিয়াছি।"

যুগোশ্লাভিয়ায় অবরোধের অবস্থা

ডিসি সংবাদ এজেন্সীর নিকট বুডাপেষ্ট হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়ায় "অবরোধের অবস্থা" ঘোষিত হইয়াছে। "অবরোধের অবস্থা" সামরিক আইন জারীর একটা সংস্কৃত রূপ মাত্র। সংবাদে প্রকাশ, জনসাধারণকে প্রাচীরপত্রের সাহায্যে এই নির্দ্দেশের কথা জানানো হইয়াছে। বেলগ্রেড বেতারে উপরোক্ত সংবাদ ঘোষণা করিয়া জনসাধারণকে বলা হইয়াছে যে, "বৈদেশিকরা" যাহাতে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া গোলযোগের সৃষ্টি না করিতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণ যেন গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ মান্য করে।

জার্ম্মাণীর কৈফিয়ৎ তলব

"নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার বার্লিনস্থিত সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন যে, ২৭শে মার্চ বৃহস্পতিবার যুগোশ্লাভিয়ার শাসন ব্যবস্থার যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে, উহার অর্থ নিরূপণের জন্য বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টের নিকট জার্ম্মাণী নাকি দুইটি দাবী জানাইয়াছে।

জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট যুগোশ্লাভিয়াস্থিত জার্ম্মাণ দূত হিরিনকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

রাজা পিটারের শপথ গ্রহণ

বিপুল আড়ম্বরের মধ্যে ২৮শে মার্চ রাজপ্রাসাদে রাজা পিটারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। বিরাট জনতা রাজ প্রাসাদে সমবেত হইয়া নূতন রাজাকে অভিনন্দিত করে। রাজা সহাস্য বদনে হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রত্যভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

ইটালীয়ান জাহাজ নিমজ্জিত

এথেন্স বেতারের সংবাদে প্রকাশ, একখানা গ্রীক সাবমেরিণ একখানা পাঁচ হাজার টনের ইটালীয়ান ট্রান্সপোর্টকে নিমজ্জিত এবং আর একখানা ছোট ষ্টীমারকে গুরুতররূপে জখম করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে নৌযুদ্ধে ইটালীর পরাজয়

সরকারীভাবে ইহা সমর্থিত হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের নৌযুদ্ধে জিউর, পোলা ও জারা নামক তিনটি ইটালীয়ান ক্রুজার এবং একটি বৃহদাকার ও একটি ক্ষুদ্রাকার ডেষ্ট্রয়ার জলমগ্ন হইয়াছে। বৃটিশের পক্ষে কেহ হতাহত হয় নাই। ইটালীয়ান হাই কমাণ্ডের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ানরা আদিসআবাবা-জিবুতী রেলপথের অন্যতম প্রধান আবিসিনিয়ার শহর দিরেদাওয়া ত্যাগ করিয়াছে। তদুপরি ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়ান বাহিনী সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চিম অঞ্চলের নূতন ঘাঁটিসমূহে পৌঁছিয়াছে।

বুলগেরিয়া রাজ্যে বিক্ষোভের সংবাদ

বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যদলের সহিত দেশীয় সামরিক সৈন্যদলের এক সংঘর্ষ হয় বলিয়া ৩০শে মার্চ সকালে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ফরাসী ব্যাটারী হইতে বৃটিশ জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ

নৌবিভাগ হইতে প্রকাশিত একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—

"সংবাদ পাওয়া যায় যে, চারখানি বাণিজ্য জাহাজ জার্ম্মাণীর জন্য সমরসম্ভার লইয়া জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং ফরাসী ডেষ্ট্রয়ার তাহাদের সঙ্গে রহিয়াছে। তদনুসারে উক্ত কনভয় আটক করিবার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু কোনক্রমে তাহারা নেমৌর্স খাড়ীর প্রবেশ করে। পরে নেমৌর্স খাড়ী ত্যাগ করিয়া তাহারা যখন অগ্রসর হয়, তখন আমাদের জাহাজগুলি তাহাদের অনুসরণ করে এবং ত্রাণী করিবার উদ্দেশ্যে উহাদিগকে থামিতে বলে। যুদ্ধরত শক্তি হিসাবে উক্তরূপ করিবার অধিকার আমাদের অবশ্যই ছিল। কিন্তু উপকূলস্থ ফরাসী ব্যাটারী হইতে আমাদের জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করা হয়। আমাদের জাহাজগুলি প্রথম পাল্টা গোলা ছুঁড়িতে বাধ্য হয়। ফরাসী ব্যাটারীর কার্য্যের ফলে আমাদের জাহাজগুলি ফরাসী জাহাজগুলি এবং রক্ষী ডেষ্ট্রয়ারের উপর গোলা ছুঁড়িতে পারিত, কিন্তু মানবতার খাতিরে তাহারা সেরূপ করে নাই; ফলে বাণিজ্য জাহাজগুলি নিকটবর্ত্তী নেমুর বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। পরে আমাদের জাহাজগুলি জিব্রাল্টারে ফিরিয়া আসিবার সময় কয়েকখানি ফরাসী বোমারু বিমান একযোগে তাহাদের উপর বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নাই।"

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নোয়াখালীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্যোগে সভার অনুষ্ঠান

বিগত ২৮শে মার্চ নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এম, মিত্রের সভাপতিত্বে তথায় একটি বিরাট জন-সভা হইয়া গিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের ঘরোয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারেই উক্ত সভা আহূত হইয়াছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় বেশ খোলাখুলিভাবে আলোচনা চলিয়াছিল। সভাপতি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সভার কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচনার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়:—

নোয়াখালীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীদের এই সভায় স্থিরীকৃত হইল যে, বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিয়া সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহৃদ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসম্বাদের আপোষ মীমাংসা, অভাব-অভিযোগের প্রতিকার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সৌহৃদ্যের প্রসার কল্পে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহযোগিতা এবং তাঁহার বক্তৃতায় প্রস্তাবিত কর্ম্মপন্থা কার্য্যকরী করার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে মনোনীত ব্যক্তিগণের সমবায়ে একটি ঐক্য-কমিটি স্থাপিত করা হউক।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভার কার্য্যের সূচনা করেন। তিনি বলেন:— সভায় যোগদানের আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই হতভাগ্য জেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহৃদ্য স্থাপন মানসে আমি যে আন্দোলনের সূচনা করিয়াছি, উহাতে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহযোগিতা ও সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। যে সকল কারণে বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক।

আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি সর্ব্ব প্রকার বাকবিতণ্ডা এড়াইয়া চলিতে চাই। পরিস্থিতিকে আর অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া কাহারও ইচ্ছা নয়। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমার কার্য্যভার গ্রহণের সময়ই মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আমার নিকট খুবই বেদনাদায়ক প্রতীয়মান হওয়ায়, বিগত ২০শে মার্চ আমার বৈঠকখানায় উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের একটি ঘরোয়া বৈঠক আহূত হয়।

তাঁহারা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়া বৈঠকে খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে সাম্প্রদায়িক অবস্থার উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য অদ্যকার জনসভা আহূত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শহরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তি স্থাপনের অনুকূল কোন উপায় নির্দ্ধারিত হইলে জেলার অন্যান্য অংশেও উহার প্রভাব অনুভূত হইবে। আমি তথায়ও শান্তি-সভা আহ্বান করিতে চাই।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদিগকে কিভাবে কাজ করিতে হইবে, সভার সভাপতি হিসাবে সে সম্পর্কে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থিত করা আমার কর্ত্তব্য। তাঁর অল্প কয়দিন পূর্ব্বে আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিলেও তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে জর্জ্জরিত কোন কোন স্থান সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। মনোমালিন্যের কারণও আমার নিকট অজানা নাই। আমার বিশ্বাস, দায়িত্বহীন উক্তি এবং মনোমালিন্য সম্পর্কে নানা গুজব ও অতিরঞ্জনের দরুণ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের পক্ষে ইহা সব চাইতে অনিষ্টকর। কাহারও মনোভাবে আঘাত না লাগে, এমন সংযতভাবে বক্তৃতা দানের জন্য আমি উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিতেছি। আজ কাল জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার এবং ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে; এমতাবস্থায় স্বীয় রাজনৈতিক মতবাদ এবং সাম্প্রদায়িক দাবী দাওয়ার অনুকূলে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকারের সঙ্কোচ সাধন কেহই পছন্দ করেন না।

বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রত্যেক দল নিজেদের মত প্রচার করিতে পারেন। তবে স্বমতের অভিব্যক্তি করিতে গিয়া অপর দলের মনোভাবে যাহাতে আঘাত না লাগে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি সকলকে সংযমী হইতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা প্রত্যেকের জন্য একান্ত আবশ্যক। যদি কেহ ইহা অবহেলা করেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি যাহাতে অধিক শোচনীয় হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য আমি ভারত-রক্ষা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সভা-সমিতি ও মিছিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইব। তবে আমি ইহাও আশা করি, উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং তাঁহাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা পাইলে আমাকে তেমন অবাঞ্ছনীয় কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতে হইবে না।

সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য সৃষ্টির সহায়ক আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা এস্থলে আবশ্যক মনে করি। প্রত্যেক ব্যাপারে অতিরঞ্জন এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বাদ দিয়া সংবাদপত্রের মারফৎ অভাব-অভিযোগের প্রতিকার লাভের দিকে একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ইহার দ্বারা কেহই লাভবান হয় না। তদুপরি যখন দেখা যায় যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুয়া, তখন অভিযুক্ত সম্প্রদায়ের মনোভাব আরও কঠোর হইয়া উঠে। ইহা কোন সম্প্রদায়ের পক্ষে শুভ নহে। এ-কারণে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, সাম্প্রদায়িক অভাব-অভিযোগের প্রতিকার সাধনে আমাকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে একটি শান্তি-স্থাপন কমিটি গঠন করা হউক। আমার বিশ্বাস, উক্ত ব্যবস্থার ফলে এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের আস্থার বৃদ্ধি এবং ভুয়া গুজব ও অতিরঞ্জনের মূলে কুঠারাঘাত হইবে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য আমি ইহাও বলিতে চাই যে, যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে ধর্ম্মীয় সভা-সমিতিতেও উভয় সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে যোগদান করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার ফলে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম ও কৃষ্টির সহিত পরিচিত হইতে পারিবে। আমার এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তৎপর সভায় সিদ্ধান্ত রচনা করিতে আমি নেতৃবর্গকে অনুরোধ করিতেছি, এই জেলার সুনাম প্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধিকল্পে শান্তি-প্রচেষ্টার সর্ব্ব প্রকার সাহায্যদান এবং হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করার জন্য আমি উভয় সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন জানাইতেছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সেজন্য পারস্পরিক সম্বন্ধ খারাপ হইতে থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অপরের অপযশ প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন যুক্তি নাই। ভগবান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সুবুদ্ধির উদ্রেক করুন, যাহাতে উভয় সম্প্রদায় ভবিষ্যতে তাহাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ভগবান করুন, অদ্যকার এই সভা যেন অদূর ভবিষ্যতে এ জেলার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির ভিত্তি রচনার কার্য্যে সহায় হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতা শেষ হইবার পর নিম্নলিখিত হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন:—

রায় বাহাদুর অভয় দত্ত, খান বাহাদুর আব্দুল গোফ্‌রাণ, বাবু ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু রাজেন্দ্র লাল রায় চৌধুরী, মৌলভী মুজিবর রহমান, মৌলভী সেকান্দার আহমদ, খানবাহাদুর মোয়াজ্জম গাজী চৌধুরী।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলেই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধী মনোভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে অগ্রণী হইয়া এই বিরোধ দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত যে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কারণ, এই বিরোধী মনোভাব কোনো সম্প্রদায়েরই ভাল করিতে পারে না, পরন্তু উহা জেলার শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিজনক।

বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন যে, হিন্দু ও মুসলমানকে বরাবর এক সঙ্গেই বাস করিতে হইবে।

সমস্ত বক্তাই বক্তৃতা ও লেখায় সংযমের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং মিথ্যা ও বাজে গুজব এবং আসল ঘটনাকে ফেনাইয়া প্রচার করার নিন্দা করেন; কারণ মূলতঃ এই সকল ব্যাপারের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জাপান জাহাজ জখম

বিমান বিভাগের এস্তেহারে প্রকাশ, গত ৩১শে মার্চ বৃটেনের স্লেনহিম শ্রেণীর বোমারু প্লেন ফ্রিজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নিকটে একখানা জার্মাণ ট্রেলারের উপর দুইবার বোমার আঘাত হানিয়াছে।

এস্তেহারে আরও বলা হইয়াছে, "ট্রেলারখানা ঘুরিতে ঘুরিতে স্তব্ধ হইয়া পড়ে এবং সাংঘাতিক ভাবে কাত হইতে থাকে।

"অতঃপর আমাদের প্লেনগুলি নীচু হইয়া টেসিকিফলিজ ও আমস্টারডাম দ্বীপের উপর দিয়া উড়িয়া যায় এবং সজ্জিত কামানশ্রেণী ও কুচকাওয়াজরত জার্মাণ সৈন্যদের উপর মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করে। কিন্তু জার্মাণ সৈন্য হতাহত হয় এবং কুচকাওয়াজের অবসান ঘটে।"

ইটালীয়ান নৌ-বহরের বিরাট ক্ষতি

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ভূমধ্যসাগরস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, এডমিরাল কানিংহ্যাম এক প্রশ্নের উত্তরে ইটালীয় নৌবহরের ক্ষতির নিম্নলিখিত আনুমানিক হিসাব প্রদান করিয়াছেন:—

রণতরী দুই-তৃতীয়াংশ, ৮ ইঞ্চি পরিধির কামানবিশিষ্ট ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার শতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক, ৬ ইঞ্চি পরিধির কামানবিশিষ্ট ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার শতকরা ৫০ ভাগ, সাব-মেরিণ ২০ হইতে ৩০ ভাগ। এইগুলির হিসাব করা খুবই কষ্টকর।

আসমারা শহরের পতন

আসমারা অধিকৃত হওয়ার সংবাদ ১লা এপ্রিল সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন সালিসী-বোর্ডের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

রাজশাহী

চাঁদরগাঁও ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০।১০ নং মামলায় খাতক বীরেন্দ্র সাহা এবং আরও অনেকে মহাজন শ্রীযুক্তা রসময় দাসী এবং অন্যান্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ১৭১৩॥৵১০। কিন্তু খাতক মহাজনের কাছে জমি বন্ধক রাখিয়াছিল এবং মহাজন উক্ত জমির ফসল গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া বোর্ড খাতককে ঋণমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করে।

দিনাজপুর

শেরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬৬নং মামলায় মহাজন কমলাকান্ত দাস খাতক কোটাই রায় সিংহের নিকট ৮৩৪।৵০ আনা পায় বলিয়া দাবী জানায়। বোর্ড ঋণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, খাতক মহাজনের নিকট সেলামী বাবদ ২০০৲ টাকা ধারে। বোর্ড আরও জানিতে পারে যে, ইতিমধ্যে সুদ হিসাবে ইতিপূর্ব্বে ৪০০৲ টাকা খাতক মহাজনকে প্রদান করিয়াছে। বোর্ড খাতককে ঋণমুক্ত করিয়া দিতে মহাজনকে অনুরোধ জানায়। অবশেষে দশ টাকায় উক্ত মামলার মীমাংসা হয়। খাতক বোর্ডের সম্মুখে মহাজনকে উক্ত অর্থ প্রদান করে।

গোবিন্দপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড।

১৯৩৭ সালের ২১৬ নং মামলায় মহাজন শরদিন্দু নারায়ণ রায় এবং মান্না লাল মহেশ্বরী যথাক্রমে ৯০১৵০ এবং ২০১৲ টাকা দাবী করে। ঋণ-সালিসী বোর্ড দেখিল যে মহাজন শরদিন্দুর নিজের পক্ষে একটী বন্ধকী দলিল আছে এবং মান্না লাল মহেশ্বরী ব্যবসায়ের বাকী-বকেয়ার জন্য দাবী করিয়াছে। খাতকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং তাহার জমি তাহার অন্যান্য অংশীদারদিগের মধ্যে বিভক্ত। বোর্ডে প্রথমোক্ত মহাজন তাহার সমস্ত দাবী ছাড়িয়া দেয় এবং ২য় মহাজন নগদ পাঁচ টাকা পাইয়া তাহাকে ঋণমুক্ত করে।

গোবিন্দপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ২১১ নং মামলায় মহাজন এনায়েতুল্লা মণ্ডল আট বৎসর পূর্ব্বে আড়াই বিঘা জমির বন্ধকের উপর খাতক জমিরণ বিবিকে ৩০০৲ টাকা আগাম প্রদান করে। খাতক এখন বৃদ্ধা বিধবা। কোনরূপ দাবী না করিয়া তাহার জমি প্রত্যর্পণ করিতে বোর্ড মহাজনকে অনুরোধ করে। সালিসীতে এই ব্যবস্থা সম্পাদন করা হইয়াছিল।

বালিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ২২নং মামলায় বর্ত্তমান খাতক নেপাল মণ্ডলের মৃত পিতা বিনোদ বিহারী মণ্ডল ১১ বৎসর পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ এবং কৃষিকার্য্যের জন্য তাহার সমস্ত (৮ বিঘা) জমি বন্ধক দিয়া মহাজন হরি নারায়ণ মুখার্জীর নিকট ৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক নিজে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ এই ঋণ আদৌ শোধ করিতে না পারায় মহাজন সিভিল কোর্টের ১,০৪৮।৶১৫ টাকার ডিক্রী পায়। এই অবস্থায় খাতক ঋণ-সালিসী বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। খাতকের অতিরিক্ত আয় মাত্র ২০৲ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে বিশ বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধেক টাকা শোধ করাও সম্ভবপর নহে। বোর্ড উভয়পক্ষের সম্মতি লইয়া খাতকের ৮৩ একর জমি (আনুমানিক মূল্য ৩০০৲) মহাজনকে প্রদান করে এবং তাহাতেই খাতকের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যায়। খাতক মহাজনের নামে একটী বিক্রীর দলিল লিখিয়া দেয়।

মুর্শিদাবাদ

গোকর্ণ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫০।২ নং মামলায় খাতক রাধা শ্যাম রুদ্র একজন গ্রাম্য চাষী ও দোকানী। পরে ১৯৩২ সালে সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। ফলে কলিকাতা হইতে সে যে সকল মাল আনিত, তাহাদের টাকা শোধ করিতে পারে না। সুতরাং সে পাঁচ বৎসরে ঋণ শোধ করিবে বলিয়া এই সর্ত্তে বন্ধকী দলিলের বলে মহাজন গুরু গোপাল বিশ্বাস এবং আরও অন্যান্যের নিকট হইতে ১,২০০৲ টাকা ধার করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফলে বন্ধক সর্ত্ত অনুযায়ী ঋণ শোধ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ইতিমধ্যে সে কিছু কিছু দিত এবং ১৩৪০ সন পর্য্যন্ত সে ৪৫৫৲ টাকা মহাজনকে দেয়। ইহার পর আবার তাহার দুঃসময় আসে। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সে ঋণ-সালিসী বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। বোর্ড তাহার ঋণের পরিমাণ ৭৫৫৲ বলিয়া ধার্য্য করে। কয়েক বিঘা জমি ব্যতীত এই বৃদ্ধের আর কিছুই ছিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া বোর্ডের সভাপতি মহাজনকে দয়া করিতে অনুরোধ করেন। পরে মহাজন উক্ত অর্থ হইতে ৪৫৫৲ টাকা হ্রাস করিতে সম্মত হয়। অবশেষে স্থির হয় যে আগামী মাঘ মাসে খাতক মহাজনকে ৩০০৲ টাকা প্রদান করিবে এবং তাহাতেই তাহার সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া যাইবে।

দুয়ারী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৯।৪০ নং মামলায় মহাজন জ্যোতিরিন্দ্র নাথ চৌধুরী খাতক বাহারউদ্দীন মণ্ডলের কাছে ৪৭৪৲ টাকা প্রাপ্য বলিয়া দাবী জানায়। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, খাতক ২৪ বিঘা জমি বন্ধক করিয়াছে। বোর্ড মাত্র ২৪৲ টাকায় এই মামলা মীমাংসা করে। উক্ত অর্থ নগদ প্রদান করা হয় এবং খাতক তাহার জমি ফেরৎ পায়।

রামানন্দ বাজুরী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৩৫নং মামলায় খাতক মোহাম্মদ সর্দার মহাজন অবনী নাথ ঘোষের নিকট হইতে ৪৩০৲ টাকা ধার করিয়াছিল। মহাজন ৪০০৲ টাকা দাবী করে। পরিশেষে এই মামলা ৩০৲ টাকায় মীমাংসা হয় এবং টাকা নগদ প্রদত্ত হয়।

নীকারপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৬ নং মামলায় মহাজন সুধীর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আরও অনেকে ১,৭০০৲ টাকা দাবী করে। খাতকের অবস্থা বিবেচনায় ঋণের পরিমাণ ১২০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। উক্ত অর্থ নগদ প্রদত্ত হয়।

ভাকুরী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১১।৮ নং মামলায় মহাজন বলরাম সাহা এবং আরও অনেকে খাতক বাবুলাল মণ্ডল এবং আরও অন্যান্যের নিকট ৫১০৸৶০ আনা দাবী করে। বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, গত ১৩৩৬ সনে খাতক ৪০৲ টাকা ধার করে। যেহেতু সুদ উচ্চ হারে এই টাকা ধার করা হইয়াছিল, বৎ দুইবার বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল এবং এই দুই বারই আসলের সহিত সুদ যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেইজন্য টাকার পরিমাণ ৫১০৸৶০ আনায় দাঁড়ায়। মাত্র ৭৫৲ টাকাতে এই মামলার মীমাংসা করা হয়। তন্মধ্যে ৪০৲ টাকা আসল এবং ৩৫৲ টাকা সুদ। ১৫টি বার্ষিক কিস্তিতে এই অর্থ শোধ করিতে হইবে।

বর্দ্ধমান

১৯৪০ সালের ১০নং মামলায় ১নং ও ২নং মহাজন শ্রীপতি চরণ সাম এবং কামিনী বালা দাসীর দাবীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০৬৲ এবং ৬৬৲ টাকা। ১নং মহাজন ইতিমধ্যে ৫০৬৲ টাকা আদায় করিয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে ধার নেওয়া হইয়াছিল ১০০৲ টাকা। কাজেই তাহার আর কোনো দাবী থাকা নাই। ২নং মহাজনের অবস্থাও তদ্রূপ। ঐ ব্যাপারে খাতক ৪০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং মহাজনের পিতা তজ্জন্য ১১০৲ টাকা আদায় করিয়া নিয়াছিল। মহাজনদ্বয় বোর্ডের এই মীমাংসা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

গত ১৯৩৭ সালে সাহিত্যকালী থানার অন্তর্গত সাহিত্যকালী ঋণ-সালিসী বোর্ডে মোট ১৩০টি মামলা হয়। উভয় পক্ষের নাম যথাক্রমে নাটু সাহেব ও আরও অনেকে এবং সাহিত্যকালী সোনা মোল্লা ও আরও অনেকে। এই মামলায় মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ২,৭৪৪।।০; উক্ত ঋণ ১,৭৪৬৵০ আনায় মীমাংসা করা হইয়াছিল। ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত বিশ কিস্তি মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

রংপুর

দলদলিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২৬৪নং মামলায় মহাজন সিভিল কোর্ট হইতে ১২১৮৵১৫ পয়সায় একটি ডিক্রী পাইয়াছিল। বোর্ড ১২০৲ টাকায় এই মামলার মীমাংসা করিয়া দেয় এবং স্থির হয় যে বিশ বৎসরে বিশটি দফায় এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

চাকদহ জেলা

১৯৪০ সালের ৩৭।৮নং মামলায় অনাদারী খাতকার সকল মহাজন কামিনুন্নেসা বিবির দাবীর পরিমাণ ছিল ৫১৫।।৵০। বোর্ড বিশেষ প্রমাণের সহিত মাত্র ৫০৲ টাকায় এই মামলার মীমাংসা করে।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

বাঙলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা-বাণী

এই প্রদেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট হইতে, আমাদের কাজের সমর্থক অনেকগুলি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী আমরা সৌভাগ্যক্রমে পাইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা, প্রত্যেক প্রচার-পত্রিকার সঙ্গে আমরা উহার কয়েকটী করিয়া ছাপিব। বর্ত্তমান প্রচার-পত্রিকাতে আমরা বাঙলার প্রধান মন্ত্রী, অনারেবল মিঃ ফজলুল হক, এম-এ, বি-এল; পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগের মন্ত্রী, অনারেবল মিঃ তমিজুদ্দিন খান, এম-এ, বি-এল; স্যর পি. সি. রায়, কে-টি, ডি-এস সি, পি-এইচ-ডি, সি-আই-ই; লেডী অবলা বসু এবং "ষ্টেটসম্যান"এর সম্পাদক, মিঃ আর্থার মুর যে বাণী দিয়াছেন, তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

পল্লী-বঙ্গকে অভিনন্দিত ক'রবার ও তাকে সমর্থন শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ জানাবার এই সুযোগ আমি অতীব সানন্দে গ্রহণ ক'রছি। আমার বিশ্বাস ও আশা, সকলের পক্ষেই এবৎসর শুভ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হবে।

আমরা পল্লীবাসী জাতি। পল্লীবাসী জনসাধারণের উন্নতির উপরই আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। এই কারণেই পল্লী-পুনর্গঠন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই কাজ সমস্ত দলাদলির ও সর্ব্বপ্রকার রাজনীতির বাহিরে; এবং আমি আশা করি, গভর্ণমেণ্ট পল্লী-পুনর্গঠনের জন্য শীঘ্রই যে আন্দোলন আরম্ভ করবেন বলে স্থির করেছেন, সমস্ত শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে তাতে যোগ দেবেন ও সাগ্রহে পরস্পরের সহযোগিতা ক'রে সমস্ত দেশের কল্যাণ সাধন ক'রবেন। পল্লী-পুনর্গঠন-প্রচেষ্টাতে মিলিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রত্যেকেরই যথাশক্তি কাজ ক'রবার সুযোগ এখানে আছে।

পল্লী অঞ্চলে পুনর্জ্জাগরণ আনতে হ'লে, সব চেয়ে বেশী দরকার, সমস্ত জনসাধারণের, বিশেষ ক'রে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, আগ্রহ, উদ্দীপনা, সততা, নিষ্ঠা এবং স্বার্থ-ত্যাগ। আশা করি, আমাদের এই আহ্বানে দেশের জনসাধারণ যথেষ্ট সাড়া দেবেন।

এ, কে, ফজলুল হক।

মাননীয় মিঃ তমিজ-উদ্দীন খান

দুইটি মহাদেশ জুড়িয়া বর্ত্তমানে যে ভীষণ ও ধ্বংসকারী যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা পৃথিবীর ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। ... প্রাচীন জগতের ধ্বংসাবশেষ হইতে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে; বিশেষতঃ যুদ্ধের পর নূতনভাবে যে জগৎ গড়িয়া উঠিবে, সেই জগতের অনিবার্য্য সংঘাত সামলাইয়া বাঁচিতে হইলে এখন হইতেই আমাদের শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে এবং সেই শক্তি প্রধানতঃ নির্ভর করিবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উপর। সুতরাং আমরা আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় ও সুসংবদ্ধ করিবার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করিব তাহার দ্বারাই নূতন জগতে আমাদের রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইবে। আমাদের দেশের অবস্থা অনুসারে পরিশ্রমকারী জনসাধারণ, শ্রমশিল্পীগণ এবং সর্ব্বোপরি কৃষক সম্প্রদায়ই আমাদের দেশের মেরুদণ্ড। অতিরিক্ত চাপে দেশের এই মেরুদণ্ড প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে বসিয়াছে। ইহাকে পুনরায় সোজা ও শক্ত করিয়া তুলিতে হইবে, দুর্ব্বল জনসাধারণকে, তাহাদের বোঝাজনুভাব কাটাইয়া, পঙ্কের দুর্গতি হইতে উঠাইয়া আবার উন্নত করিতে হইবে। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও নিরন্নতা হইতে তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে। সংবাদপত্রের ভাগ্যবানগণ যেন ইহা মনে করিয়া নিজেদের প্রতারক না করেন যে, তাঁহাদের অসমর্থ ভাইদিগকে ফাঁকি দিয়া, তাহাদিগকে পিছনে ফেলিয়া, তাঁহারা হঠাৎ "সব পেয়েছি"র দেশে পৌঁছিয়া যাইতে পারিবেন। নব-বিধান অনুসারে সুব্যবস্থিত জগতে, অন্যায়-অত্যাচারের প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সকলেই, ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে, একসঙ্গে, মরিবে না বাঁচিবে। আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়, শিক্ষিত, নর-নারীগণ পল্লীবাসী জনসাধারণের উন্নয়নের জন্য এই অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে, মনে প্রাণে, নিজদিগকে নিয়োজিত করুন; কারণ, পল্লীতেই প্রকৃত জাতি বাস করে। মাত্র এই উপায়েই আমরা পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে সমর্থ এবং জগতে যথাযোগ্য আসনের অধিকারী হইব, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ঠ, আত্মসম্মানশীল জাতির ভিত্তি গঠিত করিতে পারিব, অন্য কোন উপায়ে নহে। পল্লী-উন্নয়নের সরকারী এবং বে-সরকারী সমস্ত কর্ম্মীদিগকে আমি এই নববর্ষ উপলক্ষে আমার একান্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রার্থনা করি, জাতিগঠনের যে পবিত্র কর্ত্তব্যের দায়িত্ব তাঁহারা বরণ করিয়া লইয়াছেন বিধাতা তাঁহাদিগকে সে কর্ত্তব্য একনিষ্ঠভাবে উদ্‌যাপন করিবার শক্তি ও প্রেরণা দিবেন।

টি, খান।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

পল্লী-সংস্কার কাজটা যেমন মহৎ, যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই জটিল ও দুরূহ; তাড়াতাড়ি কিছু করা যাবে না, Rome was not built in a day—একদিনেই রোম নগরী নির্ম্মিত হয়নি; বৎসরের পর বৎসর একাগ্র-চিত্তে এই কাজে লেগে থাকতে হবে। লক্ষ্য স্থির করে নৈরাশ্যকে দূরে ঠেলে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনাকে নিয়ে নিঃস্বার্থ-ভাবে এই কাজে ব্রতী হতে হবে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে, Nation lives in the cottages অর্থাৎ "জাতির জীবন পর্ণকুটীরে"। এ কথাটা আমাদের দেশে যতটা খাটে তেমন আর কোন দেশেই খাটে না; কৃষকই আমাদের জাতির মেরুদণ্ড; অতএব পল্লীবাসী কৃষকদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিতে আমাদের জাতির উন্নতি, কৃষকদের সঙ্গে গ্রামে থেকেই তাদের সঙ্গে মিলে মিশে আমাদের পল্লী-সংগঠনের সকল কাজ করতে হবে। বাঙলার কৃষক দরিদ্র হতে পারে, বাঙলার কৃষক অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু বাঙলার কৃষক অবুঝ নয়, বাঙলার কৃষক মূর্খ নয়; সে তার হিতাহিত বুঝতে পারে, যদি কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা করে তার প্রকৃত দরদীর মত তাকে সেটা বুঝিয়ে দেয়। এক একজন কৃষকের শক্তি অতি ক্ষুদ্র, এক একজন কৃষক অতি দুর্ব্বল —তার মন সন্দেহ, কুসংস্কার ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—কিন্তু তাদের সজ্ঘবদ্ধ করে তাদের মধ্যে যে শক্তি, উদ্যম, উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিহিত আছে তা উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারলে বাঙলার কৃষক আর ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল থাকবে না—সে তখন এমন শক্তিশালী হবে যে, দেশের সকল সমস্যাই সে সমাধান করবে—বর্ত্তমানে সে যেমন পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছে, তেমন আর থাকবে না।

কে এই মহৎ ও কঠিন এবং দুরূহ কাজের ভার গ্রহণ করবে? আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী; আমরা এতই অকর্ম্মণ্য যে, জেনে শুনেও নিজেদের মঙ্গলের জন্য কোনও কাজ নিজেরা করতে পারি না, আমরা সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করে থাকি; আমরা গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়ে আরাম চেয়ারে বসে বড় বড় সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে থাকি; কিন্তু কোন দেশের কোন গভর্ণমেণ্টই দেশের জন-সাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত পল্লী-পুনর্গঠনের কাজ করতে পারেন না—তাঁরা পথ দেখিয়ে দিতে পারেন; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন; পল্লী-পুনর্গঠনের ভার দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করতে হবে। একথাটা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে, Heaven helps those who help themselves অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের কাজ নিজেরা করবার চেষ্টা করেন, ঈশ্বর তাঁদের সাহায্য করেন।

আমার একমাত্র প্রার্থনা পল্লীসংগঠন বিভাগের প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা সফল হোক; বাঙলার কৃষকদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠুক, যাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের আমি আশীর্ব্বাদ করছি; ঈশ্বর তাঁদের সহায় হউন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

লেডী অবলা বসু

আমাদের পল্লীর সর্ব্বনাশ হয়েছে যে যে কারণে তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে, জনসাধারণের অজ্ঞতা, অর্থাভাব এবং শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন সম্প্রদায়ের গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসা। পল্লীর পূর্ব্ব সমৃদ্ধি যদি ফিরিয়ে ফিরে পেতে হ'লে চাই—উপযুক্ত শিক্ষা, পল্লীর মৃতপ্রায় কুটির-শিল্পের ও ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ, কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ও বিক্রয়ের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা।

সমস্ত পল্লী-পুনর্গঠন-সমস্যার সব চেয়ে দরকারী কথা হচ্ছে, পল্লীবাসী জনসাধারণের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস জয় ক'রতে পারা।

কর্ম্মীদের সম্মুখে কর্ত্তব্য অতি দুরূহ; তাঁদের আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রছি।

অবলা বসু।

মিঃ আর্থার মুর

পল্লী-পুনর্গঠনের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরি; দেশের মনোযোগের উপর উহার দাবি, সব সময়েই, এমন কি, মহাযুদ্ধের সময়েও, খুব বেশী।

পল্লী-পুনর্গঠন বিভাগের বিরাট কাজে আমার আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রছি।

আর্থার মুর।

* * *

পল্লী-পুনর্গঠন বলতে ঠিক কি বোঝায়, এ সম্বন্ধে সাধারণের বেশ স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেকের ধারণা, স্বেচ্ছামূলক চেষ্টায় বা অন্য কোন উপায়ে পল্লী অঞ্চলের যত্র তত্র জঙ্গল পরিষ্কার, কচুরীপানা ধ্বংস, জলনিকাশের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পল্লীবাসীর হিতকর কাজ করলেই পল্লী-পুনর্গঠন করা হবে। কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? না, তা ছাড়া আরও কিছু? একটু চিন্তা করলেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে যে, পল্লী-পুনর্গঠনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কেবল তা নয়। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, পল্লীবাসীদের হিতকর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন করা; তাদের রুচি, তাদের চিন্তাধারা, তাদের মনোবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে জীবনের লক্ষ্যকে পরিচালিত ক'রতে হবে উন্নতির পথে। তাদের মধ্যে এনে দিতে হবে নব জাগরণের সাড়া, অর্থাৎ তাদের নিজেদের ভাবতে শেখানো কি উপায়ে তাদের সব দিকেই অবস্থা ভালো হবে এবং সেই মতো চেষ্টাকে তাদের স্বভাবে পরিণত করা। পল্লীর উন্নতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা পল্লী-বাসীদের মনে প্রবল না হ'লে এবং সেই আকাঙ্ক্ষা

[১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলায় মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা

তদন্ত-কমিটীর রিপোর্ট

বাঙলার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতির সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এবং সেই বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য গত ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে গভর্ণমেণ্ট খান বাহাদুর মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়া পরিষদ ও আইন সভার অনেককে সদস্য সহ সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত কমিটির ১৯৩৮ সালে একটি এবং ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে বহু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাহার বহু জবাবও পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উক্ত কমিটির বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কমিটির পাকা রিপোর্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এই বিবরণী তিনভাগে বিভক্ত; যথা—বঙ্গদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিহাস, মাদ্রাসাসমূহের বর্তমান অবস্থা ও সুপারিশ।

উক্ত কমিটির বিশেষ প্রয়োজনীয় সুপারিশসমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

(১) কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ ভাবে এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, আইন করিয়া কলিকাতা শহরে ইস্‌লামিক শিক্ষার একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং ওল্ড স্কিম ও নিউ স্কিমের সমস্ত মাদ্রাসা, এবং ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের উপর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য থাকিবে। উক্ত কমিটি তজ্জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কিম্বা যত শীঘ্র সম্ভব একটি বিল প্রবর্তন করিতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

(২) যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন আরবীয় সাহিত্য, ইস্‌লামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং শিল্প সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, পরীক্ষা কিম্বা অন্য কোনো উপায়ে তাঁহাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য প্রস্তাবিত ইস্‌লামিক শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হউক এবং তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, ডিপ্লোমা, প্রশংসার সার্টিফিকেট প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিসমূহ প্রদান করা হউক।

(৩) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবার পর ছাত্রগণকে উপদেশ দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার এবং লেকচারার নিয়োগ, শিক্ষা-প্রচারের নিমিত্ত সম্পত্তি গ্রহণ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, রসায়নাগার এবং যাদুঘরসমূহ নির্মাণ, পুস্তক সন্নিবেশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা, ছাত্রগণের বাসভবন এবং ব্যবহার সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা এবং শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে উহাকে গঠিত করিতে হইবে।

(৪) প্রস্তাবিত ইস্‌লামিক শিক্ষার বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠিত হইবার পর তাহাকে প্রয়োজন বোধে মাদ্রাসায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত যোগ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) দুই রকমের মাদ্রাসার বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে বিবেচনায় ওল্ড স্কিম এবং নিউ স্কিম এই দুই রকমের মাদ্রাসাকেই রক্ষা করিতে হইবে।

(৬) কমিটি এই মত পোষণ করে যে, মাদ্রাসা প্রথার শিক্ষা একেবারে উচ্ছেদ করিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহে মুসলমান ছাত্রগণের সংখ্যা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইবে না।

(৭) ওল্ড ও নিউ স্কিমের মাদ্রাসায় নিম্নতম চারিটি ক্লাসকে প্রাথমিক শিক্ষা আইনের অধীনে স্থাপিত সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মক্তবের সম-পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয় যে সুখ-সুবিধা ভোগ করিতেছে কিম্বা ভবিষ্যতে করিবে, তাহা সমভাবে উহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে।

(৮) ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার জুনিয়র-বিভাগে ফার্সী শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

(৯) ওল্ড স্কিম এবং নিউ স্কিম মাদ্রাসার ক্লাস V হইতে আরবী ভাষা শিক্ষা দান শুরু করা হইবে।

(১০) ওল্ড স্কিম মাদ্রাসার স্কুল ও কলেজ বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুসারে ইংরাজী শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে; অর্থাৎ জুনিয়র বিভাগে ক্লাস III হইতে ক্লাস VI পর্য্যন্ত মধ্য ইংরাজী ষ্ট্যাণ্ডার্ডে শিক্ষা দান করিতে হইবে এবং আলেম ও ফাজিল ক্লাসে ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত শিক্ষা দান করিতে হইবে।

(১১) ইংরাজী সহ যাহারা ফাজিল পরীক্ষা পাশ করিবে, সেই সকল ছাত্র যাহাতে আই, এ ও বি, এ, ষ্ট্যাণ্ডার্ডে বিশেষ দুই বৎসরের কোর্স ইংরাজী শিক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা এবং সম্ভবপর হইলে বেসরকারী মাদ্রাসায় উক্ত পাঠের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) আলিম পরীক্ষার উচ্চতমীন পঠিতব্য বিষয় হিসাবে (ক) প্রাথমিক ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রি এবং (খ) কমার্স অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ফাজিল পরীক্ষার মধ্যে (ক) কমার্স ও (খ) পলিটিক্যাল ইকনমি সংযোগ করিতে হইবে।

(১৩) কলিকাতা মাদ্রাসায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে টাইটেল ক্লাস খুলিতে হইবে:—

(১) তিব (ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান)।

(২) আরবী সাহিত্য (আদব)।

(৩) ইতিহাস ও ইস্‌লামিক সভ্যতা।

(১৪) ওল্ড ও নিউ স্কিম মাদ্রাসায় যে সকল মাধ্যমিক শিক্ষক আছেন, তাঁহাদের ট্রেনিং এর জন্য যথোপযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হয়, নির্ব্বাচিত ওল্ড ও নিউ স্কিম মাদ্রাসায় ট্রেনিং ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) ওল্ড ও নিউ স্কিম মাদ্রাসার বিভিন্ন বিভাগের নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তি ও ষ্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৬) যেহেতু বর্ত্তমানে হাই মাদ্রাসা এবং ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার যে স্কলারশিপ এবং ষ্টাইপেণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং মাদ্রাসার শিক্ষার বিষয়ে ব্যবস্থার জন্য বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট—তজ্জন্য মাদ্রাসা-শিক্ষার বিষয়ে যাঁহারা অনুসরণ করে সেই সকল ছাত্রের সুবিধার জন্য, যে কতকগুলি নূতন বৃত্তির প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে কার্য্যকরী করা হউক।

(১৭) মাদ্রাসাসমূহে অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৮) কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষভাবে এই সুপারিশ করিতেছে যে, বিশেষ করিয়া উত্তর বঙ্গের মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে কলেজের শিক্ষা প্রদানার্থ রাজসাহী মাদ্রাসাকে ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত করা হউক।

(১৯) সিরাজগঞ্জের ইস্‌লামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজটিকে একটি সরকারী কলেজে পরিণত করিবার জন্য কমিটি গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ জানাইতেছেন।

স্কুল ক্লাস ও কলেজ ক্লাস পৃথক করিয়া ওল্ড স্কীম মাদ্রাসাগুলির নূতন শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব দিয়াছেন। নূতন নিয়মে মাদ্রাসাগুলিতে প্রাথমিক ক্লাস সহ মোট ১০টি শ্রেণী থাকিবে। উক্ত ব্যবস্থা ঠিক হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসার অনুরূপ হইবে।

সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের সাহায্য এবং প্রাচীন কৃষ্টি সংরক্ষণের জন্য ইস্‌লামিক সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন লোকের অভাব মোচন, দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাসায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যাহাতে স্বীয় জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হইয়া সমাজের অপরিহার্য্য অঙ্গ রূপে পরিগণিত হইতে পারেন, তজ্জন্য ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকার সংশোধনের নিমিত্ত কমিটি সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন।

নিউ স্কীম মাদ্রাসা সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, হাই মাদ্রাসা ও ইণ্টারমিডিয়েটের দি দুইটির পরীক্ষায় বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছাধীন শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করিয়া উহাদিগকে আরও বৈষয়িক করিয়া তুলিতে হইবে অর্থাৎ হাই মাদ্রাসার স্কুলের মান হাই স্কুলের মানের অনুরূপ হইবে; ম্যাট্রিকুলেশন

[৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

নূতন ধরণের বৃটিশ যুদ্ধাস্ত্র 'বেস মেশিন-গান' চালনায় সৈনিকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই কামান ট্রাকে ও বিমান-আক্রমণ নিরোধ ব্যবস্থায় ব্যবহার করা চলে। চলন্ত যান হইতেও ইহা হইতে গুলী বর্ষণ করা যায়। ইহা হইতে প্রতি মিনিটে ১০০ বার গুলী বর্ষণ করা যায়।

নৈহাটি ও গৌরীপুর বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠান

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের পরিদর্শন

গত ২৭শে মার্চ্চ বাঙ্গালাদেশের মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট গৌরীপুর ও নৈহাটির শিল্প অঞ্চল ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন।

তিনি জেনারেল মিল ও শিল্পবিষয়ক কারখানাসমূহ পরিদর্শন এবং একটি প্রদর্শনী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলোকন করেন। এই অনুষ্ঠানে ওয়ার্ডেন, অ্যাম্বুলেন্স, পানীয় জল ইত্যাদি দূষিত হইলে তাহা পুনরায় শোধন করিবার নিমিত্ত অনুসন্ধানকারী স্বেচ্ছাসেবক দল, অগ্নিনির্বাপক এবং অন্যান্য সকলে বেশ নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিল।

মহামান্য গভর্ণর প্রথম মিউনিসিপ্যাল অফিসে সিভিক গার্ডদল এবং নৈহাটি অঞ্চলের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে পরিদর্শন করেন। সেখানে বিমান আক্রমণ সংশ্লিষ্ট প্রধান ওয়ার্ডেন মিঃ সি, ডি, সিট এবং ডেপুটি চিফ ওয়ার্ডেন মিঃ এইচ, এল, মেডিরাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

নৈহাটির বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া মহামান্য গভর্ণর প্রদর্শনীর ক্ষিপ্র গতির জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তৎপর তিনি মিঃ জাস্ট, এ, এম, ওয়াকার এবং মিঃ ডি, আই, ডাফ সমভিব্যাহারে গৌরীপুরের কল-কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিতে যান।

কিভাবে কাঁচা মাল বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া প্রস্তুত জিনিষে রূপান্তরিত হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহামান্য গভর্ণর একটি মিলে প্রায় এক ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করেন। সজ্জিত তৈরী জিনিষগুলি দেখিয়া তিনি বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

গৌরীপুর ইঞ্জিন ঘরে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক প্রদর্শনীর সময় শত্রুর বিমান আগমনের ইঙ্গিত করিয়া সাবধানতা অবলম্বনের জন্য বংশীধ্বনি করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণ তাহাদের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হইল।

অগ্নির সহিত লড়াই করিবার জন্য যে সকল সৈনিক তৈরী ছিল, তাহারা একটি অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা লইয়া খেলা দেখায়। অ্যাম্বুলেন্স দল "আহত"দিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

কি ভাবে কারখানাসমূহে গ্যাস এবং ভাঙ্গা বাড়ীর দল তাড়াতাড়ি করিতে হয় তাহা অতীব চিত্তাকর্ষকভাবে প্রদর্শিত হয়। যখন "সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়াছে" এই কথা জানাইবার বংশীধ্বনি করা হইল, তখন শ্রমিকগণ পুনরায় তাহাদের কার্য্যে যোগদান করিল।

যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত বিজ্ঞাপনসমূহ প্রতি কলম ইঞ্চি প্রতি সপ্তাহের জন্য ৪৲ টাকা হারে "বাঙলার কথায়" প্রকাশ করা হইবে। অস্থায়ী সাময়িক বিজ্ঞাপনের জন্য এই নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত চার্জ দিতে হইবে। কাগজের নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলেও নির্দ্দিষ্ট হারের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা বেশী দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের চার্জের টাকা অগ্রিম দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সকল চেক "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিন্টিং," এই নামে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কনফারেন্স

রাজশাহী মহাদেবপুরে প্রায় দুই সহস্রাধিক লোকের সমাগম

মহাদেবপুর জুট রেগুলেশন টাস্কের উদ্যোগে স্থানীয় লোকদিগের সহযোগিতায় বিগত ১০ই মার্চ্চ সোমবার অপরাহ্ণ বেলা ২ ঘটিকার সময় স্থানীয় জমিদার রায় নারায়ণচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের উদ্যান প্রাঙ্গনে বিরাট সুসজ্জিত প্যাণ্ডেলের নীচে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক মহতী কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। প্রাকৃতিক আবহাওয়া প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও থানার বিভিন্ন স্থান হইতে সভায়, ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, অকৃষক, হিন্দু, মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর প্রায় দুই সহস্র লোক যোগদান করিয়াছিল।

উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে রাজশাহী বিভাগের এ্যাসিষ্টাণ্ট কনট্রোলার বাবু জে, বি, চক্রবর্ত্তী বি, সি, এস, মহোদয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সভায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সাধু উদ্দেশ্য ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে মিঃ বি, ডি, হবিবুল্লা, বি, এল, অতি সহজ ও সরল ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর স্থানীয় হাই স্কুলের এ্যাসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এস, সি, মহাশয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সমর্থনে এক সুচিন্তিত বক্তৃতায় জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া বাঙলার সোনার কৃষককুলকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। সভায় আর যাহারা বক্তৃতা করেন তাঁহাদের মধ্যে মৌঃ ওয়াহেদ বক্স সরদার, বাবু তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও মৌঃ মহাম্মদ ইব্রাহিম সরদারের বক্তৃতা বেশ সময় উপযোগী ও উপভোগ্য হইয়াছিল।

সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে বলেন "আমরা শাসন করিতে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি বাংলার কৃষকদিগের সেবা করিতে। সমগ্র প্রদেশে আমাদের প্রায় দশ সহস্র, সুশিক্ষিত, উচ্চমনা সাহসী, তরুণ সৈনিক রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের মূলমন্ত্র দারিদ্র্যপ্রপীড়িত দুঃস্থ কৃষক জনসাধারণের একনিষ্ঠ সেবা। শত বাধা-বিপত্তিই আসুক আমরা আমাদের সঙ্কল্প হইতে কখনও বিচ্যুত হইব না। বরং অবিচলিত চিত্তে দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত আমরা আমাদের এই কঠোর ব্রত উদ্যাপনে সচেষ্ট থাকিব। যেদিন আমাদের এই প্রচেষ্টায় কৃষকদিগের কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখের লাঘব হইয়াছে দেখিতে পাইব, সেই দিনই আমাদের শ্রমের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করিব।" পরিশেষে তিনি পাট রেকর্ড সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ ও সুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া স্বার্থ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইতে কৃষকদিগকে উপদেশ দেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কার্য্যে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ণ সহযোগিতা দর্শনে তিনি বিশেষ প্রীত হন।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

(১) মহাদেবপুরের এই জনসভা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিতে তাহারা কৃতসঙ্কল্প।

(২) বর্ত্তমান সময় প্রচেষ্টার গভর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য কার্য্যকরী সাহায্য প্রদানে এই সভা প্রতিশ্রুতি দিতেছে।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৯শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের নিম্নরূপ অবস্থা ছিল:—

বৈশাখিক ফসলের জমি চাষ এবং ক্ষেত্রের বর্ত্তমান ফসলের জন্য বৃষ্টির অত্যন্ত আবশ্যক। বসন্তকালীন ফসল কাটা হইয়া গিয়াছে। গত ১৫ই মার্চ্চ মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদের যথাক্রমে ২,০৯৫ এবং ৩,৪২৪ জনকে সাময়িক কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূমের ৩,৭৮০ জন লোক খয়রাতী দান পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাঙলার সাধারণের আহার্য্য চাউল টাকায় ৴৮৴০ ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের তুলনায় চাউলের দর ০·১০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

চাউলের দর

২৪-পরগণা—ডায়মণ্ডহারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে টাকায় ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৮ সের; নদীয়া—কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে টাকায় ৴৭ হইতে ৴৭৷৷৵০ ছটাক; মুর্শিদাবাদ—লালবাগ, জঙ্গীপুর এবং কান্দিতে ৴৭৸০ সের [illegible] সের; যশোহর—ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে ৴৮ সের হইতে ৴৯ সের; খুলনা—সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে ৴৮ সের, বর্দ্ধমান—আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৮৷৷০ সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৴৮।০ ছটাক; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের, মেদিনীপুর—কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৯ সের; হুগলী—শ্রীরামপুর ও আরামবাগে টাকায় ৴৭৷৷০ হইতে ৴৮৷৷৵০ ছটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৮৷৷০ সের, রাজশাহী—নওগাঁ এবং নাটোরে ৴৭৸০ ছটাক হইতে ৴৮ সের; দিনাজপুর—ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৯ সের; জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরে ৴৮ সের; দার্জ্জিলিং—কার্শিয়ং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়ি ৴৬৷৷০ সের হইতে ৴৮৷৷০; রংপুর—নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় ৴৭ সের হইতে ৴৮।০ ছটাক; বগুড়া ৴৮৷৷৵০ ছটাক; পাবনা এবং সিরাজগঞ্জে ৴৭৷৷০ সের হইতে ৴৮৸০ ছটাক; মালদহে ৴৮৸০; কুচবিহারে ৴৮৸০ ছটাক; ঢাকা—মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের বাজার দর জানা যায় নাই। ময়মনসিংহ—জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে ৴৭ সের হইতে ৴৮ সের; ফরিদপুর—গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে ৴৭৷৷০ হইতে ৴৮৷৷০ সের; বাখরগঞ্জ—পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ শাহাবাজপুর ৴৮ সের হইতে ৴৯ সের; চট্টগ্রাম ও কক্স বাজারে ৴৮৷৷০ হইতে ৴৯ সের; ত্রিপুরা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে টাকায় ৴৮৷৷০ সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে ৴৮৷৷০ সের হইতে ৴৯ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ৴৯ সের হইতে ।০ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে ৴৭।০ ছটাক হইতে ।৩।০ ছটাক।

(প্রেস-নোট)

রাজকীয় বিমানবহরের জঙ্গী বিমানপোত ও বিমানপোত বিধ্বংসী কামানসমূহ বৃটেন ও বৃটেনের আশে-পাশে গত ১লা জানুয়ারীর পর হইতে মাসিক গড়ে ৫০ খানি করিয়া শত্রু বিমানপোত ধ্বংস করিয়াছে। ১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে মোট ১৫৫ খানি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে।

গুরুদাসপুরে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি

কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত সংবাদের প্রতিবাদ

সংবাদপত্রে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার গুরুদাসপুর থানার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিবরণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় বিবরণের কতকাংশ অতিরঞ্জিত ও কতকাংশ সম্পূর্ণ অমূলক। প্রকৃত অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানের কতিপয় নেতৃস্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান ঐ অঞ্চলে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। মাননীয় খাজা স্যার নাজিম উদ্দীনের নামে এই স্কুলটির নামকরণ হওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এই স্কুলের জন্য গুরুদাসপুর হাটের ব্যবসায়ীগণ ২,০০০ দুই হাজার টাকা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং মৌলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশকে উদ্যোগাবক সমস্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতা প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা অঙ্গীকৃত টাকা পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা না দেওয়ায় ঐ স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা হয়। স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ঐ স্থানের মধ্য ইংরেজী স্কুলে ৮ম শ্রেণী খুলিয়া দেন এবং পরে ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণী খুলিয়া দেওয়া [illegible]পুর ট্রাষ্টের পাশি ঘরে এই সমুদয় শ্রেণীর স্থান করা হইয়াছিল। ইহার পর এই হাটের ব্যবসায়ীগণ এই স্কুলের জন্য ৫,০০০ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার পুনরায় করেন এবং স্কুলের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তারিখ স্থির করা হয়। কিন্তু পুনরায় তাঁহারা অঙ্গীকৃত টাকা দেন নাই। এ বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ব্যবসায়ীরা যে সমুদয় ব্যক্তির সম্বন্ধে আপত্তি করেন, তাঁহাদিগকে স্কুল কমিটির সভাপদ হইতে অপসারিত করা হয়; কিন্তু শেষে ব্যবসায়ীগণ এই অজুহাতে টাকা দিতে অস্বীকার করেন যে, স্কুলটি নাটোরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে নামকরণ করা হইবে। একথা কিন্তু সত্য নহে। স্থানীয় দরিদ্র হিন্দু মুসলমান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, গুরুদাসপুর হাটের ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার অভিপ্রায় রাখেন না। বিগত ১৯৪০ সনের ডিসেম্বর মাসে মধ্য ইংরেজী স্কুলের সহিত সংযোজিত উপরের ৪টি শ্রেণী তুলিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের চেষ্টায় পুনরায় ঐ ৪টি শ্রেণী খোলা হয় এবং একজন সহৃদয় হিন্দু ভদ্রলোকের প্রদত্ত গৃহে উহার স্থান করা হয়। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গুরুদাসপুর হাটের কোন কোন ব্যবসায়ী কেবল সাহায্য প্রদানে বিমুখ হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা নানা প্রকার বাধা বিঘ্নও সৃষ্টি করেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে একজন ব্যবসায়ী তাঁহার গুদাম হইতে স্কুলের সমস্ত সরঞ্জামাদি বাহিরে ফেলিয়া দেন। গুরুদাসপুর হাট হইতে এক মাইল দূরে চাঁচকৈর বাজারের কতিপয় প্রতিপত্তিশালী হিন্দু ভদ্রলোক মুসলমানদের সহযোগিতায় চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং ১৯৪১ সনের ৫ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে ৬,০০০ ছয় হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁহারা সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, চাঁচকৈর বাজারের নিকটে স্কুল স্থাপিত করা হউক। শুধু মুসলমানগণ ঐ স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠান করিতে চাহিয়াছিলেন, একথা আদৌ সত্য নহে। গুরুদাসপুর হাট ও চাঁচকৈর হাট দুইটিই হিন্দু জমিদারের সম্পত্তি। উভয় সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক গুরুদাসপুরের হাটে যাওয়া বন্ধ করেন। কারণ তাঁহারা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তথাকার ব্যবসায়ীদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কোন প্রকারের পিকেটিং বা লুণ্ঠন হয় নাই। গুরুদাসপুর হাটে যাওয়ার বাধা প্রদানের জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা হয় নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ই হইতে ১৮ই তারিখ পর্য্যন্ত ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত গুরুদাসপুর হাটে ছিলেন। তাঁহার নিকট কোন প্রকার পিকেটিং, লুণ্ঠন বা বলপ্রয়োগের অভিযোগ করা হয় নাই।

যখন ইহা দেখা গেল যে, একটি উচ্চ বিদ্যালয় খোলা হইতেছে এবং উহা গুরুদাসপুরে স্থাপিত হইবে না, তখন ঐ স্থানের ব্যবসায়ীগণ সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিল। লুণ্ঠনের অভিযোগের তদন্তে দেখা গেল যে, উহা অতি সামান্য ব্যাপারের জন্য করা হইয়াছিল। একজন হিন্দু (মুসলমান নহেন) যিনি সর্ব্বদা গুরুদাসপুর হাটের একজন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জিনিষাদি ক্রয় করিতেন, তিনি ঐ ব্যবসায়ীর দোকান হইতে ধারে কিছু জিনিষ ক্রয় করেন। ইহাকেই অতিরঞ্জিত করিয়া লুণ্ঠন নামে অভিহিত করা হয়। তদন্তে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, গুরুদাসপুরের কতিপয় হিন্দু মহিলা এক বিবাহে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ইহাকে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইয়াছে গুরুদাসপুরের হিন্দু মহিলাগণ প্রাণ ও সম্মানের ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যাঁহারা এইরূপ গুজব রটাইয়াছিলেন তাঁহারা সপরিবারে গুরুদাসপুরে সম্পূর্ণ শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। কোন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বা বাস টাকার জন্য আটক রাখার কথা সত্য নহে।

একদিকে চাঁচকৈরের অধিবাসিবৃন্দ ও অপর দিকে গুরুদাসপুরের ব্যবসায়ীগণ স্কুলের স্থান সম্বন্ধে বিরোধী দাবী উপস্থিত করায় কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু একটা আপোষ নিষ্পত্তির চেষ্টা হইতেছে। কোন কোন সংবাদপত্রে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় এ পর্য্যন্ত ঐরূপ নিষ্পত্তিতে বাধা সৃষ্টি হইয়াছিল। মৌলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক বক্তৃতা প্রদান করার কথা কিম্বা ভয় দেখাইয়া চাঁদা আদায় করার কথা সত্য নহে। মহরমের সময় প্রচলিত প্রথানুযায়ী শোভাযাত্রীরা লাঠি ইত্যাদি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল। ঐ সময়ে এমন কিছু ঘটনা হয় নাই, যাহাতে হিন্দুদের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইতে পারে এবং বস্তুতঃ কোন সময়েই ত্রাসের অবস্থা ছিল না। যদি সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়া মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রকাশ করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বীজ বপন না করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আপোষ মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গুরুদাসপুরের ব্যবসায়ীগণ এখন অঙ্গীকৃত ৫,০০০ টাকা দিয়াছেন।

রাউজানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সফর

জনগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত

রাউজান পল্লী-উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বাঙলার কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁন, এম এ, বি-এল, সাহেব, বাঙলা পরিষদের অনারেবল সদস্য ডাঃ সানাউল্লাহ, বার-এট-ল, এম-এল-এ, সাহেব সমভিব্যাহারে কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামের অন্তর্গত রাউজান পল্লীতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সফর উপলক্ষে সভামণ্ডপে ও রাস্তাঘাটে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার অভিভাষণে ট্রেনিং স্কুলের ছাত্রদের ব্যয়াম উৎসাহ ও শরীর-চর্চ্চা ইত্যাদির জন্য এবং তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আগ্রহ দেখিয়া অভ্যর্থনা কমিটি ও উপস্থিত জন মহোদয়গণকে ধন্যবাদের পর যুবক ও ছাত্রগণকে স্বার্থত্যাগী হইয়া দৃঢ় চরিত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পল্লী-উন্নয়নের কার্য্যে অগ্রসর হইবার জন্য উপদেশ দেন।

বাঙলায় মাদ্রাসা-শিক্ষার ব্যবস্থা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পরীক্ষার যে কয়টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, তাই মাদ্রাসা পরীক্ষায়ও ঐগুলি থাকিবে। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় সি. গ্রুপে প্রার্থীদিগকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে আরও অধিক বিষয় নির্ব্বাচনের সুযোগ দান করিতে হইবে। আরবী ও ইসলামিক ইতিহাস সম্পর্কীয় বাধ্যতামূলক বিষয়গুলিও সেই হারে হ্রাস পাইবে।

কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওল্ড ও নিউ স্কীম মাদ্রাসা তুলিয়া দেওয়া হইলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি পাইবে না। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর মুসলমান ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত বৈষয়িক শিক্ষা পছন্দ করেন না। যদি মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মাধ্যমিক স্কুলে ধর্ম্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তানেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে যাইবে না।

কমিটি বলেন:—"সুতরাং মাদ্রাসাগুলি উঠাইয়া দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সমাজের উপর আলেমগণের যথেষ্ট প্রভাব, তজ্জন্য আর কাহারও নাই। জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইলে ইহাদিগকে হাতে রাখিতেই হয়। এমতাবস্থায় সমাজের ও গভর্ণমেণ্টের স্বার্থের খাতিরে মাদ্রাসাগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিয়া শিক্ষার্থীগণকে বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল:—

খান বাহাদুর মোহাম্মদ মাওলা বখ্‌শ (চেয়ারম্যান); মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এম, এল, সি; খানবাহাদুর মফিজুর রহমান; শামছুল উলামা খানবাহাদুর মোহাম্মদ মুসা; মওলবী আব্দুর রাজ্জাক, এম, এল, এ; খান বাহাদুর মওলানা আহমদ আলি এনায়েতপুরী, এম, এল, এ; মওলানা শামসুল হুদা, এম, এল, এ; মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ, এম, এল, এ; খান সাহেব আমিন উল্লা, এম, এল, এ, মিঃ শাহ সৈয়দ গোলাম সরওয়ার হোসাইনী, এম, এল, এ; মওলবী মোহাম্মদ ইব্রাহিম, এম, এল, এ; খান বাহাদুর মওলবী আমুজাদ উদ্দিন আহমদ, এম, এল, এ; খানবাহাদুর মওলবী মোছলেম উদ্দিন আহমদ, এম, এল, এ; মিঃ মোহাম্মদ সৈয়দ আলি, এম, এল, এ, মওলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, এম, এল, এ; মওলবী দেওয়ান মোস্তফা আলি, এম, এল, এ, আনরেবল মওলানা ডাঃ শাদা উল্লা, এম, এল, এ, মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, এম, এল, এ, ডাঃ মোহাম্মদ জোবায়ের সিদ্দিকী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী, ফারসী এবং ইসলামিক ইতিহাস প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার মওলবী মফিজুর রহমান বাকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবীর প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এম, এম, হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ডাঃ সেরাজুল হক; রাজশাহী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান সাহেব জিয়াউল হক; কলিকাতা মাদ্রাসার লেকচারার শামছুল উলামা মওলানা মোহাম্মদ মজুমদার, কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক শামছুল উলামা মওলানা বেলায়েত হোসেন; কলিকাতা মাদ্রাসার লেকচারার মওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী।

(প্রেস-নোট)

ঢেঁকি ছাঁটা চাউলে প্রোটিন ও খাদ্য পদার্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় সম্প্রতি সৈন্যদিগকে পরীক্ষামূলক ভাবে এই চাউল খাইতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঢেঁকি ছাঁটা চাউলে শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং আতপ চাউল অপেক্ষা ইহার দামও কম পড়ে।

বাঙলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

পূর্ণ করবার চেষ্টা তাদের সহজ স্বভাবে পরিণত না হলে, স্থায়ী ফললাভের আশা নাই। বাইরে থেকে যা ক'রে দেওয়া হবে বা নমুনা দেখিয়ে তাদের দিয়ে যেটুকু করিয়ে নেওয়া হবে, তার স্থায়িত্ব খুবই কম; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐসব জোর করে চাপানো উন্নতির ছাপগুলো পর্যান্ত ধুয়ে মুছে গিয়ে আবার পল্লীর সেই সাবেক কালের জরাজীর্ণ কাঠামো বেরিয়ে পড়বে। পল্লীর বাইরের চেহারা বদলে দিলেই যথার্থ পল্লী-পুনর্গঠন করা হবে না, পল্লীবাসীদের মনের চেহারাও বদলে দিতে হবে।

পল্লী-পুনর্গঠন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য যদিও গ্রামবাসীদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা, কিন্তু সেইখানেই তার শেষ নয়, সেই সঙ্গে গঠনমূলক কাজে জনসাধারণকে পরিচালিত করা এবং আদর্শ পল্লী, আদর্শ গৃহ করতে হলে যে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে তারও ব্যবস্থা করা। অবশ্য, সকল ব্যাপারের গোড়ায় থাকবে তাদের মানসিক পরিবর্তন সাধন।

বর্তমানে পল্লী জনসাধারণের মনোরাজ্যের প্রধান সমস্যা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে, সত্যি কথা বলতে হ'লে বলতে হয় যে, নিজেদের উন্নতিবিধানের ইচ্ছাই লোকে প্রায় পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেছে; উন্নতির প্রতি এই উৎকট উদাসীনতাই হ'লো পল্লী-জনগণ-মনের প্রধান সমস্যা। বস্তুতঃ এই গণচেতনাকে উন্নতির দিকে জাগিয়ে তোলার নামই পল্লী-পুনর্গঠন; অর্থাৎ পল্লীবাসীদের মনে এনে দিতে হবে প্রচণ্ড উদ্যম, অসীম আগ্রহ, যার ফলে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির চেষ্টা তো করবেই, সেই সঙ্গে পরস্পরের চেষ্টাকে মিলিয়ে সমবেতভাবে সকলের উন্নতিবিধানেও যত্নবান হবে। আমরা চাই সেই পল্লীসমাজ, সেই পল্লী-শোভিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে, যে সমাজ, যে বাংলাদেশ সকল প্রকার ব্যাধি-বিপত্তিকে তুচ্ছ করে স্বাস্থ্য-সম্পদে সঞ্জীবিত হবার শক্তি অর্জন করবে। আমরা চাই, পল্লী জনসাধারণ মানসিক সঞ্জীবনী শক্তিতে নবদীক্ষিত হয়ে, বিপুল উৎসাহে, আকুল আগ্রহে, প্রবল চেষ্টায় পল্লীর সকল দিককার চরম উন্নতি বিধান করুক; এবং তাদের এই উন্নয়ন ইচ্ছাকে স্থায়ীভাবে সচেষ্ট রাখুক। আঁধার-ঘেরা পল্লীর বুকে কেবল প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেই চলবে না, সেই দীপ-শিখাকে সজীব রাখবার তেল জোগাবার সঙ্গতি এনে দিতে হবে পল্লীর বাসিন্দাদের মধ্যে, তবেই হবে পল্লী-পুনর্গঠন সফল; তাদের মধ্যে সেই পর্য্যাপ্ত শক্তি এনে দিতে হবে, যার দ্বারা তারা তাদের গ্রামকে সকল উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বরাবর।

এ-থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, পল্লী-পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পল্লীবাসীদের মনে এমন উৎসাহ ও প্রেরণা জাগানো যাতে তারা তাদের যাবতীয় প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে, যাতে তাদের সমস্ত সুপ্ত সামর্থ্যকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে পারে। শ্মশান, পল্লীর বুকে এমন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করতে হবে যাতে মরণোন্মুখ জাতির প্রাণে দেখা দেয় আশার আলো, কাণে ধ্বনিত হয় আশার বাণী, যাতে তারা আবার নূতন উদ্যমে, নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জাতির নবজীবনের উদ্বোধন করতে পারে। নির্জীব, দুর্গত, সুপ্ত ভারতবাসীর কর্মবিমুখ জড়তা মোচন করতে যে তীব্র আবেদন দরকার, যে বলে বলীয়ান্ হলে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ জাগবে, সেই সুপ্ত আত্মশক্তি সঞ্চার করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে—তবেই হবে পল্লীপুনর্গঠন।

এই প্রসঙ্গে "রয়াল কমিশন অন্ এগ্রিকালচার" এই মত পোষণ করেছেন যে—কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য দেশের গভর্ণমেণ্ট তাদের সামনে আধুনিক বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত সর্ব্ব প্রকার সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত করলেও যতদিন পর্য্যন্ত তারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার মত মানসিক ও শারীরিক শক্তি অর্জন না করে, এবং নিজেদের জীবনযাত্রা-প্রণালীকে উন্নত করবার আগ্রহ তাদের মধ্যে যতদিন না দেখা দেয়, ততদিন কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যে সকল বিষয়ের উপর কৃষির উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে, তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে, কৃষকের নিজ জীবনের লক্ষ্য; কৃষকের থাকা চাই বাঁচার মতো বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা।

১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে ব্যবস্থাপক সভায় পল্লী-পুনর্গঠনের (বাজেট) ব্যয়-বরাদ্দ প্রস্তাব উত্থাপনকালে মাননীয় মিঃ সুরাবর্দ্দী যে কথা বলেছেন তার মধ্যে পল্লী-পুনর্গঠনের মূলনীতি কি, তা বেশ পরিষ্কারভাবে বলা হ'য়েছে। তিনি বলেছেন—

"বাংলা দেশের জনসাধারণের ধারণা—পল্লী-পুনর্গঠন বলতে বুঝায় কেবল, খাল কাটা, বিলের জল নিকাশ করা, রাস্তার উন্নতি করা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, খানা-ডোবা ভরাট করা, আর কচুরীপানা ধ্বংস করা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কেবল এইগুলো নয়, ওসব তো বটেই এবং আরও অনেক। এই সকল কাজ পল্লী-পুনর্গঠনের সঙ্গে একান্ত স্বাভাবিকভাবে জড়িত। আমি বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি পল্লী-পুনর্গঠনের যথার্থ অর্থ হচ্ছে, পল্লী-জনগণ-মনের উন্নয়ন, তাদের চিত্ত সংস্কার করা। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—পল্লীবাসীদের মনে বাঁচার মতো বাঁচবার ইচ্ছাকে, সব রকমে সুখে বেঁচে থাকবার আগ্রহকে প্রবলভাবে জাগাতে হবে, এই ইচ্ছাকে তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে; এবং তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে, জানিয়ে দিতে হবে, দেখিয়ে দিতে হবে যে, জীবনকে সুখকর করবার উপায় তাদের হাতেই আছে; তাদের মধ্যেই যে কর্মশক্তি লুকিয়ে আছে তার সদ্ব্যবহার করলেই তাদের অবস্থা স্বচ্ছন্দে ফিরে যাবে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, গ্রামবাসীদের আলস্য, আর সর্ব্বনাশা তন্দ্রাঘোর ভেঙ্গে দিয়ে তাদের মধ্যে নবীন আশা, নূতন প্রাণশক্তি ছিটিয়ে নব জীবনে অভিষিক্ত করা; তাদের হৃত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, তাদের সুপ্ত আত্মমর্য্যাদাবোধকে জাগিয়ে তোলা, তাদের জানিয়ে দেওয়া যে, তারা পূর্ণমাত্রায় শক্তিমান্, নিজের পায়েই তারা দাঁড়াতে পারে, তারা সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল। পল্লী-পুনর্গঠন আন্দোলন তাদের জীবনের লক্ষ্যকে প্রসারিত করবে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করবে, তাদের মনে জ্ঞানের তৃষ্ণা এনে দেবে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতি করবার ইচ্ছাকে তাদের মধ্যে সদা জাগরূক রাখবে। আমার মনে হয়, সুপরিকল্পিত পল্লী-পুনর্গঠন কর্ম-পদ্ধতিতে সুচারুভাবে কাজ করলে আমাদের আর্ত্ত, ক্লিষ্ট, দুর্গত দেশবাসীর সমস্ত সেবা করা হবে, তাদের বাঁচানো হবে নিশ্চিত বিনাশের হাত থেকে। বস্তুতঃ এই কাজই হবে আমাদের পল্লীপূজা, এতেই হবে আমাদের গণসেবা।

আমার এই সব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পাছে পল্লী-পুনর্গঠনের অর্থ বোঝবার অসুবিধা হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

বেশ খানিকটা ধুধুবটে সমতল একটা জায়গা বেছে পল্লীবাসীদের বাস করতে দেওয়ার কয়েক বৎসর পরে দেখলে কি দেখা যাবে? ঘেঁষাঘেঁষি সব কুঁড়ে ঘর, তার না আছে কোনো সৌষ্ঠব; আঁকাবাঁকা সব সরু পথ, ময়লা আবর্জনার স্তূপ জমেছে চারিদিকে, তার উপর দেখা যাবে অসংখ্য খানা-ডোবায় ছেয়ে গেছে, সেই জায়গাটা। বড়জোর অপরিচ্ছন্ন (নোংরা) হতে পারে গ্রামখানা হয়েছে তাই, তার উপর সেটা হয়েছে ম্যালেরিয়ার জন্মস্থান, নানা রোগের আড্ডা, গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই নিজের সুবিধা করতে গেছে কিন্তু গ্রামের ও প্রতিবেশীদের সুখ-সুবিধার দিকে মোটেই চায়নি কেউ। নিজের নিজের সুবিধাও যে করেছে তাও বুদ্ধিমানের মতো করেনি; এই সব খানা-ডোবা-নর্দমা কেটে তারা নিজেদেরই কবরের ব্যবস্থা করেছে নিজেদের হাতে। এই গ্রামবাসীরা কি সকলে মিলে একটা সাধারণ পুকুর কেটে নিজেদের দরকারমত মাটি নিয়ে কাজ করতে পারতো না? যদি সকলের একই পুকুর ব্যবহার করা বে-আব্রু বোধ হয়, দশ বারটি পরিবার মিলে পুকুর কেটে তার চারিধারে ঘর তৈরী করতে বাধা কি? তারা কি সকলে মিলে একটা গর্ত্ত-খোঁড়া যন্ত্র (বোরিং মেশিন) ভাড়া করে বা কিনে সকলের জন্য কূপ-পায়খানার ব্যবস্থা করতে পারতো না? এই সব কাজের জন্যে কি খুব বেশী অর্থেরই দরকার, না, অর্থের চেয়ে বেশী থাকা চাই তাদের শিক্ষা, তাদের মধ্যে থাকা চাই মিলে মিশে কাজ করবার সহজ সদ্ভাব এবং সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক আগ্রহ?

এই সব দেখলে আর বুঝতে বাকী থাকে না যে, পল্লীবাসীদের এই করুণ মুমূর্ষু বসতি-ব্যবস্থার কারণ কেবল তাদের আর্থিক দারিদ্র্য নয়, আরও অনেক কিছু; মনের দৈন্য এবং কল্পনার অক্ষমতা। তাদের এই অভাব-মোচনের উদ্দেশ্যেই পল্লী-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা। এইবার আমরা এক কথায় পল্লী-পুনর্গঠন শব্দটার অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি এই বলে যে,

"পল্লীবাসীদের মধ্যে নূতন চেতনা এনে তাদের নিজেদের উন্নতির জন্যে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে চেষ্টা করবার আগ্রহ জাগাতে; তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াবার জন্যে; পরস্পরের সহযোগিতা ও স্বেচ্ছামূলক চেষ্টাকে কাজে লাগাবার এবং আদর্শ নাগরিকের কর্ত্তব্যবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করতে; সুখের সংসার গড়ে তুলতে, আদর্শ গ্রাম গড়ে তুলতে এবং গ্রাম্য সম্প্রদায়সমূহের শারীরিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আর্থিক অবস্থার সাধারণ রকমের উন্নতির জন্যে যে আন্দোলন তারই নাম পল্লী-পুনর্গঠন।"

এই আন্দোলনের গোড়ার কাজ হলো জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করে তার উপর উন্নত হবার আকাঙ্ক্ষার ভিৎ গাঁথবার উপযোগী করা। তবে সেইখানেই আমাদের কাজের শেষ নয়, গাঁথুনীর কাজও কিছু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কাজের ধারা হবে কেমন?

মোটামুটি সেটি একরকম জানা আছে বল্লেই হয়। আমরা জনসাধারণের শিক্ষার, স্বাস্থ্যের এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির বিধান করতে চাই, বিশেষ করে চাই উন্নততর জীবনযাত্রা-প্রণালীর সঙ্গে তাদের ভালো রকম পরিচয় করিয়ে দিতে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি না করলে, তাদের কর্মশক্তি জাগ্রত করতে না পারলে তাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আশা করা বৃথা। অপর পক্ষে আবার, তাদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়াতে না পারলে এবং দেহপুষ্টির রীতিমত সংস্থান করতে না পারলে তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করা অসম্ভব। তাদের সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান, এই দুটোর কোনটাই জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি না বাড়ালে সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের একসঙ্গে এই সব সমস্যা-সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে হবে। অনেকে মনে করেন একটার পর আর একটা ধরে এগিয়ে গেলেই কাজ ভাল হবে, তা বোধ হয় নয়।

পল্লী-পুনর্গঠনের কার্য্যতালিকার তিনটি প্রধান বিষয় হচ্ছে, আমাদের জনসাধারণের অর্থ চাই পর্য্যাপ্ত, স্বাস্থ্য চাই অটুট এবং শিক্ষা চাই পরিপূর্ণ। এই তিনটি প্রধান বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে একই সঙ্গে।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

[১০ম পৃষ্ঠার জের]

সুযোগ্য এবং কার্য্যনিপুণ প্রতিষ্ঠান আর সযত্ন-রচিত কর্ম্মপদ্ধতি ব্যতীত এই সুবিরাট উদ্দেশ্যকে সফল করা সম্ভব নয়। এই পল্লী-পুনর্গঠন কার্য্য পরিচালনা করবার মতো প্রতিষ্ঠান তৈরী করাই এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান সমস্যা। সঙ্ঘবদ্ধতাই শক্তির উৎস। পল্লীবাসী দরিদ্র এবং অসহায়, সত্য, কিন্তু তা ব্যক্তিগত-ভাবে, সমষ্টিগতভাবে নয়। আমরা চাই, সে এই কথাটা ভাল ক'রে বুঝুক, আর, জলবিন্দুর সমষ্টিতে যেমন সাগর হয়, তেমনি, তারা সবাই প্রত্যেকের যৎসামান্য পুঁজি মিলিয়ে সমবেত ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ ক'রে তুলুক। সঙ্ঘ গঠন ক'রতে পারাই আমাদের কাজ যাচাই ক'রে নেবার কষ্টিপাথর—যাবাদের আদর্শ কার্য্যপরিচালনায় জন্যে কর্ম্মি-সঙ্ঘ গঠন করবার মতোও শিক্ষা আছে যথেষ্ট, কিন্তু সেটা গড়ে না তুললে আমাদের কাজে যাবাই চলে না। সঙ্ঘগঠন ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সঙ্ঘগঠন ভাল ক'রে ক'রতে হবে, যতদূর ভাল করা যায় ক্রমে ক্রমে তত ভাল ক'রতে হবে; পল্লী-পুনর্গঠন আন্দোলনের এইটিই হ'ল প্রধান কথা। বাঙলাদেশে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি কেন্দ্রস্থানরূপে কাজের পক্ষে অনেক সুবিধা হবে সন্দেহ নাই, সেখানে পল্লী-পুনর্গঠনের পল্লীকেন্দ্র স্থাপন করা চলবে। কিন্তু আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়িয়ে গ্রামের দিকে, গ্রামবাসীদের খুব নিকটে, খুব অন্তরঙ্গ হবে।

পল্লী-পুনর্গঠন কার্য্যের আসল কর্ম্মিদল, যাদের হাতে-হেতেরে কাজ করতে হবে, তারা হচ্ছে সেই পল্লী-বাসী, কর্ম্মক্ষেত্র হবে তাদেরই ক্ষেত-খামার-খানা-ডোবা-জঙ্গল-সমাকীর্ণ ম্লান পল্লীপুঞ্জ এবং কর্ম্মকেন্দ্র হবে তাদেরই গৃহ। তাদের মন রয়েছে গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর সুখ-সমৃদ্ধির কল্পনাও গ্রামের জীর্ণ ক্ষীণ সরলতা ছাড়িয়ে বেশী দূর যেতে পারে না, এবং এই গ্রামই হ'ল তাদের শৈশবের খেলা-ঘর, কৈশোরের লীলাঙ্গন, যৌবনের কর্ম্মস্থল ও বার্দ্ধক্যের বিশ্রামাগার; তারা বিশিষ্টরূপে গ্রামের, পল্লীপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ। তাদের জীবনের প্রতি-ক্ষণে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে যে গ্রামের সঙ্গে, যে গ্রাম্য প্রকৃতির সঙ্গে, সেই গ্রামকে ও গ্রাম্য প্রকৃতিকে জড়িয়ে কর্ম্ম-সম্বন্ধ স্থাপন করতে না পারলে কোনো প্রতিষ্ঠানই সফলকাম হ'তে পারবে না। স্বভাবতঃ গ্রামের টানই তাদের কাছে বড়ো, অন্য যে কোন প্রতি-ষ্ঠানের চেয়ে। পল্লীর প্রতিষ্ঠান ব্যতীত পল্লীবাসীর উপর প্রভাব বিস্তার করা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সম্ভব নয়। পল্লীকেই পল্লী-পুনর্গঠন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। পল্লী-জনগণকেই সুদক্ষ কর্ম্মিসঙ্ঘ করতে হবে শিক্ষিত করে; এই কাজের জন্যে পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করতে হবে পল্লীমঙ্গল সমিতি গণতন্ত্রের প্রথা অনুসরণে। সমিতির কাজ প্রথম থেকে খুব সন্তোষজনক না হ'তে পারে, কারণ সেটা নির্ভর করছে যাদের নিয়ে সমিতি গড়ে উঠবে তাদের উপর; কিন্তু তা বলেই কালবিলম্ব না করে আমাদের সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, পল্লীবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে শেখানোই একটা খুব বড়ো শিক্ষা তাদের পক্ষে; সমাজ-গঠনের এবং জাতির ক্রমোন্নতির প্রথম সোপানই হলো পল্লীবাসীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে নিজের জন্যে এবং সকলের জন্যে মিলিতভাবে কাজ করবার চেষ্টা জাগিয়ে দেওয়া। পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যসংখ্যা যতই বাড়বে এই আগ্রহ তত প্রবলতর হবে, সমিতির কাজও তত বেশী সফল এবং সন্তোষজনক হবে।

কিন্তু এই আদিপর্ব্বের ভার নেবে কে? কে জমি তৈরী করবার কাজে লাগবে? মাত্র গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠান-গুলি পল্লী-পুনর্গঠনের প্রাথমিক কাজের ভার গ্রহণ করবার পক্ষে নিশ্চয় যথেষ্ট নয়। এই কাজের জন্য চাই আরও অনেক লোক, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শিক্ষিত, চিন্তাশীল সম্প্রদায়, চাই আরও অর্থের পুঁজি। লোকের আমাদের যে কিছু অভাব আছে, তা নয়, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ, অভাবগ্রস্ত এবং অসহায়। আমাদের টাকার সংস্থান নাই বললেই হয়; দরিদ্র দেশের গভর্ণমেণ্ট ধনী হ'তে পারে কেমন করে? দেশের লোকও গরীব, দেশের গভর্ণমেণ্ট ততোধিক গরীব; ভিৎ শক্ত হলে তবে না তার উপর সুদৃঢ় অট্টালিকা হবে। মাটি থেকে খাদ্য নিয়েই তো গাছের পুষ্টি। গাছ যতই ভাল হোক না কেন, কখনই তা ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হ'তে পারে না যদি তার মাটি হয় অসার; যতটুকু রস গ্রহণ করতে পারে সেই অসার জমি থেকে সেইটুকুই উজাড় করে দেয় তার সামান্য ফুলে আর ফলে। একদিকে জনসাধারণের সর্ব্বনাশা দারিদ্র্য আর একদিকে গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা, তাঁরা যতদূর করতে চান বা জনসাধারণের জন্যে যেটুকু করা নিতান্ত দরকার, সে পর্য্যন্ত করবার অক্ষমতা; এই দুই অক্ষমতায় প'ড়ে একটা নৈরাশ্যজনক বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এই বাধাকে লঙ্ঘন করবার উপায় কি নাই? নিশ্চয় আছে, কিন্তু স্থায়ীভাবে দূর করতে হ'লে মূল থেকে সুরু করতে হ'বে।

হে আমার পল্লীময়ী বঙ্গদেশ, হে আমার অবোধ, আশাহীন দীন পল্লীবাসী নরনারী, তোমাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হও, কোমর বেঁধে লাগো। মনে রেখো, যথেষ্ট শক্তি আছে তোমাদের, যথেষ্ট সম্পত্তি আছে তোমাদের; কেবল তোমাদের চেষ্টার অপেক্ষা, তোমাদের দৃঢ় ইচ্ছার অপেক্ষা, তোমরা মনে করলেই অল্পদিনের মধ্যেই নিজেদের এক মহা সমৃদ্ধিশালী জাতি করে তুলতে পারো। সুযোগ এসেছে প্রত্যেকের, সকলের পক্ষে এই সুযোগ; সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সকলে মিলে এ সুযোগ গ্রহণ কর, দুঃখের রাত্রি প্রভাত হয়েছে, নূতন আশার অরুণোদয়ে বৃথা তন্দ্রা কাটিয়ে চোখ মেলে চাও সেই সঞ্জীবনী আলোর দিকে; বিপুল উৎসাহে মনকে দৃঢ় করো; নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করো; অপরের সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করো, কারও উপর নির্ভর না করে বুঝতে শেখো যে, তোমাদের রোগমুক্তির উপায়, দুঃখমোচনের উপায় রয়েছে তোমাদের নিজেদের হাতে—জীবনের উদ্দেশ্য প্রসারিত করো, সুখের জীবন যাপন করবার চেষ্টা রাখো, পরস্পরের কল্যাণের জন্যে সামান্য ত্যাগ স্বীকার করো, সর্ব্বজনের মঙ্গলের জন্যে প্রত্যেকে একটু সময় করে সাধারণ পরিশ্রম করে স্বল্পমাত্র অর্থ ত্যাগ করে দেখো নিজেদের দুর্দ্দশা দূর করবার উপায় রয়েছে নিজেদেরই হাতে। চেষ্টা করলে তোমরা অসাধ্য সাধন করতে পারো। একমাত্র তোমাদের হাতেই রয়েছে তোমাদের ভবিষ্যৎ, অপর কারও হাতে নয়; বিধাতার নামে সকলে জাগো, ঘুমের ঘোর কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠ, কাজে যোগ দাও—হে আমার নিদ্রিত দেশবাসী, জাগো, জাগো।

এই কাজে শক্তি অর্জ্জন করবার জন্যে আমি তোমাদের অনুরোধ করি, এই কথাগুলো তোমরা কণ্ঠস্থ করো, অন্তরে স্মরণ রেখো, মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করো সকালে সন্ধ্যায়—

"আমি আমার নিজের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ যে, আমি অতঃপর আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো পূর্ণ নিষ্ঠার সহকারে কেবল আমার বা আমার পরিবার-বর্গের নয়, আমার প্রতিবেশীদেরও সেবা করতে;

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন যে, ২৪শে মার্চ্চ কলিকাতায় নিম্নরূপ বাজার দর ছিল:—

আসবাব। আটা	প্রতি মণ।	মূল্য।
কাগজের থলে	,,	৫।৴০
চটের থলে	,,	৫।৴০
কাপড়ের থলে	,,	৫॥০
ঘৃত—		
কিশোর ব্রাণ্ড	,,	৬৫৲
অমৃত ভোগ	,,	৬৪৲
ভুজার	,,	৬৪৲
রাধা প্রতাপ	,,	৫৬৲
শঙ্কর	,,	৬২৲
সীতা	,,	৬৬৲
শ্রী	,,	৬৬৲
চাউল—		
বাঁকতুলসী	,,	৬—৬৷০
পাটনাই	,,	৫।৵৩—৬৲
মোটা	,,	৪॥৵০
ডিম—		
মুরগী	প্রতি ২০টি	।৵০—॥০
হাঁস	,, ,,	।৵০—।৶০
দুই টাকা প্রতি ৴৬ সের।		
গোল আলু—		
দেশী নৈনিতাল	প্রতি মণ	২।৵০—২৸০
মাছ—		
রুই	প্রতি মণ	২৩॥০
চিংড়ী	,,	১৮—২৫৲
ইলিশ	,,	১৫৲
ফল—		
আপেল (কাশ্মীর)	প্রতি টাকায়	১৬—২০টি
কমলালেবু (নাগপুর)	,, ,,	৩০—৩৫
আনারস (আসাম)	প্রতি ২০টি	১২॥০—১৬৲
কলা (সবরী)	প্রতি ডজন	৶০—।৴০
,, (সিঙ্গাপুর)	,, ,,	৵৩—।৵০
পাঁঠা—		
৴৮ সের		.. ৯৫৲
৴৬ সের		.. ৭৫৲
মহিষ—		
১২ সের		.. ১৬৫৲
১০ সের		.. ১৪৫৲

যুদ্ধ তহবিলে দান

বেঙ্গল ফিলিপস্ ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে ৬৫,০০০৲ দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩৫,০০০৲ টাকা স্পিটফায়ার ফণ্ডে এবং অবশিষ্ট অর্থ মহামান্য গভর্ণরের বাহাদুর এবং তাঁহার এক্সিকিউটিভ কমিটির ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন তহবিলে দেওয়া হইবে।

[পূর্ব্ব কলমের জের]

সকলের মঙ্গলের জন্যে অবিচল লক্ষ্যে প্রকৃত কাজ করতে; আমার অন্তরের প্রদীপে থাকবে অবিনাশী উৎসাহের অনির্ব্বাণ শিখা, আমার চিত্তে থাকবে বজ্রসম অকুণ্ঠিত দৃঢ়তা এবং আমার কাজে থাকবে অবাধ অবারিত সাহ, আমি এগিয়ে চলবো তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিয়ে অবহেলে বিঘ্ন বাধার বিভীষিকা।"

আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিধাতার কাছে তোমাদের সকল বাধা অতিক্রম করবার মতো শক্তি, সাহস এবং চিত্তের দৃঢ়তা কামনা করি।

এইচ্, এস্, এম্, ইসহাক,

ডাইরেক্টর অব রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন, বেঙ্গল।

পাট-গবেষণার লেবরেটরী

মহামান্য গভর্ণর কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বাংলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট গত ২৯শে মার্চ্চ শনিবার টালীগঞ্জে ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট-কমিটির টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী বেসরকারী-ভাবে পরিদর্শন করেন। ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ ডব্লু, এ, এম, ওয়াকার মহামান্য গভর্ণরকে অভ্যর্থনা করেন এবং কমিটির সেক্রেটারী মিঃ ডি, এম, মজুমদার, আই, সি, এস, ও ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টার মিঃ সি, আর, নোডার তাঁহাকে ল্যাবরেটরীর বিভিন্ন বিভাগে লইয়া যান।

সুতাকাটা বিভাগে পাটের ছোট আঁশ হইতে সুতাকাটা ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে পাটের আঁশ ও সুতা পরীক্ষার বিভিন্ন প্রণালী তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পাটের রং ও আর্দ্রতা পরীক্ষার যন্ত্র দেখিয়া তিনি কৌতুহল প্রকাশ করেন। রাসায়নিক বিভাগে পাটের বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি নির্ণয়-প্রণালী এবং সাদা পাটের রং তুলিয়া দিবার প্রণালী প্রদর্শিত হয়।

লেবরেটরীতে পাটের পাকানো দড়ি, ছাদে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ও নানা প্রকার কাপড়ের নমুনা দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় জুট কমিটি পাট হইতে নূতন নূতন দ্রব্যাদি নির্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন জানিয়া গভর্ণর বাহাদুর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এ-সম্পর্কে প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এজন্য ল্যাবরেটরীর প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কার্য্য আগামী বৎসরের মধ্যে শেষ হইবে।

এক টাকার নোট ও রাণী-মার্কা টাকা

ভারত-সরকারের নূতন ঘোষণা

খণ্ডিত অথবা ছিন্ন এক টাকার নোট বদল করার প্রচলিত নিয়মে জনসাধারণের অসুবিধা হয় বলিয়া যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর করার জন্য সমস্ত ট্রেজারী অফিসার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চসমূহকে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, সাধারণরূপ ছিন্ন হইলে অথবা জাল বলিয়া সন্দেহ না হইলে ঐ সকল নোট পূর্ণমূল্যে গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল নোটের অর্দ্ধেকের বেশী অংশ ঠিক থাকিবে তাহাও ফেরৎ লইতে হইবে। কিন্তু যে সকল খণ্ডিত, পরিবর্ত্তিত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত নোটের অক্ষরগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে না, তাহার বদলের জন্য প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়া গেলেও ইহার পর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয়মাস কাল ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে সরকারী প্রাপ্য অর্থ অথবা অন্যান্য কারণে গ্রহণ করা হইবে এবং ইহার বদলে প্রচলিত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত পোষ্ট অফিসেই ইহা প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা হইবে।

সরকার-পরিচালিত রেলওয়ে লাইনের ষ্টেশনসমূহেও গাড়ীভাড়ার পরিবর্ত্তে ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বরের পর অন্য কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হইলে বোম্বাই ও কলিকাতার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস ব্যতীত ইহা অন্য কোন স্থানে গ্রহণ করা হইবে না।

১লা এপ্রিল প্রাতে কটক র‍্যাভেন্শ' কলেজে উড়িষ্যার নূতন গভর্ণর স্যার চৌলিরন ত্রথর্ণ নূই জীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর বৃহত্তম বোমারু বিমান

ক্যালিফোর্নিয়ায় নির্ম্মাণ সমাপ্ত

ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত স্যাণ্টামোনিকার ডগলাস ফ্যাক্টরীতে জগতের বৃহত্তম বোমারু বিমান নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে শীঘ্রই উড়াইয়া পরীক্ষা করা হইবে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিমানবাহিনী (এয়ার কোর্) যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল, সেই অনুযায়ী এই বিরাটকায় বি ১৯ বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিমানপোতের পাখা ২১০ ফুট; ইহা ১৮ সিলিণ্ডারের চারটি ইঞ্জিন সংযুক্ত এবং পেট্রোল প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিলে ইহার মোট ওজন ১,৬৪,০০০ পাউণ্ড হয়, অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার মণ। ইহাতে একসঙ্গে ১১,৬০০ গ্যালন পেট্রোল লওয়া চলে; ফলে, ইহা সম্পূর্ণ দুইদিন মাটিতে না নামিয়া ৭,৫০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারিবে। ইহার কাঠামোটি দোতলা এবং ইহাতে শয়নকক্ষ, খানা-কামরা ও রন্ধনশালা আছে। এই বিমানপোতের ইঞ্জিন এত বড় যে, পাখার নীচ দিয়া মিস্ত্রীদের ইঞ্জিনের নিকট যাতায়াত করিবার জন্য রাখা হইয়াছে। এরোপ্লেনের ফ্লাইট ডেক্ (যেখান হইতে হাল ঠিক রাখিয়া বিমানপোতকে গন্তব্য পথে চালনা করা হয়) হইতে ইহার ২৪টি বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন-সংযোগ আছে এবং এরোপ্লেনের অভ্যন্তরে লাউড স্পীকারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

স্যার হিউ ডাউ, কে-সি-এস-আই, সি-আই-ই, আই-সি-এস, ১লা এপ্রিল প্রাতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় করাচীর নবনির্ম্মিত গভর্ণমেণ্ট হাউসে সিন্ধু গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার পাটচাষ

কৃষি গবেষণার পরিণতি

সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষি গবেষণাগারের উদ্যোগে গত ১৩ বৎসর যাবৎ উক্ত রাষ্ট্রে পাট উৎপাদনের জন্য বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষামূলক কার্য্য চলিতেছে। ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারী মাসের একটি বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট রুশিয়ার এই উদ্যম সফল হইয়াছে। ভারত ও অন্যান্য গ্রীষ্ম-মণ্ডলের অন্তর্গত দেশ হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন জাতের পাটের বীজ লইয়া গিয়া উক্ত কৃষি গবেষণাগারের পরিচালনায় ককেশিয়া সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ ও মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি স্থানে বপন করা হইয়াছে।

রুশিয়ার উৎপন্ন এই পাটগাছ হইতে শতকরা ১৩ হইতে ২৫ ভাগ পর্য্যন্ত তন্তু পাওয়া গিয়াছে। যথেষ্টরূপে পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে ব্যাপকভাবে পণ্য হিসাবে কাজে লাগাইবার উপযোগী পাট উৎপাদন সোভিয়েট রুশিয়ার অতঃপর অনায়াসেই সম্ভব হইবে।

যাহাতে বিবিধ শ্রেণীর পাট বিভিন্ন ঋতুতে ব্যাপকভাবে উৎপন্ন করা যায়, তাহার জন্য উক্ত গবেষণাগারে প্রচেষ্টা চলিতেছে। জমির পরিমাণের অনুপাতে অধিকতর ফসল উৎপাদনের জন্যও চেষ্টা করা হইতেছে।

১লা এপ্রিল হইতে কলিকাতা ও হাওড়ার দোকান কর্ম্মচারী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্ম্মচারী আইন বলবৎ হইয়াছে।

এই আইনের বিভিন্ন ধারা ও পরে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তদনুসারে সমস্ত দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সকাল আটটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ১২ ঘণ্টাকাল খোলা থাকিবে এবং কর্ম্মচারিগণ প্রতি সপ্তাহে দেড় দিন ছুটি উপভোগ করিবে।

পোষ্ট অফিস থেকে এখন আপনাকে বেশী সুদ উপায় করবার এমন একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। দুই বা ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মতই অত্যন্ত সহজ নিয়মেই এর কাজ হবে এবং একজনের নামে সর্ব্বাধিক জমা নেওয়া হবে ১০,০০০৲ টাকা। নিকটতম পোষ্ট অফিসে গিয়ে এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জেনে আসুন। এ ধরণের সুবিধা আর আপনি নাও পেতে পারেন।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর গল্প করুন.

পোষ্টঅফিস ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা জমান

৫৭৪৫.

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪২ [এক আনা

জার্ম্মানীর বেপরওয়া শোষণ-নীতি

ফ্রান্স ও ফরাসী উপনিবেশগুলির চরম দুর্ভাগ্য

যে-পর্য্যন্ত ফ্রান্স জার্ম্মানীর পদতলে পিষ্ট হইতে থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত ফরাসী উত্তর-আফ্রিকার সমুদয় সম্পদ জার্ম্মানী কর্ত্তৃক শোষিত হইতে থাকিবেই এবং ফ্রান্স তার বিনিময়ে জার্ম্মানীর কাছ হইতে কিছুই পাইবে না। একমাত্র বৃটেনই ফরাসী উত্তর-আফ্রিকার সহিত দ্রব্য-বিনিময় পদ্ধতিতে ব্যবসা করিতে সমর্থ। সম্প্রতি "ইকনমিষ্ট" নামক অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এরূপ অভিমত [illegible] করা হইয়াছে। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা [illegible] প্রবন্ধটির সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

অধীনস্থ দেশের সমুদয় আর্থিক সম্পদ শোষণ করিয়া লইয়া তার বিনিময়ে উক্ত দেশবাসী জনগণকে জার্ম্মাণ নোট বা অন্যরূপ নামকাওয়াস্তে হাতচিঠা দিয়া সন্তুষ্ট রাখার নীতিই জার্ম্মানী সর্ব্বত্র অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে।

ফ্রান্সে এই নীতি যেরূপ ব্যাপকভাবে জার্ম্মানী চালাইয়া আসিতেছে, অন্য কোথাও তাহার তুলনা মিলে না। ফ্রান্সের শিল্প ও কৃষি-প্রধান অঞ্চলসমূহ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে জার্ম্মানীর করতলগত এবং ভিসি-সরকারের অধীনস্থ ফরাসী এলাকা ও জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে চীনের প্রাচীরের মতই ব্যবধান বিদ্যমান। গত ১৯৪০ সালে ফ্রান্সে যে ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার এক বড় অংশই জার্ম্মানী নিজের ব্যবহারের জন্য লইয়া যায়। যেসব বীট্ হইতে চিনি তৈয়ারী হয়, তাহার সবই জার্ম্মানী নিজের জন্য লইয়া গিয়াছিল। এই সব দ্রব্যের মূল্য স্বরূপ রীখ্-মার্ক বা ক্যাসেনশাইন্ মার্ক নোট প্রদান করা হয় এবং ২০ ফ্রাঙ্কে এক মার্ক ধরিয়া বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হয়। অথচ এই সব নোট ভাঙাইয়া যে জার্ম্মাণ জিনিষ পাওয়া যাইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

ফ্রান্সে এই অবস্থা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ফ্রান্সের আর্থিক বিপত্তির ফলে ফরাসী উপনিবেশগুলিতেও যে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তাহা প্রায়ই বিবেচনা করা হয় না।

এতদিন পর্য্যন্ত উপনিবেশসমূহের সহিত ফ্রান্সের যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, তাহা শিল্প-প্রধান সাম্রাজ্য-কেন্দ্রের সহিত কতকাংশে উন্নতিশীল উপনিবেশসমূহের বাণিজ্য-বিনিময় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মোটের উপর, উপনিবেশসমূহের রফ্তানী বাণিজ্য ও ফ্রান্স হইতে আমদানী জিনিষের মধ্যে অনেকটা সমতা রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

[illegible] ফ্রান্সের পতনের ফলে উপনিবেশসমূহ ও খাস ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে ব্যাহত হইয়া গিয়াছে। কারণ, এক্ষণে উপনিবেশসমূহকে বিনিময়ে কোন জিনিষ প্রদান করার ক্ষমতা আর ফ্রান্সের নাই। জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে যেসব কারখানা আছে, বর্ত্তমানে উপকরণের অভাবে [illegible] একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে বা অল্প অল্প কাজ হইতেছে। উপনিবেশ-সমূহ হইতে ফ্রান্সের যে অঞ্চলে (অর্থাৎ ভিসি-সরকারের অধীনস্থ জায়গায়) সহজে মালপত্র আমদানী করা যায়, সেখানকার অর্থনৈতিক জীবন প্রায় ধ্বংস হইয়াছে বলিলেও চলে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আফ্রিকা হইতে মার্সেলিস বন্দরে নিয়মিতভাবে দ্রব্যাদির আমদানী হইতেছে, কারণ, গত এক যুগেরও অধিক কাল হইতে উপনিবেশ-সমূহ যে বাণিজ্য-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য কোন সন্তোষজনক পথই তাহারা পাইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমানের ব্যবস্থা ও আগেকার ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ, পূর্ব্বে মার্সেলিস যে পরিমাণ মাল উপনিবেশসমূহ হইতে আসিত, তাহার তুলনায় বহু মাল সেখান হইতে উপনিবেশসমূহে প্রেরিত হইত। এক্ষণে কিন্তু মার্সেলিসে যে মাল আফ্রিকা হইতে আসে, তাহার তুলনায় অতি কম পরিমাণ মাল সেখান হইতে বাহিরে যায়। তাহা ছাড়া ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মার্সেলিসে উপনিবেশসমূহ হইতে যেসব মাল আসে, তাহার এক বিশেষ অংশ জার্ম্মানীর হস্তগত হয়।

মোটের উপর বলা চলে—বর্ত্তমানে ফ্রান্সে যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ জার্ম্মানীই গ্রহণ করিতেছে। বিভিন্ন ফরাসী উপনিবেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য, মদ্য, মাংস, চর্ব্বি, উদ্ভিজ্জ তৈল, কস্‌ফেট্ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য ফ্রান্সে প্রেরিত হইতেছে; কিন্তু তাহার এক বিরাট অংশ জার্ম্মানীর বাজারে চালান হইতেছে—কিম্বা জার্ম্মাণ সরকারের সংরক্ষিত ভাণ্ডারে জমা হইতেছে। ফ্রান্সের নিজের জন্য এসব দ্রব্যের খুব কম অংশই কাজে লাগিতেছে, অথচ জার্ম্মানী যেসব মাল লইতেছে, তাহার মূল্য প্রদানের কথা চাপা দিয়াই রাখা হইতেছে। ফ্রান্সকে এরূপভাবে অবিরত শোষণের বিনিময়ে ভিসি-সরকারকে যে হাতচিঠা দেওয়া হইতেছে, তাহার মূল্য যে একান্ত অনিশ্চিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

উপনিবেশসমূহ হইতে যে মাল আমদানী হয়, তাহার বিনিময়ে যথেষ্ট মাল তথায় প্রেরণের কোন ইচ্ছা জার্ম্মানীর নাই, আর ভিসি-সরকারের এ-ব্যাপারে কোন ক্ষমতাই নাই। ভিসি-সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলে যথেষ্ট মাল পাওয়া সম্ভবপর নহে; আর যদি পাওয়াও যায়—তথাপি মাল-চলাচলের অসুবিধার জন্য উপনিবেশগুলির চাহিদা মিটানো কোনক্রমেই বর্ত্তমানে ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভবপর নহে। উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণ প্রভাবের ফল হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তথায় মালপত্রের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। এই ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় ইতিমধ্যেই বিবেচনা করা হইতেছে। তৈলের সমস্যা সেখানে নিদারুণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

মার্সেলিস্ বন্দরের মধ্য দিয়া এরূপভাবে ফ্রান্সের সম্পদ শোষিত হওয়া রোধ করা একমাত্র বৃটেনের পক্ষেই সম্ভবপর। কয়লাদির জন্য গ্রেট-বৃটেনে যথেষ্ট চাহিদা আছে এবং আলজেরিয়া ও টিউনিসের মদ্য, উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির ফস্‌ফেট্, আলজেরিয়ার এস্পাটো ঘাস এবং লৌহ, সীসা, দস্তা, পারদ ও এন্টিমনি প্রভৃতি ধাতুও বৃটেনে যথেষ্ট বিক্রয় হইতে পারে। এই সব দ্রব্যের বিনিময়ে বৃটেন নিয়মিত দ্রব্য ও আমদানী অনায়াসে রফ্তানী করিতে পারে। এমন কি, যদি সাময়িকভাবে বস্ত্রাদি, মেশিনারী, কয়লা ও তৈল সরবরাহ করা সম্ভবপর না হয়, তথাপি বৃটেন এসব দ্রব্যের মূল্য স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পরিশোধ করিবে বিধায় ফরাসী উপনিবেশগুলির পক্ষে এই মুদ্রা দ্বারা অন্য দেশ হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে। অবশ্য মাল চালান দেওয়ার ব্যবস্থায় অসুবিধা রহিয়াছে; কিন্তু যেসব ফরাসী জাহাজ এই নূতন ব্যবস্থায় সম্মত হইবে, সমুদ্রে তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থাও বৃটেন অবশ্যই করিবে। পূর্ব্বে শত সুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে জিনিষ-পত্র আমদানী করিতে বৃটিশ বাণিজ্য-জাহাজসমূহের যে সময় লাগিত আফ্রিকা হইতে সেসব মাল আটলাণ্টিকের উপকূলবর্ত্তী বন্দরসমূহ হইতে আমদানীর ব্যবস্থা হইলে জাহাজগুলির সময়ও অনেক বাঁচিয়া যাইবে।

অধীনস্থ দেশগুলি যাহাতে কোন মতেই প্রয়োজনের বেশী জিনিষ পাইতে না পারে, ইহাই জার্ম্মাণ নীতি। সুতরাং বলা চলে—আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশসমূহ যে-পর্য্যন্ত মার্সেলিসের মধ্যস্থতায় একতরফা বাণিজ্য চালাইতে থাকিবে, সে-পর্য্যন্ত তাহারা অবিরত শোষিত হইতেই থাকিবে। যুদ্ধে পরাজিত না হইয়াও ফরাসী উপনিবেশগুলি যে এরূপভাবে জার্ম্মানীর দাসত্ব বরণ করিয়া নিতেছে, ইহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয়।

পি এণ্ড ও এবং বি-আই-এস-এন্ কোং লিঃ

(যাত্রাপথের পার্শ্ববর্ত্তী বা তাহা হইতে দূরবর্ত্তী যে-কোন বন্দরে সব জাহাজই থামিতে পারে এবং যথারীতি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বা বিজ্ঞপ্তি ব্যতীতই যাত্রাপথ ও জাহাজের যাতায়াত ব্যাপারে যে-কোন প্রকার পরিবর্ত্তনাদি হইতে পারিবে।)

পি এণ্ড ও

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ও হংকংএর মধ্যে ডাক, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন্ কোঃ লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারত, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম, মালয়, জাপান ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে পূর্ব্ব হইতে লিখিয়া জানেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য জাহাজের যাতায়াত যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাহাজ ছাড়ার তারিখ সম্পর্কে সমস্ত খবরাদি, যাত্রীদের ভাড়ার পূর্ণ বিবরণ ও মালের ভাড়ার হার প্রভৃতি অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় লিখুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

এজেণ্টস্—পি এণ্ড ও এস-এন কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্—বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২১শে এপ্রিল—১৯৪১

ভারতবর্ষ ও যুদ্ধ

ক্রমশ:ই অধিকমাত্রায় ভারতীয় চিন্তাধারা যুদ্ধ সম্পর্কে একটা নির্দ্দিষ্ট ভাব ধারণ করিতে থাকা হইতেছে এবং যুদ্ধবিষয় বর্ত্তমানে সকলের মনে সবচেয়ে বড় আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্রের মারফৎ একটি বাদানুবাদ চলিতেছে। এলাহাবাদের 'লিডার' সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এখনকার মধ্যে ঐটী সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এই জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে একজন "ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী" বলিতেছেন ;—"আমি প্রায়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি যে, আমরা ভারতের লোক কেমন ভাগ্যবান্ এবং সত্যাগ্রহ ও পাকিস্থান অথবা ঐ ধরণের সামাজিক বা রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে আমরা কি কখন গুরুত্ব দিয়ে এসব ভেবেছি যে, বৃটেন বর্ত্তমানে যুদ্ধের সব আসল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে নিজে একাই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছে ; বৃটেন যেন নিজের মরুভূমির মত বিশাল পশু-শক্তির মধ্যে একা একটী মরুদ্যানের মত যথেচ্ছাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ? আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের কাছে এখনও যুদ্ধটা রেডিওর ভিতর দিয়ে অথবা প্রাতঃকালের সংবাদপত্রে একটা উত্তেজক সংবাদ মাত্র, অথবা অপ্রীতিকর বক্তিতার আবরক ও কতিপয় ব্যবস্থা। সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি, যুদ্ধ-তহবিলে একবার অথবা দু'বার চাঁদা দান, এরকম সব ধারণা। আমরা যুদ্ধ ও হতাহতের সম্বন্ধে যা পড়ি, সেটা 'আমাদের কিছু না' এরকম ভেবে। এই মনোভাবের অবশ্যই পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তবে যত আগে হয় ততই ভাল। যেহেতু আপনার উপর বোমা অথবা গোলা পড়ছে না, সেইজন্যে আপনি মনে করবেন যে এটা অন্যলোকের যুদ্ধ। বর্ত্তমানের যুদ্ধে, শ্রমিক, কৃষক, আপনি আপনার অফিসে, কারখানায় অথবা আপনি যেখানেই কাজ করুন না কেন, গভর্ণমেণ্টের কাছে যুদ্ধেরত সৈনিকের সঙ্গে আপনার কোন প্রভেদ নাই। এ যুদ্ধ সমগ্র দেশের যুদ্ধ, এটা কেবল পেশাদার সৈন্যদের লড়াই নয়। এই জিনিষটা যত শীঘ্র বুঝবেন, তত শীঘ্রই জয়লাভের পথে পৌঁছানো যাবে।

"শত্রুর উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। আমাদের সকলের বিশিষ্ট সাম্রাজ্যকে সে ধ্বংস করতে চায়। সে কেবল সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপরই তার আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখেনি ; এর বদলে সে এমন এড়িয়ে গেছে এবং যে সব দেশ সে আক্রমণ করেছে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেষ্টা করেছে। আপনারা হয়তো পঞ্চমবাহিনী ও কূটনৈতিক চালের কথা শুনেছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে এগুলি হচ্ছে নতুন ধরণের যুদ্ধগুপ্ত্যপণালী এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের মত এগুলিও খুব শক্তিসম্পন্ন। যখন আপনার সাহস ও প্রভাব, ও নেতাদের উপর বিশ্বাস এইভাবে নিপুণ ও ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা প্রচারকার্য্যের ফলে নষ্ট হয়, তখনই শত্রু আক্রমণ করে।"

"ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী" লেখক তারপর বলিয়াছেন :—"মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রতি সাম্রাজ্যিক-বাহিনী জয়লাভ করেছে, আমাদের প্রত্যেকের মনে, দেশের রাজনৈতিক মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উহা গর্ব্ব আনে। কিন্তু যখন আপনি ভাবেন যে, এই বড় জয়ে আপনি কি অংশ গ্রহণ করেছেন, তখন কি আপনার মনে একটা দোষী মনোভাব আসে না ? আপনার মত হাজার হাজার লোক এই সব কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁরা সবরকম প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত লোহা ও ইস্পাতের বৃষ্টি ভোগ করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এ জীবনে আর জাগবে না, কিন্তু তাঁদের সঙ্গীরা হাসিমুখে গান গাইতে গাইতে এখনও সামনে এগিয়ে চলছেন, কেননা যাতে আমরা স্বাভাবিক ভাবে জীবনধারণ করতে পারি, তারই জন্যে এঁরা সবরকম ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তাঁরা আমাদের অনেকের মত প্রতিমাসে কিছু অর্থ পান বলেই আমাদের কর্ত্তব্য কি এবিষয়ে শেষ হোয়ে গেল ? তাঁরা আমাদের মতই মানুষ, একটা আদর্শের জন্যে যুদ্ধ করছেন, এবং এর সুফল আমরা যুদ্ধের বহু দূরে থেকেও উপভোগ করব। আমাদের মতো তাঁদেরও সুখ-দুঃখ বোঝবার ক্ষমতা আছে, তাঁরা তাঁদের বাড়ীঘর, মা, স্ত্রীপুত্র ঠিক আমাদের মতই ভালবাসেন—এবং এর জন্যে আপনি কি করছেন ? এ যুদ্ধ যেমন আপনাদের, তেমনি তাঁদেরও। যদি হিটলারের পাশবিক ও নির্দ্দয় অত্যাচার জয়যুক্ত হয়, তাহ'লে আমাদের প্রত্যেকের যে কি দুর্দ্দশা হবে, সেটা ভাববার জন্যে আপনাদের খুব তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হবে না বোধ হয়।"

অবশেষে এই ভারতীয় স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করছেন :—"যখন এসব বীরযোদ্ধা বর্ত্তমানে হিটলারের পথে প্রধান বাধা দিচ্ছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা এই আপদবালাই হিটলারকে জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন করবার আশা রাখেন, তখন তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করা কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় ? অর্থের জন্য, সিগারেটের জন্য অথবা সৈন্যদের অন্যান্য সুখস্বুবিধার জন্য আবেদন করা হচ্ছে না। যখন প্রতিমুহূর্ত্তে ইতিহাস তৈরী হচ্ছে, এইরকম গোলযোগের সময় আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য বোঝানই আসল উদ্দেশ্য। বৃটেনের সম্মুখে প্রধান সমস্যাগুলি হচ্ছে—(১) বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জকে রক্ষা করা, (২) সরবরাহ আসবার পথ খোলা রাখা, (৩) ভূমধ্য-সাগরে জিব্রাল্টার ও অন্যান্য ঘাঁটি বজায় রাখা, (৪) নিকটপ্রাচ্য রক্ষা করা এবং জাপানকে বাধা দেওয়া। বৃটেনের বড়োয় সমস্যা হচ্ছে আয়র্লণ্ডের উপর নজর রাখা ও ভারতকে ঠাণ্ডা রাখা। আপনি যা কিছু জীবনে ভালবাসেন এই সব গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়ের উপর সে সবের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সেইজন্য আপনি অবশ্যই এ যুদ্ধ অপরের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বোলে আর ভাববেন না, এবং ব্যক্তিগত উদাহরণ, ত্যাগ এবং ব্যবহার দিয়ে শুভেচ্ছা ও সদ্গুণের উপর নতুন কোরে জগৎ গড়তে সাহায্য করুন।"—ভারতীয় জনমত কোন্ পথে গড়িয়া উঠিতেছে এবং ভারতবাসীর আশু কর্ত্তব্য কি, জনৈক ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসীর উপরোক্ত অভিমত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আটলাণ্টিকের সংগ্রাম

নেপোলিয়নের নৌ-সংগ্রামের পরিকল্পনা যেমন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, হিটলারের ব্যাপারেও অনেকাংশে তাহাই হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক বক্তৃতায় হিটলার ঘোষণা করিয়াছিলেন,—"মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে এমন সাবমেরিণ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে—যাহা নাকি শত্রুপক্ষ কল্পনাও করে নাই।" কিন্তু এই ঘোষণার পর জাহাজডুবির যে হিসাব পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ভুল হয়—হিটলারের উপরোক্ত ঘোষণা 'বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ায়' মতই হইয়াছে। ২রা মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয়, উক্ত সপ্তাহে মিত্রপক্ষের জাহাজডুবির পরিমাণ ১৪১,০০০ টন্ দাঁড়ায়। কিন্তু ইহার পর হইতে ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশ:ই কমিতে থাকে ; ৯ই মার্চ্চ তারিখে ৯৮,০০০ টন্ ও ১৬ই মার্চ্চ তারিখে ৭১,৭৭৩ টন্ ওজনের জাহাজ নিমজ্জিত হয়। যুদ্ধের সমগ্র সময় ব্যাপিয়া গড়ে যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, এই সংখ্যা তাহা হইতে মাত্র ১০,০০০ টন বেশী। নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, আটলাণ্টিক, চ্যানেল ও নরওয়ে উপকূলে ঘাঁটির সুবিধা এবং জার্ম্মাণ অধিকৃত ইউরোপের অন্যান্য দেশে ডকের সুযোগসুবিধা থাকা সত্বেও আলোচ্য তিন সপ্তাহে হিটলারের নৌ-বাহিনী যে সাফল্য অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে কাইজারের নৌ-বহর তাহাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। তারপর আলোচ্য তিন সপ্তাহে যেস্থলে বৃটেনের মোট ৩১৮,০০০ টনের জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে, সেস্থলে পাঁচ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে চক্র-শক্তিরও ৩০০,০০ টনের জাহাজ মারা গিয়াছে। উভয় পক্ষের বাণিজ্য-জাহাজের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া হিসাব করিলে চক্রশক্তির এই ক্ষতিকে চারগুণ বেশী মনে করিতে হইবে এবং ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, জাহাজ নিমজ্জনের যে অভিযান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে শঙ্কিত হওয়ার প্রকৃতই কোন কারণ নাই।

নারায়ণগঞ্জে খাল খনন

স্বেচ্ছাশ্রমে বিরাট কার্য্য সম্পন্ন

একটি খাল ভরাট হইয়া মেঘনা নদীর সহিত তাহার যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার অন্তর্গত মৌজা পূর্ব্ব-হোসেননগরের পূর্ব্ব দিকের প্রায় ১,০০০ বিঘা আবাদী জমিতে বহুকাল হইতে জল জমিয়া ছিল।

এই সংবাদ নারায়ণগঞ্জের সার্কেল অফিসারের গোচরে আনা হইলে তিনি এই কার্য্যের জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠেন এবং জমির মালিকদের সহিত দেখা করিয়া উহার স্বত্ব ত্যাগ করিতে প্ররোচিত করেন এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে কাজটি সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। রায়পুরা থানা-পল্লী সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে এই কাজ শুরু করা হয়। এই খালের কাজ সম্প্রতি শেষ হইয়াছে এবং উহার দৈর্ঘ্য এক মাইলের চারিভাগের তিন ভাগ। উক্ত খাল প্রস্থে ও গভীরতায় যথাক্রমে ১০ ও ছয় ফিট। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে তাহার আনুমানিক মূল্য ১,৩০০৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপলক্ষে স্থানীয় লোক প্রায় ২,০০০৲ টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছে—এতদ্ব্যতীত জমির মূল্য ও বাড়িয়াছেই। নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া উক্ত জমি তাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্য-দলের উল্লেখযোগ্য জয় এবং ইটালীদের শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি-রক্ষার্থ এই খালকে লিবিয়া খাল নামে অভিহিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত এই যুদ্ধে একদল বীর ভারতীয় সৈন্য বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধ জয়কে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয়ের প্রতীক বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের কমিউনিকেশান এণ্ড ওয়ার্কস্ বিভাগের সেক্রেটারী মি: কে. ডি. ঘোষ, আই-সি-এস, ছুটি লইয়াছেন বিধায়, মেডিক্যাল পাব্লিক হেল্থ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মি: জি. সি. সেন কমিউনিকেশান্ ও ওয়ার্কস বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিবেন।

লণ্ডনের আধুনিক জীবন যাত্রা

ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে রাত্রি যাপন

[প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র]

বিলাত হইতে একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা ভারতবর্ষে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট একটি চিঠি লিখিয়াছেন। নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলেও ইহা হইতে লণ্ডনের বর্তমান অবস্থা, বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত ও রাণী এলিজাবেথের সাহস ও জনসাধারণের জন্য অসীম সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়া এই মহিলাটির আত্মীয়-স্বজনের অনুমতি অনুসারে পত্রটি মুদ্রিত হইল :—

দক্ষিণ-পূর্ব লণ্ডনের কোনও এক স্থান,
সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী।

এ সপ্তাহের বিশেষ ঘটনা—রাণী আমাদের ক্লাব দেখতে এসেছিলেন। কদিন আগে কে একজন এখানে এসেছিলেন এবং এ অঞ্চল পরিদর্শন করে সে সম্বন্ধে, রাণীকে এক উচ্ছ্বসিত পত্র লেখেন। ফলে রাণী আমাদের সোমবার রাত্রে টেলিফোন করে জানান যে পরদিনই তিনি আমাদের এখানে আসছেন। তবে তিনি আমাদের বললেন, একথা যেন প্রচার না করা হয়, কারণ বিভীষণ বাহিনীর লোকেরা যে কোথায় নেই, তা জোর করে বলা চলে না। একথা না জানিয়ে কি করে পারা যাবে, তাই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বোমা বর্ষণে যে সকল পরিবার আত্মীয় স্বজন হারিয়েছে বিশেষভাবে রাণী তাদের দেখতে চেয়েছেন, খবরটা না জানিয়ে কি করে যে তাদের সংগ্রহ করা যাবে তাই সমস্যা।

পরদিন দুপুরের খাওয়া মাত্র আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় রাণী এসে পৌঁছলেন। হল ঘরে বসে আমরা সকলে খাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে ছুটে গেলাম।

আমাদের রাণীর মধ্যে এমন একটা প্রাণবন্ততা ও তাঁর ব্যবহারের এমন অকৃত্রিমতা আছে যে, তা সহজেই লোকের প্রীতি আকর্ষণ করে। শিশুদের বা দুর্গত জনসাধারণের সংস্পর্শে এলে তিনি অদ্ভুতভাবে বদলে যান যে তাতে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়।

আমাদের ক্লাবের উপরের ঘরগুলিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল, কেউবা পুতুলের চেয়ার ঘষে পরিষ্কার করছে, কেউবা সাবান গায়ে মেখে স্নান, কেউ করছে গ্লাসের জলে দাপাদাপি, গলা ছেড়ে কেউ বা করছে গান। এমন সময়ে রাণী তাদের রাজ্যে প্রবেশ করলেন। পরে তিনি বলেছেন, এমন চমৎকার দৃশ্য অনেকদিন দেখেন নি। শিশুরা কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করলে না, তবে ক'জন তাঁকে জানালে যে তারাই হচ্ছে এই ক্লাবের দেখাশোনা করবার লোক—"তোমার কিছু সাফ করে দিতে হবে?"

এর পর রাণী গেলেন ছেলেদের ঘরে। যুদ্ধের পরে এ অঞ্চলটাকে নূতন করে কি রকম ভাবে গড়তে হবে, তার মডেল তৈরী করতে সেখানে সবাই ব্যস্ত। এই পরিকল্পনার জন্য গাছ আর জন্তু-জানোয়ারের অবশ্যই কিছু বাড়াবাড়ি। কতগুলি ঘোড়ার খেলনার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রাণী কৃত্রিম গাম্ভীর্য সহকারে বললেন,—"বেশ তো দেখাচ্ছে জিরাফগুলি"। ছেলেরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বোন, কি যে বলে। ঘোড়া দেখেও চিনতে পারে না!"

এর পর রাণী আর একটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে যান। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষকে এক সময়ে আর্ত স্বরে তিনি বলেন,—দিনের পর দিন এই ধ্বংসলীলা, গৃহহীন লোকের দুরবস্থা দেখে বেড়াই যে কী কষ্টকর, তা বলে বুঝাতে পারব না।

বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার আশ্রয়গুলি আমাদের বর্তমান জীবনে এমন একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে যে, তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা অবান্তর হবে না। এ অঞ্চলের কারখানাগুলির নিজেদের অনেকগুলি ভাল ভূগর্ভস্থ আশ্রয় আছে, কারখানার কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ এখানে রাত্রিবাস করতে পারে। বোমপুরে এক কারখানায় এত বড় একটা ভূগর্ভস্থ আশ্রয় আছে যে, তাতে এক সঙ্গে তিন হাজার লোক থাকতে পারে। চতুর্দিকে চিনি আর জল মজুত রয়েছে আবেষ্টনী মন্দ নয়।

তবে অধিকাংশ লোকই টিউব রেলের ভূগর্ভস্থ ষ্টেশনেই আশ্রয় নেয়। অনেকগুলি ষ্টেশনকে সাধারণের আশ্রয় স্থান বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং স্থানীয় বরো (মিউ-নিসিপ্যালিটির) দ্বারা ওদের ব্যবস্থাদি পরিচালিত হয়। আমি যে টিউব ষ্টেশনটিতে আশ্রয় নেই, তার মধ্য দিয়ে এক সরু রাস্তা চলে গিয়েছে। তার দুধারের ফুটপাথের উপর লোকজন এসে জড়িয়ে ঘুমায়। কিন্তু জায়গাটা গরম খাবার বা অন্য কোনও আরামের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন ক্ল্যাফিহাউর বাসিন্দাদের জন্য লণ্ডনের কাউন্টি কাউন্সিল অনেক আশ্রয় তৈয়ার করে দিয়েছেন, তার কিছু ভূগর্ভস্থ আশ্রয়, কিছু বা দালানের এক তলার ঘর—কাঠ আর বালু দিয়ে যথাসম্ভব নিরাপদ করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার গির্জার ভূগর্ভস্থ ঘরগুলিকেও বহুলোক আত্মরক্ষার আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করে।

আত্মরক্ষার আশ্রয়গুলিতে প্রবেশ করবার পর আমরা হয় সরাসরি গিয়ে শুয়ে পড়ি, নয়তো মেঝের পাতা বিছানাতে বসে উল বুনি, আর অবশ্য গল্প গুজব চালাই। অনেকে গ্রামোফোন আর রেডিয়ো নিয়ে আসে। রাতের এসব যখন থেমে আসে তখন নূতন শব্দের উদ্ভব হয়, হাঁচি, কাশি আর নাসিকা গর্জন। কথাবার্তা, গ্রামোফোন, রেডিয়ো আর নাসিকাধ্বনি সত্ত্বেও যে আমরা ঘুমাই না তা নয়; প্রায় ঘণ্টা সাতেক ঘুমোতে পারি। কুম্ভকর্ণ ছাড়া ন ঘণ্টাকেই নিশ্চয় কেউ কম ঘুম বলতে সাহস করবে না।

বিমান আক্রমণ দিনেও হয়। দিন ভাল থাকলে তো অনেকবারই আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি বেজে ওঠে। এ সপ্তাহে দিনের বেলায় তো প্রায় রোজই গুলা গোলা ফেলে গেছে। তবে ক্ষতি কোনও ক্ষেত্রেই তেমন গুরুতর হয় নি।

আমরা আমাদের ক্লাবে প্রায় সার্বজনীন ভোজনালয় খুলে দিয়েছি। রোজ ৮০ থেকে ৯০ জন আমাদের এখানে খায়। এত লোকের এক সঙ্গে খাওয়া যে কি মজার ব্যাপার, তা আর কি বলব। যাকে দেখছি সবাই দেখি দিব্যি হাসিখুশি, যেন কোনও বিপদকেই এরা ভ্রূক্ষেপ করে না।

তোমাদের খবর দিও। ভালবাসা জেনো।

ইতি
তোমাদের
মেরী।

লালমণিরহাটে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নাই

সংবাদ-সরবরাহ এজেন্সীর ভ্রমাত্মক সংবাদ

ইউনাইটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত গত ৫ই এপ্রিল তারিখের রংপুরের একটি খবর কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহাতে বলা হইয়াছে যে, গত কিছুদিন যাবৎ লালমণিরহাটে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধ মনোভাব বর্তমানে আছে; এখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে এবং ঢাকা ও নোয়াখালী হইতে আগত আটজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে পুলিশ রংপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখিয়াছে। এই সকল সংবাদ সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। লালমণিরহাটে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধ মনোভাব বর্তমান থাকার গুজব উঠিয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই। উক্ত অঞ্চলে কোন অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন করা হয় নাই এবং উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী রংপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে কোনরূপ গ্রেপ্তারও করা হয় নাই।

বর্তমান যুদ্ধে রাশিয়ার প্রকৃত মনোভাব

দার্দানেলিস রক্ষায় তুরস্ককে পরোক্ষ সাহায্য দান

মিঃ মাৎসুওকার সহিত ষ্ট্যালিনের কথোপকথন এবং তুরস্ককে রাশিয়ার আশ্বাস দান এই উভয় প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বর্তমান যুদ্ধের প্রতি রাশিয়ার প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে প্রশ্নের উদয় হয়। রাশিয়া হয়ত মনে করে যে, বর্তমান যুদ্ধ তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সর্বস্বান্ত হইতেছে। বোমারু বিমান ও অস্ত্র নির্মাণ বৃদ্ধির প্রয়াসে জনসাধারণের উপর যে চাপ পড়িতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনসাধারণের মধ্যে শান্তির জন্য প্রবল আগ্রহ উদ্দীপ্ত হইবে। জনসাধারণের এইরূপ আগ্রহ হইতেই বলশেভিক বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাশিয়া কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহে না। সুতরাং যুদ্ধের শেষে যুদ্ধক্লান্ত দেশগুলিকে রাশিয়া নিজ ইচ্ছামত সর্তে সহযোগিতা করিতে বাধ্য করিতে পারিবে।

রাশিয়ার এই কল্পনা সত্য হইয়া উঠিতে হইলে দুইটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথমতঃ, যুদ্ধে লিপ্ত পক্ষদ্বয়ের কোনটিই অবিকৃত অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না। বর্তমান যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকাই যে রাশিয়ার সকল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য, ইহা নিঃসন্দেহ। সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে নিশ্চিন্ত থাকা চলে। রাশিয়ার পক্ষে সম্প্রতি মাৎসুওকা মস্কোতে গিয়াছিলেন। রাশিয়ার বন্ধুত্বের বদলে জাপান তাহাকে বিশেষ কিছু দিবার আশা দেয় নাই। তবে সত্যই যদি জাপান দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে অগ্রসর হয় (চীনে জাপানের সামরিক কার্যকলাপ দেখিয়া এইরূপই মনে হইতেছে) তবে রাশিয়াকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য তাহাকে জাপানের অনেক কিছু সুবিধা দান করিতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও রাশিয়ার আচরণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া চলিবে না।

পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার অবস্থা যে খুব সুখের নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। বলকান হইতে রাশিয়ার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছে। বর্তমানে দার্দানেলিস প্রণালী বিপন্ন। রাশিয়া নিজে জার্মানদের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া নিজে সে জার্মানীকে প্রকাশ্যে বাধা দান করিতে সাহস করিবে না। তবে তুরস্ক যদি দার্দানেলিস রক্ষায় অগ্রসর হয়, তবে রাশিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। রাশিয়া তুরস্কের সহিত সম্প্রতি যে চুক্তি করিয়াছে, তাহাতে রাশিয়ার এই মনোভাবই সূচিত হইতেছে।

আমেরিকার খবরদারীতে বৃটেনে সাহায্য প্রেরণ ?

যুক্তরাষ্ট্রের "কনভয়" যোগে মাল সরবরাহ

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন মহলের ধারণা এই যে, নৌ-বিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) কর্ণেল নক্স আমেরিকা হইতে "কনভয়" যোগে বৃটেনে মাল প্রেরণের পক্ষপাতী। তিনি মনে করেন যে, আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজের পাহারায় বৃটেনে যুদ্ধের মাল সরঞ্জাম পাঠান উচিত। তিনি আমেরিকান কর্মচারীদের আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজকে কনভয় কার্যে নিযুক্ত করিতে চাহেন বলিয়া বৃটেনকে আর যুদ্ধ জাহাজ হস্তান্তর করিবার বিরোধী—ওয়াশিংটন মহলের ইহাই বিশ্বাস।

মাদারীপুর দিনেশ-স্মৃতি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের নূতন দালান নির্মাণের ব্যয় স্বরূপ বাঙলা সরকার এককালীন বিশেষ দান হিসাবে ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

চাঁদপুরে আদর্শ পল্লী স্থাপন

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার কর্তৃক পরিদর্শন

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও, এম, মার্টিন মহকুমা হাকিম সমভিব্যাহারে চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত বলশা ইউনিয়নের অধীন নর্থইব্রাহিমআনন্দপুর নামক আদর্শ পল্লী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে এই আদর্শ পল্লী স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সৈয়দ আবদুর রশিদ চৌধুরীর পরিচালনায় গ্রামের অধিবাসিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। গ্রামের প্রত্যেক স্থান হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জঙ্গল সাফ, তিনটি ডোবা ভরাট, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুই মাইল লম্বা একটি পথ নির্ম্মাণ এবং প্রেসিডেণ্টের অনুপ্রেরণায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। দুইজন ডাক্তার সপ্তাহে তিন দিন করিয়া গ্রামবাসিগণকে দেখিয়া বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কতকগুলি বাড়ীর সংস্কার সাধন করিয়া প্রচুর আলো-বাতাস চলাচলের নিমিত্ত জানালা তৈরী করা হইয়াছে। স্থির করা হইয়াছে যে, মহিলাদের জন্য একটি সমিতি স্থাপন করা হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, বেগম আবদুর রশিদ স্বয়ং তাহার সাহায্য ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবেন।

কমিশনার বাহাদুর উপরোক্ত কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং আশা করেন যে, নব উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে এই কার্য্য পরিচালিত হইবে।

আমেরিকায় জার্ম্মাণ গুপ্তচরের কারাদণ্ড

জার্ম্মাণীতে ব্রিটিশ জাহাজের গতিবিধির সংবাদ প্রেরণ

গত ২রা এপ্রিল আমেরিকার পুলিশ পল ফেলু নামে জাহাজের একজন বাবুর্চিকে জার্ম্মাণীর পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাহার জেল হইয়াছে। আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূলে আকস্মিক পরিদর্শনের বিভিন্ন জাহাজ হইতে আমেরিকার গুপ্তচর পুলিশ আরও বহু গুপ্তচর ও ক্ষতিসাধনকারীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে বলিয়া আশা করে। ফেলু আমেরিকার নাগরিক অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিল। ব্রিটিশ জাহাজের গতিবিধি সম্পর্কে জার্ম্মাণীতে সে নিয়মিত সংবাদ পাঠাইত বলিয়া স্বীকার করে।

ভারতবর্ষে গ্লুকোস উৎপাদন

শর্করা প্রতিষ্ঠানের নব উদ্যম

ভারতবর্ষে বহুল পরিমাণে তরল গ্লুকোস প্রস্তুত করা সম্ভব কি না, বর্ত্তমানে একটি চিনির কারখানায় তাহার পরীক্ষা চলিতেছে। ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর-জেনারেল ইহাদের প্রস্তুত গ্লুকোসের নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সামান্য কিছু ময়লা থাকা ছাড়া এই নমুনাগুলিকে সন্তোষজনক বলা চলে। বর্ত্তমানে এই ময়লা দূর করিবার চেষ্টা হইতেছে।

রায় বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ, বি, সি, এস প্রণীত
(Director, Debt Conciliation, Western Circle)

বঙ্গীয় মহাজন আইন

২৭শে জানুয়ারীর "বাঙলার কথা" দেখুন।
ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্যে এই পুস্তক ব্যবহার না করিলে অনেক প্রকার ভ্রম হইয়া কার্য্য বে-আইনী ও বাতিল হইবে।
মুল্যবান কাগজে বাঁধাই ১৫০ পৃষ্ঠার বহির মূল্য মাত্র এক টাকা।
প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ,
১২নং অশ্বিনী দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ৮ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় প্রেসিডেন্সী বিভাগে মোট ১,৫৮০ জন ব্যক্তি কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে হাওড়ায় ১০০ জন, ২৪-পরগণায় ২৩৯ জন, যশোহরে ১৩৪ জন, খুলনায় ১০৪ জন, ফরিদপুরে ২৬৬ জন, বাখরগঞ্জে ২২২ জন এবং চট্টগ্রামে ১৬২ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত সময় মোট ৬৪৩ জন লোক কলেরায় প্রাণত্যাগ করে; তন্মধ্যে ফরিদপুরে ১১৯ জন, বাখরগঞ্জে ১২০ জন, চট্টগ্রামে ১০৪ জন এবং ২৪-পরগণায় ৯৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোট ৭৩৪ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় ১১৬ জন, ঢাকায় ১৭৯ জন এবং হাওড়ায় ৭৭ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। উক্ত সময় মোট ৩৩৬ জন লোক বসন্তে প্রাণত্যাগ করে; তন্মধ্যে কলিকাতায় ২৮৫ জন এবং ঢাকায় ৫১ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। দার্জ্জিলিংএ ৭৭ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় এবং দার্জ্জিলিং সদরে ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

গত ১৫ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙ্গলাদেশে মোট ২,৫৩৬ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ৫০৫ জন, ফরিদপুরে ৪৭৪ জন, বর্দ্ধমানে ১২৫ জন, ২৪-পরগণায় ২৬৫ জন, যশোহরে ১১৩ জন, চট্টগ্রামে ২৫৬ জন ও হাওড়ায় ১৩০ জন রোগাক্রান্ত হয়।

উক্ত সময়েই মোট ৯৭২ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১০৭ জন, কলিকাতায় ৪৬৪ জন, ঢাকায় ১১৪ জন ও ২৪-পরগণায় ১০৪ জন লোক রোগাক্রান্ত হয়।

দার্জ্জিলিংএ ৬১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। বর্দ্ধমান সদর ও কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বাঙলা সরকার বৃটিশ-সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-নিবারণী সমিতির বঙ্গীয় শাখায় ১৯৪০-৪১ সনের জন্য ১০,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। সমিতি এই অর্থ দ্বারা কুষ্ঠরোগের ব্যাপকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে এবং কুষ্ঠরোগ নিবারণ ব্যাপারে প্রচার-কার্য্য পরিচালনা করিবে। সমিতি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ ও বাঙলা দেশের অন্যান্য সরকার-পরিচালিত মেডিক্যাল স্কুলের উপরের ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে বক্তৃতাও বিতরণ করিবে।

হুগলী জেলায় পল্লী-সংগঠন কার্য্য

ধনিয়াখালী থানায় উল্লেখযোগ্য প্রগতি

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত ধনিয়াখালী এলাকায় নিম্নলিখিত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে :—

(১) পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত পাঁচগোরা নামক গ্রামে একটি পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডুয়া ও ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত কতকগুলি মজা-মজা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(২) ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত দিঘীর নামক গ্রামে এক মাইল লম্বা ও পাঁচ ফিট প্রস্থে একটি পল্লী পথের সংস্কার সাধন এবং দশ বিঘা জমির উপরকার জঙ্গল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পরিষ্কার করা হইয়াছে। দাশঘড়া এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক দাশঘড়া ইউনিয়নে একটি "শ্রেষ্ঠ পল্লী" প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং দাশঘড়া ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট বাবু পতিতপাবন বিশ্বাস, জমিদার একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কাপ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। স্থানীয় এসোসিয়েশন ঘোষণা করে যে, দীঘির গ্রাম ইউনিয়নের মধ্যে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কাজ করিয়াছে এবং উক্ত গ্রামই কাপ পাওয়ার উপযুক্ত। এক মাসের মধ্যেই একটি পুরস্কার বিতরণী উৎসবের আয়োজন করা হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং পুরস্কার বিতরণ করিবেন।

(৩) ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত কমিকল, কোটালপুর, গোপীনগর ও কাঠালগোরিয়া এবং পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত চোরাগোরী ও দাশপুরের পল্লী-উন্নয়ন শাখাসমূহ বহু পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা দূরীভূত ও ধ্বংস করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা ১২ বিঘা জমির উপরকার জঙ্গল সাফ এবং কতকগুলি পল্লীপথের সংস্কার সাধন করিয়াছে।

(৪) পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত চারনদাশপুর ইউনিয়নের অধীন দাশপুর ইউনিয়ন বোর্ডের ডিস্পেনসারীর জন্য একটি নূতন ভবন নির্ম্মিত হইতেছে।

ঢাকায় দাঙ্গার ফলে ফৌজদারী মামলা

বিশেষ ভাবে নিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করিবেন

গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ঢাকার দাঙ্গার ফলে যে সকল ফৌজদারী মামলার উদ্ভব হইয়াছে এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত একজন ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিচার করিবেন এবং এই বিচার কার্য্য যত দ্রুত সম্ভব সমাধা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বাখরগঞ্জে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এস, টি, জন, আই-সি-এস ঢাকায় বিশেষ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটিশের হাতে বন্দী তিনজন ইটালীয় অফিসার। ডানপার্শ্বে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বন্দীর নাম হইতেছে—মেজর-জেনারেল বরোলা লা-ফুসি।

বলকান অঞ্চলে যুদ্ধের অনলশিখা বিস্তৃত

গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ায় নাৎসী আক্রমণ

বিগত সংখ্যায় "বাঙলার কথায়" ইহাদের তৃতীয় পৃষ্ঠা সময় পর্য্যন্ত যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। অতঃপর যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ইহাই যে জার্ম্মাণী একযোগে গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিয়াছে। আফ্রিকার রণাঙ্গণে ও লিবিয়াতে জার্ম্মাণ-বাহিনী কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবায় বৃটিশ সেনাদল প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমরা গত কয়দিনের যুদ্ধ-সম্পর্কীত বিশেষ সংবাদগুলি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

যুদ্ধে ইটালীর বিরাট ক্ষতি

লণ্ডনে এক হিসাব প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, আফ্রিকা এবং এলবেনিয়ায় আড়াই লক্ষের উপর ইটালীয় সৈন্য নিহত, আহত অথবা বন্দী হইয়াছে। লিবিয়ায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার, ইরিত্রিয়ায় ও আবিসিনিয়ায় ২০ হাজার এবং ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডে ৩০ হাজার ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে। এলবেনিয়ায় ২০ হাজার সৈন্য বন্দী, ২০ হাজার সৈন্য নিহত এবং ৫২ হাজার সৈন্য আহত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৬০৪ জন নিহত এবং ২,৩৬২ জন আহত হয়।

আদ্দিস-আবাবায় বৃটীশ বাহিনীর প্রবেশ

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ—৫ই এপ্রিল সন্ধ্যায় অগ্রগামী বৃটীশ সৈন্যদল আদ্দিস আবাবায় প্রবেশ করে। রাজপ্রতিনিধি এবং সরকার পূর্ব্বেই নগর ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১লা এপ্রিল তারিখে যে বার্ত্তা প্রেরিত হয়, তাহার ফলে ইটালীয়ান পূর্ব্ব-আফ্রিকার রাজপ্রতিনিধির দূত হিসাবে এক ব্যক্তি ৩রা এপ্রিল বিমানে বৃটীশ শিবিরে আসিয়া পৌঁছেন। তখন তাঁহার নিকট কতকগুলি সর্ত্ত দাখিল করা হয়। আদ্দিস আবাবার চারিপার্শ্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বেসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে এই সকল সর্ত্ত দাখিল করা হইয়াছিল।

জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি

৭ই এপ্রিল অপরাহ্নে লণ্ডন জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীরা বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী এ পর্য্যন্ত যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রায় ২০।২৫ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভ সরকারের রাজধানী ত্যাগ

জার্ম্মাণীর বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, কোন ইটালীয়ান সংবাদপত্রের সোফিয়াস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন, যুগোশ্লাভ সরকার জেনারেল সিমোভিচ সহ বেলগ্রেডের ৬০ মাইল দক্ষিণে রানিকস ও কাচাকে গিয়াছে।

বৃটেনে বিমান-আক্রমণে ক্ষতি

নিরাপত্তা রক্ষা বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটেনে বিমান আক্রমণের ফলে মার্চ্চ মাসে ৪ হাজার ২৫৯ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত এবং ৫ হাজার ৫৫৭ জন আহত হয়। যাহাদিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল, তাহাদিগকেও শেষোক্ত পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

স্যালোনিকায় গ্রীকদের বিপদ

রয়টারের কূটনীতিক সংবাদদাতা লিখিতেছেন—অগ্রগামী জার্ম্মাণ সৈন্যদিগের স্যালোনিকা প্রবেশের ফলে কেবল মাত্র যে ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ঐ স্থানের গ্রীক সৈন্যগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

থ্রেস ও পূর্ব্ব-ম্যাসিডোনিয়ার কয়েক ডিভিসন গ্রীক সৈন্য থাকিবার সম্ভাবনা এবং প্রকৃতপক্ষে তাহারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

অপর জার্ম্মাণ সৈন্যরা প্রকৃতপক্ষে যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়াছে এবং পুরাতন সার্ব্বিয়ার যে প্রধান বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হইতেছে, সেই বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করিবার জন্য উত্তর ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে।

যুগোশ্লাভ সৈন্যগণ এখনও রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া হইতে জার্ম্মাণদিগের আক্রমণে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে এবং আর কতক সৈন্য এলবেনিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটীশ বাহিনী আরও অগ্রসর

বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনী আদোয়া ও অদিগ্রাৎ হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে। অবশিষ্ট ইটালীয়ান সৈন্যরা আদ্দিস আবাবা হইতে ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ডেজি নামক স্থানে সমবেত হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনী সেইদিকেই অগ্রসর হইতেছে।

আদ্দিসআবাবায় ৫ হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আদ্দিস-আবাবায় ৫ হাজার সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ৪ হাজার ইটালীয়ান, সেনা ১ হাজার দেশীয় সৈন্য। হিন্দমায় বৃটিশ সৈন্যদল আরও ১ হাজার ৪৫০ জন ইটালীয়ান এবং ৯ শত দেশীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। আওয়াসে দুইজন বৃটিশ অফিসার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ১৮ জন মোটরযান চালক ৮ শত ইটালীয়ানকে বন্দী করে।

বেনগাজী হইতে বৃটীশ সৈন্য অপসারিত

বেনগাজীর পূর্ব্ব দিক হইতে বৃটিশ সৈন্যদল ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের পক্ষে অধিকতর অনুকূল স্থানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলা হইয়াছে—"গত কয়েকদিনের মধ্যে আমাদিগের পশ্চাদপসরণ কালে শত্রু পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কয়েকজন বন্দী আমাদিগের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

ক্রোটিয়ায় "স্বাধীন রাজ্য"

জার্ম্মাণীর সরকারী সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী বলিতেছেন, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক জাগ্রেব অধিকারের পর যুগোশ্লাভিয়ার ক্রোটিয়া প্রদেশ "স্বাধীন রাষ্ট্র" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। বেতার যন্ত্রে ঐ মর্ম্মের এক বিবৃতি পঠিত হইয়াছে। কোয়েটনিকা নামক একজন ক্রোট সেনাপতি বিবৃতিটি পাঠ করেন। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী সেনাদলের অফিসার ও সরকারিগণ অফিসারদিগকে নূতন রাষ্ট্রের বশ্যতা-স্বীকারের শপথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

যুগোশ্লাভ সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ

ডিনিব সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী বুডাপেস্ত হইতে এই মর্ম্মের সংবাদ পাইয়াছে যে, যুগোশ্লাভরা তাহাদিগের উত্তর সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। বিয়াকোস্ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেভিসুদের নিকট রেলওয়ে লাইন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যরা এখন ঐ পরিত্যক্ত অঞ্চল অধিকার করিতেছে ও রেলপথের যোগাযোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পোষ্ট অফিস থেকে এখন আপনাকে বেশী সুদ উপায় করবার এমন এক চমৎকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। দুই বা ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মতই অত্যন্ত সহজ নিয়মেই এর কাজ চলে এবং একজনের নামে সর্ব্বাধিক জমা নেওয়া হবে ১০,০০০৲ টাকা। নিকটতম পোষ্ট অফিসে গিয়ে এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জেনে আসুন। এ ধরণের সুবিধা আর আপনি নাও পেতে পারেন।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর গল্প করুন

পোষ্টঅফিস ডিফেন্স
সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন

G I 62.

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নদীয়া ও যশোহর জেলার প্রচেষ্টা

নদীয়া ও যশোহর জেলায় বিগত অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে পল্লী-উন্নয়নের যে কার্য্য হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

নদীয়া জেলায় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি ও ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতিগুলি জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ, কুইনাইন বিতরণ ও জেলার কোন কোন অঞ্চলে যেখানে মশা জন্মায় সেখানে কেরোসিন তৈল প্রয়োগের কাজ ভাল মত করিয়াছে। রাণাঘাট মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছেন। কুষ্টিয়া মহকুমার শিমুলের জোলা নামক স্থানে বহু বিঘা জমির কচুরীপানা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পরিষ্কার করা হইয়াছে। গ্রামবাসিগণ তাহাদের নিজ নিজ এলাকার খাল ও ডোবা হইতে কচুরীপানা ধ্বংস কাজে সহযোগিতা করিয়াছে। সদর মহকুমার সমস্ত থানার স্থানীয় কর্ম্মিগণ ব্রতচারীদের শিক্ষা ও অন্যান্য পল্লী-উন্নয়নের কাজ তৎপরতার সহিত করিয়াছে। কুষ্টিয়া মহকুমার হাটোশ-হরিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় লোকের প্রচেষ্টায় একটি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য-চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে। রাণাঘাট মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে স্যানিটারী ইন্সপেক্টরগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের স্থানীয় ডাক্তারগণ সময় মত ঔষধের ব্যবস্থা করায় কলেরা মহামারীর প্রকোপ হ্রাস পাইয়াছে।

যশোহর জেলায় সর্ব্বত্র জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তা সংস্কার ও বয়স্কদের শিক্ষা-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইয়াছে। কচুরীপানা ধ্বংস করিবার ব্যাপক কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই এই জেলা হইতে কচুরীপানার নির্ম্মূলন সম্ভবপর হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি খালের কচুরীপানা পরিষ্কার কার্য্যে গ্রামবাসীদের সহিত নিজেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নড়াইল মহকুমার পল্লী-মঙ্গল কর্ম্মীদিগের সম্মুখে পল্লী-সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। নড়াইল মহকুমায় আরও তিনটি পল্লী-সংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জেলায় জন-সেবা সঙ্ঘ ভাল কাজ করিতেছে। বনগাঁও মহকুমার গঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ডে শুধু স্বেচ্ছামূলক শ্রমে একটি নূতন রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলা

বর্দ্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া হইতে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, গত অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে তথায় বেশ কাজ হইয়াছে। উহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জনসাধারণ স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের সহযোগিতায় বাহিরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকে এতটা সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি, জঙ্গল, কচুরী-পানা ও নর্দ্দমা পরিষ্কার, ডোবা ও নালা ভরাট, পুকুর ও রাস্তা ঘাটের সংস্কারের কাজ করিয়াছে, কতকগুলি পল্লী-মঙ্গল সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে।

দুইটি পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। তথায় বহু সংখ্যক কর্ম্মীকে পল্লী সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। অনেকগুলি পুকুরের কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাস্তা ঘাটের সংস্কার এবং বন-জঙ্গল পরিষ্কারের কার্য্য ব্যাপকভাবে করা হইয়াছে। পুকুরের জলে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া এবং কুইনাইন বিতরণ পূর্ব্বক ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সদরে একটি কৃষি ফার্ম খোলা হইয়াছে। সদর মহকুমার কোন কোন স্থানে উৎকৃষ্ট বীজ বণ্টনের সাহায্যে গ্রামের চাষবাসে লোককে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গুলসি নামক স্থানে হাঁস-মোরগ পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আসানসোল এবং কাটোয়া মহকুমায় দুইটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

হুগলীর পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি নিজ নিজ এলেকায় পল্লী-সংগঠনের কাজে অগ্রসর হইয়াছে। গোসেন-মালপাড়া এবং শ্রীপুর-বেলাগড় সমিতিগুলি স্থানীয় রাস্তা-গুলির সংস্কার সাধন করিয়াছে। দিগসুই, গোসেন-মালপাড়া এবং বাবলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয়গুলির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বলাগড় এবং সোমরা ইউনিয়ন বোর্ডে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের চেষ্টা চলিত হইতেছে। পাটের পরিবর্ত্তে লাভজনক অন্যান্য রবি শস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকদিগকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। জেলা ইণ্টার স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রতিযোগিতামূলক খেলা ধূলার আয়োজন করিয়াছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় বারবাসিনী খেলার মাঠের উন্নতি সাধন করা হইয়াছে। সদর মহকুমায় আরও কয়েকটি গণশিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। পল্লী পাঠাগারগুলি জনসাধারণের নিকট অধিক জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমার বনহরিশপুর, জগৎবল্লভপুর, বাগনান পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছে। উক্ত সমিতিগুলি ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে কুইনাইন এবং সিঙ্কোনা বিতরণ এবং বহু সংখ্যক পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে। সরস্বতী নদীর একটি বিরাট অংশ হইতে আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ-কার্য্যে স্থানীয় জমিদারগণের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক প্রেরিত মেটাল পলিশিং দল স্থানীয় বহু বেকার যুবককে মেটাল পলিশের কাজ শিক্ষাদান করিয়াছে। এ-মহকুমার জনসাধারণকে রবি শস্য উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। উলুবেড়িয়ার বহু স্থানে রাস্তা মেরামত এবং কচুরীপানা ধ্বংস করা হইতেছে এবং আশা করা যায়, পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলি আরও ব্যাপকভাবে কার্য্যারম্ভ করিবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে। এ-মহকুমার কোন কোন চাষীকে ভাল গোল আলু ও টক বেগুনের বীজ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া আমতার কোন কোন চাষীকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত সার দেওয়া হইয়াছে। বাগনানে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী খোলার আয়োজন চলিতেছে। নৈশ বিদ্যালয় ও পাঠাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিরক্ষর চৌকিদারদিগকে নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারাও সে আদেশ পালন করিতেছে। উদং-এ একটি ব্যায়ামাগার ও জুবিরে বায় একটি গ্রাম্য দল সংস্থাপিত হইয়াছে।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)

গত ৮ই মার্চ্চ চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও. এম. মার্টিন চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম সমভিব্যাহারে চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত রূপসা ইউনিয়নের অধীন বলাইভূঁঞারাম-পুর নামক একটি আদর্শ পল্লী পরিদর্শন করেন। এই আদর্শ পল্লীটি দুই মাস পূর্ব্বে সুরু করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সৈয়দ আব্দুর রশীদ চৌধুরীর অধীনে পরিচালিত হইয়া গ্রামের অধিবাসিগণ উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পাদন করিয়াছে। গ্রামের প্রত্যেকটি কোণ হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে, জঙ্গল সাফ করা হইয়াছে, তিনটি ডোবা ভরাট করা হইয়াছে, দুই মাইল দীর্ঘ চওড়া রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে দুইটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, প্রেসিডেণ্টের প্রেরণায় দুইজন ডাক্তার সপ্তাহে তিনবার করিয়া গ্রামবাসিগণকে দেখিয়া বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেছে, কতকগুলি পুরাতন গৃহের সংস্কার-সাধন এবং আলো-হাওয়া চলাচলের নিমিত্ত তাহাতে জানালা বসানো হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, বেগম আব্দুর রশীদের নেতৃত্বে ও সাহায্যে স্থানীয় মহিলাদিগের জন্য একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করা হইবে।

এই সকল কাজ দেখিয়া কমিশনার বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে অনুরূপ উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া উক্ত কাজ সমভাবে পরিচালিত হইবে।

রায়পুর (বাঁকুড়া)

গত ৫ মার্চ্চ (২১শে ফাল্গুন) রায়পুর স্কুল গৃহে লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ৫ম অধিবেশন [illegible] সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদসহ স্কুলের ছাত্রগণের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণাদি যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। বীরভূম জেলা বোর্ডের সুযোগ্য চেয়ারম্যান হরিকিঙ্কর সামন্ত মহোদয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও পুরস্কার-বিতরণী সভার পৌরহিত্য করেন। রায়পুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু লোক প্রদর্শনীতে বহু কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়া এবং প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। যাঁহাদের কৃষিজাত দ্রব্য উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ১৩টি ও উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত ৪টি পুরস্কার বীরভূমের সুযোগ্য স্কুল ইন্সপেক্টর মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিতরিত হইয়াছিল। সমাগত জনগণের চিত্তবিনোদনার্থ বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রগণকর্তৃক অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রদর্শনী ৩ দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

ফ্রান্সের পণ্যে জার্ম্মাণীর বখরা

ইচ্ছানুযায়ী বিনিময়হার নির্দ্ধারণ

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ অঞ্চল ও উৎকৃষ্ট কৃষিক্ষেত্রগুলি প্রধানতঃ জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সের অন্তর্গত। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের কৃষিজাত পণ্যের অধিকাংশই জার্ম্মাণী লইয়া গিয়াছে। বিট চিনির সমস্তই জার্ম্মাণীকে দিয়া দিতে হইয়াছিল। জার্ম্মাণী নিজ দেশের মুদ্রায় এই সকল পণ্যের মূল্য দেয়। এক জার্ম্মাণ মার্কের বিনিময় মূল্য কুড়ি ফ্রাঙ্ক বাঁধা করা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্স এবং তাহার উপনিবেশগুলির আমদানী ও রপ্তানীতে মোটামুটি সমতা ছিল। কিন্তু ফ্রান্স জার্ম্মাণী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর এই সমতা নষ্ট হইয়াছে। ফ্রান্স এখন প্রায় কিছুই রপ্তানী করিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশগুলি হইতে খাদ্যদ্রব্য, মদ, মাংস, চর্ব্বি, "ভেজিটেবল্" (শস্য বীজ হইতে গৃহীত) তৈল ও কফি প্রভৃতি বহু সামগ্রী ফ্রান্সে আমদানী হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহার অধিকাংশই জার্ম্মাণীর বাজারে এবং সরকারী বাসভাণ্ডারে স্থানান্তরিত হইতেছে।

পল্লী-চাষীর ঋণ সমস্যার সমাধান

ঢাকায় সালিসী-বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

বল্লা ঋণ-সালিসী বোর্ড

৩২১৭ নং মামলায় খাতক শেখ আবেরের তিনজন মহাজন ছিল এবং তাহার ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৬৬৲ টাকা। কিন্তু খাতকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বিবেচনায় বোর্ড তিনজন মহাজনকে ডাকিয়া বলেন যে, খাতকের বাৎসরিক উদ্বৃত্ত থাকে মাত্র ১০৲ টাকা। অনেক আলোচনার পর স্থির হয় যে, তাহাকে বৎসর ৯৲ টাকা কিস্তিতে বিশ বৎসরে ১৮০৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

গালা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৬ সালের ৮নং মামলায় খাতক আকিম শিকদারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১০,৮৮৩।৵০ আনা। উক্ত ঋণের পরিমাণ ২,১৯০৲ টাকায় মীমাংসা করা হয় এবং উহা ১২০৲ টাকা করিয়া বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। সকলের অনুরোধে একজন মহাজন তাহার সমস্ত প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয় এবং অন্যান্য মহাজন আসলের চেয়ে কম গ্রহণ করে। খাতকের ১২ একরের উপর জমি আছে এবং উহার বাৎসরিক উদ্বৃত্ত ১২০৲ টাকা।

টঙ্গী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ২৫নং মামলায় খাতক মদন পরামানিকের নিকট হইতে মহাজন রামচন্দ্র কীর্তনিয়ার দাবীর পরিমাণ ছিল ২৫৲ টাকা। উক্ত মামলা একেকালীন ৪।০ প্রদানে মীমাংসা হয়।

১৯৩৭ সালের ৪৫নং মামলায় খাতক জানু খাঁ মুন্সীর নিকট মহাজন জাবেদ আলি গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ৪২৬৲ টাকা। উহা ১২ বৎসরের কিস্তিতে ২২৭৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৭ সালের ২১নং মামলায় খাতক নছরুদ্দিনের নিকট মহাজন হরিচরণ সরকারের দাবীর পরিমাণ ছিল ৭৮২৲ টাকা। উহা ১০ বৎসরের কিস্তিতে ১০০৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৭ সালের ২৬নং মামলায় খাতক রশোদা দাসার নিকট মহাজন রাধাচরণ সরকারের দাবীর পরিমাণ ছিল ৩৪৫৲ টাকা। উক্ত ঋণ ৫ বৎসরের কিস্তিতে ৮৫৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৮ সালের ১২নং মামলায় খাতক জনাব আলীর নিকট মহাজন চাঁনরফিনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২৫০৲ টাকা। উহা ১২ বৎসরের কিস্তিতে ৬০৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৭ সালের ৭নং মামলায় খাতক জিলবাহাদুরের নিকট মহাজন গদাধর গোপ গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ১,৬৪০৲ টাকা। উহা ১২ বৎসরের কিস্তিতে ৮৮০৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৮ সালের ৪নং মামলায় খাতক আজিজ খানের নিকট মহাজন কৃষ্ণচন্দ্র সাহার দাবীর পরিমাণ ছিল ১,২৫০।৯ পাই। উহা ২০ বৎসরের কিস্তিতে ৭০৩৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৭ সালের ১৫নং মামলায় খাতক কমনীকান্ত বাড়ইয়ের নিকট মহাজন মদনমোহন মণ্ডলের দাবীর পরিমাণ ছিল ৫১২৲ টাকা। উহা দশ বৎসরের কিস্তিতে ২৯৯৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

১৯৩৮ সালের ৫৮নং মামলায় খাতক কমন্দ মুন্সার নিকট মহাজন নবদীপ সাহার দাবীর পরিমাণ ছিল ২৭২৷৶৩পাই; উহা ৪ বৎসরের কিস্তিতে ৭২৲ টাকায় নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের ২৮নং মামলায় খাতক পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের নিকট মহাজন ভূপেন্দ্র মল্লিক গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ২৬৩।৵৩পাই উহা তিন বৎসরের কিস্তিতে ৪১৸৩ পাইয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

১৯৩৮ সালের ১৮০নং মামলায় খাতক সুবর্ণ মণ্ডলের নিকট মহাজন আব্দুল আলী গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ১,০২৬৲ টাকা; উহা তিন বৎসরের কিস্তিতে ৯০৲ টাকায় মীমাংসা করা হইয়াছে।

১৯৩৮ সালের ১২২নং মামলায় খাতক গৌর দাসী দাসার নিকট মহাজন কালীকুমার সাহা গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ৬০০৲ টাকা; উহা ১০ বৎসরের কিস্তিতে ১০০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করা হয়।

১৯৩৮ সালের ১৭নং মামলায় খাতক কালুরা বেপারীর নিকট মহাজন মনিরুদ্দীন মুন্সী গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ১৯৫॥৶১১পাই, উহা চারি বৎসরের কিস্তিতে ৫৮৸৩ পাইয়ে নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৮ সালের ৫৬নং মামলায় খাতক মনিরুদ্দীন বেপারীর নিকট মহাজন নজমুদ্দীন সরকারের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,৫৫১৸৶১১পাই, উহা বার বৎসরের কিস্তিতে ৪০১৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়।

১৯৩৯ সালের ৩১নং মামলায় খাতক বাহেজ আলি মল্লিকের নিকট মহাজন কৃষ্ণকুমার বসু গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ২৯০৲ টাকা। উহা পাঁচ বৎসরের কিস্তিতে ২০৲ টাকায় মীমাংসা করা হইয়াছে।

১৯৩৮ সালের ১১৬নং মামলায় খাতক আকবর আলি গং এর নিকট মহাজন জয়নের আলি প্রধান গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ৫৪২।০ আনা, উহা নয় বৎসরের কিস্তিতে ১৭২।০ আনায় নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

১৯৩৯ সালের ১৫১নং মামলায় খাতক গোলাম মোস্তফার নিকট মহাজন জামুর আলি গং এর দাবীর পরিমাণ ছিল ১০০৲ টাকা। উহা এক বৎসরের কিস্তিতে ১৫৲ টাকায় মীমাংসা করা হইয়াছে।

১৯৩৮ সালের ১৭০নং মামলায় খাতক পাহাড়ী কবিরাজ গং এর নিকট মহাজন কেদু বেপারী গং এর দাবীর পরিমাণ পরিমাণ ছিল ২৫০৲ টাকা; উহা দুই বৎসরের কিস্তিতে ৪০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

আরামবাগে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

কৃষি শিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক আরামবাগ কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি আরামবাগে পদার্পণ করিয়াছিলেন। হুগলীর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবুল কাসেম, এম. এল. এ, এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি মটরযোগে তারকেশ্বর হইতে আরামবাগে আসিয়া উপস্থিত হন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে আসিবার পথে সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করে। সমস্ত রাস্তা ধরিয়া জনতা তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভীড় করে এবং বিপুলভাবে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। আরামবাগে শ্যামপুরের মৌলভী রহিমল হক তাঁহাকে একটি ভোজে আপ্যায়িত করেন। তৎপর প্রদর্শনী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী এবং হুগলীর জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্যাণ্ডেলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তৎপর বালিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং আমড়াতলা বালিকার ছাত্রীগণ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে গাহিয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। উদ্বোধন উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে মহকুমার বিভিন্ন অংশ হইতে তিন হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। পবিত্র কোরাণ হইতে আবৃত্তি করিয়া সভার উদ্বোধন কার্য সম্পন্ন করা হয়, তৎপর প্রদর্শনী কমিটির প্রেসিডেন্ট, আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আরামবাগ লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, মুসলীম কানাডোয়ান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, আরামবাগ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বালিকা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, খান সাহেব জমীরুদ্দীন সরকার এবং স্থানীয় মুসলীম লীগের প্রেসিডেন্ট তাঁহাকে বিভিন্ন মানপত্র প্রদান করেন। প্রদর্শনী কমিটির সেক্রেটারী এই ধরণের প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা, মহকুমার প্রয়োজনীয় অভাব-অভিযোগ,—বিশেষ করিয়া আরামবাগের সহিত চাঁপাডাঙ্গাকে সংযোগী একটি লিঙ্কলাইন রাস্তার দ্বারা সংযোগ সাধনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিবরণী পাঠ করেন।

বিভিন্ন মানপত্রের জবাবে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আরামবাগের বর্তমান অবস্থার জন্য সকলকে এক সাথে সহানুভূতি প্রদান করেন এবং জানান যে, বাংলা দেশের অন্যান্য জেলা যে সুখ-সুবিধা ভোগ করে—আরামবাগ তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, যাতায়াতের সুব্যবস্থা সস্তা লোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহার নিজের সাধ্যানুসারে তিনি আরামবাগের জনসাধারণের সব বিষয়ে অভাব-অভিযোগ দূর করিবেন।

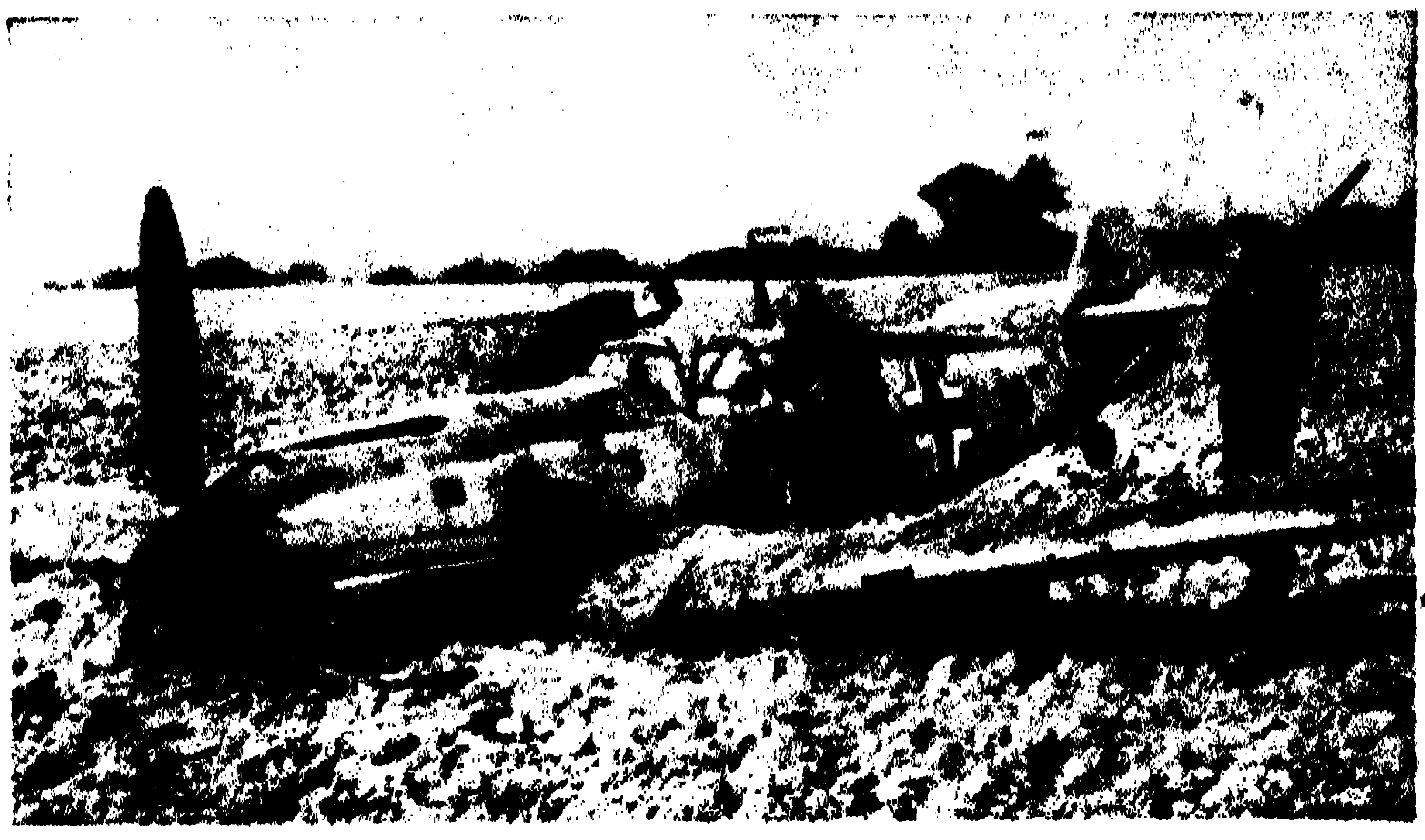

দক্ষিণ ইংলণ্ডের কোনও স্থানে একটি বিধ্বস্ত জার্মান বিমান। ইংলণ্ডের নানা স্থানে আজকাল প্রায়ই এরূপ দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হয়।

ঢাকা জেলায় দাঙ্গার অবস্থা

সরকারী ইস্তাহারে অবস্থা বিশ্লেষণ

ঢাকা জিলায় দাঙ্গার অবস্থা সম্বন্ধে সরকার নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন:—

বাঙ্গলার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিব ঢাকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা সেখানে তত্রত্য ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের সহিত এবং উভয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মাননীয় নবাব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর এখনও ঢাকাতে অবস্থান করিতেছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও ঢাকা সহরের স্থানে স্থানে মারপিট চলিতেছে এবং বাজার ও দোকান এখনও সম্পূর্ণরূপে খোলা হয় নাই, তথাপি কোন স্থানেই দাঙ্গা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই এবং সরকার বাহাদুর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে কৃতসঙ্কল্প। পুলিসের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং রাজপথগুলিতে বিশেষভাবে পাহারা দেওয়া হইতেছে। উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হইবে। ৬৪০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অবস্থা এখন আয়ত্তাধীন এবং শান্তি-সমিতিগুলি কাজ করিতেছে।

রায়পুরা এবং শিবপুর অঞ্চলেরও অবস্থা এখন আয়ত্তাধীন এবং যে সকল স্থানে দাঙ্গা এবং লুণ্ঠন হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের অধিবাসীদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণ এবং সশস্ত্র পুলিসের অতিরিক্ত বাহিনীসমূহ, ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ সেনাদল এবং অন্য একদল সৈনিক ঐ অঞ্চলে বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ করিতেছে। অতিরিক্ত পুলিস মোতায়েন করিবার বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে। ৪৮৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে পীড়ন, হরণ অথবা বলপূর্ব্বক আটক রাখার অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া জানা গিয়াছে; পক্ষান্তরে যে সকল হিন্দু স্ত্রীলোক তাহাদিগের স্ব-স্ব গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে মুসলমানদিগের গৃহে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও পাওয়া গিয়াছে এবং কয়েক স্থলে হিন্দুদিগের সম্পত্তি নিরাপত্তার জন্য মুসলমানদিগের নিকট রাখা হইয়াছিল। দাঙ্গার সময়ে কাহারও জীবননাশ ঘটিয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সেইরূপই বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরে দীক্ষারও কোন নির্ভরযোগ্য খবর পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কতকগুলি গ্রামে সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। বহুসংখ্যক অধিবাসী অস্থায়ীভাবে স্ব স্ব গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে; এমন কি কোন কোন স্থলে বিপদ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই লোকেরা ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। সমগ্র অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। আর্থিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য এবং যে সকল অধিবাসী গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। যাহারা ত্রিপুরা রাজ্যে এবং ত্রিপুরা জিলায় পলায়ন করিয়াছে, তাহাদিগকে আনিবার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেণ চলাচল করিবে এবং সরকার তাহার ব্যয়ভার বহন করিবেন। যাহারা গৃহহীন হইয়াছে এবং যাহাদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব গ্রামে ফিরাইয়া আনা হইতেছে, সরকার বহু ব্যয় করিয়া তাহাদিগের দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। মহকুমা হাকিম সাহায্য-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন এবং বেঙ্গল সিভিল-সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর উপরে ঐ কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় একজন কর্ম্মচারী প্রেরণের বিষয়ও বিবেচনা করা হইতেছে। এইরূপ স্থির করা হইয়াছে যে, উপদ্রুত অঞ্চলকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা হইবে এবং যে ক্ষতি হইয়াছে ও যেরূপ সাহায্যের আবশ্যক, সে সম্বন্ধে বিশদভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রত্যেক অংশের পরীক্ষার জন্য একজন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ভার প্রদান করা হইবে। সাহায্যের প্রথম কিস্তি স্বরূপ ঢাকা সহরের জন্য যে ৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মফঃস্বলে সাহায্যের জন্য ১০,০০০৲ টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং আবশ্যক হইলে আরও টাকা মঞ্জুর করা হইবে। সহরে এবং মফঃস্বলে দাঙ্গার ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে খয়রাতি দান করা হইবে। উপরে যে তদন্তের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলাফল না জানা পর্য্যন্ত কালেক্টরকে বীজ-শস্য ও পশ্বাদির খাদ্য ক্রয় করিবার জন্য ও আর্থিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আরও ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। কৃষি-ঋণ এবং জমির উন্নতির জন্য ঋণ উপযুক্ত লোকদিগকে যথেষ্ট ভাবে প্রদান করা হইবে। ঢাকা সহরেও অনুরূপ পরীক্ষা এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল অনুমোদিত সমাজ-সেবক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের নির্দ্দেশানুযায়ী তাহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিতে চাহেন, তাহাদের সাহায্য সরকার সাদরে গ্রহণ করিবেন।

বঙ্গীয় মহাজনী আইন, ১৯৪০

প্রণেতা:—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ মণ্ডল, বি-এল, বি-সি-এস,
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর, বর্দ্ধমান।

বাংলা ভাষায় এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাজনী আইন এবং নিয়মাবলী অদ্যাপি বাহির হয় নাই। দেশের প্রত্যেক খাতক, মহাজন, জমিদার, প্রজা, কৃষক, শ্রমজীবি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, উকিল, মোক্তার এবং ঋণ-সালিশী বোর্ড ও ইউনিয়ন কোর্ট প্রভৃতির নিত্য প্রয়োজনীয় পুস্তক। মূল্য ১।৷০ মাত্র।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

হাঙ্গেরীয় সেনার সীমান্ত অতিক্রম

বুডাপেষ্টের বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, হাঙ্গেরীয় সৈন্যরা যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হাঙ্গেরীয় সেনাদলের প্রধান সেনাপতির আদেশে হাঙ্গেরীয় সৈন্যরা দানিয়ুব ও তিসজা নদীর মধ্যস্থলে ও বরানিয়া অঞ্চলের সম্মুখস্থিত স্থানে সর্ব্বত্র ট্রিয়ানন সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

মনাষ্টির জার্ম্মাণ কবলে

জার্ম্মাণ সৈন্যের সহিত কোথায় বৃটিশ সৈন্যদলের সংঘর্ষ উপস্থিত, তাহা এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। তবে জার্ম্মাণরা স্যালোনিকার পশ্চিমে—প্রায় ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ইয়ানিৎসায় পৌঁছিয়াছে এবং দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়ার মনাষ্টির দখল করিয়াছে। মনাষ্টিরের নিকট যুগোশ্লাভিয়া হইতে গ্রীসে প্রবেশের যে পথ আছে, জেনারল লিষ্টের সাঁজোয়া বাহিনী তাহার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া এই স্থান দখল করিয়াছে।

এদিকে রোম হইতে প্রচার করা হইয়াছে, ইটালী হইতে যুগোশ্লাভিয়ার উত্তর-পশ্চিম দিকের প্রায় সীমা অভিমুখে যে ইটালীয়ান সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল, তাহারাও সাভা ও ত্রুবলানিকা উপত্যকা ধরিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

গ্রীসে বৃটিশ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ

সমর অফিস হইতে ১৪ই এপ্রিল ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গ্রীসের বৃটিশ সৈন্যগণ নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া যায়। পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যগণ বহু শত্রু সৈন্য নিহত করে।

কাপুজো ও সোল্লামের পতন

জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা লিবিয়ার উপকূলস্থ কাপুজো দুর্গ এবং মিসরীয় সীমান্তে অবস্থিত সোল্লাম অধিকার করিয়াছে।

কায়রোর জানা গিয়াছে, জার্ম্মাণ ও ইটালীয় বাহিনী মিসরীয় সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

একদল যন্ত্রসজ্জিত শত্রুসেনা তোব্রুক ঘুরিয়া আসিয়া বার্ডিয়া অধিকার করে এবং পরে সোল্লামের নিকট যুদ্ধ করিতে থাকে।

জার্ম্মাণ জাহাজের উপর আক্রমণ

বৃটিশ বোমারু বিমানগুলি ওলন্দাজ ও জার্ম্মাণ উপকূলে জার্ম্মাণ জাহাজের উপর প্রাত্যহিক আক্রমণ চালায়। প্রায় ১৫ শত টনের একখানা সরবরাহ জাহাজের উপর দুইবার বোমা পড়ে। জাহাজের ডেকের উপর কলের কামানের গুলী চালান হয়। একখানা জার্ম্মাণ টহলদারী জাহাজ ও প্রায় দুই হাজার টনের আর একখানা সরবরাহ জাহাজের উপরেও বোমা নিক্ষেপ ও কলের কামানের গুলী বর্ষণ করা হয়।

বলকানে জার্ম্মাণ সামরিক কেন্দ্রে হানা

রোমের বেতারবার্ত্তা অনুসারে জানা যায়, বৃটিশ বিমানগুলি দ্বিতীয়বার বলকানে জার্ম্মাণীর প্রধান সামরিক কার্য্যালয়ে আক্রমণ চালায়। যুগোশ্লাভিয়ার বিমানগুলি আক্রমণে যোগ দেয়।

গ্রীক সৈন্যের কোরিটজা অঞ্চল ত্যাগ

গ্রীক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইতেছে—উত্তর এলবানিয়ার রণক্ষেত্রে গ্রীক সেনাদিগকে রণকৌশলের কারণে কোরিটজা অঞ্চল ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে, বিভিন্ন স্থানে শত্রুপক্ষ আক্রমণ চালায়, কিন্তু সর্ব্বত্র সে আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।

তবরুকে বৃটিশের পাল্টা আক্রমণ

লণ্ডনে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যরা তবরুকে যে পাল্টা আক্রমণ করে, সেই সময় দুই হইতে তিন শত জার্ম্মাণকে বন্দী করা হইয়াছে।

[পূর্ব্ব কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[শেষ কলমের জের]

শত্রু বিমানগুলি তবরুকের উপর যে সময় আক্রমণ করে, সে সময় তাহাদিগের ১২ খানা বিমান ভূপাতিত করা হয়।

বৃটিশ ক্রুজার নিমজ্জিত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ক্রুজার "বোনা ভেনচার" টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

জাহাজখানি সরবরাহ জাহাজ পাহারা দিবার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। "বোনা ভেনচার" ৫,৪৫০ টনের ক্রুজার, দুই বৎসর পূর্ব্বে ইহাকে জলে ভাসান হয়।

শত্রুপক্ষের তৈলবাহী জাহাজ ধ্বংস

বৃটিশ সাবমেরিণ "ডাইগ্রেস" একখানা তৈলবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। জাহাজখানা শত্রু অধিকৃত ফ্রান্সের একটি বন্দরে যাইতেছিল।

জাহাজখানি প্রায় ১০ হাজার টনের। উহা সশস্ত্র এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণ তৈল ছিল। বৃটিশ নৌ-বিভাগের দপ্তর হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে ইহা বলা হইয়াছে।

বহু ইটালীয়ান সেনাপতি বন্দী

ইটালীর একজন শ্রেষ্ঠ ও বিশেষ কৌশলী বিভাগীয় সেনাপতি জেনারল ফিলো সাণ্টিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের নিকট আত্মসমর্পণের পর কায়রোতে আনীত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বৃগেডিয়ার নিরিশাটি, ৩ জন কর্ণেল ও ৪০ জন অন্য অফিসার, ১২০ জন সার্জেন্ট ও ১৬০ জন ইরিত্রিয়ান সৈন্য আনীত হইয়াছে।

বাঙলাদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার

নারায়ণগঞ্জে যুদ্ধ-প্রচার সম্পর্কীত সভা

সভাস্থলে ৭০৮৲ টাকার তোড়া

সম্প্রতি ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের সার্কেল অফিসার কর্তৃক রায়পুরা থানার অন্তর্গত মধিকান্দা নামক স্থানে একটি যুদ্ধ-প্রচার সম্পর্কীত জনসভা আহূত হইয়াছিল। নারায়ণগঞ্জের মহকুমা-হাকিম মি: জে, স্যাডুলার, আই, সি, এস্, এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। বহু লোক এই জনসভায় যোগদান করেন। সভাস্থলে ৭০৮৲ টাকার একটি তোড়া মিসেস অর্জকে প্রদত্ত হয়। রায়পুরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও তাঁহাকে ২০৲ টাকার একটি তোড়া প্রদান করে।

সভাপতি মি: জে, স্যাডুলার, আই, সি, এস্, মৌলভী আফ্তাবুদ্দীন খোন্দকার, মৌলভী মাহ্মুদ আলি খান মজলিশ এবং মৌলভী কছর আলি আশরফী যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও সেই সম্পর্কে সকলের কর্ত্তব্য এবং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

রায়পুরা ও নারায়ণগঞ্জে অনুরূপ আরও দুইটি যুদ্ধ-প্রচার সম্পর্কীত সভা আহূত হইয়াছিল।

চাঁদপুরে যুদ্ধ বিষয়ক সভা

গত ২৩শে মার্চ্চ চাঁদপুর স্থানীয় খেলার মাঠে প্রায় পনর হাজার মুসলমানের একটি জনসভায় মহকুমা হাকিম বক্তৃতা প্রদান করেন। বহুকাল চাঁদপুরে এরূপ বিরাট জনসভা আহূত হয় নাই। মহকুমা হাকিম তাঁহাদের নিকট যুদ্ধের অবস্থা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং সেই সঙ্গে বলেন যে হিট্‌লার, মুসোলিনী এবং তাঁহাদের আত্ম-বিনাশী সৈন্যদলের ধ্বংস না হইলে পৃথিবীর স্বাধীনতা-কামী ব্যক্তিগণের সুখ-শান্তির কোন আশা নাই। তিনি বলেন যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম শান্তি, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। তিনি ইস্‌লামের অনুসরণকারীদিগকে নিজেদের ভেদাভেদ ভুলিয়া বৃটেনের সহিত ইটালী ও জার্ম্মাণীর শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বিজয়ের অভিযানে সেই দৃঢ় সঙ্কল্প এবং অন্তরের আস্থা ও মাথার উপরকার ভগবানকে লইয়া সমভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। পরিশেষে মহকুমা হাকিম সমবেত সকলকে বৃটিশের জয়ের নিমিত্ত প্রাণ মন যোগদান করিতে অনুরোধ করেন, তাহার ফলেই অন্যায়ের উপর ন্যায়ের জয় হইবে। এই ব্যাপারে প্রবল সাড়া পাওয়া গিয়াছিল।

হুগলীর যুদ্ধ প্রচেষ্টা

এ পর্য্যন্ত মোট ৪০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত

সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণের যুদ্ধ প্রচেষ্টার যুদ্ধ ভাণ্ডারের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত এ জেলায় মোট ৪০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "লেডী মেরী হার্বার্ট বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলের" জন্য জেলার মহিলা কমিটি ৫,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। এই ভাবে সংগৃহীত মোট টাকার মধ্যে ৪,০০০৲ টাকা জেলার অভ্যন্তরে সিনেমা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠান দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। একাধারে জনসাধারণকে যুদ্ধের খাঁটি খবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করিবার নিমিত্ত এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য ও ফিক্সড্ বণ্ড ক্রয় করিবার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে প্রেরণা জাগাইবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণের প্রচেষ্টায় পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন জনসভা আহূত হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৪২টি অনুরূপ সভা আহূত হইয়াছে এবং জেলার প্রায় প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য স্থানে এই সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় জন সম্পর্ক কমিটির সহিত সহযোগিতা রক্ষা রাখিয়া প্রচার কমিটি একাধারে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাইবার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় সংবাদপত্রের সাহায্য সর্ব্বপ্রকারে কাজে লাগানো হইতেছে। যুদ্ধের সাপ্তাহিক বিবরণী ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হইতেছে এবং যুদ্ধ সম্পর্কীত চিত্রাদি প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রদর্শন করা হইতেছে। জেলার যুদ্ধ কমিটিসমূহ—যুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রকারে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহার ফলে কমিটি জনসাধারণের নিকট হইতে যে সাড়া পাইতেছে তাহা সত্যই উৎসাহজনক।

জলপাইগুড়ি

গত ২৮শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক ১,৮৩১।৶১০ পাইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত মোট ৩৬,২৮০।।৵৩ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৯১৫৶০ লেডী মেরী হার্বার্ট মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

বেকার তরুণদের জীবিকার সন্ধান

কটী, বিস্কুট তৈরী শিক্ষার সুযোগ

কটী, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরীর কারবারে বেকার যুবকদের জন্য যে সুযোগ রহিয়াছে, বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা তৎপ্রতি বেকার তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলের খুব কম শহরেই কটী প্রভৃতি তৈরীর উপযুক্ত কারখানার অস্তিত্ব রহিয়াছে; অথচ কটী, কেক্, প্যাষ্ট্রি প্রভৃতির খরিদ্দারের অভাব নাই। বর্ত্তমানে আনাড়ী লোকেরা কোন রকমে অস্বাস্থ্যকরভাবে কটী প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইয়া থাকে।

কটী, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরীর ব্যয় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৫০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মূলধন লইয়া কারবার শুরু করিলে অতি অনায়াসে মাসিক ৪০৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজগার করা যায়।

কটী, কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরী শিক্ষাদানের জন্য ১০১২, চক্রবেড়িয়া রোডে (সাউথ) ইণ্ডিয়ান বেকারী এণ্ড কন্‌ফেক্‌শনারী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মোট সাড়ে তিন মাস কাল এই কলেজে শিক্ষালাভ করিতে হয় এবং শিক্ষার ব্যয় স্বরূপ সর্ব্বমোট ৩০৲ টাকা লাগে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা গ্রহণের পর যুবকগণ স্বাধীনভাবে নিজেরা কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিম্বা অন্য কটীর কারখানা বা হোটেল প্রভৃতিতে চাকুরী পাইতে পারে।

বাঙলার আরো অধিক সংখ্যক তরুণ এই সুযোগ গ্রহণ করিবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতায় অবস্থিত নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিস হইতে পাওয়া যাইতে পারে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকে ডাক-হরকরা ও ঘোড়ার গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো; মাদ্রাজ বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না।

যত রকমে সম্ভব

আফিসে

ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রচারিত

CESC

CEK. 67.

যশোহরে নানাদিক দিয়া কর্ম্মচাঞ্চল্য

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্যোগ

যশোহর শহরতলীতে যে সকল গ্রাম আছে, তাহার অধিকাংশগুলিতেই বহু সংখ্যক তাঁতীর বাস এবং উহারা প্রাচীন ধরণের তাঁত চালাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। যাহাতে তাহারা তাহাদের ব্যবসায়ের উপযোগী আধুনিক রীতি পাইতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি সমবায় বয়ন সমিতি গঠন করিবার যথেষ্ট প্রচেষ্টা পরিচালিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমিতি তাহাদিগকে সস্তা দরে সূতা কিনিয়া এবং উপযুক্ত মূল্যে তাহাদের তৈরী জিনিষ বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারে। সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই সমিতি স্থাপনের প্রাথমিক ব্যবস্থার নিমিত্ত কিছু দিন হইল এই সকল গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছেন। গত ৩০শে মার্চ্চ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, সাম, আই, সি, এস, নওয়াপাড়া নামক গ্রামে গিয়া এই উদ্দেশ্যেই তন্তুবায়দিগের এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। তন্তুবায়দিগের মধ্যে অধিক লোকেরা ইতিমধ্যেই সমিতি রেজেষ্টারী করার জন্য আবেদন পেশ করিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, বাংলা নববর্ষ হইতেই উহার কাজ সুরু হইবে।

মহিলাদিগের যুদ্ধ প্রচেষ্টা

মিসেস এস, এম, খান মহিলা যুদ্ধ কমিটির প্রেসিডেণ্ট; উক্ত কমিটি লেডি মেরী হার্বার্ট যুদ্ধ তহবিলের নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত ১,৬০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। সদাইলের মহকুমা হাকিমের স্ত্রী মিসেস এ, আহমদ অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

পয়সা তহবিল

যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সাধারণ চাহিদা মিটাইবার জন্য যশোহর একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি পয়সা তহবিল স্থাপন করা হইয়াছে। সারা এপ্রিল মাস এই তহবিল খোলা থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে জেলার ১৮ লক্ষ বাড়ীতে গিয়া জনপ্রতি একটি করিয়া পয়সা চাওয়া হইবে। প্রতি গ্রামে একজন করিয়া লোককে এই চাঁদা তুলিবার জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। যে সকল পরিবার এই সামান্য এক পয়সা দিতেও অসমর্থ, তাহাদিগকে অবশ্য চাপ দেওয়া হইবে না; কিন্তু যাহার তত্ত্বাবধানে তাহারা বাস করে, সে তাহার দেয় প্রদান করিবে ইহা আশা করা যাইতেছে। এই তহবিল দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিবে। একপক্ষে জেলার প্রত্যেক অধিবাসীকে উহা বর্ত্তমান সাম্রাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করিবে, অপর পক্ষে জেলা তহবিলে এইভাবে বহু অর্থ সংগৃহীত হইবে। ১লা এপ্রিল এই তহবিল খোলা হইবে কিন্তু মাগুরা মহকুমার কোন একটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের এই পরিকল্পনাটি এত ভাল লাগিয়াছে যে, তিনি তাঁহার ইউনিয়নের দেয় ৭ই এপ্রিলের মধ্যেই প্রদান করিবেন বলিয়া ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সিভিক গার্ড

সিভিক গার্ডের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এক সপ্তাহে একমাত্র মাগুরা মহকুমাতেই ৪৫ জন নূতন সিভিক গার্ড তালিকাভুক্ত হইয়াছে। গত ২৮শে মার্চ্চ ঐ উপলক্ষে সিভিক গার্ডদিগের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের যে উৎসব হইয়াছিল, তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। এই আকস্মিক বিপদের দিনে যুবকগণ যে দেশের সেবা করিতে মনস্থ করিয়াছে, তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাহারা সৈনিক জীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা হাসি মুখে বরণ করিয়া লইবে।

(২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য)

চুঁচুড়ায় সিভিক-গার্ড প্যারেড

সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হইতে কমিশনারের অনুরোধ

গত ২৫শে মার্চ্চ চুঁচুড়ার ময়দানে সিভিক গার্ডদিগের একটি সাধারণ প্যারেড প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সময় বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এস, কে, হালদার, আই, সি, এস, উক্ত প্যারেড পর্য্যবেক্ষণ করেন।

সকাল ৮ ঘটিকায় কমিশনার প্যারেড-ময়দানে উপস্থিত হন, তৎপূর্ব্বেই উক্ত স্থানে দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তৎপর তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, বি, দাশ গুপ্ত এবং সিভিক গার্ডের জেলা কম্যাণ্ডাণ্ট মিঃ এস, রায় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। অতঃপর তাঁহাকে অভিবাদন বেদীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেই স্থান হইতে তিনি সিভিক গার্ডদিগের অভিবাদন গ্রহণ করেন। পুলিশ দলের ব্যাণ্ড অনুষ্ঠান কালে সর্ব্বক্ষণ বাজিতেছিল। ইহার পর কমিশনার সিভিক গার্ড দল পরিদর্শন করেন। অতঃপর সিভিক গার্ডদল জেলার কম্যাণ্ডাণ্ট এবং সিভিক গার্ড কম্যাণ্ডাণ্ট সমভিব্যাহারে অভিবাদন বেদী অতিক্রম করিয়া মার্চ্চ করিয়া চলিয়া যায়। উৎসব শেষে কমিশনার সিভিক গার্ডদের উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কি ধরণের কাজ সিভিক গার্ডদের সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিয়মতান্ত্রিক ও যোগ্যতা সম্পন্ন দলে পরিণত হইতে অনুরোধ করেন ১৭৫ জন সিভিক গার্ড এই প্যারেডে যোগদান করিয়াছিল।

মোটরের বডি নির্ম্মাণ

ভারতে কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ

ভারতে অধিক সংখ্যায় মোটরের বডি নির্ম্মাণের ব্যাপক আয়োজন চলিতেছে। আগামী জুন মাস হইতে একটি কারখানাকে মাসে ৫০০ বডি নির্ম্মাণের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিতে বলা হইয়াছে।

আরও একটি বন্দুক-কামান এবং শেল নির্ম্মাণ কারখানার বিস্তৃতি সাধন এবং অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের একটি পুরাতন কারখানা পুনঃ দখলের বিষয় অনুমোদিত হইয়াছে।

বহির্ভারত হইতে কাঠের যে চাহিদা আসিয়াছে, উহা মিটান হইতেছে। জানিতে পারা গিয়াছে, ফেব্রুয়ারীর প্রথম পক্ষে সরবরাহ বিভাগ ৪০,০০,০০০৲ টাকার কাঠ খরিদ করিয়াছেন।

সরবরাহ বিভাগ ফেব্রুয়ারীর ১ম ও ২য় সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে বস্ত্র, নিউজিল্যাণ্ড হইতে অগ্নি পরিসরবিশিষ্ট শক্ত কাপড়, গ্রীষ্ম দেশ হইতে কম্বল এবং ডিফেন্স বিভাগের জন্য ১২,০০০,০০০ গজ মশারীর কাপড়ের অর্ডার পাইয়াছেন।

প্রকাশ, ভারত সরকার ভারতীয় চটকল সমিতিকে আরও ২৭০ লক্ষ থলে সরবরাহ করিবার জন্য অর্ডার দিয়াছেন। তিনটি মাসিক কিস্তিতে থলেগুলি সরবরাহ করিতে হইবে।

চুঁচুড়ার সিভিক-গার্ড বাহিনী। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এস, কে, হালদার আই-সি-এস, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের ডেপুটী ইন্সপেক্টর-জেনারেল মহোদয়ও গার্ডদের মধ্যে উপস্থিত রহিয়াছেন।

(১ম কলমের শেষ)

আদর্শ "হাট"

কালিগঞ্জ বাজার জেলার অন্যতম বৃহৎ গ্রাম্য বাজার; উহাকে শীঘ্রই আদর্শ হাটে পরিণত করা হইবে। গত ২৬শে মার্চ্চ বাজারের মালিক ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার সহ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কালিগঞ্জ বাজার পরিদর্শন করেন। বাজারে ইতিমধ্যেই একটি নলকূপ আছে এবং আরও একটি খনন করিবার আদেশ পাওয়া গিয়াছে। যাহাতে বাজার সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তজ্জন্য ঝাড়ুদারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাহাতে বেশী দোকান ঘর তৈরী না হয় এবং ভীড় বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য অতিরিক্ত স্থান গ্রহণ করা হইয়াছে। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সেতু নির্ম্মাণ ও পথচারীদিগের জন্য রাস্তা বাঁধিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মহিষের গাড়ী রাখিবার জন্য বিশেষ স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, এই সকল উন্নয়নের ফলে বাজারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইবে এবং যথাসময়ে জেলার অন্যান্য বাজারের মালিকেরাও এই উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ ব্যয় করিবার সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্যদলে ইংরেজ রমণী

চেৎনিক সৈন্যবাহিনীতে যোগদান

সার্বিয়ার সুবিখ্যাত অনিয়মিত সৈন্যবাহিনী কোমিতাজিস্-এর চেৎনিক দলে একজন ইংরেজ মহিলা যোগদান করিয়াছেন। ইঁহার নাম মিসেস্ কৎ মিচেল। ইঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ইংরেজ মহিলাই এই দলে যোগদান করেন নাই। মিসেস্ মিচেল দেখিতে বেশ লম্বা এবং দেহও বেশ মজবুত। ইনি বৈমানিকের লাইসেন্সপ্রাপ্তা, ভাল ঘোড়-সওয়ার এবং সার্ব্বীয় ও আলবেনীয় উভয় ভাষাই বেশ জানেন এবং ঐ দুই ভাষায় লিখিত অনেক জাতীয় সঙ্গীত ও কাব্য ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইঁহাকে বেলগ্রেডে কাজে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রনিয়ন্তার দিনেও শ্রী-চেৎনিকদের সাজ নীলরঙ্গা সার্জের ইউনিফর্ম পরিয়া তিনি বেলগ্রেডে উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়োজন হইলে সৈন্যদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া একসঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন, এজন্য তিনি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন।

গবেষণার জন্য তিনটি বৃত্তির ব্যবস্থা

প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ৭৫৲ টাকা

গবেষণা কার্য্যের জন্য আগামী জুলাই মাসে ৭৫৲ টাকা করিয়া তিনটি বৃত্তি প্রদান করা হইবে। এই বৃত্তির স্থিতিকাল এক বৎসর মাত্র, কিন্তু যদি গবেষণা কার্য্যের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হয়, তবে উক্ত সময় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা চলিবে।

যে প্রকারের যোগ্যতার প্রয়োজন তাহা যদি আবেদনকারীদিগের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি, সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি এবং বিজ্ঞান অথবা সাহিত্য গবেষণার জন্য তৃতীয় বৃত্তিটি প্রদান করা হইবে।

এই বৃত্তির জন্য যিনি আবেদন করিবেন, তাঁহাকে আবেদন করিবার তিন বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী কিম্বা এম, এ, পাশ হইতে হইবে এবং কোন্ বিষয়ে তিনি গবেষণা করিতে ইচ্ছুক পরিষ্কারভাবে সেই বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন্ প্রতিষ্ঠানে তিনি গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করিবেন তাহার নাম এবং সেই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাযোগ্য সুখ-সুবিধা প্রদান করিতে ইচ্ছুক সেই নিদর্শন প্রদান করিতে হইবে; কিম্বা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানেরই উল্লেখ না থাকে, তবে কি চক্তিতে ও কি ভাবে গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে।

প্রত্যেক আবেদনপ্রার্থীকে তাঁহার আবেদনের সঙ্গে এই মর্ম্মের একটি চুক্তিপত্র পেশ করিতে হইবে যে, নির্ব্বাচিত হইলে গবেষণাকারী বেতনের বিনিময়ে কিম্বা অবৈতনিকভাবে কোন কাজ গ্রহণ করিবেন না, কোনো পরীক্ষা দিতে পারিবেন না, কিম্বা বৃত্তি বলবৎ থাকা কালীন তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয়ের মৌলিক গবেষণা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক আবেদনকারীর আবেদনের সঙ্গে প্রস্তাবিত গবেষণা কার্য্য চালাইবার জন্য কতদিন সময় লাগিবে, তাহা জানাইয়া কর্ত্তৃপক্ষের একটি করিয়া মুখবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আবেদনকারীকে বাঙালী কিম্বা বাঙলাদেশে স্থায়ী বসবাসকারী হইতে হইবে।

এই বৎসরের বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদিগকে ১০ই মের মধ্যে সর্ব্বশেষ কোন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা জানাইয়া অনুমোদিত ফর্ম্মে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মারফৎ আবেদন পেশ করিতে হইবে। কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসএ বঙ্গদেশীয় ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশনের পারসনেল অ্যাসিস্টেণ্টের নিকট উক্ত ফর্ম পাওয়া যাইবে।

যে সকল আবেদন নির্দ্ধারিত দিবসের পর পেশ করা হইবে কিম্বা অনুমোদিত ফর্ম্মে দাখিল করা হইবে না, তাহা বিবেচনা করা হইবে না।

মুসোলিনীর দূরদর্শিতা

দক্ষিণ আমেরিকায় গচ্ছিত অর্থ চালান

নিরপেক্ষসূত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সুইজারল্যাণ্ডে মুসোলিনীর অনেক টাকা জমা ছিল, কিন্তু ইটালী যুদ্ধে যোগদান করার পর মুসোলিনী এই টাকার বেশীর-ভাগই উঠাইয়া আনিয়া দক্ষিণ আমেরিকার চিলি ও পেরুর বিভিন্ন ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন। তাঁহার জামাতা কাউণ্ট সিয়ানোও শ্বশুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। কাউণ্ট সিয়ানো তাঁহার পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে বহু টাকা পাইয়াছিলেন। ইটালীর পররাষ্ট্র সচিবের পদে নিযুক্ত হইবার পরে এই টাকা তিনি আরও বাড়ান। ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের পর এই টাকার একটা বড় অংশই তিনি ব্রেজিলে সরাইয়া ফেলিয়াছেন।

"বিনাপয়সায় ভারতবর্ষ দেখা"

ইটালীয় সৈন্যদের মনোভাব

উত্তর ইটালীর সমস্ত শহরেই 'জার্ম্মাণ সংযোগ সাধন কমিশন' নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইটালীর প্রায় প্রত্যেক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানেই জার্ম্মাণ প্রতিনিধিদের আসন দান করিতে হইয়াছে। বিমানপোত এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহু জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ ঢুকিয়াছে। বয়নশিল্পগুলির অবস্থাও তদ্রূপ। তাহা ছাড়া রোমের টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে ইটালীয়দের তাড়াইয়া তাহাদের স্থানে জার্ম্মাণদের বসান হইতেছে। রোমের সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগেও জার্ম্মাণরা প্রবেশ করিতেছে—বিশেষ করিয়া জনসেবা সম্বন্ধীয় বিভাগগুলিতে। (বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে ইটালীতে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের খুবই কড়াকড়ি করা হয়। ইটালীয়েরা বলে, জার্ম্মাণদের হস্তক্ষেপের দরুণই এমন হইয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করে যে, ইটালীয় আমলাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্যতাই ইহার জন্য দায়ী)। ইটালীয় পুলিশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে গেষ্টাপো (জার্ম্মাণগুপ্তচর পুলিশ) প্রবেশ করিয়াছে এবং ইটালীয় পুলিশকে শিক্ষাদানের অজুহাতে রোমে বিস্তর জার্ম্মাণ পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে। বহু ইটালীয় সৈন্যের কাছেই জার্ম্মাণ সেনাধ্যক্ষদের উদ্ধত ব্যবহারের গল্প শুনা যায়। "টাবলেট" নামক পত্রিকায় একজন নিরপেক্ষ সংবাদদাতা এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে অবস্থাটা অনেকটা বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন: "ইটালীয় সৈন্যেরা যে প্রকার বেপরোয়াভাবে বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বেড়ায়, তাহা বিস্ময়কর। আমার এক বন্ধু ট্রেনে কতকগুলি ইটালীয় সৈন্যের সহিত একসঙ্গে যাইতেছিলেন। এই সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজন আফ্রিকায় যাইতেছিল। তাহাদের একজনকে লক্ষ্য করিয়া অপর একটি সৈন্য বলিল: 'আফ্রিকায় যাইতেছ, ইহাতো সুখবর। কি করিতে হইবে, তাহা নিশ্চয়ই জান। ব্রিটিশদের নিকট ধরা দিও; তাহারা কোনও ক্ষতিই করিবে না; এমন কি বিনাপয়সায় হয়ত ভারতবর্ষটাও দেখিয়া আসিতে পারিবে"।

দোকানদারদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়

দোকান বন্ধের সময় রাত্রি ৮-৫৪ মিঃ (কলিকাতা সময়)

জনসাধারণের মধ্যে দোকান কর্ম্মচারী আইন সম্পর্কে যে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

উপরোক্ত আইন অনুসারে দোকান বন্ধ করিবার সময় হইতেছে—রাত্রি ৮টা (ষ্টাণ্ডার্ড টাইম) অর্থাৎ কলিকাতার সময়ের ৮টা ২৪ মিনিট এবং ৮-২৪ মিনিটে যে সকল খরিদ্দার দোকানে উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহাদিগের মাল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত আর আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইবে। সুতরাং দোকান বন্ধ করিবার প্রকৃত সময় হইতেছে কলিকাতা সময়ের ৮টা ৫৪ মিনিট।

উপরোক্ত আইনের ৯ নং ধারার প্রতি দোকানদারদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। উক্ত ধারা অনুসারে প্রত্যেক দোকানদারকে সপ্তাহের কোন্ দিন অর্দ্ধ দিবস এবং কোন্ দিবস পুরা দিন বন্ধ থাকিবে তাহা ছাপানো ফর্ম্মে লিপিবদ্ধ করিয়া দোকানের একটি বিশিষ্ট স্থানে টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে এবং উহার একটি কপিও সেই সঙ্গে কোন পরিবর্ত্তন থাকিলে তাহা দোকানের চিফ্ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। চিফ্ ইন্‌স্পেক্টরের অফিস ৫ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে অবস্থিত। সকল দোকানদারের এই নোটিশের কপি অবিলম্বে চিফ্ ইন্‌স্পেক্টরের অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমেরিকায় ভারতীয় প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষের উপর রাশিয়ার লোভ ?

মঃ মলোটোভ জার্ম্মাণীতে হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার পর হইতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলি নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছে। ভারত মহাসাগরে একটি বন্দর লাভের জন্য রাশিয়া বহুদিন ধরিয়াই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। সুতরাং মনে হয়, রাশিয়া জার্ম্মাণীকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহার বদলে ভারতবর্ষ, ইরাক এবং ইরাণ সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর সহিত কোনও একটা বোঝাপড়া করিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর "স্বাধীনতার পথে" নামক নূতন পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকার প্রসিদ্ধ সমালোচক ভিন্সেণ্ট শীহান্ ইহার একটি দীর্ঘ ও অনুকূল সমালোচনা করিয়াছেন। এই পত্রিকার প্রকাশকদের অন্যান্য সংবাদপত্রেও ইহার বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। অন্যান্য পত্রিকাগুলিতেও এই পুস্তক সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আটলাণ্টিকের যুদ্ধ

জার্ম্মান ইউ-বোট ধ্বংসের ব্যবস্থা

মিঃ উইন্‌ড্‌হাম টিল্ড্ সম্প্রতি এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—জার্ম্মাণ ইউ-বোট ও যুদ্ধজাহাজগুলি বর্ত্তমানে আটলাণ্টিক মহাসাগরে ব্রিটেন ও তাহার মিত্র-শক্তিবর্গের সওদাগরী জাহাজগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। অ্যাডমিরাল দার্লা ব্রিটিশ অবরোধ ভেদ করিয়া খাদ্যপূর্ণ জাহাজ আনিবার জন্য ফরাসী নৌবহর ব্যবহারের যে হুমকি দেখাইয়াছেন, আটলাণ্টিকের এই যুদ্ধের সহিত তাহার কিছুটা যোগাযোগ আছে বলিয়া মনে হয়।

মিঃ উইন্‌ষ্টন চার্চ্চিল প্রকাশ্যেই জানাইয়াছেন যে, এই সপ্তাহের কোনও একদিন তিনটি জার্ম্মাণ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর যে আরও জার্ম্মাণ ইউ-বোট ডুবান হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

গত ৯ই মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তিবর্গের মোট ৯৮ হাজার টন জাহাজ-ডুবি হইয়াছিল। পূর্ব্বের সপ্তাহের ক্ষতির তুলনায় ইহা শতকরা ৩৩ ভাগ কম। কিন্তু জাহাজ ডুবির পরিমাণ আরও হ্রাস করা প্রয়োজন। আটলাণ্টিকের সমরের জন্য ব্রিটেন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে।

মাৎসুয়োকার নিকট হিটলারের দাবী

পূর্ণ সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার টোকিওস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, হিটলার মাৎসুয়োকাকে প্রায় স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, জাপান জার্ম্মাণীকে পূর্ণ সহায়তা দান করিবার প্রতিশ্রুতি না দিলে, এশিয়ার দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে জাপান অ্যাক্সিসের নিকট হইতে কোনও সাহায্যের আশা করিতে পারে না। টোকিওর "আসাহি" নামক সংবাদপত্রটির বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জাপ পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুয়োকার সাথে আলোচনা কালে হিটলার ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্পর্কে জাপানকে স্পষ্ট কোনও নীতি গ্রহণ করিতে বলেন।

তুরস্কের ন্যাশনাল এসেম্বলি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এক আইন পাশ করিয়াছেন। ঐ আইন অনুসারে দেশের মধ্যে আবশ্যকানুরূপ কার্য্যের জন্য যে কোন বয়সের বিভিন্ন অধিবাসীদিগকে আহ্বান করা যাইবে।

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দৃঢ়তর

মাল চলাচলের সুবন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তা

ইকনমিষ্ট পত্রিকা লিখিয়াছে:—১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাসে ব্রিটেনে অপেক্ষাকৃত কম বিমান আক্রমণ হইয়াছে বলিয়া এই সময়ে ব্রিটেন তাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। গত ডিসেম্বরে ব্রিটেনের রেজিষ্টারিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭০৫,০০০ ছিল, ১০ই ফেব্রুয়ারীর হিসাবে দেখা যায় উহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৫৮১,০০০ হইয়াছে। ইহার মধ্যে আধাআধি মাত্র সাময়িকভাবে বেকার ছিল। পুরা বেকারের সংখ্যা দুই লক্ষের বেশী হইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে নূতন কোনও যুদ্ধশিল্প আরম্ভ করিতে হইলে তাহার জন্য যথেষ্ট শ্রমিক পাওয়া সহজ হইবে না। সে ক্ষেত্রে যে সকল শ্রমশিল্প অত্যাবশ্যক নহে এবং যাহাতে কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক সেগুলি হইতে শ্রমিক আমদানী করিতে হইবে। এই কারণেই যে সকল প্রতিষ্ঠান সাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যাদি উৎপন্ন করে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এই পণ্যাদির উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কারখানায় কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য বলিয়াছেন। সাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যাদির পরিমাণ স্বভাবতঃই কমিয়া যাওয়ায় এইরূপ করা অসম্ভব হইবে না। এই উপায়ে যুদ্ধশিল্পগুলির জন্য ৫ হইতে ৭॥ লক্ষ শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হইবে।

সাধারণের ব্যবহার্য্য পণ্যাদি উৎপাদনের জন্য তুলা প্রভৃতি কাঁচামাল বর্ত্তমানের তুলনায় পূর্ব্বে আরও অধিক পরিমাণে আমদানী হইত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য অন্যান্য জিনিষ অধিকতর প্রয়োজন হওয়ায় তুলা প্রভৃতি কাঁচামালের আমদানী হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বে-সামরিক জনসাধারণের জন্য সুতী ও পশমী বস্ত্র প্রভৃতির উৎপাদন পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শীতকালে আমদানী ও রপ্তানীর ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। বন্দরের অফিসগুলিতে অত্যধিক বিলম্ব বা কারখানায় বিলম্বে মাল পৌঁছিবার অনেক অভিযোগ শুনা গিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ মাল বহনের স্বল্পতা নহে। বন্দোবস্ত আরও ভাল হইলে বর্ত্তমান যানবাহন লইয়াই আরও সহজে মাল চলাচল করা যাইতে পারে।

'মুক্তিদাতার' আটলাণ্টিক পাড়ি

ঘণ্টায় ২৩৫ মাইল অতিক্রম

আমেরিকায় "মুক্তিদাতা" নামে যে বৃহৎ বোমারু বিমান প্রস্তুত হইতেছে, তাহার অনেকগুলি আটলাণ্টিক সমুদ্র পাড়ি দিয়া গ্রেট ব্রিটেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মুক্তিদাতা উন্নত ধরণের বৃহদাকার বিমানপোতের মধ্যে অন্যতম। ইহার ঊর্দ্ধতম গতিবেগ ঘণ্টায় ৩৩০ মাইল, এবং বোমা বহনের ক্ষমতাও অসাধারণ। ইংরেজ বৈমানিকেরা "মুক্তিদাতা"গুলিকে আট ঘণ্টারও কম সময়ে আটলাণ্টিক পার করিয়া আনিয়াছে।

ইংলণ্ডের অভিকায় যাত্রীবাহী বিমানপোত

আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় চলাচলের ব্যবস্থা

ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় বিমান কোম্পানীর জন্য যে সকল "বোয়িং" বিমানপোত তৈয়ার হইতেছে, তাহার মধ্যে তিনটি গ্রেট ব্রিটেনের পাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা ছাড়া "সিকোরস্কি" বিমানপোতও ৩টি ডিসেম্বর বোধ হয় ব্রিটেন পাইবে। "সিকোরস্কি" এবং "বোয়িং" উভয় প্রকার বিমানপোতগুলি চারটি ইঞ্জিন সংযুক্ত। বোয়িং পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী বিমানপোতসমূহের অন্যতম।

ডক অঞ্চলে বিমান-আক্রমণ নিরোধ ব্যবস্থা

গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বিগত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা আউটরাম ঘাট হইতে মোটর-লঞ্চযোগে ডক-অঞ্চল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হন। বি-এন-আর জেটীতে নামিয়া অতঃপর লাট সাহেব কিং জর্জ ডক অঞ্চলে গিয়া তথাকার বিমান-আক্রমণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। বি-আই-এস-এন কোম্পানী কর্ত্তৃক আগুন ও বিস্ফোরণ নিবারণের যে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কোম্পানীর কার্গো-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন হ্যানে গভর্ণর বাহাদুরকে তাহা প্রদর্শন করান। আহত ব্যক্তিকে একটি গভীর নর্দ্দমার উপর দিয়া ষ্ট্রেচারে বহন করতঃ কেমন করিয়া লইয়া যাওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সুন্দর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। খিদিরপুর ডকের এই সব অনুষ্ঠানের পর লাট বাহাদুর পুনরায় লঞ্চযোগে বোটানিক্যাল গার্ডেন্ জেটীতে গিয়া অবতরণ করেন এবং সেখান হইতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শনে গমন করেন। উক্ত কলেজে যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্য্যের শিক্ষার্থীদিগকে ট্রেণিং দানের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, গভর্ণর বাহাদুর তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিদর্শন করেন। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ ডাঃ পাণ্ডা তাঁহাকে এরোপ্লেনের যান্ত্রিকদের শিক্ষাগার ও অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ বিভাগের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদর্শন করান। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিমানের ইঞ্জিন সংক্রান্ত বিভাগ এবং কাঠের কাজের বিভাগও পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি যান্ত্রিকদের থাকার ব্যারাক ও আহারের স্থান প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। কলেজ হইতে ফিরিয়া লাট সাহেব বোটানিক্যাল্ গার্ডেনের ভিতর দিয়া মোটরযোগে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

দোকান-কর্ম্মচারী আইন

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের বঙ্গীয় দোকান ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আইনের ৯ নং নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক দোকানে যে নোটিশ সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থানে ঝুলাইয়া দিতে হইবে, তাহার নকল এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত চীফ্ ইন্সপেক্টরের অফিসে নিজে উপস্থিত হইয়া জমা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া দোকানদারগণ ধারণা পোষণ করিতেছেন। এইরূপ ধারণার ফলে চীফ্ ইন্সপেক্টরের অফিসে যে অসম্ভব ভীড় হইতেছে, তাহা দোকানদারদের পক্ষে খুব অসুবিধাজনক হইয়াছে এবং উক্ত বাড়ীতে অন্যান্য যে সব অফিস রহিয়াছে, সে সব অফিসের পক্ষেও বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আইনের বিধান ইহাই যে, আইনানুমোদিত নোটিশখানা দোকানের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে এবং তাহার একটি নকল চীফ্-ইন্সপেক্টরের অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। যদি ডাকযোগে নোটিশের নকল চীফ ইন্সপেক্টরের নিকট পাঠাইয়া আইনের বিধান অনুযায়ী যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একখানা সার্টিফিকেট (Certificate of posting) পোষ্টাফিস্ হইতে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

আইনের বিধানাবলী বা তৎসংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর কোন বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পরে সুবিধামত যে কোন সময় চীফ-ইন্সপেক্টরের নিকট অনুসন্ধান করা চলিবে।

(প্রেস-নোট)

বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের এলাকায় বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বাঙ্গলা সরকার ১,০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন।

ব্রিটেন অভিযানের মহড়ায় অগ্নিকাণ্ড

অগ্নিনিরোধক পরিচ্ছদের ব্যর্থতা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার লিসবন হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, অধিকৃত ফ্রান্সের বৌলিনস নামক শহরে জার্ম্মাণ সৈন্যেরা যখন ব্রিটেন অভিযানের মহড়া দিতেছিল, তখন একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। শহরের বহির্দ্দেশে আলিয়ের নদীর এক নির্জ্জন স্থানে পেট্রোল ঢালিয়া শাৎসীরা তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। তথাকথিত অগ্নিনিরোধক পোষাক পরিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদের সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ করা হয়। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল অগ্নিনিরোধক পোষাকগুলি প্রকৃতপক্ষে ইহাদের আগুনের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্নিদগ্ধ হইয়া অনেকে মারা পড়িয়াছে এবং অনেকে সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের লোকেদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গত শরৎকালে এক জার্ম্মাণ বাহিনী ব্রিটেন অভিযান করিবার উদ্দেশ্যে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী সমুদ্রের উপর পেট্রোল ঢালিয়া দাহক বুলেট সহযোগে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করায় জার্ম্মাণ বাহিনী আর অগ্রসর হইতে পারে না। যাহাতে ভবিষ্যতে পুনরায় আক্রমণকালে জার্ম্মাণ সৈন্য ঐরূপ আগুনের মধ্য দিয়াও অগ্রসর হইতে পারে, সেজন্যই এই অগ্নিনিরোধক পোষাকের পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

জার্ম্মাণ সৈন্যদলে মাদকদ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধি

সাহস জিয়াইয়া রাখিবার কৃত্রিম উপায়

সাহস ও স্নায়ুশক্তি জিয়াইয়া রাখিবার জন্য জার্ম্মাণ সৈন্যেরা অধিক পরিমাণে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রীর দপ্তর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবিধ দ্রব্য বর্ত্তমানে এই দপ্তরে পরীক্ষার্থে জড়ো করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রীর দপ্তরের বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফেলপুস জানান যে, লফোটেন দ্বীপে যে সকল জার্ম্মাণ সৈন্যকে বন্দী করা হয়, তাহাদের পকেট হইতে এমন সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের প্রচলন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের প্রত্যেকের পকেটেই ঘুমের ঔষধ এবং অন্যান্য পেটেণ্ট ঔষধই পাওয়া গিয়াছে।

ফুটবল! (ব্লাডার সহ।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট

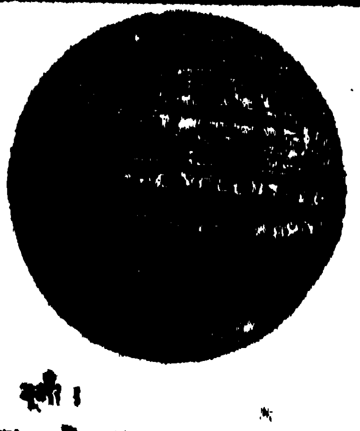

ফুটবল!! (ব্লাডার সহ।) সস্তা টেকসই

মূল্য।	টাঃ আঃ।	টাঃ আঃ।	মূল্য।	টাঃ আঃ।	টাঃ আঃ।
'খোকন' নং ১	১ ৪	১ ৮	পাম্প ছোট	...	১ ৪
'খোকন' নং ২	১ ১২	২ ০	পাম্প মাঝারী	...	২ ৮
'খোকন' নং ৩	[illegible]	[illegible]	পাম্প বড়	...	[illegible]
শিশু উইনার নং ৩	...	৪ ৮	বোলিং [illegible]	[illegible]	[illegible]
শিশু উইনার নং ৪	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
শিশু উইনার নং ৫	...	১১ ০	ব্লাডার নং ১	...	০ ১০
"টি" সেপ্ নং ৩	...	[illegible]	ব্লাডার নং ২	...	০ ১২
"টি" সেপ্ নং ৪	...	[illegible]	ব্লাডার নং ৩	...	০ ১৪
"টি" সেপ্ নং ৫	...	১০ ৮	ব্লাডার নং ৪	...	১ ০
ইণ্টারন্যাশনাল ম্যাচ নং ৫	...	১৩ ৮	ব্লাডার নং ৫	...	১ ৪

ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হয়। বিনামূল্যে তালিকা পাওয়া যায়।

মোহন ব্রাদার্স, লিঃ,
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৪১ [এক আনা

বৃটিশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ

ইজারা ও ঋণদান বিলের গূঢ় উদ্দেশ্য

ইজারা ও ঋণদান বিলটি আইনে পরিণত হওয়ার ইতিমধ্যে আমেরিকা হইতে বৃটেনে রণসম্ভার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনেও আরও লোকবল বৃদ্ধির আয়োজন চলিয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কীত বৃটিশের নূতন শিল্পগুলি চালু করার উদ্যোগ হইতেছে। জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে অবিলম্বে পঞ্চাশ হাজার লোকের আবশ্যক। অস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ১০০,০০০ নারী শ্রমিক এবং অক্সিলারী টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের জন্য আরও ৩০,০০০ লোকের আবশ্যকতা রহিয়াছে। সর্ব্বসমেত উক্ত ১৮০,০০০ শ্রমিক, ছাড়াও অল্প কাল পরেই আরও ৫০০,০০০—৮০০,০০০ লোক আবশ্যক হইবে।

যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে অনাবশ্যক শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত করা সম্পর্কে দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে যুদ্ধ সম্পর্কীত শিল্প কার্য্যাদির জন্য ৫০০,০০০—৭৫০,০০০ পুরুষ ও নারী শ্রমিক পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। কিন্তু এ-সংখ্যাও পর্য্যাপ্ত নয়। বিলাতে একণে আর কোন শ্রমিক নাই বলিয়া নূতন লোক সংগ্রহ করিতেই হইবে। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ২০ এবং ২১ বৎসর বয়স্ক নারী এবং ৪১ ও ৪৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগকে অত্যাবশ্যক যুদ্ধ-শিল্পে নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। শ্রম বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বেভিন উক্ত ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন। তবে জাতীয়তার দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষ ও নারী শ্রমিককে তাহাদের স্ব স্ব পদে থাকিতে দেওয়া হইবে। যাহারা অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় শিল্পে নিযুক্ত আছে এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, তাহাদিগকে জরুরী শিল্প-কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। আমেরিকা হইতে বৃটেনের নূতন কারখানাসমূহের জন্য এখন হইতে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি অনবরত আসিতে থাকিবে। উহাদিগকে চালু করার জন্য বৃটিশ শ্রমিকদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ইজারা ও ঋণদান বিল আইনে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রস্থিত বৃটিশ অর্থ-সম্পদকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কর্টোল্ডস নামক সর্ব্বপ্রধান বৃটিশ প্রতিষ্ঠান তাহাদের আমেরিকাস্থিত শাখা "আমেরিকান ভিস্কোজ কর্পোরেশন" একটি আমেরিকান সিণ্ডিকেটের নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। কোম্পানীর [illegible] বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রথম কিস্তিতে উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৪ কোটি ডলার পাইবেন। মোট ৮ কোটি হইতে ১০ কোটি ডলার পাওয়া যাইবে। এই অর্থের সবটাই ক্রমে ক্রমে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে আসিবে।

উপরোক্ত ক্রয়-বিক্রয়ের দুইটি অবস্থা আছে। [illegible] ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, আমেরিকা যতদূর অর্থ-[illegible] আদায় করিবে, বৃটেনও বিনিময়ে ততদূর [illegible] করিতে প্রস্তুত আছে। দ্বিতীয়তঃ বিদেশে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে-দেনা রহিয়াছে, উহার দ্বারা তাহা পরিশোধ করার ব্যবস্থা হইবে। ইজারা ও ঋণদান বিলের বিধান অনুসারে যুদ্ধাবসানের পূর্ব্বে রণসম্ভারের মূল্য বাবদ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু দিতে হইবে না, ইহা সত্য কথা; তবে এখনও বৃটিশের তিনটি দেনার দায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ ইতিপূর্ব্বে আমেরিকা হইতে যে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইয়াছে, উহার মূল্য আদায় করিয়া দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আমেরিকা হইতে বৃটেনে যে-সমস্ত মাল সরবরাহ করা হইয়াছে, উহার মূল্যও শোধ করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ বিদেশে খরিদ দ্রব্যসম্ভারের মূল্য বিদেশী মুদ্রায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে আদায় করিতে হইবে। অর্থনীতিবিদ্‌গণের হিসাবে বিদেশে ১৯৪১ সনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দেনার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৯ কোটি ডলার। ভিসকোজ প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা দেনার প্রায় অর্দ্ধেকটা শোধ হইয়া যাইবে। আমেরিকায় বৃটিশের অন্যান্য যে-সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে, উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে সমস্ত দেনা পরিশোধ হইবে বলিয়া লণ্ডনের অর্থনীতি মহল আশা করিতেছেন।

বর্ত্তমান মহাসংগ্রামে বৃটিশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বিগত মহাসমরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখাই ইজারা ও ঋণদান বিলের আসল উদ্দেশ্য। এ্যাবে রোড বিল্ডিং সোসাইটির সাধারণ সভায় লর্ড ষ্টাম্প একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সরকারী ঋণেও উক্ত নীতি প্রযোজ্য।

লর্ড ষ্টাম্প বলেন, "চলুন, আমরা বর্ত্তমান মহাসংগ্রামের প্রথম ১৮ মাসের জাতীয় আর্থিক অবস্থার সহিত বিগত মহাসমরের প্রথম ১৮ মাসের অবস্থার তুলনা করি। ১৯১৪ সনের জুন মাসে কোম্পানীর কাগজের সুদের হার ছিল শতকরা ৩৷৷০ টাকার কিছু বেশী। বর্ত্তমান সংগ্রামের প্রারম্ভে আমরা শতকরা প্রায় ৩৲ সুদে কর্জ্জ গ্রহণ করি। বিগত মহাসমরের প্রথম ১৮ মাসের পর ১৯১৬ সনে সুদের সর্ব্বনিম্নহার ছিল শতকরা ৫ টাকা। সুদের ৩ ও ৫ বৎসরে পরিশোধ্য অর্থে তাহারা যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকেন। এমনকি শেষোক্ত বৎসর তাহারা তিন বৎসরে পরিশোধ্য শত করা ৬ টাকা সুদে কর্জ্জ গ্রহণ করিতেও বাধ্য হন। অসঙ্গত বিবেচিত হওয়ার পরে অবশ্য উক্ত হারের সুদের কাগজ প্রত্যাহৃত হয়।"

বর্ত্তমান সংগ্রামে আমরা শতকরা মাত্র ৩ টাকা সুদে দীর্ঘ মেয়াদী কর্জ্জ লাভ করিতেছি। সুদের হারে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এ-ব্যবস্থায় সকল রাষ্ট্র বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

১৯১৬ সনের এ সময় মেয়াদ অন্তে শতকরা ৫ টাকা সুদে ট্রেজারী বিল পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। জুলাই মাসের তিন মাস ও এক বৎসর মেয়াদী ট্রেজারী বিলের সুদের হার যথাক্রমে শতকরা ৫৷৷৹ ও ৬ টাকায় দাঁড়ায়। ১৯১৪ সনে ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল শতকরা ৪ টাকা ১৯১৬ সনের জুলাই মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৫ টাকা হইতে ৬ টাকায় দাঁড়ায়। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর, ব্যাঙ্কের সুদের হার ছিল শতকরা ২৲ টাকা; মধ্যবর্ত্তী সময়ে সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও উহা আবার ২ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। স্বল্প কাল মেয়াদী ঋণের সুদের হার ১৯১৫ সনে ছিল শতকরা ২ পাউণ্ডের কিছু বেশী। ১৯১৬ সনে সুদের হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৪ পাউণ্ডেরও অধিক দাঁড়ায়। বর্ত্তমানে কিন্তু স্বল্পকাল মেয়াদী ঋণের সুদের হার শতকরা ১ পাউণ্ডই রহিয়াছে; হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই।

প্যারিসের দশজন ছাত্র মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

জীবন রক্ষার জন্য মার্শাল পেতাঁর স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনের নিন্দা

টাইমস পত্রিকার ফরাসী সীমান্তস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, ফরাসী জনসাধারণের মনোভাব ক্রমেই অধিকতররূপে বৃটিশের অনুকূল হইয়া উঠিতেছে অথচ ভিসি সরকার ক্রমেই অধিকতর জার্ম্মাণ ঘেঁষা হইয়া উঠিতেছেন।

তবে সম্প্রতি মার্শাল পেতাঁ জেনারেল দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনকে নিন্দা করিয়া যে উক্তি করিয়াছিলেন, তাহার অন্য কারণ আছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্র হইতে জানা গিয়াছে। স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করিবার অপরাধে প্যারিসের যে দশটি ছাত্রকে জার্ম্মাণীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে তাহাদের বাঁচাইবার জন্যই মার্শাল পেতাঁ [illegible] করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ, পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জন-সাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জন-সাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৮শে এপ্রিল—১৯৪১

আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

বাঁকুড়া জেলার আদিম অধিবাসীদের উন্নয়ন কার্য্যের জন্য নিযুক্ত স্পেশাল অফিসার ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্ট সম্প্রতি পেশ্ করিয়াছেন। দেশের আদিম অধিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্যই বাঙলা-সরকার বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলার আংশিকভাবে শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলে এরূপ স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন, সম্ভবতঃ দেশবাসী তাহা অবগত আছেন।

আলোচ্য রিপোর্টে বাঁকুড়ার স্পেশাল অফিসার জানাইয়াছেন যে, সমগ্র বৎসরের মধ্যে মোট ২২৩ দিন তিনি বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়াছিলেন এবং মোট ১১৯টি গ্রাম্য সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন থানায় এবং জেলার সদরেও তিনি আদিম অধিবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন। সরকারী সমবায় বিভাগ হইতে কোন কোন থানায় যেসব সমবায়-ঋণ সমিতি গঠন করা হইয়াছে, যাহাতে আদিম জাতীয় লোকেরা এসব সমিতির সুযোগ গ্রহণ করে, তজ্জন্য স্পেশাল অফিসার তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এই সব সমিতির মধ্যস্থতায় সমগ্র জেলায় যে মোট ২৮,০০০৲ টাকা ঋণ বিতরণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে শুধু আদিম অধিবাসীদের মধ্যেই ৫,০০০৲ টাকা বিতরিত হইয়াছিল। এই ঋণের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আদিম জাতীয় লোকেরা প্রত্যর্পণও করিয়াছে। যাহাতে কৃষিকার্য্যের ভিতর দিয়া আদিম জাতীয় লোকেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য স্পেশাল অফিসার চীনাবাদাম, ইক্ষু, শাক-সব্জী ও কার্পাসের চাষে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সাঁওতাল-অধ্যুষিত অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর ধান্য ও শাক-সব্জীর বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর থানায় সরকারী কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদর্শনী-কেন্দ্র খোলার ফলে চীনাবাদামের আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-প্রাপ্তির সুবিধার জন্য একটি সমবায়-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকারের নিকট পেশ্ করা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনাটি সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। সরকারী শিল্প-বিভাগ পরিচালিত দুইটি ভ্রাম্যমান বয়ন-বিদ্যালয় এই জেলায় কাজ করিতেছে এবং আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোক বয়ন-কার্য্যে শিক্ষিত হইয়াছে। বয়ন-কার্য্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যাহাতে ব্যবসায়ে নিয়োগ করিতে পারে, তজ্জন্য দুইটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতীয় আদিম লোকেরা তাহাদের পুত্র-কন্যাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ক্রমেই অধিকতররূপে আগ্রহান্বিত হইতেছে এবং শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার জন্য দিন-দিনই বেশী করিয়া দাবী উত্থিত হইতেছে। জেলার সাঁওতাল শিক্ষা-বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরো এমন অনেক বিদ্যালয় রহিয়াছে—যেখানে প্রকৃত-পক্ষে আদিম জাতীয় ছাত্রের সংখ্যাই বেশী। আলোচ্য বর্ষে ১৪টি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মধ্য ও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহেও আদিম-জাতীয় ছাত্রদের সংখ্যা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, আদিম জাতিদের মধ্যে কয়েকজন ম্যাট্রিক পরীক্ষায়ও পাশ করিয়াছে এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের চাকুরীর চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণ উন্নতি ও সালিসী ব্যবস্থার গ্রাম্য বিবাদ-বিসম্বাদ মিটানের জন্য গ্রাম্য সমিতি সংগঠনের এক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত এরূপ ২০টি সমিতি গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় জেলা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিশেষভাবে আদিম জাতীয়দের উন্নয়নের উদ্দেশ্য লইয়াই সারেঙ্গা নামক স্থানে একটি স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ৮(ক) অধ্যায়ে বর্ণিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার কথা এই জেলায় জানা থাকিলেও, সকল ক্ষেত্রে তাহা পালন করিয়া চলা হয় নাই। কাজেই, সাঁওতাল ও অন্য জাতীয় লোকের মধ্যে জমি-হস্তান্তর, সাঁওতালদের জমি ভিন্ন জাতীয় জমিদার কর্ত্তৃক দখল এবং কালেক্টরের অনুমতি ব্যতীতই আদিম অধিবাসীদের জমি মৌখিক ব্যবস্থায় বন্ধক রাখার ব্যাপার কোন কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেশাল অফিসার এই সব ব্যাপারে অনুসন্ধান করিয়া যাহাতে সকল ব্যাপারে আইনের ব্যবস্থা অনুসৃত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন এবং ফলে আদিম অধিবাসীরা তাহাদের ভূমির জন্য উপযুক্ত মূল্য পাইয়াছে। ভূমি-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের ন্যায্য অংশ স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে আদিম-অধিবাসীদিগকে তাহাদের জমি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোট কিঞ্চিদধিক ১০৭ একর জমি এরূপভাবে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমি-হস্তান্তরের ক্ষেত্রে স্পেশাল-অফিসার গ্রামে যাইয়া পক্ষদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সর্ত্তাদি স্থির করিয়া এবং নিজে সামনে থাকিয়া দলীল লিখাইয়া টাকার আদান-প্রদান করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারের ফলে আদিম-অধিবাসীরা একান্ত প্রয়োজনের সময় জমি বিক্রয় করিয়া টাকার সংস্থান করিতে সহজেই সমর্থ হইয়াছে—পূর্ব্বের মত তাহাদিগকে প্রতারিত হইতে হয় নাই। বেআইনীভাবে যেসব ক্ষেত্রে খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, স্পেশাল-অফিসার সেসব ক্ষেত্রে আপোষে খাজানা হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে খাজানার দাখিলা প্রদানের ব্যবস্থারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ; খাজানা দিয়াও কোন আদিম অধিবাসী প্রজাকে দাখিলা দেওয়া হয় নাই, এরূপ দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা গিয়াছে।

আদিম অধিবাসীদিগকে বিনা খরচায় আইন-সম্পর্কীত পরামর্শ প্রদানের যে পরিকল্পনা গভর্ণমেন্ট করিয়াছেন, তাহার ফল খুব ভাল হইয়াছে। কারণ যে ক্ষেত্রেই সরকার কোনও আদিম অধিবাসীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, অপর পক্ষ আপোষের জন্য অগ্রণী হইয়াছে। আবকারী মোকদ্দমার বিচার মফঃস্বলে সম্পন্ন করার এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আদিম অধিবাসীরা তাহাদের জরিমানা অনতিবিলম্বে প্রদান করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৫১০টি আবকারী মামলার বিচার এরূপভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

জাপানের নীতি ও কার্য্য-পদ্ধতি

বিগত শতাব্দীর শেষাংশে যে সময় হইতে জাপান আধুনিকতার অনুসরণ করা শুরু করিয়াছে, তখন হইতেই সুযোগ-সুবিধা মত জবরদস্তির নীতি অবলম্বন করিতেও সে কুণ্ঠিত হয় নাই। ১৮৯৪ সালে চীনদেশ আক্রমণের ভিতর দিয়াই জাপানের এ-রূপ আক্রমণমূলক মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ; কিন্তু সে সময়ে পাশ্চাত্য [illegible] বড় বড় শক্তির চক্রান্তের ফলে চীনের বড় কোন অংশ অধিকার করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর প্রাচ্যে রুশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হওয়ায় কিছুদিন পর্য্যন্ত জাপানকে কতকটা দমিত হইয়া থাকিতে হয় ; কিন্তু ১৯০৪-৫ সালে রুশিয়াকে পরাজিত করার পর ১৯১০ সালে স্বাধীন কোরিয়া রাজ্য দখল করায় তাহার সাহস আরো বাড়িয়া যায়। ১৯১৫ সাল হইতে চীনের প্রতি জাপানের আক্রমণমূলক নীতি আরো উগ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় এবং ১৯৩১ সালে মাঞ্চুকুয়ো দখল ও ১৯৩৭ সালে বর্ত্তমান চীন-জাপান সংগ্রামের মধ্য দিয়াই ইহার পরিণতি ঘটিয়াছে।

প্রতিবেশী শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি যখন অন্য কোন সমস্যা লইয়া বিব্রত থাকে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হওয়াই জাপানের নীতি। রুশিয়া যখন দুর্ব্বল ছিল, সেই সুযোগেই জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লয়। ১৯১৫ সালে অন্যান্য বড় বড় শক্তি যে সময়ে মহাযুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, জাপান তখনই চীনের প্রতি ২১ দফা দাবী পেশ্ করে। চীন যদিও জার্ম্মাণীর বিরোধী মিত্ররূপেই কাজ করিতেছিল, তথাপি জাপান ১৯১৭ সাল পর্য্যন্তও চীনের প্রতি চাপ দিতে থাকে। অন্যান্য শক্তি যখন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়, তখন ১৯২১ সালে জাপান ওয়াশিংটন সন্ধিতে সম্মত হয়। ইউরোপের উপর যে সময়ে ব্যাপকভাবে মন্দা চলিতেছিল, সেই মন্দার সুযোগ লইয়া জাপান মাঞ্চুকুয়ো দখল করিয়া লয়, এবং যে-সময়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ নাৎসী অনাচার লইয়া ব্যস্ত ছিল, তাহারই সুযোগে ১৯৩৭ সালে জাপান চীনের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সংগ্রামের সূচনা করে। জাপানের রাজনৈতিক মতবাদ ইহাই যে, তাহারা জাতি হিসাবেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং সেই হিসাবে অন্যান্য জাতির উপর শাসন পরিচালনার অধিকার স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের রহিয়াছে। এই নীতিরই ফলে যেখানে সুযোগ পাইয়াছে, সেখানেই জাপান অত্যাচার-মূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। সামরিক অভিজাত শ্রেণী কর্ত্তৃক বংশ-পরম্পরাগতভাবে জাপান শাসিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই সামরিক জবরদস্তির দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনগণ নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছে। নাৎসীদের ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া বিশ্বকে অপর কোন অবদান দেওয়া জাপানী নেতাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে।

হাট-বাজার নিয়ন্ত্রণ

অনুসন্ধানের জন্য সরকারের পরিকল্পনা

হাটে তোলা গ্রহণের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেই বিষয়ে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের দিকে সরকারের দৃষ্টি গত কিছু দিন যাবত আকৃষ্ট হইয়াছে। বাজার, মেলা ও হাট সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, বাঙলা দেশে আনুমানিক ৬,০০০ হাট আছে, উহাদের কোনটা সপ্তাহে একদিন এবং কোনটা বা সপ্তাহে দুই দিন বসে। এই সকল হাটের মালিক স্থানীয় জমিদারগণ ; তাঁহারা হয়, নিজেদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী দ্বারা হাট চালান, অথবা বাৎসরিক খাজানার ইজারাদারদিগের নিকট বন্দোবস্ত দেন। হাটের মালিক অথবা ইজারাদারগণ এক দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে চালা ঘর ব্যবহার করার নিমিত্ত কৃষক এবং অন্যান্য সকলের নিকট হইতে তোলা আদায় করেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থার তারতম্য হেতু এই তোলার হারে কোনরূপ সমতা নাই। যাহারা উক্ত অস্থায়ী চালাঘর ব্যবহার করে, হাটের মালিক কিম্বা ইজারাদারগণ তাহাদের কোন সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেন না। উপযুক্ত সুখ সুবিধা প্রদান করা হইতেছে এবং তোলা ঠিক মত গ্রহণ করা হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে। এই সম্পর্কে উন্নতি বিধানার্থ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, উক্ত বিষয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত ১৯৪১-৪২ সালের মধ্যে হাট-বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইবে।

ভারতবর্ষে কি হিটলারের গুপ্ত বেতারঘাঁটি আছে?

[অল-ইণ্ডিয়া রেডিয়োর দিল্লী ষ্টেশন হইতে ভারত সরকারের প্রধান ইনফরমেশন অফিসার মিঃ জসলিন হেনেসীর বক্তৃতা]

কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবর্ষে কোন স্থানে কি জার্ম্মাণীর গুপ্তবেতারঘাঁটি আছে? তাহা না হইলে এখানকার খবর এত তাড়াতাড়ি জার্ম্মাণী বা ইটালীতে পৌঁছে কি করিয়া? ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার ঘণ্টা কয়েক পরেই ইটালীর বেতারঘাঁটি হইতে হিন্দুস্থানীতে তাহা ঘোষণা করা হয়। সুভাষ বসুর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের খবর ভারতে প্রথম জানিবার সামান্য কিছুক্ষণ পরেই জার্ম্মাণ রেডিয়োতে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছিল। সাধারণ লোকের নিকট এগুলি বিস্ময়কর এবং রহস্যময়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কি করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার করা হয়, তাহা যাঁহাদের জানা আছে তাঁহাদের কাছে ইহা বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে সত্য সত্যই হিটলারের গোপন বেতারঘাঁটি আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহের প্রচলিত পদ্ধতিটি বর্ণনা করিলেই জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন যে, ঐ প্রকার কোন গুপ্ত-বেতারঘাঁটির কোন প্রয়োজনই নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির পরস্পরের সহিত একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে রয়টার্স, আমেরিকায় এসোসিয়েটেড প্রেস, জার্ম্মাণীতে ডি, এন, বি, ফ্রান্স ও ফরাসী সাম্রাজ্যে হাবাস এজেন্সী, ইটালীতে ষ্টিফানি এজেন্সি, জাপানে ডোমেই এজেন্সি এবং সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ দেশের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিত। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। লণ্ডনে রয়টারের হেড অফিসে হাভাস এজেন্সী, ডি, এন, বি, ষ্টেফানি এজেন্সী, পোলিশ নিউজ এজেন্সী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির জন্য এক একটি আলাদা ঘর ঠিক থাকিত। বিভিন্ন স্থান হইতে তার এবং টেলিফোনযোগে রয়টারের অফিসে যে বিভিন্ন সংবাদ আসিত, ইহারা সকলেই তাহা দেখিতেন এবং তাহা হইতে বাছিয়া নিজ নিজ দেশের উপযোগী সংবাদ পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ বার্লিনে ডি, এন, বি, এর হেড অফিস, প্যারিসে হাভাস এজেন্সীর হেড অফিস প্রভৃতি সকল সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের হেড অফিসেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি থাকিত। ইহাতে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সুবিধা হইত এবং সংবাদ সংগ্রহের খরচ বহু পরিমাণে বাঁচিয়া যাইত।

অবশ্য ইংলণ্ডে যে সংবাদ বিশেষ মূল্যবান, তাহা যে অন্যত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে যে সংবাদের বিশেষ মূল্য নাই, আমেরিকায় তাহার বিশেষ মূল্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডোভার প্রণালীতে একজন আমেরিকান জলে ডুবিয়া মরিলে সে সংবাদ ইংলণ্ডের কাগজে ছাপা হইতেও পারে, না হইতেও পারে;—কিন্তু তাহাকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইবে না। অথচ নিমজ্জিত আমেরিকান ভদ্রলোক যদি আমেরিকার ব্যবসার জীবনে বা সমাজে একজন বিশিষ্ট লোক হন, তবে তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ আমেরিকান সংবাদপত্রের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। এ ক্ষেত্রে রয়টারের অফিস হইতে সংবাদ পাওয়ার পর আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি ঐ সম্পর্কে আরও বিশেষ সংবাদ পাওয়া প্রয়োজন মনে করিলে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন। সমুদ্র এক একটা নির্দ্দিষ্ট এজেন্সীর এলাকা ভাগ করা আছে। এক জনের এলাকায় অন্যজনের আলাদা ব্যবস্থা রাখিয়া অনর্থক বাহুল্য করা প্রয়োজন হয় না; পরস্পরের মিলিত সহযোগিতায় সংবাদ আদান প্রদান চলে।

সুতরাং ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থসচিব কোনও বক্তৃতা দিলে রয়টারের দিল্লীর প্রতিনিধি তারযোগে তাহা তখনি লণ্ডনে পাঠাইয়া দিবে। কয় মিনিটের মধ্যেই রয়টারের লণ্ডনের হেড অফিসে সে সংবাদ পৌঁছিবে। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি তখনই সেই সংবাদ পাইতে পারিত এবং জার্ম্মাণীতে পাঠাইবার উপযুক্ত মনে করিলে অমনিই সে সংবাদ জার্ম্মাণীতে পাঠাইতে পারিত। অনুরূপ উপায়ে রয়টারের মারফতে ভারতবর্ষের খবর সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে জগতের সর্ব্বত্র পৌঁছিতে পারিত।

কিন্তু জার্ম্মাণী দেশের পর দেশ গ্রাস করিয়া বসায় এই ব্যবস্থায় ওলটপালট হইয়া গিয়াছে। রয়টারের অফিসেও আর জার্ম্মাণ বা ইটালীয়ান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বরাবর জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশগুলিতে সংবাদ পাঠায়, তাহাদের স্থান নাই। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন এবং রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি এখনও নিরপেক্ষ আছে। সুতরাং এদেশগুলির সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এখনও রয়টারের হেড অফিসে আছেন। রয়টারের নিকট হইতে ভারতবর্ষের সংবাদ জানিয়া ইহারা নিজ নিজ দেশে পাঠাইতে পারেন। সেখান হইতে জার্ম্মাণী ও ইটালীর সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন। অনুরূপ উপায়ে আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদও জার্ম্মাণী এবং ইটালীতে পৌঁছিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের সংবাদ পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষে জার্ম্মাণী বা হিটলারের কোনও গুপ্ত বেতারঘাঁটির প্রয়োজন নাই। বলা বাহুল্য, হিটলারের বক্তৃতা ও বিভিন্ন ঘোষণা এবং জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ খবরাখবরও অনুরূপ উপায়ে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছায়। জার্ম্মাণীর খবরের জন্যও জার্ম্মাণীতে ব্রিটেনের কোনও গুপ্ত বেতারঘাঁটি রাখিবার প্রয়োজন হয় না,—নিরপেক্ষ দেশগুলির মারফতেই জার্ম্মাণীর খবর পাওয়া যায়।

সুতরাং ভারতবর্ষের খবর দ্রুত জার্ম্মাণীতে এবং ইটালীতে পৌঁছায় বলিয়া বিস্ময় বা আতঙ্কের কিছুই নাই। জগতের সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতাই ইহা সম্ভবপর করিয়াছে।

অর্দ্ধেক আবিসিনিয়া ইটালীর হস্তচ্যুত

সর্ব্বত্র বিদ্রোহের বিকাশ

নাইরোবি হইতে "টাইমস" পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

আবিসিনিয়ার অর্দ্ধেকই বর্ত্তমানে ব্রিটিশদের হাতে। বড় শহরগুলির মধ্যে দেসিস, এবং গোণ্ডার এখনও ব্রিটিশদের দখলে আসে নাই। তবে চাইলে সেনাপীর হাবসী সৈন্যেরা গোণ্ডারের পথ আটকাইয়া ইটালীয়দের যাতায়াতের পথ প্রায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে বলা চলে। এরিট্রিয়া হইতে পলায়নপর ইটালীয় সৈন্যেরা দেসিসিতে আসিয়া ভীড় করিতেছে। এই শহরের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিমান বাহিনী প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করিতেছে। দেসিস হইতে আদ্দিস আবাবার যে পথটি গিয়াছে, তাহার উপরও বোমাবর্ষণ চলিতেছে। যে সকল স্থান এখনও ইটালীয়দের হাতে আছে, তাহাতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যে সকল হাবসী সৈন্য ইটালীয়দের দল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে তাহারাই চতুর্দিক হইতে ইটালীয়দের উপর গোলাগুলি ছুঁড়িতেছে। কিন্তু সম্রাট হাইলে সেলাসী হাবসীদের নিকট এক আবেদন করিয়া বলিয়াছেন তাহারা যেন ইটালীয়দের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করে।

হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ-বিরোধী গুপ্ত সমিতি

১৫ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

হল্যাণ্ডের হেগ নগরীতে জার্ম্মাণ-বিরোধী এক গুপ্ত সমিতির সভ্যদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে সামরিক বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ জানা গিয়াছে। বিচারে ১৫ জন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং কয়েকজনের দীর্ঘকালের কারাদণ্ড হইয়াছে। জার্ম্মাণীর গোয়েন্দা ও জার্ম্মাণ সৈন্যদের জীবন নাশের এবং জার্ম্মাণ সামরিক আয়োজনের ক্ষতি সাধন করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার জন্য মোট ৪৩ জন হল্যাণ্ডবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিল, সমাজের বিভিন্ন স্তর ও বয়সের লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল।

প্রকাশ, রোটাডামের জাহাজ নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানে জার্ম্মাণীর জন্য যে সাবমেরিণটি নির্ম্মিত হইতেছিল, ষড়যন্ত্রকারীরা তাহা বোমা মারিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল। রোটাডামের নিকট টেলিফোন লাইন কাটিবার এবং বেলজিয়াম সীমান্তে যুদ্ধসম্ভারপূর্ণ গাড়ী লাইনচ্যুত করিবার অভিযোগও ইহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

অভিযুক্তদের মধ্যে ১৮ বৎসর বয়স্ক একটি স্কুলের ছাত্রও ছিল। ইহার নিকট একটি মানচিত্র পাওয়া যায়, এই মানচিত্রে হল্যাণ্ডে জার্ম্মাণদের সামরিক ঘাঁটিগুলির অবস্থান দেখান ছিল। ইংলণ্ডে পালাইয়া গিয়া ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষকে এই ম্যাপটি দেওয়াই ছাত্রটির উদ্দেশ্য ছিল।

গুপ্ত প্রতিষ্ঠানটির অন্যান্য সভ্যদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। ব্রিটিশ সৈন্য হল্যাণ্ডে আসিলে তাহাদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনাও ইহারা প্রস্তুত করিয়াছিল। রাস্তার মোড়ে ইহারা ভুল দিক নির্দ্দেশ করিয়া রাখিত যাহাতে জার্ম্মাণরা ভুল পথে গাড়ী চালাইয়া খালের মধ্যে যাইয়া পড়ে। গুপ্ত সমিতির সভ্যদের অনেকের নিকট মেশিনগান্ ও বোমা পাওয়া গিয়াছে।

"মৌলভীপাড়া প্রগতি সমিতি"

কুমিল্লার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন

সাব-রেজিষ্ট্রার মৌঃ ওয়াজি উদ্দীন আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় কুমিল্লা শহরের অন্তর্গত মৌলভীপাড়ায় "মৌলভীপাড়া প্রগ্রেসিভ এসোসিয়েশন" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্যই এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত এবং এক একজন সম্পাদকের অধীনে এই শাখাসমূহ পরিচালিত হয়। সাহিত্য শাখায় একটি পৃথক ক্লাব আছে। ক্রীড়া বিভাগের খেলা-ধুলার ব্যবস্থা আছে একটি ব্যায়ামাগারও স্থাপিত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য উন্নয়নের নিমিত্ত সকলেই উহা ব্যবহার করিতে পারে। অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র ও জনসাধারণের সাহায্যার্থে একটি ভলাণ্টিয়ার কোর গঠন করা হইয়াছে। এই স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে পরিচালিত হইবে এবং তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার, সড়কের নির্ম্মাণ প্রভৃতি স্বাস্থ্য-উন্নয়ন সম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদন করিবে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী সম্প্রতি ত্রিপুরা জেলার গ্রামাঞ্চলে বাড়ীয়া মহকুমায় গমন করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার সফর সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি বিরাট জনতা কর্ত্তৃক তিনি সর্ব্বত্র অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

লিবিয়ায় রাজকীয় বিমানবাহিনীর কৃতিত্ব

লিবিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, লিবিয়ার রক্ষা সুনিশ্চিত হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ পক্ষে সৈন্য-স্থান আরও সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হইয়াছে। বৃটিশ দিকের-বিমান সমূহ জার্মান বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিতেছে। জার্মানদিগের যানবাহনগুলি প্রচুররূপে বিনষ্ট হইতেছে।

১১ খানা শত্রুবিমান বিধ্বস্ত

তোব্রুক অঞ্চলে ১০ খানি জার্মান এবং দুইখানি ইটালীয়ান বিমানকে ভূপাতিত করা হইয়াছে। বৃটিশ [illegible] বিমান বহরের দুইটা স্কোয়াড্রনই এই কার্য্য সম্পন্ন করে। রাজকীয় বিমান বহরের এক এশতেহারে ১৩ই এপ্রিল এই সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

বৃটিশ সাবমেরিণের কৃতিত্ব

বৃটিশ সাবমেরিণ এইচ. এম. এস "টাইগ্রেস" শত্রু-অধিকৃত ফ্রান্সের কোনও সমুদ্রগামী একখানা সশস্ত্র এবং বিপুলভাবে বোঝাই তৈলবাহী জাহাজকে (প্রায় [illegible]০ হাজার টন মাপী) জলমগ্ন করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের কৃতিত্ব

গত ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণে তিনখানা ডেষ্ট্রয়ার ও ৫ খানা যোগানদার জাহাজ লইয়া গঠিত শত্রুপক্ষের এক কনভয় সিসিলি হইতে ত্রিপোলি যাইবার সময় নিমজ্জিত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌ-দপ্তর এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন—প্রত্যেকখানা প্রায় পাঁচ হাজার টনের দুইখানা যোগান-দার জাহাজ মোটরযানে পরিপূর্ণ ছিল। এই দুইখানা নিমজ্জিত হইয়াছে। অপরপক্ষ পূর্ণ আর একখানা [illegible] হাজার টনের জাহাজ বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং তিন হাজার টন মাল বহনের ক্ষমতা-সম্পন্ন আরও দুইখানা জাহাজও বিস্ফোরণের ফলে খোয়া গিয়াছে।

তিন খানা ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

"লুগা টারিগো" নামক ১,৬২৮ টনের ইটালিয়ান ডেষ্ট্রয়ার এবং আরও দুইখানা অপেক্ষাকৃত ছোট ডেষ্ট্রয়ার এই কনভয়ের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। তিনখানা ডেষ্ট্রয়ারই ডুবিয়া গিয়াছে।

এই সাফল্যমণ্ডিত নৌ-অভিযানের সময় "মোহক" নামক বৃটিশ রণতরীখানি শত্রুর টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছে। তবে নিমজ্জিত জাহাজের সমগ্র নৌ-সেনা ও কমাণ্ডিং অফিসারের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে।

রুশ-জার্ম্মাণ সীমান্তে দুর্গ নির্ম্মাণ

জানা গিয়াছে, সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ শ্রমিককে রুশ-জার্ম্মাণ সীমান্তে দুর্গমালা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সিগফ্রিড লাইন নির্ম্মাণকারী জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ারগণ নূতন দুর্গমালা পরিদর্শন করিতেছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ [illegible] বাহিনী সকাসতক [illegible] শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং দুর্গটিও শেষ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছে। এই [illegible] দেবরামারকসের ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে [illegible] নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

ডেসী অভিমুখে ব্রিটিশ বাহিনী

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনী উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে ডেসীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। গত কয়েক দিনের মধ্যে জেনারেল সামার্টিনী ছাড়া একজন ইটালীয়ান ব্রিগেড কমাণ্ডার, ৪০ জন অন্যান্য অফিসার ও দুইশত ইটালীয় ও ১,৬০০ শত দেশীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে।

কাপাজু এলাকায় বৃটিশ আক্রমণ

১৬ই এপ্রিল জানা গিয়াছে যে, লিবিয়ার বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী সাফল্যজনকভাবে কাপাজু এলাকায় শত্রু সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। শত্রু যানবাহন-সমূহে গোলা-বর্ষণ এবং আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তোব্রুকে তীব্র সংগ্রাম

ইটালীয় সরকারী এশতেহারে ১৬ই এপ্রিল উত্তর আফ্রিকার ভয়াবহ সংগ্রামে বৃটিশ নৌ-বহরের অংশ গ্রহণের আভাষ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সোল্লাম এলাকায় সংগ্রাম চলিতেছে। নৌ-বাহিনীর সহায়তায় বৃটিশ সৈন্যরা প্রাণপণ শক্তিতে তোব্রুক রক্ষা করিতেছে।

গ্রীসে জার্ম্মানদের অগ্রগতি

জার্ম্মাণ অগ্রবর্তী বাহিনীর পশ্চিম মাসিডোনিয়ায় প্রবেশ করার কথা এক এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী হালিয়াকমন নদীর উর্দ্ধভাগে প্রবেশ করিয়া কালাবাকার দিকে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ফ্লোরিনার দিক হইতে অগ্রসর হইয়া তাহারা হালিয়াকমনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোরিটজার দক্ষিণে প্রবেশ করিয়াছে। তুষারাবৃত গিরিবর্ত্ম শত্রুপক্ষ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

১৭ই এপ্রিল রাত্রিতে এথেন্স বেতারযোগে বলা হইয়াছে যে, পূর্ণশক্তিতে পশ্চিম ম্যাসিডোনিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। গ্রীক বাহিনী জার্ম্মাণদের গুরুতর ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

বৃটিশ ও সাম্রাজ্য বাহিনী গ্রীক বাহিনীর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে পরিচালিত জার্ম্মাণ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং শত্রুদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধনও করিয়াছে; আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা কোন স্থানে গ্রীক ব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই।

রাজকীয় বিমানবহরের সাফল্যজনক বোমাবর্ষণের ফলে দক্ষিণ সার্ভিয়ার মধ্যভাগে জার্ম্মাণ অগ্রগতি বন্ধ হইয়াছে।

বার্লিনে প্রবল বোমাবর্ষণ

রাজকীয় বিমানবহর গত ১৬ই এপ্রিল বার্লিনের উপর ভয়াবহ বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। বিস্ফোরণ এত ভয়াবহ হইয়াছিল যে, ইংলিশ উপকূলের বাড়ীঘর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী পর্ব্বতশিখরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইহাতে সমগ্র আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

নূতন ক্রোট গভর্ণমেণ্ট

বুদাপেষ্ট হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, এক নূতন ক্রোট গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ডাঃ এন্টি প্যাভেলিচ এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র-সচিব বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। জেনারেল ডেকোনিক সচিব বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন; জেনারেল ডেকোনিক ক্রোট রাষ্ট্রের ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট এবং সৈন্যবাহিনী নৌ-বহর, বিমান বহর ও পুলিশ বাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ পদেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

শত্রু অধিকৃত রাষ্ট্রে বিমানাক্রমণ

১৭ই এপ্রিল উত্তর জার্ম্মাণী, বিশেষতঃ বৃমেনের উপর রাজকীয় বিমান বহরের ব্যাপক আক্রমণ, ব্রেষ্টের উপর সৈন্য বিমানঘাঁটি এবং হেলিগোল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের উপর দিবাভাগে আক্রমণের সংবাদ বিশেষভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্যদের সহিত নৌবহরের সহযোগিতা

উত্তর আফ্রিকার উপকূলে বৃটিশ বাহিনীর সহিত নৌ-বহরের আরও সহযোগিতার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, নৌ-বহর হইতে কাপুজ্জো দুর্গের উপর পুনরায় সাফল্যের সহিত গোলাবর্ষণ করা হয়। বহু সংখ্যক গোলা নিক্ষিপ্ত হয় এবং শত্রুপক্ষ কর্তৃক সন্নিবিষ্ট প্রায় একশত ট্যাঙ্ক ও মোটরযানের মধ্যে ঐগুলি বিস্ফোরিত হইতে দেখা যায়। সমুদ্র হইতে আলজিজিয়া বিমান ঘাঁটি এবং উহার রসদ গুদামের উপর পুনরায় সাফল্যজনকভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়। সম্প্রতি ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর অন্ততঃপক্ষে দুইখানা জার্ম্মাণ ডাইভ-বোমারুকে বিধ্বস্ত এবং অপর কয়েকখানাকে জখম করে।

গ্রীক রণাঙ্গণে সাঙ্ঘাতিক পরিস্থিতি

১৮ই এপ্রিল গ্রীক রণাঙ্গণের পরিস্থিতি সাংঘাতিক-রূপে বর্ণিত হইলেও, এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণগণ গ্রীক-বৃটিশ ব্যূহ ভেদ করিতে পারে নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমসংখ্যক জার্ম্মাণ ও ইম্পিরিয়াল সৈন্যদের মধ্যে সংগ্রামে ইম্পিরিয়াল সৈন্যগণই জয়লাভ করিতেছে। সাম্রাজ্যের সৈন্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাবই জাগ্রত হইয়াছে।

পাঁচখানা জার্ম্মাণ বোমারু প্লেন বিধ্বস্ত

লণ্ডনে সমর্থিত একটি সংবাদে প্রকাশ, প্লেন-গান-সজ্জিত এক ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী রেজিমেণ্ট পাঁচখানা জার্ম্মাণ বোমারু প্লেন ভূপাতিত করিয়াছে।

গ্রীসে ৫০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, গ্রীস আক্রমণের ফলে এ-পর্য্যন্ত ৫০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

লিবিয়ায় জার্ম্মাণ অগ্রগতি প্রতিহত

লিবিয়ায় বর্ত্তমানে জার্ম্মাণদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হইয়াছে।

ত্রিপোলী বন্দরে বিমান আক্রমণ

রাজকীয় বিমান বহর ও নৌবহরের যুদ্ধ প্লেনগুলি লিবিয়ার ইটালো-জার্ম্মাণ বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ত্রিপোলীর উপর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ পরিচালন করে। জাহাজ ও গোডাউনই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মাঝারী ধরণের একখানা তৈলবাহী জাহাজের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে একঘণ্টারও অধিক সময় ধরিয়া জাহাজখানিকে পুড়িতে দেখা যায়।

বার্লিনের উপর আক্রমণ

সম্প্রতি রাজকীয় বিমানবহরে যে অত্যন্ত শক্তিশালী বোমার ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে, বার্লিনের উপর উহা নিক্ষিপ্ত হয়।

বার্লিনের [illegible] উপর সর্ব্বপ্রথম প্রচণ্ড রকমের যে "ব্লিংস্ ক্রীগ" চালান, অনতিবিলম্বেই তাহার পাল্টা উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

বাঙলার সরকারী শিল্প-বিভাগ

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

বাঙলার সরকারী শিল্প বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সালের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগ পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনার ফলাফল পর্য্যালোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণ করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে বৎসরের শেষভাগে অন্য দেশের শিল্প প্রচেষ্টার প্রসার শুরু হইয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এই সকল শিল্পের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখার আশ্বাস দেন। বাঙলায় যেভাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় শিল্পের পত্তন হইয়াছে, ভারতে আর কোথাও এরূপ হয় নাই। অধিকাংশ শিল্পই বেসরকারী ব্যক্তিদের উদ্যোগ-আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সরকারী শিল্পবিভাগ সর্ব্বদাই ঐগুলিকে সাহায্য প্রদান করিয়া আসিয়াছেন।

শিল্প গবেষণা

শিল্প বিভাগের অধীনে শিল্প-গবেষণা বোর্ড গঠনের কথা গত বৎসরে ঘোষিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উক্ত বোর্ড দশটি পরিকল্পনা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করে।

শিল্প তদন্ত কমিটি

আলোচ্য বৎসরে শিল্প তদন্ত কমিটি বাঙলার বৈদ্যুতিক বিভাগ ও কুটীর শিল্পজাত-পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে দুইটি প্রাথমিক বিবরণী দাখিল করে। কমিটির সুপারিশ এই বৎসরে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিবেচিত হয়। বৎসরের শেষ ভাগ হইতে গভর্ণমেণ্ট কাঁসা ও পিতল শিল্প এবং হস্তচালিত তাঁতশিল্পজাত পণ্যের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে ৪টি বিক্রয় ও সরবরাহ ডিপো প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

শিল্প সংক্রান্ত তথ্য

এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আলোচ্য বিভাগের তথ্যশাখার নিকট নানারূপ তথ্য জানিতে চাহিয়া প্রায় ১,২০০ শত পত্র আসে এবং ঐগুলির অবিলম্বে উত্তর প্রদান করা হয়।

শিল্প-মিউজিয়াম ও ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী

শিল্প-মিউজিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বাঙলার শিল্পপতিরা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জনসাধারণও এই সম্পর্কে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। প্রদেশের কতিপয় মাননীয় মন্ত্রী এবং বহু শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও শিক্ষাবিদ এই যাদুঘর পরিদর্শন করেন।

ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী মফঃস্বল অঞ্চলে পল্লী-শিল্পের প্রসার সম্ভাবনা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয়তা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেয়।

প্রদেশের টেকনিক্যাল শিক্ষা সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তদন্তের জন্য আলোচ্য বৎসরে ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ জন সার্জেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

রসায়ন শাখা

একটি এজ রানার মিল, একটি হাইড্রলিক প্রেস ও টিন ইন্টারমিটেন্ট বল গ্রাইন্ডিং মিল সংগৃহীত হওয়ায় শিল্প গবেষণাগারের রসায়ন শাখার যথেষ্ট রকম প্রসার সাধিত হয়। এই বৎসর সাবান, কালি, পেইন্টস প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হয়। স্বচ্ছ সাবান এবং অফিসের জন্য চীনা কালী তৈয়ারী সম্পর্কেও গবেষণা চলে।

কেন্দ্রের সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী এই বৎসর চারটি দল কলিকাতায় এবং অন্যান্য কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের সাবান তৈয়ারির কল-কৌশল শিক্ষা দেয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা

বিভিন্ন প্রকারের রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত করা সম্পর্কে এই বৎসর ব্যাপকভাবে গবেষণা চলে এবং ইলেক্ট্রো-প্লেটিং সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি পরীক্ষা কার্য্য চালানো হয়।

শিল্প গবেষণাগারের রং ও বার্ণিশ শাখা এই বৎসর কতিপয় বিষয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা চালায় এবং একজন বেসরকারী ব্যবসায়ী কর্ত্তৃক কলিকাতার নিকটে আলোচ্য বৎসরে একটি আধুনিক ধরণের রং ও বার্ণিশের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃৎশিল্পের উন্নতির জন্য আলোচ্য বৎসরে গবেষণা পরিচালিত হয় এবং ছুরি কাঁচি প্রভৃতি তৈয়ারীর ব্যয় হ্রাসের জন্য পরীক্ষা চালানো হয়।

উন্নততর পন্থাবলম্বনের ফলে ছাতা তৈয়ারীর ব্যয় হ্রাসও সম্ভব হইয়াছে।

বয়ন শাখা

আলোচ্য বৎসরে পাঁচটি বয়ন-কৌশল প্রদর্শনকারী দল ত্রিপুরা, মালদহ, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার ১৩টি কেন্দ্রে বয়ন-কৌশল প্রদর্শন করে এবং পশম বয়ন-কৌশল প্রদর্শক দুইটি দল ও পাটবয়ন-কৌশল প্রদর্শক দুইটি দল বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং ক্লাস খোলে। এই সকল প্রচেষ্টার ফলে পশমবস্ত্র তৈয়ারীর জন্য ৮টি কারখানা এবং পাটের কম্বল, টেবিলক্লথ, সতরঞ্চি, সুজনী প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য ৪টি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই বৎসর ৪টি ছোবড়া-শিল্প শিক্ষাদানকারী দল বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, মেদিনীপুর ও হাওড়ার ৭টি কেন্দ্রে বয়ন-কৌশল প্রদর্শন করে এবং ছোবড়া-জাত দ্রব্য তৈয়ারীর জন্য ছোট ও মাঝারি আকারের কয়েকটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

রেশম-শিল্প সংক্রান্ত সমস্যায়ও আলোচ্য বৎসরে হস্তক্ষেপ করা হয়।

ট্যানিং ও চর্ম্ম-শিল্প

বঙ্গীয় ট্যানিং ইনষ্টিটিউট এই বৎসর গবেষণা, শিক্ষা দান এবং প্রচারকার্য্য এই ত্রিবিধ কার্য্যসূচী গ্রহণ করে। এই বৎসর ইনষ্টিটিউটকে পুনর্গঠন করার পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর হয় এবং ট্যানিং বিষয়ে ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য ৩ বৎসরের ট্রেনিং-এর পরিকল্পনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা বাঙলা সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। ৫টি কেন্দ্রে উন্নততর ট্যানিং-এর কল-কৌশল প্রদর্শন করা হয় এবং হিন্দু, মুসলমান ও চর্ম্মকার লইয়া মোট ৭০ জনকে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

শিল্প জরিপ

এই বৎসর কাচ, বোতাম, ছুরি-কাঁচি, সেলুলয়েড, শিং, শঙ্খ এবং হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ-শিল্প সম্পর্কে বিবরণী প্রণীত হয়।

টেকনিক্যাল ও শিল্প-শিক্ষা

আলোচ্য বৎসরে শ্রীরামপুরস্থিত বঙ্গীয় বয়ন ইনষ্টিটিউট ও বহরমপুরের সরকারী রেশম বয়ন ও রঞ্জন ইনষ্টিটিউটের পুনর্গঠন করিয়া উহাকে পুরাদস্তুর শিল্প টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পরিণত করা হয়।

টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটে একটি পাট বয়নের যন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আলোচ্য বৎসরে মঞ্জুর করা হয় বটে; কিন্তু যুদ্ধের দরুণ কলকব্জা পাওয়ার অসুবিধা হওয়ায় এই বৎসরে ঐ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা যায় নাই। এই বৎসর মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশেষতঃ মুসলমান ও তপশীলভুক্ত শ্রেণীর যুবকদের শিল্পশিক্ষার জন্য ২৯টি বৃত্তি প্রবর্ত্তন করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে বাঙলার সরকারী শিল্প বোর্ডের ১১টি বৈঠক হয় এবং সাহায্যের দরুণ নূতন ৪০ খানি আবেদন পাওয়া যায়। এই বৎসরে ঋণ বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২,১০০ টাকা বণ্টন করা হয়।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের কর্ত্তব্য

কলিকাতার ১১ নং ... ষ্ট্রীটের মেসার্স ফার্ম্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট এণ্ড কোং লিমিটেড যে "এ, পে, বি" (যক্ষ্মার জন্য সোনা ইনজেকশন) ঔষধ আমদানী করিয়াছে, তাহা অনুমতি লইয়া বিক্রয় করা হইবে। উক্ত অনুমতি পত্র ৮ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট বঙ্গদেশীয় মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্ম্মচারীর অফিস হইতে প্রকাশ করা হইবে। এই বিক্রয় ব্যবস্থা ২১শে মার্চ্চ হইতে চলিবে। উর্দ্ধতম খুচরা দর নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

এ, পে, বি, ২ সি, সি, ৮ শিশি ১৬/০ প্রতি বাক্স

এ, পে, বি, ৫ সি, সি, ৮ শিশি ৩৬/০ ,,

মস্কো রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, একমাত্র মস্কো নগরী ছাড়া মস্কো জেলার সর্ব্বত্র গত ২২শে এবং ২৩শে মার্চ্চ তারিখে প্যারাস্যুট বাহিনী প্রতিরোধক কুচকাওয়াজ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলের মহড়ায় পাঁচ হাজার কৃষক "প্যারাস্যুট বাহিনীর" আক্রমণ প্রতিহত করে। এই মহড়ায় প্যারাস্যুট নিক্ষিপ্ত "আক্রমণকারীদের" সকলকেই কৃষকেরা বন্দী করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নিউজিল্যাণ্ড হইতে ইংলণ্ডে আগত সৈন্যগণ ব্রেন-গানের সাহায্যে গুলী-চালনা অভ্যাস করিতেছে।

"হস্ত-চালিত তাঁতের বয়ন-শিল্প"

উন্নতির জন্য সরকারী শিল্প-বিভাগের তথ্যানুসন্ধান

বঙ্গদেশীয় শিল্প বিভাগের তরফ হইতে সম্প্রতি "বঙ্গদেশে হস্তচালিত তাঁতের বয়নশিল্প" নামে একটি চিত্তাকর্ষক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের হস্ত-চালিত তাঁতের বয়নশিল্পের ব্যাপক অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করিয়া শিল্প সম্পর্কীত বিভাগীয় তথ্য-সংগ্রাহক কর্ম্মচারী মিঃ ডি. এ. ঘোষ, এম. এ. এই বিবরণী তৈরী করিয়াছেন।

ইহার ঐতিহাসিক পরিভূমিকা অনুসরণ করিয়া উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, হস্ত-চালিত তাঁত এই দেশের বহু প্রাচীন ও ব্যাপক কুটীর-শিল্প। কুটীর-শিল্প কোন সময় হইতে বিভিন্ন অবস্থার ভিতর দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। উক্ত বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, কার্পাস বয়ন ব্যতীত পাট, পশম এবং সিল্কের বয়ন লইয়া এই হস্ত-চালিত তাঁত গঠিত। শিল্প বিভাগ অপর প্রত্যেকটি বিভিন্ন শাখা লইয়া পৃথক বিবরণী তৈরী করিবে স্থির করিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান রিপোর্টে শুধু কার্পাস বয়ন সম্পর্কেই বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করা হইবে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্য বাদ দিয়া বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চল লইয়া এই বিবরণী তৈরী করা হইয়াছে।

এই রিপোর্টে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা, কাজ করে এরূপ তাঁতীর সংখ্যা, কতগুলি তাঁত ব্যবহৃত হইতেছে তাহার সংখ্যা, ব্যবহৃত সুতার মূল্য ও পরিমাণ, বিভিন্ন জেলায় যে সকল সুতা তৈরী হয় তাহার মূল্য ও পরিমাণ, এবং বঙ্গদেশে হস্ত-চালিত তাঁতে কার্পাস বয়ন সম্পর্কীত অন্যান্য বিষয় সংখ্যানুপাতিক ও ব্যাপকভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিবরণীতে উক্ত শিল্প সম্পর্কে কোন কোন ব্যাপার বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে :—

ঢাকা বিভাগে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ২৫,১১১; তাঁতীর সংখ্যা ৭৫,১২৮; এই বিভাগে বাৎসরিক ৮৯ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হয় এবং ৩০৬ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

চট্টগ্রাম বিভাগে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ১০,৯৩৭; তাঁতীর সংখ্যা ২৫,১১২; এই বিভাগে বাৎসরিক ৩৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হয় এবং ১৯৯ লক্ষ গজ বস্ত্র তৈরী হয়।

রাজশাহী বিভাগে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ১৮,২৪৯; তাঁতীর সংখ্যা ৩২,১৯৮; এই বিভাগে বাৎসরিক ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত এবং ১৮৯ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ১০,৩৬৯; তাঁতীর সংখ্যা ২৮,০১২; এই বিভাগে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হয় এবং ১৫১ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

বর্দ্ধমান বিভাগে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ১৬,৩৯৪; তাঁতীর সংখ্যা ৩৬,১৬১; এই বিভাগে বাৎসরিক ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হয় এবং ২৫২ লক্ষ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়।

হিসাবে দেখা যায় যে, সর্ব্বসাকুল্যে তন্তুবায় পরিবারের সংখ্যা ৮১,২৬০; তাঁতীর সংখ্যা ১,৯৯,৬১১; বাৎসরিক [illegible] লক্ষ পাউণ্ড সুতা ব্যবহৃত হয় এবং ১,৪৪৮ লক্ষ গজ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ হস্ত-চালিত কার্পাস বয়নকেন্দ্র ও প্রত্যেকটি কেন্দ্রে কিরূপ রকমারী জিনিস তৈরী হয়, তাহা উক্ত বিবরণীতে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

এই বিবরণীতে খাদি-শিল্প এবং ইহার অর্থনৈতিক দিকও আলোচিত হইয়াছে এবং রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছে যে, বিভিন্ন কুটীর শিল্পের (তন্মধ্যে হস্ত-চালিত কার্পাস বয়নশিল্প সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও প্রয়োজনীয়) স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য শিল্পবিভাগ সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া প্রাদেশিক কুটীর শিল্প বোর্ড থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিল্পের ভবিষ্যৎকে উন্নততর করিবার নিমিত্ত উক্ত বিবরণীতে—উৎপাদনকলাকৌশল, বিকিকিনি, মূলধনের ব্যবস্থা এবং তন্তুবায়দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করার ব্যাপারে সংস্কার ও উন্নতিবিধান সম্পর্কে কতকগুলি ইঙ্গিত আছে। বস্ত্রশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত চিত্তাকর্ষক ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

(১) যে সকল অঞ্চলে গতানুগতিক প্রাচীন ধরণের তাঁত ব্যবহৃত হইতেছে, সেইখানে আধুনিক তাঁতের প্রবর্ত্তন।

(২) হস্ত-চালিত তাঁতে তৈরী জিনিষকে পালিশ ও অধিকতর সুন্দর করিবার নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্রের প্রবর্ত্তন।

(৩) কাপড় রং করিবার আরও উন্নত ধরণের উপায় প্রবর্ত্তন।

(৪) তৈরী জিনিষ কোন কোন ক্ষেত্রে লম্বায় কিম্বা চওড়ায় খাটো হয়, সেই ব্যবস্থা এবং কাপড়ে খারাপ ভাবে রং করা বন্ধ করা।

(৫) উন্নত ধরণের সুতা ও নক্সা ব্যবহার করিয়া হস্ত-চালিত তাঁতে নির্ম্মিত দ্রব্যাদির সমতা সাধন।

(৬) হস্ত-চালিত তাঁতে নির্ম্মিত শিল্পে অধিকতর কারুকার্য্যসমন্বিত নক্সা ও নমুনার প্রবর্ত্তন।

(৭) হস্ত-চালিত তাঁতে প্রস্তুত পণ্যের অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা।

তুরস্কের সমরায়োজন

থ্রেস হইতে বেসামরিক জনসাধারণ অপসারিত

ডেইলী-মেল পত্রিকার ইস্তাম্বুলস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, তুর্কী সরকার থ্রেস হইতে বেসামরিক জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশকে অ্যানাটোলিয়াতে সরাইয়া লইয়া যাইতেছেন। ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ লোক থ্রেস ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোট প্রায় ২॥০ লক্ষ লোক থ্রেস ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে বলিয়া মনে হয়। তুর্কী সরকার যুদ্ধের জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতেছেন।

তুরস্কে ব্রিটিশ অধিবাসীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। ইহাদেরও অন্যত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এক হাজার বালকবালিকাকে তুরস্ক হইতে ভারতবর্ষে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া তুরস্কে ব্রিটিশ দূতাবাসের অধীন সার্কিট ... এমন ৮০টি ব্রিটিশ পরিবারকে প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস অথবা ভারতবর্ষে চলিয়া যাইবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে বলা হইয়াছে।

যুদ্ধে চক্ষুহারাদের সাহায্যে বাঙলা

ক্যাপ্টেন স্যার আয়ান ফ্রেসারের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ইংলণ্ডে যে সকল ব্যক্তি বাঙলার বদান্যতায় উপকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যুদ্ধ প্রত্যাগত এবং সামরিক অন্ধের সংখ্যা কম নহে। ক্যাপ্টেন স্যার আয়ান ফ্রেসারের নিম্নলিখিত পত্রে উহা প্রতীয়মান হইবে :—

"মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের সেণ্ট ডানস্টান শাখার দানের তালিকায় আমি ক্রমাগত এমন বহু টাকার অঙ্ক দেখিতেছি, যাহা বাঙলা দেশ হইতে আসিতেছে। এ সম্পর্কে আমি যথারীতি তহবিলের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষকে উক্ত অর্থের প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছি; এবং আমি নিশ্চিত জানি যে আপনাদের প্রেরণাতেই এই বিপুল অর্থ আমাদের নিকট আসিতেছে। তজ্জন্য এই অবসরে আমি আপনাদিগকে আমাদের একনিষ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রয়াস পাইব।

"একথা বলাই বাহুল্য যে, আপনাদের সাহায্য আমাদের কত বেশী প্রয়োজন। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন আমরা গৃহে বসিয়াও যুদ্ধরত সৈনিকদের মতই নিজেদের মনে করিতেছি, সেই সময় আমাদের বন্ধুরা আগেকার মতই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন সে আশা একেবারেই অসম্ভব। হাসপাতালসমূহ খালি করিয়া আনিবার প্রয়োজনে আমরা অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপে পড়িয়াছি; বোমায় বাড়ীঘর ও ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া পুরাতন সেণ্ট ডানষ্টানের অধিবাসিগণ ক্রমাগত সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট আসিতেছে এবং গত হেমন্ত কালে আমাদের হেড কোয়ার্টারসমূহ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারিকে লণ্ডনের বাহিরে পাঠাইয়া দিতে হইয়াছে।"

উক্ত পত্রে যে সাহায্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সেণ্ট ডানষ্টানের প্রয়োজনে বাঙলার সাহায্যের একটি অংশ বিশেষ। বাঙলা দেশ সর্ব্বসাকুল্যে ২৫,৯৪৪৸৴১৫ পয়সা এবং ১২০ পাউণ্ড সাহায্য প্রদান করিয়াছে এবং তজ্জন্য যুদ্ধে যে সকল লোক অন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া ডানষ্টানের অধিবাসিবৃন্দের জন্য তাহার সমবেদনাপূর্ণ লিপি বাঙলা দেশে কি ভাবে গৃহীত হয় তাহা নিম্নলিখিত পত্র হইতে প্রতীয়মান হইতে পারে :—

"গত ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এ সম্পর্কে বাঙলা দেশের সমবেদনা যে কত গভীর, সে বিষয় কিছু বলা-বাহুল্য মাত্র। এতখানি দূরে অবস্থান করিয়া যুদ্ধের দায়িত্ব এবং কষ্টের ভার গ্রহণ করিতে আমাদের সুযোগ সুবিধা যে কত কম, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সচেতন। তথাপি আমাদের সমর্থনের জন্য আমরা যথাসাধ্য করিতেছি এবং শত্রুর আক্রমণ দমন করিতে আমরা যে দুইটি সম্পূর্ণ স্কোয়াড্রনের ব্যয় বহন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সেই সঙ্গে আপনার পত্রে গৃহে অবস্থান করিয়াও যুদ্ধরত অবস্থায় ডানষ্টান অধিবাসীদিগের মনোবলের যে উজ্জ্বল চিত্র আপনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র আমাদের-যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সমবেদনা জাগাতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙলার যুদ্ধ সম্পর্কীত তহবিলের পরামর্শ সমিতি এই মর্ম্মে স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের হাতের ৫০,০০০ হাজার টাকা আপনাদের নিকট প্রেরণ করিবেন; এই সংবাদ আপনাকে জানাইতে পারিয়া খুসি ... আনন্দিত। আমি, আশা করি যে সেণ্ট ডানষ্টানের নিকট আসিয়া এই অর্থ কিছু পরিমাণে [illegible]।"

হাঁওড়া জেলার জরীপ সংক্রান্ত বিবরণী

ফসল, উপজীবিকা ও জোতস্বত্বের বিভিন্ন তথ্য

১৯৩৪-৩৯ সালে হাওড়া জেলায় যে জরীপের কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কিত শেষ বিবরণীতে বিবৃত হইয়াছে যে, উক্ত জেলা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। উহার আয়তন কেবলমাত্র ৫৩৪ বর্গ মাইল। উহা বাঙ্গলাদেশের যে কোন একটি মহকুমা হইতেও ক্ষুদ্র।

গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারী হিসাবে হাওড়া জেলার মোট লোকসংখ্যা ১,০৯৮,৮৬৭ জন এবং গত ১৮৭২ সালে জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৬৩৫,৮৭৮। গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারী হিসাবে প্রতি বর্গ মাইলে ২,০৬৯ জন করিয়া লোক বাস করিয়াছে, তন্মধ্যে ১,১২২ জন পুরুষ এবং ৯৩৫ জন স্ত্রীলোক। সুতরাং ইহা বাঙ্গলাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনাকীর্ণ জেলা। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালীর এবং ফরিদপুর প্রভৃতি জনবহুল জেলায় যথাক্রমে প্রতি বর্গ মাইলে ১,২৫৬, ১,১৯৭, ১,১২৪ এবং ১,০০৩ জন করিয়া লোক বাস করে এবং সংখ্যানুপাতে তাহারা হাওড়ার বহু পিছনে পড়িয়া আছে।

জনসংখ্যার তুলনায় হিন্দুরাই সংখ্যায় অধিক। মোট জনসংখ্যা ১,০৯৮,০০০ জনের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৮৬০,০০০ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২৩৩,০০০।

শস্য।—জেলার প্রধান শস্য ধান। রোয়া ধান ও বোনা ধান এই দুই প্রকারের ফসলই হইয়া থাকে। কিন্তু রোয়া ধানের চাষই বেশী হইয়া থাকে এবং বোনা ধানের পরিমাণকে বহুগুণে ছাড়াইয়া যায়। ধানী জমির শতকরা ৭৫ ভাগে রোয়া ধানের চাষ হয়, বাদ বাকি বপন করা হয়।

আউষ চাউল মোটা এবং স্বাদে নিকৃষ্ট—কেবলমাত্র দরিদ্রেরাই উহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ধানের পর উল্লেখযোগ্য শস্য হইতেছে ডা'ল।

সরিষার চাষ ব্যাপকভাবে করা হয় না এবং রায়তগণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের নিমিত্ত কখনো কখনো উহার চাষ করিয়া থাকে। শিল্প বিষয়ক প্রয়োজনের নিমিত্ত আঁশ-যুক্ত ফসলের মধ্যে একমাত্র পাটেরই চাষ করা হইয়া থাকে। জেলার উত্তর অংশে ইহাই প্রধান ফসল। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের পূর্ব্বে আবাদী জমির শতকরা চারি ভাগে পাটের চাষ হইত।

বাসভবনের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে গ্রীষ্ম কালের শাক-সব্জীসমূহ জন্মিয়া থাকে। শীতকালীন শাক-সব্জী সীমাবদ্ধভাবে চাষ করা হইয়া থাকে। তামাকের চাষ খুব কদাচিৎ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ উহা নদীর ধারে ধারে হইয়া থাকে। কিন্তু পান তামাকের ঠিক বিপরীত—উহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এক সময়ে এই পানের চাষ বারুই শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহা হইতে যে আয় হয় তজ্জন্যই অন্যান্য জাতি এবং মুসলমানেরাও উপজীবিকা হিসাবে ইহা গ্রহণ করিতেছে। নারিকেল এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং উহা এই অঞ্চলের কৃষি বিষয়ক আয়ের পন্থা। বহু সংখ্যক নারিকেল এখান হইতে পশ্চিম অঞ্চলে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। পান কলিকাতার ও বাহিরে চালান দেওয়া হয়। একটি খামার বাঁশ প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কাগজ নির্ম্মাণ কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। এখানে আনারসও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন ও পার্শ্ববর্ত্তী বাজারসমূহে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

উপজীবিকা।—কৃষিকার্য্যই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। হুগলী নদীর তীর দিয়া যে সকল লোক বাস করে, তাহাদের মধ্য হইতে সকল শ্রেণীর কতক লোক উত্তরে বালি এবং দক্ষিণে উলুবেড়িয়ার মধ্যে অবস্থিত পাট ও কাপড়ের কলে কাজ করিয়া থাকে। কলিকাতার মার্কেণ্টাইল অফিসসমূহে যে সকল কেরাণী কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তি হাওড়া জেলার অভ্যন্তর হইতে আসিয়া থাকে। যে সকল স্থানীয় লোক মিল-সমূহে কাজ করিয়া থাকে, তাহাদের আনুমানিক সংখ্যা—২৮,০০০। খুব অল্প সংখ্যক লোক ছোটখাটো বিকিকিনি, ব্যবসায় এবং দোকানদারের কাজ করে। সমগ্র লোক-সংখ্যার তুলনায় কৃষিকার্য্য ব্যতীত যে সকল লোক অন্য উপায়ে জীবন ধারণ করে, তাহাদের সংখ্যা শতকরা কুড়ি জন।

জোতের স্বত্বের বিবরণ।—বর্ত্তমান জরীপের সময় জেলায় ১৪টি পরগণা রেকর্ড করা হইয়াছে। এই সকল পরগণা যে স্থান জুড়িয়া আছে, তাহার পরিমাণ ১৭৫,৪০০ একর এবং এই পরগণাগুলির অন্তর্গত যে সকল এষ্টেট খাজনা প্রদান করে, তাহার সংখ্যা ১,০০৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে সকল এষ্টেট খাজনা প্রদান করে, তাহাদের সংখ্যা ও আয়তন যথাক্রমে ১,০৯২ এবং ১০৫,৬৮৩ একর। উক্ত অঞ্চলের নিষ্কর এষ্টেটের সংখ্যা ও আয়তন হইতেছে যথাক্রমে ২০২ এবং ১৮,৫১৪ একর।

জমিদার ও রায়তগণের স্বার্থ রক্ষার্থ প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত রূপ জোতের স্বত্ব জেলায় প্রচলিত আছে:—

পত্তনী তালুক এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত (ক) দর-পত্তনী এবং (খ) ছে-পত্তনী জোতের স্বত্ব; মুকররী মৌরসী তালুক এবং ইজারা ও তৎসহ দর-ইজারা।

যদিও সাধারণতঃ একটি করিয়া ফসল হয় এবং বন্যা ও অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে, তথাপি হাওড়ার খাজনা অত্যন্ত অধিক। সাধারণতঃ এই জেলার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাকে এক একর জমি পিছু ৮৮০ পাই করিয়া খাজনা প্রদান করিতে হয়।

এই জেলার অত্যধিক খাজনার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কারণ থাকিতে পারে:—

(১) পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে এই জেলার উৎপাদন ক্ষমতা অধিকতর।

(২) সম্ভবতঃ হাওড়া জেলার অধিক অঞ্চল কুটি-খামার ব্যবস্থার অধীন ছিল, উক্ত ব্যবস্থায় জমিদারগণ মণপ্রতি ২২ সের করিয়া ধান পাইত।

(৩) পত্তনী জোত স্বত্বে খাজনার হার অত্যধিক এবং পত্তনীদারদিগকে এই খাজনা রায়তদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হয় এবং (৪) কলিকাতা ও হাওড়া শহর অতি সন্নিকট; তাহাতে প্রত্যেক পণ্যের উচ্চমূল্যে বিকিকিনির বিশেষ সুবিধা হয়।

প্রতি বৎসর যে পরিমাণ আয়, তাহার বিশগুণে জোতের স্বত্ব সাধারণতঃ বিক্রয় হইয়া থাকে। মোটামুটি এই অঞ্চলে জমিদারদিগের সহিত প্রজাদের সম্পর্ক প্রীতিপ্রদ। গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত জরীপের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যয়ে মোট ৯,০২,৮১৬৲ টাকা খরচ হইয়াছে এবং গত ১৯৩৯-৪০ সালে আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ হইয়াছে ৬১,৭৬৮৲ টাকা। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত সর্ব্বসাকুল্যে উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯,৬৪,৫৮৪৲। সুতরাং হিসাবে দেখা যায় যে, জরীপের কাজে প্রতি বর্গ মাইলে প্রকৃত পক্ষে ১,৮৩৯৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জরীপ কার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গমনের এবং ম্যাপ তৈরীর ব্যয়ে ১০,৬৭৪৲ টাকা ব্যয় হয়। উক্ত হিসাবে প্রতি বর্গ মাইলে ২০৩৷৷০ আনা খরচ পড়িয়াছে।

বাঙ্গলা সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডিউবার্ট গ্রেহাম, আই-সি-এস্, চুটি লওয়ায়, ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এ, এল, ফিন, আই-সি-এস্, শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর জে, সি, রায় ২৪-পরগণার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

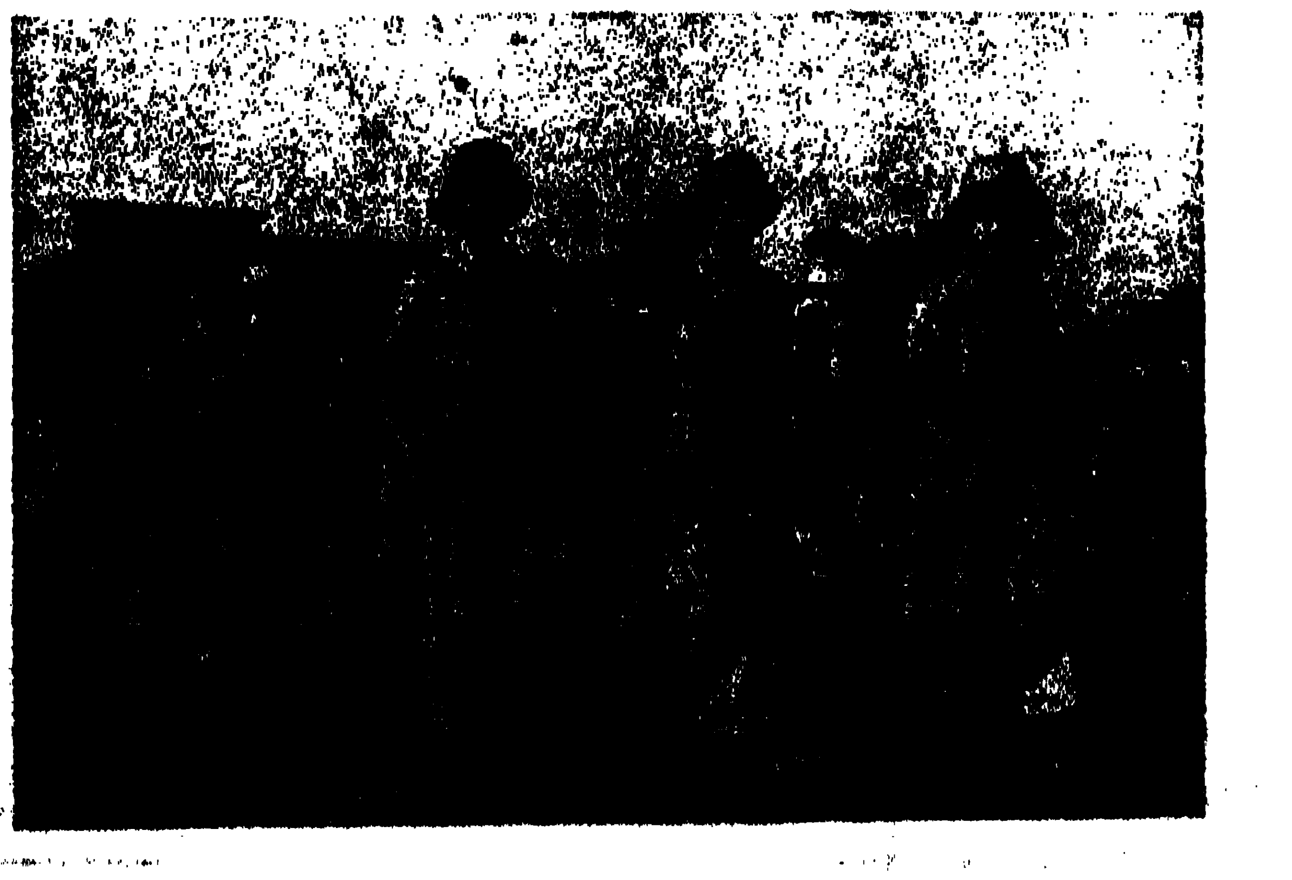

কলিকাতা-মুর্কিয়া ষ্ট্রীট অঞ্চলের বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ বাহিনীর যে প্যারেড সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে যোগদানকারী একদল অফিসার ও ভলান্টিয়ারগণ।

কলিকাতার পুলিশ-কমিশনারের পত্নী মিসেস্ পি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন।

বাঙলা সরকারের বদান্যতা

পল্লী-অঞ্চলের চিকিৎসালয়ে ব্যাপক দান

পল্লী অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যের নিমিত্ত বাঙলা সরকার যথারীতি ভাবে (অর্থাৎ থানা ডিস্পেনসারীর জন্য ৫০০ টাকা করিয়া এবং বিভাগের জেলার অন্তর্গত একটি পল্লী চিকিৎসালয়ের জন্য ২৫০ টাকা করিয়া) নিম্নলিখিত অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ (২,৫০০)

নদীয়া জেলা .. ১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
রামনগর
জামসেরপুর
বাদকুল্লা
মাজদিয়া

মুর্শিদাবাদ জেলা .. ৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—
কান্দিপুর
সাদীখাঁদিয়াড়
নালিনপাড়া

যশোহর জেলা .. ৫০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
শালিখপুর
জয়দিয়া

খুলনা জেলা .. ২৫০
সাতাপুর (পল্লী চিকিৎসালয়)

বর্দ্ধমান বিভাগ (৩,০০০)

বীরভূম জেলা .. ৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—
সোনারকুণ্ডু
তারাপুর
লোকপাড়া

বাঁকুড়া জেলা .. ২৫০
রামদিহা (পল্লী চিকিৎসালয়)

মেদিনীপুর জেলা .. ২৫০
চানসেরপুর (পল্লী চিকিৎসালয়)

হাওড়া জেলা .. ৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—
রামপুর
মুন্সীডাঙা
বনহরিশপুর

হুগলী জেলা .. ১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
দিগম্বরপুর
হায়দরাবাদপুর
কবিরাম
বাঁচানল

চট্টগ্রাম বিভাগ (১,৫০০)

চট্টগ্রাম জেলা .. ১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
বাসবাড়া
মাজিরহাট
বিবনাঘাট—থানা ডিস্পেনসারী

নোয়াখালী জেলা .. ৫০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
সোনাবাজার
দিঘ

ঢাকা বিভাগ (১০,৭৫০)

ঢাকা জেলা .. ১,০০০
পল্লী চিকিৎসালয়—
ধামরাই
রূপগঞ্জ
তেরশ্রী
শ্যামগঞ্জহাট

ময়মনসিংহ জেলা .. ৯,৭৫০
পল্লী চিকিৎসালয়—
ডাংধ
মোশাখালী
ধানীখোলা
ত্রিশাল
পবাগঞ্জ
সাহাগঞ্জ
পুটিজানা
দৌহাখোলা
রহিমগঞ্জ
কাশীগঞ্জ
বাজীদপুর
বাগালিমুল
ইটাইল
নারুন্দী
গোবুলী
আঁধারিয়া
নন্দীরবাজার
শ্যামপুর
মামুদপুর
চন্দ্রকোণা
পুর্ব বালা
সন্দীকোণা
কানিবাগ
আশুজিয়া
দিয়ারা
গোয়াঘিরাবাজার
শিয়ালকোল
প‍ঁচাটিকি
এলাসিং
সন্না
তালজানা
লাউহাটী
আলমপুর
লক্ষীগঞ্জ
বন্না
গোরাপাড়া
বাপুনিয়া বাসুয়া
মোহনগঞ্জ
তাটারা

রাজশাহী বিভাগ (৫০০)

দিনাজপুর জেলা .. ৫০০
বালসারা—থানা ডিস্পেনসারী

বাঙলা সরকার রাণীগঞ্জ কুষ্ঠ আশ্রমের জন্য ১,৫৭৬ টাকা এবং বাঁকুড়া কুষ্ঠ আশ্রমের জন্য ৬,৭২৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ২৪-পরগণা জেলার বিনা-ব্যয়ে টিকা দানের জন্য ১৯৪০-৪১ সনে ১,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

লেডী মেরী হার্বার্টের মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্তির তালিকা

১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

(১)	২৪-পরগণা	সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।
(২)	যশোহর	.. ১,৫৫৯
(৩)	খুলনা	.. ২,৬২০
(৪)	মুর্শিদাবাদ	.. ১,৪২৯
(৫)	নদীয়া	.. ৮৭৮
	মোট	.. ৬,৪৮৬

২। বর্দ্ধমান বিভাগ—

(৬)	বাঁকুড়া	.. ৭৭০
(৭)	বীরভূম	.. ..
(৮)	বর্দ্ধমান	.. ১২,১৮৭
(৯)	হুগলী	.. ৫,৬৫৫
(১০)	হাওড়া	.. ২,৮২১
(১১)	মেদিনীপুর	.. ৬১,৩৫৮
	মোট	.. ৮২,৭৯১

৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—

(১২)	চট্টগ্রাম	.. ১,৪০৩
(১৩)	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	.. ..
(১৪)	নোয়াখালী	.. ২,৭৫০
(১৫)	ত্রিপুরা	.. ১০,০৮০
	মোট	.. ১৪,২৩৩

৪। ঢাকা বিভাগ—

(১৬)	বাখরগঞ্জ	.. ১,৪৭০
(১৭)	ঢাকা	.. ১১,০০০
(১৮)	ফরিদপুর	.. ৫৩৪
(১৯)	ময়মনসিংহ	.. ২,৪০১
	মোট	.. ১৫,৪০৫

৫। রাজশাহী বিভাগ—

(২০)	বগুড়া	.. ৭৭৫
(২১)	দার্জিলিং	.. ২৪,৯২৩
(২২)	দিনাজপুর	.. ৫,৪১৮
(২৩)	জলপাইগুড়ি	.. ৬,৭৮৩
(২৪)	মালদহ	.. ২,৯৭৩
(২৫)	পাবনা	.. ৭৯২
(২৬)	রাজশাহী	.. ৫৪০
(২৭)	রংপুর	.. ৭,১১৮
	মোট	.. ৪৯,৩২২

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা	.. ১,৭১,২৩৭
কলিকাতা	.. ৪,১২,৬১১
পাটের কল ও কারখানা ইত্যাদি	.. ৫৩,৩৩৮
সর্ব্ব মোট	.. ৬,৩৭,১৮৬

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় সরকারী নীতি

জন-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ

সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ নীতি লইয়া সম্প্রতি সংবাদ-পত্রে সমালোচনার সূচনা হইয়াছে। কাজেই জন-সাধারণের অবগতির জন্য সমুদয় অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে।

২। ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন এবং জনসাধারণের জীবন রক্ষার জন্য দ্রব্যাদির যে সরবরাহ প্রয়োজন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার বলেই মাত্র প্রাদেশিক সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ক্ষমতা বর্তমানে কতকগুলি বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেই প্রযুক্ত হইতেছে। নিম্নে এই সব নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যের তালিকা প্রদত্ত হইল:—

খাদ্য-শস্য, ডাল ও আটা, গুড়, দুগ্ধ ও ঘৃত, উদ্ভিজ্জ তৈল, লঙ্কা, হলুদ ও পেঁয়াজ, লবণ, ধুতি, লুঙ্গী, শাড়ী এবং ভারতে প্রস্তুত ২০-এস (20s) নম্বরের অধিক নম্বর যুক্ত সূতার বুনা নয়, এমন জামার কাপড়, কেরোসিন তৈল, কাঠ কয়লা, পাথুরে কয়লা ও জ্বালানী কাঠ, দেশলাই, ঔষধাদি, গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত সাবান, গো-খাদ্য, ভুষি-শস্য মিশ্রিত ভুষি ও খৈল।

৩। এই সব দ্রব্যের সবগুলির মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এখনও দেখা দেয় নাই। গম, ময়দা, আটা, সরিষার তৈল, ডাল, মসলা, দেশলাই, নারিকেল তৈল, কেরোসিন, জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত ঔষধাদি এবং কতিপয় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বিলাতী ও আমেরিকান ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে এই সব দ্রব্যের ঊর্দ্ধতম মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তালিকায় উল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই; কারণ এসব দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে সাজ্যাতিক ধরণের উঠতি-পড়তির কোন সংবাদ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

৪। ঊর্দ্ধতম মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি মানিয়া কাজ করিয়া আসিতেছেন:—

(ক) যাহাতে স্বাধীনভাবে দ্রব্যাদির সরবরাহ বাহাল হইতে পারে, এমন কোন ব্যবস্থা করা হইবে না;

(খ) দ্রব্যাদির নূতন চালান আমদানী করিতে যে খরচ পড়ে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মধ্যে মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে;

(গ) জনসাধারণ যাহাতে উপকৃত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তালিকাভুক্ত কোন প্রকার জিনিষের মধ্যে সাধারণতঃ যে ধরণের জিনিষ বেশীর ভাগ চলে, কেবল মাত্র তাহারই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

(ঘ) যে সব দ্রব্যের মজুত মাল নিঃশেষিত হইয়া গেলে পুনঃ সরবরাহ অসম্ভব (যেমন জার্ম্মাণ ঔষধাদি), সে সব দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় ব্যাপারও নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

৫। এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকই ধান্য উৎপাদনকারী এবং চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে ইঁহাদের স্বার্থহানি হইবে বিধায়,—অধিকন্তু অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য—বিশেষতঃ বঙ্গীয় চাষীদের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাটের মূল্য অতি কম হওয়ায়, চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এ যাবৎ করা হয় নাই। এই ব্যাপারে আরো একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইতেছে ইহাই যে, বর্তমানে এই প্রদেশের যে আর্থিক অবস্থা, তাহাতে চাউলের উৎপাদন স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কমই আছে। ইহার উপর যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহা হইলে বাহির হইতে চাউলের আমদানী কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং তাহার ফল অতি সাঙ্ঘাতিক হইতে পারে।

৬। কতিপয় প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্যের বর্তমান দর ও যুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের দর তুলনামূলক বিবেচনার জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু দ্রব্যাদির মূল্য-সম্পর্কিত সকল অবস্থা বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে—এই বৃদ্ধি কোন দ্রব্যের ব্যাপারেই অত্যধিক বা অসঙ্গত নহে। কলিকাতা ও শহরতলি অঞ্চলের শ্রমিক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায়—এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে ইঁহাদের ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৯, টাকা মাত্র বাড়িয়াছে।

জিনিষ।		১-৯-৩৯ তাং দর।	১০-৩-৪১ তাং দর।	দরের বৃদ্ধি বা হ্রাস। শতকরা।
চাউল (৯ প্রকারের গড়ে প্রতি মণ)		৪।/০	৫।৵১০	বৃদ্ধি ২৬
ধান্য (ঐ)	..	২৷৷৵১৫	৩৵৫	,, ১৯
ডাল (ঐ)	..	৬৶০	৫/১০	হ্রাস ১৫
সরিষার তৈল (২ রকমের গড়ে প্রতি সের)	..	।৶০	।৵১০	হ্রাস ৭
লবণ (ঐ)	..	/০	/৭৷৷০	বৃদ্ধি ৩৭
মসলা (৫ প্রকারের গড়ে প্রতি সের)	..	।৶০	।/১০	হ্রাস ৮
গম (পাঞ্জাব "লাল" প্রতি মণ)	..	৩।/০	৪৵০	বৃদ্ধি ২৫
ময়দা (হাউসহোল্ড নং ৩ প্রতি সের)	..	৵৫	৵১০	,, ২২
আটা (চাক্কি প্রতি সের)	..	/১৫	৵৫	,, ২৮
চিনি (ভারতীয় প্রতি সের)	..	।১০	।৫	হ্রাস ৬
নারিকেল তৈল (প্রতি সের)	..	।১০	।/০	বৃদ্ধি ১১
দেশলাই (৪০ কাঠি ১ বাক্স)	..	/৫	/৭৷৷০	,, ৫০
কেরোসিন তৈল	..	/০	৵৫	,, ২৮

একটি হিন্দু নারী অপহরণের অভিযোগ

সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও গল্প কথা

হিন্দু নারীরা ক্রমবর্দ্ধমানরূপে অপহৃত হইতেছে এবং স্থানীয় হিন্দুগণ প্রায়ই ভয়ে আইনের শরণাপন্ন হইতেছে না, কোন কোন অঞ্চল হইতে এই কথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যে প্রচারকার্য্য চলিয়াছে, সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত আখ্যানটি বিশেষরূপে আলোকপাত করিবে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একটি সংবাদপত্রে এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, "বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত পাথরঘাটা থানার অধীন কালিপাড়া গ্রামের বিজয়লক্ষ্মী নাম্নী একটি নমঃশূদ্র স্ত্রীলোক কয়েকজন মুসলমান যুবক কর্তৃক অপহৃত হয়।" উক্ত সংবাদপত্র একথাও উল্লেখ করে যে, "মুসলমানদিগের ভয়ে স্থানীয় নমঃশূদ্রগণ কোন অভিযোগ আনয়ন করিতেছে না।"

অনুসন্ধানে জানা গেল যে, উল্লিখিত স্ত্রীলোকটির স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না এবং সে উক্ত গ্রামেরই এক মুসলমান পান্সী-বাহকের সহিত গুপ্তপ্রেম চালাইতেছিল। অবশেষে সে উক্ত লোকটির সহিত বসবাস করিবার নিমিত্ত বাহির হইয়া আসে এবং পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই লোকটিকে বিবাহ করে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বিশেষ শান্তিতে বাস করিতেছে এবং উক্ত গ্রামের প্রত্যেকের সহিতই তাহাদের সদ্ভাব আছে। "অপহরণের" কাহিনী সম্পূর্ণরূপে গল্প এবং "ভয়ের" কথা একেবারে কাল্পনিক।

জার্ম্মাণদের হাতে রোমের বিমানবিধ্বংসী কামান

ইটালীয়দের স্থানে জার্ম্মান কর্ম্মচারী নিয়োগ

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার জেনেভাস্থিত সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, রোম নগরীর বিমানবিধ্বংসী কামানগুলি জার্ম্মাণেরা ইটালীয়ানদের হাত হইতে নিজেদের হাতে লইয়াছে। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী অধিকৃত দেশগুলিতে তথাকথিত যুদ্ধবিরতি কমিশনের ইটালীয় কর্ম্মচারীদের স্থানে জার্ম্মাণদের নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইটালীয়েরা ফরাসী কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ ফরাসী সৈন্যদের সহিত বনিবনাও করিয়া চলিতে পারিতেছে না।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরেজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলিপুর, কলিকাতা।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বহু জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত ও বন্দী

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৯শে এপ্রিল জানাইতেছেন যে, আলবানিয়ার চিমারা অঞ্চল হইতে গ্রীসে ওলিম্পাস পর্য্যন্ত ১৫০ মাইল স্থানে অত্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ হইতেছে। সকল স্থানেই বৃটিশ সাম্রাজ্য সৈন্যবাহিনী এবং গ্রীক সৈন্যগণ প্রবল বাধা প্রদান করিতেছে। সাম্রাজ্য সৈন্যগণ শত্রুর বহু সৈন্য হতাহত ও বন্দী করিয়াছে। গ্রীকরা অনুমান করিতেছে যে, গ্রীসে জার্ম্মাণীর ৬০ হাজার সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

গ্রীসে যে সকল স্থানে ইংরেজ সৈন্য সমবেত হইয়াছে, তাহার সকল স্থানেই জার্ম্মাণ যন্ত্র-বাহিনী ও পদাতিক সৈন্যদল প্রবলভাবে আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে, বহু জার্ম্মাণ বন্দী হইয়াছে ও বহু হতাহত হইয়াছে। আক্রমণ প্রবল হইলেও জার্ম্মাণরা বৃটিশ ব্যূহ কোন স্থানে ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

গ্রীক প্রধান-মন্ত্রীর মৃত্যু

গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী মসিয়ে আলেকজান্ড্রে করিজিসের গত ১৮ই এপ্রিল সহসা মৃত্যু হইয়াছে। গত ৩ মাসের মধ্যে দুইজন গ্রীক প্রধান-মন্ত্রী কর্ম্মরত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ভারতে জার্ম্মাণ বন্দী

যুদ্ধে বন্দী ১৭ জন জার্ম্মাণ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে ৪ জন পদস্থ কর্ম্মচারী আছে। তাহাদিগকে মধ্যপ্রাচীতে বন্দী করা হয়। তাহাদিগকে উত্তর-ভারতের কোন বন্দীনিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বৃটেনের সাহায্যে যুগোশ্লাভ জাহাজ

বর্ত্তমানে পশ্চিম গোলার্দ্ধের বিভিন্ন বন্দরে যুগোশ্লাভিয়ার যে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টনের জাহাজ আছে, সেগুলিকে যুগোশ্লাভিয়া তাহার মত সমান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহারের নিমিত্ত বৃটেনকে অবিলম্বেই সাহায্যার্থ প্রদান করিবে। ওয়াশিংটনের যুগোশ্লাভ দূত এই মর্ম্মের এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

আবেসিনিয়ায় বৃটিশ অগ্রগতি

লিবিয়ার তোব্রুক অঞ্চলে বৃটিশ চলন্তবাহী বাহিনী শত্রুদিগকে অত্যন্ত নাস্তানাবুদ করিয়াছে। সোল্লামে বৃটিশ সৈন্যদল শত্রুর রসদ ও সৈন্যবাহী যানগুলি আক্রমণ করে। ফলে কয়েকখানা গাড়ী ও একখানা সাঁজোয়া গাড়ী নষ্ট হয়। রণক্ষেত্রের অন্যত্র বৃটেনের আক্রমণকারী চলন্তবাহী বাহিনীর আক্রমণে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ার প্রধান রাজপথের ক্ষতি হওয়ায় যে বৃটিশ সৈন্যদল ডেসির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগের গমনের পথে বিঘ্ন হইতেছে।

জার্ম্মাণীতে বিমান আক্রমণ

বৃটিশ বিমানবাহিনী গত ২০শে এপ্রিল রাত্রিতে ফ্রান্সের উপকূলে জার্ম্মাণ অধিকৃত বন্দরসমূহে ও পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালায়।

বৃটিশ বিমানবাহিনী ডুসেলডর্ফ ও আকেনের উপরও বোমাবর্ষণ করে।

তৈলবাহী শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত

নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের একখানা তৈলবাহী জাহাজ ত্রিপোলি যাইবার পথে বৃটিশ সাব-মেরিন "টেট্রার্ক"-এর আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে; জাহাজে প্রচুর তৈল ছিল।

আপনি যদি মাটির নীচে টাকা পুতে রাখেন বা কাঁচা টাকা, সোণা অথবা রূপো কিনে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন তা'হলে সে টাকা আপনার বা আপনার সংসারের কোন কাজেই আর লাগতে পারে না। লাভ করতে হ'লে টাকাকে খাটাতে হ'বে এবং ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেটে টাকা খাটানোর মত সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা আর কিছুই নেই।

১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা, ৫০০৲ টাকা এবং ১,০০০৲ টাকা দামের ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কেনা মানেই গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনার টাকা গচ্ছিত রাখা—আর আপনার প্রত্যেক ১০৲ টাকার জন্যে গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ।৶০ আনা করে সুদ ও পঞ্চম বছরের শেষে ।০ আনা ও দশম বছরের শেষে ।।০ আনা 'বোনাস' দিয়ে আপনার আসল ১০৲ টাকাকে বাড়িয়ে ১৩।।৶০ আনায় দাঁড় করাবেন। ইচ্ছে হ'লে যে কোন সময়ে আপনি এই সার্টিফিকেট ন্যায্য সুদ শুদ্ধ ভাঙাতে পারবেন এবং বাক্স-বন্ধ টাকা ও সিন্দুকের সোণার রক্ষণাবেক্ষণ করার যন্ত্রণার বদলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আপনার টাকা বাড়ছে দেখে খুশীই হবেন।

কিস্তি-বন্দীতে ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনতে পারেন

পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চান—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর ।০ আনা, ।।০ আনা বা ১৲ টাকা দামের সেভিং ষ্ট্যাম্প যখন যেমন পারেন ইচ্ছে মত কিনতে থাকুন। যখন আপনার কার্ডে ১০৲ টাকা দামের ষ্ট্যাম্প জমবে তখন 'সেভিংস ব্যাঙ্কে'র কাজ করে এমন যে কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে কার্ডখানি দিলেই আপনি একটি ১০৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন।

টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ান

বাঁচতে হ'লে টাকা বাঁচান

আয়বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্য ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

G. I. 19.

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার

বুডাপেষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে, যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার বর্ত্তমানে এথেন্সে অবস্থান করিতেছেন। জেনারেল সিমোভিচ এবং আরও কতিপয় যুগোশ্লাভ মন্ত্রী তাঁহার সঙ্গে আছেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে জানা গিয়াছে, রাজা পিটার এথেন্স হইতে জেরুজালেমে (প্যালেষ্টাইন) পৌঁছিয়াছেন।

কৃষি-কথা

সেতাবগঞ্জ ইক্ষু-প্রদর্শনী

গত ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে দিনাজপুর জেলার অবস্থিত সেতাবগঞ্জ চিনির কলের উদ্যোগে ও কলের মালিকদের ব্যয়ে এবং কৃষি বিভাগের সহযোগিতায় একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। যদিও আখ চাষের উন্নতিকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল এবং তাই উদ্যোক্তাগণ এই প্রদর্শনীর নামকরণ করিয়াছিলেন "ইক্ষু প্রদর্শনী", তথাপি ইহাতে কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বহু প্রদর্শিত জিনিষ ছিল। জমী ও "ডগা" নির্ব্বাচন হইতে সুরু করিয়া রোগ ও কীটশত্রু দমন পর্যান্ত উন্নত আখ চাষের প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয় ধারাবাহিকভাবে অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক পুতুল, নক্সা ও রঙীন চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছিল। মঞ্চের উপরে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি ছাড়া প্রশস্ত প্রদর্শনী প্রাঙ্গনে উন্নত লাঙলে জমী চাষ, সুস্থ "ডগা" নির্ব্বাচন, "জুলি" কাটিয়া "ডগা" রোপণ, সার প্রয়োগ, কুয়া হইতে জল সেচন, আগাছা লাগানোর উপকারিতা, চালাযুক্ত গর্ত্তে গোবর-সার সংরক্ষণ, আবর্জ্জনা-সার প্রস্তুত প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় ব্যাপার দেখান হইয়াছিল এবং সমাগত চাষীদের বুঝাইয়া দেওয়ার সুবন্দোবস্ত ছিল। প্রতিযোগিতায় যোগ্য বিবেচিত প্রদর্শকদের বহু টাকার আবশ্যকীয় কৃষি-যন্ত্রাদি পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। কোনও সদাগরী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সংগঠিত এরূপ পল্লী-উন্নয়ন-মূলক সুপরিকল্পিত প্রদর্শনী বড় একটা দেখা যায় না। শর্করা শিল্পে চিনির কল এবং আখ চাষী এই দুই পক্ষের স্বার্থ ও কল্যাণ একান্তভাবে বিজড়িত, একপক্ষের ক্ষতি করিয়া অপর পক্ষ কখনও স্থায়ীভাবে লাভবান হইতে পারে না, এই বোধ দেশে যতই সঞ্চারিত হয় ততই দুই পক্ষেরই মঙ্গল। আখ-চাষের বিস্তৃতির সঙ্গে আখের যে অবনতি ঘটিতেছে, এই প্রকার শিক্ষামূলক প্রদর্শনীর দ্বারা যদি তাহার প্রতিকার হয় এবং উন্নত প্রণালীর আখ-চাষের প্রতি চাষীদের আকাঙ্খা জন্মে, তাহা হইলে চাষীদের অনেক আর্থিক কল্যাণ সাধিত হইবে এবং সেই সঙ্গে চাষীদের উৎপন্ন ভাল আখ পাইয়া কলেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। সুতরাং উক্ত চিনির কলের এই শিক্ষা প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং বাঙলার অন্যান্য চিনির কলেরও এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই পথ অনুসরণ করা উচিত।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ উক্ত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এবং দিনাজপুর জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী ওই জেলার ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্রসমূহে চাষীদের উৎপন্ন নানাপ্রকার উন্নত শস্য ও বিলাতী সব্জী প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষি-বিভাগ হইতে কৃষিজাত শস্যাদির যোগ্য প্রদর্শকদের দেড়শত টাকা মূল্যের উন্নত কৃষি-যন্ত্র ও সার পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। জেলা কৃষি-কর্ম্মচারী ও তাঁহার অধীনস্থ কৃষি-প্রদর্শকগণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রদর্শনীতে সমাগত কৃষিজীবীদের প্রদর্শিত শস্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং কৃষি-বিভাগের প্রচার-কর্ম্মচারী প্রদর্শনী-মণ্ডপে এক বিরাট জনসভায় আখের উন্নতির ধারা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়া উন্নত আখ-চাষের লাভজনক দিকের প্রতি চাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

বিলাতী সব্জীর প্রবর্ত্তন

এ বৎসর নানা জেলায় ও মহকুমায় যে সকল কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাদের কৃষি-শাখায় একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। আট-দশ বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল প্রদর্শনীতে চাষীদের উৎপন্ন বিলাতী সব্জী বড় একটা দেখা যাইত না। তখন স্থানীয় জোত-বাগানের সব্জীই প্রদর্শনীর সম্মান রক্ষা করিত।

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

দোকান কর্ম্মচারী আইন

দোকান খুলিবার সময় নির্দ্দেশ করা হয় নাই

কোন সময় দোকান খোলা হইবে, তাহা লইয়া যে জনসাধারণের মনে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৪০ সালের দোকান কর্ম্মচারী আইনে দোকান খোলার সময় সম্পর্কে কোনরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই, কিন্তু ষ্টাণ্ডার্ড সময় ৮॥০টায় দোকান বন্ধ করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন এবং প্রতি সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রাতঃকালে যে কোন সময় দোকান খোলা যাইতে পারে; প্রয়োজন হইলে ষ্টাণ্ডার্ড সময় সকাল ৬-৩০ মিনিটে খুলিয়া রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে বন্ধ করা যাইতে পারে। অবশ্য আইনের ৭ (২) নং ধারা অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী যাহাতে কর্ম্মচারিগণকে কাজ করিতে না হয় এবং ৭ (৪) নং ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টার বেশী যাহাতে তাহাদিগকে খাটিতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"থালায় করিয়া হিটলারের মুণ্ড চাই"

আহত রোগীর অন্তিম বাসনা

লণ্ডন হইতে প্রকাশিত স্বাধীন ডাচ্ সংবাদপত্র "ভ্রিজ নেদারল্যাণ্ডে" নিম্নলিখিত কাহিনীটি বাহির হইয়াছে:—

সম্প্রতি হল্যাণ্ডের হিটলার-নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা সেইস ইঙ্কোয়ার্ট আহত ডাচ্ সৈন্যদের পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের কোনও উপকার করিতে পারেন কি না এবং কেহ কিছু চাহে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে একজন আহত সৈনিক তাহার বিছানা হইতে বলিয়া উঠে: "চাই বৈ কি, থালায় করিয়া হিটলারের মুণ্ডটা আনিয়া দিন।"

সেইস-ইঙ্কোয়ার্টের মুখে মনের ভাব ফুটিয়া উঠিল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সংক্ষেপে বলিলেন, "এ আকাঙ্খায় বিপদ আছে।"

"আমার পক্ষে আর বিপদ নাই।" বলিয়া আহত লোকটি গায়ের কম্বল সরাইয়া ফেলিল। তখন দেখা গেল, তাহার দুইটি পা-ই কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। সেইস-ইঙ্কোয়ার্টের মুখে আর কথা ফুটিল না—তিনি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

[১ম কলমের শেষ]

কিন্তু এখনকার প্রদর্শনীতে সাধারণ চাষীদের উৎপন্ন ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বিট, বিলাতী বেগুণ প্রভৃতি সব্জী সংখ্যাতেও অনেক আসিতেছে এবং গুণেতেও বেশ ভাল দেখা যায়। ইহা অতি সুলক্ষণ। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ইউনিয়ন বোর্ড ফার্ম ও কৃষি-প্রদর্শন কেন্দ্রের ভিতর দিয়া চাষীদের মধ্যে এই সকল সব্জীর প্রবর্ত্তনের যে অক্লান্ত চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ফলেই যে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল সব্জী চাষ করিলে চাষীদের শুধু যে বেশ দু'পয়সা আয় হয় তাহা নয়, এই সব্জী-চাষীরা নিজেরা খাইলে তাহাদের রুচিরও একটা উৎকর্ষ হয়। একজন খ্যাতনামা চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, কোনও ব্যক্তি বা জাতির খাদ্য তাহার সভ্যতার মাপকাঠি। এই উক্তির মধ্যে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। খাদ্যের মধ্যে মানুষের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল রুচিকর সব্জী চাষীদের আহার্য্যের মধ্যে গৃহীত হওয়া তাহাদের রুচির উন্নতির লক্ষণ।

যুগোস্লাভিয়ার বালক নৃপতি পিটার

[রবীন ডাফ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

(যাঁহারা লণ্ডনের রেডিও বি, বি, সি বেতার-বার্ত্তা শুনিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাছে রবীন ডাফের নাম নিশ্চয়ই অপরিচিত নহে। তিনি একজন যুদ্ধ সংবাদ-দাতা। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি যুগোস্লাভিয়ায় ছিলেন এবং রাজ পরিবারে শিক্ষকের কাজ করিতেন। রাজা পিটারের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব; সুতরাং যুগোস্লাভিয়ার বর্ত্তমান নৃপতি পিটার সম্পর্কে তাঁহার মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।)

১৯৩৪ সালে যখন যুগোস্লাভিয়ার রাজা আলেকজেণ্ডার আততায়ীর হস্তে নিহত হন, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান রাজা পিটার ইংলণ্ডে স্কুলে পড়িতেছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি দীর্ঘ কাল বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইংলণ্ডে তাঁহার স্কুল জীবনের দিনগুলি এখনও তিনি স্পষ্ট মনে করিতে পারেন। পিতার মৃত্যুর পরই তাঁহাকে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে হয়, কারণ যুগোস্লাভিয়ার শাসনতন্ত্র অনুসারে রাজা রাজ্যের বাহিরে বাস করিতে পারেন না। যুগোস্লাভিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি রাজা হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাবালক রাজার পক্ষে এক শাসন পরিষদ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় প্রিন্স পল্‌ই এই শাসন পরিষদের নেতা হিসাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

রাজা পিটার অতি সামান্যই সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। শুধু বয়সে ছোট বলিয়াই যে তিনি জনসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে; দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি রাজা পিটারের প্রস্তাবও তাঁহার জনপ্রিয়তা বর্দ্ধনের অন্যতম কারণ।

ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার সময়ে তিনি সঙ্গে করিয়া একজন ইংরেজ শিক্ষককে লইয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসা যে রাজার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন, অল্প বয়সেই পিটার তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। যুগোস্লাভিয়ায় তাঁহার নিজ ইচ্ছানুসারে তাঁহার সমবয়স্ক একদল সার্ব্বীয়, ক্রোটীয় ও শ্লোভেনীয় ছেলে নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। রাজা পিটারের সহিত তাঁহারা এক সঙ্গে পড়াশুনা এবং একত্র খেলাধূলা করিত। পায়ে হাঁটিয়া বা সাইকেলে রাজা পিটার তাহাদের সহিত নানা স্থানে বহুদূর বেড়াইতে যাইতেন। গ্রীষ্মকালে তাঁবু ফেলিয়া তাহারা সকলে একত্রে বাস করিতেন।

দুর্ব্বল বলিয়া রাজা পিটারের একটা নিন্দা আছে। ইউরোপ সম্বন্ধে একটি বহুপঠিত পুস্তকই এই ধারণা প্রচারের জন্য বিশেষভাবে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা পিটার সার্ব্বীয় ভাষা ভাল বলিতে পারেন না; ইংরেজী প্রায় কিছুই জানেন না, তিনি অত্যন্ত বোকা ধরণের লোক এবং দেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন প্রভৃতি এই পুস্তকে বহু অপবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু এগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সার্ব্বীয়, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান ভাষায় সুন্দর কথাবার্ত্তা বলিতে পারেন। তাহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, এমন ধীশক্তি খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি যে অত্যন্ত আধুনিক মত-সম্পন্ন, দয়ালু এবং ভাল রাজা হইবেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি সার্ব্বীয়, ক্রোটীয় ও শ্লোভেনীয় প্রভৃতি দেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকের শারীরিক এবং সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। সকল বিষয়েই তাঁহার উৎসাহ প্রচুর। অবশ্য হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে সত্যই এমন সর্ব্ব বিষয়ে আগ্রহশীল মনে হয় না, বরং উদাসীনই মনে হয়। কিন্তু একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে জানা যায় যে, ইহা তাঁহার স্বাভাবিক লাজুক স্বভাব ছাড়া কিছুই নহে।

বিমান-আক্রমণে আহতদের চিকিৎসা

বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা

বিমান আক্রমণে আহতদের চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সম্ভবতঃ জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ সে-সম্পর্কে অবহিত নহে। দুইটি প্রধান পর্য্যায়ে গভর্ণমেণ্ট সে-সম্পর্কে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন:—

(ক) আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা;

(খ) হতাহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসনের ব্যবস্থা।

সমগ্র কলিকাতা, হাওড়া এবং উত্তরে বাঁশবেড়িয়া ও কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও বজবজ পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানে প্রাথমিক চিকিৎসার অনেকগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়া মাত্র যাহাতে উহাদিগকে কর্ম্মব্যাধীনে আনা যায়, তাহার সমস্ত আয়োজনও করা হইয়াছে। এ-সকল কেন্দ্রের জন্য সাজ-সরঞ্জাম পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কার্য্যতঃ অনেক ক্ষেত্রে উহা যাহাতে ঠিক এখনই কাজে লাগান যাইতে পারে, তদনুরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। উপরোক্ত সাজ-সরঞ্জামের পরিমাণ এত বেশী যে, তদ্দ্বারা একই সময় বহু আহত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা চলিতে পারিবে, উপরন্তু হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব্বে আবশ্যক হইলে আহত ব্যক্তিরা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রেও কয়েক ঘণ্টা যাপন করিতে পারিবে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ব্যতীত বর্ত্তমানে যে সমস্ত দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে, তাহাতেও আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলিবে। প্রত্যেক প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ৩১ জন লোক থাকিবেন। ইহাদের মধ্যে ১ জন মেডিক্যাল অফিসার, ২০ জন ষ্ট্রেচার বাহক, ৪ জন ড্রেসার (ক্ষতাদি পরিষ্কারক) এবং পাওয়া গেলে ৪ জন নার্স। কতকগুলি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য আবশ্যক লোকজন পাওয়া গিয়াছে আর কতকগুলির জন্য মেডিক্যাল অফিসার, ষ্ট্রেচার বাহক প্রভৃতি খুঁজিয়া বাহির করিতে অসুবিধা হইতেছে। প্রত্যেক প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য চিকিৎসক ও অন্যান্য লোকের স্থান আছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় সাহায্যদানে ইচ্ছুক যে কোন ডাক্তার বা স্বেচ্ছাসেবক স্ব স্ব এলাকার চীফ ওয়ার্ডেনের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কলিকাতার প্রত্যেক উপ-অঞ্চলে (সাব্ এরিয়া) দুইটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং কলিকাতার বাহিরে প্রত্যেক উপ-অঞ্চলের (যাহা একটি মিউনিসিপ্যালিটির সমান) জন্য দুইটি করিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষা দান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৪ জন করিয়া নার্স দেওয়া যাইতে পারে, ট্রেণিংএর জন্য ততগুলি নার্স পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মহিলা বিভাগ বিশেষ করিয়া কলিকাতার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত কেন্দ্রগুলির জন্য বহু নার্সের ব্যবস্থা করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সাংঘাতিকভাবে আহত লোকজনের চিকিৎসার জন্য কলিকাতা করপোরেশনের এলাকার, হাওড়ার ও কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত কোন কোন হাসপাতালে স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরোক্ত হাসপাতালসমূহের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি যে শুধু আহত লোকজনকে তাহাদের হাসপাতালে স্থান দিতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এমন নয়, বরং তাহাদের স্ব স্ব হাসপাতালে রোগীদের শয্যাসংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা মাত্রই আরোগ্যোন্মুখ ও মামুলী রোগাক্রান্ত লোকজনকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া কতকগুলি শয্যা খালি করিয়া রাখার আয়োজন করা হইয়াছে। এ-ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ হাসপাতালগুলিতে বিমান আক্রমণে আহত লোকজনের চিকিৎসার জন্য বহু সংখ্যক শয্যা খালি পাওয়া যাইবে। আবশ্যক হইলে নূতন নূতন জরুরী হাসপাতাল স্থাপন পূর্ব্বক আরও শয্যার ব্যবস্থা করা যাইবে। সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বাড়ীতে উক্ত জরুরী হাসপাতাল খোলা হইবে। আবশ্যক বিবেচিত হইলে আহতদিগকে মফস্বল হাসপাতালে স্থানান্তরের পরিকল্পনাও করা হইয়াছে।

আহত লোকজনকে প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্র হইতে হাসপাতালে লইয়া যাইবার জন্য মোটর এম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিভাগটি এ, আর, পি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গঠিত সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোলের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হইয়াছে।

স্বেচ্ছামূলক সাহায্যের উপরই উক্ত পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এ-ব্যাপারে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে, উহা মোটের উপর খুবই আশাপ্রদ। বদান্যতা ও সহযোগিতার খাতিরে যে সকল ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের কার্য্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রের লোকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষাদানের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকেরই পক্ষে উহা একটি গুরুভার বিশেষ।

কিছু দিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট এ, আর, পি-র জন্য একজন স্পেশাল মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিকে সংগঠিত করিয়া তোলার জন্য সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একজন চীফ্ মেডিক্যাল অফিসার এবং ৮ জন রিজিওন্যাল মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা নির্দ্দিষ্ট এলাকার নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। সমগ্র কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শিল্প-প্রধান অঞ্চল উক্ত এলাকার অন্তর্ভুক্ত। (প্রেস-নোট)

মাৎসীবাদ বিনাশের সংকল্প

যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী প্রেসিডেন্টের ঘোষণা

গত ৮ই এপ্রিল, বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ হেনরী ওয়ালেস বলেন:—"আমাদের সাহায্য এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে কোনও উন্মাদ ব্যক্তি বা কোনও উন্মাদ জাতি ভবিষ্যতে আর লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন ও কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট না করিতে পারে। যে নাৎসী-বাদ অ-জার্ম্মাণ সকল জাতির প্রতিই বিদ্বেষ ভাবাপন্ন এবং যাহা মানুষকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সামান্যমাত্র দ্বিধা করেন না, তাহাকে এমন ভাবে আঘাত করিতে হইবে যেন সে আর কোনও দিন মাথা তুলিতে না পারে। এইজন্যই আমরা ইংলণ্ড, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া চীন এবং নাৎসীদের কবলিত বিভিন্ন দেশগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব।"

ভারতীয় সৈন্যগণের কেরেণে প্রবেশ

আফ্রিকার ইটালীয় শহর দখলে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব

এরিত্রিয়া হইতে প্রাপ্ত সরকারী সংবাদে কেরেণ বিজয়ে ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের বহু কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। গোলন্দাজেরা অবিরত গোলাবর্ষণে ইটালীয় সৈন্যদল বিশেষ রকম কাবু হইলে ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাদের উপর এমন অনেক দুঃসাহসিক আক্রমণ চালাইয়াছে, যাহা অন্যসময়ে বিশেষ বিপজ্জনক মনে করা হইত। শত্রু ঘাঁটির কাঁটাতারের বেড়ার পিছনে অদৃশ্যভাবে যে সকল কামান সাজান ছিল, ভারতীয় সৈন্যেরা বেয়োনেট চার্জ (সঙ্গীণ দ্বারা আক্রমণ) করিয়া তাহাদের অনেকগুলি দখল করিয়া লয়। একজন সিপাহী তো হাতবোমা ছুঁড়িয়া এমন একটি কামানের ঘাঁটি একাই দখল করিয়া লইয়াছিল। কেরেণ আক্রমণের সময় ২০০ ইটালীয় বন্দী কতগুলি কামান দখল করিয়া লুকাইয়া চেষ্টা করে। কিন্তু একদল ভারতীয় সিপাহী ইহাদের বেষ্টন করিয়া ফেলে ও বন্দী করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয় সৈন্যেরাই প্রথম মোটরযোগে কেরেণের প্রবেশ করে। কেরেণের প্রবেশ মুখে শত্রু পক্ষ বহু স্থল-মাইন্ পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যেরা তাহাতে ভীত না হইয়া কেরেণের প্রবেশ করিয়া শহরটিকে অধিকার করে। ভারতীয় স্যাপার্স ও মাইনার্সগণই (পথ পরিষ্কারক বাহিনী) এই স্থল-মাইনগুলি সরাইয়া ফেলিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছিল।

কেরেণ বিজয় যখন সমাপ্ত হইল, তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। কিন্তু সৈন্যেরা ছুটি পাওয়া মাত্র কেরেণের সমুদ্রকূলে ছুটিয়া গিয়া এই মধ্যরাত্রেই সমুদ্র স্নান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

আমেরিকার যুদ্ধ-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি

বৃটেনের অধিকতর সাহায্য প্রাপ্তির আশা

আমেরিকায় যে সকল নূতন বিমান নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলি অস্ত্রশক্তি ও বোমাবর্ষণের ক্ষমতার দিক হইতে জার্ম্মাণ বিমানপোত অপেক্ষা অনেক উন্নত ধরণের। ইতিমধ্যে আমেরিকা যে সকল জঙ্গী বিমান ব্রিটেনে পাঠাইয়াছে, তাহার সকলগুলিই অতিশয় উচ্চ শ্রেণীর। ১৯৪১ সালে আমেরিকা যে ব্রিটেনকে যুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করিবে, ব্রিটেনের জন্য এই ধরণের বিমান নির্ম্মাণ এবং জাহাজ, সাঁজোয়া গাড়ীও যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য নানা প্রকার মোটর যান নির্ম্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। জুলাই মাস হইতে আমেরিকার প্রস্তুত অস্ত্র শস্ত্রসম্ভার জোয়ারস্রোতের ন্যায় ব্রিটেনে আসিয়া পৌঁছিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ক্রোশিয়ার প্রকৃত অবস্থা

জার্ম্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত

টাইমস্ পত্রিকার যুগোশ্লাভিয়া সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ক্রোশিয়াকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিবার পর জার্ম্মাণী ক্রোশিয়া সম্বন্ধে যে সংবাদ দিতেছে তাহা হইতে মনে হইবে যেন ক্রোশিয়ায় প্রচুর শান্তি বিরাজমান। কিন্তু অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ক্রোশিয়ার বহু লোক প্রকাশ্যভাবেই নূতন শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ক্রোশিয়ার উত্তরাঞ্চলে এখন পর্য্যন্তও দারুণ যুদ্ধ চলিতেছে।

জার্ম্মাণরা পূর্ব্ব হইতেই যে সকল বিভীষণ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা অন্যান্য জার্ম্মাণদের চরিতে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিয়ত ক্রোট নেতা ডাঃ ম্যাচেক যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করিতেছেন। তিনিই যে ক্রোটদের প্রকৃত মনোভাবের প্রতীক, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৫ই মে, ১৯৪১ [এক আনা

LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

বৃটেনের আগামী যুদ্ধ-বাজেট

অর্থনীতিক্ষেত্রে বিরাট বিপ্লবের সম্ভাবনা

বর্ত্তমান মহাসংগ্রামের বিরাট ব্যয়ভার বৃটেন কিরূপে বহন করিবে, ১৯৪১ সনের বাজেট রচনার সময় সর্ব্বাগ্রে ইহাই মনে জাগিতেছে। অর্থের চাহিদা মিটানই একমাত্র সমস্যা নয়। রণ-সম্ভার উৎপাদন ও সরবরাহ সম্পর্কেও তাহাকে মাথা ঘামাইতে হইতেছে। উক্ত ব্যাপারে বৃটেনের অর্থনীতিক্ষেত্রে যে বিরাট বিপ্লব সূচিত হইয়াছে, মিঃ ডোনাল্ড চারম্যান সে-সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

"যুদ্ধ পরিচালনায় আমরা প্রত্যহ ১৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া আসিতেছি। গত ১২ মাসের হিসাব খতাইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনীতিক্ষেত্রে একটা দারুণ বিপ্লবেরই সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে। অর্থনীতির দিক দিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, যুদ্ধের ব্যয় এক্ষণে দ্বিগুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে, সাফল্যের সহিত সংগ্রাম পরিচালনার মানসে বৃটেনের জনসাধারণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণের যে অধিকার গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে, চার্চিল-গভর্ণমেণ্ট আস্তে আস্তে উহা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতেছেন।

ইহাকে অর্থনৈতিক বিপ্লব বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আগামী বাজেট সম্পর্কে আমি আপনাদের চাইতে বেশী খোঁজ খবর রাখি না। তবে আমার বিশ্বাস, ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বৃটেনের সমষ্টিগত জাতীয় আয়ের ১।২ হইতে ৩।৫ অংশ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃকই ব্যয়িত হইবে। শান্তির সময় যে ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল শতকরা ১৬ কিম্বা ১৭, যুদ্ধের সময় উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫ হইতে ৬০ দাঁড়াইয়াছে। আপনারা অনায়াসে ইহাকে বিপ্লবের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট যদি চাকুরীজীবিদের বেতনাদি এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির সমষ্টিগত মূল্যের প্রত্যেক পাউণ্ডের মধ্যে ১১।১২ শিলিং ব্যয় করেন, তাহা হইলে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইয়া যায় যে, দেশের সমস্ত অর্থ প্রচেষ্টাই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কোন না কোনরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই বিরাট পরিবর্ত্তন এখনও পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অন্যান্য যে সকল দেশ আত্মরক্ষামূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকেও বৃটেনের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া যে সকল দেশে লোকসমাজকে স্বাধীনতার ন্যায় উচ্চাসন দান করা হয়, তথায় উক্ত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিয়া ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, অর্থনৈতিক সংগ্রামে গণতান্ত্রিকতা একেবারে অচল এবং একনায়কত্বই সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী। তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, গণতন্ত্রের দিক হইতে বড় অসুবিধা এই যে, উহা যুদ্ধ কার্য্য চালানোর অযোগ্য। ইংরেজদের ক্ষেত্রে ইহা খুবই সত্য। ইহা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা নয় ; কারণ এ জন্য আমাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছে। অনেক পোল, ফরাসী, আইরিশ, আমেরিকান, ইটালীয়ান, জাপান এবং ইংরেজকে হাতী সম্পর্কে যে রচনা লিখিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে পুরাতন গল্পটি আপনারা নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। পোল জাতীয় লেখক হাতীর একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ পূর্ব্বক পোলাণ্ডের স্বাধীনতার সংগ্রামে হস্তীপৃষ্ঠারোহী সৈন্য নিয়োগের কথা বর্ণনা করেন। ফরাসী লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় হাতী সম্পর্কে একটি পদ্য রচনা করেন। আইরিশ ভদ্রলোক "আয়ার্লাণ্ডের প্রতি অবিচার" শীর্ষক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। আমেরিকান লেখক পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ হাতী সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন। ইটালীয়ান লেখক একখানি গীতিকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জাপান ভদ্রলোক নভিক জাতির উৎপত্তির সহিত হাতীর কি সম্বন্ধ রহিয়াছে, সে সম্পর্কিত তত্ত্ববিজ্ঞান বিষয়ক একটি গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা করেন। ইংরেজ ভদ্রলোক আমি "যে কয়টি হাতী শীকার করিয়াছি" শীর্ষক একটি রচনা লেখেন।

যখনই যে সমস্যার উদ্ভব হয়, আমরা উহার সমাধান করিয়া থাকি। পূর্ব্ব হইতে উহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া রাখা যায় না। অর্থনৈতিক দিক দিয়া বর্ত্তমান মহাসংগ্রামে কখন কোথায় কিসের আবশ্যক হয়, সে সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা করা খুব শক্ত ব্যাপার। কোথায় কিসের আবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে সে-সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের পর আমরা তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকি।

আমাদের সমস্ত শক্তি এক্ষণে অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতেছে। উহার একমাত্র উদ্দেশ্য, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় একান্ত প্রয়োজনীয় রণসম্ভার এবং বে-সামরিক অধিবাসীদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে নিত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি উৎপাদন করা। এ জন্যই আপনারা দেখিতে পাইতেছেন যে, ছোট খাটো শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত করিয়া রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানাগুলির জন্য শ্রমিক সংগৃহীত হইতেছে। যুদ্ধের জন্য যে-ভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হয়, রণসম্ভার নির্ম্মাণের জন্যও ঠিক তেমনি ভাবে বৃটেনে শ্রমিক সমাবেশের কাজ চলিতেছে। তবে ইহা এখনও বাধ্যতামূলক করা হয় নাই।

শ্রমিক সমাবেশ সম্পর্কে একটা নীতি এক্ষণে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সামরিক কার্য্যের জন্য যাহাদিগকে আহ্বান করা হয় নাই, সে-সকল নর-নারীকে কল-কারখানায় যোগদানের জন্য নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিতে হইবে। তাহাদিগকে কি কি কাজ করিতে হইবে, তাহা যথাসময় জানাইয়া দেওয়া হইবে।

ভারতে প্রস্তুত কামানবাহী গাড়ী

সরকারী সরবরাহ বিভাগের তৎপরতা

ভারতবর্ষের রেলওয়ে কারখানাগুলিতে কামানবাহী গাড়ী নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। সর্ব্ব প্রথম গাড়ীটির নির্ম্মাণ-কাৰ্য্য সমাপ্ত-প্রায়।

অধিকতর পরিমাণে রাইফেল ও সঙ্গীন উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

গত দুই সপ্তাহে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ যে সকল অর্ডার পাইয়াছে, তাহার মধ্যে মিসর হইতে চটের থলিয়া, মালয় হইতে বস্ত্র, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল হইতে জাল প্রস্তুতের জন্য পাটের সুতা, অষ্ট্রেলিয়ার জন্য খাকী-বস্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র বিভাগের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অর্ডারই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন স্থানের লবণের দর

প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রকের বিবৃতি

বঙ্গদেশীয় প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক মিঃ এম, কে, কৃপালনী নিম্নলিখিত প্রেস-নোট প্রকাশ করিয়াছেন :—

এডেন, পোর্ট সৈয়দ, স্পেন এবং ভারতীয় লবণের দর সম্পর্কে গত ১৭ই মার্চ্চ যে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত প্রেস-নোট জারি করা হইল, উহা ১৮ই এপ্রিল হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে :—

জাহাজ হইতে ডেলিভারী লইলে ১০০ মণের দর (শুল্ক বাদ)	১০৫৲
গোলা হইতে ডেলিভারী লইলে ১০০ মণের দর (শুল্ক বাদ)	১০৭৲
বাজারে প্রতি মণ	৩।/১০
বাজারে প্রতি সের	/১০

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ভাড়ায় যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৫ই মে—১৯৪১

সামরিক পরিস্থিতি

যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে বিলাতের ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

এথেন্স হইতে জার্ম্মাণ বাহিনীর ক্রম অগ্রসরের যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। যুগোস্লাভিয়ার সম্মিলিত বাধাদানের অবসান হওয়ায় জার্ম্মাণী গ্রীসের যুদ্ধে নূতন নূতন সৈন্যবাহিনী আমদানী করিতে পারিতেছে। জার্ম্মাণ বাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হইতেছে সন্দেহ নাই, তবে তাহাদের লোক-বলের আধিক্যকে অস্বীকার করা চলে না।

এদিকে মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধ ক্রমেই স্পষ্ট আকার ধারণ করিতেছে। যে সকল জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী মিসর সীমান্তে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারাও কিন্তু আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে না। যে সকল জার্ম্মাণ ও ইটালীয় সৈন্যদলের উপর তোব্রুক বিজয়ের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার ব্যর্থ আক্রমণ করিবার পর তাহারাও আর নূতন আক্রমণ চালাইবার উৎসাহ যোগাড় করিতে পারিতেছে না। তবে জার্ম্মাণী লিবিয়া হইতে এইবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, মনে করা ভুল হইবে। বিসরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সুয়েজ খাল হইতে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিবার জন্য নাৎসীরা একবার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখিবে বলিয়াই মনে হয়।

লিবিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মাণীর আক্রমণ আরও প্রবল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী তেমন কোনও তীব্র আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হয় নাই। বিধ্বস্ত ইটালীয় সৈন্যবাহিনীগুলিকে নূতন সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা কতটা কাজে লাগিবে কিছুই বলা যায় না। অন্ততঃ পক্ষে ইহাদের সংখ্যা দেখিয়া ভয় করিবার কিছুই নাই। জার্ম্মাণী অবশ্য লিবিয়ায় আরও সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠাইতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ জাহাজের পাহারা এড়াইয়া আসা খুব সহজ হইবে না। মাত্র সেদিন এক জার্ম্মাণ "কনভয়" কি প্রকারে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার সংবাদ আমরা সকলেই অবগত আছি।

জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে আফ্রিকায় মোট যত সৈন্য আছে, জার্ম্মাণী ও ইটালীর মিলিত সৈন্য সংখ্যাও তত হইবে না। ব্রিটিশ ও সাম্রাজ্যিক বাহিনীর সৈন্যেরা সকলে সাইরেনিকার রণাঙ্গনে উপস্থিত না থাকিলেও শীঘ্রই যে সাইরেনিকায় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথে তোব্রুকই বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তোব্রুক জয় করা জার্ম্মাণীর পক্ষে সহজ নহে। কারণ সমুদ্র পথেই তোব্রুকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি ও খাদ্য সম্ভার সরবরাহ করা চলে এবং ব্রিটিশ নৌবাহিনী ইহার রক্ষায় সাহায্য করিতে সমর্থ।

'ডেইলী টেলিগ্রাফের' এই মন্তব্যের পর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রীসের সংগ্রামক্ষেত্র একণে প্রকৃত-পক্ষে নীরব এবং আফ্রিকারও নাৎসী বাহিনী অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা পাইতেছে। আফ্রিকার এই সংগ্রাম যে প্রকৃতই ভয়াবহ হইবে, তাহা একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে।

বাঙলায় মৎস্য-ব্যবসায়

বাঙলা-সরকার পুনরায় মৎস্য-চাষ বিভাগ (Fish Department) খোলার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিগত ১৯০৬ সালে স্যার কে, জি, গুপ্তের সোপারিশ অনুসারে এই বিভাগ খোলা হইয়াছিল এবং পরে ১৯২৩ সালে ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে এই বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হয়। পরে জন-সাধারণের দাবী অনুসারে ১৯৩৭ সালে সরকার পুনরায় এই বিভাগ খোলা সম্পর্কে বিবেচনা করেন এবং তদনুসারে মাদ্রাজ সরকারের ফিশারী বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর ডাঃ এম, আর, নাইডুকে বাঙলা-দেশে মৎস্য উৎপাদনের অবস্থা ও পুনরায় ফিশারী বিভাগ খোলার ব্যাপারে একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা রচনার জন্য নিযুক্ত করেন। মিঃ নাইডু একণে একটি খসড়া পরি-কল্পনা সরকারে দাখিল করিয়াছেন এবং তদনুসারে ফিশারী বিভাগের একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অধীনে কতিপয় কর্ম্মচারী নিয়োগের বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাঙলার মত প্রদেশে এরূপ একটি ফিশারী বিভাগের প্রয়োজনীয়তা যে অনেক, তাহা না বলিলেও চলে। বাঙলার জন-সাধারণ যে কেবল ব্যাপকভাবে মৎস্য ব্যবহার করে, শুধু তাহাই নহে বরং তাহারা মাছকে নিজেদের অপরিহার্য্য খাদ্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মৎস্য শিল্পের স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধাও এই প্রদেশে রহিয়াছে প্রচুর। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে, বাঙলা-দেশে কৃষির পরই মৎস্য-শিল্পের স্থান হওয়া উচিত। কাজেই সরকার যে পুনরায় ফিশারী বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জন-সাধারণ এই সিদ্ধান্ত সাদরে বরণ করিয়া লইবে বলিয়াই আশা করা যায়। এদেশে হাজার হাজার লোক মৎস্য ব্যবসায়ের মধ্য দিয়াই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সরকারী এই নূতন বিভাগের সহায়তায় ইহারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে এবং দেশের আর্থিক সম্পদও যে একভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

চীন-ব্রহ্ম রোডে মাল চলাচল

জাপানীদের বাধাদানের চেষ্টা ব্যর্থ

চীনের অন্তর্গত কুনমিং হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

শান রাজ্যের অন্তর্গত লাসিয়ো হইতে বর্ম্মা রোড দিয়া পাঁচ দিন চলিয়া এইমাত্র আমি ইউনানে পৌঁছিয়াছি। পথে আমার বিশেষ কোনই কষ্ট হয় নাই। লাসিয়ো হইতে ইউনানের মধ্যে কোনও জাপানী বিমান-পোতই আমার চোখে পড়ে নাই। জাপানীরা যতই না কেন বাগাড়ম্বর করুক, ৪০০ মাইল দীর্ঘ পথে বোমা বর্ষণ করিয়া মানুষ বা যানবাহনের চলাচল বন্ধ করা সম্ভব নহে। ইউনান বা ব্রহ্ম-দেশ আক্রমণ করিয়া পথ না আটকাইলে জাপানীরা কিছুতেই বর্ম্মা রোডে চলাচল বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। ইউনান বা বার্ম্মা আক্রমণও সহজ কথা নহে।

এই পথের অনেকগুলি পুল জাপানীরা বোমা বর্ষণ করিয়া বারবার বিধ্বস্ত করিয়াছে। কিন্তু চীনারা তাহাতে দমে নাই। মেকং নদীর উপরকার পুলটা জাপানীরা দুইবার বোমা বর্ষণ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়াছিল। চীনারা কিন্তু মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে নূতন একটি দোদুল্যমান (সাসপেনসন) পুল নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সালুইন নদের উপরকার পুলটি বোমা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও অব্যব-হার্য্য হয় নাই।

এই নদীগুলিতে তেলের পিপা দ্বারা নির্ম্মিত বহু ভেলা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। পুলগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হইলে পারাপারের জন্য এই ভেলাগুলি ব্যবহৃত হইবে।

বর্ম্মা রোডের যে বিভিন্ন উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে আগামী বর্ষাকালেও এই রাস্তা ব্যবহার করা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

রেল লাইন ও অন্যান্য রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য পুরুষ শ্রমিকের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায়, বর্ম্মা রোডের কাজ প্রধানতঃ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারাই করিতেছে। প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়েরা শিশুদের পরিচর্য্যা করিতেছে।

যতটা হিসাব করিতে পারিলাম, তাহাতে মনে হয় এই পথে বার্ম্মা সীমান্ত হইতে মাসে প্রায় ১৬,০০০ টন মাল চীনে আমদানী হয়। কুনমিং-এও প্রায় ১০,০০০ টন মাল আসে।

মালদহের আম

আগামী ফসলের অবস্থা

আমের মরশুম আসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা-সরকারের মার্কেটিং বিভাগে আমের শ্রেণী-বিভাগ ও বিকিকিনির অন্যান্য সুবিধা সম্পর্কে নানারূপ তথ্য জানিতে চাহিয়া অনেকে চিঠি-পত্রাদি লিখিতেছেন।

মালদহে আমের ফসলের অবস্থা এ-পর্য্যন্ত বেশ ভালই ছিল; কিন্তু দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কচিকচি আম ঝরিয়া পড়া আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙলা-সরকারের প্রধান মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক সম্প্রতি মালদহের মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি কতিপয় আম-উৎপাদনকারীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিয়াছেন।

আগামী জুন মাসে মালদহে একটি আম্র-প্রদর্শনী খোলার প্রস্তাব হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, নিম্ন মানের ব্যবসায় সম্পর্কে এই প্রদর্শনী খুব অনেকটা সহায়ক হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ত্রিপোলিতে বৃটিশ নৌ-বহরের আক্রমণ

বৃটিশ নৌ-বহর ত্রিপোলীর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে।

নৌ-বিভাগীয় এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২১শে এপ্রিল প্রত্যুষে বৃটিশ নৌ-বহর ত্রিপোলী বন্দরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে। ভারী ও হালকা উভয় শ্রেণীর রণতরী হইতে গোলা বর্ষিত হয়।

সাতখানা জাহাজে গোলার আঘাত

একখানা নৌ-বিভাগীয় এশতেহারে প্রকাশ, ত্রিপোলি বন্দরে বোমা বর্ষণের ফলে ৬ খানা সৈন্যবাহী বা গোলাবারুদবাহী জাহাজ, একখানা ডেষ্ট্রয়ার, নৌ-বিভাগীয় হেড-কোয়ার্টারের একটা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র এবং সমরোপকরণের গুদামগুলির উপর গোলা পড়িয়াছে। নৌ-বহরের গোলাবর্ষণের সময় রাজকীয় বিমান বহর ও নৌ-বিভাগীয় প্লেনগুলিও বোমা বর্ষণ করিয়াছে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরিয়া পোতাশ্রয় ও বন্দরের ইমারৎগুলির উপর ১৫ ইঞ্চি শেল্ ও অন্যান্য ছোট সাইজের বহু শেল্ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

"উপকূলভাগে একটা তেলের ডিপোর নিকটে একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে এবং রেল ষ্টেশনেও আগুন লাগিতে দেখা গিয়াছে। জাহাজ ঘাটা নৌ-বিভাগীয় হেড কোয়ার্টারের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র ও একটা সমরোপকরণের গুদামেও আঘাত লাগিতে দেখা গিয়াছে।"

গ্রীক-বাহিনীর আত্ম-সমর্পণ

ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনীর হেড কোয়ার্টার হইতে রোমে এই মর্মে একখানি অতিরিক্ত এশ্‌তেহার প্রচার করা হইয়াছে যে, এপিরাস ও ম্যাসিডোনিয়ার গ্রীক সৈন্য-বাহিনী অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। গত ২২শে এপ্রিল রাত্রি ৯টা ৪ মিনিটের সময় গ্রীকদের একটি সামরিক প্রতিনিধি দল এপিরাস রণাঙ্গনের একাদশ ইটালীয় বাহিনীর সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করে। জার্মাণ হাইকম্যাণ্ডের পূর্ণ সম্মতি অনুসারে আত্মসমর্পণের পত্র সংক্রান্ত শর্তাবলী নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

শত্রু-পক্ষের বিমানের ক্ষতি

সর্ব্বশেষ সরকারী হিসাবে জানা যায় যে, ১লা জানুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত ইটালী ও জার্মাণীর মোট ৯৯৫ খানি বিমান নষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে ইটালীর ৭৭৩ খানা ও জার্মাণীর ২২২ খানা।

১৯৪১ সালের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে ইটালী ও জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া রাজকীয় বাহিনীর মাত্র ৬২ খানা বিমান নষ্ট হইয়াছিল। অধিকাংশ পাইলটেরই জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।

শত্রুপক্ষের জাহাজডুবি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বন্দরে শত্রুবাহিনীর জন্য মালপত্র এবং রসদাদি লইয়া যাইবার কালে ১ খানা তৈলবাহী জাহাজ (প্রায় ১০ হাজার টন), ১ খানা গোলাবারুদবাহী জাহাজ (৬ হাজার টন), একখানা অজ্ঞাত গোলাবারুদবাহী জাহাজের উপর বৃটিশ নৌ বিভাগীয় বিমানপোতসমূহ টর্পেডো বর্ষণ করিয়াছে। শেষোক্ত জাহাজখানা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফাটিয়া যায় এবং আকাশে তিন হাজার ফিট পর্য্যন্ত অগ্নিপুঞ্জ উঠিতেও দেখা যায়।

রাজা জর্জের ক্রীটদ্বীপে গমন

এথেন্স রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজা জর্জ্জ মন্ত্রিসভার সদস্যগণসহ ক্রীট দ্বীপে পৌঁছিয়াছেন।

রোমের সরকারী ইটালীয় নিউজ-এজেন্সী বলিতেছে যে, গ্রীক বাহিনীর অধিকাংশ (১৬ হইতে ১৮ ডিভিশন সৈন্য) আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি

সৈন্য বিভাগের হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক-খানি এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ায় বৃটিশ টহলদার সৈন্যবাহিনী তোব্রুক ও সোলাম এলাকায় টহল দিতেছে। আবিসিনিয়ার রাস্তাঘাট বিনষ্ট করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও দেসীর উত্তর ও দক্ষিণ দিকস্থ শত্রুঘাঁটিতে ক্রমেই চাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে অভিযানকারী বৃটিশবাহিনী সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্য-বাহিনী মাজি-দখল করিয়াছে।

দুইখানা গ্রীক হাসপাতাল জাহাজডুবি

২৩শে এপ্রিল জার্মাণরা গ্রীসের অনেক স্থানে প্রচণ্ড বোমা বৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতে দুইটী হাসপাতাল জাহাজ ডুবিয়াছে। একটি যাত্রী জাহাজ বহু নারী ও বালক বালিকা সহ গ্রীসের প্রধান ভূভাগ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল। সেই জাহাজে বোমাপাতের ফলে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় অনেকে হতাহত হইয়াছে।

জিব্রাল্টারের গভর্ণর পদে লর্ড গর্ট

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক দফতর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহামান্য সম্রাট জেনারেল ভাইকাউণ্ট গর্টকে জিব্রালটারের গভর্ণর ও কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ পদে নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

শত্রু-এলাকায় বৃটীশ বিমানের আক্রমণ

বিমান সচিবের দফতরখানা হইতে প্রকাশিত এক এশ্‌তেহারে ব্রিটিশ বোমারু বিমানবহর কর্ত্তৃক জার্ম্মাণী ও জার্মাণ অধিকৃত ঘাঁটিতে দিবারাত্র আক্রমণের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

গত ২৪শে এপ্রিল দিনের বেলা নরওয়ের উপকূলের অদূরে বোমারু বিমান বহর শত্রুপক্ষের একখানি তৈলবাহী জাহাজে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই জাহাজখানি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়াছে। আর একটী বাহিনী উপকূলের নিকট-বর্ত্তী একটা দ্বীপে অবস্থিত সেতার ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে।

উত্তর ফ্রান্সের উপর আক্রমণের সময় বৃটিশ জঙ্গী বিমানপোতসমূহ বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত জার্মাণ জঙ্গী বিমানপোতসমূহের উপর মেশিনগানের গুলী নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বিমান আক্রমণের সময় ব্রীস্ট ও উইলহেলমস্‌ হেভেনের নৌ-ঘাঁটিসমূহই প্রধান লক্ষ্য ছিল। একটি শক্তিশালী বোমারু বিমানবাহিনী এই সমস্ত নৌঘাঁটী আক্রমণ করিয়াছিল। ব্রীস্টের উপর আক্রমণই অধিকতর ভয়াবহ হইয়াছিল। এইখানে জাহাজঘাঁটী ও কারখানা অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং ইহার উপর উগ্র বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করিয়া আরো ক্ষতি সাধন করা হয়। রাত্রিতে মনডবে, ল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের তট ও অন্যান্য লক্ষ্যস্থানেও আক্রমণ করা হইয়াছিল।

বৃটেনের নৌ-শক্তি শেষ পর্য্যন্ত জয় আনিয়া দিবে

নৌ-সচিবের পার্লামেণ্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারী লেঃ কম্যাণ্ডার ফ্লেচার এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে, শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনের নৌ-শক্তিই হিটলারকে পরাভূত করিবে। এলিজাবেথের যুগ হইতে বৃটেন আজ পর্য্যন্ত যে সকল বড় বড় যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে নৌ-শক্তিই শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের জয় আনিয়া দিয়াছে। বৃটিশ সামুদ্রিক শক্তিই একদা নেপোলিয়ানের পার্শ্বত্য অঞ্চলে গ্র্যাণ্ড আর্মির নিষ্ক্রিয়তায় আপনার দূরত্বই প্রমাণ করিয়া দিয়া হিটলারের পতন ঘটাইবে। কোন কোন জার্মাণ একথা আজই জানে, অন্যেরা নিঃশেষে নির্ম্মূল হইবার পূর্ব্বেই তাহা জানিয়া লইবে।

এথেন্সে জার্মাণ বাহিনী

২৭শে এপ্রিল প্রাতে এক্রোপলিসে স্বস্তিক পতাকা উত্তোলিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ন ১০ টার মধ্যে মোটর সাইকেল আরোহী অগ্রগামী বাহিনী তথায় পৌঁছে।

এথেন্সের পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, জার্মাণ মোটর সাইকেল আরোহী বাহিনীর প্রথম দল পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে নয় ঘটিকায় এথেন্সে প্রবেশ করিয়াছে।

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ—"নিউ ইয়র্ক টাইমস্"-এর সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, অধিকাংশ বৃটিশ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র গ্রীস হইতে উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধের জন্য নিরাপদে অপসারিত হইয়াছে।

[শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাসাধিক অবিরত বোমা-বর্ষণ সত্ত্বেও সারে জেলার "গিল্ডফোর্ড" গীর্জার নির্মাণ-কার্য্য অব্যাহতভাবে চলিতেছে—ইংলণ্ডের জনসাধারণের নৈতিক বলের প্রমাণ ইহা হইতে বেশ পাওয়া যায়।

যুগোশ্লাভিয়া খণ্ডিত করিতে জার্ম্মাণীর ষড়যন্ত্র

"স্বাধীন ক্রোসিয়া" সৃষ্টির ইতিহাস

টাইমস্ পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই বুঝা যাইতেছিল যে, হিটলার যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুগোশ্লাভিয়া অখণ্ডিত থাকিলে জার্ম্মাণীর পক্ষে তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া তাহার উপর অধিকার বিস্তার সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ বলকানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করিবার জন্য জার্ম্মাণীর যে পরিকল্পনা আছে, অখণ্ড যুগোশ্লাভিয়াকে সে পরিকল্পনার সহিত খাপ খাওয়ানো যায় না।

হিটলার কৌশলের দ্বারাই যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যুগোশ্লাভিয়ার পূর্ব্বতন মন্ত্রীরা যখন হিটলারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করে, তখন হিটলার ইহাও মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। কিন্তু তাহার কৌশল ব্যর্থ হইল। তখন অনন্যোপায় হইয়া হিটলার যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়াকে বিভক্ত করিবার ফন্দীও পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে ক্রোসিয়ার তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে বোমারু বিমানের স্কোয়াড্রনগুলি যেরূপ সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই ক্রোসিয়াবাসী একদল "বিভীষণ"ও সেইরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও কাজে লাগিয়া যায়।

ক্রোসিয়া হইতে জার্ম্মাণ বাহিনী যুগোশ্লাভ সৈন্যদের পিছনে হটাইয়া দেওয়া মাত্র এই "বিভীষণ" দল প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইল। ১০ই এপ্রিল সন্ধ্যা সওয়া ছয়টার সময়ে ক্রোসিয়ার "স্বাধীনতার" সংবাদ পাওয়া গেল। জেনারেল স্লাভকো কোয়াটারনিক নিজেকে দেশের কর্ত্তা বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বেতার ঘোষণা করিলেন, "ক্রোসিয়া মুক্ত ও স্বাধীন"। ইহার সামান্য পরেই বেতার-ঘাঁটি হইতে জার্ম্মাণ জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হইল।

পল্লী-সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা ও প্রদর্শনী

ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ব্যবস্থা

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ৩০শে এপ্রিল বুধবার হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত পল্লী সংস্কার সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৫ই মে হইতে ৭ই মে পর্য্যন্ত তথায় একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে। বাঙলা সরকারের পল্লী-সংস্কার বিভাগ এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই বক্তৃতার আয়োজন করা হইয়াছে। বহু সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পল্লীসংস্কার, পল্লীস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পোন্নতি, বয়স্কদের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, পরিভাষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের বোধগম্য হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বক্তৃতা প্রদত্ত হইবে। বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বাঙলার ছাত্র ও যুবসম্প্রদায় বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়া বহু বিষয় জানিতে পারিবেন এবং ছাত্রগণ আসন্ন গ্রীষ্মের ছুটিতে নিজ নিজ গ্রামে গমন করিয়া পল্লী-সংস্কার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন।

ভারতবর্ষের নূতন শাসন সংস্কার কমিশনার

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্বরাষ্ট্রিক শাসন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার

ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকার মিঃ ডব্লিউ, এন্, ইউয়ার লিখিয়াছেন :—যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষে আরও বৃহৎ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য বিভিন্ন নূতন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। ভারতবর্ষে স্বরাষ্ট্রিক শাসন (ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস) প্রবর্ত্তন করাই যে ব্রিটেনের উদ্দেশ্য, ইহা একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে ও ভারত সচিব মিঃ এমেরি ইহার পুনরুল্লেখ করেন।

কি উপায়ে এবং কখন এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায়, বর্ত্তমানে তাহাই সমস্যা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা একাধিক কারণে বাতিল করিতে হইবে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

"রাউণ্ড টেবল" নামক পত্রিকাটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের রাজনীতি আলোচনা করার জন্য বিখ্যাত। এই পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমান প্রচার-সচিবের দপ্তরে সাম্রাজ্য শাখার অধ্যক্ষ মিঃ এইচ, ভি, হডসনকে শাসনসংস্কার কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকে বড়লাটকে শাসনসংস্কার সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে হইবে। পদটি নূতন নহে; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ইহাতে মাত্র সিভিলিয়ানেরাই নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যে শাসনসংস্কার ইতিপূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে শুধু সে সম্বন্ধেই ইহারা বড়লাটকে পরামর্শ দিতেন। এইপদে মিঃ হডসনের নিয়োগ বিশেষ অর্থপূর্ণ। ইহাকে নূতন শাসন সংস্কারের সূচনা মনে করা যাইতে পারে।

ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দেহ হইয়াছেন এবং শীঘ্রই এইরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া মনে হয়। শাসন সংস্কারের প্রথম ধাপ হিসাবে শীঘ্রই আমরা শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা আশা করিতে পারি।

শন-আঁশের শ্রেণীভাগ

একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব

বিগত ২৭শে এপ্রিল বাঙলার সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসারের কার্য্যালয়ে শন-আঁশ সাব কমিটির একটি সভা হইয়া গিয়াছে। কমিটি বিদেশে রপ্তানীযোগ্য শণের আঁশের শ্রেণীভাগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া শ্রেণী বিভাগের ৪টি নিয়ম করেন। সভায় ইহাও স্থির হয় যে, উপরোক্ত নিয়ম কার্য্যকরী হইতেছে কিনা তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য রপ্তানীকারক ও গাঁইটবন্দী কারীদের একটি সমিতি গঠন করা আবশ্যক। তাহারা আগমার্ক ল্যাবেলও লাগাইবেন। ভারত সরকারের এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এডভাইজার ডাঃ এস, দাস, আই, সি, এস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নোক্ত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :—

(১) মেসার্স ব্যাকলিন এণ্ড কোংর মিঃ কুইন; (২) মেসার্স ইষ্ট্যার্ণ কোম্পানীর মিঃ মির্জ্জা আব্বাছ; (৩) মেসার্স বেঙ্গল জগন্নারায়ণ কোংর মিঃ ভট্টাচার্য্য; (৪) ভারত সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ পি, এস, ট্যানন; (৫) বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মল্লিক; (৬) ভারত সরকারের এসিষ্ট্যাণ্ট মার্কেটিং অফিসার মিঃ গুরুদাস সিংহ; (৭) বাঙলা সরকারের এসিষ্ট্যাণ্ট মার্কেটিং অফিসার, মিঃ মাহবুব হক।

বাঙলায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ

চীফ্ কণ্ট্রোলারের ঘোষণা

"১৯৪০ সনের বঙ্গীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৪ ধারার ১ উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, উক্ত ধারামতে প্রত্যেক পাটচাষীর যে সমস্ত জমিতে ১৯৪১ সালে পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হইবে।"

পাটচাষীগণ অবগত আছেন যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাট আবাদ করা হইয়াছিল এবং যাহা রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে তাহার ⅓ এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমি চিহ্নিত করিয়া পাট আবাদের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের উপরোক্ত আদেশ অনুসারে পাটচাষীগণকে জানান যাইতেছে যে, লাইসেন্সে উল্লিখিত প্রত্যেক দাগ জমির জরিপ কার্য্য অনতিবিলম্বে আরম্ভ করা হইবে এবং দরকার হইলে জমি পুনরায় মাপ করা হইবে। প্রয়োজন হইলে একাধিক বার এই জরিপ কার্য্য করা হইবে।

কোনও পাটচাষী লাইসেন্স দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অংশের অতিরিক্ত জমিতে অথবা লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া কোনও জমিতে পাট আবাদ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হইলে তিনি আইনতঃ অভিযুক্ত হইবেন এবং বিচারান্তেই ৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ৩৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ইহা ছাড়াও অবৈধ উপায়ে উৎপাদিত পাট পাটচাষীর নিজ খরচে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং পাটচাষীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা এই নির্দ্দেশ স্মরণ রাখিবেন এবং কোনও প্রকার প্রলোভনে আইনের সুস্পষ্ট বিধান লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট জমির অতিরিক্ত জমিতে পাটচাষ না করেন।

—এইচ, এস, এম, ইসহাক, প্রধান কণ্ট্রোলার, জুট রেগুলেশন, বাঙলা।

লিবিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণের রহস্য

বহু দূরবর্ত্তী বৃটিশ নৌ-ঘাঁটির অসুবিধা

টাইমস্ পত্রিকা লিবিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছে :—

ভূমধ্য-সাগরের উপর দখল না থাকিলেও জার্ম্মাণী যে তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত ও যুদ্ধ সম্ভার চলাচল করাইতে পারিতেছে, ইহাতে খুব বিস্ময়ের কিছু নাই। এই কার্য্যে বিপদ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। জার্ম্মাণীর নরওয়ে আক্রমণের কালে এইরূপ সৈন্য ও যুদ্ধ-সম্ভার চলাচল আরও বৃহৎ আকারে সংঘটিত হইয়াছিল।

ব্রিটেনের নৌবল অতিশয় শক্তিশালী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা অসাধ্য-সাধন করিতে পারে না। ক্যাটানিয়া হইতে ত্রিপলি মাত্র ৩১০ মাইল। একমাত্র মাল্টা দ্বীপ ছাড়া এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপথটির কাছাকাছি আর কোনও ব্রিটিশ নৌঘাঁটি নাই। মাল্টা ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের প্রধান নৌঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া হইতে ৮২০ মাইল এবং জিব্রাল্টার হইতে ৯৯১ মাইল দূরে। এমন কি ত্রিপলি হইতে তোব্রুকও ৫৭০ মাইল। এত দূরের ঘাঁটি হইতে টহল দিয়া ব্যাভিলিয়ান ক্যানিস্তাবের পক্ষে সিসিলি দ্বীপ হইতে জার্ম্মাণদের আফ্রিকায় আসা সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধের তো কথাই নাই; গত যুদ্ধের সময়ও ইহা সম্ভব হইত না। বিমান হইতে পর্য্যবেক্ষণ করার সুবিধা লাভ করায় বর্ত্তমানে জার্ম্মাণদের পক্ষে সিসিলি ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী সামান্য পথটি পাড়ি দিয়া আসা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। তবে আফ্রিকায় জার্ম্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলেও সমগ্র ব্রিটিশ নৌবাহিনী তাহার অধিকাংশটাই ব্যস্ত করিতে পারিবে।

পল্লী-অঞ্চলের ঋণ-সমস্যার সমাধান

সালিসী-বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

মেদিনীপুর জেলা

ভবানীপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৫৫/৮ নং মামলায় প্রধান মহাজন সুধীর চন্দ্র দত্ত একটি রেজেষ্টী খতের বলে ৮৪৫।।৶০ আনা দাবী করে। খাতক শ্যামাচরণ মাল এবং অপর একজন দুই শত টাকায় তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি মর্গেজ করিয়া দেয়। এই ভাবে আসল ঋণের পরিমাণ হয় ২০০৲ টাকা। খাতকগণ মহাজনকে সর্বসমেত ১৩৭৲ টাকা প্রদান করে। বোর্ড সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ঋণের পরিমাণ ২৬৩৲ বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং পরিশেষে ১৫০৲ টাকা মীমাংসা হয়। খাতক সমস্ত টাকা নগদ প্রদান করিলে মহাজন সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করে।

দাসপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬২নং মামলায় ভরতপুরের শেখ ইস্রাহিল গোরাদার সেকেন্দর খানের নিকট হইতে গত ১৩৩৪ সালে একটি মর্গেজের বলে ৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক মাঝে মাঝে টাকা প্রদান করিয়াছে কিন্তু উহা খতের অপর পৃষ্ঠায় লিখিত হয় নাই। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৬৪২।।০ বলিয়া সাব্যস্ত করে কিন্তু মহাজন ১,৪৯২।।০ প্রাপ্য বলিয়া দাবী জানায়। পরে ৩৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়া খাতক ঋণমুক্ত হয়।

রামচন্দ্রপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৯নং মামলায় মহাজনদিগের নাম যথাক্রমে (১) রাজেন্দ্র নাথ ভূইঞা (২) ভূপতি চরণ ভূইঞা (৩) বাড়গ্রাম এষ্টেট ও (৪) মহেন্দ্র চরণ ভূইঞা। খাতকদিগের নাম জিতু মোহন পাল ও আরও অন্যান্য দুইজন।

প্রথম মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,৩৯১৲ টাকা। উহা ৯০১৲ টাকায় মীমাংসা হয় এবং পরে বোর্ডের সম্মুখে নগদ ১০০৲ টাকা প্রদানে উক্ত ঋণ পরিশোধ হয়। মীমাংসিত অর্থ কুড়ি বৎসরে প্রদান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল; কিন্তু মহাজন বেশী টাকার জন্য অধিক সময় অপেক্ষা করার চেয়ে নগদ একশত টাকা লইয়া খাতককে ঋণ-মুক্ত করাই পছন্দ করে। মহাজনের এই প্রস্তাব বোর্ড খাতকের পক্ষে বর স্বরূপ বলিয়া মনে করে এবং কিছু পরিমাণ জমি বিক্রয় করিয়া খাতককে ঋণ শোধ করিতে চাপ দেয়। খাতক সেই অনুসারে কাজ করিয়া ঋণমুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২৮৯।।০, উহা ২২৮।।০ আনায় মীমাংসা হয় এবং পরে ১০০৲ টাকা নগদ প্রদানে উক্ত ঋণ পরিশোধ হয়। অপর দুইটি মহাজনের দাবী ও অল্প পরিমাণ ছিল বলিয়া নগদ অর্থ প্রদানে উহা পরিশোধ করা হয়।

মুরারী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১১ নং মামলায় খাতক গত ১৯২৭ সালে ১৯ বিঘা জমি মর্গেজ করিয়া ২৫০৲ টাকা ধার করে। ঋণের পরিমাণ ৫০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত ঋণ নগদ ১০৲ টাকায় পরিশোধ করা হয়।

নোয়াখালী জেলা

নিরাজপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৪/২নং মামলায় একজন মহাজন মর্গেজ দলিলের বলে দাবী জানায় এবং অন্যান্য মহাজনের কটকবলা হিসাবে জমি-জমা তাহাদের দখলে ছিল। এই মামলায় কি পরিমাণ অর্থ দাবী করা হয়—কত টাকায় মীমাংসা এবং পরে কত টাকায় তাহা শোধ হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল:—

মোট দাবীর পরিমাণ।	কত টাকায় মীমাংসা হয়।	কত টাকায় ধার্য্য হয়।
৫২৭৲	৪২২৲	১৭৯৲

ধার্য্য টাকার মধ্যে মাত্র ৩২৲ টাকা নগদ বোর্ডের সম্মুখে প্রদান করা হয় এবং বাদ বাকি অর্থ ১৩ দফায় পরিশোধ করা হয়। মহাজনের কাছে খাতকের যে জমি-জমা ছিল, তাহা সালিসীতে খাতককে প্রদান করা হয়।

ভদ্রাপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১০৮নং মামলায় খাতক নিজে তাহার ঋণের মীমাংসার জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করে। মহাজনগণ ঋণের পরিমাণ ১,৩৪৮।১০ বলিয়া দাবী জানায়। উহা বোর্ড কর্তৃক ১,৩১৬৷১০ আনায় মীমাংসা এবং ৩৩২৲ টাকায় সাব্যস্ত হয়। উক্ত অর্থ নগদ প্রদত্ত হয়।

ইন্দোচীনের অসহায় অবস্থা

জাপান কর্তৃক বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ

নিউজ ক্রনিক্যাল পত্রিকায় ম্যানিলা হইতে অন্তরা বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা উত্তর ইন্দোচীনে বিমানঘাঁটি প্রস্তুত করিতেছে এবং নূতন বিমানঘাঁটির জন্য দক্ষিণ ইন্দোচিনে উপযুক্ত স্থানের অনুসন্ধান করিতেছে। জাপানীরা কামরান উপসাগরের বিখ্যাত নৌ-ঘাঁটিটি ব্যবহার করিবার জন্য দাবী করিতেছে বলিয়াও খবর পাওয়া গিয়াছে; তবে এখন পর্য্যন্ত ফরাসীরা তাহাতে রাজী হয় নাই। একটি জাপানী "মিশন" শীঘ্রই ফরাসী উপনিবেশটির সর্ব্বত্র ঘুরিয়া দেখিবে এবং খাদ্য-সম্ভার, ঔষধপত্র এবং হাসপাতালের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিবে।

ইন্দোচীনে ফরাসীদের অস্ত্রশস্ত্রের একান্ত অভাব। তাহাদের মোট বিমানপোতের সংখ্যা মাত্র ৩০। নিরপেক্ষ মহলগুলির ধারণা এই যে, যদি জাপান ইন্দোচীনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব দাবী করে, তবুও আডমিরাল দেকোর গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। একমাত্র দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের বৃটিশ ও মার্কিণ সামরিক শক্তিই জাপানকে বাধা দিতে সমর্থ। এদিকে ইন্দোচীনের বেসামরিক জনসাধারণ জাপানের নিকট এই আত্মসমর্পণে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছে। এমন লোকেরও দেখা পাওয়া যায়, যাহারা নাৎসী, জাপানী, এবং ভিসি সরকারের লোকদের প্রকাশ্যভাবেই গালাগালি দেয়।

সম্প্রতি জার্ম্মাণী ও তুরস্কের মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

পোষ্ট অফিস থেকে এখন আপনাকে বেশী সুদ উপায় করবার এমন একটি চমৎকার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে যা এর আগে কোন দিন ছিল না। দুই বা ততোধিক টাকা দিয়ে আপনাকে প্রথমে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলতে হবে। সাধারণ পোষ্ট অফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কের মতই অত্যন্ত সহজ নিয়মেই এর কাজ হবে এবং একজনের নামে সর্ব্বাধিক জমা দেওয়া হবে ১০,০০০৲ টাকা। নিকটতম পোষ্ট অফিসে গিয়ে এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জেনে আসুন। এ ধরণের সুবিধা আর আপনি নাও পেতে পারেন।

বন্ধুবান্ধবদের কাছে এর গল্প করুন

পোষ্টঅফিস ডিফেন্স সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখুন

G. I. 42.

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণা

গত জানুয়ারী মাসে যশোহর, নদীয়া এবং ২৪-পরগণায় যে সকল উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমায় এই সময়ে পাঁচটি নূতন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। চন্ডুরী-পুরুলিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি বহুসংখ্যক ছাত্র লইয়া একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। যাবতীয় পল্লীমঙ্গল সমিতি এখন নিজ নিজ এলাকায় কচুরীপানা উৎপাটনে মনোনিবেশ করিতেছে। বেতনা নদীর উত্তর অঞ্চলের ২৬ মাইল পরিমিত দীর্ঘ স্থানের কচুরীপানা পরিষ্কার করিবার অভিযান বেশ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইয়াছে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমিক আনন্দের সহিত এই কার্য্যে যোগদান করে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই অভিযান পর্য্যবেক্ষণ করেন। সদর ও বনগাঁয়ের মহকুমা-হাকিম তাঁহাদের সার্কেল অফিসারগণ সহ এই কাজে বিশেষ যত্নশীল হন এবং কার্য্য পরিচালনা করেন। কাজ যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন কমিশনার উহা পরিদর্শন করেন। এই বিরাট কার্য্য সাফল্যমণ্ডিতভাবে সমাধা হইলে সমবায় প্রথায় যে কি বিরাট সম্ভাবনা আছে, তাহা জনসাধারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত ভবানীপুর খালের পুনর্খনন। উক্ত খাল ১২ মাইল লম্বা এবং উহা দ্বারা কুমার নদীর সহিত নবগঙ্গা নদীর সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। গত ২১শে জানুয়ারী এই কাজ শুরু করার নিমিত্ত ৪,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল; উহার পরবর্ত্তী দিবস লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। এই উভয় দিবসই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং কর্ম্মীদলের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সরকারী প্রদর্শনী ভ্যান হইতে সঙ্গীত এবং সিনেমা দ্বারা তাহাদিগের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর এবং সদর মহকুমায় দুইটি পল্লীমঙ্গল সমিতি সংগঠন করা হইয়াছে। উহারা একনিষ্ঠতার সহিত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী শুরু করিয়াছে। বড়বাকপুরের একটি সমিতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে নন্দনপুর চর-নবদ্বীপের জেলা বোর্ডের একটি রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু করিয়াছে। অন্যান্য সমিতিও জঙ্গল পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর খানা-ডোবা ভরাট করার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করিয়াছে। ভারত সরকার প্রদত্ত সাহায্য ভাণ্ডার হইতে কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত চন্দখাল পুনর্খননের কার্য্য সমাধা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রায় দুই শত একর জমি উপকৃত হইবে। ভারত সরকার প্রদত্ত সাহায্যে যে দুইটি নলকূপ খনন করা হইবে এবং প্রাদেশিক সাহায্যে যে আরো কয়েকটি নলকূপ স্থাপিত হইবে, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় চাঁদা সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্গত আমঝুপিপুর নামক স্থানে একটি কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিতভাবে সংগঠন করা হইয়াছিল। গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগ এবং বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল।

এক সপ্তাহ কালের জন্য রাণাঘাটে অনুরূপ আর একটি প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা প্রায় ঠিক করা হইয়াছে এবং এই জেলায় সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া এই পরিকল্পনা বুঝাইবার জন্য একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এই উপলক্ষে একটি গান-বাজনার আসরের আয়োজন করিয়াছেন। আড়াজীরপুর সমবায় কার্ম্মের সদস্যগণ এই পরিকল্পনা হইতে কি উপকার পাওয়া যাইবে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বক্তা পল্লী-সংগঠনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৪-পরগণা জেলায় নলকূপ খননের কার্য্য শুরু করা হইয়াছে এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত নোস্তপুর ও দেবীপুরের মধ্যে তিন মাইল লম্বা একটি খাল খনন, একটি পল্লী-পথকে পিচ্ ঢালাই করা এবং মনসামপুর খালে একটি বাঁধ-নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করা হইয়াছে। একটি বড় মেলা উপলক্ষে সাগরদ্বীপে একটি কৃষি-শিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে স্থাপিত ৪৯টি পল্লী সংগঠন সমিতি ব্যতীত আরও ১৪টি নূতন সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মাটুরিয়া সমিতি একটি পল্লীপথ মেরামত করিয়াছে এবং একটি নৈশ-বিদ্যালয় চালাইবার জন্য মুষ্টি ভিক্ষার প্রচলন করিয়াছে। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত মেরুদণ্ডীর আর একটি সমিতি উক্ত অঞ্চলের রাস্তা ও জল নিকাশের নালার উন্নতিসাধন করিয়াছে। বারাসত মহকুমায় পানীয় জল সরবরাহ ও যাতায়াত সুগম করিবার প্রচেষ্টা শুরু করা হইয়াছে এবং বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইতেছে। হাবড়া থানার অন্তর্গত তিনটি নৈশ-বিদ্যালয় সংগঠন করা হইয়াছে। সদর মহকুমায় স্বাস্থ্য রক্ষা এবং জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ চলিতেছে। ব্যারাকপুরের অন্তর্গত শিউলী নামক স্থানে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

ত্রিপুরা ও নোয়াখালী

গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা জেলায় এবং ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে নোয়াখালী জেলায় পল্লী সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যাবলী উল্লেখযোগ্যভাবে অগ্রসর হইয়াছে এবং বাসের অবস্থার উন্নয়ন সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব ক্রমশঃ অনুকূল হইয়া উঠিতেছে।

ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত সদর (উত্তর) মহকুমায় ৮টি পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় নূতন সংগঠন করা হইয়াছে। সাহা দৌলতপুর, গণেশপুর, কৈজপুর এবং মহনপুরের পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ নিজ নিজ এলাকায় নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অন্তর্গত গল্লিয়াবাদ ইউনিয়ন ও মুখীরহাট ইউনিয়নে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং শেষোক্ত মহকুমায় আরও দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণাধীন আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত বিদ্যাকূট, কাদেরপুর এবং খারকাট নামক ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। মহনপুর সমিতি কতকগুলি অস্বাস্থ্যকর জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং চাপিতালের সমিতি অনেকগুলি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা তুলিয়া ফেলে। সাদেকপোতা ইউনিয়নে একটি পল্লী-মঙ্গল বিদ্যাগার খোলা হয়। পেকুন ইউনিয়নে কতকগুলি ডোবা হইতে কচুরীপানা তুলিয়া ফেলা হয় এবং ইব্রাহিমপুর, রামনগর, নাজিপুর, মজারমোন এবং বিষ্ণুপুর পল্লী-সংগঠন সমিতির সভ্যগণ নিজ নিজ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে কচুরীপানার ধ্বংস সাধন করেন। এই সকল সমিতি বহু স্থানের জঙ্গলও সাফ্ করিয়াছে। কৃষি বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি প্রদর্শনী উদ্বোধিত হয়। বঙ্গদেশীয় পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, ইসহাক, আই, সি, এস, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া পল্লী সংগঠন সম্পর্কে উক্ত প্রদর্শনীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

নোয়াখালী জেলার বহু স্থানে পল্লী সংগঠন প্রচার সম্পর্কীত সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভার অন্যান্য বিষয়ের সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার পরিকল্পনা, নূতন ফসল প্রবর্ত্তন, গো-খাদ্যের চাষ এবং কৃষকদিগের নিমিত্ত পল্লী সেভিং ব্যাঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছিল এবং উহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। দক্ষিণ সাতারা আদর্শ পল্লীর স্বেচ্ছাসেবকদল একটি বিস্তৃত অঞ্চল হইতে জঙ্গল ও চারিটি পুষ্করিণী হইতে জলজ-আগাছা পরিষ্কার করে। দক্ষিণ খানাবাড়ীর আদর্শ সমিতি পথিপার্শ্বে একটি পায়খানা বসাইয়া দেয়। চণ্ডীপুর সমিতি পল্লী অঞ্চলের এক মাইল পরিমিত রাস্তার সংস্কার সাধন করে এবং শুকচরের সমিতি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণে ব্রতী হয়। শেষোক্ত কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। চণ্ডীপুর, শুকচর এবং চরমোহিনী সমিতি কর্ত্তৃক সংগঠিত তিনটি নৈশ বিদ্যালয়ের নিজ এলাকায় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল-সমিতি সমূহ কর্ত্তৃক একটি পল্লী বিদ্যাগার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমোক্তটি কাঁকুরহাট এবং শেষোক্তটি গোপীনাথপুরে স্থাপিত হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়নের আদর্শ ও নীতি

কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউটে মিঃ ইসহাকের বক্তৃতা

বাঙলা সরকারের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর এবং পাট-নিয়ন্ত্রণের কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ, এস, ইসহাক, আই-সি-এস মহোদয় বিগত ৮ই এপ্রিল তারিখে নওগাঁর কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউটে পল্লী-উন্নয়নের আদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল মৌঃ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, এম-এ, মিঃ ইসহাককে ট্রেনিং-গ্রহণেচ্ছু কর্ম্মচারীদের কাছে পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে তাঁহার প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অতঃপর মিঃ ইসহাককে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ ইসহাক বলেন যে, পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা প্রকৃতপক্ষে একটি মানসিক সমস্যা। কিরূপ দুরবস্থার মধ্যে পল্লীবাসিগণ বাস করিতেছে, অর্থনীতি, সামাজিকতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য নানা দিক দিয়া তাহাদের কি অসুবিধা রহিয়াছে, পল্লীবাসীদিগকে যদি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা স্বভাবতঃই নিজেদের অবস্থার উন্নয়নে প্রচেষ্ট হইবে। পল্লীবাসীদের মধ্যে এ-হেন অনুভূতি জাগ্রত হইলে নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য তাহারা অস্থির হইয়া পড়িবে এবং স্বভাবতঃই ঐক্য সহকারে না হইলে সম্মিলিত চেষ্টায় উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইবে। মিঃ ইসহাক অতঃপর বলেন যে, পল্লী-উন্নয়নের আদর্শ হওয়া উচিত "অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন", "অধিকতর সম্পদ" ও "অধিকতর স্বাস্থ্য" এবং এই কার্য্য-তালিকা সমবায়ের মধ্যস্থতায়ই কার্য্যকরী করিতে হইবে। শিক্ষা-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, শিল্প-বিভাগ ও স্বাস্থ্য-বিভাগের সহযোগিতাও এই ব্যাপারে অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। মিঃ ইসহাক মন্তব্য করেন যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারাই যখন পল্লী-উন্নয়নের কাজ করিতে হইবে, তখন স্বভাবতঃই সমবায়ই একমাত্র পথ। তিনি উপসংহারে মন্তব্য করেন যে, সমবায়ের বিরাট ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ এবং ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক জীবন সমবায়মূলক না সাম্রাজ্যবাদমূলক ভিত্তির উপর গঠিত না হইয়া সমবায়ের ভিত্তির উপরেই গঠিত হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

শত্রুপক্ষের মিসর-সীমান্ত অতিক্রম

গত ২৬শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যার শত্রুসৈন্য সোল্লাম এলাকা দিয়া মিসর সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

সম্রাট হাইলে সেলাসীর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের তোড়জোড়

আদ্দিসআবাবাস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, একদিকে যখন সাম্রাজ্যিক বাহিনী আবিসিনিয়ার শত্রুপক্ষের শেষ প্রতিরোধ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইতেছে, অপরদিকে তেমনই হাইলে সেলাসীর রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের তোড়জোড় চলিতেছে।

ডেসী অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে কম্বলচা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণে ইটালিয়ানদের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকান সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ চলিতেছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকান সৈন্যরা আরও দুই মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এদিকে আদ্দিসআবাবার উত্তরে দুর্গম কিচে অঞ্চলে যুদ্ধরত নাইজিরিয়ান বাহিনী শত্রুদের সেখানকার মোটর বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। এই অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

আবিসিনিয়ায় বহু ইটালীয় বাহিনী ছত্রভঙ্গ

ইটালীয়দের পূর্ব-আফ্রিকান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিবার পূর্ব্বে আবিসিনিয়ার অবশিষ্ট যুদ্ধগুলি সাফল্যের সহিতই পরিচালিত হইতেছে। সুদান দেশরক্ষা বাহিনী মোটার দুর্গ অধিকার করে এবং ১২ জন অফিসার, কয়েক শত ঔপনিবেশিক সৈন্য, বহু রসদ ও গোলাবারুদ, ২টি কামান এবং একটি জঙ্গী-বিমান হস্তগত করে।

মিসর সীমান্তে শত্রু-সৈন্য

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ, অ্যাকসিস শক্তিদের দুইটি মোটরারোহী বাহিনী মিসর সীমান্ত অতিক্রম করে। এই বাহিনী দুইটি প্রধানতঃই ইটালীয়ানদের লইয়া গঠিত বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। সোল্লামের যে অংশে জমি ঢালু হইয়া সমুদ্রের দিকে গিয়াছে অ্যাকসিস বাহিনী তাহারই দক্ষিণাঞ্চল দিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াকেফহাল মহল মনে করেন যে, শত্রুসৈন্য সমুদ্র হইতে ১৫ কি ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং দক্ষিণাভিমুখী অভিযানের কোনও আভাস বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে না।

কাবুল হইতে অধিবাসী অপসারণ

কাবুল হইতে ডিসি সংবাদ-এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ, কাবুল হইতে রেলপথে ও সমুদ্রপথে বেসামরিক অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে অপসারণের কাজ আরম্ভ হইবে। দিনে দুই হাজার করিয়া লোক স্থানান্তর করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তুর্কী গভর্ণমেণ্ট ইহাদের অপসারণের ব্যয়ভার বহন করিবেন এবং ইহাদিগকে মধ্য আনাতোলিয়ায় প্রেরণ করা হইবে। বর্ত্তমানে কাবুল হইতে বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ দূতাবাস হইতে বৃটিশ উপনিবেশের অধিবাসীদের প্যালেষ্টাইন, সাইপ্রাস, মিসর অথবা ভারতে চলিয়া যাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ক্রিটে জার্ম্মাণ বাহিনী

জার্ম্মাণ প্যারাসুট বাহিনী গত ২৬শে এপ্রিল করিন্থে অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণী দাবী করিতেছে।

জার্ম্মাণ বাহিনীর এথেন্সে প্রবেশ

২৭শে এপ্রিল একখানি বিশেষ এলানে জার্ম্মাণীর উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ প্রচার করিয়াছেন:—"অবিশ্রান্ত আক্রমণ চালাইয়া এবং পশ্চাদপসরণকারী বৃটিশ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জার্ম্মাণ সাঁজোয়া বাহিনী সকাল ৯ ঘটিকার সময় এথেন্সে প্রবেশ করে।"

জার্ম্মাণীর উপনিবেশ দাবী

উইলহেলম ষ্ট্রাসের জনৈক মুখপাত্রের মুখে প্রকাশ, জার্ম্মাণ উপনিবেশ সচিবের দপ্তর প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চলিতেছে। জার্ম্মাণী তাহার উপনিবেশ সংক্রান্ত দাবী-দাওয়াগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিতেছে।

গ্রীসের বৃটিশ সৈন্যগণ

২৯শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গ্রীস হইতে এখনও বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইতেছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মিসরে এন্জাকদের অগ্রগতি বন্ধ আছে।

রোম হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গ্রীক হইতে আগত প্রথম বৃটিশ সৈন্যদলটি আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করিয়াছে।

বহু ইটালীয়ান সৈন্য বন্দী

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ডেসী অধিকারের সময় দুই হাজার ইটালীয়ান ও চারিশত দেশীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শত্রুপক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা খুব কম।

'লুটবল' ও 'র‍্যাকেট ফুটবল'

মালয়ে ভারতীয় সিপাহীদের ক্রীড়াকৌতুক

মালয়ের ভারতীয় সৈন্যেরা একটি নূতন খেলা আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে 'র‍্যাকেট ফুটবল'। ইতিপূর্ব্বে তাহারা আরও একটি খেলা বাহির করিয়াছিল; তার নাম দিয়াছে 'লুট বল'। 'লুট বলের' ন্যায় বেশী লোককে অল্প ব্যয়ের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের সুযোগ দেওয়াই এই খেলাটির উদ্দেশ্য। ইহা এতটা জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে যে, সিঙ্গাপুরের বেসামরিক ইউরোপীয় সম্প্রদায় যুদ্ধ সাহায্যের জন্য একটি প্রদর্শনী 'র‍্যাকেট বল' খেলার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

সকল জাতের ভারতীয় সিপাহীই এই খেলায় যোগদান করে। ইহা তাহাদের মধ্যে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিবে।

বাস্কেট বল দিয়া এই খেলাটি খেলিতে হয়। পাঁচ চক্করে পঁচিশ মিনিট খেলিতে হয়। প্রত্যেক চক্করের মধ্যে একটু বিশ্রামের সময় দেওয়া হয়। একমাত্র গোলরক্ষক ছাড়া বলটি কেহ কিক্ (লাথি) করিতে পারিবে না এবং পা না লাগাইয়া অন্য যেন-তেন প্রকারেণ বলটি গোল পোষ্টের ভিতর পাঠাইতে পারিলেই গোল হইবে।

সিপাহীরা খেলাটা অত্যন্ত পছন্দ করিতেছে। খেলার নিয়মাবলীতে অর্দ্ধ পরিহাসের ভঙ্গীতে বলা হইয়াছে ল্যাং-মারা, ধাক্কা দেওয়া, আঁচড়ানো, কামড়ানো বা অন্য কোনও নাৎসী পন্থা অবলম্বন করিলে গুরুতর শাস্তি পাইতে হইবে। গালাগালি দেওয়া চলিবে না। বিপক্ষদের কাহারও চুল-দাঁড়ি টানা নিষেধ।

"লুট বল"ও প্রায় এই খেলারই অনুরূপ। একজন ভারতীয় অফিসার এই খেলাটি মালয়ে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি পাঞ্জাবে তাঁহার নিজ গ্রামে ছেলেপিলেদের লইয়া এই খেলাটি খেলিতেন, বর্ত্তমানে মালয়ে সিপাহীদের মধ্যে ইহাও বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

মিঃ শাহাব উদ্দীনের নূতন পদ

পাবলিক হিয়েলথ কমিটির ডেপুটী চেয়ারম্যান নিযুক্ত

মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস, এম, এল, এ, কেন্দ্রীয় সরকারের সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ইনফরমেশনে যোগদান করার দরুণ বাঙলা সরকারের পাব্লিক রিলেশন কমিটির চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দান করিয়াছেন। উক্ত কমিটির ডেপুটী চেয়ারম্যান মিঃ জোয়েল হাডসন মিঃ গ্রিফিথসের স্থলে চেয়ারম্যান এবং মিঃ খাজা শাহাবউদ্দীন, সি-বি-ই, ডেপুটী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

উৎকৃষ্ট তুঁতগাছের আবাদ

বাঙলা সরকারের পরিকল্পনা

বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে তুঁত গাছের আবাদ হয়, উহা ত্রুটিপূর্ণ বিধায় ভাল পাতা পাওয়া যায় না। বাঙলা সরকার উক্ত ত্রুটি সংশোধনের জন্য একটি একাদশ বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তুঁত গাছের আবাদ হইবে। প্রত্যেকটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষের জন্য রেশমকীট পালকেরা প্রথম বৎসর ৵০ আনা, তৃতীয় বৎসর ⁄০ আনা এবং পঞ্চম বৎসর ⁄০ বোনাস দিবে। বর্ত্তমান বৎসর হইতে ইহা কার্য্যকরী হইবে স্থির হইয়াছে।

ঢাকার হাঙ্গামা সম্পর্কে অনুসন্ধান

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কমিটি গঠন

জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব গত ২৯শে এপ্রিল তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে:—

ঢাকায় সম্প্রতি যে দাঙ্গা হাঙ্গামার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকার একটি কমিটি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। কমিটির সদস্যদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে। এই কমিটির কার্য্যক্রম হইবে নিম্নরূপ:—

"ঢাকা শহরে ও জেলায় সম্প্রতি যে সব হাঙ্গামার অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার কারণ ও প্রকৃতি এবং এই সব হাঙ্গামা দমনের জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া বাঙলা সরকারের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ সম্পর্কে কমিটিকে একটি রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে।"

মেক্সিকোতে জার্ম্মাণীর অপকৌশল

যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা

মেক্সিকোতে জার্ম্মাণ প্রচার কার্য্যের প্রসার এবং জার্ম্মাণ "বিশেষজ্ঞ"গণের প্রবেশ সম্পর্কে বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অনুকূল প্রচার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীরা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিরও চেষ্টা করিতেছে। সংবাদপত্রগুলির মতে, যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই প্রায় ৪০০ নাৎসী জার্ম্মাণী হইতে মেক্সিকোয় আসিয়াছে। ইহাদের কেহ বিশেষজ্ঞ কারিগর, কেহ জার্ম্মাণ পণ্য-বিক্রেতা কেহ বা অন্যান্য ব্যবসায়ী।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এইচ, এম, ওয়াজির আলী পাঁচ বৎসরের জন্য বাঙলার ওয়াকফ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১লা মে তারিখে বর্ত্তমান ওয়াকফ কমিশনার খান বাহাদুর এ, এফ, এম, আবদুল আলীর নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

বিমান আক্রমণে সতর্কতা

বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শলাভের সুবিধা

জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বিমান আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ী রক্ষার ব্যাপারে নামমাত্র ফিস দিয়া বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ গ্রহণ করা যাইতে পারে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস্ (ইণ্ডিয়া) এর নিম্নোক্ত সদস্যগণ নামমাত্র ফিসের বিনিময়ে পরামর্শ দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। অনধিক ৩০০ বর্গ ফুট পরিমাপের একটি প্রকোষ্ঠের জন্য মাত্র ৫৲ ফিস লাগিবে। অধিক স্থানের জন্য অতিরিক্ত ফিস দিতে হইবে।

নাম।	অফিসের ঠিকানা।	বাসস্থান।
মিঃ কে, সি, ব্যানার্জী, এ, এম, আই, ই	১২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা	পি ৭১, সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা।
মিঃ কে, সি, ব্যানার্জী (রায় সাহেব), এম, আই, ই।	৭০, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা	....
মিঃ এস, কে, ব্যানার্জী, এ, এম, আই, ই	২০, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা	পি ৪৪, কার্ণ রোড, কলিকাতা।
মিঃ এস, বন্দ্যোপাধ্যায়, এ, এম, আই, ই	C/o কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৫ বি, মতিলাল নেহরু রোড, কলিকাতা।
মিঃ বি, ভাদুড়ী, এ, এম, আই, ই	১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৩৪।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।
মিঃ পি, সি, ভট্টাচার্য্য, এ, এম, আই, ই	১২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৭১, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, কে, ভট্টাচার্য্য, এ, এম, আই, ই	১৫৬, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা	১০৪, অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা।
মিঃ এস, সি, বিশ্বাস, এ, এম, আই, ই	৮, পানবাগান লেন, ইণ্টালী, কলিকাতা	....
মিঃ এইচ, বসু, এ, এম, আই, ই	১০, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১/২৬, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ রোড, কলিকাতা।
মিঃ অক্ষয় বসু, এ, এম, আই, ই	"ওয়েলেস্‌লী হাউস", ৭, ওয়েলেস্‌লী প্লেস, কলিকাতা।	৫২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এস, বসু, এ, এম, আই, ই	১২, মাকরদহ রোড, কদমতলা, হাওড়া	....
মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জী, এ, এম, আই, ই	৪৮।১, মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা	....
মিঃ জে, এন, চৌধুরী, এ, এম, আই, ই	৬৯।১ সি, কাশীপুর রোড, কলিকাতা	....
মিঃ বি, এন, চৌধুরী, এ, এম, আই, ই	১১৫এ, মিশন রো, কলিকাতা	৬৯, যতীন দাস রোড, কলিকাতা।
মিঃ এম, এ, কর্ণী (ডক্টর), এম, আই, ই	২, বিশপ লেফরয় রোড, কলিকাতা	....
মিঃ এস, সি, দাসগুপ্ত, এ, এম, আই, ই	১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	১১৪, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা।
মিঃ সি, সি, দে, এ, এম, আই, ই	৮।২, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫, কারবলা ট্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা।
মিঃ এস, এন, দত্ত, এম, আই, ই	সি ৩, ক্লাইভ বিল্ডিংস, কলিকাতা	....
মিঃ হেমন্ত কুমার দত্ত, এ, এম, আই, ই	১২, মিশন রো, কলিকাতা	৫০ রাজবল্লভ সাহা লেন, হাওড়া।
মিঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, এ, এম, আই, ই	....	৪৪বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ টি, কে, ঘোষ, এ, এম, আই, ই	১বি, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	২৫, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা।
মিঃ ডি, এন, গাঙ্গুলী, এ, এম, আই, ই	সেণ্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা।	২৬, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।
মিঃ জে, গাঙ্গুলী, এম, আই, ই	সিগুলী চেম্বারস্ ৬, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৭।১এ, মোহন লাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ বি, গুহ, এ, এম, আই, ই	C/o টিটাগড় পেপার মিলস, টিটাগড়	....
মিঃ বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এ, এম, আই, ই	৭০।৭৩, জানিয়াপাড়া লেন, হাওড়া	....
মিঃ এ, এন, মিত্র, এম, আই, ই	৪৩।১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা	....
মিঃ পি, সি, মিত্র, এ, এম, আই, ই	৯৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৭৩, পাইকপাড়া রো, কলিকাতা।
মিঃ বি, এন, মৈত্র, এ, এম, আই, ই	১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৪২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
মিঃ এস, এন, মুখার্জী, এম, আই, ই	১২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১৭৩ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ এইচ্, সি, মুখার্জী, এ, এম, আই, ই	C/o কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, ৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	১৮, পদ্মপুকুর লেন, পোঃ এলগিন রোড, কলিকাতা।
মিঃ এ, সি, মুখার্জী, এম, আই, ই	৮২, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা	....
মিঃ এ, এফ্, নবী বক্স, এ, এম, আই, ই	হগ ষ্ট্রীট বিল্ডিং, কলিকাতা	৫৪, কংগ্রেস এক্সিবিশন রোড, কলিকাতা।
মিঃ এস, কে, নাগ, এম, আই, ই	ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, দার্জিলিং	....
মিঃ ডি, ই, অস্‌বোর্ণ, এ, এম, আই, ই	C/o ম্যাকিনটোস বার্ণ লিঃ, ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।	৩২, প্যালেস কোর্ট, ১, কীড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মিঃ কে, রায়, এ, এম, আই, ই	২১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা	৫২।১, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড।
মিঃ সি, কে, সরকার, এম, আই, ই	১০, হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা	২৭ডি, গোপী মোহন দত্ত লেন, কলিকাতা।
মিঃ ডি, এন, সেনগুপ্ত, এম, আই, ই	....	৩০, বসা রোড, কলিকাতা।
মিঃ এইচ, এস, শীল, এ, এম, আই, ই	C/o বেসার্স মার্টিন এণ্ড কোং, ১২, মিশন রো, কলিকাতা।	১২, উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা।
মিঃ বি, এন, ভট্টাচার্য্য, বি, ই	চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারস্ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা করপোরেশন।	....

(প্রেস-নোট)

আবহাওয়া ও বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৯ই এপ্রিল যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলার মাত্র কতিপয় জেলায় সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে। পাট ও ধান বুনসের জন্য বৃষ্টির একান্ত আবশ্যক। বিগত ১২ই এপ্রিল শনিবার মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে যথাক্রমে ৩,১৮২ ও ৫,৩১৮ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বীরভূম জেলায় ৪,৮৩৪ জন খয়রাতী দান পাইয়াছে। গড়ে সে-সপ্তাহে টাকায় /৭৸০ ছটাক চাউল বিক্রয় হইয়াছে।

চাউলের দর

২৪-পরগণা :—ডায়মণ্ডহারবার, বারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে টাকায় /৭ সের হইতে /৮৷৷০ ছটাক; নদীয়া :—কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে টাকায় /৭ সের হইতে /৭৷০ ছটাক; মুর্শিদাবাদ :—লালবাগ, জঙ্গীপুর এবং কান্দীতে টাকায় /৭৷০ ছটাক হইতে /৭৷৷০ ছটাক পর্য্যন্ত; যশোহর :—ঝিনিদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁয়ে /৮ সের হইতে /৮৷৷০ সের; খুলনা :—সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে /৮ সের; বর্দ্ধমান :—আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৭৷৵০ হইতে /৮৶০ ছটাক; বীরভূম এবং রামপুরহাটে টাকায় /৭৷৷০ হইতে /৮ সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে /৭ সের হইতে /৮ সের; মেদিনীপুর :—কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৭৷৷০ হইতে /৯ সের; হুগলী :—শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৭৷৷০ হইতে /৮ সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৭৷৷০ সের হইতে /৮৷৷০ সের; রাজশাহী :—নওগাঁ এবং নাটোরে টাকায় /৮ সের হইতে /৮৷০ ছটাক; দিনাজপুর :—ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাটে /৭৷৷০ হইতে /৮ সের; জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরে টাকায় /৭ সের হইতে /৮ সের; দার্জিলিং :—কার্শিয়ং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং-এ /৬৷৷০ সের হইতে /৮৷৷০ সের; বগুড়ায় /৭৸০ ছটাক; রংপুর :—নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৬৷৷০ সের হইতে /৮৷৷০ সের। মালদহের বাজার দর পাওয়া যায় নাই। কুচবিহারে টাকায় /৮৷৵০; ঢাকা :—মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে /৭ সের হইতে /৮৷৷০ সের; ময়মনসিংহ :—জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে /৭ হইতে /৮৷৷০ সের; ফরিদপুর :—গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় /৭৷৷০ হইতে /৮ সের; চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে টাকায় /৮ হইতে ৷০ সের; ত্রিপুরা :—ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে /৮ হইতে /৯; সের; নোয়াখালীর ফেণীতে /৮ সের হইতে /৮৷৷৵০ ছটাক; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে /৯ সের ও ত্রিপুরা রাজ্যে /৭৷০ ছটাক হইতে ৷১৷০ ছটাক।

ফুটবল! (ব্লাডার সহ।) সর্বোৎ-কৃষ্ট

ফুটবল!! (ব্লাডার সহ।) [illegible]

মূল্য। টাঃ আঃ। টাঃ আঃ।

[illegible]

[illegible] ১৪ নং [illegible] কলিকাতা।

কৃষি-কথা—

পানের রোগ ও তাহার প্রতিকার

পান বাঙলা দেশে একটী খুব লাভজনক ফসল, কিন্তু গত কয়েক বৎসর হইতে ইহাতে রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় পান-চাষীদের খুব লোকসান হইতেছে। বাঙলা সরকারের কৃষি-বিভাগ ঢাকা, ২৪-পরগণায় বন-হুগলী ও বীজবহুতপাড়া এবং হুগলী জেলার চুচুড়া ও আদান প্রভৃতি স্থানে এই সকল রোগের প্রতিকারকল্পে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে পরীক্ষা-কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এই সকল রোগের সহজেই প্রতিকার করা যায় এবং তাহাতে খরচ খুব বেশী পড়ে না। এই সকল রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় নিম্নে বর্ণিত হইল। পানের রোগ অতিশয় সংক্রামক, অবহেলা করিলে তাহারা দ্রুত সংক্রমিত হইয়া সমস্ত বরোজ নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং প্রত্যেক পান-চাষীর কর্ত্তব্য নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার নিজের এবং অপর পাঁচজনের পান রক্ষা করা।

পানে যে সকল রোগ দেখা গিয়াছে, তাহারা চারি প্রকারের—

- (১) পাদে মরা রোগ,
- (২) মূল মরা রোগ,
- (৩) পানের ডাঁটা ও পাতা-পচা রোগ,
- (৪) "কাইলা" বা "আজারি" রোগ।

উপরোক্ত সকল রোগই ছাতা রোগ। একপ্রকার খুব সূক্ষ্ম উদ্ভিদ এই সকল রোগের কারণ। এই উদ্ভিদদের উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না। পোকা মাকড়ের সঙ্গে এ সকল ছাতা রোগের কোনই সম্বন্ধ নাই।

(১) পাদে মরা রোগ

এই রোগের প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত গাছের পাতায় ফোস্কার মত কালো দাগ পড়ে এবং অবিরত বৃষ্টি হইতে থাকিলে ভিজা আবহাওয়ায় এই রোগ ক্রমে পাতা হইতে বোটার ভিতর দিয়া গাছের ডাঁটায় সংক্রমিত হয়, তখন ডাঁটায় একপ্রকার কালো দাগ দেখা যায়। এই দাগ ক্রমশ: ডাঁটার উপরে ও নীচে ছড়াইয়া পড়ে এবং লতার পাঁচটি সকল বিবর্ণ হইয়া গাছটী ঢলিয়া পড়ে। অনেক সময়ে এইরোগ মাটি হইতে এক ফুট বা দুই ফুট উপরের লতাও আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরিভাগের লতা চড়িয়া পড়িয়া মরিয়া যায়। জমির উপরে শায়িত লতাতেও এই রোগের আক্রমণ হয়। আবহাওয়া শুষ্ক হইলে এ রোগ পাতাতেই নিবদ্ধ থাকে, পাতা হইতে লতায় ছড়াইতে পারে না। এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রথমে মরা লতাগুলা উঠাইয়া পুড়াইয়া ফেলা বা বরোজ হইতে দূরে মাটির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলা উচিত, বরোজের পাশে ফেলিয়া দিলে রোগের বীজ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। তারপর নিম্নোক্ত উপায়ে প্রতিকারের উপায় করা উচিত।

প্রতিকারের উপায়।—সাধারণত: বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়, তারপর সারা বর্ষাকাল ইহার খুব প্রকোপ এবং ক্রমে শীত পড়িতে সুরু করিলে কার্ত্তিক মাস হইতে এই রোগ অদৃশ্য হইয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, বৈশাখ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মাটিতে শায়িত লতা এবং মাটির উপরে দুই ফুট পর্য্যন্ত লতায় "বোর্দো মিক্শ্চার" নামক ঔষধ মিহি পিচকারীর দ্বারা বা চাপা বায়ুচালিত পিচকারীর (Compressed Air Sprayer) দ্বারা মাসে একবার করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ সহজেই নিবারণ করা যায়। ঔষধ ছিটাইবার পর বৃষ্টি হইলে ঔষধ ধুইয়া যায়, তাহা হইলে ছিটাইবার ঔষধ দেওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ঔষধের নীল দাগ যেন পাতায় ও লতায় সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে।

"বোর্দো মিক্শ্চার" ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুতের প্রণালী:—

তুঁতে—৬ ছটাক ২ তোলা।
পাথুরে চুণ—৬ ছটাক ২ তোলা।
জল—১ মণ।

প্রথমে অর্দ্ধেক জল একটি কাঠের বা মাটির পাত্রে (ধাতুপাত্র ব্যবহার করিবেন না) লইয়া তুঁতে গুলিতে হয়। একটি চটের থলির মধ্যে তুঁতে রাখিয়া জলের মধ্যে ঝুলাইয়া দিলে তুঁতে শীঘ্র গলিয়া থাকে। অন্য একটি পাত্রে চুণ রাখিয়া অল্প অল্প জল ঢালিয়া চুণটি ফুটাইয়া লইতে হয়। সমস্ত চুণ ফুটিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইলে বাকী জলটুকু তাহাতে ঢালিয়া দিয়া নাড়িয়া লইতে হয় এবং পরে ঐ তুঁতের জলের সহিত চুণের জল মিশ্রিত করিলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে এক টুকরা সাধারণ কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হয়। একটি সাধারণ ছুরীর ফলা ঔষধে ডুবাইলে যদি ফলার উপর তামার গুঁড়া জমে দেখা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনমত আরও চুণ মিশাইতে হয়।

তুঁতে ও পাথুরে চুণ সকল বাজারেই পাওয়া যায়। কোথাও পাথুরে চুণ পাওয়া না যাইলে উহার পরিবর্ত্তে শামুকের চুণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু শামুকের চুণ পাথুরে চুণের দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যবহার করিতে হইবে। একমণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচ আনা হইতে ছয় আনা খরচ পড়ে এবং একমণ ঔষধ এককাঠা বরোজে বেশ প্রয়োগ করা যায়।

(২) মূল মরা রোগ

এই রোগ সাধারণত: শীতকালে দেখা যায়। ইহা পানগাছের মাটির নীচের অংশ ও শিকড় আক্রমণ করে। রোগের প্রথম অবস্থায় পাতা ময়লা হইয়া ঢলিয়া পড়ে ও পরে লতা উহার বিবর্ণ হইয়া মরিয়া শুখাইয়া যায়। এই অবস্থায় শিকড় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় ইহা কাল বর্ণের হইয়াছে ও ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রতিকার।—আশ্বিন মাস হইতে শুরু করিয়া বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত মাসে দুইবার করিয়া মাটিতে শায়িত লতা-সমূহ "চেশান্ট কম্পাউন্ড"(?) ... "কেরল সলিউশন" (একভাগ "কেরল" ও শতভাগ জল) দ্বারা ভিজাইয়া দিলে এই রোগ সহজে দমিত হয়। জমি ঔষধ দ্বারা ভাল করিয়া ভিজাইয়া না দিলে সুফল পাওয়া যায় না, কারণ মাটির অধিক নীচে প্রবেশ না করিলে ঔষধের ফল হয় না। সারের দুই ধারের মাটি উঁচু করিয়া বাঁধিয়া লইয়া তাহার পর এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আর তাহা গড়াইয়া যাইবে না, আস্তে আস্তে মাটিতে শুষিয়া যাইবে। এই ঔষধ মাটির মধ্যস্থ সকল প্রকার ছাতা রোগ নিবারণ করিবার পক্ষে একটি ভাল ঔষধ। এক কাঠা বরোজে একবার এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে প্রায় সাত আনা খরচ পড়ে। এক গ্যালন (৫ সের) টিন কেরলের দাম ৭।০। এই ঔষধ পাইবার ঠিকানা—

মেসার্স উইলকেন্সন্‌ হেইজ্‌ এণ্ড ক্লার্ক,
২ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

(৩) পানের ডাঁটা ও পাতা-পচা রোগ

সাধারণত: ইহা গ্রীষ্মকালে মাটিতে শায়িত লতাই আক্রমণ করে। এই রোগ কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু এ রোগ অতিশয় সংক্রামক, একবার এই রোগ আরম্ভ হইলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পানগাছ মরিয়া বরোজ শূন্য হইয়া যায়। এই রোগ মাটির সংলগ্ন লতা ও পাতার উপর অতি সূক্ষ্ম জোট পাকানো সাদা সুতার ন্যায় আবির্ভূত হয়। শীঘ্রই ইহা হইতে সরিষার মত একপ্রকার সাদা মিহি দানা অসংখ্য বাহির হয়। ইহাই "সাদা ছাতা" নামে অভিহিত। ভিজা আবহাওয়ায় ইহা পুনর্জীবন লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হয়। রোগের প্রথম অবস্থাতেই পাতা ঢলিয়া পড়ে ও গাছ মরিয়া যায়।

এই রোগের প্রতিকারের উপায় উপরোক্ত মূল-মরা রোগেরই মত। রোগ প্রথম দেখা দিলেই আক্রান্ত স্থানে "কেরল সলিউশন" মিহি পিচকারীর দ্বারা প্রয়োগ করিলে এই রোগ সহজেই দমিত হয়।

(৪) "কাইলা" বা আজারি রোগ।

সাধারণত: এ রোগে পান বরোজের বিশেষ ক্ষতি করে না, কিন্তু বেশী ছড়াইয়া পড়িলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে। শীতকাল এই রোগের সময়। আক্রান্ত পাতে প্রথমে একটি কালো দাগ পড়ে এবং পরে সে স্থানের উপরের অংশ ক্রমশ: শুখাইয়া মরিয়া যায়।

প্রতিকার।—এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে শত-করা অর্দ্ধভাগ শক্তির "বোর্দো মিক্শ্চার" ঔষধ মিহি পিচকারীর দ্বারা পাতা ও লতায় প্রয়োগ করিতে হয়। "বোর্দো মিক্শ্চার" প্রস্তুতের প্রণালী উপরে পাদে-মরা রোগের নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত রোগের ঔষধ শতকরা একভাগ শক্তি বিশিষ্ট, এ রোগে তুঁতে ও চুণের মাত্রা উহার অর্দ্ধেক, অর্থাৎ—

তুঁতে—১৬ তোলা।
পাথুরে চুণ—১৬ তোলা।
জল—১ মণ।

সুতরাং এ রোগের চিকিৎসার খরচ পাদে-মরা রোগের চিকিৎসার ঠিক অর্দ্ধেক।

উপরে পান গাছের রোগের প্রতিকারের উপায় বর্ণিত হইল, কিন্তু শুধু ঔষধের উপর নির্ভর না করিয়া রোগ যাহাতে না হইতে পারে, তাহার উপায় করাও কর্ত্তব্য। সাধারণত: বরোজে জল-নিকাশের ভাল বন্দোবস্ত না থাকিলে এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং প্রত্যেক বরোজে যাহাতে ভাল করিয়া জল-নিকাশ হইতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

এই সকল রোগ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে বা ঔষধ প্রয়োগের প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ব্যবহারিক উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নিকট লিখিলে তিনি সানন্দে সকল তথ্য দিবেন:—

ইকনমিক বোটানিষ্ট, বেঙ্গল,
পোষ্ট তেজগাঁও,
জেলা ঢাকা।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মি: এ, আর, মালিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

গত ১৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় ১৮৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১১১টি পাঞ্জাব এবং বাদ বাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৭০৲ হইতে ৯৬৲ এবং ১৪৭৲ হইতে ১৭৫৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষ গুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুধ দিয়াছে।

বাঙলায় চাষীদের মঙ্গল প্রচেষ্টা

সরকারী ব্যয়ে লাঙল বিতরণ

বাঙলার পল্লী অঞ্চলে উন্নত ধরণের লাঙল বিতরণের জন্য বাঙলা সরকার একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। বাঙলা দেশের পল্লী অঞ্চলে মোট ৫৪০টি থানা আছে; তন্মধ্যে ৪৪০টি থানার প্রত্যেকটি হইতে একজন ভাল কৃষক নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগকে লাঙল দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ১০০টি থানায় সি টাইপের হাল্কা ওজনবিশিষ্ট ধাতব নির্ম্মিত লাঙল দেওয়া যাইবে; কারণ বর্দ্ধমান বিভাগের অধিকাংশ অঞ্চলে কাঠের লাঙল মোটেই কার্য্যকরী হইবে না। উপরোক্ত লাঙল বাবদ সর্ব্বসমেত ৪,০০০৲ ব্যয় পড়িবে।

এ-সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বাঙলার লোকসংখ্যা যে-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, চাষাবাদের উপযোগী জমি সে-অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। তদুপরি কোথা কোথাও জমির উৎপাদন শক্তিও হ্রাস পাইতেছে। জমির পরিমাণ যখন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়, তখন উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া লোকের অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উৎকৃষ্ট বীজ ও উন্নত ধরণের লাঙল ব্যবহারের দ্বারাই সে-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এ-দেশে যে কাঠের লাঙল ব্যবহারের প্রচলন আছে, দরিদ্র চাষীদের নিকটই শুধু উহাদের সে-নামের সার্থকতা আছে। উহার দ্বারা উত্তমরূপে জমি কর্ষিত হইতে পারে না। এমন কি ৪।৫ বার লাঙল দেওয়ার পরও সুফল পাওয়া যায় না। উন্নত ধরণের লাঙল ব্যবহার করিলেই উহার তারতম্য দেখা যায়। এজন্য কৃষি বিভাগ বিগত কয়েক বৎসর হইতে সস্তা ও হাল্কা ওজনের লাঙল আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

সম্প্রতি ঢাকা নম্বর ১ নামে অভিহিত অর্দ্ধেক কাঠ ও অর্দ্ধেক লৌহ নির্ম্মিত লাঙল ব্যবহারে মোটের উপর সুফল পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধ না বাধিলে উহা ৪৷৷০ টাকা দরে বিক্রয় হইত। উহার প্রচলনও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে উন্নত ধরণের লাঙল ব্যবহার করিলে একদিকে যেমন পরিশ্রম ও সময়ের অপচয় ঘটে না, অন্য দিকেও তেমনি অধিক শস্য পাওয়া যায়।

মিসরীয় পত্রিকায় ব্যঙ্গচিত্র

ইটালীর নাকাল অবস্থা

মিসরের পত্রিকাগুলির ব্যঙ্গচিত্র দেখিয়া মনে হয়, মিসরের জনসাধারণ মুসোলিনী ও ইটালীর অবস্থা একান্ত শোচনীয় বলিয়া মনে করিতেছে। "আল সোভ্‌লা" নামক সাময়িক পত্রিকাটিতে প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্রে দেখান হইয়াছে যে, হিটলার ও গোয়েরিং আহত পৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুসোলিনীকে একটি "ষ্ট্রেচারে" বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। নীচে লেখা, "ঘোঁড়াটা আলাজনের একশেষ করিল"।

একটি পোষ্টারে (প্রাচীরপত্র) ছবিতে দেখান হইয়াছে, জন বুল এক বুটে মুসোলিনীকে থেঁৎলাইয়া দিয়া আর এক বুট হিটলারকে চাপা দিবার জন্য উদ্যত করিয়াছে। ইহা দেখিয়া এক মিসরী কৃষাণ যে মন্তব্য করে, তাহাতে মিসরের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। সে উত্তেজিত হইয়া বলে, "আরেকটা পা ফেলিয়া এটাকেও থেঁৎলাইয়া দেয় না কেন?"

"আবেরনায়" প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গচিত্রতে দেখা যায়, পুলটিশ-আবৃত মুসোলিনী মাটির উপর ভর করিয়া হিটলারকে বলিতেছে, "আমি তো গোড়ায় ছাড়াইয়া আরও আগাইয়া গিয়াছিলাম—কিন্তু কি অবস্থাটা হইয়াছে দেখিতেছেন তো?"

জঙ্গীপুর মহকুমায় অজন্মা

সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় সাগরদিঘী থানার এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় হইতে বিপন্ন অঞ্চলসমূহে কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্তও পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিতেছে। যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি না হওয়ায় এবং জল-সেচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাতেই অজন্মা দেখা দিয়াছিল। কাজেই কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য দানের পরিকল্পনা অনুসারে রাস্তা মেরামতের কাজে হাত না দিয়া জমিতে জল-সেচনের উপযোগী পুষ্করিণীসমূহ সংস্কারেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। জঙ্গীপুর মহকুমায় ইতিমধ্যেই বড় বড় ২০টি পুকুর খনন করা হইয়া গিয়াছে এবং আরো ২০টি পুকুর খননের কাজ চলিতেছে। জমিতে জল-সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিপন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১০,০০০৲ টাকা ভূমির উন্নতি-বিধায়িনী ঋণ হিসাবে প্রদান করিয়াছেন। জমিতে জল-সেচনের উপযোগী পুকুর খননের উপদেশ প্রদান করিয়াই এই ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এরূপভাবে স্থানীয় শ্রমিক সমাজও কতকাংশে কাজ পাইবে।

বিপন্ন অঞ্চলে কৃষি-ঋণ হিসাবেও অনেক টাকা বিতরিত হইয়াছে। ফসল বুনবের সময় আরো বিতরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। বিপন্ন অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের সাহায্যের জন্য ধান-ভানার এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। প্রকৃত বিপন্ন লোকদিগকে খয়রাতী দানও প্রয়োজন হইলে বিতরণ করা হইবে। স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ বিশেষভাবে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন।

আই. সি. এস, পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম পঞ্চাশ জনের নামের তালিকা

১৯৪১ সালের ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রার্থীগণ গুণানুসারে প্রথম পঞ্চাশটি স্থান অধিকার করিয়াছেন:—

ভৈরব দত্ত আনোয়াল, বিপিন বিহারীলাল মাথুর, বি, পি, বাগচী, জগদীশচন্দ্র মাথুর, ত্রিবেণী প্রসাদ সিং, যতীনাথ বর্ম্মা, নরেন্দ্রনাথ কাশ্যপ, নির্ম্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত, বালরাম নন্দ, মণীন্দ্রমোহন সেন, জেমস আর্থার হোয়াইট, মহম্মদ আফসার হোসেন কাশী, আর রামপথ কুমারাপ, নরসিং পাণ্ডে, আফতাব আহমদ খাঁ, বসন্ত সিং শেঠ, হরেন্দ্র মোতুলাল ত্রিবেদী, হরিশচন্দ্র সাকসেনা, জি, কে, অভ্যঙ্কর, এস, ডি, রাখিয়া, গিয়াসুদ্দীন আহমদ, আবাবনায় গুপ্তা, মনজুর আলম কোরেশী, কে, জি, শিবরাম আয়ার, এম, পি, সাথারী, কে রামচন্দ্র নায়ার, চণ্ডীদাস চ্যাটার্জী, সুন্দর প্রকাশ ভাটিয়া, এম, সুন্দর রাজ, প্রভাত কুমার বিশ্বাস, জি, এস, শ্রীনিবাসন, ইকতিদার আহমদ খান সেরোয়ানী, আব্দুল হামিদ খান, জি, এইচ, বকসল, নিরঞ্জনপ্রসাদ দুবে, দিবাকর শঙ্কর ভার্ভে, ডি, আর, পণ্ডিত, এস, আর, গোখেল, ই, নারায়ণ মূর্ত্তি, মুস্তাক আহমদ, বকর বীর জোরা, সি, এস, শরবেসুর, কমরুল ইসলাম, আর, বি, বাথাইওয়ালা, সৈয়দ মহম্মদ আবুল, কৈলাসভূষণ বিশ্বাস, ভূপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, রামনারায়ণ হাকসার, তাহির সোলেমান মালেক খান, ইসরাৎ হোসেন উসমানী।

বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার মিস্ত্রিদের সম্পর্কীয় কার্য্যের উন্নতি বিধানার্থ বাঙলা গভর্ণমেণ্ট গত ১৯৩৫ সালে ইলেক্‌ট্রিক্যাল কর্ম্মী ও তত্ত্বাবধায়কদিগের পরীক্ষা কার্য্য পরিচালন এবং ইলেক্‌ট্রিক সংক্রান্ত কন্‌ট্রাক্টরদিগকে লাইসেন্স প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে একটি ইলেক্‌ট্রিক্যাল লাইসেন্স বোর্ড গঠন করিয়াছেন।

সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার চাকুরী

আবেদনকারীদিগের জ্ঞাতব্য বিষয়

সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া (২য় শ্রেণী) সার্ভিসে নূতন লোক গ্রহণের নিমিত্ত আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা, ব্যাঙ্গালোর এবং দেরাদুনে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা শুরু হইবে। জেলা অফিসার এবং কলিকাতায় পুলিশ কমিশনারের নিকট আবেদন পেশ করিবার শেষ তারিখ হইতেছে ১২ই মে।

এই পরীক্ষার ফলাফল দৃষ্টে পাঁচটি শূন্যপদ পূরণ করা হইবে। তন্মধ্যে দুইটি পদ সরাসরি প্রতিযোগিতার পূর্ণ করা হইবে। দুইটি পদ মুসলমানের জন্য এবং একটি পদ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ইউরোপীয়ানের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইবে। যে সকল আবেদনকারী ১৯১৮ সালের ২রা আগষ্ট হইতে ১৯২২ সালের ১লা আগষ্টের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কেবলমাত্র তাহারাই আবেদন করিতে পারিবে। বয়স সম্পর্কে এই বাঁধাবাঁধি নিয়মের কোনো ক্রমেই ব্যতিক্রম হইবে না।

আবেদনকারীকে—

(১) সরকার অনুমোদিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, কিম্বা বি, এস সি, পাশ হইতে হইবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই অঙ্ক শাস্ত্রে পাশ থাকা প্রয়োজন অথবা (২) ভারতবর্ষের ইনষ্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনিয়ার্সের এসোসিয়েট মেম্বারশিপ পরীক্ষার "এ" এবং "বি" শাখা পাশ করিতে হইবে কিম্বা উক্ত ইন্সটিটিউট অনুমোদিত এরূপ কোনো শিক্ষামূলক যোগ্যতা থাকিবে যাহা পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, অথবা (৩) ২নং পরিশিষ্টে উল্লিখিত এবং উক্ত পরিশিষ্টে বিবৃত সর্ত্তানুসারে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর অধিকারী হইতে হইবে, কিম্বা (৪) সিটি এণ্ড গিল্ড ইন্সটিটিউটের (ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্স, টেকনোলজি—সাউথ কেনসিংটন) এসোসিয়েটশিপ পরীক্ষায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পাশ করিতে হইবে, অথবা (৫) লণ্ডনের ক্যারাণ্ডে হাউসের একটি ডিপ্লোমা লাভ করিতে হইবে, কিম্বা (৬) বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এসোসিয়েট পরীক্ষায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পাশ করিতে হইবে, অথবা (৭) ধানবাদ ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইন্সের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই সম্পর্কীয় যাবতীয় নিয়মাবলী এবং আবেদন করিবার ফর্ম্ম দিল্লীর ওল্ড সেক্রেটারীয়েটের সার্ভেয়ার জেনারেল অব্ ইণ্ডিয়া অফিসে পাওয়া যাইবে।

"বেঙ্গল উইকলী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন!
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৬৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায়
অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
আলীপুর, কলিকাতা।

নূতন বিরাটকায় বৃটীশ রণতরি

"কিং জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ"

বৃটেনের নবনির্ম্মিত "কিং জর্জ দি ফিফথ" সুবৃহৎ ব্যাটেলশিপ সম্বন্ধে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা নিম্নলিখিত-রূপ বিবরণী প্রদান করিয়াছেন :—

সমগ্র পৃথিবীতে এই রণতরীখানি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজরূপে পরিগণিত। বোমা, শেল, টর্পেডো, ও মাইন হইতে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীর অপর কোন-যুদ্ধ-জাহাজ এরূপ ইস্পাতের সাহায্যে সংরক্ষিত করা হয় নাই। এত বড় বড় কামানও পৃথিবীর অপর কোনো রণতরীতে সন্নিবেশিত হয় নাই। সমগ্র জাহাজখানিকে পরিদর্শন করিতে হইলে একদিন সময় লাগিবে। বহু-প্রকার তথ্য অদ্যও এই জাহাজে সমাবেশ করা হইয়াছে। মিঃ চার্চিলের গোপন কক্ষও এখানে স্থান পাইয়াছে।

১৬ ইঞ্চি ইস্পাতের পাত দ্বারা এই জাহাজ আচ্ছাদিত করা হইয়াছে এবং ইহাতে ১০টি ১৪ ইঞ্চি কামান আছে। জাহাজের দুইপার্শ্বে আরও ১৬টি কামান সজ্জিত আছে। আরও উপরে সজ্জিত আছে অগণিত পমপম গান। বোটের উপর কোন বোমারু প্লেন এই জাহাজকে আক্রমণ করিতে আসিলে উহার পক্ষে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য।

অগ্নি প্রতিরোধের জন্য নানা প্রকার যন্ত্রপাতি বসাইতে প্রায় ২০০,০০০ পাউণ্ড খরচ হইয়াছে। ৬০ হাজার ইলেকট্রিক লাইট দ্বারা জাহাজখানা আলোকিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পিলজঙ্গ বালিকাবিদ্যালয়ের নূতন গৃহ

জিলাম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপন

গত ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার খুলনার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ অমরেন্দ্র নাথ রায় ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় পিলজঙ্গ পলিটেক্‌নিক স্কুল পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে পিলজঙ্গ বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মিঃ অশ্বিনী কুমার মুখোপাধ্যায় যে জমি দান করিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন এবং ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ঐ জমিতে নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বহুদিন হইতে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একখণ্ড জমি সংগ্রহের চেষ্টায় ছিলেন। উক্ত বালিকা-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মিঃ মুখার্জী ঐ জমিখণ্ড দান করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়া গ্রামবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন
রিপোর্ট, ১৯৪০ (ইংরাজী)।

	বোর্ড বাঁধাই। টাকা	আনা।	কাগজের বাঁধাই। টাকা	আনা।
১ম খণ্ড ..	১	৮	১	০
	০	৮*	০	৬*
২য় খণ্ড ..	১	৪	০	১২
	০	৬*	০	৪*
৩য় খণ্ড ..	২	০	১	১২
	০	৯*	০	৭*
৪র্থ খণ্ড ..	২	০	১	১২
	০	৮*	০	৮*
৫ম খণ্ড ..	২	৪	২	০
	০	১০*	০	৯*
৬ষ্ঠ খণ্ড ..	২	৪	২	০
	০	১২*	০	৯*

*ডাক মাশুল।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস
(পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ),
৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
সেলস অফিস :—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা।

যোগ্যতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী

পরীক্ষার ব্যবস্থা

যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদিগকে বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা সন্নিবেশ করিবার মিস্ত্রী হিসাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

১৯৪০ সালের শেষভাগে নিম্নলিখিত সংখ্যক পাশ করা কণ্ট্রাক্টর, তত্ত্বাবধায়ক এবং ইলেকট্রিক ওয়ার্কমেনদিগের নাম বোর্ডের রেজেষ্টী ভুক্ত ছিল—

ইলেকট্রিক্যাল কণ্ট্রাক্টর	..	২৭৬
ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইসার	..	১,০০৪
ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কমেন	..	২,১৬৯

অধিকাংশ তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রমিক চাকরীতে নিযুক্ত আছে; কিন্তু যে সকল পাশ করা তত্ত্বাবধায়ক ও শ্রমিকের চাকরী নাই, তাহারা যাহাতে নিয়োগকর্ত্তাদিগের সংস্পর্শে আসিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ইহাই সরকারের ধারণা।

এই সকল লোক লাইসেন্স বোর্ডের অফিসে মাঝে মাঝে হাজিরা দেয়। যাঁহারা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কাজে লাগাইতে চাহেন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের প্রয়োজনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া সকল সহ তাঁহাদের নোটিশ বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করেন, তবে উক্ত বেকারদিগের খবরাখবরের জন্য তাহা অফিসের নোটিশ-বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে। এই কার্য্যের জন্য কোনরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইবে না। লাইসেন্সিং বোর্ডের সেক্রেটারীর ঠিকানা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

১ নং হরিশ মুখার্জী রোড, পোঃ এলগিন রোড, কলিকাতা।

রুশ-জাপান চুক্তির তাৎপর্য্য

টোকিওর প্রতিক্রিয়া

টাইমস্ পত্রিকার টোকিওস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

রুশো-জাপ চুক্তির ধারাগুলি বহু জাপানীর নিকটই যথেষ্ট মনে হইতেছে না। বর্ত্তমান চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ রকম সংশয়শীল, এমন কি উহার পরিণাম ক্ষতিকর হইবে বলিয়াও অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন।

টোকিওর জনসাধারণের ধারণা এই যে, বর্ত্তমানে রুশো-জার্ম্মাণ সম্পর্ক ক্রমশঃ যেরূপ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে, সে কথা মনে রাখিলে এই চুক্তিতে রাশিয়াই বিশেষ লাভবান হইয়াছে বলা চলে। কারণ এই চুক্তি সম্পাদনের দরুণ পিছন হইতে রাশিয়াকেও আর আক্রমণের ভয় করিতে হইবে না।

এই চুক্তির ধারার অনেকগুলিতে কি করা হইবে তাহার উল্লেখ না করিয়া কি করা হইবে না, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। সোভিয়েটের অন্যান্য অনাক্রমণ চুক্তিতে উল্লেখ থাকে যে, চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি অন্য কোনও দেশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে চুক্তি সম্পাদনকারীর অন্যান্য আক্রমণকারী দেশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও রকমেই সাহায্য করিবে না। রুশ-জাপান অনাক্রমণ চুক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই। সুতরাং তলে তলে যদি কোনও অপ্রকাশ্য ব্যবস্থা না থাকে, তবে এই অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও রাশিয়া চুংকিং সরকার বা অ্যাকসিস-বিরোধী অন্য কোনও শক্তিকে সাহায্যদান সম্পর্কে ইচ্ছামত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।

তবে কোনও সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি না দিয়া রাশিয়ার সহিত এইরূপ একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে পারা মাৎসুয়োকার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। ইহা তাহাকে রাজনীতিক জীবনের উচ্চতর শিখরে উঠিতে সাহায্য করিবে।

খাদ্য-দ্রব্যাদির বাজার দর

মার্কেটিং-অফিসারের বিবৃতি

বঙ্গদেশীয় সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার নিম্নলিখিত কৃষিজাত পণ্যের কলিকাতার বাজারের দর সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

পণ্য।			চলতি দর।
কাগজের তৈরী থলিতে ভর্ত্তী			
আগমার্ক আটা	প্রতি মণ	..	৫৷৹
ঐ চটের থলিতে ভর্ত্তি	,,	..	৫৷৹
ঐ কাপড়ের থলিতে ভর্ত্তি	,,	..	৫৷৶৹
আগমার্ক ঘৃত :—			
"কিশোর" মার্কা	,,	..	৬৪৲
"অমৃতভোগ" মার্কা	,,	..	৬১৲
"গুড়ার" মার্কা	,,	..	৬৪৲
"রাণাপ্রতাপ" মার্কা	,,	..	৫৭৲
"সম্বর" মার্কা	,,	..	৬১৲
"সীতা" মার্কা	,,	..	৬৫৲
"শ্রী" মার্কা	,,	..	৬৫৲
চাউল :—			
বাদশাভোগ		,,	৫৸৹ হইতে ৬।৶৹
পাটনাই		,,	৫৷৹ হইতে ৬।৹
মোটা		,,	৪৸৶৹ হইতে ৫৶৹
মুরগীর ডিম :—			
(শ্রেণী বিভক্ত)	প্রতি কুড়ি		
"এ"	,,	..	৸৶৹
"বি"	,,	..	৷৶৹
"সি"	,,	..	৷৴৹
"ডি"	,,	..	।৶৹
দুধ :—			
প্রতি টাকায়	..	..	ছয় সের
আলু :—			
(দেশী নৈনিতাল)	প্রতি মণ		২৷৹ হইতে ২৷৴৹
,,	,,		১৶৹ হইতে ১।৶৹
মাছ :—			
রোহিত	প্রতি মণ		১৯৲ হইতে ২৪
চিংড়ি	,,		১৮৲ হইতে ২০৲
ইলিশ	,,		১২৲ হইতে ১৭৲
ফল :—			
আপেল (কাশ্মিরী)	প্রতি টাকায়	..	১০টি
কমলালেবু (নাগপুরী)	,,		২০ হইতে ৩৫টি
আনারস (আসাম)	প্রতি কুড়ি		৬৲ হইতে ৮৲
কলা (সবরী)	প্রতি ডজন		৶৹ হইতে ।৶৹
কলা (সিঙ্গাপুরী)	,,		৶৹ হইতে ।৶৹

পশুখাদ্য :—	উর্দ্ধ পক্ষে যে মূল্য। পরিমাণ দুধ সের।		নিম্নপক্ষে যে মূল্য। পরিমাণ দুধ সের।	
গাভী	.. ৮ সের	৯৫৲	৬ সের	৭০৲
মহিষ	.. ১২ সের	১৭৮৲	১০ সের	১৫৫৲

গত ২২শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় মোট ৩,২৮৮ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয় ; তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ২৮৫ জন, ঢাকায় ২১২ জন, ফরিদপুরে ৯২৭ জন, বাখরগঞ্জে ৫২২ জন, চট্টগ্রাম ২৩১ জন, কলিকাতায় ১৮৭ জন, মুর্শিদাবাদে ১৫১ জন, খুলনায় ১৪৭ জন, হাওড়ায় ১০২ জন রোগাক্রান্ত হয়। মোট ১,৩৩৫ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১২৫ জন, ঢাকায় ১০২ জন, ফরিদপুরে ৩৮৯ জন, বাখরগঞ্জে ২৮৩ জন, চট্টগ্রামে ১১১ জন, কলিকাতায় ৫১ জন এবং খুলনায় ৯৪ জন প্রাণত্যাগ করে।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান

পিরোজপুরে প্রায় ৫ শত নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

পিরোজপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তথায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিগণের সমবায়ে মহকুমার সদরে একটি পল্লী-উন্নয়ন সংসদ গঠিত হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট উহার পৃষ্ঠপোষক এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। উক্ত সংসদের অধীনে পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কাজ করিতেছে।

এক বা একাধিক গ্রাম লইয়া গঠিত প্রত্যেক এলাকায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নৈশ-বিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই অধিকাংশ স্থলে সামান্য অতিরিক্ত মাহিনার বিনিময়ে নৈশ-বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। অর্থ সমস্যা সমাধানের মানসে চাঁদা হিসাবে ১৯৪০ সালের ফসলের মৌশুমে ১৮,০০০৲ টাকার ধান সংগৃহীত হয়। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ৩৭(খ) ধারা অনুসারে মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য তাহাদের বাজেটে মোট ১০,০০০৲ বরাদ্দ করে। পূর্ব্বোক্ত পরিকল্পনাকে চালু করার জন্য এপ্রকারে মোট ২৮,০০০৲ টাকা পাওয়া যায়।

বিগত ৪ঠা নভেম্বরে একই সময় সমগ্র মহকুমায় ৫২৫টি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হয়। ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের এত ভীড় হয় যে, অতিরিক্ত বিদ্যালয় খুলিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সমগ্র মহকুমায় ৫৫০টিরও অধিক নৈশ-বিদ্যালয় চলিতেছে। গড়ে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ৫৪ জন করিয়া সর্ব্বমোট ৩০,০০০ শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হয়। বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ এ-ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। ইহা খুবই আশার কথা। ইহারা প্রায়ই নৈশ-বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের নিকট বয়স্কদের শিক্ষার আবশ্যকতা বর্ণনা করিয়া থাকেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ও তাঁহার অধীনস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারী, সার্কেল অফিসার এবং স্পেশাল অফিসারগণ এ-সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতেছেন। পিরোজপুর পল্লীউন্নয়ন সংসদের উদ্যোগে বয়স্কদের জন্য একটি সুন্দর পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম সংস্করণের দশ হাজার অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে ১৫ হাজার পুস্তক ছাপা হয়। এ-গুলিও শেষ হইয়া আসিয়াছে। পুস্তকের মূল্য মাত্র ৶০ আনা। বিনা মূল্যের পুস্তক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করিবে না বলিয়া পুস্তকের ন্যায্য খরচটাই শুধু আদায় করা হইতেছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পাঠ শিখিয়া লইতে পারিতেছে।

গত ৪॥ মাস হইতে নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়া শোনা চলিতেছে। এই অল্প সময়েও তাহারা আশাতীত উন্নতি করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্ম্মীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিক্ষা ও মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্য্যক্রম রচিত হইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে এরূপ একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। জনশিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচালনার জন্য এ-পর্য্যন্ত মুদ্রিত আকারে ৫ সিরিজ নির্দ্দেশাবলী প্রচারিত হইয়াছে। ফলকথা জনশিক্ষার কার্য্য বেশ নিয়মবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতেছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এল, সিডনিজ অন্যত্র বদলী হইয়া যাওয়ার প্রাক্কালে কতিপয় নৈশ-বিদ্যালয় পরিদর্শন পূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন:—"সর্ব্বত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা রহিয়াছে। নিরক্ষরতা দূর করার কার্য্য অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে। আমার বিশ্বাস, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের অনেক কষ্টের উপশম হইবে। নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের দ্বারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট দেশের মহোদুপকার করিতেছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বেও যাহারা একেবারে নিরক্ষর ছিল, আজ তাহাদিগকে দেখিলে আশার সঞ্চার হয়। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি উৎসাহ ও উদ্যম অব্যাহত এবং ফসলের মৌশুমের পরবর্ত্তী কয় মাসও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বজায় রাখিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা ২০,০০০ বৃদ্ধি পাইবে। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়"।

বয়স্কদের শিক্ষার জন্য প্রণীত পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বলেন:— "এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের, এ জেলার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে জন সাধারণকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলার ন্যায় একটি কঠিন কাজ সম্পাদনের জন্য আমরা বর্ত্তমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সা'দাৎ হোসেন চৌধুরী ও বর্ত্তমান জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিডনিজের নিকট কৃতজ্ঞ। নৈশ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়া পল্লী-উন্নয়ন সংসদ তাহাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পল্লীবাসীদের অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য অন্যান্যরাও ইহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠুক, ইহাই আমি কামনা করি"।

উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণ বাহিনী

জলাভাব সমস্যার সম্মুখীন

টাইমস্ পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ইটালীয়দের নিকট হইতে কিছুটা সাহায্য লাভ করায় উত্তর আফ্রিকায় জার্ম্মাণদের সৈন্য ও ট্যাঙ্ক উভয়ের সংখ্যাই যে ব্রিটিশ পক্ষের তুলনায় বেশী হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। আশ্চর্য্য এই যে, ইটালীয়েরা জার্ম্মাণদের পরিচালনায় যতটা বীরত্বের পরিচয় দিতে পারে, স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করিয়ে ততটা পারে না। আকাশ-পথে পেট্রোল আনিয়া জার্ম্মাণবাহিনীগুলি নিজেদের ট্যাঙ্ক ভরতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং তাহারা ট্যাঙ্কের জন্য পেট্রোল সংগ্রহের সমস্যার সমাধান করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু জল সংগ্রহের সমস্যা ইহার চেয়ে আরও বড় সমস্যা; মরুভূমির মধ্য দিয়া জার্ম্মাণবাহিনী যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, জলের সমস্যা ততই তীব্র হইয়া উঠিবে।

ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

বঙ্গদেশীয় প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক মিঃ এস, কে, কৃপালনী গত ২৪শে এপ্রিল নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৬ই এপ্রিল যে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত পণ্যের উচ্চতম পাইকারী মূল্য কলিকাতা ও শহরতলীতে নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে:—

এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

	পাইকারী প্রতি ডজন	খুচরা প্রত্যেকটি।
এনোস্ ফ্রুট সল্ট (গৃহস্থালীর উপযোগী)	২২॥০	১৸৶০
,, (হাতে লইয়া বহনের উপযোগী)।	১৩॥০	১৶০
,, (নমুনা শিশি)	৪॥০	[illegible]

হাওড়া ময়দানে বিমান-আক্রমণের আশ্রয়-পরিখা।

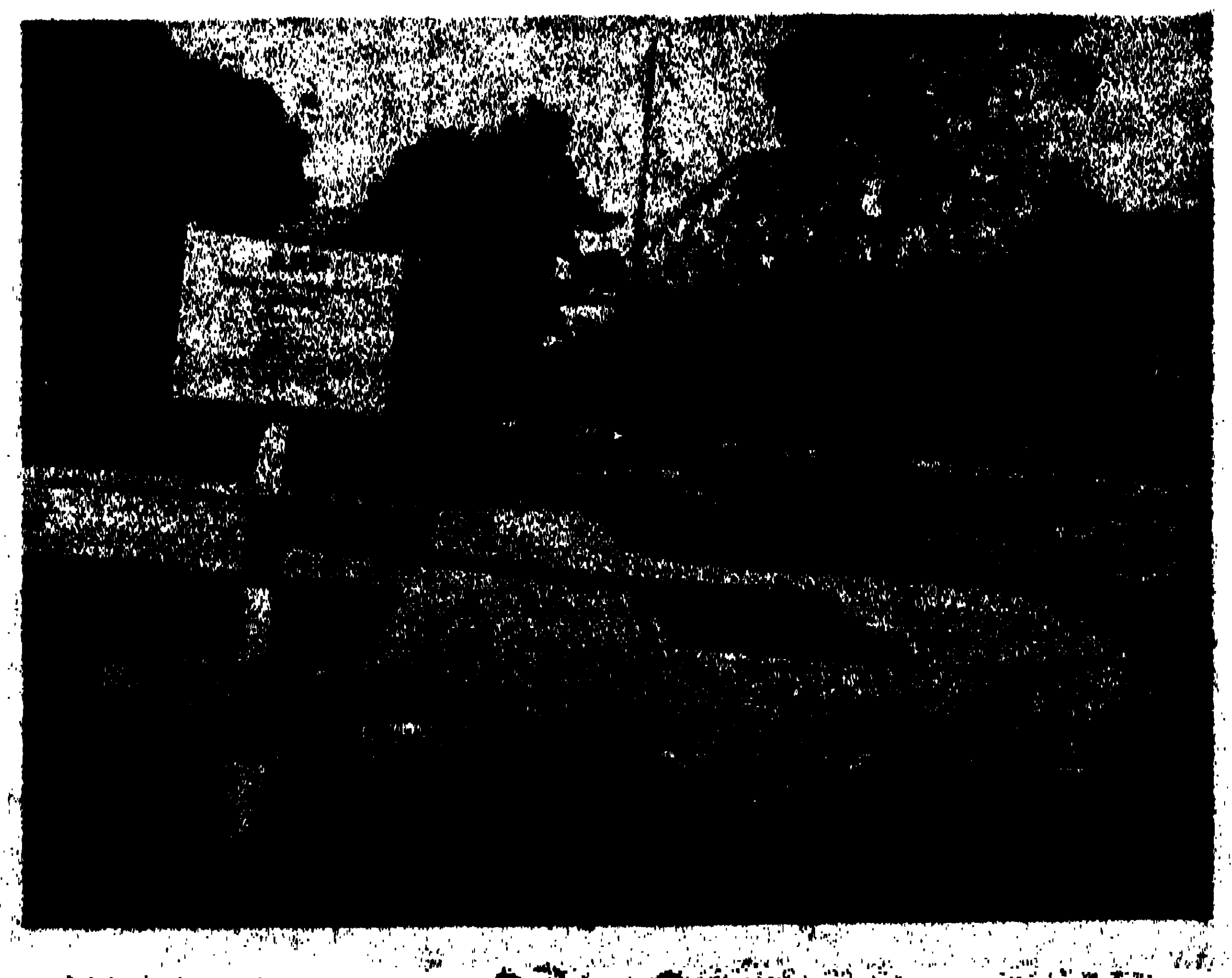

আর একটী আশ্রয়-পরিখার মুখ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HOSSAIN.

Acc. No. C2532

বাঙলার কথা

... বর্ষ, ... LIBRARY ... কলিকাতা, ১২ই মে, ১৯৪১ [এক আনা

চীন-বৃটিশ নিবিড় সহযোগিতা

বর্ম্মা সড়ক নির্ম্মাণের সুফল

চীনের কুমিং হইতে বিগত ১৫ই এপ্রিল "ডেইলী টেলিগ্রাফের" বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন :—

সম্প্রতি আমি শান ষ্টেটস অঞ্চল ও লাসিও নামক স্থান হইতে বর্ম্মা সড়কের উপর দিয়া ৫ দিনে ইউনানে উপনীত হই। পথে আমাকে কোন বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয় নাই এমন কি জাপানী বিমানপোত আমার নজরেও পড়ে নাই।

জাপানীদের আক্রমণ সত্ত্বেও ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, যত বোমাই বর্ষিত হৌক না কেন, ৪০০ মাইল দীর্ঘ সড়কে যাতায়াতের কোন বিঘ্ন ঘটিবে না। স্যালউইন এবং মেকং নদীর সহজে আক্রমণসাধ্য সেতু দুইটির উপর জাপানীরা অনবরত বোমা নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও আমি সেতুর উপর দিয়াই নদী পার হইয়া আসিয়াছি। ইউনান কিংবা বর্ম্মা আক্রমণ ব্যতিরেকে জাপানীরা কিছুতেই পথরোধ করিতে পারিবে না। ইউনান ও বর্ম্মা আক্রমণ করাও সামরিক দিক দিয়া খুব বড় সমস্যার বিষয়।

জাপানীদের বোমায় বিধ্বস্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলেই স্যালউইনের অবস্থিতি। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে চীনারা ঝুলন্ত সেতু নির্ম্মাণ করে। এর উপরও বোমা পড়িয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও লোক চলাচল অব্যাহত আছে।

মেকং নদীর প্রথম সেতুটি জাপানীরা বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। দ্বিতীয় সেতুটিও তাহারা নষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী চীনারা সহজে দমিবার পাত্র নয়। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহারা বর্ত্তমান সেতুটি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সকলের তাক লাগাইয়া দেয়।

যদি এই সেতু দুইটির কোনটি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ যাতায়াতের জন্য উভয় নদী বক্ষে তেল পূর্ণ পিপা নির্ম্মিত নৌকা রাখা আছে। উহা সহজে নষ্ট হয় না।

এক্ষণও বর্ম্মা সড়কের প্রকৃত উন্নতি সাধন আবশ্যক বটে তবে এখন আবশ্যক অনুযায়ী হইলেও পর্য্যাপ্ত ও দ্রুত রসদাদি প্রেরণ ও চালান করিতে পারিবে। যে মালের দ্রুত চালান তাহার অধিক অর্থব্যয় হয়।

এ-পথে মাসিক গড়ে প্রায় ১৬,০০০ টন মাল বর্ম্মা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চীনদেশে পৌঁছাইবে বলিয়া আমার অনুমান। কুমিং-এ ১০,০০০ টন মালের স্থান আছে। এর কিছুটা অতিরিক্ত জায়গাতেও রাখিবার ব্যবস্থা হয়।

রেঙ্গুন হইতে কুমিং-এর পথে আমি চীন-বৃটিশ নিবিড় সহযোগিতার বহু নিদর্শন পাইয়াছি। বিগত অক্টোবর মাসে বর্ম্মা সড়ক খোলার পর হইতে ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া লাসিও হইতে চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ সম্পর্কীত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে উহা পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে।

ইন্দোচীন এবং থাইল্যাণ্ডে জাপানী সৈন্যের আগমনে অবশেষে বর্ম্মার নিরাপত্তা সম্পর্কেও বৃটিশের অন্তরে সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছে। এ-জন্য মালয় উপদ্বীপের সমভাবে বর্ম্মায়ও আত্মরক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

গত সপ্তাহে আমি রেঙ্গুণে বহু পাঞ্জাবী সৈন্য জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে আনা হইয়াছে। খুব সম্ভব, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড সীমান্তের অনুবর্ত্তী বর্ম্মার এলোমেলো পার্ব্বত্য অঞ্চলে সামরিক কার্য্যে উহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

বর্ম্মায় শক্তিশালী বিমানবহর নাই। তবে শক্তিশালী অষ্ট্রেলিয়ান বিমান বহরের সম্ভাবিত আগমনে শীঘ্রই উক্ত অভাবের মোচন হইবে আশা করা যায়। আপাতত বর্ম্মায় বৈমানিকদের বাসস্থানের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে।

বর্ম্মার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলে চীনদেশ হইতে বর্ম্মা, মালয় উপদ্বীপ ও ডাচ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভিতর দিয়া অষ্ট্রেলিয়া আক্রমণে জাপানীদিগকে ভয়ঙ্কর অসুবিধায় পড়িতে হইবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপানী সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে না।

লিবিয়ার সামরিক পরিস্থিতি

তব্রুকে জার্ম্মাণদিগকে দারুণ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে ইহা আশার কথা হইলেও লিবিয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। বৃটিশ সেনানায়কগণ মনে করেন যে, জার্ম্মাণরা যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে তাহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করার সুযোগ ততই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও মনে হইতেছে যে, সাইরেনেইকার যুদ্ধে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, জেনারেল ওয়াভেল লিবিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলি কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেন না। মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে এ-গুলি ইটালীয় দিগের হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল।

বৃটিশ গ্রেণীর একটি পত্রিকে প্রকাশিত কয়েকজন সামরিকের এমন কি সৈন্যদের মধ্যেও এ-বিষয়ে আশঙ্কা উঠিয়াছিল যে, ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক যে জার্ম্মাণ যান্ত্রিক বাহিনী লিবিয়ায় অবতরণ করিয়াছে, বৃটিশরা তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবে। বৃটিশ নৌ এবং বিমান বহরের দৃষ্টি এড়াইয়া ইহাদের নিকট রসদ কিংবা কোন রণসম্ভার পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু রসদ বিশেষ করিয়া তৈল যখন সমুদ্রপথে বা আকাশ-পথে নষ্ট করিতে পারা যায় নাই, তখন আর উহা নষ্ট করা সোজা ব্যাপার নয়। লিবিয়ার আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া এক স্থান হইতে অন্যস্থানে মাল প্রেরণে বিঘ্ন ঘটান দুরূহ ব্যাপার। অধুনা জার্ম্মাণ অধিকৃত মরু-অঞ্চল সম্পর্কে ইহা খুবই সত্য।

শীঘ্রই জার্ম্মাণদের উপর পাল্টা আক্রমণ চলিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে সিদি বারানীর ন্যায় ততটা সহজে নিষ্পন্ন হইবে না। দৈবক্রমে যদি জার্ম্মাণদের তৈল নিঃশেষ না হয়, তাহা হইলে তাহারা আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে না। তড়িৎ বেগে আক্রমণ পরিচালনার ক্ষমতাও ইটালীয়ানদের অপেক্ষা তাহাদের অনেক বেশী। তবে ইহা ভুলে নয়, মুক্ত পড়িতে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইতেছে বলিয়া ইতিমধ্যে তাহাদের কিছুটা সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে।

বোমাবর্ষণে ইংলণ্ডের ক্ষতি

বোমাবর্ষণের ফলে মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনে ২৯ হাজার লোক নিহত ও ৪০ হাজার লোক আহত হইয়াছে। স্বাস্থ্যসচিব মিঃ আর্ণেষ্ট ব্রাউন কল্য (বুধবার) এই বিবরণ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বৃহত্তর লণ্ডনের ৪০০ হাসপাতাল ও অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠানের রোগীদের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৪৩০ জন; তন্মধ্যে নিহতদের সংখ্যা ২৩৫ ও আহতের সংখ্যা ১৯৫; আহতদের মধ্যে অধিকাংশই সামান্য মাত্রায় জখম হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইল। গ্রাহকের সকলেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং কখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরত দেওয়া হইবে না।

বাঙলার কথা

১২ই মে—১৯৪১

মিসরের যুদ্ধ

মিসরস্থ বৃটিশ সেনাদল যখন ত্রিপোলী ও সাইরেনাইকার মধ্যবর্ত্তী সির্তে মরুভূমির আলুআগেলিয়া নামক স্থানে পৌঁছে, সে-সময়ে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের সম্মতি অনুসারে মধ্য-প্রাচ্যস্থিত বৃটিশ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল একটি অতি কঠিন ও গুরুত্ব-সম্পন্ন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হন। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে বৃটিশ বাহিনীর যে অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব ছিল, তাহার সুযোগ লইয়া ফরাসী টিউনিসিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকায় বৃটেন তখন অতি অনায়াসেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া গ্রীসের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণেরই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরূপ সিদ্ধান্তে যে জেনারেল ওয়াভেলের মত ছিল না—এই অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত গুজবের মূলে প্রকৃতপক্ষে কোন সত্যের সমাবেশ নাই। যুদ্ধ-কৌশল ও গ্রীসের প্রতি যে নৈতিক দায়িত্ব ছিল, তাহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। ফলে সাইরেনাইকায় সামান্য মাত্র সৈন্য রাখিয়া তব্রুক ও বেনগাজী বিজয়ী বৃটিশ বাহিনীকে তাড়াতাড়ি ১,৮০০ মাইল দূরবর্ত্তী ইথিওপিয়ায় পাঠান হয়—সেখানে বর্ষা-সমাগমের পূর্ব্বেই ইটালীয় বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য। কারেণের পার্ব্বত্য দুর্গ দখল করিয়া বৃটিশ-বাহিনী পূর্ব্ব-আফ্রিকার সংগ্রাম-পরিস্থিতিতে বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হয়। ইহার পর বৃটিশ ও সাম্রাজ্য-বাহিনী আদ্দিস-আবাবা দখল করিয়া ডিউক-অব-আওষ্টার সেনা-বাহিনীকে (৪০,০০০ ইটালীয়ান ও ৩০,০০০ দেশীয় সৈন্য) দেসী, গোণ্ডার ও জিম্মার পার্ব্বত্যাঞ্চলে তাড়াইয়া দেয়।

যে-সময়ে আফ্রিকার রণাঙ্গনে অবস্থা এরূপ ছিল, ঠিক এমনি সময়ে এ্যাক্সিস শক্তি গ্রীসে অভিযান করে এবং কমে নূতন আর এক দল বৃটিশ সৈন্য গ্রীসের সাহায্যার্থ প্রেরিত হয়। জার্ম্মাণ বাহিনী যখন তাঙ্গার ট্যাঙ্ক ও মর্টার অঞ্চলে তীব্রভাবে আক্রমণ চালায়, ঠিক এমনি সময়ে বাকিয়া বৃটিশ-বাহিনী তাহাদের শক্তি-হ্রাসের প্রমাণ পায়।

কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে আফ্রিকা হইতে গ্রীসে বৃটিশ সৈন্য চালান দেওয়ার ফল এই হইল যে, জার্ম্মাণী একটি শক্তিশালী যান্ত্রিক-বাহিনী ত্রিপোলীতে পাঠাইয়া ভগ্নোদ্যম ইটালীয়ান সৈন্যদের সহায়তায় সাইরেনাইকা হইতে অল্প সংখ্যক বৃটিশ সৈন্যকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকার বৃটিশ-বাহিনীর যে অস্থায়ীর ক্ষতি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচ্য :—

(১) আফ্রিকার যে অধিকৃত অঞ্চল বৃটিশের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাহার গুরুত্ব অবশ্য খুব বেশী নহে। কিন্তু এই ব্যাপারে বৃটিশ মর্য্যাদার যে হানি হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই ভীষণ।

(২) সাইরেনাইকায় জার্ম্মাণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিস্থিতি স্বভাবতঃই অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, সাইরেনাইকাস্থিত মূল্যবান বিমান-ঘাঁটিসমূহ জার্ম্মাণীর হস্তগত হইয়াছে।

(৩) মিসরের সম্মুখে পুনরায় আক্রমণের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

(৪) বৃটেন মিসরীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে; অন্যথা এই বর্দ্ধিত সেনাদল গ্রীসের সাহায্যে যাইতে পারিত।

মোটের উপর, উত্তর-আফ্রিকার যুদ্ধ-পরিস্থিতি যদিও সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। বলকান হইতে বৃটেনের দৃষ্টি আফ্রিকায় স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টায় জার্ম্মাণীকে খুব বেশী বিপদই বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। কারণ, ত্রিপোলী হইতে মিসর সীমান্ত পর্য্যন্ত রসদ ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম যে পথে জার্ম্মাণীকে পাঠাইতে হইবে, সেই পথের উপর সমুদ্র ও আকাশ হইতে বৃটেন অনায়াসে আক্রমণ চালাইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে বৃটেন এরূপ আক্রমণ চালাইতে পারিয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল, অনেকটা সহজভাবেই সেই বিপদ কাটাইয়া আসিতে পারিয়াছে। এক্ষণে নিজেদের পরিচিত স্থানে বৃটিশ সেনাদল যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। পক্ষান্তরে, ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর আধিপত্য অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মাণ-বাহিনী যে মিসরে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই।

জার্ম্মাণীর নূতন চাল

টাইমস্ পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

নাৎসীরা যে আবার নূতন করিয়া স্পেনের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিতেছে, তাহার বহু লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এদিকে ভিসি সরকারের উপর জার্ম্মাণীর চাপ পূর্ণমাত্রায়ই বজায় আছে। জার্ম্মাণীর আদেশমত ভিসি সরকার একান্ত বাধ্য আজ্ঞাবহের ন্যায় আজিকাল (লীগ অব নেশান্স) ত্যাগ করিয়াছে। ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় জার্ম্মাণীরা ক্রমেই আরও অধিক "বিশেষজ্ঞ" ছদ্মবেশী প্রেরণ করিতেছে। পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বল প্রয়োগের দ্বারা প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণী কৌশলের সাহায্যে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলেও কর্তৃত্ব বৃদ্ধির চেষ্টায় আছে। দখলীকৃত জিব্রাল্টার ও সুয়েজ, ভূমধ্যসাগরের এই উভয় প্রবেশ-পথ বন্ধ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া জার্ম্মাণী বড়াই করিতেছে।

আঙ্কারাস্থিত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত ফন প্যাপেন ও মস্কোস্থিত জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট শুলেনবুর্গ আহুত হইয়া বর্ত্তমানে বার্লিনে উপস্থিত আছেন। পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মাণী কোন্ নীতি অনুসরণ করিবে, বর্ত্তমানে তাঁহারা সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ লাভ করিতেছেন। জার্ম্মাণ প্রচারবিদেরা এখনও বলিতেছে যে তুরস্ক জার্ম্মাণীর সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। নাৎসীরা মনে করিয়াছিল যে তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত ইরাকে রশিদ আলী যে রক্তপাতহীন রাষ্ট্রবিপ্লব অনুষ্ঠিত করিয়াছে, তাহাতে তুরস্ক নিজ নিরাপত্তা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবে। ইরাকে বৃটিশ সৈন্যের আগমন এবং বৃটেনের সহিত ইরাকের চুক্তি প্রতিপালন সম্পর্কে রশিদ আলী যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে, তাহাতে তুরস্কের উদ্বেগ বহুলাংশে দূর হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা যে তুর্কীদের ইরাকের ভয় দেখাইয়া কাজ হাসিল করিবার চেষ্টায় আছে, তাহা বেশ স্পষ্ট।

জার্ম্মাণী এইবার ভীতি প্রদর্শন ও কৌশল প্রয়োগ উভয়েরই মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তুরস্ককে দলে টানিতে চেষ্টা করিবে, কারণ তুরস্ককে স্বপক্ষে টানিতে পারিলে জার্ম্মাণীর পক্ষে মধ্য প্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চলে প্রবেশ সহজ হইবে।

বার্লিন ও মস্কো উভয় স্থানেই মনে করা হইতেছে যে কাউণ্ট শুলেনবুর্গ এক নূতন চুক্তির প্রস্তাব লইয়া মস্কোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

প্রাভদা নামক সোভিয়েট সংবাদপত্রটি সম্প্রতি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিয়াছে যে ১৯৪০ সালের নভেম্বরেই (সম্ভবতঃ মঃ মলোটোভ যখন বার্লিনে গিয়াছিলেন) জার্ম্মাণী রাশিয়াকে ত্রিশক্তির সহিত যোগদানের অনুরোধ করে। ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করিয়া রাশিয়া তাহাকে চতুঃশক্তি চুক্তিতে পরিণত করুক, জার্ম্মাণী এই প্রস্তাবও করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট সরকার তখন তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই।

মোটের উপর আসল কথা এই যে, অতীতেও বার্লিন ও মস্কোর মধ্যে বহু দর কষাকষি হইয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতে ঔষধ প্রস্তুত

দিল্লীতে মেডিক্যাল ষ্টোর্স সাপ্লাই কমিটির অধিবেশন

ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল লেঃ জেনারেল জি, জি, জলি, সি, আই, ই, আই, এম, এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৮ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে মেডিকেল ষ্টোর্স সাপ্লাই কমিটির (ডাক্তারি ঔষধ ও দ্রব্যাদি সরবরাহ কমিটি) এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

সভায় যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি প্রস্তুতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়।

বিদেশী ঔষধের বদলে ভারতে প্রস্তুত কি কি ঔষধ ব্যবহার করা যায়, কমিটি তাহাও সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সামরিক ও বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদি ব্যবহার করেন, কি করিয়া তাহাদের অনেকগুলির উৎকর্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানেও যথোপযুক্ত পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে একটি এড হক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্তও করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রেরিত নূতন ধরণের বোমা

বিমান মন্ত্রকের নিউজ সার্ভিস বলেন যে, জার্ম্মেন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জার্ম্মাণীর বিমান বহরের নূতন বোমার অত্যাশ্চর্য্য ধ্বংসশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি একজন পোষ্টাফিসের নিকট যে একটি পড়ে তাহা পাড়ার ঐ অংশের সমস্ত বাড়ী ঘর ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে। ২০০ জন বাসী অধিগৃহ হইয়াছে এবং বহু বাড়ীর দুয়ার জানালার কাচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৭০ জন বাসী একেবারে নিহত হইয়াছে। যে স্থানে বোমাটি পড়িয়াছিল, তাহার ৫০০ গজ দূরের বাড়ীগুলির জানালার কাচ, দুয়ার এবং জানালা অনেক দূরে উড়িয়া গিয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

বাগদাদ হইতে লণ্ডনে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, উক্ত অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সেনাদলের অবতরণ লইয়া কিছু অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্য বসরাতে পৌঁছিবার পূর্ব্বে ইঙ্গ-ইরাক সন্ধি-সর্ত্তানুসারে ইরাক কর্ত্তৃপক্ষ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ের সহিত একমত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আরও সৈন্য অচিরে অবতরণ করিবে, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ইরাক কর্ত্তৃপক্ষ সহসা বলিয়া বসিলেন যে, যে সকল সেনা পূর্ব্বে আসিয়াছে, তাহাদিগকে অন্যত্র পাঠান না হইলে আর সৈন্য অবতরণ করিতে দেওয়া হইবে না। সন্ধিসর্ত্তের সঙ্গচ্ছেদ করিতে না চাহিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব ব্যবস্থা অনুসারে নূতন সৈন্যদলের অবতরণের ব্যবস্থা করেন এবং তাহারা নির্ব্বিবাদে অবতরণ করে। যাহাতে কোন গোলযোগ না ঘটিতে পারে, তজ্জন্যে আগত সৈন্যদলকে সরাইয়া লইবার জন্য ইরাক কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দেওয়া হইতেছে।

বৃটিশ বিমান ঘাঁটি আক্রান্ত

ইরাকী গোলন্দাজ বাহিনী ২রা মে অতি প্রত্যুষে হাব্বানিয়ার বৃটিশ বিমান ঘাঁটিতে শেল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, ফলে বৃটিশকেও বাধ্য হইয়া পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

এখন জানা গিয়াছে যে, রশিদ আলী জিলানী বে-আইনীভাবে ক্ষমতা অধিকারের পরেই তিনি বৃটিশকে তাড়াইবার নিমিত্ত জার্ম্মাণীর নিকট সমর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইহার পরেই তিনি দাবী করেন যে, রাস্তাঘাট নিযুক্ত করার জন্য যে বৃটিশ বাহিনী ইরাকে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, অন্য দল আসিবার আগে তাহাদিগকে ইরাক ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। বৃটিশ বাহিনী নির্ব্বিঘ্নে বসরায় যাইয়া পৌঁছে। কিন্তু ঐ সময় বৃটিশ বিমানঘাঁটি ও হাব্বানিয়ার ট্রেণিং স্কুলের চতুর্দ্দিকে শক্তিশালী ইরাকী ফৌজ সমাবেশ করা হইতে থাকে। সৈন্য সরাইয়া লওয়ার জন্য রশিদ আলীর নিকটে বার বার অনুরোধ করা হয়, কিন্তু উহাতে তিনি কর্ণপাত করেন না এবং তাহার সঙ্গে বৃটিশ বিমানঘাঁটি ও বৃটিশ সৈন্যের উপরে গোলাবর্ষণের হুমকী দেখান। এই অবস্থায় সকল বসরা এলাকা হইতে বৃটিশ স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে সরাইয়া লওয়া হয়।

রশিদ আলীর সৈন্য সমাবেশ

ইরাক হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, রশিদ আলী তাহার সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, রশিদ আলীর অনুবর্ত্তীর সংখ্যা খুব কম বলিয়া জার্ম্মাণগণ যে বিদ্রোহ ঘটাইতেছে, তাহা অচিরাৎ দমিত হইবে।

লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিতেছে। রশিদ আলীর সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সকলেরই অভিপ্রেত।

বৃটিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ

ইরাক হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাতে নানা অঞ্চলে প্রতিপক্ষের সহিত এক দফা সংঘর্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী ইরাকী বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। সমর দপ্তরের ইস্তাহারে এই কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, "২রা মে হাব্বানিয়াতে সংঘর্ষ [illegible] বৃটিশ বাহিনী [illegible] বিমানঘাঁটি ও পাওয়ার ষ্টেশনটি দখল করে। ইরাকী বাহিনী ঐ সব অঞ্চল হইতে অপসারণের জন্য সৈন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হয় এবং অনেক প্রবীণ ইরাকী অফিসার তাহাতে সম্মত হন। এই অপসারণের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহারা কোনই ব্যবস্থা করে না। তখন বৃটিশ বাহিনী বোমা ও গোলা বর্ষণ করিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে।"

ঐ ইস্তাহারে পুনরায় সহিত উল্লিখিত হইয়াছে যে, হাব্বানিয়াহের উত্তর অবতরণ ক্ষেত্রটি ব্যবহৃত হইতেছে। বৃটিশ বোমারু বিমান ইরাকী সেনাদলকে সরাইয়া রাখে। মাঝে মাঝে হাব্বানিয়াহের ক্যাণ্টনমেণ্টের উপর গোলাও বর্ষিত হয়।

বৃটেনের দুঃখ প্রকাশ

লণ্ডনে ইরাকী পরিস্থিতির জন্য সরকারী মহল দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইরাকের নিজস্ব শাসনতন্ত্র অনুসারে ঐদেশ সুখ শান্তিতে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করুক ইহাই বৃটেনের আন্তরিক অভিপ্রায়। বৃটেন ইরাক দখল করিতে চায় না। তবে সন্ধিচুক্তি রক্ষিত হউক, ইহা অবশ্যই বৃটেনের কাম্য। রশীদ আলী ও তাঁহার বন্ধুগণ যদি অস্ত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে উভয় দেশের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে।

ইরাকী বিমানঘাঁটির ক্ষতি

রাজকীয় বিমানবাহিনীর একখানি বিশেষ এণাউন্সমেন্টে বলা হইয়াছে যে, ইরাকী বিমান বহরের অর্দ্ধেক বিধ্বস্ত অথবা অকেজো করিয়া ফেলা হইয়াছে।

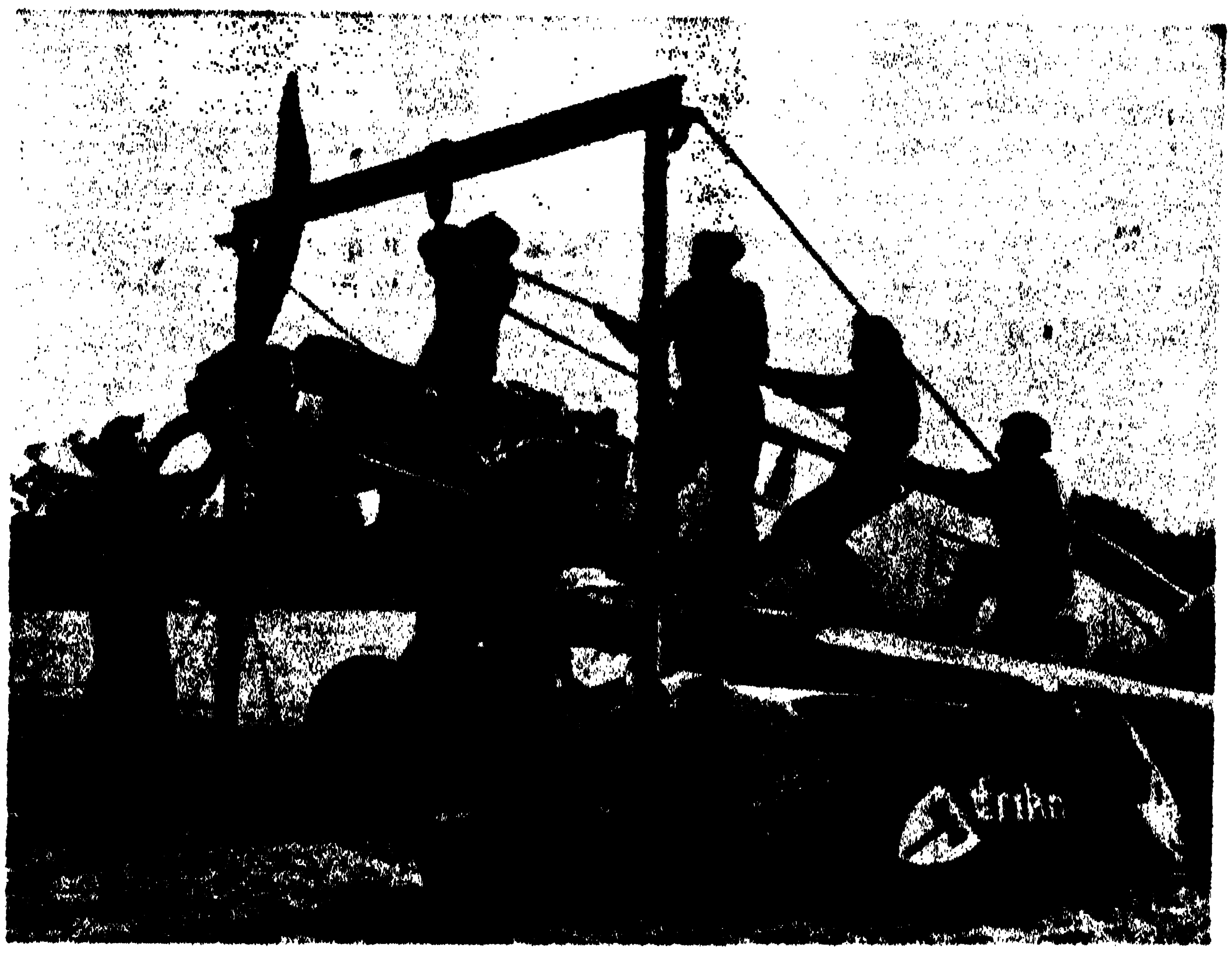

ইংলণ্ডে ভূপাতিত জার্ম্মাণ বিমানপোত। স্পিটফায়ার ক্রয়ের জন্য তথায় একটি তহবিল গঠিত হইয়াছে। ছবিতে দেখা যায় যে, কয়েকজন সৈন্য উহাকে স্পিটফায়ার ক্রয় সাহায্য প্রদর্শনীতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বহির্দর এখানকার সরকারী মহলে অবগত হইয়াছেন যে, ২রা মে রাত্রিতে চুপচাপ থাকিবার পর ইরাকী বাহিনী ৩রা মে শনিবার ভোর হইতে আবার ক্যাণ্টনমেণ্টের সম্মুখস্থ উচ্চ ভূমি হইতে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। এখানে প্রকাশ যে, বৃটিশ বাহিনীর অতি সামান্য লোক হতাহত হইয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ বোমারু বিমানবহর বাগদাদের বহির্ভাগস্থিত ইরাকী বিমানঘাঁটির কারখানা এবং পেট্রল স্তূপের উপর প্রবল বোমা বর্ষণ করে। বোমার আঘাতে সামরিক অট্টালিকাসমূহ ধ্বংস হয় এবং ভূতলস্থিত বিমান কাবেজ হয়।

৪ঠা মে ইরাকী কামানসমূহ পুনরায় হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ করিতে থাকে। কতক যে-সামরিক অধিবাসী হতাহত হয়। বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ প্রত্যুত্তরে ইরাক বাহিনীর ও যানবাহনের উপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে গোলা বর্ষণের তীব্রতা হ্রাস পায়।

উক্ত এণাউন্সমেন্টখানি ৪ঠা মে রাত্রিতে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং আরও বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান-বহরের বোমারু প্লেনসমূহ ৫ই মে পুনরায় ইরাকী বিমান-ঘাঁটিতে তুমুল আক্রমণ চালাইয়াছিল।

এ-পর্য্যন্ত ২০ খানি ইরাকী বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে। উহা মোট ইরাকী বিমান বাহিনীর অর্দ্ধেক বলিয়া মনে হয়। কারণ ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় ইরাকের মোট ৫০ খানি বিমানপোত ছিল।

জার্ম্মাণ রণতরীর উপর বোমাবর্ষণ

৪ঠা মে রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহরের ব্রেষ্ট বন্দর আক্রমণের সময় বন্দরে অবস্থিত জার্ম্মাণ ক্রুজার গ্নাইসেনাউ ও শার্ণহর্ষ্টের উপরও খুব নিকটে বোমা পড়িতে দেখা গিয়াছিল।

এই সম্পর্কে বিমান সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত এক এণাউন্সমেন্টে বলা হইয়াছে যে, শক্তিশালী বিমানবহর আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং বহু ভারী বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বন্দরের উত্তর দিকস্থ ডকে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল এবং উহার ফলে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

[পরের পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

খুলনায় সাফল্যমণ্ডিত প্রদর্শনী

পল্লীগ্রামের অনুন্নত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার

সম্প্রতি খুলনা থানার অন্তর্গত জোড়াগ নামক স্থানে একটি কৃষি ও জন-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ. এন. রায় প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করেন এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস. এম. ঘোষ পুরস্কার বিতরণ করেন।

এই প্রদর্শনীতে সরকারী জনসেবা সঙ্ঘ, কৃষি, গৃহ-পালিত পশু ও পশুচিকিৎসা বিভাগগুলি, জেলা বোর্ডের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ, বঙ্গীয় সোসিয়াল সার্ভিস লীগ, বঙ্গীয় বন্যা নিবারণী এসোসিয়েশন এবং অন্ধত্ব রোধ করিবার এসোসিয়েশন যোগদান করিয়াছিল।

জেলার বিভিন্ন ও দূর দূর অঞ্চল হইতে কৃষি-পণ্য বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল। ইহার সহিত বিভাগীয় পণ্য মিলিয়া প্রদর্শনীকে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে, উহা পল্লী গ্রামের একটি অনুন্নত অঞ্চলে খোলা হইয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণ উহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল।

জেলা বোর্ড, বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা কমিটি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগ প্রস্তুত নক্সা, প্রাচীরপত্র ও মডেলগুলি দ্বারা জন-স্বাস্থ্য শাখা সুন্দর ভাবে গঠন করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একটি শিশু-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং ম্যাজিক লণ্ঠন ও সিনেমা সহযোগে জন-স্বাস্থ্য, কৃষি এবং গৃহপালিত পশুাদির যত্ন সম্পর্কে প্রত্যহ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। এই প্রদর্শনী দেখিতে প্রত্যহ বহুলোক সমবেত হইত এবং উহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। ১৫০৲ টাকার অধিক মূল্যের পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। প্রজনন ষাঁড় যাহারা পালন করে তাহাদের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোকদিগকে গৃহপালিত পশু সম্পর্কীত অফিসার নগদ টাকা এবং সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পরিদর্শন

গত ১৯শে এপ্রিল মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরিদর্শন করেন। মিঃ কে. সাহাবুদ্দীন, সি, বি, ই, এম, এল, এ, এবং নবাবজাদা কে, নসরুল্লা এম, এল, এ, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সহ বিরাট জনতা ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও পরিষদের সদস্যগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাহাদিগকে শান্তি বজায় রাখিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং সকল সম্প্রদায় যাহাতে বন্ধুভাবে অবস্থান করে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাম্প্রদায়িক-সদ্ভাব

কিভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমায় সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় থাকিতে পারে সেই সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ ও আলোচনার নিমিত্ত গত ১৪ই এপ্রিল মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ, এইচ, সোবানি বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলীম নেতাদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। মহকুমা হাকিমকে সভাপতি এবং মৌলভী এ, এম, সামছুল হক ও বাবু ললিত মোহন কর্মকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি শক্তিশালী শান্তি-সমিতি গঠন করা হইয়াছে। মিঃ সোবানী এবং ত্রিপুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible] ও প্রাণ বধ করিয়া জনসাধারণকে শান্তিতে থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন।

যশোহর জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

দুইটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যখন যশোহর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন সেই সময় চাঁচড়া রাজ পরিবারের মিঃ বেণুকান্ত সিংহ রায় যশোহর জেলা যুদ্ধ তহবিলে এক হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন; পুনরায় তিনি এই সপ্তাহে অতিরিক্ত ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। আশা করা যায় যে এই তরুণ যুবকের দৃষ্টান্ত জেলার অন্যান্য জমিদারগণও অনুসরণ করিবেন। "যশোহর পয়সা তহবিল" বাদে এই জেলা সাধারণ যুদ্ধ তহবিলে ৪৩,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছে।

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী জেলার যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থ যশোহরের জেলা টাউন তত্ত্বাবধানে দুইটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দুইটি প্রদর্শনীতেই উপস্থিতির সংখ্যা মোটামোটি সন্তোষজনক হইয়াছিল। একখানি ছবি একটি মেলার প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং সে চিত্রখানি বিশেষ উপদেশপূর্ণ। ১৯৪০ সালে ইংলণ্ডের রাজকীয় বিমান বাহিনীর কি ভাবে উন্নতি ও প্রসার হয় উক্ত চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে জেলা যুদ্ধ কমিটির মোট ৪০০৲ টাকা লাভ হয়। এই চিত্র প্রদর্শনকালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট, যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

উন্নত ধরণের বলদ সম্পর্কীত একটি সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত সমবায় বিভাগে প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে। এই ভাবে রেজিষ্ট্রী কৃত সমিতির একমাত্র লক্ষ্য হইবে জেলার সর্ব্বপ্রকার পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যকে কেন্দ্রীভূত করা। সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিকাংশ সভ্যকে নির্ব্বাচন করা হইবে। অন্যান্য কার্য্যাবলীর সহিত কৃষকগণ যাহাতে উন্নত ধরণের কৃষি যন্ত্রপাতি পাইতে পারে সমিতি সে ব্যবস্থা করিবে। যদিও সমিতির কাজ এখনও সুরু হয় নাই তথাপি উহা বলদ-চালিত ইক্ষু পেষার যন্ত্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকারের পল্লী-সংগঠন বিভাগ হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে একটি ইক্ষু পেষা যন্ত্র ক্রয় করা হইয়াছে এবং জেলার একজন কৃষিজীবি সামান্য ভাড়া দিয়া সম্প্রতি উহা ব্যবহার করিতেছে।

বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগ নারিকেল ছোবড়া হইতে নানাবিধ শিল্প হাতে কলমে তৈরী করা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটি দলকে খুব শীঘ্রই এই জেলায় পাঠাইতেছে।

আশা করা যায় যে এই জেলার অধিবাসিগণ উক্ত দলের উপস্থিতির সুবিধাকে কাজে খাটাইয়া কাজটাকে শিখিয়া লইবে এবং উহাকে আনুষঙ্গিক উপজীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করিবে।

প্রসূতিসদনে সরকারী সাহায্য

বাঙলা সরকার কৃষ্ণচন্দ্রটিয়া ও শেরপুরে দুইটি প্রসূতি-সদনও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য এককালীন ৩,০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। মঞ্জুরীকৃত অর্থ গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যয় করিতে হইবে। উক্ত কেন্দ্রের প্রত্যেক ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডের [illegible] হইতে মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত উক্ত অর্থ ও [illegible] জেলা বোর্ডের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বিভিন্ন জিলার সর্ত্তাধীনে এককালীন ও মাসিক অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইঙ্গ-মিশরীয় সহযোগিতা

কয়েক দিন হইতে আরবী সংবাদপত্রসমূহ বৃটিশ ও মিশরীয় পূর্ণ ঐক্যের অজস্র প্রশংসা করিতেছে।

সোভান ও তত্‌কর অঞ্চলে বৃটিশ সাফল্যের উল্লেখ-পূর্ব্বক "আল-বালাগ" বলেন:—

"বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহাই একমাত্র আশার কথা নয়। ভবিষ্যতেও যে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে সে সকল বিষয়েও বৃটিশ ও মিশরীয় গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন। উহাতে মিশর পার্লামেণ্টেরও পূর্ণ সম্মতি রহিয়াছে। উক্ত চুক্তিতে পার্লামেণ্টের আনন্দ প্রকাশই মিশরীয়গণের মনোভাবের অভিব্যক্তি। বৃটিশ ও মিশরীয়গণের এই নিবিড় সহযোগিতা শত্রুদিগের কন্ঠ প্রসব করিবে।"

"আল মক্তব" বলেন:—"ইহা বেশ জোরের সহিত বলা যায়, বড় বড় সমস্যার প্রত্যেকটিতে মিশর তাহার মিত্র বৃটেনের সহিত ঐক্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছে।"

"আল-আহরাম" লিখিয়াছেন:—

"জার্ম্মাণদের সাহায্যে ইটালী যদিও লিবিয়ার কোন কোন স্থান পুনরুদ্ধার করিতেছে কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকায় বৃটিশের জয় অব্যাহত রহিয়াছে। গ্রীস এবং যুগোস্লাভিয়ার রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণরা জয়লাভ করিয়াছে বটে, তবে অন্যান্য স্থানে তাহাদিগকে ভীষণ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল অত্যন্ত খোলা-খুলিভাবে যুদ্ধে তাহাদের লাভলোকসানের হিসাব প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও নাৎসীরা কতদূর গড়াইতে পারে, তাহার আভাসও তিনি দিয়াছেন।

"তাঁহার স্পষ্টবাদিতা সকল প্রকারের গুজব ও সংশয়ের অবসান ঘটাইয়াছে। তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। এই জন্যই তাঁহার দেশবাসী ও মৈত্রীভাবাপন্ন দেশসমূহে তাঁহার সমর্থকদের সংখ্যা এত বেশী। পরিস্থিতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সকলকে অবহিত রাখাই তাঁহার নীতি।"

জাপ বাহিনীর অরণ্য-যুদ্ধ শিক্ষা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কাইরোস্থিত সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন:—

যে সকল দক্ষ পর্য্যবেক্ষক সম্প্রতি সুদূর প্রাচ্য হইতে এরোপ্লেনযোগে কাইরো পৌঁছিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন যে, ইন্দোচীনে জাপানের যে দুই ডিভিসন সৈন্য মজুদ আছে, তাহাদিগকে অরণ্য যুদ্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত করা হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে প্যারেশুটের সাহায্যে অবতরণের কৌশলও জাপানী সৈন্যদের শিখানো হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সিনেমাটিই আমেরিকা পন্থীর প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। সম্প্রতি মোট দশ হাজার জাপানী "ব্যবসায়ী" থাইল্যাণ্ডে আসিয়াছে। বেসামরিক পোষাক পরিলেও ইহারা যে সৈন্যবিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদের সংখ্যা প্রতি সপ্তাহে এক হাজার হিসাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

সাহায্যের ব্যবস্থা

বাঙলার বাজার মধ্যে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে অতি-বর্ষণপীড়িতদের তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত অর্থের সংস্থান করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ৪৫,০০০৲ টাকা এবং কৃষি-ঋণ হিসাবে মঞ্জুরীকৃত ৫,০০০৲ টাকা ব্যতীত কর্ম্মীর বিনিময়ে সাহায্যের জন্য ৩০,০০০৲ ও কৃষি-ঋণ হিসাবে ১,২০,০০০৲ টাকা গত ২৫শে এপ্রিল অতিরিক্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বেকার নোটিশ অনুসারে [illegible] বীজ, গো-খাদ্য কিছু আর্থিক সাহায্য (যেমন বয়স্কদের [illegible] প্রত্যেককে [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] প্রত্যেকের [illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান

ঢাকার বিতাড়িত হিন্দুদিগকে গৃহে ফিরিবার অনুরোধ

রায়পুরা ও শিবপুরের যে সকল হিন্দু অধিবাসী বর্ত্তমান ঢাকার দাঙ্গার দিকেন্দের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানাইয়া বাংলা সরকার গত ২৬শে এপ্রিল একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—"রায়পুরা এবং শিবপুর অঞ্চলের যে সকল হিন্দু অধিবাসী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারা যাহাতে আর কালবিলম্ব না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে সেজন্য সরকার বিশেষরূপ উদ্বিগ্ন। বুনানীর সময় প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা যদি অবিলম্বে না ফেরে তবে আগামী ফসল নষ্ট হইবারও দারুণ বিপদ রহিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঘরদোর পরিত্যাগ করিয়া আগড়তলায় চলিয়া গিয়াছে একজন অফিসার গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ আলয়ে অবিলম্বে ফিরিয়া আসার যে কতটা প্রয়োজন সেকথা তাহাদিগকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিবেন। তাঁহাকে সরকারের এ আশ্বাসবাণী বহন করিয়াও লইয়া যাইতে উপদেশ প্রদান করা হইবে যে তাহাদের নিরাপত্তা বিশেষভাবে রক্ষিত হইবে।

"আগড়তলা হইতে যাহারা ফিরিয়া আসিবে তাহাদের ট্রেনে আসিবার ভাড়া এবং ভ্রমণকালে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের আহার্য্যের সমস্ত ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট করিতেছেন। তাহাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করা হইয়াছে যে, যে সকল লোক ফিরিয়া আসিবে তাহাদের মুসলমান প্রতিবেশিগণ তাহাদের আর্থিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে নিশ্চিত যে, যে সকল ব্যক্তি নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে তাহাদের আর কোনো ভয়ের কারণ নাই এবং সরকার এই আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়াছেন যে সাধারণ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জনগণের নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং উহা সমভাবে প্রযোজ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যে উক্ত অঞ্চলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং সাম্প্রদায়িক একতা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত সশস্ত্র সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা ব্যবস্থা

বাংলা সরকারের অতিরিক্ত দান

বাংলা সরকার নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। (ক) রাজশাহী জেলার মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত কুষ্ঠ-বিরোধী চিকিৎসালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এককালীন ২০০৲ টাকা দান।

(খ) অর্দ্ধেক মেডিক্যাল অফিসারকে সাহায্য ও অর্দ্ধেক অনুচরের মাহিয়ানা হিসাবে মাসিক ১৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদান।

২। গ্লাসগ, ফ্লেমিং অ্যাপিডার ও অ্যাম্বুলেন্স বোর্ড কর্ত্তৃক স্থাপিত ৩টী কুষ্ঠ-বিরোধী চিকিৎসালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ জেলা বোর্ডকে এককালীন ২০০৲ টাকা প্রদান।

বাঙলার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৯শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ৩,৮৯৫ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৩৫৭ জন, ২৪-পরগণায় ৩৩২ জন, যশোহরে ২৭৫ জন, খুলনায় ২৪২ জন, ফরিদপুরে ৯০৫ জন, বাখরগঞ্জে ৫৬২ জন, চট্টগ্রামে ৩১০ জন, হাওড়ায় ১৩৪ জন এবং ত্রিপুরায় ১২২ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত সময় কলেরায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,৭৯২। তন্মধ্যে ফরিদপুরে ৩৯৩ জন, বাখরগঞ্জে ২৯৮ জন, চট্টগ্রামে ২৩২ জন, যশোহরে ১৬৮ জন, ২৪-পরগণায় ১৬৮ জন এবং কলিকাতায় ১০১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বসন্তে মোট ১,২৭৪ জন লোক আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় ৪২৩ জন, বর্দ্ধমানে ২০৯ জন, হাওড়ায় ১৩৪ জন, ঢাকায় ১৭৭ জন এবং ফরিদপুরে ১৪৬ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বসন্ত রোগে কলিকাতায় ৩৬৮ জন ও হাওড়ায় ৭৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দার্জিলিংয়ে ৭৯ জন ব্যক্তি টাইফয়েড জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়।

বৃটিশ মন্ত্রীসভায় রদবদল

লণ্ডনে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় দপ্তরের নিম্নরূপ রদবদল ঘোষিত হইয়াছে :—

লর্ড বিভারব্রুক—মিনিষ্টার অব ষ্টেট।

লে: কর্ণেল জে-সি-সি মুরব্রাবাজোন—এয়ার ক্রাফট প্রোডাকশন।

মি: এফ, লিথারস—ওয়ার্কস শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট।

মি: আর, এইচ, ক্রস—অষ্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মি: এ, আর, মালিক গত ১লা মে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উক্ত সময় কলিকাতায় ২১১টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৬৭টি পাঞ্জাব এবং বাদ বাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত সময়েই পাঞ্জাব হইতে ১৯৭টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১১১টি মহিষ কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬৮৲ হইতে ৯০৲ এবং ১৪০৲ হইতে ১৭৫৲ পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

বিভিন্ন প্রদেশের সিভিক গার্ড

জানা গিয়াছে যে, সিভিক গার্ড সংগ্রহের কার্য্য সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। বিশেষভাবে পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে উহার অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। ১লা মার্চ্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৩,১১১ জন সিভিক গার্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

কোন্ প্রদেশে কতজন সিভিকগার্ড সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

পাঞ্জাব—১০,৬৬৮; মাদ্রাজ—১০,৭৮২; বাংলা—১০,৬৮৮; যুক্তপ্রদেশ—৬,২০৭; বোম্বাই—৪,২২৬; মধ্যপ্রদেশ—১,০৬৭; বিহার—৮৮৭; সিন্ধু—৪৬৮; সীমান্ত—৪০০; দিল্লী—১৮৪; কোয়েটা—১৭০; কুর্গ—১২৩; উড়িষ্যা—১০০; আজমীর-মাড়োয়ার—৯১।

প্রত্যেকেই এ-ভাবে সঞ্চয় করছে

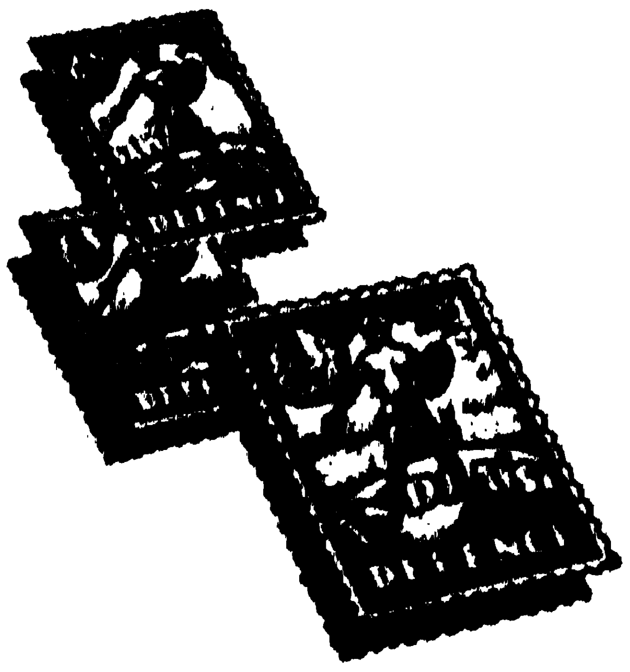

যে-কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চেয়ে নিন—বিনামূল্যে পাবেন। তখন যেমন পারেন চার আনা, আট আনা অথবা এক টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কিনে কার্ডের ঘরে বসাতে থাকুন। দশ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমলে কার্ডটি ভর্ত্তি হবে এবং তখন সেই কার্ডটি যে-পোষ্ট অফিসে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, সে পোষ্ট অফিসে নিয়ে গেলে আপনার কার্ডের বদলে ১০৲ টাকা মূল্যের একটি ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন। এই সার্টিফিকেট আপনার জন্য টাকা উপায় করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে এই দশ টাকার সার্টিফিকেটের দাম হ'বে তের টাকা দ'আনা। সুদের উপর ইনকাম্ ট্যাক্স লাগে না। যখনই টাকা ফেরৎ চাইবেন তখনই আপনার প্রাপ্য সুদ সমেত টাকা ফেরৎ পাবেন।

আত্মরক্ষার জন্য সঞ্চয় করুন

ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

G I 88

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

কক্সবাজার মহকুমায় নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান

কক্সবাজার মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বিগত ২০শে মার্চ্চ হইতে ২৪শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই মহকুমা-টাউনটি এই উপলক্ষে আনন্দমুখর হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এই উপলক্ষে নিজেদের বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। এই সব অনুষ্ঠানে আবাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়াছিল। যদিও মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব মহামারির আকারে দেখা দিয়াছে, তথাপি সকল স্থান হইতেই জনগণ দলে দলে যোগদান করিয়াছিল।

সিভিক-গার্ড বাহিনী

বিগত ২০শে মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় সিভিক-গার্ড দলের বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল—স্থানীয় লর্ড ওয়েভী হলে। কক্সবাজারের মহকুমা-হাকীম এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সিভিক-গার্ড সমিতির সেক্রেটারী বাবু টি, এন, বড়ুয়া বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিতে যাইয়া সিভিক-গার্ডদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন এবং যাহাতে তাহারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, তৎসম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

যুব-কল্যাণ সংসদ

সিভিক-গার্ডদের বার্ষিক সম্মেলনের পর স্থানীয় যুব-কল্যাণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মহকুমা-হাকীম এই অনুষ্ঠানেও সভাপতিত্ব করেন। সংসদের সেক্রেটারী বাবু টি, এন, বড়ুয়া বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন এবং সংসদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন:—

(১) মহকুমায় যে-সব প্রতিষ্ঠান যুব-সমাজের সামাজিক ও শারীরিক উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের কার্য্যের সমন্বয় সাধন ও এই সব প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান।

(২) সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় সমাজ-সেবার আদর্শ কার্য্যকরী করতঃ পল্লী-উন্নয়ন অর্থাৎ পল্লী-অঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি, প্রাপ্ত-বয়স্কদের শিক্ষা, চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা করা।

(৩) বাস্কেট-বল, ভলি-বল, দেশীয় খেলাধূলা, নানারূপ কসরৎ, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি নূতন নূতন খেলাধূলার প্রবর্ত্তন জন্য যদি প্রয়োজন হয়, নূতন সমিতির প্রতিষ্ঠা।

(৪) সকল ঋতুতেই যাহাতে শরীর-চর্চ্চামূলক কার্য্যাদি চলিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যের প্রসার সাধন।

(৫) মফঃস্বল অঞ্চলে যুব-কল্যাণ সংসদের শাখা প্রতিষ্ঠা।

স্পোর্টিং এসোসিয়েশন

স্থানীয় স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের সভায়ও মহকুমা-হাকীম মিঃ এ, এম, সলিমুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। সেক্রেটারী মিঃ টি, এন, বড়ুয়া তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে শরীর-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা ও এসোসিয়েশনের কার্য্যাবলীর কথা উল্লেখ করেন।

বিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রদেরও খারাপ স্বাস্থ্য, বসিয়া যাওয়া চোখ এবং ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন চোখ দেখিলে দুঃখিত হয় বলিয়া মিঃ বড়ুয়া উল্লেখ করেন।

শহর-উন্নয়ন কমিটী

কক্সবাজার শহর-উন্নয়ন কমিটীর সভাও বিগত ২০শে মার্চ্চ হইয়া গিয়াছে। মহকুমা-হাকীম উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। কমিটীর সেক্রেটারী রায় বি, বি, রক্ষিত বাহাদুর তাঁহার বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, নিম্নোক্ত বিষয়ে শহরের উন্নতির ব্যাপারে কমিটীর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার:—

(১) স্থানীয় সরকারী হাসপাতালে মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ বিভাগের উন্নতি সাধন।

(২) কক্সবাজার শহরে একটি পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন।

(৩) গো-মহিষাদির উন্নতির জন্য শহরে প্রজনন-ষণ্ডের আমদানী।

(৪) ভাল জাতের মুরগী ও যথেষ্ট পরিমাণ ডিম যাহাতে পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য পক্ষী-পালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।

(৫) কক্সবাজার মধ্য-ইংরাজী বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য নূতন গৃহের প্রতিষ্ঠা।

বয়স্কাউট এসোসিয়েশন

২১শে মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের সম্মেলন হয়। এসোসিয়েশনের সভাপতি রায় বাহাদুর বি, বি, রক্ষিত সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। অনারারী সেক্রেটারী মিঃ কিউ, সি, চাউধুরী বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী অত্যাচারে যে-সময়ে বিশ্ব-সভ্যতা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ দুর্দ্দিনে প্রত্যেক লোকেরই উচিত এই অভিশাপ দমনের চেষ্টা করা। যাহাতে মিথ্যা গুজব প্রচারিত হইতে না পারে, তজ্জন্য স্কাউটদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। স্কাউটদিগকে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ কার্য্যেও শিক্ষা দেওয়া হইবে।

যুদ্ধ-কমিটী

গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে কক্সবাজার যুদ্ধ-কমিটির বার্ষিক সভা হয়। মহকুমা-হাকীম এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর বি, বি, রক্ষিত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, গত ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই মহকুমায় যুদ্ধ-তহবিলে মোট ১১,৩৫০ টাকা আদায় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ওয়ার্ডস এষ্টেটের ম্যানেজার, সদর খাস-মহল অফিসার ও আবকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আরো টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। এই টাকা হইতে মং ৫,৩৫৫ৎ টাকা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের চট্টগ্রাম আগমন উপলক্ষে তোড়ারূপে তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল।

ইণ্টার-স্কুল এসোসিয়েশন

যুদ্ধ-কমিটির সভা হইয়া যাওয়ার পর ইণ্টার-স্কুল এসোসিয়েশনের সভা হয়। কক্সবাজার হাই-স্কুলের হেড-মাষ্টার বাবু প্রমথ নাথ ওয়াদেদার বার্ষিক রিপোর্টে বলেন:—

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহকুমা-হাকীমের চেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহকুমার সকল উচ্চ ও মধ্য-ইংরাজী স্কুল এবং সিনিয়ার ও জুনিয়ার মাদ্রাসা-গুলিকে এই সমিতির অধীনে আনয়ন করাই উদ্দেশ্য। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা,

[পরবর্ত্তী কলমে দ্রষ্টব্য]

"ইরাক কর্ত্তব্য পালন করিতেছে"

ব্রিটিশ সৈন্যের আগমন সম্পর্কে ইরাকী পত্রিকা

টাইমস্ পত্রিকার বোগদাদস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, ইরাকের রাজনৈতিক অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায়ই শান্তিপূর্ণ রহিয়াছে। ইরাকের মধ্য দিয়া ব্রিটিশ সৈন্যদের যাতায়াত করিতে দিয়া ইরাক যে ইঙ্গ-ইরাক চুক্তির ধারা অনুযায়ী কার্য্যই করিতেছে এ বিষয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি বিশেষ জোর দিতেছে। ইহারা আরও বলিতেছে যে ইরাকে ব্রিটিশ সৈন্যের উপস্থিতির দ্বারা স্বাধীন ইরাকের সম্মান বা সার্ব্বভৌম অবস্থা কোনও রূপেই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

"বেঙ্গল উইক্লী"
(ইংরাজী সাপ্তাহিক)
—এবং—
"বাঙলার কথায়"
(বাঙলা সাপ্তাহিক)
বিজ্ঞাপন দিয়া আপনার ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করুন।
সাপ্তাহিক প্রচার-সংখ্যা
৩৬,০০০ হাজারেরও বেশী।
বিজ্ঞাপনের রেট্ ও অন্যান্য বিবরণ অবগত হওয়ার জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন:—
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, আলীপুর, কলিকাতা।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

রচনা ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া তাহাদের জ্ঞানের প্রসার সাধন এবং তাহাদের মধ্যে খেলাধূলার ব্যাপক প্রচারই এই সমিতির উদ্দেশ্য।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রম

স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে বিগত ২২শে মার্চ্চ তারিখে স্বেচ্ছাশ্রমের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সকল শ্রেণীর লোকই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। মহকুমা-হাকীম মিঃ এ, এম, সলিমুল্লাহ্, স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটির চেয়ারম্যান রায়বাহাদুর বি, বি, রক্ষিত ও দ্বিতীয় মহকুমা-অফিসার মৌঃ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে প্রাতে কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রায় ৫০০ লোক একাদিক্রমে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে থাকেন। স্থানীয় খেলার মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বড় নর্দ্দমা খনন করিয়া তাহার মাটি দ্বারা নিকটস্থ একটি অব্যবহার্য্য নালা ভরাট করা হয়। মহকুমা-হাকীম ও অন্যান্য ভদ্রলোক খালি পায়ে বহন্তে মাটি কাটিয়াছিলেন।

ইউনিয়ন-বোর্ড কনফারেন্স

বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে বার্ষিক ইউনিয়ন-বোর্ড কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহকুমা-হাকীম সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন-বোর্ড সমিতির সেক্রেটারী মৌঃ কবিরুদ্দীন আহমদ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। সমিতির বিগত বর্ষের কার্য্যের বিবরণ তিনি রিপোর্টে বর্ণনা করেন এবং সকল দিক দিয়াই যে এই মহকুমা পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়া জনগণকে উন্নতির জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বৃদ্ধি

নড়াইলবাসীদের সাধু প্রচেষ্টা

সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধকে উন্নততর করিবার নিমিত্ত নড়াইলের মহকুমা হাকিম মি: এ, আহমদের সভাপতিত্বে যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল মহকুমার অধীন কালাবাড়িয়া নামক স্থানে একটি জনসভার অধিবেশন হইয়াছে। যশোহরের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবং নড়াইলের পুলিশ ইন্সপেক্টর এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সভাপতি জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

ডা: নরেশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, মৌলভী মতিয়ার রহমান, বাবু কৃষ্ণধন দাস এবং আরও অন্যান্য বক্তা বর্তমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দূরীভূত করিয়া সাম্প্রদায়িক একতা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশেষ ভাবপ্রবণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাগণের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা এবং প্রত্যেক বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বোঝাপড়া হয়।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:—

"কালিয়া থানার অন্তর্গত সকল সম্প্রদায়ের লোকের এই জনসভা স্থির করে যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ দূরীকরণার্থ, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও একতা সংস্থাপনার্থ, সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও অভাব-অভিযোগ মীমাংসার্থ, সাম্প্রদায়িক গোলমাল দমন করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্প্রদায়িক সহযোগিতার উন্নয়নার্থ নির্ব্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি শান্তি কমিটি গঠন করা হউক।"

উক্ত সভাস্থলেই ৭০ জন সভ্যকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয় এবং সাধারণ কমিটির সভ্যদিগের মধ্য হইতে ১৫ জন সদস্যকে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। তন্মধ্যে কালাবাড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৌলভী মতিয়ার রহমানকে সভাপতি এবং বাবু কৃষ্ণধন বিশ্বাস ও মৌলভী আবদুল হক মিয়াকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। কার্য্যকরী সমিতি মাঝে মাঝে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামে মিলন-সমিতি গঠন করিবেন।

সভাপতি জনসাধারণকে বাজে গুজবে কর্ণপাত করিতে নিষেধ করেন এবং তাহাদের বাক্যে ও কথায় অধিকতর সংযম অভ্যাস করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আশা করেন যে, এমন কিছু বলা কিম্বা করা হইবে না যাহাতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মনে আঘাত লাগিতে পারে।

তিনি শ্রোতাগণকে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের প্রথাকে অনুশীলন করিতে অনুরোধ করেন এবং পরস্পরের সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখিবার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই আলোচনা শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং তাহার ফলে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল।

পুরস্কার বিতরণ উৎসব

গত ১৮ই এপ্রিল প্রায় দুই হাজার ব্যক্তির উপস্থিতিতে কালাবাড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। নড়াইলের মহকুমা হাকিম মি: এ, আহমদ এই উৎসবে সভাপতিত্ব এবং পুরস্কার বিতরণ করেন। আবৃত্তি, অভিনয় এবং সাধারণ জ্ঞানে ছাত্রগণ বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করে।

পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করার নিমিত্ত মেধা-বৃত্তির জন্য বিশেষ চিত্তাকর্ষক পারিতোষিক প্রদান করা হইয়াছিল। অনুন্নত অঞ্চলে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টি সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক মৌলভী মতিয়ার রহমান, এম, এ, বি, এল, এর পরিচালনাধীনে গ্রামাঞ্চল হইতে নিরক্ষরতা দূর করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ কেন্দ্র কাজ করিতেছে। এই পুরস্কার বিতরণ উৎসব উপলক্ষ করিয়া ছাত্র ও অভিভাবকগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক মিলন

গত ৯ই এপ্রিল প্রাতঃকালে নড়াইলের মহকুমা হাকিম মি: এ, আহমদ কতকগুলি নমঃশূদ্র পল্লী পরিদর্শন করিয়া নমঃশূদ্র নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে মিলন ও একতার পরিকল্পনাকে দৃঢ়তর করা সম্পর্কে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নেতাগণ তাঁহার সহিত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেন এবং এই অঞ্চলে নমঃশূদ্র ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ বর্তমান আছে তাহা দূরীকরণার্থ তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মতি দান করেন।

এক হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। সমিতির উৎসাহী ও উদ্যম কর্ম্মীদিগকে পদক প্রদান করা হইয়াছে। এই সমিতি এই অঞ্চলের জঙ্গল সাফ করিয়াছে এবং স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে কতকগুলি রাস্তা তৈরী করিয়াছে। প্রায় একশত জন ছাত্র লইয়া এই সমিতি একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। ইহার পরিচালনাধীনে একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে এবং তথায় পঞ্চাশের অধিক বয়স্ক লোক শিক্ষালাভ করে। এই সমিতির কর্ম্মীগণ নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া সম্প্রতি এই অঞ্চলের একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ড নির্ব্বাপণ করে। এতদ্ব্যতীত তাহারা এই অঞ্চলে একটি শুশ্রূষা কেন্দ্র গঠন করিয়াছে। পল্লী-সংগঠন কার্য্যে উক্ত শাখা উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

মি: মেঞ্জিসের যাত্রা

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মি: মেঞ্জিস গত ৩রা মে ইংলণ্ড হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রওনা হইয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণ

মার্কসী সাইডের উপর শত্রু বিমান আক্রমণ ব্যাপক হইলেও পূর্ব্বে অবস্থায় উহা ৩রা মে শনিবারের মত ভয়াবহ বলিয়া মনে হয় নাই। লণ্ডনের একটি এলাকায় গোলা বর্ষণের আওয়াজ শোনা গিয়াছিল। উহার পূর্ব্বে হইতেই লণ্ডনে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। বিমানপোতসমূহ খুব উপর দিয়া উড়িয়া গিয়াছিল।

পশ্চিম মরুভূমিতে একখানি বৃটিশ হারিকেন বিমানপোতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধে এই বিমানপোতগুলি বেশ সাফল্যজনক ভাবে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে।

যুদ্ধ সম্পর্কীয় সভা

গত ৯ই এপ্রিল যুদ্ধবিষয়ক প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত কালাবাড়িয়াতে একটি জনসভা হইয়াছে। প্রায় ২,০০০ হাজার লোক এই সভায় যোগদান করে। নড়াইলের মহকুমা হাকিম মি: এ, আহমদ, ডা: নরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং মৌলভী মতিয়ার রহমান এই সভার মূল বক্তা ছিলেন। মি: রহমান শ্রোতাদিগকে নিজ নিজ দেয় যুদ্ধ তহবিলে প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এম, এম, খান, আই, সি, এসের অনুপ্রেরণায় একটি "পয়সা তহবিল" ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে জনসাধারণ বিশেষ তৎপরতার সহিত সাড়া দিতেছে। উপরোক্ত সভাটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পল্লী-সংগঠন

গত ১০ই এপ্রিল নড়াইলের মহকুমা হাকিম চণ্ডী পুকুরিয়া পল্লী-সংগঠন সমিতির কর্ম্মীদের পারিতোষিক বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই উৎসব উপলক্ষে

শত্রুপক্ষের ক্ষতি

বিশপ্ত [illegible] হইতে ২১শে এপ্রিল এক সপ্তাহ কাল মধ্যে সমুদ্রে হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত শত্রুঅধিকৃত এলাকায় বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া ৪২ হাজার টনের অধিক শত্রুপক্ষীয় জাহাজ ডুবানো অথবা জখম করা হইয়াছে।

সাম্রাজ্যিক বাহিনীর অপসারণ

গ্রীসে যে সাম্রাজ্যিক বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল তাহার শতকরা ৮০ ভাগকে নিরাপদে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

সৈন্য অপসারণের কালে অস্ত্রশস্ত্র সবই লইয়া আসা হইয়াছে। যে সকল গাড়ী সাজ-সরঞ্জাম এবং রসদপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেগুলির স্থান শীঘ্রই পূরণ করা হইবে।

গ্রীসে নূতন গভর্ণমেণ্ট

জেনারেল সোলাকিগলুর নেতৃত্বে এথেন্সে তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। জেনারেল সোলাকিগলু এপিরাসে গ্রীক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

কমন্স সভায় বিতর্ক

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে মিঃ ইডেনের বিবৃতি

কমন্স সভায় যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিতর্কের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন জানান যে, ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ বিবরণ, বিশেষত মধ্য প্রাচ্যের সংগ্রামের বিবরণ প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন। "এই বিতর্কে যে সকল কথা বলা হইতেছে এবং হইবে, তাহার প্রত্যেকটি শব্দ গভীর মনোযোগ সহকারে শুনিবার মত লোক আরও অনেক আছে। কাজেই, বহু কথা জানাইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, আমাকে এমন ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে পরোক্ষভাবে আমি শত্রুর কার্যে সহায়তা করিয়া না বসি।"

ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলী

ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া মিঃ ইডেন বলেন, "বসন্তের প্রাক্কালে জার্মাণ অভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছিলেন যে, রুমানিয়াতে তৎপূর্বেই বহুসংখ্যক জার্মাণ আমদানী করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে রুমানিয়া হইতে একে একে বুলগেরিয়াতে পাঠান হইতেছিল। সিভিলিয়ানগণ ক্রমে বুলগেরিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলির ভার লইতেছিল। এই সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, রুমানিয়া অধিকার করিবার পর সমগ্র বলকানে সুপ্রতিষ্ঠ হওয়াই শত্রুর উদ্দেশ্য। যুগোশ্লাভিয়াকে বেড়াজালে ঘিরিয়া ফেলিয়া তথায় অধিকার বিস্তার করা, গ্রীসকে পদানত করা, তুরস্ককে বলহীন করা, ইহাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য বিনা রক্তপাতে সাধন করিতে পারিলেই তাহারা বলকান হইতে আমাদের পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইতে পারিবে। অবশ্য এই উপায়ে গোপনভাবে ইটালীকে সাহায্য করাও তাহাদের অভিপ্রায় ছিল, কেন না—আলবেনিয়াতে ইটালীয়গণ তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

ইটালীর মিথ্যা প্রশংসা

হিটলার আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, ইটালীয়গণ বেশ ভালভাবেই সংগ্রাম চালাইতেছিল। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, গ্রীসের বলহানি করার জন্য তিনি ইটালীকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সাড়ে চার কোটি লোক ৭০ লক্ষ লোকের বলহানি ঘটাইয়াছে, ইহা সত্যই অদ্ভুত। আমার মনে হয়, কোন মিত্রশক্তির সম্পর্কে এরূপ গ্লানিকর উক্তি আর কেহ কখনও করে নাই। (উল্লাসধ্বনি)। আমরা কিন্তু দেখিতেছিলাম যে আমাদের বিমানবহরের সহায়তায় গ্রীকগণ শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণগুলি একটির পর একটি করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিতেছিল। সত্যই, এত অধিক সংখ্যক সৈন্য এত অল্প সংখ্যক শত্রুসৈন্যের নিকট এতটা হারিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল (হাস্য এবং উল্লাসধ্বনি)।

৮ই ফেব্রুয়ারী

এইবার আমি ৮ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। এই দিন আমাদের বাহিনী বেনগাজীতে প্রবেশ করে। ইহাতে আমাদের সাফল্য এবং সাফল্য কম লাভ তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পর আমাদের সৈন্যগণের বিশ্রাম লাভ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। তাহাদের যানগুলি ক্রমাগত দুইমাস যাবৎ অগ্রসর হইতেছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই বিনা বিশ্রামে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কাজেই এই সকল সাঁজোয়া গাড়ীর পক্ষে বেনগাজীর পর আর অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা ছিল না; ত্রিপোলী পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াও একেবারে অসম্ভব ছিল।

পূর্ব্বকল্পনা পরিবর্ত্তিত

আমাদের আগেকার পরিকল্পনা ছিল যে, তব্রুক অধিকারের পর উহাকেই পশ্চিম পার্শ্ব হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু আমাদের সাফল্য এত অধিক এবং শত্রুদের বিপর্য্যয় এত পূর্ণ হইয়াছিল যে, আরও কিছুদূর সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল। আরও একটি বিবেচ্য বিষয় এই ছিল যে, বেনগাজীর পোতাশ্রয় তখন একেবারে অব্যবহার্য্য ছিল এবং উহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে অনেকটা সময়ের প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে তব্রুকের সুন্দর অথচ ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়কে ভিত্তি করিয়াই তখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইত। যদিও প্রধান ঘাঁটি নীল নদের বদ্বীপের উপরই থাকিত।

গ্রীসের সাহায্য প্রার্থনা

৮ই ফেব্রুয়ারীর অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, ঐ দিন গ্রীক গভর্ণমেণ্ট জার্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আমাদের নিকট একটি নোট পাঠান। তাহাতে আমরা কিরূপ সাহায্য প্রদান করিতে পারি এবং কি কি সর্ত্তে তাহা করিতে ইচ্ছুক তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছিল। অবশ্য গ্রীক গভর্ণমেণ্টের এই নোটকে কোনমতেই সাহায্যের জন্য আবেদন বলিয়া বর্ণনা করা যায় না (উল্লাস-ধ্বনি)। উহাতে গ্রীসের অবস্থা অকপটে জানাইয়া আমরা কতদূর কি করিতে পারি তাহা জানিতে চাওয়া হইয়াছিল মাত্র। এতদবস্থায় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্য্য করাই সঙ্গত মনে করিলেন। অর্থাৎ মরু অঞ্চলে বেনগাজীর পর আর অগ্রসর না হইয়া সৈন্যদলকে গ্রীসের সাহায্যার্থ প্রেরণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। এই সিদ্ধান্ত শুধু গভর্ণমেণ্টেরই নহে—প্রধান সামরিক উপদেষ্টারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

গ্রীসকে সাহায্য দান

গ্রীসকে সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে, অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার অবস্থা, তুরস্কের আমাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। সরাসরি কথাবার্ত্তা চালানই গভর্ণমেণ্টের নিকট সর্ব্বোত্তম উপায় বলিয়া মনে হয় এবং তদনুসারে ইম্পিরিয়াল জেনারেল ষ্টাফের অধ্যক্ষ এবং আমার উপর সেই কার্য্যের ভার দেওয়া হয়। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পক্ষে যে সকল বাধা ছিল, তাহা আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহারও অবিদিত ছিল না। আমরা জানিতাম যে, জার্মাণরা তাহাদের মতলব অনেকটা হাসিল করিয়া আনিয়াছে। তাহাদের সামরিক শক্তি যে কত অধিক তাহাও আমরা জানিতাম। তথাপি আমি এখনও মনে করি যে, আমরা যদি সেরূপ চেষ্টা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের উপর দোষারোপ করা হইত (উল্লাস-ধ্বনি)।

তুরস্কের মনোভাব

মধ্য প্রাচ্যে তুর্ক রাষ্ট্র নেতাদের সহিত আমাদের আলোচনার বহু সুযোগ ঘটিয়াছে। মিত্রশক্তি হিসাবে তুরস্কের গ্রীস সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা জানান

[পরবর্তী কলমের নীচে দেখুন]

হিটলারের বৃটিশ বিদ্বেষ

মিঃ মাৎসুওকার সহিত বিবাদ

মিঃ মাৎসুওকা সম্প্রতি বার্লিনে গেলে তাঁহার সহিত হিটলারের বিবাদ হইয়াছিল বলিয়া নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্রের টোকিওস্থ সংবাদদাতা এই সংবাদ দিয়া জানাইয়াছেন যে, "অবিলম্বে বৃটেনের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য হিটলারের আহ্বান মিঃ মাৎসুওকা প্রত্যাখ্যান করিলে হিটলার ক্রুদ্ধ হইয়া টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করেন। উক্ত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মিঃ মাৎসুওকার দলের মধ্যে একজন বলেন, 'হিটলার উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলেন, বৃটেনকে পরাজিত করিতেই হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, কাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন, ভাবাতিশয্যে তিনি যেন তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন।"

উক্ত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মিঃ মাৎসুওকার প্রত্যাবর্ত্তনের পর যে জার্মাণ প্রতিনিধিদল টোকিওতে আসিয়াছেন, জাপ গভর্ণমেণ্ট তাহার আটজন সদস্যের দাবীতে জোরের সহিত বাধা দিতেছেন।

জার্মাণ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণের আশঙ্কা

এক্সকালিবার জাহাজ লিসবন হইতে লণ্ডনে পৌঁছিলে উক্ত জাহাজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন গ্রোভ বলেন যে, আজোরস দ্বীপপুঞ্জে অনতিবিলম্বে জার্মাণ প্যারাশুট বাহিনী অবতরণ করিবে বলিয়া পর্ত্তুগালে সকলেই আশঙ্কা করিতেছে। ক্যাপ্টেন বলেন, যে দিন এক্সকালিবার লিসবন ত্যাগ করে সেই দিন তিনি একখানি পর্ত্তুগীজ জাহাজকে তিন হাজার সৈন্য লইয়া যাত্রা করিতে দেখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ঐ জাহাজখানা দ্বীপপুঞ্জে গিয়াছে। তিনি আরও জানিয়াছেন যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে অনুরূপ সংখ্যক সৈন্য তথায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

সমরোপকরণ বোঝাই মার্কিন জাহাজ

বিগত ৩রা মে সমরোপকরণ বোঝাই মার্কিণ জাহাজসমূহ সুয়েজে পৌঁছায় যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা খুবসম্ভব সত্য। যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের সাহায্যার্থে সমরোপকরণ সহ এপ্রিল মাসের প্রথমেই মালবাহী জাহাজ এখান হইতে ছাড়ে বলিয়া জানা গিয়াছে। লোহিতসাগরকে যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া নিষিদ্ধ অঞ্চলের মধ্য হইতে বাদ দিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করার পরই ঐ জাহাজগুলি ছাড়ে।

অধিক সংখ্যক বোমারু বিমান নির্ম্মাণ

যাহাতে অধিকতর পরিমাণে বোমারু বিমান নির্ম্মাণ করা যায় তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশিষ্ট মন্ত্রিগণকে, সেনা ও নৌ বিভাগের কর্ত্তাগণকে এক বৈঠকে আহ্বান করিয়াছেন।

[পূর্ব্ব কলমের শেষাংশ]

হইয়াছিল। আলোচনার সময় তুর্ক নেতাদের দৃঢ়তা এবং স্বাধীনতা এবং ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার তুর্ক জাতির সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। মধ্য প্রাচ্যে অধিকতর অভিযানের বিরুদ্ধে তুরস্ক যে বিশেষ বাধা দিতে পারে একথা অনস্বীকার্য্য। আমি আশা করি, এতদিন যাহা অবিচ্ছেদ্য বৃটেনের সহিত তুরস্কের মিত্রতার অপরিহার্য ঘাঁটি পরিচালিত হইবে।

কৃষি-পল্লী

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ

ক্ষেত-খামার।—পাট, আউশ ধান, ভুট্টা, শণ, অড়হর প্রভৃতি যাবতীয় খরিফ শস্য বুনিবার এই সময়। জোল পাট ও আউশ ধানের বীজ বপন বৈশাখ মাসের মধ্যেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা উচিত, না করিলে পরে নিড়ান প্রভৃতি আবশ্যকীয় কাজ-কর্মের যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যায় না এবং আগাছার প্রাদুর্ভাব হয় বেশী। আদা, হলুদ, ওল, কচু প্রভৃতি মূলজ শস্যও এই সময়ে লাগাইতে হয়। রোপা ধানের জন্য বীজতলা করিবারও এই সময়; জ্যৈষ্ঠের প্রথমে ধানের বীজ ফেলিলে চারা আষাঢ়ের মাঝামাঝি রোপণের উপযুক্ত হয়। গরুর সবুজ খাদ্য-ভুট্টা, জোয়ার, বরবটি এই সময়ে বুনিতে হয়; শীঘ্র শস্য পাইতে হইলে বৈশাখ মাসের প্রথমে ভুট্টা ও বরবটি বুনিলে আষাঢ়ের প্রথম ভাগে কাটিয়া খাওয়ানো চলে। খরিফ শস্য সকল বোনা শেষ হইলে নেপিয়ার ঘাসের জন্য ভাল করিয়া গোবর-সার দিয়া জমি তৈয়ারী করিয়া রাখা উচিত, যাহাতে বর্ষার প্রথমেই ঘাসের "মোথা" লাগানো যায়; তাহা হইলে বর্ষা শেষ হইবার পূর্বেই ঘাস বেশ ঝাড়াল হইয়া উঠে এবং ইতিমধ্যে দুই-তিনবার কাটিয়া খাওয়ানও চলে।

ধইঞ্চা, শণ, বরবটি প্রভৃতি সবুজ-সারের বীজও এই সময়ে বুনিতে হয়। রোপা ধানের জন্য সবুজ-সার করিলে বৈশাখ মাসে ধইঞ্চার বীজ বোনা উচিত; তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠের শেষে বা আষাঢ়ের প্রথম ভাগে গাছ মাটিতে চষিয়া দিবার উপযুক্ত হয় এবং দশ-বারো দিনে সম্পূর্ণ পচিয়া যায়। আখ, আলু, তামাক, বিলাতী সবজী প্রভৃতি লাভজনক শস্যের জন্য সবুজ-সার করিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে শণ বোনা সবচেয়ে ভাল।

বিল-জমির পাট ও ধানের নিড়ান বৈশাখ মাসের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া না ফেলিলে পরে আর সুযোগ পাওয়া যায় না। আখের কোপান, নিড়ান প্রভৃতি কার্যের এই সময়। লাঙলের সিয়েলে বসান আখের গোড়ায় খোল দিয়া ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে আগাছা সকল নষ্ট হইয়া যায় এবং পরে বৃষ্টিতে মাটিতে রস হইলে ঐ খোলে গাছের বেশ জোর হয়; বিঘাপ্রতি দুই মণ খোলের সহিত এক মণ এমোনিয়াম সালফেট নামক বিলাতী সার মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ফসল দ্বিগুণ ফলে। "ভুলি" কাটিয়া বসানো আখের ক্ষেত নিড়াইয়া দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অর্থাৎ বর্ষা নামিবার পূর্বে, ভুলিতে ঐরূপ সার দিয়া মাটি চাপাইয়া "ডিপি" বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস কাঠতিল, বোরো ধান এবং চর-জমির চলি আউশ ধান পাকিবার ও কাটিবার সময়।

বাগ-বাগিচা।—ঝিঙা, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স, বরবটি, কুমড়া, পুঁইশাক, ডাঁটা, শাঁক আলু প্রভৃতি যাবতীয় বর্ষাতি সবজী এবং জিনিয়া, দোপাটি, সূর্যমুখী, কৃষ্ণকলি প্রভৃতি বর্ষার মরশুমী ফুল লাগাইবার এই সময়। লঙ্কা, বেগুন ও পেঁপের চারার জন্য এই সময়ে বীজতলা করিলে প্রথম বর্ষায় চারা বসিতে পারিবার উপযুক্ত হয়। বর্ষাতি বেগুনের বীজতলা বৈশাখের প্রথমেই করা উচিত; শীতের বেগুনের বীজ জ্যৈষ্ঠের শেষে বোনাই ভাল। এই সময়ে পল্লীগ্রামে অনেক পুষ্করিণী প্রায় শুকাইয়া যায়। তাহাদের তলার পাঁক তুলিয়া বাগানে দিলে এ সকল [illegible] অনেক উপকার হয় এবং সেই সঙ্গে পুষ্করিণীও উন্নতি হইয়া গ্রামের অনেক দূর হয়। [illegible] জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিকে অর্থাৎ বর্ষা নামিবার কিছু পূর্বে, আম, জাম, লিচু প্রভৃতি যাবতীয় ফল গাছের কলম এবং কলার "তেউড়" (বা "তেউড়") বসাইবার প্রশস্ত সময়। বৈশাখ মাসেই এই সকল ফল গাছের জন্য যথাবিহিত দূরে দূরে গর্ত খুঁড়িয়া গর্তগুলা পচা গোবর ও পাতাপচা সার দিয়া ভরিয়া রাখিলে গাছ বসাইবার সময় সারগুলা পচিয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়।

বেল, যুঁই, চামেলি, চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল এই সময়ে ফোটে। চাটিকা গোবর পাতলা করিয়া জলে গুলিয়া বা সরিষার খোল তিন-চারিদিন জলে পচাইয়া ঐ পচা খোল জলে গুলিয়া এই সকল ফুল গাছে মাসে দুইবার প্রয়োগ করিলে এবং গাছের গোড়ার চতুর্দিকের মাটি খুঁচাইয়া দিলে প্রচুর পরিমাণে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া ফুল ফোটে। এই সারকে তরল সার বলে। বেশী ঘন ঘন বা অত্যাধিক পরিমাণে সার দিলে গাছের খুব বেশী তেজ হইয়া ফুল কম হয়। সকল ফুল গাছে এ সময় প্রতিদিন বিকালে নিয়মিতভাবে জল দিতে হয়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ।—বৈশাখ মাসে আখে "মাজরা" (বা "ডোটা") পোকার উৎপাত প্রবল হয়। ইহাতে চারা-গাছের মাঝের কচি পাতা শুকাইয়া মড়ের মত দেখায় এবং টানিলে উঠিয়া আসে। এক জাতীয় পোকা চারা গাছের গোড়ায় ফুটা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের কচি পাতা খাইয়া ফেলে, তাহাতেই গাছ ঐরূপ হইয়া যায়। সুতরাং আক্রান্ত গাছগুলি মাটি ঘেঁসিয়া কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে বা পোড়াইয়া ফেলিলে বা গরুকে খাইতে দিলে তাহাদের মধ্যস্থ পোকাগুলা বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম অবস্থায় আক্রান্ত গাছগুলা এইভাবে কাটিয়া ফেলিলে শস্যের কিছুই লোকসান হয় না, কারণ আখ ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ, উপরে কাটিয়া দিলে গোড়া হইতে বিয়ান ছাড়িয়া আবার গাছ বাহির হয়। কিন্তু অবহেলা করিলে পোকার বংশ-বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত ক্ষেত আক্রমণ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আখে আর একপ্রকার পোকার আবির্ভাব হয়; ইহারা গাছের মাথায় ফুটা করিয়া গাছকে আক্রমণ করে; তাহাতে গাছের উপর দিকে বাড় বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে পাশের চোখগুলা ফুটিয়া বাঁশের কঞ্চির মত শাখা বাহির হয়। ইহাতে শস্যের প্রভূত ক্ষতি হয়। প্রথম আবির্ভাবের [illegible] সঙ্গে আক্রান্ত গাছগুলা পূর্ব্বোক্তভাবে গোড়ার কাটিয়া গরুকে খাওয়াইয়া দিয়া [illegible]। আখের ধসা রোগের

[পরবর্তী কলমের নীচে দেখুন]

"হিটলারমুক্ত পৃথিবী দেখিতে চাই"

আমেরিকার জনসাধারণের মনোভাব

আমেরিকার সাটারডে ইভিনিং পোষ্ট গত ২৫ই এপ্রিল তারিখে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

কি করিয়া আমরা বর্তমান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি তাহা বর্তমান কালের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচিত হইবার পূর্বে সম্পূর্ণ রূপে জানিতে পারা যাইবে না। তবে আমরা যে পরিপূর্ণ ভাবে এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া গিয়াছি এ বিষয়ে কিছু আর সন্দেহ নাই। কি করিয়া এই যুদ্ধে লিপ্ত হইলাম সে সম্বন্ধে একটি কথা কিন্তু জোর করিয়া বলা চলে। তাহা এই যে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অন্যান্য যে কোনও বিষয়েই মতভেদ থাকুক না কেন, অধিকাংশ লোকই পৃথিবীকে হিটলারবিমুক্ত দেখিতে চাহে।

ছবিতে পশ্চিম মরু প্রান্তরে বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন দেখা যাইতেছে।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

আবির্ভাবেরও এই সময়। এ রোগের প্রথম অবস্থায় সবুজ পাতাগুলা বিবর্ণ হইয়া ঝুলিয়া পড়ে এবং পরে ক্রমশ: গাছ সম্পূর্ণ মরিয়া শুকাইয়া যায়। আক্রান্ত-গাছ লম্বাভাবে চিরিলে ভিতরে লাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। রোগাক্রান্ত গাছগুলা নির্দয়ভাবে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। এ রোগ অতিশয় সংক্রামক, অবহেলা করিলে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত ক্ষেত নষ্ট করিয়া দেয়। এই সময়ে আখে "পোকাহু" বা "ভুষা" রোগ নামক আর এক প্রকার ছত্রাক রোগ হয়। ইহাতে গাছের মাথায় কচি পাতার স্থানে একটা কাল রংএর শীষের মত বাহির হয়; ঐ শীষ আঙুল দিয়া ঘষিলে আঙুলে ভুষার মত দাগ লাগে। এই রোগও সংক্রামক। আক্রান্ত গাছগুলা কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা বা পুতিয়া ফেলা উচিত। দুর্বল "মুড়ি" আখেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বেশী; সুতরাং "মুড়ি" আখের উপর লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

বিল জমির পাটে এই সময়ে শুঁয়া পোকার ("কাঁকড়া" বা "বিছা") আক্রমণ হয়। এই পোকা গাছের পাতা খাইয়া ফেলিয়া গাছকে দুর্বল করিয়া দেয়। এ পোকার ডিম পাতার নীচে একসঙ্গে অনেকগুলি থাকে এবং ডিম ফুটিয়া ছোট বাচ্চাগুলা প্রথম দিন কয়েক একত্র থাকে এবং পরে একটু বড় হইলে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং, একত্র থাকার সময় উহাদের মারিয়া ফেলা খুব সহজ;

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

মসুলের তৈলখনি অঞ্চল

আমকারা রেডিওতে ৩রা মে রাত্রিতে ঘোষণা করা হয় যে, মসুল তৈলখনি অঞ্চল প্লাবিত করা হইয়াছে এবং তৈলকূপ ও কারখানাসমূহ এখন ইরাকী সৈন্যদের দখলে আছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশের অগ্রগতি

বৃটিশ সৈন্যবাহিনী বর্ত্তমানে আম্বালাগির ৮ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত করার দরুণ তাহারা মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ সৈন্যগণ দেসী হইতে আসাব ও গোণ্ডা অভিমুখেও অগ্রসর হইতেছে। দেসীতে তাহারা আরো তিন হাজার বে-সামরিক ইটালীয়ানের সন্ধান পাইয়াছে। ইহার মধ্যে এক হাজার হইতেছে স্ত্রীলোক ও শিশু।

তব্রুকে সংঘর্ষ

তোব্রুক পরিস্থিতি সম্বন্ধে নূতন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; যুদ্ধ চলিতেছে।

২রা মে জার্ম্মাণগণ আক্রমণ আরম্ভ করে। তাহাদের কতকগুলি ট্যাঙ্ক দক্ষিণ পশ্চিমস্থ বাহিরের ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। যতদূর সম্ভব মনে হয় শত্রুপক্ষ এখন বাহিরের ও ভিতরের ব্যূহের মধ্যভাগে উপস্থিত হইয়াছে এবং এইখানেই যুদ্ধ চলিতেছে।

ব্যূহ ভেদের জন্য প্রতিপক্ষের ব্যর্থ চেষ্টা

কায়রোর ওয়াকিবহাল মহল সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ২রা মে শুক্রবার দিন প্রতিপক্ষ তব্রুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে বহির্ব্যূহের উপর যে ব্যর্থ আক্রমণ চালায় তাহাতে বহু জার্ম্মাণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রকাশ, প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে; তবে যুদ্ধাস্তে অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে।

সোল্লুম এলাকায় আক্রমণ

কায়রোর জেনারেল হেড কোয়ার্টারের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৪ঠা মে অপরাহ্নে যদিও বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে তব্রুকের উপর প্রতিপক্ষের আক্রমণ বন্ধ হইয়া যায় এবং বিপক্ষের ট্যাঙ্কসমূহ চলিয়া যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষ তব্রুকের উপর পুনরায় আক্রমণ চালাইতে পারে, এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ যান্ত্রিক বাহিনী সোল্লুম এলাকায় পুনরায় আক্রমণ চালায় এবং বিপক্ষের কতক সৈন্য হতাহত ও বন্দী হয়।

তোব্রুকে বৃটিশের সাফল্য

তোব্রুক রক্ষা এবং মিশরে জার্ম্মাণ অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাজকীয় বিমানবহর খুব বড় রকমের অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

৩রা মে রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি বেনগাজির নিকটে বেনিনা বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া অনেকগুলি বিস্ফোরণের সৃষ্টি করে। মারাউয়া অঞ্চলে বৃটিশ প্লেনগুলি মোটরলরী ও যান্ত্রিক সৈন্যদলগুলির উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করিয়াছে। এই সমস্ত লরীর মধ্যে কতকগুলি সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছিল। অনেকগুলি মোটরলরী বিধ্বস্ত, আর কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এবং কিছু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

বৃটিশ সৈন্যগণ এ-পর্য্যন্ত তোব্রুকে তিন হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

শত্রুর সামরিক কেন্দ্রে অগ্নিকাণ্ড

কতকগুলি বৃটিশ বোমারু প্লেন তোব্রুকের দক্ষিণ-পূর্ব্বে শত্রুপক্ষের সামরিক হেড কোয়ার্টারে বোমা নিক্ষেপ করিয়া চারিটি বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে।

তুরস্কের উপর জার্ম্মাণ চাপ

স্বাধীন ফরাসী সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর ইস্তাম্বুলস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ইজিয়ান সাগরের কয়েকটী দ্বীপ জার্ম্মাণদের অধিকারভুক্ত হওয়ার তুরস্কের আত্মরক্ষার ব্যবস্থারও কিছু পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। স্ম্যার্ণা অঞ্চলেই এখন তুরস্কের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট ইনোনু এই অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন।

সংবাদদাতার বিশ্বাস, কৃষ্ণ সাগরে জার্ম্মাণদের যে আটখানা বড় বড় জাহাজ আছে সেইগুলি ইজিয়ান সাগরে আনয়ন করিয়া অধিকৃত দ্বীপগুলিতে সমরোপকরণ সরবরাহের কাজে নিয়োগ করিবে। বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদগুলি হইতে মোটামুটি এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, জার্ম্মাণী অতঃপর তুরস্কের উপরেই চাপ প্রদান করিবে। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে আপাততঃ শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া এই ধারণা স্পেনবাসীর হৃদয়ে স্বস্তির ভাব আনয়ন করিয়াছে।

সংবাদদাতা আরও বলেন যে, তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করিয়া ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জে ইটালীয়ানদের সাথে যোগাযোগ সাধন এবং তুরস্কের সহিত বাধা-বিঘ্ন বহুল যুদ্ধ বাদ দিয়া সিরিয়ায় উপস্থিত হওয়াই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

গণতন্ত্রের সাহায্যে মার্কিণ

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি প্রথম ডিফেন্স বণ্ড ক্রয়ের জন্য মার্কিণ জাতির নিকট বেতারযোগে এক আবেদন প্রচার করেন। মার্কিণ জাতির প্রিয় বহুগুলি আক্রান্ত ও বিনষ্ট হওয়ার যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, সেইগুলি রক্ষা সম্পর্কে এইভাবে অর্থ নিয়োগ করিবার জন্য তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, এই আক্রমণের বিভীষিকা যেখানেই উপস্থিত হউক না কেন সেইখানেই ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে; দুঃখের বিষয়, খুঁজিলে এই আশঙ্কা আমেরিকার প্রত্যেক ঘরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট গণতন্ত্রগুলিকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে ২০ লক্ষ টনের জাহাজ প্রস্তুত রাখিবার জন্য নৌকমিশনারকে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট কমিশনের চেয়ারম্যানের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ সমরোপকরণ ও আহার্য্য-দ্রব্য সাগরপারে প্রেরণের জন্য প্রচলিত ও প্রস্তাবিত সমুদ্র পথ হইতে সকল শ্রেণীর মালবাহী জাহাজগুলিকে ফিরাইয়া আনার দরকার হইতে পারে।

বৃটেনের সাহায্যে মার্কিণ জাহাজ

কয়েকদিনের মধ্যে আমেরিকা বৃটেনের সাহায্যের জন্য ৫০ খানি তৈলবাহী জাহাজ প্রেরণ করিবে। দক্ষিণ আমেরিকার বন্দর হইতে তৈল লইয়া উত্তর আটলাণ্টিকে ইহারা বৃটিশ জাহাজে সরবরাহ করিবে।

মার্কিণের নৌ-বল বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে "দুই মহাসাগর নৌবহর" বিল গৃহীত হইয়াছে। এখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের স্বাক্ষরলাভের পরই উহা আইনে পরিণত হইবে। বিলে মার্কিণ নৌবহরের জন্য ৩,৪১,৫৫,২১,৭৫০ ডলারের ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হইয়াছে।

[১২শ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

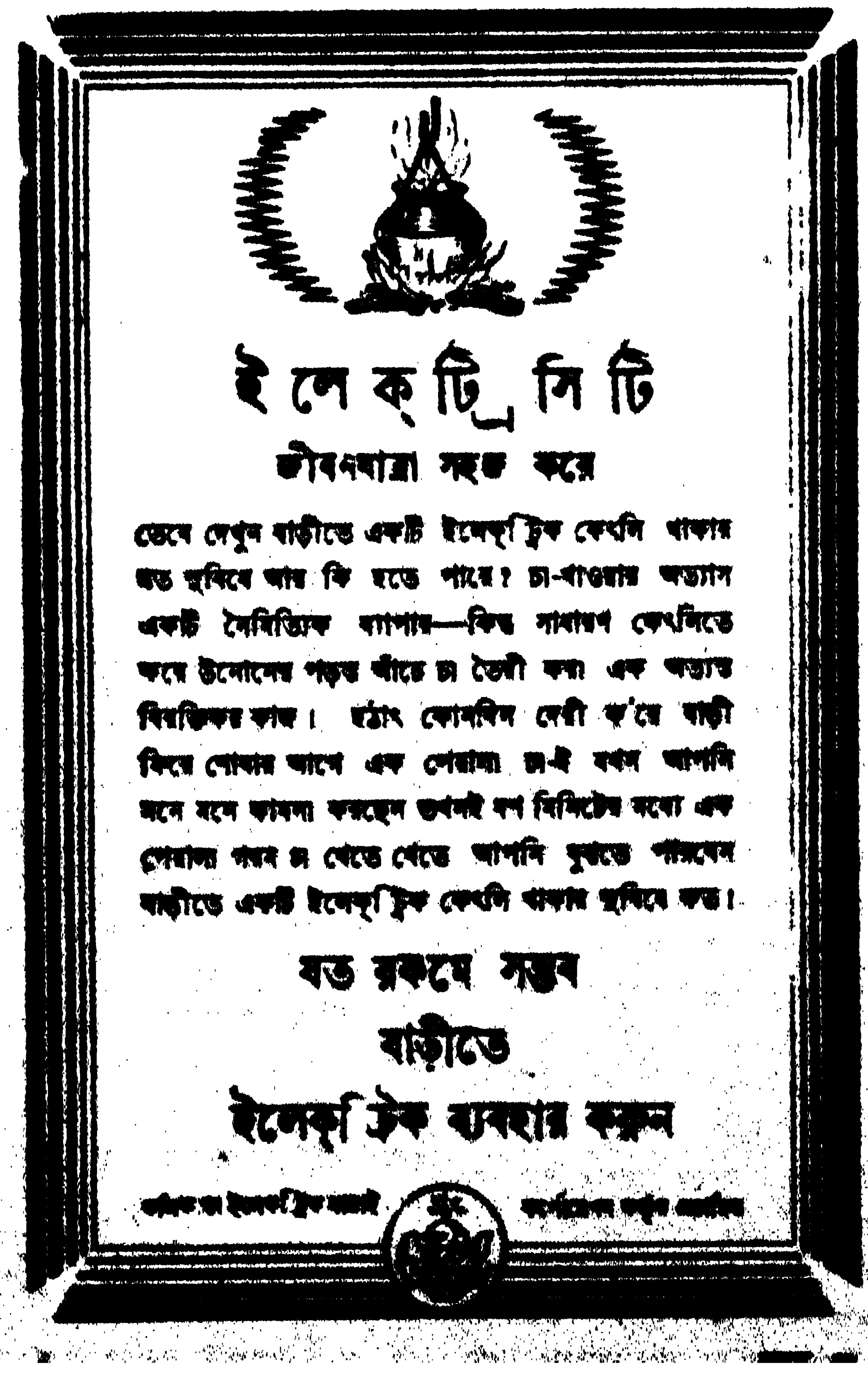

বাঙলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক

১৯৩৮-৩৯ সনের কার্য্যবিবরণী

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, বাঁকুড়া ও যশোহরে যে পাঁচখানি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক আছে, উহাদিগকে এখনও পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থে ইহারা কাজ চালাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক দুইটি আলোচ্য বৎসরে নিজ নিজ অর্থে কাজ চালাইতে সমর্থ হওয়ায় উহাদের পরিচালনার জন্য সরকারী অর্থ-সাহায্যের কোন প্রয়োজন দাঁড়ায় নাই। পরিচালনার জন্য অপর তিনটি ব্যাঙ্ক সমবৎসরে যাহা ব্যয় করিয়াছে, তাহা হইতে উহাদের আয়ের টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বাঙলা সরকার যোগাইয়াছেন। ইহারা ৫ টাকা সুদে টাকা কর্জ করিয়া ৮।৵০ সুদে উক্ত অর্থ ঋণ দেয়।

বাঙলা সরকার আরও ৫ খানি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক মঞ্জুর করিয়াছেন। যথাসময় উহাদের প্রতিষ্ঠা হইবে।

যতটা আশা করা গিয়াছিল, আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক-গুলির কাজ কারবার ততটা দ্রুত সম্প্রসারিত হয় নাই। নিম্নে উহার কারণ দেওয়া হইল:—

(১) ঋণ-সালিশী বোর্ডের প্রতিষ্ঠা;

(২) জমি বন্ধক রাখিতে অন্যান্য অংশীদারগণের অনিচ্ছা;

(৩) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি দায়বদ্ধ রাখার পর বিশেষ প্রয়োজনেও অন্যত্র ঋণ না পাওয়ার আশঙ্কা।

ঋণ-সালিশী বোর্ডগুলি সুদ বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া, খাতকের আর্থিক অবস্থানুসারে বকেয়া সুদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিয়া দীর্ঘ সময়ের কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের একটি নূতন উপায় করিয়া দিয়াছে। ফলে জমি বন্ধকী-ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ না করিয়া আসল টাকার সুদ দান হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করা হয়। যদি কোন খাতক নগদ টাকায় ঋণ শোধ করিতে চায়, তাহা হইলে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদিগকে অধিকতর সুবিধা দিতে পারে। এই উভয় ব্যবস্থার তারতম্য এক্ষণে তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। আশা করা যায়, অতঃপর ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ও ব্যাঙ্কের অবস্থা সুদৃঢ় হইবে। সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনে অংশ বাহিরের ব্যবস্থা হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর অংশীদারগণকে লইয়া অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের খাতকদিগকে কৃষি ঋণদান সমিতির সদস্য হইতে এবং তথা হইতে মৌসুমী ঋণ গ্রহণ করিতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি দায়বদ্ধ রাখার দরুণ অন্যত্র আর ঋণ পাওয়া যাইবে না বলিয়া লোকে যে-আশঙ্কা করিত এক্ষণে উহা তিরোহিত হইতেছে।

সংশোধিত পাব্লিক ডিমাণ্ড রিকভারী বা টিকে সার্টিফিকেট-যোগে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের দেনা আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ায় এবং ১৯৪০ সনের সমবায় সমিতি বিলেও বিশেষ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হওয়ার দরুণ ভবিষ্যতে এ-সকল ব্যাঙ্কের কাজ বেশ ভাল ভাবে চলিবে।

সদস্যসংখ্যা ২,০৪৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২,২২২ হইয়াছে। ব্যাঙ্কের খাতক-সদস্য ১,২৮৬ জন, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ১,১০৭ জন ছিল। খাতক-সদস্যদের মধ্যে ১,২৪১ জন রায়ত, ৩০ জন জোতদার, ২ জন মধ্য স্বত্বাধিকারী এবং ৩ জন অন্যান্য কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। আলোচ্য বৎসর ৭৪ লক্ষ টাকা ঋণ দাদন করা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১'২৩ লক্ষ ছিল। ঋণ-সালিশী বোর্ডের দরুণ টাকা লগ্নির ব্যবস্থা সঙ্কুচিত হওয়ার উপরোক্ত হ্রাসের কারণ বলা হয়।

আলোচ্য বৎসর '৩৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ '৩৩ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসর সদস্যগণের নিকট ব্যাঙ্কের পাওনা ৫'০৬ লক্ষ টাকা ছিল। তৎপূর্ব্ব বৎসর সদস্যগণের দেনার পরিমাণ ছিল ৪'৬২ লক্ষ টাকা। বন্যা ও স্থানে স্থানে অভাব অনাটনের দরুণ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ এতটা হ্রাস পাইয়াছে।

কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ৪'৪২ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫'০৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। উহার মধ্যে শেয়ার (অংশ) বাবদ '৪১ লক্ষ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের নিকট দেনা ৪'৪৭ লক্ষ এবং রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিলে '১৭ লক্ষ টাকা আছে।

ব্যাঙ্কের নিকট লগ্নি টাকার পরিবর্ত্তে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১০,৬৮৩ একর পরিমিত আবাদী জমি বন্ধক রাখা হয়। উহার মূল্য ১৫'৭৩ লক্ষ টাকা। বন্ধকী অন্যান্য সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ ২'৩৬ লক্ষ টাকা। উক্ত উভয় প্রকারের বন্ধকী ১৮'০৯ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপর ৫'৯৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সম্পত্তির মূল্যের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অর্থ মাত্র কর্জ দেওয়া হয়। লগ্নি টাকার মধ্যে পূর্ব্ব-ঋণ শোধের জন্য ৫'৪৬ লক্ষ টাকা, জমি খরিদ ও উৎকর্ষ-সাধনের জন্য .০৬ লক্ষ টাকা, ব্যাঙ্কের অংশ ক্রয়ের জন্য '৩০ লক্ষ টাকা ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কর্জ পরিশোধের জন্য ৫—২০ বৎসরের কিস্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে পরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ ২৫০ টাকা; দশ বৎসরের কিস্তিতে ১,০৬,৮৮৯৲ টাকা, পনর বৎসরে ৩,৫৮,৭৪৮৲ এবং ২০ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ্য ঋণের পরিমাণ ১,৩০,৯৬৬৲ টাকা; যে-সকল ক্ষেত্রে ১,০০০৲ টাকার কম ঋণ দেওয়া হইয়াছে, উহাদের সংখ্যা ১,১৭১ এবং সমষ্টিগত ঋণের পরিমাণ ৪'২৫ লক্ষ টাকা। মোট ১১৫টি ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে ১,০০০৲ টাকার অধিক কর্জ দাদন করা হয়। এরূপ ঋণের পরিমাণ মাত্র ১'৭২ লক্ষ টাকা।

ব্যাঙ্কের সদস্যগণের ঋণের পরিমাণ আপোষে ৮'৪১ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ৫'৫৪ লক্ষ করা হইয়াছে। সদস্যগণের সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩২'৩৭ লক্ষ টাকা; তাহাদের বার্ষিক আয় ৮'৩৫ লক্ষ এবং ব্যয় ৬'৮১ লক্ষ টাকা। খরচ বাদে উদ্বৃত্ত থাকে ১'৫৪ লক্ষ টাকা। এ-টাকায় ব্যাঙ্কের বার্ষিক দাবী '৭৭ লক্ষ টাকা পূরণ করা যাইতে পারে।

আলোচ্য বৎসর ব্যাঙ্কের মোট ১৭,৫৩২ টাকা লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর লাভের পরিমাণ ছিল ১১,২৮৭ টাকা। (প্রেস-নোট)

মহামান্য নেজামের দান

রাজকীয় নৌবহরের জন্য একখানা 'কর্ভেট' শ্রেণীর জাহাজ প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য মহামান্য নেজাম বাহাদুর এক লক্ষ পঞ্চাশ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। নৌ-বিভাগ এই দান গ্রহণ করিয়া, সম্প্রতি যে সমস্ত কর্ভেট জাহাজ নির্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে একখানির "হায়দরাবাদ" নাম দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙলার সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন যে, ২৮শে এপ্রিল কলিকাতার নিম্নোক্ত বাজার দর ছিল:—

আসাম আখি (কাগজের থলে)		প্রতি মণ	৫।।০
,, ,, (বস্তায়)		,,	৫।।০
,, ,, (কাগজের বস্তায়)			৫।।৵০
আসমাই খুড়—			
	কিশোর ব্রাণ্ড	প্রতি মণ	৬৪৲
	অমৃতভোগ	,,	৬৩৲
	গুজার	,,	৬৪৲
	রাধাপ্রতাপ	,,	৫৭৲
	শঙ্কর	,,	৬৩৲
	গীতা	,,	৬৪৲
	শ্রী	,,	৬৫৲
চাউল—			
	বাঁকতুলসী	,,	৬।০—৬।।০
	পাটনাই	,,	৫।।০—৬।০
	মোটা	,,	৫৷৵০
মুরগীর ডিম "এ" শ্রেণী প্রতি কুড়ি			৸৵০
,, ,, "বি" শ্রেণী		,,	।।৵০
,, ,, "সি" শ্রেণী		,,	।।/০
,, ,, "ডি" শ্রেণী		,,	।৵০
দুধ		টাকায়	/৪।।০ সের
আলু—			
	দেশী	প্রতি মণ	২।।০
	সৈনিতাল	প্রতি সের	/৩—/৯ পাই
মাছ—			
	রুই	প্রতি মণ	৩৫৲—৪০৲
	চিংড়ি	,,	১৮৲—৩৫৲
	ইলিশ	,,	১৪৲—১৮৲
ফল—			
	আপেল (কাশ্মীরী)		
	কমলা (নাগপুর)	প্রতি টাকায়	২০৲—২৫৲
	আনারস (আসাম)	প্রতি কুড়ি	৬৲—১৫৲
	কলা (সিঙ্গুর)	প্রতি ডজন	।০—।৵০
	,, (সিঙ্গাপুর)	,,	৵০—।/০

(প্রেস-নোট)

বেঙ্গল ল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিশন রিপোর্ট, ১৯৪০ (ইংরাজী)।

	বোর্ড বাঁধাই। টাকা	আনা।	কাগজের বাঁধাই। টাকা	আনা।
১ম খণ্ড ..	১	৮	১	০
	০	৮*	০	৬*
২য় খণ্ড ..	১	৪	০	১২
	০	৬*	০	৪*
৩য় খণ্ড ..	২	০	১	১২
	০	৯*	০	৭*
৪র্থ খণ্ড ..	২	০	১	১২
	০	৮*	০	৮*
৫ম খণ্ড ..	২	৪	২	০
	০	১০*	০	৯*
৬ষ্ঠ খণ্ড ..	২	৪	২	০
	০	১২*	০	৯*

*ডাক মাশুল।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস
(পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ),
৩৮, গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
সেলস্ অফিস:—রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

যুদ্ধের সাপ্তাহিক সংবাদ

[দশম পৃষ্ঠার পর]

আলেকজেন্দ্রিয়ায় সতর্কতা

আলেকজেন্দ্রিয়াতে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের আশ্রয় গ্রহণের উপযোগী ভবন নির্মাণের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে।

সিরিয়ার পরিস্থিতি ঠিক বুঝিতে পারা যাইতেছে না। সিরিয়ার সহিত প্যালেষ্টাইনের সীমান্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তথায় প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

জাপানীদের পশ্চাদপসরণ

চুংকিং-এ ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে চেকিয়াং প্রদেশের ওয়েন চৌ ও চেইমেন নামক যে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দুইটী অধিকার করিয়াছিল, চীনা বাহিনীরা উহা আক্রমণ করিয়া পুনরধিকার করে।

সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বিগত ২রা মে শুক্রবার দিন প্রত্যুষে চীনা সৈন্যবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া প্রচণ্ড কামানের গোলাবর্ষণ করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করে এবং অগ্রবর্ত্তী পদাতিক বাহিনীর সহিত যোগদান করে। ঐ দিন প্রত্যুষেই অগ্রবর্ত্তী রক্ষীদল ওয়েনচৌর পশ্চিম প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করে। এদিকে অন্য একটী শক্তিশালী বাহিনী একই সময়ে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিক হইতে শহরের উপর আক্রমণ চালায়। জাপানীরা ঐ সময়ে দক্ষিণ প্রবেশ পথের রাস্তার উপরে থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতেছিল। ইতিমধ্যে অন্য আর একটী চীনাবাহিনী চেইমেন আক্রমণ এবং উহা অধিকার করে।

মিঃ মাৎসুয়োকার উক্তি

গত ৪ঠা মে মিঃ মাৎসুয়োকা অনেক সাংবাদিকের নিকট সুদূরপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিণ মনোভাব অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহার যুক্তরাষ্ট্র গমনের প্রস্তাব সরাসরিভাবে অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, "প্রাচ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত মিঃ রুজভেল্ট অথবা মিঃ কর্ডেল হালের পক্ষে টোকিওতে আগমন করাই অধিকতর সমীচীন হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত অবস্থা আমি এখানে বসিয়াই অনুমান করিতে পারি।"

তুরস্কের মধ্যস্থতা

রয়টার-এর কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, তুর্কী গভর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ ও ইরাকী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিয়াছেন, লণ্ডনে এক্ষণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তুর্কী গভর্ণমেণ্টের এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোনরূপ আলোচনা আরম্ভ করার পূর্ব্বে হাব্বানিয়া হইতে ইরাকী সৈন্যগণকে অপসারিত করিতে হইবে। কায়রোর সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, সোমবার ব্রিটিশ বিমান বাহিনী হাব্বানিয়া অঞ্চলে পুনরায় কর্ম্মতৎপর হয়। ইরাকীরা মাঝে মাঝে গোলা বর্ষণ করিতেছিল, গোলাগুলি প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছিল। বসরা অঞ্চলে অবস্থা শান্ত।

রুশিয়ার নিকট জার্ম্মাণীর দাবী

লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকার আঙ্কারাস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণীরা সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের নিকট কতকগুলি দাবী জানাইতেছে। জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে চুক্তির সর্ত্তানুসারে রুশিয়া তাড়াতাড়ি পণ্য সরবরাহ করিতে না পারায় এই দাবীগুলি পেশ করা হইতেছে। ঐ সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যদি এই সব দাবীতে সম্মত না হয়, তবে রুশিয়াকে হয়ত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে।

বাঙলা সরকারের সিদ্ধান্ত

কলিকাতায় বহু নলকূপ স্থাপন

শত্রু কর্তৃক বিমান আক্রমণে কলিকাতার বর্ত্তমানে জল সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হইলে অন্য কি প্রকারে জল সরবরাহ করা যাইতে পারে গভর্ণমেণ্ট কিছুকাল যাবৎ তাহা আলোচনা করিতেছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া বিভিন্ন সম্মেলনে এই সমস্যাটির আলোচনা হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, টালার জল সরবরাহ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও যাহাতে অন্য উপায়ে শহরবাসীদের জল সরবরাহ করা যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তদনুসারে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় শহরের যে সকল অঞ্চলে ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী নাই তথায় ৫০০টি অগভীর নলকূপ (প্রায় ৭০ ফুট গভীর) এবং যে সকল অঞ্চলে ভূগর্ভে পয়ঃপ্রণালী রহিয়াছে তথায় দুই হাজার নলকূপ (প্রায় ২৫০ ফুট গভীর) বসানো হইবে। পরিদর্শনের ব্যয় ব্যতিরেকেই ইহাতে আনুমানিক ষোল লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আড়াই হাজার নলকূপ বসাইবার আদেশ দিয়াছেন। কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শ ক্রমে নলকূপের স্থান নির্ব্বাচিত হইবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

পল্লী-সংস্কার বক্তৃতা ও প্রদর্শনী

বাংলা সরকারের পল্লী-সংস্কার বিভাগ ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ইনষ্টিটিউট হলে পল্লী-সংস্কার বক্তৃতাবলী ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বিগত ৬ই মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় বাঙলার কৃষি-শিল্প ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খান "পল্লী-সংস্কার প্রদর্শনীর" উদ্বোধন করেন। রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় এই স্থানে "পল্লী জীবনোন্নতির তথ্য ও ভুল ধারণা এবং পল্লী জীবনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী সম্পর্কে বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম এছহাক, আই-সি-এস, বক্তৃতা করেন।

কক্সবাজারে বিবিধ অনুষ্ঠান

২১শে তারিখে বার্ষিক কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। সহযোগী সেক্রেটারী মোঃ কবির বখ্‌ৎ রিপোর্ট পাঠ করেন। তিনি এই বার্ষিক প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

২১শে মার্চ্চ একটি সঙ্গীত প্রতিযোগিতারও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৩ বৎসরের নিম্ন-বয়স্ক বালিকারাই মাত্র এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিল। মোট ৯টি বালিকা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

নাট্যাভিনয়

এই উপলক্ষে ২২শে মার্চ্চ তারিখে কক্সবাজার ড্রামাটিক ক্লাব একটি নাট্যাভিনয় করিয়াছিল। নিশিকান্ত বসু লিখিত বিখ্যাত "দেবদাসী" নাটক এই উপলক্ষে অভিনীত হইয়াছিল।

স্কাউট-সমাবেশ

বিগত ২৩শে মার্চ্চ স্থানীয় ময়দানে কক্সবাজারের স্কাউট ও গার্ল-গাইডদের এক বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

পল্লী-উন্নয়ন সমিতি

[illegible] মার্চ্চ তারিখে স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন সমিতির বার্ষিক [illegible] সভার অনুষ্ঠান হয়। মহকুমা-হাকিম এই পুস্তক সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মোঃ কবিরুদ্দিন আহমদ সমিতির ১৯৪০-৪১ সনের রিপোর্ট পাঠ করেন। রিপোর্টে বলা হয় যে, যদিও পল্লী-মঙ্গলের জনগণের অবস্থা-উন্নতি সাধনের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই করিয়া আসা হইয়াছে, তথাপি প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৮ সন হইতেই এই দিক দিয়া যথারীতি চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বর্ষের শেষ দিকে তদানীন্তন মহকুমা-হাকিম মিঃ [illegible] [illegible] আসে [illegible] সরকারী কর্ম্মচারীও স্থানীয় ভদ্রলোক সহ বিভিন্ন [illegible] গ্রামে গিয়া তদন্তে [illegible] করেন। সামাজিক পরিস্থিতের মধ্যে যে অবস্থার কিছু নাই, এই মহকুমার জনগণ প্রকৃতপক্ষে [illegible] হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। গত বর্ষে বড়বাকিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি ১০ মাইল দীর্ঘ ৮টি রাস্তা নির্ম্মাণ করে। বড়মহেশী পল্লী-মঙ্গল সমিতি প্রায় ৩ মাইল দীর্ঘ রাস্তা মেরামত করিয়াছে, একটি পুল তৈয়ার করিয়াছে এবং বহু [জায়গা] হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। একসঙ্গেই হলদিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও দক্ষিণ মিঠাছড়ি পল্লী-মঙ্গল সমিতি অনেক কল্যাণকর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়াছে। এই সব সমিতিকে উৎসাহিত করার জন্য উপযুক্ত সমিতিগুলির মধ্যে ১১টি শীল্ড বিতরণ করা হইয়াছিল।

দরবার

২৩শে মার্চ্চ তারিখে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জ্যাকেসন আই-সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী দরবারে অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত হইতে না পারায় মহকুমা-হাকিমই এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবং পুরস্কার-বিতরণ করেন।

বাঙলায় কুষ্ঠ-নিবারণী ক্লিনিক

বাঙলা সরকারের দান

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত দান মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। (ক) রাজশাহী মিউনিসিপালিটি কর্তৃক যে কুষ্ঠরোগ নিবারণী ক্লিনিক খোলা হইবে তাহা স্থাপন ও রক্ষণের নিমিত্ত দুইশত টাকা।

(খ) উক্ত ক্লিনিকের মেডিক্যাল অফিসারের, ডাক্তার ও তাঁহার ভৃত্যের বেতন বাবদ মাসিক ১৫৲ টাকা।

২। বাঁকুড়া জেলাবোর্ড কর্তৃক যে ৩টী কুষ্ঠরোগ নিবারণী ক্লিনিক খোলা হইবে তাহার ঔষধ, যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের জন্য ২ শত টাকা।

সম্রাট হাইলে সেলাসী

নাইরোবী হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, সম্রাট হাইলে সেলাসী বিজয়গর্ব্বে আদিসআবাবা প্রবেশ করিয়াছেন। শহরে বিপুল উদ্দীপনার সহিত সংবর্দ্ধিত হয়, কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই সম্রাটের আদিসআবাবায় প্রবেশ উৎসবের আয়োজন চলিতেছিল।

মালয়ে চীনা সামরিক বিমান

যুদ্ধ ও অদ্ভুত পরিদর্শনকারী চীনা সামরিক মিশন, সেখানে আসিয়াছেন। চীন প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহারা এক পক্ষকাল মালয় পরিদর্শন করিবেন। বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষভাগে ইহারা সিঙ্গাপুর আসিবেন বলিয়া অনুমিত হয়।

ক্যানাডার সৌধনিকের বিবৃতি

ক্যানাডার সৌধনিক মিঃ [illegible] [illegible] বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

Printed and published by GEORGE WILLIAM DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSSAIN.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

বাঙলার কথা

১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, ১২ই মে, ১৯৪১ [এক আনা

আধুনিক সমর-কৌশলের রহস্য

ক্ষিপ্রতা ও লোকবলের গুরুত্ব

[উইন্‌ট্রিংহাম লিখিত]

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, উহা যেসব পাঠক পাঠ করার পর সমরাঙ্গণের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিমাণ সম্পর্কে কেহ একটু আধটু মাথা না ঘামাইয়া পারিতেছেন না। প্রধান-মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে উত্তর আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, বলকান উপদ্বীপ, ভূমধ্যসাগর, আটলাণ্টিক, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকা, তুরস্ক এমন কি ককেসাসেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্র আরও বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িবে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের পরিমাণ শুধু দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে চলিবে না। কারণ যুদ্ধ শুধু জল ও স্থলপথে চলিতেছে না; আকাশে এবং সমুদ্রের নিম্নদেশেও উহার প্রচণ্ডতা কোন অংশে ন্যূন নহে।

শুধু কি ইহাই? যুদ্ধে বিপুল জনবল ও অস্ত্র আমদানি করিবার কৌশলও বিবেচ্য। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, লেখক বিষয় দুইটিকে অনেক সময় কেহ আমলই দেন না। বিগত মহাসমরের শেষ দিককার দুইটি উদাহরণ তুলিয়া আমি ব্যাপারটি পরিষ্কার করিয়া দিতেছি।

তখন সামরিক কার্য্যে বিমানপোতের ব্যবহার সবেমাত্র আরম্ভ হয়। আজকালের তুলনায় উহাকে শৈশবাবস্থা বলা যাইতে পারে। ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সনে যে বিমানপোত ব্যবহৃত হইত, উহাদের কল-কব্জা যেমন বিশৃঙ্খল, গতিবেগও তেমনি মন্দ ছিল। প্রথম প্রথম তখন বৃটিশ সামরিক বিমানপোতে রাইফেলধারী একটি মাত্র লোক থাকিত। সে প্রাণপণে উহার সদ্ব্যবহার করার প্রয়াস পাইত।

ঠিক সে-সময় ফোকার নামক জনৈক বিখ্যাত [illegible] একখানি বিমানপোতের ডিজাইন জার্মাণদের নিকট বিক্রয় করে। উক্ত বিমানপোতে সংস্থাপিত মেশিনগান হইতে মিনিটে ২০০ বার গুলী নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা ছিল। ফোকার পরিকল্পিত বিমানপোত আমাদের বিমান বহরের দারুণ [illegible] পূর্ব্বক [illegible] করিয়া তুলিয়াছিল।

কনষ্টান্টিনেস্কু নামক রুমানিয়ার জনৈক আবিষ্কারক সে-সময় [illegible] চেষ্টা করিতেছিলেন। ফোকার বিমানপোতের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ তিনি কিছু তৈরি করিতে পারেন কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন। [illegible]

কনষ্টান্টিনেস্কু কাজে হাত দিলেন। তিনি ফোকার মেশিন-গানের ৫ গুণ অধিক ক্ষমতাশালী একপ্রকার মেশিনগান আবিষ্কার করিলেন।

আমাদের [illegible] বা কার্টিসের তুলনায় ফোকার বিমানপোত অনেকটা শ্রেষ্ঠ ছিল, এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের সামরিক বিমানপোতগুলি ফোকারের তুলনায় অনেকটা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করিল।

কনষ্টান্টিনেস্কু বিমানপোতের প্রথম ঝাঁক সমর প্রাঙ্গণে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত, এমন সময় একটি মজার ব্যাপার ঘটে। জনৈক জার্মাণ গুপ্তচর বৃটিশ বৈমানিকের বেশে উহাদের একখানিতে চড়িয়া বসে এবং উহাকে চালাইয়া জার্মাণ শিবিরের নিকট লইয়া যায়। আমাদের সৈন্যসামন্ত একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। কিন্তু আবিষ্কারক কনষ্টান্টিনেস্কু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ জার্মাণরা উহার নির্ম্মাণ কৌশল ও মূলনীতি সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিবে না। কার্য্যক্ষেত্রেও উহাই দেখা গেল।

যুদ্ধাবসানে কনষ্টান্টিনেস্কুর সহিত পরিচিত হওয়ার পর আমি তাঁহাকে উহার নির্ম্মাণ কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন করি। তিনি [illegible] ব্যক্তির ন্যায় উত্তর করিলেন, গাণিতিক যোগ-বিয়োগের সাহায্যে চতুর্বিধ পরিমাণ ক্ষেত্র নির্ণয়ের ভিত্তিতে উক্ত বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে।

জার্মাণরা শুধু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতারই সন্ধান পাইয়াছে। অপর যে ৪।৫টি অত্যাবশ্যক কৌশলের বিষয়ও বিশেষ বিবেচনার যোগ্য, তন্মধ্যে গতিবেগ একটি।

তাঁহার উত্তর আমার নিকট অবোধগম্য ছিল বটে; তবে তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন পরিমাণ ক্ষেত্র ও অধিক সংখ্যক লোক নিয়োগের নীতি আমার নিকট বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর হইতে আমি এ-সম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছি। জার্মাণ-উদ্ভাবিত ব্লিৎসক্রীগ কনষ্টান্টিনেস্কুর মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৯ সন এবং ১৯৪০ সনের ৫ মাস আমরা উহা ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

[illegible] সপ্তাহে পোল্যাণ্ডের দারুণ পরাজয়ের ব্যাপার হইতেই আমাদের শিক্ষালাভ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। ফলে এই দাঁড়াইল যে, জার্মাণী তাহার বিরাট বাহিনী লইয়া দ্রুত গতিতে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফরাসী রাজ্যের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন শেষ করিয়া দেয়।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্স এবং বেলজিয়মের [illegible]

হওয়ার অন্যান্য কারণও আছে। এ-সম্পর্কে সরঞ্জাম, প্রস্তুত কার্য্য এবং সমর-বাহিনীর কার্য্যকলাপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যাহা হোক, ডানকার্ক হইতে সৈন্য অপসারণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্ষিপ্রতা এবং একসঙ্গে বিরাট বাহিনী নিয়োগের গুরুত্ব সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। কিন্তু আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনের যুদ্ধে ইহা আরও পরিষ্কাররূপে দেখা গিয়াছে। সুখের বিষয়, ক্ষিপ্রতা এবং আমাদের বিমানপোত হইতে একসঙ্গে ৮টি মেশিন গানের গোলাগুলী বর্ষণের ফলে দ্রুতগতিসম্পন্ন জার্মাণ বিমানপোতগুলি কাবু হইয়া পড়ে। আমাদের বিমানপোতের ক্ষিপ্রতার দরুণই [illegible] হইতে পারিয়াছে। প্রত্যেক সমর নায়কই একসঙ্গে বহু সৈন্য নিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছেন। নেপোলিয়ন বলিতেন, "যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্যই শুধু শত্রুকে পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম"।

শীঘ্রই হিটলার দেখিতে পাইবেন যে, ক্ষিপ্রতা এবং লোকবল তাঁহার নিজ দেশে তাঁহারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইতেছে।

মার্কিণ ব্যবসায়ী মহলের অভিমত

শতকরা ৮৪ জন হিটলারের বিপক্ষে

জনৈক সাধন প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভোট গ্রহণ করিয়াছিল। ভোটের ফলে দেখা যায়, ইহাদের শতকরা ৮৪.৪ জনই মনে করেন যে-কোনও প্রকারে হিটলারকে পরাজিত করা প্রয়োজন। শতকরা ৯০.৬ জনের অভিমত যে, যুদ্ধ নির্ধারণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী আমেরিকার জোর কাজ চালাইয়া যাওয়া উচিত। ইহাদের আবার প্রায় অর্দ্ধেকেরই মত এই যে, প্রয়োজন হইলে সাধারণ ব্যবসায় কমাইয়াও অস্ত্র নির্মাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মাশুলের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৯শে মে—১৯৪১

নিকট-প্রাচ্যের সামরিক পরিস্থিতি

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

সিরিয়ায় যে সকল নাৎসী সৈন্য ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা পূর্ব্ব অনুমিত সংখ্যা হইতে অনেক বেশী। সিরিয়া ইরাকের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ; সুতরাং সেখানে অধিক সংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি আশঙ্কার বিষয়। এমন কি, সিরিয়ায় নাৎসী সৈন্যদের সংখ্যা বিবেচনা করিলে ইহারা প্যালেষ্টাইনের ব্রিটিশ বাহিনীর উপরও চড়াও করিবে না, এমন বলা চলে না। বিশেষতঃ গ্রীস হইতে ইজিয়ান উপসাগরের অ্যাক্সিস অধিকৃত বিভিন্ন দ্বীপপথে আরও অধিক নাৎসী সৈন্য মধ্য-প্রাচ্যে পৌঁছিতে পারে। গত বৎসর জুন মাসে ফ্রান্স পরাজিত হয়, তাহার পর হইতেই সিরিয়ায় নাৎসীদের চক্রান্ত চলিতেছে। এ বিষয়ে তাহারা অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছে। সিরিয়ার শাহীন দল তীব্র জাতীয়তাবাদী এবং ফরাসী অভিভাবকত্ব (ম্যানডেট) দূর করিবার জন্য সচেষ্ট। সুতরাং জার্ম্মাণ প্রচারকেরা যে ইহাদের হাত করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। ইংরেজের পরমশত্রু জেরুজালেমের ভূতপূর্ব্ব গ্রাণ্ড মুফতি এতদিন বাগদাদ হইতেই চক্রান্ত পরিচালিত করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বাগদাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বর্ত্তমানে তিনি জার্ম্মাণীর প্রধান চর হিসাবে যোগদান হইতে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য্যাবলী পরিচালিত করিতেছেন।

ব্রিটেনের পক্ষে পরিস্থিতি সঙ্কটপূর্ণ সন্দেহ নাই। ফরাসী কমিশনার জেনারেল ডেনৎজের অধীনে সিরিয়ায় ফ্রান্সের বেশ কিছু সৈন্য আছে। কিন্তু জেনারেল ডেনৎজ কি জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়িবেন? ভিসি হইতে, এডমিরাল দার্লা যাহা আজ্ঞা করিবেন, জেনারেল ডেনৎজ সম্ভবতঃ তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন না এবং দার্লার নিকট হইতে যে ব্রিটেনের অনুকূল কোনও আচরণ আশা করা যায় না, তাহা প্রায় জানা কথা। এ অবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দুইটির কোনও একটি অবলম্বন করা উচিত :—

১। সিরিয়াবাসীর সমর্থন লাভের জন্য কোন আন্দোলন করা।

২। জার্ম্মাণী সিরিয়া দখল করিবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ-বাহিনী কর্ত্তৃক সিরিয়া অধিকার।

প্রথমটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এইরূপ কোনও আন্দোলন চালাইবার জন্য যতটা সময় প্রয়োজন, বর্ত্তমানে ততটা সময় হাতে আছে কিনা সন্দেহ আছে। অথবা দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অবলম্বন করিলে ভিসি সরকার ব্রিটেনের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতা আরম্ভ করিবে এবং ফলে ব্রিটেনের বিপক্ষে ফরাসী নৌবাহিনী এবং ফরাসী উত্তর-আফ্রিকার বন্দরগুলি ব্যবহৃত হইবে।

সিরিয়ায় হিটলারের কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ইরাকে যে গোলযোগ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সম্মিলিত বাহিনী কর্ত্তৃক ইরাকে শান্তি স্থাপন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেনের আত্মরক্ষার পরিকল্পনায় বাগদাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মোট কথা, এখন তুরস্কের সহিত কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন।

সিরিয়ার সম্বন্ধে কোনও নীতি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের সম্মিলিত সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সেনাবাহিনী অতিশয় শক্তিশালী ও সুসজ্জিত সন্দেহ নাই; কিন্তু হিটলারের কূটনীতির চাল সফল হইলে হিটলার এই অঞ্চলে অধিক সংখ্যক সৈন্য আমদানী করিয়া ইহাদের বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের আগামী নীতি

"আমেরিকার সমর-সচিবের অধুনা-প্রচারিত ইস্তাহারে তাঁহার স্বদেশের নীতি এমনই পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আমরা "বাঙলার কথা"র পাঠকবর্গকে এই ঘোষণার দু'একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার মতে হিটলার এবং একদল লোক জগতের এই দুরবস্থা আনিয়াছে এবং "অর কয়বছরের মধ্যে সভ্যতার" অগ্রগতিকে পাঁচ শতাব্দী পিছাইয়া দিয়াছে।" ভারতীয় পাঠকবর্গ এটা লক্ষ্য করিবেন যে, এই অভিমত একজন বৃটিশ রাজনীতিজ্ঞ অথবা প্রচারক প্রকাশ করেন নাই, এটা একজন মার্কিণবাসীর সুবিবেচিত অভিমত এবং তিনি ভিতরের খবর জানেন ও নিরপেক্ষ দেশের উচ্চ কর্ম্মচারীর পদ হইতে ঘটনাবলী দেখিতেছেন। তিনি জার্ম্মাণীর সঙ্গে ইটালীর ও জাপানের গভর্ণমেন্টকেও দোষী ঠিক করিয়াছেন, এবং এরা প্রধান অপরাধীর সঙ্গে অপরাধের ভাগ গ্রহণ করিবে, কেননা এরাও বিনা কারণে আক্রমণ করার দোষে অপরাধী। এই মহান্ মার্কিণবাসী আবার কথাও বলিয়াছেন :—"হিটলারের তথাকথিত নব-বিধান নতুন কিছু নয়; কোনদিন এতে বিধান আসেনি এবং জগতে কোনদিন বিধান আনিবেও না। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানবের সৃষ্টি সময় হইতে তাহার অগ্রগতির সুবৃহৎ ইতিহাসে মাঝে মাঝে বর্ব্বর অবৈধতার আবহ আসিয়াছে এবং হিটলারের এই আবহ কেবল মাত্র তারই একটা অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করিয়া জগৎজোড়া জনমতের চেষ্টা বহুবার করিয়াছে, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ীভাবে সমর্থ হয়নি এবং তাহারা ভবিষ্যতেও কখন হইবে না। যেমন দেশ পূর্ব্বে অনেকবার স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারী রাজার কাছে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সমর্পণ করিয়াছিল, হিটলার বিগত যুদ্ধের অশান্ত সময়ের অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছে। যেমন আকস্মিক ঘটনা সহজেই নিবারণ করা যাইত, হিটলার তাহাদের সুযোগেই বড় হইয়াছে। স্বাধীনতার অনেক অসাবধান প্রহরীকেই সুযোগ বুঝিয়া অতর্কিত অবস্থায় বধ করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন হইয়াছে, স্বাধীনতার পরে মানবের অগ্রগতি আবার শুরু হইবে এবং নূতন উপায়ে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া সে আবার আগাইয়া চলিবে। হিটলার যে নব এবং স্থায়ী বিধান স্থাপন করিয়াছে সেটা নির্মূল করা দুর্বল ও বাস্তুচ্যুত হইবে।"

মিঃ ষ্টিমসনের বর্ত্তমানী বক্তৃতার মধ্যে ইহা উপলব্ধি করা যায় যে, কথাই সব নয়। কথা অনুযায়ী কাজে পরিণত করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, "যদি আজ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর যুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

হইবে—যেমন আমেরিকার নৌবাহিনী [illegible] করা হইয়াছে। দুইটি মহাসমুদ্রে [illegible] আমেরিকার নৌবহর আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রগুলিতে বিচরণ করিতে পারে। [illegible] যতক্ষণ না [illegible] আক্রমণ শেষ হইতেছে, ততক্ষণ স্বাধীনতার অনুরাগীদের আশ্রিতদের রাখিতে আমাদের পথ খুঁজিয়া পারে। যতক্ষণ না নিজ [illegible] শেষ করিতেছে এবং স্বাধীনতার স্রোত আবার প্রবাহিত হইতেছে, ততক্ষণ এইভাবে শেষ পর্য্যন্ত এবং স্থায়ীভাবে অবিচ্ছিন্ন স্বেচ্ছাচারী শক্তিকে নিরস্ত করিবে।"

বর্ত্তমান জগৎ এই দুর্দ্দান্ত আক্রমণকারীদের উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। মিঃ ষ্টিমসনের বাক্যের প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর অন্য সকল অংশেও হইবে। স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং তুরস্কে লোকেরা ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্দেশ খুঁজিতেছে, তাঁহারা এ বিষয় চিন্তা করিবে। ভারতের পক্ষেও ইহার তাৎপর্য্য আছে।

স্পেনে জার্ম্মাণ অভিযানের পূর্ব্বাভাষ

বিভিন্ন ছদ্মবেশে বহু জার্ম্মাণ সৈন্যের প্রবেশ

মাদ্রিদ এবং লিসবন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গত কয় দিন ধরিয়া স্পেন এবং পর্ত্তুগালে বেসামরিক পোষাকে বহু জার্ম্মাণ সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতেছে। স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলির দিকে হাজার হাজার সেনা জার্ম্মাণ সৈন্য প্রকাশ্যভাবেই অগ্রসর হইতেছে। মাদ্রিদ ও লিসবনের জার্ম্মাণ গুপ্তচর অফিসের শাখাগুলিতে প্রকাশ্য ভাবেই অ্যাক্সিস-বিরোধী জনসাধারণকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা হইতেছে। বাহ্যতঃ স্পেনীয় গুপ্তচর পুলিসেরাই স্পেনে গ্রেপ্তার করিতেছে বটে, কিন্তু নাৎসীদের প্ররোচনায়ই যে এই সকল গ্রেপ্তার হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাদ্রিদের হোটেল ও সীমান্তের কাফেগুলিতে জার্ম্মাণদের অসম্ভব ভীড় লক্ষিত হয়। প্রকাশ, বিমান-ক্ষেত্রগুলিতে অজস্র জার্ম্মাণ বিমানপোত আসিয়া পৌঁছিতেছে, ইহাদের অনেকগুলিতে আবার অনেক জার্ম্মাণও আমদানী হইতেছে। ইহারা নিজেদের দালাল বলিয়া পরিচয় দেয় না বলে যে তাহারা স্প্যানিশ বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

জার্ম্মাণ "জন-সেবা" প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে স্পেনের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও রোগগ্রস্তদের সেবার জন্য যে সকল "সেবা-দল" মাস কয়েক পূর্ব্বে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষতঃ আটলান্টিক উপকূলের দিকে) উপস্থিত হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্ম্মাণীর অনুজ্ঞায় ফ্রান্সকে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ সরবরাহ করিতে হয়, এই সকল "সেবা-দল" তাহার কিছু কিছু স্পেনে আনিয়া বিতরণ করে এবং এই উপায়ে স্পেনের জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করে।

স্পেনে মোট কত জার্ম্মাণ আছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; তবে অনেকে মনে করেন যে ইহাদের সংখ্যা দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ হইবে। জার্ম্মাণ সংবাদপত্র ও বার্লিনস্থিত মাদ্রিদ ও স্পেনের বহু বহু সংবাদগুলি ছাপিয়া দিয়াছে। বার্লিন হইতে ভবিষ্যতের যে সংবাদ বাহির হইতেছে তাহাতে সুদান, মিশর, গাড়ী, এমন কি হয়ত অদূর ভবিষ্যতে, স্পেনের দিকে অগ্রসর হইবে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

এ যুদ্ধ ভারতেরই যুদ্ধ

[শিলিগুড়ি হাই-স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র রজতেন্দ্র রায়চৌধুরী লিখিত]

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। মানুষ যুদ্ধকে সকল অনর্থের মূল বলিয়া জানিতে পারিয়াছে অথচ ইহাকে পরিহার করিতে পারে নাই। যুদ্ধের পশ্চাতে সাধারণতঃ মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কাজ করে। জাতির স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, ক্ষমতাশালীর দম্ভ, উচ্চাকাঙ্খা, লিপ্সা অথবা পরস্পরের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস প্রভৃতি যুদ্ধ বিগ্রহের মূল কারণ বলিয়া সচরাচর দেখা যায়।

ইউরোপের আকাশেও আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। সাম্রাজ্য লোলুপ নাৎসীনেতা হিটলার যুদ্ধ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ন্যায়ের অমর্য্যাদা করিয়া একটীর পর একটি রাষ্ট্র গ্রাস করিতেছে—প্রাচীন কত কীর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে—কত হাস্যমুখর নগরী শ্মশানে পরিণত হইতেছে—কতশত হরিৎ শস্যক্ষেত্র মরুভূমির আকার ধারণ করিতেছে—আহতের আর্ত্তনাদে—ক্ষুধিতের কাতর ক্রন্দনে—গৃহহীনের মর্ম্মভেদী হাহাকারে আজ আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত।

বর্ত্তমান যুদ্ধ মূলতঃ বৃটিশ এবং জার্ম্মাণীর মধ্যে। ন্যায়ের পক্ষসমর্থনকারী ইংরাজ নাৎসীকবলকবলিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত এবং প্রপীড়িত রাজ্যসমূহকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বা করিতেছে তাই বৃটিশের উপর তাহার এই আক্রোশ। যুদ্ধ চলিতেছে ইউরোপে বৃটিশ ও জার্ম্মাণীর মধ্যে; তবে এই যুদ্ধকে "ভারতের যুদ্ধ" বলিয়া অভিহিত করিব কেন তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাষ্ট্রের সহিত তাহার অধীন দেশ সকলের অকাট্য সম্বন্ধ। ইহার একটী অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িলে অপর অঙ্গের উপরও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। বস্তুতঃ বৃটিশের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে। বৃটিশ যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তবে ভারতবাসী লাভবান হইবে, আবার বৃটিশ যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহা হইলে ভারতেরও দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না।

ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতবাসীকে ক্রমে স্বায়ত্তশাসনের উপযোগী করিয়া তাহাদের হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পণ করা। ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ খৃঃ অব্দে ভারতশাসন বিষয়ক যে সমস্ত আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা হইতে এই সত্য উপলব্ধি করা যায়। বৃটিশ শক্তি যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহা হইলে ভারতে বৃটিশ শাসন তথা ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিবে এবং ভবিষ্যতে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইব।

বিধাতা না করুন যদি এই যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে ভারতের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। কারণ তাহা হইলে ভারত অন্য জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবে এবং ভারতের স্বায়ত্তশাসনের ক্রমোন্নতি দুইশত বৎসর পিছাইয়া পড়িবে।

যদি ভারতে নাৎসী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারত যে অশেষ দুর্দ্দশা ভোগ করিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা নাৎসীবাদ সম্বন্ধে কিছু জানি না বলিলেই চলে—দূর হইতে যাহা জানি তাহা হইতে মনে হয় জার্ম্মাণী অতুল শক্তিতে মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যে যে সকল রাষ্ট্র নাৎসী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে তাহাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনিলে আমরা শিহরিয়া উঠি।

সম্প্রতি দেখা যাইতেছে বৃটিশ এবং জার্ম্মাণীর যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

এ যুদ্ধ জার্ম্মাণী আরম্ভ করিয়াছে গণতন্ত্রকে (Democracy) ধ্বংস করিবার জন্য। Democracy একটি বিশিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্র নহে। উহা বিশ্বমানবের একটি মনোভাব। ইহার মূলসূত্র হইতেছে প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির স্বাধীন চিন্তাধারাকে স্বীকার করা বা শ্রদ্ধা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতিকে তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত না করা। এই নব সভ্যতা ও তাহার অন্তর্নিহিত মনোভাব দ্বারা আমরাও যে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নাৎসীগণ এই মনোভাবকে ধ্বংস করিতে উদ্যত এবং মিত্রপক্ষ প্রত্যেকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। এই নব সভ্যতাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক সুসভ্য জাতির একান্ত কর্ত্তব্য। ভারতেরও এই কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

নাৎসীরা যে শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে তাহা নহে, পরন্তু অধীন দেশসমূহের প্রজাবৃন্দের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করিতেছে। এই অবিচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

"যে ব্যক্তি অন্যায় করে সে যেমন দোষী—অন্যায় যে সহ্য করে সেও তেমনি দোষী; কারণ সে অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়।" এখনই যদি হিটলারের অন্যান্য দেশ ও জাতির উপর স্বাধিকার বিস্তারের বাসনার পরিসমাপ্তি না করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবে না। এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সেই নরপশুদের হিংস্র গ্রাসের সম্মুখে পতিত ও বিপদাপন্ন হইতে পারে।

এই যুদ্ধের পশ্চাতে যে জার্ম্মাণীর কোনও মহৎ আদর্শ নাই, তাহা বলা বাহুল্য। সাম্রাজ্য লিপ্সা ও গণতন্ত্রের মূলচ্ছেদ প্রভৃতি মারাত্মক ইচ্ছায় প্রবুদ্ধ হইয়া সে এই যুদ্ধে নামিয়াছে। যে কোন উপায়ে হউক মাটির নীচে লুকাইয়া—আকাশের উপর উড়িয়া—নিরীহ জনসাধারণের ধনপ্রাণ বিনষ্ট করিয়া—প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির নিদর্শন ধূলিস্মাৎ করিয়া সে তাহার বিশ্বাধিকারী ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর। লোলুপ নাৎসীর করালগ্রাসে পড়িয়া বিশ্ব-সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকেও যুদ্ধে নামিতে হইবে।

ইউরোপের যুদ্ধ বর্ত্তমানে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃই ভারতের দিকে আগাইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে যে এই যুদ্ধ ভারতে সংক্রমিত হইবে, এই আশঙ্কাও অমূলক নহে। ইউরোপীয় যুদ্ধ এডেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; এদিকে চীন জাপানের যুদ্ধ শ্যামের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এডেন কিংবা শ্যাম সীমান্ত হইতে ভারতের দূরত্ব—বিশেষতঃ এই বিমানপোতের দিনে—কিছুই নহে। কাজেই এই যুদ্ধ যাহাতে আর প্রসার লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। ভারতের বুকের উপর যুদ্ধ চলুক—ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি ও শিল্পের নিদর্শন ধ্বংস হউক—ইহা কোনও ভারতবাসী কিংবা ভারতের কোনও শুভাকাঙ্খীর অভিপ্রেত নহে।

কিন্তু ভারতকে বিদেশী দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তাহার জন্য আমাদের বৃটিশের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। কাজেই অবিলম্বে বৃটিশের সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধের প্রসারকে বন্ধ করিতে হইবে।

শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই নহে, কিংবা বিপন্ন বিশ্ব তথা ভারতীয় সভ্যতা রক্ষার জন্যই নহে—মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, কৃতজ্ঞতার দিক দিয়াও আমাদিগের বৃটেনের সাহায্য করিবার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত। সে কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হইবে।

বৃটেনের শাসনে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছে, দেশের শিক্ষার উন্নতি হইয়াছে, দেশের অন্ধ কুসংস্কার দূরীভূত হওয়ায় ভারতবাসী সজীবতা লাভ করিয়াছে—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সহজ হইয়াছে—এক কথায়—সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিক্ষার নানা প্রকার উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, ইংরেজ জাতি আমাদের দেশের শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ ও নানা বিষয়ের উন্নতি করিয়া আমাদিগকে কত উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। আজ বৃটেন অসুবিধায় পড়িয়াছে। এই সময় তাহাকে ত্যাগ করা আমাদের উচিত হইবে না। তাহাকে সাহায্য করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেক ভারতবাসী আজ বারবার দলবদ্ধ হইয়া দাবী করিতেছেন যে, বৃটেন আমাদিগকে স্বাধীনতা না দিলে আমরা বৃটেনকে সাহায্য করিব না। কিন্তু তাহারা ইহা বুঝিতে পারেন না যে, কোনও দেশ কোনও উপনিবেশকে স্বায়ত্তশাসন দিতে পারে না। স্বায়ত্তশাসনের জন্য নিজেদেরই যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়। আজ যদি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের খাতিরে আমাদের রাজা ও দুর্দ্দিনের বন্ধু বৃটিশের প্রতি আমাদের মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য অবহেলা করি, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কিছুই থাকিবে না।

যুদ্ধের নানা পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এই যুদ্ধ শুধু জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটিশের যুদ্ধ নহে, এই যুদ্ধের সকল অবস্থার সহিত ভারতের স্বার্থ বিজড়িত। স্বার্থের খাতিরে, স্বাধীনতার আশায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আপনার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এবং মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য ভারতবাসীকেও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। তাই এই যুদ্ধ শুধু জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটিশের যুদ্ধ নহে। এই যুদ্ধ বিশ্ব-সভ্যতাধ্বংসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধকে ভারতের যুদ্ধ বলিব।

বৃটেন আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে, জাতীয় আদর্শ ভিন্ন চিরস্থায়ী ঐক্য সম্ভব হয় না। বহুদিন যাবৎ আমরা যে জাতীয় ঐক্য কামনা করিয়া আসিতেছিলাম, বৃটেন তাহাই আমাদিগকে দিয়াছে।

আজ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় এক মহাজাতিতে পরিণত হইবার আকাঙ্খায় একই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একই লক্ষ্যপথে চলিয়াছে। স্বরাজ সকলেরই লক্ষ্য। এ বিষয়ে বৃটেনও ভারতের সহিত একমত। তবে সময়ের তর্ক লইয়া কি মিলনের পথে বাধা পড়িবে? অথবা চিরকালই এই দুইটী দেশ অসন্তোষ ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া চলিবে? আশা করি তাহা কখনই হইবে না। ভারতের অতীত গৌরবোজ্জ্বল; তাহার ভবিষ্যৎ গৌরব সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। আমরা যেন সকলেই স্বদেশ জননীর গৌরব ও মহিমা বৃদ্ধির জন্য অনুরাগ এবং নাৎসীশক্তির ধ্বংস সাধনে ধন, মান, প্রাণ অর্থাৎ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বৃটিশপতাকাতলে সমবেত হইতে বদ্ধপরিকর হই।

গ্রীক নৌবাহিনী যুদ্ধ থামাইবে না

মিত্রশক্তির নৌবহর বৃদ্ধি

গ্রীক নৌবহর যে এইবার হইতে মিত্রশক্তির সহিত এক যোগে কার্য্য করিতে থাকিবে, সে সংবাদ ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রীক নৌবহরে ৬ হাজার হইতে ৭ হাজার নৌ সৈন্য ও নৌ সৈন্যাধ্যক্ষ আছে। উহা ছাড়া রিজার্ভ বাহিনীতেও অনেক লোক আছে। গ্রীক নৌবাহিনীতে অন্যান্য জাহাজের সহিত "এভেরফ" নামক ক্রুজার, ১০টি ডেষ্ট্রয়ার, ১৩টি পুরাতন টর্পেডো বোট, ৬টি সাবমেরিণ, ২টি মাইন বর্ষণকারী জাহাজ ও কতকগুলি সাহায্যকারী (অক্সিলিয়ারী) জাহাজ আছে।

ঋণ-সালিসী বোর্ডের কর্ম্মতৎপরতা

কাঁথি মহকুমায় বহু মামলা নিষ্পত্তি

বাঙলার ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলি যে দিন দিন খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে, নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতে উহা বেশ বুঝা যায়।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথির অন্তর্গত মধুসবাড়ীর অধিবাসী গঙ্গাধর নায়ক উক্ত গ্রামের প্রসন্ন দাসের নিকট হইতে ৩১ টাকা কর্জ লইয়াছিল। মধুসবাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ডে উক্ত টাকা সম্পর্কে মামলা দায়ের হইলে বোর্ড ২০ টাকায় উহা নিষ্পত্তি করিয়া দেন। মহাজন দলিলখানি খাতককে ফেরৎ দিয়াছেন।

কাদুবির নিবাসী বিশ্বনাথ ঘট উক্ত গ্রামের সত্যের নিকট সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ৩০০ টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল। মধুসবাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ডের চেষ্টায় খাতক ও মহাজন একমত হইয়া খাতক মহাজনকে ১৪ কাঠা জমি ছাড়িয়া দেওয়ায় মামলাটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

সেউলবাড়ীর বৈকুণ্ঠ প্রধান দেওয়ানী আদালত হইতে তাহার খাড়াপুর নিবাসী প্রধানের বিরুদ্ধে ৫৫ টাকা ডিক্রি পায়। খাদিরী ঋণ-সালিসী বোর্ডের চেষ্টায় খাতক নগদ মাত্র ২৫টি টাকা প্রদান করিয়া ডিক্রির দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি না হইলে পারিবারিক বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পাইয়া নানা অনর্থ ঘটাইত।

ভবানীচকের সতীশ দিন্দা বনাম সতীশ দিন্দার মামলাটিও বোর্ডের চেষ্টায় আপোষে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। এই মামলায় সতীশ দিন্দা আসল বাবদ ২,০০০ এবং সুদ বাবদ ১,৩৬৫ দাবী করিয়াছিলেন। বোর্ড সর্ব্ব-মোট ২,০০০ টাকায় উহা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। বার্ষিক ৫০০ করিয়া ৪ বৎসরে উহা পরিশোধ দেওয়া স্থির হইয়াছে।

হিটলারের ভাবী মতলব কি ?

মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটেনের সতর্কতা

যে সৈন্যবাহিনী লইয়া হিটলার বলকানের মধ্য দিয়া অভিযান চালনা করিয়াছে, এইবার তাহাদের লইয়া সে কি করিবে ?

ইংলণ্ড অভিযান করিবার আশায় হিটলার ইহাদের বলকান হইতে পশ্চিম দিকে লইয়া আসিতে পারে, অথবা লিবীয়ায় আরও সৈন্য প্রেরণ করিয়া মিসরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালাইতে পারে। কিন্তু হিটলার এই দুইটি পন্থার যেটিই অবলম্বন করুক, অচিরাৎ বৃটেন অভিযান বা মিসরের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। কারণ একমাত্র সৈন্য-চলাচলেই কয়েক সপ্তাহ সময় লাগিয়া যাইবে।

এই দুইটি ছাড়া হিটলার হয়ত অন্য আর একটি পন্থা অবলম্বন করিতে পারে। ডোদকানিজ দ্বীপপুঞ্জের উপর অধিকার লাভ ও উত্তর দিক হইতে মিসরকে বিব্রত করিবার লোভে হিটলার তুরস্ক আক্রমণও করিতে পারে। অনুরূপ উদ্দেশ্যে এবং একই সঙ্গে সিরিয়া অভিযান করাও হিটলারের পক্ষে অসম্ভব নহে। এরোপ্লেনযোগে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ সম্ভব। কিন্তু ব্রিটিশ সমরনায়কেরা এ সমস্ত সম্ভাবনার কথাই অবগত আছেন। ইরাকের উপর যে জার্ম্মাণ আক্রমণের আশঙ্কা আছে, গত গ্রীষ্মকালেই তাঁহারা সে সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কেও অনুরূপ আশঙ্কার কথা বিবেচিত হইয়াছে এবং আলিস হইতে সম্ভাবিত জার্ম্মাণ অভিযান প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। মিসর রক্ষার জন্যও প্রতিদিন নূতন নূতন সৈন্য ও রসদাদি প্রেরিত হইতেছে।

ইউনিয়ন-বোর্ড এসোসিয়েশনের উদ্যম

মাতৃ-সদন প্রতিষ্ঠা

ময়মনসিংহ জেলার গোপালপুর সার্কেল ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "পুটিয়া রাজকুমারী সুরেন্দ্রবালা মাতৃ সদনের" দ্বারোদ্ঘাটন কার্য্য সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার এস, কে, ঘোষ, আই, সি, এস, কর্ত্তৃক সুসম্পন্ন হইয়াছে।

স্থানীয় সার্কেল অফিসার মৌলভী কে, আর, খাদেম সাহেবের প্রচেষ্টায় একটী সার্কেল ইউনিয়ন বোর্ড এসো-সিয়েশন গঠন ও জনহিতকর কার্য্যের এক বিরাট পরি-কল্পনা রচিত হয়। স্থানীয় সার্কেল অফিসারের অনু-প্রেরণায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে এসোসিয়েশন এক বৎসর পূর্ব্বে ৮টী রোগশয্যাযুক্ত একটী ইন্-ডোর হাস-পাতাল স্থাপন করিয়াছে।

উক্ত সার্কেল অফিসার সাহেবের অদম্য উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক একটী মাতৃ-সদন বিল্ডিং নির্ম্মিত ও আবশ্যকীয় আসবাবপত্র ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে পুটিয়া-রাজ ট্রাষ্ট এষ্টেট ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে এপ্রিল অপরাহ্নে যুদ্ধ প্রচেষ্টা, পল্লী-উন্নয়ন, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রদায়িক প্রীতি উপলক্ষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উহাতে প্রায় ৫,০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেটকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

গোপালপুর যুদ্ধ সব-কমিটির সেক্রেটারী বাবু ভূপতি মোহন রায় চৌধুরী যুদ্ধ ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক আদায়ী চাঁদা হইতে মোট ১,৭০০ সতর শত টাকার একটী তোড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করেন। সভায় মৌলবী কে, আর, খাদেম, প্রেসিডেণ্ট, ইউ, বি এসোসিয়েশন, বাবু বঙ্কিম চন্দ্র দে, এম, এ, বি, এল, উকিল জজকোর্ট, ময়মনসিংহ ডি, বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল, ও বাবু মুরলীধর গাঙ্গুলী, বি, এ, প্রাঞ্জল বক্তৃতা করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পল্লীগ্রামে হাসপাতাল ও মাতৃ-সদন স্থাপনের জন্য মৌলবী কে, আর, খাদেমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৫ই এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ৩,১৭৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ফরিদপুরে ৬৬৪ জন, বাখরগঞ্জে ৪৯২ জন, কলিকাতায় ২৭৩ জন, ২৪-পরগণায় ২৩২ জন, হাওড়ায় ১৫১ জন, যশোহরে ২৫৯ জন, খুলনায় ২১১ জন, চট্টগ্রামে ১৮৪ জন এবং ত্রিপুরায় ১২৮ জন আক্রান্ত হয়।

উক্ত সময়ে মোট ১,৪০৮ জন লোক কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১২৫ জন, যশোহরে ১৮৯ জন, ফরিদপুরে ২৬৫ জন, বাখরগঞ্জে ২৩৮ জন, চট্টগ্রামে ১৩২ জন এবং খুলনায় ১১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মোট ১,০৭৬ জন লোক উক্ত সময় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয় ; তন্মধ্যে কলিকাতায় ৩৮৯ জন, বর্দ্ধমানে ২৫৫ জন এবং হাওড়ায় ১১৮ জন লোক রোগাক্রান্ত হয়। বসন্ত রোগে মারা যায় মোট ৫১০ জন লোক, তাহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতাতেই মরে ৩২৭ জন।

দার্জিলিংয়ে মোট ৭১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইনফেকচ মেনিঞ্জাইটিস রোগেরও প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগে কেহ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ট্যাঞ্জিয়ারে জার্ম্মাণদের কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের প্রয়াস

স্প্যানিশ পরিস্থিতির ক্রম-অবনতি

গত দুই সপ্তাহে স্প্যানিশ পরিস্থিতি সকল দিক দিয়াই মন্দের দিকে গিয়াছে। স্পেনের খাদ্য-সমস্যায় আরও অবনতি হইয়াছে, ধনীরা টাকা ব্যয় করিলে এখনও ইচ্ছামত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু দরিদ্রদের খাদ্য-সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। দরিদ্রদের জন্য সহানুভূতিরও একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্পেন ও স্প্যানিশ মরোক্কোর উপর জার্ম্মাণীর চাপ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মাণরা ইতিমধ্যেই মাদ্রিদের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। স্পেনের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ গুপ্তচর পুলিসের অফিসের একটি শাখা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

আফ্রিকায় জার্ম্মাণরা তাহাদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ট্যাঞ্জিয়ারে স্থানান্তরিত করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ট্যাঞ্জিয়ারের আবহাওয়া টিটুয়েন অপেক্ষা ভাল। তাহা ছাড়া জিব্রেলটার প্রণালী ও ফরাসী মরোক্কোর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহা সমুদ্রের উপর দৃষ্টি রাখা এবং জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী স্থান।

ট্যাঞ্জিয়ারের শাসন-পরিষদে জার্ম্মাণ মন্ত্রী নিয়োগ করা হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের জন্য বহু জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইবে, যাহাতে শহরটির কর্ত্তৃত্বভার জার্ম্মাণদের হাতে আসে। কয়দিন হইল ট্যাঞ্জিয়ারে সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; জার্ম্মাণরা তার এবং বেতারযোগে প্রেরিত সংবাদও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিতেছে। ট্যাঞ্জিয়ারের বেতার ঘাঁটি হইতে নির্ল্লজ্জ নাৎসীপক্ষীয় প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা বুঝিয়াছে যে, স্প্যানিশ মরোক্কো ও ট্যাঞ্জিয়ারের উপর কার্য্যতঃ সামরিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারিলে তাহাদের পক্ষে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের প্রবেশ-মুখ বন্ধ করা সম্ভব হইবে না।

কেহ কেহ মনে করেন, স্প্যানিশ মরোক্কোতে কোনও চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। আন্দোলনকারীরা এখানে স্প্যানিশ স্বাধীনতার ধ্বজা ও রাজকীয় পতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। তবে এইরূপ দুঃসাহসিক আন্দোলন শুধু একজনই আরম্ভ করিতে পারেন ; তিনি জেনারেল বেইগবেডার। গত কয়মাস ধরিয়া স্প্যানিশ মরোক্কোর তিনি প্রায় আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছেন।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

"সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য

ও

অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়"

(ইংরাজি ও বাংলা)

মূল্য দুই আনা—ডাক মাশুল তিন আনা।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর,

সেন্ট্রাল অফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা

ও

কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ইরাকের বিদ্রোহ সম্পর্কে তুরস্কের মনোভাব

বৃটিশ ইরাকের অবস্থা সম্পর্কিত সমস্ত সংবাদ তুরস্ককে জানাইতেছেন। বৃটিশ রাজদূত, তুর্কী পররাষ্ট্র সচিব এম, সারাজগলুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

তুর্কীরা ইরাকের ব্যাপারের মীমাংসার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব; তবে ঐ সঙ্গে তাঁহারা রশিদ আলী যে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন, তাহা না মনে করিয়াও পারিতেছেন না।

হাব্বানিয়া অঞ্চলে সংগ্রাম

গত ৫ই মে হাব্বানিয়া এলাকায় বৃটিশ প্লেনগুলি পুনরায় তৎপর হইয়া উঠে। শত্রুপক্ষ মধ্যে মধ্যে গোলা বর্ষণ করে, কিন্তু অধিকাংশই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

সম্রাট হাইলে-সেলাসীর আদ্দিস-আবাবায় প্রবেশ

নায়রোবী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সম্রাট হাইলে-সেলাসী ৫ই মে অপরাহ্ণে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বিজয়ী বেশে আদ্দিস-আবাবায় প্রবেশ করিয়াছেন। আদ্দিস-আবাবায় প্রবেশ করিলে পর জেনারেল কানিংহাম ও সম্রাটের দুই পুত্র তাঁহার প্রতি সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, শহরে মহাসমারোহে আড়ম্বর ও উৎসবের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল এবং নগরবাসীরা একমাস কয়েকদিন ধরিয়া আয়োজনে ব্যস্ত ছিল।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

ডেসী হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর বৃটিশ সৈন্যদল আম্বা-আলাজীর আশে পাশে অবস্থিত ইটালীয়ান ঘাঁটিগুলির পশ্চাদ্ভাগের দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। টেসেনী হইতে অগ্রগামী বৃটিশ সৈন্যদল আডোনির পথে একটি শত্রু ঘাঁটি দখল করিয়া লইয়াছে এবং কিছু শত্রু সৈন্য হতাহত করিয়াছে।

বেনগাজী অঞ্চলে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

রাজকীয় বিমানপোতসমূহ বেনগাজী বন্দর ও ত্রিপলি শিয়েনিকা বন্দরে ভয়াবহভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল। বৃটিশ আক্রমণের ফলে একমাত্র বেনিনাতেই ৫টি বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে। বিমান আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষের সামরিক বাহিনীর সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

ইতালীদের গোলাবারুদের অভাব

জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, ইতালী সৈন্যদিগকে যথাসম্ভব কম গোলা বারুদ ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। কারণ তাহারা নূতন গোলাবারুদ আমদানী করিতে পারিতেছে না।

ইরাকে বিদ্রোহীদের আত্ম-সমর্পণ

ইরাকের হাব্বানিয়ার অবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক। তৈলের পাইপ লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী ঘাঁটির বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং অধিকাংশ ঘাঁটিই বৃটিশ সৈন্যগণ দখল করিয়াছে।

একখানি বৃটিশ পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানপোতকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যে সমস্ত বিদ্রোহী পাইপ লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী ঘাঁটি দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা শ্বেত পতাকা উত্তোলন করিয়া আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ স্থলবাহিনী এই ঘাঁটি দখল করে।

ট্রান্সজর্ডনে ইরাকী সৈন্য বন্দী

একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইরাকে বৃটিশ বাহিনী দুইটি কামান হস্তগত ও ৪০০ জনাধিক সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে; ইহা ছাড়া আরও অনেক কিছু জিনিষপত্র হস্তগত হইয়াছে।

১৫ হাজার ইটালীয় সৈন্য বন্দী

ইটালীয়ানরা আবিসিনিয়ার ৫৫ মাইল উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী [illegible] সহিত [illegible]।

বৃটিশ বাহিনী উত্তর দিক হইতে আম্বা-আলাজীর রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী আরো কয়েকটি ঘাঁটি দখল করিয়াছে এবং ১৫ হাজার সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলেও সন্তোষজনক গতিতে অভিযান চলিতেছে।

হাব্সী সম্রাটের ঘোষণা

সম্রাট হাইলে সেলাসী প্রেস-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকালে বলিয়াছেন যে, তিনি বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে হাবসী বাহিনীকে অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে হাবসী যোদ্ধাদিগকে যে কোন রণাঙ্গনে প্রেরণ করিতে পারিবেন। তিনি আরও বলেন যে, আবিসিনিয়ার গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার এবং কৃষি ও সমাজের উন্নতিসাধন তাঁহার গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যে পরিণত হইবে।

ভূমধ্যসাগরে শত্রু কনভয় আক্রমণ

রাজকীয় বিমান বহর ভূমধ্যসাগরে এক শত্রু কনভয় আক্রমণ করে; দুইখানা জাহাজের উপর সরাসরি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দুইখানা জাহাজেই পাশে হেলিয়া পড়ে, একখানা হইতে প্রচুর ধূম্ররাশি উত্থিত হয়।

ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ গোপন-চুক্তি

এডমিরাল দারলা জার্ম্মাণীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে গোপন সামরিক শর্ত্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমস্ত গোপন শর্ত্ত অনুযায়ী জার্ম্মাণী মরক্কো ও সিরিয়ার বিমানঘাঁটি ব্যবহার করিতে পারিবে।

জার্ম্মাণীতে বৃটিশ বিমানের ব্যাপক হানা

গত ৮ই মে রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বোমারু ও জঙ্গীপ্লেন জার্ম্মাণীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে।

হামবুর্গ ও ব্রিমেন বন্দরে প্রচণ্ড আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বার্লিন, এমডেন এবং আরও নানাস্থানে বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

ইরাকে অনেকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত

হাব্বানিয়ার এয়ারফোর্স ক্যান্টনমেন্টের নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ক্যান্টনমেন্টের চতুষ্পার্শ্বে সামান্য কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে—তবে উহা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। বসরায় বৃটিশের অধিকার আরো বিস্তৃত হইয়াছে এবং তাহারা ব্যাঙ্ক, টেলিগ্রাফ অফিস প্রভৃতি কয়েকটি কমার্শিয়াল বিল্ডিং দখল করিয়াছে। সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছিল, তবে উহা মোটেই গুরুতর ধরণের নহে। সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, সব কিছুর এখনও অবসান হয় নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সম্ভাবনা অনুযায়ী অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

জাহাজ নিমজ্জনের বিবরণ

এপ্রিল মাসে বৃটেনের পক্ষের ১০৬টি বাণিজ্য জাহাজ মোট ৪৮৮,১২৪ টনের—জলমগ্ন হইয়াছে।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে "জার্ম্মাণ ও অন্যান্য সূত্রে নানা রকম খবর প্রচারিত হওয়ায় প্রচার বিভাগ ঘোষণা করিতেছেন যে, শত্রু আক্রমণে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে নিম্নলিখিতরূপ বাণিজ্য জাহাজ ডুবি হইয়াছে।—বৃটিশ জাহাজ ৬০টি—মোট ২৯৩,০৮৯ টন; মিত্র পক্ষের জাহাজ ৪৩টি—মোট ১৮৯,৫৭৩ টন; নিরপেক্ষ জাহাজ ৩টি—মোট ৫,৫৬২ টন।"

জার্ম্মাণ জাহাজডুবির খতিয়ান

নৌবিভাগ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত সপ্তাহে বিপক্ষের মোট ৬ লক্ষ টন জাহাজ জলমগ্ন হয় এবং এ পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষের মোট ২৯ লক্ষ ১২ হাজার টন জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার টন জার্ম্মাণীর এবং ১০ লক্ষ ৯০ হাজার টন ইটালীর এবং বিপক্ষের ব্যবহারযোগ্য ৬৬,০০০ টন।

জার্ম্মাণ বাণিজ্য-ক্রুজার নিমজ্জিত

নৌবিভাগে এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ক্রুজার 'কর্ণওয়াল' (১০ হাজার টন) ভারত মহাসাগরে একটি সশস্ত্র জার্ম্মাণ বাণিজ্য ক্রুজারকে নিমজ্জিত করে। এই বাণিজ্য ক্রুজারটি ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য জাহাজের উপর হানা দিয়া ফিরিতেছিল। জার্ম্মাণ জাহাজটিতে ২৭ জন বৃটিশ নাবিক আটক ছিল; তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে। বাণিজ্য ক্রুজারের যে ৫৩ জন নাবিক রক্ষা পাইয়াছে তাহারা যুদ্ধে বন্দী হইয়াছে। 'কর্ণওয়াল' সামান্য জখম হইয়াছে; তাহাতে তাহার সংগ্রামশক্তি কিছুমাত্র কমে নাই।

জার্ম্মাণ বাণিজ্য ক্রুজারটি সম্ভবতঃ পূর্ব্বে হামবুর্গ কোম্পানীর যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল এবং উহা প্রায় ১০ হাজার টনের জাহাজ এবং উহার গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৯ নট। খোব হয় উহাতে ছয়টি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের কামান, টর্পেডো-টিউব ও মাইন নিক্ষেপক যন্ত্র ছিল। সম্ভবতঃ এই জাহাজের নাবিক সংখ্যা ছিল ৩০০।

জার্ম্মাণ সশস্ত্র ট্রলারের আত্মনিমজ্জন

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এক বৃটিশ টহলদার জাহাজ আক্রমণ করিলে জার্ম্মাণ সশস্ত্র ট্রলার "মুনশেন" উত্তর সাগরে আত্মনিমজ্জন করে। বৃটিশ জাহাজটি গোলা চালাইয়াছিল; "মুনশেন"-এর নাবিকগণ তখন জাহাজটি পরিত্যাগ করে এবং উহা ডুবাইয়া দেয়। পরে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বন্দী করা হয়।

ভারত মহাসাগরে জার্ম্মাণ জাহাজ আটক

নৌ-বিভাগের একটি ইস্তাহারে ১০ই মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ডের ক্রুজারগুলি ভারত মহাসাগরে একটি জার্ম্মাণ বাণিজ্যপোত ও একটি নরওয়েজিয়ান তৈলবাহী জাহাজকে আটক করিয়াছে। ১৮ জন জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী ও ৪৭ জন নাবিককে বন্দী করা হইয়াছে। বাণিজ্যপোতটি একটি জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজের সরবরাহ জাহাজের কাজ করিতেছিল। উক্ত যুদ্ধ জাহাজটিই তৈলবাহী জাহাজটিকে আটক করিয়াছিল।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ফুটবল! ফুটবল!!
(প্রস্তুত সব।) (প্রস্তুত সব।)

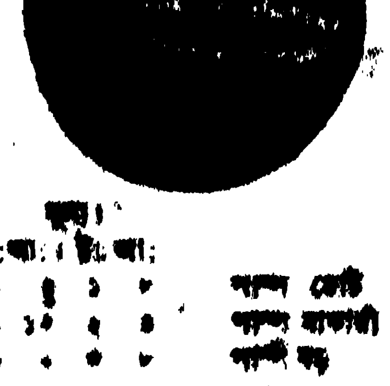

সর্ব্বোৎকৃষ্ট — সুলভ ও মজবুত

[illegible]

মোহন ব্রাদার্স লিঃ
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

যশোহর—

প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে এক পয়সা করিয়া যুদ্ধ ভাণ্ডারে চাঁদা সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা সমগ্র জেলা ব্যাপিয়া হইয়াছিল, তাহার এপ্রিল মাসের ফলাফল সম্প্রতি জানা গিয়াছে। এই ব্যাপারে বনগ্রাম মহকুমা মোট ৩,০০৭॥/৫ সংগ্রহ করিয়া অন্যান্য মহকুমা হইতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নড়াইল মহকুমায় ২,৫৮১।/৫ এবং ঝিনাইদহ মহকুমায় ১,০২২॥০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। সদর মহকুমায় ৭৫০৶/১৫ এবং মাগুরা মহকুমায় ৬৭১৸৵৫ আদায় হইয়াছে। মোটের উপর এক মাসের চেষ্টায় জেলার সমগ্র অঞ্চল হইতে এই পয়সা-ফণ্ডে ৮,০১২৶১০ আদায় হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান মে মাসেও অনুরূপ পরিমাণ অর্থ এই ফণ্ডে সংগৃহীত হইবে। বনগ্রাম মহকুমায় যে সর্ব্বাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য স্থানীয় মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসারগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের এই আদর্শ জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও অনুসৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পয়সা-ফণ্ডের টাকা সহ যশোহর জেলা হইতে এ-পর্য্যন্ত যুদ্ধ ভাণ্ডারে মোট ৫০,০০০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

বিগত ৩রা মে তারিখে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান্ ও মিঃ আই, পি, মুখার্জী সহ প্রতাপকাঠি গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রপুর গ্রামে গ্রামবাসীদিগকে জঙ্গল পরিষ্কার করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। রূপদিয়া হইতে প্রতাপ-কাঠি পর্য্যন্ত যে কাঁচা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে মোটর চলাচলের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করার উদ্দেশ্যে মিঃ আই, পি, মুখার্জী জেলা-বোর্ডের হস্তে ২,০০০৲ টাকা দিবার প্রস্তাব করেন। প্রকাশ, জেলা-বোর্ড এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

বোধখানা বাওড় হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বলাইডাঙ্গা গ্রামে খাজুরা ইউনিয়নের অফিস পরিদর্শন করেন। এখানে সমবেত গ্রামবাসীদিগকে তিনি যুদ্ধের অবস্থা বুঝাইয়া দেন এবং আলস্য ও জড়তা ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দেন।

যশোহরে সোটাল বিভাগীয় টেলিফোনের একটি কেন্দ্র খোলার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় কতিপয় ব্যবসায়ী ও আইনজীবী টেলিফোন সংযোগ গ্রহণ করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঢাকা—

ঢাকার সদর (উত্তর) মহকুমার অন্তর্গত কোণ্ডাকিয়া ইউনিয়নের বিপ্রবার্দী পল্লী-সমিতি সম্প্রতি পল্লী-সংগঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা একটি পুষ্করিণীর কচুরীপানা উঠাইয়া উহাকে জন-সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের সাহায্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

অপর একটি পুষ্করিণীর খনন কার্য্যও চলিতেছে। এ-কার্য্যে ২৫০৲ ব্যয় পড়িত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের সাহায্যে বিনা ব্যয়ে ইহার খনন কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে। কাকিমুদ গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এক মাইল পরিমিত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে।

আমিনাদি ইউনিয়নের চালনাদি পল্লী-সমিতি তৈর্য্যা গ্রাম একত্রিত একটি খাল খনন করিয়াছেন। উক্ত মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেক ভারত সরকার এবং অবশিষ্ট স্থানীয় অধিবাসীরা বহন করিতেছে। কালিগঞ্জের সার্কেল অফিসার স্বয়ং খনন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

পুবাইল ইউনিয়নের ভাদুন পল্লী-সমিতি ভারত সরকার ও স্থানীয় চাঁদার অর্থে খেলার একটি মাঠ তৈরী করিতেছেন। এ-কাজে ৯০০৲ খরচ হইয়া গিয়াছে।

সরকারী অর্থে কাপাসিয়া পল্লী-পাঠাগার ৫০৲ মূল্যের পুস্তক খরিদ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে একটি সুন্দর লাইব্রেরীতে পরিণত হইয়াছে।

বগুড়া—

উচ্চ, মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসা এবং মক্তবসমূহের শিক্ষকদের জন্য বগুড়া-সাবনার শরীর-চর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষার বিশেষ অফিসার সম্প্রতি বগুড়া শহরে একটি শরীর-চর্চ্চা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিগত ৫ই মার্চ্চ হইতে ২৩শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই কেন্দ্রের কাজ চলিয়াছিল। মোট ৭২ জন শিক্ষক এই কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রের শিক্ষা সমাপনের পর বিগত ২৪শে মার্চ্চ তারিখে সেণ্ট্রাল মাদ্রাসা ময়দানে একটি শরীর-চর্চ্চা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তৎকালীন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, মজুমদার এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ট্রেণিং গ্রহণকারী শিক্ষকগণ যেসব ক্রীড়া-কসরৎ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় প্রীত হন এবং শরীর-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

ফরিদপুর (সদর মহকুমা)—

ভারত গভর্ণমেণ্টের দ্বিতীয় দফার মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং প্রাদেশিক সাহায্য হইতে ৯১টি নলকূপ প্রায় ১৩,০০০৲ ব্যয়ে বসান হইয়াছে।

নিম্নোক্ত পরিকল্পনা-সমূহের কাজও শেষ হইয়াছে :—

	সরকারী সাহায্য।	স্থানীয় চাঁদা।
পাঞ্জীয়াটেক ইউনিয়ন বোর্ডে চাটাদপুর হইতে ভুবনেশ্বর-নদী পর্য্যন্ত একটি খাল খনন ..	১,০০০৲	৫০৲
চন্দ্রাদীপুর হইতে মুন্সির খাঁর ঘাট পর্য্যন্ত একটি সড়ক নির্ম্মাণ ..	১,০০০৲	৫০০৲
বানারি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের খেলার মাঠ ..	৩৫০৲	২১৫৲
কানাইপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের খেলার মাঠ ..	২৫০৲	১৫০৲
পাঞ্জীয়াটেক গ্রামের খেলার মাঠ ..	২০০৲	৫০৲
মাজীপাড় গ্রামের খেলার মাঠ ..	৫৫০৲	৭০৲
মধ্যেপুরদী-গোপালগঞ্জ গ্রামের খেলার মাঠ ..	২৫০৲	৭০৲
আমলী মধ্য-ইংরাজী স্কুলের খেলার মাঠ ..	২০০৲	৭৫৲
চৌদ্দাহিরপুর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের খেলার মাঠ ..	৩০০৲	১০০৲
গোয়াপাড়া মধ্য-ইংরাজী স্কুলের খেলার মাঠ ..	৩০০৲	২০০৲

বাইখলী গ্রামে সদরপুর পাবলিক হল ও লাইব্রেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছাধীন দানের ৭৫০৲ দ্বারা খোলা হইয়াছিল। বাইখলীর জমিদার এই উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর গৃহ দান করিয়াছেন। সরকারপ্রদত্ত ১,৫০০৲ সাহায্য হইতে ৫০০৲ ব্যয়ে কুমার নদীর বিভিন্ন স্থানে ৮টি বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ৫০০৲ ব্যয়ে এই নদীর জঞ্জালও পরিষ্কার করা হইয়াছে।

কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য

বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্য করার জন্য কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য-দান পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে জেলা-বোর্ডের হস্তে ৪,৫০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল।

কৃষি-ঋণ

মার্চ্চ মাসে কৃষি-ঋণ বাবদ ৩৫,০০০৲ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে।

মাদারীপুর (ফরিদপুর)—

প্রাদেশিক সাহায্য ১০,৮৮৫৲ এবং স্থানীয় চাঁদা ৪,৮০০৲ টাকা হইতে মাদারীপুরের ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ১২০টি নলকূপ খনন করিয়াছেন। বাজেটে আরও যে সব নলকূপ মঞ্জুর করা আছে, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাহা খননের ব্যবস্থা করিতেছে।

কচুরীপানা

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে কতকগুলি ইউনিয়ন হইতে কচুরীপানা দূরীভূত করা হইয়াছে। সরকারী সাহায্যে বাজিতা খাল, সিডিয়া খাল, কালকিনি থানার বিলসমূহ এবং জাজিরা থানার কোন কোন অঞ্চলের কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। যাহাতে বিল বাগিয়াতে কচুরী-পানা প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য ফতেপুর এবং সিডিয়া নামক স্থানে কাঠের খাম বসাইয়া বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্য সরকারী সাহায্য ৯০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

সরকারী প্রজনন ষাঁড়গুলি উত্তমরূপে পালন করা হইতেছে এবং তাহারা ভাল কাজ দিতেছে।

সরকারী জনসেবা দল (নং ১০) এই মহকুমায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

বিবিধ

সরকারী সাহায্য যথাক্রমে ১,৮০০৲, ৫,৮০০৲ এবং ৩,৭৭০৲ টাকায় রাস্তা নির্ম্মাণ, খেলার মাঠ তৈয়ারী এবং খাল খনন করা হইয়াছে। এই সরকারী সাহায্যের সহিত যথাক্রমে ৫৭৪৲, ২,৮১৫৲ এবং ১,৪১০৲ টাকা স্থানীয় চাঁদা পাওয়া গিয়াছে।

এই মহকুমায় মাজিষ্ট্রেটের সাহায্য হিসাবে ২,৮০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং যে কার্য্যের জন্য এই অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যেই তাহা ব্যয় করা হইয়াছে। কেবল মাত্র দুইটি খেলার মাঠের কাজ যথা-সময়ে শুরু করা হয় নাই; কাজেই তজ্জন্য ৬০০৲ টাকা গত ৩১শে মার্চ্চ সরকারকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

সাধারণ অনুমতি এই মহকুমায় ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বিভিন্ন পরিকল্পনায় ব্যয়িত অর্থ ব্যয় করিয়াছে।

[আর দুইটি অনুচ্ছেদ]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ]

কৃষি-ঋণ

ধান ক্রয় করিবার জন্য কোন কোন ইউনিয়ন হইতে কৃষি-ঋণের দাবী ছিল। যথাসময়ে উহার হিসাব শেষ করা হইবে। যথারীতি নোটিশ দ্বারা সার্কেল অফিসার কর্তৃক ঋণ সংগ্রহ করা হইতেছে।

কর্মের বিনিময়ে সাহায্য

ফরিদপুর জেলা বোর্ড হইতে প্রায় দুই হাজার টাকা কর্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের কার্য্যে ব্যয় করা হইয়াছে।

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর)—

সরকার মঞ্জুরীকৃত অর্থের সাহায্যে বিল অঞ্চলে কচুরীপানা প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য বাঁশের বাঁধ রক্ষা করিবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাঁধ তৈরী, রাস্তা নির্ম্মাণ এবং খাল খনন প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্য জেলা-বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলের যাতায়াত জল-পথ এবং জল-সেচ সম্পর্কিত খালের উন্নয়নার্থ তিনটি পরিকল্পনা ভারত সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ এবং স্থানীয় চাঁদার কার্য্যকরী করা হইতেছে। পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্থানীয় কর্মচারিগণ কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতার কাজ করিতেছে এবং পল্লী অঞ্চলে প্রচারকার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছে। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক স্থল বিশেষে স্থানীয় চাঁদার সাহায্য পাইয়া স্থান বিশেষে না পাইয়া গত জানুয়ারী মাসে বহু সংখ্যক নলকূপ খনন করা হইয়াছে।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

যুবকগণের 'শিক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত নৈশ-বিদ্যালয়-সমূহ' উত্তর এলাকাতেই কাজ করিতেছে।

সরকারী সাহায্য এবং স্থানীয় চাঁদায় নিম্নলিখিত খেলার মাঠগুলি তৈরী করা হইয়াছে:—

(১) পাংশা বর্ণ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়।

(২) মৃগনদিয়া মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়।

(৩) গোয়ালন্দ মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়।

(৪) বলিয়া এম্, এস, ইন্‌ষ্টিটিউসন।

(৫) কসা কুমিরা মাদ্রাসা।

(৬) বাগমুলি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়।

এই সকল খেলার মাঠে যে শুধু বিদ্যালয়েরই কাজ চলিবে তাহা নহে, পরন্তু উহা অন্যান্য প্রতিযোগিগণেরও খেলার ব্যবস্থা হইবে।

সরকারী সাহায্য এবং স্থানীয় চাঁদায় নিম্নলিখিত রাস্তা ও সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে:—

(১) কালুখালি রেলওয়ে ষ্টেশন—চন্দনা নদী রোড;

(২) রামকান্তপুর-কালালী পল্লী-পথ;

(৩) কাবারখালি—পুবেইল আমপাড়া রোড;

(৪) দুদুটি রোড;

(৫) বেলগাছি—রামকান্তপুর রোড;

(৬) সেনগ্রাম বাহাদুরপুর রোড;

(৭) পাংশা রোডের উপর কাঠের সেতু;

(৮) কালিকাপুর খালের উপর কাঠের সেতু; এবং

(৯) বালিয়াকান্দি রোডের উপর কাঠের সেতু।

[illegible] সরকার প্রদত্ত সাহায্য, প্রাদেশিক সাহায্য এবং স্থানীয় চাঁদা [illegible] নলকূপ খনন করা হইয়াছে। [illegible] পরিকল্পনা [illegible] পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। [illegible] প্রদত্ত সাহায্য হইতে এ পর্য্যন্ত ১৩টি এবং প্রাদেশিক সাহায্য হইতে ৪০টি নলকূপ খনন করা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ১,০০০৲ টাকায় বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে।

সরকারী সাহায্যে দুর্গাখালের পঙ্কোদ্ধার কার্য্য শুরু করা হইয়াছে এবং বাবুপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন বাহাদুরপাড়া খালের খনন কার্য্য ছোট খাটো যাতায়াত ও সেচ কার্য্যের পরিকল্পনা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনার ব্যয়ভার সরকার এবং জেলা-বোর্ড বহন করিতেছে। এই সকল কার্য্য উক্ত অঞ্চলের জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া চাষের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবে। ইহার ফলে চাষের নিমিত্ত অধিক জমি পাওয়া যাইবে এবং আশা করা যায় যে উক্ত অঞ্চলে ইহার পর ম্যালেরিয়াও কম হইবে।

গবাদি পশুর বাজার দর

বাঙলা সরকারের সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় ২৬৩টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী হইয়াছে। ইহার মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৬৮টি এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৬৪ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৫০টি মহিষও আমদানী হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের বাজার দর যথাক্রমে ৭০—১০৫৲ এবং ১৫০—১৮০৲ টাকা ছিল। প্রত্যেক গাভী /৬ সের হইতে /৮ সের এবং মহিষ ।০ সের হইতে ।২ সের দুধ দিয়াছে। (প্রেস-নোট)

জন-কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে সরকারের সাহায্য

এককালীন ও পৌনঃপুনিক দান

সম্প্রতি বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

(১) শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক ওয়ালস হাসপাতালে প্রস্তাবিত শিশু-কল্যাণ ও প্রসূতি-সদন নির্ম্মাণের ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ এককালীন ৪,০০০৲ টাকা দান এবং আয়ালম্বিত পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতন মঞ্জুর।

(২) হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার অধীন গণবাটি ইউনিয়নে হুগলী জেলা বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন ও ব্যয়ভারনির্ব্বাহার্থ এককালীন ২০০৲ টাকা প্রদান। এই অর্থ ঔষধ ক্রয়, যন্ত্রপাতি বহন, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে।

(৩) সোনামুখী বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত একটী দুগ্ধালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য ও ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বগুড়া জেলা-বোর্ডকে ২০০৲ টাকা প্রদান। এই দুইশত টাকার মধ্যে ৮৫৲ টাকা এককালীন প্রদত্ত হইয়াছিল এবং বাকি ১১৫৲ টাকা ঔষধ, যন্ত্রপাতি বহন ও আসবাবপত্রাদির নিমিত্ত পৌনঃপুনিকভাবে প্রদত্ত হইবে।

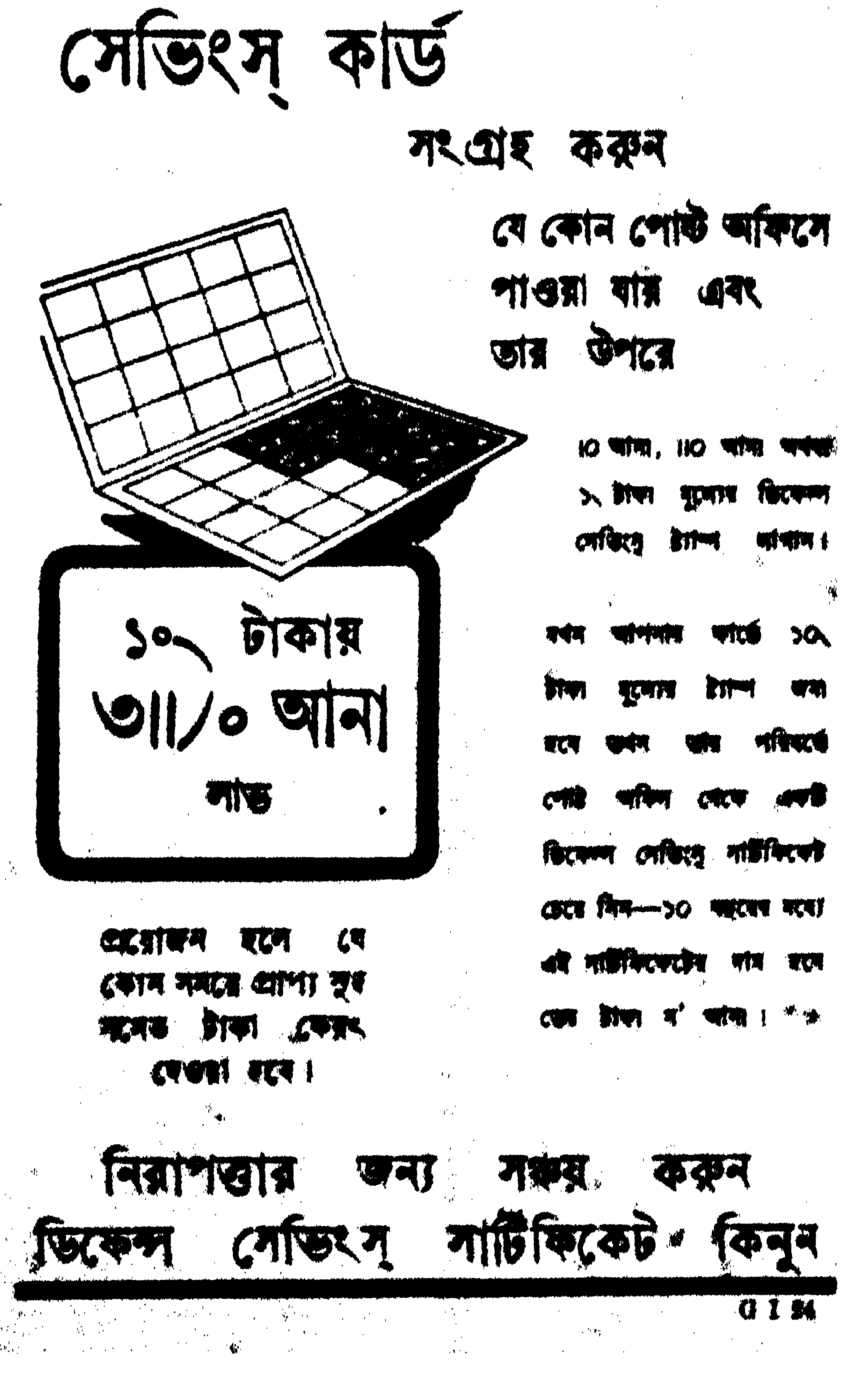

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিভিন্ন ঐতিহাসিক গৃহ ক্ষতিগ্রস্ত

লণ্ডনের উপর গত ১০ই মে রাত্রিতে যে বেপরোয়া বিমান আক্রমণ চলিয়াছিল, তাহাতে পার্লামেণ্ট গৃহ, ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবি, এবং বৃটিশ মিউজিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বার্লিন আক্রমণ

লণ্ডনের আর একটি সংবাদে জানা যায় যে, শক্তিশালী বৃটিশ বোমারু বিমানবাহিনী ব্রেমেন, এমডেন এবং বার্লিনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

তব্রুকে ইটালীয়গণ পর্যুদস্ত

তব্রুক এলাকায় বহু ইটালীয় সৈন্য হতাহত এবং বন্দী হইয়াছে। সাঁজোয়া গাড়ীর রক্ষণাধীনে বহু ইটালীয় আত্মরক্ষার ঘাঁটীর নিকটে যখন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তখন বৃটিশ সৈন্যগণ অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া মেশিনগানের গুলীতে অনেককে হতাহত এবং বন্দী করে।

সুয়েজ এলাকায় শত্রু হানা

মিসরের আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ৯ই মে শনিবার রাত্রিতে শত্রু বিমানপোতসমূহ পর্য্যায়ক্রমে সুয়েজ ক্যানেল এলাকায় তৃতীয়বার হানা দিয়াছিল। বোমা বর্ষণের ফলে সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং একজন লোক আহত হইয়াছে।

ত্রিপোলিতে বৃটিশ বিমানের হানা

রাজকীয় বিমানবহরের একখানি এস্তেহারে ১২ই মে সিসিলীতে শত্রু বিমানপোতসমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন এবং ইরাকের কতকা দখল সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

উহাতে বলা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের ক্যাটানিয়া ও কোমিসো বিমান ঘাঁটির বিমানপোতসমূহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে।

বোমারু প্লেনসমূহ ত্রিপোলী বন্দর আক্রমণ করিয়া সাফল্যজনকভাবে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক রুতবাহ্ দুর্গ অধিকৃত

বৃটিশ প্লেনসমূহের বোমাবর্ষণের পর গত ১১ই মে রাজকীয় বিমানবহরের সাঁজোয়া গাড়ীসমূহ রুতবা দুর্গ অধিকার করিয়াছে।

সোভিয়েটের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক

টাস এজেন্সী সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্ত্তৃক ইরাকের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, গত ৩রা মে ইরাক গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে আঙ্কারায় সোভিয়েট দূতাবাসের মারফতে সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জার্ম্মাণী হইতে হের হেসের পলায়ন

ফুয়েরর হিটলারের প্রধান সহকারী রুডলফ হেস গত ১০ই মে একখানা বিমানপোতে চড়িয়া দক্ষিণ জার্ম্মাণী হইতে অদৃশ্য হন; কিন্তু অবশেষে স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। তিনি ইংলণ্ডে যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে থাকিবেন।

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সি জানাইয়াছেন যে, হের হেসের একখানা পত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ও চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল।

অদৃশ্য হইবার কারণ যাহাই হউক না কেন, জানা গিয়াছে যে, হেস প্যারাস্যুটযোগে স্কটল্যাণ্ডের রেণ্ডিন হ্যামিল্টন নামক ডিউক অব হ্যামিল্টনের জমিদারীর নিকটে অবতরণ করেন।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ইরাকী বিদ্রোহের মূল রহস্য

রশীদ আলী ও চক্র-শক্তির যোগাযোগ

কাইরো হইতে নিউজ ক্রনিক্যাল পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

জার্ম্মাণী এবং ইটালীর সহায়তায় রশিদ আলী যে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই পিছন হইতে ছুরি মারার পরিকল্পনা আঁটিয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এক বৎসরেরও পূর্ব্বে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতাবাসকে বোগদাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু ইটালীর সহিত ইরাকের সম্পর্কচ্ছেদ হয় নাই। ইটালীয়েরাই জ্যাকসিদের পক্ষে ইরাকে নানা ষড়যন্ত্র করে।

ওয়াকূল ধ্বংসের ও জার্ম্মাণদের অন্যান্য প্রাসাদ্বয় বিরল ইরাকে কিছুদিন হইতেই প্রবেশ করিতে থাকে। পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু দলের ছদ্মবেশে বহু জার্ম্মাণ ও ইটালীয় ভ্রমণকারী এবং কূটনীতিবিদ তুরস্ক হইয়া ইরাকে আসে। সিরিয়ার ইটালীয় যুদ্ধ বিরতি কমিশনের সহিত গত দুই সপ্তাহ ধরিয়াই ইরাকের এবং রশিদ আলীর বিশেষ সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বসরা হইতে মোসল পর্য্যন্ত অ্যাক্সিসের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

যখন দেখা গেল আন্দাজ অপেক্ষা অনেক বেশী ব্রিটিশ সৈন্য ইরাকে অবতরণ করিয়াছে, তখন রশিদ আলী অবিলম্বে ব্রিটিশবাহিনীকে আক্রমণের জন্য প্ররোচিত হয়। নাৎসীদের সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তবেই অবশ্য সে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রশিদ আলী নাৎসীদের নিকট হইতে বিশেষ কোনও সাহায্যই পায় নাই।

অবশ্য ইরাকের বিদ্রোহের ফলে ব্রিটেনের সমুদ্রপথ কোনও প্রকারেই বিপন্ন হয় নাই। পারস্য উপসাগর এখনও ব্রিটেনের হাতে, সুতরাং বাহরিণ এবং আরব-দেশের তৈলখনি অঞ্চলে প্রবেশ-পথ সম্পূর্ণ খোলাই আছে। ইরাকীদের একদল মাত্র এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছে, ইহারা অধিকাংশই স্থায়ী সৈন্যদলগুলির অন্তর্ভুক্ত। চারজন কুখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছে। ইহারা গত কয় মাস ধরিয়া প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই অ্যাক্সিসের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল; ঐসঙ্গে তাহারা রাজার বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করিতেছিল। বিদ্রোহীদের দলে যাহারা যোগদান করিয়াছে, তাহার মধ্যে গ্রাণ্ড মুফতিও আছেন; এই গ্রাণ্ড মুফতি প্যালেষ্টাইনের আরবদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় পরে বোগদাদে পালাইয়া যায়। গত এক বৎসর ধরিয়াই তিনি ইরাকের ব্রিটিশ বিরোধীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল।

বর্ত্তমানে সিরিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেখানেও বর্ত্তমানে বড় গণ্ডগোল চলিতেছে। দুইটা বড় রকম ধর্ম্মঘট এবং ব্যাপকভাবে বহু দাঙ্গার দেখানকার অবস্থা বিশেষ গোলযোগপূর্ণ। কিন্তু জেনারেল ওয়েভেলের পুরাতন ও বিশুদ্ধ সৈন্যদল সিরিয়ার অন্তর্গত এলেপ্পো, হোমস্, বেইরুট এবং জেরুজালেম প্রভৃতি ঘাঁটিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আছে।

[১ম কলমের শেষ]

হের হেসের আকস্মিক নিরুদ্দেশ এবং স্কটল্যাণ্ডে অবতরণ সম্পর্কে আমেরিকার কূটনৈতিক মহলে জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হইতেছে। তাঁহারা অনুমান করিতেছেন যে, নাৎসী শাসন যন্ত্রে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। তাঁহাদের মতে ১৯৩০ সালের জুন মাসের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মত একটি ব্যাপার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হেস পলায়ন করিয়াছেন।

হের হেসের পদে মার্টিন বোরম্যান

বার্লিন হইতে জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সি ঘোষণা করিয়াছে, রাইখের নেতা বলিয়া পরিচিত মার্টিন বোরম্যান নামক জনৈক ব্যক্তিকে হিটলার হেসের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহার পদকে আর ডিপুটি ফুয়েরার বলা হইবে না।

গোপালপুরে ইক্ষু-প্রদর্শনী

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুরের কারখানার প্রাঙ্গণে "নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস্ কোম্পানী লিমিটেড" একটি উপদেশমূলক ও শিক্ষাপ্রদ প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছিল। মিলের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণভাবে ইক্ষু সম্পর্কীয় ব্যাপারে মনোনিবেশ করিয়া ইহার নাম "ইক্ষু প্রদর্শনী" দেওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখানে কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পণ্য প্রদর্শনের ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী বলিয়া অভিহিত করা চলে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমক্ষে গত ৭ই মার্চ্চ নাটোরের মহকুমা হাকিম এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং ১০ই তারিখ পর্য্যন্ত উহা সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। যে সকল ব্যক্তি এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সাফল্যমণ্ডিত ব্যক্তিগণকে গত ৯ই মার্চ্চ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুরস্কার বিতরণ করেন।

রাজশাহী জেলা বোর্ডের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যতীত কৃষি, শিল্প, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতি বাঙলা সরকারের অত্যাবশ্যকীয় বিভাগ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগ এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া এবং চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

বাঁশ, বেতের ঝুড়ি ও পাটের চাকা ইত্যাদি গ্রামীণ শিল্পও প্রদর্শিত হইয়াছিল। জমি নির্ব্বাচন হইতে শুরু করিয়া ইক্ষুর ফসল এবং ইক্ষুর রোগ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক চাষের বিভিন্ন দিক চিত্তাকর্ষক মডেল, ছবি ও মিলের যন্ত্রের দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ষ্টলে প্রদর্শিত দ্রব্যগুলি ব্যতীত মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল দ্বারা জমি তৈরী, উত্তম ফসল নির্ব্বাচন, মাটি খুঁড়িয়া সেই সকল ফসল বপন, চাকুনী দেওয়া গর্ত্তসমূহে গোবর সংগ্রহ, কম্পোষ্ট সার নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে দর্শকবৃন্দকে হাতেকলমে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিনামূল্যে আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা ছিল এবং এই স্থানে গড়ে প্রত্যহ ৬,০০০ হাজার লোক সমবেত হইত।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ বহু টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পুরস্কার প্রদান করিয়াছে। প্রথম পুরস্কার নগদ ১০০৲ টাকার ব্যবস্থা ছিল। একজন কৃষক প্রতি একরে ১,১১৬ মণ ইক্ষুর চাষ করিয়া উক্ত পুরস্কার লাভ করে।

এই প্রদর্শনীর সহিত একটি সুপরিচালিত পশু প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল এবং যাঁহারা উৎকৃষ্টরূপে সরকারী প্রজনন ষাঁড় পালন করিয়াছে ও ভাল মহিষ প্রদর্শন করিয়াছে তাহারা কৃষি বিভাগের পশু পালন বিভাগ কর্ত্তৃক তাহারা পুরস্কৃত হইয়াছে। এই ধরণের প্রদর্শনী এই অঞ্চলে ভবিষ্যতে যদি এই অনুষ্ঠান কৃষকগণের চক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইক্ষু চাষের অর্থকরী দিকটা যদি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে মিলের কর্ত্তৃপক্ষ যে অসুবিধা ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই প্রদর্শনী সংগঠন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ হইয়া যাইবে।

নিস্ক্যাতে জার্ম্মাণ সৈন্যদের সমাবেশে রাশিয়ার শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। জার্ম্মাণী যে অঞ্চল আক্রমণ করিতে চাহে, ইহা সেই অঞ্চল হইতে রুশীয় সৈন্যদের অনুরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত হইতে পারে কিছু নহে। পশ্চিম হউক আর দক্ষিণেই হউক জার্ম্মাণী রাশিয়ার নিকট হইতে উহারা দাবী করিবে। উক্রেন হইতে ককেশাস পর্য্যন্ত অঞ্চল হস্তগত জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য।

বহু বৎসরের পর দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন, উক্রেন অঞ্চলের দিকে মন পড়িয়াছে জার্ম্মাণী একদিন যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হয়।

কৃষি-কথা—

বাঙলায় আখ-চাষের অবনতি

শোনা যাইতেছে যে, এ বৎসর বাঙলা দেশে চিনির কলসমূহে যে আখ (কুশার) মাড়াই হইয়াছে, তাহা হইতে যথানুরূপ চিনি বাহির হয় নাই। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কৃষি-রসায়নবিদ সাহেব ইহার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙলা দেশের যেখানেই আখের খুব বেশী চাষ হইতেছে, সেখানেই প্রযোজ্য।"

তাঁহার মতে আখের চাষের অবনতিই এই কম চিনি বাহির হওয়ার মূল ও প্রধান কারণ। যদিও বাঙলা দেশে চিনির কলের সংখ্যা বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তথাপি এই সকল কলই গত দশ বার বৎসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদের স্থাপনার পর যে আখের চাষ ক্রমশঃ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিনির কলের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে পাট ও ধানের বাজার দর মন্দা হইয়া পড়ায় বাঙলার সর্বত্রই আখ-চাষের বিস্তৃতির আরও একটা কারণ ঘটিয়াছে। তবে দিনাজপুর, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি যে সকল জেলায় বড় বড় চিনির কল হইয়াছে, সেখানেই আখের প্রসার হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আখের চাষ বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহার চাষের অবনতিও ঘটিতেছে। চিনির কল হওয়ার পূর্ব্বে সাধারণতঃ কোনও চাষী খুব বেশী পরিমাণ জমীতে আখ লাগাইত না। মাড়াই ও গুড় করার খরচ যাহার সামর্থ্যে যতটা কুলাইত, সেই পরিমাণ চাষই সে করিত এবং সেই অল্প ফসলে সে সাধ্যমত সার দিত ও কোপান, নিড়ান প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি যথাসম্ভব ভালভাবে করিত। কিন্তু চিনির কল হওয়ার পর যখন মাড়াই ও গুড় করার খরচ আর রহিল না, কোনো রকমে আখটাকে উৎপাদন করিয়া কাটিয়া কুটিয়া গাড়ী-বোঝাই করিয়া কলে লইয়া যাইলেই নগদ দাম মিলিতে লাগিল, তখন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আখ-চাষ বাড়াইবার প্রতিই চাষীদের ঝোঁক পড়িল, আখের ফসল কিসে ভাল হয় বা ফলন কিসে বাড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রহিল না। তাই যে চাষী পূর্ব্বে দুই বিঘা জমীতে আখ লাগাইত, সে এখন পনর বিঘা জমীতে আখ লাগায়; কিন্তু দুই বিঘা জমীতে সে ভালভাবে ফসল করিতে পারিত, পনর বিঘা জমীতে ভালভাবে আখ-চাষ করা তাহার সামর্থ্যের অতীত। তাহারই ফলে আখের চাষের বিস্তৃতি হইয়াছে, কিন্তু বিঘা-প্রতি ফলন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে এবং জমীও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। আখ একটা দীর্ঘকালস্থায়ী ও বেশী খাদ্য-শোষণকারী শস্য। পূর্ব্বে যখন অল্প জমীতে আখের চাষ হইত, তখন শস্য-পর্য্যায়ের দ্বারা জমী বিশ্রাম পাইত; কিন্তু এখন খুব বেশী পরিমাণ চাষ হওয়ায় জমী যথা-প্রয়োজন বিশ্রাম পাইতেছে না এবং বিনা পূরণে তাহার স্বাভাবিক উর্ব্বরতাও কম হইতেছে। আখের চাষ বেশী হওয়ায় "মুড়ি" আখেরও পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অবহেলায় পরিত্যক্ত এই সকল "মুড়ি" আখ হইতে নানা প্রকার কীটপতঙ্গ ও রোগের উৎপত্তি হইতেছে। তাহারা আখের চাষ বাড়াইবার ঝোঁকে কোনটা জমী আখ-চাষের উপযোগী কিনা, সে বিষয়ে চাষীরা বিবেচনা করে না। তাহার ফলে এখন অনেক নীচু জমীতে যেখানে বর্ষার জল জমে, এমন কি বিল জমীতেও যেখানে দুই তিন মাস আখের জল দাঁড়ায়, সেখানে আখের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষি বিভাগের প্রবর্তিত কোয়েম্বাটোর আখ জল সহ্য করিতে পারে বলিয়া অনেক চাষীর ধারণা এ রূপ নীচু জমীতে চাষ করিলে লোকসান হয় না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। অন্যান্য আখের তুলনায় কোয়েম্বাটোর আখের জল সহ্য করিবার অনেক শক্তি আছে বটে এবং ইহার মাথা জলের উপরে জাগিয়া থাকিলে ইহা সহজে মরে না, ইহা সত্য। কিন্তু না মরা এবং ভালভাবে বাঁচা, দুই এক জিনিষ নয়। একজন যক্ষ্মারোগী না মরিয়া অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার সহিত একটা সুস্থ নীরোগ ব্যক্তির তুলনা হয় না। দাঁড়ানো জলে একমাত্র ধান ছাড়া যে কোনও শস্যের অনিষ্ট হয়। কোয়েম্বাটোর আখ জলে মরে না বটে, কিন্তু দাঁড়ানো জলের আখ কখনও সুস্থ সবল হয় না; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সে আখে গুড় বা চিনি অনেক কম হয় এবং তাহাতে পোকার ও রোগের আক্রমণ হয় অনেক বেশী। সুতরাং নীচু বা বিল জমীতে কোন আখেরই চাষ করা উচিত নয়।

উপরোক্ত নানা কারণে আখ-চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হওয়া দূরে থাক, অবনতিই ঘটিতেছে এবং এই অবনতির ফলে আখের ফলন ক্রমশঃ কমিতেছে, জমী নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে এবং দুর্ব্বল আখে নানা রোগ ও কীটপতঙ্গ জড় ছড়াইয়া পড়িতেছে। এইরূপ খারাপ আখে কখনও বেশী গুড় বা চিনি থাকে না। সুতরাং চাষীরা এখন হইতে এ বিষয়ে অবহিত না হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহাদের এই অবহেলা ও নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভোগ করিতে হইবে। আখ-চাষে জমীর পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উন্নত প্রণালীতে চাষ করিয়া, যথাপ্রয়োজন সার দিয়া কম জমী হইতে কি করিয়া বেশী ফসল পাওয়া যায়, ইহাই প্রত্যেক চাষীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহা হইলে জমী বিশ্রাম পাইবে, সুস্থ ও বেশী গুড় বা চিনিবিশিষ্ট আখ জন্মাইবে এবং উদ্বৃত্ত জমীতে খাদ্য-শস্যের চাষ চলিবে। প্রত্যেক ফসলের চাষে চাষীর সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, খারাপ ভাবে চাষ করিয়া বেশী জমীতে যে ফসল ফলে, ভাল বীজে ভালভাবে চাষ করিলে কম জমী হইতে তাহার চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া যায়। আখের চাষে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, আখ-চাষের যে অবনতি ঘটিতেছে, তাহা নিবারিত হয়:—

(১) উঁচু জমীতে চাষ।—যে জমীতে জল দাঁড়ায়, সে জমীতে আখ লাগানো উচিত নয়।

(২) সুস্থ "ডগা" লাগানো।—কোনও প্রকার পোকা বা রোগের দ্বারা আক্রান্ত আখ গাছ হইতে কখনও "ডগা" লইবেন না।

(৩) "মুড়ি" আখের জন্য প্রথম বৎসরের আখ কাটা শেষ হইলেই খালি ক্ষেতে আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া উচিত এবং জমী যতই উর্ব্বরা হোক, এক বৎসরের বেশী "মুড়ি" রাখা উচিত নয়।

(৪) নিয়মিত শস্য-পর্য্যায়।—এক বৎসর নূতন এবং এক বৎসর "মুড়ি" আখ পাওয়ার পর পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে আর সেখানে একেবারেই আখ লাগাইবেন না।

(৫) কীটপতঙ্গ ও রোগের দমন।—কোনও প্রকার অনিষ্টকর পোকা বা রোগ দেখা দিলেই আক্রান্ত গাছগুলিকে নিয়মিতভাবে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

বাঙলা দেশে গোজাতির উন্নতি

এ বৎসর বাঙলার নানা স্থানে যে সকল গরু-মহিষের প্রদর্শনী হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দেখা গিয়াছে। গোজাতির উন্নতির জন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে যে সকল শাহীওয়াল ষাঁড় বিতরণ করা হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা দেশী গাই হইতে উৎপন্ন বাছুরগুলি মাত্র আট-দশ মাস বয়সেই তাহাদের মায়ের চেয়ে আকারে অনেক বড় এবং দেড় বৎসর বা দুই বৎসরের বকনাকে তাহার মায়ের পাশে দাঁড় করাইলে ওই বকনাকেই মা এবং গাইকে তাহার বাছুর বলিয়া ভ্রম হয়। বাঙলার দীন গরুর উন্নতির ক্ষেত্রে যে কত সম্ভাবনা এবং এই গরুর কতদূর ও কত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, এই ব্যাপার হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে শাহীওয়াল ষাঁড়ের দ্বারা প্রজনিত দেড় সের বা দুই সের দুধ-দেওয়া দেশী গাইয়ের বাছুর প্রথম বিয়ানেই চার-পাঁচ সের দুধ দেয়। এই সকল বাস্তব ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া চাষীদের যত শীঘ্র চোখ খোলে, ততই তাহাদের ও দেশের মঙ্গল। বাঙলার গরুর অবনতি অর্থনৈতিক হিসাবে যে কী বিরাট অপচয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দেশের ও জাতির কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই এ বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করা এবং তাহার প্রতিকার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বৃটেনের সাহায্যে আমেরিকান রেডক্রসের দান

এক কোটি বাট হাজার ডলার

মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বৃটেনে আমেরিকান রেডক্রসের সাহায্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটি বাট হাজার ডলার হইবে। ৯ই মে শনিবার এই বিষয় ঘোষণা করা হইয়াছে। রেডক্রসের চেয়ারম্যান মিঃ নরম্যান ডেভিস বলিয়াছেন যে, ৩৬৯ খানা জাহাজে মোট ৯ শত বক্সাদি দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছে। কেবলমাত্র একখানা মালবাহী জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বক্সাদি দ্রব্যের মধ্যে বোমা বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের প্রয়োজনীয় হাসপাতালে ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিও আছে।

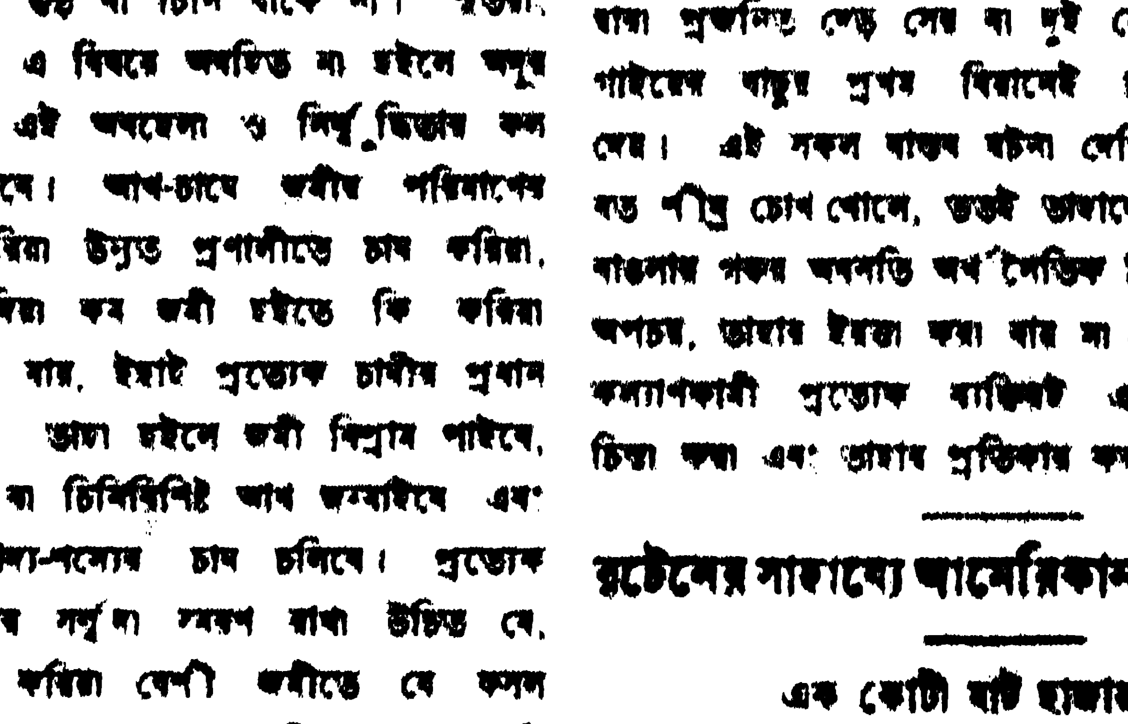

জনৈক ইটালিয়ান সৈন্যদিগকে বন্দীভাবে [illegible] কোনও স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

বাঙলাদেশের পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা

ইউনিভারসিটী ইন্সটিটিউটে মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খানের বক্তৃতা

"পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা যে বর্ত্তমানে বাঙলা সরকারের সম্মুখে একটি মস্তবড় সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে, তাহা অতি সত্য কথা। বাঙলা দেশের সত্যিকারের প্রাণের উৎস তাহার গ্রামসমূহেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বাঙলার সমৃদ্ধি ও শান্তি তাহার গ্রামবাসীদের সমৃদ্ধি ও সুখ-শান্তির উপর অধিকাংশ নির্ভর করে।"

গত ৬ই মে রাত্রে পল্লী-সংগঠন বিভাগ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরীহলে যে পল্লী-সংগঠন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহার উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে বাঙলা সরকারের কৃষি ও পল্লী-সংগঠন বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খান উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। কলিকাতার কলেজসমূহের ছাত্রদের পল্লী-সংগঠনের বিভিন্ন দিক ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষা দান এবং আগামী দীর্ঘ ছুটিতে যাহাতে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যপন্থা প্রবর্ত্তিত করিতে পারে, তাহার প্রচার করাই উক্ত প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল। মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দিন খান আরো বলেন :—

"শহর এবং নগরসমূহের প্রয়োজনকে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাহারা যতই সমৃদ্ধিশালী হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলসমূহ শ্রীবৃদ্ধি-মণ্ডিত না হইবে, ততদিন সমষ্টিগতভাবে সমস্ত দেশ কিছুতেই উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না। বাস্তবিক পক্ষে, পল্লী-সংগঠন কার্য্যকে আমরা সমাজবিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। তিনটী মহাদেশব্যাপী আজ রণদানবের যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে, তাহার ফলে অগণিত জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংসের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে এবং সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবেন, তাঁহারাও উহার বিষময় ফল ও দুঃখ ভোগ করিবেন। এই ধ্বংস-প্রায় ও বিশৃঙ্খল অবস্থা হইতে নূতন জগৎ সৃষ্টি এবং নূতন সমাজ-বিধান তৈয়ারী করিয়া পৃথিবীকে পুনরায় স্বাভাবিক ভাবে সুখ-শান্তির ক্রোড়ে ফিরাইয়া আনিতে হইলে চাই দেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ। ছাত্র-সম্প্রদায় যদি বাস্তবিক পক্ষে এই দিকে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করে এবং তাহাদের সুচিন্তিত আদর্শ কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, তবে আমার বিশ্বাস, তাহারা অধিকতর অভিজ্ঞতা উদার দৃষ্টিভঙ্গী, মানবমনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। কলেজের ক্লাসে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াও তাহারা উহা শিখিতে পারিবে না।"

ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী অধ্যাপক এস. কে. চ্যাটার্জী তাঁহার রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, "জাতীয়-উন্নতি সম্পর্কে কার্য্যকর এবং সর্ব্বজনপ্রিয় পরিকল্পনা তৈরী করিবার প্রয়োজনই আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমানে সবচেয়ে প্রধান সমস্যা এবং উহা ব্যতীত সরকারী অথবা বে-সরকারী মহল হইতে যে কোন প্রচেষ্টাই হউক না কেন, সবই বৃথা যাইবে।"

পল্লী-উন্নয়ন-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ. এস. এম. ইসহাক, আই-সি-এস পল্লীসংগঠন কর্ম্মীদের প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পর্কে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, "গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য এযাবৎ কেন আমরা কিছুই করি নাই, সে সম্পর্কে বৃথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। অতীতের কথা টানিয়া না আনাই ভাল। বর্ত্তমানের অবস্থাই আমাদের চিন্তা করিতে হইবে এবং তদনুসারেই আমাদের কর্ত্তব্যপন্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। গ্রামবাসিগণকে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের সরলতা, নির্ব্বোধিতা, অন্তঃকরণের সাধুতা ও উদারতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও তাহাদের দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার কথা সবই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে তাহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন এবং সত্যই যদি তাহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হন, তবে তাহাদের সঙ্গে আন্তরিক-ভাবে মেলামেশা করিয়া তাহাদের অসুবিধা ও অভাব অভিযোগ হৃদয়ঙ্গম করিবেন। আপনাদের সাহায্য পাইলে উন্নতিমূলক যে কোন প্রচেষ্টায় তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহারা শুধু চায় শিক্ষা, জ্ঞান, সমবায় ও মূলধন এবং যাহারা এতদিন তাহাদের প্রয়োজন ও মূল্যকে উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছে তাহাদের উচিত তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য ও সহযোগিতা করা।"

গুলী-বিধ্বস্ত একটি জার্মানী বোমারু বিমান হইতে সংগৃহীত কয়েকটি বোমা বিজ্ঞানভাবে 'ফিউজ্' খুলিয়া নিরাপদ করা হইয়াছে, ছবিতে তাহাই দেখা যাইতেছে।

লেডী হারবার্ট যুদ্ধ তহবিল

সংগৃহীত অর্থের হিসাব

বিগত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত লেডী বেটী হারবার্ট বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিলে বিভিন্ন জেলা হইতে নিম্নোক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—		
২৪-পরগণা		সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।
যশোহর	..	১,৫৮৪৲
খুলনা	..	২,৮৪৪৲
মুর্শিদাবাদ	..	১,৬২৯৲
নদীয়া	..	৮৭৮৲
মোট	..	৬,৯২৮৲
বর্দ্ধমান বিভাগ—		
বাঁকুড়া	..	৮১০৲
বীরভূম	..	১৫৯৲
বর্দ্ধমান	..	১৩,৫১২৲
হুগলী	..	৬,০০১৲
হাওড়া	..	২,৮২১৲
মেদিনীপুর	..	৬১,৩৫৮৲
মোট	..	৮৪,৬৬১৲
চট্টগ্রাম বিভাগ—		
চট্টগ্রাম	..	৪,২০৩৲
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..
নোয়াখালী	..	২,৭৫০৲
ত্রিপুরা	..	১০,০৮০৲
মোট	..	১৭,০৩৩৲
ঢাকা বিভাগ—		
বাখরগঞ্জ	..	১,৫৭২৲
ঢাকা	..	১৩,৫০০৲
ফরিদপুর	..	৫৩৪৲
ময়মনসিংহ	..	৩,২০১৲
মোট	..	১৮,৮০৭৲
রাজশাহী বিভাগ—		
বগুড়া	..	৭৭৫৲
দার্জিলিং	..	২৪,৯২৩৲
দিনাজপুর	..	৫,৪১৮৲
জলপাইগুড়ি	..	৭,৩৪৩৲
মালদহ	..	২,৬৭৩৲
পাবনা	..	৮১৭৲
রাজশাহী	..	৭০৯৲
রংপুর	..	৭,১৮৮৲
মোট	..	৫০,১৪৬৲
সর্ব্বমোট	..	১,৭৭,৫৮৩৲
কলিকাতা	..	৪,২৯,০৫৪৲
ক্লাব, কোম্পানী ইত্যাদি	..	৫৯,৯২৮৲
		৬,৬৬,৫২৫৲

এপ্রিলে সংগৃহীত অর্থ :—

বাঙলার বিভিন্ন জেলা	..	৬,৩৫৬৲
কলিকাতা	..	১৬,৪০৪৲
ক্লাব, কোম্পানী ইত্যাদি	..	৬,৬৬৬৲
মোট	..	২৯,৪৪৬৲

বিভিন্ন সৈন্য-দলে চাকুরীর সুযোগ

যোগদানেচ্ছুদের জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভিন্ন সৈন্যদলে কেরাণী, ষ্টোর-কিপার এবং ষ্টোর-মেনের যে সকল চাকুরীর সুযোগ আছে, বাঙলা সরকারের নিয়োগ-সংক্রান্ত দপ্তর সেদিকে বাঙলার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক।

সকল শাখাই নিম্নলিখিত চুক্তি প্রযোজ্য হইবে:—

(১) পৃথিবীর যে কোনো স্থানে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(২) মিলিটারী ট্রেনিং ও সামরিক নিয়মানুবর্তিতার অধীন থাকিতে হইবে।

(৩) কমপক্ষে নিম্নরূপ শারীরিক যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন—

(ক) উচ্চতা—৫ ফিট।

(খ) বিস্তৃত বক্ষ—৩৩"।
কমপক্ষে বিস্তৃতি—২"।

(গ) ওজন—১১০ পাউণ্ড।

(৪) বিভিন্ন শাখার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। ইণ্ডিয়ান হস্পিটাল কোর—সিপাই ষ্টোর কিপার।

বয়স—১৮ হইতে ২৫ বৎসর।

শিক্ষার যোগ্যতা।—ম্যাট্রিকুলেশন কিম্বা সমতুল্য বিদ্যা, বোধগম্য হয় এরূপ লেখা, চিঠিপত্র রচনা, হিসাব রাখা এবং টাইপরাইটিং জানা অবশ্য প্রয়োজন। চাকরীর নির্দ্ধারিত সময়—যুদ্ধকালীন এবং তৎপর ১২ মাস পর্য্যন্ত; প্রয়োজনবোধে যে পর্য্যন্ত দরকার হয়। স্থায়ী চাকরীর বিষয়ও বিবেচনা করা হইবে।

বেতন।—সিপাহীর পদের বেতন হিসাবে মাসিক ১৪৷৷০; তৎপর গ্রেড মাহিয়ানা স্বরূপ প্রত্যহ ৵০ আনা।

থাকা, পোষাক, খাদ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা বিনামূল্যে।

২। ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডন্যান্স কোর কেরাণী/ষ্টোরম্যান।

বয়স—১৮ হইতে ৩৭ বৎসর।

শিক্ষার যোগ্যতা।—ম্যাট্রিক কিম্বা অনুরূপ পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। পরিষ্কাররূপে ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারা চাই।

চাকরীর নির্দ্ধারিত সময়।—যুদ্ধকালীন এবং তৎপর ১২ মাস পর্য্যন্ত; প্রয়োজনবোধে যে পর্য্যন্ত দরকার হয়।

বেতন।—সিপাহী মাসিক ১৬৲ টাকা; গ্রেড পে ২২৷৷০; যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত বেতন ২৷৷০; মোট ৪১৲ টাকা।

[illegible] নায়ক।—মাসিক বেতন ১৮৲ টাকা; ডঃ [illegible] পে ২৲; গ্রেড পে ২২৷৷০; যোগ্যতার জন্য অতিরিক্ত বেতন ২৷৷০; মোট ৪৫৲ টাকা।

দুই বৎসর চাকরীর পর যোগ্যতার বেতন, এবং ২, ৪ এবং ৬ বৎসর এ. জি. সি. ও জ্ঞান অনুবৃত্ত চাকরীর পর অন্য সার্ভিস পে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ভাতা।—যে সকল ব্যক্তিকে যুদ্ধসংক্রান্ত স্থানে থাকিতে হইবে তাহাদিগকে (ক) একপার্টিকুলার জাতীয় ভাতা হিসাবে মাসিক ৬৲ টাকা করিয়া এবং (খ) বিদেশ সার্ভিস ভাতা হিসাবে মাসিক ৯৲ টাকা করিয়া প্রদত্ত হইবে।

[illegible] ক্ষতিপূরণ হিসাবে মাসিক ৪৲, ৪৷৷০ ও [illegible] করিয়া প্রদত্ত হইবে।

পোষাক ও চিকিৎসা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করা হইবে। বিভিন্ন নিয়মাবলী অনুসারে প্রয়োজন, পেন্সন, এক-কালীন ভাতা ও ছুটি প্রদত্ত হইবে।

৩। রয়াল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর সিপাহী (কেরাণী বিভাগ)।

বয়স—১৮ হইতে ২৫ বৎসর।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় যোগ্যতা।—স্কুল ফাইনাল ম্যাট্রিকুলেশন [illegible] তৎপর [illegible] ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে জানা চাই। টাইপরাইটিং জানা থাকিলে ভাল হয়, কিন্তু তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য নহে।

চাকরীর নির্দ্ধারিত সময়।—যুদ্ধকালীন এবং তৎপর বার মাস; তারপর প্রয়োজনবোধে যে পর্য্যন্ত দরকার হয়।

বেতন।—পদের বেতন মাসিক ১৬৲ টাকা; গ্রেডের বেতন প্রতিদিন ৵০ আনা হিসাবে।

ভাতা।—(১) প্রয়োজনীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ও তৎব্যবহারের ভাতা, বসবাস-ব্যবস্থা, বিনামূল্যে পানীয় জল, আসবাবপত্র, চায়পাতি, চুল কাটা এবং বস্ত্রাদি ধৌত করিবার ভাতা।

৪। রয়াল ইণ্ডিয়ান আর্মি সার্ভিস কোর সিপাই (ষ্টোর বিভাগ)।

চাকরীর সমস্ত চুক্তি উপরোক্ত ৩নং এর অনুরূপ। এই ক্ষেত্রে কেবল বেতন মাসিক ১৬৲ টাকা।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলে এই বিভাগের উর্দ্ধতন যে কোন ব্যক্তি চাকরীতে প্রমোশন পাওয়ার সুবিধা আছে।

একথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বিভাগে নন-কমিশন অফিসারগণের মধ্যে শতকরা ৫০টি পদ খালি থাকে বলিয়া এখানে প্রমোশনের বিশেষ সুবিধা।

উক্ত স্থানে মাহিয়ানার হার নিম্নলিখিতরূপ:—

(১) যখন শান্তিপূর্ণ কোন স্থানে অবস্থান করিতে হয়—

ল্যান্স নায়ক	..	.. ১৯৲
নায়ক	..	.. ৩১৷০
হাবিলদার	..	.. ৪১৸০

(২) যখন যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিতে হয়—

ল্যান্স নায়ক	..	.. ২৮৲
নায়ক	..	.. ৪৮৷০
হাবিলদার	..	.. ৫৬৸৵

যাঁহারা উপরোক্ত যে কোন চাকরী গ্রহণে ইচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজে সার্টিফিকেট সহ আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন অথবা বয়স, শিক্ষা, যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সহ নিম্নলিখিত যে কোন অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন:—

বাঙলা সরকারের নিয়োগ সম্পর্কিত সংরক্ষণ শাখা, ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অথবা

এ্যাসিষ্টেণ্ট টেকনিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার, ৩নং বে রোড, বেহালা, কলিকাতা।

ভারত সরকারের একটি ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শত্রুপক্ষের আক্রমণে ভারতীয় নৌ-বহরের "পার্ব্বতী" নামক একটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। একজন অফিসার ও ১৫ জন নৌসেনা নিরুদ্দেশ হইয়াছে। একজন আহত নৌসেনার মৃত্যু হইয়াছে। বাকী সকলকে আর একটী জাহাজে উদ্ধার করে।

৩৲ সুদের যুদ্ধ-ঋণ ও সুদ-বিহীন ঋণ

আদায়ের হিসাব

বাঙলার বিভিন্ন ট্রেজারীতে বিগত মার্চ্চ মাসে ১৯৪১-৪২ সালে পরিশোধ্য শতকরা ৩৲ টাকা সুদের যুদ্ধ-ঋণ ও সুদ-বিহীন তিন বৎসরের মেয়াদী ঋণ মোট নিম্নোক্ত পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে:—

		৩৲ টাকা সুদের যুদ্ধ-ঋণ।		সুদবিহীন ঋণ।	
		মার্চ্চ মাসে।	৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।	মার্চ্চ মাসে।	১০ই জুন ১৯৪০ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।
কলিকাতা	..	৪০,২৮,৮০০৲	১,৬৮,২৪,০০০৲	৬,৭০২৲	৩৪,১৩,৪৫৬৵০
বাখরগঞ্জ	..	..	..	..	..
বাঁকুড়া	..	..	..	..	..
বীরভূম	..	..	..	..	..
বগুড়া	..	..	..	..	..
বর্দ্ধমান	..	২,৯০০৲	৪২,৯০০৲	..	১৫৫৲
চট্টগ্রাম	..	১,০০০৲	১,০০০৲	১,০০০৲	১,৪০০৲
ঢাকা	..	৫,৫০০৲	৭,৪০০৲	..	৪৪,০০০৲
দার্জিলিং	..	৭০,১০০৲	১,৮৩,৯০০৲	..	১২,১১২৲
দিনাজপুর	..	..	..	..	..
ফরিদপুর	..	..	১০০৲	..	..
হুগলী	..	..	..	..	..
হাওড়া	..	..	..	..	২,৫৫১৲
জলপাইগুড়ি	..	..	১,০০০৲	..	৬০০৲
যশোহর	..	..	..	..	..
খুলনা	..	..	..	..	..
মালদহ	..	..	..	..	..
মেদিনীপুর	..	..	..	..	..
মুর্শিদাবাদ	..	..	..	..	..
ময়মনসিংহ	..	..	১০০৲	..	..
নদীয়া	..	..	..	..	৫,০০০৲
নোয়াখালী	..	২৫,০০০৲	২৫,০০০৲	..	..
পাবনা	..	..	১,৫০০৲	..	..
রাজশাহী	..	১০০৲	১০০৲	..	..
রংপুর	..	৮,০০০৲	৮,০০০৲	..	..
ত্রিপুরা	..	..	৭,২০০৲	..	১০০৲
২৪-পরগণা	..	..	..	..	৫০০৲
মোট	..	৫১,৪১,৯০০৲	১,৭০,১৮,৫০০৲	৭,৭০২৲	৩৫,৮২,২৭৬৵০

বামে (উপরে)—বৃটিশ বিমানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বার্লিন হইতে নাগরিকগণ ট্রেণ বোঝাই করিয়া পল্লী অঞ্চলে গমন করিতেছে।

বামে (নিম্নে)—আফ্রিকার রণাঙ্গনে বন্দীকৃত ইটালীয়ান সেনাদের নিকট হইতে যে সব বন্দুক ও মেশিন-গান দখল করা হইয়াছে, তাহার এক বিরাট স্তূপ।

সর্বোপরি উপরে—রাজকীয় বিমান-বাহিনীর গোলা-বর্ষণে একটি ইটালীয়ান 'কনভয়' পর্যুদস্ত হইয়াছে।

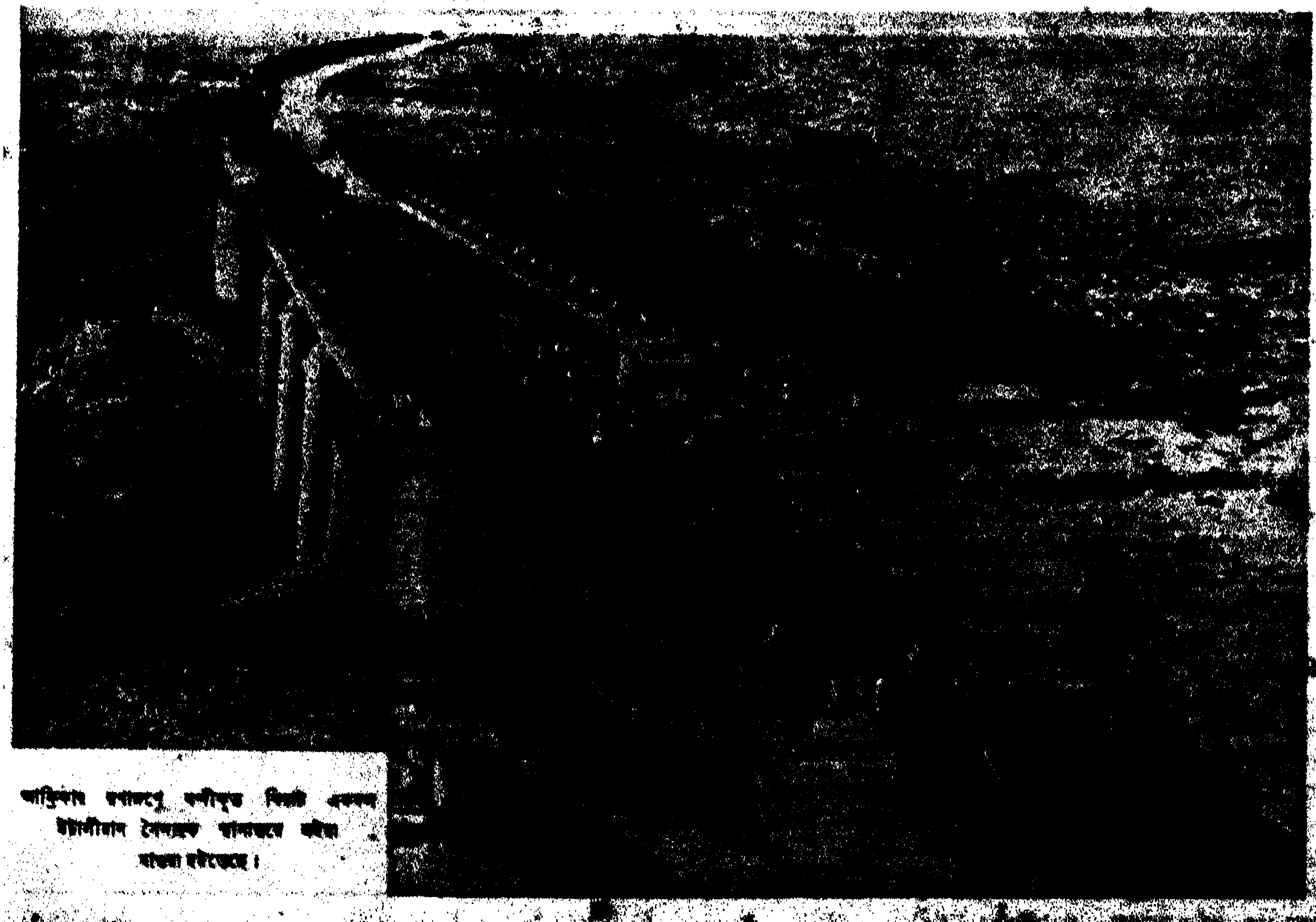

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বন্দীকৃত বিরাট একদল ইটালীয়ান সৈন্যকে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

Printed and published by George Wilfrid Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]

L. No. C2532

বাঙলার কথা

...ম বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৬শে মে, ১৯৪১ [এক আনা

জাপানী বর্ব্বরতার মূর্ত্ত বিকাশ

চীনে অনাচার-ব্যভিচারের বীভৎস অভিনয়

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রের প্রতিনিধি মিঃ এইচ. জে. টিম্পার্লি লিখিত "What war means" নামক পুস্তিকার কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে জাপ বাহিনী কর্ত্তৃক চীনের রাজধানী নানকিং অধিকৃত হইলে তথায় যে-অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনি উক্ত পুস্তিকায় উহার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"নানকিং-এ জাপ বাহিনী তাহাদের সুনাম নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। চৈনিক ও বিদেশীয়দের শ্রদ্ধা অর্জনের যে সুযোগ তাহারা পাইয়াছিল, তাহাও হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে। চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষের শোচনীয় পতন এবং সৈন্য বাহিনীর পরাজয় বরণের পর এ অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বিরাট অংশ জাপ বিধান মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতির অবসান এবং বোমার আঘাতে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় বহু লোক জাপানীদের আগমনবার্ত্তায় প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করিতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। তাহারা যেন হাঁফ ছাড়িয়াই বাঁচিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, উচ্ছৃঙ্খল চৈনিক সৈন্যরা জাপানীদের আগমনে এত তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা নানকিং শহরের একটা বিরাট অংশের কোন ক্ষতি সাধনই করিতে পারে নাই।

"কিন্তু এ ঘটনার দুই দিন পর অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। নরহত্যা, লুট তরাজ ও ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা অবাধে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল; এমন কি নারী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা সম্পর্কেও ঘোর আশঙ্কা দেখা দিল।

"নিম্নে নানকিং-এর জনৈক বিদেশী লোকের পত্রাংশ উদ্ধৃত করা হইল। লেখক তাঁহার সমগ্র কর্ম্মজীবন চীন দেশেই অতিবাহিত করিয়াছেন বলা যায়। পত্রখানি সাংহাইস্থিত তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের উদ্দেশ্যে লিখিত। ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পর্কে লিখিত ছত্রগুলি এস্থলে উদ্ধৃত করা হয় নাই।

"আমার বক্তব্য বিবৃতি কাহাকেও আনন্দ দান করিবে না। বস্তুতঃ ইহা এত নিরানন্দময় যে, অনেকে উহা পাঠ করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িতে পারেন; এ-কারণে বড়দিনের মনোরম সপ্তাহের পূর্ব্বে কেহ যেন ইহা পাঠ না করেন। [illegible] এখনও লুণ্ঠনকারী নানকিং-এর নিরীহ অধিবাসীগণের উপর দিয়া যে অকথ্য অত্যাচার, ধর্ষণ ও নিপীড়ন চালাইতেছে, পত্রে তাহারই বর্ণনা রহিয়াছে।

সবে মাত্র বড় দিন আরম্ভ হইল। ১০ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে এ-পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহারই উল্লেখ করা যাক্। নানকিং-এ আমরা এ-কয়দিন [illegible] কাটাইয়াছি। পলায়িত চৈনিক বাহিনী শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। [illegible] বাহিনী এক্ষণে নগরের হর্ত্তাকর্ত্তা। জাপ বাহিনীর নগর প্রবেশের দিন পর্য্যন্ত নানকিংকে একটা সুন্দর শহর বলা যাইত। ইহাকে লইয়া আমরা এবং অন্যান্য অধিবাসীরা কতই না গর্ব্ব করিতাম। হায়, আজ আর উহার সে সৌন্দর্য্য নাই। সমগ্র শহরটি এক্ষণে লুণ্ঠিত, অগ্নিদগ্ধ ও বিধ্বস্তপ্রায়।

দশ দিন ধরিয়া লুট তরাজ ও অরাজকতা চলিতেছে, —যেন একটা নরকের মুলুক। আমরা বিপন্ন বলিয়াই আমি ইহা বলিতেছি এমন নয়। কামচিন্তায় উন্মত্ত এবং মদের নেশায় কাণ্ডজ্ঞানহীন জাপানী সৈন্যরা ব্যভিচারের যে বীভৎস অভিনয় করিতেছে, উহা কি কখন মনুষ্যত্ব বিবেচিত হইতে পারে? জাপানী সৈন্যরা হত্যার উদ্দেশ্যে বিনা কারণে যখন কাহারও বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীন এবং কাহারও মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঁচু করিয়া ধরে, তখন অন্যান্য লোকের কি অবস্থা হয় একবার চিন্তা করুন। এ-সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র ডাইরীতে যে-কয়টি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, আমি এস্থলে সে কয়টিরই উল্লেখ করিতেছি:—

১৫ই ডিসেম্বর:—আজ সন্ধ্যায় সংবাদ আসিল যে, হেডকোয়ার্টারের নিকটে অবস্থিত আমাদের শিবির হইতে সৈন্যরা গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য ১,৩০০ লোককে লইয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে সৈনিকের কাজ করিত। আজ অপরাহ্নেই জনৈক পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না। শিবিরের লোকজনকে প্রথমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করান হইল। তারপর প্রায় একশত জনের এক একটি দল করিয়া তাহাদিগকে দড়ি দিয়া বাঁধা হইল। বন্দীদের হ্যাটগুলি কাড়িয়া লইবার পর ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দেওয়া হইল। পরক্ষণেই আমাদের গাড়ীর হেড-লাইটের সাহায্যে দেখা গেল যে, বন্দীদিগকে গুলী করিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

১৬ই ডিসেম্বর:—সকাল হইতে স্ত্রীলোকদের লাঞ্ছনা চলিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমাদেরই পরিচিত শতাধিক স্ত্রীলোককে জাপ সৈন্যরা বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৭ জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী হইতে আনা হয়। জাপ সৈন্যরা গৃহে প্রবেশ করিয়া যে-সকল স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা উহার অনেক অধিক। আশ্রয়প্রার্থিনী রাস্তায় রাস্তায় স্ত্রীলোককে তাড়ায় ভীড় করাইতে দেখা যায়।

১৭ই ডিসেম্বর:—লুটতরাজ, নরহত্যা এবং ব্যভিচার আরও সমভাবে চলিতেছে। মোটামুটিভাবে অনুমিত হইয়াছে যে, গতকল্য দিনে এবং রাত্রে অন্ততঃপক্ষে এক সহস্র নারীর লাঞ্ছনা হানি করা হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোকের উপর ৩৭ বার পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। ৫ মাসের একটি শিশু-সন্তানের জননীর উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইবার সময় উক্ত বাচ্চাটি কাঁদিয়া উঠিলে ব্যভিচারে-লিপ্ত নরপশুটি তৎক্ষণাৎ উহাকে মারিয়া ফেলে। আপত্তি করিলে আর রক্ষা নাই।

১৮ই ডিসেম্বর:—আমাদের সদর বিভাগ আমাদিগকে বলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সৈন্যরা দুইজন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাইয়াছে। ইহাদের একজন জনৈক এস. পি. এ-র সেক্রেটারীর শিক্ষক-বালিকা। বিভাগ এক বাড়ী পরে থাকেন বটে, তবে আমাদের সঙ্গে একত্রে আহার করেন। উইলসন জানাইতেছেন যে, সাংঘাতিকভাবে আহত অবস্থায় ৫ বৎসরের একটি ছেলেকে হাসপাতালে আমদানী করা হইয়াছে। বেয়নেটের আঘাতে তাহার শরীরের ৫ জায়গায় নাড়ীদের আঘাত লাগিয়াছে। একটি আহত ব্যক্তির শরীরে ১৮টি আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে। জনৈক মহিলা মুখমণ্ডলে ও গায়ে ১৭টি অস্ত্রের আঘাতসহ হাসপাতালে আসিয়াছেন। চারিশত হইতে পাঁচশত আশ্রয়প্রার্থী অপরাহ্ণে আমাদের হেডকোয়ার্টারে আশ্রয় গ্রহণ করে। সারারাত তাহারা খোলা জায়গায় কাটাইয়া দিয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর:—পূর্ণ অরাজকতার দিন। সৈন্যরা বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে। আরও বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ডের আশঙ্কা রহিয়াছে। সৈন্যরা কোন কোন বাড়ীতে ১০।১২ বার ঢুকিয়া প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং মহিলাগণের লাঞ্ছনা চালাইয়া প্রস্থান করে। বিনা কারণে কতক লোককে নিহত করা হইয়াছে। একটি ডোবায় আমাদের ৭ জন বাষ্প-বিদ্যালয়ের কর্ম্মচারীর ৬ জনকে খুন করা হইয়াছে। সপ্তম ব্যক্তি অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া আহত অবস্থায় পলায়ন করিতে সমর্থ হন।

২০শে ডিসেম্বর:—বর্ব্বরতা এবং অত্যাচার অবাধে চলিতেছে। শহরের বেশী ভাগ পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণে [illegible] আমি ও স্মীথ মোটর-যোগে ভ্রমণে বহির্গত হই। সমগ্র [illegible] রোড

[১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৬শে মে—১৯৪১

জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য কি ?

উত্তরে নরওয়ের উপকূল, পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেল ও বিস্কে উপসাগর এবং দক্ষিণ দিকে ইজিয়ান সাগর-পথে জার্ম্মাণী সমুদ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছে। মাত্র দুই তিনটি দেশ ছাড়া হিটলার প্রায় সমগ্র ইউরোপই জয় করিয়া লইয়াছে। এই বিজিত মহাদেশের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি দ্বীপ ও সামরিক গুরুত্ব সম্পন্ন স্থান রহিয়াছে—যেমন গ্রেট বৃটেন, জিব্রাল্টার, মাল্টা, ক্রীট, সাইপ্রাস, আলেকজেন্দ্রিয়া এবং সুয়েজ। সমুদ্রে বৃটেনের আধিপত্যের ফলে এই সব স্থান প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব দিকে ভারত হইয়া সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত, দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিয়ন ও পশ্চিম দিকে উত্তর আমেরিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত রহিয়াছে বলা চলে।

জার্ম্মাণী যদি ইউরোপের উপর তাহার অপ্রতিহত প্রভাব জারী করিয়া রাখিতে চায়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা না করিলে চলিবে না। সামরিক, অর্থনৈতিক বা মতবাদ যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা হউক না কেন, এক-নায়কত্বে পরিচালিত শাসন এমনি জিনিষ যে, সমগ্র বিশ্ব লইয়া ইহার প্রভাব বিস্তৃত না হইলে ইহা পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। বিশেষতঃ হিটলার ও তাহার দলবল একথা বেশ ভালরূপই উপলব্ধি করিতেছে যে, যত শীঘ্র এই বিশ্ব-ব্যাপী কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, ততই সুবিধাজনক—বিলম্বে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইউরোপে সব যুদ্ধ-সম্ভার পাওয়া যায় না বলিয়া যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্ববিজয়ের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধ-পরিচালনাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। যেসব দেশ প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং যাহাতে সকল জাতিই উপকৃত হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ আদান-প্রদান নীতির সমর্থক, নাৎসীবাদ মূলতঃই এসব দেশের অনুসৃত নীতির বিরোধী। এই সব নীতির ফলে সমগ্র বিশ্বে এক জাতির নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বিশ্বের সকল স্থানে প্রতিযোগের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত—যেন সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারে। জার্ম্মাণরা এই উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

কাজেই বলা চলে—বর্ত্তমান ১৯৪১ সনের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালটা বৃটেন ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক সময়। সামরিক সজ্জা, সৈন্য-সংখ্যা, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা এবং মর্য্যাদা—এই সব দিক দিয়া জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে পৌঁছিবার উর্দ্ধ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আমেরিকার কলকারখানার কাজ পূর্ণমাত্রায় চলিলে পর জার্ম্মাণীর আর্থিক প্রতিপত্তি অবশ্য বর্ত্তমানের মত থাকিবে না। হিটলার নিজেও যে এই কথা উপলব্ধি করিতেছে, তাহা নিশ্চয় এবং সে আমেরিকার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও নানা বিষয়ে সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলি লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে।

তাহার মিত্রদেশের কন্ডাক্টারই যুদ্ধ দিয়াছে। এই কন্ডাক্টার অস্ত্রাদি নির্মাণ কারখানার শ্রমিকদিগকে আরো কঠোর পরিশ্রম করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মোটের উপর বুঝা যায়, ইউরোপীয় প্রভুত্বের ক্ষেত্র হইতে অবিলম্বে সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নাৎসীরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, বোমার তাহারা নিজেদের জন্য সমগ্র ইউরোপব্যাপী যে কারাগার সৃজন করিয়াছে, তাহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা তাহাদিগকে করিতেই হইবে। নাৎসীদের এই নীতিরই ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্মুখে বিরাট বিপদের সূচনা হইয়াছে। সাম্রাজ্যের সকল স্থানের জনগণই ইহা উপলব্ধি করিতেছে যে, তাহাদের সকল প্রচেষ্টা যুদ্ধের ব্যাপারে নিয়োগ করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তাহাদিগকে কঠোর দুর্দ্দিনেরও সম্মুখীন হইতে হইবে। বৃটেনের যুদ্ধে বৃটিশ শক্তি বিজয়ী হইয়াছে এবং গ্রীসের যুদ্ধে তাহারা সম্মানের সঙ্গে পরাজিত হইয়াছে; কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাহারা প্রমাণ দিয়াছে যে, যুদ্ধ-কৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়া তাহারা জার্ম্মাণদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অবস্থা খুবই সঙ্গীন; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত আমেরিকা হইতে ব্যাপকভাবে জাহাজ, ট্যাঙ্ক, বিমান ও কামান প্রভৃতি আমদানী না হয়, সে-পর্য্যন্ত বৃটেন ও মিত্র-শক্তিবর্গকে শত অসুবিধা সত্ত্বেও প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতেই হইবে।

যাদবপুর ষ্টেশনের গোলযোগ

গত মার্চ্চ মাসে যাদবপুর ষ্টেশনে কতিপয় যাত্রী এবং যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন পত্রিকা উহাকে সাম্প্রদায়িকরূপ দান করে, অপর কয়টি সংবাদটি অতিরঞ্জিত করিয়াও প্রকাশ করে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, যাদবপুর কলেজের প্রায় ৪/৫ শত ছাত্র কলিকাতা এবং মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য ষ্টেশন হইতে ট্রেনযোগে কলেজে যাতায়াত করিয়া থাকে। ১৫৯ আপ ট্রেণখানি কলেজের ছুটির পরক্ষণেই ছাড়ে বলিয়া সে গাড়ীতে ভীড় জমিয়া থাকে। বিগত ১৪ই মার্চ্চ অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক ভীড় হয়; কারণ সেদিন চন্দ্রগ্রহণ ও দুই দিনের জন্য কলেজ ছুটি হইয়া যায়। ইহা ছাড়াও পুণ্যার্থীদিগের যাত্রীরা বেশ ভীড় জমায়। ইহারা সেই গাড়ীতেই ফিরিয়া আসিতেছিল। ট্রেণ যাদবপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলে দেখা যায়, উক্ত কলেজের দুই শতাধিক ছাত্র গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ছাত্ররা গাড়ীতে আরোহণ করিলে যাত্রীদের ভয়ানক অসুবিধা ঘটায় তাহারা বিরক্তি প্রকাশ করে। ইহাতে হাতাহাতি লাগিয়া যায় ফলে উভয় পক্ষের কয়েকজন সামান্য আঘাত পায়। যাত্রীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ই ছিল; সুতরাং উক্ত ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার কিছুই ছিল না। পুরুষদের গাড়ীতে বহু স্ত্রীলোকও ছিল। স্ত্রীলোকদের গাড়ীর দিকে যাওয়া কথার কোন প্রমাণ নাই। কতিপয় স্ত্রীলোক যাদবপুর ষ্টেশনে অবতরণ-পূর্ব্বক পদব্রজেই বাড়ী চলিয়া যায়। ট্রেণে বসার জায়গা লইয়াই গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছিল। এদিকে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ছুটি বাতিল করা হইয়াছে।

মুসলমান বলিয়াই তীর্থযাত্রীদিগকে আক্রমণ করা হইয়াছে, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। দুঃখের বিষয়, ছাত্ররা হিন্দু ছিল বলিয়াই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠিয়াছিল।

টুইলাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় টুইলাইনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঙলা গভর্ণমেণ্ট সিঙ্কোনার উৎপাদন বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আসিবিরিং রোপণ বহু বৎসরে আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ক্রমাগত সিঙ্কোনার চাষবৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে। কৃষির প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা করিয়া জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করারও চেষ্টা করা হইবে।

সিঙ্কোনা বড় হইতে কয়েক বৎসর সময় লাগে, এজন্য শীঘ্র কোন সুফল দেখা যাইবে না। এই অপরিহার্য্য বিলম্বের অসুবিধা যতটা সম্ভব হ্রাসের জন্য বিশেষ অবস্থায় সিঙ্কোনা উৎপাদনের জন্য যাহা করা প্রয়োজন, তাহা করা হইবে। উৎপন্ন ফসল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মংপুর কারখানাও সম্প্রসারিত হইবে। নূতন পরিকল্পনানুসারে বার্ষিক ১০০,০০০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইবে। বর্ত্তমানে বার্ষিক ৫০,০০০ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হয়। কুইনাইনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিবে। উপরোক্ত পরিমাণ কুইনাইন ব্যতীত নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০,০০০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা এ্যালকলি পাওয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের ভোটার তালিকা

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রের নূতন ভোটার-তালিকা রচিত হইতেছে। ভারতীয় আয়কর আইনের বিধান অনুসারে কোন সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে কাহারও আয়করের পরিমাণ প্রকাশ করা বৈধ নহে। সুতরাং আয়করের পরিমাণ অনুসারে যাঁহারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে ভোট দানের অধিকারী অথচ আয়করের নোটিশ বা করের পরিমাণ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত আয়কর প্রদান সম্পর্কিত ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের সার্টিফিকেটসহ আবেদন করিতে হইবে। উক্ত সার্টিফিকেট বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে।

অমুসলমান ও মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অন্যূন ৫,০০০৲ আয়ের উপর কর প্রদানকারিগণ এবং ইউরোপীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ন্যূনপক্ষে ১২,০০০৲ আয়ের উপর কর প্রদানকারিগণ ভোট দানের যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ অমুসলমান-গণের পর্য্যায়ভুক্ত। মালিকার টাকার উপর যদি আয়কর দেওয়া হয়, তাহা হইলে মালিকার পরিমাণ সম্পর্কিত মালিকের সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে। ব্যক্তিগত আয়ের পরিবর্ত্তে যদি কোন প্রতিষ্ঠান উহার মোট আয়ের উপর আয়কর প্রদান করেন, তাহা হইলে কোন অংশীদার ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের নিকট আবেদন করিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিগত আয়ের মধ্যে তাহার অংশ ১২,০০০৲ কিম্বা ৫,০০০৲ টাকার কম নয়, এ মর্ম্মে সার্টিফিকেট পাইবেন। অতঃপর ভোটার-তালিকার নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি উক্ত সার্টিফিকেট নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দিবেন।

ভোটার হওয়ার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কলিকাতার অধিবাসীদিগকে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা এবং মফঃস্বলের হইলে স্ব স্ব জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নির্দ্দিষ্ট ফরমে আবেদন করিতে হইবে। আবেদনকারী তাঁহার এবং যে-নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটার-তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করাইতে ইচ্ছুক, উহার নাম উল্লেখ করিবেন। আবেদনকারিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহাদের আবেদনপত্রসমূহ পাঠাইবেন। এ-সময় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর রিভাইজিং অফিসারের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অসুবিধায় পড়িতে হইবে না।

ভারত-সরকারের অস্থায়ী ... কাজীর ... আমিনুদ্দীন ... পূর্ব্ব ... করিয়া পুনরায় ... যোগদান করিয়াছেন।

ইরাকের গোলযোগ ও মোস্‌লেম জগতের কর্ত্তব্য

খানবাহাদুর আব্দুল মোমেনের বেতার-বক্তৃতা

নিখিল-ভারত রেডিয়োর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বিগত ১৩ই মে তারিখে খানবাহাদুর এম. এ. মোমেন সি-আই-ই নিম্নোক্ত বেতার-বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

"আজ প্রায় এক পক্ষকাল হইল ইরাকের এক শ্রেণীর লোক ও বৃটিশের মধ্যে শোচনীয় সংঘর্ষের সূচনা হইয়াছে। তুরস্ক, মিসর ও ইরানের মুসলমানদের মত ভারতীয় মুসলমানও অতি দুঃখের সহিত এই সংঘর্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। কেরূপভাবে এই অবাঞ্ছিত সংঘর্ষের সূচনা হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে সবচেয়ে লক্ষ্য করিবার মত ব্যাপার ইহাই যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইরাকের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, কিম্বা ইরাকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃটেন কোন প্রকারেই আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে না। ১১ বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ইরাকের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। রশীদ আলীর গিলানীর নির্দ্দেশ অনুসারে ইরাকী সৈন্যরাই প্রথমে সংঘর্ষের সূচনা করিয়াছিল। এই রশীদ আলী গিলানী মাত্র কয়েকদিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিল। যে পবিত্র সন্ধি-বন্ধনে ইরাক ও বৃটেন আবদ্ধ হইয়াছিল, এরূপভাবে তাহার অবমাননা হওয়ায় সমগ্র জগতের মুসলমান (এমন কি ইরাকের লোকেরাও) তাহার নিন্দা না করিয়া পারে না ; কারণ মুসলমানের কাছে তাহার প্রতিশ্রুতির মূল্য প্রকৃতই অপরিমেয়। যাঁহারা নিয়মিতভাবে সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, হিট্‌লারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া রশীদ আলী যে আচরণের পরিচয় দিয়াছে, তজ্জন্য তুরস্ক, মিসর, ইরাণ ও ভারতের মোস্‌লেম জনমত কিরূপভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছে।

এই ব্যাপারে জনসাধারণের মনে যদি এখন পর্য্যন্তও কোন সন্দেহ থাকিয়া থাকে, তাহা অপনোদন করার জন্য এবং এই অবাঞ্ছিত ব্যাপার হইতে মোস্‌লেম জগতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় যে সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করার জন্যই আমি অদ্য রজনীতে বেতার মারফৎ এই বক্তৃতা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আলোচনার সূচনাতেই আমি ১৯৩০ সালের ৩০শে জুন তারিখে স্বাক্ষরিত ও ১৯৩১ সালে ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বাগদাদে অনুমোদিত এ্যাংলো-ইরাকী সম্প্রীতিমূলক সন্ধির কয়েকটি ধারার কথা উল্লেখ করিব। উক্ত সন্ধির ৪র্থ ধারায় বলা হইয়াছিল—বৃটেন যদি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, বা যুদ্ধের আশঙ্কা দিলে যদি বৃটেনের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইরাক বৃটেনকে ইরাকের রেলপথ, নদীপথ, বন্দর, বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র ও [illegible] সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিয়া সাহায্য করিবে। কাজেই তুরস্ক ও মিসরের সঙ্গে যোগাযোগ[illegible] রক্ষার জন্য বৃটিশ সরকার যখন ইরাকে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য [illegible] দাবী করিলেন, সেই দাবী সন্ধির সর্ত্তানুসারে যে ন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহা না করিলেও চলে না, যদি ইরাকে [illegible] সর্ত্ত [illegible] থাকিত, তাহা হইলে [illegible] সন্ধির সর্ত্ত [illegible] পালন করিত। কিন্তু এক্ষণে [illegible] হইল না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দেখায় যে, সন্ধি সর্ত্ত অবমাননা করার কোন ইচ্ছা তাহার নাই এবং এই জন্যই বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম দল সৈন্যকে ইরাকে অবতরণ করিতে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহার পরই তাহার আসল স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং যাহে হুঁতার বৃটিশের সহিত সম্বন্ধ বাধাইয়া দেওয়া হয়। বৃটেনকে অবশেষে বাধ্য হইয়াই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এরূপভাবেই সংঘর্ষ বাধে এবং এপর্য্যন্তও তাহা চলিয়া আসিতেছে।

প্রত্যেক মুসলমানের মনেই আজ সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, ইরাকের এই সমস্যা আমাদের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের মুসলমানের মধ্যে স্বভাবতঃই যে সৌভ্রাত্রের বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অব্যাহত রাখিয়া বর্ত্তমান সমস্যায় আমাদের কর্ত্তব্য কি হইতে পারে? আমার মনে হয় এই সব প্রশ্নের একটি মাত্র সোজা উত্তর রহিয়াছে এবং যেসব মুসলমান আমার এই বক্তৃতা শ্রবণ করিবেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারাও এ-বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। আমার মতে এই ব্যাপারে মোস্‌লেম জগত, বিশেষভাবে ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থ এমনভাবে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, হিট্‌লারের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যে ব্যক্তিই কাজ করুক না কেন, আমরা কিছুতেই তাহাকে সমর্থন করিতে পারিনা। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত আরব জাতীয়-সংঘের সভাপতি সত্যই বলিয়াছেন "হিট্‌লারের অধীনে আরব জাতির কোন ভবিষ্যৎ থাকিতে পারে না।" ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপারে বলা চলে যে, নিখিল-ভারত-মোস্‌লেম-লীগের প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বিভিন্ন সময়ে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। হিটলার ও তাহার মতবাদকে সকলেই নিন্দা করিয়াছে। এদেশে এমন একজন মুসলমানও নাই যিনি ইহা মনে করেন না যে, হিট্‌লার বিজয়ী হইলে বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই অন্যান্য জাতি বহু শতাব্দীর জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। হিট্‌লার ইরাকে যে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে, মোস্‌লেম জগতকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া

আয়ত্ত করা এবং জগতকে বিপন্ন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দিতে হইলে বৃটিশ-সাম্রাজ্য আমেরিকার গণতন্ত্রের সহায়তায় যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যাহাতে অকার্য্যকরী না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই আমাদের উচিত হইবে। মিসর, যদি প্রয়োজন হয় তবে তুরস্ক, অন্যান্য আরব রাষ্ট্র এবং এমন কি ইরাকেরও আত্মরক্ষার ব্যাপারে বৃটিশের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। ইহা একান্ত প্রয়োজন যে, এসব দেশের রক্ষণ-ব্যবস্থার জন্যই এ্যাংলো-ইরাকী সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী বৃটেনকে মিসর ও তুরস্কের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখিতে হইবে এবং ইরাককে অবস্থিত বিমান-ঘাঁটি সমূহের সুযোগ গ্রহণ করিতে হইবে। যদি জার্ম্মাণী ও ইতালী কর্ত্তৃক তুরস্ক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইরাক তুরস্কে যুদ্ধ সম্ভার ও সৈন্য প্রেরণের ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে। কাজেই বলা চলে এ্যাংলো-ইরাকী সন্ধির সর্ত্ত সঠিকভাবে পালনের জন্য বৃটেন যে দাবী করিতেছে, এই দাবী শুধু কেবল ন্যায়সঙ্গতই নহে—বরং মোস্‌লেম দেশগুলির স্বার্থে উহা অনুকূল। তাহা ছাড়া, ভারতের রক্ষণ ব্যবস্থায় কিছু নিশ্চয় শত্রুপক্ষ যাহাতে মধ্য-প্রাচ্যে আসিয়া আড্ডা গাড়িতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। মোস্‌লেম-জগতের পক্ষে ইহা প্রকৃতই অতি লজ্জার কথা যে, মোস্‌লেম দেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করার ব্যাপারে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহারের জন্য শত্রুরা কতিপয় আমীর মত লোক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে।

ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে এই সব বিষয় বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন এবং কোন প্রকার দ্রুত কার্য্যের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত নয়। দেশের সমস্যা লইয়া বৃটেনের সঙ্গে আমাদের যতই বিরোধ থাকুক না কেন, আমরা পরিষ্কারই ইহা উপলব্ধি করিতেছি যে, আমাদের স্বার্থ বর্ত্তমান সংগ্রামে তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। যদি বৃটেন বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করে, তাহা হইলে মোস্‌লেম রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী হইবে, পক্ষান্তরে যদি হিট্‌লার বিজয়ী হয়, তাহা হইলে মোস্‌লেম রাষ্ট্রগুলি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে এবং তাহাদের শোষণের পথ আরো প্রশস্ত হইয়া পড়িবে। ইরাকের সংঘর্ষ উপলক্ষ করিয়া বৃটেন ও মোস্‌লেম জগতের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার জন্যই শত্রু-পক্ষ চেষ্টা পাইতেছে ; কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের উচিত বৃটেনকে নিশ্চিতভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যে, মোস্‌লেম

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ইরাকের উপর বিমান-আক্রমণের সময় মোটরবাহিত [illegible] এ্যাণ্টিএয়ারক্রাফ্‌ট গান চালকগণ বন্দুকের গুলীতে একটি শত্রু-বিমানকে ভূপাতিত করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ফ্রাঙ্কো-জার্মাণ চুক্তি

ভিসি বিটিশ এজেন্সীর সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ফরাসী মন্ত্রীসভার বৈঠকে ফ্রান্সের প্রতি জার্মাণীর শর্ত সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে। আলাপ-আলোচনার ফলে যে চুক্তি হইয়াছে, তাহা শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে।

এডমিরাল দারলা, হিটলার ও রিবেনট্রপের সহিত আলোচনার পর মার্শাল পেঁতার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সাফোক ও বার্কশায়ারের আর্ল নিহত

গত ১২ই মে সোমবার রাত্রে একটী বোমা বর্ষণের ফলে সাফোক ও বার্কশায়ারের আর্ল, তাঁহার সেক্রেটারী ও অন্য পাঁচ ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন। উক্ত আর্লের জীবন বৈচিত্র্যময় এবং তিনি মাত্র ১১ বৎসর বয়সে আর্ল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর তিনি গার্ড অফিসার ও বাণিজ্য জাহাজের শিক্ষানবিশ হিসাবে কার্য্য করিয়াছেন। যুদ্ধ আরম্ভের সাথে সাথেই তিনি সরকারী সরবরাহ বিভাগের একজন অফিসারের পদে নিযুক্ত হন।

বহু ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত

সম্প্রতি লণ্ডনের উপর যে বিমান আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে কমন্সসভার আর্ক বিশপের গৃহ ল্যামবেথ প্রাসাদ, লণ্ডনের সঙ্গীতভবনের কুইন্‌স্ হল, সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদ, সেণ্ট ক্লিমেণ্ট ডেনস্ ও বুটিশ মিউজিয়ামের প্রধান কার্য্যালয় প্রভৃতিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

হের হেস বন্দীরূপে আটক

হের হেসকে বন্দী হিসাবে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাকে একটি গোপন স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না।

বলা হইয়াছে যে, যদি তিনি কোন নিরপেক্ষ দেশে যাইতেন, তাহা হইলে নাৎসীগণ কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু প্রায় অনিবার্য্য ছিল।

অধিকাংশ জার্মাণ বেতারবার্ত্তাই তাঁহার অন্তর্দ্ধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব আছে।

সোল্লাম এলাকায় শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোল্লাম এলাকায় শত্রুপক্ষ আবার সোল্লামের দক্ষিণ ও পশ্চিমে পূর্ব্বতন ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। এখানে যন্ত্র-সজ্জিত টহলদার বৃটিশ সৈন্যদলগুলি তাহাদিগকে বিব্রত করিয়াছে।

ডিউক অব হ্যামিল্টনের সহিত হেসের সাক্ষাৎ

হেসের স্কটল্যাণ্ডে অবতরণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ডিউক অব হ্যামিল্টন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

হেস ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ সরকারীসূত্রে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি অবিলম্বে বিমানযোগে গ্লাসগোতে আগমন করেন। ডেপুটী ফুয়েরারকে যখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন পথিমধ্যে ডিউক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ডেপুটী ফুয়েরারের সহিত আলোচনা সম্পর্কে ডিউক অব হ্যামিল্টন গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন।

সিরিয়ায় জার্মাণ বিমান

প্রামাণ্যভাবে জানা গিয়াছে যে, সিরিয়াস্থিত ফরাসী কর্তৃপক্ষ জার্মাণদের ইরাকে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার বিমানঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতে দিতেছেন।

ইহার ফলে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সিরিয়ার বিমানঘাঁটিসমূহে অবস্থিত জার্মাণ বিমানগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, জার্মাণ বিমানগুলি এই সকল বিমানঘাঁটিকে অভিযানের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।

শত্রুপক্ষের কনভয় আক্রান্ত

বৃটিশ নৌ-বহর সংশ্লিষ্ট বিমানবহর গত ১২ই মে রাত্রে ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষের এক দক্ষিণগামী কনভয়ের উপর খুবই সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়। রাজকীয় বিমানবহরের এক এস্তেহারে উপরোক্ত সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। একখানা ৮,০০০ টনের বাণিজ্য-পোত ও ট্রেলারের উপর বোমা পড়ে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হইয়া বাণিজ্য-পোতখানি বিধ্বস্ত হয়; সর্ব্বশেষ উহা হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায় এবং পাইলটরা বলে যে, উহা ধূম্রজাল নয়।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

একখানা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সেনারা তোব্রুক এবং সোল্লাম এলাকায় অবিরাম ব্যাপক-টহলদারী কার্য্য চালাইয়াছে। ১২ই মে তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকা বাহিনী আবিসিনিয়ার স্বদেশভক্ত বাহিনীর সহযোগিতায় আম্বা-আলাগির বাহিরের দিকে আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে। উক্ত দিবস ২৪ জন ইটালীয় অফিসার এবং ১৭০ জন ইটালীয় সাধারণ সেনা বন্দী হইয়াছে। ১৩ই তারিখ আদ্দিস-আবাবার দক্ষিণে হুদ এলাকায় ৯টি হাল্কা ট্যাঙ্ক দখল করা হইয়াছে।

আরও সাফল্যের সংবাদ

নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, আদ্দিস-আবাবার দক্ষিণের হুদ এলাকায় আরও সাফল্যের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। একটি ইটালীয় ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া পঁচিশত জন সৈন্যকে বন্দী করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইয়াভেলোর উত্তরে এলসি নামক স্থান দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে। অবিরাম প্রবল বারিপাত সত্ত্বেও আবিসিনিয়ায় বৃটিশ সেনারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি সিদামোয়ামা দখল করিয়া লইয়া আরও সৈনিককে বন্দী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

ক্রীটে শত্রু-বিমানের হানা

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ১৫ই মে জানা গিয়াছে যে, ক্রীটে শত্রু পক্ষীয় বিমানের বেশ বড়রকমের আক্রমণ চলিয়াছিল। শত্রুপক্ষ মালেমী এবং হারো-ক্লিয়ানে বোমাবর্ষণ করিয়াছে কিন্তু এই আক্রমণে কোন ক্ষতিও হয় নাই বা কেহই হতাহতও হয় নাই। পাঁচ-খানা শত্রুবিমানকে ভূপাতিত করা হইয়াছে।

ইরাকে জার্মাণ বিমান

আঙ্কারার সংবাদে প্রকাশ, অন্ততঃ পক্ষে ১৭ খানা জার্মাণ বোমারু বিমান ও জঙ্গী বিমান সিরিয়া অতিক্রম করিয়া ইরাকের মসুলে অবতরণ করিয়াছে। অপর এক সংবাদে প্রকাশ, ২০ খানা জার্মাণ বোমারু-বিমান সিরিয়ার রায়াক বিমান ঘাঁটি হইতে যুদ্ধ চালাইতেছে।

সিরিয়ার বন্দরে জার্মাণীর ট্যাঙ্ক প্রেরিত

এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মাণরা জাহাজযোগে সিরিয়ার বন্দরসমূহে কতক পরিমাণে সমরোপকরণ ও ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আঙ্কারায় জার্মাণগণ এই সংবাদ অস্বীকার করিতেছে।

জার্মাণ দূতাবাসের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, সিরিয়াতে মাত্র একজন জার্মাণ সৈন্য আছেন। তিনি জার্মাণ-ইটালীয়ান যুদ্ধ-বিরতি কমিশনের সদস্য। অপর একজন বলিতেছেন যে, রাজকীয় বিমান-বাহিনীকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে আদেশ দিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। কারণ সিরিয়াতে কোন জার্মাণ সৈন্য পৌঁছায় নাই। সিরিয়ার বিমান ঘাঁটি ও বন্দরসমূহে সামরিক আয়োজন চলিতেছে মাত্র।

ইরাক ও প্যালেষ্টাইনে বৃটিশ ও সাম্রাজ্য-বাহিনীর নূতন সেনাদল উপস্থিত হইয়াছে।

হ্যানোভারে ও বার্লিনে আক্রমণ

১৫ই মে রাত্রে জার্মাণীর উপর বৃটিশ বিমানের আক্রমণ সম্বন্ধে বিমান বিভাগীয় দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বৃটিশ বোমারু বিমান বাহিনীর একটি শক্তিশালী দল হ্যানোভারের উপর প্রধানতঃ আক্রমণ চালাইয়াছিল। সহরের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অঞ্চলে কয়েক স্থানে বিপুল অগ্নিকাণ্ড

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামী বীর যুবকগণ প্যালেষ্টাইনে গিয়া বিমানচালক হইয়া আবার জার্মাণির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। ছবিতে একদল পোলিশ অফিসারকে দেখা যাইতেছে।

পল্লী-উন্নয়ন ও কৃষির উন্নতি

মাননীয় মিঃ তমিজ উদ্দীন খানের অভিমত

[বাঙলা সরকারের কৃষি ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজ উদ্দীন খান নিম্নোক্ত প্রবন্ধে বঙ্গ-পল্লীর প্রকৃত সমস্যা সম্বন্ধে যে মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা আনন্দের সঙ্গে দেশবাসীর সম্মুখে তাহা উপস্থাপিত করিতেছি]

আমরা যদি বাঁচিতে চাই আমাদের পল্লী ও পল্লীবাসীদের বাঁচাতে হবে, সবার আগে তাঁদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি আমাদের করতেই হবে; আর এ সম্বন্ধেও কোন মতভেদ নাই যে, পল্লী-উন্নয়নের ভার নিতে হবে আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে; পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের যে কোনই দায়িত্ব নেই, তা নয়। পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের প্রচার পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহোদয়ের যে বাণী প্রকাশিত হয়েছে, তার একস্থানে তিনি যা লিখেছেন তা' থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, এই কাজে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব বা কি আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দায়িত্বই বা কি। তিনি লিখেছেন—"কে এই মহৎ এবং কঠিন ও দুরূহ কাজের ভার গ্রহণ ক'রবে? আমরা সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী; আমরা এতই অকর্ম্মণ্য যে, ভেবে ভুলেও নিজেদের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ নিজেরা করতে পারি না; আমরা সকল কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করে বসে থাকি; আমরা গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি দিয়ে আরাম চেয়ারে বসে বড় বড় সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করি; কিন্তু কোন দেশের কোন গভর্ণমেণ্টই দেশের জনসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য ব্যতীত পল্লীপুনর্গঠনের কাজ করতে পারেন না; তাঁরা পথ দেখিয়ে দিতে পারেন; বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও উপদেশ দিতে পারেন; পল্লীপুনর্গঠনের ভার দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই গ্রহণ করতে হবে; এ কথাটা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে যে Heaven helps those who help themselves অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের কাজ নিজেরা করবার চেষ্টা করেন, ঈশ্বর তাঁদের সাহায্য করে থাকেন।"

সুতরাং গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করে আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে, সরকারী পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ পল্লীপুনর্গঠনের সকল কাজেই শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরামর্শ দিতে ও যথাসাধ্য সাহায্য করতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন; এখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন তা'হলেই আমার পল্লীর উন্নতি সম্ভবপর হবে।

পল্লীর উন্নতি করতে হ'লে পল্লী এবং পল্লীবাসীদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে, আমরা যে তাঁদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এ বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিতে হবে; মোট কথা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলে মিশে তাদেরই আপনার জন হয়ে তাদের কেন্দ্রে তাদের উন্নতির পথ দেখিয়ে দিতে হবে; প্রত্যেক গ্রামে "পল্লী-উন্নয়ন সমিতি" গঠন করে সেই গ্রামের সকল রকম অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা সকলকে সমবেত ও সমবেতভাবে করতে হবে। এমন অনেক অভাব ও অসুবিধা আছে, যেগুলো আমাদের শক্তি ও সম্পত্তি সমবেতভাবে নিয়োগ করে আমরা অনায়াসে মোচন করতে পারি; যেমন রাস্তাঘাট তৈরী করা, খাল, বিল, পুকুরের সংস্কার, বন জঙ্গল পরিষ্কার, প্রাথমিক স্কুল, খেলার মাঠের ব্যবস্থা, বয়স্কদের শিক্ষার প্রভৃতি। এই সকল কাজে চাই দেশবাসীর আর "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—এই মনোভাব।

যে দেশের শতকরা প্রায় আশীজন লোকের জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর, সেই কৃষিকে কেন্দ্র করেই সে দেশের সকল রকম উপায় করা সমীচীন বলে মনে হয়। উন্নত ধরণের বিভিন্ন প্রণালীর কৃষির প্রবর্তন করে পল্লীবাসীদের অর্থাগমের নূতন নূতন পথের সন্ধান দিতে হবে; অন্যান্য তার সঙ্গে সহকারী উপজীবিকা স্বরূপ সহজসাধ্য নানা প্রকার কুটির শিল্পেরও প্রবর্তন করতে হবে। দেশের শতকরা আশীজনের অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, তবেই তো তারা তাঁদের নিজেদের গ্রামের অশেষবিধ উন্নতির জন্য অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবেন না। সেই জন্য আমাদের সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা ক'রতে হবে, যা'তে কৃষির উন্নতি হয়, যা'তে কৃষকেরা বাজারের চাহিদামত নূতন নূতন ফসল উৎপাদন ক'রতে পারে এবং সহজসাধ্য প্রণালী অবলম্বন ক'রে ফসলের ফলন বাড়াতে পারে; এর সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজাত দ্রব্য যা'তে ন্যায্য উচিৎ দামে বিক্রয় হয়, তা'রও সুব্যবস্থা ক'রতে হবে।

উন্নত ধরণের কৃষির ব্যবস্থা ব'ললেই যে কৃষকদের আয়ত্তের বাহিরে ব্যয়-সাপেক্ষ কৃষি প্রণালী বোঝায় তা নয়; এমন অনেক উপায় ও প্রণালী আছে যা অতি সহজে অবলম্বন করা যায় এবং যা'র দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান কৃষির পদ্ধতির অনেক উন্নতি হতে পারে। এই সকল প্রণালী অবলম্বন ক'রবার জন্য বিশেষ অর্থ ব্যয় ক'রতে হয় না; চাই সামান্য একটু চেষ্টা, পরিশ্রম ও যত্ন। উদাহরণ স্বরূপ কৃষি কার্য্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সারের কথাই ধরা যাক; ফসলের পক্ষে সার যে কত আবশ্যক, তা কৃষকেরা জানেন; আর এও তা'রা জানেন যে গোবরই তাদের প্রধান সার। বাস্তবিক জমিতে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর সার ক'রলে আর কোন সারেরই প্রয়োজন হয় না; কিন্তু কৃষকেরা এ কথা জেনে শুনেও যার যতটুকু গোবর হয় তাও সম্পূর্ণ জমিতে প্রয়োগ করেন না; তার অধিকাংশ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করেন; আবার অবশিষ্ট যে টুকু থাকে তাও ভালভাবে না রাখার জন্য সার হিসাবে তার কোন মূল্য থাকে না ব'ললেই হয়। কাজে কাজেই সেরূপ অবস্থায় রক্ষিত গোবর জমিতে প্রয়োগ ক'রে ফসলের ফলন বাড়ান দুরাশা মাত্র; দেশে জ্বালানী কাঠের অভাব আছে সত্য, কিন্তু গোবরটা সেই কাজে ব্যবহার না ক'রে সাররূপে জমিতে ব্যবহার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়; জ্বালানী কাঠের অভাবটা অন্যরকমে পূরণ করবার চেষ্টা ক'রতে হবে।

সাধারণতঃ যে ভাবে গোবরটাকে ফেলে রাখা হয়, তাতে গোবরের মধ্যে যে পরিমাণ সার পদার্থ থাকে, তাহা রৌদ্রে ও বৃষ্টির জলে নষ্ট হ'য়ে যায়। গোবরটাকে এইভাবে খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে, একটা গর্ত্তের মধ্যে ফেলে দিলে, গোবরের মধ্যে যে সার পদার্থ থাকে তা' মোটেই নষ্ট হয় না; তবে গর্ত্তের উপর একটা চালা ক'রে দিতে হবে যা'তে বৃষ্টির জলে এবং রৌদ্রে গোবরটা নষ্ট না হ'য়ে যায়।

গর্ত্ত ক'রে খুব শক্ত ও মজবুত চালা ক'রতে হবে তা' নয়, অতি অল্প খরচে তাল পাতা, হোগ্‌লা, প্রভৃতির দ্বারা চালা তৈরী করা যেতে পারে; গর্ত্তের চারদিকে চার পাশ কাদা ও গোবর দিয়ে লেপে দেওয়া উচিত, যা'তে গর্ত্তের ভিতরে জল ঢুঁয়ে না যেতে পারে; প্রত্যেক দিন সকালে গোয়াল ঘরের গোবর চোনায় ভেজা মাটি এবং গোয়াল ঘরের ও বাড়ীর অন্যান্য আবর্জনা, সেই গর্ত্তের মধ্যে ফেলে তার ক'রে ছড়িয়ে একটা কোদালী দিয়ে একটু পিটে দিতে হবে। এইভাবে রক্ষিত গোবর, সার হিসাবে জমিতে দিলে জমির ফসল যে বাড়বে, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আর একটি অতি মূল্যবান সার প্রস্তুতের কথা বলছি। এই সার প্রস্তুত করতে হলে খরচ নেই বললেই চলে, কেবল একটু পরিশ্রমের দরকার হয়। সকল রকম ছোট ছোট জঙ্গল জমির নিড়ানী ঘাস, গাছের পাতা, আগাছা প্রভৃতি দ্বারা এক মূল্যবান সার প্রস্তুত হ'তে পারে। চার হাত লম্বা ও চার হাত চওড়া এক খণ্ড সমান জমির উপর এই সকল জঙ্গল, ঘাস, আগাছা প্রভৃতি বিছাইয়া, আধ হাত উঁচু একটা স্তর ক'রতে হয়। ঐ স্তরটা পা বা কোদালের পিছন দিয়ে ভাল ক'রে চেপে দিয়ে উহার উপর এক সের পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া ছিটাইয়া দিতে হবে, তারপর সকল চোনা সম্পূর্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঐ স্তরটি ভাল ক'রে ভিজিয়ে দেওয়া উচিত। যদি প্রচুর পরিমাণে চোনা না পাওয়া যায় তা' হলে দশ সের জলের সঙ্গে এক সের গোবর মিশিয়ে স্তরের উপর ছিটিয়ে দিলেই চলে। হাড়ের গুঁড়া প্রত্যেক জিলার সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পাওয়া যায়; এমন কি মহকুমার উপর কিংবা যে সকল ইউনিয়ন বোর্ডের কৃষি-প্রদর্শক আছেন তাঁহাদিগকে জানালেই তাঁরা হাড়ের গুঁড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন—হাড়ের গুঁড়ার মূল্য আজকাল প্রতি মণ দুই টাকা। প্রথম স্তরটির উপর ঠিক পূর্ব্বের মত দ্বিতীয় একটি স্তর ক'রে তার উপর আবার দেড় সের হাড়ের গুঁড়া ও উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশ্রিত চোনা বা গোবর মিশ্রিত জল দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়। এইভাবে উপর্যুপরি আটটি স্তর ক'রতে হয়; এইরূপে চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও চার হাত উঁচু ঘাস জঙ্গলের একটি ঢিপির সৃষ্টি হয়। এই ঢিপিটা উপর ও চার পাশ ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। এইভাবে ঢিপিটিকে দেড় মাস ঢেকে রেখে তারপর উহাকে ভেঙে ওলোটপালট করে একটা ঢিপি প্রস্তুত ক'রতে হয়। ওলোটপালট ক'রবার সময় উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশ্রিত চোনা দিয়ে উহা ভিজিয়ে দিতে হয়; ইহার দেড় মাস পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে সমস্ত আগাছা, জঙ্গল, ঘাস প্রভৃতি বেশ প'চে কালো রংয়ের সাররূপে পরিণত হয়েছে। তখন ঐ সার জমিতে প্রয়োগ ক'রে লাঙ্গল দিয়ে মাটির সঙ্গে ভাল ক'রে মিশিয়ে দিতে হয়।

কাঁচা জঙ্গল, ঘাস, পাতা ইত্যাদি দিয়ে সারের ঢিপি ক'রলে তিন মাসের মধ্যেই উহা প'চে সার হ'য়ে যায়। শুক্‌না জঙ্গল, ঘাস, পাতা ইত্যাদি দিয়ে ঢিপি ক'রলে উহা সারে পরিণত হ'তে ৪।৫ মাস সময় লাগে। কাঁচা ঘাস জঙ্গলের ঢিপিতে সকল চোনা কম লাগে, কিন্তু শুক্‌না ঘাস জঙ্গলের ঢিপিতে চোনা বেশী দিতে হয়।

"গ্রামটার্ণ গেজেটের" সম্পাদক, মিঃ ... বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী মধ্যমগ্রাম গ্রামে প্রায় দেড়শো বিঘে জমি নিয়ে উন্নত প্রণালীতে চাষ বাস করছেন; তিনি ঐ জমির উপরই বাস করেন। আমি প্রায় বছর খানেক আগে মধ্যমগ্রামে তাঁর চাষ বাস দেখতে গেছলুম; তিনি প্রথমেই আমাকে সারের এক ঢিপি দেখালেন। সেই ঢিপিতে গোবর, ঘাস, জঙ্গল, কলাগাছের পাতা, এমন কি মোটা মোটা কলাগাছ পর্য্যন্ত রয়েছে। তাঁর বাড়ীর ও ক্ষেত খামারের সকল প্রকার আবর্জ্জনাই ঐ ঢিপিতে ফেলা হয়; তিনি কোন রকম স্তর করে কিংবা সেই স্তরে হাড়ের গুঁড়ো কিংবা চোনা দিয়েও এই সকল ঘাস জঙ্গল পচাবার ব্যবস্থা করেন নি; কেবল গাদা করে সকল রকম জঙ্গল, ঘাস, গোবর ইত্যাদি

[অষ্টম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে বর্দ্ধমান ও হাওড়ার এবং ফেব্রুয়ারী মাসে বাঁকুড়া জেলায় পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উক্ত স্থানসমূহে বেশ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়া জনসাধারণ পল্লী অঞ্চলের অবস্থার উন্নয়ন-কল্পে সচেষ্ট হইয়াছে।

বর্দ্ধমান—

বর্দ্ধমান জেলার বিভিন্ন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কর্ত্তৃক পুষ্করিণী হইতে জলজ জঞ্জাল, পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গল ও জল-নিকাশের নালা পরিষ্কার, ম্যালেরিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে কুইনাইন বিতরণ, বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান, রাস্তা ও জলনিকাশের ব্যবস্থা রাখিয়া সেতুনির্ম্মাণকার্য্য প্রভৃতি বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। গুঙ্কল, তাঁতুলিন, কামতাড়া, বিজুরা, দুলাক, আমারপুর, আনন্দপুর, নরসিংহপুর, ডাঙ্গরা, অণুখাল, খাগ্রা, মাথেরগ্রাম, মাজিলা এবং কুলটি সমিতি-সমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রাম, বিজুর এবং সিয়ো নামক স্থানে নূতন পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ খোলা হইয়াছে এবং আসানসোলের অন্তর্গত নতুনবাঁধ ও বানিয়াড়ীতে পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ গঠন করা হইয়াছে। সদরের কমিটিসমূহ শ্রেষ্ঠ-পল্লী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত উখাগ্রাম ও ইথুরা (আসানসোল) নামক স্থানে দুইটি ট্রেনিং-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই দুইটি স্থানে বহু স্বেচ্ছাসেবককে শিক্ষাদান করা হইয়াছে; তাহারা নিজ নিজ এলাকায় শীঘ্রই পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সুরু করিবে, এইরূপ আশা করা যাইতেছে। আসানসোল মহকুমায় কতকগুলি সার রাখার গর্ত্ত তৈয়ারী করা হইয়াছে। সদর মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের রবিশস্য ও তামাকের চাষ করা হইয়াছে।

প্রাদেশিক সরকারী সাহায্যে ১৬টি পাকা ইন্দারা ও ৭টি সিমেন্ট-বাঁধানো পাতকুয়া খননের কাজ সুরু হইয়াছে। আসানসোল মহকুমায় চারিটি নৈশ-বিদ্যালয়, একটি পাঠাগার এবং একটি ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে।

হাওড়া—

সদর মহকুমায় বন্যার জগৎবল্লভ, বনহরিশপুর কৃষক-যুবা পার্টি, জগৎবল্লভপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, সীতারামপাহি পল্লী-সংগঠন শাখা এবং মুন্সীডাঙ্গা সেবক সমিতি ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার, পল্লীপথ সংস্কার, জলা জায়গা ভরাট, ও কচুরীপানা দূর করা প্রভৃতি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত বহুবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ২১টি নলকূপ এবং ১১টি সিমেন্ট-বাঁধানো কূপ খনন করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার ফলে বহুদিনের একটি অভাব দূরীভূত হইয়াছে। বনহরিশপুর সমিতি কর্ত্তৃক একটি নৈশ-বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে এবং সেই স্থানে ৩০টি বয়স্ক ব্যক্তি বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে।

বাঁকুড়া—

সোনিজা ও পাকুড়ী পল্লী-সংগঠন সমিতি তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় ৫৬৫ গজ পল্লী-পথ সংস্কার ও নিচু চাঁদাই করিয়াছে এবং পথিপার্শ্বস্থ জঙ্গল সাফ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি কতকগুলি নূতন পল্লী-বিদ্যালয় নির্ম্মাণ ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং মেদিনীপুর পল্লী হলের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইয়াছে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বাজিত, জোজা, লেগো, অগ্নিসকোঠা, রাজগ্রিয়া এবং পাত্রসায়র প্রভৃতি বিভিন্ন পল্লী-মঙ্গল সমিতি রাস্তা মেরামত জঙ্গল সাফ, পুষ্করিণী পরিষ্কার, সার রাখিবার গর্ত্ত ভরাট এবং বাঁশঝাড় বিনষ্ট করিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সমাধা করিয়াছে। সিহার ও কোচডিহি সমিতির কার্য্যাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত সমিতি অন্যান্য কার্য্যের সহিত দুই বিঘা জমির জঙ্গল সাফ, আমোদর নদীর উপর একটি বাঁশের সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং শেষোক্ত সমিতি তিনটি খালের কচুরীপানা সাফ, এক বিঘা জমির জঙ্গল কর্ত্তন, একটি পল্লীপথ সংস্কার এবং বয়স্কগণের শিক্ষার নিমিত্ত একটি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছে।

বাংলা সরকার এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্য হইতে ৩৭টি নলকূপ খনন কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত তিনটি ইউনিয়নকে লইয়া নিরক্ষর বয়স্কগণের ৩৫টি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপনের কার্য্য ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে।

"আসুন একটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খোলা যাক্—সবাই ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনি।" একজন এই কথা বলতেই সবাই রাজি হয়ে গেল। সকলে তখন ডাক ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের জন্যে একখানি করে 'সেভিংস ষ্ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে নিয়ে এল। প্রতি মাইনের দিন এক টাকার করে ষ্ট্যাম্প জমিয়ে যখন কার্ডের ওপর ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প হ'ল, সেটির বদলে তখন পোষ্ট অফিস থেকে তারা 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' নিয়ে এল। এই সার্টিফিকেটগুলি তাদের জন্যে শতকরা ৩ $\frac{1}{8}$ হারে টাকা রোজগার করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে প্রত্যেকটির দাম দাঁড়াবে ১৩॥৵০ আনা। কিন্তু অসুস্থতা অথবা অন্য কারণ বশতঃ তার আগেই টাকা দরকার হলে যে কোন পোষ্ট অফিসে 'সার্টিফিকেট'গুলি প্রাপ্য সুদ শুদ্ধ পুরো দামে ভাঙানো যাবে। এই ভাবে তারা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সব সুবিধাই পেল—টাকা রাখা বাবার ভয় নেই উপরন্তু ভাল সুদ।

আপনার অফিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খুলুন

আয়বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্য
ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

G. I. M.

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন বোর্ডের কার্য্যাবলী

বাহিরী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৫ নং মামলায় দেউলবাড়ের বৈকুণ্ঠ প্রধান তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রজনী প্রধানের বিরুদ্ধে ৫৫৲ টাকার ডিক্রী পাইয়াছিল। বোর্ডের চেষ্টায় ভ্রাতুষ্পুত্র ২০৲ টাকা লইয়া মামলা মিটমাট করিয়া ফেলে এবং এইভাবে একটি পরিবারের শান্তি বজায় থাকে।

উক্ত বৎসরের ২১৫।১ নং মামলাও এইভাবে মীমাংসা হইয়াছিল। একটি রেজেষ্টী হ্যাণ্ডনোটের বলে ভবানী-চকের নটেন্দ্র জীনন্দ তাহার এক আত্মীয় সতীশ জীনন্দর নিকট ২,০০০৲ টাকা পাইত। সুদের দাবী ছিল ১,১৬০৲ টাকা। মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৩,১৬০৲ টাকা। ২,০০০৲ টাকায় এই মামলার মীমাংসা হয় এবং স্থির হয় যে ৫০০৲ টাকা করিয়া চারিটি বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। খাতকের বার্ষিক উদ্বৃত্ত আয় হিসাব করিয়াই এই ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪০ সালের ৮৯।৪ নং মামলায় রাম পাত্রের দুই মহাজন হারাধন মিশ্র এবং ঈশ্বর পাত্র যথাক্রমে তাহার নিকট হইতে ৫৪৲ ও ৭৬৲ টাকা দাবী করে। খাতক প্রথম মহাজনকে ৩০৲ এবং দ্বিতীয় মহাজনকে ১৫৲ টাকা প্রদান করে। খাতক যাহা পারে কুলায় সেই-ভাবে নগদ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হওয়ায় এইভাবে ঋণের মীমাংসা হয়।

হনুবাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ড

নগদ টাকা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার বহু দৃষ্টান্ত হনুবাড়ী ঋণ-সালিসী বোর্ড হইতে পাওয়া যায়।

১৯৩৯ সালের ৩৬।৪ নং মামলায় শেরখান চকের খাতক জগদীশ চন্দ্র সাহু ও আরও অনেকে নগদ টাকা প্রদান করিয়া ঋণ পরিশোধ করে। নিম্নে তাহাদের কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল:—

মহাজনের নাম।	
আশুতোষ সেন (জগন্নাথ চক) ..	নগদ টাকা প্রদানে মীমাংসা হয়।
রাজেন্দ্র মণ্ডল (বড়তলা) ..	ঐ
নরেন্দ্র মণ্ডল (বড়তলা) ..	ঐ
আরেন জানা (জাহানাবাদ) ..	ঐ
স্বর্ণময়ী দাসী (দেখালী) ..	ঐ

১৯৩৯ সালের ৭৮।৫ নং মামলায় কাকুড়িয়ার মহাজন মহেন্দ্র জেনার নিকট উক্ত গ্রামবাসী খাতক বিশ্বনাথ বাগ ৩০০৲ টাকা ধারিত। খাতক তাহার ১৪ কাঠা জমি মহাজনের নামে লিখিয়া দিয়া তাহার সম্মতিক্রমে ঋণমুক্ত হয়।

১৯৪০ সালের ৫৯।৮ নং মামলায় বাগবাড়ীর গুরু প্রসাদ মণ্ডল জগন্নাথ চকের বাবু রমেশ চন্দ্র সেনের নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা ধার করে। খাতক তাহার ঋণের জন্য বোর্ডের শরণাপন্ন হইলে তাহার ঋণের পরিমাণ ৬০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। খাতক নগদ ৫০০৲ টাকা প্রদান করিয়া দলিল ফেরৎ পায়।

১৯৪০ সালের ৪১৩ নং মামলায় খাতক পঞ্চানন আদক (হনুবাড়ী) মধুগ্রামবাসী প্রমথ দাসের নিকট হইতে ৩৩৲ টাকা ধার লয়। খাতক মহাজনকে নগদ ২০৲ টাকা প্রদান করে এবং মহাজন তৎক্ষণাৎ তাহার দলিল প্রত্যর্পণ করে।

১৯৪০ সালের ২৭।৩নং মামলায় নগদ টাকা শোধ করিয়া উহার নিষ্পত্তি করা হয়। দেখালীর মহাজন রামহরি সাহু ১৪৲ টাকা দাবী করে এবং অপর এক মহাজন রাধামোহন দাস ২৫৲ টাকা আসল এবং অনুরূপ পরিমাণ সুদ হিসাবে দাবী জানায়। খাতক জ্ঞানেন্দ্র নাথ গিরি এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি যথাক্রমে ১২৲ টাকা ও ২৫৲ নগদ প্রদান করিয়া তাহাদের সহিত রফা করে।

আজমলনগর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১১৭ নং মামলায় বর্গীপুরের সাধন চন্দ্র কাপাস, কানাই লাল দাইম ও অন্যান্যের নিকট ৭৫৲ টাকা ধারিত। নগদ ৪০৲ টাকা প্রদান করিয়া এই মামলার নিষ্পত্তি করা হয়।

বাড়গ্রাম বিশেষ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৭০৫নং মামলায় মহাজন কালিপদ কর ও অন্যান্য এবং রজনীকান্ত ঘোড়া। খাতকের নাম— দুর্গাচরণ মাহাত ও অন্যান্য। এই মামলায় খাতকগণ প্রথমতঃ বাঙলা ১৩২৭ সনে প্রথম মহাজনের নিকট হইতে ৪০ আড়া ধান কর্জ্জ করে; কিন্তু উহা পরিশোধ করিতে অপারগ হইয়া ১৯২৭ সালে বস্তু বদলাইয়া আসল হিসাবে ১০০ আড়া ধান কর্জ্জ করার কথা লিখিয়া দেয়। তৎপর উহারা ১৯৩৬ সালে তৃতীয় বার বৎ বদলাইয়া শান্তিময়ী দাসীর নিকট ৯৪৯৲ টাকা ঋণ গ্রহণের কথা লিখিয়া দেয়। তৃতীয় দলিলে জানা যায় যে, খাতকগণ ইতিমধ্যে ১২০ আড়া ধান পরিশোধ করিয়াছে। বোর্ডের নিকট প্রথম দলিল পেশ করিতে বলা হয় কিন্তু মহাজনগণ রাজী হয় না এবং শুধু দিন বদলাইতে থাকে। তখন বোর্ড এই স্থির করে যে, ১২০ আড়া ধান দেওয়ার ফলে সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৃতীয় দলিল আর বিবেচিত হয় না।

উক্ত খাতকগণ ২নং মহাজনের নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং সুদের পরিবর্তে ভোগদখল করিবার নিমিত্ত ২১ বিঘা জমি মহাজনের নামে দুইটি পৃথক দলিলে লিখিয়া দেয়। মহাজন পাঁচ বৎসরকাল উক্ত জমি ভোগ করে। বোর্ড মহাজনের দাবী সুদে আসলে ৪৬২৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যায় মহাজন উহা হইতে ১,০৩৬৲ টাকা লাভ করিয়াছে। মহাজনের যে পরিমাণ লাভ হইয়াছে তাহা মূল ঋণের দ্বিগুণের অধিক বলিয়া তাহার দাবী কিছু নাই বোর্ড এই মীমাংসা করে।

এই ব্যাপারে ক্যাম্পিলেট অফিসারের নিকট আপিল করা হয়। তিনি বোর্ডের মতে মত দেন। তৎপর পুনরায় মেদিনীপুরের জেলা জজের নিকট আপিল করা হয়; তিনিও বোর্ডের মীমাংসাকেই গ্রাহ্য করেন।

১৯৪০ সালের ৪৯০নং মামলায় খাতক মধুসূদন ঘোড়া বাচ্চু ১নং মহাজন শীতল প্রসাদ ব্যানার্জ্জি ও অন্যান্যের নিকট হইতে ২৫৬৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া নিজস্ব ২ বিঘা ১৭ কাঠা জমি ভোগদখলের নিমিত্ত ছাড়িয়া দেয়। মহাজন উক্ত জমি ১১ বৎসর কাল ভোগদখল করে। বোর্ড মহাজনের দাবীর পরিমাণ মূলসহ ৫১২৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে। বোর্ড অতঃপর হিসাব করিয়া দেখে যে, মহাজনগণ উক্ত জমি হইতে ৪১৪৲ টাকা লাভ করিয়াছে। সুতরাং বোর্ড স্থির করে যে, বর্ত্তমানে প্রকৃত ঋণের পরিমাণ ৯৮৲ টাকা। উক্ত টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের জন্য খাতক আরও দুই বৎসর জমি মহাজনের ভোগদখলে রাখিতে সম্মত হয়। এই প্রস্তাব বোর্ডের যুক্তি-সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় বোর্ড এই মর্ম্মে আদেশ জারি করে যে, আগামী ১লা মাঘ উক্ত জমি পুনরায় খাতককে ফিরাইয়া দিতে হইবে। উক্ত খাতক ১ বিঘা ৭ কাঠা জমি ভোগ-দখল সর্ত্তে বন্ধক দিয়া ২নং মহাজন অতুলচন্দ্র দাসের নিকট হইতে গত ১৯১৪ সালে ১১০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড মহাজনের প্রকৃত দাবীর পরিমাণ ২২০৲ টাকা বলিয়া স্থির করে। মহাজন ২৬ বৎসর উক্ত জমি ভোগদখল করে। বোর্ড হিসাব করিয়া দেখে যে, এ পর্য্যন্ত মহাজন উক্ত জমি হইতে ৮৭৬৲ টাকা লাভ করিয়াছে। প্রকৃত প্রাপ্য অর্থ হইতে অনেক বেশী পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বোর্ড স্থির করে যে, মহাজনের আর কিছু পাওনা নাই। তদনুসারে মহাজনকে জমি প্রত্যর্পণ করিতে বলা হয়। ইহার উপর ক্যাম্পিলেট অফিসার এবং মেদিনীপুরের জেলা জজের নিকট আপিল করা হয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোর্ডের মীমাংসাই বহাল থাকে।

পাথরা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৯নং মোকদ্দমায় খাতক তারক চন্দ্র দারুকীর নিকট মহাজন রাজকিশোর সিংহরায়ের দাবী ছিল ৫৩৲ টাকা। সিভিল কোর্টের ডিক্রীর বলে এই টাকাটা পাওনা ছিল। এই মামলায় মীমাংসা করিতে গিয়া বোর্ড খাতকের নিকট হইতে ৩০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে মহাজনকে অনুরোধ করে। খাতক উক্ত টাকা নগদ প্রদান করে।

১৯৪০ সালের ৯৪নং মামলায় মহাজন শেখ জমির উদ্দীন মোল্লা ও অন্যান্য খাতক শ্যামাচরণ দে ও অন্যান্যের নিকট ১,৮২৫৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,৪১৯৲ বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং পরে উহা ৫০০৲ টাকায় মীমাংসা হয়। উক্ত টাকা ছয় বৎসরে বারটি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

মসুল তৈলখনির উপর জার্ম্মানীর লোভ

রসীদ আলীর বিদ্রোহের তাৎপর্য্য

"নিউজ ক্রনিক্যাল" পত্রিকায় ভার্নন বার্টলেট লিখিয়াছেন:—

জার্ম্মাণীর যে তৈলের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সুবিদিত। ইরাকের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা জার্ম্মাণ-তাবেদার রসীদ আলী ইরাকে যে গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে, অবিলম্বে মোসলের তৈলখনি অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব লাভই তাহার উদ্দেশ্য। ক্রমে ইরাণের এবং ককেসাস অঞ্চলের তৈলখনিগুলি দখল করাও জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য।

রসীদ আলী মোসলের তৈলখনিগুলি "অধিকার" করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণী যে সব প্রচার করিতেছে, অথচ মোসল তৈলখনি অঞ্চলে বৃটিশের কোনও পাহারাই নাই। হাইফার পাইপ-লাইন (তৈল-নল) কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতেও বিস্মিত হইবার কিছু নাই। এই পাইপ-লাইন মরুভূমির মধ্য দিয়া কয়েক শত মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে; সুতরাং উহার ক্ষতি করা কিছু অসাধ্য কার্য্যও নহে। অনেক বিপক্ষীয় উপজাতির লোক অতীতেও এক্, কোটি পাতিত বারে নিশ্চিত ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশলের এই বিশিষ্ট নিদর্শনটির ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সিরিয়ার মধ্য দিয়া যে সকল পাইপ-লাইনের শাখা-প্রশাখা গিয়াছে, তাহাদের রক্ষা করিতে পারিলে তবেই মোসলের তৈলখনি অঞ্চল জার্ম্মাণীর প্রভুত টাকা আনিতে পারে। সিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত পাইপ-লাইনগুলি কাটিয়া দেওয়া বৃটিশের পক্ষে কিছু কঠিন কর্ম নহে।

তবে তুরানের দিক হইতে দেখিতে গেলে ইরাকের বিদ্রোহ দমন করা বৃটিশের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

পল্লী-উন্নয়ন ও কৃষির উন্নতি

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

এক সঙ্গে ফেলে রেখে দিয়েছেন। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তা থেকে কি রকম উপযুক্ত সার হয়েছে; মিষ্টার খর্ণ আমাকে বললেন যে, এই সার ব্যবহার ক'রে তিনি আশাতীত ফল পেয়েছেন। তিনি আমাকে বিশেষ ক'রে বলেছিলেন যে, কৃষি বিভাগ যেন ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি থেকে এইভাবে মূল্যবান সার প্রস্তুত করার প্রণালী কৃষকদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এই একটা কাজের দ্বারাই কৃষির প্রভূত উন্নতি হবে। খর্ণ সাহেব যেভাবে সার প্রস্তুত করছেন কৃষকেরা সেই রকম সহজভাবেই সার প্রস্তুত করতে পারেন এবং আমি বিশেষভাবে তাঁদের অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এই প্রণালীতে সার প্রস্তুত করেন।

কচুরীপানার দ্বারা দেশের যে কি অনিষ্ট হচ্ছে, তা' আর বিশেষ করে বলার দরকার নেই; কিন্তু কেবল এই কচুরীপানা থেকেই এক বড় মূল্যবান সার প্রস্তুত হতে পারে; এই সার পাটের জমিতে দিলে পাটের ফসল খুবই বাড়ে; উহা প'চিয়ে বা প্রথমে শুকিয়ে তারপর পুড়িয়ে ছাই করে জমিতে দেওয়া চলে; সকলে দলবদ্ধ হয়ে নিজ নিজ এলাকার খাল, বিল, পুকুর ডোবা ইত্যাদি হ'তে কচুরীপানা উঠিয়ে উহাকে প'চিয়ে বা শুকনা করে পুড়িয়ে ছাই হিসাবে যদি জমিতে প্রয়োগ করেন, তা'হলে এই শত্রুকে অনেক পরিমাণে ধ্বংস করা যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিরও প্রচুর উন্নতি হয়—কেবল দরকার একটু পরিশ্রম এবং একজোটে কচুরী-পানা ধ্বংস করার ইচ্ছা। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কচুরীপানার পাতা ও কাণ্ড যখন একেবারে শুকিয়ে মরে গেছে মনে হয়, তখনও উহার শিকড়ে জীবনীশক্তি থাকে এবং সুযোগ পেলেই সেই শিকড় থেকে আবার নূতন পাতা জন্মায়, প্রত্যেক পানায় প্রায় ১০০।১৫০ শিকড় আছে এবং প্রত্যেক শিকড়ের ক্ষুদ্র অংশ হতেও নূতন পানা গজায়। অনেকেই দেখেছেন যে একটা পুকুর থেকে কচুরি-পানা সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলা হ'ল—কিছু দিন পরে আবার সেই পুকুর পানায় ভরে গেল; সুতরাং যতটা সম্ভব জলাশয়ের সকল স্থান থেকে কচুরি-পানা তুলে ফেলতে হবে। আংশিকভাবে কাজ ক'রলে আবার ঐ জলাশয় পানায় ভরে যাবে। ঐ উপায়ে কচুরি-পানাকে একেবারে দেশ থেকে নির্মূল করা যাবে না সত্য, কিন্তু এ কথা ঠিক যে সকলে যদি একজোটে কাজ করেন, তা'হলে এর হাত থেকে অনেক পরিমাণে মুক্তি পাওয়া যাবে। শিক্ষা হিসাবে ও কয়েক বৎসর এইরূপভাবে কচুরি-পানা বিনাশের চেষ্টা ক'রলে ভাল হয়; তা'হলে কৃষকেরা অন্ততঃ একটুকু জ্ঞান লাভ ক'রবেন যে, সকলের সমবেত চেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত দেশের কোন কাজ হ'তে পারে না। দুই রকমে কচুরি-পানা প'চাতে পারা যায়; কচুরি-পানা জলে ডুবিয়ে রাসায়নিক সার যাব, উহা প'চে নষ্ট হবে যায় এবং উহা হ'তে আর অঙ্কুরোদ্গম হ'তে পারে না। জলের ভেতর কতকগুলি কচুরি-পানা একত্রিত করে তার উপর স্তরে স্তরে আরও কচুরি-পানা রাখলে ৫।৬ জন লোক অনায়াসে উহার উপর দাঁড়িয়ে এক স্থান হ'তে অন্যস্থানে উহাকে ভেলার মত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং চতুর্দিকের কচুরি-পানা তুলে স্তূপের আয়তন বৃদ্ধি ক'রতে পারে। স্তূপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হ'লে উহার মধ্য দিয়ে একটি লম্বা বাঁশ চালিয়ে উহাকে যে কোন স্থানে আবদ্ধ করে রাখা যেতে পারে। কিছু দিন এই অবস্থায় থাকলে স্তূপের আয়তন অনেক পরিমাণে কমে যায়। তখন উহার উপর আরও কচুরি-পানা ফেলা যেতে পারে। কাল ও কালক্রমে এই উপায়ের বিভিন্ন ব্যতি-ক্রম হ'তে পারে। এই কচুরি-পানা সার হিসাবে গোবর হ'তে উৎকৃষ্ট। এই প্রকারে কচুরি-পানাকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভবপর না হ'লেও এই উপায়ে সহজে যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করা যেতে পারে। ইহা জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়। এই কাজ নিজ হাতে করাই ভাল—মজুর খাটিয়ে কাজ করান বহু ব্যয়সাধ্য। ইহা ছাড়া জল হ'তে কচুরি-পানা উঠিয়ে জলাশয়ের কাছাকাছি কোন উঁচু জায়গায় উহা গাদা করে এবং চেপে রেখে দিলে উহা প'চে যায়।

এখন আর একটা সবুজ সারের কথা ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ ক'রব। এই সারকে "সবুজ সার" বলে। অনেক রকম শুঁটি জাতীয় ফসল আছে, যা জমিতে উৎপন্ন করে মাটির সঙ্গে কাঁচা ও নরম অবস্থায় মিশিয়ে দিলে মাটির উর্ব্বরা-শক্তি প্রচুর পরিমাণে বাড়ে; ইহাদের মধ্যে ধনচে, শোন, ও বরবটি প্রধান। "সবুজ সারের" জন্য এই সকল শস্য জমিতে কখন বুনতে হবে, তা' যে ফসলের জন্য এই সকল সবুজ সার দেওয়া হবে তার বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে। সবুজ সারের গাছে যখন ফুল ধরে তখনই উহা দিতে হয়। মাসখানেকের মধ্যেই উহা প'চিয়ে মূল্যবান সারে পরিণত হয় এবং জমির উর্ব্বরাশক্তি বাড়ায়; সবুজ সারের জন্য বিশেষ কোন খরচ নাই; কেবল যা অল্প কিছু বীজের দরকার হয়; এবং সেই বীজ কৃষকেরা নিজেরাই নিজেদের জমিতে উৎপাদন ক'রে নিতে পারেন; একটু যা বীজ বোনবার এবং সবুজ সারের গাছ মাটিতে মিশিয়ে দেবার সময় লাঙ্গল দেবার পরিশ্রম হয়।

জমিতে "সবুজ সার" দিলে অনেক উপকার পাওয়া যায়; জমির প্রকৃতির উন্নতি হয়, উহার উর্ব্বরাশক্তি বাড়ে; জমিতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতি কম জন্মায়।

গোবর সারের অভাব পূরণ করবার জন্য ঘাস, জঙ্গল, আগাছা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি থেকে সার প্রস্তুত করা এবং জমিতে "সবুজ সার" দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

উপরে যে চার রকম সার প্রস্তুতের কথা বলা হল, তা'র কোনটাই ব্যয়সাপেক্ষ নয়; কৃষকেরা একটু পরিশ্রম করলেই এই তিন রকমের সার প্রস্তুত ক'রে ও জমিতে ব্যবহার ক'রে ফসলের ফলন অনায়াসে বাড়াতে পারেন।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ এইরূপ সহজসাধ্য কৃষিপ্রণালী কৃষকদের মধ্যে প্রচার ও প্রবর্ত্তন কর'লে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি হ'বে।

যুদ্ধ-সাহায্যে প্যালেষ্টাইনের ইহুদী

জেরুজালেমের ইহুদী সভার ঘোষণা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার জেরুজালেমস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, ইহুদী এজেন্সী এবং প্যালেষ্টাইনের ইহুদীগণের জেনারেল কাউন্সিলের কর্ম্মনির্ব্বাহক সভা ২০ হইতে ৩০ বৎসরের অবিবাহিত যুবকদের বৃটিশ বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যোগদানের জন্য অনুরোধ করিয়া এক ঘোষণা করিয়াছেন। ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সহায়তা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের আট হাজার ইহুদী যোগ দিয়াছে। বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে আরও লোক মজুত রাখা প্রয়োজন তাহা বর্ত্তমান ঘোষণায় উল্লেখ করা হইয়াছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধ আমাদের দেশের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সুতরাং প্রাণ উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য।"

ইরাকী রিজেন্টের দেশত্যাগের চাঞ্চল্যকর কাহিনী

বোগদাদে বালক রাজা ফৈজল

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার কাইরোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ:—

ইরাকের ভূতপূর্ব্ব রিজেন্ট (রাজ-অভিভাবক) আমীর আব্দুল ইল্লাহ্‌র সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, তাঁহার মোটরচালকের তৎপরতায়ই তিনি বোগদাদে রশীদ আলীর অনুচরদের হাত হইতে পালাইতে পারিয়াছেন। ইরাকে যে একটা বিদ্রোহ আসন্ন, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন; কিন্তু ঘটনার দিন রাত্রে প্রথমতঃ রাত্রি বারটায় তিনি শয়ন করিতে যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার পার্শ্বরক্ষী আসিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া বলে যে, মোটর-চালক তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য জিদ করিতেছে। অতঃপর মোটরচালক আসিয়া বলে, নগরীর সর্ব্বত্র সৈন্যেরা চলাচল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; প্রভুকে লইয়া বহুদূরে চলিয়া যাইবার জন্য সে গাড়ী প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকেও পাহারা মোতায়েন করা হইতেছে, এই সংবাদ অন্যান্য সূত্র হইতেও পাওয়া গেল। অতএব রিজেন্ট আতাই সাহেব দূরে তাঁহার আত্মীয়া আমীরা সাদার গৃহে চলিয়া যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাঁহাকে একটি বৃহৎ সৈন্যশিবিরের নিকট দিয়া যাইতে হয়। পথে নানা সৈন্যদলের সহিতও সাক্ষাৎ হয়। তবে বিমানঘাঁটির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাঁহার মোটর থামাইবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। অতঃপর গাড়ীর গতি উর্দ্ধতর করিয়া লোকার বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক রিজেন্টকে গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। বিমান-ঘাঁটিতে রাত্রি যাপন করিয়া আমীর আব্দুল ইল্লাহ্ প্রভাতে বিমানযোগে বসরায় আসেন এবং সেখান হইতে ইরাক-সীমান্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

বালক সুলতান ফৈজল এখনও বোগদাদের রাজ-প্রাসাদে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে রাজমাতা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। অ্যাকসিসের প্রচারকার্য্য এবং ইরাকে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ের আগমনের ফলেই যে রশীদ আলী এই বিদ্রোহে প্ররোচিত হইয়াছে, এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ়তর হইতেছে। রশীদ আলী মনে করিয়াছিল যে, ব্রিটিশেরা তাহার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে না, বরং জার্ম্মাণরাই তাহার সাহায্যে আসিবে।

ইরাকের দেশরক্ষা-সচিবের দপ্তরের উপর অ্যাকসিস অনুচরদের বিষম প্রভাব। ইরাকী গভর্ণমেণ্টের এক বিশেষভাবে গঠিত বিভাগ হইতে জার্ম্মাণরা ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের সমর-সম্ভার সরবরাহের অর্ডার যোগাড় করিতে সমর্থ হইয়াছিল; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, দেশরক্ষা ও অর্থসচিব, এমন কি, ইরাকের প্রধান-মন্ত্রীও সে বিষয়ে কিছু জানিতেন না।

কোনও কোনও বিভাগ গঠনে জার্ম্মাণ গেষ্টাপো (গুপ্তচর পুলিশ) ইরাকীদের সাহায্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অ্যাকসিসের পক্ষে বিরাট প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য ইরাকের ইটালীয় রাষ্ট্রদূতাবাস হইতে অ্যাকসিস অনুচরদের অর্থ সরবরাহ করা হইয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"ডেইলী টেলিগ্রাফের" কাইরোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, ক্যালকাটার ইম্পিরিয়াল অয়েল কোম্পানী রাজ্যের অধীনস্থ দেশে তাহারা অয়েল কোম্পানীকে ইরাকোলয়েল পেট্রোল দিয়া নাকচ করিয়া রশীদ আলী গভর্ণমেণ্টের কোম্পানীর নিকট পেট্রোল বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছে। ঐ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী জার্ম্মাণ। বর্ত্তমানে ক্যালকাটা গভর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমেই ঐরূপ করা হইয়াছে। ইহার ফলে দিন দুষ্টির মধ্যেই ঐ কোম্পানীর একেবারে কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হইতে থাকে। কয়েকখানা বিপুলকায় বৃটিশ বোমারু বিমান বাজিম শহরে হানা দেয়। হাবনুর্ণ ও কারাজেন্দের সমাবেশসমূহ আক্রান্ত হইয়াছিল এবং কালে, মোসল, সিরাপের ঘাঁটিগুলিতেও বোমা বর্ষিত হয়। উপকূলরক্ষী বিমানবাহিনী সেণ্ট-নাজেয়ার ও লোরিয়েণ্টের ডক এবং জাহাজ ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছিল; অপরাপর বিমান ইজমুইডেনের ডকগুলি আক্রমণ করিয়াছিল।

আমেরিকায় ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ-চুক্তির প্রতিক্রিয়া

মার্শাল পেতাঁর বেতার-বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং মার্শালের বিবৃতিকে তিনি ফরাসী উপনিবেশসমূহ জার্ম্মাণীর হস্তান্তরিত করার চুক্তিরূপে ব্যাখ্যা করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহে অবস্থিত ফরাসী জাহাজসমূহের উপর প্রহরী নিযুক্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়ায় ভিসির সরকারী মহলে যথেষ্ট পরিমাণ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

তুরস্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

২৫ হইতে ৪৫ বৎসরের বয়স্ক তাবুদের মুসলমান নাগরিকদের ২১ সংখ্যক বিভাগ শ্রেণীকে (ইহাদের সামরিক সার্ভিসের মেয়াদ এখনও পূর্ণ হয় নাই) সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাবুদের রিক্রুটিং অফিসে নোটিশ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত শ্রেণীভুক্ত অমুসলমান তুর্কী নাগরিক হিসাবে যে সকল গ্রীক আর্মেনিয়ান ও ইহুদীদের এ মাসের প্রথমার্দ্ধে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহারা ইতিমধ্যেই সামরিক ছাউনী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সিরিয়ার বিমান-ঘাঁটিতে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

১৭ই মে প্রাতঃকালে ভিসি গভর্ণমেণ্ট এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে বৃটিশ বোমাবর্ষণকে তাঁহারা আক্রমণাত্মক কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তির জওয়াবে ভিসি গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

বিবৃতিতে আরো বলা হইয়াছে যে, "বিরাট শক্তি হিসাবে ফ্রান্স তাহার স্বার্থ এবং দেশ ও সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার দাবিবার নিমিত্ত খুবই উৎসুক। ইউরোপের পারস্পরিক পুনর্গঠন সম্পর্কে বিজেতার সহিত তাহার আলোচনা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার বৃটেন আক্রমণের ইচ্ছা আছে, এইরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণকে আক্রমণাত্মক কার্য্য বলিয়া মনে করিতে ফ্রান্স এখনও প্রস্তুত নহে।

জার্ম্মাণদের সোল্লাম পুনরধিকার

সোল্লামে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত অবস্থিত রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন,—

১৫ই মে ব্রিটিশ ফৌজ সোল্লামের যে সমস্ত অঞ্চল দখল করিয়াছিল, তাহার কিছু ভাগ আবার বেদখল হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরা উহা দখল করিয়া লইয়াছে।

ব্রিটিশ ফৌজের ধাক্কায় ছোটে যে জার্ম্মাণ ফৌজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, তাহারা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া আবার মিলিত হয়। আর তাহাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দেয় প্রচুর অস্ত্রসজ্জিত আর কয়েকটি দল। তাহারা সোল্লামের চাতালগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। একটি বিরাট ব্রিটিশ বাহিনী এখনও সোল্লামের নিকটস্থ মালভূমির কোন কোন অংশ রক্ষা করিতেছে।

ইরাকের অবস্থা আয়ত্তাধীন

ইরাকের হাব্বানিয়ার রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৬ই মে তারযোগে জানাইতেছেন যে, বিমানক্ষেত্রের বৃটিশ সৈন্যদের আগমনের পর অবস্থা এখন ভাল হইতে চলিয়াছে। বসরায় কিস্তুগড়িতে সৈন্য প্রেরণের ফলে সেখানকার অবস্থাও স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।

রাজকীয় বিমান বহর ইউফ্রেতিসে নিয়মিতভাবে অবিশ্রান্ত আক্রমণ করিয়া অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের তৎপরতা ক্রমশঃ গুঁড়া করিয়া তুলিতেছে। দিনরাত বিদ্রোহীদের বিমানঘাঁটি, ব্যারাক, যানবাহন, পেট্রোলের ডিপো ও সৈন্য সমাবেশের উপর বোমা বর্ষিত হইতেছে এবং হাজার হাজার বর্গ মাইল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নূতন কোন পরিণতি ঘটিতেছে কিনা, তাহার উপর লক্ষ্য রাখা হইতেছে।

আমেরিকান বন্দর হইতে জার্ম্মাণ জাহাজ উধাও

পাঁচটি জার্ম্মাণ জাহাজ গত ১৭ই মে কয়লা লইয়া চিলির বিভিন্ন বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। এন্টোফাগাস্টা বন্দর হইতে ব্যাথোলিন, কোকুইম্বো বন্দর হইতে কুইকো ও যোসোটা, তালকাহুয়ানো বন্দর হইতে ফ্রাঙ্কফোর্ট এবং পুয়েরতোমণ্ট বন্দর হইতে এরলাঙেন নামক জার্ম্মাণ জাহাজ যাত্রা করিয়াছে। ব্রিটিশ অস্ত্রসজ্জিত বাণিজ্য জাহাজ দাণ্ডগা এন্টোফাগাস্টা হইতে ব্যাথোলিনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ক্রোশিয়ায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

ইটালীর রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র স্পোলেতোর ডিউক ও স্যাভোয়ার প্রিন্স আয়মোনিও রবার্টোকে তাঁহাদের ক্রোশিয়া রাজ্যের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। রোমের রাজপ্রাসাদে এই অনুষ্ঠান হয়। ক্রোট ফুয়েরার আন্তে-প্যাভেলিচ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুসোলিনী এবং চক্রশক্তির বহু রাজনীতিবিদ, কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকের সমক্ষে প্যাভেলিচ ক্রোট প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে স্পোলেতোর ডিউককে ক্রোশিয়ার রাজা মনোনীত করার প্রস্তাব করেন। পরে প্যাভেলিচ নূতন রাজাকে অভিবাদন করেন। অতঃপর রাজপ্রাসাদের অলিন্দ হইতে সম্মুখস্থ জনতার নিকট ঘোষণা প্রচার করা হয়।

নবগঠিত ক্রোশিয়া রাজ্যের রাজা ডিউক অব স্পোলেতোর বয়স ৪১ বৎসর।

স্পেনে রাজনৈতিক গোলযোগ

স্পেনের পররাষ্ট্র-সচিব সিনর সুনার পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তবে জেনারেল ফ্রাঙ্কো পদত্যাগ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সিনর সুনারের পদত্যাগের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য স্পেন মন্ত্রিসভার এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হইয়াছে। সিনর সুনারকে অধিকতর ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হয় কিনা, তাহাও এই বৈঠকে আলোচিত হইবে।

ফরাসী বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা

সরকারীভাবে ১৯শে মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এক লক্ষ ফরাসী বন্দীকে মুক্তি দিতেছেন।

কীয়েল নৌ-ঘাঁটিতে বৃটিশ বিমানের হানা

জানা গিয়াছে যে, ১৮ই মে রাত্রিতে রাজকীয় বিমানবহরের বোমারু প্লেনগুলি কীয়েলের নৌ-ঘাঁটিতে হানা দিয়া জাহাজ তৈরীর ইয়ার্ডের আরও অনেক ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এমডেন বন্দরের উপরেও বোমা বর্ষিত হইয়াছে। উপকূলরক্ষী রাজকীয় বিমানবহরের সহিত যোগদান করিয়া নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত প্লেনগুলিও সাবর্গ ডকের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

[৩য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[২য় কলমের শেষ]

ফরাসী জাতির নিকট জেনারেল দ্য গলের বেতার বক্তৃতা

জেনারেল দ্য গল গত ১৮ই মে ব্রাজাভিলে হইতে প্রদত্ত এক বেতার বক্তৃতায় ফরাসী জাতিকে উদাত্তস্বরে আহ্বান করিয়া বলেন—বিশ্বাসঘাতকগণ পিতৃভূমিকে শত্রুর নিকট বিক্রয় করিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যও তাহাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছে। এই দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আপনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করুন।

আবিসিনিয়ায় ইটালীর সাম্রাজ্যের অবসান

জানা গিয়াছে, ১৯শে মে আম্বা-আলাগী দুর্গ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ইটালীয়ানগণ আম্বা-আলাগীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে বৃটিশ সর্ত্তসমূহ মানিয়া লইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ ১৯শে মে সোমবার আম্বা-আলাগী ও সেখানকার দুর্গে প্রবেশ করে।

প্রথমতঃ আবিসিনিয়ার গভর্ণর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি ডিউক-অব-আওষ্টা তাঁহার দলবল সহ আত্মসমর্পণ করেন এবং পরে অন্যান্য সেনাদলও আত্মসমর্পণ করে। আম্বা-আলাগী দুর্গের এই আত্মসমর্পণের পর আবিসিনিয়ায় ইটালীর সাম্রাজ্যের অবসান হইল বলিতে হইবে।

মালদহের আম্র-প্রদর্শনী

উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা

মালদহ জেলায় আম উৎপাদনকারীদিগকে ভাল আম জন্মাইতে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে আগামী মাসে তথায় আমের একটি প্রদর্শনী খোলা স্থির হইয়াছে। এ-উদ্দেশ্যে মালদহের কালেক্টর এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, করমানকে যথাক্রমে প্রেসিডেণ্ট ও অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় সপ্তম এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল হলটি প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আগামী ১৬ই জুন হইতে এক সপ্তাহকাল প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। প্রদর্শনী-কমিটি উৎকৃষ্ট আম এবং আমের তৈরী অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও প্রদর্শনীতে আম আসিবে। আম উৎপাদনকারী ও তৎসংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারীদের সহযোগিতা কামনা করা হইতেছে। প্রদর্শনীতে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাহাদের দ্রব্য-সামগ্রী মালদহ আম-প্রদর্শনী, মালদহ, ঠিকানায় অবৈতনিক সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে পারেন।

এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় ৮, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা, ঠিকানায় বাঙলার সিভিল মার্কেটিং অফিসারের নিকটও জানিতে পারা যাইবে।

বাঙালী উপকূলরক্ষী বাহিনী

শূন্যপদ পূরণের জন্য লোক সংগ্রহ

সিভিল রিক্রুটমেণ্ট কমিটির জয়েণ্ট সেক্রেটারী মেঃ কর্ণেল কে, কে, চ্যাটার্জি ও মিঃ বি, কে, লাহিড়ী সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, বাঙালী উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনীর যে অল্পসংখ্যক পদ শূন্য হইয়াছে, তজ্জন্য কলিকাতার মেয়ো রোডের ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল বাহিনীর কার্য্যালয়ে প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইবে। আগামী ৩১শে মে এবং ২রা জুন ৬-১৫ মিনিট হইতে ৭-১৫ মিনিটের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান প্রার্থীদের—যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং যাহাদের বয়স ১৮ হইতে ২৫এর মধ্যে, উচ্চতা অন্ততঃ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, ছাতির মাপ ৩৪।।০ ইঞ্চি ও ওজন ১২৩ পাউণ্ড, তাহাদিগকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করা হইবে।

"মেকলা" জাহাজ দুর্ঘটনা

অধিকাংশ যাত্রীর উদ্ধার

বিগত ২৮শে এপ্রিল সন্ধ্যা প্রায় ৬টার সময় বরিশাল-পটুয়াখালি এক্সপ্রেস জাহাজ "মেকলা" বরিশাল ঘাট ছাড়ে। রাত্রি প্রায় ১১৷৷০টার সময় বাউফল থানার অন্তর্গত বগা ষ্টেশন অতিক্রমের পর জাহাজখানি ভীষণ ঝড়ের সম্মুখীন হয়। নোঙর করা সত্ত্বেও জাহাজখানি ঘূর্ণিবাত্যায় কাৎ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্দ্ধাংশ জলমগ্ন হইয়া পড়ে। দুর্ঘটনার সময় জাহাজে সর্ব্বমোট ৫৩ জন যাত্রী ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি বিনাটিকেটের শিশু, ২৯ জন বাঙ্গালী এবং ১ জন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডার। যাত্রীদের মধ্যে পটুয়াখালির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, কে, ঘোষাল, আই-সি-এস, এবং বাউফল থানার সাব-ইন্সপেক্টরও ছিলেন। যে পাঁচজন বাঙ্গালী নিখোঁজ হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার ও সনাক্ত হইয়াছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডারও মারা গিয়াছে। তাহার মৃতদেহটিও উদ্ধার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ৫ জন কিম্বা ৬ জন যাত্রীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে। ৩৫ জন যাত্রী জীবিত আছে, ইহা সঠিকভাবে বলা যায়। পরদিন (২৯শে) প্রাতে পটুয়াখালি হইতে আসিয়া পুলিশের লোকজন জলমগ্ন জাহাজ ও মৃতদেহগুলির তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করে। সে-সন্ধ্যায় বরিশাল হইতেও পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জীবিতদের সন্ধান এবং মৃতদেহগুলি সনাক্তের কাজে লাগিয়া পড়ে। ভগ্নভাগ্য জাহাজের অন্যতম যাত্রী এবং পটুয়াখালী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং রক্ষাপ্রাপ্ত লোকজনকে পাঠাইয়া দেখেন। উক্ত অঞ্চলে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হয় যে, মৃতদেহ নজরে পড়া মাত্রই ঘটনাস্থলে উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষকে সে-সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। কালেক্টর মহোদয় একখানি নোটিশ ও প্রেস-নোট প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্ধারপ্রাপ্ত যাত্রী অথবা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনকে তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিতে বলিয়াছেন। তাহার সময়ও জাহাজের বেশীর ভাগ জলের নীচে থাকে বলিয়া মৃতদেহ উদ্ধারের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা অসম্ভব। পরদিন প্রাতে ৭/৮টার সময় ৯ জন যাত্রী একখানি নৌকায় পটুয়াখালি পৌঁছিলে দুর্ঘটনার বিবরণী তথায় প্রকাশ পায়। ইহার কিছুক্ষণ পর বরিশাল হইতে আগত বেল জাহাজে আরও কতিপয় যাত্রী তথায় পৌঁছে। এই জাহাজখানিই সর্ব্বপ্রথম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। জলমগ্ন "মেকলায়" যে সকল যাত্রী তখন পর্য্যন্ত পটুয়াখালি যায় নাই, উক্ত জাহাজখানি তাহাদিগকে লইয়া যায়। ঝড়ে বগা, পটুয়াখালি এবং বরিশালের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া যাওয়ার দরুণ, "মেকলা" কিম্বা অন্য কোন স্থান হইতে কাহারও পক্ষে ২৯শে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সংবাদ প্রেরণ সম্ভবপর ছিল না। (প্রেস-নোট)

খাদ্যদ্রব্য ভরিবার জন্য ৩৫ লক্ষ টিন

সরবরাহ বিভাগের নূতন অর্ডার

৩৫ লক্ষ টিনের পরিকার ক্যানেস্তারা সরবরাহ করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোনও একটী বাবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত বন্দোবস্ত করা হইতেছে। মধ্যপ্রাচ্য হইতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের এক অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। এই ক্যানেস্তারায় সেই খাদ্য ভরিয়া পাঠান হইবে।

ভারতের কোনও এক স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস ও ভেজিটেবল (মাংস প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) পাওয়ার আশা আছে। ইহাদের নমুনা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের মাংস উৎপাদনকে উৎসাহিত করিতে কতকগুলি হাসপাতালের জন্য এইস্থানে মাংস ও ভেজিটেবলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ইরাকের গোলযোগের প্রকৃত তাৎপর্য্য

ভূমধ্যসাগর হইতে ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" ইরাক সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন:—

ইরাকের তৈল হইতে বঞ্চিত হইলে ব্রিটেনের এমন কিছু সর্ব্বনাশ হইবে না, যদিও ইরাকের তৈলের উপর অধিকার লাভ করিলে হিটলারের বিশেষ সুবিধা হইবে। তবে ইরাকের গোলযোগকে হিটলারের তৈল লাভের প্রচেষ্টা মাত্র মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইরাকে গোলযোগের সৃষ্টি হিটলারের বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশমাত্র; তাহার আসল উদ্দেশ্য মিশর ও সুয়েজ অধিকার করিয়া ভূমধ্যসাগর হইতে ব্রিটিশ বিতাড়ন। ব্রিটিশকে ভূমধ্যসাগর হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম না হইলে ইরাকের সমস্ত তৈল লাভ করিয়াও হিটলারের কোনও লাভ হইবে না, কারণ সে ক্ষেত্রে আমরা ইরাক হইতে জার্ম্মাণীতে তৈল প্রেরণ বন্ধ করিতে পারিব।

মিশর হইতে ইরাকে আমাদের সৈন্য আকর্ষণ করাই রশীদ আলীর এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্দেশ্য। মিশরে বহু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখা বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন, অথচ ইরাকের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে, ইরাক রক্ষার জন্যও সৈন্য প্রেরণ না করিলে চলে না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই এই চাল চালা হইয়াছে। হিটলারের বিশ্বাস এই যে, মিশর হইতে এইরূপে অন্যত্র সৈন্য আকৃষ্ট করিতে পারিলে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সুবিধা হইবে। এই সঙ্গে হিটলার যে বল্কান হইতে হাজার হাজার বিমানপোত লিবিয়ায় চালান আনিয়া মিশর আক্রমণে ব্যবহার করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। আলেকজান্দ্রিয়ার পতন হইলে তবেই মোসলের তৈলখনি লাভ হিটলারের নিকট মূল্যবান হইবে, ভূমধ্যসাগর হইতে ব্রিটিশকে বিতাড়িত করিতে পারিলে তবেই ইটালী এবং জার্ম্মাণীতে তৈল চালান দেওয়া সম্ভব হইবে। ভূমধ্যসাগরের কর্ত্তৃত্ব হারাইলে আমাদের বাণিজ্য অবরোধ ব্যর্থ হইবে এবং শীঘ্র যুদ্ধ অবসানের আর আশা থাকিবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। সুতরাং মিশর রক্ষার উপরেই আমাদের অনেক কিছুই নির্ভর করিতেছে। যাহারা মনে করেন মিশর রক্ষা আটলাণ্টিকের যুদ্ধ ও ব্রিটেন রক্ষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নহে, তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপকার করিতেছেন।

ইরাকের গোলযোগ ও মোস্‌লেম জগতের কর্ত্তব্য

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রচার-কার্য্যেই তাহারা বিরত হইবে না; এবং আমরা রশীদ আলীর কার্য্যের নিন্দা করিতেছি ও ইরাকে হিটলারের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য বৃটেন যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, ভারতীয় মুসলমান পূর্ণভাবে তাহার সমর্থন করিতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মুসলমানের অন্তরের কথাই আমি প্রতিধ্বনি করিতেছি। অন্যান্য দেশের মুসলমানের সহিত ভারতীয় মুসলমানের অন্তরের সম্পর্ক রহিয়াছে এবং হিটলারের প্রচার কার্য্য এই মনোভাবের সুযোগ গ্রহণেরই চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমান ইহা বেশ জানে যে, বৃটেন ইরাকের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণাও করে নাই, কিম্বা ইরাকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বৃটেনের কোন মতলবও নাই। যদি রশীদ আলীর মত কোন মুসলমান জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিকট নিজেদিগকে বিক্রয় করিয়া দেয়, তবে তাহারা নিশ্চয় মোসলেম জগতের সহানুভূতি হারাইবে। কারণ, ন্যাৎসি-নাৎসি অধ্যুষিত ইটালী লিবিয়ায় মুসলমানদের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভুলিবার নয়।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

১৯৪১ সনের ৭ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল:—

পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন অংশে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে প্রচুর বারিপাত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে চৈতালি ফসলের এবং এবং বর্দ্ধমানে ক্ষেতে যে ফসল রহিয়াছে উহার জন্য আরও অধিক পরিমাণে বৃষ্টির প্রয়োজন। পূর্ব্ববঙ্গে উঠতি ফসলের বৃদ্ধির জন্য বারিপাত একেবারে বন্ধ থাকা প্রয়োজন। বিগত ৩রা মে শনিবারে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ৫,৮১৩ এবং ২,৯৪৮ জন লোককে টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১,১৪৪ ও ৬,৫৯৯ জন লোক যথাক্রমে খয়রাতী দান লাভ করিয়াছে। মালদহ জেলাতেও অনুরূপ দেখা দেয় এবং সেখানে ১১৭ জন লোক কর্জ্জের বিনিময়ে সাহায্য পাইয়াছে। সাধারণ চাউলের দর টাকায় /৭৷৷৵০ ছটাক, আগের সপ্তাহের তুলনায় উহার দর শতকরা ৩·৭৭ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল:—

২৪-পরগণার ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসাত ও বসিরহাটে টাকায় /৭ সের হইতে /৭৷৷০ সের; নদীয়ার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে /৭ সের; মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দিতে টাকায় /৬৷৷০ ছটাক হইতে /৭৷৷০ ছটাক পর্য্যন্ত; যশোহর জেলার মাগুরা, সদর, বনগাঁয়ে টাকায় /৭ হইতে /৮ সের; খুলনার সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে /৮ সের, বর্দ্ধমানের আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় /৬৸০ ছটাক হইতে /৭৸০ ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে /৭ হইতে /৭৸৵০ ছটাক; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে /৭ সের; মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে /৭ হইতে /৮ সের; হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৭৷০ হইতে /৭৷৷৵০ ছটাক পর্য্যন্ত; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৭৷৷০ হইতে /৮৷৷০ সের; রাজশাহী জেলার সদর এবং নাটোরের বিবরণী পাওয়া যায় নাই। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে টাকায় /৭ সের; জলপাইগুড়ি এবং আলীপুরে টাকায় /৬৷৷০ সের হইতে /৭ সের; দার্জ্জিলিংএর কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংএ /৬ সের হইতে /৮ সের; রংপুর জেলার নীলফামারী কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধায় /৬৷৷০ হইতে /৭৷৷০ সের; বগুড়ায় /৭৷৷০ সের; পাবনার সিরাজগঞ্জে /৭ সের; মালদহে /৭৷৷০ সের; কুচবিহার /৭৸০ ছটাক; ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে টাকায় /৭ সের /৮ সের; ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জে টাকায় /৬৷৷০ সের হইতে /৭৷৷০ সের; ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে /৬৷৷০ হইতে /৭৷৷০ সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় /৭ সের হইতে /৮ সের পর্য্যন্ত; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৮ সের হইতে /৯ সের পর্য্যন্ত; ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে /৭ সের হইতে /৭৷৷০ সের; নোয়াখালী এবং ফেণীতে /৬ হইতে /৭ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ৷/৷৷০ সের এবং ত্রিপুরা রাজ্যে /৬৷০ হইতে ।৩ সের।

বাঙলা সরকারের প্রধান মুদ্রাধিকারিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ৯ই জানুয়ারী যে সরকারী প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত জিনিসের পাইকারী ও খুচরা দর কলিকাতা ও শহরতলীর জন্য নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য হইল। উহা অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে:—

নাম।	পাইকারী।	খুচরা।
ক্যাস্টর অয়েল (শুদ্ধ)	২৬৷৷০	২৮/১৫

ইরাকের পরিস্থিতি সম্পর্কে তুরস্কের মনোভাব

মধ্য-প্রাচ্যে জার্ম্মাণীর মিথ্যার বেসাতি

ইস্তাম্বুলের ব্যবসায়ীসম্প্রদায় অনেকে ভাবে প্রকাশ, ব্রিটেন ও ইরাকীদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় তুরস্ক বিশেষ উদ্বেগ বোধ করিতেছে। তুরস্ক হইতে বসরা পর্য্যন্ত যে রেলপথটি গিয়াছে, এই সংঘর্ষের ফলে সাময়িকভাবে হইলেও তাহা বন্ধ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ বিস্তৃত হইবার পর তুরস্ক এই পথটিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চলাচলের অন্যতম প্রধান পথ হিসাবে ব্যবহার করিতেছিল। ইহা ছাড়া তুরস্কের উদ্বেগের আরেকটি কারণ এই যে, যদি এই যুদ্ধ কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে জার্ম্মাণী তুরস্কের অন্য কোনও নূতন সীমান্তে আসিয়াও হাজির হইতে পারে। ইরাকের বর্ত্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীতে হইয়াছে বলিয়া ব্রিটিশেরা যে অভিযোগ করিতেছে, তুরস্কের জনসাধারণ তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। জার্ম্মাণরা অবশ্য আশা করিতেছে যে, ইরাকের বিদ্রোহ মধ্য-প্রাচ্যে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিবে। ভূমধ্যসাগর জয় করা সম্পর্কে হিটলারের যে পরিকল্পনা আছে, তাহাতে মধ্য-প্রাচ্যে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ সৃষ্টির ব্যবস্থাও আছে। অ্যাক্সিস শক্তিবর্গের বেতার-ঘাঁটিগুলি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ইরাকীদের সাফল্যের বহু উদ্ভট ও সম্পূর্ণ কাল্পনিক সংবাদ প্রচার করিতেছে। প্যালেষ্টাইন এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রিটিশ-বিরোধী নানা গোলযোগের সংবাদও এইরূপভাবেই প্রচারিত হইতেছে। এই সকল ঘোষণা নাৎসীদের মনগড়া কল্পিত ছাড়া কিছুই নহে। আরবদিগকে ক্রোধাপ্লুত ও দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্ররোচিত করাই এই সকল প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য। তুর্কীদের ধারণা এই যে, ইরাকের গণ্ডগোল শীঘ্র না মিটিলে সম্ভবতঃ জার্ম্মাণী এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। সিরিয়ার বিমান ঘাঁটি হইতেই জার্ম্মাণ আক্রমণ পরিচালিত হইবে বলিয়া মনে হয়। (পরবর্ত্তী সংবাদে এই সন্দেহ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।)

আঙ্কারায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দেশের কতৃত্ব ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সিরিয়াবাসীদের হাতে যাইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধের ফলাফল অনুসারে সিরীয়াবাসীরা কোনও দিন ইংরেজ, কোনও দিন বা জার্ম্মাণদের পক্ষে। ইরাণে ব্যবসায়ী ও ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে বহু জার্ম্মাণ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া তুরস্কের কোন কোনও মহল ইরাণেও গণ্ডগোল আরম্ভের আশঙ্কা করে।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

"আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশ ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ"

—ইত্যাদি—

মূল্য এক আনা—সডাক দুই আনা।

ঐ ফরম নং ১৯, ২০ এবং ২১—

মূল্য প্রতিখানি চারি আনা, সডাক পাঁচ আনা।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর,

সেলস অফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা,

এবং

কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন-বোর্ড কন্‌ফারেন্স

প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারদের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ

বিগত ২রা মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কমিটির তহবিলে নিম্নোক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

মিঃ ভর্ণ জনষ্টন	..	১৪।০
ময়নাগুড়ি যুদ্ধ কমিটি	..	১,৩০৬৲
মোট	..	১,৩২০।০

এ-পর্য্যন্ত ৪১,২২৫৻৩ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। এই অর্থ হইতে ৯১৫৸০ লেডি মেরি হার্ব্বার্ট বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলের জন্য রাখা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলের জন্য ৭০,৪০১॥৪ পাই প্রদত্ত হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ড সম্মেলন

বিগত ২৮শে এপ্রিল জলপাইগুড়ি ইউনিয়ন বোর্ড কনফারেন্স সুসম্পন্ন হয়। রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাস সি, আই, ই, আই, সি, এস, সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য কর্ম্মিগণকে নিম্নোক্ত পারিতোষিক বিতরণ করেন:—

(১) রৌপ্যখচিত ছড়ি	..	১৩টি
(২) প্রথম শ্রেণীর সনদ	..	২৫খানা
(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর সনদ	..	২৪খানা
(৪) অস্ত্র মামলায় সংশ্লিষ্ট একজন আসামীর সন্ধান প্রদানের জন্য জনৈক জোতদারকে প্রথম শ্রেণীর সনদ	..	১খানা

কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য কর্ম্মীদিগকে দেওয়া হয়—

(১) পদক	..	২৮টি
(২) সনদ	..	১২৭খানা
(৩) পল্লী-সংগঠন ট্রেনিং-এর জন্য—		
(ক) সনদ এবং ব্যাজ	..	১০০খানা
(খ) রৌপ্যনির্ম্মিত কাপ	..	২টি

সম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে কমিশনার ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ও পল্লী অঞ্চলের অন্যান্য কর্ম্মিবৃন্দকে পল্লী-সংগঠনকার্য্যের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় জয়গোবিন্দ গুহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সদস্যগণ ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালন সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করেন।

"সুযোগ-সন্ধানী" ট্যাঙ্ক

ব্রিটেনের নূতন সাঁজোয়া গাড়ী

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকা লিখিয়াছে:—

বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে যে ধরণের সাঁজোয়া গাড়ী সরবরাহ করিতেছে, তাহা পূর্ব্বের সাঁজোয়া গাড়ীগুলি অপেক্ষা আরও অনেক উন্নত। হাল্কা এবং মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্কের বদলে বর্ত্তমানে বিশেষ করিয়া ভারী ট্যাঙ্কই নির্ম্মিত হইতেছে। মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্ক এখন আর নাই এবং হাল্কা ট্যাঙ্কও আর নূতন তৈয়ার করা হইতেছে না।

"সুযোগ-সন্ধানী" (অপরচুনিষ্ট) ট্যাঙ্ক নামক এক প্রকার নূতন ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইতেছে। একটি গ্রে হাউণ্ড কুকুরের মত দ্রুতগতিবিশিষ্ট। পদাতিকদের সাহায্যে ব্যবহৃত "আই" শ্রেণীর ট্যাঙ্কের বিশেষ উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বাঙ্গলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার গত ৬ই মে নিম্নলিখিত কৃষি-পণ্যের কলিকাতার বাজার দর সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

পাট—

		চলতি দর।
কাগজের থলিয়াতে ভর্ত্তী আগমার্ক আটা	প্রতি মণ	৫॥০
চটের থলিয়াতে ভর্ত্তী	..	৫॥০
কাগজের থলিয়াতে ভর্ত্তী	..	৪৶৵০

আগমার্ক ঘৃত—

"কিশোর" মার্কা	..	৬৪৲
"অমৃতভোগ" মার্কা	..	৬৩৲
"গুকার" মার্কা	..	৬৪৲
"প্রাণপ্রভাব" মার্কা	..	৫৭৲
"শঙ্কর" মার্কা	..	৬৩৲
"সীতা" মার্কা	..	৬৫৲
"শ্রী" মার্কা	..	৬৫৲

চাউল—

বাঁকতুলসী	প্রতি মণ	৬।৶০ হইতে ৬॥০ পর্য্যন্ত।
পাটনাই	..	৫৸০ হইতে ৬।৶০ পর্য্যন্ত।
মোটা	..	৫৴০

মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত)—

"এ" শ্রেণী	প্রতি কুড়িটি	৸০
"বি" শ্রেণী	..	॥৶০
"সি" শ্রেণী	..	॥৴০
"ডি" শ্রেণী	..	।৶০

দুগ্ধ প্রতি টাকায় ৪¼ সের

আলু (দেশী নৈনিতাল)	প্রতি মণ	২॥৶০ হইতে ২৸০ পর্য্যন্ত।
ঐ	প্রতি সের	৴১০

মৎস্য—

রোহিত	প্রতি মণ	২৫৲ হইতে ৩৫৲
চিংড়ি	..	২২৲ হইতে ২৫৲
ইলিশ	..	১৫৲ হইতে ১৮৲

ফল—

আপেল (কাশ্মীর)	প্রতি টাকায়	৬ হইতে ৮টি
কমলা (নাগপুর)	..	২০ হইতে ২৫
আনারস (আসাম)	প্রতি কুড়িটি	৯৲ হইতে ১০৲
কলা (সবরী)	প্রতি ডজন	৵০ হইতে ।৶০
কলা (সিঙ্গাপুরী)	..	৵০ হইতে ।৴০

পশ্বাদি—

ঊর্দ্ধ পক্ষে ৮ সের দুগ্ধ দেয় এরূপ গাভীর দর	১০০৲
কমপক্ষে ৬ সের দুগ্ধ দেয় এরূপ গাভীর দর	৭১৲
ঊর্দ্ধ পক্ষে ১২ সের দুগ্ধ দেয় এরূপ মহিষের দর	১৮০৲
কমপক্ষে ১০ সের দুগ্ধ দেয় এরূপ মহিষের দর	১৫০৲

ব্রিটেনের যুদ্ধ ব্যয়

সরকারী হিসাব প্রকাশ

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যুদ্ধের জন্য ব্রিটেনের কত ব্যয় হইয়াছে, ব্রিটিশ ট্রেজারি সম্প্রতি তাহার হিসাব প্রকাশ করিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটেনের মোট ৫৭০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

১৯৪১ সালের প্রথম তিন মাস যুদ্ধ-পরিচালনায় প্রচুর ব্যয় হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত গড়পড়তা মাসিক যুদ্ধব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪০ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত গড়পড়তা মাসিক যুদ্ধব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড হয়।

জাপানী বর্ব্বরতার মূর্ত্ত বিকাশ

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আগুন ধরিয়া গিয়াছে। শহরের বড় বড় দোকানগুলি এ-রাস্তার উপর অবস্থিত। অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভিতর দিয়া আমরা মোটর চালাইয়া যাই।

২২শে ডিসেম্বর:—আজ ভোর পাঁচটা হইতে আমাদের অতি নিকটেই একদল লোক গোলাগুলী বর্ষণের কাজে লাগিয়া গিয়াছে। একশতটি গুলীর শব্দ আমাদের কানে পৌঁছে। রাত্রে দুইবার বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা হয়। ছাত্রছাত্রীদিগকে সঙ্গীনের ভয় দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করা হইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর:—আমাদের শিবির হইতে ৭০ জন আশ্রয়প্রার্থীকে পল্লী-সারক ট্রেনিং স্কুলে লইয়া গিয়া গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সন্দেহ হইলেই তাহারা কাহাকেও পাকড়াও করিতে ত্রুটি করে না। যদি জানিতে পারে যে, কোন কালে কেহ সৈনিক ছিল, তাহা হইলে তার আর নিস্তার নাই, তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড। রিক্সা কুলী, সূত্রধর এবং অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদিগকে প্রায়ই গ্রেপ্তার করা হয়। দ্বিপ্রহরে হেডকোয়ার্টারে একটি লোককে আনা হয়। তাহার নাক কাণ উড়িয়া গিয়াছে। মাথাটি আগুনে পুড়িয়া কাল হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালে পাঠাইবার কয়েক ঘণ্টা পর সে তথায় মারা যায়। তাহার সম্পর্কীত ব্যাপারটি এই: মৃত হাজার হাজার লোকের মধ্যে সেও একজন। বন্দীদিগকে দড়ির সাহায্যে শক্তভাবে বাঁধিয়া সর্ব্বাঙ্গে তৈল ছিটাইয়া তৎপর শরীরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। উক্ত লোকটি দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা ছিল বলিয়া তাহার শরীরে বেশী তৈল পড়ে নাই। এ-জন্য শুধু মাথাটি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল।

২৪শে ডিসেম্বর:—আজ খৃষ্টানদের বড়দিন। আব-হাওয়ার দিক দিয়াও আজকার দিনটা ভারী চমৎকার বটে। শহরের অবস্থাও কতকটা শান্ত। বহু দোকান-পাট খোলা আছে। বেচা কেনার জন্যও রাস্তায় লোকেরা ভীড় করিয়াছে। ইহা সত্বেও টিফিনের সময় তিনটি বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এদিন পল্লী-সারক ট্রেনিং স্কুল হইতে আমেরিকান পতাকা নামাইয়া ফেলা হয়। ৭ জন সৈন্য বাইবেল টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে পূর্ব্বরাত্রি যাপন করে এবং বহু নারী ধর্ষণ করে। আমাদের পাশের বাড়ীতেই তিনটি সৈন্য ১২ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার উপর পর্য্যায়ক্রমে পাশবিক অত্যাচার করে। তের বৎসরের একটি কিশোরীরও শ্লীলতা-হানি ঘটায়। উইলসন প্রদত্ত রিপোর্টে প্রকাশ, হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন ২৪০ জন রোগীর মধ্যে ৩/৪ অংশ জাপ সৈন্যদের হাতেই আহত। বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিষ্ট্রেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লোকজনকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্যে কোন প্রাক্তন সৈন্য থাকে এবং স্বেচ্ছায় ধরা দেয় তাহা হইলে তাহাকে শ্রমের কাজেই নিযুক্ত করা হইবে, বধ করা হইবে না। উক্ত ঘোষণার পর ২৪০ জন বাহির হইয়া আসে। তাহা-দিগকে এক সঙ্গে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাদের ২।৩ জন ব্যতীত সকলকে হত্যা করা হইয়াছে। আহত হওয়ার পর উক্ত ২।৩ জন মৃত্যুর ভাণ করিয়া কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। একদলকে মেশিন গানের মুখে এবং অপর দলকে সঙ্গীনের আঘাতে হত্যা করা হইয়াছিল।

২৭শে ডিসেম্বর:—সৈন্য সামন্ত এখনও নিয়মাধীনে আসে নাই। রাজদূতাবাস এবং সৈন্যদের মধ্যেও যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় নাই। রাজদূতাবাস যে আত্মশাসন কমিটি গঠন করিয়াছেন, সৈন্যরা তাহা

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

রামসাগর ক্যাম্পে সমবেত দিনাজপুরের সিভিক-গার্ড বাহিনী। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

দিনাজপুর সিভিক-গার্ড বাহিনী

শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের যোগদান

বর্ত্তমানে দিনাজপুর সিভিক গার্ড দল ১০৭ জন লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে ১১ জন অফিসার। সিভিক গার্ডদলে নাম লেখাইবার জন্য যে আবেদন প্রচার করা হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে এবং দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সেন-বর্ম্মা বাহাদুর, মৌলভী কাদের বখশ্, এম, এল, সি, (পাব্লিক প্রসিকিউটর), সরকারী উকিল বাবু সুরেশচন্দ্র সেন, জমিদার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব অতুলচন্দ্র বড়াল প্রভৃতি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই দলভুক্ত হইয়াছেন।

৭৫ বৎসর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মৌলভী তাকিম উদ্দীন আহমদ উক্ত দলের কর্মপ্রিয় ও উৎসাহী সদস্য।

অফিসার ও সদস্যগণ ট্রেনিং ব্যাপারে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন এবং প্যারেডে উপস্থিতির সংখ্যা বিশেষ সন্তোষ-জনক। গত ২৩শে মার্চ্চ তাঁহাদিগকে রামসাগরস্থ শিবিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং ইষ্টারের ছুটিতে শহরের মধ্যে বিশেষ মার্চ্চ ও প্যারেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জেলার বিভিন্ন স্থানে সিভিক-গার্ড দল নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং শহরের কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সাহায্য করিতেছে —এই সকল ব্যাপারেই ইহার জনপ্রিয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

পটুয়াখালীর মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ, কে, ঘোষাল আই-সি-এস্ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিয়োগ-উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

[১ম কলমের জের]

স্বীকার করিয়া লইতেছে না। কমিটির সদস্যগণকে তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছে। সৈন্যদের মতে বিজিত জাতি কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। জাপ সৈন্যদের অত্যাচার ও পৈশাচিক বর্ব্বরতার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অত্যাচারের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার একটি ঘটনা দেখা গেল: প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে জাপ সৈন্যরা ১২ বৎসরের একটি মেয়েকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাদের পছন্দমত কাজ করিতে অসমর্থ হওয়ায় জাপানীরা মেয়েটিকে সঙ্গীনের দ্বারা আঘাতে হত্যা করিয়াছে। গত রাত্রে অনেক সামরিক কর্মচারী দুইজন সৈন্য সহ মোটরযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তিনটি ছাত্রীর শ্লীলতা হানি করে এবং একটিকে ধরিয়া লইয়া যায়। বাইবেল ট্রেনিং স্কুলে জাপানীরা অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক লুটতরাজ এবং ২০ জন মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

গ্রীস হইতে সৈন্য অপসারণের চাঞ্চল্যকর কাহিনী

রাত্রিযোগে পথ অতিক্রম

গ্রীস হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ (ইভাকুয়েশন্) সম্পর্কে জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ সম্প্রতি নিম্ন-লিখিত কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন:—

থার্মোপাইলি গিরিসঙ্কট হইতে আমার সৈন্যদলই সর্ব্বপ্রথম বাহির হইয়া আসিতে সমর্থ হয়, কিন্তু অষ্ট্রেলীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ইহারাই সর্ব্বশেষে গ্রীস ত্যাগ করে। একদিন রাত্রি ৯টায় আমরা ৬০০ মোটরের এক "কনভয়ে" ৪ হাজার সৈন্য লইয়া বাহির হইয়া পড়ি। মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে যাইয়া এক জায়গায় আমাদের সারাদিনের জন্য চুপচাপ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। সেখান হইতে আমাদের গন্তব্য-স্থল খুব দূরের পথ ছিল না। কিন্তু জার্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষক বিমানপোতগুলি প্রত্যুষে আসিয়া টহল আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই আমাদের যাত্রা সমাপ্ত করিতে হইবে। আলো না জ্বালাইয়া এই সময়ের মধ্যে ৬০০ মোটর গাড়ীকে গন্তব্যস্থলে লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে; সুতরাং কিছু কিছু আলো জ্বালাইতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে কোনও জার্ম্মাণ এরোপ্লেন কাছাকাছি ছিল না; সুতরাং ইহাতে কোনও বিপদ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আলো জ্বালাইতে পারিলেও এই পথ এত অল্প সময়ে অতিক্রম করা সহজ কথা নহে। মোটর চালকেরা নিরাপদেই এই পথ অতিক্রম করিল। সারা দিন আমরা জলপাই বনে লুকাইয়া রহিলাম। জার্ম্মাণ এরোপ্লেনগুলি লক্ষ্যের সন্ধানে আমাদের মাথার উপর দিয়া সশব্দে উড়িয়া যাইতে লাগিল। গাছের আড়ালে এতগুলি লোক ও এতগুলি গাড়ী লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নহে; কিন্তু সৈন্যের আত্মগোপন (কেমোফ্লেজ) বিদ্যায় সুশিক্ষিত হওয়ায় জার্ম্মাণ বিমানপোতগুলি আমাদের উপস্থিতি মোটেই টের পাইল না।

সেই রাত্রেই আমাদের জাহাজযোগে গ্রীস পরিত্যাগ করার কথা ছিল; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে আমাদের আর্গস যাইতে হয়। সেখানে আমরা একটি সম্পূর্ণ দিন লুক্কায়িত অবস্থায় কাটাই। এই সময় জার্ম্মাণ বিমানগুলি বোমা বর্ষণ করিয়া এইখানের রাস্তাঘাট ও বন্দরটি ধ্বংস করে। অতঃপর আমাদের আরও দক্ষিণ দিকে যাইবার আদেশ আসে। সারা রাত্রি অত্যন্ত খারাপ রাস্তা দিয়া চলিয়া আমরা কালামাই পৌঁছিতে সমর্থ হই। পরে অন্যান্য সৈন্য এই সৈন্যদলের সহিত যোগ দেওয়াতে ৪ হাজার হইতে বাড়িয়া সৈন্যদের সংখ্যা ৬ হাজারে দাঁড়ায়। অতঃপর চার রাত্র চলা এবং তিন তিনটা দিন আত্মগোপনের পর আমরা অপসারণ-বন্দরে পৌঁছিতে সমর্থ হই। সেইখান হইতে আমরা জাহাজযোগে গ্রীস ত্যাগ করি।

কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

Printed and published by George Wilfred Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: Jafar Hossain.

B. No. C8538
BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২রা জুন, ১৯৪১ [এক আনা

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য

লণ্ডনে বিদেশী বৈমানিকদের সমাবেশ

নাৎসী পদানত ও বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের বহু সুদক্ষ কারিগর ও বৈমানিক ইতিপূর্বে বৃটেনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এখনও বহুলোক তথায় যাইতেছে। একদিন হয়ত ইহাদের ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস রচিত হইবে। বৃটেনে ইহারা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া নাই। স্বেচ্ছায় এবং আত্মত আনন্দের সহিত ইহারা বৃটিশ বৈমানিকদের সহকর্মী হিসাবে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন লোক আসিয়া ইহাদের দলপুষ্টি করিতেছে। ইহাদিগকে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিতে যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

বৃটেনে আগমনের পূর্ব্বে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিমানপোত পরিচালনায় বেশ যোগ্যতা অর্জন করে। ইহাদের এরূপ উৎসাহ-উদ্যমেরও কোন অভাব নাই; অথচ ইহাদের এবং রাজকীয় বিমান-বাহিনীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন আবশ্যক, বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজ চালানোর উপযোগী ইংরাজী ভাষা বিভিন্ন-জাতির বৈমানিকদের সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বপ্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। বৈমানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দান কার্য্য চলিতে থাকে। অতি অল্প দিনের মধ্যে ইহারা পারদর্শী হইয়া উঠে। ফলে পড়া শোনা, গ্রামোফোন রেকর্ড শ্রবণ, সাময়িক দেখাশোনা, সর্ব্বোপরি হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়ার দরুণ তাহারা এত অল্প সময়ে একটা দক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। যে-সকল শ্রেণীর বৈমানিক লণ্ডনে সমবেত হইয়াছে, তাহারা অতি অল্প কালের মধ্যে বৃটিশ এয়ার বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

পরে অবশ্য ইহাদের কেহ কেহ বোমারু এবং সাহায্যকারী বিমান বহরে যোগদান করিয়াছে। অনেকে পর্য্যবেক্ষণকারী বিমানপোত পরিচালনায় নিযুক্ত আছে। আবশ্যক বৈমানিকদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র বিমান বহর গঠিত হইয়াছে বটে, তবে ভাষার অসুবিধা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেককে বৃটিশ বিমান বহরে গ্রহণ করা হইয়াছে।

[illegible]

ব্যবহার করিতে থাকে। বৈমানিক ও কারিগরেরা প্রথমে ফ্রান্স এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে গিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা প্রথমে রুশী বিমান-বাহিনীতে নাম লিখাইয়া বৃটিশ বৈমানিকদের সহিত একত্রিত হয়। কিছু দিন পর তাহারা নিজেদের একটা বিমান বহর গঠন করে। পরে আবার তাহাদের কেহ কেহ ভারী ওজনের বোমারু বিমান বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য উক্ত বিমান বহরেও যোগদান করে।

চেক বিমান-বাহিনী একণে রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি অংশ হিসাবে উপকূল রক্ষী বহরের অধীনে কাজ করিতেছে। বেলজিয়ান বৈমানিকরা রাজকীয় বিমান বাহিনীর অবলম্বন শিক্ষা লাভ করিয়াছে। তাহারা "হারিকেন" নামক বিমানপোত পরিচালনায় অভ্যস্ত; কারণ নিজ দেশে তাহারা "হারিকেন" বিমানপোত চালাইয়া আসিয়াছে। বৃটিশ বৈমানিকদের সঙ্গে তাহারা নিজেদের বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে স্বাধীন ফরাসী জাতীয় লোক প্রত্যহ বৃটেনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। মধ্য প্রাচ্যে তাহারা নিজেদেরই একটা স্বতন্ত্র বিমান বহর গঠন করিয়া লইয়াছে। ইরিত্রিয়া এবং স্বাধীন ফ্রেঞ্চ আফ্রিকায় সংগ্রামে উক্ত বিমান বহর কার্য্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। ফরাসী বোমারু এবং রুশী বিমান বহর মধ্য-প্রাচ্যের সংগ্রামে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে। নাৎসী আক্রমণের সময় নরওয়ে হইতে যে কতিপয় বৈমানিক ইংলণ্ডে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহারা একণে ক্যানাডায় শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করিতেছে।

শাসন ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে; বাহিনী, আশ্রিতদের জন্য সংস্থান, জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রশ্নের বিচার-বিবেচনাও হইয়া গিয়াছে। ফলে বিভিন্ন-জাতিভুক্ত বৈমানিকদের সমবায়ে একটি শক্তিশালী বিমান-বাহিনীর গঠন সম্ভবপর হইয়াছে। স্বদেশ হইতে পলায়নকালে ইহাদের অনেকে অতি অদ্ভুত কথা লক্ষ্য করিয়াছে। সাধারণ জনৈক বৈমানিক জার্মান অধিকৃত অঞ্চল হইতে "হিংকেল" শ্রেণীর একখানি জার্মান বিমানপোত সহ ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়। যুদ্ধ-বিরতি কমিশনের একখানি বিমানপোত সহ জনৈক ফরাসী বৈমানিক উত্তর আফ্রিকা হইতে সোজা ইংলণ্ডে উপনীত হয়। তবে তাহাকে ভূমধ্যসাগর ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছে। পোল বৈমানিকরা ভিন্ন অঞ্চল হইতে নিরপেক্ষ রাজ্যের সীমান্ত অতিক্রম পূর্ব্বক আসিয়া ও অবশেষে বাল্টিক পৌঁছে; তথা হইতে তাহারা উত্তর আফ্রিকা কিংবা পর্তুগালের উপনীত হয়। অনেক

[illegible]

ক্ষেত্রে তাহাদিগকে জার্মাণ চালকদের উৎকোচ প্রদান করিয়া যাইতেন, নদী কিংবা ট্রেনযোগে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে দেখা গিয়াছে।

পলায়নের জন্য চেষ্টা কোন চেষ্টাই ত্রুটি হয় নাই। অনেকে পলাইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে—আর কতক ধরা পড়িয়া হয় মৃত্যু বরণ বা কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে। অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, পোল্যাণ্ডের লোকেরা জার্মানীর জন্য ট্রেনে আরোহণ করা মাত্র তাহারা ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ে এবং অন্য যাত্রী সাজিয়া কোন বন্দরে যাইয়া পড়ে। শীতার্ত-কর্দ্দমের চোখে ধূলি দিবার জন্য ইহাদের অনেককে দাড়ি গোঁফ রাখিয়া দীর্ঘ পথ অতিক্রম এবং কাঁটাতারের বেড়া পার হইতে হইয়াছে। ইংলণ্ডে উপনীত হওয়ার পর হইতে ইহারা শত্রুপক্ষীয় বিমানপোতের সংখ্যা কমাইয়া তুলিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, একটি পোলিশ স্কোয়াড্রন শত্রুপক্ষের ১২৫ খানি বিমানপোত ভূপাতিত করিয়া দিয়াছে। অপর একটি স্কোয়াড্রন জার্মানদের ৬০ খানি বিমানের একটি ঝাঁকের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া ৪ খানি ভূপাতিত করে। এই স্কোয়াড্রন কিছুদিন পরেই টেমস নদীর মোহনায় পোল বৈমানিকরা শত্রুপক্ষের ১০ খানি বোমারু এবং ৩ খানি রুশী বিমান ধ্বংস করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ইংলণ্ডের রণক্ষেত্রে চেক বৈমানিকরা মাত্র ৬ সপ্তাহের মধ্যে ১৫০ খানি জার্মান বিমানপোত ভূপাতিত করে। অধিকন্তু চেক স্কোয়াড্রন এক মাসে ৩৭ খানি জার্মান বিমানপোত বিধ্বস্ত করে। একদিন তাহারা বৃটেনের দক্ষিণ উপকূল সন্নিহিত অঞ্চলে তিনটি জার্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করে। ইহার মাত্র কয়েক দিন পর পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া তাহারা জার্মানদের ৪ খানি ডর্নিয়ার এবং দুইখানি মেসারস্মিট্ বিমানপোত ভূপাতিত করিতে সমর্থ হয়।

[১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

রায় বাহাদুর যামিনীমোহন ঘোষ, বি, সি, এল্ প্রণীত
(Director, Debt Conciliation, Western Circle)

বঙ্গীয় মহাজন আইন

এই আইন কোন্ কোন্ স্থলে খাটিবে এবং ঋণ-সালিশী আদালতে কিরূপে খাটাইতে হইবে তাহা কেবল এই পুস্তকেই পাইবেন। বোর্ডের বে-আইনী কার্য্যের বিরুদ্ধে রুলিং বা আপীল ইত্যাদি সমুদায় বিষয়ের নূতন নিয়ম দেখিতে পাইবেন। ভাল কাগজে বাঁধাই ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান: মিঃ সুশীলকুমার ঘোষ,
১৯, অশ্বিনী দত্ত রোড, পোঃ রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২রা জুন—১৯৪১

হের হেসের পলায়ন ব্যাপার

এক-নায়কত্বে শাসিত কোনও দেশ হইতে যদি বেতার-যোগে ঘোষণা করা হয় যে, ডিক্টেটরের যিনি প্রধান সহকারী ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ডিক্টেটরের পরেই যাঁহার স্থান, গত কয় বৎসর হইতেই তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাহা হইলে বুদ্ধিমান শ্রোতা অতি সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারেন যে, সে-দেশের গভর্ণমেণ্ট ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালকদের প্রকৃত স্বরূপ কি।

জার্ম্মাণী হইতে হের হেসের পলায়নের পর জার্ম্মাণ বেতারে যে ঘোষণা প্রচার করা হয়, তাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্ববাসীর মনে সম্ভবতঃ উপরোক্তরূপ ধারণারই সৃষ্টি হইয়াছিল। "গ্রাফস্পী" রণতরির আত্ম-নিমজ্জনের পর জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগের যে শোচনীয় স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িয়াছিল, হের হেসের ব্যাপারে তাহা যে আরো নগ্ন মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিল, তাহা বলাই বাহুল্য। হের হেস যে সুদীর্ঘ ১৮ বৎসর কাল গভীর আনুগত্যের সহিত হিট্‌লারের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, জার্ম্মাণ বেতারে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই; বরং নানা আবোল-তাবোল আবৃত্তি করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটেনের সহিত একটা মীমাংসা করার জন্য চিত্ত-বিভ্রম হেতু একাকী জার্ম্মাণী হইতে পলায়ন করিয়া বৃটেনে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। যেরূপ লোক গত ৮ বৎসর কাল অন্ধভক্তের মতই হিটলারের সমর্থন করিয়া আসিয়াছে, আজ চরম সঙ্কটের সময় যদি তাহাদের মধ্যে এরূপ "চিত্ত-বিভ্রম" দেখা দেয়, তবে তাহা প্রকৃতই বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়, বলিতে হইবে। সুতরাং জার্ম্মাণ বেতারের প্রচারিত গল্প যে কেহই বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জার্ম্মাণী হইতে হেসের এই আকস্মিক পলায়ন ব্যাপারে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের সম্পূর্ণ বিবৃতি এখনও প্রচারিত হয় নাই। পার্লিয়ামেণ্টে একটি প্রশ্নের [illegible] তিনি বলিয়াছেন—"ইহা [illegible] [illegible] কৌতূহলজনক ঘটনা; কল্পনাকেও হার মানায়, এই ঘটনা সেক্সপীয়রীয় কাহিনী জানায়।" কাজেই এই ব্যাপারে সত্যের সন্ধান করিতে হইলে, যা' তা' কল্পনার আশ্রয় লইলে চলিবে না। যদি হিট্‌লারের সহিত মতভেদের জন্যই হেস্ জার্ম্মাণী হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতঃপর হিট্‌লার যে এ-প্রকার মতবিরোধ দমনের জন্য আরো নানারূপ বর্ব্বর অত্যাচারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা একরূপ নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে। যাহা হউক, বর্ত্তমানে হেসের পলায়ন ব্যাপারে যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়:—

(১) বোটের উপর হেস্ সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতিস্থ লোক। বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়াই তিনি নিকটবর্ত্তী এমন এক দেশে পলায়ন করিয়াছেন—যেখানকার লোকেরা শত্রু হইলেও ভদ্র ব্যবহার জানে। তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য এবং সনাক্তের উপযোগী কতকগুলি ফটোগ্রাফ ছিল। পরিকল্পিত পথেই তিনি তাঁহার এরোপ্লেন চালনা করিয়া গিয়া অবশেষ প্যারাশুটযোগে অবতরণ করিয়া বিরাট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং বরাবরই তাহার আচরণে সুস্থ মস্তিষ্কের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

(২) হেসের এই পলায়ন ব্যাপারকে নাৎসী পার্টির মধ্যে প্রকাশ্য ভাঙনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা না গেলেও, ইহা অনেকটা পরিষ্কারই বুঝা যায় যে, নাৎসী নেতাদের মধ্যে মত-বিরোধ দেখা দিয়াছে।

(৩) হেসের এই পলায়ন ব্যাপারে অন্যান্য নাৎসী নেতার মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই উপলক্ষে নাৎসী প্রচার-বিভাগ যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা পাইয়াছে, তাহা খাস জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মনে কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই এবং নাৎসী পার্টির একজন বড় নেতাই যে দলত্যাগ করিয়াছেন, এ-কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই।

(৪) বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর চরম বিজয় সম্বন্ধে হেস যে সন্দেহ পোষণ করেন, তাহাও এই ব্যাপারে পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে।

হিটলারের সংশোধিত আক্রমণ-পরিকল্পনা

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতার মতে হিটলার নিম্নলিখিত সংশোধিত আক্রমণ পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন:—

১। মুসেলখাল ও ইরাকের তৈলখনিগুলি দখল করিবার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ। জেনারেল ওয়াভেলের সৈন্যবাহিনীর যথাসম্ভব অধিক সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধে আটকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বাধীনে জার্ম্মাণবাহিনী নীল নদীর দক্ষিণ অঞ্চলে এই সময় আরেকটি যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

২। আলেকজান্দ্রিয়ার নিকট হইতে বৃটিশ নৌ-বাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য আকাশ হইতে তীব্র বোমাবর্ষণ। (প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে, গত ১৪ই মে নাৎসী বোমারু বিমান এই উদ্দেশ্যে প্রথমবার আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বোমা বর্ষণ করে; কিন্তু বিশেষ কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই)।

৩। ব্রিটেনের দক্ষিণ আটলান্টিকের বাণিজ্য পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কাসাব্লাঙ্কা ও অন্যান্য ফরাসী বন্দর হইতে জার্ম্মাণ ও ইটালীর ইউ-বোট লইয়া প্রবল আক্রমণ; ঐ সঙ্গে উত্তর আটলান্টিকেও জার্ম্মাণী ইউ-বোটের শক্তি বৃদ্ধি করিবে। কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনার আসল চাবি-কাঠিই হইল সিরিয়া। সিরিয়াতে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই এই পরিকল্পনা কার্য্যকরূপে [illegible] [illegible] [illegible]।

মালদহের আম বিক্রীর ব্যবস্থা

উৎপাদনকারীদের সাহায্যার্থ সমিতি গঠিত

মালদহ জেলার যে আম জন্মে তিজ্জাতীয় গুণসম্পন্ন আম ভারতে খুব কমই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আম পাকার পূর্ব্বে উহা বহু হাত বদল হয় এবং কৃষক বহু সময় ব্যবসায়ীই ন্যায্যমূল্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। গোপালভোগ ও ক্ষীরসাপাতি জাতীয় আম একপক্ষ কালের বেশী বাজারে থাকে না, প্রকৃতপক্ষে আসল ফজলী আম লইয়াই। এই সময় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার ব্যাপারীরা এই জেলায় আসে এবং সর্ব্বশেষ যাহাদের কাছে হাত বদল হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে বাগানগুলি ক্রয় করিয়া লয়।

যাহাতে উৎপন্নকারিগণ বিশেষ সুবিধামত দাম পাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি মালদহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে টাউন-হলে একটি জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিক এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ্, রহমান সভার উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সমবেত উৎপন্নকারিগণ এই সঙ্ঘবদ্ধতার প্রস্তাব বিশেষরূপে সমর্থন করে এবং একটি সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেণ্ট, মিঃ এফ্, রহমান প্রথম অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ এবং মিঃ রাখালচন্দ্র রায় এবং মৌলভী মোহাম্মদ ইলিয়াস যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। উক্ত উদ্যোক্তাগণের উপর সমিতির নিয়মাবলী রচনা, সদস্য নির্ব্বাচনের ভার অর্পিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি জার্ম্মাণীর হুমকী

লোহিত সাগরে জাহাজ আসিলে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, লোহিত সাগরকে যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া জার্ম্মাণী যে ঘোষণা করিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করিবেন। নিরপেক্ষতা আইন অনুসারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে সকল অঞ্চলকে যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া স্থির করেন, শুধু সেই সেই অঞ্চলকেই যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে অবশ্য লোহিত সাগরও যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহাকে যুদ্ধাঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুতরাং শীঘ্রই লোহিত সাগরের পথে মার্কিণ সওদাগরী জাহাজ পণ্য লইয়া নিরপেক্ষ নিরাপদে বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিবে। তবে এখন পর্য্যন্তও কোনও মার্কিণ জাহাজ লোহিত সাগরে উপস্থিত হয় নাই; যদিও তিনি সরকারের কর্মচারীরা বিপরীত সংবাদ দিতেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিটাইম কমিশন (জাহাজ সম্পর্কিত সরকারী অফিস) গত সপ্তাহে এক ঘোষণা করিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও লোহিত সাগরের বন্দরগুলির মধ্যে নিয়মিত সওদাগরী জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে। এজন্য জাহাজেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ, সমুদ্রপথে নিকট-প্রাচ্যের ব্রিটিশ বাহিনীকে যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র মাল সরবরাহ না করিতে পারে, সেজন্যই জার্ম্মাণী বর্ত্তমানে লোহিত সাগরকে বিপজ্জনক এলাকারূপে ঘোষণা করিয়াছে। লোহিত সাগরে আসিলে মার্কিণ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জার্ম্মাণী যে ভয় দেখাইয়াছে, তাহাতেও বিনা আক্রমণে [illegible] গণ্য করা হইতেছে। [illegible] মার্কিণ জাহাজ ডুবাইবার সাহস জার্ম্মাণীর হইবে কিনা, বলে মনে হয় না।

হের হেসের পলায়নের রহস্য

[মিঃ ওয়ার্ড প্রাইস্ লিখিত]

(হের হেসের অপ্রত্যাশিতভাবে বৃটেনে আগমন সমগ্র জগৎকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছে। এই সম্পর্কে ডেইলী মেলে ভবিষ্যাত লেখক মিঃ ওয়ার্ড প্রাইস একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিঃ ওয়ার্ড প্রাইস ব্যক্তিগতভাবে হের হেসের সহিত পরিচিত। সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধ হইতে হের হেস সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইবে)।

জার্মাণ রাইখের তৃতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও হিটলারের অতি বিশ্বস্ত অনুচর স্বেচ্ছায় তাহার ফুয়েরারকে ত্যাগ করিয়া বিমানযোগে স্কটল্যাণ্ডে চলিয়া আসিবে, ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কিছু কল্পনা করা যায় না—অথচ অসম্ভবই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

জার্মাণীতে ইহার ফলাফল অত্যন্ত গুরুতর হইবে। নাৎসীরা ইতিমধ্যেই প্রচার করিতে সুরু করিয়াছে যে, হেস পাগল হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারাই এ বিষয়ের অভ্রান্ত মীমাংসা হইবে। তবে পাগল হইয়া থাকিলে বহুদিন তিনি হিটলারের নিকট হইতে এই সত্য লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে বলিতে হয়। আর হিটলারের উপর বিরক্ত হইয়া থাকিলে সে ভাবও হেস বহুদিন লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। গত মাসে হিটলারের ৫২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে হেস যে বক্তৃতা দেন, তাহাতেও হিটলারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

কি কারণে হেস জার্মাণ পক্ষ ত্যাগ করিয়াছে, এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিবার বিশেষ কোনও অর্থ হয় না। তবে নাৎসী নেতাদের মধ্যে কোনও গুরুতর কলহের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে এবং রোহ্মের পরিণতির কথা ভাবিয়া হেস শত্রু দেশে পলাইয়া আসাও হয়ত নিরাপদ মনে করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে নাৎসী-দলের অন্যতম নেতা রোহ্ম হিটলার কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন, ইহা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ আছে।

হিটলারের নৃশংসতায় পৃথিবীতে যে দুঃখ ও বেদনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হেসের পক্ষে এইরূপ করা অসম্ভব নহে। অন্যান্য নাৎসী নেতাদের তুলনায় হেস চিরকালই আদর্শবাদী এবং ক্ষমতার সুযোগ লইয়া কখনই তিনি নিজ স্বার্থ সাধন করিবার চেষ্টা করেন নাই।

হেস জার্মাণীর সকল গোপন খবরই জানে। এই খবর তিনি বৃটিশদের বলিয়া দিতে পারে, এই আশঙ্কায় জার্মাণীর সমর বিভাগের কর্তারা নিশ্চয়ই বিষম শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। স্নায়ুবিকারগ্রস্ত হিটলারকে তাহার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরের এই কার্য যে প্রায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। হেসকেই যদি বিশ্বাস করা গেল না, তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করা চলিবে?

ইহার পর হিটলার যে কি করিয়া জার্মাণদের যুদ্ধ করিতে উৎসাহিত করিতে পারিবেন, তাহাই ভাবিবার বিষয়। একেই তো ইহারা এত দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলিবে মনে করে নাই, তাহার উপর হেসের এই দলত্যাগ তাহাদের সকল উৎসাহ নষ্ট করিয়া দিবে।

জার্মাণীতে হেস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। হেস আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেইখানেই কাটান। তাহার পিতা ঐখানে ব্যবসায় করিতেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হেসের পিতামাতা মিশরে ছিলেন। হের বিশেষভাবে তাহাদের আনিবার জন্যই সেখানে একটি এরোপ্লেন পাঠান এবং তাহাদের জার্মাণীতে লইয়া আসেন।

১২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে শিক্ষালাভার্থ জার্মাণীতে পাঠান হয়। স্কুলের পড়া যখন শেষ হইল, তখন

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

ইরাণে সোভিয়েট সামরিক মিশন

আফগানিস্থানেও আগমনের সম্ভাবনা

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা লিখিয়াছে:—

"নিউ ইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ইরাণে একটি সোভিয়েট সামরিক মিশন গমন করিয়াছে। 'তুরস্ক যুদ্ধে লিপ্ত হইলে' যাহাতে সোভিয়েট ইরাণের ১২টি বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করিতে পারে, সে সম্বন্ধে ইরাণ সরকারের সহিত একটা বন্দোবস্ত করাই এই মিশনের উদ্দেশ্য।

"এই মিশন অনুরূপ সুবিধা সংগ্রহের জন্য শীঘ্রই আফগানিস্থান যাত্রা করিবে বলিয়া মনে হয়।

"সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে ও অন্যান্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেল লাইনগুলি সৈন্য চলাচলের জন্য চাহিয়াছেন।"

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত মোট ৮৪ হাজার ইউরোপীয় যুদ্ধ-বন্দীকে ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ হাজার বন্দী ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশী বন্দী অফিসার শ্রেণীভুক্ত ছিল।

মিসরের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তুলা ক্রয় কমিশন এ পর্য্যন্ত মিসরে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড (মিসরী) মূল্যের তুলা ও তুলার বীজ ক্রয় করিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষ]

বিগত মহাযুদ্ধ চলিতেছে। হেস স্কুল ত্যাগ করিয়া জার্মাণ বিমানবাহিনীতে যাইয়া যোগদান করেন। যুদ্ধের পরে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

১৯২০ সালে ২৩ বৎসর বয়সে হেস সর্ব্বপ্রথম মিউনিকে হিটলারের বক্তৃতা শোনেন। হিটলার তখনও খ্যাতিলাভ করে নাই, কিন্তু এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া হেস তাহার দলে যোগদান করেন।

১৯২৩ সালে মিউনিক আক্রমণ ব্যর্থ হইলে হিটলারকে ল্যাণ্ডসবের্গ দুর্গে অবরুদ্ধ করা হয়। সেই সময়ে হেসও তাহার সঙ্গে ছিল। এই কারাবাস কালেই হিটলারের "মেইন ক্যাম্ফ" প্রথম অংশ লেখা হয়। হিটলার ইহা মুখে মুখে বলিয়া যাইতেন এবং হেস লিখিয়া লইতেন।

হেস একজন ভাল খেলোয়াড়। নাৎসী পার্টি দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পরও তাহার খেলার প্রতি অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিমানযোগে জুগ্ স্পিৎজ পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করার যে প্রতিযোগিতা হয়, নাৎসী গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রথম বৎসরেই হেস তাহাতে যোগদান করে। কিন্তু হিটলার তাহাকে বিমান প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া জীবন বিপন্ন করিতে নিষেধ করায় অতঃপর তিনি আর কোনও প্রতিযোগিতায় যোগদান করে নাই।

হেস বিবাহিত, কিন্তু নাৎসীদের সামাজিক উৎসবে ছাড়া তাহার স্ত্রী সহ একটা বাহিরে আসেন নাই। হেস-দম্পতীর একটি ছোট ছেলে আছে।

যখন নাৎসী পার্টি জার্মাণীর একটি বিশিষ্ট দল হিসাবে পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন হেসই তাহার প্রধান ব্যবস্থাপক ও সংগঠয়িতা হিসাবে কার্য্য করিতে থাকে। তখন হইতে এ পর্য্যন্ত তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল।

হেস কোনও দিনই শাসন সংক্রান্ত কোনও পদে নিযুক্ত হন নাই। নাৎসী পার্টি সুপরিচালনার জন্যই তাহাকে সকল শক্তি নিয়োগ করিতে হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তাহাকে বিভিন্ন মিশনে নানা স্থানে যাইতে হইয়াছে; জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত দেখা করিবার জন্য তাহাকে মাদ্রিদ যাইতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকেরই স্মরণ আছে। সুতরাং তাহার নাৎসী দলত্যাগ যে কত-বড় গুরুতর ঘটনা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

বিলাতের চিঠি

(জনৈক লণ্ডনবাসী লিখিত)

লর্ড মেয়রের বাসস্থান ম্যানসান হাউসে সর্ব্বপ্রথমবার সিটি অব লণ্ডন কর্পোরেশনের অধিবেশন হয়ে গেল। এই বাড়ীটি অষ্টাদশ শতাব্দীর, কিন্তু তাতে আধুনিক নানা রকম ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করে আধুনিক করে নেওয়া হয়েছে। কিছু দিন হল কর্পোরেশনকে তাদের পাঁচশো বছরের পুরাতন বাড়ী গিল্ড হল ছেড়ে আসতে হয়েছে। গত ২৯শে ডিসেম্বর নাৎসীদের আক্রমণে বোমার গিল্ড হল ভয়ানকভাবে পুড়ে যায়।

এই নূতন বাড়ীর কায়দা কানুনে সদস্যেরা এখনও অভ্যস্ত হতে পারেন নি, তাই বেশ কিছু কিছু অসুবিধা বোধ করেছেন। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; সুতরাং টাউন ক্লার্ক তা পড়তে পারেন নি। এ সবই সিটি অব লণ্ডনের কর্পোরেশনের পক্ষে নূতন ও অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সিটির পৌর-পরিচালনা পাঁচ শতাব্দীর পরিব্যাপী ঐতিহ্যের উপযোগী ধারায়ই সুনির্দ্দিষ্ট হচ্ছে, এতে সন্দেহ নাই।

লণ্ডনের নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে সিটি কর্পোরেশন অতীতে বহু স্বেচ্ছাচারী, রাজা ও বহু অসংযত জনতার অত্যাচারে উপেক্ষা প্রদর্শন করে আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখে আসছে। কাজেই বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতা কর্পোরেশনের কাছে কিছু নূতন নয়।

কর্পোরেশনের প্রধান হচ্ছেন লর্ড মেয়র। এর পর সিটির পৌর সভার অলডারম্যান ও বিচারকগণ" ও সাধারণ কাউন্সিলারদের সভা। এই সভার সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা ২৩০। সেণ্ট টমাস দিবসে ২১শে জানুয়ারী এই সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হন। এ প্রাচীন প্রথা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। ঠিক কলকাতার মত সিটি অব লণ্ডনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে এক একটি অঞ্চলকে এক একটি ওয়ার্ড বলা হয়। এই ওয়ার্ড থেকেই কাউন্সিলারেরা নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক ওয়ার্ডের 'ওয়ার্ড-মোট' বা ওয়ার্ড-সভা এদের নির্ব্বাচন করেন। এই ওয়ার্ড-মোটে প্রত্যেক গৃহস্থেরই যোগদান করবার ও ভোট দেবার অধিকার আছে। সে হিসাবে এগুলিকে জগতের প্রাচীনতম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি বলা চলে। এই সভাগুলিতে প্রচুর উৎসাহ লক্ষিত হয়। এবার নির্ব্বাচনেও দারুণ উৎসাহ লক্ষিত হয়েছিল।

পৌর শাসনের দিক থেকে সিটি অব লণ্ডন আর বাকী লণ্ডন ঠিক এক নয়। লণ্ডনের মধ্যস্থলে একবর্গ মাইল স্থানকে সিটি বলা হয়। পূর্ব্বে এর চারদিক দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল। বহু পুরাণ কাল থেকেই সিটি পৌর স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে।

লণ্ডনের ল্যামবেথ মুনিসিপ্যালিটির মেয়র এবং মেয়র-পত্নী সম্প্রতি তাদের মুনিসিপ্যাল এলাকার ছেলেদের জামা কাপড় উপহার দিয়েছেন। ল্যামবেথ টেমসের দক্ষিণপারে অত্যন্ত দরিদ্র অঞ্চল। জার্ম্মাণ বোমা বর্ষণের ফলে এইসব ছেলেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়েছে, এমন কি এদের জামা কাপড় পর্য্যন্ত বাঁচান যায় নি। সুতরাং মেয়র এদের জামা কাপড় সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেন। এদের যে সব জামা দেওয়া হয়, সেগুলি বিখ্যাত ছায়াচিত্র 'গুড বাই মিঃ চীপ্‌স্'এ ব্যবহৃত হয়েছিল। আপনারাও এই ছবিটি অনেকেই দেখে থাকবেন। এই ছবিতে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের জীবন যাত্রার একটি চমৎকার আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। রেপটনের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলে এই চিত্রের অনেক ছবি নেওয়া হয়েছিল এবং অবস্থায় দৃশ্যে এই স্কুলের কয়েকজন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেছিল।

এই চিত্রের জন্য ছোট ছেলেদের উপযুক্ত ১,২০০ জামা ও জুতার অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। "গুডবাই মিঃ চীপ্‌স্"এর প্রযোজকেরা এই সকল জামা কাপড় বৃটিশ রেড ক্রস ও বোমা বিধ্বস্ত ল্যামবেথের ছেলেদের জন্য দান করেন। ল্যামবেথের ছেলেরা সব ছায়াচিত্রে ব্যবহৃত এই সব জামা কাপড় পেয়ে খুব খুশী হয়েছে।

ইরাকের গোলযোগ ও মোসলেম সমাজ

হায়দ্রাবাদ ও বেরারের মহামান্য নিজাম বাহাদুরের বাণী

ইরাকে যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে হায়দ্রাবাদ ও বেরারের মহামান্য নিজাম বাহাদুর নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"ইরাকে সম্প্রতি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকায়—আমার রাজ্য ও ভারতবর্ষ এবং সাধারণভাবে নিকট-প্রাচ্যের মুসলমানদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে ; এমন কি, ইরাকের এই গোলযোগ দমনের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সামরিক বা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। কাজেই, মুসলমান জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা এবং এই ব্যাপারে তাঁহারা যদি কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অপনোদন করার উদ্দেশ্যে—আমি এই সংক্ষিপ্ত বাণী প্রচার করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

"এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং মুসলমান ও অন্যান্য যাঁহারা ইরাকের কল্যাণ কামনা করেন তাঁহাদিগকে ইহা জানাইতে চাই যে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে এই দেশের সংগঠনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিশেষ হাত ছিল এবং এই রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বসূচক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা ছাড়া তাঁহাদের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের মিত্র-শক্তি মিসর ও তুরস্কের সহিত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যাহা করা প্রয়োজন, ইরাকে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনই বৃটেনের উদ্দেশ্য। ১৯৩০ সালে স্বাধীন ইরাক-রাষ্ট্রের সহিত বৃটিশ সরকারের যে সম্প্রীতিমূলক সন্ধি হইয়াছিল, সেই সন্ধি-পত্রেই এরূপ যোগাযোগ-পথ খোলা রাখার সর্ত্ত ছিল।

"একটি পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ইরাকের সংগঠন হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত বরাবর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইরাকের সহিত গভীর বন্ধুত্বসূচক সম্পর্ক বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন এবং এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, সন্ধির উপরোক্ত একান্ত প্রয়োজনীয় সর্ত্ত প্রতিপালিত হইলেই তাঁহারা পুনরায় সেরূপ প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে অগ্রসর হইবেন।

"বর্ত্তমান গোলযোগের প্রত্যক্ষ কারণ হইতেছে—জার্ম্মাণদের হাতের ক্রীড়নকরূপে রশীদ আলীর বিশ্বাস-ঘাতকতা। দেশের শাসন-তন্ত্র অনুযায়ী যাঁহাকে 'রিজেণ্ট' পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল, তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করতঃ শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করিয়াই রশীদ আলী তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার অভিযান আরম্ভ করে। অতঃপর সংখ্যায় একদল বিপথ-চালিত লোকের সমর্থনের জোরে রশীদ আলী হাব্বানিয়া-স্থিত বিমান-ঘাঁটি ঘেরাও ও আক্রমণ করিয়া নির্লজ্জের মত সন্ধি-সর্ত্ত অমান্য করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ইরাক সরকার যে পবিত্র সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সর্ত্তানুযায়ীই এই বিমান-ঘাঁটি রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল।

"বিমান-ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার পর বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ বীরত্বের সহিত বাধা দেয়। কাজেই বলা চলে—বৃটিশ সেনাগণ যে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহা নিছক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এবং ভারত ও মিসর রক্ষার জন্য যোগাযোগের উপরোক্ত যে-সব পথ উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন, তাহার নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

"তুর্কেদের এই ব্যবস্থা ইরাকেরও স্বার্থের অনুকূল।

"রশীদ আলী ও তাঁহার দলবল সন্ধি-সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ইসলামের অন্যতম প্রধান শিক্ষার যে অবমাননা করিয়াছে, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এই আচরণের তীব্র নিন্দা করিতেছি এবং আন্তরিকতার সহিত অনুরোধ করি যে, ভারতের মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে এরূপ প্রতিবাদ জ্ঞাপনে আমার সহিত যোগদান করিবেন।"

লুকানো টাকা
মৃত অর্থের সামিল

যে টাকা কোনো কাযে লাগে না তার কোনো মূল্যই নেই। কিন্তু সেই টাকায় যদি 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' কেনেন তা'হলে টাকাটা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। যেমন ধরুন ১০৲ টাকা দিয়ে আপনি যদি আজ একটি 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' কেনেন তা'হলে ১০ বছরে আপনার ৩৷৵০ আনা বেশী রোজগার হবে। জমির দাম কমতে পারে কিন্তু 'সেভিংস্ সার্টিফিকেটে'র কমে না। টাকা কড়ি গহনাপত্র হারিয়ে যেতে পারে কিন্তু 'সেভিংস্ সার্টিফিকেট' ক্রেতার নামে রেজিষ্ট্রী করা থাকে বলে কখনই হারায় না। ধান চাল খড় ইত্যাদির নষ্ট হবার ভয় আছে কিন্তু "সেভিংস্ সার্টিফিকেট" যে কোন সময়ে পুরা দামে ভাঙান যায়। সার্টিফিকেটগুলি বিভিন্ন দামে পাওয়া যায়—১০৲, ৫০৲, ১০০৲, ৫০০৲ ও ১০০০৲ টাকা।

কি ক'রে সার্টিফিকেটগুলি অল্পে অল্পে কিনতে পারা যায়

ডাক ঘরে গিয়ে, 'ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে নিন—চাইলেই পাবেন। তারপর যখন যেমন সুবিধা হয় 'ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প' কিনতে থাকুন—যাদের দাম ৷০, ৷৷০ ও ১৲ টাকা। ১০৲ টাকা দামের ষ্ট্যাম্প যখন কার্ডের উপর জমা হবে, ডাক-ঘরে গিয়ে তখন তার পরিবর্ত্তে একটি ১০৲ টাকার 'ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট' নিন। এই 'সার্টিফিকেট' আপনার জন্য টাকা আনতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১৩৷৵০ আনা—এর জন্য ইনকাম ট্যাক্স লাগে না। টাকা যদি আপনার আগেই দরকার হয় তাহলেও সুদ সমেত ফিরে পাবেন।

বাঁচতে হলে টাকা বাঁচান

আয়বৃদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্য
ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

G. I. 33.

বাঙলাদেশের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানা

১৯৩৯ সনের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

বাঙলাদেশের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহের ১৯৩৯ সনের যে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের জনগণকে চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য দানের ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে হাসপাতাল ও ডাক্তারখানার সংখ্যা ১৫৪টি বৃদ্ধি পাইয়াছিল; তন্মধ্যে ৫২টি পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, ১৭টি অন্যান্য ধরণের চিকিৎসালয় ও ৮৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র। এতদ্ব্যতীত হাসপাতালসমূহে মোট ৩১৩টি রোগীর শয্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কলিকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহের আউট-ডোর রোগীর সংখ্যা ২,৮২৬ জন ও ইন্‌ডোর রোগীর সংখ্যা ৮,৯৮৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামপুর ওয়াল্‌শ্‌ হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মির যন্ত্র বসান হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কলিকাতার ১২টি ও মফঃস্বলের ২১টি হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মি পরীক্ষার সুযোগ রহিয়াছে। থানা ও গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীতে যথাক্রমে বার্ষিক ৫০০৲ ও ২৫০৲ টাকা করিয়া সরকারী সাহায্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপভাবে মোট ১১৪টি থানা ডিস্পেন্সারী ও ৪১৬টি গ্রাম্য ডাক্তারখানায় সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি নূতন ডাক্তারখানায় এযাবত নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল এবং বহুস্থলে পুরাণো দালানের সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। জেলার সদরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহের উন্নতির জন্য ১৯৩৮-৩৯ সনের বাজেটে ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই টাকা হইতে ১৯৩৮ সালে তিনটি হাসপাতালে ৬৩,০০০৲ প্রদত্ত হয় এবং বাকী ২,৩৭,০০০৲ টাকার মধ্যে ১,৪০,৪১৮৲ টাকা ১৯৩৯ সালে নিম্নোক্ত সদর হাসপাতালসমূহের জন্য ব্যয় করা হয়:—

বর্দ্ধমান ১৫,৩১৮৲ টাকা, মেদিনীপুর ৯,০০০৲ টাকা, হুগলী ৮,৬০০৲ টাকা, ময়মনসিংহ ২৫,০০০৲ টাকা, ফরিদপুর ৭,০০০৲ টাকা, বাখরগঞ্জ ৫,০০০৲ টাকা, চট্টগ্রাম ২৫,০০০৲ টাকা, নোয়াখালী ৫,০০০৲ টাকা, রাজশাহী ৩০,০০০৲ টাকা ও রংপুর ১০,০০০৲ টাকা।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রতি আলোচ্য বর্ষে বিশেষভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; এই জেলার ডাক্তারখানাগুলির জন্য ঔষধ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি বিশেষভাবে সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই জেলার জন্য একটি পল্লী-স্বাস্থ্য পরিকল্পনা এবং রাঙামাটী ও রামগড় ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনা সরকারের মঞ্জুরী লাভ করে। মোট ৬৩,১৮২৲ টাকা ব্যয়ে পাহাড়ী যুবকদিগকে চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা প্রদানের জন্যও একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে [illegible] চিকিৎসার জন্যও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলার সদর হাসপাতালে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার অধিকতর সুবিধার জন্য ১৫,০০০৲ টাকা বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হইয়াছিল। কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে একটি "রোগী"-র ব্যবস্থার মঞ্জুরী পাওয়া গিয়াছিল।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতি যে মূল্যবান কাজ করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া বঙ্গীয় সরকার উক্ত সমিতিকে ১৫,০০০৲ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে লৌহ-নির্ম্মিত শ্বাস-যন্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে লর্ড নাফিল্ড যে ঘোষণা করেন, তদনুসারে বঙ্গীয় গভর্ণমেন্ট নিম্নোক্ত হাসপাতালগুলিকে এই যন্ত্র পাওয়ার উপযোগী বলিয়া সমর্থন করেন:—

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতাল, বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতাল, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, দার্জ্জিলিং ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল।

গভর্ণমেন্ট-পরিচালিত মেডিক্যাল স্কুলসমূহ ও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মুসলমান ও তফসিলভুক্ত সমাজের ছাত্রদের জন্য বিশেষ বৃত্তি মঞ্জুর করা হইয়াছিল। সরকারী মেডিক্যাল স্কুলগুলির শিক্ষা পদ্ধতিরও সংস্কার করা হইয়াছিল।

ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলকে একটি মেডিক্যাল কলেজে উন্নীত করা ও কলিকাতায় একটি ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষার কলেজ স্থাপন বিষয়ে যে দুইটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে এই উভয় কমিটির কাজ চলিতে থাকে।

১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত ১,৩০৩ জন নার্স ও ১,১৯৮ জন ধাত্রীর নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ১৬৮ জন নার্স ও ২১৬ জন ধাত্রীর নাম রেজিষ্ট্রী করা হইয়াছিল।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ক্যাম্বেল হাসপাতালে মোট ৫৫ জন নার্স আছে; তন্মধ্যে ২০ জন সনদপ্রাপ্তা। এই হাসপাতালে উপযুক্ত সংখ্যক নার্সের ব্যবস্থা এবং তাহাদের ট্রেনিং-এর জন্য একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাগ্রহণকারিণী নার্সদের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। আশা করা যায় যে, ১৯৪১ সনের অক্টোবর মাস হইতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবে এবং ইহার ফলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে নার্সিং ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইবে। বর্ত্তমানে ট্রেনিং প্রাপ্তা নার্সদের সংখ্যা বাড়ান হইতেছে।

ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে নার্সিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য উহার নার্সদের সংখ্যা বাড়াইয়া মোট ৩৯ জন করার প্রস্তাব করা হয়। রাঙামাটী সদর হাসপাতালে দুইজন নার্স রাখারও অনুমতি প্রদত্ত হয়। ২৫টি জেলার সদর হাসপাতালগুলিতে রেজিষ্টারীকৃত নার্স রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সব জেলা হইতেছে—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং। বীরভূম, খুলনা, ফরিদপুর, দিনাজপুর ও মালদহ এই পাঁচটি জেলার সদর হাসপাতালে ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহে এমন নার্স দ্বারা কাজ করান হইয়াছিল। বাঁকুড়া, যশোহর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, রংপুর, বগুড়া ও পাবনা এই সাতটি জেলার সদর হাসপাতালগুলিতে কোন নার্সের ব্যবস্থা ছিল না।

আলোচ্য বর্ষে মফঃস্বল অঞ্চলে মোট ১,৯৯৫টি হাসপাতাল বা ডাক্তারখানা ছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ১,৯৩৩টি; ইহার মধ্যে ১,৫৮৫টি পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৩টি সরকার পরিচালিত, ১,১৫৮টি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত (গ্রাম্য ও ইউনিয়ন-বোর্ড ডিস্পেন্সারী সহ), ১১৪টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, ১৭৫টি সাহায্যবিহীন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, ৭৪টি রেলওয়ে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ও ৮টি সাহায্যপ্রাপ্ত ডাক্তারখানা। এতদ্ব্যতীত ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার জন্য কোন কোন স্থানে জেলা বোর্ডের পক্ষ হইতে সাময়িক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। হাট মেলা প্রভৃতিতেও সাময়িক চিকিৎসা-কেন্দ্র কোন কোন স্থানে খোলা হইয়াছিল। এরূপ সাময়িক চিকিৎসাকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬০৯টি। দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দুইটি ভ্রাম্যমাণ সরকারী চিকিৎসালয় কাজ করিয়াছিল।

মফঃস্বল অঞ্চলে হাসপাতালসমূহে বৎসরের শেষ দিকে মোট ৬,৫৫৫টি রোগীর শয্যা ছিল; তন্মধ্যে ৪,৬৫২টি পুরুষদের জন্য ও ১,৯০৩টি নারীদের জন্য।

মফঃস্বলের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানায় মোট ১২,১২৫,৩৮৪ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। মোট ৯৯,৬৬৮ জন রোগীকে মফঃস্বলের হাসপাতালে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল। জেলার সদরে অবস্থিত হাসপাতালসমূহে ৩৯,৮৮২ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। মফঃস্বলে পাশ্চাত্য ধরণের হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহে বহির্ব্বাগত ১০,৫৭১,৮৯০ জন রোগীকে ঔষধ প্রদান করা হইয়াছিল, অস্থায়ী চিকিৎসাকেন্দ্র মেলা প্রভৃতিতে ৮৫৯,২৩৩ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল।

সমস্ত হাসপাতাল ও ডাক্তারখানাসমূহে বহির্ব্বাগত ৫,৩২,০৭৩ জন রোগীকে ঔষধ প্রদান করা হইয়াছিল। ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালেই বহির্ব্বাগত এরূপ রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল।

কলিকাতার পাশ্চাত্য ধরণে পরিচালিত হাসপাতাল-সমূহে রোগীর শয্যার সংখ্যা ছিল ৪,১৬১টি।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হাসপাতালে মোট ২২,৩৭৪ জন ইন্‌ডোর রোগী ও ১,৯৫,৪৬৪ জন আউট-ডোর রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-ভাণ্ডার

টাকা সংগ্রহের ব্যাপক ব্যবস্থা

গত ১৬ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় জলপাইগুড়ি যুদ্ধ কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ৯,৭৭৮।০ আনা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত মোট ৫১,০০৩।৫ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯১৫৸০ লেডি [illegible] বঙ্গীয় মহিলা তহবিলের নিমিত্ত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ৭৭,৯৩৬৴১ পাই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে প্রদান করা হইয়াছে।

সদর মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসারগণ এবং জলপাইগুড়ি সরকারী আফিস ইন্সটিটিউটের সদস্যগণ জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি নামক স্থানে "[illegible]" নাটক অভিনয় করিয়াছেন। খরচ-খরচা বাদে অবশিষ্ট? যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে প্রদান করিবার নিমিত্ত জলপাইগুড়ি যুদ্ধকার্য্যকরী সমিতির কোষাধ্যক্ষের নিকট ৭৫০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

সম্প্রতি দার্জ্জিলিং জেলার ভ্রমণব্যপদেশে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কার্শিয়াং হইতে ফিরিবার পথে [illegible] অফিস পরিদর্শন করেন। গভর্ণর বাহাদুরকে খাস মহল অঞ্চল পরিদর্শন করানো হয়; সেখানে একদল কৃষকের সহিত তাঁহার দেখা হইলে তিনি তাহাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। অতঃপর তিনি [illegible] চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড মিশন পরিচালিত দুইটি বিদ্যালয় এবং কালিম্পং নামক স্থানে একটি শিশু প্রতিপালনী বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা জেলা

গত এপ্রিল মাসে ত্রিপুরা জেলায় নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে :—

সদর (দক্ষিণ) মহকুমা—

চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত মুন্সীরহাট ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন তিন পোয়া মাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। লাকসাম থানার অন্তর্গত, ভাগাই গ্রামের মধ্যে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চান্দিনা থানার অন্তর্গত কামালিয়া এবং দেওয়া নামক গ্রামে আরও দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এই সকল কাজ সমাধা হইয়াছে। চান্দিনা থানার অন্তর্গত দেওয়া ইউনিয়নে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি খাল খনন করা হইয়াছে।

ডাউলখার ইউনিয়নের দুইটি নৈশ-বিদ্যালয়কে মাসিক দুই টাকা করিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য প্রদান করা হয়।

সদর (উত্তর) মহকুমা—

গত এপ্রিল মাসে বুড়ীচঙ্গ থানার অন্তর্গত পয়াত ও নিলাতলি এবং দাউদকান্দী থানার অন্তর্গত জিয়ারকান্দী নামক স্থানে পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ স্থাপন করা হইয়াছে। পয়াতের সমিতি গ্রামটির ভাল রকম জরীপ করিয়া একটি ব্যাপক কর্ম্ম পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই পাঁচটি রাস্তা মেরামত, চারিটি পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। পক্ষান্তরে, জিয়ারকান্দী সমিতি একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। বুড়ীচঙ্গ থানার অন্তর্গত নারায়ণসার ও করিমপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি ভাজি নামক স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহার ফলে স্থানীয় অঞ্চলে বহু দিনের একটি অভাব দূরীভূত হইয়াছে।

ঝড়বাত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি গ্রামে কোমলা ক্রেডস ক্লাব বিশেষ দরকারী কাজ সম্পাদন করিয়াছে।

চাঁদপুর মহকুমা—

আলোচ্য মাসে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং প্রবল ঝড়বৃষ্টি পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কাজ কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিয়াছিল। কচুরীপানা পরিষ্কার, জঙ্গল সাফ, অস্বাস্থ্যকর গর্ত্তসমূহ ভরাট এবং রাস্তা ও সেতুসমূহ নির্ম্মাণ ও মেরামত করার মধ্যেই ইহাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল।

চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর ও মদ্রাগাঁও পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং হাজিগঞ্জ থানার অধীন ব্রাহ্মণচোয়া সমিতি পুষ্করিণী হইতে পানা পরিষ্কার এবং গর্ত্ত, খাদ, বিল ও খালসমূহের জঙ্গল সাফ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। চাঁদপুর থানার অন্তর্গত ইব্রাহিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মঠবাড়ী নামক স্থানের সন্নিকটে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি অস্বাস্থ্যকর গর্ত্ত ভরাট ও জঙ্গল সাফ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুইটি রাস্তা নির্ম্মাণ ও তিনজন শিক্ষক লইয়া একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। নীলকমল ইউনিয়নে কতকগুলি রাস্তার নানা স্থানে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক মেরামত করা হয়। উপাদি ইউনিয়নে কিছু ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে এবং বাদবাকি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে এক মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করা হয়। বাবুরগাও ইউনিয়নে তিনটি বাঁশের সাঁকো তৈরী করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ বিনামূল্যে দুর্ভিক্ষরূপে নিযুক্ত ছিল। জনৈক ব্যাপারে সার্কেল অফিসার, পোষ্যাল অফিসার এবং মহকুমা হাকিমগণ জনসাধারণকে একনিষ্ঠভাবে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য গ্রহণ করিতে উদ্দীপিত করিয়াছেন। বিভিন্ন স্থানে সভার আহ্বান করা হইয়াছে এবং তাহাতে মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল অফিসারগণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যাবলীর উন্নতির নিমিত্ত মহকুমা হাকিম ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, পল্লী-মঙ্গল সমিতির সভাপতি এবং ট্রেনিং অফিসারগণকে তাঁহার ব্যাপক কর্ম্ম-পরিকল্পনা সরবরাহ করিয়াছিলেন।

বগুড়া জেলা

কাহালু থানার অন্তর্গত ১ নং বীর কেদার ইউনিয়নে সম্প্রতি ১৫টা পল্লী সমিতি লইয়া একটী পল্লী-উন্নয়ন ইউনিয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলির আর্থিক সুবিধার জন্য মৌঃ শেখ খলিলুর রহমান, বি, এ, উক্ত থানার পাট বিভাগীয় এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর এবং প্রচার অফিসার সাহেবের সরল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত হইয়া মৌঃ রাহাত আলি খাঁ, চেয়ারম্যান, জুট-কমিটী, ডি, এস, বোর্ড, প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ান বোর্ড, মৌঃ রাদত আলি খাঁ, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ইউ, বি, ভাইস-চেয়ারম্যান, জুট-কমিটী, ডি, এস, বোর্ড; আমৃত আলি খন্দকার, শেখ সামছুদ্দীন, মৌঃ আবেদ আলি, মেম্বর, জুট-কমিটী, ও ডাঃ ইছমাইল হোসেন সাহেব অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে প্রায় ১০০৲ একশত টাকা চাঁদা আদায় করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, টাকাগুলি বিভিন্ন সমিতির নামে স্থানীয় সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইবে এবং প্রতিযোগিতা করিয়া মুষ্টিভিক্ষা আদায় দ্বারা প্রত্যেক সমিতির আর্থিক কলেবর পুষ্ট করা হইবে। সমিতিগুলি প্রতি পাড়ায় নৈশ বিদ্যালয় খুলিয়া শিক্ষার বিস্তার, খানা ডোবা ভরাট করিয়া জন-স্বাস্থ্য রক্ষা, মামলা মোকদ্দমা নিবারণ করিয়া জনসাধারণের ভিতরে সৌহার্দ্য স্থাপন ও চাষীর পরম মঙ্গলজনক বাঙলা সরকারের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতির অক্ষুণ্ণ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পাট বিভাগের প্রচার-অফিসার, ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক মাস পর প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী সমিতিতে একটি মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ব্রিটেনের প্যারাসুট বাহিনীর যুযুৎসু শিক্ষা

সৈন্যদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা

ব্রিটিশ প্যারাসুট বাহিনীর জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত হয়। নানা প্রকার দৈহিক ব্যায়াম ও যুযুৎসু প্রভৃতি বিনা অস্ত্রে লড়িবার বিভিন্ন কৌশল ইহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। উপরন্তু, প্যারাসুট হইতে লাফাইয়া নামিবার কৌশল, পড়িবার ও গড়াইবার বিবিধ নিরাপদ উপায়গুলিও এই শিক্ষার অন্তর্গত। ইহা ছাড়া ম্যাপ দেখিয়া স্থান নির্ণয়, সাধারণ সর্ব্বপ্রক্রিয়া এবং কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়া শুধু মাত্র চক্ষু, কর্ণ ও নিজ বুদ্ধির সাহায্যে বিদেশে কি উপায়ে পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, এ সকলও তাহাদের শিখিতে হয়। পিস্তল, রাইফেল ও ব্রেন এবং টমি বন্দুকের ব্যবহার তো ইহারা নিজ নিজ সৈন্য দলে পূর্ব্বেই শিক্ষা করিয়াছে।

১৯ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া অনূর্দ্ধ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকদেরই মাত্র প্যারাসুট বাহিনীতে লওয়া হয়। শিক্ষিত প্যারাসুট সৈন্যগণ সাধারণ বাহিনীর উপরও বিশেষ ভাতা পাইয়া থাকে।

আফ্রিকায় ভারতীয়-বাহিনীর বীরত্ব

আম্বা-আলাগী অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষদর্শীর তার

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে প্রাপ্ত তারে প্রকাশ, আম্বা আলাগী নামক ইটালীয়দের পর্ব্বতবেষ্টিত ঘাঁটিটি উত্তর দিক হইতে ভারতীয় সৈন্যদের আক্রমণে ইতিপূর্ব্বেই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, বর্ত্তমানে দক্ষিণ দিক হইতে হাবশী দেশভক্ত বাহিনী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তাহা আরও বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তীব্রবিক্রমে ঐ অঞ্চলের কতকগুলি পাহাড় অধিকার করিয়া ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ক্রমেই শত্রুপক্ষের প্রধান ঘাঁটিটির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শত্রুপক্ষ যথাসাধ্য বাধাদান করিতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাদের রোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই উষর পার্ব্বত্যাঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছে, তাহা একান্তই বিস্ময়কর।

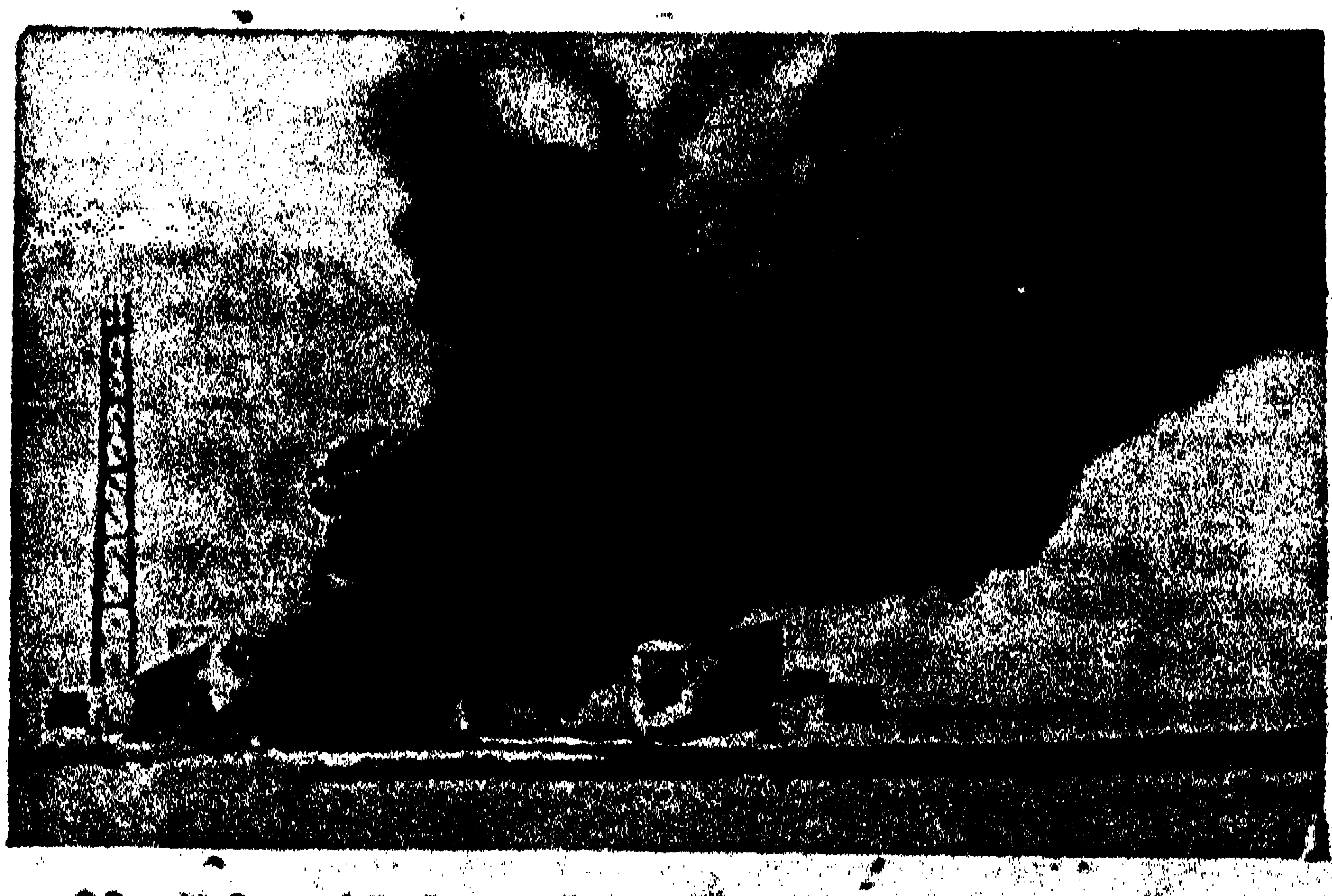

লিবিয়ার ইটালীয়ান দুর্গ "ফোর্ট ক্যাপুজো" বৃটিশ বাহিনীর গোলা বর্ষণের ফলে বিস্ফোরণে অগ্নি-বিস্তার হয়, ছবিতে তাহাই দেখা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জার্ম্মাণীর পরবর্ত্তী লক্ষ্য

গত ২১শে মে রাত্রিতে আঙ্কারা হইতে জনৈক বৃটিশ রেডিয়ো সমালোচক বলেন যে, সামরিক দিয়াই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সাইপ্রাস জার্ম্মাণীর পরবর্ত্তী লক্ষ্যস্থলে পরিণত হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, তুরস্কের পশ্চিমে ইজিয়ানসাগর তীরবর্ত্তী উপকূলভাগ হইতে গত সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যেকদিন বৃহদাকার সৈন্যবাহী প্লেন সহ বিস্তর জার্ম্মাণ প্লেনকে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। রোডস দ্বীপই এই সমস্ত প্লেনের গন্তব্য স্থলে পরিণত।

আঙ্কারার বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত, জার্ম্মাণরা দুইটি পন্থার যে কোন একটি অবলম্বন করিতে পারে। তাহারা সমস্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সাইপ্রাস দ্বীপ আক্রমণ করিতে পারে; অন্যথায় তাহাদের সৈন্যবাহী জাহাজ-সমূহ রোডস দ্বীপ হইতে সিরিয়ার বন্দরগুলিতে সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিবে।

হেলিগোল্যাণ্ডে বৃটীশ বিমানের আক্রমণ

হেলিগোল্যাণ্ড দ্বীপ ও শত্রু-অধিকৃত ফ্রান্সের নানাস্থানে গত ২১শে মে রাজকীয় বিমান বহরের তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ছোট এক ঝাঁক বৃটিশ বোমারু প্লেন হেলিগোল্যাণ্ডের নৌঘাঁটি আক্রমণ করে। এই অভিযানে একখানা বোমারু প্লেন নিখোঁজ হইয়াছে।

আর এক ঝাঁক বৃটিশ বোমারু প্লেন বহু এক জঙ্গী-প্লেনের প্রহরায় শত্রু অধিকৃত ফ্রান্সের বেথুন নামক স্থানের নিকটে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঘাঁটি ও তৈল সংশোধনাগার আক্রমণ করে। ফরাসী উপকূল অতিক্রমের অল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুর জঙ্গী প্লেনগুলি রাজকীয় বিমান বহরের সম্মুখীন হয় এবং অনেকগুলি বিমান-যুদ্ধ ঘটে। শত্রুপ্লেনগুলি শেষ পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণে বাধা প্রদানে অক্ষম হয়। উক্ত লক্ষ্যবস্তুর উপরই সরাসরি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। রাজকীয় বিমান বহরের জঙ্গী-প্লেনগুলি শত্রুর পাঁচখানা জঙ্গী প্লেন গুলীর আঘাতে ভূপাতিত করিয়াছে। রাজকীয় বিমান বহরের একখানা বোমারু প্লেন ও দুইখানা জঙ্গীপ্লেন নিখোঁজ হইয়াছে।

ক্রীটের যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ

২২শে মে লণ্ডনে জানা গিয়াছে যে, ক্রীটে সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্ম্মাণরা বিমান পথ হইতে ক্রীট আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। আক্রমণকারীদিগকে বন্দী ও ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সাম্রাজ্যিকবাহিনী ভয়াবহ হাতাহাতি সংগ্রাম চালাইতেছে। মনে হইতেছে যে, ঘাঁটি হইতে বিমান পথে সাত হাজার সৈন্য যুদ্ধস্থলে প্রেরণে জার্ম্মাণদের দুই দিন সময় লাগিয়াছিল। জানা গিয়াছিল যে, মাত্র এক ডিভিশন সৈন্যকে এই আক্রমণে নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত মোট তিন হাজার সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। খুব সম্ভব, বোটের সাহায্যে সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে তাহারা বিমান পথে সৈন্য নামাইবার জন্য আর একবার দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিবে। জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা ছোট ছোট বোটের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তবে তাহারা অতফিতে তীরে অবতরণ করিতে পারে নাই। জানা গিয়াছে যে, প্রথম দফার প্যারাসুটের সাহায্যে যে সমস্ত সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে হয় নিহত আর না হয় বন্দী করা হইয়াছে।

মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতি

মিঃ চার্চ্চিল ২২শে মে কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, ক্রীট দ্বীপে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। পরিস্থিতি আয়ত্তাধীন আছে, কিন্তু জার্ম্মাণরা যথেষ্ট মূল্য দিয়া কোন কোন স্থলে সাফল্য অর্জন করে। জার্ম্মাণ প্যারাসুট-ধারীদের সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে।

মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে, হেরাক্লিয়ন এখনও বৃটিশের দখলে আছে। জার্ম্মাণরা আরও একটি বিমানঘাঁটি দখল করিয়াছে বটে, কিন্তু বৃটিশ উহার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে।

ক্রীট দ্বীপের উপর জার্ম্মাণদের সামুদ্রিক অভিযান সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে, একটি কনভয়কে বাধা প্রদান করা হয় এবং দুইখানি ট্রান্সপোর্ট জলমগ্ন করা হয়। ত্রিশখানা জাহাজ লইয়া গঠিত আর একটি কনভয় দক্ষিণপথে পতিত হইলে উহাকে বিতাড়িত করা হয়, কিন্তু উহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

আবিসিনিয়ায় আরো ইটালীয় সৈন্য বন্দী

বৃটিশ মধ্য-প্রাচ্য বাহিনীর এক এন্তেহারে প্রকাশ, শত্রুপক্ষীয় বাহিনীর দুইটি ডিভিশন আবিসিনিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যিক বাহিনীর ফাঁদে পড়িয়াছে এবং কয়েক সহস্র শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

ফরাসী তৈলবাহী জাহাজ আটক

২৩শে মে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর দফতর হইতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন ও ভিসি গভর্ণমেণ্টের সম্পর্ক অতি শীঘ্র ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকার এবং অনধিকৃত ফরাসী ও ফরাসী অধিকৃত স্থানসমূহ হইতে জার্ম্মাণীতে মালপত্র সরবরাহের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ফরাসী তৈলবাহী জাহাজ "সাহেরআমে" অধিকার করিয়া লইয়াছে। উহাতে আরও উল্লেখিত হইয়াছে যে, উক্ত জাহাজখানি হস্তগত করায় বৃটেন যে শুধু ১৫ হাজার টন তৈলই অধিকার করিয়াছে তাহা নহে, অধিকন্তু সে এমন একখানি জাহাজ অধিকার করিবে, যাহা পৃথিবীর মধ্যে একখানা উৎকৃষ্ট ও দ্রুতগামী তৈলবাহী জাহাজ বলিয়া পরিচিত।

ক্রীটে হাতাহাতি লড়াই

লণ্ডনে জানা গিয়াছে যে, ২২শে মে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জাহাজযোগে কোন জার্ম্মাণ সৈন্য ক্রীটে অবতরণ করে নাই। তবে মালেমী বিমানঘাঁটি এখনও জার্ম্মাণদের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। প্রকাশ, প্যারাসুট ও বিমান-পোতযোগে এখনও জার্ম্মাণ সৈন্যরা ক্রীটে অবতরণ করিতেছে।

ক্রীটের অবস্থা সম্পর্কে জানা গেল যে, এখনও হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে। বিমানপোত এবং প্যারাসুট-যোগে এখনও শত্রু সৈন্যরা অবতরণ করিতেছে। বিমান পথ হইতে যেখানেই তাহারা অবতরণ করে, সেখানেই তাহারা দাঁড়াইবার মত সাময়িকভাবে স্থান করিয়া লয়। তবে এপর্য্যন্ত একমাত্র মালেমী বিমানঘাঁটি ছাড়া আর কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাহারা নিজেদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ মহলের অভিমত হইল এই যে, সাম্রাজ্যিক বাহিনীর পক্ষে ক্রীট রক্ষা করা খুব সঙ্কটজনক। ডাইভিং বোমারু প্লেনের বোমাবর্ষণ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না; অধিকন্তু ক্রীট অভিযানে যে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাহারা ইউরোপের অন্যান্য যুদ্ধে নিয়োজিত বৃটিশ সৈন্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

বাগদাদ হইতে ২০ মাইল দূরে বৃটিশ সৈন্য

জার্ম্মাণ সামরিক অফিসারগণ সিরিয়ার ফরাসী অফিসারদিগকে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিতেছে।

ইরাকের পরিস্থিতি অপরিবর্ত্তিত। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্যগণ বর্তমানে ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ২০ মাইল দূরবর্ত্তী এক স্থানে উপনীত হইয়াছে।

ইরাকের রিজেণ্টের আদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন

২৩শে মে শুক্রবার রাত্রে রয়টার লণ্ডনে প্রামাণ্যসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, ইরাকের রিজেণ্ট আমীর আবদুল-ইলা ইরাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

ইরাকের অবস্থা

নির্ভরযোগ্য সংবাদে প্রকাশ, ফালুজার বহির্ভাগস্থ ইরাকী বিদ্রোহীগণ পদাতিক সৈন্য ও হালকা ট্যাঙ্কসহ ফালুজা আক্রমণ করে। শহরের বহির্ভাগস্থ বৃটিশ সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহারা শহরে প্রবেশ

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বৃটেনের বোমায় আশ্রয় নিরুদ্দিষ্ট কারখানায় টাইম-বিস্ফোরণী বোমা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

করে। বৃটিশ বিমান বহরের প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ও বৃটিশ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণের ফলে শত্রুগণ প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। বৃটিশ সেনাগণ আবার তাহাদের ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লয় এবং কয়েকটা ট্যাঙ্কও তাহাদের হস্তগত হয়। শহরের মধ্যে শত্রুদের নিধন-কার্য্য জোরের সাথেই চলিতেছে এবং বৃটিশ প্লেনগুলি পলায়নপর শত্রুদের উপর বোমাবর্ষণ করিতেছে।

হাব্বানিয়ায় বিমান আক্রমণ

জার্ম্মাণ প্লেনগুলি হাব্বানিয়া বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছে এবং বসরা শহরেরও কিছু ক্ষতি করিয়াছে। পরিস্থিতি মোটের উপর শান্ত। কয়েকজন বৃটিশ সিভিলিয়ান আবার কাজে যোগদান করিয়াছে।

বৃটিশ রণতরি "হুড" নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে মে ভোরবেলা গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় বৃটিশ নৌবাহিনী জার্ম্মাণ নৌবহরের গতিরোধ করে (জার্ম্মাণ নৌবহরের মধ্যে বিসমার্ক নামক যুদ্ধ জাহাজটিও ছিল)। জার্ম্মাণ নৌবহরের উপর আক্রমণ চালানো হয় এবং সংঘর্ষের সময় ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'হুডের' বারুদখানায় দুর্ভাগ্যবশতঃ আঘাত লাগে ও বিস্ফোরণ ঘটিয়া উহা নিমজ্জিত হয়। "বিসমার্ক"ও জখম হইয়াছে।

"হুড" বৃটেনের সর্ব্ববৃহৎ ব্যাটল ক্রুজার; সম্ভবতঃ ইহাই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম রণতরী। ১৯২০ সালে ইহা নির্ম্মিত হয় এবং ইহা ৪২,১০০ টনের রণতরী। ইহাতে ৮টি ১৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট কামান, ১২টি ৫'৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট কামান এবং ৮টি ৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট বিমানধ্বংসী কামান ছিল। ইহার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩১ নট। এই জাহাজ দৈর্ঘ্যে ৮৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১০৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ছিল। ইহার নির্ম্মাণে খরচ পড়িয়াছিল ৫,৬৯৮,৯৪৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় পৌনে সাত কোটি টাকার মত।

উত্তরসাগরে জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

বিমান-সচিবের দপ্তর হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উত্তরসাগরে দুইখানি ২,৫০০ টনের শত্রু জাহাজের উপর আক্রমণ করা হয়। তন্মধ্যে একখানি জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় এবং অপরখানি বন্দরের দিকে গিয়াছে।

ক্রীটে তীব্র সংগ্রাম

মিত্রশক্তির বাহিনী রেথাম্নিয়ন হইতে প্রতিপক্ষের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। রেতিমনোতে যে সব জার্ম্মাণ সৈন্য অবতরণ করে, তাহাদিগকে মিত্রশক্তির বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং শহর ও বিমান ঘাঁটিটি মিত্রশক্তি বাহিনীর দখলে আছে।

মালেমী বিমানঘাঁটিটি এখনও জার্ম্মাণরা দখল করিয়া আছে। কিন্তু কামানও উহারা তথায় নামাইয়াছে। খুব সম্ভব ছোট ছোট ফিল্ড কামান ও মর্টার জেলার কামানও নামাইয়াছে।

মালেমী বিমানঘাঁটির পূর্ব্ব দিকের ঘাঁটিগুলি মিত্রশক্তির বাহিনী অধিকার করিয়া আছে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

প্যারাস্যুটে কৃত্রিম সৈন্য অবতরণের সংবাদ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণরা ক্রীটে প্যারাস্যুটে কৃত্রিম সৈন্য অবতরণ করাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার কারণ ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তবে মনে হয় যে, এই সব কৃত্রিম সৈন্যের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে প্রলোভিত করিয়া বৃটিশ বাহিনীর গোলাবারুদ অযথা ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য।

গ্রীসের রাজা ও মন্ত্রীদের ক্রীট ত্যাগ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাজে বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য গ্রীসের রাজা এবং গ্রীক মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ক্রীট ত্যাগ করিয়া মিসর গমন করিয়াছেন।

ইটালীয়ান ইস্তাহারে উহাদের একখানা ডেষ্ট্রয়ার ও একখানি টর্পেডো বোট পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে ধ্বংসের সংবাদ উল্লিখিত হইয়াছে।

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ প্যারাস্যুট বাহিনীর প্রথম যে দল ক্রীটে অবতরণ করে, তাহারা গ্রীসের রাজার সামরিক বাসভবনের কয়েক শত গজের মধ্যেই অবতরণ করিয়াছিল। জার্ম্মাণগণ যে অঞ্চলে প্রধানতঃ আক্রমণ চালায়, উহারই কেন্দ্রস্থলে রাজা ও প্রধান-মন্ত্রী অবস্থান করিতেছিলেন। যখন রাজার সহিত তাঁহার সৈন্যদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়, ক্রীট পরিত্যাগ করিবার পর রাজা স্বয়ং এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সংবাদ জানাইয়াছেন।

রশীদ আলী জিলানীর বাগদাদ ত্যাগ

নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, রশীদ আলী তুরস্ক প্রবেশের ছাড়পত্র চাহিয়াছেন। এরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, ইরাকের দেশরক্ষা সচিব নাজী শওকত বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সহিত যোগদানের জন্য তুরস্ক যাত্রা করিয়াছেন।

ইরাকের অর্থসচিব নাজী সুওয়াইদী সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ইরাণ গিয়াছিলেন এবং তিনি ঐ সময় তাঁহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রশীদ আলীর পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রীও তাঁহার পরিবারবর্গ সহ ইরাণ গিয়াছেন।

এই মর্ম্মে জোর গুজব শোনা যাইতেছে যে, রশীদ আলী বাগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া মসুলে গিয়াছেন। প্রকাশ, জার্ম্মাণ সাহায্যের প্রত্যাশায় তিনি তথায় একটি গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এরূপও গুজব শোনা যাইতেছে যে, রশীদ আলীর কতিপয় জেনারেল তাঁহার বিরুদ্ধে পাল্টা বিদ্রোহ করিয়াছেন।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, কয়েক শত ফরাসী সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্যালেষ্টাইনে প্রবেশ করিয়াছে। সিরিয়ার আরও অনেক ফরাসী সৈন্য স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে যোগদানের চেষ্টায় আছে।

শত্রুপক্ষের [illegible] আক্রমণ

বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ২৬শে মে দিনের বেলা [illegible], জার্ম্মাণ ও [illegible] উপকূলে বিপক্ষের দুইটি বন্দরের উপর আক্রমণ চলে। বৃটিশ বোমারু বিমানবহরের অন্তর্গত বিমান হইতে বোমা ফেলিবার পর অনুমান একটি দশ হাজার টনের জার্ম্মাণ বাণিজ্যপোত হইতে ধূম্ররাশি ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিমানযোগে ক্রীটে ট্যাঙ্ক আমদানী

লণ্ডনে নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গেল যে, ক্রীটের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী কয়েক শত জার্ম্মাণকে বন্দী করিয়াছে। জার্ম্মাণ বিমান হইতে ক্রীটে ট্যাঙ্ক নামান হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তবে বৃটিশ বাহিনীর সহিত ঐ সব ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ হওয়ার সঠিক কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চারিটি ইটালীয়ান ডিভিশন বিনষ্ট

[illegible] ২৬শে মে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার [illegible] ইটালীয়ান বাহিনীর চারটি ডিভিশন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দুইজন ইটালীয়ান জেনারেল সহ আরও বহু সহস্র সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

গোজাম এলাকায় ইটালীয়ান বাহিনীর প্রবল কর্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর কর্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে। আবিসিনিয়ার উল্লেখ করিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোম অঞ্চলে বহু সহস্র ইটালীয়ান বন্দী হইয়াছে। এই এলাকায় যুদ্ধের ফলে ইটালীয়ান বাহিনীর চারটি ডিভিশন বিলুপ্ত হইয়াছে।

বৃহত্তম জার্ম্মাণ রণতরি নিমজ্জিত

২৭শে মে তারিখের নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে জার্ম্মাণ ব্যাটলশিপ "বিসমার্ক" জলমগ্ন করার কথা ঘোষিত হইয়াছে। ইস্তাহারটি এই—"বৃটিশ নৌবহর জার্ম্মাণ ব্যাটেলশিপ 'বিসমার্ক' ডুবাইয়া দিয়াছে"।

পূর্ব্বরাত্রে বৃটিশ নৌবিভাগের এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হয়, জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠ রণতরী "বিসমার্কে" বৃটিশ নৌবাহিনীর বিমান বহর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাত লাগিয়াছে এবং বৃটিশ নৌবহর ঐ জখম রণতরীকে দ্রুতবেগে অনুসরণ করিতেছে।

জার্ম্মাণ ব্যাটলশিপ "বিসমার্ক" প্রথমে "আর্কয়েল" বিমানবাহী জাহাজের একখানি বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর ঘা খায় এবং পরে উহার উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষিত হয়।

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী স্বীকার করিয়াছে যে, জার্ম্মাণ ব্যাটলশিপ "বিসমার্ক" খোয়া গিয়াছে।

"প্রিন্স অব ওয়েলস"ও জখম

নৌবিভাগের ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ৩৫ হাজার টনের বৃটিশ রণতরী "প্রিন্স অব ওয়েলস"ও উত্তর আটলাণ্টিকের নৌযুদ্ধে সামান্য জখম হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৬ খানা বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ বিনষ্ট

ক্রীটের নিকটবর্ত্তী দরিয়ার জলযুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের "গ্লষ্টার" ও "ফিজি" নামক দুইখানি ক্রুজার এবং "জুনো", "কেলী", "গ্রেহাউণ্ড" ও "কাশ্মীর" নামক চারিখানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুইখানি ব্যাটলশিপ এবং কয়েকখানি ক্রুজারেরও ক্ষতি হইয়াছে, তবে তাহা তেমন মারাত্মক নয়।

জলপথে ক্রীটে জার্ম্মাণ সৈন্য নামাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ক্রীটে বৃটিশ পক্ষের সামরিক বল বৃদ্ধির জন্য নূতন সৈন্যসামন্ত পাঠান হইতেছে।

বিমানে জার্ম্মাণ সৈন্যের ক্রীটে অবতরণ

কাইরোর সংবাদে প্রকাশ, ক্রীটে কানিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনী পুনরায় আক্রমণ চালায় এবং তাহাতে বৃটিশ বাহিনীর ব্যূহ ব্যাপকভাবে উহারা ভেদ করিতে সমর্থ হয়। ফলে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাতের ঘাঁটিতে সরিয়া আসার প্রয়োজন হয়। বিমানে জার্ম্মাণ সৈন্য এখনও ক্রীটে পৌঁছিতেছে এবং প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া ইস্তাহারটিতে উল্লিখিত হইয়াছে।

[illegible] হাতাহাতি সংগ্রাম

বৃটিশ বিমানের আক্রমণে ৫ খানি সৈন্যবাহী বিমান [illegible] করিয়া ধ্বংস করা হয়। [illegible] বহু সংখ্যক বিমানও বোমাবর্ষণে ধ্বংস করা হয়।

জার্ম্মাণ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া ক্রীটে তীব্র হাতাহাতি সংগ্রাম চলিতেছে। তবে [illegible] বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা কম।

[illegible] ১২০ জন ইটালীয়ান নিহত

আবিসিনিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, [illegible] প্রতিপক্ষের ঘাঁটির যে আক্রমণ পরিচালিত হয়, সেই আক্রমণে ১২০ জন ইটালীয়ান নিহত হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যের বাহিনী ৩৫০ জন ইটালীয়ান ও আবিসিনিয়ান সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

পল্লী অঞ্চলের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় উদ্যম

মুর্শিদাবাদ (জঙ্গীপুর মহকুমা)—

নূরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ২১৮।৩৯নং মামলায় মহাজন মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী খাতক খাদিমাতুল্লা বিবির নিকট ৩১/১৫ দাবী করে। ১৩৪২ সাল হইতে ১৩৪৫ সাল পর্য্যন্ত বাকি খাজনা বাবদ এই টাকা প্রাপ্য হয়।

খাতক এই মর্ম্মে আপত্তি জানায় যে, যে-জমির জন্য খাজনা ধরা হইয়াছে, তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া দেখে যে, খাতকের বিবৃতি সত্য। মহাজন ইহাতে আর আপত্তি করে না এবং খাতকের নিকট আর কিছু পাওনা নাই বলিয়া জানায়।

খুলনা—

আলাইপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫নং মামলায় প্রথমতঃ জমি বন্ধক রাখিয়া ৩২৫৲ টাকা ধার লওয়া হয়। মহাজন খাতকের নয় একর এবং ৩৭ ডেসিমেল জমি পাঁচ বৎসর কাল ভোগদখল করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩০০৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করেন উক্ত ঋণ পরে ৬০৲ টাকায় মীমাংসা হয় ও টাকাটা নগদ প্রদান করা হয়। খাতক তাহার জমি ফিরিয়া পায়।

রাজশাহী (সদর)—

কুকুন্দা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৫৪।১২নং মামলায় খাতক সুদের পরিবর্ত্তে কিছু জমি বন্ধক রাখিয়া মহাজনের নিকট হইতে ১২০৲ টাকা ধার করে। মহাজন তাহার দাবীর পরিমাণ ১২০৲ টাকা বলিয়া জানায়। মহাজন বহু বৎসর জমির স্বত্ব উপভোগ করিয়াছে বলিয়া বোর্ডের অনুরোধে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করে।

ইচরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

খাতক কেদার নাথ সরকার মহাজন জানকী নাথ সরকারের নিকট এক বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া ৩৯৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতকের অবস্থা এবং সে ১৫ বৎসর জমিটি ভোগদখল করিয়াছে বিবেচনা করিয়া মহাজন স্বইচ্ছায় খাতকের জমি ফিরাইয়া দিয়াছে।

কুচকীপাড়ার খাতক কেদার নাথ সরকার মহাজন কৃষ্ণ বিহারী বিশ্বাসের নিকট হইতে জমি কট-কবালা করিয়া ২৭৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। উহার সর্ত্ত এই থাকে যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি খাতক টাকা ফেরৎ দিতে না পারে, তবে জমি মহাজনের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইবে। খাতকের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া মহাজন তাহার জমি প্রত্যর্পণ করে।

উপরোক্ত বোর্ডের ১৯৩৯ সালের ৪৯-৪নং মামলায় খাতক মহিজান বিবি সোয়া বিঘা জমি বন্ধক রাখিয়া মহাজন মদের মণ্ডলের নিকট হইতে ৯০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন জমি ১৬ বৎসর ভোগদখল করিয়াছে বলিয়া বোর্ড মীমাংসা করে যে, মহাজন এই বৎসরের জমির শস্য গ্রহণ করিয়া উহা খাতককে প্রত্যর্পণ করিবে।

রংপুর—

জাবুলপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১৮।৩৯নং মামলায় মহাজন খাতককে ১২৭৲ টাকা ধার দিয়া তাহার এক বিঘা জমি ১৩৫০ সাল পর্য্যন্ত ভোগদখল করিবার সর্ত্তে গ্রহণ করে। বোর্ড মীমাংসা করে যে, মহাজনের নিকট এখনও ৮০।০ প্রাপ্য রহিয়াছে। পরে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, গত বৎসর মহাজন জমি ভোগদখল করিয়াছে তাহাতে খাতকের সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে। মহাজন তখন জমি খাতককে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

গোপালপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৮৮নং মামলায় খাতক বাচাধন বিবির বিরুদ্ধে ৫৬৯৲ টাকার ডিক্রী ছিল। বোর্ড উভয় দলের সম্মতি লইয়া স্থির করে যে, নগদ ১৮০৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে। আসল ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০৲ টাকা। খাতক ঋণ গ্রহণের পর হইতে কোন টাকা দেয় নাই। ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হয় যে, মহাজন মুন্সী মহির উদ্দীন আসলের পরিমাণ ৭০৲ টাকা হ্রাস করিয়াছে। নগদ টাকা প্রদান করার ফলেই অর্থের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে।

হুগলী (আরামবাগ)—

গোঘাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৯৪।৭ নং মামলায় মহাজন গোবিন্দ চন্দ্র মুখার্জী একটি হাত চিঠার বলে ৬১৲ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ৪২৲ টাকা বলিয়া মীমাংসা করা হয় এবং পরে ২৮৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। উক্ত টাকা দুই বৎসরে ৪টি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ১৩০।৪ নং মামলায় একজন খাতক ঋণ সমস্যার জন্য প্রথম আবেদন জানায়। মহাজন মাধব চন্দ্র খাড়া একটি কিস্তিবন্দী তমসুকের উপর ২২৮৷৵০ দাবী করে। ঋণের পরিমাণ ২০৪৷০ আনা ধার্য্য এবং ১১৯৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। ১৬ বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এই মামলায় খাতকের নাম রামপদ পণ্ডিত।

আরামবাগ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬৭।১২ নং মামলায় মহাজন ভূপেন্দ্র নাথ সামন্ত যথাক্রমে একটি ডিক্রী ও বন্দকী তমসুকের উপর ১৩৮৭৲ এবং ৯২৮৲ টাকা দাবী করে। ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ১৮১৬৲ টাকায় (১৩৮৭৲+৩২৯৲) দাঁড় করান হইয়াছিল। পরিশেষে উহা ৮২০৲ টাকায় আট বৎসরের কিস্তিতে নিষ্পত্তি হয়। এই মামলায় খাতকের নাম পূর্ণিরাম চক্রবর্ত্তী।

ডিহিবোল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৬১।৫ নং মামলায় অন্যতম মহাজন শেখ মনসুর হোসেন খাতক শেখ আব্দুর রহমান ও অন্যান্য দুইজনের নিকট হইতে ১৭৭৲ টাকা দাবী করে। ইহা হ্যাণ্ডনোট দেনা ছিল, কিন্তু খাতকগণ অত্যন্ত গরীব বিধায় মহাজন তাহার দাবী পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার জালসহর গ্রামের "পল্লী-সংস্কার সমিতি" গত বৈশাখ মাসে গ্রামাঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। সমিতির সভ্যগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের সাহায্যে এবং গ্রামিকাবাসিদিগের সহায়তায় কয়েকটি পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। অশিক্ষিত এবং দরিদ্র বয়স্কদের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। দরিদ্র লোকদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং একটি লাইব্রেরীও স্থাপন করিয়াছে।

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সরকার কর্ত্তৃক তদন্ত-কমিটি গঠন

স্বরাষ্ট্র বিভাগের বিগত ২৯শে এপ্রিল তারিখের ৩০২৪ পি নং-এর প্রস্তাবের মর্ম্মানুযায়ী বাঙলা সরকার ঢাকা শহর ও জেলার সাম্প্রতিক দাঙ্গার তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। বাঙলার মাননীয় প্রধান বিচারপতির পরামর্শের পর উক্ত কমিটির সভাপতিত্বের জন্য মাননীয় বিচারপতি মিঃ ম্যাক্‌নায়ারকে অনুরোধ করা হয়। তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করায়, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সভাপতি এবং জেলা ও দায়রা জজ মিঃ ডবলিউ, ম্যাকগাথ, আই, সি, এস-কে সদস্য করিয়া তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে তদন্ত করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। তদন্ত-কার্য্য গোপনে বা প্রকাশ্যে হইবে কিম্বা সাক্ষীদের নাম কার্য্য-বিবরণী বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে কিনা, তাহা স্থির করার ভার গভর্ণমেণ্ট তদন্ত কমিটির মাননীয় সভাপতির ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। (প্রেস-নোট)

আগামী ২রা জুন হইতে ঢাকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কীত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। যাহারা কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান বা মতামত ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহারা অতি সত্বর তাঁহাদের নাম ধাম, তদন্ত কমিটির সদস্য মিঃ ডবলিউ, ম্যাকগাথ, আই, সি, এস, c/o ঢাকা জেলা জজ, ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে কিম্বা কোন্ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইতে চাহেন, তাহাও লিখিয়া জানাইতে হইবে। কোন্ কোন্ ঘটনা সম্পর্কে তাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান বা মতামত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখিতে হইবে।

ভারতীয় সৈন্যদলের প্রতি ইটালীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা

শ্বেত পতাকা দেখাইয়া যুদ্ধে বিরত করিয়া আক্রমণ

আম্বা আলাগীর ১২ হাজার ফুট উচু শৈল-চূড়ায় ইটালীয়দের ঘাঁটিতে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করিলে অবরুদ্ধ ইটালীয় 'কালোকুর্ত্তা' বাহিনী শান্তি-প্রস্তাবসূচক শ্বেত পতাকা প্রদর্শন করে। ইহাতে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ হইতে বিরত হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইটালীয়গণ তাহাদের উপর হাতবোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধে এইবার লইয়া ইটালীয় সৈন্যেরা তিনবার এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল। কেরিনের নেটাল বাহিনীর ও গত সপ্তাহে দক্ষিণ আফ্রিকার রাইফেল বাহিনীর সহিতও এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা হইয়াছিল।

ফুটবল! (গ্রাহক দর।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট

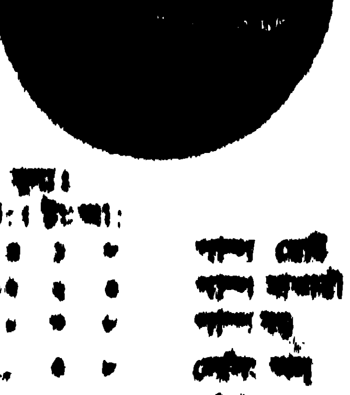

ফুটবল!! (গ্রাহক দর।) সুলোভ টেকসই

		মূল্য। টাঃ আঃ	টাঃ আঃ			মূল্য। টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
'মোহন' নং ১	১	৪	১	৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
'মোহন' নং [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
'মোহন' নং [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্পেশাল [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্পেশাল [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
স্পেশাল [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ১	[illegible]	[illegible]
"টি" [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং [illegible]	[illegible]	[illegible]
"টি" [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং [illegible]	[illegible]	[illegible]
"টি" [illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং [illegible]	...	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং [illegible]	[illegible]	[illegible]

বিঃ দ্রঃ [illegible] ক্যাটালগ পাওয়া যায়।

মোহন ব্রাদার্স, লিঃ,
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

কিশোরগঞ্জ মহকুমায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

সাম্প্রদায়িক শান্তি-স্থাপন প্রচেষ্টা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের নির্দ্দেশানুযায়ী গত বৎসরের পাট আবাদের ১/[illegible] জমিতেই কিশোরগঞ্জ মহকুমার কৃষকগণ এবার পাট বপন করিয়াছে। এই মহকুমার জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্মচারীদের উপদেশে ও কর্ম্মতৎপরতায় কৃষকগণ উক্ত আইনের বিধান লঙ্ঘন করে নাই। বরং তাহারা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের মঙ্গল উপলব্ধি করিতে পারিয়া গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। উক্ত বিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় এখানে পাট নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধবাদী কুচক্রীদের প্রচারকার্য্য সফল হইতে পারে নাই। আইনানুমোদিত ১/[illegible] জমির আবাদির পাটের ১/[illegible] অতিবৃষ্টির দরুণ নষ্ট প্রায় হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আইনের বলে পাটচাষ না কমাইলে চাষিগণ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও তাদের ইচ্ছানুযায়ী অত্যধিক জমিতে পাট আবাদ করিয়া দুঃখের কবলে পতিত হইত, সন্দেহ নাই। ইটনা, অষ্টগ্রাম, ভৈরব প্রভৃতি স্থানে অতিবৃষ্টিতে পাটচাষের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হইয়াছে। অধিকাংশ জমিতে ধান বপন করা হইয়াছে। ধান্য ফসলের অবস্থা আশাপ্রদ; তাহাতে মনে হয় চাষী ভাইদের অদৃষ্ট নিশ্চয় বিমুক্ত হইবে। ঐ মহকুমায় বাঙলা সরকারের এ সাধু প্রচেষ্টা সম্যক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যাইতে পারে।

এ কথাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার দুষ্টাগ্নি এ মহকুমারও স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু মহকুমার শান্তিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্মচারীদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, সাম্প্রদায়িক কলহ কোন অনর্থের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। চীফ্ ইন্সপেক্টর মৌলবী আবদুল কুদুস সাহেব সর্ব্বত্র সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াও বিভাগীয় অন্যান্য কর্মচারীদের সাহায্যে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত রাখিয়াছেন। বর্ত্তমানে মহকুমায় পূর্ণ শান্তি সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে।

মিসেস্ রুজভেল্টকে হত্যার হুমকী

উড়ো চিঠিদ্বারা ভীতি প্রদর্শন

"ডেইলী মেল" পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পত্নী মিসেস্ এলিনর রুজভেল্ট সম্প্রতি একটি উড়ো চিঠি পাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে হত্যা করা হইবে বলিয়া ভয় দেখানো হইয়াছে। ইহার ফলে মিসেস রুজভেল্টের ব্যক্তিগত শরীররক্ষী এবং হোয়াইট হাউসের প্রহরীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

মিসেস রুজভেল্ট বন্ধুবান্ধবের সহিত বর্ত্তমানে হলিউডে অবস্থান করিতেছিলেন। গত ৩০শে এপ্রিল সেইখানেই এই চিঠিটা পৌঁছায়। এই চিঠি পাইবার সামান্য পরেই তিনি সাধারণের এক বক্তৃতামঞ্চে যাইয়া বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাদানকালে গোয়েন্দা পুলিশেরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিয়া পাহারা দিতে থাকে। প্রকাশ, পত্রলেখক ইহাতে আবিষ্কারের শাস্তিদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছে।

মিসেস রুজভেল্ট ইতিপূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শাসাইয়া সপ্তাহে অন্ততঃ কুড়িটি চিঠি লেখা হয়। "আমার দিন" নামে সংবাদপত্রে তিনি যে নানা বিষয়ক আলোচনা করেন, তাহা যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্রই ছাপা হয়। এই প্রবন্ধগুলিতে এবং জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি নাৎসী নেতাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

বোর্ডের সভায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা

সম্প্রতি বাঙলার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান শিক্ষা বোর্ডের ত্রিংশত্তিতম সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বাঙলার মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাঙলার জন-শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে, এম, বটমলী, সি, আই, ই, আই, ই, এস, সভাপতিত্ব করেন।

অন্যান্যের বিষয়ের মধ্যে বোর্ড স্থানীয় ক্যামব্রিজ পরীক্ষা এবং হাইয়ার গ্রেড্ স্কুল পরীক্ষায় উন্নতি সাধনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ঔপনিবেশিক ছেলে মেয়েদের চিকিৎসা এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভাবী পরীক্ষার্থীগণের বাঙলা ভাষায় বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

চেয়ারম্যান মহোদয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দকে জানান যে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ ১৯৩৫ সনের ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনের ১ তফসীল বহির্ভূত কোন সম্প্রদায়ের জন্য ব্যয়িত হইতে পারে কিনা, সে সম্পর্কে এডভোকেট-জেনারেলের মতামত প্রার্থনা করা হইয়াছিল। ইহার উত্তরে এডভোকেট-জেনারেল জানাইয়াছেন যে, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখাই উক্ত আইনের ৮৩ ধারার উদ্দেশ্য। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়ান কাহারা, উহা সঠিকভাবে স্থির করিতে হইলে ভারত শাসন আইন পুনর্গঠনের পূর্ব্বে কাহারা উক্ত অর্থ সাহায্য লাভ করিতেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। টেকনিক্যাল শিক্ষা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলিয়াছিল। সভার বোর্ডের জন্য বিশেষভাবে আহুত বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ পাণ্ডেকে তাঁহার মূল্যবান পরামর্শের জন্য সকলের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। (প্রেস-নোট)

ঢাকায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

খাল খননে কৃষি-কার্য্যের উন্নতি সাধন

নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষার নিমিত্ত চর-মধুয়ী পল্লী-কল্যাণ সমিতি ঢাকা জেলায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহারা সোয়া মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহা এক হাজার একর পরিমিত কৃষি জমির জল নিকাশের খালরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ষাকালে এই খালের ভিতর দিয়া নৌকা চালানও সম্ভবপর হইবে। ঢাকার সদর উত্তর মহকুমার হাকিম মৌলভী আব্দুল আজিজ, বি, সি এস-এর নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে "এ, আজিজ পল্লী-মঙ্গল খাল"। তদুপরি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে আরও চারিটি ছোট খাল পুনরায় খনন করা হইয়াছে এবং উহা এ, আজিজ পল্লী-মঙ্গল খালের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের শিল্প-বিভাগ

শিক্ষিত বেকার শিল্পীগণের সুযোগ

বেকারদের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনকল্পে রচিত বাঙলা সরকারের শিল্প শিক্ষা সম্পর্কীত পরিকল্পনানুসারে যাহারা জুতা, সাবান, ছাতা, মৃণ্ময় পাত্র ইত্যাদি নির্ম্মাণ কৌশল শিক্ষা করিয়াও বর্ত্তমানে বেকার আছেন, অতি সত্বর তাহারা নেন ৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বাঙলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরকে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা লিখিয়া জানান। কোথায়, কোন্ বৎসর অধীনে এবং কত দিন শিক্ষালাভ করিয়াছেন, পত্রে তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

তৈলখনি ও সুয়েজ খাল

জার্ম্মাণীর দুই উদ্দেশ্য

"টাইমস্ পত্রিকার" কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

অনেক দেশ হইতেই খবর পাওয়া যাইতেছে যে, নাৎসী চক্রেরা জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক অবিলম্বে রাশিয়া আক্রমণের গুজব রটাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহারা মুখবন্ধ করিয়াছে, এমন কি জার্ম্মাণীর যে এইরূপ কোনও অভিসন্ধি আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে গত ৪ঠা মে-র বক্তৃতায় হিটলার হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ার যে সুখ্যাতি করিয়াছে, তাহা মস্কোর নিকট কিঞ্চিৎ অশুভসূচক মনে হইয়াছে। তবে অবিলম্বে রাশিয়াকে আক্রমণ করা অপেক্ষা ভয় দেখাইয়া রাশিয়ার নিকট হইতে আরও নূতন অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করাই বোধ হয় জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য।

ত্রিপলির নিকটে ভূমধ্যসাগর যেখানটায় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেইখান দিয়া উত্তর আফ্রিকায় জার্ম্মাণ সৈন্যদের জন্য এখনও অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি চালান আসিতেছে। তবে ব্রিটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীও তাহার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। তৈললাভ ও সুয়েজ দখল, এই দুইটিই যে জার্ম্মাণদের উদ্দেশ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুইটি জিনিষ জার্ম্মাণীর এই উদ্দেশ্যে বাধা দান করিতে পারে—প্রথম, ব্রিটিশের সৈন্যবল, ও দ্বিতীয়, তুরস্কের স্বাধীনতা।

গবাদি পশুর বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

বিগত ১৭ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ১৩৫টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৯৭টি পাঞ্জাব এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। সে সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৮৭টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৫৫টি মহিষও আমদানী হইয়াছে।

গড়ে প্রত্যেকটি গাভীর দাম ৫৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা এবং মহিষের দর ১৫০৲ টাকা হইতে ১৮০৲ টাকা ছিল।

দেশরক্ষা বিভাগ

বিমান আক্রমণ

"আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশ

ও

তৎসম্বন্ধে উপদেশ"

—ইত্যাদি—

মূল্য এক আনা—ডাকে দুই আনা।

ঐ ফরম নং ১৬, ২০ এবং ২১—

মূল্য প্রতিখানি চারি আনা, ডাকে পাঁচ আনা।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর,

সেলস্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিং, কলিকাতা,

এবং

কলিকাতার সকল পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার আর্থিক সাহায্য

২২শে মে পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল্‌ ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডের হিসাব

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	এ পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা ..	৭৩,৯২০৲	৬৮,৭৬৪৲	১,৪২,৬৮৪৲
(২) যশোহর ..	৪৩,১৭৯৲	৬৮৩৲	৪৩,৮৫৪৲
(৩) খুলনা ..	৪২,৬৬২৲	৯৭৬৲	৪৩,৬৩৮৲
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	২৫,১৫৭৲	১,১৭২৲	২৬,৩২৯৲
(৫) নদীয়া ..	২৮,২৯৪৲	১,৯০৮৲	৩০,২০২৲
মোট ..	২,২৩,২০৪৲	৭৩,৫০৩৲	২,৯৬,৭০৭৲
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া ..	২৯,৪৪০৲	৪৫৲	২৯,৪৮৫৲
(৭) বীরভূম ..	২১,৬৩৩৲	১৩৩৲	২১,৭৬৬৲
(৮) বর্দ্ধমান ..	২,২৪,০১৭৲	২০,০১৭৲	২,৪৪,০৩৪৲
(৯) হুগলী ..	৩৩,৩৭১৲	৭,৬৩৭৲	৪১,০০৮৲
(১০) হাওড়া ..	৩৪,৬৪৬৲	৫৪,৩৪১৲	৮৮,৯৮৭৲
(১১) মেদিনীপুর ..	৭৪,৬৮৯৲	৩,১৭৬৲	৭৭,৮৬৫৲
মোট ..	৪,১৭,৭৯৬৲	৮৫,৩৪৯৲	৫,০৩,১৪৫৲
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	৯১,১৪০৲	৩৭,৪১৯৲	১,২৮,৫৫৯৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৬,৮১৭৲	৫৯৭৲	৭,৪১৪৲
(১৪) নোয়াখালী ..	৬৮,৮৮৯৲	১৲	৬৮,৮৯০৲
(১৫) ত্রিপুরা ..	*১,৬৭,৯৫৭৲	১,৭৭২৲	১,৬৯,৭২৯৲
মোট ..	৩,৩৪,৮০৩৲	৩৯,৭৮৯৲	৩,৭৪,৫৯২৲
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ ..	১৩,৪২৪৲	৮৫,০২৪৲	৯৮,৪৪৮৲
(১৭) ঢাকা ..	১,২২,৭০৮৲	৬১,১২৩৲	১,৮৩,৮৩১৲
(১৮) ফরিদপুর ..	২৫,২২৮৲	১,২৯১৲	২৬,৫১৯৲
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৩৬,৯৭০৲	৪,৬২৭৲	১,৪১,৫৯৭৲
মোট ..	২,৯৮,৩৩০৲	১,৫২,০৬৫৲	৪,৫০,৩৯৫৲
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	৯,৪০৫৲	২৫০৲	৯,৬৫৫৲
(২১) দার্জ্জিলিং ..	৪০,৮০০৲	৫১,২৮৩৲	৯২,০৮৩৲
(২২) দিনাজপুর ..	৬৪,০১২৲	৩৩৲	৬৪,০৪৫৲
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৩৩,২৪৩৲	৮৮,২৬৪৲	১,৪১,৫০৭৲
(২৪) মালদহ ..	৩৮,০৫৬৲	১,৫২২৲	৩৯,৫৭৮৲
(২৫) পাবনা ..	৭,২১৭৲	৮৩৪৲	৮,০৫১৲
(২৬) রাজশাহী ..	৫৫,৪৯১৲	৪,২৬৫৲	৫৯,৭৫৬৲
(২৭) রংপুর ..	৫৩,০৭০৲	১,২৫১৲	৫৪,৩২১৲
মোট ..	৩,২০,২৯৪৲	১,৪৮,৭০২৲	৪,৬৮,৯৯৬৲
সংক্ষিপ্ত বিবরণী			
(ক) বঙ্গদেশীয় জেলাসমূহ অর্থাৎ ১ নং হইতে ৫ নং ..	১৪,৯৪,৪২৭৲	৪,৯৯,৪০৮৲	২০,৯৩,৮৩৫৲
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ ..	২,৭৯৮৲	১,৮৮,৯৮৫৲	১,৯১,৭৮৩৲
(গ) অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ [(ক) ও (খ) বাদে]—			
বঙ্গীয় বণিক্‌ যুদ্ধ তহবিল ..	৫,৯২,১০৫৲	..	৫,৯২,১০৫৲
ভারতীয় চা সমিতি ..	২৫,০০০৲	..	২৫,০০০৲
ত্রিপুরা ষ্টেট ..	৭,০০০৲	..	৭,০০০৲
এ, বি, রেলওয়ে ..	৭৪৬৲	৯,০১২৲	৯,৭৫৮৲
বি, এন, রেলওয়ে ..	..	৮৪,৬৩৯৲	৮৪,৬৩৯৲
ই, বি, রেলওয়ে ..	৪৮৬৲	৩৬,৩৩৯৲	৩৬,৮২৫৲
অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ	৬,২৫,৬৩৮৲	২,৪৫,১৮৪৲	৮,৮০,৮০২৲
মোট ক+খ+গ ..	২২,২২,৮৬৩৲	৯,৩৩,৫৭৭৲	৩১,৬৬,৪২০৲
কলিকাতা ..	৩,৩২,৩৯৯৲	৪০,০১,৩৯২৲	৪৩,৩৩,৭৯১৲
সর্ব্বসমুদয় ..	২৫,৫৫,২৬২৲	৪৯,৪৪,৯৬৯৲	৭৫,০০,২৩১৲

*[illegible] ৮৫,০০০৲ টাকা সহ।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৪ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা নিম্নে দেওয়া হইল :—

পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গের কোন কোন অংশে সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য স্থলে প্রচুর বারিপাত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে মৌসুমিক ফসলের এবং বর্ত্তমানে ক্ষেতে যে ফসল রহিয়াছে উহার পক্ষে এই বারিপাত খারাপ হইয়াছে। বিগত ১৩ই মে শনিবারে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ৭,২৬৮ এবং ৪,৮৭৫ জন লোককে টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ১,৩৭০ ও ৫,৪৩৬ জন লোক যথাক্রমে খয়রাতী দান লাভ করিয়াছে। মালদহ জেলাতেও গত সপ্তাহে ৩৭১ জন লোক কার্য্যের বিনিময়ে সাহায্য পাইয়াছে। রংপুরেও অনুকষ্ট দেখা দিয়াছে এবং ৩রা ও ১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় যথাক্রমে ৩৫,০২৫ এবং ৭৪,৮৫৬ জন লোক কার্য্যের বিনিময়ে নিযুক্ত করা হইয়াছে। সাধারণ চাউলের দর টাকায় ⁄৭॥০ সের। আগের সপ্তাহের তুলনায় উহার দর শতকরা ১'০৬ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। চাউলের দর নিম্নরূপ ছিল :—

২৪-পরগণায় ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসাত ও বসিরহাটে টাকায় ⁄৭ সের হইতে ⁄৭॥০ সের; নদীয়ার কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে ⁄৬॥০ সের হইতে ⁄৭ সের; মুর্শিদাবাদের লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দিতে টাকায় ⁄৬॥০ ছটাক হইতে ⁄৭।০ সের পর্য্যন্ত; যশোহর জেলার মাগুরা, নড়াইল, বনগাঁয়ে টাকায় ⁄৬॥০ হইতে ⁄৮ সের; খুলনার সাতক্ষীরা এবং বাগেরহাটে ⁄৮ সের; বর্দ্ধমানের আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় ⁄৬৷৵০ ছটাক হইতে ⁄৭।০ সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে ⁄৭; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে ⁄৭॥০ সের; মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল এবং ঝাড়গ্রামে ⁄৭॥০ হইতে ⁄৮ সের, হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে ⁄৭।০ সের পর্য্যন্ত; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ⁄৭।০ হইতে ⁄৭॥০ সের; রাজশাহী, নওগাঁ এবং নাটোরে ⁄৭ সের হইতে ⁄৭॥০ সের। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে টাকায় ⁄৭ সের; জলপাইগুড়ি এবং আলীপুরে টাকায় ⁄৬ সের হইতে ⁄৭ সের; দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংএ ⁄৬ সের হইতে ⁄৮ সের; রংপুর জেলার নীলফামারী কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধায় ⁄৬॥০ হইতে ⁄৭ সের; বগুড়ায় ⁄৭৵০ ছটাক; পাবনায় সিরাজগঞ্জে ⁄৭ সের; মালদহে ⁄৭॥০ সের; কুচবিহারে ⁄৭৸০ ছটাক; ঢাকা জেলায় মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে টাকায় ⁄৬॥০ হইতে ⁄৭ সের; ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জে টাকায় ⁄৬॥০ সের হইতে ⁄৭ সের, ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে ⁄৬॥০ হইতে ⁄৭॥০ সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় ⁄৭ সের হইতে ⁄৮ সের পর্য্যন্ত; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ⁄৮ সের হইতে ⁄৯ সের পর্য্যন্ত; ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে ⁄৭ সের হইতে ⁄৭॥০ সের, নোয়াখালী এবং ফেণীতে ⁄৬ হইতে ⁄৭ সের; পার্ব্বত্য-চট্টগ্রামে ⁄৮ সের এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ⁄৬॥০ হইতে ।৩।০ সের।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনা অনুযায়ী ৯ই মে তারিখ হইতে কলিকাতার আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন খোলা স্থানে আবশ্যক পরিমাণ খনন করা হইয়াছে।

হিটলারের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ পরিকল্পনা

সিরিয়ায় দলে দলে পঞ্চম বাহিনীর প্রবেশ

ক্রোনী দৈনিক পত্রিকার ইস্তাম্বুলস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

হিটলারের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের পরিকল্পনা প্রায় স্থির হইয়া গিয়াছে। ইহাকে চারভাগে বিভক্ত করা যায় ;—

১। ইংলণ্ডের উপর তড়িৎগতি বিমান আক্রমণ ; ইহা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে।

২। জিব্রেল্টার আক্রমণের জন্য ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্য দিয়া সৈন্য প্রেরণ।

৩। প্যালেষ্টাইনের মধ্য দিয়া সুয়েজের দিকে আক্রমণ চালাইবার প্রথম ধাপ হিসাবে সিরিয়া অধিকার।

৪। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য রাশিয়াকে এশিয়ায় ক্ষমতা বিস্তার করিতে প্ররোচনা দান এবং এইজন্য রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়া।

তুরস্ক বিশেষ উদ্বেগের সহিত শেষোক্ত পরিকল্পনা দুইটি লক্ষ্য করিতেছে।

সিরিয়া হইতে যে সকল লোক সম্প্রতি ইস্তাম্বুল পৌঁছিয়াছে, তাহারা অনেকেই বলিয়াছে যে, সিরিয়ার ফরাসী সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের পরাজয়ে তাহারা স্বভাবতঃই কিছু পরিমাণে নিরুৎসাহ হইয়াছিল। ন্যাৎসিদের চরেরা এই সুযোগে তাহাদের সম্পূর্ণ ভগ্নোৎসাহ করিয়াছে। সুযোগ পাইলে এই সৈন্যদলের কিছু কিছু হয়ত দ্য গলের স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। তবে প্রকৃত কর্তৃপক্ষ কে এবং কাহাকে মান্য করা উচিত, এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া সিরিয়ার অধিকাংশ ফরাসী সৈন্যই বোধ হয় ভিশি সরকারের আদেশই মান্য করিয়া চলিবে। সিরিয়ার মধ্য দিয়া জার্মাণ সৈন্যের চলাচলেও হয়ত ইহারা বাধা দিবে না—এমন কি দেশের অস্ত্রশস্ত্রও ইহারা জার্মাণদের হাতে তুলিয়া দিতে পারে।

সৈন্যবাহী বিমানে করিয়া সিরিয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক জার্মাণ সৈন্য চালান দেওয়া কিছু কঠিন নহে। কিন্তু ভারভার যুদ্ধ-সামগ্রী প্রেরণ করাই কঠিন কাজ, কারণ সমুদ্রপথে পাঠাইতে গেলে তাহা ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, জার্মাণ ও ইটালীর সৈন্যেরা গ্রীস ও ডোডিকেনিজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সিরিয়ায় উপস্থিত হইবে ও ভিশি সরকার সিরিয়ার সকল ভারভার যুদ্ধ-সামগ্রী তাহাদের হস্তে অর্পণ করিবে। প্রকাশ, এই যুদ্ধ-সামগ্রীগুলি ১৬ ডিভিশন বা দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের পক্ষে যথেষ্ট।

প্রতিদিন গড়ে ত্রিশ জন হিসাবে জার্মাণ পঞ্চম বাহিনীর লোক রুমানিয়া হইতে তুরস্কের মধ্য দিয়া সিরিয়া যাইতেছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য

[১ম পৃষ্ঠার শেষ]

জনৈক বেলজিয়াম বৈমানিক একদিনেই জার্মাণদের ৩ খানি বিমানপোত ভূপাতিত এবং ১ খানি জখম করে। ফরাসী বৈমানিকরাও বহু রণাঙ্গনে বিশেষ কৃতিত্ব ইংলণ্ডে এবং ইরিত্রিয়ার অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ক্যামেরুণ, চাড, গ্যাবন প্রভৃতি স্থানে গঠনমূলক কার্য্যের দ্বারা ফরাসী বৈমানিকরা উক্ত স্থানগুলিকে স্বাধীন ফরাসীদের আওতার মধ্যে আনিতে পারিয়াছে। এক কথায় মিত্র-পক্ষীয় বৈমানিকরা সর্ব্বত্র বৃটিশদের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। তাহাদের এবং অন্যান্য সকলের জন্য বৃটিশরা অর্জিত করিয়া কখনও তাহাদের এই সংগ্রামে একাকী ছিলনা।

বাঙলায় ভির্জ্জিনিয়া তামাকের চাষ

কৃষি বিভাগ কর্তৃক জনৈক অফিসারের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা

বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভির্জ্জিনিয়া তামাক শোধন প্রণালী সম্পর্কে শিক্ষালাভের জন্য তাঁহারা কৃষি-বিভাগের জনৈক কর্মচারীকে গুন্টুরের ছারোতার এবং বোম্বাইর অন্তর্গত বেলগামী নামক স্থানে প্রেরণ করিবেন। উক্ত দুইটি স্থান হইতে বাঙলাদেশে ভির্জ্জিনিয়া তামাক আমদানী হইয়া থাকে। ট্রেনিং-এর জন্য উক্ত কর্মচারীকে তথায় রোপণের পূর্ব্বে পৌঁছিয়া ন্যূনপক্ষে ৬ মাস অবস্থান করিতে হইবে। তামাকের চাষ হইতে আরম্ভ করিয়া উহা বাজারে উপস্থিত করার সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন। বোম্বাই কৃষি-বিভাগের সহিত পরামর্শের পর ট্রেনিংএর সময় নির্দ্ধারিত হইবে। তবে ১৯৪১-৪২ সনেই পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইবে।

এ-সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, বাঙলার কৃষি-বিভাগ কিছু দিন হইতে বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন প্রকারের ভির্জ্জিনিয়া তামাক সম্পর্কীত কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহা সত্বেও বাঙলার কোন কোন অংশে ইহার ভাল চাষাবাদ হইতে পারে দেখা গিয়াছে। তামাক-চাষীদের মধ্যে ভির্জ্জিনিয়া তামাক চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। ভির্জ্জিনিয়া তামাক শোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবই প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে মনে হয়।

তামাকের মার্কেটিং সম্পর্কীত রিপোর্টে দেখা যায়, বাঙলাদেশে ৬,৭৯৬,৯৮০ পাউণ্ড কিংবা মোটামুটি হিসাবে ৮১,০০০ মণ ভির্জ্জিনিয়া তামাকের প্রয়োজন হয়। ইহা খুব কম করিয়াই ধরা হইয়াছে। ভির্জ্জিনিয়া তামাকের সমস্তটাই বাঙলার বাহির হইতে আসে এবং এজন্য বাঙলা ১০ লক্ষ টাকা দিয়া থাকে। উপরোক্ত সংখ্যা হইতে দেখা যায়, বাঙলায় এ-জাতীয় তামাকের চাষাবাদের বেশ সুযোগ আছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিভিক-গার্ডদল

নিরাশ্রয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে কর্মতৎপরতা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিক-গার্ড দল যে উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, নিম্নে তাহার একটী চিত্র পাওয়া যাইবে :—

ঢাকা জেলার যে আশ্রয়হীন ব্যক্তি ত্রিপুরা ষ্টেট যাইবার কালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমার ভিতর দিয়া যায়। আশ্রিত ব্যক্তি এবং তাহাদের দেখিবার জন্য সমস্ত লোকেরা ষ্টেশনে ভিড় করিত। প্রত্যেক ট্রেনেই সিভিক-গার্ডদল জনতা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করিত এবং স্থানে লোকদের দূরে হটাইয়া রাখিত।

অস্থায়ী শিবিরের কার্য্যে যে সকল কর্মী নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সিভিক-গার্ডদল তাহাদিগকে সাহায্য ও সংগঠন করিত।

এই সিভিক-গার্ডদল ভয় ও ত্রাস দূর করিতে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কীত আশঙ্কার সাথে গুজব প্রচার বন্ধ করিবার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়াছে।

শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দুর্বৃত্ত ও লুটেরাদের দমন করিবার নিমিত্ত গত এপ্রিল মাসে এক পক্ষকালব্যাপী সিভিক-গার্ডদল পুলিশ ও জেলা সংরক্ষণ বাহিনীকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে দিবারাত্রে দলে দলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে টহল দিয়া ফিরিত।

এই দল যে ভাবে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে ও নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রাখিয়াছে, তাহাতে দলের নীতির ও অধিনায়কের যোগ্যতার উচ্চ প্রশংসা করিতে হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সিভিক-গার্ডদলের কার্য্য-তৎপরতা বিশেষরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

সাংহাইর চীনা সংবাদপত্রসমূহের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ নৌ-কর্তৃপক্ষ তিনটি ডাচ-যাত্রীবাহী জাহাজ দখল করিয়া লইয়াছেন। এই জাহাজ তিনটি ডাচ ইণ্ডিজ, জাপান এবং হংকং-এর মধ্যে চলাচল করিত।

বৃটিশ সৈন্যদের সহিত যে ইণ্ডিয়ান-বাহিনী আছে, তাহার সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের সেতু-নির্মাণ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৬৮শ সংখ্যা]   কলিকাতা, ৯ই জুন, ১৯৪১   [এক আনা

আটলান্টিকে উভয় পক্ষের নৌ-শক্তির পরীক্ষা

শীঘ্রই চূড়ান্ত মীমাংসার সম্ভাবনা

[এইচ, সি, ফেরারী লিখিত]

আটলান্টিকের পরিস্থিতি মন্দের পরিবর্তে দিন দিন উন্নতির দিকেই চলিয়াছে। আমার মনে হয়, শুধু উন্নতির দিকে নয়, বরং আমাদের অনুকূলে চরম নিষ্পত্তির দিকেই চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পশ্চিম গোলার্ধে পাহারার ব্যবস্থা প্রবর্তন বর্তমান মহাসংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমূহের অন্যতম। নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা সত্যই অভূতপূর্ব। ইহা জার্মানদিগকে একটি মহা সমস্যার সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহাদিগকে হয় আটলান্টিকে নিজেদের সামরিক কার্য্যাবলী ও চেষ্টা-চরিত্রের সঙ্কোচ সাধন কিম্বা আমেরিকান পাহারার অবসান ঘটাইতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা কি নীরবে তাহাদের রণপোত ডুবির দৃশ্য অবলোকন করিবে— অপরাধীর কোন শাস্তির ব্যবস্থাই কি তাহারা করিবে না?

পশ্চিম গোলার্ধে পাহারার ব্যবস্থাটি সোজা ব্যাপার নয়। অনেকে ইহাকে যাহা মনে করেন, তার চাইতে উহা অনেক বড়। অনেকে মনে করেন, ইহা রাস্তার পুলিশ পাহারার অনুরূপ কিছু একটা হইতে পারে। উভয় কার্য্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তবে যে অঞ্চল ব্যাপিয়া পাহারার ব্যবস্থা করার আয়োজন হইতেছে, উহা এত বিশাল যে আমি নিজেও উহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

মার্কিন রণপোত সংস্থাপনের কর্তা এডমিরাল ষ্টার্ক বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১০,০০০ মাইল পরিমিত অঞ্চলে প্রহরী মোতায়েন হইবে। প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত জাহাজগুলি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ১৫ নট (সামুদ্রিক মাইল) করিয়া চলে। সুতরাং পাহারা-অঞ্চলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে একখানি জাহাজের ৩০ দিন লাগিবে। প্রস্থে উক্ত অঞ্চলটি প্রায় ২,০০০ মাইল। ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হইলে প্রহরী জাহাজের পূর্ণ ৫ দিন এবং ১৩ ঘণ্টা সময় লাগিবে।

এমতাবস্থায় শহরের রাস্তায় প্রহরীদের ন্যায় পশ্চিম গোলার্ধে পাহারায় নিয়োজিত জাহাজগুলি ৮ আট ঘণ্টা অন্তর পাহারা দেয় না। সমগ্র অঞ্চলটি দৃষ্টিসীমার বাহিরে। ইহার যে কোন অংশে যে কোন সময় নাৎসীদের ক্রুজার, সশস্ত্র বাণিজ্যপোত, ইউ-বোট অথবা দূরপাল্লার বোমারু বিমানপোতের আবির্ভাব হইতে পারে। এড-মিরাল ষ্টার্ক সুদূর দক্ষিণ আটলান্টিককেও উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণার অর্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকের পক্ষে ইহা জানা খুবই আবশ্যক যে, যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নিরপেক্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য উক্ত আটলান্টিকের মধ্যেই প্রধানতঃ চলে। কাজেই উক্ত আটলান্টিকেই শুধু যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ নিহিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্থির করিয়াছেন যে, মিসর এবং পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বন্দরগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আমেরিকার বাণিজ্যপোতগুলি লোহিতসাগরের পথে চলাচল করিতে পারিবে। এ সকল বন্দরে যাইতে হইলে আমেরিকান জাহাজ-গুলিকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে হইবে। এ পথের দূরত্ব ৭০০০ মাইল এবং নাৎসীরা পশ্চিম আফ্রিকা-স্থিত ক্যাসাব্লাঙ্কা ও ডাকারের মধ্যবর্তী যে-কোন স্থানে নৌ-ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এ-সম্ভাবনাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

কোন নৌ-বিশারদই ডাকারের গুরুত্ব কোন কালে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। গত মহাসমরে আমাদের প্রহরীবেষ্টিত জাহাজগুলি (কনভয়) এ-স্থানে সমবেত হইত। দক্ষিণ-আমেরিকা অধ্যুষিত সমুদ্র এলাকার ভিতর দিয়া দূরদেশগামী মালবোঝাই জাহাজগুলি রাভা, বুয়েনস্ আয়ার্স প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া ডাকারেই একত্রিত হইত। কিন্তু সে সময় ডাকার বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রশক্তি ফ্রান্সের হাতে ছিল বলিয়া জার্মানী কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে কমবেশী সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। টহল সংক্রান্ত ঘোষণা-বাণী প্রচারের সময় এডমিরাল ষ্টার্ক একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলেন নাই।

আটলান্টিকে জার্মানী কত ইউবোট নিযুক্ত করিয়াছে, ইহা প্রায় আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। বিগত ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সনেও এই একই প্রশ্ন করা হইত। লণ্ডন টাইমসে বৃটিশ গোয়েন্দা অফিসের কর্মচারী হিসাবে উক্ত প্রশ্নের উত্তর সে-সময় আমার জানা ছিল। জনসাধারণের ধারণা অপেক্ষা বহু অল্প ইউ-বোটই তখন আটলান্টিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইউ-বোট দ্বারা জাহাজের সংখ্যা হইতে ইহা নিশ্চয়ই মনে হইবে যে, সমুদ্রে শত শত ইউ-বোট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বিগত মহাসমরে কোন সময় একসঙ্গে ৩১ খানির অধিক ইউ-বোট নিয়োজিত করা হয় নাই এবং তাহাও একবার মাত্র করা হইয়াছিল। গড়ে সাধারণতঃ মাসে ২১ খানা ইউ-বোট সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইত।

বর্ত্তমান সংগ্রামে নিয়োজিত ইউ-বোটের সংখ্যা আমার জানা নাই। তবে ইহা ঠিক যে, জার্মানী এখনও গত যুদ্ধে নিয়োজিত ইউ-বোটের সমান সংখ্যক ইউ-বোট নির্মাণ করিতে পারে নাই। ইহাদের সুদক্ষ নাবিকের সংখ্যাও এত কম যে, নাবিকদের কার্য্যে নিয়োগের জন্য লোকের খুবই অভাব রহিয়াছে। আকাশ-পথে সমুদ্র, আক্রমণে ইতালীয়ান বৈমানিকরা জার্মান বৈমানিকদের যতটা সাহায্য করিয়াছে, আটলান্টিকেও ঠিক ততটাই তাহারা সাহায্য দান করিয়া আসিতেছে।

আটলান্টিকের নৌ-সংগ্রাম খুব গুরুতর নয়, আমি ইহা বলিতেছি না, বরং ইহা যে অত্যন্ত গুরুতর, তাহাই বলিব। বিগত ১৯১৭ সনে আটলান্টিকে ইউ-বোটের দৌরাত্ম্য আমরা বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সে-সময় প্রতি সপ্তাহে আমরা ২-৪ খানা করিয়া ইউ-বোটের ধ্বংস সাধন করি।

জার্মানীকে এক্ষণে ততটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দাবী করিতেছি না। যে-পর্য্যন্ত তাহা না হইতেছে, সে-পর্য্যন্ত ইহা স্থির করা অসম্ভব যে, আটলান্টিকের যুদ্ধ জয়ের পথে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। জনসাধারণ যতটা মনে করিতেছে, তার চাইতে অনেক অধিক দ্রব্য-সম্ভার "কনভয়"-এর সাহায্যে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সরকারীভাবে প্রকাশিত একটি হিসাবে জানা গিয়াছে—যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে মোট ৩০ কোটি টনের জাহাজ বৃটিশ বন্দরসমূহে পৌঁছিয়াছে। উহাদের বেশীর ভাগই সমুদ্রে কোন শত্রুর নজরে পড়ে নাই। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।

আটলান্টিকের নৌ-সংগ্রামের আর একটি দিক আছে। শিপিং ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগ দুইটি একত্রিত করিয়া একটি ব্যক্তির পরিচালনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়াই স্থির হইয়াছে। মাল আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে অস্বাভাবিক বিলম্বের দরুণ জনসাধারণের মধ্যে যে-অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়, এতদ্দ্বারা সম্পূর্ণ রূপেই উহার অবসান ঘটাইলেন।

মিসরে নীল নদের বাম তীর হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত এক নূতন সেনাবাহিনী এলাকা সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং উহার নাম হইয়াছে "কায়রোর পশ্চিম ডিফেন্স এলাকা।" এই মর্ম্মে মিসরী সেনাবাহিনী বিভাগ এক ঘোষণা করিয়াছেন। এই এলাকায় মোতায়েনকৃত বাহিনীর সহিত যে সকল বেতার অপারেটর নিযুক্ত থাকিবে, তাহারা বিশেষ হারে বেতন পাইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়ীত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৯ই জুন—১৯৪১

ফ্রান্সের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

১৯০৪ সালে যে এ্যাংলো-ফ্রান্স সম্প্রীতিমূলক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার পর হইতেই জার্ম্মাণী সবকোতে প্রভাব বিস্তার করিয়া ফ্রান্সের স্বার্থের ক্ষতি করার সাথে সাথে এই এ্যাংলো-ফ্রান্স সম্প্রীতির দৃঢ়তা সম্পর্কে পরীক্ষা চালাইয়া আসিতেছিল। সেই সময় হইতেই "তাগলিচে রাণ্ডশাও" প্রভৃতি এক শ্রেণীর জার্ম্মাণ সংবাদপত্র এই মতবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছিল যে, সাময়িকভাবে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর এই দেশটি অধিকার করিয়া রাখা হইবে এবং অতঃপর নাৎসী অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশা এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে, যেন বৃটেনকে বাধ্য হইয়াই জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিতে হয়। বর্ত্তমানে নাৎসী জার্ম্মাণী এই আদর্শকেই কার্য্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সাময়িকভাবে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ফরাসীদের সামনে দুইটী পথই খোলা ছিল। পরিণামে বৃটেন জয়লাভ করিয়া ফ্রান্সের মুক্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে, এই আশায় আপাততঃ সব দুঃখ দুর্দ্দশা সহ্য করিয়া যাওয়া; অথবা বিজয়ীর হাতে নিজের সর্ব্বস্ব সপিয়া দিয়া প্রকারান্তরে বৃটেনের সহিত শত্রুতা সাধন—এই দুই পথের কোন একটি বরণ করা ছাড়া ফ্রান্সের আর কোন উপায় ছিল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাজিত ফ্রান্স যদি প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করিত, তবেই গৌরবজনক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু মার্শাল পেঁতা তাহার আত্ম-সম্মান অনুযায়ী দ্বিতীয় পথাই বাছিয়া লইয়াছেন।

ভিসি সরকার এই যে মধ্যপন্থা অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিয়া সম্পূর্ণ ভাবে নিজেদের করায়ত্ত করার জন্য জার্ম্মাণী চেষ্টা পাইতেছে এবং এই দিক দিয়া যথোচিৎ চাপ দিবারও প্রয়াস পাইতেছে। ফ্রান্সকে দ্বিধা-বিভক্ত করার ফলে স্বভাবতঃই সে দেশের অর্থনৈতিক জীবন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং বিশ লক্ষ ফরাসী সৈনিককে বন্দীরূপে আবদ্ধ রাখিয়া জার্ম্মাণীতে মজুরী খাটান হইতেছে। ফ্রান্সের যে অঞ্চল এক্ষণে জার্ম্মাণীর অধিকারে রহিয়াছে, সেখানকার সকল সম্পদ বেপরওয়াভাবে শোষণ করা হইতেছে এবং মার্সেলিসে যে সব দ্রব্য সমুদ্র বাহির হইতে আসিতেছে, তাহার মধ্যেও জার্ম্মাণী ভাগ বসাইতেছে। অবশেষে বৃদ্ধ মার্শাল পেঁতাকে ভয় দেখাইয়া সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার চেষ্টা হয়। প্রকাশ, তাঁহাকে এরূপ ভয় দেখান হয় যে, পরিণামে যদি জার্ম্মাণীকে সমগ্র ফ্রান্স দখল করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ১৮ হইতে ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সকল পুরুষকে ধরিয়া জার্ম্মাণীতে লইয়া গিয়া মজুরী খাটান হইবে। এই হুমকীর সাথে সাথে নাকি প্রলোভনও দেখান হইয়াছিল। এই সব প্রলোভনে নাকি বলা হইয়াছিল যে, ইউরোপের জন্য জার্ম্মাণী যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহা কার্য্যকরী হইলে কম্যুনিষ্ট ও বিপ্লববাদীদের আর উদ্ভব হইবে না এবং ফরাসী বাণিজ্য-জাহাজসমূহ বৃটিশ জাহাজ-সমূহের ধরে বিপুল-বাণিজ্য বিরাট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে; ফ্রান্সের আফ্রিকার সাম্রাজ্যও নষ্ট করা হইবে না এবং পক্ষান্তরে ফরাসী ও জার্ম্মাণ মিলিতভাবে (এবং সম্ভবতঃ ইটালীর কতক সাহায্য লইয়া) আফ্রিকার সম্পদ শোষণ করিয়া ইউরোপের কাজে লাগাইবে।

এই প্রলোভন খুব চাকচিক্যময়, সন্দেহ নাই। ফরাসীদিগকে স্থায়ীভাবে জার্ম্মাণীর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করাই যে এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য, তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু আপাততঃ আতঙ্কগ্রস্ত ও পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন লোকদেরই জয় হইয়াছে। হিটলার এড্মিরাল দার্লার নিকট যে-সব সর্ত্ত পেশ করিয়াছেন, মার্শাল পেঁতা ও তাহার পরামর্শদাতাগণ তাহাই মানিয়া লইয়াছেন। জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে যে সব সুযোগ সুবিধা প্রদত্ত হইবে, তাহার বিনিময়ে ভিসি সরকার জার্ম্মাণীকে কি দিবে, যদিও তাহা এখনও পরিষ্কার জানা যায় নাই; তথাপি ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে কতকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ পরিষ্কার বলিতেছে যে, ফ্রান্সের সকল প্রদেশ, উপনিবেশসমূহ ও ম্যাণ্ডেট শাসিত দেশগুলির উপর দিয়া সৈন্য চালনার অধিকার জার্ম্মাণীকে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহারই প্রাথমিক প্রমাণ স্বরূপ সিরিয়াস্থিত ফরাসী বিমানঘাঁটিসমূহে জার্ম্মাণদের সৈন্যবাহী বিমান নামিয়া পেঁছিয়াছে। সিরিয়ার এই ব্যাপার বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির দিক দিয়া বিবেচনা করা ছাড়াও, ফ্রান্সের ভবিষ্যতের দিক দিয়াও বিবেচ্য। মোট কথা, ফ্রান্সের বর্ত্তমান পরিচালকগণ আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিয়াই বিজয়ী শত্রুর পদলেহনে অগ্রসর হইয়াছে এবং ফরাসী জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে হয়ত মনে করিতেছে যে, বিজয়ীদের বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত ফ্রান্সের মুক্তির আর কোন পথ নাই। কিন্তু সমগ্র ফ্রান্সের অধিবাসী নিশ্চয়ই এহেন জাতীয় অবমাননাকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে না এবং এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে—সেদিন এই অপমান ক্ষালনের জন্য ফরাসী জাতি অধীর হইয়া উঠিবে।

ইতিমধ্যেই এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, ফ্রান্সের জনসাধারণ প্রকৃত অবস্থা যেদিন বুঝিতে পারিবে, সেদিন দার্লার সমর্থক সংখ্যা খুব বেশী থাকিবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে—বিগত ৮ই মে তারিখের জুরিখ হইতে প্রকাশিত "ডয়চ্‌বেন্ড" নামক পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের জনসাধারণ ও শ্রমিক সমাজ মনে মনে জার্ম্মাণীর সহিত মিত্রতা প্রতিষ্ঠার বিরোধী। রাস্তাঘাটে প্রায়ই দেখা যায় যে, জেনারেল দ'গলের সামরিক চিহ্ন খড়িমাটি দিয়া দেয়ালে অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং ফরাসী ভাষায় বৃটিশ বেতারবার্ত্তা শোনার জন্য জনসাধারণ বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব থাকে। শুধু তাহাই নহে—বৃটিশ বৈমানিকগণ উত্তর ফ্রান্সের উপর দিয়া উড়িয়া যাওয়ার কালে প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছে যে, দেশবাসী নিম্ন হইতে তাহাদিগকে বিরাটভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। এই সব ব্যাপার হইতেই ফ্রান্সের জনগণের প্রকৃত মনোভাব বুঝা যায় এবং ইহাও বুঝা যায় যে, আপাততঃ যাহাই হউক না কেন—স্বাধীন ফ্রান্সের অধিবাসী একদিন না একদিন হিটলার-দার্লা-পেঁতা মীমাংসার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেই।

বৃটিশ শ্রমিক দলের বাৎসরিক সম্মেলনে এক্সিস শক্তিবর্গের সহিত আপোষ অথবা শান্তি স্থাপনের জন্য কথাবার্ত্তা চালান অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক স্মারকলিপিতে বলা হয়,—কোন প্রকারে আপোষের চেষ্টায় আমরা অংশ গ্রহণ করিব না। নাৎসীবাদ প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হইতেছে সম্পূর্ণ বিজয় লাভ। হিটলার এবং মুসোলিনীর সহিত সংস্থাপিত শান্তিতে আমরা স্থাপন শুধু নিম্নভিত্তিই হবে—আমরা যাহাদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া থাকি, ইহাতে তাহাদের প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কীত সংবাদ

সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

বিগত ২২শে মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত ১৮৯৪-পি নম্বর বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বাঙলা সরকার এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশের কোন স্থানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সম্পর্কে কোন বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে প্রকাশের পূর্ব্বে নিরাপত্তার জন্য তাহা প্রেস-এড্‌ভাইজারের নিকট পেশ করিতে হইবে।

ঢাকা শহরে যে সময়ে সাংঘাতিক রকমের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়, উপরোক্ত আদেশ সে-সময়েই প্রচারিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আমন্ত্রণে বিভিন্ন সমাজের নেতৃবর্গ সে সময়ে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই বিষয়ে এক আবেদন পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছিলেন যে, যাহাতে সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি বৃদ্ধি পাইতে পারে, কেহ যেন এমন কোন কাজ বা উক্তি না করেন, কিম্বা সংবাদপত্রে যেন এরূপ কোন বিষয় প্রকাশিত না হয়। কাজেই বলা চলে—নেতৃবর্গের এই আবেদন অনুসারে যাহাতে কাজ হইতে পারে, সরকারী উপরোক্ত আদেশে তাহারই সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

পরে এই আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয় এবং গভর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করা হয় যে, সাম্প্রদায়িক অপ্রীতি বৃদ্ধি পাইতে পারে এমন কোন বিষয় প্রকাশ করা সংবাদপত্রসমূহ সাধারণভাবে নিন্দার্হ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই সব আশ্বাস-বাণীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং বর্ত্তমানে ঢাকা জেলায় সাম্প্রদায়িক অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সম্পর্কীত সংবাদাদি প্রকাশের পূর্ব্বে প্রেস-এড্‌ভাইজারকে দেখানোর আদেশ প্রত্যাহার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ১লা জুন তারিখ হইতে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। (প্রেস-নোট)

বাঙলার নদী সম্পর্কে গবেষণা

হাইড্রলিক লেবরেটরীর প্রতিষ্ঠা

গত ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে বাঙলার নদী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সমবেত বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই দেশের নদী সমস্যা জটিল ও নূতন রকমের হওয়ায় বিজ্ঞানের দিক হইতে সেচ, ড্রেজন প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে বিবেচনার জন্য অবিলম্বে একটি হাইড্রোলিক রিসার্চ্চ লেবরেটরী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা দরকার।

এতদনুযায়ী পাঞ্জাব হাইড্রো ডাইনামিক রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ এস, কে বসুর সহায়তায় একটি পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে। প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য ইহা অনুমোদন করা হইয়াছে।

পরিকল্পনার একজন ডিরেক্টর নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইনি এই প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীও নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা লেবরেটরী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে লাগিবে এবং প্রতি বৎসরে ৯৮ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইবে।

আগামী বৎসর হইতেই এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হওয়ার আশা আছে। প্রাথমিক কার্য্যাদির জন্য ১৯৪১-৪২ সালের বাজেটে ২০ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

কলিকাতায় আলোক-নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ সম্পর্কে বেতার বক্তৃতা

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত কন্ট্রোলার মিঃ এ, এস, র‍্যাণ্ডল্ আই-সি-এস," সি-আই-ই মহোদয় সম্প্রতি বেতারযোগে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

আলোক নিয়ন্ত্রণ আদেশের যে-অংশটি প্রত্যেক গৃহবাসীকে মানিয়া চলিতে হইবে, উহা গৃহের অভ্যন্তর আলোক সম্পর্কীয়। ২৯শে মে হইতে উহা কার্যকরী হইবে। গভর্ণমেণ্ট সমগ্র আদেশটি ব্যাখ্যা সহ জনসাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া আপনাদের কর্তব্য সম্পর্কে আপনাদিগকে অবহিত করিয়াছেন। এ-ধরণের সূক্ষ্ম ব্যাপারে নানা গোলমালের সৃষ্টি হয় দেখা যায়। হয়ত তেমন কোন গোলমালের দরুণ বিবৃতিটি সকলের সম্পূর্ণ রূপে বোধগম্য হয় নাই, এজন্য আমি সরল কথায় আপনাদের কর্তব্য বলিয়া দিতেছি। আমার বর্ণনা সূক্ষ্মও হইবে না এবং উহাতে সমস্ত বিষয়ও থাকিবে না। উহাকে কেহ সরকারী সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বলিয়া মনে করিবেন না। তাহার আবশ্যক হইলে আপনাদিগকে সরকারী ব্যাখ্যা পড়িতে হইবে।

আপনাদিগকে প্রথমেই ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আকাশ হইতে শহর ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিদৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা এবং সে-সঙ্গে গৃহের মধ্যে সকলের উচিত সাবধানতা ও প্রয়োজনানুরূপে আলোকের ব্যবস্থা করাই উক্ত আদেশের সাধারণ উদ্দেশ্য। সুতরাং আপনার গৃহের আলোর ব্যবস্থা আপনাকে এমন ভাবে করিয়া লইতে হইবে যাহাতে বাহির হইতে আলো খুব কম নজরে পড়িতে পারে—একেবারে না পড়াই ভাল। ইহা দ্বারা একথা বোধেই বুঝায় না যে, দরজা জানালা বন্ধ করিয়া আপনাদিগকে অর্দ্ধ-অন্ধকার ঘরে থাকিতে হইবে। বরং বাহিরে আলো না পড়ে এমন ভাবে আপনারা আলো জ্বালাইয়া ঘরের দরজা জানালাও খোলা রাখিতে পারেন। ইহাই আসল বক্তব্য বিষয়।

আপনাদের গৃহের প্রদীপ যদি এমন জায়গায় সংস্থাপিত হয় যে, উহা ঘরকেও আলোকিত করে এবং বাহিরেও আলো পড়ে, শুধু সে-অবস্থায় ঘরের আলোক অতি সহজে বাহির হইতে পরিদৃষ্ট হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপে খোলা দরজা বা জানালার পার্শ্বে সংস্থাপিত প্রদীপের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহির হইতে যদি আপনারা উহার প্রতি তাকান, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাহিরে মাটির উপর বা চতুঃপার্শ্বস্থিত বৃক্ষাদি কিম্বা গৃহে উহার আলো গিয়া পড়িয়াছে। ইহাই আপনাকে বন্ধ করিতে হইবে। প্রদীপের যে দিকটা দরজা বা জানালার অতি নিকটবর্তী, উহা আচ্ছাদিত করিলেই আপনারা অতি সহজে বাহিরে আলো পড়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। এরূপে ঘরে আলো জ্বালাইয়া আপনি বেশ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। আর-ও একটি উপায় আছে। প্রদীপটি সরাইয়া এমন স্থানে রাখিতে পারেন যে-স্থান হইতে আলো-রশ্মি বাহিরে যাইবে না। ইহার যে-কোন একটি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বাহিরে গিয়া একবার প্রদীপটির প্রতি তাকাইয়া দেখুন। বাহির হইতে আপনারা ঘরটি আলোকিত দেখিবেন, কিন্তু প্রদীপের আলো যদি বাহিরে গিয়া না পড়ে, তাহা হইলে কিছু আসে যায় না। ইহাই আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় আদেশের আসল তাৎপর্য্য; কারণ উহাতে বলা হইয়াছে যে, ঘর হইতে যেন সরাসরি কোন আলো বাহিরে গিয়া না পড়ে। অন্য কথায় প্রদীপটি ঘরের বাহিরে আলো আলো-সম্পাত করিবে না।

ইহাই সব কিছু নয়। [illegible] বাহিরে না পড়ে, তাহাই আপনাদিগকে দেখিতে হইবে। [illegible] আয়না দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রদীপের আভা ও প্রতিফলনের দরুণও বাহিরে আলোক পড়িয়া থাকে। আয়নার সম্মুখে একটি প্রদীপ রাখিলে উহার আলোক আয়নার উপর গিয়া পড়ে এবং আয়নাটিও আবার প্রতিফলিত হয়। প্রদীপের যে দিকটা দরজা বা জানালার দিকে, উহা আচ্ছাদিত করিয়া দিলেও বিপরীত দিকে সংস্থাপিত আয়নার উপর প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দরজা বা জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরে গিয়া পড়িবে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে আপনাদিগকে হয় ল্যাম্প অথবা আয়নাটি আচ্ছাদিত করিয়া দিতে হইবে, না হয় ল্যাম্প কিম্বা আয়নাটি সরাইয়া ফেলিতে হইবে। বাহির হইতে আলো দেখা না যায়, এমন যে কোন ব্যবস্থা আপনারা অবলম্বন করিতে পারেন। বাহির হইতে আপনাদের গৃহের আলোর আভা পরিদৃষ্ট না হয়, তাহাও আপনাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনার ল্যাম্পটি যদি দরজা বা জানালার মুখোমুখী সাদা অথবা হালকা রঙের দেওয়ালের সম্মুখে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণ আলোক বাহিরে গিয়া পড়িতে পারে। ল্যাম্পের আলোক সরাসরিভাবে বাহিরে গিয়া না পড়িলেও ইহা সম্ভবপর। এজন্য আলো আচ্ছাদিত বা স্থানান্তরের পরও বাহিরে যাইয়া একবার আলোর প্রতি তাকাইয়া দেখা উচিত। বাহির হইতে ঘরটি আলোকিতই দেখা যাইবে; কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। দেওয়াল হইতে বাহিরে আলোক পড়িতেছে কিনা অথবা আলোর চাকচিক্যটা দূর হইতে নজরে পড়িতেছে কিনা, তাহাই আপনাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

বারান্দা ও দেউড়ীর আলোক নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এক্ষেত্রেও একই নিয়ম পদ্ধতি প্রযোজ্য। বাহিরে সরাসরিভাবে আলোক পড়িতে দিবেন না; আভাও যেন বাহিরে না যায়। ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দূর-আকাশ হইতে যেন ঘরের ভিতরটা উজ্জ্বল না দেখায়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, ইহা সরকারী ব্যাখ্যার সঠিক বিশ্লেষণ নয়; তবে যাহা বলা হইল তদনুসারে চলিলে আমার মনে হয় আপনারা ভুল করিবেন না।

কি প্রকারের আচ্ছাদন ব্যবহৃত হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কে একটি কথা বলা উচিত। আমার বক্তৃতা হইতে আপনারা নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আলো-আচ্ছাদনের জন্য অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। সরকার-অনুমোদিত কোন আচ্ছাদন নাই—উহা সম্ভবপরও নয়। স্ব স্ব গৃহের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদিগকেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। কোন রকমের আচ্ছাদন বা কার্ডবোর্ড ক্রয়ের প্রয়োজন নাই। দুই তা খবর কাগজেও চলিতে পারে। দুই তা খবরের কাগজ দ্বারা একটি আচ্ছাদন তৈরী করিয়া আলোটিকে উহা পরাইয়া দিয়া ফলাফল লক্ষ্য করুন। যদি আপনি খবর কাগজ ব্যবহার করিতে না চান, তাহা হইলে আপনি উক্ত অনুপাতে অন্য যে কোন রকমের আচ্ছাদন ব্যবহার করিতে পারেন।

মোটর গাড়ীর আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও আপনাদের কিছু কর্তব্য আছে। অনুমোদিত হেডল্যাম্প আচ্ছাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট ২০শে জুন পর্য্যন্ত সময় বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইত্যবসরে আপনাদের মোটরের হেডল্যাম্প-আচ্ছাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত অনুমোদিত হেডল্যাম্প কিম্বা একটি নিম্ন হেডল্যাম্প বাদামি রঙের পাতলা কাগজে আবৃত করিয়া দিতে হইবে। উক্ত কাগজের একখণ্ড কাচের উপর অর্দ্ধাংশেও জড়াইয়া দিতে হইবে। হেড-

[[illegible]]

বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায় ঘূর্ণিবাত্যা

সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা

বিগত ২রা জুন তারিখে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী প্রেস-নোট প্রচারিত হইয়াছে :—

বিগত ২৫শে মে সন্ধ্যা প্রায় ৭টা হইতে আরম্ভ করিয়া পরদিন ২৬শে মে প্রাতে প্রায় ৮টা পর্য্যন্ত সময়ে বাখরগঞ্জ জেলার বিস্তৃত অঞ্চলের উপর দিয়া ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিপন্ন অঞ্চলের সহিত টেলিগ্রাফের যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় এবং ক্ষতি খুব বেশী হওয়ায়, এ-পর্য্যন্ত সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এ-পর্য্যন্ত যে সব বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়—সমগ্র ভোলা মহকুমায়, সদর উত্তর মহকুমার হিজুলা ও মেহেন্দীগঞ্জ থানায় এবং পটুয়াখালী মহকুমার [illegible] থানায় কতক লোকের জীবন হানি হইয়াছে ও গৃহপালিত পশুদিগেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; তাহা ছাড়া সম্পত্তির বিরাট ক্ষতি হইয়াছে।

সংবাদ পাওয়ামাত্রই স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। অবিলম্বে সরকারী লঞ্চযোগে ভোলার নিকটবর্তী ইলিশাঘাট ও দ্বীপের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত [illegible] নামক স্থানে খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। অন্যান্য স্থানেও খাদ্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল এবং প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই উক্ত জেলায় কৃষি-ঋণ বাবদ ৪,০০,০০০৲ টাকা এবং খয়রাতী ঋণ বাবদ ২৫,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। প্রয়োজনমত আরো সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে। সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় বিপন্ন অঞ্চলে ১০টি মেডিক্যাল ইউনিট, ৫০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও কতিপয় ডাক্তার প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জেলা-বোর্ডের স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় কর্মচারিবর্গকেও যথাস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ইতিমধ্যেই বিপন্ন অঞ্চল পরিদর্শনে গমন করিয়াছেন এবং মাননীয় রাজস্ব-মন্ত্রী ও রাজস্ব-বিভাগীয় সচিব শীঘ্রই বিপন্ন অঞ্চলে গমন করিতেছেন।

নোয়াখালী

নোয়াখালী জেলারও বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপিয়া বিগত ২৫শে মে সন্ধ্যায় ও পরদিন সকালে ঘূর্ণিবাত্যা হইয়া গিয়াছে এবং নোয়াখালী শহর ও অন্যান্য কোন-কোন স্থানে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—চৌমুহনী, সোনাইমুড়ি, [illegible], [illegible], [illegible], দেওপাড়া, [illegible], হাজিপাড়া ও রামগতি এলাকায় বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। নোয়াখালী শহরে শতকরা ৪০টি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু স্থানে গৃহপালিত পশ্বাদি বিনষ্ট হইয়াছে এবং নৌকা ডুবিয়া কতক লোকেরও প্রাণহানি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। ধান্য, পাট ও রবিশস্য ফসলের কতক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কতিপয় বেসরকারী লোকসহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলসমূহে ঘুরিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। সংবাদ পাওয়ামাত্রই গভর্ণমেণ্ট এই জেলার জন্য ৩,১৫,০০০৲ কৃষি-ঋণ ও ১৫,০০০৲ খয়রাতি দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

ল্যাম্প আচ্ছাদনবিশিষ্ট হিসাবে নিম্নোক্ত কার্যগুলি সরকারীভাবে অনুমোদিত হইয়াছে :—ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী, ফ্রেন্স মোটরকার কোম্পানী, ইণ্ডিয়া [illegible] এবং [illegible] এণ্ড কোম্পানী।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা

সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত

বঙ্গদেশের প্রত্যেক পাট-চাষ ক্ষেত্রে পাটের আবাদ এখন সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কীত বাক্তিগণকে জানাইতেছেন যে, ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের আদেশসমূহ যথাযথভাবে পালিত হইয়াছে।

এই মর্ম্মে আদেশ ছিল যে, ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমি উক্ত আইন অনুসারে রেকর্ড করা হইয়াছে, ১৯৪১ সালে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট-চাষ করিতে হইবে। ১৯৪১ সালে যে এক্রিয়েজ জমিতে পাট বপন করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সম্পর্কে এই প্রথম অবস্থাতে কিছু তারতম্য হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। পাট ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় গত বছরের জমির তুলনায় দুই জেলায় সোজা পাঁচ আনা হইতে সাড়ে ছয় আনা পরিমিত জমিতে এবং কোন কোন অঞ্চলে সাত আনা পরিমিত জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে। পাট ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে এই যে আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান বৎসরে যে জমিতে পাট-চাষ হইয়াছে তাহার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাওয়ায় অন্যান্য বৎসরের ন্যায় হিসাব সঠিক হওয়া সম্ভবপর নয়। কারণ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া জমির তারতম্য খুব অল্পই হইয়াছে।

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ হইতে যে সকল বিবরণী পাওয়া গিয়াছে (উহার কর্ম্মচারিগণ প্রদেশের পাট-চাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট), তাহাতে সরকার একথা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন যে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি সর্ব্বত্র সমভাবে পালিত হইয়াছে এবং লাইসেন্স দেওয়া জমি ব্যতীত যে স্থানে পাট-চাষ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি বিরল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন এইরূপ লাইসেন্সহীনভাবে পাট বপন পরিলক্ষিত হইয়াছে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারিগণ তাহা প্রদর্শন করিলেই চাষীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

লাইসেন্স ব্যতীত যে সকল অঞ্চলে পাট বপন করা হইয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শেষ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ জমির জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে, কোন মতেই তাহার বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হইবে না।

এই সম্পর্কে প্রদেশের যে সকল পাট-চাষী সহযোগিতা করিবেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিবেন।

নির্ব্বাসিত কাইজার গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত

আরোগ্যলাভ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ

বার্লিন হইতে নিউইয়র্ক টাইমসের নিকট প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব কাইজার সর্দ্দি জ্বর ও অন্যের পীড়ায় গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহারা ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের আরোগ্য লাভ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান অসুখে ৮২ বৎসর বয়স্ক নির্ব্বাসিত বৃদ্ধ কাইজার বিশেষভাবে কাবু হইয়া পড়িয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দেশরক্ষার্থ বিশেষ ব্যবস্থার জন্য অতিরিক্ত সাড়ে বার কোটি ডলার বরাদ্দের জন্য কংগ্রেসের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

বাঙালী যুবকদের সুযোগ

বিবিধ শিল্প-দ্রব্যাদি তৈরী শিক্ষা

কালি, আঠা, সংক্রামক রোগ বিনাশক দ্রব্যাদি, গালা, ধাতব পালিশ প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষাদান সম্পর্কীত পরিকল্পনানুসারে বাঙলার সরকারী শিল্পবিভাগ নূতন একদল শিক্ষার্থী গ্রহণের আয়োজন করিতেছেন। ইহাদিগকে বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কলিকাতার পাগলাডাঙ্গা নামক স্থানে অবস্থিত শিল্প গবেষণাগারে এজন্য ক্লাশ খোলা হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে ৪—৬ মাস কাল তথায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে প্রত্যেককে একটি মাত্র বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া হইবে। যাহারা আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে বা কোর্স শেষ করিয়াছে, শুধু তাহারাই ভর্ত্তির উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। শিক্ষা গ্রহণের পর প্রধান জীবিকা হিসাবে উহা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দান করিতে যাহাদের সম্মতি আছে, তাহাদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র ৭, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ঠিকানায় বাঙলার শিল্পবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (প্রেস-নোট)

ভিউক অব আয়োষ্টার আত্মসমর্পণ

মুসলিম জগতে প্রতিক্রিয়া

ডিউক অব আয়োষ্টার আত্মসমর্পণের সংবাদে সমগ্র মধ্য-প্রাচ্যে উল্লাসের সৃষ্টি হইয়াছে। আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও সুদান বিশেষ সহায়তা করিয়াছে বলিয়া মুস্লিম জগৎ বিশেষ গর্ব্বিত বোধ করিতেছে। ভারতীয় বাহিনীতে বহু সংখ্যক মুসলমান আছে। আবিসিনিয়ার সম্রাট খৃষ্টান হইলেও আবিসিনিয়ার রাজপরিবারের নিকট সমগ্র মস্লিম জগৎই কৃতজ্ঞ। পৌত্তলিকদের অত্যাচারে যখন মক্কায় তিষ্ঠান অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন হজরত মহম্মদ তাঁহার আশ্রিত শিষ্যদিগকে আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। তখন আবিসিনিয়ার রাজা তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন। এইজন্য হজরত মহম্মদ তৎকালীন হাবশী রাজাকে ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। লিবিয়া, আলবেনিয়া, মণ্টিনেগ্রো ও ক্রোশিয়ার মুসলমানদের উপর আজ অ্যাকসিসের প্রভুত্ব স্থাপিত হইতেছে। ইহার পর রশীদ আলী জার্ম্মাণদের ডাকিয়া আনিয়া আরেকটি স্বাধীন মস্লিম রাজ্যকে বিপন্ন করাতে সারা মুস্লিম জগতেই বিশেষ ক্ষোভ ও দুঃখের সঞ্চার হইয়াছে।

মফঃস্বলে চাউলের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২১শে মে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলা দেশে চাউলের দর নিম্নোক্তরূপ ছিল:—

২৪-পরগণা—ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে টাকায় /৬ সের হইতে /৭।৫ ছটাক; নদীয়া—কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে /৬॥ হইতে /৭ সের; মুর্শিদাবাদ—লালবাগ, জঙ্গীপুর এবং কান্দীতে /৬৵ হইতে /৭॥ সের; যশোহর—ঝিনিদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁয়ে /৬॥ হইতে /৮ সের; খুলনা—সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে প্রতি টাকায় /৭ সের হইতে /৭। সের; বর্দ্ধমান—আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় /৬॥ হইতে /৭॥ সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৭ সের; বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরে /৭ হইতে /৭॥; মেদিনীপুর—কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৭ সের হইতে /৭৵ ছটাক; হুগলী—শ্রীরামপুর এবং আরামবাগে /৭ হইতে /৭। সের; হাওড়া—উলুবেড়িয়ায় /৭। ছটাক; রাজশাহী—নওগাঁ, নাটোরে /৬। হইতে /৮ সের; দিনাজপুর—ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাটে /৭ সের হইতে /৭৵ ছটাক; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরে টাকায় /৬ সের, দার্জিলিং—কার্শিয়ং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং-এ /৬ হইতে /৮ সের; রংপুর—নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৬॥ হইতে /৭ সের; বগুড়ায় /৭৵ ছটাক; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে /৭ সের; মালদহে /৭। ছটাক; কুচবিহার /৭৶ ছটাক; ঢাকা—মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে /৬।৵ হইতে /৭ সের; ময়মনসিংহ—জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে /৬॥ হইতে /৭ সের; ফরিদপুর—গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে /৬॥ হইতে /৭ সের; বাখরগঞ্জ—পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় /৭ সের হইতে /৭৵ ছটাক; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৮ হইতে /৯ সের; নোয়াখালি ও ফেণীতে /৬ হইতে /৭ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, /৮ সের; ত্রিপুরারাজ্যে টাকায় /৬। হইতে ।৩। ছটাক।

বিগত ১৭ই মে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, রংপুর ও মালদহে টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে যথাক্রমে ৪,২৩২, ৪,৩৬৮, ২৩৬,৩২৫ এবং ৪৬১ জন লোক নিয়োগ করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ১,৫২৯ এবং ৭,২৫৯ জন লোক খয়রাতী দান পাইয়াছে।

বাবা আমাকে ডিফেন্স সেভিংস্

সার্টিফিকেট

কিনে দিচ্ছেন ... ...

তোমার বাবাও কি

তোমাকে দিচ্ছেন?

ডিফেন্স পোষ্ট অফিস থেকে

বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে।

ডি. এ৫

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

"বিসমার্ক" ধ্বংসের কাহিনী

"বিসমার্ক" জাহাজের সন্ধান পাওয়ার পর তাহাকে ১,৭৫০ মাইল পর্যন্ত অবিরাম তাড়া করিয়া কিভাবে বিনাশ করা হইল, নৌ-বিভাগের এক বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। হিটলারের গর্বের রণতরী "বিসমার্ক" যাহাতে পলায়ন করিতে না পারে, তাহার জন্য বৃটিশ নৌ-বহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইয়াছিল। "হুড" ও "রিপালস" নামক বিখ্যাত রণপোত দুইটি উত্তর আটলান্টিকে বাণিজ্য জাহাজের পাহারায় কার্যোরত ছিল। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনা হয়। জিব্রাল্টার হইতে একটি বহর, উত্তর অঞ্চল হইতে একটি বহর, কতকগুলি ক্রুজার ও ডেস্ট্রয়ার রণবহরের সহিত সংযুক্ত বিমানবহর এবং উপকূলরক্ষী বিমানবহর সকলেই চারিদিকের অভিযানে যোগ দিয়াছিল। তাহারা নির্দয়ভাবে "বিসমার্ককে" দক্ষিণাভিমুখে তাড়া করিয়া ক্রেস্টের প্রণালীতে যাইয়া বিনাশ করিয়াছে।

ভূতপূর্ব ইরাকী প্রধান-মন্ত্রীর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন

স্বাধীন ফরাসী রেডিয়োর এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ইরাকের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী জেনারেল নুরী সৈয়দ পাশা রিজেন্টের সঙ্গে পুনরায় ইরাকে ফিরিয়া আসিয়াছেন। জেনারেল নুরী তিনবার ইরাকের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং এংলো-ইরাকী মৈত্রী-চুক্তির অন্যতম আলোচনাকারী ছিলেন।

বৃটিশ সাবমেরিণের কৃতিত্ব

নৌ-বিভাগের একখানি এক্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ সাবমেরিণসমূহ শত্রুপক্ষের ভীষণ ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

১৮,০০০ হাজার টন ভারবহনে সক্ষম শত্রুপক্ষের একখানি বিরাট যাত্রীবাহী জাহাজ লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো নিক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং ইহার ফলে জাহাজখানির সলিল সমাধি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জাহাজখানি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল এবং মনে হয় যে, উহাতে অনুমান তিন হাজার শত্রু সৈন্য ছিল।

ইটালীর রণতরীর পাহারাধীনে একখানি ফরাসী তৈলবাহী জাহাজ (৫,০০০ টন) ত্রিপলী অভিমুখে যাইতেছিল, টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া উহাও ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫,০০০ হাজার টনের আর একখানি যোগানদার জাহাজের উপরও টর্পেডো বর্ষণ করা হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ উহাও নিমজ্জিত হইয়াছে। ৪,০০০ হাজার টনের আর একখানি বোঝাই তৈলবাহী জাহাজের উপরও টর্পেডো নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

ক্রীটে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

২৮শে মে লণ্ডনে অভিজ্ঞমহল জানিতে পারিয়াছেন যে, ক্রীটের অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। মালেমী ও কেনিয়া এবং সুদা উপসাগরের চতুর্দিকের অবস্থা যে খুবই সঙ্কটজনক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রেথিমোর অবস্থার খানিকটা উন্নতি হইয়াছে; তবে হেরাক্লিয়নে জার্মানরা প্যারাসুটের সাহায্যে আরো সৈন্য নামাইয়াছে এবং তথাকার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটজনক বটে।

বৃটিশ নৌ-বহরের কৃতিত্ব

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে যে সমস্ত সেনা ও সমরোপকরণ প্রেরিত হইতেছে, বৃটিশ নৌবহর তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৌ-বিভাগের এক্তেহারে প্রকাশ, বৃটিশ নৌবহর গত ২৩শে মে তারিখের এক্তেহারে বর্ণিত ইটালীয়ান ডেস্ট্রয়ার ছাড়া একখানা ১৮ হাজার টনের যাত্রীবাহী জাহাজ আরও কয়েকখানা জাহাজ ডুবাইয়া এই ধ্বংসলীলা আরও বেশী প্রকটিত করিয়াছে।

এক্তেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, একখানা প্রায় ৯,০০০ টনের সৈন্যবাহী জাহাজ, একখানা ৭,০০০ টনের তৈলবাহী জাহাজ, একখানা বড় অস্ত্রবাহী ক্রুজার ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর একখানা ছোট ক্রুজারে কয়েকবার শেল দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে।

গত এপ্রিল মাসে বৃটিশ নৌবহর সিসিলি ও ত্রিপোলীর মধ্যে শত্রুর এক কনভয় আক্রমণ করিয়া তিনখানা ইটালীয়ান ডেস্ট্রয়ার ও পাঁচখানা যোগানদার জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

একখানা ক্রুজার নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "ইয়র্ক" নামক ক্রুজারখানা সম্পূর্ণরূপে খোয়া গিয়াছে। জাহাজখানি কিছুদিন পূর্বে জখম হয়। বর্তমানে সুদা উপসাগরে উহার সংস্কার চলিতেছিল। তদনন্তর অনবরত বোমাবর্ষণের ফলে জাহাজখানি খোয়া গিয়াছে।

ইরাকে সাম্রাজ্য-বাহিনীর অগ্রগতি

লণ্ডন হইতে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, সাম্রাজ্য-বাহিনী ক্রমেই বাগদাদের নিকটবর্তী হইতেছে। সাম্রাজ্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা প্রদানের নিমিত্ত এরাকী বিদ্রোহীরা রাস্তাঘাট প্লাবিত করিয়া দিতেছে।

জার্মানদের হালফায়া অধিকার

মিসর সীমান্ত অতিক্রমের পর জার্মান অভিযানের দ্বিতীয় দিনে জার্মানগণ কর্তৃক হেলফায়া গিরিপথ অধিকার করিয়াছে।

বেনগাজীতে বোমাবর্ষণ

মধ্য-প্রাচ্যের সরকারী এক্তেহারে লিবিয়ার আপোলো বিমানঘাটির উপর বোমাবর্ষণ এবং ক্রীট দ্বীপে শত্রু অধিকৃত মালেমে বিমানঘাটির উপর কয়েক দফা সাফল্যপূর্ণ বিমান আক্রমণের সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে।

লিবিয়ার গত ২৬শে মে তারিখের রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি বেনগাজী বন্দর আক্রমণ করে। একখানা বাড়ী বিধ্বস্ত হয় এবং ক্যাথেড্রাল দ্বীপের নিকটে অনেকগুলি অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

দুইখানা শত্রু-জাহাজ আক্রান্ত

গত ২৮শে মে আফ্রিকার উপকূলের নিকটে বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি সার্থকতার সহিত শত্রু জাহাজ আক্রমণ করিয়াছে। আট হাজার হইতে দশ হাজার টনের মধ্যে দুইখানা বাণিজ্য জাহাজের উপর সরাসরি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। আক্রান্ত প্রত্যেক জাহাজ হইতে ধূম্ররাশি নির্গত হইতে দেখা যায়।

ক্রীটে আরো জার্মাণ সৈন্য

একখানি সামরিক এক্তেহারে ৩০শে মে বলা হইয়াছে যে, বিমানপথে আরো নূতন জার্মাণ সৈন্য ক্রীটে পৌঁছিয়াছে। সমস্ত দিনব্যাপী ষ্টৌকা বিমানের বোমাবর্ষণ চলিয়াছিল। মিত্র সৈন্যবাহিনীর বামদিকের আরো অপসারণ করা হইয়াছে এবং পুনরায় বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করিয়াছে।

জার্মাণ হতাহতের সংখ্যা

"ডেলী এক্সপ্রেসে"র সামরিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ক্রীটের যুদ্ধে খুব কম পক্ষে আনুমানিক দশ হাজার জার্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

ব্রিটেনের জলপথিতে হীরার বিশেষভাবে শিক্ষিত সেনাদলকে ক্রীটে প্রেরণ করিতেছেন।

গোণ্ডার অভিমুখে ইটালিয়ানদের পশ্চাদপসরণ

ইটালিয়ানগণ গোণ্ডারের প্রায় ৫০ মাইল উত্তরে আদোয়াগামী সড়কের উপর অবস্থিত ডেবারেক ত্যাগ করিয়া গোণ্ডার অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। গোণ্ডারই এখন ইটালিয়ানদের শেষ আশ্রয়স্থানে পরিণত; কারণ বৃটিশ ও দেশ-প্রেমিক হাবসী যোদ্ধাগণ পশ্চিমে মেটেমা, দক্ষিণে টানা হ্রদ, দক্ষিণ-পূর্বে ডেব্রা টাবর এবং উত্তরে বর্তমানে ডেবারেক হস্তগত করায় তাহারা ভীষণ অবস্থায় পড়িয়াছে। এই অঞ্চলে অভিযানরত অধিকাংশ সৈন্যই দেশপ্রেমিক যোদ্ধা; ইহারা বৃটিশ অফিসারদের অধীনে যুদ্ধ করিতেছে। গোণ্ডার অঞ্চলে ইটালীয়ানদের সংখ্যা বড় জোর ১৭ হাজার হইবে।

টোব্রুক অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যদের অগ্রগতি

কিছুকাল পূর্বে জার্মানদের আক্রমণের ফলে টোব্রুকের পশ্চিমদিকস্থ রক্ষা-ব্যূহের কিছু অংশ বাঁকিয়া যায়। উহার অবসান ঘটাইবার জন্য বৃটিশ সৈন্যগণ সামান্য দূর অগ্রসর হইয়াছে।

ইরাকে বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি

গত ২৮শে মে খানসাকিন অধিকারের পর বন্যার দরুণ বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতিতে বিলম্ব হইতেছে। উত্তরাভিমুখে যে বৃটিশ বাহিনী অগ্রসর হইতেছে, তাহারা উর দখল করিয়াছে।

বাগদাদের উপকণ্ঠে বৃটিশ সেনাদল

বৃটিশবাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। বাগদাদ এলাকায় বৃটিশবাহিনী খানসাকিন হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছে। শত্রু অপেক্ষা বন্যার দরুণই বৃটিশ সৈন্যদের অগ্রগতিতে বেশী অসুবিধা হইতেছে। কিন্তু বৃটিশ বাহিনী কাদিমিয়ার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই স্থানটি বাগদাদের উত্তর-পশ্চিম দিকে মাত্র ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

রিজেন্টের ফালুজা প্রবেশ

ইরাকের রিজেন্ট আমীর আব্দুল ইলা ২৮শে মে রাত্রিতে ফালুজা প্রবেশ করিয়াছেন। ঐ স্থানে বাগদাদ ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। আমীর ফালুজায় আগমনের পরই সামরিক গভর্ণমেণ্ট গঠনের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

কায়রো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ৩১শে মে ইরাকে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ৩০শে মে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকা হইতে উহা কার্যকরী হইয়াছে।

ইরাকে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত

কায়রো হইতে প্রতিনিধীয় ইরাকীগণ কর্তৃক যুদ্ধ-বিরতির অনুরোধ জ্ঞাপনের ও রশিদ আলি এবং তাঁহার সহচরগণের ইরাক হইতে পলায়নের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে কায়রো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটিশ বাহিনী বাগদাদের উপকণ্ঠে গত ২৯শে মে পৌঁছে এবং ইরাকের রাজধানীর শহরতলীতে প্রবেশ করিয়াছে।

ক্রীটে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

ক্রীটের অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে— "টাইমস্" পত্রিকা এই কথা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেন। বৃটিশ সৈন্যেরা সুদা উপসাগর এবং কানিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তবে তাহারা এখনও রেথিমোতে আছে; সেখানে এখন প্রবল লড়াই চলিতেছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ১২ দিন ধরিয়া চলিতেছে; এতদিন টিকিয়া থাকিবে বলিয়া প্রতিপক্ষ অনুমোদন করিয়াছিল কি না সন্দেহ।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী (সদর)—

গত জুলাই মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত যে সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

চারঘাট থানার অন্তর্গত আরাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন গোপালপুরের পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে এক পুকুরের পাড়ের এক দিক পরিমিত স্থানের জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। আরাইল ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভারতীপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতিতে তথাকার অধিবাসিগণ ভারতীপাড়া হইতে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত সিকি মাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে এবং গোদাগাড়ী নামক স্থানের জনসাধারণ আলোচ্য মাসে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পানীয় জলের নিমিত্ত একটি কাঁচা কূপ খনন করিয়াছে। ভারতীপাড়ার অধিবাসিগণ ভারতীপাড়া নৈশ-বিদ্যালয়ের সম্মুখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি খেলার মাঠ তৈরী করিয়াছে। তানোর থানার অন্তর্গত কামারগাঁও ইউনিয়ন বোর্ডের জনসাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্মাণ করিয়াছে।

এই মাসে অধিকাংশ গ্রামবাসী কৃষিকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আলোচ্য মাসে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত উল্লেখযোগ্য কোন কাজ সম্পাদিত হয় নাই।

নৈশবিদ্যালয়সমূহ পূর্ব্বের মতই উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

সরকারী কর্ম্মচারিগণ ভ্রমণ ব্যপদেশে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর-প্রেরিত বুলেটিনসমূহ জনসাধারণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বর্ত্তমান কৃষি ঋণদান সমিতিসমূহের সংস্কার সাধন ও আলোচনার নিমিত্ত সার্কেল অফিসার, স্পেশ্যাল অফিসার এবং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত কর্ম্মচারীদিগকে লইয়া গত মাসে একটি সম্মিলনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। ক্রমাগত প্রচারকার্য্য দ্বারা এবং জনগণের সান্নিধ্যে আসিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইয়া পল্লী-অঞ্চলে নবজীবন সঞ্চার করিবার প্রচেষ্টা করা হয়। আশা করা যায় যে, পুঁথিগত উপদেশ প্রচার করার চেয়ে তাহাদের সন্নিকটে গিয়া তাহাদের অভাবঅভিযোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তাহাদের সহিত সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার করিলে পল্লী-অঞ্চলের বিশ্বাসভাজন হওয়া ও সহযোগিতা লাভ করা সম্ভবপর হইবে এবং তাহাতেই পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণের নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক মুক্তি ঘটিবে।

যশোহর—

সুবর্ণকাঠি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় বহু ব্যাপারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ে কোন পিয়ন নাই; ছাত্রগণই পিয়নের কাজ করে। স্কুলের স্কাউট দল বিশেষ উদ্যমশীল। স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় গ্রামের জঙ্গল ও কচুরীপানা পরিষ্কার করার ব্যাপারে উদ্দীপনা সঞ্চার করিতেছেন। স্কুলের কর্তৃপক্ষ বর্ত্তমানে কতকগুলি ক্লাশ পাকা দালানে বসাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই দালান নির্মাণ করিবার ব্যাপারে ছাত্রগণ নিজেরা ইট তৈরী করিয়াছে এবং তাহা পোড়াইয়া পাকা করিয়াছে। এই কার্য্যে উৎসাহ প্রদানার্থ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই দালানের নিমিত্ত ৮০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাবুলিয়া বিতাবতী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টার সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যেই জেলা যুদ্ধ তহবিলের নিমিত্ত অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও এই ব্যাপারে বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে লেডী হেবী হার্বার্টের মহীয় মহিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে দশ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

সিঙ্গিয়াপাড়া গ্রামে দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রায় পনর বৎসর যাবত অতি সন্নিকটে পরিচালিত হইতেছে। উভয় বিদ্যালয়ের মধ্যে রেষারেষি থাকার দরুণ দুইটি প্রতিষ্ঠানেরই অবোনতি ঘটিয়াছে। একটা মীমাংসার জন্য সদরের মহকুমা হাকিম চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যৎ জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুইটি কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাদের পৃথক জিদ বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইবেন না।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ রায় যশোর পরিদর্শন করিয়া ছাত্রগণের সমক্ষে বর্ত্তমান যুদ্ধের কতকগুলি বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। ছাত্রগণ খুব মনোযোগের সহিত তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করে।

ম্যালেরিয়ার টিকা

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রিসার্চ এসোসিয়েশন সদর মহকুমার অন্তর্গত বিকরগাছি নামক স্থানে একটি পরীক্ষামূলক গবেষণা সুরু করিয়াছে; উহার প্রভাব আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কীত ব্যাপারে সুদূরপ্রসারী হইবে। ডাঃ জে, সি, রায় ম্যালেরিয়ার টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের উপর পরীক্ষার ফলে উহা কার্য্যকরী বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে। যশোহরের জেলা বোর্ড এই গবেষণার আংশিক খরচ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ২,৫০০৲ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই গবেষণা যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়—আশা করা যাইতেছে যে তাহা হইবে—তবে ম্যালেরিয়াকে অতি সহজেই এই জেলা হইতে নির্ব্বাসন করা চলিবে। ডাঃ অমৃত লাল রায় বাহিরের গবেষণার ভারপ্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

জেলা বোর্ডের অর্থকরী কমিটি সদর মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গুলি এবং বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত কাইবা নামক স্থানে দুইটি শিশু কল্যাণ ও প্রসূতি সদন কেন্দ্র চালাইবার নিমিত্ত পৌনঃপুনিক ব্যয় ভার বহন করিতে সম্মত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, দুই তিন মাসের মধ্যেই এই দুইটি কেন্দ্রের কাজ সুরু হইয়া যাইবে। একথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের লোকেরা প্রসূতি সদন ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কীত কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমশঃ সচেতন হইতেছে। যশোহরে যে প্রস্তাবিত কলেজের কাজ আগামী জুলাই মাসে সুরু হইবে, ডাঃ গাঙ্গুলী তাহার অধ্যক্ষের পদের জন্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত কলেজের অফিসের হেড্ ক্লার্কও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। লেকচারার পদের জন্য অতি শীঘ্রই লোক নিযুক্ত হইবে।

নোয়াখালী—

চরভবানি, চরমেঘের, চরগোপাই প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের অধিবাসীদিগকে লইয়া নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার অন্তর্গত রামদয়ালহাটে একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতির কর্মকর্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—প্রেসিডেণ্ট—মওলবী রফিকুল হক; ভাইস-প্রেসিডেণ্ট—মুন্সী মুজিবর রহমান; সেক্রেটারী—মাষ্টার আব্দুল বারি; সহকারী সেক্রেটারী—মাষ্টার মোজাফফর রহমান; ক্যাশিয়ার—বাবু নন্দন কুমার মজুমদার; হিসাব পরীক্ষক—বাবু সুধীর কুমার ভাওয়াল। মোট ১৫ জন সদস্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতির কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত ও বাঙলা সরকারের মধ্যে আলোচনা শেষ হইয়াছে। সরকারী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

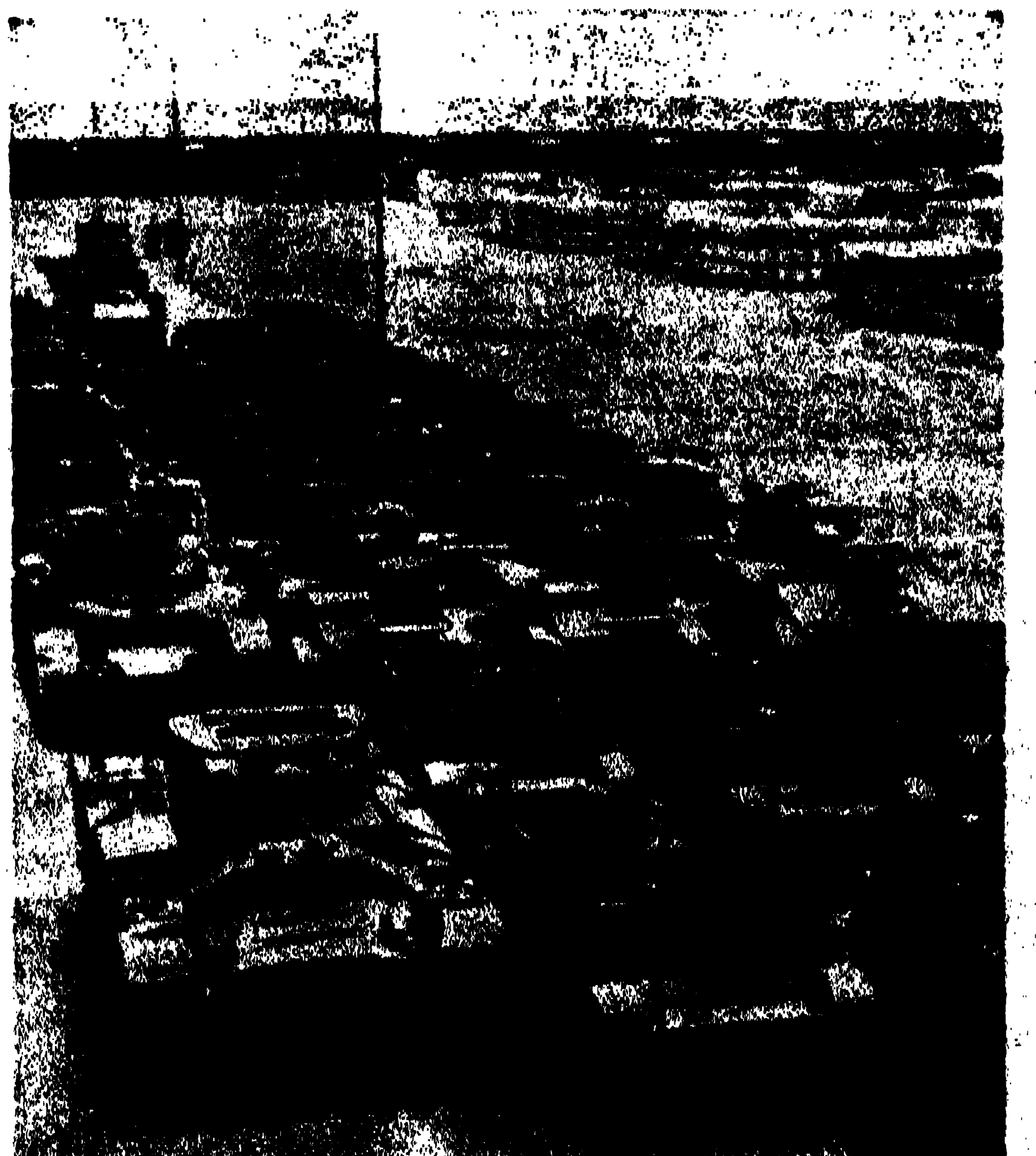

একটি বৃটিশ অস্ত্র-নির্মাণ কারখানায় প্রস্তুত ট্যাঙ্কসমূহ রণক্ষেত্রে প্রেরণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা

নূতন প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা

অন্ধদের সীমাহীন দুঃখ-ব্যথা দূর করার জন্য এবং তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা ও জীবিকার সংস্থান করিয়া দিয়া সমাজের কল্যাণকর সদস্যরূপে গড়িয়া তোলার জন্য আমরা "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" (The Lighthouse for the Blind) নামে এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছি। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এই প্রথম। সমগ্র দেশের দৃষ্টিশক্তিহীন লোকদের এবং সাধারণভাবে অন্ধদের দুর্দশা দূরীকরণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কার্য্য করিবে। কাজেই বুঝা যায়, অন্ধ বালক-বালিকাদের জন্য দেশের নানাস্থানে যে-সব অন্ধ-বিদ্যালয় আছে, এই প্রতিষ্ঠান প্রকৃতপক্ষে সেরূপ প্রতিষ্ঠান হইবে না।

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন" আপাততঃ নিম্নোক্ত কার্য্যে অগ্রসর হইবে:—

(১) প্রাপ্তবয়স্ক অন্ধদের শিক্ষার ব্যবস্থা

১৯৩১ সালের আদম-সুমারীর হিসাবে দেখা যায়—সমগ্র ভারতে ৬০০,০০০ জন অন্ধ লোক রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪০০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক। বাঙলাদেশে মোট ৩৭,০০০ জন অন্ধের মধ্যে ৩০,০০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক। এই বিরাট সংখ্যক অন্ধের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন প্রচেষ্টাই এ-যাবত হয় নাই। ইহাদের অধিকাংশই ভিক্ষা-জীবী বা অসহায়। নূতন প্রতিষ্ঠানটি এই শ্রেণীর অন্ধদের মধ্যে এবং যুদ্ধের ফলে যে-সব সৈনিক অন্ধ হইবে, তাহাদিগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইবে।

(২) অন্ধদের জন্য পুস্তক মুদ্রণ

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে মুদ্রিত যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক দরকার। সুতরাং "অন্ধদের আলোক-নিকেতনে" ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় "ব্রেইল্" পদ্ধতিতে পুস্তক মুদ্রণের জন্য একটি ছাপাখানা খোলা হইবে।

(৩) অন্ধ, কালা ও বোবা লোকদের শিক্ষা

যে-সব লোক অন্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে কালা ও বোবা, তাহাদের শিক্ষার গুরু দায়িত্বভারও এই প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবে। এরূপ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে তাহারা কতটা উন্নতি করিতে সমর্থ, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় লরা ব্রীজ্‌ম্যান্, হেলেন্ কেলার এবং আরো কতিপয় এরূপ লোকের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই। ১৯৩১ সালের আদম-সুমারী অনুসারে, দেখা যায়—বাঙলাদেশে অন্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে কালা-বোবা লোকের সংখ্যা হইতেছে ১৭৯ জন এবং সমগ্র ভারতে ইহাদের সংখ্যা হইতেছে ১,০৭২ জন।

(৪) সাধারণ মঙ্গল-সাধন বিভাগ

"অন্ধদের আলোক-নিকেতনে" যে সাধারণ মঙ্গল-সাধন বিভাগ থাকিবে, তাহার পক্ষ হইতে প্রচার-কার্য্য ও অন্ধদের অন্যান্য কল্যাণকর কার্য্য করার প্রয়াস পাইবে।

এইরূপভাবেই এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া অন্ধদের মধ্যে আলোক বিতরণের প্রয়াস পাইবে। আমরা এই ব্যাপারে দেশবাসী সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

আমরা সমুদয় জনসাধারণ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য কামনা করি। আমরা আশা করি, অন্ধদের মধ্যে আলোক-বিতরণের এই চেষ্টায় দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন আমরা পাইব।

সমস্ত চাঁদা অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ রায় বাহাদুর রামদেব চোখানী, ৭নং লায়ন্স রেঞ্জ (২নং রুম), কলিকাতা, অথবা "লাইটহাউস ফর দি ব্লাইণ্ড ফণ্ড", সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক-অব-ইণ্ডিয়া, ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় পাঠাইবেন।

রাইট অনারেবল লর্ড সিংহ (সভাপতি)।

প্রোফেসার সুবোধচন্দ্র রায় ও মিঃ টি, আহমদ (যুগ্ম সম্পাদক)।

রায় বাহাদুর রামদেব চোখানী (কোষাধ্যক্ষ)।
মিসেস্ ইভেলিন রায় (রেকর্ডিং সেক্রেটারী)।
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (সদস্য)।
মিঃ এ, আর, সিদ্দিকী (সদস্য)।
লেডী এজরা (সদস্য)।
ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় (সদস্য)।
মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার (সদস্য)।
মিঃ ভুবনকান্তি ঘোষ (সদস্য)।
মিঃ রামকুমার ভাজুর (সদস্য)।
মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী (সদস্য)।
মিঃ শৈলেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (সদস্য)।
মিঃ নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জী (সদস্য)।
মিঃ এস, এম, বসু (সদস্য)।
মিঃ ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ (সদস্য)।
মিঃ বিমলা চরণ লাহা (সদস্য)।
মিঃ ডি, সি, ঘোষ (সদস্য)।
মিঃ মনিলাল কুঠারী (সদস্য)।
প্রোফেসার অনাথ নাথ বসু (সদস্য)।

সোভিয়েট নৌ-বাহিনীর মুখপাত্র "রেড ফ্লিট" লিখিয়াছে:—

সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর প্রভুত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাইপ্রাস, ক্রীট ও আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটেনের নৌ ও বিমানঘাঁটি থাকায় ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের প্রভুত্ব এবং সিরিয়ার উপকূল ভাগে ব্রিটিশের চলাচলের পথ অব্যাহত থাকিবার সম্ভাবনা।

বাঙলায় চর্ম্ম-শিল্পের উন্নতি

ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর পরিকল্পনা গৃহীত

চামড়া ছাড়ান ও উহার শ্রেণীবিভাগের জন্য দরিদ্রিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা বাঙলা সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পরিকল্পনাটি এক বৎসর কাল পরীক্ষামূলকভাবে চালাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এ-সম্পর্কে বলা যায়, পৃথিবীর যে সকল দেশে অধিক পরিমাণে চামড়া পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। ভারতীয় শিল্প কমিশনের মতে পৃথিবীতে যত গবাদি পশু আছে, উহার শতকরা ৩৩ ভাগ ভারতেই রহিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে বার্ষিক ৭ কোটি ৬০ লক্ষ হইতে ১০ কোটি ২০ লক্ষ চামড়া উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ উহার শতকরা ২॥ হইতে ৩০ ভাগ উৎপন্ন করে। সুতরাং দেখা যায়, ভারতবর্ষ অনায়াসে প্রচুর পরিমাণ চামড়া বিদেশে রপ্তানী করিতে পারে। ইহার মধ্যে বাঙলার অংশ খুবই বড়। চামড়া ছাড়ান এবং উহার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত যে ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর পরিকল্পনাটি ১৯৪১-৪২ সনে কার্য্যকরী করা হইবে, উহা যুক্ত প্রদেশের আদর্শে রচিত হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচারকার্য্যের সাহায্যে কসাই এবং গ্রামে চামড়া ছাড়ান কার্য্যে নিযুক্ত লোকজনকে উক্ত কার্য্যে দক্ষ করিয়া তোলার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রদর্শনীর দল উপযুক্ত ধরণের ছুরি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন। প্রচলিত নিয়মে চামড়া ছাড়াইবার ত্রুটি সম্পর্কেও তাহারা সকলকে অবহিত করিবেন।

জার্ম্মানীর নূতন কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা

বার্লিনের পত্রিকায় স্বীকারোক্তি

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা বার্লিনের ডয়েশ এলগেমিনে জেইটুং নামক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে:—

"জার্ম্মানীর এখন পর্য্যন্ত কিছু কাঁচা মাল মজুত আছে। ইহা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য জার্ম্মানীর ক্ষমতা বিস্তার করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উদ্বৃত্ত মাল অধিকার করা জার্ম্মানীর পক্ষে অপরিহার্য্য। এই কারণেই জার্ম্মানীকে নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম, গ্রীস এবং অবশেষে যুগোশ্লাভিয়া দখল করিতে হইয়াছে। তবে শুধু ইউরোপের বিজিত দেশগুলির সম্পদের উপরই জার্ম্মানী নির্ভর করিয়া নাই; রাশিয়া স্বভাবতঃই জার্ম্মানীকে পণ্য সরবরাহ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্তমানে জার্ম্মানীকে মজুত মাল ব্যবহার করিতে হইতেছে। সুতরাং শীঘ্রই বাজারে নূতন পণ্য সম্ভার সংগৃহীত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।"

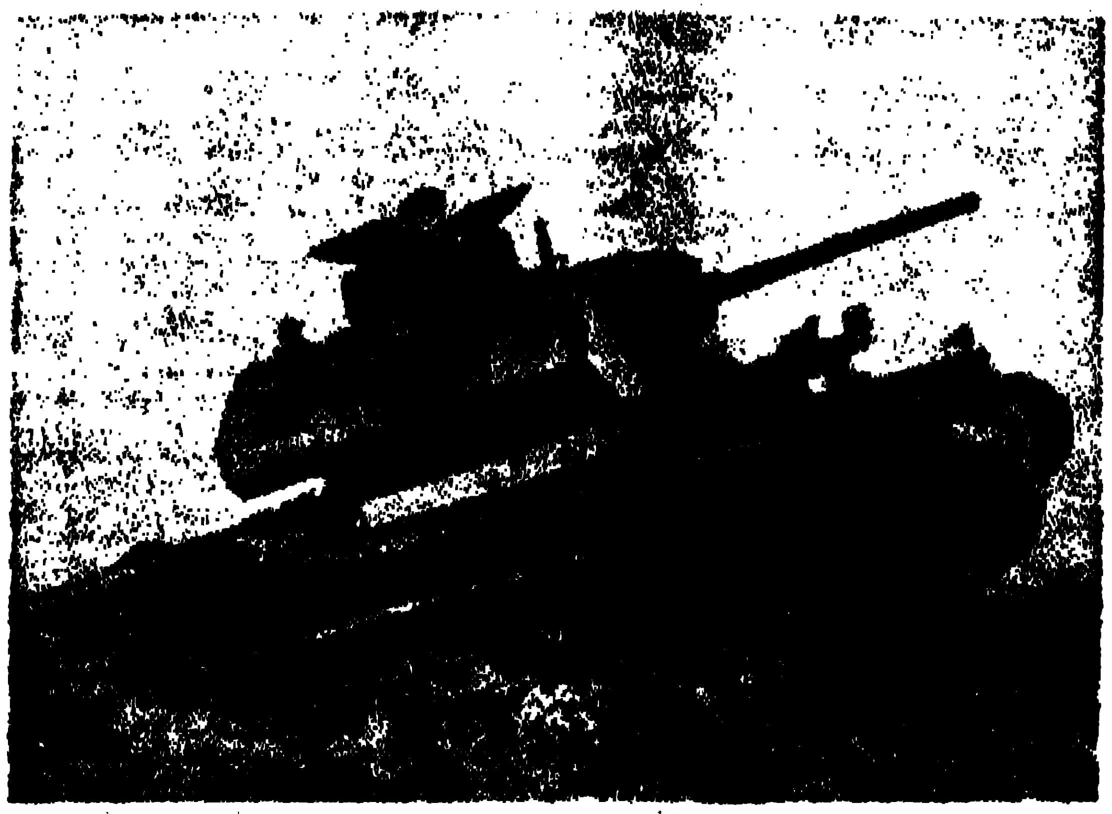

বৃটিশ ট্যাঙ্কসমূহ সমতলভূমি ও দুর্গমস্থানে বন্ধুর পথে সমভাবে চলিতে সক্ষম।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নূতন ইঙ্গ-ইরাক চুক্তি

গত ৩১শে মে অপরাহ্নে ইরাকী বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে ইহা জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এই চুক্তির সর্ত্তাবলী রচিত হয়। এই সর্ত্ত অনুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ইরাকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না এবং ইরাকের রিজেণ্টকে গভর্ণমেণ্ট পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ইরাকী জাতির স্বাভাবিক ও উন্নতি-মূলক কার্য্য-ব্যবস্থা পুনরনুসরণে সহায়তা করিবেন।

বৈরুত বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর অবস্থা স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া বাগদাদ হইতে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধবিরতিতে দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ক্রীট হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত

সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে ১লা জুন ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ক্রীট হইতে বৃটিশবাহিনী প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে পনর হাজার বৃটিশ সৈন্য মিসরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সমর বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে,—

"বর্ত্তমান সংগ্রামের বার দিনব্যাপী প্রচণ্ডতম যুদ্ধের পর ক্রীট হইতে আমাদের সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শত্রু সৈন্য ও বিমানের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিলেও ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আমরা আফ্রিকার বিমান ঘাঁটিসমূহ হইতে ক্রীটে যে বিমান সাহায্য প্রেরণ করিতেছি, তদপেক্ষা অতিরিক্ত সাহায্য প্রেরণ করিতে না পারিলে ক্রীটে ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে আমাদের সৈন্য ও নৌবাহিনী অনির্দ্দিষ্টভাবে সংগ্রাম চালাইতে পারে না। আমাদের প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য মিসরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।"

জার্ম্মানীর নিকট আয়ারের প্রতিবাদ

আয়রিশ গভর্ণমেণ্টের এক এস্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি ডাবলিনে নিক্ষিপ্ত বোমা জার্ম্মাণদের দ্বারা প্রস্তুত ও নিক্ষিপ্ত বলিয়া জানা গিয়াছে। একন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত প্রতিবাদে ক্ষতিপূরণেরও দাবী করা হইয়াছে।

শত্রু-এলাকায় বিমান আক্রমণ

বিমান বিভাগীয় মন্ত্রীর দপ্তরের একটি সংবাদে প্রকাশ, হামবুর্গ, কিয়েল ও উইলহেলমসহাভেনে রাজকীয় বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করিয়া গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছে। হামবুর্গের ব্লৌম ওয়ার্ফের নিকট অঞ্চলে বোমাবর্ষণের ফলে ২০ হাজার বর্গ গজ পরিমিত স্থানের শিল্পভবন সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭৫ হাজার বর্গ গজ ও অপর স্থানে ১,১৫৫ ফিট পরিমিত স্থানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বোমাবর্ষণের ফলে হামবুর্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। জার্ম্মাণির এই দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীর এমন কোন স্থান নাই যে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। যে বাড়ীর মধ্যেই ঐ সমস্ত স্থানে অতি বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। গত ৫ই মে ম্যানহিমের বোমাবর্ষণ করিয়া অনুরূপ ক্ষতি করা হয়। লুডউইগস হাফেনের শিল্পাঞ্চল উপকণ্ঠে বোমাবর্ষণ করায় প্রধান রাসায়নিক কারখানাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ম্যানহিমের ডকসমূহের অবস্থাও অনুরূপ। ফ্রেডরিকসহাফেন ক্যানেলের উত্তর তীরে তীব্রভাবে ক্ষতি [illegible] হইয়াছে।

বাগদাদে রিজেণ্টের সম্বর্দ্ধনা

গত ১লা জুন সন্ধ্যায় বাগদাদের রাজকীয় প্রাসাদে রিজেণ্টের সহিত বৃটিশ দূতের দীর্ঘ সময় ধরিয়া বেসরকারী-ভাবে আলাপ-আলোচনা হয়; এই সময় মার্কিন দূতও উপস্থিত ছিলেন। বাগদাদে রিজেণ্টের প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে তাঁহার প্রতি বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্দ্ধনা উৎসব শেষ হওয়ার অল্প সময় মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত আলোচনা আরম্ভ হয়।

রিজেণ্ট প্রাসাদের সম্মুখস্থ ময়দানে উপস্থিত হইলে পর বিশিষ্ট অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আরবী প্রথা অনুসারে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ছয়টি মেষকে জবেহ করা হয়। সৈন্যদল রিজেণ্টের প্রতি সামরিক প্রথায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। রাজকীয় পতাকা উত্তোলিত হয় এবং ব্যাণ্ডবাদক দল ইরাকের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করে।

শত্রু-পক্ষের জাহাজ-সমস্যা

আমেরিকা দেশগুলি জাহাজী সঙ্কটের সম্মুখীন হইতেছে। সম্প্রতি অ্যাডমিরাল লর্ড হর্ণবী ও উক্তি প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহার কারণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অর্থনৈতিক সংগ্রামের ভারপ্রাপ্ত সচিব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক সংগ্রাম বিভাগীয় এস্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সম্প্রতি উত্তর সাগর ও চ্যানেলের বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি খুব বেশী পরিমাণে শত্রু জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত অক্ষশক্তি পক্ষের মোট ৩০ লক্ষ টন জাহাজ ধৃত অথবা নিমজ্জিত হইয়াছে।

সিরিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের উপস্থিতি

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উদ্ধৃত আনকারার এক বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, একখানা উপকূলগামী মালবাহী জাহাজযোগে প্রথম জার্ম্মাণ সৈন্যদল সিরিয়ায় উপনীত হইয়াছে। আরও প্রকাশ, ইহাদের সহিত অনেক হালকা ট্যাঙ্ক আছে। যতদূর সম্ভব মনে হয়, এই মালবাহী জাহাজখানা ডোডেকানেজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোন দ্বীপ হইতে সাইপ্রাস ও তুরস্কের উপকূল ধরিয়া গোপনে সিরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে।

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

গত কয়েক মাস যাবত ইটালীকে জার্ম্মাণীর নির্দ্দেশ ও অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইতেছে এবং হিটলার যে মুসোলিনী ও কাউণ্ট সিয়ানোকে ব্রেনার গিরিবর্ত্মে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকিয়া পাঠাইবেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না। ৩ মাসেরও অধিক কাল পর সম্প্রতি হিটলার মুসোলিনীকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দান পূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছেন এবং ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এই সাক্ষাৎকারের সংবাদ সর্ব্বপ্রথম রোম হইতেই প্রচারিত হইয়াছে।

বার্লিন বেতারের সংবাদে প্রকাশ, ব্রেনারে হিটলার-মুসোলিনী আলোচনার সময় [illegible] ইটালীর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ [illegible] ও জার্ম্মাণ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ [illegible] কাইটেল উপস্থিত ছিলেন। হিটলার-মুসোলিনী আলোচনা ৫ ঘণ্টা কাল চলে।

সিরিয়ায় বহু জার্ম্মাণ বিমান

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের আঙ্কারাস্থ প্রতিনিধি তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে সংগৃহীত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া [illegible] যে, [illegible] হইতে

ঘাঁটিগুলি হইতে জার্ম্মাণ যুদ্ধপ্লেনসমূহের পূর্ব্ব দিকে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা খুব বেশী পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সমস্ত প্লেনের যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় এইগুলির সংখ্যা দুইশত হইবে।

উক্ত সংবাদদাতা আরও বলেন, সিরিয়া হইতে যে সমস্ত খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলী ও ঔপনিবেশিক সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য কতকগুলিতে পরিখা খনন করিতেছে। ফরাসী অফিসার সমুখীন হওয়ার জন্য তাহারা প্যালেষ্টাইন সীমান্তে সমস্ত সড়কে মাইন পুঁতিয়াছে, সমস্ত সেতু উড়াইয়া দিয়াছে এবং ট্যাঙ্ক-বিরোধী বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ইরাক ও প্যালেষ্টাইন যাত্রার ছাড়পত্র দেওয়াও বন্ধ করিয়াছে।

ইরাকের নূতন মন্ত্রিসভা

জামিল মিদফাই রিজেণ্টের সহিত আগমন করিয়াছেন এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য রিজেণ্টের অনুরোধও তিনি মানিয়া লইয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে মিদ-ফাইয়ের সমর্থকদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইতিপূর্ব্বে তিনি কয়বার উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং বৃটেনের সহিত বহুদিন ধরিয়া বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করিয়াও চলিয়াছেন। মিদফাই মন্ত্রিসভা ক্ষিপ্রগতিতে শক্তিশালী বৃটিশ সমর্থক নেতাদিগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণে অসুবিধা

বর্ম্মা চাউলের আমদানী হ্রাস

চাউলের দর নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবাদপত্রসমূহে কিছুদিন হইতে সম্বন্ধে আন্দোলন-আলোচনা চলিতেছে। চাউলের দর কেন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, জনসাধারণকে তাহা জানাইয়া দেওয়া উপরোক্ত কারণে একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়া যাওয়ায় ও যুদ্ধের দরুণ বর্ম্মা হইতে আমদানীর অসুবিধার জন্যই বর্ত্তমানে চাউলের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৎসর বাঙলা দেশে উৎপাদনের পরিমাণ স্বাভাবিক হইতে যথেষ্ট কম এবং গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৮ ভাগ কম। সমগ্র ভারতে এবার ধান্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। তিন মাসের আমদানীর হিসাবে দেখা যায় যে, গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর বর্ম্মা চাউলের আমদানী শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়াছে। অধিকন্তু বৎসরের এই সময় স্বভাবতঃ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কেবলমাত্র অতিরিক্ত মুনাফা নিবারণকল্পে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়। দাম বাঁধিয়া দিলে অন্য স্থান হইতে আমদানীর পক্ষে অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ধানচাষীদের পক্ষে সুবিধাজনক। গভর্ণমেণ্ট যখন ধান ও চাউলের আনুপাতিক মূল্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন, তখন কলওয়ালারা অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারিবে না।"

চাউলের মূল্য বৃদ্ধি কেবলমাত্র বাঙলা দেশের সমস্যা নহে; ইহা সমগ্র ভারতীয় সমস্যা। তবে মূল্য নির্দ্ধারণ করিলে আমদানী হ্রাস পাইতে পারে—ভারত সরকার এ বিষয়ে সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতেছেন এবং বর্ম্মা হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। চাষীদিগকে অধিক পরিমাণে ধান চাষ করিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইতেছে এবং যাহারা অত্যন্ত অধিক ধান চাউল জমাইয়া রাখেন, তাঁহাদিগকে বাজার দরে অনু-সারে তাহা বিক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কোন প্রদেশে সুনিয়ন্ত্রিত রূপে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। চাউলের অধিক মুনাফার সহিত অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। চাউল, চিনি, ময়দা এবং তৈল প্রভৃতির মূল্য যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থায় আছে।

কৃষি-কথা—

আউস ধানের বীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

বাঙলার অন্যতম প্রধান ফসল আউস ধান। আউস ধান ভরা বর্ষায় পাকে বলিয়া উহাকে রৌদ্রে রীতিমত শুখান বড়ই কঠিন। রীতিমত না শুখাইলে কোনও বীজের বীজশক্তি ভাল থাকে না—শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। অতএব বীজধান যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক চাষীরই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। নিজের হাতে বীজ না থাকিলে বুনিবার সময়ে পরের অনুগ্রহের উপর ভরসা করিয়া থাকিতে হয়। সর্ব্বত্রই চাষীদের মধ্যে একটা প্রথা আছে যে, যতই বীজ মজুত থাক, নিজের বোনা না হইলে কেহ কখনও কাহাকেও বীজ দেয় না। সুতরাং অন্যের কাছ হইতে সময়মত বীজ পাওয়া সম্বন্ধে কোনও নিশ্চয়তা নাই। ইহার ফলে অনেক সময়ে জমি তৈয়ারী হওয়া সত্ত্বেও বীজের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়—মাটির "যো" নষ্ট হইয়া যায় এবং বোনা নাবি হইয়া পড়ে। আউস ধানের একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সকাল আছে, দেরীতে বুনিলে ফসল দেরীতে ওঠে। তারপর, নিজে বীজ রাখিলে নিজের রুচি ও পছন্দমত ভাল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বীজ রাখা যায়, কিন্তু পরের বীজের গুণের কোনও নিশ্চয়তা থাকে না। ভাল বীজ পাইতে হইলে যে ক্ষেতের এবং যে জাতীয় ধানের ফসল সচরাচর ভাল হয়, তাহারই বীজ সংগ্রহ করা উচিত এবং সে বীজ খুব ভাল করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইয়া ভালভাবে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া "আগড়া" "চিটা" বর্জ্জিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অল্প বীজ হইলে কলসে, বেশী হইলে জালায় বা মটকিতে এবং খুব বেশী পরিমাণ হইলে গোলায় বা মরাইয়ে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। যে ঘর বা স্থান বেশ শুষ্ক অথচ ঠাণ্ডা, সেই ঘর বা স্থানই বীজ রাখিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। যে কোনও চাষীর খাঁটি এবং বেশী ফলনবিশিষ্ট বীজের প্রয়োজন হইলে জেলার কৃষি-কর্ম্মচারীর নিকট হইতে পাইতে পারেন।

সরকারী কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে বহু বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে নানাপ্রকার উন্নত জাতীয় ধানের বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জেলায় জেলা কৃষি-কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে যে সরকারী কৃষিক্ষেত্র আছে, সেই কৃষিক্ষেত্রে এই সকল উন্নত ধানের সহিত স্থানীয় সরুজাত(?) ধানের তুলনার জন্য প্রতি বৎসর পরীক্ষা করা হয়। উপর্য্যুপরি কয়েক বৎসর এইভাবে পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় পরীক্ষিত ধানের ফলন স্থানীয় সাধারণ ধানের চেয়ে বেশী, তাহা হইলে ঐ সকল ধানের বীজ সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বেশী করিয়া উৎপন্ন করিয়া স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে সরবরাহের জন্য মজুত রাখা হয়। স্ব স্ব জেলার কৃষি কর্ম্মচারীর নিকট অনুসন্ধান করিলেই চাষীরা এই সকল উন্নত ধানের সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বীজধান ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে।—প্রথম, অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ হইতে বীজকে রক্ষা করা। বীজ শুখাইবার সঙ্গে সঙ্গে বীজ রাখিবার পাত্রগুলিও ঝাড়িয়া মুছিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লইলে ভাল হয়। তারপর বীজ ভরিয়া সেই পাত্রের উপরে কিছু শুষ্ক কাঠের ছাই ছড়াইয়া দিয়া পাত্রের মুখটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। মাটির কলস বা জালা হইলে পাত্রের মুখটি ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া কাদার প্রলেপ দিয়া আঁটিয়া দিলে চলে। বড় পাত্র হইলে "কার্ব্বণ বাইসালফাইড" নামক এক ঔষধ তুলায় ভিজাইয়া ওই ভিজা তুলাটি একটা সরাতে রাখিয়া সরাটা ধানের উপরে স্থাপিত করিয়া পাত্রটি ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে—যেন কোনও ছিদ্র না থাকে।

দ্বিতীয়, ছাতা-রোগের বীজাণু হইতে বীজকে রক্ষা করা। ধানের ছাতা-রোগের বীজাণু অনেক সময়ে ধানের খোসায় লাগিয়া থাকে এবং পর বৎসর যখন ধান বোনা যায়, তখন ওই সকল বীজাণু গজাইয়া ধান গাছকে আক্রমণ করে; ফলে অনেক গাছ মরিয়া যায় বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অন্য সুস্থ গাছেও ওই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। অতএব যাহাতে রোগের বীজাণু বীজধানে না থাকিতে পারে, বীজধান তুলিয়া রাখিবার পূর্ব্বেই সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। প্রথমে বীজগুলিকে লবণজলে (৬ ছটাক লবণ ও ১ সের জল) ধুইয়া লইয়া পরে "করোসিভ সাব্লিমেট" নামক ঔষধের জলে (১ ভাগ "করোসিভ সাবলিমেট" ১,০০০ ভাগ জলে গুলিয়া) ১৫ মিনিট কাল বীজগুলিকে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ধান লবণজলে ফেলিলে "আগড়া", "চিটা" ও অপরিপুষ্ট হালকা ধানগুলি উপরে ভাসিয়া উঠিবে, কেবল সুপরিপুষ্ট বীজগুলি জলে ডুবিয়া থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত ভাসমান ধানগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ঔষধের জলে ১৫।২০ মিনিট কাল থাকিলে সকল প্রকার বীজাণু মরিয়া যাইবে। তারপর ওই ভিজা ধান উঠাইয়া লইয়া প্রথমে ছায়ায় এবং পরে রৌদ্রে খুব ভাল করিয়া শুখাইয়া লইতে হইবে। এই প্রণালীতে বীজধান রাখিলে বীজ ভাল অঙ্কুরিত হয়, গাছ হৃষ্ট-পুষ্ট হয় এবং ফলনও বেশী হয়। জাপানের কৃষকরা এইভাবে বিশোধিত করিয়া ধানের বীজ রাখে এবং সেই বীজ বোনে। আমাদের দেশের চেয়ে তাহাদের দেশে ধানের ফলন অনেক বেশী হওয়ার ইহা অন্যতম কারণ। "করোসিভ সাব্লিমেট" জলে না ভিজাইয়া কেবল লবণজলে ধুইয়া বীজধান ভাল করিয়া শুখাইয়া "এগ্রোসান জি" নামক একপ্রকার গোলাপী রংএর গুঁড়া ঔষধ (১ ভাগ "এগ্রোসান জি" ৫০০ ভাগ বীজের সহিত মিশাইতে হয়) বীজধানের সহিত মিশাইয়া গোলাজাত করিয়া রাখিলেও সুফল পাওয়া যায়। উক্ত ঔষধ বিষাক্ত পদার্থ, সুতরাং ইহা ব্যবহার করিবার সময় নাক মুখ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা উচিত। এই ঔষধ নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যায়:—

ইম্পিরিয়েল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ, লিমিটেড,
১৮নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

উপরোক্ত বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানিবার প্রয়োজন হইলে বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ইকনমিক বোটানিষ্ট, পোঃ তেজগাঁও, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিলে তিনি সাগ্রহে সকল উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন।

টাইমস্ পত্রিকার আত্মমর্য্যাদিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, বৃহদাগর হইতে বনজেরাস প্রণালীর মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও আরকিপেলাগো মধ্যবর্ত্তী দ্বীপসমূহের জাহাজগুলি চালাইয়া আনিয়া জার্ম্মানী ইজিয়ান উপসাগরের বন্দরগুলিতে মাল ও সৈন্যবাহী জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। মাত্র কদিন পূর্ব্বেও বসফোরাস প্রণালী দিয়া চারটি জাহাজ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, ইটালীর ডেট্রায়েব বন্দরাদিতে এই জাহাজের অনেকগুলি জার্ম্মানী কর্ত্তৃক সদ্য অধিকৃত গ্রীস ও গ্রীক দ্বীপগুলির কার্যাদিতে সৈন্য ও রসদ যোগানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

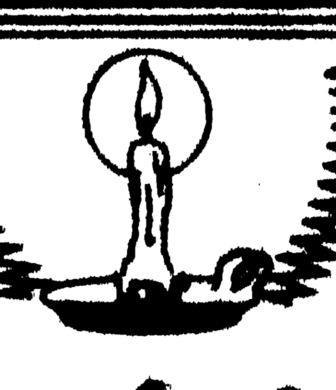

ইলেক্‌ট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়াট বাল্বের পার্থক্য তাঁদের সুখ ও আরামের কতখানি পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই অল্প ওয়াটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে বেশী ওয়াটের বাল্বে খরচ মোটেই বাড়ে না—যা একটু সামান্য বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই-ফোঁড়াই, বা ছবি আঁকা ইত্যাদি যে সব কাজে একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই।

যত রকমে সম্ভব

বাড়ীতে

ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

CESC. 47.

সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে ক্ষোভের সৃষ্টি

জার্ম্মাণীকে বিমানঘাঁটি ব্যবহার করিতে দেওয়ার ফল

টাইমস পত্রিকার আঙ্কারাস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সিরিয়ার ফরাসী কর্তৃপক্ষ ইরাক-যাত্রী জার্ম্মাণ বিমানপোতগুলিকে সিরিয়ার বিমান ঘাঁটিগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়ায় সিরিয়ার ফরাসী সৈন্যবাহিনী বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র পদত্যাগ না করিলে জেনারেল ডেনৎজের ভিশির এই আদেশ পালন করা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না; কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ এবং সাধারণ সৈন্যেরা সকলেই যে ইহাতে বিরক্তি বোধ করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

পালমিরার বিমানঘাঁটি জার্ম্মাণদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ফরাসী বিমানবাহিনীর লোকেরা সকলেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরা এইখানে নিজেদের মাস্ত্রিক ও বিমানঘাঁটি তত্ত্বাবধায়কদের আমদানী করিয়াছে, যাহাতে ইরাক যাইবার পথে জার্ম্মাণ বিমানগুলি এইখানে থামিলে ইহারা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতে পারে। গ্রীস হইতে জার্ম্মাণ বিমান প্রথমতঃ রোডস্ দ্বীপে আসে ও সেখান হইতে পালমিরার ঘাঁটিতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া ইরাক যাত্রা করে।

জার্ম্মাণী রশীদ আলীকে বিমানপোত দিয়া সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে কোনও বৈমানিক দেহ নাই বলিয়া সন্দেহ করিবার কিছু কারণ ঘটিয়াছে। সম্প্রতি মোসলদে দুইটি ব্রিটিশ জঙ্গী বিমান দুইটি জার্ম্মাণ বিমানপোতকে আক্রমণ করিয়া সহজেই ভূপাতিত করিতে সমর্থ হয়। দক্ষ বৈমানিক দ্বারা পরিচালিত হইলে এত সহজে ঐ দুইটিকে ভূপাতিত করা যাইত না।

ওয়াশিংটনে বয়লেল সংবাদে প্রকাশ, সিরিয়ায় বহু জার্ম্মাণ "ভ্রমণকারী" উপস্থিত হইয়েছে বলিয়া যে সংবাদ রটিয়াছে, তাহা সত্য নহে।

ভিসি কর্তৃক রক্ষণাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বিক্রয়ের সংকল্প

সিরিয়া ও লেবাননবাসীদের আতঙ্ক

টাইমস্ পত্রিকার জেরুজালেমের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:—

বেইরুতের সংবাদে প্রকাশ, ভিশি সরকার মধ্য-প্রাচ্যের ফরাসী রক্ষণাধীন রাজ্যগুলির স্বাধীনতা বিকাইয়া দিবার যে লক্ষণ দেখাইতেছে, তাহাতে সিরিয়া এবং লেবাননে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। সিরিয়া পাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়, এই আশঙ্কায়ই তাহারা বিশেষ আতঙ্কিত হইয়াছে। সিরিয়ায় জার্ম্মাণ বিমান অবতরণ করিলে তাহার উপর আক্রমণ চালান হইবে বলিয়া ব্রিটিশেরা পূর্ব্বেই যে ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা সিরিয়ায় প্রকাশ করা হয় নাই। তবে অনেক বেতার-শ্রোতা তাহা গোপনে শুনিয়াছে এবং মুখে মুখে খবরটা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে।

বিলাতের লিবারেল [ন্যাশনাল] প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ আবদুল্লা বলিয়া যে হাউস অব কমন্সের স্পীকারের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট গৃহের উপর জার্ম্মাণ বিমান বোমা বর্ষণ করায় বাক্তিগতভাবে এবং লিবারেল [ন্যাশনাল]দের পক্ষে আমি তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছি। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।"

ব্রিটিশ ও আমেরিকান নাগরিকদের সিরিয়া পরিত্যাগ

লেবাননে জার্ম্মাণ প্রতিরোধের তোড়জোড়

প্যালেষ্টাইন-লেবানন সীমান্ত অঞ্চলের নাকুরা হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—সিরিয়া হইতে যে সকল ভ্রমণকারী প্যালেষ্টাইনে আসিয়া পেঁছিতেছে, তাহাদের নিকট জানা গেল যে, রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমান রায়কে যাওয়া দিনে তিনটি ট্রেনের উপর সফলভাবে বোমা পড়ে। এই তিনটি ট্রেনই ইরাকের জন্য প্রেরিত জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কে পূর্ণ ছিল।

সীমান্তের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়াকে এক কথায় "প্রতীক্ষমান" বলা চলে। সিরিয়ার দিকের সীমান্তবর্তী প্রধান প্রধান ফরাসী সৈন্যবাহিনীগুলিকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে মরোক্কোবাসী সৈন্যেরাই সেদিকে টহল দিবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রদূতাবাসগুলির পরামর্শ অনুসারে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও প্যালেষ্টাইনিগণ সিরিয়া ও লেবানন পরিত্যাগ করিতেছে। এখান হইতে উপকূল অঞ্চল দিয়া বেইরুতে যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহাতে মাইন স্থাপন করিয়া রাখা হইয়াছে। দুই চারটা ছুটকা সৈন্যদলের কথা ছাড়িয়া দিলে সকল সৈন্যকেই পূর্ব্বাঞ্চলে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সেইখানে তাহারা ট্রেঞ্চ খুঁড়িতেছে ও কামানের ঘাঁটি স্থাপন করিতেছে। ব্রিটিশেরাও বিশেষ তোড়জোড় করিতেছে। আকাশ এবং জলভাগ উত্তর দিকেই সতর্ক নজর রাখা হইয়াছে।

তুরস্ক হইতে সিরিয়ায় যে সকল রেল গাড়ী আসিতেছে, তাহার প্রত্যেকটাতেই কয়েক শত করিয়া জার্ম্মাণ থাকে। ইহারা সকলেই বেসামরিক পোষাক পরা এবং বামাজাস না এলেপেপই ইহাদের গন্তব্য স্থল।

লেবাননে সৈন্য সমাবেশ করিয়া জার্ম্মাণ অগ্রসরে বাধা দান করিবার জন্য সম্প্রতি বেইরুতে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমের পার্শ্বেল প্রেরণের সুবিধা

ভাড়া হ্রাসের বিশেষ ব্যবস্থা

মালদহ ও নিমাসরাই ষ্টেশন হইতে বাঙলা, বিহার ও আসামের বিভিন্ন স্থানে প্যাসেঞ্জার ট্রেণযোগে আমের পার্শ্বেল পাঠান সম্পর্কে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ভাড়া হ্রাস করিয়াছেন। এই সব পার্শ্বেলের ভাড়া অগ্রীম প্রদান করিতে হইবে।

উপরোক্ত ষ্টেশনদ্বয় হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কোন কোন ষ্টেশনে কমপক্ষে ৮১ মণ ওজনের এক ওয়াগণ আম প্রেরণের জন্যও ভাড়া হ্রাসের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বি-এন্-ডব্লু রেলওয়ের ষ্টেশনসমূহে এরূপ ওয়াগণে আম প্রেরণ করিতে হইলে কমপক্ষে ওজন ১০০ মণ হওয়া প্রয়োজন এবং সম্পূর্ণ ওয়াগণের মাল একই ব্যক্তি কর্তৃক একই ব্যক্তির নিকট প্রেরিত হওয়া প্রয়োজন।

মালদহ ও নিমাসরাই হইতে ঝুড়ী প্রেরিত হইলে আগামী ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভাড়ার এই হার বলবৎ থাকিবে। যে-সব পার্শ্বেল সাধারণ ভাড়ায় প্রেরিত হইবে, তাহার প্রতি পর্য্যন্ত ওজনের ঝুড়ির জন্য এত আনা ও একমণ ওজনের ঝুড়ির জন্য ।০ আনা অতিরিক্ত লাগিবে।

কলিকাতায় যান-বাহনাদির আলোক নিয়ন্ত্রণ

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আদেশ

ভারত-রক্ষা আইনের ৫২ ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গভর্ণর বাহাদুর নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

১। ৫ই জুন (১৯৪১) তারিখ হইতে এই আদেশ কার্য্যকরী হইবে।

২। (১) প্রত্যেক রিক্সার পশ্চাতে একটি লালবাতি সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) বাইসাইকেল, ট্রাইসাইকেল, ট্রাইসাইকেলযুক্ত ফেরিওয়ালা ভ্যান ও ফেরীওয়ালাদের গাড়ীর সম্মুখের সাদা বাতি ছাড়াও পশ্চাতে আর একটি করিয়া লালবাতি লাগাইতে হইবে।

(৩) সন্ধ্যার অর্দ্ধঘণ্টা পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে যে সব মোটর গাড়ী দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহাদিগকে বঙ্গীয় মোটর আইনের ৩নং নিয়মানুযায়ী বাতি জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। মোটর দাঁড়াইবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যেসব মোটর দণ্ডায়মান থাকিবে, তাহাদের বাতি না জ্বালাইলেও চলিবে।

৩। এই আদেশে "কলিকাতা" বলিতে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩নং ধারায় বর্ণিত শহরাঞ্চল, ১৮৬৬ সালের শহরতলী, পুলিশ আইনের ১নং ধারায় বর্ণিত শহরতলী অঞ্চল ও ১৯০৮ সালের কলিকাতা পোর্ট আইনের ৫নং ধারায় বর্ণিত বন্দর এলাকাকে বুঝাইবে।

৪। এই আদেশ কলিকাতা; ২৪-পরগণা জেলার সমগ্র ব্যারাকপুর মহকুমা, টালিগঞ্জ, বেহালা, মাটিয়াবুরুজ, মহেশতলা ও বজবজ থানা; হুগলী জেলার চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, ভদ্রেশ্বর ও মগরা থানা; এবং হাওড়া জেলার হাওড়া, গোলাবাড়ী, বাটোরিয়া, শিবপুর, লিলুয়া, বালি, বালিঘাটিয়া ও উলুবেড়িয়া থানায় প্রযুক্ত হইবে। কলিকাতা গেজেটে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া যেসব সামরিক এলাকার কথা ঘোষণা করা হইবে, তথায় এই আদেশ প্রযুক্ত হইবে না।

কলিকাতায় মেয়র-ফণ্ড

লক্ষাধিক টাকা লণ্ডনে প্রেরণ

কলিকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিংয়ে লণ্ডন বিমান আক্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য কলিকাতার মেয়র যে সাহায্য-তহবিল খুলিয়াছিলেন, সেই ফণ্ডের কর্মকর্তাগণের এক সভায় উক্ত কমিটি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত ফণ্ডে এ পর্য্যন্ত মোট ১,১৫,১০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা গত ১৩ই মে তারিখে লণ্ডনের মেয়রের নামে পাঠান হইয়াছে।

উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী দাতাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং লক্ষ টাকা সাহায্য প্রদানের জন্য বাঙলা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সরকারের নিকট হইতে এই সাহায্য না পাইলে লণ্ডনে এত বেশী অর্থ প্রেরণ করা সম্ভবপর হইত না বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থ-সংগ্রহের জন্য কলিকাতার সংবাদপত্র ও বায়স্কোপগুলি কমিটিকে যেরূপভাবে সাহায্য করেন, তজ্জন্য মিঃ সিদ্দিকী তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানান।

মিঃ সিদ্দিকী বলেন,—কলিকাতা হইতে আরও অধিক সাহায্য প্রেরণ করা উচিত ছিল। এই ফণ্ডে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা লণ্ডনবাসীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে সিরিয়ার গুরুত্ব

জার্ম্মাণীর প্ররোচনায় বৃটেনকে ভীতি প্রদর্শন

নিকট-প্রাচ্যের সংবাদ হইতে মনে হইতেছে যে, যুদ্ধের ফলাফল নির্দ্ধারণে সিরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। এ সম্বন্ধে রাশিয়া, তুরস্ক ও অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশের সংবাদপত্রগুলি এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, বৃটেন যদি জার্ম্মাণীর সিরিয়া অধিকারে বাধা দিতে পারে, তবে আপনা হইতেই বৃটেনের ইরাকী সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। পরোক্ষভাবে ইহা উত্তর আফ্রিকার সমস্যাও সহজ করিয়া তুলিবে। সুতরাং ইহাতে যে মুস্লিম রাজ্যগুলির নিকট বৃটেনের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও নিঃসন্দেহ।

লণ্ডনের স্বাধীন ফরাসী দলের ধারণা এই যে, সিরিয়ার বর্ত্তমানে অরাজকতা চলিতেছে বলা চলে। হাইকমিশনার জেনারেল ডেনৎজ নামে মাত্র কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। যে দল জিতিতে থাকিবে, সিরিয়ার জনসাধারণ সেই দলেই ভিড়িয়া পড়িবে ইহা প্রায় নিশ্চয় করিয়া বলা চলে।

"শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা হইবে" বলিয়া সম্প্রতি জেনারেল ডেনৎজ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা ভিশি সরকার ও জার্ম্মাণীর আদেশেই করা হইয়াছে। বৃটেনকে ভয় দেখানই ইহার উদ্দেশ্য। সিরিয়ায় বৃটিশ বোমারু বিমানের আক্রমণ বৈরীতামূলক আক্রমণ নহে বলিয়া গত ১১ই মে তারিখে ভিশি সরকার ঘোষণা করিবার পরেই জার্ম্মাণরা ভিশি সরকারের উপর চাপ দেয়। ফলে ভিশি সরকার জেনারেল ডেনৎজকে দিয়া উপরোক্ত উক্তি করান।

বৃটেন ও জেনারেল ডেনৎজের মধ্যে এখন আর আপোষের আশা নাই। জেনারেল ডেনৎজ পুরাপুরি ভাবেই জার্ম্মাণীর ক্রীড়নক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনস্বাস্থ্য-কল্যাণে প্রচেষ্টা

বিভিন্ন খাতে বাঙলা সরকারের দান

একটি প্রসূতি ও শিশু-মঙ্গল সদন প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙলা সরকার জলপাইগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এক কালীন সাহায্য বাবদ ৩,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কতিপয় সর্ত্তাধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য পরীক্ষকের বেতন বাবদও তাঁহারা মাসিক ৭৫৲ টাকা দিবেন।

বাঙলা সরকার জয়নগর-মজিলপুর মিউনিসিপ্যালিটির জন্যও অনুরূপ উদ্দেশ্যে এক কালীন ৩,০০০৲ এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষকের বেতন বাবদ মাসিক ৭৫৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাঙলার যে সকল অঞ্চলে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে সকল অঞ্চলে তিন মাসের জন্য অনধিক ২০টি মেডিক্যাল এবং স্যানিটারী ইউনিট গঠন বাঙলা সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রত্যেক ইউনিটে ১ জন মেডিক্যাল অফিসার, ১ জন কম্পাউণ্ডার এবং ১ জন ঔষধপত্র-বাহক থাকিবে।

কলিকাতার সার্ভেণ্টস অব হিউম্যানিটি সোসাইটির ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বাঙলা সরকার বর্ত্তমান বৎসর ৫,৭৮৮৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

একটিবার দার্কী কিছুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত তাঁহার বিবৃতিতে তুরস্ককেও আক্রমণ করিয়াছেন। তজ্জন্য তুর্কীমহলে তীতির সৃষ্টি হইয়াছে।

এ-সূত্রে অর্দ্ধ-সরকারী ভাবে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণও করা হইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ।

চট্টগ্রামে আলো নিয়ন্ত্রণ

১৯শে জুন হইতে বলবৎ করার সিদ্ধান্ত

২৮শে মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে আলো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা ১৯শে জুন হইতে চট্টগ্রামে বলবৎ হইবে, তৎপ্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

জনসাধারণের জানিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত আদেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য যথেষ্ট সময়ের আবশ্যক আছে বলিয়া অবিলম্বে উহাকে বলবৎ না করিয়া ১৯৪১ সনের ১৯শে জুন তারিখ হইতে কার্য্যকরী করা হইবে।

কলিকাতায় যে সকল আদেশ জারী করা হইয়াছে, চট্টগ্রামেও তাহাই করা হইবে। বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাঙলা সরকার মনে করেন যে, আলো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত আদেশ চট্টগ্রামেও কার্য্যকরী করার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ১৯৪১ সনের ১৯শে জুন হইতে আলো নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত আদেশ বলবৎ করা স্থির হইলেও ইহা পরিষ্কারভাবে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, বর্ত্তমানে বাড়ীতে এবং রাস্তায় যে সকল আলো রাখার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, বিমান আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেওয়া মাত্রই তাহা আচ্ছাদিত কিম্বা একেবারে নিভাইয়া ফেলিতে হইবে। আংশিক আচ্ছাদনকে অনায়াসে পূর্ণ আচ্ছাদনে পরিণত করার উপায় সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হওয়ার জন্য ভবিষ্যতে পরীক্ষা চলিবে। যদি উহাতে কোন অসুবিধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বাঙলা সরকার হয়ত তাঁহাদের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আশা করা যায়, জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ফলে তেমন কোন অসুবিধা দেখা দিবে না। বাঙলা সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাঁহারা এক্ষণে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, উহার প্রতি জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর তাঁহারা নির্ভর করিতে পারেন।

(প্রেস-নোট)

হেস্ সম্পর্কে বৃটিশ বেতার-সংবাদ

শুনিবার অপরাধে জার্ম্মাণীতে এক ব্যক্তির ফাঁসী

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

নিউইয়র্ক টাইমসের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা প্রেরিত একটি সংবাদ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বৃটেন হইতে হেস সম্বন্ধে প্রচারিত বেতার সংবাদ যাহাতে জার্ম্মাণ শ্রোতারা শুনিতে না পায়, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হইতেছে। বিদেশী বেতার সংবাদ নিয়মিতভাবে শুনিবার "অপরাধে" জনৈক "বিশ্বাসঘাতকের" ফাঁসি হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলিতে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশ ইহাই প্রথম।

দক্ষিণ আমেরিকার জন্য স্প্যানিশ ভাষায় বেতারে প্রচার কালে জার্ম্মাণ বেতারকেন্দ্র হইতে বলা হয়—ইংলণ্ডে হেস কিরূপ আচরণ করে এবং কি স্বীকারোক্তি ও বিবৃতি দান করে, তাহার উপরই তাহার পরিবারবর্গের প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা হইবে, তাহা নির্ভর করিতেছে। অথচ ইহার তিন ঘণ্টা পরে যুক্ত-রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ঐ বেতারকেন্দ্র হইতেই জার্ম্মাণ ভাষায় যে বেতার প্রচার করা হয়, তাহাতে ইহা অস্বীকার করা হয়; এবং বলা হয় যে, জার্ম্মাণী এইরূপ কোনও ভীতি প্রদর্শন করে নাই।

ইরাকের তৈলখনি অঞ্চল অধিকারের প্রতিযোগিতা

জার্ম্মাণীর লুব্রিকেটিং তৈলের অভাব

টাইমস পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

উত্তর ইরাকের তৈলখনি অঞ্চলগুলি অধিকারের জন্য বৃটেন ও জার্ম্মাণী পাল্লা দিতেছে বলিলে মনে হইবে ইরাকে জার্ম্মাণী বহু সৈন্য পাঠাইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইরাক বা সিরিয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা সামান্য বলা চলে—ইহা বড় রকম কোনও যুদ্ধের উপযুক্ত নহে। তবে তৈল অঞ্চল দখলের প্রতিযোগিতার কথাটা মোটামুটি রকম সত্য বলা চলে। ইরাকে বহু পরিমাণ ভারী লুব্রিকেটিং তৈল উৎপন্ন হয়; জার্ম্মাণীর এইরূপ লুব্রিকেটিং তৈলের বিশেষ প্রয়োজন। জার্ম্মাণীর লুব্রিকেটিং তৈল যে ইদানিং ক্রমেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়া পড়িতেছিল, তাহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কৃত্রিম তৈলগুলি ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু এগুলিকে কোনও মতেই নির্দ্দোষ বলা চলে না। অবশ্য সোভিয়েট সরকার জার্ম্মাণীকে উপযুক্ত লুব্রিকেটিং তৈল সরবরাহ করিতে পারে, কিন্তু সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট খাঁটি বেনে—তাহারা কোনও পণ্য রপ্তানী করিলেই তাহার বদলে অবিলম্বে অন্য মালের দাবী করিয়া বসে। ইরাক অধিকার করিতে পারিলে জার্ম্মাণী এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। ১৯৩৮ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় ইরাকে ঐ বৎসর মোট ৪৩ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৩০ লক্ষ টনই ভারী তৈল। এই তৈল হইতে লুব্রিকেটিং তৈল উৎপন্ন হয়। গত কয় বৎসর আবার ভারী তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং দৃষ্টি যে ইরাকের উপর পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি।

কিন্তু জার্ম্মাণীর ইরাক অভিযানের সূচনাটা খুব ভাল হয় নাই। জার্ম্মাণী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিতে পারার পূর্ব্বেই রশীদ আলীকে বিদ্রোহ করিতে হয়। ইহা ছাড়া জার্ম্মাণ বিমান বাহিনীর বিমান অধ্যক্ষ কর্ণেল ব্লমবর্গ ইরাকে একটি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্লুমবর্গের মৃত্যু সম্পর্কে জার্ম্মাণী কোনও বিস্তারিত সংবাদ দেয় নাই বটে, তবে সে যে ইরাকের এক বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিবার সময়ই দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে, ইহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। রশীদ আলীকে জার্ম্মাণ সাহায্য দান সম্পর্কে সকল ব্যবস্থা করিবার ভার তাহার উপরই ন্যস্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ।

এ. আর. পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী।) ৮ আনা (২ আনা)*।

২। এয়ার রেইড্স—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং পি, এল্/এ, আর, পি, ১৬, ২৩, ২১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এয়ার রেইড্স, ১৯৪১। (ইংরাজী।) ১ আনা (১½ আনা)*।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্স্ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেণ্ট্রাল অফিস, রাইটার্স্ বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

মেদিনীপুর, রাজশাহী ও নোয়াখালীর সাফল্য

মেদিনীপুর—

ভবানীপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৫৫।৮নং মামলায় প্রথম মহাজন সুধীর চন্দ্র দত্ত ৮৪৫॥৵০ দাবী করে। খাতক শ্যামা চরণ মাজি এবং অপর একজন তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি তাহার নিকট ২০০৲ টাকায় বন্ধক দেয়; সুতরাং আসল ঋণের পরিমাণ ছিল ২০০৲ টাকা। খাতকগণ মহাজনকে মোট ১১৭৲ টাকা প্রদান করে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২৬৩৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং উহা পরে ১৫৫৲ টাকায় মীমাংসা করা হয়। খাতক সমস্ত টাকা নগদ প্রদান করে এবং মহাজন খাতকের সমস্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করে।

খাসপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৬২নং মামলায় গত ১৩৩৪ সনে ভারতপুরের শেখ ইসমাইল মোল্লা নামক খাতক সেকেন্দার খানের নিকট হইতে সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক মাঝে মাঝে যে টাকা শোধ করিয়াছে, তাহা দলিলের পৃষ্ঠায় লিখিত হয় নাই। কাজেই ঋণের পরিমাণ স্থির করিতে বিলম্ব হয়। ঋণের পরিমাণ ৬৪২॥০ আনা বলিয়া ধার্য্য হয়—কিন্তু মহাজন ১,৪৯২৸০ আনা দাবী করে। পরে খাতক নগদ ৩৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়া ঋণ মুক্ত হয়।

রামচন্দ্রপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৯নং মোকদ্দমার মহাজন—(১) রাজেন্দ্র নাথ ভূঁইয়া, (২) ভূপতি চরণ ভূঁইয়া, (৩) বাড়গ্রাম এষ্টেট, (৪) মহেন্দ্র চরণ ভূঁইয়া।

খাতক—বিভু মোহন পাল ও অন্যান্য লইয়া।

প্রথম মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,৩৯১ টাকা। উহা ৯০২৲ বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং সালিসী করিয়া মাত্র ১০০৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। উক্ত অর্থ বোর্ডের সম্মুখে নগদ প্রদত্ত হয়। প্রথমে ঋণ শোধ করা ব্যাপারে ২০ বৎসর কিস্তিবন্দীভাবে সময় দেওয়ার প্রস্তাব হয়। কিন্তু মহাজন প্রস্তাব করে যে, নগদ একশত টাকা প্রদান করিলেই খাতককে ঋণ মুক্ত করা হইবে। বোর্ড অনুমান করিলেন এই প্রস্তাব খাতকের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। খাতক তখন কিছু সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উক্ত ১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া ঋণমুক্ত হয়।

দ্বিতীয় মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২৮৯॥০ আনা। উহা ২২৮॥০ আনা বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং পরে ১০০৲ টাকা নগদ প্রদান করিয়া নিষ্পত্তি হয়। অপর দুইটি ঋণের পরিমাণ অল্প ছিল বলিয়া উহাও নগদ প্রদানে নিষ্পত্তি হয়।

রাজশাহী—

দুবলী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১১নং মোকদ্দমায় খাতক এনায়তুল্লা শা ১৯ বিঘা জমি বন্ধক দিয়া গত ১৯২৭ সালে ২০০৲ টাকা ধার করিয়াছিল। ঋণের পরিমাণ ৫০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া উক্ত ঋণের পরিমাণ ১০৲ টাকায় মীমাংসা হয় এবং টাকাটা নগদ প্রদান করা হয়।

নোয়াখালী—

সিরাজপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৫।২নং মামলায় একজন মহাজনের বন্ধক বলে অর্থ প্রাপ্য ছিল এবং অন্যান্য মহাজনদের হাতে জমিজমা বন্ধক ছিল। এই মামলা সম্পর্কীত মোট অর্থের পরিমাণ এবং কিভাবে তাহা নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মোট দাবীর পরিমাণ।	সাব্যস্ত অর্থের পরিমাণ।	নিষ্পত্তির পরিমাণ।
৫২৭৲	৪২২৲	১৭৯৲

নিষ্পত্তি করা অর্থের পরিমাণের মধ্যে মোট ৫২৲ টাকা বোর্ডের সম্মুখে নগদ প্রদান করা হয় এবং বাদ-বাকি টাকা ১৩ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। যে সকল জমি মহাজনদিগের হাতে ছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

রতনপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১০৮নং মামলায় একজন খাতক তাহার ঋণের সমাধানের নিমিত্ত বোর্ডের নিকট এই মামলা দায়ের করে। মহাজনগণ তাহাদের দাবীর পরিমাণ ৩,৩৪৮।১০ বলিয়া জানায়। উহা পরে ১,৩১৬৸২০ বলিয়া সাব্যস্ত হয় এবং ৩৩২৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। উক্ত টাকা নগদ প্রদান করা হয়।

একটি বৃটিশ বোমারু বিমানে বোমা বোঝাই করা হইতেছে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

দুই সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৯শে এপ্রিল যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলায় ২,৪০১ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে হাওড়ায় ১৭৮, ২৪-পরগণায় ২০৩; কলিকাতায় ৪০৪, যশোহরে ১৭০, খুলনায় ২৫৭, ফরিদপুরে ২০৮, বাখরগঞ্জে ৩৬৫, চট্টগ্রামে ১১৬ এবং নোয়াখালিতে ১১৭ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় ১,০৪২ জনের মৃত্যু ঘটে; তন্মধ্যে ২৪-পরগণায় ১০৩, কলিকাতায় ১৩০, যশোহরে ১১৩, খুলনায় ১৪২ এবং বাখরগঞ্জে ১৭৯ জনের মৃত্যু হয়। উক্ত সপ্তাহে ১,০০৯ জনের বসন্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ২৬৬, ২৪-পরগণায় ১১৬, কলিকাতায় ২৩৩, ঢাকায় ১১০, ফরিদপুরে ১৩৪ জন, সর্ব্বমোট ৩১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা ১৯০ জন মাত্র। দার্জ্জিলিং-এ ১২৯ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল। কলিকাতা এবং বর্দ্ধমান জেলার কোন কোন স্থানে সেরিব্রোস্পাইনাল রোগ দেখা গিয়াছে। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বিগত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলা প্রেসিডেন্সীর বিভিন্ন জেলায় মোট ২,৩৭৬ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে হাওড়া জেলায় ১৮৩, ২৪-পরগণা জেলায় ১৬২, কলিকাতায় ৬৫৭, খুলনায় ১৮১, ফরিদপুরে ১৫৮, বাখরগঞ্জে ৩৫০, চট্টগ্রাম ১৬৪ এবং নোয়াখালীতে ১৫৭ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কলেরায় মোট ৯৪৬ জন লোক মারা গিয়াছে এবং তন্মধ্যে হাওড়ায় ১১৬, ২৪-পরগণায় ১০০, কলিকাতায় ১৫১, বাখরগঞ্জে ১৬৫ এবং চট্টগ্রামে ১৩০ জন মারা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে মোট ১,১৫৯ জন লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ৩০৮, ২৪-পরগণায় ১১৯, কলিকাতায় ২৩২, ঢাকায় ১১৩ এবং ফরিদপুরে ১০৬ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। বসন্তে মোট ৩৩১ জন মারা গিয়াছে এবং তন্মধ্যে কলিকাতায় ২০০ জন মারা গিয়াছে।

আখা আলাপীতে ভারতীয় সৈন্যের বীরত্ব

জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

আখা-আলাপী বিদ্রোহের পূর্ব্বে কয়েক দিন ধরিয়া যে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় সৈন্যেরা বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এ সম্বন্ধে একাধিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

এই যুদ্ধে একজন নায়েক ও একজন সিপাহী-যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি ভারতীয় সৈন্যদল একটি ঘাঁটি অধিকার করিলে দেখা গেল যে, শত্রুরা কাছাকাছি আর একটি ঘাঁটি হইতে সমানে মেসিন-গান ছুঁড়িতেছে। ঘাঁটিটি রাখিতে হইলে ঐ মেসিন-গানটি দখল করা প্রয়োজন। ইটালীয়দের মেসিন-গানের ঘাঁটিটি সেখান হইতে মাত্র দুইশত গজ দূর, কিন্তু একটি অনাবৃত [illegible] দিয়া সেইখানে যাইতে হয় বলিয়া শত্রুকে বিশেষ দুর্গম করা হয়। এই দুরূহ কার্য্যের জন্য দলীয় সৈন্যাধ্যক্ষ দুইজন যোদ্ধা-সেবককে আহ্বান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন নায়েক ও একজন সিপাহী অগ্রসর হইয়া আসিল। জীবনের প্রতি মায়া না করিয়া ইহারা শত্রুঘাঁটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং সেই ঘাঁটিটি দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত আগলাইয়া রাখিল। অবশেষে শত্রুর গুলিতে সেইখানেই তাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

[illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRED DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Bengal Legislature Library

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই জুন, ১৯৪১ [এক আনা

আধুনিক যুদ্ধে বিমান-বহরের কৃতকার্য্যতা

বিমান হইতে নৌ-শক্তিকে কিরূপ সাহায্য সম্ভবপর ?

কমাণ্ডার ষ্টিফেন্‌ কিংহল্‌ সম্প্রতি এক বেতার-বক্তৃতায় নৌ-বাহিনী ও বিমানবহরের সহযোগিতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

বিমান-বহর আধুনিক সমর-কৌশলের দিক দিয়া নৌ-শক্তিকে কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি সে সম্পর্কে কিছু বলিতেছি।

যুদ্ধের সময় বিমানপোতগুলি বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, যথা সংবাদ সংগ্রহ এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি বহন। আমার পূর্ব্ব বক্তৃতায় বলা হইয়াছে যে, রণপোতগুলিই নৌ-শক্তির প্রধান উৎস। অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ রণপোতের সমবায়ে একটি নৌ-বহর গঠিত হয় এবং প্রত্যেক নৌ-বহরে ক্রুজার থাকিবেই থাকিবে।

ক্রুজারগুলি নৌ-বহরের সম্মুখভাগে থাকিয়া উহাদের পথপ্রদর্শকরূপে কার্য্য করে, শত্রুর অবস্থানের সন্ধান করিয়া বেড়ায় এবং শত্রুরা যাহাতে সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

জুটল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময় আমি "সাউথ্যাম্পটন" নামক একখানি ক্রুজারে ছিলাম। আমরাই সর্ব্বপ্রথম আমাদের ক্রুজারের ব্রীজের উপর হইতে দেখিতে পাই যে, জার্ম্মাণ রণপোতগুলি তাহাদের ক্রুজারের সাহায্যার্থে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমরা জার্ম্মাণ নৌ-বহরের দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই তাহারা আমাদের কামানের পাল্লার বাহিরে থাকিয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া শেল বর্ষণ করিতে থাকে। এতৎসত্ত্বেও আমরা জার্ম্মাণ নৌ-বহরের গতিবিধির সংবাদ আমাদের নৌ-বহরে প্রেরণ করিতে থাকি।

যে-কালে ক্রুজারকে নৌ-বহরের চক্ষু মনে করা হইত, উহা সে-কালেরই ব্যাপার। বিমানপোতের আবির্ভাবের ফলে এক্ষণে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজকাল যে-কোন নৌ-অধ্যক্ষ তাঁহার নৌ-বহরের সহিত সংশ্লিষ্ট বিমানপোতের সাহায্যে বহু দূরে অবস্থিত শত্রুপক্ষীয় নৌ-বহরের অবস্থিতির সন্ধান অনায়াসে করিয়া লইতে পারেন। আধুনিক নৌ-বহরে বিমানপোতবাহী জাহাজ আছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের নৌ-বহর বিমান-বাহী রণপোতকে অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে; কারণ বিশাল মহাসমুদ্রের বক্ষে বিমানঘাঁটির অভাব বিমানবাহী জাহাজের দ্বারাই মোচন হইয়া থাকে। তীরস্থ বিমান-ঘাঁটি হইতে কোন বিমানপোতই হাজার হাজার মাইল দূরে যাইয়া সমুদ্রে শত্রুর সন্ধান করিতে পারে না।

আটলাণ্টিকের যুদ্ধে আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্বেগের কারণ এই যে, "৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট কণ্ডর-উল্‌ফ্‌ জার্ম্মাণ বিমানপোত এবং ইউ-বোটের সহযোগিতা।

এই বিমানপোতগুলি দূর সমুদ্রে অবস্থিত ইউ-বোটগুলিকে রক্ষী বেষ্টিত বাণিজ্যপোতসমূহের অবস্থান জানাইয়া দেয়। আটলাণ্টিকে ইউ-বোটের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য আমরা সাণ্ডারল্যাণ্ড বিমানপোত নিয়োগ করিয়া থাকি। রাজকীয় বিমান-বহর ফ্রান্সের উপকূলে অবস্থিত জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটি এবং কীয়েলের সাবমেরিণ তৈরীর কারখানাসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া থাকে। এ-প্রকারে বিমান-বহর নৌ-বহরকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

আরও একটা দিক আছে। বোমারু এবং টর্পেডো-বাহী বিমানপোতগুলি নৌ-যুদ্ধে উহাদের আবশ্যকতা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছে। বোমারু বিমানপোতগুলি নৌ-ঘাঁটিতে অবস্থিত জাহাজের পক্ষে যতটা মারাত্মক সমুদ্রে চালু জাহাজের পক্ষে ততটা নয়; কারণ বিশাল সমুদ্রবক্ষে যে কোন আকারের জাহাজ দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিতে পারে। তথাচ ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে, ভারী ওজনের জাহাজগুলি বোমারু বিমানপোতের ঘাঁটির নিকটে সমুদ্রবক্ষে বেশীদিন স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিতে পারে না। বোমারু বিমানপোতগুলিরও অসুবিধা আছে। উহাদের পাল্লা সীমাবদ্ধ এবং উহাদের লোকজনও খুব সুদক্ষ হওয়া আবশ্যক। খুব উচ্চস্থান হইতে বোমাবর্ষণ করিলে উহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না, কারণ অধিকাংশ বোমা লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়ে না। নৌ-ঘাঁটিতে অবস্থিত জাহাজের উপর কয়েকবার বোমা বর্ষণ করিতে যাইয়া উভয় পক্ষ ইহা সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়াছে। অপর পক্ষে আবার যদি বহু ঊর্দ্ধ হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে আধুনিক রণপোতগুলির বর্ম্মাবৃত ডেক বিদীর্ণ হয় না। বৃটিশের নৌ-ঘাঁটির উপর জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বহু ঊর্দ্ধ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা কোন উল্লেখযোগ্য সুফল প্রদান করে নাই।

বিমানপোতগুলি অত্যন্ত সাফল্যের সহিত বাণিজ্য-পোতের উপর আক্রমণ চালাইতে পারে। কারণ উহাতে ভারী ওজনের অস্ত্রশস্ত্র বড় বিশেষ থাকে না। রাজকীয় বিমান-বহরের অন্তর্ভুক্ত উপকূলবর্ত্তী বিমানপোতগুলি, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের উপকূলে হানা দিয়া শত্রুদের বহু জোগানদার জাহাজ ডুবাইয়া দিতেছে। জার্ম্মাণরাও আমাদের "কনভয়"কে রেহাই দিতেছে না। কিন্তু এব্যাপারে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করা হইতেছে। বিমানপোতগুলি একসঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক বিস্ফোরক বোমা বহন করিতে পারে না; তদুপরি চলন্ত জাহাজের উপর ঠিকভাবে সব সময় বোমা নিক্ষেপ করা যায় না। প্রতিকূল আবহাওয়া বিমানপোত-পরিচালনার দারুণ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

উপসংহারে আমি টর্পেডোবাহী বিমানপোত সম্পর্কে কিছু বলিয়া রাখিতেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধে ইহার বহুল প্রচলন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নৌ-বহর সামুদ্রিক পথগুলির উপর আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট থাকে। নৌ-বহরকে ফাঁকি দেওয়ায় ক্ষমতাই সাবমেরিণের জন্ম; কারণ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়া মাত্রই উহারা ডুব দিয়া সরিয়া পড়ে। এ-যুদ্ধে সাবমেরিণ ছাড়াও আমাদিগকে অপর একটি নূতন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

গ্রেট বৃটেনে সকলের ধারণা এই যে, হিটলার যদি সত্যই ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি বিমান-পোতযোগেই সৈন্য ইংলণ্ডে অবতরণ করাইতে চেষ্টা করিবেন।

কলিকাতায় আলোক নিয়ন্ত্রণ

মোটর-গাড়ীর বাতির ঢাকনা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ মোটরকারের সম্মুখবর্ত্তী বাতির (head lamps) ঢাকনা প্রস্তুতকারীরূপে সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। আলোক-নিয়ন্ত্রণের আদেশ অনুযায়ী আগামী ২০শে জুনের মধ্যে মোটর-কারসমূহে এরূপ ঢাকনা বাধ্যতামূলকভাবে লাগাইতে হইবে।

২০শে জুন তারিখের পর হইতে এরূপ ঢাকনা ব্যবহার না করিয়া যদি কোন মোটর রাস্তায় বাহির হয়, অথবা যদি এমন কোন রকম ঢাকনা ব্যবহার করা হয়—যাহা অনুমোদিত আকারের নয়, তাহা হইলে উপরোক্ত আদেশ ভঙ্গের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইবে।

অনুমোদিত প্রস্তুতকারিগণ—

মেসার্স আলফ্রেড ট্রান্সপোর্ট কোং।
মেসার্স ক্লেক মোটর-কার কোং।
মেসার্স ইণ্ডিয়া বর্ণিং মিল্‌স্‌।
মেসার্স এলেনবেরী এণ্ড কোং।
মেসার্স হাওড়া মোটর-কার কোং।

জানা গিয়াছে যে, এই সব প্রস্তুতকারী তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিক্রয়কারী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৪ই জুন—১৯৪১

জার্ম্মাণ প্রচার-কার্য্যের স্বরূপ

বৃহত্তম জার্ম্মাণ রণতরি "বিসমার্কের" নিমজ্জন ব্যাপারে যে-সব বৃটিশ রণপোত বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকখানাকে (অন্ততঃপক্ষে ৪ খানা) ইতিপূর্ব্বেই জার্ম্মাণ বেতারে একাধিকবার নিমজ্জিত করার দাবী করা হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, আরো কয়েকখানা রণতরিকে এমনভাবে যায়েল করা হইয়াছে যে, সেগুলি মেরামত করা সম্ভবপর হইবে না।

বিগত বর্ষের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে জার্ম্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হয় যে, স্কাপাফ্লোতে বিমান-আক্রমণের ফলে "হুড", "রিপাল্‌স্‌" ও "রিনাউন্‌" নামক তিনখানা বৃটিশ রণতরি ধ্বংস করা হইয়াছে এবং "রড্‌নী" নামক রণতরিখানাকে সাংঘাতিকভাবে যায়েল করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এরূপ ঘোষণার পরও জার্ম্মাণ বেতারে আরো বহুবার এই সব রণতরির নিমজ্জন বা যায়েল হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে যে, যদিও জার্ম্মাণ বেতারে "হুড" নামক রণতরিকে পূর্ব্বেই নিমজ্জিত করার দাবী করা হইয়াছিল, তথাপি রোম-বেতারে ৭ই ডিসেম্বর (১৯৪০) তারিখে ঘোষণা করা হয় যে, ইটালীর বিমান-বাহিনীর আক্রমণে ইহা দীর্ঘকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘোষণার ৬ দিন পর রোম হইতেই বাংলা বেতারে বলা হয় যে, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জের নিকটে এই রণতরিখানাকে ধ্বংস করা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পরদিনই পুনরায় রোম হইতে প্রচারিত ইংরাজী বেতারে বলা হয় যে, বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত "আর্ক-রয়েল্‌" রণতরির সঙ্গে "হুড"ও জিব্রাল্টারে রহিয়াছে।

"রিপাল্‌স্‌" রণতরি সম্পর্কে অনুরূপভাবেই পরস্পর-বিরোধী নানাপ্রকার দাবী করা হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত জার্ম্মাণ বিবৃতিতে এই রণতরিখানা নিমজ্জনের দাবী করা হইয়াছিল এবং পরে স্কাপাফ্লোতে পুনরায় নিমজ্জনের দাবী করা হয়। বলা বাহুল্য, এই দুই ঘোষণার মধ্যবর্ত্তী সময়ে জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগ কর্ত্তৃক এই ঘোষণাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, তখন "রিপাল্‌সকে" মেরামতের জন্য বন্দরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। "স্কাপাফ্লোর" ঘটনার পর "রিনাউন" রণতরি সম্পর্কেও কয়েকবার নানা আজগুবী কথা প্রচার করা হইয়াছিল এবং মাত্র সেদিন—বিগত ২৭শে মে তারিখে যে-সময়ে "বিস্‌মার্ক" জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হয়,—সেদিনও জার্ম্মাণ বেতারে ভ্রান্ত বিবৃতি ঘোষণা করে—এক বৎসর পূর্ব্বে নরওয়ের উপকূলে জাহাজের গোলায় এই রণতরিখানা সাংঘাতিকভাবে জখম হইয়াছিল এবং সম্প্রতি সিসিলী দ্বীপের নিকটে ইটালীয়ানরা পুনরায় ইহাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে।

"কসাক" নামক যে ডেষ্ট্রয়ারখানি "বিসমার্ক" রণতরির উপর প্রথম টর্পেডো বর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সম্পর্কেও ১৯৪০ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে জার্ম্মাণ বিবৃতিতে বলা হইয়াছিল যে, নার্ভিকের যুদ্ধে ভীষণভাবে জখম হইয়া ইহা হঠাৎ আটকাইয়া যায়। যে "শেফিল্ড" রণতরি "বিসমার্ক"কে অনুসরণ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও বিগত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে জার্ম্মাণ হিন্দুস্থানী বেতারে বলা হইয়াছিল যে, ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ইহা জিব্রাল্টারে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

"বিসমার্কের" ধ্বংস ব্যাপারে বৃটিশ বিমানবাহী রণতরি "আর্ক-রয়েল্‌" ও উহার বিমানসমূহ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া জার্ম্মাণ প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌সের মস্তক ঘূর্ণন শুরু হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। বিগত ১৯৩৯ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের এক জার্ম্মাণ বেতারবার্ত্তায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, "আর্ক-রয়েল" রণতরিকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মিথ্যা প্রচার-কার্য্যই পুনঃ পুনঃ চালান হয় এবং কর্পোরাল ফ্রাঙ্ক নামক জনৈক জার্ম্মাণ বৈমানিককে এই রণতরি "নিমজ্জনের" জন্য "আয়রণ-ক্রস" দ্বারা সম্মানিতও করা হয়। কিন্তু উহার অল্প কিছু দিন পরই (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯) ডাঃ গোয়েবল্‌স এই অভিযোগ করেন যে, "গ্রাফ্‌স্পী" জাহাজের জন্য "আর্ক-রয়েল" রণতরি প্লেট-নদীর মোহনায় অপেক্ষা করিতেছে। ইহার পর বিগত ১১ই জুলাই তারিখে বলা হয় যে, দুইটি শক্তিশালী বোমায় আঘাত সরাসরিভাবে "আর্ক-রয়েলের" উপর লাগিয়াছে।

কিন্তু মজার কথা—ডাঃ গোয়েবল্‌সের প্রচার-যন্ত্র দ্বারা এতবার নিমজ্জিত বা জখম হওয়া সত্ত্বেও "আর্ক-রয়েল" ও অন্যান্য বৃটিশ রণতরি সর্ব্ব-বৃহৎ জার্ম্মাণ রণতরি "বিসমার্ককে" সমুদ্রের অতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণ ও ইটালীয় প্রচার-কার্য্যের স্বরূপ কি, এই ব্যাপারেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়।

বিমান-আক্রমণে কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের কর্ত্তব্য

কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙলার অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বিমান আক্রমণ সতর্কতা সম্পর্কে যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যাল তহবিল হইতে তাহার ব্যয় সঙ্কুলান সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের পক্ষ হইতে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট এক নির্দ্দেশ-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে।

উক্ত নির্দ্দেশ-পত্রে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল্‌ আইনের ৪৭৭(১৮) ধারা ও বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ১(৩৬) ধারা অনুযায়ী কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যাল্‌ কমিশনারগণ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া নাগরিকদের নিরাপত্তামূলক কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে অধিকারী। বিমান-আক্রমণ-সতর্কতা পরিকল্পনা যখন বিমান-আক্রমণের আকস্মিক বিপদ হইতে নাগরিকদের ধন-প্রাণ নিরাপদ করার উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে, তখন কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কমিশনারগণ এই ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া যথাযথভাবে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন এবং এই জন্যই তাঁহাদের উচিত এই ব্যাপারে যথাসাধ্য অর্থের ব্যবস্থা করা। উক্ত সরকারী নির্দ্দেশ-পত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আকস্মিক বিমান-আক্রমণের ফলে যাহাতে জল-সরবরাহ, ময়লা অপসারণ প্রভৃতি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য সমূহ ব্যাহত হইতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যাল্‌ কমিশনারদের কর্ত্তব্য এবং এইদিকে দৃষ্টি দিয়া এমন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে আকস্মিক বিপদের সময়ও এই সব ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে।

রাশিয়ার ইরাণ আক্রমণ?

নূতন রুশো-জার্ম্মাণ চুক্তির সর্ত্ত

রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর মধ্যে সবকোনিক্ত বা অন্য কোনও নূতন চুক্তি সম্পাদনের এখন পর্য্যন্ত কোন প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া না গেলেও, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট যে সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে এবং তুর্কী বা ইরাণ কিম্বা ইহাদের উভয়েরই স্বার্থহানি করিয়া কোনও রূপ একটা চুক্তি সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। জার্ম্মাণদের অভিপ্রায় এই যে, রাশিয়াকে কার্স নামক স্থানটি দেওয়ার প্রস্তাব করা হইবে। কার্স ভ্যান হ্রদ হইতে ১৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত এবং পূর্ব্ব অ্যানাটোলিয়া মালভূমির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ১৯২০ সালে তুর্কীরা ইহা দখল করে। জার্ম্মাণী ধরিয়া লইয়াছে যে, রাশিয়া এবং জার্ম্মাণী মিলিত চাপ দিলে তুর্কি যত অনিচ্ছায়ই হউক এই প্রস্তাবে রাজী হইবে। এ অঞ্চলটি দখল করিতে সাহায্য করার বিনিময়ে রাশিয়া বাকু তৈলখনিগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির এবং ইউক্রেন অঞ্চলের যেন বাবুরাম উন্নতি সাধনের জন্য জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করিবে।

ইরাণ আক্রমণের অজুহাত সৃষ্টি করিয়াও রাশিয়াকে উৎসাহিত করা চলে। ইরাণের রেজা শাহ্‌ পহ্‌লভি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ আছেন। কিন্তু ১৯২২ সালের রুশো-ইরাণী সন্ধির ব্যাখ্যার ব্যাপারে জার্ম্মাণী রাশিয়াকে তাহার প্রার্থিত সুযোগ দান করিতে পারে। এই সন্ধির সর্ত্ত এই যে, ইরাণী গভর্ণমেণ্ট রাশিয়া-বিরোধী কোনও বিদেশী শক্তিকে ইরাণে আধিপত্য স্থাপনে বাধা দানে অপারগ হইলে রাশিয়া ইরাণ অধিকার করিয়া লইতে পারিবে। জার্ম্মাণী ইরাণ অঞ্চল অধিকার করিয়া রাশিয়ার জন্য এই সুযোগের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে।

খাকসার আন্দোলন

বেআইনী বলিয়া ঘোষিত

ভারত সরকারের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে খাকসার দলকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করার জন্য ব্যবস্থাবলম্বন করা হইয়াছে এবং এই সকল বিপথে পরিচালিত ব্যক্তিদের কার্য্যকলাপের ফলে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে, তাহা বিদূরিত করার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন।

বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তিতে ৫ই জুন খাকসার প্রতিষ্ঠান বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে:—"যেহেতু, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, আঞ্জুমান-ই খাকসারান অথবা খাকসার নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠান জনশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক, সেহেতু, ১৯০৮ সালের ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের (১৯০৮ সালের ১৪ নং আইন) ১৬ ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণর এই প্রতিষ্ঠানকে উক্ত আইনের ১৫ ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বে-আইনী প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করিতেছেন।"

অন্যান্য কোন-কোন প্রদেশ হইতেও অনুরূপ ব্যবস্থার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"টাইমসে"র রেঙ্গুনস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, বিদেশীরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় সিমলা পরিত্যাগ করিতেছে। সিমলা হইতে যে সকল লোক রেঙ্গুনে আসিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে জানা গেল সেখানকার পুলিশ অধিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের অনুকূল মনোভাবাপন্ন।

"হিমালয় বেতারঘাঁটি" কোথায় ?

(জনৈক বেতার-বিশেষজ্ঞ লিখিত)

"হিমালয়" অথবা "আজাদ" (স্বাধীনতা) বেতার-ঘাঁটির কথা আজ সর্বত্র শুনা যাইতেছে। স্বভাবতঃই লোকের মনে প্রশ্ন জাগে যে, ঘাঁটিটি কোথায় অবস্থিত এবং কাহাদের দ্বারাই বা ইহা পরিচালিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে কৌতূহলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। গুপ্ত বেতার-ঘাঁটি জিনিষটা স্বভাবতঃই রোমাণ্টিক ও রহস্যময়। বিশেষতঃ "আজাদ" (স্বাধীনতা) বেতার-ঘাঁটি নামটা ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সহজেই একটা কৌতূহলের ব্যাপার হইয়া উঠে। অবশ্য নামটা যে জার্ম্মাণীর নাৎসীবিরোধী "ফ্রিডম ষ্টেশনের" অনুকরণেই রাখা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কৌতূহলের উদ্রেক করিতে পারিলে প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হয়; "আজাদ" বেতার-প্রচারকেরাও পূর্ণমাত্রায় ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। হিমালয়ের এক গুহা হইতে গুপ্তভাবে কোনও শক্তিশালী বেতার-ঘাঁটির যন্ত্রপাতি এবং লোকজন লইয়া যাওয়া যে সম্ভবপর নহে, রহস্যের বাহকতার শ্রোতারা যাহাতে তাহা লক্ষ্য না করিয়া এই প্রচার বেনামুন বিশ্বাস করিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই বেতার যখন সর্ব্বপ্রথম শুনা যায়, তখন হইতেই এই কল্পিত "আজাদ" বেতারের ঘোষণাকারী এমন সব ইঙ্গিত করিতে সুরু করেন যেন এই বেতার-কেন্দ্র সত্যই পর্ব্বতের দুরধিগম্য ও অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রদেশে অবস্থিত; সেখানে দিনের বেলায় মোটা কোট ও রাত্রে কম্বলের প্রয়োজন হয় ইত্যাদি। কখনও সে গলা ভাঙ্গার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত; কখনও কর্মসূচী সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রচার বন্ধ করিয়া দিত এবং বিজন স্থানটির কঠোর আবহাওয়া এবং ডাক্তারের অভাব প্রভৃতি খবর কায়দা করিয়া শ্রোতাদের জানাইয়া দিত; প্রচারের সময় বারবার ওয়েভ-লেংথও বদলাইয়া এমন একটা ভাব দেখান হইত যেন এই বিমান-ঘাঁটিটিকে স্থান হইতে স্থানান্তরে সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

প্রথমে এই বেতারঘাঁটিটি সন্ধ্যা ৮টা ৫ মিনিটের সময় প্রচার আরম্ভ করিত। গত ১৭ই মার্চ্চ হইতে ইহারা ৭টা ৫৫তে প্রচার আরম্ভ করে। উভয় সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, যাঁহারা জার্ম্মাণ প্রচার শ্রবণ করেন, এই ঘাঁটিও তাঁহাদের আকৃষ্ট করিতেই চেষ্টা করে। গত ১৩ই মে হইতে ইহারা পুরাতন ওয়েভ-লেংথ বদল করিয়া ১৬ ওয়েভ-লেংথ রাখে ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হইতে প্রচার আরম্ভ করে। বি, বি, সি, হইতেও ঐ সময়েই হিন্দুস্থানীতে সংবাদ ঘোষণা করা হয়; উহার প্রতিকূলতা করিবার জন্যই যে "আজাদ" ঘাঁটি সময় পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট।

কোন্ সময় এবং কোন ওয়েভ-লেংথ যে উপযোগী হইবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে না পারিয়া "আজাদ" ঘাঁটি বারবার সময় এবং ওয়েভ-লেংথ বদলাইতে থাকে। কিন্তু গত ১৪ই মে এই ঘাঁটির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। সেইদিন সন্ধ্যায় রোম রেডিয়ো ঘোষণা করে যে, ভবিষ্যতে "আজাদ" বেতার-ঘাঁটি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ১৯ ওয়েভ-ব্যাণ্ডে প্রচার করিবে। অথচ "আজাদ" বা "হিমালয়" এ সম্বন্ধে পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তও কোনও সংবাদ দেয় নাই।

কিন্তু ভুল হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া "আজাদ" ঘাঁটি তাড়াতাড়ি ইহা সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করে; পূর্ব্বে ওয়েভ-লেংথ পরিবর্ত্তনের সংবাদ দেয় নাই বলিয়া পুনঃ প্রকাশ করে এবং রোম রেডিয়ো কি প্রকারে এই সংবাদ জানিল তাহার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলে যে, "রোম রেডিয়ো ১০ মিনিট চেষ্টা করিয়া আমাদের নূতন ওয়েভ-লেংথের সন্ধান পাইয়াছে।" কি করিয়া "আজাদ" ঘাঁটি রোম রেডিয়োর ১০ মিনিটের এই চেষ্টার সংবাদ পাইল এবং "আজাদ" ঘাঁটি নূতন ওয়েভ-লেংথে প্রচারের কথা প্রকাশ করিবে, তাহাই বা রোম রেডিয়ো জানিল কি প্রকারে, তাহা এখনও ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

এই "আজাদ" বেতার-ঘাঁটি হইতে নানা বিচিত্র সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। হিটলারের দীর্ঘজীবন কামনা, "জার্ম্মাণী, ইটালী এবং জাপান, ইহারা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠাবিরোধীদের দ্বারা শাসিত হয়" বলিয়া ঘোষণা, ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে প্রত্যেক ভারতীয় কৃষকের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা করিবার প্রতিশ্রুতি এবং "পোশিত-পাত আরম্ভ করিলে বৃহৎ আকারেই আরম্ভ করিব" প্রভৃতি সমস্ত উক্তি এই বেতার-ঘাঁটি হইতে বিবৃত হইয়াছে। ভারত-সম্রাট, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, হিটলার, মুসোলিনী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্য উদ্দিষ্ট বিভিন্ন খোলা-চিঠি এখান হইতে প্রায়ই প্রচার করা হয়।

সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতীয় নেতাদের প্রতি অভদ্র ভাষায় গালি বর্ষণও বোধ হয় "আজাদ" রেডিয়োর সংবাদ-সূচীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গালি জাতির ও জাতির গভীর বাহির হইতে ইহা অত্যন্তভাবে চরম পরিচয় দিয়াছে। ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও ইহাদের পরম আক্রোশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল নেতা ও ধর্ম্মকেই ইহারা যথেচ্ছ বিদ্রূপ ও গালাগালি করিয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞদের বিশেষ অনুসন্ধানে সম্প্রতি কিন্তু এই বেতার-ঘাঁটিটির প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কোন্ দিক হইতে এই বেতার প্রচার হয় ও ভারতবর্ষ হইতে এই ঘাঁটির দূরত্ব কত, বেতার-বিশেষজ্ঞেরা বৈজ্ঞানিক প্রথায় নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে এই বেতার প্রচারের উৎপত্তিস্থল বহুদূরে। ইহা ছাড়া প্রচারিত সংবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়াও এই বেতার-ঘাঁটির প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। "আজাদ" বেতার-বার্ত্তা চক্রশক্তিদের বেতার প্রচারেরই অন্তর্গত, ইতিমধ্যে বহুলোকই ইহা টের পাইয়া গিয়াছে। প্রতি-রাত্রে "আজাদ" ঘাঁটি হইতে যে উক্তাদি করা হয় এবং বহু নেতৃস্থানীয় ভারতীয়ের চরিত্র সম্বন্ধে যে হীন ইঙ্গিত করা হয়, তাহা যে ডক্টর গোয়েবেলসের পরিকল্পনা ও পরামর্শ অনুসারেই করা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রচারের ভার জার্ম্মাণীর তাঁবেদার ইটালীই লইয়াছে। বেতার ঘাঁটিটি রোমে অবস্থিত বলিয়াই মনে হয়।

আফ্রিকায় ইটালীর তিন লক্ষ সৈন্য নাশ

৭ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান হস্তচ্যুত

পূর্ব্ব আফ্রিকার যুদ্ধে ইটালীর ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে হরকণ্যারার পোষ্টের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

এই বৎসরের প্রথম দিকে ইহাদের লোকবল ছিল ৩ লক্ষ; ইহার মধ্যে ইটালীর সৈন্যের সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই সৈন্যবাহিনী উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ইহাদের এক হাজার কামান, বহুশত ট্যাঙ্ক, বহু মাল ও সৈন্যবাহী মোটর যান এবং উপযুক্ত বিমান-বাহিনী ছিল। বর্ত্তমানে এই সৈন্যবাহিনীর হিসাব লইলে দেখা যাইবে মোটামুটি অবস্থা নিম্নলিখিতরূপ:—

বন্দী	..	১ লক্ষ ২০ হাজার।
সমুদ্রাপণী ও নিখোঁজ	..	১ লক্ষ ২৫ হাজার।
হত ও নিরুদ্দেশ	..	৫৫ হাজার।
মোট	..	৩ লক্ষ।

অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সকলই নষ্ট হইয়াছে। এই যুদ্ধে ৭ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান ইটালী হারাইয়াছে। ইটালীর মোট ক্ষতির পরিমাণ এক মিলিয়ন পাউণ্ড হইয়াছে বলা চলে। যে পরিমাণ যুদ্ধ-সম্ভার নষ্ট হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে ইটালীর অন্ততঃ দুই বৎসর সময় লাগিবে।

"বিসমার্ক" ডুবির তাৎপর্য্য

যোদ্ধেটেনিবির উদ্দেশ্য পণ্ড

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নৌ-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ব্রিটিশের "হুড" নামক যুদ্ধ জাহাজটি ডুবাইবার ৬০ ঘণ্টা পরেই জার্ম্মাণীর "বিসমার্ক" নামক যুদ্ধজাহাজটিকে ডুবান হয়। "বিসমার্কের" পশ্চাদনুসরণ ও বিধ্বংস রাজকীয় নৌ-বাহিনীর কার্য্যাকুশলতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইবে। "হুড" বিধ্বস্ত হওয়ায় কতগুলি গুরুতর ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। "বিসমার্ক" "হুড"কে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল বলিয়াই যে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। "বিসমার্ক" যদি আরও দক্ষিণে যাইতে পারিত, তবে কতগুলি পণ্যবাহী জাহাজ ডুবাইতে পারিত। সেখান হইতে ইহার পশ্চিম আফ্রিকা অথবা ইউরোপের পশ্চিম উপকূলে যোদ্ধেটেনিবির কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। এই কার্য্যটিকে যে জার্ম্মাণরা অতিশয় প্রয়োজনীয় মনে করে, ইহা নিশ্চিত। কারণ ইহাকে বিশেষ গুরুতর কার্য্য মনে না করিলে তাহারা নিশ্চয়ই তাহাদের ৩৫ হাজার টন ওজনের সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক এই যুদ্ধ-জাহাজটিকে এদিকে পাঠাইত না।

২৩ বৎসরের পুরাতন ব্যাটল-ক্রুজার "হুড"কে বিসর্জন দিয়া জার্ম্মাণীর এই উদ্দেশ্য পণ্ড করা হইল। জার্ম্মাণী যে ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রীসে হিটলারের "নব-বিধান"

লুটতরাজের অবাধ লীলা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখিয়াছে:—

ইতালুতে যে সকল গ্রীক রেফুজি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে হিটলারের "নব-যুগের" রূপ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। ইহাদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গ্রীসে নাৎসীরা নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সরকারে জমা দিবার হুকুম জারি করিয়াছে। জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পাইবে কিনা, এ সম্বন্ধে তাহারা ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। শুধু তাহাই নহে। নাৎসীরা দোকানপাট, বাড়ীঘর, বাজারগুলি সকলই নির্বিচারে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁবু এবং তৈজসপত্র সকলই বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে।

বিদেশী জার্ম্মাণ সৈন্যদের আচরণ সম্বন্ধে কেহ নালিশ করিতে গেলে, তাহাকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়। জার্ম্মাণ-নিয়ন্ত্রিত এথেন্স রেডিয়ো ইতিমধ্যেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত "নব-বিধানের শত্রুদের" প্রথম তালিকা প্রকাশ করিয়াছে।

বীরত্ব ও সাহসিকতার পুরস্কার

ভারতসম্রাট কর্ত্তৃক দুইটি সম্মান-চিহ্নের প্রবর্ত্তন

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বীরত্ব ও সাহসিকতার পুরস্কার স্বরূপ মহামান্য ভারত সম্রাট "দি জর্জ ক্রস" ও "দি জর্জ মেডেল" নামক দুইটি সম্মানচিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রসের পরেই "দি জর্জ ক্রসের" স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। সাংঘাতিক বিপৎকালে যাহারা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিবে, উক্ত ক্রস তাহাদেরই প্রাপ্য হইবে। শুধু সাহসিকতার জন্য মেডেল দেওয়া যাইবে। ক্রস ও মেডেল প্রধানতঃ বে-সামরিক লোকদের জন্যই সৃষ্টি করা হইয়াছে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধক ও সিভিল গার্ড বাহিনীর লোকেরাও উক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিবেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

মসুলে বৃটিশ বাহিনী

বৃটিশ বাহিনী মসুল দখল করিয়াছে। গত ২রা জুন তারিখে বাগদাদে বিশেষ দাঙ্গা হওয়ায় ইরাকী সরকার তথায় সামরিক আইন জারী করিয়াছেন। অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা হইয়াছে।

শত্রু জাহাজ ধ্বংসের সাপ্তাহিক খতিয়ান

২রা জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে শত্রুপক্ষের মোট ৬১,০০০ টন পরিমাণের জাহাজ নিমজ্জিত বা ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার অন্ততঃ ৫৫,০০০ টন পরিমাণের জাহাজ ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ অগ্রাভিযান

আবিসিনিয়ার হ্রদ অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং ইটালীয়দের ট্যাঙ্কের সাহায্যে পাল্টা আক্রমণের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে ৫,৭৭২ জন ইটালীয় এবং ১২,০১০ জন আফ্রিকানকে বন্দী করা হইয়াছে। যে সকল জিনিষপত্র হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৪টি ট্যাঙ্ক, ৭খানা সাঁজোয়া গাড়ী, ৮৫টি কামান রহিয়াছে।

ভিসি সরকারের যুদ্ধায়োজন

রাজনৈতিক সমালোচকগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, ভিসি গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ চাপে পড়িয়া দ্য-গলে-পন্থী উপনিবেশসমূহ পুনরধিকার ও বৃটিশ আক্রমণ হইতে সিরিয়া রক্ষার জন্য দ্রুত আয়োজন করিতেছে। প্রকাশ, জেনারেল ওয়েগাঁ শাদ্দ অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করিয়াছেন।

শত্রু জাহাজে অগ্নি সংযোগ

গত ৪ঠা জুন বৃটিশ প্লেনগুলি নরওয়ের উপকূলের নিকটে একখানা ৫,০০০ টনের জাহাজে আগুন লাগাইয়াছে এবং ক্রীয়ুগ বন্দর আক্রমণ করিয়াছে।

বুলোঁ বন্দরও আক্রমণ হইয়াছে। চ্যানেলে শত্রুর একখানা বোমারু প্লেন এবং তিনখানা জঙ্গী-প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

আরো কয়েকখানা শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত

ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, বিসমার্কের বিরুদ্ধে অভিযানের পর ব্রিটিশ নৌবহর শত্রুপক্ষের আরো তিনখানি জোগানদার জাহাজ ও একখানি সশস্ত্র ট্রলারকে ডুবাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত জাহাজ যে বিসমার্ক ও বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজের বিরোধিতার জন্য নিযুক্ত অন্যান্য জাহাজের রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সাইপ্রাসে জার্ম্মাণ আক্রমণের উদ্যোগ ?

সাইপ্রাসের চতুর্দ্দিকস্থ দরিয়ায় জার্ম্মাণরা মাইন সংস্থাপন করিয়াছে। কয়েকটি মাইন ইতিমধ্যেই তুরস্কের উপকূলে ভাসিয়া আসিয়াছে। দুইটি তুর্কী-বন্দরের মধ্যে তৈল বহনের কার্য্যে নিযুক্ত একখানি ছোট তুর্কী মোটর বোট অকস্মাৎ নিমজ্জিত হইয়াছে, খুব সম্ভব এইরূপ একটি মাইনে আঘাত লাগিয়াই মোটর বোটখানি নিমজ্জিত হইয়াছে, এই সম্পর্কে তুর্কী কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিতেছেন। কোন কোন মহলের মতে মাইন সংস্থাপন, জার্ম্মাণীর সাইপ্রাস আক্রমণের পূর্ব্বাভাস।

চ্যানেলে দূর-পাল্লার কামানের যুদ্ধ

৭ই জুন শনিবার ভোর বেলায় ফরাসী উপকূলে সন্নিবেশিত দূর পাল্লার জার্ম্মাণ কামানগুলি হইতে গোলা বর্ষিত হয় এবং ডোভার প্রণালীতে নাৎসী প্লেনগুলিও তৎপর হইয়া উঠে।

বুলোঁ বন্দরের কামানগুলি হইতে প্রত্যেক সালভোতে দুইটি শেল সহ কিছুক্ষণ গোলাবর্ষণ চলে। অতঃপর কেপ গ্রিসনেজ ব্যাটারীগুলি চারটি সালভো নিক্ষেপ করে, ফলে সহরটি প্রকম্পিত হয়।

কেপ গ্রিসনেজগুলির কামানগুলি হইতে যে সময় গোলা নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, সেই সময় বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি ফরাসী উপকূলে আক্রমণ চালাইতেছিল।

বৈরুতে জার্ম্মাণ সাবমেরিণ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, বৈরুত বন্দরে আটখানা জার্ম্মাণ পকেট সাবমেরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নাৎসী-কবলিত রায়েক বিমানঘাঁটি

রায়েক বিমান বন্দর এখন জার্ম্মাণদের হাতে আসিয়াছে। ফলে উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পো, পালমাইরা ও রায়েক এই তিনটি প্রধান বিমানঘাঁটিতেই জার্ম্মাণদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছে; এই সমস্ত ঘাঁটিতে যে সমস্ত ফরাসী প্লেন ছিল, সেগুলি এখন রাজাকে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

দেড় শতাধিক জার্ম্মাণ প্লেন

সিরিয়ায় জার্ম্মাণ প্লেনের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা শক্ত, তবে মোট সংখ্যা দেড়শত হইতে দুইশতের মধ্যে হইবে।

সিরিয়া ও রোডসের মধ্যে জার্ম্মাণ প্লেনগুলি অনবরত যাতায়াত করিতেছে, সেইজন্য প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় দুঃসাধ্য হইয়াছে।

কতকগুলি সৈন্যবাহী প্লেন ও অন্যান্য শ্রেণীর ভারী ভারী জার্ম্মাণ প্লেনও সিরিয়া ও রোড্‌সের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। ইহাতে মনে হয়, জার্ম্মাণগণ বিমানঘাঁটির উপকরণ ও বিশেষজ্ঞগণ আনয়ন করিতেছে।

লাটাকিয়ায় জার্ম্মাণদের তৎপরতা

জার্ম্মাণগণ সিরিয়ার লাটাকিয়া বন্দরটি ব্যবহারযোগ্য বন্দরে পরিণত করিতেছে, জার্ম্মাণগণ নিকটে একটি বিমানঘাঁটিও তৈরী করিতেছে। ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের সংবাদদাতা আঙ্কারা হইতে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নাৎসী-নিয়ন্ত্রিত রায়েক, পালমায়রা ও আলেপ্পো বিমানঘাঁটিতে এখন নাৎসী প্লেনের সংখ্যা দুইশতে পরিণত হইয়াছে।

সিরিয়ায় সাম্রাজ্য-বাহিনীর প্রবেশ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, স্বাধীন ফরাসী সৈন্যদল সাম্রাজ্যবাহিনীর সহায়তায় ৮ই জুন রবিবার প্রাতে সিরিয়া ও লেবাননে প্রবেশ করিয়াছে। জেনারেল দ্য'গলের পক্ষ হইতে জেনারেল ক্যাট্রু সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং এই উদ্দেশ্যে একটি চুক্তির জন্য আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া একটি ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও উক্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

ভিসির সংবাদে প্রকাশ, সিরিয়ায় মিত্রশক্তিবাহিনী জেবেল-দ্রুজ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

ভিসি গভর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন, আমাদের সেনাবাহিনী সিরিয়া রক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে।

আলেকজেন্দ্রিয়ায় বোমা-বর্ষণের প্রতিবাদ

আলেকজেন্দ্রিয়ায় নিরপরাধ নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণের জন্য মিশর সরকার জার্ম্মাণী ও ইটালীর নিকট তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। জার্ম্মাণীর নিকট প্রাণহানি ও ধন-সম্পত্তি নষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণও দাবী করা হইবে।

বৃটিশ-বাহিনীর কর্ত্তৃক উত্তর-আফ্রিকায় একজন সৈনিক ড্রিল করিতেছে।

ম্যালেরিয়া-নিবারণী চেষ্টা

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একদল চিকিৎসক নিয়োগ

পল্লীগ্রামে এবং মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য দুইমাসের অধিক কালের নিমিত্ত সনদ প্রাপ্ত কতিপয় চিকিৎসক নিয়োগের উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার অনধিক ৭,০০০্ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। চিকিৎসকের প্রত্যেকে মাসিক ৫০্ হিসাবে মাহিনা এবং ২০্ ভাতা পাইবেন।

এতদ্ব্যতীত এই উদ্দেশ্যে আরও ৭,০০০্ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকায় অভিযানের সময় বাঙ্গালী সৈন্য ইটালীর সোমালিল্যাণ্ডের গভর্ণর ও কয়েকজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে বন্দী করিয়াছে। বাঙ্গালী বাহিনীর জনৈক অফিসারের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে উল্লেখযোগ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙলার নদ-নদী সমস্যা

আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা

এ পর্য্যন্ত ভারতের নদীসমূহ কেবলমাত্র মানুষের বিবিধ প্রকার কাজে লাগাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত; কিন্তু ইহাদের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধায়ক বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া হইত না। একন্য আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; কারণ নদীগুলি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। তাহাদের রক্ষণ ও উন্নতিমূলক কোন কার্য্য করিতে হইলে, একটা বিশেষ প্রদেশের এলাকাভুক্ত অংশটুকুর উন্নতি বা সংরক্ষণ চেষ্টা সম্ভব হয় না। যতগুলি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের মধ্য দিয়া নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে একটি আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন।

এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা যদি নদীর জল সারা বৎসর ধরিয়া সকল প্রদেশের মধ্যে সুবিবেচনার্থভাবে বিভাগের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে। বর্ত্তমানে এক প্রদেশ বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে, অন্য প্রদেশে জলাভাব দেখা দেয়; গ্রীষ্মকালে নদীর জল শুকাইয়া অতিশয় ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয় এবং কোথাও বা পলি জমিয়া জলপ্রবাহ একেবারে বন্ধ হয়। কেবলমাত্র একটি আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা দ্বারা এই সকল অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভবপর হইবে। বাঙলা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান দোষে এবং যদি উপরের দিকে অবস্থিত প্রদেশ ও রাজ্যের মধ্যে নদীর জল অত্যধিক পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে বাঙলা দেশে অবস্থিত নদীসমূহের দক্ষিণাংশে ইহার গুরুতর অনিষ্টকারী প্রতিক্রিয়া হইবার আশঙ্কা আছে। এই প্রকার অবস্থার প্রতিকার ও নিবারণকল্পে আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশন গঠন করা বাঙলা দেশের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়, এবং এবিষয়ে কমিশনের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়া আবশ্যক।

বাঙলা সরকার অবশ্যম্ভাবিরূপে এই প্রকার কমিশন গঠনের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন; যেহেতু বাঙলার নদী সমস্যা সমাধানকল্পে যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইবে, তৎসমুদয়ের সফলতা অনুরূপ সমস্যা সম্পর্কে আন্তঃপ্রাদেশিক কার্য্যপদ্ধতির উপর নির্ভর করিবে। জলপ্লাবন কোন একটি প্রদেশের বিশেষ সমস্যা নয়; ইহা আন্তঃপ্রাদেশিক সমস্যা। প্রাদেশিক এলাকার মধ্যে জলপ্রবাহিকার উন্নতি বিধান এবং উদ্বৃত্ত জল অন্য স্থানে প্রবাহিত করিবার স্থান সঙ্কুলান দ্বারা বন্যা-সমস্যার সমাধান হইবে না। আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশনের মারফতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার উৎপত্তি স্থান রোধ করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে নির্দ্দিষ্ট জলবাহিকার সন্নিকটবর্ত্তী বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিবার ফলে নদীর জল অধিক পরিমাণে গড়াইয়া মাটি ধৌত করিয়া নদীগর্ভ অগভীর ও জলপ্রণালীসমূহ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে নদীর জল চতুষ্পার্শ্বে ছড়াইয়া পড়িয়া দেশের প্রভূত অনিষ্ট সাধন করে। অধিকন্তু বৃষ্টির জল উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার মাটিতে শোষিত হয় না। তদুপরি নদী-জলবাহিকার মুখিভাগে জল সঞ্চয় হয় না। এরূপ অবস্থা বাঙলাদেশের নদীসমূহের পক্ষে চিন্তাজনক; কারণ জলবাহিকা অপ্রচুর হইলে নদীতে জল সঞ্চয় হয় না এবং সেকারণ যথোপযুক্ত জলপ্রণালী তৈয়ারী হয়। দেখা যাইতেছে যে, আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশনের সহযোগে সকল প্রদেশ সম্মিলিতভাবে চেষ্টা না করিলে

নদী সমস্যা অর্থাৎ বন্যা-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর হইবে না।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া বাঙলা ও আসাম সরকার মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র এবং তাহাদের শাখা ও উপনদী-সমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী কমিশন গঠন করিতে সম্মত হইয়াছেন। কমিশন গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত একটি ক্ষুদ্র অস্থায়ী কমিটি ১৯৪০ সনের জুন মাসে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙলা ও আসাম গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি, রেলওয়ে, ষ্টীমার কোম্পানী ও চা কোম্পানীর প্রতিনিধি আছেন। এই কমিটি আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া সমস্যাসমূহের প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ এবং কমিশনের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবেন।

কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। বাঙলা ও আসাম সরকার কর্ত্তৃক কমিটির সুপারিশ গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে বাঙলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় এসম্পর্কে ভারত সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন

এ পর্য্যন্ত কোন পরিদর্শক নিযুক্ত হয় নাই

বাঙলার ব্যবসায়-ট্যাক্সের কমিশনার জানিতে পারিয়াছেন যে, কতিপয় লোক বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন অনুযায়ী নিয়োজিত সরকারী কর্ম্মচারীরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়া বিভিন্ন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে গিয়া খাতাপত্র পরীক্ষার দাবী করিতেছে। কাজেই জনসাধারণের ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, যদিও বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন কার্য্যকরী হওয়া আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তথাপি এ-পর্য্যন্ত কাহাকেও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-সমূহে যাইয়া খাতাপত্র পরীক্ষা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং তাহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। বিক্রয়-কর আইন অনুসারে যখন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হইবে, তখন তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসায়-ট্যাক্সের কমিশনার মিঃ ই. ডব্লু. হল্যাণ্ড, আই-সি-এস কর্ত্তৃক যথারীতি স্বাক্ষরিত অনুমতি-পত্র থাকিবে।

বিস্ফোরক ও রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের কারখানার জন্য বিশেষ ধরণের সীসার পাইপ প্রয়োজন। এতকাল তাহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেই ঐ ধরণের সীসার পাইপ নির্ম্মিত হইতেছে। পরীক্ষায় ইহা সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বিস্ফোরক ও রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের কার্য্যে এই পাইপের জন্য অতঃপর ভারতবর্ষকে আর অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না।

এই প্রয়োজনগুলি এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ আপনার বর্ত্তমান আয় কম হয়ে গেলেও আপনাকে চালাতেই হবে। সুতরাং যতটুকু বেশী আজ আপনার আছে তার হিসাব ক'রে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন:

আপনার নিরাপদ-ভবিষ্যৎ ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেটের উপরই নির্ভর করে।

১০৲ টাকায় ৩৷৷০ আনা লাভ

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নওগাঁ (রাজশাহী)—

নওগাঁর নূতন মহকুমা হাকিম কার্য্যভার গ্রহণ করার পর হইতে অবিশ্রান্তভাবে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সুরু করিয়াছেন। মাত্র কুড়ি মাস কাল কাজ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

জন-স্বাস্থ্য

স্থানীয় ডিস্পেন্সারীর প্রসারসাধন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। এই মহকুমায় একটি ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীর অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। মহকুমা হাকিম মিঃ মল্লিক এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৭,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আরও তিন হাজার অতি শীঘ্রই পাওয়া যাইবে আশা করা যাইতেছে। মাননীয় মিঃ এম, বি, মল্লিক কর্ত্তৃক উক্ত ল্যাবরেটরী ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত ভবন নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে কমিটি স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কিম্বা মেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে উহা উদ্বোধন করিতে অনুরোধ জানাইয়া তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে।

সম্প্রতি একটি শিশু-কল্যাণ ও মাতৃ-মঙ্গল কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে এবং এই কার্য্য অতি শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে।

নওগাঁ শহরকে সুন্দরতর করিবার প্রশ্নও মহকুমা হাকিমের দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই এবং টাউনে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের নিমিত্ত তিনি বড় একটি ফার্ম্মের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। এই বৈদ্যুতিক আলো আনিবার পরিকল্পনায় সকলেরই সম্মতি আছে এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে উহা বিশেষ প্রেরণা যোগাইবে।

উচ্চ শিক্ষা বিস্তার

স্থানীয় কে, ডি, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। দুইটি ক্লাশ-রুম এবং প্রাঙ্গনের একটি দেয়ালের বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত নওগাঁ শহরে প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের বসিবার নিমিত্ত একটি হলেরও বিশেষ প্রয়োজন। দুইটি ক্লাশ-রুম নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ এবং ৫০০ লোক বসিবে এইরূপ একটি হল নির্ম্মাণ-কার্য্য অতি শীঘ্রই সুরু করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই জনসাধারণের নিকট হইতে ৩,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৭টি থানা লইয়া এই মহকুমা গঠিত এবং তন্মধ্যে মাত্র ৫টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়-গুলির মধ্যে ৪টি নওগাঁতে কিম্বা তাহার অতি সন্নিকটে অবস্থিত। মফঃস্বল অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসিগণের উচ্চশিক্ষার কোন সুবিধা নাই। ইহার ফলে এই মহকুমা শিক্ষার দিক হইতে শোচনীয়ভাবে অনুন্নত। মিঃ মল্লিক উচ্চশিক্ষা প্রচারের ভার বিশেষ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে চারিটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থা

যানবাহন চলাচলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল এবং অবস্থা একপ্রকার স্থির না বলিলেই চলে। মহকুমার মধ্যে কেবলমাত্র একটি বাস চলাচলের রাস্তা ছিল এবং যাত্রীদিগের সুখ-সুবিধার দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না দিয়া উহা চালকদিগের খেয়ালখুশী মত চালিত হইত। সম্প্রতি একটি মোটর এসোসিয়েশন সংগঠন করা হইয়াছে, নূতন রাস্তাসমূহ খোলা হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে নির্দ্ধারিত সময়ে বাসগুলি চলাচল করিয়া থাকে। মহকুমার যে সকল গ্রাম বহির্জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন ছিল এক বৎসরের মধ্যে সেই সকল অঞ্চল সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছে। একটি টমটম এসোসিয়েশনও বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিতভাবে কাজ করিতেছে।

ঋণ-সমস্যার সমাধান

এই মহকুমার ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহ বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান সমিতির মতে বাঙলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে আনুমানিক ঋণের পরিমাণ একশত কোটি টাকা। মোটামুটিভাবে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, তন্মধ্যে নওগাঁর ঋণের পরিমাণ এক কোটি। ইতিমধ্যেই ৫৫ লক্ষ টাকার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সমগ্র প্রদেশে এ পর্য্যন্ত ১৩ কোটি টাকার ঋণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং নওগাঁ প্রদেশের ৪৮৫টি মহকুমার একটি। সুতরাং পল্লী-অঞ্চলের ঋণ-সমস্যা সমাধানে এই মহকুমার বোর্ডগুলি গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

যুদ্ধপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু না বলিলে বর্ত্তমানে কোনো বিবরণীই সম্পূর্ণ নহে। মহকুমা হাকিমকে প্রেসিডেন্টরূপে গ্রহণ করিয়া মহকুমা-যুদ্ধ কমিটি যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বিশেষ তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছেন। নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতেই কমিটির কার্য্যকলাপ অবগত হওয়া যাইবে:—

প্রথমতঃ জনসাধারণকে কি ভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে সচেতন করা যায়? দ্বিতীয়তঃ কি ভাবে অর্থ সংগ্রহ করা যায়? তৃতীয়তঃ আমরা জনসাধারণকে কি পরিমাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে বলিব? সাধারণভাবে প্রচারকার্য্য এবং অর্থসংগ্রহ একসঙ্গে পরিচালিত হইতেছে। থানা-যুদ্ধ কমিটি ও ইউনিয়ন যুদ্ধ কমিটি সংগঠন করা হইয়াছে। সমগ্র মহকুমায় প্রায় একশতটি সভা আহ্বান করা হইয়াছে এবং মহকুমা হাকিম অধিকাংশ সভাতেই উপস্থিত ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারিগণ ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কি পরিমাণ অর্থ জনসাধারণকে প্রদান করিতে বলা হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা সভাই সুরু। প্রত্যেক সভাতেই একবাক্যে স্বীকার করা হয় যে, ইউনিয়ন রেটে প্রদান করাই সর্ব্বোত্তম পন্থা এবং এ সম্পর্কে ভাল রকম জ্ঞান আছে এইরূপ গ্রামবাসীদের জানা লোক যদি পরিমাণ স্থির করিয়া দেন, তবেই ভাল হয়। অন্য যে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থের উল্লেখ করিবে, তাহার নিকট হইতে চাঁদা আশা করা যায় না। নওগাঁতে এই সম্পর্কীত কাজ অদ্ভুতভাবে হইয়াছে। মনে হয় যে, খুব মহকুমাই আছে যেখানকার এত লোক চাঁদা প্রদান করিয়াছে। গিল্ড বিল্ডার্স লিমিটেড, প্রাদেশিক সিন্ডিকেট লিমিটেড এবং নওগাঁর অন্যান্য ইন্ডিয়ান বণিকদের অকুণ্ঠ-সমর্থিত সাহায্য প্রশংসনীয়। অধিকন্তু যুদ্ধ কমিটির অন্য বেশ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। যুদ্ধফান্ডের এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল:—

গাঁজা সোসাইটী মারফৎ	১৭,৬২০৸১৫
মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে নওগাঁতে প্রদত্ত তোড়া	১০,০০১৲
অন্যান্য অঞ্চল হইতে নওগাঁর বন্যানুভবে রাজশাহীতে প্রদত্ত হয়	৬,৯১৬৲

ব্যক্তিগতভাবে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য দান করিয়াছেন:—

বলিহারের মিঃ বিমলেন্দু রায় (প্রতিশ্রুত ১,০০০৲ মধ্যে)	৭০০৲
ভবানীনগরের মিঃ মণীন্দ্রনাথ রায়	৫০০৲
আত্রাইয়ের মিঃ রমাকান্ত দাস	৩০০৲

জনসাধারণ যাহাতে যুদ্ধ সম্পর্কে সত্য সংবাদ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য নওগাঁতে একটি রেডিও সেট (বেতার যন্ত্র) বসানো হইয়াছে। ভবানীপুরের মিঃ প্রিয় শঙ্কর চৌধুরী চারি শত টাকা ব্যয় করিয়া এই বেতার-যন্ত্রটি প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধ সম্পর্কে প্রচারকার্য্য ব্যাপারে এই রেডিওর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ৬৬,০০০৲ টাকা রাজশাহী জেলা হইতে প্রদান করিলে উক্ত জেলার নামানুসারে একটি বিমানের নামকরণ করা হইবে। এ পর্য্যন্ত রাজশাহী জেলা হইতে ৫৯,৭২৩৲ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে নওগাঁ প্রদান করিয়াছে ৩৭,৪৬০৸৫। পুরা টাকা যখন সংগৃহীত হইবে, তখন নওগাঁ নিশ্চয়ই ৪০,০০০৲ এর বেশী অর্থ প্রদান করিবে এবং রাজশাহীর পরিবর্ত্তে সম্ভবতঃ নওগাঁর নামকরণ দাবী করিবে এবং একথা সত্য যে এই অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে নওগাঁর মহকুমা হাকিমের ব্যক্তিগত সাফল্যই সপ্রমাণ করিয়াছে।

ঢাকা—

ঢাকা জিলার মনোহরদী থানার অন্তর্গত খলিরপাড় বোর্ড-স্কুল প্রাঙ্গণে মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেবের সভাপতিত্বে হিন্দু-মোসলমান মিলিত এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মৌলভী আবদুল মজিদ প্রাথমিক শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করার পর মৌলভী মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান সাহেব পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দানে সভার সকলকে আপ্যায়িত করেন এবং পণ্ডিত কাজী আজিম উদ্দিন আহমদ সাহেবকে সেক্রেটারী করিয়া এক পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। এই সভায় ১৩৫ জন লোকে মাসিক ৵০ এক আনা হিসাবে উক্ত পল্লী-উন্নয়ন সমিতির তহবিলে চাঁদা দান করিতে স্বীকৃত হন।

ফুটবল!

(প্রত্যয় নয়।)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট

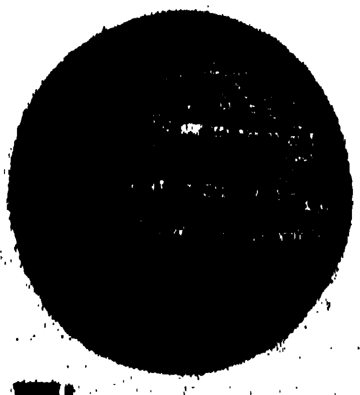

ফুটবল!!

(প্রত্যয় নয়।)

সুগোল টেকসই

মোহন ব্রাদার্স লিঃ,
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

আবহাওয়া ও চাউলের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাংলার কোন কোন স্থানে প্রবল বারিপাত হইলেও বিগত ২৮শে মে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে মোটের উপর মৃদু বারিবর্ষণ হইয়াছে। বৈষয়িক শস্য আবাদের জন্য পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে। বিগত ২৪শে মে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে যথাক্রমে ৫,২৮৩ এবং ৪,৫৭৫ জন লোক কর্মের বিনিময়ে সাহায্য এবং ১,৫৭৩ এবং ৯,৭৫২ জন খয়রাতী দান লাভ করিয়াছে। তৎপূর্ব সপ্তাহে মালদহ জেলায় ৭২৮ জন লোক শ্রমের বিনিময়ে সাহায্য পায়। ২৪শে তারিখে রংপুরে ৪০,৯৪৪ জন শ্রমের বিনিময়ে সাহায্য লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল।

চাউলের দর

২৪-পরগণা—ডায়মণ্ডহারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে টাকায় /৬ সের হইতে /৭।০ ছটাক; নদীয়া—কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে /৬—/৭ সের; মুর্শিদাবাদ—লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দি /৬৷৷০ হইতে /৭৷৷০ সের; যশোহর—ঝিনিদহ, মাগুরা, নড়াইল, বনগাঁও /৭ সের /৭৷৷০ ছটাক; খুলনা—সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট /৭ সের; বর্দ্ধমান—আসানসোল, কাটোয়া ও কালনা /৬৷৷০ হইতে /৭৷৷০ সের; বীরভূম—রামপুরহাট /৭ সের; বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর /৭ সের; মেদিনীপুর—কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রাম /৭ সের হইতে /৭৷৷০ সের; হুগলী—শ্রীরামপুর এবং আরামবাগের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই। হাওড়া ও উলুবেড়িয়া /৭ হইতে /৭৷৷০; রাজশাহী—নওগাঁ, নাটোর /৬।০ হইতে /৭।০ ছটাক; দিনাজপুর—ঠাকুরগাঁ, বালুরঘাট /৭ সের হইতে /৮ সের; জলপাইগুড়ি আলিপুর টাকায় /৭ সের; দার্জিলিং কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং /৬ হইতে /৮ সের; রংপুর—নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা /৬।০ হইতে /৬৷৷০ ছটাক; বগুড়া /৭৷৷০; পাবনা—সিরাজগঞ্জ /৭ সের; মালদহ /৭ সের; কুচবিহার /৭৷৷০ ছটাক; ঢাকা—মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ /৬।০ সের হইতে /৭ সের; ময়মনসিংহ—জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ /৬।০ হইতে /৭। সের; ফরিদপুর—গোয়ালন্দ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ /৬।০ হইতে /৭ সের; বাখরগঞ্জ—পিরোজপুর, পটুয়াখালি, দক্ষিণ সাহাবাজপুর /৭ সের হইতে /৭৷৷০ ছটাক, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৭ হইতে /৯ সের; ত্রিপুরা—ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর /৭ সের হইতে /৭৷৷০ সের; নোয়াখালী এবং ফেণী /৬ সের হইতে /৬।০ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে /৮ সের ও ত্রিপুরারাজ্যে /৬।০ হইতে ।৩। ছটাক পর্য্যন্ত।

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত মে মাসের ৩ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলা দেশে মোট ১,৯৪৫ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে হাওড়ায় ১০৪ জন, ২৪-পরগণায় ১৮০ জন, কলিকাতায় ৪৪৭ জন, ফরিদপুরে ১০৮ জন, বাখরগঞ্জে ২৯৮ জন, চট্টগ্রামে ১২০ জন, ত্রিপুরায় ২৪৫ জন, এবং নোয়াখালির ১২৭ জন। সে একই সপ্তাহে কলেরায় মোট ৬৪৬ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতায় ১২৬ জন, ও বাখরগঞ্জে ১১৭ জন সর্ব্বসমেত ঐ সময় ৬৩১ জনের বসন্ত হয়, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৬৬ এবং কলিকাতায় ১৩২ জন। কলিকাতায় ১০৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দার্জিলিং এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যথাক্রমে ৯৫ এবং এবং ৫৩ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল। কলিকাতা, নদীয়া (সদর) এবং আসানসোলের কোন কোন অঞ্চলে মেনিনজাইটিস রোগ দেখা দিয়াছে।

(প্রেসনোট)

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহীর পল্লীতে বিরাট প্রচেষ্টা

বিগত ৩০শে বৈশাখ রাজশাহী জেলার যোগীপাড়া গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌ: কলিমুদ্দিন মণ্ডল সাহেবের সভাপতিত্বে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন দিবস প্রতিপালিত হয়। সভায় অনুমান ৭০০ শত লোক যোগদান করিয়াছিলেন। মৌ: নজিমউদ্দিন আহমদ এবং মৌ: তাসির উদ্দিন মোল্লা পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ও পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে জনসাধারণকে বিবিধ উপদেশাদি প্রদান করেন। স্থানীয় কৃষি কমিটির চেয়ারম্যান মৌ: বাহার উদ্দিন মণ্ডল সাহেব পল্লী-উন্নয়ন ও পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন। পরে সভাপতি মৌ: কলিমুদ্দিন মণ্ডল সাহেব প্রত্যেক পাট-চাষীকে অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের লাইসেন্সের সহিত আবাদী জমি পুঙ্খানুপুঙ্খ মিলাইয়া দেখেন।

ফরাসী গীয়াধিকৃত "ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার দ্বারে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীসের পতনের পর ভিসি সরকারের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এই যে, জার্ম্মাণী নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। আফ্রিকার ইটালীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ ফ্রান্সের জনসাধারণকে বিশেষ একটা জানিতে দেওয়া হইতেছে না। শান্তি আসন্ন বলিয়া তাহাদের আশ্বাস দেওয়া হইতেছে। শান্তি স্থাপনের পর ব্রিটেনের বদান্যতায় ফ্রান্স গৌরবের স্থান অধিকার করিবে এবং একমাত্র জার্ম্মাণীর পক্ষেই তাহার স্থান হইবে বলিয়া প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বিগত ২রা জুন তারিখে কলিকাতায় বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর নিম্নরূপ ছিল:—

			প্রতি মণ।
আগমার্ক আটা	(কাগজের থলিয়ায়)	..	৫।৴০
ঐ	(চটের থলিয়ায়)	..	৫।৴০
ঐ	(কাপড়ের থলিয়ায়)	..	৫।।০
আগমার্ক ঘৃত	(কিশোর বাবু)	..	৬৫৲
ঐ	(অমৃত ভোগ)	..	৬৪৲
ঐ	(গুঁড়ার)	..	৬৪৲
ঐ	(রাণা প্রতাপ)	..	৫৮৲
ঐ	(শঙ্কর)	..	৬৪৲
ঐ	(গৌরী)	..	৬৯৲
ঐ	(রুচি)	..	৬৯৲
চাউল	(বাঁকতুলসী)	..	৬।০—৬।।৴০
ঐ	(পাটনাই)	..	৬৲—৬।।৴০
ঐ	(মোটা)	..	৫৲—৫।৴০
			প্রতি কুড়ি।
মুরগীর ডিম (বাছাই করা)	(এ)	..	৸৴০
ঐ	(বি)	..	।।৴০
ঐ	(সি)	..	।।৴০
ঐ	(ডি)	..	।৵০
			প্রতি টাকায়।
দুধ		..	/৫ সের।
			প্রতি মণ।
গোল আলু	(নৈনিতাল)	..	৪।।০—৪।।৵০
			প্রতি সের।
ঐ	..	..	৵—৵১০
			প্রতি মণ।
মৎস্য	(রুই)	..	১৮৲—২৫৲
ঐ	(চিংড়ি)	..	১২৲—১৫৲
ঐ	(ইলিশ)	..	৮৲—১২৲
			প্রতি টাকায়।
ফল	(কাশ্মীরী আপেল)	..	৬ টা হইতে ৮ টা।
ঐ	(নাগপুরী কমলা লেবু)	..	৮টা হইতে ১২ টা।
			প্রতি কুড়ি।
ঐ	(আসামের আনারস)		৭৲—১০৲
			প্রত্যেকটা।
ঐ	(সিঙ্গাপুরী আনারস)	..	৵১০—৷১০

১১শে মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে মোট ১৩০টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭৫টি গাভী পাঞ্জাব হইতে এবং অবশিষ্টগুলি অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। এই সময় মধ্যে ১৬০টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে ও ১৫৭টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৭০৲—১০২৲ টাকা এবং ১৪৮৲—১৮৫৲ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করিয়াছিল। এই সব গাভীর দুধের পরিমাণ /৬ সের হইতে /৮ সের এবং মহিষের দুধের পরিমাণ ।০ সের হইতে ।২ সের পর্য্যন্ত ছিল।

আবিসিনিয়ার পতন সম্বন্ধে "ডেইলী মেল" পত্রিকা একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশপক্ষে সাম্রাজ্যের দুইটী বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত সৈন্যেরা যে সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। এই যুদ্ধের আগাগোড়া সকল কৃতিত্ব দাবির উপর দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতের সৈন্যবাহিনী বেপরোয়াভাবে তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই বীর বৃটিশ বৈমানিক ২৩টী নাৎসী বিমান বিনষ্ট করিয়া বিমান বিভাগের শ্রেষ্ঠ সম্মান "ক্রুস্টার ক্রস্" লাভ করিয়াছেন।

আরবের আধুনিক "লরেন্স"

ট্রান্সজর্ডনের মেজর গ্লবের কাহিনী

সাধারণে চরকপ্রুপ সাহেব পক্ষপাতী, তাহারা মেজর গ্লবকে আরবের নূতন লরেন্স নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক জন পুলিশের অধিনায়ক মাত্র। আরব-বাহিনী নামে আধা-সামরিক যে দলটি ট্রান্সজর্ডনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত, মেজর গ্লব তাহাদের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর মেজর হইলেও তিনি ট্রান্সজর্ডনের আমীর আবদুল্লার কর্মচারী। এই বাহিনীটি একমাত্র দেশের আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষার কার্য্যেই নিযুক্ত; ইহাকে সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধ করিতে হয় না।

বিগত যুদ্ধের কালে লরেন্সের ন্যায় বর্ত্তমানে গ্লবও আরবদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তিনি আরবদের খুবেদ এবং বিশেষ পছন্দ করেন। তাহারাও তাঁহাকে ভালবাসে। গ্লব কিন্তু মাতৃভাষার ন্যায়ই অবলীলাক্রমে আরবী ভাষা বলিতে পারেন।

গ্লব-পরিচালিত আরব বাহিনীতে যোগ দেওয়া ট্রান্সজর্ডনের গ্রাম্য আরব যুবকদের সব চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা। এই বাহিনীর লোকদের ভাল বেতন দেওয়া হয়। ইহাদের যথেষ্ট সুখ-সুবিধা দেওয়া হয় এবং এই বাহিনীতে ঢুকিতে পারিলে আরব যুবকদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। গ্লব আড়ম্বর পছন্দ করেন না। তাঁহার অফিসটি ক্ষুদ্র এবং দেখিতে প্রায় জীর্ণ। ইহার মধ্যে তাঁহাকে দেখিলে মনে হয় না যে, মধ্য-প্রাচ্যে সর্ব্বত্র ইহার নাম সুপরিচিত এবং সর্ব্বত্রই তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

মেজর গ্লব অত্যন্ত ধীর এবং ভদ্র প্রকৃতির লোক এবং নিজেকে মোটেই জাহির করিতে চান না। কখনও কখনও তিনি তাঁহার সাধারণ ইউনিফর্ম খুলিয়া আরবদের সাজ পরিধান করেন ও মরুভূমির দুরধিগম্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার শরীর দেখিলে মনে হয় এই যাযাবর জীবন, গ্রাম্য তাঁবুতে বাস ও শত শত মাইল মরুভূমি অতিক্রমণের পক্ষে তিনি উপযুক্ত নহেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্টা দুর্ব্বল নহেন। তিনি আরব-বাহিনীকে জগতের শ্রেষ্ঠ পুলিশবাহিনীর অন্যতম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এত অসংখ্যক আরব তাঁহার অনুগত যে, জার্ম্মাণরা মধ্যপ্রাচ্যে হানা দিতে আসিলে তাঁহার এই জনপ্রিয়তা তাহাদের পক্ষে এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিবে। প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মাণরা প্রত্যহ তাঁহার মৃত্যু কামনা করে।

সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জ্জনদের নাম পরিবর্ত্তন

সরকারীভাবে যোগ্যতা স্বীকার

ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জনগণ এখন হইতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন (ভারতীয় শাখা) নামে অভিহিত হইবেন। হাসপাতালের সহকারীদিগকেই পূর্ব্বে সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন নামে অভিহিত করা হইত। বর্ত্তমানে যে সকল মেডিকেল লাইসেন্সিয়েট (ডিপ্লোমাধারী) ডাক্তার ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের অধীনে সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হিসাবে কাজ করেন, পূর্ব্বের হাসপাতাল সহকারীদের তুলনায় তাঁহারা অনেক বেশী শিক্ষিত ও ডাক্তারী শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। সাব-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জ্জন বলিলে মনে হইতে পারে, তাঁহারা এখনও হাসপাতাল-সহকারীদের পর্য্যায়েই আছেন। ইহাতে তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষা ও যোগ্যতার যথাযথ মর্য্যাদা দেওয়া হয় না মনে করিয়াই তাঁহাদের নাম পরিবর্ত্তন করা হইল।

বাঙলা ও পাঞ্জাবে পিতলের তাল (ingots) নির্মাণের কারখানাগুলি জোর কাজ চালাইতেছে। একটি প্রতিষ্ঠান একটি নূতন ধাতু-কল বসাইয়া সর্ব্ব-প্রথম রেলওয়ের জন্য কতকগুলি পিতলের গোলা তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে ব্রিটিশ বিমান আক্রমণের তীব্রতা

লক্ষ্যবস্তুগুলিকে আড়াল করিবার ব্যাপক বন্দোবস্ত

জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

হামবুর্গ, হ্যানোভার এবং ব্রেমেনের উপর রাজকীয় বিমানবাহিনী যে তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা হইতে শহরগুলির প্রধান প্রধান লক্ষ্যবস্তুসমূহ রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশ বিমানের দৃষ্টি হইতে ইহাদিগকে নানাপ্রকারে আড়াল করিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। অনেক ভ্রমণকারী সম্প্রতি ঐ তিনটি শহরই ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট জানা গেল, হ্যানোভার ও হামবুর্গের রেলওয়ে ষ্টেশন ও চতুর্দ্দিকের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর তক্তা দিয়া এমনভাবে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ঐগুলিকে ঠিক এক একটা টিলার মত দেখায়। অতঃপর ইহার উপর ঘাস এবং সারি সারি কৃত্রিম ঝোপঝাড় বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উপর হইতে দেখিয়া মনে হইবে যে, যেন একটা পাহাড়ের উপরে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া একটা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলি বোমা বর্ষণ করিয়া হ্যানোভারের নিকট গোটা নয়েক তৈল-গুদাম উড়াইয়া দিয়াছে। এই বিমান আক্রমণের দরুণ ঐ সকল তৈলখনি অঞ্চলে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সকল কাজ বন্ধ ছিল। অতঃপর নাৎসীরা ঐ অঞ্চলে তৈল-গুদামগুলির উপরে কৃত্রিম বাড়ীঘর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছে।

ব্রিটিশের নূতন "পাগ্‌লা" বোমা

হামবুর্গ আক্রমণে ব্যবহৃত

"ডেইলী এক্সপ্রেস্" পত্রিকার সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সম্প্রতি রাজকীয় বিমানবাহিনী হামবুর্গ আক্রমণে যে বোমা ব্যবহার করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের। ইহাদের রকম দেখিয়া এগুলিকে "পাগলা" বোমা বলা যায়। প্রকাশ, হামবুর্গে এই বোমাগুলি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়াছে। একটা বাড়ী হয়ত এই বোমার চোটে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, পাশের বাড়ীটার সামান্য মাত্র ক্ষতিও হইল না এবং হয়ত ২০০ গজ দূরে এই বোমার ধাক্কায় আরেকটা বাড়ীর গুরুতর ক্ষতি হইল। ব্রিটিশদের কোনও বোমা না ফাটিয়া মাটিতে পড়িলে, তাহাদিগকে অপসারণ করিতে জার্ম্মাণরা দারুণ ভয় পায়। এমন কি এইগুলি সরাইতে রাজি হইলে কয়েদীদের দণ্ড মকুব করা হয়।

ভারতে ঔষধ-প্রস্তুত

দেশীয় কারখানার প্রচেষ্টা

ইতিপূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত এমন কয়েকটি ঔষধ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কোম্পানী এদেশেই প্রস্তুত করিতে সুরু করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত "এমেটিন হাইড্রোক্লোরাইড্" ইংলণ্ড হইতে আমদানী করা হইত। সম্প্রতি একটি ভারতীয় কারখানা ইহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের একটি কারখানা "নিকেল কারবোনাইহাইড্" প্রস্তুতের কার্য্যে হাত দিয়াছে। পূর্ব্বে জার্ম্মাণী হইতে আমদানী করা হইত এমন একটি ঔষধ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে। ইহার নাম "কারবারসোন" বা "ট্রোকার্সল"।

টাইমস্ পত্রিকার মিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ সামরিক সুবিধার দিক হইতে গ্রীণল্যাণ্ডের গুরুত্ব বিশদভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। দক্ষিণ গ্রীণল্যাণ্ডের শাসনকর্ত্তা সম্ভবতঃ শীঘ্রই ইহারা শীঘ্রই ওয়াশিংটনে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভারতবর্ষে গ্যাস-প্রতিরোধক যন্ত্র নির্ম্মাণ

আলিপুর টেষ্ট হাউসের নূতন উদ্ভাবন

আলিপুরের টেষ্ট-হাউসে সম্প্রতি গ্যাস-প্রতিরোধক এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্যাস প্রতিরোধে ইহা তৈল-যন্ত্রের ন্যায়ই কার্য্যকরী। পরীক্ষার জন্য এই যন্ত্রের তিন প্রকার নমুনা দাখিল করা হইয়াছিল। পরীক্ষার প্রত্যেকটি নমুনাই সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি কোনও কোনও বিষয়ে বিদেশ হইতে আমদানী করা অনুরূপ যন্ত্রগুলি হইতেও উন্নত।

এই যন্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইয়াছে। শুধু এ দেশ নহে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য বহু দেশ হইতেও ইহার জন্য অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই একস্থান হইতে ২২ লক্ষ গজ গ্যাস-রোধক যন্ত্র সরবরাহের অর্ডার আসিয়াছে। বিদেশ হইতে যে সকল গ্যাস-রোধক যন্ত্র আমদানী হয়, গজ প্রতি তাহার দাম ২।০ টাকা। ভারতবর্ষে প্রস্তুত এই কাপড়ের দাম ইহার চাইতে অনেক কম পড়িবে।

এই নূতন আবিষ্কারের ফলে শুধু যে বর্ত্তমানের গ্যাস-যন্ত্রের চাহিদাই মিটিবে, তাহা নহে; ভবিষ্যতে ইহার সামান্য অদল-বদল করিয়া অয়েল-স্কিন, অয়েল-ক্লথ ও অনুরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে।

"বিসমার্ক" ডুবি সম্পর্কে সুইডেনের পত্রিকা

জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ শক্তিক্ষয়

"ইফসন টাইডিঙেন" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছেন:—

"হুড" ডুবিতে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর যে ক্ষতি হইয়াছে, "বিসমার্ক" ডুবির দরুণ জার্ম্মাণ নৌবাহিনীর ক্ষতি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। "হুড" রণতরীটি সমগ্র ব্রিটিশ রণতরী বাহিনীর ১৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র, কিন্তু "বিসমার্ক" সমগ্র জার্ম্মাণ রণতরীর এক-চতুর্থাংশ।

"গোটেবর্গস" নামক সংবাদপত্রটির নৌ-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

"এমডেন" ও "প্রাকুসীর" তুলনায় ইহা বহু গুণ গুরুতর হইয়া গেল। ব্রিটিশ নৌ-অধ্যক্ষদের পক্ষে ইহাকে বিশেষ গৌরবজনক বিজয় লাভ বলা চলে। "বিসমার্ক" নিমজ্জনে ব্রিটিশ বিমানপোতও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। ভবিষ্যতে জার্ম্মাণরা আটলাণ্টিকে সাবমেরিণ ছাড়া অন্য যুদ্ধ-জাহাজ পাঠাইতে সাহস করে কি না, তাহা লক্ষ্য করার বিষয়।"

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী।) ৮ আনা (২ আনা)*।

২। এয়ার রেইড্—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং বি, এল্/এ, আর, পি, ১৯, ২০, ২১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এয়ার রেইড্, ১৯৪১। (ইংরাজী।) ১ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)*।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্স্ ব্রাঞ্চ, ৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,

সেন্ট্রাল অফিস, রাইটার্স্ বিল্ডিংস্, কলিকাতা এবং

কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

*ডাকমাশুল।

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

...ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৩শে জুন, ১৯৪১ [এক আনা

LIBRARY

বৃটেন-অভিযানে হিটলারের অসুবিধা

ইংলিশ-চ্যানেলে শক্তিশালী নৌ-বহরের উপস্থিতি

[হিকেন্ ফ্লিরেলের প্রবন্ধের অনুবাদ]

নেপোলিয়নের ন্যায় হিটলারও বেশ উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে, গ্রেট বৃটেনকে ধ্বংস করার পূর্ব্বে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। এ-প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলিতে পারি, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস না হইলে ধরাপৃষ্ঠ হইতে গণতন্ত্রের আলো নির্ব্বাপিত হইবে না।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিমান-শক্তির গুরুত্ব অত্যধিক। ভাবী অভিযানকারীদের পক্ষে ইহা একান্ত অপরিহার্য্য বটে; তবে ইহার যে অন্যদিকও নাই, এমন কিছু মনে করা খুব ভুল। বৃটেন আক্রমণ করিতে হইলে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীকে যে-কোন উপায়ে ইংলিশ-চ্যানেল পার হইতেই হইবে। ইউরোপে ট্যাঙ্কের পক্ষে যতগুলি বিপজ্জনক ফাঁদ আছে, তন্মধ্যে ইংলিশ-চ্যানেলের গভীরতা ও প্রশস্ততা সর্ব্বাধিক।

নেপোলিয়নের সময়কার ন্যায় বর্ত্তমানেও বৃটেন-অভিযানের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং হল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। অভিযানকারীদিগকে সহসা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য এ-সকল স্থানে অসংখ্য বজরা একত্রিত করা হইয়াছে। রাজকীয় বিমান বহর এ-কারণে প্রতিদিন এ-স্থানে হানা দিয়া আসিতেছে। যদি ভবিষ্যতে কোন দিন জার্ম্মাণ "আর্ম্মাডা" বৃটেন আক্রমণের জন্য সমুদ্র-যাত্রা করে, তাহা হইলে যাত্রাপথে এবং বৃটেনে সৈন্য অবতরণের সময় আকাশ হইতে নির্বিঘ্নভাবে উহাদের উপর বোমা বর্ষিত হইবে।

অন্য পক্ষে ইহাও অনুমান করা হইতেছে যে, হিটলার হয়ত সমুদ্র-পথে সৈন্য না পাঠাইয়া আকাশ পথেই পাঠাইবেন। তাঁহার ১,৫০০ খানা সৈন্যবাহী বিমান-পোত আছে বলিয়া সকলের ধারণা। গ্রীস, লিবিয়া এবং ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মাণ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমান-বাহিত সৈন্যদলই অপেক্ষাকৃত কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছিয়া বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করাই বৃটেনের ভাবী অভিযানকারীদের প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য হইবে। অভিযানকারীরা আয়ারল্যাণ্ডও এমন কি স্কটল্যাণ্ডে অবতরণের চেষ্টা করিতে পারে। নরওয়ে হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ উপকূলবর্ত্তী একাধিক স্থান হইতে অভিযান পরিচালিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে মনে হয় অভিযানকারী দলগুলি প্রধানতঃ গ্রিমস্বি এবং নরফোকের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে অবতরণের চেষ্টা করিবে।

এ-ধরণের অভিযানে মূল বাহিনীর পুরোভাগে একটি ক্ষুদ্র দল থাকিবে। ইহারা উপকূলভাগে পৌঁছিয়াই বন্দর বা সৈন্য অবতরণের উপযোগী স্থান দখল-পূর্ব্বক মূল বাহিনীর নিরাপদে অবতরণের ব্যবস্থা করিবে। সম্ভবতঃ উক্ত প্রাথমিক কার্য্য সম্পাদনের ভার হাল্কা ট্যাঙ্ক ও কামানবাহী বিমানপোত এবং বিমান-বাহিত সৈন্যদের উপর অর্পিত হইবে।

অভিযানে জার্ম্মাণদিগকে কত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে, এ-বার সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক। বৃটিশ নৌ-শক্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জার্ম্মাণীকে আকাশ পথেই সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু এপথও তাহাদের পক্ষে নিরাপদ নয়; কারণ রাজকীয় বিমান বহর তাহাদিগকে বাধা দিবেই। শেষ অন্ধকারের সুযোগ হয়ত তাহারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু অন্ধকারে অবতরণ এবং একত্রিত হওয়া সোজা ব্যাপার নিশ্চয়ই নয়।

জার্ম্মাণীর অতি শক্তিশালী বৈমানিকরা দিবাভাগে ইংল্যাণ্ডের উপর হানা দিতে উদ্যত হইতে পারে। তেমন অবস্থায় স্পিটফায়ার, হ্যারিকেন, ডিফায়েন্ট ইত্যাদি শ্রেণীর বিমান-বহর তাহা ভঙ্গ করিয়া ইহাদিগকে ভূপাতিত করিবে। যদি কেহ না জেতাই পায়, তাহা হইলে অবশিষ্ট আক্রমণকারীদের প্রতীক্ষায় বিগত ১৮ মাস পর্য্যন্ত বাহারা বসিয়া আছে তাহারা নিশ্চয়ই উহাদিগকে কাবু করিয়া ফেলিবে। কারণ মাটিতে অবতরণ করা মাত্রই ইহাদিগকে বৃটেনের শক্তিশালী স্থলবাহিনীর সম্মুখীন হইতেই হইবে। ইহা-ছাড়া অসংখ্য হোম-গার্ডসদল দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে। বিমান ক্ষেত্র, বন্দরের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে

ইহারা প্রকৃতপক্ষে সুদক্ষ সৈন্যে পরিণত হইয়াছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি প্যারাস্যুটধারী শত্রুসৈন্যদের হাত হইতে রক্ষা করাই ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

শত্রুদের অগ্রগামী সৈন্যদল সম্পর্কেই ইহা বলা হইল। ইহাদের সাহায্যের জন্য যদি বিরাট বাহিনী প্রেরিত না হয়, তাহা হইলে ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। ইংলণ্ড অভিযানে ন্যূনপক্ষে ১০ ডিভিসন অস্ত্র-সজ্জিত সৈন্য নিয়োগ করিতে হইবে। এত অধিক সংখ্যক সৈন্য আকাশপথে প্রেরণ সম্ভবপর নয় বলিয়া ইহাদিগকে সমুদ্রপথেই আনিতে হইবে। যে-বন্দর হইতে ইহারা যাত্রা করিবে, রাজকীয় বিমান বাহিনী তথায় নিশ্চয়ই বোমা বর্ষণ করিবে। ইংলিশ-চ্যানেলে স্থিত শক্তিশালী নৌ-বহর অবশিষ্ট টুকু শেষ করিয়া দিবে।

কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে, শত্রুরা জাহাজের পথের দুই পার্শ্বে মাইন পাতিয়া সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিবে। ইহা কতটা সম্ভবপর এবং এ-কার্য্যে কিরূপ ধরণের কত জাহাজের প্রয়োজন, তাহা হয়ত অনেকে চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। জার্ম্মাণরা সমুদ্রে মাইন পাতিয়া রাখিবে এবং শক্তিশালী বৃটিশ নৌ-বহর নীরবে সে দৃশ্য দেখিতে থাকিবে, এমন ধারণা করাই ভুল।

বিমানপোত হইতে সাহায্যেও মাইন সংস্থাপন করা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে হইতেছেও তাই। প্রত্যহ রাত্রে জার্ম্মাণ ও বৃটিশ বিমান বহর সমুদ্রে মাইন পাতিয়া রাখিতেছে। তবে বিমানপোতগুলি এক সঙ্গে অধিক সংখ্যক মাইন বহন করিতে পারে না বলিয়া শুধু স্পীড বোট, পোতাশ্রয় প্রভৃতি অল্প-পরিসরবিশিষ্ট অঞ্চলেই মাইন পাতিতে সক্ষম।

আমি উপরেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, জার্ম্মাণ সৈন্যদল অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বৃটিশ নৌ-বহরের দৃষ্টি এড়াইয়া সমুদ্র পার হইতে পারিবে না। সমুদ্রে অদ্যাবধি বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এমতাবস্থায় সমুদ্রপথে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান মৃত্যুকে বরণ করারই নামান্তর হইবে।

নেপোলিয়নের সময় ফরাসী নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের নৌ-বহরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। বর্ত্তমান মহাসমরেও জার্ম্মাণরা দুইবার, নরওয়ে ও লিবিয়া অভিযানে, জার্ম্মাণরা সৈন্য-সামন্ত এবং বিপুল রসদ সমুদ্রের পরপারে পাঠায়। এই উভয় ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া নরওয়ে আক্রমণের সময় বৃটিশ নৌ-বহরকে একটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কারণ যে-সংকীর্ণ পথের মধ্যে বৃটিশ নৌ-বহরকে সঙ্কুচিত হইয়াছিল, শত্রু পক্ষের বহু বিমান পোত উহার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। এ-ব্যাপার হইতে অন্ততঃ এ-টুকু শিক্ষালাভ হইয়াছে যে, বিমানবাহী নিকটে থাকিলে নৌ-বহরের কার্যতৎপরতা সেখানে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। ইংলণ্ড আক্রমণে কিন্তু অভিযানকারীরা অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয়ই পাইবে না, যেমন কাগেরাক এবং স্কাগেরাক যুদ্ধে তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছিল। কারণ এ-ক্ষেত্রে বৃটিশ বিমানবাহিনী ইংলণ্ডের বিমানঘাঁটি হইতে উড়িয়া গিয়া জার্ম্মাণীর প্রেরিত বিমানপোতের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সেনাবাহী জার্ম্মাণ জাহাজ ধ্বংসকল্পে বৃটিশ নৌ-বহরকে যথেষ্ট সাহায্য করিতে

[৩৮ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং.
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিবৃতি ব্যতীত অন্যান্য কোন প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৩শে জুন—১৯৪১

দুই বছরের হিসাব-নিকাশ

জার্ম্মাণী যেরূপ সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে, তাহার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য; কিন্তু এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীর সাফল্যের পরিমাণ গত বর্ষে কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান বর্ষেই বা কিরূপ, তাহা তুলনা করিয়া দেখা সম্ভবতঃ অশোভন হইবে না।

গত বর্ষে এই সময়ের মধ্যে জার্ম্মাণী নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামকে সম্পূর্ণভাবে পর্য্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং মিত্রপক্ষীয় সেনাদল ডানকার্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর হস্তে সে-সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রসম্ভার ছিল না, ফ্রান্সের পতন একান্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল এবং ইটালী যুদ্ধে যোগদানের উদ্যোগ করিয়াছিল (১০ই জুন)। পক্ষান্তরে ক্ষতির দিক দিয়া নরওয়ের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর মাত্র ৪ খানা ক্রুজার ও ১২ খানা ডেষ্ট্রয়ার বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে জার্ম্মাণী যুগোস্লাভিয়া, গ্রীস, সাইরেনিকা ও ক্রীট দখল করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। তাহারা বৃহত্তম বৃটিশ রণতরি "হুড্" নিমজ্জিত করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আরও বিরাট পরিমাণ জাহাজ ডুবাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

ক্ষতির দিক দিয়া বর্ত্তমান বর্ষে জার্ম্মাণী ও তাহার দোসর ইটালীকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্যসমন্বিত দুইটি ইটালীয়ান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয়ান শাসনের অবসান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইরাক হইতে বিদ্রোহী রশিদ আলীর শাসনের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে এবং ইটালীয়ান নৌ-বহরের প্রায় সমুদয় অংশকে ধ্বংস করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে মিত্রপক্ষের [illegible] বিপুলভাবে আমেরিকার সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং বৃহত্তম জার্ম্মাণ রণতরি "বিসমার্ক" ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগত বর্ষে বিমান-বহর ও যান্ত্রিকবাহিনীর দিক দিয়া জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে মিত্রপক্ষের বিমান-শক্তি জার্ম্মাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং যান্ত্রিক বাহিনীর দিক দিয়াও মিত্রপক্ষের শক্তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিগত বর্ষে বৃহৎ বর্ম্ম-সংযুক্ত ট্যাঙ্ক ও "ডুবো" নৌ-যান যোগে বিমান প্রয়োগ করিয়া জার্ম্মাণী বিরাট সাফল্য লাভ করিয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে তাহারা এরূপ কোন নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মিত্রপক্ষ উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বোমা ও দৈত্য অতিকায় বোমারু বিমানের সাহায্যে বর্ত্তমান বর্ষে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে।

বিগত বর্ষে একমাত্র বৃটেন ছাড়া মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য জাতির জন-সাধারণের মনোবল অপেক্ষাকৃত কম ছিল এবং তাহারই ফলে বহু স্থানে জার্ম্মাণ পঞ্চম-বাহিনীর প্রচেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে কোনও স্থানে জার্ম্মাণ পঞ্চম-বাহিনীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় নাই; এবং সর্ব্বত্রই মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ঐক্য ও বিজয়-লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

বিগত বর্ষে মিত্রপক্ষীয় রণ-সম্ভার প্রস্তুতের ব্যবস্থা জার্ম্মাণীর তুলনায় স্বভাবতঃই অপ্রচুর ছিল। এমন কি, বৃটিশ রণ-সম্ভার প্রস্তুত ব্যবস্থা তখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। বর্ত্তমান বর্ষে জার্ম্মাণীর রণ-সম্ভার উৎপাদন সম্ভবতঃ চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। বৃটেনে উৎপাদনও চরম সীমায় গিয়া উপস্থিত হইতেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার উৎপাদনও বিপুল হইতেছে। আগামী বর্ষে জার্ম্মাণীর উৎপাদন কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে হিটলার স্বয়ং উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিগত বর্ষে যুদ্ধ ব্যাপারে আমেরিকার মতামত অনেকাংশে নিস্পৃহ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে বৃটেনকে সর্ব্ব-প্রকার সাহায্য প্রদানের জন্য আমেরিকা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে বলা চলে যে, বৃটেনের সহিতই জার্ম্মাণীর যুদ্ধ চলিতেছে এবং এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীকে জয় লাভ করিতে হইলে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান চালাইয়া জয়ী হইতে হইবে। এই অভিযান চালনায় জার্ম্মাণী যত বিলম্ব করিবে, বৃটেনের শক্তি ততই বাড়িয়া যাইবে, সন্দেহ নাই।

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

হিটলার-মুসোলিনীর মধ্যে আবার যোগাযোগ হইয়া গিয়াছে—যদিও এই দুইজনের কেহই পরস্পরের ভাষা বুঝেন না। ইহাদের সাক্ষাৎকারের পর প্রায়ই যেরূপ প্রচার করা হইয়া থাকে, এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই এবং বলা হইয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণভাবে আলোচনা হইয়াছিল এবং এই আলোচনায় উভয়ের মতের সাম্য ও পরস্পরের স্বার্থ সম্পর্কিত সকল ব্যাপারে ঐক্যমতের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, যখনই হিটলার-মুসোলিনীর মধ্যে এরূপ যোগাযোগ হইয়াছে, তাহার অব্যবহিত পরেই নূতন কোন-না-কোন অনাচারের অনুষ্ঠান হইয়াছে, কিম্বা বৃটেনের পতন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু এবার ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। জার্ম্মাণীর উচ্ছিষ্টলাভের আশায় মুসোলিনী যে সময়ে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল, তখন বৃটেনের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তি বৃটেন অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ইটালীর সেনা-বাহিনী ও নৌ-বহর বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং তাহার পূর্ব্ব-আফ্রিকার সাম্রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়াছে। কাজেই বলা চলে জার্ম্মাণীর কাছ হইতে [illegible] করিয়া বিশেষ স্বার্থ আদায় করা বর্ত্তমানে আর ইটালীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইটালীর শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য জার্ম্মাণীকে তাহার সেনা-বাহিনী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য বন্ধ করার কোন ব্যবস্থাও জার্ম্মাণী বা ইটালী করিতে পারে নাই।

মত-বিরোধ

থিস্যাসেন কিসুর পার্স চম ও নাৎসী পার্টির অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হার হেস যখন জার্ম্মাণী হইতে পলায়ন করিয়া বৃটেনে গিয়া স্বেচ্ছায় বন্দী হইলেন, তখন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বলিয়াছিলেন যে, নাৎসী পার্টিতে ভাঙ্গনের সূচনা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি এডমিরাল রেডের যেমন হিটলার বন্ধু ছিলেন। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিনি জাপানের এক হোটেলে আত্মহত্যা করিয়াছেন। নিমজ্জিত "বিসমার্ক" রণতরী নাৎসীদের এক স্মৃতিই ছিল এবং সেজন্য তাঁহাকে বাধ্য করিবার বিপদে পতিত হয়। "গ্রুনার" নিমজ্জনের পর ক্যাপ্টেন ল্যাঙ্গডর্ফ যেভাবে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এডমিরাল রেডেরও অনুরূপ ভাবেই আত্মহত্যা করিয়াছেন। বিশেষতঃ জার্ম্মাণ গোয়েন্দা-বাহিনীর অধিনায়ক চরম অত্যাচারী হার হিমলার ইতিমধ্যে জাপান সম্বন্ধে গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ইটালী হইতেও মত-বিরোধের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। মুসোলিনীর বিশিষ্ট বন্ধু এবং ফ্যাসিষ্ট পার্টির অন্যতম নায়ক এচিলে ষ্টারেস সম্প্রতি ফ্যাসিষ্ট মিলিশিয়ার অধিনায়ক পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন এবং মুসোলিনীর সেক্রেটারী ডাঃ সেবাষ্টিয়ানীও রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সম্প্রতি বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

বঙ্গীয় উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী

৩য় শিক্ষার্থী দলের পাঞ্জাব যাত্রা

বঙ্গীয় উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য সংগৃহীত আরও ২৪ জন গোলন্দাজকে ট্রেণিং দানের জন্য পাঞ্জাবের কোনও একটি শিক্ষাকেন্দ্রে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য সংগৃহীত আরও দুইটি দলকে ইতিপূর্ব্বে ট্রেণিং দানের জন্য গত জুলাই এবং আগষ্ট মাসে প্রেরণ করা হয়। বর্ত্তমানে তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের কোনও একটি শিক্ষাকেন্দ্রে থাকিয়া ট্রেণিং গ্রহণ করিতেছেন। প্রথম দলে ৮০ জন এবং দ্বিতীয় দলে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে গ্রহণ করা করা হয়।

যাত্রাকালে তৃতীয় শিক্ষার্থী দলকে হাওড়া ষ্টেশনে বেঙ্গল সভ ব্রাদার্স বিশেষভাবে আপ্যায়িত করেন। উক্ত দলকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে ব্যারিষ্টার মিঃ বি, কে, লাহিড়ী, রায় বাহাদুর রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জি ও মিসেস ব্যানার্জি, রায় সাহেব জে, জি, বিশ্বাস, সুবেদার এম, বি, সিং, কাজী আবদুল কুদ্দুস এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বড়লাটের যুদ্ধ তহবিল

এপ্রিল মাসের ব্যয়ের হিসাব

বিগত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিল হইতে ভারতে ১,২৮,২৪,০০০৲ এবং ইংলণ্ডে মোট ১৪,৬৮,৭৫০ পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। এপ্রিল মাসের শেষভাগে ভারতে ২৬,৩৭,০০০ এবং ইংলণ্ডে ৫৩,৬৯০ পাউণ্ড খরচ করা হয়।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য সাম্প্রতিক প্রদত্ত ২০ লক্ষ টাকা সহ মোট এ-পর্য্যন্ত ৪৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইল। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ডিফেন্স সার্ভিসের ব্যয়ের জন্য ৩,২২,০০০৲, সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ৩,০০,০০০৲, ভারতীয় সেণ্ট জন সোসাইটি ও সেণ্ট জন এম্বুল্যান্স এসোসিয়েশন-এর সেণ্ট্রাল কমিটি তহবিল সমিতির জন্য ৬,০০০৲, ভারতীয় নৌ-বহরের জন্য ১,০০০৲ এবং জেনারেল দা গলের যুদ্ধ তহবিলে ১,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলার এডিভোকেট এ, আর, পি কণ্ট্রোলার, মিঃ ই, ই, হোল্যাণ্ড, আই-সি-এস, [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, [illegible] মিঃ এল, কে, এম্, আই-সি-এস, [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইরাক

বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা

[জনৈক মুসলমান লিখিত]

শিয়া ও সুন্নি—মুসলমান সমাজের এই দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ই ইরাককে চতুর্থ পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বিশ্বের মক্কা, মদিনা স্থান হইতেই মনে মনে মুসলমানগণ ইরাকের পবিত্র স্থান-সমূহ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে। ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও মহামতী হজরত মোহাম্মদের (দ:) জামাতা হজরত আলীর (রা:) পবিত্র সমাধি ইরাকেই অবস্থিত। প্রত্যেক মুসলমানই হজরত আলীকে (রা:) বিশেষ সম্মান করিয়া থাকে। সমগ্র বিশ্বের মোসলেম সুফীদের দুই-তৃতীয়াংশই হজরত আলীর (রা:) অনুসারী। ইরাকের অধীনস্থ নজফেআশরাফ নামক স্থানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শহীদ হজরত ইমাম হোসেনের (রা:) পবিত্র সমাধিও ইরাকের অধীনস্থ কারবালা নামক স্থানে অবস্থিত। পবিত্র হজব্রত সমাপনের পর অধিকাংশ মুসলমানই কারবালায় গিয়া শহীদ ইমামের সমাধি জেয়ারৎ (দর্শন) করিয়া থাকে। কারবালা বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সমাধিস্থ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন বহু মুসলমান মুক্তির অন্যতম পথ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

সুন্নি মুসলমানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইমাম হজরত আবু-হানিফা (আ:) সাহেবেরও পবিত্র সমাধি ইরাকেই অবস্থিত। তুরস্ক, আফগানিস্থান, চীনদেশ ও ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই ইমাম আবু-হানিফার (আ:) ধর্মীয় মত অনুসরণ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রণীত ফেকাহ্-শাস্ত্র (ধর্মীয় আইন) প্রকৃতই সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়।

গওসুলআজম, পীরানেপীর সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর মাজার শরিফও (সমাধি) ইরাকে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার ভক্তবৃন্দ আছে। ইসলামের আরও বহু কৃতি সন্তানকে ইরাকে সমাহিত করা হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইঁহাদের বিবিধ কার্য্যাবলীর সবিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে।

যে জার্ম্মাণ দস্যুরা পৃথিবীর সভ্যতা ও কৃষ্টি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি যাহারা নিজেদের গীর্জ্জাগুলিকেও রেহাই দেয় নাই, নাৎসি আর্ম্মি সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের হাত হইতে এই পবিত্র ভূমি রক্ষার ভাণ করিয়া সেই দস্যুদেরই সাহায্য ভিক্ষা করিল। জার্ম্মাণরা যদি জয়ী হইত, তাহা হইলে তাহারা কখনও ইরাকের পবিত্র স্থানগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিত না।

নাৎসি আর্ম্মির পরাজয়ে পবিত্র ইরাক বর্ব্বর নাৎসীদের কবলিত হয় নাই। যে দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, সে সম্ভাব্য অবস্থা হইতে পবিত্র ইরাককে রক্ষা করার সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা বৃটেনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতেছে। আল্লাহতায়ালা নাৎসীদের হাত হইতে পবিত্র স্থানগুলি রক্ষা করুন।

বরিশালের দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চল

পুনর্গঠন প্রোগ্রাম

দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিনষ্ট গৃহাদির পুনঃ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য এখনও তুফান-বিধ্বস্ত দুঃখ অভাব রহিয়াছে বলিয়া বাকেরগঞ্জের কালেক্টর জানাইয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলির যে সব তুফান-বিধি এরূপ কাজ করিতে সমর্থ, তাহারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

সরকারী কর্ম্মচারীগণকে জানান হইতেছে যে, দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে বহু সংখ্যক গবাদি পশুর প্রাণহানি হওয়ায় জমি চাষের অসুবিধা দেখা দিয়াছে। অতএব, দুঃস্থ-দের-অধিবাসীদের স্থান পূরণ করার জন্য অন্যত্র হইতে গরু আমদানী করিতে হইবে।

বিলাতের চিঠি

(জনৈক লণ্ডনবাসী লিখিত)

বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে অধ্যাপক স্যার আর্থার কুইলার-কাউচ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। "কিউ" (Q) এই ছদ্মনামে পশ্চিম ইংলণ্ড সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি ভাল উপন্যাস লিখেছিলেন। সুধীরা এখনও সেগুলির প্রশংসা করে থাকে।

সম্প্রতি তাঁর ছদ্মনামটি নিয়ে বেশ একটি মজার ব্যাপার ঘটেছে। তাঁর 'কিউ' ছদ্মনামেই সম্প্রতি অন্য একজন লেখক আধুনিক সমস্যা নিয়ে কতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর বহুলোক এগুলি স্যার আর্থারের লেখা মনে করে তাঁকে অভিনন্দন জানায়।

সম্প্রতি উক্ত প্রবন্ধগুলি তার রচনা নয় বলে তিনি এক প্রকাশ্য ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে বর্ত্তমান লেখককেও তিনি শুভকামনা জানিয়েছেন।

বহুকাল থেকেই ইংরেজী সাহিত্যে ছদ্মনাম এবং নামের প্রথমাক্ষরগুলির বহুল ব্যবহার চলে আসছে। বহু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছদ্মনামেই সাহিত্যের দরবারে প্রথম প্রবেশ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জুনিয়াসের পত্রাবলী (লেটার্স অব জুনিয়াস) প্রকাশিত হয়। এর প্রকৃত লেখক কে সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলেছিল। এমন কি এ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ পর্য্যন্ত লেখা হয়েছিল।

"এসেস্ অব ইলিয়া" (Essays of Elia) ইংরেজী সাহিত্যের একখানা সেরা বই। কিন্তু "ইলিয়া" নামে কেউ এর লেখক নন—এর লেখক "চার্লস ল্যাম্ব। ল্যাম্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডনের অফিসে কেরাণীর কাজ করতেন। সেক্সপীয়ারের নাটক অবলম্বন করে তিনি যে সকল গল্প লিখেছেন, তুমরা অনেকেই তা পড়ে থাকবেন। অফিসে ল্যাম্বের পাশের টেবিলে "ইলিয়া" নামে একটি লোক কাজ করত। তার নাম থেকেই প্রবন্ধ পুস্তকটির নাম ধার করা হয়।

ভিক্টোরীয় যুগের সুবিখ্যাত উপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন, তখন তিনিও একটা উদ্ভট ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। তখন তার নাম ছিল "বজ্"। আমাদের দেশের শরৎচন্দ্র ও বীরবলের মত অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক তাদের আসল নামের চাইতে ছদ্মনামেই বেশী পরিচিত।

আইরিশ কবি ও প্রবন্ধকার জি, ডব্লু, রাসেল "এ-ই" (A. E.) নামেই বিখ্যাত। গত ৫০ বৎসরে ব্রিটেনের বেশ কয়েকজন লেখক তাদের নামের আদ্যাক্ষরেই সমগ্র জগতে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছেন। রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন "আর, এল, এস" (R. L. S.) নামে, গিলবার্ট কিথ চেষ্টারটন "জি, কে, সি" (G. K. C.) নামে, এবং জর্জ বার্ণার্ড শ "জি, বি, এস" (G. B. S.) নামে বিশ্ববিখ্যাত।

ব্রিটেনের বিধ্বস্ত গির্জ্জার হিসাব

ব্রিটেনের প্রচার সচিবের দপ্তরের "এরিণাস" নাৎসীদের বিমান আক্রমণে ব্রিটেনের মোট কতগুলি গির্জ্জা বিধ্বস্ত হয়েছে, তার একটি হিসাব দিয়েছেন। এদের একটি হিসাব সম্প্রতি সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণরা যে সকল "সামরিক" লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমাবর্ষণ করেছে তাদের মধ্যে ধর্ম্মমন্দিরগুলি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। জানুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটেনে মোট ২,৫৫৩টি গির্জ্জা নাৎসীদের বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। তা ছাড়া বহু স্কুল, কনভেন্ট ও কলেজের বাড়ী বিধ্বস্ত হয়েছে।

ফৌজদের ক্রীকেট খেলা

গত সপ্তাহে বিখ্যাত ট্রাফোর্ড মাঠে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বাছাই করা এক টিমের সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

'মেকলা' জাহাজ ডুবির তদন্ত

কমিটী গঠন

১৯১৭ সনের ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্ট শিপিং আইনের ১১ ধারা অনুসারে বাঙ্গলার বর্তমান গভর্ণর বাহাদুর "মেকলা" জাহাজডুবি সম্পর্কে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত জাহাজখানি বিগত ২৮শে এপ্রিল বরিশাল জেলায় বাগা ষ্টেশন অতিক্রম করার পর ডুবিয়া যায়।

নিম্নোক্ত সদস্যগণকে লইয়া উক্ত তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছে:—

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (প্রেসিডেণ্ট), বি, এন, রেলওয়ের মেরিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যা: এস, জে, বর্ণস; সি, এস, এন, কোং-র মেরিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যা: এইচ, এম, বেল।

সরকার পক্ষে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার উপস্থিত থাকিবেন। (প্রেস-নোট)

বাঙ্গলাদেশে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্গলা দেশে বিসূচিকা আক্রমণের মোট সংখ্যা ছিল ১,৫৩৪। তন্মধ্যে কলিকাতায় ৪৭৬ জন, বাখরগঞ্জে ২৬৪ জন, হাওড়ায় ১২৭ জন এবং ২৪-পরগণায় ১৪৪ জন উক্ত রোগাক্রান্ত হয়।

উক্ত সময় মোট ৪০৯ জন লোক কলেরা রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় ১০৬ জন ও বাখরগঞ্জে ১১৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একই সময় বসন্ত রোগে মোট ৪৪১ জন আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে কলিকাতায় উক্ত রোগে মোট ৭১ জন মৃত্যু মুখে পতিত হয়। দার্জ্জিলিংএ ৮০ জন এবং ত্রিপুরা ষ্টেটে ৫৮ জন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমায় এবং কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিনজাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগের আক্রমণের কোনরূপ বিবরণী পাওয়া যায় নাই।

[২য় কলমের শেষ]

সৈন্যবাহিনীগুলির বাছাই করা এক টিমের এক ক্রীকেট ম্যাচ হয়েছিল। ব্রিটিশ দলে কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। মিত্রশক্তিদের দলে ছিলেন ২জন বেলজিয়ান, তিনজন চেকোশ্লোভাক, দুজন ডাচম্যান, দুজন অষ্ট্রেলিয়ান ও দুজন পোল। খেলায় দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল। যদিও খেলায় তীব্র প্রতিযোগিতার অভাব ছিল, এবং মিত্রশক্তিদল ৮-২ গোলে হেরেছে, তবু কিন্তু দর্শকদের মধ্যে উৎসাহের কমতি ঘটেনি। দশ হাজার দর্শক ক্রমাগত চেঁচিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করেছে।

ফরাসী নারী-বাহিনী

যে সকল ফরাসী মেয়ে বর্ত্তমানে ব্রিটেনে আছেন, ব্রিটিশ মেয়েদের "অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের" অনুকরণে কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তারাও একটি নারী বাহিনী গঠন করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে "কোর্ ফেমিনিন"। ইতিমধ্যে এর সভ্য সংখ্যা একশতের উপরে উঠেছে। বিখ্যাত মেয়ে টেনিস খেলোয়াড় মাদাম মাথিউ এই দলের নেত্রী।

অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের সভ্যদের সংখ্যা বর্তমানে ৩৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এদের দলে চেক, ড্যানিশ এবং ফিনিশ মেয়েরাও আছে। টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের মেয়েদের প্রধানতঃ রান্না, তাঁবুর আসবাবে, টেলিপ্রিণ্টার চালান, টাইপ করা বা মোটর চালনার কাজ করতে হয়।

লেডী মেরী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

সংগৃহীত চাঁদার হিসাব

বিগত ৩১শে মে তারিখ পর্য্যন্ত লেডী মেরী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিলে বিভিন্ন সূত্রে নিম্নোক্ত পরিমাণ চাঁদা পাওয়া গিয়াছে :—

	টাকা।
প্রেসিডেন্সী বিভাগ—	
২৪-পরগণা	(টাকার পরিমাণ জানা যায় নাই)
যশোহর	১,৬০৯৲
খুলনা	৩,১৩৮৲
মুর্শিদাবাদ	১,৩২৯৲
নদীয়া	১,০২৩৲
মোট	৭,০৯৯৲
বর্দ্ধমান বিভাগ—	
বাঁকুড়া	৮১০৲
বীরভূম	১৫৯৲
বর্দ্ধমান	১৩,৪৫৭৲
হুগলী	৬,৩৯১৲
হাওড়া	২,৮৬৪৲
মেদিনীপুর	৩৩,৮১৯৲
মোট ..	৫৭,৫০০৲
চট্টগ্রাম বিভাগ—	
চট্টগ্রাম	৪,৩০৩৲
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..
নোয়াখালী	২,৭৫০৲
ত্রিপুরা	১০,০৮০৲
মোট ..	১৭,১৩৩৲
ঢাকা বিভাগ—	
বাখরগঞ্জ	১,৫৯৭৲
ঢাকা	১৪,৩৫০৲
ফরিদপুর	৭৮৪৲
ময়মনসিংহ	৩,২০১৲
মোট ..	১৯,৯৩২৲
রাজশাহী বিভাগ—	
বগুড়া	৭৭০৲
দার্জ্জিলিং	২৫,৫৬১৲
দিনাজপুর	৬,৪১৮৲
জলপাইগুড়ি	৭,৭৫৫৲
মালদহ	২,৯৭৩৲
পাবনা	৮৪৭৲
রাজশাহী	৮২৯৲
রংপুর	৭,২৩৮৲
মোট ..	৫২,৩৯১৲

	মোট।	মে মাসের চাঁদা।
বাঙলার জেলাসমূহের ..	১,৮৬,৩০০৲	৮,৭৭২৲
বাঙলার বাহির হইতে ..	১,০০০৲	১,৫০০৲
কলিকাতা হইতে ..	৪,৩৭,৭১১৲	৮,৬৬৮৲
পাটকল ও কারখানা প্রভৃতি হইতে ..	৬৩,২০৮৲	৩,২৫০৲
সর্ব্বমোট ..	৬,৮৮,৭২৯৲	২২,৩০০৲

ক্ষয়রোগাক্রান্ত সরকারী চাকুরীয়া

সুবিধার জন্য নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন

যেসব সরকারী কর্ম্মচারী ক্ষয়রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় তাহাদের নিজেদের ও সহকর্মীদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট ক্ষয়রোগ নিবারণের যে অভিযান করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যে-সব সরকারী চাকুরিয়া দ্বারা রোগ সংক্রমণের কোন আশঙ্কাই ছিল না এবং যাহারা সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম, এমন লোককেও কেবল ক্ষয়রোগের সন্দেহ বশে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট ক্ষয়রোগ আক্রান্ত সরকারী কর্ম্মচারী ও সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্যের কল্যাণার্থ নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন :—

(১) বাঙলা সরকারের অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট প্রেসিডেন্সী বা সিভিল সার্জ্জনের নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করা হইবে। এরূপ পরীক্ষার জন্য কোন খরচ লাগিবে না। প্রেসিডেন্সী বা সিভিল সার্জ্জন যদি পরীক্ষার পর মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে নিকটবর্ত্তী এমন কোন হাসপাতালে পাঠাইয়া দিবেন যেখানে ভালভাবে বক্ষ পরীক্ষার জন্য রঞ্জন-রশ্মী যন্ত্রের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যেসব সরকারী কর্ম্মচারী ১০০৲ টাকার কম বেতন পায়, তাহাদের রঞ্জন-রশ্মী ফটোগ্রাফের ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। যে-ক্ষেত্রে কোনও বেসরকারী হাসপাতালে রঞ্জন-রশ্মী পরীক্ষার ব্যবস্থা হইবে, সে-ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটে বরাদ্দকৃত ৭,০০০৲ টাকা হইতে এই খরচ প্রদান করিবেন। মফঃস্বল, কলিকাতা বা অন্য যে-স্থানের হাসপাতালেই রোগীর পরীক্ষার ব্যবস্থা হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই গভর্ণমেণ্ট রোগীর যাতায়াতের ব্যয় বহন করিবেন না।

(২) যথাযোগ্য পরীক্ষার পর যদি সংশ্লিষ্ট ডাক্তার বা হাসপাতালের চিকিৎসক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রোগীর রোগ দমিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং তাহার পক্ষে কার্য্য করিতে কোন আপত্তি নাই, তাহা হইলে নিম্নোক্ত সর্ত্তে তাহাকে চাকুরী করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে :—

(ক) উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সরকারী ডাক্তার দ্বারা মনোনীত কোনও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন থাকিতে হইবে। উক্ত সরকারী চিকিৎসক এরূপ ব্যক্তিদের নামের একটি তালিকা রাখিবেন যেন রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সন্ধান লওয়া যায়।

(খ) যে-সব সরকারী চাকুরীয়া ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর রোগ দমিত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইবে, তাহাদিগকে সংশ্লিষ্ট সরকারী ডাক্তার দ্বারা মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করা হইবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সরকার মনোনীত কোনও ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করান হইবে। সরকারী ডাক্তার এরূপ পুনঃ-পরীক্ষা বিনা-ব্যয়ে করিবেন।

(৩) যদি উপযুক্ত পরীক্ষার পর মনে হয় যে, রোগ এখনও সক্রিয় রহিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়মানুসারে যতদিনের ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তাহাকে তত দিনের ছুটী মঞ্জুর করা হইবে এবং যে-পর্য্যন্ত না সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী বা সরকার মনোনীত অন্য কোন চিকিৎসক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত ব্যক্তির রোগ "দমিত" হইয়া গিয়াছে, সে-পর্য্যন্ত তাহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বৃটেন অভিযানে হিটলারের অসুবিধা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পারিবে। অথচ কমন প্রচুর ক্ষতিস্বীকারের পর কতক জার্ম্মাণ সৈন্য ইংলণ্ডে অবতরণ করিল। ইহাদের জন্য রসদ ও অন্যান্য রণসম্ভার চাই-ই।

নেপোলিয়নের পরিকল্পনায় এ-সর্ম্বে একটি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ড অভিযানের জন্য নির্দ্দিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যদল বজরার সাহায্যে ইংলণ্ডে উপনীত হইবে। শুধু আসবাব ও জিন তাহাদের সঙ্গে থাকিবে—ঘোড়া সে-স্থানেই যোগাড় করিয়া লইতে হইবে।

জার্ম্মাণ যান্ত্রিক বাহিনীর সেনাধ্যক্ষগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডের পল্লী-অঞ্চলে সংস্থাপিত পেট্রল পাম্প ষ্টেশনে তাঁহারা আর কুলন উপস্থিত করিয়া ট্যাঙ্ক ইত্যাদির জন্য পেট্রল সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তাহা হইলে আমার মনে হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভুল করিবেন।

ইংলণ্ডে পৌঁছার পর জার্ম্মাণ সৈন্যদের রসদপত্র ও রণসম্ভার সরবরাহ ও নূতন সৈন্য আমদানী সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না; কারণ অন্ততঃপক্ষে একটি বন্দর দখলে না থাকিলে উহার কোনটাই সম্ভবপর নয়। তদুপরি সমুদ্রপথ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে সে-কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না।

বৃটেনের জীবন-মরণ সমতুল্য উক্ত সমুদ্রপথটি তাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা করিবেই করিবে। সমুদ্র-পথে বৃটেন আক্রমণ হিটলারের পক্ষে অসম্ভব মনে হইলেও আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে শীঘ্র শীঘ্র পরিত্রাণের জন্য হিটলার হয়ত তেমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেও পারেন।

গৃহহীনদের আহার ও বাসস্থান

বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত প্রশ্নের আলোচনা

বিমান আক্রমণের ফলে যাহারা গৃহহীন হইয়া পড়িবে, অস্থায়ীভাবে তাহাদের খাওয়া দাওয়া ও আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কীত প্রশ্নের আলোচনার জন্য বিগত ৪ঠা জুন রাজস্ব-বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের সভাপতিত্বে রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটি সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মেয়র মিঃ সি, এস, ব্রুক, ডেপুটি মেয়র মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এস, ডি, এইচ, সাইক্‌স্‌, সি, আই, ই, এম, সি, আই, সি, এস; করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ জে, সি, মুখার্জী, রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস; পূর্ত্ত-বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি, ডবলিউ, ট্যাণ্ডি গ্রীণ ও স্বরাষ্ট্র-বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ পি, ডি, মার্টিন, ও, বি, ই, আই, সি, এস, উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট যদি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান খাড়া করাইতে এবং উহাকে চালু রাখিতে কলিকাতা করপোরেশন সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহারা এ-সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করিতেও সম্মত হইয়াছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

সরকারী ডাক্তারগণ প্রয়োজন মনে করিলে কোনও রোগীকে উপযুক্ত পরীক্ষার জন্য সরকার মনোনীত অন্য কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পাঠাইতে পারিবেন। যদি অনুমতিপ্রাপ্ত ছুটি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, রোগীর রোগ দমিত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে উপরে উল্লিখিত সর্ত্তে উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে।

জরীপ ও সেটেলমেণ্ট বিভাগের বার্ষিক বিবরণী

জরীপের ফলে কতক রাজস্ব বৃদ্ধি

গত ১৯৪০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বছরের জরীপ ও সেটেলমেণ্ট বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে আলোচ্য বৎসর নূতন কোন বড় জরীপের কাজ গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য রংপুর, হাওড়া ও দিনাজপুরে ব্যাপকভাবে জরীপের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ জেলার শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের ৮২৮ বর্গ-মাইল জমির পুনরায় জরীপের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। হাওড়া এবং রংপুরের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং বাদ বাকি কাজ কালেক্টরদের হাতে তুলিয়া দেওয়াই হইয়াছে।

২৪-পরগণা, খুলনা, যশোহর বাখরগঞ্জ, মালদহ, জলপাইগুড়ি, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলার ছোট ছোট জরীপের কাজ পরিচালিত হইয়াছে।

বাহিরের কার্য্য ও বাঁকাচোরা জরীপ

আলোচ্য বর্ষে কোনো বড় জরীপের কাজ শুরু করা হয় নাই বলিয়া বাহিরের কাজ খুব কম ছিল। ভূমি-রাজস্বের জন্য যেখানে ছোট ছোট জরীপের কাজ করা হইয়াছে, শুধু সেই সকল অঞ্চলেই বাঁকাচোরা জরীপের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধরণের কাজের জন্য ১০০ বর্গ মাইল জমি জরীপ করা হইয়াছে।

ম্যাপ তৈরী

কালেক্টর এবং জরীপ বিভাগ হইতে প্রেরিত হইয়া ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ এবং যশোহরের কোনো কোনো অঞ্চলের তুলনামূলক ম্যাপ তৈরী করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বক্সা ফরেষ্ট ডিভিশনের ৯টি ম্যাপ এবং রংপুর জেলায় ১০৯টি ইউনিয়ন বোর্ডের ম্যাপ তৈরী করা হইয়াছে।

সেটেলমেণ্ট অফিসারগণ যে সংশোধিত কাজ এবং কালেক্টরগণ পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত যে সকল ম্যাপ মুদ্রণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা অত্যধিক ছিল। উক্ত কাজসমূহ যথা সময়ে মুদ্রিত করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং কাজের নমুনা খুব উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছিল।

শাসনকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত সরকারী অফিসারগণকে মোট ১৬,২৭৮৸৶ মূল্যের ১২,২৮৭টি ম্যাপ বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ১,২৩৫ বর্গ মাইলের খতিয়ান তৈরী করা হইয়াছে। জমির প্রজাস্বত্ব আইন প্রদেশের মোট ৬৫,৩৭৮ বর্গ মাইল জমির উপর প্রযোজ্য হয়। তন্মধ্যে মোট ৬৫,৩৬৬ বর্গ মাইল জমির খতিয়ান শেষ হইল। আলোচ্য বর্ষে ৬,৩০০ বর্গ মাইল জমির রেকর্ড পুনরায় সংশোধন করা হইয়াছে।

পতিত জমির আবাদ

১। রংপুর।—(১) বন্দবস্তের একটি পতিত জমি আবাদ-উপযোগী করার ফলে ৪২,২৬৪৶০ পাওয়া গিয়াছে। ৪৫,৮১২।৷০ টাকার বন্দ বন্দোবস্ত হয় নাই।

সনদের হিসাব নিকাশে ১,৬৯,২০৪।৶০ আদায় হইয়াছে এবং ২৯০৫৶০ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৬টি সিভিল বাকি ১,৮৪,৭৮৪৶০ অনাদায়ী রহিয়াছে।

(২) সার্টিফিকেটের বলে ৪৬,৮৪৫৷৶০ আদায় করা হইয়াছে। বছরের শেষে ২,৪৮১টি সার্টিফিকেটে মোট ৯৪,৫৫৫৸৶০ অনাদায়ী ছিল।

বছরের শেষের অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ হইতেছে ২,৭৯,১৪০।৶০।

২। হিসাব করা দাবী ১০,৯৪,১১৭৲ টাকার মধ্যে আলোচ্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত ৯,৮৪,৯৯৫৲ টাকা আদায় করা হইয়াছে, ১১,০৪৮৲ টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৯৮,০৭৪৲ টাকা বাকি আছে।

৩। দিনাজপুর।—(১) সালিসিতে ৮,৭৫,৯৮৮।৷৶০ আদায় হইয়াছে এবং সনদের হিসাব নিকাশে জমিদারদিগের নিকট হইতে ১,১৪,৮১১।৷৶০ আদায় হইয়াছে। এই সকল হিসাবে ৬,১৯,০১০।৶০ অনাদায়ী আছে।

(২) সার্টিফিকেটের দ্বারা ১১,৪৫২৸৶০ আদায় হইয়াছে এবং ১১৮টি সার্টিফিকেটে ১,৮১৬।৶০ অনাদায়ী আছে।

বছরের শেষে ৬,৮৮,৪৯০।৷৶০ অনাদায়ী আছে।

এই তিন জেলার মোট ১২,২১,৬১৯৲ টাকা অনাদায়ী আছে, তন্মধ্যে ২১,০৫,৭১৪৲ আদায় করা হইয়াছে এবং ১০,১৫,৯০৫৲ টাকা বাকি আছে।

ম্যাপ খতিয়ান এবং জমির নক্সাদি বাবদ যথাক্রমে ১৪,০২০৶০, ৫৬,০১২৸৶৫ এবং ২,২৭৮।৶০ পাওয়া গিয়াছে।

জরীপের ফলাফল

এই জরীপের কাজের ফলে বৎসর ৮১,৪৬৯৸০ আনা ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মূল রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,১৯,৮৮১৲ এবং সেটেলমেণ্টের পর ৩,০১,৩৫১৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুন্দরবন এষ্টেট এলেন্ করার ফলেই রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে খুব কম দরে উহা চাষের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমানে বাবতি দরে উহার জরীপ করা হইল। সুন্দরবন এষ্টেটে মোট ৮০,৩৯৬৲ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলে আইন প্রবর্তন

ময়মনসিংহ জেলার শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলে সংশোধিত জরীপ করার কালে দেখা যায় যে, টঙ্ক প্রথায় যে সকল লোক খাজনা প্রদান করে, তাহাদের দেয় অর্থের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী। জমিদারগণ এই টঙ্কদারদিগের সহিত প্রজাদের মত ব্যবহার না করিয়া মজুরের মত ব্যবহার করে। জমির প্রজাস্বত্ব আইনের ১১২ ধারা অনুসারে এই অতিরিক্ত খাজনা হ্রাস করিবার নিমিত্ত ভারত সরকারের ১৯৩৫ সালের ৯২ (২) ধারা অনুযায়ী উক্ত টঙ্কদারগণকে প্রজার পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয়।

অফিসার ও কানুনগোর ট্রেনিং

বাৎসরিক জরীপ ও সেটেলমেণ্ট ট্রেনিং ময়মনসিংহের সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ আর, ডাবু, বাটন, আই-সি-এস্ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত অফিসারগণ ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন:—

১১ জন আই, সি, এস।
৫ জন আই, সি, এস।
৩ জন ডি, সি, এস।
৭ জন বি, সি, এস।
৩৬ জন বি, জে, সি, এস।
৬ জন কোর্ট অব্ ওয়ার্ড এষ্টেটের শিক্ষানবীশ।
৩ জন অফিসার (বাহিরের হইতে)।
১ জন জেলার কানুনগো।

(প্রেস-নোট)

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

আকস্মিক প্রয়োজন না হইলে কার্য্যকরী হইবে না

গত ৫ই জুনের "অমৃত বাজার" পত্রিকায় বাঙলাদেশে অতি শীঘ্রই পেট্রল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার যে কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেদিকে বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ হইয়াছে। জনসাধারণের মনে যাহাতে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়, তজ্জন্য জানানো যাইতেছে যে, ভারত সরকার বর্ত্তমানে ভারতে মোটর স্পিরিট জমা করিবার নিমিত্ত মোটরের পেট্রোল নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়া হাতে রাখিবার কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে আকস্মিক প্রয়োজনের উদ্ভব না হইলে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে না। কিরূপ নীতির উপর বিভিন্ন যান-বাহনের নিমিত্ত পেট্রোলের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হইবে, তাহা এখনও বিবেচনাধীন আছে এবং এখনো পাকাপাকিভাবে কিছু স্থির করা হয় নাই। বাঙলা সরকার যতদূর অবগত আছেন তাহাতে বলা চলে যে, বর্ত্তমানে পেট্রোলের দর চড়াইবার কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হয় নাই।

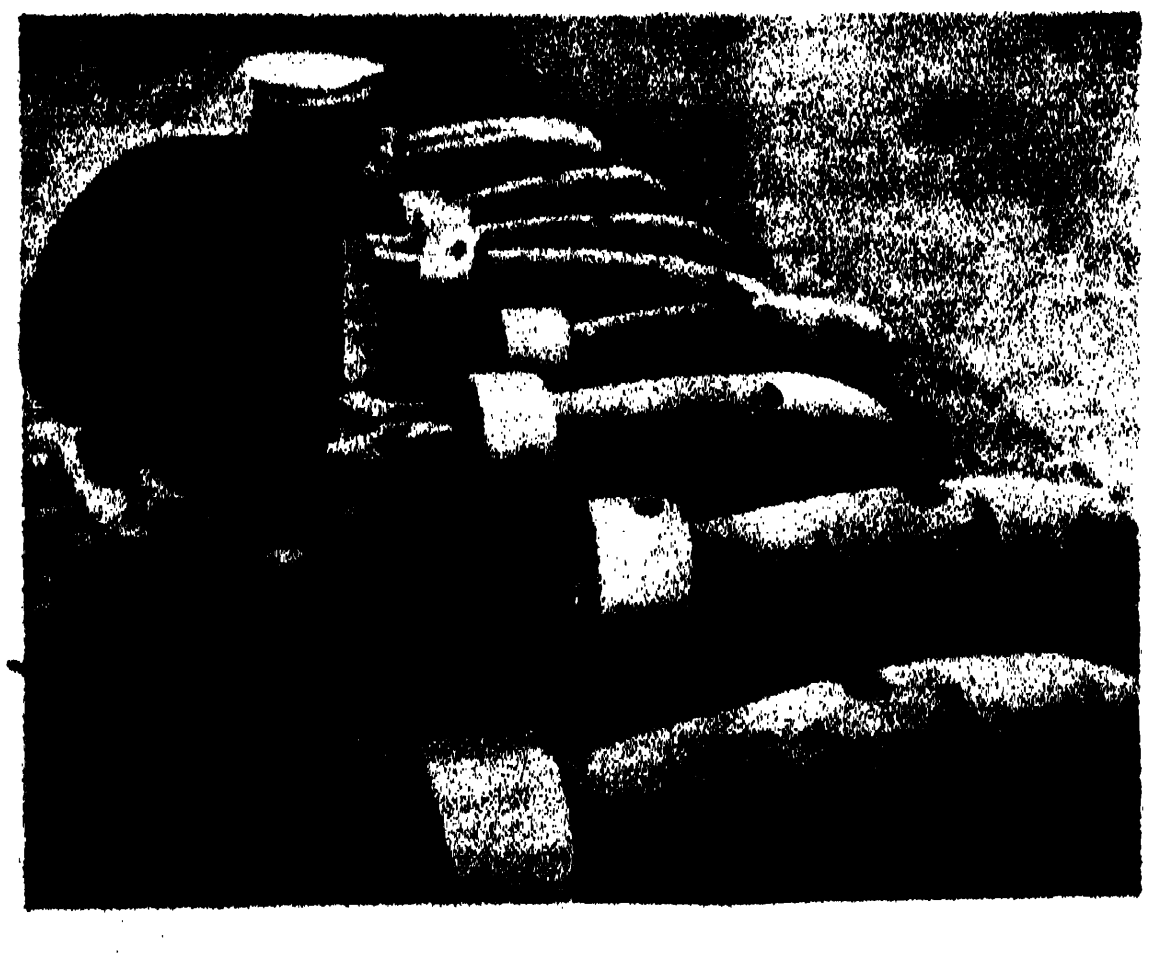

একটি বিমানবাহী যুদ্ধ জাহাজের ডেকের উপর কতিপয় ভারী বোমা বিমানে বোঝাই করার জন্য প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী—

গত মে মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :

আরানী ইউনিয়নের অন্তর্গত "হরিপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি" স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ আরানী-হরিপুর রোড্ এবং হরিপুর হইতে বিলমা পর্য্যন্ত আর মাইল লম্বা আর একটি পথ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করে। আরানী গোয়ালপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ২২০ গজ লম্বা একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং আলোচ্য মাসে চকগোপালপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩ বিঘা জমির জঙ্গল সাফ্ করা হইয়াছে। এই সকল সমিতিও আরানী ইউনিয়নের অন্তর্গত চরঘাটা থানার অধীন।

জনসাধারণকে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কাজে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক এবং সদস্যগণ একটি পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত সভা সংগঠন করিয়াছিলেন এবং এই সভায় প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিল। ইউনিয়নের অধিবাসিগণ এই কার্য্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মহকুমা হাকিমের সভাপতিত্বে অনুরূপ আরও দুইটি সভা বাসুদেবপুর দীঘি এবং মাধবকুড়া হাট নামক স্থানে আহূত হয় ; উপস্থিত জনগণের সংখ্যা ৩০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম উপস্থিত জনগণকে পল্লী-সংগঠনের প্রকৃত অর্থ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং অবিলম্বে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন যাত্রা প্রণালীর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া তদ্দ্বারা শারীরিক, নৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করিবার উপদেশ প্রদান করেন।

পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ কৃষি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে এবং ফলে পল্লী সংগঠনের কাজ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়।

বর্ত্তমান নৈশ-বিদ্যালয় গুলি পূর্ব্বের ন্যায় শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

নীলফামারী (রংপুর)—

গত মে মাসে নীলফামারীতে যে সকল পল্লী-সংগঠন সংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

ইটাখোলা ইউনিয়নের অন্তর্গত সিঙ্গাই নামক গ্রামে একটি পল্লীপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই রাস্তাটি আট মাইল লম্বা এবং বাবাজান নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে জেলা বোর্ডের রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছে। উক্ত গ্রামেই চকর হাটের সন্নিকটে একই মাপ দীর্ঘ আর একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। শ্রীমার্থ নামক গ্রামে একই দৈর্ঘ্যের আর একটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাঁদখানা ইউনিয়নের অধীন মেম্বর মহম্মদের বাড়ী হইতে আর মাইল লম্বা যে রাস্তাটি নিতাই পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে তৈরী করা হইয়াছে। রাস্তাটি ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস হইতে উত্তর জেলা বোর্ড রোড্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। কিশোরগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত কেশোবা নামক গ্রামে পল্লী মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

শিক্ষা দান

পানিয়ালপুকুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির তত্ত্বাবধানে অতি শীঘ্রই একটি পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপিত হইবে। হল নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত প্রায়। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ২৫০টি নূতন পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জ এবং পুটিমারী ইউনিয়নে তিনটি নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

কিশোরগঞ্জ থানার অন্তর্গত পানাপুকুর ইউনিয়নের অধীন ডানিয়ার গ্রামে কেশার ঘাট নামক স্থান হইতে কইমারীঘাট পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে তাহার উপর একটি পাকা সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিবার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এই সেতুটি স্থানীয় জনসাধারণের বহু দিনের অভাব দূরীভূত হইবে।

আগুরঘাট নামক গ্রামে জল নিকাশের একটি কাচা নালা তৈরী করা হইয়াছে। এই নালা বাবুপাল নামক এক ব্যক্তির গৃহ হইতে স্বর্ণপালের বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে।

স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ চৌরা পালপাড়া গ্রামের সিকি বিঘা জমির জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে।

খুলনা—

সিলঙ্ক খুলনা জিলার একটি বৃহৎ গ্রাম। লোক-সংখ্যা ৩,০০০ হাজারের উপর। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও সংগঠনে সিলঙ্কের বর্ত্তমানে যে অগ্রগতি তাহার সূত্রপাত হয় ১৯৩০ সালে। সিলঙ্ক "উইভিং ইনষ্টিটিউট" নামে বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়। পরে ১৯৩২ সালে সাধারণ শিক্ষার সহিত কারীগরি বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় তৎকালীন মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়টিকে "সিলঙ্ক পলিটেক্‌নিক হাই স্কুলে" পরিণত করা হয়। বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সহিত বয়ন বিদ্যা, নারিকেল ছোবড়ার শিল্প (coir industry) বই ও ছবি বাঁধাই, দর্জির কাজ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। স্কুলের ছাত্র ও বেকারগণ বিনা বেতনে এই সকল শিল্প কার্য্য শিখিতে পারে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের জন্য গত ১৯৩১ সাল হইতে একটি অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য গ্রামের কেন্দ্র স্থলে এক খণ্ড জমি সংগৃহীত হইয়াছে। গত ১৮ই এপ্রিল জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস. এন্. ঘোষ ও ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ জমি পরিদর্শন করেন এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ স্থানে নূতন গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ছাত্র, যুবক ও গ্রামবাসীর সাংস্কৃতিক উন্নতির (cultural development) জন্য প্রতি বৎসরে আবৃত্তি, বিতর্ক ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়। গত বৎসর হইতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ আবৃত্তির জন্য "সুবোধ স্মৃতি পদক" পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূজা বড়দিন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে স্থানীয় অবকাশে নানা প্রকার শিক্ষামূলক নাটক অভিনয়ের দ্বারা গ্রামের বহু দরিদ্র জনসাধারণের চিত্ত বিনোদন করেন।

গ্রামবাসীদের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য ছাত্রদের দ্বারা একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের সংস্কার ও সংগঠন কার্য্যের বিবরণ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দরিদ্র গ্রামবাসীগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অন্যান্য উপায়ে কোন প্রকার সরকারী বা বে-সরকারী সাহায্য না পাইয়াও একটি খাল খনন আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিবৎসর ২০০/২৫০ গজ নূতন কাটা বা পুরাতন সংস্কার করা হইতেছে। বর্ত্তমান বৎসর প্রায় ২৫০ গজ খাল নূতন কাটা হইয়াছে। এই খালটি সম্পূর্ণ হইলে চুড়াডাঙ্গার বিল, মালুখার বিল, কাদিরার বিল, জয়পুরের মাঠ প্রভৃতির ও সিলঙ্ক, ভাটপাড়া, জয়পুর প্রভৃতির জল নিকাশ হইবে। উক্ত তিনটি বিলের জল নিকাশ হইলে প্রায় ৩০০ শত বিঘা জমি নূতন আবাদ হইবে। গত বৎসর ও বর্ত্তমান বৎসরে প্রায় ২ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার ও ১।।০ মাইল রাস্তার সংস্কার পল্লীসমিতির কর্মীগণ করিয়াছেন।

গ্রামের কেন্দ্রস্থলে একটি পাঠাগার, পাঠগৃহ reading room) ও পল্লীসমিতির বিভিন্ন কার্য্যাবলীর সহিত সর্ব্বদা যোগাযোগ রাখিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় অফিস্ করিবার জন্য সিলঙ্ক পলিটেক্‌নিক স্কুলের সন্নিকটে ৪ কাঠা জমি খরিদ করা হইয়াছে। ঐ স্থানে আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

যুবকগণ ফুটবল, ভলি প্রভৃতি খেলায় জিলার সর্ব্বত্র বেশ সুনাম অর্জন করিয়াছে এবং কয়েকটি শিল্ড, কাপ প্রভৃতি বিজয়ী হইয়াছে।

বর্ত্তমানে গ্রামের বিভিন্নমুখী কর্ম্ম প্রচেষ্টায় গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সকলেই রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ঊর্দ্ধে থাকিয়া গ্রামোন্নয়নে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ—

পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর এবং পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের চিফ কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ, এস্, ইসহাক, আই সি, এস গত ২৫শে মে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরিদর্শন করেন।

একটি জন-সভায় গোপালপুর সার্কেল ইউনিয়ন বোর্ড তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। মিঃ ইসহাক পল্লী অঞ্চলের পাঁচ হাজার লোকের একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে টাঙ্গাইল ও জামালপুরের পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত প্রধান ইন্‌স্পেক্টরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঙলার চাষী জীবনে তাহার প্রভাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। পাটচাষিগণ যে পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে তজ্জন্য তিনি তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং আশ্বাস দেন যে তাহারা এক্ষণে আশানুরূপ বাজার ও উচ্চ দর পাইবে। তিনি তাহাদিগকে এই কথাটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন যে, ধানের চাষ বাড়াইলেই বাঙলার চাষীদের খাদ্য-স্বাচ্ছন্দ্য হইবে এবং অতিরিক্ত পাটচাষের ফলে প্রত্যেক বৎসর যে খাদ্যাভাব ঘটে, সে সমস্যা আর থাকিবে না এবং বিদেশ হইতে আমদানী করা চাউলের উপরও বাঙালীকে নির্ভর করিতে হইবে না।

পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণ কি ভাবে তাহাদের সুখ-দৈন্যের মধ্যেও স্বাবলম্বী হইয়াও নিজ নিজ সম্মান বজায় রাখিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে, সে সম্পর্কে মিঃ ইসহাক বিস্তৃত আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন যে কৃষকগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সংগঠন এবং গ্রামবাসিগণের মধ্যে একতা ও সহযোগিতার ফলে পল্লী-অঞ্চলের আমূল সংস্কার সাধিত হইতে পারে।

গোপালপুরের সার্কেল অফিসার মিঃ কে, আর, খানে, ডাঃ আবদুল আজিজ, মৌলভী আবদুল আজিজ ও খান সাহেব ওসমান গণি পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী সংগঠন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আলেকজান্দ্রিয়ায় তীব্র বিমান-আক্রমণ

গত ৪ঠা জুন আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বিমানপথে যে প্রবল আক্রমণ পরিচালিত হয়, তাহার ফলে ১৪৭ জন লোক নিহত হইয়াছে এবং ৭ই জুন রাত্রে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ফলে আনুমানিক ৪ শত লোক নিহত হইয়াছে। মিসরের প্রধান-মন্ত্রী আলেকজান্দ্রিয়া হইতে কায়রোয় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই তথ্য প্রকাশ করেন।

দলে দলে অধিবাসীদের শহর ত্যাগ

বিমান-আক্রমণের ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী আরবরা এত বিপুল পরিমাণে শহর ত্যাগ করিতেছে যে, নারীরা, এমন কি, ছোট শিশুদের পর্য্যন্ত ট্রেনের ছাদে চড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

দামেস্কের নিকটে মিত্রপক্ষীয় সেনাদল

দামেস্কের দশ মাইল দূরে স্বাধীন ফরাসী সেনাদিগকে তীব্রভাবে বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

আমেরিকার সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হইতে অগ্রসর হইয়া সৈন্যগণ গুরুত্বপূর্ণ কামিশ্‌লী দখল করিয়া লইয়াছে। তুর্কী-ইরাক রেলপথ যে অঞ্চলে সিরিয়া অতিক্রম করিয়াছে, শহরটি সেই অঞ্চলে অবস্থিত।

জেনারেল দেন্তের প্রাণনাশের চেষ্টা

সিরিয়ার হাই-কমিশনার জেনারেল দেন্তের জীবন-নাশের চেষ্টা করার অভিযোগে কয়েকজন তরুণ ফরাসী অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, ফরাসী সৈন্যগণ মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

গ্রীস ও ক্রীটের সংগ্রামে অষ্ট্রেলিয়ার ক্ষতি

নিউজীল্যাণ্ড পার্লামেণ্টে অস্থায়ী প্রধান-মন্ত্রী মিঃ ন্যাশ গ্রীস ও ক্রীটের সংগ্রামে নিউজিল্যাণ্ডের সৈন্য কি পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং কি পরিমাণ ক্ষয় হইয়াছে তাহার সুনির্দ্দিষ্ট হিসাব দেন। তিনি বলেন যে, ১৬,৫০০ জন নিউজীল্যাণ্ডের সৈন্য গ্রীস ও ক্রীটে প্রেরিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১১,৮৮০ জনকে অপসারণ করা হয় এবং ৫,৩৫০ জনের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দামেস্ক অভিমুখে অগ্রগতি

মিত্রপক্ষীয় বাহিনী ক্রমাগত দামেস্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে এই অগ্রগতি চলিতেছে কতকটা মন্থরভাবে; কারণ শান্তিপূর্ণভাবে দেশ অধিকারই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্য পরিগণিত।

গুরুত্বপূর্ণ বিমান বন্দর অধিকার

আলেপ্পো সড়কের উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র সুবৃহৎ বিমানঘাঁটি লেয়াহেকোর ইরাক হইতে আগত বৃটিশ সৈন্যদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইহা ইরাক সীমান্ত হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত।

শত্রু-এলাকায় বিমান-আক্রমণ

গত ১১ই জুন রাত্রে রাজকীয় বিমান-বহর রুঢ়ের উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়, তাহাতে ডুসবার্গ ও ডুসেলডর্ফ প্রধান লক্ষ্যবস্তে পরিণত হয়। ব্যাপক অগ্নি-কাণ্ড সংঘটিত হয় এবং শিল্পকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রটারডাম ও বোলনের উপরও আক্রমণ চালানো হয়।

বৃটিশ বিমান বিভাগের মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রকাশিত এক এস্তেহারে প্রকাশ, উইলহেল্মসহেভেন ও ব্রান্সবার্গের ডক এবং নরওয়ের লী-দুর্গবেষ্টিত বৃটিশ উপকূলভাগের বিমান-বহর ও নৌ-বহর সংশ্লিষ্ট বিমান-বহর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়।

ইরিত্রিয়ার দ্বিতীয় বন্দর অধিকৃত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১১ই জুন বুধবার সকালে জিবুতোর নৌ-বহর দল ও বিমান-বহরের মিলিত আক্রমণে এরিত্রিয়ার দ্বিতীয় বন্দর আসাব অধিকৃত হইয়াছে। দুইজন ইটালীয়ান জেনারেল সহ কয়েক শত শত্রু সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

সিরিয়ায় মিত্র-বাহিনীর অগ্রগতি

গত ৮ই জুন প্রত্যূষে লেবানন এবং সিরিয়ার সীমানা অতিক্রম করিবার পর সিরিয়ায় মিত্রপক্ষের সৈন্যদল ক্রমশঃ উত্তর-দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফরাসীরা কিরূপে বাধা প্রদান করিতেছে, তাহা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ দুষ্কর হইলেও ইহা সত্য যে, ইতিমধ্যে যে সমস্ত এলাকা অধিকৃত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানের ফরাসী অধিবাসীগণ মিত্রপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

চার হাজার ফরাসী সৈন্যের আত্মসমর্পণ

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকার কায়রোস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, আধুনিক ধরণের সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৪ হাজার ফরাসী সৈন্য জবলদ্রুজ এলাকায় বৃটিশ সৈন্যদের সহিত যোগদান করিয়াছে।

ক্যাপ্টেন রাইট-অনারেবল্ ডেভিড মার্গেসন

সম্প্রতি ইনি বৃটেনের সমর-সচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি কমন্স-বিভাগের পার্লিয়ামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

কয়েকশত জন প্যারাসুট সৈন্য বন্দী

বিস্তার হইতে স্বাধীন ফরাসী বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিরিয়ায় একজন কর্ণেল সহ ১০০ জন প্যারাসুট-সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে।

জার্ম্মানীতে বিমান আক্রমণ

সরকারী জার্ম্মান নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে যে, ৮ই জুন রাত্রিতে রাজকীয় বিমান-বাহিনী পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানীতে আক্রমণ চালাইয়াছিল। কয়েকটি স্থানে উগ্র বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

সিরিয়ায় মিত্রপক্ষে ফরাসীদের যোগদান

বহু ফরাসী অফিসার ও সৈন্য, অগ্রগামী স্বাধীন ফরাসী সেনাদল ও সাম্রাজ্যিক বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছে এবং অনেকে অস্ত্রত্যাগ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি ঘাঁটি বাধা প্রদান করিতেছে। বৃটিশপক্ষে সৈন্য-ক্ষয় খুব কম হইতেছে।

গ্রীসে ইটালীয়ান আধিপত্য

ইটালীর যুদ্ধে যোগদানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গে মুসোলিনী ঘোষণা করেন যে, এখন-সহ সমগ্র গ্রীস ইটালীর করতলগত হইবে। গ্রীস পুনরায় ইটালীর ভূমধ্য-সাগরীয় প্রভাবাধীনে আসিয়া পড়িবে।

বিমান ক্ষতির হিসাব

গত ১৪ই জুন সন্ধ্যাবেলা যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে রাজকীয় বিমান-বাহিনী ও নৌবাহিনী কর্ত্তৃক অন্ততঃ ৭৮খানি এক্সিস বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ঐ সময়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে রাজকীয় বিমানবহরের ৪৬খানি প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বৃটিশের নূতন সুখবর

বৃটিশ সেনাবাহিনী শীঘ্রই একটী "গোপন অস্ত্র দ্বারা" সজ্জিত হইবে। এই অস্ত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্র্যাজুয়েটের আবিষ্কার। তিনি এক্ষণে বর্ত্তমান ইঞ্জিনিয়ার দলের একজন অফিসার এবং তাঁহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর। দুই বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তিনি মেকানিক্যাল সায়েন্সে (যন্ত্রবিজ্ঞান) অনার্স পাইয়াছিলেন। এই অস্ত্রটি কি ধরণের, তাহা অবশ্য বলা যাইতে পারে না। তথাপি বৃটিশ সেনাবাহিনীর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ আশা করেন যে, ইহা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে উৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। এই অস্ত্র সাধারণ ও অদ্ভুত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

আফ্রিকায় বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

ইটালীয় কর্ত্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বিমানসমূহ বেনগাজী ও সাইরেনাইকার কয়েকটি স্থানের উপর হানা দিয়াছিল। রোডস দ্বীপের উপর বৃটিশ বিমানের হানার সংবাদও ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে। গত ৫ই জুন রাত্রিতে বৃটিশ বিমান-বাহিনী বেনগাজীর উপর সাফল্যপূর্ণ আক্রমণ চালাইয়াছিল। তিন হাজার টনের উপর বা কাছাকাছি কয়েকটি বোমা পড়িয়াছিল। একখানে বড় রকমের আগুন লাগিয়াছিল। সেই রাত্রে বার্দিয়া ও গাজালার অবতরণ-ঘাঁটির উপরেও বিমানসমূহ বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। নৌ-বিভাগীয় বিমানসমূহ ত্রিপোলি বন্দরের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। মধ্য-আবিসিনিয়ার যে সমস্ত স্থান এখনও ইটালীয়দের হাতে আছে, তাহার উপরও আক্রমণ চালান হয়।

বৃটিশ সাবমেরিণের কৃতিত্ব

একটি সাবমেরিণ ভূমধ্যসাগরের মধ্যভাগে ইটালীর লাম্পেডুসা দ্বীপের পোতাশ্রয়ে হানা দেয় এবং তথায় অবস্থিত প্রায় এক হাজার টনের একখানা পূর্ণ বোঝাই গোলাবারুদ জাহাজ টর্পেডো আঘাতে ডুবাইয়া দেয়। আর একটি সাবমেরিণ বেনগাজী পোতাশ্রয়ে হানা দেয় এবং তথায় একটি ইটালীয় বাণিজ্য জাহাজ টর্পেডোর দ্বারা ডুবাইয়া দেয়। শত্রু অধিকৃত মনজিনিল দ্বীপের পোতাশ্রয়ে আর একটি সাবমেরিণ আক্রমণ চালায়। সেখানে দুইটি ছোট জাহাজ ও একটি বড় মাল-বাহাজী জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাবমেরিণ হইতে কামান দাগিয়া দুইটি ছোট জাহাজসহ একটি সশস্ত্র ট্রলারকে অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে। আর একটি সাবমেরিণ প্রায় ৮,০০০ টনের একটি বড় তৈলবাহী জাহাজ ডুবাইয়াছে। বৃটিশ সাবমেরিণের দ্বারা জখম হইয়া "ট্রুয়া" নামক ৫,০০০ টনের ইটালীয় তৈলবাহী জাহাজ টিউনিসে পৌঁছিয়াছে।

ত্রিশক্তি চুক্তিতে ক্রোশিয়ার যোগদান

জার্ম্মান বেতারের সংবাদে প্রকাশ, ক্রোশিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে। ভেনিসে ক্রোশিয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে কাউণ্ট সিয়ানো প্রতিনিধিগণকে

[৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

প্রদান না করিয়া একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ত্রিশক্তি কেবল একটি সামরিক প্রয়োজনে সম্পাদিত হয় নাই, এইটি নূতন বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তন ও পৃথিবীতে নিরাপত্তা রক্ষার জার্মাণী, ইটালী ও জাপানের আকাঙ্খার প্রতি যে সমস্ত দেশের সহানুভূতি আছে, এই চুক্তি তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার একটি স্থায়ী ভিত্তি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

মিত্রপক্ষের কবলে সিডান

ভিসির একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সেনাগণ সিডান অধিকার করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, মিত্রবাহিনী লেবাননে সমগ্র সীমান্তে ভিসির সেনাদলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত আছে।

ভিসি সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ

জেরুজালেমের জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, কিসোয়ের পূর্বে বৃটিশ সেনাগণ ব্যূহের পাশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ভিসি সেনাদলের দ্বিতীয় ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। উপকূলের চেয়ে ডামাস্কাসের চারিপাশেই অপেক্ষাকৃত প্রবলভাবে সহিত মিত্র-বাহিনীকে বাধা দেওয়া হইতেছে।

আরো ইটালীয়ান সৈন্যের আত্মসমর্পণ

আবিসিনিয়ার সেন্ট্রাল অঞ্চলে জেনারেল প্যালোধরো ... হাজার ইটালীয়ান সৈন্যের সহিত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

পশ্চিম মরুভূমিতে বৃটেনের অভিযান

বৃটিশ জেনারেল হেডকোয়ার্টারের এক এলানে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুভূমিতে জার্মাণদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সৈন্যদের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে।

বৃটিশ সৈন্যগণ সোলামের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে শত্রুসৈন্যগণ যে সমস্ত ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, বৃটিশ সৈন্যগণ সেই সমস্ত ঘাঁটি আক্রমণ করিয়াছে।

সিরিয়ায় মিত্রপক্ষের আরো অগ্রগতি

জেরুজালেম, ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আর্মি হেডকোয়ার্টারের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, জেবেদোর পার্শ্ব দেশ বেষ্টন করিয়া আক্রমণ পরিচালনায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দামাস্কাস হইতে দশ মাইল দূরবর্তী ... নামক স্থান অধিকার করিয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় বাহিনী কর্তৃক দামাস্কাসের ১১ মাইল দূরবর্তী কিসউই অধিকারের সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

দামাস্কাসে সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী এক ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়া জনসাধারণকে শান্ত থাকিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, অবস্থা কোন দিক হইতেই উদ্বেগজনক নহে। ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

লণ্ডনের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সৌধ এবং আইন ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল, টেম্পলবার, গ্রেজ ইন এবং সার্জেণ্টস ইন প্রভৃতি জার্মাণ বিমান আক্রমণে গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। টেম্পলবারের প্রায় অর্দ্ধেকই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রেজ ইনের বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নাই বলিলেই চলে এবং সার্জেণ্টস্ ইনের কাঠামোটা মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, গ্রেজ ইনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিখ্যাত ষোড়শ শতাব্দীর হল-ঘরটিও ধ্বংস হইয়াছে। ইহা ছাড়া লাইব্রেরীর ২০ হাজার পুস্তকও পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী প্রচেষ্টা

নোয়াখালীতে জন-সভার অনুষ্ঠান

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী অক্ষুণ্ণ এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টায় উৎসাহ সঞ্চারের জন্য বিগত ২২শে মে ফেনী (নোয়াখালী) একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মৌলবী শাহ সৈয়দ গোলাম সারওয়ার হোসাইনী, এম, এল, এ, এবং জেলা বোর্ডের সদস্য মওলবী বশির আহমদ সভার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। জেলার বিভিন্ন থানার এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রায় ১৫ হাজার লোক সভায় যোগদান করে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন, মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আবশ্যকতা এবং বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে মৌলবী শাহ সৈয়দ গোলাম সারওয়ার হোসাইনী, এম, এল, এ, মৌলবী বশির আহমদ, মওলবী কাজি কমরুজ্জমান ও মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, আলি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভাপতি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কয়েক মাস পূর্বে আমি যখন নোয়াখালী আসি, তখন উভয় সম্প্রদায়ে মন কষাকষি চলিতেছিল দেখিতে পাই। এ-জন্য আমি জেলার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক মিলন সভার আয়োজন করি, ফলে অবস্থা কতকটা শান্ত ভাব ধারণ করে। ইতি পূর্বে এ-জেলায় আমি এত বড় সভায় যোগদান করি নাই। আমাকে ইহার পৌরোহিত্যের জন্য আহ্বান করায় আমি সভার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যের কারণ আমি অনুধাবন করিতে অসমর্থ। নোয়াখালীতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য। একণে তাহাদেরই দলের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত আছে। দেশে সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি করিয়া নিজেদেরই শাসন ব্যবস্থাকে বদনাম করিয়া তোলা তাহাদের উচিত হইবে না। নোয়াখালীর হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কাজেই তাহারা যদি কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধায়, তাহা হইলে তাহাদিগকেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এমতাবস্থায় অশান্তির সৃষ্টি করে কে? স্বার্থপর এবং গভর্ণমেণ্টের শত্রুরাই বিবাদ বাধাইয়া তোলে।

সভাপতি অতঃপর সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, গভর্ণমেণ্ট একণে ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত আছেন। এ-সময় তাঁহারা কোন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করিবেন না। তিনি স্বার্থবাদীদের মিথ্যা কথায় আস্থা স্থাপন না করিতে সকলকে সাবধান করিয়া দেন।

"টমি কুকার"

রান্নার নূতন সরঞ্জাম

বোর্ড অব্ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ সম্প্রতি এক প্রকার জ্বালানি উদ্ভাবন করিয়াছে। এগুলি স্পিরিট ও অন্যান্য দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ কঠিনীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হয়। সহজেই এগুলি টিফিন বাক্সের মধ্যে ভরিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে "টমি কুকার" (সিপাহীর চুলা) এবং এগুলি পুরাপুরি ভারতবর্ষজাত দ্রব্যেই প্রস্তুত।

পকেটে ভরিয়া লইবার উপযুক্ত এক টিনে এই জ্বালানির যতটুকু ধরে, তাহাতে চার ঘণ্টা পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখা চলে। এগুলি অতি সহজেই বহন করা যায় এবং দেশলাই কাঠি সহযোগে প্রায় সিগারেটের মত সহজে জ্বালান চলে। এই জ্বালানিপূর্ণ টিনে কেরোসিন জ্বালাইবার ব্যবস্থা করায় ইহা আরও সুবিধাজনক হইয়াছে।

এই জ্বালানি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিবার জন্য আর্মি হেড কোয়ার্টার্স শীঘ্রই ১০ হাজার টিনের অর্ডার দিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জ্বালানি প্রস্তুত করিতে অতি সামান্যই খরচ পড়ে; কারণ ইহার জন্য বিশেষ কোনও যন্ত্রপাতির দরকার হয় না, এবং খালি টিনগুলি আবার ব্যবহার করা যায়।

বাঙলাদেশে চর্ম্ম-শিল্পের অবস্থা

শিল্প-বিভাগের বুলেটীন প্রকাশিত

বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রায় বি, এন, দাস বাহাদুর লিখিত "বাঙলাদেশের চর্ম শিল্পের অবস্থা" শীর্ষক বিবরণী শিল্প বিভাগের বুলেটিন হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে:—

(১) কাঁচা চর্ম শিল্প, (২) চর্ম পাকা করার শিল্প, (৩) পাদুকা তৈরীর শিল্প এবং (৪) চর্মের তৈরী বিভিন্ন শিল্প।

এই সকল শিল্পের বর্তমান অবস্থা, হাতে-কলমে ট্রেনিং দানে ইহার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা, তালবকম ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতা হ্রাস করা সম্পর্কীত বহু মূল্যবান তথ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ছাগ চর্ম হইতে প্রেজড কিড, মহিষের চামড়া হইতে ট্যান্ করা সোল লেদার এবং বাঙালীর দ্বারা ঘরে সিভিলিয়ান, মিলিটারী ও পালিশ করা বুট ও জুতা তৈরী সরকারী সাহায্যে অনেকাংশে প্রেরণা লাভ করিয়াছে। বাঙালী দ্বারা এই ব্যবসায় পরিচালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কতিপয় পন্থাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অল্প ব্যয়ে গ্লেজড কিড এবং পিট্-ট্যানড সোল লেদার তৈরীর ছোটখাট ট্যানারী খুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউট্ হইতে পাশ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে ছোটখাট ট্যানিং ব্যবসা খুলিবার পরিকল্পনাও উহাতে সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

ট্যানিং-এর নিমিত্ত একটি আধুনিক যন্ত্র সন্নিবেশ করিয়া এবং বুট ও জুতা তৈরীর একটি যন্ত্র বসাইয়া বেঙ্গল ট্যানিং ইনস্টিটিউটের প্রসার সাধনের জন্যও উক্ত রিপোর্টে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছে। উহার পরিকল্পনা এবং তজ্জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা উক্ত বিবরণীতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটির নিমিত্তই বিশেষ করিয়া এই বিবরণী লিখিত হইয়াছে এবং উহা লেদার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সাব-কমিটিতে বিবেচনাধীন আছে।

৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ২০৭টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১১০টি পাঞ্জাব এবং বাকবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়েই পাঞ্জাব হইতে ২৩৬টি মহিষ আনীত হইয়াছে এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে মোট ১৯৪টি।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইল। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরত দেওয়া হইবে না।

বঙ্গীয় শিল্প-সাহায্য আইন

কুটীর শিল্পের প্রসারে সরকারী প্রচেষ্টা

বাংলা সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে :—

বঙ্গীয় সরকারী শিল্প সাহায্য আইন অনুসারী গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইতেছে তাহার ফলে এই প্রদেশের বহু ছোটখাট শিল্প উন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। গত ১৯৩১ সালে এই আইনটি পাস হইয়াছিল।

এই আইন অনুসারী সাহায্যলাভের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল আবেদন উপস্থাপিত হয়, তাহাদের সাহায্যলাভের উপযোগিতা সম্পর্কে বাংলা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্প-বোর্ড গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। ব্যবসায় ও শ্রম-শিল্পের প্রতিনিধিদের এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের লইয়া এই শিল্প-বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এই বোর্ডের প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে একবার বৈঠক হয়। সাহায্যের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রাদি সম্পর্কে বৈঠকে বিবেচনা করা হয় এবং আইনের ব্যবস্থার সহিত আবেদনপত্রের সঙ্গতি থাকিলে এবং পরিকল্পনা ভাল হইলে বিশেষ মনোযোগের সহিত উহা বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কোনও নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা বা কোনও পুরাতন শিল্পের প্রসারসাধনের জন্য আবেদন করা যাইতে পারে। বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঋণ প্রদান অনুমোদন করিতে পারেন, কিন্তু ঐ পরিমাণের বেশী অর্থ প্রয়োজন হইলে গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন দরকার। কোনও আবেদন-পত্র পাওয়া গেলে উহা বিজ্ঞাপনরূপে প্রচার করা হয়; তবে যে সকল আবেদনে ৩ হাজার টাকার অনধিক পরিমাণ অর্থ ঋণ প্রার্থনা করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাপিত করা না করা বোর্ডের ইচ্ছাধীন।

বাংলা সরকারের শিল্প বিভাগ যে সকল শিল্পশিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ঐ সকল শিল্পে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোনরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অর্থ-সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। প্রদেশের বেকার-সমস্যার তীব্রতা যথাসম্ভব পরিমাণে হ্রাসের জন্য শিক্ষিত যুবকরা নিম্নোক্ত কোনও শিল্প সম্পর্কে ছোটখাট রকমের কোনও প্রচেষ্টায় ব্রতী হইতে চাহিলে বোর্ড তাহাদিগকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য প্রদানে বিশেষ আগ্রহ পোষণ করিয়া থাকেন :—(১) বয়ন—কার্পাস, রেশম, পাট; (২) রবারের রেশম তৈয়ারী; (৩) খেলনা তৈয়ারী; (৪) কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র তৈয়ারী; (৫) ছাতা তৈয়ারী; (৬) দেওয়াল ঘড়ি তৈয়ারী; (৭) সাবান তৈয়ারী; (৮) চুড়ি-কাঁচি তৈয়ারী; (৯) চামড়ার জিনিষপত্র তৈয়ারী; (১০) খেলার জিনিষপত্র তৈয়ারী; (১১) তালা নির্ম্মাণ; (১২) কাগজ তৈয়ারী; (১৩) পেন্সিল ও কালী তৈয়ারী; (১৪) রেশম রিলিং; (১৫) জুতার ফিতা তৈয়ারী; (১৬) রং ও বার্ণিশ শিল্প; (১৭) সেফটিপিন তৈয়ারী; (১৮) সেলুলয়েড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্প।

উক্ত আইনানুসারী সাহায্যলাভের জন্য আবেদন করিতে হইলে প্রার্থীদের নির্দ্দিষ্ট ফর্ম্মে দুইখানা করিয়া আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। এই ফর্ম্ম কলিকাতা, ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর উক্ত বোর্ডের সেক্রেটারী (এক্স-অফিসিও)।

যে পরিমাণ অর্থসাহায্য প্রার্থনা করা হইবে, তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্যের গ্রহণযোগ্য জামানত দাখিলের জন্য সকল আবেদনপ্রার্থীকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আবেদনপত্রের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গভর্ণমেণ্ট-প্রবর্ত্তিত এই ব্যবস্থার প্রদেশের পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আর্থিক সাহায্যলাভের এই সুবিধার প্রতি শিল্পজীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যাইতেছে।

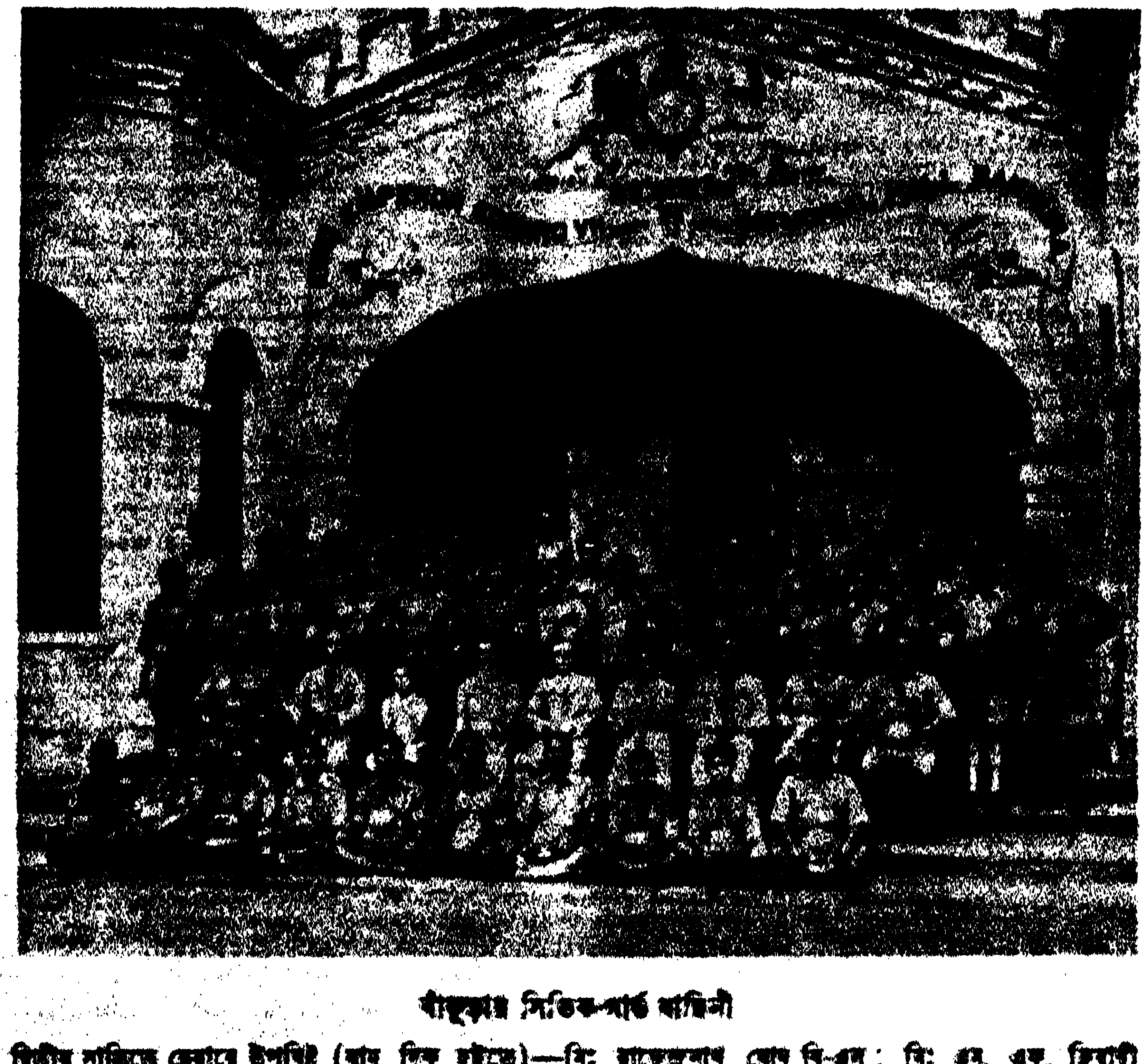

বাঁকুড়ার সিভিক-গার্ড বাহিনী

দ্বিতীয় সারিতে চেয়ারে উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে)—মিঃ রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল; মিঃ এস. এফ. তিওয়ারী আই-পি; মিস ঘোষাল; মিসেস ঘোষাল; মিঃ ডবলু. জে. ঘোষাল আই-সি; মিসেস মজুমদার; রায় এস. সি. মজুমদার বাহাদুর; রায় এন. কে. সান্যাল বাহাদুর এবং মিঃ চিন্ময় সিন্‌হা।

জাপানের প্রকৃত অবস্থা

জন-সাধারণের মনোভাব

জাপান হইতে সদ্যপ্রত্যাগত একজন পর্য্যবেক্ষক জাপানের সামরিক প্রবৃত্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করিবার জন্য বৃটেনবাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। চীন যুদ্ধে জাপানের বিপুল ব্যয় হইতেছে সন্দেহ নাই; গত তিন বৎসর যাবত চীনে ১৫ লক্ষ জাপানী সৈন্য মজুদ রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু জাপানী জনসাধারণ দুঃখ সহিতে প্রস্তুত। দল জাতীয়তার আদর্শ এবং নূতন নূতন সৈন্য আমদানের উদ্দীপনা জাপানকে যুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে আরও ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। জন-প্রতি চাউলের বরাদ্দ আরও হ্রাস করা হইয়াছে। কৃত্রিম সূতার প্রস্তুত বস্ত্রগুলি এতই বাজে যে, উহা দ্বারা প্রস্তুত করিলে ছেলেদের জামা কাপড় তিন সপ্তাহের বেশী টিকে না। কিন্তু জাপানের জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের কোনও লক্ষণই নাই। জাপান যাহাতে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়, এজন্য তাহারা আরও অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত। সুতরাং আমরা যেন জাপানে জনসাধারণের যুদ্ধে বিতৃষ্ণা সম্পর্কে মনগড়া ধারণা দ্বারা আত্মপ্রতারণা না করি।

ক্রীটে নাৎসীদের ক্ষতির পরিমাণ

অন্ততঃ ৩০ হাজার সৈন্য নিহত

গ্রীক মহল হইতে ক্রীটে নাৎসীদের ক্ষতির পরিমাণের নিম্নলিখিত হিসাব পাওয়া গিয়াছে :—

যুদ্ধে অথবা বিমান হইতে অবতরণ কালে নিহত—২০,০০০।

সমুদ্র পথে ক্রীটে আগমনের চেষ্টা করিতে গিয়া নিমজ্জিত—১০,০০০।

আহত সেনাদের সংখ্যা যুদ্ধে নিহত বা নিমজ্জিত সৈন্যদের মোট সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। গুরুতররূপে আহত সেনাদের চিকিৎসার জন্য ক্রীটে জার্মানদের উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। বহু জোর তাহারা সেনাবাহী বিমানপোতগুলিতে পুরিয়া তাহাদের গ্রীসে ফেরৎ পাঠাইতে পারে।

জার্মাণী ক্রীটে মোট যে পরিমাণ সৈন্য পাঠাইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিলে নিহতের সংখ্যা অত্যধিক বলিতে হইবে।

রংপুর ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনা

সরকারের ২৮,৪০০৲ টাকা মঞ্জুর

রংপুর জেলায় যে চারিটি ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার প্রস্তাব ছিল, তন্মধ্যে বাংলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত দুইটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আনুমানিক ২৯,২০০৲ টাকা ব্যয়ে সাদেয়া নদী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২৭,৬০০৲ টাকা ব্যয়ে বাঁধ ও তৎসংলগ্ন খালের পুনর্খনন কার্য্য।

গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে রংপুর জেলা বোর্ডকে ২৮,৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থে উপরোক্ত পরিকল্পনার অর্দ্ধেক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই চুক্তিতে উক্ত অর্থ প্রদান করিয়াছেন যে, রংপুর জেলা বোর্ড বাকী অর্দ্ধেকের এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবে। রংপুর জেলা বোর্ড এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবেন এবং জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও বাংলা সরকারের সেচ বিভাগ তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

সিংহলযাত্রীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য

স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত বন্দর সমূহে স্বাস্থ্য পরীক্ষার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সকল আদেশ জারি করা হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সিংহল গভর্ণমেণ্ট বন্দরের জন্য মসুলিপট্টম হইতে আগত ব্যক্তিদের উপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করিয়াছেন। জাহাজ হইতে অবতরণ করিবার কালে বিলম্ব ও অসুবিধা হইতে বাঁচিতে হইলে মসলিপট্টমে যে সকল যাত্রী জাহাজে আরোহণ করেন, তাহাদিগকে এই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, তাহাদিগের সঙ্গে এমন সার্টিফিকেট থাকা বাঞ্ছনীয় তাহাতে লিখিত থাকিবে যে তাহারা কম পক্ষে যাত্রা দিনের পূর্ব্বে কিম্বা তিন বৎসরের অনধিক কাল পূর্ব্বে টিকা লইয়াছিল। নতুবা তাহারা ইতিপূর্ব্বে বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল এই প্রমাণ দিতে হইবে অথবা দেহে পূর্ব্বেকার বাড়ন্ত টিকার চিহ্ন দেখাইতে হইবে।

নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ গভর্ণমেণ্ট বন্দরের জন্য চট্টগ্রাম ও এলাহাবাদ হইতে যাহারা বিমান অথবা জাহাজ যোগে আসিবে, তাহাদের উপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করিয়াছেন। যে সকল যাত্রী চট্টগ্রাম ও এলাহাবাদ হইতে নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ অভিমুখে রওনা হইবেন, তাঁহাদিগকে কলেরার টিকা নেওয়ার সার্টিফিকেট সঙ্গে রাখিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ইরাণ কলেরার জন্য বিমান অথবা জাহাজ যোগে বোম্বাই হইতে আগত যাত্রীদের উপর যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করিয়াছিল, তাহা তুলিয়া লইয়াছে।

প্যালেষ্টাইন গভর্ণমেণ্ট কলেরার জন্য বিমান যোগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, করাচী ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আগত যাত্রীদের ওপর স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লইয়াছেন।

পল্লী-সংগঠন প্রদর্শনী

মিঃ শরৎচন্দ্র বসুর অভিমত

পল্লী-সংগঠন বিভাগ এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক যে পল্লী-সংগঠন প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, সে-সম্পর্কে বাঙলা ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী-দলের নেতা মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত পল্লী-সংগঠন প্রদর্শনী আমাকে সাতিশয় আনন্দ দান করিয়াছে। ছোটখাটো ধরণের এবং পরীক্ষামূলক হইলেও কলিকাতার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পল্লীসংগঠন সম্পর্কীত বাস্তবীয় সমস্যাগুলি ইহাতে এমন পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে যে, পুঁথিগত বিদ্যা ও চর্চ্চায় বিশেষ সাহায্য হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পল্লীসংগঠন সম্পর্কে শিক্ষা ও বক্তৃতাদানের সঙ্গে ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে এ-ধরণের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইবে। পল্লীসংগঠন কার্য্যে যাহারা আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইবেন।

বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশন

বঙ্গ ভাষায় বিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত

যাহারা বঙ্গীয় ভূমি-রাজস্ব কমিশনের ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত রিপোর্টসমূহ পাঠ করিতে অসমর্থ, তাহাদের উপকারের জন্য বাঙলা সরকার উক্ত বিবরণীর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে সংকল্প করেন। উক্ত বিবরণীর প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা এখন ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবে।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৪ঠা জুন যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলায় নিয়মিত বারিপাত হয়। সাম্প্রতিক প্রবল বারিবর্ষণের ফলে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। হৈমন্তিক ফসল বপনের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সাহায্যের বিনিময়ে বিগত ৩১শে মে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে যথাক্রমে ৩,৪৬১ এবং ৬,৭৭৭ লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। উপরোক্ত জেলা দুইটিতে এতদ্ব্যতীত যথাক্রমে ১,১১৪ এবং ৮,৮৭৫ জন লোক খয়রাতী দান লাভ করে। ৩১শে মে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে রংপুরে ১০৬,০০০ লোক শ্রমের বিনিময়ে সাহায্য লাভের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। মালদহের কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই।

চাউলের দর

২৪-পরগণার ডায়মণ্ডহারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত এবং বসিরহাটে সাধারণের আহার্য্য চাউলের দর টাকায় /৬ সের হইতে /৭।০ সের ; নদীয়ায় কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে /৬ সের হইতে /৭ সের ; মুর্শিদাবাদ—লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দি /৬৷৵ ছটাক হইতে /৭৷৵০ ছটাক ; যশোহর—ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁও /৭ হইতে /৭।।০ সের ; খুলনা—সাতক্ষীরা, বাগেরহাট /৭ হইতে /৮ সের ; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় টাকায় /৬।৵০ হইতে /৭৵০ ছটাক ; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৭ সের ; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে /৭ সের ; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৬।।০ হইতে /৭।।০ সের ; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬।।৵০ হইতে /৭।০ ছটাক ; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৭ সের ; রাজসাহী, নওগাঁ ও নাটোর /৬।০ হইতে /৭।০ ছটাক ; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাট /৭ হইতে /৭।।০ ছটাক ; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরে /৭ সের ; দার্জিলিং, কালিম্পং শিলিগুড়ি ও কার্শিয়াং /৬ হইতে /৮ সের ; রংপুর নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা /৬।।০ হইতে /৭ সের ; বগুড়া /৭৵০ ছটাক ; পাবনা—সিরাজগঞ্জ /৭ হইতে /৭।০ ছটাক ; মালদহে টাকাপ্রতি /৭ সের ; কুচবিহারে /৭।।/০ ছটাক ; ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে /৬।।০ ছটাক হইতে /৭ সের পর্য্যন্ত ; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা এবং কিশোরগঞ্জে /৬ হইতে /৭ সের ; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে /৬।।০ ছটাক হইতে /৭।।০ ছটাক ; বাখরগঞ্জ, ফিরোজপুর, পটুয়াখালি এবং দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় /৭ সের হইতে /৭৵০ ছটাক পর্য্যন্ত ; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৭ সের হইতে /৮ সের ; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে /৭ হইতে /৭।।০ সের ; নোয়াখালী ও ফেনী টাকায় /৬ সের ; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে /৮ সের ; ত্রিপুরারাজ্যে /৪।।০ ছটাক হইতে /৪৵০ ছটাক।

জেকোশ্লোভাকিয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, প্রেসবার্গ ডিভিশনে বিতিনার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকারের পর ফ্যাসিষ্টদের সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, জুন মাসেই যুদ্ধের চরম মীমাংসা হইবে। যুদ্ধের গতি দীর্ঘ হইবে না এবং জার্মাণী তাহার আক্রমণাত্মক নীতি আরও তীব্রতর করিয়া তুলিবে, এই মর্ম্মেও ইহারা সংবাদ প্রচার করিতেছে। ভাবগতি দেখিয়া মনে হয়, যুদ্ধের উপর আক্রমণ আসন্ন, তবে ইহা সত্য নাও হইতে পারে। ইহাদের বাক্যাবলীতে জার্মাণী যে বিশেষ চঞ্চল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

ঘাটালে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা

নানাবিধ জনহিতকর প্রচেষ্টা

ঘাটালের মহকুমা-হাকিম মিঃ এস, সি, চ্যাটার্জীর পত্নী সম্প্রতি ঘাটালে একটি মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি কার্য্যক্রম স্থির করিয়া সমিতির কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। মহকুমা-হাকিমের পত্নী এই সমিতির সভা-নেত্রী ও পূর্ব্বতন সাব-ডেপুটি মিঃ বানার্জীর পত্নী সেক্রেটারী ছিলেন। বিগত ডিসেম্বর মাস হইতে স্থানীয় ঋণ-সালিশী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার মিঃ এস, সি, সেনগুপ্তের পত্নী সেক্রেটারীরূপে কাজ করিতেছেন। বালিকা-বিদ্যালয়ে এই সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং স্থানীয় মহিলাগণ এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। "মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ", "চক্ষুরোগ ও তাহার চিকিৎসা" এবং এরূপ নানা বিষয়ে সমিতির পক্ষ হইতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দরিদ্র ও নিরাশ্রয় লোকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কতিপয় দরিদ্র ছাত্রকে পুস্তক কিনিয়া দিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে সূচীকার্য্য ও সেলাই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূচী-শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রীর ব্যবস্থা হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকাংশ সমিতির দরিদ্র-ভাণ্ডারে জমা হইবে।

স্থানীয় দাইদিগকে শিক্ষাদানের জন্য সমিতি চেষ্টা পাইতেছেন। এই উদ্দেশ্যে ক্ষিরপাই নামক স্থানে একটি দাই-ট্রেনিং-কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল এবং ক্ষিরপাই মিউনিসিপ্যালিটির মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এ, সি, গুপ্ত এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইড়পালা, দাসপুর ও ঘাটালে অনুরূপ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে। বিভাগীয় কমিশনার এই উদ্দেশ্যে সমিতিকে ৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

বাঙালী ছাত্রদের পুষ্টি-সমস্যা সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার এন, এম, বসু যে গবেষণা করিতেছেন, তাহার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য বাঙলা-সরকার ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ডের পরিচালকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিক পরামর্শ পরিষদের হস্তে ১,৩৩০৲ টাকা প্রদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

আগামী ৮ই জুলাই মঙ্গলবার দিন বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ঢাকায় এক দরবারের অনুষ্ঠান করিবেন। এই দরবারে কতিপয় ভদ্রলোককে উপাধির সনদ প্রদান করা হইবে।

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী।) ৮ আনা (২ আনা)*।

২। এয়ার রেইড্—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং সি, এস/এ, আর, পি, ১৪, ১৬, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। গৃহের জন্য এয়ার রেইড্, ১৯৪১। (ইংরাজী।) ১ আনা (১½ আনা)*।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্ ব্রাঞ্চ, ৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর, সেল্‌স্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা এবং কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতার। *ডাকমাশুল।

আকাশ হইতে কামান বর্ষণ

ক্রীটে জার্ম্মাণীর অদ্ভুত কাণ্ড

ক্রীট হইতে অপসারণকালে ব্রিটিশ পক্ষের বহু সৈন্যকে দীর্ঘ ও বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া অপসারণ-বন্দরে আসিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি জনৈক ভুক্তভোগীর নিকট হইতে তাহার অভিজ্ঞতার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করিবার জন্য রাত্রের অন্ধকারে আমরা পাহাড়ী অঞ্চলের পথ ধরিলাম। এই পথ এমনই বন্ধুর যে আমাদের দলের কয়েকজন এই পরিশ্রম সহ্য না করিতে পারিয়া পথপ্রান্তেই পড়িয়া গেল। ইহাদের সাহায্য করিতে পারি, আমাদের অবস্থা তখন এমন নয়, সুতরাং ইহাদের পরিত্যাগ করিয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইল।

আমাদের পানীয় জলের অভাব ভোগ করিতে হয়। শুষ্ক নদীবক্ষে যখনই আমরা কোনও কূপের সন্ধান পাইতাম, অমনি দড়িতে বোতল বাঁধিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া লইতাম।

জার্ম্মাণ বিমান হইতে আমাদের উপর শুধু যে বোমা বর্ষিত হইয়াছে, তাহা নহে। সংরক্ষিত খাদ্যের টিন, প্যারাসুটে বাঁধা ফিল্ড-গান, জলপূর্ণ জালা ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার জিনিষও আমাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে। পথ চলিতে চলিতে আমরা এমন অনেক জিনিষের সন্ধান পাইয়াছি, যাহা সম্ভবতঃ প্রকাশ্য আক্রমণ হওয়ার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণ বিমানগুলি পাহাড়ের উপরে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছিল।

আমাদের এই পথ অতিক্রমণের সময় একটি ভারি মজার ঘটনা ঘটে। আমাদের সঙ্গে যে গোলন্দাজেরা যাইতেছিল, তাহাদের গোলাগুলি নিঃশেষ হওয়া মাত্র অকস্মাৎ উপর হইতে গোলাগুলী সমেত একটি দুই পাউণ্ড ওজনের ছোট কামান কাছে পড়িল। নীচে পড়িবার আঘাতে যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, এজন্য এই কামানটির নীচে রবার-টায়ার আঁটা দুইটি চাকা ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে এই কামানটা লাভ করিয়া আমাদের গোলন্দাজেরা হাতে স্বর্গ পাইল। পাহাড়ে নীচ হইতে কতগুলি জার্ম্মাণ সৈন্য উপরে আসিতেছিল। ইহারা কামানটা তাহাদের দিকে তাগ্ করিয়া ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কামান দাগিবার পূর্ব্বে রবারের চাকাগুলি খুলিয়া লওয়া দরকার তাহা ইহাদের জানা ছিল না। গোলা ছোঁড়া মাত্রই কামানটা পাহাড়ের গা ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিল এবং কিছুদূর উঠিয়া আবার বেগে নীচে আমাদের গোলন্দাজদের দিকে গড়াইয়া আসিতে লাগিল। তাহারা তাড়াতাড়ি একদিকে সরিয়া পাশ কাটাইয়া আত্মরক্ষা করে।

ভিশি অনুসৃত নীতির প্রতিক্রিয়া

আঙ্কারায় ফরাসী দূতাবাসের কর্মচারীর পদত্যাগ

টাইমসের ইস্তাম্বুল সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, আঙ্কারার ফরাসী রাষ্ট্রদূতাবাসের কর্মচারী মঃ জিন বেলে ও মঃ জিন মার্ক বোগনের সম্প্রতি ভিশি সরকারের নিকট পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ভিশি অনুসৃত বর্ত্তমান নীতি সম্মান এবং সাধারণ বুদ্ধির বিরুদ্ধ বলে বলিয়াই তাঁহারা পদত্যাগ করিতেছেন।

জেনারেল দ্য গলের সহিত যোগদানের জন্য ইঁহারা শীঘ্রই কায়রো যাত্রা করিবেন। তুরস্কের বিভিন্ন ফরাসী রাষ্ট্রদূতাবাস এবং ফরাসীদের উপনিবেশগুলি হইতে শীঘ্র আরও অনেকে স্বাধীন ফরাসী আন্দোলনের সমর্থনে অগ্রসর হইবে বলিয়া মনে হয়।

সঙ্কটকালে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের বিস্তৃত ক্ষমতা

মিঃ রুজভেল্টের ঘোষণার তাৎপর্য্য

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে বেতার বক্তৃতা করেন, তাহা যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫০ হাজার লোক শ্রবণ করেন। ইহা ছাড়া ক্যানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেনে মোট আরও দুই কোটি লোকও ইহা আগ্রহের সহিত শুনিয়াছেন। এই বক্তৃতার পরে হোয়াইট হাউসে যে পরিমাণ টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন বার্ত্তা আসে, তাহাকে রেকর্ড সংখ্যা বলিলেও চলে।

জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট যে সকল বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার মধ্যে যানবাহন, রেডিয়ো এবং দেশ রক্ষার প্রয়োজনে বেসরকারী ব্যবসায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ-বিধানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিনে শ্রমিকদের আট ঘণ্টার বেশী কাজ করান নিষেধ বলিয়া যে আইন আছে, তাহা প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারেন, তবে ধর্ম্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার অধিকার তাঁহার নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের উপরও তিনি বহুলাংশে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং বিদেশীদের উপর বিবিধ বিধান প্রবর্ত্তন এবং ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাতন (স্যাবোটেজ) সম্বন্ধে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এক কংগ্রেস হইতেই তিনি এই সকল ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া প্রয়োজন মনে করিলে দেশের সর্ব্বাধ্যক্ষ ও নৌ ও সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি বিস্তর ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

হাবশী সম্রাটের ধন্যবাদ

ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা

আবিসিনিয়া হইতে ইটালীয়দের বিতাড়িত করিতে যে সকল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সহায়তা করিয়াছে, সম্রাট হাইলে সেলাসী তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া একটি বিশেষ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন:—"প্রথমাবধিই ভারতের জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলি হাবশীদের প্রতি যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সকল সংবাদই আমি অবগত আছি। ইহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ ভারতীয় সৈন্যেরা আবিসিনিয়ার মুক্তি সাধনে যে গৌরবপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জন্য আমি একান্ত কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। পাহাড়ী-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকায় ইহারা প্রথমে কেরেণ ও পরে আম্বা-আলাগীর শৈল অবলীলাক্রমে আরোহণ করিয়া বহু দুর্ভেদ্য ঘাঁটি দখল করিতে সমর্থ হয়। ইটালীয়েরা সংখ্যায় অধিক ছিল এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে তাহারা সুসজ্জিত ছিল। ইহাদের সহিত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যেরা যে শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। সকল শ্রেণীর ভারতীয় সৈন্যকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে ও আমার দেশবাসীগণের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।" ডিউক অব আওস্টার জন্য নির্দ্দিষ্ট সুরম্য প্রাসাদের এক কক্ষে বসিয়া গত ১৩ই মে হাইলে সেলাসী এই বার্ত্তাটি স্বাক্ষরিত করেন। বর্ত্তমানে হাবশী সম্রাট ফরাসী ভাষার ন্যায়ই অবলীলাক্রমে ইংরেজী বলিতে শিখিয়াছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকার যুদ্ধের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তিনি মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের কিরূপ বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, তাহার সকল খবরই তিনি অবগত আছেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।	চলতি দর।
আগমার্ক আটা—	প্রতি মণ।
কাগজের থলিতে	৫।/০
চটের থলিতে	৫।/০
কাপড়ের থলিতে	৫।।০
আগমার্ক ঘৃত—	
"কিশোর" মার্কা	৬৩৲
"অমৃতভোগ" মার্কা	৬৩৲
"ওঙ্কার" মার্কা	৬২৲
"রাণা প্রতাপ" মার্কা	৬৭৲
"শঙ্খ" মার্কা	৬২৲
"সীতা" মার্কা	৬৪৲
"শ্রী"	৬৭৲
চাউল—	
বাঁকতুলসী	৬।০ হইতে ৬।।৶০
পাটনাই	৬৲ হইতে ৬।।৵০
মোটা	৫৲ হইতে ৫।/০
মুরগীর ডিম (শ্রেণীবিভাগ)—	প্রতিকুড়ি।
"এ"	৸/০
"বি"	৸০
"সি"	।৵০
"ডি"	।।০
দুধ—	প্রতি টাকায়।
দুধ	৫ সের
	প্রতি মণ।
আলু (দেশী নৈনিতাল)	৪।।০
	প্রতি সের।
ঐ ঐ	৵৫
মাছ—	প্রতি মণ।
রোহিত	২০৲ হইতে ২২৲
চিংড়ি	১৫৲ হইতে ১৮৲
ইলিশ	১০৲ হইতে ১২৲
ফল—	প্রতি টাকায়।
আপেল (কাশ্মীরী)	১৬ হইতে ২০টি
কমলা (নাগপুরী)	১০ হইতে ১২টি
	প্রতি কুড়ি।
আনারস (আসামী)	৬৲ হইতে ৮৲
ঐ (সিঙ্গাপুরী) প্রতিটি	৵০ হইতে ।৵০
গো-মহিষাদির দর—	দাম
গাভী (প্রাত্য দুধের নিম্নতম পরিমাণ ৫ সের)	৬৫৲
গাভী (প্রাত্য দুধের উচ্চতম পরিমাণ ৮ সের)	৯০৲
মহিষ (প্রাত্য দুধের নিম্নতম পরিমাণ ১০ সের)	১৬৫৲
মহিষ (প্রাত্য দুধের উচ্চতম পরিমাণ ১২ সের)	২০০৲

জানা গিয়াছে যে, মিঃ এস, এম, চৌধুরী এবং মিঃ আস্থাম করমুল্লা গাজী যথাক্রমে বাঙলা সার্কেলের জন্য মার্কেটিং বিভাগের এসিষ্টেণ্ট কন্ট্রোলার এবং ডেপুটি এসিষ্টেণ্ট কন্ট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নব আবিষ্কার

তৈল ভরিবার অভঙ্গুর কেনেস্তারা

প্যারাশুটযোগে বা প্যারাসুটের সাহায্য ব্যতিরেকে এরোপ্লেন হইতে যাহাতে পেট্রোল এবং জল সরবরাহ করা চলে, সেইজন্য সম্প্রতি এক প্রকার কেনেস্তারা নির্মিত হইয়াছে। অনেক উপর হইতে নীচে ফেলিলেও ইহা ভাঙ্গিবে না। বৈজ্ঞানিক ও শ্রমশিল্প গবেষণার (সায়ান্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ) ডিরেক্টর স্যর এস, এস্, ভাটনগর ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন। আলিপুর টেষ্ট হাউস এবং নয়াদিল্লীর ভারত সরকারের দপ্তরের ছাদ হইতে নীচে নিক্ষেপ করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা ভাঙ্গে না। এরোপ্লেন নীচু দিয়া উড়িয়া যাইতে যাইতে যদি এগুলিকে মাটিতে নিক্ষেপ করে, তবে ইহা অটুট থাকে কিনা সম্প্রতি সামরিক বিভাগ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্যাম্বিসের (ক্যানভাস) উপর গোঁদ ও গালা জাতীয় দ্রব্যের প্রলেপ লাগাইয়া এই কেনেস্তারাগুলি তৈয়ারী। পেট্রোল বা তৈল লাগিয়া ইহা নষ্ট হয় না, বা জল চুয়ায় না।

যুদ্ধের পরেও এগুলি তৈল, তৈলাক্ত রং প্রভৃতি দ্রব্য ভরিবার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ইহা টিনের কেনেস্তারা হইতে অনেক হাল্কা এবং চোট লাগিলেও ইহা বিশেষ জখম হয় না। সুতরাং ইহাদের জন্য যে বিস্তর চাহিদা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

পলায়নকালে রশীদ আলীর গাড়ী আটক

পুলিশ কর্ত্তৃক বহু টাকা বাজেয়াপ্ত

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সংবাদদাতা বোগদাদ হইতে জানাইয়াছেন:—

বোগদাদ হইতে ইরাণে পলায়ন কালে রশীদ আলী যখন বাকুবার মধ্য দিয়া যাইতেছিল, তখন পুলিশ তাহার গাড়ী থামাইয়া মালপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখে। ফলে বোগদাদের বিভিন্ন ব্যাঙ্ক হইতে সদ্য-লুণ্ঠিত ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের ইরাকী মুদ্রা বাজেয়াপ্ত হয়। তাহাকে ১২০ পাউণ্ড লইয়া দেশত্যাগ করিতে দেওয়া হয়।

রাজ-অভিভাবক আমীর আব্দুল ইলাহ্ যখন বোগদাদ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইরাকের সকল দলের নেতারাই "গুল্ মহলে" (রোজ প্যালেস) উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ইরাকী পার্লিয়ামেণ্টের স্পীকারও ছিলেন। ইরাকে গোলযোগের সূত্রপাতের পর রাজমাতা তাঁহার হাতেই বালক-নৃপতি ফৈজুলের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি রাজা ফৈজলকে উত্তরাঞ্চলের নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ব্রিষ্টল নার্সের প্রশংসনীয় বীরত্ব

স্বর্ণ মেডেল প্রদানে সম্মানিত

ব্রিষ্টল প্রসূতি হাসপাতালের দুইজন নার্সকে বীরত্বের জন্য স্বর্ণ মেডেল প্রদান করা হইয়াছে। ইহাদের নাম এল্‌সি মিলিয়ান ষ্টিভেনস এবং ভায়োলেট ইডা এলিস ক্লাম্পটন। একটি বিমানবিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে দুইটি নারী ও দুইটি শিশুকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিলে ইহারা অগ্রসর হইয়া আসেন। এ সম্বন্ধে লণ্ডন গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদ বাহির হইয়াছে:—একটি আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীলোক একটি বোমা বিধ্বস্ত বাড়ীর তলায় আটকা পড়িয়াছে, হাসপাতালে এই সংবাদ পৌঁছিলে সিষ্টার ষ্টিভেনস ও সিষ্টার ক্লাম্পটন স্বেচ্ছায় তাহার উদ্ধারার্থে যাইতে রাজী হন। মোট সাত জন লোক বাড়ীটির তলায় আটকা পড়িয়াছিল, বাড়ীটা এমন ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে সমস্ত বাড়ীটা ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। গ্যাসে সমস্ত আবহাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া নার্সদ্বয় ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং কয়েক ঘণ্টা পরিশ্রমের পর ঐ স্ত্রীলোকটিকে উদ্ধার করিয়া আনিতে সমর্থ হন।

ব্রিটেনে নূতন নার্সারি স্থাপনের আয়োজন

যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত মায়েদের সন্তান রক্ষার ব্যবস্থা

ব্রিটেনের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই যখন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নানারূপ সাহায্য করিতে ব্যস্ত, তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের লালন পালন একটা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বিলাতের বিভিন্ন স্থানের মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুদের জন্য নার্সারি (শিশু পালন প্রতিষ্ঠান) খুলিলে ব্রিটিশ সরকার তাহার সমুদয় খরচ বহন করিবেন। এই নার্সারিগুলি মাত্র দিনে খোলা থাকিবে, এবং দুই হইতে পাঁচ বৎসরের শিশুদের ভার লইবে। দিনরাত্র সকল সময়ের জন্যই খোলা থাকে, এমনও বহু নার্সারি আছে। এগুলিতে অবশ্য শিশুদের খোরপোষের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী পয়সা দিতে হয়।

ডেইলী টেলিগ্রাফের কনেক্টিকাটস্থ সংবাদদাতা যুক্তরাষ্ট্র এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশন পরিভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছেন:—প্র্যাট হুইট্‌নি, রাইট এরোনটিকেল্‌স এবং এলিসন এই কারখানা তিনটিতে বর্ত্তমানে যে সকল জঙ্গী বিমানের ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাদের মোট পরিমাণ মাসিক ৩৩ লক্ষ অশ্বশক্তি। পক্ষান্তরে জার্ম্মাণ-নিয়ন্ত্রিত সমুদয় কারখানায় বর্ত্তমানে ৩০ লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমাণ বিমান-ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইতেছে।

জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে নৈশ-বিমানাক্রমণ চালাইয়া আসিয়া একদল বৈমানিক তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে রিপোর্ট প্রদান করিতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বিমান-শক্তির গুরুত্ব

ক্রীটে বৃটিশ বাহিনীর ত্রুটি

সানডে টাইমসের বিমান বিষয়ক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সৈন্যবাহী বিমানের অবতরণের উপযুক্ত একটি বিমান-ঘাঁটি বিশেষ বাধা না দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ক্রীট-যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর বিষম 'ভুল' হইয়াছিল। উক্ত ঘাঁটিটি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহা বিধ্বস্ত এবং অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলা উচিত ছিল; যাহাতে ইহা মেরামত করিতেও জার্ম্মাণদের কয়েক সপ্তাহ লাগিয়া যায়। কিন্তু ইহা অক্ষত অবস্থায় শত্রুহস্তে ছাড়িয়া দেওয়ায় তাহাদের অনায়াসেই একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিমান-ঘাঁটি লাভ হইল। এই ঘাঁটিটি এমন ভাল অবস্থায় না পাইলে জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে বাধ্য হইয়া সমুদ্রসৈকতে অবতরণ করিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইহা বিশেষ বিপজ্জনক।

ক্রীটের যুদ্ধে যে শিক্ষা লাভ হইল, তাহাতে ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলভাগের বিমানঘাঁটিগুলি সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ঐ অঞ্চলে কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি আছে। এইগুলি শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আরও ব্যাপক ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

জার্ম্মাণরা সর্ব্বত্র বিমানঘাঁটি লাভের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা বেশ বুঝিয়াছে যে, ভূমধ্যসাগর এবং অতলান্তিক উভয় অঞ্চলের যুদ্ধেই তাঁহাদের সাফল্য সুবিধাজনক বিমানঘাঁটি লাভের উপর নির্ভর করিতেছে। দুই উপায়ে জার্ম্মাণীর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা যায়, প্রথমতঃ আকাশে জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে আক্রমণ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বিমানঘাঁটির উপরে হানা দিয়া। রাজকীয় বিমানবাহিনী দূরপাল্লার জঙ্গী বিমান দ্বারা আক্রমণ চালনা করিয়া জার্ম্মাণ বোমারু ও সৈন্যবাহী বিমান ধ্বংস করিতে পারে। ক্রীটে এইরূপ বাধা দানই উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বোমারু বিমান পাঠাইয়া শত্রুর বিমানঘাঁটিগুলিতে হানা দিয়া শত্রু বিমানের উপর বোমাবর্ষণ করাও প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্প্রতি যে সকল বিমানপোত আসিয়া পৌঁছিতেছে, সেগুলি এইসব কার্য্যের জন্য বিশেষ উপযোগী।

জার্ম্মাণরা তাহাদের বিমানঘাঁটি রক্ষার জন্য সর্ব্বত্র ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়াছে। স্থলপথে আক্রমণ করিয়া এইগুলি দখল করা সহজ কথা নহে। এইগুলিকে বিমান আক্রমণের দ্বারাই ধ্বংস করা প্রয়োজন। বিমান আক্রমণে এই ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত করিতে পারিলে জার্ম্মাণীর আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার বিশেষ বিপর্য্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা।

ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের আধিপত্য রক্ষাও বর্ত্তমানে বহু পরিমাণে বিমান সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ সমুদ্র যেখানে অপ্রশস্ত, সেখানে বিমানের সাহায্য না পাইলে কিছুতেই চলিবে না। জার্ম্মাণী তীব্র বিমান আক্রমণের দ্বারা যাহাতে ব্রিটেনের ভূমধ্যসাগরীয় নৌবহরকে পর্য্যুদস্ত না করিতে পারে, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বর্ত্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

নূতন মুন্সেফ নিয়োগ

৩৮ জন গ্রহণের ব্যবস্থা

বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের (বিচার বিভাগীয়) নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী আগামী ১২ই জুনের "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত হইবে। বাঙ্গলাদেশের পাব্লিক সার্ভিস কমিশন্ ৩৮টি পদের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবেন এবং তদনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হইবে। নূতন শাসনতন্ত্রে এই প্রথম দল মুন্সেফ গ্রহণ করা হইবে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩০শে জুন, ১৯৪১ [এক আনা

ইরাকে নাৎসীদের বিরাট ষড়যন্ত্র

ইসলাম রক্ষার নামে কর্ত্তৃত্বলাভের অপচেষ্টা

[সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণর মহামান্য স্যার জি. কানিংহাম্ লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

বর্ত্তমান সময় বৃটিশ, ভারতীয় ও রাজকীয় বিমান-বাহিনী ইরাকে রহিয়াছে। ইঁহাদের তথায় উপস্থিতির কারণ জানিতে সকলেরই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ইরাকে সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতির দুইটি কারণ আছে, যথা জার্ম্মাণ, ইটালীয়ান ও অন্যান্য শত্রুদের হাত হইতে ইরাককে রক্ষা করা; দ্বিতীয়তঃ ভারতের নিরাপত্তা বিধান। কারণ এ-পথেই জার্ম্মাণরা ভারত আক্রমণের আশা পোষণ করিয়া আসিতেছে।

জার্ম্মাণ রেডিও এবং আজাদ হিন্দুস্থান রেডিওর মারফৎ আমাদের নিকট বহু মিথ্যা প্রচার করা হইয়াছে। মিথ্যাবাদীরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ইহাও বলিয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবাহিনী বাগদাদের পবিত্র স্থানগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ইহাতে সত্যের লেশ মাত্র নাই। তাহারা ইহাও প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা রশীদ আলি ও তাহার সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে রাজী হয় নাই।

আরবে অশান্তি বিরাজ করিতেছে বলিয়া মিথ্যাবের দল যাহা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, উহা আদৌ সত্য নয়। মিসর, প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, সৌদী আরব এমন কি ইরাকেও কোন গোলমালের সৃষ্টি হয় নাই।

আসল ব্যাপারটি এই: রশীদ আলি ইরাকের প্রকৃত রাজা ফয়জলকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজেই শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন। তিনি জার্ম্মাণদের বন্ধু। ইরাকের স্বার্থের বিনিময়ে তিনি জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণরা এ-কথা বেশ সপ্রমাণও করিয়াছে। ব্যাপারটি একরূপ বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল। জার্ম্মাণরা ইরাক দখল-পূর্ব্বক উহাকে তাহাদের একটি উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল; অপরপক্ষে বৃটিশরা দশ বৎসরের পুর্ব্বকার সন্ধি সর্ত্তানুসারে শত্রুদের আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষার চেষ্টা করিতেছে মাত্র।

উপরোক্ত সন্ধিপত্র গ্রেট বৃটেন ও ইরাকের দীর্ঘ দিনের মৈত্রী ও বন্ধুত্বের প্রতীক। গত মহাসমরের সময় বৃটিশের সাহায্যে ইরাক স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধাবসানে এজন্য ইরাকের শাসন ক্ষমতা বৃটিশের হস্তগত হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে ১৫ বৎসর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেন। এ সময় তাঁহারা ইরাকবাসীদিগকে তাহাদের নিজস্ব একটি সৈন্য ও বিমানবাহিনী গড়িয়া তুলিতে বিশেষ সাহায্য করেন। অতঃপর ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা আন্দোলনের নিকট সোপারেশ জানান। ইহার ফলে রাজা ফয়জল সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন। শাসন-কার্য্যের সাহায্যার্থ কতিপয় বৃটিশ অফিসার ও বৃটিশ বিমান-বাহিনীকে তিনি ইরাকে রাখিয়া দেন।

উপরে যে সন্ধিপত্রের আভাস দেওয়া হইয়াছে, উহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ইরাকের রাজা কর্ত্তৃক ১৯৩০ সনে সম্পাদিত হয়। উহাতে এ মর্ম্মের একটি সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, যুদ্ধের সময় ইরাকের রেলওয়ে, নদনদী, বিমানঘাঁটি প্রভৃতি ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইবে।

জার্ম্মাণী ও বৃটেনের মধ্যে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে সংগ্রাম বাঁধিলে উহার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বোক্ত সন্ধি-সর্ত্তানুযায়ী ইরাক গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত সকল সম্পর্ক ছেদন করেন। ইরাকস্থ জার্ম্মাণ দূত ও অপরাপর লোকজনকে তথা হইতে বিতাড়িত করা হয়। সাথে সঙ্গে ইরাকের চারি বৎসর বয়স্ক বালক রাজার পক্ষে রিজেণ্ট প্রিন্স আমির আবদুল ইলা মহামান্য সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তার করেন। এ ঘটনা জার্ম্মাণদের ক্রোধের সঞ্চার করে। তাহারা কাল বিলম্ব না করিয়া ইরাকের সরকারী কর্ম্মচারি-গণকে উৎকোচ প্রদানের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করে। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মন্ত্রী-সভার রদ বদল সংঘটিত হয়। ১৯৪০ সনের মার্চ্চ মাসে রশীদ আলি ইরাকের প্রধান-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। তিনি উক্ত পদে ১০ মাস কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯৪১ সনের জানুয়ারীর শেষ ভাগে রশীদ আলির মন্ত্রী-সভা পদত্যাগ করিলে রশীদ আলির আমলের দেশ-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী জেনারেল নৈয়দ তাহা-আল্ হাশেমী নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করেন। তিনি বৃটিশের সহিত ইরাকের সখ্যতা আরও দৃঢ় করিবার জোরাল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ষড়যন্ত্র ও উৎকোচ প্রদান সত্ত্বেও ইরাক ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্বন্ধের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া জার্ম্মাণরা প্রমাদ গণিল। এ-কারণে তাহারা রশীদ আলীকে তাড়াতাড়ি নব সুযোগে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলে। তাহারা রশীদ আলীকে সৈন্য-সামন্ত দ্বারা সাহায্য দান করিতেও প্রতিশ্রুত হয়। তদনুসারে বিগত এপ্রিল মাসের প্রথম ভাগে রশীদ আলী বাগদাদের সরকারী অফিসগুলি দখল পূর্ব্বক রিজেণ্ট আবদুল ইলাকে ট্রান্স-জর্ডানে তাড়াইয়া দেন।

জার্ম্মাণরা যে ইরাক দখল করিতে চাহিতেছে, ইহা আর বৃটিশের কাছে অজানা রহিল না। সন্ধির সর্ত্তানুসারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অতঃপর ১৭ ও ১৮ই এপ্রিল তারিখে বসরায় সৈন্য অবতরণ করাইলেন। যে পরিকল্পনা অনুসারে বসরায় সৈন্য প্রেরিত হয়, উহা দশ মাস পূর্ব্বে রশীদ আলীর আমলেই রচিত হইয়াছিল। সৈন্য অবতরণের পর এক মাস পর্য্যন্ত রশীদ আলী এ-সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। গ্রীসের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর সাফল্য দর্শনে উৎসাহিত হইয়া রশীদ আলী মনে করিলেন, জার্ম্মাণী তাঁহাকে সৈন্য-সামন্ত ও রণসম্ভার দ্বারা সাহায্য করিতে পারিবে। উক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রশীদ আলী হাব্বানিয়ার বৃটিশ বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বসিলেন। বৃটিশ বাহিনীও অগত্যা পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিল। মাত্র ১০ দিনের মধ্যে তাহারা রশীদ আলীর সমর্থক ইরাকী বাহিনীকে হাব্বানিয়া ও বসরা হইতে বিতাড়িত করে। কয়েক সপ্তাহ আগে যে-দুর্গটি ইরাকী সৈন্যরা দখল করিয়া লইয়াছিল, উহা পুনরায় বৃটিশের দখলে আসে। সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে, রশীদ আলীর সমর্থকগণ কর্ত্তৃক গুলী বর্ষণের পূর্ব্বে বৃটিশ বাহিনী আক্রমণাত্মক কোন কার্য্যই করে নাই।

এ সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিদেশের রাষ্ট্রগুলির মতামত কি দেখুন। "ইয়েনী সাবা" ও "ওয়াকৎ" নামক তুর্কী সংবাদ-পত্র দুই খানিও অন্যান্য সংবাদপত্রের ন্যায় রশীদ আলীকে এই অভিযোগে নিন্দা করিয়াছেন যে, তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। মিসরের প্রধান-মন্ত্রী হোসেন সিরি পাশার তাঁহার জবানীতে গভর্ণ-মেণ্ট ইরাকের গোলমালের জন্য রশীদ আলীকে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইরাকের নিজ মাওলানাদিগের নুরী পাশা পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইরাকের অধিকাংশ লোক রশীদ আলীকে সমর্থন করে না। সোলতান ইবনে সৌদও রশীদ আলীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট হইতে যেন কোন সাহায্য প্রার্থনা করা না হয়। উপরন্তু তিনি ইহাও জানাইয়াছেন, রশীদ আলীকে তিনি আশ্রয় পর্য্যন্ত দিবেন না। আমেরিকাবাসীরা পর্য্যন্ত রশীদ আলীর কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছে। বস্তুতঃ নাৎসী প্রভাবাধীন দেশ ব্যতীত নিরপেক্ষ অপরাপর দেশগুলি ইরাকের ব্যাপারে বৃটিশের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিয়া থাকে। কারণ তাহারা মনে করে মধ্যপ্রাচ্যে ইটালী ও জার্ম্মাণীকে বাধা প্রদান করা যুক্তি যুক্তিসঙ্গত। জার্ম্মাণী এবং ইটালী বহু বৎসর হইতে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত মুসলমান রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠন তাহাদের কাম্য নয়, বরং ইসলামের রক্ষাকর্ত্তার ভাণ করিয়া উক্ত রাষ্ট্রগুলির উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

বৃটিশরা কখনও নিজেদের ইসলামের রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করে নাই। তাহারা নিজেদেরকে ইসলামের বন্ধু বলিয়াই পরিচিত। ইরাক এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রগুলি যাহাতে স্বাধীনতাপূর্ব্বক শাসিত হইয়া চরম দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ না করে, তাহারা শুধু উহা দেখিতে চায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রস্তাব বা সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩০শে জুন—১৯৪১

সিরিয়ার সংগ্রাম

সিরিয়ায় যে ফরাসীদের সহিত আর একদল ফরাসীর যুদ্ধ চলিতেছে, এই ব্যাপারে নাৎসী ষড়যন্ত্র অন্তরালে বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, মূলতঃ ভিসি-সরকারই এ-জন্য দায়ী। একদল বৃটিশ সৈন্যও যে সিরিয়ার ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে, ইহার দায়িত্বও ভিসি-সরকারেরই।

মার্শাল পেতাঁর অধীনে যে একদল দেশদ্রোহী ভিসি-সরকারের পরিচালক হইয়াছে, তাহাদের সহিত ব্যবহারে বৃটিশ সরকার এ-যাবৎ যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। মসিয়েঁ লাভাল ও এডমিরাল দার্লান যে-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহার ফল যে অতি ভয়াবহ হইতে বাধ্য, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও মার্শাল পেতাঁকে পুনঃ পুনঃ তৎসম্বন্ধে সতর্ক করিতে বিস্মৃত হন নাই।

ভিসি-নীতির শেষ পরিণতি সম্পর্কে জেনারেল দ্য গলে গোড়া হইতেই সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। স্বাধীন-ভাবাপন্ন ফরাসীদের এই নায়ক বারে বারে ঘোষণা প্রচার করিয়া এ-কথাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ভিসি-সরকার অপমানিত ফ্রান্সকে অবশেষে শত্রুপক্ষের মুঠার মধ্যে দিয়া ফেলিবে। আজ তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ, সিরিয়ার ব্যাপারে ইহা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশ্বের স্বাধীনতার ধ্বংস-অভিযানে ভিসি-সরকারও হিটলারেরই দোসর সাজিয়াছে।

সিরিয়াকে নাৎসীদের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার প্রচেষ্টা ভিসি-সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার নবতম দৃষ্টান্ত। অধিকৃত ফ্রান্সের এলাকায় অবস্থিত বিমান ও নৌ-ঘাঁটিসমূহ নাৎসীরা বেপরোয়াভাবে ব্যবহার ত করিতেছেই; অধিকন্তু অনধিকৃত ফ্রান্সের বন্দরসমূহে ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজগুলির রক্ষাধীনে ফরাসী বাণিজ্য-জাহাজসমূহ যে দ্রব্য-সম্ভার আফ্রিকা ও অন্য স্থান হইতে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহার এক শ্রেষ্ঠাংশই জার্ম্মাণীতে চালান যাইতেছে। জার্ম্মাণীর সঙ্গে ফরাসীর যুদ্ধ-বিরতি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত প্রায় ২,৫০,০০০ টন ওজনের বৃটিশ ও মিত্রপক্ষীয় জাহাজ ফরাসী বন্দরসমূহে অন্যায়ভাবে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আটলাণ্টিকের সংগ্রাম পরিচালনায় জার্ম্মাণ বিমান-বহর ফরাসী আফ্রিকার ডাকার বন্দরকে ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে ইহাও জানা গিয়াছে যে, কয়েক মাস আগে প্রায় ৮০০ ফরাসী যুদ্ধ-বিমান আফ্রিকায় জার্ম্মাণদের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীন ফরাসী বাহিনী আজ সিরিয়ার ভিসির অনাচারের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। বৃটিশ ও সাম্রাজ্যিক বাহিনীর সঙ্গে থাকিয়া স্বাধীন ফরাসী বাহিনী সিরিয়া ও লেবাননে স্বাধীনতার পতাকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। শান্তি-সঙ্ঘের ম্যাণ্ডেটবলে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের কর্ত্তৃত্ব হাতে পাইয়াছিল; কিন্তু দার্লান ও তাঁহার সিরিয়াস্থ দোসর দেন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সিরিয়া ও লেবাননের কর্ত্তৃত্ব জার্ম্মাণীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং এই জন্যই গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বহু সংখ্যক নাৎসী বিমান, বৈমানিক, বণিক—এমন কি অনেক স্থল-সৈন্যও সিরিয়া ও লেবাননে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—ইরাকে রশিদ আলী যে সময়ে বিদ্রোহ করিয়াছিল, সে-সময়ে অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যবিধ সমর-সম্ভার সরবরাহ করিয়া ফরাসীরা রশিদ আলীকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সিরিয়ার এই সংগ্রামের গুরুত্ব ভারতবাসীর কাছে খুবই বেশী। কারণ, নাৎসী-বাহিনীর ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম দ্বার হইতেছে এই সিরিয়া এবং স্বাধীন ফরাসী বাহিনী এই দ্বার রক্ষারই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। যদি ইরাকে রশিদ আলীর বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হইত এবং সিরিয়ায় জার্ম্মাণগণ কেন্দ্র রচনা করিয়া বসিতে পারিত, তাহা হইলে ভারত আক্রমণের পথে তাহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিনা বাধায়ই অগ্রসর হইতে পারিত। কাজেই বলা চলে—সিরিয়া ও ইরাককে প্রকৃতপক্ষে ভারত-রক্ষার বহির্ঘাটি বলিয়া মনে করা চলে এবং যতদিন পর্য্যন্ত ইরাক বৃটেনের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলিবে এবং সিরিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করিতে যদি নাৎসীরা সমর্থ না হয়, তাহা হইলে পশ্চিম দিক হইতে ভারত আক্রান্ত হওয়ার বিশেষ আশঙ্কা স্বভাবতঃই থাকিবে না।

হিটলারের হাতের ক্রীড়নক সাজিয়া রশিদ আলী যখন নাৎসীদিগকে ইরাকে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দিয়া পরোক্ষভাবে ভারতের পশ্চিম সীমান্তের রক্ষণ-ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিয়া তোলার প্রয়াস পাইয়াছিল, সে-সময়ে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণ অবিলম্বে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এক্ষণে সিরিয়ায়ও যখন নাৎসী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, বৃটিশ, ভারতীয় ও স্বাধীন ফরাসী বাহিনী অবিলম্বে তাহা প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইয়াছে এবং এই জন্যই বলা চলে যে, সিরিয়ায় স্বাধীন ফরাসী-বাহিনীর এই সংগ্রাম ভারতেরই সংগ্রাম।

আয়র্লণ্ডের উপর বিমানহানার উদ্দেশ্য

ইয়র্কশায়ার পোষ্টের সামরিক সংবাদদাতা ৯ই জুনের সংখ্যায় লিখিয়াছেন:—

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নরওয়ে, গ্রীস এবং সম্প্রতি ক্রীটে শত্রুপক্ষ বিমানযুদ্ধে সুবিধা করিয়াছে সন্দেহ নাই; তবে আমাদের বিমানবল ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ভবিষ্যতের বিমান যুদ্ধে যাহাতে আমরা আর অসুবিধায় না পড়ি, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই অধিক সংখ্যক উপযুক্ত বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হইতেছে। স্বপক্ষীয় বিমানঘাঁটি হইতে উপযুক্ত সাহায্য না পাইলে বর্ত্তমানে স্থল সৈন্যদের পক্ষে সাফল্য লাভ করা যে সুকঠিন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

ব্রিটেনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় আয়র্লণ্ডের কথা বিস্মৃত হইলে চলে না। বিমানযোগে সরাসরি ব্রিটেন আক্রমণ করিলে যে কঠিন প্রতিরোধকতার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা জার্ম্মাণী বেশ জানে। সুতরাং আয়র্লণ্ডে কতগুলি ঘাঁটি দখল করিয়া পশ্চিম দিক হইতে ব্রিটেন আক্রমণ করা যায় কিনা, নিশ্চয়ই তাহারা ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ বিমানগুলি আয়র্লণ্ডে যে হানা দিয়াছিল, তাহা হয়ত পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ আয়র্লণ্ডের বিমান-বিধ্বংসী ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার জন্যই ঐ বিমানগুলি বোমা বর্ষণ করে।

আটলাণ্টিকের যুদ্ধে আয়র্লণ্ডের গুরুত্বই বোধ হয় সর্ব্বাধিক।

যুদ্ধ ভাণ্ডারে সরকারী কর্ম্মচারীদের দান

মহামান্য গভর্ণরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সম্প্রতি বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সরকারী বিভিন্ন বিভাগ যে কিরূপ মুক্তভাবে ইহার সমর্থন করে তাহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ন্যাশ রেকর্ডের ডিরেক্টর রায় বাহাদুর এস, সি, ঘোষকে লিখিত একটি চিঠিতে ফরিদপুর জেলার জরীপের কার্য্যে নিযুক্ত অফিসারগণের ৫,০০০৲ টাকা দানের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন। এই অর্থ একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ে ব্যবহৃত হইবে এবং উহার নামকরণ করা হইবে "ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট অ্যাম্বুলেন্স"।

ভারতের সংরক্ষণ ব্যাপারে বেঙ্গল পুলিসের অফিসার ও কর্ম্মচারিগণও অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ২টি শকট ক্রয়ের নিমিত্ত ২০,৮০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, এক বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল পুলিশ একটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ার্থ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট

মনোনীত সদস্যদের নাম

চ্যান্সেলার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য হিসাবে ৩৩ জনকে মনোনীত করিয়াছেন। মনোনীত ব্যক্তিদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মিঃ কে, শাহাবুদ্দীন এম-এল-এ; খান বাহাদুর এম, এ, মোমিন, খান বাহাদুর এ, আর, খান, বাঙলার জনশিক্ষা বিভাগের এ্যাসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টার; খান বাহাদুর ফখরুদ্দীন আহমদ, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারী; খান বাহাদুর ফজলুল কাদের এম-এল-এ; খান সাহেব এম, সাদেক খান, বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের এ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী; মিসেস হাসিনা মোর্শেদ এম-এল-এ; খান সাহেব হাফিজুদ্দীন আহমদ এম-এল-এ; মিঃ হাফিজ আলী, ঢাকা আহ্সানুল্লা ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপাল; খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলী এম-এল-এ; মিঃ আবদুল্লা-আল মাহমুদ এম-এল-এ; মিঃ হবিবুর রহমান, বগুড়ার পাব্লিক প্রসিকিউটার; মিঃ এ, কাসেম এম-এল-সি; মিঃ এম, এব্রাহিম, ঢাকার পাব্লিক প্রসিকিউটার; খান বাহাদুর এ, জলিল; মিঃ হাবিবুল হক চৌধুরী এম-এল-সি; খান বাহাদুর এ, এম, লুৎফর রহমান এম-এল-এ; খান সাহেব এস, এ, এস, এম তাইফুর; মিসেস সাকেরা তাইফুর; মিঃ এ, করিম এম-এল-এ; খান বাহাদুর ওয়াহেদুল্লা, সিরাজগঞ্জ ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপাল; খান বাহাদুর সি, এম, এ সিদ্দিকী; মিঃ আবদুল লতিফ বিশ্বাস এম-এল-এ; খান বাহাদুর মওলবী মোহাম্মদ হুগলী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল; মিঃ জেড, এ, চৌধুরী এম-এল-এ; খান বাহাদুর কে, খান এম-এল-এ; মিঃ এম, আবদার আলি এম-এল-এ (আসাম); মিঃ এস, এ, মতিন এম-এল-এ (আসাম); দেওয়ান এম, এ, চৌধুরী এম-এল-এ (আসাম); মিঃ এ, এম, চৌধুরী এম-এল-সি (আসাম); মিঃ নাজিমুদ্দীন আহমদ এম-এল-এ (আসাম); শামসুল-উলামা, এ, এম, এম, ওয়াহেদ এম-এল-এ (আসাম); ও মিঃ এম, মকবুল হক এম-এল-এ (আসাম)।

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

কায়রোতে রাজকীয় বিমানবাহিনী গত ১৩ই জুন সপ্তাহের যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, সম্প্রতি লিবিয়ায় জার্ম্মাণ বিমানের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে জার্ম্মাণ বিমানবহর যখন লিবিয়ার ঘাঁটি ত্যাগ করে, সম্ভবতঃ তখন সৈন্যবাহকের অধিকাংশ বিমানযোগেই লিবিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

পল্লী-সংগঠন

[মিঃ বুদ্ধিদেব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম-এ লিখিত]

"যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল-দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেইখানে আমাদের গৃহ-যাত্রাপথের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'।"
—রবীন্দ্রনাথ।

জানি না কবির উক্তিতে, কবিত এই গৃহযাত্রা আজ সত্যই সুরু হয়েছে কিনা, জানিনা পল্লীবাসের সুনামেরা তাদের অনাদৃতা মায়ের স্নেহের টান মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছে কিনা। "Back to village", "Rural reconstruction"এর যে কথা আজ আমরা শুনছি, এর মধ্যে কতোখানি আছে শুভ সদিচ্ছা, কতোখানি আছে আন্তরিকতা, কতোখানি আছে ভাববিলাস,—বিচার করবার সময় হয়তো এখনো হয়নি। তবু যে আজ সরকার বাহাদুর ও সরকার বাহাদুরের অনেক বিশিষ্ট প্রজা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন, এটা আশার কথা। এই আশা যাতে ফলে ফুলে সার্থক হয়ে উঠে, সে চেষ্টায় সকলেরই নিজ শক্তিমতো আত্মনিয়োগ করবার সময় হয়েছে।

আজকাল বহু গ্রামেই পল্লীমঙ্গল সমিতি সংগঠিত হয়েছে। এই সকল সমিতির কর্মতালিকা প্রায়শঃই এক—দারিদ্র্য দূর করবার জন্য অন্ন বিতরণ, প্রয়োজনানুরূপ পথ্য বিতরণ, রোগীর শুশ্রূষা, স্বেচ্ছাসেবক কার্য্য, শিশুবিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতির মারফতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা বুঁজানো, পানা পরিষ্কার ইত্যাদি উপায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা, পাঠাগার ও পাঠচক্র স্থাপন ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কোন কোন সমিতি হ'তে প্রদর্শনী ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থাও আছে। তবু বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় দারিদ্র্য দূর হয়নি, ম্যালেরিয়া নিঃশেষ হয়নি, জঙ্গল নির্ম্মূল হয়নি, পাঠাগারে শুধু গোয়েন্দা কাহিনী সম্বলিত পুস্তকের অনুরাগীর সংখ্যাই বেড়ে চলেছে। নৈশবিদ্যালয় কতোবার হয়েছে, কতোবার উঠে গেছে। অথচ সমিতিগুলি বছরের পর বছর ধরে একই প্রচেষ্টার ব্যর্থ পুনরাবৃত্তি করে চলেছে।

কেন এমন হয়? গলদ কোথায়? যদি এ কথা সত্য হয় যে, মনীষিদের চিন্তাধারা নিরর্থক হয় না, যদি এ কথা সত্য হয় যে কোন ভালো কাজ বিফল হয় না,—তবে এই সব সমিতির সাধনার প্রত্যক্ষ ফল আমরা পাই না কেন?

তার প্রথম কারণ বোধ হয় এই সব পল্লী-সংগঠন সমিতির মূলনীতিতে মস্তো বড়ো গলদ রয়ে গেছে। আমরা পল্লীসংগঠনকে নিতান্ত স্থূলভাবে দেখেছি, পল্লীবাসিদের স্থূল সাহায্য দিয়ে উপকার করে পল্লীসংগঠন করছি বলে মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মিঃ গোহ্বারোভাষ্বি একবার বলেছিলেন—"I visualise rural reconstruction as a great psychological uplift" পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির এইটেই মূলনীতি হওয়া উচিত। গ্রামবাসিদের শুধু স্থূল সাহায্য করলেই যথেষ্ট করা হল বললে চলবে না,—সকলের আগে তাদের চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন করতে হবে, তাদের মধ্যে উন্নততর জীবন যাত্রা প্রণালীর আদর্শ প্রচার করতে হবে, তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ, উন্নততর, আত্মনির্ভরতাভিমুখী মনোবৃত্তি গঠন করতে হবে। এ দিক দিয়ে তাদের সচেতন করে তোলা হয় নি, বা হয় না—তাই সংগঠনের কাজে দেখা দিয়েছে—গ্রামবাসিগণের একাগ্র ইচ্ছাশক্তির অভাব।

এই একাগ্র ইচ্ছাশক্তির অভাবে পল্লী সমিতিগুলির কাজ বারবার ব্যাহত হয়েছে। আমরা গ্রামবাসিরা, আমরা যে সত্যই গ্রামের উন্নতি চাই, এ কথা মনে প্রাণে অনুভব করি না, জোর দিয়ে বলতে পারি না। গ্রামের উন্নতিতে যে আমাদেরও উন্নতি হয়, একথা আমরা ইচ্ছা করেই বুঝি না। জাতীয় পরিজনদের প্রতি যে কর্ত্তব্য,—সে কর্ত্তব্যকে আমরা ভাত, কাপড়, টাকার খরচ ও জীবনবীমা দিয়েই বুঝতে চাই। বন্ধুর বলদের মতো বাঁধা পথে ঘোরা ও অন্যকেই সকল বলে ও চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছি। আমাদের জীবনের সব চেয়ে বড়ো অভিশাপ,—শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর, ভদ্র—সকলেরই অভাব বোধ লোপ পেয়েছে। যা আমাদের নেই, সেটাকে পুরোপুরি অদৃষ্টের দোষ বলে মনকে বোঝাই; যা আছে, সেটার মধ্যেই আমাদের ভাবনা চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করি। রোগে ভোগার দায়িত্বটুকু অদৃষ্টের ঘাড়ে ও নিজের অস্বচ্ছল অবস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। তাই আমাদের বাড়ীর চারপাশ বনে জঙ্গলে ভর্ত্তি, বাড়ীর সর্ব্বত্র পচা পাঁকের স্তূপ। বাড়ীর বাগানের বা বাড়ীর আশেপাশের জোঙ্গলকে আমরা সুবিধা হিসাবেই গ্রহণ করি, কেননা তাতে বর্ষায় জল জমলে, আর কাঠ, বাসনমাজা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গৃহস্থালীর কাজগুলির সুসার হয়। রোদ ও বাতাসের চেয়ে আম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি দাম মাত্র দাবী ফলগুলির দাম আমাদের কাছে অনেক বেশী। সুতরাং সকালে অবগাহন স্নানে যে সময় যায়, সেটা নিতান্তই সময়ের অপব্যবহার বলে বিবেচনা করি এবং শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের পক্ষেই নিয়মিত সময়ে আহারকে একটা অনাবশ্যক উৎপাত বলে বিবেচনা করি। ছাত্রদের স্কুলের পড়াশুনোর দিকে অনেকেই মনোযোগ দিই, অনেকেই তাদের জন্য পয়সা খরচ করে গৃহশিক্ষক রাখি, কিন্তু তার শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের দিকে কিছু মাত্র নজর দিই না। তাই ছাত্রদের কাছে পড়াশুনো দাঁড়িয়েছে নিছক পাপক্ষয়, শিক্ষকদের কাছে অধ্যাপনা দাঁড়িয়েছে নিছক পাপক্ষয়, অভিভাবকদের কাছে পুত্রাদি প্রতিপালন দাঁড়িয়েছে নিছক পাপক্ষয়। যারা অশিক্ষিত, ভদ্রশ্রেণী বহির্ভূত,—তাদের মধ্যে এই মনোবৃত্তিকে অজ্ঞানতা প্রসূত বলা চলে, কিন্তু শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঔদাসীন্যকে কি বলা যায়? নিছক চিন্তাশক্তির সঙ্কীর্ণতা ও ইচ্ছাশক্তির দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কি।

জঙ্গল পরিষ্কার করে, ডোবা বুজিয়ে দিয়ে হয়তো ম্যালেরিয়া সমূলে নির্ম্মূল হয় না। বিশেষজ্ঞরা বলবেন,—বাঙলার ম্যালেরিয়া নষ্ট করতে হলে শুধু জঙ্গল পরিষ্কারে, খানাডোবা বুঁজানোতে চলবে না, জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে, মজা মজা নদী ও খালের পুনরুদ্ধার করতে হবে, এর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা দরকার। কিন্তু এটা ঠিক জঙ্গল পরিষ্কার করলে রোদ ও বাতাসের প্রাচুর্য্যকে আমরা লাভ করতে পারি ও পরিচ্ছন্ন থাকতে পারি; ফলে রোগের প্রকোপ কম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। স্কুলে পড়ানো হয় "Cleanliness is next to godliness", ব্যবহারিক জীবনে সে প্রবচনকে motto হিসাবে নিই না কেন? পরিচ্ছন্ন থাকার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে, পরিচ্ছন্ন থাকার ইচ্ছা প্রত্যেক মানুষের থাকা উচিত।

চাই ইচ্ছাশক্তি। যে গ্রামে আমাদের বারো মাস থাকতে হবে, যে গ্রামের সুব্যবস্থার সঙ্গে আমার ও আত্মীয় পরিজনদের সুব্যবস্থা একসঙ্গে জড়িত, সে গ্রামের প্রতি দায়িত্ব কি ডাক্তারখানাতেই শেষ হবে? জোর করে বলতে হবে—হাঁ, আমরা গ্রামের সংস্কার চাই, নইলে গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে আমরাই ধ্বংস হয়ে যাব। একথা জোর করে বলবার, জোর করে ভাববার দিন কি আজও আসে নি? কবি বলেছেন,—"সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—'আমরা চাই'।" এই মন্ত্রেই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত জীবন, সৃষ্টি হয়েছে সমাজ, সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্র, সৃষ্টি হয়েছে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র উপকরণ। এই মন্ত্রকে আমাদের জীবনে, আমাদের গ্রামের প্রয়োজনে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করার দিন কি আজও আসে নি?

পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির প্রাথমিক কাজ সুরু হওয়া উচিত এইখানে। এই ইচ্ছাশক্তি গ্রামবাসিগণের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত করার চেষ্টা তাদের কর্মতালিকার প্রথম ও প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। কর্মতালিকার এই দিকটা উপেক্ষা করেছে বলেই সমিতিগুলির সাফল্য পরাহত হয়েছে।

পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির বিফলতার অন্য একটি কারণ আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এই আর্থিক অস্বচ্ছলতার দায়িত্ব তারা সরকারের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। এই পরমুখাপেক্ষিতার ফলে তাদের মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ে যায়। চাঁদার খাতা সকলের কাছেই ত্রাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে আছেন,—পাছে চাঁদার খাতা বেরিয়ে পড়ে, এই ভয়ে দাতার কল্যাণকরই হোক,—কোন অনুষ্ঠানে যোগ দেন না। একথা সত্য যে নানা অনুষ্ঠানে নানা চাঁদা অনেকেই দিয়ে থাকেন। এ কথাও সত্য যে গ্রামে বাস করতে হ'লে পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির প্রয়োজন আছে। কেন না—

"কি করে আমরা বাঁচবো সেটা ভাববার কথা নয়, কেন না কোনমতে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। কি করে আমরা পুরোপুরি বাঁচবো, সেইটেই ভাববার কথা।" (২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যাল "খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী"তে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা)।

এই পুরোপুরিভাবে বাঁচবার সন্ধান দেবার জন্যে পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলির একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন পূরণ করতে হলে যৎসামান্য মূল্য দিতে হয়। মূল্য দিয়ে যা কিনি, তার উপর দরদ স্বাভাবিক। উপার্জনের অর্থ দিয়ে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি বা গড়ে তোলায় সহায়তা করি,—তার উপর দরদও তেমনি স্বাভাবিক; আর এই দরদই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। যাঁরা ধনী,—সহরে বাড়ী গাড়ী, ও Bank balance নিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট। দেশে তাঁরা কচিৎ আসেন,—পূর্ব্বপুরুষদের প্রচলিত পাল পার্ব্বণে, অথবা পূর্ব্বপুরুষদের অর্জিত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে। তাঁদের কাছে চাঁদা চাওয়াতো দূরের কথা,—কোন সমিতিতে তাঁদের উপস্থিতি প্রার্থনা করাও তাঁরা স্বাভাবিক বলে মনে করেন না,—বরে দেন চাঁদা চাওয়াই এই প্রার্থনার প্রচ্ছন্ন অর্থ। তাঁরা বারো মাস দেশে থাকেন না, দেশের প্রতি তাঁদের এই বিমুখতা নীতি ও মানবতার দিক দিয়ে বিগর্হিত হলেও তা বোঝা যায়। কিন্তু যাঁরা থাকেন ও যাঁদের সুখ দুঃখ গ্রামের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত, তাঁদের বিমুখতা বোঝা শক্ত। যাঁরা উপার্জ্জন করেন, তাঁরা যে মাসিক দু আনার মতো সামান্য স্বার্থত্যাগও করতে পারেন না, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির বিফলতার অন্য একটি কারণ প্রকৃত কর্মীর অভাব। প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে হ'লে প্রতিষ্ঠানকে নিজের জিনিষ বলে ভাবতে হয়, প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে চিন্তা করতে হয়, প্রতিষ্ঠানের উপর দরদ বোধ করতে হয়। এছাড়া দায়িত্ব জ্ঞানেরও প্রয়োজন। যে যে দায়িত্ব কর্মীর উপর ন্যস্ত করা হয়, সে দায়িত্ব সম্বন্ধে কর্মী যদি সচেতন না হ'ন তা' হ'লে কাজে আসে বিশৃঙ্খলা,—ফলে প্রতিষ্ঠানের ভিত হয়ে পড়ে আলগা। কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক হওয়া প্রয়োজন। যদি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করতে গিয়ে কর্মীর মনের ভাব এই হয় যে, তিনি একটা মহৎ কাজ করছেন, সেবাবৃত্তি দয়া করে অশিক্ষিতদের অন্ধকার থেকে আলোয় আনছেন, তা' হ'লে সে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যও হয় ব্যর্থ, কর্মীও হয় ব্যর্থ। রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাইরে"তে মাষ্টার মশায়ের মুখ দিয়ে বলেছেন,—"জীবনের মহলে সবার তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে, আর আজ তোমাদের দায় ওদের ঘাড়ের উপর চাপাতে চাও? ....আমি ত একে কাপুরুষতা মনে করি।" একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। এই মনোবৃত্তির ফলস্বরূপ পরস্পরের মনে আসে সংশয় ও বিদ্বেষ। ফলে কাজটিও আসে আসে

[১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যশোহর জেলায় তাঁতশিল্পের উন্নতি

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্যোগ

স্থানীয় তন্তুবায় সমাজের অধিবাসীবৃন্দের অভাব-অভিযোগ এবং হস্তচালিত বস্ত্রশিল্পের অবনতির কারণ সম্পর্কে সম্যক অবগত হইবার জন্য যশোহর জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্‌ এম, খাঁ, আই, সি, এস, মহোদয় বাঙলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর সমভিব্যাহারে গত ১লা জুন তারিখ যশোহর টাউনের নিকটবর্ত্তী রোমিম নগর (মড়লা গ্রাম) পরিদর্শন করেন। ফরিদপুর ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের উপদেশ অনুসারে হস্তচালিত বস্ত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে উক্ত গ্রামে একটী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ডাইরেক্টর মহোদয় উক্ত গ্রামে পৌঁছিয়া উক্ত সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান মোঃ মঃ চাঁদআলী এবং সেক্রেটারী মৌঃ আহমদ আলী বি, এ, ও অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দ সহ গ্রামের অধিকাংশ তন্তুবায়ের বাটীতে যাইয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন এবং কি পন্থা অবলম্বন করিলে ঐ সমস্ত অভাব দূরীভূত হয় তৎসম্পর্কে উপদেশ দেন। তাঁহারা দরিদ্র তন্তুবায়ের পর্ণ কুটিরে তাহাদের তাঁতের পার্শ্বে বসিয়া বস্ত্র বয়ন লক্ষ্য করেন এবং তাহাদের কার্য্যে উৎসাহিত করেন। সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় বস্ত্র শিল্পীর দুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য এবং সহানুভূতি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাহাদিগকে বস্ত্র বয়ন কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত গ্রামে একটী বস্ত্র বয়ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করিবার জন্য সমবায় সমিতির সেক্রেটারী সাহেবকে অনুরোধ করেন এবং উক্ত প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক দান করিবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন তহবিল (discretionary fund) হইতে ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। গ্রামের একজন গরীব অথচ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়নকারীকে তিনি একটী semi-automatic loom দান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে স্থানীয় বস্ত্রবয়নকারিগণ আজিও অনুন্নত ধরণের সস্তা বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। আধুনিক কালের রুচিসম্মত নানাপ্রকার বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় উক্ত শিল্প প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই অভাব পূরণের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় স্থানীয় অধিবাসীগণকে উন্নত ধরণের বয়ন এবং সূতা রং করা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য উক্ত গ্রামে একটী স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়ও উক্ত প্রচেষ্টা বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত স্কুল সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে বস্ত্রবয়নকারীরা যথেষ্ট সাহায্য পায়, তদুদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য একটী ভ্রাম্যমান বয়ন বিদ্যালয় উক্ত গ্রামে প্রেরণ করিবেন বলিয়া ডাইরেক্টর মহোদয় প্রতিশ্রুতি দেন।

বিগত ১৭ই মে যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে বাঙলায় ১,০৩৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়। উহাদের মধ্যে হাওড়ায় ১১১ জন, কলিকাতায় ৪১৪ জন, ময়মনসিংহে ১১১ জন ও বাখরগঞ্জে ১৫০ জন। উক্ত সপ্তাহে কলেরায় সর্ব্বমোট ২২৫ জনের মৃত্যু ঘটে। ইহাদের মধ্যে হাওড়ায় ৫৬ জন, কলিকাতায় ৯৪ জন এবং বাখরগঞ্জে ৬০ জনের মৃত্যু হয়। আলোচ্য সপ্তাহে ৪৩৪ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৪৮ জন, কলিকাতায় ৯৭ এবং ঢাকায় ৮৮ জন। বসন্ত রোগে কলিকাতায় ঐ সপ্তাহে ৮৩ জনের মৃত্যু ঘটে।'

দার্জ্জিলিঙে ১১৩ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় ও বর্দ্ধমানের কোন কোন অঞ্চলে মেনিনজাইটিস রোগ দেখা দিয়াছিল।

গো-মহিষের বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার গত ১৮ই জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৪ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙলাদেশে মোট ১৩১টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭৭টি পাঞ্জাব এবং বাকবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। উক্ত সময়েই পাঞ্জাব হইতে ২৯১টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১২৯টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৫৫৲ হইতে ১০০৲ এবং ১৩০৲ হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়াছে।

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

গত ২১শে জুন যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙলায় মোট ১১৫টি দুগ্ধবতী গাভী আনা হয়। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ১৫৭ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪০টি মহিষও আনা হইয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে দুগ্ধবতী গাভীর দাম গড়ে ৫৩৲—৯৫৲ ও মহিষের দাম ১৩০৲—১৯৬৲ ছিল। প্রত্যেকটি গাভী ও মহিষ যথাক্রমে দৈনিক গড়ে ৬—৮ সের এবং ১০—১২ সের দুগ্ধ দিয়াছিল।

আমেরিকার বিখ্যাত বৈমানিক চার্লি হোয়াইটহেড্‌। সম্প্রতি তিনি রাজকীয় বিমান বহরের অন্তর্ভুক্ত বোমারুবী বিমানের পাইলটের পদে যোগদান করিয়াছেন। বৃটেনের চাকুরী গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি আকাশপথে বহু সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

লবণের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সাধারণের জ্ঞাতব্য

এডেন, পোর্ট সৈয়দ, সুদান এবং ভারতীয় লবণের দর সম্পর্কে গত ১৮ই এপ্রিল যে প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া গত ১৬ই জুন হইতে নিম্নলিখিত দর বলবৎ হইয়াছে:—

জাহাজ হইতে মাল গ্রহণ করিলে ১০০ মণ (শুল্ক বাদে)	১৬২৲
গোলা হইতে মাল গ্রহণ করিলে ১০০ মণ (শুল্ক বাদে)	১৬৯৲
পাইকারী এক মণের দর (শুল্ক ইত্যাদি সহ)	৩।৶০
বাজারে প্রতি মণের দর	৩।৶১০
বাজারে প্রতি সেরের দর	⁄১২॥

দিনাজপুর ও রাজসাহীর লবণের দর গত ১৯৩৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোট প্রবন্ধ সবই বলবৎ থাকিবে।

হুগলী জেলার গ্রামে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

স্বেচ্ছাকর্ম্মীদের সাফল্যপূর্ণ কার্য্য

কৃষ্ণনগর, শিবরামবাটি, মধুবাটি ও বামুনবাটি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়; কিন্তু উৎসাহী কর্ম্মীর অভাবে কৃষ্ণনগর ও শিবরামবাটি গ্রামের সমিতিগুলি পঙ্গু হইয়া পড়ে।' বর্ত্তমানে মধুবাটি ও বামুনবাটি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কার্য্য উল্লেখযোগ্যভাবে চলিতেছে।

মধুবাটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।—শ্রীরামপুরের ভূতপূর্ব্ব Subdivisional Officer A. B. Chatterjee, I. C. S., মহোদয়ের উৎসাহে, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বলরামবাটি ইউনিয়ন বোর্ডের যুবক কর্ম্মী প্রেসিডেণ্ট মিঃ বিজন বিহারী দাস মহোদয় ও গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে এই সমিতি গঠিত হয়।

গ্রামের যাবতীয় আবর্জ্জনা প্রায় ৫০/০ বিঘা ও জঙ্গল পরিষ্কার প্রায় ৫০০ হাত, জলনিকাশীসমূহ সংস্কার আলো-হাওয়া বন্ধকারী প্রায় ২০০ বৃহৎ বৃক্ষ ছেদন ও প্রায় ৫/০ বিঘা বাঁশবন উৎপাটন, সাধারণের ব্যবহারের জন্য ২টী বৃহৎ জলাশয় গ্রামবাসীগণ কর্ত্তৃক দান, বিদ্যালয় ও দেবালয় সংস্কার, পাঠাগার ও নাট্যসমিতি স্থাপন, ১২টী গৃহস্থের অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ সংস্কার, ১টী খেলার মাঠ ও ২৫টী bored-hole latrine নির্ম্মাণ এই সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী।

মধুবাটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং বলরামবাটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিঃ বিজন বিহারী দাস মহাশয়ের উৎসাহে সৈয়দ শাহ কায়রুল ইসলাম, শেখ আনোয়ার আলী, পাঁচকড়ি কর্ম্মকার ও নিতাই চরণ দাস মহাশয়গণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে এই সমিতি গঠিত হয়।

গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, গ্রাম্য রাস্তা মেরামত, প্রায় ২/০ বিঘা বাঁশবন পরিষ্কার, জল-নিকাশী সংস্কার ও পুল নির্ম্মাণ এবং ১৫টী পায়খানা নির্ম্মাণ এই সমিতির উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী।

আগামী জুলাই মাসের শেষদিকে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ,—এই অধিবেশনে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইবে।

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্‌ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী।) ৮ আনা (২ আনা)*।

২। এয়ার রেইড্‌স—সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে নম্বর বং বি, এন্‌/এ, আর, পি, ১৫, ১৯, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এয়ার রেইড্‌স, ১৯৪১। (ইংরাজী।) ১ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)*।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্‌স্‌ ব্রাঞ্চ,
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্‌স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

সিরিয়ায় মিত্র বাহিনীর অগ্রগতি

লণ্ডনে সরকারীভাবে ১৭ই জুন ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দামেস্কের ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মাজার অধিকৃত হইয়াছে এবং ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত আস্কুরের উপর আক্রমণ করা হইয়াছে।

সোল্লাম এলাকায় বৃটিশ সৈন্য

উত্তর আফ্রিকায় সোল্লাম এলাকায় এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। লণ্ডনে পুনরায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ-বাহিনীর অগ্রগতি "স্থানীয়" এলাকাতেই সীমাবদ্ধ আছে। যেভাবে যুদ্ধ অগ্রসর হইতেছে, তাহা মোটেই অসন্তোষজনক নহে।

আমেরিকায় জার্মাণ কন্সালদের অফিস বন্ধ

সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ প্রাধান্য দিয়া জার্মাণ কন্সালদের দপ্তরখানা বন্ধের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস্ মন্তব্য করিয়াছেন যে, "ইহাদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হইবে—অথচ ইহাতে আমাদের আত্মরক্ষামূলক কার্য্যসূচীর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই অবস্থা অসহনীয়।"

নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন বলেন যে, এই ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ সন্তোষ ব্যতিরেকে অন্য কোন ভাবের উদয় হইবে না।

জার্মাণীতে আমেরিকান সম্পত্তি বিপন্ন

জার্মাণীতে যে সমস্ত মার্কিন সম্পত্তি আছে, জার্মাণ গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই তৎ-সম্পর্কে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। বার্লিন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১৪ই জুন তারিখে মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আমেরিকার সমস্ত জার্মাণ পুঁজিপাটা বন্ধ করণের আদেশ দান করিয়াছেন; সেই জন্য জার্মাণ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মার্কিণ সম্পদ সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

সিরিয়ায় ভিসি-বাহিনীর প্রতিরোধ

কায়রো, ১৭ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, আশা করা গিয়াছিল, ভিসি-বাহিনীকে পরিষ্কার করিয়া চলা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, তাহারা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত বাধা প্রদান করিতেছে। জেনারেল দেনৎজের বাহিনী কেন্দ্রস্থলে আঘাত করার ফলে উভয় পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

মার্জ-আইয়ুব এখনও মিত্রপক্ষের হাতে রহিয়াছে। সম্প্রতি ভিসি-বাহিনী দাবী করিয়াছিল যে, তাহারা এই স্থানটী দখল করিয়া লইয়াছে। উপকূল অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সিডন ছাড়াইয়া সামান্য খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে।

দামাস্কাসের দক্ষিণে এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। ঐ স্থানে কয়েকটী ভিসি-ঘাঁটী দখল করা হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বর্তমানে দামাস্কাসের পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে অবস্থান করিতেছে এবং উহা হইতে তাহারা ধীরে ধীরে শহর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

বৃটিশ-বাহিনীর নূতন অস্ত্র

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এক নূতন গোপন অস্ত্র আবিষ্কারের সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। উহা একরূপ যন্ত্র বিশেষ, যাহাতে রেডিওর সাহায্যে শত্রু প্লেনের সন্ধান পাওয়া যাইবে। নৈশ বোমারু প্লেনগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন।

এরোপ্লেন-নির্মাণ সচিবের বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা মিঃ ওয়াটসন ওয়াট নামক সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের মধ্যে শত্রুপ্লেন ও শত্রু জাহাজ অন্বেষণ সম্পর্কে রেডিও ব্যবহার করিয়াছেন।

উপকূলবর্তী রাজকীয় বিমান বহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ স্যার ফিলিপ জুবার্ট এই নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া বলেন যে, বর্তমানে নিরাপত্তার সহিতই বলা চলে যে, তেজস্বী যোদ্ধাদের কৃতিত্ব ও রেডিয়ো যোগে শত্রুর সন্ধান—এই উভয়ের সংমিশ্রণের ফলেই বৃটেনের যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে।

পশ্চিম জার্মাণীতে বৃটিশ বিমানের হানা

রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিমানপোতসমূহ গত ১৭ই জুন রাত্রিতে পশ্চিম জার্মাণীর শিল্প-প্রধান অঞ্চলে ভয়াবহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। নৈশ আক্রমণের পূর্বে রাজকীয় বিমান বহর চ্যানেলের অপর দিকে অবিরামভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

জার্মাণ-তুরস্ক মৈত্রী চুক্তি

তুরস্ক ও জার্মাণীর মধ্যে যে মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে মঃ সারাজগলু আঙ্কারা বেতার মারফৎ এক বিবৃতি দান করিয়া বলিয়াছেন:—

"বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যেও তুরস্ক এবং জার্মাণী বিগত বহু শতাব্দী যাবৎ পরস্পরের শত্রুতা করে নাই এবং উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বদাই স্পষ্ট এবং নির্ভুল রহিয়াছে। এই চুক্তির ফলে তাহাদের মৈত্রী দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।"

এই চুক্তিটির বিভিন্ন ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহারা একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন কার্য্য করিবে না। সকল সময়েই তাহারা পারস্পরিক অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া চলিবে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত প্রশ্নে তাহারা বন্ধুত্বপূর্ণ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে বলিয়া পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে।

এই চুক্তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক চুক্তিও সম্পাদিত হইতে পারে।

জার্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলে আমেরিকান দূতাবাস বন্ধ

১৫ই জুলাইর মধ্যে জার্মাণী এবং জার্মাণ-অধিকৃত সকল দেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য জার্মাণী আদেশ দিয়াছে।

দামাস্কাসের দ্বারদেশে মিত্রশক্তি বাহিনী

মিত্রশক্তিবাহিনী দামাস্কাস নগরীর দ্বারদেশে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উপকূল-পথেও অবস্থা মিত্রশক্তির অনুকূল হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অশ্রান্তভাবে বৈরুতের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

জনৈক বৃটিশ সামরিক মুখপাত্রের মতে যে সকল মিত্র-বাহিনী এখন দামাস্কাস আক্রমণ করিতেছে, তাহারা যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হইয়াছে।

দামাস্কাসের আত্মসমর্পণ দাবী

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং-এর আক্কাবস্থিত সংবাদদাতা মিঃ উইনষ্টন বার্ডেট বেতারে যুক্তরাষ্ট্রে এই মর্মে সংবাদ জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার হেনরী মেটল্যাণ্ড উইলসন জেরুজালেম হইতে রেডিও যোগে দামাস্কাসের ফরাসী কমিশনার জেনারেল দেনৎজকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল উইলসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, দামাস্কাস আত্মসমর্পণ না করিলে জেনারেল দেনৎজ রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন।

বৃটিশ জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ জাহাজ "এম্পায়ার ওয়েরিয়র" নিউ ক্যাসল হইতে কয়লা লইয়া পর্তুগাল আসিবার পথে স্পেনীয়ার সন্নিকট ভিলা-রিয়েল-ডি সানাণ্টনিও হইতে কিছুটা দূরে কতকগুলি বিমানপোত বোমা ফেলিয়া উহাকে ডুবাইয়া দেয়। একখানা পর্তুগীজ ট্রলার এবং একখানা জেলে নৌকা পঁচিশ জন নাবিককে উদ্ধার করিয়াছে।

বৃটিশ সাবমেরিণের কৃতিত্ব

ভূমধ্য সাগরের বৃটিশ সাবমেরিণগুলি একখানা ইটালীয় তৈলবাহী জাহাজ ও তিনখানা নৌকা টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত করিয়াছে। একখানা নৌকাতে জার্মাণগণ ও অপর খানাতে তৈলের কয়েকটী ড্রাম বোঝাই ছিল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্য-সাগরের মধ্য অঞ্চলে বৃটিশ সাবমেরিণ দুইখানা ইটালীয় সরবরাহ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

লিবিয়া সীমান্তে প্রচণ্ড যুদ্ধ

পশ্চিম মরুভূমির অগ্রগামী বাহিনীর সঙ্গী রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—

লিবিয়া সীমান্তের যুদ্ধে দুইখানা জার্মাণ বিমান ভূপাতিত করা হয় এবং জার্মাণ জঙ্গী বিমান কিম্বা বোমারু বিমানের অনুপস্থিতি হইতে বুঝা যায় যে, রাজকীয় বিমানবাহিনী আকাশে প্রভুত্ব স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ যাবত সল্লাম উপসাগর বেষ্টিত ভূখণ্ড একদল জার্মাণ সৈন্যের অধিকারে ছিল। সল্লাম পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই জার্মাণবাহিনী পশ্চিমদিক হইতে বৃটিশবাহিনীর আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়।

ইটালীতেও মার্কিণ দূতাবাস বন্ধ

১৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, রোমে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালীতে মার্কিণ বাণিজ্য দূতাবাসসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। মার্কিণ কন্সাল এবং অন্যান্য কর্মচারিগণকে ১৫ই জুলাই-এর মধ্যে অবশ্য ইটালী ত্যাগ করিতে হইবে।

রোম হইতে প্রেরিত জার্মাণ নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে, "রোমে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইটালীর মার্কিণ বাণিজ্য দূতাবাসসমূহের কর্মচারিগণের চালচলন এবং কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পররাষ্ট্র বিভাগ মার্কিণ দৌত্য বিভাগে একটি নোট প্রেরণ করিয়াছেন। ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে ইটালীর এবং ইটালীর কর্তৃত্বাধীন বা অধিকৃত এলাকা হইতে সমস্ত মার্কিণ কন্সাল ও অন্যান্য কর্মচারিগণকে স্বদেশে আহ্বান ও বাণিজ্য দূতাবাসগুলি বন্ধ করিয়া দিবার জন্য মার্কিণ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। ইটালীয় গভর্ণমেণ্ট ইটালীতে আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর অফিসও বন্ধ করিয়া দিবার অধিকার রাখিয়া দিয়াছেন।"

সিরিয়ায় মিত্র-বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, স্বাধীন ফরাসী ও বৃটিশ বাহিনী অব্যাহত গতিতে সিরিয়ার রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতেছে। উপকূলভাগে অষ্ট্রেলিয় বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখে সদর্প গতিতে অগ্রসর হইতেছে। মার্জ-আয়ুবে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। সংবাদপ্রাপ্তি ভিসি বাহিনীর প্রবল পাল্টা আক্রমণ সত্বেও দামাস্কাসের দক্ষিণে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী অটুট আছে। দামাস্কাস এলাকায় বৃটিশ ও ভারতীয় সেনাদল আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ময়মনসিংহে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার

পাঁচ হাজারের অধিক শিক্ষক নিয়োগ

গত ১৯৩৮ সাল হইতে ময়মনসিংহ জেলা বাঙ্‌লা-দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করিবার গৌরব লাভ করিতে পারে এবং সেই সময় হইতে ইহা কিভাবে বিভিন্ন স্তরে অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে জানা যাইবে :—

সার্ভে কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, সমগ্র জেলায় মোট ২,৬৩৪টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। তন্মধ্যে ২,৫৭৯টি বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট ২২৪টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। যদিও বোর্ড অবিলম্বে উহাদের সাহায্য করিবার কাজে তৎপর হইয়াছিল, তথাপি উপযুক্ত ভবনের অভাবে অবশিষ্ট ৫৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই।

স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ এবং তাহাকে আসবাবপত্রে কার্য্যোপযোগী করিয়া তোলার কাজ স্থানীয় প্রচেষ্টার সাহিত হইয়াছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে স্কুল বোর্ডকে ৩৩ একর নিষ্কর জমি রেজেষ্টী করিয়া দান করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ব্যাপার পাটের বাজারে ব্যাপক মন্দা থাকায় দরুণ বিদ্যালয় ভবন নির্ম্মাণ ব্যাপারে কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত স্কুল বোর্ড নির্দ্ধারিত ৪৫'×১৫' মাপ বজায় রাখা সম্ভবপর হয় নাই।

এই পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের ফলে উপযুক্ত ও ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণের দৃষ্টি বোর্ডের চাকুরীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহা বর্ত্তমান সময়ের তীব্র বেকার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান করিয়াছে। নিম্নলিখিত গুণাবলী-বিশিষ্ট প্রায় ৫,০৬১ জন শিক্ষক ইতিমধ্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে :—

আই, এ, পাশ ১৩ জন (তন্মধ্যে ৪ জন গুরুট্রেনিং পাশ)।

ম্যাট্রিক পাশ ১,৩৮৬ (তন্মধ্যে মধ্য ভার্ণাকুলার পাশ ৪১ জন এবং গুরুট্রেনিং পাশ ৮৯১ জন)।

ম্যাট্রিক পাশ নহে এরূপ মধ্য ভার্ণাকুলার পাশ ২৭।

ম্যাট্রিক পাশ নহে এরূপ গুরুট্রেনিং পাশ ১,৬২৮।

মাদ্রাসা টাইটেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৯১।

নিম্নস্তরের যোগ্যতাসম্পন্ন ২,৩৩৬।

এই সকল শিক্ষককে ১৬৲ টাকা হইতে নিম্নে ১৩৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক মাহিয়ানা প্রদান করা হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানে ৪টি সরকারী গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় এবং বিভিসিভিও একটি সাহায্যপ্রাপ্ত গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের ট্রেনিং লাভের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা হিসাবে অতি সামান্য এবং সেই চাহিদা মিটাইতে গিয়া গত জানুয়ারী মাসে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির সহিত ট্রেনিং লাভের নিমিত্ত ১৩টি বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই ১৫টি বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর ৫১৭ জন করিয়া শিক্ষক ট্রেনিং লাভ করিয়া থাকে। গত ৩১শে মার্চ্চের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণে মোট ৫৫,৫২১৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ৫৪,৩৩২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং মিশন ফাণ্ড হইতে (বিভিসিভি গুরুট্রেনিং স্কুলের জন্য) ১,১৮৮৲ টাকা প্রদান করিয়াছে।

স্কুলের আসবাবপত্র এবং শিক্ষা প্রদানের সরঞ্জামাদি ইত্যাদির জন্য জেলা স্কুল বোর্ড গত বৎসর ১৯,১৪৭৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিল। উক্ত বোর্ড অতি শীঘ্রই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১০,০০০ বেঞ্চ বিতরণ করিবে, তজ্জন্য ইতিমধ্যেই দরখাস্ত চাহিয়া পাঠানো হইয়াছে এবং কণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর হইতে নিজস্ব একটি ভবনের অভাবে—ভাড়া বাড়ীতে অফিসের কাজকর্ম্ম চলিতেছে। এই অভাব দূরীকরণার্থ চিরস্থায়ী লিজে এক বিঘা পরিমিত জমি পাওয়া গিয়াছে। তজ্জন্য বার্ষিক ২৫৲ টাকা খাজনা প্রদান করিতে হইবে এবং ৪,৩৩৩৲ টাকা প্রিমিয়াম দিতে হইয়াছে। এই জায়গায় একটি বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। তজ্জন্য ৩২,৪৭৭৲ টাকা আনুমানিক ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে ১৩,৮৮২৲ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। এখানে একথা উল্লেখযোগ্য যে, বাঙলাদেশের প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক কর্ত্তৃক ইহার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, আগামী পূজার ছুটির পূর্ব্বেই এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইবে এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মহোদয় পুনরায় আসিয়া ইহার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিবেন।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা এই জেলায় সন্তোষজনকভাবে প্রগতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, একথা বলা চলে। অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ক্রমবর্দ্ধমান ছাত্র এবং নিম্নে প্রদত্ত গত চারি বৎসরের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ইহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হয় :—

ছাত্রের সংখ্যা

১৯৩৭-৩৮—১২৪,২৬১ ; তন্মধ্যে ৬,৪২৬ জন বালিকা।

১৯৩৮-৩৯—১৭৮,১৮৯ ; তন্মধ্যে ১২,৮০২ জন বালিকা।

১৯৩৯-৪০—১৯০,৭৫৪ ; তন্মধ্যে ১৩,০০৫ জন বালিকা।

১৯৪০-৪১—১৯৪,৫২৩ ; তন্মধ্যে ১৫,৬৪৪ জন বালিকা।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ফলাফল

বৎসর।		পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।	উত্তীর্ণের সংখ্যা।	শতকরা পাশের সংখ্যা।	উচ্চহারীন পরিভাষা ইত্যাদিতে পাশের সংখ্যা।
১৯৩৭	..	১,৭৮৩	১,১৬৫	৬৫·৭	১,২৪৮
১৯৩৮	..	৩,০১৮	২,১০১	৬৯·১	১,২৪৮
১৯৩৯	..	৫,১১৬	৩,৯৬৩	৬৫·৮	২,২৭৫
১৯৪০	..	৮,৮৬৩	৬,০৩৮	৭২·৩	৫,১১৫

পরিশেষে একথা বলা যাইতে পারে যে, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য বিভিন্ন দিকে ব্যয় বাহুল্যতা সত্ত্বেও বোর্ডের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বের চাইতে দৃঢ়তর ; কর্ত্তৃপক্ষের মিতব্যয়িতার ফলেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ জলধর দত্ত, আই-সি-এস, (অবসরপ্রাপ্ত) গত ২৫শে জুন প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

নোয়াখালী জেলা ঘূর্ণিবাত্যা রিলিফ কমিটী

আবেদন

গত ১১ই এবং ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে নোয়াখালী জিলার উপর দিয়া যে ঝটিকা-প্রবাহ ও জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সমগ্র জেলার অধিবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে ন্যূনপক্ষে যে উহা এক কোটি টাকা হইবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। শতকরা যাটের অধিক গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আসবাবপত্র, পরিধানের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে আউস ধান্য, পাট, মরিচ প্রভৃতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ও পান-বরজ, গুবাকী ও নারিকেল-বাগান বিধ্বস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চরের উপর বন্যা আসিয়া শতসহস্র ঘরবাড়ী ও গরু-মহিষাদি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত চরের কতিপয় লোকেরও প্রাণহানি হইয়াছে।

এই ঝড়া ও বন্যা-পীড়িত জনসাধারণের সাহায্যকল্পে সদর মহকুমায় ১৮টি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ফেণী মহকুমায়ও সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সরকার বাহাদুর কৃষিঋণ বাবদ তিন লাখ পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা কৃষির উন্নতির জন্য, ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য এবং গরু-মহিষাদি ক্রয় করিবার জন্য কর্জ্জ দেওয়া হইতেছে। এই টাকা ছাড়া অনশনক্লিষ্ট, আশ্রয়হীন ব্যক্তিদিগের রক্ষার জন্য সরকার বাহাদুর পনর হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই প্রকার ব্যক্তিদিগকে সাহায্যকেন্দ্র হইতে উক্ত টাকা বিতরণ করা হইতেছে। একমাত্র সরকার বাহাদুরের সাহায্যের দ্বারা এইরূপ ভীষণ ও বিস্তৃত দুর্দ্দশার লাঘব হওয়া সম্ভবপর নয়। এইজন্য নোয়াখালী জেলায় একটি কেন্দ্রীয় রিলিফ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি, ডিষ্ট্রীক্ট জজ সহকারীসভাপতি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর রেজাউল হায়দর চৌধুরী, এম্-এল্-সি, ইহার সম্পাদক এবং মৌলবী সৈয়দ আবদুল মজিদ, এম্-এল্-এ, যুগ্ম-সম্পাদক। জেলার সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ এই কমিটির সভ্য হইয়াছেন। আমি এই কমিটির পক্ষ হইতে জেলাবাসী এবং জেলার বাহিরের সহৃদয়, দানশীল ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণের নিকট আবেদন করিতেছি যেন তাঁহারা নোয়াখালীর আকস্মিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপন্ন জন-সাধারণকে রক্ষার জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করেন। তাঁহাদের সাহায্য সামান্য হইলেও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

জে, এন, মিত্র,
ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও সভাপতি, কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি, নোয়াখালী।

বাঙালী প্রাক্তন সৈনিক-সমিতি

যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বাঙালী এক্স-সোলজারস্ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুবেদার এস, বি, সিংহ সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, যে সকল বাঙালী (হিন্দু ও মুসলমান) এই যুদ্ধে সিগ্‌ন্যালস, মোটর ট্রান্সপোর্ট, এম্বুলেন্স ও সেবার কোর ইত্যাদিতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অবিলম্বে ৩নং মল্লিক স্ট্রীটে (এসোসিয়েশন অফিসে) প্রত্যহ বেলা ১২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকার মধ্যে নিজে আসিয়া ভর্ত্তি হউন।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলার সালিসী-বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

জলপাইগুড়ি—

সাইবকাটা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৪।৩ নং মামলায় মহাজন বরণী দাস যতীন দাসের নিকট ১২৫৲ টাকা দাবী করে। দাবী ৪২৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। পরে সালিসীতে ১৫৲ টাকা দিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়। দুটি দফায় এই টাকা পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ৪।৩ নং মামলায় মহাজন মাড়লা উৎরাম খাতক যতীন দাসের নিকট ৬৫৲ টাকা দাবী করে। দাবী ৩৯১৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। পরে ৮ কিস্তিতে পরিশোধ্য বলিয়া সালিসীতে ২৮৫৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

রাজশাহী—

বকুৎসা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ১।১ নং মামলায় মহাজন জমির উদ্দীন সাহা এবং খাতক আজিজুল হক সাহা ও অন্যান্য নাবালক।

খাতকের পিতা পনর বৎসর পূর্ব্বে সুদের পরিবর্ত্তে কিছু জমি মহাজনকে ভোগ-দখল করিতে দিয়া ১৮৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন এই পর্য্যন্ত সেই জমি ভোগ দখল করিয়া এখনও ১৮৫৲ টাকা দাবী করে। বোর্ডের অনুরোধে মহাজন তাহার সমস্ত দাবী ছাড়িয়া খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করে।

আউসপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ২৯১৯ নং মামলায় খৈইরউদ্দী (মহাজন) মকুপাড়ার মঙ্গল ঠাণ্ডার (খাতক) নিকট ৪৮২৲ সুদে আসলে দাবী করে। বোর্ড দাবী ৩৮৲ টাকা সাব্যস্ত করে। খাতক নগদ টাকা পরিশোধ করিতে অসমর্থ বলিয়া সে মহাজনের কাছে এক বৎসর চাকর হিসাবে কাজ করিবে।

১৯৩৯ সালের ১৩০।১১ নং মামলায় মহাজন তাহিরপুর লোন অফিস খাতক নূর মহম্মদ প্রামানিক এবং আরও অন্যান্যের নিকট ১,২০৪।।৵০ দাবী করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ১১৮।।৶০ সাব্যস্ত এবং ৩৯৲ টাকায় মীমাংসা করে। এই অর্থ বিশটি সম পরিমাণ বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে।

মহাদেবপুর স্পেশ্যাল বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৬৬।৩ নং মামলায় খাতক বনিক মণ্ডল এবং মহাজন (১) হাজি কাদের বক্স সর্দ্দার এবং (২) মানু মণ্ডল।

কতকগুলি জমিজমা বিক্রীর সর্ত্তে মহাজন খাতককে ২০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করে। চুক্তির কাল শেষ হইয়া গেলে মহাজন খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী লাভ করে। উক্ত বিক্রয় পাকাপাকি হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বে খাতক তাহার ঋণ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। বোর্ড উভয় মহাজনের নিকট খাতকের দেয় ৮৫০৲ (প্রথম মহাজন ৪০০৲ ও ২য় মহাজন ৪৫০৲) ধার্য্য করে। বহু আপিলের পরও বোর্ডের নির্দ্দেশ অটুট থাকে। খাতকের টাকা পরিশোধ করিবার কোন উপায় না থাকায় বোর্ড তাহাকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা ধার্য্য করে। অতঃপর স্পেশ্যাল অফিসারের চেষ্টায় ১ম মহাজনের প্রাপ্য নগদ ২৫০৲ টাকায় মীমাংসা হয় এবং ২য় মহাজন দুই বিঘা জমি পাইয়া তাহার প্রাপ্য ৪৫০৲ টাকা ছাড়িয়া দেয়।

রামানন্দ-খাজুরা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৩৩৬ নং মামলায় খাতক শশীকান্ত মহাজন ক্ষীরোদা দাসীর নিকট হইতে ২০৫৲ টাকা লইয়া ১৫ বৎসরের নিমিত্ত তাহার হাতে ১১ বিঘা জমি ছাড়িয়া দেয়। তিন বৎসর পর খাতক ঋণ-সালিসী বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। তিন বৎসরে সুদ সহ সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মহাজন খাতককে তাহার জমি প্রত্যার্পণ করে।

নাওহাটা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫৪ নং মামলায় খাতক বাহার মণ্ডল এবং অন্যান্য সকলে মহাজন মৌলভী চৌধুরী মোজাম্মেল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মহাজন ১,০৪৯৲ দাবী করে কিন্তু বোর্ড নগদ ৯৫৲ টাকা প্রদান করিতে হইবে বলিয়া মীমাংসা করে।

বাখরগঞ্জ—

পিরোজপুর স্পেশ্যাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১২২৯।৭ নং মামলায় খাতক কই-কণ্ডার ৩০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সাড়ে বারটি ডেসিমেল পরিমাণ জমি এই চুক্তিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় যে মহাজন উহা ৭ বৎসর কাল ভোগ দখল করিবে, ইহার মধ্যে যদি খাতক ঋণ পরিশোধ করিতে না পারে তবে উহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে। মহাজন ১৭ বৎসর কাল জমি ভোগ দখল করে অথচ সে নির্দ্ধারিত সময়ের পর উহার স্বত্বাধিকার গ্রহণ করে নাই। ঋণের পরিমাণ ৩০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত ও নগদ ৫৫৲ টাকায় মীমাংসা হয়। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে হইবে। সমস্ত জমি খাতককে প্রত্যার্পণ দিতে হইবে।

পিরোজপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৪৫ নং মামলায় খাতক অঘোর নাথ ঘোষ এবং মহাজন নুরন্নেসা বিবি।

খাইখালাসী বন্ধ রেখে ৪০৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। মহাজন সুদ ও কিস্তপরিমাণ আসলের পরিবর্ত্তে এই জমি ১৯ বৎসরের জন্য ভোগ-দখল করে। ঋণের পরিমাণ ৩৯৬৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। উক্ত বন্ধকী জমি ব্যতীত খাতকের আর কোন সম্পত্তি ছিল না। সালিসীতে মাত্র ১৫৲ টাকা নগদ প্রদান করিয়া সমস্ত ঋণের মীমাংসা হয়। খাতককে সমস্ত জমি প্রত্যার্পণ করিতে হইবে।

বাবুগঞ্জ স্পেশ্যাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৫২।৩ নং মামলায় ১০০৲ টাকার নিমিত্ত একটি জমি বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল। চুক্তি ছিল যে সমস্ত টাকা পরিশোধ না করিলে খাতক তাহার জমি ফিরিয়া পাইবে না। কিন্তু বোর্ড মীমাংসা করেন যে ইতিমধ্যেই সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে। কাজেই মহাজন খাতককে জমি প্রত্যার্পণ করে।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌-এর লণ্ডনে গমন

রুশো-জার্ম্মাণ আলোচনার ব্যর্থতা

ইস্তাম্বুল হইতে রয়টারী বেতার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

"সোস্যাল ডেমোক্রেটেন" নামক সংবাদপত্রটির বার্লিনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, বার্লিনে গত পাঁচ সপ্তাহ যাবত জার্ম্মাণ ও রুশীয় প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে।

সুইডেনের এক সংবাদদাতা এই ব্যর্থতার সহিত স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সএর লণ্ডন গমনের সংবাদটিকে জড়িত করিয়া লিখিয়াছে যে, রাশিয়া ক্রিপ্‌সএর লণ্ডন গমন সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রদর্শন করিয়াছে। জার্ম্মাণীর সংবাদপত্রগুলি প্রায় প্রকাশ্যভাবেই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছে, "ক্রিপ্‌স কি উপায়ে লণ্ডনে পৌঁছাইতে সমর্থ হইলেন?" কারণ লণ্ডন পৌঁছাইতে তাঁহাকে নিশ্চয়ই জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে হইয়াছে।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স সহজেই লণ্ডনে পৌঁছাইতে সমর্থ হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, জার্ম্মাণরা যতটা বলে, স্ক্যান্ডিনেভিয়াকে ততটা ঘেরাও করিতে পারে নাই।

যে ভারতীয় সেনা-বাহিনী আফ্রিকায় ইটালীয়দের বিরুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহাদের একটি দল ইরিত্রিয়ার 'আনবারা' নামক নদী পার হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যে মাসে জাহাজডুবির খতিয়ান

২৫শে জুন রাত্রিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যে মাসে বৃটিশ ও মিত্রপক্ষীয় ৯৮খানি জাহাজ (৪৬১,৩২৮ টন) বিনষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরের যুদ্ধে যে জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাও ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। মার্চ্চ বা এপ্রিল মাস অপেক্ষা যে মাসে অনেক কম জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে।

বিনষ্ট জাহাজগুলির মধ্যে ৭৩খানিই হইল বৃটিশ জাহাজ (৩৫৫,০০০ টন)। অবশিষ্টের মধ্যে মিত্রপক্ষে ২০ খানি (৯২,০০০ টন) এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের ৫ খানি (১৪,০০০ টন)।

এই সঙ্গে মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের জাহাজডুবির সংশোধিত তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে; তাহাতে দেখা যায় যে, মার্চ্চ মাসে ৫০৫,১৫০ টনের এবং এপ্রিল মাসে ৫৮১,২৫১ টনের জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। গ্রীস হইতে চলিয়া যাইবার সময় যে সকল জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেইগুলির কথা তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়াই এপ্রিল মাসের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক দেখা যায়। অনুমান হয় যে, ১০ই মে হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত এক মাসে প্রতিপক্ষের ২৯৯,০০০ টনের জাহাজ ধৃত, জলমগ্ন অথবা দৈবদুর্ব্বিপাকে বিনষ্ট হইয়াছে।

তীব্র হাতাহাতি সংগ্রাম

জেরুজালেমের সামরিক হেড কোয়ার্টারের জনৈক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ ও মিত্র সৈন্যবাহিনী দামাস্কাসের শেষ ঘাঁটির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে।

উপকূল অঞ্চলে মিত্র পক্ষীয় বাহিনী ক্রমেই বৈরুতের আত্মরক্ষার ঘাঁটির নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

কর্ত্তৃপক্ষ মহলের জনৈক সংবাদদাতা জেরুজালেমের বেতার মারফতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্জ-আইয়ুন জেলার এবেইয়ার রাস্তাঘাট ও বাড়ীঘরসমূহে ভিসি সৈন্য ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের মধ্যে তীব্র হাতাহাতি] সংগ্রাম চলিতেছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক পক্ষই শহরের অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সমগ্র শহর দখলের নিমিত্ত উভয় পক্ষই তীব্র সংগ্রাম করিতেছে।

দামেস্কের পতন

২১শে জুন রাত্রিতে বৈরুত রেডিয়ো হইতে বেতার-যোগে প্রচারিত এক এশতেহারে প্রকাশ, ভিসি-সৈন্যগণ দামেস্ক শহর হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

আবিসিনিয়ায় ইটালীর আরো ক্ষতি

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনী দাদেসা নদীর তীরে ইটালীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে নদীর পশ্চিম তীরে তাড়াইয়া দেয়।

এই সংঘর্ষে শত্রু পক্ষের বিস্তর সৈন্য ও সমরোপকরণের ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রীমেনে বৃটিশ বিমানের হানা

২৫শে জুন রাত্রিতে ব্রীমেন রাজকীয় বোমারু প্লেন-সমূহের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল।

দিনের বেলা চ্যানেলের উপর তিনখানি জঙ্গী প্লেন বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

রাজকীয় বিমানপোতসমূহ বেলজিয়ামের উপরে জোরাল বিমানাক্রমণ চালাইয়াছিল। সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপরে সফলতাভাবে কয়েকটী বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহার ফলে বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

আট হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী

মিশর অধিকারের সময় বৃটিশ সৈন্যগণ একজন কোর কমাণ্ডার, দুইজন বিভাগীয় কমাণ্ডার ও আটজন ব্রিগেডিয়ার সহ মোট আট হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

সিরিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

২৩শে জুন মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দামেস্কের নিকটবর্ত্তী মেজে বিমান-পোতাশ্রয় ও মিন অধিকার করিয়াছে।

জেরুজালেমের জনৈক সামরিক মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, ভিসি সৈন্যরা মার্জ-আইয়ুনের চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন স্থানে জোর বাধা প্রদান করিতেছে। শহরের চতুর্দ্দিকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়ান ও ভিসি সৈন্যদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে।

কিস্তনিয়া হইতে একটী বাহিনী সন্তোষজনক গতিতে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মেজে ও দামেস্কের উত্তর দিকে এখনও খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছে।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ ঘোষণা

বিগত ২২শে জুন শনিবার শেষ রাত্রে সাড়ে তিনটার সময় জার্ম্মাণ বাহিনী অকস্মাৎ রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছে। এই আক্রমণ সম্বন্ধে হিট্‌লার যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, রুশিয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল। রুশিয়ার পক্ষ হইতে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া জানান হইয়াছে। প্রকাশ —উত্তরে ফিনল্যাণ্ড হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত ১,৫০০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া জার্ম্মাণ বাহিনীর আক্রমণ সুরু হইয়াছে এবং ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়া এই আক্রমণে জার্ম্মাণীর সহিত যোগদান করিয়াছে। প্রকাশ,—জার্ম্মাণ পক্ষে প্রায় ১৫০ ডিভিসন সৈন্য ও রুশিয়ার পক্ষে ১৬০ ডিভিসন সৈন্য এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

তুরস্ক নিরপেক্ষ

আঙ্কারা হইতে ২৩শে জুন একখানি সরকারী এশ-তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশো-জার্ম্মাণ যুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ থাকিবে।

রুশীয় বাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

২৩শে জুন সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত লালফৌজ হাইকম্যাণ্ডের প্রথম যুদ্ধ-এশতেহারে ৬৫ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত ধ্বংসের দাবী করা হইয়াছে। এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ-বাহিনীর নিয়মিত সৈন্যগণ ২২শে জুন প্রাতঃকালে বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র সীমান্তব্যাপী আমাদের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে। দিনের প্রথমভাগে আমাদের সৈন্যগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করে। দ্বিতীয়ভাগে আমাদের অগ্রগামী দলের সহিত পুনরায় জার্ম্মাণদের সংঘর্ষ হয়। ঐ সময়ও তীব্র সংগ্রামের পর শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং উহাতে তাহাদের প্রচুর ক্ষতিও হইয়াছে। শুধু গ্রোদনো ও ক্রিস্টোপল অঞ্চলে (সোভিয়েট অধিকৃত পোল্যাণ্ড) শত্রুরা, সামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে তাহারা কালভার, সোকাল এবং ভ্লাদিমোরস্কি নামক তিনটী গ্রাম অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণসাগরে এক বিরাট জার্ম্মাণ কনভয়কে দেখা গিয়াছিল। ইহা বাকু তৈল বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। এই অঞ্চলে রাশিয়ান রণতরী সমূহও সতর্ক হইয়া আছে।

জার্ম্মাণদের দাবী

রবিবার ২২শে জুন প্রাতঃকালে এম, মলোটভের ঘোষণার পর সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী সোভিয়েট বিমানবহরের কর্ম্মতৎপরতার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী দাবী করিয়াছে যে, ৩৬ খানি সোভিয়েট বিমানপোত জার্ম্মাণ অধিকৃত পোল্যাণ্ডে হানা দিয়াছিল। নাৎসী জঙ্গী-প্লেনসমূহ এই ৩৬ খানির মধ্যে ৩৩ খানিকেই ভূপাতিত করিয়াছে। এজেন্সী আরো দাবী করিয়াছেন যে, রবিবার প্রাতঃকালে ৯ খানি সোভিয়েট বোমারু-প্লেন পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় হানা দিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৭ খানির অনুরূপ দশা ঘটিয়াছে।

জার্ম্মাণ বিমানবহরে শত্রুর মোটরচালিত ট্যাঙ্ক, রেলওয়ে ব্যারাক প্রভৃতি স্থানে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় মাংশীয়মহল রবিবার রাত্রিতে জানাইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই সীমান্তের নিকটবর্ত্তী সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণদের আক্রমণ এত আকস্মিক ও তীব্র হইয়াছিল যে, রাশিয়ান "ট্যাঙ্কসমূহ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল।"

জার্ম্মাণ-বাহিনী কর্ত্তৃক রুশো-জার্ম্মাণ সীমান্তবর্ত্তী বাগ নদী অতিক্রমের সংবাদ সোভিয়েট এশতেহারে স্বীকৃত হইয়াছে। এই নদী দ্বারা রাখিয়াই পোল্যাণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

ক্যাবুলের একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, রবিবার প্রাতঃকালে রুমানিয়া হইতে পর পর কয়েক ঝাঁক জার্ম্মাণ বোমারু প্লেন ওডেসার উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী স্বীকার করিয়াছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ পূর্ব্ব-প্রুশিয়ায় হানা দিয়াছিল এবং ইহার ফলে সামান্য ক্ষতি ও অল্প কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

ভারতীয় লস্করদের সংবাদ

নিয়মিত চিঠিপত্র না পাইলেও ভাবনার কারণ নাই

ভারতবর্ষের বাহিরে যে সকল ভারতীয় লস্কর কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের নিকট হইতে সময়মত সংবাদ না পাইলেই তাহাদের আত্মীয়-স্বজন দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠেন। এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, সংবাদ না পাইলেই কিছু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এমন মনে করা ভুল হইবে। কারণ বিভিন্ন সৈন্যবাহিনীর ন্যায় লস্করদের কেহ হতাহত হইলে বা গুরুতরভাবে পীড়িত হইলে তাহাদের নিকটতম আত্মীয়দের অবিলম্বে জানাইবার ব্যবস্থা আছে। যুদ্ধের দরুণ জাহাজ চলাচলের অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী এবং সাধারণ চিঠিপত্র পাইতে অনেক সময়েই বিলম্ব হয়। সুতরাং সরকার হইতে খারাপ খবর না পাইলে লস্করদের আত্মীয়-স্বজনরা যেন তাহারা ভালো আছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, অনাবশ্যকরূপে উদ্বিগ্ন না হন।

বাখরগঞ্জ জেলায় পশ্বাদির চাহিদা

পশু-ব্যবসায়ীদের জ্ঞাতব্য

কিছুদিন পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ জেলার উপর দিয়া যে প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার ফলে বহু সংখ্যক পশু জলে ডুবিয়া বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং চাষ-কার্য্য এবং দুধের নিমিত্ত গো-মহিষাদির বিশেষ চাহিদা হইয়াছে।

দেশের সমস্ত পশু-ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হইতেছে। এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। যে সকল হাটে-বাজারে সাধারণতঃ পশ্বাদি বিক্রয় হয়, তাহাদের মালিক-গণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানান হইতেছে—তাঁহারা যেন তৎসংশ্লিষ্ট হাট-বাজারের পশু-ব্যবসায়ীদের এই চাহিদার কথা জানান।

এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানিবার জন্য বাখরগঞ্জের কালেক্টর কিম্বা কলিকাতার ৬নং ম্যাঙ্গো লেনস্থ বাঙ্গলা সরকারের ডিরেক্টর অব মার্কেটিং অফিসারের নিকট অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙলার আর্থিক সাহায্য

বঙ্গীয় যুদ্ধ-ভাণ্ডার ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডের ১৯শে জুন পর্য্যন্ত হিসাব

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল। টাকা।	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া তহবিল। টাকা।	মোট। টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা ..	৭০,৪২০	৭২,৩৪২	১,৪২,৭৬২
(২) যশোহর ..	৬২,৭৭১	৬৮৩	৬৩,৪৫৪
(৩) খুলনা ..	৪৪,৬৩৮	৯৭৬	৪৫,৬১৪
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	২৬,৪০৭	১,২০২	২৭,৬০৯
(৫) নদীয়া ..	২৮,৬৩৫	২,০২৫	৩০,৬৬০
মোট ..	২,৩৭,৮৯১	৭৭,০২৮	৩,১৪,৯১৯
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া ..	২৯,৪৪০	৪৫	২৯,৪৮৫
(৭) বীরভূম ..	২১,৬৩৩	১৩৩	২১,৭৬৬
(৮) বর্দ্ধমান ..	২,৩১,১১৬	২০,৬৭৫	২,৫১,৭৯১
(৯) হুগলী ..	৩৩,৪৯২	৭,৬০৭	৪১,০৯৯
(১০) হাওড়া ..	৩৪,৬৮৬	৫৭,২৪৩	৯১,৯২৯
(১১) মেদিনীপুর ..	৭৫,২৬৪	৩,২৪২	৭৮,৫০৬
মোট ..	৪,২৫,৬৩১	৮৯,০৪৫	৫,১৪,৬৭৬
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	৯৮,২২২	৩৮,৯২৩	১,৩৭,১৪৫
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৭,১৬৪	৬০৭	৭,৭৭১
(১৪) নোয়াখালী ..	৭০,২৬৭	১	৭০,২৬৮
(১৫) ত্রিপুরা ..	*১,৬৮,৫৫১	১,৮৫৭	১,৭০,৪০৮
মোট ..	৩,৪৪,২৪৪	৪১,৩৯৮	৩,৮৫,৬৪২
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ ..	১৩,৪৫৪	৮৮,৬০৭	১,০২,০৬১
(১৭) ঢাকা ..	১,২৩,৬৭৮	৬২,৬৩১	১,৮৬,৩০৯
(১৮) ফরিদপুর ..	২৮,৫৫৫	১,৫০১	৩০,০৫৬
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৩৮,৪১১	৪,৬৭২	১,৪৩,০৮৩
মোট ..	৩,০৩,৮২৮	১,৫৭,৪১১	৪,৬১,২৩৯
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	১০,১৭৪	২৫০	১০,৪২৪
(২১) দার্জিলিং ..	৫৮,০৫৯	৫৪,২১৯	১,১২,২৭৮
(২২) দিনাজপুর ..	৬৭,২৫৫	২১৪	৬৭,৪৬৯
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৫৩,২৯৬	৯০,৪০৭	১৪৩,৭০৩
(২৪) মালদহ ..	৩৮,৬৯২	১,৫২২	৪০,২১৪
(২৫) পাবনা ..	৭,৩২০	৮৪৪	৮,১৬৪
(২৬) রাজশাহী ..	৫৪,০১৬	৫,১৮৮	৫৯,২০৪
(২৭) রংপুর ..	৫৩,০৭০	১,২৫১	৫৪,৩২১
মোট ..	৩,৪২,৯০২	১,৫৮,৯৭২	৫,০১,৮৭৪
(ক) বাঙলা দেশের জেলাসমূহ অর্থাৎ ১নং হইতে ৫নং	১৬,৫৫,৪০৬	৫,২৩,৬৭৪	২১,৭৮,০৮০
(খ) বঙ্গদেশের বহির্ভূত জেলা-সমূহ ..	২,৯৬৮	১,৯৬,৪২০	১,৯৯,৩৮৮
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল ..	৬,০২,২০২	....	৬,০২,২০২
ভারতীয় চা এসোসিয়েশন ..	২৫,০০০	....	২৫,০০০
ত্রিপুরা ষ্টেট ..	৭,০০০	....	৭,০০০
এ, বি, রেলওয়ে ..	৭৮৪	৯,২৪০	১০,০২৪
বি, এন, রেলওয়ে ..	....	৯৪,৬৩৯	৯৪,৬৩৯
ই, বি, রেলওয়ে ..	৪৮৬	৪৩,৫১৩	৪৩,৯৯৯
ই, আই, রেলওয়ে ..	২৮৪	১,৩৪,৩৯৮	১,৩৪,৬৮২
বিবিধ মোট ..	৬,৩৫,৭৫৬	২,৮২,৭৯০	৯,১৮,৫৪৬
কলিকাতা ..	৩,৬২,৯৯২	৪৩,১৮,৩৬৩	৪৬,৮১,৩৫৫
সর্ব্ব সাকুল্যে ..	২৬,৫৬,১২২	৫৩,২১,২৪৭	৭৯,৭৭,৩৬৯

আবহাওয়ার অবস্থা ও চাউলের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১১ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কোচবিহারে অত্যধিক বারিপাত হওয়ার স্থানে স্থানে চাষাবাদের ভয়ানক অসুবিধা ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের এবং অতিরিক্ত বারিবর্ষণের ফলে কোথাও কোথাও ফসলের হানি হইয়াছে। কিন্তু ৭ই জুন তারিখে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে সাহায্যের বিনিময়ে যথাক্রমে ২,৫৭৯ এবং ৩,০৩৭ জনকে দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করা হইয়াছিল। সে সপ্তাহে উক্ত দুই জেলায় যথাক্রমে ১,২১৩ ও ৮,১৩৭ জন খয়রাতী দান লাভ করে। ঐ সপ্তাহে রংপুরে ৮৪,৩৮১ জনকে সাহায্যের বিনিময়ে শ্রমের কাজ দেওয়া হইয়াছিল। মালদহ জেলার বারীন্দ অঞ্চলে এখনও অনুরূপ রহিয়াছে। কৃষি-ঋণ আকারে তথায় সাহায্য দান চলিতেছে। ময়মনসিংহ জেলায় ৪২০ জনকে শ্রমের বিনিময়ে সাহায্য দান করা হয়।

চাউলের দর

২৪-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৴৬৷৷ সের হইতে ৴৭ সের; নদীয়া সদর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে ৴৬ সের হইতে ৴৭ সের; মুর্শিদাবাদ সদর, লালবাগ, কান্দীপুর ও জঙ্গীপুরে ৴৬৷৷ হইতে ৴৭৷ সের; যশোহর সদর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁয়ে টাকায় ৴৭—৴৭৷ সের, খুলনা সদর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে ৴৭ সের; বর্দ্ধমান সদর, আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় ৴৬৷৷৵—৴৭ সের; বীরভূম সদর ও রামপুরহাটে ৴৬৷৷—৴৭ সের; বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৴৬৷ সের হইতে ৴৭ সের; মেদিনীপুর সদর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে ৴৬৷ হইতে ৴৭৵ সের; হুগলী সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ হইতে কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই; হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া ৴৭ সের; রাজশাহী সদর, নওগাঁ ও নাটোরে ৴৬৷৷ সের হইতে ৴৭৷ সের; দিনাজপুর সদর, ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাটে ৴৭ সের হইতে ৴৭৷৷ সের; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরে ৴৭ সের; দার্জিলিং সদর, কালিম্পং, শিলিগুড়ি এবং কার্শিয়াংয়ে ৴৬ সের হইতে ৴৮ সের; রংপুর সদর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় ৴৬৷৷—৴৭ সের; বগুড়া সদর ৴৬৵ সের, পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জে ৴৭—৴৭৷ সের; মালদহে ৴৭ সের; কুচবিহারে ৴৭৷৷৵৩ সের; ঢাকা সদর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ও মুন্সীগঞ্জে ৴৬—৴৭ সের; ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে ৴৬৷৷—৴৭ সের; ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে ৴৬৷৷ হইতে ৴৭ সের, বাখরগঞ্জ সদর, ফিরোজপুর, পটুয়াখালি ও দক্ষিণ শাহবাজপুর ৴৭ সের; চট্টগ্রাম সদর ও কক্সবাজারে ৴৭৷৷—৴৮ সের; ত্রিপুরা সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে ৴৬ হইতে ৴৭৷৷ সের; নোয়াখালী সদর ও ফেণী ৴৬৷৷ সের, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ৴৮ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৴৫৷৷ সের হইতে ৴৮৵ সের।

হেকিমী চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা

তাবিবিয়া কলেজে সরকারী বৃত্তি মঞ্জুর

ঢাকার তিব্বিয়া তাবিবিয়া কলেজে অধ্যয়নের জন্য বাঙলা সরকার মাসিক ১৫৲ টাকা হিসাবে ছয়টি বৃত্তি মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর বাঙালী বা বাঙলার বাসিন্দা ছাত্রদের জন্য বৃত্তিগুলি নির্দিষ্ট রহিয়াছে। বৃত্তিগুলি তিন বৎসর কাল স্থায়ী। কলেজের অধ্যক্ষ বৃত্তিগুলি প্রদান করিবেন। প্রার্থীদের মেধাশক্তি ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৃত্তি প্রদান করা হইবে।

পল্লী-সংগঠন

[তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পঙ্গু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বহুকাল আগে দুঃখ করে লিখেছিলেন,—"শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই।" সে সমবেদনার অভাব কি আজও ঘুচবে না ?

দারিদ্র্যজ্ঞানসম্পন্ন-সহানুভূতিপূর্ণ-আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয়বান্ কর্মীর অভাবে বহু জায়গায় পল্লী-সমিতিগুলির কাজ ব্যাহত হয়। এই অভাব দূর করতে হবে। ছাত্রদের ভাবতে হবে ও শেখাতে হবে,—পল্লী সমিতিগুলির তারা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অভিভাবকদের এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।

"প্রত্যেক বাবার বোঝা উচিত যে ছেলে তাঁর একলার নয় ছেলে দেশের, ছেলে জগদীশ্বরের, তিনি তাদের জিম্মাদার—রক্ষাদার মাত্র।" (অমৃতলাল বসু, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)।

যুবকদের ভাবতে হবে, এই সমিতিগুলি তাদের আলোচনা, চিন্তা ও শক্তি বিকাশের কেন্দ্র ; বৃদ্ধদের ভাবতে হবে—এই সমিতিগুলি তাঁদের আশ্রয়স্থল। ফাঁকা হাততালিতে, ফাঁকা মুখের কথায় কোন বড়ো কাজ হয় না।

"চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" (বিবেকানন্দ)

পল্লী-সমিতিগুলির বিফলতার আর একটি কারণ ভেদবুদ্ধি। এটা হয়তো সকল গ্রামের পক্ষে সত্য নয়, কিন্তু কোন কোন গ্রামের পক্ষে সত্য। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ: এতো সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে যে, আমরা নিজেদের গণ্ডীর বাইরে কিছু উন্নতির কথা ভাবতে পারি না। অনেক বুদ্ধিমান শিক্ষিত সদস্য ভদ্রলোকের মুখে শোনা যায়, সারা গ্রামে একটি কেন্দ্রীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়,—একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। গ্রামের যে ছোট অংশটুকুতে তাঁরা বাস করেন, যা কিছু ভালো কাজ সেখানে হ'লেই যথেষ্ট। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত খণ্ড খণ্ড প্রতিষ্ঠানে গ্রামের উন্নতি বই অবনতি হয় না। কিন্তু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা বা আঘাত করে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়লে গ্রামের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। বরং এ রকম প্রচেষ্টায় গ্রামবাসিগণের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সহানুভূতি কমে যায়, মনের মধ্যে ভেদবুদ্ধি আসে, দৃষ্টির ও চিন্তার সঙ্কীর্ণতা আসে। সূর্য্যের যে রশ্মিমালা দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে সহস্র সহস্র জীবনের সৃষ্টি করে,—তা আসে একটি সংহত শক্তি-কেন্দ্র হ'তে। এই কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টাগুলি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে ও কোনটিরই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

একই গ্রামে জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান হতে পারে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলি একটি মূল কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। নৈলে প্রতিষ্ঠানগুলির গণ্ডী সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর হয়ে কূপমণ্ডুকত্ব প্রাপ্ত হবে। চাঁদা এবং donation এর খাতার বহুলত্ব ছাড়া কল্যাণকর কিছু গড়ে উঠবে না।

এইবার পল্লী-উন্নয়নের মূল কর্মতালিকার কথা বলা যাক। পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলি যদি একটি সুশৃঙ্খল প্রণালীতে একটি পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করেন, তাহলে গ্রামের ষোল আনা না হলেও চৌদ্দ আনা উন্নতির আশা করা যায়। এজন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া গেল। বিভিন্ন গ্রামে যে সব পল্লীমঙ্গল সমিতি কাজ করেন, তাঁরা ধৈর্য্যের সঙ্গে এই পরিকল্পনাটি বিচার করে দেখতে পারেন। এর আগাগোড়াই যে গ্রহণযোগ্য হবে, এমন আশা করা অবশ্য অন্যায়। কিন্তু এই কল্পনাটি বিভিন্ন পল্লীসমিতিগুলি নিজেদের দৃষ্টি অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী সংশোধন করে কার্য্যকরী করার চেষ্টা যদি করেন, তা হ'লে গ্রামের কল্যাণই হবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে হলে নিম্নলিখিতগুলি প্রয়োজন :—

১। ছাত্র ও যুবক কর্মীর দল।—তাদের দৈনিক দু'এক ঘণ্টা পরিশ্রম দিতে হবে।

২। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির সহযোগিতা।—ইউনিয়নবোর্ডগুলিকে মনে রাখতে হবে, পল্লীমঙ্গল সমিতি আছে বলেই একাই সংস্কারমূলক কাজগুলি করতে সমিতিগুলি সক্ষম হবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। মনে করুন কোন অর্থবান্ ব্যক্তির পতিত জমি জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এক্ষেত্রে সমিতির কর্মীরা যদি পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করে ঐ জঙ্গল পরিষ্কার করেন, তা হ'লে তেলা মাথায় তেল দেওয়াই হবে। সমিতির কর্মীরা তাঁকে যথাসম্ভব বুঝিয়ে জঙ্গল পরিষ্কারে প্ররোচিত করবেন। যেক্ষেত্রে বিফল হবেন, সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন বোর্ড তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঐ জঙ্গল পরিষ্কারে তাঁকে বাধ্য করাবেন। শুনেছি ইউরোপে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করে প্রতিবেশীদের অসুবিধা ঘটালে আইনে অভিযুক্ত হ'তে হয়। যেহেতু রামের বাড়ীর সামনে শ্যামের খানিক জায়গা আছে, অতএব শ্যাম সে জায়গা ইচ্ছামতো জঙ্গলে ভরিয়ে ও গাছপালা দিয়ে রামের বাড়ীর রোদ ও বাতাসকে আটকে রাখবে—এ রকম অধিকার শ্যামের নেই। একথা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু এ রকম আইনের ব্যবস্থা আপাততঃ আমাদের দেশে, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে নেই। তবুও যেটুকু আইনগত ক্ষমতা ইউনিয়ন বোর্ডের আছে, সেটুকু জন-অপ্রিয়তার ভয়ে প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হলে চলবে না। তার পর ইউনিয়ন বোর্ড ক্ষেত্র বিশেষে সমিতির কর্মীদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে ন্যায্য পারিশ্রমিক সমিতিকে দিতে পারেন। তাছাড়া, ইউনিয়নবোর্ডের জনসেবামূলক কাজগুলি পল্লীমঙ্গল সমিতির মারফতে হওয়া প্রয়োজন। তা হ'লে সমিতিকে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করে তোলা হবে। শুধু বাজেটে সমিতির জন্য যৎসামান্য বাৎসরিক বরাদ্দ করে দায় খালাস হলে চলবে না। পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলি হতে যেখানে বিনাবেতনে প্রাথমিক শিক্ষাদানের ও বিশেষভাবে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রত্যেক ইউনিয়নবোর্ডের প্রত্যেক চৌকীদার দফাদার যাতে সেখানে সেই শিক্ষাদানের সুযোগ গ্রহণ করে, তা, ইউনিয়নবোর্ডগুলির দেখা অবশ্য দরকার। পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলি ও ইউনিয়নবোর্ডসমূহ এইভাবে সর্ব্ববিধ প্রকারে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করলে উভয়েই লাভবান হবেন। তাঁদের সত্তা শুধু হিসাবের খাতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

৩। দায়িত্ববোধ।—এ বিষয়ে পূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হয়েছে। যাঁর উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হবে, সে দায়িত্বের মর্য্যাদারক্ষা করা প্রয়োজন। স্ব স্ব প্রাধান্য বিসর্জ্জন দিয়ে নিজের নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করলে সকল অনুষ্ঠানই নির্ব্বিঘ্নভাবে সম্পন্ন হয়। সমিতির কর্মকর্তারা যদি কাগজে কলমেই কর্মকর্তা থেকে যান, তাঁদের অস্তিত্ব যদি সমিতির সভায় অনিয়মিত উপস্থিতিতেই পর্য্যবসিত হয়, তা হলে সমস্ত কাজই প্রহসন বা ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়ায়।

৪। জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি।—এই সহানুভূতি পোষাকী হলে চলবে না। সমাজে যাদের নিম্নস্তরে ফেলে রেখেছি,—অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে তাদের পল্লীমঙ্গল সমিতিতে আনবার চেষ্টা করতে হবে। তাদের ডাক দিতে হবে। সমিতির নানা কাজে, তাদের মধ্যে প্রচার করতে হবে সমিতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা। গ্রামোন্নয়ন সমিতির প্রত্যেক কর্মীকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে—

"—that my life, my reason, my light is given me entirely for the enlightenment of my fellow beings." (Tolstoi).

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

পণ্য।	চলতি দর।
	প্রতিমণ।
আগমার্ক আটা (কাগজের থলিতে) ..	৫৷৷০
ঐ (চটের থলিতে) ..	৫৷৷০
ঐ (কাপড়ের থলিতে) ..	৫৸০
আগমার্ক ঘৃত—	
কিশোর মার্কা	৬৫৲
অমৃত ভোগ	৬৪৲
প্রভাত	৬৪৲
রাণাপ্রতাপ	৫৮৲
শঙ্কর	৬৪৲
সীতা	৬৬৲
শ্রী	৬৬৲
চাউল—	
বাঁকতুলসী	৬।০ হইতে ৬৷৷৵০
পাটনাই	৬৲ হইতে ৬৷৷৵০
মোটা	৫৲ হইতে ৫।০
মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত) (প্রতিকুড়ি)—	
"এ" শ্রেণী	৸৵০
"বি" শ্রেণী	৸০
"সি" শ্রেণী	৷৷৵০
"ডি" শ্রেণী	৷৷০
দুধ প্রতি টাকায় ..	৫ সের।
	প্রতিমণ।
আলু—	
দেশী নৈনীতাল ..	৪৸০
	প্রতি সের।
ঐ	৵১০
	প্রতি মণ।
মৎস্য—	
রোহিত	২২৲ হইতে ২৫৲
চিংড়ি	১৮৲ হইতে ২০৲
ইলিশ	১০৲ হইতে ১২৲
	প্রতি টাকায়।
ফল—	
আপেল (নৈনিতাল) ..	১৬ হইতে ২০টি।
কমলালেবু (নাগপুর) (পুণা) (নৈনিতাল)	১৪টি।
	ঝুড়িটি।
আনারস	৬৲ হইতে ৮৲
	প্রতি ডজন।
কদলী (সিঙ্গাপুরী) ..	৵০ হইতে ।৵০

	ঊর্দ্ধতম দুধের পরিমাণ।	দর।	নিম্নতম দুধের পরিমাণ।	দর।
গাভী	৮ সের	৮৫৲	৬ সের	৬০৲
মহিষ	১২ সের	১১৮৲	১০ সের	১১০৲

[২য় কলমের শেষ]

৫। আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস।—নিজের উপর কর্মীর গভীর আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার, আত্মনির্ভরতা থাকা দরকার। নূতন গ্রাম গড়ে তুলতে হলে, নূতন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে কর্মীর এই আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা একান্ত দরকার। যেমন—

"সব্বাই জানি শক্তি, চোখে দেখা যায় না......এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা।"—শরৎচন্দ্র। (১৩২৮ সালে মৌলভী বাজারে পঠিত প্রবন্ধ।)

[আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে]

সিরিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদের অপুর্ব্ব বীরত্ব

প্রভূত সাহস, শৌর্য্য ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান

ভারতীয় সৈন্যদলের সহিত অবস্থিত একজন পর্য্যবেক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক তারবার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় সৈন্যেরা বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসী সৈন্যদের সহিত সিরিয়ার সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় সৈন্যেরা দামেস্ক অভিযানে উল্লেখযোগ্য এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। পথিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহ দখলে তাহারা প্রভূত সাহস ও শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং বিশেষ ধরণের দুঃসাহসিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী ভিসি সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে সেতুকে ধ্বংস করার কাজে বাধাদান করে।

কিসোয়ে পল্লী দখল

রবিবার সকালে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত আক্রমণ চালাইয়া কিসোয়ে পল্লী ও উহার পশ্চাতে অবস্থিত জেবল-কিসোয়ে নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় দখল করে। এই কার্য্যের ফলে দামেস্কে যাওয়ার প্রধান রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়। পূর্ব্বে এইরূপ ভুল সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, এই ঘাঁটিগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আসলে ভিসি-পক্ষীয় সৈন্যেরা পাঁচটী ব্যাটালিয়ন ও কামান সহ এইগুলি রক্ষা করিতেছিল। শত্রুদলকে সুদৃঢ়ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া আমাদের পক্ষে বিস্ময় সত্ত্বেও একটা ভারতীয় ব্যাটালিয়ন ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধের পর উক্ত গ্রাম হইতে শত্রুদের বিতাড়িত করে এবং আর একটা ভারতীয় ব্যাটালিয়ন পর্ব্বতটী দখল করিতে অগ্রসর হয়। প্রত্যুষে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া সকাল ৯-৫০ মিনিটের মধ্যেই সাফল্যের সহিত কার্য্য পরিসমাপ্ত করা হয়।

ভারতীয় নায়কের বীরত্ব

এইদিন ভারতের যোধপুর জিলার পোটাই তহশীলের অন্তর্গত সিরিয়াকিয়া পল্লীর একজন নায়কের শৌর্য্যের ফলে দামেস্কের পথে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সিকামিকিন পল্লী দখল হয়।

পল্লীটির উপর সম্মুখভাগ হইতে যে আক্রমণ চালানো হয়, তাহা প্রতিহত হইলে পর ভারতীয় রেজিমেন্টের একটি কোম্পানীকে গ্রামটিকে পরিবৃত করিতে এবং পশ্চিমে ৬ শত গজ উচ্চ একটা পাহাড় দখলের জন্য প্রেরণ করা হয়। ঐ কোম্পানীটী অবিলম্বেই মেশিনগানের গুলীবর্ষণের সম্মুখীন হইয়া অগ্রসর হইতে অসমর্থ হয়।

এইরূপ অবস্থায় একটি প্লেটুনের কমাণ্ডার ও একজন নায়ক প্রকৃত বীরত্ব প্রদর্শন করে। প্লেটুনের কমাণ্ডার ও হাবিলদার আহত হওয়ায় তাহার উপর নেতৃত্ব করিবার ভার আসে। নায়কের অধীনে তখন মাত্র ৫ জন সৈন্য ছিল, কিন্তু ইহাদের লইয়াই সে বিশেষ বিপজ্জনক একটা মেশিনগানের ঘাঁটির উপর চড়াও হয়। একটা টমী গানের সাহায্যে ঘাঁটির ৬ জনকে কাবু করা হয় এবং ঐ মেশিনগান দখল করা হয়। অতঃপর নায়ক ও তাহার সৈন্যেরা অবিলম্বে দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত একটা ঘাঁটির উপর সজোরে লাফ দেয় এবং দুইটি মেশিনগান দখল করিয়া ঐ ঘাঁটিও হস্তগত করে।

অবশেষে গুলীবর্ষণের মুখে এইভাবে জেদ ধরায় কোম্পানীর অন্যান্য সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ হইতে অপরাপর ঘাঁটিগুলি অধিকারে সমর্থ হয়।

পুরাতন কাহিনী

একটা কথা আছে যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে লরেন্স এক পরিকল্পনা খাড়া করিলে এলেনবি উহা গ্রহণ করেন।

পরিকল্পনাটি এই যে, প্যালেষ্টাইনে অবস্থিত তুর্কী সৈন্যদের দামেস্কের তুর্কী বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সিরিয়ার কতকগুলি সেতু ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে। ঐ সময় এলেনবি ভারতীয় মেশিনগানার সহ অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া তুর্কী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করায় তাহারা দ্রুতবেগে পশ্চাদপসরণ করিতেছিল। উহাদের পশ্চাদপসরণ যাহাতে সম্ভব না হয়, তজ্জন্যও সেতু উড়াইয়া দেওয়ার দরকার ছিল। লরেন্স চুপে চুপে শত্রু অধিকৃত রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে একটী গুরুত্বপূর্ণ সেতু উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। আক্রমণকারী সৈন্যদলের একজনের হাত হইতে রাইফেল মাটিতে পড়িয়া গেলে উহার শব্দে শত্রুরা সতর্ক হইয়া গেল এবং আক্রমণ ব্যর্থ হইল। ১৯১৭ সালে আমরা হাইফা ও দেরার মধ্যবর্ত্তী প্রধান পথে অবস্থিত তেল-আল-সেহাবের নিকটবর্ত্তী যে সেতু উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা এবার সিরিয়া অভিযানে আমাদের একান্ত দরকার হইয়া পড়িল। সেতুটি যাহাতে ধ্বংস করা সম্ভব না হয়, তজ্জন্য নিশাযোগে এক দুঃসাহসিক আক্রমণের তোড়জোড় করা হইল এবং একটা ভারতীয় রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত একটি প্লেটুনের উপর এই ভার অর্পিত হইল। এই রেজিমেন্টটী ইতিপূর্ব্বেই মিশর ও আবিসিনিয়ার সংগ্রামে বিশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। সেতুটিকে বিধ্বস্ত করার জন্য যে বারুদ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল, উহার সংলগ্ন তার কাটিয়া দিয়া অতঃপর সেতুটিকে দখল করার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষের উপর আদেশ দেওয়া হয়। নূতন সৈন্য আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ স্থান দখলে রাখিতে হইবে।

নির্দ্দেশপ্রাপ্ত অফিসার তাহার সৈন্যদের জিমন্যাষ্টিকের জুতা পরাইয়া, দেশের পথঘাট সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ একজন স্বাধীন ফরাসী অফিসারকে পথপ্রদর্শকরূপে লইয়া অগ্রসর হয়।

ঘোর অন্ধকারের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আক্রমণকারীরা রেলওয়ে লাইন ধরিয়া নিঃশব্দে চলিতে থাকে। সকাল ২টা ৪৫ মিনিট সময়ে সৈন্যেরা নির্ব্বিঘ্নে তেল-আল-সেহাবে উপনীত হয়। অতঃপর প্লেটুনটি গুঁড়ি মারিয়া একটি পল্লীটির নিম্নভাগ অতিক্রম করে এবং এইবার সেতুটি তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

সেতু হইতে প্রায় ১ শত গজ দূরে নীরব প্লেটুনকে থামাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষ এইরূপ নির্দ্দেশ দেন যে, গুলীবর্ষণের শব্দ শুনিলেই তাহারা যেন বেয়নেট লইয়া দ্রুত অগ্রসর হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ নিজে একজন হাবিলদার মেজর (ত্রিকানীর জেলার রাজপুত। তহশীলের অন্তর্গত যোগীশলী অধিবাসী একজন রাজপুত) ও একজন স্বাধীন ফরাসী অফিসার সহ অগ্রসর হয়। ১০ মিনিটের মধ্যে তাহারা পল্লীটির চতুর্দ্দিকস্থ কাঁটা তারের বেড়ার সন্নিকটে উপনীত হয়। তাহারা দুইটি তাঁবু এবং উহার মধ্যে লোকজন নড়াচড়া করিতে দেখিতে পায়।

কমাণ্ডার চুপে চুপে তারের বেড়ার কিয়দংশ কাটিয়া পথ করিয়া লয় এবং তাহারা তিনজন গুঁড়ি মারিয়া তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। তাঁবু হইতে আনুমানিক ১৫ গজ

[পরবর্ত্তী কলমের নীচে দ্রষ্টব্য]

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন"

নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অন্ধ লোকেরা যাহাতে ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ পায়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞরূপে শিক্ষিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অন্ধ ব্যক্তিদিগকে লেখাপড়া, সঙ্গীত এবং কারিকরী শিক্ষা বিনাব্যয়ে প্রদান করা হইবে। জুলাই মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। যেসব লোক এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে সমুদয় বিবরণ জানাইয়া কলিকাতায় ১১৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে (ফোন পা ১১) "লাইট হাউস্ ফর দি ব্লাইণ্ড" ঠিকানায় মিঃ এস, সি, রায়ের নিকট আবেদন করিবেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দুই মাস পূর্ব্বে রাজপুরের লর্ড বিশপকে সভাপতি এবং প্রফেসার এস, সি, রায় ও ডাঃ টি, আহমদকে যথাক্রমে সেক্রেটারী করিয়া এই কমিটিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষাদান ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া অন্ধলোকদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৪শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ৯২৮ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে ১২৭ জন হাওড়ায়, ১১৭ জন ২৪-পরগণায়, ১৪২ জন কলিকাতায় এবং ১৪৮ জন বাখরগঞ্জে উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সময় মোট ১৯৬ জন ব্যক্তি কলেরাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তন্মধ্যে ৬০ জন হাওড়াতে, ১৬ জন কলিকাতায়, ৫৫ জন বাখরগঞ্জে মারা যায়। উক্ত সপ্তাহে বসন্ত রোগে মোট ৩৭৮ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ১০৪ জন বর্দ্ধমানে, ৭৮ জন মালদহে, এবং ৭০ জন ঢাকায় উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। বসন্তে কেহ মারা যায় নাই।

দার্জ্জিলিংএ মোট ১১৩ জন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতার উত্তরস্থ: মেনিনজাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, গত ১৯৩৭ সালের ২৬শে জুন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৮ই জুন তারিখের ৯৮০ পি, এল, ডি, নং নোটিশ অনুসারে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে বিপ্রহর ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহিষদের কাজে খাটানো নিষিদ্ধ বলিয়া যে ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বৎসরের ১৮ই জুন হইতে স্থগিত রাখা হইল।

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

দূরে পৌঁছিলে একজন পাহারাদার হঠাৎ বলিয়া উঠিল "হল্টস্যাস কুকুর" এবং যেদিক হইতে শব্দ শোনা যাইতেছিল, সেইদিকেই একটা ইষ্টক নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সে পাহারাদার দুরিকা বাহির করিল হইতে গুলী ছুড়িল।

আর দেরী করার সময় ছিল না। পাহারাদারকে নিহত করা হইল এবং তিনজন আক্রমণকারী ঘাঁটির উপর চড়াও হইয়া উহা দখল করিল। ইতিমধ্যে গুলী-বর্ষণের শব্দ শুনিয়া প্লেটুনের সৈন্যরা চার্জ্জ করিয়া সেতু দখল করিল। তাহারা অবিলম্বে শক্ত করিয়া ঐ স্থানে ঘাঁটি গাড়িল এবং তেল-আল-সেহাব এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে মেশিনগানের প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ সত্ত্বেও স্থানচ্যুত হইল না।

সরকারী জন-সেবা সঙ্ঘ

২৪-পরগণায় প্রশংসনীয় কার্য্য

গত ৮ই মে হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের জন-সেবা সঙ্ঘ মিঃ যতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর নেতৃত্বে ২৪-পরগণা জেলার বড়দহ থানার এলাকায় বলিপুর ইউনিয়ন বোর্ডে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য প্রচার করিয়াছেন। এই সেবা সঙ্ঘে অপরাপর কর্মীগণের মধ্যে আরও ছিলেন সুশিক্ষিত ডাক্তার ও তাঁহার সহকর্মী কম্পাউণ্ডার। প্রত্যহ রোগীদিগকে চিকিৎসা পরীক্ষা করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইয়াছে। ছায়াচিত্রে ও লাউড্ স্পিকারের সাহায্যে যতীন বাবু চলিত কথার বক্তৃতার সামঞ্জস্য রাখিয়া পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি কিরূপে সহজে উন্নত করিতে হইবে এবং উন্নত করিতে পারা যায়, বুঝাইয়া দেন।

প্রদর্শিত ছায়াচিত্র—

৮ই মে—ডাকঘর বন্যা ও ভুলের মাশুল।

৯ই মে—শিক্ষা না থাকার অসুবিধা ও বয়ঃবৃদ্ধদিগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

১০ই মে—কলেরা; ব্রতচারী নৃত্য এবং বয়েজ স্কাউটদিগের কুচকাওয়াজ।

১১ই মে—কত্তেবার বাবু (ডি. এস. বোর্ড)।

১২ই মে—পল্লী-সংস্কার ও সংগঠন।

১৩ই মে—শিশুপালন, আখের চাষ ও ফসলের অবস্থা কষতা।

১৪ই মে—ভুলের মাশুল, এডাবেট্ গিরিশৃঙ্গের ঘটনাবলী ও ব্রতচারী নৃত্য ও বয়েজ স্কাউট কুচকাওয়াজ।

সঙ্ঘের ডাক্তারী বিভাগ (medical unit) যে সমস্ত রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ দিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা এই কয় দিনে ৮০।৮৫ জন হইবে। সংখ্যা কম হইবার কারণ পল্লীগ্রামে এ সময় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই কম থাকে।

আরও উল্লেখযোগ্য বারাকপুর মহকুমার স্বাস্থ্যবিভাগের ইনস্পেক্টর সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহ সন্ধ্যায় উক্ত প্রচারকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কলেরা ও বসন্ত এই দুইটি বিষম মহামারীর হাত আমরা কি উপায়ে সহজে এড়াইতে পারি, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

আটলাণ্টিকের যুদ্ধ সম্পর্কে নরওয়েজীয় প্রধান-মন্ত্রী

১০০ নরওয়েজীয় জাহাজের সহযোগিতা

নরওয়ের প্রবাসী প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

জগতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গণতন্ত্রগুলি আজ যে সংগ্রামে লিপ্ত, তাহার মধ্যে আটলাণ্টিকের যুদ্ধকে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যাইতে পারে। আগামী মাসে এই যুদ্ধ চরমে উঠিবে বলিয়া মনে হয়। একমাত্র ব্রিটিশ সওদাগরী জাহাজের পরই নরওয়েজীয় সওদাগরী জাহাজের স্থান। ইহাদের সংখ্যা অ্যাকসিস শক্তিবর্গের যে কাহারও সওদাগরী জাহাজের সংখ্যা হইতে বেশী। আমাদের বন্ধুরা বলেন, আমেরিকা ও ব্রিটেনের সামুদ্রিক যোগাযোগ রক্ষার সংগ্রামে নরওয়েজীয় বাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনয় করিবে। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষ জিতিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জার্ম্মাণী যে দিন নরওয়ে আক্রমণ করে, ঠিক সেইদিনই নরওয়ের রাষ্ট্রপরিষদ সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রয়োজন হইলে নরওয়ে গভর্ণমেণ্ট বিদেশ হইতেও জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকিবে। এই সিদ্ধান্তের ফলেই বর্তমানে ৯০০ নরওয়েজীয় জাহাজ এবং ২৫ হাজারের উপর নাবিক মিত্রশক্তিবর্গকে সাহায্য করিতেছে।

তিনটি জিনিষে আমি বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছি। প্রথমতঃ, যুদ্ধ শেষ পর্য্যন্ত পরিচালনা করিয়া জয় লাভ করিবার জন্য ব্রিটেনের অনমনীয় দৃঢ়তা। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্পষ্ট তাহার ঘোষণা করিয়াছেন যে, নাৎসীদের সারা জগতের উপর প্রভুত্ব লাভের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে আমেরিকা দৃঢ়সংকল্প। তৃতীয়তঃ, নরওয়েতে আমার দেশবাসীরা যে অনমনীয় সাহসিকতার সহিত নাৎসীদের অত্যাচার সহ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহাদের এই সাহসিকতা আমার চিত্তকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্পর্শ করিয়াছে।

ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে মার্শাল পেঁতা যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তিনি ফরাসী জাতিকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহাদের ভুলের শাস্তি এখনও শেষ হয় নাই, তাহাদিগকে আরো দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

মালদহ আম্র-প্রদর্শনী

মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান কর্ত্তৃক উদ্বোধন

বিগত ১৬ই জুন তারিখে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান স্থানীয় টাউন-হলে "মালদহ আম্র প্রদর্শনীর" উদ্বোধন করেন। বাঙ্গলা দেশে এই জাতীয় প্রদর্শনী এই প্রথম খোলা হইল।

জেলার সকল স্থান হইতে আগত দর্শকবৃন্দে হলটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং প্রদর্শনীটি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

জেলার নানা স্থান হইতে প্রায় ৪০০ প্রকার আম প্রদর্শনীতে আমদানী হইয়াছিল এবং আগ্রা ও সাহারাণপুর হইতেও কতক আম আসিয়াছিল। প্রদর্শনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত আমের কাসুন্দী, আমসত্ব, আচার, চাটনী, মোরব্বা, হালুয়া, সিরকা, রস প্রভৃতি আমজাত দ্রব্যাদি। এই সব দ্রব্য রাজশাহী, কলিকাতা, আগ্রা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়াছিল।

বারোটি প্রথম শ্রেণীর ও বারোটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রৌপ্য পদক এবং বহু সংখ্যক সার্টিফিকেট বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রত্যেক বৎসরই অনুরূপ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৭ই জুন তারিখে মাননীয় মন্ত্রী আম্র-উৎপাদনকারীদের সহিত এক ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা করেন। আম্র উৎপাদনকারীদের একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে।

সরকারের মার্কেটিং ও কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গ, জেলার স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা-হাকীম এবং জনসাধারণের সহযোগিতার ফলেই প্রদর্শনীটি এরূপ সাফল্যমণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল।

"ট্রান্সফরমার" ও "সুইচ্ গিয়ারের" জন্য ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ সম্প্রতি ভারতবর্ষের দুইটি বিভিন্ন কারখানায় নিকট অর্ডার দিয়াছে। নানা প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য এই দুটি জিনিষের বিশেষ দরকার হয়।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

দুইটন বোমার পাশে একদল ভারতীয় সৈন্য পাহারা দিতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৭ই জুলাই, ১৯৪১ [এক আনা

পারিবারিক ব্যয়ের সঙ্কোচ সাধন

সমর-প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডবাসীদের বিরাট ত্যাগ

কাঁচা মালের অভাব এবং তাহার সরবরাহ না হওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ডে বস্ত্র ও জুতা ব্যবহারের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তনের কারণ সম্পর্কে বোর্ড অব্ ট্রেড জানাইয়াছেন যে, প্রত্যেকে যাহাতে সম-পরিমাণ বস্ত্র ও জুতা ব্যবহার করিতে পায়, সে উদ্দেশ্যে তাঁহারা বস্ত্র ও জুতা ব্যবহারের পরিমাণ বাঁধিয়া দিলেন। সরকারীভাবে কিছু না বলা হইলেও ইহার আরও দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ পোষাক-পরিচ্ছদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়াই ব্যয়সঙ্কোচের প্রকৃষ্ট উপায়। দ্বিতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডবাসীদের কাপড়চোপড় ও জুতা তৈরীর জন্য কি পরিমাণ কাঁচা মালের আবশ্যক, তাহা সহজে নিরূপিত হইবে এবং তদনুসারে তাহাদের মালের সঙ্কুলান করা সম্ভবপর হইবে।

ক্রেতা-বিক্রেতা কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না; কারণ তাহাদের সকলেই জানে যে, ইংলণ্ডে কাপড়-জুতার কোন অভাব দেখা দেয় নাই। শান্তির সময়ের ন্যায় এখনও দোকানপাটগুলি পূর্ণ আছে। ইহা অত্যন্ত সত্য যে, যুদ্ধের দরুণ পরিধেয় বস্ত্রের দাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ৫০ শিলিং দামের স্যুট-বিক্রেতারা এখনও ৬৫ শিলিং ও ৭৫ শিলিং-এ বেশ সুন্দর সুন্দর স্যুট বিক্রয় করিতেছে। মহিলাদের বসন্ত-কালে ব্যবহারোপযোগী বিভিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ এখনও বাজারে ১২ শিলিং হইতে ২০ শিলিং মূল্যে কিনিতে পাওয়া যায়।

অনেকে তাহাদের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয়ের একটা অংশ নূতন কাপড়চোপড় ক্রয়ে ব্যয় করিতে একান্ত উৎসুক। বিলাসিতায় যাহাতে অর্থের অপচয় না ঘটে, সে উদ্দেশ্যে প্রায় এক বৎসর পূর্বে মাথাপিছু কাপড়চোপড়ের পরিমাণও বাঁধিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। তখন ইংলণ্ডে ১,০০০,০০০ লোক বেকার ছিল। এতদবস্থায় যদি প্রস্তাবটি কার্য্যকরী হইত, তাহা হইলে কাপড়ের মিলে নিযুক্ত আরও বহু শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িত; অথচ যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানাতেও তাহাদের স্থান হইত না।

বর্তমানে সে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মিলের শ্রমিকদিগকে আনিয়া এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় নিযুক্ত করা হইতেছে। কারণ রণসম্ভার উৎপাদনের জন্য তথায় বহু লোকের আবশ্যক।

উপরোক্ত ব্যবস্থা চারি প্রকারে মঙ্গলপ্রদ হইবে আশা করা যায়। যথা, ইহা জনসাধারণের ব্যয়ের অঙ্ক হ্রাস করিবে এবং বাজারে মুদ্রার অত্যধিক প্রচলনের পথে বাধার সৃষ্টি করিবে। মজুরদিগের নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে অন্যান্য নির্মাণ কারখানায় নিয়োগের সুবিধা হইবে। বাজারে মালের অভাব ঘটিবে না; সর্বোপরি প্রত্যেকে ব্যবহারের জন্য সমপরিমাণ বস্ত্র ও জুতা পাইবে।

জুতা ও বস্ত্রের পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে অনেকে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিবে সন্দেহ নাই; তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ পর্যন্ত বস্ত্র ও জুতা ক্রয়ে কাহাকেও কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় নাই।

সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে মিঃ কেমিসের মতবাদের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। বৃটেনের নূতন বাজেট, অর্থ-সঞ্চয়ের আন্দোলন, বিলাসিতার ক্ষেত্রে ব্যয়হ্রাস প্রভৃতি আন্দোলন ও ব্যবস্থার দরুণ অতিরিক্ত আয়ের টাকায় বাজার ছাইয়া যাইতে পারিতেছে না। প্রত্যেকটি ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত বেশ সুফল প্রদান করিয়াছে। এবারকার বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বিলাসদ্রব্যের আমদানী হ্রাস এবং সঞ্চয়-ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ দান হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায়, "লণ্ডন সমরসজ্জায় সপ্তাহে" সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১২৪,০০০,০০০ পাউণ্ড; যে মাসের শেষ সপ্তাহে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সঞ্চয়ীরা ২০,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক সঞ্চয়-ভাণ্ডারে জমা দিয়াছে। সঞ্চয় আন্দোলন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে এত অধিক অর্থ কোন সপ্তাহে সংগৃহীত হয় নাই।

৩.৭৫ জন লইয়া গঠিত একটি শ্রমিক পরিবারের গড়ে কত খরচ পড়ে "ইকনমিষ্ট" পত্রিকা সে সম্পর্কে একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। "মিনিষ্ট্রী অব্ লেবার" গেজেটে প্রকাশিত তথ্যাদিকে ভিত্তি করিয়া উক্ত হিসাব সঙ্কলিত হইয়াছে। উক্ত হিসাব প্রকাশের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত পরিধেয় কাপড়চোপড়ের উপর কোন বিধি-নিষেধ আরোপিত হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে ব্যয়ের পরিমাণ যে হ্রাস পাইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। "ইকনমিষ্ট" পত্রের মতে ১৯৩৭ সনের অক্টোবর এবং ১৯৩৮ সনের জানুয়ারী, এপ্রিল ও জুলাই মাসে ৩.৭৫ জনের একটি শ্রমিক পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সপ্তাহে ১ পাউণ্ড ১ শিলিং ১১$\frac{1}{2}$ পেন্স ব্যয় হইত। ১৯৪১ সনের মার্চ মাসে ঐ পরিবারের জন্য সপ্তাহে ১ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৭$\frac{1}{2}$ পেন্স মাত্র ব্যয় হইয়াছে।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে, শুধু শূকরের মাংস, মাখন, চা, চিনি, কৃত্রিম মাখন, পনীর ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রুটি, ময়দা আলু, দুধ ইত্যাদির পরিমাণ এখনও বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও শুধু আলু ও দুধের দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে রুটি এবং ময়দার দাম যাহা ছিল, বর্তমানে উহা অপেক্ষা কম। যুদ্ধের দরুণ যদি উহার দাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা ধর্তব্য নয়। কারণ এখনও তিন বৎসর পূর্বে দাম দাম ছাড়াইয়া যায় নাই।

মোটামুটিভাবে এই টুকু বলা যায়, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইংলণ্ডে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ শান্তির সময় একটি পরিবার খাদ্য দ্রব্যের জন্য যাহা ব্যয় করিত, বর্তমানে তদপেক্ষা শতকরা ২০ ভাগ কম ব্যয় করিতেছে। উপরোক্ত হিসাব হইতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যুদ্ধের দরুণ পারিবারিক আয় বড়জোর বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যয় ততটা বৃদ্ধি না পাওয়ায় অর্থ জমা থাকিয়া যাইতেছে।

সৈন্য বিভাগে বাঙালীদের সুযোগ

নূতন বেঙ্গল রেজিমেন্ট সৃষ্টি

কাউন্সিল অব ষ্টেটের গত অধিবেশনে প্রধান সেনাপতি এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইলে যে সকল প্রদেশবাসীরা সৈন্যবিভাগে যোগদানের যথেষ্ট সুযোগ পায় নাই, তাহাদিগকেও সৈন্যদলে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হইবে। বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ন'টি নূতন রেজিমেন্ট সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই মহামান্য ভারত সম্রাট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আসাম রেজিমেন্ট এবং বিহার রেজিমেন্ট গঠনের অনুমতি দিয়াছেন। এই সঙ্গে মাদ্রাজ রেজিমেন্টের পুনর্গঠনের প্রস্তাবও অনুমোদিত হইয়াছে। অজিত শিখ রেজিমেন্ট এবং একটি মজব রেজিমেন্টও এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত হইবে। উল্লিখিত অঞ্চলগুলি হইতে শুধু যে সরাসরিই লোক গ্রহণ করা হইবে তাহা নহে, টেরি-টোরিয়েল ফোর্স ব্যাটালিয়নের যে সকল লোক স্বেচ্ছায় এই সকল সৈন্যদলে যোগদান করিতে চায়, তাহাদিগকেও গ্রহণ করা হইবে। ১৬ নং বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের (ইণ্ডিয়ান টেরিটোরিয়েল ফোর্স) লোকদের লইয়াই বেঙ্গল রেজিমেন্ট আরম্ভ করা হইবে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, টেরিটোরিয়েল ফোর্সের অধিকাংশ লোকেরাই স্বেচ্ছায় এই সকল সৈন্যদলে যোগ দিতে ইচ্ছুক। প্রয়োজন হইলে সরাসরিও সৈন্য সংগ্রহ করা যাইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৭ই জুলাই—১৯৪১

রুশীয়ার পালা

বিগত ১৯৩৯ সনের ২৩শে আগষ্ট তারিখে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণী দশ বৎসরের মেয়াদী এক অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি আক্রমণ হইতে বিরত থাকিতে এবং শান্তিতে বন্ধুভাবে বসবাস করিতে স্বীকৃত হয়। ইহার পর বিভিন্ন জার্ম্মাণ বক্তা রুশিয়াকে এ-বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করে যে, এই অনাক্রমণ চুক্তি উভয় জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতীকস্বরূপ হইবে। এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দুই বৎসরও উত্তীর্ণ হয় নাই; কিন্তু জার্ম্মাণী ইতিমধ্যেই ইহাকে ছেঁড়া কাগজের মতই মনে করিয়া রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। নাৎসী-নীতির স্বরূপ এই ব্যাপারে পুনরায় নগ্ন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল এবং ইহা দ্বারা অধিকারই বুঝা গিয়াছে যে, কোনপ্রকার চুক্তি বা সন্ধিপত্রকেই হিটলার পবিত্র বলিয়া মনে করে না। প্রয়োজন হইলে যে-কোন রকম চুক্তি করিয়া পরে গরজ ফুরাইয়া গেলেই তাহা ভঙ্গ করিতে হিটলারের পক্ষে মোটেই বাধে না; প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তাহার স্বভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশ্বাসঘাতক জার্ম্মাণীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অন্যান্য দেশ ইতিপূর্ব্বে যেরূপভাবে প্রতারিত হইয়াছে, আজ সোভিয়েট রুশিয়াকেও সেরূপভাবেই প্রতারিত হইতে হইল। সভ্য-জগতের যেসব স্থানে এ-পর্য্যন্তও স্বাধীনতার আলোক-রশ্মি প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, সেসব স্থানের অধিবাসীরা হিটলারের স্বভাবজাত বিশ্বাসঘাতকতার এই নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়া নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবে না। এই ব্যাপারে আমেরিকান জনমতের প্রতিধ্বনি করিয়া মিঃ সাম্নার ওয়েলস্ বলিয়াছেন:—"জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কিরূপ মতলবের বশবর্ত্তী হইয়া অনাক্রমণ চুক্তি সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ পুনরায় নিঃসন্দেহভাবে পাওয়া গিয়াছে। এরূপ সব চুক্তির পশ্চাতে কিরূপ বিপদ ও ধ্বংসকর মতলব বিদ্যমান থাকিতে পারে, জার্ম্মাণীর রুশিয়া আক্রমণের ভিতর দিয়া তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল।"

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে মিঃ এণ্টনী ইডেন এই সম্পর্কে বলিয়াছেন:—"পবিত্র সন্ধি-বন্ধন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মাণী যেরূপভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করিয়াছে, তাহা দ্বারা মানব-সমাজে ইহা পুনর্ব্বারে প্রমাণিত হইল যে, নাৎসীরা সমগ্র বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের কি অপচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছে। হিটলার কিরূপভাবে তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারে, চুক্তি করিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই কেমন করিয়া সে চুক্তি ভঙ্গ করা যায়, শান্তিকালে নরম নরম কথা বলিয়া যুদ্ধকালে কেমন করিয়া বোমা বর্ষণ করা চলে—জার্ম্মাণীর রুশিয়া আক্রমণে তাহাই বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।"

রুশিয়ার উপর নাৎসীদের এই আকস্মিক আক্রমণ দ্বারা-নাৎসীদের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশ্ব-বিজয়ের কি স্বপ্ন তাহারা দেখিতেছে। ইহা ছাড়া, সেনাদলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ও যান্ত্রিক-বাহিনীর জন্য তেলের অভাবে হিটলার কিরূপ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, ইউক্রাইনের শস্য ও বাকু অঞ্চলের তৈল-সম্ভার পাওয়ার জন্যই হিটলার এই অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে। বৃটিশ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কতটা কার্য্যকরী হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাও প্রমাণিত হইল।

রুশিয়ার সৈন্য-সংখ্যা অনেক এবং রণ-সম্ভারও প্রচুর। জার্ম্মাণ বাহিনীর বিরুদ্ধে এই বিরাট লোকবল ও উপকরণ যে পরিমাণে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় জার্ম্মাণ বাহিনীর অগ্রগতি অপ্রত্যাশিত অসম্ভবও নহে। কারণ, জার্ম্মাণ বাহিনী বর্ত্তমানে পশ্চিম শেষ সীমায় যাইয়া উপনীত হইয়াছে এবং রুশিয়ার সমতলভূমি যান্ত্রিক-বাহিনীর অগ্রগতির পক্ষে বেশ সুবিধা-জনকও বটে। তাহা ছাড়া, রুশীয় বাহিনী আকারে বিরাট হইলেও এখন পর্য্যন্তও জার্ম্মাণ বাহিনীর মত সুসজ্জিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। এই যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণ বিমান-বহর ও স্থল-বাহিনী পূর্ব্ব-সীমান্তে এতটা ব্যস্ত থাকিতে বাধ্য হইবে যে, সম্ভবতঃ কিছুদিনের জন্য পশ্চিম-সীমান্তের আক্রমণ কতকাংশে শিথিল হইয়া যাইবে। এই সুযোগে বৃটেনের আক্রমণ-শক্তি যে কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে, তাহা না বলিলেও চলে। সুতরাং আমেরিকার ক্রম-বর্দ্ধমান সাহায্যের ফলে মিত্রপক্ষ যে হিটলারী শক্তির বিরুদ্ধে চরম বিজয়ের অধিকারী হইতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে জার্ম্মাণীর রণকৌশল

মধ্য-প্রাচ্যে হিটলারের পরবর্ত্তী ব্লিৎসক্রিগ (বিদ্যুৎ অভিযান) সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। এ-পর্য্যন্ত ইহাই দেখা গিয়াছে যে, লুফ্‌ট্‌ওয়াফে (জার্ম্মাণ বিমান বহর) তাহাদের বিমান ঘাঁটির অদূরে অবস্থিত লক্ষ্য বস্তুর উপরই শুধু তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে; নাৎসীর বিমানবহর যে-ভাবে বৃটেন, জার্ম্মাণী, চেকো-শ্লোভাকিয়া, পোলাণ্ড ও ইটালীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে, নাৎসীদের বিমান আক্রমণে উহার কোন নজীর নাই। নাৎসীদের উক্ত কৌশলের মূলে নিম্নোক্ত কারণগুলি রহিয়াছে:—

ফ্রান্সের অভ্যন্তরে বিমান ঘাঁটি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত লুফ্‌টওয়াফে (জার্ম্মাণ বিমানবহর) প্যারিসের উপর বোমা বর্ষণ করে নাই। ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অনেক গুলি বিমানকেন্দ্র হস্তগত করার পর হইতে জার্ম্মাণরা বৃটেনে তীব্র বিমান আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করে। যুগোশ্লাভিয়া সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিয়া প্রথমে তথায় বিমান ঘাঁটি স্থাপন করে, তারপর জার্ম্মাণরা গ্রীসে বিমান আক্রমণ চালাইতে থাকে। ক্রীটের বেলায়ও ঠিক অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল। খাস গ্রীসে অবস্থিত বিমানঘাঁটি দখলে আসার পর জার্ম্মাণরা আকাশপথে ক্রীটের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ-অভিযান চালায়।

ক্রীট দ্বীপটি জার্ম্মাণদের করায়ত্ত হওয়ায় লুফ্‌টওয়াফের পক্ষে এক্ষণে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে চলাচল জাহাজ-গুলির উপর আক্রমণ চালাইতে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কারণ সিরিয়া ও মিসরের উপকূলের পথে যে-সকল বৃটিশ রণপোত ও জলযান চলাচল করে, জার্ম্মাণরা বর্ত্তমানে ক্রীটের বিমান ঘাঁটি হইতে উড়িয়া গিয়া অনায়াসে সেইগুলি আক্রমণ করিতে পারে। "টেবস" ও "সাসেক্স রেজি-মেণ্ট" চুক্তি উহার প্রমাণ। জার্ম্মাণরা আলেকজান্দ্রিয়া ও তব্রুকের উপর দূরবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে আক্রমণ চালাইয়াছে সত্য, কিন্তু এতদূর হইতে উড়িয়া যাইয়া তাহারা বিনা বিঘ্নে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালাইয়া কখনও অবলম্বন হইতে পারিবে না।

নিকটবর্ত্তী বিমান ঘাঁটি হইতে জার্ম্মাণদের নীতি জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণকারীগণ যদি মূলতঃ পরিবর্ত্তন না করে, (জার্ম্মাণগণ ইহার পরিবর্ত্তন করিবে মনে হয় যে ঐরূপ নীতির পরিবর্ত্তন সহজ হইবে না) তাহা হইলে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ চালাইতে হইলে হিটলারকে সাইপ্রাস দ্বীপ প্রথমে দখল করিতে হইবে। ক্যাস্টেলোরিজো ডোডেকানিজ দ্বীপ সিরিয়া হইতে এতটা দূর যে তথা হইতে সৈন্যবাহী বিমানের ও অনতিদূর স্থান হইতে ছোঁমারা বিমানের কার্য্যকরী ব্যবহার সিরিয়ার উপর চালাইতে পারে না এবং সৈন্যবাহী বিমান ও ছোঁমারা বিমানের সাহায্যেই জার্ম্মাণগণ এতটা সফলকাম হইয়াছে।

গোটের উপর মধ্য-প্রাচ্যের সংগ্রামে রাজকীয় বিমান বাহিনী অধিকতর সুযোগ সুবিধার সহিত জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণের সম্মুখীন হইতে পারিবে। মিসরে রাজকীয় বিমান বাহিনী আরও শক্তিশালী হইয়াছে এবং সিরীয় উপকূলের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মিসরের বিমান আড্ডার জঙ্গী বিমানসমূহ ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং এই সমুদয় বিমান কেন্দ্র হইতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর দূর পাল্লার বোমারু বিমানসমূহ ক্রীট দ্বীপে, গ্রীসে ও ডোডেকানিজ দ্বীপের নাৎসী আড্ডাসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতে পারিবে। ইহা ব্যতীত জার্ম্মাণরা যদি সাইপ্রাস দ্বীপে পূর্ণমাত্রায় ছোঁমারা বিমানের তড়িৎ আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে ক্রীট দ্বীপে যতটা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সাইপ্রাসে তদপেক্ষা অনেক বেশী বাধা প্রাপ্ত হইবে। কারণ, আশা করা যায় যে, সাইপ্রাস রক্ষার জন্য রাজকীয় বিমানবাহিনীর জঙ্গী বিমানসমূহ অল্পাধিক একশত মাইল দূরবর্ত্তী খাস সিরিয়া রাজ্য হইতে সাহায্য করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত যদি নিতান্ত নৈরাশ্যজনক দৃষ্টি-ভঙ্গিতেও ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, সাইপ্রাস দ্বীপ শেষে শত্রুকবলগত হইবে, তাহা হইলেও ইহা বিশেষভাবে মনে করা যাইতে পারে যে, সাইপ্রাস দ্বীপস্থিত আড্ডা হইতে সিরিয়ার উপর শত্রুর তড়িৎ আক্রমণ খাস সিরিয়া ও মিসর হইতে প্রতিরোধ করা যাইবে। অতএব মধ্য-প্রাচ্যে অবিচ্ছিন্ন স্থান হইতে জার্ম্মাণীর ছোঁমারা বিমান-আক্রমণের সুবিধা ও সুযোগ বৃটিশ জঙ্গী বিমানের কার্য্যকরী বাধার দরুণ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। যুক্তিসঙ্গতভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণ আমাদের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত আড্ডার যত নিকটবর্ত্তী হইবে, রাজকীয় বিমানবাহিনীর পক্ষে তাহা প্রতিরোধ করা ততটা বেশী সহজ হইবে।

ফরাসী জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব

ফ্রান্স-প্রবাসী ইংরেজ রমণীর অভিজ্ঞতা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার জনৈকা পাঠিকা ঐ পত্রিকায় সম্প্রতি নিম্নলিখিত পত্রটি প্রকাশ করিয়াছেন:—

বহু বৎসর ধরিয়াই আমি প্যারিসে বাস করিতেছিলাম; ১৯৪০ সালের ১১ই জুন আমাকে প্যারিস ত্যাগ করিতে হয়। প্রায় এক বৎসরের চেষ্টায় আমি ব্রিটেনে পৌঁছাইতে সক্ষম হই। এই সময়ে আমাকে বহু ফরাসীর সংস্পর্শে আসিতে হয়।

ফ্রান্স হইতে মার্চ্চ মাসে আসিবার সময়ে ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় ছিল। একজন শ্রমিক শ্রেণীর যুবক তাহার জায়গা ছাড়িয়া আমাকে সেখানে বসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। সে উল্লাসের সঙ্গে আমার হাত ধরিয়া বলিল, "আপনি যদি কোনও দিন ইংলণ্ডে পৌঁছাইতে পারেন, তবে আপনার দেশবাসীদের বলিবেন, আমরা ফরাসীরা মনে প্রাণে তাহাদেরই পক্ষে। ইংরেজেরা যদি আমাদের এ জন্য পরিত্যাগ করিতে চাহেন, সেজন্য অনুতাপ করা অনর্থক। ...আমরা সব কয়জনই ফরাসী জীবন পরিত্যাগ করিবে; আদিষ্ট দিন।"

জগৎ-সভ্যতায় ফ্রান্সের স্থান

(মিঃ জর্লিন হেনেসির বেতার বক্তৃতা)

এক বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের পেঁতা গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের ন্যায় একটি ঐতিহাসিক আভিজাত্য সম্পন্ন ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ দেশের এইরূপ শোচনীয় পতনকে সহজে উপেক্ষা করা চলে না। স্বভাবতঃই আমাদের মনে এইরূপ প্রশ্ন জাগে, কেন এইরূপ হইল? ইহা হইতে কোন্ শিক্ষা পাওয়া গেল? ফ্রান্সের প্রতি আমাদের কি প্রকার মনোভাব অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। আমি এখানে শুধু সংক্ষেপে প্রশ্ন-গুলির জবাব দিতে চেষ্টা করিব।

ফ্রান্সে চরমপন্থী ও রক্ষণশীলদের এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্রগামী চিন্তার পাশে কঠোর রক্ষণশীলতার নিদর্শন ফ্রান্সে সর্ব্বত্রই প্রকাশমান ছিল। ফ্রান্সের কারখানা মালিকেরা ট্রেড-ইউনিয়নগুলিকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে এবং ইহার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দিতেও সমর্থ হইয়াছিল। ১৯৩৬ সালে সর্ব্বপ্রথম যখন সমাজতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট পরি-চালনার ভার পাইল, তখন ট্রেড-ইউনিয়নগুলির সভ্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ লক্ষ। দিন পনরোর মধ্যে সংখ্যা ৫০ লক্ষের উপরে দাঁড়াইল। অথচ মজুরদের ট্রেড ইউনিয়নবাদের কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না। শ্রমিক নেতারা কারখানা মালিকদের সহিত আপোষের মনোভাব লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইত না; তাহাদের লক্ষ্য ছিল মালিকদের উপর চাপ দেওয়া। কারখানা মালি-কেরাও মজুরদের সহিত ভাল ভাবাভাবি করিয়া লইবার কোনরূপ ইচ্ছাই মনে পোষণ করিতেন না। তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল পুরাপুরি শ্রমিকদের ঠকাইয়া যথাসম্ভব মোটা লাভের দিকে। শ্রমশিল্পের প্রকৃতি এবং লাভা-লাভের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে শ্রমিকদের কোনও ধারণাই ছিল না। শ্রমিক-নেতাদের নিকট হইতে তাহারা অসম্ভব ফল আশা করিত এবং সে আশা পূর্ণ না হইলে নেতাদের অস্বীকার করিত এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিত। সুতরাং শ্রমিক আন্দোলনে শৃঙ্খলার কোনও বালাই ছিল না।

ভুল করিয়া ও সে ভুল সংশোধন করিতে করিতে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে যথার্থ সম্বন্ধটি গড়িয়া উঠে, ফ্রান্সে তাহার সুযোগ ছিল না। কারণ হিটলারের সমর-প্রচেষ্টার সহিত তাল রাখিতে যাইয়া ফ্রান্স ইহার অবসর পায় নাই। ১৯৩৬ সালের সমাজ-তন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট গঠনের পর দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া আবার পূর্ব্বের মত করা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিকদের কার্য্যক্ষমতা অসম্ভব রকম হ্রাস পাইয়াছিল। জার্ম্মাণীর তুলনায় ফ্রান্সে হাস্যকর রকম কম উৎপাদন হইতে থাকে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী না হইলে আধুনিক যুদ্ধ চালান সম্ভব নহে।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রান্সের জনসাধারণ নানা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে বিভক্ত। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে খুবই রেষারেষি চলিত। ফরাসী 'পপুলার ফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্ট' ১৯৩৬ সালে যে সকল শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে শ্রেণীগত রেষারেষি ও কলহ আরও উগ্র হইয়া উঠে। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে ফ্রান্সে জোর অনৈক্য বিরাজ করিতেছিল। দেশের উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না। অপ্রচুর যুদ্ধ-সামগ্রী লইয়া ফরাসী বাহিনীকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। মোটামোটি ইহাই ফ্রান্সের পরাজয়ের কারণ।

কিন্তু ফ্রান্সের পতন কি জগৎ-সভ্যতার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতিকর নয়?

জগৎ-সভ্যতায় প্রায় প্রতি জাতিই নিজস্ব কিছু দিবার থাকে। অতীতের সভ্যতায় এথেন্স যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, আধুনিক জগতে ফ্রান্সের স্থান ঠিক সেইরূপই ছিল। আমার তো মনে হয় যুদ্ধ-পূর্ব্ব ফ্রান্সে যে মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে কোনও দেশের পক্ষেই গৌরবজনক।

ডেস কার্ত্তিসের দর্শন, রুশোর রাজনীতিক চিন্তাধারা, মোলিয়েরের নাটক বা বালজাকের উপন্যাস জগত-সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিয়াছে বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। হেনরি জেমস, জর্জ্জ মূর, সমারসেট মম্ এবং আধুনিক অন্যান্য ইংরেজ ঔপন্যাসিকেরা প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের নিকট ঋণী। আর্টের জগতে ফরাসী "ইম্প্রেশনিষ্টেরা", সঙ্গীত জগতে দেবুসি ও র‍্যাভেল, চিকিৎসা বিজ্ঞানে পাস্তুর প্রভৃতির দান সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

ফ্রান্সের বর্ত্তমান অধোগতি দেখিয়া যদি কাহারও এইরূপ ধারণা হয় যে, ফরাসীদের নৈতিক অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, তবে কিন্তু বিষম ভুল হইবে। ভিসি সরকার ও ফরাসীরা এক নহে। মুষ্টিমেয় মাত্র লোক ভিসি সরকারকে সমর্থন করে। অনধিকৃত ফরাসির ফ্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করিবার যতটুকু অধিকার, ফরাসীদের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার ভিসি সরকারের তাহার অধিক নহে। পেঁতা এবং দার্লা ফরাসী সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে।

ফরাসী সভ্যতার অপমৃত্যু জগতের পক্ষে অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ঘটনা হইবে। মানব সভ্যতার পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই শোকাবহ ব্যাপার। বর্ত্তমান যুগের এথেন্স এই ফ্রান্সকে বাদ দিলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের আধুনিক সংস্কৃতির বাকী রহিল কি?

বার্লিনের জীবন যাত্রা

জনসাধারণের মধ্যে অভাব অনটনের সুস্পষ্ট ছাপ

সুইস সংবাদপত্র 'ভারেট টাগ্'এ তাহাদের বার্লিনস্থ সংবাদদাতা একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটির নাম "বার্লিনবাসীদের জীবনযাত্রা"। ইহাতে তিনি দেখাই-য়াছেন যে, উচ্চ শ্রেণীর নাৎসীরা বেশ বিলাসেই জীবন যাপন করে, অথচ শ্রমিকদের ভাগ্যে সব সময়ে দুই বেলার আহারও জোটে না। হিটলার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে এই বৎসরই যুদ্ধের অবসান হইবে। জনসাধারণও তাহাই অকপটে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে। শ্রমিক এবং মালিক সকলেই হিটলারের এই প্রতিশ্রুতিকে বেদবাক্য মনে করিতেছে।

দরিদ্র শ্রেণীর লোকের মধ্যে অভাব অনটনের ছাপ সুস্পষ্ট। ইহাদের জন্য এত সামান্য পরিমাণ কাপড় জামার বরাদ্দ করা হইয়াছে যে, ইহাতে কিছুতেই কুলান যায় না। সুতরাং সাধারণ শ্রেণীর লোকদের পোষাক পরিচ্ছদ বড়ই মলিন ও ছেঁড়া মনে হয়।

যাতায়াত সম্পর্কে যে সকল নিয়ম কানুন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বড়ই বিরক্তিজনক। ট্রাম, বাস বা ট্রেনের সংখ্যা অসম্ভব রকম কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক দুইটি বৃত্তি মঞ্জুর

বাঙ্গালোরস্থ 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ সায়েন্সে' বাঙ্গালীদিগকে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বাংলা সরকার এই বৎসর দুইটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া এই বৃত্তির হারে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে একটি বৃত্তি মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

গৌরীপুর বয়ন-বিদ্যালয়

শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক উদ্বোধন

বাংলা দেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র বিগত ৮ই জুন তারিখে গৌরীপুর বয়ন বিদ্যালয়ের (ময়মনসিংহ) উদ্বোধন সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় চট্টগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেনে ময়মনসিংহ পৌঁছিলে স্থানীয় কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এ, আর, সিদ্দিকি সহ মোটরযোগে গৌরীপুর গিয়াছিলেন। তথায় গেষ্ট-হাউসে (অতিথি ভবনে) অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও সভ্যগণ তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করেন। স্কুল প্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপ তৈয়ারী করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একটি উদ্বোধন গান গীত হইয়াছিল। ডিরেক্টর মহোদয়কে মাল্য ভূষিত করিবার পর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ডিরেক্টর মহোদয়কে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। এই অভিনন্দন-পত্রে বাংলা দেশে শিল্পোন্নতির জন্য ডিরেক্টর মহোদয়ের চেষ্টা ও আগ্রহের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। অতঃপর বয়ন বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী গত পাঁচ বৎসরের স্কুলের কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া একটি রিপোর্ট পাঠ করেন।

গৌরীপুর বয়ন বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব। বাম-পার্শ্বে শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্রকে দেখা যাইতেছে।

ডিরেক্টর মহোদয় অভিনন্দন-পত্রের একটি যোগ্য উত্তর প্রদান করেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া পরিচালক কমিটির সভ্যগণকে বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য সুব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করিতে এবং তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুটীর-শিল্পের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং ডিরেক্টর মহোদয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয় গৃহের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করেন। তখন মিঃ মিত্র গৃহ সম্মুখে যাইয়া সোনার-চাবি দ্বারা রেশমী-সূতা কাটিয়া গৃহের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তৎপর তিনি ছাত্রদের কার্য্য ও তাহাদের প্রস্তুত বিভিন্ন রকমের সূতা পরিদর্শন করেন। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন:— মিঃ এস, কে, ঘোষ, আই, সি, এস, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট; মিঃ এস ঘোষ, মিঃ এ, আর, সিদ্দিকি, মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরি, এম, এল, এ (কেন্দ্রীয়), খান সাহেব চৌধুরী নুরুল আমীন, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাবু সুরেশ প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, বাবু সুনীল প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, বাবু বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, বাবু পি, কে, সেনগুপ্ত, বাবু দক্ষিণী কুমার সেনগুপ্ত, বাবু প্রেম চন্দ্র পাঠক, আঠারবাড়ীর সার্কেল অফিসার, বাবু মদন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাবু জ্ঞানেন্দ্র নাথ সান্যাল এবং মিঃ এস, এম, মিত্র।

বাইবেল দ্বারা ক্যানেলের পরবর্ত্তী অধিবেশনে যুদ্ধ ব্যয় সংকুলানের জন্য আরও ১০০ কোটি পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের অনুমতি চাওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শরীর-চর্চা শিক্ষা

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

ত্রিপুরা জেলার শরীর-চর্চা সংগঠনকারী কর্মচারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার ১৪০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি শরীর-চর্চা শিক্ষা-শিবির খুলিয়া তাহা তিন সপ্তাহকাল পরিচালনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এইচ, এইচ, নোমানী ২৬শে মে তারিখে এই শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে শিবির-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শরীর-চর্চা শিক্ষা ও জাতীয় স্বাস্থ্য ও দেশের উন্নতিকল্পে পল্লী-উন্নয়নের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উপযোগী শরীর-চর্চা শিক্ষার যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং ব্যক্তিগত ও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং শিক্ষার্থীদিগকে হাতে-কলমে তাহা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। জেলা ইন্সপেক্টর মি: ক, আহমদ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এইচ, এইচ, নোমানী ও সহকারী রেজিষ্ট্রার মি: এ, রহমান শিবির পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থী শিক্ষকগণের স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বিগত ১৪ই জুন তারিখে মি: কে, আহমদের সভাপতিত্বে ছাত্র, শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ও নিকটবর্ত্তী ও দূরাগত জনসাধারণের সম্মুখে শিবিরে শিক্ষার্থীগণ শরীর-চর্চা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সভাপতি দর্শকগণকে বিদ্যালয়ে শরীর-চর্চা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিশ্রমী জাতিগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। অল্প সময় মধ্যে শরীর-চর্চা শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষকগণকে অভিনন্দিত করিয়া সভাপতি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন যে, শিক্ষা-শিবিরে যে উৎসাহ ও উদ্যম তাঁহারা প্রদর্শন করিয়াছেন, বিদ্যালয়সমূহেও যেন সেই উদ্যম ও উৎসাহ বজায় রাখেন।

জার্ম্মাণ বন্দীশালা হইতে পলায়িত সৈন্যাধ্যক্ষের কাহিনী

ফরাসীদের প্রকৃত মনোভাব

নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় জনৈক ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের লেখা একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি জার্ম্মাণ বন্দীশিবির হইতে পলাইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১০ই মার্চ্চ তারিখে এই পত্রটি লেখা হয়। ফরাসীদের প্রকৃত মনোভাবের উপর বিশেষ আলোকপাত করিবে মনে করিয়াই নিম্নে আমরা পত্রটি আংশিক উদ্ধৃত করিলাম:—

"১৯৪০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে আমাদের লোরেণের বন্দীশালায় একদল বন্দী সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হইল:—

'জার্ম্মাণীর অধীনে চিরকাল বাস করা এবং প্রয়োজন হইলে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হওয়ার পরিবর্ত্তে যদি তোমাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়, তাহাই পছন্দ করিবে, না ছয় মাস পরে ব্রিটেন জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলে ছয় মাস বন্দীশালায় থাকিতে রাজী হইবে?'

শতকরা ৮৫ জনই প্রথম প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন।

প্রায় এক বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৪১ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত প্রশ্নটি সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করা হয়:—

'আরও দুই বৎসর বন্দী দশায় কাটাইয়া ব্রিটেনকে বিজয়ী দেখিতে চাও, অথবা অবিলম্বে দেশে যাইবার অনুমতির বিনিময়ে ব্রিটেনের বিপক্ষতাচরণের সহায়তা করিতে রাজী আছ?'

শতকরা ৮৫ জনই প্রথম প্রস্তাবটির স্বপক্ষে ভোট দেন।"

হল্যাণ্ডের রাজভক্তি

রাণীর প্রতিকৃতি বিক্রয় নিষিদ্ধ

টাইমসের সংবাদে প্রকাশ, হল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী প্রোফেসার পি, এস, গের্ব্বাণ্ডি গত ২০শে জুন এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে অত্যের রাজবংশের প্রতি হোল্যাণ্ডবাসীদের আনুগত্যের বর্ণনা করিয়া বলেন, এই রাজবংশই ডাচদের স্বাধীনতার প্রতীক। জার্ম্মাণরা সকল সরকারী বাড়ী হইতেই রাণী উইলহেলমিনার প্রতিকৃতি অপসারণ করিয়াছে। উহার ফলে জনসাধারণ নিজ নিজ গৃহে আরও অধিক সংখ্যক প্রতিকৃতি টাঙাইতে আরম্ভ করিয়াছে। নাৎসীদের আদেশে দোকানের শো-কেসে রাণীর প্রতিকৃতি রক্ষা নিষিদ্ধ হইলে একটি পুস্তক-বিক্রেতা বিচিত্র উপায়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। সে তাহার দোকানের শো-কেসে হিটলারের এক প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে "সংগ্রাম শিক্ষা" নামক একটি পুস্তকের বহু কপি সাজাইয়া দেয়। রাণীর প্রতিকৃতি বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ায় জনসাধারণ মুদ্রাগুলি হইতে রাণীর প্রতিকৃতি কাটিয়া লইয়া অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বাজারে খুচরা পয়সার অভাব দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যের কৃতিত্ব

ডিষ্টিংগুইস্‌ড্ সার্ভিস মেডেল প্রাপ্তি

মরেল আর্টিলারির (রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনী) ল্যান্স নায়ক বাসুপা সিংকে সম্প্রতি ভারতীয় ডিষ্টিংগুইস্‌ড্ সার্ভিস মেডেল (কৃতিত্বপূর্ণ কার্য্যের পুরস্কার) দেওয়া হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে যোদ্ধার তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। টেলিগ্রাফের সিগন্যালিং কার্য্যে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও ইনি এক বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্তে শত্রুপক্ষের অজস্র গোলাবর্ষণের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার খাটাইতে সাহায্য করিয়া বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, ট্যাহিটি হইতে একদল লোক ১৩ হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া জেনারেল দ্য গলের দলে যোগদানের জন্য ব্রিটেনে আসিয়াছে। ট্যাহিটি দ্বীপ দক্ষিণ সমুদ্রে অবস্থিত, এবং গত ৬০ বৎসর ধরিয়া ইহা ফ্রান্সের উপনিবেশ।

নৌ এবং বিমান বাহিনীতে যোগদানের জন্য সম্প্রতি যে নিউক্যালিডোনিয়ার দল ব্রিটেনে আসিয়াছে, ট্যাহিটির দল তাহাদের সঙ্গেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন"

নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অন্ধ লোকেরা যাহাতে ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ পায়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অন্ধ ব্যক্তিদিগকে লেখাপড়া, সঙ্গীত এবং কারিগরী শিক্ষা বিনাব্যয়ে প্রদান করা হইবে। জুলাই মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। যেসব লোক এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিত-ভাবে সমুদয় বিবরণ জানাইয়া কলিকাতা ১৩৩ নং বেলিয়া ষ্ট্রীট (রুট নং ১২) "লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড" ঠিকানায় মি: এস, সি, রায়ের নিকট আবেদন করিবেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দুই মাস পূর্ব্বে বাবুলের অর্দ্ধ... নিজকে সভাপতি এবং প্রফেসার এস, সি, রায় ও ডা: ... বি, আহমদকে অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়া এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষাদান ও জীবিকা অর্জন করিবার অন্ধদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" সম্ভবতঃ ভারতে এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

হ'তলার ওপর অফিসে পৌঁছতে বৃদ্ধ ঠাকুর-দাদাকে সিঁড়ী ভাঙতে হচ্ছে একশর-ও বেশী—আর তাঁর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাঁদেরও সে কষ্ট স্বীকার করতে হচ্ছে। আর এও আপনি ভাল করেই জানেন যে, বিদ্যুৎ যেদিন খারাপ হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙতে কী বিরক্তিই না লাগে? সময় ও পরিশ্রম অপব্যয় বাঁচাবার জন্যে আজকাল প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই বিদ্যুৎ লাগানো হচ্ছে।

যত রকমে সম্ভব

ব্যবসায়ে

ইলেকট্রিক ব্যবহার করুন

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

১১৭ খানা শত্রু-বিমান বিধ্বস্ত

২৩শে জুন সোমবার একখানা জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংসের সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। এইখানা লইয়া ইংলিশ-চ্যানেল ও উত্তর-ফ্রান্সের পশ্চিম দিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ৭৫ খানা জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজ দিনে শত্রু পক্ষের মোট ১১৭ খানা ও রাজকীয় বিমান বাহিনীর ৩০ খানা বিমান নষ্ট হইয়াছে। এই কয়েকদিনের যুদ্ধে বৃটিশের একখানা স্থলে শত্রু পক্ষের ৪ খানা বিমান নষ্ট হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর আরো সাফল্য

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ও স্বদেশপ্রেমিক আবিসিনিয়ানরা আজারো ও বেদেলে দখল করিয়াছে। বেদেলে জিম্মার ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পাঁচ হাজার জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য বন্দী

২৪শে জুন মঙ্গলবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত মস্কোর এক ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, সোমবার দিনের বেলা শত্রু সৈন্যগণ বাল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র রণক্ষেত্রব্যাপী তাহাদের আক্রমণের গতি-বৃদ্ধির প্রয়াস পাইয়াছিল, কিন্তু উহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। কাউনাস, গ্রোডনো, ভলকোভিষ্ক, কোবরিন, ভ্লাদিমির ভোলিন্স্ক, রাডজেকভ এবং ব্রোডি অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য শত্রুরা বিশেষভাবে শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছিল।

আরও বলা হইয়াছে যে, সমস্ত রণক্ষেত্রের কোথাও রাশিয়ানরা শুধু আত্মরক্ষামূলক কার্য্যে ব্যাপৃত নহে—তাহারা পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও পূর্ব্ব প্রুশিয়ার দিকে আক্রমণও চালাইতেছে।

রুমানিয়ার সামরিক মহল দাবী করিতেছেন যে, তাঁহাদের দক্ষিণ দিকের বাহিনী গালাজ হইতে অভিযান চালাইয়া রাশিয়ান বাসারাভিয়ার ৪০ মাইল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

দুইটী এলাকায় রাশিয়ানরা পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে সীমান্ত পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়াছে এবং কামানশ্রেণী হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ৩০০টী শত্রু-ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করিয়াছে।

প্রথম দুই দিনের যুদ্ধে ৫,০০০ হাজার জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য সোভিয়েট হস্তে বন্দী হইয়াছে।

রাশিয়ান বিমানবাহিনী বিশেষভাবে স্থলসৈন্যের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। সোভিয়েট এলাকায় ৫১ খানি শত্রু বিমানপোত বিধ্বস্ত করা হইয়াছে এবং একখানি বাধ্য হইয়া নিকট বিমানঘাঁটির নিকটে অবতরণ করিয়াছে। ইহা লইয়া দুইদিনে মোট ৯২৭ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রুশীয়ার সিংহাসনে নূতন জার বসাইবার ষড়যন্ত্র

জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা তাহাদের অভিযানে শ্বেত রাশিয়ান সম্প্রদায়ের সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করে এবং এই উদ্দেশ্যে তাহারা একজন ভূতপূর্ব্ব সুপেরিয়ান পাদরীকে বিশপ নিযুক্ত করিয়াছে। ইনি রাশিয়ার অর্থডক্স চার্চ্চসমূহের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে কার্য্য করিবেন। জার্ম্মাণরা স্লভাকিয়াতে এই চার্চ্চসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বিশপ ইউক্রেনের কৃষকদের মধ্যে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবেন।

রাশিয়ানদের সহানুভূতি লাভের জন্য জার্ম্মাণীর দ্বিতীয় উপায় হইল হোহেনজোলার্ণ বংশীয় প্রিন্স লুইফার্ডিনান্দ, যিনি গ্রাণ্ড ডিউক সাইরিলের কন্যা প্রিন্সেস কীরাকে বিবাহ করিয়াছেন। প্রকাশ যে, জার্ম্মাণরা যদি একবার রাশিয়ার মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই তাহারা ইঁহাকে জার বলিয়া ঘোষণা করিবে।

বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয়

কমন্স সভায় যুদ্ধ-উদ্দেশ্য সম্পর্কে একশত পাউণ্ডের ব্যয়বরাদ্দ গৃহীত হইয়াছে। স্যার কিংসলীউড বলেন যে, তিন মাসের জন্য এই ব্যয়বরাদ্দ ধার্য্য করা হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের ব্যয় দৈনিক এক কোটি আড়াই লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদিগকে নরওয়েতে অপসারণ

নওইজিল্যাণ্ড টেলিগ্রাফ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, হামবুর্গ, ব্রিমেন, কীল এবং উত্তর জার্ম্মাণীর অন্যান্য শহরগুলির উপর ব্রিটেন যে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তৎসম্পর্কে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জার্ম্মাণরা বহুল পরিমাণ বেসামরিক অধিবাসী ও সরকারী কর্ম্মচারীদের নরওয়েতে অপসারিত করিতেছে।

রণক্ষেত্রে হিটলারের উপস্থিতি

জার্ম্মাণ হাই কম্যাণ্ডের এক এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, হিটলার তাঁহার সৈন্যদের সহিত রাশিয়ান রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।

১,৫০০ মাইল ব্যাপী রণক্ষেত্রে জুড়িয়া জার্ম্মাণ ও রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ও জার্ম্মাণ বোমারু প্লেনসমূহ যথাক্রমে বাল্টিক ও কৃষ্ণসাগরের বন্দরে বোমাবর্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে যে, রাশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী ব্যূহ ভেদ করা হইয়াছে এবং কয়েকটি স্থানে জার্ম্মাণ সৈন্যেরা ৭৫ মাইল ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ২৫শে জুন বুধবার প্রাতঃকালে মস্কো বেতার মারফতে মস্কোর হাই কম্যাণ্ডের যে এশ্তেহার প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর উক্ত দাবী সমর্থিত হয় নাই।

হেলসিংকির এক সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাডে ভয়াবহ বিমানাক্রমণের ফলে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে।

সোভিয়েট বিমান-বহরের আক্রমণ

মস্কোর এক এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবহরের পর পর তিনটী আক্রমণের ফলে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী রুমানিয়ার বন্দর কনষ্টাঞ্জায় আগুন জ্বলিতেছে। সাগিবুন বন্দর সুলিনাতেও ভয়াবহরূপে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। জিনিস গোলাগুলিতে দুইটী জার্ম্মাণ আক্রমণের প্রত্যুত্তরেই এই সমস্ত স্থানে হানা দেওয়া হইয়াছিল।

সোভিয়েট বোমারু প্লেনসমূহ ডানজিগ, পূর্ব্ব প্রুশিয়ার রাজধানী কনিগসবার্গ, ওয়ারস ও লাবলিনেও হানা দিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিমদিকে সাওলাই ও লিথুয়ানিয়া অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে, একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং একটি মটরচালিত বাহিনী বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সোভিয়েটের মোট ৩৭৪ খানি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই শত্রু বিমানঘাঁটি আক্রমণের সময় বিধ্বস্ত হইয়াছে। অন্যদিকে জার্ম্মাণীর ৩৮১ খানি প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৬১ খানি সংঘর্ষের সময় এবং ২২০ খানি সোভিয়েট বিমানঘাঁটি আক্রমণে বিনষ্ট হইয়াছে।

আঙ্কারার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার বিরাট টোরপেডো বাহু অভিমুখে অভিযানের উদ্যোগ আয়োজনের নিমিত্ত কনষ্টান্জা ও কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে এক্সিস নৌবহর সমাবেশ করা হইতেছে।

সিরিয়ায় বৃটিশ অগ্রাভিযান

জানা গিয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনী মার্ক-আইয়ুব অধিকার করিয়াছে।

জেরুজালেমের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বাহিনী উত্তর সিরিয়ায় পালিয়া চতুর্দিক হইতে প্রায় ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। বিপক্ষদল সৈনিকগণের গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ করিয়া প্রত্যুত্তর বাধা প্রদান করিতেছে।

নৌ-বহরের সাহায্য

নৌ-বহরের একখানি এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে নৌবহরের একটী বাহিনী সিরিয়ার উপকূলে আমাদের সৈন্যদের অগ্রগতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে।

২৩শে জুন প্রাতঃকালে দুইটী ভিসি ডেষ্ট্রয়ার বৃটিশ অভিযানে বাধা দানের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ রণতরীসমূহ উহাদের সম্মুখীন হইয়া কয়েকটী গোলাবর্ষণ করে। কয়েকটী গোলা ডেষ্ট্রয়ারের উপর পতিত হইতে দেখা যায়। ইহার পর ডেষ্ট্রয়ার দুইখানি দ্রুতগতি পলায়ন করিয়া পোতাশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।

নৌ-বিমানপোত হইতে টর্পেডো বর্ষণের ফলে একখানি ভিসি ডেষ্ট্রয়ার খুব সম্ভব নিমজ্জিত হইয়াছে।

বৃটেনে আমেরিকান সাহায্য

গত এপ্রিল মাসে যুক্তরাষ্ট্র হইতে মোট ১,৯৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল বৃটেনে চালান দেওয়া হইয়াছে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে কোন মাসে এত অধিক মাল বৃটেনে আর কখনও চালান দেওয়া হয় নাই। গত এপ্রিল মাসে বৃটেনে যে পরিমাণ মূল্যের মাল চালান দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতে এবারকার পরিমাণ আড়াই গুণ বেশী।

এপ্রিল মাসে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ২,৪৬০ লক্ষ ডলার মূল্যের মাল প্রেরিত হইয়াছে। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মোট রপ্তানীর শতকরা ৬১ ভাগ।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এ. আর, পি

১। বঙ্গদেশের এ আর পৌর ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী।) ৮ আনা (২ আনা)*।

২। এ আর পৌরজন—সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং সি, এ/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১ (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এ আর পৌরজন, ১৯৪১। (ইংরাজী।) ১ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)*।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্‌স্ ব্রাঞ্চ,
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্‌স অফিস, রাইটার্স্ বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

বঙ্গদেশে সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়

১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত হিসাব

জেলা ।		জুন ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	জুন ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	জুলাই ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	জুলাই ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	আগষ্ট ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	আগষ্ট ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	সেপ্টেম্বর ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	সেপ্টেম্বর ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	অক্টোবর ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	অক্টোবর ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।
হাওড়া	..	৫,০০০৲	..	১,৩৬০৲	..	১১,৬৪০৲	১৸০	৫,০০০৲	৬৸০	১,৪৪০৲	৭৫।০
হুগলী	..	৩,১৯০৲	..	১,৯৪০৲	৩০৲	৪,২১০৲	১।০	২,১৭০৲	৩৲	৪০৲	১৪।০
যশোহর	..	৫,০০০৲	..	৪৮০৲	..	৪১০৲	..	২,৬৫০৲	..	২,৩৬০৲	৮৲
খুলনা	..	..	..	১০৲	..	১০৲	..	৫,২২০৲	৭৲	..	৬৲
রংপুর	..	..	..	..	..	৩,০৪০৲	..	১,৬৬০৲	..	২,১৬০৲	২০৲
দিনাজপুর	..	..	..	..	..	..	..	৯১০৲	..	১০৲	..
বগুড়া	..	৪০৲	..	..	..	২০০৲	..	১,০০০৲	..	..	৬॥০
কলিকাতা	..	২,৫২,৬৯০৲	..	১,৭৫,১৬০৲	..	১,৯৬,০০০৲	..	১,৬৬,৮৪০৲	৪২৪॥০	১,৯৬,৫১০৲	৯১৬।০
নদীয়া	..	৪,৮০০৲	..	২,৬১০৲	..	২,৯১০৲	..	৭,০৬০৲	..	২,১৬০৲	..
ফরিদপুর	..	..	..	..	..	..	..	..	..	১১,২৪০৲	৩৪॥০
বাখরগঞ্জ	..	১,৫৭০৲	..	৯,৫৮০৲	..	২০,১২০৲	..	৪,৯৮০৲	৸০	৫,৩৬০৲	১০১৲
ঢাকা	..	৪,৪৪০৲	..	৮,৫৭০৲	..	৭,০৭০৲	..	১৭,৯৮০৲	৭।০	১০,২৭০৲	১৪৪॥০
মেদিনীপুর	..	১,২৭০৲	..	৮,৭১০৲	..	৩,০০০৲	..	৬,১১০৲	..	১৬,৮৬০৲	৩।০
বাঁকুড়া	..	৫৫০৲	..	৭৮০৲	..	১৪০৲	..	৩,১১০৲	..	৫১০৲	॥০
চট্টগ্রাম	..	১২,৩৬০৲	..	১৫,৬৫০৲	..	৫,২৪০৲	..	৫,২৬০৲	৬০৲	৮৬০৲	..
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
নোয়াখালী	..	১,১০০৲	..	২,০২০৲	..	৭০০৲	..	২,২১০৲	১।০	৪০৲	..
বর্দ্ধমান	..	৫,৫০০৲	..	১৪,৭১০৲	..	৫,৬২০৲	..	৫,৫১০৲	..	১১,৬৭০৲	৩৯২৸০
রাজশাহী	..	৩৬০৲	..	৭০০৲	..	..	..	৯৫০৲	৮।০	৫৫০৲	৮॥০
পাবনা	..	..	..	৫০০৲	..	৭৪০৲	..	৪,৩১০৲	..	৭২০৲	।০
২৪-পরগণা	..	২৫০৲	..	২,৫৬০৲	..	১০,১২০৲	..	৭,৭৬০৲	..	৬,৪৪০৲	৬৭৪৸০
জলপাইগুড়ি	..	৬১০৲	..	২৬০৲	..	১৬০৲	..	১০,৪৮০৲	..	১,১০০৲	১৭৲
দার্জিলিং	..	১৪০৲	..	১৮,৬৫০৲	..	৬,০৬০৲	..	৪,৮১০৲	৯৲	৪,৬৬০৲	২৬।০
ময়মনসিংহ	..	২১০৲	..	১৯,২৬০৲	..	৫৪০৲	॥০	৫৯০৲	..	১,০১০৲	১২।০
ত্রিপুরা	..	২১০৲	..	২,৭১০৲	..	৫১০৲	..	১২,৩২০৲	৭৩।০	৪,৭০০৲	৫৫।০
মুর্শিদাবাদ	..	১৪০৲	..	১০০৲	..	১,৮১০৲	..	৮,০০০৲	..	৭,৫২০৲	।০
মালদহ	..	..	..	১০৲	..	৫০০৲	..	১২০৲	..	৩০০৲	৸০
বীরভূম	..	২০০৲	..	৩,০০০৲	..	১,৫১০৲	..	৯০০৲	..	৫০০৲	।০
মোট	..	৩,০০,০৬০৲	..	২,৮৯,২৭০৲	৩০৲	২,৮২,৪৯০৲	৩।০	২,৮৭,৯২০৲	৫৯৩৲	৭,১১,০৭০৲	২,৫৬৫।০

জেলা ।		নভেম্বর ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	নভেম্বর ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	ডিসেম্বর ১৯৪০ । সার্টিফিকেট ।	ডিসেম্বর ১৯৪০ । ষ্ট্যাম্প ।	জানুয়ারী ১৯৪১ । সার্টিফিকেট ।	জানুয়ারী ১৯৪১ । ষ্ট্যাম্প ।	ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ । সার্টিফিকেট ।	ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ । ষ্ট্যাম্প ।	মার্চ ১৯৪১ । সার্টিফিকেট ।	মার্চ ১৯৪১ । ষ্ট্যাম্প ।
হাওড়া	..	৪,৭৭০৲	৩২৮॥০	৮,৭২০৲	৭৬॥৶০	১,৩৬০৲	৭২৸০	১৪,৭৬০৲	৪৬।০	১৪০৲	৩১।০
হুগলী	..	৬,০০০৲	৫৩॥০	২,২২০৲	১৭॥০	৩,১১০৲	৫০৲	১,৮৬০৲	৭২৸০	৭৫০৲	৪০।০
যশোহর	..	১,১৬০৲	৪॥০	১১,৭২০৲	৩৯৸০	৩,৫৫০৲	৪১৲	৫৪০৲	৫৩৸০	৬,৯১০৲	৫৬৲
খুলনা	..	৯৫০৲	৩৪।০	১০,০৪০৲	৬৫।০	৮,১১০৲	৭৩।০	১৬,৩৭০৲	৫৮৲	৭,৭৮০৲	৯৩৸০
রংপুর	..	২,৪৬০৲	২০৲	২,৩৮০৲	..	৭,৮৯০৲	১০৲	৮৮০৲	১০৲	১১,৮১০৲	১৪৲
দিনাজপুর	..	১,৮১০৲	॥০	৪০০৲	..	৩৭০৲	৩৬৲	২৭০৲	১৭৩৸০	৩৮০৲	১২৬॥০
বগুড়া	..	২,৭০০৲	৪১॥০	২,২০০৲	৪৬।০	২,১৮০৲	২৪৸০	..	৩৬৲	১৪০৲	২১।০
কলিকাতা	..	২,০২,০৪০৲	২,৬১৮॥০	১,৮২,৯৮০৲	৪,৪১১৲	১,৫৮,৪২০৲	৩,০৮৬৸০	২,০৮,০১০৲	৩,০৯৬।০	১,৭০,১৪০৲	৩,০৮৩॥০
নদীয়া	..	১১,১১০৲	৬৲	২,৪৭০৲	২০৬৸০	১৪,৪১০৲	৩১।০	৩,৮৯০৲	৯৭॥০	৯৯০৲	৯১৸০
ফরিদপুর	..	২,৭৪০৲	৫৭।০	৪,৭০০৲	৬০॥০	৭,৯৯০৲	৮০৸০	১,২১০৲	৮৭॥০	১,৮৬০৲	৬৮।০
বাখরগঞ্জ	..	৪,৬৬০৲	১১৬৲	৪,৯৬০৲	২৫৮॥০	১৬,৯৯০৲	৩৩৬॥০	১৭,৬৮০৲	৫৭১৲	৯,১৬০৲	১৬৬৸০
ঢাকা	..	৮,০৫০৲	১৯১॥০	১০,৭১০৲	২১৬।০	৯,৮২০৲	২১৯৸০	৫,১৬০৲	১৬৮।০	১৪,৬৭০৲	২৪৬৲
মেদিনীপুর	..	১১,৮৯০৲	৩৭॥০	৮,৭৭০৲	৮৬॥০	৫,৯৬০৲	১৭১৲	৫,৫৭০৲	৮০৸০	১০,০১০৲	৯৮।০
বাঁকুড়া	..	৩৬০৲	৩॥০	৬,০৫০৲	৪০।০	১,২০০৲	৫৩॥০	১০৲	২৬।০	৩,৮৭০৲	২১৬৸০
চট্টগ্রাম	..	২,৬৭০৲	৩৮৸০	২,৯১০৲	৯৪৸০	৫১০৲	১০৫৸০	৫,৭২০৲	১১২৲	৫,১৬০৲	১৬৮৲
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
নোয়াখালী	..	২,৬১০৲	১৬৸০	১,২৬০৲	৩৩।০	১,০৭০৲	২৬৸০	২,১২০৲	৩৸০	১১০৲	২৩৸০
বর্দ্ধমান	..	৯,৭৫০৲	২৭৮।০	৭,০৮০৲	৩৮৬৲	৩,৫৫০৲	৪৫০॥০	১২,১০০৲	৫৫৩৸০	৮,৪৪০৲	৩৮২।০
রাজশাহী	..	১৮০৲	২১॥০	১,৫০০৲	৩১॥০	৩১০৲	৩৩৸০	৩০৲	৮৬৲	৪৪০৲	৪৩॥০
পাবনা	..	১৬,৫১০৲	১০৲	১০,১৪০৲	৩৪৸০	৭১০৲	১৩।০	৬১০৲	৩৩৸০	২,২৪০৲	১৬॥০
২৪-পরগণা	..	৭,৮৭০৲	১১৬৲	১০,০৭০৲	২৬৬।০	১১,১৯০৲	৩৩৮॥০	..	৩৬৬।০	৩৯,৩৯০৲	৫৩১।০
জলপাইগুড়ি	..	১,০৬০৲	৪০॥০	২,৫০০৲	১০২৸০	৪,৮১০৲	১৭৬॥০	২,১৬০৲	২৮৮॥০	৮০০৲	২১৮৸০
দার্জিলিং	..	৪,৮৮০৲	৫৭৸০	৭৪০৲	৫০।০	২,৬৯০৲	৯৮।০	৫,৫০০৲	১১২।০	৯,৫৭০৲	১২৪॥০
ময়মনসিংহ	..	৮৬০৲	৫৭৲	২৪০৲	৫০॥০	১,৭১০৲	৪২॥০	৪,১৭০৲	৭৬৲	৫,০৪০৲	৩৬৲
ত্রিপুরা	..	৬,৬৪০৲	১৬৮॥০	৩,৬৪০৲	১২২৸০	৪,৯৫০৲	১২২॥০	৪,৫৮০৲	২০১।০	২৮,১৯০৲	২,০১।০
মুর্শিদাবাদ	..	২০৲	১।০	২৬০৲	১।০	৫,১৭০৲	৬৲	২,৮৬০৲	॥০	৭,০৩০৲	৭৲
মালদহ	..	১,৭০০৲	২৸০	৪০০৲	২৸০	১৮০৲	..	৮০৲	..	১,৯০০৲	..
বীরভূম	..	২০৲	২৬।০	৩,০২০৲	৭৲	১,৬৬০৲	৯৲	১,৫৭০৲	১৪॥০	২০০৲	৬॥০
	..	৩,১৬,৬০০৲	৪,১৩৬॥০	৩,০০,৭৭০৲	৬,৭৫৮৶০	৩,৮১,৬৮০৲	৫,৫৭৭৸০	৩,৭২,১১০৲	৫,৪৩২॥০	৩,৫৫,৯৬০৲	৬,৩০৯৸০

১৯৪০ সালের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট সেভিংস্ সার্টিফিকেট ২৯,৫৩,২৮৩৲ টাকার ও সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প ৩৮,৫০৬৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে।

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগার

বাঙলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-বিবরণী

বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিরোধ আইন, বেঙ্গল চিলড্রেন্স অ্যাক্ট, বেঙ্গল বোর্ষ্টাল স্কুল অ্যাক্ট ও রিফর্মেটরী স্কুল অ্যাক্টের প্রয়োগ সম্পর্কীত কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বিগত ১৯৩৯ সনে কলিকাতার অভিযুক্ত বালক-বালিকাদের কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে ৫,৯৫৬ জনের বিচার হয়। ইহাদের অধিকাংশই কলিকাতা পুলিশ আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল; বেঙ্গল চিলড্রেন্স অ্যাক্ট অনুসারে ২১ জন, বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিবারণ আইন অনুসারে ৯ জন, চুরি ও অন্যান্য অপরাধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ভারতীয় রেলওয়ে আইনের বিভিন্ন ধারা অনুসারে প্রায় ৩২৫ জন অভিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ৭৬ জনকে বিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য কারাগারে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশিষ্ট বালক-বালিকাদিগকে হয় অর্থদণ্ডে দণ্ডিত কিম্বা সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বা অভিভাবকগণের হেফাজতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালকদের জন্য আলিপুরে যে রিফর্মেটরী শিল্প বিদ্যালয় আছে, উহার সমস্ত ব্যয়ভার গভর্ণমেণ্ট বহন করিয়া থাকেন। মুক্তি ফৌজের পরিচালনাধীনে বেহালার উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম নামক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত যে প্রতিষ্ঠান আছে, উহাতে বালিকাদের চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বঙ্গীয় পতিতাবৃত্তি নিরোধ ও বঙ্গীয় চিলড্রেন্স অ্যাক্টের বিধান অনুসারে নিম্নোক্ত স্থানগুলি বালক-বালিকাদিগকে আটক রাখার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে :—

(ক) গোবিন্দ কুমার হোম, পানিহাটি;

(খ) মুক্তি ফৌজ উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হোম, বেহালা;

(গ) কলিকাতা প্রোটেষ্টাণ্ট হোম (কেণ্ডাল হোম);

(ঘ) সোসাইটি ফর দি প্রোটেক্শন অব চিলড্রেন ইন ইণ্ডিয়া, কলিকাতা;

(ঙ) অল বেঙ্গল উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন।

নিম্নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যবিবরণী প্রদত্ত হইল :—

আলিপুরের সংযুক্ত রিফর্মেটরী এবং শিল্প বিদ্যালয়ে ১৯৪টি বালকের স্থান আছে। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আরও অধিক সংখ্যক বালকের স্থান সঙ্কুলানের জন্য ইহাকে টালিগঞ্জে স্থানান্তর করা সম্পর্কীত প্রস্তাবটি এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন।

আলোচ্য বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে রিফর্মেটরী স্কুল ও শিল্প বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ১৯৭ এবং ৭২টি বালক ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে উহাদের সংখ্যা সর্ব্বমোট ২৭৭ ছিল। আলোচ্য বৎসর রিফর্মেটরী স্কুলে ৫৩টি এবং শিল্প বিদ্যালয়ে ২৪টি নূতন বালক স্থান লাভ করে। ইহাদের মধ্যে ৭৫টি বালক চুরি ও সে জাতীয় অপরাধে দণ্ডিত। মোট বালকদের ১৪২টি হিন্দু, ১২৪টি মুসলমান এবং ৩টি খৃষ্টান। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর রিফর্মেটরী স্কুল হইতে ৪৩ এবং শিল্প বিদ্যালয় হইতে ৭টি বালককে মুক্তি প্রদান করা হয়। বিশেষ সর্ত্তাধীনে রিফর্মেটরী স্কুলের ১৬ এবং শিল্প বিদ্যালয়ের ১টি বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত বালকদিগকে শিক্ষা দান করা হইয়াছে। টিন ও লোহার কারিগরী, সুতার বিভিন্ন কাজ, বয়ন শিল্প এবং সেলাই-এর কাজও উহাদিগকে শেখানো হইয়াছে। অনুমোদিত পাঠ্যতালিকা অনুসারে বাঙলা, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় যথাক্রমে বালকদের শিক্ষা দেওয়া হয়। বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক। দৈহিক ও ধর্মীয় শিক্ষালাভ ও অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ সুবিধা আছে। যে সকল বালকের আচরণ ভাল, তাহাদিগকে ছুটির দিনে ও অন্যান্য উপলক্ষে বাড়ী যাইতে এবং দর্শনীয় স্থানে যাইতে দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা খুব সুফল প্রদান করায় উহা আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। বালকদিগকে ভাল খাইতে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকে বলিয়া ইহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভাল।

উক্ত বিদ্যালয় দুইটির জন্য আলোচ্য বৎসর ৬০,১২৪৲ টাকা এবং ১৯৩৮ সনে ৬০,২৪৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

হাজারীবাগ রিফর্মেটরী স্কুল।—বাঙ্লার জেলা কোর্ট কর্ত্তৃক দণ্ডিত বালকদিগকে হাজারীবাগ রিফর্মেটরী স্কুলে প্রেরণ করা হয়। ইহা বিহার সরকারের শাসনাধীন। ১৯৩৯ সনে বাঙ্লা হইতে উক্ত বিদ্যালয়ে ৪৬টি বালক প্রেরিত হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর বাঙ্লার দণ্ডপ্রাপ্ত ৫টি বালককে রিফর্মেটরী স্কুল অ্যাক্টের ১৩ (২) ধারা অনুসারে উক্ত স্কুল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

গোবিন্দ কুমার হোম

এ প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় বালিকাদিগকে গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৮১; বয়স ৩ হইতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৯০টি বালিকা ছিল। ইহাদের সকলেই হিন্দু এবং ৩টি ব্যতীত অবশিষ্ট মেয়েরা বাঙালী। আলোচ্য বৎসর মাত্র ৪টি নূতন মেয়ে হোমে ভর্ত্তি হয়। "হোমের" সংলগ্ন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে বয়ন ও সীবন শিল্প শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। "হোম"এর জন্য গতবৎসরে ১৩,৫২২৲ টাকা খরচ হইয়াছে, তন্মধ্যে ৮,১৭৪৶০ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে।

মুক্তি ফৌজ নারী-শিল্প ভবন, বেহালা

ইহাও ভারতীয় নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। উহাতে ১২০ জনের স্থান আছে। ১৯৩৯ সনের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইহাতে ৮১টি বালিকা ছিল। এ বৎসর বিচারালয় কর্ত্তৃক ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা দুইটি বাঙালী বালিকাকে এখানে প্রেরিত হয়। অধিকাংশ বালিকাই লেখাপড়ায় বেশ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। পুঁথিগত বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে সেলাই এবং ঘরকন্নার কাজ শেখানো হয়। আলোচ্য বর্ষে ইহা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সর্ব্বমোট ৩,৮৫৪৲ পাইয়াছে।

কলিকাতা প্রোটেষ্ট্যাণ্ট হোম

ইহা ইউরোপীয় এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নারী ও বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত। নিরাশ্রয়া ও বিপন্না নারী ও বালিকারা ইহাতে স্থান পাইয়া থাকে। ১৯৩৯ সনে হোমে ইহাদের সংখ্যা ছিল ৯০ মাত্র।

সোসাইটি ফর দি প্রটেক্শন অব্ চিল্‌ড্রেন

আলোচ্য বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ৯৭টি বালক ও ১২১টি বালিকা ছিল। সোসাইটি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১,৬০০৲ সাহায্য পাইয়াছে।

অল্-বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন

বৎসরের শেষে ইউনিয়নে ১৮টি বালিকা ছিল। ইউনিয়নে নূতন ভর্ত্তির সংখ্যা মাত্র ছিল। তন্মধ্যে দুইটি হিন্দু এবং একটি মুসলমান। বালিকাদিগকে সাধারণ শিক্ষা, বয়ন ও সীবন শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তাহারা গার্ল্ গাইড্-এর শিক্ষাও লাভ করিয়াছে। ইহাদের স্বাস্থ্য মোটামুটিভাবে ভাল। আলোচ্য বৎসর ইউনিয়ন ১৫০৲ সরকারী সাহায্য এবং মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট হইতে ৫০০৲ লাভ করিয়াছে।

বোর্ষ্টাল স্কুল, বাঁকুড়া

বিগত ১৯২৮ সনে বোর্ষ্টাল স্কুল আইনটি পাশ হওয়ার পর হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৯ সনের কার্য্যাবলী বেশ সন্তোষজনক। ইহাতে ২৪৮ জনকে রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর ভর্ত্তির সংখ্যা ১১০ মাত্র। বিভিন্ন কারণে উক্ত বৎসর ১১২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সুতরাং বৎসরের শেষে ২৪৬ জন অবশিষ্ট ছিল।

বালকদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও ইচ্ছানুসারে বেতন-ভোগী লোকের শিক্ষাধীনে তাহাদিগকে অর্থকরী বিদ্যা শেখানো হইয়াছে। প্রত্যেককে অন্ততঃপক্ষে একটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। একটি বালক প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই সুখের বিষয় যে, সে এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছে। ৭৯টি বালক ভর্ত্তির সময় মোটেই লেখাপড়া জানিত না, কিন্তু ভর্ত্তির পর তাহারা লিখিতে পড়িতে এবং অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। প্রত্যহ বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকদিগকে যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠান উদ্‌যাপনের জন্য সুযোগ-সুবিধা দান করা হয়।

বেঙ্গল আফ্‌টার-কেয়ার এসোসিয়েশন

আলোচ্য বৎসর এসোসিয়েশনের হোষ্টেলে ১৩২টি নূতন ছেলে ভর্ত্তি হয়, তন্মধ্যে বোর্ষ্টাল স্কুল হইতে ৮০ এবং রিফর্মেটরী স্কুল হইতে ৩৩টি। ছেলেদের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নয়। নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক দিয়া স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। নিয়মিতভাবে বিশ্রাম গ্রহণ এবং কখন কখন অন্যত্র বেড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এসোসিয়েশন আলোচ্য বৎসর ২,৪০০৲ সাহায্য লাভ করিয়াছে।

বেঙ্গল চিলড্রেন্স অ্যাক্ট ও পতিতাবৃত্তি আইনের বিধান অনুসারে দণ্ডিত ৩১৪টি বালক বালিকাকে দুইজন মহিলা ও দুইজন পুরুষ পর্য্যবেক্ষণ-অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল। ইহারা নিয়মিতভাবে বালক বালিকাদের কাছে যাইয়া তাহাদিগকে সৎপরামর্শ দান করিয়া এবং তাহাদের উপর নৈতিক প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করেন। পর্য্যবেক্ষণাধীন বালক বালিকাদের অধিকাংশের আচরণে যথেষ্ট উন্নতি পরিদৃষ্ট হইতেছে। আশা করা যায়, উক্ত অফিসারগণের পরিচালনাধীনে ইহাদের অনেকে ভবিষ্যতে সমাজের বিশেষ কাজে আসিবে। বালক বালিকাদের আচরণে কোন উন্নতি হইতেছে কিনা দেখিবার উদ্দেশ্যে সেণ্ট্রাল চিলড্রেন্স কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট কখন কখন ইহাদের নিকট গিয়া থাকেন। (প্রেস-নোট)

যুদ্ধ-বন্দীদের ডাক

জেনেভায় পাঠাইতে হইবে

যুদ্ধ-বন্দীদের যে সকল আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব তাহাদের বন্দীশালার ঠিকানা জানেন না, তাঁহারা এজেন্সে সেন্ট্রাল দ্য প্রিজনিয়ের্স দ্য গুয়েরে, জেনেভা, সুইজারল্যাণ্ড (Agence Centrale de Prisonniers de Guerre, Geneva, Switzerland) এই ঠিকানায় বন্দীর সৈন্যদলের নাম ও নম্বর উল্লেখ করিয়া এবং নিজেদের ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিবেন। চিঠি ও পার্শ্বেলের উপর "যুদ্ধ বন্দীর ডাক" এই কথাটি লিখিয়া দিতে হইবে এবং সাধারণ চিঠি বা পার্শ্বেলের ন্যায়ই উহাদের ডাকে দিতে হইবে। উহাতে কোনরূপ ডাকটিকিট লাগাইবার প্রয়োজন নাই।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জার্ম্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত

আমেরিকার সামুদ্রিক মহলের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ নৌবহরের সংলগ্ন একখানি বিমানপোত জার্ম্মাণ লাইনার "এলব"কে আটলান্টিক মহাসাগরে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ লাইনারখানি নিমজ্জিত হইয়াছে। "এলব" ৯ হাজার টনের জাহাজ ছিল।

গোলাবারুদ বোঝাই ট্রেণ বিনষ্ট

২৫শে জুন বুধবার বৃটিশ বোমারু বিমানপোতের আক্রমণে হাজেব্রুকের ইয়ার্ডে একখানি গোলাবারুদ বোঝাই ট্রেণ বোমার আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। সাতখানি জার্ম্মাণ জঙ্গী বিমানকে ভূপাতিত করা হইয়াছে।

ডাচ নৌ-বিভাগের সাফল্য

ডাচ নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিতেছে যে, একখানা ডাচ সাবমেরিণ শত্রুর ৭ হাজার টনের তৈলবাহী জাহাজ ও একখানা পাঁচ হাজার টনের যোগানদার জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

মাল্টায় বিমান-যুদ্ধ

একখানি সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে জুন মাল্টার উপর এক বিমান যুদ্ধে তিনখানি ইটালীয় জঙ্গী প্লেন ভূপাতিত হইয়াছে এবং একখানি ইটালীয় বোমারু প্লেন গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

তুর্কী জাহাজ নিমজ্জিত

একখানি অজ্ঞাতপরিচয় সাবমেরিণ তুর্কী জাহাজ বিকার উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করে। ফলে মোট ২০১ জন যাত্রীর মধ্যে ১৭৩ জন সহ জাহাজখানি নিমজ্জিত হয়। টর্পেডোর আঘাতে জাহাজখানি বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। জাহাজ হইতে মাত্র একখানি লাইফ বোট নামানো সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহাতে মাত্র ২৮ জন যাত্রীর জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

জাহাজে ১০০ শত জন তুর্কী নৌ-অফিসার ছিলেন এবং ইঁহারা ইংলণ্ড অভিমুখে যাইতেছিলেন।

তীব্রতর রুশ-জার্ম্মাণ সংঘর্ষ

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং-এর আঙ্কারাস্থ সংবাদদাতা ২৬শে জুন প্রাতঃকালে এক বেতারবার্ত্তায় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্ব প্রুশিয়া হইতে বুকোভিনা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জার্ম্মাণরা সমান শক্তিতে ও সমান বিক্রমে ৮টি স্থানে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

কীভ (ইউক্রাইনের রাজধানী) অন্ততঃ দুইটি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা রাশিয়ান ঘাঁটির মধ্যে কোন দুর্ব্বল অংশ খুঁজিয়া পায় নাই।

জার্ম্মাণ বেতার মারফতে পূর্ব্ব রণক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রত্যাক্ষদর্শীর বিবরণ প্রচার প্রসঙ্গে স্বীকার করা হইয়াছে যে, অগ্রসর হইবার জন্য জার্ম্মাণদিগকে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইতেছে এবং রাশিয়ানরা তীব্রভাবে বাধা প্রদান করিতেছে। রাশিয়ানরা যে এভাবে বাধা প্রদান করিবে, তাহা পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা আশা করিতে পারে নাই।

রাশিয়ানরা যে পুনরায় বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাইতেছে, তাহাও বেতার বার্ত্তায় স্বীকার করা হইয়াছে।

ফিনল্যান্ডে সংগ্রাম

স্টকহোমের একটি এসোসিয়েটেড প্রেসের বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, ২৫শে জুন বুধবার দিন শত্রুর মোটরচালিত বাহিনী ফিনল্যান্ড ও কারেলিয়া এলাকায় তাহাদের আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছিল। দিনের বেলা যে সংবাদ পাওয়া যায়, সোভিয়েট বিমানপোত এই অঞ্চলে শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহিত সাফল্যের সহিত লড়িয়াছিল। একটি অঞ্চলে শত্রু ট্যাঙ্ক ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বুখারেষ্টে বোমাবর্ষণ

বার্লিন হইতে সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন যে, রাশিয়ান প্লেনসমূহ দুইবার বুখারেষ্টে হানা দিয়াছিল।

হেলসিঙ্কি হইতে সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ দক্ষিণ ফিনল্যান্ডের তুরকু বন্দরে হানা দিয়াছিল।

রুশ-রণক্ষেত্রে ইটালীয় সৈন্য

রোমের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, একটি ইটালীয় ডিভিশন পরিদর্শনের নিমিত্ত মুসোলিনী বিমানপোতযোগে ভেরোনা যাত্রা করিয়াছিলেন। এই ডিভিশনটি রাশিয়ান রণক্ষেত্রে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সিরিয়ায় মিত্র-বাহিনীর সাফল্য

সিরিয়ায় বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ সুদৃঢ় দুর্গাদি-সমন্বিত পালমিরা শহরের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। স্বাধীন ফরাসী সৈন্যরা দামেস্কের উত্তরে নাবাক দখল করিয়াছে এবং দামেস্ক শহরের ৩৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ওটাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

মার্জ-আইয়ুন অঞ্চলে টহলদার অশ্বারোহী সৈন্যদের সহিত ভিসি সৈন্যদের সংঘর্ষ হইতেছে এবং ১২০ জন সার্কাসিয়ান সৈন্য বৃটিশ সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্টের রাজধানী ত্যাগ

সোভিয়েট বিমানবহরের আক্রমণের পর রুমানিয়া গভর্ণমেণ্ট বুখারেষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন।

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, হাল্কা কামান ও বটিকা বাহিনীর সহায়তায় জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী একটি সোভিয়েট বিমানঘাঁটি দখল করিয়াছে।

ইষ্টকহলম হইতে ভিসিতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বাহিনী ল্যাটভিয়ার রাজধানী রিগা দখল করিয়াছে।

মিনস্ক অভিমুখে জার্ম্মাণ অভিযান

জার্ম্মাণ যান্ত্রিক বাহিনী সোভিয়েট-অধিকৃত পোল্যাণ্ড হইতে ১৯৩৯ সালের সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হোয়াইট রাশিয়ার রাজধানী মিনস্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

একখানি সোভিয়েট এপতেহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ানরা প্রুট নদী অতিক্রম করিয়া উত্তর বুকোভিনা ও বেসারাভিয়ায় প্রবেশের নিমিত্ত যে সমস্ত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা রাশিয়ান সৈন্যেরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

৫০ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ানরা জার্ম্মাণদের দুই-তৃতীয়াংশ বিমানপোত ও প্রায় দ্বিগুণ ট্যাঙ্ক এই যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভের সময় রাশিয়ানদের প্রথম লাইনে আনুমানিক ৪,০০০ হাজার বিমানপোত ছিল। অন্যপক্ষে জার্ম্মাণদের ছিল প্রায় ৬,০০০ হাজার। ইহা ছাড়া জার্ম্মাণদের হাতে আরও অসংখ্য রিজার্ভ বিমানপোত ছিল।

ইউরোপের এই দুই মহাশক্তির যুদ্ধে সমভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছে। সৈন্যসংখ্যায় উভয় পক্ষেই প্রায় সমান।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরী

বুডাপেষ্টের একখানি সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হাঙ্গেরী নিজেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধরত বলিয়া মনে করিতেছে।

তোব্রুকের সংগ্রামে বৃটিশের সাফল্য

লিবিয়ার অন্তর্গত তোব্রুকে সেনাওয়া ঘাঁটি অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যদের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আবিসিনিয়ায় ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান চলিতেছে।

ফরাসী মালবাহী জাহাজ ধৃত

একখানি বৃটিশ ক্রুজার দক্ষিণ আটলান্টিকে ফরাসী মালবাহী জাহাজ 'ইন্দো চিনোয়'কে (৬,৫০০ টন) পাকড়াও করিয়াছে। ফরাসী জাহাজের নাবিকগণ জাহাজখানিকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

৬ দিনে ১০৮ খানি শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত

রাজকীয় বিমানবহর উত্তর ফ্রান্সে অভিযানের সময় ২৭শে জুন ৯ খানি নাৎসী প্লেনকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

ছয় দিনে এই সমস্ত অভিযানে শত্রু পক্ষের মোট ১০৮ খানি বিমানপোত বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। অন্যদিকে বৃটিশের ১৯ খানি বিনষ্ট হইয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদের তীব্র সংগ্রাম

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ হইতে ২৮শে জুন প্রাতঃকালে প্রকাশিত সামরিকের এক এপতেহারে বলা হইয়াছে যে, শাউলাই, ভিলনা এবং বারানোভিচ এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী সংগ্রাম করিতে করিতে তাহাদের পূর্ব্ব-প্রস্তুত ঘাঁটিতে সরিয়া আসিতেছে। কয়েকটি অঞ্চলে রুশীয় সৈন্যরা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং লুক ও লাভ অঞ্চলে শত্রুদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছে।

যুদ্ধকালে বহু সংখ্যক শত্রুসৈন্য বন্দী ও সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ রেজিমেণ্ট নির্ম্মূল

মস্কোর এক এপতেহারে জানা গিয়াছে যে, বেসারাবিয়ায় একটি সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী একটি জার্ম্মাণ রেজিমেণ্টকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

উভয়পক্ষের পরস্পর বিরোধী দাবী

জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া দাবী করা হইয়াছে যে, রুশিয়ার ৪,০০০ বিমান, ২,৩৩২ সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক ও বহু অস্ত্র-শস্ত্র বিনষ্ট বা দখল করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪০,০০০ রুশীয় সৈন্য বন্দী করারও দাবী করা হইয়াছে। রুশীয় পক্ষ হইতে এই দাবী মিথ্যা বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ৩০,০০০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য বন্দী হইয়াছে; জার্ম্মাণদের প্রায় ১,২০০ বিমান ও ৯০০ ট্যাঙ্ক বিনষ্ট করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের মিনস্ক অধিকারের দাবী

কলম্বিয়া ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, ৩০শে জুন জার্ম্মাণ রেডিওতে সোভিয়েটের আবার মিনস্ক অধিকারের সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে।

লেম্বার্গ পতনের সংবাদ

জার্ম্মাণ সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী দাবী করিতেছে যে, জার্ম্মাণ সৈন্যগণ ৩০শে জুন লেম্বার্গ অধিকার করিয়াছে।

রুশীয় সেনাদের বীরত্ব

টাস এজেন্সির প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ন একটি সোভিয়েট সৈন্যদলের প্রতি দুই দফা ধরিয়া আক্রমণ চালায়। আক্রমণের প্রচণ্ডতা নিঃশেষিত হইলে, রুশীয় সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ করে। জার্ম্মাণ সৈন্যগণ পর্য্যুদস্ত হইয়া অস্ত্রত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণ করে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় ঋণ-সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

ময়মনসিংহ—

সিরাজপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৯৪নং মামলায় খাতকের নাম রাম-কুমার কপালী; ১নং মহাজন গিরীশচন্দ্র কপালী রেজেষ্টী করা বন্ধকী অনুসারে শতকরা মাসিক আট আনা সুদে ১,৫০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করে। মহাজন সুদ বাবদ এ পর্য্যন্ত মাত্র ১০৲ টাকা পাইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার প্রাপ্য দাঁড়াইয়াছে ২৪২২॥০। বোর্ডের চেষ্টায় মাত্র ৭৫০৲ টাকা নগদ প্রদান করিয়া খাতক ঋণমুক্ত হয়।

সিঙ্গুলা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৯৬নং মামলায় খাতক মেছু মোহেন এবং আরও অনেকে, এবং মহাজন মহেন্দ্রচন্দ্র সাহা ও অপর দশজন ব্যক্তি। ১নং মহাজন মহেন্দ্রচন্দ্র সাহা সাধারণ খতের উপর ৩৮৲ টাকা ঋণ প্রদান করে এবং তাহার দাবীর পরিমাণ হয় ৭৬৲ টাকা। সুদ হিসাবে সে এ পর্য্যন্ত মাত্র ৮৲ টাকা পাইয়াছে। সাব্যস্ত হয় যে, কিস্তিতে ২০৲ টাকা প্রদান করিলেই খাতক ঋণ-মুক্ত হইবে।

আড়াইবাড়ীয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ২১৭ নং মামলায় খাতক করিম বক্স এবং তাহার দুই ভ্রাতা; মহাজন বীণাপাণি চৌধুরাণী। বন্ধকী খতের উপর ৬০০৲ টাকা ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল। মহাজন সুদ হিসাবে এ পর্য্যন্ত ৯৬৬৲ টাকা পাইয়াছে, তথাপি তাহার দাবীর পরিমাণ ১১৯৭॥৴১৫। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,২০০৲ বলিয়া সাব্যস্ত করেন। পরে নগদ ১০০৲ টাকা প্রদানে সমস্ত মিটমাট হইয়া যায়।

যশোদল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১০০নং মামলায় খাতক ১·৭৪ একর জমি বন্ধক রাখিয়া ৩২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণদানের সর্ত্ত এই হয় যে, মহাজন জমি ভোগদখল করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিবৎসর সুদ এবং আসল হইতে ১০৲ টাকা ছাড়িয়া দিবে। সাত বৎসর এইভাবে জমি ভোগদখল করিবার পর মহাজন পুনরায় খাতককে ৪৫০৲ টাকা ধার দেয়। এই সময় পূর্ব্বের ঋণের মধ্যে ৭৫০৲ টাকা বাকি ছিল। এই উভয় ঋণের পরিমাণ একত্র করিয়া মহাজন নিজের নামে ৭০০৲ টাকার এক কবুলিয়ৎ করিয়া নেয়। বর্ত্তমানে স্থির হয় যে, সুদ ব্যতীত মহাজন বার্ষিক পাঁচ টাকা করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এই ঋণের মীমাংসা নগদ ৪৬॥৴ আনায় হইয়া যায় এবং খাতককে তাহার জমি প্রত্যর্পণ করা হয়। এই মামলায় খাতকের নাম মরমনা খাতুন বিবি এবং মহাজনের নাম খতিব বেপারী।

কালিয়াজুরী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১৪৯ নং মামলায় মহাজন ১·৩০ একর জমি বন্ধক রাখিয়া ৬৫০৲ টাকা ধার দেয়। মহাজন দশ বৎসর কাল জমি ভোগদখল করে এবং বোর্ড মীমাংসা করে যে, তাহার ফলে ৬৫০৲ টাকা পুরা-পুরি শোধ হইয়া গিয়াছে। তৎপর খাতককে তাহার জমি প্রত্যর্পণ করা হয়।

১৯৪০ সালের ১নং মামলায় খাতক সৈয়দ আব্দুল কদ্দুস এবং মহাজন অভিলাষ ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেকে।

এই মামলায় একাধিক মহাজনের সহিত মীমাংসা সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া মামলাটি ঋণ-সালিসী বোর্ড হইতে মামলা স্থানান্তরিত করা হয়। মহাজন অভিলাষ ভট্টাচার্য্য ৪১৫৮৷৷০ আনার ডিক্রী পায়। তন্মধ্যে দাবীর পরিমাণ ছিল ৩,৭০০৲ এবং খরচ-খরচা বাবদ প্রাপ্য হইয়াছিল ৪৫৮৷৷০ আনা। কিন্তু খাতকের আয় কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মহাজন ডিক্রীর টাকা কিছু কমাইতে রাজী হয়। সালিসীতে স্থির হয় যে, ২০টি বার্ষিক কিস্তিতে ১,৭০০৲ টাকা প্রদান করিলে খাতক ঋণমুক্ত হইবে।

আশুগঞ্জ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫১নং মামলায় খাতক শিবনাথ সরকার, মহাজন অভয়চরণ সরকারের নিকট হইতে তিনটি খতের বলে ১,৫৪২৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খতগুলির বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(ক) ভোগরেহাণী দলিলে ১,০০০৲ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। সর্ত্ত ছিল মহাজন ১·৬৬ একর জমি সুদের পরিবর্ত্তে ভোগ দখল করিবে।

(খ) ভোগরেহাণী দলিলে ১৭৫৲ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। সর্ত্ত ছিল মহাজন সুদের পরিবর্ত্তে ·৪১ একর জমি ভোগদখল করিবে।

(গ) ২০০৲ টাকা ধার দেওয়ার জন্য মহাজন আর একটি কিস্তিবন্দী দলিল লিখাইয়া লইয়াছিল। ১৩৪২ সালের চৈত্রমাসে এই ঋণ প্রদান করা হয়। সর্ত্ত ছিল এই যে ১৩৪৩ হইতে ১৩৫২ সালের মধ্যে ২০টি সমপরিমাণ বার্ষিক কিস্তিতে সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দলিল কার্য্যকরী করার পর খাতক একটি টাকাও শোধ করে নাই। মহাজন অভয়চরণ সরকার বোর্ডের সমুখে তাহার দাবীর পরিমাণ ১,৫৪২৲ বলিয়া জানায়। বোর্ড সমস্ত ঋণের পরিমাণ ৩৫০৲ টাকা বলিয়া স্থির করে। বোর্ড মহাজনের দাবীর পরিমাণ পরে ৯০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং স্থির হয় যে, মহাজন খাতকের ২·১০ একর জমি ১৩৪৮ সনের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ভোগদখল করিলেই উক্ত টাকা শোধ হইয়া যাইবে। ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ খাতক তাহার জমি ফিরিয়া পাইবে এইরূপ মীমাংসা হয়। কাজেই এই নূতন সনে খাতকের কোন ঋণ থাকিবে না। উপরন্তু সে ২·১০ একর জমির মালিক হইবে।

পাবনা—

সাথিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৩৯/৭নং মামলায় খাতক সাধু মোল্লা এবং মহাজন রাসবিহারী সেন।

সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া খাতক মহাজনের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ করে। মহাজন ১,১৩০৲ টাকা তাহার দাবীর পরিমাণ বলিয়া জানায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,০০০৲ টাকা সাব্যস্ত করে। পরে নগদ ১৪১৲ টাকা প্রদান করিয়া খাতক ঋণমুক্ত হয়।

নোয়াখালী—

সোনাগাজী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৪৯।৪নং মামলায় দাবীর পরিমাণ ছিল ১,৫০০৲ টাকা। আসলের পরিমাণ ছিল ৪০০৲ টাকা এবং ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হয় ৮০০৲ টাকা। খাতক অত্যন্ত গরীব বলিয়া মহাজন মামলায় ৫৲ টাকা গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে সম্মত হয়। এই মামলায় পরস্পর উভয়ের মধ্যে বহিঃস্থ পূর্ব্ববৎ বজায় রহিয়াছে।

কর্ণফুলী ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ১৭৩।৮নং মামলায় মহাজন কবলামূলে খাতকের নিকট ১৫০৲ টাকা পাইত। বোর্ড উভয়ের মধ্যে সালিসী করিয়া স্থির করে যে, নগদ ৪০৲ টাকা প্রদান করিলে খাতক তাহার জমিজমা ফেরৎ পাইবে। উক্ত জমিজমা মহাজন বার বৎসর কাল ভোগদখল করিয়াছে।

রংপুর—

শিবপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমার নং ৬৪।১৯৩৮। কমর উদ্দিন মণ্ডল, খাতক, বনাম হাফেজ উদ্দিন মীর, মহাজন।

খাতক খতমূলে এই মহাজনের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, বোর্ড ১৮ ধারার বিধানমত ২০০৲ টাকা ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন, মহাজন শেষে বোর্ডের অনুরোধে সুদ ১০০৲ টাকা ও আসল ২০৲ টাকা বাদ দিয়া মাত্র ৮০৲ টাকা ১০ বৎসরের কিস্তিতে লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

মোকদ্দমার নং ১৯।১৯৩৭। আসরফুল্লা মণ্ডল, খাতক, বনাম অমের আলী সরকার ও রহমান আলী আকন্দ, মহাজন।

প্রথম মহাজনের আদালতের ডিক্রীর বাবদ ২২৮৷৷৶ পাই পাওনা ছিল। বোর্ড ১৮ ধারার বিধান মত ঐ টাকাই সাব্যস্ত করেন। বোর্ডের অনুরোধে মহাজন পরে মাত্র ১২০৲ টাকা ২০ বৎসরের কিস্তিতে লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাজনের ও আদালতের ডিক্রীর বাবদ ১৪৩।৶৬ পাই পাওনা ছিল। তিনিও বোর্ডের অনুরোধে মাত্র ৫৩৲ টাকা ১৩ বৎসরের কিস্তিতে লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

মোকদ্দমার নং ১৭।১৯৩৯। এনায়তুল্যা আকন্দ, খাতক, বনাম রজবাত খান, মহাজন।

খাতক ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে এই মহাজনের নিকট হইতে রেহাণী খত মূলে ২০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। বিভিন্ন তারিখে খাতক মহাজনকে সুদ বাবদ ১৭৪৲ টাকা দেয়। বোর্ড ১৮ ধারার বিধানমত ১৪৬৲ টাকা ঋণ সাব্যস্ত করেন। পরে বোর্ডের অনুরোধে মহাজন মাত্র ৩০৲ টাকা নগদ লইয়া খাতককে ঋণ মুক্তি দিয়াছেন।

মোকদ্দমার নং ২৮।১৯৩৭। সোবহান আলী প্রধান, খাতক, বনাম মৌলবী ভোলানাথ পূর্ণচন্দ্র দাস, মহাজন।

এই মহাজনের খাতকের নিকট আদালতের ডিক্রীর বাবদ ৫২৮৷৷০ আনা পাওনা ছিল। মহাজন বোর্ডের অনুরোধে ডিক্রীর মধ্যে ১০৩৷৷০ আনা বাদ দিয়া ৪২৫৲ টাকা ১২ বৎসরের কিস্তিতে লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

মোকদ্দমার নং ১০৫।১৯৩৯। বরান উদ্দিন সরকার, খাতক, বনাম অক্ষয় কুমার প্রামাণিক, মহাজন।

খাতক মহাজনের নিকট হইতে খতমূলে ২১৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল। ১৮ ধারার বিধানমত বোর্ড ৪২৲ টাকা ঋণ নির্দ্ধারণ করে। পরে বোর্ডের অনুরোধে মহাজন ২১৲ টাকা ২০ বৎসরের কিস্তিতে লইতে স্বীকার করিয়াছেন।

মোলেন এলপ্স ও বার্ট কিঙস্‌লেভের নাম যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্রের পাঠকদের নিকট সুপরিচিত। বর্ত্তমানে সেই অপেক্ষা কাজ করাই বেশী দরকারী মনে করিয়া উঁহারা লেখা বন্ধ করিয়াছেন এবং যথাক্রমে নৌ-সৈন্যের বিভাগাধিনী ও সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিয়াছেন।

পল্লী-সংগঠন

[মিঃ নৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম-এ লিখিত]

(গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

এইবার পরিকল্পনাটির কথা বলা যা'ক। পরিকল্পনাটি এইরূপ হ'তে পারে—

প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করে পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপন করা দরকার। এই সমিতিগুলি সজ্ঘবদ্ধ হ'য়ে থানা সমিতি, থানা সমিতিগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে জেলা সমিতি গঠন করবেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ এই সংগঠনে উদ্যোগী হলে ভালো হয়।

প্রাথমিক সমিতিগুলি ছোট ছোট কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে কাজ করবেন। প্রত্যেক কেন্দ্রে ৫ জন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক সভা থাকবে। এই পরিচালক সভা একজন কর্ম্মসচিব ও একজন সহকারী কর্ম্মসচিব নির্ব্বাচিত করবে। প্রতি তিন মাস অন্তর কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব কার্য্যের একটি বিবরণী কেন্দ্রীয় প্রাথমিক সমিতিতে দাখিল করবে। প্রাথমিক সমিতিগুলি থানা সমিতিতে, থানা সমিতিগুলি জেলা সমিতিতে ত্রৈমাসিক বিবরণী দাখিল করবে।

প্রাথমিক সমিতির প্রত্যেক কেন্দ্রের পরিচালক সভা একটি স্বেচ্ছাসেবকদল সংগঠন করে নিম্নলিখিত পরিকল্পনানুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম বর্ষ।

১। জঙ্গল পরিষ্কার।—জঙ্গল সমস্যা বহু গ্রামের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। সেইজন্য এইদিকে প্রথমেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রসমূহ নিজ নিজ এলাকার জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলির একটি তালিকা করবেন। তারপর নিম্নলিখিতভাবে কার্য্য করবেন :—

(ক) ব্যক্তিগত জমি।—গ্রামে বহু পতিত জমি জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে। এই সমস্ত জমির মালিকদের অনেকে গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা ন'ন, অনেকে এতো দরিদ্র যে এই সকল জমির জঙ্গল পরিষ্কার করার ও পরিষ্কার রাখার প্রাথমিক ব্যয়বহনে অক্ষম। যাঁরা সক্ষম,—কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁদের সাধ্যমতো বুঝিয়ে জঙ্গল কাটাতে স্বীকৃত করবেন। যদি তাঁরা রাজী হ'ন, তা' হ'লে স্বেচ্ছাসেবকরা স্বল্প পারিশ্রমিকে তাঁদের জঙ্গল পরিষ্কার করে দেবেন, এবং পারিশ্রমিকলব্ধ অর্থ কেন্দ্রের ভাণ্ডারে দিবেন। তাঁরা যদি রাজী না হ'ন তা' হলে ইউনিয়ন বোর্ড তাঁদের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। যাঁরা জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যয় বহনে অক্ষম, স্বেচ্ছাসেবকরা বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের জঙ্গল পরিষ্কার করবেন।

(খ) রাস্তার ধারের জঙ্গল।—স্বেচ্ছাসেবকরা প্রথমেই বিনা পারিশ্রমিকে রাস্তার ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করবেন। তবে সম্ভব হ'লে লোকাল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড,—রাস্তার নিয়ন্ত্রণকারী যে সব বোর্ড আছে, তাদের সঙ্গে চুক্তি করে জঙ্গল পরিষ্কার করা যেতে পারে। এ বাবদ বোর্ডসমূহ যে পারিশ্রমিক দেবে তা কেন্দ্রের তহবিলে জমা হবে। গ্রামকে স্বাস্থ্যকর করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে, রাস্তাগুলি এবড়ো হওয়া দরকার, যাতে জল না জমে, এবং রাস্তার দু'পাশে জলনিকাশের জন্য নালা থাকা দরকার। প্রথমে গ্রামের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি নিয়ে কাজ করতে হবে।

ডোবা বোঁজান।—ডোবা, খানাখন্দ গর্ত্ত প্রভৃতি যথাসম্ভব বুজিয়ে দিতে হবে। যেখানে একেবারে বোঁজান সম্ভব হবে না, সেখানে বর্ষার সময় ডোবার জলে কেরোসিন ছড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রগুলি নিজেদের নিজেদের এলাকার অবস্থিত ডোবাগুলির একটি তালিকা করবে এবং সেগুলির মালিকদের সহযোগে বুজিয়ে দেবার চেষ্টা করতে স্বীকৃত করাবেন। তাঁদের পুকুরগুলিও পরিষ্কার রাখতে স্বীকৃত করাবেন।

৩। কূপাদির সংস্কার।—কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকায় অবস্থিত সাধারণের ব্যবহার্য্য কূপগুলি যাতে ঢেকে রাখা হয়, সে ব্যবস্থা করতে ইউনিয়ন বোর্ডকে স্বীকৃত করাবার চেষ্টা করবে। ব্যক্তিগত কূপগুলিও যাতে সম্ভার পূর্ব্বে ঢাকা হয় মালিকদের সে বিষয়ে রাজী করাবার চেষ্টা করবেন। যাতে প্রত্যেক কূপের জল পটাশ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি disinfectant দিয়ে ৭ দিন বা ১৫ দিন অন্তর পরিশোধিত করা হয়, সে ব্যবস্থা কেন্দ্রগুলি করবে।

৪। ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন।—কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকায় একটি করে ব্যায়ামকেন্দ্র স্থাপন করবে, এবং প্রথমতঃ প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক, ও দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রের অধিবাসী প্রত্যেক বালক ও যুবা যাতে কেন্দ্রে ব্যায়ামাদি দ্বারা শরীরকে সুগঠিত করেন, সে বিষয়ে তৎপর হবে।

৫। পাঠচক্র ও বিতর্ক সভা।—কেন্দ্রগুলি একটি করে পাঠচক্র ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করবে। যেখানে পাঠাগার আছে, সেখানে এই পাঠচক্র ও বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, অথবা পর্য্যায়ক্রমে এক একজনের গৃহে এই সভার অধিবেশন বসানো চলতে পারে। যাতে স্কুলের বর্ত্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা এই সব সভার অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে যোগ দেন, সে বিষয়ে কেন্দ্রগুলি প্রচারকার্য্য করবে।

৬। গ্রামরক্ষীদল সংগঠন।—তস্করাদি ও দুষ্কৃতকারীদের হাত হ'তে গ্রামবাসিদের রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্র নিজ নিজ এলাকায় একটি করে গ্রামরক্ষীদল সংগঠন করবে। এই গ্রামরক্ষীদলই প্রয়োজন হলে কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগে বিবিধ জনসেবামূলক কাজ করবে।

৭। দুঃস্থদের সাহায্য।—যে সমস্ত গৃহস্থের কিছুমাত্র আয় নেই, কায়ক্লেশে ভিক্ষার দ্বারা দিনাতিপাত করতে হয়, কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব এলাকায় অবস্থিত এইরূপ গৃহস্থদের একটি তালিকা করবে এবং তাদের কাজ দিয়ে বা মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। এই কাজে নানারকম হাতের কাজ হতে পারে। আখড়-পাড়া কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুরূপও হতে পারে।

৮। বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র ও নৈশবিদ্যালয়।—শিক্ষার প্রথম সোপান অক্ষরজ্ঞান, শিক্ষার ফল উৎকৃষ্ট গ্রামবাসির সৃষ্টি। শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতা :—এই অজ্ঞানতা বিবিধ রোগ ও দুঃখের মূল কারণ। কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকায় নিরক্ষর গ্রামবাসিগণের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানের ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য নৈশবিদ্যালয় খুলবে। সমস্ত বিদ্যালয়ে কেন্দ্রের কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবকরূপে এই শিক্ষকতার কাজ করবেন। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বঙ্গীয় বয়স্ক শিক্ষা সমিতির পাঠ্যতালিকা অনুসৃত হ'বে।

৯। আবর্জনা পাত্রের ব্যবস্থা।—কেন্দ্রগুলি স্ব স্ব এলাকায় আবর্জনা সংরক্ষণের জন্য জালা বা অনুরূপ কোন বৃহৎ পাত্র রাখার ব্যবস্থা করবে। গৃহস্থদের ঐ সব পাত্রে বাড়ীর আবর্জনা ফেলাতে রাজী করাতে হবে। সঞ্চিত আবর্জনার দ্বারা ছোট ছোট ডোবা বোঁজানও চলবে। মধ্যে মধ্যে আলোকচিত্রাদি সহযোগে বক্তৃতা দ্বারা ও সভাসমিতি দ্বারা গ্রামবাসিদের পরিচ্ছন্নতার মূল্য সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে।

দ্বিতীয় বর্ষ

দ্বিতীয় বর্ষে নূতন কোন কার্য্যতালিকা না করে প্রথম বর্ষের কার্য্যতালিকা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, সেই চেষ্টা করিতে হবে।

তৃতীয় বর্ষ

তৃতীয় বর্ষে উপরিলিখিত কার্য্যতালিকার নিম্নলিখিত সংস্কারমূলক কাজগুলির যোগ করতে হবে :—

১০। পতিত কৃষিক্ষেত্রে আবাদ।—(ক) ব্যক্তিগত জমি।—পতিত জমির মালিকদের বুঝিয়ে জমি ব্যবহার করতে রাজী করাতে হবে। মালিকদের নিজ খরচে এই কাজ করতে হবে। যে সকল মালিক দরিদ্র ও ব্যয় বহনে অক্ষম, কেন্দ্রগুলি তাঁদের হয়ে ব্যয় বহন করবে। এই ব্যয়িত অর্থ মালিকদের ঋণস্বরূপ দেওয়া হবে। একদা শতকরা ৩৲ টাকা অথবা সঙ্গতমত হারে সুদ ধার্য্য করা হবে। উক্ত জমির ফসল হতে লব্ধ অর্থ দ্বারা ঐ ঋণ শোধ হবে। কেন্দ্রগুলি নিজে এই ঋণ দেওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা অসম্ভব মনে করলে সমবায় সমিতি গড়ে করতে পারে।

(খ) সমবায় প্রণালীতে কৃষিকার্য্য।—ধরা যাক, তৃতীয় বর্ষে যাবতীয় পতিত জমির জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন কেন্দ্রগুলি সমবেত হয়ে বৃহৎ একখণ্ড পতিত জমি লীজ্ অথবা অনুরূপ সুবিধাজনক ব্যবস্থায় সংগ্রহ করে সমবায় প্রণালীতে কৃষি বা উদ্যান রচনার কার্য্যে ব্যবহার করবে। প্রথমতঃ কুড়ি বিঘা জমি নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। সেবায় করে যুবকদল তুলতে হবে। পরিকল্পনার এই অংশ কার্য্যকরী করার জন্য কেন্দ্রগুলি একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কার করবে। এই রকম প্রতিষ্ঠান সমবায় আইনে রেজেষ্টারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১। ছোট ছোট রাস্তার সংস্কার।—কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ এলাকার ছোট ছোট রাস্তাগুলির সংস্কার করবেন।

চতুর্থ বর্ষ

চতুর্থ বর্ষে উপরিকথিত কর্ম্মতালিকা সাফল্যমণ্ডিত করা ছাড়াও নিম্নলিখিত সংস্কারমূলক কাজগুলি করবেন :—

১২। বীজ সরবরাহ।—পল্লীমঙ্গল সমিতি কেন্দ্রগুলির মারফৎ কৃষকদের বীজ সরবরাহ করবে। ঐ সরবরাহকৃত বীজ কৃষকদের ঋণস্বরূপ দেওয়া হবে, এবং শতকরা ২½ অথবা অন্য কোন সঙ্গতমতো হারে সুদস্বরূপ বীজ আদায় করা হবে। সুদস্বরূপ যে বীজ আদায় হবে, তা থেকে ভবিষ্যতে "ধর্মগোলা"র স্থাপন করা যেতে পারবে।

১৩। রমণ-উদ্যান।—সম্ভব হলে বিনা খাজনায় কেন্দ্রগুলি নিজ নিজ এলাকায় একটি করে Park বা রমণ-উদ্যান রচনা করবে। যতদূর সম্ভব শিশু ও বালকগণের ক্রীড়া-কৌতুকের সরঞ্জামে এই সকল Park সজ্জিত করা হবে।

১৪। রাস্তা সাজান।—সম্ভব হলে রাস্তার দুপাশে দেবদারু বা অনুরূপ গাছ বসানোর ব্যবস্থা করা হবে।

পঞ্চম বর্ষ

পঞ্চম এবং শেষ বর্ষে এই পরিচ্ছন্ন ও আদর্শ গ্রাম তৈয়ারী কাজ শেষ হবে।

১৫। পশুচারণ ক্ষেত্র।—প্রায় ৩০/৪০ বিঘা জমি লীজ অথবা অনুরূপ ব্যবস্থায় সংগ্রহ করে একটি পশুচারণ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। এই পশুচারণক্ষেত্র পল্লীমঙ্গল সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন হবে এবং সমিতি পশুর মালিকদের কাছ থেকে যথাসম্ভব নিম্নমূল্য আদায় করবেন। এই রকম চারণ ক্ষেত্রের লক্ষ্য হবে বিশুদ্ধ দুধ সরবরাহের জন্য গোশালার সৃষ্টি। পল্লীগ্রামে গরু "পোষাণী" দেবার একটা প্রথা আছে। এই প্রথার সুযোগ নিয়ে কাজ করলে ভবিষ্যতে গোশালা সৃষ্টি অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

১৬। দুধ সরবরাহ।—পশুচারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে পল্লীসমিতি একটি উৎকৃষ্ট দুধ সংগ্রহ করবে এবং গরুর মালিকদের কাছ থেকে উপযুক্ত হারে প্রজনন-শুল্ক আদায় করবে।

১৭। অন্যান্য।—এতদ্ব্যতীত সম্ভব হলে সমবায় প্রণালীতে মৎস্যাদির চাষ, হংস ও কুক্কুট পালন, প্রভৃতি উদ্ভাবনে সংযুক্ত করে উপার্জ্জন প্রবর্ত্তন পল্লীসমিতি করতে পারবেন।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

জলবায়ুর অবস্থা ও চাউলের দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৮ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে গোঁসাবুড়ি হইতে অত্যধিক বারিপাত হওয়ার ফলে স্থানে স্থানে জলাবদ্ধতার ভয়ানক অসুবিধা ঘটিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলের নিম্ন জমিতে পাটের চাষ শুরু হইয়াছে। উঁচু জমির অবস্থা মোটামুটি ভাল। বিগত ৭ই ও ১৪ই জুন তারিখে ময়মনসিংহ ও বাঁকুড়ায় সাহায্যের বিনিময়ে যথাক্রমে ৪০ এবং ২,৪২৩ জনকে দৈহিক পরিশ্রমের কাজে নিয়োগ করা হইয়াছিল। একমাত্র বাঁকুড়া জেলায় ঐ সপ্তাহে ৮,১৮৮ জন খয়রাতী দান লাভ করে। ঐ সপ্তাহে রংপুরে ২৩,১৩৭ জনকে সাহায্যের বিনিময়ে শ্রমের কাজ দেওয়া হইয়াছিল। মালদহ জেলার দুর্ভিক্ষপ্রস্ত অঞ্চলে, কৃষি-ঋণ আকারে সাহায্য দান চলিতেছে। মুর্শিদাবাদ হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। প্রদেশে সাধারণ চাউলের দর টাকায় ১৫৯/০ সের। গত সপ্তাহের তুলনায় গড়পড়তা ২.৭৭ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

চাউলের দর

২৪-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় /৬ সের হইতে /৭ সের; নদীয়া সদর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা এবং রাণাঘাটে /৬ সের হইতে /৭ সের; মুর্শিদাবাদ সদর, লালবাগ, কান্দী ও জঙ্গীপুরের বিবরণ পাওয়া যায় নাই। যশোহর সদর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল এবং বনগাঁয়ে টাকায় /৬৸০—/৭৷৷০ সের; খুলনা সদর, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে /৬৷৷০ হইতে /৭ সের; বর্দ্ধমান সদর, আসানসোল, কাটোয়া এবং কালনায় /৬৵০ ছটাক হইতে /৬৸৵০ ছটাক; বীরভূম সদর ও রামপুরহাটে /৬৷৷০—/৭৷০ সের; বাঁকুড়া সদর ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৬ সের হইতে /৬৸০ সের; মেদিনীপুর সদর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৬ সের হইতে /৭৸৵০ ছটাক; হুগলী সদর, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৭ হইতে /৭৷০ সের পর্য্যন্ত; হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া /৭ সের; রাজশাহী সদর, নওগাঁ ও নাটোরে /৬৷০ সের হইতে /৭ সের; দিনাজপুর সদর, ঠাকুরগাঁ এবং বালুরঘাটে /৭ সের; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরে /৬৷৷০ সের হইতে /৭ সের; দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি এবং কালিম্পংএ /৬ সের হইতে /৮ সের; রংপুর সদর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৬৷৷০—/৬৸০ সের, বগুড়া সদর /৬৸০ সের, পাবনা সদর ও সিরাজগঞ্জে /৬৷৷৵—/৭ সের; মালদহে /৭ সের; কুচবিহারে /৭৷৷৵০ ছটাক; ঢাকা সদর, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে /৬৸০—/৬৷৷০ সের; ময়মনসিংহ সদর, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে /৬—৬৷৷০ সের; ফরিদপুর সদর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর এবং গোপালগঞ্জে /৬৷৷০ হইতে /৭ সের; বাখরগঞ্জ সদর, পিরোজপুর, পটুয়াখালি ও দক্ষিণ শাহবাজপুর /৬ সের হইতে /৭৷৷০ সের; চট্টগ্রাম সদর ও কক্সবাজারে /৭—/৮ সের; ত্রিপুরা সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং চাঁদপুরে /৬৸০ হইতে /৬৷৷০ সের; নোয়াখালী সদর ও ফেণী /৬৸০ হইতে /৬৷৷০ সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে /৮ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ সের হইতে /৬৸০ সের।

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

১২ই জুলাই প্রকাশের সম্ভাবনা

১৯৪১ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সম্পর্কে মুদ্রিত আকারে যুক্তভাবে যে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ ১১ই জুলাই তারিখে প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, উহা সেই দিন না হইয়া ১২ই জুলাই ১৫টার সময় প্রকাশিত হইবে।

নৌ-বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ

বাংলা সরকারের বৃত্তির ব্যবস্থা

ডাফরিণ নামক জাহাজে নৌ-বিদ্যাসংক্রান্ত ট্রেনিং লাভের নিমিত্ত বাংলা সরকার বাঙালী কিম্বা বাংলাদেশের স্থায়ী অধিবাসী বালকদিগের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে প্রতি বৎসর তিনটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল পিতা-মাতা অথবা অভিভাবক সম্পূর্ণ মাহিনা দিতে পারেন না অথবা ট্রেনিংএর জন্য তাঁহাদের ছেলেদিগকে জাহাজে পাঠাইতে সমর্থ হন না, তাঁহাদের সাহায্যের জন্যই এই সকল বৃত্তি মঞ্জুর করা হইবে। মুসলমান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বালক এই ট্রেনিং-এ ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইহার মধ্য হইতে দুইটি বৃত্তি প্রত্যেক বৎসর একজন মুসলমান এবং একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইবে। যদি বৃত্তিধারীদের নৈতিক চরিত্র ও উন্নতি আশানুরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উক্ত বৃত্তিসমূহ তিন বৎসরকাল যাবৎ থাকিবে। কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুসারে বাংলা সরকার প্রবেশার্থী নির্বাচন করিবেন। কোন বিশেষ প্রবেশার্থীকে বৃত্তিদান করা হইয়াছে বলিয়াই পিতা মাতা ও অভিভাবকগণ যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদিগকে মাহিনা এবং অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না। প্রতি বৎসর শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে উহা কর্তৃপক্ষকে আগাম প্রদান করিতে হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন আবেদন-পত্র বাতিল করিবার অধিকার বাংলা সরকারের থাকিবে।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটিশ ও ক্যানাডীয় বিমান বিশেষজ্ঞ

ব্রিটেনের আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের সংকেত

ডেইলী টেলিগ্রাফের আটোয়াস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, উপকূলবর্তী বিমান বাহিনীর ভূতপূর্ব্ব বিমান অধ্যক্ষ এয়ার চীফ মার্শাল স্যার ফ্রেডারিক বাউহিল এবং ক্যানাডীয় বিমানবিশেষজ্ঞ মিঃ জে, পি, বিকেল্ গত ২০শে জুন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবার জন্য ওয়াশিংটনে গিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ উদ্দেশ্যেই ওয়াশিংটনে গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে।

স্যার ফ্রেডারিক বাউহিল আমেরিকা হইতে এরোপ্লেন প্রেরণের তত্ত্বাবধানের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার মত এই যে, আটলাণ্টিকের "কমস্তর" পাড়ি দিবার জন্য যে সকল দূরপাল্লার বিমান নিযুক্ত করা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের কার্য্যকারিতা অসম্ভব প্রকার বৃদ্ধি পাইবে। ব্রিটেন বর্ত্তমানে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করার কথাই চিন্তা করিতেছেন বলিয়াও তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পল্লী-সংগঠন

[১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সমস্ত কার্য্যতালিকাটি সফল করতে হলে অর্থের প্রয়োজন হবে। অর্থ আসবে কোথা হতে? অর্থ আসবে ভিক্ষায়, অর্থ আসবে চাঁদায়, অর্থ আসবে স্বেচ্ছাসেবকদের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনে। পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতা সকলের আগে দরকার। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের অনুযায়ী কর্মতালিকা সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে, অর্থের ততো দরকার নেই, যতো দরকার স্বেচ্ছাসেবী কার্য্যের। এই দুই বছর নিষ্ঠার সঙ্গে, পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করলে গ্রামবাসিরা সমিতির মূল উপকারিতা সম্বন্ধে জাগ্রত ও নিঃসংশয় হবেন। তখন তাঁরা সাহায্যে চাঁদা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। কর্মতালিকার যে অংশগুলি সফল করতে হলে বেশী অর্থের প্রয়োজন, সেগুলিতে সরকার প্রণালী অনুসরণ করে চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রথমের উপসংহারে বক্তব্য:—

"My counsel to you is to do all the work that comes to you as well as you can, while you can, and so fill up with use and honour the days that remain to you before the inevitable end...." (Bernard Shaw: "The Adventures of a Black Girl)".

নিশ্চিন্তের দিন, প্রস্তাব পাশ করার দিন চলে গিয়েছে,—এখন বড়ো বেশী দরকার কাজের। কাজের ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে কাজে নামলে সে কাজ বিফল হয় না। চাই ঐকান্তিক আগ্রহ, চাই মহৎ আদর্শে নিষ্ঠা, চাই আত্মনির্ভরতা ও গভীর আত্মবিশ্বাস।

"নরক দেশের প্রতিষ্ঠা চাই।" (কাহিনী রায়)

একি নিছক কবির কল্পনা? আদর্শবাদীর স্বপ্ন? ভাববিলাসীর খেয়াল? কখনো না। গ্রামবাসিগণ সমবেত হয়ে তাঁদের শ্রম ও চিন্তা নিয়োগ করুন, পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির রূপ দানে বলে। যাঁরা শিক্ষক,—তাঁরা ছাত্রদের মধ্যে এদের বার্তা প্রচার করুন, যাঁরা যুবক,—তাঁরা কর্মী ও সভ্য হ'ন, যাঁরা প্রবীণ,—তাঁরা পোষকতা, উৎসাহ, শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ দিন। দেখবেন,—সমিতিগুলি হবে গ্রামের মর্মকোষ, পল্লীর প্রাণ। এই সমিতিগুলি থেকেই গড়ে হবে বলিষ্ঠ জীবন, বলিষ্ঠ মন, উন্নত ও সচ্চরিত্র, আদর্শ গ্রাম ও আদর্শ গ্রামের অধিবাসী। প্রবীণ, নবীন সকলে মিলে অন্তরের সঙ্গে বলুন:—

"সংসার মাঝে দু' একটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু'একটি কাঁটা করি দিব দূর,
তার পরে ছুটি নিব।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ফ্রান্সের কোনও বাড়ীর উঠানে পতিত একখানা বিধ্বস্ত নাৎসী বিমান।

বাঙলার কারা-সংস্কার প্রচেষ্টা

গভর্ণমেন্টের প্রশংসনীয় উদ্যম

১৯৪০ সাল হইতে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কারাগারসমূহে নিম্নোক্তরূপ কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়াছেন:—

(১) বহরমপুর জেলের কিশোর বিভাগে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েদীদের লিখন, পঠন ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তন।

(২) বিভাগীয় জেলের কয়েদীগণকে একজোড়া চটিজুতার, আস্তরণ দেওয়া কম্বলের কুর্তা ও বিছানার চাদর সরবরাহ।

(৩) সেণ্ট্রাল ও জেলার কারাগারে সকল কয়েদীর জন্য ক্রীড়া ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা ও সেণ্ট্রাল জেলসমূহে বাৎসরিক খেলা ধুলার অনুষ্ঠান।

(৪) ১ম ও ২য় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য গ্রীষ্মকালে প্রচুর জলে বৈকালিক স্নানের ব্যবস্থা।

(৫) বাঙলা দেশের কারাগারসমূহে চিরস্থায়ীভাবে পাঠাগারের জন্য প্রতিবৎসর ১ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা। এক বৎসরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য "বাঙলার কথা" সংবাদপত্র সরবরাহ করা।

(৬) ১ম ও ২য় শ্রেণীর অভ্যস্ত কয়েদীগণকে কাপড় ধোয়া ও বাসন মাজার কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান।

(৭) গ্রীষ্মকালে হাতপাখা সরবরাহ।

(৮) উপযুক্ত কয়েদীগণের দণ্ডকাল এক-চতুর্থাংশের অপেক্ষা অধিক কাল রেহাই।

(৯) কয়েদীগণের কল্যাণের নিমিত্ত কয়েকটী সেণ্ট্রাল জেলে রেডিও সরবরাহ।

(১০) জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের অনুমোদনক্রমে কয়েদীগণের নিজ অর্থে কতকগুলি দ্রব্য ক্রয়ের অনুমতি প্রদান।

(১১) সাব-জেলে সেণ্ট্রাল ও ডিষ্ট্রিক্ট জেলের অনুরূপ খাদ্য সরবরাহ।

(১২) কুমিল্লা জেলে একজন যক্ষ্মা চিকিৎসায় পারদর্শী ডাক্তার নিয়োগ।

(১৩) প্রেসিডেন্সি জেল হইতে ছাপাখানা বাঁকুড়ার বোর্ষ্টাল স্কুলে স্থানান্তরিত করণ।

ইহা ছাড়া জেলসমূহের শাসন বিষয়ক কতকগুলি পরিবর্তন করা হইয়াছে; যথা—জেলের কর্মচারীগণকে প্রতি ১৫ দিনে পূর্ণ একদিন অথবা দুই অর্দ্ধদিবস অবকাশ প্রদান; অধিক সংখ্যক বাঙালী ওয়ার্ডার নিয়োগ; যোলাকাড়ি গৃহ নির্মাণ এবং নতুন সেণ্ট্রাল জেলে আলো, হাওয়া ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা প্রবর্তন।

ভারতে লৌহ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

নূতন অস্ত্র কারখানা গঠন

গত দুই সপ্তাহে ভারতবর্ষ ও "ইষ্টার্ণ গ্রুপের" অন্তর্গত দেশগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য সরবরাহের জন্য ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিপুল অর্ডার পাইয়াছে। অন্যান্য প্রধান অর্ডারগুলির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে বস্ত্র সরবরাহের অর্ডারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের পুরাতন কারখানাসমূহকে আরও ভালভাবে কাজে লাগাইয়া দেশের লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই উপায়ে উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৫ হাজার টন বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সেনার বিভাগের নির্দেশ অনুসারে যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ-সামগ্রী নির্মাণের জন্য নূতন কারখানা গঠন এবং পুরাতন কারখানার আয়তন বৃদ্ধির কার্য্যও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতে ইটালীয়ান সেনানায়ক

যুদ্ধ-বন্দীরূপে আটক রাখার সিদ্ধান্ত

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, নিম্নলিখিত ইটালীয়ান উচ্চ অফিসারগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন করা হইয়াছে। যুদ্ধবন্দীরূপে তাঁহাদিগকে ভারতে আটক রাখা হইবে:—

আওষ্টার ডিউকের চীফ অব দি ষ্টাফ জেনারেল ট্রেজানী—ইটালীয়ান পূর্ব্ব আফ্রিকার বিমান বাহিনীর অফিসার কমাণ্ডিং ইন চীফ। জেনারেল পিন্না—এমহারার গভর্ণর জেনারেল। জেনারেল ফ্রুসী—ডেপুটি চীফ অব দি ষ্টাফ, জেনারেল মর্ণ্টে দে মোসে—হেরেরের মিলিটারী গভর্ণর। জেনারেল কামবিশিও এবং একজন ডিভিশনাল কমাণ্ডার, জেনারেল ভ্যালেটি। এতদ্ব্যতীত আরও পনর জন অফিসার ও এ, ডি, সি।

খনি-মজুরদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

স্বেচ্ছায় বাৎসরিক ছুটি পরিত্যাগ

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার লণ্ডনের সংবাদদাতার মতে প্রকাশ, অধিক পরিমাণে কয়লা উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহার সমর্থনে ডারহামের কয়লাখনির মজুরেরা তাহাদের বাৎসরিক গ্রীষ্মকালীন ছুটির দিনেও কাজ বন্ধ রাখিবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। গত ১৩ই জুন মাইনিং ফেডারেশন বোর্ডের সাধারণ পরিষদের সভায় এই ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়।

ছুটির দিনগুলিতে কাজ করিবার জন্য প্রতি সিফ্টের জন্য পূর্ণবয়স্ক মজুরদের লোকপ্রতি ২ শিলিং এবং ১৮ হইতে ন্যূন বয়স্কদের ১ শিলিং করিয়া বেশী মজুরী দেওয়া হইবে।

১নং—প্রাথমিক গুদাম

(ইন্‌স্টলেসন্‌)

বার্মা-শেলের সুদূর বিস্তৃত বিরাট কেরোসিন বিতরণের গোড়া পত্তন হইতেছে তাঁহাদের প্রাথমিক গুদামগুলি।

এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন মজুত থাকে এবং প্যাক করা হয়। প্রত্যেকটি কার্য্যই বিশেষ তত্ত্বাবধান সহকারে সম্পাদিত হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র জনসাধারণ যাহাতে অবিমিশ্র খাঁটি কেরোসিন নিশ্চিন্তে পাইতে পারেন তাহার জন্য বার্মা-শেলের প্রতি গুদামে বহু বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার ও কর্মচারী নিযুক্ত আছেন।

বার্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৪ই জুলাই, ১৯৪১ [এক আনা

বর্ত্তমান মহাসমরের আধুনিকতম মারণাস্ত্র

বৃটিশ টর্পেডোবর্ষী বিমানের আক্রমণে শত্রুপক্ষ কাহিল

[উইং-কমাণ্ডার এল. ডি. ফ্রেজার লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডো আধুনিক মহাসংগ্রামে ব্যবহৃত অব্যর্থ মারণাস্ত্রসমূহের অন্যতম। রাজকীয় নৌবহরের সাহায্যকারী বোমারু প্লেনগুলি নরওয়ের উপকূলে সংঘটিত যুদ্ধে, মাটাপ্যানের নৌ-যুদ্ধে, টেরান্টোতে এবং সর্ব্বোপরি "বিসমার্ক" নামক জার্ম্মাণ রণপোতের উপর আকাশ হইতে টর্পেডো নিক্ষেপপূর্ব্বক যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। রাজকীয় নৌ-বহর বর্ত্তমানে এমন একটি অপূর্ব্ব দূরপাল্লার মারণাস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে, যদ্দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুকে নাজেহাল করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান মহাসংগ্রামেই বিমান-বাহিত টর্পেডোর কার্য্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, তবে ইতিপূর্ব্বেও ইহার প্রচলন ছিল। বস্তুতঃ বোমারুদের কথা কাহার মনে উদিত হওয়ার পূর্ব্বে পরীক্ষামূলকভাবে আকাশ হইতে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ১৯১৪ সনে ১৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি টর্পেডো একটি ক্ষুদ্রকায় সি-প্লেন হইতে নিক্ষিপ্ত হয়। তৎপর ১৯১৫ সনের আগষ্ট মাসে মর্ম্মরা সাগরে তুর্কীর একখানি রসদবাহী জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া আকাশ হইতে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইলে উহা ডুবিয়া যায়।

গত কয় বৎসরে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বর্ত্তমান মহাসমরের প্রারম্ভেও রাজকীয় বিমান বহর এবং নৌবহরের সাহায্যকারী বিমান বহরে যথেষ্ট সংখ্যক টর্পেডোবাহী বিমান ছিল। নরওয়ের অভিযানেই ইহাদিগকে সর্ব্ব প্রথম কাজে লাগানো হয়। ইহার পর ফরাসী রণপোত "ডিন্কার্ক"কে ভাকারে অচল করিয়া দেওয়া হয়। এই ঘটনার কিছু দিন পর ইংলণ্ডের উপকূলবর্ত্তী বিমান বহরের বিউফোর্ট টর্পেডোবর্ষী বিমানপোতগুলি হল্যাণ্ডের সমুদ্রোপকূলে তিন খানি রসদবাহী জার্ম্মাণ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল।

তারপর টেরান্টোর পালা আসে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে বৃহদাকারের তিনখানি রণপোত, তিনখানি ক্রুজার এবং দুইখানি ক্ষুদ্র জাহাজের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হয়। আমাদের মাত্র একখানি টর্পেডোবাহী বিমানপোত ও ৪ জন লোক খোয়া যায়। আকাশ হইতে টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া ভূমধ্যসাগরেও ইতালীয়ানদের একখানি রণপোত ও একখানি ক্রুজার ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক, মেটাপ্যান অন্তরীপের যুদ্ধেই টর্পেডোবর্ষী বিমানপোতগুলি নিজেদের গুণের সম্যক পরিচয় প্রদান করে। তৎপূর্ব্বে বহু বৎসরের কোন যুদ্ধে ইহারা আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায় নাই। বৃটিশের রণপোতগুলির তুলনায় ইটালীয়ান রণপোতগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতি-সম্পন্ন ছিল। আকাশ হইতে টর্পেডো নিক্ষেপপূর্ব্বক উহাদের গতিবেগ মন্দীভূত না করা হইলে অন্ধকারের সুযোগে উহাদের পলায়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। শুধু আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর দ্বারা যে উহাদের গতি মন্দীভূত করা হইয়াছিল এমন নহে, আঁকাবাঁকা পথে চলায় ফলেও উহারা আমাদের বিমান পোতগুলি লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিতে পারে নাই।

"বিসমার্কে"র পশ্চাদনুসরণের সময় মেটাপ্যানের যুদ্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতা বেশ কাজে আসে। "আর্ক রয়াল" ও "ভিক্টোরিয়াস" নামক বিমানপোতবাহী জাহাজ হইতে সোর্ডফিস্ এবং অ্যালবাকোর্স্ নামীয় টর্পেডোবর্ষী বিমানপোতগুলি উড়িয়া গিয়া "বিসমার্ক"কে অচল করিয়া দেয়। বাকীটুকু আমাদের বৃহদাকারের রণপোতগুলি সুসম্পন্ন করে।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ হইতে দুইটী সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর সাহায্যে যে কোন প্রকারের জাহাজকে ঘায়েল করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ বড় রকমের নৌ-যুদ্ধে যে পক্ষ বড় অধিকসংখ্যক টর্পেডোবর্ষী বিমানপোত নিয়োগ করিতে পারিবে, সে পক্ষের তত বেশী সুবিধা লাভের সম্ভাবনা।

শেষোক্ত বিষয়টি আবার বিমানপোতবাহী রণপোতের প্রশ্ন টানিয়া আনিয়াছে; কারণ নৌ-যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানপোতগুলি প্রায়শঃ বিমানবাহী রণপোত হইতে উড়িয়া গিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যের সময়ও টর্পেডোবর্ষী বিমান পোতগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে উড়িয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপনান্তে আবার জাহাজে নিজেদের স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিমানবাহী জাহাজের কর্ম্মী বিমানগুলি উহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষাও করিয়া থাকে। টর্পেডোবর্ষী বিমানপোতগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বিমানবাহী রণপোতগুলির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। শুধু উহাই নয়, দূর-সমুদ্রে নৌ-বহরের উপরও উহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।

টর্পেডোবর্ষী যে সকল বিমানপোত জাহাজে প্রতিষ্ঠিত ঘাঁটি ব্যবহার করে, উহারা স্বতন্ত্র রকমের। সাধারণ বিমানপোত অপেক্ষা উহাদের আকার বড়, শক্তিশালী এবং এক সঙ্গে বহু দূর উড়িয়া যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ "ফেয়ারে অ্যালবাকোর ও ব্রিষ্টল বিউফোর্ট" নামীয় আধুনিকতম টর্পেডোবাহী বিমানপোতগুলির নাম করা যাইতে পারে। উক্ত জাতীয় বিমানপোতগুলি এ যাবৎ বেশ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

আধুনিক আকাশ-টর্পেডোর ব্যাস ১৮ ইঞ্চি এবং ওজন ১,৭৫০ পাউণ্ড। ইহা নৌ-বহর কর্ত্তৃক সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত ২১ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট টর্পেডোর ন্যায় মারাত্মক না হইলেও ইহার দ্বারা বৃহদাকার ও ভারী ওজনের "ক্যাপিটাল শিপ" ব্যতীত অন্যান্য রণপোতগুলি ডুবাইয়া দিতে পারা যায়। এমন কি খুব শক্তিশালী জাহাজ গুলিরও বিস্তর ক্ষতি করা যাইতে পারে।

জার্ম্মাণরা এ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছে এমন কিছু আশা করা ভুল। শত্রুপক্ষও উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের চেষ্টায় রত আছে। বিগত ১৯১৭ সনে জার্ম্মাণরা টর্পেডোবর্ষী বিমান নিয়োগ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহারা দুই শ্রেণীর যথা হিংকেল এইচ, ই—১১৫ এবং ব্লোম ও ভস্ এইচ, এ—১৪০ বিমানপোতগুলি ঐ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিয়াছে। জার্ম্মাণদের একমাত্র বিমানবাহী রণপোতের জন্য তাহারা কাইসলার এফ, এস—১৬৭ নামক বিমানপোত নির্ম্মাণ করিয়াছে।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক টর্পেডোবর্ষী বিমান নিয়োগের সম্ভাবনা কম মনে করা নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। তবে এ ব্যাপারে আমরা জার্ম্মাণীর তুলনায় অধিক অগ্রসর। ইতিপূর্ব্বে এই নূতন মারণাস্ত্রের সাহায্যে আমরা শত্রুপক্ষকে যথেষ্ট কাহিল করিয়া দিয়াছি। অদূর ভবিষ্যতের তাহাদের ললাটে বহু দুর্ভোগ রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ

কেন্দ্রীয় সরকারের একখানা এক্সট্রাতে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে:—

মহামান্য গভর্ণর-জেনারেলের বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল ১৯৪১ সালের ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করার সংকল্প করিয়াছেন। ১৯৪০ সালের ২৫শে জুন তারিখে গভর্ণর-জেনারেলের যে নির্দ্দেশে কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল, ১লা অক্টোবর তাহার মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কালও ১৯৪২ সালের ১লা অক্টোবর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ১৯৪২ সালেই ফেব্রুয়ারী মাসে এই পরিষদের মেয়াদ শেষ হইত।

প্রকাশিত হইয়াছে!

বঙ্গীয়
বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১
(ইংরাজি)
মূল্য—এক আনা (ডাকমাশুল সহ দুই আনা)

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের অধীন খসড়া নিয়মাবলী
ইংরাজি
মূল্য—দুই আনা (ডাকমাশুল সহ চারি আনা)

প্রাপ্তিস্থান:
বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৪ই জুলাই—১৯৪১

নাৎসীদের কথার মূল্য

সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে রুশিয়া আক্রমণ করার কারণ সম্পর্কে হিট্‌লার যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহার ফলে গত ২২ মাস কালের সকল নাৎসী প্রচারকার্য্যেরই ভিত্তি ধূলিসাৎ পড়িয়াছে, বলা চলে। রাজনৈতিক চালবাজীতে হিট্‌লারকে বিজনভাবে ষ্টালিনের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই কৈফিয়তে তাহারও স্বীকারোক্তি রহিয়াছে।

গত ১৯৩৯ সনের ২৪শে আগষ্ট তারিখে হিট্‌লারের অভিবাহক হের রিবেনট্রপ সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই চুক্তি উভয় জাতির ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সঙ্গে সঙ্গেই জার্ম্মাণ প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবল্‌স্ খুব জোরে-সোরে প্রচারকার্য্য চালাইয়া সমগ্র জগতকে এবং বিশেষভাবে জার্ম্মাণ জাতিকে ইহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, এই রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তিকে সূক্ষ্ম ও বাস্তব রাজনীতিজ্ঞতার একটি বিজয়-নিদর্শনস্বরূপ বলা চলে।

আজ ২২ মাস পর হিট্‌লারকে এই ব্যাপারে করুণ-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তি জার্ম্মাণীর পক্ষে অতি কঠোর হইয়াছিল এবং এ জন্য তাঁহাকে বহুমাসব্যাপী তীব্র মনোবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

জনমতের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা না থাকিলে হিট্‌লার স্বয়ং কিছুতেই এত খোলাখুলিভাবে রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তির অসারতা স্বীকার করিতে পারিতেন না। আজ একথা পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, পোলাণ্ড আক্রমণ করিলে যাহাতে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া না বসে, তাহার জন্যই হিট্‌লার এই ধোঁকাবাজীপূর্ণ চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালের বসন্তকালে হারম্যান রশনিংয়ের নিকট হিট্‌লার রুশিয়া সম্পর্কে বলিয়াছিলেন,—"বল্‌শেভিকদের সহিত আমাদের মত-বিরোধ যতটা, তাহার চেয়ে মতসাম্য অনেক বেশী।........ রুশিয়ার সহিত বিরাজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া সম্ভবতঃ আমি পারিব না। এই ব্যবস্থাকে আমি আমার শেষ চাল স্বরূপ রাখিব। সম্ভবতঃ ইহাই আমার জীবনের চরম খেলা হইবে। কিন্তু এরূপ হওয়া সত্ত্বেও আমি পশ্চাদপসরণ করিতে বিরত হইব না এবং পশ্চিম দিকে আমার উদ্দেশ্য সফল হইলেই আমি রুশিয়াকে আক্রমণ করিব।"

হিট্‌লারের এই শেষ চাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে তিনি পশ্চাদপসরণ করিয়া রুশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার পশ্চিম দিকের উদ্দেশ্য (অর্থাৎ বৃটেনকে পরাজিত করা) সফল হয় নাই।

রুশিয়ার সঙ্গে যে-সময়ে জার্ম্মাণীর সম্প্রীতি বজায় ছিল, তখন হিট্‌লার কি বলিয়াছিলেন? বিগত ১৯৪০ সনের ১৯শে জুলাই তারিখে রিচ্‌ষ্টাগের বক্তৃতায় হিট্‌লার বলিয়াছিলেন :—

"ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞরা আশা করিয়া থাকেন যে, জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার মধ্যে আবার বিরোধ দেখা দিবে। জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার মধ্যে স্থায়ীভাবে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যদি কেহ মনে করে যে, এই দুই জাতির মধ্যে পুনরায় কলহ বিরোধ দেখা দিবে, তবে বলিতে হইবে—তাহারা নিজের মতই কল্পনা করে। ইংলণ্ডের একটা সঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের উপর পতিত চাপ হ্রাস করার যে আশা পোষণ করিতেছে, অন্ততঃ জার্ম্মাণী ও রুশিয়ার ব্যাপারে এরূপ কল্পনাকে একান্ত অলীক বলিয়াই মনে করিতে হইবে।"

আজ এক কথা বলিয়া দু'দিন পরই অন্যরূপ কথা বলা—এক মাত্র হিট্‌লার ছাড়া আর কোন দেশেরই জাতীয় নেতার পক্ষে সম্ভবপর নয়। জার্ম্মাণ জনসাধারণও আজ পরিষ্কারভাবেই বুঝিতে পারিবে যে, বৃটেনের অতুলনীয় প্রতিরোধ-ক্ষমতা, জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর উপর বিগত শরৎকালে বৃটেন যে বিরাট আঘাত হানিতে সমর্থ হইয়াছিল, তীব্রভাবে বোমাবর্ষণ সত্ত্বেও বৃটেন যে ভাবে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং দিন-দিনই হিট্‌লারী বাহিনীকে বেশী করিয়া বাধা দেওয়ার জন্য বৃটেন যে শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ফলেই আজ রুশিয়ার সহিত হিট্‌লারকে বিচ্ছেদ করিতে হইয়াছে। হিট্‌লার আশা করিয়াছিলেন যে, কতকগুলি তড়িৎ অভিযান চালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু কার্য্যকালে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হিট্‌লারের এই আশা পূর্ণ হয় নাই, বরং যুদ্ধ দীর্ঘকালস্থায়ী হওয়াই সুনিশ্চিত। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানের জন্য যে দ্রব্য-সম্ভার প্রয়োজন, জার্ম্মাণীর তাহা নাই। কাজেই, আজ বাধ্য হইয়াই এসব প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-সম্ভারের জন্য হিট্‌লারকে রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছে।

যুদ্ধ-ঘোষণার সময় হিট্‌লার রুশিয়ার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করিয়াছেন, তাহা এত অসংলগ্ন যে, সম্ভবতঃ কেহই তৎপ্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—রুশিয়া কর্ত্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ব্যাপারকে হিট্‌লার তাঁহার বর্ত্তমান ঘোষণায় জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, যে-সময়ে ফিনল্যাণ্ডবাসীরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, নাৎসী সংবাদ-পত্র ও বেতারবার্ত্তায় সে-সময়ে এই যুদ্ধকে রুশিয়া কর্ত্তৃক ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ইটালী (ইটালী তখনও নিরপেক্ষ ছিল) হইতে যে ৩০ খানা বিমান ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল, হিট্‌লার সে-সব বিমানকে জার্ম্মাণীতে আটক রাখার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

রুশিয়া গোপনে গোপনে বৃটেনের সহিত মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ হিট্‌লার করিয়াছেন, ইতিমধ্যেই তাহার উপযুক্ত প্রতিবাদ হইয়াছে। লণ্ডন হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি জানাইয়াছেন যে, রুশিয়া ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তি একনিষ্ঠতার সহিত রাখিয়া চলার দরুনই বৃটেনের সহিত রুশিয়ার সম্পর্ক প্রীতিপ্রদ ছিল না।

বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, এই অবস্থায় জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে প্রচারিত গত কয়েক মাসের নিম্নোক্ত কথাগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে :—

"১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে রুশিয়ার সহিত আমাদের সম্পর্ক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ হইয়াছে। এই সম্প্রীতিকে প্রমাণিত করার জন্য বাগাড়ম্বর প্রচার-কার্য্যের কোন প্রয়োজন হয় নাই।"—(ডর্ষ্ট্ জো জো, ১৩ই অক্টোবর ১৯৪০)।

"জার্ম্মাণী ও রুশিয়া এমন নীতি অবলম্বন করিয়াছে যে, তাহারা পরস্পরের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য এবং ফলে ভাবী বিরোধের সকল কারণ দূরীভূত হইয়াছে। ....এই নীতি স্থায়ীভাবে গঠিত হইয়াছে, অস্থায়ীভাবে উহা গৃহীত হয় নাই।" (১৯৪০ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখের নাৎসী বেতারবার্ত্তা)।

"সকল অর্থনৈতিক ব্যাপার (এমন কি রুশিয়া যে সব নূতন দেশ অধিকার করিয়াছে, তাহার ফলে যে আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহাও) এমনভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষেরই স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছে।" (১৯৪১ সালের ১১ই জানুয়ারী তারিখের নাৎসী বেতারবার্ত্তা)।

এসব ঘোষণার কথা নিশ্চয়ই জার্ম্মাণরা বিস্মৃত হয় নাই। জার্ম্মাণীর নায়ক হিট্‌লার স্বয়ং তাঁহার আত্ম-জীবনীতে (মেইন্ ক্যাম্ফ) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার বহু পূর্ব্বে রুশিয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—"রুশিয়ার সহিত যদি জার্ম্মাণী মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তাহা একটি নূতন যুদ্ধের সূচনা করিবে এবং সে যুদ্ধের পরিণামে জার্ম্মাণী ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

হিট্‌লারের এই উক্তির প্রথমাংশ সত্য হইয়াছে, দ্বিতীয়াংশও কি তাহাই হইবে?

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে রেলওয়েসমূহের দান

দুইটি আধুনিক দৃষ্টান্ত

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় রেলওয়েসমূহ কিরূপভাবে সাহায্য করিতেছে, সম্প্রতি প্রধান রেলওয়ের দুইটি চাঁদা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী যুদ্ধ-বিমান ক্রয়ের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডের মারফৎ সম্প্রতি পুনরায় ১০,০০০৲ টাকা যুদ্ধ ভাণ্ডারে দান করিয়াছে। এই রেলওয়ে ও ইহার কর্ম্মচারীদের মোট দান এ পর্য্যন্ত ৯৪,৬৩৯৲ টাকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রনের একখানা বিমানের নাম "বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে" রাখা হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের যুদ্ধ সাহায্য কমিটী সম্প্রতি একটি মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় সংগৃহীত ৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই দানের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন এবং যুদ্ধ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য কিরূপ নিঃস্বার্থভাবে খেলাধূলার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

ফরাসী নৌবহরের যুদ্ধসজ্জা

জার্ম্মাণ সহায়তায় রণতরী নির্ম্মাণ

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার লিসবনস্থ বিশেষ সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন :—

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক উত্তর আফ্রিকা ঘুরিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন যে, সেখানকার ফরাসী নৌবহরগুলি যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ফ্রান্সের পতনের সময়ে "জাঁ বার্ট্" নামক একটি ফরাসী যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মিত হইতেছিল। অসমাপ্ত অবস্থায় ইহাকে টানিয়া কাসাব্লাঙ্কাতে লইয়া যাওয়া হয়। জার্ম্মাণদের সহায়তায় বর্ত্তমানে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইতেছে। ইহাতে কামান বসান হইয়াছে এবং জার্ম্মাণরা এই কামানের জন্য জার্ম্মাণ হইতে গোলা আমদানীর অনুমতি দিয়াছে।

কাসাব্লাঙ্কা বন্দরে অন্ততঃ ১০টি ফরাসী সাবমেরিন জড়ো করা হইয়াছে বলিয়াও এই ভদ্রলোক সংবাদ দেন।

কিন্তু ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে যে প্রেস-নোট প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার আংশিক সংশোধন করিয়া জানান হইতেছে যে, "বিজেরিন্ বটিকা" মূল্য প্রতি শিশি ২।৵০ আনা হইতে বাড়াইয়া ২৸৵০ আনা করা হইয়াছে।

বিলাতের চিঠি

(জনৈক লণ্ডনবাসী লিখিত)

রাজকীয় বিমান বাহিনীর কার্যাবলীর একটি রঙীন ছায়াচিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ হ'লে এটি যুদ্ধের অন্যতম চাঞ্চল্যকর চিত্র বলে পরিগণিত হবে-বলে আশা করা যায়।

বিমান-সচিব সহকারী দুইজন অফিসারই সর্ব্বপ্রথম এমন একটি চিত্র গ্রহণের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে একটা বড় সুবিধাও হয়েছে। বর্ত্তমানে বিমান বাহিনীতে তিন জন বৈমানিক আছেন, ইতিপূর্ব্বে যাদের পেশাই ছিল রঙীন আলোক-চিত্র তোলা। এই চিত্র নির্ম্মাণের ভার এদের উপরই দেওয়া হয়েছে। একটা বোমারু বিমানে রঙীন ছবি তুলবার দুইটি বিশেষ ক্যামেরা বসিয়ে তারা জার্ম্মাণীতে হানা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমান যুদ্ধের বাস্তব চিত্র তুলে নেবে।

ব্রেমেন ও কীল আক্রমণের সময় ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলিকে কি রকম ভাবে বেলুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে কার্য্য-সিদ্ধি করতে হয় ও বোমা বর্ষণের পর আগুনের হল্কার বন্যাবেগ ও চতুর্দ্দিকের অঞ্চলগুলি কেমন প্রদীপ্ত হয়ে উঠে, তার বাস্তবরূপ চিত্রামোদীগণ এতে সর্ব্বপ্রথমবার দেখতে পাবেন।

তবে এতে শুধু বিমান হানার চিত্রই দেখান হবে না। বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমান, উপকূলরক্ষী বিমানবাহিনী এবং রাজকীয় বিমানবাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্রগুলির বিবিধ কার্য্যাবলীর চিত্রও এতে দেখান হবে।

এই ফিল্মটি তুলতে যে ক্যামেরা ব্যবহৃত হবে, তার ওজন মাত্র ১৭৫ পাউণ্ড। পৃথিবীতে এই রকম মোট চারটি মাত্র ক্যামেরা আছে। সাধারণতঃ এই রূপ ক্যামেরার ওজন এর তিনগুণেরও বেশী হয়।

ব্রিটেনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী

ডেম্ মারী টেম্পেষ্ট ব্রিটেনের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। জনপ্রিয়তার দিক থেকে তাঁর বোধ হয় তুলনা নেই। তাঁর বয়স আজ সত্তরের উপর। কিন্তু মনে হয় যেন এখনও মনে আজও যেন তাঁর বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েনি। সম্প্রতি ইনি ভ্রাম্যমাণ এক অভিনয়-সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল অভিনয় করবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। ইনি আজিকের বিখ্যাত নাটক "দি ফার্ষ্ট মিসেস্ ফ্রেসার" পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হবেন। বার বৎসর পূর্ব্বে এই নাটকে অবতীর্ণ হয়ে তিনি বহু রসিকজনের সম্প্রশংস অভিনন্দন লাভ করেছিলেন।

জার্ম্মাণ বিমানহানা এঁকে কিছুমাত্র কাবু করতে পারেনি। ইনি লণ্ডনেই বাস করছেন। কয়েক মাস আগে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পান। ইনি তখন একটি বিখ্যাত হোটেলে বাস করছিলেন। তখন নাৎসী-দের বোমায় তাঁর ঘরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ভাগ্য-ক্রমে পূর্ব্ব রাত্রেই হোটেল ত্যাগ করায় তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য সমিতি নামে এক সমিতি গঠিত হয়েছে। হিটলারের আক্রমণে যে সকল দেশের লোক ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের সাহায্যার্থ এরা পুস্তকাদি অনেক ভিক্ষা উঠিয়েছেন। একটি যথাযথভাবে সাহায্যপ্রার্থীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে। প্রিন্সেস এলিজাবেথ ও প্রিন্সেস মার্গারেট এই সমিতির কাছে প'চটী পুতুল পাঠিয়েছেন। এই পুতুলগুলি মুক্তাদ্বারা প্রদর্শিত ও বিক্রীত হবে এবং এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমিতির ভাণ্ডারে জমা হবে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে লণ্ডনকে দেখে মনে হচ্ছো যেন আততায়িনী ভাবে অবসাদ গ্রস্ত হয়েছে। এখন কিন্তু লণ্ডনের আর সেই বিষণ্ণ চেহারা নেই। বোমার

[১ম কলমের শেষাংশ]

চিহ্নগুলি না থাকলে মনে হতো যে, লণ্ডনের শান্তির কাল চলছে। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর লণ্ডনকে এতটা স্বাভাবিক আর কখনও দেখা যায় নি। যুদ্ধ বাধবার পর লণ্ডনের সাধারণ প্রায় সকল অট্টালিকা ও বহু বাড়ীর দরজা ও জানালার সম্মুখে বালির বস্তা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে। বর্ত্তমানে একলোর অধিকাংশই হয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নতুবা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে এগুলির বদলে হয় কংক্রীট নয়তো পাথর দিয়ে বাড়ীর বাগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়াল প্রভৃতি তৈরী করা হয়েছে। পূর্ব্বে অনেক সময়ে দেখা গেছে, এই বস্তাগুলি প'চে গিয়ে ভেতরের বালি বেরিয়ে এসেছে। ফলে রাস্তাঘাট নোংরা হয়ে যেত। মাটি দিয়ে এ বস্তাগুলি ভরা থাকলে অনেক সময়ে এমনও দেখা গেছে যে, ভেতর থেকে ঘাস বা আগাছা এমন কি কখনও ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে এসে বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

জার্ম্মাণীর ভিতরের খবর

কম্যুনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধির আশঙ্কা

"টাইম" নামক সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২৮শে জুনের সংখ্যায় নাৎসী জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার একটি বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকার কয়েকজন সংবাদদাতা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীতে ছিল। ইহারাই এই নূতন ভিতরকার খবর আনিয়া দিয়াছে। এই বিবরণীতে প্রকাশ, আংশিক-ভাবে জার্ম্মাণীর জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় ফলেই হিটলারকে রাশিয়া আক্রমণ করিতে হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে এখন সামরিক ডিক্টেটর-শিপ্ চলিতেছে। নাৎসীদলের বিভিন্ন নেতার প্রাধান্য লুপ্ত হইতেছে। জনসাধারণের সহিত হিট্লারের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এখন কেবল মাত্র বড় বড় জেনা-রেলেরাই তাহাকে পরামর্শ দিতে পারে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কোচন, কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি ও সাধারণভাবে যুদ্ধের জন্য জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গত শীত এবং বসন্তকালে বার্লিনের বিভিন্ন বাড়ীর দেওয়ালে প্রত্যহ প্রাতেই "চার্চিল দীর্ঘজীবী হও," "কম্যুনিজমের জয় হইবে," "খুনে হিট্লার নিপাত যাউক" প্রভৃতি কথা লেখা দেখা যাইত।

জনসাধারণের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে রুডলফ্ হেস্ই সবচেয়ে বেশী খবর রাখিতেন। কারণ জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে সকল সরকারী সংবাদ তাঁহার কাছেই আসিত।

নিজ ইচ্ছাই যেন ইংলণ্ডে উড়িয়া আসিয়াছেন। ইংলণ্ডকে অবিলম্বে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে অনুরোধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু হেস একটি বড় ভুল করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ব্রিটেন নাৎসীদের চেয়েও কম্যুনিজমকে বেশী ভয় করে এবং জার্ম্মাণীতে কম্যুনিজম্ মাথা নাড়া দিয়া উঠিতেছে, সংবাদ পাইলে তাড়াতাড়ি জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিবে।

ভারতে "প্রিজম্যাটিক" কাঁচ নির্ম্মাণ

জাহাজ কোম্পানীর অর্ডার সরবরাহ

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, জাহাজে ব্যবহারার্থ "প্রিজম্যাটিক" কাঁচ ও কৃত্রিম ওপেল-পাথরের আলোর "শেড" বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেই নির্ম্মাণ করা সম্ভব। জাহাজ নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্ডার যাহাতে সহজে সরবরাহ করা যায়, সেজন্য ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

আগামী ২৮শে জুলাই ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ

(স্যার্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ড লিখিত)

স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাসব্যাণ্ডের নাম ভারতবর্ষে বিশেষ ভাবে পরিচিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হইয়াছিল, ইনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ফোর্টনী রেভিয়্যুর পত্রিকায় তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

জার্ম্মাণী সুগঠিত রীতিই অনুসরণ করিতেছে। জেনারেল একটা অংশের ভার, গ্রীস্মে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিবার জন্য শীতকালে নিষ্ক্রীয় রহিয়া অপেক্ষা এবং গ্রীস্মের প্রথম দিকে আপাতঃ সাফল্য লাভ প্রভৃতি গত যুদ্ধের সব লক্ষণই বর্ত্তমান। তবে কি এবারেও অধিকে পরাজয়, গ্রীষ্মান্তে একান্ত অবসাদ এবং দুর্দ্ধর্ষ শক্তির পুনরভিনয় হইবে?

হিটলার রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া জয় করিয়াছে, যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আজ তাহার পদানত। আমাদের সে এটিকে হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। ক্রীট ও মুক্তের পাস আক্রমণের ভয় হিট্লার দেখাইতেছে। রাশিয়া আজ হিট্লার কর্ত্তৃক আক্রান্ত। আমেরিকার সহিত আমাদের সামুদ্রিক যোগসূত্রটিকে সে বিপন্ন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহার জন্য তাহার যে পরিমাণে সৈন্যক্ষয় ও যুদ্ধ সামগ্রী নষ্ট হইয়াছে, তাহা সামান্য নহে।

জার্ম্মাণীর দিক হতেই কিন্তু আজ কঠিন প্রতিবাদ লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আগামী শরৎকালে আবার ১৯১৮ সালের অবস্থার উদ্ভব হইবার পূর্ব্বাভাস কি পাওয়া যাইতেছে না।

ব্রিটেনের সহিত মুখোমুখী যুদ্ধ হিট্লার সর্ব্বদাই এড়াইতে চাহিয়াছে। মনে মনে সে চিরকালই আমাদের ভয় করিত।

আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বনের জন্যই আমরা মনে মনে অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছি। ট্রাফালগারে নেলসন যাহা করিয়াছিলেন, ওয়াটারলুতে ওয়েলিংটন যাহা করিয়া-ছিলেন, ১৯১৮ সালে ফেশ্ যাহা করিয়াছিলেন আমাদের নৌ, স্থল এবং বিমান বাহিনীর সহযোগিতার তাহারই পুনরভিনয় হইবে। এমন কি হয়ত তাহা অপেক্ষাও অধিক গৌরবজনক সাফল্য লাভ হইতে পারে।

পৃথিবীর প্রথম সঙ্গীতজ্ঞ রাষ্ট্রপতি

প্যাডারুস্কির বিস্ময়কর জীবনকাহিনী

মঃ ইগনেশ প্যাডারুস্কির মৃত্যুতে জগতের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী তিরোভাব ঘটিল। তিনি জগৎবিখ্যাত পিয়ানোবাদক ও সুরশিল্পী ছিলেন। পোল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক হিসাবেও তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। গত মহাযুদ্ধের সময় পোল্যাণ্ডের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। যুদ্ধের পর তিনি পোল্যাণ্ডের প্রথম প্রধান-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি শান্তি সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করিয়া-ছিলেন। এক বৎসর কাল তিনি প্রধান-মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু পোলিশ গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করায় তিনি ইহাকে পররাষ্ট্রনীতির অপরিণামদর্শী বিবেচনা করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্যাডারুস্কির মত একজন সঙ্গীতজ্ঞকে প্রধান-মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করিয়া পোলিশ জাতি তাহাদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সংস্কৃতি আজ জার্ম্মাণীর হাতে নিষ্পেষিত হইবার কোপায় পড়িয়াছে। প্যাডারুস্কি ছাড়া পোল্যাণ্ডের আরও কয়েক জন কৃতী সন্তানও জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা শপ্যাঁ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক কনরাড, জগদ্বিখ্যাত মহিলা বৈজ্ঞানিক রেডিয়ম-আবিষ্কর্ত্রী মাদাম কুরী প্রভৃতি অনেকে পোল্যাণ্ডেরই লোক।

ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে মহামান্য গভর্ণর

ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাস

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট বিগত ৫ই জুলাই ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন সম্পর্কীত সফর শেষ করিয়াছেন।

উক্ত দিবস প্রাতে চাঁদপুর পৌঁছিলে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও, এম, মার্টিন, ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং চাঁদপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অতঃপর ইঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ট্রেণ যোগে হাজিগঞ্জ গমন করেন। তথা হইতে একখানি লঞ্চে তিনি ঝটিকায় বিধ্বস্ত অঞ্চলের শস্যাদির দুরবস্থা দেখিতে যান।

ফিরিবার পথে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হাজিগঞ্জের তুলা ট্রেণিং কুটিরটি পরিদর্শন করেন। তিনি জুনের তৃতীয় সপ্তাহে বিভিন্ন স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে নৌকাযোগে হাজিগঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ট্রেণে চাঁদপুর এবং চাঁদপুর হইতে গত ৬ই জুলাই ঢাকা পৌঁছেন।

ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যার্থ মিঃ এস, পি, পাণ্ডে চাঁদপুরে মহামান্য গভর্ণরের হস্তে ৫০০ টাকার একটি তোড়া প্রদান করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার দুর্গতদের জন্য অর্থ সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন। প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ৬ই জুলাই ঢাকা পৌঁছিয়া সেদিনই চাঁদপুর যাত্রা করেন।

বাবুর্চ্চী ও আর্দালীদের যুদ্ধে যোগদান

খুন্তা-বেড়ী ছাড়িয়া কামান

তব্রুকে ব্রিটিশ সৈন্যদলের বাবুর্চি ও আরদালীরা মিলিয়া একটি বে-সরকারী "গোলন্দাজ দল" গঠন করিয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে "বুশ্ আর্টিলারি"। ধৃত ইটালীয় কামানগুলি জোগাড় করিয়া তাহারা রীতিমত দক্ষ গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম যখন ইহারা আরম্ভ করে, তখন ইহাদের কামান ছুঁড়িবার ক-অক্ষর জ্ঞানও ছিল না; কিন্তু ক্যাম্পের কাজ হইতে ছুটী পাইলেই ইহারা আসিয়া গোলাগুলি ছোঁড়া শিখিত। অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমানে ইহারা খুবই দক্ষ গোলন্দাজ হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি লক্ষ্যবস্তু না দেখিয়াও এখন তাহারা গোলা ছুঁড়িতে পারে। কার্য্যাপনের উপর গোলা নিক্ষেপ করাটা বর্ত্তমানে তাহাদের অন্যতম আমোদ।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা জেলায় কার্য্যের প্রগতি

বিগত মে মাসে ত্রিপুরা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য মাসের প্রথম দিকে প্রবল বৃষ্টি এবং শেষ ভাগে ঘূর্ণিবাত্যার দরুণ চাঁদপুর মহকুমায় পল্লী-মঙ্গল সম্পর্কিত কার্য্যে ভয়ানক বাধার সৃষ্টি হয়। কচুরীপানা ধ্বংস, ডোবা ভরাট এবং নিরক্ষরতা দূর করণের কার্য্যে সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ থাকে। এ-সম্পর্কে হানাচর, গাজিপুর, ইব্রাহিমপুর, নীলকমল, সাহেরগঞ্জ, বাইটনল, চরকালিয়া, হাজিগঞ্জ ও কড়াইতলী ইউনিয়নের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বেচ্ছাশ্রমে কতকগুলি বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। আকুনিয়া ও কড়াইতলীর নৈশ-বিদ্যালয়গুলি বেশ ভাল কাজ করিয়াছে।

সদর (উত্তর) মহকুমায় নিম্নোক্ত পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে:—

চাঁদকি—চাপিতলা ইউনিয়ন বোর্ড;

মিরপুর—চাপিতলা ইউনিয়ন বোর্ড;

নিয়াইলখাড়া—যোলনল ইউনিয়ন বোর্ড;

বড়ভেরা—গাজিপুর ইউনিয়ন বোর্ড;

চরবাখর-চন্দনগর—জাফরগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ড।

নৈশ-বিদ্যালয়

কালাকান্দি নৈশ-বিদ্যালয়—দাউদকান্দি থানা;

মাকুর নৈশ-বিদ্যালয়—মুরাদনগর থানা।

শাহবাগ পল্লী-মঙ্গল সমিতি মহেশপুর হইতে পাঁচোরা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত সমিতি ১০টি বাঁশের পুলও তৈরী করিয়াছে।

যোলনল, নিয়াইলখাড়া এবং বড়ভেরা গাজিপুর সমিতি গোমতী নদীর বাঁধের বিভিন্ন স্থানের সংস্কার সাধন করিয়াছে। ছোট আলমনগর পল্লী-মঙ্গল সমিতি ৩টি অস্বাস্থ্যকর ডোবা ভরাট এবং দুইটি রাস্তা মেরামত করিয়া দিয়াছে।

আলোচ্য মাসে সদর-দক্ষিণ মহকুমায় "কচুরীপানা সপ্তাহ" পালিত হইয়াছে। দশটি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কচুরীপানার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। এ-মহকুমায় কচুরীপানা প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে। বৃষ্টি ও ঘূর্ণিবাত্যার দরুণ অন্যান্য কাজ স্থগিত রহিয়াছে।

মিঃ সামনার ওয়েলস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সোভিয়েটকে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা দ্রুত ও কার্য্যকরীভাবে অগ্রসর হইতেছে।

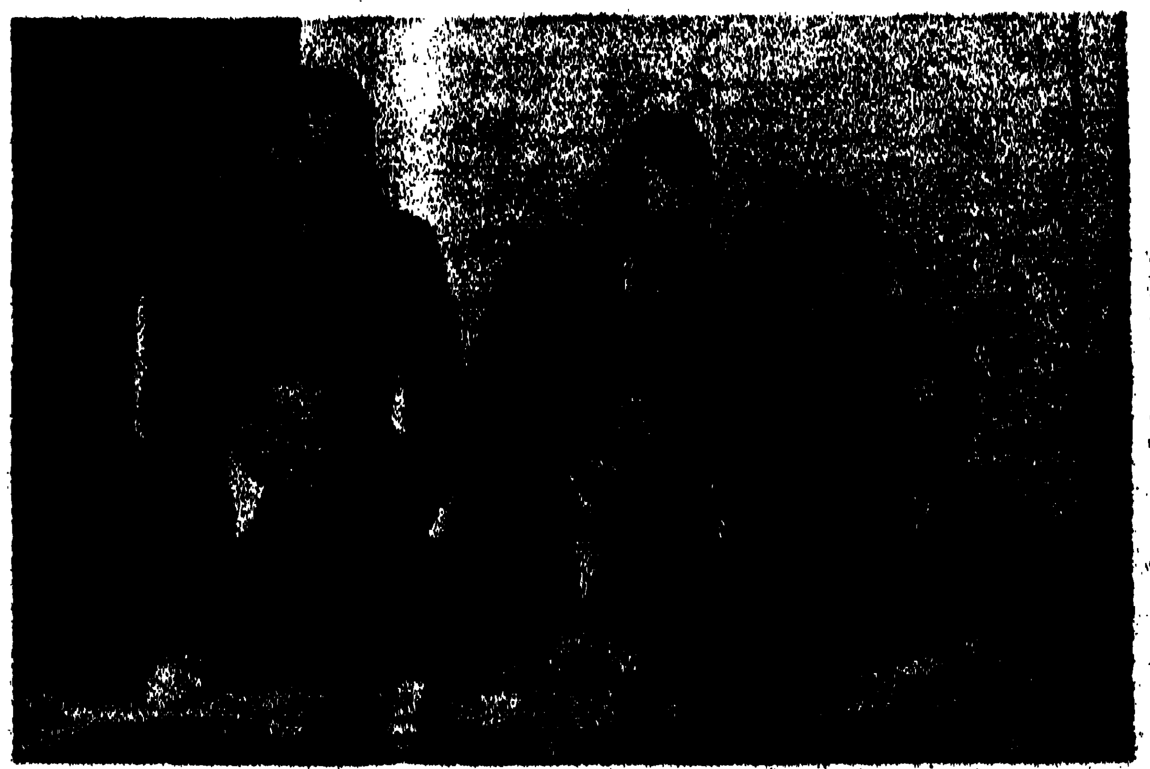

১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বৃটিশ তরুণকে বৈমানিকের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, বিমান-বিভাগীয় মন্ত্রী স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহকারীদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের চলতি বাজার দর

সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

গত ২৫শে জুন বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।		চলতি দর।
আগমার্ক আটা—		
		প্রতি মণ।
কাপড়ের থলিতে	..	৫৷৶০
চটের থলিতে	..	৫৷৶০
কাগজের থলিতে	..	৬৲
আগমার্ক ঘৃত—		
কিশোর মার্কা	..	৬৪৲
অমৃত ভোগ	..	৬২৲
ওঙ্কার	..	৬২৲
রাণা প্রতাপ	..	৫৭৲
শঙ্কর	..	৬২৲
সীতা	..	৬৫৲
শ্রী	..	৬৮৲
চাউল—		
বাঁকতুলসী	..	৬৸০ হইতে ৭৷০
পাটনাই	..	৬৷৷০ হইতে ৭৲
মোটা	..	৫৸৶০ হইতে ৬৲
মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত)—		
		প্রতি কুড়ি।
"ক" শ্রেণীর	..	৸৶০
"খ" শ্রেণীর	..	৷৷৶০
"গ" শ্রেণীর	..	৷৷৴০
"ঘ" শ্রেণীর	..	৷৶০
		প্রতি টাকায়।
দুধ	..	৫ সের
আলু—		
		প্রতি মণ।
দেশী নৈনিতাল	..	৪৷৷০ হইতে ৪৷৷৶০
		প্রতি সের।
ঐ	..	৶০ হইতে ৶১০
মাছ—		
		প্রতি মণ।
রোহিত	..	২০৲ হইতে ২৪৲
চিংড়ি	..	১৬৲ হইতে ১৮৲
ইলিশ	..	১০৲ হইতে ১৪৲
ফল—		
		প্রতি টাকায়।
আপেল (নৈনিতাল)	..	১২টা হইতে ১৬টি
কমলা (নাগপুরী)	..	৮ হইতে ১০টি
		কুড়িটি।
আনারস (আসাম)	..	৬৲ হইতে ৮৲
		এক ডজন।
কলা (সিঙ্গাপুর)	..	৶১০ হইতে ৷৴০

পশ্বাদি—	উর্দ্ধপক্ষে কত দুধ দেয়।	দাম।
গাভী	.. ৮ সের	৯২৲
মহিষ	.. ১২ সের	১৭৬৲
	কমপক্ষে কত দুধ দেয়।	দাম।
গাভী	.. ৩ সের	৩৩৲
মহিষ	.. ১০ সের	১৪০৲

খানসাহেব আজিজুল হকের স্থানে মিঃ আনোয়ার আলী সি-এ বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। খানসাহেব কৃষি শিল্প-সমবায় বিভাগের সিনিয়র এ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

১লা জুলাই প্রাতঃকালের সোভিয়েট এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ সীমান্তে নাৎসী ও ফিনিশ সৈন্যরা সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিয়াছিল* কিন্তু লালফৌজ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে এবং শত্রুদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে।

মিনস্ক এলাকায় এখনও তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে এবং শত্রুদের বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

কৃষ্ণসাগরে একখানা ও বাল্‌টিক সাগরে দুইখানা, মোট তিনখানা জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ডুবাইয়া দেওয়ার দাবী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শত্রুপক্ষের আরও একখানি সাবমেরিণ বিধ্বস্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা মিনস্ক ছাড়াইয়া আরও ১০০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা মস্কো এস্তেহারে সমর্থিত হয় নাই।

সোভিয়েট এস্তেহারে জানানো হইয়াছে যে, তীব্র সংগ্রামের পর মিনস্ক অঞ্চলে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে উভয় পক্ষের ট্যাঙ্ক বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং বহু শত্রুসৈন্য নিহত এবং সমরোপকরণ রুশীয়দের হস্তগত হইয়াছে।

মস্কোর আর একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ানরা পুনরায় প্রুত নদী অতিক্রম করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রভূত ক্ষতিও হইয়াছে।

সিরিয়ার স্বাধীনতা

সিরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে খুব চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, উপকূলভাগে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দামেস্ক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সিরিয়াকে শীঘ্রই মিসরের মত স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

দুইখানা শত্রু-জাহাজ বিধ্বস্ত

গত ৩০শে জুন দিনের বেলা রাজকীয় বিমানবহর শত্রু-অধিকৃত উত্তর ফ্রান্সে তিনবার হানা দিয়াছিল। উপকূল হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী একটা সামরিক লক্ষ্যস্থানে ভয়াবহভাবে বোমাবর্ষণ করা হইয়াছিল।

বৃটিশ প্লেনসমূহ কীল ও বুরেমেও আক্রমণ চালাইয়াছিল। কীলে বহুসংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছিল।

অভিযানের সময় বিমান বহর ডেষ্ট্রয়ার পরিবেষ্টিত একটি শত্রু কনভয়ের সন্ধান পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় দুইখানি জাহাজের (৭,০০০ হাজার হইতে ৮,০০০ হাজার টন) উপর বোমাবর্ষণ করে। দুইখানি জাহাজই নিমজ্জিত হইয়াছে।

মিনস্কের ৪০ মাইল পূর্ব্বে জার্ম্মাণ বাহিনী

১লা জুলাই জার্ম্মাণ যুদ্ধ এস্তেহারে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, তাহাদের সৈন্যরা মিনস্কের ৪০ মাইল পূর্ব্বে উপনীত হইয়াছে এবং বাল্‌টিক রাষ্ট্রে স্থায়ী সুবিধা অর্জন করিয়াছে।

আক্রমণ প্রতিরোধে সোভিয়েটের দৃঢ়তা

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শত্রুদের আক্রমণ যথাশক্তি প্রতিরোধ এবং সোভিয়েটের সমস্ত সমর-সম্পদের সংরক্ষিতাবস্থাই দেশরক্ষা পরিকল্পনা গঠনের উদ্দেশ্য।

লক্ষাধিক রুশীয় সৈন্য বন্দী

বিয়ালিষ্টকের পূর্ব্বে লক্ষাধিক রুশকে বন্দী করা হইয়াছে এবং বহুসংখ্যক রুশ সমর-সম্ভারের অধিকাংশই শেষ পর্য্যন্ত ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ হাই-কম্যাণ্ড ২রা জুলাই দাবী করিয়াছে।

একখানি এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ সৈন্যসহ জার্ম্মাণ বাহিনী আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

একখানি রাশিয়ান এস্তেহারে লাভ পরিত্যাগের কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

৭খানি জার্ম্মাণ সাবমেরিণ বিনষ্ট

২রা জুলাইর একখানি রাশিয়ান এস্তেহারে কৃষ্ণসাগরে ৭ খানি সাব-মেরিণ ধ্বংসের দাবী ও কনষ্টাঞ্জায় আরো আক্রমণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ

২রা জুলাই রাত্রিতে বৃটিশ প্লেনসমূহ পুনরায় জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটিসমূহে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। তিনটি শত্রু জাহাজের উপর বোমা পতিত হইয়াছিল।

রাজকীয় বিমান বহরের বহুসংখ্যক বিমানপোত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার পর কেণ্টের উপকূলভাগীয় পুরবাসীরা বহুদূর হইতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনিতে পায়। এই বিস্ফোরণের শব্দ উত্তর ফ্রান্সের মধ্য হইতে আসিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

জার্ম্মাণ ট্রলার নিমজ্জিত

আবহাওয়ার খবর সংগ্রহে নিযুক্ত এক খানা জার্ম্মাণ ট্রলার নিমজ্জিত হইয়াছে এবং ২২ জন নাবিককে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া নৌ-বিভাগীয় এস্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে। আইসল্যাণ্ডের উত্তরদিকে সামরিক পর্য্যবেক্ষণের সময় বৃটিশ নৌ-সৈন্যগণ এই ট্রলার খানার পশ্চাদ্ধাবন করে।

জার্ম্মাণ প্যারাসুট-বাহিনী

আক্টন ষ্ট্যাডেট পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, এস্তোনিয়ার দার্প্টের নিকটে ভেস্তেল অঞ্চলে জার্ম্মাণ প্যারাসুট সৈন্যরা অবতরণ করিয়াছে।

যুদ্ধ সম্পর্কে জার্ম্মাণ এস্তেহার

জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এস্তেহারে ২রা জুলাই বলা হইয়াছে, পূর্ব্বাঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। প্রাইপেত জলাভূমির দক্ষিণে ডুবনোর নিকটে যে ট্যাঙ্ক সংগ্রাম হয়, তাহাতে একশত সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ডানবোর নিকটে দুই দিন ব্যাপী সংগ্রামের পর সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। ১২০ ট্যাঙ্ক দখল করা হইয়াছে।

রিগা দখলের দাবী

ইতিপূর্ব্বে একখানা বিশেষ এস্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রিগা জার্ম্মাণদের হস্তগত হইয়াছে। ভুয়াশ (লাটভিয়ার উপকূলে রিগার প্রায় ৬০ মাইল উত্তরে) দখল হইয়াছে। ফিনিশ সৈন্যদের সহযোগিতায় জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী মধ্য ও উত্তর ফিনল্যাণ্ড অঞ্চলে সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আক্রমণ চালায়।

লাভিয়ার পতন

জেরুজালেম, ৩রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, লাভিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

মস্কো হইতে ২৫০ মাইল দূরে জার্ম্মাণ বাহিনী

ভিসি সংবাদ সরবরাহ এজেন্সীর নিকট সোভিয়েট সীমান্ত হইতে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, মিনস্ক হইতে মস্কোর দিকে অগ্রসর জার্ম্মাণ সৈন্যদলগুলি মস্কো হইতে ২৫০ মাইল দূরে স্মোলেনস্কের নিকটে উপনীত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত সংবাদেই প্রকাশ, মিনস্কের পশ্চিমে ও প্রিপেট জলাভূমির দক্ষিণে, বিশেষতঃ লুক অঞ্চলে বড় রকমের যুদ্ধ চলিতেছে।

মুরমান্‌স্ক অধিকারের দাবী

ষ্টকহল্‌মে জার্ম্মাণ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণগণ মুরমান্‌স্ক অধিকার করিয়া লইয়াছে।

কনষ্টাঞ্জা বন্দর বিধ্বস্ত

সোভিয়েট নৌবহর অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা রুমানিয়ার নৌ-ঘাঁটি কনষ্টাঞ্জা বন্দর বিধ্বস্ত করিয়াছে।

ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা

এম, ষ্ট্যালিন ৩রা জুলাই প্রাতঃকালে রাশিয়ার সমস্ত বেতার ঘাঁটি হইতে রাশিয়ান জাতির উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, রাশিয়ান সৈন্যদের বীরোচিত বাধাদান ও শত্রুর শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হওয়া

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বৃটেনের প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার জন ডিল্ ইংলণ্ডে অবস্থিত চেকোস্লোভাক সৈন্যদিগকে পরিদর্শন করিতেছেন। তাঁহার বাম পার্শ্বে চেকোস্লোভাক সেনাপতি জেনারেল মিরোস্লেভ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

জাতিগঠনমূলক কার্য্যে সরকারী সাহায্য

বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, যশোহর, ময়মনসিংহ, বীরভূম, চট্টগ্রাম, মালদহ ও বর্দ্ধমান জেলায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য বাংলা সরকার সম্প্রতি আরো ১৮,৪০৩৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বাঁকুড়া

	টাকা।
ফুলকুসমা মধ্য-ইংরাজী স্কুলে আদিম জাতীয় ছাত্রদের জন্য একটি হোষ্টেল নির্ম্মাণার্থ	৩০০৲
বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের নূতন দালান নির্ম্মাণার্থ ..	১,০০০৲
চৌপাল এম-ই স্কুলের গৃহ সংস্কারের জন্য	১০০৲
পাথাগ্না বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থ	১০০৲

মেদিনীপুর

জাখা হইতে পাদরবিল পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণার্থ	৪০০৲
রামনগর থানায় একটি পুলসহ গ্রাম্য রাস্তা নির্ম্মাণার্থ	৪০০৲
চন্দ্রকোণা থানায় ২নং ইউনিয়নে লাহিড়ীগঞ্জ হইতে কুইপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা নির্ম্মাণার্থ	৩০০৲
পল্লী লাইব্রেরীর (ভ্রাম্যমান) জন্য নূতন পুস্তক ক্রয়ার্থ (ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত ২০০৲ টাকা ছাড়া)	১,০০০৲
এগরা বালিকা মধ্য-ইংরাজী স্কুলের দালান নির্ম্মাণ শেষ করার জন্য ..	৫০০৲
কাজলাগড় হাই-স্কুলে বয়ন-বিভাগ খোলার জন্য (স্কুলের নাম বদলাইয়া কলাগাছিয়া হাই-স্কুল রাখিতে হইবে) ..	৪০০৲

বাখরগঞ্জ

কলসকাটি খালের উপর একটি পায়ে চলা সেতু নির্ম্মাণার্থ	১,৯১৪৲

ত্রিপুরা

কুমিল্লা সদর হাসপাতালে সংক্রামক রোগের একটি ওয়ার্ড নির্ম্মাণার্থ ..	১,০০০৲
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানায় হরষপুর গ্রামে একটি নল-কূপ বসানের জন্য	১৭৫৲

নদীয়া

নদীয়ায় সমবায় কৃষি-পরিকল্পনা সম্পর্কীয় স্থায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্যাদি সংগ্রহার্থ ..	১০০৲

জলপাইগুড়ি

পাথরঝাড়ি ইউনিয়ন বোর্ড ডাক্তারখানার জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধাদি ক্রয়ার্থ ..	৬০০৲
খাউকা ইউনিয়ন-বোর্ড ডাক্তারখানার জন্য ঔষধ ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ার্থ ..	৫০০৲

যশোহর

খর্ণ্যা দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য একটি মিটসেফ ক্রয়ার্থ	৪০৲
নাভিরন বালিকা-বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য ..	১০০৲
জেলা স্কাউট এসোসিয়েশনের একটি ক্যাম্প গঠনের জন্য	২৫০৲
যশোহরে একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান জন্য	১,২৫০৲
হরিণাকুণ্ডু থানার অধীনস্থ ভবানীপুর খালের পুনঃ-সংস্কার জন্য	৫০০৲
নড়াইল মহকুমা ইণ্টার-স্কুল স্পোর্ট এসোসিয়েশনে	২০০৲
নড়াইল মহকুমার লাহুড়িয়া নামক স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য	১,০০০৲
নড়াইল মহকুমার গোপালপুরের ইউনিয়ন-বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ক্রয়ার্থ	১,০০০৲
নড়াইল মহকুমার আউড়িয়া গ্রামে একটি গ্রাম্য সভাগৃহ নির্ম্মাণার্থ	১,০০০৲
লোহাগড়া থানার লক্ষ্মীপাশা নামক স্থানে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর জন্য ..	২৫০৲
"রোমিন" বালিকা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেওয়াল নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য ..	৫০৲

ময়মনসিংহ

জামালপুর মহকুমার বালিজাবাড়ী থানার চেয়া-খালি হইতে মুগ্নি পর্য্যন্ত একটি খাল খননের জন্য	১৫০৲
জামালপুর মহকুমার পালাবান্ধা ইউনিয়নে বোয়ালমারি খাল খননের জন্য ..	৫০৲

বীরভূম

সদর মহকুমার লাভপুর থানার লাঘোসা নামক স্থানের বাঁধ মেরামতের জন্য ..	২,০৬৬৲

চট্টগ্রাম

বৈলখাল থানায় একটি পাহাড়ী নদীর উপরস্থ আদিনাথ সেতুর পুনর্গঠন জন্য ..	১,১০০৲

মালদহ

	টাকা।
মোথাবাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ে অস্ত্র-চিকিৎসার গৃহ ও মহিলাদের বিশ্রামাগার নির্ম্মাণার্থ	২০০৲
মহারাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপযোজন সম্প্রসারণের জন্য ..	২০০৲

বর্দ্ধমান

আসানসোল পল্লী-উন্নয়ন কমিটি ..	২৫০৲
রায়না থানার হরিপুর নামক স্থানে নালোলের বাঁধ মেরামতের জন্য ..	১০০৲

বাখরগঞ্জ জেলায় ঋণ-মীমাংসা

সালিশী-বোর্ডসমূহের উদ্যম

বিবিচিনি ঋণ-সালিশী বোর্ড

খাইখালাসী ও বিক্রীর চুক্তিতে ৯২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। উক্ত ঋণের পরিমাণ ৯১৯॥০ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পরে উহা ৩২০৲ টাকায় মীমাংসা হয়, ১৬টি বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

খাতক এই চুক্তিতে ৫০০৲ টাকা ধার করে যে, উক্ত টাকা শোধ না করিলে সে তাহার যে সকল জমি বন্ধ মহাজনকে ভোগ দখল করিতে দিল, তাহা আর ফেরৎ পাইবে না। কিন্তু বোর্ড স্থির করে যে, ১৬টি বার্ষিক কিস্তিতে ২০০৲ টাকা প্রদান করিলেই খাতক তাহার জমি ফেরৎ পাইবে।

সুন্দ্রা কালিকাপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৭৬১/৪ নং মামলার খাইখালাসী খতের বলে ৫২৫৲ টাকা ঋণ দিয়া মহাজন খাতকের ৫ গণ্ডা জমি ৪১ বৎসর ভোগদখল করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩২৫৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে, কিন্তু খাতক বিশটি বার্ষিক কিস্তিতেও উহা শোধ করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া ১৯টি বার্ষিক কিস্তিতে ১৯০৲ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া বোর্ড মীমাংসা করে। খাতকের যে জমি বন্ধক দেওয়া ছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

[illegible]

বাঙলাদেশে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা

বাঙলা-সরকারের নবীন উদ্যম

বাঙলাদেশে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত রোগীদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থার কথা, ঐ রোগকে আয়ত্তাধীনে আনা এবং সম্ভবপর হইলে ঐ রোগ সম্পূর্ণ দূরীভূত করার বিষয় কিছুদিন যাবত বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আসিতেছেন।

বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ হইতে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জেলার শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একটি প্রচার-পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুষ্ঠ রোগকে আয়ত্তাধীনে আনিতে হইলে প্রথমতঃ জেলাসমূহের সুবিধামত কেন্দ্রে এবং কুষ্ঠরোগ অধ্যুষিত অঞ্চলে বহু সংখ্যক কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা অনুমোদিত পন্থায় এবং জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উপযোগী করিয়া করিতে হইবে। পল্লী-অঞ্চলে এই প্রকারের চিকিৎসালয় স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য ও এই চিকিৎসার যথেষ্ট উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে সদর ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে এবং ইউনিয়ন বোর্ডে কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

এই রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক পরিকল্পনা সাবধানতার সহিতই আরম্ভ করিতে হইবে। কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য এই পরিকল্পনার যে অংশ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সেই অংশই প্রথমে কার্য্যকরী করিতে হইবে। সুতরাং ইহাই স্থির করা হইয়াছে যে, সদর ও মহকুমা হাসপাতালের সঙ্গে এবং ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সদর ও মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ে বিশিষ্ট ঔষধি বা রোগ প্রতীকারক ঔষধ সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্য প্রদান করিবেন, তাহার একাংশ সার্জ্জন-জেনারেলের হাতে দেওয়া হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে যে সমুদয় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, তাহার জন্য প্রথম বৎসর গভর্ণমেণ্ট সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধের মূল্য বাবদ স্থায়ী খরচ ১১৫৲ টাকা সহ মোট ২০০৲ টাকা ও তদুপরি ডাক্তার ও তাহার সাহায্যকারীর বেতনের অর্দ্ধেক সাহায্য প্রদান করিবেন। এই সাহায্য ও পরবর্ত্তী বৎসরগুলির জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত আরো সাহায্য এই সর্ত্তে দেওয়া হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মতে এককালীন ও স্থায়ী ব্যয়ের অবশিষ্ট খরচ স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত টাকা হইতে দেওয়া হইবে এবং এই বিষয়ে স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবশ্যকীয় প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইবে।

ঐ প্রচার-পত্রে আরো বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে সমুদয় কুষ্ঠ চিকিৎসালয় আছে, সেগুলিকেও এই প্রাদেশিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের জন্য যে খরচের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তদনুযায়ী ঐ সমুদয় চিকিৎসালয়ে গভর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত সাহায্য প্রদান করিবেন—যাহাতে ঐ সমুদয় চিকিৎসালয়ে নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনামতে কাজ চলিতে পারে।

গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত নীতি অনুসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এককালীন ব্যয়ের যে অংশ বহন করিতে হইবে, তাহা সংগ্রহ করিয়া প্রথমে ব্যয় করিতে হইবে। তাহার পর গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের টাকা ব্যয় করিতে হইবে, এবং গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রস্তাবের সুযোগ গ্রহণ করিতে ত্রুটী করিবে না এবং অবিলম্বে সকল নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার মতে এইরূপ চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবে।

এই প্রদেশের সর্ব্বত্রই এই রোগ দেখা যায়; তবে কোন কোন জেলায় বেশী ও কোন কোন জেলায় অপেক্ষা কম।

রংপুর, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, রাজশাহী, বাঁকুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা, হুগলী, ময়মনসিংহ এবং বর্দ্ধমান জেলায় এই রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বেশী। অন্যান্য জেলায়ও এই রোগ আছে; কিন্তু অনেকটা কম। সুতরাং প্রস্তাব করা যাইতেছে যে যেখানে এই রোগের আক্রমণ অত্যধিক, প্রথমে সেই সমুদয় জেলায় কুষ্ঠ-নিবারণী কার্য্য আরম্ভ করা হউক। ব্যাপক পরিকল্পনায় অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হইবে:—

(১) কুষ্ঠ চিকিৎসায় ডাক্তার ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ শিক্ষা-ব্যবস্থা।

(২) নিম্নলিখিত স্থানে কুষ্ঠ চিকিৎসালয় স্থাপন:—

(ক) সদর হাসপাতাল,

(খ) মহকুমা হাসপাতাল এবং

(গ) ইউনিয়ন বোর্ড।

রোগের সূচনায়ই রোগ নির্ণয়ের জন্য এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রয়োগের জন্য ইহা নিতান্ত প্রয়োজন যে, যাহারা ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে তাহাদিগকে এই বিষয়ে বিশেষ এবং ভাল শিক্ষা দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে ডাক্তার ও স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদিগকে তিন সপ্তাহ ট্রেনিং দিতে হইবে। পক্ষান্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ডাক্তারদিগকেও বৃটিশ সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-প্রতিকার সমিতির বঙ্গীয় শাখার সহযোগিতায় ট্রেনিং দেওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা।—যে সমুদয় ডাক্তার সদর ও মহকুমা হাসপাতালসমূহে কাজ করিতেছেন এবং কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ ট্রেনিং পাইয়াছেন, তাহারা তাহাদের যথারীতি আউটডোর বিভাগের কাজের সময় ছাড়া অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সপ্তাহে দুই দিন বাহিরাগত কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করিতে পারেন। এই সমুদয় স্থানে এ কাজও হাসপাতালের নিয়মবদ্ধ কার্য্যের অংশ বলিয়া ধরা হইবে।

ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়।—কুষ্ঠরোগ পল্লী অঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। কাজেই ঐ সমুদয় অঞ্চলে চিকিৎসা-কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হইলে রোগ প্রতিরোধে বিশেষ সাহায্য করিবে। এই উদ্দেশ্যে একখানি সাধারণভাবে নির্ম্মিত ঘর, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য পৃথক ব্যবস্থা রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে তুলিতে হইবে। আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করিতে হইবে। এক জন বেসরকারী চিকিৎসককে আর্থিক সাহায্য করিয়া সপ্তাহে দুই দিন নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে রোগীদের চিকিৎসা করাইবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই প্রকারে যেখানে সম্ভব সেখানে ঐ চিকিৎসক তিনটি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের চিকিৎসা করিতে পারেন।

এই সমুদয় চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জেলা কুষ্ঠ বোর্ড থাকিবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার সভাপতি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান সহকারী সভাপতি ও আরো ১৪ জন সভ্য এই বোর্ডে থাকিবেন। ইহার মধ্যে সভাপতি কর্ত্তৃক মনোনীত দুইজন মহিলা সভ্যও থাকিবেন। ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়গুলির স্থান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকেই করিতে হইবে। একটি ইউনিয়ন বোর্ড অথবা কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড একত্র এ কাজ করিতে পারে। তাঁহারা ইহার জন্য এককালীন দানও চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে এবং বিনামূল্যে কায়িক পরিশ্রম কাজে লাগাইতে পারিবে। যে স্থানে এরূপ সম্ভবপর হইবে না, সেখানে জেলা বোর্ড ব্যবস্থা করিতে পারে।

দেশীয় তাঁত শিল্পের আনুকূল্য

ছয় লক্ষাধিক কম্বলের অর্ডার

বিভিন্ন প্রদেশের ও দেশীয় রাজ্যের শ্রমশিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরগণের মারফতে ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ তাঁতীদের নিকট ৬৪৪,০০০ হাতে বোনা কম্বলের অর্ডার দিয়াছে। এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে এইগুলি সরবরাহ করিতে হইবে। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও মেবার ষ্টেট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অর্ডার পাইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বাঙলা, বোম্বাই, বিহার ও মহীশুর রাজ্যের অংশও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙলা দেশের শিল্প ৭,৫০০ কম্বলের অর্ডার পাইয়াছে।

একদল অষ্ট্রেলিয়ান শিক্ষানবীশ বিমান-চালক সম্পর্কে তাহাদের ট্রেনিং শেষ করার জন্য রোডেশিয়ায় যাত্রা করিয়াছে। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ইহারা সাম্রাজ্যিক বিমান-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিবে।

ঋণ-সালিশী বোর্ড সম্মেলন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অভিনব অনুষ্ঠান

বিগত ১৮ই জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ক্লাব হলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এইচ, এইচ, গোস্বামীর সভাপতিত্বে উক্ত মহকুমার ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বহু সংখ্যক সদস্য ব্যতীতও সভায় সার্কেল অফিসার, ঋণ-সালিশী বোর্ড অফিসার, সমবায় সমিতির ইনস্‌পেক্টরগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ-সালিশী বিভাগের পূর্ব্ব সার্কেলের ডেপুটি ডিরেক্টর খানসাহেব এম, আর, আলি সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের ঋণভার লাঘবের ব্যাপারে সালিশী বোর্ডগুলি অনেক কিছু করিয়াছে সত্য, তবে উহাদের কর্ম্মতৎপরতার বৃদ্ধিসাধনপূর্ব্বক যথাসম্ভব শীঘ্র উক্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটান উচিত। আইনের সংশোধনমূলক যে-সকল ব্যবস্থা সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মূলে ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্যাবলী যতটা সম্ভব দোষত্রুটি শূন্য করা যাইতে পারা যায় কিনা, তাহাও দেখা উচিত। বর্ত্তমানে দুইটি প্রধান ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে, যথা (১) মামলার বিচারে বিলম্ব ও (২) মীমাংসায় ত্রুটি।

দুই প্রকারে মামলা শেষ করা যাইতে পারে। মীমাংসা বা ডিসমিস শুধু তেমন অবস্থায় বাঞ্ছনীয় হইতে পারে যখন আইনসঙ্গতভাবে উহার কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না অথবা মামলার পক্ষগণের আচরণের দরুণ যদি কোন মীমাংসা না করা যায়। অন্যায়ভাবে কোন মামলা ডিসমিস করা নিন্দনীয়, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া উচিত। যে সকল কারণে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়া থাকে, উহার অবসান ঘটান উচিত। পক্ষগণের অনুপস্থিতিতেও মামলা চলিতে পারে, সে সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, যদি বোর্ডগুলি চাবিটির প্রত্যেক স্তরে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাদের সিদ্ধান্ত রেকর্ড করেন, তাহা হইলে মামলার বিচার ত্রুটিশূন্য হইতে পারে। নিম্নে স্তরগুলি দেওয়া হইল :—

(১) আবেদন সম্পর্কে বিবেচনা ; (২) ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ; (৩) অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ ; (৪) নিষ্পত্তি। আবেদন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে অনেক অসুবিধার হাত এড়ান যায়। ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিতে হইলে উহা যথাযথভাবে নিরূপিত হওয়া চাই। ইতিপূর্ব্বে টাকা পয়সায় বা ভূসম্পত্তি দ্বারা যে পরিমাণ ঋণ শোধ দেওয়া হইয়াছে, উহা নির্ভুলভাবে বাদ দিতে হইবে। খাতকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু তাহা দেখাইবার জন্য তাহার অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে রীতিমত তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। কাহারও কোন মতামতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া শুধু মাত্র খাতকের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাকে ভিত্তি করিয়াই মামলার নিষ্পত্তি করা উচিত। কিস্তি অনুসারে খাতকের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা চাই ; নচেৎ রোয়েদাদ পত্রপ্রয়ে পর্য্যবসিত হয়।

ডেপুটি ডিরেক্টরকে প্রদত্ত মানপত্রে ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সর্ব্বপ্রথমে মহামান্য সম্রাটের প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রকাশপূর্ব্বক বর্ত্তমান মহাসমরে ইংলণ্ডের জয় কামনা করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা অতিরিক্ত দুর্ভিক্ষে পশ্চাদ্বর্ত্তি দরুণ কিস্তির টাকা এবং ভূম্যধিকারীগণের খাজনা আদায়ে জনসাধারণের অক্ষমতার প্রতি ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সর্ব্বশেষে তাঁহারা এই মর্ম্মে প্রার্থনা করেন যে, ঋণ-সালিশী আইনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করিয়া খাতকদিগকে উহার সুযোগ গ্রহণে সাহায্য করা হউক। বোর্ডের কেরাণী ও পিয়নরা উপযুক্ত মাহিনা পায় না বলিয়াও তাঁহারা অভিযোগ করিয়াছেন।

মানপত্রের উত্তরে ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, যুদ্ধ এক্ষণে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, শুধু মুখের কথায় কোন কাজ হইবে না। এ দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অর্থবল ও লোকবল দ্বারা গভর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। দুষ্ট প্রকৃতির লোকরা মিথ্যা গুজব রটাইয়া জনসাধারণের মনে যে ত্রাস সঞ্চারের চেষ্টা করিতেছে, তাহারা সত্য সংবাদ প্রচারের দ্বারা লোকের সংশয় দূর করিতে পারেন। এই ভাবে কথার দ্বারাও গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা যাইতে পারে। বিভিন্ন যুদ্ধ তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেওয়াও তাহাদের কর্ত্তব্য।

সুখের বিষয় যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু যে কোন স্বাস্থ্যবান যুবক এক্ষণে স্থল-বাহিনী, নৌ-বাহিনী অথবা বিমান-বাহিনীতে অনায়াসে যোগ দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির দরুণ শস্যহানি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। দুর্গতদের সাহায্য প্রদান সম্পর্কে শাসন কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত সজাগ আছেন এবং বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইনেও সার্টিফিকেট অফিসারগণকে অতিরিক্ত সময় দানের ক্ষমতা দেওয়া আছে। তিনি বলেন, ঋণ আদায়ের কাজ ব্যাপকভাবে স্থগিত রাখা যাইতে পারে না ; তবে সার্টিফিকেট অফিসারগণ স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অতঃপর ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় বলেন, ঋণ-সালিশী আইনের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা থাকা উচিত নয়। পাঁচ বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনতঃ আর কোন নূতন মামলা গ্রহণ করা উচিত হইবে না। যে-সকল খাতক বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, তাহারা অনায়াসে এখনও তাহা করিতে পারে। ১৯৪১ সনে কতক এবং ১৯৪২ সনে কতকগুলি বোর্ডের আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাইবে। যাহারা মামলা দায়ের করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাহাদের পক্ষে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

গো-মহিষাদির বাজার

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বিগত ২৮শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে মোট ৯৩টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ৫৩টি গাভী পাঞ্জাব হইতে এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৫৪টি মহিষ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১১৪টি মহিষ আমদানী হইয়াছিল।

দুগ্ধবতী গাভীর দর ৬৩৲ টাকা হইতে ৯৫৲ টাকার মধ্যে ছিল এবং মহিষের দর ১৪০৲ টাকা হইতে ১৮৫৲ টাকার মধ্যে ছিল। গাভীগুলি দৈনিক ।৩ সের হইতে ।৮ সের পর্য্যন্ত এবং মহিষগুলি ।০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিবার উপযুক্ত ছিল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ৮ই জুলাই তারিখে ঢাকায় যে দরবার হওয়ার কথা ছিল, তাহা উক্ত তারিখে অনুষ্ঠিত না হইয়া আগামী ২১শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে। যে সব নিমন্ত্রণ-পত্র বিলি করা হইয়াছে, তাহা আগামী ২১শে তারিখ দরবারে ব্যবহৃত করা চলিবে।

ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারী সাহায্য

বহু মেডিক্যাল ও স্যানিটারী ইউনিট প্রেরিত

নোয়াখালি ও বাখরগঞ্জ জেলায় ঘূর্ণিবাত্যার পরক্ষণেই বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর তথাকার দুর্গতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট ও জেলা-বোর্ডের সহযোগিতায় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ও ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য নিযুক্ত ডাক্তারগণকে লইয়া চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলার জন্য তিনি ঢাকা সার্কেলের জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডা: এস, এম, হুসেনকে অবিলম্বে বরিশাল যাইতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও গত ৩রা জুন বরিশাল গমন করেন। বরিশাল ও নোয়াখালি জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ঝটিকা-প্রপীড়িত অঞ্চলের জন্য যথাক্রমে ২৫ ও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়। জুন মাসের প্রথমভাগে নোয়াখালি জেলায় ৫টি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যপরিদর্শক দলকে দুর্গতদের চিকিৎসার জন্য ঘূর্ণিবাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইতে আদেশ প্রদান করা হয়। পরে আরও ১০ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর এবং মেডিক্যাল ইউনিট প্রেরিত হয়। জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালি জেলার ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫০টি মেডিক্যাল এবং স্যানিটারী ইউনিট মঞ্জুর করেন। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ৩৩টি এবং নোয়াখালিতে ৭টি কাজ করিতেছেন। তদুপরি ১০০ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের ব্যবস্থাও করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে ৩২ জন ডাক্তার এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টরকে সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের জন্য বাখরগঞ্জ জেলায় এবং ৩০ জনকে নোয়াখালি জেলায় পাঠান হইয়াছিল। পুকুর-ইন্দিরার দূষিত পানীয় জল বিশুদ্ধির জন্য বাখরগঞ্জে ১০০ হন্দর ব্লিচিং পাউডার এবং ২২৭ মণ খাখারীচুণ দেওয়া হয়। নোয়াখালি জেলার জন্য ৫০ হন্দর ব্লিচিং পাউডারের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান মাসের প্রথমভাগেই উহা পাওয়া যাইবে। নোয়াখালি এবং বাখরগঞ্জের জন্য আরও সাহায্যের আয়োজন করা হইয়াছে। জুলাই মাসের ২ তারিখে গভর্ণমেণ্ট ঝটিকা-বিধ্বস্ত জেলাসমূহের জন্য অতিরিক্ত আরও ১৪,০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। ঝটিকার অব্যবহিতপরেই বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক বাখরগঞ্জ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। রাজস্ব-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও তথায় গিয়াছিলেন। বিগত ৬ই জুলাই মাননীয় স্যার বি, পি সিংহ রায় এবং রাজস্ব সেক্রেটারী মি: বি, আর, সেন, আই, সি, এস, নোয়াখালী যাত্রা করিয়াছেন।

"অন্ধদের আলোক-নিকেতন"

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর অন্ধ লোকেরা যাহাতে ভাবী জীবনে প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ পায়, এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অন্ধ ব্যক্তিদিগকে বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া, সঙ্গীত এবং কারিগরী শিক্ষা বিনাব্যয়ে প্রদান করা হইবে। জুলাই মাস হইতে শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে। যেসব লোক এখানে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে বা লিখিতভাবে সমুদয় বিবরণ জানাইয়া কলিকাতা ১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (স্যুট নং ১২) "লাইট হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড" ঠিকানায় মি: এস, সি, রায়ের নিকট আবেদন করিবেন।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দুই মাস পূর্ব্বে রাজপুরের লর্ড বিশপকে সভাপতি এবং প্রফেসার এস, সি, রায় ও ডা: টি, আহমদকে অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়া এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হইয়াছে। শিক্ষাদান ও জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া অন্ধব্যক্তিদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় নাগরিকরূপে গড়িয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। "অন্ধদের আলোক-নিকেতন" সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান।

গো-পালন ও পশু-বিজ্ঞান

ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যাবলী

গত ৩০ বৎসর যাবত ভারতের গবাদি পশুর উন্নতি সাধনের জন্য যে চেষ্টা করা হইয়াছে, সম্প্রতি ভারত সরকারের ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। আংশিক মুক্তেশ্বর এবং আংশিক ইজ্জৎনগরে এই রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপিত। ইহাদের পুস্তিকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের গৃহপালিত পশ্বাদির মোট মূল্য প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা হইবে। চাষবাসের জন্য পৃথিবীতে যত পশ্বাদি নিযুক্ত আছে তাহার এক-পঞ্চমাংশই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের শস্যাদির মোট মূল্য হইতেও এই সকল পশু-সম্পদের মূল্য অধিক। গো-মড়ক আদি লাগিয়া ভারতবর্ষে বহু গৃহপালিত জন্তু ক্ষয় হয়। এই মড়ক নিবারণ করিতে না পারিলে এই সকল পশুর উৎকর্ষ সাধন বা কৃষির উন্নতি কোনটাই সম্ভব নহে।

১৮৯০ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি নাম দিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থাপিত হয়। ক্রমে ইহার কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা হয় এবং পশুদের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার বিষয় হইয়া উঠে। তখন ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট রাখা হয়। পশুদের রোগানুসন্ধান ছাড়া এইখানে পশুদের পুষ্টিসাধন, সুপ্রজনন এবং অন্যান্য বিষয়েও গবেষণা করা হয়। সিরাম রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট নামে ইজ্জৎনগরে যে সিরাম-গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহা ১৯০১ সালে খোলা হয়। কালক্রমে ইহারও কার্য্যক্ষেত্র ব্যাপকতর করা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমানে জৈব পণ্য শাখা, পশু-পুষ্টি শাখা, কুক্কুটাদি গৃহপালিত পক্ষী সম্বন্ধীয় গবেষণা শাখা সংযোজিত হইয়াছে। মুক্তেশ্বরের প্রতিষ্ঠানে পশুদের মারাত্মক রোগগুলির প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য গবেষণা করা হয়। "রিণ্ডারপেষ্ট" এবং রক্তস্রাবী "সেপ্‌টিসিমিয়া" পশুদের দুইটি প্রধান রোগ; ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা চলিতেছে। ব্ল্যাক কোয়ার্টার, পা এবং মুখের ঘা, "রাণীক্ষেত" রোগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে। পশুদের যক্ষ্মা, এনথ্রাক্স্ প্রভৃতি রোগগুলি মানুষের পক্ষেও সংক্রামক। এই সকল এবং পশুদের আরও বহু রোগের প্রতিকারের জন্য গবেষণা চলিতেছে।

ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট পশুরোগের পরীক্ষার জন্য বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার পশু ক্রয় করেন। গবেষণার ফলে বিবিধ সংক্রামক রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কৃষকদের মধ্যে প্রতি বৎসর বহু ভ্যাকসিন ও সিরাম বিতরণ করা হয়। ইউরোপের দেশগুলির ন্যায় গৃহপালিত পশুদের মধ্যে সংক্রামক রোগ বিস্তৃতি রোধের জন্য পশু-পুলিশ ভারতবর্ষে নাই; সুতরাং পশুদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তৃতি রোধ করিবার জন্য জৈব ঔষধের উন্নতি ও ব্যবহারবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে জৈব ঔষধ প্রচলনের পক্ষে একটি বড় বিঘ্ন হইল কৃষকদের দারিদ্র্য। অর্থাভাবের দরুণ তাহাদের পক্ষে অনেক ঔষধ ক্রয় করাই সম্ভব হয় না। সুতরাং পশুদের যে সকল রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব, তাহাতে প্রতি বৎসর বহু গৃহপালিত পশু মারা যাইয়া কৃষককে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইজ্জৎনগরে বর্ত্তমানে একটি দৈহিক [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল ঔষধ ব্যবসায়োপযোগী পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, অতঃপর তাহাদের সকলগুলিকেই পাহাড় হইতে নীচে লইয়া আসা সম্ভব হইবে। ইহাতে যাতায়াত ও সরবরাহ খরচ অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। সুতরাং আশা করা যায় এই সকল পিচকারি ঔষধের দামও কিছু কমিবে।

পশুদের খাদ্য-পুষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান বেশী দিন আরম্ভ হয় নাই। উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই যে অধিকাংশ পশ্বাদি মারা যায় এবং ইহাই যে আমাদের দেশের বহু গবাদি পশুর কদাকার এবং কম দুধ দেওয়ার কারণ, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিভিন্ন দেশী এবং বিদেশী পশু-খাদ্যের পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। পশু চরিবার মাঠগুলিতে ঘাসাদির উন্নতি করা যায় কি না, তাহা দেখাই ইহার উদ্দেশ্য।

এইখানে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, যে সকল গরু কম দুধ দিত, বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইলে তাহাদের দুধ প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করা যায়। এই উপায়ে ভেড়াদের পশমের পরিমাণও ত্রিগুণ বৃদ্ধি করা গিয়াছে।

পুষ্টি সমস্যায় বিষ-বিজ্ঞানও একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোনও একটি রোগে যত পশ্বাদি মারা যায়, বিষাক্ত ঘাসপাতা খাইয়া তাহা অপেক্ষা অধিক গৃহপালিত পশু মারা যায়। এই কারণেই ভেটারিনারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে বিষাক্ত ঘাসপাতাদি সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করা হইতেছে।

গরু, ঘোড়া প্রভৃতির মধ্যে সুপ্রজননের আবশ্যকতা ভারতবর্ষে ক্রমেই স্বীকৃত হইতেছে। মুক্তেশ্বরে এ বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে।

হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য যে শাখাটি আছে, তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল হাঁস মুর্গী ও ডিমের ব্যবসায়কে উৎসাহ দান। গ্রেট ব্রিটেন চীন হইতে বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ডিম আমদানী করে। বোম্বেতে ডিমের প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা মাসে মোট ৩০ হাজার ডিম বিদেশে রপ্তানী করে। ভারতবর্ষ হইতে যদি উৎকৃষ্টতর ডিম পাওয়া যায়, তবে ইহারা এখান হইতেই ডিম ক্রয় করিবে বলিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মুর্গীগুলি বড়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। এগুলি বিদেশের বাজারে মোটেই চলিবে না। ডিমের ব্যবসায় সাধারণ হইতে লাভজনক। খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া ডিম বই-বাঁধাই ও কাঠের পুটিং প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়।

ইহা ছাড়া ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের আরও একটি বড় কাজ আছে। এই প্রতিষ্ঠানকে পশ্বাদির রোগ ও তাহার ঔষধাদির সম্বন্ধে বহু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। শুধু ভারতবর্ষে নহে, প্রাচ্যের অন্যান্য বহু দেশ হইতেও পশুরোগ সম্বন্ধে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া এখানে পত্রাদি আসে। কোথাও ভয়ঙ্কর গো-মড়ক লাগিলে উপদেশাদি দান এবং তথ্যানুসন্ধানের জন্য এখান হইতে গবেষকদেরও পাঠান হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণ পত্রিকার স্বীকারোক্তি

রুশ বৈমানিকের দক্ষতা

জার্ম্মাণ বৈদেশিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ড্রানেক্সুস ডারেনসার্ভের সামরিক সংবাদদাতা এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আগামী কয়েক দিনের মধ্যে রাশিয়ার সীমান্তে জার্ম্মাণী এমন বিপুল পরিমাণে সাঁজোয়াবাহিনী ও বহু সৈন্যের সমাবেশ করিবে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে এমন আর কখনও দেখা যায় নাই।

সকল জার্ম্মাণ সংবাদ-সমালোচকের মতই এই যে, রুশীয় বিমানবাহিনী নৌ এবং সৈন্যবাহিনীর অধীন হওয়াতে উপযুক্ত দক্ষতা প্রদর্শন সম্ভব নহে। ইহা জার্ম্মাণীর পক্ষে বিশেষ লাভের কথা।

ওয়াকিবহাল জার্ম্মাণ মহলগুলির ধারণা এই যে, রাশিয়ার বৈমানিকেরা অতিশয় দক্ষ, কিন্তু ইহাদের বিমানগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে একেবারে সেকেলে ধরণের।

একটি বিধ্বস্ত জার্ম্মাণ বিমানের আহত বৈমানিককে দুইজন বৃটিশ সৈনিক উদ্ধার করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সত্বেও তাহারা অগ্রসর হইতেছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, শেষ পর্যন্ত হিটলারের সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হইবে।

এম, ষ্টালিন খানিকটা থামিয়া থামিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। তিনি বলেন যে, "সহকর্মী, নাগরিক, ভ্রাতা, ভগ্নি এবং সৈন্য ও নৌবহরের যোদ্ধাগণ—হিটলারের জার্মানী কর্তৃক আমাদের পিতৃভূমি আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া আজ এই সঙ্কট মুহূর্তে আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করিতেছি।

হিটলারের সৈন্যদল লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়ার অধিকাংশ, হোয়াইট রাশিয়ার পশ্চিমাংশ এবং পশ্চিম ইউক্রেনের একাংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট বিমানবহর মুরমানস্ক, স্মোলেনস্ক, কীভ, ওডেসা এবং সেবাস্তপোলে হানা দিতেছে। আমাদের দেশের সম্মুখে ভয়াবহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। কয়েকটি শহরে শক্তিশালী লালফৌজ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে—ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল?

ইতিহাসে দেখা যায় যে, কোন সৈন্যবাহিনীই অপরাজেয় নহে। নেপোলিয়নের বাহিনীকে অপরাজেয় বলিয়া মনে করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহারাও রাশিয়ান, ইংরাজ এবং প্রুশিয়ান বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধে জার্মান বাহিনীকেও অপরাজেয় মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহারাও বৃটিশ ও ফরাসী বাহিনী কর্তৃক পর্যুদস্ত হইয়াছিল। হিটলারের ফ্যাসিষ্ট জার্মান বাহিনী সম্পর্কেও আজ অনায়াসে এই কথা বলা যাইতে পারে।

হিটলারের এই সৈন্য বাহিনী ইতিপূর্বে কখনও কোন গুরুতর বাধার সম্মুখীন হয় নাই। এইবার আমাদের দেশ আক্রমণের পরই তাহারা প্রথম কঠোর বাধার সম্মুখীন হইল। এই বাধাদানের ফলে জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ডিভিশন বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহা হইতে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, নেপোলিয়ান ও দ্বিতীয় উইলহেলমের বাহিনী যেভাবে পর্যুদস্ত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই হিটলারের ফ্যাসিষ্ট বাহিনীও পরাজিত হইবে।"

জার্মানদের ডীনা নদী অতিক্রম

৪ঠা জুলাই প্রাতঃকালে প্রকাশিত একখানি সোভিয়েট এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ডিনস্ক, মিনস্ক এবং তারনোপোল অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে।

এশ্তেহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, জেকবষ্টাড্ট ও ডিনস্ক অঞ্চলে ভয়াবহ সংগ্রামের পর শত্রু সৈন্য জেকবষ্টাডটের নিকটবর্তী ডীনা নদীর দক্ষিণ তীরে আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে।

দাবী করা হইয়াছে যে, মিনস্ক ও বরিসভ এলাকায় শত্রুদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে এবং বাল্টিকে একখানি জার্মান সাব-মেরিন নিমজ্জিত হইয়াছে।

জার্মানীর বিভিন্ন স্থানে বৃটিশ বিমানের আক্রমণ

লণ্ডনে জানা গিয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহরের বোমারু প্লেনগুলি ৩রা জুলাই রাত্রিতে এসেন, ব্রিমেন ও ব্রীমেরহ্যাভেনের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

জার্মানীর উপর এই যে বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে; তৎসম্পর্কে নৌ-বিভাগের এক এশ্তেহারে বলা হইয়াছে: "এসেন শহরে ক্রুপের কারখানা অবস্থিত। এই শহরটি বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলির আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। এখানে এবং রুহ্রের অন্যান্য স্থানে বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।"

উত্তর-পশ্চিম জার্মানীতে ব্রিমেন বন্দর এবং ব্রিমেরহ্যাভেনের কল-কারখানাগুলি আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত আক্রমণের ফলে সাতখানা বৃটিশ প্লেন নিখোঁজ হইয়াছে।

৭ লক্ষ জার্মান হতাহত

মস্কো বেতার বার্তায় বলা হইয়াছে যে, অন্ততঃ ৭০০,০০০ লক্ষ জার্মান সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

জার্মানরা যে সমস্ত জেলা দখল করিয়াছে, তাহা সহস্র সহস্র জার্মান সৈন্যের মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

রুশীয় বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

মস্কোর এশ্তেহারে ৫ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, লাল বিমানফৌজ রুমানিয়ার কৃষ্ণসাগরের বন্দর কনষ্টানজায় এরূপ ভয়াবহভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে যে, জার্মান ও ইটালীয়দিগকে এখন বাধ্য হইয়া কনষ্টানজার পরিবর্তে বুলগেরিয়ার ভার্ণা ও বুরগাস বন্দর ব্যবহার করিতে হইতেছে।

সোভিয়েট বিমানবাহিনী সাফল্যজনকভাবে শত্রুর বিমানঘাঁটি ও মোটরবাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে।

জার্মান ডিভিশনের প্রবল চাপ

মস্কো হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা এখনও মিনস্কের পূর্ব দিকে বেরেসিনা নদীর ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে। এই স্থানে নাৎসী-পাঞ্জার ডিভিশন প্রবল চাপ দিতেছে।

শুক্রবার জার্মান হাইকম্যাণ্ড দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ট্যাঙ্কবহর বিভিন্ন স্থানে নদী অতিক্রম করিয়াছে।

উত্তর দিকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে লেপেল এলাকায় নাৎসীরা নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে।

জার্মানদের দাবী

জার্মান হাইকম্যাণ্ডের একখানি এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, প্রিপেত জলাভূমির দক্ষিণে কয়েক হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী করা হইয়াছে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান অগ্রসর হইতেছে।

হাঙ্গেরীয়ান সৈন্যরা কোলোমী ও ষ্টানিস্লাউ দখল করিয়াছে এবং নিষ্টারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আবিসিনিয়ায় ইটালীর সাম্রাজ্যের অবসান

৫ই জুলাই নিম্নলিখিতরূপ এশ্তেহার বাহির করা হইয়াছে:—

"আবিসিনিয়ায় অবশিষ্ট ইটালিয়ান সৈন্যদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেনাপতি জেনারেল গাজেরা গাল্লাসিদামো প্রদেশে যুদ্ধরত সমস্ত ইটালিয়ান সৈন্যের সহিত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। বর্তমানে মাত্র গোণ্ডারে একটি ইটালিয়ান বাহিনী যুদ্ধ করিতেছে। এই সৈন্যদলও চতুর্দিক হইতে দেশপ্রেমিক হাবসী যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যিক সৈন্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। একটী ছোট ইটালিয়ান সৈন্য দল ছত্রভঙ্গ হইয়া আসাসের দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছে।

ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও ইটালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডে ইটালীয়ানদের সম্পূর্ণ রূপে বাধাদানের অবসান ঘটিয়াছে।"

৫২ সহস্র রুশ সৈন্যের দলত্যাগ ?

সরকারী জার্মান নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, হিটলারের হেড-কোয়ার্টার্স হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, ৫২ সহস্র সোভিয়েট সৈন্য "দলত্যাগ" করিয়া জার্মানদের দলে ভিড়িয়াছে। মিনস্ক হইতে জার্মানদের তীব্র আক্রমণের ফলে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জার্মান আক্রমণ মন্দীভূত

এই তারিখের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] বৃদ্ধি পাইলেও সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে [illegible] বাহিনীর আক্রমণ মন্থর হইতেছে।

সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি আসন্ন

আঙ্কারা, ৭ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, এক সপ্তাহের মধ্যেই সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি ঘটিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

লণ্ডনের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ভিসি বাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ও সিরিয়ার হাই কমিশনার জেনারেল ডেনৎস স্বয়ং বৈরুত রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হোমসের ২৫ মাইল দূরে বৃটিশ সৈন্যদল

বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী পামিরা অধিকারের পর উত্তর সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ শহর হোমসের ২৫ মাইল দূরে উপনীত হইয়াছে।

বৈরুতের উপর তীব্র আক্রমণ

মিত্রপক্ষ লেবাননএর রাজধানী ও ভিসির ভূমধ্যসাগরীয় প্রধান বন্দর বেইরুতএর উপর ৭ই জুলাই বিরাট আক্রমণ চালায়। বেইরুতএর দশ মাইল দক্ষিণে যে সকল টহলদার বাহিনী দামুর নদী অতিক্রম করিয়াছিল; অষ্ট্রেলীয় পদাতিক বাহিনী তাহাদের অনুসরণ করে। উহারা নদীর উত্তর তীর আক্রমণ করিয়া এলমুর গ্রাম দখল করে। নদীর উত্তর তীরে পরিখায় অবস্থানকারী ভিসি সৈন্যদের উপর বৃটিশ বিমানসমূহ বোমা বর্ষণ করে, এবং উহার ফলে স্থল বাহিনীর নদী অতিক্রম সম্ভব হয়। বিমানসমূহ বেইরুতএর ব্যারাক ও অন্যান্য স্থানের উপর বোমা বর্ষণ করে। এখানের ভিসি বাহিনীর বারুদাগারও আক্রমণ করা হইয়াছিল।

দুইখানা জার্মান ট্রলার নিমজ্জিত

লণ্ডন ৭ই জুলাই ঘোষণা করিয়াছে যে, সোভিয়েট নৌবহর রিগা উপসাগরে দুইখানা জার্মান ট্রেলার ডুবাইয়া দিয়াছে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে মাইনের সহিত সংঘর্ষে একখানা জার্মান সাবমেরিনও নিমজ্জিত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

জার্মান অগ্রগতি প্রতিহত

অষ্ট্রোভ, লেপেল ও নভোগ্রাড-ভোলিনস্ক অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে।

অষ্ট্রোভ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের সাঁজোয়া গাড়ীগুলির ব্যুহভেদের সব প্রচেষ্টা ব্যাহত করা হইয়াছে। শত্রুপক্ষকে বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।

লেপেল অঞ্চলে (হোয়াইট রুশিয়া) সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বহরের আক্রমণের ফলে শত্রুর সাঁজোয়া বহরগুলিকে আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

পশ্চিম ইউক্রেনে, প্রিপেতের জলাভূমির দক্ষিণে শত্রুর যান্ত্রিক সৈন্যদলগুলি পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সারনাউটির পতন

বার্লিনের খবরে প্রকাশ, জার্মান হাইকমাণ্ড বলে যে, সারনাউটি শহর অধিকৃত হইয়াছে।

রোমের সংবাদে প্রকাশ, বুকোভিনার রাজধানী সারনাউটী পরিত্যাগের সময় রাশিয়ানরা শহরে আগুন লাগাইয়া প্রস্থান করিয়াছে। জার্মান ও রুমানিয়ান সৈন্যগণ যখন শহরে প্রবেশ করে, তখন বাড়ীগুলিতে আগুন জ্বলিতেছিল।

রুশিয়া অভিমুখে স্পেনীয় সৈন্যদল

রোম রেডিওতে প্রকাশ, রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জার্মানদের সহিত যোগদানের জন্য স্পেনের প্রথম ফ্যালাঞ্জিষ্ট সৈন্যদল গত সোমবার সকালে যাত্রা করিয়াছে।

বিগত ১৩ই জুন আড়িয়াদহ গ্রামের হিন্দু মুসলমানগণ [illegible] আহ্বান করে। [illegible] মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এস, রায় [illegible], আই. সি. এস. এবং [illegible] নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। [illegible] ৪০০ বর্গ ফুট [illegible]। [illegible]

ধান্য ও চাউলের মূল্য

বাঙলা সরকারের বিবৃতি

বিগত ৩রা জুলাই তারিখে নিম্নোক্ত মর্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে:—

ধান্য ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ কেন যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হয় নাই, তৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট প্রায় এক মাস পূর্বে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে জনসাধারণের চাঞ্চল্য কমে নাই। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা আরো বিশদভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙলাদেশে উৎপন্ন চাউল দ্বারা বাঙলার চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটে না। স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য স্বাভাবিক সময়ে বর্মা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল বাঙলায় আমদানী করিতে হয়। এই প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হওয়ায় নতুন ফসলের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গত বৎসর প্রথম পাঁচ মাসে বর্মা হইতে যে পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছিল, বর্তমান বৎসর এই সময়ে উহা অপেক্ষা শতকরা ৫০ ভাগ কম চাউল আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য জাহাজের অভাব হওয়ারই এরূপ হইয়াছে। রপ্তানীকারকগণ ও জাহাজী কর্তৃপক্ষদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, শীঘ্রই এই অবস্থার উন্নতি হইবে। সুতরাং চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে জনসাধারণের শঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই। তবে বর্মার চাউল বেশী পরিমাণে আমদানী হইলেও বর্তমান চাউলের বাজার নামিবে কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

পৃথিবীর সর্বত্রই চাউলের চাহিদা আছে এবং সেইজন্য চাউল উৎপাদনকারী দেশ ও ক্রেতা দেশের অবস্থা দ্বারা উহার মূল্য নিরূপিত হয়—কেবলমাত্র কোন দেশ বিশেষের স্থানীয় অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয় না। জাপান, মালয় উপদ্বীপ ও হংকং, ব্রহ্মদেশ হইতে অত্যধিক পরিমাণ চাউল খরিদ করিতেছে বলিয়া বর্মার চাউলের মূল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যুদ্ধের পূর্বে প্রতি ৯১/০ মণ সিদ্ধ চাউলের মূল্য ব্রহ্মদেশে ২৩০৲ টাকা ছিল। বিগত ২০শে জুন (১৯৪১) তারিখে ঐ চাউল প্রতি ৯১/ মণ ৩৯৫৲ টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে। অর্থাৎ মণপ্রতি ১৸০ আনা মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার উপর জাহাজের বর্দ্ধিত মাশুলের দরুন মণপ্রতি ।০ আনা এবং ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন রপ্তানী শুল্কের জন্য মণপ্রতি ৵৫ বেশী হইয়াছে। সর্বসাকুল্যে মণপ্রতি ২৶৩ বাড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে সিদ্ধ মধ্য বর্মা চাউলের দাম কলিকাতায় প্রতি মণ ৩৶০ হইতে ৩।০ পর্যন্ত ছিল। এই দামের সহিত বর্দ্ধিত ২৶৫ যোগ করিলে কলিকাতায় বর্মা চাউলের বর্তমান দর মণপ্রতি ৫।৵৫ হইতে ৫।৶৫ হয়। বর্তমানে ইহা ৫॥০ হইতে ৫॥৶০ দরে বিক্রয় হইতেছে। এই সামান্য পার্থক্যে (শতকরা ৫৲ টাকা) গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত লাভ বলিয়া মনে করেন না। কারণ চাউলের আমদানী অব্যাহত রাখার জন্য আমদানীকারক ও ব্যবসায়ীদিগকে পূর্বাপেক্ষা বেশী মূলধন খাটাইতে হইতেছে। কলিকাতায় যে দরে চাউল বিক্রয় হইতেছে, মফঃস্বলে তদপেক্ষা মণপ্রতি ।০ আনা হইতে ॥০ আনা মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কারণ কলিকাতা হইতে মফঃস্বলের বাজারে চাউল চালান দেওয়ার ব্যয় ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়গত লাভের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলের দরের পার্থক্য ইহাপেক্ষা বেশী নয়। বাঙলার সর্বশ্রেণীর লোক চাউলও বঙ্গদেশের লোকের নিকট বর্মার ভাল চাউল অপেক্ষা অধিক প্রিয়। সুতরাং উৎকৃষ্ট বর্মার চাউল অপেক্ষা বাঙলার শ্রেষ্ঠ

[২য় কলমে দ্রষ্টব্য]

২নং—টিন তৈরী

ভারতবর্ষে কেরোসিন টিন নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহৃত হয়। কেরোসিনের পাত্র হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পর এই গুলিকে আরও অনেক প্রকার ব্যবহারে লাগানো যাইতে পারে।

বার্মা-শেল নিজেরাই তাঁহাদের কেরোসিন টিন প্রস্তুত করেন। গড়ে চার গ্যালনের টিন ৮০,০০০ এবং এক গ্যালনের টিন ৭,৫০০ দৈনিক প্রস্তুত হয় এবং বৎসরে হাজার হাজার টন ভারতীয় টিন-প্লেট ব্যবহৃত হয়। বার্মা-শেলের টিন খুব মজবুত ও মরিচা-রোধক বলিয়া ভারতবর্ষে ইহার জনপ্রিয়তা অসীম।

বার্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেন্টস্। (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

[redacted]

BOSM 9

[১ম কলমের শেষ]

চাউলের মূল্য ৸০ হইতে ॥০ আনা বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলে উভয়বিধ চাউলের মূল্যের মধ্যে ইহাপেক্ষা বেশী পার্থক্য নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ধান্য ও চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন না। তথাপি গভর্ণমেণ্ট বুঝিতেছেন যে, চাউলের বর্তমান দরের ফলে জনসাধারণের যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিলে সুফল অপেক্ষা কুফলই বেশী হইতে পারে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে এবং অতিরিক্ত মুনাফা করার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে। বর্মা চাউলের বাজার দর কমিলে অথবা বাঙলাদেশে নতুন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই চাউলের দর হ্রাস পাইবে আশা করা যায়।

বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালীর বিপন্ন অঞ্চল

ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নব নিয়োগ

বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার দুর্দিশাগ্রস্ত বিধ্বস্ত অঞ্চলে কাজ করার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫০টি চিকিৎসা ও বাধা সম্বলিত ইউনিট ইতিপূর্বে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জুন মাসের (১৯৪১) শেষ পর্যন্ত কাজ করার জন্য ১০০ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হইয়াছিল।

বিগত ২রা জুলাই তারিখে গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে পুনরায় ১৪,০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা বিপন্ন অঞ্চলে আরো দুই মাস কাল একদল ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর রাখা হইবে।

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকার বিগত ১লা মার্চ (১৯৪১) তারিখ হইতে ২০,০৮০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন।

জলপাইগুড়িতে পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-শিবির

সাফল্যপূর্ণভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ডেপুটি কমিশনার ও সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পৃষ্ঠপোষকতায় জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত ধুপগুড়িতে একটি পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা শিবির খোলা হইয়াছিল। একটি থানার এলাকা লইয়া এই শিবির খোলা হইয়াছিল এবং সেখানে শিক্ষার্থীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল এবং এই নীতির ভিত্তি করিয়াই শিবির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই শিবির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই পল্লীজীবনের অবস্থার উন্নতির কথা অনেকেই চিন্তা করিতেছে এবং গ্রামের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় লোক পাওয়া গিয়াছে যাঁহারা পল্লী-উন্নয়নকার্য্যে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে সাকোয়াঝোড়া ও মাগুড়মারী এই দুই ইউনিয়ন হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ এই শিবিরে যোগদান করিয়াছিল। পঁচিশজন স্বেচ্ছাসেবক (ইহার মধ্যে পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ৪ জন কর্ম্মচারী ছিলেন) নিয়মিতভাবে শিবিরে উপস্থিত হইত; আরও ২০ জন স্বেচ্ছাসেবক সময় সময় উপস্থিত থাকিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিত। পল্লীজীবনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষালব্ধ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে পুঁথিগতভাবে ও হাতে-কলমে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই শিবির পরিদর্শন করেন ও বক্তৃতা প্রদান করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল:—

(১) ভাব-বিজ্ঞান, পল্লী-উন্নয়নের নীতি ও ধারা, পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠা, পল্লীর অর্থনীতির সংগঠন।

(২) কৃষিজীবীদের বেকার-সমস্যা এবং কুটীর শিল্পের প্রসার, বাঙ্গলা দেশে শিল্পশিক্ষার সুবিধা।

(৩) বয়স্কদিগের শিক্ষার ধারা ও নীতি, নৈশ-বিদ্যালয়, নৈশ-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা, মুষ্টিভিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

(৪) কার্পাসের সুতা ও পাটের দড়ি রং করিবার বৌজিক নিয়ম।

(৫) কৃষির উন্নতি, রবিশস্যের আবাদ, শাকশব্জির বাগান, জমের চাষ, জমিতে সার দেওয়া।

(৬) পশুাদির উন্নতি, উন্নততর প্রজনন, ভাল খাদ্য ও ভাল থাকার ব্যবস্থা করিবার আন্দোলন, পশুর খাদ্য, পশুর রোগ ও তাহা নিবারণের সহজ উপায়।

(৭) পক্ষীপালন—উহার রোগ ও নিবারণের সহজ উপায়।

(৮) মধুমক্ষিকাপালন।

(৯) পল্লী-স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসমস্যা।

(১০) পল্লীর পানীয় জল সরবরাহ, গ্রাম্য রাস্তা ও সেচ পরিকল্পনা।

(১১) দুর্নীতি নিবারণ এবং পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা।

বিগত ২১শে মে তারিখে এই শিবিরের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। প্রারম্ভকালে একটি জনসেবামূলক এক সপ্তাহ কাল এখানে ছিল এবং ভাল কাজ করিয়াছে। ডেপুটি কমিশনার তাঁহার গৃহীত ব্যয় করিবার তহবিল হইতে ৫০৲ টাকা এই শিবিরের জন্য দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ২৭৲ টাকা পুস্তক ও চার্ট ক্রয় করিতে ও অন্যান্য ব্যয় বাবদে খরচ হইয়াছে। এই শিবিরকার্য্যের ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত ৪টি পল্লী-মঙ্গল সমিতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমুদয় সমিতি আর্থিক অবস্থার তদন্ত করিতেছে এবং নিজেদের পরিকল্পিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

(ক) মাগুড়মারী সমিতি।—পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের যে ৪ জন অফিসার পল্লী-উন্নয়ন ট্রেনিং শিবিরে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচালনায় ও মাগুড়মারী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মোবারক হোসেন সাহেবের সহায়তায় এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। একটি উন্নতিমূলক কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করা হইয়াছে। একটি ফুটবল খেলার মাঠ ও একটি ক্লাব সংগঠন করা হইয়াছে। প্রজনন ষাঁড় যথেষ্টরূপ ব্যবহার করিবার এবং দেশীয় ষাঁড়ের মুষ্কচ্ছেদনের ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হইবে। মুষ্টি-ভিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং একটি নৈশ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তথায় ৩০ জন বয়স্ক ব্যক্তি যোগদান করিয়াছে।

(খ) উত্তর গোসাইরহাট সমিতি।—সাকোয়াঝোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও জেলাবোর্ডের মেম্বর বাবু মাধ মোহন রায়ের তত্ত্বাবধানে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে ১০৮টি বাড়ী আছে এবং ৮৫ জন স্বেচ্ছাসেবক আছে। আর্থিক অবস্থা অনুসন্ধানের পর একটি সুচিন্তিত কার্য্যপন্থা স্থির করা হইয়াছে। একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে; তাহাতে ৩০ জন শিক্ষার্থী যোগদান করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষার প্রবর্তন করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট একটি প্রজনন ষাঁড় প্রতিপালন করিতেছেন এবং তাহার দ্বারা বলদে কাজ দেওয়ার জন্য লোকের মধ্যে প্রচার-কার্য্য চালান হইতেছে। একটি আদর্শ ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট একটি পক্ষীপালন কার্য্য আদর্শ প্রদর্শনীরূপে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্টকে একটি মোরগ দীপক মোরগ দেওয়া হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহার ২৪টি বাচ্চা হইয়াছে। গ্রামবাসীদিগকে বিনামূল্যে ডিম ও বাচ্চা সরবরাহ করিয়া এই জাতীয় মোরগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার নীতি সমিতি স্থির করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বগুড়া পক্ষী-প্রসার কেন্দ্র হইতে খাকী ক্যাম্পবেল হাঁসের দুই জোড়া ডিম ক্রয় করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা এই জাতীয় হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধির নীতি অবলম্বন করা হইবে। শিলাঞ্জী হইতে শিমুলবাড়ি পর্য্যন্ত দেড় মাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে করা হইয়াছে। শাকসব্জীর বাগান ও উন্নততরূপে গাড়ী তৈয়ারী করার আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে এবং কিছু তরীতরকারীর বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

আরোও দুইটি সমিতি উত্তর গোসাইরহাট ও সাকোয়াঝোড়া সমিতি একই ইউনিয়নে খোলা হইয়াছে এবং অনুরূপ কার্য্যপদ্ধতিতেই পরিচালিত হইতেছে।

ইহা ব্যতীত শিবির পরিচালিত হওয়ার সময়েই পশুর খাদ্যের জন্য কিছু যোয়ার বীজ ও বাজরের বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ

কয়েকটি জেলার বিবরণ

(জমির পরিমাণ একরে প্রদত্ত হইল।)

জেলা।		গত বৎসরের পূর্ব্বাভাষ।	গত বৎসরের রেকর্ড।	বর্ত্তমান বৎসর।
হুগলী	..	৩৫,০০০	৬২,১০০	২০,৪০০
রাজশাহী	..	১২৭,৪০০	২১৫,১৫০	৭১,২০০
ফরিদপুর	..	৩৩৯,৪০০	৩৯২,০০০	১৩০,০০০
যশোহর	..	১০৮,৯০০	২৪১,৭০০	৮০,০০০
নদীয়া	..	২৮২,২০০	....	২৩৭,৪০০
বীরভূম	..	....	৯৫০	৩০০
		৮৯২,৪০০		৫৩৯,৪০০

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চট্টগ্রামের দান

দুইটি বিমান ক্রয় করা হইবে

বড়লাটের যুদ্ধ সরঞ্জাম তহবিলে চট্টগ্রাম জেলা যে অর্থ সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে উক্ত জেলা রাজকীয় বিমান বাহিনীর ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রনে "চট্টগ্রাম নং ২" নামক দ্বিতীয় একটি যুদ্ধ-বিমান দান করিবার গৌরব লাভ করিয়াছে। এইরূপে চট্টগ্রাম দুইটি যুদ্ধ-বিমান দান করিয়া আসানসোল, ময়মনসিংহ এবং ২৪-পরগণার পার্শ্বে আসন লাভ করিল। "আসানসোল" নামধারী দুইটি বিমান ব্যতিরেকে অপর একটি বিমানের নামকরণ করা হইয়াছে "বর্দ্ধমান"। ঢাকা জেলা প্রদত্ত দুইটি বিমানের নামকরণ করা হইয়াছে "ঢাকা" ও "নারায়ণগঞ্জ"। লেডি বেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল হইতেও দুইটি বিমানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহাদের নামকরণ করা হইয়াছে "বঙ্গনারী"। চট্টগ্রাম জেলা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা পৌঁছিয়াছে।

(প্রেস-নোট)

বিমান-আক্রমণে বিপন্নদের সাহায্য

সরকারী দপ্তরখানায় আলোচনা সভা

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের প্রস্তাব মতে কলিকাতা করপোরেশন বিমান আক্রমণে গৃহশূন্য লোকদের অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা ও আহারাদির সংস্থানের যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা বিগত ৫ই জুলাই তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংএ অনুষ্ঠিত একটি কন্‌ফারেন্সে বিবেচনা করা হইয়াছে। রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায় এই কন্‌ফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন:—

মিঃ পি, এন, ব্রহ্ম, কলিকাতার মেয়র; মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, ডেপুটি মেয়র; মিঃ জে, সি, মুখার্জী, চিফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার, এবং মিঃ বি, এন, দে, কলিকাতা করপোরেশনের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার; মি, আর, সেন, আই, সি, এস, রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী; মিঃ সি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার, সি, আই, ই, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার; এবং মিঃ পি, ডি, মার্টিন, ও, বি, ই, স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, ভাড়া এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

১ম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২১শে জুলাই, ১৯৪১ [এক আনা

যুদ্ধের গত এক বছরের হিসাব নিকাশ

লোকসানের তুলনায় বৃটেনের লাভের পরিমাণ

(জনৈক রণকৌশল-বিশারদ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ)

ফ্রান্সের পতনের পরও ইংলণ্ড হার মানিল না দেখিয়া জার্ম্মাণী ও ইটালী একযোগে ইংলণ্ড এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সংযোগস্থলে আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করে। সুদূর উত্তর পশ্চিম যুক্ত পরিকল্পিত আক্রমণকে কতটা প্রতিহত করিয়া আসিয়াছে, এক বৎসর পর এক্ষণে উহার একটা হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে।

সুরক্ষিত ও নিরাপদ স্থান হইতে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করাই যুদ্ধের একটা মূলনীতি। এই কারণে বৃটেনকে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রধান ঘাঁটিকে সুরক্ষিত করিতে হইয়াছে।

হিটলার মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে ইংলণ্ড অধিকার করিয়া লইবেন জানাইয়া দিয়াছিলেন। বৃটিশ জাতির নৈতিক শক্তি বাদ দিয়া ধরা হইলে তখন কি উহা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ার অনুকূলে যথেষ্ট কারণ ছিল? বৃটিশের শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনী নানা বিপর্য্যয়ের মুখে পড়িয়া ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রগুলি ডানকার্কে ফেলিয়া সবেমাত্র ইংলণ্ড প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কোন দিক দিয়া জার্ম্মাণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এমন শক্তি ইংলণ্ডের তখন ছিল না।

জার্ম্মাণীর তুলনায় তাহার সৈন্যবল ছিল না বলিলেই চলে। ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদ এবং বিমানশক্তিরও সেই অবস্থা। সমুদ্রেই ছিল তাহার সমস্ত আশা ভরসা। সেখানে তাহার প্রাধান্য সত্ত্বেও সে একাকী জার্ম্মাণী এবং ইটালীর সম্মিলিত নৌ-শক্তির মোকাবিলা করিতে পারে কি না, তাহাও প্রমাণসাপেক্ষ ছিল।

আকাশেই শক্তি পরীক্ষার সুযোগ আসিল সর্ব্বাগ্রে। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে "লুফ্‌টওয়াফে" (জার্ম্মাণ বিমানবহর) ইংলণ্ডের উপর অবিশ্রান্ত ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। সংখ্যায় বহুগুণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও [illegible] যুদ্ধে তাহাদিগকে রাজকীয় বিমানবহরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। [illegible] আজ পর্যন্ত ইংলণ্ড অধিকার সম্পর্কে তাহারা কোন স্থির সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিতেছে না।

বৃটিশ [illegible] উপর [illegible] জার্ম্মাণ ও ইটালী দ্বিতীয় বার শক্তি [illegible] করে। ইহা [illegible]। এই যুদ্ধে [illegible] উপর বৃটেনের যুদ্ধ, [illegible] যুদ্ধ প্রভৃতি, [illegible] ও [illegible] প্রেরণ [illegible] নির্ভর করিতেছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণী [illegible] বহিবেন যে বৃটেনের [illegible] কোন ক্ষতি [illegible] পারে নাই। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বৃটেনের [illegible] [illegible] নষ্ট হওয়ায় [illegible]

সর্ব্বত্র যুদ্ধ প্রচেষ্টা চরমে পৌঁছিতে পারে নাই; কিন্তু জার্ম্মাণীও আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সামান্য বিলম্ব ঘটান ছাড়া অন্য দিক দিয়া আর কি লাভ করিতে পারিয়াছে?

বৃটেনের রণসম্ভার উৎপাদনে জার্ম্মাণীর তরফ হইতে যথেষ্ট বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও রাজকীয় বিমানবহরের উৎকর্ষতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাহারা প্রতি-নিয়ত জার্ম্মাণীর অভ্যাবশ্যকীয় রণসম্ভার নষ্ট করিয়া দিতেছে। হিটলার বৃটিশের নৈতিক বল নষ্ট করিবার ফিকিরের উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, অথচ বিশ্ববাসী মাত্রই জানেন উহা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অপর পক্ষে জার্ম্মাণীর কলকারখানাগুলি ধ্বংস করার জন্য বৃটেন উহাদের উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে। ইংলণ্ডের বহু বাড়ীর ন্যায় জার্ম্মাণ কলকারখানাগুলিও বোমার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অথচ সামরিক দিক দিয়া কলকারখানাগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

জার্ম্মাণী বৃটেন-প্রবর্ত্তিত অবরোধ ব্যবস্থা আদৌ শিথিল করিতে সমর্থ হয় নাই। অবরোধ এবং রাজকীয় বিমানবহরের আক্রমণাত্মক কার্য্যাবলীর ফলে শীঘ্রই জার্ম্মাণীর খাদ্য, চর্ম্ম, তৈল ও বিবিধ খনিজ পদার্থের অভাব ঘটিবে। শেষ পর্যন্ত সে এমন অবস্থায় গিয়া উপনীত হইবে যে, আমরা অনায়াসে তখন যুদ্ধভাগেই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিব।

হিটলার নিজেই বলিয়া থাকেন যে, অবরোধ ব্যবস্থাই গত মহাসমরে জার্ম্মাণীর পরাজয় ঘটাইয়াছে। ইহা খুবই সত্য যে, সে-বারের অবরোধ ব্যবস্থা চূড়ান্ত জয়লাভের ক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিয়াছিল। এবার বিমান আক্রমণে উহা সম্ভাব্য করিয়া তুলিবে।

নৌ-যুদ্ধে আমরা "বিসমার্ক"কে ডুবাইয়া দিয়াছি। সার্ডিনিয়া কুলে রণতরী "গেটিসবার্গ" এবং "প্রিন্স উইজেনকে"ও সাময়িক অকর্ম্মণ্য ও অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। টোরাণ্টো এবং মাটাপানে ইটালীয়ান নৌবহরকে বৃটেন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। বৃটেনকেও ক্রীট এবং ভূমধ্যসাগরে কতিপয় ক্রুজার এবং ডেষ্ট্রয়ার খোয়াইতে হইয়াছে সত্য, তবে প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ তাহার ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী।

বৃটেন সর্ব্বমোট ইটালীর ৪০০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে। উক্ত যুদ্ধে বিরাট [illegible] তুলনায় [illegible] উপলব্ধ হয় নাই। ইহা [illegible] বলা উচিত যে, উভয় সৈন্যবাহিনীর [illegible] তাহার আক্রমণ সৈন্যাধ্যক্ষগণের উপর [illegible] ছিল। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও উহাদের যথেষ্ট ছিল। জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে আমাদের বহু সৈন্য ছিল, ইটালীর সৈন্যসংখ্যা ছিল উহার দশ গুণ; অনুপাতে ইটালীর কামানের সংখ্যা ছিল আমাদের কুড়ি গুণ।

মাত্র অস্ত্রবিধার [illegible] বৃটেনকে লড়াই করিতে হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কয়েকবার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহাকে গ্রীস ও ক্রীট ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে সত্য, তবে তাহারই দরুণ জার্ম্মাণী ইরাকে রসদ আনিতে সাহায্য করিতে পারে নাই, উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। খনিজ আদির পতনের সঙ্গে ইরাকে জার্ম্মাণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টার অবসান হইয়াছে। এক্ষণে মধ্য-প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ইরাক-বিদ্রোহ প্রশমিত না হইলে জেনারেল ওয়াভেল সিরিয়ায় প্রবেশ কিম্বা ইরাক হইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া, সিরিয়া অভিযানকারীদের সাহায্য করিতে পারিতেন না। একমাত্র সিরিয়ার দুর্দ্দিনকে বিনা লাভে পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছে। তবে জেনারেল ওয়াভেল যদি গ্রীস-অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহা হইলে লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনী এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে পারে যে, প্রতিপক্ষ হঠাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিবে, পূর্ব্বেই ইহা আশঙ্কা করা হইয়াছিল।

চাপে পড়িয়া অগ্রগামী সৈন্যবাহিনী সরাইয়া আনিতে তিনি বাধ্য হন বটে, তবে শত্রুপক্ষের যে-বাহিনী একবার মিশরের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা দশ সপ্তাহ পূর্ব্বে যে-স্থানে ছিল, ইদানীং ঠিক সেখানেই আছে, ইহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

জেনারেল ওয়াভেল জার্ম্মাণদের ঘাঁটির উপর তীব্র আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইয়াছেন। চাঁদিনিদের যুদ্ধে তিনি জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতিসাধন এবং বহু সৈন্য বন্দী করিয়াছেন। উপরন্তু সিরিয়াও দখল করা হইতেছে।

উপরে যে এক বৎসরের হিসাব নিকাশ দেওয়া হইল, সে সময় বৃটেন একাকী চক্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন। উহার লাভ-লোকসানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কোন বৃটেনবাসীর উৎসাহিত না হইয়া পারে না।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

গ্রেট বৃটেন যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, মাল এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২১শে জুলাই,—১৯৪১

জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করিল কেন?

ইউক্রেনের গম ও ককেসাসের তৈলের জন্যই জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জার্ম্মাণী পুনঃ পুনঃ যে কৌশল ও রাজনৈতিক চালবাজীর পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে মনে হয় কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই জার্ম্মাণী রুশিয়া আক্রমণ করে নাই। কেবলমাত্র ইহাই যদি হিটলারের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে যুদ্ধের বিপদের সম্মুখীন না হইয়া সামরিক শক্তির ভয় দেখানোর সাথে সাথে আলোচনার মধ্যস্থতায় সঙ্কল্প সিদ্ধি করার চেষ্টাই হয়ত চলিত। কিন্তু এই আলোচনার পথে না গিয়া হিটলার বিরাট আক্রমণ চালাইয়াই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছেন।

এরূপ নীতি অবলম্বনের কারণ একান্ত পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। পশ্চিম ইউরোপকে পদানত করিয়া মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে বৃটেনের প্রভাব নষ্ট করতঃ পরে বৃটেনকেও ধ্বংস করার যে পরিকল্পনা হিটলার করিয়াছিলেন, যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী রুশিয়া হইতে অল্প পরিমাণ রসদাদি পাইয়াও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আটলাণ্টিক ও লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া ক্রমাগত বৃটেনের প্রতি আমেরিকান সাহায্য যেরূপ ব্যাপকভাবে আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহার ফলে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ারই সম্ভাবনা, তখন বাধ্য হইয়াই হিটলারকে তাঁহার প্রাথমিক পরিকল্পনা পরিবর্ত্তন করিতে হইল। এক্ষণে সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে—আগে রুশিয়াকে শেষ করিয়া পরে বৃটেনকে দেখা যাইবে।

হিটলারের এই কার্য্য যে অতি অসমসাহসিক ব্যাপার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি স্বল্পকাল স্থায়ী যুদ্ধে তিনি রুশিয়াকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য উদ্দেশ্য অতি সহজেই সিদ্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া তিনি মনে করেন। কারণ, তখন তাঁহার বিরাট সেনাবাহিনী (১৪টি বর্ম্মাবৃত যান্ত্রিক বাহিনী সহ মোট ২২৫ ডিভিসন সৈন্য জার্ম্মাণ সেনাদলে রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ) অতি অনায়াসে ও নিশ্চিন্ত মনে পশ্চিম দিকে খাস বৃটেন ও দক্ষিণ দিকে ইরাক ও ইরাণের মধ্য দিয়া সুয়েজ, এমন কি ভারতে পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইবে। রুশিয়াকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া, এই সব রাষ্ট্রে জার্ম্মাণীর পছন্দমত একজন লোককে শাসক করিয়া দিয়া সমগ্র রুশিয়া হইতে জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে শ্রমিক সংগ্রহ করা যাইবে—এরূপ ইচ্ছাই হিটলার ও তাঁহার দলবল পোষণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। শুধু তাহাই নহে, সেরূপ ক্ষেত্রে রুশিয়ার বিরাট শস্য-ভাণ্ডার, খনিজ-সম্পদ ও তৈল প্রভৃতি জার্ম্মাণীর প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে নিয়োগ করিবার ইচ্ছাও মনে পোষণ করা হইতেছে।

এরূপভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নাৎসী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে অপরাজেয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই হিটলার মনে করেন। যদি বিশ্বের গণতন্ত্রসমূহ ইহার পরও যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে চায়, তাহা হইলে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারী জার্ম্মাণীর পক্ষে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালান মোটেই অসম্ভব হইবে না। অতঃপর ভৌগোলিক প্রভাবের দোহাই দিয়া আমেরিকায় আমেরিকান আধিপত্য ইউরোপ ও আফ্রিকায় নাৎসী প্রভুত্ব এবং সুদূর প্রাচ্য ও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতঃ তথাকথিত "শান্তি" প্রতিষ্ঠার কোন প্রতিবন্ধকই হয়ত আর থাকিবে না। এরূপ হইলে তিনটা মহাদেশের (ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়ার অনেকাংশ) খনিজ সম্পদ, খাদ্যদ্রব্যাদি ও কাঁচা মাল নাৎসী জার্ম্মাণী অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া আমেরিকান যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রসমূহ, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ভারত ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহ এমন অবস্থায় পতিত হইবে যে, বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে নাৎসী "নব-বিধানের" আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

সমগ্র বিশ্বে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য এই যে নাৎসী পরিকল্পনা করা হইয়াছে, উহার মধ্যে অনেক ত্রুটিও অবশ্য রহিয়াছে। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে হইলে আগামী শীত ঋতুর পূর্ব্বেই রুশিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা দরকার এবং এই সময়ে পশ্চিম সীমান্তে নারভিক হইতে শুরু করিয়া স্পেনের সীমান্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সমুদ্রোপকূল রক্ষার ব্যবস্থাও জার্ম্মাণীকে করিতে হইবে। তারপর যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণীর এই সামরিক অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইবে, তথাপি সমগ্র ইউরোপ ও এসিয়ার এক বৃহদংশ দখলে রাখা কোনক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না। জার্ম্মাণ অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে ইতিমধ্যেই অসন্তোষের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এরূপ অসন্তোষের কারণ হইতেছে বিজয়ীদের প্রতি বিজিতদের স্বাভাবিক ঘৃণা ও এতগুলি দেশে যথেষ্ট সংখ্যক শাসক নিয়োগে জার্ম্মাণীর অক্ষমতা। রুশিয়া জয় করা যদি জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অধিকৃত স্থানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণীর এরূপ অসুবিধা যে আরো বৃদ্ধি পাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। ইউরোপ ও এশিয়া যে নীরবে নাৎসী "নব-বিধানের" তলে মাথা অবনত করিবে, এরূপ মনে করারও কোন কারণ নাই। হয়ত হঠাৎ নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিবে এবং ফলে জার্ম্মাণীকে অধিকৃত দেশসমূহে বিরাট সৈন্য-বাহিনী মোতায়েন রাখিতে হইবে। কাজেই বলা চলে—নাৎসী সমর-যন্ত্রের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য জার্ম্মাণ জনসাধারণ যে ত্যাগ-স্বীকার করিতেছে এবং বৃটিশ বিমানবাহিনীর ক্রম-বর্দ্ধমান বোমা বর্ষণ যেরূপে তাহারা সহ্য করিতেছে, ইহার পরও বিজয় লাভের পর চিরকালের জন্য উপযোগরূপে ত্যাগ স্বীকারে জার্ম্মাণ জনগণ যে সম্মত হইবে, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। লুটের মাল পাওয়ার পর সাময়িকভাবে কিছুদিন পর্য্যন্ত হয়ত জার্ম্মাণ জন-সাধারণের কিছু আরাম আয়েস হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না অধিকৃত দেশসমূহের জনগণকে পূর্ণভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করা সম্ভবপর হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই স্থায়ী শান্তি আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু এযাবতও এরূপভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণ কোন স্থানেই দেখা যাইতেছে না। হিটলারী পরিকল্পনার দুর্ব্বল অংশ এগুলিই।

কিন্তু এসব দুর্ব্বলতা রহিয়াছে বলিয়াই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। বিশ্ব-সভ্যতাকে রক্ষা করিতে হইলে এই নাৎসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। এই ব্যাপারে যাঁহারা অতীত ইতিহাসের নজীর উল্লেখ করিয়া নীরব রহিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। নেপোলিয়নের বিশ্ব-বিজয়ের প্রচেষ্টা অতীতে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই বলিয়াই যে এবারও হিটলারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না, নিশ্চিতভাবে তাহা বলা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান যুদ্ধের মধ্যেই হিটলার হয়ত এমন চরম গৌরব অর্জ্জন করিতে পারেন যে, তাঁহার বিরোধিতা করা তখন অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে; আবার এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার পতন ঘনাইয়া আসিবে। মোটের উপর, বিশ্বের শান্তিকামী অন্যান্য দেশগুলির সম্মিলিত ও আশু প্রচেষ্টার উপরই সবকিছু নির্ভর করিতেছে।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ও মিঃ ইডেনের বক্তৃতা ও রুশিয়ার প্রতি সকল সম্ভাব্য সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কর্ত্তৃক অনুরূপ নীতি অবলম্বন—অধিকন্তু সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জনগণ কর্ত্তৃক এই নীতির ব্যাপক সমর্থন—এই সব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিনা দ্বিধায়ই বলা চলে যে, জার্ম্মাণীকে এক্ষণে কতকগুলি বিরাট শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টার সহিতই লড়াই করিতে হইবে। এই সংগ্রামে সম্মিলিত পক্ষের জয় হউক, শান্তিকামী বিশ্ব-মানবতার কামনা ইহাই।

ইউনিয়ন-বোর্ড কৃষিক্ষেত্র

বিভিন্ন প্রকারের খাঁটি উচ্চশ্রেণীর বীজ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে এবং উন্নততর বীজ ও সরঞ্জামাদি সম্বন্ধে উন্নত জ্ঞান বিস্তারের জন্য গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনী ক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন; একটি ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্রে ও তিনটি প্রদর্শনী ক্ষেত্রের জন্য একজন কৃষি-উপদেষ্টা নিয়োগ করা হইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বিভাগীয় কৃষিক্ষেত্রগুলি তাহাদের [illegible] বিভাগগুলিকে [illegible] নির্ব্বাচিত কার্য্য-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর ফসল জন্মাইতে হইবে এবং বিভাগীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহকে সরবরাহ করিতে হইবে। জেলা কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা দুইটি বৃদ্ধি করা হইয়াছে, একটি চট্টগ্রামে ও আর একটি মেদিনীপুরে, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা ২০টির স্থলে ২২টি হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সন হইতে ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ও প্রদর্শনী ক্ষেত্রের সংখ্যা নিম্নে দেখান গেল:—

১৯৩৮-৩৯—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ৯৬; প্রদর্শনী ক্ষেত্র ২৮৫।

১৯৩৯-৪০—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ১১৮। প্রদর্শনী ক্ষেত্র ৩৩৬।

১৯৪০-৪১—ইউনিয়ন বোর্ড কৃষিক্ষেত্র ১৯৩; প্রদর্শনী ক্ষেত্র ৫৪৯।

এই পরিবর্দ্ধিত কার্য্যক্রমে গভর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় হইয়াছে—

১৯৩৮-৩৯—৩১,১২৪৲ টাকা।

১৯৩৯-৪০—৩১,৫৬৯৲ টাকা।

১৯৪০-৪১—২০,৭০০৲ টাকা (১৯৪০ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)

দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণ

২৪ঘণ্টা কাজ চালাইবার প্রস্তাব

[illegible] পরিকল্পনা, [illegible] সম্ভাবনা [illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরগুলিতে যাহাতে [illegible] নির্ম্মাণ [illegible], এজন্য একটি [illegible] হইয়াছে।

"[illegible]" লিখিয়াছেন:—[illegible] কার্য্যতালিকা যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে, [illegible] কোন সন্দেহ নাই; তবে [illegible] ২৪ ঘণ্টা [illegible] আরও কিছু [illegible] [illegible]।

বন্যা ও ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা

মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায়ের বিবৃতি

বাঙলার ঝড় ও বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, অর্থ সচিব ও রাজস্ব সচিব মহোদয় গত ১৩ই জুলাই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

উপদ্রুত অঞ্চলের অবস্থা এবং সেই সকল স্থানে অবলম্বিত সরকারী সাহায্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, অর্থ সচিব, রাজস্ব বিভাগীয় সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস, ও আমি গত সপ্তাহে পূর্ব্ববঙ্গের বন্যা ও ঝড়-বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছি। প্রধানতঃ এপ্রিল মাসের শেষভাগে এবং মে মাসের প্রথম ও শেষভাগের প্রচণ্ড বারিপাত এবং ২৬শে মে তারিখের প্রবল ঝড়ের ফলেই নোয়াখালীতে দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। প্রচণ্ড বারিপাতের ফলে ফেণীমহকুমার পূর্ব্ব দিকস্থ সোনাইমুড়ি অঞ্চলের সমস্ত জমির উপরই তিন হইতে পাঁচ ফিট পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। প্রায় ১৪০ বর্গ মাইল স্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের দুরবস্থা আরও শোচনীয় আকার ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। আগামী ১৯৪২ সালের জুন মাসের শেষ অথবা জুলাই মাসের প্রথমে "আউশ" ধান্য কাটিবার সময় পর্য্যন্ত জনসাধারণের দুর্দ্দশা লাঘব হইবার আশা নাই। ঝড়ের ফলে লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন অঞ্চল এবং পূর্ব্ব দিকস্থ হাতিয়া ও মেঘনার চর অঞ্চল পর্য্যন্ত স্থানে প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। নোয়াখালীর বিধ্বস্ত অঞ্চলকে মোট ২৩টি কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ২৩টি কেন্দ্রে জনসাধারণের মধ্যে সাহায্য বাবদ এককালীন দান ও কৃষি-ঋণ ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে। ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত বাঙলা সরকার নোয়াখালী জেলার জন্য মোট ৮,১৩,০০০ টাকা কৃষি-ঋণ ও এককালীন দান বাবদ মোট ৭৩,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কোন কোন সাহায্য কেন্দ্রে কৃষি-ঋণ বাবদ ধান্যও বিতরণ করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৯৭০ মণ ধান বিতরণের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারেই কৃষি-ঋণ বিতরিত হইতেছে। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের মধ্যে আরও ৪ লক্ষ টাকা বিতরণের জন্য প্রয়োজন হইবে। যাহাদের জমি নাই এমন সমস্ত শ্রমিকদের জন্য "টেষ্ট রিলিফের" ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই বাবদ সরকার হইতে এ যাবৎ মোট ৩০,০০০ টাকা এবং জেলা বোর্ড হইতে ৩০,০০০ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ত্রিপুরার অবস্থা

নোয়াখালীর মত ত্রিপুরাতেও অতিবৃষ্টির ফলে দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। ঝড়ের ফলেও ত্রিপুরার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। ত্রিপুরার বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা [illegible] শোচনীয়। [illegible] হইয়াছে। [illegible] এখানেও [illegible] হইতেছে। এই জেলার উত্তর অঞ্চল [illegible] মহকুমারও [illegible] ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। ত্রিপুরার [illegible] এ যাবৎ কৃষি-ঋণ বাবদ [illegible] লক্ষ টাকা, [illegible] দান বাবদ ৩৯,০০০ টাকা [illegible] জন্য মোট ২৫,০০০ টাকা [illegible]।

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সদর, দক্ষিণ সদর, টাঙ্গাইল ও জামালপুরে অতিবৃষ্টির দরুণ পাটের চাষের অত্যধিক ক্ষতি হইয়াছে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের শতকরা ৫০ ভাগ পাটের চাষই বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। সৌভাগ্যক্রমে এই সকল মহকুমায় "আউশ" ধান্য খুবই ভাল হইবে এবং আমন ধান্যের অবস্থা স্বাভাবিক হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা মহকুমার অবস্থা খুবই উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কিশোরগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে "বোরো" ধান্যের বহু আবাদ বিনষ্ট হইয়াছে এবং নীচু জমির শস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। প্রায় প্রতি-বৎসরই এই অঞ্চলে অত্যধিক জল জমিবার জন্য ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। ধান্যের অভাব ঘটিবে বলিয়া আগামী বৎসরের "বোরো" ধান্যের সময় পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে সাহায্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হইবে। এই জেলায় এ যাবৎ কৃষি-ঋণ বাবদ ৮,৫০,০০০ টাকা, "টেষ্ট রিলিফ" বাবদ ১,১৬,০০০ টাকা ও এককালীন দান বাবদ ১৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ভোলাবাসীর দুর্দ্দশা

বাখরগঞ্জের ভোলা, পটুয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চল ও সদর মহকুমার কতকাংশের বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গবাদি পশুও বহু মারা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সকল অঞ্চলের জনসাধারণের প্রায় সমস্ত গৃহ ইত্যাদিই ভূপাতিত হইয়াছে। চর অঞ্চলের উপর দিয়া বন্যার উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ায় বহুলোক মারা গিয়াছে এবং সম্পত্তি ইত্যাদিও বিনষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক আশার কথা এই যে, এই সকল বিধ্বস্ত অঞ্চলের আমন ধান্য জন্মিবার সম্ভাবনা এখনও সমূলে বিনষ্ট হয় নাই।

গভর্ণমেণ্ট এযাবৎ এই জেলায় কৃষি-ঋণ বাবদ ১৫,৪০,০০০ টাকা; বীজক্রয়ের জন্য ১,৬০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একমাত্র ভোলার জন্যই ৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। গৃহ নির্ম্মাণ-কার্য্য সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট কৃষি-ঋণ ও বীজ বিতরণের দ্বারা অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। গৃহাদির পুনর্নির্ম্মাণ ও গবাদি পশু ক্রয় ইত্যাদির জন্য বহু টাকা কৃষি-ঋণ প্রদান করা হইতেছে। জমিহীন শ্রমিকদের জন্য ব্যাপকভাবে "টেষ্ট রিলিফের" ব্যবস্থা করার ততটা সুবিধা হইতেছে না।

স্কুল গৃহাদির নির্ম্মাণেরও অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালীর বহু উচ্চ ও নিম্ন-বিদ্যালয়, সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী এই সকল স্কুলগৃহের নির্ম্মাণের খরচা বাবদ মত টাকা ব্যয় হইবে, তাহার একটা হিসাবের খসড়া নির্ম্মাণ করিতেছেন [illegible] এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইত্যাদি অবলম্বন করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিধ্বস্ত মহকুমা অঞ্চলে [illegible] নিয়োগের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। [illegible] যে, বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের সাহায্যের জন্য স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গ একযোগে কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির ঘোষণা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ১৯৩৫ সালের বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ৭ নং ধারার ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলিকে উক্ত আইনের ১৯ ধারার ১ (ক) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন:—

ঢাকা জেলা—

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন কাশীপাড়াবাড়িয়া, ব্রাহ্মণদী, বিন্দুলদী এবং ভুলতাকা বোর্ড।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন বাউসিয়া বোর্ড।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার মানিকগঞ্জ-নবগ্রাম বোর্ড।

সদর (উত্তর) মহকুমার অধীনস্থ বাঘবাড়ী, সোয়ারী-নওয়াপাড়া, চাঁদপুর, ক্রীতাট-আমতা, দুর্গাপুর, বালকপুর-বাইশকান্দা, বাগাতিয়া, পাগলা, সনুরনিয়া, বারিসাবো এবং শ্রীফলগুলি বোর্ড।

বাঁকুড়া জেলা—

সদর মহকুমার এলাকাধীন লক্ষ্মণপুর, শুভাড়িয়া, লক্ষ্মীসাগর, বাঘাকাচা-বাগবাঁধ ও সাতমৌলী বোর্ড।

বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীনস্থ বাঁকাদহ, রাধিকা, অযোধ্যা, দ্বারকেশ্বর, বালসিদ্ধা, ডিহিপাড়া, কোচডিহি-মানিকবাজার উদাস, বেলুৎ-বরুণপুর, বলিকুন্ডা, সাপপুর-নরেনপুর, আকুই-ঝিলনগ্রাম, মাসূরী, বুলাই এবং নবাসন-রাজনৌশিপুর বোর্ড।

ফরিদপুর জেলা—

সদর মহকুমার অধীনস্থ কলাপাড়া, গেরদা, মহেন্দ্রদী, সাতৈর, চর-মাধবদিয়া, ভাঙ্গা এবং চর-মাধবদিয়া বোর্ড।

রাজসাহী জেলা—

নওগাঁ মহকুমার অধীনস্থ গণেশপুর বোর্ড।

নাটোর মহকুমার অধীনস্থ সুকাশ বোর্ড।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলায় ৩৫০ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতায় ১৭৯ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহে শুধু বর্দ্ধমানে ৮৪ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিঙে ৮৭ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় কোন কোন স্থানে সেরিব্রোস্পাইনাল রোগ দেখা দিয়াছে। কেহ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। (প্রেস-নোট)

ফুটবল !

(প্রত্যেক সহ।)

সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল !!

(প্রত্যেক সহ।)

সুলভ টেকসই

মূল্য।	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ		মূল্য।	টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
[illegible] নং ১	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ২	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৩	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৪	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৫	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৬	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ১	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৪	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ২	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৫	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ৩	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৬	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ৪	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৫	[illegible]	[illegible]		ব্লাডার নং ৫	[illegible]	[illegible]

[illegible]

মোহন ব্রাদার্স, লিঃ,
১৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২রা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অল্প হইয়াছে। শীতকালীন ধানের জালা বা চাড়া উৎপাদন ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ চলিতেছে। কোন কোন স্থানে পাট কাটার কাজ চলিতেছে। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় বিগত ২৮শে জুন শনিবার যথাক্রমে ২,৩৬০ ও ১,৯৮১ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ২৮শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১,৪৪৯ ও ১০,৭৫৩ জনকে খয়রাতী দান করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় খয়রাতী দান ও কৃষিঋণ দেওয়া হইতেছে। রংপুর জেলায় ৪,১১৯ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ময়মনসিংহ জেলায় টেষ্ট রিলিফ কাজে কোন লোক খাটান হয় নাই। এই প্রদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে টাকায় ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মূল্য শতকরা ০.৯৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণ চাউলের মূল্য চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাট ⁄৬৵০ তিন ছটাক হইতে ⁄৬৸০ পৌনে সাত সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ⁄৭ সাত সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকায় ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৬৸০ পৌনে সাত সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ⁄৭ সাত সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ⁄৬৵০ ছটাক হইতে ⁄৭ সাত সের; বীরভূম ও রামপুর হাটে টাকায় ⁄৬ সের হইতে ⁄৭ সাত সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৬৷৷৵০ ছয় সের দশ ছটাক; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে ⁄৫৸০ পৌনে ছয় সের হইতে ⁄৭৷৷০ সাড়ে সাত সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে ⁄৬।৵০ ছয় সের ছয় ছটাক হইতে ⁄৭ সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ⁄৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ⁄৭ সাত সের; রাজসাহী, নওগাঁও এবং নাটোরে ⁄৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ⁄৭৷৷০ সাড়ে সাত সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে ⁄৬৸০ পৌনে সাত সের হইতে ⁄৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুর ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ⁄৭ সাত সের; দার্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৮ সের; রংপুর, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় ⁄৬ সের হইতে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় ⁄৬৸০ পৌনে সাত সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে ⁄৬৷৷৵০ ছয় সের দশ ছটাক; মালদহে টাকায় ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; কুচবিহারে টাকায় ⁄৭।০ সোয়া সাত সের; ঢাকা মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৬।৵০ ছয় সের ছয় ছটাক; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় ⁄৫৸০ পৌনে ছয় সের হইতে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ⁄৬ ছয় সের হইতে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় ⁄৬ সের হইতে ⁄৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ⁄৭ সাত সের হইতে ⁄৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ⁄৬ সের হইতে ⁄৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; নোয়াখালী ও ফেনীতে ⁄৫।৵০ ছটাক হইতে ⁄৫৸৵০ পাঁচ সের চৌদ্দ ছটাক; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ⁄৮ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ⁄৪৷৷০ সাড়ে চার সের হইতে ⁄৮ আট সের।

জলপাইগুড়িতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

সাহায্যভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহ

বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে জলপাইগুড়ির যুদ্ধ-কার্য্যকরী সমিতির অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ মোট ১৯০৲ টাকা পাইয়াছেন। ইহার ৯০৲ টাকা চুনিয়াঝোড়া চা বাগান হইতে ও ১০০৲ টাকা জলপাইগুড়ি চা কোং হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সময় পর্য্যন্ত মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ হইয়াছে ৫৩,৮৬৯।৯ পাই, তন্মধ্যে ১,৭৬৫৸০ আনা লেডী বেরী হার্ব্বার্টের বর্ধীয় মহিলা তহবিলের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ডুয়ার্সের সাহায্য হইতে ৮৬,৮৩৭৸৴৪ পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। বিগত ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ডুয়ার্সের সাহায্য স্বরূপ ৫,২০৮।৯ পাই সরাসরি লেডী বেরী হার্ব্বার্টের বর্ধীয় মহিলা তহবিলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিগত ৩রা জুলাই তারিখে জলপাইগুড়ি যুদ্ধ-কার্য্যকরী সমিতির একটি সভা হইয়াছিল। বিভিন্ন বিষয় বিশেষভাবে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বৃদ্ধির কথা আলোচনা করা হইয়াছিল।

বাঙলার যুদ্ধ তহবিলে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে সাহায্য ব্যাপারে জলপাইগুড়ি বাঙলা প্রদেশে চতুর্থ স্থান ও রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

"আসুন একটা প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খোলা যাক্—সবাই ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনি।" একজন এই কথা বলতেই সবাই রাজি হয়ে গেল। সকলে তখন ডাক ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের জন্যে একখানি করে 'সেভিংস ষ্ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে নিয়ে এল। প্রতি মাইনের দিন এক টাকার করে ষ্ট্যাম্প জমিয়ে যখন কার্ডের ওপর ১০৲ টাকার ষ্ট্যাম্প হ'ল, সেটির বদলে তখন পোষ্ট অফিস থেকে তারা 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' নিয়ে এল। এই সার্টিফিকেটগুলি তাদের জন্যে শত-করা ৩$\frac{১}{২}$ হারে টাকা রোজগার করতে থাকবে এবং দশ বছর পরে প্রত্যেকটির দাম দাঁড়াবে ১৩৷৴০ আনা। কিন্তু অসুস্থতা অথবা অন্য কারণ বশতঃ তার আগেই টাকা দরকার হলে যে কোন পোষ্ট অফিসে 'সার্টি-ফিকেট'গুলি প্রাপ্য সুদ শুদ্ধ পুরো দামে ভাঙানো যাবে। এই ভাবে তারা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সব সুবিধাই পেল—টাকা মারা যাবার ভয় নেই উপরন্তু ভাল সুদ।

আপনার অফিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড খুলুন

[illegible] ও আত্মরক্ষার জন্য

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী সাহায্য

বিভিন্ন জেলার জন্য আরও অর্থ মঞ্জুর

বাঙলা সরকার নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করিবার জন্য চট্টগ্রাম, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, বাঁকুড়া, যশোহর এবং রাজশাহী জেলায় আরও মোট ২৪,২০৯৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন :—

চট্টগ্রাম

চকরিয়া হাই স্কুল-সংলগ্ন ছাত্রাবাসের উন্নতি-সাধন ও আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ .. ২০০৲

কলবখালি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য যন্ত্রপাতি ও ঔষধ ক্রয় বাবদ .. .. ২০০৲

বেলছড়ি-কালীপুর ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেডিক্যাল অফিসারের বাসগৃহ নির্ম্মাণ .. ৫০০৲

কুসুমকুমারী প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ স্থাপন বাবদ .. ২৫০৲

২৪-পরগণা

করঞ্জলি বি. কে. ইনষ্টিটিউশন-সংলগ্ন খেলার মাঠের বিস্তৃতিসাধন বাবদ .. ৫০০৲

করঞ্জলি বি. কে. ইনষ্টিটিউশনের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ .. ৩০০৲

মগরাহাটের অন্তর্গত জগদিয়ায় একটি নলকূপ বসাইবার জন্য .. ৩০০৲

শালিপুর-মাগরপুর গ্রাম্য রাস্তার উন্নতি সাধনকল্পে .. ১৫০৲

বর্দ্ধমান

আসানসোলের খনি অঞ্চলে স্বাস্থ্য এবং শিশু প্রদর্শনী খোলার জন্য .. ১০০৲

বামীরন গার্লস এম. ই. স্কুল প্রাঙ্গণে নলকূপ স্থাপনের জন্য .. ১৬০৲

কড়শা এম. ই. স্কুল লাইব্রেরীর আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের জন্য .. ৬৬৲

কালনা মহকুমার গোপালপুর-আগলতি রোডে একটি জলনালী নির্ম্মাণের জন্য .. ২৫০৲

সমজ হাই ইংলিশ স্কুলের চুণকাম, দরজা, জানালা ইত্যাদির জন্য .. ১০০৲

ময়মনসিংহ

টাঙ্গাইল মহকুমার বরেরবাড়ী হাই মাদ্রাসার সংলগ্ন খেলার মাঠের বিস্তৃতি সাধনকল্পে .. ৬০০৲

ঈশ্বরগঞ্জ থানায় মেহরিনা এম. ই. স্কুল গৃহের বিস্তৃতি সাধনকল্পে .. ৪০০৲

কিশোরগঞ্জ মহকুমার তাতারকান্দি এম. ই. স্কুলের মেরামত কার্য্যের জন্য .. ৬০০৲

পটল ভূঞা ঘর হইতে মালমোহন ঘোষ লেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তায় দুইটি কাঠের পুল নির্ম্মাণের জন্য .. ৫০৲

টেংরাকান্দী হইতে বাগসে নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত খালের উপর কাঠের একটি পুল নির্ম্মাণকল্পে .. .. ১০০৲

ইটাইল জেলা বোর্ড সড়ক হইতে সৈয়েরকান্দা পর্য্যন্ত সড়কের উপর একটি পাকা পুলের জন্য .. .. ৩০০৲

গজারপুর-নাসিরা রোডে কাঠের দুইটি পুল নির্ম্মাণকল্পে .. .. ১০০৲

যোয়ারপুর যোগিনীমুড়া ইউনিয়ন বোর্ড সড়কে একটি কাঠের পুল নির্ম্মাণকল্পে .. .. ৪৫০৲

ঈশ্বরগঞ্জ বালিকা এম. ই. স্কুল গৃহের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধনের জন্য .. ৩০০৲

নেত্রকোণা মহকুমার মাসিকানাথ ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ফিল্টার খরিদ বাবদ .. .. ১১৲

বাঁকুড়া

জগন্নাথপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের টিনের ছাদের জন্য .. .. ৩০০৲

গঙ্গা পল্লী-মঙ্গল সমিতিকে ব্যায়াম-চর্চ্চার যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং নাট্য বিভাগের উন্নতি সাধনকল্পে .. ১০০৲

বেগাল খালে ইষ্টকনির্ম্মিত বাঁধের জন্য ১,৬০০৲

যশোহর

শৈলকুপা থানার অন্তর্গত কাতুরায় ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ের ফিল্টার ক্রয়ের জন্য .. .. ৫০৲

খোলকাটি এম. ই. স্কুলের গৃহনির্ম্মাণের জন্য .. .. ৮০০৲

কাঁচেরখোল ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরী ভবন ও গ্রাম্য হল নির্ম্মাণকল্পে .. ২,০০০৲

রাজশাহী

কাশিমপুর, দাউদাবাদ, মধ্যইলামপাড়া, মেড্ডাবাড়ী, মধ্যডাকরপাড়া, কদমপুর, গোবিন্দপুর, একডালা ও ভায়ুকর বয়স্কদের নৈশ-বিদ্যালয়গুলির আলো ক্রয়ের জন্য ১৫৲ হিসাবে .. ১৩৫৲

তাহেরপুর গ্রাম্য হল নির্ম্মাণ ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় বাবদ .. ১৫০৲

ডাকাপাড়ায় সোনাইডাঙ্গা খালের উপর পুল নির্ম্মাণকল্পে .. .. ৫,৯৫০৲

নওগাঁ সঞ্জোয়ান সমিতির চিকিৎসা বিভাগের জন্য ঔষধপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ .. .. ১৫০৲

মহাদেবপুর বালিকা বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র ক্রয়ের জন্য .. ৫০৲

জগদীশপুর বয়স্কদের নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য পেট্রোম্যাক্স আলো ক্রয় বাবদ .. ৩০৲

মহাদেবপুর ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের জন্য ঔষধ ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ .. ১৫০৲

সোপুরায় একটি খেলার মাঠ তৈয়ারীর জন্য .. .. ১৫০৲

মহানন্দখালির খেলার মাঠের উন্নতি সাধন কল্পে .. .. ৫০৲

মোহনপুর এম. ই. স্কুলের খেলার মাঠের জন্য .. .. ১৫০৲

দাকশায় (ভাদুরীপাড়া ইউ. বি) একটি খেলার মাঠের জন্য .. ১৫০৲

বালাহীগঞ্জে (পাকিপুর ইউ. বি) খেলার মাঠ তৈয়ারীর জন্য .. ১৫০৲

বৈলাছায় (সুলতান্না ইউ. বি) খেলার মাঠের জন্য .. .. ১৫০৲

পাকুড়িয়ায় (চকমাহি ইউ. বি) খেলার মাঠ নির্ম্মাণ বাবদ .. .. ১৫০৲

সওলাপাড়ায় (বড়গ্রাম ইউ. বি) একটি বিশ্রামাগার নির্ম্মাণের জন্য .. ১০০৲

পাবনা ইউ. বি জুট ও কটন টেকনিক্যাল স্কুলের জন্য জেকোয়ার্ড মেশিন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ .. ২৫০৲

পাটের দর সমস্যা

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

গত ১৮ই জুলাই তারিখে বাঙলার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পাটচাষীরা যাহাতে পাটের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট সম্ভব প্রকারে চেষ্টা করিবেন।

তিনি বলেন যে, বাঙলা সরকার গভীর উদ্বেগের সহিত পাটের বাজারের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সম্প্রতি পাটের দর প্রতি মণে হঠাৎ ১০৲ টাকা নামিয়া গিয়াছে। চাষীরা এখন হইতে বাজারে নূতন পাট বিক্রয়ের জন্য আনিতে শুরু করিবে। কাজেই ঠিক এই সময়ে দরের এইরূপ অধোগতি দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঠিক যখন পাটচাষীরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাট হাজির করিবে, তখনই হঠাৎ দর নামাইয়া পাটওয়ালা ও ব্যবসায়ীরা পুরাণো খেলাই খেলিতে শুরু করিয়াছে।

আমি বিশেষভাবে জানাইতে চাই যে, বাঙলায় বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কার্যভার গ্রহণের পর হইতে পাটচাষীদের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছেন। স্বার্থপর ব্যক্তিদের দ্বারা এইভাবে পাটচাষীদের স্বার্থহানি তাঁহারা ঘটিতে দিবেন না। এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের দাবির খুবই স্পষ্ট। একথা সুপরিজ্ঞাত যে, গভর্ণমেণ্টের কার্যক্রমের ফলেই গত বৎসর চাষীরা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাট বপন করে। পাট চাষের জমির পরিমাণ এবং পণ্য তাদের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, তাহাকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজে লাগানো হইতেছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জমির পরিমাণে কোনও তফাৎ নাই। এমন কি, এবৎসরে যে সকল জমিতে পাট চাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমুদয় জমিতেও পাট বপন করা হয় নাই। কোন কোন স্থানে বীজ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি স্থানে এরূপ ক্ষতি হইয়াছে যে, খুব কমই ফসল সেই সকল স্থান হইতে পাওয়া যাইবে। যে সকল অঞ্চল খুব উর্ব্বর, তাহারই কতকগুলি অংশে এইরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে। ফলতঃ এবৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা পাট অনেক কম পরিমাণে জন্মিয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে পাট এরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহা আর কোনও কাজে আসিবে না। কাজেই, চাষীদের যে পাট অবশিষ্ট আছে, যাহাতে তাহারা তাহার ভাল মূল্য পায়, তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের একান্তভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পাট-নিয়ন্ত্রণ বিল প্রবর্ত্তনের ইহাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। চাষীরা যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাজারে পাট বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতেছেন এবং প্রস্তাবিত পাট-কর নির্দ্ধারণ বিল এই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। চাষীরা পাট বিক্রয়ের জন্য তাড়াহুড়া না করিয়া যেন ন্যায্য দর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। গভর্ণমেণ্ট এতদুদ্দেশ্যে চাষীদের মধ্যে জোর প্রচারকার্য্য চালানোর ইচ্ছা রাখেন।

মিঃ এ. জে. ড্যাশ, সি-আই-ই

বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত

রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ. জে. ড্যাশ, সি, আই, ই, আই, সি, এস, মহোদয় বিগত ১৯শে জুলাই তারিখে মিঃ ই. এম. জ্যাক্, সি, এস, আই, সি, আই, ই; আই, সি, এস-এর স্থলে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ ড্যাশ ১৯২০ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা-জজরূপে বাঙলার কয়েকটি জেলায় কাজ করেন। ১৯২৮ সনে তিনি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সনে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক ও নিয়োগ বিভাগে ১৯৩৩ সনে নিযুক্ত বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করার পর ১৯৩৫ সনে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সনে তিনি ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য ছিলেন এবং পুনরায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার হন। অতঃপর তিনি রাজশাহী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণা

নিম্নে ফেব্রুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত যশোহর এবং নদীয়ার ও মার্চ্চ এবং এপ্রিলে ২৪-পরগণা জেলার পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

যশোহর জেলার পল্লী-সংগঠনের কাজ পূর্ব্বে দমে চলিতেছে। গোয়ালবাড়ী, মির্জাপুর ও সিরাজীতে এক একটি করিয়া নূতন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় নিম্ন প্রাইমারী স্কুলটিকে উচ্চ প্রাইমারী স্কুলে উন্নীত করার মানসে গোয়ালবাড়ী সমিতি একখানি প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কাশীপুর সমিতি একটি নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় ও একখানি গ্রাম্য হল নির্ম্মাণ করিয়াছে। পুকুলিয়া সমিতি একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় খোলার আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়াছে। চাচুড়ি-পুরুলিয়া কাশীপুর ও শঙ্করপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি একটি বিরাট অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। এ সম্পর্কে প্রথমোক্ত সমিতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কারণ, এই সমিতি দুই বর্গ মাইল পরিমিত অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। শেষোক্ত সমিতি দুইটিও রাস্তার সংস্কার সাধন এবং দুইটি ডোবা ভরাট করিয়াছে। ডোবা দুইটি মশায় ভর্ত্তি থাকিত। নড়াইল মহকুমার আওরিয়া গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করা হইতেছে। স্থানীয় পল্লী-সংগঠন সমিতি জঙ্গল পরিষ্কার, ডোবা ভরাট এবং ছোট-খাটো রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। তথায় একটি গ্রাম্য হলও নির্ম্মিত হইতেছে। উক্ত কার্য্যে বাঙলা সরকার ১,০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছে। স্থানীয় সমিতি ২০০৲ দিয়াছে। জয়পুর সোসাইটি বয়স্কদের একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছে।

সুব্যবস্থিত পরিকল্পনা অনুসারে একটি বিরাট অঞ্চল-ব্যাপী কচুরীপানা ধ্বংসের কাজ সুচারুরূপে চলিতেছে। বেত্না, হরিহর, চিত্রা, বুড়ো ভৈরবী নদী, ঝিনাইদহ মহকুমার অধিকাংশ স্থান এবং সদর মহকুমার বোধখানা এবং উজ্জলপুর থানার একাংশ সম্পূর্ণরূপে কচুরীপানা মুক্ত হইয়াছে। বেগবতী নদীর একটি অংশ হইতেও কচুরী পানা নির্ম্মূল করা হইয়াছে। নড়াইল মহকুমার কুমারী সমিতি কতিপয় পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা উঠাইয়া ফেলিয়াছে।

বসুন্দিও টাউন এবং সৈতাটী গ্রামে দুইটি রাস্তা স্বেচ্ছা-প্রণোদিতশ্রমে নির্ম্মিত হওয়ায়, যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইয়াছে। অনুরূপভাবে নড়াইল মহকুমার কুমারী সমিতি সাত মাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছেন।

পল্লীসংগঠনমূলক কার্য্যে আরও দুইটি ব্যাপার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে গত মার্চ্চ মাসে নড়াইল মহকুমার লক্ষ্মীপাশা নামক একটি গণ্ডগ্রামে অনুষ্ঠিত কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অন্যতম। উক্ত প্রদর্শনীতে গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছে। বিরাট জনতার উপস্থিতিতে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শনীর উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীটি ১০ দিন খোলা ছিল। ইতিপূর্ব্বে এ অঞ্চলে এ ধরণের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয় নাই। দূর দূরান্তর হইতে বহু লোক প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। "উন্নত জীবন যাপন সমবায়সমিতি" পল্লী-সংগঠন সমিতির দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সমগ্র জেলার জন্য ইহার প্রতিষ্ঠা। ১৯৪০ সনের সমবায় সমিতির আইন অনুসারে ইহা রেজিষ্টারীকৃত। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান থাকিবেন। প্রকাশ, এই সমিতি জেলার পল্লী-সংগঠন সমিতিগুলির কার্য্যে সমন্বয় সাধনপূর্ব্বক বিরাট পরিকল্পনাগুলির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করিবেন। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিগুলি অর্থাভাবে তেমন কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে না।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় একটি খাল কাটিয়া সিলখোলা এবং কাজলা নদীর সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। সিন্দুরকোটা হাট বোয়ালিয়া সড়কের মাঝখানে খালের উপর একটি জলপ্রণালী তৈরী করা হইয়াছে। ভারত সরকার হইতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় কিস্তির টাকার প'চিশরা গ্রামে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। খাসখোলা পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে বারমখালি খালটি কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। একটি বিরাট অঞ্চলের জলসেচের জন্য মালামপুর ইউনিয়নে একটি বাঁধ খনন করা হইয়াছে। ষগাড়ী ইউনিয়ন এবং আলমপুর ইউনিয়নে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুইটি নূতন রাস্তা তৈরী হইয়াছে।

রাণাঘাটে একটি কৃষি, শিল্প এবং স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। উহা ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত চলে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদর্শনীতে একটি টক দিয়া উহাতে পল্লীগ্রামের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কিত নানা মডেল, চার্ট প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কুষ্টিয়া মহকুমায় ভালিপুর ইউনিয়নে একটি গ্রাম্য রক্ষীদল গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা স্থানীয় অপরাধজনক কার্য্য নিবারণে বেশ কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পল্লী-সংগঠন কার্য্যে পাট-নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীগণকেও খাটান হইতেছে। চুয়াডাঙ্গা মহকুমায় মাতেরা নামক স্থানে একটি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে।

২৪-পরগণা জেলার ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় ৭টি নলকূপ, ২টি পাতকুয়া সদর মহকুমায় ৮টি নলকূপ এবং বারাসত মহকুমায় অনেকগুলি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। বারাসত, সদর, বসিরহাট এবং বারাকপুর মহকুমায় বহু জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বারাসতে কচুরীপানা ধ্বংস সাধিত হইতেছে। বারাকপুরের অন্তর্গত বন্দীপুরে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। বসিরহাটে নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের সঙ্গে সং পুরাতন রাস্তারও মেরামত চলিতেছে। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় লোকপুর-দেবীপুর খালের পুনঃখনন কার্য্য চলিতেছে। সদর মহকুমায় দেওয়ানগঞ্জ খালের কাজ শেষ হইয়াছে। বারাসত মহকুমায় অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি জল প্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। বসিরহাটে ৩টি এবং বারাকপুরে ২টি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। বারাসত মহকুমায় ইতিপূর্ব্বে যে সকল নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, উহাদের কাজ বেশ সন্তোষজনক। সদর মহকুমার ডাঙ্গা এবং বিষ্ণুপুরে গ্রাম্য হল নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় একটি গবাদি পশুর প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

ফরিদপুর (সদর মহকুমা)—

ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমায় বিগত এপ্রিল ও মে মাসে পল্লী-উন্নয়নের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নাই। এই মহকুমায় প্রায় সমুদয় ইউনিয়নেই ট্রেঞ্চ সিস্টেমের কাজ হইতেছে। এই মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকটা দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। এই জন্যই পল্লী-উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হইয়াছে।

গোয়ালন্দ মহকুমা—

বিগত এপ্রিল মাসে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে অগ্রসর না হওয়ার যে কারণ উল্লেখ করা হইয়াছিল, সেই কারণে এ মাসেও পল্লী-উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হইয়াছে। ট্রেঞ্চ সিস্টেমের কাজ চলিতেছে এবং কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হইতেছে। গ্রামবাসীগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া পল্লী-উন্নয়নের কাজ করিতে আদৌ প্রস্তুত নহে। যে সমুদয় নৈশ-বিদ্যালয় আছে, তাহাতে রীতিমত কাজ হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় বক্তা মৌলবী হামাদুল ইসলাম সাহেব পাংশা সার্কেলে গ্রামগুলিতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্বন্ধে প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছিলেন।

গোপালগঞ্জ মহকুমা—

গোপালগঞ্জ সার্কেলের ১৩টি ইউনিয়ন হইতে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গ্রাম্য সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে যে কাজ করা হইয়াছে, যথা কচুরীপানা ধ্বংস, খাল ও জলাশয় খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ ইত্যাদি। উহার আনুমানিক মূল্য টাকার হিসাব করিলে ৩,২৫৩৲ টাকা হইবে। নিম্নলিখিত সমিতিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :— জয়াগ্রাম, নারায়ণ পাশা, কাজুলিয়া, কৃষ্ণপুর, পাটকেল বাড়ী, বাণবাড়ী, রাজাপুর, বারশীল, কাদেরের কান্দী, বর্ণী, চর কুশলী, কুয়াডাঙ্গা, মনিহর, বেলনা, খানারপুর, হিরণ, পলশাইর, মাঝবাড়ী, গোপীনাথপুর, বনগ্রাম, মধুপাড়া, বলাকৈর, মুলজোমনী ও পাইককান্দী।

ওড়াকান্দী সার্কেল।—বড়াডুড-ডাঙ্গিয়াপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি মে মাসে বেশ ভাল কাজ করিয়াছে। স্থানীয় চাঁদা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ডাঙ্গিয়াপাড়া খাল হইতে বহির্গত একটি শাখা খালের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমিতি চাউল সংগ্রহ করিয়া তাহা স্থানীয় অত্যন্ত অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে। এই সমিতি ইহার সেক্রেটারী বাবু দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

মাজরা পল্লী-উন্নয়ন ও ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতিও বেশ ভাল কাজ করিতেছে। এই সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি বড় অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে ও একটি ছোট রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সমিতি দরিদ্র রোগীদিগকে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে। মাঝী-গাড়ী পল্লী-মঙ্গল সমিতি একটি রাস্তার কতকাংশ মেরামত করিয়াছে।

অন্যান্য পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও নৈশ-বিদ্যালয়গুলি পূর্ব্ববৎ চলিতেছে।

মাদারীপুর মহকুমা—

বিগত মে মাসে কোন নলকূপ খনন করা হয় নাই। নলকূপ খনন করার মৌসুম শেষ হইয়াছে। কয়েকটি ইউনিয়নে কচুরী পানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। চর শামাইল ও সন্ন্যাসীর চরে নবপ্রতিষ্ঠিত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি দুইটি বিলের কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে; কচুরীপানায় এই দুইটি বিল ভরিয়া গিয়াছিল ও পার্শ্ব-বর্ত্তী ধানের মাঠগুলির ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। পালের চরের যোগেন্দ্র যুবক সমিতি বহু পরিমাণ কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত প্রজনন ষাঁড়গুলি দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে। খোদাবপুর ইউনিয়ন বোর্ড একটি প্রজনন ষাঁড় চাহিয়াছে।

এই মহকুমায় গরু-বাছুর ও অশ্বের কোন অভাব নাই। নৈশ-বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। মহকুমার বিভিন্ন অংশে লোকের আবেদনানুসারে কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হইতেছে এবং

[পর পৃষ্ঠার ১ম কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আইসল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সৈন্য

লণ্ডনের সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, আইসল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সৈন্যদল অবস্থান করিবে। সম্ভাবিত যে কোন জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধের নিমিত্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদল সহযোগিতা করিবে বলিয়া মনে হয়।

জার্ম্মাণ রেজিমেণ্ট নিশ্চিহ্ন

একখানি রাশিয়ান এশতেহারে ৯ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ান বাহিনী পোলক অঞ্চলে বিদ্যুৎগতিতে আঘাত করিয়া জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

মেমেল এলাকায় জার্ম্মাণদের দুইটি মোটর চালিত রেজিমেণ্ট ও ভারী কামানের চারিটা ব্যাটারী নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা রণক্ষেত্রে শত শত মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া লেপেলের পশ্চিম দিকে পলায়ন করিতেছে। নভোগ্রাডের ও ভোলিনস্কের দিকে রাশিয়ানরা অবিরাম গতিতে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও মোটরধারী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ চালাইয়া পূর্ব্ব দিকে তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত করিয়াছে।

রাশিয়ান বিমানবহর দিবারাত্রি জার্ম্মাণ মোটরচালিত ও যন্ত্রচালিত বাহিনীর ক্ষতি সাধন করিতেছে। মোট ১০২ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের বেসারাভিয়া দখলের দাবী

একখানি জার্ম্মাণ এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে, সমগ্র বেসারাভিয়া জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বহরের তীব্র আক্রমণ

ব্রিটিশ বিমান বিভাগীয় মন্ত্রীর দফতরের এক এশতেহারে ৯ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহর লিপজিগের কয়েক মাইল অদূরে সরণা পর্য্যন্ত অভিযান চালাইয়া জার্ম্মাণ শহরগুলির উপর হানা দেয়। হাম শহর ও রেলওয়ে ইয়ার্ডের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ চালানো হয়। খুব উঁচু হইতে সামরিক লক্ষ্যবস্তু সমূহের উপর বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং আর একটা বহর সাফল্যজনকভাবে কারখানাসমন্বিত বিলফেল্ড শহরের উপর আক্রমণ করে।

[পূর্ব্ব-পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ট্রেঞ্চ বিদিকের কাজ চলিয়াছে। পাঁচথোলায় একটি ইউনিয়ন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ও একটি গ্রাম্য পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বিগত মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চর শাবাইল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে দুইটী খালের সংস্কার করিয়াছে; তাহাতে জলাবদ্ধ অঞ্চলগুলিকে নদীর সহিত সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এই খালের একটি ১০০ গজ ও অপরটি ১৫০ গজ দীর্ঘ। শিবচর ইউনিয়ন বোর্ড মাদবরেরচর বাজারে একটি পাকা পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছে।

বিগত ১৪ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে এই সময়ে বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৪৮১ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ২২৫ জন কলিকাতায়, ৭৩ জন হাওড়ায় ও ৭০ জন নদীয়ায়। এই সময় মধ্যে বসন্তে মোট আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ১৮৭ জন; তন্মধ্যে ১০৭ জন বাখরগঞ্জে ও ৮০ জন বর্দ্ধমানে। এই সপ্তাহে দার্জ্জিলিংএ ২৫ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছিল, কলিকাতায় কোথাও কোথাও দুই একটি সেরিব্রোস্পাইনাল আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্লেগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এই সকল স্থানে ভীষণ রকমের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। উপকূলভাগীয় বিমানবহর রাত্রে হল্যাণ্ডের পোতাশ্রয়ের উপর বোমাবর্ষণ করে এবং ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম উপকূলের নিকটে জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ করে।

জঙ্গী বিমানবহরের বিমানপোতগুলি দিবাভাগেও বাহির হইয়া উত্তর ফ্রান্সের একটা বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়।

প্রতিপক্ষীয় ছয়খানি জাহাজ ধ্বংস

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১০ই জুলাই অপরাহ্নে রাজকীয় বিমানবহরের কতিপয় বোমারু বিমান জঙ্গী বিমানের সহযোগিতায় চেরবুর্গ এবং হাভারের বন্দরে মোট ৩০ হাজার টনের ছয়খানি জাহাজের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। অনুমান হয় যে, সব কয়খানি জাহাজই ধ্বংস হইয়াছে। বেথুনের নিকট অবস্থিত চোকের রাসায়নিক কারখানার উপরও বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ এলাকায় আরো বোমাবর্ষণ

বিমান বিভাগের সংবাদে প্রকাশ ৯ই জুলাই রাত্রিতে বোমারু বিমানবাহিনী আখেন শহরের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া উহার গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছে। এই শহরটি বেলজিয়াম এবং জার্ম্মাণীর সীমান্তে অবস্থিত; উহা আই-লা-চ্যাপেল নামে পরিচিত। বোমা বর্ষণের ফলে অগ্নিকাণ্ডে উক্ত শহরের আধুনিক সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে এবং শতকরা ৯০ খানি গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে। শহরটি যে অঞ্চলে অবস্থিত উহাতে প্রচুর খনিজ পদার্থ আছে। পূর্ব্বেও বৃটিশ বিমানবাহিনী এই শহরে হানা দিয়াছে; কিন্তু এরূপ প্রবলভাবে ইতিপূর্ব্বে কখনও বোমা বর্ষণ করে নাই। অবিশ্রান্ত কামান বর্ষণ এবং নৈশ জঙ্গী বিমানের প্রতিরোধ চেষ্টা সত্ত্বেও বৃটিশ বিমানবাহিনী সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া শহরটি প্রকম্পিত করে। বিমান আক্রমণ প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয় এবং সেই সময়ের মধ্যে রেলওয়ে জংশন বিধ্বস্ত করা হয় এবং কারখানাসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হয়।

রুশীয়ায় জার্ম্মাণ অভিযান নিষ্ফল

মস্কো হইতে ১০ই জুলাই প্রাতে যে সকল খবর আসিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে, উত্তর মেরু হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ২,০০০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে রুশিয়ার মধ্যে জার্ম্মাণ অভিযান নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে—অন্ততঃ সাময়িকভাবে। একটা সমগ্র জার্ম্মাণ মেকানাইজড্ ডিভিশন নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর একটি জার্ম্মাণ ডিভিশনকে "গুরুতরভাবে পরাজিত করা হইয়াছে।" সোভিয়েট সৈন্যেরা দৃঢ়ভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের দাবী

জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এক বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "বিয়ালিষ্টক ও মিনস্কের দুই যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্বাধিক পরিমাণ সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে। ৩২৩,৮৯৮ জন সৈন্য জার্ম্মাণদের হাতে বন্দী হয়; তন্মধ্যে কয়েকজন জেনারেল ও ডিভিসন কমাণ্ডার। ৩,৩৩২টি ট্যাঙ্ক ও ১,৮০৯টি কামান এবং অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হয়। অতএব বন্দীর সংখ্যা চার লক্ষের বেশী হইয়াছে। যে সকল সমরোপকরণ ধ্বংস বা হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে আছে ৭,৬১৫টি ট্যাঙ্ক ও ৪,৪২৩টি কামান। এ পর্য্যন্ত সোভিয়েট বিমানবহরের ৬,২৩৩টি বিমান ধ্বংস হইয়াছে।"

বিভিন্ন রণাঙ্গনে রুশ সমরনায়কগণ

মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মার্শাল ভরোশিলোভ, টিমোশেঙ্কো ও বুদেনি যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ঘোষণাকারী বলিয়াছেন যে, তাঁহারা ইতিমধ্যে স্ব স্ব স্থানে কর্ত্তৃভার গ্রহণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট বিমানের সাফল্য

বুখারেষ্টের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, সোভিয়েট বোমারু বিমানের আক্রমণে রুমানিয়ায় গালাৎস ও কনষ্টাঞ্জা বন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মস্কোর ইস্তাহারে সোভিয়েট বিমানবহরের আরও সাফল্যের সংবাদ উল্লিখিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবহর আক্রমণ চালাইয়া একটি মোটরবাহিত এবং একটি মেকানাইজড্ সৈন্যদলসহ জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনীর কয়েকটি দলকে ধ্বংস করে।

জার্ম্মাণ অধিকৃত বন্দরসমূহে আক্রমণ

বৃটিশ বিমানবহর ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্ত্তী জার্ম্মাণ অধিকৃত বন্দরসমূহের উপর এক দফা প্রচণ্ড এবং দীর্ঘকালব্যাপী আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানবহরের এই আক্রমণ পাঁচ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই হানার সময় একবার ৪ মিনিট ধরিয়া অবিরত বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের ভীষণ শব্দে জার্ম্মাণ বিমানবিধ্বংসী কামানের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং ইংলিশ প্রণালীর অপরপারে বৃটিশ উপকূলের বাড়ীঘর পর্য্যন্ত কাঁপিতে থাকে। আওয়াজ এমনই ভীষণ হয় যে, বৃটেনের উপকূলবর্ত্তী শহরের কতকগুলি লোক শয্যা ত্যাগ করিয়া, তাহাদের ঐ শহরের উপর বিমান আক্রমণ চলিতেছে—এই ধারণার বশে বিমান আক্রমণের সময়ের আশ্রয়স্থলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইংলিশ প্রণালীর উপকূলবর্ত্তী শহর ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরভাগেও আক্রমণ চালান হয়।

জার্ম্মাণ জাহাজ আটক

আর একটি জার্ম্মাণ জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ অবরোধ ব্যবস্থা এড়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। জার্ম্মাণ জাহাজ "হেরমিয়েন" (৭,২০৯ টন) অধিকার করা হয়। উহার ক্যাপ্টেন, অফিসার এবং নাবিকদিগকে বন্দী করা হইয়াছে। হেরমিনা ২৮শে জুন তারিখে রিও-ডি-জেনেরিও হইতে হামবুর্গ যাত্রা করে। জার্ম্মাণ জাহাজ "হেরমিনা" অস্ত্রসজ্জিত ছিল না বটে, তবে বহু মাল বহন করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার পথে ব্রিটিশ অবরোধ ব্যবস্থা এড়াইতে সমর্থ হয়। জাহাজখানি এপ্রিল মাসে রিও-ডি-জেনেরিও পৌঁছে। উহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে জাহাজখানি মার্কো হইতে যাত্রা করে। ঐ সময় জাহাজখানি মাল বোঝাই ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট জানা যায় যে, ব্রাজিল ও আর্জ্জেন্টিনার জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের জন্য ঐ সব মাল প্রেরিত হইয়াছিল।

আলেকজাণ্ড্রিয়ায় ভিসির জাহাজ

একখানি ফরাসী যুদ্ধ জাহাজ আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরে আটক হইয়াছে। জাহাজের নাবিকদিগকে অন্তরীণ করা হইয়াছে এবং জাহাজগুলিকে নিরস্ত্র করার কাজ চলিয়াছে।

একখানি সৈন্যবাহী জাহাজ ও একখানি ট্রলার আলেকজাণ্ড্রিয়া বন্দরে পৌঁছিয়া আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে। ইহার কিছু পর ভিসির একখানি ডেষ্ট্রয়ার, ট্রলার শ্রেণীর চারখানা অক্জিলিয়ারী জাহাজ এবং একখানি ট্যাঙ্ক জাহাজ উক্ত বন্দরে আসিয়া উপস্থিত

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হয়। সকল জাহাজেই ভিসির নৌবাহিনীর নাবিকদিগকে দেখা যায়। নগর ত্যাগ অথবা আত্মসমর্পণের জন্য তাহাদিগকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়।

প্রায় ১০ লক্ষ জার্মাণ সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট মন্ত্রণা পরিষদের সহকারী কমিশার এম, লজভস্কী সাংবাদিক সম্মিলনীতে ঘোষণা করেন যে, বিগত ১৯ দিনের সংগ্রামে জার্মাণগণের প্রায় দশলক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

আমস্টার্ডাম হইতে বেতার-বার্ত্তায় জানিতে পারা গিয়াছে যে, মস্কো হইতে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—সোভিয়েট ইউনিয়নে ৮০ লক্ষ সৈন্যকে সম্প্রতি সমাবেশিত করা হইয়াছিল। এখন সেই আশীলক্ষ সোভিয়েট সৈন্য বিভিন্ন যুদ্ধ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

তুর্ক-বুলগার সীমান্তে নাৎসী সৈন্য সমাবেশ

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো হইতে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তুর্ক-বুলগার সীমান্তে ব্যাপকভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে। জার্মাণ ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত দিনরাত্র ধরিয়া অবিশ্রান্তভাবে দুর্গ ঘাঁটি নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। অনেকগুলি বিমান-ঘাঁটির নির্ম্মাণ-কার্য্যও চালান হইতেছে। ব্যুরো বলিতেছেন, স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, ফ্যাসিষ্ট সৈন্য বিভাগ বসফরাস অধিকারের ষড়যন্ত্র করিতেছে।

১৭৯ খানি শত্রুবিমান বিনষ্ট

সোভিয়েট বিমানবাহিনী প্রতিপক্ষীয় যান্ত্রিকবাহিনী এবং বিমানঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায় এবং পেট্রোলস্তূপের উপর বোমাবর্ষণ করে।

গত ৯ই এবং ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে সোভিয়েট বিমান-বাহিনী ১৭৯ খানি শত্রু বিমান বিনষ্ট করিয়াছে।

বহু জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ধ্বংস

বৃটীশ নৌ-সচিবমণ্ডলীর প্রথম লর্ড মিঃ এ, ভি, আলেক-জাণ্ডার ঘোষণা করিতেছেন যে, বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবত বৃটিশ নৌ-সেনাবাহিনী বহু জার্ম্মাণ সাবমেরিণ ধ্বংস করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর ষ্ট্যালিন-লাইন ভঙ্গের দাবী

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১২ই জুলাই ব্রিমেন রেডিও হইতে প্রাপ্ত বেতারবার্ত্তায় প্রকাশ, "পূর্ব্ব সীমান্তে ভীষণ আক্রমণে ষ্ট্যালিন লাইনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। জার্ম্মাণ, স্লোভাকিয়ান ও হাঙ্গেরীয়ান সেনাদল পলায়নপর শত্রু-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। নীষ্টার নদীর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে জার্ম্মাণ সেনা কিয়েভের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

মিন্‌স্কের পূর্ব্বদিক ১২৫ মাইল অগ্রগতি

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে, "প্রিপেট জলাভূমির উত্তরে নীপার নদীর তীরবর্ত্তী সুরক্ষিত স্থানগুলি দখল করিয়া লওয়া হইয়াছে।" এইভাবে জার্ম্মাণ অভিযানকারী সেনাদলের মধ্যভাগ মিনস্কের পূর্ব্বদিকে ১২৫ মাইলেরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ১১ই জুলাই হইতে ভাইটেবস্ক জার্ম্মাণীর কবলিত হইয়াছে।"

লেনিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রগতি

জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষের একখানি বিশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নাৎসী সেনাদল পিপাস হ্রদের পূর্ব্ব দিয়া লেনিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হয় যে, জার্ম্মাণ ও রুমানীয় বাহিনী নীষ্টার নদীর কিনারে রুশ সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়াছে এবং প্রিপেট জলাভূমির উত্তরে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত দুর্গ, প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণ বাহিনী তাহাও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

সিরিয়ার যুদ্ধবিরতি সর্ত্তাবলী স্বাক্ষরিত

ভিসী কমিশন ১৩ই জুলাই রাত্রে ১০-৪০ মিনিটের সময়ে সিরিয়ার যুদ্ধবিরতি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, সিরিয়ার যুদ্ধবিরতি সর্ত্তাবলী স্বাক্ষরিত হওয়ার পর উভয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বৃটেন ও রুশীয়ার মধ্যে নূতন চুক্তি

গ্রেট বৃটেন ও রুশিয়া সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবে বলিয়া একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। ১২ই জুলাই রাত্রিতে মস্কো শহরে ইহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বৃটেনের পক্ষ হইতে মস্কোস্থিত বৃটিশ রাজদূত স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং রুশিয়ার পক্ষ হইতে সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব মঁসিয়ে মলোটোভ এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

এই চুক্তি-পত্রে দুইটি সর্ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, নাৎসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধপরিচালনা ব্যাপারে দুইটি গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে তাঁহারা পারস্পরিক সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধবিরতি বা কোন-প্রকার সন্ধি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চালাইবেন না অথবা উহার সম্পাদনা করিবেন না।

ইটালীর হতাহতের সংখ্যা

জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত ইটালীর মোট হতাহতের সংখ্যা পঞ্চাশাধিক হইবে বলিয়া প্রকাশ।

৩নং—মফঃস্বল ডিপো

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র নিয়মিতরূপে কেরোসিন সরবরাহ করা একটি দুরূহ সমস্যা। এই বিষয়ে বার্ম্মা-শেলের যে সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত আছে মফঃস্বল ডিপোগুলি তার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই ধরণের ডিপো-গুলিতে এত কেরোসিন সর্ব্বদা মজুত রাখা হয় যে সেই এলাকায় কখনও কেরোসিনের ঘাটতি পড়া অসম্ভব।

সুনির্ব্বাচিত স্থানসমূহে এইরূপ বহু ডিপো থাকায় বার্ম্মা-শেল যন্ত্রের ন্যায় নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র কেরোসিন সরবরাহ করিতে সক্ষম।

এই ডিপোগুলির পিছনে বার্ম্মা-শেল বহু অর্থ নিয়ো-জিত করিয়াছেন। কারণ, বন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া নিকৃষ্টতম ৬০০,০০০ পল্লীব্যাপী কেরোসিন সরবরাহের যে সুবিস্তৃত ব্যবস্থা আছে তাহার শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই ডিপোগুলি অনেকাংশে দায়ী।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

এজেন্সীস্‌: (ভারতে গঠিত)

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

কৃষি-পাতা—

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের চাষ-আবাদ

ক্ষেত-খামার।—এখন বর্ষা ঋতু। এ ঋতুতে বীজ বোনবুনির কাজ বিশেষ কিছু নাই। রবিদ্ (ভাদুই) শস্য সকল বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বোনা শেষ হইয়া গিয়াছে। নাবি-বোনা তোষা পাট বা আউশ ধানের নিড়ান যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে শেষ না হইয়া গিয়া থাকে, তবে আর দেরী না করিয়া আষাঢ়ের প্রথমে যত শীঘ্র সম্ভব সারিয়া ফেলা উচিত। বর্ষা একবার সুরু হইলে সরস মাটিতে নিড়ান অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ঠিকমত নিড়ান না হইলে আগাছায় ফসল চাপিয়া যায়। রোপা ধানের তখনো বীজতলা কোনও কারণে নষ্ট হইয়া যাইলে বা তখনো বীজতলা করা না হইয়া থাকিলে আষাঢ়ের গোড়ায় ক্ষেতে জল দাঁড়াইলেই কাদা করিয়া বীজতলা করা উচিত। কাদার বীজতলায় বিঘাপ্রতি দেড় মণ হইতে দুই মণ হিসাবে বীজ ফেলা সবচেয়ে ভাল। বীজ ভাল হইলে ওই বীজে কুড়ি হইতে পঁচিশ দিনের পর্যন্ত জমি রোপা চলে। শুখনা বীজতলার চেয়ে কাদার বীজতলায় চারা শীঘ্র বাড়ে এবং পঁচিশ-তিরিশ দিনে রোপণের উপযুক্ত হয়।

বর্ষা ঋতুতে চাষের সবচেয়ে বড় কাজ ধান রোয়া। রোপা জমিতে দাঁড়ানো জলে দুই-তিনটা চাষ দিয়া জমিতে জল বাঁধিয়া সাত আট দিন ফেলিয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে সব ঘাস সম্পূর্ণ পঁচিয়া জমি পরিষ্কার হইয়া যায় ও উর্ব্বরও হয় এবং মাটিও পঁচে। মাটি ভাল করিয়া না পঁচিলে ভাল কাদা হয় না এবং ধানেরও জোর হয় না। মাটি হইতে পাঁকের মত একটা গন্ধ বাহির হইলে বোঝা যায় মাটি পঁচিয়াছে। আষাঢ় মাসে একটা বা দুইটা এবং শ্রাবণ মাসে তিনটা বা চারিটা হিসাবে চারা রোপাই সব চেয়ে ভাল; একটা গর্ত্তে বেশী চারা লাগাইলে ঝাড় বাঁধায় ব্যাঘাত ঘটে এবং তাহাতে অনর্থক চারাও লোকসান হয়। বাঙলায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাঙলায়, কোনও কোনও জেলায় আউশ ধান রোপণ করিয়া চাষ হয়। রোপা আউশ ধান আষাঢ় মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোপণ না করিলে উঠিতে অনেক দেরী হইয়া যায়। অনেক জেলায় নীচু জমিতে পাট বা আউশ ধান কাটিয়া লইয়া সেই জমিতে কাদা করিয়া শ্রাবণ মাসে আমন ধান রোপা হয়। ইহাতে সুবিধা এই যে, একই ঋতুতে জমি হইতে দুইটা ফসল পাওয়া যায়।

রোপা ধানের জন্য বীজতলায় সবুজ-সার করা হইয়া থাকিলে আষাঢ়ের গোড়ার দিকে যত শীঘ্র সম্ভব চষিয়া দেওয়া উচিত। জমিতে জল বাঁধা থাকিলে বীজতলার গাছ আট-দশ দিনেই সম্পূর্ণ পঁচিয়া যায়, তারপর কাদা করিয়া বেশ ধান রোপা চলে। রবিখন্দে আখ, আলু, তামাক, বিলাতী সব্জী প্রভৃতি লাভজনক শস্যের জন্য শনের সবুজ-সার করা হইলে শ্রাবণের মাঝামাঝি বা শেষভাগে গাছগুলি শক্ত হইবার পূর্ব্বে চষিয়া দিতে হয়।

শরৎ সব্জী-বাগানের জন্য বেগুনের গাছ আষাঢ় মাসে লাগাইলে বর্ষাকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে বেশ ভাল করিয়া ঝাড় বাঁধিয়া যায় এবং ইতিমধ্যে দুই-তিনবার কাটিয়া খাওয়াও চলে। পাকা গাছের ডাঁটা আখের মত টুকরা করিয়া দেড় বা দুই হাত অন্তর লাগাইলে আখেরই মত করিয়া বেগুনের ঝাড় বাড়াইতে হয়। শরতে খাওয়াইবার জন্য বৈশাখ মাসে ঢ্যাঁড়শ বা বরবটি বোনা হইয়া থাকিলে আষাঢ় মাসে তাহা কাটিয়া খাওয়ান চলে। পুরাতন বেগুনের ঝাড়ের গোড়ায় এই সময়ে কাঁচা গোবর দিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। বৃষ্টির জলে ঐ কাঁচা গোবর গলিয়া মাটিতে মিশিয়া যায়, তাহাতে গাছের খুব জোর হয়।

চর বা বিল জমিতে আষাঢ় মাসে বানের জল উঠিবার পূর্ব্বে ভুঁটি পাট (বা হাঁটি পাট) কাটা হয়। যে সকল স্থানে সরস মাটির সুযোগে ফাল্গুন চৈত্র মাসে আউশ ধান বোনা হয়, সেখানে আষাঢ় মাসে আউশ ধান কাটার সময়।

এই ঋতুতে ক্ষেতের জল-নিকাশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। দাঁড়ানো জলে একমাত্র ধান ছাড়া যে কোনও ফসলের অনিষ্ট হয়। সুতরাং প্রত্যেক জমির জল যাহাতে বেশ সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যে কোনও আগাছা, জঙ্গল, আবর্জনা প্রভৃতি পঁচাইয়া কৃত্রিম গোবর-সার প্রস্তুত করিবার এখন প্রশস্ত সময়। আউশ ধান, পাট প্রভৃতি শস্য নিড়াইয়া বহু আগাছা জমে এবং এই সময়ে পল্লী গ্রামের চতুর্দ্দিক ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠে। সেগুলা উঠাইয়া কোনও গাছের তলায় বিছাইয়া গাদা করিয়া প্রতি এক ফুট বা দেড় ফুট স্তরে তাল করিয়া গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া দিলে সেই সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ বর্ষার মধ্যেই পঁচিয়া বেশ ভাল সারে পরিণত হয় এবং রবিখন্দে জমিতে বেশ দেওয়া চলে। গোবর সারের অভাব পূরণের ইহা একটা বেশ সহজ উপায় এবং গ্রামের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল এইভাবে সাফ হইয়া যাইলে পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়।

বর্ষার জলে গোবরের সার পদার্থ ধুইয়া নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গোবর-গাদার উপরে বাঁশ-বাখারির বাঁশ ও কিছু খড় বা উলু বা এমন কি তালপাতা দিয়াও একটা চালা তুলিয়া গোবরকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা প্রত্যেক চাষীর কর্ত্তব্য। গোবর নীচু জায়গায় না ফেলিয়া এমন উঁচু জায়গায় গর্ত্ত করিয়া রাখা উচিত যেখানে বর্ষার জল গড়াইয়া জমিতে না পারে।

বাগ-বাগিচা।—বর্ষাতি সব্জীর নাবি ফসল পাইতে হইলে আষাঢ়ের প্রথমেও তাহাদের বোনা চলে। বর্ষা জোর করিয়া নামিলে আর তাহাদের বোনা যায় না। আশ্বিন-বোনা সব্জী এই সময়ে ফলিতে থাকে। বর্ষাতি বেগুন, পেঁপে ও লঙ্কার চারা জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে বসান না হইয়া থাকিলে আষাঢ়ের প্রথম দিকে যত শীঘ্র সম্ভব বসান উচিত, তবে বর্ষার সরস মাটিতে বসাইলে তাহাদের জোর হয় না। শীতের বেগুনের চারা শ্রাবণ মাসে উঁচু মাটিতে বসান উচিত। আষাঢ় মাসে বেলে দোআঁস মাটিতে রাঙা আলুর (মিঠা আলু) লতা লাগাইবার সময়।

জলদি ফুলকপির জন্য আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে পাটনাই ফুলকপির বীজ ফেলিতে হয়। বাঙলার সমতল ভূমিতে ইহার পূর্ব্বে বীজ ফেলিলে তবু বর্ষার চারা মাটিতে নাড়িয়া বসান অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সম্ভব হইলেও ভারী বৃষ্টিতে তাহাদের বাঁচান যায় না। বর্ষাকালে ফুলকপির বীজতলার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। খুব উঁচু জায়গায় আধ হাত উঁচু পাটি করিয়া বীজতলা তৈয়ারী করিতে হয় এবং বীজতলার উপর হাতখানেক উঁচু চাউনি করিয়া চারাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে হয়। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বীজতলা অবিচ্ছিন্নভাবে ঢাকা থাকিলে আলোর অভাবে চারা সরু, লম্বা ও দুর্ব্বল হইয়া যায়, সুতরাং বৃষ্টির আশঙ্কা না থাকিলে কপির বীজতলা সর্ব্বদা খুলিয়া রাখা উচিত যাহাতে অবাধ আলো পায়। বীজ ফেলিবার পর প্রায় পনের দিনে চারা নাড়িয়া "হাপরে" বসাইবার উপযুক্ত হয় এবং তাহার আরও পনের-কুড়ি দিন পরে মাটিতে বসাইবার যোগ্য হয়, অর্থাৎ বীজ ফেলার প্রায় একমাস পরে চারা মাটিতে বসান যায়।

বাঁধাকপির বীজ ভাদ্র মাসের পূর্ব্বে ফেলা উচিত নয়। বাঁধাকপির একটা বিশেষত্ব এই যে, যত তাড়াতাড়ি চারা বসান যাক, বেশ ঠাণ্ডা না পড়িলে তাহার মাথা বাঁধে না। সেইজন্য বাঁধাকপি ফুলকপির ন্যায় আগাম তোলা যায় না।

কলা গাছের তেউড় জ্যৈষ্ঠের মধ্যে বসান না হইয়া থাকিলে আষাঢ়ের প্রথম দিকে বসাইয়া ফেলা উচিত। ভারী বর্ষায় কোনও গাছ বসাইলে গোড়ায় জল বসিয়া পঁচিয়া যাইবার ভয় থাকে। এই ঋতুতে কোনও ফল বা ফুল গাছের গোড়ায় মাটি খোঁড়া বা কোপান একেবারেই উচিত নয়; কারণ তাহাতে গাছের শিকড়ে জল বসিয়া অনিষ্ট হইতে পারে, বরং প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু করিয়া মাটি দিয়া গোড়া উঁচু করিয়া দিলে জল বসার আশঙ্কা দূর হয় এবং ঝড়ে গাছ হেলিয়া পড়ারও ভয় থাকে না। শ্রাবণ মাস আনারসের "তেউড়" (বা "কাঁকড়া") বসাইবার সময়। আনারসের জন্য আষাঢ়ের গোড়াতেই এক ফুট গভীর ও এক ফুট চওড়া গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত পঁচা গোবর ও পাতা পঁচা সার মিশাইয়া ভরিয়া রাখিলে সারগুলা বেশ পঁচিয়া থাকে এবং শ্রাবণ মাসে সেই গর্ত্তে "তেউড়" বসাইলে গাছের বেশ জোর হয় এবং পরে ফলও বেশ বড় হয়। বিস্তৃতভাবে আনারসের চাষ করিলে আড়াই হাত অন্তর লাইন টানিয়া লাইনের মধ্যে দুই হাত তফাতে তফাতে "তেউড়" বসান উচিত। এই হিসাবে বিঘায় ১,৫০০ "তেউড়" লাগে।

বেল, যুঁই, চামেলি, জবা, টগর, করবী, কুরুব প্রভৃতি ফুলগাছের ডাল হইতে কলম করিবার এই সময়। এই সকল গাছের কাঁচা অথচ শক্ত ডাল আট ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া একটু হেলাইয়া মাটিতে অর্দ্ধেক পুতিয়া দিলে একমাসে শিকড় বাহির হইয়া নূতন গাছ গজায়। লিচু, জামরুল, গোলাপ জাম, পেয়ারা, লেবু, সফেদা প্রভৃতি ফল-গাছের এবং চাঁপা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল-গাছের গুল-কলম করিবার এখন সময়। বর্ষাকাল আমের জোড় কলম করিবারও সময়। বর্ষা নামিবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনও কলম করিলে বর্ষাকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই নূতন গাছ কাটিয়া মাটিতে বসাইয়া দেওয়া যায়।

বেল ফুল জ্যৈষ্ঠ মাসের পর প্রায় শেষ হইয়া যায়; কিন্তু যুঁই, চামেলি, মল্লিকা, গন্ধরাজ ও চাঁপা আষাঢ় মাসেও ফোটে। বর্ষাকালের সুগন্ধি ফুলের মধ্যে রজনী-গন্ধা ও কেতকীই প্রধান। গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকার গাছের প্রতি এই সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। ইহাদের গোড়ায় জল বসিলে ইহারা মরিয়া যায়, সুতরাং ইহাদের জল-নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে ইহাদের রক্ষা করা যায় না। এখন গোলাপ-গাছের বিশ্রামের সময়, এ সময়ে গোলাপে কোনও রকম সার দেওয়া বা ডাল ছাঁটা উচিত নয়। চন্দ্রমল্লিকার "কাঁকড়া" নাড়িয়া বসাইয়া "হাপর" করিবার এই সময়।

ফুল বা সব্জীর জন্য পাতা-পচা সার করিবার এখন প্রশস্ত সময়। বসন্তকালে সমস্ত গাছের শুখনা পাতা ঝাঁট দিয়া বাগানের এক কোণে কোনও গর্ত্তে ফেলিয়া রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া দিলে বর্ষার মধ্যেই তাহারা পচিয়া সারে পরিণত হয়। কার্ত্তিক মাসে ঐ পাতা-পঁচা সার গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ম্যাগ্নোলিয়া প্রভৃতি ফুলে বা শাক-সব্জীর ক্ষেতে দিলে উপকার হয়।

কীট পতঙ্গ ও রোগ।—এই ঋতুতে ফসলে নানা প্রকার কীট পতঙ্গ উপদ্রব হয়। সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া যে কোনও কীট পতঙ্গ বা রোগের প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছ হইতে পোকাগুলাকে মারিয়া ফেলিয়া এবং ফুল-ফল বা রোগাক্রান্ত গাছগুলা তুলিয়া মাটিতে পুতিয়া দিয়া এই সকল উপদ্রবের বংশ বিস্তারের পথ বন্ধ করিয়া দিলে ইহাদের সহজেই দমন করা যায়। সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের দমন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

[১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কৃষি-পল্লী

আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের চাষ-আবাদ

[৯ম পৃষ্ঠার শেষ]

এই সময়ে ধানে "লেদা পোকা" ও কড়িং (ইহারা ধান গাছের পাতা খাইয়া ফেলে), "বল্লিচ পোকা" (ইহারা পাতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া পাতার উপর ও নীচের স্তরের মধ্যের নরম অংশ খাইয়া ফেলে), "নলি পোকা" (ইহারা ধানের পাতা খায় এবং একটুকরা পাতা কাটিয়া গোল করিয়া নলি তৈয়ারী করিয়া ওই নলির মধ্যে বাস করে) প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ আবির্ভাব হয়। রোপা ধান-ক্ষেতের জলে বিঘাপ্রতি এক বোতল হিসাবে কেরোসিন তেল ঢালিয়া একটা দড়ি বা বাঁশ ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া ধানগাছগুলোকে ওই কেরোসিন জলে ডুবাইয়া লইলে এই সকল পোকা মারিয়া ফেলা যায়। প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া এইরূপ করিলে এ সকল পোকার আক্রমণ নিবারণ করা যায়। আলের উপরে জঙ্গল থাকিলে এই সকল পোকার বংশ-বৃদ্ধির সুবিধা হয়। সুতরাং ধান-ক্ষেতের চতুর্দিকের আলের ঘাস, জঙ্গল ইত্যাদি কাটিয়া আল পরিষ্কার রাখা উচিত।

পাটে এই সময়ে "শাঁচা" বা "বিছা" (একপ্রকার শুঁয়া পোকা) এবং ঘোড়া পোকার আক্রমণ হয়। পূর্ব্বোক্ত পোকা গাছের পাতা খাইয়া ফেলিয়া গাছকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এই পোকার প্রজাপতি পাতার নীচের তলায় একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে এবং ডিম ফোটার পর ছোট ছোট পোকাগুলা প্রথম দিন-কয়েক একসঙ্গেই বাস করে এবং পাতার নীচে উপরকার ত্বক খাইতে থাকে, তখন পাতার উপর দিকে সাদা দাগ ফুটিয়া ওঠে। ওইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট পাতার নীচে লক্ষ্য করিলে পোকাগুলা দেখা যায়। ওই পোকা সমেত পাতাগুলা ছিঁড়িয়া কেরোসিন-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলেই পোকাগুলা মরিয়া যায়। "ঘোড়া পোকা" পাটগাছের কচি ডগা খাইয়া ফেলে, তাহার ফলে গাছের উপর দিকে বাড় বন্ধ হইয়া গিয়া পাশে ডালপালা বাহির হয়; তাহাতে পাট খারাপ হইয়া যায়। একটা মোটা পাটের দড়ি কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া ক্ষেতের দুই পাশে দুইজনে ধরিয়া পাটগাছের ডগা ছুঁইয়া বারকয়েক টানিয়া আনিলে গাছের ডগায় কেরোসিনের গন্ধ হইয়া যায়, তখন পোকারা আর ডগা খায় না। পাটক্ষেতের ভিতরে মধ্যে মধ্যে গাছের চেয়ে হাতখানেক উঁচু যে কোনও জঙ্গলা গাছের ডাল বা বাঁশের ডগা পুতিয়া দিলে তাহার উপরে নানাজাতীয় পাখী বসিয়া পোকাগুলাকে খাইয়া ফেলে। এই উপায়ে "ঘোড়া" পোকার দমন করা খুব সহজ। "শাঁচা" বা "বিছা" শণ, অড়হর, শিম, বরবটী প্রভৃতি শিম্বজাতীয় সকল শস্যকেই আক্রমণ করে। সুতরাং এ পোকার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত।

এই সময়ে আখে মাথা খাওয়া পোকার খুব উপদ্রব হয়। এই পোকা আখ গাছের ডগায় ফুটা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের সার খাইয়া ফেলে, তাহাতে গাছের মাথা নষ্ট হইয়া গিয়া উপর দিকে বাড় বন্ধ হইয়া যায় এবং পাশের গাঁটের চোখগুলা ফুটিয়া বাঁশের কঞ্চির মত শাখা বাহির হয়। ইহাতে আখের খুব অনিষ্ট হয়। আক্রান্ত গাছের ডগা লম্বাভাবে চিরিয়া লক্ষ্য করিলে শাদা রঙের এই পোকা দেখা যায়। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছগুলা গোড়ায় কাটিয়া গরুকে খাওয়াইয়া দিলে ইহারা ক্ষেতে ছড়াইতে পারে না। ঐ পোকার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হইলে আলোক-ফাঁদ দিয়া ইহাদের দমন করা যায়। অন্ধকার রাত্রে আখক্ষেতের ধারে আলের উপরে যে কোনও প্রকার উজ্জ্বল আলো বা বাঁশের মশাল জ্বালিয়া ঐ আলোর ঠিক নীচে কোনও পাত্রে কিছু কেরোসিন-মিশ্রিত জল রাখিয়া দিলে ওই পোকার শাদা

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধ পরিচালনার্থ ক্ষুদ্রতর কমিটি

ষ্ট্যালিন কর্তৃক রাষ্ট্ররক্ষা সমিতি গঠন

টাইমসের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—ব্রিটিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক "মিশন"দ্বয় মস্কোতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের সহিত ইতিমধ্যেই তাহাদের নানারূপ আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে উভয় পক্ষই বিশেষ উপকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ষ্টেট ডিফেন্স (রাষ্ট্ররক্ষা) কমিটি নামে ষ্ট্যালিন যে নূতন কমিটি গঠন করিয়াছেন, তাহা কাউন্সিল অব পিপলস্ কমিসার হইতে ক্ষুদ্রতর ও অধিক দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতে সক্ষম হইবে। ষ্টেট্ ডিফেন্স কমিটিতে সর্ব্বসাকুল্যে পাঁচজন সদস্য আছেন। ইহার মধ্যে ষ্ট্যালিন, মলোটোভ এবং মার্শাল ভোরোশিলভের নাম সর্ব্বজনবিদিত। আর দুইজনের নাম মঃ বেরিয়া ও মঃ মেলেনকভ্।

দুই মাস পূর্ব্বে যখন জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন "জননায়ক" ষ্ট্যালিন নিজেই প্রধানমন্ত্রীর পদগ্রহণ করেন। মলোটোভ তাঁহার একান্ত বিশ্বাসী অনুচর। বর্ত্তমানে তিনি পররাষ্ট্র সচিব পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মার্শাল ভোরোশিলভ বহু বৎসর সোভিয়েট রাশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। গত রুশো-ফিনিশ যুদ্ধের পর তিনি দেশরক্ষা সচিবের পদ ত্যাগ করিয়া অন্যতম সহকারী প্রধানমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত হন।

ভারতীয় পাটকল সমিতি আরও তিন কোটি থলির বস্তার অর্ডার পাইয়াছেন। আগামী আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ঐ অর্ডার অনুসারে মাল সরবরাহ করিতে হইবে—দুই মাসে সমান পরিমাণে মাল দিতে হইবে। প্রতি একশত বস্তার মূল্য এগার টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

[১ম কলমের শেষ]

রঙের প্রজাপতি আলোয় আকৃষ্ট হইয়া কেরোসিন-জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিয়া যায়, সুতরাং তাহাদের আর বংশ-বিস্তার হয় না। যে সকল জাতীয় পোকা আলোর আকৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলকেই এইরূপ আলোক-ফাঁদের দ্বারা সহজে দমন করা যায়।

বর্ষাকাল পানে পায়ে-মরা রোগ এবং ডাঁটা ও পাতা-পচা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময়। এই সকল রোগের বিবরণ ও প্রতিকারের উপায় গত সংখ্যায় "কৃষিকথায়" "পানের রোগ ও তাহার প্রতিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে নির্দ্দেশিত উপায় অবলম্বন করিয়া এই সকল রোগের প্রতিকার না করিলে তাহারা ক্রত ছড়াইয়া পড়িয়া পান-বরোজের সর্ব্বনাশ করে। সুতরাং প্রত্যেক পান-চাষীর এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। যে সকল পান-বরোজে ভালরূপে জল-নিকাশ না হয়, সেই সকল বরোজেই এই সকল ছত্রাক-রোগের প্রাদুর্ভাব হয় বেশী। সুতরাং বরোজের জল-নিকাশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রত্যেক বরোজে পান-চাষীরা যদি বরোজের বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে এবং বরোজের মধ্যে আড়াআড়িভাবে চার-পাঁচ হাত অন্তর একটা করিয়া নালা করিয়া বাহিরের নালার সহিত যোগ করিয়া দেয়, তাহা হইলে বাহির হইতে বা উপরের অতিরিক্ত জল সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া যায় এবং তাহাতে রোগের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়।

যে কোনও কীট-পতঙ্গ বা ছত্রাক-রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের বিষয়ে বিশদভাবে জানিতে হইলে স্থানীয় জেলার সরকারী কৃষি-কর্ম্মচারীর নিকট সন্ধান করিলে সকল তথ্য পাওয়া যায়।

অধিকৃত ফ্রান্স হইতে কামান ও সৈন্যবাহিনী অপসৃত

রাশিয়ার যুদ্ধের চাপে জার্ম্মাণী ব্যতিব্যস্ত

ফরাসী সীমান্ত হইতে টাইমস্ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:—

বার্লিন হইতে ৪৮ ঘণ্টার চরমপত্র পাইয়া ভিসি সরকার মার্শাল পেঁতার সভাপতিত্বে গত ২৮শে জুন মন্ত্রিসভা অধিবেশনে মস্কোর সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। ফ্রান্সে রাশিয়ার কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা সাধারণ শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রতিকূল কার্য্যে লিপ্ত আছে; ভিসি সরকার ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছেন এবং সেইজন্যই পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া গত ১লা জুলাই রাত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে।

অনধিকৃত ফ্রান্সের মজুর শ্রেণীর উপর এই ঘোষণার বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। তাহাদের মত এই যে, রাশিয়া আক্সিসের সমস্ত সামরিক শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে, এমন কি অধিকৃত অনেক দেশ হইতে জার্ম্মাণীকে অর্দ্ধেক সৈন্য ও সমস্ত বিমান-বিধ্বংসী কামান রাশিয়ার যুদ্ধে ব্যবহার করিবার জন্য সরাইয়া লইতে হইয়াছে।

ডি-পি-এইচ পরীক্ষা

বৎসরে দুইবার করিয়া গ্রহণের সিদ্ধান্ত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডি-পি-এইচ পরীক্ষা (উভয় ভাগ) পুনরায় বৎসরে দুইবার করিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। অল-ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন ও পাবলিক হেলথের বর্ত্তমান ডিরেক্টারের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং ডি-পি-এইচ পরীক্ষা বৎসরে একবার করিয়া গ্রহণ করিলে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত পরীক্ষার্থীদের যে অসুবিধা হয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয় ঐরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাটি (বিজ্ঞান শাখা) আগামী ১৯৪৩ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সমস্তরের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে রাজী হইয়াছেন। ১৯৪৩ সালের পর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাঠ্য তালিকার মান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মাবলী অনুসারে গৃহীত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার মানের সমস্তরে উন্নীত না করা হইলে ১৯৪০ সালের পর হইতে আর উক্ত পরীক্ষা প্রবেশিকা পরীক্ষার সমস্তরের বলিয়া অনুমোদন করা হইবে না।

আসানসোল মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন

আসানসোল সার্কেলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে ইতিমধ্যে বহু কাজ করা হইয়াছে। বিগত ৮ই জুন হইতে স্থানীয় সার্কেল অফিসারের নেতৃত্বে সেখানে রাস্তা মেরামতের জন্য বাসযুক্ত পুষ্করিণীর খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সে দিন বেলা ৯টার সময় সার্কেল অফিসার, বন-পালিনী অফিসার, পল্লী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ, স্থানীয় অধিবাসীগণ ও গ্রামবাসীগণ একত্রে ৫০ জন কোদাল এবং ঝুড়ি লইয়া পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইয়া খননকার্য্য আরম্ভ করেন। তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, আশা করা যায়, তাহা স্থায়ী হইবে।

লেডী হারবার্ট যুদ্ধ-তহবিল

৩০শে জুন পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

২৪-পরগণা	..	..	সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।
যশোহর	..	..	১,৬০৯৲
খুলনা	..	..	৩,২৫৪৲
মুর্শিদাবাদ	..	..	৬,৬৪৪৲
নদীয়া	..	..	১,০২৩৲
	মোট	..	৭,৫৩০৲

বর্দ্ধমান বিভাগ—

বাঁকুড়া	..	..	৮৯০৲
বীরভূম	..	..	১৫৯৲
বর্দ্ধমান	..	..	১৬,৭৬৪৲
হুগলী	..	..	৬,৬৭৮৲
হাওড়া	..	..	২,৮৬৪৲
মেদিনীপুর	..	..	৬৪,০২৯৲
	মোট	..	৯১,৩৮৪৲

চট্টগ্রাম বিভাগ—

চট্টগ্রাম	..	..	৪,৩০১৲
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	..
নোয়াখালী	..	..	২,৭৫০৲
ত্রিপুরা	..	..	১০,০৮০৲
	মোট	..	১৭,১৩১৲

ঢাকা বিভাগ—

বাখরগঞ্জ	..	..	১,৬৭০৲
ঢাকা	..	..	১৪,৭০০৲
ফরিদপুর	..	..	১,১৮৯৲
ময়মনসিংহ	..	..	৩,২০১৲
	মোট	..	২০,৮২০৲

রাজসাহী বিভাগ—

বগুড়া	..	..	৭৭০৲
দার্জিলিং	..	..	২৬,৯৯১৲
দিনাজপুর	..	..	৩,৪১৮৲
জলপাইগুড়ি	..	..	৮,২৭৮৲
মালদহ	..	..	৩,০১২৲
পাবনা	..	..	৮৬৭৲
রাজসাহী	..	..	৯২২৲
রংপুর	..	..	৭,২৩৮৲
	মোট	..	৫৬,৫০১৲

সংক্ষিপ্ত সার।

				জুন মাসে সংগৃহীত।
বাঙলার জেলাসমূহে সংগৃহীত	..	১,৯১,৮৮০৲	..	৭,৪৬৬৲
বাঙলার বহির্ভূত জেলায়	..	১,০০০৲	..	..
কলিকাতা	..	৪,৪৪,৫৫১৲	..	১৭,৮১৯৲
চব্বিশ ও আড়পরগণা	..	৬৭,১৯৯৲	..	৩,৯৫০৲
মোট	..	৭,১৮,০১৯৲	..	২৯,১১১৲

ইউনানী চিকিৎসার ফ্যাকাল্টি গঠন

মনোনীত সদস্যদের নাম

ইউনানী চিকিৎসার জেনারেল কাউন্সিল ও ষ্টেট ফ্যাকাল্টিতে পূর্ব্বে যে সমুদয় সভ্য নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে সম্প্রতি প্রচারিত বিধানের ৩ ধারা মতে নিয়োগ করা গেল :—

এক্ উপধারা মতে

ডাঃ টি. আহমদ, এম, বি, ডি, ও, এম, এস, এফ, আর, সি, এস, এফ্, এস, এম, এফ্ (বেঙ্গল) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি।

জি উপধারা মতে

হেকিম মৌলভী সালেহ-উর-রহমান গ্রাম বিত্তমপাখী জেলা বাখরগঞ্জ, ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধি; হেকিম এ. এফ্ মোহাম্মদ শাফি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিনিধি; হেকিম মৌলভী হবিবর রহমান, পাবনা, রাজসাহী বিভাগের প্রতিনিধি।

জে উপধারা মতে

হেকিম মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব আঞ্জুমান-ই-আতিব্বাহ প্রতিনিধি।

গো-মহিষাদির বাজার-দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন :—

বিগত ৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় মোট ১২৯টি গাভী আমদানী হয়। তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ৭৯টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে অবশিষ্টগুলি আসে। ঐ সময় পাঞ্জাব হইতে ১৯১টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ২৪৩টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছিল।

দুগ্ধবতী গাভীর দাম ৭৫৲ হইতে ১০৫৲ টাকা এবং মহিষের দাম ১৪০৲ হইতে ১৮০৲ টাকা ছিল। প্রত্যেক গাভী হইতে ⁄৬ সের হইতে ⁄৮ সের এবং প্রত্যেক মহিষ হইতে ⁄১০ সের হইতে ⁄১২ সের দুধ পাওয়া যায়।

প্রকাশিত হইয়াছে!

বঙ্গীয়
বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১
(ইংরাজি)
মূল্য—এক আনা (ডাকমাশুল সহ দুই আনা)

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের অধীন খসড়া নিয়মাবলী
(ইংরাজি)
মূল্য—দুই আনা (ডাকমাশুল সহ চারি আনা)

প্রাপ্তিস্থান :
বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা

কালিম্পংএর সন্নিহিত বন-অঞ্চল

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

কালিম্পংএর আশেপাশে জমি খুলিয়া লওয়ার সম্বন্ধে সরকারের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কালিম্পং সংলগ্ন অঞ্চলকে "সংরক্ষিত বন" করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। এই বিবৃতি হইতে ইহা বুঝিতে হইবে না যে, সংলগ্ন অঞ্চলে উপযোগী জমিও বন্দোবস্ত না দেওয়াই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। "সংরক্ষিত বন" প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যাহাই হউক না কেন, ঐ অঞ্চলে কোন জমির বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিলে সেগুলি বিবেচনা করার অসুবিধা বা দেরী হইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে এইরূপ দরখাস্ত সাদরে গৃহীত ও দ্রুত বিবেচিত হইবে। (প্রেস-নোট)

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বঙ্গীয় পুলিশ বাহিনীর দান

আরোও ১০,০০০৲ টাকা প্রদান

বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারিগণ বাঙলার যুদ্ধ তহবিলে আরও ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা তৃতীয় বর্মাবৃত যান ক্রয় করা হইবে এবং তাহার নাম দেওয়া হইবে "বেঙ্গল পুলিশ"। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনধিক একমাস পূর্ব্বে বাঙলার পুলিশ বিভাগ দ্বিতীয় বর্মাবৃত যান ক্রয় করিবার জন্য ঐ পরিমাণ টাকা সাহায্য করিয়াছিল। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এ, ডি, গর্ডন, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট পত্র লিখিয়া বাঙলার পুলিশ বিভাগের এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন যে, এই উদ্যোগের জন্যই এই উদার ও বাস্তব সাহায্য সম্ভবপর হইয়াছে।

মস্কোর গির্জ্জায় নরনারীর ভীড়

রাশিয়ার জয়ের জন্য প্রার্থনা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার মস্কোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ২৮শে জুন রাত্রে মস্কোর সকল গির্জ্জায় রুশীয় বাহিনীর জয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

২৯শে তারিখেও মস্কো ক্যাথেড্রেলে ১২ হাজার নরনারী প্রার্থনা করিতে আসে। ২৬ জন ধর্ম্মযাজক এই প্রার্থনা পরিচালিত করেন। এত বেশী ভীড় হইয়াছিল যে, বহু হাজার লোককে গির্জ্জার বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রধান যাজক মহাশয় এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং প্রার্থনা পরিচালনা করেন।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

মফঃস্বলের হাসপাতালসমূহ

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের উন্নতি-পরিকল্পনা

বিগত ১০ই জুলাই তারিখে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে :—

গভর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়া জেলার সদর ও মহকুমাসমূহে কেবল হাসপাতাল রহিয়াছে, তৎসমূহের উপযুক্ত উন্নতি সাধন করিয়া এগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে আধুনিক ও সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার বিভাগীয় কমিশনারদের নিকট এক নির্দেশ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানে এককালীন ও পুনঃপৌণিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ সরকারী সাহায্য প্রদানের বিষয় এই নির্দেশ-পত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। অধিকাংশ সদর হাসপাতালই বর্ত্তমানে অনেকাংশে অসন্তোষজনক অবস্থায় প্রতিপালিত হইতেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক ও উন্নততর করিয়া যাহাতে বিশেষভাবের ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা এইসব স্থানে হইতে পারে, নির্দেশ-পত্রের উদ্দেশ্য তাহাই। মহকুমা হাসপাতালগুলিকেও এরূপভাবে উন্নততর করা হইবে—যাহাতে জনসাধারণ কঠিন কঠিন ব্যাধির চিকিৎসার সুযোগও এসব স্থানে পাইতে পারে।

যদি সকল সদর ও মহকুমা হাসপাতালকে আধুনিকভাবে উন্নততর করিতে হয়, তাহা হইলে এগুলির উন্নতি সাধন এবং যথোপযুক্তভাবে যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে। এই ব্যাপারে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সার্জন-জেনারেল আধুনিক ধরণের সদর ও মহকুমা হাসপাতালের সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়াছেন এবং এই তালিকাও কমিশনারদের নিকট প্রেরিত নির্দেশ-পত্রের সঙ্গে পাঠান হইয়াছে। সদর ও মহকুমা হাসপাতালসমূহের উন্নতি সাধনের জন্য সাধারণ অবস্থায় কি করা প্রয়োজন, সার্জন-জেনারেলের এই তালিকা হইতে তৎসম্বন্ধে কতকটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।

এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট, জেলাবোর্ডসমূহ, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ, অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি এবং সাধারণ জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টা ও সহযোগিতা দ্বারাই মফঃস্বল হাসপাতালসমূহের উন্নতি-প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে।

হাসপাতালসমূহের উন্নতি-প্রচেষ্টার প্রধান সমস্যা অর্থ। আর্থিক ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট যে সাহায্য করিবেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডসমূহ যাহাতে যথাশক্তি সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য পথ আবিষ্কার করিতে হইবে। সদর ও মহকুমা হাসপাতালসমূহের পরিচালনা জেলাবোর্ড এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তব্য। গভর্ণমেণ্ট যদি এই সব প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য যথাসম্ভব সাহায্যও করেন, তথাপি এই দায়িত্ব পূর্ব্ববৎই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সুতরাং যাহাতে এই সব স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান—বিশেষভাবে মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডগুলি উল্লেখিত হাসপাতালগুলির উন্নতি সাধন ও পরিচালনাব্যয় হিসাবে যথাশক্তি বেশী পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য উপযুক্ত উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে। এই জন্যই গভর্ণমেণ্ট বিভাগীয় কমিশনারদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক বিভাগের অধীনস্থ সকল সদর ও মহকুমা হাসপাতালের উপযোগিতা[illegible] উন্নতি সাধনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করেন। এই সম্পর্কে ইহাও উল্লেখ করা হইতে পারে যে, জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় [illegible] এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যথাসম্ভব শীঘ্র পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করিতে উৎসুক।

সেণ্ট ডানষ্টান তহবিলে বাঙলার সাহায্য

উদ্যোক্তাদের সঙ্গে প্রাপ্তি স্বীকার

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সেণ্ট ডানষ্টান তহবিলের চেয়ারম্যান স্যার আয়ান ফ্রেজারের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছেন। এই পত্রে বাঙলার যুদ্ধ তহবিল হইতে ১,৭৫০ পাউণ্ড সাহায্য ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করা হইয়াছে। স্যার আয়ান লিখিয়াছেন :—

"স্যার জন্ হার্বার্ট ম্যাকেঞ্জির অধুনা ভারত পরিভ্রমণের সময় আপনি তাঁহাকে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমি জানি যে আপনি আমাদের সেণ্ট ডানষ্টান তহবিলের কাজে ব্যক্তিগতভাবে আগ্রহ সহকারে সাহায্য করিতেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বাঙলাদেশের বিপুল ও উদার দানের যে তালিকা বাহির হয়, তাহা হইতেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।"

"এই মূল্যবান ও বিশেষ কার্য্যকরী পন্থায় আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আপনি আপনার প্রভাব প্রয়োগ করিতেছেন, ইহা আপনার বিশেষ করুণা। আপনার যুদ্ধ তহবিল ও লেডী বেটী হার্বার্টের মহীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল হইতে সেণ্ট ডানষ্টান তহবিলে যে অর্থ সাহায্য আসিয়াছে, তাহা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই সঙ্কট সময়ে আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছে এবং আমরা ইহা গভীরভাবে উপলব্ধি করি।"

যুদ্ধ আরম্ভের সময় হইতে বাঙলাদেশ হইতে যে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ ৮৪,৯৮৭৲ টাকা। (প্রেস-নোট)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বার্ণ কোম্পানীর বিরাট দান

মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং যে সমুদয় কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট ঐ সমুদয় কোম্পানীর পক্ষ হইতে মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোং এর মধ্যস্থতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে যে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা। এই সমুদয় সাহায্য ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতে যাইয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, জঙ্গী বিমানের ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রন শত্রুকে পরাভূত করিবার জন্য বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ প্রত্যেকটি সাহায্য তৃতীয় স্কোয়াড্রন সম্পূর্ণ রূপে তৈয়ারীর কাজে সহায়তা করিতেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে বহু জার্ম্মাণ গুপ্তচর গ্রেপ্তার

লর্ড কিচেনারের মৃত্যু ঘটাইবার স্বীকারোক্তি

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতার মতে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণ গুপ্তচর হিসাবে অনেক-গুলিকেই সম্প্রতি গ্রেপ্তার করিয়া [illegible] আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছিল। ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইন্‌ভেষ্টিগেশনের অধ্যক্ষ মিঃ এডগার হুভার ইহার দু'এক দিন পূর্ব্বেই জানাইয়াছিলেন যে, "বহু বহু একদল গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একবারে এত অধিক সংখ্যক গুপ্তচরকে পূর্ব্বে আর কখনই গ্রেপ্তার করা হয় নাই।"

অভিযুক্তদের মধ্যে ফ্রেডরিক জোবার্ট ডুকোয়েন্ নামক একজন লোক আছে। সে যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসী গোয়েন্দাদের প্রধান বলিয়া কথিত। সে অপরাধ অস্বীকার করে। অন্য সাত জন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। মিঃ হুভারের মত এই যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে ব্রিটেনে কি কি মাল প্রেরিত হইতেছে ও কখন জাহাজ ব্রিটেনে রওনা হইতেছে, ইহাই জার্ম্মাণ গোয়েন্দাদের অনুসন্ধানের অন্যতম প্রধান বিষয়। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ বিমানপোত ও ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ ব্যাপার সম্বন্ধেও ইহারা খবর সংগ্রহ করে। কেহ কেহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। শর্ট ওয়েভ রেডিয়ো ও অদৃশ্য কালি দ্বারা ইহারা জার্ম্মাণীতে সংবাদ পাঠাইত।

প্রকাশ, ডুকোয়েন বিগত যুদ্ধে বিখ্যাত ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কিচনারের মৃত্যু ঘটাইতে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া বন্ধুদের নিকট গর্ব্ব করিয়া বেড়াইত।

রাশিয়ান পোষাকে জার্ম্মাণ প্যারাসুট বাহিনী

স্থানীয় বাসিন্দাগণের দ্বারা গ্রেপ্তার

মস্কো রেডিয়োর সংবাদে প্রকাশ, রুশ-সীমান্তের নিকটবর্ত্তী এক রেল ষ্টেশনে একদল সুসজ্জিত জার্ম্মাণ প্যারাসুট সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে রিভলবার, হ্যাণ্ড গ্রেনেড, প্রচুর গোলা বারুদ ও একটি করিয়া টাইপরাইটার ছিল। ইহারা সোভিয়েট সৈন্যদের পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। রেলওয়ের কর্ম্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় সমবায় কৃষি কার্য্যের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ইহাদের গ্রেপ্তার করিয়া ফেলে।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে একদল ভারতীয় সৈন্য [illegible]

Printed and Published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ [এক আনা

শিল্প ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বৃটেনের অবস্থা

রাশিয়াকে প্রতিশ্রুত সাহায্যদানে সম্পূর্ণ সমর্থ

[অস্‌ওয়াল্ড ডাচ্‌ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

গত ২২শে জুন মিঃ চার্চিল একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "আমরা সোভিয়েট রাশিয়াকে তাহাদের প্রয়োজনমত যন্ত্রশিল্প ও অর্থ সাহায্য করার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছি"।

বর্তমান মহাসংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এতটা হ্রাস পায় যে, উহার আর কোন গুরুত্বই রহিল না।

যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়ান ও বৃটিশ বাণিজ্যপোতগুলি লণ্ডন ও বাল্টিক বন্দরগুলির মধ্যে বাণিজ্যসম্ভার বহন করিত। রাশিয়া কাঠ এবং পশু-পক্ষী ইংলণ্ডে চালান দিত। ইংলণ্ড উহার পরিবর্তে ভারী ওজনের নানা রকম যন্ত্রপাতি রাশিয়ায় পাঠাইত। ইস্পাত, যানবাহন ও রণসম্ভারই এখন রাশিয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ-সকল দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধাও রহিয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বৃটেন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র দূর-প্রাচ্যের পথ দিয়া রাশিয়াকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। উত্তর মেরু সাগরে গ্রীষ্মের কয়েকটি মাস মাত্র জাহাজ চলাচল করিতে পারে। বৎসরের অবশিষ্ট সময় এ-পথ নানা বাধাবিঘ্ন-সঙ্কুল থাকে। এ-কারণে প্রাচ্যের আয়ত্তাধীন বৃটিশ উপনিবেশগুলির গুরুত্ব এক্ষণে এত অধিক।

কার্যকরীভাবে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি ছাড়া মিঃ চার্চিল ইহাও জানাইয়াছেন যে, অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৃটেন তাহার বন্ধু ও মিত্রশক্তিবর্গের নিকট আবেদন জানাইবে। তেমন অবস্থায় রাশিয়া যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষে অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভর করিতে পারে।

কুইন্সল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের ব্যাঙ্কিং সংখ্যা-তথ্যবিদ্ মিঃ কলিন ক্লার্ক সম্প্রতি একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। জার্মাণী কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক রাশিয়াকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে উক্ত তথ্যপূর্ণ হিসাবের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। মিঃ ক্লার্কের মতে ১৯৩৯ সনে অর্থাৎ যে-সময় জার্মাণীর কলকারখানাগুলিতে পুরা দমে কাজ চলিতেছিল এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের কারখানাগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি উৎপাদনেই রত ছিল, তখন জার্মাণীর উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ২৬,৫০০,০০০ ইউনিটে গিয়া দাঁড়ায়। অপর পক্ষে বৃটেনের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৯,০০০,০০০ ইউনিট। ঐ-সময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৫৭,০০০,০০০, বৃটিশ ডোমিনিয়নের ৫৬,০০০,০০০ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৯৪,৩০০,০০০ ইউনিট ছিল।

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায়, চক্রশক্তি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৮৩,০০০,০০০ এবং ১৮০,০০০,০০০ ইউনিট। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, গত দুই বৎসরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের উৎপাদনের পরিমাণ ২০০,০০০,০০০ ইউনিটের অধিক দাঁড়াইয়াছে।

গুরুত্বের দিক দিয়া কাঁচা মালের স্থান উৎপাদন-শক্তির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন পেট্রোলের ৬২·৪ ভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের করতলগত। শতকরা ২৮ ভাগ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের। ইহা ছাড়া রবারের শতকরা ৮০ ভাগ, তাম্রের ৮০·৪, নিকেলের ৯০·৬ ভাগ এবং দস্তার শতকরা ৬০·৭ ভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের হাতে রহিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র একাই পৃথিবীর উৎপন্ন তুলার ৬৩·৯ ভাগ, পশমের শতকরা ৫৮ ভাগ এবং লৌহের ৭০ ভাগের মালিক।

১৬ই মে অর্থাৎ বার্লিন এবং মস্কোর সম্বন্ধ ছিন্ন হইবার পূর্বে "ক্রাসনায়া জোয়েজ্‌দা" নামক একখানা সামরিক-পত্র একটি হিসাব প্রকাশ করিয়া দেখায় যে, খাস জার্মাণীর এবং জার্মাণ-অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের সমস্ত কলকারখানাগুলিও সম্বৎসরে ৪০,০০০,০০০ টনের অধিক ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারিবে না ; অপর পক্ষে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদনের পরিমাণ ১০০,০০০,০০০ টনে দাঁড়ায়।

এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে, বৃটেনে উৎপাদনের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলেও এখনও চরমে গিয়া পৌঁছে নাই। বর্তমানে তথায় ১০০,০০০র অধিক বেকার শ্রমিক নাই।

গভর্ণমেণ্টের উত্তরোত্তর ব্যয় বৃদ্ধি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট আরও ১,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের দৈনিক ব্যয় এক্ষণে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতিশীঘ্র উহা ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ডে গিয়া দাঁড়াইবে। ১৯৪১ সনের জানুয়ারী হইতে মার্চ পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেণ্ট দৈনিক গড়ে ১২,০০০,০০০—১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রকে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, তাহাও উহা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত। এপ্রিলের প্রথম ভাগ হইতে ধারে উহারা অস্ত্রাদি দিবার চুক্তি অনুসারে আমেরিকা বৃটেনকে সামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছে। সেজন্য দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১০,০০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়ায় এবং কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থির থাকে। কিন্তু বর্তমান বাজেটের প্রথম ৭৫ দিনে (১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুন) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সর্বমোট ৮৮৭,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দৈনিক ১২,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে। অন্য কথায়, পূর্বে বৃটেন ও আমেরিকার প্রেরিত দ্রব্যাদির মূল্য দিতে হইত বটে, এক্ষণে শুধু সমর-প্রচেষ্টার জন্য ব্যয় হওয়ায় সেকথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, গত এক বৎসরে বৃটেনের উৎপাদন-শক্তি শুধু যে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন নয়, উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রার্থনায় বিস্ময়কর ফল

জলমগ্ন জাহাজের নাবিকের অভিজ্ঞতা

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার সেণ্টজনের সংবাদদাতা সুদীর্ঘ আটদিন জলে ভাসিয়া কয়েকজন লোকের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এক আশ্চর্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। গত মাসে শত্রুপক্ষ একটি নূতন ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ কোন প্রকারে সতর্ক না করিয়াই আটলাণ্টিক সমুদ্রের মাঝখানে ডুবাইয়া দেয়। উহার যে নাবিকগণ রক্ষা পায়, তাহারা কয়েকখানা খোলা নৌকায় করিয়া ৮০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে পৌঁছিতে চেষ্টা করে। ১৪ দিন নৌকাতে কাটাইবার পর একখানা আমেরিকান জাহাজ তাহাদের উদ্ধার করিয়া উপকূলে নামাইয়া দেয়।

এই নাবিকদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। দশ দিন নৌকাতে কাটাইবার পর তাহাদের পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়। উহাদের ক্যাপ্টেন তখন সকলকে বলেন, "এস, আমরা সকলে মিলে বৃষ্টির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি"। কি আশ্চর্য, পরের দিন সত্যই বৃষ্টি নামে এবং উহারা সেই জল সংগ্রহ করিয়া রাখে। পরের দিন জাহাজের ক্যাপ্টেন আবার সকলকে ডাকিয়া বলেন, "এস, আমরা আবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—কোন জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে"। এবারেও বিস্ময়কর ফল ফলিল। দুইদিন পরেই সময় নিকটে একটি আমেরিকান জাহাজ দেখিতে পাওয়া গেল এবং উহারা তাহাদের উদ্ধার করিল।

অস্ত্র-নির্মাণ কারখানার জন্য নিপুণ কারিগর

... সম্পূর্ণ লোকের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা

বিভিন্ন শ্রেণীর বহু সংখ্যক লোক বর্তমানে অস্ত্র-নির্মাণ কারখানায় শিক্ষালাভ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কারখানার শ্রমিকেরা, শিক্ষানবিশ বালক কারিগর, শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক, শিক্ষার্থী নারীগণ প্রভৃতি আছে। তাহা ছাড়া বাহারা কারখানায় কাজে দক্ষ তাহাদিগকে আরও অধিকতর নিপুণ এবং যাহারা অর্ধদক্ষ তাহাদিগকে পুরাপুরি দক্ষ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

ইহা ছাড়া আরও বহু সংখ্যক অদক্ষ লোককে আধা-নিপুণ করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রকাশ্য ভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিবৃতি ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৮শে জুলাই—১৯৪১

রুশীয়ার সংগ্রাম

রুশীয়ায় বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহাকে বিশ্বের সামরিক ইতিহাসের অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার বলিয়া বিনা-দ্বিধায় অভিহিত করা চলে। এই সংগ্রামের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যাহাকে প্রকৃতই অভূতপূর্ব্ব বলিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রথমেই বলা চলে যে, এই যুদ্ধে কোন পক্ষই বাঁধাধরা কোন লাইন মানিয়া চলিতেছে না। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট এলাকায় বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় দল লাইন বাঁধিয়া একে অপরকে আক্রমণ করার পরিবর্ত্তে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এলোমেলোভাবে পরস্পরের প্রতি আক্রমণ চালাইতেছে এবং উপরে থাকিয়া উভয় পক্ষের বিমান-বাহিনী এই আক্রমণে সাহায্য করিতেছে।

যুদ্ধের এই এলোমেলোভাবের জন্যই প্রকৃত অবস্থার পরিচয় দেওয়া কোন সময়ই সম্ভবপর নহে এবং মনে হয় আরো অনেক দিন পর্য্যন্ত এরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর হইবে না।

তিনটী বিশেষ কারণে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুদ্ধের নূতন অস্ত্র যান্ত্রিক-বাহিনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই যান্ত্রিক বাহিনী যেরূপভাবে সুদৃঢ় বর্ম্মাবৃত, সেরূপভাবেই গুলী-বর্ষণ ক্ষমতা ও গতি-শক্তিতে অতুলনীয়। জার্ম্মাণীর এরূপ যান্ত্রিক বাহিনী রুশীয়ার রক্ষণ-ব্যূহ ভেদ করিয়া দৈনিক ১০০ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ। এই সব যান্ত্রিক বাহিনীর বহু পশ্চাতে থাকে পদাতিক (মোটর-বাহিত বা অন্যবিধ) সেনাদল এবং অনেক সময় কেবলমাত্র গাড়ীঘোড়া বা বিমান কর্ত্তৃক বাহিত রসদ-পত্রের উপর নির্ভর করিয়াই অগ্রবর্ত্তী যান্ত্রিক বাহিনীকে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে হয়। প্রাচীন ভারতের অশ্বারোহী মারহাট্টা সেনাদল ও লম্বা লম্বা জাহাজের সাহায্যে অভিযানকারী প্রাচীন ইউরোপের নর্সম্যানদের সহিত বর্ত্তমান যুদ্ধের এই সব অগ্রবর্ত্তী যান্ত্রিক সেনাদলের তুলনা করা চলে।

উপযুক্ত পরিমাণ তৈল-সরবরাহের উপরই এই শ্রেণীর যান্ত্রিক-বাহিনীর অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। এই যান্ত্রিক-বাহিনীর জন্যই বর্ত্তমান যুদ্ধে অভিনব পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, সম্পূর্ণ সেনাদল পরাজিত হওয়ার পরও এই ধরণের যান্ত্রিক-বাহিনী অব্যাহতভাবে অভিযান চালাইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান সংগ্রামের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—স্থানের বিস্তৃতি। রুশীয়ার সুবিস্তীর্ণ সমতলভূমি গ্রীষ্মকালে একেবারে শুষ্ক থাকে বলিয়া যে-কোন দিকে আক্রমণ পরিচালনার পক্ষে সুবিধাজনক। যান্ত্রিক-বাহিনীকে এই সুবিধার জন্য কেবলমাত্র রাস্তা বা রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হয় না, বরং সমতল ভূমির উপর দিয়া যথেচ্ছভাবে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে। যান্ত্রিক-বাহিনীর একমাত্র প্রতিবন্ধক হইতেছে জলাভূমি; কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই সব জলাভূমির মধ্যেও জল ও কর্দ্দম অনেকাংশে কম থাকে। রুশীয়ার মত সুবিস্তীর্ণ দেশে এরূপ ধরণের যান্ত্রিক-বাহিনীর সুযোগ সুবিধা শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা অবশ্য এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না।

এই সংগ্রামের তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে বিমান-বাহিনীর বৈশিষ্ট্য। রাত্রিযোগে সেনাদলের যে গতিবিধি হয়, কেবলমাত্র তাহাই একরূপ কতকটা অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু দিবাভাগে সেনাদল, সমর-সম্ভার, যান-বাহনাদি অগ্রবর্ত্তী সেনাদলের যত পশ্চাতেই থাকুক না কেন, বিপক্ষীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ হইতে কিছুতেই তাহারা নিস্তার পাইতে পারে না। আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারেও সর্ব্বদাই বিমান-বাহিনীর বোমারু বিমানগুলি গোলন্দাজ বাহিনীর মতই মূল বাহিনীকে সাহায্য করিতে পারে। বিশেষতঃ যান্ত্রিক-বাহিনীর প্রতিই বিমান-বাহিনীর এরূপ সাহায্য বিশেষ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। কিন্তু রুশীয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের মত সুবিস্তীর্ণ স্থানে বিমান-বাহিনীর এরূপ সাহায্য কতটা কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা খুবই কঠিন। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমান সংগ্রামে কোন্ পক্ষের বিমান-বাহিনী যে শেষ পর্য্যন্ত শক্তিমান প্রমাণিত হইবে, তাহাও বলা খুবই কঠিন। স্থান-বিশেষে ও কলাকৌশলের দিক দিয়া হয়ত কোন পক্ষের বিমান-বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব সাময়িকভাবে প্রমাণিত হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া কোনও পক্ষের বিমান-বলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।

চট্টগ্রাম নগর-রক্ষী বাহিনী

নানা দিক দিয়া কর্ম্ম-তৎপরতা

চট্টগ্রামে সিভিকগার্ড বাহিনীর সংগঠন কার্য্য সম্প্রতি আরও অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং এই বাহিনীর সাধারণ কার্য্যতৎপরতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সপ্তাহে নিয়মিতভাবে তিন বার কুচকাওয়াজ হইয়া থাকে এবং সৌভাগ্যক্রমে স্থানীয় ইণ্ডিয়া রাইফেলস ব্যাটালিয়নের উপদেষ্টার সাহায্য এই বাহিনী পাইতে সক্ষম হইয়াছে।

পুলিশের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া শেষ হইয়াছে এবং সিভিকগার্ডগণ এখন নিজেদের অফিসারদের অধীনে পৃথকভাবে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাহারা দিতেছে। নূতন কর্ত্তব্যকার্য্যে তাহারা বেশ প্রশংসার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং অত্যধিক স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যেও তাহাদের কাজ তৃপ্তিদায়ক হইয়াছে।

মেজর জি, এফ, হোরাইট, এম-সি, এই সিভিক গার্ড-বাহিনী সংগঠনে প্রথম হইতেই বেশ মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার বিদায় উপলক্ষে ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমসন, আই-সি-এসএর বিদায় উপলক্ষে একটি কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামকে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রস্তুত করার কাজে সিভিকগার্ডগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং ঐ ব্যাপারে জনসাধারণকে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিতেছে। চুয়াল্লিশ জন সিভিকগার্ডের নাম নিযুক্ত করা হইয়াছে; ইহা ছাড়া ১৩৭ জন নূতন ভর্ত্তি করা লোককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষতা অর্জ্জন করিলে তাহাদিগকেও সিভিকগার্ড দলে নিযুক্ত করা হইবে।

একথা আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিভিক গার্ডদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দৃষ্ট হয় না এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া বিভিন্ন বিভাগ এবং দল গঠিত হইয়াছে; তাহারা নিরপেক্ষভাবে জনসাধারণের রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করিতেছে।

ঢাকার পল্লী-অঞ্চলে গভর্ণর বাহাদুর

বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিলিটারী সেক্রেটারী, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমভিব্যাহারে ঢাকা জেলার নরসিংদী, শিবপুর ও রায়পুরা থানায় ঘূর্ণিঝড়প্লাবিত স্থানসমূহ পরিদর্শন উদ্দেশ্যে ১৩ই জুলাই রবিবার অপরাহ্নে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি ঘোড়াশাল পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি বাজারে গমন করিয়া দোকানদারদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন এবং এপ্রিল মাসের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীঘর পুনর্নির্ম্মাণের কার্য্য পরিদর্শন করেন। ইহার পর মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর নরসিংদী, মুকুন্দী ও নারায়ণপুরে গমন করেন। পরদিন স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর রায়পুরা ও শ্রীপুরায় গমন করিয়া বাড়ীঘর পুনর্নির্ম্মাণের কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি রায়পুরা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কও পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

প্রাদেশিক শিক্ষা-বোর্ডের সভা

বাঙলাদেশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ডের ৩১শ অধিবেশন সম্প্রতি কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছে:—

বাঙলাদেশে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদিগের শিক্ষার প্রাদেশিক বোর্ডের ৩১শ অধিবেশনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর অনিবার্য্য অনুপস্থিতিতে বাঙলাদেশের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন মিঃ জে, এইচ, বটমলী, সি, আই, ই, আই, ই, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ বিষয়-তালিকার মধ্যে অন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডের তত্ত্বাবধানে শিক্ষকগণের তালিকা প্রস্তুত, সমগ্র ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ান স্কুলসমূহকে সম-পর্য্যায়ভুক্ত করা, ডেভেনকোর্ট ট্রেনিং কলেজে অর্থকরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলন, ইউরোপীয়ান স্কুলসমূহে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নততর শিক্ষা প্রদান (এই সম্পর্কে বাঙলার চিঠিপত্র আধুনিক ভারতীয় ভাষা সাব-কমিটির বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে), নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-বিলের জন্য এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ানদের শিক্ষার অবস্থা এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ক্যাডেট কোর গঠন ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। স্থানীয় ক্যাম্ব্রিজ পরীক্ষায় পুস্তক শিল্প ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের ও কোন কোন ভারতীয় ভাষার পাঠ্য-তালিকায় প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহ এবং মেডিক্যাল কলেজে মিলিটারী মেডিক্যাল ছাত্রগণের ভর্ত্তি হওয়ার জন্য নির্দ্ধারিত যোগ্যতার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বোর্ডের সভায় বিবেচনা করা হইয়াছিল। চেয়ারম্যান বোর্ডকে জানান, যে, নার্সিং কাউন্সিল হাইয়ার গ্রেড স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেটকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান বালিকাদের নার্সিং ট্রেনিংএ ভর্ত্তি হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য যোগ্যতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

তিনি বোর্ডকে আরও জানান যে, প্রাদেশিক বোর্ডের গঠনে কোন পরিবর্ত্তন হইলে তাহা নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যেই থাকিবে এবং তাহা সমগ্র ভারতের সাধারণ পরিকল্পনা মতেই হইবে ও তাহাতে যে সমস্ত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব আছে, তাহার মত গ্রহণ না করিয়া তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না বলিয়া তাহাদের যে আশঙ্কা ছিল, তাহা আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ডে পেশ করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ঐ বোর্ড আগামী উল্লেখ করিয়াছে যে, সমগ্র ভারতে প্রাদেশিক বোর্ডের গঠন একই প্রকারের হওয়া তাহারা সমর্থন করেন।

ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন-উৎসব

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সারগর্ভ বক্তৃতা

গত ২২শে জুলাই তারিখে ঢাকা কৃষি-কলেজের (এগ্রিকালচারাল ইন্‌ষ্টিটিউট) উদ্বোধন-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙলার গভর্ণর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট এই উপলক্ষে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন:—

"মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষেপে এই কলেজের ইতিহাস ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহার উদ্বোধন করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

"এই কলেজ খোলার ফলে বাঙলার কৃষির উন্নতির পথে যে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হইল, আমরা সকলেই তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতেছি। যদিও আমি এই প্রদেশে অতি অল্প দিন হইল আসিয়াছি, তথাপি ইতিমধ্যেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, কৃষি-বিজ্ঞানের অবস্থা এই প্রদেশে কতটা শোচনীয়। এরূপ অবস্থার জন্য সম্ভবতঃ যথেষ্ট সংখ্যক বিশেষজ্ঞের অভাবই বিশেষভাবে দায়ী। মাননীয় মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতার প্রথমাংশে যে সংখ্যা-বিবরণী প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই এই সম্পর্কে কতকটা আভাষ পাওয়া যাইবে।

"বাঙলার কৃষকরা যে দরিদ্রতম সম্প্রদায়, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহাও অবধারিত সত্য যে, বাঙলার অধিকাংশ স্থানেই বিশ্বের মধ্যে উর্ব্বরতম কৃষি-ভূমি বিদ্যমান। ইচ্ছা করিয়াই আমি এস্থলে "বিশ্বের মধ্যে উর্ব্বরতম" বিশেষণটি প্রয়োগ করিলাম। কারণ, আমি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি যে, বাঙলার ভূমির এই অত্যধিক উর্ব্বরতা-শক্তির জন্যই প্রকারান্তরে এই প্রদেশে কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতি ও কৃষির উৎকর্ষ সাধনের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। প্রাকৃতিকভাবেই বাঙলার ভূমি বেশী উর্ব্বর বলিয়া চাষিগণ কৃষি-কার্য্যের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না; পক্ষান্তরে যে-সব জায়গায় ভূমি অপেক্ষাকৃত কম উর্ব্বর, সে সব স্থানে বাধ্য হইয়াই চাষীদিগকে যথোচিত সতর্কতার সাথে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া ফসল জন্মাইতে হয়। বাঙলাদেশ বহু শতাব্দী যাবতই কৃষিপ্রধান প্রদেশ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। এখানকার ভূমি-স্বত্বের ব্যবস্থার ফলে কৃষির উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কোনরূপ প্রভাব পতিত হইয়াছে কিনা, আমি এস্থলে তৎসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করিতে চাহি না। এই সমস্যার আলোচনা করিতে যাইয়া বিশেষজ্ঞগণ আজিও কোন সমাধানে পৌঁছিতে পারেন নাই এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও এই ব্যাপারে আইন-প্রণেতাগণকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে। যাহা হউক এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, বাঙলার ভবিষ্যৎ কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদিগকে দেশের বিরাট জন-সমষ্টির অর্থাৎ চাষীদের জীবনযাত্রার অবস্থা উন্নয়নে চেষ্টা পাইতেই হইবে। এরূপ প্রচেষ্টার সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রাচীন আচার-ব্যবহার, পদ্ধতি ও সংস্কারের নানারূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। যে বঙ্গদেশ নানা ব্যাপারে সমগ্র ভারতকে পথ দেখাইয়া আসিয়াছে, সেই বঙ্গের জীবন-শক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে যেমন করিয়াই হউক না কেন, এ-সব প্রতিবন্ধক এড়াইবার চেষ্টা আমাদিগকে পাইতেই হইবে।

"যে দীর্ঘ অভিযানে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, এই কলেজের প্রতিষ্ঠাকে সেই সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের সূচনা বলিয়া মনে করা চলে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্যান্য প্রদেশ এই দিক দিয়া আমাদিগকে ছাড়াইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী যেসব সংখ্যা-বিবরণী উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদেরও বিশেষভাবে বিবেচ্য হইতেছে—কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব। বাঙলায় কৃষির জন্য যেস্থলে বাজেটে ১০ লক্ষ টাকারও কম ব্যয় করা হইয়াছে, সেস্থলে যুক্ত-প্রদেশে ২৯ লক্ষ ও পাঞ্জাবে ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় দেখা যায় এবং তাহা হইতেই বুঝা যায় যেসব প্রদেশ আমাদের অপেক্ষা এই দিক দিয়া কতটা অগ্রসর। বর্ত্তমান বর্ষে যুদ্ধের জন্য প্রাদেশিক রাজস্বের উপর যে অতিরিক্ত চাপ পড়িয়াছে, তাহার উপর আবার অভাবনীয় প্রাকৃতিক বিপদের জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ বিপন্ন জনগণের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতে হইবে। যাহা হউক, এই সব অতিরিক্ত ব্যয় সাময়িক ব্যাপার মাত্র এবং ভবিষ্যতে কিরূপ আনুপাতিকভাবে রাজস্বের ব্যয় বরাদ্দ করা উচিত, তৎসম্বন্ধে আমরা এখন হইতেই ভাবিতে পারি।

"মফঃস্বলে সফর উপলক্ষে আমি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা পদ্ধতির কৃষিকার্য্য দেখিয়াছি। বাঙলার ভূমি উর্ব্বর সন্দেহ নাই; কিন্তু কৃষির দ্বারা জমি হইতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা কি যথেষ্ট? সুকৌশল ও উপযুক্ত উপাদান ব্যবহার করিতে পারিলে অতি স্বল্প ব্যয়ে কিরূপ অসাধারণ সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে, এই সব সম্বন্ধে আমি তাহা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাইয়াছি। কেবলমাত্র গোজাতির উন্নতির জন্য কি করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমি উল্লেখ করিতে পারি যে, বাঙলার ২৫টি জেলায় বর্ত্তমানে আড়াই হাজারেরও অধিক উন্নত শ্রেণীর প্রজনন ষণ্ড বিতরণ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই এক লক্ষেরও বেশী উন্নত শ্রেণীর গো-বৎসের জন্ম হইয়াছে।

"উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করিলে কিরূপে প্রায় দ্বিগুণ ফসল লাভ করা যায়, আমি তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। এরূপ উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারে অতিরিক্ত পরিশ্রমের বিশেষ প্রয়োজন হয় না; অথচ আয় বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে। এই সব ব্যাপারে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা বরাবরই চালাইয়া আসা হইয়াছে। এখানে ঢাকায় এবং আরো নানাস্থানে ইক্ষু ও বীজ সম্বন্ধে পরীক্ষা-গার ও গবেষণা-কেন্দ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। কৃষ্ণনগরে শাক-সব্জির উদ্যান রচনা সম্পর্কে একটি গবেষণা-কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। এই গবেষণার ফলে যদি উন্নততর খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রচার সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে চাষী সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে সাথে তাহাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে।

"যে ফসলের উপর বাঙলাদেশের উন্নতি একান্ত নির্ভর-শীল, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাঙলার সেই অর্থ-সম্পদ—সেই সোনার ফসল কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বয়ন-শিল্পের উপর ম্যাঞ্চেষ্টারের উন্নতি যতটা নির্ভর করিতেছে, বাঙলার সমৃদ্ধিও ঠিক ততটাই পাটের উপর নির্ভর করিতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বর্ত্তমানে এক দেশ অপর দেশের সহিত ওতঃপ্রোত-ভাবে জড়িত। এমতাবস্থায় এই ফসলটির উপর অতি-মাত্রায় নির্ভর করিলে জুয়াখেলার ন্যায় কত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় লইতে হয়, উহার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। কৃষি কার্য্যটাই একটা জুয়া খেলার ন্যায়, কারণ উহার মূল্য ও আবশ্যকতা সদা-সর্ব্বদা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পাট বিক্রয়ের জন্য আমাদিগকে বিদেশী খরিদ্দারদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। বিগত মহাসমরের সময় পাটের বাজার আমাদের যতটা অনুকূল ছিল, এবার আর ততটা নাই।

"আমি আন্তরিকভাবে অবশ্য ইহা বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, পাট উৎপাদনে এই প্রদেশটি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও অর্থনীতি ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য আমাদিগকে আরও একটি দ্বিতীয় ফসল খুঁজিতেই হইবে। সেই দ্বিতীয় ফসলটি কি ধরণের হইবে, এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। দ্বিতীয় ফসলের আবশ্যকতা ও উহার নির্বাচন-কৌশল জন-সাধারণকে শিক্ষা দেওয়া ইঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য হইবে।

"কৃষির উন্নতির জন্য এ প্রদেশে এখনও অনেক কিছু করিবার আছে। প্রচার-কার্য্য ও শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই উহা সম্ভব। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও পরিমাণ বৃদ্ধির উপায়গুলি যাহাতে হাতে-কলমে কৃষক-দিগকে দেখাইয়া দিতে পারেন, তজ্জন্যই এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। শুধু বক্তৃতা, পুস্তিকা বিতরণ কিম্বা প্রদর্শনীর সাহায্যে নহে, বরং কার্য্যকরী দৃষ্টান্ত স্থাপনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কলেজ হইতে বিদায় হওয়ার পূর্ব্বে যদি ইহারা ভূমি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়া লইতে পারেন এবং পরে সে অভিজ্ঞতাকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ পূর্ব্বক জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেখাইতে পারেন, তবু তাহা হইলেই সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এ সম্পর্কে পুঁথিগত বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে হাতে-কলমেও শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বড়লাট বাহাদুরের নিকট ভারতবর্ষ যে জন্য এতটা ঋণী, ভারতের কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে নিযুক্ত রয়েল-কমিশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টেও এই বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। উহার রচয়িতাগণ মন্তব্য করেন, "প্রাকটিক্যাল দিক দিয়া কৃষি কলেজের ছাত্রদের অপরিপক্কতার যে অভাব রহিয়াছে, উহা ঘুচাইতে হইলে কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক বিষয়ে অতিরিক্ত শিক্ষা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আরও কিছু করা আবশ্যক। শিক্ষা-বসানে যাহাতে ছাত্রগণ সরকারী চাকুরী লেখে, কিম্বা নিজ নিজ কৃষিকার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে কিছু কার্য্যকরী অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়া লইতে পারেন, তাহার সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। এই বিদ্যালয়টিতে সেই সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে। উহার সাফল্যের জন্য ছাত্র-দের উপর নির্ভর করে। এই ব্যবস্থার সাফল্য শুধু এমন এক শ্রেণীর নূতন লোকদের উপর নির্ভর করে, যাহারা অন্যের উৎপন্ন ফসলের জমাখরচ লিখিয়া যাইবেন না, বরং নিজেরাই উৎপন্ন করিয়া দেখাইবে। এই ব্যাপারটি বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত আনুষ্ঠানিক উন্নতির সীমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহাই এই বিদ্যালয়ের আদর্শ এবং উহার সাফল্য ভাবী ছাত্রদের উপর নির্ভর করিতেছে।

"সর্ব্বশেষে আমি বিদ্যালয়টির এবং তৎসঙ্গে উহার পরিচালকবৃন্দ এবং জনসেবায় আগ্রহশীল যুবকগণের সাফল্য কামনা করিতেছি।"

যশোহরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

মাগুরিয়া যশোহর জেলার অন্যতম বড় গ্রাম। তথায় ৮,০০০ লোকের বাস। জেলার এক প্রান্তে মধুমতী নদীর তীরে উহা অবস্থিত। গত ৯ই জুলাই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত গ্রামে পদার্পণ করেন। তিনি স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শনান্তে লাইব্রেরীর পুস্তক ক্রয়ের জন্য ২৫৲ দান করেন। বৈকাল বেলা তিনি স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব-নির্ম্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। উহার নির্ম্মাণকার্য্যে সরকারের নিকট হইতে ১,০০০৲ পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর স্থানীয় স্কুলের দালানে সভা-কক্ষে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১,০০০ লোক উহাতে যোগদান করে।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বক্তৃতায় যুদ্ধ-পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিয়া মিত্র-পক্ষের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সে দিন স্থানীয় ইউনিয়ন-বোর্ডও পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইউনিয়ন বোর্ড বকেয়া না থাকায় তিনি প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দিত করেন।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে গবেষণা

যুদ্ধ-সম্পর্কিত সাহায্য প্রচেষ্টা

২৩শে জুলাই হইতে ২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতার ৪ নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে কমিটির প্রধান অফিসে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির দশম অধিবেশন এবং ইহার বিভিন্ন টেক্‌নিক্যাল সাব-কমিটির নানারূপ সভার অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভারও অধিবেশন হয়। পদাধিকার বলে কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চের ভাইস্-চেয়ারম্যান মিঃ পি, এম, খারেগাট, সি, আই, ই, আই, সি, এস্, এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ও আসাম প্রভৃতি যে সকল স্থানে পাট উৎপন্ন হয়, তৎসংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, পাট-ব্যবসায়ী এবং পাট-উৎপন্নকারীর প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

পাটের নূতন ও ব্যাপক ব্যবহার সম্পর্কে টালিগঞ্জ টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কার্য্য পরিকল্পনা, বিশেষ করিয়া যে সকল কার্য্যাবলী যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচেষ্টার কাজে লাগিবে, তাহা এই অধিবেশনে কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসল জিনিষ লুক্কায়িত রাখিবার জন্য পাটের তৈরী জাল নির্ম্মাণ করিবার একটা প্রস্তাব আছে। বর্ত্তমানে উক্ত জাল বিলাতি আবাকা ও শণের আঁশে তৈরী হইয়া থাকে। ক্যাম্বিস্ এবং অন্যান্য সামরিক প্রয়োজনীয় জিনিষ নির্ম্মাণ ব্যাপারে সর্ব্ব প্রকার পাট-মিশ্রিত বস্ত্র তৈরীর একটা প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে। এই পরিকল্পনায় এমন আরও বহু গবেষণার প্রস্তাব আছে, যাহা কেবল মাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে ফলপ্রসূ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টার বয়ন ও রঙ্গণ করার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, কিন্তু বর্ত্তমানে গবেষণাগারসমূহে তাহার অভাব রহিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমানে পাট কলের সহযোগিতায় এই সকল কার্য্য পরিচালিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে পাট সম্পর্কিত গবেষণাকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য গবেষণাগারের সহিত সহযোগিতা করিবার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমানে পাটের গবেষণা বিষয়ক কতকগুলি দীর্ঘ কালের চুক্তির প্রস্তাব এবং কতকগুলি প্রাথমিক গবেষণা সম্পর্কীয় প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছে। এই সকল পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব আছে:—

প্রফেসর আস্তবুরীর অনুসরণে তাঁহার বিখ্যাত কর্ম-পদ্ধতি রঞ্জনরশ্মির সহযোগে শণ এবং বৃক্ষের কাণ্ডের উপর পাটের আঁশের বিশ্লেষণ, কৃত্রিম উপায়ে রজন প্রস্তুত করিয়া উহা রং করা; উন্নত ধরণের পাটের আঁশের সহিত মিশ্রিত করিয়া এমন জিনিষ তৈরী করা যাহা বর্ত্তমানে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা এবং কৃত্রিম সিল্ক যে প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে, উহা তাহার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। পরিশেষে একটি চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবও আছে। পাটের অব্যবহার্য্য অংশ এবং বাজে পাটকে পিণ্ড করিয়া তৈরী করিয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে কিনা, সে গবেষণার প্রস্তাবও আছে। পাটকে পিণ্ড তৈরী করিয়া নানারূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার গবেষণার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহাতে "বোর্ড অফ্ সায়েণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ" এবং ঢাকার "ইণ্ডিয়ান ল্যাক্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের" সহিত যে বিশেষ সহযোগিতা চলিবে, তাহার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাইতেছে।

[পরবর্তী দুই কলমের নিম্নে দেখুন]

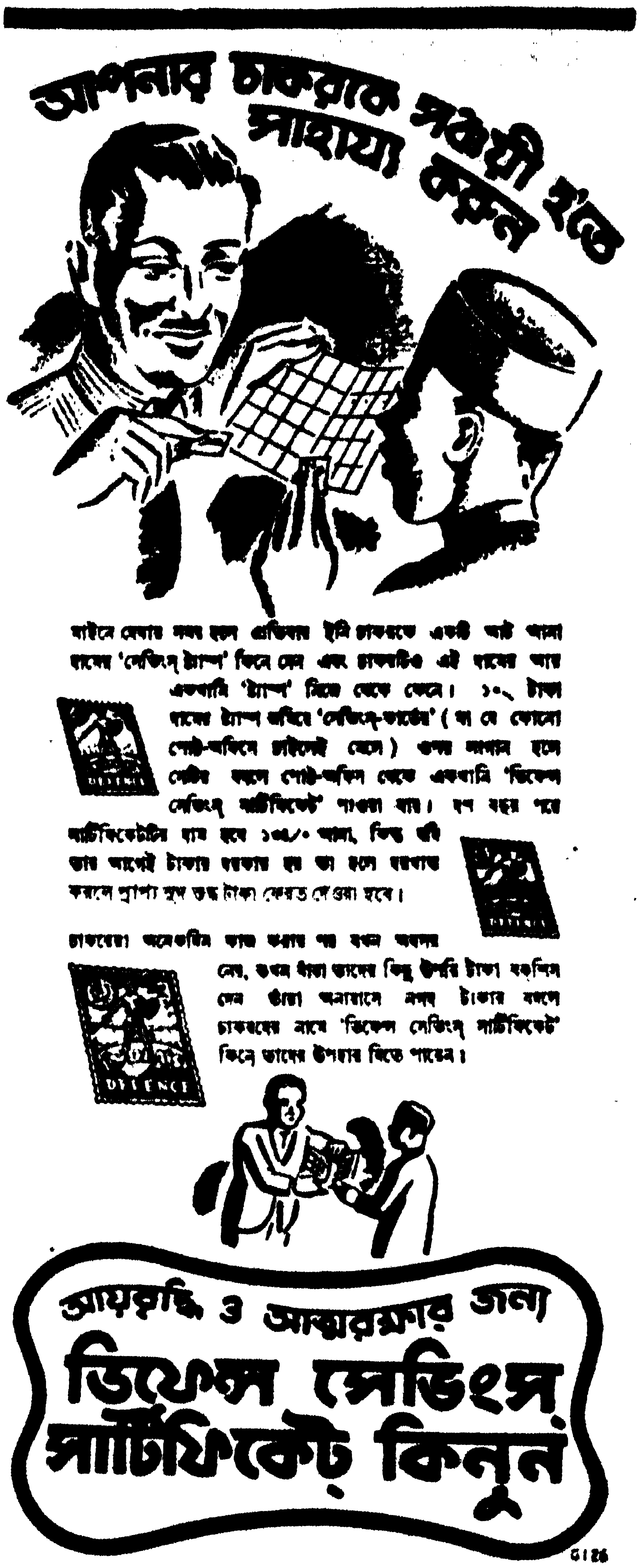

[১ম কলমের শেষাংশ]

শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র

একথা স্মরণে থাকিতে পারে যে, কমিটির শেষ অধিবেশনে এইরূপ একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে যে, কিভাবে শ্রেণী-বিভক্ত পাট বিক্রয় করিতে হয়, পাট চাষীদিগকে তাহা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পরীক্ষাধীন শ্রেণী-বিভাগ কেন্দ্র খুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং শীঘ্রই কমিটির অনুমোদনের জন্য উহা পেশ করা হইবে। মফঃস্বলের আদর্শ পাট ব্যাপকভাবে সংগ্রহ করা এবং তাহার বহু প্রচার করার কাজের দিকেও বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা হইবে। এই সম্পর্কিত পরিকল্পনায় উন্নয়ন ব্যাপারে আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে এই যে, যাহাতে পাটের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য স্থানীয় পাটের বাজারগুলিতে ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করা এবং সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকা।

সেক্রেটারী মিঃ ডি, এন, মজুমদার, আই-সি-এস, এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সহযোগিতার ফলে এই সম্পর্কিত কার্য্যের ব্যাপক প্রচারে ও উন্নয়নে সাহায্য করিবে এবং বিভিন্ন ফ্রেশিংগ্রাম প্রাদেশিক কর্ম-চারিগণের কার্য্যাবলীকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিবে। গত ১৯৩৭ সালে কোন কোন অঞ্চলে পাটের আবাদ হইবে, তাহার যে একটা আনুমানিক হিসাবের পরিকল্পনা সুরু করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান বৎসরে সমাপ্ত হইবে। উৎপন্ন ফসল সম্পর্কে একটা আনুমানিক আসল হিসাব করিবার যে একটা প্রস্তাব ছিল, তাহা "ভুট্ সেন্সাস্ কমিটি" কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং পাকাভাবে মঞ্জুরীকৃত হইবার নিমিত্ত উহা অতি শীঘ্রই মূল কমিটির সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। পূর্ব্বে আঞ্চলিক হিসাব সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

হিট্‌লার-গোয়েরিং বিরোধ

মস্কো বেতারে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে, রাশিয়া আক্রমণের আরম্ভকালে হিটলার এবং গোয়েরিংয়ের মধ্যে একটি সাংঘাতিক রকমের ঝগড়া হইয়াছে।

ষ্টকহলমের ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া মস্কো বেতার-ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, গোয়েরিংয়ের যুক্তি ছইল—পশ্চিমে, বলকান অভিযানে এবং ক্রীটে জার্মাণীর বিমানবহরের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে কোন নূতন অভিযানে বিমান-আক্রমণের উপর নির্ভর করিলে কোন কাজ হইবে না। নূতন অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে গোয়েরিং অস্বীকার করেন। ইহাতে হিটলার ক্রুদ্ধ হন এবং গোয়েরিংকে কাপুরুষ বলেন। হিটলার বলেন যে, তিনি স্বয়ং জার্মাণ বিমানবাহিনীর পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। আরও গুজব, হিমলার [illegible] সহিত প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গোয়েরিংকে বন্দীশিবিরে আটক রাখা হউক।

বৃটীশ প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণা

১৪ই জুলাই লণ্ডনে এক ভোজসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ইংলণ্ডের সকল স্থানের বেসামরিক দেশরক্ষাকারী দলকে ইংলণ্ডের উপর জার্মাণীর আরও প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আর বৃটীশ বোমারু বিমানসমূহও অতি সত্বরই, জার্মাণী এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের উপর যে পরিমাণ বোমা বর্ষণ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক উগ্র বিস্ফোরক বোমা বর্ষণ করিবে।

ভূমধ্য-সাগরে বৃটীশ সাবমেরিণ বহরের কৃতিত্ব

নৌ-বিভাগের এক এশতেহারে ১৪ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে একটি সাবমেরিণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে গুরুতররূপে জখম হইয়া ইটালীর তৈলবাহী জাহাজ "ট্রুবেচ" (৫,২১২ টন) উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সম্প্রতি মেরামতের জন্য ইটালী যাইবার পথে ঐ জাহাজখানিকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কনভয়-পরিবেষ্টিত মাল বোঝাই একখানি জোগানদার জাহাজও (৫,০০০ টন) ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সৈন্য ও সামরিক দ্রব্যাদি পারাপারের কার্য্যে নিযুক্ত আর একখানি জাহাজও নিমজ্জিত হইয়াছে।

বাল্টিকে জার্মাণ নৌ-বহরের ক্ষতি

১৫ই জুলাইএর সোভিয়েট এশতেহারে প্রকাশ, বাল্টিক সাগরে দুইখানা জার্মাণ ডেষ্ট্রয়ার, ১৪ খানা জোগানদার জাহাজ এবং ট্যাঙ্ক-সজ্জিত একখানা বজরা নিমজ্জিত হইয়াছে।

লালফৌজের তিনদিকে পাল্টা আক্রমণ

সোভিয়েট এশতেহারে বলা হইয়াছে: "১৪ই জুলাই তারিখে উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যুদ্ধ চলে। সোভিয়েট সৈন্যগণ শত্রুর ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর এক বিরাট বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধাদান করে এবং পাল্টা আক্রমণ করিয়া শত্রুর বিস্তর ক্ষতিসাধন করে।

"পশ্চিম দিকে সোভিয়েট স্থলসেনা ও বিমানবহর প্রায় ৩,০০০ শত্রুসেনাকে পরাভূত করিয়াছে। শত্রুর বিস্তর কামান, মেশিনগান ও গোলাবারুদ লালফৌজের হস্তগত হইয়াছে।"

বৃটেন ও রুশিয়ার মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে বৃটীশ ও রাশিয়ান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতঃপর রুশজাতি মিত্রপক্ষের অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে।

জিব্রাল্টারের নিকটে বোমা বর্ষণ

জিব্রাল্টার হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত কোথাও বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, জিব্রাল্টার হইতে ১২ মাইল দূরে লাট্ ব্যারিক্‌সে একখানা ইটালীয়ান বোমারু প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

বৃটীশ বিমান-বাহিনীর সাফল্য

একখানি ইটালীর এশতেহারে রাজকীয় বিমানবহর কর্ত্তৃক মেসিনা, সিসিলি, ডের্ণা, বারদিয়া, বেনগাজী ও গোণ্ডারে বোমাবর্ষণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বৃটীশ জঙ্গী প্লেন পরিবেষ্টিত ব্লেনহীম প্লেনসমূহ চেরবুর্গ ও দেলাবরের ডক ও জাহাজ-ঘাঁটিতেও আক্রমণ চালাইয়াছিল। চেরবুর্গে ৬ হাজার টনের একখানি জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ডকের দক্ষিণ দিকস্থ রেলওয়ে লোকোমোটিভ শেড ও একটি কারখানায় সরাসরিভাবে বোমা পতিত হইয়াছিল।

নৌবহরের প্রায় ৬ হাজার টনের একখানি জাহাজের উপরও বোমা পতিত হয়।

জুন মাসের জাহাজ ডুবির খতিয়ান

জুন মাসে বৃটিশ ও মিত্রশক্তিবর্গের মোট ৩২৯,২৯৬ টনের ৭৯ খানি সওদাগরী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। মে মাসে ইহা অপেক্ষা ২৫ খানি বেশী জাহাজ (১৬,৮০০ টন) জলমগ্ন হইয়াছিল। গত জানুয়ারী মাসের পর জুন মাসের জাহাজ ডুবির সংখ্যাই সবচেয়ে কম।

নৌবিভাগের এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এপর্য্যন্ত মোট ১,৭১৮ খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১,০৭৮ খানি বৃটিশ, ১১৪ মিত্রশক্তিবর্গের এবং ৫২৬ নিরপেক্ষ শক্তির জাহাজ।

জাহাজডুবির খতিয়ান উপস্থিত করিয়া নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইহার পর গভর্ণমেণ্টের জাহাজ-ডুবির খতিয়ান প্রকাশের ইচ্ছা নাই; কারণ ইহাতে শত্রুপক্ষের মূল্যবান তথ্য জানিয়া লইবার সুবিধা হয়। লণ্ডনে অনুমান করা যাইতেছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এপর্য্যন্ত এক্সিস শক্তিবর্গের মোট ৫,১৯১,০০০ টন ভারবাহী জাহাজ ধৃত, নিমজ্জিত অথবা বিধ্বস্ত হইয়াছে।

সিরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

সিরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির শর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শর্ত্ত অনুযায়ী ফরাসী সৈন্যদিগকে যুদ্ধের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। কয়েকটী স্থানে ফরাসী সৈন্যদিগকে একত্রিত করা হইবে এবং স্বদেশে প্রেরণ না করা পর্য্যন্ত তাহারা তথায় ফরাসী সেনাপতির অধীনে অবস্থান করিবে। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ নির্দ্দিষ্ট এলাকায় গমনের সময় তাহারা যুদ্ধের মর্য্যাদা লাভ করিবে। অফিসার, নন-কমিশনড অফিসার ও সৈন্যদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে, কিন্তু সেনারা গোলাগুলী রাখিতে পারিবে না। কামান ও সামরিক যানবাহন প্রভৃতি সমরসম্ভার বৃটীশ কর্ত্তৃত্বাধীনে একত্রিত করা হইবে; ইহার মধ্য হইতে বৃটেনের প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার অধিকার থাকিবে। অবশিষ্টগুলি বৃটীশ নিয়ন্ত্রণাধীনে ফরাসীরা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। ফ্রান্সে প্রেরিত বন্দীসহ মিত্রপক্ষীয় সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে। শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য যতদিন প্রয়োজন হইবে, ততদিন একজিকিউটিভ অফিসাররা তাঁহাদের পদে কার্য্য করিতে থাকিবেন। বৃটীশ কর্ত্তৃত্বাধীনে ফরাসী জাহাজে করিয়া ফরাসী সৈন্যদিগকে স্বদেশে প্রেরণের প্রস্তাবে বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষ সম্মত আছে। স্বদেশে প্রেরিত ফরাসী প্রজাদের সম্পত্তিও স্থানান্তরিত করা হইবে।

বিমান-আক্রমণে বৃটেনে হতাহতের তালিকা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণের ফলে বৃটেনে আনুমানিক ৪১,৯০০ জন বেসামরিক অধিবাসী নিহত এবং ৫২,৬৭৮ জন লোক আহত ও হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়াছে।

রুড় এলাকায় দুই হাজার টন বোমা নিক্ষেপ

১৬ই জুন হইতে ১০ই জুলাইএর মধ্যে রুড় এলাকায় দুই সহস্রাধিক টন বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে কলোনে ১ হাজার টন ও ব্রেমেনে পাঁচ শত টন বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

বিভিন্ন রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম

মস্কোর এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, পস্কভ ও পোলখড অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে।

স্মোলেনস্ক, বোব্রুইস্ক ও নভোগ্রাড-ভলিনস্কের দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, মাগাচেভ হইতে পশ্চাদপসরণকারী শত্রুর এক ট্যাঙ্ক ব্যাটেলিয়ান ঘিরিয়া ফেলিয়া বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

সোভিয়েট প্লেনের বোমাবর্ষণ

আরও একখানা সোভিয়েট এশতেহারে বলা হইয়াছে: দিবাভাগে সোভিয়েট প্লেনগুলি শত্রুর যান্ত্রিকবাহিনী, বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত শত্রু প্লেনসমূহ বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং নদীর পারঘাটগুলিতে সমবেত শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করিয়াছে এবং প্লোয়েষ্টির উপর ও সুলিনা, তুলসিয়া ও স্যাভিয়ার তৈলাধার ও যানবাহনসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

স্মোলেনস্ক দখলের দাবী

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী জার্মাণ নিউজ-এজেন্সী স্মোলেনস্ক অধিকারের দাবী করিয়াছে। জার্মাণদের দাবীতে প্রকাশ, স্মোলেনস্ক অঞ্চলে যে সমস্ত রুশসেনা বন্দী করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক সোভিয়েট ডিভিসনের অধ্যক্ষ আছে এবং বিস্তর ট্যাঙ্ক, কামান, যানও হস্তগত হইয়াছে।

৯০ লক্ষ সৈন্যের সংগ্রাম

জার্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এশতেহারে দাবী করা হইয়াছে যে, রুশ সেনাগণ তাহাদের শেষ রিজার্ভ সেনা রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে। এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ৯০ লক্ষ সেনার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে।

কিশিনাফ পতনের সংবাদ

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ, জার্মাণ ও রুমানিয়ান সেনাগণ বেসারাবিয়ার রাজধানী কিশিনাফে উপস্থিত হইয়াছে। সংবাদ এজেন্সী আরও বলে যে, বিস্তর রুশসেনা বন্দী হইয়াছে এবং অনেকগুলি সোভিয়েট সেনাদল ও অস্ত্রশস্ত্র বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রুমানিয়ান ব্যাটেলিয়ানের আত্ম-সমর্পণ

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো ১৭ই জুলাই এক এশতেহার প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছে যে, ১৬ই জুলাই রাত্রিতে নেভেল-পোলোৎস্ক এলাকায় প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছিল। সোভিয়েট বিমানবহর শত্রুর যন্ত্রচালিত বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল এবং মাটিতে অবস্থিত শত্রু-বিমানপোত ধ্বংস করিয়াছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় সম্মিলিত জার্মাণ-রুমানিয়ান বাহিনীর পরাজয়ের পর একটী রুমানিয়ান ব্যাটেলিয়ান স্বেচ্ছায় আসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তিনটি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, ৪২০টি রাইফেল, ১২টি মেশিনগান এবং বহু পরিমাণ কার্তুজ ও শেল, একটী মোটর গাড়ী, পাঁচখানি ঘোড়ারগাড়ী এবং ৫৬ খানি গাড়ী রুশদের হস্তগত হইয়াছে।

[১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলার পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন

১৯৩৯-৪০ সনের কার্য্য-বিবরণী

১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, তাহার সাম্প্রতিক প্রকাশিত বাৎসরিক বিবরণীতে বাঙলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রাদেশিক চাকুরীসমূহের পরীক্ষার্থীদের অধিকাংশের যোগ্যতার পরিমাণ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ১৯৩৯ সালের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল অত্যন্ত নৈরাশ্য-জনক। পূর্ব্ব বৎসর যেখানে ৮৭ জন পরীক্ষার্থী সর্ব্বোচ্চ নম্বরের শতকরা ৫০ কিংবা ততোধিক নম্বর পাইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৎসরে সেখানে মাত্র ২৯ জন উক্ত নম্বর পান। ১৯৪০ সালের পরীক্ষার্থীগণ আবার উন্নতি প্রদর্শন করেন এবং পূর্ব্ব বৎসরের ৬১ জনের স্থলে এই বৎসর ৮১ জন পরীক্ষার্থী মোট নম্বরের শতকরা ৪০ নম্বর প্রাপ্ত হন। এতৎসত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের অজ্ঞতা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। এসম্পর্কে কমিশন সাধারণ বিষয়ের পরীক্ষকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাধারণ বিষয়ে পরীক্ষকদের এ বিষয়ে অভিমত এই যে, "দু-একজন ভাল প্রার্থী আছেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই নৈরাশ্যজনক এবং কোন কোন প্রার্থীর অজ্ঞতা বিস্ময়-যোগ্য নহে। অজ্ঞতা অপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অভাবই সর্ব্বাধিক। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তির অসাধুতা বলা চলে। অধিকাংশ উত্তরই আন্দাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য আন্দাজ করার কোন দোষ নাই, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার সহিত তাহার সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। কোন পরীক্ষার্থী যদি বলেন যে, বাঙলাদেশে এক কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এবং বাঙলা সরকার শিক্ষা বাবদ কুড়ি হাজার টাকা ব্যয় করেন, কিংবা কানাডার জনসংখ্যা বিশ কোটি, তখন লোকে কি মনে করিতে পারে?" তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে, বহু প্রার্থী ভাষার সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন না এবং বিস্তর বানান ভুল করিয়া থাকেন।

কমিশন মনে করেন, সরকারী চাকুরিজীবীদের সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ, চিন্তায় বুদ্ধি ও বিবেকপ্রয়োগ এবং স্বীয় বক্তব্য পরিষ্কাররূপে প্রকাশের অভ্যাস করা আরও অধিক প্রয়োজন।

১৯৪০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার জন্য কলেজের অধ্যাপকগণ তাঁহাদের মনোনয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৫৫৭টি আসনের মধ্যে ৪৬৮ জন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কমিশন ৩৬৬ জনকে পরীক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মোট ২৩৩ জন প্রার্থী পরীক্ষা দেন। ১২০ জন পরীক্ষার ফিস দিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ৫ জনকে চাকুরী গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয়। ৩ জন প্রার্থী নিজেদের নাম প্রত্যাহার করেন এবং ৯ জন পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই

সকল নির্ব্বাচিত প্রার্থীকে পরীক্ষায় বসিতে না দিয়া যাহারা জমার টাকা দিতে পারে নাই, তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়ার বিষয় যদি স্থির হয়, তাহা হইলে অধিক সংখ্যক প্রার্থী পরীক্ষা দিতে পারিবে। কমিশন গভর্ণমেণ্টের সহিত এবিষয়ে আলোচনা চালাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট কমিশনকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন চাকুরীতে যোগ্যতার পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ীই চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবেন। আলোচ্য বর্ষে কমিশন ১৩১টি পদের জন্য প্রার্থী সুপারিশ করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহাদের সংখ্যা ৯৩ ছিল। নির্ব্বাচনের সময় কমিশন বিভাগীয় কর্ত্তাদের সম্মুখে প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সর্ব্বত্রই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হয়। মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কাজ হয় নাই; তবে উহার কারণ কমিশনকে জানান হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের উক্ত পদসমূহ ব্যতিরেকে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীয় অফিসে একাউণ্ট্যাণ্ট ও নিম্নবিভাগীয় কেরাণীর জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচনের ভার কমিশনের হস্তে দেওয়া হয় এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী লোক নিযুক্ত করা হয়। যে তিনটি পদ পূরণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর কমিশনের পরামর্শ প্রার্থনা করা হইয়াছিল, এবার সেই তিনটি পদ পূরণ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিভাগীয় বড়-কর্ত্তাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিশন গভর্ণমেণ্টের নিকট অধস্তন বিভাগের কর্ম্মচারীদের মধ্য হইতে বেঙ্গল জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য এবং জুনিয়র সিভিল সার্ভিস হইতে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির জন্য কর্ম্মচারীদের তালিকা দাখিল করেন। প্রথম দফার তালিকাটি গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন। ১২ জনকে জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে উন্নীত করা হয়; কিন্তু দ্বিতীয়টি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন নাই এবং কি কারণে কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই, গভর্ণমেণ্ট তাহা কমিশনকে জানাইয়া দিয়াছেন। আলোচ্য বৎসর আরও ১৯টি ব্যাপারে কমিশনের পরামর্শ অনুসারে সাবঅর্ডিনেট সার্ভিস হইতে প্রমোশন দিয়া প্রাদেশিক সার্ভিসে উচ্চসংখ্যক পদ পূরণ করা হয়।

ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসর কমিশন নিম্নোক্ত পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করেন:—

বাঙলা সরকারের সেক্রেটারিয়েট ও অন্যান্য অফিসের অধস্তন কেরাণীপদের জন্য ক্লার্কশিপ পরীক্ষা,

টাইপিষ্ট ও ষ্টেনোগ্রাফারের পদের জন্য পরীক্ষা;

বিভাগীয় পরীক্ষা ও ইন্টারপ্রেটারশিপ পরীক্ষা।

আলোচ্য বৎসর নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য ভারত ও ইংলণ্ডে একই সময় বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়:—

বাঙলার সরকারী কলেজসমূহের জন্য ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক, ইউরোপীয়ান ফিজিক্যাল ডিরেক্ট্রেস; বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ।

কমিশন এম, আর, সি, ভি, এস, ডিপ্লোমা লাভ এবং কোপেনহেগেন এগ্রিকাল্চারে ট্রেনিং-এর জন্য ষ্টেট-স্কলারশিপ প্রার্থী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। শাস্তিপ্রদান সম্পর্কিত ১১টি ব্যাপারও কমিশনের নিকট জানান হয়। ২৩টি আপীলসংক্রান্ত ব্যাপারেও কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় জখম হওয়ার দরুণ পেন্সন ও ক্ষতিপূরণের দাবী সম্পর্কিত ৫টি ব্যাপারেও কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসর পরীক্ষার ফিস্ বাবদ ২৬,৪৪৪৲ আদায় এবং ১২৫,৫৭৫৲ ব্যয় হয়। বাঙলা সরকার এ বর্ষে একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পরীক্ষাসংক্রান্ত কোন বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কমিশনকে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে হইবে। কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ গৃহীত হওয়ায় তাঁহারা উপসংহারে বাঙলা সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। যে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদের সুপারিশ গৃহীত হয় নাই, সে সব ক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে উহার কারণ জ্ঞাপন করায় তাঁহারা বিশেষ আনন্দিত। তবে তাঁহাদের সুপারিশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণের ব্যবস্থার উপর তাঁহারা জোর দিয়েছেন। (প্রেস-নোট)

বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প-বিভাগ

কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণা তদন্ত-কমিটী নিয়োগ

বাঙলায় কৃষি-গবেষণা এবং কৃষি-শিক্ষার কতদূর সুবিধা রহিয়াছে এবং বিভিন্ন উচ্চ ইংরাজী ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফলে উহা কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য বাঙলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগ সম্প্রতি একটি এড্-হক কমিটি গঠন করিয়াছেন:—

মিঃ মফজুর রহমান, এম-এ, বি-এল, এম, এল, এ, (চেয়ারম্যান), প্রফেসার জে, এন, মুখার্জি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ এ, টি, সেন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ কুদরতে খোদা এবং ঢাকা এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপালকে লইয়া উক্ত এড্-হক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শস্য-বীজ সরবরাহ করা এবং বাঙলায় আরও কয়েকটি কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া আর একটি এড্-হক কমিটি গঠন করিয়াছেন:—

মিঃ হাবিবুল হক চৌধুরী, এম-এল-সি (প্রেসিডেণ্ট), কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার, এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল, কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর (ওয়েষ্টার্ণ সার্কেল) সেক্রেটারী, দীঘাপাতিয়ার কুমার সনৎকুমার রায় চৌধুরী, মিঃ জি, মর্গান, সি-আই-ই, এম-এল-এ, মিঃ আবদুর রশীদ, এম-এল-এ, এবং দৌলতপুর এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউটের প্রিন্সিপাল।

ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

জন-সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

কলিকাতার মেসার্স এইচ, জে, ফষ্টার এণ্ড কোং, লিমিটেড, কর্ত্তৃক আমদানী করা ও বৃটেনে প্রস্তুত "ওয়াইথ মিক্স" নামক ঔষধকে মূল্যনিয়ন্ত্রণের অধীন করা হইয়াছে এবং নিম্নে উহার নির্দ্ধারিত পাইকারী ও খুচরা দর দেওয়া গেল। ইহা ছাড়া ১৯৪০ সনের ১০ই জুন তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোটের আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া এলিলিলিস (ইষ্ট), লিমিটেড, কর্ত্তৃক আমদানী করা "ডেরিল" নামক ঔষধের বাজার দর নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত করা গেল। এই দর অবিলম্বে কলিকাতায় ও শহরতলীতে কার্য্যকরী হইবে:—

	প্রতি হাজার।	প্রত্যেকটি।
ওয়াইথমিক্স	২০৫০	২০
ডেরিল নং ৪	১২০	১৫০
ডেরিল নং ৮	২১০	২০
ডেরিল নং ১৬	৫০৲	৩৫০

১৯৪০ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখের "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত ঐ সনের ২২শে নভেম্বর তারিখের গভর্ণমেণ্ট প্রেস-নোটে এম, ও, বি, ৬৯৩ ট্যাবলেটের যে সর্ব্বোচ্চ পাইকারী দর নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত দরগুলি কলিকাতা শহর ও শহরতলীর জন্য নির্দ্ধারিত করা হইল; ইহা ১৯৪১ সনের ১লা আগষ্ট তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইবে:—

ডেগেনান (এম, ও, বি, ৬৯৩) ট্যাবলেট—

	প্রত্যেকটি।
১০০ বড়ির কৌটা	.. ১১৲
২৫ বড়ির ..	.. ৩৷০
খোলা ট্যাবলেট	.. ৬৩ পাই

বাঙলায় পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ

পাটের আবাদী জমির পরিমাণ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

বাঙলায় পাটচাষের যে প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে জনসাধারণের মনে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হইয়াছে এবং এ-সম্বন্ধে নানারূপ ভুল ব্যাখ্যা করা হইতেছে বলিয়া সরকার জানিতে পারিয়াছেন। এই সব ভ্রান্ত ধারণার ফলে পাটের নূতন ফসলের দর কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং পাটচাষীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক পাটচাষের যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য হইতেছে—পাটের জমির একটা আনুমানিক হিসাব প্রদান করা। এই হিসাবে বাঙলার বাহিরের অন্য যেসব প্রদেশ বা সামন্ত রাজ্যের বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের হিসাব অনুসরণ করিয়া উক্ত প্রদেশসমূহ বা সামন্তরাজ্যগুলি দ্বারা প্রস্তুত বিবরণী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাঙলাদেশে এই বিবরণী সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে এবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাট-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানমত প্রত্যেক জমি পরিদর্শন করিয়া পাটের আবাদী জমিগুলির একটি রেকর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এইরূপভাবে প্রস্তুত রেকর্ড হইতেই এবার পাটচাষের পূর্ব্বাভাষ সঙ্কলন করা হইয়াছে—পূর্ব্বতন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক জেলার স্বাভাবিক পাটের আবাদ সম্বন্ধে ইউনিয়ন বোর্ড ও অন্যান্য সরকারী সূত্রে যে সব বিবরণ পাওয়া যাইত, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্ব্বাভাষ রচিত হইত।

পূর্ব্বে যেরূপভাবে পূর্ব্বাভাষ রচিত হইত, তাহার যাথার্থ্যহীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ও পাট-ব্যবসায়ীগণের ধারণা ছিল এবং এইজন্যই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কার্য্যভার গ্রহণের পরই পাটের আবাদী জমির একটা সঠিক হিসাব পাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সহযোগিতায় ইতঃস্ততঃ নমুনা সংগ্রহের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন আইন পাশ হওয়ায় প্রত্যেক আবাদী জমি পরিদর্শন করিয়া জমির সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা হয়।

বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবের সঙ্গে গত বৎসরের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কেবল আনুক্রমিক পদ্ধতি বজায় রাখার জন্যই করা হইয়াছে এবং সঠিক হিসাব বলিতে কেবল বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবকেই বুঝিতে হইবে। এই হিসাব দ্বারা পরিষ্কারই বুঝা গেল যে, পূর্ব্বে যে পদ্ধতিতে পূর্ব্বাভাষ রচিত হইত, তাহা দ্বারা প্রকৃত আবাদী জমির অনেক কম হিসাবই পাওয়া যাইত। সুতরাং পূর্ব্বেকার হিসাবকে নির্ভুল মনে করিয়া যেসব ধারণা করা হইতেছে, তাহা প্রকৃতই ভ্রান্ত।

১৯৪০ সনে বিশেষ কতকগুলি কারণে পাট চাষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট ভালরূপই অবগত আছেন। ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে পাটের যে অভাবনীয় উচ্চ দর হইয়াছিল, যুদ্ধের জন্য ১৯৪০ সনেও অনুরূপ উচ্চ দর অব্যাহত থাকিবে বলিয়া লোকে ধারণা করিয়াছিল এবং ১৯৪১ সনে পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে জানিতে পারিয়া চাষীগণ ১৯৪০ সনে যথাসম্ভব বেশী জমিতে পাট চাষ করিয়াছিল।

এখনও দেখা গিয়াছে যে, যেসব জমি আদৌ পাট-চাষের উপযোগী নহে, সেরূপ জমিতেও ১৯৪০ সালে পাট বপন করা হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে পাট না কাটিয়া জমিতেই নষ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছিল এবং পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সেসব জমি পরিদর্শন করিয়া গেলে পর নূতনভাবে চাষ দিয়া সেসব জমিতে অন্য ফসল বপন করা হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের পাটের আবাদী জমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে এই সব বিষয় বিবেচনা করা উচিত। অন্য কথায় বলা চলে—পাটের আবাদী জমির যে রেকর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাপেক্ষা অনেক কম জমি হইতেই পাট কাটা হইয়াছিল এবং ১৯৪০ সনের সঠিক হিসাব পাইতে হইলে যেসব জমি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাট কাটা হইয়াছিল, সেসব জমিকেই হিসাবে ধরা উচিত।

কোন কোন মহলে এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে যে, প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে লাইসেন্স-প্রাপ্ত পাটের আবাদী জমির যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা না করিয়া রেকর্ড-করা হিসাবকে ভিন্নভাবে ভাগ করিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। এরূপ ধারণা একান্তই ভুল। প্রত্যেক জেলায় যে-সব জমির জন্য লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে, সে-সব লাইসেন্স একত্রিত করিয়াই এই হিসাব রচনা করা হইয়াছে। কাজেই বলা চলে পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কাগজপত্র হইতেই এই বিবরণী রচনা করা হইয়াছে।

কোন কোন পক্ষ হইতে এরূপ অভিমতও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যে পরিমাণ জমিতে পাটচাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহাপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে পাট বপন করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে এরূপ অভিমতের প্রতিবাদ করিতেছেন। প্রধান প্রধান পাট-উৎপাদনকারী জেলাসমূহের অধিকাংশ স্থানেই জমিতে গিয়া লাইসেন্সের সহিত প্রকৃত আবাদের পরিমাণ মিলাইয়া পরীক্ষা করার কাজ শেষ হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় এরূপ পরীক্ষার কাজ চলিতেছে এবং শীঘ্রই শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ-পর্য্যন্ত এরূপ পরীক্ষার ফলে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, লাইসেন্স-প্রাপ্ত জমির বেশী কোথাও বপন করা হয় নাই এবং সামান্য কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছু বেশী জমিতে বপন কার্য্য হইয়া থাকিলেও বহু লাইসেন্সের কম পরিমাণ জমিতেই পাট বোনা হইয়াছে। যে-সব ক্ষেত্রে লাইসেন্সের বেশী পরিমাণ জমিতে পাট বোনা হইয়াছিল, সে-সব ক্ষেত্রে চাষীরা স্বেচ্ছায়ই অতিরিক্ত পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং অতি অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রেই আইন অনুসারে মামলা দায়ের করার প্রয়োজন হইবে।

গভর্ণমেণ্ট পুনরায় একথা ঘোষণা করিতে চাহেন যে, ১৯৪১ সালে লাইসেন্সের অতিরিক্ত জমিতে আদৌ পাট বোনা হয় নাই। যে পরিমাণ জমিতে পাট বোনার জন্য লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাপেক্ষা কিরূপ কম জমিতে প্রকৃতপক্ষে আবাদ হইয়াছে, তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট নিঃসন্দিগ্ধভাবে ইহা বলিতে পারেন যে, বহু লাইসেন্সের কম পরিমাণ জমিতেই পাট বপন করা হইয়াছে।

প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র আবাদী জমির পরিমাণই উল্লেখ করা হইয়াছে, কিরূপ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, তথাপি [illegible]
[illegible]

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

জার্ম্মাণীর নরম গরম প্রচারকার্য্য

রাশিয়ার জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস

জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার বুকে জার্ম্মাণ প্রচারকার্য্যও জোর চলিয়াছে। জার্ম্মাণ বেতার ঘাঁটি হইতে রাশিয়ার জনসাধারণকে বলা হইতেছে, তাহারা যেন ষ্টালিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সোভিয়েট সৈন্যদিগকে পথঘাট ও কলকারখানা নষ্ট করিবার জন্য ষ্টালিন যে আদেশ করিয়াছে, তাহাতে যেন কেহ কর্ণপাত না করে। যাহারা ঐরূপ প্রচেষ্টায় বাধা দিবে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে আবার ভীতি প্রদর্শনও চলিতেছে। যদি তাহারা গভর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালন করে, তবে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া শাসাইতেছে। পাছে ১৮১২ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটে একথা জার্ম্মাণী বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা গরিলা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে, গোপনে জার্ম্মাণীর ক্ষতি করিতে যাহারা গোপনে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপ শাস্তি দেওয়া হইয়াছে রাশিয়ার জনসাধারণ যেন তাহা স্মরণ রাখে। ইউক্রেনে জার্ম্মাণ প্রচারকার্য্যে ভয়প্রদর্শন অপেক্ষা পুরস্কারের লোভই বেশী দেখাইতেছে। জার্ম্মাণী এখানে পঞ্চম-বাহিনী গড়িয়া তুলিতে পারিবে বলিয়াও আশা রাখে। ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণী ইউক্রেনের জাতীয় দলের মধ্য হইতে এমন সব ভবিষ্যৎ ভবনের রাষ্ট্র গঠনের লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছে, যাহারা জার্ম্মাণীর হাতে পুতুল মাত্র হইয়া থাকিবে। জনৈক আমেরিকান সংবাদদাতা বলেন, জার্ম্মাণী এই সকল রাষ্ট্র গঠনের সমুদয় ব্যবস্থা এমন কি দপ্তরের কাগজ, পেন্সিল, সীল-মোহর পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। জার্ম্মাণ বেতার ঘাঁটি হইতে ঘোষণা করা হইতেছে যে, জার্ম্মাণী ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়িতেছে না, তাহারা সোভিয়েট শাসন বিনষ্ট করিয়া ইউক্রেনের জনসাধারণের ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়।

ম্যানহিমে বৃটিশ বিমানের হানা

নিরপেক্ষ ব্যক্তির ফলাফল বর্ণনা

লিসবন হইতে 'ডেইলী এক্সপ্রেস' পত্রিকার সংবাদ-দাতা টেলিগ্রাম করিয়া জানাইয়াছেন,—

"জার্ম্মাণী হইতে সদ্যপ্রত্যাগত জনৈক আমেরিকান আমাকে বলিলেন, বাইন নদীতীরবর্ত্তী কারখানাবহুল শহর ম্যানহিমে কতকগুলি কারখানা রাজকীয় বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণে ধ্বংস হইয়াছে। সামরিক দপ্তরগুলির মধ্যে একটি মোটর-কারখানা ও একটি বিমান তৈয়ারীর কারখানা সাম্প্রতিক গোলাবর্ষণের ফলে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে।

বিমান কারখানাটির পুনর্গঠন সম্ভাবনাই কয়েকদিন উহার কাজ বন্ধ রাখিতে হইয়াছে।"

[২য় কলমের শেষ]

উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে বিভিন্ন জেলা হইতে ক্ষতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে এবং বিশেষভাবে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলায় যে এরূপ ক্ষতি ব্যাপকভাবে সাধিত হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে সংবাদ পাইয়াছেন। বাখরগঞ্জ জেলায় ৭,০০০ একর পরিমিত জমির পাট বন্যা ও দুর্ভিক্ষের ফলে একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বাভাষে এই সব জমি বাদ দিয়াই হিসাব করা হইয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায়ও ব্যাপক অঞ্চলে পাট ফসল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

(প্রেস-নোট)।

শিল্পে সরকারী সাহায্যের বিবরণী

বোর্ড-অব-ইণ্ডাষ্ট্রির ১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্ট

বাঙলাদেশের বোর্ড-অব-ইণ্ডাষ্ট্রীর ১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে—"ইহা আনন্দের বিষয় যে বিভিন্ন জেলার কালেক্টরগণের নিকট হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ যাবৎ যে সমুদয় শিল্প ব্যবসায়ীকে ১৯৩১ সনের শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন অনুসারে সাহায্য করা হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই কারবার চলতি অবস্থায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। যে সাহায্য তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা লাভজনক ভাবেই খাটান হইয়াছে এবং তাহাতে তাহাদের প্রকৃত উপকার হইয়াছে।"

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য আইনমতে সাহায্যের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ৪১ একচল্লিশ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসরে ঐরূপ দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৫২টি। বোর্ড মোট ২১ খানা দরখাস্ত (উহার মধ্যে পূর্ব্ব বৎসরের মুলতুবী ১২ খানা দরখাস্তও ছিল) গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ সহ প্রেরণ করিয়াছিলেন ও পূর্ব্ব বৎসরের ৮ খানা সহ ১৩ খানা দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার জন্য সুপারিশ করেন। আলোচ্যবর্ষে প্রত্যাহৃত দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ১৩টি; উহার মধ্যে ৭টি পূর্ব্ব বৎসরের। এখন বোর্ডের নিকট বৎসর শেষে ২১টি দরখাস্ত মুলতুবী আছে। উহার মধ্যে ৪টি পূর্ব্ব বৎসরের।

দুইটি ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য প্রদানে গভর্ণমেণ্টের আদেশ বাতিল করিতে হইয়াছে; কারণ তাহাদের অনুকূলে যে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছিল, তাহা তাহারা লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

বোর্ড অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঋণের কিস্তি ও সুদ আদায় হইয়া প্রায় ১২,০০০৲ টাকা বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য তহবিলে আসিবে এবং তাহারা প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ঐ টাকা ১৯৪০-৪১ সনে আইনের ১৯ (১) (ক) ধারামতে ঋণ দেওয়ার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইবে। এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন। বোর্ড ১৯৪০-৪১ সনের জন্য নিম্নলিখিত বাজেট বরাদ্দ করিয়াছেন।—

আইন প্রয়োগ করিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১,০০০৲ টাকা (শিল্প বাজেট), আইনের ১৯(১) (ক) ধারামতে ঋণ প্রদান জন্য ৫০,০০০৲ টাকা (ঋণ বাজেট)। আলোচ্যবর্ষে এই আইন প্রয়োগ ব্যাপারে প্রকৃত ব্যয় হইয়াছে ২,২৬৮৸৵০ আনা; উহার পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ২,২৬৩৸৵০ আনা। বঙ্গীয় শিল্পে সরকারী সাহায্য তহবিল হইতে আলোচ্যবর্ষে ২২,১৫০৲ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল।

বোর্ডকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া আইনের বিধানমতে দুইজন ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হইতে রেহেন দলিলমূলে পাওনা টাকা আদায় করিতে হইয়াছে। এই ঋণ গ্রহণকারীর একজনকে ঋণ বাজেট হইতে সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল এবং আলোচ্যবর্ষে তাহার নিকট হইতে পাওনা টাকার বেশীর ভাগই আদায় করা হইয়াছিল। বৎসরের শেষে অপর ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হইতে পাওনা আদায়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

ভারতের বাহিরে উচ্চতর ট্রেণিং ও শিক্ষার জন্য আলোচ্যবর্ষ হইতে ২টি বৃত্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুনরায় গ্রহণ করা হইয়াছে; ঐ বৃত্তির জন্য প্রার্থী নির্ব্বাচন করার উদ্দেশ্যে বোর্ড একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তির জন্য তিনজন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল এবং বোর্ড সাব-কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ঐ নামগুলি গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য প্রার্থীর শেষ নির্ব্বাচন গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্যবর্ষে ঋণ-গ্রহীতাদের মধ্যে যথাসময়ে কিস্তির টাকা আদায় ব্যাপারে ২৬ জন কিস্তি খেলাপ করিয়াছে। উহার মধ্যে ১১টি ব্যাপারে বোর্ড তাহাদের ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াছেন, ১৩টি ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট বোর্ডের সুপারিশমতে কোনরূপ অতিরিক্ত সুদ দাবী না করিয়া ত্রুটি উপেক্ষা করিয়াছেন; অবশিষ্ট দুইটি ব্যাপারে, যাহা উপরেও উল্লেখ করা হইয়াছে, পাওনা টাকা আদায়ের জন্য রেহানী দলিলমূলে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

উপসংহারে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যথাসময়ে ঋণের কিস্তি ও সুদ আদায় না করার দৃষ্টান্ত অল্প দিন হইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আইন অনুসারে যে শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করা হয়, তাহাদের ছোট ছোট শিল্প ব্যবসায় চলিতেছে, তাহাদের মূলধন কম ও কারবারও ছোট। সেইজন্য আইনের নির্দ্দেশ পালন করিতে কিম্বা রেহানী দলিলের সর্ত্তমতে টাকা আদায় করিতে তাহাদের অনেক অসুবিধা আছে। সুতরাং এই সমস্ত ব্যাপারে বোর্ড প্রত্যেকটির অবস্থা বিচার করিয়া যথাসম্ভব অকঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং আনন্দের সহিত একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঋণ আদায়ে অসমর্থ ব্যক্তিগণের অনুকূলে বোর্ড যে সমুদয় সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিয়াছেন।'

৪নং—এজেণ্ট (প্রতিনিধি)

কেরোসিন সরবরাহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বোধ হয় এজেণ্টগণ। নিজ নিজ এলাকায় মাল পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব মূলতঃ তাঁহাদেরই। তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে তাঁহাদের এলাকাভুক্ত প্রতি দোকানী, এমন কি ফেরিওয়ালা ও বোতলওয়ালারা পর্য্যন্ত সময়মত এবং প্রয়োজনমত মাল পান। বার্ম্মা-শেলের এজেণ্টগণ সকলেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী। দেশবাসীর একটি অত্যাবশ্যক চাহিদা মিটাইতে তাঁহারা যে সহায়তা করেন তাহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়।

গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০০,০০০ পল্লীব্যাপী এই কেরোসিন সরবরাহের বিভিন্ন স্তরগুলি যথাযথ পরিচালিত হইতেছে কিনা দেখিবার জন্য বার্ম্মা-শেলের নিজেদের নিযুক্ত বহু ইন্‌স্পেক্টর আছেন।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ
এজেণ্টস্: (ভারতে সংগঠিত)
কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট মেডিক্যাল্ ফ্যাকাল্টি

উদ্দেশ্য ও জেনারেল-কাউন্সিলের গঠণ-প্রণালী

বাঙলা দেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রচলন হেতু জনসাধারণের স্বার্থের দিক হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার বিষয় কিছু দিন যাবৎ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। গত ১৯৩৭ সালে চিকিৎসা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর আহ্বানে কলিকাতায় বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের এক বৈঠক হয় এবং তাহাতে স্থির হয় যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে পড়াশুনায় উৎসাহ দিবার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কাউন্সিলের অনুরূপ বাঙলা দেশে যত শীঘ্র সম্ভব একটি হোমিওপ্যাথিক ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বৈঠকের এই প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে গ্রহণ করেন যে, গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

তাহার পর প্রস্তাবিত কাউন্সিল ও ফ্যাকাল্টি গঠনের জন্য কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের একটি প্রতিনিধিমূলক কমিটির সহিত পরামর্শ ক্রমে কতকগুলি বিধান রচিত হইয়াছে।

পরিকল্পনার উদ্যোক্তাদের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত ৬,৮৫০৲ টাকা দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার পর আরও দান পাওয়া যাইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশা করেন।

এই সকল দান ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের রেজিষ্ট্রেশন ফী হইতে যাহা পাওয়া যাইবে, কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ব্যয় ও আনুসঙ্গিক খরচ তাহাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশা করেন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবেন না,—এই সুস্পষ্ট সর্ত্তে ষ্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি ও জেনারেল কাউন্সিল সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ জারী করিয়াছেন :—

বিধানসমূহ

১। একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহা "জেনারেল কাউন্সিল এণ্ড ষ্টেট ফ্যাকাল্টি অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, বেঙ্গল" নামে অভিহিত হইবে। অতঃপর উহা শুধু "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লিখিত হইবে। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া যে তারিখধার্য্য করিবেন, সেই তারিখ হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে।

কাউন্সিলের গঠনপ্রণালী

. নিম্নোক্ত সদস্যগণকে লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইবে। (ক) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিলের প্রথম কার্য্যকালের জন্য একজন প্রেসিডেণ্ট ও একজন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মনোনয়ন করিবেন; তৎপর কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রেসিডেণ্ট, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবে। (খ) প্রথমবারের জন্য গভর্ণমেণ্ট বাঙলা দেশের পাঁচটি বিভাগ হইতে পাঁচজন হোমিওপ্যাথীক চিকিৎসক সদস্য মনোনয়ন করিবেন এবং পরবর্ত্তী প্রত্যেক কার্য্যকালের জন্য পাঁচ বিভাগের রেজিষ্টার্ড হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ এই সকল সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন। (গ) কলিকাতা কর্পোরেশন একজন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন; তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইবেন, এমন কোন বাধাবাধকতা থাকিবে না। (ঘ) প্রথম কার্য্যকালের জন্য গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার দশজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে সদস্য মনোনয়ন করিবেন; পরবর্ত্তী প্রত্যেক কার্য্যকালের জন্য এই সকল সদস্য কলিকাতার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। (ঙ) ঢাকা সহর হইতেও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুরূপ প্রথমবারের জন্য দুইজন চিকিৎসক সদস্য মনোনীত হইবেন এবং তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেকবার তাঁহারা ঢাকার রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। (চ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একজন সদস্য মনোনয়ন করিবে; তিনি চিকিৎসক হইবেন, এমন কোন বাধাবাধকতা থাকিবে না। (ছ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও অনুরূপ একজন সদস্য মনোনয়ন করিবে। (জ) জেনারেল কাউন্সিল এবং ফ্যাকাল্টির অনুমোদন লাভ করিতে পারে, এরূপ হোমিওপ্যাথিক কলেজসমূহের পাঁচজন প্রতিনিধি; অবশ্য এই সকল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন হইতে হইবে। (ঝ) গভর্ণমেণ্ট দুইজন সদস্য মনোনয়ন করিবেন; ইঁহারা চিকিৎসক হইতেও পারেন—নাও হইতে পারেন। (ঞ) রেজিষ্ট্রার (পদাধিকারবলে)। (ট) গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ ব্যবস্থা পরিষদের একজন সদস্য এবং ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্যকে কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়ন করিবেন। তৎপর উক্ত আইন-সভাদ্বয়ের সদস্যগণ ঐরূপ সদস্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন। (ঠ) কাউন্সিলের অপরাপর সদস্যগণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নহেন, এরূপ একজনকে সদস্য কো-অপ্ট করিবেন।

কাউন্সিলের সদস্যগণকে কাউন্সিলের বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে কোন পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না। গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনক্রমে কাউন্সিল সদস্যদের যাতায়াত ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারেন—অবশ্য কাউন্সিলের তহবিল হইতে যখন ঐরূপ ব্যয় বহন করা সম্ভব হইবে। কাউন্সিলের আয়ুকাল তিন বৎসর নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর কাউন্সিলের কার্য্যক্রম, কাউন্সিলের বৈঠক আহ্বানের নিয়মাবলী, একজন রেজিষ্ট্রার নিয়োগ, তাঁহার বেতন এবং অফিস পরিচালনার ব্যবস্থা, পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে সাব-কমিটি গঠন, উহার কার্য্যপ্রণালী, রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকগণের রেজিষ্টার রক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসকগণের পক্ষে নাম রেজিষ্টারী করিবার উপযোগিতা সম্পর্কে নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে।

রুমানিয়ার জনসাধারণের মনোভাব

জার্ম্মাণ তাঁবেদারী হইতে নিস্তার কামনা

টাইমস্ পত্রিকার ইস্তাম্বুলস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—

রুমানিয়ার জনসাধারণ সরকারী মহলের ন্যায় যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে অতটা আশান্বিত নহে। রুমানিয়ার গভর্ণমেণ্ট বেসারেবিয়া পুনরুদ্ধার ও ওডেসা দখলের কথা বলিয়া জনসাধারণকে এই যুদ্ধে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব অন্যরূপ। তাহারা ভাবে নাৎসীবাদের ও জার্ম্মাণদের হাত হইতে নিস্তার পাইলেই যথেষ্ট। তবে রুমানিয়ার সরকারী মহল একণে উপলব্ধি করিতেছেন যে, রাশিয়ার যুদ্ধটা একটা বন-ভোজনের ন্যায় যেমন সহজ ব্যাপার হইবে বলিয়া জার্ম্মাণী বুঝাইয়াছে, আসলে তাহা সেরূপ নহে। বুখারেষ্টের কর্ত্তৃপক্ষও বর্ত্তমানে রাশিয়ার তীব্র প্রতিরোধ শক্তিতে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতের কর্ত্তব্য

ফিল্ড মার্শাল লর্ড বার্ডউডের বাণী

ফিল্ড মার্শাল লর্ড বার্ডউডের নিম্নলিখিত বাণী গত ২৮শে জুন তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে :—

ভারতের প্রতি আহ্বান

"ইউরোপে জাতির পর জাতি নাৎসীদের কৌশলী ও অসাধু সমরনীতির অতর্কিত আক্রমণের কবলে পতিত হইয়াছে। এশিয়া বিশেষভাবে ভারতবর্ষও কি সেইরূপ বলে পতিত হইবে? ভারতবর্ষ কি ইউরোপের দলাদলি ও লোলুপতার অবস্থা হইতে শিক্ষালাভ করিয়া সাবধান হইবে না? কিম্বা চরম মুহূর্ত্ত না আসা পর্য্যন্ত 'একতাই শক্তি, দলাদলিতে পতন' এই পরীক্ষিত প্রবাদ-বাক্যের চিরন্তন ও অপরিহার্য্য সত্যতার প্রতি ভারতবর্ষও উদাসীন থাকিবে?

"সমস্ত ও বর্ণ্ণজ্ঞ লোকের চক্ষে আজ জার্ম্মাণী মুখিত ও হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখন আর কেহ জার্ম্মাণীর কথার আস্থা স্থাপন করে না; কারণ জার্ম্মাণী তাহার প্রাথমিক যুদ্ধ অস্ত্র স্বরূপ মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।.........একথা কে বিশ্বাস করিবে যে ভারতবর্ষ নাৎসী অত্যাচারীদের হাতে পড়িলে তাহাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনে যতটা সময় দরকার, তাহার চেয়ে এক দিন বা এক ঘণ্টা কাল বৃটিশের চিরাচরিত পরমত-সহিষ্ণুতার নীতি অনুসারে কাজ চালাইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলির সম্মান করিবে?

"সৌভাগ্যক্রমে ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই ভারতবাসীর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্কট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বেশ বিপুলভাবেই চলিয়াছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থলে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর চমৎকার যুদ্ধ-কৌশল জগতের প্রশংসা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছে।

"ভারতবর্ষকে যদি তাহার মহান কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানগুলি অক্ষত রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই স্থির করিতে হইবে যে, ইউরোপের রাজনৈতিক ছোট ছোট দলাদলির ও অদূরদর্শিতার যে পরিণতি স্পষ্ট ও শোচনীয়ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে অথবা এই সব শিক্ষা ও ইহাদের সতর্ক বিপদের আভাষকে উপেক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা ও বাঁচিয়া থাকার সুযোগকে ছাড়িয়া দুর্ভোগ ও পরাধীনতার শিকলকে বরণ করিয়া লইবে।

"ইহা ব্যতীত কোন মধ্য পন্থা নাই।"

ব্রিটেনে আমেরিকার সাহায্য

বোমারু বিমানের আমদানী বৃদ্ধি

টাইমস্ পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার দ্বারে প্রকাশ :—

কয়েক মাস বন্ধ থাকিবার পর ব্রিটেন আবার আমেরিকা হইতে তুলা কিনিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া কৃষি বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে ধারণা করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে আটলাণ্টিক সাগরে জাহাজডুবির অবস্থার অনেকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। অন্য আর একটি সূত্রে জানা গেল যে, বর্ত্তমান আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে বোমারু বিমান আমদানী সন্তোষজনকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কলিকাতা ফুটবল-লীগের খেলায় বর্ত্তমান বর্ষে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব "চ্যাম্পীয়ন" হইয়া সপ্তম বারের মত এই গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রটারডামে ডকে বিমান-আক্রমণ

বিমান-সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত একখানি ইশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৬ই জুলাই অপরাহ্নে কয়েকটী ব্লেনহীম বোমারু বিমানবহর রটারডামের ডকের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ১৫,০০০ টনেরও অধিক ভারবহনে সক্ষম একখানি জাহাজ সহ কয়েকখানি জাহাজের উপর সরাসরিভাবে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। গুদাম ঘাউস ও ষ্টোরেজ প্রভৃতি ক্ষতি হইয়াছে।

ডব্রুকে বৃটীশ-বাহিনীর অগ্রগতি

মধ্যপ্রাচ্যের একখানি বৃটিশ ইশতেহারে ১৭ই জুলাই বলা হইয়াছে যে, তব্রুকের একটি অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনী শত্রু-অধিকৃত এলাকার ১৬,০০০ গজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দুইটি সুদৃঢ় ঘাঁটিতে সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল। বহু শত্রুসৈন্যকে হতাহত করিয়া বাহিনীটি ফিরিয়া আসে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর কৃতিত্ব

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উপকূলরক্ষী বিমান-বাহিনী নিশ্চয়ই ৬,০০০ টনের একখানা তৈল-বাহী জাহাজ এবং ৩,০০০ টনের একখানি মালবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। খুব সম্ভব আরো দুইখানি মালবাহী জাহাজও ঘায়েল হইয়াছে।

কিয়েভ অঞ্চলে সংগ্রাম

সরকারী জার্মাণ নিউজ এজেন্সী বলে যে, কিয়েভ অঞ্চলে অগ্রগামী জার্মাণ যান্ত্রিক সৈন্যদলগুলির পশ্চাতে জার্মাণ পদাতিক সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া সোভিয়েট সৈন্যগণ জার্মাণদের অগ্রগতি ব্যাহত করিতে চেষ্টা করিতেছে।

জার্মাণী কি তুরস্ক আক্রমণ করিবে?

তুরস্কের দক্ষিণ সীমান্তে বৃটিশ সৈন্যদের অবস্থানে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, প্রকাশ, জার্মাণগণ ইতিপূর্বেই তুরস্ককে তাহার সম্মুখীন করিয়াছে।

নাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর আঙ্কারাস্থ সংবাদদাতা বেতারযোগে বলেন—"আঙ্কারার কর্তৃপক্ষ মহলের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ইটালীয়ানগণ তুরস্কের দক্ষিণে ইজিয়ান উপকূল হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী গ্রাজম গ্রীক দ্বীপ সামোসে দশ হাজার সৈন্যের এক ছাউনী স্থাপন করিয়াছে।"

"এই সমস্ত সৈন্যের মধ্যে সাত হাজারেরও অধিক সেনা তিন সপ্তাহ পূর্বে ৯ খানা সৈন্যবাহী জাহাজ-যোগে সামোস দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে।"

আঙ্কারার বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী মাসের মাঝামাঝি গ্রীক অধিকৃত ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নূতন নূতন জার্মাণ সৈন্য আগমন করিবে। আর কশিয়ার পর তুরস্ক যে আক্সিস শক্তির দুরভিসন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইবে, তাহার আরও একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এই ব্যাপারে এবং তুরস্কের প্রতিবেশী বুলগেরিয়ার অপ্রত্যাশিত সামরিক আয়োজনে।

সুইস বেতারে প্রকাশ, তুর্কী গভর্ণমেণ্ট রাত্রিতে কৃষ্ণসাগরে তুর্কী জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

জার্মাণদের চতুর্মুখীন আক্রমণ

লণ্ডনে যে সমস্ত সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, চারিটী প্রধান আক্রমণ-পথেই জার্মাণরা অগ্রসর হইতেছে। প্রথমতঃ লেনিনগ্রাডের দিকে, দ্বিতীয়তঃ স্মোলেনস্কের দিকে এবং তৃতীয়তঃ কীভের দিকে এবং চতুর্থতঃ বেসারাবিয়ার দিকে।

হিটলারের দুরারোগ্য

মস্কো বেতারে বার্ণের ওয়াকেবহাল মহলের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছে যে, হিটলারের চিকিৎসার জন্য অধ্যাপক ক্রাউসে সহ কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তার আহূত হইয়াছেন।

স্নায়ুরোগের বিশেষজ্ঞগণ পরামর্শে যোগদান করেন। প্রকাশ, হেড কোয়ার্টারে সমর-পরিষদে যোগদানের সময় হিটলার দুরারোগ্যে আক্রান্ত হন।

বৃটীশ বোমারু বিমানের বিরাট সাফল্য

ব্রিটীশ বিমান-সচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার ১৯শে জুলাই ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ৫ মাসের মধ্যে ব্লেনহিম বোমারু বিমানগুলি তিন লক্ষ টন শত্রু-জাহাজ জলমগ্ন করিয়াছে এবং অনুরূপ পরিমাণ জাহাজের ক্ষতিসাধনও করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাজকীয় বিমানবহর প্রত্যহই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে এবং রাত্রি যত দীর্ঘ হইবে বৃটীশ বোমারু বিমানগুলি ততই শত্রুদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে হানা দিবে।

নাৎসী-রুমানিয়ান সঙ্ঘর্ষ

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের খবরে প্রকাশ, জার্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে।

বেসারাবিয়ার রণক্ষেত্রে হার্লাউয়ের নিকটবর্তী রণ-ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মাতাল জার্মাণ অফিসারগণ কয়েকজন রুমানিয়ান সৈন্যকে প্রহার করে। রুমানিয়ান সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জার্মাণ শিবিরের উপর গুলীবর্ষণ করে। পরক্ষণেই যথা এক ব্যাটেলিয়ান নাৎসী পদাতিক সৈন্য আনয়ন করা হয়; ইহারা পার্শ্ববর্তী রুমানিয়ান সৈন্যদলগুলির উপর গুলী নিক্ষেপ করে।

জার্মাণ সৈন্যগণ কয়েক দল রুমানিয়ান সৈন্য নিরস্ত্র করিয়া পশ্চাদ্ভাগে প্রেরণ করিয়াছে।

যাহাতে অন্যান্য রুমানিয়ান সৈন্যদলগুলির মধ্যে এই সংঘর্ষের সংবাদ ছড়াইয়া না পড়ে, সেইজন্য জার্মাণ হাইকমাণ্ড সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

বৃটীশ বোমা-বর্ষণে জার্মাণীর ব্যাপক ক্ষতি

তুরস্কের ভিতর দিয়া বার্লিন হইতে মস্কো যাত্রার সময় একদল রুশ কর্তৃক রাজকীয় বিমানবহরের ধ্বংসলীলার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। বার্লিনে প্রচারিত সংবাদাদিতে প্রকাশ, ডুসেল ডর্ফ শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে; হামবুর্গ, ব্রিমেন ও অন্যান্য শহর দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কর্তৃপক্ষের বাধাদান সত্বেও শিল্পপ্রধান শহরগুলির শ্রমিক ও অন্যান্য অধিবাসী পল্লী-অঞ্চলের দিকে পলায়ন করিতেছে। পশ্চিম জার্মাণীতে রেলপথে যাতায়াত ও যান চলাচলও খুব বেশী অনিশ্চিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আর সমগ্র জার্মাণীতে সকল প্রকার দ্রব্যেরই দারুণ অভাব দেখা যাইতেছে।

৪ খানি শত্রু জাহাজ বিধ্বস্ত

ব্লেনহীম বোমারু বিমানবহর ডাচ উপকূলের অদূরে একটি শত্রু কনভয়কে সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। কনভয়ের চারিখানি জাহাজ খুব সম্ভব বিধ্বস্ত হইয়াছে।

মস্কোগ্রাড-লেনিনগ্রাড দখলের সংবাদ

জার্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সী কীভের ১৩০ মাইল পশ্চিমদিকস্থ নভোগ্রাড-ভোলিনস্ক দখলের দাবী করিয়াছে।

আবার হিটলার-মুসোলিনীর সাক্ষাৎকার?

১৯শে জুলাই রাত্রিতে মস্কো রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, কয়েক দিন মধ্যেই হিটলার ও মুসোলিনী ব্রেনার গিরিবর্ত্মে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সংবাদে প্রকাশ যে, তাঁহারা আলোচনাকালে পূর্ব্ব রণাঙ্গনের অবস্থা, কোন কোন অঞ্চলে জার্মাণ সৈন্যের স্থলে ইটালীয় সৈন্য সমাবেশ, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভবিষ্যৎ এবং ফ্রান্সের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। প্রকাশ, হিটলার মুসোলিনিকে কর্সিকা ও স্যাভয় অধিকারের অনুমতি দিতে পারেন।

জার্মাণদের আরও অগ্রগতির দাবী

বার্লিনের খবরে প্রকাশ, এক জার্মাণ ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জার্মাণ ও রুমানিয়ান বাহিনী বেসারাবিয়া হইতে আরও অগ্রসর হইতেছে। প্রতিপক্ষের বাধাদানের শক্তি চূর্ণ করিয়া নীষ্টার নদীর পূর্ব্ব তীরে উহারা প্রতি-পক্ষের সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

নীষ্টার নদীর পূর্ব্ব তীরে সংগ্রাম

রোমের সংবাদে প্রকাশ, ইটালীয়ান সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নীষ্টার নদীর পূর্ব্ব তীরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে এবং জার্মাণ ও রুমানিয়ান বাহিনী ষ্টালিন লাইন আক্রমণ করিয়াছে।

রুশ-ফিনিস সীমান্তের বনভূমিতে অগ্নিসংযোগ

বার্লিনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, লাডোগা হ্রদের উত্তরে সোভিয়েট-ফিনিস সীমান্তে রুশ সৈন্যগণ পশ্চাদ-পসরণ করার পর বনাঞ্চলে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ দৃষ্টি-গোচর হয়। শহর এবং গ্রামগুলি একেবারে ভূমিসাৎ করা হইয়াছে।

ষ্টালিন লাইন ভেদের দাবী

সরকারী ইটালীয় নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, নিষ্টার নদীর অপর তীরে যুদ্ধনিরত জার্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যবাহিনী ইতিপূর্ব্বে ষ্টালিন লাইনের দুর্গসমূহে উপনীত হইয়াছে। এই দুর্গসমূহ সিমেণ্ট ও ইস্পাতের কাঠামের দ্বারা প্রস্তুত। এই সকল দুর্গ গোলন্দাজ বাহিনী ও সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত। প্রকাশ যে, প্রতিপক্ষ ষ্টালিন লাইনের একাংশ ভেদ করিয়াছে।

মুসোলিনীর প্রতি গুলী নিক্ষেপ

মস্কোর বেতারে ২১শে জুলাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সিনর মুসোলিনী সম্প্রতি যখন ইটালীয় সৈন্যদল পরিদর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটী ত্রিতলভার হইতে দুইটী গুলী করা হয়।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় অকৃষি ভূমি তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট (১৯৪১)
—মূল্য ৷৷৵০ আনা (ডাকমাশুল ৵০ আনা)।

বঙ্গীয় ঋণ-সালিশী ম্যানুয়েল (১৯৪১)—
মূল্য ২৲ টাকা (মাশুল ।৵০ আনা)।

বঙ্গীয় মোটর-স্পিরিট বিক্রয়-করের খসড়া নিয়মাবলী
(১৯৪১)—মূল্য ৵০ আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৪১
মূল্য—এক আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের অধীন খসড়া নিয়মাবলী
মূল্য—দুই আনা (মাশুল ৵০ আনা)।

[সবগুলি পুস্তকই ইংরাজীতে লিখিত]

প্রাপ্তিস্থান:

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ)
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর

এবং

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

কৃষি-কথা—

বাঙলার আলু-চাষের অবস্থা ও তাহার উন্নতি

শতাব্দীকাল পূর্ব্বে দেশে আলুর চাষ ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু আজ সারা ভারতবর্ষে ইহার মত ব্যাপক চাষ আর কোনও সব্জীরই নাই। আবশ্যক শস্য হিসাবে আলুর গুরুত্ব ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে প্রায় পাঁচ কোটি মণ আলু উৎপন্ন হয় এবং দুই টাকা মণ হিসাবে ইহার মূল্য দশ কোটি টাকা। গত পাঁচ বৎসরে ভারতবর্ষে গড়ে প্রায় সাড়ে তের লক্ষ বিঘা জমীতে আলুর চাষ হইয়াছিল। বাঙলাদেশে আনুমানিক আড়াই লক্ষ বিঘা জমীতে ইহার চাষ হয় এবং সর্ব্বত্রই ইহার চাষ আরও বাড়িবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সমতল ভূমির উত্তাপে আলু সংরক্ষণের অসুবিধা থাকায় এখন পর্য্যন্তও বহু পরিমাণ বীজ-আলু বিদেশ হইতে এদেশে আমদানি হয়। সরকারী হিসাবে দেখা যায় গত কয়েক বৎসরে গড়ে তেত্রিশ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের প্রায় সাড়ে এগার লক্ষ মণ আলু ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছে এবং এই আলু প্রধানতঃ বর্ম্মা, ইটালি এবং আফ্রিকার কেনিয়া উপনিবেশ হইতে আসে। বাঙলায় যে আলু আসে তাহা প্রায় সবই বর্ম্মা হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থান আলু-চাষে আমদানি বীজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণে যে কোনও মাল আমদানি-রপ্তানির পথে প্রভূত বিঘ্ন ঘটায়, এখন হইতে ভারতবর্ষে বীজ-আলু সংরক্ষণের কোনও সুবিধাজনক ব্যবস্থা না করিলে এ দেশের আলু-চাষের বিশেষ অসুবিধায় পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। গত মহাযুদ্ধে দেখা গিয়াছিল ইটালি হইতে বীজ-আলু না আসায় বোম্বাই প্রদেশের শুধু পুণা জেলাতেই আলুর চাষ ১৯ হাজার বিঘা হইতে কমিতে কমিতে যুদ্ধের চার বৎসরে ৭ হাজার বিঘায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। আলু একটা পচনশীল পদার্থ, তাই গুদামে ও পথে যাতায়াতে বহু পরিমাণ আলু উত্তাপে পঁচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনুমান হয় ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় সাড়ে পঁচাশী লক্ষ মণ পরিমাণ আলু এইভাবে লোকসান হয়। ইহার মূল্য দুই কোটি টাকার কাছাকাছি, অর্থাৎ ভারতবর্ষে মোট যে পরিমাণ আলু উৎপন্ন হয়, তাহার পাঁচ-ভাগের প্রায় এক ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই নিজেদের বীজ রাখার প্রতি চাষীদের আগ্রহ থাকে না। তাই চাষের সময়ে বেশী দাম দিয়াও অন্য স্থান হইতে তাহারা বীজ ক্রয় করে এবং তাহাতে আলু-চাষের খরচাও অনেক বেশী হইয়া যায়। আবার, আলু উঠিলে কিছুদিন ঘরে রাখিয়া দাম চড়ার অপেক্ষা করিতেও চাষীরা ভরসা করে না; কম দরে মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিতে তাহারা বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক হিসাবে যে ইহা কত বড় লোকসান, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

আনন্দের বিষয় যে, ভারত-সরকারের কৃষি-গবেষণা পরিষদ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়াছেন এবং আলু সংরক্ষণের হিমাগারে কৃত্রিম উপায়ে ঠাণ্ডা রাখিয়া গুদামজাত আলুর পঁচন কি করিয়া নিবারণ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইয়াছেন। চাষীরাও যদি সেই সঙ্গে এই বিষয়ে যত্নশীল হন, তাহা হইলে এ লোকসান অনেকটা কম হয় এবং বেশী দাম দিয়া বিদেশ হইতে বীজ-আলু তাঁহাদের কিনিতে হয় না। নিম্নোক্ত সহজ উপায়গুলি যথার্থভাবে অবলম্বন করিলে আলুর পচন নিবারিত হয়:—

(১) আলুর গাছগুলি পাকিয়া সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আলু তুলিবেন না। এইরূপ আলুকেই পাকা আলু বলে।

(২) মাটি হইতে উঠাইবার সময় কোদালের আঘাতে দু'-পাঁচটা আলু কাটিয়া যায় বা ছাল উঠিয়া যায়, এইরূপ কাটা বা ছাল-ওঠা আলু বাছিয়া পৃথক করিয়া সম্পূর্ণ অক্ষত আলুই গুদামজাত করিবেন।

(৩) পোকা বা ছত্রাকরোগের দ্বারা আক্রান্ত আলু রাখা উচিত নয় এবং এইরূপ আলু কখনও বীজরূপে ব্যবহার করিবেন না।

(৪) খুব বড় আকারের আলু পঁচে বেশী, আবার খুব ছোট আলুতে সবল বীজ হয় না; সুতরাং মাঝারি আকারের আলুই বাছিয়া রাখা উচিত।

(৫) আলু মাটি হইতে উঠাইয়া গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে দুই-একদিন রৌদ্রে শুকাইয়া রস কমাইয়া লইলে বেশী দিন টিঁকে।

(৬) আলুর গুদাম বেশ শুকনা অথচ ঠাণ্ডা এবং অবাধ বায়ু-চলাচলযুক্ত হওয়া চাই। বদ্ধ বা স্যাঁতসেঁতে ঘরে আলু খুব বেশী পচে।

(৭) আলু বস্তায় বাঁধিয়া রাখা উচিত নয়। উপযুক্ত ঘরের মেঝে বা মাচায় ছড়াইয়া রাখা উচিত এবং এক ফুটের বেশী পুরু স্তর যেন না হয়। খুব উঁচু গাদা করিয়া রাখিলে ভিতরে গরম হইয়া আলু বেশী পঁচে। উহা এক ফুট স্তরের উপরে শুকনা মিহি বালি ছড়াইয়া আলুগুলি ঢাকিয়া দিলে পোকার আক্রমণ হয় না।

(৮) জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে, অর্থাৎ ভিজা উত্তাপে, আলু পচে সবচেয়ে বেশী। ঐরূপ আবহাওয়ার মধ্যে মধ্যে আলুর গাদাগুলি ঘাঁটিয়া পচা আলুগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিলে লোকসান অনেক কমিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আলুর চাষ সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষে আলুর সাধারণ ফলন অত্যন্ত কম এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ফলনের সহিত তাহার তুলনাই চলে না। ইহার কারণ ইহা নয় যে ভারতবর্ষের মাটি বা জলবায়ু আলুর অনুপযোগী। এই বাঙলা দেশের হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিঘায় একশত মণ হইতে দেড়শত মণ পর্য্যন্ত ফলন প্রায়ই দেখা যায়; ইহার তুলনায় বাঙলার অন্যান্য জেলার আলুর সাধারণ ফলন বিঘাপ্রতি পঞ্চাশ-ষাট মণের বেশী নয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যথোপযুক্তভাবে চাষ হইলে আলুর ফলন অত্যধিক বাড়ে। ভারতবর্ষে, তথা বাঙলাদেশে, আলুর কম ফলনের কারণ—বাজেবাজে বীজ, অনুপযুক্ত মাটিতে চাষ, সারের অভাব, পোকা ও ছত্রাক রোগের দমনের প্রতি চাষীদের অবহেলা, এবং মাটি ও আবহাওয়ার উপযোগী বীজের অভাব। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আলুর ফলন অনেক বাড়ান যায়:—

(১) দোআঁশ অথবা মাটি, অর্থাৎ বালিযুক্ত দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই আলুর উপযোগী। এইরূপ মাটিতে আলু বড় হয় ও বেশী ফলে, আঁটাল মাটিতে আলুর ফলন কম হয়।

(২) খুব ছোট বীজে ফলন পূর্ণ হয় না, সুতরাং মাঝারি আলুই বীজের পক্ষে ভাল।

(৩) আগাম লাগাইলে আলুর ফলন বাড়ে এবং বীজও শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়। মাটি ও আকাশের অবস্থা বুঝিয়া কার্ত্তিক মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে আলু লাগানো শেষ করা উচিত।

(৪) প্রয়োজনমত সার প্রয়োগে আলুর ফলন অনেক বাড়ে। আলু মাত্র তিন-চার মাসের ফসল, সুতরাং গলিয়া যা রেড়ির খোল এবং গোবর, এমোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি যে সকল বিলাতী সার শীঘ্র গলিয়া যায়, সেই সকল সারই আলুতে কার্য্যকরী হয়। আলু বসাইবার পূর্ব্বে জমীতে যথাকালে শণ বা ধৈঞ্চার সবুজ সার করিলে আলুর ফলন বেশী হয়।

(৫) পৌষ মাসে দুইবার এবং মাঘ মাসে একবার বা দুইবার জল সেচন করিলে আলু অনেক বেশী ফলে এবং আলুও খুব বড় হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী জাপানীরা জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আয়োজন করিতেছে, এই মর্ম্মে জোহানেসবার্গ হইতে সংবাদ আসিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, ওয়াকিবহাল মহলের মতে, জাপানে প্রত্যাবর্ত্তনের এই আদেশ টোকিও হইতেই আসিয়াছে। জাপ দূতাবাস এই সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিতে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

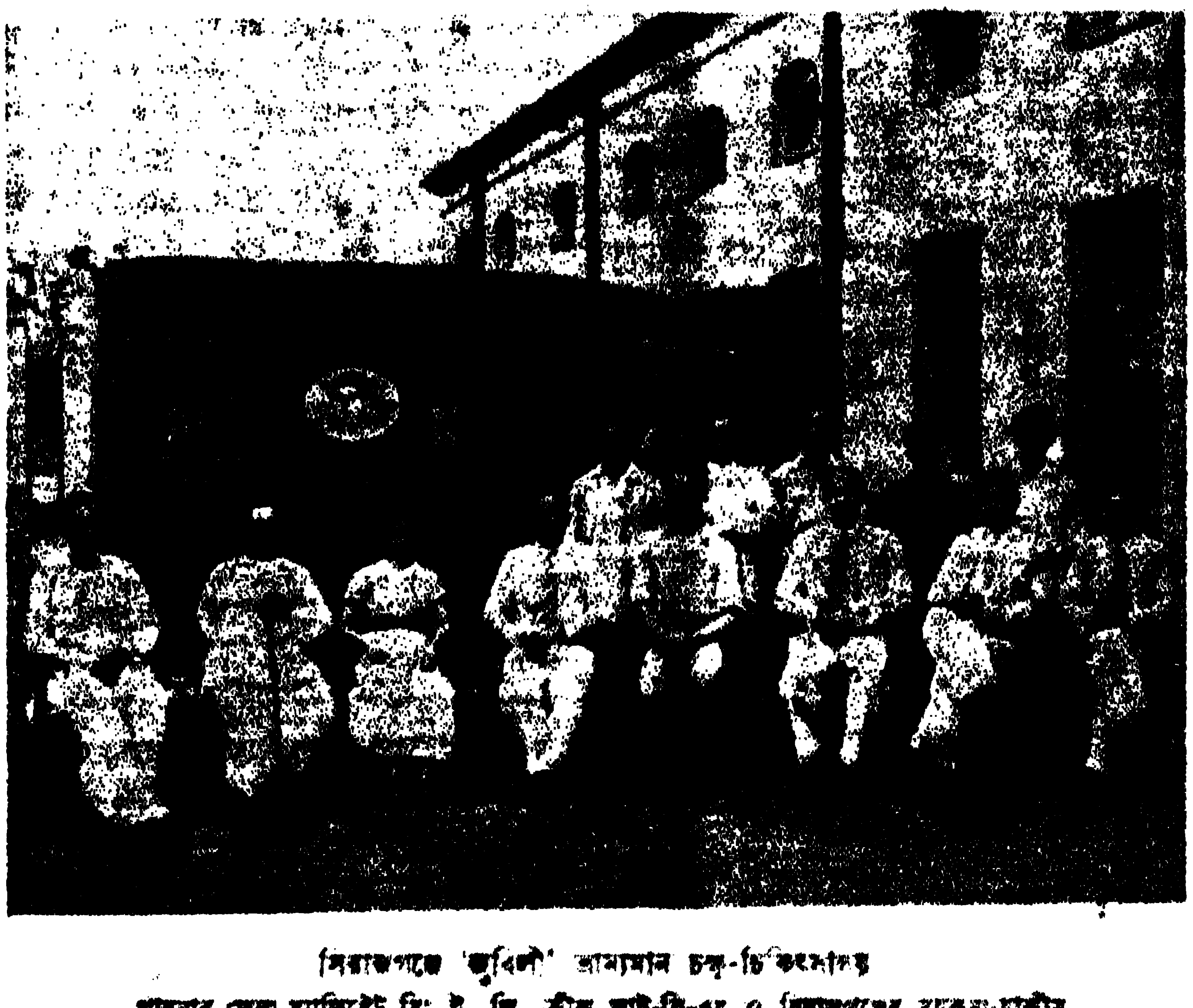

সিরাজগঞ্জে 'কৃষিণী' ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসালয়
পাবনার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই, জি, গ্রীন আই-সি-এস ও সিরাজগঞ্জের মহকুমা-হাকিম মিঃ এস. মজুমদার আই-সি-এস এই চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রগণের সভা

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাঙলাদেশের পাব্লিক রিলেশন কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ও হাওড়ার সমুদয় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষকগণের এক সভা কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় সাত শত ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ চাইসনের সংক্ষিপ্ত অভ্যর্থনা বক্তৃতার পর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি এই কথার উপরই জোর দেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ শুধু বৃটেনের যুদ্ধ নহে, পরন্তু ইহা ভারতবর্ষেরও যুদ্ধ। কারণ ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের নিরাপত্তার সহিত জড়িত এবং যেহেতু উহেদা ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্যই বৃটেন শেষে জয়লাভ করিবে। সে সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। তিনি আরও বলেন যে, জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করায় যুদ্ধ ভারতের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং ভারতরক্ষার জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তিনি বাঙলার যুবকদিগকে সৈন্যদলে, নৌ-বিভাগে ও বিমান বাহিনীতে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি আরোও বলেন যে বিমান বাহিনীতে যে সমুদয় বাঙালী যুবক শিক্ষা পাইতেছে তিনি তাহাদের সাহস ও বুদ্ধিমত্তার যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহা খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক এবং একথা বিশ্বাস করিবার সংগত কারণ রহিয়াছে যে, তাহারা জগতের শ্রেষ্ঠ বিমান-যোদ্ধাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে। বাঙালী হিসাবে তিনি এসবের জন্য গৌরব বোধ করেন এবং তাঁহার আনন্দের কারণ হইল যে, বাঙালীরা রণবীর নয় বলিয়া যে অপবাদ ছিল, সে ধারণা এইভাবে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা মনে স্থান দিব না, বরং গোটা ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়াই কাজ করিব। যুদ্ধবিরতির ২২ বৎসর পর তিনি ফরাসী দেশে যাইয়া যুদ্ধের যে ধ্বংসলীলা দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, যুদ্ধ ভারতবর্ষের সীমানার নিকটবর্ত্তী যাহাতে না হয় সেজন্য সর্ব্বপ্রকারের চেষ্টা করিতেই হইবে এবং তাহা করিবার একমাত্র পথ হইতেছে বৃটেন ও মিত্রশক্তিকে সাহায্য করা। মিথ্যা গুজবকে প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য এবং সেগুলি প্রতিরোধ করার জন্য তিনি বিশেষ জোর দেন এবং জনসাধারণের মনে বিশ্বাসের ভাব সৃষ্টি করার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, পাব্লিক রিলেশন কমিটির মত প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রকার যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। অতঃপর কয়েকটি যুদ্ধের ছায়াচিত্র দেখান হয় এবং বাঙলাদেশের পাব্লিক রিলেশন কমিটির সেক্রেটারী শিক্ষাক্ষেত্রে বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত স্পেশাল অফিসার ডাঃ পরিমল রায় বিমান-যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিসেস্ হাসিনা মোর্শেদের বক্তৃতা

বাঙলাদেশের পাব্লিক রিলেশন কমিটির উদ্যোগে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে বিগত ১৫ই জুলাই তারিখে দ্বিতীয় সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনিবার্য্য কারণে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় অনুপস্থিত থাকায় পার্লিয়া-মেণ্টারী সেক্রেটারী মিসেস এইচ, মোর্শেদ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। একটি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়া আমরা, বিশেষভাবে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যুবকগণ

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সিভিক-গার্ড ফুটবল দল। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্স অফিসার, মহকুমা-হাকিম ও মহকুমার পুলিশ-অফিসার খেলোয়াড়দের সঙ্গে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সিভিক-গার্ড দল

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ও খেলোয়াড়ী মনোভাবের উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশ্যে একটি ফুটবল ক্লাব খোলা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একটি ব্যায়ামাগার ও ক্লাব গৃহ সিভিক-গার্ড বাহিনীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এই খেলোয়াড় দল ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহরের ও মফঃস্বলের ক্লাবের সহিত কয়েকটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা কৃতকার্য্যতার সহিত খেলিয়াছে।

ফুটবল মাঠ উদ্বোধন উপলক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মিঃ ডি, জি, ভট্টাচার্য্য, আই, সি, এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন ও মাঠের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এই মাঠ গ্রামবাসীদের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দান করা হইয়াছে; গ্রামবাসীগণ এজন্য কতকটা টাকাও দিয়াছে। স্থানীয় ১১ জনের ও ব্রাহ্মণ-বাড়িয়ার সিভিক-গার্ডবাহিনীর ১১ জনের মধ্যে প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা হইয়াছিল। সিভিক গার্ডের জেলা কমাণ্ডাণ্ট মিঃ ডি, কে, দত্ত, বি, এল, এবং মিঃ ভট্টাচার্য্য শেষোক্ত দলের পক্ষ হইয়া খেলিয়াছিলেন এবং শিমচর গুরুচরণ কলেজের অধ্যাপক রবি দত্ত প্রথমোক্ত দলের পক্ষে খেলিয়াছিলেন। প্রায় ৩,০০০ তিন হাজার দর্শক এই খেলা দেখিয়াছিল এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। আগন্তুক দল এক গোলে বিজয়ী হইয়াছিল। সুলতানপুরের মিঃ মহেন্দ্র লাল দত্ত খেলার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন এবং খেলা শেষে তিনি খেলোয়াড়দিগকে পান-ভোজনে আপ্যায়িত করেন।

[১ম কলমের শেষ]

যে সঙ্কটজনক সময় অতিবাহিত করিতেছে, তিনি তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে সমস্ত উলট-পালট হইতে চলিয়াছে; বর্ত্তমানে আত্মোৎসর্গ দ্বারা যুবকগণকে ভবিষ্যৎ জয় করিতে হইবে। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন, "ইংলণ্ডের এই যুদ্ধ ভারতেরই যুদ্ধ"। আমাদের দেশের যুবকগণের সেইটাই আদর্শ হওয়া দরকার।

ইহার পর "সমুদ্রে প্রভুত্ব" নামক যুদ্ধের ছায়াচিত্র দেখান হয় এবং কমিটির সেক্রেটারী ডাঃ পরিমল রায় "গোলাগুলি ও মাংসপেশী আবশ্যক" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঙলার সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

১৯৪১ সনের ২১শে জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ৬২১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪২১ জন কলিকাতায় ও ১০৯ জন হাওড়ায়। এই সময়ে মোট ২৪৩ জন লোক কলেরায় মৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৯৮ জন কলিকাতায় ও ৯১ জন চব্বিশ-পরগণায়। বর্দ্ধমান জেলায় ৫২ জন বসন্ত রোগে এবং চব্বিশ-পরগণা ও দার্জ্জিলিংএ যথাক্রমে ৫৯ জন ও ৮৪ জন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

কলিকাতায় কোথাও কোথাও মেনিনজাইটিস্ রোগের আক্রমণ হইয়াছিল। প্লেগ রোগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৪ঠা আগষ্ট, ১৯৪১ [এক আনা

নাৎসী মতবাদের সার কথা

হিংস্র প্রকৃতিই শক্তিমান পুরুষের ধর্ম্ম

[জনৈক আমেরিকান লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

যুগে যুগে মানব জাতির উপর দিয়া কত ঝড় ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, কত শতাব্দী-পুষ্ট আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-ব্যবস্থা রাতারাতি বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানব জাতির দেশ-দেশান্তরে গমন, ধর্ম্মযুদ্ধ, নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার, সভ্যতার উত্থান ও পতন, খৃষ্টীয় মতবাদের প্রচলন, ধর্ম্ম সংস্কার, রেনেসাঁ, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ঘটনায় ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। এত পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্যেও মানবজাতি তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির আকাঙ্খাকে বিসর্জ্জন দেয় নাই, বরং কি উপায়ে মানব সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কিসে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান হয়, সর্ব্বোপরি কিসে প্রত্যেক মানুষের জীবনটি মানব-সমষ্টির অস্তিত্বের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য করিয়া তোলা যায়, যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ সেই সাধনাই করিয়া আসিয়াছে। এই সাধনাই সভ্যতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি। আমেরিকার অধিবাসী হিসাবে আমাদের পক্ষে ইহা আরও বহুগুণ সত্য।

শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, স্বাধীনতা, আত্মসম্ভ্রম, মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং উন্মুক্ত জীবন যাপনই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। হয়ত এই তালিকায় আরও কিছু যোগ করা উচিত। আমাদের ন্যায় জগতের আরও বহু জাতি সভ্যতাকে উপরোক্তভাবে বিচার করিয়া থাকে। কিন্তু এমন দেশও আছে, যে স্থানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কিছু পরিদৃষ্ট হইবে। উদাহরণস্বরূপ নাৎসী জার্ম্মাণীর নাম করা যাইতে পারে। তথায় ফুয়েরার বা নেতা ও তাহার অনুচরবৃন্দ যে স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহার প্রতি অবিচলিত আনুগত্য প্রদর্শনই জীবনের সেরা কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে তাহারা সেকেলে মনে করে। হিডেল-বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসবে জার্ম্মাণীর প্রচার-সচিব গোয়েবেলস বলেন, "আবশ্যক হইলে রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে এমন কি বিজ্ঞান এবং সত্যকেও শিকায় তুলিয়া রাখিতে হইবে।" ইহার আসল তাৎপর্য্য এই যে, অপর কোন জাতির কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইবার বেলায় চাপিলে ন্যায়-অন্যায় কিছুই বিচার বিবেচনা করা হইবে না।

বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া দখলের পর উক্ত অন্যায়-বৃত্তির সমর্থনে গোয়েবেলস তাঁহার সংবাদপত্রের ২৫শে মার্চ্চের সংখ্যায় বলেন, "বোহেমিয়া এবং মোরেভিয়ার দখল সম্পর্কীত ব্যাপারে আমরা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত কোন আলোচনা করি নাই। আন্তর্জাতিক বিচার, ন্যায়দণ্ড প্রভৃতি মামুলী নীতিবাক্যগুলি লইয়া তাহাদের সঙ্গে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমরা রাজী না। অনুপূর্ব্বেই আমরা একটি বাদ দিয়া রাখিয়াছি; কারণ উহারা শুধু আমাদের কৃপারই উদ্রেক করিয়া থাকে"।

বার্লিনে অনুষ্ঠিত নাৎসীদের একটি সভায় নাৎসী অনুচরেরা কুৎসিত গান করিতে থাকে। জনৈক আমেরিকান মহিলা উহার একটি ছত্রের নিম্নোক্ত অনুবাদ করেন: "স্বাধীনতার মুখে আমরা থুথু দেই।" তবে ছত্রটি এত কুৎসিৎ যে, মার্জ্জিত আমেরিকান ভাষায় উহার অনুবাদ হয় না।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে নাৎসী মতবাদের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় বটে, তবে পুরোপুরিভাবে নয়। নাৎসী মতবাদ সম্পর্কে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে আমাদিগকে জার্ম্মাণ দার্শনিক ও নাৎসী মতবাদের প্রচারক নীটসের শরণাপন্ন হইতে হয়। সত্য বটে নিটসে জার্ম্মাণ কৃষ্টিকে ঘৃণার চোখে দেখিতেন; ইহা সত্ত্বেও ১৯১৪ সনের সাম্রাজ্যবাদী কাইজার এবং তৃতীয় রাইখের নীতিপ্রবক্তরা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নাৎসী মতবাদের বিকৃত অর্থ করিয়া উহাকে কাজে লাগাইয়াছিল। এই মতবাদের মধ্যে এমন আরও কতিপয় বিষয় ছিল, যাহা কাইজার এবং নাৎসীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে উহা কার্য্যেও পরিণত হয়।

নিটসে শক্তিমান পুরুষের আদর্শই প্রচার করেন। তাঁহার কল্পিত এই শক্তিমান পুরুষ নিঃসঙ্কোচে শক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন, দয়ামায়ার কোন স্থান উঁহার মধ্যে নাই। তাঁহার মতে ভালবাসা, করুণা, দয়া প্রভৃতি দাসমনোবৃত্তির পরিচায়ক—শক্তিমান পুরুষের গুণ নয়; কারণ শক্তিমান পুরুষ অপরকে ক্লেশ দিয়া আমোদ পায়। নাৎসীদের রচিত একটি ছত্রে নাৎসী মতবাদের সারমর্ম্ম পাওয়া যায়—"মানুষ হিংস্র জন্তুবিশেষ"। নাৎসীরা ইহাকেই আদর্শ করিয়া লইয়াছে; তবে শুধু এইটুকু প্রভেদ যে, কোন হিংস্র প্রাণীই পরকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে তাহাদের সমকক্ষ নয়। পশুরা ক্ষুধা নিবারণের জন্যই শুধু অপর কোন পশুর ঘাড়ে ঝাঁপাইয়া পড়ে। নাৎসী ও হিটলারবাদীরা শুধু মাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্য অপরকে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়া থাকে। তাহাদের শিক্ষা ও ঐতিহ্যের উহাই হইল সার কথা। তাহাদের লক্ষ্যও একটি—শক্তিমান হওয়া।

ইহার সমর্থনে দৃষ্টান্তের উল্লেখ এস্থলে সাধারণতঃ নিষ্প্রয়োজন, কারণ সকলেই এ-বিষয়ে অনেক কিছু জানেন। এতৎসত্ত্বেও আমি আমেরিকার জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক বর্ণিত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বর্ণনাকারীর নাম প্রকাশ করিতে আমি অনুমতি পাই নাই। বন্দীশিবিরে কয়েদীদিগকে বি-ভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়া পায়ের অগ্রভাগ হইতে কোমর পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ফেলার জন্য কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হয়, উক্ত আমেরিকান সে মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। সুডেটেনল্যাণ্ড দখলের পর নাৎসীরা তথায় চেকদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার-অবিচারের অনুষ্ঠান করে, তাহাও কাহারও অজানা নাই।

হতভাগ্য জার্ম্মাণীতে নিরাপত্তা বলে কিছু নাই, ইহা বলাই অনাবশ্যক। রাষ্ট্রই সব কিছুর মালিক। জনৈক রাজদ্রোহাপরাধী বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি তাহার দুইটি গাভীর একটি প্রতিবেশীকে দিয়া ফেলে, তাহা হইলে ইহাকে সোস্যালিজম বলা চলে; যদি কেহ তাহার দুইটি গাভীই গভর্ণমেণ্টকে দেয়, তাহা হইলে উহা কমিউনিজমের পর্য্যায়ে পড়ে, আর যদি মালিককে হত্যা করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার দুইটি গাভীই লইয়া প্রস্থান করে, তাহা হইলে উহা নাৎসীজম বলে অভিহিত করিতে হইবে"। চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর নাৎসীরা চেকদের স্বর্ণ, রৌপ্য, অলঙ্কার, বাসনপত্র, টাকা-কড়ি এমন কি লোক-জনকেও ধরিয়া লইয়া যায়। চেকোশ্লোভাক জাতি বা ব্যক্তিবিশেষকে কোন রকমের কোন ক্ষতিপূরণ তাহারা দেয় নাই। রাষ্ট্রের জন্য অপহরণ করা ন্যায় ও আইন-সঙ্গত। মার্কিণদের দেশে নাৎসীদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কত অত্যাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, উহার হিসাব দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। অনেকের নিকট উহা অবিশ্বাস্য ঠেকিবে। চেক যুবক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই তাহাদের হাতে সর্ব্বাধিক নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বহু ছাত্রকে বিনাবিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, অনেককে বন্দীশিবিরে আটক রাখিয়া তাহাদের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া আসবাবপত্রসমূহ জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেইস্থানের লোকজন পথে-ঘাটে ছাত্রীদের দুর্দ্দশায় হাসি করিতেছে কিন্তু মাত্র ক্ষতি করে নাই। পূর্ব্বোক্ত আমেরিকান প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্টে প্রকাশ, খাস জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের অবস্থাও তদ্রূপ। নিরাপত্তা বলিয়া কোন জিনিষ তথায় নাই। বে-আইনী ভাবে তথাকার লোকজনকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়; জুরীর বিচার লোপ পাইয়াছে। এক কথায়, নাৎসী কর্ত্তা-ব্যক্তিদের ইচ্ছার উপর সকলের জীবন-মরণ নির্ভর করে।

[চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৪ঠা আগষ্ট—১৯৪১

রাজনৈতিক কয়েদীদের সুখ-সুবিধা

বিগত ডিসেম্বর মাসে জন-নিরাপত্তা কয়েদিগণ অনশন ধর্ম্মঘট করার সময়ে ৫ই ডিসেম্বর তারিখে প্রচারিত কমিউনিকে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, নিরাপত্তা কয়েদিগণের অভিযোগের বিষয় কতকটা মিটান হইয়াছে এবং তাহাদের অবশিষ্ট দাবীসমূহ গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে।

জন-নিরাপত্তা কয়েদিগণ নিজেরা যে সমুদয় দাবী উপস্থিত করিয়াছিল এবং অতঃপর আইন-সভার কতিপয় সদস্য তাহাদের পক্ষে যে সমুদয় দাবী উপস্থিত করিয়াছেন, সেগুলির বিবেচনা শেষ হইয়াছে এবং নিরাপত্তা কয়েদীগণের সম্বন্ধে নিয়মাবলীর অনেক সংশোধন করা হইয়াছে।

উক্ত সংশোধন দ্বারা যে সমুদয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা গেল :—

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমিত খাদ্য-দ্রব্যের বদলে প্রত্যেক কয়েদীকে দৈনিক খাদ্যের জন্য ভাতা দেওয়া হইবে এবং কোন জেলে নিরাপত্তা কয়েদিগণ একত্রে ইচ্ছা করিলে নিজেদের ভোজ্য-তালিকা স্থির করিতে পারিবে এবং প্রদত্ত ভাতায় যে কোন প্রকার খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। কয়েদিগণকে তাহাদের খাদ্যের রন্ধন-কার্য্যেও তত্ত্বাবধান করিতে দেওয়া হইবে। শয্যাদ্রব্য, পরিধেয় বস্ত্র, তৈজসসামগ্রী ও প্রসাধনদ্রব্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। শুধু নারিকেলের ছোবড়ার গদির পরিবর্ত্তে নারিকেল ছোবড়া ও তুলামিশ্রিত গদি ও তুলার বালিশ ব্যবহৃত হইবে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনামতে হিজলী জেলে নিরাপত্তা কয়েদিগণকে শীতকালে অতিরিক্ত শয্যাদ্রব্য ও গ্রীষ্মকালে গভর্ণমেণ্টের খরচায় পাটি ও হাত-পাখা দেওয়া হইবে।

পরিধেয় বস্ত্রের জন্য নিরাপত্তা কয়েদিগণকে দুইখানার স্থলে চারিখানা ধুতি কাপড় দেওয়া হইবে। ধুতির নীচে পরিবার তিন জোড়া ইজার, ৩ খানা রুমাল ও এক জোড়া স্যাণ্ডাল বা চটিজুতা বেশী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শীতকালে যেসব দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইত, তদুপরি প্রত্যেক কয়েদিকে একখানি পশমী র‍্যাপার বা আলোয়ান দেওয়া হইবে। কয়েদিগণ ইচ্ছা করিলে এবং একই মূল্য হইলে জেলে প্রস্তুত কাপড়ের পরিবর্ত্তে মিলে প্রস্তুত কাপড় দেওয়া হইবে। পরিধেয় বস্ত্রের উপর এরূপ চিহ্ন দেওয়া হইবে, যাহাতে ধৌত হইয়া আসিবার পরও কয়েদিগণ নিজ নিজ ব্যবহৃত বস্ত্র পুনরায় পাইতে পারিবে।

এলুমিনিয়ামের থালা, বাটি ও গ্লাসের পরিবর্ত্তে কাঁসার তৈজসসামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। চিনামাটির পেয়ালা ও পিরীচ দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

দাঁতের মাজন, চিরুণী ও কেশতৈল গভর্ণমেণ্টের খরচায় সরবরাহ করা হইবে। জেলের অন্যান্য অপরাধীদের দ্বারা নিরাপত্তা কয়েদিগণের জুতা পরিষ্কার করার ও তাহাতে পালিশ লাগানোর ব্যবস্থা হইয়াছে।

"ষ্টেটস্‌ম্যান" ও "আজাদ" পত্রিকা ছাড়াও কয়েদিগণের নির্ব্বাচনমতে অন্যান্য সংবাদপত্র ও পাক্ষিক পত্রিকা গভর্ণমেণ্টের খরচায় সরবরাহ করা হইবে। মাসে একখানি নোটবুক বিনা পয়সায় প্রত্যেক নিরাপত্তা কয়েদীকে দেওয়া হইবে।

জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনামতে নিরাপত্তা কয়েদিগণকে জেলের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ বাদ্য-যন্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, হিজলী জেলে একটি বেতারযন্ত্র বসান হইবে।

শারীরিক ব্যায়াম ও খেলাধুলার সুবিধা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনামতে ব্যায়ামের জন্য প্যারালেল বার ও ডন করিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।

নিরাপত্তা কয়েদিগণের সহিত একত্রে সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যা ৩ হইতে ৫ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কোন নিরাপত্তা কয়েদীর সহিত তাহার স্ত্রী, পিতা অথবা মাতা, পুত্র অথবা কন্যা কিম্বা তাহাদের ছেলেমেয়ে, ভ্রাতা অথবা ভগ্নী কিম্বা শ্বশুর বা শ্বাশুড়ীর সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইলে, ঐ সাক্ষাৎকার কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর মধ্যস্থতায় না হইলে, সব সময় পুলিশ কর্ম্মচারীর উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে না।

কোন নিরাপত্তা কয়েদীর পিতা অথবা মাতার প্রথম শ্রাদ্ধ-উৎসবে, ঐ কয়েদী জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে, গভর্ণমেণ্ট অনধিক ২৫৲ টাকা সাহায্যপ্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন।

গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, নিয়মাবলীর এই পরিবর্ত্তন-দ্বারা যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং সকলেই একথা উপলব্ধি করিবেন যে, আর অভিযোগের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

মিঃ কে, জি, মোর্শেদ আই-সি-এস

কেন্দ্রীয় সরকারে নিযুক্ত

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে, জি, মোর্শেদ, আই, সি, এস, ভারত গভর্ণমেণ্টের চিফ্ কণ্ট্রোলার অব পার্চেজ (সরবরাহ) নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ মোর্শেদ ১৯২৪ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, শ্রীরামপুর ও হুগলীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কাজ করিবার পর ১৯৩০ সনে তিনি ২৪-পরগণা জেলার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ নিযুক্ত হন এবং তৎপর বাঙলা দেশের প্রজাদের ক্ষতিপূরণ ব্যাপারে কমিশনার নিযুক্ত হন। অতঃপর যশোহর ও ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে ও চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করেন। তৎপর ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা প্রায় ৫৫ লক্ষ লোকের আবাসভূমি ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করেন। তিনি বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী হইবার পূর্ব্বে হাওড়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কাজ করেন। যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে তাঁহাকে চিফ্ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস নিযুক্ত করা হয়। তৎপর তাঁহাকে কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস বিভাগে বদলী করা হইয়াছিল।

প্রকাশ, বাঙলা সরকারের অর্থ-বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী মিঃ এ, হিলালী, আই-সি-এস ভারত সরকারের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ভূমি বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের মহকুমা-হাকিম মিঃ ডি, কে, রাও, আই-সি-এস, মিঃ হিলালীর স্থানে বাঙলা সরকারের অর্থ-বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম জেলা-বোর্ডের সমর-প্রচেষ্টা

সর্ব্বত্র ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা

সম্প্রতি চট্টগ্রাম জেলা-বোর্ড কর্ম্মচারী সমিতির একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও, এম, মার্টিন, সি, আই, ই ; আই,সি,এস, এবং সদস্য বহু সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান খান-বাহাদুর আনওয়ারুল আজিম, বার-য়্যাট-ল, এম-এল-এ, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জেলা-বোর্ডের কর্ম্মতৎপরতার উল্লেখ করিয়া বলেন—

"জেলায় সর্ব্বত্র ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের ব্যবস্থার ভার গ্রহণের জন্য কমিশনার আমাকে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে বিগত ৭ই জুন জেলা-বোর্ড কর্ম্মচারী সমিতির একটি সভায় থানা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ১০টি থানা কমিটি গঠিত হইয়াছে। আমি স্বয়ং বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত কয়েকটি জন-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তিনি আরও বলেন,—"জেলা বোর্ডের স্যানিটারী ইনস্পেক্টরগণ এ সম্পর্কে বেশ উৎসাহ উদ্যমের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ইহাদের দুইজনকে যুদ্ধ সম্পর্কীত প্রচার কার্য্য এবং থানা কমিটিগুলির মধ্যে সহায়তার জন্য প্রেরণ করা হয়। জেলা বোর্ডের কর্ম্মচারিগণের চেষ্টায় ১,০৩৩৲ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আমিও ২১১৲ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। জেলা বোর্ডের কর্ম্ম-চারিগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া যুদ্ধ তহবিলে ২২১৲ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহারা ২০,০০০৲ মূল্যের ওয়ার-বণ্ড খরিদ করিয়াছেন। জেলা-বোর্ডের সদস্য মওলবী মনসুর আলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যের ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট খরিদ করিয়াছেন"।

সার্ভেণ্ট অব হিউম্যানিটী সোসাইটী

যক্ষ্মা চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় সরকারী সাহায্য

কলিকাতার সার্ভেণ্ট অব হিউম্যানিটি সোসাইটি কলিকাতা পার্ক সার্কাস অঞ্চলে মহামান্যা লেডী লিনলিথগো মহোদয়ার নামানুকরণে "লেডী লিনলিথগো যক্ষ্মা-চিকিৎসালয়" নাম দিয়া একটি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট এককালীন ৬০,০০০৲ টাকা ও পৌনঃপুনিক ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ২,৬৬০৲ টাকা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করায় গভর্ণমেণ্ট ঐ অঞ্চলে, বিশেষতঃ দরিদ্র লোকের জন্য, একটি যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এককালীন ৬০,০০০৲ টাকা সাহায্য করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। অতিরিক্ত পৌনঃ-পুনিক ব্যয় সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, চিকিৎসা-লয়ের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না হইলে সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না এবং গৃহ নির্ম্মাণে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন ; সুতরাং পৌনঃপুনিক সাহায্যের বিষয় গভর্ণমেণ্ট অতঃপর বিবেচনা করিবেন। উপস্থিত গভর্ণমেণ্ট উক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় বাবদে কতিপয় সর্ত্তাধীনে চলিত বৎসরে সোসাইটিকে এককালীন ৩০,০০০৲ ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন। আগামী আর্থিক বৎসরে চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যখন প্রয়োজন হইবে, তখন আরও অনধিক ৩০,০০০৲ টাকার জন্য আবেদন করিবার উপদেশ সোসাইটিকে দেওয়া হইবে।

যুদ্ধে ভারতের শিল্প বিস্তার

[স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান লিখিত]

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষে যে শিল্প বিস্তার হইয়াছে, সে সম্পর্কে ভারত সরকারের সরবরাহ সচিব স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা খান গত ১৬ই জুলাই সিমলায় একটি বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত-সার মুদ্রিত হইল। স্যার জাফরুল্লা শীঘ্রই সরবরাহ ও আইন-সচিবের কর্মভার পরিত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতির পদ গ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাহার সময়ে সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের শিল্প বিস্তার কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, এই বক্তৃতাটির দ্বারা তাহা বিচার করা সম্ভব হইবে।

স্যার জাফরুল্লা বলেন যে, বর্তমানে ভারতের ২৫০টি বে-সরকারী ব্যবসায়ী কারখানা ও ২৩টি রেলওয়ে কারখানা ভারতীয় সামরিক কারখানাগুলির সহযোগিতা করিতেছে। এই কারখানাগুলিতে বর্তমানে ৭০০ প্রকারের সামরিক প্রয়োজনের দ্রব্যাদি তৈয়ার হইতেছে এবং উহাদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০,০০০। ৪৪টি কোম্পানী কলকারখানার জিনিষ তৈয়ার করিতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে যে-পরিমাণ গোলাগুলী তৈয়ার হইত, বর্তমানে তাহা প্রায় ২৪ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আর দুইটি পর্ব্বে উহা ৯৬ গুণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা

স্যার জাফরুল্লা বলেন,—"যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প-বিস্তার কতটা প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্তী অবস্থাটা একবার আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস শেষ হইলে যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। ইতিমধ্যে ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ভারতীয় মূলধন, ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয়দের উদ্যোগে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিও ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় বহুগুণ প্রসার লাভ করিয়াছে। সৈন্যবিভাগের জন্য যত বস্ত্র প্রয়োজন, তাহা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিই অনায়াসে যোগাইতে পারে এবং পাট তো ভারতবর্ষেরই একচাটিয়া ব্যবসায়। তাহা ছাড়া দেশের সর্ব্বত্রই ছোট, বড় ও মাঝারি নানা রকমের কারখানা আছে, বর্তমানে যে গুলিকে প্রয়োজনমত সামরিক শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণে নিয়োজিত করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া কৃষি ও খনিজাত দ্রব্যেও ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য কম নহে। ইহা হইল আমাদের শিল্পবিস্তারের আশাজনক দিক। আর একটা দিকও বিবেচনা করিবার আছে,—তাহা আমাদের অভাবের দিক। আমাদের যাহা ছিল না তাহার কথাও আলোচনা করা দরকার।

প্রথমতঃ, আমাদের সরকারী অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলি সাধারণ সমরোপকরণদ্বারা সৈন্যবিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের শক্তি উহাদের ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিও খনি, কাপড়ের কল, যানবাহন প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিল। বিমানপোত, মোটরগাড়ী প্রভৃতি তৈয়ার করিবার কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা ভারতে ছিল না।

যন্ত্রশিল্পে ভারতবর্ষ বিশেষ অগ্রসর, কিন্তু পশমী কম্বল, পীতবস্ত্র, প্রভৃতিতে ভারতীয় কারখানাগুলির উৎপাদন পুরাপুরি প্রয়োজন মিটাইবার মত নয়, সৈন্যদের বুটজুতা এবং ঐ রকম আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া কঠিন। সংক্ষেপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ইহাই হইল আমাদের শিল্পবিস্তারের সমৃদ্ধি ও দুর্ব্বলতার চিত্র।

শিল্প বিস্তারের ধরণ

যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে বহু বিঘ্ন ঘটে। পূর্ব্বে যে-সকল দেশ হইতে কলকারখানার যন্ত্রপাতি, মালমসলা, এমন কি বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি অনায়াসে পাওয়া যাইত, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেগুলি আমদানীর পক্ষে নানা বিধিনিষেধ ও বিঘ্ন দেখা দেয়। কাজেই যুদ্ধের সময় নূতন শিল্প বিস্তারের প্রকৃতি ও পদ্ধতি স্থির করিবার পূর্ব্বে একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। কোন ধরণের শিল্প বিস্তারের দিকে আমরা মনঃসংযোগ করিব? যে শিল্পটি সফল হইতে চার বৎসর সময় লাগিবে, তাহাতে আমাদের মালমসলা, যন্ত্রপাতি ও লোকজনকে আটক রাখা উচিত, না কি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট শিল্প যাহা দুই বৎসরের মধ্যেই সফল হইবে, তাহাতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন? এই প্রশ্নের একটা নিশ্চিত জবাব দেওয়া কঠিন। তবে খুব উচ্চ আশায় অতি দূরে একটাতে হাত দিয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার চাইতে যাহা তাড়াতাড়ি হয় তাহাতেই মন দেওয়াই বোধ হয় সাধারণতঃ বুদ্ধিমানের কাজ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, ভারতবর্ষ যদি এরোপ্লেনের ইঞ্জিন তৈয়ারে হাত দেয় তবে বছর পাঁচেকের আগে যুদ্ধের কার্য্যে তাহার কোন উপযোগিতা বুঝা যাইবে না। তাহার চাইতে বর্তমান যুদ্ধের জন্য এমন সব জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করা উচিত, যাহা খুব তাড়াতাড়িই তৈয়ার হইতে পারে।

অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ

বন্দুক, গোলাগুলী, বারুদাদি ইত্যাদি সম্পর্কেই বেশীর ভাগ লোকের উৎসাহ। এই সকল জিনিষ নির্ম্মাণে মূল প্রয়োজন হইল বৃহৎ ইস্পাতশিল্প। সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে তাহা আছে। যদি কোন বাধাবিঘ্ন না ঘটে তবে ভারতে এই মূল ভিত্তি ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানের প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইবে। যুদ্ধের জন্য ট্যাঙ্ক প্রভৃতি যান্ত্রিক বাহিনীর যে সকল আবরণ প্লেট (বর্মের মত পাত) প্রয়োজন, তাহা ভারতের ইস্পাত কারখানাগুলি যোগাইতেছে।

ইস্পাতের পরেই বন্দুক ও গোলাগুলী নির্ম্মাণের কারখানাগুলির স্থান। যুদ্ধের পূর্ব্বে যে পরিমাণ বন্দুক এক বৎসরে নির্ম্মিত হইত, বর্তমানে আমরা তাহার প্রায় পাঁচগুণ তৈয়ার করিতেছি এবং ভবিষ্যতে বর্তমান উৎপাদন পরিমাণেরও প্রায় আট গুণ তৈয়ার করিবার আশা রাখি। রেলওয়ে কারখানা ও অধীন ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলি অস্ত্রশস্ত্রের বিশেষ করিয়া বোমার নানাবিধ ক্ষুদ্র অংশ নির্ম্মাণে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। বোমার খোল ও উহা ফাটাইবার "ফিউজ" (অগ্নি সংযোগের পলিতার ন্যায় জিনিষ) দেশের নানা স্থানে তৈয়ার হইতেছে। এইগুলি তৈয়ার করিতে কী প্রকার দক্ষতা ও বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়।

যন্ত্রপাতি তৈয়ার

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রায় সমস্ত যন্ত্রপাতিই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে যে সকল কলকব্জা দরকার এবং যেরূপ বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন, ভারতে তাহার কোনটাই নাই। শুধু ৫টি কোম্পানীকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় রেল কোম্পানীর কারখানাগুলি বর্তমানে সপ্তাহে ১,০০০ করিয়া গজ (gauges) তৈয়ার করিতেছে এবং উহাতেও চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। ইতিপূর্ব্বে সমস্ত গজই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। অটোমেটিক (যাহা আপনা আপনি চলে) অস্ত্র ও রাইফেল উৎপাদনও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিমানপোত ও জাহাজ নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষে উচ্চ জাতীয় সুষমান নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। একটি বিমানপোত নির্ম্মাণের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় শিপইয়ার্ড (জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানা) গুলিতে মাইন-পরিষ্কারক জাহাজ, জীবনরক্ষক তরী প্রভৃতি ছোট ছোট জলযান তৈয়ার করিতেছে। তাহাড়া বৃহৎ বাণিজ্যপোত নির্ম্মাণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সম্প্রতি আমরা অনেক আশাজনক কথা শুনিয়াছি। প্রথম জাহাজটি যদি যথোচিত সময়ের মধ্যে নির্ম্মিত হয়, তবে এই যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় জাহাজনির্ম্মাণ শিল্প সফল না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহাছাড়া একটি কোম্পানী ২৪,৫০০ মাইল তামার বৈদ্যুতিক তার এবং ১৬,০০০ মাইল টেলিফোনের তার নির্ম্মাণ করিতেছে। রেলওয়ের লাইন ও মালগাড়ী প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে।

সাড়ে ছয় কোটি টাকার তাবু

গোলাগুলী প্রভৃতি যুদ্ধ চালাইতে যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের প্রয়োজন হয়, এইবার তাহার কথা বলা যাইক। সৈন্যবিভাগের জন্য যে বস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি পুরাপুরিরূপে যোগাইতেছে। ভারতের পশমবস্ত্র নির্ম্মাণ শিল্পের সমুদয় উৎপাদন সামরিক বিভাগের কাজে লাগিতেছে। সৈন্যদের খাকি কাপড় বিশেষভাবে দরকার, তাহা ছাড়া তাহাদের জন্য তাঁবু, কম্বল ও কম্বলও বহু পরিমাণে প্রয়োজন হয়। দুর্ভিক্ষ ও পশমী বস্ত্র মিলাইয়া এখন ভারতের কলগুলি ৩২৪,০০০,০০০ বত্রিশ কোটি গজ তৈয়ার করিতেছে। এক তাঁবুর খরচই হইবে সাড়ে ছয় কোটি টাকা এবং কম্বল কেনা হইবে দেড় কোটি টাকার। যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষের সমর বিভাগের সমুদয় যাহা খরচ হইত (৪০ কোটি টাকা), বর্তমানে একমাত্র সৈন্যদের বস্ত্র ও কম্বল প্রভৃতিতেই সেই টাকা ব্যয় হইতেছে। এই সকল বস্ত্র দ্বারা সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ার করিতে ৩০ হাজার দর্জ্জী খাটিতেছে। তিন লাখ জোড়া বুটজুতা ভারতবর্ষে তৈয়ার হইতেছে। সাবান ও জোড়ার জিন তৈয়ার করিবার যে সরকারী কারখানা আছে, তাহাতে আগে ২,০০০ লোক কাজ করিত, বর্তমানে তাহাতে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ১২,০০০। তাহা ছাড়া বে-সরকারী আরও ২০০টি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ঐ সকল জিনিষ তৈয়ার করিতেছে।

অন্যান্য জিনিষ

টেলিগ্রাফের তারের খুঁটি, জাহাজ হইতে অবতরণের জেটি, গোলাগুলী প্যাক করিবার বাক্স প্রভৃতি নানাবিধ ব্যাপারে যে কাঠের প্রয়োজন, ভারতের বন হইতে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। এ বৎসর ৫ লক্ষ টন কাঠ সরবরাহ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ সামরিক যুদ্ধোপকরণ হিসাবে বিদেশে রপ্তানী হইতেছে।

রসায়নশিল্পেরও বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে এবং শীঘ্র কিছু ক্লোরিন, চলিতে সালফার, অন্য বিস্ফোরক রসায়ন ও বুদ্ধিজোর্ণী অয়েল (আলের তেল) প্রভৃতি বহু সম্পর্কে ভারতবর্ষ শীঘ্রই স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়। ঔষধ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ব্যাপারেও ভারতবর্ষ বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। শুধু ভারতীয় সৈন্যবিভাগের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই নহে, মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত শক্তির জন্যও ভারতবর্ষ বহু জিনিষ পাঠাইতেছে এবং যতই দিন যাইবে ততই ভারতের এই উৎপাদন ও শিল্পপ্রচেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। আচ্ছন্ন, অবশ্য, লাভ বা ক্ষতি প্রভৃতি যাহা কিছু পাইয়াছি আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান, বর্তমানে যুদ্ধের সঙ্কটে আমরা তাহার কোনটিরই কথাই ভাবি না। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া আমরা সর্ব্ব বিষয়ে এই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় একাগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করিব।

জার্ম্মান-নিয়ন্ত্রিত প্যারিস রেডিও বার্ত্তা হইতে গত ১লা তারিখে স্বীকার করা হইয়াছে যে, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বলকান ও ক্রীটের যুদ্ধ অপেক্ষা রাশিয়ার যুদ্ধে তাহাদের বেশী ক্ষতি হইয়াছে।

নাৎসী-মতবাদের সার কথা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহের অনুধাবন করিলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নাৎসীদের নূতন মতবাদে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, নিরাপত্তা তথায় অচল, সুখ-শান্তি কল্পনারও বাহিরে। আরও পরিষ্কার ভাষায় বলা যায়, আমেরিকানদের নিকট যাহা কিছু প্রিয়, সুন্দর ও উপভোগ্য, নাৎসীদের নিকট তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাহাদের মতবাদে ন্যায়পরায়ণতা ও মানবতার কোন দাম নাই, পশুবলই তাহাদের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় কথা। রাষ্ট্রের বড় কর্তাদের ইঙ্গিতে "রাষ্ট্রের মঙ্গলার্থ" মন্ত্র-তন্ত্র উহার প্রয়োগ হয়। পররাজ্য আক্রমণকেই সম্ভবতঃ তাহারা রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক কাজ বলিয়া মনে করে। ফলে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলি একটির পর একটি করিয়া তাহাদের কবলিত হইয়া পড়িতেছে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অব্যাহত থাকিবে কি না এবং একনায়কাধীন রাষ্ট্রগুলির নির্যাতন ও নিষ্পেষণ হইতে অন্যান্য জাতিকে মুক্ত করা হইবে কি না, নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, ইহাই বর্তমান মহাসমরের আসল বিচার্য বিষয়।

সভ্যতা, কৃষ্টি, মানব জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত পশুবলের দ্বন্দ্ব আসন্নপ্রায়। আমাদের দেশেও আমরা ইহার সম্মুখীন হইয়াছি। কোন কোন আমেরিকানের মাথায়ও ফ্যাসিষ্ট মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে, আবার কেহ কেহ একনায়কদের মহিমা প্রচারে লিপ্ত হইয়াছে। কোন কোন উগ্র ফ্যাসিষ্ট নেতা আমেরিকানদের মন বিষাক্ত করিয়া তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করিতেছেন। আমাদের ক্ষতি করিতে পারে, এরূপ শক্তি এখনও ইহাদের অর্জিত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা সত্ত্বেও আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। ইহারা যাহাতে স্থায়ীভাবে আসন জুড়িয়া বসিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সভ্যতা ও বর্বরতার সংঘর্ষ আসন্নপ্রায়। সভ্যতা ও মানবজাতির আশাভরসাকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতেই হইবে। এক, দুই কিম্বা তিন বৎসরের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য নিরূপিত হইবে। আমাদের ভাগ্য এজন্য বলা হইল যে, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্যান্য দেশের ভবিষ্যতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সত্যকে অস্বীকার না করিয়া আমরা দূরে থাকিতে পারি না।

সত্য ও অসত্যের মাঝখানে আমরা এক্ষণে দণ্ডায়মান আছি। সৎপথটি বাছিয়া লইতে বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৮শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলায় ৪০৮ জনের কলেরা হয়; তন্মধ্যে হাওড়ায় ১০৩ এবং কলিকাতায় ১৫৮ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় ১০৫ জনের মৃত্যু ঘটে; তন্মধ্যে হাওড়ায় ৫১ এবং কলিকাতায় ৫৪ জন। বসন্ত-আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ছিল ১৭৮; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ৫০, ঢাকায় ৬১ এবং মাদারিপুরে ৬৭ জন। চব্বিশ-পরগণা এবং দার্জিলিংএ যথাক্রমে ৯৩ ও ৬৮ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

কলিকাতায় কোন কোন স্থানে মেনিঞ্জাইটিস রোগ দেখা গিয়াছিল। প্লেগে কেহ আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। (প্রেস-নোট)

সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তি-সমস্যা

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক পূর্ব্ব নিয়ম প্রত্যাহৃত

বিগত ১৯৩৯ সনের ১৪ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত একস্তেহারের ৯ম প্যারায় বাঙলা সরকার এ মর্মে একটি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাঙলার বিভিন্ন জেল হইতে যে ৪০ জন সন্ত্রাসবাদী কয়েদীকে শর্তাধীনে মুক্তি প্রদানের সুপারিশ করা হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট শর্তাদি গ্রহণ করার পর যে কোন মুহূর্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। উক্ত সিদ্ধান্তের মর্মানুযায়ী আদেশ জারী করা হয় এবং এ পর্য্যন্ত দশজনকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

শর্তাধীনে মুক্তি প্রদানের প্রশ্নটি সম্প্রতি পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখার পর গভর্ণমেণ্ট এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পূর্ব্বের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এক্ষণে তাঁহারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে শর্তাধীনে মুক্তি প্রদানের নিয়ম প্রত্যাহার করিলেন। সুতরাং অবশিষ্ট ৩০ জন সন্ত্রাসবাদীকে আর সে সুবিধা দেওয়া হইবে না। (কমিউনিক)

ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ডাক্তারখানাসমূহে সরকারী সাহায্য

ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতগণ যাহাতে বিনামূল্যে ঔষধ পাইতে পারে, তজ্জন্য বাঙলা সরকার নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত ডিস্পেন্সারীগুলির ঔষধ ক্রয়ার্থ প্রত্যেকের জন্য এককালীন ৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

সেনবাগ, হাজিরপাড়া, লক্ষ্মীপুর, রাইপাড়া, রামগঞ্জ, অম্বাণ, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ, দত্তপাড়া, বিরা, চান্দ্রা, করিমের হাট, রামগতি, হাতিয়া, চর আলেকজান্ডার, মুড়ীরচর এবং বীর মল্লক আদি ডিস্পেনসারী।

মস্কো রেডিও মারফৎ সোভিয়েট নারীসমাজ ব্রিটেনের নারীজাতির প্রতি সম্প্রতি একটি বন্ধুত্বসূচক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে ব্রিটেনের নারীদের সাহস ও ধৈর্য্যের প্রশংসা করিয়া হিটলারবাদ ধ্বংসের জন্য রাশিয়ান নরনারীদের দৃঢ় সংকল্পের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

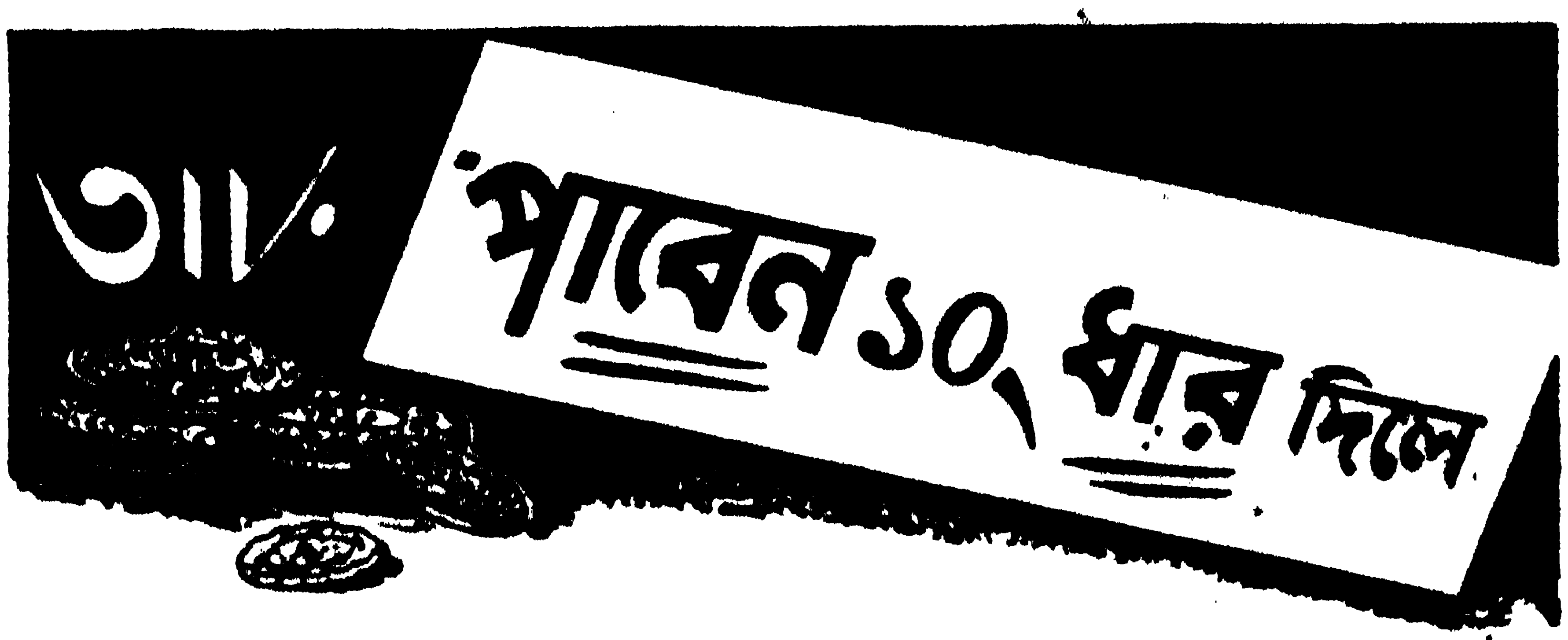

প'ড়ে দেখুন কি ক'রে পাবেন

যাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে কিছু কিছু সঞ্চয় কর্‌তে পারেন তাঁদের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট 'ডিফেন্স সার্টিফিকেট' একটি সুবর্ণ সুযোগ। টাকা খুবই নিরাপদ উপরন্তু এত বেশী সুদ স্বল্প সঞ্চয়ীরা সাধারণতঃ অন্য কোন উপায়ে পান না।

দশটাকা দামের একটি 'সার্টিফিকেট' কিনলে প্রথম বছরের পর থেকে প্রতি বছরে ।৵০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া পাঁচ বছর পরে চার আনা এবং দশ বছর পরে আট আনা 'বোনাস' দেওয়া হয়। তার মানে দশ বছর পরে ১০৲ টাকা ১৩৷৵০ আনায় পরিণত হয়—এর জন্যে ইনকাম্‌ ট্যাক্স লাগে না। আপনি শুধু ডাক-ঘরে গিয়ে একখানি 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' কিনুন। এক-সঙ্গে যদি ১০৲ টাকা না দিতে পারেন তা হ'লে একটি 'ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প কার্ড' চেয়ে নিন—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর যখন যেমন সুবিধা হয়, ।০ আনা, ।।০ আনা অথবা ১৲ টাকা দামের ডিফেন্স 'ষ্ট্যাম্প' এই কার্ডের উপর জমাতে থাকুন। ১০৲ টাকার 'ষ্ট্যাম্প' জমলে 'সেভিংস্ ব্যাঙ্কের' কাজ হয় এমন পোষ্ট অফিসে গিয়ে সেই 'কার্ডের' পরিবর্তে একখানি ১০৲ টাকার 'ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট' নিয়ে আসুন। সার্টিফিকেটখানি আপনার জন্যে টাকা জমাতে থাকবে এবং দশ বছরে এর দাম হবে ১৩৷৵০ আনা—এর জন্যে ইনকাম্‌ ট্যাক্স লাগে না। ইতিমধ্যে যদি আপনার টাকার দরকার হয় তা হলে প্রাপ্য সুদ ও 'বোনাস' সুদ্ধ টাকা ফেরৎ পাবেন।

সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প সঞ্চয়ের পথ সুগম করে

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট কিনুন
নিজে লাভবান হবেন-স্বদেশ সুরক্ষিত হবে

ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন

কৃষি-বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর বক্তৃতা

বিগত ২২শে জুলাই তারিখে ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন উপলক্ষে কৃষি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা গত সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"এই কলেজের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে সম্মত হওয়ায় আমি সর্ব্ব-প্রথমেই মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই প্রদেশের আর্থিক নব-জীবনের পথে এই নবীন প্রতিষ্ঠানটি বিরাট সাহায্য করিতে সমর্থ। প্রকৃতি বাঙ্গলাকে প্রভূত কৃষি-সম্পদে গরীয়ান করিয়াছে। সমগ্র প্রদেশের সমষ্টিগত ভূমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় সোয়া পাঁচ কোটি একর; তন্মধ্যে প্রায় ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর পরিমিত ভূমি কর্ষণোপযোগী এবং ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে প্রকৃতপক্ষে চাষাবাদ হইতেছেও। পাট ফসল বাঙ্গলার প্রায় একচেটিয়া সম্পদ। সমগ্র ভারতে ধান্য ও তামাক বাঙ্গলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জন্মে, এবং ইক্ষু, চা ও অন্যান্য ফসলও এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই প্রদেশে গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যা হইতেছে প্রায় ২ কোটী ২৬ লক্ষ এবং এতদ্ব্যতীত প্রায় ৭০ লক্ষ ভেড়া ও ছাগল রহিয়াছে। বাঙ্গলায় হাঁস-মুর্গীর সংখ্যাও কম নহে—যদিও এই দিক দিয়া সম্পূর্ণ উন্নতি এখনও সম্ভবপর হয় নাই। এই প্রদেশের অসংখ্য নদী-নালা ও পার্শ্ববর্তী সমুদ্র-অঞ্চল মৎস্য-সম্পদে পরিপূর্ণ; যদি এই সব স্বাভাবিক সম্পদকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নততর করিয়া কাজে লাগানো যায়, তবেই বাঙ্গলার জনগণের (যাহাদের বিরাট অংশই হইতেছে কৃষিজীবী) প্রকৃত আর্থিক উন্নতি সম্ভবপর। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণের পর হইতেই এই সমস্যার সমাধান ব্যাপারে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ব-প্রথমেই কৃষিবিভাগের সম্প্রসারণে—বিশেষভাবে কৃষিজীবীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল ও উন্নততর চাষ-আবাদের পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান বিস্তরণের জন্য প্রদর্শনকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অভাব গোড়া হইতেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশে কৃষি-শিক্ষার কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। যে সামান্য কয়টি এতদ্বিষয়ক স্কুল ছিল, তাহা দ্বারা বিভাগীয় নিম্নতম চাকুরী ডেমনষ্ট্রেটারএর পদে যথেষ্ট সংখ্যক লোক নিযুক্ত করাও সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। বর্ত্তমান স্কুলসমূহ ছাড়া যদি অপর কোন প্রতিষ্ঠান হইতে লোক-সংগ্রহের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ডেমনষ্ট্রেটার নিয়োগের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ১৬ বৎসর সময় লাগিবে। এই জন্যই আপাততঃ এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করা হইতেছে যে, যে-পর্য্যন্ত না উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক লোক পাওয়া সম্ভবপর হইবে, সে-পর্য্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ ও কৃষি-ফার্মগুলির সহায়তায় প্রতি বর্ষে ১০০ জন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পাশ যুবককে ট্রেনিং দিয়া অস্থায়ীভাবে ডেমনষ্ট্রেটারের পদে নিযুক্ত করা হইবে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কোন রকমে কাজ চালাইবার ব্যবস্থারই প্রমাণ মাত্র; কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা না করিলে আস্তে-ধীরে বহু বৎসরে পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করা ছাড়া আর কোন পথ ছিল না।

ডেমনষ্ট্রেটার পদে লোক সংগ্রহ করার ব্যাপারেই যেখানে এত অসুবিধা, সেখানে বিভাগীয় উচ্চতর পদে লোক-নিয়োগ কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গলায় অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ-শ্রেণীর বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলেও, দেশের প্রধান উপজীবিকা যে কৃষি, তদ্বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা প্রদানের বিষয়ে আমরা এতদিন অবজ্ঞাই প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, বিভাগীয় উচ্চ-পদগুলি শিক্ষাগত উচ্চ-যোগ্যতা-বিহীন বিভাগীয় নিম্ন-পদের লোককে প্রমোশন দিয়া অথবা অন্য প্রদেশের কৃষি-কলেজের পাশ করা লোকদের দ্বারা পূর্ণ করিতে হইতেছে। এই উভয় ব্যবস্থাই নিঃসন্দেহে অসন্তোষজনক।

রাজকীয় ভারতীয় কৃষি-কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কৃষিবিভাগের কর্ম্মচারিগণ যে প্রদেশে কার্য্যে নিযুক্ত হন, তাঁহাদের শিক্ষা-জীবনও যদি সেই প্রদেশেই অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে অন্যত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিবেন। এই নীতির উপরই কমিশন সোপারিশ করিয়াছিলেন যে, উচ্চতর কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাপ্রদানের উপযোগী একটি কৃষি-কলেজ বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, যেন এই কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কৃষি-বিভাগের উচ্চতর পদগুলিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। বাঙ্গলায় কৃষি-শিক্ষার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে এরূপ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টও বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন। ঢাকায় একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের (বর্ত্তমান মাননীয় প্রধান মন্ত্রী) এক প্রস্তাব দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে উত্থাপিত হইয়াছিল। অতঃপর কৃষিবিভাগের ভারপ্রাপ্ত আমার পূর্ব্ববর্তী মন্ত্রী ঢাকার মাননীয় নওয়াব বাহাদুর ১৯৩৭ সালে এই প্রস্তাবটি পুনরায় উত্থাপন করেন। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর এই সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন। উক্ত পরিকল্পনায় প্রাথমিক ব্যয়স্বরূপ ৫,৬৬,৪০০৲ (গৃহনির্ম্মাণার্থ ৪,৮৬,০০০৲ ও যন্ত্রপাতির জন্য ৮০,৪০০৲) এবং বার্ষিক পৌনঃপুনিক ব্যয় ৮২,১০০৲ টাকা ধরা হয়। এই পরিকল্পনাকেই উপযুক্ত পরীক্ষা ও সংস্কারের পর যে রূপ দেওয়া হইয়াছে, আজ আমি তাহারই উদ্বোধন করার জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে অনুরোধ করিব। গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় প্রকৃতপক্ষে ৫,১৫,০২৮৲ টাকা পড়িয়াছে এবং যন্ত্রপাতির জন্য ৮০,৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর বেতন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বার্ষিক ৭৮,৮৮০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ঢাকায় কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাজকীয় কৃষি-কমিশন কর্ত্তৃকই সমর্থিত হইয়াছিল। উচ্চ-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মত একটি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায় রহিয়াছে এবং কৃষি সম্পর্কিত কার্য্যকরী শিক্ষার উপযোগী একটি বিরাট কৃষি-ফার্মও এখানে বিদ্যমান। তাহা ছাড়া, ঢাকার আশে পাশে এমন সব জমি রহিয়াছে, যাহার সহিত বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের জমির তুলনা করা চলে। ঢাকার কয়েক মাইল উত্তরেই "টিলা" অঞ্চল—যাহাকে অতি অনায়াসে পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চ ভূমির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। মাত্র এক মাইল পশ্চিমে নদী-বহুল নিম্নভূমি বিদ্যমান; বাঙ্গলার সকল স্থানের নিম্ন অঞ্চলের সহিতই উহার সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই অঞ্চলে বেশী জলের ধান্য জন্মে এবং এখানকার উচ্চভূমি-সমূহ শীতকালীন ফসলের সম্পূর্ণ উপযোগী। শহরের পার্শ্ববর্তী পশ্চিম অঞ্চলে বর্ষার প্লাবনে প্লাবিত এমন জমি রহিয়াছে, যাহা ঢাকার জমির সঙ্গে তাহার গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান এবং যে-অঞ্চলের চাষবাসের পদ্ধতিও ভিন্ন রকমের। পক্ষান্তরে শহরের অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু ও বিলাতী শাকসব্জি জন্মে। কাজেই বলা চলে—ঢাকার এই কৃষি-কলেজ হইতে যেসব ছাত্র পাশ করিবে, তাহারা এই প্রদেশের কৃষির উন্নতি ও কৃষিজীবীদের মঙ্গলের জন্য অনেক কিছু করিতে পারিবে।

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—এখানে এমন উচ্চ শ্রেণীর কৃষি-শিক্ষা দেওয়া হইবে, যেন এখানকার পাশকরা ছাত্ররা জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী ও জেলার পশু-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীরূপে চাকুরীতে নিযুক্ত হইতে পারেন। কলেজের পাঠ্য বিষয় দুই বৎসরে শেষ হইবে এবং প্রত্যেক ক্লাসে ২০ জন করিয়া ছাত্রের স্থান হইবে। যাহাতে ছাত্রগণ জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী ও পশু-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর কাজ যুক্তভাবে সম্পন্ন করিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে বিবেচনা করিয়াই পাঠ্যসূচী বিষয় নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। পরিণামে পশুপালন বিভাগকেও কৃষিবিভাগের সহিত সম্মিলিত করা হইবে—যেন একই কর্ম্মচারী দ্বারা উভয় প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থার ফলে বর্ত্তমানে বিভিন্ন কাজের জন্য দুই রকম কর্ম্মচারী রাখার যে প্রয়োজন, তাহা দূরীভূত হইবে। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রের মধ্যে ১৪ জনকে কৃষি সম্পর্কিত বিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এস-সি পাশ করা ছাত্র হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং বাকী ৬ জনকে বঙ্গীয় পশু-চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী বিজ্ঞানের গ্রাজুয়েটগণ হইতে গ্রহণ করা হইবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি কৃষি-ফ্যাকাল্‌টি খুলিয়া উপযোক্ত ধরণের বি-এস-সি ক্লাস খোলার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং এই কৃষি-কলেজ উক্ত ফ্যাকাল্‌টিরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। কৃষি-কলেজে দুই বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃষি-ফ্যাকাল্‌টির পক্ষ হইতে কৃষি-গ্রাজুয়েটের (ব্যাচেলার অব এগ্রিকালচার) উপাধি প্রদত্ত হইবে। এই ধরণের উপযুক্ত সব কৃষি-গ্রাজুয়েট বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের উচ্চ পদে নিযুক্ত হওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হইলেও, সাধারণতঃ তাঁহাদিগকে জেলা কৃষি-কর্ম্মচারী ও পশু-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীরূপেই নিযুক্ত করা হইবে।

এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদিও প্রধানতঃ কৃষিবিভাগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই এই কলেজে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তথাপি সুযোগ-সুবিধামত বাহিরের ছাত্রদিগকেও ইহাতে ভর্ত্তি করা হইবে। ভারতে কৃষি-গবেষণা সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া স্যার জন রাসেল বলিয়াছেন যে, এদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ কার্য্যকরীভাবে কৃষিকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করে না বিধায় কৃষির ব্যাপারে উন্নততর পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তৃতি হইতেছে না। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কৃষিবিষয়ক গ্রাজুয়েটের চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করা উচিত। কাজেই এরূপ ধরণের ছাত্রদিগকে এই কলেজে সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

এই কলেজের উদ্দেশ্য কি, আমি সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিয়াছি। এই প্রদেশে কৃষির উন্নতি ব্যাপারে এই কলেজ যে বিশেষ সাহায্য করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ম্যাকলীন, কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ ক্লার্ক ও তাঁহার সহকারীগণ এই পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য যে চেষ্টা পাইয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। কলেজের সুন্দর দালানটি নির্ম্মাণ ব্যাপারে সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রাশিয়ান বিমান-বহরের সাফল্য

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের ২২শে জুলাইর এক এশতেহারে বলা হইয়াছে: "২২শে জুলাই রাত্রিতে পুস্কভ, পোলস্ক, নেভেল, স্মোলেনস্ক, নভোগ্রাড ও ভলিনস্কের দিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে।

"সোভিয়েট বিমান বহর শত্রুর যান্ত্রিক সৈন্যদলগুলির বিরুদ্ধে সমানভাবে যুদ্ধ চালাইয়াছে। ২২শে জুলাই তারিখে রাশিয়ান বিমান বহর বিভিন্ন বিমান-যুদ্ধে ১৩ খানা শত্রু প্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে।"

মস্কোতে বিমান আক্রমণ

মস্কো বেতারে রাজধানীর উপর বিমান আক্রমণের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

২২শে জুলাই রাত্রিতে সোভিয়েট রাজধানীর উপর সর্বপ্রথম বিমান আক্রমণের সময় দুইশতাধিক জার্মান প্লেন মস্কোর বহির্ভাগ অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে। জঙ্গী প্লেন ও প্লেন-ধ্বংসী কামানের গোলাগুলী বর্ষণে ১৭ খানা জার্মান প্লেন ভূপাতিত করা হইয়াছে। শহরের কোন কোন স্থানে ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়; কয়েকজন লোকও হতাহত হইয়াছে। কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় নাই।

জার্মানদের দাবী

জার্মান হাইকমাণ্ডের একখানি এশতেহারে ২২শে জুলাই বলা হইয়াছে যে, জার্মান বাহিনীর অভিযানের ফলে আত্মরক্ষায় নিযুক্ত সোভিয়েট বাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র পূর্ব রণাঙ্গনে অবিরাম গতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত সোভিয়েট সৈন্যদিগকে পরাজিত ও বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইতেছে। উন্মুক্ত শহর বুখারেষ্ট ও হেলসিঙ্কীতে সোভিয়েট বিমানাক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে জার্মান বিমানপোত প্রথম মস্কোতে হানা দিয়াছিল। সামরিক ঘাঁটির গোলাগুলী কারখানা ও অন্যান্য স্থানে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। ক্রেমলিনের নিকট মস্কো শহরে সমানভাবে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে বহু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। হাইকমাণ্ড ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিল্ডিং এবং একটি কারখানা ধ্বংস ও গুরুতর জখম করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শক্তির বিমান-উৎপাদন ক্ষমতা

নিউইয়র্কের মার্কিন পত্রিকা "বেনিফিটে" প্রতিদিনে বিমানপোত উৎপাদনের নিম্নলিখিতরূপ মাসিক হিসাব গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে:—

জার্মানী ২৫, রুশিয়া ২০, বৃটেন ১৮, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৫, জাপান ৩, ইটালিতে কেবলমাত্র এরোপ্লেনের অংশ। এই হিসাবে দেখা যায়, বৃটেন ও আমেরিকার বিমানপোত উৎপাদন জার্মানীর তুলনায় শতকরা ৩২ ভাগ বাড়িয়াছে; আর রুশিয়ার উৎপাদনও জার্মানীর তুলনায় সামান্য কিছু কম। বৃটিশ ডোমিনিয়নসমূহ ও জার্মান বর্জিত ইউরোপের এরোপ্লেন উৎপাদন উক্ত পত্রিকার মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলির তুলনায় নগণ্য এবং ধর্তব্যের মধ্যেই নহে।

মস্কোর উপর দ্বিতীয় বিমান-আক্রমণ

জার্মান সরকারী সংবাদ এজেন্সীর এক খবরে বলা হইয়াছে যে, ২২শে জুলাই শক্তিশালী জার্মান বিমান-বহর মস্কোর উপর দ্বিতীয়বার হানা দিয়া গুরুত্বপূর্ণ সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

জার্মানী কি বিষবাষ্প ব্যবহার করিবে?

একখানি অতিরিক্ত সোভিয়েট এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১৫ই জুলাই পীটোভের পূর্ব দিকে সংঘর্ষে যে সমস্ত দলিল-পত্র হস্তগত করা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাপকভাবে বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কিত নির্দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জার্মানরা ব্লিৎসক্রীগের ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ব্যাপকভাবে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতেছে।

স্মোলেনস্ক রাশিয়ানদের অধিকারে আছে

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, স্মোলেনস্ক সব সময়ই রাশিয়ানদের অধিকারে ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

একটি নিরপেক্ষ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা স্মোলেনস্কের পূর্ব দিকে তীব্র পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। ইউক্রাইন সম্পর্কে সর্বশেষ রাশিয়ান এশতেহারে ও জার্মান রেডিয়ো মারফতে বলা হইয়াছে যে, কীয়েভের ৮০ মাইল পশ্চিমবর্তী স্থানে সংগ্রাম চলিতেছে।

ইউক্রাইনে জার্মান সাফল্যের দাবী

একখানি জার্মান এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ইউক্রাইনে জার্মান, রুমানিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান ও শ্লোভাক সৈন্যবাহিনী অবিরাম গতিতে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব রণাঙ্গনের অন্যান্য অঞ্চলে ছোট ও বড় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করা হইতেছে। ফিনিস রণক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান অগ্রসর হইতেছে।

একখানা শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত

২১শে জুলাই সকাল বেলায় ও অপরাহ্নে ব্লেনহিম বোমারু প্লেনগুলি ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের উপকূলে শত্রু জাহাজের সন্ধানে বহির্গত হইয়া শত্রুর একখানা উপকূলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত ও আর একখানা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

আরও কতকগুলি ব্লেনহিম বোমারু প্লেন বহুসংখ্যক জঙ্গীপ্লেনের প্রহরায় অগ্রসর হইয়া অপরাহ্নের প্রথম ভাগে কার্টিওয়েলের নিকটে সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর বোমাবর্ষণ করে। বৃটিশ জঙ্গী প্লেনগুলি পাঁচখানি শত্রুপ্লেন বিধ্বস্ত করিয়াছে।

নাৎসীদলে ভাঙ্গন

রয়টারের সংবাদদাতা ইউরোপের কোনও স্থান হইতে জানাইতেছেন যে, অনেক জার্মান সমরনেতার দৃঢ় ধারণা এই যে, আগামী শরৎকাল পর্যন্ত যদি রুশিয়ার সংগ্রামে জার্মান বাহিনী বিশেষ বড় রকমের কোনও সাফল্য অর্জন করিতে না পারে, তাহা হইলে ঐ সময়ে সেনা-বাহিনী নাৎসী দলের নিকট হইতে জার্মানীর শাসন কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিবে।

জার্মান যান্ত্রিক বাহিনী পর্যুদস্ত

সোভিয়েট ইনফর্মেশন ব্যুরো কর্তৃক ২৩শে জুলাই রাত্রে প্রকাশিত একটি এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে: "পোলোটস্ক-নেভেল, স্মোলেনস্ক এবং জিটোমির ও বেসারাবিয়ান অঞ্চলে গত ২৩শে জুলাই প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। বেসারাবিয়ান রণাঙ্গনের একটি অংশে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী শত্রুপক্ষের একটি যান্ত্রিকবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে। শত্রুপক্ষের ৪ সহস্র গাড়ী, ৩ শত মোটর-সাইকেল, ৩০টি সাঁজোয়া গাড়ী, ২৫টি কামান এবং আরও বহু অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করা হইয়াছে।

হেলসিঙ্কির উপর বিমান আক্রমণ

সরকারী জার্মান সংবাদ এজেন্সীর নিকট হেলসিঙ্কি হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত ২৩শে জুলাই রাত্রে হেলসিঙ্কির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক সময় যাবত বিমান আক্রমণ চলে।

দশখানা শত্রু জাহাজ জলমগ্ন

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বোমারু বিমান-সমূহ শত্রুপক্ষের একটা বন্দরের উপর আক্রমণ চালাইলে দশখানা শত্রু-জাহাজ জলমগ্ন হয়।

স্পেন ও তুরস্কের দিকে জার্মানীর নজর

রয়টারের সামরিক সমালোচক বলেন: "যুদ্ধ আর কেবলমাত্র রুশিয়া, জার্মানী আর ইংলণ্ডে সীমাবদ্ধ নয়, হিটলার ইহা বিশ্ব-সংগ্রামে পরিণত করিতে চলিয়াছেন। জোর গুজব রটিয়াছে যে, শীঘ্রই তিনি আরও দুইটী দেশকে যুদ্ধে জড়ীভূত করিবেন। তিনি শীঘ্রই স্পেন ও তুরস্ক আক্রমণ করিবেন।

জার্মান সেনাপতিগণ পদচ্যুত?

মস্কো বেতারে নিউইয়র্ক হইতে প্রাপ্ত এক খবরের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, জার্মান সেনা-বাহিনীর অভিযানকে অসন্তোষজনকভাবে পরিচালনের জন্য নাৎসী কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ব্রাউশচ এবং সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ফিল্ড-মার্শাল কাইটেলকে অভিযান পরিচালনের দায়িত্ব হইতে নাকি অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

ইউরোপীয় একটি রাষ্ট্রের রাজধানী হইতে নিরপেক্ষ কূটনৈতিক মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আফ্রিকাস্থিত জার্মান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল রোমেলকে সোভিয়েট সীমান্তের সংগ্রামে জেনারেল লিষ্টের সহিত যোগদানের জন্য লিবিয়া হইতে আহ্বান করা হইয়াছে।

জাপ-ভিসি চুক্তির সংবাদ

নিউইয়র্কের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, জাপানী দূতাবাসের মুখপাত্র ইন্দোচীন সম্পর্কে ভিসি ও টোকিয়োর মধ্যে চুক্তির সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

ওয়াশিংটনে এই মর্মে সংবাদ রটিয়াছে যে, চানরুষ থাই প্রতিনিধিগণ সাইগনস্থ বৈদেশিক কন্সাল অফিসগুলিকে নোটিশ দ্বারা জানাইয়াছেন যে ইন্দোচীন উপনিবেশের দক্ষিণ দিকের বন্দরে জাপানকে কতকগুলি নৌ ও সামরিক সুবিধা প্রদান করিয়া ফরাসী-জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া ইন্দোচীন গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে জানাইয়াছে।

ওয়াশিংটনে আরও প্রকাশ, ১৯শে জুলাই তারিখেই এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় অকৃষি ভূমি তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট (১৯৪১)
—মূল্য ৷৷০ আনা (ডাকমাশুল ৵০ আনা)।

বঙ্গীয় ঋণ-সালিসী ম্যানুয়েল (১৯৪১)—
মূল্য ২৲ টাকা (মাশুল ।৵০ আনা)।

বঙ্গীয় মোটর-স্পিরিট বিক্রয়-করের খসড়া নিয়মাবলী (১৯৪১)—মূল্য ৵০ আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১
মূল্য—এক আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের অধীন খসড়া নিয়মাবলী
মূল্য—দুই আনা (মাশুল ৵০ আনা)।

[সবগুলি পুস্তকই ইংরাজীতে লিখিত]

প্রাপ্তিস্থান:
বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ)
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

রাজশাহী—

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত চারঘাট থানার অধীন আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় নিম্নলিখিত পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহে গত জুন মাসে যে পল্লীসংগঠনমূলক কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

বেড়েরবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বেড়েরবাড়ী হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত আধ মাইল লম্বা একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং বেড়ের বাড়ী হইতে আরানী পর্য্যন্ত যে এক মাইল দীর্ঘ রাস্তা গিয়াছে, তাহা সংস্কার করিয়াছে।

হরিপুর ও বেড়েরবাড়ী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি হরিপুর হইতে আরানী পর্য্যন্ত যে তিন মাইল লম্বা একটি পুরাতন রাস্তা আছে তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছে। খোর্দ্দ বাউসা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খোর্দ্দ বাউসা হইতে আরানী পর্য্যন্ত যে পুরাতন রাস্তা গিয়াছে, প্রধান স্থানে স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমিক দ্বারা সংস্কার সাধন করিয়াছে।

চকসিঙ্গা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আধ মাইল লম্বা একটি রাস্তার সংস্কার করিয়াছে এবং কুসুমপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি কুসুমপুর সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে গুপ্তবাড়ী গ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সিকি মাইল মেরামত করিয়াছে।

চক সোনাদহ পল্লী-উন্নয়ন সমিতি উক্ত স্থানের নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে।

গত জুন মাসের ২৮ তারিখে রাজশাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আরানী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি পল্লী-সংগঠন সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় ১,০০০ লোক যোগদান করিয়াছিল। উক্ত ইউনিয়নের অধিবাসিগণ পল্লীসংগঠন এবং নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষাদান-ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ভারত সরকার-প্রদত্ত সাহায্য হইতে ক্রীত কতকগুলি আলো এবং নিরক্ষর বয়স্কদিগের পড়িবার উপযুক্ত কিছু প্রাথমিক পুস্তক উক্ত সভায় বিনামূল্যে বিতরিত হয়।

গত ২৭শে জুন কসবাপুরে আহূত অনুরূপ একটি সভায় সদর মহকুমা হাকিম সভাপতিত্ব করেন এবং পল্লী-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিরক্ষর বয়স্কদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে উৎসাহিত করেন। সম্প্রতি ও গত বৎসর যে সকল রাস্তা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে তৈরী হইয়াছে, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমা হাকিম তৎপর তাহা পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত অফিসারগণ কতকগুলি নৈশ বিদ্যালয়ও (বয়স্ক নিরক্ষরগণের নিমিত্ত) পরিদর্শন করেন। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে সুরু করিয়া যে সকল স্থানের মধ্য দিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন, ইহার আগাগোড়া একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রা পরিচালিত হইয়াছিল।

রাজশাহী থানার অন্তর্গত কুপিপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ভাটপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে একটি পুষ্করিণীর পাড় হইতে জঙ্গল সাফ করিয়াছে, এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং দুইটি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে।

উক্ত ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন সোনাদপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি তিন বিঘা পরিমিত পরিধির দুইটি পুষ্করিণীর পাড় হইতে জঙ্গল সাফ করিয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ পূর্ব্বের মতই কাজ করিয়া চলিয়াছে। বাহিরের কোনো প্রকার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সোনাদহ নৈশ-বিদ্যালয়ের জন্য একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

হুগলী—

বিগত এপ্রিল ও মে মাসে ধনিয়াখালি সার্কেলে পল্লী-উন্নয়নের নিম্নলিখিত কাজ হইয়াছে :—

ধনিয়াখালি থানার দাদপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত শিবির নামক গ্রামে ১½ মাইল লম্বা ও ৬ ফিট প্রশস্ত একটি গ্রাম্য রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে প্রস্তুত করা হইয়াছে। শিবিরগ্রামের পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে ১৫ বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে। দশঘরা ইউনিয়নে শিবির পল্লী-মঙ্গল সমিতির কাজই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিজয়-শিল্ড বিতরণ করেন।

পাণ্ডুয়া ইউনিয়ন বোর্ড কি [illegible] আর একটি বড় পল্লী-সংস্কার সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সভায় বক্তৃতা দিয়া স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। পাণ্ডুয়াতে একটি পল্লী-সংস্কার সমিতি গঠিত হয় এবং সরকারী অফিসারদের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে রাস্তা প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

৫নং—দোকানী

ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের পক্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি একটি গুরুতর চিন্তার বিষয়, কারণ জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় বহু জিনিষ এই অনিশ্চিত বৃষ্টি-পাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু কেরোসিনের নিয়মিত আমদানি সম্বন্ধে কোনই অনিশ্চয়তা নাই।

বার্ম্মা-শেল কেরোসিন আমদানির এরূপ সুব্যবস্থা করিয়াছেন যে এই একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। যদি কোন গ্রামে মাত্র একটি দোকানও থাকে সেখানেও বার্ম্মা-শেল কেরোসিন বিক্রয় হয়। গত দশ বৎসরে প্রমাণিত হইয়াছে, যে যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই প্রচুর পরিমাণে কেরোসিন আমদানি বিষয়ে সুনিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন—তা তিনি সহরেই বাস করুন বা সুদূর পল্লীতে।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

এজেন্টস্‌ঃ (ভারতে সংগঠিত)

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি নিউ দিল্লী

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জার্ম্মাণ সৈন্যের লিবিয়া পরিত্যাগ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, দুই ডিভিশন জার্ম্মাণ সেনা লিবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

জার্ম্মাণ রণতরীর উপর বোমাবর্ষণ

লণ্ডন, ২৫শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ,—জার্ম্মাণ রণতরী "শার্ণহোষ্ট" ব্রেষ্ট হইতে লা-পালিসে যাইতে দেখা যায় এবং রাজকীয় বিমান বহর ২৩শে জুলাই তারিখে সংহারকারী সর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোমার সাহায্যে উহার উপর আক্রমণ চালায়। জাহাজখানার উপর পরপর বোমা পড়িতে দেখা গিয়াছে।

ব্রেষ্টে "নাইসেনো" রণতরীর উপরও প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালানো হয়।

জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশন বিধ্বস্ত

একখানা সোভিয়েট এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২৪শে জুলাই রাত্রে ও দিবাভাগে পেট্রোসাভোডস্ক, পোলতস্ক, পোলোটস্ক-নেভেল, স্মোলেনস্ক ও ঝিটোমির অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতে থাকে। স্মোলেনস্ক অঞ্চলে শত্রুপক্ষের এক বিরাট বাহিনীকে বাধা দানের কালে সোভিয়েট সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত ৫ম জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশনকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে।

সিরিয়ায় সংগ্রামের অবসান

২৫শে জুলাই প্রাতে জেনারেল দ্য গলের বেইরুতে প্রবেশের সহিত সিরিয়ার অভিযান শেষ হইয়াছে। জেনারেল দ্য গল জেনারেল কাত্রোর সহিত যখন এক খোলা মোটরে মোটর-সাইকেল আরোহী একদল রক্ষী-পরিবেষ্টিত হইয়া শহরে প্রবেশ করেন, তখন বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষিত হয়। লোকের বাড়ীর উপর ফরাসী, বৃটিশ ও লেবানিজ পতাকাসমূহ উড়িতেছিল। জেনারেল দ্য গল গ্র্যাণ্ড সেরাইলে সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

ভিসি-জাপান চুক্তির সর্ত্তাবলী

নির্ভরযোগ্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ইন্দোচীন সংক্রান্ত চুক্তিতে নিম্নোক্ত সর্ত্তগুলি স্থান পাইয়াছে:—

(১) জাপান কামরাণ উপসাগর দখল করিবে, (২) জাপান সাইগন বিমান ঘাঁটী দখল করিবে, (৩) ৪০ হাজার জাপ সৈন্যকে ইন্দোচীনে অবস্থান করিতে দিতে হইবে। এই সৈন্যদিগকে আহার্য্য সরবরাহের ব্যবস্থা ইন্দোচীনের করিতে হইবে; মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

আমেরিকা ও বৃটেনে জাপানী সম্পত্তি আটক

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থ সমস্ত জাপানী সম্পদ আটকের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই আদেশ জারীর ফলে কোন জাপানী জাহাজই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট চীনা সম্পদ আটকেরও আদেশ জারী করিয়াছেন।

বৃটেনে সমস্ত জাপানী পুঁজিপাটা আটক করিবার জন্য বৃটেন এক আদেশ জারী করিয়াছে। সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কনষ্টাজার উপর বোমাবর্ষণ

একটি এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ২৫শে জুলাই পোরখোভ, পোলোটস্ক, নেভেল, স্মোলেনস্ক এবং ঝিটোমীর অঞ্চলে যুদ্ধ চলে। উক্ত এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমান বহর কনষ্টাজা বন্দরের উপর বোমা নিক্ষেপ করে। গত ২৫শে জুলাই ২৩টি জার্ম্মাণ প্লেন ভূপাতিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর সাহায্যে ৯০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য

কটাঘিকায় গভর্ণমেণ্টের নিকট স্পেন হইতে প্রেরিত এক কূটনৈতিক নোটে জানানো হইয়াছে যে, রুশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য ৯০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য জার্ম্মাণী যাত্রা করিয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইবে। এই নোটে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিরক্তির উদ্ভব হইয়াছে। প্রাক্তন অর্থসচিব টমাস সোলার (ইনি নিজে স্পেনীয়) "ট্রিবুনা" পত্রিকায় লিখিয়াছেন, "গভর্ণমেণ্টের অবিলম্বেই স্পেনের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। যদি স্পেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহা হইলে ল্যাটিন আমেরিকা নিশ্চয়ই স্পেনের বিরুদ্ধপক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে।"

বার্লিনের উপর বিমান হানা

২৬শে জুলাই লণ্ডনে জানা গিয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহর বার্লিন এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরিক লক্ষ্যস্থলের উপর আক্রমণ চালায়।

রাজকীয় বিমানবহর হ্যানোভার ও হামবুর্গের উপরও প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করে এবং চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু বিমানের একটি ছোট দল বার্লিন আক্রমণ করে।

জাপানে আমেরিকান ও বৃটীশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

জাপান যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপান বৃটিশ সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করিয়াছে।

রুমানিয়ান ইস্তাহার

রুমানিয়ান সেনা বাহিনীর একখানি এশতেহারে দাবী করা হইয়াছে যে, "রাশিয়ানদের নিকট হইতে সমগ্র বেসারাবিয়া পুনরধিকার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে রুমানিয়ান ভূমি উদ্ধারের সংগ্রাম শেষ হইয়াছে। কার্পেথিয়ান হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত সমগ্র সীমান্ত আবার রুমানিয়ার অধিকারে আসিয়াছে। রুমানিয়ার উন্নতি, শৃঙ্খলা ও সভ্যতার নিরাপত্তার জন্য এখনও সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মাণ-রুমানিয়ান সেনাবাহিনী নীষ্টার ছাড়াইয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

ভূমধ্য-সাগরে নৌ-যুদ্ধ

নৌ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের সাম্প্রতিক অভিযানে ডেষ্ট্রয়ার "ফিয়ারলেস" বিধ্বস্ত হওয়া ছাড়া একখানি ক্রুজার এবং আর একখানি ডেষ্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বারখানি শত্রু বিমানপোত বিধ্বস্ত এবং আরো চারিখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ একখানি শত্রু সাবমেরিণও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ইন্দোচীনে জাপানী সেনাদলের উপস্থিতি

ইন্দোচীনের রাজধানী সাইগন হইতে ২৭শে জুলাই প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব্বদিন সাইগনে সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি জাপানী বোমারু বিমান এবং সাঁজোয়া গাড়ী আসিয়া পৌঁছিয়াছে; তবে উহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

বেসরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, জাপানীগণ হংকং হইতে সমস্ত জাপানী জাহাজ অপসরণ করিয়া লইতেছে।

দুইটি জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশন নিশ্চিহ্ন

মস্কোর এক ইস্তাহারে ২৭শে জুলাই বলা হইয়াছে যে, স্মোলেনস্ক এবং ঝিটোমীরের দিকে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে।

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো হইতে নিম্নলিখিত ইস্তাহারটিও প্রচারিত হইয়াছে:—

২৬শে জুলাই রাশিয়ান সেনাবাহিনী পোরকভ, নেভেল, স্মোলেনস্ক ও ঝিটোমীর-এর দিকে তুমুল আক্রমণ চালাইতে থাকে। রণাঙ্গনে সেনাবাহিনীর অবস্থানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্মোলেনস্কের দিকে সংঘর্ষকালে সোভিয়েট সৈন্যদল শত্রুপক্ষীয় দুইটি পদাতিক ডিভিশন ধ্বংস করে।

মস্কো রেডিও দাবী করিতেছে যে, তিন দিনব্যাপী সংগ্রামের পর প্রচুর ক্ষতিসহ একটি পূর্ণ জার্ম্মাণ যান্ত্রিক ডিভিশন বিনষ্ট হইয়াছে।

তব্রুকে ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্ব

মধ্য-প্রাচ্যের এশতেহারে ভারতীয় চহলদার বাহিনীর আর একটি সাফল্যজনক অভিযানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, একটি ভারতীয় বাহিনী তব্রুক হইতে অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত সাফল্যজনকভাবে অভিযান চালাইয়াছিল। এই চহলদার বাহিনী তৎপরতার সহিত পর পর চারিটি শত্রু ঘাঁটির পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিয়াছিল। শত্রুরা এই অতর্কিত আক্রমণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। একটি ঘাঁটিতে সঙ্গীনের সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়া শত্রুদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময় শত্রুপক্ষকে প্রভূত ক্ষতিও স্বীকার করিতে হইয়াছে।

১০৪ খানি নাৎসী প্লেন ভূপাতিত

রাশিয়ান বিমান বহর স্থলসৈন্যদের সহযোগিতায় শত্রুসৈন্যবাহিনী আক্রমণ করিয়াছিল এবং শত্রুর বিমান-ঘাঁটির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল। ১০৪ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত ধ্বংস হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বৃটিশ নৌ-বাহিনীর ডেষ্ট্রয়ার "সিকিং"। জার্ম্মাণ ডুবো-জাহাজের বিরুদ্ধে ইহার অভিযান বিরাটভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় সালিশী-বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

জেলা—ফরিদপুর

ছিরণ ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫৭ নং মামলায় ২নং ঋণের পরিমাণ ২৫০৲ টাকা। বেনেফিট বর্গো' বে ঋণ করা হয়। মহাজন ১৩৩২ সন হইতে খাতকের জমি ভোগ দখল করিয়াছে বলিয়া বোর্ড হিসাব করিয়া দেখে যে ৬৪৫৲ টাকা ইতি-মধ্যেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং খাতককে আসল ২৫০৲এর মধ্যে কোন অর্থই প্রদান করিতে হয় নাই।

পাটপতি ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৯৯ নং মোকদ্দমায় বেনেফিট বর্গো' বে খাতক আব্দুল করিম মোল্লা আব্দুর রহিম শেখের নিকট হইতে ১৯২৭ সালে ৩০০৲ টাকা ধার গ্রহণ করে। হিসাব নিকাশের সময় বোর্ড দেখিতে পায় যে জমি হইতে মহাজন ৬০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর বোর্ড স্থির করে যে খাতকের আর কোন ঋণ নাই। এইভাবে খাতক ৬০০৲ টাকার ঋণমুক্ত হয়।

উক্ত খাতক বেনেফিট বর্গো'র বলে করিমুন্নেসা নামক এক মহাজনের নিকট হইতে ২৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের হিসাব নিকাশের সময় বোর্ড দেখিতে পায় যে মহাজন জমি হইতে ৫০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে।

উক্ত খাতকই পুনরায় করিমুন্নেসার নিকট হইতে বেনেফিট খতের বলে ১৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৫০৲ টাকা সাব্যস্ত করে। কিন্তু খাতকের জমি হইতে মহাজন ১৫০৲ টাকা ইতিপূর্ব্বেই ভোগ করিয়াছিল বলিয়া ঋণের পরিমাণ ২৮৲ টাকা বলিয়া মীমাংসা হয় এবং উক্ত অর্থ ৭টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে স্থির হয়।

জেলা—দিনাজপুর

পত্নিরাজপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৩০ নং মামলায় মহাজন রাইগঞ্জ ধন-ভাণ্ডার লিঃ বর্গো'র খতের বলে ২,৪০০৲ টাকা, সাধারণ খতের বলে ১৪০/০ সুদ হিসাবে ৪৫।/০ এবং একুনে ২,৭৮৫।৶০ খাতক নসিরউদ্দীন সরকার ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে দাবী জানায়। ঋণের হিসাব দেখিতে গিয়া বোর্ড জানিতে পারে যে, খাতক প্রথমে ১২৮ বিঘা জমি বর্গো'র দিয়া ১,২০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। যখন ইহার উপর সুদ জমিল তখন মহাজন খাতককে দিয়া ২১১৲ টাকার একটি সাধারণ খত লিখিয়া লয় এবং উক্ত টাকা উদ্ধারের নিমিত্ত সিভিল কোর্টে নালিশ করিয়া ৩৪৫৲ টাকা এক আনা ডিক্রী লাভ করে। অতঃপর বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, মহাজন বাকি তাহার জন্য উক্ত বর্গো'র জমির ৭০ বিঘা জমি নিলামে উঠায় এবং মহাজন নিজে ৪৫৯৮১০ দিয়া উহা ক্রয় করিয়া রাখে। খাতক এ অভিযোগও জানায় যে, মহাজন এতদ্ব্যতীত তাহার নিকট হইতে ৬৭৲ টাকা গ্রহণ করে কিন্তু খতের পশ্চাতে তাহা উশুল দেয় না এবং কোন প্রকার রসিদও দেয় না।

প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২,২৩৫৸১০ সাব্যস্ত করে। কিন্তু মহাজন ইতিপূর্ব্বেই ২,৪০০৲ টাকা মূল্যের ৭০ বিঘা জমি কিনিয়া লইয়াছে বলিয়া তাহার সমস্ত দাবী দাওয়া ত্যাগ করিতে অনুরোধ করে। এস্থলে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, মহাজন বোর্ডের অনুরোধক্রমে সমস্ত দাবী দাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

জেলা—২৪-পরগণা

শেরপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬৯ নং মামলায় খাতক বিশ্বেশ্বর হালদার এবং অন্যান্যের নিকট মহাজন শশীভূষণ মোহন মাইতির দাবীর পরিমাণ ছিল ৭০০৲ টাকা। বর্গো'র খতের বলে ১৩৩২ সালে খাতক উক্ত ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩৫০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে; কিন্তু খাতকের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া পরে ঋণের পরিমাণ ১৭৫৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। মহাজনও পাঁচটি সম-সংখ্যক বার্ষিক কিস্তিতে উক্ত টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এতদ্ব্যতীত মহাজন সমস্ত বর্গো'র সম্পত্তি খাতককে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

বসিরহাট সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৪৩ নং মামলায় খাতক আবদুল্লা শেখ এবং মহাজন সুরেন্দ্রনাথ সিকদার।

১৯১৯ সালে খাতক মহাজনের নিকট হইতে শতকরা ৩৭½ সুদে ২০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে মহাজন ১৪০৲ টাকা পায় এবং উক্ত বৎসরই খত বদলাইয়া ৯০০৲ টাকার খত লিখিয়া দেওয়া হয়। এই নূতন খত তৈরী করার পর খাতক মহাজনকে ৪৭০৲ টাকা নগদ প্রদান করিয়াছে। ১৯৪১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে খাতক বসিরহাট স্পেশ্যাল বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। তৎপর উক্ত মামলা বসিরহাট সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। মহাজন তাহার দাবীর পরিমাণ ১,২৩৪৲ টাকা বলিয়া জানায়। বোর্ড এই মামলার মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই উভয় দল একযোগে একটি আপোষ-পত্র দাখিল করে; তাহাতে বলা হয় যে, খাতক মহাজনকে ৩০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত আছে এবং উক্ত অর্থ বার্ষিক ১৫৲ টাকা করিয়া বিশ বৎসরে পরিশোধ করা হইবে। বোর্ড উক্ত আপোষ-পত্র মঞ্জুর করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিতে সম্মত আছে। ১,২৩৪৲ টাকার দাবী এইভাবে মিটানো সত্যই বোর্ডের পক্ষে প্রশংসার কথা; কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাও দেখিতে হইবে যে, মহাজন ২০০৲ টাকা ঋণের জন্য ৬১০৲ টাকা দাবী করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহার দাবীর পরিমাণ আসল ঋণের তিন গুণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যদি এই অর্থের সঙ্গে আরও ৩০০৲ টাকা যোগ করা যায়, তবে ইহার পরিমাণ আসল ঋণের পাঁচগুণ দাঁড়ায়, এইজন্য স্পেশ্যাল অফিসার এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বোর্ডকে আপোষ-পত্র নামঞ্জুর করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে এই মামলার নিষ্পত্তির জন্য সংশোধিত আইনের ৪৪ (ক) ধারা অনুযায়ী নূতন করিয়া শুরু করা হইয়াছে।

জেলা—মেদিনীপুর।

খাড়গ্রাম স্পেশ্যাল ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৭০৫নং মামলায় মহাজন (১) কালিপদ দাস ও অন্যান্য এবং (২) রজনী কান্ত মোল্লা এবং খাতক দুর্গাচরণ মাইতি এবং অন্যান্য।

এই মামলায় খাতক প্রথমে ১৯২৭ সালে প্রথম মহাজনের নিকট হইতে ৪০ আড়া ধান ঋণ গ্রহণ করে; কিন্তু তাহা পরিশোধ করিতে না পারিয়া খাতক প্রথম খত পরিবর্ত্তন করিয়া ১৯২৭ সনে ১২০ আড়া ধান আসল বলিয়া লিখিয়া দেয়। ইহার পর কয়েক বৎসর বাদে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া ১৯৩৬ সালে তৃতীয় বার খত বদলাইয়া দেয়। এই সময় মহাজনের জাতীয় শাশুড়ী দেবীর নামে খত লেখা হয় এবং তাহাতে বলা হয় যে, উক্ত শাশুড়ী দেবীর নিকট হইতে আসল হিসাবে ২৯৯৲ টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই খতে একথাও লিখিত হয় যে, দ্বিতীয় খতের প্রাপ্যের মধ্যে খাতকগণ আংশিক ভাবে ১২০ আড়া ধান পরিশোধ করিয়াছে। মহাজনগণ খাতকের পূর্ব্ব দলিল কোর্টে দাখিল করে, সেজন্য বোর্ড যথেষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু মহাজন-গণ উহা অস্বীকার করে এবং ক্রমাগত অনুপস্থিত হইতে থাকে।

বোর্ড স্থির করে যে ৪০ আড়া ধান হইতেছে আসল ঋণ এবং যেহেতু মহাজনগণ ১২০ আড়া ধান গ্রহণ করিয়াছে তদনুসারে আসল ঋণের দ্বিগুণ পরিশোধ করা হইয়াছে এবং খাতকের কোন ঋণ থাকিতে পারে না। তৃতীয় খত বোর্ড আর গ্রাহ্য করে নাই।

উক্ত খাতকগণ ২নং মহাজনের নিকট হইতে ৩০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং এই ব্যাপারে মহাজনকে দুইটি পৃথক খত দেওয়া হয় এবং সুদের পরিবর্ত্তে ২১ বিঘা জমি বর্গো'র দেওয়া হয়। মহাজন পাঁচ বৎসর কাল জমি ভোগদখল করে।

বোর্ড সুদ আসলে দাবীর পরিমাণ ৪৬২৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল জমি হইতে মহাজন ১,০৩৬৲ টাকা লাভ করিয়াছে। আসল ঋণ হইতে মহাজন দ্বিগুণেরও বেশী লাভ করিয়াছে বলিয়া খাতকের কোন ঋণ নাই বলিয়া বোর্ড ধার্য্য করে।

অতঃপর মহাজনের তরফ হইতে আপিলেট অফিসারের নিকট আপিল করা হয় কিন্তু সেখানেও বোর্ডের মীমাংসাই সাব্যস্ত বলিয়া গৃহীত হয়। তৎপর মেদিনীপুরের জেলা জজের নিকট আপিল করা হইলে তিনিও বোর্ডের মীমাংসা বহাল রাখেন।

আমকোপা ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ২১নং মামলায় এই মর্ম্মে ছয় শত টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল যে, মহাজন ২১ বৎসর মধ্যে জমি ভোগদখল করিবে এবং তাহার ফলে ঋণ ও সুদ শোধ হইয়া যাইবে। খতে একথাও লিখিত ছিল যে, খাতককে এই সাত বিঘা জমির বার্ষিক খাজনা ১৩।৶০ করিয়া দিতে হইবে না। বোর্ড নিম্নলিখিতরূপে উক্ত মামলার মীমাংসা করে:—

২১ বৎসর জমি ভোগদখল করার প্রস্তাব হ্রাস করিয়া ১৫ বৎসর করা হয়। মহাজন ইতিমধ্যে তের বৎসর জমি ভোগদখল করিয়াছে; তজ্জন্য ছয় শত টাকার মধ্যে ৫২০৲ টাকা বাদ দিয়া বাদবাকি ঋণের পরিমাণ ৮০৲ টাকা সাব্যস্ত করা হয়। পরে খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এই ৮০৲ টাকার পরিমাণ কমাইয়া ৪৮৲ টাকায় মীমাংসা করা হইল এবং ১২৲ টাকা করিয়া চারিটি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হইল। বর্গো'র করা সম্পত্তি মহাজন পুনরায় খাতককে প্রত্যর্পণ করিল এবং সেই হইতে উহা খাতকের অধিকারে আছে।

জেলা—বগুড়া

১৯৩৯ সালের ১৮৯৯নং মামলায় গোবিন্দপুর গোল আলিম খাতক আবু প্রামানিকের নিকট ১,১৩৯৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৮২২৲ টাকা সাব্যস্ত করে এবং পরে উহা ১৬২৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

বুয়েনস আয়ার্স হইতে "ডেলী টেলীগ্রাফের" সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন—

আর্জেণ্টিনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শাসিত জেনারেল জুয়ান ব্যাটিস মোলিনাসকে ফেডারেল কোর্ট তাঁহার বিপ্লবাত্মক কার্য্যাবলীর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য তলব করিয়াছেন। আর্জেণ্টাইনের নাৎসী সংবাদপত্র "এল প্যাম্পেরো"র সম্পাদক সিনর গোবোটিকোপার নিকট হইতেও অনুরূপ কৈফিয়ৎ তলব করা হইবে।

বন্যা ও ঘূর্ণিবাত্যা বিপন্ন জনগণের সাহায্য ব্যবস্থা

মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর বিবৃতি

মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দ্দী বিগত ২৮ই জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

বন্যা, ঝঞ্ঝাবাত্যা ও বান-বিধ্বস্ত স্থানসমূহের কোন কোন অঞ্চল আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি। অনেক স্থানে এই দুর্দ্দশা এমন ব্যাপক ও বিপুল হইয়াছে যে, স্বয়ং না দেখিলে ক্ষতির পরিমাণ উপলব্ধি করা দুষ্কর। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বৃষ্টিপাত হওয়ায় রবি শস্য ও মরিচের আবাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ইহাই ছিল এই অঞ্চলের অর্থকরী ফসল। অনেক স্থলে আউস ধান্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং নীচু অঞ্চলে আউস ও আমন উভয় ফসলই নষ্ট হইয়াছে। পাটের আবাদ পূর্ব্ব বৎসরের আবাদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র করা হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে দুই চারিটি ক্ষুদ্র পাটগাছ দেখা যায়, কিন্তু সেগুলিও কাজে লাগাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। নোয়াখালীতে কয়েক একর মাত্র আছে বলা যাইতে পারে; ভোলা মহকুমার সমস্ত অঞ্চলের পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং গোয়ালন্দীতে আর আমন ফসলের বেশী আশা করা যায় না; ময়মনসিংহ জেলার বিরাট পাট-আবাদী অঞ্চল ও ত্রিপুরার সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা অঞ্চল বন্যাহেতু এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে, তথাকার পাটের আবাদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে-সব অঞ্চলে পাট নষ্ট হয় নাই তথাকার পাটের উচ্চ মূল্য দিলেও চাষীদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করা যাইবে না। ঝঞ্ঝাবাত্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে লোকেরা অতি সাধারণ রকমের আশ্রয়স্থল পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। মৃত মানুষ ও পশুর হিসাব ছাড়াও শুধু জমিজমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা। অনেক লোকে অনুমান করে যে, এই ক্ষতির পরিমাণ ৫০ পঞ্চাশ কোটি টাকা হইবে। কৃষিঋণ ও খয়রাতী সাহায্য অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে বিতরণ করা হইতেছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত লোকের অভাব অপরিসীম এবং আমরা এই সমস্যার মাত্র প্রাথমিক কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাহায্যের কার্য্য কয়েক মাস পর্য্যন্ত চালাইতে হইবে। আমার মনে হয় যে, লোকের শোচনীয় দুরবস্থার কথা সাহায্য করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ হয়ত ইহাই যে, লোকের শোচনীয় অবস্থা এবং তাহাদের অভাব ও প্রয়োজনের যথাযথ অবস্থা কথায় বর্ণনা করা যায় না। যাহারা চাউল, কাপড় ও টাকা দিয়া সাহায্য করিবার সামর্থ্য রাখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁহারা যেন যথাসাধ্য সাহায্য প্রেরণ করেন। অনেক সাহায্য-প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে এবং স্থানে স্থানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণও রিলিফ কমিটি খুলিয়াছেন। এই সমস্ত কমিটির মধ্যস্থতায় নিতান্ত অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে সাহায্য বিতরণ করা হয়। সাহায্য যত শীঘ্র প্রেরিত হইবে, তত বেশী উপকারে আসিবে। "আমাকে একটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতার উল্লেখ করিতে হয়—সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে এই সর্ব্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ অতি তীব্রভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। আমি একথা বলিতে আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, হিন্দু মহাসভা সাহায্য কমিটি ব্যতীত বিভিন্ন সাহায্য কমিটি (মুসলিম লীগ সাহায্য কমিটি তাহাদের অন্যতম) সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাহায্য বিতরণ করিতেছে। বিশেষভাবে মুসলিম লিগ সাহায্য কমিটিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সাহায্য বিতরণ করে এবং এই কমিটি যদি অভাবগ্রস্ত লোক অমুসলমান বলিয়া সাহায্য করিতে বিরত হইত, তাহা হইলে আমিই সর্ব্বাগ্রে এই কমিটির কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে বলিতাম। দুঃখের বিষয়, হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি অন্য পথ অনুসরণ করিতেছে এবং আমি তাহাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, দান ও সাহায্যের ব্যাপারে তাহারা যেন অনুদার নীতি পরিত্যাগ করেন। জনহিতকর ও উদার মনোবৃত্তির অপপ্রয়োগের কথা ছাড়িয়া দিলেও হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটি, সাহায্য বিতরণে এরূপ ভেদাত্মক নীতি অনুসরণ দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিদ্বেষ ও অপ্রীতির বীজ বপন করিতেছে, এবং পল্লীজীবনকে স্থায়ীভাবে বিষাক্ত করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপ ভেদাত্মক নীতি দ্বারা হিন্দু মহাসভা উহার গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে কি না, তাহা আমার বিবেচনার বিষয় নহে; এই নীতির যে প্রভাব সমাজে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ইহাতে সম্প্রদায়ে যে বিরোধ ও বিচ্ছেদের ভাব জাগাইয়া দিবে, সেইটাই আমি চিন্তা করি। বাঙলাদেশের কল্যাণ সাধনে আমরা যেমন আগ্রহশীল আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিষ্ঠানটিও সেইরূপ আগ্রহশীল। আমি এই প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানাইতেছি যে, যতশীঘ্র সম্ভব উহা যেন নীতি পরিবর্ত্তন করে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই বিষ এখনও সমাজদেহে গভীরভাবে প্রবেশ করে নাই। এ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠান যে সাহায্য বিতরণ করিয়াছে তাহার পরিমাণ বেশী নয়, তথাপি উহার মন্দ প্রভাব জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, যাহারা চরম দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে, বেশ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে।

আমেরিকার প্রতি গোয়েবলসের উষ্মা

আইসল্যাণ্ড দখলে অসন্তোষ

গোয়েবলস্ আমেরিকার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইতেছে। তাহার রেডিওর প্রচার কর্ম্মীরা আমেরিকা সম্পর্কে রীতিমত বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রচারকার্য্যের ধরণ দেখিয়া মনে হয়, আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়া পড়িয়াছে—ইহা তাহারা ধরিয়া লইয়াছে। সেদিন একজন রেডিওতে আমেরিকা কর্ত্তৃক আইসল্যাণ্ড দখলের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছে, "জার্ম্মাণী যখন সমস্ত পৃথিবীর শত্রু বাহিনীর সহিত লড়িতেছে, রুজভেল্ট ও তাহার উজীর নাজির সেই সময়েই জার্ম্মাণীকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত করিয়াছে।"

গো-মহিষের বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় গো-মহিষাদির নিম্নোক্ত বাজার দর ছিল বলিয়া বাঙ্গলার সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইয়াছেন :—

১৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হয়, সে সপ্তাহে ২৬৪টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২০২টি আসে। ঐ সময় পাঞ্জাব হইতে ২১১টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৫৩২টি মহিষও আমদানী হয়।

গাভী ও মহিষের বাজার দর যথাক্রমে ৮৫৲—১২০৲ এবং ১৪৮৲—১৯০৲ ছিল। এক একটি গাভী ও মহিষ যথাক্রমে /৫—/৮ সের এবং ১০—১২ সের দুধ দেয়।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

সোভিয়েট বিমানবহর কনষ্টাঞ্জার তৈলখনিসমূহের উপরও আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং উপকূল রক্ষার নিযুক্ত একখানি ফিনিশ রণতরীর উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছিল।

বাল্টিকে জার্ম্মাণদের বিরাট ক্ষতি

২৭শে তারিখে সোভিয়েট বিমানবহর এবং লাল পতাকা সুশোভিত বাল্টিক নৌবহরের রণতরীসমূহ শত্রুপক্ষের দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার, একখানি সাবমেরিণ, তৈল বোঝাই দুইখানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং উপকূলরক্ষী একখানি জাহাজকে অকেজো করিয়া ফেলিয়াছে।

জার্ম্মাণদের দাবী

একখানি জার্ম্মাণ এপ্তেহারে ২৯শে জুলাই দাবী করা হইয়াছে যে, স্মোলেনস্কের সংগ্রামের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং পরিবেষ্টিত সোভিয়েট বাহিনীকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহা সবই ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইউক্রাইন ও ফিনিশ রণক্ষেত্রেও আরও সাফল্যের দাবী করা হইয়াছে।

লণ্ডনে আবার শত্রু-বিমানের হানা

২৮শে জুলাই প্রাতঃকালে বিমান সচিবের দপ্তরখানা হইতে প্রকাশিত এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে লণ্ডন ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইংলণ্ডের উপর শত্রু-বিমান বাহিনীর খানিকটা কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

স্বল্পসংখ্যক শত্রু বিমানপোত মেট্রোপলিটান এলাকায় বোমাবর্ষণ করিয়াছিল। খানিকটা ক্ষতি ও কয়েক ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

হানয়ে ১৯০ খানা জাপানী সামরিক লরী

টোকিয়ো ও ভিসির মধ্যে চুক্তির আনুপূর্ব্বিক বিবরণী এখন পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। হানয়ে ইতিমধ্যেই ১৯০ খানা সামরিক লরী পৌঁছিয়াছে; এইগুলির সাহায্যে দক্ষিণ ইন্দোচীনে ৯টী ঘাঁটিতে জাপ সৈন্যগণ প্রেরিত হইবে।

আবিসিনিয়ার শেষ ইটালীয় বাহিনীর দুর্দ্দশা

আবিসিনিয়ার সর্ব্বশেষ ইটালীয় বাহিনীকে (দশ হাজার ইটালীয় ও দেশীয় সৈন্য) সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও করিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহাদের নিকট নূতন সৈন্য অথবা রসদ পৌঁছিবার আর কোন উপায় নাই। সরবরাহ অভাবে আত্মসমর্পণে বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ঘেরাও করিয়া রাখা হইবে।

ফুটবল ! (ব্লাডার সহ।) স র্বো ৎ কৃ ষ্ট

ফুটবল !! (ব্লাডার সহ।) সু গো ল টেঁ ক স ই

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ১	১	৪	১	৮	[illegible]	১	৪
[illegible] নং ২	১	১৪	২	৪	[illegible]	৪	৮
[illegible] নং ৩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৩	...	[illegible]	৮		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৪	...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৫	...	১১	[illegible]		[illegible] নং ১	[illegible]	১০
[illegible] নং ৩	...	[illegible]	৮		[illegible] নং ২	[illegible]	১২
[illegible] নং ৪	...	[illegible]	[illegible]		[illegible] নং ৩	[illegible]	১৪
[illegible] নং ৫	...	১০	[illegible]		[illegible] নং ৪	১	[illegible]
[illegible] নং ৫	...	১৩	[illegible]		[illegible] নং ৫	[illegible]	[illegible]

মোহন ব্রাদার্স, লিঃ
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সরকার কর্তৃক সম্পত্তি হস্তগত করণ

ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিয়মকানুন

ভারতরক্ষা আইনের ১৯নং রুলে লিখিত হইয়াছে যে, যখন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অথবা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কোন সম্পত্তি তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে বা আয়ত্বে আনয়ন করেন, কিম্বা কাজে লাগাইতে দাবী করেন বা ব্যবহারে আনেন, কিম্বা ঐ সম্পত্তি স্থানান্তরিত, ধ্বংস বা বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত করা হয়, ঐ সম্পত্তির মালিকের যে ক্ষতি হইবে তজ্জন্য এই রুলের বিধানমতে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ ঐ মালিককে দেওয়া হইবে। উক্ত রুলের এবং প্রকরণে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রচার করিয়া ঐ সমুদয় সর্তের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, সমুদয় সর্ত ক্ষতিপূরণের দাবী বিবেচনা করিবার কিম্বা তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি, দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার সময় স্থির করিবেন।

বাঙলা দেশে উক্ত রুলের বিধানমতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বেলায় কি নিয়ম প্রয়োগ করা হইবে, সে সম্বন্ধে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার উদ্ভব হওয়া মাত্রই ক্ষতিপূরণের লিখিত দাবী কালেক্টরের নিকট পেশ করিতে হইবে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট উক্ত রুলের ৪৯, ৭৬, ৭৮, ৭৯নং রুলমতে আদেশ প্রচার করিয়া কোন সম্পত্তি কর্তৃত্বাধীনে বা আয়ত্বে আনিলে কিম্বা ঐ সম্পত্তি কাজে লাগাইবার দাবী করিলে বা ব্যবহারে আনিলে কিম্বা ঐ সম্পত্তি স্থানান্তরিত, ধ্বংস বা ব্যবহারের অযোগ্য করিলে ঐ সম্পত্তির মালিক ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ আপোষে স্থিরীকৃত হইলে যদি এরূপ চুক্তি হয় যে, মালিককে ঐ সম্পত্তি বিশেষ-ভাবে উল্লিখিত সংস্কার বা মেরামত করিয়া ফেরৎ দিতে হইবে এবং ঐ সম্পত্তি যদি উক্তরূপ সংস্কার বা মেরামত না করিয়া ফেরৎ দেওয়া হয়, তাহা হইলে সম্পত্তি মালিককে ফেরৎ দেওয়ার পর যথাসম্ভব কালবিলম্ব না করিয়া কালেক্টরের নিকট লিখিত ক্ষতিপূরণের দাবী পেশ করিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণের দাবীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করিতে হইবে, কি ভাবে দাবীর উদ্ভব হইল, দাবীকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং ঐ পরিমাণ টাকার দাবী করিবার হেতু।

কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে সম্পত্তির মালিক ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকিলে ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে যদি কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করা হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এমন একজন ব্যক্তিকে সালিশ বা মধ্যস্থ নিয়োগ করিবেন, যিনি বিরোধীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তিনি উক্ত আদেশের ৬ এবং ৭নং প্যারাগ্রাফের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং এই ব্যাপারের সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, যদি ঐ সম্পত্তির মালিককে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন এবং লিখিত নিষ্পত্তিপত্র দিবেন। এরূপ দাবী সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে।

ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবার সময় একথা বিবেচনা করিতে হইবে যে, ৪৯, ৭৬, ৭৮ এবং ৭৯নং রুলের বিধানমতে প্রদত্ত আদেশ কার্য্যকরী হওয়ার দরুণ কোন ক্ষতিপূরণের দাবী করা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবী করা হইতেছে তাহার মালিকের কোন বাস্তব আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহার জন্য এই ক্ষতিপূরণের দাবীর উদ্ভব হইয়াছে এবং ঐ বিশেষ ব্যাপারে ঐ সম্পত্তির মালিক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে সাহায্য প্রদান

[দ্বিতীয় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ঢাকা কৃষি-কলেজের উদ্বোধন

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর বক্তৃতা

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মিঃ হগসাও ও এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি, সি, দাশগুপ্ত যে সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারাও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমি আশা করি, কলেজের কার্য্য পরিচালনায় ও উহার উন্নতি বিধানে অধ্যাপক-মণ্ডলীর উৎসাহ খর্ব্বিত হইবে না এবং অধ্যাপকমণ্ডলী ও ছাত্রদের চেষ্টায় দিন দিনই এই প্রতিষ্ঠানটি যোগ্যতার দিক দিয়া এতটা উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ বলিয়া এই কলেজটি অচিরেই গণ্য হইতে সমর্থ হইবে। আমি প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

আমার বক্তব্য শেষ হইল। এক্ষণে আমি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

নোয়াখালী জেলায় ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে নলকূপ খনন

অবিলম্বে কার্য্য সমাধা করার ব্যবস্থা

নোয়াখালী জেলায়—বিশেষ করিয়া ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলে—৪৫০টি নলকূপ খনন করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকার ৮৩,২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রস্তাবিত নলকূপগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় ভার বহন করিতে নোয়াখালীর জেলা-বোর্ডকে অনুরোধ করা হইয়াছে। অতি শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া জিনিষ-পত্র সরবরাহ সম্পর্কে নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পত্রব্যবহার করিতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্‌ ইঞ্জিনীয়ারকে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

নোয়াখালী জেলায় যে পরিমাণ নলকূপ খননের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যে উক্ত স্থানে পাওয়া যাইবে না, তাহা সরকারকে জানানো হইয়াছে। তদনুসারে সরকার কর্তৃক মনোনীত যে-সকল প্রতিষ্ঠান সত্বাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে পারিবে, জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে সেই সকল সরঞ্জাম উক্ত স্থানে পাঠাইবার ভার প্রদান করা হইয়াছে।

বিগত ২৮শে জুলাই হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

করিয়াছেন কি না, কিম্বা ঐ আদেশমতে কাজ করিতে যাইয়া সম্পত্তির মালিককে কোন প্রকার অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে কি না।

কোন ক্ষতিপূরণের দাবীর ব্যাপারে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য নিয়োজিত সালিশ বা মধ্যস্থ তাঁহার নিষ্পত্তিপত্র দেওয়ার পূর্ব্বে ঐ দাবী সম্বন্ধে কালেক্টর কোন আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত মনে করিলে কালেক্টরকে উক্ত আপত্তি পেশ করার সুযোগ-সুবিধা দিবেন। দাবী-উপস্থিতকারী নিজের কথা নিজে বলিতে পারিবেন কিম্বা যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে উকিল নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং সালিশ বা মধ্যস্থ আবশ্যক মনে করিলে সাক্ষ্যও গ্রহণ করিতে পারেন।

উক্ত আদেশের পূর্ণ বিবরণী ১৯৪১ সনের ২৪শে জুলাই তারিখের "কলিকাতা গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে।

জনহিতকর কার্য্যে সরকারী দান

অতিরিক্ত ১৩,২৮৬ টাকা মঞ্জুর

বাঙলা সরকার মেদিনীপুর, খুলনা, জলপাইগুড়ি, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, দার্জিলিং এবং ঢাকা জেলায় নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার জন্য অতিরিক্ত ১৩,২৮৬৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

মেদিনীপুর

খড়্গপুরের নিমতলার জুবিলী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠের উন্নতি সাধনকল্পে—৩০০৲।

ঘাটালে বালক-বালিকাদের জন্য একটী প্রমোদ-উদ্যান প্রতিষ্ঠাকল্পে—২০০৲।

খুলনা

সাতক্ষীরা মহকুমার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাদখালি খালে একটী জলনিষ্কাশন নলার নির্ম্মাণ—৩,০০০৲।

বারাকপুর পাবলিক লাইব্রেরীর পুস্তক ও আসবাব-পত্র ক্রয়ের জন্য—৩০০৲।

জলপাইগুড়ি

দুমাই ও কামকুট সেতু রক্ষার ব্যবস্থামূলক কার্য্য এবং তথায় পৌঁছার রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য—১,৫০০৲।

বীরভূম

সদর মহকুমার লবপুর থানার এলেকাধীন লবোবায় বাঁধের সংস্কার সাধনকল্পে ২,০৬৬৲।

নলহাটি থানার এলেকাধীন লোহাপুরের মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পুস্তক ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের নিমিত্ত—৩০০৲।

সোনতানপুর গ্রামের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন হোষ্টেল ও কারখানা নির্ম্মাণের জন্য—৫০০৲।

মুর্শিদাবাদ

কীর্ত্তিপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠের জন্য—৫০০৲।

লালবাগ মহকুমার এলেকাধীন গীগানপাড়ার নিকটে মেরুদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণকল্পে—১৫০৲।

লালবাগ মহকুমার জিয়াগঞ্জে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে নির্ম্মিত রাস্তায় একটী জলপ্রণালী নির্ম্মাণকল্পে—২০০৲।

কান্দি মহকুমার রাজা আশুতোষ নাথ মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের জন্য—১০০৲।

সালার এডওয়ার্ড মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সম্প্রতি নির্ম্মিত খেলার মাঠ সমতল করার জন্য—১০০৲।

সদর মহকুমার আমতলা পল্লী সংগঠন সমিতির জন্য একখানি গ্রাম্য হল নির্ম্মাণকল্পে—১০০৲।

সদর মহকুমার এলেকাধীন গঙ্গাপুরের হিন্দুবালিকা এবং মোসলেম নিরাশ্রয়ী সমিতির সংলগ্ন বালক-বালিকাদের মুক্ত বিদ্যালয় গৃহের পুনর্নির্ম্মাণকল্পে—১০০৲।

গঙ্গারামপুরের এলেকাধীন বনিয়ার মাঠপাড়ার একটী নলকূপ স্থাপনের জন্য—২৫০৲।

দার্জিলিং

শিলিগুড়ী খেলার মাঠের উন্নতিকল্পে ১২০৲
কালিম্পঙের গীর্জ্জা এবং সহরের মধ্যে একটী সেতু নির্ম্মাণ—৮০০৲।

সোনাদা চট্টগ্রাম বিহারি বাজারে যাওয়ার অনুরূপ নির্দ্দিষ্ট রাস্তাটির উন্নতি সাধনের জন্য—৪০০৲।

ঢাকা

মুন্সীগঞ্জ থানার এলেকাধীন চর কুমারিয়া নামক স্থানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণকল্পে—১,৮০০৲।

(প্রেস-নোট)

লৌহ ও ইস্পাত নিয়ন্ত্রণ

বেচা কেনার জন্য লাইসেন্স প্রবর্ত্তণ

সিমলা হইতে সরবরাহ বিভাগ ভারতে লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনা সম্পর্কে একটি প্রেসনোট প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে প্রকাশ,—

বর্ত্তমানে যুদ্ধের প্রয়োজনে লৌহ ও ইস্পাতের আবশ্যকতা এত বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে যাহাতে লৌহ বা ইস্পাতের অপচয় না ঘটে অথচ জনসাধারণও তাহাদের প্রয়োজনীয় কাজে ঐ সকল জিনিস হইতে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য ভারত সরকার লৌহ ও ইস্পাত বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৯৪১ সালের ১লা আগষ্ট হইতে এ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দিষ্ট অফিসের নিকট হইতে লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতিপত্র না লইয়া কেহ লৌহ বা ইস্পাত বেচাকেনা করিতে পারিবে না। বিভিন্ন প্রয়োজনে লাইসেন্স দেওয়ার ভার বিভিন্ন অফিসের উপর ন্যস্ত হইয়াছে—

(১) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পূর্ত্তবিভাগ, এ, আর, পি জাতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠান (কর্পোরেশান ও মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি) ও পোর্ট ট্রাষ্টের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাত সম্পর্কে লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন—কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম বিভাগ (ইস্পাত-নিয়ন্ত্রণ শাখা)।

(২) রেলওয়েসমূহের প্রয়োজনীয় লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স দিবেন—রেলওয়ে বোর্ড।

(৩) বিমানপোত নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সামরিক জিনিষ তৈয়ারীর জন্য কলকারখানা বা অন্যান্য উপকরণের আবশ্যকীয় লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন—ডিরেক্টার-জেনারেল, মুনিশানস প্রোডাকশন, কলিকাতা (দি ডিরেক্টার অব কোনট্রাক্টস)।

(৪) দেশরক্ষা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য যে লৌহ ও ইস্পাত প্রয়োজন, তাহার লাইসেন্স দেওয়ার কর্ত্তা—জেনারেল হেডকোয়ার্টারের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার।

(৫) নৌ-বিভাগ ও জাহাজ নির্ম্মাণ সংক্রান্ত লৌহ ও ইস্পাতের লাইসেন্স দিবেন—রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভীর ন্যাভেল হেডকোয়ার্টার, সিমলা—দিল্লী।

(৬) বে-সামরিক অধিবাসীদের সাধারণ প্রয়োজন, ও শিল্পবাণিজ্যের আবশ্যকীয় লৌহ ও ইস্পাত কিনিবার লাইসেন্স দেওয়ার ভার থাকিবে—ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের হাতে। ঐ লাইসেন্সের জন্য চীফ কণ্ট্রোলার অব ইম্পোর্টসের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

কোন্ বিভাগের মারফতে কতটা লৌহ ও ইস্পাত বেচাকেনার লাইসেন্স দেওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবেন—ডাইরেক্টর-জেনারেল অব দি মিউনিশানস।

লৌহ, ইস্পাত, লোহার পাত, লোহার বল্টু, স্ক্রু, গ্যালভেনাইজড সিট, লোহার তার ইত্যাদি লৌহ ও ইস্পাতের বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সম্পর্কে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে।

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদক কারখানাগুলি এবং উহার বিক্রেতারা আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কণ্ট্রোলারের লাইসেন্স ব্যতীত কাহারও নিকট জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে না। আয়রণ ও ষ্টিল কণ্ট্রোলারের আদেশ অনুযায়ী উৎপাদক কারখানা এবং ষ্টকিষ্টদিগকে তাহাদের বেচা-কেনার হিসাব রাখিতে হইবে এবং উক্ত অফিসার দেখিতে চাহিলে ঐ হিসাব তাঁহার নিকটে পেশ করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে ঐ অফিসার তাঁহাদের দোকান বা কারখানা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কণ্ট্রোলার নিযুক্ত হইলে পর বর্ত্তমান ষ্টিল কণ্ট্রোলার ও ডেপুটি ষ্টিল কণ্ট্রোলারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ষ্টিল ইম্পোর্ট কণ্ট্রোলার ও ডেপুটি ষ্টিল ইম্পোর্ট কণ্ট্রোলার রাখা হইবে।

তিন হাজার জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বিনষ্ট

বাল্টিকে প্যানজার ডিভিশনের সলিল সমাধি

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

প্রায় তিন হাজার জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস অথবা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাল্টিক সাগরে সোভিয়েট নৌবাহিনী জার্ম্মাণীর যে সকল জাহাজ ডুবাইয়াছে, তাহাতে আর একটি প্যানসার ডিভিশন কোয়েনিগস্বার্গ উপসাগরের দিকে ফিল্ডমার্শাল ম্যানারহিমের সাহায্যার্থে প্রেরিত হইতেছিল। সুতরাং জার্ম্মাণীর এপর্য্যন্ত আট-নয়টি প্যানসার ডিভিশন বিনষ্ট হইয়াছে। উহার ফলে জার্ম্মাণীর যান্ত্রিক বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সত্যের মনে হয়, রাশিয়া আক্রমণের প্রাক্কালে জার্ম্মাণী পূর্ব্ব সীমান্তে প্রায় ২২টি প্যানসার ডিভিশন মোতায়েন করিয়াছিল।

বর্ত্তমানে নাৎসী কর্ত্তৃপক্ষ রণক্ষেত্রে পদাতিক বাহিনী নিয়োজিত করিতেছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, ইহারই মধ্যে জার্ম্মাণীর বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল

টিটাগড় পেপার মিলসের দান

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে টিটাগড় পেপার মিলস্ কোম্পানী সম্প্রতি যে ২০,০০০৲ দান করিয়াছেন, বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ধন্যবাদের সহিত উহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়াছেন। দানের অর্থ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে ১০,০০০৲ ভারতীয় বাহিনীর জন্য টিটাগড় পেপার মিলস নং ১ এবং নং ২ নামক দুইখানি য়্যাম্বুলেন্স ক্রয়কল্পে ৮,০০০৲, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ তহবিলে ৫,০০০৲ এবং যুদ্ধ রত সৈন্যদের বিশেষ করিয়া ভারতীয় অভিযানবাহিনীর ভারতীয় ও বৃটিশ ইউনিটের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ২,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইবে।

উপরোক্ত দুইখানিসহ গত কয়মাসে বাঙ্গলায় সংগৃহীত অর্থে ৫ খানা য়্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হইল। স্মরণ থাকিতে পারে ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট-সংশ্লিষ্ট অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ইতিপূর্ব্বে তিনখানা ক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

ভারতের প্রথম বিমান "হারলো"

শীঘ্রই আকাশে উড়িবে

সিমলা সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রকাশিত একটি প্রেসনোটে প্রকাশ যে—

ভারতের প্রথম বিমানপোত "হারলো" শীঘ্রই আকাশে উড়িবে। বিদেশ হইতে আমদানী বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়া হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট কোম্পানী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

"হারলো" শিক্ষাদানের জন্য আমেরিকা কর্ত্তৃক পরিকল্পিত একটি আধুনিক বিমানপোত। ইহা লড়িয়ে ও বোমারু বিমানগুলির ন্যায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট নীচু পাখার মনোপ্লেন। ইহার নীচে একটি বাক্স জাতীয় ব্যবস্থা (আণ্ডার ক্যারেজ) আছে। ইচ্ছা করিলে উহা খুলিয়া রাখা যায়।

"হারলো" নির্ম্মাণকে ভারতবর্ষের প্রগতির ইতিহাসে আর একটি ধাপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা দ্বারা আমাদের বৈমানিকদের আধুনিক লড়িয়ে ও বোমারু-বিমান চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

৮৪ বছরের বৃদ্ধের কৃতিত্ব

বৈরুতে ব্রিটিশ জাহাজের পথ প্রদর্শন

"ডেইলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার বৈরুতস্থ বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ—

ইব্রাহিম বে মানত্রোণি নামক ৮৪ বৎসরের এক বৃদ্ধ বৈরুত বন্দরে প্রবেশকারী একটি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে সমুদ্র হইতে বন্দর পর্য্যন্ত পথপ্রদর্শন করিয়া আনাইয়া লইয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তি ও ভিসি সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধবিরতির পরে এই বন্দরে ইহাই প্রথম ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ।"

ইব্রাহিম বিগত যুদ্ধের পর হইতে বৈরুত হইতে সমুদ্রে যাতায়াতি জাহাজগুলির বন্দর এলাকার পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করিতেছে। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ জাহাজগুলি বৈরুতে যে গোলাবর্ষণ করে, তাহা এই বৃদ্ধের বেশ মনে আছে। সে বলে মিত্রশক্তি সিরিয়া দখল করাতে সিরিয়ার জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে।

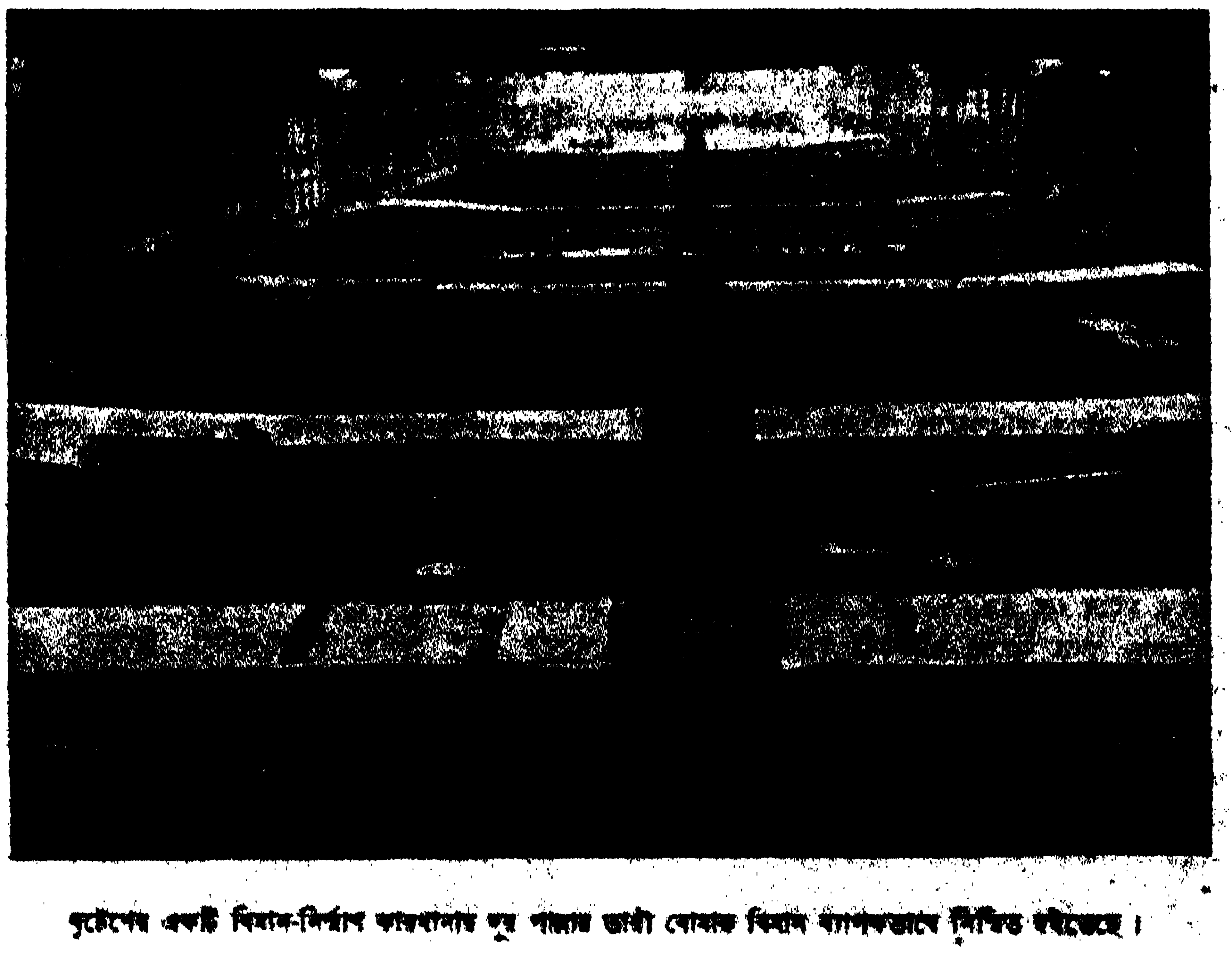

বৃটেনের একটি বিমান-নির্ম্মাণ কারখানায় দূর পাল্লার ভারী বোমারু বিমান ব্যাপকভাবে নির্ম্মিত হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১১ই আগষ্ট, ১৯৪১ [এক আনা

রুশ-জার্ম্মাণ সংগ্রামের তাৎপর্য্য

সমগ্র বিশ্বে একটি মাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

[উইকহ্যাম ষ্টীড্ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

শুধু সামরিক দিক দিয়া নয়, পরন্তু ধর্ম, অধর্ম, রাষ্ট্রনীতি এবং দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়াও নাৎসী জার্ম্মাণী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সংঘর্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাত্র ১৫ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মাণী অপেক্ষা সোভিয়েট রাশিয়াকে পাশ্চাত্য সভ্যতার শত্রুরূপে বলিয়া মনে করা হইত। হিটলারের মতবাদ তখন আকাশে মেঘ-খণ্ডের ন্যায় এদিক সেদিক ভাসিয়া বেড়াইতেছিল—কোথাও স্থায়ী আসন জুড়িয়া বসিতে পারে নাই।

কিন্তু ধীরে ধীরে ইহা এমন এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল যে, চিনিবার আর যো রহিল না। আমার মনে হয়, যুদ্ধরত জাতিগুলির অজ্ঞাতসারে ইহা এখনও পরিবর্ত্তনের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছে। তবে অনেকে ইহা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।

১৫ বৎসর এমন কি ১০ বৎসরের পূর্ব্বের বলশেভিক রাশিয়া আজ আর তেমনটি নাই। তখন লোকের বাস-গৃহের দেয়ালে বড় বড় অক্ষরে কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তি "ধর্ম মানুষের পক্ষে আফিঙের তুল্য" লিখে দেওয়া হইত। নাস্তিকতার প্রচার-কার্য্য সম্ভবতঃ আজও তথায় চলিতেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও কিন্তু স্তরে স্তরে তথায় দুইটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। ফলে বিদ্যালয়ে প্রাচীন রাশিয়ার ইতিহাস চর্চ্চার ব্যবস্থা হইল এবং দেশপ্রেমের প্রভাবে স্বাধীনভাবে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল। বলশেভিক-বিরোধী লোকদের নিকট হইতেই আমি ইহা জানিতে পারিয়াছি।

সম্প্রতি ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব ও আত্মসম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য মস্কোর সর্ব্বপ্রধান গির্জ্জায় ১২,০০০ জন লোক সমবেত হইয়া ঈশ্বরের নিকট বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করে।

ষ্টালিন তাঁহার বেতার-বক্তৃতায় জাতির সর্ব্ব স্তরের নিকট দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগের আবেদন জানান। কার্ল মার্কসের নীতি অনুসরণকারী জড়বাদী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টানদিগের পর্য্যন্ত তিনি বাদ দেন নাই।

রাশিয়ার সমাজ-জীবনে এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহা শুধু রাশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না। বড় জোর কয়েক বৎসরের মধ্যে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে সকল মার্কসবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, এতদ্দ্বারা উহার অনেকটা বিশেষ করিয়া যুবকদের মন হইতে দূর হইয়া যাইবে।

অর্থনৈতিক জড়বাদ-নির্ভর ইতিহাস-রচয়িতা হিসাবে কার্ল মার্কসের বহু খ্যাতি আছে। তবে দার্শনিক হিসাবে তাঁহাকে আমি সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন ও একদেশদর্শী বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কার্ল মার্কসের মতবাদ লইয়া এ-কারণে আমাদিগকে অসুবিধায় পড়িতে হয় যে, তিনি উহার অর্থটা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই—উহা আমাদের নিকট অবোধগম্য হইয়া রহিয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশের কোটি কোটি নরনারী কেন যে স্বাধীনতার মুক্তির জন্য অম্লান বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, কার্ল মার্কসের প্রচারিত নীতির সাহায্যে উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে না।

মানুষের আদর্শ হিসাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিরূপণ সোজা ব্যাপার নয়। আদর্শ ইহা নিশ্চয়ই; তবে বৈষয়িক বিচার-বিবেচনার সহিত ইহার আদৌ সম্পর্ক নাই। বিভিন্ন রকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত উহার কতকটা মিল থাকিলেও যাহারা উহার জন্য সংগ্রাম করে তাহারা যে শুধু মোটা মাহিনা, ব্যবসায়ে উন্নতি কিম্বা সস্তায় মোটরগাড়ী লাভের আশায় তাহা করে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। স্বাধীনতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত অংশ। গণতন্ত্রই মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তাধারাকে বাঁচাইয়া রাখে বলিয়া গ্রেট বৃটেন ও মিত্রশক্তিপুঞ্জ উহার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মূল কথা, ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক দলের রাজনৈতিক মতবাদের সহিত বৃটেন ও মিত্রশক্তিপুঞ্জের যুদ্ধের উদ্দেশ্যের বেশী কিছু পার্থক্য নাই—যদিও পরবর্ত্তী যুগের উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ্‌গণ অর্থনীতির উপর তাঁহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। উহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কেহ কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আরম্ভ করে, আবার কেহ কেহ সোস্যালিজম্ বা কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষোক্ত দলের অনেকে মস্কোকেই তাহাদের মক্কা বা মুক্তির প্রধান স্থান বলিয়া মনে করিয়া লয়। আর আজ তাহাদের সেই মক্কা হইতেই ষ্টালিন স্বয়ং বেতার-যোগে স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করিতেছেন। ইহার কি কোন গুরুত্ব নাই?

আমরা এক্ষণে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার আটলান্টিকে সাফল্যজনকভাবে সংগ্রাম চালাইতেছি, লিবিয়ায় আমাদের অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, এশিয়া-প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ কার্য্যে একটা সমন্বয় ঘটাইবার উদ্যোগ আয়োজনে আমরা ব্যাপৃত এবং ক্রীটের পরাজয় হইতে শিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ শিক্ষাকে ইরাক ও সিরিয়ায় প্রয়োগ করিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হইতেছে না। এই অবস্থায় মনেও আমি বর্ত্তমান সংগ্রামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করাকে সময়ের অপব্যয় মনে করি না। এই মহাসংগ্রাম যাহাদের জোরের পশ্চাতে শত্রুদের উদ্দেশ্য কি, তাহাও আমাদিগকে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। অন্যথা প্রতি পদে ভুলের সম্ভাবনা থাকে।

হিটলার জয়লাভের অদ্ভুত বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন। এই বাসনার কোন পরিসমাপ্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাকে মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে মনে হয় আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়নের বিজয়-গৌরব ম্লান করার জন্য তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য হইলেও তাঁহার অনুসৃত নীতি কিন্তু বিশ্ব-বিশ্রুতী চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতির অনুসৃত নীতিরই অনুরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুইটি পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্যে বিশ্বের বুকে এই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংস-যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলিতেছে। বিশ্ব-জয় ও সমগ্র মানব জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করাই জার্ম্মাণদের ইচ্ছা, অপর পক্ষে বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি যাহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া স্বাধীন ও মুক্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, পশুবলের পরিবর্ত্তে যাহাতে নৈতিক বিধান, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক আইন-কানুন বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসার একমাত্র অস্ত্ররূপে পরিগণিত হয়, তজ্জন্য গ্রেট বৃটেন ও মিত্র শক্তিপুঞ্জ এই দুঃসাহসিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যুদ্ধের দার্শনিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অত্যাচারী জার্ম্মাণদের পরাজয়বরণ এবং ১৭৮৯ সনের ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্রের নিষ্ফলাচরণের কারণ স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ইহা খুবই সত্য যে, তাঁহারা কার্ল মার্কসের জড়বাদ-নীতির উপর শ্রদ্ধাশীল সকলেই ছিলেন না। দেশের স্বাধীনতাকে তাঁহারা যতটা ভালবাসিতেন, তার চাইতে অধিক ঘৃণা করিতেন জড়বাদ নীতিটাকে। বিগত মহাসমরের পর বাস্তবশাস্ত্র ইংরেজ দার্শনিক প্রফেসার হবহাউস যে উক্তি করিয়াছিলেন, আমাদের উহা স্মরণ রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছিলেন, ভোটদানের মধ্যেই শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিহিত আছে ইহা ঠিক নয়; বরং অন্যেকার প্রতি উদারতা প্রদর্শনই রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষণ।

হিটলারের উদ্দেশ্য হইতেছে যে নাৎসী-কবলিত বিশ্বে একটি মাত্র মতের প্রতিষ্ঠা, অপর পক্ষে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক আইন-কানুনসম্মত মত-বৈষম্যের স্থান সঙ্কুলানই আমাদের লক্ষ্য।

নাৎসীজম্ মানুষের আত্মার বিনাশ সাধন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত। ধর্ম ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই আমরা মুক্তি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ষ্টালিন স্বয়ং এক্ষণে উহার জন্য সংগ্রাম করিতে রাশিয়ান-দের প্রতি আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয়, তাহাদের নিজেদের এবং অপরের মুক্তি নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে।

হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট কোম্পানী নূতন ধরনের আমেরিকান বিমান নির্ম্মাণ করিবে। ইহার নাম হইবে "হার্লো রক্"। "হার্লো" নামে ভারতবর্ষে সম্প্রতি যে বিমানটি নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা তাহারই দোসর। "রক্" আমেরিকান ট্রেনিংয়ের মাঝ-কষা জঙ্গী বিমান। ইহা এক আসন ও এক ইঞ্জিন এবং নীচু পাখাবিশিষ্ট আধুনিক ধরনের মনোপ্লেন। "হার্লোতে" শিক্ষা সমাপন করিয়া ভারতীয় পাইলটেরা "রক্" চালাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১১ই আগষ্ট—১৯৪১

চাউলের দর

গভর্ণমেণ্ট ধান ও চাউলের মূল্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে প্রেসনোট প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে এই সমুদয় দ্রব্যের মূল্য কেন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উহার সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া কেন গভর্ণমেণ্ট সমীচীন মনে করেন না, তাহার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় যে, ঐ প্রেসনোটে অবস্থার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে ধান চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া যদিও গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, উহার উপর গভর্ণমেণ্টের কোন হাত নাই, অর্থনৈতিক কারণেই মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পরিস্থিতির উপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সর্ব্বদাই নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং অবস্থার কঠোরতা যথাসম্ভব লাঘব করিবার জন্য সময় সময় গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ সব ব্যবস্থার কয়েকটি জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

বৎসরের প্রথমদিকেই কলিকাতার বাজারে মজুত চাউলের পরিমাণ বরাবরের চেয়ে অনেক কম দৃষ্ট হইয়াছিল। তদন্তের ফলে দেখা গেল যে, মাল রপ্তানী করার জাহাজের অভাব ছাড়াও ইহার প্রধান কারণ এই ছিল যে, বোম্বাই ও কোচিনে উচ্চতর দাম পাওয়ার জন্য চাউল আমদানী-কারীগণ বাঙলাদেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট চাউল ঐ সমুদয় স্থানে প্রেরণ করিত। অনতিবিলম্বে প্রধান আমদানীকারিগণ ও জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আমদানীকারীগণকে একথায় রাজী করান হয় যে, বোম্বাই, কোচীন অথবা ভারতের অন্যান্য অংশে বেশী মূল্য পাওয়া গেলেও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত তাহারা সে সব স্থানে চাউল রপ্তানী করিবে না এবং জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রয়োজনানুসারে বর্ম্মার-চাউল আমদানী করিবার জন্য জাহাজের ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হন। ইহার ফলে কিছু দিন পূর্ব্বে মজুত চাউলের পরিমাণ এক লক্ষ মণের স্থলে এখন কলিকাতায় ১০ লক্ষ মণ চাউল মজুত আছে। গভর্ণমেণ্ট এই অবস্থাকে সন্তোষজনক বলিয়াই মনে করেন। কারণ বিহার ও যুক্তপ্রদেশ সাধারণতঃ কলিকাতা হইতেই তাহাদের বর্ম্মা চাউলের চাহিদা মিটাইত; এখন ঐ চাহিদা অল্প পরিমাণে কমিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান আমদানীকারী ও জাহাজী কোম্পানীর সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিয়াছেন এবং যাহাতে এই প্রদেশবাসীর খাদ্যের জন্য সর্ব্বদাই যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মজুত থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে নিযুক্ত আছেন।

বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় পরিস্থিতির অভাব অনুযায়ী আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামে চাউলের রপ্তানী বন্ধ করিবার আদেশ দেন। আকিয়াব হইতে যে পরিমাণ চাউল সাধারণতঃ চট্টগ্রামে আমদানী করা হয় এবং আকিয়াবের চাউল চট্টগ্রামে ও পূর্ববঙ্গের সর্ব্বত্র লোকে পছন্দ করে। একদা গভর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে পূর্ব্ব বাঙলার সঙ্কট অবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইবে। তজ্জন্যে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য আপত্তি করা হইয়াছিল। ইহা আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যায় যে, ২৫শে জুলাই হইতে সিদ্ধ চাউল (যে চাউল সাধারণতঃ বাঙলাদেশে আমদানী হয়) সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা পরিহার করা হইয়াছে। আমদানী-কারিগণ মাদ্রাজের কোকনদ ও উড়িষ্যার কোন কোন স্থানে (যেখানে অতিরিক্ত চাউল মজুত আছে) হইতে যাহাতে চাউল আমদানী করে, সেজন্যও গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। মজুত চাউল সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে; সুতরাং উৎকণ্ঠার কোন কারণ আদৌ নাই। ইহা ছাড়া অনেক জেলায় নূতন ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এই ফসল সংগ্রহ কার্য্য শেষ হইলে সাধারণ অবস্থার আরও উন্নতি হইবে। জেলা অফিসারদিগের নিকট নিকট হইতে এই ফসল সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছে। জেলা অফিসার-দিগকে জানাইয়া দেওয়া গিয়াছে যে, কলিকাতার বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল মজুত আছে এবং যদি তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে তাঁহাদের জেলায় প্রয়োজনীয় চাউলের পরিমাণ কমতি হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা কলিকাতা হইতে চাউল আমদানী করিতে পারেন। এই অবস্থার কথা জনসাধারণকেও অবহিত করান যাইতেছে, যাহাতে এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা না হয় যে, চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু প্রদেশের কোন অংশে লোকদিগকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মজুত চাউলের সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল। মূল্য সম্বন্ধে জেলা অফিসারদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা এই সব দ্রব্যের মূল্যের উপর যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রতি সপ্তাহে জেলা অফিসারগণের নিকট কলিকাতায় দেশীয় ও বর্ম্মা চাউলের মূল্য সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করা হইবে এবং তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের জেলায় যেন তাঁহারা ন্যায়সঙ্গত মূল্য স্থির করিয়া দেন। ঐরূপ মূল্য স্থির করিবার সময় মালের ভাড়া ও স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের সাধারণ লাভ অনধিক শতকরা ৫৲ টাকা ধরিয়া বিবেচনা করা হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহিত ঐ দরে বিক্রি করিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

জনসাধারণ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, ব্রহ্মদেশে ধান ও চাউলের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে এবং কলিকাতায় প্রতি মণে ৶০ আনা হইতে ।৵০ ছয় আনা দাম কমিয়াছে। কলিকাতায় মূল্য হ্রাস হওয়ার উহার প্রভাব মফঃস্বলেও অনুভূত হইতেছে।

যদি জনসাধারণের মধ্যে কেহ মনে করে যে, ব্যবসায়ী তাহার নিকট হইতে ন্যায়সঙ্গত মূল্য চাহিতেছে না, তাহা হইলে মফঃস্বলে স্থানীয় অফিসারের নিকট এবং কলিকাতায় প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী কর্ম্মচারীর অফিসে সংবাদ দিবেন। এই সমুদয় অফিসারকে অন্যায়ভাবে লাভবান্ হওয়ার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্যবসায়ীগণকেও সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, কোন ক্রেতাকে ঠকাইয়া অন্যায়-ভাবে লাভবান্ হওয়ার চেষ্টা করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। শতকরা ৫৲ টাকার অধিক লাভ করিলেই অন্যায়ভাবে লাভ করিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

সাধারণ ব্যবহৃত কয়েক প্রকার চাউলের বর্ত্তমান কলিকাতার পাইকারী দর নিম্নে দেওয়া গেল:—

	প্রতি মণ।
বর্ম্মার সিদ্ধ চাউল	.. ৫।০ আনা
বর্ম্মার আতপ চাউল	.. ৫।৵০ আনা
বালাম মোটা	.. ৫॥০ আনা
কাঁচা মোটা	.. ৫৸০ আনা
দেশের মোটা	.. ৬৲ টাকা

দুই মাস পূর্ব্বের উপরোক্ত প্রত্যেক চাউলের মূল্যের ৶০ আনা হইতে ।০ চারি আনা অধিক।

জার্ম্মাণীর নূতন অভিযান

গত ২২শে জুন সমস্ত দুনিয়াকে বিস্মিত ক'রে জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করে। এঁদের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে রাশিয়া এবং জার্ম্মাণীর মধ্যে কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না ব'লে একটা চুক্তি হয়েছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়া ছিল বৃটেনের পক্ষে। এবারের যুদ্ধে এরা নিরপেক্ষ হ'য়ে রইলেন, বৃটেনের দিক থেকে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ভুলের জন্য এরকম হ'ল, সে সম্বন্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণ বহু আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক ভুল সব চেয়ে বেশি যে করেছে, সে হচ্ছে রাশিয়া স্বয়ং। রাশিয়া যে হিটলারের কথায় এবং প্রতিশ্রুতিতে আস্থা করেছিল।

যাইহোক, হিটলারের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করার মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কাজেই রাজনীতিবিশারদগণের কাছে জার্ম্মাণীর এই নূতন অভিযান অপ্রত্যাশিত নয়। রাশিয়াকে যে জার্ম্মাণী আক্রমণ করতে পারে—এটার সম্ভাবনা সব সময়েই ছিল; তার একটা কারণ হিটলারের যুদ্ধনীতির মধ্যেই এই বিশ্বাসঘাতকতার বীজ নিহিত আছে। এর পরে হয়তো আমরা দেখব জার্ম্মাণী ইটালি আক্রমণ করে বসেছে। —এটার সম্ভাবনা অবশ্য কম—কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। তার কারণ এই যে, হিটলার মুসোলিনী এবং ইটালিয়ের সঙ্গে চুক্তি করেছেন, কিন্তু এঁরা পরস্পর একযোগে কাজ করলেও অথবা গৌণভাবে পরস্পরকে সাহায্য করার চুক্তি করলেও এঁদের স্বার্থ এক নয়। সাময়িক স্বার্থ—লুণ্ঠন। সেদিক দিয়ে এঁরা সাময়িকভাবে মিলতে পারেন, কিন্তু ইউরোপের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে এঁদের প্রত্যেকের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। কাজেই এঁরা এক সঙ্গে কাজ করলেও প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ ক'রে চলতে বাধ্য। এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বৃটেন ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে। সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি দেশের স্বার্থ বৃটেনের স্বার্থের সঙ্গে এক। সেই জন্য এদের মধ্যে কোনো চুক্তি করতে হয় না। সাম্রাজ্যের বাইরে যে সব দেশের সঙ্গে বৃটেন একযোগে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদেরও স্বার্থ এক। এক এই জন্য যে জার্ম্মাণীর হাতে তারা প্রত্যেকেই পর্য্যুদস্ত। একটা বিরাট দানবীয় যুদ্ধযন্ত্রের চাপে তারা নিষ্পেষিত। এই চাপ থেকে তাদের মুক্তি দেওয়ার জন্যেই বৃটেন অস্ত্র ধারণ করেছে। বৃটেনের উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা—নিজের এবং অত্যাচারিত জাতিসমূহের। অত্যাচারিত জাতির উদ্দেশ্যও আত্মরক্ষা। কাজেই স্বার্থের কোনো বিরোধ নেই। যদি বৃটেনের বা বৃটেনের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছে তাদের উদ্দেশ্য হ'ত অকারণ এক একটা দেশের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা, তা হ'লে স্বার্থে স্বার্থে ঠোকাঠুকি বাধার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু সে কথা যাক। নাৎসী অত্যাচারী দলকে যেমন ক'রে হোক পরাজিত না করলে বৃটেনের এবং যে সব জাতি হিটলারের পদানত হয়েছে, তাদের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। কিন্তু হিটলারের শক্তি অসাধারণ। বিশ্ব-জয়ের উদ্দেশ্য নিয়েই সে এতদিন ধ'রে সমস্ত জার্ম্মাণ-জাতিকে যন্ত্র-দানবে গড়ে তুলেছে। যে পথে এই যন্ত্র এগিয়ে গিয়েছে সেই পথেই সে এঁকেছে ধ্বংসের চিহ্ন। নির্ম্মমভাবে লক্ষ লক্ষ অসামরিক নরনারীকে সে হত্যা করেছে, বিকলাঙ্গ করেছে অথবা সর্ব্বস্বান্ত করেছে। তার নিজের ক্ষতিও কম হয়নি—কিন্তু নিজের লোককেও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে চালিয়েছে সে তার ধ্বংসের রথ। লোকবল তার অসামান্য। আকাশে সে অজেয় ছিল। বৃটেনের উদ্দেশ্য তার এই শক্তিকে ধীরে ধীরে খর্ব্ব করা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের শক্তি বাড়ানো।

বৃটেন কি কি ভাবে হিটলারের শক্তি খর্ব্ব করছে সেইটে আগে দেখা যাক। প্রথমতঃ যে সব জার্ম্মাণ-বিমান বৃটেন আক্রমণ করতে আসছে, তার চেয়ে বেশী ধ্বংসকারী বিমানের সাহায্যে ... উপায়ে আক্রমণ ক'রে সেই সব বিমান বহু বেশী সংখ্যায় ধ্বংস করা।

[পর পৃষ্ঠায় দেখুন]

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রপথে জার্ম্মাণীর যুদ্ধজাহাজ, বাণিজ্য-জাহাজ, এবং ডুবোজাহাজ ধ্বংস করা।

তৃতীয়তঃ জার্ম্মাণির এবং জার্ম্মাণ-অধিকৃত সীমানার বন্দর, বিমানশালা, শিল্পকারখানা প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্য-বস্তুর উপর অব্যাহত বিমান আক্রমণ চালিয়ে যুদ্ধযন্ত্রকে দুর্ব্বল করা।

চতুর্থতঃ জার্ম্মাণী যে পথেই অগ্রসর হ'তে চাইবে সেই পথেই তাকে বাধা দিয়ে তার সৈন্য এবং যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রভৃতি যথাসম্ভব ক্ষয় করা। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে অবিলম্বে জয়লাভ করার সম্ভাবনা নেই নিশ্চিত জেনেও বাধা দেওয়া, কেননা বাধা দিতে গেলেই জার্ম্মাণীর পক্ষে শক্তিক্ষয় অনিবার্য্য, এবং যেহেতু জার্ম্মাণী এখন তার শক্তির চরমে পৌঁছেছে, সেই হেতু এখন তার যে ক্ষতি হবে সেই ক্ষতি দ্রুত পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

গ্রীসের যুদ্ধে এবং ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয় যথেষ্ট হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধেও হচ্ছে। কিন্তু এত শক্তি ক্ষয় হওয়া সত্বেও জার্ম্মাণীর উদ্বৃত্ত শক্তি এখনও অতি প্রবল। সেই শক্তি কোন্ পথে ক্ষয় করানো যায় ব্রিটিশপক্ষের সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। জার্ম্মাণী কোন্ পথে তার নতুন অভিযান আরম্ভ করবে তার উপরেই সব নির্ভর করছিল। জার্ম্মাণী এখান যদি সাইপ্রাস্ দ্বীপ দখল করার চেষ্টা ক'রে সিরিয়ার পথে আসতে চাইত, তা হ'লে ব্রিটিশপক্ষের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বেধে যেত এবং তাতে জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয় অনেকখানি হ'ত। কিংবা সে যদি এখুনি জিব্রাল্টার আক্রমণ করতে যেত, তা হ'লেও হ'ত। কিন্তু এই সমস্ত সংঘর্ষে ব্রিটিশ-পক্ষেও অনেকখানি শক্তি ক্ষয় হ'ত, কিন্তু ব্রিটেন দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি করতে পারছে ব'লে সব সময়েই জার্ম্মাণীকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্য এবং নিজের শক্তি ক্ষয় হওয়া সত্বেও জার্ম্মাণীর শক্তিক্ষয়ের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র প্রস্তুত হয়ে আছে।

এমন সময় হঠাৎ জার্ম্মাণী রাশিয়াকে আক্রমণ ক'রে বসেছে। এই যুদ্ধের ফলাফলের প্রশ্ন না তুলে প্রথমে বলা যায় যে, জার্ম্মাণী এই আক্রমণের সাহায্যে ব্রিটেনের মূল উদ্দেশ্য অনেকখানি নিজেই সিদ্ধ করিতেছে। রাশিয়া জার্ম্মাণীর মতো পাকা শক্তি না হ'লেও সে জার্ম্মাণীর মতোই বিরাট শক্তি। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণীর যে পরিমাণ শক্তি ক্ষয় হবে—সে শক্তি জার্ম্মাণীর পক্ষে এখন পূরণ করা একেবারে অসম্ভব। সেইজন্যেই বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর এই নতুন অভিযানকে একটা পর্ব্ব বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জার্ম্মাণী হয়তো এ যুদ্ধে রাশিয়াকে সম্পূর্ণ দখল করতে না পারলেও এমন অবস্থায় আনতে পারে, যাতে রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করা খুব বেশী দিন সম্ভব না হ'তে পারে। কিন্তু জার্ম্মাণী যতই রাশিয়ার ভিতরে প্রবেশ করতে থাকবে ততই তার মূল ঘাঁটি থেকে দূরত্ব বাড়বে এবং বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত সীমান্তের সব জায়গা থেকে ভিতরের দিকে প্রবেশ করলে যুদ্ধ-সম্ভার ইত্যাদি সকল সীমানায় বহন করা খুবই শক্ত হবে। আর যদি ইউক্রেইন এবং ককেশাস অঞ্চল অধিকার করাই তার উদ্দেশ্য হয়, তা হ'লেও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখা কঠিন হবে। তা ছাড়া রাশিয়ার মতো বিরাট দেশকে দখলে রাখতে হ'লে যে পরিমাণ সামরিক শক্তি দরকার, সে পরিমাণ সামরিক শক্তি একমাত্র রাশিয়ার জন্য ব্যয় করা জার্ম্মাণীর পক্ষে এখন সম্ভব নয়। সমগ্র ইউরোপ যুদ্ধে জার্ম্মাণীর যুদ্ধ সীমান্ত বিস্তৃত। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস, ক্রীট প্রভৃতি দেশে জার্ম্মাণ শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। উত্তর আফ্রিকাতেও আছে। জার্ম্মাণীর শক্তি বিরাট—কিন্তু তাই ব'লে সীমাহীন নয়। ইউরোপের মতো বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র দখলে রাখার চেষ্টার মধ্যেই জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ দুর্ব্বলতা নিহিত আছে—তার উপর যোগ হল অতিকায় রাশিয়া! অহংশক্তি এইভাবেই নিজের সমাধি নিজে রচনা করতে থাকে। নিজেরই পায়ে গর্ত্ত খুঁড়ে নিজের দেহ বৃদ্ধি করতে থাকে, তারপর একদিন সেই গর্ত্তে হুড়মুড় ক'রে সে ভেঙে পড়ে। তারপরে আবিষ্ট করলে আর কারো সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করে।

জার্ম্মাণী ইউরোপ জুড়ে দুর্ব্বল জাতিকে পদদলিত ক'রে দিয়েছে। তারা অসহায় ব'লেই বাইরে তারা তাদের শক্তি প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা সবাই নাৎসী জার্ম্মাণীর ধ্বংস কামনা করছে। জার্ম্মাণী নিজে যে দিন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াবে সেদিন এই সব দুর্ব্বল জাতিও মাথা তুলবে। অহংশক্তি সাময়িক ভাবে জয়লাভ করে, কিন্তু নৈতিক শক্তি চিরকালের। অহংশক্তির ধৈর্য্য নেই, সে অপেক্ষা করতে জানে না, কিন্তু নৈতিক শক্তির ধৈর্য্য অসীম।

তাই আজ পৃথিবীর সকল জাতি চরম দুঃখের মধ্যেও পরম ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে সেই দিনের জন্য—যেদিন নাৎসী শক্তি যেমন আড়ম্বর ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তেমনি আড়ম্বরের সঙ্গেই ভেঙে পড়বে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল

লাহা পরিবারের বিরাট দান

বিমানপোত ক্রয়ের জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে কলিকাতার লাহা পরিবারভুক্ত ৮ জনের প্রত্যেকে বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে ২,৫০০৲ করিয়া দান করিয়াছেন। একটি জঙ্গী বিমান-পোত ক্রয়ে এই অর্থ বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। বদান্যতার জন্য কলিকাতার লাহা পরিবারের খুব সুনাম আছে।

গোয়েরিংএর "অন্তর্দ্ধান" রহস্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিমলারের জয়লাভ

নিউইয়র্ক হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

সম্প্রতি জনৈক ভদ্রলোক জার্ম্মাণী হইতে ফিরিয়া আসিয়া জার্ম্মাণীর নাৎসী নেতা গোয়েরিংএর অন্তর্দ্ধানের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। মাত্র কয়-দিন পূর্ব্বেই তিনি গোয়েরিংএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন এবং জার্ম্মাণী ছাড়িবার পূর্ব্বে অধিকাংশ নাৎসী নেতার সঙ্গেই তাঁহার আলাপ আলোচনা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, বহুদিন ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর এইবার গেষ্টাপোর নেতা হিমলার গোয়েরিংকে দ্বিতীয় স্থান হইতে তৃতীয় স্থানে সরাইতে সক্ষম হইয়াছে। হিমলারই এখন হিটলারের ভাবী উত্তরাধিকারী। গোয়েরিংএর সহিত সাক্ষাৎ কালে তিনি তাঁহাকে হিটলারের সহিত তাঁহার মতানৈক্যের গুজব সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। প্রত্যুত্তরে গোয়েরিং বলেন— "ইহা সত্য নহে। শুধু হিমলারই বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতেছে। নাৎসীদের ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক নেতা অনাবশ্যক উৎসাহ দেখাইয়া গোলমালের সৃষ্টি করিতেছে; যে কাজ তাহাদের দেওয়া নাই, সেখানেও তাহারা মাথা গলাইতে চায়। ইহাদিগকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িতেছে।"

প্যারিসের নাৎসী-অনুকূল পত্রিকাগুলি দাবী করিতেছে যে, "সম্মিলিত বৃটিশ আক্রমণ হইতে ডাকার ও ফরাসী উপনিবেশগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য" একটি ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়া উচিত। এদিকে লাভাল ভিসি কর্তৃপক্ষকে হিটলারের হাতে ফরাসী উপনিবেশগুলিকে তুলিয়া দিতে রাজী করাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকে ডাক-হরকরা ও ঘোড়ার গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো, সাধারণ রোম থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না।

যত রকমে সম্ভব
আরামে
ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক যোগানদার
কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত

CEK. 67.

যুদ্ধ-তহবিলে বাঙলার দান

বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

বিগত ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত যুদ্ধ-তহবিলে নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক জেলার দানের পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হইল:—

	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	সর্ব্ব মোট।
প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা ..	৭৭,২০০৲	৮১,৭৪৩৲	১,৫৮,৯৪৩৲
(২) যশোহর ..	৬৪,৫৭১৲	৬৮৩৲	৬৫,২৫৪৲
(৩) খুলনা ..	৪৫,২৯৪৲	৯৭৬৲	৪৬,২৭০৲
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	২৬,৫০৭৲	১,২৩২৲	২৭,৭৩৯৲
(৫) নদীয়া ..	২৯,০৩০৲	২,১৪৯৲	৩১,১৭৯৲
মোট ..	২,৪২,৬৫৫৲	৮৬,৭৮৩৲	৩,২৯,৪৩৮৲
বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া ..	২৯,৪৪০৲	৪৫৲	২৯,৪৮৫৲
(৭) বীরভূম ..	২১,৬৭০৲	১৩৩৲	২১,৮০৩৲
(৮) বর্দ্ধমান ..	২,৪১,১২৪৲	২১,৩৬৭৲	২,৬২,৪৯১৲
(৯) হুগলী ..	৩৩,৬১৯৲	৮,৬৭১৲	৪২,২৯০৲
(১০) হাওড়া ..	৩৪,৯১৩৲	৫৯,১১৯৲	৯৪,২৩২৲
(১১) মেদিনীপুর ..	৭৫,২৬৪৲	৩,৬৩৭৲	৭৮,৯০১৲
মোট ..	৪,৩৬,০৩০৲	৯৩,১৭২৲	৫,২৯,২০২৲
চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	১,০৩,৮৪৪৲	৪০,৯৮৩৲	১,৪৪,৮২৭৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৭,১৪৬৲	৬১৭৲	৭,৭৮১৲
(১৪) নোয়াখালী ..	৭১,২৬৭৲	১৲	৭১,২৬৮৲
(১৫) ত্রিপুরা ..	১,৭১,৩৩২৲	১,৮৮২৲	১,৭৩,২১৪৲
মোট ..	৩,৫৩,৬০৭৲	৪৩,৪৮৩৲	৩,৯৭,০৯০৲
ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ ..	১৩,৪৮৩৲	৯১,৪৪৩৲	১,০৪,৯২৬৲
(১৭) ঢাকা ..	১,২৪,৫৬৭৲	৬৩,৯৩৩৲	১,৮৮,৫০০৲
(১৮) ফরিদপুর ..	৩৮,৪৫২৲	১,৩১১৲	৩৯,৭৬৩৲
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৩৮,৫২৩৲	৪,৭৩৯৲	১,৪৩,২৬২৲
মোট ..	৩,১৫,০২৫৲	১,৬১,৪২৬৲	৪,৭৬,৪৫১৲
রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	১০,২৭২৲	২৫০৲	১০,৫২২৲
(২১) দার্জ্জিলিং ..	৬০,১২৪৲	৫৫,৮৯৯৲	১,১৬,২২৩৲
(২২) দিনাজপুর ..	৬৯,৫৫১৲	২৬৬৲	৬৯,৭৯৭৲
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৫৬,৭৯৬৲	১,০২,৯৬৪৲	১,৫৯,৭৬০৲
(২৪) মালদহ ..	৪১,৪৬২৲	১,৫২২৲	৪২,৯৮৪৲
(২৫) পাবনা ..	৭,৩২০৲	৮৫৪৲	৮,১৭৪৲
(২৬) রাজশাহী ..	৫৪,৫১৬৲	৪,৬২৮৲	৫৯,১৪৪৲
(২৭) রংপুর ..	৫৩,০৭০৲	১,২৫১৲	৫৪,৩২১৲
মোট ..	৩,৫৩,১১১৲	১,৬৭,৬১৪৲	৫,২০,৯২৫৲
বাঙলার বিভিন্ন জেলা ..	১৭,০০,৬২০৲	৫,৫২,৪৭৮৲	২২,৫৩,১০৩৲
বাঙলার বহির্ভূত জেলা ..	৩,২৮৫৲	২,০৮,২৩৭৲	২,১১,৫২২৲
অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত যথা:—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল ..	৬,৩০,৯০৬৲	..	৬,৩০,৯০৬৲
ভারতীয় চা ব্যবসায়ী সমিতি ..	২৫,০০০৲	..	২৫,০০০৲
ত্রিপুরা রাজ্য ..	৭,০০০৲	..	৭,০০০৲
আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ..	৮২৪৲	৯,৮১৪৲	১০,৬৩৮৲
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে ..	..	৯৪,৬৫৫৲	৯৪,৬৫৫৲
ইষ্ট-বেঙ্গল রেলওয়ে ..	৪৮৬৲	৪৯,২৪৪৲	৪৯,৭৩০৲
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ..	৩১০৲	১,৪৫,০২৭৲	১,৪৫,৩৩৭৲
মোট ..	৬,৬৪,৫২৬৲	২,৯৮,৭৪০৲	৯,৬৩,২৬৬৲
উপরোক্ত বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ..	২৩,৬৮,৪৩৬৲	১০,৫৯,৪৫৫৲	৩৪,২৭,৮৯১৲
কলিকাতায় সংগৃহীত ..	৪,০৩,৬৪৯৲	৪৪,৫০,৯৬০৲	৪৮,৫৪,৬০৯৲
সর্ব্বসমুদয়ে ..	২৭,৭২,০৮৫৲	৫৫,১০,৪১৫৲	৮২,৮২,৫০০৲
গতবারের হিসাব প্রকাশের পর প্রাপ্ত	১,১৩,৯৯৪৲	১,৮৯,১৪৯৲	৩,০৪,১৩১৲

ত্রিপুরা জেলার সংগৃহীত অর্থের মধ্যে রাজা কমলারঞ্জন রায় প্রদত্ত সর্ব্বমোট দান ৮৫,০০০৲ টাকা ধরা হইয়াছে।

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৬ই জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ অতীত হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলাদেশে বৃষ্টিপাত সাধারণ অপেক্ষা কিছু কম ছিল। মৈমত্তিক ফসল কাটা হইতেছে। শীত-কালের ধান্য ফসলের রোপণ কার্য্য চলিতেছে। আমানী ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল কিন্তু হঠাৎ নদীগুলিতে জলবৃদ্ধি হওয়ার পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় নীচু ও সমতল ভূমির ফসলের ক্ষতি হইয়াছে। বিগত ১২ই জুলাই তারিখে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় যথাক্রমে ৬৩১ ও ২৩৮ জন ব্যক্তি টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ঐ ঐ জেলায় যথাক্রমে ৭১৯ ও ১১,২৭৭ জন লোকে খয়রাতী দান গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সপ্তাহে রংপুরে ১৯৯ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহে বাঙলাদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য প্রতি টাকায় /৬৷৵০ ছয় সের ছয় ছটাক ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের সহিত তুলনায় মূল্য শতকরা ০·৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হার্ব্বার, বারাকপুর, বসিরহাট, নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটের দরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, মুর্শিদাবাদ, লাল-বাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৬৷৵০ ছয় সের দেড় পোয়া; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুড়া, নড়াইল ও বনগাঁয়ে টাকায় /৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; খুলনা, সাতক্ষিরা ও বাগেরহাটে /৬ ছয় সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৬৷০ হইতে /৭ সাত সের; বীরভূম ও রামপুর হাটে /৫ পাঁচ সের হইতে /৬৷৵০ ছয় সের দেড় পোয়া; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬৷৷৵০ ছয় সের আড়াই পোয়া; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬৷৸০ পৌনে সাত সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬৷৵০ ছয় সের দেড় পোয়া হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৸০ পৌনে সাত সের; রাজ-শাহী নওগাঁ ও নাটোরে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুর-ঘাটে /৬৸০ পৌণে সাত সের হইতে /৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; দার্জ্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ /৬ ছয় সের হইতে /৮ আট সের; রংপুর, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় টাকায় /৬ ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় /৬৷৷৵০ ছয় সের পনর ছটাক; পাবনা ও সিরাজগঞ্জের সংবাদ পাওয়া যায় নাই; মালদহে /৬৷০ সোয়া ছয় সের; কুচবিহারে /৭৷০ সোয়া সাত সের; ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় /৫৸৵০ পাঁচ সের চৌদ্দ ছটাক হইতে /৬৷০ সোয়া ছয় সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোর-গঞ্জে /৫৸০ পৌনে ছয় সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া ও চাঁদপুরে /৬ ছয় সের হইতে /৬৸০ পৌণে সাত সের, নোয়াখালী ও ফেনিতে /৫৸০ পৌণে ছয় সের হইতে /৬ ছয় সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ পাঁচ সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের।

বাঙলাদেশের মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ

১৯৩৯-৪০ সনের কার্য্য-বিবরণী

বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের (কলিকাতা বাদে) ১৯৩৯-৪০ সনের যে বার্ষিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত সরকারী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসরের মতই সমগ্র বঙ্গদেশে মোট ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির সীমানা সম্বন্ধে সামান্য রকম পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৩টি মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই নির্ব্বাচনে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। সেরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৩টি ওয়ার্ডে শতকরা ৯০ জন ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছিল। নারী ভোটারগণও বিশেষ উৎসাহের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন এবং পিরোজপুর মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনে শতকরা প্রায় ৭০ জন নারী ভোটার ভোট প্রদান করিয়াছিলেন। এক ওয়ার্ডে সেখানে শতকরা ৭৫ জনেরও বেশী মহিলা ভোটার ভোটদান কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই বর্ষে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট ৩,০২৮টি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে কোরাম অভাবে ৭১টি সভা হইতে পারে নাই এবং ১০৩টি সভা মুলতুবী রাখা হইয়াছিল। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক সভার (মোট ১১৪টি) অনুষ্ঠান করিয়াছিল। তন্মধ্যে ৮টি সভা কোরাম অভাবে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং ২৩টি মুলতুবী সভা।

তিনটী মিউনিসিপ্যালিটী ব্যতীত প্রদেশের সকলগুলি মিউনিসিপ্যালিটীই প্রতি মাসে অন্ততঃ একটী করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল, দক্ষিণ সহরতলি মিউনিসিপ্যালিটী সারা বর্ষে মাত্র ৯টি সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং বাদুড়িয়া ও শেরপুর (বগুড়া) মিউনিসিপ্যালিটি সারা বৎসরে মাত্র ৯টি করিয়া সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

১৬টি মিউনিসিপ্যালিটিতে শতকরা ৫০ জনেরও কম কমিশনার সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারদের সভায় উপস্থিতির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম (শতকরা ৩৭'৮) ছিল। বেসরকারী সদস্যদের উপস্থিতি কোটচাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (শতকরা ৯৮'৫) এবং রংপুরে সর্ব্বা-সর্ব্বাপেক্ষা কম (শতকরা ৩৭'২) ছিল। পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (শতকরা ৯৬'৯৬) সরকারী সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্ব্বাপেক্ষা কম সংখ্যক সরকারী সদস্য (শতকরা ৪ জন) সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জন-সংখ্যা ও ট্যাক্স

কলিকাতা ব্যতীত বাঙলার অন্য সব মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় মোট ২,৩৫১,৪০৭ জন বাসিন্দা ছিল; এই সংখ্যা সমগ্র বঙ্গের জন-সংখ্যার শতকরা ৪'৭ জন মাত্র। ইহাদের মধ্যে আবার মাত্র ৩৯২,৭০৫ জন ছিল করদাতা। একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনেরও কম লোক কোন প্রকার কর প্রদান করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মিউনিসিপ্যাল্ এলাকার জনগণ গড়ে প্রত্যেকে ১৮৵॥ পাই করিয়া কর প্রদান করিয়াছিল; পূর্ব্ব বর্ষে এই করের পরিমাণ ছিল ১৮৵১১ পাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, মিউনিসিপ্যাল করের হার খুবই কম এবং আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা কর হ্রাস পাইয়াছিল। একমাত্র দার্জিলিং ঢাকা আর মোমেন্-মিউনিসিপ্যালিটিতেই করের হার জনপ্রতি ১৫৲ টাকার বেশী হয় নাই। দার্জিলিংএ করের হার জনপ্রতি ১১॥৯ পাই ছিল। পক্ষান্তরে ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটিতে জনপ্রতি ১৲ টাকারও কম কর দিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও খিরপাই এবং নদীয়া জেলার কুমারখালী মিউনিসিপ্যালিটি বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানমত সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য না করিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যক্তি বিশেষের উপরই কর ধার্য্য করিয়াছিল।

যদিও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বেশী কর ধার্য্য করা হইয়াছিল, তথাপি প্রকৃত আদায় ৭৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, (অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা কম) হইয়াছিল। ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১৩৫ (২) ধারামতে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও বি-এন-রেলওয়ের সম্পত্তির উপর নির্দ্ধারিত ট্যাক্স করার প্রায় ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা কম আদায় হইয়াছিল। রেল-আইনের এই আদেশ পরে সংশোধন করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বর্ষে মিউনিসিপ্যাল্ রেট্ যেস্থলে ৭৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা আদায় হইয়াছিল, সেস্থলে আলোচ্য বর্ষে এই আদায়ের পরিমাণ কমিয়া ৭৭ লক্ষ ৯৮ হাজার দাঁড়াইয়াছিল। তমলুক, পাড়ুলিয়া ও মলটিকী মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের নির্দ্ধারিত কর প্রায় সমুদয়ই আদায় করিয়াছিল। মোট ১৪টি মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট করের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী আদায় হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৭টি মিউনিসিপ্যালিটী আবার শতকরা ৯৫৲ টাকারও বেশী আদায় করিয়াছিল। ১৩টি মিউনিসিপ্যালিটী অর্দ্ধেকেরও কম কর আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটী মোট করের শতকরা মাত্র ২৭'২৭ ভাগ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পূর্ব্ববর্তী বৎসরে ৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকার কর মকুব করা হইয়াছিল; আলোচ্য বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৫ হাজারে দাঁড়ায়। বকেয়া করও ৩৪ লক্ষ ২৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ লক্ষ ৮৭ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য বৎসরেও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিরই বকেয়া করের পরিমাণ (১৭,১৮,০৩৭ টাকা) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ১,৬৭,০৬০ টাকা কর মকুব করার পরও এই পরিমাণ টাকা অনাদায়ী রহিয়া গিয়াছে। অন্যান্য যেসব মিউনিসিপ্যালিটীর বেশী পরিমাণ অনাদায়ী কর রহিয়াছে, তাহা হইতেছে হুগলী-চুঁচুড়া (১,১৮,৫৪২৲ টাকা), টাঙ্গাইল (১,২০,৪০১৲ টাকা) গার্ডেন রীচ (১,১৬,৬৮১৲ টাকা), ঢাকা (১,৮৯,৩৬৩৲ টাকা) এবং ময়মনসিংহ (১,৪৮,৮৫০৲ টাকা)। আলোচ্য বর্ষের নির্দ্ধারিত করের সহিত তুলনা করিলে বালীপুর মিউনিসিপ্যালিটির অনাদায়ী করের হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায় এবং ইহার পরই ময়মনসিংহ ও পটুয়াখালীর স্থান।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট আমদানী পূর্ব্ব বৎসরের মজুত তহবিল সহ ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮ হাজার ছিল, কিন্তু আলোচ্য বৎসরে তাহা কমিয়া ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪ হাজারে দাঁড়ায়। ব্যয়ের দিক দিয়া কিন্তু আলোচ্য বৎসরে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৭ হাজার টাকা খরচ হয়; পূর্ব্ব বৎসরে এই ব্যয় ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা।

বৎসরের শেষে কতিপয় মিউনিসিপ্যালিটির তহবিলে এত কম পরিমাণ অর্থ মজুত ছিল যে, দেনা মিটাইবার উপায় ছিল না। সেরপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির দেনার পরিমাণ চলতি আয়ের শতকরা ৮৬ ভাগেরও বেশী ছিল। ১৫টি মিউনিসিপ্যালিটির কোন দেনা ছিল না।

শিক্ষা-প্রচার

আলোচ্য বর্ষে শিক্ষা বাবদ মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের ব্যয় সরকারী সাহায্য ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা সহ মোট ৮ লক্ষ ২ হাজার টাকা হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরে এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা। মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ও পূর্ব্ব বৎসরের ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্রপ্রতি ব্যয় ১৯৩৮-৩৯ সনে যেস্থলে ২।১ পাই ছিল, আলোচ্য বর্ষে সেস্থলে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২।৶৮ পাই হয়। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে মোট ৮১,৮৮৫৲ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এবং এই মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্রপ্রতি ২।৶৬ পাই করিয়া ব্যয় হয়।

চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটী প্রত্যেক ছাত্রের জন্য যথাক্রমে ৮৸৶৬ পাই ও ৮৴৹ ব্যয় করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। চাঁদপুর ও কার্শিয়ং মিউনিসিপ্যালিটী প্রতি ছাত্রের জন্য যথাক্রমে ৮৴৪ পাই ও ৬।৶৹ আনা ব্যয় করিয়াছিল, টাকী মিউনিসিপ্যালিটী ছাত্রপ্রতি ১৪।৶৹ আনা ব্যয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানের অধিকারী হইয়াছে। মহেশপুর ও মোহনগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটী যথাক্রমে ছাত্রপ্রতি ৴২ পাই ৴৪ পাই ব্যয় করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কানাডার যে-সব তরুণ সৈন্য-বাহিনীর অফিসাররূপে ট্রেনিং সমাপ্ত করিয়াছেন, ক্যানাডিয়ান বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ম্যাকনটন্ তাঁহাদিগকে পরিদর্শন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

৩৪খানা শত্রু-প্লেন বিধ্বস্ত

গত ২৮শে জুলাই সিসিলি বিমানঘাঁটিসমূহের উপর বিমান আক্রমণের সময় ৩৪ খানা শত্রুপ্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

দক্ষিণ ইন্দোচীনে ৪০ হাজার জাপানী সৈন্য

হ্যানয় হইতে একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ইন্দোচীন দখলের নিমিত্ত আগত জাপানী সৈন্য সংখ্যা ৪০,০০০ হাজার হইবে।

প্রকাশ, ইন্দোচীন জাপানকে দক্ষিণ ইন্দোচীনের আটটি বিমানঘাঁটি ছাড়িয়া দিতেছে। উহার মধ্যে একটি নূতন থাইল্যাণ্ড সীমান্তের নিকটে অবস্থিত।

এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, জাপ সৈন্যবাহিনী কামরাণ উপসাগর দখল করিয়া লইয়াছে।

জাপানী সৈন্যদের অবতরণ

জাপানী সেনারা কামরাণ উপসাগরের ঠিক উত্তর দিকস্থ হাত্রাং নামক স্থানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সাইগন ও সীমরীপ ছাড়া, আনাম উপকূল ভাগের মধ্যবর্ত্তী স্থাত্রাং, তোরেন, সাইগনের নিকটবর্তী বীনহোয়া, মেকংএর মোহনায় অবস্থিত সোকট্রাং, কাম্বোডিয়ার বিগাট লেকের নিকটবর্তী কমপংছম এবং কোচিনের রাজধানী নোমপেন প্রভৃতি স্থানের বিমানঘাঁটিও ব্যবহার করা হইবে।

টোকিওর ২৯শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, জাপ গভর্ণমেণ্ট ডাচ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

মস্কোর উপর আবার বিমান-আক্রমণ

সরকারী টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ২৯শে জুলাই রাত্রিতে ১৪০ হইতে ১৫০ খানি জার্ম্মাণ প্লেন ব্যাপকভাবে মস্কোর উপর আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিমানপোত-বিধ্বংসী কামানের গোলা ও সৈন্য পশ্চাদ্ধাবনকারী বিমানপোতসমূহ মস্কোর উপর আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আক্রমণকারী প্লেনসমূহকে তাড়াইয়া দেয়। মাত্র ৪।৫ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত শহরের উপর আসিয়া পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল।

৯ খানি জার্ম্মাণ প্লেন ভূপাতিত হইয়াছে। বাড়ীঘর-সমূহের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরতার সহিত আগুন নিভাইয়া ফেলা হয়। কেহ হতাহত হয় নাই।

নেভেল ও স্মোলেনস্কের দিকে সংগ্রাম

একখানি রাশিয়ান এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ২৮শে জুলাই রাত্রিতে নেভেল, স্মোলেনস্ক এবং জিটোমীর অঞ্চলে সংগ্রাম চলিয়াছিল। স্থলবাহিনীর সহযোগিতায় রাশিয়ান বিমানবহর শত্রুর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির উপর হানা দিয়াছিল।

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের এশতেহার

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের একখানি এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জুলাই রুমানিয়ান সৈন্যবাহিনী নিষ্টার নদীর মোহনা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ফলে বেসারাবিয়াতে শত্রু অধিকারের আর কোন অস্তিত্ব রহিল না। ইউক্রাইনে অভিযান অগ্রসর হইতেছে। ষ্টালিন লাইন ভেদের সময় পরাভূত বিচ্ছিন্ন শত্রু সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইতেছে। সর্ব্বশেষ দল স্মোলেনস্কের পূর্ব্ব দিকে ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে।

জার্ম্মাণদের মস্কো অভিযানের সময় পরিবর্ত্তন

স্যাপলেস দিতা পত্রিকার প্রকাশ, সর্ব্বশেষ জার্ম্মাণ বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণরা সরাসরি মস্কো অভিযান এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন তাহারা শত্রুকে উত্যক্ত করিয়া কৌশলে কাজ হাসিল করিবার চেষ্টা করিতেছে।

জার্ম্মাণদের যোগসূত্র শত শত কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত রহিয়াছে। শত্রু গরিলা বাহিনী ধারাবাহিকভাবে এই সংযোগ পথের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। ইহার ফলে প্রায় অনেকখানেক জায়গায় যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া শত্রু বিমানবাহিনী এখনও তৎপরতার সহিত বোমাবর্ষণ করিতেছে। ইহার ফলে অগ্রগামী বাহিনীর সহিত মূলঘাঁটির যোগাযোগ রক্ষা করাই এখন জার্ম্মাণদের নিকট এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জার্ম্মাণ সামরিক অভিমত

"বাসলার নাচরিকটেন"এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণ সমর বিশেষজ্ঞরা আশা করেন যে, পূর্ব্ব রণক্ষেত্রের সংগ্রাম গত মহাযুদ্ধের লোয়ে এবং আজমী সংগ্রামের মতই আকস্মিকভাবে শেষ হইবে। তাহাদের মতে এখানেও শত্রুর আকস্মিক পতন হইবে। তবে এই সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, এই আশা খুবই সীমাবদ্ধ; কারণ ফ্রান্সের তুলনায় সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক বেশী রিজার্ভ সৈন্য অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে।

তব্রুকে ব্রিটিশ বাহিনীর তৎপরতা

২৮শে জুলাই রাত্রিতে তব্রুকের টহলদার বাহিনী-সমূহের বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। একটী টহলদার বাহিনী ব্রিটিশ ঘাঁটি হইতে দুই মাইল দূরে একটি বিরাট ইটালীয় দলকে বিধ্বস্ত করিয়াছে।

দক্ষিণ ইন্দোচীনে জাপ-সৈন্য

৩১শে জুলাই সাইগণের এক তারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ফরাসী ইন্দোচীনের জাপবাহিনীর প্রধান সেনাপতি একদল নূতন জাপানী সৈন্যসহ দক্ষিণ ইন্দোচীনের এক বন্দরে অবতরণ করিয়াছেন।

কীটেলের পুত্রশোক

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলীর অধ্যক্ষ ফিল্ড মার্শাল কীটেলের কনিষ্ঠ পুত্র লে: হ্যান্স অর্থ কীটেল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

লে: কীটেল পূর্ব্ব-রণক্ষেত্রের সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন। তিনি একটি গোলন্দাজ রেজিমেণ্টের সহিত ছিলেন।

ফিনল্যাণ্ডে বিমান হানা

একখানি সরকারী এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ৩০শে জুলাই কয়েকখানি বৃটিশ ও রাশিয়ান বিমানপোত দিনাহাবারীতে হানা দিয়া বোমা, টর্পেডো ও মেশিনগানের গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।

তিনখানি নাৎসী জাহাজ ধ্বংস

১লা আগষ্ট অপরাহ্নের রাশিয়ান এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট নৌবিভাগীয় বিমানপোত বাল্টিক সাগরে একখানি শত্রু ডেষ্ট্রয়ার ধ্বংস ও আরও দুইখানি বিরাট জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

স্মোলেনস্ক এলাকায় জার্ম্মাণীর অসুবিধা

একখানি সোভিয়েট এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ৩১শে জুলাই সোভিয়েট বাহিনী স্মোলেনস্কের দিকে সংগ্রাম করিয়া জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

স্মোলেনস্ক এলাকায় বিশেষভাবে তীব্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই রণক্ষেত্রে সোভিয়েট আক্রমণ চালাইয়া শত্রু বাহিনীকে তাহাদের ঘাঁটি হইতে হটাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে। বহু সৈন্য বন্দী ও অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত হইয়াছে।

এক ঝাঁক সোভিয়েট বোমারু বিমানপোত বাল্টিকে দুইখানি জার্ম্মাণ টহলদার জাহাজের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

প্রথম জাহাজের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং উহার ফলে জাহাজখানি ডুবিয়া যায়। দ্বিতীয়খানিও গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

শত্রুর পশ্চাদ্ভাগের এক বিমানঘাঁটি আক্রমণ করিয়া ৯ খানি জাহাজ ও তিনখানি বোমারবিমান বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

মস্কোর উপর আবার বিমানাক্রমণের চেষ্টা

কয়েক ঝাঁক জার্ম্মাণ প্লেন ৩০শে জুলাই রাত্রিতে মস্কোর উপর বিমানাক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। বিমানপোত-বিধ্বংসী কামান ও সৈন্য রক্ষীপ্লেনসমূহ রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণ প্লেনসমূহকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দু'একখানি প্লেন বাধা অতিক্রম করিয়া রাজধানীর উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কয়েকটী আগুনে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কয়েকটী বাড়ীঘরে আগুন ধরিয়াছিল, কিন্তু তৎপরতার সহিত উহা নিবাইয়া ফেলা হয়। কোন সামরিক লক্ষ্যস্থানের ক্ষতি হয় নাই।

জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর ২রা আগষ্টের এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, "স্মোলেনস্ক অঞ্চলে সংগ্রামের ফলে লালফৌজ ১৩৭ সংখ্যক জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।"

বলা হইয়াছে, "প্রত্যূষ হইতে সোভিয়েট সৈন্যরা শত্রু পক্ষের উপর ভীষণ জোরে চাপ দিতে থাকে। পশ্চাদপসরণকারী জার্ম্মাণ বাহিনীগুলির শক্তিবৃদ্ধির জন্য জার্ম্মাণ কমাণ্ড দ্রুত ১৩৭ সংখ্যক ডিভিশনকে প্রেরণ করে এবং উহারা সরাসরি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। উক্ত ডিভিশনকে ব্যূহ গঠনের সুবিধা না দিয়াই একটা সোভিয়েট বাহিনী পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করে। লাল-ফৌজের অন্যান্য দলগুলি সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষের ১৩৭ সংখ্যক বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলে এবং সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। শত্রুপক্ষ বেষ্টনী ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে সোভিয়েট

[৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় অনুর্ব্বর ভূমি তদন্ত-কমিটির রিপোর্ট (১৯৪১)
—মূল্য ৷৷০ আনা (ডাকমাশুল ৵০ আনা)।

বঙ্গীয় ঋণ-সালিশী ম্যানুয়েল (১৯৪১)—
মূল্য ২৲ টাকা (মাশুল ।৵০ আনা)।

বঙ্গীয় মোটর-স্পিরিট বিক্রয়-করের খসড়া নিয়মাবলী
(১৯৪১)—মূল্য ৵০ আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন, ১৯৪১
মূল্য—এক আনা (মাশুল ⁄০ আনা)।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের অধীন খসড়া নিয়মাবলী
মূল্য—দুই আনা (মাশুল ৵০ আনা)।

[সবগুলি পুস্তকই ইংরাজীতে লিখিত]

প্রাপ্তিস্থান:

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ)
৩৮নং গোপালনগর রোড, আলিপুর
এবং
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

হিট্‌লারী বর্ব্বরতার মূর্ত্ত বিকাশ

জার্ম্মাণী ও নাৎসী অধিকৃত ইউরোপের কতিপয় জাজ্জ্বল্যমান নজীর

ধর্ম্মযাজকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশে বিপদ

চেকোস্লোভাকিয়ার নিউইয়র্কস্থ সংবাদ-সরবরাহক প্রতিষ্ঠান এই মর্ম্মে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছে যে, জার্মাণীর বুচেনওয়াল্ড নামক স্থানের বন্দী-শিবিরে ধর্ম্ম যাজক কাভিনাগু চাইনেক অমানুষিক অত্যাচারে দেহ ত্যাগ করায় [illegible] চিকিৎসাভবনের সদস্যগণ প্রকাশ্যে শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে একযোগে ধৃত হইয়াছেন। পাক্ষিক সংবাদপত্র "[illegible]" উক্ত মৃত নেতার আলোক-চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় উহা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছাচারিতার নমুনা

বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়ার নাৎসী অভিভাবক ব্যারণ ভন্ নিউরাথ্ এই মর্ম্মে আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, চেকোস্লোভ আদালতসমূহের রায় তিনি পরিবর্ত্তন কিম্বা বাতিল করিতে পারিবেন।

আর একটি স্বেচ্ছাচারিতার কথা

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী অভিভাবক ব্যারণ ভন্ নিউরাথ্ চেকোস্লোভাকিয়ার শাসন কর্ত্তৃপক্ষ আভ্যন্তরিক অফিস সংক্রান্ত কাজে উক্ত দেশের ভাষাই ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং জার্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত চিঠির আদান-প্রদান কালে জার্মাণ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে বলিয়া গত ১৯৩৯ সালের ১৯শে আগষ্ট যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন—সম্প্রতি তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত দেশ জার্মাণদের অধিকারে—সুতরাং সমস্ত অফিস সংক্রান্ত কাজে জার্মাণ ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে।

স্লোভাকিয়ার কাঠের গুঁড়ি লুণ্ঠন

জার্মাণগণ স্লোভাকদের জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু উহাদের গণতন্ত্র ভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পরেই তাহারা শিল্প বিষয়ক যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। প্রথমে তাহারা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত জেলি নামক স্থানে অবস্থিত ষ্টেটের নিজস্ব তৈল-কূপ হইতে তৈল আত্মসাৎ করিতে থাকে। আসল তেলের পরিমাণ হইতে তাহারা তিন গুণ বেশী তৈল উৎপাদন করে। তৎপর তাহারা এই তৈলের খনি এরূপ ভাবে লুট করিতে সুরু করে যে, উহা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। অনুরূপ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও তাহারা সদ্ব্যবহার করিয়া চলিয়াছে। এ দেশের কাঠের ব্যবসায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহারা উহা স্লোভাকদের হাতেই ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু অন্যভাবে উহা আত্মসাৎ করিতেছে। গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার্য্য এই দেশের বড় বড় গুঁড়ি কাঠ জার্ম্মাণীতে বাধ্য হইয়া রপ্তানি করিতে হয়। এই ভাবে গতবৎসর ৮৩ [illegible] জার্মাণীতে চালান করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আর একটি দিকে আলোকপাত করিবার আছে। স্লোভাকিয়াতে মুদ্রিত [illegible] সংখ্যা ৭০০,০০০,০০০ হইতে ১,৬০০,০০০,০০০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। [illegible] এই অস্বাভাবিক [illegible] সময়ে স্লোভাকদিগকে [illegible] জার্মাণদিগের নিকট [illegible] করিতে হইতেছে।

প্রেগের ভূতপূর্ব মেয়র কারাগারে

[illegible] কারাগারে বন্দী আছেন। তাঁহার ধন-সম্পত্তি সমস্ত বাজেয়াপ্ত [illegible]। [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নাতিকন্যাও সেই কারাগারে অবস্থান করিতেছেন। উক্ত মেয়রের সহিত তিনিও সংশ্লিষ্ট আছেন। এক [illegible] সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনিও কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

জার্মাণ শিশুদের জন্য দুগ্ধ বাজেয়াপ্ত

নিউইয়র্কস্থ চেকোস্লোভাক্ সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠান এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, পশ্চিম জার্মাণী এবং বার্লিন হইতে জার্মাণরা আসিয়া উক্ত দেশের যে সকল জেলায় বসবাস সুরু করিয়াছে, সেখানকার চেকোস্লোভাক শিশুদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উক্ত স্থানের সমস্ত দুগ্ধ, মাখন ইত্যাদি কেবলমাত্র জার্মাণ শিশুদিগের নিমিত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়। চেকোস্লোভাক শিশু এবং তাহাদের পিতামাতাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যও প্রদান করা হয় না।

পোল্যাণ্ডে জার্মাণীর মানুষ শীকার

ওয়ারশর নিকটবর্ত্তী [illegible] নামক স্থানে জার্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ জার্মাণীতে নিযুক্ত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করিয়াছিল। কিন্তু সে আহ্বানে কোনরূপ সাড়া না পাওয়ায় তাহারা মানুষ শীকার সুরু করে এবং তাহার ফলে ১৭ জন পোলবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জার্মাণ বিরাটত্বের প্রদর্শনী

প্রেগের অন্তর্গত "[illegible]" মিউজিয়ামে জার্মাণদিগের মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব প্রচার করিয়া একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার অধিবাসীগণ উহাতে যোগদান না করায় উক্ত প্রদর্শনী শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। ইহাতে নাৎসীরা যে শুধু লোকদিগকে প্রদর্শনীতে যোগদান করিতে বাধ্য করে তাহা নহে, পরন্তু ইহাদ্বারা যাহাতে আয়ের পথও সুগম হয় তাহার ব্যবস্থা করে। লণ্ডনস্থ চেকোস্লোভাক সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠানের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, চেকোস্লোভাক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই উপলক্ষে এক লক্ষ ক্রাউন সাহায্য করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। যে সকল শিক্ষক ও প্রফেসর এই প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে আসিবেন, উক্ত অর্থ হইতে তাহাদের যাতায়াত খরচ প্রদান করা হইবে। প্রেগ এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত ছাত্রকে তাহাদের প্রধান শিক্ষক অথবা অন্য কোনো শিক্ষকের পরিচালনাধীনে উক্ত প্রদর্শনীতে আসিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নীচের দিকে চাহিয়া চলিয়া যাওয়ার দরুণ কয়েকটি শ্রেণীর ছাত্রকে দণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছে।

সম্পাদকের মর্ম্মর-মূর্ত্তি গ্রেপ্তার

বেলজিয়মের "লা লিব্রে বেলজিক্" (স্বাধীন বেলজিয়ম) নামক সংবাদপত্রের গ্রাহক সংখ্যা খুব বেশী। কাগজটি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ব্রুসেল্‌স শহরের একটি পার্কে উক্ত কাগজের সম্পাদক [illegible] একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। জার্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত মূর্ত্তিকে [illegible]। এই [illegible] উপভোগ করে।

জার্মাণ পক্ষপাতিত্ব

বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়ার জার্মাণ [illegible] দিগের উপর এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যে সব কর্ম্মচারীদিগকে পেন্সন গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা অন্য অফিসে বদলী হইয়া যাইতে হইবে। যখনই একজন নূতন কর্ম্মচারী পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের মত যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত না হয়, তখনই তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য বলিয়া পেন্সন লইতে বাধ্য করা হয়। এ সম্পর্কে আর কোনোরূপ বিবেচনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, হয়ত একজন পুরাতন কর্ম্মচারী [illegible] গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত আছে, কিন্তু তাহার সম্পর্কেও আর কোনো বিবেচনা করা হয় না। বলা বাহুল্য জার্মাণ সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই নিয়মের অধীন নহে।

ধর্ম্মযাজক নির্য্যাতিত

চেকোস্লোভাকিয়ার প্রধান ধর্ম্ম-যাজক চার্লস্ কার্ডিনাল কাস্‌পার নাৎসী-নির্য্যাতনের ফলে গত ২১শে এপ্রিল ৭১ বৎসর বয়সে প্রেগ শহরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

নাৎসী প্রভাবে বোহেমিয়ার রোমান ক্যাথলিক্ চার্চকে খাটো করিবার যে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যহীন প্রতিবাদ করিয়া কার্ডিনাল কাস্‌পার আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

মিউনিক্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর গত ১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর কার্ডিনাল এই সীমান্তকে অভিবাদন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই স্বার্থত্যাগ স্বার্থকভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। আর যদি এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত না হয়, তবে চেকোস্লোভাকিয়ার উপর যাহারা এই অন্যায় সাধন করিল, ভগবান যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন"।

নাৎসীগণ কর্ত্তৃক প্রেগ্ দখলের অব্যবহিত পরেই এই বৃদ্ধ কার্ডিনালকে বন্দী করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়। নাৎসীগণ তাঁহার সহিত বিশেষ দুর্ব্ব্যবহার করে এবং সেই সময় খবর পাওয়া যায় যে, এই নির্য্যাতনের ফলে তাঁহার হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার অবস্থা এত সাংঘাতিক হইয়া পড়ে যে, তাঁহাকে প্রেগের অন্তর্গত [illegible] হাসপাতালে যাইতে অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি তাহার পর আর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেন নাই এবং ইহার ফলেই এত শীঘ্র তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কার্ডিনাল আমেরিকাপ্রবাসী চেকোস্লোভাকিয়ানদের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। গত ১৯২৬ সালে তিনি ধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষে যুক্তরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের উপর অত্যাচার

জার্মাণী যে সময় চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করে, তৎকালে হাঙ্গেরী সেই অভিযানে জার্মাণীকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়াই পরিণামে চেকোস্লোভাকিয়ার পতন ঘটে। ইহার পুরস্কার স্বরূপ হিটলার "চেকোস্লোভাক্ রিপাব্লিকের" পূর্ব্ব অংশ "সাব-কার্পেথিয়ান রাশিয়া"কে হাঙ্গেরীর হস্তে প্রদান করে। হাঙ্গেরীর সৈন্যগণ উক্ত দেশকে দখল করিবার অব্যবহিত পরেই হাঙ্গেরী কর্ত্তৃপক্ষ উহাকে হাঙ্গেরীয়ানদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার পক্ষে ব্যাপক প্রচার-কার্য্য চালাইতে সুরু করেন। দেশের স্বায়ত্ত শাসন রহিত করিয়া দেওয়া হয়। হাঙ্গেরীয়ানগণকে দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। গত ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত এই অঞ্চল সমগ্র মধ্য ইউরোপের মধ্যে বিশেষ অনুন্নত বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর ছিল। পরে চেকো-স্লোভাকগণ এখানে বহু সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন করে। সম্প্রতি হাঙ্গেরীয়ানগণ সেই সকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা অর্দ্ধেক কমাইয়া দিয়াছে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা তুলিয়া দিয়াছে। অধিকাংশ [illegible] সমাজকে দমন করা হইয়াছে, সমবায় সমিতিগুলিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে জাতীয় জীবনের সর্ব্বশেষ আশ্রয়স্থলকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত উহারা [illegible] গির্জ্জার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে।

যে সকল দল এই অঞ্চলকে হাঙ্গেরীয়ানদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে,

[১২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। কয়েক ঘণ্টা যাবত প্রচণ্ড সংগ্রামের পর শত্রুপক্ষ আর প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয় এবং অস্ত্র, যানবাহন এবং রসদ ফেলিয়া ও রণক্ষেত্রে বহু নিহত ও আহত সৈন্য ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করে। জার্ম্মাণ সৈন্যরা একটা বনে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয় এবং সোভিয়েটের গুলীতে বিপর্য্যস্ত হয়। এই অঞ্চলে ৪ শতাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত এবং ১৫০ শত বন্দী হইয়াছে।

বাল্টিকে শত্রু-জাহাজ নিমজ্জিত

সোভিয়েট বিমানপোতের আক্রমণে বাল্টিক সাগরে শত্রুর একখানি টহলদার জাহাজ এবং পাঁচ হাজার টনের একখানি তৈলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে এবং আরো ৪ খানি জার্ম্মাণ জাহাজ বিশেষভাবে যখম হইয়াছে।

জার্ম্মাণ ইস্তাহারের দাবী

জার্ম্মাণ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পিপাস হ্রদের পশ্চিমে শত্রুপক্ষের সেনাদলসমূহ বিধ্বস্ত করিবার সময় সোভিয়েটের প্রায় দশ সহস্র সৈন্যকে বন্দী করা হয় এবং অসংখ্য ট্যাঙ্ক, বন্দুক ও অপরাপর সমরোপকরণ হস্তগত করা হয়।

উত্তর মেরু অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা

ইকহলমের সংবাদে প্রকাশ উত্তর মেরু অঞ্চলের ব্যাপক বৃটিশ জাহাজ ও নৌ-সেনার উপস্থিতির সংবাদ ফিনিশ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে বিরাট রুশ বাহিনীর সমাবেশের বিষয়ও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, পেটসামোর উপর বৃটিশের বোমাবর্ষণ একটা আকস্মিক আক্রমণ মাত্র নয়। ঐ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা যে বৃটেন ও রাশিয়ার আছে, উহাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

জার্ম্মাণীর ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য ক্ষয়

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর ভাইস-প্রেসিডেন্ট মঃ লজোভস্কি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, রুশ রণাঙ্গনে এ-পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং দলত্যাগী সৈন্য সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

জার্ম্মান পার্ব্বত্য ডিভিশন বিধ্বস্ত

সোভিয়েট টাস এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যগণ 'ভি' চাউনের নিকটে ২৫৩ সংখ্যক জার্ম্মাণ পার্ব্বত্য ডিভিশনের অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। বহু সংখ্যক সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বহু মূল্যবান ও উল্লেখযোগ্য সমরসম্ভার হস্তগত হইয়াছে।

হল্যাণ্ডের উপকূলে শত্রুজাহাজ জলমগ্ন

বৃটিশ বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, ২রা আগষ্ট রাত্রে বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ বার্লিনের বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। বিভিন্ন স্থলে প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। হামবুর্গ ও কিয়েলেও বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে বৃটিশ বিমানসমূহ হানা দিয়াছিল। বৃটিশ বিমানসমূহ হল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট শত্রুর টহলদারী জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। এই জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে।

বার্লিনে ব্যাপক বোমাবর্ষণ

চারি ইঞ্জিনযুক্ত বিমানের একটি শক্তিশালী বাহিনী গত ২রা আগষ্ট বার্লিন সহরের কেন্দ্রস্থলে হানা দিয়া যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ভারী বোমাবর্ষণ করে। চতুর্দ্দিক হইতে একসঙ্গে আক্রমণ করা হয় এবং বহু অগ্নিবোমাও বর্ষিত হইয়াছিল। বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলের উপর বর্ষিত বোমা যথাস্থানে পতিত হয় এবং আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। রাজকীয় বিমানবহর ৮০ মাইল দূর হইতে ঐ আগুনের উজ্জ্বল শিখা দেখিতে পাইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত বার্লিনে প্রায় ৫০ বার বিমান আক্রমণ চালান হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষের ক্ষতি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে একটি সাবমেরিণ ৬ ইঞ্চি পরিধির কামানবিশিষ্ট একটি ইটালীর ক্রুজারকে টর্পেডো মারিয়াছে।

বৃটিশ নৌবিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন, ভূমধ্যসাগরে যে সমস্ত সাবমেরিণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা আরও সাফল্যের সংবাদ দিয়াছে। ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষীয় ১৬ লক্ষ ৬ হাজার টনের জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইটালীর উপকূলের এক বন্দরের মধ্যেই একটি ভাসমান ডকের উপর আক্রমণ চালান হয়। দুইটি টাগ ঐ ডকটিকে একটি ট্রলার ও দুইটি টর্পেডো বোটের পাহারায় টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। ভাসমান ডকটিতে অন্ততঃ একটি টর্পেডোর আঘাত লাগিয়াছে।

থাইল্যাণ্ড সীমান্তে জাপ সৈন্য সমাবেশ

থাইল্যাণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করা হইতেছে। ব্যাঙ্কক হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানী সৈন্য থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে সমাবেশ করায় থাইল্যাণ্ডকে যাহা হউক একটা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং আমেরিকা অথবা আমেরিকা ও বৃটেন থাইল্যাণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি না দিলে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়।

৬নং—বাজার

বাজার থাকিলেই কেরোসিন পাওয়া যাইবে। ক্রমে ক্রমে কেরোসিন ভারতের নিভৃততম প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুদূর গ্রামবাসিগণও জানেন যে ঠিক দুয়ারের গোড়ায় না হইলেও স্থানীয় বাজার অথবা হাটে কেরোসিন সর্ব্বদাই মজুত থাকে এবং টিনে অথবা বোতলের মাপে পাওয়া যায়।

বহু বৎসর ধরিয়া বার্ম্মা-শেল কেবল মাত্র কেরোসিন বিক্রয়ের এই সুদূর বিস্তৃত বন্দোবস্ত করিয়াই বিরত হ'ন নাই। উপরন্তু তাঁহাদের ইনস্পেক্টরগণ কেরোসিন সরবরাহ-ব্যবস্থার উন্নতি করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করেন—যাহাতে সকলে সর্ব্বত্র কেরোসিন পাইতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।

বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ

এজেন্টস্ঃ (ইনিয়া আমেরা)

কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ করাচি দিল্লী

বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটীসমূহের বিবরণী

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

: মোট ৯টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ছাত্রপ্রতি ব্যয় ৪৲ টাকার উপর হইয়াছিল এবং ৪৮ টি মিউনিসিপ্যালিটিতে তাহা ১৲ টাকার নিম্নে হইয়াছিল। নয়টি মিউনিসিপ্যালিটী তাহাদের আয়ের শতকরা ৩·২ ভাগও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় না করায় আইনের বিধান লঙ্ঘিত হইয়াছিল। রংপুর মিউনিসিপ্যালিটী মোট আয়ের শতকরা ২৯·৫ ভাগ ও শেরপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে শতকরা ২২ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল।

পানীয় জল সরবরাহ

শহরাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ১২,৮১,০০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে গত বৎসর হইতে এ ব্যাপারে ১,০০,০০০৲ টাকা কম খরচ হইয়াছে। পরিচালনা ও মেরামতি ইত্যাদি ব্যাপারে ৫৬,২৭৫৲ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে বলিয়া উপরোক্ত ব্যাপারে মূলধন হিসাবে ১,৬১,০০০৲ টাকা কম খরচ করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত মোট ৪,৩২,৫২৬৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর এই অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,৪৫,৮৩৯৲ টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির পানীয় জল সরবরাহ পরিকল্পনার বিবৃতির নিমিত্ত জন-স্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে যে আগাম টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির একটি খরচ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল মূলতঃ তাহার জন্যই ৪০,১৫৮৲ টাকা কমতি পড়িয়াছিল। অবশ্য পরিচালনা ও মেরামতি খরচের নিমিত্ত মোট ৩১,৮৪৫৲ টাকা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত জেলার মিউনিসিপ্যালিটিই তাহার অংশ পাইয়াছে; সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটির যাহা আয় তাহার শতকরা ১২·২ পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যয় হয়। গত বৎসর শতকরা ১২·৩ ব্যয় করা হইয়াছিল। কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষেত্রে ইহার তারতম্য ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়ের পরিমাণ শতকরা ৪১·৫ অথচ বৈদ্যবাটির ব্যয়ের অঙ্ক শতকরা ১·১ মাত্র।

প্রেসিডেন্সী বিভাগে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত ব্যয় করা হইয়াছে মোট ৪,৪৯,৫৮৪৲ টাকা। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, গত বৎসর হইতে মোট ৩,০০৩৲ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। গার্ডেনরীচ, যশোহর, বরাহনগর, টালিগঞ্জ এবং কামারহাটি মিউনিসিপ্যালিটি এই ব্যাপারে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে। পক্ষান্তরে খুলনা, বহরমপুর, দক্ষিণ দমদম এবং বনগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি গত বৎসরের তুলনায় এই সম্পর্কে তাহাদের খরচ হ্রাস করিয়াছে।

ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ পানীয় জল সরবরাহে মোট ২,০২,৩৫৪৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর এই খরচের পরিমাণ ছিল ২,০২,৬২৫৲ টাকা। নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালে গত বৎসরের তুলনায় খরচ কম পড়িয়াছে; কিন্তু ঢাকায় জল বৃদ্ধি করার দরুণ কমিশনারে এবং পানীয় জল বিশ্লেষণ ও ইলেকট্রিক চার্জ বৃদ্ধি পাওয়ার পটুয়াখালীতে খরচের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগে পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যয়ের পরিমাণ সমভাবেই (১,১৭,৫০৮৲ টাকা) রহিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার লক্ষ্য করিয়াছেন যে, চাহিদার তুলনায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে জল সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট নহে এবং তাঁহারা উক্ত ত্রুটিতে বাস করেন, তাঁহারা অন্যস্থান হইতে প্রয়োজনীয় জলের অভাব বোধ করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে রাজশাহী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের জল সরবরাহের ব্যয়ের পরিমাণ গত বৎসরের খরচ ১,৯৯,০৫৪৲ টাকা হইতে ৭৮,৮২৬৲ টাকায় নামিয়া আসিয়াছে। তন্মধ্যে একমাত্র দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি গত বৎসর হইতে ৯১,৭১৮৲ টাকা কম খরচ করিয়াছে। কিন্তু এই বিভাগে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জল সরবরাহ ব্যাপারে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটিতেই শতকরা খরচের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে; কেবল মাত্র সিরাজগঞ্জ এবং ইংরাজবাজার এই বৃদ্ধির তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে।

ময়লা নিষ্কাশন

ময়লা নিষ্কাশন ব্যাপারে গত বৎসর মোট ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের সাধারণ মোট ব্যয়ের শতকরা ২৩·৯৮ ভাগ এই উদ্দেশ্যে খরচ হয়। টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি ট্রাক্‌টর ইত্যাদি ক্রয় করিয়া এবং বৈজ্ঞানিক মতে মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করিয়া মোট ১৪,২৫১৲ টাকা অধিক ব্যয়ের কারণ হইয়াছে।

ঢাকা শহরে রাস্তার কলের জলের চাপ খুব কম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শহরের মল নিষ্কাশন ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। সেপ্টিক্ ট্যাঙ্কে যে সমস্ত ময়লা জমে তাহা সরাইয়া ফেলিবার নিমিত্ত আরও দুইটি নূতন ট্যাঙ্ক খনন করা হইয়াছে। চট্টগ্রামে মল নিষ্কাশন ব্যবস্থার আরও উন্নতি হওয়ার প্রয়োজন আছে। কুমিল্লা শহরে মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং মোটর লরী দ্বারা এই কাজ সম্পাদন করার দিকে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদিগের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে।

জল নিকাশের ব্যবস্থা

জলনিকাশের জন্য আলোচ্য বৎসরে মোট ৫ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গত বৎসরের ব্যয়ের তুলনায় ৭০,৯০৮৲ টাকা বেশী লাগিয়াছে। মূলধনরূপে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং পরিচালনা ও মেরামতি বাবদে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

বাণীগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি জলনিকাশের জন্য বেঙ্গল মার্গ এণ্ড কোম্পানীর কুলি লাইন হইতে ১,২০০ ফিট দীর্ঘ পাইপ বসাইয়াছে। উক্ত কোম্পানী মিউনিসিপ্যালিটিকে বিনামূল্যে পাইপ সরবরাহ করিয়াছে। শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি ছাত্রা পয়ঃপ্রণালী তৈরী করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, উহা খনন করার ফলে উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে এবং রাস্তাঘাটও পরিষ্কার হইয়াছে। ঢাকায় রাস্তার উপর দিয়া জলনিকাশের ব্যবস্থা করিয়া ১৫,০০০৲ টাকার একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং তাহার অধিকাংশ কাজ আলোচ্য বর্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় রাস্তার তলায় নল বসাইবার ব্যাপারে ১০,২০০৲ টাকা এবং মোড়া পয়ঃপ্রণালীকে কার্য্যোপযোগী রাখিবার জন্য ৩,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

আলোর ব্যবস্থা

আলোর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচ্য বৎসর ৮ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত বৎসর এই ব্যাপারে ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। রাজশাহী বিভাগে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা কম খরচ হইয়াছিল। দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটিও এই ব্যাপারে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা কম খরচ করিয়াছিল।

বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি আলোর ব্যবস্থায় ৬,২০২৲ টাকা বেশী ব্যয় করিয়াছে। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, রাস্তায় নূতন করিয়া বৈদ্যুতিক আলো সন্নিবেশ করা হইল। গত দুই বৎসর এই আলোর ব্যবস্থা ছিল না। ঢাকার ইলেক্ট্রিক্ সাপ্লাই কোম্পানীর কারেন্টের দর হ্রাস পাওয়ার ব্যয়ের পরিমাণ ৪,৩৭২৲ টাকা কমিয়া গিয়াছিল। পাবনা মিউনিসিপ্যালিটির আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না থাকা সত্ত্বেও উহা আলোর জন্য কোনরূপ টাকা বাকী রাখে নাই।

জনস্বাস্থ্য

মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় সাধারণতঃ জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষক ব্যবস্থার প্রয়োগে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির হেলথ্ অফিসার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টরগণের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে; তাহাতে ২ লক্ষ ৪৩ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যয় হইয়াছে। হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্যয়ও হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজারের স্থলে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ও ১ লক্ষ ৪৯ হাজারের স্থলে ১ লক্ষ ৩৪ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। কতিপয় মিউনিসিপ্যালিটিতে কলেরা ও বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছিল; কিন্তু যথাসময়ে নিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করায় অধিকাংশ স্থলেই উহা আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছিল। সৈয়দপুর ও ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে বসন্ত মহামারী দেখা দিলে তাহা নিবারণার্থ জন-স্বাস্থ্য বিভাগও তাঁহাদের বিশেষজ্ঞদিগকে তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। কতিপয় শহরে সাময়িকভাবে কলেরা ও বসন্তের আক্রমণ হইয়াছিল, মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ তৎপরতার সহিত উহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটিতেই বাধ্যতামূলক টিকাদার নিযুক্ত করা আছে এবং বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে। কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে টিকা দেওয়া হয়; কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে অধিবাসীদের বাড়ী যাইয়া টিকা দেওয়া হয়।

কতিপয় মিউনিসিপ্যালিটি নির্দ্দিষ্ট পন্থায় ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। বালী মিউনিসিপ্যালিটি নিম্নলিখিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ম্যালেরিয়া নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে বস্তুতঃ কোন ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ঐ অঞ্চলে হয় নাই এবং সাধারণ জন-স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। গভর্ণমেণ্ট ও রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে টাকার যশোহর ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পরীক্ষামূলকভাবে ম্যালেরিয়া নিবারণের পন্থানুযায়ী পরিকল্পনা জন-স্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল এবং উক্ত রোগ দমনে অনেক পরিমাণে সফলতা লাভ করিয়াছে। ঢাকা ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কর্ম্মচারিগণ ম্যালেরিয়া নিরোধ ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়াছিল। উহা একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, ইহাকে গভর্ণমেণ্ট জেলা-বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সাহায্য করিয়া থাকে। এই সমিতির কার্য্যে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছে। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও রাস্তার ধারের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণী ও ডোবাগুলির সংক্রমণ দোষ দূর করিয়া এবং আগাছা জঙ্গল ও আবর্জ্জনার স্তূপাদি পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের উপর নোটিশ জারী করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে চেষ্টা করিয়াছিল।

কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ব্ববৎ কিছু কুকুর দংশনের চিকিৎসার ব্যবস্থা চালাইয়াছিল। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের মিউনিসিপ্যালিটি কালাজ্বর ও কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে একটি বন্ধ্যা চিকিৎসালয় পরিচালিত হইয়াছিল ও নবদ্বীপের

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলাদেশে পেট্রল নিয়ন্ত্রণ

নিয়মাবলী প্রকাশ

বাঙলাদেশে মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত স্পিরিটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ ১৯৪১ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে কার্য্যকরী হইবে।

গাড়ীতে ব্যবহৃত ডিজেলের বেলায় বর্ত্তমানে এই নিয়ম প্রয়োগ করা হইবে না, ইহা শুধু পেট্রোল, বেঞ্জল ও অধিকতর পাতলা বা হালকা কেরোসিন এবং পেট্রোল ও কেরোসিনের বা পেট্রোল ও মাদক শক্তি উৎপাদক সুরাসারের সংমিশ্রণ দ্রব্যের বেলায় প্রযুক্ত হইবে।

ভারতবর্ষে মজুত মোটর স্পিরিটের যাহাতে অপচয় না হয়, সেই জন্যই এইরূপ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং বেসামরিক ব্যক্তিগণের তৈলব্যবহারকে অপরিহার্য্য প্রয়োজনের মাত্রায় হ্রাস করাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। যে তারিখে এই আদেশ কার্য্যকরী হইবে ঐদিন হইতে নির্দ্ধারিত কুপন ও রসিদ দাখিল না করিলে মোটর স্পিরিট পাওয়া যাইবে না। কুপনগুলি নির্দ্ধারিত সংখ্যক ইউনিটের জন্য প্রদান করা হইবে এবং আপাততঃ "ইউনিট"কে এক গ্যালনের সমতুল্য ধরা হইবে।

প্রাইভেট গাড়ীগুলির জন্য মূলতঃ নিম্নলিখিত পরিমাণ ধার্য্য করা হইয়াছে:—

অনধিক ৩ অশ্বশক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য মাসে দুই ইউনিট, ৩ অশ্বশক্তির অধিক ও ৪ অশ্ব-শক্তির অনধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য মাসে ৪ ইউনিট, ৪ অশ্বশক্তির অধিক ও ৭ অশ্বশক্তির অনধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৫ ইউনিট, ৭ অশ্বশক্তির অধিক ও ৯ অশ্ব-শক্তির অনধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৬ ইউনিট, ৯ অশ্বশক্তির অধিক ও ১২ অশ্বশক্তির অনধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য প্রতি মাসে ৮ ইউনিট, ১২ অশ্বশক্তির অধিক ও ১৫ অশ্বশক্তির অনধিক শক্তি-সম্পন্ন গাড়ীর জন্য ৯ ইউনিট, ১৫ অশ্বশক্তির অধিক ও ১৯ অশ্বশক্তির অনধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য ১০ ইউনিট, ১৯ অশ্বশক্তির অধিক শক্তিসম্পন্ন গাড়ীর জন্য ১২ ইউনিট।

এই শ্রেণীর গাড়ীর জন্য প্রথম তিন মাসে নির্দ্ধারিত পরিমাণ সম্পূর্ণ ই মালিকদিগকে দেওয়া হইবে; তিন মাসের অতিবাহিত অংশের জন্য স্পিরিটের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে হ্রাস করা হইবে না, কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর গাড়ীর বেলায় উহা করা হইবে।

মোটরবাস, ট্যাক্সি গাড়ী, লরী ও প্রতিষ্ঠানাদির গাড়ী প্রভৃতির জন্য অপরিহার্য্য প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া রেশনিং কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিমাণ ধার্য্য করা হইবে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত পরিমাণ মোটর স্পিরিট দেওয়া হইবে; এলাকার রেশনিং কর্তৃপক্ষ উহার পরিমাণ স্থির করিবেন। সাধারণ কুপন তিন মাসের জন্য দেওয়া হইবে এবং উহা তিন মাস বলবৎ থাকিবে। কিন্তু অতিরিক্ত কুপন একটি সময়ে এক মাসের জন্য দেওয়া হইবে।

নির্দ্ধারিত মোটর স্পিরিটের জন্য আবেদন নির্দ্দিষ্ট ফর্মে রেশনিং বা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতা ও শহরতলীর জন্য কুপনলাভের আবেদনের ফর্ম, (ক) আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষের অফিসে, (খ) পেট্রোল সরবরাহ আড্ডায়, (গ) বঙ্গীয় অটো-মোবাইল এসোসিয়েশনের প্রধান কার্য্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য অঞ্চলের কুপন ঐ ঐ অঞ্চলের রেশনিং কর্তৃপক্ষ এবং তাঁহাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত স্থানসমূহে পাওয়া যাইবে।

যে গাড়ীর জন্য আবেদন করা হইবে, ঐ গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও ট্যাক্সের নিদর্শন তৎসহ দাখিল করিতে হইবে।

আবেদনকারীকে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধি মারফৎ আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিলেই চলিবে। কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলের জন্য পাব্লিক ভিহিকল্স্ বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষ হইবেন এবং অন্যান্য অঞ্চলের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ ঐ পদে কাজ করিবেন।

কলিকাতা অঞ্চলের রেশনিং কর্তৃপক্ষের অফিস ৭৭বি, পার্ক ষ্ট্রীটে অবস্থিত থাকিবে।

রেশনিং কর্তৃপক্ষের অফিস হইতে কুপন দেওয়া হইবে। কলিকাতার, আঞ্চলিক রেশনিং কর্তৃপক্ষ সত্বর দাখিলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন প্রেস-নোট প্রকাশ করিবেন। বিভিন্ন প্রকারের গাড়ীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ইহা আশা করা যাইতেছে যে, মোটরযান মালিকগণ এই কুপন দেওয়ার ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিয়া এই নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সুগম ও সহজ করিবেন।

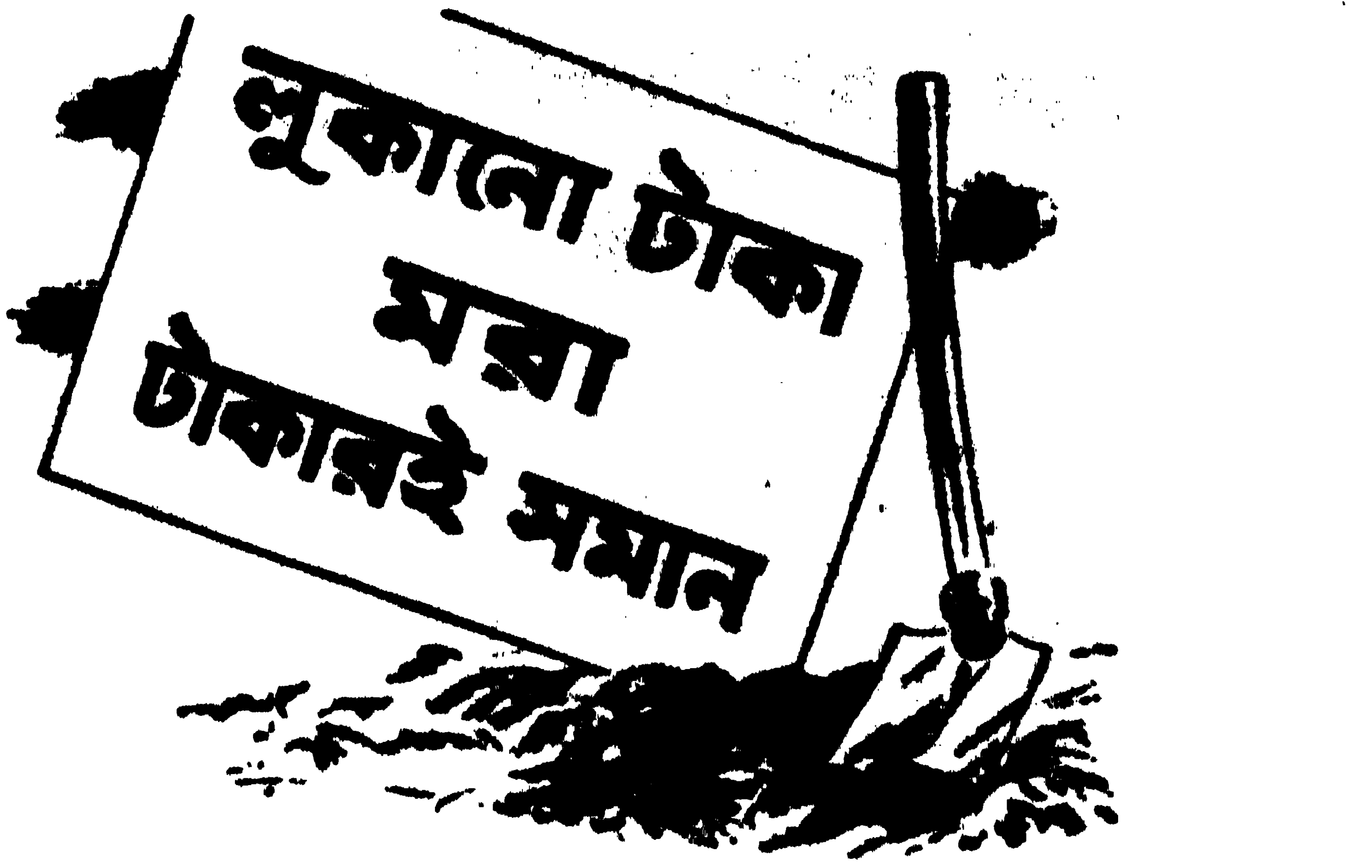

আপনি যদি মাটির নীচে টাকা পুতে রাখেন বা কাঁচা টাকা, সোনা অথবা রূপো কিনে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখেন ত'হলে সে টাকা আপনার বা আপনার সংসারের কোন কাজেই আর লাগতে পারে না। লাভ করতে হ'লে টাকাকে খাটাতে হ'বে এবং ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেটে টাকা খাটানোর মত সহজ ও নিরাপদ ব্যবস্থা আর কিছুই নেই।

১০৲ টাকা, ৫০৲ টাকা, ১০০৲ টাকা, ৫০০৲ টাকা এবং ১,০০০৲ টাকা দামের ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কেনা মানেই গভর্ণমেণ্টের কাছে আপনার টাকা গচ্ছিত রাখা আর আপনার প্রত্যেক ১০৲ টাকার জন্যে গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ।/০ আনা করে সুদ ও পঞ্চম বছরের শেষে ।০ আনা ও দশম বছরের শেষে ৷।০ আনা 'বোনাস' দিয়ে আপনার আসল ১০৲ টাকাকে বাড়িয়ে ১৩৷।/০ আনায় দাঁড় করাবেন। ইচ্ছে হ'লে যে কোন সময়ে আপনি এই সার্টিফিকেট প্রাপ্য সুদ শুদ্ধ ভাঙাতে পারবেন এবং বাক্স-বন্ধ টাকা ও সিন্দুকের সোনার রক্ষণাবেক্ষণ করার যন্ত্রণার বদলে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আপনার টাকা বাড়ছে দেখে খুশীই হবেন।

কিস্তি-বন্দীতে
ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট
কিনতে পারেন

পোষ্ট অফিসে গিয়ে একটি ডিফেন্স সেভিংস্ কার্ড চান—বিনামূল্যে পাবেন। তারপর ।০ আনা, ৷।০ আনা বা ১৲ টাকা দামের সেভিং ষ্ট্যাম্প যখন যেমন পারেন ইচ্ছে মত কিনতে থাকুন। যখন আপনার কার্ডে ১০৲ টাকা দামের ষ্ট্যাম্প জমবে তখন 'সেভিংস ব্যাঙ্ক'র কাজ করে এমন যে কোন পোষ্ট অফিসে গিয়ে কার্ডখানি দিলেই আপনি একটি ১০৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট পাবেন।

টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ান

বাঁচতে হ'লে টাকা বাঁচান

আত্মরক্ষার জন্য
ডিফেন্স সেভিংস্
সার্টিফিকেট কিনুন

G.I.B.

বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের বার্ষিক বিবরণী

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রত্যেক স্কুলে বসন্তরোগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মুখ্যানিবোধ প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছিল। বহরমপুরের কুষ্ঠ চিকিৎসালয়েও বেশ ভাল কাজ হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্মচারী কালিম্পং-এ ৬০টি নূতন ইন্ফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে কাহাকেও হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অন্য সকলকে আবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মিউনিসিপালিটির কর্তৃপক্ষগণ মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল বিষয়েও তাঁহাদের কর্তব্যের প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। কতিপয় মিউনিসিপালিটিতে দাইদিগকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দাইগণের ট্রেনিং শেষ হইলে তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া হইয়া থাকে। হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং নারায়ণগঞ্জের মহিলা সমিতি জেলা-বোর্ডের সহযোগিতায় একটি প্রশংসনীয় ব্যবস্থা করিয়াছিল।

কুমিল্লা সদর হাসপাতালে আনুমানিক ১৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি এক্স-রে ওয়ার্ড প্রস্তুত হইতেছে।

চুঁচুড়া নিবাসী মিঃ এ, সি, সেন এই কাজের জন্য ১২,৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আইন সর্ব্বত্র সমানভাবে ও যথাযথভাবে সকল মিউনিসিপালিটিতে প্রয়োগ করা হয় নাই। কেবল যে সমুদয় মিউনিসিপালিটী এই ব্যাপারে উৎসাহ ও প্রশংসাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ভেজাল বাহির করিয়াছে এবং ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়কারীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, শুধু সেই সব স্থলে আইন কতকটা কার্য্যকরী হইয়াছে।

রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ

আলোচ্য বর্ষে রাস্তাঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণকার্য্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া ১৬ লক্ষ ৩১ হাজারের স্থলে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার দাঁড়াইয়াছে। বর্দ্ধমান বিভাগে ব্যয় ৫ লক্ষ ৪ হাজারের স্থলে ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার হইয়াছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ রাস্তা নির্ম্মাণে ২৮,৯২২৲ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে ও হাওড়া মিউনিসিপালিটির মধ্যে এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ ১৬,০০০৲ টাকা কম হইয়াছে; এই কম ব্যয়ের কোন কৈফিয়ত দেওয়া হয় নাই।

প্রেসিডেন্সি বিভাগে এই খাতে খরচ বৃদ্ধি পাইয়া ৪ লক্ষ ২৭ হাজারের স্থলে ৪ লক্ষ ৫১ হাজার হইয়াছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিক ব্যয় হইয়াছে গার্ডেনরীচে (৪০,৯১৭৲ টাকা), বরাহনগরে (২৫,০৬৩৲ টাকা) ও টালিগঞ্জে (১২,১২২৲ টাকা)। টালিগঞ্জে সমস্ত ওয়ার্ডে অধিকতর উচ্চ শ্রেণীর রাস্তা নির্ম্মাণের জন্যই এইরূপ বেশী ব্যয় হইয়াছে এবং বরাহনগরে বড় বড় রাস্তার মেরামতীর জন্য ব্যয় হইয়াছে। গার্ডেনরীচের বেশী ব্যয়ের কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয় নাই।

ঢাকা বিভাগে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে,—২ লক্ষ ৭৬ হাজারের স্থলে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার হইয়াছে। ইহার কারণ ঢাকায় ৩৬,১২৯৲ টাকা, নারায়ণগঞ্জে ৩,৯২৪৲ টাকা ও বরিশালে ১,৯৫৬৲ টাকা কম ব্যয় হইয়াছে। বরিশালে অর্থাভাবহেতু কম খরচ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বেলায় কোন কারণ দেওয়া হয় নাই।

চট্টগ্রাম বিভাগে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে—১৬ হাজারের স্থলে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ব্যয় হইয়াছে। এই বৃদ্ধিব্যয়ের অধিকাংশ রাস্তার কাজে লাগান হইয়াছে। চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটির কমিশনারগণ রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধানে অধিক মনোনিবেশ, কুমিল্লা[illegible] এবং পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে অধিকতর বেশী টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে মোটর গাড়ীর ট্যাক্স আদায়ের উদ্দেশ্য আছে। এই মিউনিসিপালিটির রাস্তাঘাটের সমস্যা খুবই জটিল; কারণ পাহাড়ে

এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হয় নাই এবং কমিশনারগণের বিশেষ মনোযোগ এদিকে দিতে হইবে।

রাজশাহী বিভাগে ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে—১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকার স্থলে ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই হ্রাস সমস্ত ব্যয়ের শতকরা ২১·৬ ভাগ। যদিও পাব্লিক ওয়ার্কসের মোট ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি রাস্তা নির্ম্মাণের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৫৫ হাজারের স্থলে ১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছে; ৯টি মিউনিসিপালিটিতে এই ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কালিম্পং-এর মিউনিসিপালিটি ডাউ হিল রোডে একটি পার্ক নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল। দার্জ্জিলিং-এর মিউনিসিপালিটি "ভ্রমণার্থ পার্কের" জন্য কুচবিহার ষ্টেটের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিয়াছে এবং লেবং মার্কেটের রোড পাকা করিয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও অনেক মিউনিসিপালিটির রাস্তাগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ও আধুনিক যানবাহন চলাচলের অযোগ্য বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। এই সমস্যার প্রতি মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হিসাব পরীক্ষা

আলোচ্য বৎসর বাঙলার একজামিনার অব্ লোকাল একাউন্টস ও তাঁহার সহকারী কর্মচারীগণ মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের হিসাব পরীক্ষা করেন। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যালিটির জনৈক ট্যাক্স আদায়কারী সরকার প্রতারণার উদ্দেশ্যে কতক পরিমাণ ট্যাক্স ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও আত্মসাৎ ইত্যাদির কোন প্রচেষ্টা ধরা পড়ে নাই। মিউনিসিপাল কমিশনারগণ উক্ত সরকারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়া তাহার জামীনের টাকা এবং প্রভিডেন্ট ফণ্ড হইতে ২৮২৸৴০ আদায় করিয়া লইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির হিসাবপত্রে নানা বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিরও আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না।

কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি এখনও পূর্ব্বের বিশৃঙ্খলার পুনরাবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন এবং হিসাবপরীক্ষক যে সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা সংশোধনে বিলম্ব করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন, তাঁহারা হিসাবপত্রে গোলমালের পুনরাবৃত্তি হইতে দিবেন না। অবহেলা এবং হিসাব রাখার পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুধাবন না করার দরুণ উক্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে।

সাধারণ মন্তব্য

বিভাগীয় কমিশনারগণের রিপোর্ট পাঠ করিলে এপ্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটিগুলির পরিচালন সম্পর্কিত ব্যাপারে আশার সঞ্চার হয় না। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় যে সকল দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, উহার জন্য দায়ী কাহারা? মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষই এই আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য দায়ী; কারণ তাঁহারা জনপ্রিয়তা হারাইবার ভয়ে ট্যাক্স আদায়ের জন্য কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন না।

এ কারণে জনৈক বিভাগীয় কমিশনার স্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ট্যাক্স আদায় বিভাগগুলি তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া [illegible] কর্মচারীদের অধীন করিয়া দেওয়া সম্পর্কে বিবেচনাপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। তাঁহার মতে সেরূপ অফিসারের জন্য যাহা ব্যয় হইবে, আয় বৃদ্ধি পাইবে তার চাইতে ঢের বেশী। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির আদর্শের পক্ষে হানিকর বিবেচিত হইলেও পারে না; কারণ লোকাল বোর্ডগুলির আয়ের অধিকাংশ অর্থই গভর্ণমেণ্ট আদায় করিয়া দেন।

অধু পূর্ব্বাভিমত বজায় রাখার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ প্রশংসার দাবী করিতে পারেন না। মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষকে তাহাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে এবং নিজ নিজ শহরের উন্নতি সাধনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন এবং নূতন নূতন পরিকল্পনা রচনা করিতে হইবে। সাম্প্রতিক বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্টে ট্যাক্স ধার্য্যের যে ব্যাপক ক্ষমতা মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে, যোগ্যতার সাথে তাঁহারা সে-সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন না। ফলে ট্যাক্সের হার পূর্ব্বের ন্যায় খুব কম রহিয়াছে। ইহার কারণ তাঁহারা ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া ভোটারগণের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিতে ইচ্ছা করেন না।

কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিশনারগণের মধ্যে যথেষ্ট দলাদলি রহিয়াছে। জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে কমিশনারগণের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে অধিক বলাই বাহুল্য মনে করেন।

আলোচ্য বৎসর অধিকাংশ মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীদের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল ছিল। সংক্রামক ব্যাধি নিবারণে ইহাদের কর্মতৎপরতা সত্যই প্রশংসনীয়। খাদ্যে ভেজাল বন্ধ আইনটি আরও কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ হওয়া উচিত। কারণ ভেজাল খাদ্য ক্রয়াদির ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা আবশ্যক।

বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ বেশ উৎসাহ-উদ্যমের পরিচয় দিয়াছেন। সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর কঠোর পরিশ্রমের পর চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

খুব অল্প সংখ্যক মিউনিসিপ্যালিটি ব্যতীত বাঙলার অবশিষ্ট মিউনিসিপ্যালিটিগুলি অগ্নি নির্ব্বাপণ সম্পর্কীয় সরঞ্জাম প্রভৃতি বিশেষ কোন মনোযোগই প্রদান করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের মতে বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটিগুলির অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্রপাতি থাকা একান্ত আবশ্যক।

অনেক মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জ্জনা পরিষ্কারের ব্যবস্থা অসন্তোষজনক এবং আর্থিক দিক দিয়া অমিতব্যয়। এই ব্যবস্থার উন্নতি সাধন পূর্ব্বক যাহাতে আয়ের টাকার উচিত ব্যয় সম্ভবপর হয়, সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত।

মিঃ এস, কে, ঘোষ আই-সি এস

পূর্ত্ত-বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত

মিঃ কে, ভি, দুর্গের, আই-সি-এস্ সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের প্রধান নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্থলে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, কে, ঘোষ, আই-সি-এস্, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের যানবাহন ও পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ ঘোষ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সিনিয়র মেম্বর এবং ময়মনসিংহে আসার পূর্ব্বে ভারত সরকারের অধীনে তিনি অস্থায়ে বিদেশাগত দ্রব্যাদির নিয়ন্ত্রক হিসাবে তিন বৎসর কাজ করিয়াছেন। এই পদে তখন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ইউরোপীয়দেরই গ্রহণ করা হইত। ইহার পূর্ব্বে তিনি মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ভারতীয় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তখন তিনি রংপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং সেখানে তিন বৎসর কাল অবস্থান করেন। ইহার পর তিনি হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন।

জানা গিয়াছে যে, শিল্প ও শ্রম বিভাগের স্পেশাল অফিসার মিঃ এ, মিত্র, আই-সি-এস্, ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ বি, কে, আচার্য্যের স্থলে বর্ত্তমানে বর্দ্ধমানের স্পেশ্যাল ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিশন অফিসার বাবু শশধর সিংহ রায় স্বরাষ্ট্র বিভাগের অ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

হিটলারী বর্ব্বরতার মূর্ত্ত বিকাশ

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

হাঙ্গেরীয়ান গভর্ণমেণ্টের সমর্থক দল কর্ত্তৃক তাহারা লাঞ্ছিত হইতেছে। লণ্ডনস্থ চেকোশ্লোভাক গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে রুথেনিয়ার নির্ব্বাসিত নেতা স্ল্যাভিনিক মুজিককে তাহার বাসভবনে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার স্থলে উক্ত অঞ্চলের "বিভীষণ" পোপোভকে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই সকল লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সত্ত্বেও উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাঁহাদের হাঙ্গেরীয়ান কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এবং সত্যই যে স্বাধীনতার দিবস আবার আসিবে ইহা তাঁহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

জার্ম্মাণ কোর্টের নিরপেক্ষতার নমুনা

প্রেগের "জেরামিস্টাই টাগ" নামক সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সুদেতেনের একজন জার্ম্মাণ কৃষকের নিমিত্ত তাহার জমিতে কাজ করিবার জন্য এক পোলাণ্ড-দম্পতিকে নিযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণ কৃষক এই পোল-দম্পতির পরিবর্ত্তে অন্য পোল-মজুর নিতে চায়। সে ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ-কর্ম্মচারীর নিকট এই মর্ম্মে চিঠি লেখে। কিন্তু জার্ম্মাণ কৃষক যত তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল, নিয়োগ-কর্ম্মচারী তাহার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করে নাই। একদিন উক্ত পোল-দম্পতির চারি বৎসরের সন্তানটি জার্ম্মাণ কৃষকের সামনে পড়িয়া যায়। জার্ম্মাণ কৃষক উক্ত বালককে সাংঘাতিক ভাবে চপেটাঘাত করে। পোল-দম্পতি সেজন্য উক্ত কৃষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। ডাকিতার অন্তর্গত বোম নামক স্থানের আদালত শিশু-হিংসার জন্য উক্ত জার্ম্মাণ কৃষকের ৬০০ শত মার্ক জরিমানা করে। অতঃপর কৃষক লেটমেরিট্‌জের প্রাদেশিক আদালতে আপিল করে। উক্ত কোর্ট এই মন্তব্য করেন যে, পোলরা নিজেদিগকে ভদ্র বলিয়া দাবী করিতে পারে না, সুতরাং এই মামলা শিশু-হিংসার পর্য্যায়ে পড়ে না। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কোর্ট রায় বাতিল করিল।

দালানের ছাদে গাছ রোপণ

বার্লিনে লক্ষ্যবস্তু গোপনের বিচিত্র ব্যবস্থা

টাইমসের নিউইয়র্কস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:—

সুইসের বাণিজ্য প্রতিনিধি মিঃ নিকলস্ অ্যাকারম্যান সম্প্রতি নিউইয়র্কে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইউরোপ পরিত্যাগের পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল বার্লিনে থাকিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বলিয়াছেন—বার্লিনের উপর আক্রমণকালে রাজকীয় বিমানবাহিনীর বৈমানিকরা এমন নির্ভুলরূপে লক্ষ্যবস্তুগুলির উপরে বোমা ফেলিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা লক্ষ্যবস্তু গোপন করিবার বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইতেছে। উঁচু দালানের ছাদের উপরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাহারা এমন কি বড় বড় গাছও পুঁতিয়া দিয়াছে। পার্কের ভিতরকার ছোট বড় রাস্তায় সবুজ রং লাগাইয়াছে, বিভিন্ন হ্রদ, পুকুর বা অন্যান্য জলাশয়ের উপর সার্কাসের ট্রাপিজ খেলার জালের ন্যায় জাল টাঙাইয়া দিয়াছে যাহাতে জলে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত না হইতে পারে। কোনও কোনও পুকুরে তাহারা ঘাসের চলমান দ্বীপ ভাসাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ব্রিটিশ বোমারু বিমানগুলি বার্লিনের গুরুতর ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সিরিয়ায় ভারতীয় সৈন্যদলের বীরত্ব

বৃটিশ সমর-পরিষদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সিরিয়ার যুদ্ধে, বিশেষ করিয়া দামস্কাস বিজয়ে ভারতীয় সৈন্যেরা যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে ইহা সকলেই অবগত আছেন। জেনারেল ওয়াভেল ইহাকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কৃতিত্বের এক গৌরব-জনক দৃষ্টান্ত বলিয়া উল্লেখ করেন। সম্প্রতি সমর-পরিষদের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মার্গেসন এ সম্পর্কে বড়লাট বাহাদুরের নিকট একটি বিশেষ বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি সমর-পরিষদের পক্ষ হইতে দামাস্কাস জয় ও সিরিয়ার যুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যদের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-স্থলে আমোদ-প্রমোদ

বিপুল আক্রমণ সত্ত্বেও লণ্ডনের নাগরিকগণ কিরূপ বেপরোয়াভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ভূগর্ভস্থ আশ্রয়-স্থলের এই ছবি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুসজ্জিত এই আশ্রয়-স্থলে ঐকতান বাদ্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

বিমান আক্রমণ এড়াইবার ফন্দী

জার্ম্মেণীতে কৃত্রিম বার্লিন শহর

ডেইলী এক্সপ্রেসের নিউইয়র্ক সংবাদদাতার তারে প্রকাশ,—

রাজকীয় বিমানবাহিনীর বৈমানিকদের বিভ্রান্ত করিবার জন্য জার্ম্মাণরা একটি নকল বার্লিন গড়িয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে প্রত্যাগত জনৈক ভ্রমণকারীর নিকট হইতেই এই সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। কাঠনির্ম্মিত গৃহশোভিত পাকা রাস্তাগুলি দেখিলে দূর হইতে এগুলিকে বার্লিনের রাস্তা বলিয়া ভুল হইতে পারে। পটসডামের ও বার্লিনের অন্যান্য ষ্টেশনে যেরূপভাবে রেল লাইন প্রবেশ করিয়াছে, এখানে তাহারও অনুকরণ করা হইয়াছে। এই নকল রাজধানীটি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এইরূপ কাঠের বাড়ী, রাস্তা, চৌমাথার মোড় প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে নিশ্চয়ই প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

এই নকল শহরটিকে যাহাতে সত্যকার নিষ্প্রদীপ বার্লিন শহরের ন্যায় দেখায়, সেজন্য বিমান আক্রমণ সঙ্কেতধ্বনি হইলে রাত্রিবেলা উহাকে স্তিমিত নীল আলোর ঈষৎ আলোকিত করা হয়। শুধু ইহাই নহে। ব্রিটিশ বৈমানিকদের ঠকাইবার জন্য আরও নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। প্রথম ঝাঁক ব্রিটিশ বোমারু বিমান বার্লিনে বোমা বর্ষণ করিয়া যাইবার পরক্ষণেই এই নকল শহরের নানা স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, পরবর্ত্তী বোমারু বিমানগুলি এই আগুন দেখিয়া মনে করিবে, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী দলের বোমা বর্ষণের ফলেই এই আগুন জ্বলিয়াছে।

সম্প্রতি জার্ম্মাণরা লক্ষ্যবস্তুগুলি গোপন করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, সম্প্রতি বার্লিনের বেতার ঘাঁটির নিকটবর্ত্তী একটি কৃত্রিম হ্রদ আগাগোড়া তক্তা দিয়া আচ্ছাদিত করা হইয়াছে যাহাতে ইহার জল দেখিয়া ব্রিটিশ বিমানগুলি ঠিক ঠিক করিয়া বেতার ষ্টেশনের উপর গোলাবর্ষণ না করিতে পারে। ঐ অঞ্চলের কেইসারডাম নামক প্রধান রাস্তাটিও অনেকখানি সবুজ কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটর চলাচলের উপযোগী যে সকল রাস্তা বার্লিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের কালো রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে, রাত্রিবেলা এগুলিকে দেখাই যায় না।

অর্থ বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ এ. ডি. খান, আই. সি. এস. ১৯৪১ সালের পেট্রোল-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সমগ্র বাঙলাদেশ তাঁহার এলাকাভুক্ত থাকিবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তারিখ এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪৯ [এক আনা

জার্ম্মাণীর উপর পাল্টা বিমানহানা

নানাস্থানে ব্যাপক ধ্বংসের অবতারণা

[উইং-কম্যাণ্ডার এল. ভি. ফেলার কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ]

রাজকীয় বিমানবহর প্রতিনিয়ত জার্ম্মাণীর রণসম্ভার তৈয়ারীর কারখানাগুলির উপর যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে, একণে উহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই ধ্বংসলীলা কত ব্যাপক তাহাও সবে মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে। এস্থলে একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কলোনের উপকণ্ঠে অবস্থিত গ্রেমবার্গ হইতে কলোনের দক্ষিণগামী সমস্ত যানবাহনগুলি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি রাজকীয় বিমানবহর উক্ত স্থানটির প্রতি বিশেষ নজর দেয়। সরাসরি বোমা নিক্ষেপের ফলে যে ষ্টেশন হইতে রেলগাড়ীগুলি রণসম্ভারে বোঝাই করা হইত, উহা যাত্রীবাহী গাড়ীর ষ্টেশন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উত্তর দিক্‌গামী রেলের লাইনের উপরও বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

পর্য্যবেক্ষণের সময় দেখা গিয়াছে যে, গ্রেমবার্গের ট্রেণ সমাবেশ কেন্দ্রে পূর্ব্বের ন্যায় আর ট্রেণের শ্রেণী-বিন্যাস হইতে পারিতেছে না। বোমা নিক্ষেপের পূর্ব্বে প্রত্যহ এই ইয়ার্ডে ৬,০০০ গাড়ী বোঝাই দিতে পারা যাইত। কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইহা অকেজো অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু কেন্দ্রেও নানা অসুবিধা দেখা দেয়।

খাস কলোনের কথাই ধরা যাক্। কলোনের অধিবাসী-রাই উহার ধ্বংসলীলা সম্পর্কে নানা কথা বলাবলি করে। চিঠিপত্রেও অনেক কিছু জানা যায়। [illegible] বহু লোক তথায় যাইতেছে এবং ফিরিয়া আসিতেছে। কলোন সম্পর্কে লণ্ডনে যে রিপোর্ট পৌঁছিতেছে, এজন্যই উহা একটা নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। রিপোর্টগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, কলোনের উপর বেশ সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ পরি-চালিত হওয়ার দরুণ তথাকার শহরতলী বেশ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

জনৈক সৈন্যের মতে কলোনের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান হইয়াছে। ১২৬ বার শহরে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল; অথচ সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য। সৈন্যদের রসদ সরবরাহ কেন্দ্রটি এক সপ্তাহ কাল জ্বলিয়াছিল। একণে উহার আর কোন চিহ্ন নাই। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহারা প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। মেয়েলোকেরা ফুয়েরারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে গালিবর্ষণ করিতেছে। দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করায় সমস্ত অধিবাসীর অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। একেলা হইলেই প্রত্যেক জার্ম্মাণ অকপটে স্বীকার করে যে, তাহারা যুদ্ধ আদৌ চায় না; কিন্তু পুলিশের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে সাহস করে না।

সামরিকভাবে ভার কার্য্য পরিচালনার জন্য সমগ্র জার্ম্মাণীকে সংগঠিত করা হইয়াছিল। শান্তির সময় এ ব্যবস্থা বেশ চলিয়াছিল। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র হইতে সমগ্র দেশের রেল ও যানবাহনগুলি চালিত। কাজের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় উহাই মস্ত বড় বিপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্প-প্রধান রূঢ় অঞ্চলটি আকারে ক্ষুদ্র, লণ্ডনের দ্বিগুণ—উহা দৈর্ঘ্যে ৪৪ এবং প্রস্থে ১৬ মাইল। এই সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের পূর্ব্ব দিকে হাম এবং পশ্চিম পার্শ্বে রাইন প্রবাহিত হইতেছে।

রূঢ় অঞ্চলটি নিরাপত্তাজনক নয় বলিয়া জার্ম্মাণরা একটি ফন্দি আঁটিয়াছে। রূঢ় অঞ্চলে বিধ্বস্ত কলকারখানার ক্ষতিপূরণের জন্য তাহারা নিজেদের তথাকথিত রক্ষণাধীন রাষ্ট্রগুলি হইতে কলকব্জা হরণ করিয়া আনিতেছে।

ফ্রান্সে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কলকারখানা আছে বটে, তবে রাজকীয় বিমান বহর উহাদিগকে মোটেই রেহাই দিতেছে না। রাজকীয় বিমান বহরের বোমারু বিমানগুলি ভারী বিমান লইয়া রাতদিন এ-সকল কারখানার উপর হানা দিতেছে। জার্ম্মাণরা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া যতগুলি বিমানপোত খোয়াইয়াছে রাজকীয় বিমান বহরের তত ক্ষতি হয় নাই।

দিবাভাগে আক্রমণ এখনও নৈশ-হানার ন্যায় তীব্র ও ব্যাপক হইয়া উঠে নাই সত্য, তবে এ পর্য্যন্ত যাহা ক্ষতি করা হইয়াছে উহা নেহাৎ কম নয়। লাইল একটি বিখ্যাত শিল্প কেন্দ্র। বর্ত্তমান সময় ইহা জার্ম্মাণদের আয়ত্তাধীন। ইহার কারখানাসমূহের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রটির উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ফলে কারখানার কাজ বন্ধীভূত এবং উৎপাদনের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। আর, এ, এফ্ যখন রোটার্ডামে বোমা নিক্ষেপ করিতে যায়, তখন ডাচেরা তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায়। আর, এ, এফ্ ও এত নীচে গিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপর বোমা নিক্ষেপ করে যে, তাহারা সমবেত ডাচ জনগণের কথা পর্য্যন্ত শুনিতে পায়। পোতাশ্রয়ে হৌক, কিম্বা সমুদ্রবক্ষে হৌক অথবা ছোটখাটো খাল-নালীতে হৌক, জার্ম্মাণ জাহাজ দৃষ্টিগোচর হইলেই উহার আর রক্ষা নাই। জার্ম্মাণদের ক্ষতির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র এক দিনের ঘটনা হইতে জার্ম্মাণদের ক্ষতির একটা পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। ঐ দিন প্রায় ১ লক্ষ টন ওজনের ২২ খানা জার্ম্মাণ জাহাজকে গুরুতরভাবে জখম করা হয়। কোন এক সপ্তাহে জার্ম্মাণদের ৫০,০০০ টনের জাহাজ খোয়া যায়। অন্য এক দফায় তিন সপ্তাহে জার্ম্মাণদের ১৭০,০০০ টন ওজনের জাহাজের উপর আক্রমণ পরিচালিত হয়; ফলে উহাদের অধিকাংশে আগুন ধরিয়া যায় এবং নিমজ্জিত হয়। ইহা ছাড়া নানা রকমের আরও ৩২ খানা জাহাজ লক্ষ্য করিয়া বোমা এবং গোলাগুলী বর্ষিত হয়; ফলে সব কয়টি জাহাজে আগুন ধরিয়া যায়।

জার্ম্মাণীর ভিতরের খবর হইতে জানা যায়, উইল-হেল্মসহেভেন, কাক্সহেভেন্, ব্রুন্সবুটেল্, রস্টক ও ক্রেইবাগে'র অধিবাসীরা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। তাহারা শান্তি ব্যতীত আর কিছুই চায় না। ম্যানহিম সহর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আর, এ, এফ্, তথায় এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল যে, সমস্ত ঘর-বাড়ী প্রকম্পিত এবং আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ইহা সূচনা মাত্র। অতঃপর যাহা করা হইবে, উহা আরও ব্যাপক এবং ভয়াবহ।

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, "ম্যানহিম জনমানব-শূন্য প্রায়। ইংরেজরা ইহার অস্তিত্ব রাখে নাই। বিমানপোত হইতে নিক্ষিপ্ত একটি টর্পেডোর আঘাতে ৩০০ মিটার পরিমিত স্থানের কিছুই রক্ষা পায় নাই। একটি বাড়ীর মধ্যে ৯০ জনের মৃত্যু ঘটে। বিকৃতমস্তিষ্ক জনৈক নেতা ইংরেজদিগকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, পুনরায় তাহাদের তথায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।" জার্ম্মাণীর উপর বিমান আক্রমণ ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ একদিকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হইতে যেমন নূতন নূতন বিমানপোত আসিতেছে, অপর পক্ষে তেমনি বৃটেনের উৎপাদন শক্তিও বৃদ্ধি পাইতেছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে হুইট্‌লি শ্রেণীর বোমারু বিমানগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ভারী ওজনের বিমানপোত বলিয়া গণ্য করা হইত; কিন্তু আজকাল উহা মধ্যম শ্রেণীর পর্য্যায়ভুক্ত। তখনকার মধ্যম শ্রেণীর বোমারু বিমানগুলি এক্ষণে লঘু বোমারু আখ্যা পাইয়াছে। সংখ্যার দিক দিয়া বলা যায়, গত জুন মাসে জানুয়ারীর ৬ গুণ অধিক বোমারু বিমান নিয়োজিত হইয়াছিল। ইহাদের নিক্ষিপ্ত বোমা পূর্ব্বে ব্যবহৃত বোমা অপেক্ষা অনেক বড় এবং উৎকৃষ্ট ছিল।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৮ই আষাঢ়—১৩৪৮

বেকার-সমস্যার সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টা

বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টার আফিসের ১৯৪০-৪১ সনের রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ পরিস্থিতির ফলে সেনাদলের সম্প্রসারণে যেসব চাকুরীর সুযোগ হইয়াছে, বাঙলার যুবক সম্প্রদায়কে তৎসম্বন্ধে অবহিত করা ও নিয়োগ-উপদেষ্টা কর্তৃক প্রাথমিক পরীক্ষার পর প্রার্থীদিগকে বিভিন্ন রিক্রুটিং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করাই আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য কার্য্য ছিল।

১৯৪০ সালের প্রথমদিকে ইহা উপলব্ধি করা গিয়াছিল যে, বিভিন্ন চাকুরী সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করা এবং প্রার্থীদিগকে নিয়োগকারীদের সংস্পর্শে আনয়নের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। সম্রাটের সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে স্থানীয় রিক্রুটিং অফিসারগণ কর্ত্তৃক লোক নিয়োজিত হইয়া থাকে বলিয়া এরূপ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। যাহা হউক, কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন যে, এই ব্যাপারে প্রচারকার্য্য পরিচালনা ও প্রার্থীদিগকে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষার ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টসমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ।

সুতরাং বিভিন্ন সেনা-বিভাগে লোক সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়:—

মহামান্য সম্রাটের ভারতীয় স্থল-বাহিনীর জরুরী কমিশন ব্যাপারে জেলাসমূহে বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হয়। নিয়োগ-উপদেষ্টা বিশেষভাবে কলিকাতা অঞ্চল ও সাধারণভাবে সারা বাঙলায় এই সম্পর্কে আবেদন-পত্রের ফর্ম বিতরণ করেন। বড়লাটের কমিশনযুক্ত পদসমূহের ব্যাপারেও অনুরূপ পদ্ধতিই অবলম্বিত হইয়াছিল।

যুদ্ধ সম্পর্কীত কারিগর ট্রেনিং পরিকল্পনার নিয়োগ-উপদেষ্টাকে নির্ব্বাচন-কমিটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে তিনি দুইবার ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। আলোচ্য সময়ে মোট ৬০০ যুবককে এরূপ ট্রেনিং-এর জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

সেনা বাহিনী সম্পর্কীত সংবাদ সরবরাহ ব্যতীত সাধারণ চাকুরী সম্পর্কেও বিবিধ সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরের অভিজ্ঞতার দুইটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ বুঝা গিয়াছে যে, বাঙলার যুবক নানাবিধ শিল্পবিভাগে ট্রেনিং পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, যুবকদের সাধারণ বাস্তব আরো ভাল হওয়া উচিত। দেশের শিল্প-প্রগতির ব্যাপারে যুবকগণ যদি কোনও স্থান অধিকার করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনের প্রয়াস পাইতেই হইবে।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরী, রেলের চাকুরী, অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চাকুরী, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসির সুযোগ, বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিং-এর সুযোগ, নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে মৌখিকভাবে ও পত্র দ্বারা বহু লোককে উপযুক্ত সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছিল।

১৯৪০-৪১ সনে মোট ৭৫ জন যুবককে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী যোগাড় করিয়া দেওয়া হয়; ১১ জন যুবকের চাকুরীর ব্যাপার বৎসরের শেষ সময়ে বিবেচনাধীন ছিল। নিয়োগ-উপদেষ্টা বহু বিভিন্ন বড় বড় ফ্যাক্টরী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া তত্রত্য পরিচালকবর্গ ও ম্যানেজারদের সহিত সহকারী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। যেসব লোক নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিসের মধ্যস্থতায় সেনা বাহিনীতে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল, তন্মধ্যে ২১৭ জনকে মনোনীত করা হইয়াছিল; ৭১১ জন প্রার্থীর বিষয়ে শেষ মীমাংসা এপর্য্যন্তও জানা যায় নাই।

আলোচ্য বর্ষে মোট ২,৬১৬টি পত্র নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিসে পাওয়া গিয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসর এরূপ ৮৬৫ খানা পত্র পাওয়া গিয়াছিল। মোট ৩,০৪২ খানা পত্র এই অফিস হইতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এরূপ পত্রের সংখ্যা ছিল ৭৬০ খানা। মোট ১৮৬৪ জন কর্ম্মপ্রার্থীর সহিত নিয়োগ উপদেষ্টা আলোচ্য বর্ষে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; পূর্ব্ব বৎসরে মোট ১,১৬৭ জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ আমেরিকায় নাৎসী ষড়যন্ত্র

ইউরোপ হইতে আমেরিকাদের দৃষ্টি অন্যত্র আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে হিটলার দক্ষিণ আমেরিকায় তাহার গোপন কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এই পর্য্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য কেবলই ব্যর্থ হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল গণতন্ত্র নাৎসীদের ছোটখাট ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিবার আশা করিতে পারে না, তাহারাও যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উপর ভরসা করিয়া হিটলারের অপচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতেছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় হিটলারের হাজার হাজার অনুচর আছে; ইহারাই গোপনে নষ্টামির চেষ্টা করিতেছে। বোধ হয় প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে অস্ত্র শস্ত্র ও পশ্চিম গোলার্দ্ধের কোনও সুবিধাজনক ঘাঁটি আগলাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে, যাহাতে পরে সেই স্থান হইতে হিটলার তাহার শেষ শত্রু আমেরিকাকে আক্রমণ করিতে পারে।

ল্যাটিন আমেরিকায় অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র আর্জেন্টাইনই বর্ত্তমানে নাৎসীদের সর্ব্বাধিক প্রতিরোধ করিতেছে। আর্জেন্টাইন কংগ্রেসের বহু সদস্যই জার্ম্মানীর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের পক্ষে; তবে শীঘ্রই এইরূপ কিছু করা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

নাৎসী-অনুকূল বলোভিয়ানগণ মেজর এলিয়াস বেলমোন্টে বেলিভিয়াতে সম্প্রতি নাৎসী রীতিতে শাসন ক্ষমতা লাভের যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার নাৎসী অনুচরদের গ্রেপ্তার চলিতেছে।

উরুগুয়ে ৬২ জন নাৎসিস্ট [illegible] গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হইয়াছে। কলম্বিয়া হইতেও নাৎসী নিয়ন্ত্রিত বহু বেসামরিক লাইনের এরোপ্লেন জার্ম্মান চালক বিতাড়িত করা হইয়াছে।

[illegible] হইয়াছে [illegible] আসিতেছে। [illegible] বিমান [illegible] এবং আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জার্ম্মাণ "রণকারী" চালান দিতেছে।

গোয়েবেল্‌সের সহকারী গ্রেপ্তার

রাশিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনার জের

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিউইয়র্ক বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, বার্লিনের প্রচার-সচিব দপ্তরে বিদেশী সংবাদদাতাদের সংবাদ সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ডাঃ কার্ল বোয়েমারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিদেশী পত্রিকার সংবাদদাতাদের এই সংবাদটি বাহিরে প্রেরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। এই গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে শুধু এই টুকুই বলা যায় যে, বার্লিনে একটি কূটনৈতিক সম্মিলনে ডাঃ বোয়েমার অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রকাশ, রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ সম্পর্কিত কোনও বিষয়েই এই "অবিমৃষ্যকারিতা" করা হইয়াছিল।

ডাক্তার গোয়েবেল্‌স বোয়েমারকে খুব বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে তিনি কোনও সংবাদই গোপন করিতেন না। বিদেশী সাংবাদিক সম্মেলনগুলিতে বোয়েমার সভাপতিত্ব করিতেন। বিধ্বস্ত নরওয়ে, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য সামরিক কার্য্যকলাপের ক্ষেত্রগুলি দেখাইবার জন্য যখন বিদেশী সাংবাদিকদিগকে লইয়া যাওয়া হইত, তখন ইনিই কর্ণধারের কার্য্য করিতেন।

নূতন দূরপাল্লার এরোপ্লেন

সুদূর-প্রাচ্যে ব্যবহারের সম্ভাবনা

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে দুই-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারু বিমানগুলির পাল্লাই সবচেয়ে বেশী ছিল। সর্ব্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ইহা ৩,২০০ মাইল পর্য্যন্ত উড়িতে পারিত। বর্ত্তমানে যে সকল নূতন বিমান নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাদের পাল্লা আরো বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

বিমানপোতের এই পাল্লা বৃদ্ধির ফল সুদূর-প্রাচ্যে বিশেষরূপে অনুভূত হইবে বলিয়া মনে হয়। ম্যানিলায় যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল বিমানপোত মোতায়েন আছে, টোকিও জাপানের ঘাঁটিগুলি তাহাদের আয়ত্তের মধ্যেই পড়িবে। অস্ট্রেলিয়া হইতে আরও বহিয়া ক্রমশঃ পর্য্যায় সমগ্র সমুদ্র-পথটি বোমারু বিমানের গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে।

উত্তর আটলাণ্টিকেও এরোপ্লেনের পাল্লার বৃদ্ধির ফল অনুভূত হইবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা সম্মিলিতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যবর্তী সমগ্র সমুদ্র-অঞ্চলের উপর টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ইহাতে কনভয় রক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে।

হস্তচালিত তাঁতের কম্বলের চাহিদা

বিভিন্ন প্রদেশে সরবরাহ বিভাগের অর্ডার

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলির কুটির-শিল্পের ডাইরেক্টরদের নিকট হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কম্বল সরবরাহের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করিয়াছেন। এই কম্বল ১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে। সূত্রে প্রকাশিত খবরে, ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালের প্রথমে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরবরাহ [illegible] [illegible] এই কম্বলের ইণ্ডিয়ান নিকট আরও তাঁতের কম্বল অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নারী সমাজের কর্ত্তব্য

মহামান্যা লেডী মেরী হার্বার্টের বেতার-বক্তৃতা

মহামান্যা গভর্ণর-পত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট সম্প্রতি ঢাকা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাগণকে লক্ষ্য করিয়া যে বেতার বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার বিবিধ উপায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

লেডী মেরী হার্বার্ট বলিয়াছেন, "আজ আমি পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাগণকে তাঁহাদের দেশের কেন্দ্র ঢাকা হইতে সম্বোধন করিতেছি। আমি পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল নদী

(মহামান্যা লেডী মেরী হার্বার্ট)

ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের শোভা এবং এই স্থানের অধিবাসীদের পূর্ব্ব-পুরুষ অনুমোদিত সম্বর্দ্ধনা উপভোগ করিবার জন্য এই তৃতীয় বার এখানে আসিয়াছি। আমি জানি এ বৎসর পূর্ব্ববঙ্গের বহু পরিবার দুর্ভিক্ষ ও দুঃখে আপতিত হইয়াছে এবং ঢাকায় পদার্পণ করিয়া আমি পার্শ্ববর্তী বরিশাল, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীবাসীর দুর্দ্দশার কথা বিস্মৃত হইতে পারি না। সম্প্রতি এই জেলাসমূহে ঘূর্ণিবাত্যার ফলে যে সমুদয় পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, যাহাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও প্রিয়জন-বিয়োগ ঘটিয়াছে, তাহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে যাইয়া আমি নিঃসন্দেহে বাঙলার মহিলা সমাজের পক্ষ হইতে এই সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু নৈসর্গিক দুর্বিপাকের অবসান হয় এবং লোকে তাহা ভুলিয়া যায়। বর্ত্তমানে তদপেক্ষা ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার মানুষ দ্বারাই জগতের বিভিন্ন অংশে সংঘটিত হইতেছে। গতবার যখন আমি ঢাকা আসিয়াছিলাম, তখন ফ্রান্সের পতন হওয়ায় যুদ্ধের অবস্থা খুবই সঙ্কট-সঙ্কুল ছিল। এ বৎসর ঠিক সেই সময়ে যুদ্ধের অবস্থা পুনরায় সঙ্কটসঙ্কুল হইয়াছে। যে বৎসর অতীত হইয়া গেল, এই সময়ে দুইটি জিনিষ সবচেয়ে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি হইল এই যে, আমাদের শত্রুগণের প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে, তাহারা মানব জাতির শত্রু বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সুসভ্য নরনারী যে স্বাভাবিক মূল্যবান সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে আমাদের শত্রুগণ তাহা নষ্ট করিয়া নিষ্ঠুর প্রাধান্য স্থাপনে অভিলাষী। কিন্তু অপরদিকে সভ্যতার সমর্থকদের শক্তি এই বর্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অত্যাচারে পরাজিত জাতিসমূহের মনোবল ও সভ্যজাতিসমূহের দৃঢ় সঙ্কল্প আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই বৎসরে বৃটেন, গ্রীস ও অন্যান্য দেশে, যেখানে শান্তিপ্রিয় পরিবারবর্গ যুদ্ধের বিভীষিকার ফল ভোগ করিয়াছে, তথায় মহিলাগণ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার উদাহরণ দ্বারা সমুজ্জ্বলিত হইয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সাহায্য ও সহানুভূতির উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষেও মহিলাগণ নীরবে ও ধীরে ধীরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ না হইলেও প্রয়োজনীয় অংশ। যে সমুদয় পুরুষ যুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে যোগদান করিয়াছে, তাহাদের দায়িত্বভার লাঘব করিবার জন্য মহিলাগণ যথেষ্ট করিয়াছে। শুধু রেডক্রস, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স, মহিলা পরিচালিত এ, আর, পি ও বহু স্থানীয় কর্মীসঙ্ঘ সম্বন্ধে উল্লেখ করিলেই মহিলাগণ কিরূপ কার্য্যকরী সাহায্য প্রদান করিতে পারে, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। তথাপি আরো অনেক কিছু করিবার আছে এবং সেইজন্যই আমি দুইটি উপায়ের উল্লেখ করিতে চাই—যে উপায়ে পূর্ব্ববঙ্গের মহিলাগণ আরোও সাহায্য করিতে পারে।

প্রথম উপায় হইল ব্যক্তিগত সেবা দ্বারা। সম্প্রতি আমি এ, আর, পি পরিকল্পনা অনুসারে সম্প্রসারিত হাসপাতালের নার্সের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১,০০০ এক হাজার মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকার ট্রেনিং গ্রহণ করিবার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করিয়াছি। এই স্বেচ্ছাসেবিকাগণের সকলকেই কলিকাতায় যাইতে হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গে বরিশালে সেণ্টজন এম্বুলান্স বাহিনীর একটি সুপরিচালিত শাখা আছে সেখানেও নার্সের অতি উত্তম ট্রেনিং দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যাপারে পূর্ব্ববঙ্গের একথা প্রমাণ করিবার সুযোগ আসিয়াছে যে, জন-সেবার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারাও পশ্চাৎপদ নহে। প্রত্যেক জেলায় মহিলা-ক্ষেত্র রহিয়াছে সেখানে অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং স্বেচ্ছাসেবিকার প্রয়োজন সর্ব্বদাই রহিয়াছে এবং থাকিবে। আমাদের আরোও নার্সের প্রয়োজন হইবে, মহিলা-কর্মক্ষেত্রের জন্য আরোও স্বেচ্ছাসেবিকার দরকার হইবে।

আমি আপনাদিগকে উভয় কাজেই সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছি এবং দৃঢ় বিশ্বাস যে আমার আহ্বান ব্যর্থ হইবে না, সকলে অগ্রসর হউন এবং যখন যেখানে সম্ভবপর হয়, কাজ করিয়া যাউন।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মিসেস্ শাহাবুদ্দীনের বেতার-বক্তৃতা

মিঃ খাজা শাহাবুদ্দীনের পত্নী বেগম ফরহাৎ বানু খানম, এম-এল-এ, সম্প্রতি ঢাকা বেতার-কেন্দ্র হইতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার নারী-সমাজের কর্ত্তব্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন :—

"মহামান্যা লেডী মেরী হার্বার্ট কয়েক দিন পূর্ব্বে এই ঢাকা বেতার-কেন্দ্র হইতে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় নারী-সমাজের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। ব্রিটেন ও তাহার সহযোগী দুষ্কৃতকারী দল যে অনাচার ও যুদ্ধের অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বিজয়লাভ যাহাতে দ্রুত হইতে পারে, তজ্জন্য আমার ভারতীয় ভগিনীগণ কিরূপে সাহায্য করিতে পারেন, আমি আজ আবার দুই একটি বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কতকগুলি লোক অবিবেচকের মত একথা বলিয়া আসিতেছিল যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের সহিত ভারতের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনে এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে যে, যুদ্ধ ভারত হইতে অনেক দূরে আছে মনে করিয়া কাহারও পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনা করা আর সম্ভবপর নহে। সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিতে গেলে এক দিকে মধ্য-প্রাচ্য ও অপর দিকে সুদূর-প্রাচ্যকে ভারতের সীমান্ত বলিতে হয় এবং বলা চলে যে, যুদ্ধ আমাদের স্বদেশে সমাগত হইয়াছে ও ভারত-মাতার প্রত্যেক সন্তানের কর্ত্তব্য হইতেছে—যে শত্রুগণ দেশ-মাতার দিক দিয়া আমাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাদিগকে পর্যুদস্ত করার জন্য সংগ্রাম করা।

(মিসেস্ শাহাবুদ্দীন, এম-এল-এ)

আমরা আজ যে শান্তি ও স্বাধীনতার মধ্যে বাস করিতেছি, সেই শান্তি-স্বাধীনতা যাহাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ-স্বীকারে আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেবল কথার জমা-খরচ করিলে চলিবে না;—আমাদিগকে কার্য্যকরী সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাতে আমাদের পুত্রগণ, স্বামীগণ ও ভ্রাতারা বীরের মত সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া নিজেদের গৃহ-সংসার ও প্রিয়-পরিজনকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধিতে পারে, তজ্জন্য আমরা—নারীগণ—কি করিতে পারি, আমি এক্ষণে তাহাই বর্ণনা করিব।

ইংলণ্ডের নারী-সমাজ ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদ সত্ত্বেও বর্ত্তমানে যুদ্ধ-সম্পর্কীত সকল প্রকার কাজ করিতেছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে একখানা বিলাতী সংবাদপত্রে অভিজাত শ্রেণীর জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলার ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত ছবিতে দেখা গিয়াছিল যে, উক্ত মহিলা একটি গাড়ীর ঘরে কফিপূর্ণ থালাবাটি লইয়া কোনও এক রেল-ষ্টেশনে যাইয়া সৈনিকদের টিফিন চালাইতেছেন। এই ছবিখানা দেখিয়া পরিষ্কারই বুঝা

[শেষাংশ ১১পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিক-গার্ড দল

উচ্চতর পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বাঙলার রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এইচ, সি, হাণ্ট, জে, পি, আই, পি, মহকুমা পুলিশ অফিসার মিঃ ডি, কে, ভট্টাচার্য্য, আই, পি, সমভিব্যাহারে গত ২৩শে জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিভিক গার্ড প্যারেড পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সিভিক গার্ড দলের ড্রিল ও কলা-কৌশল দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, "ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিক গার্ডদলের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি বলিয়া আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মহামান্য বড়লাট সিভিক গার্ড বাহিনী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্ট আপনাদের নির্দ্দেশের জন্য নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। আমি অবগত আছি যে, গত নভেম্বর মাস হইতে আপনারা দলবদ্ধ হইয়াছেন এবং আপনাদের অনেকের প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর নিমিত্ত আপনারা ট্রেনিং লাভ করিতেছেন। আপনারা সামরিক পরিচ্ছদ লাভ করিয়াছেন—উহা উত্তমরূপে রাখা আপনাদের কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অফিসারদিগের নেতৃত্বে আপনাদিগকে এরূপভাবে চলা শিক্ষা করিতে হইবে যে, দেখিয়া অনুমিত হইবে যে আপনারা সকলে মিলিয়া এক।

আমি একথাও অবগত আছি যে, আপনারা চিত্তাকর্ষক কোনো কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, উত্তমরূপে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে শিক্ষা লাভ করিলে আপনাদিগকে বহু চিত্তাকর্ষক কাজ করিতে হইবে। দৌড়াদৌড়ি শিখিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে চলা শিক্ষা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে আপনাদের হাঁটা-চলা শিক্ষার পালা চলিয়াছে—অদূর ভবিষ্যতে আপনাদিগকে দৌড়াদৌড়ি শিক্ষা করিতে হইবে।

যুদ্ধ আপনাদের গৃহের আরও নিকটবর্ত্তী হইতে পারে। তখন নিজ নিজ অঞ্চলের সমাজ রক্ষা আপনাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল, নাবিক-দল এবং বৈমানিক দল তাঁহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সুতরাং আপনাদিগকে হয়ত বন্দুক লইয়া কাহারো খুঁজিতে হইবে না। তখন আপনাদের কর্ত্তব্য হইবে শিক্ষা গ্রহণ এবং ভয়াবহ সন্ত্রাস দমন করিয়া যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করা। তখন আপনাদের কর্ত্তব্য হইবে—আলোক-নিয়ন্ত্রণকে বল-পূর্ব্বক বিধিবদ্ধ করা, আহতকে সাহায্য করা, তাহাদিগকে উদ্ধার করা এবং যুক্তি-কৌশল সংগঠন করা। এই সকল কাজ একাধারে চিত্তাকর্ষক ও কষ্টসাধ্য। আমি একথা অবগত হইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম যে, আপনারা আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের শিক্ষা শুরু করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

আর একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সরকারী অফিসার, উকিল,

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

কেন্দ্রীয়-পরিষদের ভোটার তালিকা

পূর্ণ নাম লিপিবদ্ধ করার নির্দ্দেশ

বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রে যাঁহারা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভোটার আছেন, ভারত সরকারের নির্দ্দেশক্রমে তাঁহাদের পক্ষে বাঙলা সরকার উক্ত ভোটারগণের তালিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। ভোটারের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করাইতে হইলে ভোটারকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পূর্ণ নাম দিতে হইবে। পূর্ণ নামের পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে বাক্যবিত নাম দেওয়ার দরুণ ভোটারকে সনাক্ত করা অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আছে। ভোট দানের সময় ভোটদাতাকে চেনার সুবিধা এবং জালিয়াতী নিবারণের জন্য ভোটার-তালিকা প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভোটারের পূর্ণ নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং যাহাদের পূর্ণ নাম পাওয়া যাইবে না, তাহাদের নাম তালিকা হইতে বাদ দিবেন। ভোটার তালিকার ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ণ নাম জানার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন সত্য, তবে নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে তাহাদের পূর্ণ নাম কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া এবং নাম তালিকাভুক্ত করা ভোটারগণের কর্ত্তব্য।

[১ম কলমের শেষ]

মোক্তার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কণ্ট্রাক্টর, মিউ-নিসিপ্যাল কমিশনার ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোক লইয়া সিভিক গার্ড গঠিত হইয়াছে বলিয়া এই দল বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। আপনাদিগের মধ্যে একদল যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাব দৃষ্টান্তিত আছে—প্রয়োজনের সময় তাঁহারা যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। আপনাদের দলে সকল বয়সের লোক আছে; তন্মধ্যে একজন পত্র যুদ্ধ-ফেরৎও আছেন। ইংলণ্ডের সিভিক গার্ডের অনুরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে আপনারা অধিষ্ঠিত আছেন। যদি আপনারা নিজেদিগকে তৈরী করেন তবে তাঁহারা যেরূপ উত্তম এবং যোগ্যতা-সম্পন্ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, আপনাদের তাহা সম্পন্ন না করিবার কোন কারণ নাই। আমি আশা করি যে, আপনারা সকলে এক হইয়া কাজ করা শিক্ষা করিবেন —যাহার ফলে আপনাদের ঊর্দ্ধতন অফিসারগণ মনে করিতে পারেন যে, আপনাদের উপর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার অর্পণ করা চলে। আপনারা জনহিতকর কার্য্যে যে মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং যে আগ্রহ লইয়া আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সিভিক গার্ড দল পরিদর্শন করিবার ইহা দ্বিতীয় আনুষ্ঠানিক উৎসব। ইতিপূর্ব্বে গত ১৯৪০ সালের ১৮ই নভেম্বর বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সর্ব্ব-প্রথম এই বাহিনী পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৩শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অল্প হইয়াছে। শরৎকালীন ফসল কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শীতকালীন ফসলের বপন কাজ চলিতেছে। আমনী ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। ময়মনসিংহ ও বাঁকুড়া জেলায় বিগত ১৯শে জুলাই শনিবার যথাক্রমে ১,৩০০ ও ৪৫০ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ঐ সপ্তাহে বাঁকুড়া জেলায় ১১,০৫৭ জনকে খয়রাতী দান করা হইয়াছে। রংপুর জেলায় ২৮০ জন লোককে টেষ্ট রিলিফ কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ ও হুগলী জেলায় টেষ্ট রিলিফ কাজে যথাক্রমে ১,৪৩৬ ও ৩৫৪ লোক খাটান হয়। এই প্রদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে টাকায় ৵৬।৵০ ছয় সের ছয় ছটাক ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মূল্য পূর্ব্ব সপ্তাহের মতই ছিল।

সাধারণ চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকায় ৵৫।।০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৬।।০ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ৵৬৵০ ছটাক হইতে ৵৭ সাত সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ৵৬ সের হইতে ৵৬।।৵০ ছটাক; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় ৵৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; মেদিনীপুর, কাঁথি, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে ৵৫।।০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে ৵৬৷৷০ পৌনে সাত সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে ৵৬৵০ ছয় সের দুই ছটাক হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৵৬৷৷০ পৌনে সাত সের; রাজসাহী, নওগাঁ ও বালুরঘাটে ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; দার্জ্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি ও কার্শিয়াংএ ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৭।।০ সাড়ে সাত সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় ৵৬ সের হইতে ৵৬।০ সোয়া ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় ৵৬৷৷০ পৌনে সাত সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; মালদহে টাকায় ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; মুর্শিদাবাদে টাকায় ৵৭।০ সোয়া সাত সের; ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় ৵৬।৵০ ছটাক হইতে ৵৬।০ সাড়ে ছয় সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ টাকায় ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় ৵৬ ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজ-পুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় ৵৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় ৵৬।।০ সাড়ে ছয় সের হইতে ৵৭ সাত সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় ৵৬ সের হইতে ৵৭ সাত সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে ৵৫৷৵০ ছটাক হইতে ৵৬৵০ ছটাক; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ৵৮ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় ৵৫ সের হইতে ৵৮।।০ সাড়ে আট সের।

বিহার-সরকার সর্ব্বত্র বিনামূল্যে কলেরার টিকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। [illegible]

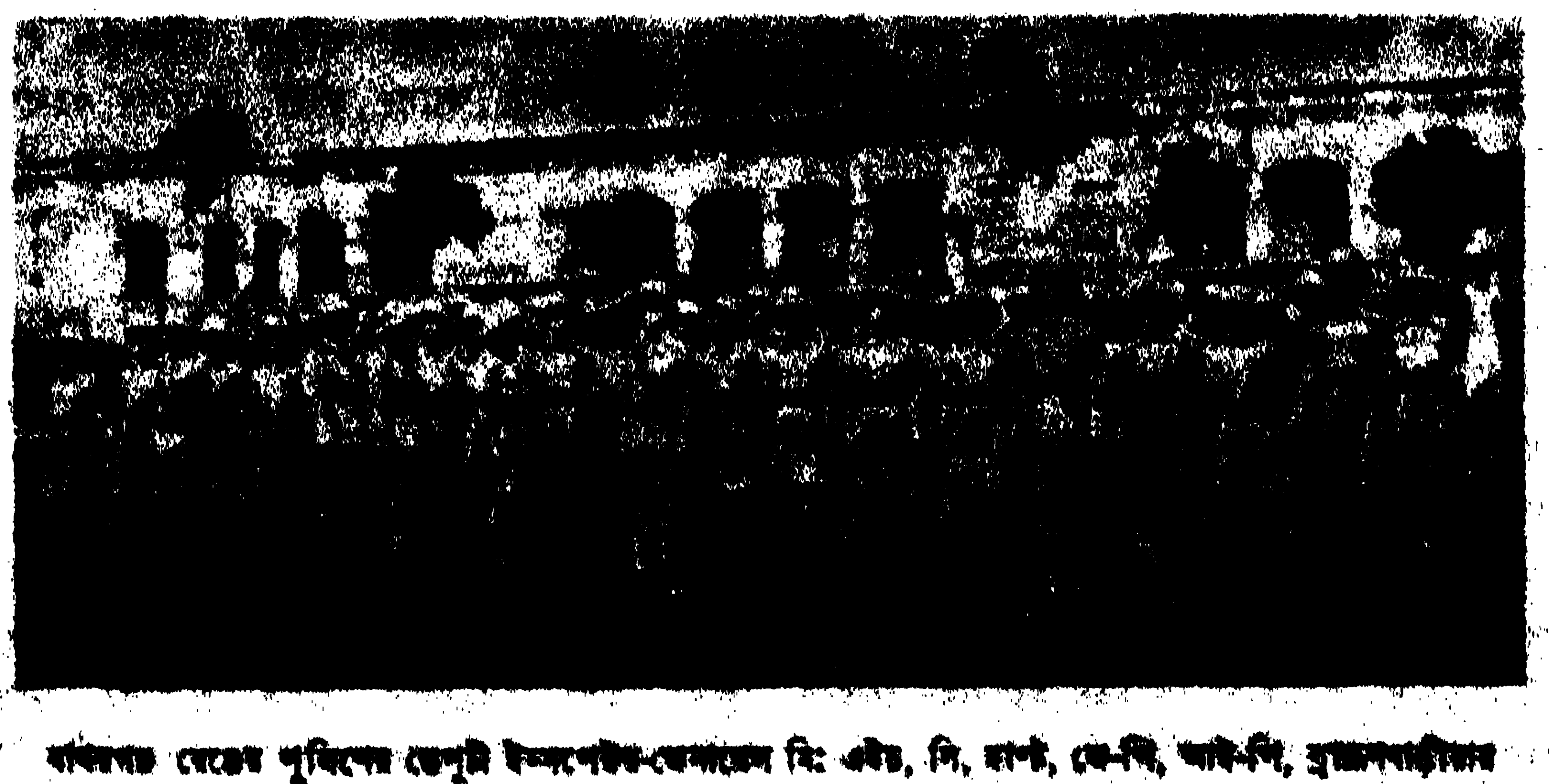

বাঙলার রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এইচ, সি, হাণ্ট, জে-পি, আই-পি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

পরলোকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় ৮১ বৎসর বয়সে গৌরবময় জীবনের অবসান

গত ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা ১৩ মিনিটের সময় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল।

কবির জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। বাঙলা ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্ম হয়। কলিকাতা নর্মাল স্কুলে পাঠকালে নবম বর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রশংসা-ভাজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে এবং পরে ডালহৌসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময় ইনি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময় ইনি ভারতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে যাইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছু দিন ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে তিনি আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে খুলনা জেলার বেণী-মাধব রায় চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্র-নাথের প্রভাব অসামান্য। কি গীতিকাব্যে, কি উচ্চ ভাবাত্মক কবিতায়, কি নাটক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ বা রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। ইহার রচিত গ্রন্থ বিপুল। ইনি "বঙ্গদর্শন" (নবপর্য্যায়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। "বালক" "সাধনা" "ভারতী" ও "ভাণ্ডার" নামক পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্বও ইনি কিছুকাল বহন করিয়া-ছিলেন। ইঁহার রচনাগুলি সাধারণে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ অধিক সময় বোলপুরেই অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পঞ্চাশবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতার টাউন হলে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান করিয়া কবিকে রজতময় পাত্রে খোদিত অক্ষরে রচিত অভিনন্দন-লিপি প্রদান করা হয়। অতঃপর ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ডে ইঁহার "গীতাঞ্জলি" ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় কবির অলৌকিক কবিত্বশক্তির খ্যাতি সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি জগদ্বিখ্যাত "নোবেল" প্রাইজ প্রাপ্ত হন; তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তাঁহার হস্তগত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং পর বৎসর ৩রা জুন ভারত-গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "নাইট" (স্যার) উপাধি প্রদান করেন। ঐ বৎসর শরৎকালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন; তথায় সর্ব্বজাতি ইঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। ইনি চীন, জাপান, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া নিজের কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছেন।

গত বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কবিগুরুকে ডি-লিট উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ দুই পুত্র ও তিন কন্যার জনক হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর ও কনিষ্ঠ কন্যা মীরা দেবী মাত্র এক্ষণে জীবিত আছেন।

শেষকৃত্য

অপরাহ্ন ৩টা ১৫ মিনিটের সময় কবির মরদেহ পুষ্প-মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা সুসজ্জিত একখানি খাটের উপর রাখিয়া তাঁহার ভক্তগণ উহা বহন করিয়া জোড়াসাঁকো ভবন হইতে ধীরে ধীরে রাজপথের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

আপার চিৎপুর রোডে বিপুল জনতার সমাবেশ হয় এবং উহারা সারি বাঁধিয়া রাস্তার দুইপাশে দাঁড়াইয়া পড়ে। বাড়ীর অলিন্দে, ছাদে ও বারান্দায় এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, তথায় আর তিলধারণের স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। বিবেকানন্দ রোড হইয়া শবযাত্রা যখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে আসিয়া উপনীত হইল, তখন প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়।

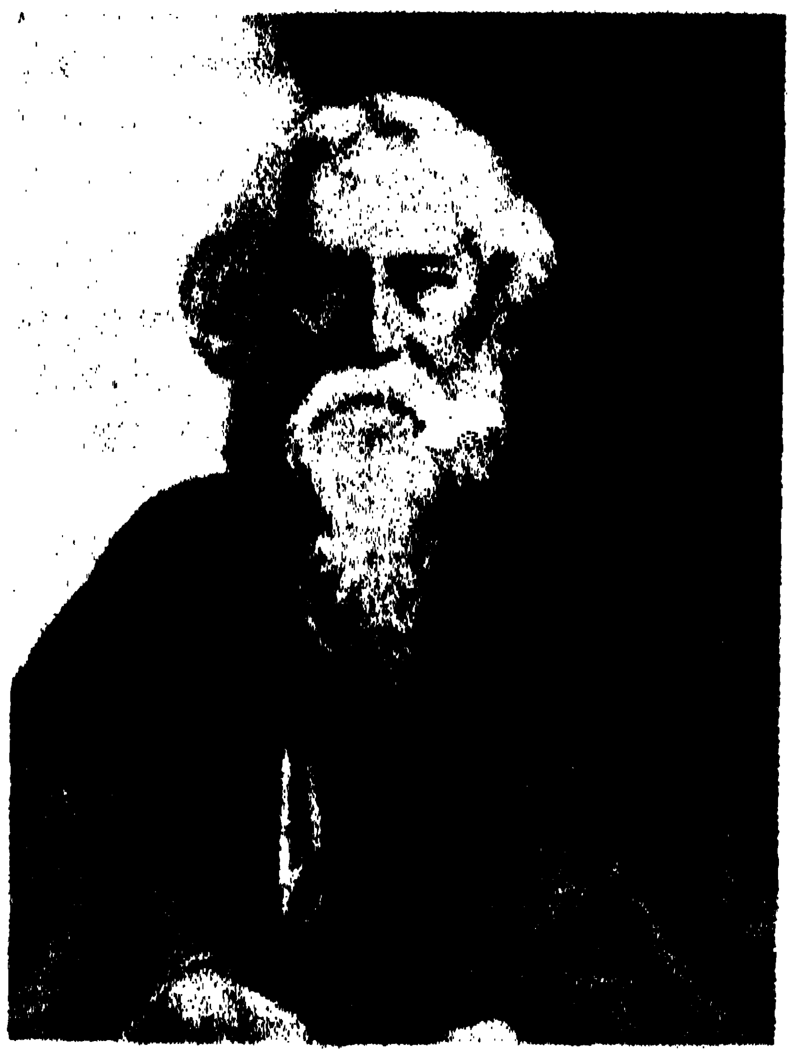

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র দেহ পুষ্পস্তবক দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল অনাবৃত ছিল। শবাধারের উপর মাত্র অল্প কয়েকটি পুষ্পস্তবক রাখা হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি পরে বড় লরী বোঝাই করিয়া শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

শবযাত্রা যখন আরম্ভ হয়, তখন জনতার মাথার উপরে প্রচণ্ড রৌদ্র ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে পৌঁছিবা-মাত্র আকাশে মেঘ সঞ্চার হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই শবযাত্রা মেছুয়াবাজারের সংযোগস্থলে পৌঁছিলে বর্ষণ আরম্ভ হয়। এই সময় শবযাত্রা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং কলুটোলা হইয়া যখন কলেজ স্কোয়ারে উপনীত হয়, তখন উহা বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হক, সিণ্ডিকেটের ও সিনেটের সদস্যগণ পুষ্পস্তবক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। শবযাত্রা তাঁহাদের সম্মুখে আসিলে জনতার চাপে তাঁহারা ঠিক থাকিতে অসমর্থ হন; কাজেই একমাত্র পুষ্পস্তবক অর্পণ করা ব্যতীত আর কিছুই সম্ভবপর হয় নাই। ধীরে ধীরে শবযাত্রা আসিয়া কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলে উপনীত হইল।

এই সময় উহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং বহুদূর পর্য্যন্ত জনসমুদ্র ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। শবানুগমনকারীদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে।

কলেজ ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় অধিবাসীগণ গৃহের ছাদ হইতে শবাধারের উপর পুষ্পবর্ষণ করেন। বিভিন্ন রাস্তায় শবযাত্রা যখন যায় তখন যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শোভাযাত্রা গ্রে ষ্ট্রীটে পড়ে এবং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট দিয়া নিমতলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

অপরাহ্ন ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় শোভাযাত্রা নিমতলা শ্মশানঘাটে পৌঁছে। ঐ সময় জনতা নিয়ন্ত্রণ করা একটি সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। শ্মশানঘাটের ভিতরের সীমাবদ্ধ স্থানটি শীঘ্রই জনাকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং শবাধারটি অতিকষ্টে ভিতরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্মশান-ঘাটের বাহিরে বিরাট জনতার সমাবেশ হয়।

৭টা ১০ মিনিটের পূর্ব্বে শবদেহ চিতার উপরে স্থাপন করা সম্ভবপর হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষে শ্মশানঘাটের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; তিনি শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অসুস্থ ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র মিঃ সুবীর ঠাকুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন।

গঙ্গার ঠিক উপরেই শ্মশানঘাটের সর্ব্বশেষ উত্তর কোণে চিতার স্থান নির্দ্ধারিত করা হয়। পরে যাহাতে ঐস্থানে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ঐস্থানটি নির্দ্ধারিত করা হয়।

মহামান্য বড়লাটের শোক-বাণী

মহামান্য রাজপ্রতিনিধি নিম্নলিখিত বাণী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদে আমি গভীর শোকা-ভিভূত হইয়াছি। তাঁহার মহাপ্রাণে উচ্চ আদর্শ ও মহান উপলব্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান হইল। তাঁহার জীবন ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দীপনাপূর্ণ আদর্শ হইবে। তাঁহার তিরোধানে ভারতবর্ষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাইল। তাঁহার বহুমুখী দান ও কর্ম-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বিশ্বের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছে। আপনার অপূরণীয় ক্ষতিতে আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুন।"

মহামান্য গভর্ণরের শোক-বাণী

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করিয়া বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর মিঃ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট নিম্ন-লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া গভীর দুঃখা-নুভব করিয়াছি। বাঙলা আজ তাহার এমন একজন সন্তান হারাইল, যাঁহার দীর্ঘ ও গৌরবময় জীবন দেশবাসীর সেবায় উৎসর্গ হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবি এবং গ্রন্থকাররূপে তিনি বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং নিজেকে ও দেশকে বিশ্বের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য প্রতিভা অপেক্ষা তাঁহার মহৎ আদর্শ কোন অংশেই কম ছিল না। তাঁহার এই আদর্শ ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে। আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আমার আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করিতেছি।"

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর শোক প্রকাশ

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এক শোকপ্রকাশক বার্ত্তায় বলিয়াছেন:—

"রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে বাঙলা দেশ যেরূপ গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোন বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তিনি বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম কবিদের মধ্যে অন্যতম—তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, নিকট ভবিষ্যতে কোনদিন তাহা পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।"

ভারতীয় মহাত্মা গান্ধী, মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না, স্যার মরিস গোয়ার, স্যার সেকেন্দার হায়াত খাঁ, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, স্যার সেকেন্দার হায়াত খান, স্যার আজিজুল হক, মিঃ শরৎ চন্দ্র বসু, স্যার রাধাকৃষ্ণণ, সস্ত্রীক বাণিয়াম দত্ত এম, চৌধুরী, মিসেস সরোজিনী নাইডু এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশ্ব-কবির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

মস্কো হইতে নারী, শিশু ও অক্ষম পুরুষগণ স্থানান্তরিত

জুরিখের সংবাদে প্রকাশ, স্ত্রীলোক, শিশু ও অক্ষম লোকদিগকে মস্কো হইতে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। তদুপরি ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা মস্কো ত্যাগকারিগণকে সৈন্য ও সরবরাহের চলাচলের সুবিধার জন্য রেলপথ ও প্রধান রাজপথগুলি ব্যবহার না করিবার নির্দেশ দিয়াছে।

মধ্য-রণাঙ্গনে উভয় পক্ষের নূতন সৈন্য আমদানী

নিরপেক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানী ও রাশিয়া—উভয় পক্ষই এখনও কেন্দ্রীয় রণাঙ্গনে নূতন সেনাবাহিনীর আমদানী করিয়া নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। রাশিয়ানগণ তাহাদের রিজার্ভ সেনাবাহিনীকে স্মোলেনস্কের পূর্ব্ব দিকে সন্নিবেশিত করিয়াছে, এইরূপ বলা হইয়াছে, কিন্তু মস্কোর ইস্তাহারে উক্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরের চারিপার্শ্বে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে, কেবলমাত্র ইহাই উল্লেখ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা এস্তোনিয়ার পার্ণু শহর দখল করিয়াছে।

ইটালীয় বন্দরে বোমা-বর্ষণ

৫ই আগষ্ট অপরাহ্নে নৌবিভাগের একটি ইস্তাহারে সার্ডিনিয়ার ইটালীয় বন্দর ও বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর বৃটিশ বিমান ও নৌবাহিনীর আক্রমণের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে গত কয়েকদিন যাবৎ বড় রকম যুদ্ধ চলিতেছে।

সুয়েজ খাল অঞ্চলে বোমাবর্ষণ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, গত ৫ই আগষ্ট রাত্রিতে সুয়েজখাল এলাকায় শত্রুপক্ষীয় বিমান আক্রমণের ফলে ৯০ জন নিহত ১৬০ জন আহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের অগ্রগতির দাবী

৫ই আগষ্ট জার্ম্মাণ বেতারে দাবী করা হইয়াছে যে, বব্রুস্ক ও রাজেলায়া শহর জার্ম্মাণরা অধিকার করিয়াছে।

মণ্টিনিগ্রোতে বিদ্রোহ

"নিউ জুরিখের সাইটুং"এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মণ্টিনিগ্রোতে প্রবল বিদ্রোহ হওয়ায় বার্লিনে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। তবে ইটালীয় সৈন্যগণ অবস্থা আয়ত্তে আনিতে পারিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় ট্রেণ লাইনচ্যুত

সোমবার "নিউইয়র্ক টাইমস" এর সংবাদদাতা আঙ্কারা হইতে বেতারে জানাইতেছেন—বুলগেরিয়ার কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রকারিগণ গত ১০ দিনে যুগোশ্লাভিয়ার উপকূল ও সোফিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানে তিনটি ট্রেণ লাইনচ্যুত করিয়াছে। রেলওয়েসমূহে ধ্বংসকর কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য বুলগেরিয়ার প্রধান প্রধান সমস্ত রেলপথে সশস্ত্র প্রহরীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ড কর্ত্তৃক জাপানকে ঋণদানের প্রস্তাব

থাইল্যাণ্ড মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং জাপানকে ঋণ দিতে চাহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

জার্ম্মাণদের দাবী

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছে যে, রুশ যুদ্ধে ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং উহা অপেক্ষা অনেক বেশী সৈন্য নিহত হইয়াছে। রাশিয়ানদের ১৩,১৪৫টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, ১০,৩৮৮টি কামান, ৯,০৮২টি বিমান নষ্ট হইয়াছে।

জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং জার্ম্মাণ বাহিনী ইতিমধ্যেই নূতন অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু করিয়া বিপুল জয়লাভ করিতেছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক রাশিয়ায় অস্ত্র প্রেরণ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ায় প্রথম দফা অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া ওয়াশিংটনে ঘোষণা করা হইয়াছে।

শত্রু এলাকায় বৃটীশ বিমানের আক্রমণ

বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৬ই আগষ্ট দিনের বেলায় বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ হল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট একটি শত্রুপক্ষীয় জাহাজবহরের উপর আক্রমণ চালায়। ফ্রাঙ্কফোর্ট, ম্যানহিম ও কার্লসরুহের উপরও আক্রমণ চালায়। শহরগুলিতে আগুন লাগে। উত্তর ফ্রান্সের কয়েকটি বিমান ঘাঁটিতেও বোমাবর্ষণ করা হয়। উপকূলরক্ষী বিমানদল নরওয়ের উপকূলে একটি শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে টর্পেডো মারে ও নরওয়ের একটি বিমান ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানসমূহ সিসিলিতে অগাষ্টার সাবমেরিণ ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। বেঙ্গাজী, ডের্ণা ও অন্যান্য শত্রুঅধিকৃত বন্দরেও হানা দেওয়া হইয়াছিল।

সুয়েজখাল এলাকায় পুনরায় বোমাবর্ষণ

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, গত ৬ই আগষ্ট রাত্রিতে সুয়েজখাল এলাকায় বিমান আক্রমণের ফলে ৩০ জন নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছে। ধনসম্পত্তিরও কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

সিসিলির যুদ্ধবিরতির পর প্রথমবার শত্রুবিমানসমূহ প্যালেষ্টাইনের দিকে অগ্রসর হয়। হাইফাতে বিমানধ্বংসী কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কোন ক্ষতি হয় নাই বা কেহ হতাহত হয় নাই।

ইউরোপে বৃটিশ অভিযানের সম্ভাবনা

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহে বলা হইতেছে যে, ইউরোপে একটি বৃটিশ আক্রমণ অসম্ভব নয়। রাশিয়ার সহযোগিতায় উত্তরাংশে একটি অভিযান সম্ভব এবং যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা হইতেছে। এইরূপ আক্রমণের যে বিপদ আছে, তাহা স্বীকার করা হইতেছে। কিন্তু বলা হইতেছে, তাহা কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তি বৃটেনের আছে।

আলেকজেন্দ্রিয়ার উপর বিমান আক্রমণ

৮ই আগষ্ট এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, পূর্ব্ব রাত্রিতে আলেকজান্দ্রিয়ার উপর এক বিমান আক্রমণ হয়। বোমা নিক্ষেপের ফলে ১৩ জন নিহত এবং ২৩ জন আহত হইয়াছে। গৃহাদিও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

১৫ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

৮ই আগষ্ট প্রাতে মস্কো বেতারে এক সরকারী বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর সোভিয়েট অপেক্ষা দ্বিগুণের বেশী সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সোভিয়েটের ক্ষতি সম্বন্ধে জার্ম্মাণরা যে দাবী করিয়াছে, তাহাকে

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

এই প্রয়োজনগুলি এবং ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ আপনার বর্তমান আয় বন্ধ হয়ে গেলেও আপনাকে চালাতেই হবে। সুতরাং যতটুকু বেশী আজ আপনার আছে তার হিসাব ক'রে এখন থেকেই কিছু কিছু জমাতে থাকুন।

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন :

আপনার নিরাপদ-ভবিষ্যৎ ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেটের উপরই নির্ভর করে।

১০৲ টাকায় ৩।৵০ আনা লাভ

ডি. ৪৪

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নোয়াখালী—

গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত নোয়াখালী জেলায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার বিবরণীতে জানা যায় যে সরকারী কর্ম্মচারী দলের অব্যাহত প্রচার-কার্য্যের ফলে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে।

মহকুমা হাকিমগণের প্রচেষ্টায় জেলার সর্ব্বত্র কতিপয় প্রচার-সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। সাকেল অফিসারগণ পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একসঙ্গে মিলিয়া কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা গঠনমূলক কার্য্য ব্যাপদেশে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ব্যক্তিগত সেভিং ব্যাঙ্কের পাশ বুক করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারীদল এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ কৃষি, উন্নততর খাদ্য এবং খাদ্য রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গত এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি হইতে ফেণী মহকুমার পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত কর্ম্মচারীদলকে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিবার জন্য এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলির উন্নতির নিমিত্ত ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার জন্য সদর মহকুমায় মুদ্রিত উপদেশাবলী বিতরণ করা হইয়াছে।

ফেণী মহকুমার অন্তর্গত সরিষকান্দী, সালিয়া, দক্ষিণ সাতারা এবং দক্ষিণ বাদাবাড়ী আদর্শ-গ্রামসমূহের কর্মীদল কতিপয় গ্রামের জঙ্গল সাফ এবং কয়েকটী পুষ্করিণী ও ডোবা হইতে জলজ জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়াছে। চর-পার্ব্বতি গ্রামের পল্লী-মঙ্গল সমিতি কতকগুলি রাস্তার নিকটবর্ত্তী যে সকল পায়খানা ও গোয়াল ঘর ছিল, তাহা বহু চেষ্টায় স্থানান্তরিত করিয়াছে। লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত পশ্চিম চরমন্দা এবং দক্ষিণ ভবানীগঞ্জ পল্লী-মঙ্গল সমিতি একটি পল্লী-সংগঠন সমিতি স্থাপন করিয়াছে এবং দুইটি রাস্তা মেরামত করিয়াছে।

ফেণী মহকুমার অন্তর্গত সদর ও বেগমগঞ্জ এলাকায় সরিষকান্দী, সালিয়া এবং দক্ষিণ বাদাবাড়ী আদর্শ পল্লী-সমূহের স্বেচ্ছাসেবকদল কচুরীপানা পরিষ্কার করার ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর ও সোনারপুর ইউনিয়নেও এই সম্পর্কীত কাজ বেশ ভাল হইয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত বজরাটী নামক গ্রামে স্থানীয় বিদ্যালয়ের বালকগণের সহায়তায় কচুরী-পানা পরিষ্কারের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। সরিষকান্দী আদর্শ-পল্লীর কর্মীদল চারি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে এবং ইতিপূর্ব্বে যে সকল পুকুর হইতে পানা সাফ করা হইয়াছে, তাহাতে আবার যাহাতে পানা জন্মিতে না পারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। দক্ষিণ সাতারা এবং সালিয়া আদর্শ-পল্লীর কর্মীদলও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। পশ্চিম চরমন্দা এবং দক্ষিণ ভবানীগঞ্জের সমিতি চারিটি খাল হইতে কচুরী-পানা সাফ করিয়াছে। ফেণী মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ সাতারা আদর্শ-পল্লীর কর্মীদল একটি পুষ্করিণী, একটি খাল এবং একটি ডোবা হইতে নানারূপ জঞ্জাল সাফ করিয়াছে। সরিষকান্দী আদর্শ পল্লীর কর্মীদলও অনুরূপ কাজ করিয়াছে।

সদর মহকুমায় ছয়টি এবং ফেণী মহকুমায় একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে, তাহারা বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। এ সম্পর্কে সরিষকান্দীর নৈশ-বিদ্যালয় এবং পল্লী গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সদর মহকুমার অন্তর্গত অর্দ্ধজলা ইউনিয়ন বোর্ড স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফেণী মহকুমার অন্তর্গত সোনা-গাজী চৌধুরী রোডের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত মদনপুর সমিতি দেড় মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা মেরামত করিয়াছে।

সরিষকান্দীর গ্রাম-সংরক্ষণী দল গ্রামের চুরি ইত্যাদি বন্ধ করিবার জন্য যথারীতি পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছে এবং তাহাদের সাধু প্রচেষ্টায় গ্রামের অনাচার অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত দলের সদস্যগণ ইউনিয়নের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কাজ করিতেছে।

চট্টগ্রাম—

গত মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত কক্সবাজার মহকুমায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল :

কক্সবাজার মহকুমা পল্লী-সংগঠন সমিতির তত্ত্বাবধানে গত মার্চ্চ মাসের ২০ তারিখ হইতে ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত একটি সাপ্তাহিক পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিতভাবে পরিচালিত হইয়াছে। সংক্রামকভাবে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়া সত্বেও দূর অঞ্চলের অধিবাসিগণও দলে দলে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিল। গত ২০শে মার্চ্চ সিভিক গার্ড, যুব-কল্যাণ সভা, স্পোর্টিং এসোসিয়েশন এবং শহর-উন্নয়ন কমিটির বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছে এবং গত ২১শে মার্চ্চ বয়স্কাউট স্থানীয় দল, মহকুমা যুদ্ধ কমিটি, আইবিদ্যালয় এসোসিয়েশন এবং প্রদর্শনী কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহকুমা ইউনিয়ন বোর্ড সম্মেলন এবং মহকুমা পল্লী-সংগঠন সমিতির বার্ষিক সভারও অধিবেশন হইয়াছে।

গত ২২শে মার্চ্চ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; এই ব্যাপারে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছিল এবং ৫০০ লোক সমবেত হইয়া একটি ডোবা ভরাট ও একটি জল-নিকাশের নালা তৈরী করিয়াছে।

এই কাজ বিশেষ সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। খুরুসকুল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট রায় সাহেব এস সি পাল বি, এল, মাটি সরিবার জন্য কতকগুলি কোদাল ও বহু সংখ্যক ঝুড়ি দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন। নূর আহমদ নামে একজন যুবক উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হয়। শহরের মাঠে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডদের ক্রীড়াকৌতুক প্রদর্শিত হয়; বিভিন্ন বিদ্যা-লয়ের বয়স্কাউট এবং গার্লগাইড দল এই উপলক্ষে যোগ-দান করে। সপ্তাহের সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবার পর কক্সবাজারের অর্দ্ধ ও বেশী হলে একটি দরবার আহূত হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য, নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং স্কাউটিং শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বয়স্কাউটদলকে একাধিক "পল্লী সংগঠন শিল্ড" প্রদান করা হয়। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ "নীল পাখী" (Blue Birds) দলকে "গার্ল গাইড শিল্ড" প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত যোগাযোগ-সম্পন্ন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে সাতটি সরকারী পুরস্কার এবং ৭টি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১৯৩৯ সালের কচুরীপানা ধ্বংস অভিযানের বিভিন্ন প্রতিযোগি-গণকে ১৮টি সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়। ১৯৪০ সালে কচুরীপানা ধ্বংস সাধনের নিমিত্ত ১১টি সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়। খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন পারিতোষিক এবং দুইটি "চ্যাম্পিয়ন শিল্ড" প্রদান করা হয়। এই সপ্তাহ পালনের ফলে এই স্থানের অধিবাসিগণ উক্ত অঞ্চলের পরিবর্ত্তন সাধনের নিমিত্ত বিশেষ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছে।

১৯৪০-৪১ সালের প্রাদেশিক পানীয় জল সরবরাহের তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা ৪৩টি নলকূপ এবং দুইটি কূপ খনন এবং একটি পুষ্করিণী সংস্কার করা হইয়াছে। প্রাদেশিক সাহায্য, ভারত সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রদত্ত সাহায্য এবং স্থানীয় চাঁদার একুনে ১৫০০ টাকায় মৈনকাদ নামক স্থানের অন্তর্গত গোরকঘাটা হইতে বজিবার পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ইচ্ছা মত ব্যয় করিবার তহবিল হইতে প্রদত্ত ১,২০০ টাকা এবং মৈসকালের অধিবাস রায় কে, সি, রায় বাহাদুর, এম, এল, এ, প্রদত্ত ৮০০ টাকায় গোরা গোরকঘাটার অন্তর্গত একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর উপর সিমেণ্ট কংক্রিটের থাম সহ একটি কাঠের সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। দক্ষিণ মিঠাছড়ী পল্লী মঙ্গল-সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে "বাহির রোড" নামক অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে।

দক্ষিণ মিঠাছড়ী পল্লী-মঙ্গল সমিতি দুই মাইল দীর্ঘ স্থানীয় খালটি পরিষ্কার করিয়াছে এবং যাহাতে বন্যার জল সহজভাবে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য ইহার দুই তীরে নীচু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমিতি একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া চাইলা খালের দুই তীরের জঙ্গল সাফ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সমিতি দক্ষিণ মিঠাছড়ী মৌজার অন্তর্গত একটী ছোট পাহাড়ের উপকার জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া ২০ একর পরিমিত স্থানের স্বাস্থ্যোন্নতির সাহায্য করিয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে সম্পাদিত হইয়াছে। পল্লী-গঠনের নিমিত্ত সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে এবং ইউনিয়নে একটি ইউনিয়ন পল্লী-মঙ্গল সমিতি সংগঠন করা হইয়াছে।

ইস্তাম্বুল হইতে টাইমসের সংবাদদাতা জানাইতেছেন :—

আমরা এইরূপ খবর যে, সোভিয়েট রাশিয়া তুরস্ককে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, তুরস্কের কোনও অঞ্চল অধিকার করিবার তাহার সাম্রাজ্যবাদ অভিলাষও নাই।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানা প্রকার নিয়মাবলী, নির্দ্দেশাদি, পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি, সার-সংগ্রহ (ম্যানুয়েল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট), শিক্ষাবিষয়ক নথি-সংগ্রহ (রিপোর্ট), ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, বিল-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নানাপ্রকার পুস্তিকা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকলাপ, ব্যবহারশাস্ত্র, সংহিতা (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর বা সেলস্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

তালিকার জন্য অনুসন্ধান করুন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

''উদ্ভট'' বলিয়া বর্ণনা করিয়া সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের ১৫ লক্ষাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে, আর সোভিয়েটের হতাহত ও নিখোঁজ লইয়া ৬ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে।

জার্ম্মাণরা ষ্ট্যালিন লাইন ভেদ করার যে দাবী করিয়াছে, এই বিবৃতিতে তাহার প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ''ষ্ট্যালিন লাইন নামে যাহা অভিহিত করা হইতেছে'' তাহা জার্ম্মাণদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত বস্তু।

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বিমান বাহিনীর ক্ষতি খুব বেশী হইয়াছে। পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের ৬ হাজার বিমান ধ্বংস হইয়াছে, আর সোভিয়েটের পক্ষে ধ্বংস হইয়াছে ৪ হাজার বিমান। জার্ম্মাণদের ৮ হাজার কামান খোয়া গিয়াছে।

ওডেসা অভিমুখে জার্ম্মাণ বাহিনী

৮ই আগষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে যে, ওডেসার দিকে জার্ম্মাণদের অভিযান এখন বেশ একটু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কিয়েভ হইতে ওডেসা পর্য্যন্ত সরাসরি যে রেললাইনটি আছে, তাহা নাকি বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। জার্ম্মাণবাহিনী যদি আরও অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ওডেসায় যে সোভিয়েটবাহিনী আছে, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণদের তৃতীয় আক্রমণ

লণ্ডনের ৮ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে জার্ম্মাণীর তৃতীয় আক্রমণ সুরু হইয়াছে এবং ক্রমশ: তীব্রতর হইয়াছে। মস্কো ও বার্লিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গোমেল ও কিয়েভ অভিমুখে এই নূতন আক্রমণ সুরু হইয়াছে। মস্কো হইতে প্রাপ্ত বেসরকারী সংবাদে জানা যায় যে, স্মোলেনস্কএ জার্ম্মাণরা কয়েক মাইল দূরে বিতাড়িত হইয়াছে। লণ্ডনস্থ সোভিয়েট হিতৈষীরা এই নূতন আক্রমণের সংবাদে উদ্বিগ্ন হন নাই এবং রাশিয়ানরা মস্কো, লেনিনগ্রাড ও কিয়েভ রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া স্থির বিশ্বাস তাঁহারা পোষণ করিতেছেন। হিটলারের হাইকমাণ্ড ১৮৫,০০০ সৈন্য বন্দী করার যে দাবী করিয়াছে, তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

রাশিয়ার নিকট জাপানের ৪ দফা অনুরোধ

রোমের সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীয়ান সরকারী নিউজ এজেন্সী জানিতে পারিয়াছেন যে, জাপান রাশিয়ার নিকট নিম্নোক্ত চারি দফা ''অনুরোধ'' জানাইয়াছে বলিয়া সাংহাইয়ের কূটনৈতিক মহলে গুজব প্রচারিত হইয়াছে :—
(১) ভ্লাডিভোষ্টককে বে-সামরিক এলাকায় পরিণতকরণ এবং মাঞ্চুকুও সীমান্তে একটি বে-সামরিক এলাকা গঠন; (২) সাইবেরিয়ার অর্থনৈতিক সুবিধা দান; (৩) সোভিয়েট কর্ত্তৃক তাহার এলাকায় আমেরিকাকে কোন ঘাঁটি না দিবার প্রতিশ্রুতি দান; (৪) সাখালিনের সোভিয়েট অধিকৃত এলাকায় জাপানকে আরও নূতন নূতন সুবিধা দান।

মাঞ্চুকুওতে জাপানীরা ভ্লাডিভোষ্টক হইতে প্রায় এক শত মাইল দূরে হার্ব্বিন ও কোরিয়ার উত্তর সীমান্ত মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে; অপরদিকে ইন্দো-চীনে জাপানীরা থাইল্যাণ্ডের ব্যাংকক হইতে ২৫০ মাইল দূরে সিয়েমরিপ অধিকার করিয়াছে। জাপান যদি সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, তবে থাইল্যাণ্ড যথাসাধ্য প্রতিরোধ করিবে। আর্থার ও দায়ারেন বন্দরের মধ্য দিয়া মাঞ্চুকুও ও কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করায় জাপানের কোন অসুবিধা হইবে না, কিন্তু সাইবেরিয়ার রুশ সৈন্য অত্যন্ত প্রবল।

থাইল্যাণ্ডের সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পঞ্চাশ হাজার এবং ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র বেশ সীমাবদ্ধ; বিমান বহর অল্প সংখ্যক হইলেও উৎকৃষ্ট। জাপান যদি সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, তবে তাহাকে খুবই বেগ পাইতে হইবে। বহু ব্যয়ে সিঙ্গাপুরকে দৃঢ়তর করা হইয়াছে এবং বৃটিশ বিমান বহরের সমতুল্য বিমান জাপান আনিতে পারিবে না। সম্প্রতি আরও সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

ইরাণের প্রতি জার্ম্মাণীর হুমকী

আনকারা হইতে বেতার ঘোষণায় বলা হইয়াছে—''তেহারাণের জার্ম্মাণ দূত ইরাণের প্রধান-মন্ত্রীকে ব্যক্তিগত-ভাবে এই মর্ম্মে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের এক পত্র অর্পণ করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট চাপের ফলে যদি ইরাণে অবস্থানকারী ২,৫০০ জন জার্ম্মাণ প্রজাকে ইরাণ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তবে জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইরাণের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইবেন।'' জার্ম্মাণীর এই পত্রে ইরাণের গভর্ণমেণ্ট কি জবাব দিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই। সেজন্য এইরূপ ধারণা করা হইতেছে যে, বর্ত্তমানে ইরাণের গভর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

থাইল্যাণ্ডের দৃঢ়তা

''যেদিক হইতে থাইল্যাণ্ডকে আক্রমণ করা হউক না কেন, থাইল্যাণ্ড তাহার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়া সংগ্রাম করিবে''—থাই মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট সদস্য লাউং বিচিত্র বাদহকরণ ৯ই আগষ্ট সাংবাদিকদের নিকট এই কথা বলেন। তিনি বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষতা রক্ষায় দৃঢ়-সঙ্কল্প।

মাঞ্চুকুয়োর সমরায়োজন

লণ্ডনে প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তে প্রায় এক লক্ষ জাপ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এ ছাড়া মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তে পূর্ব্ব হইতেই আড়াই লক্ষ জাপ সৈন্য মোতায়েন আছে।

জার্ম্মাণীর সাফল্যের দাবী

৯ই আগষ্ট একটি বিশেষ জার্ম্মাণ ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, স্মোলেনস্কের ৬০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে যে রুশ সেনাদলগুলিকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছিল, তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছে। ৩৮ হাজার রুশ সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে এবং ২৫০টি সাঁজোয়া গাড়ী, ৩৫৯টি কামান ও অন্যান্য সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে।

অপর একটি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ করোষ্টেন রেলওয়ে জংশন অধিকার করিয়াছে।

লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস যে, জার্ম্মাণরা দক্ষিণ ইউক্রেনে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী ওডেসা বন্দরই তাহাদের লক্ষ্য বলিয়া মনে হইতেছে।

বার্লিনে বিমান হানা

মস্কো হইতে লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট বিমানসমূহ পুনরায় বার্লিনের উপকণ্ঠে সামরিক লক্ষ্য বস্তুসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

''ইয়র্কশায়ার পোষ্টের'' সামরিক সংবাদদাতা বলেন যে, ৭ম সপ্তাহের রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ রাশিয়ার অনুকূলে আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি নিম্নলিখিত তথ্যগুলি দিয়াছেন :—

(১) জার্ম্মাণদের চরম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাশিয়ান বাহিনী পরাজিত হয় নাই।

(২) জার্ম্মাণদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর্ম্ম ও পদাতিক ডিভিশন রণাঙ্গনে প্রেরিত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫০টি ডিভিশন অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

(৩) জার্ম্মাণ রিজার্ভ সৈন্যদল এক্ষণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে।

(৪) রাশিয়ানদের ব্যূহ বেশী দূরে না থাকায় তাহাদের বেশী মার্চ্চ করিতে হইতেছে না এবং তাহারা পুরা মাত্রায় নিয়মিতভাবে খাদ্য পাইতেছে। ফলে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে না।

(৫) জার্ম্মাণরা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। যেখানে আছে সেইখানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইতেছে।

(৬) কার্য্যত: হিটলারের পরাজয় হইয়াছে; কারণ তিনি এই যুদ্ধে ৩০ লক্ষ সৈন্য এবং ২৫ ডিভিশন বর্ম্ম বাহিনী সহ ১ লক্ষ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ব্যবহার করিয়াছেন।

(৭) জার্ম্মাণদের বহু দূর হইতে আনীত জিনিষপত্রের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। এপর্য্যন্ত তাহাদের ২০ লক্ষ টন তৈল খরচ হইয়াছে।

(৮) রাশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণ অগ্রবর্ত্তী জার্ম্মাণদের প্রতিহত করিতে হইতেছে; ফলে জার্ম্মাণদের তৃতীয় অভিযানের জন্য আয়োজনে বাধা উপস্থিত হইয়াছে।

(৯) রাশিয়ানদেরই এখন সুবিধা। তাহাদের অপরিমিত সমরোপকরণ রহিয়াছে।

উক্রেইনে জার্ম্মাণদের সাফল্য দাবী

জার্ম্মাণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ উক্রেইনে আরও সাফল্য দাবী করিয়া জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট ষষ্ঠ ও দ্বাদশ বাহিনী এবং অষ্টাদশ বাহিনীর একাংশ ধ্বংস হইয়াছে। জার্ম্মাণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিতেছেন যে, এক লক্ষ তিন হাজার রুশ সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ৩০৭টি ট্যাঙ্ক হস্তগত হইয়াছে। দুই লক্ষ সোভিয়েট সৈন্য ধ্বংস হইয়াছে।

স্মোলেনস্কের ৬০ মাইল দূরে জার্ম্মাণ বাহিনী

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ—জার্ম্মাণরা স্মোলেনস্কের ৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে জেলনিয়া নামক স্থানে রুশ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। উক্ত সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণ সৈন্যরা পিপাস ও ভালিনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ''ড্রাগেনস নাইহেটার''এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, নীপার ও নিপার নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থানে রুশ ব্যূহের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জার্ম্মাণ সৈন্যগণ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া বার্লিনে দাবী করা হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডস্থিত সুইডিশ সংবাদদাতারা জানাইতেছেন যে, ফিনরা উইটুয়ার উত্তরে সোর্টাভালাস্থতে পৌঁছিয়াছে; অন্যান্য রণাঙ্গনে রেখা সংহত হইতেছে। দুইটি ফিনিশ দ্বীপ অধিকার করায় লাডোগাস্থিত রুশদিগের কর্ম্মতৎপরতা প্রমাণিত হইয়াছে।

ফিনদের দাবী

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, একটা ফিনিশ ইস্তাহারে কয়েকটি রাশিয়ান ডিভিশনকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী করা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ-বাহিনী প্রতিপক্ষের সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ ভেদ করিয়া লাডোগা হ্রদের তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কঠোর প্রতিরোধের দরুণ বহু লোক এবং রণসম্ভার ক্ষয় হইয়াছে। তদুপরি ইস্তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, অবিরাম প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করা হইতেছে।

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের দাবী

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, বার্লিনস্থ সংবাদদাতাগণ সমর বিশেষজ্ঞদের অভিমত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণরা ইউক্রেণে এরূপ বিরাট সাফল্য লাভ করিতেছে যে, তাহাতে জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ড রাশিয়ানরা শীঘ্রই নীপার নদীর নিম্ন বাঁক, ওডেসা ও কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী অঞ্চল ত্যাগ করিবে বলিয়া মনে করিতেছেন। জার্ম্মাণরা

[১০ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দেখুন]

সরকারী উদ্যান-সমূহের প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী

১৯৪০-৪১ সনের বার্ষিক বিবরণী

রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতার উদ্যানসমূহ এবং দার্জিলিংয়ের বোটানিক গার্ডেনের ১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, ভারত ও ভারতের বাহিরের বহু বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাকারী চারাগাছের বাগান বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভিদ, শাকসব্জী, তরুগুল্মাদির চাষ এবং কীট পতঙ্গের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরিদর্শকদিগের মধ্যে "চাইনিজ গুড্উইল মিশনের" পরিচালক হিসাবে মহামান্য তাই চি তোয়াও এই সকল উদ্যান পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বহুক্ষণ এই সকল উদ্যানে অতিবাহিত করেন এবং যাহাতে "এশিয়ার আদি প্রতিষ্ঠান"—কলিকাতার রয়েল বোটানিক গার্ডেনের সহিত চীন দেশের সুবিখ্যাত উদ্ভিদ, কৃষি ও বন সম্পর্কীত প্রতিষ্ঠানগুলির যোগাযোগ স্থাপিত হয়, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বাগানের মালীদের উত্তমরূপ শিক্ষাদান এবং নূতন করিয়া সংগঠনের ফলে উদ্যানের সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বিভিন্ন বিভাগের কতকগুলি পরিচর্য্যা কার্য্যে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। পাম গাছের ঘরে, ভুঁইচাঁপা গাছের ঘরে এবং যে সকল গাছ ঝুলাইয়া রাখা হয়, তাহাদের উপর প্রচুর জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় বলিয়া জল সরবরাহের নিমিত্ত আলোচ্য বৎসরে রয়াল বোটানিক গার্ডেনে একটি আধুনিক বৈদ্যুতিক মোটর-পাম্প সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই নূতন প্রথায় জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করায় [illegible] গাছগুলির চাষ বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উদ্যানের আরও বহু উন্নতি সাধন করা হইয়াছে এবং এই বৎসর উদ্যানের প্রায় বারটি রাস্তার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

বাগানে কতকগুলি আঁশযুক্ত গাছ, তুঁতে গাছ, কাগজ তৈরী হইতে পারে এরূপ ঘাস ও [illegible] এই দেশের জলবায়ুতে উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য অর্থকরী উদ্ভিদ-উদ্যানে নানা প্রকার গবেষণা করা হইয়াছে।

বিভিন্ন উপায়ে ৬৫৪টি চারাগাছ পাওয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বহির্ভারতের বিভিন্ন দেশে ১২,৯৬৭টি চারাগাছ প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৩৫৪ প্যাকেট বীজ পাওয়া গিয়াছে।

চারাগাছের বাগান

সমগ্র বৎসর ব্যাপী চারাগাছের বাগানে বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে। প্রায় ৩,৪১২ রকমের চারাগাছের নমুনা চিনিয়া বাহির করা হইয়াছে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রায় দুই শত প্রকার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য উক্ত নমুনাগুলি বিতরণ করিবার কাজ কমাইয়া ফেলা হইয়াছে। এই বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আমেরিকায় মোট ১,০৭৫ রকমের চারার নমুনা প্রেরণ করা হইয়াছে। আমেরিকায় সকলের চেয়ে বেশী পরিমাণে যে চারাগাছ প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ৬৬৪। অন্যান্য স্থান হইতে চারাগাছ আনয়ন করা আলোচ্য বৎসরে বেশ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা আনা হইয়াছে—সাধারণতঃ দেশের ভিতর হইতেই। উদ্ভিদ, শাকসব্জী, তরুগুল্ম এবং বন সম্পর্কীত গবেষণা বিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তর এবং তথ্য প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল প্রশ্ন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও বহির্ভারত হইতে করা হইয়াছিল। বিনাব্যয়ে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু বৈজ্ঞানিক ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে উদ্ভিদ ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে বিবিধ সংবাদ সরবরাহ করা হইয়াছে।

কলিকাতার উদ্যানসমূহ

শীত ঋতুতে কলিকাতার উদ্যানসমূহের ফুল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ডালিয়া ও নানা জাতীয় গোলাপের বিশেষ প্রাধান্য ছিল এবং ফুলগুলি আকারেও বিশেষ বড় হইয়াছিল। টবের গাছগুলি নানারূপ চিত্তাকর্ষক ফুল সহ বাগানের যথাযোগ্য স্থানে এবং লেকের ধারে ধারে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। ইডেন গার্ডেনে যে নানারূপ ফুলের কেয়ারী করা আছে তাহা নূতন নক্সায় সাজানো হইয়াছে এবং তাহার বিস্তার করা হইয়াছে। ইডেন গার্ডেনের "ভিক্টোরিয়া রেজিয়া" নামক বিরাটকায় পদ্ম ফুল জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই জাতীয় ফুলের বীচি বহু অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং ফুলের চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

কার্জন উদ্যান

এই উদ্যানের পূর্ব্ব দিক হইতে যে রাস্তা আসিয়া কেল্লার সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই পথ এবং কেল্লার বাহিরের দিককার খুঁটির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে এবং ভিতরের খুঁটিকে একেবারে কংক্রিটে বাঁধাইয়া ফেলা হইয়াছে।

এই উন্নয়নের ফলে উদ্যানের সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ লোভনীয় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ডালহৌসী স্কোয়ার পুষ্করিণীর চারি পাশ দিয়া জলের সন্নিকটে ফুল গাছ রোপণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাটিতে রঙীন ফুল রোপণ করিয়া ইহার নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুষ্করিণীর জলে ইহার ছায়া পতিত হইলে চমৎকার দেখায়। এতদ্ব্যতীত উদ্যানের বেঞ্চগুলির সংস্কার সাধন করিয়া রং করা হইয়াছে।

লয়েড্ বোটানিক গার্ডেন (দার্জিলিং)

দার্জিলিংয়ের স্যার জন এণ্ডারসন হল্ গার্ডেন সহরটী একটী [illegible] স্থানে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি পার্শ্বের পাহাড়ের উপর দিয়া উক্ত উদ্যান ১০০ শত বর্গ ফিট বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। যে সকল গাছ সাগর পৃষ্ঠ হইতে বহু উচ্চে জন্মিয়া থাকে, সেই জাতীয় গাছ এখানে লাগানো হইয়াছে এবং তাহারা বেশ ভালোভাবে বাড়িতেছে। এইবারকার ফুলের সজ্জা ও কেয়ারী আলোচ্য বৎসর বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল এবং প্রায় ৯৯,২৮৯ জন ব্যক্তি উহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই উদ্যানের কিউরেটর এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট বহু স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া উদ্ভিদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং শাকসব্জী সম্পর্কীত প্রতিষ্ঠানে ৩,৩৩৪ প্যাকেট বীজ, ৮,১৭০টি বীজের চারা, ২৪২টি চারাগাছ এবং ১৮টি পদ্ম জাতীয় গাছ এখান হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হাতে কলমে কাজ শিখাইবার ও গবেষণাকার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বহির্ভারতের বহু কর্মীর নিকট উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক বহু দ্রব্যাদি প্রেরণ করা হইয়াছে। শিক্ষা এবং উদ্ভিদাদি সম্পর্কীত গবেষণা ব্যাপারে ছাত্রদিগের বাগান বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই নূতন বিভাগ গত বৎসর খোলা হইয়াছে।

দার্জিলিংয়ের গত বার্ষিক পুষ্প-প্রদর্শনীতে এই উদ্যান ফুল সজ্জিত করিবার [illegible] এবং হিমালয় অঞ্চলের বিভিন্ন ফুল সংগ্রহে তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙলাদেশে মোট ৪৯০ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে ৮৭ জন কলিকাতায় এবং ১৩৬ জন নোয়াখালীতে রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। উক্ত সপ্তাহে কলেরা রোগে নোয়াখালীতে ৬৬ জন মারা যায়। ঢাকায় ৫৯ জন ব্যক্তি বসন্তে এবং দার্জিলিংয়ে ৬৮ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ট্রেণিংপ্রাপ্ত বৈমানিকগণ রাজকীয় বিমান-বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। চিত্রে লণ্ডনে সমাগত এরূপ চারজন বৈমানিককে দেখা যাইতেছে।

পাটচাষীদের প্রতি উপদেশ

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা প্রদেশের জুটরেগুলেশন বিভাগের চীফ কণ্ট্রোলার বিবৃতি-প্রসঙ্গে বলেন যে, ১৯৪১ সনের পাটচাষ সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অতিশয় আনন্দের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, এতৎসম্পর্কে তাঁহাদের উদ্যমপূর্ণ প্রচেষ্টা এবং পাটচাষিগণের সহযোগিতা ও আইনানুবর্ত্তিতা ব্যর্থ হয় নাই। বর্ত্তমানে সঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে, ১৯৪০ সনে অত্যধিক পাট উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও পাটের যোগান ও চাহিদা একরূপ সমতায় আসিয়া পৌঁছিবে এবং পাটচাষীদিগের জন্য পাটের বাজার স্থায়ী ও উচ্চ মূল্য বিধানকল্পে সরকারী প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে।

এতৎসত্ত্বেও পাটচাষীদিগকে সতর্ক করা হইতেছে যে, গুণানুসারে মন্দ হইলেও ১৯৪০ সনের উদ্বৃত্ত পাট আজও নিঃশেষিত হয় নাই। বাজারে পাটের অভাব নাই। যদিও খরিদ হ্রাসের কোন আশঙ্কা নাই, তবু আরও কিছুকাল আমদানী ব্যতিরেকেই বাজারের সাধারণ চাহিদা মিটান যাইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে চাহিদা নিশ্চয়ই পাটের গুণের উপর অধিকতর নির্ভর করিবে। এ-বৎসর ব্যবসায়ীরা আদর্শ অর্থাৎ উত্তম, পরিষ্কার ও সযত্নে তৈরী পাট খরিদ করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইবেন। সুতরাং গভর্ণমেণ্ট পাটচাষিগণকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, যদি তাহারা পাট বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে চান, তাহা হইলে পাটের গুণাগুণের প্রতি তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অবস্থানুসারে তাহারা যেন সর্ব্ব-প্রযত্নে যথাসম্ভব উত্তম পাট জন্মাইতে প্রয়াস পান। যথাসময়ে পাট কাটিয়া যত্নপূর্ব্বক পঁচাইয়া এবং উত্তমরূপে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া সম্পূর্ণ শুকাইয়া লইতে হইবে। জড়ান আঁশ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ভাল ও মন্দ পাট পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে। ভাল ও মন্দ পাটের সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায়, কিন্তু উহা পাটচাষিগণের স্বার্থের নিতান্ত প্রতিকূল। কারণ মিশ্রিত পাট সাধারণতঃ নিকৃষ্ট পাটের মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্ট পাটচাষিগণকে বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উপযোগিতা সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এই উপদেশ দিতে চান যে, এককালীন সমস্ত পাট লইয়া বাজারে উপস্থিত না হইয়া তাহারা যেন অল্প অল্প করিয়া ক্রমান্বয়ে পাট বিক্রয় করেন এবং সাময়িকভাবে পাটের মূল্য হ্রাস পাইতে দেখিয়া যেন হতাশ না হন। স্থানীয় চাহিদার সহিত যত্নপূর্ব্বক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে পাটের যোগান করিলে তাঁহারা নিজেরা তো যথেষ্ট লাভবান্ হইবেনই, পরন্তু প্রদেশের অপরাপর অঞ্চলের পাটচাষিগণও সবিশেষ উপকৃত হইবেন।

পাটচাষিগণ একথা যেন কোনক্রমেই বিস্মৃত না হন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাট, বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট পাট এবং বিভিন্ন জিলার পাট বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে মফঃস্বল বাজারে পাটের মূল্য সাধারণতঃ ৮০ আনা হইতে ১৷৷০ আনা পর্য্যন্ত কম হইয়া থাকে। অতএব তাঁহারা যেন পাটের মূল্য হইতে এতদুভয় সম্পর্কে কিছু বাদ দিয়া হিসাব করেন।

পরিশেষে গভর্ণমেণ্ট ইহা জানাইতে চাহেন যে, পাটচাষিগণের উপকারার্থে তাঁহারা মাঝে মাঝে উপদেশ-পূর্ণ "নোটিশ ও বিজ্ঞপ্তি" প্রকাশ করিবেন। পাট-চাষিগণ যেন সেই সকল উপদেশ সযত্নে অনুধাবন করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহাদিগকে পাট ব্যবসায় সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর দেওয়ার জন্য সমগ্র পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া দেওয়া হইবে। তাঁহারা যেন স্থানীয় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারিগণের সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করেন।

লেডী মেরী হার্বার্টের মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

বিভিন্ন জেলায় ১৯৪১ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

(১)	২৪-পরগণা	..	সংখ্যা দেওয়া হয় নাই।
(২)	যশোহর	..	১,৬৩৪৲
(৩)	খুলনা	..	৩,৩৬৯৲
(৪)	মুরশীদাবাদ	..	১,৬৪৪৲
(৫)	নদীয়া	..	১,০৫৭৲
			৭,৭০১৲

বর্দ্ধমান বিভাগ—

(৬)	বাঁকুড়া	..	৯৩০৲
(৭)	বীরভূম	..	১৫৯৲
(৮)	বর্দ্ধমান	..	১৬,৭৯৬৲
(৯)	হুগলী	..	৬,৭০৪৲
(১০)	হাওড়া	..	২,৮৬৪৲
(১১)	মেদিনীপুর	..	৭২,১৬৩৲
			৯৯,৬১৬৲

চট্টগ্রাম বিভাগ—

(১২)	চট্টগ্রাম	..	৪,৮৩০৲
(১৩)	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	...
(১৪)	নোয়াখালী	..	২,৭৫০৲
(১৫)	ত্রিপুরা	..	১০,৮৮০৲
			১৮,৪৬০৲

ঢাকা বিভাগ—

(১৬)	বাখরগঞ্জ	..	১,৬৭০৲
(১৭)	ঢাকা	..	১৫,০৫০৲
(১৮)	ফরিদপুর	..	১,৪৮৯৲
(১৯)	ময়মনসিংহ	..	৩,২০১৲
			২১,৪১০৲

রাজশাহী বিভাগ—

(২০)	বগুড়া	..	৭৭৫৲
(২১)	দার্জ্জিলিং	..	৩২,১০১৲
(২২)	দিনাজপুর	..	৭,৪১৮৲
(২৩)	জলপাইগুড়ি	..	৮,৬৩১৲
(২৪)	মালদহ	..	৩,০১২৲
(২৫)	পাবনা	..	৯৯৭৲
(২৬)	রাজশাহী	..	২,৩২২৲
(২৭)	রংপুর	..	৭,৮৫৭৲
			৬৩,১১৩৲

সংক্ষিপ্ত সার

	জুলাই মাস পর্য্যন্ত।	জুলাই মাসে।
বাঙলার বিভিন্ন জেলায়	২,১০,৩০০৲	১৬,৪৪০৲
বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ হইতে ..	১,৫০০৲	..
কলিকাতা ..	৪,৭৪,২১৯৲	১৯,৬৬৮৲
জুটমিল ও কারখানা প্রভৃতি	৬৯,২৮৯৲	২,১৬১৲
	৭,৫৬,৩১১৲	
জুলাই মাসের সর্ব্বমোট		৩৮,২৭৪৲

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

ওডেসা ও নিকোলায়েভ পৌঁছিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এই স্থান হইতে রাশিয়ার অস্ত্র-সমুদ্রের প্রধান কেন্দ্রের উপর আক্রমণ চালানো তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে।

১০ সহস্রাধিক সোভিয়েট বিমান ধ্বংসের দাবী

এক জার্ম্মাণ ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব দিকে যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। উক্ত ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত সোভিয়েট বিমানবহরের ১০ সহস্রাধিক বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

সোভিয়েট ইস্তাহারের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় রাশিয়ান-দের হস্তে বন্দী জার্ম্মাণরা জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে রাশিয়ানদের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া আবেদন প্রচার করিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সেনাপতি জেনারেল ফিলক নিহত

মস্কো রেডিওর ঘোষণায় প্রকাশ, মার্শাল গোয়েরিং এবং জেনারেল ফিল্‌ককে সামরিক নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করার যে গুজব রটে, জার্ম্মাণ সেনাপতিমণ্ডলীর বিশেষ ঘোষণায় তাঁহাদের কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই, তাহা দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এই বিষয়ের প্রতি ইংলণ্ডের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। মার্শাল গোয়েরিংয়ের দশা কি হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, তিনি এখনও হ্যাম্লারের নিকটে কোন বন্দীবাসেই হয়তো আছেন। জেনারেল ফিল্‌ককেও জার্ম্মাণ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তিনি ইহুদী বংশসম্ভূত হইলেও মার্শাল গোয়েরিংয়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া উচ্চতম সামরিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া হের হিমলার ও ডাঃ গোয়েবলস তাঁহাকে খুবই ঘৃণা করিতেন। প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইবার অব্যবহিত পরেই হের হিমলারের আদেশে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ

সোভিয়েট ইস্তাহারের অতিরিক্ত বর্ণনায় প্রকাশ, যুগোস্লাভিয়া হইতে অশান্তির সংবাদ প্রাপ্তির পর পরই আলবেনিয়া হইতেও অনুরূপ অশান্তির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, উত্তর আলবেনিয়ার কয়েক স্থানে বিদ্রোহ হইয়াছে। উহাতে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা উহাদিগকে দমন করার জন্য প্রেরিত একদল ইটালীয়ান সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলে। এই সংঘর্ষের ফলে আলবেনিয়ানরা চারিটি ইটালীয়ান পার্ব্বত্য অঞ্চলের যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী কামান, ৮টি মেশিনগান ও অনেকগুলি হাত-বোমা হস্তগত করিয়াছে।

ইউক্রেণে জার্ম্মাণ অগ্রগতি

১১ই আগষ্ট লণ্ডনে বিশ্বস্তসূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা ইউক্রেণে অনেকটা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ওডেসার আশঙ্কার কারণ বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা হউক, সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে জার্ম্মাণরা যে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। উমানের চতুষ্পার্শ্বে প্রধান যুদ্ধ চলিতেছে। তবে এরূপ অনুমিত হয় যে, অগ্রসরমান জার্ম্মাণ বাহিনী নিকোলায়েভ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

রাশিয়াতে চেক সৈন্যদল

চেক গবর্ণমেণ্ট সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাশিয়াতে একটি চেক সৈন্যদল সংগঠন করা হইতেছে। এই সৈন্যদল চেক অফিসারদের অধীনে থাকিবে; তবে সোভিয়েট কমাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

বড়লাট-পত্নীর বেতার বক্তৃতা

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

"ইহার উপরে যে সাহায্যের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা কেবল মহিলাগণের পারিবারিক শক্তির মধ্যে। যে সকল মহিলা ব্যক্তিগত সেবা দানে সমর্থ নহেন, তাঁহারা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে ও যুদ্ধের অবসানে বহু পারিবারিক ও আর্থিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়; তাহাতে অতি দরিদ্রেরও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভারতবাসী এই নতুন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে এবং নিজেদের ও জাতির সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য ব্যাপকভাবে যুদ্ধ ঋণে অর্থ প্রয়োগ করিতেছে।

"ইহাই জাতীয় মিতব্যয়িতার প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু জাতীয় মিতব্যয়িতার প্রারম্ভ হয় [illegible], এবং তাহা নিরবচ্ছিন্ন করিবার প্রধান ভার মহিলাগণের উপর। মিতব্যয়ী ও মিতাচারী জীবন যাপনে মহিলাগণের সহযোগিতার প্রয়োজন এবং ইহা তাহাই পরিবারের ছেলে-মেয়েদেরকে ভবিষ্যৎ বিপদ-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার সুযোগ প্রদান করে।

"সেইজন্যই যুদ্ধ ঋণে টাকা লাগাইয়া সাহায্য করিবার উপায়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমার বিশ্বাস ইহা দ্বারা শুধু পারিবারিক সঞ্চিত অর্থের সুব্যবস্থা হইবে না, ইহার দ্বারা যুদ্ধ অবসানে অর্থ সঙ্কটের সময় অবস্থায় নিরাপত্তা রক্ষা করিবে।

"যুদ্ধ ঋণে টাকা লাগাইলে নিজের দেশ, নিজের সন্তানসন্ততি ও নিজেকেই সাহায্য করা হইবে। এইরূপ অর্থ প্রয়োগে বাঙলা দেশ বিশেষ অগ্রণী। আমরা শুধু সেইটুকু রক্ষা করিব না বরং আরোও বেশী অগ্রণী হইতে চেষ্টা করিব। এই যুদ্ধ ঋণে যে টাকা দেওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেক মুদ্রা শুধু হিটলারের পরাজয়েই সাহায্য করিবে না, বরং নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের রক্ষাকবচ স্বরূপ হইবে।

"আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করিয়াছি; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে সুখে দুঃখে আমাদের দেশবাসীর মাতা ও স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রী ও মাতারূপে আপনাদের যে সম্পর্ক তাহা জাতি, বর্ণ ও আচার-ব্যবহারের পরিদৃশ্যমান বৈষম্য অপেক্ষা দৃঢ়তর। আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, ভারতের মহিলাগণের সহানুভূতি ইংলণ্ডবাসীদিগকে উৎসাহ দান করিবে এবং আপনাদের সক্রিয় সাহায্যের জন্য তাহারা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

ফুটবল ! (মাত্রার নয়।)
সর্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল !! (মাত্রার নয়।)
সুলোভ [illegible]

মূল্য। টাঃ আঃ। টাঃ আঃ।
[illegible]

যোগেন্দ্রচন্দ্র [illegible] লিঃ,
২৫ নং [illegible], কলিকাতা।

মিসেস্ শাহাবুদ্দিনের বেতার বক্তৃতা

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যুদ্ধ দিয়াছিল যে, ইংলণ্ডের অভিজাত শ্রেণীর মেয়েরাও আজ কারখানায় বা কৃষিক্ষেত্রে থাকিয়া নারীদের পুরুষের মতো কিম্বা সমানে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্বে আমরা সংবাদপত্রে এই সংবাদ পাঠ করিয়াছি যে, ভারতীয় কোনও প্রদেশের গভর্ণরের কন্যা ও বিখ্যাত [illegible] বেগম সাধারণ নার্সের কাজে হাসপাতালে যোগদান করিয়াছেন। ব্রিটিশ নারীদের আদর্শ ইহাই এবং ভারতীয় মহিলা-সমাজকে এই আদর্শই অনুসরণ করিতে হইবে। রুগ্ন ও আর্তের সেবা নারীদের মহিমময় কর্তব্য এবং পুরুষের চেয়ে আমরা এই কাজ বেশী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি স্কটের ভাষায় বলা চলে—'যখন বেদনা ও মনস্তাপে ভ্রূ সংকোচিত হইয়া আসে, তখন আর্তের পাশে মূর্তিমতী দেবীর মতই তুমি বিরাজ কর, হে নারী!"

সহানুভূতি ও স্বার্থশূন্য ভালবাসা হইতেছে নারীর শিরোভূষণ, ধৈর্য্য তাহার নিজস্ব সম্পদ স্বরূপ এবং একমাত্র পুরুষের পক্ষে যাহা সহ্য করা অসম্ভব মনে হয়, শুধু নারী হাসিমুখে তাহা বরণ করিয়া লইতে পারে। মহীয়সী নারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভারতীয় নারী-সমাজের মধ্যেও এই মানব-প্রেম ও অপরের সেবার প্রবৃত্তি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান জাতীয় বিপদের দিনে আমাদিগকে আর্তের বেদনা দূরীকরণে অগ্রসর হইতে হইবে। বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনার সম্প্রসারণ ফলে যে প্রয়োজন দেখা দিয়াছে, তাহা মিটাইবার জন্য মহামান্যা লেডী [illegible] এক সহস্র নার্স চাহিয়া আবেদন করিয়াছেন। আমি আশা করি, বাঙলার—বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের—আমার ভগিনীগণ এই আবেদনে বিশেষভাবে সাড়া দিবেন। আমাদিগকে স্বার্থ সন্মানবোধ, শৈথিল্য ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব পরিহার করিয়া দেশ ও মানবজাতির এই আহ্বানে দলে দলে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষ বর্তমানে জাতীয়তা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে ভারতীয় নারী সমাজেরও কর্তব্য বিভিন্ন জাতীয় কার্য্যে দলে দলে আত্ম-নিয়োগ করা। নার্সের কাজ এই শ্রেণীর জাতীয় কার্য্যের মধ্যে অন্যতম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাজ। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত নার্সের প্রয়োজন রহিয়াছেই; তাহা ছাড়া প্রত্যেক নারীরই উচিত প্রাথমিক পরিচর্য্যা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। বর্তমানে যে জাতীয় সঙ্কট অবস্থা দেখা দিয়াছে, শুধু এই সময়েই যে প্রাথমিক পরিচর্য্যা শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা নহে, স্বাভাবিক শান্তির সময়েও প্রত্যেক নারীর পক্ষে এরূপ শিক্ষা গ্রহণ উচিত। কারণ, স্বামী, সন্তান বা অপর কোন আত্মীয় কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইলে নারী যদি প্রাথমিক পরিচর্য্যা জানেন, তাহা হইলে ডাক্তার আসার পূর্বেই উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া প্রিয়জনের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন না কোন প্রকার রোগের প্রভাব প্রায় পরিবারেই সকল সময়ে দেখা যায়। নারীগণ যদি নার্সের কাজে শিক্ষিতা হন, তাহা হইলে পারিবারিক রুগ্ন ব্যক্তিদের পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহারা রোগ উপশম ও রোগের নিবৃত্তি বোধ করিতে অনেকখানি সাহায্য করিতে পারেন। এই সম্পর্কে আমি আর বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহি না; একটু বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বাভাবিক শান্তির সময়েও নার্সের প্রয়োজন কতটা। নারীদের জন্য নার্সের কাজ সুন্দর মানায় এবং আমি আশা করি এই কাজ শিখার যে ব্যাপক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণে সকলে অগ্রসর হইবেন।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

যে দেশে হাসি নাই

বার্লিনের বর্তমান অবস্থা

লিসবন হইতে রয়টারের [illegible] সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

জার্মানী হইতে সদ্য প্রত্যাগত একজন সুইজারল্যাণ্ডবাসী বর্তমান বার্লিনের বর্ণনা করিয়া বলেন—"বার্লিনের লোকেরা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে।" বার্লিনের দুর্দ্দশা প্রতিরোধকল্পে সকল জার্মানীর জনসাধারণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইতে, দীর্ঘদিন অনাহার অনশনে এমন বিবর্ণতার সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধে অসংখ্য সৈন্যের রক্তে অধিক প্রয়োজন হওয়াতে জার্মানীর খাদ্য-খাদ্যের যোগানেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। বর্তমান বার্লিনের (টুর্ম্ ট্রুপস্) চৌকিদার ছাড়া রাস্তাতে অন্য কোনও যুবককে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়।

জার্মানী যখন আক্রমণ করিবার কিছুদিন পূর্ব হইতেই বার্লিন হইতে বিমান-বিধ্বংসী কামান অন্যত্র প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব দিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল; অনুমানের কারণ এই যে, পূর্ব সীমান্তে জার্মানীর ৮০ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বার্লিনে কক্ষ-কক্ষ গোপন করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবতই বার্লিনে আলু মিলিতেছে না এবং তাজা তরিতরকারী একেবারেই পাওয়া যায় না বলিলেও হয়।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অষ্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউজিল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি ইহার সুসম্পর্ক দেশগুলি হইতে ভারত সরকারের সমবায় বিভাগ খাকী ড্রিল সার্টের জন্য সেলুলার, খাকী, নীল-রঙা ড্রিল, খাকী স্যাটিন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ৮০ লক্ষ গজ কাপড় সরবরাহের অর্ডার পাইয়াছে।

[২য় কলমের শেষ]

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ পরিকল্পনায় অন্যান্যভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াও ভারতীয় নারী সমাজ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারেন। অগ্নি-প্রজ্জ্বালক ও বিস্ফোরক বোমার ধ্বংসকার্য্য অতি সাংঘাতিক এবং এই ধ্বংসকার্য্য কতকাংশে রোধ করিতে হইলেও ব্যাপক প্রতিরোধ গঠন প্রয়োজন। মহিলাগণ এইরূপ প্রতিষ্ঠানে ওয়ার্ডেন এবং অন্যান্য কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন এবং বোমা পতিত হইলে যেরূপভাবে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হয়, তাহা শিখিতে পারেন। সর্বোপরি, বিপদের সময় সাহসের পরিচয় দিয়া মহিলাগণ পরিবারের অন্যান্য লোকের মনেও সাহসের সঞ্চার করিতে পারেন। প্রাচীন যুগের হিন্দু ও মোস্লেম মহিলাগণ যুদ্ধ সময়কালে তাঁহাদের প্রিয় পুত্র ও স্বামীর কোমরে স্বহস্তে তরবারী ঝুলাইয়া দিয়া তাহাদিগকে বীরের মত যুদ্ধ করিতে এবং যুদ্ধ জয় না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে নিষেধ করিয়া বিদায় দিতেন। সকল যুগেই নারীজাতি পুরুষকে মহৎ কার্য্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে এবং সত্য বলিতে গেলে বলা চলে যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি গৌরবজনক কার্য্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর প্রেরণায় সম্পন্ন হইয়াছে। বর্তমান সঙ্কট সময়েও আমরা যেন নারীসুলভ মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইতে পারি, আমরা যেন সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে সমর্থ হই। আমরা যেন আমাদের পুরুষদিগকে হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে পারি, আমাদের যে সেবা-যত্নকে পুরুষ বিশ্বের অন্য সকল সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করে সেই সেবা যত্ন দ্বারা যেন আমরা রোগক্লিষ্ট পুরুষদের দুঃখ-বেদনা লাঘব করিতে পারি এবং এইরূপভাবে আমরা প্রমাণ করিব যে, নারী শুধু পুরুষের সেবার সামগ্রী নহে; প্রয়োজনের সময় নারী সাহসী সহচর, পরম বন্ধু ও সহায়করূপেও কাজ করিতে সমর্থ।

বৃটেনে জাহাজ নির্মাণের কাজ বর্তমানে অতি দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। চিত্রে দেখা যাইতেছে—কোনও কারখানায় নির্মিত একখানা জাহাজ জলে ভাসানোর সাথে-সাথেই অন্য আর একখানা জাহাজের নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইতেছে।

পুনঃপুনঃ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করায় লণ্ডনের রেল-ষ্টেশন সমূহে নারীরা মালপত্র বহনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই চিত্রে দুইটী তরুণী যাত্রী কুলীকে দেখা যাইতেছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি নূতন ধরণের উদ্ধার-তরী। এই শ্রেণীর জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রে পতিত বৈমানিকগণকে উদ্ধার করা হয়। শত্রুর বিমান-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এইরূপ উদ্ধার-তরীতেও বিমানধ্বংসী কামান সন্নিবেশিত রহিয়াছে। চিত্রে তরীর চালককে দেখা যাইতেছে।

[illegible]দেশের দোকানী বালিকারা অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা হইতে গৃহাদি রক্ষার জন্য নিজেদের স্বতন্ত্র একটি দমকল-বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। চিত্রে দেখা যাইতেছে—কতিপয় বালিকা এই সম্পর্কে ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছে।

ভারতে বিমান আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতা

বিভিন্ন শহরে আত্মরক্ষাশ্রয় নির্মাণ

ভারতবর্ষে যে সকল শহর শত্রু-বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেগুলিতে অবিলম্বে আত্মরক্ষাশ্রয় নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইবে। ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট বিভিন্ন প্রকার আত্মরক্ষাশ্রয়ের নক্সা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক প্রদেশে কত ও কি ধরণের আত্মরক্ষাশ্রয় নির্মাণ করা প্রয়োজন, তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহই স্থির করিবেন।

এ সম্পর্কে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আত্মরক্ষাশ্রয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে বর্তমানে এই ধরণের যে সকল দালান কোঠা আছে, সেগুলিকে আরও মজবুত করিয়া ব্যবহারের চেষ্টা যেন সর্বাগ্রে করা হয়। ইহাতে যথেষ্ট না হইলে তবেই যেন নূতন আত্মরক্ষাশ্রয় নির্মাণে হাত দেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে নূতন ভেষজ দ্রব্য প্রস্তুত

[illegible] মশক [illegible] বিতাড়ী মলমের অর্ডার

মেডিক্যাল ষ্টোর ডিপার্টমেণ্ট ৩০০ [illegible] মশক দংশন নিবারণকারী মলমের [illegible] সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছে। এই মলমের জন্য এত [illegible] পূর্বে আর কখনও পাওয়া যায় নাই।

পূর্বে এই মলম প্রস্তুত [illegible] বিদেশ হইতে সাধারণত আমদানী [illegible] হইত। ইহা সংগ্রহ করিতে অনেক সময়েই বেগ পাইতে হইত। বর্তমানে ভারতে প্রস্তুত [illegible] দ্বারাই এই মলম প্রস্তুত হইতেছে।

মেডিক্যাল [illegible] একটি দক্ষিণ ভারতীয় [illegible] "[illegible] ষ্টোর" ও [illegible] করিয়াছে। [illegible] [illegible] প্রস্তুত [illegible] বিদেশ [illegible]।

গো-মহিষের বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

বাঙ্গলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার জানাইতেছেন:—

বিগত ২৬শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় মোট ৩৩৭টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী হয়। তন্মধ্যে ২১২টি পাঞ্জাব এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। ঐ সময় পাঞ্জাব হইতে ৩৩২ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৭৫টি মহিষ আমদানী হয়।

[illegible] প্রত্যেক গাভী ও মহিষ [illegible] সের এবং [illegible] সের দুধ দেয়। গাভী ও মহিষের দাম [illegible] —১২৫, এবং ১৫০,—২০০, টাকা।

Printed and published by GEORGE WILFRID [illegible], Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C...
LIBRARY

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪১ [এক আনা

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশের বিরাট দান

কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্যাদির সাহায্যে সাম্রাজ্যের সেবা

দূর-প্রাচ্যে যদি কোন দিন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; তাহা হইলে সামরিক দিক্ দিয়া সেদিন বর্মার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। কেন না, বর্মার সীমা থাইল্যাণ্ড, ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন, চীন, তিব্বত ও ভারতের সীমার সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভারতের সমুদ্রপথ হইতে ইহা দূরে অবস্থিত হইলেও আকাশ পথে ইহা ভারতের সহিত সিঙ্গাপুর এবং অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ সাধন করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ সামরিক দিক দিয়া বিচার করিলে বর্মাকে ভারতের পূর্ব্ব-দুর্গ প্রাকার বলা যাইতে পারে।

শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য মাত্র কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বর্মা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তবে ভৌগলিক দিক দিয়া ইহা ইন্দো-চৈনিক উপদ্বীপেরই অংশ। এ কারণে বর্মা এত সহজে চীনকে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রক্ষার কার্যাকরীভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছে। অনধিক তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্মা রোড নামক যে বৃহৎ সড়ক নির্মিত হয়, এক্ষণে ঐ একটিমাত্র পথেই বিদেশ হইতে রণসম্ভার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চীনে প্রেরিত হইয়া থাকে। তবে পার্ব্বত্য পথ যতই সুবিধাজনক হউক না কেন, যুদ্ধরত চীনের নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সবগুলি সে পথে প্রেরণ করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় স্থির হইয়াছে যে, ইউনানের রাজধানী কুনমিং হইতে বর্মার সীমান্ত পর্য্যন্ত চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ রেল নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া মাত্রই উহা বর্মা রেলের সহিত সংযোজিত হইবে।

বর্মা দেশটি যেমন বৈচিত্র্যময়, উহার প্রাকৃতিক সম্পদও তেমনি বৈচিত্র্যময়। বর্মার উত্তরাংশ সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, উচ্চ পর্ব্বত এবং নিবিড় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক, নানাজাতীয় পাক-পক্ষী ও জন্তু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মধ্যাঞ্চলটি সাধারণতঃ শুষ্ক এবং বৃষ্টিপাত অল্প বলিয়া তথায় তুলা, ভুট্টা এবং চীনাবাদামের চাষাবাদ হইয়া থাকে। দক্ষিণে ইরাবতী নদীর মোহনা। জলপথ হিসাবে ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদ নদীগুলির অন্যতম। বর্মার এই অংশে এত অধিক পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় যে, উহাই বর্মার রপ্তানী দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্মার যে সঙ্কীর্ণ অংশটি লাঙ্গুলের আকারে দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপে গিয়া শেষ হইয়াছে, তথায় রবার ও টিন পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ন্যায় বর্মায় কয়লা ও লৌহের খনি নাই। এই অপরিহার্য্য দ্রব্যের অভাব বশতঃ বর্মায় বিরাট কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা নাই বটে; তবে এমন কতকগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ তাহার আছে যেগুলি যুদ্ধের বাজারে অত্যন্ত মূল্যবান। বর্মা হতে প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ টন চাউল বিদেশে পাঠায়; তন্মধ্যে ভারতবর্ষ একাই অর্দ্ধেক চাউল ক্রয় করিয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ ৬ লক্ষ টন খরিদ করিয়া থাকে। অবশ্য বিশ্বে বর্মার সেগুণ কাঠের খুব আদর। গড়ে প্রতি বৎসর ২,৩৮,০০০ টন কাঠ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। বর্মার লৌহ-কাষ্ঠও প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

শুধু চাউল ও কাঠ রপ্তানীর মধ্যেই বর্মার গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বর্মা বেশ একটি বড় অংশই গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। বর্মার পেট্রল, সীসা, টিন, দস্তা, নিকেল, মূল্যবান পাথর এবং এ-জাতীয় আরও কতিপয় দ্রব্যাদি বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্য্য বিবেচিত হইয়া থাকে।

অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণের দিক্ দিয়া বিশেষ সাহায্য করিতে না পারিলেও মূল্যবান দ্রব্যাদি সরবরাহ দ্বারা এবং অন্যান্য প্রকারে বর্মা বেশ কার্য্যকরীভাবেই সাম্রাজ্যের সাহায্য করিতেছে। বর্মা নৌ-ভলাণ্টিয়ার রিজার্ভ এবং সমুদ্র পাহারার জন্য ইউনিটের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ নির্ম্মাণ করিতেছে। একটির নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া যায়।

রাজকীয় বিমান-বহরের অন্তর্ভুক্ত বর্মা জঙ্গী-বিমানগুলি ইংলিশ চ্যানেলের উপর আকাশ যুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারিয়াছে। উক্ত জোয়াড্রণটি বর্মা যুদ্ধ তহবিল হইতে প্রদত্ত অর্থে সুসজ্জিত করা হয়। এই তহবিলে প্রায় ২৷৷০ লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে। বর্মা জঙ্গী স্কোয়াড্রণে জনৈক বার্ম্মিজ বৈমানিককে বনোন এয়ার ফোর্স কমিশন দেওয়া হইয়াছে। ইনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ইংলণ্ডে থাকিয়া কয়েক বৎসর বিমানপোত নির্ম্মাণ কারখানায় শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। একটি বোমারু স্কোয়াড্রণের জন্যও বর্মায় অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

শান সামন্তগণও যুদ্ধ-তহবিলে মুক্তহস্তে দান করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ-তহবিলে ২০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। লণ্ডনের মেয়রের তহবিলে জনৈক শানসর্দার একাই ১০,০০০ পাউণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। দূর ও দুর্গম স্থানে অবস্থিত সৈন্যদের সুবিধার জন্য একটি যানবাহন বাহিনী গঠনের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ নিমিত্ত টেটকোর অধিবাসীগণ ২০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহা ছাড়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য বাবদ আরও বহু টাকা বর্মা হইতে লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছে।

বর্মায় ৪টি স্থায়ী ব্যাটালিয়ন রহিয়াছে। বর্মার পার্ব্বত্য জাতি কাচীন, চীন এবং কারেণ জাতির লোকদের লইয়া এ সকল রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্মার সমতল ভূমির অধিবাসীরা পার্ব্বত্য অঞ্চলের লোকজনদের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহের কার্য্যে তেমন উৎসাহ প্রদর্শন করে না; তবে সামরিক বিভাগের পরিষ্ঠ (?) সম্পর্কিত কারিগরদের কার্য্যাদি তাহারা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। বিগত মহাসমরে (১৯১৪-১৯১৮) খালিকশা (?) রেজিমেণ্টকলিকাতা (?) এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরিখাখনন ও খনি ইত্যাদির কার্য্যে ইহারাই কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করে। অত্যধিক গরম বা শীতে তাহারা আদৌ দুর্বলচিত্ত হয় নাই, বরং যে কোন অবস্থায় যে কোন কাজ তাহাদিগকে করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই তাহারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। সম্প্রতি বার্ম্মিজদিগকে লইয়া বর্মা আর্মি সিগ্ন্যালস, ট্রান্সপোর্ট দল, অস্থায়ী নির্ম্মাণ দল, মেডিক্যাল এবং পশু-চিকিৎসা বিভাগ খোলা হইয়াছে।

স্থায়ী সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে বর্মা অক্সিলারী বাহিনীও গঠিত হইয়াছে। ইহা পদাতিক ও গোলন্দাজ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বার্ম্মিজ এবং এংলো-ইণ্ডিয়ান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উহাতে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। বর্মার অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনকে লইয়া বর্মা টেরিটোরিয়াল ফোর্স নামক যে-বাহিনী গঠিত হইয়াছে, উহাতে শান স্টেটের অধিবাসীদের সমবায়ে গঠিত একটি ব্যাটালিয়ন রহিয়াছে। শান স্টেটগুলি ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে।

যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে বর্মা রয়াল ন্যাভাল ভলাণ্টিয়ার রিজার্ভ বাহিনী গঠিত হয়। ইহারা এক্ষণে বর্মার সুদীর্ঘ উপকূল রক্ষায় নিযুক্ত আছে। বর্মা অক্সিলারী বিমান স্কোয়াড্রণের ভাবী পাইলটদের (পরিচালক) প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা উচ্চ শিক্ষালাভ করিতেছেন। আধা সামরিক-বাহিনী হিসাবে বর্মা সীমান্ত পুলিশ বাহিনীর বেশই সুনাম আছে। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, আপার বর্মা মিলিটারী পুলিশ। বিগত মহাসমরে ইহার অন্তর্ভুক্ত বহু সদস্য লোক স্থায়ী সৈন্য দলে যোগদান করিয়াছিল। এ যুদ্ধেও উহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অধুনা ইহার শক্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

লণ্ডনের নূতন আশ্রয়কাশ্রয়

আড়াই লক্ষ লোককে আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা

গত ১০ মাস ধরিয়া বিশেষজ্ঞরা লণ্ডনের রাস্তার নীচে যে সকল আশ্রয়কাশ্রয় খুঁড়িয়াছিলেন, সর্ব্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য আগামী বৎসরের মধ্যে প্রথমদিকে উহাদের প্রথমটির দ্বারোদ্ঘাটন করা হইবে। এই আশ্রয়কাশ্রয়গুলি এক একটি টিউব ষ্টেশনের ভূগর্ভস্থিত আশ্রয়কে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইবে।

বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্যই এই আশ্রয়গুলি নির্ম্মিত হইতেছে। এই আশ্রয়গুলিতে মোট ৭৫ হাজার লোকের শুইবার ব্যবস্থা থাকিবে। প্রত্যেকটিতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণে ... এবং তাহার সাহায্যে আশ্রয়গুলিকে গরম রাখিবারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

এই আশ্রয়গুলি সমাপ্ত হইলে বিভিন্ন আশ্রয়কাশ্রয়ে মোট এক লক্ষ লোক শুইতে ও আড়াই লক্ষ লোক আশ্রয় লইতে পারিবে।

এই আশ্রয়গুলিতে পৌঁছাবার প্রত্যেকটি পথ আলো বন্দোবস্ত থাকিবে। যে সকল আশ্রয়ে দুই শতের অধিক লোকের থাকিবার ব্যবস্থা হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভোজনাগারের বন্দোবস্তও থাকিবে। তাহা ছাড়া, এগুলিতে প্রাথমিক চিকিৎসারও ব্যবস্থা রাখা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৫শে আগষ্ট—১৯৪১

যাদুর খেলা

জনৈক যাদুকরের শিষ্য তাহার গুরুর অগোচরে যথেচ্ছভাবে সর্ব্ব প্রকার মন্ত্রতন্ত্রের ব্যবহার করিত এবং তার ফলে তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া জমা হইত যত সব ভূতপ্রেত ও দৈত্যদানব। মন্ত্র পড়িয়া এই সব অপদেবতাকে ডাকিয়া আনার কৌশলই মাত্র এই শিষ্য শিক্ষা করিয়াছিল; কোন্ মন্ত্র পড়িয়া পরে এগুলিকে বিদায় করিতে হইবে, তাহা সে অবগত ছিল না। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত দৈত্যদানবের বিভীষিকায় পরিবেষ্টিত হইয়াই একদিন উক্ত শিষ্যকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল।

এই পদ্ধতি জাম্মাণীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জার্ম্মাণীর নায়ক হিটলারও তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার ভিতর দিয়া বিভিন্ন দেশে যে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, এই বিক্ষোভকে দমন করার মত কোন মন্ত্র যদি তাঁহার জানা থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তিনি আজ নানা স্থানে সে মন্ত্রের সদ্ব্যবহার করিতেন। "ইউরোপের নব-বিধানের" এই স্বয়ংসিদ্ধ রচয়িতা একথা ভাবিতে পারেন নাই যে, বর্ব্বর অত্যাচারের ভিতর দিয়া অসন্তোষই মাত্র গজাইয়া উঠিতে পারে এবং সে অসন্তোষ যে কোন সময় বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতই উদ্দামভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। হিটলার একথা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই যে, নাৎসী অত্যাচারে অতিষ্ঠ বলকান অঞ্চলের চাষী সমাজ অত্যাচারীদের হাতে ফসল তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে বরং নিজেরাই আগুন লাগাইয়া দিয়া সে-সব নষ্ট করার ব্যবস্থা করিবে এবং নাৎসী অত্যাচারীদের সর্ব্ব-প্রকার ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও অগ্রাহ্য করিয়াও অধিকৃত জনসাধারণ বৃটিশ বিমান-শ্রেণীকে আকাশে দেখা মাত্রই অভিনন্দন জানাইবে। বিশ্বজয়ের কল্পনায় অধীর হিটলার এসব কথা মোটেই ভাবিয়া দেখেন নাই।

এই অসন্তোষ দমাইবার জন্য হিটলার শেষ চেষ্টা স্বরূপ "শান্তির" কবচ প্রয়োগ করার চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি জানেন তাঁহার কার্য্যফলে সমগ্র বিশ্বে যে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, স্বাভাবিকভাবেই তাহার অবসানে জনগণ "শান্তি" কামনা করিবে। এই "শান্তির" বুলি কপ্‌চাইয়াই যাদুকরের শিষ্যের মত হিটলার আজ "অসন্তোষের" দৈত্য-দানবকে দূরে তাড়াইবার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার এই "শান্তি"-বাণী জনগণের কর্ণে মোটেই প্রবিষ্ট হইতেছে না। জগৎ "শান্তি" কামনা করে বটে; কিন্তু সে শান্তি হিট্‌লারী মার্কার মোটেই নহে—হিটলার জগতকে সেই কাম্য শান্তি কিছুতেই দিতে সমর্থ নহেন।

হিট্‌লারী নীতির পরিণামে জগতে যে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, রাশিয়া অভিযান করিয়াও হিট্‌লার সেই অশান্তি দমনের কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। এই জন্যই সম্ভবতঃ কোন কোন স্থানে হিটলারের অনুচরগণ আত্মবিরোধের অনল প্রজ্বালিত করিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিবার প্রয়াস পাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় এরূপভাবে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের দুই ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করার ইঙ্গিত বহুবার হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারে সতর্ক হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। দূর-প্রাচ্যে জাপানকে হাত করিয়া ও ভিসি সরকারের উপর চাপ দিয়া বড় বড় শক্তিগুলির দৃষ্টি বিভ্রান্ত করার আর এক চেষ্টা পাওয়া হইতেছে। মধ্য-প্রাচ্যে তুরস্ক ও ইরাণ উভয়েই আজ কতকাংশে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে।

মোট কথা, সমগ্র জগত ব্যাপিয়া নাৎসী ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তারের প্রয়াস পাওয়া হইতেছে, তাহা দ্বারা ইহাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, হিট্‌লারী চাল অন্যত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াই সমগ্র জগতব্যাপী যাদুর এই খেলা অনুষ্ঠানের প্রয়াস পাওয়া হইতেছে।

কাপড়ের দর-সমস্যা

বিগত জুলাই মাসের মধ্যভাগ হইতে কাপড়ের দর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাঙলা সরকার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। পরিস্থিতি অবস্থার কোন উন্নতি না হইলে গভর্ণমেণ্ট উহার প্রতিকার কল্পে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়াছেন, উক্ত বিবৃতিতে উহারও আভাস দেওয়া হইয়াছে। খুচরা বিক্রেতারা যাহাতে নিয়মিতভাবে মাল পায়, তজ্জন্য পাইকারী বিক্রেতা ও আমদানীকারকগণকে জমানমত মাল সরবরাহ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

সরকারী বিজ্ঞপ্তির সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য কয়েক প্রকার বস্ত্রের পাইকারী দর হ্রাস পাইতে দেখা যায় বটে, তবে গভর্ণমেণ্ট ইহাও দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই এবং কাপড়ের দর আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এ সমস্যা সম্পর্কে বড় বড় পাইকারী ও খুচরা দরে বিক্রেতাদের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনার পর তাঁহাদিগকে ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের দর সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার ছল-চাতুরী সহ্য করিবেন না। পাইকারী বিক্রেতাগণ বলিয়া থাকেন, যে-সকল অর্থনৈতিক কারণ পরম্পরায় কাপড়ের দর চড়িয়াছে, উহাদের উপর তাঁহাদের কোন হাত নাই। কাপড়ের দর বৃদ্ধির মূলে হয়ত নানা অর্থনৈতিক কারণ থাকিতে পারে, গভর্ণমেণ্টও ইহা স্বীকার করিতেছেন বটে। তবে তাঁহাদের ধারণা, ব্যবসায়ীরা নিজেদের মধ্যে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য দ্বারা কাপড়ের দর বাড়াইয়া তুলিতেছে। উপরন্তু গুদামে কাপড়ের অ-প্রাচুর্য্যের সুযোগ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহারা জনসাধারণকে শোষণ করিতে এবং মোটা টাকা লাভ করিয়া লইতেও চেষ্টা করিতেছে। নূতন মাল আমদানীর ব্যয়ের সহিত বর্ত্তমান দরের কোন সম্বন্ধই নাই। গভর্ণমেণ্ট ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, পাইকারী বিক্রেতাগণ পুরো গাঁইটের দরে খুচরা বিক্রেতাগণের নিকট মাল বিক্রয় করিতে অস্বীকার এবং বাকে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়া খুচরা বিক্রেতাগণকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিয়াছেন। এ সকল চাতুরী অত্যন্ত নিন্দনীয়। গভর্ণমেণ্ট পুনরায় সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, বাজারে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া না আনা হইলে ন্যায়সঙ্গত দরে জনসাধারণ যাহাতে এই অত্যাবশ্যক দ্রব্য পাইতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আশা করা যায়, এই সতর্কবাণী ব্যর্থ হইবে না বরং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইল, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন এবং তাঁহাদের অজ্ঞতাবশে গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এ কার্য্যে কোন অভিযোগ যেন উঠিতে না উঠে।

গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সর্ব্বশ্রেণীর ভিত্তিতে কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহারা ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। পরিস্থিতি কাপড়ের দর বাড়িবে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস; ইতিমধ্যে জনসাধারণকে কাপড় ক্রয় যথাসম্ভব কম করিতে বলা হইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে পুনরায় এই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে, খুচরা মাল আমদানী করিতে যে খরচ পড়ে, কাপড়ের দর যাহাতে তাহার উপর না উঠে এবং জমানমত মালের পরিমাণ অনুসারে তাহারা যাহাতে কাপড় পায়, তজ্জন্য তাঁহারা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

কীয়েভ অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণের তাৎপর্য্য

কীয়েভের দক্ষিণে জার্ম্মাণরা সম্প্রতি যে নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, একাধিক কারণে তাহা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিতেছে। এই আক্রমণের দ্বারা অবশ্য ইহা প্রমাণিত হইল যে, মস্কোর পথে জার্ম্মাণী যে উদ্দেশ্যে এত সৈন্য বিসর্জন দিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ছাড়া ইহার আরেকটি গুরুতর তাৎপর্য্য আছে। নিকট-প্রাচ্য ও মধ্য-প্রাচ্যের অবস্থানের কথা বিবেচনা করিলে ইহার গুরুত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কীয়েভ পার হইয়া অডেসা ও ককেসাসের তৈলখনি অঞ্চলে পৌঁছাইতে হয়। হিটলার কীয়েভের দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, তৈলখনি অঞ্চলের দিকে তাহার লোভ আরও তীব্রতর হইয়া উঠিবে। ককেসাস অঞ্চলে পৌঁছাইতে পারিলে ভারতবর্ষের উপরও তাঁহার দৃষ্টি পড়া অসম্ভব নহে।

তুরস্ক ও ইরাণের পথেও এই সকল অঞ্চলে পৌঁছান যায়। বলকানে নাৎসীদের কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয়, এই পথে অগ্রসর হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, রাশিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহারা এদিক দিয়াই চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ইরাণের এবং আফগানিস্থানের গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীগুলিতে বহু জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত আছে। যেমন স্পেনের ক্ষেত্রে হইয়াছে, এ দেশগুলিতেও নাৎসীরা যানবাহন ব্যবস্থার উপর অধিকার লাভের দিকেই বিশেষভাবে নজর দিয়াছে। অবশ্য ব্রিটিশ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে উক্ত রাজ্য দুটিকে নিজেদের বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সামান্য দুচারজন ছাড়া অন্য জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞদের দেশত্যাগ করিতে বলা হয় নাই।

বিশেষ করিয়া, ইরাণ সম্বন্ধে আরও একটি আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। ইরাকে জাম্মাণীর যে সাঙ্গোপাঙ্গেরা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহারাও পলাতক হিসাবে ইরাণে অবস্থান করিতেছে।

সিরিয়ার মধ্য দিয়া নাৎসীদের ইরাকে বা ইরাণে যাওয়ার পথ বন্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক এই কারণেই তুরস্কের গুরুতর আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। তবে তুর্কো-বুলগেরিয়া সীমান্তে বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর যে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন আছে, তাহাকে দুর্দ্ধর্ষ বলা চলে না। এই সৈন্যদের অধিকাংশই হয় ইটালীয়, নয়তো বুলগেরীয়। বুলগেরীয় সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহ খুব বেশী নয়। বুলগেরীয় সৈন্যবাহিনীকে বড় রকম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ আরও মাস ছয়েক লাগিবে। তবে জার্ম্মাণ বিশেষজ্ঞরা বুলগেরিয়ার পোতাশ্রয় ও বিমান ক্ষেত্রগুলিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য কার্য্যে ব্যস্ত আছে।

এক বিষয়ে প্রায় নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা যাইতে পারে। যদি মস্কো অধিকারের চেষ্টার ন্যায় কীয়েভ দখলের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়, তবে জার্ম্মাণরা তুরস্ক ও ইরাণের মধ্য দিয়া ককেসাস অঞ্চলে পৌঁছিবার জন্য একবার গুরুতর চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

পাটচাষীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য

রেকর্ড সংশোধনের নূতন সুযোগ

পাটচাষী ও জনসাধারণ একথা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ১৯৪০ সনের পাট-নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন বিগত ২রা জুন তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে। সংশোধিত আইনের ৫ম ধারায় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, "জেলার কালেক্টর নিজে উদ্যোগী হইয়া অথবা নির্দ্ধারিত প্রথায় দরখাস্ত পূরণ করিয়া, পাটচাষী নির্দ্ধারিত ফি ।০ চারি আনা জমা দিলে, যে তারিখে রেকর্ড প্রামাণ্য বলিয়া দস্তখত করা হইয়াছে ঐ তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে ফাইনাল রেকর্ড পরীক্ষা করিতে পারেন এবং তদন্তের পর ঐ ফাইনাল রেকর্ডের আবশ্যকীয় পরিবর্তনের আদেশ দিতে পারেন।" এই আইন অনুসারে যে ব্যবস্থা-সমূহ নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাতে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে ৩ (বি) নং ফর্ম্মে নোটিশ প্রচার করিয়া পাটচাষীকে যথারীতি তাহার এই অধিকারের বিষয় জানাইয়া দেওয়া হইবে। যে সমুদয় অঞ্চলে পাট জন্মে, তথায় প্রত্যেক মৌজায় ঐরূপ নোটিশ প্রচার করা হইয়াছে এবং তদুপরি ঐ নোটিশের মর্ম্ম ও দরখাস্ত দাখিলের পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যেক মৌজায় অন্ততঃ দুইটি পাড়ায় বা মহাল্লায় ঢোলের ঘোষণা দ্বারা প্রচার করা হইয়াছে।

যেহেতু বিভিন্ন মৌজায় বিভিন্ন তারিখে রেকর্ডগুলি প্রামাণ্য বলিয়া দস্তখত করা হইয়াছে এবং কোন কোন রেকর্ডের বেলায় ঐ তারিখ হইতে ১২ মাস অতীত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অতীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেইহেতু ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এ সমুদয় রেকর্ড সংশোধনের দরখাস্ত কালেক্টরের বিবেচনা মতে ১৯৪১ সনের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইবে। কাজেই প্রত্যেক পাটচাষীকে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য ন্যূনপক্ষে এক মাস সময় দেওয়া হইল এবং সে তাহার রেকর্ড সংশোধন করাইয়া লইতে পারিবে। রেকর্ডে জেলার ভুল-ত্রুটি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাদ পড়া অংশ, জমির শ্রেণী বিভাগ ইত্যাদি এই সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যাহাতে পাটচাষীদিগকে এই আইনের নির্দ্দেশমতে দরখাস্ত দাখিল করিবার জন্য জেলার সদরে যাওয়ার অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট এই ধারার প্রয়োগের জন্য এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টর ও তদূর্দ্ধ স্তরের পাট-নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মচারিদিগকে তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় কালেক্টরের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে জেলার কালেক্টরের নিকট আপীলের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পাটচাষীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের নিজের থানায় এবং অনেকস্থলে থানার মধ্যে একাধিক স্থানে তাহাদের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারিবে। আশা করা যায়, এই ব্যাপারে পাটচাষীগণের কোন প্রকারের অভিযোগের কারণ থাকিবে না।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বেঙ্গল পুলিশের দান

মালপত্র বহনের বর্ম্মাবৃত যান-ক্রয়ের ব্যবস্থা

বেঙ্গল পুলিশের অফিসার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ বড়লাটের যুদ্ধ সরঞ্জাম তহবিলে ১০,০০০৲ টাকা প্রদান করায় বর্ত্তমানে বেঙ্গল পুলিশ হইতে সর্ব্বসাকুল্যে দানের পরিমাণ ৪০,০০০ টাকাতে দাঁড়াইয়াছে। উপরিলিখিত দানের দ্বারা ভারত রক্ষার নিমিত্ত মালপত্র বহনের উপযোগী বর্ম্মাবৃত ৪টি যান ক্রয় করা হইবে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেঙ্গল পুলিশের এই বদান্যতা এবং কার্য্যকরী সাহায্যের জন্য, বাঙ্গলার গভর্ণর বাহাদুর পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ এ, ডি, গর্ডন সি, আই, ই-র নিকট লিখিত একটি পত্রে বেঙ্গল পুলিশকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পরলোক লর্ড উইলিংডন

নিউমোনিয়া রোগে ভূতপূর্ব্ব বড়লাটের মৃত্যু

১২ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্নে লর্ড উইলিংডন পরলোকগমন করিয়াছেন। কয়েক দিন যাবৎ তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন।

লর্ড উইলিংডন ১৯১৩ সালে বোম্বাইয়ের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১৯ সালে তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি কানাডার গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হন এবং তৎপরে ১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি ভারতের বড়লাট রূপে কার্য্য করেন।

ভারতে অবস্থানকালে লর্ড উইলিংডন অতিশয় জনপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

সিভিক্‌গার্ডের ব্যাজ ও প্রতীক

অপরের পক্ষে ব্যবহার আইন-বিরুদ্ধ

সরকার অবগত হইয়াছেন যে, সিভিক গার্ড এবং বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক প্রতিষ্ঠানসমূহের "ব্যাজ" ও শিল্প-নির্ম্মিত "প্রতীক" কোনো প্রতিষ্ঠানের সদস্য নহেন, এরূপ সব ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা হইতেছে। উপরোক্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের "ব্যাজ" এবং শিল্প-নির্ম্মিত "প্রতীক" সরকার হইতে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং কেবল মাত্র গভর্ণমেণ্ট এবং সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট পাওয়া যায়।

ভারতরক্ষা আইনের ৪৮ ধারা অনুযায়ী যে ব্যক্তি সিভিক গার্ড কিম্বা বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক প্রতিষ্ঠানের সদস্য নহেন, তাঁহারা উক্ত "ব্যাজ" কিম্বা "প্রতীক" ধারণ করিতে পারিবেন না এবং যে ব্যক্তির আইনসঙ্গতভাবে উহা ধারণ করিবার অধিকার নাই, তাহাকে কেহ উক্ত "ব্যাজ" কিম্বা "প্রতীক" সরবরাহ করিবেন না কিম্বা সরবরাহ করিতে চাহিবেন না।

এই সকল "ব্যাজ" এবং "প্রতীক" বিক্রয় করা এবং অধিকারবিহীন ব্যক্তির উহা ধারণ করা ভারতরক্ষা আইনের ৪৮ ধারা অনুসারে অপরাধ এবং এই আইন লঙ্ঘন করিলে যে উক্ত ধারা অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারের দান

বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক কর্ম্মতালিকা

বাঙ্গলা সরকার ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, ফরিদপুর, যশোহর, রাজসাহী এবং বাঁকুড়া জেলার নিম্নলিখিত প্রচেষ্টার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত ১০,৮৮০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন :—

২৪-পরগণা	টাকা।
ভাঙ্গা থানার গ্রামে একটি নলকূপ খননের নিমিত্ত	২,৭০০৲
উত্তর কাশিপুর থানার গ্রামে একটি নলকূপ খননের নিমিত্ত	২,৭৫০৲
বর্দ্ধমান	
বারবণী থানার অন্তর্গত পাচুরা ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কেলেজোড়া-আমড়িহা রোডের পাশে ফুটপাথ নির্ম্মাণের জন্য	৪০০৲
জামুরিয়া থানা পুষ্করিণীতে প্রস্তত জন্য	১০০৲
ফরিদপুর	
মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত কালিয়াকুর মিল হইতে কালিগ্রাম খাল এবং এম, বি, ক্যানেল পর্য্যন্ত একটি খাল খননের নিমিত্ত	৩০০৲
যশোহর	
চৌগাছা মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ কার্য্য সমাধার নিমিত্ত	৪০০৲
রাজসাহী	
মান্দার সাধারণ লাইব্রেরীর নিমিত্ত পুস্তক ক্রয়ার্থ	৩০৲
বাগাতিপাড়া পল্লীর খেলার মাঠের উন্নয়ন কল্পে	১০০৲
আত্রাই খোকসাড়ীতা রোডের মেরামতের জন্য	১,০০০৲
মোহনপুর কালিতলা পল্লীপথের উপর একটি সেতু নির্ম্মাণার্থ	১,৫০০৲
জয়পুরে একটি পল্লী বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ এবং তাহার আসবাব-পত্র ক্রয়ার্থ	৬৫০৲
বাঁকুড়া	
আন্দিনা খাল	২৫০৲
শ্যামপুর থানার অন্তর্গত দেওয়া খালের নিমিত্ত	২০০৲
পাঁচপাড়ী খাল	১০০৲

বৃটেনের বিমান-বিধ্বংসী সেনা বাহিনীর একজন সৈনিক তাঁহাদের কামানে নূতন "ব্যারেল" সংযুক্ত করিতেছে।

দার্জ্জিলিং জেলায় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

পার্ব্বত্য জাতীয়দের আর্থিক উন্নতি

পল্লী সংগঠন কার্য্যের দিক্ দিয়া দার্জিলীং এর সহিত বাঙলার অন্যান্য অংশের কোন সাদৃশ্য নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বে কোন সময় দার্জিলীং সমৃদ্ধশালী ছিল না। কৃষিকাজ তথায় অনেক পরে আরম্ভ হয়। মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, মাত্র গত ১০০ বৎসর হইতে চাষাবাদের কাজ চলিয়া আসিতেছে এবং উহা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাহাদের অতীত গৌরবময় যুগের বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে, কিন্তু দার্জিলীং জেলার ব্যাপারে উহা প্রযোজ্য নয়। বৃটিশ আমলেই এখানে চাষাবাদের কাজ সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানের আবাদী জমিগুলি এক সময় বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

অনেকের ধারণা, পার্ব্বত্য জাতিরা মোটের উপর অশিক্ষিত, কিন্তু ইহা ভুল। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের শতকরা হার বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের লেখাপড়া জানা লোকের সমান। পার্ব্বত্য জাতিদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সুবিধা খুব বেশী নয়; তদুপরি এ জেলাবাসীদের পক্ষে মোটা বেতনের চাকুরী লাভের সম্ভাবনাও খুব কম। কিছু কিছু বিদ্যা-চর্চ্চা থাকা সত্ত্বেও কৃষক ও চা-বাগানের শ্রমজীবিরা এ-পর্য্যন্ত নিজেদের অবস্থার উন্নতি কল্পে তেমন বিশেষ কিছুই করে নাই। ইহারা সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির লোক। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইহারা চিন্তা করে না বলিয়া ইহারা অর্থ-সঙ্কট হইতে নিজেদের বাঁচাইতে পারে না। বহু সংখ্যক মাড়োয়ারী ও বাহিরের লোক দার্জিলীংয়ে দোকানপাট খুলিয়া এ জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য-গুলি একচেটিয়া করিয়া বসিয়া আছে।

পর্ব্বতবাসীদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার জন্য চেষ্টাচরিত্তও হইয়াছে। খাস মহল অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার ভাব জাগাইয়া তোলার চেষ্টা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কৃষি-ঋণ বিলী করা হয়। এ বৎসরও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে। এ ব্যবস্থার ফলে চাষীদিগকে একণে শস্যের উপর মহাজনদের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিতে হয় না। টাকা বিলীর সময় প্রত্যেক চাষীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, শস্যের বিনিময়ে মহাজনদের নিকট হইতে কর্জ গ্রহণ করা অর্থের অপচয় মাত্র। যদি তাহারা ফসলের মৌশুম পর্য্যন্ত কোন রকমে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত তাহারা ফসলের আরও অধিক দর পাইবে। কালিম্পং এ সমবায় ব্যাঙ্ক চাষীদিগকে স্বল্প সুদে বহু টাকা কর্জ দিতেছে। কয়েক মাসের প্রচারকার্য্যের ফলেই যে চাষীদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে তাহা নয়, তবে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রচারকার্য্য চলিলে এবং অন্য-ভাবে যদি ইহাদের অর্থাভাব মিটান যায়, তাহা হইলে ঋণ গ্রহণ ব্যাপারটিকে ইহারা ক্রমে ক্রমে মন্দ ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে।

দার্জিলীংয়ে সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতিটি পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা হইয়াছে। আশা করা যায়, এ-বৎসর সমিতি আলুর ব্যবসা বিশেষ করিয়া অন্যান্য জেলায় বীজ আলু সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভ এবং সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইলে সমিতি এবাড়ির ব্যবসায়ে হাত দিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা চাষীদের নিকট হইতে সস্তা দরে উহা ক্রয় করিয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্টও কার্য্যকরীভাবে এ-জেলার চাষীদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। পল্লী-সংগঠন কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে অর্থ দান করিয়া থাকেন, উহার সাহায্যে খাস মহল অঞ্চলে জল সরবরাহ সম্পর্কিত বহু পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হইয়াছে। কোন কোন গ্রামে স্কুল এবং লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

জলপাইগুড়িতে শরীরচর্চ্চা শিবির

কার্য্যকরী ও পুঁথিগত শিক্ষাদান

গত ১১ই জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত জলপাইগুড়ির ওকটেভিয়াস স্কুলে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর জেলার শরীরচর্চ্চা সম্পর্কীত সংগঠনকারী মিঃ আর, এন, চক্রবর্ত্তীর অধিনায়কত্বায় তিন সপ্তাহের জন্য শরীরচর্চ্চা শিক্ষা দানের নিমিত্ত একটি শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল। ওকটেভিয়াস স্কুলের ৩১ জন ছাত্র এই শিবিরে যোগদান করিয়াছিল।

শিক্ষার্থিগণকে "শিক্ষাদানের প্রণালী", "বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা" এবং "শরীরচর্চ্চা শিক্ষার মৌলিক নীতি" সম্পর্কে মৌখিকভাবে উপদেশ প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার বালকগণের উপযোগী ছোটখাট খেলাধুলা, খালি হাতের ব্যায়াম এবং অন্যান্য ক্রীড়া-কৌতুক হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

গত ৩১শে জুলাই সমাপ্তি উৎসব উপলক্ষে শিক্ষার্থী দল নানারূপ খেলাধুলা এবং ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করে। জলপাইগুড়ির মহকুমা হাকিম মিঃ এম, আর, চৌধুরী এই উপলক্ষে সভাপতিত্ব করেন এবং যে সকল ছাত্র ক্রীড়া-কৌতুকে সাফল্যলাভ করে, তাহাদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

জার্ম্মাণ আক্রমণ আশঙ্কায় তুরস্কের সতর্কতা

দার্দ্দেনেলিস অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা

আংকারা হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, ক্রীট আক্রমণের পূর্ব্বে হিটলার যখন তুরস্কের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন হইতেই তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ দার্দ্দানেলিসকে সামরিক এলাকা-ভুক্ত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দার্দ্দানেলিস প্রণালীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে তুর্কী এবং বিদেশী সকল বেসামরিক অধিবাসীকেই ক্রমে ক্রমে অপসারিত করা হইতেছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বিশেষ অনুমতিপত্র না পাইলে কাহাকেও ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। বুলগেরিয়ার দিক হইতে দার্দ্দানেলিস আক্রান্ত হইলে যাহাতে "নিউটম" বাহিনীর অপকার্য্যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার গোলযোগ না ঘটে, সে বিষয়ে তুরস্ক সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই সঙ্গে তুর্কী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সোভিয়েট সীমান্তের ককেসাস অঞ্চলে তুর্কী দুর্গগুলিতে সৈন্য বৃদ্ধিরও আদেশ দিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

শিলিগুড়ি সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেও পার্ব্বত্য অঞ্চলের সহিত উহার বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে। তথাকার চাষীরা যাহাতে নিজেদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হইয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টিত হয়, তদুদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে। গত বৎসর সর্ব্বপ্রথম সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এই ব্যবস্থা সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। খাস মহল হইতে প্রাপ্ত টাকায় ভূমি কর্ষণ করা হইয়াছে। ফলে আউস ধান এবং টিনাবাদের চাষবাসে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। কালিম্পং মহকুমায় যে সকল সুপারী আছে এবনও চাষবাসের কাজে অনুপযুক্ত, তথায় যাতায়াতের সুব্যবস্থার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আশা করা যায়, আরও অধিক সংখ্যক চাষী তথায় যাইয়া বসবাস করিবে এবং তাহাদের উৎপন্ন শস্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইবে। কালিম্পং স্যানাটোরিয়াম সড়কে একটি পুল নির্ম্মাণের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১,০০০৲ পাওয়া গিয়াছে।

বাঙলাদেশে শীকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা

সরকার কর্ত্তৃক তদন্ত কমিটী গঠন

বাঙলাদেশে শীকারের উপযোগী বন্য পশু ও শীকারের মৎস্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য বাঙলা সরকার সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সমবায়ে সম্প্রতি এক কমিটী গঠন করিয়াছেন। বিশেষভাবে সরকারী সংরক্ষিত বন-জঙ্গলের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইবে এবং যাহাতে এই সব শীকারের উপযোগী পশু সম্বন্ধে ভালরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, কমিটী তৎসম্বন্ধে সোপারিশ করিবেন। বাঙলাদেশ হইতে সর্ব্ব-প্রকার শীকারের উপযোগী পশুর সংখ্যাই ক্রমে কমিয়া যাইতেছে বলিয়াই সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন মনে করিতেছেন।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবৃন্দের সমবায়ে এই কমিটী গঠিত হইবে :—

চেয়ারম্যান্—মিঃ এস, আর, জমান, সি-আই-ই, আই-সি-এস, রাজস্ব বোর্ডের মেম্বর।

সেক্রেটারী—মিঃ এস, এন, মিত্র, বি-এফ-এস, ডেপুটি কনজারভেটর অফ্ ফরেষ্টস্, বেঙ্গল।

বাঙলার সিনিয়র কনজারভেটর অফ ফরেষ্ট।

মিঃ ই, জি, এন, গুয়েব, এম-সি, বঙ্গীয় সেবু ফেডারেশনের প্রতিনিধি।

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, এম-এল-এ, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

মিঃ আহ্‌মদ হোসেন, এম-এল-এ।

খান বাহাদুর মফিজুদ্দীন আহমদ, এম-এল-সি।

ডাঃ এস, সি, লাহা, এম-এ, পি-এইচ-ডি।

প্রস্তাবিত কমিটীকে নিম্নোক্ত বিষয়ে সোপারিশ করিতে হইবে :—

(ক) শিকারের উপযোগী পশু ও মৎস্য সংরক্ষণ সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে (সংরক্ষিত বনাঞ্চল সমেত) যে আইন প্রচলিত রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে কার্য্যতঃ যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া শিকারের উপযোগী পশু ও মৎস্য সংরক্ষণ সম্পর্কে অধিকতর উপযোগী প্রস্তাব এবং প্রয়োজন হইলে নূতন আইন রচনার প্রস্তাব পেশ করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে ব্যয়ের বিস্তৃত তালিকাসহ একটি পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিশেষভাবে সংরক্ষিত বন-অঞ্চলে শিকারের উপযোগী পশু ও মৎস্যের অবস্থা অতীত কালের তুলনায় বর্ত্তমানে কিরূপ আছে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

(গ) শিকার ও মৎস্য ধরার জন্য যেসব ক্লাব রহিয়াছে, তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই সব ক্লাবের কার্য্য দ্বারা শিকারের উপযোগী পশু ও মৎস্য সংরক্ষণের সুবিধা বা অসুবিধা হইতেছে এবং ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর ক্লাবগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া উচিত হইবে কিনা। যদি লাইসেন্স দেওয়া প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ সর্ত্তে তাহা মঞ্জুর করিতে হইবে।

(ঘ) সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত শিকার সংরক্ষণ বিভাগ একটা খোলা উচিত কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে হইবে।

এই তদন্ত সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রশ্নপত্র রচনা করা হইয়াছে। বাঙলাদেশে শিকার সংরক্ষণ সম্পর্কে যে সব আইন ও নিয়মাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে, তদন্ত কার্য্যে তৎসমুদয়ও বিবেচনা করা হইবে বিধায়, উপযুক্ত ব্যক্তি-বর্গকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। সরকারী বন বিভাগের অধীনে একটি শীকার বিভাগ হিসাবে বা সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাপারে একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠন প্রয়োজন কি না, তৎসম্বন্ধেও মতামত প্রার্থনা করা হইতেছে।

আশা করা যায় যে, কমিটীর প্রথম সভা সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমভাগে অনুষ্ঠিত হইবে।

সরকারী জনসেবা সঙ্ঘের-কার্য্যাবলী

দেশবাসীর পক্ষ হইতে ব্যাপকভাবের সমর্থন লাভ

বাঙলা প্রদেশের সকল জেলায় সরকারী জন-সেবা সঙ্ঘ (National Welfare Units) কর্ত্তৃক যেসব প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে সহস্র সহস্র দর্শক যোগদান করিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক এই সব ইউনিট গঠন করা হইয়াছিল। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও দার্জ্জিলিং জেলা ব্যতীত অপর সব জেলায় এই শ্রেণীর ১৯টি ইউনিট কাজ করিতেছে। প্রত্যেক ইউনিটের সঙ্গে একজন করিয়া ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার আছেন ও তাঁহারা গ্রামবাসীদের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসাকার্য্য করিয়া থাকেন। এই সব ইউনিট পল্লী-অঞ্চলে যে সুন্দর কাজ করিতেছে এবং যে জন-প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে, প্রত্যেক তিন মাস অন্তর তৎসম্বন্ধে জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে। এই সব ইউনিটের সঙ্গে যেসব অফিসার আছেন, তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে (যুদ্ধ-সম্পর্কেও) বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এ-পর্য্যন্ত এই সব ইউনিটের কাজের যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকৃতই উৎসাহব্যঞ্জক।

গত কয়েক মাসের মধ্যে সাতটি জেলায় সরকারী জনসেবা সঙ্ঘের কার্য্যের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখিত হইল:—

ময়মনসিংহ

এই জেলায় দুইটি ইউনিট কাজ করিতেছে। যুদ্ধ, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশু-পালন, ভাল ও মন্দ স্কুল এবং ম্যালেরিয়া ও কৃমিরোগ সম্পর্কে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইউনিটসমূহ—বিশেষতঃ উহাদের চিকিৎসা বিভাগ—এতটা জনপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে যে, একই অঞ্চলে একাধিকবার ইউনিট পাঠানের প্রয়োজন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে ইউনিট প্রেরণের অনুরোধ জ্ঞাপক তার ও পত্রাদি প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে এবং ইহা দ্বারাই এসব ইউনিটের জনপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ছায়াচিত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল এবং বিভিন্ন প্রকার চার্ট ও প্রদর্শনীর দ্রব্য সম্পর্কে দর্শকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জুন মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, এই সময়ে একটি ইউনিট ৯টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিল এবং এই সব কেন্দ্রে ৪০টি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সব প্রদর্শনীতে প্রায় ৫৫,০০০ দর্শক যোগদান করিয়াছিল। অন্য ইউনিটও ৯টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ৪২টি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল এবং প্রায় ১১১,৫০০ দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ, বর্ত্তমান যুদ্ধ ও জনগণের কর্ত্তব্য, সামরিক কার্য্যক্রম, প্রাথমিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত হইয়াছিল। জনসাধারণ ছায়াচিত্রগুলি বিশেষভাবে পছন্দ করিয়াছিল এবং ইউনিটগুলির চিকিৎসা-বিভাগের সাহায্য ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। জেলার সর্ব্বত্রই ইউনিটগুলির বিশেষ সমাদর লক্ষ্য করা গিয়াছে।

এপ্রিল মাসে একটি ইউনিটের ডাক্তার ৪টি কেন্দ্রে ৮২টি বাড়ী পরিদর্শন করেন এবং ১,৫৯৮ জন লোককে চিকিৎসা করেন। মে মাসে উক্ত ডাক্তার ৮৪টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়া ৭৩৩ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। অধিকাংশ রোগীই আরোগ্যলাভ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট রোগীদিগকে সাময়িক শান্তি প্রদান করা হইয়াছিল। জুন মাসে উক্ত ডাক্তার ৬৩টি বাড়ী পরিদর্শন করিয়া ৫০০ রোগীর চিকিৎসা করেন। উক্ত মাসে কম্পাউণ্ডার [illegible]

এই জেলায় কার্য্যরত অপর ইউনিটের সহীর ডাক্তারও অনুরূপভাবেই কাজ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ডাক্তারের সহকারী কম্পাউণ্ডার মাত্র এক সপ্তাহে নেত্রকোণা মহকুমায় ২৪৮ জন রোগীকে ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত মহকুমার অন্য এক কেন্দ্রে এক সপ্তাহ সময়ে ১,০৩১ জন রোগীকে ঔষধ প্রদান করা হইয়াছিল।

চিকিৎসার ফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক হইয়াছিল। রোগীদিগকে সাধারণভাবে নিকটবর্ত্তী ডাক্তারখানা হইতে ভবিষ্যতে ঔষধ নিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

রংপুর

এই জেলায় জনসাধারণ কর্ত্তৃক ইউনিটের কাজ বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। মহাজনী আইন, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা, পশু-প্রজনন ও পশু-চিকিৎসা, উন্নত প্রণালীর কৃষি, মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ, গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষা, গুটিপোকা পালন এবং সমবায় প্রভৃতি আইন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল। ৩১শে মার্চ্চ তারিখে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, উক্ত সময়ে ইউনিট ১৭টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিল এবং প্রায় ৬২,০০০ লোক এই সব কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

২৪-পরগণা

জুন মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, উক্ত সময়ে সরকারী জনসেবা সঙ্ঘ এই জেলায় ৯টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ৫২টি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। অশিক্ষা, প্রাপ্ত-বয়স্কের শিক্ষা, পল্লী-ঋণ সমস্যা ও ঋণ-সালিশী বোর্ড, বেকার-সমস্যা ও কুটীর-শিল্প, মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ, বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ভারতের বিপদ, উন্নত ধরণের কৃষি প্রভৃতি ৪৮টি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল। প্রায় ৪৫,৩৭৫ জন লোক এই সব প্রদর্শনী ও বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছিল। ইউনিটের কর্ম্মচারিগণ যে সব কল্যাণকর কাজ করিতেছেন, পল্লী-অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণ তাহার মূল্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

মুর্শীদাবাদ

বিগত এপ্রিল এবং মে মাসে জনসেবা সঙ্ঘ জঙ্গীপুর মহকুমা পরিভ্রমণ করিয়াছিল এবং ৩৭টি স্থানে সিনেমা প্রদর্শন ও ২৪টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিল। সমুদয় ক্ষেত্রে এই সিনেমা দেখিবার জন্য আনুমানিক প্রায় ৪৭,৯০০ জন লোক উপস্থিত হইয়াছিল। এই জনসেবা সঙ্ঘের অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য লোকে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তাহাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, এই প্রকার প্রচারকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য এবং পল্লীবাসী সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃষ্ট উপায়।

চিকিৎসা বিভাগ পল্লীবাসীদিগের উপকার সাধন করিয়াছে।

জুন মাসে এই সঙ্ঘ কাঁথি মহকুমার ৫টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছে। মোট ১৭টি সিনেমা দেখান হইয়াছিল। এই তিন মাসের মধ্যে মোট ২৫৫টি বাড়ী পরিদর্শন করা হইয়াছিল। মোট ২,৬৯৪ জন লোকের চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৫৫১ ব্যক্তি নূতন রোগে ও ১,১৪১ জন ব্যক্তি পুরাতন রোগে ভুগিতেছিল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেরূপ বহু সংখ্যক রোগীর সমাগম হইয়াছিল তাহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, লোকে এইরূপ বিনা খরচে চিকিৎসা ব্যবস্থা ও বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থার যথোচিত গুণ গ্রহণ করিয়াছে। সিনেমা প্রদর্শনী যোগে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচারকার্য্য যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

খুলনা

বিগত জুন মাসে যে তিন মাস অতীত হইল, ঐ সময়ে জনসেবা সঙ্ঘ ৮টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছে এবং ৫১টি সিনেমা দেখাইয়াছে। সঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ৮২টি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন, সময় ও অবস্থার উপযোগী বিষয়ই বক্তৃতার জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল। আটটি কেন্দ্রে ৫১টি সিনেমা অনুষ্ঠানে মোট ১১৩,২০০ জন লোক উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রোতৃবৃন্দ যেরূপ উৎসাহ ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাহারা সঙ্ঘের কার্য্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে এবং উহা প্রত্যেক কেন্দ্রেই বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

বগুড়া

বিগত মে মাসে কয়েকটি কেন্দ্রে ১৭টি সিনেমা অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং ঐ সমুদয় প্রদর্শিত সিনেমা জনসাধারণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। এই সমস্ত সিনেমা দেখার জন্য যে লোক সমাগম হইত তাহা নিম্নে ৫০০ পাঁচ শত ও ঊর্দ্ধে ৪,০০০ চারি সহস্র, ইহার মধ্যে বালক-বালিকা ও মহিলাগণও ছিল। জুন মাসে তিনটি কেন্দ্রে ১০টি সিনেমা অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং সমাগত লোক সংখ্যা বালক বালিকা ও মহিলাগণ সহ ১,৫০০ দেড় হাজার হইতে ২,০০০ দুই হাজার হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রে সঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলি পরিদর্শন করেন এবং গ্রামবাসীগণের সহিত স্বাস্থ্য, খাদ্য, বিজ্ঞান, কৃষি ও জীবনযাপনের উৎকৃষ্টতর উপায় ইত্যাদি আলোচনা করেন। সিনেমা ও হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্বন্ধে প্রামোফোন রেকর্ডগুলি জনসাধারণ বেশ উপলব্ধি করিয়াছে। যুদ্ধের ছবিগুলিও মানুষের মনঃগ্রাহী হইয়াছিল। গ্রামোফোনের গানের জন্য লোকে সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। মহকুমার সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি পল্লীবাসীর কল্যাণ ও উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বাঁকুড়া

মার্চ্চ মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, এই সময়ে সাতাইশটি সিনেমা অনুষ্ঠান দেখান হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রায় ৫,০০০ পাঁচ হাজার লোক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছে। এই সব ছায়াচিত্র গ্রামবাসিদের নিকট খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং সঙ্ঘের সহিত যে ডাক্তার থাকেন, তিনি চিকিৎসা বিষয়ে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় জনসাধারণ বেশ উপলব্ধি করিয়াছে।

৫০টি কাঠিপূর্ণ দেশলাইয়ের বাক্স

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ট্যাক্স সম্বন্ধে সুবিধা দান

সেণ্ট্রাল বোর্ড অব রেভেনিউর একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, ভারত সরকার ৫০টি কাঠিপূর্ণ দেশলাইয়ের বাক্সের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য বিশেষ সুবিধা দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ৪০, ৬০, ও ৮০টি কাঠিপূর্ণ বাক্সের উপর ট্যাক্স ধরিবার ব্যবস্থা আছে। বাক্সে যদি ইহার মাঝামাঝি সংখ্যক কাঠি থাকে, তবে পরবর্ত্তী ঊর্দ্ধতন সংখ্যার হিসাবে তাহার জন্য ট্যাক্স দিতে হয়।

৫০টি কাঠিপূর্ণ বাক্সের জন্য আলাদা দিন করিবার কারখানা দিয়া (ব্যাণ্ডরোল) সরবরাহের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই ৪০টির অধিক কিন্তু ৫০টির অনধিক কাঠিপূর্ণ দেশলাইয়ের বাক্সের উপর সুবিধাজনক ট্যাক্স ধার্য্য করার ব্যবস্থা হইবে। আগামী ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এইরূপ দিয়া সরবরাহ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ দেশলাইয়ের বাক্সের উপর গ্রোস প্রতি ৪৷০ টাকা ধার্য্য করা হইবে।

এইরূপ দেশলাইয়ের বাক্স প্রবর্ত্তনের ফলে দেশলাইয়ের খুচরা দাম যথাসম্ভব কম রাখা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

১৩ই আগষ্ট মধ্যাহ্নে প্রকাশিত একখানি সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১২ই আগষ্ট রাত্রিতে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী কেভ্রোলোভ, গোলভি, স্মোলেনস্ক এবং উমান অঞ্চলে সংগ্রাম করে। রুশ সৈন্যবাহিনীর সহিত সহযোগিতায় সোভিয়েট বাহিনী রণক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের পদাতিক ও যান্ত্রিক বাহিনী এবং বিমানঘাঁটিগুলিতে অবস্থিত প্রতিপক্ষীয় বিমানগুলির উপর আক্রমণ চালায়।

ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট ট্যাঙ্ক, বিমান, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে এক বিরাট জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনী কোরেস্তেনের দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ৫০ খানি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও দুইটী বিমান-বিধ্বংসী কামান ধ্বংস করা হইয়াছে।

সেপেটোভকা সেতু ধ্বংস

একখানি সোভিয়েট ইস্তাহারে বুখারেষ্ট ও কনষ্টান্জার যোগপথ সেপেটোভকার গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করিয়া দেওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

এক সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয় যে, ১৩ই আগষ্ট রাত্রে সোভিয়েট বিমান বহর বার্লিনের সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর নূতন আক্রমণ চালায়। অতি-বিস্ফোরক ও আগ্নেয় বোমা নিক্ষেপ করা হয় এবং উহাতে খুব ক্ষতি হয়। বার্লিনে বিভিন্ন স্থানে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড হয় এবং বিস্ফোরণ হইতে দেখা যায়।

বুখারেষ্ট হইতে ডি. এন. বি. সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই রুশগণ রুমানিয়ায় প্যারাশুট সহযোগে সৈন্য নামাইতেছে।

দক্ষিণ ইউক্রেনে জার্ম্মাণ অগ্রগতি

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের এক এস্তেহারে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ইউক্রেনে জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশন ও যান্ত্রিক বাহিনী এবং তাহাদের মিত্র সেনারা কৃষ্ণসাগরের পোতাশ্রয়সমূহের দিকে পশ্চাদপসরণকারী রুশিয়ানদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পশ্চাদ্ধাবনের কালে সোভিয়েট পশ্চাদবর্ত্তী সেনারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়; তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করা হয়।

বৃটেন ও রাশিয়া কর্ত্তৃক তুরস্ককে প্রতিশ্রুতি দান

রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, বৃটেন ও রাশিয়া তুরস্ককে এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন যে, যদি তুরস্ক কোন ইউরোপীয় শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা হইবে।

উভয় দেশের পক্ষ হইতে তুর্কী পররাষ্ট্র দপ্তরে একইভাবে রচিত দুইটী বিবৃতি পেশ করা হইয়াছে।

যে বিবৃতি পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটেন ও রাশিয়ার কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব নাই অথবা প্রণালী সম্পর্কেও তাহাদের কোন দাবী-দাওয়া নাই।

সুয়েজ খাল অঞ্চলে বিমানহানা

সুয়েজখাল অঞ্চলে বিমান আক্রমণের সময় নাৎসী দস্যুরা চরম আকার ধারণ করে। নাৎসী বৈমানিকগণ ইচ্ছা করিয়া বেসামরিক অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে; ফলে দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বৈমানিকগণ খুব নামিয়া নীচে আসিয়া বেসামরিক লোকজনের উপর বেপরোয়া বোমা ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করিয়াছে এবং সুয়েজ খালের ইউরোপীয়ান মহল্লাগুলিতে বহু লোককে হতাহত করিয়াছে। এই মহল্লাগুলির ঘর বাড়ী তেমন মজবুত নয়; প্রায় ৭,০০০ আশ্রয়প্রার্থী বোমার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নীল নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছে।

জার্ম্মাণ ডিভিশন নির্ম্মূল

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ ১৩ই আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর ৬৮ সংখ্যক জার্ম্মাণ ডিভিশন নির্ম্মূল হইয়াছে।

প্রচার বিভাগ আরও জানাইয়াছেন যে, এই "ধ্বংসের সংগ্রাম" তিনদিনব্যাপী চলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় নাৎসীরা আতঙ্কজনক আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ১৮৮নং পদাতিক রেজিমেন্টের দুইটী ব্যাটেলিয়ন একযোগে রাশিয়ান ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হয়। নাৎসীদের বিস্তীর্ণ এলাকায় জোরজোড়ে সোভিয়েট সৈন্যরা মোটেই নিরাশ না হইয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেয় এবং তাহারা নিকটে আসিয়া পৌঁছিলে পর তাহাদের উপর মেশিনগানের গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। শত শত আহত ও নিহত জার্ম্মাণ সৈন্য রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিয়াছে। এই তিন দিনে জার্ম্মাণদের ৭,৫০০ সৈন্য নিহত ও আহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১০টী ট্যাঙ্ক ও বহু অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হইয়াছে।

মার্শাল পেঁতার স্বৈর-শাসন ব্যবস্থা

মার্শাল পেঁতা ফরাসী জাতির নিকট এক বেতার বক্তৃতায় রাষ্ট্রদ্রোহমূলক কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার জন্য কয়েকজন অফিসারকে শাস্তি দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল বলিয়া তিনি এক নূতন ডিক্রি জারিও করিয়াছেন।

মার্শাল পেঁতা বেতার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন—"আমি স্থির করিয়াছি যে, অনধিকৃত ফ্রান্সে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সমস্ত শ্রেণীর কার্য্যকলাপ বন্ধ থাকিবে। ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে পার্লামেণ্ট সদস্যদের বেতনও বন্ধ করা হইবে। ফ্রি-ম্যাসন দলভুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের শাস্তি দেওয়া হইবে; পরন্তু ফ্রি-ম্যাসনগণ আর কোন বড় সরকারী কাজ বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিবেন না। অনধিকৃত ফ্রান্সে লিজিয়নই জাতির পুনরভ্যুত্থানের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্রে পরিণত থাকিবে, তবে ইহা সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে।

"পুলিসের ক্ষমতা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করা হইবে। গুপ্ত সমিতিগুলির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া ঐগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য কমিশনারদিগকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রিজিওনাল প্রিফেক্টদের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হইবে।

"শ্রমিকদিগকে নূতন সনদ দেওয়া হইবে। আর্থিক সংগঠনের জন্য যে অস্থায়ী আইন জারী করা হইয়াছিল, তাহার সংশোধন করা হইবে। খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইবে। যুদ্ধের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার শীঘ্রই শেষ করার জন্য একটী রাজনৈতিক বিচার পরিষদ গঠন করা হইবে। সমস্ত মন্ত্রী ও উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মার্শাল পেঁতার নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।"

রুশীয়ানদের স্মোলেনস্ক আক্রমণ

১৩ই আগষ্ট ১২টার সময় মস্কো রেডিয়ো মারফতে নিম্নলিখিত সোভিয়েট এস্তেহার প্রচার করা হইয়াছে:—

গত ১৩ই আগষ্ট আমাদের সৈন্যবাহিনী তেরেমন, স্টারায়া-রুশা, স্মোলেনস্ক, বিয়েলোয়া-বারকোভ অঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের সৈন্যগণ স্মোলেনস্ক ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের [বিমানবহর শত্রুসেনা] বাহিনীর উপর আঘাত হানিয়াছিল এবং তাহাদের বিমানঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল।

১২ই আগষ্ট ৪৩ খানি জার্ম্মাণ বিমানপোত বিধ্বস্ত হইয়াছে। অন্যদিকে আমাদের ৩৫ খানি প্লেন বিনষ্ট হইয়াছে।

বাল্টিক সাগরে আমাদের একখানি সাবমেরিণ শত্রুর ১৫,০০০ হাজার টনের একখানি তৈলবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

মস্কো হইতে সোভিয়েট প্রচার বিভাগ জানাইতেছেন যে, সোভিয়েট জাহাজ ও নৌবহরের অন্তর্ভুক্ত বিমানপোতসমূহ গত কয়েকদিনের মধ্যে বাল্টিক সাগরে শত্রুর চারিখানি প্যাট্রলবোট ও কয়েকখানি সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

প্রচার বিভাগ আরও জানাইতেছেন যে, সৈন্যবাহী জাহাজে করিয়া একটি বিশিষ্ট পদাতিক বাহিনী স্থানান্তরিত করা হইতেছিল, ঐগুলি ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমস্ত জাহাজে কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রও ছিল।

চার্চ্চিল-রুজভেল্ট ঘোষণা

লর্ড প্রিভিসীল, মিঃ সি. আর. এট্‌লী ১৪ই আগষ্ট এক বিশেষ বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল সমুদ্রবক্ষে সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ যুগ্ম ঘোষণাবাণী রচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিত্রপক্ষ সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছেন এবং যে সমস্ত মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে স্থায়ী বিশ্ব-শান্তিস্থাপনের পরিকল্পনা স্থির করা হইবে, ঘোষণাবাণীতে তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

যুগ্ম বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কোন জাতি বা জাতিসমূহের স্বতঃপ্রণোদিত অভিপ্রায় ব্যতিরেকে কোনরূপ এলাকাগত পরিবর্ত্তন সাধন বৃটেন বা মার্কিণের অভিপ্রেত নয়। নাৎসী স্বৈরাচারের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস সাধনের পর স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইবে বলিয়া উভয় দেশই আশা করিতেছে; আর তখন সমস্ত জাতিই পরম শান্তিতে আপন আপন দেশে বসবাস করিতে পারিবে।

[শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানা প্রকার নিয়মাবলী, নির্দ্দেশাদি, পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নাদি, সার-সংগ্রহ (ম্যানুয়েল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট), শিক্ষাবিষয়ক পাঠ্য-সংগ্রহ (সিলেবাস), ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, শিল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নানাপ্রকার পুস্তিকা, ব্যবস্থা-পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকলাপ, ব্যবহারশাস্ত্র, সংহিতা (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর বা সেলস্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

তালিকার জন্য অনুসন্ধান করুন।

বাঙলাদেশের জেলা ও লোকাল-বোর্ডসমূহ

১৯৩৯-৪০ সালের বার্ষিক বিবরণী

বাঙলা দেশের জেলা ও লোকাল বোর্ডসমূহের ১৯৩৯-৪০ সনের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিয়া গভর্ণমেন্টের জন-স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে, জেলা বোর্ডসমূহের পক্ষে আলোচ্য বর্ষে নানাপ্রকার অসুবিধা ছিল। কারণ কতক জেলা বোর্ডকে রিলিফের কার্য্য চালাইয়া পূর্ব্ব বৎসরে বন্যা-পীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করিতে হইয়াছে; কোন কোন বোর্ডকে ১৯৩৯-৪০ সনের বন্যা অথবা অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হওয়ায় নূতন রিলিফের কাজ চালাইতে হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বোর্ডসমূহকে ঋণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া কাজ চালাইতে হইয়াছে। কারণ সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৭ সনের ভারত গভর্ণমেন্টের আদেশ (ভারতীয় আইন প্রবর্ত্তন) অনুসারে ঐ সমুদয় বোর্ড পাব্লিক ওয়ার্কসের আবগারীর টাকা ও ভূমারাজ আয়ের টাকা পাইতে অধিকারী নহে। ইহা অতি আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নিজেদের আয় দ্বারা বোর্ড-সমূহ বেশ ভাল কাজ করিয়াছে এবং জনহিতকর কার্য্য পূর্ব্বে যতটা করিত এখনও তদ্রূপ করিয়াছে। প্রদেশের সর্ব্বত্র জেলা কর্ত্তৃপক্ষ ও বোর্ডের অকপট ও নিবিরোধ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

জেলা বোর্ডের সংখ্যা পূর্ব্ববৎ ২৬টি ছিল, তাহার মোট সভ্য সংখ্যা ৬৯৪ জন, তন্মধ্যে ৪৪৭ জন নির্ব্বাচিত ও অবশিষ্ট গভর্ণমেন্ট নিয়োজিত। ইহার মধ্যে ৪৬ জন সরকারী কর্ম্মচারী।

আলোচ্যবর্ষে বাঁকুড়া জেলা বোর্ড পুনর্গঠিত হইয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলা বোর্ডে গভর্ণর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ডেপুটি কমিশনার চেয়ারম্যানের কাজ ও বোর্ডের সভার সভাপতিত্ব করিয়াছেন। যশোহর জেলা বোর্ডে গভর্ণমেন্ট একজন বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিয়াছিলেন; অবশিষ্ট বোর্ডসমূহ নিজ নিজ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিয়াছিল। বোর্ডসমূহে সর্ব্বমোট ১৮৫টি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভ্যের অনুপস্থিতির হেতু কোন সভা নিরর্থক হয় নাই কিন্তু ২৪টি সভার কার্য্য মুলতুবি রাখা হইয়াছিল, পূর্ব্ব বৎসরে ২৬টি সভার কার্য্য মুলতুবি করা হইয়াছিল। সভার সভ্যগণের উপস্থিতির গড় বাঁকুড়া জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল—শতকরা ৯১ জন এবং মালদহে ছিল সব চেয়ে কম—শতকরা ৬১ জন।

লোকালবোর্ডসমূহ।—আলোচ্য বর্ষে লোকাল বোর্ডের সংখ্যা ৭৪টির স্থলে ৭০টি হইয়াছিল, কারণ রংপুর জেলার লোকাল বোর্ডগুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সভ্যসংখ্যা ১,২৪৮ জনের স্থলে ১,১৯২ জন হইয়াছিল।

জেলা বোর্ডসমূহের মোট আয়, মজুদ তহবিল বাদ দিয়া ১৬৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা হইয়াছিল; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে আয় হইয়াছিল ১৫৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল "বিবিধ" জাতীয় খাতের আয়" ও ঋণ' খাতের আবগারীর জন্য। এই চলতি আয় হইতে ব্যয় হ্রাস পাইয়া ১৫৬ লক্ষ ৬ হাজারের স্থলে ১৫৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল, ব্যয়ের কোন কোন প্রধান খাতে অধিক টাকা বাড়িয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল "দুর্ভিক্ষ সাহায্য"। এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া ২ লক্ষ ৮২ হাজারের স্থলে ৭ লক্ষ ৪ হাজার হইয়াছিল।

শিক্ষা—শিক্ষা খাতে জেলা বোর্ডের আয় ও ব্যয় হ্রাস পাইয়া ৯ লক্ষ ৩৮ হাজারের স্থলে ৮ লক্ষ ৬৬ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রেসিডেন্সী, [illegible] জেলার জেলা বোর্ড হইতে জেলা স্কুল বোর্ডের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে। জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ছিল ৪৩১টি, তাহাতে শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা ছিল ২১,২৭৮ জন ও বালিকার সংখ্যা ছিল ২,৫৫৯ জন; পূর্ব্ব বৎসরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৮৩টি। শিক্ষার্থী বালকের সংখ্যা ২৬,৭২৭ জন ও বালিকার সংখ্যা ৩,৪২৬ জন ছিল। নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭৭০টি হইতে ১,০১৪টি হইয়াছিল এবং শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৩২,৮৬৪ জন ও ৬,৫৮১ জনের স্থলে ৪৪,৭১০ জন ও ৮,৫৮২ জন হইয়াছে। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ হইল রাজশাহী জেলায় ৯১টি ও পাবনার ১৬১টি নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা। বোর্ডসমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমিয়া ১০,৮৫৫টি হইতে ৯,৫৩৮টিতে দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা যথাক্রমে ১৮,৭৫৫ ও ১০১,১৭৮ জনের স্থলে ১৭৬,৯৭৩ ও ৯৭,১৭১ জন হইয়াছে। অন্যদিকে সাহায্যপ্রাপ্ত নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১১,৪০৭টিতে দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষার্থী বালক ও বালিকার সংখ্যা হইয়াছে যথাক্রমে ২৮৮,৮৭৮ জন ও ১০৭,৭০৬ জন। বোর্ড-সমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক স্কুলসমূহের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৬৯৯ জনের স্থলে ৪,৮২০ জন হইয়াছে। বোর্ডসমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১,৪০৬টির স্থলে ১,৪১৭টি হইয়াছে। বোর্ড-সমূহ হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্প বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৩ এবং ১,১৬২টি ছিল।

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য।—জেলা বোর্ডসমূহের আয় এবং ব্যয় উল্লিখিত খাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জল সরবরাহ ও টিকা দেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৯ লক্ষ ৬১ হাজার ও ৪২ লক্ষ ১৬ হাজার। বোর্ডসমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭১১টির স্থলে ৭২১টি হইয়াছে। জেলা বোর্ড হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত চিকিৎসালয়ের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া ৬০৪টির স্থলে ৬৮২টি হইয়াছে। কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্ব্বেদিক ও ইউনানী চিকিৎসালয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভারত গভর্ণমেন্টের পল্লী-উন্নয়ন সাহায্য হইতে গ্রাম্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক কালীন দানের ব্যবস্থা করায় মফস্বলে ঐরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রধানতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। থানা ও গ্রাম্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনা মতে ক্রমশঃ সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় ঐ সমুদয় চিকিৎসালয় পরিচালনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছে।

কিন্তু কুকুর দংশনের চিকিৎসা বিভিন্ন কেন্দ্রে পরিচালন করিবার পরিকল্পনার কাজ আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনকভাবে চলিয়াছে। জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার রোগের মহামারী নিবারণের জন্য বোর্ড সমূহ নিরোধ ও আরোগ্য-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। পল্লীবাসীদিগকে স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা, স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে বেতার বাণী ও শিশু প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এইগুলিই বোর্ডসমূহের স্বাস্থ্য-কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য তৎপরতার প্রধান বিষয় ছিল।

জেলা বোর্ডসমূহ কলেরা ও বসন্তরোগ নিবারণের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং মহামারী নিবারণের জন্য অস্থায়ী লোক নিযুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল। জন-স্বাস্থ্য বিভাগ জেলা বোর্ডসমূহকে অবিলম্বে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, শুধু অতিরিক্ত ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর পাঠাইবার ব্যবস্থা করে নাই, উহা ছাড়া বহু সংখ্যক ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল প্রেরণের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। ঐ সব চিকিৎসক দলে ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার ও প্রয়োজনীয় ঔষধাদির ব্যবস্থা আছে, ইহা দ্বারা চিকিৎসা করা হইত ও রোগ নিবারণের ব্যবস্থাও ছিল। জেলা বোর্ড সমূহ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রতিরোধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা যথা বসন্ত ও কলেরার টিকা দেওয়া, পুষ্করিণীর সংক্রমণ-রোধ দূরীকরণ, ডোবা ও জঙ্গল পরিষ্কার করণ, অস্বাস্থ্য-কর অবস্থা দূরীকরণ ইত্যাদি কার্য্যও পরিচালন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন বোর্ড ভ্রাম্যমাণ বহু চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং কুইনাইন বিতরণের কার্য্য তৎপরতার সহিত পরিচালন করিয়াছিল। কুষ্ঠ রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি কার্য্যকরী অবস্থায় রাখা হইয়াছিল ও মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের প্রতিও যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বহু সংখ্যক দাইকে শিক্ষা দিয়া সরঞ্জামাদি সহ পল্লী অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা।—জল সরবরাহের জন্য আলোচ্য বর্ষে ৮ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। বর্দ্ধমান বিভাগের বোর্ডসমূহ ২৮৯টি নলকূপ খনন বা পুনঃ সংস্কার করিয়াছে। প্রেসিডেন্সী বিভাগের বোর্ডসমূহ ৪১৩টি নলকূপ খনন বা পুনঃ সংস্কার করিয়াছে। ঢাকা বিভাগের বোর্ডসমূহ ৫৭১টি নলকূপ বা রেলোকনস্ট্রাক্ট কূপ খনন বা পুনঃ সংস্কার ও ১৬টি পুষ্করিণী খনন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ময়মনসিংহ জেলাবোর্ডের তত্ত্বাবধানে ১৮৮টি সংরক্ষিত পুষ্করিণী ছিল, উপনিবেশিক ও খাস মহল বিভাগ ও ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক খোদিত ১৪৮টি পুষ্করিণী ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। চট্টগ্রাম বিভাগের বোর্ড সমূহ ২৭১টি নলকূপ খনন করিয়াছে। রাজশাহী বিভাগের বোর্ডসমূহ মোট ১৬৮টি নলকূপ খনন করিয়াছে এবং ইহা ছাড়া আরোও অনেকগুলি সিমেণ্ট পাটের কূপ, ইন্দারা ও পাতকূয়া খনন করিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ সাহায্য।—বর্দ্ধমান বিভাগে এই খাতে ব্যয় হইয়াছে ৪৫,১০৮৲ টাকা; পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১০,৩৫০৲ টাকা। বাঁকুড়া জেলাতেই এই ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক বেশী হইয়াছে, ঐ জেলার পশ্চিমাঞ্চলে ফসল কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে সেই রিলিফের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী বিভাগে মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ড গভর্ণমেণ্ট হইতে পর্য্যাপ্ত সাহায্য পাইয়া দক্ষতার সহিত অবস্থানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল এবং রিলিফের কাজে ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে। ঢাকা বিভাগে এই খাতে মোট ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। জেলা বোর্ডসমূহে গভর্ণমেণ্ট যে অগ্রিম সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহা হইতে এই টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগের রংপুর জেলায় পূর্ব্ব বৎসরের প্রতিকূল আর্থিক অবস্থার সকল দুর্দ্দশার অবসান না হওয়ায় জেলা বোর্ডকে রিলিফ কাজের জন্য ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। পাবনা ও মালদহের জেলা বোর্ডেই রিলিফ কার্য্যের জন্য যথাক্রমে ৬৮,০১৪৲ টাকা ও ৩৫,৯৮২৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

বাটা কোম্পানীর বদান্যতা

যুদ্ধ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দান

বড়লাটের যুদ্ধ-ভাণ্ডারের জন্য সম্প্রতি আরও ৫,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মিঃ জন বার্টোস বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণরের নিকট উক্ত অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বাটা কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মিঃ ভ্যাকলাভ বংলোরের স্মৃতির সম্মান স্বরূপ উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ এবং কর্ম্মীগণ লোকজন এই অর্থ দান করিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার পত্রে মিঃ বার্টোসের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এ ধরণের সাহায্য চূড়ান্ত জয় ও শান্তিকে নিকটবর্ত্তী করিয়া আনিতেছে।

(প্রেস-নোট)

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সার্ব্বজনীন নিরাপত্তার উপযোগী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় দেশ আক্রমণকারী দেশগুলিকে নিরস্ত্র করাই একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেছে।

জার্ম্মাণীতে বৃটীশ বিমানের ব্যাপক হানা

বৃটিশ বিমান-মন্ত্রীর দফতর হইতে ১৫ই আগষ্ট প্রচারিত এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব রাত্রে বোমারু বিমান বহর যে অভিযানে বহিগর্ত হয়, উহাতে তিন শতেরও অধিক বিমান যোগদান করিয়াছিল। হ্যানোভার, ব্রুন্সউইক ও ম্যাগডেবুর্গের কারখানা ও যানবাহন-সমূহই ছিল আক্রমণের মূল লক্ষ্য। অনেকস্থানে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। হ্যানোভারে আগুন খুব ব্যাপকভাবে জ্বলিতে থাকে। রটারডাম ও বোলোনের ডকসমূহের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। ফ্রিজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অদূরে বৃটিশ স্ট্রেমহিম বিমানগুলি শত্রুপক্ষের একখানা সরবরাহ জাহাজের উপর সরাসরি বোমা নিক্ষেপ করে এবং জাহাজখানায় আগুন জ্বলিতে থাকে ও উহা জলমগ্ন হয়।

ওডেসা সহর পরিবেষ্টিত

১৫ই আগষ্ট ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত এক এশতেহারে রুশিয়ার কৃষ্ণসাগরস্থিত ওডেসা বন্দর পরিবেষ্টনের দাবী পুনরায় সমর্থিত হইয়াছে। এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, "পূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুমানিয়ান সৈন্যরা ওডেসা এবং জার্ম্মাণ ও রুমানীয়ান সৈন্যরা নিকোলায়েভ পরিবেষ্টন করিয়াছে। বাগ-নদীর অদূরে পরাজিত শত্রু-সৈন্যদের অবিরত পশ্চাদপসরণের কালে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি-মণি অঞ্চলে ক্রিস্তরম দখল করিয়াছে।"

ওডেসা পরিত্যক্ত হইবে না

সুইডিশ সামরিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া ষ্টকহলম হইতে ডেলি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, আপাততঃ রাশিয়ানদের ওডেসা পরিত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা নাই। মনে হইতেছে যে, স্থল ভাগ হইতে ওডেসা পরিবেষ্টিত ও জলাবদ্ধরূপে গোলা বর্ষিত হইলেও রাশিয়ানরা ওডেসায় অবস্থান করিবে।

রুশিয়ার প্রতি বৃটেন ও মার্কিণের সাহায্য প্রতিশ্রুতি

লণ্ডন, ১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল, এম, ষ্ট্যালিনের নিকট সমবেত-ভাবে এই মর্ম্মে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন যে, রুশিয়ায় সমরোপকরণ প্রেরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সত্বর মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিগণ মস্কো সহরে উপনীত হইবেন।

এই বাণীতে নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের চমকপ্রদ বাধা প্রদানের উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আপনাদের জরুরী প্রয়োজন অনুযায়ী সর্ব্বোচ্চ পরিমাণে সমরোপকরণ সরবরাহে প্রস্তুত আছে; ইতিপূর্ব্বেই সমরোপকরণপূর্ণ বহু জাহাজ আমাদের উপকূল ত্যাগ করিয়াছে, আরও বহু জাহাজ শীঘ্রই যাত্রা করিবে।"

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, এম, ষ্ট্যালিন মস্কো সম্মেলনের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

ডাচদের স্বাধীনতা হরণ

জার্ম্মাণরা নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছে যে, কোন ডাচ প্রদেশ এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার থাকিবে না।

নির্ব্বাচিত কাউন্সিলের পরিবর্ত্তে এখন হইতে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত অফিসারের সাহায্যে স্থানীয় কার্য্য পরিচালিত হইবে।

দেশ, রটারডাম এবং আমষ্টারডাম সরাসরিভাবে আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রীর শাসনাধীনে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

নিকোলায়েভ জার্ম্মাণদের দখলে (?)

একটি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে ১৭ই আগষ্ট নিকোলায়েভ দখল করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বাগ নদীর পূর্ব্ব তীরে প্রবল চাপের ফলে পরাজিত শত্রু সেনাদল ক্রমেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। বহু সৈন্য ও যথেষ্ট সমরোপকরণ জার্ম্মাণদের হস্তগত হইতেছে।

উক্রেইনে জার্ম্মাণ আক্রমণের বেগ মন্দীভূত

মস্কোতে এইরূপ ধারণা পোষণ করা যাইতেছে যে, রুশ সেনাবাহিনীর প্রচণ্ড প্রতিরোধের ফলে উক্রেইন অঞ্চলে জার্ম্মাণীর বিরাট আক্রমণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে।

ফিনদের অগ্রগতির দাবী

ষ্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, ফিনরা লাডোগা হ্রদের উত্তর-পশ্চিমস্থ সর্ডাভালা চূড়ান্তভাবে দখলের সংবাদ প্রদান করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে যে, রাশিয়ানরা শহরটিকে প্রায় অক্ষতই রাখিয়াছে এবং ফিনরাও গোলাবর্ষণ করিয়া শহরটির ক্ষতি করিতে চাহে নাই বলিয়া উহা দখলে তাহাদের বিলম্ব হইয়াছে। ইহাও দাবী করা হইয়াছে যে, লাডোগা হ্রদের পশ্চিম তীর রাশিয়ানদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ফিনরা খেলম্ হইতে মাত্র প্রায় ১০ মাইল দূরে আছে।

সিসিলির উপর বিমান-আক্রমণ

মধ্যপ্রাচ্যের রাজকীয় বিমানবাহিনীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৭ই আগষ্ট রাত্রিতে সিসিলির উপর সাফল্যের সহিত বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছিল। উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐ রাত্রিতে ক্যাটানিয়া বন্দরে বোমাবর্ষণ করা হয়। একটি রেল ষ্টেশন, ভবনিভাগের একটি ভবন প্রভৃতির উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। পরে একটি বিস্ফোরণ হয় এবং ৭০ মাইল দূর হইতে অগ্নিশিখা দেখিতে পাওয়া যায়। আট শত ফিট পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা উঠিয়াছিল। সিসিলির দক্ষিণ অঞ্চলেও বিমানবাহিনী হানা দিয়াছিল।

ভূমধ্যসাগরে শত্রুজাহাজ নিমজ্জিত

১৭ই আগষ্ট রাত্রিতে বৃটিশ বিমানবাহিনী ক্রোটোন, স্কুইসপুর্গ ও কুসেনডর্ফে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করিয়াছে। রাইমল্যাণ্ড ও রুরেও বোমাবর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্যের বৃটিশ বিমান-বাহিনীর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই, ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট বৃটিশ বিমান-বাহিনী ভূমধ্যসাগরে আক্রমণ চালায়। পাঁচটি বাণিজ্য-জাহাজের একটি কনভয়ের উপর আক্রমণ চালান হয়। জাহাজগুলির সহিত কয়েকটি ডেষ্ট্রয়ার ছিল। তিনটি বাণিজ্যপোত ও একটি ডেষ্ট্রয়ারে টর্পেডোর আঘাত লাগে; একটি জাহাজে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। দুইটি জাহাজ ও একটি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে।

সেভিংস্ কার্ড

সংগ্রহ করুন

যে কোন পোষ্ট অফিসে পাওয়া যায় এবং তার উপরে

।০ আনা, ৷৷০ আনা অথবা ১৲ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প লাগান।

যখন আপনার কার্ডে ১০৲ টাকা মূল্যের ষ্ট্যাম্প জমা হবে তখন তার পরিবর্তে পোষ্ট অফিস থেকে একটি "ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট" চেয়ে নিন—১০ বছরের মধ্যে এই সার্টিফিকেটের দাম হবে তের টাকা দু' আনা।

প্রয়োজন হলে যে কোন সময়ে প্রাপ্য সুদ সমেত টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে।

নিরাপত্তার জন্য সঞ্চয় করুন
ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট কিনুন

কৃষি-পল্লী—

ভাদ্র-আশ্বিন মাসের চাষ-আবাদ

ক্ষেত-খামার।—এ ঋতুতে বীজ বোনাবুনির কাজ বেশী কিছু নাই। ভাদ্রের প্রথমদিকে মাটির "জো" হইলে মুগ ও মাটিকলাই বুনিতে হয় এবং আশ্বিন মাসে মাঘি সরিষা বুনিবার সময়। কৃষি-বিভাগের প্রবর্ত্তিত টোরি ৭ নং সরিষা সবচেয়ে ভাল।

এ ঋতু প্রধানতঃ সকল প্রকার ভাদুই শস্য সংগ্রহের কাল। বোনা আউস ধান ভাদ্র মাসে এবং রোপা আউশ আশ্বিন মাসে কাটা হয়। তোষা পাট ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে কাটা সুরু হয় এবং আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত চলে। ফুল ঝরিয়া গিয়া যখন ছোট ছোট ফল ধরে তখনই তোষা পাট কাটিবার সবচেয়ে ভাল সময়। ইহার পূর্ব্বে কাটিলে আঁশ বেশি উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু আঁশের জোর কম হয় এবং ফলনও কম হয়। ইহার পরে কাটিলে ফলন কিছু বাড়ে বটে, কিন্তু আঁশ মোটা হয়, রং ময়লা হয় এবং বেশ পরিষ্কার হয় না। চাষীদের পাটের বাড় শীঘ্র বন্ধ হইয়া যায়, তাই সে জাতের পাট ফলে কম এবং আগাম কাটা হয়; কিন্তু সরকারী পাট অনেক দিন ধরিয়া বাড়ে, তাই তাহার ফলন অনেক বেশী এবং দেশী পাটের অনেক পরে কাটা হয়। প্রায়ই দেখা যায় ক্ষেতের যে অংশে গাছ বেশ উঁচু ও মোটা হইয়াছে অর্থাৎ যেখান হইতে বেশী পাট পাওয়া যাইবে, নগদ টাকার লোভে চাষীরা শস্যের সেই অংশ পাটের জন্য কাটিয়া লন এবং যে অংশে গাছ ছোট ও সরু হইয়াছে, অর্থাৎ যেখান হইতে বেশী পাট পাওয়া যাইবে না, সেই অংশ বীজের জন্য রাখিয়া দেন। ইহা নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচয়। প্রত্যেক চাষীর কর্ত্তব্য, শুধু পাট নয়, সকল শস্যেরই সবচেয়ে সুস্থ, সবল ও সতেজ অংশটি বীজের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা এবং সেখান হইতেই বীজ সংগ্রহ করা। এই প্রকার বীজ বুনিলে সুস্থ, সবল শস্য হয় এবং সে বীজের মধ্যে বেশী ফলন দেওয়ার গুণ থাকে।

ভাদ্র মাসের প্রথমে আখের সমস্ত শুখনা ও পাকা পাতা ছাড়াইয়া সরাইয়া ফেলা উচিত। গাছের ছাল উঠিয়া যায় এরূপভাবে কোনও কাঁচা পাতা টানিয়া ছেঁড়া উচিত নয়, তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়, যতদূর পর্য্যন্ত টানিলে গাঁট হইতে পাতা আপনি খুলিয়া আসে, ততদূর পর্য্যন্ত পাতা ছাড়াইতে হয়। এইরূপে পাতা ছাড়াইয়া দিলে ফাঁকা হইয়া রোদ, হাওয়া প্রবেশ করিতে গাছের পুষ্টি হয় ও উপরে আরও বাড়িতে থাকে এবং সেই সঙ্গে ওই সকল শুখনা পাকা পাতার মধ্যে লুক্কায়িত সমস্ত পোকা-মাকড় ছাড়িয়া যায়। কার্ত্তিক মাসে নূতন আখ লাগাইতে হইলে মাটির "জো" অনুসারে আশ্বিন হইতেই জমীতে চাষ ও মই সুরু করা উচিত।

সকল রবি শস্যের জন্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ভাদুই শস্য উঠিয়া গিয়া জমী খালি হইলেই জমীতে লাঙ্গল দেওয়া সুরু করা উচিত। কোনও ফসল বুনিবার যত আগে হইতে জমী চষা আরম্ভ হয় ততই ভাল, কারণ মাটির মধ্যে রোদ ও হাওয়া প্রবেশ করিলে পূর্ব্ববর্ত্তী শস্যের শিকড় হইতে নির্গত দূষিত পদার্থ সমূহ নষ্ট হইয়া যায়, রোদ-হাওয়ার প্রভাবে মাটির একটা পচন-ক্রিয়া হইয়া উর্ব্বরতা বাড়ে এবং সমস্ত আগাছা ও মাটির মধ্যে লুক্কায়িত পোকা-মাকড় নষ্ট হয়।

আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের গোড়ায় রোপা আমন ধানের ফুল-কোঁড় শেষ হইলে ওই জমীর দাঁড়ানো জল বাহির করিয়া দিয়া প'াকের উপরে ধানের মধ্যে খেসারি বা কেরাইর বীজ ছিটাইয়া দেওয়া খুব ভাল। ইহাতে ধানের পরে আবার একটা রবিশস্য পাওয়া যায় বা এই সকল গাছ পচকে বাড়িয়া যায়, অধিকন্তু এই সকল শিম-জাতীয় শস্যে মাটির উর্ব্বরতা বাড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিবার সময় এই সকল শস্যের মাথা কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি তো হয়ই না বরং লাভ হয়, কারণ মাথা কাটিয়া যাইলে শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া গাছ ঝাড়াল হয়।

আশ্বিন মাস তামাকের বীজতলা করিবার সময়। তামাকের চারা তৈয়ারী হইতে প'য়ত্রিশ হইতে চল্লিশ দিন সময় লাগে। সুতরাং আশ্বিন মাসের প্রথমেই বীজ ফেলিলে কার্ত্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চারা নাড়িয়া বসাইবার উপযুক্ত হয়। যে সকল স্থানে ইহার আগে মাটির "জো" হয়, সেখানে আরও আগে বীজ ফেলা ভাল। যদি বৃষ্টি হইলে যথাসময়ে মাটির "জো" না হইতে পারে, তাহাতে চারা অত্যধিক বড় হইয়া যায়; সুতরাং একটা মাত্র বীজতলার উপর নির্ভর না করিয়া আট-দশ দিন পরে আর এক দফা বীজ ফেলিয়া রাখা ভাল। ইহাতে অতি সামান্য দামের বীজের অপচয় হইতে পারে, কিন্তু নাড়িয়া বসানোর সময়ে উপযুক্ত বয়সের ও আয়তনের চারা হইলে ফসলের যে উপকার হয়, তাহার মূল্য অনেক বেশী। এক তোলা বীজে যে চারা হয়, তাহাতে এক বিঘা জমী যথেষ্ট লাগানো যায়। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের প্রবর্ত্তিত মতিহারী তামাকের চাষ সবচেয়ে লাভজনক। ইহার বীজ প্রতি তোলা দুই আনা মাত্র দরে বিক্রয় হয়।

আখের ছাড়ানো পাতা ফেলিয়া না দিয়া কোনও ফাঁকা জায়গায় গাছের তলায় গাদা করিয়া স্তরে স্তরে গোবর গোলা জল দিয়া পচাইলে বেশ ভাল সারে পরিণত হয়, ওই সার পরবর্ত্তী রবিশস্যে বেশ দেওয়া চলে। আষাঢ়-শ্রাবণে প্রস্তুত এইরূপ আগাছা-জঞ্জাল পচানো সারের গাদা ভাদ্র মাসে আধ-পচা অবস্থায় ভাঙ্গিয়া নূতন গাদা করিলে তাহা ওলোটপালট হইয়া সমানভাবে পচে। কচুরীপানাও এই সময়ে এইভাবে পচাইয়া বেশ ভাল সার করা যায়। কচুরীপানার সারে পাটের বিশেষ উপকার হয়।

বাগ-বাগিচা।—যে সকল শীতের সব্জীর চারা করিয়া নাড়িয়া বসাইয়া চাষ করিতে হয় (যথা—ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বিট, শালগম, বিলাতী বেগুণ ইত্যাদি) ভাদ্র-আশ্বিন মাস তাহাদের বীজতলা করার সময়। এ সকল সব্জী তৈয়ারী হইলে বেশী দিন জমীতে রাখা যায় না; সুতরাং বাজারে বিক্রয়ের জন্য হো'ক বা ঘরে খাওয়ার জন্যই হো'ক, এক দফায় সমস্ত বীজ না ফেলিয়া ভাদ্রের মাঝামাঝি হইতে সুরু করিয়া চৌদ্দ-পনের দিন তফাতে তফাতে দুই-তিন দফায় বীজ ফেলাই ভাল, তাহা হইলে অনেক দিন ধরিয়া সব্জী পাওয়া যায়। জলদি বাঁধাকপি পাইতে হইলে ভাদ্রের প্রথমেই তাহার বীজ ফেলা উচিত। আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে জলদি পাটনাই ফুলকপির বীজ ফেলা হইয়া থাকিলে ভাদ্রের প্রথমেই চারা নাড়িয়া বসাইতে হয়। যে সকল বিলাতী সব্জীর বীজ একেবারে জমীতে বসাইতে হয় (যথা—কেরটীন, কড়াইশুঁটি, বিলাতী মূলা ইত্যাদি), তাহাদের আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে সুরু করিয়া উপরোক্তভাবে দুই-তিন দফায় ফেলা ভাল। ইহার পূর্ব্বে লাগাইলে ভারী বৃষ্টিতে তাহারা নষ্ট হইয়া যাইবার ভয় থাকে। যে কোনও সব্জী যত আগেই লাগানোর চেষ্টা করা যা'ক, মাটির ঠিকমত "জো" না হইলে অত্যধিক রসযুক্ত মাটিতে তাহাদের বীজ বসানো বৃথা। সুতরাং মাটির "জো" অনুসারে বীজ বসাইতে হইবে।

দেশী মূলা ও শালগম শাকের বীজ ভাদ্রের পূর্ব্ব হইতে আশ্বিনের শেষ পর্য্যন্ত লাগানো যায়। শীতের লাউয়ের বীজ ভাদ্র মাসে বসাইতে হয়। [illegible] আশ্বিনের শেষে লাগানো যায়।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে মাটির "জো" হইলেই শীতের বেগুণ ও লঙ্কার জমী কোদাল দিয়া ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে খুব উপকার হয় এবং আগাছাগুলিও নষ্ট হইয়া যায়।

শীতকালের বাসন্তীয় মরশুমী ফুলের বীজতলা করিবার এই সময়। দুই তিন দফায় চারা করিলে অনেকদিন ধরিয়া ফুল পাওয়া যায়। চন্দ্রমল্লিকার চারা বাগান হইতে নাড়িয়া জমীতে বসানোরও এই সময়। বর্ষাকাল শেষ হইয়া হিম পড়িতে সুরু করিলে আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের গোড়ায় গোলাপের ডাল ছাঁটা এবং শিকড়ে রোদ ও হিম খাওয়ানোর সময় হয়। প্রথমে গাছের সমস্ত ডাল ধারালো কাঁচি দিয়া ছোট করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হইবে, তারপর গাছের গোড়া হইতে চতুর্দ্দিকে একফুট পরিমাণ দূর পর্য্যন্ত গোল করিয়া ওই স্থানের সমস্ত পুরাতন মাটি দশ-বারো ইঞ্চি গভীর করিয়া আস্তে আস্তে খুঁড়িয়া উঠাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে প্রধান শিকড়গুলি কোনও রকম আঘাত না পায়। ওই রকম খোলা অবস্থায় আট-দশ দিন ফেলিয়া রাখিয়া শিকড়ে দিনে রোদ এবং রাত্রে হিম খাওয়াইতে হয়। তারপর নূতন মাটির সঙ্গে পচা গোবর এবং পাতা-পচা সার ও প্রতি গাছে দুই মুঠা হিসাবে হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া ওই গর্ত্ত ভরিয়া গাছের চারিদিকে "থালা" করিয়া দিয়া বাঁধিয়া দিয়া খুব ভাল করিয়া জল দিতে হয়। কিছুদিন পরে নূতন ডালে পাতা ভরিয়া যায় এবং সে ডালে প্রচুর কুঁড়ি হবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া ও বড় ফুল পাইতে হইলে এ বৎসরের প্রথম সংখ্যা "কৃষি-কথা"র বর্ণিত তরল-সার মাসে দুইবার হিসাবে প্রয়োগ করিতে হয় ও গাছে প্রয়োজনমত জল দিতে হয় এবং মাটি জমিয়া যাইলে খুরপী দিয়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া আলগা করিয়া দিতে হয়।

ফুল বা ফল-গাছের সকল প্রকার নূতন কলম এই ঋতুতে কাটিয়া মাটিতে বসাইতে হয়। বর্ষাকাল শেষ হইবার যথেষ্ট পূর্ব্বে বসাইতে পারিলে বর্ষা থাকিতে থাকিতে তাহারা মাটিতে বেশ লাগিয়া যায়। সদ্য সদ্য মাটিতে বসানোর দরকার না থাকিলে তাহাদের কোনও প্রকার মাটির পাত্রে লাগাইয়া রাখা চলে; পরে সুবিধা-মত ওই পাত্র ভাঙ্গিয়া যথাস্থানে বসাইতে পারা যায়।

কীটপতঙ্গ ও রোগ।—রোপা আমন ধানে "সেনা পোকা" ও "শিষ পোকা"র উৎপাত ভাদ্র মাসে পুরা দমে চলে। ইহাদের দমনের খুব সহজ উপায় গত সংখ্যা "কৃষি-কথা"র বর্ণিত হইয়াছে। সেই উপায় অবলম্বন করিয়া ওই সকল পোকাকে দমন করিয়া ফসল বাঁচানো উচিত। আশ্বিন মাসে ধানের সবচেয়ে অনিষ্টকর "মাজরা পোকা"র আবির্ভাব হয়। এ পোকা পূর্ণবয়স্ক ধানগাছের ডাঁটার ফুটা করিয়া প্রবেশ করিয়া ভিতরের সার খুঁড়িয়া খাইয়া ফেলে। তাহার ফলে ধানের শীষ একেবারেই বাহির হয় না, বা সাদা রঙের ফাঁপা শীষ বাহির হয় যাহাতে ফুল ফুটে না বা দানা হয় না। এই পোকার বেশী প্রাদুর্ভাব হইলে ফসলের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, সুতরাং এ পোকার প্রতি চাষীদের খুব লক্ষ্য রাখা উচিত। কোনও গাছে উক্ত প্রকার ফাঁপা শীষ দেখিলেই সে গাছ উপড়াইয়া পোড়াইয়া ফেলা বা মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া উচিত, তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তরস্থ পোকা বিনষ্ট হয়, তাহার বংশ-বিস্তার হইতে পারে না। এ পোকার প্রজাপতি আলোর আকৃষ্ট হয়, সুতরাং গত সংখ্যা "কৃষি-কথা"র বর্ণিত আলোক-ফাঁদের দ্বারা ইহাদের বংশ-বৃদ্ধি বন্ধ করা যায়। ধান কাটার পরে এ পোকা মাঠে পরিত্যক্ত "নাড়া"র মধ্যে

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য]

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরাট সাফল্য

আই. এফ. এ. শীল্ড ও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ

বিগত ১৬ই আগষ্ট ক্যালকাটা মাঠে মোহামেডান স্পোর্টিং আই. এফ. এর ফাইন্যাল খেলায় কে. ও. এস. বি নামক মিলিটারী টিমকে দুই গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড বিজয়ীর গৌরব লাভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা আর একবার শীল্ড বিজয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৬ সনেও তাঁহারা একাধারে আই. এফ. এ শীল্ড ও লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেন। ইহা ছাড়া গত বৎসর তাঁহারা রোভার্স কাপ, দ্বি, মণ্টমারেন্সী কাপ, ডুরাণ্ড কাপ এবং ডি. এফ. এ শীল্ড জয় করিয়া ভারতের ফুটবল খেলায় এক অপূর্ব্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। আই. এফ. এ শীল্ডের এবারকার ফাইন্যাল খেলায় রশিদ খাঁ। এবং সাবু প্রত্যেকে মিলিটারী টিমকে এক একটি গোল দেন।

বিজয়ী দলের এইজন্য প্রশংসা করিতে হয় যে, খেলা আরম্ভ হওয়ার মধ্যটা পূর্ব্বে প্রবল বারিবর্ষণের দরুণ মাঠটি কর্দ্দমাক্ত এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল হওয়া সত্ত্বেও তাহারা আগাগোড়া বেশ সুন্দরভাবে খেলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন, অথচ জলসিক্ত মাঠে সৈনিকদল ভাল খেলিতে অভ্যস্ত। বাহিরের টিমকে পরাজিত করিয়া যাহারা আই. এফ. এ শীল্ডটি কলিকাতায় রাখিলেন, তাহারা ধন্যবাদের পাত্র। খেলার শেষে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর পুরস্কার বিতরণ করেন।

মোহামেডান স্পোর্টিং-এর পক্ষে নিম্নোক্ত খেলোয়াড়গণ সে-দিন খেলিয়াছিলেন:—

জানু খাঁ; সিরাজ উদ্দীন ও জুম্মা খাঁ; বাচ্চি খাঁ, রশিদ খাঁ ও মাসুম; নুরমোহাম্মদ, তাহের, রশিদ (বড়), সাবু এবং তাজ মোহাম্মদ।

আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা

বিস্ময়করূপ কম সৈন্য নিহত

ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ হইতে সম্প্রতি একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ যে:—

গত বৎসরের ডিসেম্বর মাস হইতে বর্ত্তমান বৎসরের ৮ই জুলাই পর্য্যন্ত আফ্রিকার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মোট ৬,৪২৭ জন লোক হতাহত হইয়াছে। ইহার মধ্যে নিহতের পরিমাণ আবার বিস্ময়কর রকম কম। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যেরা কেবলমাত্র সুদান ও এরিত্রিয়াতেই ২১৩,০০০ শত্রু সৈন্যকে হতাহত করে। আবিসিনিয়ার এবং পরে সাইরেনিকার যে পরিমাণ শত্রু সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে, তাহার হিসাব লইলে এই সংখ্যা অনেক বেশী দাঁড়াইবে। গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপোটেমিয়ায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ১৩,৮১২ জন লোক হতাহত হইয়াছিল। তাহার তুলনায় আফ্রিকায় বর্ত্তমানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যে পরিমাণ লোক হতাহত হইয়াছে, তাহাকে খুবই কম বলিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ৮ই জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক হতাহত বা নিখোঁজ হইয়াছে:—

মৃত ৭৫৯, আহত ৪,৩৬৭, নিখোঁজ ১,২৬১ এবং বন্দী ৪০।

গত মহাযুদ্ধে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯১৭ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিম্নলিখিত সংখ্যক লোক হতাহত বা নিখোঁজ হইয়াছিল:—

মৃত ২,৮৬২, আহত ৯,৩৯৯, নিখোঁজ বা বন্দী ১,৫৫১।

ভারতবর্ষে ফল ও দুগ্ধ সংরক্ষণ শিল্প

খাদ্য দ্রব্য টিনজাত করিবার ব্যবস্থা

সিমলা হইতে সম্প্রতি সরবরাহ বিভাগের যে প্রেস নোট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, দেশরক্ষা বাহিনীগুলিকে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য যাহাতে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে না হয়, সে জন্য ভারতে জাত দ্রব্যাদি হইতে যথাসম্ভব অধিক টিনজাত খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

কেতার অভাবে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর বহু ফল শুধু শুধু নষ্ট হয়। এই ফলের অধিকাংশই টিনজাত করিবার মত। বর্ত্তমানে এই গুলিকে টিনজাত করিতে এবং ইহা হইতে ফলের মোরব্বা (জ্যাম) প্রস্তুত করিতে মনোযোগ করা হইয়াছে। গাছে ফল ফলিতে অনেক বৎসর লাগে। সুতরাং বর্ত্তমানে যে সব ফলের বাগান আছে বা দুয়েক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত গাছ ফলন্ত হইয়া উঠিবে, তাহাদের ফল লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। টিনজাত করিবার উপযুক্ত এবং সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় ফল খুব বেশী স্থানে জন্মায় না। প্রধানত: এগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং কাশ্মীরেই উৎপন্ন হয়। তবে শাক সব্জী ভারতবর্ষের বহু স্থানেই জন্মায় এবং তাহা উৎপাদন করিতেও দুচার মাসের বেশী সময় লাগে না।

ভারতবর্ষে সামান্য কয়েকটি "ক্যানিং" বা ফল টিনজাত করিবার কারখানা আছে, তবে ইহাদের অধিকাংশের সাজ-সরঞ্জামই সামান্য এবং সৈন্য বাহিনীর জন্য যে প্রকার ফল সরবরাহের প্রয়োজন, তাহা সরবরাহের পক্ষে ইহাদের অধিকাংশেরই অবস্থান উপযুক্ত নহে। তবে এগুলিতে জ্যাম ও মার্মালেড প্রস্তুত এবং টোমাটো ও শাক সব্জী টিনজাত করা যাইতে পারে। এগুলির মধ্যে যেগুলি উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, সেগুলিকে বাড়াইয়া বড় করিবার ইচ্ছাও আছে। কাঁচা মালের কেন্দ্রের নিকট নূতন কারখানা খোলাও দরকার। এ বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। সরবরাহ বিভাগের উদ্যোগে দুইটি নূতন প্রধশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বেশ ভাল কাজ করিতেছে। একটি আলুর নির্যাস ও অন্যটি গোল্ডেন সিরাপ প্রস্তুত শিল্প। বর্ত্তমানে বিপুল পরিমাণে আলু-গোলা প্রস্তুত হইতেছে। সিরাপও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। যে সকল কারখানায় বর্ত্তমানে আলুর নির্যাস প্রস্তুত করিতেছে, চাহিদা হইলে তাহারাই অন্যান্য শাক সব্জীর নির্যাস প্রস্তুত করিতে পারিবে।

"মার্গারিণ" নামক কৃত্রিম মাখন, ময়দা, কই চূর্ণ (ওটমিল), সরিষা, চেপিওকা (সাগু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ) প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সৈন্যদের জন্য এগুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম।

দুগ্ধ টিনজাত করিবার জন্য ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে কোনও কারখানা নাই। এ ব্যবসায়ের ভবিষ্যত সম্ভাবনা প্রচুর। এই শিল্পটিকে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তাও চালান হইতেছে।

সাইকেল-রিকশার ব্যবহার

পুলিশ কমিশনারের নির্দ্দেশ

কলিকাতায় সাইকেল-রিকশার ব্যবহার সম্পর্কে অনেকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে এধরণের গাড়ীগুলি যাতায়াতের পক্ষে উপযুক্ত নয় বলিয়া গভর্ণমেণ্টের ধারণা। যে-সকল অঞ্চলে উহাদের ব্যবহারের দরুণ বিপদ ঘটিতে পারে কিম্বা ভীড় বৃদ্ধি পায়, তথায় উহাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একখানি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিষয় সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

সুতরাং উক্ত সাইকেল-রিকশা করিবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ীগণকে সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রতীক্ষা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতায় নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা

সংবাদপত্রে সমালোচনা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে কলিকাতায় কতকগুলি নলকূপ খনন করা হইয়াছে এবং সে ব্যাপারে সংবাদ-পত্রে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, সেদিকে গভর্ণ-মেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তজ্জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল:—

নলকূপগুলির স্থান নির্ব্বাচন ব্যাপারে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে:—

(১) যানবাহন, বিশেষ করিয়া চাকা-যুক্ত গাড়ীর যাহাতে অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, কিম্বা খুব কম অসুবিধা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(২) সঙ্কটের সময় জনতার জন্য যতদূর স্থান ও পরিসরের ব্যবস্থা করা সম্ভব, তাহা করা।

(৩) যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক লোকের উপকার করা এবং যাহাতে জনসাধারণ সহজে নলকূপের কাছে যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা।

এতদ্ব্যতীত একাধারে মাটির তলাকার এবং রাস্তার উপরকার বাধা দেখিয়া স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইয়াছে। পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলের মূল পাইপ, রাস্তার নিম্নস্থ পয়:প্রণালী, বৈদ্যুতিক তার, গ্যাস পাইপ, টেলিফোনের তার, বিভিন্ন গৃহের সহিত সংযোগ করিবার পাইপ প্রভৃতি ভূগর্ভের বিঘ্ন-স্বরূপ; পক্ষান্তরে—রাস্তার উপরকার বিভিন্নভাবে নলকূপ খননের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় শীর্ষের মঞ্চ নির্ম্মাণের পক্ষে বিঘ্ন স্বরূপ। এই সকল ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে ফুটপাথ ছাড়াইয়া রাস্তার কিনারে নলকূপ খনন করিতে হইয়াছে।

নলকূপগুলি কার্য্যোপযোগী রাখার জন্য বর্ত্তমানে শুধু পরীক্ষাধীন পাম্প বসানো হইয়াছে। নলকূপগুলির জন্য পেশী তৈরী হইলে এবং স্থায়ীভাবে পাম্প বসানো হইলে, পরে উহা সরাইয়া ফেলা হইবে।

কাজ সমাধা হইলে এই সকল নলকূপের মাথা জমি হইতে ৯ ইঞ্চি নীচে থাকিবে এবং ফুটপাথের উপর কিম্বা কোনো নিরাপদ স্থানে দাঁড়ানো নল অথবা বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা স্থায়ীভাবে পাম্প বসানো হইবে। কাজেই নলকূপগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কিম্বা যান-বাহনের বাধা সৃষ্টি করিবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

এই নলকূপগুলি খনন করিবার পূর্ব্বে কলিকাতার মাটিতে উহা সফলপ্রদ হইবে কি না, সে সম্বন্ধে জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ভূতত্ত্ববিদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডা: ফুলসনের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন। এই নলকূপ খননের সময় প্রয়োজন হইলেই জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। জিওলজিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের পরামর্শ অনুসারে নূতন হাওড়া পুলের বহু এবং ভিক্টোরিয়া-সুড়ি-পোর্টের অর্দ্ধ মাইল ব্যাসের মধ্যে কোন নলকূপ খনন করা হইতেছে না।

নলকূপগুলি ৫০ ফিট এবং ৭০ ফিট গভীর করিয়া খনন করা হইতেছে বলিয়া যে বক্তব্য করা হইয়াছে, উহা একেবারে ভিত্তিহীন। কলিকাতা শহরে পূর্ব্বোক্তরূপ ভূগর্ভে কোন জলের স্তর নাই। যে সকল নলকূপ খনন করা হইতেছে তাহাদের সাধারণ গভীরতা হইতেছে ২৫০ ফিট। যদি কেহ দেখেন যে কোন নলকূপের গভীরতা ২৫০ ফিটের কাছাকাছিও নহে, তবে তিনি যদি উক্ত নলকূপের স্থান ও বিস্তৃত বিবরণ জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারকে জানান, তবে সত্যই বিশেষ উপকার করা হইবে। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার তখন তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন।

সাধারণত: একটি নলকূপ দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকে। সুতরাং জনসাধারণ যে শুধু সঙ্কট কালেই উহা দ্বারা উপকৃত হইবে তাহা নহে, শান্তি উদ্বোধনের পূর্ব্বে ও পরেও উহার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে।

বোলিভিয়ায় জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্র

প্রাকৃতিক সম্পদ লাভের চেষ্টা

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে" পেনের জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে প্রকারে জার্ম্মাণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, বোলিভিয়াতেও সেই প্রকারেই জার্ম্মাণদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্ম্মাণরা বোলিভিয়ার সংবাদপত্রগুলির উপর অনেকটা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে। মাত্র দুই একটি কাগজ গণতন্ত্র এবং আমেরিকা ও ব্রিটেনের অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন, অবশিষ্ট প্রায় ৬টি পত্রিকাই কুখ্যাত ট্রান্স-ওসেন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদ ছাপাইয়া জার্ম্মাণ প্রচারের সহায়তা করিতেছে। জার্ম্মাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি কাগজ হাত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এমন কি বড় বড় আমেরিকান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় জার্ম্মাণ প্রতিনিধিরাও শুধু এমন কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, যেগুলি জার্ম্মাণ সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ ছাপায়। আমেরিকান ব্যবসায়ীরা এ সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এ বিষয়ে ব্রিটিশেরাও কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সক্ষম, কারণ ঐ অঞ্চলে কানাডা হইতে সংবাদপত্র ছাপাইবার যে কাগজ চালান হয়, তাহা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষেরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

জার্ম্মাণী যে সব সময়েই সরাসরি প্রচার করে তাহা নহে; নানা বিচিত্র ও সূক্ষ্ম আকারেও এই প্রচার-কার্য্য চালান হয়। বোলিভিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট জেনারেল তোরোর একটি উক্তিতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গত এপ্রিল মাসে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে সাহায্য প্রেরণ করুক আর নাই বা করুক, কিছু আসে যায় না, কারণ জার্ম্মাণী ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে। ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকাই কর্ত্তব্য এবং ব্রিটেনের জন্য সমর্থক পয়সা ধার করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে অর্থ ধার দেওয়া উচিত; কারণ ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে জার্ম্মাণ প্রতিযোগিতা নিবারিত হইবে। অতঃপর তিনি বলেন জার্ম্মাণী যুদ্ধে জয় লাভ করিলে ইউরোপকে লইয়াই সে ব্যস্ত থাকিবে, সুতরাং জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকার কোনও ভয় নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী যদি পরাজিত হয়, তবে জার্ম্মাণরা আসিয়া দক্ষিণ আমেরিকা ছাইয়া ফেলিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া বসিবে।

সম্প্রতি বোলিভিয়াতে নাৎসীদের যে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে, তাহা শুধু রাজনৈতিক কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বোলিভিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে টিনই প্রধান। পৃথিবীর সমুদয় টিনের এক ষষ্ঠাংশ বোলিভিয়ায় উৎপন্ন হয়। ইহার উপরই বোলিভিয়ার সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করিতেছে। টিন ছাড়া বোলিভিয়াতে বহু পরিমাণ অ্যান্টিমনি ও টাংষ্টেন পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৯ ভাগ উৎপন্ন হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীই এগুলির অধিকাংশ খরিদ করিয়া লইত। যুক্তরাষ্ট্র চীন হইতে টাংষ্টেন আমদানী করিত। জাপানের কার্য্যকলাপের দরুণ চীন হইতে যুক্তরাষ্ট্রে টাংষ্টেন সরবরাহ বন্ধ হওয়াতে যুক্তরাষ্ট্র বোলিভিয়ার সহিত তিন বৎসরের সমস্ত টাংষ্টেন ক্রয়ের চুক্তি করে। এই চুক্তি সম্পাদনে জাপান দারুণ বাধা দেয়, কিন্তু সফলকাম হইতে পারে নাই। জাপান ব্যর্থ হওয়ার পরেই কিন্তু বোলিভিয়ায় গোলযোগের আরম্ভ হয়। সুতরাং স্পষ্টই মনে হয় টিন, টাংষ্টেন ও অ্যান্টিমনি লাভের প্রতিযোগিতাই বোলিভিয়ার গোলযোগের মূল কারণ। জার্ম্মাণী ও তাহার পক্ষের "অক্ষশক্তি"র পক্ষে যখন এই সকল ধাতু সম্পদ লাভ সম্ভব হইল না, তখন অন্ততঃ যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র উহা না পায় তাহারই অপচেষ্টা চলিয়াছে।

যুদ্ধকার্য্যে যোগদানকারীদের সুযোগ সুবিধা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহার

বাঙলা সরকার বিবেচনা করেন যে, যাহারা যুদ্ধের কার্য্যে যোগদান করিবে যুদ্ধের পর গভর্ণমেণ্টের অধীনে বেসামরিক চাকরীতে নিয়োগ ব্যাপারে যুদ্ধের কার্য্যে যোগদান করে নাই এরূপ প্রার্থীদের তুলনায় তাহাদিগকে যেন কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে না হয়। অতএব গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাহারা যুদ্ধের কার্য্যে যোগদান করিবে, সে সমুদয় প্রার্থীকে নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করা হইবে :—

(ক) শূন্যপদের কতকাংশ সংরক্ষণ। ১৯৪১ সনের ১লা সেপ্টেম্বরের পরে স্থায়ীভাবে যে সমুদয় শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হইবে, তাহার শতকরা ২০টি অপরিপূর্ণ রাখা হইবে এবং ঐ সব পদে যাহারা যুদ্ধ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে যুদ্ধের পর তাহাদিগের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

(খ) নির্দ্ধারিত বয়সের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইবে না। গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে প্রবেশের জন্য বয়স নির্দ্ধারিত করিয়া যে নিয়ম করা হইয়াছে, সেজন্য যুদ্ধ কার্য্যে যোগদানকারী প্রার্থীগণ যত কাল যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তাহা বয়স গণনা করার সময় বাদ দেওয়া হইবে।

(গ) অন্যান্য যোগ্যতা সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করা হইবে না। যাহারা যুদ্ধকার্য্যে যোগদান করিবে তাহাদের বেলায় সর্ব্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে নিয়োগ বিধান প্রয়োগ করা হইবে না।

(ঘ) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। যে সমুদয় চাকরী ও পদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয়—লিখিত পরীক্ষা ও বেঙ্গল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা রহিয়াছে—ঐ সমুদয় চাকুরী বা পদের জন্য যুদ্ধকার্য্যে যোগদানকারী প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষা দিতে হইবে না।

এই সমুদয় সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ন প্রকারের কার্য্যকে যুদ্ধ কার্য্য ধরা হইবে :—

(ক) ভারতের বাহিরে রাজকীয় বাহিনীর সহিত যে কোন কাজ।

(খ) ভারতবর্ষে সামরিক, জলপথ ও বিমান কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে কার্য্য এবং ১৯৪০ সনের ২ নং ন্যাশনাল সার্ভিস অর্ডিনান্সের ৪(১) নং ধারামতে নিয়ন্ত্রিত কারখানায় কার্য্য, অবশ্য প্রয়োজন মতে সর্ব্বক্ষেত্রে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবার সর্ত্তে।

(গ) প্রয়োজন হইলে ভারতের বাহিরে যাওয়ার সর্ত্তে কোন সামরিক বাহিনীর সহিত কিছুকাল ট্রেনিং গ্রহণ করা।

উল্লিখিত বাধ্যবাধকতারূপে সামরিক সুবিধা দেওয়া হইবে।

যে সমুদয় সুবিধা এখানে উল্লেখ করা গেল, তাহার প্রতি সাধারণ সংরক্ষণ-বিধি প্রয়োগ করা হইবে; যাহাতে ঐ সমুদয় নিয়োগ—

(১) জনসাধারণের স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(২) পদের দায়িত্ব সম্পাদনে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা না হয়। উল্লিখিত সুবিধাসমূহ বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নিয়মাধীন প্রণয়ন ক্ষমতাধীনে সর্ব্বপ্রকার চাকুরীতে প্রয়োগ করা হইবে; কিন্তু যেসব চাকুরীতে টেক্‌নিক্যাল জ্ঞান অপরিহার্য্য, তাহাতে এসব সুবিধা দেওয়া হইবে না।

আরব রাজ্যগুলির যোগাযোগ

কায়রোতে মিলন বৈঠকের সম্ভাবনা

ডেইলীহেরাল্ড পত্রিকার কায়রোস্থিত সংবাদদাতা মিঃ আলেকজাণ্ডার ক্লিফোর্ড লিখিয়াছেন :—

সিরিয়ায় যুদ্ধবিরতির সঙ্গেই সমুদয় আরব রাজ্যগুলিকে পরস্পরের সহিত অধিকতর সহযোগিতার সূত্রে মিলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহারা যাহাতে সাম্মিলিতভাবে বৃটেনের সহিত অধিকতর সহযোগিতা করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সরকারীভাবে কোন চুক্তি বা সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায় নাই। তবে কায়রোতে আলোচনার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস, বাণিজ্য-চুক্তি, প্রচার এবং সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের জন্য নিকটতর যোগাযোগের ব্যবস্থা হইবে। মিশর, প্যালেষ্টাইন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবাননকে লইয়াই প্রাথমিক কথাবার্ত্তা চলিতেছে। সউদী আরব ও য়্যমন বিশেষভাবে একা একা থাকাটাই পছন্দ করে। তবে তাহারাও যথাসময়ে বর্ত্তমান সম্মেলনের ফলাফল দেখিয়া প্রভাবান্বিত হইতে পারে।

কাঁথীপুরে যুদ্ধ প্রচেষ্টা

জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা

গত জুন মাসে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দীপুর মহকুমার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে।

যুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য এবং ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাহাদের সহযোগিতা উদ্রেক করিবার নিমিত্ত খড়গ্রাম, কান্দীপুর, গোকর্ণ এবং বাজারসাউর মহকুমা যুদ্ধ কমিটির সভার অধিবেশন হইয়াছে।

প্রত্যেকটি সভায় বহু লোক যোগদান করিয়াছিল এবং বিশিষ্ট নেতাগণ তাহাদের রাজনৈতিক বিরুদ্ধ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সরকারের সহিত সহযোগিতার সমর্থন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

মহকুমার মহিলাগণ এই সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন না। মিসেস জে, সি, চক্রবর্ত্তীর সভানেত্রীত্বে মহকুমা মহিলা যুদ্ধ কমিটির একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সুখের সুখ এবং তাঁহাদের সন্তানসন্ততির ভবিষ্যৎকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে, সে সম্পর্কে উঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। অতঃপর আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের দ্বারা যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলের সাহায্যার্থে একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করিবেন। আলোচ্য মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলে ১,৩০০, টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ভাদ্র-আশ্বিন মাসের চাষ-আবাদ

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করে এবং পর বৎসর যথাসময়ে পুনরায় আবির্ভাব হয়। সুতরাং ধান কাটার পরেই মাঠে আগুন ধরাইয়া গোড়াগুলা পোড়াইয়া ফেলিয়া জমী চষিয়া দিলে গোড়ায় অবস্থিত সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। যে সকল ক্ষেতে এই পোকার উৎপাত হয়, সে সকল জমীতে প্রত্যেক চাষীর কর্ত্তব্য এই উপায়ে এ শত্রুকে নির্ম্মূল করা।

ধানের পাদে-ধরা রোগ এবং চাঁটা ও পাতা-পচা রোগ এ ঋতুতেও চলিতে থাকে; পরে শীত পড়িতে শুরু করিলে উহারা কমিয়া যায়। গত সংখ্যা "কৃষি-কথা"র ধানের সকল প্রকার রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের উপায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রেডিওর মধ্যে নাৎসী সঙ্কেতলিপি

আর্জেন্টিনায় জার্মাণ চরদের কার্য্যকলাপ

"ডেইলী টেলীগ্রাফের" ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :—

বুয়েনস্ এয়ারেসের সংবাদে প্রকাশ, আর্জেণ্টাইন কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি একটি সঙ্কেতলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। গত মহা যুদ্ধের সময়ে "জিমার্ণ" দলিল যেরূপ বিখ্যাত হইয়াছিল, এই দলিলটিও তেমন বিখ্যাত হইয়া পড়া অসম্ভব নয়। বর্ত্তমান দলিলটি হইতে নাকি ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি পেরু ও ইকুয়েডরের মধ্যে যে সীমান্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নাৎসী চক্রান্তের দ্বারা প্ররোচিত।

একটি পার্ট ওয়েভ রেডিয়ো সেটের ভিতরে এই সঙ্কেতলিপিটি পাওয়া যায়। গত মার্চ্চ মাসে চিলির সান্তিয়াগো শহরে চারজন নাৎসী প্রতিনিধি একটি মিটিং করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সঙ্কেতলিপিতে বলা হইয়াছে যে, পেরু ও বলিভিয়ার সমস্ত নাৎসী চরেরাই যেন উহাদের দ্বারা চিহ্নিত পথে চলে।

এই আবিষ্কারের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেণ্টাইনই জার্মাণ গোয়েন্দাগিরি ও প্রচারকার্য্যের পীঠস্থান। সেনর তাবোদা ফেডারেল আদালতে বিবিধ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, এই সকল কার্য্য আর্জেন্টিনার আইনের পরিপন্থী।

যানবাহন সমস্যায় জার্ম্মাণী বিব্রত

রাশিয়ায় স্পেন হইতে মালগাড়ী চালান

পূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মাণীকে যানবাহনের এমনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে যে, প্রকাশ জার্ম্মাণরা স্পেন হইতে রাশিয়ায় রেলের মালগাড়ী, ইঞ্জিন ইত্যাদি চালান দিতেছে। স্প্যানিশ ও রুশীয় রেল লাইনের প্রস্থ (গেজ) সমান, জার্ম্মাণ রেললাইন ইহা অপেক্ষা কম চওড়া। স্পেনের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল আমেরিকান নিসবন আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহারা সকলেই বলিতেছে যে, ফরাসী সীমান্তের নিকট মালগাড়ী রাশিয়ায় চালানের জন্য মজুদ হইতেছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের পর হইতে সেখানে রেলগাড়ীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। এ অবস্থায় স্পেন জার্ম্মাণীকে খুব বেশী মালগাড়ী প্রভৃতি ধার দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সামান্য কয়টি গাড়ী রাশিয়ায় আনিবার জন্য নাৎসীরা যতটা ব্যস্ত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, রাশিয়ায় যানবাহনের সমস্যা লইয়া তাহারা বিশেষ বিপদে পড়িয়াছে।

যুদ্ধের জন্য কুটির শিল্পের লাভ

হস্ত-চালিত তাঁতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত

বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে শুধু যে বিলগুলিই উৎসাহ পাইয়াছে তাহা নহে, তাঁত শিল্পগুলিও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ১০ লক্ষেরও অধিক হস্তচালিত তাঁতে বোনা কম্বলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের মোট মূল্য ৭০ লক্ষ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা হইবে।

যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বেনারস রাজ্যই অধিকাংশ অর্ডার পাইয়াছে; কারণ তাঁতের কম্বল প্রস্তুতের জন্য এ স্থানগুলিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ এবং হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, যোধপুর ও কাশ্মীর রাজ্যও বহু কম্বল সরবরাহের অর্ডার পাইয়াছে।

তবে কুটির শিল্পের মধ্যে শুধু তাঁতের কম্বলই যুদ্ধের কাজে লাগিতেছে এমন মনে করা ভুল হইবে। যুদ্ধের জন্য জাল, ফিতা, দেওয়ার সতরঞ্চি, দড়ি প্রভৃতিরও চাহিদা রহিয়াছে, এবং ইহাদের জন্য যদিও ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের তালিকাভুক্ত অনুমোদিত কনট্রাক্টারগণের নিকটেই অর্ডার দেওয়া হয়, তবু এই সকল দ্রব্যের অধিকাংশই তাঁতীদের দিয়াই প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়।

১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যগুলির শ্রমশিল্পের ডাইরেক্টারগণের এক সম্মেলন হয়। সেই সভায় সৈন্যগণের জন্য তাঁতের কম্বল বয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হইয়াছিল। সৈন্যদলে যেরূপ উৎকৃষ্ট কম্বল ব্যবহৃত হয়, তাঁতের কম্বল ততটা উৎকৃষ্ট করা সম্ভব হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের (দেশ রক্ষা বিভাগ) কর্তৃপক্ষ ঐ কম্বল গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই সভায় আগামী ছয় মাসের জন্য তাঁতের বোনা কম্বল প্রস্তুতের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে, এই করারে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে তাঁতে বোনা কম্বলের অর্ডার দেওয়া হয়। এই অর্ডার মত মাল সরবরাহ হওয়ায় ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে সরবরাহ করিতে হইবে, এই সর্ত্তে আরও তাঁতের কম্বলের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল।

বর্ত্তমান বৎসরে (১৯৪১-৪২) আরও বেশী তাঁতের কম্বলের অর্ডার দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। এবং বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যগুলি ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে ঊর্দ্ধতম পরিমাণ কম্বল সরবরাহ করিতে পারিবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

অন্ধ সাজিয়া রাশিয়ার সংবাদ সংগ্রহ

জার্ম্মাণ গোয়েন্দার দুষ্কৃতি

জার্ম্মাণরা কিরূপ ধূর্ত্ততার সহিত শত্রুসীমান্তে গোয়েন্দা চালান করে, তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত সম্প্রতি ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি মস্কো হইতে পাওয়া গিয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের সামান্য দূরেক মাইল দূরে একটি বোমা-বিধ্বস্ত ধূলিসমাকীর্ণ পথের ধারে সম্প্রতি একটি ছোট অন্ধ বালককে ছোট হার্মোনিয়ম জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সহকারে রাশিয়ার অন্ধ ভিক্ষুকদের মধ্যে প্রচলিত গানগুলি গাহিতে দেখা যায়। সেই পথ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাইবার সময়ে সৈন্যেরা তাহাকে কখনও বা পয়সা কখনও বা রুটি ছুড়িয়া দিয়াছে। এইখানে কি করিতেছে, এই প্রশ্ন করিলে অন্ধ বালকটি বলিত যে তাহার পথ প্রদর্শক তাহাকে এই ভাবে খানে ফেলিয়া পলাইয়াছে। সৈন্যদের সে কিছু কিছু প্রশ্ন করিয়া রাস্তাঘাট প্রভৃতির খবরও জানিয়া লইত।

কিছুকাল এইরূপ চলিবার পর একদিন জনৈক রুশীয় মেজর তাহাকে দেখিতে পায়। ছেলেটার গায়ে হাতে-বোনা আপেলের কাজের জামা এবং পায়ে জুতা তাহার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া মেজরের কেমন সন্দেহ হয়। ছেলেটার হাতে পায়ে ময়লার ছড়াছড়ি থাকিলেও চাষাভূষার হাত পা এত ফর্সা বা এত সুগঠিত হওয়ার কথা নয়। অথচ চোখ দেখিয়া এ যে অন্ধ, তাহাতেও সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ অবস্থায় মেজর একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। ছোকরাটার কাছে অগ্রসর হইয়া তিনি জার্ম্মাণ ভাষায় প্রায় তার কানে কানে বলিলেন—জার্ম্মাণ জানতো? ছোকরা সতর্ক ছিল না, বলিয়া উঠিল "জা"। জার্ম্মাণ ভাষায় ইহার অর্থ "হাঁ, জানি"। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজ ভুল বুঝিতে পারিল এবং রুশীয় ভাষায় বলিল যে, সে জার্ম্মাণ ভাষার ক-অক্ষরও জানে না।

তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পর সে স্বীকার করে যে, সে জাতে রুশীয় কিন্তু তাহার বাবা জার্ম্মাণীতে যাইয়া বসবাস করেন। নুরেমবর্গের একটি গানের স্কুল হইতে গেষ্টাপো তাকে জোগাড় করে এবং তাহাদের রুশীয় ভাষা বাজাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ইহা ছাড়া তাহাকে প্যারাসুট যোগে অবতরণ এবং চোখের তারকা পক্ষের নীচে লইয়া যাইবার প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার চক্ষু প্রকৃত অন্ধের চোখের ন্যায় দেখায়।

উহার বাদ্য-যন্ত্রটির অভ্যন্তরে একটি রেডিয়ো প্রচার-যন্ত্র লুকান ছিল।

রাজশাহীতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে রাজশাহী পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, জেড্, খান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লাট সাহেবের সহিত পরিচিত করাইতেছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

বৃটীশ রাষ্ট্রনায়কগণের কর্ম্মতৎপরতা

নাৎসী-পদানত রাষ্ট্র-সমূহে জোর প্রচার-কার্য্য

[ডগলাস্ রীড্ লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

বর্ত্তমান, মহাসমরের গোড়ার দিকে যুদ্ধ-পরিচালনার ব্যাপারে বৃটিশের একটি মারাত্মক রকমের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। জল-স্থলে ও অন্তরীক্ষে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণদের মনোবল নষ্ট করার জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালনাও যে বেশী না হউক অন্ততঃ সমান প্রয়োজন, ইহা তাঁহারা সে-সময় আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অথচ ইহা সামরিক কার্য্যাবলীর চতুর্থ অপরিহার্য্য অংশ বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল।

বৃটিশ স্থল-বাহিনীর প্রধান কর্ত্তব্য ছিল জার্ম্মাণ অভিযান প্রতিহত করা; জার্ম্মাণরা যাহাতে ইংলণ্ডের আকাশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা না করিতে পারে, সে-ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইয়াছিল রাজকীয় বিমান বাহিনীর উপর। ইহার কারণ এই যে, আকাশে প্রাধান্য জার্ম্মাণীকে ইংলণ্ড আক্রমণে বিশেষ সাহায্য করিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে প্রেরিত রণসম্ভার ও খাদ্যসামগ্রী যাহাতে অবাধে বৃটেনে পৌঁছে, তজ্জন্য সমুদ্র পথ মুক্ত ও নিষ্কণ্টক রাখার ভার দেওয়া হইয়াছিল বৃটিশ নৌ-বহরকে।

উপরোক্ত কার্য্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পূর্ব্বে শত্রু পক্ষকে জব্দ ও পরাজিত করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। আক্রমণাত্মক কার্য্যাদির সঙ্গে সঙ্গে খাস জার্ম্মাণীর অধিবাসীদের অন্তরে পরাজয়ের বিভীষিকা সঞ্চার এবং জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণের মধ্যে সাহস ও আশা জাগাইয়া তোলার খুব আবশ্যকতা ছিল এবং এখনও রহিয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টার এই দিকটার প্রথম প্রথম বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন নজরই দেন নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে, ব্যাপার বেশী দূর না গড়াইবার পূর্ব্বে এ-দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ফলে প্রথম দিকে অবহেলার দরুণ পায়ের নীচের যতটা মাটি সরিয়া গিয়াছিল, উহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে বৃটিশ প্রচার-কার্য্যের প্রতিক্রিয়া দিন দিন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

এ-পর্য্যন্ত যত রকমে প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছে, তন্মধ্যে V (ভি) অভিযানই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হইয়াছে। V বলিতে ভিক্টোরী অর্থাৎ জয় বুঝায়। এই V প্রতীকটি জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাজ্যের অধিবাসী-দিগকে বৃটিশের সহিত একই সূত্রে গ্রথিত ও একই [illegible] প্রণোদিত করিয়া তুলিয়াছে। জার্ম্মাণদের অন্তরেও ইহা মহাভীতির সঞ্চার করিয়াছে। কারণ তাঁহারা এখন সম্যক উপলব্ধি করিতেছে যে, তাহারা গোপন [illegible] শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যে-কোন মুহূর্ত্তে ইহারা মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে, ইহাই এখন তাহাদের আশঙ্কা।

[illegible] আকাশ-প্রধান [illegible] জন্য জার্ম্মাণী নিরীহ [illegible] বাহিরের ন্যায় দুর্ভেদ্য করিয়া তাহাদের [illegible]-শিপ লাইন রচনা করিয়া রাখিয়াছে। উহা ভেদ করিয়া সাধারণতঃ কোন সংবাদ তথায় বহিতে বা আসিতে পারে না। তবে ম্যাজিনো লাইনের ন্যায় উহাও যে একটি মরীচিকা বিশেষ, তাহা বলাই বাহুল্য। তদুপরি জার্ম্মাণ-নিপীড়িত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বৃটিশ বেতার-বার্ত্তারও অধুনা বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা কিছুতেই উহা বন্ধ করিতে পারিতেছে না। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে বৃটিশ বেতার-বার্ত্তার শ্রোতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে। নরওয়ে, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশবাসীর অন্তরে আবার উৎসাহ ও আশার সঞ্চারের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পরিণামে মিত্রশক্তির জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী, ইহাই এক্ষণে তাহারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেছে।

প্রচারকার্য্যের দিক দিয়া বৃটিশেরা খুবই শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছে এবং অযথা কালক্ষেপও করিয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় প্রচারকার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করা মাত্রই তাহারা এ-ব্যাপারে যথেষ্ট কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ১৯১৮ সনে জার্ম্মাণদের অন্তরে যেরূপ পরাজয়ের মনোভাব জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, বর্ত্তমানেও ঠিক সে-ভাব জাগাইয়া তোলার কোন ত্রুটি হইতেছে না।

বেসামরিক কারখানায় অস্ত্র নির্ম্মাণ

রেলওয়ে ও বিভিন্ন কারখানায় কর্ম্মচাঞ্চল্য

গভর্ণমেণ্টের কারখানাগুলি ছাড়া অন্য বহু কারখানাতেও বর্ত্তমানে ইস্পাতের বর্ম্ম, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি এবং বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাগুলী নির্ম্মিত হইতেছে। এই সকল বেসামরিক ও রেল কারখানা যুদ্ধাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ নির্ম্মাণের জন্য বিপুল অর্ডার পাইয়াছে। সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাহাতে বেসামরিক কারখানাতেও তৈয়ার হইতে পারে, তজ্জন্য কলিকাতা, লাহোর, বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ এবং কাণপুরে এই সকল দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফলে রেল ও বাহিরের কারখানাগুলিতে সৈন্যদলের প্রয়োজনীয় ৪৩৭ প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকটি রেল কারখানায় সেলের "শেল" ও হাত-বোমার খোলা প্রস্তুতও আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাইর একটি কারখানা গোলা-বারুদ প্রস্তুতের অর্ডার পাইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলের কয়েকটি বেসরকারী কারখানায় কয়েক প্রকার অস্ত্র-নির্ম্মাণ যন্ত্র প্রস্তুতের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

ভারত সরকারের সাপ্লাই অস্ত্র নির্ম্মাণ অফিসে (মাস্টার-জেনারেল অব্ অর্ডন্যান্স ব্রাঞ্চ অফিস) যুগ্মভাবে প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বৃটেনে ফায়ার-গার্ড বাহিনী গঠন

স্বেচ্ছাসেবক তালিকায় বিশলক্ষ লোকের নাম

বৃটেনের শিল্পপ্রধান অঞ্চলের ১৮—৬০ বৎসর বয়স্ক প্রায় প্রত্যেক পুরুষকে একটি নূতন বিরাট পরিকল্পনানুসারে অগ্নি নির্ব্বাপণ কার্য্যে নাম লিখাইতে হইয়াছে। ইহা বাধ্যতামূলক। গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, "ফায়ারগার্ডস" নামে একটি বাহিনী গঠনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কমিশন্ড এবং নন্-কমিশন্ড অফিসারের পরিচালনাধীনে ছাড়িয়া দিবেন। যুক্তরাজ্য এবং বৃটেনের অন্যান্য শিল্পপ্রধান কেন্দ্রে সাধারণ অধিবাসীরাও কোথাও আগুন লাগিয়াছে কিনা, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বাধ্য। এ-সকল অঞ্চলস্থিত কলকারখানাসমূহে আগুন নির্ব্বাপণের কার্য্য প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সহিত বর্ত্তমানে ট্রেড-ইউনিয়ন ও কলকারখানার মালিকগণের সহিত যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, উহার ফলে অগ্নি নির্ব্বাপণ ব্যবস্থার বহুল উন্নতি সাধিত হইবে আশা করা যায়। "ফায়ার গার্ডস্" নামে যে বাহিনী গঠিত হইয়াছে, উহাতে ইতি-মধ্যেই ২,০০০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি করা হইয়াছে। লোকের ঘরবাড়ী, হোটেল, দোকান ও কারখানাগুলি রক্ষার জন্য ইহাদিগকে সম্ভবমত ট্রেনিং দিয়া একটি "ফায়ার গার্ড" বাহিনীতে পরিণত করা হইবে। আবশ্যক হইলে ইহাদের পরিচালনার জন্য নিযুক্ত কমিশন্ড এবং নন্-কমিশন্ড অফিসারগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব পদমর্য্যাদা ও চাকুরীকাল অনুসারে সপ্তাহে ৩ পাউণ্ড ১২ শিলিং ৬ পেন্স হইতে ১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বেতন দেওয়া যাইবে।

প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করিয়া চীফ্ অফিসার থাকিবেন। তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য ডেপুটি চীফ্, একজন সিনিয়ার গার্ড এবং সিনিয়ার ওয়ার্ডেন থাকিবেন। প্রত্যেক ৬০০ ফায়ার গার্ডের উপরে একজন সিনিয়ার ফায়ার গার্ড এবং প্রত্যেক ৬ সপ্তাহের মধ্যে ৭৫ জন একটা নির্দ্দিষ্ট সময় কাজে হাজির থাকিবেন। প্রত্যেকের জন্য ট্রেনিং বাধ্যতামূলক এবং তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ দেওয়া হইবে। প্রত্যেক জন ব্যবহারের জন্য সোনালী পাম্প পাইবেন। এই "ফায়ার গার্ড" বাহিনীর সৃষ্টি হওয়ায়, "বৃটেন কখনও ভস্মীভূত হইবে না"।

যুদ্ধভাণ্ডারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডের বিরাট দান

সহকারী বিমান-সচিবের উচ্চ-প্রশংসা

বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বৃটিশ বিমান-বিভাগের সহকারী সচিব লেফটেনাণ্ট কর্ণেল জে, টি, সি, মুর ব্রাবাজোনের নিকট হইতে নিম্নোক্ত তার পাইয়াছেন:—

"যুদ্ধ-বিমানের জন্য সম্প্রতি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ড পক্ষ হইতে যে ৬৮,৫০০ পাউণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া এ-পর্য্যন্ত এই ফণ্ডের মোট চাঁদার পরিমাণ ৫,০৮,৫০০ পাউণ্ড হইয়াছে। দাতাদিগকে পুনরায় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহাদের এই সাহায্যের ফলে রাজকীয় বিমান-বাহিনী জার্ম্মাণীর উপর নিয়মিত ভাবে আক্রমণ চালাইতে সমর্থ হইতেছে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১লা সেপ্টেম্বর—১৯৪১

এক বছর আগে

মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ সহনশীল। বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া যাওয়ার ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবেই তাহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। বিপদের পর সুদিন আসিলে পূর্ব্বের বিপদের কথা অনেক সময় মানুষ ভুলিয়াই যায়। আজ বিশ্বময় যে রণ-ঝঞ্ঝা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রকোপ মোটেই কম হয় নাই; বরং এই ঝঞ্ঝা দিন-দিনই যেন ভারতের নিকটতর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু স্বভাবতঃই বিপদ বিস্মৃত হওয়ার যে মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তাহার ফলে আমরা আসন্ন এই বিপদের কথা হয়ত ভুলিয়া যাইতে পারি। এই বিপদের বিরুদ্ধে এখানে ও অন্যত্র যে বিরাট প্রচেষ্টা পাওয়া হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে যে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাও বিস্মৃত হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। আমাদের উপেক্ষা বশে, সুতরাং পরিণামে জয় অবশ্যম্ভাবী একথা মনে করিয়াও আসন্ন বিপদকে আমরা হয়ত উপেক্ষা করিতে পারি।

এইজন্যই আমাদের উচিত অতীতের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকানো। এক বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ বীরত্বের সহিত বিভীষিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা হইয়াছিল, যদি আমরা তাহার কথা বিবেচনা করি, তাহা হইলে স্বভাবতঃই বুঝা যাইবে যে, কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে বিপদের কাল মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এই বিপদের সঙ্গে যুঝিবার জন্য আমরা কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলাম। ভবিষ্যতেও আমাদের সামনে কিরূপ বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহাও অনেকাংশে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হইবে।

গত বছরের ১৫ই আগষ্ট তারিখে লণ্ডনে বসিয়া পরাজিত পর্য্যুদস্ত ইউরোপের প্রতি হিটলার তাঁহার "শান্তি" প্রস্তাব পেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া লইবেন বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিটলারের সুযোগও হইয়াছিল অনেকখানি। ফ্রান্সের পতনের পর ইংলিশ চ্যানেলের তীরবর্ত্তী ফরাসী বন্দর-সমূহ তাঁহার হাতে গিয়া পড়িয়াছিল এবং নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ামের সমুদ্র তীরবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহের সুযোগও হিটলার পাইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন যখন ইংলণ্ড বিজয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তিনিও ফরাসী বন্দর বুলোনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই বুলোন্ বন্দর অধিকার করিয়া হিটলার তথায় বিরাট সমর-সম্ভার মজুত করিয়াছিলেন—বৃটেন আক্রমণের জন্য। নেপোলিয়ন তাঁহার পরিকল্পনায় যে বিষয়ে কল্পনাও করেন নাই, সেই বিমান-বাহিনীর সুযোগও হিটলারের যথেষ্টভাবে ছিল এবং বৃটেনের বিমান-শক্তি অপেক্ষা সে সময়ে জার্ম্মাণ বিমান-শক্তি বেশী শক্তিশালীও ছিল।

গত বৎসর শরৎকালে পরিস্থিতি এরূপই ছিল। শুধু তাহাই নহে—ইউরোপের অধীনস্থ দেশগুলির বিরাট শিল্প-সম্পদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্কান উপদ্বীপের দেশসমূহ ও রুমানিয়ার দ্রব্য-সম্ভারও যথেষ্টভাবে ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ হিটলারের ছিল। ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে বৃটেনের একজন শক্তিশালী মিত্রের অভাব ঘটিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইটালী আবার বিরাট শত্রুরূপে দেখা দিল, লিবিয়া ও পূর্ব্ব-আফ্রিকা হইতে বৃটিশ-অধিকৃত স্থানসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিল। মধ্য-ভূমধ্যসাগরে ইটালীর প্রভাবের ফলে মাল্টার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইল এবং ইটালীয়ান নৌবাহিনী ও সাবমেরিণ বহরের জন্য ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন বৃটিশ নৌ-বহরের কর্ত্তব্য কঠিনতর হইয়া উঠিল। চারিদিকের এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উত্থিত হইল "এই চরম বিপদে বৃটেন কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে—যদি বৃটেনের পরাজয় ঘটে, তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে?" ঠিক এই সময়েই সুদূর-প্রাচ্যে ইন্দোচীন ও বর্ম্মা সড়কের উপর জাপানের আক্রমণাত্মক নীতির আভাষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আমেরিকা তখন পর্য্যন্তও সংশয় দোলায় দোদুল্যমান; বৃটেনের সমর্থক প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন আসন্ন নির্ব্বাচনের সম্মুখীন।

কিন্তু এত সব প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও বৃটেন নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারিয়াছে। যে ১৫ই আগষ্ট তারিখে হিটলার লণ্ডনে বসিয়া তাঁহার "আকাশ-সৌধ" রচনার কল্পনা করিয়াছিলেন, ঠিক সেই তারিখেই বৃটেনের তরুণ বৈমানিকগণ ও বিমান-ধ্বংসী কামানসমূহ ১৮০টি আক্রমণকারী জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট করিয়া দিতে সমর্থ হয়। প্রচণ্ড বিপদকে কেমন করিয়া প্রতিরোধ করিতে হয়, এরূপভাবেই বৃটেনবাসী তাহার প্রমাণ দেয়। ইহার কয়েক মাস পরই বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী পার্লিয়ামেণ্ট ভবনে দাঁড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন—বিশ্ববাসী চাহিয়া দেখুক আমরা কিরূপভাবে বিপদ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছি।

সৈন্য শিবিরে যাদুকর

বিদেশে ভারতীয় সৈন্যের আনন্দ বিধান

গত জানুয়ারী মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত সৈন্যদের "আরাম বিধান" ফণ্ড হইতে প্রবাসী ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য ১ কোটিরও অধিক বিড়ি প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ৫ হাজার বই, ১,৬৯০টি গ্রামোফোন রেকর্ড, ২৮৯টি রেডিয়ো সেট, খেলার সরঞ্জাম, তাস, সখের থিয়েটারের সাজপোষাক, চিঠির কাগজ ও খাম এবং বহু সমগ্র আয়নাও পাঠান হইয়াছে।

এই ফণ্ড হইতে ইরাকের ভারতীয় সৈন্যদের জন্য ইতিমধ্যেই ১২ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একজন ওয়েলফেয়ার অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। মালয়ের সৈন্যদের জন্য ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। এই টাকা হইতে প্রধানতঃ খেলার সরঞ্জাম ক্রয় করা হইবে, কারণ মালয়ের ভারতীয় সৈন্যদলে খেলার সরঞ্জামের বিশেষ চাহিদা। সুদান ও ইরিত্রিয়ায় কিছু বই পাঠান হইয়াছে এবং আরো পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সৈন্যদের আমোদ দিবার জন্য দুই মাসের জন্য দুইজন যাদুকর নিযুক্ত করা হইয়াছে। হংকংএ ২,৫০০ ডলার পাঠান হইয়াছে এবং সেপ্টেম্বর মাসে আরও ১,০০০ হাজার ডলার প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা। ইতিমধ্যেই সেখানে ৩ লক্ষ বিড়ি পাঠান হইয়াছে। ঐখানকার সৈন্যেরা ভারতীয় ভাষাসমূহে লেখা বই, তামাক এবং গ্রামোফোন রেকর্ড চাহিয়া পাঠানোয় তাহা সরবরাহের ব্যবস্থা হইতেছে।

বুলগেরিয়ায় হিটলার-বিরোধী মনোভাব

জনসাধারণ রাশিয়ার পক্ষে

ইস্তাম্বুল হইতে রয়টারের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

সোফিয়া-প্রত্যাগত ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, হিটলারের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে।

বুলগেরিয়ার কৃষকেরা প্রায় সকলেই রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবাপন্ন। বুলগেরিয়ার শতকরা ৮০ জনই কৃষি-জীবী; ইহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ নিম্নপদস্থ সৈন্য গৃহীত হয়।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে রাশিয়া তুর্কীদের অধীনতা হইতে বুলগেরিয়াকে মুক্ত করে। সুতরাং বুলগেরিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা রাশিয়ার সাহায্যেই অর্জিত হইয়াছিল। এখনও দুইচারজন বৃদ্ধ সেই সময়ের কথা স্মরণ করিতে পারে। জারদের পতন ও সাম্যবাদের আবির্ভাবের ফলে রাশিয়ার প্রতি বুলগেরিয়ার জনসাধারণের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে উচ্চ-পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই জার্ম্মাণীর পক্ষে। ইহাদের চাপে পড়িয়াই রাজা বোরিস জার্ম্মাণীর পক্ষে যাইতে বাধ্য হন। এই বৎসরের প্রথমভাগে রাজা বোরিস একটি উক্তি করেন। এই উক্তি হইতেই অবস্থা বুঝা যাইবে। তিনি বলেন, আমার প্রজারা রাশিয়ার অনুকূল মনোভাবাপন্ন, আমার সৈন্যাধ্যক্ষরা জার্ম্মাণীর পক্ষে, আমার স্ত্রী ইটালীর পক্ষে মনে হয়; একমাত্র আমিই বুলগেরিয়ার পক্ষে আছি।

মসি ছাড়িয়া অসি ধারণ

অক্সফোর্ড অধ্যাপকের যুদ্ধ পরিচালনা

ডেইলী টেলিগ্রাফের কাইরোস্থিত বিশেষ সংবাদ-দাতার তারে প্রকাশ, প্রায় সাত মাস ধরিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক জীববিদ্যার জনৈক অধ্যাপক আবেসিনিয়ার গরিলাবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছেন। অধ্যাপকটি একসময়ে একজন নামকরা শিকারী ছিলেন এবং তাঁহার সেই শিকারী বন্দুকটি তিনি এই যুদ্ধপরি-চালনায়ও নিজ অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতেছেন। এই যোদ্ধা অধ্যাপকের বয়স ৩৯ বৎসর, তিনি ওয়েলস অধিবাসী এবং একটি প্রসিদ্ধ পুস্তকের গ্রন্থকার। যুদ্ধের পূর্ব্বে নৃতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল এবং উহার গবেষণার জন্য দীর্ঘকাল তিনি আফ্রিকার আদিম জাতিগুলির মধ্যে কাটাইয়াছেন। অতি অল্প সংখ্যক লোক লইয়া দুই এক সপ্তাহ পর পর অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তিনি ইটালীয় বাহিনীকে একাধিকবার ব্যতিব্যস্ত করিয়াছেন।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তক

নির্ব্বাচন সম্পর্কে সরকারী নির্দ্দেশ

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক পুস্তক নির্ব্বাচন সম্পর্কে সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়া থাকে। এজন্য নিম্নে সংশ্লিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে:—

ক্লীর শিক্ষা আইনের ১০ম নিয়মানুযায়ী স্কুল-লাইব্রেরীর পুস্তক স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর অথবা ইনস্পেক্ট্রেস কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই।

অতীব জরুরী বুক কমিটির ১৪ (২) নিয়মে বিধান আছে যে, বিভিন্ন সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর যে সকল পুস্তক অনুমোদিত করিয়াছেন, সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে-সকল পুস্তক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য মনোনীত করিবেন।

বাঙলার সরকারী বন-বিভাগ

১৯৩৯—৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

বিগত ১৯৩৯-৪০ সনের বাঙলার বন বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ, উত্তর সার্কেলের সকল ডিভিসনেই রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর জলপাইগুড়ি ডিভিসনে বহু সংখ্যক শাল বৃক্ষ বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর ক্রেতাগণ উহার আংশিক মূল্য পরিশোধ করায় বন বিভাগের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দক্ষিণ সার্কেলের সুন্দরবন এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ ডিভিসনেও আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, সুন্দরবনে সুবিধাজনক দর পাওয়া গিয়াছিল। ঢাকা-ময়মনসিংহ ডিভিসনে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের বাকী টাকা আদায় এবং গৃহকার্য্যে ব্যবহারোপযোগী ও জ্বালানী কাঠের উচ্চ দর পাওয়ার দরুণ আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

চট্টগ্রাম ডিভিসনে ৪,৮৭১৲ হ্রাস পায়; কারণ বৎসরের শেষভাগে বন্যার দরুণ কাঠের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তদুপরি বনকরের হারের বিরুদ্ধেও তথায় আন্দোলন চলিয়াছিল।

বন বিভাগকে সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধির অন্যতম উপায় বলিয়া মনে করা হয় না। দেশের বর্ত্তমান ও ভাবী অধিবাসীদের মঙ্গলার্থ বন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাই এই বিভাগের প্রধান কর্ত্তব্য। এতৎসত্ত্বেও আলোচ্য বৎসর ৬,৫৮,০৩১৲ লাভ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল, ৫,৪৮,৪৯১৲ টাকা।

বৎসরের শেষভাগে ইজারার ভূমি সহ বাঙলায় ১২,১০০ বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি ছিল। বিগত ১৯৩৮-৩৯ সনে ছিল, ১২,২০৯ বর্গ মাইল। আলোচ্য বৎসর ১০৯ বর্গ মাইল হ্রাস পায়। সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৩ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। চট্টগ্রাম ডিভিসনের একটি অঞ্চল আবাদের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়ার দরুণ সংরক্ষিত বনভূমির আয়তন ১১২ মাইল কমিয়া গিয়াছে। ঢাকা-ময়মনসিংহ ডিভিসনের ভাওয়াল এবং আটিয়া বনভূমি হইতেও কিছুটা ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে। ইজারার এবং কোন শ্রেণীভুক্ত নয় এমন বনভূমির আয়তনে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আলোচ্য বৎসর সর্ব্বমোট ১৬,১৭৬৲ টাকা ব্যয়ে ৫ মাইল নূতন রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে। নূতন গৃহ নির্ম্মাণে ৪৫,৭৭৬৲ টাকা ব্যয়িত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ৩১,০১৪৲ টাকা। আলোচ্য বর্ষে পথঘাট মেরামতে ৫১,০৪৭৲ টাকা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ৩৯,০৯৪৲ খরচ হইয়াছিল। গৃহাদির সংস্কার কার্য্যে এ-বৎসর ৪১,০৫৬৲ টাকা খরচ হইয়াছে। বন বিভাগের অধস্তন কর্ম্মচারী ও বনাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য জল সরবরাহ ও অপরাপর ছোটখাটো নূতন কার্য্যে ৬,৩৮৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এ-সকল কার্য্যে ৫,৯৫৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

কার্য্য-প্রণালী

প্রচলিত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলা হয়, তবে আবশ্যক হইলে রদবদলও করা হইয়া থাকে। সংশোধিত কার্য্যপ্রণালী প্রবর্ত্তন সাপেক্ষে দার্জ্জিলিং ডিভিসনে অনুমোদিত ব্যবস্থানুসারে বনভূমির পরিচালনার কার্য্য চলিয়া থাকে। কার্শিয়ং, জলপাইগুড়ি এবং সুন্দরবন ডিভিসনের কার্য্যপ্রণালী সংশোধন সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইতেছে। উহার প্রবর্ত্তন সাপেক্ষে কার্শিয়ং এবং সুন্দরবনে সংশোধিত নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ চালান হইতেছে।

জলপাইগুড়ি ডিভিসনে যতদূর সম্ভব পূর্ব্ব কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী কাজ চলিতেছে। রক্ষণাধীন ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমির কাঠ দ্বারা লোকের চাহিদা অনেকাংশে মিটান যায় বলিয়া চট্টগ্রাম ডিভিসনে আলোচ্য বৎসর নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। খুলনা ডিভিসনের কর্ম্ম-পদ্ধতির সংশোধন সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট রচিত হইয়াছিল।

সরকারীভাবে যে কাঠ আহরণ করা হইয়াছিল, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এবার উহার অধিক মূল্য পাওয়া গিয়াছে। ডিভিসনাল অফিসার পাইকারী ক্রেতাদের কাঠ বিক্রয়ের সুব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। বনভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বমোট ২১,৩৬,৬৮৬৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর উহার পরিমাণ ছিল, ২০,১৮,৫৯১৲ টাকা।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ক্ষতি

আগাছা, পরগাছা ও পোকামাকড়ে যাহাতে কাঠ নষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সম্ভব হইলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় আলোচ্য বৎসরও হাতী ও অন্যান্য বন্য পশু অনেক চারা গাছ নষ্ট করিয়া দিয়াছে। বুনো হাতীর উপদ্রব নিবারণকল্পে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ডিভিসনে হাতী ধরিবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসর মোট ৩৫টি হাতী ধরা পড়ে। দার্জ্জিলিং ডিভিসনের শুষ্ক অঞ্চলের নিম্নভাগের কোন কোন অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার প্রতিরোধের জন্য শীঘ্র শীঘ্র যে সকল গাছ গাছড়া বড় হয়, তেমন গাছ গাছড়া রোপণ ও পাথরের প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। কালিম্পং ডিভিসনের পার্ব্বত্য অঞ্চলের প্রায় সকল ক্ষেত্রে মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। অর্থের সঙ্কুলান হইলে তথায়ও প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি অবলম্বিত হইবে। কালিম্পং খাস মহল অঞ্চলস্থিত দলাপচেনে ১৯৩৮-৩৯ সনে যে প্রতিরোধক ব্যবস্থা এবং গাছ গাছড়া লাগানোর কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, রিপোর্টের বর্ণিত বৎসরও উহা চালু রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত ব্যবস্থার দরুণ, দলাপচেন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কোথাও মাটি ধ্বসিয়া পড়ে নাই। নেপালের বেশি জমির সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। আলোচ্য বৎসর ঘূর্ণিবাত্যা, তুষারপাত ইত্যাদির দরুণ বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কার্শিয়ং, জলপাইগুড়ি, খুলনা এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ডিভিসনে প্লাবনের দরুণ কিছু কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ডিভিসনে ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী; তবে উহার মেরামতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনাবৃষ্টি কিম্বা শিলাবৃষ্টির দরুণ কোথাও কোন ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

উত্তর সার্কেলের পার্ব্বত্য বন অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে সমস্ত পরগণায় নির্দ্দিষ্টহারে খাজনা দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। চাষাবাদের উপযোগী জমির যোগান জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যকও বাড়িয়াছে। উহার বিনিময়ে তাহাদিগকে শস্য উৎপাদনের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল। অধিকন্তু শস্যাদি পশু চরাইতে এবং নিজেদের বাড়ীঘর তৈরী ও ব্যবহারের জন্য বনে উৎপন্ন দ্রব্যাদিও তাহাদিগকে বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। বস্তীগুলি বেশ ভালই আছে। বৎসরের শেষে উহাদের সংখ্যা ২১ ছিল।

আলোচ্য বৎসর, পুরুষ, স্ত্রীলোক, শিকারের ও বন্য জন্তুর দ্বারা যথাক্রমে ১, ২, ২ এবং ৪ জন লোক নিহত হয়। জখম বুনোকুকুরকে এবং শিকারীর একজনকে জখম করে।

বন্য পশুর দ্বারা বহু গৃহপালিত পশুরও প্রাণহানি ঘটিয়াছে। এ-সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, আলোচ্য বৎসর ৩১টি বাঘ, ১৬টি চিতা বাঘ, ৯টি ভল্লুক, ২টি বুনো শূকর এবং ১১টি বন্যজন্তুকে গুলী করিয়া মারা হয়। বাঘ শীকারের জন্য মোট ১,১০০৲ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। হাতীর দৌরাত্ম্য নিবারণের জন্য চট্টগ্রাম ডিভিসনের শাসন কর্ত্তৃপক্ষ শিকারীদিগকে লাইসেন্স প্রদান করেন। বনবিভাগ দুইজন মাহিনাভুক্ত শিকারীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহারা ৪টি হাতী শিকার করে। উক্ত ডিভিসনে বেসরকারী ব্যক্তিকেও খেদার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। খেদার সাহায্যে ৩৫টি হাতী ধরা হয়, তন্মধ্যে ৪টির মৃত্যু হয় এবং দুইটিকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ডিভিসনের কোন কোন বন অঞ্চলে খেদা বসাইবার জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। এ-সকল খেদায় ৩৩টি হাতী ধরা পড়ে, তন্মধ্যে ১১টি শাবক। মাছ এবং ঝিনুক এজেন্সিগুলোর কাজ পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। সুন্দরবন ডিভিসনের নদীতে মৎস্য শিকার বাবদ ১৪,৮৯১৲ আদায় হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর উহার পরিমাণ ছিল ১৩,৫৫৯৲ টাকা। বনবিভাগের পরিচালনাধীন ঢাকা-ময়মনসিংহ ডিভিসনের বে-সরকারী বন অঞ্চলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি অব্যাহত আছে। গড়ে প্রতিএকরে আটিয়া অঞ্চলে ১।৵৫, ভাওয়াল অঞ্চলে ১।৷৵০ এবং মুক্তাগাছা অঞ্চলে ।৵৬ লাভ হইয়াছে। এ-কারণে আশা করা যায়, বর্ত্তমানে ১০ বৎসর স্থায়ী যে চুক্তি আছে, মালিকগণের পক্ষে উহা অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী চুক্তির ব্যবস্থা হইবে। দীর্ঘসময়সাপেক্ষ কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে চুক্তিতে হইলে ন্যূনপক্ষে ৩০ বৎসর সময়ের আবশ্যক।

(প্রেস-নোট)

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ. আর. মল্লিক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ২৭১টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছে। উক্ত সময়ই ২৬৪টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং বাদবাকি ৬৯৬টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের দর যথাক্রমে ৯৬৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং ১৫০৲ টাকা হইতে হইতে ২০৫৲ টাকা পর্য্যন্ত ওঠানামা করিয়াছে। গাভীগুলি সাধারণতঃ ৬ সের হইতে ৮ সের পর্য্যন্ত এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানা প্রকার নিয়মাবলী, রিপোর্টাদি, পত্রিকা সরকারী প্রণালী, পাদ-পত্রক (ম্যানুয়াল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট), নিদর্শনসূচক পঞ্জি-পত্রক (সিলেবাস), কৌতূহলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, নীতি-সম্বলিত তালিকা ও ক্রয়প্রণালী পুস্তিকা, বাঙলা-গভর্ণমেণ্ট ও রাজকীয় সকল কার্যকলাপ, হস্তলিপি, গেজেট (সেট) প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর বা সেলস্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

মালদহের সিভিকগার্ড দল

নানাদিক দিয়া প্রশংসনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান

মালদহ-জেলা-যুদ্ধ-কমিটির কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবক্রমে ইংরাজ বাজার টাউনে একদল সিভিক গার্ড সংগঠন করা হইয়াছে।

উক্তরূপ একদল ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা জনসাধারণ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং তাহাদের কার্য্যাবলী দর্শনে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে।

মিঃ পি, কে, রায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সিভিক গার্ড দলের জেলার অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। জেলার অধিনায়কের নীচে সাত জন অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

২ জন সিভিক গার্ড কমাণ্ডাণ্ট—মিঃ কে, পি, অধিকারী ও মৌলভী মহম্মদ ইদিরাস। ২ জন ডেপুটি কমাণ্ডাণ্ট—মৌলভী আকবর আলি এবং মিঃ এস, পি, সরকার এবং ৩ জন গ্রুপ কমাণ্ডাণ্ট—মিঃ এম, জি, চক্রবর্ত্তী, এ, কে, রায় এবং জে, আহমদ।

সিভিক গার্ড ও অফিসারগণ প্যারেডে যোগদান করিতেছেন এবং ৩৬ জন সিভিক গার্ডের একটি দল প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে ট্রেনিং সমাধা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শহরে সিভিক গার্ডদের "রুট মার্চ্চ" করানো হয়।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কিত প্রচার কার্য্য ব্যাপারে জেলা অধিনায়কের অধিনায়কত্বে বিভিন্ন সিভিক গার্ডদল বিভিন্ন গ্রামে আহূত জনসভায় যোগদান করে। ঐ সকল সভায় জেলা অধিনায়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। গ্রীষ্মকালে কয়েকবার শহরে আগুন লাগে। অগ্নি নির্ব্বাপন ব্যাপারে সিভিক গার্ড এবং অফিসারগণ জনসাধারণের বিশেষ উপকার করে।

পৌষের বিখ্যাত রামকেলির মেলায় অফিসারগণসহ একদল সিভিক গার্ড প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে সিভিক গার্ডদের প্রধান কাজ ছিল যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, বাসে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং স্ত্রীলোক ও শিশুরা যাহাতে বাসে উঠিতে অসুবিধা ভোগ না করে, সে বিষয়ে

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

স্ত্রীলোকের বীরত্বে আসামী ধৃত

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পুরস্কৃত

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ঢাকিপাড়া থানার অধীন পাইকপাড়ার মনীন শিকদারের স্ত্রী আসমতি বিবি অসাধারণ বীরত্বের সহিত একটি দাগী আসামীকে ধৃত করার জন্য বাঙলা দেশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব্ পুলিশের নিকট হইতে একটি সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তাহার কুড়ে ঘরে ঘুমাইতেছিল; রাত্রি দুইটার সময় দুইটি দাগী আসামী ঘরে ঢুকিয়া তাহার গাত্র হইতে সোনার মাদুলী ও কানবালা ছিনাইয়া লয়। বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত স্ত্রীলোকটি এক জনকে ধরিয়া ফেলিয়া গোলমাল করে। স্ত্রীলোকটির স্বামী অপর ঘরে ছিল; সে ছুটিয়া আসিলে অপর আসামী তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন করে। স্ত্রীলোকটি অপর আসামীকে ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হয়।

এই মামলার বিচার কালে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে এই স্ত্রীলোকটিকে বীরত্বের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা উচিত। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে ৭৫৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষ]

সাহায্য করা। সিভিক গার্ডদল সুশৃঙ্খলভাবে যে কাজ সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া জনসাধারণ বিশেষ খুশী হইয়াছিল।

গত জানুয়ারী মাসে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই জেলা পরিদর্শন করিতে আসিলে সিভিক গার্ডদল 'গার্ড অব্ অনার' প্রদর্শন করে। গভর্ণর বাহাদুর দলটি পরিদর্শন করিয়া উহার সামরিক আদব কায়দা এবং নিয়মতান্ত্রিকতা দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

বিভাগীয় কমিশনার যখন এই অঞ্চল পরিদর্শনে আসেন তখন তিনিও সিভিক গার্ডদল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং তাহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন।

একটি 'সিভিক গার্ড ক্লাব'ও সংগঠন করা হইতেছে।

বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৩ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাত সাধারণতঃ অল্প হইয়াছে। শরৎকালীন ফসল কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শীতকালীন ফসলের বপন কাজ চলিতেছে। আমন ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। উত্তর বাঙলার কোন কোন স্থানে আরও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বীরভূম জেলায় বিগত ৯ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত ১১০ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ঐ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী ও ত্রিপুরা জেলায় যথাক্রমে ১,৪৫৯, ১০,২৩৬, ৩৩৩ ও ৯,৩৭৪ জনকে খয়রাতী দান করা হইয়াছে। এই প্রদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে টাকায় /৬॥/০ ছয় সের নয় ছটাক ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মূল্য শতকরা ০.৭৬ ভাগ কমিয়াছে।

সাধারণ চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭॥০ সাড়ে সাত সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে /৬ ছয় সের হইতে /৭॥৵০ সাত সের চৌদ্দ ছটাক; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭।০ সোয়া সাত সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৮॥০ সাড়ে আট সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৬॥০ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৬৵০ ছটাক হইতে /৬॥০ সাড়ে ছয় সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৬৸০ পৌনে সাত সের হইতে /৭॥৵০ ছটাক; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৬ ছয় সের হইতে /৬৸০ পৌনে সাত সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬৵০ ছয় সের দুই ছটাক হইতে /৬।৵০ ছটাক; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৸৵০ ছটাক; রাজসাহী, নওগাঁ ও নাটোরে /৬৸০ পৌনে সাত সের হইতে /৭॥০ সাড়ে সাত সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৫॥০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬ সের; দার্জ্জিলিং; কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ /৫৸০ পৌনে ছয় সের হইতে /৬।০ সোয়া ছয় সের; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৬ সের হইতে /৬॥০ সাড়ে ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় /৬৸০ পৌনে সাত সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে /৬॥০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৸০ পৌনে সাত সের; মালদহে টাকায় /৬৸০ পৌনে সাত সের; কুচবিহারে টাকায় /৬॥৵০ ছটাক; ঢাকা, মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৬॥০ সাড়ে ছয় সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় /৬॥০ সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় /৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় /৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৬॥০ সাড়ে ছয় সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে /৭ সাত সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় [illegible] সের হইতে [illegible] সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ সের হইতে /৮ আট সের।

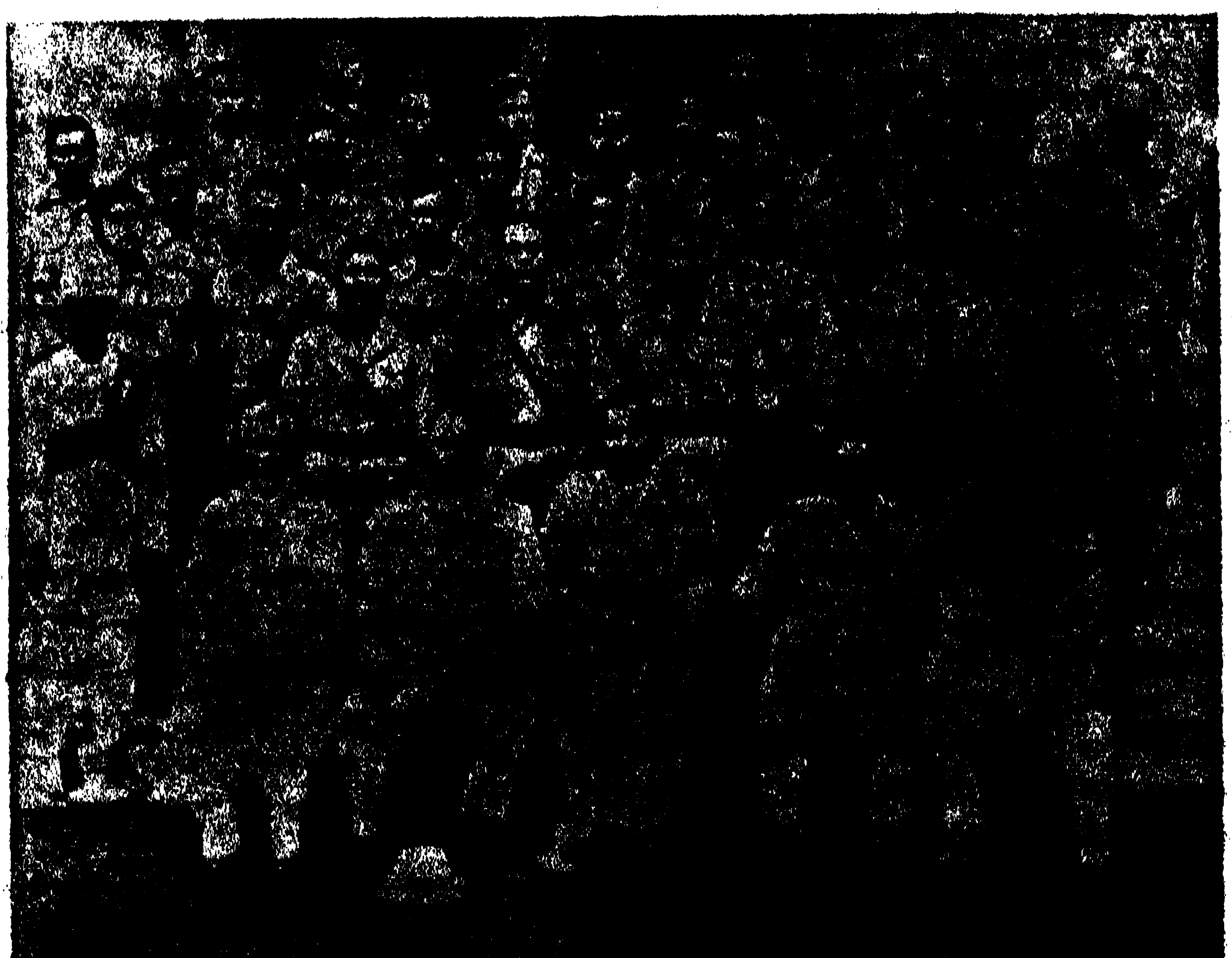

মালদহের সিভিকগার্ড বাহিনী ও বাহিনীর অফিসারবৃন্দ। মধ্যে উপবিষ্ট জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার বাম পার্শ্বে মিঃ আর, এন, মুখার্জী আই-সি-এস ও দক্ষিণ পার্শ্বে মিঃ বীর বোসেন উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

বাঙলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের কার্য্যাবলী

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ রোজমেন আলী মোল্লা বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সব প্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বলেন :—

প্রাদেশিক গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থারূপেই প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে জনসাধারণকে সরকারী বিভাগ সমূহের কার্য্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা, মিথ্যা অভিযোগ ও বিকৃত বর্ণনার প্রতিবাদ করা এবং সরকারী কার্য্য সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হইলে তাহার সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের অধীনস্থ সবগুলি জাতিগঠনমূলক বিভাগের প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবেও এই প্রচার বিভাগ কাজ করিতেছে।

এই প্রচার বিভাগের করণীয় কাজ কি, তাহার বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণী পরিষদের সদস্যদের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই সদস্যগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই বিভাগ কিরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করিতেছে। এই বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রেস-নোটের সংখ্যা ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সনে যথাক্রমে ৪৪৯ ও ৪৩০ ছিল; ১৯৩৭ সালে, এরূপ প্রেস-নোটের সংখ্যা ছিল ১৮০টি। ১৯৩৯ সনে ১১৮টি ও ১৯৪০ সনে ১০০টি ভ্রান্ত সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, সংবাদপত্রসমূহের প্রতি যথাযথ সতর্ক দৃষ্টি রাখায় এবং মিথ্যা বা ভিত্তিহীন সংবাদের প্রতিবাদ অব্যাহত হওয়ায়, সংবাদপত্রে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন বা বিকৃত অভিযোগ প্রকাশের পরিমাণ অনেক কমিয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রচারকার্য্য সম্পর্কে বলা চলে যে, প্রচার বিভাগের অধীনে যেসব জন-সেবা বাহিনী ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কাজ করিতেছে, ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এগুলি ৯১৪টি কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া ৩,৬৭৫টি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং প্রায় ৫,০৪০,০০০ জন লোক এসব প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। এই সব ইউনিটের সঙ্গীয় ডাক্তারগণ ১২৮,০০০ জন রোগীকে চিকিৎসা করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচার বিভাগ হইতে "প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দুই বৎসর" ও "প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের তৃতীয় বর্ষ" নামে দুইখানা সুবিস্তৃত পুস্তক প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের কতিপয় অভিযোগের যথাযথ উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

প্রচার বিভাগের কতকগুলি কর্ত্তব্য একেবারে নূতন এবং ইহার করণীয় কতিপয় কার্য্য ইতিপূর্ব্বে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সংবাদপত্র শাখা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া আসিতেছিল।

প্রচার-বিভাগের কর্ত্তব্য

পরিষদের সদস্যদের মধ্যে প্রচার বিভাগের করণীয় কার্য্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রচার করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নরূপ :—

(১) বিভিন্ন বিভাগ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রেস-নোট প্রচার এবং গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন কার্য্যের প্রচারমূলক বিবরণী প্রকাশ।

(২) গভর্ণমেণ্টের সমালোচনা সম্বলিত সংবাদপত্রের লেখা পরীক্ষা করণ এবং বিভিন্ন বিভাগ বা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সঠিক বিবরণী সংগ্রহ করিয়া সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবাদ বা বর্ণনা প্রস্তুত করা।

(৩) মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, মাননীয় মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর প্রদত্ত বক্তৃতা-সমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ।

(৪) বাঙলা সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র "বেঙ্গল উইক্‌লী" ও "বাঙলার কথা" প্রকাশ করা।

(৫) জন-সেবা বাহিনী ও সরকারী প্রদর্শনী মোটরের মধ্যস্থতায় গঠনমূলক প্রচারকার্য্য চালান ও এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পরিচালনা।

(৬) পল্লীর জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের প্রচার উদ্দেশ্যে ছায়াচিত্র ও গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত করা।

(৭) সরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও অধীনস্থ অফিস-সমূহ হইতে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনসমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ প্রেরণ।

(৮) যেসব সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে সরকারী প্রেস-নোট ও কম্যুনিকসমূহ বিনামূল্যে প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ ও মধ্যে মধ্যে উক্ত তালিকার সংশোধন।

(৯) বাংলা অনুবাদকের অফিস হইতে প্রতি বৎসর সংবাদপত্রের যে বিবরণী ও রিপোর্ট বাহির হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(১০) নিখিল-ভারত রেডিওর দুইটি কেন্দ্র হইতে যে সব বিষয় প্রচার করা হইয়া থাকে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা।

(১১) সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় বিষয়-সমূহের কাটিং সংগ্রহ করিয়া রাখা ও তাহার শ্রেণী-বিভাগ করা।

(১২) মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ও মাননীয় মন্ত্রি-বর্গের সফর উপলক্ষে এবং সরকারী অন্যান্য অনুষ্ঠানে সংবাদদাতাদের সুবিধার জন্য [illegible] যথাবিধি ব্যবস্থা করা।

(১৩) যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রচার কার্য্য।

(১৪) এই প্রদেশের বাসিন্দা ও বাহিরের লোকদের অনুরোধ মত বাঙলা সরকারের কার্য্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ।

(১৫) সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের মধ্যে সরকারী সংবাদাদি বিতরণ।

কলিকাতা সুইমিং ক্লাব

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বিরাট দান

কলিকাতা সুইমিং ক্লাবের সদস্যগণ সম্প্রতি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্য হিসাবে ৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব-প্রদত্ত চাঁদা সহ সম্পূর্ণ দানের পরিমাণ প্রায় ৭০,০০০ হইয়াছে এবং বিমান-বাহিনীর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রনের একটি বিমানের নাম এই ক্লাবের নামানুসারে রাখা হইবে। ক্লাবের সভাপতির নিকট এক পত্র লিখিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এই বিরাট সাহায্যের জন্য প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কলিকাতার ক্লাবসমূহের এরূপ প্রচেষ্টা প্রকৃতই প্রশংসার্হ।

বাঙলা-সরকারের পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারীদের ট্রেণিং

বাঙলাদেশের পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ কর্ত্তৃক পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মচারিগণের ট্রেণিং দেওয়ার জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই পরিকল্পনা মতে ১৯৪১ সনের ২১শে জুলাই হইতে তিন সপ্তাহের জন্য দিনাজপুরে একটি ট্রেণিং শিবির খোলা হইয়াছিল। তথায় ৬০ জন চিফ্ ইনস্পেক্টর ও বাছাই করা ইনস্পেক্টরকে মাঠে সেট্‌লমেণ্ট ও পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে হাতে কলমে সম্যক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ট্রেণিং গ্রহণকারী কর্মচারিগণকে প্রতিদিন সকাল ৬-৩০ সাড়ে ছটা হইতে অপরাহ্ন ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মাঠে কাজ করিতে হইত এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত ও পুনরায় ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আদর্শ সম্পর্কিত বক্তৃতায় যোগদান করিতে হইত। বাঙলা-দেশের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিফ কণ্ট্রোলার এই শিবিরে ১০ দিন ছিলেন ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে ৮টি বক্তৃতা প্রদান করেন। ডেভেলপমেণ্ট সার্কেলের সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ পি, সি, রায় সেচ ও পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতে কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ পশু-চিকিৎসা, সমবায়, পল্লী ঋণ, কচুরীপানা, জনস্বাস্থ্য ও পল্লীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, ম্যালেরিয়া, মৎস্যের চাষ, কুটীর শিল্প, কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে কৃষি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করা হয়; তাহাতে শিক্ষার্থী কর্মচারিগণ উন্নততর কৃষি পদ্ধতির বাস্তব দিকটা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাহাদিগকে একটি ইউনিয়ন বোর্ড কৃষি-ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেখানে কিরূপভাবে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া কৃষি, কুটীর-শিল্প, পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ছায়াচিত্রও দেখান হইয়াছিল। দিনাজপুরের এই শিক্ষা শিবির খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই শিক্ষার্থী কর্মচারিগণ খুবই উৎসাহ অর্জন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ অপরাপর লোকদিগকে তাঁহারা শিক্ষা দিবেন এবং তাঁহাদের এলাকায় তাঁহাদের এই সব অভিজ্ঞতা বাস্তব কাজে নিয়োগ করিবেন।

এই পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তরের কাজ এখন আরম্ভ হইবে। চিফ্ ইনস্পেক্টরগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, বাঙলাদেশের সর্ব্বত্র ১৬টি চার্জ্জে শিক্ষা শিবির খুলিতে হইবে এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক পরিকল্পিত কার্য্যতালিকা মতে কাজ করিয়া প্রত্যেক চার্জ্জের অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে তিনটি দলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক দলে প্রায় ৫০ জনকে লইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক দলকে দুই সপ্তাহ শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং একটি নির্দ্ধারিত ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামে পল্লী-উন্নয়নের কাজ হাতে-কলমে করিতে হইবে। মাঠে ও সেট্‌লমেণ্টের কাজ সকাল ৬-৩০ সাড়ে ছটা হইতে ১টা পর্য্যন্ত চলিবে এবং অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬-৩০ সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় পল্লী সমস্যা সম্বন্ধে দুইটি করিয়া বক্তৃতা দেওয়া হইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পূজার ছুটি আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ৫,০০০ জন বাছাই লোক পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে পূর্ণ ট্রেণিং পাইবে।

ইহা ব্যতীত বে-সরকারী কর্ম্মিগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, আগামী শীত কালের মধ্যে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার কর্ম্মীকে ট্রেণিং দেওয়া হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

২০ হাজার জার্ম্মাণ হতাহত

রাশিয়ান রণাঙ্গন হইতে লালফৌজ বাহিনীর মুখপত্র "রেডষ্টার"-এর নিকট যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহা ১৮ই আগষ্ট প্রাতে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইউক্রেণ এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে ৮ হইতে ১০ মাইল দূরে হটাইয়া দিয়াছে। সংবাদ-প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত রাশিয়ানরা অগ্রসর হইতেছিল।

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছে যে, রাশিয়ান বিমানপোতসমূহ কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী রুমানিয়ার বন্দর কনষ্টাঞ্জার উপরে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান বাহিনী কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী নিকোলাইভ ও ক্রিভোইরগ বন্দর পরিত্যাগের পূর্ব্বে জার্ম্মাণদের ২০ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

কৃষ্ণসাগরে রুশীয় সাবমেরিণ দুইখানি বিরাট রুমানিয়ান সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

আর কয়েকখানি জার্ম্মাণ প্লেন মস্কোর উপরে হানা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঐগুলিকে বিতাড়িত করা হয়। ১৬ই আগষ্ট শনিবার রাত্রিতে রাজধানীর উপরে হানার দিবার চেষ্টা করিতে গিয়া একখানি জার্ম্মাণ প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

চার লক্ষ 'স্কী'র অর্ডার

জনগণ যে সমগ্র শীতকাল ধরিয়া জার্ম্মাণদিগকে প্রতিরোধ করিবে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই দৃঢ় বিশ্বাস ইকনমিষ্টের এক সংবাদে সমর্থিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণগণ তাহাদের পূর্ব্ব প্রান্তীয় বাহিনীর জন্য চার লক্ষ "স্কী" অর্ডার দিয়াছে।

মস্কো সহরে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, প্রবল প্রতিরোধের ফলে ইউক্রেণের বিরাট জার্ম্মাণ অভিযানের গতি মন্থর হইয়া উঠিতেছে।

জার্ম্মাণদের দাবী

নিকোলিয়েভ অধিকারের দাবী জ্ঞাপন করিয়া এক জার্ম্মাণ এশতেহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুগ নদীর পূর্ব্ব দিকে অবিরাম পশ্চাদনুসরণের চাপে পর্য্যুদস্ত প্রতিপক্ষ ক্রমে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতেছে। হস্তগত সমর-সম্ভার ও বন্দীর সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। সমরাঙ্গণের অন্যান্য অংশেও যুদ্ধ সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

জার্ম্মাণীর উপর হানা

বিমান-সচিবের দপ্তরখানা হইতে ১৮ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত একখানি এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ১৭ই আগষ্ট শতাধিক ব্রিটিশ বোমারু প্লেন জার্ম্মাণীর উপরে আক্রমণ চালাইয়াছিল। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু তা সত্বেও ব্রিটিশ প্লেনসমূহ পশ্চিম জার্ম্মাণীর উপরে বোমাবর্ষণ করিয়াছিল, ব্রিটিশের বন্দর ডুইসবুর্গের কারখানা এলাকাই প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। অনেকস্থানে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। একখানি বোমারু প্লেন নিখোঁজ হইয়াছে।

ইরাণের নিকট জার্ম্মাণীর দাবী

আঙ্কারা হইতে সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণী ইরাণের নিকট বিমানঘাঁটি ও বিমানপোতের জন্য তৈল সরবরাহের দাবী করিয়াছে।

প্রকাশ যে, ইরাণের জার্ম্মাণ দূত ইরাণ সরকারকে সতর্ক করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি জার্ম্মাণ নাগরিক-দিগকে বহিষ্কৃত করা হয়, তাহা হইলে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে।

সিরাকিউজের উপর হানা

গত ১৬ই আগষ্ট শনিবার রাত্রে বৃটীশ নৌবহর-সংশ্লিষ্ট বিমান-বহর কর্ত্তৃক সিরাকিউজের উপর হানার ফলে জাহাজসমূহের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। খুব নীচু হইতে সিরাকিউজ পোতাশ্রয়ের কেন্দ্রীয় জাহাজ ও রেলওয়ে সাইডিং-এর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলিয়া উঠে। এক স্থানে ৩০০ ফুট ঊর্দ্ধে অগ্নিশিখা উঠে।

শত্রুপক্ষের ৪,০০৭,০০০ টন জাহাজ নিমজ্জিত

সরকারীভাবে অনুমান করা হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষের মোট ৪,০০৭,০০০ টনের জাহাজ নিমজ্জিত অথবা আটক হইয়াছে। ইহার মধ্যে জার্ম্মাণদের ২৩,২১,০০০ টন, ইটালীয়ানদের ১৫,৩৩,০০০ টন, ফিনল্যাণ্ডের ৩৪,০০০ টন ও শত্রু-পক্ষের কাজে নিযুক্ত ১১৯,০০০ টনের জাহাজ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাশিয়ানরা যে ৫১টি জাহাজ ডুবাইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে, তাহাও ধরা হইয়াছে।

শত্রুরাজ্যে আক্রমণ

বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৮ই আগষ্ট অপরাহ্নে বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ হল্যাণ্ডের উপকূলে তিনটি জার্ম্মাণ টহলদার জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। অপর একটি বিমান-দল উত্তর ফ্রান্সে আক্রমণ চালাইয়াছে। লীলের কারখানায় বোমাবর্ষণ হয়। উত্তর ব্রিটানিতে বিমান-ঘাঁটির উপরও বোমাবর্ষণ করা হয়।

আলবেনিয়ায় বিদ্রোহ

ইস্তাম্বুল হইতে টাস এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব আলবানিয়ায় আল-বানিয়ান জাতীয়তাবাদীরা বিরাট বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছে। পাছে এই বিদ্রোহ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বিস্তৃত হয়, এই ভয়ে ইটালীয়ানরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিমধ্যেই যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, গ্রীক ও যুগোশ্লাভ গরিলা বাহিনী বিদ্রোহে যোগ দিয়াছে। আলবানিয়ান বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ইটালীয়ানদের আক্রমণ করিতেছে। বেরাতে একটি দৈশ-সঙ্ঘর্ষে বিদ্রোহীরা একজন ইটালীয়ান মেজর ও ২৫ জন সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে।

কিংগিসেপ পরিত্যক্ত

মার্শাল ভরোশিলভের নেতৃত্বাধীন লেনিনগ্রাডরক্ষী সোভিয়েট বাহিনী এস্তোনিয়া হইতে নাৎসীদের সজোর চাপ আসিবার পূর্ব্বেই সংগ্রামরত অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করিতেছে। লেনিনগ্রাড হইতে প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং লুগা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কিংগিসেপ সহর পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, মার্শাল ভরোশিলভের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষী সৈন্যদল লেনিনগ্রাডরক্ষী বহিঃচক্রে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। কিংগিসেপ এস্তোনিয়ার রাজধানী ট্যালিন হইতে যে রেল-পথ গিয়াছে তাহার উপরে এবং নার্ভা হইতে প্রায় ২০ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

মার্শাল বুদেনীর নূতন ব্যূহ রচনা

তিফলিসে সোভিয়েট সীমান্ত হইতে প্রেরিত তারে প্রকাশ যে, মার্শাল বুদেনী কিয়েভের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ১৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি অঞ্চল হইতে নীপারের বাঁকের নীপার জাপোরজি পর্য্যন্ত তাঁহার যুদ্ধ বাহিনী সমাবেশ করিয়াছেন। এই অঞ্চল হইতে সোভিয়েট বাহিনী নীপেরো-পেট্রোভস্কের বিরাট বাঁধ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রধান অঞ্চলগুলি রক্ষা করিবার সুবিধা পাইবে।

জার্ম্মাণীতে বিমান হানা

জার্ম্মাণ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ যে, গত ১৮ই আগষ্ট পশ্চিম দিক হইতে বৃটিশ বিমানবহর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে সোভিয়েট বিমানবহর জার্ম্মাণীতে আক্রমণ চালায়।

দক্ষিণ উক্রেইনে জার্ম্মাণীর সাফল্যের দাবী

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, নীপারের পশ্চিমে সমগ্র অঞ্চল জার্ম্মাণীর হস্তগত হইয়াছে। ওডেসায় একটি আক্রমণের ফলে ৬০ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ৮৪টি ট্যাঙ্ক ও ৫৩০টি কামান জার্ম্মাণদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে নিকোলাইভ বন্দরে একটি ৩৫ হাজার টনের ব্যাটলশিপ, একটি ১০ হাজার টনের ক্রুইজার, ৪টি ডেষ্ট্রয়ার ও ২টি সাবমেরিণ হস্তগত হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমানবহর ওডেসা বন্দরে হানা দিয়া ৯টি বৃহৎ সৈন্যবাহী জাহাজ অকর্ম্মণ্য এবং একটি বৃহৎ ক্রুইজার সহ তিনটি রণতরী ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

বৃটিশ সাবমেরিণ "ক্যাসালট" জলমগ্ন

বৃটিশ নৌ-দপ্তর হইতে ১৯শে আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "ক্যাসালট" নামক সাবমেরিণটির আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় উহা ধ্বংস হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। শত্রুপক্ষের বেতারবার্ত্তায় বুঝা যায় যে, উক্ত সাবমেরিণে সমস্ত লোক রক্ষা পাইয়াছে এবং শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে।

জার্ম্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত

একটি সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে প্রকাশ:—"১৯শে আগষ্ট রুশ সৈন্যগণ সমগ্র রণাঙ্গনে, বিশেষতঃ কিংগিসেপ, নভোগ্রাদ, গোমেল ও ওডেসার দিকে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েট বোমারু বিমানসমূহ শত্রুপক্ষের দুইখানা সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং একখানায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।"

জার্ম্মাণদের দাবী

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ উক্রেইনে শত্রুপক্ষের হাতে এখনও নীপার নদীর সেতুর নিকটবর্ত্তী অল্প যে কয়টি দুর্গ আছে, সেগুলির উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালানো হইতেছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণ বাহিনী প্রবল বাধাদানকারী শত্রুপক্ষের ৬৫টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ফুটবল ! (ফুটবল নয়।) সর্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল !! (ফুটবল নয়।) সু লো ভ টেঁকসই

	মূল্য: টাঃ আঃ	টাঃ আঃ		মূল্য: টাঃ আঃ	টাঃ আঃ
[illegible] নং ১	১ ০	১ ৮	[illegible]	...	১ ৫
[illegible] নং ২	১ ১২	২ ৮	[illegible]	...	২ ৮
[illegible] নং ৩	৩ ০	৩ ৮	[illegible]	...	৩ ৮
[illegible] নং ৩	...	৩ ৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৩	...	৭ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] নং ৪	...	১১ ০	[illegible] নং ১	...	০ ১০
[illegible] নং ৩	...	৬ ৫	[illegible] নং ২	...	০ ১২
[illegible] নং ৪	...	৭ ৮	[illegible] নং ৩	...	০ ১৪
[illegible] নং ৫	...	১০ ৮	[illegible] নং ৪	...	১ ০
[illegible] নং ৫	...	১০ ৮	[illegible] নং ৫	...	১ ৪

[illegible]

[illegible] ব্রাদার্স, লিঃ

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ফরিদপুর জেলা

গত জুন ও জুলাই মাসে ফরিদপুর জেলায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

সদর মহকুমা—

আর্থিক দুরবস্থার জন্য এই মহকুমায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের কর্মচারী দল উত্তম কাজ করার জন্য সমিতিসমূহ সংগ্রাম করিতেছে।

গোয়ালন্দ মহকুমা—

জুন মাসে নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে:—

আলোচ্য মাসে এখানে কোন উল্লেখযোগ্য পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। কর্জের বিনিময়ে সাহায্য কাজ সকভাবে পরিচালিত হইয়াছে এবং কৃষি-ঋণ দান করা হইয়াছে। অনাহার হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল বলিয়া গ্রামবাসিগণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সুয়াইল, কোয়কলী, বেগচাষী এবং অন্যান্য ইউনিয়নের সহিত গোয়াই নদীর সংযোগ সাধন করিয়া পরিকাল্প খালের আড়াআড়িভাবে একটি বৃহৎ বাঁধ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে নির্মাণ করা হইয়াছে।

নিরক্ষর বয়স্কদিগের জন্য নৈশ-বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ কাজ করিতেছে।

পাংশা থানার অন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ এবং পুলিশের সহযোগ-সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপন এবং গ্রামের কল্যাণের জন্য কাজ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। গত জুলাই মাসে এই মহকুমায় নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে:—

পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ গঠন করিবার নিমিত্ত পাংশা এলাকার অন্তর্গত কসাই এবং মাছপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডে প্রচার সম্পর্কীত সভা আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সার্কেল অফিসার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন যে, এই বিষয়ে বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পুরাতন নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ বিশেষ সন্তোষজনকভাবে কাজ করিতেছে। জনসাধারণ আউস-ধান্য কর্তনের এবং যাহাদের জমি নাই তাহারা কর্জের বিনিময়ে সাহায্য গ্রহণ করার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হয় নাই।

মাদারীপুর মহকুমা—

গত জুন মাসে মাদারীপুর মহকুমায় নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে:—

সেনের চর ইউনিয়ন বোর্ড ১৫০৲ টাকা ব্যয়ে কেবল মাত্র একটি নলকূপ খনন করিয়াছে। কয়েকটি ইউনিয়নের কচুরীপানা সাফ করা হইয়াছে। আমগ্রিয়া হইতে দাদুনিয়া পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে তাহার কচুরীপানা পরিষ্কার করার কার্য্যে কয়কর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বেশ ভাল কাজ করিয়াছেন। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে যে পরিমাণ কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে অনুমান করা গিয়াছে যে, তাহার পারিশ্রমিক ৫০৲ টাকার অধিক। এতদ্ব্যতীত ইউনিয়ন বোর্ড প্রদত্ত ৫০৲ টাকায়ও কচুরীপানা সাফ্ করা হইয়াছে।

সরকারী প্রজনন ষাঁড়সমূহ বেশ ভাল কাজ করিতেছে। তাহাদিগকে বেশ ভালভাবে রাখা হইয়াছে।

এই মহকুমায় গো-খাদ্য এবং পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ধান এবং পাটের ক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে ঘাস পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারসমূহ ভালভাবে ব্যবহার করা হইতেছে।

বর্ত্তমান নৈশবিদ্যালয়সমূহ উত্তমরূপে কাজ করিতেছে। চিকন্দী ইউনিয়নের অন্তর্গত বাগানী গ্রামের সমিতির তত্ত্বাবধানে দুইটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। মহিলার গ্রামেও আর একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলিকে আরও অধিক সংখ্যক নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সাধারণ বড়। জুন মাসে পাঁচখোলা ইউনিয়নে ৩টি নূতন পল্লী-সংগঠন সমিতি এবং একটি ইউনিয়ন পল্লী-সংগঠন সমিতি গঠিত হইয়াছে।

স্থানীয় স্যুক্তিরকার্থ শ্রীযুত সরকারের বিধবা স্ত্রী শিবচর এলাকার অন্তর্গত বড়ভাগীর সন্নিকটে একটি খালের উপর একটি কাঠের সেতু নির্মাণ করিয়াছেন।

মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হইতেছে।

জুলাই মাসে কোনো নলকূপ খনন করা হয় নাই; ইউনিয়ন বোর্ডগুলি কতকগুলি মেরামত কাজ করিয়াছে।

একাধারে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এবং ইউনিয়ন বোর্ডের খরচে কেন্দুয়া, পাইকপাড়া, খালিয়া, মুস্তাফাপুর, অম্বরিয়া, কয়কর, ছত্রপাড়া এবং কালেপুর ইউনিয়ন হইতে কচুরীপানা সাফ্ করা হইয়াছে। জুলাই মাসে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি এই কচুরীপানা পরিষ্কার করার কাজে প্রায় ১,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

সরকারী প্রজনন ষাঁড়গুলি বেশ উত্তম অবস্থায় আছে। মাদারীপুর এলাকার জন্য আরও অধিক সংখ্যক ষাঁড়ের প্রয়োজন।

জনসাধারণ প্রচুর পরিমাণে মাটি ঘাসের চাষ করিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমানে গো-খাদ্যের কোনরূপ অভাব অনুভূত হয় নাই।

চলতি নৈশবিদ্যালয়গুলি বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। পাইকপাড়া নামক স্থানে একটি নূতন নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন সমিতি এবং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কর্মচারী দল আরও অধিক সংখ্যক নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টায় আছে।

চলতি পল্লী গ্রন্থাগারসমূহ বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। এই অঞ্চলের অধিবাসিবর্গের স্বাস্থ্য সাধারণ মত।

কৃষি সম্পর্কে বলা যায় যে, উচ্চভূমি বন্যার মধ্যে পাট বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; আউস ধান্যও বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে।

গোপালগঞ্জ মহকুমা—

গত জুন মাসে গোপালগঞ্জ মহকুমায় নিম্নলিখিতরূপ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে:—

পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ আগের মতই কাজ করিয়া চলিয়াছে। নিজড়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি সম্পর্কে বিশেষ করিয়া বলা চলে যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কচুরীপানা পরিষ্কার, একটি নৈশবিদ্যালয় পরিচালনা এবং ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে।

১৯৩৯ সালের দরিদ্র ও বেকার সাহায্য আইনানুসারে "দরিদ্র ভাণ্ডার" সংগঠন করা হইয়াছে এবং উক্ত তহবিল হইতে দুঃস্থ জনের সাহায্য করা হইয়াছে।

গত জুন মাসে ভট্টাচার্য্য এলাকার অন্তর্গত ভাটিয়াপাড়া-নওয়াপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থানীয় অঞ্চলের অভাবগ্রস্ত লোকদিগের মধ্যে চাউল বিতরণ করিয়াছে। এই উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া কাশিয়ানীর অধিবাসিবৃন্দ মুষ্টিভিক্ষা গ্রহণ করিয়া কাশিয়ানী ইউনিয়ন বোর্ডের দুঃস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

কাজুলিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি, বাসুদেবপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং পাতুরিয়া পল্লী-মঙ্গল সমিতি তাহাদের নিজ নিজ এলাকা হইতে কচুরীপানা সাফ্ করিতেছে।

নৈশবিদ্যালয়সমূহ পূর্ব্বের মতই কাজ করিতেছে। যে সকল নৈশবিদ্যালয় সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিও বেশ ভাল কাজ করিতেছে। ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় দরিদ্র ও বেকার সাহায্য আইন অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া দরিদ্র ভাণ্ডার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ভাল চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে।

রাজশাহী জেলা

গত জুলাই মাসে রাজশাহী জেলার সদর মহকুমায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য মাসে চারঘাট থানার অন্তর্গত আরাণী ইউ-ইউনিয়ন বোর্ডের নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করিয়াছিল:—

আরাণী শিবালাপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি একটি পুরাতন পথ মেরামত এবং একটি বাঁশের পুল তৈরী করিয়াছে।

ভাবতীপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি একটি পুষ্করিণীর তীর হইতে জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে।

মুক্তপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি মুক্তপুর গ্রামের জন্য একটি নৈশ-বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করিয়াছে।

বেড়েরবাড়ী এবং গোবাল নামক স্থানের নৈশ-বিদ্যালয় ভবনে যথাক্রমে একটি বালকদিগের ও বালিকাগণের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য মাসে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট একটি পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে প্রায় ৬০০ শত লোক সমবেত হইয়াছিল।

পল্লী-সংগঠনের পন্থা ও প্রয়োজনীয়তা এবং নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। এই অঞ্চলের প্রত্যেক কৃষকের যাহা জমি আছে বলিয়া সকলেই পল্লী-উন্নয়ন সমিতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য ১০ সের করিয়া চাউল প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাসিক উপকরণেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নৈশ-বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগারগুলির কাজ পূর্ব্বের মতোই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বর্ত্তমানে চাষীগণ তাহাদের কৃষিকার্য্য লইয়া ব্যস্ত আছে। সুতরাং বৎসরের এই সময়টা তাহারা পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত কার্য্যে অধিক সময় ব্যয় করিতে পারে না।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সৈন্যবাহী বহু জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বিমানবহরের আক্রমণে বহু চার-ইঞ্জিনযুক্ত জার্ম্মাণ সৈন্যবাহী বিমান ভূপাতিত হয়। উক্ত বিমানগুলির প্রত্যেকটিতে সৈন্যসহ একটি করিয়া হাল্কা ট্যাঙ্ক আছে দেখা যায়।

ষ্টালিনগ্রাডের সন্নিকটে জার্ম্মাণ সৈন্য

"আকটনব্লাডেট" পত্রিকার বার্লিনস্থিত সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, গাচিনার পথে অভিযানকারী জার্ম্মাণ সৈন্যরা গত ২০শে আগষ্ট রাত্রে ষ্টালিনগ্রাডের ২০ কিলোমিটার দূরে উপনীত হয়। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ষ্টালিনগ্রাডের দিকে অভিযান মূলতঃ তিনদিক হইতে পরিচালিত হইতেছে এবং গাচিনার মধ্য দিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চলিতেছে।

জার্ম্মাণদের চারটী সহর দখলের দাবী

বার্লিন হইতে প্রচারিত জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের এক এস্তেহারে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ইউক্রেনে বাকিন্‌-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সৈন্যরা নীপার নদীর মোহনাবর্ত্তী সামুদ্রিক বন্দর ও শিল্পসমৃদ্ধ সহর খারসন দখল করিয়াছে। এস্তেহারে নভোগরড, কিংগিসেপ ও সাভা এই তিনটী সহর দখলেরও দাবী করা হইয়াছে। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, গোমেলের উত্তর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহাতে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর ভীষণ পরাজয় ঘটিয়াছে।

নাৎসী হাইকম্যাণ্ডের দাবী

ফুয়েরারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এক এস্তেহারে ২১শে আগষ্ট বলা হইয়াছে যে, "গোমেলের চতুর্দ্দিকে ভয়াবহ সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে সোভিয়েট বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাভূত হইয়াছে। এই যুদ্ধে রাইফেলধারী ১৭টি ডিভিশনের একাংশ, দুইটী নৌকোয়া ডিভিশন, একটি যন্ত্রচালিত ডিভিশন এবং দুইটী সাঁজোয়া ব্রিগেড পর্য্যুদস্ত, নিশ্চিহ্ন অথবা বন্দী হইয়াছে। ৭৮,০০০ সোভিয়েট সৈন্য বন্দী হইয়াছে। ইহা ছাড়া ১৪৪টি ট্যাঙ্ক, ৭০০ কামান এবং দুইটী সাঁজোয়া ট্রেণও আমাদের হস্তগত হইয়াছে।"

জার্ম্মাণীর বিরাট ক্ষতি

২১শে আগষ্ট সোভিয়েট ইনফর্মেশন ব্যুরো হইতে মঃ লোজোভস্কি কর্ত্তৃক প্রচারিত এক হিসাব অনুসারে পূর্ব্ব সীমান্তে প্রথম দুই মাসকালীন যুদ্ধে জার্ম্মাণদের প্রায় কুড়ি লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ হত হইয়াছে। মঃ লোজোভস্কি বলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ বিপুল ক্ষতি কোন সৈন্য বাহিনীর হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইহা সত্য যে, এই ক্ষতির বিনিময়ে হিটলার সোভিয়েটের কিছু জমি দখল করিয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা খাদ্য সরবরাহ হইবে না; এই স্থানগুলি সহর ও গ্রামের ধ্বংসস্তূপ ও কারখানার ভস্মস্তূপমাত্র। তাহা ছাড়া হিটলারকে গরিলা যুদ্ধ ও অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের বিদ্বেষের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

অন্যতম নাৎসী-নেতা নিহত

২১শে আগষ্ট জার্ম্মাণ রেডিওতে প্রকাশ, নাৎসী পার্টির অন্যতম প্রাচীন সদস্য ও এবং বার্লিনবাহিনীর অগ্র নেতা হাইন্‌জ্‌ ডিকমান রণাঙ্গনে প্রাণ হারাইয়াছেন।

রোম রেডিওতে প্রকাশ যে, পূর্ব্ব সীমান্তের সংগ্রামে হিটলার যুবদলের নেতা আর্থার আক্সম্যানও গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন; ফলে তাঁহার হাত হাতটি কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

লেনিনগ্রাডে ৬০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ

সোভিয়েট সীমান্ত হইতে ডিনি নিউজ এজেন্সীর নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, লেনিনগ্রাড রক্ষার জন্য ৬০ লক্ষের বেশী সোভিয়েট সৈন্য নিয়োজিত আছে। গোমেল অঞ্চলের যুদ্ধ উল্লেখ করিয়া এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গোমেলের সম্মুখে যে সকল বড় বড় সোভিয়েট সৈন্যদল সমাবেত করা হইয়াছিল, সেগুলির উপর স্মোলেনস্ক অঞ্চলের নাৎসী অগ্রব্যূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; উহার উত্তরদিকের অন্য দল পশ্চিম ভিটেবস্ক-এ পৌঁছিবার চেষ্টা করে। জার্ম্মাণ কমাণ্ড স্মোলেনস্ক ও কিয়েভ অঞ্চল হইতে দ্রুত ট্যাঙ্ক আনিয়া রুশদের পশ্চাৎ-ভাগ আক্রমণ দ্বারা এই মতলব ব্যর্থ করিয়া দেয়। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে গোমেল ও তাহার সন্নিহিত অঞ্চল জার্ম্মাণদের হাতে এবং প্রকাশ, জার্ম্মাণ মেকানাইজড দলগুলি গোমেলের ১৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ব্রিয়ান্সক-এ পৌঁছিয়াছে।

সৈন্যবাহী জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী হেলসিঙ্কি হইতে সংবাদ পাইয়াছে যে, ফিনিশ বাহিনী লাডোগা হ্রদের তীরে কেক্সহলম অধিকার করিয়াছে বলিয়া ফিনিশ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দাবী করিয়াছেন যে, শুক্রবার ১৬৮ সংখ্যা নূতন সোভিয়েট ডিভিশনকে লাডোগার দক্ষিণে অবস্থিত অন্তরীপ পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছে। এই ডিভিশনের মূল বাহিনী বিধ্বস্ত হইয়াছে। আরও দুইটি সোভিয়েট ডিভিশনকে হাইটোলার পূর্ব্বে কিলপুলা ব্যূহ পর্য্যন্ত হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফিনগণ কর্ত্তৃক কেক্সহলম অধিকারের দাবী

সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর মতে সোভিয়েট বোমারু বিমানসমূহ কৃষ্ণসাগরে কতকগুলি জার্ম্মাণ চালানী জাহাজ পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। অন্ততঃ দুইটি চালানী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। একটিতে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছে এবং অন্যান্যগুলির উপর বোমা পড়িয়া ক্ষয় হইয়াছে। উক্ত চালানী জাহাজগুলি ইউক্রেইনে নূতন সৈন্য লইয়া যাইতেছিল।

দুই মাসের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ক্ষতি

একখানি সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের প্রথম দুইমাসে ২০ লক্ষেরও বেশী জার্ম্মাণ সেনা হতাহত ও বন্দী হইয়াছে, জার্ম্মাণদিগের ৮ হাজার ট্যাঙ্ক ১০ হাজার কামান এবং ৭ হাজার ২ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

ঐ সময়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার সোভিয়েট সৈন্য নিহত, ৪ লক্ষ ৪০ হাজার আহত ও ১ লক্ষ ১০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে। সর্ব্বসমেত সোভিয়েটের ৭ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। সোভিয়েটের ৫ হাজার ৫ শত ট্যাঙ্ক, ৭ হাজার ৫ শত কামান ও ৪ হাজার ৫ শত বিমান খোয়া গিয়াছে।

মস্কোতে মোট ২৪ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছে— কিন্তু সামরিক কোন লক্ষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ৪১৬ জন লোক নিহত, ১,৪৪৪ জন গুরুতর আহত ও ২,০৬৯ জন সামান্য আহত হইয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

মধ্য রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে ২৪শে আগষ্ট বলা হইয়াছে যে, জেনারেল কোনিয়েভের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে; তাহারা একটি জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশনকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, উহার কামানসমূহ দখল করিয়াছে এবং হেডকোয়ার্টার ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। অনুপরি প্রতিপক্ষের অনূ্যন তিন সহস্র অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে। প্রতিপক্ষ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ব্যূহ হইতে সৈন্য আনিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে, কিন্তু তাহারা পর্য্যুদস্ত হয়। সোভিয়েট বাহিনীর আক্রমণে ১১০টি ট্যাঙ্ক, শতাধিক লরী, বহু কামান ও প্রচুর গোলাবারুদ ধ্বংস হয়। জেনারেল কোনিয়েভের সৈন্যদল সোভিয়েট এলাকাভুক্ত গ্রামসমূহ প্রতিপক্ষের কবলমুক্ত করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং প্রতিপক্ষকে বিশ্রাম গ্রহণের অবকাশ দিতেছে না।

ইউক্রেনে সংগ্রাম

ইউক্রেনে নীপার নদীর পশ্চিমতীরস্থ সেতুর নিকট সংগ্রাম চলিতেছে। উক্ত সেতু এখন রাশিয়ানদের অধিকারে আছে। জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মঙ্গলবারে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর নেপ্রোপেট্রোভস্কে নীপার নদীর সেতু দখল করা হয়। তদুপরি জার্ম্মাণরা এই দাবী করিয়াছে যে, তাহারা নীপার নদীর উজানে একটি নূতন স্থানে পৌঁছিয়াছে এবং উহা অতিক্রম করিয়াছে। বার্লিন রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী ওডেসা ও নীপার নদীর মোহনার মধ্যবর্ত্তী ওচাকোভ বন্দর দখল করিয়াছে। জার্ম্মাণরা ৮ শত সৈন্য বন্দী, ১৮টি বিমান ও ১১টি কামান হস্তগত করিয়াছে বলিয়া সংবাদ দিতেছে। মার্শাল বুদেনী নীপার নদী অতিক্রম করার পর ওচাকোভ বন্দরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণরা এই দাবী করিয়াছে যে, রাশিয়ানরা ফিনল্যাণ্ড উপসাগর হইতে এস্তোনিয়ার উপকূলে সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু জার্ম্মাণরা তাহা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

বৃটীশ ও সোভিয়েট সরকার কর্ত্তৃক ইরাণ আক্রমণ

সরকারীভাবে ২৫শে আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ইরাণে সমবেতভাবে সামরিক ব্যবস্থাবলম্বন করিয়াছেন।

এ্যাকসিস শক্তি যাহাতে রুশিয়া এবং মধ্য প্রাচ্য দেশসমূহ ও ভারতের নিরাপত্তা ব্যাহত করার আর সুযোগ না পায় এবং ইরাণের তৈল এবং অন্যান্য সম্পদ যাহাতে নাৎসীদের হাতে না পড়িতে পারে, কেবলমাত্র তদুদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইরাণ নিজে তাহার সম্পত্তি রক্ষায় অসমর্থ হওয়াই ইহার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে যে, নিছক নিরাপত্তার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে; ইরাণের স্বাধীনতা বা অখণ্ডতায় হস্তক্ষেপ করার অভিসন্ধি ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও নাই।

উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে অভিযান

এম, মলোটভ ইরাণের রাষ্ট্রদূতকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী ইরাণে প্রবেশ করিতেছে।

লণ্ডনে প্রামাণ্য সূত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে, রুশিয়ান সৈন্যরা ককেশাস অঞ্চল হইতে ইরাণে প্রবেশ করিয়াছে এবং বৃটিশ সৈন্যরা দক্ষিণ দিক হইতে ইরাণে প্রবেশ করিতেছে।

জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে রুশীয়ানদের পাল্টা আক্রমণ

নীপার নদীর তীরে ২৫শে আগষ্ট যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জাপোরোজিয়ে রক্ষার জন্য মার্শাল বুদেনী নদীর তীরে তাঁহার সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন।

মস্কোর মধ্যরাত্রির এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, "নীপার-পেট্রোভস্ক এলাকায় বিশেষভাবে তীব্র লড়াই চলিতেছে।"

এই সহরটী ইস্পাত ও লৌহের জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণ-সাগর হইতে প্রায় ২০০ শত মাইল দূরে নিপ্রোপেট্রোভস্ক সহরটী নীপার নদীর তীরে অবস্থিত।

ত্রিপুরা জেলার সদর (উত্তর) মহকুমাধিকারী "বোয়ালিয়া জেলে হাজত" পতিত-নিধন মর্জ্জেন্দ্রী পাটিগ্রামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

বঙ্গদেশে সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ ও সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয়

এপ্রিল, মে ও জুন মাসের হিসাব

জেলা।		এপ্রিল মাস।		মে মাস।		জুন মাস।	
		সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।	সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।	সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
১। ত্রিপুরা	..	৮,৬২০৲	১৩৩৷০	১,৫৫০৲	১৩১৲	৪,২৬০৲	১৩৪৷০
২। নোয়াখালী	..	১,৩৮০৲	১০৸০	৪৭০৲	৩৷০	১,২২০৲	২২৸০
৩। চট্টগ্রাম	..	৭,০১০৲	৩১৷০	৯,৭৮০৲	১৯০৲	৩,৫৩০৲	৫১১৲
৪। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		১১০৲	..	১০০৲	..	..	..
৫। হাওড়া	..	৫,০৮০৲	১৮৲	২,৬৫০৲	৩৭৸০	৯,৭১০৲	২১৬৷০
৬। হুগলী	..	৫২০৲	৪৪৷০	৭০০৲	৬১৲	২,৮৮০৲	৫১৸০
৭। ঢাকা	..	৬,০৪০৲	১৫১৲	৪,৮১০৲	১৮৯৲	১,৩২০৲	২৪২৷০
৮। রাজশাহী	..	১,৯০০৲	৫৩৷০	১,৭০০৲	১৮২৷০	১৪০৲	১৯৩৷০
৯। পাবনা	..	১,১৯০৲	৯৷০	৭৩০৲	৭৷০	৪,১০০৲	১৬৸০
১০। কলিকাতা	....	১,৫১,৯৯০৲	৩৯০৷০	২,০৪,২১০৲	৩,৫৫৭৲	১,৯১,৭৪০৲	৪,১৮৩৷০
১১। যশোহর	..	৫২০৲	৪৯৲	২,৯১০৲	৩৯৲	২,১৯০৲	৫৪৷০
১২। খুলনা	..	১,৯৫০৲	১৯৷০	১১,১৬০৲	১৭৲	৮,৪৮০৲	৫৪৷০
১৩। বাখরগঞ্জ	..	৮,৯৫০৲	২০১৲	৯,৫৯০৲	১১১৸০	২,৯১০৲	১১৪৸৶০
১৪। মেদিনীপুর	..	৫,৬১০৲	৯৪৸০	২,০৭২৲	৮৪৸০	২,২৫০৲	৬৮৸০
১৫। বাঁকুড়া	..	১৬০৲	৪১৲	..	১৩৸০	২৭০৲	৬৬৷০
১৬। নদীয়া	..	৩,৯১০৲	১৬৩৸০	৭,১৬০৲	১১৭৷০	২,৮৮০৲	২৪৭৸০
১৭। বর্দ্ধমান	..	৯,৫১০৲	৪৮৩৷০	৭,৯০০৲	৬৬৯৸০	১,৮৩০৲	৪২৯৲
১৮। ২৪-পরগণা	..	১৯,৯৫০৲	৭০০৷০	৯,৯১০৲	৮২৯৷০	২০,২০০৲	৬৪৭৸০
১৯। মালদহ	..	১১০৲	।০	১১০৲	৸০	৭০৲	।০
২০। মুর্শিদাবাদ	..	৮,২৫০৲	১০।০	১,১১০৲	১১।০	৬৫০৲	৬।০
২১। বীরভূম	..	১,০০০৲	।০	৫০০৲	১০।০	২৫০৲	৯৲
২২। ফরিদপুর	..	১,৮১০৲	৭৪৲	৫,১৭০৲	১০৫৸০	১,০০০৲	১১৭৸০
২৩। ময়মনসিংহ	..	৯,৮৬০৲	৭৭৷০	৫১০৲	৮০৸০	২,১২০৲	৫৭৷০
২৪। বগুড়া	..	২০৲	১৯৲	২,৭৮০৲	১১।০	৫১০৲	৩৭।০
২৫। দিনাজপুর	.	১,৫৯০৲	১১২৷০	২২০৲	১৪৮৸০	২,২১০৲	৬৭৷০
২৬। রংপুর	..	৫,৬১০৲	১৩৲	২,৯৬০৲	৪২৲	২,১৬০৲	২১৸০
২৭। জলপাইগুড়ি	..	৬৫০৲	১১০৸০	৭৭০৲	১৭৬।০	১,০৯০৲	৯৭১৷০
২৮। দার্জিলিং	..	৫,৮০৭৲	১৭১।০	১০,০১০৲	৭২৬৸০	৩,৭৯০৲	১৭৭৲
মোট	..	২,৭২,৮০০৲	৬,৭৬৪৷০	২,৯৯,১১০৲	৭,২২১৸০	২,৭২,৮৬০৲	৮,৭৫০৸৶০

এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মোট ৮,৪৪,০৯০৲ টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট ও মোট ২২,৮০৯৷৵০ আনার সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে।

বাঙলা দেশের সংক্রামক ব্যাধি

গত ২৬শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ৮০১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে বীরভূমে ১২২ জন, ২৪-পরগণায় ১০৫ জন এবং নোয়াখালীতে ৪১৯ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত সময় মোট ৩১৬ জন লোক কলেরায় মারা পড়ে, তন্মধ্যে এক মাত্র নোয়াখালী জেলা-তেই ১৮০ জন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

২৪-পরগণা এবং দার্জিলিং জেলায় যথাক্রমে ৫১ এবং ৮৩ জন লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতার ইতস্ততঃ সেরিব্রোস্পাইনাল্ জ্বর দেখা দিয়াছিল।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রকের অফিস হইতে গত ১লা আগষ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :—

গত ১৯৪০ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গত ১৯৪১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীর সরকারী প্রেস-নোট সংশোধন করিয়া স্যাণ্টোনিনের (যে এও বেকার) পাইকারী ও খুচরা দর কলিকাতা ও শহরতলীর জন্য নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইল। এই আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী হইবে :—

নাম।	পাইকারী।	খুচরা।
স্যাণ্টোনিন (এম, এণ্ড		

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বন্দীদের দ্বারা পোষাক প্রস্তুত

রামগড় ও বাঙ্গালোরে কারখানা স্থাপন

সমরবার্ত্তা বিভাগের একটি প্রেস নোটে প্রকাশ :—

গত ১ম মাসে ভারতবর্ষের ৮টি পোষাক তৈরীর কারখানায় বিভিন্ন প্রকারের ৪০ লক্ষেরও অধিক জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছে। বোম্বে, শাজাহানপুর, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ প্রত্যেক স্থানে এক লক্ষের কাছাকাছি জিনিষ প্রস্তুত হইয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালোর এবং রামগড়ে যথাক্রমে মাদ্রাজ এবং কলিকাতা পোষাক তৈরীর কারখানা দুইটির সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি শাখা কারখানাও খোলা হইয়াছে। এইগুলিতে যুদ্ধে বন্দীদিগকে নিজেদের জন্য পোষাক তৈয়ারী করিতে হইবে। এই শাখা দুইটি বন্দীশালার মধ্যে তাঁবু এবং অস্থায়ী বাড়ীতে স্থাপন করা হইয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বসান হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই এইগুলিতে কাজও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রিয়ার বহু দুর্গে জার্ম্মাণ সৈন্যের পরিবর্ত্তে ইটালীয় সৈন্য

বিদেশী রেডিয়ো শ্রবণে জনসাধারণের উৎসাহ

জেনেভা টেলিগ্রাফ পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ তীব্রতর করিবার জন্য জার্ম্মাণরা অষ্ট্রিয়ার বিভিন্ন দুর্গ হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যদের সরাইয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যের পরিবর্ত্তে এই সকল স্থানে ইটালীয় সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে। ইটালীয় সৈন্যেরা জনসাধারণকে বহু বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেছে। অষ্ট্রিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলে জনসাধারণ পার্কের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে বিদেশী রেডিয়োর খবর শুনিতেছে। নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলেও ইটালীয় সৈন্যেরা উহাতে বাধা দেয় না। উহাদের ভাবটা এইরূপ যে, ইহারা নিজেরাও এবং অষ্ট্রিয়াবাসীরা উভয়েই একই শত্রুর হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে এবং উভয়েই উভয়ের সমব্যথী।

ফল ও শাক-সব্জীর প্রদর্শনী

আগামী শীত কালে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাঙলা দেশের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার মিঃ এ, আর, মালিকের সভাপতিত্বে গত ১৪ই আগষ্ট কলিকাতায় বিখ্যাত ফল-সংরক্ষণ কারখানার মালিকদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় স্থির করা হয় যে, আগামী শীত ঋতুতে কলিকাতা সহরে ফল ও শাক সব্জী হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে।

জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর এই জাতীয় পণ্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয়। ভারতবর্ষের কতকগুলি প্রদেশে বিশেষ করিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং পাঞ্জাবে দেশীয় শিল্প প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে বাঙলা দেশ পিছনে পড়িয়া আছে। আশা করা যায় যে, এই প্রদর্শনীর ফলে দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

[২য় কলমের শেষ]

বি) (এক আউন্স) ২৩৲ প্রতিটি ২৪৲ প্রতিটি

স্যাণ্টোনিন (এম, এণ্ড

বি) ($\frac{১}{৮}$ আউন্স)

(এক পেটি) .. ২৪৲ পেটি ২৫৲ পেটি

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

রাজশাহী জেলায় বহু ঋণ-সালিশী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

জিওপাড়া ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০৫—৩০ নং মামলায় খাতক খাসেদ সর্দার মহাজন সার্থক কবিরাজের নিকট আড়াই বিঘা জমি মর্গেজ দিয়া ৪৯৲ টাকা ধার করে। মহাজন বলে, অন্যান্য খত সহ তাহার দাবীর পরিমাণ ২০৫৸/০ আনা। কিন্তু খাতক তাহা অস্বীকার করে। মহাজন বার বৎসর ধরিয়া জমি ভোগ-দখল করে এবং তজ্জন্য তাহার বিশেষ লাভ হয়। তজ্জন্য বোর্ডের বিশেষ অনুরোধে মহাজন তাহার দাবী পরিত্যাগ করিয়া জমি খাতককে প্রত্যর্পণ করে।

আত্রাই স্পেশাল বোর্ড

১৯৪১ সালের ৩—৩টি নং মামলায় খাতক শাখাওয়াৎ হোসেন চৌধুরী এবং আরও অনেকে এবং মহাজন সন্তোষ ছয় আনী এষ্টেট এবং আরও চৌদ্দ জন।

১৯৩৮ সালের ১৮ই নভেম্বর মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৪১ সালের ১৬ই মার্চ উহা আত্রাই স্পেশাল বোর্ডের হাতে আসে। মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৭,৪৭২৲ টাকা; তন্মধ্যে খাজনার জন্য ৬,১৩৬৲ টাকা পাওনা ছিল। সাড়ে পাঁচ বৎসরের খাজনা অনাদায়ী ছিল। অধিকারগণকে এগার বৎসরের কিস্তিতে রাজী করানো হয়। সন্তোষ ছয় আনী এষ্টেট এ বিষয়ে ঔদার্য্য প্রদর্শন করেন। এই এষ্টেটের প্রাপ্য ছিল ৪,১৩৬৲ টাকা। তাঁহারা দাবীর পরিমাণ কমাইয়া ১,৬৮৬৲ টাকা ধার্য্য করেন। খাজনার ব্যাপারে এইরূপ বদান্যতা সত্যই বিরল। ১৩৪৬ সালের শেষ দুই কিস্তি এবং ১৩৪৭ সালের খাজনা হিসাবে বোর্ড খাতককে উক্ত এষ্টেটকে ৫৪৭৲ টাকা প্রদানে প্ররোচিত করে। মোট ৭,৪৭২৲ টাকার ঋণ ৫,৬১৪৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

কাশিয়াবাড়ী ঋণ-সালিশী বোর্ড

খাতক যতীন্দ্র নাথ রায় এবং নওগাঁ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও ছয় জন অন্যান্য মহাজন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মামলা দায়ের করা হয়। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ২০,১০০৲ টাকা। উহা পরে ১৩,৬৬০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত এবং ৬,৫৮৫৲ টাকায় মীমাংসা হয়। বাকি খাজনার জন্য ১,৩১৯৲ টাকার দুইটি ঋণ ছিল; উহা ১,৩১৯৲ টাকায় মীমাংসা হয়। অন্যান্য ঋণ সম্পর্কীত বিস্তৃত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মহাজন।	দাবী।	সাব্যস্ত।	মীমাংসা।
নওগাঁ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ..	৮,৪১৯৲	৬,৯৬৮৲	৩,০০০৲
পার নওগাঁ ব্যাঙ্ক ..	১৭২৲	১৭২৲	৮৫৲
বাদাইল এষ্টেট ..	৯,৯২০৲	৫,৭১৪৲	২,০০০৲
নওগাঁ টাউন ব্যাঙ্ক ..	২০২৲	২০২৲	৮০৲
নওগাঁ লোন অফিস ..	২৬৬৲	২৬৬৲	১০০৲
মোট ..	১৮,৯৭৮৲	১২,৩৪১৲	৫,২৬৫৲

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

হাসপাতালের রোগীদিগকে দেখার সময়

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত

বাঙলা সরকার কলিকাতার সমস্ত সরকারী হাসপাতালে রোগীদিগের আত্মীয়গণের সহিত দেখা করিবার সময় নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন:—

(১) মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ..	সপ্তাহের অন্যান্য দিবস—বৈকাল ৪॥০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত; এবং প্রতি রবিবার—বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত।
(২) কারমাইকেল হাসপাতাল (ট্রপিক্যাল অসুখের জন্য) ..	ঐ
(৩) প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল	ঐ
(৪) শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ..	ঐ
(৫) ক্যাম্বেল হাসপাতাল	সপ্তাহের অন্যান্য দিবস—বৈকাল ৪॥০টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত; প্রতি রবিবার—বৈকাল ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত; এবং সকাল ১১টা হইতে দুপুর ১২টা পর্য্যন্ত।
(৬) ডলাণ্ডারী ভেনিরিয়েল হস্পিট্যাল ..	অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত।

শহরের আলোক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তন থাকা কাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

[১ম কলমের শেষ]

চৌরাপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড
(থানা মহাদেবপুর)

১৯৪০ সালের ৯৬ নং মামলায় খাতক মানদা দাসী মামলা দায়ের করে। মহাজন কেদার নাথ দেবনাথ চক গৌরীর অধিবাসী।

১২ বৎসরের নিমিত্ত চারি বিঘা জমি ভোগ দখল করিতে দিয়া গত ১৩৪৩ সনে ৯৬৲ টাকা ধার করা হইয়াছিল।

বোর্ড টাকাটার উপর একটা আইনসঙ্গত সুদ এবং মহাজন জমি কিরূপ ভোগদখল করিয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করে।

এই সমস্ত বিষয় এবং খাতকের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া তাহারা মহাজনের মন নরম করিতে সমর্থ হয়। নগদ মাত্র পাঁচ টাকা প্রদানে এই মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাতককে তাহার জমি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

[illegible] স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪১ সালের ২১ নং মামলায় মহাজন পূর্ণচন্দ্র [illegible] এবং খাতক [illegible] নাথ [illegible]।

মহাজন খাতকের নিকট ১,১৬৯৲ টাকা দাবী করে। [illegible] ৩০৲ [illegible] [illegible]।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

১৮ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর নিম্নরূপ ছিল:—

দ্রব্য।	মূল্য।
	প্রতি মণ।
আগমার্কা আটা (কাপড়ের থলিয়ায়) ..	৫৸/০
আগমার্কা আটা (চটের থলিয়ায়) ..	৫৸/০
আগমার্কা আটা (কাগজের থলিয়ায়) ..	৬॥০
আগমার্কা ঘৃত—	
কিশোর মার্কা	৬৭৲
অমৃতভোগ	৬৬৲
অভয়	৬৭৲
রাণা প্রতাপ	৬০৲
শঙ্কর	৬৭৲
সীতা	৭০৲
শ্রী	৭২৲
চাউল—	
বাঁকতুলসী	৭।/০
পাটনাই	৬॥/০ হইতে ৭।/০
মোটা	৫৸০
মুরগীর ডিম (শ্রেণী ভাগ করা)—	
	প্রতি কুড়ির দাম।
এ	৸/০
বি	৸০
সি	॥/০
ডি	॥০
	প্রতি টাকায়।
দুধ	/৫ সের হইতে /[illegible] সের
	প্রতি মণ।
আলু	৫॥০
	প্রতি সের।
ঐ	/০
মৎস্য—	
	প্রতি মণ।
রোহিত	২৫৲ হইতে ২[illegible]
চিংড়ি	১৪৲ হইতে ১[illegible]
ইলিশ	১৪৲ হইতে ১[illegible]
ফল—	
	টাকায়।
আতা ([illegible])	১৬টা
কমলা ([illegible]) ..	১২টি
	প্রতি কুড়ি।
[illegible] ..	৬৲ হইতে [illegible]
	প্রতি ডজন।
কলা ([illegible]) ..	৵০ হইতে [illegible]
শাক—	
[illegible]	[illegible]

বর্ত্তমান যুদ্ধ কি সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িবে?

(লর্ড ষ্ট্র্যাবলগি লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ)

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধকে জগৎব্যাপী যুদ্ধ বলা হয়। ইহা প্রকৃতই জগৎব্যাপী যুদ্ধ ছিল, কারণ প্রত্যেক মহাদেশই ইহাতে জড়িত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে পশ্চিম গোলার্দ্ধের কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রেজিলও তাহাতে যোগদান করে। জাপান এবং চীন, রাশিয়া এবং এশিয়া মাইনর, উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকা সকলেই এই যুদ্ধে জড়িত হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধ হিসাবে আরম্ভ হইলেও ইহা সমস্ত মহাদেশেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধকে স্থল যুদ্ধের দিক হইতে প্রধানতঃ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ আছে বলা চলে। যুদ্ধে ইটালীর যোগদানের ফলে আফ্রিকায় যুদ্ধ বিস্তৃত না হইলে ইহাকে পুরাপুরিভাবেই ইউরোপের যুদ্ধ বলা চলিত। সিরিয়া এবং ইরাককে যুদ্ধ লিপ্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলে, এশিয়া মাইনরকেও যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়াছে বলা চলে না। এশিয়া, আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগর-বর্ত্তী দেশগুলিতে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে তবেই ইহাকে জগৎব্যাপী যুদ্ধ বলা যাইবে।

যুদ্ধ কি এই সকল দিকে প্রসারিত হইবে?

জাপ সরকার যদি আক্রমণাত্মক নীতি চালাইতে থাকে, তবে এশিয়াতে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়া সম্ভব। জাপানী সৈন্যবাহিনী ইন্দোচীন হইতে যদি দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, তবে ব্রহ্মদেশ ও মালয় বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এ অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে জাপানীদের এই অগ্রগতিকে বাধা দিতে অগ্রসর হইবেন। জাপানীরা ইন্দোচীন দখল করায় যুদ্ধ সীমান্তে উপনীত হইয়াছে বলা চলে। জাপানের দক্ষিণাভিমুখী অগ্রগতির ফলে ডাচ ইষ্টইণ্ডিজও বিপন্ন বোধ করিতেছে। জাপ সরকার যদি থাইল্যাণ্ডে সুবিধাজনক ঘাঁটিগুলি লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তবু অ্যাকসিসের সাহায্যার্থ পূর্ব্ব দিক দিয়া রাশিয়া আক্রমণ করিয়া তাহারা যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটাইতে পারে।

অবশ্য এইরূপ হইলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ না করিয়া উপায় নাই। একবার আরম্ভ হইলে এই যুদ্ধ সমগ্র এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ক্রমে ইহা যুক্তরাষ্ট্রকেও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করিবে।

জার্ম্মাণী যদি ভিচি সরকারকে উত্তর আফ্রিকার আটলাণ্টিক উপকূলস্থ ফরাসী বন্দর ও বিমান ঘাঁটিগুলি জার্ম্মাণ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর ব্যবহারার্থ ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাবে রাজী করিতে পারে, তাহা হইলে যুদ্ধ আরো ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে। জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট বেশ জানে যে, এইরূপভাবে উত্তর আফ্রিকার বন্দরে অধিকার স্থাপন করিতে গেলে অবিলম্বে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা। তবে দুই কারণে জার্ম্মাণী এই আশঙ্কা সত্ত্বেও অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারে। প্রথমতঃ এই বন্দরগুলি ব্যবহার না করিতে পারিলে ব্রিটেনের বাণিজ্য বন্ধ করা যাইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ শীতের পূর্ব্বে রাশিয়ায় যুদ্ধে চরম জয়লাভের সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং সমুদ্র-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুদ্ধ-রক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণী একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে চায়। জার্ম্মাণী যদি রাশিয়াতে জয়লাভ করিতে পারে, তবে সম্ভবতঃ যুদ্ধ এদিকে বিস্তৃত হইবে না। কিন্তু ব্যর্থকাম হইলে সারা জগতে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এইচ, পি, ভি, [illegible]-ই, আই-সি-এস, [illegible]

যশোহরে বন্যার্ত্তদের সাহায্য ব্যবস্থা

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের উদ্যোগ

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে কলিকাতা হইতে কতিপয় খ্যাতিমান শিল্পী যশোহরে আসিতেছেন এবং তাঁহারা বরিশাল, নোয়াখালী ঘূর্ণিবাত্যা সাহায্য ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহের জন্য মি, সরকার মেমোরিয়াল হলে যে বিচিত্র অভিনয়ের আয়োজন করা হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করিবে। ভারতীয় গ্রামোফোনের কলিকাতার ডিরেক্টর মিঃ মজুমদারও আসিবেন এবং এই অভিনয়ে যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। একথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, বিগত ৬ই জুলাই তারিখে ঘূর্ণিবাত্যা-বিপন্ন অঞ্চলের জন্য এই জেলার অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিত্ব-মূলক কমিটি গঠন করা হইয়াছে। কমিটির কতিপয় সভ্য বেশ তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন এবং কিছু চাঁদাও সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে মৌলভী তিজু মিঞার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বয়ং ১৫০৲ টাকা মূল্যের একখানি অলঙ্কার দান করিয়াছেন এবং অন্যান্য লোকের নিকট হইতে মোট ২,৭৬[illegible] পাই চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি ৯ খানি কাপড়ও সংগ্রহ করিয়াছেন। নড়াইলের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং তিনি আশা করেন যে, মাসেকের মধ্যে ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। বনগাঁ ও ঝিনাইদহের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণও এই ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা আশা করা যায় যে, যশোহর জেলা নিজেই পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহের দুর্গতগণের সাহায্যের জন্য ২,৫০০৲ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিতে পারিবে। আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ ও যাহারা এই উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহারা জেলা কংগ্রেস সম্পাদক বাবু এস, সি, বসু অথবা খান সাহেব মৌলভী মুৎফর রহমানের সহিত পত্রাদির আদান-প্রদান করিতে পারেন।

ভৈরব নদী

এই আগষ্ট মাসেও ভৈরব নদীতে জলস্রোত দেখা দেয় নাই। লোকে বুঝিতে পারিতেছে না, কেন দুটি খালের সাহায্যে নদী এখনও ভরিয়া উঠে নাই। অসুবিধা এই যে, গঙ্গার জল বৃদ্ধি না পাইলে এই খাল দিয়া জল প্রবেশ করিতে পারে না। ইহা পরিতাপের বিষয় বটে, কিন্তু অবস্থা এই যে, গঙ্গা নদীর জল এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ ফিট নিম্নে রহিয়াছে; সুতরাং গঙ্গা নদীর জলপৃষ্ঠ যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ না উঠিলে ঐ খাল দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। কিন্তু ইহার জন্য ইঞ্জিনিয়ার অথবা গভর্ণমেণ্টের দোষ অনুসন্ধান করিয়া লাভ নাই। স্বাভাবিক অবস্থায় জলপ্রবাহের ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এই খাল খনন করা হইয়াছে, অস্বাভাবিক অবস্থায় [illegible] জন্য করা হয় নাই। আশা করি যে, বর্ষা ঋতুর শেষ দিক দিয়াও স্রোতস্বিনী গঙ্গার জলপৃষ্ঠ উন্নত হইয়া শীঘ্রই ভৈরব নদীতে প্রবাহিত করিবে।

চৌগাছা ইউনিয়ন বোর্ড

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, খান আই, সি, এস [illegible] মৌলভী [illegible] বিগত ১০ই জুলাই তারিখে [illegible] চৌগাছা [illegible] এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি প্রেসিডেণ্ট মৌলভী [illegible]কে তাহার [illegible] অতীত কাজের জন্য সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ছোট ছোট সাঁকো ও ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার করা সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষভাবে এই [illegible] দেন যে, গ্রাম্য রাস্তা মেরামতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের

[৩য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

নেপোলিয়ান ও হিটলারের তুলনা

১৮১২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে নেপোলিয়ন মস্কো এবং মস্কোর মধ্যবর্ত্তী স্মোলেনস্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোনও জয় লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই অভিযানে এক লক্ষ সৈন্য মারা যাওয়ার ফলে তাঁহার সৈন্যবাহিনীও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (এল ফিশার কৃত ইউরোপের ইতিহাস হইতে)

উপরোক্ত লাইন কয়টি উদ্ধৃত করিয়া "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" লিখিয়াছেন,—হিটলারের সৈন্যবাহিনী নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনী হইতে অনেক বেশী শক্তিশালী; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও হিটলারের এক লক্ষের অনেক বেশী সৈন্য ক্ষতি হইয়াছে। অন্যের দিক হইতেও সেই আগষ্ট মাস এবং এই আগষ্ট মাসের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। উভয় আক্রমণের প্রকৃত কারণেরও সাদৃশ্য আছে। নেপোলিয়ন রাশিয়ার জারের সহিত একটি চুক্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয় পক্ষই এই চুক্তিকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। নেপোলিয়ন বৃটেনের বাণিজ্য অবরোধ দৃঢ় করিবার জন্যই রাশিয়ার সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু এবারের ন্যায় তখনও রাশিয়ার সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

কলিকাতা শহর রক্ষার ব্যবস্থা

আমেরিকানগণ সহযোগিতা করিবেন

কলিকাতা অঞ্চলের নাগরিকগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, কলিকাতাপ্রবাসী আমেরিকানগণ সেই ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি বিশেষ ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্যে একদল লোককে অতিরিক্ত দমকল বাহিনীর কর্ম্মী হিসাবে সংগ্রহ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে যাহারা শিক্ষার্থী আছেন, তাঁহাদের শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত হইলেই অতিরিক্ত লোককে ট্রেণিং দেওয়া হইবে।

প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য প্রথম সোপানরূপে স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

[২য় কলমের শেষ]

অর্থ ব্যয় করা উচিত নয়; ঐ প্রকারের ছোট ছোট কাজ দিয়া যাহে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে সমাধা করা উচিত। অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় মধ্য-ইংরেজী স্কুলটি পরিদর্শন করেন। এই স্কুলটির নিজস্ব ঘর না থাকায় অধিবাসীদের বাড়ীর একটি ঘরে স্কুল করা হয়। পরিচালক কমিটি কতক টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং একটি স্থান ক্রয় করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাজটি শেষ হয় নাই। এই গৃহ নির্ম্মাণে তাহারা এযাবৎ ১,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং কাজ শেষ করিতে আরও ১,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, পরিচালক কমিটি স্থানীয় চাঁদা দ্বারা আরও ৫০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলে তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবার বিষয় বিবেচনা করিবেন।

গভর্ণমেণ্টের দান

নড়াইল মহকুমার একটি গ্রামে আগুন লাগিয়া অনেক গ্রামবাসীর বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আদেশ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ দুর্গত লোকদের সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

পাট-সম্বন্ধে গবেষণার ব্যবস্থা

পল্লী-গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা

এই প্রদেশে পাট সম্বন্ধে যে কৃষি-গবেষণার উন্নতি প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহা বিগত ১৯শে তারিখে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত কোণ্ডা নামক গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার মিঃ ও, এম, মার্টিন, সি, আই, ই, আই, সি, এস, ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির সেক্রেটারী মিঃ জি, এস, মজুমদার, আই, সি, এস, ও ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে কোণ্ডায় আগমন করেন। এই স্থানে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির যে কৃষি-গবেষণার শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহারই উদ্বোধন কার্যের জন্য তাঁহারা আগমন করেন। তিনি এই গ্রামে পদার্পণ করিবার পর তথাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং পাট কমিটির পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্রে তাঁহাকে লইয়া যান। তথায় তিনি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন কার্য্য আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করেন। অতঃপর স্থানীয় লোকের একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয় এবং বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমিশনার মহোদয়ের অনুরোধে মিঃ জি, এস, মজুমদার সমাগত শ্রোতৃবর্গকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি কর্তৃক নির্ব্বাচিত মফঃস্বল কেন্দ্রসমূহে শাখা গবেষণাগার স্থাপনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, এই প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের জমিতে বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়ায় পাট উৎপন্ন করা হয়। অতএব পাট সম্বন্ধে গবেষণা কার্য্য, বিশেষভাবে অধিকতর বাস্তবরূপে, পাট আবাদী অঞ্চলসমূহে বিভিন্ন নির্ব্বাচিত কেন্দ্রে প্রসারিত ও প্রদর্শন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ এই সমুদয় পল্লী গবেষণা কেন্দ্রীয় কমিটির গবেষণা কার্য্য ও চাষীদের বাস্তব প্রয়োজনের সংযোজনা সম্পন্ন করিবে। তিনি আরও বলেন যে, এযাবত এদেশের গবেষণা কার্য্যের যে ত্রুটি তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়াছে তাহা হইতেছে যে, গবেষণার ফল মৌলিক গবেষণার গণ্ডীর বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয় না। তিনি মনে করেন, যে, কৃষি-গবেষণার নীতির সমস্যা চাষী ও গবেষণাগারের

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বোম্বাইয়ে যুদ্ধ-সামগ্রী নির্ম্মাণ

পরামর্শ সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, রেকার মিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারত সরকার বোম্বাই এলাকায় যুদ্ধ সামগ্রী ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে বোম্বাইর কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাইকে পরামর্শ দানের জন্য প্রবর্ত্তিত সরকারী পরামর্শ সমিতি (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এডভাইসরী কমিটি) নামক একটি কমিটি গঠন করা সাব্যস্ত করিয়াছেন।

বোম্বাইর কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাই এই কমিটির সভাপতি হইবেন ও বোম্বাইর বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের পাঁচজন প্রতিনিধিকে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। বোম্বাইয়ের প্রবর্ত্তিত পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং অফিসার) এই কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে কার্য্য করিবেন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

মধ্যে শুধু সংযোগ স্থাপন নহে, চাষীর শস্যক্ষেত্রে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তিনি আশা করেন যে, কেন্দ্রীয় পাট কমিটি যে সমুদয় শাখা কৃষি-গবেষণাগার সম্প্রতি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা কমিটির গবেষণামূলক কার্য্যের সহিত পাটচাষীর বাস্তব প্রয়োজনের ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। তিনি এরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় জনসাধারণ সরাইল এষ্টেটের জমিদারের উদাহরণ অনুকরণ করিবে। সরাইলের জমিদার কমিটির এই পরিকল্পনায় এবং ইহাকে পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টার সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিয়াছেন। অতঃপর কতিপয় স্থানীয় ভদ্রলোক কমিটির এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভার কাজ শেষ হয়।

সভার পর ঐ গ্রামে উৎপাদিত প্রায় ত্রিশ রকমের নূতন পাট পরীক্ষা করা হয় এবং কমিটির প্রতিষ্ঠিত শাখা গবেষণাগারের পাট সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ঢাকার পাট-গবেষণাগারের ডিরেক্টর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শিত পাটের জন্য ৫৲ পাঁচ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশমতে বিভাগীয় কমিশনার যে পাট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার মালিক স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে ঐ পুরস্কারটি দিয়া দেন।

ব্রিটেনের পাল্টা আক্রমণ

আমেরিকার সামরিক সহযোগিতা

ডেইলী মেইল পত্রিকার নিউইয়র্ক সংবাদদাতার তারে প্রকাশ:—

চার্চিল ও রুজভেল্ট সাক্ষাৎকার ও সম্মিলিত ঘোষণার উপরে আমেরিকায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। বিশেষতঃ, রুজভেল্টের সঙ্গে আমেরিকার নৌ, বিমান ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা উপস্থিত ছিলেন। আমেরিকার অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই সাক্ষাৎকারের সময়ে এ্যাংলো-আমেরিকান সম্মিলিত সামরিক ব্যবস্থার বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। জাপান যদি সত্য সত্যই আক্রমণ করিয়া বসে এবং হিটলার যদি ডাকার অথবা দক্ষিণ আমেরিকার দিকে হাত বাড়ায়, তবে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাও না কি স্থির হইয়া গিয়াছে। যে সকল সামরিক প্রশ্ন আলোচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস:—

(১) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে জাপানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর সহযোগিতা।

(২) উত্তর আফ্রিকার উপকূল রক্ষার্থে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর সহযোগিতা।

(৩) বর্ত্তমান অথবা আগামী গ্রীষ্মকালে ব্রিটেন ইউরোপ আক্রমণ করিলে কতকগুলি বিষয়ে আমেরিকার সহযোগিতা।

(৪) আমেরিকা যদি যুদ্ধে নামে, তবে আমেরিকার ও ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনী কোন কোন অঞ্চলে ভাগ করিয়া রাখা হইবে, সে সম্পর্কে আলোচনা।

(৫) ব্রিটেন কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর অবরোধকে কঠোরতর করিতে আমেরিকার সহায়তা।

(৬) আমেরিকা কর্ত্তৃক আইসল্যাণ্ড রক্ষা।

(৭) ব্রিটেনে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বৃদ্ধির জন্য আমেরিকা হইতে বহু সহস্র কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার ও মিস্ত্রি প্রেরণ।

তাহা ছাড়া এই সম্মিলিত আলোচনার প্রথম ফল হিসাবে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড টাকার দ্রব্যাদি মঞ্জুরের জন্য অনুরোধ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

সরবরাহ বিভাগের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ:—

ব্রিটিশ নৌ-বিভাগের ব্যবহারের জন্য ভারতবর্ষ সম্প্রতি তালবার তক নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছে। শীঘ্রই এই নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে।

বৃটেনের নারী বিমান-বাহিনীর একদল নূতন 'রিক্রুট' তাহাদের পোষাক ও সাজসরঞ্জাম বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। এই বাহিনীর নারীগণ নানাপ্রকারে পুরুষ বৈমানিকদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

রাজকীয় বিমান বাহিনীর কৃতিত্ব

নূতন বোমাবর্ষী বিমানের বিরাট সাফল্য

[অলিভার ই, রাট লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

আজকাল প্রায়ই রাজকীয় বিমান বহরের ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট নূতন বোমারু বিমানগুলির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। মাত্র কিছুদিন পূর্বে ব্রেষ্ট এবং লা-প্যা প্যালিসে জার্মাণীর নূতন রণপোত শার্ণহর্ষ্ট ও নেইসেনো-র উপর আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে উক্ত ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বোমারুগুলি অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনার পর তাহারা বার্লিন শহরেও বোমা নিক্ষেপ করে। সরকারী কমিউনিকে ৪-ইঞ্জিন বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণীর বোমারুর যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শর্ট ষ্টার্লিং, হ্যাণ্ডলী পেজ, হ্যালিফ্যাক্স এবং বোয়িং ফ্লাইং ফোর্ট্রেস-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণে ইহাদের সব কয়টি অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট সাবেক বোমারুগুলির সহিত সমর তাল রাখিয়া চলিতে পারিত না। আকাশে উঠা-নামার সময় উহা পরিচালকদিগকে নানা অসুবিধায় ঠেলিয়া দিত। সামরিক দিক দিয়াও উহা অর্থের যথেষ্ট অপচয় ঘটাইত। তদুপরি দূর-পাল্লার দিক দিয়া চলনসই হইলেও উহা খুব উঁচু এবং দ্রুত গতিতে যাইতে পারিত না।

এ-সকল অসুবিধা দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে রাজকীয় বিমান বাহিনী নূতন ধরণের ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট যে-বোমারু ব্যবহার করিতেছে, উহা দুই-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারুর তুলনায় অধিক দ্রুতগামী।

মাথার উপর দিয়া যখন ষ্টার্লিং বোমারু উড়িয়া যায়, তখন মনে হয়, উহার গতিবেগ অত্যন্ত মন্দা। দক্ষিণ ইংলণ্ডের অধিবাসীরা প্রায়ই আমাকে বলিয়া থাকে যে, "নূতন বোমারুগুলি আস্তে আস্তে উড়িয়া যায় মনে হয়; আসলে কিন্তু উহা দুষ্টি বন্ধ মাত্র। ঊর্দ্ধাকাশে ইহাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য না করিলে ইহাদের আকার, গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মিতে পারে না। সুতরাং সামান্য উঁচু দিয়া যে-বৃহদাকারের বোমারুগুলি মন্দাবেগে উড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে হইবে, আসলে উহা তখন খুব উঁচু দিয়া দ্রুতবেগে উড়িয়া যাইতেছে, বলিয়া লইতে হইবে।

শুধু দ্রুত গতিশীল বলিয়াই যে ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বোমারু-গুলির এত সুনাম, তাহা নয়; বরং উহারা এত ঊর্দ্ধে উড়িয়া থাকে যে, অন্য কোন বোমারুর পক্ষে তাহা সম্ভব-পর নয়। ঊর্দ্ধে উঠার দিক দিয়া বোয়িং বিমানপোত-গুলি সকলের সেরা বলা যাইতে পারে। উচ্চাকাশে উঠার জন্য সুপারচার্জার নামক যে-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বোয়িং শ্রেণীর বিমানপোতে উহার অতি আধুনিক রূপ দেখা গিয়াছে। উহার নির্মাণ কৌশল গোপন নয়।

যুদ্ধের বহুপূর্বে মার্কিন নানা বাহিনী এ-শ্রেণীর সুপারচার্জার সম্পর্কে নানা পরীক্ষা করিতেছিল, তখন আমরা কি বিপদেই না পড়িয়াছিলাম! কিন্তু আমেরিকানরা সে-বিপদ এড়াইতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে উপরোক্ত সুপারচার্জ সম্বলিত বৃহদাকারের বোমারু-গুলি একণে বৃটেনের সর্বপ্রথম কাজে লাগাইবার সুযোগ লাভ করিল।

বোয়িং বিমানপোতগুলি বহু ঊর্দ্ধ হইতে ব্রেষ্টের উপর বোমাবর্ষণ করে। ভূতলে সংস্থাপিত বিমান-ধ্বংসী কামানের গোলাগুলী এত ঊর্দ্ধে পৌঁছা করিতে পারে না বলিয়া দুর্গগুলি বোয়িং বোমারুগুলির রক্ষাকবচের কাজ করে। আকাশের সর্বত্র ষ্ট্রাটোসফিয়ার এক রকমের হয় না। পৃথিবীর এই অংশে উহা ৪০,০০০ ফিট। বিমানপোত পরিচালনায় উহা নূতনই বটে। ভারী বিমানপোতগুলি ইতিপূর্বে ৩০,০০০ হইতে ৩৭,০০০ ফিট ঊর্দ্ধে মাত্র শত্রুদের বিমানপোতের সঙ্গে লড়িয়াছে।

ইতিপূর্বে বোমারুগুলি এত ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। লক্ষ্যবস্তুর উপর সরাসরি এত ঊর্দ্ধে থাকিয়া বোমা বর্ষণ করা সম্ভবপর কিনা, উহাই সাধারণতঃ সকলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে সৌসুরের প্রতি লক্ষ্য করিতে বলা যাইতে পারে। বোমারুগুলি বহু দূরে থাকিয়া বোমাবর্ষণ করে, যুদ্ধ জাহাজগুলি প্রায় উহার দ্বিগুণ দূরে থাকিয়া লক্ষ্যবস্তুর উপর গোলাগুলী নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আজকাল বোমাবর্ষী বিমানপোতগুলি ৫।৬ মাইল দূর হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। অপর পক্ষে বড় বড় রণপোতগুলি ১০।১২ মাইল দূরে থাকিয়া শত্রু পক্ষের উপর আক্রমণ চালায়।

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাপার হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ৫।৬ মাইল ঊর্দ্ধ হইতে লক্ষ্যবস্তু নিরূপণ করা খুব শক্ত কাজ নয়। তবে বোমারু হইতে বাহির বোমা সব সময় রণপোত হইতে নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় ঠিকঠিক স্থানে পড়ে না, ইহা স্বীকার্য। অধুনা লক্ষ্য-বস্তু নিরূপণ যন্ত্রেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে।

গোলার তুলনায় বোমা তৈয়ারী করিতে খরচ অনেক কম পড়ে। গোলা বর্ষণ করিতে বহুগুলি যন্ত্রপাতি চালু করিতে হয় এবং যন্ত্রপাতি চালুর জন্য বহুগুলি লোকের আবশ্যক, বোমাবর্ষণ কার্য্যে উহার চাইতে ঢের কম সময় ও লোকের আবশ্যক হয়। বোমাবর্ষণের জন্য দুর্ধর্ষ কামানেরও কোন দরকার হয় না। মুক্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই সব কিছু করিয়া দেয়। কামানের মুখ হইতে গোলা যতটা তীব্র বেগে লক্ষ্যবস্তুর উপর গিয়া পড়ে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততটা বেগে বোমাকে লক্ষ্য বস্তুর উপর টানিয়া লইয়া ফেলিতে পারে না বটে, তবে গোলার ন্যায় ততটা জোরের সহিত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করিয়া থাকে।

এক্ষণে ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট নূতন ধরণের বোমারুর লোকজন সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। এক্ষেত্রে খরচ নির্ভুলভাবে কাজ করিবার নিয়ম কানুন তাহাদিগকে উত্তমরূপে শিখিতে হয়। বিমানপোতের বিভিন্ন অংশে তাহাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে হয়। টেলিফোন সাহায্যে তাহারা একে অন্যের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকে। একত্রে কাজ করিবার নিয়মগুলি সর্বাগ্রে শিখিয়া না লইলে ইহাদের কাজে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটার খুবই সম্ভাবনা। নিপুণ বাদ্যকরদের ন্যায় ইহাদিগকেও একই তালে কাজ করিয়া যাইতে হয়।

বিভিন্ন বিভিন্ন দক্ষতার সহিত কাজ সম্পাদনের জন্য দুটিশ জাতির সুনাম আছে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া তাহাদিগকে একত্রে কাজ করার নিয়ম প্রণালী খুব উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন কোন দিক দিয়া ইহা হয়ত দুর্বলতারই লক্ষণ; কিন্তু ভারী ওজনের বিমানপোত পরিচালনায় ইহার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী।

এক সঙ্গে অধিক সংখ্যক বিমানপোত পাঠাইলেই যে শত্রুকে জোরে আঘাত করা যায়, তাহা নয়। অল্প সংখ্যক বিমানপোতের সাহায্যেও বেশ সুফল লাভ হইতে পারে। অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্রকার বিমানপোত শত্রুপক্ষের যতটা ক্ষতি সাধন করিতে পারে, অল্প সংখ্যক "ষ্টার্লিং এবং হ্যালিফ্যাক্স" শ্রেণীর বোমারু তাহা অনায়াসে করিতে পারে। ইহাদের পক্ষে আরও একটা সুবিধার কথা এই যে, ঘাঁটিতে অবতরণ বা ঘাঁটি হইতে বিমানে রওনার সময় ইহাদিগকে কোন বিপদে পড়িতে হয় না।

এই ৪-ইঞ্জিনবিশিষ্ট বিমানপোতগুলি ভারী বিমান-পোতের সাহায্য ব্যতিরেকে শত্রুপক্ষকে কাবু করিয়া দিতে পারিবে কিনা, আমি কখনও মনে করি না। কারণ ভারী বিমানপোতগুলি অনায়াসে ইহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিতে পারে। তবে ইহারা উঁচু পাল্লার ক্ষুদ্রকার বিমানপোতের সহযোগিতায় শত্রুপক্ষের উপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ পূর্বক সাংঘাতিক ক্ষতি সাধনে সমর্থ।

কলিকাতার এ, ডি, কুন্ডের পক্ষ হইতে তিনটি সাহায্য রজনীর অনুষ্ঠান করিয়া বড়লাটের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে মং ৩,৬১৯৸৶/২ পাই দান করা হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৮ই সেপ্টেম্বর—১৯৪১

বিশ্বের নবীন দানব

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে শিকেলগ্রুবার নামক অনেক আত্মীয়-বান্ধবহীন, দরিদ্র এবং বুভুক্ষু তরুণ "প্রথমে সাময়িক শ্রমিক এবং পরে অকিঞ্চিৎকর চিত্রকর" হিসাবে কোন রকমে নিজের উদরান্নের সংস্থান করিত ('মেইন্ ক্যাম্ফ' নামক গ্রন্থে স্বয়ং হিটলারের বর্ণনা)। শ্রমিক হিসাবে কাজ করার কালে অধিকাংশ সময়ই কোনরূপ মজুরীর ব্যবস্থা করা এই তরুণটির পক্ষে সম্ভবপর হইত না এবং চিত্রকর হিসাবেও পরে কাজ তাহার খুব কমই জুটিত। সঙ্গীয় শ্রমিকগণ প্রায়ই তাহার সহিত ঝগড়া করিত এবং সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিত। তাহার সহচরেরা যখন তাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিত, সে তখন অতিমাত্রায় অপমানিত বোধ করিত।

অষ্টীয়ার রাজধানী ভিয়েনার এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হতভাগ্য ছিল আরো হাজার হাজার। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য শহরে এবং এসিয়া ও আফ্রিকার অসংখ্য শহর বাজারেও এরূপ হতভাগ্যের অস্তিত্ব ছিল লক্ষ লক্ষ। এদেরই মধ্যে একজন—এডল্ফ্ হিটলার (অন্য নাম শিকেলগ্রুবার)—যৌবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতার ফলে প্রথমতঃ অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই এবং পরে বুঝিয়া-শুনিয়া বহু বর্ষের চেষ্টায় সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে।

অনেকেই ঘোষণা করিয়াছে—হিটলার একটি আস্ত উন্মাদ, মানসিক বিকারগ্রস্ত, কার্পেট-চর্ব্বণকারী প্রভৃতি। তাহার এই মানসিক বিকৃতির বশে সে যে বেপরওয়া বর্ব্বরতা করিয়া চলিয়াছে, সম্ভবতঃ সভ্য জগতের কোন আদালত হইতেই এ-জন্য সে রেহাই পাইবে না। হয়ত বলা হইবে—পূর্ব্ব পরিকল্পিত যুদ্ধের ফলে যাহারা নিহত হয়, তাহাদের জীবননাশের জন্য ব্যক্তিবিশেষ দায়ী হইতে পারে না। কিন্তু হিটলারের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে ও তাহার নিজেরই হুকুমে তাহার অন্বেষণকারীদের উপর যে বর্ব্বর জুলুম চালানো হইয়াছে, তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করার কোন উপায়ই নাই। তাহার আদেশ অনুসারে এবং অনেক সময় তাহার নিজের হস্তের নিক্ষিপ্ত গুলীতে যে তাহার পরিচিত বহু ব্যক্তি নিহত হইয়াছে, এ-বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, শান্তির সময়েও জার্ম্মাণীতে এবং নাৎসী-কবলিত অন্যান্য দেশে যে বর্ব্বর অত্যাচার চলে এবং যাহার দায়িত্ব হিটলার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছে, তাহার কথাও কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। এক কথায় বলা চলে, যুদ্ধ যখন শেষ হইবে এবং মিত্রপক্ষ বিজয়ী হইবেন, তখন বর্ত্তমান বিশ্বের এই অত্যাচারী দানব হিটলারের বিরুদ্ধে সভ্যতার দরবারে যে অভিযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া কিছুতেই তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

অ্যাংলো-আমেরিকান ঘোষণা

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার ওয়াশিংটনের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিলের সাক্ষাৎকারের ফলে যে যুক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় একখানা দলীলরূপে বিবেচনা করা হইতেছে। ইহাতে যে নীতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন জাতির সত্যিকার মিলন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে বিশেষ সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, চার্চিল-রুজভেল্ট সাক্ষাৎকারের সময় যেসব প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, তাহাকে লুক্কায়িত রাখার জন্য একটি বাহ্য আবরণ স্বরূপই এই ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সম্ভবতঃ আরো অনেক বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন জাপান যদি জার্ম্মাণীর পরামর্শ মত প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে প্রকৃতই গোলমাল সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পায়, তাহা হইলে কিরূপ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছিলেন। ভিসি সরকার যদি উত্তর-আফ্রিকায় জার্ম্মাণীকে প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ দেয়, তাহা হইলে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে, তাহাও সম্ভবতঃ আলোচিত হইয়াছিল। এই উভয় ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী করিতে হইলেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কতকাংশে আমেরিকার সামরিক সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। এই সম্পর্কে আমেরিকার বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে প্রশ্ন করা হইলে তাঁহারা কোন পরিষ্কার মতামত প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই।

কিন্তু দিন দিনই অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, চক্রশক্তির নীতির ফলে প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যাহত হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে এবং তখন আমেরিকার পক্ষে আর নিস্পৃহ থাকা মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

ফ্রান্সে ৫০ হাজার কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার

রেল লাইনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন

ডেইলী টেলিগ্রাফের ভিসিস্থিত নিরপেক্ষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, রেললাইনের ক্ষতিসাধনকারীদের অনুসন্ধান ব্যাপদেশে গত কয়দিনে জার্ম্মাণ ও ফরাসী কর্ম্মচারীরা অনধিকৃত ফ্রান্সে ১০ হাজার ও জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্সে ৩০ হইতে ৪০ হাজার তথাকথিত কমিউনিষ্ট গ্রেপ্তার করিয়াছে। কমিউনিষ্টরা যে সকল স্থানের ক্ষতিসাধন করিয়াছে, প্যারিসের ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত জুভিসি-সুর-অর্জ নামক রেল ষ্টেশনটি তাহার অন্যতম। জুভিসি ষ্টেশনের ক্ষতিসাধনকারীদের সংবাদ দিয়া গ্রেপ্তারের সহায়তা করিলে সংবাদদাতাকে ৫,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া প্যারিসের পুলিশ এক ঘোষণা করিয়াছে। ক্ষতি সাধনের ফলে এই ষ্টেশনে আর একটু হইলেই একটি গুরুতর রেল দুর্ঘটনা ঘটিত।

ফ্রান্সে রেল লাইনের ক্ষতিসাধন এইরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, যাত্রী বা মাল চলাচল বিশেষ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ সৈন্য চলাচলেরও অসুবিধা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কণ্ট্রোলারের অফিস ৬৮ নং ষ্টেফেন্ হাউস্ (ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা) হইতে ১০ নং হেয়ার ষ্ট্রীটে (দুতলা ও তেতলায়) ১লা সেপ্টেম্বর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

ব্রিটেন জার্ম্মাণী আক্রমণ করিতেছে না কেন?

(লেঃ জেঃ স্যার ডগ্লাস্ ব্রাউনরিগ লিখিত)

উক্রেনে নাৎসীদের তীব্র আক্রমণ সম্প্রতি কিছু [illegible] করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এ অবস্থায় রাশিয়াকে ব্রিটেনের আরও সক্রিয় সাহায্য করা উচিত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে। এইরূপ করার কি কি অসুবিধা বর্ত্তমান, তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কেহ কেহ বলেন ব্রিটেনের পক্ষে বর্ত্তমানে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে এখন আক্রমণ চালাইলে হিটলারের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। জার্ম্মাণী বা জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশগুলির উপরে আক্রমণ পরিচালনা করিবার পূর্ব্বে মিত্র-পক্ষকে বিমান কর্তৃত্ব লাভ করিতে হইবে। সমুদ্রের ন্যায় আকাশে পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ সম্ভব নহে। তবে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনী যেমন অ্যাক্সিস্ নৌবাহিনী অপেক্ষা শক্তিশালী, ব্রিটেনের বিমান শক্তিকেও সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট ও অধিক শক্তিশালী হইতে হইবে। সুতরাং বিমান শক্তির উৎকর্ষতা অর্জন করা নিতান্তই প্রয়োজন। ইহা শুধু রাশিয়ার স্বার্থের পক্ষেই প্রয়োজনীয় নহে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থও ইহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্য ব্যাহত না করিয়া যত বিমানপোত প্রেরণ করা যায়, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী আক্রমণ করিতে তাহার চাইতে বেশী বিমানপোত প্রেরণ করা উচিত হইবে না। লুফ্ট্ওয়াফে অপেক্ষা আমাদের বিমানবাহিনী অধিকতর শক্তিশালী করিয়া গঠন করিবার যে পরিকল্পনা অনুসারে আমরা চলিতেছি, বর্ত্তমানে আক্রমণ বৃদ্ধি করিবার জন্য সেই নীতি পরিত্যাগ করিলে সমর-কৌশলের দিক হইতে অতি বড় ভুল করা হইবে।

যুদ্ধ জয়ের নিশ্চিত শক্তি অর্জন করিবার পূর্ব্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আত্মরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছে। সংবাদপত্রে প্রায়ই সাঁড়াশীর ধরণের আক্রমণ সম্বন্ধে উল্লেখ থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও আক্রমণের জন্য এখন একটি বিরাট সাঁড়াশী তৈয়ারী করিতে হইবে। সাঁড়াশীর এক বাহু হইবে রাজকীয় বিমান বাহিনী এবং অন্য বাহু হইবে পরাধীন দেশগুলির মুক্তিকামী জনসাধারণ কর্তৃক সমর্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থল বাহিনী।

যথেষ্ট প্রস্তুত হওয়ার পূর্ব্বেই এই সাঁড়াশী ব্যবহার করিতে গেলে সমস্ত উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে। রাশিয়ার যে সমস্ত স্থান হস্তচ্যুত হইতেছে, তাহা অপেক্ষা আত্মরক্ষানীতির ফলে অর্জিত সময়ের দাম অনেক বেশী। রাশিয়া নাৎসীদের যতই বাধা দিতে থাকিবে, ততই প্রস্তুত হইবার জন্য বেশী সময় পাওয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত না বিমানবাহিনীর (আশা হয়, ব্রিটেন এবং রাশিয়ার সম্মিলিত বিমানবাহিনীর আক্রমণের দ্বারাই ইহা সম্ভব হইবে) তীব্র আঘাতে নাৎসীদের জয়ের আশায় ফাটল না ধরে এবং যে পর্য্যন্ত না অধিকৃত দেশগুলির জনসাধারণ স্বেচ্ছাকৃত অনিষ্ট সাধনের দ্বারা ভিতর হইতে শত্রুপক্ষকে বিব্রত করিতে আরম্ভ করে, সে পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী আক্রমণ করিয়া নাৎসীদের বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব নহে।

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ যে, ১৯৪১ সালের লৌহ ও ইস্পাত (সরবরাহ) আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত [illegible] দ্বারা নির্মিত জিনিসপত্র ক্রয় [illegible] জন্য কোনও লাইসেন্স লইবার প্রয়োজন নাই। [illegible], পিন্স্, [illegible] বালতি, তালা, [illegible] বস্তু প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য কোনও লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে না।

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের নব-গৃহের উদ্বোধন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সারগর্ভ বক্তৃতা

বিগত ২৩শে আগষ্ট বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের নব-নির্মিত ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষে বলেন:—

এই কলেজের উদ্বোধন উৎসব আমাদের শিক্ষা-মন্ত্রীর অপর একটি কৃতিত্বের নিদর্শন। ১৯২৪ সনে তাঁহার মন্ত্রীত্বের আমলে তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় ইসলামিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার পূর্ববর্তী গভর্ণর দুই বৎসর পূর্বে যে কলেজের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, আমি আজ উহারই উদ্বোধন করিতেছি। এই সুন্দর প্রাসাদ নির্মাতাগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে যিনি বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব হইতে এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্যমের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহার চেষ্টার ফলে এই কলেজ ভবনের কাজ এত সহজেই সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে, তাঁহার বিষয় আমাদের মনে উদিত হয়।

কলেজের আবশ্যকতা

এই কলেজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিমত থাকিতে পারে না। যে সময় পৃথিবীর শিক্ষা, কৃষ্টি এবং সভ্যতা বিপদাপন্ন, সে সময় আমরা এই মহানগরী কলিকাতার বুকে বসিয়া উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে পারিতেছি, ইহা বাস্তবিকই আনন্দের কথা। এই কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা দুইই আছে। গুণের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয় যে, অতীতে যেমন ইহা আমাদের ঐতিহ্যকে শুধু বাঁচাইয়া রাখে নাই বরং অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া দিয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাই করিবে। প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতাকে বর্জন করার সময় আসে নাই, কারণ এ পর্য্যন্ত উহা আমাদের মঙ্গলজনক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সেই ঐতিহ্যকে যে প্রতিষ্ঠান বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, সাধারণভাবে উহা দেশেরই মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে। উপরে অসুবিধা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, উহা শিক্ষা-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে হইয়া থাকে। ইহার পরিণাম ফল এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী হইয়া পড়ে। এই কলেজে সে কুসুবিধা দেখা দিবে মনে করিয়া আমি উহার উল্লেখ করিলাম, তাহা নয়; বরং ইহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ার ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, উহা হইতে শিক্ষালাভের জন্যই আমি আভাষ মাত্র দিলাম।

গত দশ বৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ জাতির মনোযোগ অসম্ভুত "কালচার" অর্থাৎ আমাদের কথায় কালচার বা কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট করা হইতেছে। মানব জাতির বৃহত্তর মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে উহা করা হইতেছে এমন নয়, বরং জার্ম্মাণ জাতি ও বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের মধ্যখানে বৈষম্যের উচ্চ প্রাচীর খাড়া করিবার জন্যই তাহাদের উদ্দেশ্য।

জাতি হিসাবে জার্ম্মাণদের শ্রেষ্ঠ এবং অপরাপর জাতির নিকৃষ্টতা প্রচার করিয়া তাহারা বিশ্বে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেষভাবের উদ্রেক করিতেছে। এ-কার্য্যে তাহারা অনেকটা সফলকামও হইয়াছে, বলা চলে। জার্ম্মাণদের প্রচারিত এই বৈষম্যমূলকনীতির বিরুদ্ধে আজ আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত আছি। ইহাকে সমূলেই উচ্ছেদ করা আমাদের উদ্দেশ্য। বিভিন্ন মতাবলম্বী আরও বহু জাতি এ ব্যাপারে আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। [illegible] সহযোগিতা হইতে আমাদের এ শিক্ষা [illegible] হইতেছে যে, আমাদের সকলের কৃষ্টি ও [illegible] এবং [illegible] পরস্পর পরিপূরক, বিরোধের প্রবৃত্তি [illegible]

সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আমাদের মধ্যে দ্বিমত নাই; আমি আশা করি, এই প্রতিষ্ঠানটিও সেই সম্মানজনক নীতি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিবে না।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে কলেজ ভবনের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বাঙ্গলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বলেন—

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের উদ্বোধন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপনের সুযোগ লাভের জন্য আমি স্বভাবতঃ নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। মুসলমান ছেলে মেয়েরা যাহাতে তাহাদের পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কৃষ্টি লাভ করে, তজ্জন্য দুইটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার অন্তরে উদিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাছেই তাহাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ইহাই তাঁহার মত।

লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের লেডি প্রফেসারগণকে কলিকাতার যে কোন কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যাইতে পারে। কলেজের কর্তৃপক্ষ খুব ভাল ভাল প্রফেসার নিয়োগের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করিয়াছেন। কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল মিস্ ই, প্রোস্ ইংলণ্ডের গ্রাজুয়েট, শিক্ষাদান কার্য্যে তাঁহার ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে। কলিকাতার যে কোন কলেজের প্রিন্সিপালের পদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্যতা তাঁহার রহিয়াছে। তাঁহার সহকারিণীগণেরও বেশ যোগ্যতা আছে।

মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায় এই কলেজের সম্যক গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। প্রথম বৎসর ইহার ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫ জন, দ্বিতীয় বৎসর ৭৩ জন, এক্ষণে উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৫ দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া বহু ছাত্রীকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে।

উপসংহারে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বলেন, লেডি ব্রাবোর্ণ প্রথম হইতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহারই নামানুসারে এই কলেজের নামকরণ করা হইয়াছে।

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে গভর্ণর বাহাদুর

বামদিক হইতে—মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, কলেজের প্রিন্সিপাল মিস্ এম, ই, প্রোস, মিঃ কে, এম, নাজমুদ্দী এবং মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক।

মুসলমানরা পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ব্যাপারে কতটা রক্ষণশীল ছিল তাহা কাহারও অজানা নাই। ছেলে মেয়েদিগকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবককে রীতিমত প্রলোভিত করিয়া তোলার দরকার হইত।

আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত। সেই স্বপ্ন এক্ষণে এই কলিকাতার মোসলেম বালিকা কলেজের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তিনি ইহাও বলেন যে, লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজ প্রধানতঃ মুসলমান বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও ইহার দ্বার অন্য সম্প্রদায়ের বালিকাদের জন্যও খোলা রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে এ কলেজের ছাত্রীর সংখ্যা ১২৫, তন্মধ্যে ২৭ জন অমুসলমান। মুসলমান ছাত্রীদের জন্য কলেজের সংলগ্ন একটি হোষ্টেল আছে। যদি অপরাপর সম্প্রদায়ের মেয়েরা এ কলেজে পাঠাভ্যাস করিতে আসে এবং হোষ্টেল চায়, তাহা হইলে তাহাদের জন্যও একটি হোষ্টেলের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করেন যে, যাহাতে মুসলমান [illegible] পাশ করার পর কলেজ এবং

অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ নাজমুদ্দী, মিস্ প্রোস এবং শহরের বহু সম্ভ্রান্তগণকে লইয়া সমগ্র কলেজ ভবনটি পরিদর্শন করেন। উদ্বোধন উৎসবে সরকারী বে-সরকারী বহু গণ্যমান্য লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের হিসাব

বিগত ২রা আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশে মোট ৭৬৯ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৭২ জন, বাখরগঞ্জে ১১০ জন ও নোয়াখালীতে ২১৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়ে মোট ৩০৬ জন লোক কলেরায় মারা যায়; তন্মধ্যে ১৭২ জন নোয়াখালী জেলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

দার্জিলিং অঞ্চলে ৬২ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় ইতঃস্তত সেরিব্রোস্পাইনাল রোগের আক্রমণ দেখা দিয়াছিল। কোথাও প্লেগের আক্রমণ হয় নাই।

ডিফেন্স লোন্ ও সুদবিহীন বণ্ড

বাঙলার বিভিন্ন জেলার হিসাব

গত জুলাই মাসে বাঙলার সরকারী ট্রেজারীসমূহে শতকরা ৩॥ টাকা সুদের ডিফেন্স লোন্, ১৯৪৯-৫২ সালে পরিশোধ্য দ্বিতীয় ডিফেন্স লোন ও ১ বৎসরের মেয়াদী সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড নিম্নলিখিত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে:—

	৩॥ সুদের ডিফেন্স লোন্ (২রা জুলাই ১৯৪১ হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৪১)।	২য় ডিফেন্স লোন্ (১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪১ হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৪১)।	সুদবিহীন বণ্ড (২রা জুলাই ১৯৪১ হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৪১)।	সুদবিহীন বণ্ড (১০ই জুন ১৯৪০ হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৪১)।
কলিকাতা ..	২,৮৫,৩৬,১০০	৩,৮২,০৮,১০০	২,৭৫১	৩৫,৯২,৬৬৯
বাখরগঞ্জ ..	..	৩,৫০০	..	..
বাঁকুড়া ..	..	..	..	..
বীরভূম ..	..	২০০	..	..
বগুড়া ..	..	..	..	..
বর্দ্ধমান ..	৩৭,৪০০	১,৩১,২০০	২,৩৫১	২,৫৫৫
চট্টগ্রাম ..	৬৯,২০০	৮৩,৫০০	..	১,৪০০
ঢাকা ..	১,০০০	১১,২০০	৮,০০০	৫২,০০০
দার্জিলিং ..	৬,২০০	১,৫৩,৯০০	৫,০৬৮	১৭,৩৮০
দিনাজপুর ..	..	..	..	..
ফরিদপুর ..	..	১০০	..	..
হুগলী ..	২,৮০০	২২,১০০	..	..
হাওড়া ..	১,৫০০	৩,০৬,৫০০	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি ..	৬৬,০০০	৬৭,৮০০	..	৬০০
যশোহর ..	..	..	..	..
খুলনা ..	..	..	..	..
মালদহ ..	..	..	..	..
মেদিনীপুর ..	..	১১,০০০	..	..
মুর্শীদাবাদ ..	১,০০০	১০,০০০	..	..
ময়মনসিংহ ..	৪,০০০	৪,১০০	.	..
নদীয়া ..	..	..	..	৫,০০০
নোয়াখালী ..	..	২৫,০০০	..	..
পাবনা ..	..	১,৪০০	..	..
রাজশাহী ..	..	১০০	..	..
রংপুর ..	..	৪৪,০০০	..	..
ত্রিপুরা ..	..	৪৪,০০০	..	..
২৪-পরগণা ..	..	..	..	৪০০
মোট ..	২,৮৭,২৫,৪০০	৬,৯০,৯৭,৪০০	১৮,২৭০	৩৬,৭৪,৯৫৫

বিগত ১২ই জুলাই তারিখে রাজশাহী সেণ্ট্রাল জেল ময়দানে রাজীর জেল ক্লাব ও নব নব সেণ্ট্রাল জেল ক্লাবের মধ্যে এক ফুটবল খেলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। উক্ত খেলার টিকেট বিক্রয় লব্ধ অর্থ হইতে ৪১ ১০০ টাকা বড়লাটের যুদ্ধ ভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে।

একটি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙলা সরকার বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটিকে ৪১ ৩,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

ফসল ও আবহাওয়ার অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২০শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বৃষ্টিপাত সাধারণ মত হইয়াছে। শরৎকালীন ফসল কাটা আরম্ভ হইয়াছে। শীতকালীন ফসলের বপন কাজ চলিতেছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে আরও অধিক বৃষ্টির প্রয়োজন। আগামী ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। উত্তর বাঙলার কোন কোন স্থানে আরও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে। বীরভূম জেলায় বিগত ১৬ই আগষ্ট তারিখ শনিবারে ১০৩ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল এবং ত্রিপুরা জেলায় উক্ত সময়ই ৮,২৪৭ জন লোককে অনুরূপ কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী ও ত্রিপুরা জেলায় যথাক্রমে ৬৪২ ৬,৭৫৯, ৩৪৮ ৬,৬৭১ জনকে খয়রাতী দান করা হইয়াছে। এই প্রদেশে সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের মূল্য আলোচ্য সপ্তাহে টাকায় /৬৷৷৵০ ছয় সের দশ ছটাক ছিল। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় মূল্য শতকরা ০.৯০ ভাগ কমিয়াছে।

সাধারণ চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, ব্যারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে /৬ ছয় সের হইতে /৭৷৷৵০ সাত সের দশ ছটাক; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় ৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৭।৫ সোয়া সাত সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে /৮৷৷০ সাড়ে আট সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৬৷৷০ সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৬৸০ ছয় সের পনর ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বাকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় /৭।০ সোয়া সাত সের হইতে /৭৷৷৵০ সাত সের দশ ছটাক; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৬ ছয় সের হইতে /৭।০ সোয়া সাত সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬।৵০ ছয় সের ছয় ছটাক হইতে /৭ সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৸০ ছটাক; রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোরে /৭ সাত সের হইতে /৭৷৷০ সাড়ে সাত সের। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬ সের; দার্জিলিং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ /৬ ছয় সের হইতে /৬৸০ ছয় সের বার ছটাক; রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৬ সের হইতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় /৬৸০ পৌনে সাত সের; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; মালদহে টাকায় /৭ সাত সের; কুচবিহারে টাকায় /৬৷৷৵০ ছটাক; ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ শাহবাজপুরে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮ আট সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় /৬।০ সোয়া ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।০ দশ সের হইতে ।১ এগার সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ সের হইতে ।১ এগার সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ সের।

জলপাইগুড়িতে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তণের আশা

১৯৪০ সনকে জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৎসর বলা যাইতে পারে। কারণ এই বৎসরে শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন দায়িত্বপূর্ণ কাজ আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা হইয়াছে। একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জেলা স্কুল বোর্ড ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং পরবর্তী মাসেই তদনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যেই জেলার সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে কাজ চলিতে থাকে। অর্থাৎ কার্য্যকর ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের প্রাথমিক স্কুল-সমূহের প্রতিষ্ঠাই ছিল বোর্ডের লক্ষ্য। যে জেলার অধিবাসীর প্রায় শতকরা ৭০ জন শুধু তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোক নয় বরং শিক্ষার প্রতিও অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ চেষ্টার প্রতি উদাসীন, সেখানে এই প্রকার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পথে স্বভাবতঃই নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। তথাপি জেলা স্কুল বোর্ড এই পরিকল্পনাকে যথোচিত সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ে কোন ত্রুটি করে নাই। এই পরিকল্পনার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক এবং জেলার পল্লী অঞ্চলে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজলভ্য করিয়াছে। কার্য্যকর ও অধিকতর উন্নত ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। নির্ব্বিচারে যথাতথা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধ হইয়াছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে এবং ঐগুলিকে মধ্য-ইংরেজী স্কুলের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগসহ বোর্ডের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে আনা হইয়াছে। এই সময়ে সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তিন শ্রেণী সম্বলিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি উচ্চতর স্তরে উন্নীত ও তাহা সংরক্ষণের চেষ্টা হইয়াছে। প্রাথমিক স্কুলের যে সমুদয় শিক্ষক ট্রেনিং পাইয়াছেন অথবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ অথবা অনুমোদিত পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন, শুধু তাঁহাদিগকেই শিক্ষক পদে রাখা হইয়াছে। পূর্ব্বে শিক্ষকগণ যে বেতন পাইতেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বেতন ধার্য্য করা হইয়াছে এবং এই সমুদয় শিক্ষকের বেতন তিন মাস বা ছয় মাসে না দিয়া প্রতি মাসে দেওয়া হইতেছে। গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত নীতি অনুসারে সহ শিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় সাহায্য ও শিক্ষাকে যোগ্যতর ও অধিক কার্য্যকরী করিবার জন্য উপযোগী দ্রব্যাদির অধিকাংশই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কোন ফলে শিক্ষার বর্ত্তমান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্তুতঃ এক বৎসরে এই কাজগুলি করা হইয়াছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেকটা সফলতার সহিত তাহা নিশ্চয়ই করা হইয়াছে; কিন্তু প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া আরোও অগ্রসর হইতে হইবে।

বোর্ডের উপর আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার যে প্রসার হইয়াছে তাহাকে বেশ সন্তোষজনক বলিয়া বলা যাইতে পারে? ভবিষ্যতে কাজ আরও ভাল হইবে; কারণ আগামীতে নূতন অবস্থাধীনে আরোও উন্নতির ভিত্তি এই সময়ে স্থাপন করা গিয়াছে। জনসাধারণের অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারে যাঁহারা আগ্রহশীল, তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ক্রমশঃ লোকের মনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে। একথা বস্তুতঃ অবধারণ করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

এই জেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪টির স্থলে ১৫টি হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৫,২৯২ জনের স্থলে ৩,৫৩৮ জন হইয়াছে। এই সংখ্যাতত্ত্ব প্রত্যক্ষ গোচর হইলেও ইহা বাস্তব নহে। কারণ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ পৃথক করিয়া লওয়ায় উহার ছাত্রদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সমস্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত। মধ্য ইংরেজী স্কুলের সাহায্য বিতরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কারণ দুই শ্রেণী সম্বলিত মধ্য ইংরেজী স্কুল (যাহাতে ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী আছে) এবং যেগুলি পুরাতন পদ্ধতিমতে পরিচালিত নহে, গভর্ণমেণ্ট ও জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়াছে। মধ্য ইংরেজী স্কুলগুলি শিক্ষা পরিকল্পনায় কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পায় নাই; কারণ ইহা শিক্ষা পরিকল্পনার অথবা নির্দ্দিষ্ট কোন স্তরের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই। মধ্য ইংরেজীর শেষ স্তরে কোন সরকারী পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই। অর্থের অনটনের জন্যই এই সব স্কুল এখনও রহিয়াছে এবং টাকার যোগাড় হইলেই এই শ্রেণীর স্কুলকে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার ঝোঁক দেখা যায়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যে ছেলে একবার ইংরেজী পড়ে সে আর মাঠে যাইয়া কাজ করিতে রাজী হয় না। যে ছেলে মধ্য ইংরেজী স্তর পর্য্যন্ত পড়ে তাহার ঝোঁক বা অভিরুচি যাহা কিছুই হউক সে মাধ্যমিক শিক্ষার চূড়ান্ত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে চায়। এই সমুদয় ছেলেদের পড়াশুনা সময়ের, অর্থের ও কার্য্যকরী শক্তির অপচয় মাত্র। আরোও পূর্ব্বে এই সমুদয় অন্য পন্থায় বাহির হইলে ছেলেদের পক্ষেও ভাল, মাধ্যমিক স্কুলগুলির পক্ষেও ভাল হইত। মধ্য ইংরেজী শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৪১ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে জেলার মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকসংখ্যা ছিল ১৭১ জন, তন্মধ্যে ৪১ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং ১৩০ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নহেন। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন গড়ে মাসিক ৭১, টাকার স্থলে ৮২, টাকা, মধ্য ইংরেজী স্কুলের শিক্ষকের বেতন গড়ে ২৮, টাকা; পূর্ব্ব বৎসরের গড় ছিল ২৬, টাকা। গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই জেলার উচ্চ বিদ্যালয় হইতে দুইশত একজন প্রার্থী উপস্থিত হইয়াছিল, উহার মধ্যে ২১ জন প্রাইভেট ছাত্র ও ২৬ জন বালিকা ছিল, তন্মধ্যে ১১৯ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে। মধ্য ইংরেজী স্কুল হইতে ১৫টি ছেলে বৃত্তি পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল এবং ১ জন বৃত্তি পাইয়াছিল। পরীক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থার দরুণ এই জেলার মাধ্যমিক স্কুলসমূহের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। অধিকাংশ মাধ্যমিক স্কুল গভর্ণমেণ্টের ও জেলা বোর্ডের সাহায্য এবং সামান্য চাঁদা ও অনিয়মিত ভাবে সংগৃহীত ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করে। জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির যে মৌলিক ত্রুটি আছে, তাহা দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি প্রভাবান্বিত হইতেছে এবং তজ্জন্য যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার জটিলতা বর্ত্তমান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদের চিন্তার কারণ হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যে প্রভাব শিক্ষাপদ্ধতির উপর রহিয়াছে, তাহা ত্রুটির জন্যই কোন নূতন পন্থা বা সংস্কার শিক্ষা বিস্তার করিতে চাহিলেও তাহা কার্য্যকরী হয় না। জনসাধারণ চায় যে যেরূপই হউক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিতে হইবে। যদিও এ বিষয়ে সকলে একমত যে সাধারণ শিক্ষা যতই উন্নত হউক না কেন জীবিকার সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। মাধ্যমিক শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যদি শিক্ষিতের মধ্যে ক্রম বর্দ্ধমান বেকার সমস্যা আরোও বৃদ্ধি করিতে না হয়, যদি শিক্ষার্থীদিগকে এরূপ শিক্ষা দিতে হয় যে স্কুল ছাড়িয়া আসার পর সমাজে তাহারা কর্ম্মকুশল নাগরিকের স্থান অধিকার করিতে পারে, তাহা হইলে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা পদ্ধতিকে বর্ত্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইবে ও সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

বালিকাদের শিক্ষা

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময় কেবলমাত্র বালিকাদিগের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫ হইতে কমিয়া দশে আসিয়া দাঁড়ায় এবং তাহাতে ছাত্রী সংখ্যা ১,৯৮১ হইতে ১,০৮৩ পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। ইহার অন্যতম কারণ হইতেছে এই যে, সরকার বর্ত্তমানে এই নীতি অবলম্বন করেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বালক-বালিকাগণ এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিবে এবং তাহার ফলে যে ৩৫টি বিদ্যালয় কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল সেগুলিকে সহশিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত বালক ও বালিকাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে মোট ৬,৫৬৬ জন বালিকা অধ্যয়ন করে, ইহার পূর্ব্ব বৎসর ঐ তারিখে এই সংখ্যা ছিল ৬,০৪৩। এইভাবে বালিকা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৫২৩ জন বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়কে সহশিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করায় ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বালিকাদিগের জন্য সর্ব্বসমেত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (কেবলমাত্র বালিকাদিগের জন্য) আছে। এই বিদ্যালয়গুলি সাহায্য পাইয়া থাকে। শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেনিংএর নিমিত্ত এই জেলায় কোনো প্রতিষ্ঠান নাই। বালিকা বিদ্যালয় এবং মিশ্রিত বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক এবং উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের উপরই বালিকাদিগের শিক্ষার প্রগতি নির্ভর করে। যদিও বালিকাদিগকে শিক্ষা দান ব্যাপারটি এই জেলায় শিশু অবস্থায় আছে; তথাপি একথা বলা চলে যে ইহা প্রগতির পথে। বালিকা-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বিশেষ সন্তোষজনকই বলা চলে। একটি ব্যাপার বালিকাদিগের প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং বর্ত্তমান অবস্থাকে জটিল করিয়াছে। তাহা হইতেছে বালিকাদিগের নিমিত্ত সম্পূর্ণ পৃথক বিদ্যালয়। বালিকাদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় নির্ম্মাণ আর্থিক দিক হইতে নিষিদ্ধ; উহার একমাত্র পথ হইতেছে সহশিক্ষা-সম্পন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা। কিন্তু মিশ্রিত বিদ্যালয়গুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে—অনুপাতে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যাও বর্দ্ধিত করিতে হইবে। অধিক সংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকিলে পিতামাতারাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন, অধিকন্তু তাঁহারা বালিকাদিগের পাঠ্যবিষয়, খেলাধূলা এবং শারীরিক ব্যায়ামের দিকেও দৃষ্টি দিতে পারিবেন। নারী জাতিই প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। কারণ তাঁহারা শিশুদিগের মনে সেই সকল মনোবৃত্তি অত্যন্ত সহজেই জাগাইয়া তুলিতে পারিবেন।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয়ানগণ কর্তৃক নভোগ্রাড পরিত্যক্ত

সোভিয়েট প্রচার বিভাগ ২৬শে আগষ্ট বিপ্রহরে নিম্নলিখিত এস্তেহার প্রকাশ করিয়াছেন—

২৫শে আগষ্ট রাত্রিতে আমাদের সৈন্যবাহিনী সমগ্র রণক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিল।

ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ঘোরতর সংগ্রামের পর নভোগ্রাড পরিত্যক্ত হইয়াছে।

একখানি সোভিয়েট রণতরী কর্তৃক কৃষ্ণসাগরে একখানি জার্ম্মাণ সাবমেরিণ নিমজ্জিত হইয়াছে।

২৪শে আগষ্ট বিমান যুদ্ধ ও বিমানঘাঁটিতে অবস্থিত ৪৬খানি জার্ম্মাণ প্লেন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রাশিয়ার রণক্ষেত্রের পর্য্যবেক্ষণকারীদের মতে জার্ম্মাণরা ট্যাঙ্ক যুদ্ধে এক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতেছে। এখন ট্যাঙ্কসমূহ পদাতিক বাহিনীর সহিত একযোগেই অগ্রসর হইতেছে। ট্যাঙ্ক ও পদাতিকদের মধ্যে সর্ব্বাধিক ১৫ মিনিটের ব্যবধান রাখা হইতেছে। রাত্রিতে ট্যাঙ্কবহর অভিযানে বিরত থাকে এবং উহার সম্মুখে পদাতিক বাহিনীকে মোতায়েন রাখা হয়। রাশিয়ান বাহিনী কর্তৃক অনেকগুলি নাৎসী অগ্রগামী বাহিনী বিধ্বস্ত হওয়ায় এই নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ইরাণে সোভিয়েট অগ্রগতি

সরকারী সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সী ২৬শে আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, রাশিয়ান সৈন্যবাহিনী ইরাণের মধ্যে ২৫ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহাদের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলিতেছে।

আর্দেবিল ও তাব্রিজ অভিমুখে অভিযান

প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী ইরাণে আর্দ্দেবিল (কাস্পিয়ান সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলের ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত) ও তাব্রিজের দিকে পঁচিশ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

ইরাণী সৈন্যদের বাধা দান

স্থানান্তরে জানা গিয়াছে যে, ইরাণে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী খুব সামান্য পরিমাণ প্রতিরোধেরই সম্মুখীন হইতেছে। আবাদানে কিয়ৎপরিমাণ বাধা প্রদান করা হয় এবং সর্ব্বত্রই সামান্য রকমের বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা ইরাণের একাংশ অধিকার করিবে এবং বৃটিশ অপর এক অংশ অধিকার করিবে।

বুলগেরিয়ায় জার্ম্মাণ সেনার ব্যাপক সমাবেশ

ইস্তাম্বুল হইতে সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বুলগেরিয়ায় ব্যাপকভাবে জার্ম্মাণ সৈন্য সমাবেশ শুরু হইয়াছে। প্রকাশ, দশ সহস্রাধিক সৈন্য (অধিকাংশই প্যারাস্যুট সৈন্য) সালোনিকায় সমাবেশ করা হইয়াছে। প্রত্যহই নূতন সৈন্য ও বৈমানিকরা আসিয়া পৌঁছিতেছে। সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যাতায়াতের পক্ষে উপযুক্ত একজন জার্ম্মাণ এডমিরাল সোফিয়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জাহাজগুলি উপসাগরের তীরবর্ত্তী বুলগেরিয়ার বন্দর ভার্ণা এবং বারগাসে সমাবেশ করা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, গ্রীক দ্বীপ সামসে একটি নৌবহর সমাবেশ করা হইতেছে। এখানে সম্প্রতি প্রায় দশ হাজার ইটালীয় সৈন্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

জাপানের প্রতি সোভিয়েটের সতর্কবাণী

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জাপানকে জানাইয়াছেন যে, সুদূর-প্রাচ্যের সোভিয়েট বন্দরসমূহের মারফৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সোভিয়েটের যে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে, উহাকে বাধাদানের যে কোন রকমের প্রচেষ্টাকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্য্যরূপে গণ্য করা হইবে।

তাব্রিজে সোভিয়েট সৈন্য

মস্কো বেতারের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাণস্থিত সোভিয়েট বাহিনী গত ২৬শে আগষ্ট তাব্রেজ অধিকার করে।

তুরস্কের নিকট জার্ম্মাণীর অনুরোধ

জানা গিয়াছে যে, ইরাণে অবস্থিত জার্ম্মাণ নারী ও শিশুদের তুরস্কের মধ্য দিয়া অবিলম্বে চলিয়া আসার সুবিধা দেওয়ার জন্য জার্ম্মাণী তুরস্কের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছে।

ছয় হাজার জার্ম্মাণ নিহত

লণ্ডনের ২৮শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড-মস্কো লাইনটি কাটিয়া দিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণেরা যে দাবী করিয়াছিল, তাহা সমর্থিত হয় নাই।

বে-সরকারী খবরে প্রকাশ যে, ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে রাশিয়ানরা দৃঢ়তার সহিত শত্রুকে বাধা দিতেছে। প্রকাশ যে, একটি যুদ্ধের পরে রাশিয়ানরা নাৎসীদের ১৫২তম ডিভিশন হইতে ৬,০০০ হাজার জার্ম্মাণ মারিয়াছে। জার্ম্মাণ লাইনের পশ্চাতে সোভিয়েট গরিলা সৈন্যরা জার্ম্মাণদের আরও আটটি অস্ত্রশস্ত্রের ও চারিটি পেট্রলের গুদাম উড়াইয়া দিয়াছে।

কিংগিসেপ, গোমেল ও নিপ্রোপেট্রভস্কে রাশিয়ানদের প্রবল সংগ্রাম

সোভিয়েট সরকার কর্তৃক প্রকাশ যে, ২৭শে আগষ্ট রাত্রিতে সোভিয়েট সৈন্যরা কিংগিসেপ, গোমেল, নীপ্রোপেট্রোভস্ক ও ওডেসা অঞ্চলে শত্রুর বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণীতে বিমান হানা

সরকারী জার্ম্মাণ সংবাদ এজেন্সীর এক খবরে প্রকাশ, রাজকীয় বিমানবহর গত ২৭শে আগষ্ট রাত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম জার্ম্মাণীর উপর হানা দেয়। বলা হইয়াছে যে, বিমানগুলি কয়েক স্থানে বোমাবর্ষণ করে।

রাজকীয় বিমানবহর ফরাসী উপকূলস্থিত অভিযান বন্দরসমূহের উপরও হানা দেয়। ডানকার্ক ও ক্যালের চতুর্দ্দিকের আকাশ সার্চলাইটের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে এবং বিস্ফোরণের আলোয় উপকূল ভাগের কয়েক মাইল উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

ইরাণী মন্ত্রী-সভার পদত্যাগ

ইরাণ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। শাহ পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। শাহের নূতন অনুজ্ঞানুসারে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ও আণ্ডার সেক্রেটারীগণ শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত

২৮শে আগষ্ট তেহরাণ হইতে বার্লিনে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নূতন ইরাণ গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং যুদ্ধ বন্ধ করিবার বিষয় আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে।

তেহরাণ হইতে ডিএন বি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত আর একটি সংবাদে প্রকাশ, নূতন ইরাণী গভর্ণমেণ্ট বাধাদান বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি

মস্কো রেডিয়ো মারফত ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্য বাহিনী ইরাণে আরও ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা তাব্রিজের ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব-বর্ত্তী তার্কমানচাইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইরাণের জার্ম্মাণ বাসিন্দাদের আনকারায় উপস্থিতি

ইরাণের যাবতীয় জার্ম্মাণ বাসিন্দা তুর্ক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া তুরস্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আনকারা হইতে ভিসি নিউজ এজেন্সী খবর দিয়াছেন। স্বাধীন ফরাসী নিউজ এজেন্সীর ইস্তাম্বুলের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, নামপত্র এবং অর্থহীন অবস্থায় ইরাণ হইতে জার্ম্মাণ আনকারায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

হিটলারের হেড কোয়ার্টারের এক বিশেষ ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, ২৫শে ও ২৯শে আগষ্টের মধ্যে ফুয়ারের হেড কোয়ার্টারে হিটলার ও মুসোলিনীর সাক্ষাৎকার হয়। তদুপরি ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, হিটলার ও মুসোলিনী তাঁহাদের সামরিক ও রাজনীতিক নায়কগণসহ পূর্ব্ব রণাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ইটালীয়ান বাহিনীর একটা ঘাঁটিও পরিদর্শন করেন। দক্ষিণ রণাঙ্গন পরিদর্শনের সময় ফিল্ড মার্শাল জেনারেল রুণ্ডষ্টেড্ট তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন।

রোম রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইটালী প্রত্যাবর্ত্তনের পর মুসোলিনী ফুয়ারের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করেন,—"একত্রে যে উদ্দীপ্ত দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া থাকিবে।"

লালফৌজের নীপ্রোপেট্রোভস্ক ও "এন" শহর ত্যাগ

একটি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বিভেদ দখলের দাবী করা হইয়াছে।

সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লালফৌজ নীপ্রোপেট্রোভস্ক শহর পরিত্যাগ করিয়াছে। স্বীকার করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্য ইউক্রেণের "এন" শহরও ছাড়িয়া দিয়াছে। শত্রুর ৫ হাজার অফিসার ও সৈন্য হতাহত হয়।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

চুয়াডাঙ্গায় শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে, ব্যানার্জি মহোদয়ের একান্ত চেষ্টায় ও সার্কেল অফিসার মিঃ এ, কে, বিশ্বাসের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গায় "শ্রীমন্ত মঞ্চ" প্রাঙ্গনে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত একটি প্রদর্শনী-ইউনিট দেশীয় কুটির শিল্পের বহুবিধ দ্রব্যসম্ভারসহ যোগদান করে। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মৌঃ কে, এ, কদির সর্বসাধারণকে ঐ সমস্ত জিনিষের প্রস্তুত-প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রত্যহ বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেন। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড চুয়াডাঙ্গার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কর্তৃত্বাধীনে একটি স্বাস্থ্য বিভাগের আয়োজন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও বস্ত্র-শিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের বিভাগ খোলা হইয়াছিল। মিঃ ব্যানার্জি প্রত্যহ ভিন্ন ভিন্ন লোকের বক্তৃতার ও সাময়িক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা—

গত মার্চ্চ হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জেলায় যে রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে পল্লী সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে স্বাবলম্বন এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতেছে।

ত্রিপুরা সদরে ছয়টি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নারায়ণপুর, ভাগাই, কালালিয়া ও দেওরাতে চারিটি এবং মধুরীর চাচ ইউনিয়নে দুইটি। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় সদর মহকুমার অন্তর্গত দেওলা ইউনিয়নে একটি খাল খনন করা হইয়াছে। চাঁদপুর মহকুমায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে তিনটি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ইব্রাহিমপুর ইউনিয়ন বোর্ডে দুইটি এবং উপাধি ইউনিয়নে একটি। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। নীলকমল ইউনিয়নে বহু রাস্তা নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইয়াছে। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত নায়েরগাঁও ইউনিয়নে তিনটি বংশ নির্ম্মিত সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত খড়েরর ও কালীসিংহ নামক স্থানে দুইটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে।

কচুরীপানা পরিষ্কার করার কার্য্য বিশেষ ঐকান্তিকতার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছিল। সদর (দক্ষিণ) মহকুমার প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে কচুরীপানা দূরীভূত করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত বলিয়াকান্দামনপুরের অধিবাসীবৃন্দ বহু কচুরীপানা ও জঙ্গল সাফ করিয়াছে। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার এই অঞ্চল একবার পরিভ্রমণ করিয়াছেন। গত মে মাসে সমগ্র সদর (দক্ষিণ) মহকুমায় একটি "কচুরীপানা সপ্তাহ" পালিত হইয়াছে। দশটি কেন্দ্র হইতে (বিশেষ করিয়া যে সকল অঞ্চলে কচুরীপানার প্রাধান্য অধিক সেই সকল স্থানে হইতে) ইহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত মহকুমা কচুরীপানার হাত হইতে প্রায় নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সমূহও এই সকল ব্যাপারে কম কাজ করে নাই। সদর (উত্তর) মহকুমার অন্তর্গত পুরাতন পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থানীয় গ্রাম উত্তমরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত উক্ত সমিতি পাঁচটি রাস্তা সংস্কার ও চারিটি পুষ্করিণী হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। ত্রিভার কাশী সমিতি একটি নূতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে এবং নারায়ণসার ও হাজিরপুর সমিতি ভাগি নামক স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে একটি প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং তাহারা বহু দিনের একটি অভাব দূর করিয়াছে। চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর, মহারগাঁও এবং ব্রাহ্মণচোয়ার পল্লী-মঙ্গল সমিতি সমূহ বহু ডোবা, মাঠ, বিল এবং খাল হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। সদর মহকুমার অন্তর্গত মতিচাইল এবং লক্ষণপুর সমিতি বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে।

সদর (উত্তর) মহকুমার অন্তর্গত বাজুরিয়া সমিতি একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং একটি মজা পতিত পুষ্করিণীকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে খেলার মাঠ তৈরী করিয়াছে। জগন্নাথপুর সমিতি কতকগুলি পানাপুকুর পরিষ্কার করিয়াছে এবং অনেক জঙ্গল সাফ করিয়াছে। পালকান্দা সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিতশ্রমে আংশিক যে রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য ৬০৲ টাকা। এই উদ্দেশ্যে যে অর্থ হইবে তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ সরকার বহন করিবেন। মাধিরপাল সমিতি দুইটি রাস্তা, ১৩টি ছোট ছোট বাঁশের পুল নির্ম্মাণ, একটি সাধারণ পুষ্করিণীর মেরামত এবং বহু অস্বাস্থ্যকর জঙ্গল সাফ করিয়াছে।

খোলাজন, নিয়াইলবাহা এবং খাড়াচাইলা গাজীপুরের সমিতিগুলি প্রবন্ধিত যে বাঁধ জলাগত বর্ষণে সাম্প্রতিক ভাবে ধুসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার বহু স্থান শক্ত করিয়া মেরামত করিয়াছে।

ছোট আলমগড় সমিতি ছয়টি ডোবা ভরাট এবং দুইটি রাস্তা মেরামত করিয়াছে। চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত বেসেন এবং মেলহরের সমিতিসমূহ বহু পল্লী-পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কালাচী এবং সত্তর কাশীর সমিতি-সমূহও একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত মহকুমার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর এবং হানার চরের সমিতিগুলি বহুল পরিমাণে কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত কাইতলা মহল্লার কতকগুলি নৈশ-বিদ্যালয় সংগঠন করা হইয়াছে এবং কুমারশার, জেবনোদপুর, মজমপুর, রূপাসদী এবং চেকবাদি প্রভৃতি স্থানে যে সকল নৈশ-বিদ্যালয় ইতিপূর্ব্বেই ছিল, তাহাদের উন্নতি বিশেষ সন্তোষজনক।

চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তিন জন শিক্ষক সহ উক্ত অঞ্চলে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। চাঁদপুর মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যাহাতে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বভাবে প্রচেষ্টা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত স্থানগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—নীলকমল, নায়েরগাঁও, সাতনল, চরকাশিয়া, হরিণা এবং কড়াইতলী। সদর (উত্তর) মহকুমায় দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় সম্প্রতি স্থাপন করা হইয়াছে।

চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে কতিপয় সভা আহ্বান করা হইয়াছিল এবং এই সকল সভায় মহকুমা হাকিম এবং সার্কেল অফিসার জনসাধারণকে উৎসাহ দিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই জেলায় সম্প্রতি দশটি নূতন পল্লী-মঙ্গল সমিতি সংগঠন করা হইয়াছে।

নোয়াখালী—

গত জুন মাসে নোয়াখালী জেলায় নিম্নলিখিত পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী সম্পাদিত হইয়াছে:—

সম্প্রতি নোয়াখালী জেলায় যে বন্যা হইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য যাবতীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ সাহায্যদানের কার্য্যেই বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং এই সময় বিশেষ ভাবে কোনো পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় নাই।

এই বন্যার পর যাহাতে কোন সংক্রামক ব্যাধির মুখে পতিত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার-কার্য্য পরিচালনা করা হইয়াছিল। এই প্রচার-কার্য্যের ফলে জনসাধারণের মধ্যে বেশ জ্ঞান লাভ পাওয়া গিয়াছিল এবং যাঁহারা সাহায্য প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে নিজেরাই সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ খাসবাড়ী আদর্শ পল্লীর কর্ম্মিগণ উক্ত অঞ্চলের জঙ্গল সাফ এবং জলাশয় সমূহ পরিষ্কার করিয়াছিল।

সারাইতকান্দী আদর্শ পল্লীর কর্ম্মিগণ তাহাদের গ্রামে অনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

ফেনী মহকুমার অন্তর্গত সারাইত কান্দী আদর্শ পল্লীর স্বেচ্ছাসেবক দল প্রহরা দেওয়ায় আলোচ্য মাসে এই গ্রামে কেহ কোনরূপ অপরাধ করে নাই।

ময়মনসিংহ—

বিগত ১১-১-৪১ তারিখে জেলা ময়মনসিংহের অধীন কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত আসা ইউনিয়নে পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। ইসলামপুর সার্কেলের সার্কেল অফিসার মৌঃ এ, এফ, এম, ইসমাইল হোসেন সাহেব এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। স্থানীয় সেমিনারী ইন্সপেক্টর ও কেন্দুয়া থানা পল্লী-মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মৌঃ মোঃ আমিনুল্লাহ খান, প্রেসিডেন্ট। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুবকবৃন্দসহ সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ৯৫ জন।

সমিতি বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জনহিতকর কাজগুলি সম্পাদন করিয়াছে:

(১) বারমাইসা খাল হইতে মামুদী খাল পর্য্যন্ত রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন ও জল নিকাশের জন্য ড্রেইন কাটা।

(২) মায়াজল খাল হইতে সদর রাস্তার জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করা।

(৩) কেন্দুয়ার মৌজার নাওটিপাড়া রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন।

(৪) আসা খালের উভয় পার্শ্বের রাস্তার জঙ্গল কাটা ও গর্ত্ত ভরাট।

(৫) চন্দ্রাবিলা বাজারের চতুষ্পার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কার ও গর্ত্ত ভরাট।

(৬) আসা খালের এবং পৌরকল নদীর ব্যাপারী পাড়ার নিকটস্থ স্থানের কচুরীপানা অপসারণ।

(৭) প্রায় এক মাইল লম্বা বাজুয়াটি নামক খাল সংস্কারে স্থানীয় জনসাধারণ ও কেন্দুয়া থানা পল্লী-মঙ্গল সমিতির সহিত সহযোগিতা।

(৮) পৌরকল নদীতে ২২৫ হাত লম্বা একটী বাঁশের সেতু নির্ম্মাণ এবং চন্দ্রাবিলা খালে ৯৫ হাত দীর্ঘ একটী ও আসা খালে ৯৫ হাত ও ৫৫ হাত লম্বা দুইটি পুল দেওয়া হইয়াছে।

(৯) সমিতি কর্ত্তৃক দুইটি নৈশ বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

(১০) সমিতির নিজস্ব একটী স্পোর্টিং টিম আছে। উক্ত টিম ফুটবল ও হা-ডু-ডু প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া বিভিন্ন খেলায় কয়েকটি মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্থানীয় জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদা, ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য ও মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা সমিতির কার্য্য চলিতেছে। সমিতির পৃষ্ঠপোষক, প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য সভ্যদের সমবেত চেষ্টা ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা উপরোক্ত কাজ সম্ভবপর হইয়াছে।

গবাদি পশুর বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

বঙ্গদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার বিবৃতি দিয়াছেন যে, গত ২১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সময়ে কলিকাতায় [illegible]টি দুগ্ধবতী গাভী বাহির হইতে আমদানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে ২২৬টি গাভী পাঞ্জাব ও অন্যান্যগুলি অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। উক্ত সময়ে পাঞ্জাব হইতে ২৮২টি ও অন্যত্র হইতে ৬৪৯টি মহিষ কলিকাতায় আমদানী হইয়াছিল।

গাভীর দর ৯০৲ টাকা হইতে ১২৫৲ টাকা, এবং মহিষের দর ১৪০৲ টাকা হইতে ১৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত ছিল।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ট্যালিন দখলের দাবী

ট্যালিন (রেভেল) ও বাল্টিকপোর্ট দখলের দাবী এক বিশেষ জার্ম্মাণ ইস্তাহারে করা হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, এস্তোনিয়ার রাজধানী, তুমুল যুদ্ধের পর জার্ম্মাণ স্থলবাহিনীর সৈনিকেরা নৌ ও বিমান-বাহিনীর সহযোগিতায় দখল করে। বাল্টিক পোর্ট টি আধুনিকতমভাবে সুরক্ষিত বলিয়া ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে। তথাকার উপকূলরক্ষী ব্যাটারী ও সমরোপকরণ হস্তগত হইয়াছে। সমরোপকরণের পরিমাণ এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। উক্ত বিবরণে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, রেভেল বন্দরে ১৯খানি সৈন্য ও সমরোপকরণ বোঝাই জাহাজ, একখানি ডেষ্ট্রয়ার ও ৯ খানি অন্য রণতরীও ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে আর কিয়েভে একখানি বড় ক্রুজার ও আরও পঁচিশখানি রণতরী গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে।

মস্কো-লেনিনগ্রাডের যোগসূত্র ছিন্ন

জার্ম্মাণ বেতারের ঘোষণায় এই দাবী জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বাহিনী মস্কো-লেনিনগ্রাড রেলওয়ে অনেক স্থানে অতিক্রম করিয়াছে এবং তাহার ফলে মস্কো ও লেনিনগ্রাডের মধ্যে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গণে জার্ম্মাণদের অগ্রগতির দাবী

মধ্য রণাঙ্গণে জার্ম্মাণগণ গোমেল হইতে চল্লিশ মাইল অগ্রগতির দাবী করিতেছে। উহাতে কিয়েভরক্ষী নীপার তীরস্থ দুর্গমালা এবং খারকভ শিল্প প্রধান অঞ্চলের পতন আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া লণ্ডনের ধারণা জন্মিয়াছে। জার্ম্মাণগণ এখনও খারকভের ২৬০ মাইল দূরে আছে। জার্ম্মাণদের এই নতুন অভিযানে নীপার নদীর পূর্ব্বতীরস্থ মার্শাল বুদেনীর বাহিনীর পশ্চাৎ-ভাগেরও বিপদ উপস্থিত হইয়াছে।

ভিবর্গের পতন

জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে যে, ফিনিশ সৈন্যরা ভিবর্গ দখল করিয়াছে। রুশিয়ানদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণরা দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেছে এবং দ্রুততার সৈন্য প্রেরণ করিতেছে।

ফিন সৈন্যরা ভিবর্গ দখল করিয়াছে, লেনিনগ্রাড-মস্কো রেলপথের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে রুশীয় সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত করা হইয়াছে বলিয়া নাৎসীরা যে দাবী করিতেছে, রুশিয়ান বা নিরপেক্ষ মহল হইতে উহার সমর্থন মিলিতেছে না।

বিষবাষ্প প্রয়োগের তোড়জোড়

ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের সমর-সমালোচক মিঃ মার্টিন আগ্রনস্কী বুধবারে সম্পূর্ণ বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নাৎসীরা সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণ বিষবাষ্পের আধার ও যন্ত্রপাতি রুশিয়া রণাঙ্গনে লইয়া গিয়াছে এবং বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত সৈন্যদেরও এই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

নাৎসীদের দ্বিতীয় রক্ষা-ব্যূহ ভেদ

সোভিয়েট বাহিনীর মুখপত্র "রেড ষ্টার" পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, মধ্য রণাঙ্গনে জেনারেল কোনিয়েভের সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণদের দ্বিতীয় রক্ষা-ব্যূহকে ভেদ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং জার্ম্মাণ ও হাঙ্গেরীয়ানরা স্বীকার করিতেছে যে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে রুশিয়ান সৈন্যবাহিনী কিয়েভের দক্ষিণ দিকে নীপার নদীতীরস্থ একটি স্থান পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

জার্ম্মাণ অভিযান প্রতিহত

মধ্যভাগে স্মোলেনস্কের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ অভিযান সম্পূর্ণ প্রতিহত হইয়াছে। এই অঞ্চলে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে। ইউক্রেনের ওডেসার পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত শান্ত বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অনেক সংবাদদাতা শেষ পর্য্যন্ত ওডেসা রক্ষার জন্য অধিবাসীদের দৃঢ়পণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে মোটেই নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় নাই।

গোমেল যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ক্ষতি

মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে, গোমেলের জন্য ফ্যাসিষ্ট সৈন্যবাহিনীর এরূপ ক্ষতি হইয়াছে : ৮০ হাজারেরও অধিক সৈন্য হতাহত, প্রায় দুই শত কামান, হাজার হাজার মোটরযান ও প্রায় একশত বিমান।

রাজা বোরিসের সংগ্রামে অনিচ্ছা

আনকারায় প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বুলগেরিয়ার আবহাওয়া বলিশিবিরের অনুরূপ হইয়াছে। বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিবেচনায় রাজা বোরিস এখনও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু জার্ম্মাণগণ তাঁহাকে দ্রুত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে।

জার্ম্মাণদের ভীষণ ক্ষতি

সোভিয়েট এণ্ড্রেআসের একখানি ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বাহিনী একটি স্থানে নীপার নদী অতিক্রমের জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াছিল। দুইদিন ব্যাপী চেষ্টার পর জার্ম্মাণরা উভয় তীরের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি পণ্টুন ভাসাইতে সক্ষম হয়। জার্ম্মাণদের এই প্রচেষ্টায় প্রায় ১,০০০ হাজার পুষ্ঠ বিভাগীয় সৈনিক ও পদাতিক সৈনিক নিহত হইয়াছে। নীপার নদীর দক্ষিণ তীরে "ডি" শহরের নিকটে জার্ম্মাণরা বহু ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল। শত্রুদের ৫০টী ট্যাঙ্ক, ৬টী বিমানপোত-বিধ্বংসী ব্যাটারী ধ্বংস হইয়াছে।

ইরাণ সম্পর্কে ইঙ্গ-সোভিয়েট পরিকল্পনা

সরকারী জার্ম্মাণ সংবাদ এজেন্সী জানাইতেছে যে, ওয়াকেবহাল মহলের মতে, তেহেরাণের ৮৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কাজভিনে বৃটিশ ও সোভিয়েট সৈন্য বাহিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

মস্কোর এক এণ্ড্রেআরে ইরাণ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী কাজভিন, শাহী-শাহ, সেবজেভার, তাবরেজ-বারণারী ও তাবরেজ-পেহলুবেন্দার দখল করে।

অলইণ্ডিয়া ব্রডকাষ্টিং সিষ্টেমের সংবাদদাতা মিঃ উইলটন বাটিক আনকারা হইতে বেতারযোগে ঘোষণা করেন যে, ৩১শে আগষ্টের মধ্যে ইরাণের সমস্ত সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ ও সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছে, তাহা প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই বাস্তবে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তেহেরাণস্থিত বৃটিশ ও সোভিয়েট দূত তাঁহাদের গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে ইরাণের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহ অধিকারে বিশেষ দূরদৃষ্টি ও সুবিবেচনার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

পরলোকে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর

৬১ বৎসর বয়সে কর্ম্মময় জীবনের অবসান

গত ২৯শে আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব তাঁহার বর্দ্ধমানের প্রাসাদে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দুইমাস যাবৎ অল্প অল্প জ্বর ও বাত রোগে ভুগিতেছিলেন। শুক্রবার প্রাতে তিনি আপনাকে কিছু সুস্থ বোধ করিয়া বিকাল ৪৷৷০টা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ করেন। অতঃপর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং প্রায় পাঁচটার সময়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বাঙলার সর্ব্বপ্রধান জমিদারীর মালিক ছিলেন। তিনি ১৮৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি, রাজা বনবিহারী কপুরের ঔরসজাত এবং মহারাজাধিরাজ আফতাবচাঁদের দত্তক পুত্র ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালের ৩১শে জুলাই বর্দ্ধমানের জমিদারীর অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ সালে তিনি ইংলণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯০৮ সালে তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৯-১২ পর্য্যন্ত ভারতীয় আইন সভার সদস্য, ১৯০৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯১৯-২৪ সাল পর্য্যন্ত বাঙলার শাসন পরিষদের সদস্য, ১৯২২ সালের মার্চ্চ হইতে ১৯২৪ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বাঙলার শাসন পরিষদের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ও ভারতীয় শাসনসংস্কার তদন্ত কমিটির সদস্য এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ১৯২৬ সালে লণ্ডনে সাম্রাজ্য-সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ শিক্ষিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি "ইম্প্রেসন" নামক একখানা ইংরাজী গ্রন্থ, "বিজয়-গীতিকা" নামক একটি বাঙলা গীতিকাব্য এবং অপর কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব (এম-এস-এ) ও মহারাজকুমার অভয়চাঁদ মহতাব নামক দুই পুত্র ও মহারাজকুমারী সুধারাণী দেবী ও মহারাজকুমারী ললিতারাণী দেবী নাম্নী দুই কন্যা রাখিয়া মহারাজাধিরাজ পরলোকগমন করিয়াছেন।

বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট, প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, রাজস্ব সচিব মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জি, স্যার আবদুল হালিম গজনভী এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি শোকপ্রকাশ করিয়া মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাবের নিকট বাণী পাঠাইয়াছেন।

৩০শে আগষ্ট বেলা ১১টার সময় রাজপ্রাসাদ হইতে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের শবযাত্রা আরম্ভ হয়। তুমুল বারিবর্ষণ সত্বেও সহস্র সহস্র লোক মিছিলে যোগদান করে। মিছিল শবদেহসহকারে দামোদর নদীর নিকটে রাজ-পরিবারের শ্মশানঘাটে গমন করে। তথায় অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা হয়।

বাঙলার গভর্ণরের পক্ষ হইতে তাঁহার জনৈক এ, ডি, সি তথায় উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়, রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় এবং বহু সরকারী ও বে-সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের শেষ ইচ্ছা অনুসারে শবাধারের উপর পুষ্পস্তবক রাখা হয় নাই এবং মিছিলে কোনও বাদ্যবাজনার ব্যবস্থা করা হয় নাই।

"কলিকাতা গেজেটের" এক বিশেষ সংখ্যায় বাঙলা সরকার বর্দ্ধমানের পরলোকগত মহারাজাধিরাজের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ পরলোকগত স্যার বিজয়চাঁদ মহতাবের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ কলিকাতা সেক্রেটারিয়েট ও বাঙলা সরকারের সমস্ত অফিসাদি বন্ধ ছিল।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্টইণ্ডিয়া ফণ্ড

২২শে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণী

জেলা।		বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল। টাকা।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড। টাকা।	মোট টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—				
(১) ২৪-পরগণা	..	৮৪,৬৭২	৮৩,২২৭	১,৬৭,৭৯৯
(২) যশোহর	..	৬৬,৩৭১	৬৮৩	৬৭,০৫৪
(৩) খুলনা	..	৪০,৬২২	৫৭৬	৪১,০৬৮
(৪) মুর্শিদাবাদ	..	২৬,৩৬৯	১,২৩৮	২৭,৬০৭
(৫) নদীয়া	..	২৯,০৬৯	২,২০৯	৩১,২৭৮
মোট	..	২,৪৭,৪১৩	৮৮,২৬৩	৩,৪০,৬৭৬
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—				
(৬) বাঁকুড়া	..	৩১,৪৪০	৪০	৩১,৪৮০
(৭) বীরভূম	..	২১,৬৬৫	১১৩	২১,৭৭৮
(৮) বর্দ্ধমান	..	১,৪৬,০৭৭	৩৪,৮৯৪	১,৮০,৯৭১
(৯) হুগলী	..	৩৩,৯০৯	৮,৩৮১	৪২,২৯০
(১০) হাওড়া	..	৪০,৬৯৫	৬৩,১৮৭	১,০৩,৮৮২
(১১) মেদিনীপুর	..	৮৩,৫০৯	৩,৭১৭	৮৭,২২৬
মোট	..	৪,৫৭,৩৪৫	১,১০,৩০৭	৫,৬৮,০০২
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—				
(১২) চট্টগ্রাম	..	১,০৫,৪৮২	৪২,২৫০	১,৪৭,৭৩২
(১৩) পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম	..	৭,৯৪৭	৬১৭	৮,৫৬৪
(১৪) নোয়াখালী	..	৭১,৫৬০†	১	৭১,৫৬১
(১৫) ত্রিপুরা*	..	১,৭১,৫৬৪*	১,৯৬১	১,৭৩,৫২৫
মোট	..	৩,৫৬,৫৫৩	৪৪,৭৮৯	৪,০১,৩৪২
৪। ঢাকা বিভাগ—				
(১৬) বাখরগঞ্জ	..	১১,৬৯৪	৯১,৬৩৮	১,০৩,৩৩২
(১৭) ঢাকা	..	১,৪৬,৯৮৩	৬০,২১২	২,০৭,১৯৫
(১৮) ফরিদপুর	..	৪৮,৭৩৩	১,৪০৮	৫০,১৪১
(১৯) ময়মনসিংহ	..	১,৪৬,৬৫৫	৪,৭৭৪	১,৫১,৪২৯
মোট	..	৩,৫৪,০৬৫	১,৬৩,০৮২	৫,১৮,২৪৭
৫। রাজশাহী জেলা—				
(২০) বগুড়া	..	১০,২৪৭	২০০	১০,৪৪৭
(২১) দার্জিলিং	..	৭৩,৮৮৪	৫৭,০২২	১,৩০,৯০৬
(২২) দিনাজপুর	..	৭২,০২৫	২৪৬	৭২,২৭১
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	৫৬,৭৯৬	১,১০,২৪২	১,৬৭,০৩৮
(২৪) মালদহ	..	৪৩,০৫২	১,০২২	৪৪,০৭৪
(২৫) পাবনা	..	৩৮,৯০৪	৮৬৪	৩৯,৭৬৮
(২৬) রাজশাহী	..	৬৯,৪৩১	৪,৬৪৮	৭৪,০৭৯
(২৭) রংপুর	..	৬০,৩৩০	১,২৫১	৬১,৫৮১
মোট	..	৪,২৩,৬৬৯	১,৭৬,০০৫	৫,৯৯,৭২৪

সংক্ষিপ্ত তালিকা

"ক" (বাঙলাদেশের অন্তর্গত জেলাসমূহ অর্থাৎ ১নং হইতে ৫ নং পর্য্যন্ত)	..	১৮,৪১,০৪৫	৫,৮২,৮৪৬	২৪,২৩,৮৯১
"খ" (বাঙলাদেশের বাহিরের জেলাসমূহ)	..	৫,১৯০	২,১৬,৩৮১	২,২১,৫৭১
"গ" খুচরা দান (যাহা "ক" ও "খ" এর মধ্যে ধরা হয় নাই)—				
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	..	৬,৯৩,১৭৬	..	৬,৯৩,১৭৬
ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন	..	২৫,০০০	..	২৫,০০০
ত্রিপুরা ষ্টেট	..	৭,০০০	..	৭,০০০
এ, বি, রেলওয়ে	..	৮৬৯	১০,০৫২	১০,৯২১
বি, এন, রেলওয়ে	..	১২৫	৯৪,৬৯১	৯৪,৮১৬
ই, বি, রেলওয়ে	..	৪৯১	৬৩,৯০৯	৬৪,৪০০
ই, আই, রেলওয়ে	..	৩১২	১,৫৩,১৫০	১,৫৩,৪৬২
খুচরা মোট	..	৭,২৬,৯৭৩	৩,২১,৮০২	১০,৪৮,৭৭৫
মোট ("ক"+"খ"+"গ")	..	২৫,৭৩,২০৮	১১,২১,০২৯	৩৬,৯৪,২৩৭
কলিকাতা	..	৪,২৩,০১৮	৪৪,৪২,১৫১	৪৮,৬৫,১৬৯
সর্ব্বসাকুল্যে	..	২৯,৯৬,২২৬	৫৫,৬৩,১৮০	৮৫,৫৯,৪০৬
(পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবৃতি হইতে সর্ব্বসাকুল্যে)	..	(২,৪৪,১৪১)	(১,৫২,৭৬৫)	(৩,৯৬,৯০৬)

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর নিম্নরূপ ছিল:—

দ্রব্য।		মূল্য।
		প্রতি মণ।
আসামকা আটি (কাপড়ের থলিয়ায়)	..	৬।৶০
আসামকা আটি (চটের থলিয়ায়)	..	৬।৶০
আসামকা আটি (কাপড়ের থলিয়ায়)	..	৬৸০
আসামকা গুড়—		
ক্রিস্টাল মাকা	..	৬৭৲
অমৃতভোগ	..	৬৭৲ হইতে ৬৮৲
ভুজার	..	৬৭৲
লাল সুগার	..	৫৮৲
পাটালি	..	৬৭৲
দানা	..	৭০৲
খুচরা	..	৭০৲
চাউল—		
বাঁকতুলসী	..	৭।০
পাটনাই	..	৬।৴০ হইতে ৭।৴০
মোটা	..	৫৸০ হইতে ৫৸৴০
মুরগীর ডিম (শ্রেণী ভাগ করা)—		প্রতি কুড়ির দাম।
এ	..	৸০
বি	..	৸০
সি	..	॥৶০
ডি	..	॥০
		প্রতি টাকায়।
দুধ	..	৴৫ সের হইতে ৴৬ সের
		প্রতি মণ।
আলু (পাটনা)	..	৫৲
		প্রতি সের।
ঐ	..	১০ পয়সা।
মৎস্য—		প্রতি মণ।
রোহিত	..	২০৲ হইতে ২৫৲
চিংড়ি	..	১১৲ হইতে ১৩৲
ইলিশ	..	১৪৲ হইতে ২০৲
ফল—		টাকায়।
আম (নৈনিতাল)	..	১৫টী হইতে ২০টী।
কমলা (আমেদনগর)	..	১৫টী হইতে ২০টী।
		প্রতি ঝুড়ি।
আনারস (আসাম)	..	চালান নাই
		প্রতি ডজন।
কলা (সিঙ্গাপুর)	..	৶০

পশু—

		ঊর্দ্ধ পক্ষে দুধ।	মূল্য।	ন্যূনপক্ষে দুধ।	মূল্য।
গরু	..	৴৮	১২০৲	৴৬	৯০৲
মহিষ	..	।২	১৯০৲	।০	১৪৫৲

বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে বাহাতে প্রত্যেকেই নিজের একদিনের আয় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দান করেন, তজ্জন্য মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

জেলা—মুর্শিদাবাদ

নিমতিতা-প্রতাপপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৪৭।৭ নং মামলায় মহাজন চাঁদমল সেতাওগী এবং খাতক উব্রাহিম বিশ্বাস ও গোলা বক্স বিশ্বাস। এই মামলা গত ১৯৩৮ সালের ২৩শে জুলাই দায়ের করা হয় এবং ১৯৪১ সালের ২২শে মে মাসে মীমাংসা হয়। মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,০০০্ টাকা। আসলের পরিমাণ ছিল, ৮৩২৬/১৫। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২০০্ টাকা ধার্য্য করে।

মহাজন জঙ্গীপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফের কোর্টে ৭০০্ টাকার দাবী জানাইয়া মামলা দায়ের করে এবং ১৩২৬/১৫ খরচা সমেত ৮৩২৬/১৫ ডিগ্রী পায়। ডিগ্রীর টাকার উপর শতকরা ৬্ টাকা সুদ ধরা হয় এবং বোর্ডের নিকট যখন মামলা আসে তখন দাবীর পরিমাণ ১,০০০্ টাকা হয়। খাতক সামান্য কিছু টাকা পরিশোধ করিয়াছিল। বোর্ড মহাজনের কাছে খাতকের অবস্থার কথা বলে এবং ২০০্ টাকায় মীমাংসা করিতে সমর্থ হয়।

জেলা—দিনাজপুর

বালুরঘাট স্পেশাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৩২।১৫ নং মামলায় ২ নং মহাজন বাবু নৃসিংহ চরণ নন্দী চৌধুরী ১,৭৫৭্ টাকার একটি ডিক্রী পায়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,০০০্ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। খাতক ও মহাজন নিজেদের মধ্যস্থতায় ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করে এবং সোলেনামা দাখিল করে। খাতক বোর্ডের সম্মুখে মহাজনকে ১,০০০্ টাকা প্রদান করে। সোলেনামার চুক্তি অনুসারে উক্ত ১,০০০্ টাকা প্রদানে ২ নং মহাজনের ডিক্রীসহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত বর্ণিত ডিক্রীর বলে গত ১৩৩৪ সনে মহাজন খাতকের যে সকল জমি কিনিয়া লইয়াছিল, তাহা সোলেনামা অনুসারে খাতককে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

জেলা—পাবনা

পুণিমাগাতি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৩১।৪নং মামলায় মহাজন '৫৮ একর জমি ৯ বৎসরের জন্য ভোগদখল করিবে এই সর্ত্তে খাতক ১০০্ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন পাঁচ বৎসর কাল জমির ফসল ভোগ করে। মহাজন ৬৬্ টাকা দাবীর পরিমাণ বলিয়া জানান। বোর্ড এই মত প্রকাশ করে যে, খাতককে আর কিছু দিতে হইবে না এবং মহাজন খাতকের জমি ফিরাইয়া দিবে। মহাজন ও খাতক এই প্রস্তাবে সম্মত হয়।

জেলা—যশোহর

শেকদি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৪৪৮।১১ নং মামলায় খাতক আবদুল মালেক শেখ এবং মহাজন কাসেম ফকির।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটি সিভিল কোর্টের ২৫০্ টাকার ডিক্রীর বলে মহাজন খাতকের জমিজমা ক্রয় করিয়া লয় এবং সেই হইতে জমি ভোগদখল করিতে থাকে। বোর্ড মহাজনকে উক্ত জমির অর্দ্ধেক চিরকালের জন্য খাতককে প্রদান করিতে প্রবোধিত করে।

জেলা—মেদিনীপুর

মধোলরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬৮ নং মামলায় লালবুলরপুরের আবুত বাসী গত ১৩৩৫ সালে সুদের পরিবর্ত্তে ১'৯ একর জমি বর্গা'র দিয়া উক্ত গ্রামেরই ফকির চন্দ্র খোরাইয়ের নিকট হইতে ১৯০্ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের পরিমাণ ১৯০্ টাকাই সাব্যস্ত হয়। নগদ ৪৪্ টাকা প্রদান করিয়া এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। খাতককে তাহার জমি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

জেলা—ময়মনসিংহ

লক্ষ্মীরচর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ৮৯ নং মামলায় খাতক নসিবার বেপ্তা গত ১৩৪৩ সালে মহাজন জমির মণ্ডলের নিকট হইতে বর্গা'র্জী জমি বিক্রয় চুক্তিতে বার্ষিক শতকরা ২৭্ টাকা সুদে ৪৯্ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক বোর্ডের শরণাপন্ন হইবার পূর্ব্বে সুদ বা আসল সম্পর্কে কিছুই পরিশোধ করে নাই। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১১৩৯০ আনা বলিয়া সাব্যস্ত করে। মহাজন খাতকের আর্থিক দুরবস্থা দেখিয়া এত বেশী বিচলিত হইয়া পড়ে যে, নগদ মাত্র ১ এক টাকা লইয়া সমস্ত প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয়।

জেলা—হুগলী

গোপীনাথপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬৭।৫ নং মামলায় খাতক বনিয়াখালি থানার অন্তর্গত জিয়ারা নামক স্থানের ললিত মোহন মাইতি—মহাজন পুরশুরা থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের (১) অরবিন্দ চৌধুরী এবং (২) দুর্গাদাস চৌধুরীর নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সালিসীতে মিটাইবার জন্য গোপীনাথপুর ঋণ-সালিসী বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। বর্গা'র্জী দলিলের বলে গত ১৯২৬ সালে শতকরা বার্ষিক ১৮৸০ আনা সুদে খাতক ৩০০্ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। জমি খাতকের দখলেই থাকে। মহাজনগণ ১,০৬৮৸০ আনা দাবী করে। বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ৫০০্ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। অতঃপর বোর্ড খাতকের আয় ও ব্যয় হিসাব করিয়া দেখে যে, তাহার উদ্বৃত্ত অত্যন্ত সামান্য। তজ্জন্য বোর্ড তাহার প্রাপ্য অর্থের অধিকাংশ মহাজনকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করে। মহাজনগণ তাহাদের খাতকের আর্থিক অবস্থার কথা সম্যক অবগত ছিল এবং তাহারা এই অভিমত প্রকাশ করে যে, যদি খাতক নগদ কিছু প্রদান করে তবে মহাজনদ্বয় বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবে। খাতক মহাজনদ্বয়কে নগদ ৪০্ টাকা উক্ত স্থানেই প্রদান করে এবং মহাজনগণ সমস্ত প্রাপ্য ছাড়িয়া দেয়।

জেলা—রংপুর

ভুষভাণ্ডার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫৮।১১ নং মামলাটি মফজল ঘোষ এবং অন্যান্য অনেকে খাতক এবং হরিচন্দ্র বৈদ মহাজন। মহাজনের মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৬৮৪॥৵০ আনা; পরে মহাজন বোর্ডের প্রস্তাবে সম্মতি দান করে এবং নগদ ৩০০্ টাকা গ্রহণ করিয়া খাতককে মুক্তি দেয়।

গোমারার ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৩ নং মামলায় খাতক আবদুল মজিদ সরকার এবং একরামুল হক মহাজন।

একটি বর্গা'র্জী কিস্তিবন্দী দলিলের বলে গত ১৯৪০ সনের ১০ই অক্টোবর খাতক ৩৯২্ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। আসল ঋণের পরিমাণ ছিল ২০০্ টাকা। উক্ত অর্থ ১৯৩৩ সালের ৮ই ডিসেম্বর গ্রহণ করা হয়।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

পূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মাণীর সৈন্য ক্ষয়

হাসপাতালে স্থানাভাব

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

পূর্ব্ব সীমান্তের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর যে বিপুল সৈন্যক্ষয় হইতেছে, বিভিন্ন সূত্র হইতে তাহার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আহতের সংখ্যা এতই অধিক যে হাসপাতালে স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। পশ্চিম পোল্যাণ্ড ও পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর হাসপাতালগুলি অতি অল্প কালের মধ্যেই ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর সরকারী দালান প্রভৃতি হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এখন ছোটখাট বেসরকারী দালান কোঠাও গভর্ণমেণ্ট দখল করিয়া হাসপাতালে পরিণত করিতেছে।

অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী হইতে আহতদের হাসপাতালে নামাইবার সময় যাহারা উপস্থিত ছিলেন, এরূপ কয়েকজনের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, হাসপাতালের বন্দোবস্ত মোটেই সুবিধাজনক নহে এবং আহতদের উপযুক্ত শুশ্রূষা হইতেছে না। ডাক্তার এবং নার্সের সংখ্যা মোটেই যথেষ্ট নহে।

আহতদের বহু দূরস্থানে পাঠাইয়া নাৎসীরা জনসাধারণের নিকট হইতে ক্ষতির পরিমাণ গোপন করিবার যে ফন্দী বাহির করিয়াছিল, এখন আর তাহা কার্য্যকরী হইতেছে না। কারণ আহতদের সংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে, কোনও হাসপাতালই আর খালি রাখা সম্ভব নহে। যুদ্ধে যে বিপুল লোক ক্ষয় হইতেছে, জার্ম্মাণীর জনসাধারণ তাহা বর্ত্তমানে বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতেছে।

পল্লীতে খেলা-ধূলার অনুষ্ঠান

শিক্ষক ও অফিসারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা

বিগত ১৩।৮।১৯৪১ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত হোসেনপুর থানার অধীন হোসেনপুর হাই স্কুল মাঠে স্থানীয় অফিসারবৃন্দ এবং স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে একটী ফুটবল খেলার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে এক একটি করিয়া গোল হওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। খেলার দিন বেলা প্রায় ২॥০টা হইতে অগণিত লোক খেলা দেখিবার জন্য মাঠে উপস্থিত হইয়াছিল।

অফিসার ক্লাব:—এম, চৌধুরী; এন, মজুমদার, এম, হক; এম, রহমান, এস, রায়, এন, রায়; এ, মল্লিক, এস, চক্রবর্ত্তী, বি, দেব, এস, ভট্টাচার্য্য, এস, আলী।

শিক্ষক ক্লাব:—এ, রহমান; এস, কে, পি, রায়; কে, দাস, ইলিয়াস মাষ্টার, কর্ম্মার; আর, দাসগুপ্ত, এস, বসু, এ, বারী, এ, হামিদ, মোজাক।

রেফারী:—ডাঃ এম, চ্যাটার্জী।

[২য় কলমের শেষ]

মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ১,০৬২৸০ আনা। বাকি সুদ ১৬্ টাকা লইয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৩৬১্ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে।

ঋণ সাব্যস্ত করার দিন পর্য্যন্ত খাতক মোট ৪০্ টাকা শোধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। স্থির হয় যে ২০টি সমবার্ষিক কিস্তিতে খাতক ২৫০্ টাকা প্রদান করিবে।

জেলা—বগুড়া

১৯৪০ সালের ৩৫১৬ নং মামলায় সাফাতুল্লা বেপারী খাতক এবং কুঞ্জবিহারী সরকার মহাজন।

মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ৩,৭৯৬্ টাকা। টাকা ১,২৬৬্ টাকায় মীমাংসা হয়।

জলপাইগুড়িতে প্রাথমিক শিক্ষা

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মুসলমানদের শিক্ষা

এই জেলায় যত সংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তন্মধ্যে ১৬,৬০৭ জন অথবা শতকরা ৩৪.৭ জন মুসলমান। এখানকার জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানগণ শতকরা ২৩.৯০ জন। সেদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উপরোক্ত সংখ্যা মুসলমানদিগের পক্ষে বিশেষ সন্তোষজনক। ১৯৩৯-৪০ সনে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ১৬,১৭৮ জন, পরে ১৯৪০-৪১ সালে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৬,৬০৭ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে অথবা ৪২৯ জন বাড়িয়াছে। এই সংখ্যা দৃষ্টে যদিও বোঝা যায় যে তাঁহাদের কিছু উন্নতি হইয়াছে—তথাপি মুসলমানগণ শিক্ষায় অনুন্নত। শিক্ষায় এবং বিশেষ করিয়া উচ্চ শিক্ষায় যে মুসলমানগণ অনুন্নত তাহার কারণ হইতেছে, তাঁহারা রক্ষণশীল, শিক্ষা বিষয়ক প্রচেষ্টায় তাঁহাদের উৎসাহহীনতা, কৃষিজীবিগণের অত্যধিক দারিদ্র্য এবং বর্ত্তমানের আর্থিক দুরবস্থা ও বেকার সমস্যা। একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান যে, মুসলমানগণ হিন্দুদিগের সহিত এক সাথে পা ফেলিয়া চলিতে পারিতেছে না এবং তাঁহাদের সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রচেষ্টা না করিলে তাঁহারা বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন।

প্রাথমিক মুসলমান বিদ্যালয়সমূহে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে শুধু সময়ের অপব্যবহার হয় এবং ছাত্রদিগকে তুলনামূলকভাবে বেশী সময় আটকাইয়া রাখা হয়। মুসলমান ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে উৎসাহিত করিতে এবং বালক বালিকাদিগের সাধারণ শিক্ষায় উন্নতি বিধানার্থ শিক্ষা বিভাগ এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক মুসলমানদিগকে শিক্ষা সম্পর্কীয় বিশেষ সুবিধা প্রদান করিতে হইবে।

অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষা

এই জেলার লোকসংখ্যার অনুপাতে তিন ভাগের দুই ভাগ রাজবংশী, আদিম অধিবাসী এবং নিম্নস্তর অনুন্নতদের লইয়া গঠিত। এই অনুন্নত শ্রেণীর অধিকাংশ লোক অন্যান্য জেলা এবং প্রদেশ হইতে আসিয়া এই জেলায় চা বাগানে কুলির কাজ করে। স্থানীয় অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত দারিদ্র্য বর্ত্তমান থাকায় এবং যাযাবর শ্রমিক দলের জীবনযাত্রা অস্থায়ী বলিয়া এই জেলায় অনুন্নত সম্প্রদায় সহজে শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। এই অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০,২১৭ জন; গত ১৯৩৯-৪০ সালে উহার সংখ্যা ছিল ১৯,৪১৪। ইহাতে দেখা যায় যে, আগেকার বৎসর হইতে ৩,৮০৩ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখানে একথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অনুন্নত সম্প্রদায় জেলাবোর্ড পরিকল্পিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

চা বাগানের বিদ্যালয়

চা বাগানসমূহে মোট ১৫০টি বিদ্যালয় আছে। তাহার ছাত্রসংখ্যা মোট ৬,৭৩২। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১০৬ এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪,৩৪৭। চা বাগানে যে সকল লোক কুলি হিসাবে কাজ করে, তাহাদের শিক্ষার জন্যই এই সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। চা বাগানের ফলে একদল স্থায়ী শ্রমিকের সৃষ্টি হইয়াছে। চা বাগানের স্কুলগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়; এই সমস্ত বিদ্যালয়ে যে ব্যয় হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে জেলা স্কুল বোর্ড বহন করিয়াছে।

শারীরিক শিক্ষা

সমগ্র জেলায় মাত্র তিনজন ট্রেণিংপ্রাপ্ত শরীর চর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষাদাতা আছেন। মাত্র কয়েকটি বড় ইংরেজী বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শরীর চর্চ্চা

দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য বিতরণ

মিঃ এন. এম. ব্যানার্জ্জীর মিথ্যা-প্রচার

কিছুদিন পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভা রিলিফ কমিটির কোষাধ্যক্ষ মিঃ এন. এম. ব্যানার্জী সংবাদপত্রের মারফৎ এ-মর্ম্মে একটি অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, দুর্গতদের সাহায্যকল্পে দশ হাজার ধুতি পাঠান হইয়াছে অথচ একখানি ধুতিও পাঠান হয় নাই। বাখরগঞ্জের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তথাকার রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট। তিনি জানাইতেছেন যে, উক্ত রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে এ-পর্য্যন্ত নিম্নোক্ত সংখ্যক ধুতি ও শাড়ি বিতরিত হইয়াছে :—

নূতন কাপড়—

		জোড়া।
শাড়ী অথবা ধুতি	..	৩,১০৯
ধুতি	..	২৪১
মোট	..	৩,৯৫০

পুরাতন কাপড়—

		খানা।
শাড়ী এবং ধুতি	..	৫৫২
ধুতি		১০০
সার্ট, কোট ইত্যাদি		৫১৭টি।

উপরোক্ত সংখ্যা হইতে আসল ব্যাপার বুঝা যায়।

(প্রেস-নোট)

ভারতীয় কাপড় কারখানায় বিপুল অর্ডার

জুলাই মাসে মোট ১ কোটি ৮০ লক্ষ গজ

ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং ইষ্টার্ণ-গ্রুপভুক্ত বিভিন্ন দেশগুলির জন্য ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে আরও অধিক অর্ডার দেওয়া হইতেছে। গত জুলাই মাসে মোট দুই কোটি আশি লক্ষ গজ কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। খাকী ড্রিল, জীন বস্ত্র ড্রিল, সার্টিং ড্রিল, খাকী টুইল, খাকী সেলুলার সার্টের কাপড়, নিগ্রোদিগের জন্য সবুজ রঙের সার্টের কাপড়, ধোপানী সার্টের কাপড়, মশারীসহ তুলার কাপড়, ফোরো ক্যালিকো, খাকী দুস্তি, খাকী ফ্লানেল, ব্যান্ডেজ কাপড়, তুলা মিশ্রিত ক্যাম্বিস, ত্রিপল, লম্বা-বস্ত্র সেলাই করিবার তাঁত, অস্ত্রচিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সুতাবস্ত্র, বাক্রম প্রভৃতি দশেক রকম জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে।

বিদেশী অর্ডারের অধিকাংশই অষ্ট্রেলিয়া, মধ্য-প্রাচ্য, নিউজিল্যাণ্ড, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল এবং সিঙ্গাপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে।

[১ম কলমের শেষ]

বিষয়ক ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষক আছেন। ইঁহারা মাত্র তিন সপ্তাহ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নূতন ভারপ্রাপ্ত পুরুষদের সাথে সাথে আগেকার বিদ্যমান তিনজন ক্রমসংযুক্ত ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে শারীরিক শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। এই শিক্ষায় ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে এবং শিক্ষকগণও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহ এবং ক্লাবে খেলাধূলা ও অন্যান্য শারীরিক প্রচেষ্টার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার ফলে যুবকগণের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়সমূহেও শারীরিক শিক্ষা এবং খেলাধুলার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কিন্তু উহাকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে এক প্রকার কিছুই করা হয় নাই। একথা সত্য যে, শরীর চর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষা এবং যুব কল্যাণ আন্দোলনের দিকে এ জেলা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই।

ভারতীয় শিল্পের প্রসার

২০ হাজার রকম দ্রব্য প্রস্তুত

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, সৈন্যবাহিনীর জন্য ভারতবর্ষ ইতিমধ্যেই ২০ হাজারের অধিক বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রকার দ্রব্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু যুদ্ধ-শিল্পের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। দ্রিকোণাকৃতি কম্পাস, দূরবীণ ও মাটি খোঁড়ার টোল প্রভৃতি বহুপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিও প্রস্তুত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের সময়ে সৈন্যদের জন্য ওভারকোটের কাপড়, খাকী সার্জ, ফ্লানেলের সার্টের কাপড় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের পশমী কাপড় ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে হইত। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে সকল বিভিন্ন কারখানা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারাই বর্ত্তমানে ভারতের সৈন্যদের কাপড় জামার সমস্ত চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। এমন কি বিদেশে প্রেরিত সৈন্যদের চাহিদারও একটা বড় অংশ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ হইতেই মিটাইতে পারা যাইতেছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে সৈন্যবাহিনীতে ক্যাম্বিস নির্ম্মিত যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, তাহার অধিকাংশই শণ দিয়া তৈয়ার হইত। কিন্তু পৃথিবীর মোট শণের শতকরা ৯০ ভাগই রাশিয়ায় উৎপন্ন হয় বলিয়া শণের পরিবর্ত্তে ব্যবহারের জন্য অন্য কোনও জিনিষ আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে তাঁবাদি, ত্রিপল, খাকী ক্যাম্বিস ও অন্য ধরণের থলিয়া তৈয়ারের জন্য পাট ও তুলার রাসায়নিক সংমিশ্রণে প্রথম ক্যাম্বিস প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ রকম দ্রব্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যাহা যুদ্ধের পূর্ব্বে এখানে মোটেই প্রস্তুত হইত না বা হইলেও বর্ত্তমানের মত অধিক পরিমাণে হইত না। এ সম্পর্কে পশুলোম, চর্ব্বি, নবাবের সরঞ্জাম, কাটা চামড়া, এনামেল ও কাচের সামগ্রী, বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য প্রকারের বাক্স, বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত দ্রব্যাদি, মোটর ইঞ্জিনের তেল এবং সৈন্যদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সেনাদল বিভাগ, সরবরাহ বিভাগ এবং শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতার ফলেই ভারতবর্ষে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হইতেছে।

কলিকাতার কার্জন পার্কে সম্প্রতি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর এক প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের গ্রন্থাবলী

বাঙলা সরকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী নানা বিষয়ক। নানা প্রকার নিয়মাবলী, নির্দ্দেশাদি, পরীক্ষা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি, সার-সংগ্রহ (ম্যানুয়েল), সকল বিভাগীয় বিবরণ (রিপোর্ট), শিক্ষাবিষয়ক পাঠ-সংগ্রহ (সিলেবাস), ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণী, শিল্প-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নানাপ্রকার পুস্তিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকলাপ, ব্যবস্থাবলী, সংহিতা (কোড) প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের পুস্তকাদি প্রাপ্তব্য।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস (পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ), আলিপুর বা সেলস্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

তিনটি জেলায় কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান

ব্যবস্থাপক সভায় রাজস্ব-সচিবের বিবৃতি

বঙ্গদেশের কয়েকটি অঞ্চল বাত্যাবিধ্বস্ত হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মের বিনিময়ে যে সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন, গত ২২শে আগষ্ট মাননীয় রাজস্ব সচিব স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় বঙ্গীয় আইন ব্যবস্থাপক তৎসম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রগ্রেসিভ দলের রায় সাহেব যোগেন্দ্র নাথ রায়ের কতকগুলি প্রশ্নের জবাবে মাননীয় বিজয় প্রসাদ বলেন যে, ক্ষতির পরিমাণ এখনও নিরূপণ করা সম্ভবপর হয় নাই। নোয়াখালী জেলায় প্রায় ১০০,০০০ জন লোক অত্যধিক বৃষ্টির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাখরগঞ্জে আনুমানিক ২,০০,০০০ এবং ত্রিপুরায় ২০,০০০ জন লোক উক্ত কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। নোয়াখালীতে ১১৯ জন, বাখরগঞ্জে ২,৮৭৯ জন এবং ত্রিপুরায় ১৯ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী অতঃপর বলেন, যে বাখরগঞ্জে বাত্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের অবস্থা বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। প্রায় সমস্ত কাঁচা বাড়ী এবং টিনের ঘরগুলি নূতন করিয়া তৈরী করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্য সাধারণ ভাবে চলিতেছে। ধান ও মজুত শস্যের ক্ষতি এবং বস্ত্রের অভাব ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে সাধারণ অবস্থা আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

মাননীয় মন্ত্রী কথা-প্রসঙ্গে জানান যে, উপদ্রুত অঞ্চলে কৃষি-ঋণ এবং এককালীন দান প্রদান করা হইতেছে। বাত্যা ও বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে রাস্তা মেরামত, কচুরীপানা ও জঙ্গল পরিষ্কার, ঝড়ে বিধ্বস্ত বাগানের গাছগুলি পরিষ্কার, খাল ডাঙ্গা প্রভৃতি কাজের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলের দুরবস্থা যতদিন থাকিবে, এই ভাবে কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান করা হইবে। বাখরগঞ্জ জেলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এবং অ-কৃষক শ্রেণীকে সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত একটি বিশেষ ঋণ দান পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নোয়াখালী জেলাতেও অনুরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

গত ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

নোয়াখালী	টাকা।
এককালীন দান (ধান ভানার জন্য ৫০,০০০৲ সহ)	১,০০,০০০৲
কৃষি-ঋণ	১২,৪০,০০০৲
কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য	৩৫,০০০৲
বাখরগঞ্জ	
এককালীন দান	২,০০,৩০০৲
কৃষি-ঋণ	২০,৭৫,০০০৲
কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য	১,৭০,০০০৲
ত্রিপুরা	
এককালীন দান (ধান ভানার জন্য ১,০০,০০০৲ সহ)	২,১১,২৫০৲
কৃষি-ঋণ	৫,৭৫,০০০৲

কর্ম্মের বিনিময়ে কোন সাহায্য প্রদান করা হয় নাই।

বাখরগঞ্জের মধ্যবিত্ত ও অ-কৃষক শ্রেণীর গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে ঋণ দানের জন্য ১,৫০,০০০৲ টাকার একটি বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

চিকিৎসা-ব্যবস্থা

কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্যদান সংগঠন করার উদ্দেশ্যে উপদ্রুত অঞ্চল কতকগুলি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

গির্জ্জার ঘণ্টা গলাইবার আয়োজন

নরওয়েতে জার্ম্মাণীর নয়া হুকুম

ষ্টেফানী টেলিগ্রাফের ইকেনসমর্থিত বিশেষ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, সুইডেনের পত্রিকাগুলিতে নরওয়ের নাৎসী শাসনকর্ত্তা টেরবোভেনের একটি অদ্ভুত আদেশের সংবাদ বাহির হইয়াছে। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, নরওয়ের সমস্ত গীর্জ্জার ঘণ্টা খুলিয়া ফেলিয়া সেগুলিকে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ঘণ্টাগুলির কয়েকটি একশো বৎসরেরও বেশী পুরাতন।

ইতিমধ্যেই বহু গীর্জ্জার ঘণ্টা খুলিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সেগুলিকে জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণীতে এইগুলিকে গলান হইবে।

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের এই নয়া আদেশে নরওয়েতে বিশেষ উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ ধর্ম্মভীরু কৃষকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

হইয়াছে এবং প্রত্যেক শাখায় একজন করিয়া অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক চিকিৎসা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঔষধপত্র ও সরঞ্জামাদি সহ ৪০টি চিকিৎসা সম্পর্কীত শাখা এবং দুইজন অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের তত্ত্বাবধানে ২৬ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বাখরগঞ্জে প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫টি শাখা এবং একজন অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের অধীনে দুইজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বর্ত্তমানে উক্ত জেলায় কাজ করিতেছে। ১২টি মেডিক্যাল ইউনিট (তন্মধ্যে নোয়াখালী শহরের জন্য ২টি) ঔষধপত্র ও সরঞ্জামাদি সহ এবং ২০ জন ডাক্তার ও স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নোয়াখালী জেলায় প্রেরিত হইয়াছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জ জেলায় বেসরকারী ষ্টেটের মালিক ও প্রজা এবং খাসমহল ষ্টেটের প্রজাদিগের এই দুরবস্থার সময় খাজনা ও সেস্ দেওয়ার সুবিধার জন্য ইতিমধ্যে জেলা অফিসারদিগকে নিম্নলিখিতভাবে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে :—

(ক) আগামী ফসল কাটার সময় পর্য্যন্ত সমগ্র কিংবা আংশিক খাজনা না দেওয়ার জন্য উপদ্রুত অঞ্চলের কোন এষ্টেটকে নিলাম করা হইবে না। যে সকল এষ্টেটকে নিলাম করা হইবে বলিয়া ইতিমধ্যেই বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে, নিলামী আইনের ১৮ ধারা অনুসারে তাহাদিগকে বাদ দেওয়া হইবে।

(খ) রাস্তা, দালান ইত্যাদি নির্ম্মাণ এবং শিক্ষাকর সম্পর্কীত বাকি সার্টিফিকেট আদায়ে আগামী ফসল কাটা পর্য্যন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে না; যেগুলি তামাদি হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য নূতন সার্টিফিকেট জারি করা যাইতে পারে; কিন্তু আগামী ফসল কাটার সময় পর্য্যন্ত তাহা আদায় করা হইবে না।

(গ) বেসরকারী এষ্টেটের স্বত্বাধিকারীগণ যদি তাঁহাদের খাজনা হ্রাস কিম্বা সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখিবার প্রস্তাব করেন, তবে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় ট্রেজারী ম্যানুয়ালের ১৭১, ১৯০ এবং ১৯২ ধারা অনুসারে বিনা খরচায় সে সম্পর্কে ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) খাসমহল এষ্টেটের ক্ষেত্রে ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় ট্রেজারী ম্যানুয়ালের প্রথম ভাগের ১৪শ পরিচ্ছেদ অনুসারে আগামী ফসল কাটার সময় পর্য্যন্ত প্রজাদের খাজনা ও সাময়িকভাবে সেস্ বন্ধ রাখিতে হইবে।

ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ কারখানার প্রসার

৪৯ হাজার লোক নিয়োগ

গত কিছুকাল ধরিয়া সরকারী অস্ত্রনির্ম্মাণ ও পোষাক প্রস্তুত কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। এই কারখানাগুলিতে সৈন্যবিভাগের জন্য ১৪,০০০এরও অধিক প্রকারের দ্রব্য নির্ম্মিত হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কারখানাগুলিতে গড়ে ১৭,০০০ হাজার লোক কাজ করিত; বর্ত্তমানে তাহার স্থলে ৪৯ হাজার লোক খাটিতেছে। উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইতেছে।

৪ কোটি টাকা ব্যয়ে অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলির প্রসার ও তাহাদিগকে আধুনিক করিবার জন্য ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগ একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল এবং তাহা চ্যাটফিল্ড কমিটির অনুমোদন লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই পরিকল্পনাটি আংশিকভাবে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা ২০টি কারখানা বৃদ্ধি পাইবে এবং নূতন যন্ত্রাদি স্থাপনের ফলে অতি আধুনিক ধরণের কামান, কামানবাহী গাড়ী, গোলাগুলী, বিমানে ব্যবহৃত বোমা, হালকা মেশিন্ গান্ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতে পারিবে। বিশেষ ধরণের কারখানা নির্ম্মাণের জন্য ভারত সরকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছেন।

খুলনা জেলায় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

পিলজঙ্গে কল্যাণ-সংসদের কার্য্যাবলী

গত ডিসেম্বর মাসে পিলজঙ্গ পল্লী-মঙ্গল সমিতি, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি ও পিলজঙ্গ ইনষ্টিটিউট একত্রিত করিয়া "পিলজঙ্গ কল্যাণ সংসদ" গঠিত হইয়াছে। গ্রামের কেন্দ্র স্থলে একটী গ্রন্থাগার ও পাঠগৃহ স্থাপন, ব্যায়ামাগার স্থাপন, শরীর চর্চ্চায় উৎসাহ দানের জন্য ক্রীড়া ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, জঙ্গল পরিষ্কার, খাল ও ড্রেন খনন, খাদ্য ও কুটীর-শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া শক্তিশালী জাতি গঠনই সংসদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইতিমধ্যে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, পিলজঙ্গ পলিটেকনিক স্কুলের নিকটে এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়া নিজস্ব গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

ভাদের বিল, দানুয়ার বিল, চুকুন্দায়েশ বিল প্রভৃতি বিলে প্রায় তিন শতাধিক বিঘা জমি জল নিকাশের অভাবে চাষের অযোগ্য ছিল। সংসদের কর্ম্মিগণ ও ডাঃ প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী, অতুল চন্দ্র বস, প্রমথ নাথ চক্রবর্ত্তী, (হেড্ মাষ্টার), কবিরাজ কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দে, মণিভূষণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় ১,৫০০ গজ দীর্ঘ একটী জল নিকাশের খাল কাটা হইয়াছে। সমগ্র ব্যয় গ্রামবাসীগণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে।

নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রগণের পরিচালনায় পশ্চিম পাড়ায় একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যহ ২০।২২ জন প্রাপ্তবয়স্ক লোক ঐ বিদ্যালয়ে লেখা পড়া করে।

সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে সাহিত্য ও আলোচনা সভার অধিবেশন হয়।

সংসদের শরীরচর্চ্চা বিভাগে আধুনিক ব্যায়ামের জন্য "বারবেল", "মুগুর" প্রভৃতি সংগৃহ হইয়াছে। স্থানীয় হাই স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষক মহাশয়ের সহযোগিতায় এই বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করা হইবে স্থির হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙ্গলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবস

দেশবাসীর প্রতি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বাণী

বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে বর্ত্তমান মহাসমরের তৃতীয় বৎসর আরম্ভ হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার মাননীয় গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেন:—

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, চুক্তি সম্পাদন বা বিশেষ বিশেষ সুবিধা দান করিয়াও জার্ম্মাণীকে সন্তুষ্ট করা যাইবে না, তখন অস্ত্র ধারণ ছাড়া আমাদের গত্যন্তর রহিল না। আমরা শুধু আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতেছি না, বরং হিটলার যাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিয়াছে, আমরা তাহাদের জন্যও লড়িতেছি। কৃষ্টি, সভ্যতা, আদর্শ, স্বাধীনতা প্রভৃতি যাহা কিছু আমরা অত্যন্ত মূল্যবান মনে করিয়া থাকি, উহার সংরক্ষণের জন্য আমাদিগকে জার্ম্মাণদের জাতিগত ঔদ্ধত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

এক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডকে একাকীই জার্ম্মাণ বিমান আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করিতে হইয়াছিল। জার্ম্মাণ অভিযানের আশঙ্কা পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। স্থল-যুদ্ধে জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছিল, শুধু সমুদ্রেই বৃটেনের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান সময় জার্ম্মাণী সমুদ্র হইতে এক রকম বিতাড়িত, আটলাণ্টিকের যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করিয়াছি; রাশিয়ায় ব্লিৎসক্রীগ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিহত হইয়াছে এবং তথায় জার্ম্মাণীর বিরাট বাহিনী নিঃশেষ প্রায়। আমেরিকা ও বিশাল সাম্রাজ্যের সহায়তায় বৃটেন তাহার সমরোপকরণের পরিমাণ অসম্ভব রকম বাড়াইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সর্ব্বোপরি সুখের বিষয় এই যে, শত্রুপক্ষের শীঘ্র জয়লাভের আশা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জয়মাল্য যে আমাদের প্রাপ্য হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

আগামী বসন্তকালে আমাদের শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইবে। আমাদের স্থলবাহিনী নানা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইতে পারিবে। সমুদ্রে কেহ আমাদের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিবে না, অপর পক্ষে আকাশে আমাদের বিমান বহরের প্রাধান্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। শুধু এ-স্থানেই শেষ নয়। সাম্রাজ্য এবং আমেরিকার সাহায্যের পরিমাণও তখন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবে। ভবিষ্যতে যত বিপদাপদ আসুক না কেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এক বৎসর পূর্ব্ব অপেক্ষা তখন আমরা অনায়াসে উহা কাটাইয়া উঠিতে পারিব।

ইউরোপের যুদ্ধ ক্রমশ: ভারতের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গলার অধিবাসীগণকে ইহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা উচিত যে, শান্তি সময়কালীন অবস্থা-শ্রীর বাঙ্গলার যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্ত্তন হয়। ভারতের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, উহার দূরপ্রসারী ফলাফলের সহিত এ-দেশের ভাবী ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ নাই, এ দেশবাসীরা তাহা মনে করে বলিয়া অন্তত: পক্ষে আমি বিশ্বাস করি না। যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হোক না কেন, উহাতে এদেশবাসীর কিছু লাভলোকসান নাই, এমন ধারণার কোন লোক আছে ইহা আমি স্বীকার করিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত নহি।

এ কারণেই প্রধান-মন্ত্রীর সাম্প্রতিক আবেদনে দেশের সর্ব্বত্র এবং সকল সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এত অধিক পরিমাণে সাড়া পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য তিনি সকল ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের এক-দিনের মাহিনার টাকা দান করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। এ দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উক্ত আবেদনের সমর্থনে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। ইহা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করিয়াছে। প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনে ইতিমধ্যেই বহু অর্থ আমার হাতে পৌঁছিয়াছে।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নিষ্ঠুরতা হইতে এ-দেশকে রক্ষার জন্য যাহারা নানা দু:খকষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহাদের সম্মানার্থ এবং যুদ্ধ জয়ে আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য হইতেই যুদ্ধভাণ্ডারে অর্থ-দানের দিবস-রূপে প্রতিপালনের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়া থাকিবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। যে-সময় জার্ম্মাণ-বিজিত রাষ্ট্র-সমূহের অধিবাসীরা অকথ্য অত্যাচার-অবিচারে জর্জ্জরিত ও নিষ্পেষিত, সে-সময় বৃটিশ, ঔপনিবেশিক ও ভারতীয় সেনারা সমবেতভাবে ভারতের বহির্দ্বার রক্ষা করিয়া আমাদিগকে সুখে শান্তিতে বাস করিবার সুযোগ দিয়াছে। ইহা যে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতেছি, যুদ্ধ-ভাণ্ডারে স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিপদের সময় জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আমরা সকল মতবিরোধের অবসান ঘটাইয়া মিলিত হইতে পারি, এতদ্দ্বারা তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনের তাৎপর্য্যও ঠিক ইহাই। আসন্ন বিপদে এই প্রাণশক্তিই আমাদিগকে রক্ষা করিবে। কোনরূপ আত্মপ্রসাদ না দেখানো ভাল। তবে ক্রমেই আমরা যে-শক্তি অর্জ্জন করিতেছি, উহার উপর নির্ভর করিয়া চলুন। সমবেতভাবে আমরা এই সঙ্কল্প লইয়া যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করি যে, জয়লাভকে নিকটবর্ত্তী করিয়া তোলা এবং জগতে পুনরায় শান্তি স্থাপনকল্পে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করিব না।

* * *

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনের সমর্থনে মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন—

"যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবস পালন উপলক্ষে এক দিনের বেতন দান সম্পর্কে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী যে-আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে উহা সমর্থন করি। যুদ্ধের ভয়াবহতা হইতে আমরা এখন পর্য্যন্ত দূরে আছি সত্য, তবে ক্রমশ: উহা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ দূরে ঠেকাইয়া রাখা এবং পরিণামে জয়লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের প্রত্যেককে চেষ্টা করিতে হইবে।"

বাঙ্গলার অর্থ-সচিব মাননীয় মি: এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী এ-সম্পর্কে বলেন—

যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসটি একদিনের আয়ের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখার আবশ্যকতা সকলে উপলব্ধি করেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন সেই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। আমরা এখন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক রকমেই জীবন যাপন করিতেছি। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, অসুবিধা প্রভৃতি হইতে আমরা দূরে আছি। যুদ্ধের দরুণ আমাদের শিল্প প্রচেষ্টায় নূতন শক্তির সঞ্চার হইয়াছে এবং আমাদের আয়েরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতের দান কম নয়। তবে আরও অনেক কিছু বাকী আছে। শত্রু নিপাতের জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হইবে। আমরা যে একই মহান উদ্দেশ্যে প্রণোদিত, তাহার প্রমাণস্বরূপ যুদ্ধ-ভাণ্ডারে একদিনের উপার্জ্জিত অর্থ দান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমি মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি"।

"চলুন আমরা সকলে সাধারণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ বৃটেনকে সাহায্য করি এবং যুদ্ধ ভাণ্ডারে ৩রা সেপ্টেম্বরের সমস্ত বা আংশিক উপার্জ্জনটা দান করি", মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন সমর্থন প্রসঙ্গে বাঙ্গলা ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মাননীয় স্যার আজিজুল হক উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন, প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মি: এ, কে, ফজলুল হকের আবেদন সমর্থন করিতে আমি আনন্দানুভব করিতেছি। আমার বিশ্বাস, যে-উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ একযোগে সংগ্রামে লিপ্ত আছে, এইভাবে আমরা সেই উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের ঐক্য স্থাপন করিতে পারি।

ভারতে আমরা এখনও শান্তিতে বাস করিতেছি, কিন্তু যুদ্ধ আমাদের কত নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে, ইহা খুব অল্প লোকেই উপলব্ধি করিতেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে। আন্তর্জাতিক সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যে সচেতন আছি, উহার নিদর্শন স্বরূপ, যাহারা বিভিন্ন রণক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ হইয়া লড়াই করিতেছেন, তাহাদিগকে কার্য্যকরী সাহায্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক।

"বিশ্বের সভ্যতা আজ বিপন্ন। যদি আমরা জয়লাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে মানব জাতির পক্ষে একান্ত মূল্যবান সম্পদরাজি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। সুতরাং যুদ্ধ জয়ে শ্রেষ্ঠ বৃটেনকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য"।

জাপানীদের সমরনায়কগণ ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, জার্ম্মাণরা শীতকালীন আক্রমণ-ব্যবস্থা শক্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব রণাঙ্গনে পশ্চাদপসরণ করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৫ই সেপ্টেম্বর—১৯৪১

তৃতীয় বর্ষের সূচনায়

নাৎসী জার্ম্মাণীর অধিনায়ক হিটলারের অদিমৃষ্য-কারিতার ফলে দুই বৎসর পূর্ব্বে যে নূতন মহাসমরের সূচনা হইয়াছিল, বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে এই ধ্বংস-তাণ্ডব তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। গত দুই বৎসরের সংগ্রামে জার্ম্মাণ বর্ব্বরতার রথচক্রতলে পিষ্ট হইয়া অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই ইহা উপলব্ধি করা যায় যে, গত বৎসর এই সময়ে জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধ-পরিস্থিতি যতটা অনুকূল ছিল, বর্ত্তমানে অবস্থা আর তদ্রূপ নহে। হিটলারকে এক্ষণে রুশিয়ার সহিত জীবন-মরণ সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইতেছে। বৃটেনের নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনী শত প্রকার বাধাবিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করিয়াও আজ বিরাটভাবে শক্তিসঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। বৃটেনের উপর জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বৃটিশ বিমান বাহিনীই বরং ব্যাপকভাবে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করিয়াছে। নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যে বৃটেন আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। সমুদ্রের সংগ্রামে শত্রুর উপর বিরাট বিজয়ের অধিকারী হইয়া বৃটিশ নৌবহর এখনও সমুদ্রে নিজের অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। রুশিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে নাৎসীরা যে সাফল্যের আশা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকে রাজকীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইতেছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির এই সব দিক বিবেচনা করিয়াই বৃটিশ মন্ত্রীসভার কোন কোন সদস্য যুদ্ধের এই দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে আশার বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। বৃটিশ মন্ত্রী-সভার অন্যতম সদস্য মিঃ আর্থার গ্রীণউড বলিয়াছেন:—"বৃটিশ দেশবাসীকে অক্ষত ও অভঙ্গুর অবস্থায় রাখিয়াই আমরা যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলাম। যতই সময় অতিবাহিত হইতেছে, ততই শত্রুর প্রতি আঘাত করার ক্ষমতা বৃটেনের দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং নাৎসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের চরম বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসেরও প্রমাণ বিশেষভাবে পাওয়া যাইতেছে। যেখানে হিটলারের সমর-সম্ভার দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে, আমাদের সমর-সম্ভার ততই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং দিন দিনই তাহা বাড়িতেই থাকিবে।" অতএব রুশিয়ার সংগ্রাম-ক্ষেত্রেই হিটলারের সকল অনুপ্রেরণা যে সফল হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

নাৎসী ঈগলের কাহিনী

"ঈগল পাখী কোন দিনই সাঁতার কাটিতে জানে না"—এই প্রবাদবাক্যটি বাল্টিক সাগরের তীরবর্ত্তী বন্দর "ড্যানজিগ"-এর অধিবাসীরা প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে আবিষ্কার করিয়াছিল—যখন এক সাম্রাজ্যিক বাহিনী এই বন্দরটিকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেদিন নৌ-শক্তিই "ড্যানজিগ" বন্দরকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। আজও হিটলারী শক্তি যখন অজেয় বৃটিশ নৌ-বাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছে, তখন বৃটিশ-পক্ষও সম্ভবতঃ এরূপ উক্তিই করিতে পারে। নাৎসী ঈগল (জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী) তাহার পক্ষপুটে বোমার বোঝা বহন করিয়া হয়ত মনে করিয়াছিল নৌ-শক্তির দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে—দূর পাল্লার বোমারু বিমান বহরের সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ উপেক্ষা করিয়াও বৃটিশ নৌ-বাহিনী আজো পূর্ব্বের মতই অজেয় হইয়া রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে—ডুবো জাহাজ, ম্যাগনেটিক মাইন, দ্রুতগামী দুর্ভেদ্য জলযান "ই-বোট্" এবং অন্য সর্ব্ব-প্রকার আধুনিক সমর-কৌশলকেই বৃটিশ নৌ-বাহিনী উপেক্ষা করিয়া সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। গত দুই বৎসরের সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ রণতরি ও বাণিজ্য-বহর শত্রুর নৌ-বহরের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরেও নূতন শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার জন্য বৃটিশ নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে।

বৃটেন ইহা বেশ ভালরূপেই অবগত আছে যে, যে কোন প্রকার যুদ্ধে তাহার নৌ-বাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে। শুধু মাত্র বৃটেনেই নহে, বরং বিশ্বের যে কোন দেশে সাধারণ শ্রেণীর জনগণও এ-বিষয়ে কৃতনিশ্চয় যে, বৃটিশ নৌ-বহরের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণের কোন হেতু নাই।

বৃটিশ নৌ-বাহিনীকে উদ্দেশ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে কোক্ বলিয়াছিলেন—"নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইহা রাষ্ট্রের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বসম্পন্ন আত্মরক্ষা-প্রাচীর।" যুদ্ধের প্রাথমিক কয়েক মাস সময়ে কোন কোন লোক এই "আত্মরক্ষা" কথাটির উপর বেশী জোর আরোপ করিলেও, যোদ্ধাজাল সেনাদল কিন্তু মোটেই এরূপ মনো-ভাবের পরিচয় দেয় নাই। বৃটিশ নৌ-সেনারা মনে করে—আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা। আকাশেও বৃটেন এই নীতিরই পরিচয় দিয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর কাছে নাৎসী বিমান-বহরকে শুধু পরাজয়ই স্বীকার করিতে হয় নাই, বরং খাস্ জার্ম্মাণীতে পর্য্যন্ত নিত্য বৃটিশ বৈমানিকগণ নানাস্থানে প্রতিনিয়ত বোমা বর্ষণ করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ স্থল-বাহিনী প্রথম প্রথম ফরাসী আদর্শের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতির পরিচয় দিলেও, শেষে যেখানেই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে সেখানেই আক্রমণাত্মক নীতির পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং ইহা আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে "ঈগলের" বাসার নিকটবর্ত্তী স্থানে গিয়াই ইহারা নিজেদের বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবে।

জার্ম্মাণ "ঈগল" নানা সময়ে নানা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে অভ্যস্ত। বিপদের দিনে ইহা কোকিলের কুহু-চীৎকার শুরু করে এবং এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, নাৎসী পরাজয় যখন ঘনাইয়া আসিবে, তখন এরূপ ধ্বনিই আমরা আবার শুনিব। যেমন জাতির উপর নাৎসীরা অত্যাচারের মতলব পোষণ করে, তাহাদের মধ্যে ধূর্ত্ততা সহিত কন্ঠে নাৎসী "ঈগল" তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক চালবাজী হিসাবে সময় সময় নানারূপ আবেদন-আবেদনেরও অবতারণা করিয়া থাকে। কোকিলের মতই কাকের বাসায় ডিম প্রসবের অভ্যাসও নাৎসী ঈগলের রহিয়াছে। তাই, ইরাণী পাখীর বাসায় জার্ম্মাণ ঈগলের ডিম আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৃটিশ ও রুশিয়া এই ডিম হইতে ছানা ফুটিয়া বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই ইহাকে নষ্ট করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়াছেন।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

বোটানিক্যাল গার্ডেনে আত্মরক্ষা

রয়াল বোটানিক গার্ডেনের অফিসার ও কর্ম্মচারীবৃন্দ বোটানিক্যাল উদ্যানের মধ্যে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। উদ্যানের মধ্যে হাওড়া গেট, বটবৃক্ষ এবং কলেজ গেটের সন্নিকটে ক্রমান্বয়ে তিনটি পরিখা খনন করা হইয়াছে। যাহাতে সঙ্কটের সময় উহার সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণকে উহার যথার্থ অবস্থান পূর্ব্ব হইতেই নির্ণয় করিয়া রাখিতে বলা হইতেছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য-ভবনে নিযুক্ত সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। উদ্যানের ভিতরকার এবং বাহিরের বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক কর্ম্মীদল উক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে। উদ্যানের মেডিক্যাল অফিসার সপ্তাহে দুইবার করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উক্ত বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষাও প্রদান করা হয়। উদ্যানের মধ্যে যদি বিমান আক্রমণ হয়, তবে উদ্যানের ডিস্পেন্সারী প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং মেডিক্যাল অফিসার উহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিবেন। সঙ্কট কালে অফিসারগণের প্রাঙ্গণে এবং আরও অন্যান্য নিরাপদ স্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে। কারণ নদীর তীর খোলা বলিয়া বিমান আক্রমণের বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি উদ্যানের বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু থাকেন, তবে, তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণের জন্য রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা কিউরেটরের সঙ্গে দেখা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

যুদ্ধান্তে অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনীতিবিদ্‌দের পরামর্শ কমিটি

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, যুদ্ধ শেষ হইলে পর দেশে যে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহার সমাধান চিন্তা করিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করিয়াছেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এল, সি, জৈন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে, পি, নিয়োগী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ এইচ্, এল্, দে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস, কে, রুদ্র ও প্রোঃ বি, পি, আদরকার, লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খ্যাতনামা আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্‌কে লইয়া এই কমিটি গঠিত হইয়াছে।

আগামী ২৩শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে এই কমিটির প্রথম অধিবেশন হইবে। বাণিজ্য এবং শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার রামস্বামী মুদালিয়র এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

বাঙলার সংক্রামক ব্যাধি

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৯ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলায় ৮৩৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়; তন্মধ্যে নোয়াখালীতে ৪২৫ জন, বাখরগঞ্জে ১১৮ এবং বর্দ্ধমানে ১৬৪ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় মোট ৩৪৩ জনের মৃত্যু ঘটে; তন্মধ্যে নোয়াখালীতে ২১৪ জন এবং বর্দ্ধমানে ৭৯ জন। দার্জিলিং জেলায় ১০৬ জনের টাইফয়েড হয়।

কলিকাতার কোন কোন স্থানে বেসিলারী ডিসেন্টারি দেখা দিয়াছিল। প্লেগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। (প্রেস-নোট)

জার্ম্মাণীর পরাজয় আসন্ন হইয়া আসিতেছে

যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবসে ভারতের মহামান্য প্রধান সেনাপতির বক্তৃতা

"অদ্য যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিবস। অদ্য হইতে দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট জার্ম্মাণী অতর্কিতভাবে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়াই জার্ম্মাণী তার বর্ব্বরোচিত অভিযান চালাইয়াছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তাহা সহ্য করিতে পারে নাই। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা তাহাকে করিতেই হইল।" উপরোক্ত কথাগুলি দ্বারা ভারতের মহামান্য প্রধান সেনাপতি গত ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রে তাঁহার বেতার-বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

মাননীয় প্রধান সেনাপতি আরো বলেন:—"পশুশক্তি-সম্পন্ন জার্ম্মাণী পৃথিবীর স্বাধীনতা, শান্তি, প্রগতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়াছে। পররাজ্যলোভী জার্ম্মাণীর এই অভিযান ব্রিটিশ সহ্য করিতে পারে নাই। পোল্যাণ্ডের শান্তির জন্য ব্রিটেনের পক্ষ হইতে প্রচেষ্টা চলিয়াছিল; কিন্তু ব্রিটিশের সেই শান্তি-প্রচেষ্টা নাৎসি ডিক্টেটরদের সরোষ গর্জনে বার বার ধূলিসাৎ হইয়াছে। কপটতা, মিথ্যা, অন্যায় ও ধ্বংসের উপর যাহাদের ক্ষমতার আসন প্রতিষ্ঠিত, ন্যায় ও সততা, শান্তি ও সভ্যতা তাহারা চাহে নাই। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত প্রত্যেক জাতি আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ব্রিটিশের এই সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। ন্যায় ও সভ্যতার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই তাহার মূলমন্ত্র। যুদ্ধারম্ভের পর বিগত দুই বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা যেমন দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলাম, আজও আমরা তেমনি রহিয়াছি। আমাদের শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিতে হইবে। লক্ষ্যে পৌঁছিতে আমাদিগকে আরও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হইবে, বিস্তর অসুবিধারও সম্মুখীন হইতে হইবে জানি। কিন্তু শত্রুগণ যে দিন দিন ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান।

"শত্রুশক্তির ধ্বংসের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। সন্দেহ ও ভয় আজ তাহাদের এতই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষ উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। অক্ষমতা ও শক্তিহীনতাকে ধামাচাপা দিবার জন্য মিথ্যা প্রচারণারও অন্ত নাই। পরাজয়ের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, জার্ম্মাণী ততই সত্যের অপলাপ ঘটাইয়া প্রকৃত সংবাদকে বিকৃতরূপে দিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শুভ লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

"ইংলণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোঝা যাইবে, একদিন শত্রুর বিমান আক্রমণের ভয়াবহতা যেমন ব্যাপক হইয়া দেখা দিয়াছিল, আজ তাহার শতাংশের একাংশও বিদ্যমান নাই। বরঞ্চ শত্রু-দেশের উপর রাজকীয় বিমানবাহিনীর হানা দিনের পর দিন তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বেও মধ্য-প্রাচ্যের অবস্থা যেমন সঙ্গীন হইয়া দেখা দিয়াছিল, আজ সেই বিপদ অপসারিত হইয়াছে। আফ্রিকায় ইটালীর ক্ষমতা আজ পঙ্গু। ইটালীও জার্ম্মাণীর সম্মিলিত শক্তি সেখানে ব্যর্থ হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকগণ শৌর্য্যবীর্য্যের অদ্ভুত পরিচয় দিয়াছেন।

"অন্যান্যের যুদ্ধেও শত্রুগণ আমাদের ক্ষমতার যথার্থ পরিচয় উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। ক্রীট রক্ষা করিতে গিয়া আমরা ব্যর্থকাম হইয়াছি সত্য, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপ অধিকার করিতে জার্ম্মাণীর যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তাহারা আজও পূরণ করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু এক ক্রীটের ব্যাপারেই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া ইরাক ও সিরিয়ার আশা ত্যাগ করিতে জার্ম্মাণী বাধ্য হয়।

"এক বৎসর পূর্ব্বেও রুশ নিরপেক্ষ ছিল; জার্ম্মাণীর এই নিরপেক্ষতা সহ্য হইল না। রাশিয়ার অপরিমিত তৈল ও শস্যভাণ্ডার হিটলারকে বহুদিন হইতেই প্রলুব্ধ করিতেছিল। শেষ পর্য্যন্ত হিটলার প্রতিবেশী বন্ধুর উপর আঘাত হানিল। কিন্তু রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণী চূড়ান্ত শিক্ষাই পাইতে চলিয়াছে। অমিত বিক্রমে লাল ফৌজ প্রতিপক্ষকে বাধাদানের ফলে জার্ম্মাণী আজ সর্ব্বস্ব খোয়াইতে বসিল। সৈন্য, কামান, বিমানপোত ও অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যে কত যে ধ্বংস হইয়াছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণী যৎসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই তুলনায় তাহার ক্ষতির পরিমাণই বেশী হইয়াছে। শীত ঋতু আসন্ন। জার্ম্মাণী সেই দুর্জ্জয় আবহাওয়ার সম্মুখীন হইয়া কতদূর সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের অবস্থা নানাদিক দিয়া সুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। ইরাক ও ইরাণ বিদেশের কল্যাণে আমাদের আর্থিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে। সাগরের পথ বিপদমুক্ত হওয়ায় আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে ইরাণও অবাধে সমরোপকরণ আসিয়া পৌঁছিতেছে। সুদূর-প্রাচ্যেও আমেরিকা ব্রিটিশের সহযোগিতায় জাপানকে দূরে ঠেকাইয়া রাখার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, নৌ ও বিমানবল প্রভৃতি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। আজও আমাদের বিপদ কাটিয়া যায় নাই। কিন্তু শত্রুকে সম্যকরূপে পরাজিত করার জন্য এক্ষণে আমরা সকল দিক দিয়াই প্রস্তুত হইতে পারিয়াছি। ভারতবর্ষে যুদ্ধপ্রচেষ্টা অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। আজ বিদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা একলক্ষের মত দাঁড়াইয়াছে; সেই ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা অচিরেই দশ লক্ষের মত দাঁড়াইবে। গত বৎসর পশ্চিম মরুভূমির ইরিত্রিয়া, আবিসিনিয়া ও সিরিয়ায় ভারতীয় সৈনিকগণ কতখানি শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভীর শক্তিও আজ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৌ-বহরের শক্তি এতদূর বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে, ভারতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ভারতীয় বিমান বহর এখনও আশানুরূপ ভাবে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই; তবে ভারতীয় বিমান বহরের শক্তি বৃদ্ধি করার যথেষ্ট প্রচেষ্টাই চলিতেছে। তাহা ছাড়া ভারতে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সিভিক গার্ডের সংখ্যা দিন দিন বিরাট বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতের বিভিন্ন সীমান্তে শক্তিশালী প্রহরী বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন কারখানায় এক্ষণে অধিক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় কারখানাগুলির উৎপাদন শক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীও দ্রুত ট্রেনিং লাভের ফলে এক্ষণে এক একটি সুসজ্জিত যান্ত্রিক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। আজ ভারতের বাহিরে বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থান করিয়া ভারতীয় সৈন্যগণই ভারতকে সর্ব্বক্ষণ শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। দেশরক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হইলেও, এই দিক হইতে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণই সতর্ক থাকিতে হইবে। কেননা, বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা দিলে সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং ভারতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাধ্যমত সাহায্য করিবার জন্য আজও আমি ভারতের সকল শ্রেণীর সকল লোককে আহ্বান করিতেছি। স্বদেশবাসীর সম্মিলিত চেষ্টা ও ঐকান্তিকতার উপরই এদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে।"

ফরিদপুরের সেটেলমেণ্ট বিভাগীয় অফিসার ও কর্ম্মচারীদের প্রদত্ত যুদ্ধ-ভাণ্ডারের চাঁদায় ইতিপূর্ব্বে একখানা এম্বুলেন্স গাড়ী ক্রয় করা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহারা আরো ৬,৫৫০৲ টাকা দান করায় আর দুইখানা এম্বুলেন্স ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত ৬ মাসের মধ্যে বাঙলাদেশ হইতে এরূপভাবে মোট ৮ খানা এম্বুলেন্স গাড়ী দান করা সম্ভবপর হইয়াছে।

ডেইলী মেইল একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছে, লাভাল ও ডিয়াটের উপর গুলী চালনা হইতে ফরাসীদের প্রকৃত মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইহারা উভয়েই হিটলারের তাঁবেদার এবং দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীদের প্রধান আশ্রয় জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষীয় প্রণালীর যুদ্ধের উপরই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ সফর কালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বহরমপুরে "কেদার নারায়ণ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের" ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্রে মাল্যভূষিত অবস্থায় গভর্ণর বাহাদুর ও তাঁহার বামপার্শ্বে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহোদয়কে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যাইতেছে।

ইরাণে তৈলখনির ব্যবসা

বাৎসরিক এক কোটি টন উৎপাদন

মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলির মধ্যে ইরাণ অন্যতম; এখানে বৎসরে প্রায় ১ কোটি টন অপরিস্রুত পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। অ্যাংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর চেষ্টায়ই ইরাণের তৈলখনিগুলি হইতে তৈল আহরণ আরম্ভ হয়। ১৯০৯ সাল হইতে এই কোম্পানী কার্য্য আরম্ভ করে। মাসুজিদ-সোলেমান হইতে একটি নলযোগে এই তৈল পারস্য উপ-উপসাগরের উপকূলবর্ত্তী আবাদানে লইয়া আসা হয়; এইখানে এই তৈল পরিশুদ্ধ করা হয় এবং এখান হইতে ইহা বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

প্রতি বৎসর এই কোম্পানী ইরাণ সরকারকে যে খাজনা দেয়, তাহা ইরাণের মোট রাজস্বের একটি বড় অংশ। রয়েলটি ও ট্যাক্স হিসাবে এই কোম্পানী হইতে ইরাণ সরকার প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড পাইয়াছে। ইরাণের শাহ ক্যাস্পিয়ান উপসাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত যে রেললাইনটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই টাকা পাওয়ায় তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহে বিশেষ সহায়তা হইয়াছে। ইরাণের শতকরা ৬৫ ভাগ বাণিজ্যই সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্ত-রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত।

কুষ্টিয়ায় উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

বিরাট পল্লীমঙ্গল সভার অনুষ্ঠান

বিগত ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময় কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত ভেড়ামারা থানার অধীন ধরমপুর গ্রামে কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বীরেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ধরমপুর ম্যালেরিয়া নিবারণী ও সাধারণ স্বাস্থ্য সমবায় সমিতি লিমিটেডের প্রচেষ্টায় নবনির্ম্মিত নৈশ-বিদ্যালয়ের উদ্বোধন-অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মুষলধারে বৃষ্টি হওয়া সত্বেও সভায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

উদ্বোধন সঙ্গীত এবং সভাপতিকে মাল্যদানের পর জুট-রেগুলেশন বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ কফিলুদ্দীন, বি-এল সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় পল্লী-উন্নয়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের মনে এক নব জাগরণের সৃষ্টি করেন। অতঃপর জুট ইন্সপেক্টর মৌঃ মহাম্মদ ইউনুস আলি, বাবু লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এম-এল-এ এবং স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবু বিমলচন্দ্র মজুমদার মহোদয়গণ সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করার পর সভাপতি মহোদয় তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে জনমণ্ডলীর উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

অধিকৃত ফ্রান্সে নাৎসী জুলুম

জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে কথা বলিলে ফাঁসি

এলসাসের নাৎসী শাসনকর্ত্তা রবার্ট ওয়াগনার সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা জারী করিয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ২৭শে এপ্রিল হইতে জার্ম্মাণ ভাষা জানা থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি ফরাসী ভাষায় কথা বলিবে, তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসরের জন্য বন্দিশালায় আটক রাখা হইবে।

বিদেশী রেডিয়ো শ্রবণ করিলে শ্রোতাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া ২ হইতে ৫ বৎসরের জন্য বন্দিশালায় প্রেরণ করা হইবে।

কেহ জার্ম্মাণীর বিপক্ষে কোন কথা বলিলে তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইবে।

ফিনল্যাণ্ড কি স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে?

রাজনৈতিক দলগুলি যুদ্ধ-বিরতির স্বপক্ষে

ষ্টেহলী টেলিগ্রাফের ষ্টকহলমস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছে:—

রুশীয় এবং ফিনদের মধ্যে বর্ত্তমানে যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা চলিতেছে কিনা, এ সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা না গেলেও নানা দিক হইতে এ বিষয়ে যে বলা-কহাকহি চলিতেছে, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। ফিনল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র সচিব ও ফিনল্যাণ্ডের বিশেষ শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ফিনিশ সমাজতন্ত্রী পার্টির নেতা মঃ ভেইনো ট্যানার ফিনদের সন্ধি করিতে বলিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার মত এই যে, ফিনল্যাণ্ডের পূর্ব্বেকার সীমান্ত যখন পুনরুদ্ধার করা গিয়াছে, তখন আর যুদ্ধ চালাইবার প্রয়োজন নাই। ফিনল্যাণ্ডের ট্রেড ইয়ুনিয়নসমূহের প্রেসিডেণ্ট এবং সুইডিস্ ফিন্ পার্টির মুখপাত্র মঃ কেপারকোষও মঃ ট্যানারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। ফিনল্যাণ্ডের বহু রাজনীতিকই সন্ধি স্থাপনের স্বপক্ষে বলিয়া প্রকাশ।

এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ মহলের প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে এইরূপ: ফিনেরা যুদ্ধ করিতে চায় কি না চায়, তাহাতে কিছু আসে যায় না, যুদ্ধ তাহাদের করিতেই হইবে।

সীমান্তের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ফিনেরা সকলেই যুদ্ধের অবসান কামনা করিতেছে। ফিনল্যাণ্ডের রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সৈন্যদের শোচনীয় ব্যর্থতা দেখিবার পর হইতে ফিনেরা জার্ম্মাণদের ধমকিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভয় পায় না।

পানীয় জলের অভাব মোচন

মুর্শিদাবাদের জন্য সরকারী সাহায্য

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি, লালবাগ এবং জঙ্গীপুর মহকুমায় জলাভাব দূরীকরণার্থ জল-সরবরাহ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার অতিরিক্ত ৮,৬৩০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙলা সরকার উক্ত টাকা এ-সর্ত্তে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে অর্পণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসর উপরোক্ত এলাকাসমূহে টাকার সাহায্যে এ-জেলার জন্য পল্লীগ্রামের জন্য রচিত জল-সরবরাহ পরিকল্পনা অনুযায়ী "এ" শ্রেণীর নলকূপ বসান হইবে।

এতদ্ব্যতীত বীরভূম জেলার অন্তর্গত বর্দ্ধপুর হইতে বালগ্রাম পর্য্যন্ত একটি রাস্তা এবং ৪টি পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের জন্য বাঙলা সরকার ৫০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন।

টাইমুসের আজাবাদস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ইরাণ হইতে জার্ম্মাণী বিপুল পরিমাণ তুলা, পশম এবং চামড়া জিনিষ স্বদেশে চালান দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু ইরাণে ব্রিটিশ ও রুশীয় সৈন্যবাহিনী ঢুকে অনুপ্রবেশ হইতে পারায় এই সকল মাল চালান দেওয়া আর সম্ভব হইবে না।

আমোদার পরলোকগত নবাব আমিন আলী খানের পৌত্র প্রিন্স সেকেন্দার আমিন আলী মির্জা গত ৮ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি শাহেবজাদা আফজল আলী মির্জা ও শাহেবজাদা আকবর আলী মির্জা নামক দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়।

রংপুর জেলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

জলঢাকা অঞ্চলে প্রচার-সভা

রংপুর জেলার জলঢাকা অঞ্চলে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। যে সমস্ত অতিরিক্ত পাট বুনা পড়ে, তাহা নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাষিগণ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিয়া ফেলে। এ পর্য্যন্ত শুধু একজন লোক পাট না ভাঙ্গায় শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিগত ৩রা জুলাই তারিখে জলঢাকা "এ" সার্কেলের অন্তর্গত খুটামারা ইউনিয়নের টেকরাবাড়ী হাটে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও জুট কমিটির চেয়ারম্যান মৌলভী কফিলুর রহমান সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌলভী কফিলুর রহমান সাহেবই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

সভায় মাওলানা কলিম উদ্দিন, মৌলভী রফিকউদ্দিন, সার্কেল ইন্সপেক্টর মিঃ আব্দুর রহিম, বি, এ, ও প্রপাগাণ্ডা অফিসার মিঃ রাষ্ট্রী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও গোড়ার কথা, পাট আইন ও তার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ফল, পল্লী-মঙ্গল এবং ভোলা বিলিক সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলেই আলোচ্য বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। সভায় অন্যূন ৯০০ নয় শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ৩০শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে ২৮২টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী হয়। তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২১৫টি এবং অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে। ঐ সময় ২৭০টি মহিষ পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৬৩২টি মহিষ আমদানী হইয়াছিল। গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৮৬৲—১১৮৲ টাকা এবং ১৪০৲—১৯৮৲ টাকা ছিল। গড়ে এক একটি গাভী ও মহিষ ।৶—।৵ সের এবং ।০—।২ সের দুধ দেয়।

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা রহিল না।

বাঙলায় কুইনাইন ও সিন্‌কোনার চাষ

১৯৩৯-৪০ সনের সরকারী বিবরণী

"অতিরিক্ত উৎপাদন ও চাহিদার চাপ ক্যাক্টরীতে অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। আলোচ্য বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ অধিক বল্কল সংগৃহীত হয়। উহার মোট পরিমাণ ১,৪২৩,২৪৬ পাউণ্ড। ইহার সমস্তটাই বাঙলাদেশেই সংগৃহীত হইয়াছে। বল্কল হইতে প্রাপ্ত কুইনাইনের পরিমাণেরও সামান্য উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়।" বাঙলা সরকারের সিঙ্কোনা উৎপাদন ও ফ্যাক্টরী সম্পর্কিত ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্টে উপরোক্ত মন্তব্য করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসর বল্কল হইতে ৫০,১৬১ পাউণ্ড কুইনাইন সাল্‌ফেট্‌ এবং ২৮,৩০৫ পাউণ্ড সিঙ্কোনা ফেব্রিফিউজ পাওয়া যায়। মাত্র ৫,৩০৬ পাউণ্ড কুইনাইন সাল্‌ফেট অশোধিত অবস্থায় থাকে, অবশিষ্ট কুইনাইন সাল্‌ফেট সরকারী মান অনুসারে পরিশোধিত করা হয়। বিতরণের জন্য কুইনাইনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দরুণ পুরাতন ষ্টক্‌ হইতে আরও ২৩,৮৮৯ পাউণ্ড ওজনের কুইনাইন পরিশোধিত করা হইয়াছিল। এজেন্সীর জন্য পুরাতন ষ্টক্‌ হইতে বি, পি পাউডারের ১৬,০২৫ পাউণ্ড কুইনাইন তৈরী করার আবশ্যক হয়।

কুইনাইনের মূল্য সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মুদ্রা বিনিময় হারের দরুণ কুইনাইনের দরে সামান্য উঠা নামা ব্যতীত দাম প্রায় পূর্ব্ববৎ ছিল। আলোচ্য বৎসর ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কুইনাইনের ব্যবসায়ে উহার প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে কুইনাইনের দর ক্রমশ: চড়িতে থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কুইনাইন সালফেটের প্রতি পাউণ্ড যেখানে ২৪৲ টাকায় বিক্রয় হইত, উহা এক্ষণে ৩৭৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। মৌলিক দামের দিক দিয়া মাত্র শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া শতকরা ৫ ভাগ যুদ্ধকালীন শুল্ক প্রবর্ত্তন করে। জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি ও ইনসিওরেন্স চার্জ্জের দরুণ শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা বিনিময় হার, যুদ্ধের পূর্ব্ব ও যুদ্ধকালীন দামের পার্থক্যের জন্য দায়ী। ভারতে যাহারা কুইনাইন সেবন করিয়া থাকে, তাহারা যে শুধু চড়া দামে উহা ক্রয় করিতেছে, এমন নয়, উপযুক্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন সরবরাহও হইতেছে না। ইউরোপের পথ এক প্রকার বন্ধ। জাভায় ষ্টক পূর্ণ আছে সত্য, তবে মাল প্রেরণের ভয়ানক অসুবিধা রহিয়াছে, তদুপরি ধারে বিক্রয়ের সুবিধা প্রত্যাহৃত হওয়ায় আমদানী হ্রাস পাইয়াছে। মোট চাহিদার একটা অংশ মাত্র গভর্ণমেণ্ট দেশী ও বিদেশী কুইনাইন দ্বারা মিটাইতে পারেন। আশা করা যায়, নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যটি উৎপাদনে ভারতবর্ষ জোর চেষ্টা করিবে।

যদিও যুদ্ধ সুরু হইবার পর বাজার দর সকল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি কুইনাইন সালফেটের সরকারী দর গত ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্রতি পাউণ্ডে ১৮৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বৎসরের শেষে ৩,১৬৮ একর জমিতে সিন্‌কোনার চাষ হইয়াছে; অর্থাৎ মাংপুতে ১,৮২৫ একর, মাংসংএ ১২৪ একর এবং রংগো নামক স্থানে পরীক্ষাধীনভাবে ১২৪ একর। আলোচ্য বর্ষে মাংপুতে ২২৫ একর, মাংসংএ ১৪৭ একর এবং রংগোতে দ্বিতীয় বৎসরে পরীক্ষাধীনভাবে ৩৯ একর চাষের জমি বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে নার্শারীগুলি সতেজ চারাই উৎপন্ন করিয়াছে; কিন্তু মাংসংএর ঐ সকল নার্শারীতে গাছের পুরাতন রোগ দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে চারাগুলি স্বাভাবিক [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড্‌ এবং বাই হাইড্রোক্লোরাইডের নিমিত্ত নূতন গাছ্‌ বপন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। বাই হাইড্রোক্লোরাইড্‌ কেবল মাত্র বি, পি, স্পেসিফিকেশনে তৈরী হয়; কিন্তু হাইড্রোক্লোরাইড্‌ অধিকতর স্বল্প মূল্যের গাছ্‌ হইতেও তৈরী হইয়া থাকে।

গত বৎসর হইতে আলোচ্য বৎসরে ট্যাবলেট তৈরী পরিমাণে কিছু কম হইয়াছে। মোট ২৪,৫৬৮ পাউণ্ড ওজনের দ্রব্য ট্যাবলেটে পরিণত করা হইয়াছে।

পূর্ব্ব বৎসর যে অনাবৃষ্টি ছিল, তাহা আলোচ্য বৎসরের মে মাসের প্রথম দিক পর্য্যন্ত মাংপু এবং মাংসং অঞ্চলে বলবৎ ছিল এবং সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও উক্ত গাছের চাষে স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়াছিল। ইহা ছাড়া মাংপু অঞ্চলে সারা বছরের আবহাওয়া স্বাভাবিক মতই ছিল এবং বিশেষ প্রবল বর্ষণ না হইয়া বৃষ্টি বরাবর ভালই হইয়াছে।

মাংপু চাষ-অঞ্চলে বারিপাত সাধারণ অবস্থা হইতে ৬ ইঞ্চি কম ছিল। আলোচ্য বর্ষে রংগোর পরীক্ষাধীন চাষ-অঞ্চলে ৩৫৯.৩০ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল। ভাল জল নিকাশের ব্যবস্থার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা এখানে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং মাংসং ও মাংপু অঞ্চল হইতে এখানকার আবহাওয়া চাষের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। ফলে ছোট ছোট চারা গাছ্‌ সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমশ: বর্দ্ধিত হইতেছিল। এ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষাধীন কার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভারতীয় সৈন্যদের জন্য চা-সরবরাহ

এক্সপ্যান্সান বোর্ড কর্ত্তৃক ৫০ হাজার টাকা মঞ্জুর

ভারতীয় টি মার্কেট এক্সপ্যান্সান বোর্ড ভারতীয় সৈন্যদিগকে চা সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাসের জন্য ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনায় ভারতীয় সৈন্যগণ ভারতে অবস্থান করিবার সময় মোটরযোগে তাহাদিগকে চা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু সম্প্রতি প্রস্তাব করা হয় যে, যে সকল ভারতীয় সৈন্য বিদেশে রহিয়াছে, তাহাদিগকেও চা সরবরাহের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। কমিটি এই প্রস্তাব খুব সমীচীন বলিয়া মনে করেন এবং আন্তর্জ্জাতিক বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মিসরে বোর্ডের যে কমিশনার আছেন, তাঁহার মারফতে প্রথমত: মিসরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদিগকে মোটরযোগে চা সরবরাহ করিলে ভাল হয়; অবশ্য সেজন্য যে ব্যয় হইবে, ভারতীয় বোর্ডই তাহা বহন করিবেন। আন্তর্জ্জাতিক বোর্ড এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন, কিন্তু জানান যে, এজন্য যে মোটরকার এবং কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে, তাহা ভারত হইতে সরবরাহ করিতে হইবে। পঁচিখানি মোটর গাড়ী হইলে মিসরে কাজ চলিতে পারে।

বোর্ড এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়া এক্ষণে আবশ্যক অনুমতির জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বৃটীশ প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণা

যুদ্ধ-পরিস্থিতি বৃটীশের অনুকূল

গ্রীষ্মাবকাশের পর পার্লামেণ্টের পুনরধিবেশন বসিলে প্রধান-মন্ত্রী মি: চার্চ্চিল যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতি দান করেন। আটলাণ্টিক যুদ্ধে বৃটিশ নৌবাহিনীর কৃতিত্ব উহার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রধান-মন্ত্রী বলেন, গত জুলাই ও আগষ্ট মাসে যে পরিমাণ বৃটিশ ও মিত্রপক্ষীয় জাহাজ শত্রুপক্ষ ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহা মিত্রপক্ষীয় সাবমেরিণ এবং বিমান যে পরিমাণ জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

মি: চার্চ্চিল তাঁহার বিবৃতিতে অতঃপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলিরও উল্লেখ করেন:—

৩০।৪০ খানি করিয়া জার্ম্মাণ বিমান রাত্রিযোগে আসিয়া বৃটিশ দ্বীপের মাইন নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকে, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহা অনেকটা আয়ত্তে আনা গিয়াছে।

রাশিয়ার প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, রাশিয়ানদের সাহসিক শক্তি প্রশংসার্হ। রাশিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মাণদের গত তিন মাসে যে শোণিত ক্ষয় হইয়াছে, গত এক বৎসরের যুদ্ধেও তাহা হয় নাই। জার্ম্মাণগণ এখন নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছে যে, উত্তর মেরু হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র রণাঙ্গনে রুশ দেশের পূর্ণ শীতে তাহাদিগকে সৈন্য মোতায়েন রাখিতে হইবে। যদিও রাশিয়ার এক কোটি হইতে দেড় কোটি সৈন্য আছে এবং তদনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জামও তাহার আছে, তথাপি ইঙ্গ-মার্কিন সাহায্য রাশিয়ার পক্ষে অত্যাবশ্যক। রাশিয়ায় বিপুল পরিমাণ সাহায্য পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ঐগুলি বর্ত্তমানে রাশিয়ার পথে। রাশিয়ার উপকারার্থ বৃটিশকে অনেক উপকরণাদি সাহায্য করিতে হইবে।

পারস্যের সাধারণ ইটালীয় ও জার্ম্মাণকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা দেখিয়া একমাত্র আমরা ছাড়া আর সকলেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আজ আমরা বলিতে পারি, "আমাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে—আমাদের প্রভু আমরা।"

আমেরিকান মালবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

লোহিত সাগরে বিমান-আক্রমণ

ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিন মালবাহী জাহাজ "ষ্টিল সিফেয়ারার" লোহিত সাগরে বিমান নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই সংবাদ কায়রোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে প্রেরণ করিয়াছেন। বিমানটি কোন্‌ দেশের, তাহা জানা যায় নাই। সমস্ত নাবিকই রক্ষা পাইয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন মালবাহী জাহাজ "ষ্টিল সিফেয়ারারের" উপর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে সুয়েজের প্রায় দুই শত মাইল দক্ষিণে আক্রমণ চালান হয়। সম্প্রতি দূরপাল্লা জার্ম্মাণ বোমারু বিমানগুলি সুয়েজের দক্ষিণেও বহুদূর পর্য্যন্ত হানা দিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের ঘাঁটি হইতেই যে এইসব জার্ম্মাণ বিমান অভিযান চালাইতেছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। "ষ্টিল সিফেয়ারারে" মধ্য-প্রাচ্যের বাহিনীর জন্য সমরোপকরণ বোঝাই ছিল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একখানি বৃটিশ রণতরী "ষ্টিল সিফেয়ারারে"র লোকজনকে সমুদ্রবক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

২৫ লক্ষ জার্মাণ সৈন্য হতাহত

এই যুদ্ধে হিটলার কেন পরাজিত হইবে, তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া মস্কো হইতে জার্মাণ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যে এক বেতার-বার্ত্তা প্রচার করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব রণাঙ্গনে ২৫ লক্ষ জার্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে নিহতদের সংখ্যা হইতেছে দশ লক্ষ। আগষ্ট মাসের প্রথম ২২ দিনে জার্মাণীর ১২টী সাঁজোয়া বাহিনী, ৩৭টি পদাতিক ডিভিশন, ৮টী মোটর চালিত ডিভিশন, ঝটিকাবাহিনীর কয়েকটী ডিভিশন ও ১৭টি পদাতিক রেজিমেণ্ট বিধ্বস্ত হইয়াছে।

তুর্কী সীমান্তে অ্যাক্সিস সেনাদল

২রা সেপ্টেম্বর সকালে ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর আঙ্কারাস্থিত প্রতিনিধি মিঃ মার্টিন আগ্রুনাস্কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে এক বেতার ঘোষণায় তুর্কীসীমান্তে অ্যাক্সিস পক্ষীয় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করেন।

তাঁহার হিসাব অনুযায়ী তুর্কী-সীমান্তে নাৎসী, বুলগার ও ইটালীয়ান সৈন্যদের মোট ১৬টি ডিভিশন রহিয়াছে এবং তাহা ছাড়া, বুলগেরিয়ায় আরও চার ডিভিশন নাৎসী সৈন্য রহিয়াছে।

মিঃ আগ্রুনাস্কী বলেন যে, তুর্কী-সীমান্তের নিকটে বর্ত্তমানে যে সকল বুলগার, ইটালীয় এবং জার্মাণ সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের সমস্ত একত্র করিলেও জার্মাণরা বর্ত্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে তুরস্কের উপর আক্রমণের মত সৈন্য সমবেত করিতে পারে নাই। ক্রমাগত গুজব রটিতেছে যে, জার্মাণ আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

ইরাণ পার্লামেন্টে প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

মজলিশের (ইরাণ পার্লামেণ্ট) এক সাধারণ অধিবেশনে প্রধান-মন্ত্রী ফারুকী ডেপুটিদের জানান যে, সন্তোষজনকভাবে আলোচনা চলিতেছে এবং পরিস্থিতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে। তিনি আশা করেন যে, দুই-এক দিনের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে।

বেসামরিক সোভিয়েট গরিলাদের প্রশংসনীয় তৎপরতা

জার্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত বেসারাবিয়া প্রদেশে সোভিয়েট গরিলা যোদ্ধাদের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রামের সংবাদ সোভিয়েট এশতেহারে বর্ণিত হইয়াছে। সোভিয়েট গরিলা যোদ্ধাগণ অসীম সাহসের সহিত শত্রুর ঘাঁটিগুলি উড়াইয়া দিয়া এবং ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া শত্রু সৈন্যদিগকে এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণগুলি ধ্বংস করিতেছে।

আগষ্ট মাসে গরিলারা শত্রুর ১৪টী ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, গোলাগুলিপূর্ণ ৩২টা লরি, সমরোপকরণপূর্ণ ৪৪ খানা ওয়াগন এবং ৪০টিরও অধিক পেট্রল ডাম্প বিধ্বস্ত করিয়াছে এবং ৪০০ জন রুমানিয়ান সৈন্য ও অফিসারকে হতাহত করিয়াছে।

শত্রু রেজিমেণ্ট নির্ম্মূল

স্মোলেনস্কের দিকে সোভিয়েট সৈন্যগণ ১৬১ সংখ্যক জার্মাণ ডিভিশনের এক রেজিমেণ্ট পদাতিক নির্ম্মূল করিয়াছে। উক্ত রেজিমেণ্টের মাত্র ৮।১০ জন লোক প্রাণে রক্ষা পাইয়াছে। লুডভীক রথার্ট নামক একজন বন্দীকৃত জার্মাণ অফিসারের মুখে প্রকাশ, পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে অনুরূপ রকম লোকক্ষয়ের ফলে জার্মাণ হাইকম্যাণ্ডও অধিকৃত দেশগুলি হইতে জার্মাণ সৈন্য আনয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই রিজার্ভ সৈন্য দলের অন্তর্ভুক্ত।

বৃটিশ সাবমেরিণের তৎপরতা

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে ৩রা সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে: ভূমধ্যসাগরে এক কনভয় যখন লিবিয়ার উপকূল দিয়া বেনগাজী যাইতেছিল, তখন একটি বৃটিশ সাবমেরিণ উহাকে আক্রমণ করিয়া দুইটি বড় স্কুনার (এক শ্রেণীর জাহাজ) ডুবাইয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত সিসিলির উত্তর পশ্চিমে প্রতিপক্ষের যোগানদার জাহাজসমূহ আক্রান্ত হয়; সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে একটি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। বেনগাজী পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথেও বৃটিশ সাবমেরিণসমূহ কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষের জাহাজসমূহ আক্রান্ত হইয়াছিল।

বাল্টিক সাগরে জার্মাণ নৌবহর

জার্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড অভিমুখী অভিযানের উত্তর পার্শ্ব রক্ষা করিবার জন্য বাল্টিকে জার্মাণ নৌবহর নিযুক্ত আছে। প্রকাশ, তাহারা "পরিকল্পনানুযায়ী সমুদ্রপথে আরও সৈন্য আনিয়াছে; তেমন উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হয় নাই।"

লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথ রক্ষা

লালফৌজের মুখপত্র 'রেড ষ্টার'এ বলা হইয়াছে যে, দিবারাত্রি লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথ রক্ষা করা হইতেছে এবং সোভিয়েট বাহিনী সম্ভবতঃ মধ্যরণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইয়া ২২টি গ্রাম পুনরায় দখল করিয়াছে।

বাল্টিক অঞ্চলে বিরাট বিমান-যুদ্ধ

মধ্য রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, একস্থানে জার্মাণদিগকে তিন মাইল দূরে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাশিয়ানরা তীব্র গোলাবর্ষণের মধ্যে আক্রমণ চালাইতেছে।

বাল্টিক রণক্ষেত্রে বড় রকমের এক বিমান যুদ্ধের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ১০০ শত্রু জার্মাণ বোমারু প্লেন আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, কিন্তু রাশিয়ান জঙ্গী প্লেন, উপকূলরক্ষী বাহিনী ও নৌবাহিনী ইহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। আরও জানা গিয়াছে যে, রাশিয়ান রণপোতসমূহ জার্মাণ বাহিনীর উত্তরাংশে গোলাবর্ষণ করিয়াছিল।

জার্মাণ বাহিনীতে সৈন্য ও অফিসারের অভাব

মস্কো রেডিয়ো মারফতে নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রচারিত হইয়াছে—

জেনারেল ফন ব্রাউখীচ কর্ত্তৃক প্রচারিত এক নির্দ্দেশে পূর্ব্ব রণাঙ্গনে জার্মাণ বাহিনীতে অফিসারদের অত্যধিক অভাবের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

একটি পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈন্যদিগকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ইহাদের যুদ্ধ করিবার মত বিশেষ কোন শক্তিই নাই।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ইলেক্‌ট্রিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌ট্রিক কেৎলি থাকার মত সুবিধে আর কি হতে পারে? চা-খাওয়ার অভ্যাস একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার—কিন্তু সাধারণ কেৎলিতে করে উনোনের গড়ন আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী ফিরে শোবার আগে এক পেয়ালা চা-ই যখন আপনি মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌ট্রিক কেৎলি থাকার সুবিধে কত।

যত রকমে সম্ভব
বাড়ীতে
ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

খুলনা—

গত ১৯৩৯ সালে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত কালাপাড়া গ্রামে একটী পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। গ্রামের সমস্ত যুবকই ইহার সভ্য। বয়স্কদের মধ্যেও দুই-চারি জন এসনে আছেন পরামর্শ-দাতা হিসাবে। এই কেন্দ্রের অধীনে একটি ইয়ং মেন্স ক্লাব রহিয়াছে। ক্লাবের উদ্দেশ্য দেশে শিক্ষা বিস্তার। কালাপাড়া এম, ই, স্কুলটি এই ক্লাবের দ্বারাই সুপরিচালিত। ক্লাবের প্রচেষ্টায় এই স্কুলকে কেন্দ্র করিয়া একটী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। কেন্দ্রে ৫টী গ্রাম। উদ্দেশ্য যা'তে এই কেন্দ্রের একটী ছেলেমেয়েও অশিক্ষিত না থাকে। ক্লাবের সভ্যরা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সময়োপযোগী ফসল ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। ক্লাবেরই প্রচেষ্টায় একটা দালান এই স্কুলের জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে।

মেয়েদের শিক্ষার জন্য গ্রামে একটী উঃ, প্রাঃ স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এযাবত সেটা বিনা সাহায্যেই চলিয়া আসিতেছে। বড়দের শিক্ষার জন্য একটা "Adult Education Centre" খোলা হইয়াছে। গ্রামের যুবকগণই এই কেন্দ্রের শিক্ষক। ২ বৎসরে প্রায় শতকরা ৪০ জন "বড়" নাম স্বাক্ষর করিতে শিখিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে একটী মিনিয়াচ স্কুল স্থাপনের আশা আছে।

ক্লাবের সভ্যদের প্রচেষ্টায় প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা, প্রত্যেক পরবের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক নানা রকম খেলা ধূলা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্লাবের পৃথক গৃহ আছে। ক্লাবের একটা মাঠও আছে। সেখানে সভ্যগণ নানা রকম শরীর-চর্চা করে।

এই ক্লাবের অধীন একটা public library আছে। লাইব্রেরিতে অনেক রকম বই আছে। ক্লাবের সভ্যদের দ্বারা একটা পল্লী-মঙ্গল সমিতিও গঠিত হইয়াছে। তাদের কাজ হইতেছে—(১) গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার করা (এবৎসর প্রায় ৯।১০টা বাগানের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে)। (২) জল নিকাশের ব্যবস্থা (৫টা ড্রেন পরিষ্কার করা হইয়াছে)। (৩) রাস্তা ঘাট (এ বৎসর একটা রাস্তা পাকা ও কয়েকটি রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে। (৪) আর্ত ও পীড়িতের সেবা (১০।১১ জন রোগীকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আরোগ্য করা হইয়াছে)। (৫) নিরাশ্রয় মৃত ব্যক্তির দাফন কাফন। (৬) গ্রামের বেকার-সমস্যা (মাঝে মাঝে সভা-সমিতি করিয়া বেকারদের আয়ের পথ খুঁজে দেওয়া)। (৭) গরীবদের বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও সামান্য কুইনাইন দেওয়ার ব্যবস্থা। (৮) বাড়ী পরীক্ষা (মাঝে মাঝে বাড়ী বাড়ী ঘুরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও গো-পালন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া)। (৯) গ্রাম্য চুরি, ডাকাতি নিবারণ। (১০) মামলা মোকদ্দমা মিটান (৫টী বাজে মামলা নিষ্পত্তি করান হইয়াছে)।

বাখরগঞ্জ—

রত্নপুর ইউনিয়নবাসীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার এলেকাধীন মেদুয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে সম্প্রতি এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মৌঃ কাজি আব্দুল ওয়াজেদ সাহেব বি-এ (প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড) সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় গোরাপাড়া পল্লী-ইউনিয়ন সমিতির তিন জন সভ্য এবং উপস্থিত দুই জন লোক পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। গৌরনদী থানার ২ নং সার্কেলের জুট রেগুলেশন বিভাগীয় সুপারভাইজার অফিসার মৌঃ শরিফ আব্দুল আজিজ সাহেব সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রস্তাব করেন যে, পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই মর্ম্মে সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রতি ইউনিয়নে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৪৮৲ টাকা এবং ক্রমানুয়ে অনূর্দ্ধ সাহায্য করিতে পারেন। "আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনাদের প্রতি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিয়া বার্ষিক অন্ততঃ ৩০০৲ তিন শত টাকা পল্লী-মঙ্গলের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড তহবিল হইতে আদায় করিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে পারেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কেমন করিয়া এই ৩০০৲ টাকা আদায় করিতে পারেন? মনে করুন যে ইউনিয়ন বোর্ডে ২,০০০৲ দুই হাজার টাকা আদায় হয়; তাহা হইতে ১,২০০৲ টাকা চৌকিদারদের বেতনের জন্য ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট ৮০০৲ শত টাকার অন্যূন ৩০০৲ তিন শত টাকা রাস্তা, খাল, বিল প্রভৃতির জন্য খরচ হয়। আপনারা সচ্ছন্দেই সমিতির তরফ হইতে উক্ত খাল, পুষ্করিণী, রাস্তা ইত্যাদি নিজেরা কাটিয়া উক্ত টাকাগুলি আপনাদের সমিতির তহবিলে রাখিয়া বয়স্কদের শিক্ষা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইতে পারেন।" পরিশেষে সভাপতি সাহেব এক দীর্ঘ বক্তৃতায় পল্লী-উন্নয়নের উপকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিলে সভ্যগণ সমবেত স্বরে প্রতি গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছেন।

বগুড়া—

বগুড়া জেলা হইতে গত মে ও জুন মাসের পল্লী-সংগঠনমূলক কার্য্যের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, পল্লী অঞ্চলে এ সম্পর্কে যথেষ্ট কাজ সম্পাদিত হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলের একেবারে অভ্যন্তরে, ১ নং বুলেটিন প্রচার করায় ফলে পল্লীবাসীদের মধ্যে নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগত ভাবে উন্নততভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ জাগরিত হইতেছে।

সম্প্রতি জেলার মধ্যে ২২৬টি পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং ১১টি সমিতি পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীয় উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। গ্রামবাসিগণ সম্প্রতি তাহাদের বাসগৃহের উন্নতি সাধনার্থ খড়ের ঘরের বদলে করোগেটের সিট ও টালি ব্যবহার করিতেছে। বহু জায়গায় জঙ্গল সাফ করা হইয়াছে এবং যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত পুরাতন রাস্তাগুলি মেরামত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল জমিতে পাটের চাষ হইত কিন্তু বর্ত্তমানে ছাঁটাই পড়িয়াছে, সেই সকল স্থানে ইক্ষু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ফসলের চাষ করা হইতেছে। গৃহপালিত পশ্বাদির প্রজনন যাহাতে উন্নতি লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

চন্দনবাইশা, ধুনট, এলাঙ্গি, দুর্গাহাটা, রামেশ্বরপুর, সারিয়াকান্দি, কুতুবপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে শরীর-চর্চা সম্পর্কীয় ব্যবস্থা সংগঠন করা হইয়াছে। উপস্থিত জেলার মাঠগুলি পল্লী অঞ্চলের যুবকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতেছে। গ্রামে গ্রামে ফুটবল খেলা প্রচলিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ খেলাধূলাই পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ পরিচালনা করিয়া থাকে। কতকগুলি ইউনিয়নে হা-ডু-ডু এবং ভলিবল প্রভৃতি গ্রাম্য খেলা হইয়া থাকে।

৫৭৯টি নৈশবিদ্যালয়ের মারফৎ বয়স্ক নিরক্ষরগণকে শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৭৯টি নৈশ-বিদ্যালয় বিশেষ সন্তোষজনক কাজ করিয়াছে। পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ এবং জেলার কতিপয় উদ্যমশীল যুবক গ্রাম্য গ্রন্থাগার এবং নৈশ-বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করিয়াছে। এই সকল গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বগুড়া ও মহীচটোলার বয়ন বিদ্যালয়, সোনাতলার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ধুনটের সরকারপাড়া হোসিয়ারী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কুটির-শিল্প সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। "কোল সিন্ডিকেট কোম্পানী" নামে একটি বিশিষ্ট পল্লী সংগঠন সমিতি একটি বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। উহার ছাত্র সংখ্যা বেশ ভাল এবং উচ্চ শ্রেণীর কাপড় এখানে তৈরী হইয়া থাকে।

রুশীয় রেডিওর অভিনব পন্থা

জার্ম্মাণ প্রচারে ব্যাঘাত

রয়টারের ষ্টকহলমস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

যাহারা জার্ম্মাণ সংবাদের বেতার টেশনের বার্ত্তা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই গত কয়দিন হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ হাই-কমাণ্ডের যুদ্ধ-বিবৃতি প্রচারের পূর্ব্বে তাহার এক অদ্ভুত বাণী-বচন প্রচারিত হইতেছে। জার্ম্মাণ ভাষার অনেক রেডিও প্রচারক গম্ভীর ভাষায় বলে, "জার্ম্মাণ ইতিমধ্যেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-সীমান্ত জার্ম্মাণ সৈন্যদের রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল" ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুইডিশ পররাষ্ট্রসচিবের দপ্তরের অধ্যক্ষ মঃ সেবোরের ধারণা এই যে, রুশীয় বেতার ঘাঁটিই এই প্রচার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছে। জার্ম্মাণ বেতার ঘাঁটি যে ওয়েভ-লেংথে প্রচার করে, এই প্রচারও ঠিক সেই ওয়েভ-লেংথে করা হইয়া থাকে এবং জার্ম্মাণীর প্রচার সূচীতে যখনই কোনও ছেদন থাকে, তখনই এইরূপে জার্ম্মাণ বিরোধী প্রচার করা হয়। জার্ম্মাণ রেডিওও ঘোষণা করিয়াছে যে, ইহা সোভিয়েটের প্রচার ছাড়া আর কিছুই নহে।

ফুটবল ! ফুটবল !!
(ম্যাজিক নং।) (ম্যাজিক নং।)
স র্বো ৎ কৃ ষ্ট
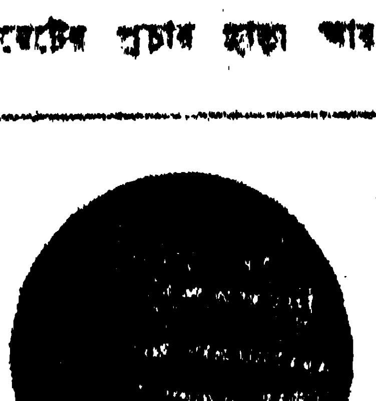
সু পো ষ্ট কে স হ
যোগেন্দ্র চন্দ্র রায় এণ্ড সন্স, লিঃ,
১৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অফিসারদের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। কয়েকটী বাহিনীকে সাময়িকভাবে একটি বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া নূতন অফিসারদের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

আর একটি জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশনের সেনাপতি জানাইয়াছেন যে, "ডিভিশনের মধ্যে ৮০ জনের বেশী অফিসার নাই। কয়েকটী কোম্পানী অফিসার ব্যতিরেকেই যুদ্ধ করিতেছে।"

অন্য একজন কমাণ্ডার তাঁহার বাহিনীতে প্রেরিত রিজার্ভ সৈন্যদের সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইহারা আনাড়ি—জড় পদার্থ বিশেষ। ইহাদের অধিকাংশই যুদ্ধের সময় অগ্রগমন অপেক্ষা নিজের জীবন রক্ষার কথা বেশী চিন্তা করে। এই শ্রেণীর চারি হাজার সৈন্য লইয়া আমার ডিভিশনকে আমি পুরাপুরি ডিভিশন বলিয়া মনে করিতে পারি না।"

মধ্য-রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সৈন্যের অগ্রগতি

মধ্য রণক্ষেত্রে সোভিয়েট সৈন্যগণ অব্যাহত সাফল্যের সহিত বারীর পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। জার্ম্মাণগণ একটার পর একটা ঘাঁটি পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাদপসরণ করিতেছে; তবে বাধা প্রদান করিতেছে প্রচণ্ডবেগে, আর পরিখা-খুংসী কামান আর সাধারণ কামানগুলিও রীতিমত ব্যবহার করিতেছে। স্মিয়েন্ড হইতে অল্প দূরে অবস্থিত একটি গ্রামে প্রায় ১৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। কয়েক রেজিমেণ্ট জার্ম্মাণ সৈন্য নির্ম্মূল হইয়াছে।

লেনিনগ্রাডের নিকটে প্রচণ্ড যুদ্ধ

রয়টারের সংবাদদাতা লেনিনগ্রাড হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর টেলিফোনযোগে জানাইয়াছেন যে, লেনিনগ্রাড রণক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে ভয়াবহ এবং তীব্র সংগ্রাম চলিতেছে। শহর অভিমুখে আরও আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণরা নূতন ঘাটী দখল করিয়া নিজদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর অবিরাম পাল্টা আক্রমণের দরুণ তাহারা নূতন ঘাঁটিতে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইতেছে না।

লেনিনগ্রাডে গোলাবর্ষণ আরম্ভ

জার্ম্মাণ হাই-কমাণ্ডের একখানি এস্তেহারে পূর্ব্ব রণাঙ্গণে সাফল্যজনক অভিযানের উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, "লেনিনগ্রাড পরিবেষ্টনের কার্য্য অগ্রসর হইতেছে এবং জার্ম্মাণ গোলন্দাজ বাহিনী ইতিমধ্যেই শহরের উপর গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।"

জার্ম্মাণদের নীপার নদী অতিক্রমের ব্যর্থ চেষ্টা

৫ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট এস্তেহারের একখানি ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, রণক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি স্থানে জার্ম্মাণ বাহিনী নীপার নদী অতিক্রমের চেষ্টা করিতে গিয়া ভয়াবহরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে শত্রু জাহাজের বিপদ

ভূমধ্যসাগরে একখানি বৃটিশ সাবমেরিণ শত্রুপক্ষের একটী ক্রুজারের উপরে টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বাতেল করিয়াছে বলিয়া ৫ই সেপ্টেম্বর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নৌবিভাগের একখানি এস্তেহারে প্রকাশ, সিসিলী প্রণালীর নিকটে একখানি বৃটিশ সাবমেরিণ একখানি শত্রু নৌবহরের উপর সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৮ ইঞ্চি কামানের আঘাতে সুসজ্জিত ১০,০০০ হাজার টনের একখানি শত্রু জাহাজের উপরে টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং উহার ফলে ক্রুজারখানি গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ইটালীর উপকূলের অদূরে একখানি বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে ২৩,০০০ হাজার টনের একখানি যাত্রীবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

মধ্য-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে একখানি গোলাগুলীর জাহাজ এবং সিসিলির অদূরে একখানি ইটালীর তৈলবাহী জাহাজও নিমজ্জিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ জাহাজ আক্রান্ত

বৃটানীর উপকূলে পাহারায় নিযুক্ত উপকূল-রক্ষী বিমান বাহিনীর অন্তর্গত বোফোর্ট বিমান শত্রুপক্ষের একখানা তৈলবাহী জাহাজ আক্রমণ করে এবং উক্ত বাহিনীর অন্তর্গত অপর একখানা বিমানপোত দ্য-প্যালিসের একটী কারখানায় বোমাবর্ষণ করিয়াছে বলিয়া বিমান দপ্তরের এক এস্তেহারে জানান হইয়াছে।

শত্রুর আরো জাহাজ ডুবি

বৃটিশ নৌ-বিভাগীয় এস্তেহারে প্রকাশ যে, একখানি সাবমেরিণের টর্পেডোর আঘাতে ইটালীর উপকূলে একখানা ২৩,৬৩৮ টনের দক্ষিণগামী যাত্রীবাহী জাহাজকে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আক্রমণের সময় এই জাহাজখানির সঙ্গে আরও দুইখানি যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল। এই ইটালীয়ান জাহাজ সৈন্যবাহী জাহাজ ছিল। সিসিলির নিকটে শত্রুপক্ষীয় কনভয়ের একখানা দক্ষিণগামী তৈলবাহী জাহাজকেও টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস করা হইয়াছে। "একুইটানীয়া" নামক আর একখানা সরবরাহকারী ৪,৯৭১ টনের জাহাজকেও টর্পেডোর আঘাতে তীব্রভাবে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। মধ্য-ভূমধ্যসাগরে আর একখানা সরবরাহকারী ৮,০০০ হাজার টনের জাহাজকেও টর্পেডোর আঘাত করা হইয়াছে এবং সাবমেরিণ কর্ত্তৃক ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

রুশীয় যুদ্ধে স্পেনীয় স্বেচ্ছাসেবক

স্পেনের স্বেচ্ছাসেবকগণের রুশ-জার্ম্মাণ সীমান্ত অতিক্রম করা উপলক্ষে হিটলার জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিকট তারযোগে এক বাণী প্রেরণ করিয়া জয়লাভে নিজের আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, স্পেনের স্বেচ্ছাসেবকগণ এই যুদ্ধে গৌরবলাভ করিবে। প্রত্যুত্তরে জেনারেল ফ্রাঙ্কো এক তার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, স্পেনের অশ্বারোহী বাহিনীতে যাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিয়াছেন। 'বোলশেভিক শত্রুর' বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভে তিনি আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে বৃটিশ বিমান

রোমের বেতারে প্রচার করা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাডের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধে ব্রিটিশ বিমান ব্যবহৃত হইতেছে।

ওডেসার উপর বোমাবর্ষণ

জার্ম্মাণ সরকারী নিউজ এজেন্সি সংবাদ দিতেছে যে জার্ম্মাণ বোমারু বিমানবহর ওডেসা শহর ও পোতাশ্রয়ের উপর এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশনসমূহের উপর বোমাবর্ষণ করে।

পাঁচ শতাধিক জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

বৃহস্পতিবার সামরিক সম্মানে ভূষিত সোভিয়েট বিমান যোদ্ধা 'টিটারেঙ্কো' লেনিনগ্রাড হইতে বেতারে বক্তৃতা করিতে গিয়া ঘোষণা করেন, "প্রতিপক্ষের বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট বৈমানিকগণ ৭৫টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে এবং লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথসমূহের পাঁচ শতাধিক বিমান ধ্বংস হয়। মার্শাল ভরোশিলভ লেনিনগ্রাড রক্ষাকারীদের উদ্দেশ্যে যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে যে কয়জন বক্তা সমগ্র সোভিয়েট-এর নিকট বক্তৃতা করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইহারা ঘোষণা করেন "সোভিয়েট বৈমানিকগণ অধিকতর, সাহস ও শৌর্য্যের সহিত হিটলার ও তাঁহার অনুচরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে। আমরা প্রতিপক্ষকে নৃশংসভাবে ধ্বংস করিব।"

নীপার নদী অতিক্রমের চেষ্টা ব্যর্থ

সর্ব্বশেষ সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, গত তিন দিনের মধ্যে জার্ম্মাণরা চারবার পন্টুন সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নীপার নদী অতিক্রম করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপরন্তু ইহাও বলা হইয়াছে যে, নীপার নৌবহরের একটি জাহাজ একটি সাঁজোয়া ট্রেণের সহযোগিতায় নীপার নদী অতিক্রমের চেষ্টায় প্রবৃত্ত ৩,০০০এর অধিক ফ্যাসিষ্ট সৈন্যকে নিহত করে। দক্ষিণ রণাঙ্গনের উল্লেখ করিয়া ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, ওডেসার চতুর্দ্দিকে সংগ্রামে এত অধিক সংখ্যক জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান আহত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পশ্চাদ্ভাগে স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হইতেছে না।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বৃটেনের কোন স্থানে রক্ষিত একটী বিরাট বিমান-বিধ্বংসী কামান

পল্লীবাসীর ঋণ-সমস্যার মীমাংসা

নানা স্থানে সালিসী বোর্ডের প্রচেষ্টা

কাশীমবাজার সালিসী বোর্ড (মুর্শিদাবাদ)

১/১১-৩৮ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার পশুপতি নাথ দাস। খাতক জামির শেখ দিং। খাতক একখণ্ড দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া কর্জ লয়। পাওনাদারের দাবী ১৭৯৲ একশত উনআশী টাকা। নগদ ২০৲ কুড়ি টাকা ও ।০ পঁাচ কাঠা জমি দিয়া বোর্ড মীমাংসা করিয়া দিয়াছে।

৫/১১-৩৮নং মোকদ্দমা। পাওনাদার বিভূতি ভূষণ সরকার। খাতক ইত্ত শেখ। তমস্থক বাবৎ পাওনাদারের দাবী ৩৩৬৲ তিনশত ছত্রিশ টাকা। বোর্ড এই মোকদ্দমা মাত্র ৪৮৲ আটচল্লিশ টাকায় মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। খাতককে এককালীন টাকা দিতে হইবে।

১৩/৩-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার আবির মণ্ডল। খাতক আমাদি শেখ। তমস্থক বাবৎ পাওনাদারের দাবী ৩৪৯৵৬ পাই। মাত্র ৩০৲ ত্রিশ টাকায় মীমাংসা হইয়াছে। খাতক এককালীন টাকা আদায় দিবে।

১৪/৩-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার চাঁদ শেখ। খাতক এনাদি শেখ। পাওনাদারের দাবী তমস্থক বাবত ২৩৭৷৵৬ পাই। মাত্র ১০৲ দশ টাকায় মীমাংসা হইয়াছে। খাতককে এককালীন আদায় দিতে হইবে।

৩৪/৪-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার বিভূতি ভূষণ সরকার দিং। খাতক দারকেশ দাস। তমস্থক বাবত পাওনাদারের দাবী ৫৯৮৲। মাত্র ১৫৲ পনের টাকায় মীমাংসা হইয়াছে। খাতককে এককালীন টাকা আদায় দিতে হইবে।

৪৬/৪-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার চিত্তরঞ্জন সরকার দিং। খাতক মবতাজ শেখ দিং। পাওনাদারের তমস্থক বাবত নালিশ, দাবী ১২০৲ টাকা। অনেক দিনের কারবার। মাত্র ৪০৲ চল্লিশ টাকায় মীমাংসা, ২ কিস্তিতে খাতককে টাকা শোধ দিতে হইবে।

৪৮/৪-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার গৌরাঙ্গচরণ দাস। খাতক যোগেন্দ্র দাস দিং। তমস্থক বাবত নালিশ। পাওনাদারের দাবী ৩৯৭৲ টাকা। খাতক ২৵০ বিঘা জমি দিয়া অব্যাহতি চায়। পাওনাদার উক্ত জমি লইয়া খাতককে অব্যাহতি দিয়াছে।

৭০/৫-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার কালুরাম শেঠ। খাতক উজির মণ্ডল। পাওনাদারের দাবী ১,৫১৮৷০ আনা। ৩৭৫৲ তিনশত পঁচাত্তর টাকায় মীমাংসা হইয়াছে। ২ কিস্তিতে খাতক টাকা আদায় দিবে।

৯১/৭-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী দিং। খাতক তুলুবালা দাসী। দলিল বাবত পাওনাদারের দাবী ৪২০৲ চারিশত কুড়ি টাকা। মাত্র ৭৫৲ পঁচাত্তর টাকায় মীমাংসা হইয়াছে। ৫ কিস্তিতে খাতককে টাকা আদায় দিতে হইবে।

১০৪/৮-৩৯ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার কালাচাঁদ সাহা। খাতক রাইচাঁদ মণ্ডল। খাতক পাওনাদারের অনুকূলে ২ খানা দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া যথাক্রমে ৮০০৲ ও ৫০০৲ একুনে ১,৩০০৲ তেরশত টাকা কর্জ লয়। পাওনাদারের দাবী ২,৬০০৲ ছাব্বিশ শত টাকা। উক্ত দেনার বাবত পাওনাদার ১১৵০ বিঘা জমির দখল ভোগ দখল করার পর উক্ত জমি খাতক নিজ দখলে রাখে। উক্ত ১১ বিঘা জমির ৫ বৎসরের ফসলের দাম ধরিয়া বোর্ড উপস্থিত ৮৩১৲ আট শত একত্রিশ টাকায় এই দেনা মীমাংসা করে। ১৮ বৎসরে খাতককে এই টাকা আদায় দিতে হইবে।

৯৮/৪-৪০ নং মোকদ্দমা। পাওনাদার বিভূতি ভূষণ সরকার। খাতক এনাতুল শেখ। দলিল বাবত নালিশ।

পাওনাদারের দাবী ২৭৲ দুই শত সাতাশ টাকা। অনেক দিনের কারবার। মাত্র ১৩৲ তের টাকায় এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়াছে। ২ কিস্তিতে খাতককে টাকা আদায় দিতে হইবে।

ভুরুঙ্গামারীর ঋণ-সালিসী বোর্ড (রংপুর)

১৯৪০ সালের ৫৮টি নং মামলায় কাউনিয়া সার্কেলের পাওনাদার ইন্দ চাঁদ বরৈদ, কাজলগাঁর সার্কেলের ইন্দুমতি ঘোষ দিং খাতকের নিকট ৭৪।৪০নং সেটে ডিক্রি অনুযায়ী ৬৮৪৷৵০ আনার দাবী করেন। বোর্ডের চেষ্টায় পাওনাদার নগদ ৩০০৲ টাকা লইয়া খাতকগণকে ঋণমুক্ত করেন।

১৯৪০ সালের ২৯ নং মামলায় কাশীরার সার্কেলের পাওনাদার মহীউদ্দীন দিং ২য় মুঃ আদালতের ২২১৮।৪০ খাঃ ডিক্রি বাবদ ১০০৲ খাজনার দাবী করেন। এই মামলায় খাতক কাশীরার সার্কেলের আজিমন বেওয়া দিং। বোর্ডের চেষ্টায় পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে নগদ ২২৲ টাকা লইয়া বাকী খাজনার দেনা হইতে খাতককে মুক্তি দিয়াছেন।

১৯৪০ সালের ২৮টি মামলায় বিদ্যুদবাট সার্কেলের পাওনাদার উক্ত সার্কেলের খাতক সাবাতুল্লা শেখ দিং এর নিকট খাজনা বাকী বাবদ ৬৭৲ দাবী করে। বোর্ডের চেষ্টায় এই মামলা ৩৪৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। পাওনাদার বক্রি দাবী হইতে খাতককে মুক্তি দেন।

১৯৪০ সালের ৪০টি মামলায় বিদ্যুদবাট সার্কেলের পাওনাদার হাকিম মামুদ দিং উক্ত সার্কেলের খাতক অমৃত শেখের নিকট খাজনার বাবদ ১৪৫৲ দাবী করেন। বোর্ডের চেষ্টায় খাতক নগদ ৩৫৲ টাকা দিলে পাওনাদার বক্রি টাকা হইতে খাতককে ঋণমুক্ত করেন।

বলদায় সার্কেলের হরিকুমার দিং নিকট উক্ত সার্কেলের পাওনাদার ঐক্যমণি দাসী খাতকগণের নিকট খাইখালাস বন্ধক বাবদ দলীলের লিখিত সর্ত্তাবলী অনুযায়ী ৭৫৲ টাকার দাবী করেন। বোর্ডের চেষ্টায় উহা বিনা টাকায় নিষ্পত্তি হয়। পাওনাদার খাতকের নিকট হইতে কোন টাকার দাবী না করিয়া খাতককে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত জমি প্রত্যর্পণ করেন।

সরকারী জন-সেবা সঙ্ঘ

ফরিদপুরের পল্লীতে কর্ম্মতৎপরতা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ১০ নং সেপশাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট ফরিদপুর জেলার ছোট ডাকলা ইউনিয়নের অন্তর্গত চকবরাট গ্রামে গত ১৮ই হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যহ সিনেমা যোগে নানাবিধ বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করে।

উক্ত ইউনিটের কর্মকর্তা মৌলবী মহম্মদ আকরাম আলী খান মজলিশ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দ্রব্যের মূল্য ও বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক চলচ্চিত্রের বিষয়-বস্তু বুঝাইয়া দিয়া সমাগত দর্শকবৃন্দকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার কতিপয় সহকর্মী সমভিব্যাহারে বিভিন্ন পল্লী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পল্লী-উন্নয়ন, জঙ্গল পরিষ্কার, জল নিকাশের ব্যবস্থা, মশার আড্ডাগুলি ভাঙ্গা, আবর্জনা সার প্রস্তুত, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, মৎস্য চাষের সফলতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এক অভিনব জাগরণ আনয়ন করিয়াছেন।

এই ইউনিটের সাহায্য চিকিৎসা বিভাগ হইতে আগন্তুক সর্ব্ব শ্রেণীর রোগীদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

কলিকাতায় কার্ম্মেগী কলেজ

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত

ডাঃ ডি, ই, এরেলসারিয়া নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী এসিষ্টাণ্ট সার্জন এবং আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক কলিকাতায় একটি কার্ম্মেগী কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিগত ১৯৩৮ সনে বাঙলা সরকারের হাতে ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাঙলা সরকার তাঁহার দান গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া একটি কার্ম্মেগী কলেজের পরিকল্পনা রচনা এবং সে সম্পর্কীয় ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য লেঃ কর্ণেল স্যার আর, এন, চোপরা, কে, টি, এম, এ; এম, ডি; এস-সি, ডি (ক্যাণ্টাব); এফ, আর, সি, পি (লণ্ডন); কে, এইচ, পি; আই, এম, এস (অবসর প্রাপ্ত)কে চেয়ারম্যান করিয়া বিশেষজ্ঞগণের একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি ১৩৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন; উহার প্রতি সংখ্যা ১ টাকা মূল্যে খরিদ করিতে পাওয়া যায়। ইহা নানা তথ্যে পরিপূর্ণ এবং এদেশে যাহারা ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভের জন্য উৎসুক, তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। [প্রেস-নোট]

মুর্শিদাবাদ সফরকালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বহরমপুরের অদূরে রাঙ্গামাটির ইউনিয়ন-বোর্ড সোসাইটি-কার্য পরিদর্শন করিতেছেন।

বাঙলার ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়

উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর বিবরণী

ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়কে একটি ভ্রমণশীল আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত ছোট-খাট চক্ষুর হাসপাতাল বলা যাইতে পারে। এই চিকিৎসালয় প্রচার সম্পর্কীত জিনিষপত্র, সিনেমা এবং ম্যাজিক লণ্ঠনও সঙ্গে লইয়া থাকে।

একাধারে প্রতিষেধক এবং আরোগ্যকারক কার্য্য পরিচালনাই ইহার উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার মূল কাজ হইতেছে প্রতিষেধ সম্পর্কীয়। এই ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়ের পরিকল্পনা মিশর হইতে পাওয়া যায়। উক্ত দেশে ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বাঙলা দেশে এই কাজের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে, কিন্তু মূলধনের অভাবে ইহার উন্নতি সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

বাঙলা দেশের অন্ধত্ব নিবারণী সমিতি কর্ত্তৃক গত ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে সর্ব্বপ্রথম ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। গত ১৯৩০ সালের মার্চ্চ মাসে এই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন তখনই ইহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য উক্ত এসোসিয়েশনের কমিটি ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসের পূর্ব্বে প্রথম ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। মহামান্য সম্রাটের রজত জয়ন্তী তহবিল হইতে ১৫,০০০৲ টাকা পাওয়ার ফলে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল এবং প্রথম ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের যথাযোগ্য নামকরণ করা হইয়াছিল "জুবিলি ভ্রাম্যমান ডিস্পেনসারী"। বর্দ্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া জেলার রাস্তা দিয়া যাহাতে উহা চলাচল করিতে পারে, তজ্জন্য এসোসিয়েশন বিশেষ ভাবে একটি মোটর ভ্যান নির্ম্মাণ করিয়া তাহা চিকিৎসার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিয়াছিল।

জুবিলি ডিস্পেনসারি সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত হইল। উহার এত চাহিদা হইল যে পূর্ব্বে যে জেলায় প্রতি তিন মাস করিয়া সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া উক্ত ভ্রমণ সমাধা করিতে পুরা এক বৎসর বেশী সময় লাগিল।

প্রথম ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়ের অভিযান এত বেশী সাফল্যমণ্ডিত হইল এবং স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে উহার চাহিদা এত বৃদ্ধি পাইল যে, উহা খুব দ্রুত অগ্রগতির পথে চলিল। ফলে ১৯৪১ সালের মধ্যে এসোসিয়েশন আরো চারিটি ভ্রাম্যমান দলের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল।

১৯৩৭ সালের আগষ্ট মাসে দ্বিতীয় ডিস্পেনসারী কাজ শুরু করিয়াছে। বাঙলাদেশের বৃহত্তম জেলা ময়মনসিংহে উহার কর্ম্মস্থল বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল, পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ জেলার মত ময়মনসিংহে বিশেষ ভাল রাস্তা নাই। এই অঞ্চলে নদীতেই যাতায়াত হইয়া থাকে। এই কারণে মোটর ভ্যান সকল স্থানে যাইতে পারে না এবং তদনুসারে যন্ত্রপাতির ডিস্পেনসারীকে একটি নৌকার উপর স্থানান্তরিত করা হয়। এই ভাবে যে যে স্থানে উহার যাইবার কথা ছিল তাহার ব্যবস্থা করা হয়। এই ভ্রাম্যমান দলটির কাজও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং যে জেলায় কাজ তিন মাসে শেষ করার কথা ছিল, তাহা সমাধা করিতে পুরা ১৫ মাস সময় লাগে।

স্থানীয় জনসাধারণ কিভাবে ইহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং ইহার কাজের জন্য পল্লী-অঞ্চলে কিরূপ ইহার চাহিদা হইয়াছে, তাহা উক্ত ব্যাপারেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ভারতে 'ছাদ-পাহারার' প্রবর্ত্তন

বিমান আক্রমণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

ভারত সরকার 'ছাদ পাহারা' সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের ট্রেণিং দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বড় বড় কারখানা এবং অফিসের ছাদে এই সকল ছাদ-পাহারাদার মোতায়েন করা হয়। শত্রু বিমান হানা দিতে আসিলে পূর্ব্ব হইতেই ইহারা সে সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এইরূপ পাহারাদার মোতায়েন করার ফলে প্রকৃত আক্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কারখানা এবং অফিসের কাজ চালান যায়। যথেষ্ট সময় থাকিতে যাহাতে দালানের বাসিন্দারা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে পারে, সে বিষয়ে বাসিন্দাদের হুসিয়ার করাই ছাদ পাহারাদারের প্রধান কাজ। প্রত্যেক অফিস বা কারখানা হইতে স্বেচ্ছাসেবক লইয়াই আলাদাভাবে প্রত্যেকটির জন্য ছাদ পাহারাদার দল গঠন করা হইবে।

অক্টোবর মাসেই প্রথম শিক্ষক দলের শিক্ষা আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কয়জন করিয়া শিক্ষার্থীকে এই ট্রেনিং লাভের জন্য পাঠান যাইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষান্তে ইহারা শত্রু বিমান চিনিতে পারে কি না এবং শত্রু ও মিত্রপক্ষীয় বিমানের পার্থক্য ধরিতে পারে কি না, তাহা যাচাই করিবার জন্য একটি পরীক্ষা লওয়া হইবে।

[১ম কলমের শেষ]

নির্দ্ধারিত সময় ৩ মাসের খরচ এসোসিয়েশন বহন করে; বাদবাকি খরচ স্থানীয় চাঁদায় সংগৃহীত হয়।

১৯৪০ সালের মধ্যে এই সকল ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ের চাহিদা বিশেষ রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এই বৎসরই বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১৫,০০০৲ টাকা সাহায্য পাওয়ার ফলে এসোসিয়েশনের কমিটি আরও দুইটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রথম ডিস্পেন্সারীর (জুবিলি) অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, অ্যাম্বুলেন্স ধরণের বৃহদাকার মোটর ভ্যান বাঙলা দেশের মফঃস্বলের রাস্তার কার্য্যোপযোগী নহে। তদনুসারে কমিটি নূতন ডিস্পেন্সারীগুলির জন্য ছোট ছোট ভ্যানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তৃতীয় ভ্রাম্যমান ডিস্পেন্সারী মেদিনীপুর জেলায় এক বৎসরেরও অধিককাল কাজ করিয়াছে। এখানেও যে উহা কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহা এই ব্যাপারেই বুঝা যায় যে ৫।৬ মাসের পর হইতেই ইহার প্রায় সমস্ত ব্যয় স্থানীয় চাঁদা হইতে বহন করা হইয়াছে।

চতুর্থ ডিস্পেনসারী রংপুরে পাঠানো হইয়াছিল। ইহার কাজও বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। রংপুর জেলায় উক্ত ভ্যান নয় মাস কাল কাজ করিয়াছে এবং এখনও সমভাবে কাজ চালাইতেছে।

১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে পঞ্চম ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। উহা মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয় এবং বর্ত্তমানে সেইখানেই কাজ করিতেছে। পঞ্চম ভ্রাম্যমান শাখা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে কমিটি তাহার আসল উদ্দেশ্যকে সফল করিয়াছে। বাঙলা দেশে এই ধরণের কাজের ব্যাপক সুবিধা আছে। ইতিপূর্ব্বে যে সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক, এবং উপযুক্ত মূলধন পাইলে এসোসিয়েশন এই পরিকল্পনা উপকারিতা প্রদেশের সকল অঞ্চলে বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র স্থায়ী চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে এই আবশ্যক না বাড়িতেছে, ততদিন ভ্রাম্যমান চক্ষু চিকিৎসালয়গুলি পল্লী-অঞ্চলের অধিবাসীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিবে, ইহা অনেকের পূর্ব্ব বহু কার্য্যেই প্রতীয়মান হইয়াছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং বিভাগের বিবৃতি

গত ৮ই সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত দ্রব্যের বাজার দর নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

পণ্য।		চলতি দর।
		প্রতি মণ।
আগমার্ক চাকী আটা—		
কাগজের থলিতে ভর্ত্তী	..	৬৷৷৵০
চটের থলিতে ভর্ত্তী	..	৬৷৷৵০
কাপড়ের থলিতে ভর্ত্তী	..	৭৲
স্পেশ্যাল আগমার্ক আটা	..	৬৷৵০
আগমার্ক ঘৃত—		
কিশোর মার্কা	..	.. ৬৭৲
অমৃতভোগ	..	.. ৬৭৲ হইতে ৬৮৲
ওঙ্কার	..	.. ৬৬৲
রাণাপ্রতাপ	..	.. ৫৮৲
শঙ্কর	..	.. ৬৭৲
গীতা	..	.. ৭০৲
শ্রী	..	.. ৭০৲
চাউল—		
বাঁকতুলসী	..	৭৷০ হইতে ৭।/০
পাটনাই	..	৬৷০ হইতে ৭৵০
মোটা	..	৫৷৷১০ হইতে ৫৷৷৵১০
মুরগীর ডিম (শ্রেণীবিভক্ত)—		
		প্রতি কুড়ি।
"এ" শ্রেণী	..	.. ৸৵০
"বি" শ্রেণী	..	.. ৸০
"সি" শ্রেণী	..	.. ৷৷৵০
"ডি" শ্রেণী	..	.. ৷৷০
		প্রতি টাকায়।
দুধ	..	.. ৫ হইতে ৬ সের।
		প্রতি মণ।
আলু	..	.. ৫৷৷০
		প্রতি সের।
আলু	..	৵১০
মৎস্য—		
		প্রতি মণ।
রোহিত	..	২০৲ হইতে ২৫৲
চিংড়ী	..	.. ১০৲
ইলিশ	..	১২৲ হইতে ১৫৲
ফল—		
		প্রতি টাকায়।
আপেল (নৈনিতাল)		১০ হইতে ১২টি।
কমলা (আহমেদনগর)		১০ হইতে ১২টি।
		প্রতি কুড়ি।
নারিকেল (আসাম)		.. ৮৲ হইতে ১০৲
		প্রতি ডজন।
কলা (সিঙ্গাপুরী)		.. ৵১০

পাট	..	ঊর্দ্ধপক্ষে মূল্য।		নিম্নপক্ষে	মূল্য।
		ধুধ।		ধুধ।	
		সের।		সের।	
পাক	..	৭	১১০৲	৫	৮৫৲
বাহির	..	১২	১২৫৲	১০	১০০৲

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষ হইতে ৫১৫,০০০ পাউণ্ডের উপর (২,৪৫৭ মণ) বিড়ি তৈয়ার উপাদান রপ্তানি করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার জের]

স্টালিনগ্রাডের নিকটস্থ একটি শহরের পতন

জার্মাণরা স্টালিনগ্রাডের ২৫ মাইল পূর্ব দিকে ল্যাডোগা হ্রদের তীরবর্তী স্লু্সেলবুর্গ দখল করার দাবী করিয়াছে। ৮ই সেপ্টেম্বর বিপ্রহরে প্রকাশিত সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট কসাক বাহিনীর একটি দল কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করার ফলে একজন জার্মাণ জেনারেল নিহত হইয়াছেন এবং একটি জার্মাণ ব্যাটালিয়ন পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের ১,২০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে ও একটি ট্যাঙ্ক হেডকোয়ার্টার্স অধিকৃত হইয়াছে। প্রতিপক্ষের পাঁচ শত সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

লেনিনগ্রাডের যোগসূত্র ছিন্ন করার দাবী

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে একটি বিশেষ ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্মাণ বিমান বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট পদাতিক ডিভিসনসমূহ লেনিনগ্রাডের পূর্ব দিকবর্তী নেভার পৌঁছিয়াছে এবং ল্যাডোগা হ্রদের তীরবর্তী স্লু্সেলবুর্গ দখল করিয়াছে। জার্মাণরা এই দাবী করিয়াছে যে, এতদ্দ্বারা লেনিনগ্রাড পরিবেষ্টন করা কার্য্য সম্পূর্ণ হইল এবং স্থলপথে লেনিনগ্রাড সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইল।

ফিনিশ বাহিনীর অগ্রগতির কথা

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মাণ হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে সোভিয়েট-জার্মাণ যুদ্ধ সম্পর্কে শুধু এই দাবী করা হইয়াছে যে, ল্যাডোগা রণক্ষেত্রে অভিযানকারী ফিনিশবাহিনী স্ভির নদীতীরে পৌঁছিয়াছে। স্ভির নদী ওনেগা হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে ল্যাডোগা হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব্ব-কোণের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। সমর সমালোচক "এমানিষ্ট" বলিতেছেন যে, ফিনিশবাহিনী ওনেগা ও ল্যাডোগা হ্রদের মধ্যবর্তী স্ভির নদীতীরে পৌঁছিয়াছে বলিয়া ফিনিশ ও জার্মাণ হাইকমাণ্ডের ইস্তাহারে দাবী করায় সোভিয়েট উত্তর ও পশ্চিম রাশিয়ার মধ্যবর্তী দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ পথ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হইতেছে শ্বেতসাগর ও পশ্চিম রাশিয়ার মধ্যবর্তী প্রধান জল পথ ষ্টালিন ক্যানেল এবং মুরমান্স্ক হইতে দক্ষিণ দিকগামী রেলপথ। এরূপ অনুমিত হয় যে, অনুমান চারদিন পূর্ব্বে ফিনিশ সৈন্যদল ওনেগা হ্রদের পূর্ব্ব তীরবর্তী পেট্রোভোস্ক অভিমুখে অভিযান সুরু করে; কিন্তু উহা অধিকৃত হয় নাই। ইহা অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে, ফিনদের স্ভির নদীতীরে পৌঁছানোর দাবী সত্য হইলে রাশিয়ানরা ওনেগা ও ল্যাডোগা হ্রদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে তাহাদের ব্যূহ অপসারিত করিয়াছে।

১,৫০০ জার্মাণ সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট সৈন্য ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, গুরুত্বপূর্ণ রণ পাল্টা আক্রমণে জার্মাণদের ১,৫০০ সৈন্য হতাহত হয়।

বলা হইয়াছে, "কেন্দ্রীয় রণাঙ্গনের কোন এক অংশে কমরেড সোলোভ-এর সৈন্যদল প্রবল যুদ্ধের পর ফাসিষ্টগণকে অনেক দূর হটাইয়া দেয়। এই সৈন্যদল তিনটি জন-অধ্যুষিত অঞ্চল ও দুইটি টিলা দখল করে। এই দলের হাইকেলের কেন্দ্রীভূত গুলীবর্ষণে চারটি শত্রু-বিমান ভূপাতিত হয়। ৫০টি মেশিনগান ঘাঁটি, ৭টি গোলাবারুদ গাড়ী, ৬টি ট্যাঙ্ক, ১৭টি মর্টার নিক্ষেপকারী, এবং ৪টি দূরপাল্লার কামানসহ ১৫টি কামান ধ্বংস করা হয়। শত্রুর অন্ততঃপক্ষে ১,৫০০ সৈন্য ও অফিসার হতাহত হয়।"

[দ্বিতীয় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

মসলা ও আটার সর্বোচ্চ দর

কলিকাতা ও শহরতলী সম্পর্কে নির্দেশ

বিগত ১৯৩৯ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তির (যাহা ১৯৪০ সনের ১১ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল) সংশোধন হিসাবে নিম্নোক্ত দ্রব্যাদির পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের সর্ব্বোচ্চ দর নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতেছে। কলিকাতা ও শহরতলীতে উহা অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে:—

দ্রব্যের নাম।		পাইকারী দর। প্রতি মণ।	খুচরা দর।
গম	..	৫॥০	..
ময়দা (পুরুষালী ৩ নং)		৭॥০	৵১
আটা (ডি)	..	৬৲	৵৩
করাচী ময়দা	..	৬॥০	৵৯
চাকি আটা	..	..	৵৭

(প্রেস-নোট)

সরবরাহ বিভাগের পুনর্গঠন

ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের বিলোপ

১৯৪১ সালের ১লা আগষ্ট হইতে যুদ্ধ চলাকালীন ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগের ক্রয় শাখা নামক একটি নূতন শাখা গঠিত হইয়াছে। যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন পর্য্যন্ত কন্ট্রাক্টস্ ডাইরেক্টোরেট এবং ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ইহাদের স্থলেই নূতন শাখাটি গঠন করা হইয়াছে। ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্টের চীফ্ কণ্ট্রোলার ও ডেপুটি কণ্ট্রোলার এবং কণ্ট্রাক্টস্ ডাইরেক্টোরেটের ডাইরেক্টার ও ডেপুটি ডাইরেক্টারের পদ আপাততঃ অপূর্ণ রাখা হইবে। ইহার স্থলে সরবরাহ (সাপ্লাই) ও যুদ্ধ সামগ্রী (এমিউনিশন) উভয়ের জন্যই একজন করিয়া চীফ্ কণ্ট্রোলার ও একজন করিয়া ডেপুটি চীফ্ কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে।

সরকারী শিল্প-মিউজিয়ম

"পূজা-বাজার" প্রদর্শনীর আয়োজন

বাঙলা সরকারের শিল্প মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষগণ মিউজিয়ম গৃহে "পূজা-বাজারের" আয়োজন করিতেছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকিবে। এখানে প্রধানতঃ কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যের সমাবেশ হইবে।

(১) তুলা ও রেশমজাত বস্ত্র ও হোসিয়ারী দ্রব্য, (২) প্রসাধন দ্রব্য, (৩) সূত্র ও চর্ম্ম-নির্ম্মিত অন্যান্য সৌখিন দ্রব্য এবং (৪) খেলনা প্রভৃতি কুটীর শিল্পজাত সামগ্রী প্রদর্শিত হইবে।

বিনা ভাড়ায় দোকান খোলা ও দ্রব্য বিক্রয় হইতে পারিবে। প্রদর্শনীর প্রচারের যাবতীয় ব্যয় মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ বহন করিবেন।

[প্রথম কলমের জের]

বার্লিনের উপর প্রচণ্ডতম বোমা বর্ষণ

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বৃটিশ বোমারুর একটা অত্যন্ত শক্তিশালী দল বার্লিনের উপর আক্রমণ চালায়। বহুসংখ্যক উগ্র-বিস্ফোরক ও অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষিত হয়। উড়ন্ত চক্রলোকের সর্ব্বত্র মাকড়সার দ্বারা দৃষ্টিগোচর হয়। কীল এবং বার্লিন ব্যতীত জার্মাণীর অন্যান্য স্থানেও আক্রমণ হয়। এই আক্রমণ বার্লিনের উপর বৃটিশ বোমারুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড এবং ১১তম বিমান আক্রমণ। জার্মাণীর উপর সৈন্য বিমানবাহিনার শত শত বৃটিশ বিমান যোগ দেয়। অধিকাংশ বিমান বার্লিন আক্রমণে ব্যাপৃত ছিল। এই সময় বার্লিনের উপর বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা ভারী বোমার কতকগুলি নিক্ষিপ্ত হয়।

বিমান আক্রমণ-সতর্কতা

অগ্নিনির্ব্বাপণ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ

বিমান আক্রমণকালে যাহাতে আগুন ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, তাহার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। আগুন যাহাতে তাড়াতাড়ি নির্ব্বাপিত করা যায়, তজ্জন্য শহর ও উপকণ্ঠের জনসাধারণকে কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সম্পর্কে জরুরী অবস্থা বিধির ৫১বি ধারার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। ইহাতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যে-কোন পুলিশ কর্মচারী বা গভর্ণমেণ্ট হইতে এই সম্পর্কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অগ্নিনির্ব্বাপণ ও অগ্নিসন্ধান কার্য্যে যে-কোন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে সরকারী অনুমোদিত লোকদিগকে অগ্নিনির্ব্বাপণ ও অগ্নিসন্ধান কার্য্যে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিবার সমস্ত সুবিধা দিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এই কথা বিশেষভাবে জানাইতেছেন যে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর কোন লোক যদি তাহার বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে যাহাতে কর্তৃপক্ষ তাহার বাড়ীতে সহজে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া তাহার কর্তব্য। বাড়ীতে কোন লোক না থাকিলেও তালাবদ্ধ বাড়ীতে আগুন লাগিলে ঐ আগুন নিবাইবার জন্য এবং পার্শ্ববর্তী বাড়ীগুলিতে উহার বিস্তার বন্ধ করিবার জন্য পুলিশ অথবা সরকার হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তালা ভাঙিয়া ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন। যে সমস্ত লোক বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে ওয়ার্ডেনগণ তাহাদের চাবী লইবার জন্য দায়ী না হইলেও জানান যাইতেছে যে, খালি বাড়ীর মালিকদের নিজের সুবিধার জন্যই নিকটস্থ কোন প্রতিবেশী বা ওয়ার্ডেনের নিকট তাহাদের চাবী রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত হইবে।

[প্রেস-নোট]

বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইন।

বিক্রয়ের জন্য মফঃস্বলে প্রেরিত

জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য বেঙ্গল ফাইনান্স ট্যাক্স (বিক্রয়কর), ১৯৪১, বেঙ্গল মোটর স্পিরিট বিক্রয়কর আইন এবং উহাদের খসড়া নিয়মাবলীর পুস্তক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে উহা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

(প্রেস-নোট)

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এ আর পৌর ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।

২। এয়ার রেইড—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১$\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে জনসাধারণের বি, এ/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এয়ার রেইড, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১$\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ, ৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর, সেল্‌স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা এবং কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

*ডাকমাশুল।

বেভিন শিক্ষা-পরিকল্পনা

শীঘ্রই তৃতীয় দলের নির্ব্বাচন

বেভিন শিক্ষার্থীদের প্রথম দল কয় মাস হয় বিলাতে পৌঁছিয়াছে। উহাদের শিক্ষা যথাযথভাবেই অগ্রসর হইতেছে। উহাদের নির্ব্বাচন উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিলাতের শ্রম-মন্ত্রী বিভাগ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ হয়, ভারতবর্ষ হইতে বেভিন শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দলও নিরাপদে উহাদের পৌঁছিয়াছে। সম্প্রতি ন্যাশন্যাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুন্যালগুলিকে শিক্ষার্থীদের তৃতীয় দল নির্ব্বাচন করিতে বলা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ বৃদ্ধি এবং ব্রিটেনের শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় সহযোগিতার আদর্শ ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন নীতির উপকারিতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অবহিত করিবার জন্যই এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত ১৮ বা তদূর্দ্ধ বয়সের যুবকদের বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পূর্ব্বের দুই দলের জন্য ব্যবস্থা করা সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তদনুসারে শিক্ষার্থীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, শিক্ষা কালে শিক্ষার্থীরা আগাগোড়াই মাসিক ১৮ হইতে ২৪৲ টাকা হিসাবে হাত-খরচ পাইবে। বর্ত্তমানে এইরূপ ধার্য্য করা হইয়াছে যে, শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক শিক্ষাতে সাপ্তাহিক ৫৯ শিলিং হিসাবে বেতন পাইবে। উহা হইতে তাহাদের খাওয়া ও বাসা খরচ দিতে হইবে। শিক্ষার্থীরা বিলাতের উপযুক্ত পোষাক, জাহাজে থাকা-কালীন মাসিক ২০৲ টাকা হিসাবে হাত খরচ, জাহাজ বন্দরে অবস্থানকালীন দৈনিক ১৲ টাকা হিসাবে ৭৲ টাকা অবধি ভাতা পাইবে। বিনা ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা আছে। বেভিন দলে যোগদানেচ্ছুদের মধ্যে যাহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা হয়, তাহাদিগকে যাতায়াতের খরচ দেওয়া হয়। বিদেশে যাইবার ছাড়পত্রের খরচও কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ হইতে অনুপস্থিত থাকাকালীন বিবাহিত শিক্ষার্থীদের স্ত্রীদের মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে "বিচ্ছেদ ভাতা" দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহাদের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আছে, তাহাদের জন্য মালিকের দেয় অংশ সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

[২য় কলমে দেখুন]

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অফিস সংস্থাপিত

১৯৪১ সনের ১লা জুলাই হইতে বঙ্গীয় বিক্রয়কর আইনটি বলবৎ হইয়াছে; তবে আগামী ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে যাবতীয় বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য হইবে। ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক এবং উৎপাদনকারীগণকে উক্ত তারিখের পূর্ব্বে নিজ নিজ নাম রেজিষ্টারী করিয়া লইতে হইবে, অন্যথা দণ্ডনীয় হইতে হইবে। দরখাস্ত প্রাপ্তির পর সে-সম্পর্কীত সার্টিফিকেট প্রদান করিতে কমার্শিয়াল ট্যাক্স-অফিসারগণের এক পক্ষ কাল সময়ের আবশ্যক হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। দরখাস্ত প্রাপ্তির ক্রমিক নম্বর অনুসারে উহাদের সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা হইবে, এ-জন্য অনতিবিলম্বে সকলকে দরখাস্ত করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

কোন কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে কোথায় এবং কিভাবে রেজেষ্টরী করিয়া লইতে হইবে, তাহা একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসারের অফিসে চাহিলে উহা বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

কলিকাতা এবং হাওড়ায় নিম্নোক্ত স্থানে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস সংস্থাপিত হইয়াছে:—২৮ বি, পোলক ষ্ট্রীট (হেড কোয়ার্টার), ৭৯, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, ৩৫।১, বিডন ষ্ট্রীট, ৭৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড, ৭৯।১, লোয়ার সার্কুলার রোড, ১২, চাঁদমারী রোড, হাওড়া।

মফঃস্বলে নিম্নোক্ত স্থানে কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিস আছে:—আসানসোল, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, পার্ব্বতীপুর, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর।

(প্রেস-নোট)

[১ম কলমের শেষ]

ইহা ছাড়া ভারত-সরকার এই ব্যবস্থাও করিয়াছেন যে, শিক্ষা কালে শত্রুপক্ষের আক্রমণের ফলে কোনও শিক্ষার্থীর যদি মৃত্যু হয় অথবা সে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তবে ওয়ার্কমেনস্ কম্পেনসেশান (মজুরের ক্ষতিপূরণ) আইনের বলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে, ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহাদের কারখানায় তত্ত্বাবধানকারী শ্রেণীর কাজ অথবা কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকের কাজ পাইবার সম্ভাবনা আছে।

ইরাণে ব্রিটেন ও রাশিয়ার নীতি

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না

টাইমসের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

ইরাণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি, এইরূপ আমরা কখনও মনে করি নাই; ইরাণের সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইরাণকে জার্ম্মাণ ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত করিতে এবং ইরাণ হইতে ক্রমবর্দ্ধমান জার্ম্মাণ প্রভাব দূর করিবার জন্যই মিত্রশক্তিবর্গ ইরাণ অভিযান করিয়াছিল। ইরাণ হইতে জার্ম্মাণ পঞ্চম বাহিনীকে বিতাড়িত করিবার জন্য ব্রিটেন ও রাশিয়া ইরাণ সরকারের নিকট যে অনুরোধ করে, তাহা রক্ষা না করিয়া ইরাণ সরকার অযথা বিলম্ব করিতে থাকায়ই ইরাণের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলতা হেতু বা জার্ম্মাণ সাহায্যের প্রত্যাশায় ইরাণ সরকার যে নীতি অবলম্বন করিতে অস্বীকার করে, ইরাণের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সেই নীতি প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হইবে। ইরাণে মিত্রশক্তিবর্গের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে জার্ম্মাণ প্রভাবের বিলোপ সাধন। এই প্রভাব যাহাতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় এবং যাহাতে ইহার পুনরাবির্ভাবের আর সম্ভাবনা না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইরাণের তৈলখনি অঞ্চল ও পারস্য উপসাগর রক্ষা করিবার জন্য ইরাণের দক্ষিণাঞ্চলে সামরিক-গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিও ব্রিটিশ সৈন্যেরা দখল করিতে পারে। বাকুর তৈলখনি অঞ্চল ও কাস্পিয়ান উপসাগরের পথগুলি পাহারা দিবার জন্য রুশীয় সৈন্যরা ইরাণের উত্তর দিকের ঘাঁটিগুলি দখল করিতে পারে। তবে মধ্য-প্রাচ্যে জার্ম্মাণীর কার্য্যকলাপ দূর হইলেই এই ঘাঁটি হইতে ব্রিটিশ ও রুশীয় সৈন্যদের সরাইয়া লওয়া হইবে। ইরাণ অভিযানের পূর্ব্বেও এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল এবং পুনর্ব্বার এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে। এই সকল ঘাঁটি দখল করা ছাড়া, ইরাণের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রায় হস্তক্ষেপ করাই হইবে না।

তেহরাণের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতাবাসের কি অবস্থা হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। মিত্রশক্তিবর্গ ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা মাত্র ইরাণের প্রকৃত নিরপেক্ষতা চাহে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, তেহরাণে জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতের দপ্তরকে পূর্ব্বের ন্যায় থাকিতে দিলে নিরপেক্ষতার প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এমন রাজ্য নাই যেখানে জার্ম্মাণরা কূটনৈতিক অধিকারের অমর্য্যাদা করে নাই। সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূতাবাসগুলিকে জার্ম্মাণীর পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি ও প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

মুর্শীদাবাদে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর মুর্শীদাবাদ জেলার সফরে গমন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, কাঁঠালবাগানে গভর্ণর বাহাদুর স্থানীয় সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিতেছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

তব্রুকের অতুলনীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা

অষ্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় ও ইংরাজ সৈন্যদের অনমনীয় দৃঢ়তা

[অ্যালান, এ, মিকে প্রদত্ত বেতার-বক্তৃতা]

তব্রুকে যে বৃটিশ বাহিনী রহিয়াছে, লর্ড হ হ তাহাদিগকে ঘৃণ্য মরু-মূষিক নাম দিয়াছে। তাহার মতে ইহাদের উদ্ধারের কোন আশা করাই বৃথা। তব্রুক রক্ষার জন্য যে-সকল অষ্ট্রেলিয়ান, ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্য তথায় রাখা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারা লর্ড হ হ প্রদত্ত উপনাম পাওয়ার যোগ্যতা প্রতিপাদনের জন্যই মাটির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা চারি মাস আগের ঘটনা। বৃটিশ বাহিনী এখনও তব্রুকে প্রায় সে-অবস্থায় আছে। তব্রুক পরিত্যাগ করিয়া আসার কোন কথাই তাহারা মনে স্থান দেয় নাই। চক্রশক্তির যাতায়াত এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যাপারে বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য ইচ্ছা করিয়াই তাহাদিগকে তব্রুকে রাখিয়া আসা হয়। কার্য্যেও তাহাই হইয়াছে, কারণ চক্রশক্তির যাত্রা পথে ইহারা ভীষণ অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছে। এই কয়েক সহস্র সৈন্যই ক্ষিপ্র অভিযানে উদ্যত জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বাধীন জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান বাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখে। ইহারাই এখনও জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানদের সমবায়ে গঠিত একটি বিরাট বাহিনীকে উন্মুক্ত এবং ভীষণ উষ্ণ মরু প্রান্তরে প্রায় অচল করিয়া রাখিয়াছে; অথচ নাৎসী সমর নায়কগণের নিকট ইহাদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

মধ্য প্রাচ্যের এই পরিস্থিতির কৈফিয়ৎ হিসাবে হিটলার, রোমস্থিত তাহার বন্ধুপুরুষ ও একেশ্বরের আবোল-তাবোল যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিয়া আমাদের হাসি পায়। উঁহারা নিজেদের লোকজনকে বোকা বানাইতেছে মাত্র; তবে বার্লিনের সংবাদপত্রগুলি একটা মজার গল্প রটাইতেছে। ইহাদের মতে ইটালীয়ানরা তব্রুককে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত শহরে পরিণত করিয়াছিল। আবার ইহাদের কাহারো কাহারও মতে তব্রুক রক্ষার ব্যবস্থা ম্যাজিনো লাইন এমন কি নাৎসীদের নিজস্ব সিগফ্রিড লাইন অপেক্ষা অধিক মজবুত; জার্ম্মাণ জাতির পক্ষে ইহা বিধ্বস্ত করা খুবই কঠিন হইবে বলা যায়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি বেমালুম ভুলিয়া যাইতেছে যে, এক বৎসর পূর্ব্বে বৃটিশ সৈন্যরা মাত্র ৩০ ঘণ্টাসময়ের মধ্যে ইটালীয়ানদের নিকট হইতে তব্রুক ছিনাইয়া লইয়াছিল।

বিগত জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানরা নিশ্চয়ই এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছে যে, তব্রুকের রক্ষণ ব্যবস্থা নয়, বরং আমাদের সৈন্যরা গত ৪ মাস পর্য্যন্ত ইহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ বাহিনী তব্রুকের লৌহ-নির্ম্মিত প্রাচীর ভিতর বসিয়া সময় কাটাইতেছে ইহা কেহ মনে করিবেন না। তব্রুকের আট মাইল দূরে বিস্তীর্ণ জায়গায় রাত্রিকালে উভয় পক্ষের লড়াই চলিয়া থাকে। সুদূর বহুবার্ষিক সেখানে রাত্রিকালে পর্য্যবেক্ষণ নিযুক্ত। এই যুদ্ধের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল পরিচালনায় থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইতেছে। বিগত মহাসমরকালীন পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া এই ক্ষুদ্র বৃটিশ বাহিনীকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য, সৈন্য পাহারা এবং এমন অসমসাহসিকতার কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হইতেছে যে, তজ্জন্য ইহারা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাইবার যোগ্য। অথচ এ-সব কাজ ইহাদের নিকট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, সেজন্য এ-সম্পর্কে বড় বিশেষ কোন আলোচনা করিতেও তাহাদিগকে দেখা যায় না।

বৃটিশরা নাম পাইবার জন্য খুব লালায়িত নয়। জনৈক আমেরিকান সংবাদদাতা হিসাবে আমি তাহাদের একটু প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে চাই। উদাহরণ স্বরূপ আমি মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে সংঘটিত একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি। সংবাদপত্রে আপনারা উহার বিষয় পড়িয়া থাকিবেন।

রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন, একজন কর্পোর্যাল এবং একজন অনিয়মিত সৈন্যকে যথাক্রমে অফিসারগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট একটি রিভলভার, একটি "টমি" গান, একটি ব্রেন গান এবং অল্প কয়টি হাত-বোমা সহ তব্রুকের দক্ষিণ সীমা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে প্রেরণ করা হয়। বৈকালের শেষভাগে ক্যাপ্টেন টেলিফোনে জানাইলেন যে, তাঁহার সম্মুখস্থ ইটালীয়ানদের মধ্যে অত্যন্ত কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। অবিলম্বে তাঁহার সাহায্যার্থ কতিপয় ব্রেন গান বাহক প্রেরিত হইল। কিন্তু ব্রেন গান বাহকগণ তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ৩০ জন ইটালীয়ান উক্ত ঘাঁটি হইতে মাত্র ৩০০ গজ দূরে থাকিয়া ঘাঁটি আক্রমণ করিল। সূর্য্য তখন অস্তমিত প্রায়। ক্যাপ্টেন তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে লইয়া বালির বস্তার আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। আক্রমণকারীদের ৬ জন হাল্কা ওজনের কামান সহ ৭৫ গজের মধ্যে পৌঁছা মাত্রই তিনি গুলী করার আদেশ দিলেন। অল্প কয়েকবার গুলী বর্ষণের পর ব্রেন গান নষ্ট হইয়া গেল। পরক্ষণে "টমি" গানটির সেই দশা হইল। কর্পোর্যাল এবং সৈন্যটি তখন অগ্রবর্ত্তী ইটালীয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়া হাত বোমা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্যাপ্টেন কামান দুইটি দখল করিয়া তোলার জন্য জোর চেষ্টা চালাইতে লাগিয়া গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কামান দুইটি অকেজো হইয়া উঠিল। ব্রেন গানের গোলার আঘাতে অগ্রবর্ত্তী ৬ জন ইটালীয়ান ভূপতিত হইয়া গেল—তাহাদের বন্দুক কামানেরও কোন ক্ষতি হইল না। "টমি" গান অবশিষ্ট ইটালীয়ানদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ৫ মিনিট পর ব্রেন গান বাহকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায় যে, ঘাঁটির ৩ জন লোক ১৮ জন ইটালীয়ানকে যমের ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছে এবং অবশিষ্টরাও আহত।

আফ্রিকার বিরাট অভিযানের ইহা একটি খণ্ড ঘটনা মাত্র। এইরূপ খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপায়িত হইয়া তব্রুকের স্মৃতি সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটিশ সামরিক ইতিহাসে তব্রুকের গুরুত্ব একারণেই এত বেশী। তব্রুকের অধিবাসীরা অবরুদ্ধ অবস্থার দিন যাপন করিতেছে না। রাজকীয় নৌ-বহর সে-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। তব্রুক রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদিগকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে। উপরন্তু যখনই যাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, তাহাকে কিছুদিনের ছুটি ভোগের জন্য তব্রুক হইতে লইয়া আসা হয়। অবশিষ্ট সৈন্যরা প্রায় সমুদ্রতীরে ছাউনি ফেলিয়া ছুটির দিনগুলি আমোদ-প্রমোদে কাটাইয়া থাকে।

তব্রুকে কতকটা স্বাভাবিকভাবেই সকলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। পুরোপুরি না বলিয়া কতকটা বলার অর্থ এই যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে স্থানে ২০-৩০ বার বিমান আক্রমণ চলে, সে স্থানে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে দিন কাটাইতে পারা যায় না; কিছু অসুবিধা হইতে বাধ্য। মুসোলিনীর বাহিনীর অবস্থিত হইলেও নাৎসীরা যে-ভাবে তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছে, তব্রুকও ঠিক মধ্য-প্রাচ্যে নাৎসী দুষ্টচক্রীদের অনুরূপভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। গত ৪ মাসে সুদক্ষ ইহাকে ১০০০ বার বিমানাক্রান্ত হইতে হইয়াছে। এমন একটিও বাড়ী নাই যে-বাড়ীতে যুদ্ধের কোন নিদর্শন পাওয়া যাইবে না। তব্রুক রক্ষাকারীদের মধ্যে কামানের গোলন্দাজদিগকেই সর্ব্বাধিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তাহাদের দিবারাত্র-ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম এক্ষণে সুফল প্রসব করিতেছে। কারণ জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানরা এক্ষণে নিম্ন-মাত্রা বিমানপোত বাদ দিয়া উর্দ্ধ কোণ হইতে বোমাবর্ষণ নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। আজকাল খুব অল্পসংখ্যক জার্ম্মাণ বিমান নজরে পড়ে। সাধারণতঃ আক্রমণের পুরোভাগে জনৈক জার্ম্মাণ বিমান-চালক থাকে। তাহার পশ্চাতে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকে ইটালীয়ান বিমানপোত। জার্ম্মাণ বিমান-চালক আক্রমণকারীদের নেতা হিসাবে স্ট্রীমাত্রা বিমানপোতের সারি হইতে কয়েক ফিট উচ্চে

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

ছুটী

শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে অফিস ও ছাপাখানা বন্ধ থাকিবে বিধায় আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর ও ৬ই অক্টোবর তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

২২শে সেপ্টেম্বর—১৯৪১

প্রাচ্যে নাৎসী ষড়যন্ত্র

দুই বৎসরের ঊর্দ্ধকাল হইল পৃথিবীর বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; অথচ আজ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির একখানা বোমারু বিমানপোতও ভারতের ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারে নাই—জার্ম্মাণির সর্ব্ব-বিধ্বংসী কামানের একটি গোলাও ভারতের বুকে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত কাটিতে পারে নাই। অধিকন্তু গত মহাসমরের সময় "এমডেন্" নামক জার্ম্মাণ রণপোতখানি ভারতের উপকূলে যে-ভাবে হানা দিতে পারিয়াছিল, এবারকার যুদ্ধে উহার কোন পুনরাবৃত্তি হইতে পারে নাই। পোল্যাণ্ডের ১০,০০০ বেসামরিক অধিবাসীর প্রাণ গেল, জার্ম্মাণ ইউবোট অধ্যক্ষের নৌ-বিবরণী পুস্তকের পৃষ্ঠা পূরণের জন্য আটলাণ্টিকের বুকে কত বালক-বালিকার সমাধি রচিত হইল, ইউরোপের কত অরক্ষিত নগর-নগরীর উপর দিয়া মৃত্যুর রথচক্র চলিয়া যাইতেছে, কত নরনারী সামান্য করুণার জন্য মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে এবং যে-সময় হত্যা ও পাশবিক অত্যাচারের সাহায্যে চীনের অধিবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা হইতেছে—সে-সময় ভারতবর্ষ তাহার বহির্ব্বাটীর পশ্চাতে নিরাপদে অবস্থান করিতেছে। তাহার বীর সন্তানগণ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতে যাইয়া পররাজ্য আক্রমণকারীদের একজনকে তাহার আফ্রিকার সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। ভারতের পূর্ব্ব-দ্বারটিও তাহার বীর সন্তানগণ অনুরূপভাবে পাহারা দিতেছে।

চক্রশক্তির নানা ষড়যন্ত্র সত্বেও বহিঃসীমান্তে অবস্থিত ঘাঁটি সুদৃঢ় ও অক্ষত আছে, কিন্তু শত্রুরা সুড়ঙ্গের পথ লইয়াছে। প্রহরীদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া ইহারা উক্ত সুড়ঙ্গের পথে দুর্গের মধ্যভাগে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে। ইউরোপে তাহারা ঠিক এই কৌশলে কাজ হাসেল করিয়াছে। শত্রুদের বিশ্বাস, প্রাচ্যে তাহাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার সুবিধা আছে। ইহাতে তাহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছে—বহু সময়োপযোগী কাজ করিয়াছে।

ইরাকে তাহারা বেশী সমর্থক যোগাড় করিতে পারে নাই। একজনকেও ইহা বলা যায়, একটি রাষ্ট্র ধ্বংসের জন্য যে-পরিমাণ সমর্থনের প্রয়োজন হয়, তাহারা ততটুকু পাইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে বৃটেন তথায় উপস্থিত হইল। বৃটেনের এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গত এবং সময়োচিত হইয়াছে কি না, তাহা ভারতীয় সৈন্যরা খুব জ্ঞাত করিয়া জানে।

ইরাকের প্রধান মিত্রের ও বিদ্রোহীদের প্রবল সমর্থন যোগাইবার জন্য সিরিয়ার বিমানঘাঁটিগুলি হইতে নাৎসী শকুনির দল আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। এ স্থান হইতে নাৎসী গুপ্তচর সিরিয়ার সর্ব্বত্র এবং ইরাণে ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতে আরম্ভ করে। সিরিয়ার আকাশ গর্জিয়া উঠিল, ফলে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণ গেল। তিন দিন সংগ্রামের পর ইরাণে নাৎসী ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটিত হয়; তাহা না হইলে জার্ম্মাণ বোমারুগুলি সরাসরি ভারতের বুকে আসিয়া নামিত।

নাৎসী ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি স্থান বিধ্বস্ত না হওয়া অবধি বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে। যদিও আপাততঃ উহা ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য উহার বিলোপ সাধন করিতেই হইবে। এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। ভারতের বিপদাশঙ্কা ভারতের জন্য অপূর্ব্ব সুযোগ বহন করিয়া আনিয়াছে; কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশে দলাদলি আরম্ভ হইলে হিটলারের সুবিধা হয়, তিনি এবং তাঁহার দলবল একথা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কারণ তাহারা জানে দলাদলির মধ্যেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ইঙ্গিত থাকে। দলাদলি ও আত্মকলহযুক্ত দেশে তাহাদের যাত্রাপথ অত্যন্ত দুর্গম ও বন্ধুর হয়। একতা হিটলারী মতবাদের প্রধান অন্তরায়, অনৈক্য উহার সহায়ক। যদি সে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতও একদিন তাহার সমবেত শক্তি লইয়া পৃথিবীর $\frac{3}{8}$ অংশের সহিত একযোগে হিটলারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে। সে দিন হিটলারের নাম শুনিলে ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইবে এবং পৃথিবী রাহু মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯(১) ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রাপ্তি

বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ (১) ধারার (খ) উপ-ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের জন্য নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অধিকার দিয়াছেন:—

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার বালিয়াজুড়ি, জিওনপুর ও সিংজুড়ি।

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বজ্রযোগিনী, শতাব্দী, বোয়াকান্দি, চরশিলাইধারা, মধুনিয়া, আড়িয়ল-আউটশাহী, দীঘির, ইছাপুরা, শেখরনগর-বাড়ৈখালি, বাগড়া হলদিয়া-মেদিনীমণ্ডল, বজ্রভঙলি, কাদুয়া-বাহার, চাকেরচর, ভাবেরচর, গুয়াগাছিয়া, ইমামপুর এবং বালুয়াকান্দা।

ত্রিপুরা জেলার সদর-উত্তর মহকুমার শাহাবাবাদ।

হুগলী সদর মহকুমার—পাঁচপুর, খেজুড়দহ-বেলমী, পোলুয়া ও মাদপুর।

হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার তিরোল, আড়ান্দী, মধুবাটী, গোঘাট, বালাকুল, রাজহাটী ও পোলু।

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার দৈবজ্ঞহাটি, বহলাজর, গোপালপুর, বাহিরদিয়া-মানসা, মূলঘর, সিমান্তবাড়িয়া, বড়বাড়িয়া, কচুয়াহাট, গোপাখালি, সন্তোষপুর, ধুলগ্রাম, কালাতলা, বারুপাড়া, গাজীপুর, চিতলা, বাদিকতলা, পচাদশ, রাধানগর, হাকিমপুর ও বাগানগাছি।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কোন কোন স্থানে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টিপাত কোথাও সাধারণ, কোথাও অতিরিক্ত হইয়াছে। ফসলের রোপণ-কার্য্য চলিতেছে। আমন্ত্রী নৈসর্গিক ফসল কাটা হইতেছে। পশ্চিম-বাঙলার ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। বীরভূম জেলায় ১৪ জন লোক ও ত্রিপুরা জেলায় ১,১৭৮ জন লোক, ৩০শে আগষ্ট তারিখে টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী ও ত্রিপুরা জেলায় যথাক্রমে ১,৪৬৮, ৬,৪০৩, ৩৫৭ ও ১০,৩২২ জন লোক ঐ সময়ে খয়রাতী দান গ্রহণ করিয়াছে।

জার্ম্মানীতে কি অন্তর্বিপ্লব আসন্ন?

(রেঃ উঃ দঃ)

দুই বৎসর হইল হিটলার তাঁহার জাতিকে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছেন। এই দুই বৎসর কাল জার্ম্মাণির জনসাধারণ সম্পর্কে বহু তথ্য জানিবার দিক খুব হইয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণিতে নাৎসীবাদ-বিরোধীর অভাব ছিল না। বহু স্ত্রী পুরুষ এই সর্ব্বনাশী নীতিকে শুধু জার্ম্মাণির পক্ষেই নহে, মানব-সভ্যতার পক্ষেই বিপজ্জনক বলিয়া মনে করিত। ইহারা নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে এবং তাহার ফল স্বরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে; বন্দীশালাগুলিতে বন্দীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে আংশিকভাবে নির্য্যাতন ভয়ে এবং আংশিকভাবে নাৎসীবাদ বিরোধীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব বশতঃ নাৎসী-বিরোধিতা তেমন তীব্র আকার ধারণ করিতে পারে নাই।

যে সমস্ত লোক মনে করিতেন একবার যুদ্ধ বাধিলেই জার্ম্মাণদের মধ্যে যাহারা "ভালো" তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া ডিক্টেটরদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, তাহারা হতাশ হইয়াছেন। বোধ হয় ইহারা স্বদেশ-প্রীতির ক্ষমতার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই স্বদেশ-প্রীতির নিকট আবেদন করিয়াই জার্ম্মাণ প্রচার বিভাগ বিরোধীদের পর্য্যন্ত চুপ করাইয়া দিয়াছে। জার্ম্মাণ প্রচারকেরা জনসাধারণকে বুঝাইয়াছে যে, জার্ম্মাণী বহিঃশত্রুদ্বারা আক্রান্ত এবং এই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের উপরই জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

যুদ্ধ আরম্ভের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্তও জার্ম্মাণদের মনোভাবের কোনও বড় রকম পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। জার্ম্মাণরা শান্তি চাহিতে পারে, কিন্তু যে কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় তাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহারা বিজেতা হইয়া তবে শান্তি চায়। তাহাদের নিকট শান্তির অর্থ সারা জগতে জার্ম্মাণ প্রাধান্য এবং প্রত্যেক জার্ম্মাণের সমৃদ্ধি ভোগের অধিকার লাভ। জার্ম্মাণ সৈন্য ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যতই বিজয় লাভ করিয়াছে, ততই জার্ম্মাণ জনসাধারণের বিপুলজয়জনিত ফল ভোগের লিপ্সা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। মাত্র দুই তিন মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জার্ম্মাণ সৈন্যদের ক্ষমতা বা কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহ করিবারও তাহাদের অবকাশ হয় নাই।

সম্প্রতি এই বিশ্বাসে ব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনীর বোমারু বিমানগুলি যুদ্ধকে জার্ম্মাণ জনসাধারণের নিকট টানিয়া আনিয়াছে। পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ এই বড়াই করিত যে, জার্ম্মাণীর শহরগুলিতে বিমান আক্রমণ সম্ভব নহে। বর্ত্তমানে কিন্তু তাহারা উল্টা সুর ধরিয়াছে। জনসাধারণকে তাহারা এই বলিয়া সতর্ক করিতেছে যে, ব্রিটিশ বিমান আক্রমণ ক্রমেই তীব্রতর হইবার সম্ভাবনা।

ইহা ছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধেও জার্ম্মাণদের সাকাল হইতে হইতেছে। এই যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক, জার্ম্মাণির যে প্রচুর লোক ক্ষয় হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণী যদি এই যুদ্ধে জয় লাভ করিতে সমর্থও হয়, তবু এইখানে যুদ্ধের অবসান হইবে না। অথচ রাশিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করিবার জন্য তাহাকে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে হইতেছে। হিটলারের পক্ষে শুধু যুদ্ধে জয় লাভই যথেষ্ট নহে। তাহার নিজ ইচ্ছামত সর্ত্তে রাশিয়াকে একটা সন্ধিতে রাজী করাইতে না পারা পর্য্যন্ত হিটলারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

সুতরাং হিটলার যদি কোনও শান্তির প্রস্তাব করে, তাহা জার্ম্মাণীর সামরিক ক্ষতির পরিচায়ক হইবে। আধুনিক বাস্তবজী জার্ম্মাণ জনসাধারণের উপর কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা

[পর পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য]

বাঙলাদেশের ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহ

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

১৯৩৯-৪০ সালে বাঙলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কিরূপ কাজ করিয়াছে, তৎসম্পর্কে বিভিন্ন বিভাগের কমিশনারগণের বিবৃতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বাঙলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ৫,০৭২ হইতে ৫,১২৬ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। ৫৪টি নব-প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে ৩৯টি ময়মনসিংহে, ১২টি খুলনায়, ২টি বাখরগঞ্জে এবং ১টি মেদিনীপুরে স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত লাউরকান্দী সার্কেলের অন্তর্গত 'মজাবিরা ব্লক' নামে পরিচিত আটটি ইউনিয়ন ঢাকা জেলায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় পল্লী-স্বায়ত্ত-শাসন আইন সংশোধনের ফলে ভোটাধিকারের ব্যাপকতার জন্য এবং আংশিকভাবে উপরোক্ত নূতন ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ স্থাপিত হওয়ায় ভোটদাতাদিগের সংখ্যা ৪,৮৯২,০০০ হইতে ৫,৯৩৯,৮০৮ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মোট সদস্য সংখ্যা ৪৫,৫৭৬ হইতে ৪৫,৯৯২ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৯,৯৭৫ জন হিন্দু, ২৫,৫৮১ জন মুসলমান এবং বাকি ৪৩৬ জন অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত।

আলোচ্য বর্ষে, যত টাকা লইয়া বৎসর শুরু হইয়াছিল তাহা বাদ দিয়া মোট ১০১ লক্ষ ৩৭ হাজার হইতে ১০৪ লক্ষ ৯৮ হাজার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ইউনিয়ন রেট হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ ৫৪ হাজার হইতে ৮০ লক্ষ ৫৬ হাজার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১০১ লক্ষ ৭৪ হাজার হইতে ১০৩ লক্ষ ৪৬ হাজার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫১ লক্ষ ৫৪ হাজার অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৪৯.৮ ভাগ চৌকিদার ও দফাদারের বেতন, ও পোষাকাদি বাবদ ব্যয় করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে যে মোট ব্যয় হইয়াছে তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা পল্লী-পথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ব্যয় করা হইয়াছিল। এই অর্থের মধ্যে ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মৌলিক কাজের জন্য ব্যয়িত হয়। পানীয় জল সরবরাহ জন্য ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা মৌলিক কাজে খরচ হয়। জল নিকাশ এবং জনস্বাস্থ্য-স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবস্থার জন্য ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৩ লক্ষ ১ হাজার এবং চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়।

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কর্ম্ম প্রচেষ্টা

পল্লী-পথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে মোট খরচ ৭ লক্ষ ৯৪ হাজার হইতে ৮ লক্ষ ৪৯ হাজার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মৌলিক কার্য্যে ২ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় কতিপয় ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের সাহায্যে কতকগুলি নূতন রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি জেলায় বর্ত্তমান রাস্তাগুলি মেরামত করা ব্যতীত ৫০ মাইল দীর্ঘ নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত তারাশ, শাহাজাদপুর এবং আরও কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ড পুরাতন রাস্তাগুলি মেরামত করা ব্যতীত কয়েক মাইল দীর্ঘ নূতন রাস্তাও নির্মাণ করিয়াছে।

পানীয় জল সরবরাহ

আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ পানীয় জলের নিমিত্ত মোট ৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে; গত বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। ব্যয়ের অধিকাংশ অর্থ (অর্থাৎ ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা) মৌলিক কাজে খরচ করা হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ জল সরবরাহের কাজে ৫০,৫৪৪৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিল; গত বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭,৭০৬৲ টাকা, প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমস্ত জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে জল সরবরাহ ব্যাপারে অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করিয়াছে।

ঢাকা বিভাগে ময়মনসিংহ জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ এই ব্যাপারে তাহাদের ব্যয়-বাহুল্য বজায় রাখিয়াছে এবং মৌলিক কাজে ১,৩৭,৪০০৲ টাকা এবং মেরামতি কাজে ৭,৮৮৮৲ টাকা খরচ করিয়াছে।

ইহার পর অন্যান্য যে সকল জেলা জল সরবরাহের কাজে অধিক সংখ্যক অর্থ ব্যয় করিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

ঢাকা	৮৬,০০০৲
ফরিদপুর	৬৩,০০০৲
দিনাজপুর	৫৭,০০০৲
রংপুর	৪৫,০০০৲
ত্রিপুরা	৩৯,০০০৲
পাবনা	৩৮,০০০৲

জনস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যরক্ষা এবং জলনিকাশ ইত্যাদির ব্যাপারে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ মোট ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে; গত বৎসর এই ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বহু ইউনিয়ন বোর্ড স্বাস্থ্য রক্ষা এবং ময়লা পরিষ্কারের ব্যাপারে পূর্ব্বের ন্যায় ব্যয় বাহুল্য বজায় রাখিয়াছিল; তন্মধ্যে নওগাঁ ও নিমিজুড়ির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। [illegible] সম্পর্কীয় ব্যাপারে [illegible] করিয়াছিল। [illegible] ইউনিয়ন বোর্ড ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত [illegible] জন্য [illegible] এবং [illegible] দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত নিজচরগর, [illegible] এবং পার্ব্বতীপুর ইউনিয়ন বোর্ড স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কীয় ব্যাপারে যত্নশীল হইবার জন্য স্যানিটারী বোর্ড সংগঠন করিয়াছিল।

কতিপয় জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তুলনামূলকভাবে জলনিকাশের কাজে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত জেলাসমূহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:—

খুলনা	১২,৫৭৬৲
ফরিদপুর	১০,৮৭২৲
নদীয়া	১০,২৬৯৲

চিকিৎসা সম্পর্কীয় ব্যবস্থা

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ পল্লী অঞ্চলে চিকিৎসা সম্পর্কীয় সাহায্য ব্যাপারে মোট ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে; গত বৎসর উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। গভর্ণমেণ্ট এবং জেলা বোর্ডের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়া নদীয়ার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কালাজ্বরের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে কাজ করিয়াছে। বহু চিকিৎসালয় পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়াছে। তিনটি ইউনিয়ন বোর্ড কর্ণেল নাগের অনুসরণে ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিয়াছে এবং উক্ত ডিস্পেন্সারীগুলি জেলা বোর্ডের নিকট হইতে প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য লাভ করিয়াছে।

রাজশাহী বিভাগে— একমাত্র রাজশাহী জেলা ব্যতীত অন্যান্য জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারে বেশী অর্থ ব্যয় করিয়াছে। রাজশাহীতে বহু ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ডিস্পেন্সারীসমূহ স্থাপিত হইয়াছে এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত আরানীর ডিস্পেন্সারী ও নওগাঁ মহকুমার চারিটি ডিস্পেন্সারী জেলা বোর্ডের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য না লইয়াই স্বাবলম্বীভাবে পরিচালিত হইতেছে। জলপাইগুড়ি জেলায় সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রম ও স্থানীয় চাঁদায় পাঁচটি ডিস্পেন্সারী-ভবন নির্মিত হইয়াছে। পাইবান্ধা মহকুমার পার্শ্ববর্ত্তী ইউনিয়ন বোর্ড সমূহের সাহায্য লইয়া দুইটি ইউনিয়ন বোর্ড দুইটি পৃথক ডিস্পেন্সারী পরিচালনা করিতেছে। বগুড়া জেলায় ১৪টি ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়সমূহ পরিচালিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন বোর্ড জেলা বোর্ড কিম্বা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে; কোন কোন বোর্ড গ্রহণ করে নাই।

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

সহজ নহে, তবে হিটলারের অভ্যুদয়ের পর হইতে জার্মাণ জনসাধারণকে যে সামরিক কঠোরতার মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতে হইতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া না জন্মিয়া যায় না।

জার্মাণির জনসাধারণের উৎসাহভাব এবং অবহিত সত্ত্বেও যুদ্ধজয়ের আশা কোনও বাস্তব উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যুদ্ধ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিফল হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জার্মাণির শক্তি অটুট থাকিবে।

জার্মাণির রাজ্য ও শক্তি লিপ্সার ফলে গত দুই বৎসর ধরিয়া জগতে যে ধ্বংস-লীলা চলিয়াছে, তাহার জন্য জার্মাণ জনসাধারণ কোনও অনুশোচনা বা লজ্জা বোধ করে না। এই অনুশোচনা বা লজ্জা বোধ না থাকা অবধি জার্মাণ জনসাধারণ হিটলারকেই সমর্থন করিতে থাকিবে।

সুতরাং জার্মাণির পক্ষে যে অতর্কিতাক্রমণ করে [illegible] দিবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে জলখাবার

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক ৪৫ হাজার টাকা মঞ্জুর

সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় এবং সিনিয়ার মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের জল খাবারের জন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ৪৫,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ আছে। এই অর্থ বণ্টনের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত নিয়ম-প্রণালী বাঁধিয়া দিয়াছেন:—

(১) সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সিনিয়ার মাদ্রাসার শতকরা ১০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য প্রতিমাসে ।০ আনা হিসাবে ১০ মাস কাল উক্ত সাহায্য দেওয়া হইবে।

(২) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ম্যানেজিং কমিটির সহিত পরামর্শের পর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য হইতে শতকরা ১০ জন নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদের জন্য বিনা মূল্যে জলখাবার মঞ্জুর করিবেন।

(৩) যে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসা অবশিষ্ট শতকরা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক ।০ আনা হিসাবে জল খাবার ফি: বসাইবেন, সে বিদ্যালয় বা মাদ্রাসায় অর্থ সাহায্য করা হইবে। ডিভিশ্যাল ইন্সপেক্টরকে এ ক্ষমতাও দেওয়া হইয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি উপরোক্ত হারের অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

চট্টগ্রামে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন ধাতুর ছাঁট সংগ্রহ কার্য্য

চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ-কমিটি বিগত আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ধাতুর ছাঁট সংগ্রহ করিবার জন্য এক সপ্তাহ কাল উদ্যাপন করিয়াছে। সম্ভবতঃ বাঙলা দেশে ধাতুর ছাঁট সংগ্রহ করিবার ইহাই সঙ্ঘবদ্ধ প্রথম প্রচেষ্টা। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত শেষ প্রেস-নোটে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য ধাতুর ছাঁট সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা বিবিধ। কারণ এই ছাঁট বিক্রয় করিয়া যুদ্ধ সাহায্যের জন্য টাকা পাওয়া যাইবে এবং ব্যবসায় কার্য্যও উহা দ্বারা চলিবে। উহা দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণ ভাল ধাতু যাহা অন্যথায় ব্যবসায়ের কাজে ব্যবহৃত হইত, তাহা যুদ্ধোপকরণ ও গোলা প্রস্তুতকারী কারখানার জন্য পাওয়া যাইবে।

চট্টগ্রামে পাঁচ টনের অধিক পিতল, তামা ও কাঁসা সংগৃহীত হইয়াছে এবং জেলা যুদ্ধ কমিটি এই ছাঁট-দাতা ও সংগ্রহকারীদিগকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। একটি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথচ ব্যাপক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে এবং উহা অতিশয় শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিয়াছে। শহরে যে কাজ হইয়াছে তাহা জেলা যুদ্ধ কমিটির সেক্রেটারী, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ও নাগরিক রক্ষী বাহিনীর কমাণ্ডাণ্ট কর্ত্তৃক গঠিত সাব-কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। শহরটিকে সুবিধামতে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং তাহা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও নাগরিক রক্ষী বাহিনীর ওয়ার্ড কমাণ্ডারের যুগ্ম তত্ত্বাবধানে দেওয়া হইয়াছিল। ধাতুর সংগ্রহ কার্য্য সিভিক-গার্ডগণ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করিয়াছেন এবং উৎসাহের সহিত সুচারুভাবে কাজ সমাধা করিয়াছেন। পল্লী-অঞ্চলে এক একটি চৌকিদারী সার্কেলকে প্রাথমিক অঞ্চল ধরিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সদস্য অথবা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে উহার ভারার্পণ করা হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে নিজ নিজ এলাকার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং সংগৃহীত ছাঁটগুলি সদরে প্রেরণের জন্য থানায় পাঠান হইয়াছিল। পল্লী-অঞ্চলের কতকগুলি স্কুল তাহাদের নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়াছিল এবং ভাল সংগ্রহ কার্য্য করিয়াছিল। অধিকাংশ সংগৃহীত দ্রব্য সদরে পৌঁছিয়াছে এবং দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের সংগৃহীত ছাঁট [illegible] ছাঁটগুলি বাছাই করা হইতেছে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করা হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ [illegible] যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা দেওয়া হইতেছে।

এই ছাঁট সংগ্রহ সপ্তাহের সাফল্য দ্বারা ইহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস করার জন্য যে সমুদয় শক্তি বদ্ধপরিকর, চট্টগ্রাম তাহাদিগকে পূর্ণভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

[illegible] ব্যাণ্ডেজের দাম

সরকারী বিজ্ঞপ্তির সংশোধন

বিগত ১৯৩৯ সনের ২২শে ডিসেম্বর তারিখের সরকারী বিজ্ঞপ্তি ১৯৪০ সনের ১১ই জানুয়ারী তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার সংশোধন হিসাবে [illegible] ব্যাণ্ডেজের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর নিম্নোক্ত হারে নির্দ্দিষ্ট হইল। কলিকাতা ও [illegible] ইহা [illegible] হইবে:—

পাইকারী [illegible] ১০/০ প্রতি [illegible]

খুচরা [illegible]

[illegible] (প্রতি গোট)

মাদারীপুরে শিল্প-প্রদর্শনী

সরকারী শিল্প-বিভাগের উদ্যম

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের উদ্যোগে বহুবিধ শিল্প সম্ভারসহ গত মে মাসে মাদারীপুরে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল।

প্রদর্শনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ কে, আব্দুর রশীদ প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির প্রস্তুত-প্রণালী ও শিল্প-উৎসাহীগণের শিল্প শিক্ষা করিবার সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির মধ্যে যুক্ত রাজবন্দীগণের তৈয়ারি ছুরি, কাঁচি, চিনামাটির চায়ের সরঞ্জামাদি, মূকবধির স্কুলের কাঠের তৈয়ারী খেলনা এবং অন্ধদের স্কুলের বেতের দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ শিল্প প্রদর্শনীতে দেশীয় মাল মসলায় তৈয়ারী কারখানা-জাত দ্রব্য ও কুটির-শিল্পের একত্র সমাবেশ দেখিয়া পল্লীর শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত কৃষক পরিবারের বেকার যুবকদের প্রাণে শিল্প শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মাইবে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা

একটি পল্লী সমিতির উদ্যম

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার অন্তর্গত [illegible] পল্লী-উন্নয়ন সমিতির ব্যয়ে ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সহযোগিতায় একটি কবরস্থান ভরাট করিয়া সুন্দরভাবে বেড়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় ফ্রি প্রাইমারী স্কুলটি ঝড়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সমিতি ইহাও নিজ ব্যয়ে স্বেচ্ছাসেবকগণের চেষ্টায় মেরামত করাইয়া দিয়াছে। সমিতি পরিচালিত দুইটি রজনী বিদ্যালয়ে প্রায় একশত জন ছাত্র রীতিমত উপস্থিত থাকিয়া লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ, বেত ও কর্মকারের কাজ শিক্ষা করিতেছে। সমিতি সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি পাঠাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রায় ৮০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে।

ভারত রক্ষাকল্পে যুদ্ধঘাঁটি

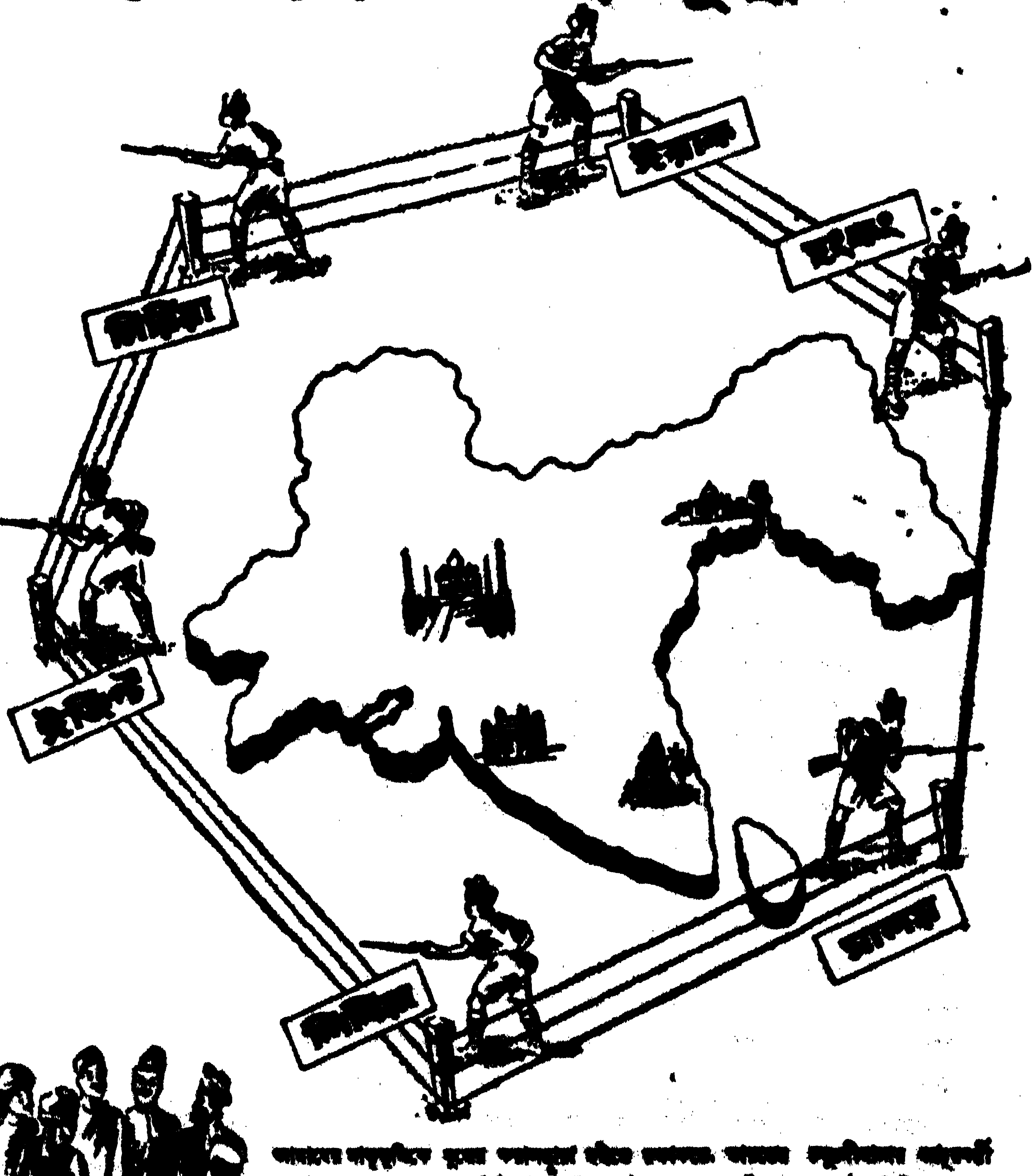

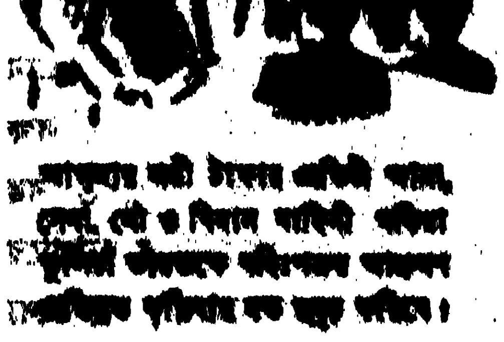

[illegible]

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

বাঙলার মফঃস্বল অঞ্চলে সাহায্য-ব্যবস্থা

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় রাজস্ব-সচিবের বিবৃতি

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপিত কতকগুলি প্রশ্নের জবাবে বাঙলার রাজস্ব-সচিব মাননীয় স্যার বি, পি, সিংহ রায় বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলার কৃষি সম্পর্কীয় দুরবস্থা এবং বাঙলা সরকার সেই ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে যে প্রয়োজনীয় ও তথ্যপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

গত ১৯৪০ সালে পল্লীর অর্থনৈতিক অবস্থার আদৌ উন্নতি হয় নাই বলা চলে। বারিপাত সামঞ্জস্য-হীন ও অপর্য্যাপ্ত ছিল এবং তাহার ফলে বহু জেলার শীতকালীন ফসল খুবই স্বল্প হইয়াছিল, ডিজাইবার জলের অভাবে নিম্ন শ্রেণীর পাট উৎপন্ন হইয়াছিল এবং মজুদ করিবার সুযোগ-সুবিধার অভাবে পাটের দরও কমিয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপের দিকে গিয়াছিল। বীরভূম জেলা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল এবং জেলার তিন ভাগের দুই ভাগকে দুর্গত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছিল। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ২৫.৭৫ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল। কিন্তু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী আট বৎসর বারি-পাতের পরিমাণ ছিল ৪৯.৬১ ইঞ্চি। অক্টোবর মাসে .৩৯ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল; সাধারণতঃ এই সময় ৩.১৮ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। উহার ফলে জেলার একমাত্র ফসল আমন ধান সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত (১) বাঁকুড়া, (২) বর্দ্ধমান ও (৩) মুর্শিদাবাদ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে—দুই একটি জেলা ব্যতীত অধিকাংশই কম-বেশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। বাঁকুড়া জেলায় বারিপাত অপর্য্যাপ্ত ও সামঞ্জস্যহীন ছিল। মোট ৪২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছিল; এই জেলায় সাধারণতঃ ৫৭ ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে। ১৯৪০ সালের জুন ও জুলাই মাসে অপর্য্যাপ্ত বারিপাতের ফলে ফসল লাগান কার্য্যের বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল এবং সেপ্টেম্বর মাসে যথোপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় ধানের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। ইহার ফলে—সাধারণতঃ শীতের ফসল যে পরিমাণে হয়, শতকরা তাহার ৫৮ ভাগ হইয়াছিল মাত্র।

বর্দ্ধমান সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত বারিপাত সাধারণেরও কম ছিল। আগষ্ট মাসে কিছু বৃষ্টি হওয়ায় অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু ধান খুব কম উৎপন্ন হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, অল্প বৃষ্টির ফলে আট আনী পরিমাণ আউস ধান নষ্ট হইয়াছিল। জেলার সকল নাবী জমিতে বিশেষ করিয়া বাগড়ি অঞ্চলে আমন ধান্য রোপণ করা সম্ভবপর হয় নাই।

এই বৎসরের প্রথম ভাগে বহু জেলায় অল্প বৃষ্টির জন্য বোরো ধান বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অকালে প্রবল বারিপাতের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের নীচু জমিসমূহ ডুবিয়া গিয়াছে এবং তজ্জন্য পাটের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কৃষি-খাতক আইন বলবৎ হওয়ায় এবং মহাজনী আইনের কিছু কিছু অদল-বদল হওয়ায় পল্লী-অঞ্চলে ঋণ না পাইয়া জন-সাধারণের দুরবস্থা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অন্যদিকে, পূর্ব্বে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইত উহার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া—কৃষকদিগের লাভ প্রচুর পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। পাটের পরিবর্ত্তে যে ফসলের চাষ হইতেছে তাহাতে পাটের বাজের মত্তো দিন মজুরের তত্তটা চাহিদা নাই বলিয়া পল্লী অঞ্চলে সরকারের নিকট হইতে কর্জ্জের বিনিময়ে সাহায্য প্রাপ্তির দাবী ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

সর্ব্বোপরি গত ২৫শে ও ২৬শে মে প্রচণ্ড ঝটিকার আবির্ভাব, আর সেই সঙ্গে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী এবং ত্রিপুরায় প্রবল বারিপাত। বরিশাল শহর খুব বেশী পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু ভোলার পল্লী-অঞ্চল, পটুয়াখালীর অংশ বিশেষ এবং সদর মহকুমার প্রায় সমস্ত ঝড়ই পড়িয়া গিয়াছে। এই প্রবল ঝটিকার সঙ্গে তেঁতুলিয়া নদীতে বান ডাকিয়াছিল, উক্ত বানের জল শহরে পাঁচ ফুট এবং চরগুলিতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। এই ব্যাপারে হাজার হাজার গো-মহিষাদি বিনষ্ট হইয়াছিল এবং চরঅঞ্চল ও দক্ষিণ শাহাবাজপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বহু লোকের জীবন হানি ঘটিয়াছিল। এই সকল অঞ্চলের অধিক পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কিম্বা জলে ধৌত হইয়া গিয়াছিল। বানের জলে পানীয় জলের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং উক্ত বান কৃষি জমিরও প্রভূত পরিমাণে ক্ষতিসাধন করিয়াছে। সুপারী ও পানের বাগানসমূহও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বিধ্বস্ত অঞ্চলের কোন কোন অংশে আউস ধান বাঁচিয়া গিয়াছে এবং আমন ধান রোপণ করিবারও সময় ছিল।

নোয়াখালী জেলায় দুইটি কারণে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রথম কারণ হইতেছে এপ্রিলের শেষভাগে ও মে মাসের প্রথম ও শেষভাগে প্রবল বারিপাত এবং দ্বিতীয় কারণ ২৫শে ও ২৬শে মের ভীষণ ঝটিকা। উহার ফলে সোনাইমুড়ির দিকে বেগমগঞ্জের উত্তর অঞ্চল একেবারে জলে ডুবিয়া যায়। যে অঞ্চল এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহার পরিমাণ দুইশত বর্গমাইল। এই অঞ্চলের সমস্ত ফসল একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বন্যার জল এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাহাতে চর পাট গাছগুলিকে ডুবাইয়া দিয়াছে, না হয় উহাদের বাড় বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র উচ্চ ভূমিতে আবাদ করা পাটই বাঁচিয়াছে, কিন্তু সেই ধরণের জমি জেলায় খুব কমই আছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, খুব দ্রুতবেগে জল নামিয়া যাইতেছে এবং বর্ত্তমানে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই আমন ধান রোপণ করা সম্ভব হইতে পারে। এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে 'আমন' ধান রোপণ করা সম্ভবপর নহে, সেখানকার অবস্থা আগামী ১৯৪২ সনের জুন মাসের শেষাশেষি কিম্বা জুলাইয়ের প্রথম দিক পর্য্যন্ত বিশেষ শোচনীয় থাকিবে। এই প্রবল ঝটিকায় জেলার পশ্চিম দিকস্থ লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ থানা এবং উত্তরে হাতিয়া, চরজব্বর এবং ফেনী পর্য্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আগাগোড়া প্রায় সমস্ত বৃক্ষ, উদ্ভিদ-ফসল এবং সুপারী গাছ বিনষ্ট হইয়াছে। উহা জনসাধারণের আয়ের বিশেষ পন্থা। বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলটি সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, এখানে বেশ আমন ধান জন্মিয়াছে। চর অঞ্চলের ফসলের অবস্থা এই হিসাবে ভাল বলা যাইতে পারে যে, এখানকার মূল ফসল "রাজাশাইল" ধান তখনও বপন করা হয় নাই।

ফেণী মহকুমায় যদিও ঝটিকায় বিশেষ প্রাবল্য হয় নাই, তথাপি ক্রমাগত বৃষ্টি এবং বন্যার ফলে ফেণীর নীচু অঞ্চল ও ছাগলনাইয়া থানার 'আমন' ধানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

ত্রিপুরা জেলায় অত্যধিক বারিপাত এবং কতক ঝটিকার জন্য জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উহার ফলে নোয়াখালী জেলার সংলগ্ন অঞ্চলে দালান কোঠা ও বৃক্ষ-সমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল। ডাকাতিয়া বাঁধের বে-সরকারী অংশের জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং তজ্জন্য ৫০ বর্গ মাইল পরিমিত জমি জল প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। নোয়াখালী জেলা সংলগ্ন জেলার দক্ষিণ দিকে রেলওয়ে লাইনের দক্ষিণে অবস্থিত হইতে লাকসাম এবং লাকসাম হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের উত্তরে এবং সোনাই-মুড়ি অঞ্চলের যে অবস্থা ত্রিপুরা জেলার পূর্ব্বোক্ত অঞ্চল ঠিক একই ভাবে বন্যা বিধ্বস্ত হইয়াছে। আউস ধান, পাট ও আমন একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শীতকালীন ফসল বপন করিবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অকালে অত্যধিক বারি-পাতের ফলে পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার সদর, টাঙ্গাইল এবং জামালপুর মহকুমায় পাটের বহু ক্ষতি হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, এই অঞ্চলে আউস ধান ভাল এবং আমন ধান সাধারণমত হইয়াছে। কিন্তু কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণার অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক। কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সমগ্র ভাটি অঞ্চলের বোরো ধানের প্রায় বার আনী এবং সমস্ত আমন ধান বিনষ্ট হইয়াছে। এই অঞ্চল প্রায় প্রতি বৎসরই অত্যধিক জল জমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নেত্রকোণা মহকুমায় কালীয়াজুড়ি থানা ব্যতীত আর সমস্ত অঞ্চলেই অত্যধিক জল জমিয়াছে এবং তাহার ফলে শীতকালীন ফসল রোপণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

চট্টগ্রাম জেলায় বৃষ্টির প্রবল বর্ষণ জোয়ারের জলের সহিত মিলিত হইয়া প্রধান প্রধান নদীগুলিতে বন্যার সৃষ্টি করিয়াছিল। দুই এক বারের সাধারণ বন্যার কথা ছাড়িয়া দিলে—নদী উহার গতিপথের পরিবর্ত্তন করিয়াছে, ফলে ছোট ছোট কয়েকটি অঞ্চল একেবারে বালিতে ভর্ত্তী হইয়া গিয়াছে। নিম্ন অঞ্চলের জমির আউস ও আমন ধানের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে। নদীর তীরের কতকগুলি বাড়ী বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে; কোনো ক্ষেত্রে উহা স্থানান্তরিত করিয়া নিরাপদ জায়গায় লইয়া আসা হইয়াছে। আনওয়ারার নিম্ন অঞ্চলের কতকগুলি পুল একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; প্রতি বৎসরই এই ধরণের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বন্যার জল নামিয়া গিয়াছে এবং পরিস্থিতি আমন ধান নূতন করিয়া বপন করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এই আমনই জেলার প্রধান খাদ্য। আশা করা যায় যে, উক্ত ফসল প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হইবে। এতদ্ব্যতীত দৈবদুর্বিপাকে যে সকল জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ফরিদপুর ও রংপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

কৃষি-ঋণ, এককালীন দান এবং কর্জ্জের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান করিয়া দুর্গতদের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহা কিছু প্রয়োজন ও সম্ভব, তাহা সমস্তই করিয়াছেন। কৃষি-ঋণ যাহা যে সকল অঞ্চলে সমবায় বিভাগ কাজ করে না, সেই সকল স্থানে অর্পণ সময়ের জন্য বিশেষ

[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ইঙ্গ-রুশ সর্ত্তে ইরাণ সরকারের সম্মতি

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইরাণ গভর্ণমেণ্ট সমস্ত ইঙ্গ-রুশ সর্ত্ত মানিয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণ, ইটালীয়, রুমানিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান দূতাবাস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং ইরাণে যে সকল জার্ম্মাণ আছে, তাহাদিগকে বৃটিশ ও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করা হইবে।

জার্ম্মাণীর গোপন অস্ত্র

মিঃ চার্চিল বিবৃতি প্রসঙ্গে জার্ম্মাণীর এক অস্ত্র "শব্দভেদী মাইনের" কথা প্রকাশ করেন। এই মাইনে এরূপ ব্যবস্থা আছে যে, জাহাজের শব্দ পাইলেই উহা বিস্ফোরিত হয়।

রুশীয় সৈন্যদলের সাফল্য

সোভিয়েট ইস্তাহারে ৯ই সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে, স্মোলেন্স্ক-এর দিকে স্মোলেন্স্ক নিকটবর্ত্তী শহর ইয়েলনিয়ার জন্য লড়াই ২৬ দিন পরে শেষ হইয়াছে এবং সোভিয়েট সৈন্যেরা ইয়েলনিয়া দখল করিয়াছে। এই যুদ্ধে শত্রুর এস এস ডিভিশন, ১৫ নং পদাতিক ডিভিশন, ১৭ নং মোটরাইজড ডিভিশন, ১০ নং ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ১৩৭ নং অষ্ট্রিয়ান পদাতিক ডিভিশন, ১৭৮নং, ২৯২নং ও ২৬৮নং পদাতিক ডিভিশন বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রুশ সৈন্যদল কর্ত্তৃক ৫০টি গ্রাম পুনর্দখল

রয়টারের মস্কোস্থিত সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন:—"ইয়েলনিয়ায় গুরুতরভাবে পরাজিত হইয়া রুশ জার্ম্মাণ রণাঙ্গনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণ সৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতেছে। রুশ সৈন্যদল পঞ্চাশটিরও বেশী গ্রাম পুনরায় অধিকার করিয়াছে ও তাহারা অপ্রতিহতভাবে জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ইয়েলনিয়ার প্রায় ২০ মাইল দূরে কামানের গর্জ্জন শোনা যাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্যের মৃতদেহ সর্ব্বত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। রাশিয়ানদের অগ্রগতি রোধ করার জন্য জার্ম্মাণগণ দিনের পর দিন নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। কিন্তু রুশ সৈন্যগণ জার্ম্মাণদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়াছে। জার্ম্মাণগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর রণসম্ভারও মজুদ করিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণদের এই সকল হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

রুমানীয় সৈন্যদের অগ্রগতি বন্ধ

ইকয়দের সংবাদে প্রকাশ, নাৎসী সমর সংবাদদাতাগণের প্রেরিত সংবাদানুসারে ওডেসারক্ষী সৈন্যদের পরাক্রমে রুমানীয় সৈন্যদলের অগ্রগতি বন্ধ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ ট্রেনিং জাহাজ ব্রেমসী জলমগ্ন

বৃটিশ নৌবহরের আক্রমণে উত্তর নরউইজিয়ান নরিবায় গোলাবর্ষণ শিকার জার্ম্মাণ ট্রেনিং জাহাজ "ব্রেমসী" (১৪,০০৯ টন) জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ সেনাপতিমণ্ডলীর ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, একখানি বৃটিশ ক্রুজার ও দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার অতর্কিতে ঐ ট্রেনিং জাহাজখানির উপর আক্রমণ চালায়। সামান্য কিছুক্ষণ প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর কয়েকখানি টর্পেডো বোট কর্ত্তৃক ঐ জাহাজখানি জলমগ্ন হয়। উহার কতিপয় নাবিককে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়াও ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংলিশ প্রণালীতে প্রতিপক্ষের বন্দরের আক্রমণ

বিমান দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলিশ প্রণালীতে প্রতিপক্ষের বিশেষভাবে রক্ষণাধীন এক জাহাজশ্রেণীর উপর বৃটিশ টহলদারী জাহাজ আক্রমণ চালায়। তাহাতে প্রতিপক্ষের একখানি (৪,০০৯ টনের) সরবরাহ জাহাজ, আর একখানি ১,৫০০ টনের সরবরাহ জাহাজও সম্ভবতঃ আর একখানি ই-বোট জলমগ্ন হইয়াছে।

চ্যানেলে ও উত্তর সাগরে জার্ম্মাণ জাহাজ আক্রমণ

বিমান বিভাগের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, একটি বৃটিশ জঙ্গী বিমান বেলজিয়ান উপকূলের নিকট শত্রুর এক বিমান-ধ্বংসী কামানবাহী জাহাজ আক্রমণ করিয়া উহাকে সাংঘাতিকভাবে জখম করে; জাহাজটি পথে বিমানবহরের প্লেনের জঙ্গী বিমাননিক্ষিপ্ত বিস্ফোরণে উড়িয়া যায়। চ্যানেলে ছোট ছোট জাহাজগুলিকেও আক্রমণ করা হয়; একটি জাহাজে বোমার আঘাত লাগে, আর একটিও জখম হয়।

শত্রুর অপূরণীয় ক্ষতি

সোভিয়েট এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট ট্যাঙ্কসমূহের আক্রমণে শত্রুর একশতখানা ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, ৪২টী কামান, ১০০টী পরিখাধ্বংসী কামান, ৫৬০ খানা লরী ও মোটর গাড়ী, ২২৫ খানি মোটর সাইকেল, ১৬টী বেতারঘাঁটী বিধ্বস্ত ও তিন ব্যাটালিয়ন অশ্বারোহী সৈন্য ও সাত হাজার পদাতিক সৈন্য নিহত হইয়াছে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর অপ্রতিহত অভিযান

এম. লজোভস্কী জানাইতেছেন যে, ইয়েলনিয়া শহর অধিকার করার পরও মার্শাল টিমোশেঙ্কোর আক্রমণাত্মক অভিযান সমানভাবে চলিতেছে। এম, লজোভস্কী আরও জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণগণ শ্লুসেলবার্গ দখল করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হইতেছে, সে-সম্পর্কে তিনি মধ্যপ্রাচ্যস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার নিকট হইতে কোনও সংবাদ পান নাই।

গোমেল রণাঙ্গনের সংগ্রাম সম্পর্কে তাস-এজেন্সী প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণ মোটরবাহিনী সোভিয়েট সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। রুশ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণে একটী শত্রুপক্ষীয় ডিভিশন ধ্বংস এবং কেবলমাত্র রুশ সৈন্যদের আক্রমণে ৪৭টা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক, ৮টী সাঁজোয়া গাড়ী, ১১টা কামান, ৯৬টী লরী ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়। জার্ম্মাণ মোটরবাহিনীর হেড কোয়ার্টার বিধ্বস্ত এবং ১২ জন ষ্টাফ অফিসার নিহত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে হাজার হাজার শব পড়িয়া রহিয়াছে।

মুরমান্স্কের নিকটে নৌ-সংগ্রাম

বৃটিশ নৌবহর মুরমান্স্কের নিকটে জার্ম্মাণদের একখানা ডেষ্ট্রয়ার, একখানা সশস্ত্র ট্রলার ও আরও একখানা জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

"ব্রেমজে" নামক একখানা জার্ম্মাণ হালকা ক্রুজার ক্ষতিগ্রস্ত এবং যতদূর সম্ভব নিমজ্জিত হইয়াছে। আরও একখানা জার্ম্মাণ জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ওডেসায় ভীষণ দৃশ্যের অবতারণা

ইটালীয় পত্রিকা "আমব্রোসিয়ানোতে" বলা হইয়াছে যে, "ওডেসা এক অত্যন্ত ভীষণ রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ভূমি, জল ও অন্যান্য পতন পথ, বিধ্বস্ত লরী, পরিত্যক্ত কামান ও চলৎশক্তিহীন ট্যাঙ্কে ছাইয়া গিয়াছে। আহতদের আর্ত্তনাদ মেশিনগান ও বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।"

জার্ম্মাণ সংবাদ এজেন্সীর খবরে প্রকাশ, কিয়েভের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এবং দুই ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য উহাতে লিপ্ত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে একটী জার্ম্মাণ ডিভিশন কর্ত্তৃক একটী বড় শহর দখল ও ১২ শত রুশ সৈন্য বন্দী করার দাবী করা হইয়াছে।

ইরাণে জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান গ্রেফতার আরম্ভ

জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ ও সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পারস্যে জার্ম্মাণদিগকে হস্তান্তর করিবার জন্য যে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় মঞ্জুর করিয়াছিল, তাহা উত্তীর্ণ হওয়ায় জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানদের গ্রেফতার করিয়া ইরাণের প্রধান কেন্দ্রে আনয়ন করা হইতেছে।

রুশিয়ায় বৃটেনের জঙ্গীবিমান প্রেরণ

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চার্চিল বৃটেন কর্ত্তৃক রাশিয়াকে শত শত জঙ্গীবিমান প্রেরণের সংবাদ সমর্থন করেন।

ইটালিয়ান জাহাজ নিমজ্জিত

১১ই সেপ্টেম্বরের নৌ-বিভাগের এস্তেহারে বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণে আরও একখানা ইটালীয়ান জাহাজ ডুবির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জাহাজখানার নাম 'মারা'—ইহা ডুবিয়াছে ইজিয়ান সাগরে।

ইটালীতে বৃটীশ বিমানের আক্রমণ

রাজকীয় বিমান বহর উত্তর ইটালীর সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহ আক্রমণ করিয়াছে।

বাত্রি বড় হইতে আরম্ভ করায় গত ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে বৃটিশ বোমারু প্লেনগুলি আবার উত্তর ইটালীতে হানা দিয়াছিল। জানুয়ারীর পর এই প্রথম তিউরিণ, মারঘেরা বন্দর ও ভিনিস বন্দরে বোমাবর্ষিত হইয়াছে।

তিউরিণের রাজকীয় অস্ত্রাগারে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ

জানা গিয়াছে যে, উত্তর ইটালীতে ব্যাপক বিমানহানার সময় তিউরিণের রাজকীয় অস্ত্রাগারের উপর প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়; ফলে কতকগুলি বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়। অনেকগুলি ভারী ভারী বোমারু প্লেন আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল।

ভেলিকীলুকী অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

সরকারী রুশ সংবাদ সরবরাহ এজেন্সী কর্ত্তৃক প্রদত্ত সংবাদে প্রকাশ, ভেলিকীলুকী অঞ্চলে ভয়াবহ সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে ইতিমধ্যেই ২০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য, ৩৪০টী ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।

২। এয়ার রেইড্—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩।* আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সমূহের ফরম নং বি, এস্/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরবের জন্য এয়ার রেইড্স, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্স্ অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
প্রাপ্তব্য।

বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের কার্য্যাবলী

১৯৪০ সনের বার্ষিক রিপোর্ট

"পুলিশ ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বিভাগীয় উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারিগণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যদের সহযোগিতায় কাজ করিয়াছিলেন এবং অপরাধ নিবারণ ও অপরাধিগণকে শায়েস্তা রাখার ব্যাপারে জন-সাধারণ ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত হিসাবে পুলিশের কার্য্যে সময় সময় সাহায্য করিয়াছিল। বহু সংখ্যক গ্রামরক্ষীদল এই ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।"— কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চল ব্যতীত বাঙলার পুলিশ বিভাগের ১৯৪০ সালের কার্য্য বিবরণীতে উপরোক্ত বক্তব্য করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পুলিশ বাহিনীর উচ্চ কার্য্যক্ষমতার এবং নিয়মানুবর্ত্তিতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। কোন আদালত বা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক পুলিশের বিরুদ্ধে কোনরূপ কঠোর মন্তব্য আলোচ্য বর্ষে করা হয় নাই। সাংঘাতিক ধরণের অপরাধের সংখ্যা ১৯৩৯ সনে যেখানে ৪৭,৫৯৭ ছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা কমিয়া ৪৫,০২০ হয়। যেসব অপরাধ ধর্ত্তব্যযোগ্য, তাহার সংখ্যা কমায় স্বভাবতঃই প্রমাণিত হইয়াছে যে, পুলিশ বিভাগ এই দিক দিয়া বেশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিল।

গ্রাম্য পুলিশ

পূর্ব্ব বৎসরে চৌকিদার ও দফাদারের সংখ্যা ৭৪,৫২০ জন ছিল; আলোচ্য বর্ষে এই সংখ্যা ৭৪,৪৮৪ ছিল। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণ অপরাধ নিবারণে কতক সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বারদের সহিত বৈঠক করার ফলে নিম্ন-পদস্থ পুলিশ-কর্ম্মচারিদের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং পুলিশের কার্য্যেও বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারিগণের ত্রৈমাসিক সম্মেলন ও জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগ সভায় অপরাধ নিবারণ, অপরাধীদের দমন সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষ ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচ্য বর্ষে পুলিশের ২৪,৯৯১টি সহযোগ-সভার অনুষ্ঠান হইয়া-ছিল; পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ ২৩,৬৮৮টি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

দাঙ্গা নিবারণ, দাঙ্গাকারী জনতা নিয়ন্ত্রণ বা ডাকাতি নিবারণ করিতে যাইয়া আলোচ্য বর্ষে পুলিশকে ১১টি ক্ষেত্রে গুলী বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনে মাত্র ৩ জায়গায় এরূপক্ষেত্রে গুলী বর্ষণ করিতে হইয়া-ছিল। ঢাকা, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বাখরগঞ্জ জেলায় একবার করিয়া গুলী বর্ষণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল; পক্ষান্তরে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ২৪-পরগণায় দুইবার করিয়া গুলী বর্ষণের প্রয়োজন হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৬,৮৮৬টি গ্রাম্য ডিফেন্স পার্টি ছিল; পূর্ব্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ৭,৩৩৩। এই সব দলের সদস্যগণ নৈশ পাহারার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা নৈশ পাহারার সময় ৩৯২ জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং তন্মধ্যে ১০১ জনকে পুলিশের সাহায্যে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, স্বত্ব বিপ্লবী দলের লোকেরা বিভিন্ন কংগ্রেস-সংগঠনের সুযোগে নিজেদের কার্য্য দেখাবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বাঙলায় ও বাঙলার বাহিরে ভ্রমণ করিয়া নিজেদের দলকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করার প্রয়াস পাইয়াছিল। বাঙলার অধিকাংশ জেলারই স্থানীয় কংগ্রেস-কমিটিতে এই দলের বেশ প্রভাব দেখা গিয়াছে এবং ইহারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দখল করার চেষ্টায় ছিল। ১৯৩৯ সালের মত আলোচ্য বর্ষেও ইহারা ছাত্র-সমাজের মধ্যে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে কতিপয় রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী প্রচার করিয়া সন্ত্রাসবাদ ও বিদ্রোহ সম্পর্কে জনসাধারণকে উত্তেজিত করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি কর্ত্তৃক এই সব পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনী প্রচারিত হইয়াছিল। গুপ্ত সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক দুইটি অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধরণের সমাজতন্ত্রবাদ বাঙলার তরুণদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া-ছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে আন্দোলনে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়াছিল।

অন্যান্য প্রদেশে পুলিশের কার্য্যের ফলে বাঙলাদেশে কমিউনিষ্ট সাহিত্যের প্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু কমিউনিষ্ট সাময়িক পত্রসমূহ বাজেয়াপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে কমিউনিষ্টদলীয় মধ্যে বিক্রয় হইতেছে এবং যদিও অনেক পরিমাণ কমিউনিষ্ট সাহিত্য হস্তগত করা হইয়াছে, তথাপি রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য বিতরণ করাই হইতেছে কমিউনিষ্টদিগের প্রচার-কার্য্যের প্রধান উপায়।

ডাকাতী নিবারণী প্রচেষ্টা

ক্রিমিনাল ইনভেষ্টিগেশন ডিপার্টমেণ্টের ১১ জন ইনস্পেক্টরকে দিনাজপুর, মালদহ ও ঢাকায় ডাকাতি নিবারণ কার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল; তাহাতে ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। এই বিভাগের কর্ম্ম-চারিগণ চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ এবং চব্বিশ-পরগণায় পশ্চিমা ও দেশীয় কতকগুলি ডাকাত দলের কার্য্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিল। একজন ইন্‌স্পেক্টরকে দশজন পর্য্যবেক্ষণ-কারীসহ নিযুক্ত করা হইয়াছিল ঐ সমুদয় ডাকাত দলের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধ করার জন্য। যাহারা কলিকাতা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে গুরুতর অপরাধ সংগঠন করিয়া থাকে এরূপ বহুসংখ্যক বিদেশী অপরাধীর সন্ধান করা হইয়াছিল এবং তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ষোল জন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা হইয়া-ছিল এবং তাহাদের মধ্যে ৯ জনকে ক্রিমিনাল ট্রাইবস আইন, একজনকে গুণ্ডা আইন ও ৬ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঐ-সমুদয় কর্ম্মচারী সংবাদ সংগ্রহ করিত এবং তাহার ফলেই হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ-পরগণায় ডাকাত ধরা পড়িয়াছে।

রিপোর্টের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সংবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:—

গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্র বিভাগের কনষ্টেবলের স্থায়ী ও অস্থায়ী পদে মোট ২,৮৯৪ জনকে নিয়োগ করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১,৪৬১ জন হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের এবং ১,৪৩৩ জন মুসলমান। ২৯১ জন ব্যতীত সকল নিয়োজিত ব্যক্তিই বাঙলার অধিবাসী।

আলোচ্য বর্ষে মোটমরে ২০ জন গ্রাজুয়েট ও ৫৯৭ জন ম্যাট্রিক বা ইণ্টারমিডিয়েট পাশ প্রার্থীকে কনষ্টেবলের পদে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে নদীয়াতে ৩০টি ডাকাতি হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৫৪টি ডাকাতি হইয়াছিল।

মোটর-যানের মোট দুর্ঘটনার সংখ্যা ছিল ১,৪২৫টি; ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ১,১৮৪টি।

আদালতে বিচার্য্য মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ১০০,২৪০টি। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ৪০,২১৭টি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সনে ঐরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ৩৭,১১০টি। পুলিশের নিকট ৬০,০২৩টি মোক-দ্দমার এজাহার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ৬২,০২৮টি।

সত্য বলিয়া যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৮১,২৩৬টির স্থলে ৮১,০৪১টি হইয়াছে।

গত বৎসরের ঘুষখুরি মোকদ্দমা সহ সেসন আদালতে বিচার্য্য মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ১,২৫৫টি, ১৯৩৯ সালে ঐরূপ মোকদ্দমার সংখ্যা ছিল ১,৮৮৭টি। গুরুতর অপরাধের মোট সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৪৭,৫১৭টির স্থলে ৪৫,০১০টি হইয়াছে।

এই প্রদেশে ১৮টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়াছে, ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ছিল ২৩টি।

প্রকৃত ডাকাতির সংখ্যা ছিল ৬১৬টি, ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ছিল ৭১৪টি। এই বৎসরে কোন রাজনৈতিক ডাকাতি হয় নাই। ফরিদপুর ও চট্টগ্রাম জেলায় এক একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে—যাহাতে ভদ্রলোক যুবকগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ডাকাতি করিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে প্রকৃত সিঁদেল চুরির সংখ্যা ছিল ২৫,৮৪৪টি, ১৯৩৯ সনে উহার সংখ্যা ছিল ২৭,৯৮১টি। কাজেই ২,১৩৭টি সিঁদেল চুরি হ্রাস পাইয়াছে। এই হ্রাসপ্রাপ্ত সংখ্যা ১৭টি জেলায় দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃত চুরি মোকদ্দমা হ্রাস পাইয়া ১৫,৭১৪টির স্থলে ১৫,৪৪৪টি দাঁড়াইয়াছে।

গৃহপালিত পশু চুরির সংখ্যা হইয়াছে ৮৬৯টি, ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ১,০৩৭টি।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া যুদ্ধ-তহবিলে দান

ভারতীয় চটকল সমিতির বদান্যতা

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ভারতীয় চটকল সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ ভবসিংহ, এ, এম, ওয়াকার এম, এল, এ-র নিকট নিম্নোক্ত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন:—

ভারতীয় চটকল সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক সম্প্রতি ৩ লক্ষাধিক টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে প্রদান বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহাদের এই বদান্যতার জন্য আপনি তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন। তৃতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রন গঠনে এই অর্থ বিশেষ সাহায্য করিবে এবং যুদ্ধ জয়ে বাঙলার এই দান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রন দুইটি ইতিমধ্যে বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তৃতীয়টিও তাহা করিবে।

কলিকাতার একটি সাবানের প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগকে জানাইয়াছেন যে, আগামী দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত তাহারা ইহার উৎপন্ন সমস্ত দেশের ট্রপিক্যাল কার্বলিকের সমস্ত চাহিদা মিটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করে।

সুতার নির্মাণে ট্রপিক্যাল কার্বলিকের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

লেনিনগ্রাড অঞ্চলের অবস্থা অপরিবর্তিত

লেনিনগ্রাড অঞ্চলের অবস্থার কোনই পরিবর্তন নাই।

পূর্ব রণক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের দক্ষিণে জার্মানগণ গোমেল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণের সমান্তরালভাবে এই আক্রমণ চলিতেছে। একই সময়ে এই দুই আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরিস্থিতি গোলযোগপূর্ণ আকার ধারণ করিয়াছে। কি ঘটিবে, তাহা এখন সঠিকভাবে বলা যায় না; তবে রুশ সৈন্যগণ যদি অগ্রসর হইতে পারে, তাহা হইলে জার্মানদিগকে পশ্চাদপসারণ করিতে হইবে।

বর্তমান যুদ্ধে বিমান ধ্বংসের খতিয়ান

সরকারী তালিকানুযায়ী জানা যায় যে, যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত এক্সিস শক্তিবর্গের ৮,০২২ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। (ইহা ছাড়া রাশিয়া অভিযানে অনুমান চার সহস্র বিমান ধ্বংস হইয়াছে)। বৃটিশ বিমান বাহিনীর ৩,০৮৯টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

হের হিটলারের ঘোষণা

যুদ্ধে শীতকালীন সাহায্যের আবেদন সম্পর্কে জার্মানীর উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক ঘোষণায় ১২ই সেপ্টেম্বর হের হিটলার বলেন, "আমাদের সেনারা এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জার্মান জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। পূর্বে ইহুদী ধনতন্ত্রবাদ ও বলশেভিকবাদ যেমন শুধু জার্মানীর মধ্যে থাকিয়া আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেছিল, এক্ষণে তেমনি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া ব্যাপকভাবে আমাদের বিরুদ্ধতা করিতেছে। নব্য ইউরোপের দুর্নিবার জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মানীকে ধ্বংস করিবার জন্য সর্বোপরি জার্মান জাতিকে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সজ্ঞবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং আজ দুই বৎসর যাবৎ জার্মান সৈনিক তাহার প্রতি রক্তবিন্দু ও জীবন দিয়া আমাদের প্রিয় পিতৃভূমি ও জাতিকে রক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বেতার বক্তৃতায় বলেন, "মূল সত্য" এই যে, "গ্রীয়ার" জাহাজ ইচ্ছাপূর্বক নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে জার্মান সাবমেরিণই প্রথম টর্পেডো ছুড়িয়াছিল। "আইনতঃ ও ন্যায়তঃ ইহা দস্যুবৃত্তি।" তিনি বলেন যে, এই ঘটনাটি "বিচ্ছিন্ন নহে, উহা এক সাধারণ পরিকল্পনার অঙ্গ।"

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সোজাসুজি জার্মানী ও ইটালীকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এখন হইতে তাহাদের রণতরী আমেরিকার দেশরক্ষার সামুদ্রিক এলাকায় যদি প্রবেশ করে, তবে তাহাদের "বিপদ ঘাড়ে লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। মার্কিণ সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ হিসাবে আমি এই নীতি অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিবার আদেশ দিয়াছি। পূর্ণ দায়িত্ব জার্মানীর উপর পড়িবে। জার্মানী গায়ে পড়িয়া না আসিলে অস্ত্রপ্রয়োগ করা হইবে না।"

প্রেসিডেন্ট বলেন, "মার্কিণ নৌবাহিনী অজেয় শুধু ততদিন, যতদিন বৃটিশ নৌবাহিনী টিকিয়া থাকিবে।" তিনি আরও বলেন যে, মার্কিণ দেশরক্ষার সামুদ্রিক এলাকায় মার্কিণ জাহাজ এখন হইতে আর এক্সিস রণতরী প্রথম আক্রমণ করে কি না, সেজন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। এখন এই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে—"তোমরা আমাদের নিরাপত্তা আক্রমণ করিয়াছ। তোমরা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না।"

"আমাদের টহলদার জাহাজ ও বিমান সমস্ত বাণিজ্য-জাহাজকে রক্ষা করিবে, শুধু আমাদের জাহাজ নয়, আমাদের আত্মরক্ষার এলাকায় যে কোন দেশের বাণিজ্য জাহাজকে তাহারা রক্ষা করিবে।"

রয়টারের কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, এখন হইতে মার্কিণ নৌবাহিনী আইসল্যাণ্ড হইতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ পর্যন্ত আটলাণ্টিকের বৃহৎ অংশকে নাৎসী ডুবো-জাহাজ ও রণতরীমুক্ত করিবে,—এই সংবাদে অধিকাংশ বৃটিশ নৌবাহিনীর সৈনিকেরা আনন্দিত হইবে। নৌশক্তির ভারসাম্যের উপর এই মার্কিণ সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে। বৃটিশ পাহারাদার জাহাজগুলির উপর চাপ অনেক কমিয়া যাইবে, হয়ত বৃটিশ রণতরীসমূহ অন্যত্র নিয়োজিত হইবার সুযোগ পাইবে।

টর্পেডোর আঘাতে মার্কিন জাহাজ জলমগ্ন

রাষ্ট্র বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ জাহাজ "মনটানা" যুক্তরাষ্ট্র হইতে আইসল্যাণ্ডে যাওয়ার পথে টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে বিরাট জার্মাণ বাহিনী

"রয়টারের" মস্কোস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার রেলপথসমূহ অধিকার করায় জার্মাণরা লেনিনগ্রাড অঞ্চলে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। লেনিনগ্রাডের প্রবেশ পথসমূহ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কোন কোন স্থানে প্রতিপক্ষের বহুগুণে শক্তিশালী সৈন্যদলের সহিত সংগ্রাম চলিয়াছে। কমাণ্ডার মশারেক-এর পরিচালনাধীন সৈন্যদল জার্মাণদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া কতকগুলি অঞ্চল অধিকার করিয়াছে। রাশিয়ানরা দাবী করিতেছে যে, লেনিনগ্রাডের রেলওয়ে যোগসূত্র এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। মুরমানস্ক রক্ষার তুমুল সংগ্রাম চলিয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত যোগ রক্ষার পক্ষে মুরমানস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। আরও দক্ষিণে ডেনিকীলুকী এলাকায় পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। সমোলেন্স্ক হইতে লেনিনগ্রাডগামী জার্মাণ নিয়ন্ত্রিত যোগপথসমূহে রাশিয়ানদের আক্রমণ চালাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল বেশ ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিয়েভ অঞ্চলের অবস্থাও অনুরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

রুশ-জার্মাণ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

সমর সমালোচক এলাফিট বলিতেছেন, "জার্মাণ ও সোভিয়েট ইস্তাহারে ক্রমশঃই বক্তব্যের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, রাশিয়ার যুদ্ধ একটি নূতন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে প্রবেশ করিতেছে। লেনিনগ্রাডের বিপদের আশঙ্কা অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না এবং নগর রক্ষার সুদৃঢ় ব্যবস্থা জার্মাণদের প্রবল অন্তরায় হইবে। এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ রণাঙ্গনে মার্শাল বুদেনীর অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

ক্রিমিয়া অভিমুখে অভিযান

রাশিয়ানরা স্বীকার করিয়াছে যে, জার্মাণরা নিমু নীপারের পূর্ব তীরে একটী স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহার অর্থ হইত এই যে, রাশিয়া ও ক্রিমিয়ার মধ্যবর্তী পেরিকোপ যোজক অভিমুখে জার্মাণ অভিযান সুরু করিয়াছে।

আর একটী শহরের পতন

তুমুল লড়াইয়ের পর রুশীয় সৈন্যগণ পোল্টাভা (উত্তর ইউক্রেন) শহর পরিত্যাগ করে। শহরটি ভোর্স্কা নদীর তীরে কিয়েভের ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

লেনিনগ্রাডে হানা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা

সোভিয়েট সৈন্য-এসোসিয়েশনের অতিরিক্ত পত্রে বলা হইয়াছে—১১ই সেপ্টেম্বর জার্মাণ বিমানবহর পুনঃ পুনঃ লেনিনগ্রাডে হানা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রতিরোধেই তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নাৎসী-প্লেন অনুমান রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় রক্ষী-ব্যূহ ভেদ করিয়া শহরের উপরে চলিয়া আসে এবং তথা হইতে শহরের স্থানে স্থানে বিস্ফোরক ও আগুনের বোমা নিক্ষেপ করে। কোন কোন অঞ্চলের বসতবাটিতে আগুন ধরিয়া যায়, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত আগুন নিবাইয়া দেওয়া হয়।

লেনিনগ্রাডের প্রবেশ-পথে প্রচণ্ড সংগ্রাম

রয়টারের মস্কোস্থিত সংবাদদাতা ১৪ই সেপ্টেম্বর জানাইতেছেন যে, লেনিনগ্রাডের বহির্ভাগে দিবারাত্রি কামানের লড়াই চলায় ঐ অঞ্চল প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। নগরের প্রবেশপথসমূহে সন্নিবেশিত উভয় পক্ষের সৈন্য দল পরস্পরের প্রতি প্রবল গোলা বর্ষণ করিতেছে। পৃথিবীর এই ভীষণতম সংগ্রামে সোভিয়েট সিভিল গার্ড বাহিনী ও লালফৌজের সহিত একযোগে তিন সপ্তাহ যাবৎ সংগ্রাম চালাইতেছে, রণাঙ্গনের এক স্থানে সোভিয়েট সিভিল গার্ড দল বেয়নেট আক্রমণ চালাইয়া জার্মাণদিগকে হটাইয়া দেয়।

ভিসির সংবাদে প্রকাশ যে, ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহাইম লেনিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম দিকবর্তী কারেলিয়ান যোজক হইতে ফিনিশ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে অন্যান্য রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এতদ্বারা কারেলিয়ান যোজকে প্রকৃত পক্ষে সংগ্রামের অবসান হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

ভিসি নিউজ এজেন্সীর সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ বাহিনীর নূতন লক্ষ্যবস্তু হইতেছে সোভিয়েট কারেলিয়া জয় করা। প্রকাশ যে, ফিনিশ বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য ওনেগা হ্রদের পশ্চিম তীরবর্তী পেট্রোজাভোডস্ক অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং ফিনিশ বাহিনীর অবশিষ্টাংশ ল্যাডোগা ও ওনেগা হ্রদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে স্ভির নদীর পশ্চিম তীরে রাশিয়ানদের সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে।

জার্মাণ হাইকমাণ্ডের এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাড পরিবেষ্টনকার্য্য "অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।" তদুপরি ইস্তাহারে জেনারেল ফন সোবের্ট-এর মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, তিনি পূর্ব রণাঙ্গনে একটি জার্মাণ বাহিনী পরিচালনকার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন তরবার ভূশায়ি নিহত হন।

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাল্টিক নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিমান বাহিনী লেনিনগ্রাডের প্রবেশ পথে জার্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইয়া প্রভূত ক্ষতি করিতেছে।

একখানা নূতন মাসিকপত্র

ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের আড্ডা

গত এপ্রিল মাস হইতে "ইউনিয়ন বোর্ড" নামক একখানা নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ বিরাটচন্দ্র মণ্ডল, এম-এল-এ, ইহার সম্পাদক। ১৬ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা হইতে এই পত্রিকাখানা প্রকাশিত হইতেছে। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা।

আমরা 'ইউনিয়ন বোর্ডের' কয়েক সংখ্যা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এই দিক দিয়া পত্রিকাখানা দেশের পল্লীঅঞ্চলে বিশেষভাবে কার্যোপযোগী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাঙলার ইউনিয়ন-বোর্ড সমূহের বিবরণী

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পাবনা জেলার অন্তর্গত ১৩টি ডিস্পেনসারী ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি ইউনিয়ন বোর্ড একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত করিয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

আলোচ্য বর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার নিমিত্ত যে অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৯৩ হাজার হইতে ৩ লক্ষ ১ হাজার পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাজশাহী বিভাগে জলপাইগুড়ি ব্যতীত অন্যান্য জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা আলোচ্য বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বাহিরচুনা ইউনিয়ন বোর্ড পূর্ব্বকার ন্যায় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করিতেছে।

রাজশাহী জেলার পল্লী-মঙ্গল সমিতিসমূহ বিশেষ প্রশংসার সহিত নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত করিয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা স্থাপিত নৈশ-বিদ্যালয় অন্যান্য ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য লইয়া বেশ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

পাবনা জেলার নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ৫১৩টি শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছিল এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহে মোট ১৪,০৯৯ জনকে শিক্ষা দান করিয়াছিল। সদর মহকুমার বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ১০৪টি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

মালদহ ও জলপাইগুড়ি জেলায় বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত যথাক্রমে—১৫৩ ও ২১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মালদহ জেলার অধিকাংশ নৈশবিদ্যালয় বৃষ্টি ডিক্সার সাহায্যে পরিচালিত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত সাতটি ইউনিয়ন বোর্ড পাঠাগার ও গ্রন্থাগারসমূহ পরিচালিত করিয়াছে। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে নাটোর মহকুমার অন্তর্গত লালপুরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে।

যে সকল জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার অধিকতর অর্থ ব্যয় করিয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

দিনাজপুর	..	..	২৬,৮১৩৲
পাবনা	..	..	২৩,৬৪৭৲
বর্দ্ধমান	..	..	২১,৩৮৯৲
যশোহর	..	..	২০,৯০৭৲
খুলনা	..	..	২০,৩১৬৲
রংপুর	..	..	১৯,৩৭৪৲
বীরভূম	..	..	১৭,৯২৩৲

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে এই যে, বহু জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বর্দ্ধিত উদ্যম লইয়া শাসনকার্য্য করিয়াছে। তাহার ফলে পরবর্তী বৎসর প্রথম ভাগে চৌকিদার ও দফাদারদের মাহিয়ানা যোগাইতে কোনরূপ অসুবিধা হয় নাই।

অপর একটি সন্তোষজনক কার্য্য হইতেছে এই যে, বহু জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ ইউনিয়ন বোর্ড রেট সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে এবং তাহার ফলে দিন দিন আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়া এই ভাবে কার্য্যকুশলতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে রাজশাহী ও পাবনা জেলার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহা অন্যান্য জেলারও অনুকরণযোগ্য।

ইউনিয়ন বেঞ্চ এবং ইউনিয়ন কোর্ট

১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুসারে এক মাত্র দার্জিলিং জেলা ব্যতীত বাঙলা দেশের প্রত্যেক জেলায় ইউনিয়ন বেঞ্চসমূহ স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বেঞ্চের সংখ্যা ছিল ২,১৬৬; উহার পূর্ব্ব বৎসর বেঞ্চের সংখ্যা ছিল ১,৫১৫। এই সকল বেঞ্চে মোট ৯২,৭৫২ সংখ্যক অপরাধের রিপোর্ট আসে। হিসাবে দেখা যায় যে, উহার সংখ্যা গত ১৯৩৮ সাল হইতে ৯২২টি কম। মোটামুটি ইউনিয়ন বেঞ্চসমূহের কাজ বেশ সন্তোষজনক। আলোচ্য বর্ষে বহু সংখ্যক ছোট ছোট মামলা নিষ্পত্তি করিয়া উহারা সাধারণ কোর্টের কাজকে হাল্কা করিয়া দিয়াছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এবং অল্প ব্যয়ে ইহার বিচার শেষ হয় বলিয়া উহা পল্লী অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে।

ইউনিয়ন কোর্টসমূহও ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ত-শাসন আইন অনুসারে দার্জিলিং ব্যতীত বাঙলা দেশের সমস্ত জেলায় স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মোট কোর্টের সংখ্যা ছিল ১,৬৯৫টি; উহার পূর্ব্বে বৎসর উহার সংখ্যা ছিল ১,৪২৮টি। আলোচ্য বর্ষে এই সকল কোর্টে মোট ৬৪,৩৯৪টি মোকদ্দমা দায়ের করা হয়। হিসাবে দেখা যায় যে, ইহার পূর্ব্ব বৎসর হইতে ৮,৩১৫টি মোকদ্দমা কমিয়া গিয়াছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচে স্থানীয় অঞ্চলে বিচার শেষ হয় বলিয়া দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে অধিকাংশ জেলার মুন্সেফ্‌গণের কাজ হাল্কা হইয়া থাকে। কতিপয় জেলা জজের ধারণা যে, এখানে যদি ভাল লোক বসানো হয় এবং অন্যান্য ব্যাপারে ইহার উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের মন হইতে এ সম্পর্কে সন্দিগ্ধতা দূর করা যায়, তবে এই সকল কোর্টের প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

কোন কোন জেলা হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ঋণ-সালিশী বোর্ডের প্রবর্তনের ফলে এই সকল কোর্টের কাজ কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সাধারণ মন্তব্য

ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাহাদের কার্য্যের গণ্ডীর মধ্যে সকল দিকে বিশেষ সন্তোষজনকভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইউনিয়ন রেট আদায় ব্যাপারে সাধারণ ভাবে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং কয়েকটি জেলা এই সম্পর্কে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে।

বালীগঞ্জের তাড়িৎ দুর্ঘটনা

সরকারী বিবৃতি

সম্প্রতি বালিগঞ্জে একটি দুর্ঘটনার ফলে একজন ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রী তাড়িৎ সংস্পর্শে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় সংবাদপত্রে ঐ বিষয়ে প্রাপ্ত সংবাদ-সূত্রে যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। সেইহেতু সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করা গভর্ণমেণ্ট বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছেন:—

১৯৪১ সনের ২রা আগষ্ট তারিখ সন্ধ্যায় কলিকাতা বালিগঞ্জ ৫বি, কাকুলিয়া রোডে বেতার-যন্ত্র-সংযোজক তারের সংস্পর্শে একটি দুর্ঘটনার ফলে বাবু নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বয়স ৪০ বৎসর ও তৎপত্নী মিসেস মমতা ঘোষ, বয়স ২৯ বৎসর, মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং উক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের কন্যা রেখা, বয়স ১১ বৎসর, আহত হয়। ঘটনার রাত্রে বালিগঞ্জ থানা হইতে সংবাদ পাইয়া একজন ইলেক্ট্রিক ইন্স্পেক্টর ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন। পরবর্তী দিন আরো বিশেষভাবে কারণ নিরূপণ করা হয়।

দেখা গেল যে বেতার-যন্ত্রের সুইচ যখন খোলা অবস্থায় ছিল, তখন ছাদের উপর এরিয়াল (সংযোজক তার) ২২০ ভোল্ট এ, সি, ক্ষমতাবিশিষ্ট তাড়িৎ-প্রবাহে সম্পৃক্ত ছিল। বেতার-যন্ত্র-সংযোজক তার ছাদে খাটান ছিল এবং এই দুর্ঘটনার সময় যে সমুদয় বালকবালিকা ছাদে খেলা করিতেছিল, তাহাদের নাগালের মধ্যে ঐ তার ছিল। রেখা যখন অন্যান্য বালকবালিকাদের সহিত ছাদে খেলা করিতেছিল, তখন বেতার-যন্ত্রের সংযোজক তার স্পর্শ করে এবং তাড়িৎ আঘাত প্রাপ্ত হয়। ঘটনার সময় নালানের ছাদটি অত্যন্ত আর্দ্র বা সেঁতসেঁতে ছিল এবং সেই জন্যই আঘাত অতি গুরুতর হইয়াছিল। রেখাকে উদ্ধার করিতে যাইয়া তাহার পিতা ও মাতা উভয়েই তাড়িৎ আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রথম কারণ হইল যে, বেতার যন্ত্রটি দোষযুক্ত থাকার দরুণ সম্পূর্ণ তাড়িৎ-প্রবাহ সংযোজক তারে চলিয়া গিয়াছিল এবং দ্বিতীয়তঃ তারটি ছাদে এত নীচু করিয়া খাটান হইয়াছিল যে, ক্রীড়ারত বালকবালিকাগণের নাগালের মধ্যে ছিল।

সংবাদপত্রে যে সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে ২২০ ভোল্ট এ, সি, তাড়িৎ-প্রবাহের বিপদের বিরুদ্ধেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে; কিন্তু এই ব্যাপারে দুর্ঘটনার সময় যে অবস্থা ছিল তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির তাড়িৎ-প্রবাহ থাকিলেও অনুরূপ শোচনীয় ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। পঞ্চাশ ভোল্ট তাড়িৎ-প্রবাহেও গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাড়িৎ আঘাতের অনুকূলে থাকিলে সাধারণ ধরণের ডি, সি, তাড়িৎ-প্রবাহও জীবন নাশ ঘটাইতে পারে। ডি, সি, তাড়িৎ-প্রবাহের সংস্পর্শে কলিকাতায় কতিপয় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

তাড়িৎ-প্রবাহ কতটা তীব্র হইলে বিপদজনক হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ আছে। বিপদের কারণ নির্ভর করে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশে চালিত তাড়িৎ-প্রবাহের তীব্রতার উপর। আর্দ্র বা সেঁতসেঁতে অবস্থা, অধিক আয়তন স্থানে সংস্পর্শ, শরীরের যে অংশে তাড়িৎ-প্রবাহ প্রবেশ করে তৎসমুদয়ই বিবেচনা করিতে হইবে। তাড়িৎ-প্রবাহের তীব্রতা ও এ, সি, কিম্বা ডি, সি, প্রবাহই শুধু কারণ নহে।

ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সাধারণদিগের প্রত্যেক তাড়িৎ ব্যবহারকারী একাধিকবার ইংরেজী, উর্দু ও বাঙলা ভাষায় পুস্তিকা পাইয়াছেন—যাহাতে তাড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চার-পথ বা তাড়িৎ যন্ত্রের ব্যবহারে প্রাথমিক ও যুক্তিসঙ্গত সাবধানতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ উপদেশাদির প্রতি মনোযোগ না দেওয়ার ফলে বহু প্রতিরোধযোগ্য দুর্ঘটনা

[পূর্ব্ববর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[শেষ কলমের শেষ]

এখনও ঘটিতেছে। ঐ সমুদয় পুস্তিকায় বেতার-যন্ত্রের তাড়িৎ-প্রবাহ সম্বন্ধে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাও বলা হইয়াছে। বেতার-যন্ত্র বাঁধবার ও সংযোজক তার সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশাবলী প্রচার করার কথা বিবেচনা করা যাইতেছে।

বৈদ্যুতিক সংযোগ কার্য্যের উন্নতি ও দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ইলেকট্রিক কণ্ট্রাক্টর ও তাহাদের দ্বারা নিয়োজিত কারিগরদের পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য নিয়মাবলী প্রণীত হইয়াছে। যদিও এই পরিকল্পনা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কার্য্যকরী করা হইয়াছে, তথাপি বৈদ্যুতিক কার্য্যাদিতে নিশ্চিত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। তবুও এখনও এমন অনেক বাড়ী আছে, যেখানে কোন কোন কারণে অবস্থা বিপজ্জনক রহিয়াছে এবং বৈদ্যুতিক তারিগর ও জনসাধারণকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি স্থাপন ও ব্যবহার করিবার সময় সাবধানতা অবলম্বন সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষিত করা যাইতে পারে।

বাঙলার মফঃস্বলে সাহায্যদান ব্যবস্থা

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

কৃষি-ঋণ বিতরণ-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় পুষ্করিণী-উন্নয়ন আইন অনুসারে বীরভূম, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া এবং মালদহের সেচকার্য্যের পুষ্করিণী সমূহের পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত চারিটি জেলায় কমবেশী বৃষ্টি এবং সেচকার্য্যের অসুবিধার জন্য ফসল নষ্ট হওয়া প্রায় বার্ষিক ব্যাপার। পুষ্করিণী গুলির উন্নয়নের ফলে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে দেশ অনেকটা রক্ষা পাইতে পারিবে। বীরভূম জেলায় উক্ত আইন অনুসারে ২৭৪টি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৪৪টি পুষ্করিণীতে কাজ চলিতেছে। এই সম্পর্কে মোট ১,৭০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। জনসাধারণের বিশেষ করিয়া মজুর শ্রেণীর লোকদের খোরাকের ব্যবস্থা করিবার জন্য ফরিদপুর ও রংপুর এবং ময়মনসিংহ জেলায় কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান করিবার কাজ সুরু করা হইয়াছে।

বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় পানীয় জলের অভাব ঘটিয়াছে। কূপ খননের নিমিত্ত বীরভূম ও বাঁকুড়ায় কালেক্টরের হেফাজতে যথাক্রমে ৫০,০০০৲ এবং ৫,০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বীরভূম জেলায় গো-খাদ্য কম পড়িয়াছে বলিয়া খড় ক্রয় করিয়া অল্প মূল্যে কৃষি-ঋণ হিসাবে বিলি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জেলায় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ আমদানী করিবার মাশুলের হার কমাইয়া দিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুর্গতদের সাহায্যের নিমিত্ত কর্ম্মের বিনিময়ে যথাযোগ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমন ধান রোপণ বীজ ক্রয়, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীগুলি মেরামত এবং চাষ-বলদ ক্রয় করিবার নিমিত্ত কৃষি-ঋণ প্রদান করা হইয়াছে। প্রয়োজন হিসাবে খাদ্য-বীজ বিতরণ করা হইয়াছে। উপরোক্ত সমস্ত জেলাতেই কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ষাকালে বাটির কাছে অসুবিধা ঘটিয়া যাহা ঝাড়া, জঙ্গল গাছ, যে সকল গাছ উৎপাটিত হইয়াছে তাহা অপসারিত করা এবং খাল ও কচুরীপানা পরিষ্কার করার কাজ ভূমি-হীন শ্রমিকদিগের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায় যে-সকল দরিদ্র, মধ্যবিত্ত অকৃষক শ্রেণীর লোকদের ঘরবাড়ী ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইয়াছে, সেইগুলি নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট বাখরগঞ্জ জেলার নিমিত্ত ১,৫০,০০০৲ টাকা এবং নোয়াখালী জেলার জন্য ৫০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। নোয়াখালীর ভূমিহীন শ্রমিকগণ যাহাতে অন্যত্র গমন করিয়া কাজ সংগ্রহ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের বিনামূল্যে যাতায়াত ব্যবস্থার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ৫,০০০৲ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। দরিদ্র তাঁতী ও কারিগর শ্রেণীর লোকদের ঋণ দান করিবার একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য ২৫,০০০৲ টাকা বিশেষ সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

গত ১৯৪০ সাল হইতে কোন কোন জেলায় দুরবস্থা সুরু হইয়াছিল; সেই সময় হইতে ১৯৪১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্গতদের সাহায্যের জন্য সরকার নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন:—

কৃষি-ঋণ	..	৯৫,৩২,০০০৲
অল্প সময়ের জন্য কৃষি-ঋণ	..	৩,৮৩,৬০০৲
জমি উন্নয়নার্থ ঋণ	..	১,৮১,৩৭০৲
কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য	..	১৩,৬৮,৭৬২৲
এককালীন দান	..	১১,৯৭,৫০০৲
মোট	..	১,২৬,৬৩,২৩২

উপরোক্ত অর্থ ব্যতীত "ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ফ্যামিন ট্রাষ্ট ফাণ্ড" হইতে প্রাপ্ত ২০,০০০৲ টাকা বীরভূম জেলার যে সমস্ত লোক কাজ করিয়া টাকা নিতে অসমর্থ এবং দুর্ভিক্ষ আইনের ১৭৭ ধারা অনুসারে খয়রাতি দানেরও যোগ্য নহে, তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত "জয় গোবিন্দ ল" ফাণ্ডের জমা সুদ হইতে বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যথাক্রমে ৬,০০০৲ ও ২,০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহও অবলম্বন করা হইয়াছিল:—

(ক) ঢাকা জেলার দুর্গত তাঁতীদিগের সাহায্যার্থ একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদানের যে তহবিল আছে, তাহা হইতে এতদুদ্দেশ্যে ২০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(খ) বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলার কালেক্টরকে এই মর্ম্মে জানান হইয়াছে যে, এই দুরবস্থার সময়ে যেন বিধ্বস্ত অঞ্চলে নিলামী কিম্বা সেস-সার্টিফিকেট জারি করা না হয়।

আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সার্টিফিকেট ইত্যাদি বন্ধ রাখিবার অনুরূপ সার্কুলার ত্রিপুরার কালেক্টরের উদ্দেশ্যেও জারি করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহের কালেক্টরকে জানানো হইয়াছে যে, অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত না হইলে এই বৎসর উপদ্রুত অঞ্চলে কোন সার্টিফিকেট জারি করা হইবে না।

তুরস্কের অতুলনীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা

[১ম পৃষ্ঠার জের]

নামিয়া আসে; কিন্তু সুচতুর ইটালীয়ান বৈমানিকরা সামান্য কিছু দূর নামিয়া তৎপর মর উর্দ্ধে উঠিয়া তথা হইতে বোমাবর্ষণ করে। জনৈক সার্জেণ্ট বলেন—মাত্র সে দিন তিনি তিন খানা ইটালীয়ান ব্রেডা-মার্কা বিমানপোতকে ঊর্দ্ধাকাশের দিকে ছুটিতে দেখিয়াছেন।

তুরস্কের যুদ্ধে ইহা উজ্জ্বলরূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ব্রেডা-মার্কা বিমানপোতগুলিকে ছোট ছোট কামান দাগিয়া অনায়াসে কাবু করা যাইতে পারে। রাইফেল ও বুলেট-গানের গুলীবিদ্ধ হইয়া সবটির প্রায় অর্দ্ধেক বিমান-পোত ভূপাতিত হইয়াছে। জনৈক ক্যাপ্টেন তাঁহার অফিসের সম্মুখে সংস্থাপিত ১২টি লুইসগানের সাহায্যে ৬টি বিমানপোত ভূপাতিত করিয়াছেন।

তুরস্ক আরামদায়ক স্থান নয়। কারণ লিবিয়া-মরু প্রান্তরের উষ্ণ বায়ু তথায় তাহার গরমের সৃষ্টি করে। উপরন্তু তথায় প্রায়ই ঝটিকার সহিত বালি উড়িয়া থাকে। মাছির উপদ্রবও অত্যন্ত বেশী।

এতদ্সত্ত্বেও সকলেই নীরবে কাজ করিয়া যাইতেছে, শুধু জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান বন্দীরা একটু চেঁচামেচি করিয়া থাকে। কারণ তাহারা নিজেদেরই বিমানপোত নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাত পাইতে রাজী নয়।

তুব্রুকের এই ঐতিহাসিক রক্ষা-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়। কারণ শীঘ্রই জেনারেল অচিনলেক আফ্রিকা মরুদেশ হইতে চক্রশক্তির সৈন্যসামন্তকে দূর করিয়া দিবেন। সেই ভাবী অভিযানে তুব্রুকের মরুমুক্তিরাই পুরোভাগে থাকিবে।

ত্রিপুরায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

চৌদ্দগ্রাম থানার প্রশংসনীয় কার্য্য

চৌদ্দগ্রাম থানায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য কিছুদিন হইতে অতি দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে। বাতিসা ইউনিয়নের মৌ: নুরুজ্জমান আহমদ (প্রেসিডেণ্ট ও চেয়ারম্যান, জুট কমিটি), মৌ: তফজ্জল হোসেন (এ, আই, জুট রেগুলেশন), মৌ: আজম আলী, বি, টি, বাবু অনুদা কুমার গুপ্ত ও অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় তিনটি প্রশস্ত রাস্তা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। উল্লিখিত রাস্তাগুলির মধ্যে প্রথমটি বাতিসা হইতে বরৈয়া (দূরত্ব প্রায় ১ এক মাইল), দ্বিতীয়টি দেবীপুর হইতে আমুকরা (দূরত্ব প্রায় দেড় মাইল) এবং অপরটি দুর্গাপুর হইতে সরপটি (১ এক মাইল) পর্য্যন্ত গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুন্সিরহাট ইউনিয়নেও একটি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাছাড়া অপর দুইটি রাস্তার মেরামত কার্য্যও চলিতেছে। সার্কেল অফিসার মহোদয় ও এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর (জুট রেগুলেশন) এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বাতিসা ইউনিয়নে পাঁচটি নৈশ বিদ্যালয় ও অন্যান্য ইউনিয়নে আরো সাতটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অশিক্ষিত জনসাধারণের উপকারার্থে স্থানীয় সরকারী ইন্সপেক্টর (জুট রেগুলেশন) ও সাব-রেজিষ্ট্রার বাবু এন্, ... এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর বাবু জে, সি, অধিকারী প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে উক্ত নৈশবিদ্যালয়-গুলি পরিদর্শন করতঃ সকলের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠনেরও আয়োজন চলিতেছে। ...জঙ্গল ও আবর্জ্জনাগুলি পরিষ্কার করিয়া গ্রামবাসীদিগকে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি হইতে রক্ষার চেষ্টাও চলিতেছে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধি

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৬ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে বাঙলা দেশে সর্ব্ব মোট ৬৭৬ জনের কলেরা হয়, তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১০৯, চট্টগ্রামে ১১২ এবং নোয়াখালিতে ৪০১ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় চট্টগ্রামে ৯২ জন এবং নোয়াখালিতে ১৮৩ জনের মৃত্যু হয়। দার্জিলিং জেলায় ৮৬ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ সেরিব্রোস্পাইনাল রোগ দেখা যায়। কেহ প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। (প্রেস-নোট)

হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়

চট্টগ্রামের পল্লীতে প্রতিষ্ঠিত

জনসাধারণের সুবিধার্থে চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার এলেকাধীন হাইদগাঁও ইউনিয়নের কর্ম্মনিষ্ঠ প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস্-প্রেসিডেণ্টের চেষ্টায় উক্ত ইউনিয়নে একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। সদরের এস্, ডি, ও সাহেব উক্ত চিকিৎসালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গ্রামবাসীদিগকে উৎসাহিত করেন। এই চিকিৎসা-কেন্দ্রে বিনামূল্যে গো-চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পশুশী আলুক বিক্রয় (সংশোধিত) আইনের (১৯৪০ সালের বঙ্গীয় ১৫ আইন) বাংলা অনুবাদ বঙ্গীয় আইনের সংশোধিত গভর্ণমেণ্টের প্রেসের পুস্তক-প্রকাশ বিভাগে পাওয়া যাইবে। (প্রেস-নোট)

তারুণ্যর নাবিকের কৃতিত্ব

বাহান্ন লোকের জীবন রক্ষা

বুয়েনস আয়ার্সের একটি সংবাদে প্রকাশ, আটলান্টিক মহাসাগরে টর্পেডোতে জাহাজ ডুবির পর জনৈক ভারতীয় নাবিক অপর একজন ভারতীয় ও অন্যান্য বাহান্নজন লোক লইয়া একটি খোলা নৌকায় তীরের আশায় যাত্রা করে। ১৯ দিন ধরিয়া চলিবার পর একটি জাহাজ তাহাদিগকে উদ্ধার করে। সম্প্রতি ইহারা আটলান্টিকের একটি বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারতীয় নাবিকটির নাম বাবা বেগো, সে বোম্বাইয়ের অধিবাসী। বয়স প্রায় ৫৪। উদ্ধার-প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে একমাত্র বাবা বেগোরই নৌবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার দক্ষতার ফলেই এতগুলি লোকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

ইহাদের লাইফ বোটটিতে নৌযন্ত্রের মধ্যে একটি কম্পাস (দিকনির্দেশ যন্ত্র) মাত্র ছিল। ইহারই সাহায্যে বাবা বেগো দিক ঠিক করিত এবং যথাসাধ্য জাহাজ চলাচলের পথের নিকট দিয়া চলিতে চেষ্টা করিত, যাহাতে কোনও জাহাজ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া উদ্ধার করে। নৌকাটিতে পাল খাটাইবার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না, দাঁড় বাহিয়া যতটা আগান যাইত ততটাই মাত্র ভরসা। প্রথম প্রথম এইরূপে কিছু আগান যাইত না এমন নয়, ক্রমে খাদ্য ও জলের অভাবে সকলে এমন অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, আর দাঁড় চালান সম্ভবপর হয় না। তখন ইহাকে ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাবা বেগো সাধ্যমত হাল ধরিয়া নৌকাটিকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে থাকে।

ক্রমে খাদ্যাভাব এমন তীব্র হইয়া উঠে যে, খাদ্যের বরাদ্দ দৈনিক জনপ্রতি আধ খানা বিস্কুট ও চায়ের চামচের এক চামচ কনডেন্সড (ঘনীভূত) দুধে আসিয়া দাঁড়ায়। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে ১৯ দিনের দিন একটি জাহাজ ইহাদের দেখিতে পায় ও উদ্ধার করে।

নাৎসী দলে সংস্কার

হের প্যাপেনের ভবিষ্যৎ

ডেইলী টেলিগ্রাফের আঙ্কারাস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

ফিলুদিন হয় তুরস্কের জার্মাণ রাষ্ট্রদূত হের প্যাপেন জার্মাণী গিয়াছেন। এখন বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল তিনি আর তুরস্কে ফিরিবেন না। জার্মাণ মহলগুলির ধারণা এই যে, তিনি কূটনীতি ত্যাগ করিবেন এবং জার্মাণীতেই তাহাকে একটি নূতন চাকরী দেওয়া হইবে।

মধ্য-প্রাচ্যে প্যাপেনের কূটনীতি ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া চলে না। প্যাপেন আভার জমিদার শ্রেণীর লোক। হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে তিক্ত সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে হিটলার এই জমিদার শ্রেণীর সমর্থনের উপরই আস্থা করিতেছে।

অনুমান এই যে, পররাষ্ট্র বাণিজ্যের বড় রকম সংস্কার আরম্ভ হইবে। হের উগ্র নীতি দুর্নীতি হওয়ায় অনেক আঘাতে প্যাপেনের পক্ষে নাৎসী দলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তাহার চেষ্টা চলিতেছে।

তুরস্ক সম্বন্ধে তুর্কী নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া মনে হয়, যাহাতে তাহার ব্রিটিশ প্রীতি সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকিবে না।

জার্মাণীতে টিন ও নিকেলের অভাব

চতুর্থ বৎসরে হিটলারের পরাজয়

ইকনমিষ্ট পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদক ডোনাল্ড টাইবেরম্যান লিখিয়াছেন :—

যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে সমস্যা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে রাশিয়া জার্মাণীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ জগতের সর্বাধিক সম্পদ ও শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের দৈত্য যাহাতে যুদ্ধ জয়ের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। যদি এই দুইটি জিনিষ সম্ভব করা যায়, তবে যুদ্ধের চতুর্থ বৎসর আরম্ভের সঙ্গেই জার্মাণীর পতন সুরু হইবে।

ব্রিটেনের বাণিজ্য-অবরোধের দরুণ জার্মাণ-অধিকৃত ইউরোপের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বা লাটিন আমেরিকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলা চলে। হিটলার নিজেই রাশিয়ার সহিত সংযোগ ছিন্ন করিয়াছে এবং সিরিয়া, ইরাক এবং ইরাণে মিত্রশক্তিবর্গের জয়লাভ হেতু নিকট-প্রাচ্য, তথা সমগ্র এশিয়ার সহিত জার্মাণ-অধিকৃত ইউরোপের যোগাযোগ নষ্ট হইয়াছে। হিটলারের আজ কৃত্রিম রবার ছাড়া রবার নাই; টিন, নিকেল এবং বস্ত্র নির্মাণের সূতা নাই বলিলেই চলে।

মিত্রশক্তিবর্গের লোক-বল, কলকারখানা, কাঁচা মাল প্রভৃতি সকল রকম সুবিধাই বর্তমান, শুধু এই সকল জিনিষ কাজে লাগাইতে পারিলেই হয়। যুদ্ধ সামগ্রী নির্মাণের কার্যে এই সকল সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই তবেই যুদ্ধ জয় করা সম্ভব হইবে।

প্রবাসী ভারতীয় সৈন্যদের আরামের ব্যবস্থা

ভারতবর্ষ হইতে বহু দ্রব্য প্রেরণ

দেশরক্ষা বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, গত জুলাই মাসে, রেডিয়ো সেট, সাবান, তামাক, বিড়ি, গ্রামোফোন ও গ্রামোফোনের রেকর্ড, সাবান, হরেক রকম মণিহারি দ্রব্য, থিয়েটারের সাজ সরঞ্জাম, নানা রকম খেলার দ্রব্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের জিনিষ ভারতের বাহিরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক মিসরেই ৫২টি রেডিয়ো সেট, ১ কোটি বিড়ি, ২৫০ মণ তামাক, ৩০ হাজার বাক্স সাবান, ২ হাজার বোতল কেশ-তৈল এবং বিস্তর মণিহারি দ্রব্য প্রভৃতি পাঠান হইয়াছে। সুদানে ১২টি রেডিয়ো সেট, বহু ভারতীয় বাদ্য যন্ত্র, ৪০ লক্ষ বিড়ি প্রভৃতি নানা দ্রব্য, ইরাকে ১৪টি রেডিয়ো সেট এবং নানার খেলার সরঞ্জাম, তামাক, তৈল ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

বিদেশ-যাত্রী ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহারার্থ নানারূপ দ্রব্যাদি দিবারও ব্যবস্থা আছে। জুলাই মাসে ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার আয়না, চিরুণী, রুমাল, সাবান প্রভৃতি দ্রব্য বিতরণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইহাদের ভারতীয় মসলাও দিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মধ্য প্রাচ্যে ভারতবর্ষ হইতে সম্প্রতি যে অতিরিক্ত সৈন্য সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একদল গুর্খা সৈন্যও আছে। গুর্খা সৈন্যদের ইহাই প্রথম মালয়ে আগমন। গুর্খা সৈন্যদের সঙ্গে আধুনিক বিলাত ও (জাহাজ) সহিত ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী এবং বিভিন্ন ডিভিশনের সহিত সিগন্যালস ও অর্ডিন্যান্স কোরের কয়েকটি দলও আসিয়াছে। শেষোক্ত দলগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক লইয়াই গঠিত।

কয়েকজন কৃষিজীবীর চিঠি

মালদহে ইউনিয়ন-বোর্ড কার্যের প্রশংসা

উত্তরবঙ্গ কৃষিবিভাগের সহকারী পরিচালক—
মহোদয়েষু।

মহাশয়,

গরীব কৃষকদিগের উন্নতিকল্পে বাঙ্গলার গভর্ণমেন্ট যেরূপভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেছেন, এবং বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ নানাবিধ উপায়ে উক্ত পরিকল্পনার সার্থকতা আনয়নের জন্য যে সব বৈজ্ঞানিক প্রথায় নানারূপ উন্নত ফসলের আবিষ্কার করিয়া কৃষককুলের উন্নতিকল্পে অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন, উহার কিছু কিছু উপলব্ধি করিবার সুযোগ কোলাতলার কৃপায় আমরা মথুরাপুর কৃষিক্ষেত্রের চাষীগণ যতটুকু পাইয়াছি, তাহাতে বড়ই কৃতার্থ। আমাদের এই কৃষিক্ষেত্রটি অতি নূতন। এই অল্পদিনের মধ্যেই মালদহ জেলার কৃষিকর্মচারী ও কৃষি প্রদর্শক মহোদয়গণের কার্যাতৎপরতায় এবং সৎপরামর্শে চালিত হইয়া যেরূপ আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, উহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এইরূপ অভিজ্ঞ চালকগণের তত্ত্বাবধানে যদি প্রত্যেকটি কৃষিক্ষেত্র চালিত হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে বাঙ্গলার কৃষির উন্নতি হইতে থাকিবে।

গত রবিখন্দে আপনাদের দেওয়া সব্জীবীজ, সার ও অন্যান্য ফসলের বীজ পরীক্ষার জন্য যাহা দেওয়া হইয়াছিল, উহা সঠিক পরিমাণে খুব কম, তথাপি উহাদের উৎপাদিকা শক্তি দর্শনে আমরা মুগ্ধ। আমাদের ক্ষেত্রে কেহ কেহ ৪।০ সের ওজনের ফুলকপি ও ৩।৬ সের ওজনের বাঁধাকপি পাইয়াছে। নূতন উপায়ে সার উৎপাদন করার প্রণালীও উত্তম। গোজাতির পুষ্টি সাধনের জন্য নেপিয়ার ঘাস প্রচলিত করিবার চেষ্টা ফলপ্রসূ হইয়াছে এবং উহাও কৃষকগণের দৃষ্টি ক্রমশঃ আকর্ষণ করিতেছে। আশা করি, আগামী বৎসর আমাদের এই কৃষিক্ষেত্র যাহাতে পরীক্ষার্থে ঠিক সময়ে প্রভৃতি ফসলের বীজ একটু বেশী পরিমাণে পাইতে পারে এবং এইরূপ অভিজ্ঞ উপদেষ্টার সাহায্যলাভে বঞ্চিত না হয়, তৎপ্রতি কৃপা-দৃষ্টি রাখিলে আমরা বাধিত হইব। ইতি—

মুন্সী হাবেদ আলী,
প্রেসিডেন্ট, ইউনিয়ন বোর্ড এবং
অন্যান্য কৃষিজীবিগণ।

জার্মাণ অফিসারের উপর গুলী

ফ্রান্সে নাৎসী বিদ্বেষ বৰ্দ্ধিত

ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদে প্রকাশ, গত ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে আরও তিনজন জার্মাণ গুলীর আঘাতে মারা গিয়াছে। ইহারা সম্ভবতঃ অফিসার শ্রেণীভুক্ত ছিল। দুইজনকে নীস্-এ এবং তৃতীয় জনকে প্যারিসের শহরতলীতে গুলি করা হয়।

"রেজিম ফাসিস্তা" নামক ইটালীয় সংবাদপত্রটি স্বীকার করিয়াছে যে, ফ্রান্সে জার্মাণীর প্রতিকূল মনোভাব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং গোপনে গোপনে সমস্ত জার্মাণ ও ইটালীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান হইতেছে। গত সপ্তাহে প্যারিসের বড় বড় কারখানাগুলিতে ১২টি ক্ষেত্রে গোপনে অন্তর্ঘাতমূলক করা হইয়াছিল। এই অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, প্যারিসের শহরতলীতে জার্মাণীর জন্য পণ্য উৎপাদন রত তিন তিনটি কারখানায় সম্প্রতি আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ অন্তর্ঘাতমূলক কার্য করিয়া সরিয়া যাওয়ার অপরাধে তিনজন বিখ্যাত কারখানার মালিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ নওয়াব বাহাদুর ইনষ্টিটিউট

মাননীয় নওয়াব বাহাদুরের বক্তৃতা

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ নওয়াব বাহাদুর ইনষ্টিটিউটের পুরস্কার-বিতরণী সভায় মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুর আসিফজা ওয়াসিফ আলী মির্জা? কে, সি, এস, আই, কে, সি, ভি, ও সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন "ঐ স্কুল ঐ ধরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। বাঙ্গলাদেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যেখানে আবৈতনিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। হেড-মাষ্টার সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে তৎপর এবং তাঁহার অধিনায়কত্বে উপযুক্ত শিক্ষকগণকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। হেড মাষ্টারের নিয়োগ তাঁহার পদমর্য্যাদার মূল্য সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপাদন করে। আমি বিশ্বাস করি এই প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং শিক্ষা বিষয়ে ইহার উপযোগিতার আরোও প্রমাণ প্রদর্শন করিবে। বর্ত্তমান সময়ে, যখন আমরা অশান্তি ও উদ্বেগের মধ্যে কাল যাপন করিতেছি, যখন আমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে আদৌও নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যখন সদাপরিবর্ত্তনশীল সময়স্রোতে সংগঠিত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ঘটনা পরম্পরায় আমরা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে আপতিত হইয়া তীরে পৌঁছিবার জন্য বিপুল প্রয়াস পাইতেছি এবং আমি বিশ্বাস করি শীঘ্রই দুর্দ্দৈবের ঝঞ্ঝা অতিবাহিত হইবে ও আমরা নিরাপদে তীরে অবতীর্ণ হইতে পারিব, এরূপ সময়ও এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি বস্তুতঃ আনন্দদায়ক। এই ঘটনা পরম্পরায় আপনারা বিচলিত হইবেন না, বিশ্বনিয়ন্তার উপর বিশ্বাস রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করুন, ফলাফলের জন্য আদৌও চিন্তা করিবেন না।

ছাত্রদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, তোমরা কোন হেঙ্গামাইশী জনতায় কিম্বা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিবে না, অথবা রাজনীতিতে আদৌও যোগ দিবে না। ইহা তোমাদের স্বার্থের ক্ষতিকর ও অত্যন্ত অনিষ্টকর, ইহা তোমাদের চরিত্র গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কত যুবক উত্তেজনার ফলে ভ্রান্ত পথে চালিত হইয়াছে, কত যুবক উচ্চ্ছৃঙ্খল স্বভাবসম্পন্ন লোকের সংস্রবে আসিয়া বাড়ী-ঘর, আত্মীয় স্বজন-ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। ইহা খুবই প্রয়োজনীয় যে, যখন তোমাদিগকে বিপদ সঙ্কুল পারিপার্শিকতার মধ্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহা প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং চিরতরে উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কাজের প্রতি কখনও অবহেলা দেখাইবে না, শিক্ষণীয় বিষয়ে ও শরীরচর্চ্চা শিক্ষায় যথোচিত মনোযোগ দিবে। একথা স্মরণ রাখিবে যে, অদূর ভবিষ্যতে নব ও স্বাধীন ভারত সংগঠনে তোমাদিগকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আমি যাহা বলিলাম তদনুযায়ী কাজ করিলে তোমাদের সুবিধা হইবে এবং ইহা দেশের সেবার জন্য তোমাদের যোগ্যতা আনয়ন করিবে। বর্ত্তমান কালের লোকদিগের কার্য্যের উপর ভারতবর্ষের মঙ্গলামঙ্গল বহুলাংশে নির্ভর করে। অবিচলিতভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার জন্য সত্যের পথ অনুসরণ কর এবং ইহা সত্য যে, খাঁহারা লোকদিগকে বিধাতা সাহায্য করেন।"

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরাণ আবৃত্তি ও ছাত্রগণের আবৃত্তি সহ বিভিন্ন কার্য্য-তালিকা সমাধা হওয়ার পর এই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইরাকের সংখ্যাগুরু ছাগাই এজেন্সীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পলিটিক্যাল এজেন্টের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে ইহারা "ইরাণ হইতে অশান্তির কারণ জার্ম্মাণদের দূর করিবার জন্য" ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। একটি মুসলিম রাজ্যের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্ণমেন্টের নিকট ইহারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ সংবাদপত্রের স্বীকারোক্তি

পূর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি লাভ

টাইমসের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

সম্প্রতি জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন-ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হইলেও মূল বক্তব্যের মধ্যে ঐক্য লক্ষিত হইবে। মোটামুটি ইহাদের প্রায় সকলগুলির বক্তব্যই এই যে, রাশিয়া এতটা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা পূর্ব্বে ভাবা যায় নাই; গত এক বৎসর কালে ব্রিটেন বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং এই জীবন-মরণ যুদ্ধে জার্ম্মাণ জনসাধারণকে আরও স্বার্থ-ত্যাগ করিতে হইতে পারে। "ফ্রাঙ্কফুর্টের জেইটুঙ্গ" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে: যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও আমেরিকা নাৎসীবাদ ধ্বংসের জন্য আরও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাতের পর চার্চ্চিল একেবারে রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। রণ-কৌশলের দিক হইতে ব্রিটিশের অবস্থার যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; তবে জিজ্ঞাসা, ইহাতে কি যুদ্ধ জয় করা চলিবে? লোহুর হইতে ব্রিটিশেরা এবার আক্রমণ চালাইতে পারে, কিন্তু অ্যাক্সিস্ শক্তিরাও প্রস্তুত হইয়া আছে। যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষে জার্ম্মাণ পক্ষের উপর অধিকতর আক্রমণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় এবং ভূমধ্য-সাগরে কঠিনতর বাণিজ্য-অবরোধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে।

উপরের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে যে, সম্প্রতি জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলিকে মোটামুটি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। গোয়েবেল্‌সের মিথ্যা-প্রচারের নীতি এবং জার্ম্মাণীর জয় লাভ সম্বন্ধে ঢক্কা-নিনাদ কার্য্যকরী মনে না হওয়াতেই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। গাড়ী গাড়ী আহত সৈনিক এবং সংবাদপত্রে শোক-সংবাদের প্রাচুর্য্য দেখিবার পর জার্ম্মাণ জনসাধারণ সস্তা প্রচার-কৌশলে কিছুতেই ভুলিত না।

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ কলিকাতায় আরও ৩৬০,০০০টি টুপির অর্ডার দিয়াছে। ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ্চের মধ্যে এই টুপি সরবরাহ করিতে হইবে।

চাঁদপুরে হিন্দু-মোস্‌লেম মিলন-প্রচেষ্টা

বাবুরহাটে শান্তি-কমিটী গঠিত

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমার অধীন বাবুরহাটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটী শান্তিরক্ষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে। তাহার প্রস্তাব-পত্রে বলা হইয়াছে :—

বর্ত্তমানে আমরা এক অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিয়াছি। এইরূপ পরিস্থিতিতে নিতান্ত সামান্য ঘটনা হইতেও লোকের মনে কল্পিত ভীতির সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্য ক্রমে যদি সেরূপ দুর্দ্দিন সমুপস্থিত হয়, তবে দেশব্যাপী যে বিরাট বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতা দেখা দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে, তাহার হস্ত হইতে দেশবাসীর জীবন ও সম্পদ কিভাবে রক্ষা করা যায়, ইহা বর্ত্তমানে আমাদের নিকট সর্ব্ব প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সঙ্কট কালে দেশের শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার ব্যাপারে আমাদেরও একটা বৃহৎ দায়িত্ব রহিয়াছে।

এই উদ্দেশ্যে হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য বাবুরহাট উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিয়া "বাবুরহাট শান্তি রক্ষা কমিটি" নামে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হইয়াছে। এ অঞ্চলের সর্ব্ব-প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ, বিবাদ, মনোমালিন্য উচ্ছেদ ও যে কোনো প্রকার অশান্তি দূরীকরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। এই সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বাবুরহাট শান্তিরক্ষা কমিটির উপর দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিবে এবং তাহাদের মীমাংসা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবে।

সুতরাং দেশের ছোট বড় যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা অবিলম্বে এই কমিটির গোচরীভূত করিতে দেশ-বাসীকে অনুরোধ করা যাইতেছে। কমিটি ইহার যথোপযুক্ত মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবেন। আশা করি, বাবুরহাটবাসী হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায় সর্ব্ব-প্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি দ্বারা এই প্রচেষ্টাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌঃ মতিয়ার রহমান পাটওয়ারী এই কমিটির সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন।

বিশেষভাবে নির্ম্মিত এই খাঁচাতে বসিয়া বৃটিশ ট্যাঙ্ক-বাহিনীর লোকজনেরা কামান হইতে অগ্নিবর্ষণ অভ্যাস করে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৪১ [এক আনা

গণতান্ত্রিকতা বনাম নাৎসী মতবাদ

বিশ্বের সম্মুখে দুইটি বিভিন্নমুখী পথ

আটলান্টিক মহাসাগরের কোন অংশে মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সাক্ষাৎকারের পর উভয়ে স্ব স্ব গভর্ণমেণ্ট এবং জাতির পক্ষ হইয়া যে সম্মিলিত ঘোষণা-বাণী প্রদান করেন, উহা হইতে নিম্নে আটটি বিষয় উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

এই সঙ্গে হিটলারের প্রাক্তন উপদেষ্টা হারম্যান রৌশ-নিং প্রণীত "হিটলার স্পিক্স" নামক পুস্তকের কোন কোন অংশ এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি উদ্ধৃত করিয়া নাৎসীদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের স্বরূপও দেখান যাইতেছে।

চার্চিল-রুজভেল্ট

"তাঁহাদের দেশবাসিগণ পররাজ্য আক্রমণ ও রাজ্য বিস্তারের কোন অভিলাষ পোষণ করেন না।"

হিটলার

"সমগ্র ইউরোপ এবং উপনিবেশ আমরা চাই। জার্মানী তাহার সীমারেখার বাহিরে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তাহার আধিপত্য বিস্তার করিবেই করিবে। দক্ষিণ আমেরিকার উপরও আমাদের দাবী রহিয়াছে। শত্রুকে শুধু জয় নয়, বরং একেবারে ধ্বংস করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।" (হিটলার স্পিক্স।)

চার্চিল-রুজভেল্ট

"সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের স্বতঃপ্রণোদিত ও ব্যক্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের রাজ্যের সীমারেখার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না।"

হিটলার

"বর্ত্তমান সংগ্রামের ফলে পৃথিবীর উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপনের দ্বার আমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। তখনও কতকগুলি জাতি আমাদের পদানত ও শত্রু হইয়া থাকিবে। আমরা তাহাদিগকে আধুনিক দাস জাতি রূপে অভিহিত করিতে আদৌ ইতস্ততঃ করিব না।" (হিটলার স্পিক্স।)

চার্চিল-রুজভেল্ট

"তাহারা যে ধরণের শাসন ব্যবস্থাধীনে থাকিতে চায়, তাহাদিগকে ঠিক সেইভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে। যে জাতির ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তাহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে, আমরা উহার পুনঃপ্রাপ্তি কামনা করি।"

হিটলার

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। ব্যক্তির স্বাধীনতা চাই না—চাই প্রভুত্ব। সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শ ও বুলি লইয়া আমরা সময় নষ্ট করিতে চাহি না।" (হিটলার স্পিক্স।)

চার্চিল-রুজভেল্ট

"ক্ষুদ্র বৃহৎ বিজয়ী, বিজেতৃ প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্ব স্ব অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যাহাতে আবশ্যকমত সমান অধিকারের ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে এবং পৃথিবীর কাঁচা মাল আহরণ করিতে সমর্থ হয়, বর্ত্তমান দায়দায়িত্বগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আমরা উহার যথোচিত ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিব।"

হিটলার

"যুদ্ধাবসানে জার্মানী তাহার অধিকৃত রাজ্যগুলি শোষণ করিবে। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জার্মানীর অর্থনৈতিক সুবিধার ব্যবস্থা করা। আমাদের কারখানায় প্রস্তুত উৎকৃষ্টতর কলকব্জা সারা বিশ্বে বিক্রয় করা হইবে; ইহার ফলে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের বেকার সংখ্যা ৭,০০০,০০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩—৪ কোটি দাঁড়াইবে। তখন মিঃ রুজভেল্ট করজোড় করিয়া আমাদেরই নির্দ্ধারিত দরে তাঁহাদের দেশের কাঁচা মাল ক্রয়ের জন্য ফুরেরারের নিকট প্রার্থনা জানাইবেন।" (১৯৪০ সনের মে মাসে পার্টি মিটিংয়ে নাৎসী কৃষি-মন্ত্রীর বক্তৃতা।)

চার্চিল-রুজভেল্ট

"শ্রমিকদের উন্নতি, অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রগতির জন্য আমরা অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতটা সম্ভব সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়াস পাইব।"

হিটলার

"জার্মান বংশসম্ভূত নয়, এমন লোকজনের যাবতীয় ভূসম্পত্তি ও কলকারখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া উহা দলের যোগ্য ব্যক্তি এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য সম্মানিত সৈনিকদের মধ্যে বিতরিত হইবে। জার্মান অভিজাত সম্প্রদায়ের শাসনাধীন থাকিবে। তাহারা অভিজাত সম্প্র-দায়ের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইবে। মধ্যযুগীয় দাস প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনের ইচ্ছা আমাদের আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এবং অতি শীঘ্র আমাদের অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার কল্পে যতটা সম্ভব সত্বর কাজ করাইয়া লইতে হইবে।"

চার্চিল-রুজভেল্ট

"নাৎসী অত্যাচারের চরম ধ্বংসের পর প্রত্যেক জাতি তাহার স্ব স্ব দেশে ভয়শূন্য অন্তরে এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে, ইহাই আমরা দেখিতে চাই।"

হিটলার

"জীতি প্রদর্শন পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের উপায়। মহামূল্য রাজনৈতিক অস্ত্র বিশেষ। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমি নীতি-ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কোন অবকাশ উহাতে নাই।"

চার্চিল-রুজভেল্ট

"প্রত্যেকে যাহাতে বিনা বাধায় সমুদ্র পথে যাতায়াত করিতে পারে, তেমন শান্তিই আমরা কামনা করি।"

হিটলার

"বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানী তাহার নৌবহর প্রয়োজনানুসারে সম্প্রসারিত করিবে। উক্ত নৌবহর পৃথিবীর সর্ব্বত্র জার্মান পতাকা এবং জার্মান ব্যক্তি ও প্রতিপত্তি বহন করিবে।" (এডমিরাল রেডার।)

চার্চিল-রুজভেল্ট

"বাস্তবতা এবং আধ্যাত্মিক কারণে বল প্রয়োগ নীতির অবসান ঘটিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যেহেতু জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে অপরকে আক্রমণের জন্য অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ না হইলে কোন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, এজন্য ইহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিরস্ত্র করা একান্ত আবশ্যক। আক্রমণকারীর ভয়ে যাহাতে শান্তি-প্রিয় জাতিগুলিকে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণে সর্ব্বনাশী ব্যয়ভার বহন করিতে না হয়, তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং অপরকেও উৎসাহিত করিব।"

হিটলার

"যুদ্ধই জীবন, ইহা সত্য এবং সার্ব্বজনীন।"

"যুদ্ধের পরও পূর্ণোদ্যমে অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্য চালু থাকিবে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর জার্মানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।"

গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই ও ১৬ই নভেম্বর তারিখে দার্জ্জিলিংএ এই প্রদেশের জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণের একটি কনফারেন্স করা হইবে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করিবেন ও ঢাকার মহামান্য নবাব বাহাদুর সভাপতিত্ব করিবেন। সমুদয় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-গণকে স্বয়ং উপস্থিত হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৮ সনের নভেম্বর মাসে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের কনফারেন্স হইয়াছিল।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৩ই অক্টোবর—১৯৪১

কাইসারের ভুলের পুনরাবৃত্তি

ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি করে। এ যেন নিজের লেখা হইতে নিজেই চুরি করা। গত মহাযুদ্ধে দীর্ঘ স্বার্থত্যাগ, কঠিন নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং বিশেষ দক্ষতার ফলে জার্ম্মাণী যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয় লাভ করিতে থাকে। কিন্তু পরিণামে তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। বর্ত্তমানের ঘটনাবলীও এইরূপ পরিণতির সূচনা করিতেছে। মনে হয় যেন পূর্ব্বে দেখা অথচ ভুলিয়া-যাওয়া একটা সিনেমার ছবি চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত দেখিতে পাইতেছি।

বিখ্যাত জার্ম্মাণ রণশাস্ত্রলেখক শ্লেইকেন্ জোর দিয়া বলিয়াছেন, জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধ চালাইয়া শত্রুপক্ষকে পরিশ্রান্ত করার নীতি অবলম্বনীয় নহে। তাহার সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করিয়া জার্ম্মাণী ১৯১৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ করে। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিল, ছয় মাস, বড় জোর নয় মাসের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধেও ইহারই পুনরাভিনয় হইতেছে। দীর্ঘ-কালব্যাপী যুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে হিটলারের বিশ্বস্ততম উপদেষ্টারা তাহাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু হিটলার মনে করিয়াছিল যে লুফ্টওয়াফের সহায়তায় জার্ম্মাণ সামরিক বাহিনী তড়িৎগতি যুদ্ধে সমস্ত প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। এমন কি এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার জন্য ক্রিস্ হিটলারের বিরাগভাজন হয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ছয়মাস পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর আধা-সরকারী কাগজ "ডয়েটশের ইভাষ্ট্রিতে" সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছিল। আলোচনাকারী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ক্ষিপ্রকারী বা তড়িৎগতি যুদ্ধ প্রত্যাশিত ফল লাভে সমর্থ হইবে না।

ইহা সত্ত্বেও হিটলার যুদ্ধ আরম্ভ করে।

পোলাণ্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং অবশেষে ফ্রান্স জয় করার পর মার্শাল গোয়েরিং ব্রিটেন বিজয়ের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী লুফ্টওয়াফে পাঠায়। কিন্তু গোয়েরিং-এর আশা সফল হইল না, লুফ্টবাফে মার খাইয়া হার মানিয়া চলিয়া গেল। ইহা একবৎসর আগেকার কথা।

এইরূপভাবে জয় হইবার পর জার্ম্মাণী বলিল, ক্ষিপ্রকারী বল যুদ্ধে কার্য্যকরী। পরবর্ত্তী সাফল্যগুলিও এই ধারণাকে সমর্থন করিতেছে বলিয়া মনে হইল। রণনীতির সামান্য অদল-বদল করিয়া জার্ম্মাণী নূতন নূতন সাফল্য অর্জ্জন করিতে লাগিল।

অতঃপর ক্ষিপ্রকারীদের সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করিল। জার্ম্মাণীকে কাপুরুষতার অপবাদ কেহই দিবে না। চিরকালই সে তেজ দেখাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতিবিলম্বেই তাহার বুঝিয়াছে হইল, নতুবা কখনই সে রাশিয়া আক্রমণ করিত না।

অবশ্য রাশিয়ার যুদ্ধে হিটলার যে মোটেই সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা বলা চলে না। যথাবিধি তেজ করিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যেরা রাশিয়ার ভিতরে অনেকদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয় নাই। জার্ম্মাণী রাশিয়ার বিপুল ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু নিজেকেও প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া এ পর্য্যন্তও জার্ম্মাণী রাশিয়ার শস্য, তৈল এবং খনিজ পদার্থ প্রভৃতি একান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করিতে পারে নাই।

১৯১৯ সালে জার্ম্মাণীর "মিলিটার বোচেন্ব্লাট্" নামক পত্রিকায় জনৈক জার্ম্মাণ লেখক গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন:—আমাদের সৈন্যবাহিনীকে সামরিক ও রাজনীতিক দুরাশার পশ্চাদ্ধাবন করিতে হওয়াতেই তাহাদের ক্লান্তি চরমে উঠিয়াছিল এবং এমন পরিপূর্ণভাবে জার্ম্মাণীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের গতি জ্যামিতিক বক্র রেখার মত হইতে বাধ্য। জার্ম্মাণী সম্পূর্ণ সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, সুতরাং প্রথমে কিছু জয়লাভ করিতে পারায় বিস্ময়ের কিছু নাই। কিছুকাল ধরিয়া এই বিজয় রেখা ঊর্দ্ধগামী হইয়া চলিতে থাকিবে, ইহাও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু যতই ব্রিটেন ও মিত্রশক্তিবর্গ সুসজ্জিত হইতে থাকিবে, জার্ম্মাণীর সাফল্যের রেখা ততই নিম্নাভিমুখী ও মিত্রশক্তিদের শক্তি ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকিবে।

বিগত মহাযুদ্ধের ন্যায় এবারও দেখা যাইতেছে যে, দুই বৎসর যুদ্ধের পর মিত্রশক্তিবর্গ উত্তরোত্তর শক্তিসঞ্চয় করিতেছে এবং জার্ম্মাণী ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কাইসারের ন্যায় হিটলারও জার্ম্মাণীর প্রকৃত হিতৈষী উপদেষ্টাদের সদুপদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে এবং কাইসারের মতই এখন উদ্ধারের আর পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

জার্ম্মাণীর "নব বিধানের" স্বরূপ

অর্থনৈতিক যুদ্ধ-সচিবের দপ্তরে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, জার্ম্মাণীর "নব বিধানে" কারখানা-মালিক এবং ধনিকদের বিশেষ সুবিধা হইবে। জার্ম্মাণীর মোট শ্রমশিল্পের শতকরা ৬৭ ভাগই তিনটি "কার্টেলের" (কারখানা মালিকদের সংঘ) হাতে। ইহারা রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায়ই পুষ্ট, এবং ইহাদের জোট ভাঙ্গিবার জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয় নাই।

আই, জি, ফারবেনিন্ডাষ্ট্রি নামক প্রতিষ্ঠানটি যুদ্ধের সুযোগে সারা অধিকৃত ইউরোপে ব্যবসা বিস্তৃত করিয়াছে। ঔষধ এবং সার উৎপাদনের অছিলায় ইহা জার্ম্মাণীর জন্য যুদ্ধের মালমশলা তৈয়ারী করিতেছে। জার্ম্মাণী ফ্রান্স জয় করিতে পারায় কোম্পানীটি ইহার একমাত্র প্রতিযোগী কুহ্লমান কোম্পানীটিকে খরিদ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে। স্পেনে, যুগোশ্লাভিয়ায় এবং রোমানিয়ায়ও এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কারখানা গঠন করিয়াছে। যে সকল স্থানে এই সকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে কাজকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কারখানায় যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা সকলই জার্ম্মাণীর ভোগে লাগে। কারখানা অঞ্চলগুলির ভাগ্যে জোটে শুধু বেকারী এবং জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি।

জার্ম্মাণীতে বীজ হইতে প্রস্তুত তৈলের অভাব হওয়ায় বল্কানের কৃষকদের অত্যধিক পরিমাণে সূর্য্যমুখী ফুল উৎপাদনে বাধ্য করা হইতেছে।

নিরপেক্ষ দেশগুলির অবস্থাও ইহা অপেক্ষা খুব ভাল নহে। সুইজারল্যাণ্ড জার্ম্মাণীকে বহু টাকা ধার দিতে বাধ্য হইয়াছে। এই টাকায় সুইজারল্যাণ্ড হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া জার্ম্মাণী নিজ দেশে চালান দিতেছে।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

পল্লী-অঞ্চলে সরকারী সাহায্য

কতিপয় পরিকল্পনার জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাঙলা সরকার সম্প্রতি নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

বর্দ্ধমান

সেহারা উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণার্থ ৩০০৲ টাকা।

বীরভূম

দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত ধনমপুর হইতে খণ্ডগ্রাম পর্য্যন্ত একটি পল্লীপথ নির্ম্মাণ এবং স্থানীয় জল নিকাশের কোন অসুবিধা হইবে না, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে চারিটি কালভার্ট (জল নিকাশের রাস্তার মত সেতু) নির্ম্মাণার্থ ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

যশোহর

যশোহর কো-অপারেটিভ বোর্ড মিলিং সোসাইটিকে এই শর্ত্তে ২,০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে উক্ত টাকা কো-অপারেটিভ উইভার্স ইউনিয়নে আমানত হিসাবে দিতে হইবে এবং তাহা পরিশোধ করা হইলে জেলার পল্লী শিল্পের উন্নতি ও প্রগতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

দার্জ্জিলিং

নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পর্কে ৩,৫২৫৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে:—

(ক) নক্সালবাড়ী উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণ কল্পে ৭২৫৲ টাকা।

(খ) কোটিশ নামক স্থানে একটি ডিস্পেন্সারী নির্ম্মাণ কল্পে এই শর্ত্তে ৯০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে যে, প্রথমে স্থানীয় চাঁদা ২০০৲ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ যে ঠিক মত পাওয়া যাইবে সে সম্পর্কে ডেপুটি কমিশনার নিশ্চিন্ত হইবেন।

(গ) নক্সালবাড়ী রোড হইতে ৪৭নং জেলা বোর্ডের রাস্তা পর্য্যন্ত একটি পল্লী পথ নির্ম্মাণার্থ এই চুক্তিতে ১,৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে যে, স্থানীয় চাঁদা ১,২০০৲ টাকা আগে নগদ সংগ্রহ করিতে হইবে।

প্রসূতি সদন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র

কুমিল্লার রাজদেবী প্রসূতি সদন এবং শিশু-কল্যাণ আশ্রম সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে মাহিয়ানা গত ১লা এপ্রিল হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে।

জেলার কালাজ্বর প্রতিরোধক পরিকল্পনাকে গত ১লা মার্চ্চ হইতে এক বৎসরের জন্য কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত ও তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দার্জিলিং জেলা-বোর্ডকে ১৭,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের ওয়েলস্ মার্দ্ পাড়াতে একটি প্রসূতি-সদন ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম-পুরের কমিশনারকে এককালীন ৪,০০০৲ টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বাঙলার অন্ধ-নিবারণী সমিতিকে ২৩,৪০০৲ টাকা এই সর্ত্তে দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন যে, ১৯৪১-৪২ সনে ঐ সমিতি এই প্রদেশে পাঁচটি ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিচালনা করিবে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

অনুরূপ উপায়ে জার্ম্মাণী সুইডেন হইতে সম্প্রতি লৌহ আমদানীরও ব্যবস্থা করিয়াছে।

জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলিও অধিকৃত অঞ্চলের ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতেছে। ইহাতে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কগুলির অসম্ভব উন্নতি হইতেছে।

কলিকাতা পুলিসের কার্য্যাবলী

১৯৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

কলিকাতা নগরী ও শহরতলি অঞ্চলের ১৯৪০ সালের পুলিশ শাসনের বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে সন্ত্রাসবাদী কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। কোনও লোক বিপ্লবী দলকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা পাইতেছিল, এরূপ ২৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতরক্ষা আইন অনুসারে কারাগারে আটক রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ নিরাপত্তা বন্দীগণ অনশন ধর্মঘট করিয়াছিল এবং আলীপুর, হিজলী ও দমদম জেলের নিরাপত্তা বন্দীরাও এই ধর্মঘটে যোগদান করিয়াছিল। মি: সুভাষচন্দ্র বসু ও অপর একজনের মুক্তির পর অনশন ধর্মঘট বন্ধ হয়। দুইটি মামলায় রাজনৈতিক সন্দেহভাজন লোকেরা সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এই উভয় ব্যাপারেই তদন্তে গোয়েন্দা বিভাগ স্থানীয় পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল। এই উভয় ব্যাপারেই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ট্রেড-ইউনিয়নসমূহ যথেষ্ট উন্নতি করে এবং ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের কর্মকারকদের দায়িত্বপূর্ণ নেতৃত্বের জন্য অনিষ্টকর শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হইতে পারে নাই। এই বর্ষে মোট ৬০টি ক্ষেত্রে শ্রমিক-ধর্মঘট হইয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মঘট স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বৎসরের শেষ দিকে ১২৯টি রেজিষ্টারীকৃত ট্রেড-ইউনিয়ন ছিল।

রিপোর্টে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের এক সম্মেলনে এই বর্ষে প্রস্তাব পাশ হয় যে, কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করার জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। মি: সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করেন যে, ৩রা জুলাই (১৯৪০) তারিখে এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা হইবে। সুতরাং ২রা জুলাই তারিখে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ভারতরক্ষা আইন অনুসারে জেলে আবদ্ধ রাখা হয়। এই সম্পর্কে ৩২৯ জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিভিন্ন সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই আন্দোলনের পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছিলেন যে, মনুমেন্টটিকে অপসারিত করা হইবে। সুতরাং এই সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়।

রিপোর্টে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুদ্রিত বিজ্ঞাপনী ও পুস্তিকার সাহায্যে ব্যাপকভাবে কম্যুনিষ্ট প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। বোম্বাই হইতে রেলযোগে প্রেরিত এরূপ কয়েক বাক্স পুস্তিকা ধৃত করা হয় এবং স্থানীয় যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় এসব পুস্তিকা প্রচারিত হইত, তৎসমুদয় কেন্দ্র ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ কেন্দ্রসমূহের বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে শ্রমিক সমাজকে লইয়া আসার ব্যবস্থা আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব্ববৎই চলিয়াছিল। কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্টদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সভা আলোচ্য বর্ষে মোট ২৫০টি হইয়াছিল এবং অন্যান্য শ্রমিক-সভা হইয়াছিল ১২৭টি।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষেও পুলিশের বিদেশীয় বিভাগের উপর অনেক বেশী কাজের চাপ ছিল। যেরূপ যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি নিরপেক্ষ দেশ দখল করিয়া লয়, তাহা দৃষ্টে পঞ্চম বাহিনীর কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বভাবতঃই প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং এদেশে বাসকারী বিদেশীয়দের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতে হয়। সকল জার্ম্মানকে (আশ্রয়প্রার্থীগণ সহ) আটক করিয়া তাহাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। ইহাদের মধ্যে অনেককে কাটাপাহাড় নামক স্থানের বন্দী-নিবাসে প্রেরণ করা হয়। ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিলে পর কলিকাতার সব ইটালীয়ানকে (মোট ১৩৫ জন) গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের গৃহাদি ও কাগজপত্র তল্লাস করা হয়।

রিপোর্টে উল্লিখিত আর কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় হইতেছে নিম্নরূপ:—

মোট ৫৩ জন কনেষ্টবলকে হেড-কনেষ্টবল পদে উন্নীত করা হয়; তন্মধ্যে ৩৭ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমান।

পুলিশের সাধারণ বিভাগে যে সব কনেষ্টবল লওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে সকলেই ছিল বাঙালী। ইহাদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২১১ জন; তন্মধ্যে মুসলমান ছিল ১০৬ জন, ৩২ জন তপশীলভুক্ত সমাজের এবং বাকী ৭৩ জন অন্যান্য শ্রেণীর অ-মুসলমান।

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করা হয় এবং বৎসরের শেষ দিকে সিভিক গার্ড বাহিনীতে ২৫৮ জন অফিসার ও ৫,৫৬০ জন কর্ম্মী ছিল। সিভিক গার্ডদিগকে মামবাহন নিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয় এবং তাহাদিগকে সাহায্যকারী হিসাবে ট্রেনিং দিবারও ব্যবস্থা হয়।

আলোচ্য বর্ষে গুণ্ডা আইন অনুযায়ী ৩৪টি ক্ষেত্রে বাসস্থানবদলের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছিল। ৪২ জন গুণ্ডাকে ধৃত করা হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে ৪০ জনের সাজা হইয়াছে। বৎসরের শেষদিকে বাকী দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল।

আলোচ্য বর্ষে বিচারযোগ্য মোট ১২,৩২২টি মামলা পুলিশের নিকট রিপোর্ট করা হইয়াছিল এবং ১,৮৪৯টি মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উত্থাপিত হইয়াছিল।

এই বৎসর ১৯,১৪৪।।০ আনা পুরস্কার স্বরূপ বিতরিত হইয়াছিল; ১৯৩৯ সালে ১৩,৮৬১৲ টাকা এরূপভাবে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। পুরস্কারের টাকার মধ্যে ১,৮৪০৲ টাকা বাহিরের লোককে দেওয়া হইয়াছিল এবং বাকী টাকা পুলিশের লোকদিগকেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই টাকার মধ্যে ১৬৫৲ টাকা বেসরকারী লোকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিষবাষ্প উৎপাদন

কৃষিকার্য্যের জন্য তৈল সরবরাহ বন্ধ

টাইমসের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, জার্ম্মাণদের কর্ত্তৃত্বাধীনে পোল্যাণ্ডের চরজো নামক স্থানের রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানাটিতে সম্প্রতি বিরাটাকার বিষবাষ্প তৈয়ার হইতেছে। পূর্ব্ব সীমান্তে বিষ-বাষ্পের যুদ্ধ আরম্ভ হইতে যে আর বেশী দেরী নাই, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ।

রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের ফলে যে জার্ম্মাণীর পেট্রোল ও তেলের ঘাটতি পড়িয়াছে, এ বিষয়েও কোনও সন্দেহ নাই। জার্ম্মাণীর কৃষি-সচিব দপ্তর হইতে উত্তর স্যাক্সোনিয়ার কৃষি সংসদকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে যে, ভবিষ্যতে কৃষি-কার্য্যের জন্য যেন আর পেট্রোল ও তৈল সরবরাহ করা না হয়।

ভারতে থার্ম্মোমিটার নির্ম্মাণ

ডাক্তারী দ্রব্য প্রস্তুতের উন্নতি

পূর্ব্বে বিদেশ হইতে আমদানী হইত, এইরূপ ২৯২ প্রকার ঔষধ ও ডাক্তারী দ্রব্য বর্ত্তমানে ভারতের বিভিন্ন সরকারী অথবা বেসরকারী ঔষধ প্রস্তুতের কারখানায় উৎপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যে ২৮ রকমের ঔষধ এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে যে, এগুলি বিদেশে পর্য্যন্ত রপ্তানী করা চলে। সরবরাহ বিভাগ অনেকগুলি ঔষধের জন্য অর্ডারও দিয়াছে।

যে সকল ঔষধের কাঁচামাল ভারতে পাওয়া যায়, তাহার সবগুলি এখন দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। বিদেশী কাঁচামাল দিয়াও নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে।

অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে জোর কাজ চলিতেছে। ফলে এই সকল দ্রব্যের ভারত-বর্ষের সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা মিটাইবার মত শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জিনিষই ভারতে উৎপন্ন হইতেছে। ব্যাণ্ডেজ কাপড়, শবর জলের থলে প্রভৃতি যে সকল রবার দ্রব্য হাসপাতালে ব্যবহৃত হয়, তাহার অধিকাংশই এখন ভারত-বর্ষে প্রস্তুত হইতেছে।

ভারতের সমুদ্রজল হইতে লাবণ বাহির করিয়া তাহা হইতে কড্‌লিভার অয়েলের মত এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী হইতেছে। ভারতে প্রস্তুত এই ঔষধটি কড্‌লিভারের ন্যায় কার্য্যকরী। সরকারী মেডিক্যাল ষ্টোর্স ডিপার্ট-মেণ্ট একাই ৮ হাজার গ্যালনের উপর এই ঔষধের অর্ডার দিয়াছে।

বাঙলার একটি প্রতিষ্ঠানে ক্লোরোফর্ম প্রস্তুত হইতেছে। ইহা পরীক্ষার পর সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

কলিকাতার ২১৩টি বিখ্যাত কাঁচ দ্রব্যের কারখানার জন্য পরীক্ষার থার্ম্মোমিটার এবং কাঁচের ছিপি আঁটা বোতল তৈয়ারি হইতেছে।

চোখের অস্ত্রচিকিৎসায় চোখ সেলাই বা ব্যাণ্ডেজ করিবার জন্য যে বিশেষ ধরণের সিল্কের সূতা (সিল্কডোর) আবশ্যক, এতকাল তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হইত। এই সূতা সাদা, কালো ও লাল এই তিন রঙের হয়। সম্প্রতি উপযুক্ত ধরণের সাদা সিল্কের সূতা ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতেছে। লাল ও কাল রঙের সূতাও এদেশে তৈয়ারির চেষ্টা চলিতেছে।

ডাক বিভাগে নারী নিয়োগ

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডে নূতন ব্যবস্থা

ব্রিটেনের পোষ্টাফিসগুলির প্রতি তিনজন কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন হয় সৈন্য বাহিনী সমেত নৌ, বিমান, দেশরক্ষা অথবা হোমগার্ড বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে। মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার পোষ্টাল কর্ম্মচারী যুদ্ধে গিয়াছে। সৈন্যদলে যোগদানকারীদের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য ৪৪ হাজার নূতন নারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের লইয়া ব্রিটেনের বিভিন্ন পোষ্টাফিসে নারী কর্ম্ম-চারীর সংখ্যা মোট ৯৬ হাজার হইল।

গত দুই বৎসরে পোষ্টাফিসগুলি যুদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে বহু টন পুরাণ কাগজ, বহু টন সিসা, তামা এবং ব্রোঞ্জ এবং পুরাণ ডাকের ব্যাগ সংগ্রহ করিয়াছে। সাধারণ ডাকের কাজ ছাড়া ব্রিটিশ পোষ্টাফিসকে বিভিন্ন সরকারী অফিসের মোট ২০ কোটি ইস্তাহার বিলি করিতে হইয়াছে। এই সকল ইস্তাহারে শত্রুপক্ষের আক্রমণ, ব্যাস-ড্রোণ, আশ্রয়কাপুর, গ্যাস-প্রতিরোধক মুখোস ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ পোষ্টাফিসকে সরবার খাদ্য-সরবাহের কুপন এবং অন্যান্য কুপনও বিলি করিতে হইয়াছে।

বাঙলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

পাটচাষী এবং পাটের বেপারী ও ফড়িয়া-গণের প্রতি সতর্ক-বাণী

বাঙলার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ্ কন্ট্রোলার মহোদয় এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন :—

নানাস্থান হইতে উপর্য্যুপরি এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিতেছে যে, পাটের কাঁচা বেলের বাজারে বহুল পরিমাণে ভিজা পাট আমদানী হইতেছে। ভিজা পাট বিক্রয় করিয়া কেহ কেহ সাময়িকভাবে লাভবান হইলেও ইহার প্রতিক্রিয়া সমগ্র পাটচাষীর স্বার্থের নিতান্ত প্রতিকূল; কারণ ভিজা পাটের আমদানী বৃদ্ধির সাথে সাথে পাটের দর উত্তরোত্তর পড়িয়া যাইবে।

ইহা অবশ্য সঠিক জানা যায় নাই যে, পাটচাষীগণ কিম্বা পাটের বেপারী ও ফড়িয়াগণের মধ্যে কাহারা এই অপরাধের জন্য দায়ী। বেপারী ও ফড়িয়াগণকে এই সম্বন্ধে প্রধানতঃ সন্দেহ করা হইলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না যে, পাটচাষী সম্পূর্ণ এ দোষ মুক্ত। কম বেশী দোষ যে পক্ষই করুক না কেন, বাঙলা সরকার এবম্বিধ গুরুতর অন্যায় কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ সরকারের উদ্দেশ্য পাটের দরুণ চাষীর আয় বৃদ্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে পাট ব্যবসায়কে অনাচারমুক্ত করা। সুতরাং পাটচাষী এবং পাটের বেপারী ও ফড়িয়াদিগের প্রতি সময়োপযোগী এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিজেদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাটে জল দিয়া বিক্রয় করা বন্ধ করেন। যদি তাঁহারা সাময়িক লাভের আশায় এই প্রকার অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত না হন, তাহা হইলে ইহা রোধকল্পে বাধ্য হইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। এতৎসম্পর্কে যাহারা হাতে নাতে ধরা পড়িবে, তাহাদিগের প্রতি জেল, জরিমানা প্রভৃতি গুরুতর শাস্তি প্রয়োগ করা হইতে পারে।

পাটচাষীর স্বার্থের জন্যই এই অনাচার অবিলম্বে দূর করা কর্ত্তব্য। পাটের বাজার সম্পূর্ণ এই অনাচার মুক্ত না হইলে ক্রেতা খাঁটী ও শুষ্ক পাটের জন্য ন্যায্য মূল্য দিতে রাজী হইবেন না; কারণ ভিজা ও শুষ্ক পাট সব সময় সঠিক নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় খাঁটি মাল আমদানী করিয়াও অনেক চাষী ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে। অতএব পাটচাষী এবং পাটের বেপারী ও ফড়িয়াগণের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই অনাচার পরিত্যাগ করেন এবং সরকার বাহাদুরকে তাঁহাদের প্রতি অপ্রীতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য না করেন। ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয় যে, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য পাটের দাম বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। অতএব পাটচাষীদের প্রতি আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন এই সুযোগে ক্রমান্বয়ে পাট বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত পাট একসঙ্গে বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া যাওয়া অথবা ঘরে মজুত রাখা উভয়ই পাটচাষীর স্বার্থের প্রতিকূল।

পরিশেষে আমি পাটচাষীগণকে একথাও স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে উত্তম পাট জন্মাইতে প্রয়াস পান। ময়লা ও অযত্নে তৈরী পাটের চাহিদা এবার আদৌ দেখা যায় না।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠটির উন্নতির জন্য এই সর্ত্তে ৩৩০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, আইনসঙ্গতভাবে এরূপ চুক্তি করিতে হইবে যে, কোন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আবশ্যক বোধে ইচ্ছা করিলে এই খেলার মাঠের স্বত্ব ও দখল গভর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে।

বৃটেনের দৈনিক ব্যয় সওয়া কোটি পাউণ্ড

আয়করের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপ্রিল মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আগষ্ট মাসের শেষ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইয়াছে তাহা ১৯৪০ সালের অনুরূপ সময়ের আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪০ সালে এই পাঁচ মাসে মোট ৭৪,৯০০,০০০ পাউণ্ড আয়কর আদায় হইয়াছিল। তাহার স্থলে বর্ত্তমান বৎসরে ১৪৯,৫০০,০০০ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে। এই সময়ে ১৯৪০ সালের মোট রাজস্ব ছিল ৩৭৫,০০০,০০০, বর্ত্তমান বৎসরে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬১৩,০০০,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে।

গত কয় মাস ধরিয়া বৃটেনের দৈনিক ব্যয়ের অঙ্ক ১২,৫০০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। ট্যাক্সের হার এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জিনিষপত্রের দাম বিশেষ বাড়ে নাই। গত পাঁচ মাস ধরিয়া দ্রব্য-সমূহের প্রায় কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই বলা চলে।

বাঙলাদেশে সংক্রামক রোগ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উহাতে বাঙলা প্রদেশে মোট ৭৬৭ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল; ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানে ৯৭ জন, বাখরগঞ্জে ৯৫ জন, বীরভূমে ৯১ জন ও নোয়াখালীতে ৩৪২ জন ছিল। এই সপ্তাহে কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা ছিল ২৬২ জন; তন্মধ্যে নোয়াখালীতে ১৪৫ জন।

দার্জ্জিলিংএ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ৯৫ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছিল। কলিকাতায় কোথাও কোথাও মেনিঞ্জাইটিস রোগের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। প্লেগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পাট-চাষের পূর্ব্বাভাষ

১৯৪১ সালের শেষ হিসাব

জেলার নাম বা প্রদেশ।		একর হিসাবে পাটের মোট আবাদ। ১৯৪১ সনে প্রাদেশিকভাবে জমির পরিমাণ (প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ)।	১৯৪১ সনে জমির পরিমাণ (চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ)।	৪০০ পাউণ্ডের বেলে আনুমানিক উৎপন্ন।
বীরভূম ও বাঁকুড়া	..	৩০০	২৪০	৫৮০
জলপাইগুড়ি	..	৩১,৪৫০	৩৭,৮১০	৮৪,৯৬০
বগুড়া	..	৫৭,৭০০	৪৬,৬৯০	১৩০,৯৬৪
ময়মনসিংহ	..	৩৩০,৬০০	৩০০,৪০০	৭৭৮,২৯৫
বাখরগঞ্জ	..	৩৫,৩৫০	২৮,৩০০	৫৭,৪৩০
নোয়াখালী	..	৩৮,৮৫০	২৯,২১০	৪৩,৮৪৫
খুলনা	..	২৬,৯৩০	২৫,০২০	৭০,০৫০
বর্দ্ধমান	..	৬,৩৫০	৫,৪৯০	১৬,৪৭০
হুগলী	..	২০,৪৫০	১৯,৯৭০	৫৯,৯১০
দিনাজপুর	..	৭১,৫০০	৬৯,৪২০	১৯৪,৩৭৪
দার্জ্জিলিং	..	১,৮০০	১,৫৭০	৫,৩৬০
পাবনা	..	৭৪,৭০০	৭২,১৫৫	২১৬,৪৬৪
মেদিনীপুর	..	৮,১৫০	৭,৫২৫	২১,০০০
হাওড়া	..	৫,২০০	৪,৯৫০	১২,৩৬০
রাজসাহী	..	৭১,২৫০	৭০,৬৭০	২২১,১৫০৲
রংপুর	..	১৯৪,৩০০	১৮৮,৬৮০	৪৭১,৫০০
ফরিদপুর	..	১৩০,০০০	১২৮,০৫০	৩৬৪,৫১৫
ত্রিপুরা রাজ্য	..	১৭,০০০	১৭,০০০	৩৪,০০০
২৪-পরগণা	..	২৬,৯০০	২৪,৮৯৫	৫৯,৭৫০
মুর্শিদাবাদ	..	৩৮,৫৫০	৩৬,২৩০	১০৩,৬৫০
চট্টগ্রাম	..	৩০০	২৭০	৮০০
ত্রিপুরা	..	১৪৯,৪০০	১২৭,২৬০	৩৮১,৭৮০
ঢাকা	..	১৫,৭০০	২৫,০৫৫	৫৮,৮৩০
আসাম	..	২৭০,০০০	২৭৬,২০০	৬০৭,২০০

সেনাদল পরিদর্শনে মহামান্য সম্রাট

দক্ষিণ বৃটেনের কোনও স্থানে সেনাদল পরিদর্শনে যাইয়া মহামান্য সম্রাট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জনৈক সৈন্যকে পরিদর্শন করিতেছেন।

বাঙলাদেশে শনের চাষ

উন্নতি সম্পর্কে প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা

শন বাঙলা দেশের একটি অর্থকরী ফসল। এই প্রদেশে শণ দ্বারা সুতলী, রশি ও মাছ ধরার জাল প্রস্তুত হওয়া ছাড়াও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করা হয়। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ সৈন্য বিভাগের মাল সরবরাহ ব্যাপারে ইহা নানা প্রকারে কাজে আসে, যথা যুদ্ধরত সৈন্যদিগের জন্য অতি আবশ্যকীয় দোলনা শয্যা শণ দ্বারা প্রস্তুত হয়। এইজন্য হুগলী জেলার শ্রীরামপুর, চাত্রা ও শেওড়াফুলীতে সুতলী, রশি ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কুটির শিল্পের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে এবং কলিকাতার আশে পাশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে।

এই প্রদেশের কতিপয় জেলায় অল্প পরিমাণ ভূখণ্ডে শণের আবাদ হয়, কাজেই উহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। বাঙলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর নিম্নলিখিত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় এই প্রদেশের কয়েকটি জেলায় কি পরিমাণ জমিতে শণের আবাদ হয়:—

জেলার নাম।	আবাদী ভূমির পরিমাণ (একর হিঃ)।		আবাদের উদ্দেশ্য।
ময়মনসিংহ	..	১০,০০০	শণপুজার জন্য ও সবুজ সারের জন্য।
পাবনা (প্রধানতঃ সিরাজগঞ্জ মহকুমা)	..	৭,০০০	শুধু শণ সুতার জন্য।
রাজশাহী	..	২,০০০	অধিকাংশ সবুজ সারের জন্য।
চট্টগ্রাম	..	২,০০০	ঐ।
ত্রিপুরা	..	১,০০০	ঐ।
ফরিদপুর (প্রধানতঃ মাদারীপুর মহকুমা)	..	৪০০	শুধু সুতার জন্য।
বীরভূম	..	১৫০	ঐ।
মোট	..	২৩,০৫০	

যশোহর জেলার গৌরনদী থানায়, মেদিনীপুর জেলার ডিংরাখালী থানায় ও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অল্প পরিমাণ ভূমিতেও শণের আবাদ হয়। এই কয় জেলায় আবাদের পরিমাণ ১,০০০ একর ধরিয়া লইলে এই প্রদেশে ২৩,০০০ হাজার একর জমিতে শণের আবাদ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদিও এই প্রদেশে বিভিন্ন প্রকারের শণ উৎপন্ন হয়, ফরিদপুরের শণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। বিভিন্ন প্রকারের শণের অধিকাংশই রবি ফসল। ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে, যথা বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং মাদ্রাজে যে শ্রেণীর শণ উৎপন্ন হয় তাহা বাঙলা দেশে, বিশেষভাবে পশ্চিম বঙ্গে, খরিফ ফসলরূপে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে বাঙলা দেশে শণ আবাদ করার অবস্থা ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে। এই পরিকল্পনামতে বাঙলা দেশের বিভিন্ন প্রকার মাটিতে বিদেশীয় বিভিন্ন রকমের শণ, যথা কানপুর, জব্বলপুর, ছিন্দোয়ারা, বিহার, ত্রিবাঙ্কুর ও মণিপুরের উৎপন্ন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ইহা সত্য কথা যে, বাঙলা দেশে উৎপন্ন শণ বিদেশীয় শণের সহিত প্রতিযোগিতায় স্থান পায় নাই; কারণ পূর্ব্ব হইতেই এদেশীয় শণ নিকৃষ্ট।

সকল প্রকার শণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক বৎসর যাবত যে সমুদয় উপায় অবলম্বন করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আজও অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। নিম্নে ঐ সমুদয় উপায়ের উল্লেখ করা গেল:—

(১) শণকে ঘোলা জলে না ভিজাইয়া পরিষ্কার জলে ভিজাইতে হইবে।

(২) শণ ৫ ফিট বা তদূর্দ্ধ দৈর্ঘ্য করিয়া ছাঁটাইবে।

(৩) আঁশ যথাসম্ভব সাদা ও বেশ উজ্জ্বল হইবে।

(৪) ইহা বেশ শক্ত ও সুন্দর হইবে।

(৫) গুটান শণের মধ্যে গোদা বা অন্য কোন দ্রব্য থাকিবে না।

যদি উল্লিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাঙলার শণের সমাদর অবশ্যই অন্যান্য স্থানের শণের সমতুল্য হইবে এবং এই প্রদেশের চাষীদের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি হইবে।

বাঙলার শণ প্রতিযোগিতায় অপমান হওয়ার অন্য কারণ হইল বেল বাঁধা ও তাহাকে প্রেরণ করার ব্যাপারে কোন উপযোগী ব্যবস্থা নাই।

সাধারণত ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বাঙলা দেশের শণ বিদেশে চালান দেয় এবং উহা তিন শ্রেণী ভুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হয়—(১) বেঙ্গল নং ১, (২) বেঙ্গল নং ২, (৩) বেঙ্গল নং ৩; কিন্তু একই প্রকার মান রক্ষা করা হয়। বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকগণ নিজ নিজ সুবিধা ও প্রয়োজন মত শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকে।

উল্লিখিত ত্রুটিগুলি বিদূরিত করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের ও বাঙলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগের অফিসারগণ শণ ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সহিত বাঙলা দেশের সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসারের অফিসে ১৯৪১ সনের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে একটি কন্ফারেন্সে সমবেত হইয়াছিলেন। এই কন্ফারেন্সে বেনারস শণের পার্থক্যসূচক শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করা হয় এবং বাঙলার শণ ও অন্যান্য রকমের শণ অনুরূপ শ্রেণী বিভাগে বিভক্ত করিবার জন্য একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সাব-কমিটি শণের বিভিন্ন শ্রেণীর মান গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলে একমত হইয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, শণ ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকগণের একটি সমিতি অনতিবিলম্বে স্থাপন করিতে হইবে। ঐ সমিতির উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত মত হইবে:—

(১) প্রস্তাবিত নির্দ্দেশসমূহ কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

(২) ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষিজাত মার্কেটিং এডভাইজারের মতানুসারে ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকগণের মধ্যস্থতায় শ্রেণী নির্দ্দেশ করার নিয়ম প্রবর্তন করা এবং যে মাল বিদেশে পাঠান হইবে, তাহা 'আগ মার্ক' চিহ্নিত করা হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের ও বাঙলা সরকারের মার্কেটিং বিভাগ উদ্যোগী হওয়া সত্বেও ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকগণ ঐ সমিতি গঠনে সহযোগিতা করে নাই। বিদেশে প্রেরিত বাঙলার শণ যাহাতে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, সেজন্য বাঙলার ব্যবসায়িগণের ও রপ্তানীকারকগণের ঐ সমিতি গঠনে সমবেতভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই প্রদেশের চাষীগণ যদি শণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত প্রস্তাবগুলির প্রতি লক্ষ্য প্রদান করে এবং উৎপাদিত শণ যাহাতে সব-কমিটির নির্দ্ধারিত ১ ও ২ নং শ্রেণীভুক্ত হয় তৎপ্রতি চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই শণের ফসল হইতে তাহাদের আয় অনেকটা বৃদ্ধি পাইবে এবং আর্থিক সমস্যার সমাধান হইবে।

প্যাসিফিক আণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন যে, তুলার বীজ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ঘনীকৃত তেলের দ্বারা বিদেশজাত পাম গাছের তৈলের কাজ চলিতে পারে। এই তৈল ভারতবর্ষে সহজেই প্রস্তুত করা যায়।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে পাম তৈলের যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহা এই উপায়ে মিটিতে পারে।

বই ইণ্ডিয়া ফাণ্ড হইতে পুনরায় বিমান বিভাগে ১২,৫০০, পাউণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে।

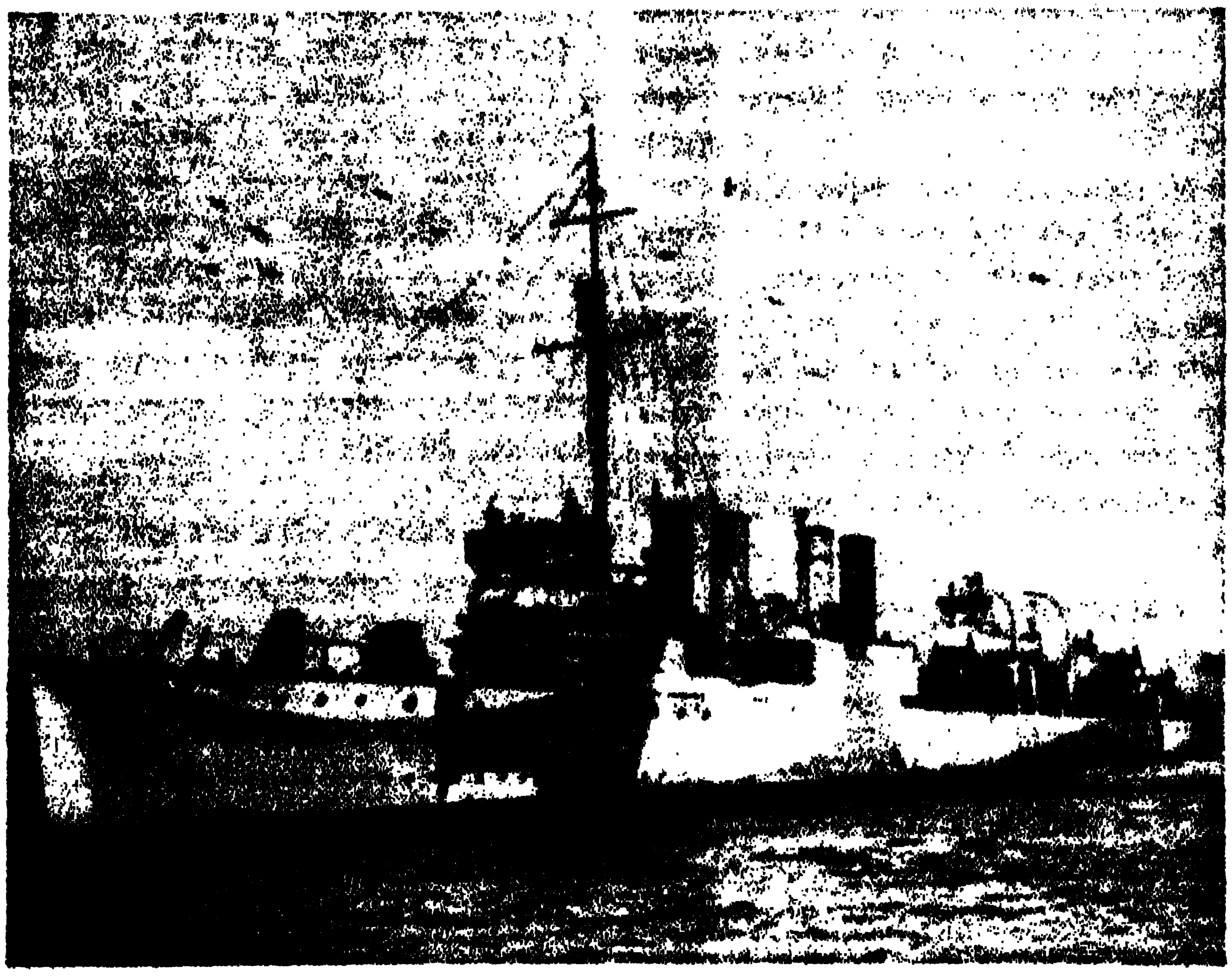

বৃটিশ নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত "স্কারবরো" নামক ডেষ্ট্রয়ার। এই রণতরি খানা বিশেষভাবে প্রহরাকার্য্য ও সাবমেরিণ ধ্বংসের উপযোগী করিয়া সজ্জিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

শারদীয় অবকাশ উপলক্ষে যে দুই সপ্তাহ কাল "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হয় নাই, এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ইহাই যে, নাৎসী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য বৃটিশ ও রুশীয় বাহিনী একই সময়ে ইরাণে অভিযান করে। বর্ত্তমানে ইরাণে সম্পূর্ণভাবে শান্তি বিরাজ করিতেছে। জার্ম্মাণ বাহিনী লেনিনগ্রাড অঞ্চলের সংগ্রামে বিশেষ জোর দিতেছে এবং নূতন করিয়া একদল জার্ম্মাণ সৈন্য ক্রিমিয়ার দিকেও অভিযান করিয়াছে। রুশীয় বাহিনী সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদিগকে তীব্রভাবে বাধা প্রদান করিতেছে। গত কয়েক দিনের সংক্ষিপ্ত সংবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

চেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী জুলুম

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভাকিয়াতে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ার পর বিশ জনের সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, সেই দিনই তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জসিলেক জোরাজেক, প্রাগের রুটীওয়ালা জসিলেক ওয়ানস্, দর্জিজন্ জাঁ পেক্‌টাপা, আসবাবওয়ালা পারোপ্লাডা সেভ্রানেক এবং ক্রুসান সাগ্রট প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কম্যুনিষ্টদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী রক্ষক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে সেখানকার সমস্ত খাবারের দোকানে, হোটেলে, সিনেমা ও অন্যান্য সকল প্রমোদাগারে রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় হইতে পুলিশের কঠোর আইন বলবৎ রহিবে। রেলের রেস্তোরাগুলিতে কেবল যাত্রীদের আনাগোনা বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় খোলা থাকিতে পারিবে। জার্ম্মাণ থিয়েটার ও কনসার্ট প্রভৃতির প্রতি এই সান্ধ্য আইন প্রযুক্ত হইবে না। সভা সমিতি, থিয়েটার, বায়স্কোপ, কনসার্ট এবং অন্যান্য সকল প্রকার চেক খেলাধুলা প্রভৃতি সমস্তই নিষিদ্ধ হইয়াছে। অর্থনৈতিক করপোরেশন অথবা অংশীদারদের সভার প্রতি এই আদেশ প্রযোগ করা হইবে না, তবে কোন সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিতে হইবে। রাত্রি ১১টার সময় সমস্ত গৃহের দরজা বন্ধ করিতে হইবে এবং কোন কোন শহরে উহার এক ঘণ্টা পূর্ব্বেও বন্ধ হইবে।

লেনিনগ্রাডের সংগ্রামে বহু জার্ম্মাণ হতাহত

লেনিনগ্রাডের দিকে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করার সময় একদিনের যুদ্ধে ২৬৯ সংখ্যক জার্ম্মাণ ডিভিশনের এক হাজারেরও অধিক সৈন্য হত বা নিহত হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্য বিভাগের মুখপত্র "রেডষ্টারের" নিকট প্রেরিত এক ডেসপাচে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যগণ লেনিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে "এস" নামক একটা ক্ষুদ্র শহর পুনরধিকার করিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ একটি নদী অতিক্রম করে। অতঃপর তাহারা এই নদীর তীরে অবস্থিত একটি ছোট শহর অধিকার করে এবং এক রেজিমেণ্ট শত্রু সৈন্য নির্ম্মূল করিয়া শত্রুপক্ষকে বহুদূর বিতাড়িত করে। জাকো চুচথী নামক সোভিয়েট ইউনিয়নের একজন বীর পুরুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটা রেজিমেণ্ট এই আক্রমণ পরিচালনা করে।

রাজা বোরিসের নিকট হিটলারের চরমপত্র

প্রকাশ, সোভিয়েট রণক্ষেত্রে সৈন্যদল প্রেরণের জন্য হিটলার বুলগেরিয়ার রাজা বোরিসের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে ভীষণ বোমাবর্ষণ

জার্ম্মাণ হাই-কমাণ্ডের একটি কম্যুনিকে প্রকাশ, গত ৩০শে সেপ্টেম্বর শত্রুপক্ষীয় বিমান উত্তর জার্ম্মাণীর সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল। কয়েকখানি বিমান জার্ম্মাণীর রাজধানীর উপকণ্ঠ ভেদ করিয়াও প্রবেশ করিয়াছিল।

রুশীয় রণাঙ্গণে বৃটিশ বিমান-বহর

লণ্ডনে প্রকাশ, গত কয়েক দিনের মধ্যে রুশীয়ান রণাঙ্গনের কোনও অঞ্চলে জার্ম্মাণদের অগ্রগতির কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই।

মস্কো হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহরের দ্বিতীয় স্কোয়াড্রন এখন পূর্ব্ব রণাঙ্গনের সংগ্রামে যোগদান করিয়াছে। রুশিয়ান জঙ্গী বিমানসমূহের সহিত সহযোগিতাক্রমে তাহারা দুই দিনে ২৬ খানা শত্রু-বিমানকে ভূপাতিত করিয়াছে। উহার মধ্যে ১৭ খানা ব্রিটিশ বৈমানিকরা ভূপাতিত করিয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

সোভিয়েট এপভেদারের একটি ক্রোড়পত্রে লেনিনগ্রাড অঞ্চলের ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত এপভেদারে প্রকাশ, ৭ দিন ব্যাপী লড়াইয়ের পর মাত্র একখানা সোভিয়েট ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ১২ খানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে। তাহা ছাড়া হতাহত জার্ম্মাণ সামরিক অফিসার ও সৈন্যসংখ্যা প্রায় ১,০০০ হইয়াছে।

বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহ

সোভিয়েট যুদ্ধ সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেই সমস্ত সংবাদ পাঠে জানা যায়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করার জন্য বুলগেরিয়া সম্পর্কে জার্ম্মাণ যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ বুলগেরিয়ার কয়েকটি জেলায় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ঐ সমস্ত আন্দোলন দমন করার জন্য বুলগেরিয়ার বিভিন্ন জেলায় ইটালীয়ান সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। আরও জানা গেল যে, বুলগেরিয়ার কোন কোন সৈন্যদলের ভিতরও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে এবং অনেকেই পদত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িতেছে।

বুলগেরিয়ার সমুদয় শস্য জার্ম্মাণীতে চালান দেওয়া হইবে এবং ১লা অক্টোবরের মধ্যে সমুদয় শস্য যাহাতে জার্ম্মাণদের হস্তে অর্পণ করা হয়, বুলগেরিয়ার চাষীদের সেইভাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মাংস, চর্ব্বি, চিনি, সাবান এবং পনীরের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। খাওয়া পরার খরচ শতকরা ৪০ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুলগেরিয়ার শিল্প কারখানাগুলিও জার্ম্মাণরা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। দেশের সর্ব্বত্র বন্দিশিবির ইত্যাদি স্থাপন করা হইয়াছে। রাজনীতি সংক্রান্ত গুপ্তহত্যা ও আক্রমণের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

রুশীয়দের পোলটাভা শহর ত্যাগ

১লা অক্টোবর সোভিয়েট ইনফর্মেশন ব্যুরো কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত এসতেহারখানি প্রচারিত হইয়াছে:—

"৩০শে সেপ্টেম্বর আমাদের সৈন্যরা সমগ্র রণাঙ্গনে শত্রু-সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করে। কঠোর সংগ্রামের পর আমাদের সৈন্যরা পোলটাভা পরিত্যাগ করে। ২৮শে সেপ্টেম্বর ৬৫ খানা জার্ম্মাণ বিমান বিধ্বস্ত করা হয়। আমাদের ২৭ খানা বিমান খোয়া গিয়াছে।"

পোলটাভা একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর; ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের প্রায় ২ শত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই শহর অবস্থিত। পোলটাভার জনসংখ্যা ১ লক্ষ হইবে। ইহা সুবিস্তৃত শস্য ও পশু ব্যবসায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

মস্কো হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এখন পর্য্যন্ত কোনও জার্ম্মাণ ক্রিমিয়া উপদ্বীপে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই; ঐ অঞ্চলে উপনীত হওয়ার পথে দিবারাত্র প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

ফিনদের সাফল্য দাবী

লাহ্‌টি বেতারে ফিন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক কারেলিয়ন গণতন্ত্রের রাজধানী পেট্রোজাভোডস্ক দখলের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

"রেডষ্টার" পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণদের ২৬৮তম পদাতিক বাহিনী মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদলের প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিলে বিধ্বস্ত, ছত্রভঙ্গ ও বিতাড়িত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তিন দিন যাবত উহা চলে। জার্ম্মাণরা রণাঙ্গনে ১,৮০০ জন সৈন্যের মৃতদেহ ও বহু সমরোপকরণ রাখিয়া গিয়াছে।

ক্রিমিয়ার অবস্থা

রুশসৈন্য খারকভের ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম-দিকস্থ পোলটাভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এই সংবাদ সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ঘোষিত হওয়ার পর ওয়াকেফহাল মহল সংবাদ পাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণগণ পেরেকপের সাত মাইল দক্ষিণে পৌঁছিয়াছে। যোজকটি ১০।১২ মাইল চওড়া কিন্তু জার্ম্মাণগণ এখনও যোজকের সঙ্কীর্ণতম স্থান অতিক্রম করিতে পারে নাই।

একসিস-শাসিত লাহ্‌টি বেতার কেন্দ্র হইতে দাবী করা হইয়াছিল যে, ফিনিস সৈন্যগণ মুরমানস্ক রেলওয়ে দখল করিয়াছে। কিন্তু রুশিয়ার পক্ষ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

রুশীয় রণাঙ্গণে সর্ব্বত্র তীব্র সংগ্রাম

রুশ-জার্ম্মাণ রণাঙ্গনে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে শীতকালীন বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। লেনিনগ্রাড এলাকা এবং ইউক্রেনে জার্ম্মাণ আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। লেনিনগ্রাড এলাকায় জার্ম্মাণরা দলে দলে নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। উত্তর-পূর্ব্ব রণাঙ্গনে সম্ভবতঃ লেনিনগ্রাড এলাকার চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্ম্মাণদের এক প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। লেনিনগ্রাডের চতুর্দ্দিকে রুশ গরিলা বাহিনী পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে বিব্রত করিতেছে। গরিলা বাহিনীর একটি দল একটি জার্ম্মাণ সরবরাহ ট্রেণের গতিরোধ করে এবং ত্রিশজন জার্ম্মাণকে নিহত ও প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত হয়। মধ্য ইউক্রেন হইতে কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে মনে হয় যে, জার্ম্মাণরা রাশিয়ার অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র খারকোভ অভিমুখে পূর্ণ উদ্যমে আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

সঙ্কীর্ণ পেরেকোপ যোজকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলিতেছে। প্রতিপক্ষ-পরিবেষ্টিত ওডেসা রক্ষাকারী সৈন্য বাহিনী এখনও জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ানদের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণরা গ্লাইডার (চালকহীন বিমান) ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে গ্লাইডারের ব্যবহার এই প্রথম। রুমানিয়ানদের আক্রমণে তিনটি গ্লাইডার ভূপাতিত হয়।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ

১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলায় যে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল :—

ফরিদপুর জেলার সদর মহকুমায় ভারত সরকারের দ্বিতীয় দফায় প্রদত্ত সাহায্য তহবিল এবং ১৯৪০-৪১ সালের প্রাদেশিক সাহায্য ভাণ্ডার হইতে মোট ১২,৯৫৪।।০ ব্যয়ে ৯১টি নলকূপ খনন করা হইয়াছিল। উক্ত সময়েই মাদারীপুরে ১২০টি ও গোয়ালন্দ মহকুমায় ৬৫টি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মাদারীপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাহাদের বাজেট হইতে পৃথকভাবে নলকূপ খনন করিয়াছে।

কচুরীপানা সাফ্ করার কাজ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত-ভাবে পরিচালিত হইয়াছে। সদর মহকুমায় কুমার নদীতে ৮টি বাঁধ নির্ম্মাণ কল্পে ৫০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মাদারীপুর মহকুমায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ও সরকারী সাহায্য ৯০০৲ টাকায় কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট এলাকা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিবার উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত ৪টি ইউনিয়নের প্রতিনিধিমূলক সদস্য গ্রহণ করিয়া একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। গোপালগঞ্জ মহকুমায় কতকগুলি ইউনিয়নে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্টগণের নিকট মুদ্রিত উপদেশাবলী বিতরণ করা হইয়াছে এবং কুমার ও মধুমতী নদীর নিম্ন-অঞ্চলে যাহাতে কচুরীপানা প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য সরকারী সাহায্যে বাঁশের বাঁধসমূহ তৈরী করিয়া দেওয়া হইতেছে। গোয়ালন্দ মহকুমায় কচুরীপানা পরিষ্কার করার জন্য কার্য্যকরী পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে ১,০০০৲ টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং কতিপয় ইউনিয়নে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

সদর মহকুমায় খেলার মাঠের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ভারত সরকারের সাহায্য ২,০০০৲ ও স্থানীয় চাঁদা ৯৪৫৲ টাকার সাহায্যে ৮টি ক্রীড়া-ভূমির সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমায় সরকারী সাহায্য ১,৪০৬৲ ও স্থানীয় চাঁদা ৮৭০৲ টাকার সাহায্যে ৬টি খেলার মাঠ তৈরী করা হইয়াছে। যাতায়াতের সুবিধা সম্পর্কিত কাজেও অনুরূপ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। গোয়ালন্দ মহকুমায় ভারত সরকারের প্রদত্ত সাহায্য ও স্থানীয় চাঁদায় ৬টি রাস্তা ও ৩টি সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জলপথের ও সেচ কার্য্যের সুবিধা সহ যাতায়াতের তিনটি পরিকল্পনা গোপালগঞ্জ মহকুমায় গৃহীত হইয়াছে।

পালং থানার স্থানে সংক্রামকভাবে কলেরা রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া জন-স্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপকভাবে কলেরা-প্রতিষেধক "ইনাকুলেশনের" ব্যবস্থা করিয়াছিল। উক্ত বিভাগই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে কুইনিন বিতরণ করার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড-সমূহের প্রেসিডেন্টগণকে ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং বিতরণের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কুইনিন সরবরাহ করা হইয়াছিল। গোয়ালন্দ মহকুমার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলে কুইনিন বিতরণ করা হইয়াছিল। গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তকজিলা নামক স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে জল নিকাশের একটি খাল খননের ফলে পল্লী অঞ্চলের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। মাদারীপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে কিছু টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলা বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সাহায্য প্রদানে ২,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। মাদারীপুর মহকুমায় দুইটি নূতন নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং গোয়ালন্দ মহকুমায় অনুরূপ ৮টি বিদ্যালয় ইচ্ছামত ব্যয় করিবার তহবিল হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্য হইতে সদর মহকুমায় একটি পল্লী মিলনাগার ও একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলায় ৯ মাইল পরিমিত জমি, ১৩ মাইল পরিমিত খাল অঞ্চল, ৩ মাইল পরিমিত পথিপার্শ্বস্থ জমি হইতে জঙ্গল সাফ্ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৪৬ মাইল রাস্তা ও ৮ মাইল দীর্ঘ ফুটপাথ মেরামত এবং ২০ মাইল দীর্ঘ রাস্তা ও ১২ মাইল লম্বা ফুটপাথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ছয় মাইল দীর্ঘ খালের পুনর্খনন করা হইয়াছে। ৮৭টি পুষ্করিণী ও পাঁচ মাইল দীর্ঘ খাল হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৪টি নৈশবিদ্যালয় এবং একটি গ্রন্থাগার সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জেলায় ৪টি খেলার মাঠ তৈরী করা হইয়াছে। পিরোজপুর মহকুমায় ৩০,০০০ হাজার শিক্ষার্থী সহ পাঁচ শতেরও অধিক নৈশবিদ্যালয় বিশেষ প্রশংসার সহিত কাজ করিতেছে।

ময়মনসিংহ

জেলা ময়মনসিংহের অধীন মেলান্দহ থানার অন্তর্গত আস্রা ইউনিয়নে বাঘাডোবা-মেলান্দহ পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। ইসলামপুর সার্কেলের সার্কেল অফিসার মৌঃ এ. এফ. এম. ইজহারুল হক সাহেব এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক। আস্রা ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট ও ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবু সারদা চরণ মৈত্র মহাশয় প্রেসিডেন্ট, ডাঃ নরেশ চন্দ্র গোস্বামী সেক্রেটারী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যুবকবৃন্দসহ সমিতির সদস্য সংখ্যা মোট ১৩৫ জন।

সমিতি বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অল্প সময়ের মধ্যে নিম্নলিখিত জনহিতকর কাজগুলি সম্পাদন করিয়াছে :—

(১) বাঘাডোবার মধ্যে দুই মাইল রাস্তার একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু মেরামত করা ও একটি বংশ নির্ম্মিত সেতু মেরামত করা এবং রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন ও গর্ত্ত ভরাট।

(২) গুজাবাড়িয়া ঠাকুর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বের সোহাগজ নদীতে আস্রা ইউনিয়ন পল্লীমঙ্গল সমিতির সহযোগিতায় ২০০ হাত লম্বা একটি বংশ সেতু নির্ম্মাণ।

(৩) গোবিন্দগঞ্জ বাজারের পশ্চিম হইতে মেলান্দহ থানার পূর্ব্ব পার্শ্ব পর্য্যন্ত লোকাল বোর্ডের তিন মাইল রাস্তার একটি বংশ সেতু মেরামত ও দুইটি নূতন বংশ সেতু নির্ম্মাণ এবং রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন ও গর্ত্তভরাট।

(৪) বাঘাডোবা ঠাকুর পাড়ার মধ্যে তিন পোয়া মাইল রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন ও গর্ত্ত ভরাট এবং কতকটা রাস্তা বেমেরামত হওয়ায় উহার পুনঃসংস্কার।

(৫) আদাবিরপাড় মধ্যে দেড় মাইল রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কর্ত্তন ও গর্ত্ত ভরাট।

(৬) বিন্দা মধ্যে অর্দ্ধ মাইল রাস্তার পার্শ্বের জঙ্গল কাটা ও গর্ত্ত ভরাট।

(৭) বাঘাডোবা মধ্যে কারেকামদের কচুরী পানা অপসারণ।

(৮) সমিতি পরিচালনার নিমিত্ত জনসাধারণের নিকট হইতে মুষ্টি ভিক্ষা আদায়।

(৯) মেলান্দহ মৌজার বাড়ইপাড়ার ঘনবসতি বাড়ীর বাস্তুর উন্নতির জন্য আলোবাতাস প্রবেশের নিমিত্ত বৃক্ষ শাখা, বাঁশ জঙ্গল ইত্যাদি কাটা।

(১০) গ্রামস্থ দুঃস্থ পরিবারের অন্নকষ্টে সাহায্য নিমিত্ত জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ মণ ধান ধান্য সংগ্রহ এবং সমিতি পরিচালনার জন্য মুষ্টি ভিক্ষা আদায়।

(১১) সমিতি কর্তৃক তিনটি নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

(১২) সমিতির খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে।

(১৩) সমিতি জনসাধারণের হিতার্থে এ পর্য্যন্ত মূল্যকল্পে ৩৪৮৲ তিন শত আটচল্লিশ টাকার কাজ করিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের প্রদত্ত চাঁদা, ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্য ও মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা সমিতি পরিচালিত হইতেছে।

মহীশূর বিমান স্কোয়াড্রন

মহারাজা কর্তৃক প্রতীক-চিহ্ন প্রেরিত

ভারতীয় বিমান বহরভুক্ত মহীশূর স্কোয়াড্রনের বৈমানিকেরা শিক্ষার্থীরূপে থাকা অবস্থায়ই দুইটি শত্রু বিমান ভূপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পরে তাহারা আরও বহু বিমান ধ্বংস করিয়াছে। টাইমসের সংবাদে প্রকাশ, শীঘ্রই ইহারা হিন্দু পুরাণ বর্ণিত গণ্ডভেরুণ্ড নামক দুই মস্তকবিশিষ্ট ঈগলের প্রতিকৃতি সম্বলিত নূতন ধরণের "ব্যাজ" ধারণ করিবে। ইহা মহীশূরের বর্ত্তমান মহারাজার নিজের প্রতীক-চিহ্ন। তিনি মহীশূর স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের জন্য এই চিহ্ন সম্বলিত "ব্যাজ" পাঠাইয়াছেন। এই সম্পর্কে মহারাজা যে বাণী পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, "গত মহাযুদ্ধে মিত্র-শক্তিবর্গের জয়লাভের পরই আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া 'জয়' শব্দটি আমার নামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। আমার প্রতীক-চিহ্ন গণ্ডভেরুণ্ড। ইহা অপেক্ষা বৃহৎ পক্ষী কোথাও নাই। তোমরা ইহা হাতে বাঁধিও ইহাই আমার অনুরোধ।"

বেলুন ব্যারাজের জন্য নারী নিয়োগ

তরুণীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার

রাজকীয় বিমানবাহিনীর বেলুন ব্যারেজ (বিমান আক্রমণে বাধা দানের জন্য ব্যবহৃত বেলুন) পরিচালনার জন্য যে সকল পুরুষ নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্যে অন্যত্র নিয়োজিত করা হইবে।

তাহাদের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য নারী কর্ম্মীদের নিযুক্ত করা হইবে। বেলুন বাহিনীতে পূর্ব্ব হইতেই উইমেনস্ অক্সিলিয়ারি এয়ার ফোর্সের কয়েকজন নারী নিযুক্ত আছেন, ইঁহারা মেরামতি, দড়ির কাজ এবং বেলুনের খুঁটিনাটি কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভবিষ্যতে এই সব কাজ ছাড়া মেয়েদের বেলুনগুলির চালনার ও সঞ্চালনার ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। দলে দলে তরুণীরা এই কার্য্যে যোগ দিতেছে।"

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

লালফৌজের সাফল্য

মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাডের ১২৫ মাইল দক্ষিণে ইলমেন হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্টারারাশাতে প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ চারটি গ্রাম ও একটি পাহাড় পুনর্দখল করা হইয়াছে। একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, নীপার তীরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মাণরা নীপারের দক্ষিণতীর অতিক্রম করার জন্য বহুবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাশিয়ানদের আক্রমণে তাহা প্রতিহত হয় ও প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতি হয়।

মস্কোতে ত্রিশক্তি সম্মেলন

মস্কোতে ত্রিশক্তি (ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট) সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ২৯শে সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং ১লা অক্টোবর উহা শেষ হয়। তিনটি প্রধান শক্তির এই সম্মেলনে সোভিয়েট সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষ যে সব মাল চাহিয়াছেন, তাহার সমস্ত তাঁহাদিগকে দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ম: মলোটোভের সভাপতিত্বে মস্কোতে অবিরাম তিন দিন সম্মেলনের অধিবেশন হয়। লর্ড বীভারব্রুক, মি: হ্যারিম্যান ও ম: মলোটোভের নেতৃত্বে তিন শক্তির প্রতিনিধি দল পারস্পরিক বিশ্বাস ও সদিচ্ছার আবহাওয়ার মধ্যে কথাবার্ত্তা চালান।

ম: ষ্টালিন সম্মেলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সম্মেলন সফলভাবে তাহার কার্য্য সমাধা করে ও তাহার লক্ষ্য অনুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করে। "সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের সাধারণ প্রচেষ্টায় তিন প্রধান শক্তির পূর্ণ ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্মেলনে প্রকাশ পায়।"

সম্মেলনের উপসংহারে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব ম: মলোটোভ বলেন,—

"হিটলারকে ইতিপূর্ব্বে কখনও বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের এরূপ শক্তিশালী কোয়ালিশনের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এরূপ শক্তির পাল্টা আঘাত খাইবার অভিজ্ঞতা তাহার হয় নাই। আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, হিটলারবিরোধী ফ্রণ্ট ক্রমে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইবে এবং এমন কোন শক্তি নাই যে, উহাকে পরাভূত করিতে পারে। আমরা প্রচণ্ডতর আঘাত সহ্য করিতেছি; কিন্তু এ কথা ক্রমশ: সমগ্র জগতের জাতিসমূহ উপলব্ধি করিতেছে। আমাদের সঙ্কল্প ভাঙ্গে নাই, আরও দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী বিরাট শক্তিরূপে অটুট আছে এবং উহা অবিচল থাকিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিবে।"

রুশীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

লণ্ডনে প্রামাণ্যভাবে ৩রা অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, খারকভের দিকে জার্ম্মাণ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ চালানো হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। অনুরূপভাবে পেরেকপ যোজকেও জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ পরিচালিত হইতেছে এবং ক্রিমিয়ার মূল উপদ্বীপে তাহারা পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে, পূর্ব্ব রণাঙ্গনের মধ্যে ইউক্রেন সম্পর্কে এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণরা খারকভের শিল্প-এলাকার উপর আঘাত হানিয়া রুশিয়ার সমর-শক্তি ব্যাহত করার চেষ্টা করিতেছে; ওদিকে একই সঙ্গে ক্রিমিয়া আক্রমণেরও চেষ্টা চলিতেছে।

ক্রিমিয়ায় যুদ্ধের অবস্থা

ক্রিমিয়ার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা পেরেকপ যোজকের উপরই বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা উহার অর্দ্ধেক পথ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু রুশিয়ানরা উহা স্বীকার করিতেছে না।

জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়া অভিযানে ব্যাপকভাবে ডাইভ-বোমারসমূহ ব্যবহার করিবে বলিয়াই মনে হয়। পেরেকপ যোজক রক্ষার জন্য রুশিয়ানরা তাহাদের শক্তিশালী কৃষ্ণসাগরস্থিত নৌবহরের উপর নির্ভর করিতে সমর্থ।

দক্ষিণ ইউক্রেনের পোলটাভার চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। রুশিয়ানরা দুইদিন পূর্ব্বে ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। পথ অপেক্ষাকৃত সরল হওয়া সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা খারকভের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। খারকভ শহর ট্যাঙ্ক এবং শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের এক মস্তবড় কেন্দ্র; উহা ৮৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

লেনিনগ্রাড সমীপে জার্ম্মাণবাহিনী

লেনিনগ্রাড হইতে জার্ম্মাণদের দূরত্ব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা শহরের কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু রুশিয়ানদের বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ফিনিশ উপসাগরের দিকে রুশীয় নৌবহর জার্ম্মাণদের কাছে ঘেঁসিতে দেয় নাই এবং ক্রনষ্টাটের পশ্চিমে বহুদূরে তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। জার্ম্মাণরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা দূরপাল্লার কামানের সাহায্যে ওরানিয়েনবাউমের উপর গোলবর্ষণ করিতেছে। ওরানিয়েনবাউম ক্রনষ্টাটের বিপরীত দিকে অবস্থিত। উহা লেনিনগ্রাডের ২০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি দ্বীপ এবং দুর্গ বিশেষ।

হিটলারের বক্তৃতা

হিটলার ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩—৩২ মিনিটের সময়ে বার্লিন শহরে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা দানের পূর্ব্বে প্রচার-সচিব ডা: গোয়েবলস্ অপরাহ্ণ তিনটার সময় বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

হিটলার বলেন যে, জার্ম্মাণ জাতি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বিচ্যুত করা এবং ফুয়েরের ও জার্ম্মাণ জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

হিটলার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাপ-জার্ম্মাণ সম্পর্কের ক্রমশ:ই উন্নতি ঘটিতেছে।

তিনি আরো বলেন, যে মাসে স্পষ্টই বোঝা গিয়াছিল যে, সোভিয়েটই আমাদিগকে প্রথম আক্রমণ করিবে। কিন্তু আমিই সোভিয়েটকে প্রথম আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। জীবনে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আমি আর কখনই গ্রহণ করি নাই।

অত:পর পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব্ববৃহৎ সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এ-পর্য্যন্ত পরিকল্পনা অনুসারেই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই শত্রু ইতিপূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

হিটলার বলেন যে, ২৫ লক্ষ রুশ সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে, বিশ হাজার কামান ও পনর হাজার ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করা হইয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে নূতন ব্যূহ নির্ম্মাণ

মেদসিভি বেতারে বলা হইয়াছে যে, রুশিয়ানরা লেনিনগ্রাড অঞ্চলে নূতন প্রতিরোধ-ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতেছে। উহাতে রুশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণের তীব্রতার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নূতন সৈন্য আমদানী রুশিয়ানদের পক্ষে সর্ব্বসময়েই সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ১৯৪১ সালের ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ (বঙ্গীয় ব্যাটালিয়ন সংশোধিত) বিল আইনে সম্মতি দান করিয়াছেন।

ডাক্তারখানায় সরকারী সাহায্য

ঘটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত যে সকল ডিস্পেনসারীর ঔষধ গত ঝটিকায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদের নূতন করিয়া ঔষধ ক্রয়ার্থ বাঙলা সরকার এককালীন ১,৩৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উক্ত টাকা নিম্নলিখিতরূপে বণ্টন করা হইয়াছে:—

ভোলা মহকুমা ডিস্পেনসারী	২০০৲
মনপুরা ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেনসারী	১০০৲
বোরো ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেনসারী	৭৫৲
দৌলতখান ডিস্পেনসারী	৭৫৲
চামতা ডিস্পেনসারী	৭৫৲
চরফ্যাশন ডিস্পেনসারী	৭৫৲
লালমোহন ডিস্পেনসারী	৭৫৲
দুমকী ডিস্পেনসারী	৭৫৲
বাঁচা ডিস্পেনসারী	৭৫৲
চর কাসাম ডিস্পেনসারী	৭৫৲
শ্রীরামপুর ডিস্পেনসারী	৭৫৲
পাটের হাট ডিস্পেনসারী	৭৫৲
কনকদিয়া ডিস্পেনসারী	৭৫৲
বাউফল ডিস্পেনসারী	৭৫৲
বড়বাড়ী ডিস্পেনসারী	৭৫৲
তাজুমদ্দী ডিস্পেনসারী	৭৫৲

এতদ্ব্যতীত খুলনা জেলার অন্তর্গত টাউন-শ্রীপুরের মাতৃমঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পরিদর্শকের মাসিক ৭৫৲ টাকা হারে মাহিনা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

আগে স্থানীয় চাঁদা নগদ আদায় করিতে হইবে, এই শর্ত্তে বাঙলা সরকার বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের জন্য ২০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ময়মনসিংহে ঋণ-সমস্যার সমাধান

একটি সালিশী বোর্ডের কার্য্য

বাদল। ঋণ-সালিশী বোর্ড (থানা ইটনা)

মো: নং ২৯।৮ ১৯৩৯ সন।

মহাজন দরখাস্তকারী—ধরণীকান্ত বণিক্য।

খাতক—গিরীন্দ্র চন্দ্র বণিক্য।

মহাজন ধরণীকান্ত বণিক্য ৫০৲ টাকা দাবী মূলে খাতক গিরীন্দ্র বণিক্যের বিরুদ্ধে উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করে। বোর্ড মহাজনের প্রাপ্য আসল ২৫৲ ও সুদ ২৫৲, মোট ৫০৲ ঋণ নির্দ্ধারণ করেন। খাতকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করত: মাত্র ৫৲ টাকায় বোর্ড উক্ত মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিতে সমর্থ হন।

মো: নং ৩০।৬, ১৯৪০ সন।

মহাজন দরখাস্তকারী—সুশীল কুমার রায়।

খাতক—সুধীর চন্দ্র রায়।

মহাজন সুশীল কুমার রায় ৩১৮৲ দাবী মূলে খাতকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেন। বোর্ড ৭৮৲ টাকা ঋণ নির্দ্ধারণ করেন এবং ৫৬৲ টাকা মোট ১৪ কিস্তিতে পরিশোধ করিবার কড়ারে পক্ষগণ মধ্যে আপোষ মীমাংসা করিতে সমর্থ হন।

আসাম শাখার ইম্পিরিয়াল রেড ক্রস এবং সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সমবেত আবেদনে আসাম মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ১,১০,৯১০৲ টাকার উর্দ্ধে সংগৃহীত হইয়াছে।

হুগলী জেলায় যুদ্ধ-সাহায্য সংগ্রহ

ডিফেন্স সেভিংস্ সপ্তাহের অনুষ্ঠান

হুগলী জেলার সদর ও আরামবাগ মহকুমায় গত ১লা আগষ্ট হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ে "ডিফেন্স সেভিংস্" সপ্তাহ পালন করা হইয়াছিল। সদর মহকুমার এলাকায় হুগলী-চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, মোগরা, ত্রিবেণী, পাণ্ডুয়া ও বৈঁচি নামক স্থানে এই উদ্দেশ্যে স্থানীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। শ্রীরামপুর মহকুমার এলাকায়ও অনুরূপভাবে সপ্তাহের অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত হয়। সব সিনেমা-গৃহে সপ্তাহ অনুষ্ঠানের অনুকূলে প্রচারমূলক সিনেমা স্লাইড দেখানো হইবে এবং স্থানীয় পত্রিকা-সমূহের মারফৎও প্রচারকার্য্য চালানো হইবে। বে-সরকারী ব্যক্তিগণ ছাড়া সদরের প্রায় সকল শাসন বিভাগীয় সরকারী কর্ম্মচারীর উপরই এক একটি কেন্দ্রের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। সদরের মহকুমা হাকিমের তত্ত্বাবধানে এই সব সরকারী কর্ম্মচারী স্থানীয় কমিটি-

কয়েকদিন হইল চুঁচুড়া পরিদর্শন কালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্থানীয় সিভিক-গার্ড দল এবং এ-আর-পি বাহিনীও পরিদর্শন করিয়াছেন।

যাহাতে "সপ্তাহের" অনুষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তজ্জন্য নির্দ্ধারিত হয় যে, স্থানীয় কমিটি-সমূহের ঘন ঘন অধিবেশন হইবে, ব্যাপকভাবে বহুসংখ্যক প্রচার-সভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, পোষ্টার ও বিজ্ঞাপনী প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বিতরিত হইবে, পাব্লিক রিলেশন্‌স্ কমিটির প্রচার-বানখানা ৩১শে জুলাই হইতে আরম্ভ করিয়া ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে যাতায়াত করিবে, নির্দ্ধারিত দিবসে ম্যাজিক ল্যাণ্ঠাণ সাহায্যে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা হইবে, স্থানীয় সিনেমা-গৃহগুলিতে যুদ্ধ বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইবে, এই সমূহের সহযোগিতায় সপ্তাহের সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়াছিল।

সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় আগষ্ট মাসে ২,৬০০৲ টাকার ডিফেন্স বণ্ড ও ৪৮,০০০৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। পরিকল্পিত সপ্তাহের অনুষ্ঠান ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইয়াছিল।

আরামবাগ মহকুমায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। উক্ত মহকুমায় ১,৫০০৲ টাকার সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

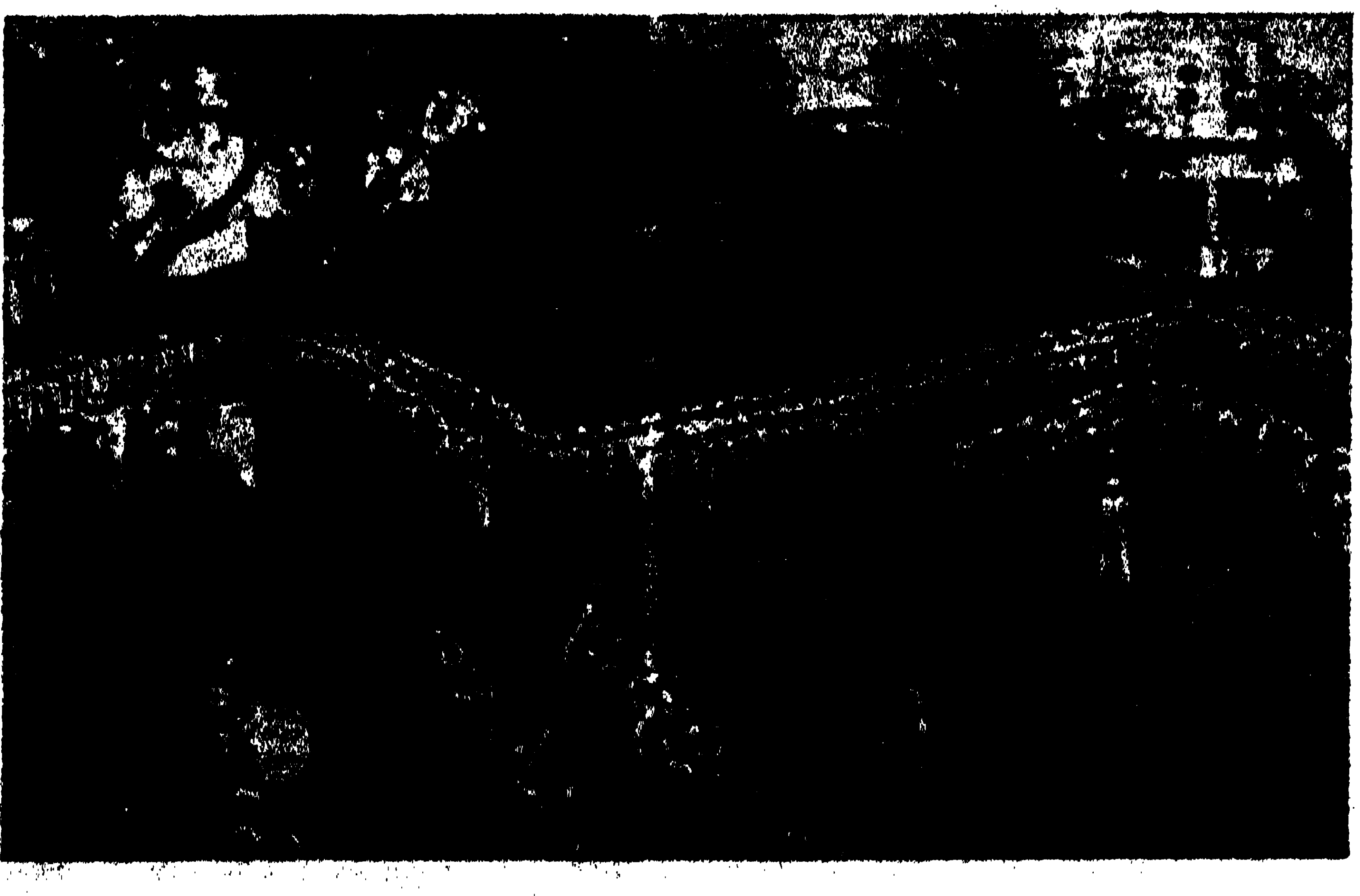

চুঁচুড়ায় গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিদর্শিত সিভিক-গার্ড দল ও এ-আর-পি বাহিনীর আর একটি দৃশ্য।

রুশীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব

শীতকালীন যুদ্ধে জার্ম্মাণীর অসুবিধা

ডেইলী টেলীগ্রাফ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

রুশীয় পরিস্থিতির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তবে গত তিন মাসে একাধিকবার গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রতিবারই রুশীয় সৈন্যেরা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে জার্ম্মাণী বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু ভূমি লাভ নহে, রুশীয় সৈন্য বাহিনীকে ধ্বংস করাই তাহাদের আসল উদ্দেশ্য। জার্ম্মাণ প্রচারবিদেরাও একথা বরাবর বলিয়া আসিতেছে। এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণরা এখন শীতকালীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া নানা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম যখন জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহা ভাবে নাই যে শীতকাল পর্য্যন্ত তাহাদের যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

রুশীয়দের যেচ্ছা-বিনষ্টি নীতি অবলম্বনের ফলে জার্ম্মাণ-অধিকৃত সকল অঞ্চলই প্রায় রিক্ত, তাহার উপর নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম দিক হইতেই সমগ্র অঞ্চল বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। এদিকে জার্ম্মাণীতে শীত বস্ত্রের তীব্র অভাব দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় শীতকালে যুদ্ধ চালনা যে জার্ম্মাণীর পক্ষে খুব আরাম-দায়ক হইবে না, তাহা সহজে অনুমেয়।

দুর্দ্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদী নিহত

যুগোশ্লাভ উপজাতীয় নেতার বিচিত্র জীবনকথা

ডেইলী টেলীগ্রাফের কায়রোস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:—

কায়রোতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ম্যাসিডোনিয়ার কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী আইভান মিহাইলফ্ দক্ষিণ সার্ব্বিয়ার সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে। মিহাইলফ্ খাস বুলগার নাগরিক ছিল। গত যে মাস হইতে বুলগেরীয়দের পক্ষে সে দক্ষিণ যুগোশ্লাভিয়ার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছিল।

গত মহাযুদ্ধের পর বহু বৎসর পর্য্যন্ত বুলগেরিয়া সরকারের কর্ত্তৃত্ব উপেক্ষা করিয়া সে যুগোশ্লাভিয়া ও সার্ব্বিয়ার সীমান্তের নিকটবর্ত্তী দুর্গম নামক গোপন আড্ডা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে। ১৯৩৪ সালে সে তুরস্কে পলাইয়া যায় এবং পরে পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়। পোল্যাণ্ড জয় করিবার পর জার্ম্মাণরা এই দুর্দ্দান্তকে আশ্রয় দান করে এবং ইহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিতে বুলগেরিয়াকে বাধ্য করে।

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ৪৩৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬১টি পাঞ্জাব হইতে এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। উক্ত সময়েই ১৮৭টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে এবং ৫৭৫টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৭০৲ হইতে ১৪০৲ এবং ১২৫৲ হইতে ২৫০৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছে।

গাভী ৫ সের হইতে ১০ সের এবং মহিষ ৬ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

বাঙলাদেশে বিক্রয়ের হিসাব

বিগত জুলাই মাসে বাঙলাদেশে নিম্নোক্ত পরিমাণ ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে :—

জেলা।	সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
১। নদীয়া ..	১,৭৮০্	১৭৮৸৵৹
২। যশোহর ..	২,০৫০্	৪৪৸৵৹
৩। নারায়ণগঞ্জ ..	১,০৬০্	২৪৭্
৪। ত্রিপুরা ..	১,২১০্	১২৮৶৹
৫। নোয়াখালী	৪০্	১২৸৹
৬। বগুড়া ..	২৩০্	৪৩৶৹
৭। দিনাজপুর	৫০্	৫৮৸৹
৮। রংপুর ..	১,৪৬০্	৪৩্
৯। বর্দ্ধমান ..	২,০৮,৪২০্	৪,০৯১্
১০। ফরিদপুর	২,২৪০্	৭৯্
১১। মেদিনীপুর	৯,১৯০্	১৯৫্
১২। বাঁকুড়া	২,৩৯০্	৩৮্
১৩। ২৪-পরগণা	৭,৪৫০্	১,০৫৭৷৹
১৪। ময়মনসিংহ	৬,৭৯০্	৬৫্
১৫। কলিকাতা	৩,০২,৪২০্	৬,৪৯৫৸৹
১৬। চট্টগ্রাম ..	৪,১২০্	৫৮১৶৹
১৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..
১৮। জলপাইগুড়ি	২,১০০্	৬৪৩৶৹
১৯। দার্জিলিং	১০,১৮০্	৮৪৮৷৹
২০। ঢাকা ..	১০,৮০০্	২৯৩৸৹
২১। বীরভূম ..	৮৬০্	৫৯৷৹
২২। মালদহ ..	২০্	৮৮৶৹
২৩। মুর্শিদাবাদ	৫,৩৪০্	১্
২৪। হাওড়া ..	১১,২৮০্	৫৬৩৶৹
২৫। হুগলী ..	৬,৫৭০্	২০১৸৹
২৬। পাবনা ..	৩০০্	৯৬৶৹
২৭। রাজশাহী	১৪০্	১৭৩৸৹
২৮। খুলনা ..	১১,২২০্	৫১৶৹
মোট ..	৬,১১,৭১০্	১৬,৩৭১৷৹

ইরাণে খাদ্যদ্রব্যের অভাব

ভারত হইতে গম ও চিনি প্রেরণ

তেহারাণ হইতে সিমলায় যে তার আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ইরাণে যে সকল খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা দেখা দিয়াছে, ব্রিটিশ ও রুশীয় সৈন্যেরা ইরাণে তাহা কেনা বন্ধ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটিশ ও রুশ সরকার সেই সকল দ্রব্য ইরাণে চালানও পাঠাইতেছেন। গম ও চিনি ইহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুশীয় জাহাজ সোভিয়েট সৈন্যের জন্য ক্যাস্পিয়ান উপসাগরের ইরাণী বন্দরগুলিতে ময়দা ও চিনি লইয়া যাইতেছে। ইরাণী জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ও আনিয়া এই সকল খাদ্য দ্রব্য ছাড়া বস্ত্রাদিও প্রেরণ করিতেছে। গত ১২ই সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইরাণের তৈলখনি অঞ্চলে ৭০০ টন ময়দা সরবরাহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে বন্দর শাপুরে শীঘ্রই ১,৫৫০ টন গম, ১,৫০০ টন চিনি ও প্রায় ৫০০ টন চা চালান হইবে। এই সকল দ্রব্য ইরাণী কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রয় করা হইবে।

ইরাণ সরকারও আফগানিস্তান ও মোহাম্মেরাহ্ হইতে বহু পরিমাণ চিনি তেহারাণে চালান আনিতেছেন। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ ও ডাচ কোম্পানীগুলির মারফতে ইরাণ সরকার ইষ্টইণ্ডিজ হইতে যে ৪৩ হাজার টন চিনির অর্ডার দিয়াছেন, তাহারও প্রথম কিস্তি শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে।

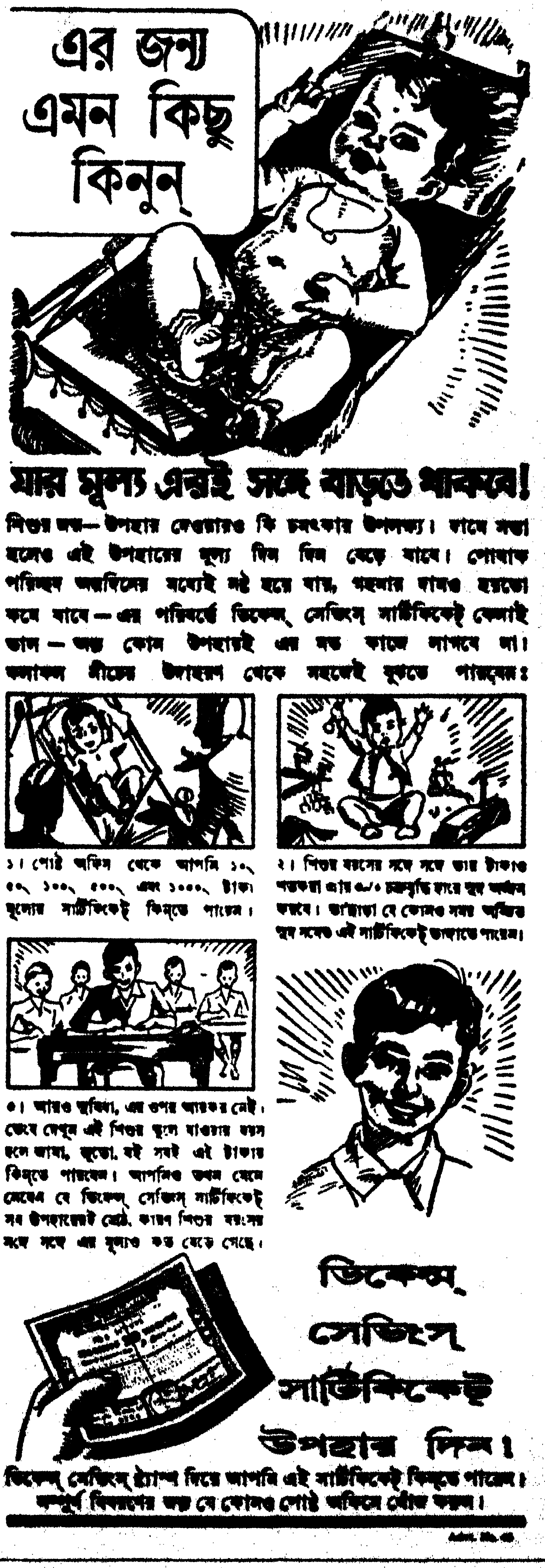

ফরিদপুর সেটেলমেন্টের অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ আরও ১৫,০০০্ টাকা দান করিয়াছে। ঐ টাকা দ্বারা যুদ্ধরত সৈন্যদের জন্য বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইবে। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ফরিদপুর সেটেলমেন্ট যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য পাঁচটি সম্পূর্ণ এম্বুলেন্স ইউনিটের জন্য টাকা প্রদান করিয়াছে।

[illegible] ফিরতে ইটালীর যুদ্ধ-বন্দীর সম্প্রতি ইটালী হইতে যে সকল চিঠি পত্র পাঠিয়াছে তাহাতে [illegible] ইটালী হইতে যে সকল পত্র ইটালীর [illegible] পরীক্ষিত হইয়া প্রেরিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি পূর্ব্বে [illegible] কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকটি খামের উপরই নাৎসী সেন্সরের পাখার ছাপ।

ময়মনসিংহের পল্লীতে যুব-কল্যাণ প্রচেষ্টা

তাতারকান্দিতে সম্মেলনের অনুষ্ঠান

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে ময়মনসিংহ জেলার তাতারকান্দী হাই স্কুল প্রাঙ্গনে কুলিয়ারচর ইয়ুথ্ ওয়েল-ফেয়ার ক্লাবের (জিলা যুব কল্যাণ সভার অনুমোদিত) দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কিশোরগঞ্জের সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এস, সেন, আই, সি, এস, উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ ও ক্লাবের সভ্যগণসহ প্রায় ৬০০ শত লোক সভায় যোগদান করেন। সভায় নির্বাচিত সভাপতি মহোদয়কে খারকান্দা ও তাতারকান্দী গ্রামের গ্রামরক্ষী দলসমূহ গার্ড-অব্-অনার প্রদান করে এবং তাতারকান্দী হাই স্কুলের স্কাউটদল তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। ক্লাবের সভ্যবৃন্দ শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি প্রদর্শন করার পর সভার কার্য আরম্ভ হয়। ক্লাবের স্থায়িত্ব, উন্নতি ও সফলতা কামনা করিয়া ক্লাবের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক ও কিশোরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব এস, ডি, ও, মিঃ এস, এম, দফর, আই, সি, এস, জিলা শরীরচর্চা সংগঠনকারী, মিঃ বি, এস, রায়, বি, এস, সি, ময়মনসিংহ সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান খানসাহেব মওলবী মোহাম্মদ ওয়েস আলী, বি, এল, ক্লাবের প্রাক্তন পৃষ্ঠপোষক সাব ডেপুটি কালেক্টর, মওলবী আব্দুল বারেক, বি, এ, আশীর্ব্বাদ বাণী প্রেরণ করেন।

ক্লাবের বিদায়ী সেক্রেটারী মিঃ এ, উড, এম, ফুল, ১৯৪০-৪১ সনের কার্য্যের রিপোর্ট পাঠ করিলে পর ইহা গৃহীত হয়। আলোচ্য বর্ষে ক্লাবের উল্লেখযোগ্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া রিপোর্টে প্রকাশ।

ক্লাবের স্থায়ী সভাপতি মওলবী এ, এফ, এম, নুরুল্লা, বি, এ, বাবু শশী ভূষণ বণিক ও মওলবী সৈয়দ মকবুল হুদা, বি, এ, বি, টি, ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা, যুব-কল্যাণ ব্যাপারে উহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের পর সভাপতি মিঃ সেন, বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি এবংবিধ ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা এবং পল্লীঅঞ্চলে উহার বহুমুখী কার্য-কলাপের কথা উল্লেখে সকলকে এব্যাপারে আরও সক্রিয় সহায়তা প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। ইহার পর ১৯৪১-৪২ সনের কার্য্যকরী কমিটি ও উহার কর্ম্মকর্তা নির্ব্বাচিত হয়।

সওয়া ছয় লক্ষ কম্বলের অর্ডার

হস্তচালিত তাঁতে বোনা কম্বলের চাহিদা

আগামী মার্চ্চ মাসের মধ্যে মাল যোগাইতে হইবে, এই সর্ত্তে ভারত গভর্ণমেণ্টের ষ্টোর্স ডিপার্টমেণ্ট বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে ৬,২৮,৫০০ তাঁতে বোনা কম্বলের অর্ডার দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যে সকল অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার ডেলিভারী সমাপ্ত হইলেই এই নূতন মাল দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। শীঘ্রই আরও কম্বলের অর্ডার দান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

আংশিক সরবরাহ বিভাগ এবং আংশিক ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিলের জন্যই এই সকল কম্বল কেনা হইতেছে। ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল ৪ লক্ষ কম্বলের অর্ডার দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রচার করা হইয়াছিল, তদনুযায়ী আগামী ২৬।২৭শে অক্টোবর রাজশাহী সহরে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন হওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ, সাহেব, এম, এড, (বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী ডিরেক্টর), ইহোর সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তি

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯(১) ধারার (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন:—

ত্রিপুরা জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার বাগবাড়া, মাইজখার, ভুলাইন, খোশবাস, লাকসাম, মুদাফফরগঞ্জ, বেতরা, বোলপাথা, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম, গোবিন্দপুর, রায়কোট, পশ্চিমগাঁও, বাইশগাঁও, কনকাপৈত, লক্ষণপুর, উত্তর হাওলা, জড্ডা, সাথেরপেটুয়া, পেড্ডা, কালীর বাজার, গালিয়ারা, বড়পাড়া, শিকমুড়ি, চিওড়া, আমড়াতলি, উজীরপুর এবং জগন্নাথদিঘী।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অধীনস্থ ধুলাসিমলা, মহগ্রাম, কমলপুর, খালিহান, চণ্ডীপুর, নাকোল এবং বেলাপুর।

বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার পলসী, কোড়া, খাঁড়ারী, সাতগাছিয়া, মুগুরা, পারাজ এবং বাথার।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বাঘনাপাড়া, আটঘরিয়া, বাজনা, পাটুলী ও কুসুমগ্রাম।

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কাঁদ্রা।

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অধীনস্থ সালানপুর, জিতলগোড়া, কাজোরা, এগারা, পোয়াবাগ এবং গোপালপুর।

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বেতকা, আউটশাহী এবং তেওতিয়া।

সম্প্রতি দিল্লীতে নবগঠিত ডিফেন্স এডভাইজরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

বিভিন্ন জেলায় পশ্বাদির উন্নতি সাধন

কার্য্যকরী শিক্ষাদান কেন্দ্র স্থাপন

ভারত সরকার প্রদত্ত সাহায্যে বাঙলাদেশের ২২টি জেলায় পশ্বাদির উন্নয়ন পরিকল্পনার বিস্তার সাধন করা হইয়াছে এবং উক্ত জেলাসমূহে গো-মহিষাদির বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

প্রাদেশিক তহবিল হইতে জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, নদীয়া, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, মেদিনীপুর, বাখরগঞ্জ, হুগলী, মালদহ, রাজশাহী, খুলনা এবং ২৪-পরগণায় ১০০ শত ষাঁড় সরবরাহ করা হইয়াছে এবং খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির জন্য ২৭টি সরবরাহ করা হইয়াছে।

৮৫,২৫৫৲ টাকা ব্যয়ে কুমিল্লা, রাণাঘাট, মানিকগঞ্জ, বগুড়া এবং মেদিনীপুরে হাতে-কলমে পশুপালন শিক্ষা দিবার নিমিত্ত চারিটি পশু-পালন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই পশু-পালন যে "কুটির শিল্প" হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে তাহা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতভাবে পরিশিক্ষিত হইতেছে।

এ. আর. পি. সদস্যগণ

মিলিটারী সার্ভিসে যাইতে মুক্তিবদ্ধ নহেন

এই মর্ম্মে গুজব শোনা যাইতেছে যে, বিভিন্ন বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মিলিটারী সার্ভিসে ডাকা হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই সকল বিবরণীর তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছেন। যে সর্ত্তে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক কার্য্যে সদস্যগণকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা প্রকৃত মিলিটারী সার্ভিসে যাইতে বাধ্য নহেন।

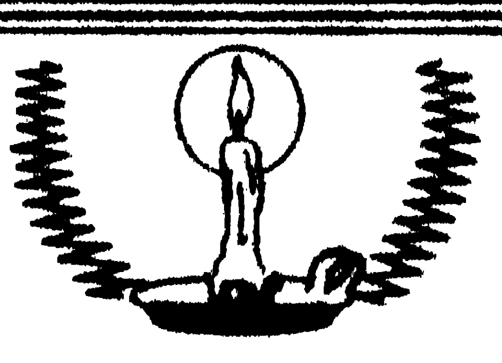

ইলেক্ট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়াট বাল্বের পার্থক্য তাঁদের সুখ ও স্বাস্থ্যে কতখানি পার্থক্য সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই অল্প ওয়াটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে বেশী ওয়াটের বাল্বে খরচ মোটেই বাড়ে না—বা এত সামান্য বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই-ফোঁড়াই, বা ছবি আঁকা ইত্যাদি যে সব কাজে একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই।

যত রকমে সম্ভব

বাড়ীতে

ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন

ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত

CEM. 89.

ভন প্যাপেনের বার্লিন গমনের উদ্দেশ্য

তুরস্ককে দলে টানিবার প্রয়াস

টাইমসের তার্কিশ সীমান্তস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার দ্বারে প্রকাশ, দার্দানেলিস সম্পর্কে আলোচনা এবং কি উপায়ে তুরস্ককে দার্দানেলিস প্রণালীর মধ্য দিয়া ইতালীয় যুদ্ধ জাহাজগুলিকে কৃষ্ণসাগরে যাইতে দিতে রাজী করা যায়, সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্যই ভন প্যাপেন বার্লিনে গিয়াছিলেন। দার্দানেলিস প্রণালীর ব্যবহারে বাধা দিয়া তুরস্ক অ্যাকসিসের পরিকল্পনায় গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিতে পারে।

কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির যে মূলসূত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও একটি বিশেষ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘের সহিত তুরস্ককে জড়িত হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তুরস্ক মনট্রো চুক্তির ধারাগুলি যথাযথভাবে মান্য করিয়া আসিয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে যুদ্ধ বাধিলে দার্দানেলিসের মধ্য দিয়া কোনও রণতরীকে যাইতে দেওয়া চলিবে না। জার্মানী আশঙ্কা করিতেছে যে, এই নীতি পরিবর্তনে তুরস্ককে কিছুতেই রাজী করা যাইবে না। সুতরাং ককেশাস অঞ্চলে অগ্রগতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা করাও দুরূহ হইয়া উঠিবে।

গত কয় মাস ধরিয়াই জার্মানী স্থলপথে বুলগেরিয়ার কৃষ্ণসাগর তীরবর্তী বন্দরগুলিতে সাবমেরিণ ও দ্রুতগামী জাহাজের বিভিন্ন অংশ চালান দিতেছে। এইগুলি ঐ সকল স্থানে জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণসাগরের অন্য প্রান্তে ঘাঁটি লাভ এবং বড় বড় যুদ্ধ জাহাজের সমাবেশ করিতে না পারিলে, রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে এই সকল হালকা জাহাজ ও সাবমেরিণ মাত্র লইয়া কিছুতেই আঁটিয়া উঠা যাইবে না। এই জন্যই হিটলারের পক্ষে দার্দানেলিসের মধ্য দিয়া বড় বড় ইতালীয় যুদ্ধ জাহাজ লইয়া যাওয়া প্রয়োজন।

দক্ষিণ রাশিয়ায় জার্মানী যতই পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে, কৃষ্ণসাগর দিয়া সৈন্য ও মালপত্র আমদানী করিতে পারিলে ততই তাহার সুবিধা হইবে।

জার্মানী যদি কৃষ্ণসাগর এবং দার্দানেলিসের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, তবে রুমানিয়ার তৈল ও দোনেৎজের কয়লা ভূমধ্যসাগর ও আড্রিয়াটিক উপসাগর পথে অধিকৃত ইউরোপের সর্বত্রই চালান দেওয়া সম্ভব হয়। শীতকালে নদী ও খালের জল জমিয়া যাওয়ায় মধ্য-ইউরোপের রেলওয়ের উপর যে চাপ পড়ে, ইহাতে সে চাপেরও লাঘব হইবে।

ইহা ছাড়া তুরস্ককে দলে টানিতে পারিলে অ্যাকসিসের আরো সুবিধা হয়। কারণ তাহা হইলে ইরাণ ও সিরিয়া আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে খুবই সহজ হইয়া যায়। অপর পক্ষে তুরস্কের মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যোগদান এবং তাহার ফলে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর পক্ষে কৃষ্ণসাগরে উপস্থিত হওয়া যদি সম্ভব হয়, তবে জার্মানীর সকল পরিকল্পনা পণ্ড হইবে।

একটি ঔষধের বাজার দর

সরকার কর্তৃক মূল্য নিয়ন্ত্রণ

বাঙলা সরকারের প্রধান বাজার দর নিয়ন্ত্রণকারী গত ২২শে সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

গত ১৮ই জুলাই যে সরকারী প্রেস্ নোট প্রকাশিত হইয়াছিল এবং ২৪শে জুলাই কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার আংশিক পরিবর্তন সাধন করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, এম এণ্ড বি, ৬৯৩ নং ট্যাবলেটের খুচরা দর ৵১০ মূল্য বাঁধা হইয়াছে। এই আদেশ কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট

নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া আবিষ্কার

লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা ব্রিটেনের বাহিরে নূতন নূতন সম্পদ আবিষ্কার করিতেছেন এবং বিবিধ ভূমিসম্ভূত দ্রব্যের সাহায্যে এমন সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন, যাহা পূর্বে কল্পনা করা যায় নাই।

প্রবাল মাটির দ্বারা দালানের পাথর তৈয়ারী হইতেছে, নারিকেল দ্বারা বাক্স নির্মাণের কাঠ, সমুদ্র উদ্ভিদ দ্বারা স্যুপ্ এবং পাতা হইতে সংগৃহীত তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইতেছে।

ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের মধ্যস্থতায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবসাগত সংযোগ পর্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। জামেইকার সর্ব প্রথম তামাকপাতা উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ইনষ্টিটিউটের মধ্যস্থতায় একটি তামাক প্রস্তুত কারখানার সহিত জ্যামেইকার উৎপাদনকারীদের চুক্তি হইয়া যায় এবং ফলে ইহাদের মধ্যে অংশীদারী ব্যবসায় আরম্ভ হইয়াছে। সুদানের সাপুক-বীজ লইয়া প্রথমে সমস্যায় পড়িতে হইয়াছিল ; কিন্তু পরে দেখা যায় ইহা দ্বারা একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত করিয়া পশু-খাদ্য প্রস্তুত করা চলে।

ক্যানাডার একজন কাষ্ঠব্যবসায়ী ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তাহার বনের একটি পাইন গাছের গুঁড়ির একখণ্ড কাঠ পাঠাইয়া জানিতে চাহে, কি প্রকারে গুঁড়ির কাঠের সদ্ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইনষ্টিটিউটের পরামর্শ বিভাগ তাহাকে জানাইয়া দেয় যে পাইনের গুঁড়ি হইতে রজন, তাপিন তৈল, কর্পূর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা।

জনৈক পাতলা কাগজ প্রস্তুতকারী এই অভিযোগ করেন যে, যুদ্ধের জন্য সে কাঁচামাল আমদানী করিতে পারিতেছে না। তখন ইনষ্টিটিউটের কর্মীরা তাহাকে ব্রিটেনের পশ্চিম উপকূলের নিকট সস্তা এক প্রকার সমুদ্র উদ্ভিদকে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়।

ইনষ্টিটিউটের গবেষণার ফলে সিংহলের কোয়ার্টজ শ্রেণীর বালু হইতে উচ্চ শ্রেণীর কাঁচ দ্রব্য এবং কেনিয়ায় এক প্রকার জংলা গাছ হইতে ঔষধ প্রস্তুত সম্ভব হইয়াছে। উগাণ্ডার পাহাড় হইতে আনীত একটি প্রস্তর-খণ্ড পরীক্ষা করিয়া যে তথ্য সংগৃহীত হয়, তাহার ফলে একটি নূতন খনি-অঞ্চল আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোডেশিয়ার নানা লতা গুল্মের মূল হইতে এমন সকল ঔষধ প্রস্তুত সম্ভব হইতে পারে, বর্তমানে যাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে না।

আন্দামানের জঙ্গল হইতে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ নারিকেলের শুষ্ক শাঁস সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মূলেও আছে ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটের গবেষণা।

ইনষ্টিটিউটের গবেষণাগারে ত্রিনিদাদ হইতে গাছ-গাছড়ার শিকড়, অষ্ট্রেলিয়া হইতে শণ, সাইপ্রাসের গমের আটা, রজন প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য পরীক্ষিত হইতেছে। এই সকল দ্রব্য পরীক্ষার ফলে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহা সকল সময়ে অবিলম্বে কাজে না লাগিলেও ভবিষ্যতে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠাগার ও খেলার মাঠের জন্য ১০০৲ এক শত টাকা এই সর্তে মঞ্জুর করিয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের পুনঃপৌনিক ব্যয়ের জন্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইবেন এবং অবশিষ্ট ১,৪০০৲ টাকা জনসাধারণের দ্বারা সংগৃহীত হইবে।

জার্মাণীর সহিত ভিসির চুক্তি

জনসাধারণের রাজী হওয়ার প্রকৃত কারণ

মিঃ আর্নষ্টাইন ফেলার ফ্রান্সের পতনের পূর্বে ফরাসী জাতীয় রেডিও প্রতিষ্ঠান (ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল রেডিও সিস্টেম) এর আমেরিকা সম্পর্কীয় বিভাগের প্রধান ছিলেন। সম্প্রতি ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকায় তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহা অংশতঃ উদ্ধৃত করা হইল :—

আট দিন পূর্বে যখন আমি ভিসি ছাড়িয়া আসি, তখন জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে শান্তি চুক্তির প্রস্তাবই প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। শান্তি চুক্তি হইতে ভিসি সরকার কি আশা করিতেছেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে সে সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই। ভিসি সরকারের বিশ্বাস, জার্মানীকে আলসাস্ লোরেন এবং জার্মানীর ভূতপূর্ব উপনিবেশগুলি, ইতালীকে টিউনিস এবং স্পেনকে মরোক্কোর একটা অংশ ছাড়িয়া দিলেই ফ্রান্সকে আর কোনও নূতন রাজ্য হাতছাড়া করিতে হইবে না বা অন্য কোনও দাবী মিটাইতে হইবে না। ভিসি সরকার আশা করেন, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের দায় হইতেও এই উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। জার্মানীর নব বিধানের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মানিয়া লইতে তাহাদের আপত্তি নাই। ব্রিটেনের সহিত জার্মানীর যুদ্ধ চলাকালীন তাহারা জার্মানীকে উত্তর আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূলের অধিকার ছাড়িয়া দিতে রাজী আছে। ভিসি সরকারের বিশ্বাস, তাহাদের নৌ-বাহিনী ও উত্তর আফ্রিকার সৈন্য বাহিনী অটুট থাকিবে।

নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনদের বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিবার জন্য ফ্রান্সের অধিকৃত এবং অনধিকৃত উভয় অঞ্চলের লোকেরাই ভিসি গভর্ণমেণ্টের জার্মানীর যে কোনও প্রস্তাবে রাজী হওয়া অনুমোদন করিবে। ইহাদের ধারণা এই যে, ব্রিটেন যখন জার্মানীকে পরাজিত করিবে, তখন এ সকল চুক্তির কোনও মূল্য থাকিবে না। অতএব জার্মানীর সহিত সে কোনও প্রকার চুক্তি করা যাইতে পারে।

কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালে রোগীদিগের সেবা শুশ্রূষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৫৫ জন নার্স নিয়োগ করার জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ১,২৭,৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণে নব-নির্মিত কোয়ার্টারে এই সমুদয় নার্সের থাকার ব্যবস্থা করা হইবে।

Phone B. B. 1920.

শীতের প্রারম্ভে
ছেলেপিলেদের ও বয়স্ক-বয়স্কাদের
স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে
আমাদের ব্যাডমিণ্টন

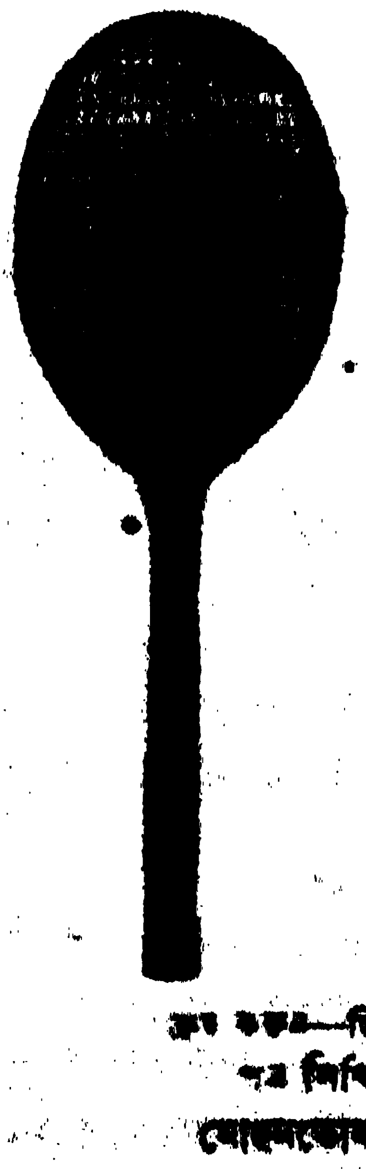

র‍্যাকেট সেট, ৬৸০ ও ৭৷০ টাকা।
বীনা সেট ১০৷৷০ ; ফিক্সচার সেট ১২৷৷০ টাকা।
গজন সেট ১৩৲ টাকা।
র‍্যাকেট শুধু—৩৲, ৪৷৷০, ৬৲ টাকা প্রভৃতি রকম।
টেনিস র‍্যাকেট—৫৲, ৭৷৷০, ১০৲ ও ঊর্দ্ধে।
টেনিস জাল—৬৲, ১০৲, ১৫৲ টাকা।
টেনিস বল—পুরাতন ৬৲, নূতন ১৫৲ প্রভৃতি রকম।
ফুটবল—স্পেশাল ১ নং ১৷০, ২ নং ১৸০, ৩ নং ২৸০, ৪ নং ৪৷৷০, শিল্ড উইনার—৩ নং ৫৲, ৪ নং ৮৲, ৫ নং ১১৲, ইন্টারন্যাশনাল—১৲, ১৸০ ও ২৷৷০ টাকা।

ক্লাব ও স্কুল—ভিঃ পিঃতে মাল পাঠান হয়।
পত্র লিখিয়া তালিকা লউন।
ডোমেষ্টিক স্টোর্স, লিমিটেড,
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৪১ [এক আনা

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার ব্যাপক সাহায্য

নাৎসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে বিরাট প্রচেষ্টা

১৯৪০ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ আমেরিকার বৃটেনকে আরও সাহায্য প্রদান ব্যবস্থার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিন। ঐ দিন ডেষ্ট্রয়ার সরবরাহের চুক্তি ঘোষণা করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঐ তারিখ পর্য্যন্ত বৃটেনকে যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য প্রদান শুধু নৈতিক সাহায্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যাবতীয় সরবরাহ নিরপেক্ষতাও অনমনীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত; এই মাত্র সংশোধন করা হইয়াছিল যে নগদ মূল্য দিয়া নিজেরা মাল লইয়া যাইতে পারিবে। ইহাতে বৃটেনকে এইটুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল যে, বৃটেনের স্বর্ণ ও ডলারের বিনিময় দ্বারা যে পরিমাণ ক্রয় করিত, তাহা ব্রিটিশের জাহাজে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে এইরূপ সম্পত্তির সর্ব্বমোট পরিমাণ ছিল অনধিক ৪৫,০০,০০০ ডলার, ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বরের মধ্যেই উহার প্রায় অর্দ্ধেক ব্যয় হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট অংশও এরূপ হারে ব্যয়িত হইতেছিল যে, আর এক বৎসর মাল ক্রয় করিলে ঐ সমস্ত টাকাই নিঃশেষ হইয়া যাইত।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে বৃটেনকে আমেরিকার সাহায্য প্রদান ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ১৯৪১ সনের মার্চ্চ মাসে লিজ ও লেণ্ড আইন প্রণয়ন। এই আইন দ্বারা আটলাণ্টিক সমুদ্রের অপর পারে বৃটেনকে যাবতীয় সম্ভার সরবরাহের কল কৌশল নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং তদুপরি কল কৌশলের ধারার মৌলিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৯৪১ সনের মার্চ্চ মাস হইতে আমরা যে দ্রব্যের মূল্য দিতে পারি না তাহা ধারে পাইতেছি এবং তাহার জন্য কোন আর্থিক সমস্যা প্রয়োজন হয় না।

এই লীজ ও লেণ্ড আইন অনুসারে প্রথম ৭০,০০০ লক্ষ ডলার ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিপুল সাহায্যেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিম্নলিখিতরূপে এই অর্থ ব্যয় করা হইতেছে— অস্ত্র শস্ত্র ও অস্ত্র শস্ত্র ভাণ্ডারের জন্য ১১,৪৩০ লক্ষ, বিমানের জন্য ২০,৪৫০ লক্ষ, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়াগাড়ীর জন্য ৩,৬২০ লক্ষ, জাহাজের জন্য ৬,২৯০ লক্ষ, বিবিধ সরঞ্জামের জন্য ২,৬০০ লক্ষ, দেশরক্ষার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য সুবিধা ও ব্যবস্থার বাবদ ৭,৬২০ লক্ষ, কৃষি, শিল্প ও অপরাপর দ্রব্য ১১,৬০০ লক্ষ, দেশরক্ষার দ্রব্যাদি পরীক্ষা করা বা মেরামত করার জন্য ২,০০০ লক্ষ, এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয় নাই এরূপ কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য ৪০০ লক্ষ, পরিচালন ব্যয় ১০০ লক্ষ— মোট ৭০,০০০ লক্ষ।

বিমান বিশেষ বড় কথা—আমেরিকার বিমান-শিল্প বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে। ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে ৫০০ বিমান প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৯৪১ সনের জুলাই মাসে ১,৪৬০ খানা সামরিক বিমান কারখানা হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। ১৯৪২ সনে নির্ম্মিত বিমানের সংখ্যা হইবে ৩০,০০০ তিন হাজার।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর প্রথম ১২ মাসে আমেরিকা হইতে বৃটিশ রাজ্যে ৭৬৪টি বিমান রপ্তানী করা হইয়াছিল। ১৯৪১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে চৌদ্দ দিনে উপরোক্ত সংখ্যক বিমান প্রস্তুত হয়। আমেরিকার কারখানাগুলি খুব পাল্লার বড় বোমারু বিমান প্রস্তুত করিয়া সম্ভবতঃ বৃটেনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতেছে।

বিগত যে মাসে একথা প্রচার করা হইয়াছিল যে, বড় বোমারু বিমান আটলাণ্টিকের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই সময় হইতে এইরূপ বহু শত বোমারু ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে বিমান পৌঁছাইবার সুবিধার্থে ১৮ই আগষ্ট তারিখ হইতে আফ্রিকার পথে জাহাজ দিয়া প্রেরণ করা হয়।

উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত সংখ্যক বিমান পরিচালনার জন্য রাজকীয় বিমান বহরের বিমানচালকদিগকে আমেরিকায় শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা মাত্র জুন মাসে প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং একই সময়ে ৭,০০০ হইতে ৮,০০০ লোককে শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

বিগত যুদ্ধে আমেরিকার জাহাজ নির্ম্মাণশিল্প অস্বাভাবিক-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই যুদ্ধে বৃদ্ধির হার তদপেক্ষাও অধিক হইবে। ৭ই আগষ্ট প্রচার করা হইয়াছিল যে, ২৯টি পোত নির্ম্মাণ স্থলে ১৮৯ কাঠামের উপর কাজ হইতেছে এবং ৭৪১টি বাণিজ্য জাহাজ প্রস্তুত করা হইয়াছে কিম্বা তাহার চুক্তি হইয়াছে। এই সমস্ত জাহাজের ভারবাহী শক্তির পরিমাণ ৮০ লক্ষ টন।

বিগত ২৩শে আগষ্ট তারিখে নূতন পরিকল্পনানুসারে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহার পরিমাণ ৩১১,৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং ১,২৭৬টি জাহাজ নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১২১ খানা জাহাজ প্রস্তুত শেষ হইয়াছে। আগামী গ্রীষ্মকালে একমাত্র আমেরিকা যে হারে জাহাজডুবি চলিয়াছে, তাহার চেয়ে দ্রুততরগতিতে জাহাজ প্রস্তুত করিতে পারিবে এবং ১৯৪৩ সনের গ্রীষ্মকালে দৈনিক দুইখানা জাহাজের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ করিতে পারিবে। বৃটেনে যে জাহাজ প্রেরণ করা হইবে, তাহার অনুপাত সঠিক জানা যায় নাই।

লীজ ও লেণ্ড আইনে এরূপ জরুরী ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বৃটিশের যুদ্ধ জাহাজসমূহের মেরামত প্রয়োজন হইলে তাহা আমেরিকার পোত নির্ম্মাণ স্থল-সমূহে করা যাইবে ও অন্যান্য কাজ ফেলিয়া প্রথমেই এই কাজ করিতে হইবে। এইবারের গ্রীষ্মকালে আমেরিকার অনেক শত নূতন কারখানায় যুদ্ধসম্ভার প্রস্তুত হইতেছিল। মোটর গাড়ী প্রস্তুতের বড় বড় কারখানা এইরূপ যুদ্ধসম্ভার প্রস্তুত করিতেছে।

আমেরিকা যে মাসের শেষ তাহাদের তৈয়ারী দ্রব্যাদির যে সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে এবং গত বৎসরের সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, বারুদ শতকরা ১,০০০ সহস্র গুণ বেশী প্রস্তুত হইয়াছে, ছোট ছোট আকারের শতকরা ১,২০০ গুণ বেশী এবং মেশিনগানের এক প্রকারের গুলি তিন গুণ ও অন্য প্রকারের গুলি চারিগুণ প্রস্তুত হইয়াছে।

আটলাণ্টিকের অপর পার হইতে দ্রব্যসম্ভার পাওয়া একটা অতি জরুরী যোগসূত্র। নিরপেক্ষতা আইন অনুসারে এখনও আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ যুদ্ধ এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আটলাণ্টিকের অপর প্রান্ত হইতে দ্রব্যসম্ভার পাওয়ার বাস্তব সমস্যা বিবিধ উপায়ে কতকটা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—

১। যদিও আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ সাহায্য দ্রব্যবাহী জাহাজগুলিকে প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষা করিবার জন্য যায় না, তবু ১৯৪১ সনের এপ্রিল হইতে আটলাণ্টিকের বহুদূর পর্য্যন্ত পাহারা দিতেছে এবং শত্রুপক্ষের বিমান, সাব-মেরিণ অথবা রেইডার দেখিলে সমস্ত জাহাজকে সতর্ক করিয়া দেয়। ঐ মাসেই প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিম গোলার্দ্ধের রক্ষার জন্য সমুদ্রের যতদূর প্রয়োজন ততদূর পাহারা দেওয়া হইবে।

২। পশ্চিম গোলার্দ্ধ রক্ষা নীতি অনুসারে আমেরিকা আটলাণ্টিকের বহু দূরে নিরাপত্তা সীমানা প্রসারিত করিয়াছে এবং ঐ সমুদয় এলাকায় আমেরিকার বাণিজ্য জাহাজ আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া যাতায়াত করিতে পারে।

১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসে আমেরিকা ওয়াশিংটনস্থ ডেনমার্কের মন্ত্রীর সহিত চুক্তিসূত্রে গ্রীনল্যাণ্ডকে নিজের রক্ষণাধীনে আনিয়াছে। এই চুক্তির মধ্যে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে, যে আমেরিকার ঘাঁটিসমূহের জন্য ঐ স্থানে বিমান অবতরণ করিতে পারিবে এবং জাহাজের জন্য পোতাশ্রয়ের কাজ করিবে। সুতরাং শুধু আমেরিকার জন্য নহে ইহা কানাডার জন্য সুবিধা হইবে। গ্রীনল্যাণ্ডের উপর ডেনমার্কবাসিগণের অধিকার, ঐ দেশবাসীর আইন, ও রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

জুলাই মাসের প্রথমে আমেরিকার সৈন্যগণ আইসল্যাণ্ডের গভর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তি করিয়া আইসল্যাণ্ডে অবতরণ করিয়াছে। বৃটিশ ও কানাডার সৈন্যগণকে সাহায্য প্রদান ও ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে অপসারিত

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

ছুটী

মুসলমান পর্ব্ব ঈদুল্‌জোহা ও হিন্দু পর্ব্ব জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে ছাপাখানা ও সরকারী অফিসাদি বন্ধ থাকিবে বিধায় আগামী ২৭শে অক্টোবর ও ৩রা নভেম্বর তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

২৫শে অক্টোবর—১৯৪১

হিটলারের "নব-বিধান"

জনৈক রোমান সম্রাট বলিতেন মানুষকে সংখ্যাচিত পরিমাণে রুটী দাও এবং সময় সময় একটু আমোদ-উৎসবের সুযোগ করিয়া দাও, তাহা হইলেই আর কোন গোলমাল থাকিবে না। প্রজা-সাধারণকে এরূপে যেন-তেন প্রকারে সন্তুষ্ট রাখার নীতিই ছিল প্রাচীন কালের রাষ্ট্র-শাসন নীতি; কিন্তু যুগের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে এই নীতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশেরই শাসকগণ প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া নজর দিতে বাধ্য হইতেছে। নাৎসী জার্ম্মাণীতে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ-দিক দিয়া অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তনই সম্ভবপর হয় নাই।

যেসব লোক মাত্র কয় বছর পূর্ব্বেও রাস্তায় মারামারি ও হল্লা করিয়া ফিরিত, তাহারাই আজ জার্ম্মাণীর শাসন-কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করিয়া বসিয়াছে এবং রুশীয় সম্রাটের মতই যেন-তেন প্রকারে দেশবাসী জনগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস পাইতেছে। গায়ের জোরে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার পর ইহারা যেসব নূতন নূতন আইন-কানুন রচনা করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বাহ্যতঃ মনে হইতে পারে যে, দেশবাসীর কল্যাণের জন্য নাৎসীরা কত উৎসুক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আদৌ তাহা নহে, বরং মানুষের চোখে ধূলা দিবার জন্যই নাৎসীরা এসব আইনকে অন্ততঃ বাহিরের দিক দিয়া কল্যাণকর রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছে। জার্ম্মাণীর জনগণ তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া আজ পরিষ্কারই বুঝিতে পারিতেছে যে, এসব নূতন আইনের আসল উদ্দেশ্য মোটেই জন-কল্যাণ নয়, বরং নাৎসী-পার্টির শক্তিবৃদ্ধির জন্যই এসব রচিত হইয়াছে। দেশবাসীর জন্য সামান্য অন্নের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখাই হইতেছে নাৎসী শাসকদের নীতি। ইহুদীদের উপর অত্যাচার চালাইয়া যে আনন্দোৎসব করার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহাই নাৎসীদের পার্টি সমাবেশ উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। যুদ্ধের প্রস্তুত কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ করিয়া, সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে ব্যাপক ও বাধ্যতা-মূলকভাবে লোক গ্রহণ করিয়া এবং নাৎসী দলের বিভিন্ন ক্রীড়ার বাহিনীর মধ্যস্থতায় জার্ম্মাণীর বেকার ও বুভুক্ষু জনগণের রুটীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই রুটীর ব্যবস্থা যে মৃত্যুরই আহ্বান স্বরূপ ছিল, আজ জার্ম্মাণ জনগণ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। কারণ এ-সব ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ছিল যুদ্ধ-দানবের ক্ষুধা নিবৃত্তি।

জার্ম্মাণ জনগণের জন্য হিটলারের "নব বিধান" একপক্ষেই মৃত্যু ও ধ্বংসের আহ্বান বহন করিয়া আনিয়াছে। অতঃপর আরম্ভ হইয়াছে অধীনস্থ দেশগুলির পালা এবং এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, অধীনস্থ দেশগুলিতে এই পুঃসহ "নব-বিধান" প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নাৎসী দল সমগ্র বিশ্বেই "নব-বিধান" প্রবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু ইহার পর অত্যাচারী দল কি করিবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে; কারণ সমগ্র বিশ্বে নাৎসী "নব-বিধান" প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টায় বাধা দিতে কার্য্যতঃ বিশ্বের সবগুলি গণতন্ত্রশাসিত দেশই আজ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। কাজেই বর্ত্তমান যুদ্ধে যদি হিটলারের পরাজয় হয়, তাহা হইলে নাৎসী "নব-বিধানের" তাসের ঘর যে আপনা-আপনিই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

নাৎসী এই "নব-বিধান" ধাপে ধাপে অগ্রসর হয় এবং এ-জন্যই প্রথমে খাস্-জার্ম্মাণীতে এই "নব-বিধান" প্রবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর রুটীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণ ন্যায় বিচার, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবাইয়া এরূপভাবে রুটীর ব্যবস্থায় হয়ত কোন-কোন লোক সন্তুষ্ট হইতেও পারে। কিন্তু অধীনস্থ দেশগুলির জনগণ সন্তুষ্ট হইবে কেন; তাহাদের রুটীর কোন ব্যবস্থাই ত হয় নাই। বরং এসব দেশের জনগণের মুখের রুটী কাড়িয়া লইয়াই নাৎসী সেনা-বাহিনীর উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। অধীনস্থ দেশসমূহের জনগণের আহার্য্য দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে এরূপভাবে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া নাৎসীরা বিশ্বের সম্মুখে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছে, প্রকৃতই তাহার তুলনা নাই।

রুশিয়া বিজয় করিয়া এসিয়া-খণ্ডে প্রভাব বিস্তার, বৃটেন অভিযান ও আমেরিকাকে কাবু করিয়া হিটলারী "নব-বিধানের" যে তৃতীয় অভিযানের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সমগ্র সভ্য জগত আজ তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং পরিণামে হিটলারের এই তৃতীয় পর্য্যায়ের "নব-বিধান"ও ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

মুসোলিনীর দুর্দ্দশা

ইটালীর ডিক্টেটর সিনর মুসোলিনীর জন্য বর্ত্তমানে প্রকৃতই অত্যন্ত দুর্দ্দিন যাইতেছে। গত পাঁচ বছরে (১৯৩৬-৪১) ইটালীর বাজেটের ঘাটতী ২০ লক্ষ লায়ার (ইটালীর মুদ্রা) হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ লায়ারে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই বিরাট ঘাটতীর সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার বিরাট ইটালীয় সাম্রাজ্য মুসোলিনীর পক্ষে কতটা আশ্বাসের কারণ হয়ত ছিল; কিন্তু ১৯৪১ সাল হইতে ইরিট্রিয়া, সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়া ইটালীর হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং লিবিয়াও হাতছাড়া হওয়ার মত হইয়াছে। যাহাতে লিবিয়া রক্ষা করা যায় তজ্জন্য মুসোলিনী হিটলারের কাছে নাকি সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু রুশীয় সংগ্রামের জন্য আরো ৫ লাখ সৈন্য মুসোলিনীর নিকট দাবী করিয়াই হিটলার মুসোলিনীর অনুরোধের উত্তর দিয়াছেন।

উত্তর আফ্রিকায় শীতকালীন অভিযানের খবর রটাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু জেনারেল রোমেল এ-পর্য্যন্ত মিশরে আক্রমণ পরিচালনায় কোন ব্যবস্থাই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এরূপ ঔদাসিন্যের কারণ সুস্পষ্ট। বৃটিশ সাবমেরিণ বহর ও রাজকীয় বিমান-বাহিনীর অবিরত আক্রমণের ফলে জেনারেল রোমেলের সরবরাহ-ব্যবস্থা একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। কয়েকদিন হইল বৃটিশ সাবমেরিণ বহরের মাত্র এক দিনের আক্রমণে একটি ইটালীয়ান 'কনভয়ের' জাহাজগুলির মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়। এই 'কনভয়টি' দুইটি ইটালীয়ান সেনাদল লইয়া ত্রিপোলীতে যাইতেছিল। সম্প্রতি মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে বৃটিশ সাবমেরিণসমূহ ১০০,০০০ টনের ইটালীয়ান মালবাহী জাহাজ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ১৩ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলার কোন কোন স্থানে সামান্য বৃষ্টিপাত হইয়াছিল, তবে মোটের উপর বৃষ্টিপাত সাধারণের চেয়ে বেশী হইয়াছে। শরৎকালীন ফসল কাটা ও আমন ধান রোপণ প্রায় শেষ হইল। আগামী ফসলের অবস্থা মোটামুটি ভাল। ত্রিপুরায় ৭,৪০২ জন লোক টেষ্ট রিলিফ কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী ও ত্রিপুরায় যথাক্রমে ৮২৬, ৬,২৬২, ১৯৯ ও ৯,২৩২ জন লোক খয়রাতী সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। সাধারণ ব্যবহৃত চাউলের গড়পড়তা মূল্য টাকায় /৬।৵ ছয় সের ছয় ছটাক। গত সপ্তাহের মূল্যের সহিত তুলনায় শতকরা ১·০৩ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

চাউলের মূল্য

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ডহার্ব্বার, বারাকপুর, বারাসাত ও বসিরহাট টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে টাকায় /৬ ছয় সের হইতে /৭।। সাড়ে সাত সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে /৬। সোয়া ছয় সের হইতে /৭।। সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগাঁয়ে /৬ ছয় সের হইতে /৮ আট সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় /৫।। সের হইতে /৬ ছয় সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় /৬। সোয়া ছয় সের হইতে /৭।।৵ সাত সের দশ ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় /৬।। সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৷৷৵ পৌণে সাত সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে /৭ সাত সের হইতে /৭।৵ সাত সের সাত ছটাক; মেদিনীপুর, কাঁথী, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে /৬ ছয় সের হইতে /৮ আট সের; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬।।৵ ছয় সের দশ ছটাক হইতে /৭ সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় /৬।। সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; রাজশাহী, নওগাঁও ও নাটোরে সংবাদ পাওয়া যায় নাই; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও বালুরঘাটে /৫।। সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬।। সাড়ে ছয় সের; জলপাইগুড়ি ও আলিপুরে টাকায় /৫।। সাড়ে পাঁচ সের; দার্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ /৫।। সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬। সোয়া ছয় সের; রংপুর, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় /৫৷৷৵ পৌণে ছয় সের হইতে /৬ ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় /৫।।৵ পাঁচ সের দশ ছটাক; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে /৬।। সাড়ে ছয় সের; মালদহে /৬।। সাড়ে ছয় সের; কোচবিহারে টাকায় /৬৵ ছয় সের দুই ছটাক; ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে /৫ পাঁচ সের হইতে /৬। সোয়া ছয় সের; ময়মনসিংহ জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে /৫।। সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬।। সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে /৬ ছয় সের হইতে /৬। সোয়া ছয় সের; বাখরগঞ্জে, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ শাহবাজপুরে /৫।। সাড়ে পাঁচ সের হইতে /৬। সোয়া ছয় সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে /৬ ছয় সের হইতে /৬। সোয়া ছয় সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে /৬।। সাড়ে ছয় সের হইতে /৬৷৷৵ পৌণে সাত সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় ।০ দশ সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৫ পাঁচ সের হইতে /৭। সোয়া সাত সের।

[২য় কলমের জের]

সুতরাং সাগরে বৃটিশ সাবমেরিণ বহর ও বিমান-বাহিনীর এই আক্রমণের ফলে সমেই ইটালীর অস্ত্র-শস্ত্রের কারখানা ও বন্দরসমূহের উপরই রাজকীয় বিমান-বাহিনীর আক্রমণ পূর্ণ দমে চলিতেছে। এসব দেখিয়া মুসোলিনী নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদানের নির্বুদ্ধিতা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তের রক্ষণ-ঘাঁটি

মান যুদ্ধে ইরাক ও ইরাণের গুরুত্ব

মালয় ও ব্রহ্মদেশ যেমন পূর্ব্বদিক থেকে আক্রমণ হোলে ভারতকে রক্ষা কোরবে, তেমনি পশ্চিম-দিক থেকে আক্রমণ হোলে ইরাক ও ইরাণ ভারতকে রক্ষা কোরবে। মানচিত্রে ভাল কোরে লক্ষ্য কোরলেই এটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, এদুটি দেশের গুরুত্ব কতখানি, এবং সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যাবে যে এত আগে থেকে জার্ম্মাণী কেন এই সব দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার কোরতে চেষ্টা কোরেছিল। হিটলারের যে কেবল ভারত ও তার বিপুল শস্য-সম্পদের উপর নজর ছিল তাই নয়, সে ইরাক ও ইরাণের তৈল-সম্পদের উপরও অধিকার স্থাপন কোরতে চেয়েছিল; কেননা তা হ'লে বৃটেনের উপর আক্রমণের সময় এই সব থেকে সে সাহায্য পাবে এবং সেই সঙ্গে ভারতের উপর অগ্রসর হওয়ার কাজও তার সহজ হোয়ে যাবে। এই সব পরিকল্পনা বিফল হোয়েছে অথবা বলা যেতে পারে এই সব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ কোরে দেওয়া হোয়েছে; কেননা বৃটেন দ্রুত ইরাকী বিদ্রোহীদের দমন কোরেছে, স্বাধীন ফরাসী-সৈন্যদের সাহায্যে সিরিয়া দখল করার পর সব শেষে বৃটেন রুশিয়ার সঙ্গে একত্রে ইরাণে চক্রশক্তির প্রতিনিধিদের কার্য্যকলাপ বন্ধ কোরেছে। এই রকম দ্রুত কাজ করার দরুণ নাৎসীদের কাছে কার্য্যকরীভাবে ভারতের পথ রুদ্ধ হলো। এইভাবে উত্তরে মারমানস্ক থেকে সুরু কোরে দক্ষিণে বৃটিশ-পূর্ব্ব আফ্রিকা পর্য্যন্ত একটা আবরণের প্রাচীর সৃষ্টি হওয়ায় ইউরোপের ভেতরেই বর্ত্তমান যুদ্ধ আবদ্ধ থাকবে।

বৃটিশ ও মিত্রশক্তির এই সব কাজ কেবল যে সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়েই হোয়েছে তাই নয়, অবশ্য সেটা খুবই প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইরাক ও ইরাণের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল কোরে বিচার কোরে দেখলে দেখা যাবে যে, এই দুই স্থলে প্রকৃত যুদ্ধ বাধলে এদেরই অনিষ্ট হোতো। আর এখন যে অবস্থা রয়েছে তাতে তাদের উন্নতির পথ খোলা থাকবে। এবং এমনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য তারা চালাতে পারবে যাতে তাদেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি কোরবে। যদি চক্রশক্তির অধীনে তারা যেতো তা হ'লে অপর সকল দেশ চক্রশক্তির অধীনে যেমন অর্থনৈতিক দাসত্ব ভোগ কোরছে তেমনি তারাও ভোগ কোরতো।

এই দুই দেশ সম্পর্কে একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণে রাখতে হবে, সেটা হোচ্ছে এই যে, তেল ও শস্য-সম্পদের উপরই এদের সমৃদ্ধি নির্ভর কোরছে। ইরাণ থেকে প্রতি বৎসর ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পিপা ভর্ত্তি তেল পাওয়া যায়। ইরাণ পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম তৈল উৎপাদক। আর ইরাক প্রতি বৎসর ৪০ লক্ষ টনের কিছু বেশী তেল উৎপাদন কোরতে পারে। উক্ত দু'দেশ থেকেই তেল সমুদ্র-পথে গন্তব্য স্থানে চালান যায়; অবশ্য ইরাকের বেলায় নলের ভেতর দিয়ে তেল প্রথমে প্যালেষ্টাইনে, হাইফায় অথবা সিরিয়ায়, ট্রিপোলিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফ্রান্সের পতনের পূর্ব্ব অবধি ইরাক থেকে ফ্রান্স্ সব চেয়ে বেশী তেল গ্রহণ কোরতো এবং তারপর ছিল বৃটিশ-যুক্তরাজ্যের। আর ইরাণের তেল প্রধানতঃ বৃটিশ-যুক্তরাজ্য, বৃটিশ-ডোমিনিয়ন ও ভারতবর্ষে চালান যায়।

শস্য-সামগ্রী কেনার দিক্ দিয়ে বৃটিশ-যুক্তরাজ্য ইরাকের সব চেয়ে ভাল খরিদ্দার; তারপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারতবর্ষ ও ইরাকের কাছাকাছি দেশসমূহ। আর বহু বৎসর ধ'রে ইরাণের প্রধান খরিদ্দার হোচ্ছে রুশিয়া, তারপর জার্ম্মাণী। ১৯৩৯ সনের ২১শে মার্চ্চ অবধি ন'মাস ধ'রে কিন্তু জার্ম্মাণী ইরাণের প্রধান খরিদ্দার ছিল। এই সব থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ইরাকের উন্নতির জন্যে গ্রেট বৃটেন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কোরেছে, আর ইরাণের বেলায় রুশিয়া ও কিছু কম মাত্রায় জার্ম্মাণী, বিশেষ সহায়কের অংশ গ্রহণ কোরেছে, যদিও ইরাণের তেলের উন্নতির জন্যে ইঙ্গ-ইরাণী তৈল কোম্পানীর কার্য্যকলাপে সাহায্য উপেক্ষার বস্তু নয়। এই রকম অবস্থায় এই দু'দেশে সম্প্রতি মিত্রশক্তির ক্রিয়াকলাপ স্বাভাবিকভাবেই যে গ্রহণ করা হোয়েছে, সেটা সহজে বোঝা যায় এবং সেই সঙ্গে ইরাণ ও ইরাক ভাল কোরে বুঝতে পেরেছে যে, তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার উদ্দেশ্য মিত্রশক্তির নেই, কেননা মিত্রশক্তির সকল বিবৃতি ইতিমধ্যে প্রমাণিত হোয়ে গেছে।

যদি এই সব স্থানে জার্ম্মাণদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত না হোতো, তা হ'লে কি অবস্থা দাঁড়াতো? ভূমধ্যসাগরে ও পারস্য উপসাগরে বৃটিশদের কর্তৃত্বের উপর কেউ প্রভু কোরতে পারবে না। সুতরাং তুরস্কের ভেতর দিয়ে স্থল পথেই কেবল ইরাণ ও ইরাক ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসা কোরতে পারতো, তবে এই পথে, বলা যেতে পারে যে তারা কখন ব্যবসা করেনি। অথবা এর বদলে তারা জার্ম্মাণীর সামরিক শক্তিকে খাদ্য যোগাতে পারতো এবং যখনই পথ পরিষ্কার পাওয়া যেতো তখনই জার্ম্মাণ সামরিক শক্তি ইরাণ ও ইরাকের ভেতর প্রবেশ কোরে তাদের দখল কোরতো। এতে কি তাদের কোন কিছু উপকার হোতো? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমাদের কেবল নরওয়ে, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও বলকান দেশসমূহের অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার কোরতে হবে।

বাখরগঞ্জের বন্যা-বিপন্ন অঞ্চলে ধানের চাষ

পোকার উপদ্রব নিবারণের উপায়

বরিশাল হইতে প্রকাশিত "বরিশাল" নামক সাপ্তাহিক পত্রে ধানের পোকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে:—

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া জিলা কৃষি অফিসার রিপোর্ট দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে কালাইয়া, মদনপুরা, নবাবর্তী, মুলাকাদু এবং লালমোহনে যে সকল ধানের পোকা দেখা দিয়াছে, তাহা ঐ অঞ্চলে পর্য্যাজাত্ত (কেউয়া) নামে পরিচিত এবং উহা স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন হইয়াছে। উহাদের চুকচুক করিয়া চুষিবার মত মুখ আছে। উহারা ধানগাছের ভিতর আক্রমণ করিয়া রস শুষিতে থাকে এবং এই পোকাদের ফলে গাছের আগার দিকে রস আসা বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন পাতার ধার হলুদে হইয়া ওঠে ও অবশেষে সমস্ত পাতাই হলুদে হইয়া যায়। কিন্তু এবারের বন্যা এবং ৬ই।৭ই আগষ্টের ঝাপটা বাতাসে ঐ সকল পোকা অধিকাংশই ধ্বংস হইয়াছে। এখন যাহা কিছু রহিয়াছে তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। যদিও অনেক পোকা বীজ ভূমির উপরে পতিত ছিল, কিন্তু জলে ডোবার পরে তাহা আর দেখা যায় নাই। ঐ সকল স্থানে কৃষকেরা নিরুপদ্রবেই কৃষিকার্য্য করিতেছে। এই অঞ্চলসমূহের কোনও স্থানেই বীজের অভাব থাকিতে পারিবে না, কারণ বীজ রোওয়া কার্য্য এক সপ্তাহেই শেষ হইয়া যাইবে। ঐ সকল বিধ্বস্ত অঞ্চলে কেরোসিনের সাথ প্রস্তুত করা এবং দড়িতে কেরোসিন লাগাইয়া ধান-ক্ষেতের উপর দিয়া টানিয়া দিলে কি প্রকারে ঐ সকল পোকা ধ্বংস হয়, তাহা, বিশেষ ভাবে বহু কৃষকদের সম্মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাই এই পোকা নিবারণের সহজসাধ্য ও উৎকৃষ্টতম পন্থা।

জন-স্বাস্থ্য সম্পর্কীত বিভিন্ন কার্য্যাবলী

গভর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত সাহায্য মঞ্জুর

বর্দ্ধমান জেলার সদর ও কালনা মহকুমার যে সকল অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়াছে, সেই সকল স্থানে ৫৫টি নলকূপ খননের নিমিত্ত বাঙ্গলা সরকার অতিরিক্ত ভাবে ৫,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। যাহাতে অতি সত্বর এই অবস্থার উপশম হয়, তজ্জন্য স্থির করা হইয়াছে যে, বাঙ্গলার চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার সরকারের মনোনীত কোন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যথাসম্ভব অল্প মূল্যে নলকূপ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জব্যাদি প্রেরণ করিবেন। অতিরিক্ত নিম্নলিখিত কতকগুলি চুক্তিতে এই সাহায্য প্রদান করা হইতেছে:—

এই মহকুমার জন্য ব্যাপকভাবে পল্লী অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে, যতদূর সম্ভব এই নলকূপ তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিবে এবং বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবিত এই নলকূপের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করিতে হইবে।

চলতি আর্থিক বৎসরে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষা এবং প্রচার কার্য্য পরিচালনার নিমিত্ত যথাক্রমে ৭৫৲ এবং ২০০৲ টাকা মাসিক মাহিয়ানাতে একজন কাগজের সম্পাদক ও একজন চিত্রশিল্পীর পদ বজায় রাখার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনার জিনিষপত্র ও প্রাচীরপত্র ইত্যাদির ব্যয়ভার নির্ব্বাহার্থ গভর্ণমেণ্ট ২,০০০এর অনধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে একটি সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পত্রিকার মুদ্রণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সরকার ৩,১২৮এর অনধিক টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বিক্রয়-কর আইন

বাঙ্লা সরকারের বিবৃতি

যে সকল ব্যবসায়ী ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে বিক্রয়-কর আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এবং যাহারা এই আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইতে বাধ্য বা উপযুক্ত, তাহাদের প্রত্যেককেই ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে। যথা সময়ে দরখাস্ত করিয়াও যে সকল ব্যবসায়ী ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট পান নাই, তাহাদের জন্য ২৮শে সেপ্টেম্বর সরকারী গেজেটে বিনা করে পণ্য বিক্রি করার জন্য যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা ১১ই অক্টোবর হইতে নাকচ করা হইল। অতঃপর কোন খরিদ্দার ব্যবসায়ীর রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কোন বিক্রয়কারী ব্যবসায়ী যেন মনে না করেন যে, উক্ত খরিদ্দার ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রেয় পণ্যের উপর কর দেয় নহে।

(প্রেস-নোট)

দিয়াশলাইয়ের দর

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কনট্রোলার ৯ই অক্টোবর এক বিজ্ঞপ্তি প্রসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ১লা মার্চ্চ যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার আংশিক সংশোধন করিয়া ৮০ কাঠির দেশলাইর নিম্নলিখিত পাইকারী ও খুচরা দর ধার্য্য করা হইল। ১৯শে মার্চ্চের সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ৪০ কাঠির দিয়াশলাইয়ের যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে। কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে।

৮০ কাঠির দেশলাই	প্রতি গ্রোস	..	৩৸৶০
,, ,,	প্রতি ডজন	..	।।০
,, ,,	প্রতি বাক্স	..	৴১৫০

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

কতকগুলি চিত্তাকর্ষক মামলার বিবরণী

মেদিনীপুর জেলা

ডাহিজুড়ি ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১১০ নং মামলার খাতক অরহরি দাস ১৯৪০ সনে মহাজন কৃষ্ণহরি দাসের নিকট হইতে ১৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং সুদ হিসাবে নিজের দুই বিঘা জমি ভোগ দখল করিতে দেয়। মহাজন উহা হইতে কিরূপে লাভবান হইয়াছে তাহা হিসাব করিয়া বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২৫৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে। মহাজন যাহাতে খাতককে ঋণমুক্ত বলিয়া স্বীকার করে, তজ্জন্য বোর্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বোর্ডের চেষ্টায় মহাজন অবশেষে এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় এবং আসল দলিল খাতককে প্রত্যর্পণ করে। তাহার জমিও তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। খাতককে নূতন করিয়া আর কিছু পরিশোধ করিতে হয় নাই।

চট্টগ্রাম জেলা

১৯৪০ সালের ৫৭১১ নং মামলার খাতক তমিজ গোলাম এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি মহাজন আমিরাদাকে সুদ হিসাবে ৮ কানী ৫ গণ্ডা ৩ কড়া জমি ভোগদখল করিতে দিয়া ১২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন উক্ত জমির উপস্বত্ব ১৫ বৎসর কাল ভোগদখল করে। খাতকদের ঋণ কিছুই বাকি নাই বলিয়া ধার্য্য হয়। মহাজন সানন্দে খাতকদের জমি প্রত্যর্পণ করিয়াছে।

সারোয়াতলী ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১১০।৪, সন ১৯৩৯ ইং

এই মোকদ্দমায় জৈষ্ঠপুরা সাকিনের খাতক সরোজিনী বড়ুয়া ঐ গ্রামের মহাজন সিরাজউদ্দীন হইতে ৵৯ গণ্ডা জমি বন্ধক দিয়া ৫০০৲ পাঁচশত টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজন খাতকের এই জমি ১২ বৎসর ভোগ করে। খাতকের দৈন্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোর্ড বিশেষ চেষ্টা করতঃ খাতক হইতে মাত্র ৩৯৲ টাকা গ্রহণ করিয়া খাতকের জমি তাহার স্বীয় দখলে ছাড়িয়া দিবার জন্য মহাজনকে রাজী করান। খাতক এই ৩৯৲ টাকা মহাজনকে নগদ আদায় করায় মহাজন খাতকের জমি খাতকের খাস দখলে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ঢেমশা ঋণ-সালিশী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১৭৫, সন ১৯৩৯ ইং

খাতক আব্দুল হাকিম সাওদাগর নুর আহামদের পিতা ওয়াজদিন হইতে ৴১৫ গণ্ডা জমি কট বন্ধক দিয়া মং ২০০৲ টাকা কর্জ লইয়াছিল। সাওদাগর কটের জমি ১৭ বৎসর ভোগ করার পর কটের আসল ২০০৲ টাকা দাবি করে। খাতক বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করায় বোর্ড বিনা টাকায় ঋণমুক্তি দিয়া বন্ধকী জমি ১৩৪৮ বাংলা হইতে খাতকের দখলে দিয়াছেন।

মোকদ্দমা নং ২০৯, সন ১৯৪০ ইং

খাতক মৌঃ সৈয়দর রহমান সাওদাগর মনির আহমদের বরাবরে কট কবলা সম্পাদন করতঃ ৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বন্ধকী জমি খাতকের দখলে থাকে। সাওদাগর উপস্বত্ব ও আসলে ৩১২৲ টাকা দাবি করিয়া বোর্ডের আশ্রয় গ্রহণ করে। বোর্ড খাতকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করতঃ সাওদাগরকে মং ১৫৲ টাকা নগদ দিয়া বন্ধকী জমি সহ খাতককে ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

রংপুর জেলা

বাণাবাড়াই বাড়ী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৮/১১নং মামলার খাতক নবীউদ্দীন সরকার মহাজন সাকিমউদ্দীন আহমদ এবং আরও অন্যান্যের নিকট হইতে একটি মর্গেজী দলিল বলে ৫২১।।০ আনা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক প্রথমে ৪০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। পরে উক্ত ঋণ বহুলাইয়া সুদে আসলে ৫২১।।০ আনার মর্গেজী দলিল দাখিল করা হয়।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

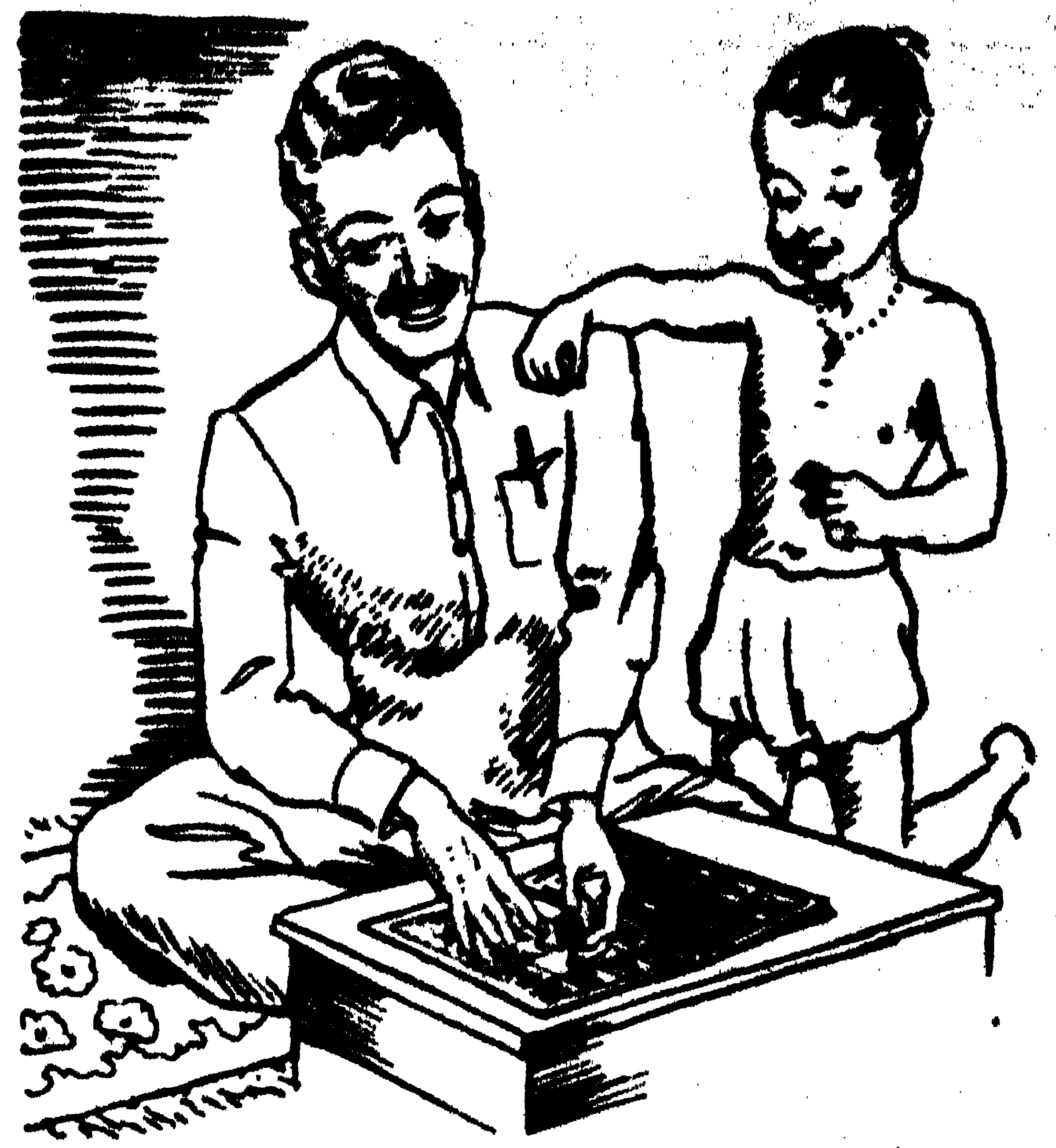

হাঁ বাবা তোমার জন্যেই !

এই বালকই বড় হয়ে উঠে পোষ্ট অফিস থেকে প্রত্যেক সঞ্চিত ১৲ টাকার পরিবর্তে ১৷৴০ তুলতে পারবে। স্নেহপরায়ণ মাতাপিতার কর্তব্য নিজেদের সন্তানের জন্য ১৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনে সঞ্চয় করে রাখা। প্রত্যেক বালকই সেভিংস ষ্ট্যাম্প লাগানোর জন্য সেভিংস কার্ড রাখতে পারে। এই ষ্ট্যাম্প

পোষ্ট অফিসে ।০ আনা, ৷০ আনা ও ১৲ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। সব বয়সের বালকেরাই ষ্ট্যাম্প জমাতে ভালবাসে আর এই ভাবে তারা টাকাও জমাতে পারবে, পরে সহরে লেখাপড়ার সুবিধা হবে।

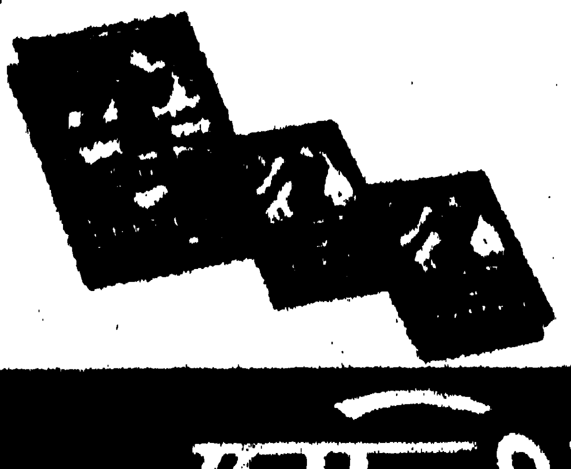

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটের লাভ থেকে যাতে এরা বাঞ্চিত হতে পারে তার সাহায্য করুন।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট

No. 60—4

মহাজন মোট ১,০৪৩৲ টাকার দাবী জানায়। আসল দলিলের পৃষ্ঠে বিভিন্ন সময়ে যে মূল ওয়াশীল দেওয়া হয় তাহার মোট পরিমাণ ৮৯৬৲ টাকা। সালিশীতে মহাজন উক্ত মর্গেজী দলিলের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করে এবং এইভাবে ঋণের মীমাংসা হয়।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনে রংপুর জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারীগণের নিকট হইতে রংপুর জেলা যুদ্ধ কমিটি তহবিলে এক দিনের বেতন বাবদ মোট ৬৮৪।৵০ প্রাপ্ত হয়।

রাঙলাদেশে ব্যাপক যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানের কার্য্যাবলী ও দানের বিবরণী

বঙ্গীয় পুলিশ বাহিনীর দান

বেঙ্গল পুলিশের অফিসার ও কর্মচারিগণের নিকট হইতে আরও ১০,০০০৲ টাকা পাওয়ার ফলে দেখা গেল যে, বর্তমান বৎসরে পুলিশের দানের পরিমাণ অর্দ্ধ লক্ষ এক টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই সর্ব্বশেষ দানের দ্বারা ৫ম সাঁজোয়াগাড়ী ক্রয় করা হইবে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বৎসর বেঙ্গল পুলিশ সমরক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী চারিটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয়ার্থ সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কার্য্যকরী সাহায্য করার নিমিত্ত মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ইন্সপেক্টর জেনারেল অব্ পুলিশ মিঃ এ, ডি, গর্ডন, সি, আই, ই, কে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পোর্ট কমিশনারের কর্মচারিদের দান

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান স্যার টমাস্ এল্ডারটনের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানি প্রেরণ করিয়াছেন:—

"যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনার কর্মচারিবৃন্দ যে ক্রমাগত সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন এবং আপনার কর্মচারিবৃন্দকে জ্ঞাপন করুন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে আপনাদের এই দানের ফলে ৬৭,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং উহা দ্বারা একটি যুদ্ধ বিমান ক্রয় করা হইয়াছে। ইহা বিশেষ গৌরবজনক ও কার্য্যকরী অভিযান এবং বর্তমান যুদ্ধে বাঙ্গলার একটি উল্লেখযোগ্য দানের উদাহরণ স্বরূপ।"

আরো পাঁচটি জেলার নামানুসারে যুদ্ধ-বিমান

রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ও হুগলী জেলা হইতে মোট ৩,৩০,০০০৲ টাকা যুদ্ধ সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদত্ত হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফোরামে এই প্রত্যেকটি জেলার নামে একটি করিয়া যুদ্ধ বিমান ক্রয় করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই কয়েকটি বিমান ক্রয় করায় দেখা যাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা দেশের পল্লী অঞ্চলের ২২টি জেলার নামে যুদ্ধ-বিমান ক্রয় করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে বর্দ্ধমান শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে এবং উক্ত জেলার নামে ৩টি বিমান ক্রয় করা হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটির নাম হইয়াছে আসানসোল। ঢাকা জেলা হইতে দুইটি বিমান পাওয়া গিয়াছে; তাহার একটির নাম ঢাকা অপরটি নাম নারায়ণগঞ্জ। ২৪-পরগণা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম এই প্রত্যেকটি জেলার নামে দুইটি করিয়া বিমান ক্রয় করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত পাঁচটি জেলার বিমান ব্যতীত হাওড়া, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, দার্জিলিং এবং জুয়ার্সের নামেও বিমান ক্রয় করা হইয়াছে।

কুষ্টিয়ার দান

সম্প্রতি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে নদীয়ার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর পরিদর্শনে গিয়াছিলেন, সেই সময় কুষ্টিয়া মহকুমার অধিবাসিগণ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে ২৩,০০০৲ এবং লেডী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছে। কুষ্টিয়া মহকুমার হাকিম মিঃ বি, এন, বোস, বি-সি-এস্, মহোদয়ের আবেদনে জনসাধারণ বিশেষ সাড়া দিয়াছিল।

ম্যাক্‌, অ্যাডুইজিলন কালেক্টরের দান

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনে কলিকাতার ম্যাক্‌-অ্যাডুইজিলন কালেক্টর এবং তাঁহার অফিসের কর্মচারিবৃন্দ যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে ১৬৬৶০ আনা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। উক্ত অর্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রামে অভিনব প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ কমিটির মহিলা সাব-কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিসেস্ মার্টিন প্রমাণ করিয়াছেন যে "বৎসামান্য দান"ও কিরূপ কার্যকরী হইতে পারে। তাঁহার বহুবিধ যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের মধ্যেও তিনি কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ও অফিসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন তাহাদের পরিত্যক্ত বাজে কাগজ জেলা যুদ্ধ কমিটিতে জমা দেয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছে। সম্প্রতি জেলা যুদ্ধ কমিটি উক্ত অব্যবহৃত কাগজ বিক্রী করিয়াছে এবং উহাতে ১০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এই অর্থ যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে প্রদত্ত হইয়াছে। এই অর্থের পরিমাণ হয়ত খুব বেশী নহে। এই ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে, ইচ্ছা থাকিলে বাজে জিনিষ হইতেও যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে সাহায্য করা সম্ভবপর হয়।

মাণিকগঞ্জের কার্য্যাবলী

মাণিকগঞ্জ ফৌজদারী আদালত ড্রামাটিক ক্লাব যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলের সাহায্যার্থে গত ৩০শে আগষ্ট "কেদার রায়" নাটক অভিনয় করে। এই অনুষ্ঠানে মহকুমার সকল অঞ্চল হইতেই বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় এবং বিরাট প্রেক্ষাগৃহে তিল ধারণেরও স্থান থাকে না।

মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ, টি, আলি আই-সি-এস্ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাহার এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন, এই সহযোগিতার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহায্য করিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করেন। তৎপর সেকেণ্ড অফিসার মিঃ ঘোষ বাঙ্গলায় মহকুমা হাকিমের বক্তৃতা বিশদরূপে উপস্থিত জনগণকে বুঝাইয়া দেন। এই অনুষ্ঠান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদনে গত ৩রা সেপ্টেম্বর মহকুমা হাকিমের সভাপতিত্বে স্থানীয় ভুমিদ্দি লাইব্রেরী হলে একটি জনসভা আহূত হইয়াছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষ এ পর্য্যন্ত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে গ্রহণ করিবে, সে সম্পর্কে শহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় স্থির হয় যে মহকুমার সর্ব্বত্র "ভি" অভিযান শুরু করিতে হইবে। তজ্জন্য সভায় "ভি" চিহ্নিত বহু পতাকা বিক্রী করা হয়। এই সভায় ইহাও স্থির হয় যে, শহরের জন্য যত সত্বর সম্ভব এক দল সিভিক গার্ড গঠন করিতে হইবে। অতঃপর মহকুমা হাকিম মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর অনুসরণে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সকলকে সাহায্য করার আবেদন জ্ঞাপন করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করেন এবং নিজে তাঁহার এক দিনের বেতন দান করেন। মহকুমা হাকিমের দৃষ্টান্তে বহু অফিসার ও জনসাধারণও সাহায্য প্রদান করেন এবং উক্ত স্থানেই বেশ কিছু টাকা সংগৃহীত হয়। অতঃপর অনেকে ভবিষ্যতে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন।

এইভাবে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইতে দেওয়া হয় নাই। মহকুমা হাকিম ইতিমধ্যে একটি জলক্রীড়া ও মেলা সংগঠনের আয়োজন করিয়াছেন। গত ৭ই সেপ্টেম্বর কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে উক্ত মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে যে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুর বিরুদ্ধে মহকুমার অধিবাসীদিগের সমবেত হইয়া সাহায্য করিবার যে দায়িত্ব, সে সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করা হয়। উদ্বোধন উৎসব শেষে হিন্দুগণ কালীবাড়ীতে এবং মুসলমানগণ মসজিদে প্রার্থনা দিবস উদ্‌যাপন করেন। এই মেলা এক সপ্তাহ কাল চলে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সাহায্য ব্যাপারে জনসাধারণের যে দায়িত্ব, তাহা ব্যাপকভাবে এই মেলায় প্রচার করা হয়।

চট্টগ্রামে "ভি" অভিযান

চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ কমিটি সম্প্রতি এক "ভি" অভিযান শুরু করিয়াছে। যুদ্ধের এই দুই বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রাম জনবল, অর্থবল, ঐকান্তিকতা এবং নৈতিক সমর্থন দ্বারা তার নিজের ভাবে সাম্রাজ্যের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। চট্টগ্রাম জেলা যে যুদ্ধ যোগদার নিরাপত্তি উৎসব "ভি" পতাকা উৎসব রূপে জেলার সর্বত্র পালন করিয়াছে, তাহা তাহার উপযুক্ত হইয়াছে।

আবার খোড়াদের বুকে সন্নিবেশ করিবার জন্য "ভি" ছাপান ছোট ছোট পতাকা হাজার হাজার লোক ক্রয় করিয়াছিল এবং জেলা যুদ্ধ কমিটি যে ২০,০০০ হাজার পতাকা ছাপাইয়াছিল, তাহা হইতে কিছু ফিরে নাই বলিলেই চলে। একটি পতাকার সর্ব্বনিম্ন দর এক আনা করিয়া নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু উহা এক একটি পতাকা এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা এমন কি দশ টাকায়ও বিক্রীত হইয়াছে।

সমস্ত গাড়ীর স্বত্বাধিকারীরা গাড়ীকে "ভি" চিহ্নিত করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ গৃহ, অফিস ও দোকানে বিশেষভাবে "ভি" চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

এই পতাকা দিবসে শহরের মধ্য দিয়া গাড়ী চালাইয়া গেলে অভিনব দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হইত। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর বিরাট অট্টালিকা সমূহ অফিস, পাইকারী মহাজনদিগের বিপণি, সরকারী বিভাগসমূহ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হাউস এবং শহরের বিশিষ্ট ভবনসমূহে বৃহদাকার "ভি" দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। আবার ইহার সাথে সাথে ছোট ছোট দোকান, বস্তি ও দরিদ্রদিগের অঞ্চলেও তাহাদের নিজেদের ভাবে "ভি" চিহ্নিত ও সজ্জিত করা হইয়াছিল। যাহারা গৃহের সম্মুখে প্রাচীরপত্র সজ্জিত করিতে পারে নাই, তাহারা হাতে আঁকিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়াছে। পরে জানা গিয়াছে যে, শহরে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে জেলার নানা স্থানে ও গ্রামে গ্রামে তাহাই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্রাকারে সম্পাদিত হইয়াছে।

এই পতাকা দিবসেই চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রথম কাগজের কলের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সজ্জায় "ভি" অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশেষ উদ্যানপুলিন মধ্যে মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘোষণা করেন যে, "ভি" চিহ্নকে উক্ত মিল "ট্রেডমার্ক" হিসাবে ব্যবহার করিবে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ছিল বলিয়া মুসলমানগণ শহর ও গ্রামাঞ্চলের সর্ব্বত্র বিভিন্ন মস্‌জিদে সমবেত হইয়া বৃটিশের জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। এই সময় চট্টগ্রামে যে সৈন্যদল মোতায়েন ছিল, তাহার কমাণ্ডিং অফিসার উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সার্থক করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলকে লইয়া শহরের মধ্য দিয়া কুচকাওয়াজ করেন এবং এই সহযোগিতার ফলে শহরের অধিবাসিগণ বিশেষ প্রীত হন।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার বিভিন্ন মন্দির, গির্জা ও মস্‌জিদে বৃটিশের জয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয় এবং সকল ক্ষেত্রেই অত্যধিক জনসমাগম হইয়াছিল।

এই "ভি" উৎসব সমাধা করিয়া চট্টগ্রাম এই সন্দিচ্ছাই প্রমাণ করিল যে, বৃটিশ সৈন্যদল সংগ্রামে জয়লাভ করিবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আটলাণ্টিকে জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

নৌবিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, একটি বৃটিশ রণতরীর আক্রমণে আটলাণ্টিকে একটি জার্ম্মাণ যোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধের অবস্থা

দক্ষিণ ইউক্রেণে ক্রিমিয়া অভিযান প্রধানতম সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। পেরেকোপ যোজক দিয়া ক্রিমিয়া প্রবেশের চেষ্টায় জার্ম্মাণরা বেপরোয়া আক্রমণ চালাইতেছে এবং দলে দলে নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। কিন্তু ক্রিমিয়া রক্ষাকারী সোভিয়েট বাহিনী প্রবল পরাক্রমে বাধা দিতেছে এবং জার্ম্মাণ আক্রমণকারীদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছে। এদিকে মার্শাল বুদেনী পেরেকোপের জার্ম্মাণ সৈন্যদের যোগসূত্র ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রুশ নৌবহরও এই যুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা দুইটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীর উপর আক্রমণ চালায়।

জার্ম্মাণ বাহিনী পর্য্যুদস্ত

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সাত দিন ব্যাপী এক সংগ্রামে ১২৩ সংখ্যক জার্ম্মাণ ডিভিশন ও ৮৯ সংখ্যক রেজিমেণ্ট পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সি বুখারেষ্টের এক সরকারী ঘোষণার উল্লেখ করিয়া এই দাবী করিয়াছে যে, "নীপারের পশ্চিমে আজভ সাগরের তীরবর্ত্তী এলাকায় রুশ সৈন্য বাহিনী পূর্ব্ব দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।" তদুপরি ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ানরা "সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বৃহদাকার কামান ইত্যাদিতে সজ্জিত থাকা" সত্ত্বেও তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। তদুপরি এই দাবীও করা হইয়াছে যে, ইউক্রেণে রুমানিয়ান আলপাইন ও অশ্বারোহী বাহিনী জার্ম্মাণ বাহিনীর সহযোগে "ঘোরতর সংগ্রামে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করে।"

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গন

সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী লেনিনগ্রাড রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদের উল্লেখ করিয়া এই দাবী করিয়াছে যে, গত কয়েক দিন যাবত সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া তাহাদের সমূহ ক্ষতি করিতেছে। লালফৌজের মুখপত্র "রেডষ্টার" পত্রিকায় প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, মেজর জেনারেল কোনকভের নেতৃত্বে পরিচালিত রুশ বাহিনী লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে তুমুল যুদ্ধের পর দুই তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে। লেনিনগ্রাড এলাকায় রাশিয়ানরা নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক প্রেরণ করিতেছে। ইহার ফল মারাত্মক হইতেছে। জার্ম্মাণরাও দলে দলে নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মধ্য ও দক্ষিণ রণাঙ্গনে রুশ সাফল্য

মধ্য রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল আরও কয়েকটি গ্রাম দখল করিয়াছে। রুশ ইস্তাহারে ওডেসায় রাশিয়ানদের আর একটি সাফল্যের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। রাশিয়ান নৌবহরের পাল্টা আক্রমণে এক সহস্র জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য হতাহত হইয়াছে। এক যুদ্ধে জার্ম্মাণ রক্ষিবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

উভয় পক্ষের ক্ষতির হিসাব

মস্কো রেডিও কর্ত্তৃক সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর ডাইরেক্টর মঃ লোজোভস্কির একটি উদ্ধৃত প্রবন্ধানুসারে সোভিয়েট আক্রমণের পর হইতে জার্ম্মাণীর তিন লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ঐ একই সময়ের মধ্যে সোভিয়েটে নিম্নলিখিতরূপে লোকক্ষয় হইয়াছে :—

২৩০,০০০ নিহত
৭২০,০০০ আহত
১৭৮,০০০ নিরুদ্দেশ

এবং খোয়া গিয়াছে :—

৮,৯০০ কামান
৭,০০০ ট্যাঙ্ক
৫,৩১৬ বিমান

মঃ লোজোভস্কি বলেন, জার্ম্মাণদের ক্ষতি হইয়াছে :—

১১,০০০ ট্যাঙ্ক
১৩,০০০ কামান

এবং বিমান যুদ্ধে ও বিমান ঘাটিতে ধ্বংস হইয়াছে :—

৯,০০০ বিমান

আকাশে উঠিবার সময় যে বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে, তাহা এই হিসাবে গণ্য করা হয় নাই।

আজভ উপসাগর অঞ্চলে যুদ্ধ

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের এক এলানে ৭ই অক্টোবর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "পূর্ব্বে যে নূতন অভিযানের কথা ঘোষিত হইয়াছে, তাহার ফলে আজভ সাগরের উত্তর উপকূলে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইয়াছে এবং নবম সোভিয়েট আর্মির হেডকোয়ার্টার্স হস্তগত করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ সৈন্যদল পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। পূর্ব্ব রণাঙ্গনের অন্যান্য অঞ্চলেও পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগ্রাম পরিচালিত হইতেছে।"

পেরেকপ যোজকে জার্ম্মাণদের ক্ষতি

লণ্ডনের প্রামাণ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, ক্রিমিয়ার পেরেকপ যোজকে জার্ম্মাণরা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইয়েনেসিস্কের নিকটে জার্ম্মাণদের এক ডিভিশন সৈন্যের অগ্রগতি সুনির্দ্দিষ্টভাবে বাধা পড়িয়াছে। রুশিয়ান নৌ-বহর উহার উপর আক্রমণ চালাইতেছে এবং উক্ত ডিভিশনের অগ্রগতি প্রতিহত করা এবং উহার ক্ষতিসাধনের ব্যাপারে নৌ-বহরের যথেষ্ট কৃতিত্ব রহিয়াছে।

জার্ম্মাণ ডিভিশন ছত্রভঙ্গ

তাস এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, রণাঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে (ইউক্রেণ) জার্ম্মাণদের তিনটী ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৫,৫০০ জন শত্রু-সৈন্য নিহত হইয়াছে। যে তিনটী ডিভিশনকে ছত্র-ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহাতে একটী যান্ত্রিক, একটি ট্যাঙ্ক এবং একটী বিমানধ্বংসী ডিভিশন আছে।

৫ জন চেক-নেতার ফাঁসি

প্রাগ হইতে জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীতে প্রাপ্ত এক টেলিগ্রামে প্রকাশ, রাজদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র করিবার এবং বে-আইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অপরাধে চেকোস্লোভেকিয়ার অন্তর্গত বার্ণোতে অনুষ্ঠিত এক কোর্ট-মার্শালের বিচারে আরও ৫ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ

রুশ ইস্তাহারে ৮ই অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, বিয়াজমা ও ব্রিয়ানস্কের চতুষ্পার্শ্বে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ চলিতেছে। হিটলারের হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত একটি বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, একমাত্র বিয়াজমা অঞ্চলেই কয়েকটি সোভিয়েট সৈন্যদলকে পরিবেষ্টন করা হইয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো বরাবর সোভিয়েট রাজধানীর বিরুদ্ধে হিটলার সর্বাত্মক ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনটি সুদৃঢ় ঘাঁটি হইতে ও মস্কো এর দিকে জার্ম্মাণগণ অগ্রসর হইবে এবং সাঁড়াশির আকারে আক্রমণের উত্তর বাহু ভালডাই পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরাংশে লেনিনগ্রাড হইতে ক্যালিনিন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে, এরূপ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

রাশিয়ানদের আক্রমণ সম্ভাবনা

এরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে যে, লেনিনগ্রাড এবং ওডেসা হইতে টাগানরগের সম্মুখ ভাগে এবং ক্রিমিয়া হইতে রাশিয়ানগণ প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিবে।

জার্ম্মাণরা এই মর্ম্মে একটি দাবী করিয়াছে যে, তাহারা আজভ সাগরের তীরবর্তী বন্দর মারিয়াপোল এবং বার্দিয়ানস্কে পৌঁছিয়াছে। সুদূর উত্তরে মুরমানস্কের দিকে অবস্থা রাশিয়ানদের অনুকূল।

লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথে জার্ম্মাণদের ক্ষতি

সরকারী টাস এজেন্সীর প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ,—সোভিয়েট পদাতিক, গোলন্দাজ, ট্যাঙ্ক ও বিমানবাহিনী একযোগে লেনিনগ্রাডের প্রবেশপথে জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া পরিখায় আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু লেনিনগ্রাডরক্ষী সৈন্যগণ তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতেছে। রুশ সৈন্যদল তিনদিন যাবৎ শত্রুদিগের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতেছে এবং দুই দিনে বহু সহস্র শত্রুসৈন্য নিহত হইয়াছে।

একখানা বৃটিশ জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌ-সেনাধ্যক্ষের এক এলানে বলা হইয়াছে, "নৌ-দপ্তর দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, 'মারকিল্ড' নামক একখানা বৃটিশ রক্ষিজাহাজ জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। কেহ হতাহত হয় নাই।"

আজভ সাগর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ অগ্রগতি

সরকারী জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছে যে হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স হইতে জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ড জানাইয়াছেন নীপার-পেট্রভের্ক পূর্ব্বে জার্ম্মাণ প্যাঞ্জার বাহিনী ইটালীয়, হাঙ্গেরীয় এবং স্লোভাক বাহিনীর সাহায্য লইয়া আজভ সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যে নবম সোভিয়েট বাহিনী পলায়নের পথে বাধা দিয়া

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

এ, আর, পি

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।

২। এয়ার রেইড্—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে কমন নং বি, এল/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুলিসের জন্য এয়ার রেইড্, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ, ৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর, সেন্ট্রাল অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা এবং কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

বীরভূম জেলা

গত কয়েক বৎসর হইতে বোলপুর সার্কেলের অন্তর্গত বোলপুর ও নানুর থানায় জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়নের কার্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বভারতীর কতিপয় পল্লী উন্নতি ও স্বাস্থ্য সমিতি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহিত মিলিত ভাবে কার্য্য করায় ফলে অন্যান্য পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য ব্যতীত ঐ সকল অঞ্চলে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলেই প্রারম্ভেই সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। গত ১৯৩৫ সালের সরকারী পল্লী-উন্নয়ন আন্দোলনের ফলে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও বর্ত্তমান স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের এ অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন ফলে ও বীরভূম স্বাস্থ্য বিভাগের স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগের উদ্যোগে বিশ্বভারতী কর্তৃক পরিচালিত সমিতি ব্যতীত এ অঞ্চলে আরও কতকগুলি জাতি-গঠন ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপিত হয়। এ সকল গ্রামে স্বাস্থ্যোন্নতি কার্য্য ব্যতীত শিক্ষা প্রসারেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যসমূহ, যথা পুষ্করিণী, ডোবা প্রভৃতি পরিষ্কারকরণ, নালা-সমূহের সংস্কার, কুইনাইন বিতরণ, জঙ্গল পরিষ্কার, প্লীহা রোগীর সংখ্যা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে গ্রামবাসীদিগের আন্তরিক সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, রাস্তা নির্ম্মাণ, চাষের উন্নতিরও যথেষ্ট প্রগতি হইতেছে। বিশ্বভারতী ও গ্রামবাসীদিগের প্রচেষ্টায় সরকারী সাহায্যে এ অঞ্চলে অনেকগুলি সেচের পুষ্করিণীর সংস্কার সাধিত হইতেছে। সমবায় বিভাগের কর্ম্মীদিগের কার্য্য নানুর অঞ্চলে প্রশংসনীয়। অধুনা নানুর থানার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্ম্মীদিগের প্রচেষ্টায় ইহার অন্তর্গত নারপুর, কেউগ্রাম, নানুর, সুরপুর, রামকৃষ্ণপুর, উচকরণ, ব্রাহ্মণগ্রাম প্রভৃতি গ্রামগুলি গত কয়েক বৎসর ধরিয়া শিক্ষার প্রসার, জলকষ্ট নিবারণ, কচুরীপানা ধ্বংস, ম্যালেরিয়া প্রতিকার প্রচেষ্টা, রাস্তাঘাট সংস্কার, সাঁকো নির্ম্মাণ, গ্রামরক্ষী দল সংগঠন প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এ বৎসর বীরভূম জেলার বহু স্থানে অনাবৃষ্টি হেতু অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায়, এ সকল সমিতি যদিও আশানুরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তথাপি এরূপ পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ গঠনের ফলে এ অঞ্চলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গ্রাম উন্নতিকর কার্য্যে বেশ সাড়া পাওয়া গিয়াছে ও এ বৎসর উক্ত সমিতিসমূহের চেষ্টায় প্রায় সকল গ্রামেই গ্রামসংরক্ষণী দল গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাম-কৃষ্ণপুর গ্রামে গ্রামবাসীদিগের উদ্যোগে একটা সেচের পুষ্করিণী সংস্কারার্থে প্রায় ৭০০।৮০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এ সকল অনুষ্ঠান ব্যতীত গত দুই বৎসর কচুরী-পানা পরিষ্কার কল্পে সারা থানা ব্যাপিয়া বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছিল।

এ বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু প্রায়ই জলাশয় শুকাইয়া গিয়াছে, এমন কি বহু ইদারাতেও জলাভাব, যেটুকু জল [illegible] সঞ্চয় হয় তাহা প্রায়ই নিঃশেষ হইয়া যায়। এ অবস্থায় বীরভূম জেলা বোর্ড হইতে প্রত্যেক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর উক্ত ইদারাসমূহের পরিষ্কার ও খনন প্রভৃতি কার্য্যের ভার পড়ে। এরূপ অনেকগুলি ইদারাই গ্রামবাসীদিগের [illegible] আগ্রহে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমের সাহায্যে পুনর্গঠিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কলেরা রোগের প্রকোপ, যাহা সম্প্রতি দেখা গিয়াছিল, তাহা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সহিত গ্রামবাসীদিগের সহিত আন্তরিক [illegible] সহযোগিতার ফলে অচিরাৎ বন্ধ হইয়া যায়। এ অঞ্চলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সহিত পল্লীউন্নয়নের আন্দোলন তথা গ্রামবাসীদিগের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

যশোহর জেলা

যশোহর জেলার অন্তর্গত ভৈরব নদীর সন্নিকটে দারাটানা সেতুর নিকট সম্প্রতি একটি চিত্তাকর্ষক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে। সমস্ত স্থানীয় স্কুল ও কলেজের ছাত্র এবং সেই সঙ্গে সরকারী অফিসার ও উকিলগণ নদীর কচুরীপানা পরিষ্কার করিতে এক অভিযান শুরু করেন। সকাল ৭টায় কাজ শুরু হইয়া ১১টায় শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১,২০০ ব্যক্তিকে জলখাবার সরবরাহ করা হয়। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের অফিসারগণ এবং পুলিশ অফিসারদিগের তত্ত্বাবধানে কনেষ্টবলগণ খুব উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। রায় বাহাদুর কেশব লাল রায় চৌধুরী এবং খানসাহেব মৌলভী লুৎফর রহমানকে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কচুরীপানা পরিষ্কার করিতে দেখা যায়। কুমার শরাগ ভূষণ দেব রায় বয়সে প্রবীণ হইলেও যুবকের উদ্দীপনা লইয়া কাজ করেন। আশা করা যায় যে, যাহাতে নদী একেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়, তজ্জন্য পর পর আরও কতকগুলি অভিযান পরিচালিত হইবে।

একদিন পূর্ব্বে উক্ত নদী-তীরে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। সার্কাস পার্টির একটি হাতি নদীর তীরে কাদায় বসিয়া যায়। ভয় হইয়াছিল যে, উহাকে টানিয়া তোলা যাইবে না। কিন্তু দড়ির সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করা হয়।

খাজনার সুদ মাফ দেওয়ার কথা

সম্প্রতি মিঃ এম. এম. খান খুলনাপাড়ি নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করেন। তিনি উক্ত অঞ্চলের লোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, উহাদের অধিকাংশই খুলনাপাড়ি ওয়ার্ডস এষ্টেটের প্রজা। তাঁহার কাছে এই আবেদন জানানো হইয়াছিল যে, যাহারা ১৩৪৮ সালে দুই বৎসরের বাকি খাজনা শোধ করিয়াছে, তাহাদের সুদ যদি মাফ করা হয় তবে আদায়ের আরও উন্নতি হইবে। জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সুদ মাফ করিতে কলেক্টর আদেশ জারি করিয়াছেন।

নোয়াখালী-বরিশাল ঝটিকা সাহায্য ভাণ্ডার

ইতিপূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদের সাহায্যার্থ যশোহর জেলা কমিটি বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেটকে ৩৩০৲ টাকা এবং সাতটি ধুতি প্রদান করিয়াছিল। ঝিনাই-দহ ও বনগাঁ মহকুমা হইতে তৎপর আরও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ২৫০৲ প্রদান করা হইয়াছে।

রেজিষ্ট্রারের পরিদর্শন

কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার মিঃ এ. আহমদ, আই, সি, এস্, সম্প্রতি যশোহর পরিদর্শন করেন। তিনি তথাকার সদর গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং মণিরামপুর থানার কো-অপারেটিভ সোসাইটির কাজ কর্ম্ম পরিদর্শন করেন। তৎপর তিনি যশোহরের কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন।

ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি যশোহর সম্মিলনী ইন্সটিটিউশন এবং মাগুরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত খেলার আন্তবিদ্যালয় প্রতিযোগিতার শেষ খেলা হয়। এই অনুষ্ঠানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমোক্ত দল এক গোলে জয়লাভ করে। উভয় দলই বেশ আশানুরূপ খেলা করে।

হুগলী জেলা

হুগলী জেলায় রুরাল রেকনেসন ও রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ট্রেনিং বিগত ১৯।৯।৪১ তারিখে শেষ হইয়া গিয়াছে। এই ট্রেনিং কালীন বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণকে খন্যান ইউনিয়নের এক একটী গ্রামকে আদর্শ গ্রাম করিয়া তুলিবার ভারার্পণ করা হইয়াছিল। কোন কোন গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল:—

প্রথম দলের দ্বারা নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে:—(১) পাঁচু, (২) খন্যান, (৩) মহেশপুর, (৪) পুরুষোত্তমবাটি, (৫) অমরপুর, (৬) জগন্নাথবাটি, (৭) আমরাবাদ এবং (৮) পাঁচ-রখি।

দ্বিতীয় দলের দ্বারা (১) সেতাবপুর, (২) অমরেশপুর, (৩) বাতির মাপাপাড়া, (৪) নারায়ণপাড়া ও বিনোদপুর গ্রামসমূহে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

তৃতীয় দলের দ্বারা নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে:—(১) সোনাটিকরা, (২) এরেঙ্গা, (৩) কামদেবপুর-পাকড়া ডাঙ্গা, (৪) অকলা, (৫) পতন্দবাটি, (৬) তুষখালা।

প্রত্যেক পল্লী-উন্নয়ন সমিতির যোগ্য ও উৎসাহী কর্ম্মী বাছিয়া লওয়া হইয়াছে ও বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গ্রামের জনসাধারণের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা নিজেদের কার্য্যে নিজেরাই যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। বিভাগীয় কর্ম্মচারি-গণ স্বেচ্ছায় গ্রামের অব্যবহার্য্য পুকুরের পানা পরিষ্কার করিয়াছেন, জঙ্গল কাটিয়াছেন এবং রাস্তা ঘাটগুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পল্লীবাসীরা এই সকল কর্ম্মচারীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নিজেরাও জঙ্গল কাটিতে ও পানা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন। সর্ব্বশেষে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই ট্রেনিংএর ফলে পোলবা থানায় খন্যান ইউনিয়নের প্রায় প্রত্যেকটী গ্রামকে এক একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৪ঠা অক্টোবর শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় ৩২৭টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২১৮টি এবং বাকী বাকি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

উক্ত সময়েই ৬৭২টি মহিষ পাঞ্জাব এবং ১৪৪টি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ৬৫৲ টাকা হইতে ১০৫৲ টাকা এবং ১১০৲ টাকা হইতে ১৫৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠানামা করে। গাভী ৬ সের হইতে ১০ সের এবং মহিষ ৮ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

গত ১৪ই জুন এবং ৩০শে আগষ্ট তারিখের দুইটি সাধারণ অধিবেশনে খুলনা জেলার সেনহাটি থানা এবং সেনহাটি ইউনিয়নের অন্তর্গত শিবনগর গ্রামে একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাহাদিগকে মেলিটপোলের অদূরে সোজাসুজি যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই জার্মাণ এবং রুমানিয়ান বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। সকল দিক হইতে কঠোর-ভাবে বেষ্টিত হইবার ফলে সাতটি বাহিনীর মধ্যে ছয়টিই অবিলম্বে নির্মূল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ওরেল শহর পরিত্যক্ত

সোভিয়েটের মধ্যরাত্রের এশ্তেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যরা ব্রিয়ানস্কের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ওরেল পরিত্যাগ করিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, ৮ই অক্টোবর সোভিয়েট সৈন্যরা সমগ্র রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে এবং ভিয়াজমা, ব্রিয়ানস্ক ও মেলিটোপোলের দিকে বিশেষভাবে কঠোর সংগ্রাম চলে। একখানি অতিরিক্ত এশ্তেহারে বলা হইয়াছে যে, প্রচণ্ড সংগ্রামের পর ওরেল পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

ভিয়াজমা ও ব্রিয়ানস্কে প্রচণ্ড সংগ্রাম

হিটলার সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মস্কোর পশ্চিমে অবস্থিত ভিয়াজমা এবং মস্কো শহরের ২৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ব্রিয়ানস্কের উপর যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী তাহার প্রচণ্ডতার সম্মুখীন হইয়াছে। এই দুইস্থানে যুদ্ধ ক্রমশঃ প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। জার্মাণরা ব্যূহ ভেদ করিয়া মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য মরিয়া হইয়া প্রচুর পরিমাণে সৈন্য ও সমরোপকরণ রণক্ষেত্রে আমদানী করিতেছে এবং ইতিমধ্যেই তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। নাৎসী হাইকমাণ্ড দাবী করিয়াছে যে, কতিপয় সোভিয়েট 'আর্মি' ভিয়াজমা অঞ্চলে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে এবং তাহাদের ধ্বংসসাধন করা হইতেছে।

জার্ম্মাণ ইউ-বোটের আত্মসমর্পণ

রীতিমত যুদ্ধের পর একখানা বড় জার্ম্মাণ ইউ-বোট "লেডী শার্লী" নামক একখানা বৃটিশ ট্রলারের নিকট আত্মসমর্পণ করে, পরে ইউ-বোটখানা ডুবাইয়া দেওয়া হয়। ৪৪জন বন্দীসহ "লেডী শার্লী" জিব্রাল্টারে উপনীত হইয়াছে।

তুর্ক-জার্ম্মাণ বাণিজ্য-চুক্তির বিবরণ

আমস্টার্ডামের ওয়াকেনব্লাড মহলে প্রকাশ যে, বার্লিনের উপদেশ অনুযায়ী জার্ম্মাণ বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ ক্লডিয়াস ক্রোম সম্পর্কে তুরস্কের সংশোধন প্রস্তাবগুলিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৩ সনের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ তুরস্ককে ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সমরোপকরণ দিলে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সনের মধ্যে তুরস্ক জার্ম্মাণীর নিকট ৯০,০০০ হাজার টন ক্রোম বিক্রয় করিবে। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক এই সমরোপকরণ প্রেরণের সঙ্গেই উক্ত ক্রোম ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সনে প্রেরণ করা হইবে।

লেনিনগ্রাডে রুশ আক্রমণ

রুশ ইস্তাহারের একটি ক্রোড়পত্রে লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে রাশিয়ানদের আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে উত্তর-পশ্চিম এলাকায় (লেনিনগ্রাড) সোভিয়েট সৈন্যগণ ৬৫ খানা শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্ক ও ১ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য ধ্বংস করিয়াছে। মধ্যরণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধে সোভিয়েট বিমানসমূহ গোলাবারুদ সহ ৫৪ খানা শত্রু-পক্ষীয় লরী ও তিনটি কামানশ্রেণী নষ্ট করিয়াছে।

জার্ম্মাণ বাহিনীর গতি রুদ্ধ

ওরেল রণাঙ্গন হইতে রেড্‌ষ্টার পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক কুরিয়ার প্রেরিত হইয়াছে যে, মস্কোর বিরুদ্ধে হিটলার যে সাঁড়াশী ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার দক্ষিণ বাহুর গতিরুদ্ধ হইয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী ওরেল দখল করিয়া লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে সোভিয়েট বাহিনী যেরূপ দৃঢ়ভাবে বাধা দিতেছে, তাহার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

৩১২ মাইল ব্যাপিয়া রুশব্যূহ বিচ্ছিন্ন

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ,—জার্ম্মাণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের একটি ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, মধ্য রণাঙ্গনে ৫০০ কিলোমিটার (তিনশত সাড়ে বার মাইল) স্থান ব্যাপিয়া রুশব্যূহ ভেদ করতঃ জার্ম্মাণরা আরও পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ভিয়াজমা, ব্রিয়ানস্ক ও আজব সাগরে পরিবেষ্টিত রুশ সৈন্যগণকে আরও বেশী পরিমাণে চাপিয়া ধরা হইয়াছে এবং ওরেল ও কুনদীপে সম্প্রতি যে সংগ্রাম হইয়াছে, তাহাতে ১২,৫০০ রুশ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। সম্প্রতি এক রাত্রে জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী ক্রিমিয়ার বিমান ঘাঁটিসমূহ দক্ষিণ ও মধ্য রণাঙ্গনের রেলওয়েসমূহ এবং লেনিনগ্রাডে সমরসম্ভারের কারখানাসমূহে আক্রমণ চালাইয়াছে।

রণক্ষেত্রে ষ্টালিন

"ডেলি মেল"এর ইকহলমস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ষ্টালিন গোপনে ভিয়াজমার পিছনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর হেড-কোয়ার্টার্সে যান। প্রধান-মন্ত্রী ও সর্ব্বোচ্চ দেশরক্ষা পরিষদের কর্ত্তা হিসাবে তিনি এই পরিদর্শনে যান এবং তাঁহার সঙ্গে প্রধান সামরিক পরামর্শদাতা মার্শাল শাপোসনিকোভ ছিলেন।

মধ্য-রণাঙ্গন অভিমুখে দলে দলে সোভিয়েট সৈন্য

এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মধ্যরণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনীকে অত্যন্ত চাপ সহ্য করিতে হইতেছে। তাহাদিগকে সাহায্য করার জন্য সাধারণ রণাঙ্গনে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল বলিয়া বর্ণিত দলে দলে শক্তিশালী সৈন্যদল প্রেরণ করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে ভারী ট্যাঙ্ক, মোটরারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যদল রহিয়াছে।

আজভ সাগরে যুদ্ধ সমাপ্ত

জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এক বিশেষ ঘোষণায় ১১ই অক্টোবর বলা হইয়াছে যে, আজভ সাগরের যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে।

তদুপরি উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, "সোভিয়েট নবম ও অষ্টাদশ সংখ্যক আর্মির অধিকাংশ পর্য্যুদস্ত বা ধ্বংস হইয়াছে।" প্রতিপক্ষের ৬৪,৩২৫ জন সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ১২৬টি ট্যাঙ্ক, ৫১৯টি কামান ও প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত হইয়াছে। জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের উক্ত ঘোষণায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে এ পর্য্যন্ত ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডষ্টেটের সৈন্যবাহিনী মোট ১০৬,৩৬৫ সৈন্য বন্দী করিয়াছে এবং ২১২টি ট্যাঙ্ক ও ৬৭২টি কামান হস্তগত করিয়াছে।

মস্কো হইতে জনৈক রেডিও ভাষ্যকারের ঘোষণায় প্রকাশ, ওরেল ও মস্কোর মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত টুলা জার্ম্মাণরা দখল করিয়াছে।

খারকভের জার্ম্মাণ অভিযান

সমগ্র রণাঙ্গনের ন্যায় দক্ষিণ রণাঙ্গনেও প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে। শিল্পপ্রধান খারকভ নগরীর দিকে জার্ম্মাণ অভিযান প্রতিহত করার জন্য রাশিয়ানরা জার্ম্মাণদিগকে প্রতি পদক্ষেপে প্রবল বাধা দিতেছে। সমর-সমালোচক এনালিষ্ট বলিতেছেন, ক্রিমিয়ার পেরেকোপ যোজকে এখনও জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত হইতেছে। মেলিটোপোলের চতুর্দ্দিকে কিন্তু উভয় পক্ষ হইতে প্রাপ্ত সামান্য বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই এলাকায় রাশিয়ান ডিভিসন-সমূহের অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনের অবস্থা

মস্কোর বিপদ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু ১১ই তারিখ প্রাতঃকালে প্রকাশিত সোভিয়েট ইস্তাহারে মধ্য রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ অভিযান সম্পর্কিত সরকারী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভিয়াজমা ও ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণ অভিযানের গতিরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু আমেরিকান রেডিওর ভাষ্যকারের ঘোষণায় প্রচারিত বেসরকারী সংবাদে জানা যায় যে, ২৪ ঘণ্টাকাল যাবৎ জার্ম্মাণরা বিরামহীনভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে হয়তো মস্কোর একটা নূতন বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সব ঘোষণার একটিতে বলা হইয়াছে যে, টুলা জার্ম্মাণদের করতলগত হইয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী কর্ত্তৃক টুলা অধিকারের সংবাদ অতিরঞ্জিত হইলে এবং কেবলমাত্র অগ্রগামী জার্ম্মাণ বাহিনীও যদি তথায় পৌঁছিয়া থাকে, তবে জার্ম্মাণরা ওরেল ও মস্কোর মাঝামাঝি স্থানে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মস্কোর পথে বিরাট সংগ্রাম

মস্কোর পথে বিরাট যুদ্ধের প্রচণ্ডতা আদৌ হ্রাস পায় নাই। ব্রিয়ানস্ক ও ভিয়াজমা অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছে। প্রতি পদে প্রচণ্ড বাধা অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হওয়ার ফলে জার্ম্মাণদিগের প্রচুর সৈন্য

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিধ্বস্ত একখানা জার্ম্মাণ বোমারু বিমানের ধ্বংসাবশেষ।

বাঙলায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার

১৯৩৯-৪০ সনের বিভাগীয় বিবরণী

১৯৪০ সনের ৩০শে জুন বাঙলায় সমবায় বিভাগের যে বৎসর শেষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় রিপোর্টে প্রকাশ, উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৩৯ সনের ১৫ই মার্চ পরিষদে যে আশ্বাস প্রদান করেন, তদনুযায়ী সরকার অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকগণকে ৩৯ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন। প্রাথমিক গ্রাম্য সমিতি ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের মারফত এই ঋণ প্রদান করা হয়।

আলোচ্য বর্ষে সরকার ৬,৫৮২টি শস্য ঋণ সমিতি গঠন করেন; পূর্ব বৎসরে এই সমিতির সংখ্যা ছিল ৬,২৫১টি। এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষকগণ যুদ্ধের বাজারে উৎপন্ন শস্যের অধিক মূল্য পাইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে সাতক্ষীরা (খুলনা), চাখার (বরিশাল) ও নাগরপুরে (ময়মনসিংহ) তিনটি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৫,৪৪৭ জন সদস্য ও ৮৩,৮৭০ টাকা মূলধন লইয়া ১৬টি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে ৫টি ধান্য বিক্রয় সমিতি, ৫টি মৎস্য চাষ সমিতি, ৩৭টি আখ উৎপাদক সমিতি, ১০টি সেচ সমিতি, ২টি শিল্প সমিতি ও ১০টি তাঁতী সমিতি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা ২৬,১২৩ হইতে ৩২,৭১১ এবং সদস্য সংখ্যা ৫৩২,৫৩৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬৮১,৫২৬ জনে পরিণত হয়। আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫২ কোটি ২৭ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫২ কোটি ৫২ লক্ষতে পরিণত হয়। সমবায় সমিতির মৌজুদ তহবিল ১৯৮ কোটি ২৩ লক্ষ হইতে ২০১ কোটি ৬০ লক্ষে পরিণত হয়। বৎসরের শেষে শস্য গোলাগুলির সংখ্যা ৩২টার স্থলে ৩৮টি হয়। আলোচ্য বর্ষে ১৫টী নূতন আর্ব্বান ব্যাঙ্ক খোলা হয়।

সমবায় বিভাগের সদস্যদের ঋণভার লাঘবের জন্য আলোচ্য বর্ষে ১০০টি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে স্পেশাল কো-অপারেটিভ ঋণ-সালিসী বোর্ড খোলা হয়।

আলোচ্য বর্ষে সেল সোসাইটির সংখ্যা ৬৮টির স্থলে ৭৩টী ছিল এবং উহার সদস্য সংখ্যাও ১৯,৩৫৫ জনের স্থলে ৩২,৮৩০ জন হয়।

সেচ সমিতির সংখ্যা ১,০০১টি হইতে ১,০১১টিতে পরিণত হয় এবং সেচের জমির পরিমাণ ১৪৬,৩২৮ বিঘার স্থলে ১৪৪,৮৭৮ বিঘাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রণালীর জীবনধারণ সমিতিসমূহের সংখ্যা ৫৪৭টি হইতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৫৭৩টিতে পরিণত হয় এবং সদস্য সংখ্যা ১২,১২৩ হইতে ১৪,৮২৭ জনে পরিণত হয়।

আলোচ্য বর্ষে দুগ্ধ সমিতির সংখ্যা ২২৬ ও সদস্য সংখ্যা ১০,৮১৪ জন ছিল। কলিকাতা দুগ্ধ সমিতি এই বৎসর ৪০,২৪৪ মণ দুগ্ধ বিক্রি করিয়া ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব বৎসর তাহার পরিমাণ ছিল ৩৭,৭৭৩ মণ ও ৩ কোটি এক লক্ষ টাকা।

আলোচ্য বর্ষে মহিলা সমিতির সংখ্যা ১০টি হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ৯টি দাঁড়ায়। সমবায় মহিলা শিল্প বোর্ড প্রশংসনীয় কার্য্য করে। বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে মহিলা সদস্যগণকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এখানে নির্ম্মিত শিল্পজাত দ্রব্যগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

গত বৎসর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা ছিল ১১৮টি; আলোচ্য বর্ষে উহার সংখ্যা ১২১টি হয়। এই সমস্ত সমিতির অধীন সমিতির সংখ্যা ২৪,২৫৫টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩০,৩২১টি ও মূলধনের পরিমাণ ৫২,৯২৭ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫,৩৫৭ টাকাতে পরিণত হয়। প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আলোচ্য বর্ষে জনসাধারণের আস্থা পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ করিতেছিল। জনসাধারণ ব্যাঙ্কে পূর্ব্বের ন্যায় টাকা জমা দিতেন। বিগত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে ঋণের টাকা অধিক পরিমাণে আদায় হয়। ব্যাঙ্ক সরকারের নিকট হইতে চতুর্থ দফায় দুই লক্ষ টাকা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় ধান্য বিক্রয় সমিতি এবৎসর ১২৮,৭৩৯ মণ ধান্য ও চাউল বিক্রয় করে। পূর্ব্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ১১২,১৮১ মণ।

কোনও বৃটিশ যুদ্ধক্ষেত্রে বোমারু বিমানে পেট্রল ভর্ত্তি করা হইতেছে।

ইটালী কি স্বতন্ত্র সন্ধি করিবে?

জার্ম্মাণীর নিকট ভূমধ্যসাগর উপকূলের গুরুত্ব

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" লিখিয়াছে: ইটালীর দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া অনেকের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, স্বতন্ত্র সন্ধি প্রস্তাব করিতে ইটালীর আর কতদিন বাকী। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ধারণা, জার্ম্মাণী ইটালীকে স্বতন্ত্র সন্ধি করিতে দিবে না। ইটালীর শক্তি নিঃশেষিতপ্রায় এবং তাহাকে বর্ত্তমানে আর প্রথম শ্রেণীর শক্তি বলা চলে না। তবু সামরিক কৌশলের দিক হইতে ইটালীর অবস্থানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইটালীর উপকূল হইতে যেমন গ্রীসকে, তেমনি ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামকে বিব্রত করা চলে। সুতরাং হিটলার ইহা কিছুতেই ছাড়িবে না। এই সুবিধার জন্যই জার্ম্মাণী ইটালীকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিতে থাকিবে।

হিটলারের বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া

মিসরের পত্রিকার মন্তব্য

হিটলারের বক্তৃতা সম্বন্ধে মিসরের "আল মোকাত্তাম" নামক পত্রিকাটি লিখিয়াছে, রাশিয়ার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া হিটলার দাবী করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে এতক্ষণে জার্ম্মাণী সমগ্র রাশিয়ার উপরই কর্তৃত্ব করিত এবং ইতিমধ্যে মস্কো, লেনিনগ্রাড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি দখল করিয়া বসিত।

১৯৪০ সালের জুলাই মাসে রাইখষ্ট্যাগে হিটলার জার্ম্মাণ ও রুশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধের প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন জার্ম্মাণী রাশিয়া আক্রমণের যোগাড় করিতেছিল, তখন পর্য্যন্ত হিটলার প্রচার করিয়াছে, রাশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর কিছুতেই মনোমালিন্য হইতে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যে জেনারেল অচিনলেক

প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সফর

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল অচিনলেক সম্প্রতি অবকাশের জন্য প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ার কয়েকটি স্থানে সফর করিয়াছেন। সফরকালে জেনারেল অচিনলেক হাইফার দেশরক্ষামূলক এবং এ, আর, পি, ব্যবস্থা ও স্থানীয় ট্যাঙ্ক স্কুলটি পরিদর্শন করেন। তাহা ছাড়া জেনারেল সিটানী নদীর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিও পরিদর্শন করিয়াছেন। বৈরুতে জেনারেল অচিনলেকের সহিত জেনারেল কাত্রো এবং জেনারেল সিয়ার্সের আলাপ-আলোচনা হইয়াছে।

জেনারেল অচিনলেক ত্রিপোলী এবং উক্ত এলাকাস্থিত কয়েকটি অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল পরিদর্শন করেন। জেনারেল জেরুজালেম এলাকায় স্বেচ্ছাসৈনিক দলের ট্রেনিংও পরিদর্শন করিয়াছেন।

ভুপাল ও বরোদা জঙ্গী-বিমান স্কোয়াড্রন

বিভিন্ন বিমান যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন

বিমান মন্ত্রী দফতরের সংবাদ সরবরাহ বিভাগ জানাইতেছে যে, অধিকৃত ফ্রান্সে দৈশ ও দিবা আক্রমণ চালাইয়া, জাহাজ রক্ষা ও ব্রিটেনের যুদ্ধে ভুপাল ও বরোদা স্কোয়াড্রনের বৈমানিকেরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। ভুপাল ও বরোদার অধিবাসীদের অর্থ সাহায্যেই এই বিমানগুলি ক্রয় করিয়া বিমান বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও সমরোপকরণ ক্ষয় হইতেছে। মস্কোর পথে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি অধিকার করার মূল উদ্দেশ্যে তাহারা অসংখ্য ট্যাঙ্ক, প্যারাস্যুট সৈন্য ও গোলন্দাজ নিয়োগ করিয়াছে।

রণক্ষেত্র হইতে রুশীয়গণ কর্ত্তৃক প্রেরিত বার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, কোন কোন স্থানে আক্রমণকারী জার্ম্মাণ সৈন্যের সংখ্যা সোভিয়েট সৈন্যের তুলনায় অনেক বেশী। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর মৃত্যুঞ্জয়ী সৈন্যগণ অটুট দৃঢ়তার সহিত বারবার জার্ম্মাণদিগের গতিরোধ করিয়াছে। ঐ সকল বীর সৈন্যকে সাহায্য করার জন্য নূতন বহু সোভিয়েট সৈন্য মধ্য রণাঙ্গণে প্রেরিত হইতেছে।

জার্ম্মাণ প্যারাস্যুট সৈন্য নিয়োগ

ভিয়াজমা অঞ্চলে সোভিয়েট ব্যূহের পশ্চাদ্‌ভাগে তিন দল জার্ম্মাণ প্যারাস্যুট সৈন্য নামান হইয়াছিল। লালফৌজ উহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। ভিয়াজমা রণক্ষেত্রের মধ্যভাগে সোভিয়েট সেনার প্রতিরোধ চূড়ান্ত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। তথায় উভয় পক্ষে অসংখ্য সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজপথ দখলের জন্য জার্ম্মাণগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে।

মস্কো অভিমুখে জার্ম্মাণদের অগ্রগতি

রাশিয়ার মধ্য রণাঙ্গণে প্রবল সংগ্রাম সম্পর্কে সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, যদিও মস্কোর দিকে জার্ম্মাণদের অভিযানের গতি হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু এখনও উহা রুদ্ধ হয় নাই। রাশিয়ার ইস্তাহারে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণগণ ভিয়াজমা ও ব্রিয়ানস্কের চতুষ্পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু তাহাদের এই জন্য প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। রুশ সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন স্থান হইতে জার্ম্মাণদের গতি দৃঢ়ভাবে রোধ করিতেছে।

রুশীয়দের ভিয়াজমা ত্যাগ

সোভিয়েটের এশ্‌তেহারে রুশ সৈন্যগণের ভিয়াজমা পরিত্যাগের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

মস্কোর পথে জার্ম্মাণ অভিযান বাধাপ্রাপ্ত

মস্কো রণাঙ্গনে মার্শাল টিমোশেঙ্কর সৈন্যবাহিনী কিছুটা পশ্চাতে হটিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ সাঁজোয়া ডিভিশনগুলিকে ভঙ্গুর সোভিয়েট লাইনের মধ্যদিয়া কোনও প্রবেশপথ করিয়া লইতে দেওয়া হইতেছে না। ভিয়াজমা এবং ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচণ্ড লড়াই চলিতেছে। ভিয়াজমা ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ রণাঙ্গনে একটি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ কোনও নির্দ্দিষ্ট রণাঙ্গন বা নির্দ্দিষ্ট লাইনে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া একণে তাহা সমগ্র অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং কতকগুলি সৈন্যবাহিনী ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া সংগ্রাম করিতেছে। উভয় পক্ষেই রিজার্ভ বাহিনীকে লড়াইয়ে নামানো হইতেছে।

১২ দিন পর জার্ম্মাণ অভিযান একণে কতকটা মন্দ হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিনিয়ত আঘাতের ফলে উভয় পক্ষেরই শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তবে শত্রু সেনাদলের গোলাম নিকটে থাকায় রাশিয়ানদের এইদিক হইতে কতকটা সুবিধা হইয়াছে।

রুশিয়ার নিকট প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রতিশ্রুতি

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরসমূহ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় রুশিয়ায় সমরোপকরণ প্রেরিত হইতেছে এবং সোভিয়েট যোদ্ধাগণ বীরবিক্রমে যে বাধা প্রদান করিতেছে, তাহাতে সমরাস্ত্র করিবার জন্য সাধ্যমত সকল প্রকার সমরোপকরণ সরবরাহ করা হইতেছে।

তিনি আরও বলেন যে, মস্কো সম্মেলনে ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন লরি প্রভৃতি যে সমস্ত সমরোপকরণ অক্টোবর মাসে সরবরাহের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অক্টোবর মাসের শেষভাগেই রুশিয়ায় পৌঁছিবে।

বৃটিশ বিমানের ব্যাপক হানা

গত ১৩ই অক্টোবর রাত্রিতে বৃটিশের বোমারু প্লেনগুলি পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি আক্রমণ করে। রবিবার রাত্রির বিরাট আক্রমণের পর এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রবিবার রাত্রিতে বৃটিশ প্লেনগুলি যেরূপ ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে বৃটিশ প্লেনের এত বড় আক্রমণ আর কখনও ঘটে নাই। প্রায় তিন শত খানা বোমারু প্লেন হামবুর্গ হইতে ব্রিমেণ পর্য্যন্ত প্রসারিত সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি বিধ্বস্ত করিয়াছে।

বিমান আক্রমণে বৃটেনে ক্ষতির হিসাব

গত মাসে ব্রিটেনে বিমান আক্রমণের ফলে ৪৮৬ জন বেসামরিক অধিবাসী হতাহত হয়। ৮৭ জন পুরুষ, ৭৩ জন নারী, ১৬ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ৪৫ জন বালক বালিকা এবং অপর ১২ জন নিহত বা নিরুদ্দেশ হইয়াছে এবং যাহারা নিরুদ্দেশ হইয়াছে, মনে হয় যে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ২৬৯ জন আহত হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়।

আরও ৮ জন চেকের প্রাণনাশ

আরও আটজন চেক প্রজার প্রাণ নাশ করা হইয়াছে। রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র ও বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র রাখার অপরাধে পাঁচ জনের দণ্ডাদেশ হইয়াছিল। অপর তিনজন অর্থনৈতিক ধ্বংসমূলক কার্য্যের অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের দাবী

কুয়েব্যাসের হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত, জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের ১৪ই অক্টোবরের এশ্‌তেহারে—"ভিয়াজমা অঞ্চলে পরিবেষ্টিত সৈন্যদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের সংবাদ এবং ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলে পরিবৃত সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে"

ভূমধ্য সাগরে আরও তিনখানা শত্রুজাহাজ নিমজ্জিত

ভূমধ্যসাগরের নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত সাবমেরিণগুলি শত্রুপক্ষের তিনখানা বোঝাবাহী জাহাজকে আক্রমণ করিয়াছিল। একখানা মধ্যমাকারের ও তিন হাজার টনের একখানা মোটর চালিত জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চার হাজার টনের তৃতীয় জাহাজখানায় টর্পেডোর আঘাত লাগে এবং উহা ডুবিয়া যায়।

ইটালীতে ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ

শ্রমিকদের দ্বারা আন্দোলন আরম্ভের সম্ভাবনা

ডেলী টেলীগ্রাফের কায়রোস্থিত সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—দুইটি কারণে ইটালীতে চরম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমতঃ জার্ম্মাণ সৈন্যের ঘাটতি পূরণের জন্য জার্ম্মাণী ইটালীর নিকট হইতে সৈন্য দাবী করায় মুসোলিনী বুঝিয়াছেন যে, ইটালী বিপদগ্রস্ত হইলে জার্ম্মাণী আর তাহার উদ্ধারে আসিতে পারিবে না এবং জার্ম্মাণীর বন্ধুত্ব লাভজনক না হইয়া ক্রমেই লোকসানের হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ আগষ্ট মাসের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইবে, এই আশ্বাস দিয়াই ইটালীর জনসাধারণের উৎসাহ বজায় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বরও পার হইয়া গেল, অথচ শান্তি স্থাপিত হইবার লক্ষণ মাত্র নাই। জনসাধারণকে আবার শীতকালীন যুদ্ধের সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কত ইটালীয় সৈন্যকে যে রাশিয়ার তুষারের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তাহারও ঠিক নাই।

কায়রোর স্বাধীন ইটালীয়দের ধারণা এই যে, রাজ-পরিবার বা মার্শাল বোদালিয়োর হস্তক্ষেপের ফলে ইটালীর বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তনের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

বৃটিশ নৌ-বাহিনী মন্ত্রী একখানা লোটিশ ক্রুইজারের সৈনিকগণ বিমান-ধ্বংসী কামান হইতে গুলী বর্ষণ করিতেছে।

বৃটেনের প্রতি আমেরিকার সাহায্য

[১ম পৃষ্ঠার জের]

করিয়াছে। তৎপর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আইসল্যাণ্ডকে ও তথাকার সৈন্যকে রক্ষা করাই হইল আমেরিকার অবলম্বিত নীতি।

এখন আমেরিকার নৌ-বহর উত্তর আটলান্টিকে বহুদূর পর্যন্ত পাহারা দেয়, এই পথ আইসল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া গিয়াছে। অযোরস্‌ ও একেন্সাড়ি দ্বীপসমূহ এই পথের পশ্চিম আমেরিকার দিকে, মাদেরিয়া, ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ইহা হইতে পূর্ব্বে বেশী দূর নহে। আটলান্টিকের এই অংশে আমেরিকার পাহারা বেতার মারফৎ জার্ম্মাণীর রেইডার, সাবমেরিণ বা বোমার দেখিলেই বিশ্বের চারিদিকে সংবাদ দেয়।

আমেরিকার নৌবিভাগের সেক্রেটারী কর্ণেল নক্স ১৫ই আগষ্ট তারিখে বলিয়াছেন যে, আমেরিকা আইসল্যাণ্ড পর্য্যন্ত পাহারা দেওয়া আরম্ভ করিবার পর হইতেই এই অঞ্চলে বৃটেনের সরবরাহ জাহাজডুবি বন্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন, "কোন সাবমেরিণের কথা আর শোনা যায় নাই এবং এই অঞ্চলে অক্ষ-শক্তির পতাকা দৃষ্ট হয় নাই।"

৩। ১৯৪১ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে লোহিত সাগরে আর যুদ্ধ নাই; সুতরাং আমেরিকার জাহাজ লোহিত সাগরের পোতাশ্রয়ে দিয়া এডেন উপসাগরে অবাধে যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য হইল যে আমেরিকা হইতে মধ্য-প্রাচ্যে যে সাহায্য প্রেরণ করা হইবে, তাহা আমেরিকার জাহাজে আমেরিকা হইতে সোজা যাইতে পারিবে। ইতিমধ্যেই এরূপ বহু সংবাদ জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গত বৎসরের মধ্যে আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া, বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলী-প্রবর্ত্তিত অর্থনৈতিক সংগ্রামের অনুরূপ অর্থনৈতিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

ইহা পরবিধ—(১) রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ—১৯৪১ সনের ১লা জুলাই তারিখের দেশরক্ষা আইন দ্বারা সামরিক দ্রব্যাদি, যথা টিন, রবার, লৌহ-মিশ্র ধাতু, লৌহ ও ইস্পাত রপ্তানী বন্ধ করা হইয়াছে। (২) দক্ষিণ আমেরিকার উৎপন্ন যুদ্ধে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি ব্যাপকভাবে ক্রয় করিয়া বিপজ্জনক দ্রব্যাদি আমদানীতে আমরণ বাধা। (৩) অর্থনৈতিক অবরোধ, যথা জাপানের সমস্ত সম্পদকে আটক রাখা। (৪) সন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণের তালিকা প্রস্তুত দ্বারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত তালিকায় যত নাম আছে, তাহা অপেক্ষা ৩০০।৪০০ শত অধিক নাম আমেরিকার তালিকায় আছে। (৫) আমেরিকার শিপ ওয়ারেণ্ট আইন প্রণয়ন দ্বারা অক্ষশক্তির অথবা অক্ষশক্তি-পরিচালিত ১৮০,০০০ টনের জাহাজ আবদ্ধ করিবার আদেশ দান। অর্থনৈতিক দেশরক্ষা বোর্ড জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ালেসের নেতৃত্বে উক্ত বোর্ড উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহের সমন্বয় ও সম্প্রসারণ করিবেন।

রেজেষ্ট্রীকৃত নার্সদের নূতন পদবী

বাঙলা সরকারের নির্দ্দেশ

বাঙলা সরকার নার্সিং কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী রেজিষ্টার্ড নার্স, ধাত্রী এবং স্বাস্থ্য-পরিদর্শকদের তাঁহাদের নামের শেষে যথাক্রমে আর, এন, (বেঙ্গল), আর, এম, (বেঙ্গল) এবং আর, এইচ, ভি, (বেঙ্গল) ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে আনরেজিষ্টার্ড ব্যক্তিবর্গের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

(প্রেস-নোট)

বাঙলার আদমসুমারীর হিসাব

শতকরা ৫৪·৭৩ ভাগ মুসলমান ও ৪৩·৮ ভাগ হিন্দু

১৯৪১ সালের আদমসুমারীতে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ বাঙলার মোট লোকসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার হইয়াছে।

কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্য ব্যতীত বাঙলার বৃটিশ অঞ্চলের লোকসংখ্যা হইয়াছে প্রায় ৬ কোটি ৩ লক্ষ। বৃটিশ এলাকার মোট লোকসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ এবং হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার। ১৯৩১ সালের লোক গণনায় মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫ লক্ষ ১৭ হাজার। কাজেই বর্ত্তমান বৎসরের লোকগণনায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা প্রায় ২০ ভাগ এবং হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ২২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের সেন্সাসে মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ৫৪·৭৩ এবং হিন্দুর আনুপাতিক সংখ্যা শতকরা ৪৩·৮ হইয়াছে। ১৯৩১ সালের সেন্সাসে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪·৮৭ এবং হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৪৩·০৪। ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ৫০ হাজার হিন্দুর মধ্যে উপজাতীয়ের সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৯২ হাজার।

হিন্দুসহ সকল ধর্ম্মের উপজাতিদের সংখ্যা মোট ১ কোটি ৮ লক্ষ ৯০ হাজার।

নবগঠিত পোলিশ বাহিনী

রাশিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান

ডেইলী টেলীগ্রাফের মস্কোস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, নবগঠিত পোলিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এণ্ডার্স ঘোষণা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে তাঁহার হাতে সুগঠিত তিন ডিভিশন সৈন্য আছে। শীঘ্রই পোলিশ বাহিনী পূর্ব্ব-সীমান্তে জার্ম্মাণদের বিপক্ষে লড়িতে যাইবে। একাধিক স্থান হইতে ভূতপূর্ব্ব পোলিশ সৈন্যদের হাজার হাজার লোক এই নবগঠিত বাহিনীতে যোগদান করিতেছে। রাশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে ১৫ হাজার পোলিশ নারী আসিয়া সৈন্যবাহিনীর কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। পোলদের সকলেরই ধারণা এই যে, নাৎসী জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ডের স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিবার প্রয়াসী। সুতরাং জার্ম্মাণী অপেক্ষা পোলদের বড় শত্রু আর কেহই নাই। রুশীয়দের সহিত তাহাদের পূর্ব্বে যে মনোমালিন্য ছিল, এই গুরুতর বিপদের মুখে তাহা লোকেরা বিস্মৃত হইয়াছে।

আগামী হজের সুবিধা

হাজীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা

বাঙীর হজ কমিটী ভারত সরকারের নিকট হইতে নিম্নলিখিত তার প্রাপ্ত হইয়াছেন:—সউদী আরব গভর্ণমেণ্ট আমাদের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন যে, পবিত্র স্থানগুলিতে যাতায়াতের পথ জলে, স্থলে ও আকাশে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হিন্দুর মুসলমানগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে স্বল্প ব্যয়ে হজ উদ্‌যাপন করিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৩৬০ হিজরি সনের জন্য হজ পাসের ও যদিনা পরিদর্শনের যানবাহন ও অন্যান্য শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, আরাম ও স্বল্প ব্যয়ে ভারতের মুসলমানগণ পবিত্র হজ পালনের এই সুবর্ণ সুযোগ হারাইবেন না।

কলিকাতায় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য

গত ৬ই অক্টোবর তারিখের বিবরণ

দ্রব্য।		মূল্য।
		প্রতি মণ।
আধবাঁধা আটা (কাগজের থলিয়ায়)		৬৷৶০
আধবাঁধা আটা (চটের থলিয়ায়)		৬৷৶০
আধবাঁধা আটা (কাপড়ের থলিয়ায়)		৭৲
আধবাঁধা ঘি—		
কিশোর মার্কা	..	৬৮৲
অমৃতভোগ	..	৬৮৲
অরুণ	..	৬৭৲
রাণা প্রতাপ	..	৫৮৲
শঙ্কর	..	৬৭৲
সীতা	..	৭২৲
শ্রী	..	৭১৲
চাউল—		
বাঁকতুলসী	..	৭৷০—৭৷৶০
পাটনাই	..	৬৷০—৭৶০
মোটা	..	৫৸০—৬৶০
মুরগীর ডিম (বাজারে)—		প্রতি কুড়ি।
এ	..	৸৶০
বি	..	৸০
সি	..	৷৶০
ডি		৷০
দুধ (প্রতি টাকায়)		⁄৫ পাঁচ সের।
আলু (বর্ম্মা) (প্রতি মণ)		৪৷৶০
আলু (বর্ম্মা) (প্রতি সের)		৵৩
মাছ—		প্রতি মণ।
রোহিত	..	২২৲
চিংড়ি	..	১৮৲
ইলিশ	..	১৪৲
ফল—		
আঙ্গুর (কাশ্মীরী), ১০ ওজনের বাক্স		৮৲—৮৷০
কমলা (নাগপুরী), ৮ ওজনের বাক্স		৩৲—৩৷০
আনারস (আসামী) (প্রতি কুড়ি)		১০৲—১২৲
কলা (সিঙ্গাপুরী) (প্রতি ডজন)		।০—।৵০

গৃহপালিত পশু—

	দুধের পরিমাণ।	মূল্য।
গরু	।০ দশ সের	১২০৲
	⁄৬ ছয় সের	৭০৲
মহিষ	।২ বার সের	১৫০৲
	⁄৮ আট সের	১০৪৲

নিয়মাবলী

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডারের কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

শিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকগণের সুযোগ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে নিম্নোক্ত বৃত্তিগুলির জন্য আবেদন আহ্বান করা যাইতেছে :—

১। (ক) মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য চারিটি বৃত্তি বাঙ্গলার বাহিরে নিম্নোক্ত বিষয়ে ট্রেণিং গ্রহণের জন্য দেওয়া হইবে :—

(১) মাদ্রাজে মাছের তৈল নিষ্কাশন ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা ;

(২) নারিকেল হইতে ছোবড়া ও আঁশ প্রস্তুত করা ;

(৩) নারিকেলের মালা হইতে নানারূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা ; এবং

(৪) মাদ্রাজে মৎস্য-চাষ ও মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিক্ষা।

এই চারিটি বৃত্তির মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত এবং একটি বর্ণ হিন্দু, অপরটি তপশীল-ভুক্ত সমাজের প্রার্থীকে দেওয়া হইবে।

(খ) মাসিক ১৫৲ পনর টাকা করিয়া এক বৎসরের জন্য মোট ৩৩টি বৃত্তি বঙ্গদেশে নিম্নোক্ত বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রদত্ত হইবে :—

(১) চামড়ার দ্রব্যাদি প্রস্তুত, (২) চীনামাটির পাত্রাদি প্রস্তুত করণ, (৩) কাঁচী ও ছাঁটা প্রস্তুত, (৪) যন্ত্র চালিত তাঁতে কাপড় বোনা, (৫) রেশম বুনন, (৬) রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত করণ, (৭) ট্রেণিং সমাপ্তির পর রং ও বার্ণিশ সম্বন্ধে গবেষণা, (৮) ট্রেণিং সমাপ্তির পর চামড়া পাকা করা সম্বন্ধে গবেষণা।

এই সব বৃত্তির মধ্যে ২০টি মুসলমান প্রার্থীদের জন্য, ৮টি তপশীলভুক্ত সমাজের জন্য ও ৫টি বর্ণ হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত।

আবেদন-পত্রের সঙ্গে স্থানীয় দুইজন ভদ্রলোকের (প্রার্থীর সহিত সম্পর্কীত নহেন, এমন) প্রশংসাপত্রের নকল দাখিল করিতে হইবে এবং আবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিতে হইবে :— (১) প্রার্থীর নাম, (২) পিতা বা অভিভাবকের নাম, (৩) স্থায়ী বাসস্থান, (৪) বর্তমান ঠিকানা, (৫) সম্প্রদায়, (৬) জাতি (তপশীলভুক্ত হইলে লিখিতে হইবে), (৭) বয়স, (৮) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (৯) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকিলে তাহা, এবং (১০) যে বিষয়ে প্রার্থী ট্রেণিং গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

আগামী ২৫শে অক্টোবরের মধ্যে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট সত্বর আবেদন দাখিল করিতে হইবে :—

এস, সি, মিত্র,
ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ, বেঙ্গল, ৭ নং কাউন্সিল
হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিছুদিন হইল জেলা পাবনার অন্তর্গত শাহজাদপুর সার্কেলস্থ দুর্গাদহ স্কুল প্রাঙ্গনে "কবিরাকোল বিদ্দু রওশন পাব্লিক লাইব্রেরী"র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলবী আব্দুর রহিম মাহমুদ এম, এল, এ, সাহেব সভাপতিত্ব করেন এবং লাইব্রেরীর ভিত্তি প্রস্তর স্বহস্তে স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। সেক্রেটারী কর্তৃক বার্ষিক বিবরণী পঠিত হয়। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও চেয়ারম্যান সাহেব এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিমান আক্রমণের আশ্রয়স্থল নির্মাণ

পূর্ত্তবিভাগীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিদর্শন

কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং ২৪-পরগণায় বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক আশ্রয় নির্মাণকার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ এই আশ্রয় নির্মাণকার্য্য পরিচালনা করিতেছে এবং উহা দ্রুত গতিতে সমাধা হইতেছে।

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, একমাত্র কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের লোকদের জন্যই ৩,০০০ আশ্রয়স্থল অথবা ইষ্টক নির্ম্মিত পরিখা নির্ম্মাণ করা হইবে। উক্ত আশ্রয়-স্থলগুলি এমন সব যায়গায় নির্ম্মাণ করা হইবে যে, বিপদের ধ্বনি হইবার পাঁচ হইতে সাত মিনিটের মধ্যে লোকেরা উক্ত পরিখাসমূহে আসিয়া পৌঁছিতে সমর্থ হইবে।

এই সম্পর্কে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সাহায্যও পাওয়া গিয়াছে এবং তাহারা বেলুরবাজারের উত্তরে আশ্রয়স্থলসমূহ নির্ম্মাণ করিতেছে। কলিকাতার পোর্ট কমিশনার্সও তাহার নিজ এলাকার বস্তিসমূহের জন্য বিমানআক্রমণ প্রতিরোধমূলক আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়া সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে। যেখানে দালান ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে, সেই সকল অঞ্চলে ইটের তৈরী পরিখা নির্ম্মাণকার্য্য সুরু করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট মফঃস্বলের শিল্প প্রধান অঞ্চলেও আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে যায়গায় দালান ধ্বসিয়া পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল অঞ্চলে মাটির উপর ঢাকা আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করা হইবে।

পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী এবং সরকারী কর্ম্মচারী দল সম্প্রতি এই সকল আশ্রয়-স্থল পরিদর্শন করিয়াছেন।

জেলা যশোহর থানা শ্রীপুরের অন্তর্গত "শ্রীকোল এস্লামিয়া যোগদেবিন" সমিতির কার্য্য অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বিগত আগষ্ট মাসে শ্রীপুরের সভায় সেক্রেটারী বারইপাড়া নিবাসী মৌঃ মোঃ আলতাফ হোসেন সাহেব সমিতির যে বিবৃতি দিয়াছিলেন, তজ্জন্যে যশোহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এস, এম, খান মহোদয় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত সমিতির লাইব্রেরীর পুস্তক খরিদ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে ৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন

ঢাকার পল্লীতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

ঢাকা জেলার কাপাসিয়া থানাধীন কাপাসিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী মহম্মদ দৌলত খাঁ সাহেবের উদ্যোগে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় স্থানীয় ১৫ জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট সাহেবই এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট।

সম্প্রতি উক্ত প্রেসিডেণ্ট সাহেবের চেষ্টায় "হিরামতী" নামীয় ভরাট খাল খনন করিয়া পার্শ্ববর্তী প্রায় ২৪।৩০ খানা গ্রামের জমি আবাদের উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত খালটির পার্শ্ববর্তী জমির জোতদারগণ জমি চাষ করিতে করিতে খালটি প্রায় ভরাট করিয়া ফেলিয়াছিল।

গত ১০ই মার্চ্চ ১৯৪১ সাল তারিখে উক্ত "হিরামতী" খালের পার্শ্বে বর্দ্দনা মৌজায় ঢাকা জিলার জুট প্রপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ এক, করিম সাহেব, জয়দেবপুর জুট রেগুলেশন রেঞ্জের ইনস্পেক্টার মিঃ ডি, কে, দাস, কাপাসিয়া থানা জুট রেগুলেশন এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টার মিঃ এম, দাস, কাপাসিয়া থানার স্যানিটারী ইনস্পেক্টার বাবু রমেশ চন্দ্র দাস, কাপাসিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির আট জন মেম্বার এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহ-যোগিতায় এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্দ্দিষ্ট তারিখে প্রায় ৬০০/৭০০ শত লোক একত্র হইয়া পরম উৎসাহের সহিত খালটির খনন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া দুই দিনে এক মাইল দৈর্ঘ্য, পাঁচ হাত প্রস্থ, দুই হাত গভীর করিয়া খালটির খনন কার্য্য শেষ করা হইয়াছে।

লর্ড মেয়র ফণ্ডে দান

মিঃ ছোটাইলাল কানোরাইয়ের বদান্যতা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ ছোটাই-লাল কানোরাইকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া-ছিলেন :—

আপনি লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ফাণ্ডে যে ৫,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন, আপনার সেই বদান্যতার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুদূর ভারতবর্ষেও যে তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতার জন্য সহবেদনা প্রকাশ করা হইয়াছে, লণ্ডনের বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত ও আহত ব্যক্তিগণ ইহা জানিতে পারিয়া যে বিশেষ উদ্দীপিত ও উৎসাহিত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে আপনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডেও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। এই বদান্যতার জন্য আমার আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

একখানা বৃটিশ বোমারু বিমানের সম্মুখে জনৈক বিমানচালক ও তাঁহার দুই জন সহযোগী 'পাইলটকে' দেখা যাইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৩৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

ভিসি সরকারের স্বৈরাচার

ফরাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক তীব্র বিরোধিতা

[মিঃ টমাস্ ক্যাডেট্ প্রদত্ত বেতার-বক্তৃতার অনুবাদ]

নাৎসী-পন্থী ভিসির দল এবং সত্যিকার ফ্রান্সের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, উহার সম্যক উপলব্ধির উপর আমি বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছি। দেশটাকে নাৎসীদের হাতে তুলিয়া দেওয়াই ভিসির সমর্থকদের একমাত্র কামনা।

আমাদের সংবাদসূত্রের মারফৎ আমরা প্রত্যহ জানিতে পারিতেছি যে, ফ্রান্সে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই উভয় প্রকারে নানা ধ্বংসাত্মক এবং বিরোধিতামূলক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনধিকৃত ফ্রান্সে বিরোধিতা ততটা প্রবল না হইলেও পেঁতা যে এখানে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছেন না, উহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ফরাসী শাসনতন্ত্রের বিধানানুসারে সকল সিনেটের প্রাক্তন স্পীকার এম, জেঁনানে বহুবার প্রকাশ্যে মার্শাল পেঁতাকে দোষারোপ করিয়াছেন। মার্কিন নামক আমেরিকার একখানি সাময়িক পত্রে এম, হ্যারিয়ট একটি প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেনের আদর্শ এক এবং গ্রেট বৃটেন শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় থাকিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় অভিমত। ফরাসী জনসাধারণের মধ্যেও এমন হাজার হাজার লোক রহিয়াছে, যাহারা ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী আদৌ সমর্থন করে না।

কিন্তু এই চিত্রের অন্য একটা দিক্‌ও আছে। সত্যিকার-ভাবে যদি সমস্ত বিষয়টা বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্রের সে দিকটার প্রতিও আমাদিগকে তাকাইতে হইবে, উহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ আমরা ইহা বিশেষভাবে অবগত আছি যে, মতলব হাসিলের জন্য জার্মানরা যেমন নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে তেমনি তাহারা অমানুষিক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতেও আদৌ দ্বিধা বোধ করে না। প্যারীতে তাহারা সেরূপ নীতিরই অনুসরণ করে দেখা যায়।

প্যারিস শহরের রাস্তায় জনৈক জার্মান সৈন্যকে শাসনসমক্ষে আহত করার জন্য যে তিন জন প্রতিভাবান ফরাসীকে প্রতিভূস্বরূপ আটক রাখা হইয়াছিল, জার্মান কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছেন। এক জন আহত জার্মানের জন্য তিন জন ফরাসীকে হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। তদুপরি সেখানকার পরে জার্মানদের সঙ্গে লড়াই করিয়া বিজয়ীদের বিচার করিয়া অন্যায়ভাবে গুলী করিয়া আরও ১২ জনকে হত্যা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ সম্পর্কে আরো বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অত্যাচার অনিয়মিত ভাবে চলিতে থাকিলে জার্মানদিগকেও অচিরে নাস্তানাবুদ হইতে হইবে। পরিস্থিতি আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য জার্মানরা অমানুষিক প্রতিহিংসা গ্রহণে আদৌ ত্রুটি করিবে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অদূর ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা কল্পনা করা ভুল। কারণ জার্মানরা খুব শক্ত ভাবে ফ্রান্সের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তবে তাহাতে বড় বিশেষ কিছু আসে যায় না; কারণ ইহাকে এক রকম জোর করিয়া বলা চলে যে, বর্ত্তমান অশান্তি ও বিদ্বেষ বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে জ্বলিতেই থাকিবে।

এখনও এমন সহস্র সহস্র নির্ভীক ফরাসী আছে, যাহারা নাৎসীদিগকে অসুবিধায় ফেলার জন্য অকাতরে নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে প্রস্তুত। নাৎসীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অধিকৃত ফ্রান্সের সর্ব্বত্র নাৎসী-বিদ্বেষকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে মাত্র।

এদিকে পেঁতা তাঁহার দেশবাসীর স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন-টুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলার জন্য বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিতেছেন। রাষ্ট্রে বিরোধিতামূলক বলিয়া বিবেচিত উক্তি ও কার্য্যের জন্য সংশ্লিষ্ট লোকজনের বিচারার্থ স্পেশাল বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ; কারণ যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময় যে কোন কারণে শাস্তি প্রদানের অধিকার উহাদের আছে।

এ সকল ব্যাপারের পশ্চাতে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রহিয়াছে।

তাঁহার দেশবাসীদিগকে জার্মানীর সহযোগিতার জন্য বাধ্য করা পেঁতার ইচ্ছা। তাহা করিতে গেলেই শুধু বৃটেনের নয়, আমেরিকার সহিতও জটিলতা সৃষ্টি হইবে।

মানচিত্রে ক্যাসাব্লাঙ্কা এবং ডাকারের অবস্থিতির প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। এই স্থানগুলি জার্মানীর হস্তগত হইলে আটলান্টিকে তাহার বিশেষ সুবিধা হয় কারণ তখন হইতে সে শুধু বৃটেনের নয়, সমগ্র আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারে।

আমি ইহা বলিতেছি না যে, পেঁতা এখনই ফ্রান্সকে তেমন পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিবেন। সম্ভবতঃ তিনি রাশিয়ার যুদ্ধের গতি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন; উহার একটা কূল কিনারা না হওয়া অবধি তিনি বোধ হয় কিছু করিবেন না।

তদুপরি তিনি ইহাও বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, জার্মানীর সহিত সহযোগিতাকে তাঁহার দেশবাসীরা মোটেই পছন্দ করে না এবং সকলে উহাকে অসম্মানজনক বলিয়াই মনে করে। তিনি সহযোগিতার নীতি চালু করিতে উদ্যত হইবেন, তাহাকেও তাহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেই পেঁতা তাঁহার নীতি চালাইতে চেষ্টা করিবেন, সেজন্য যদি নাৎসীদের অনুরূপ ব্যবস্থাও তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হয়, তিনি ইতস্ততঃ করিবেন না। এ-ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা ফ্রান্সের জনসাধারণের হাতে। তবে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, শীঘ্রই যে তাহারা একটা ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিবে, তাহা মনে করা ভুল, কারণ দেশবাসীরা প্রাণপণে যে কাজের বিরোধিতা করিবে, পেঁতা সহজে চিন্তা না করিয়া হঠাৎ তেমন কোন কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন না।

এক্ষণে ফরাসী জনসাধারণের বিষয় কিছু বলা যাক্। তাহারা উপস্থিত বিপদে আবার নিজেদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং জাতিগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্মানদের অধীনে থাকিয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কতটা সাহসের ব্যাপার, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে।

জার্মান-অধিকৃত অঞ্চলের সর্ব্বত্র গোয়েন্দার লোকজন রহিয়াছে। খাস ফরাসী এলাকায় নির্ভীক ফরাসী গুপ্তচর দল স্বদেশবাসীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্য তাহাদের ধরাইয়া দিতে আদৌ সঙ্কোচ বোধ করে না।

মোটের উপর ফ্রান্সে আজকাল সহজ ও সরল জীবন যাপন পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যের একান্ত অভাব এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। ধনী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যের পক্ষে কাপড় জামা এবং জুতা ক্রয় করা এক রকম অসম্ভব, কারণ উহা সহজে পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও এক জোড়া জুতা এবং স্যুটে যথাক্রমে ১২ এবং ৪০ পাউণ্ড ব্যয় পড়ে। তদুপরি ফ্রান্সে এমন কোন পরিবার প্রায় দেখা যায় না, যে পরিবারের একটি ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা পিতা কোন না কোন বন্দী শিবিরে অন্তরীণাবদ্ধই অবস্থায় নাই।

এত শত অসুবিধার মধ্যে বাধা সত্ত্বেও স্বাধীনতা হারাইয়া ফরাসীরা কতটা মনক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপর কোন-টার সকল তত্ত্বটা জানিয়া পড়ে নাই। ইহা সত্ত্বেও গোপনে সংবাদপত্র ছাপাইয়া তাহারা দেশবাসীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখিতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া এক্ষণে ক্ষীণ আশার আলো দেখা যাইতেছে। শীঘ্র না হৌক বিলম্বে হইলেও ফরাসী জাতি এক দিন নিশ্চয়ই তাহাদের শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১০ই নভেম্বর—১৯৪১

যুদ্ধ-বিভীষিকা ও ভাবীকালের জগৎ

যুদ্ধ কেবল ধ্বংস, বিভীষিকা ও অমঙ্গলই ডাকিয়া আনে না; এই ধ্বংস-প্লাবনের ভিতর দিয়াও সময় সময় আশার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে। কারণ, এই ধ্বংস ও মৃত্যু-বিভীষিকা দৃষ্টে স্বভাবতঃই মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং কেমন করিয়া ধ্বংসের ভিতর দিয়া মঙ্গলের সূচনা সম্ভবপর, মানুষ তাহা চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে শান্তিকামী বৃটেনের জনগণ কিরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করিত, তৎসম্বন্ধে মিঃ চার্চিলের ভাষায় (এপ্রিল ১৯৩৩) বলা চলে:— "নিজেদের ভাবধারার মধ্যে তারা আত্মসমাহিত এবং যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালের প্রান্তিজনিত নিস্ক্রিয়তার মধ্যে সমাহিত ছিল।" বৃটেন ও প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে সমগ্র বিশ্বই (জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান ছাড়া) তখন হইতে জাতীয়তার আক্রমণমূলক নীতি ত্যাগ করিয়া বিশ্বময় একটি বিরাট আন্তর্জাতিকতা গড়িয়া তোলার প্রয়াস পাইতেছিল।

শান্তিপূর্ণ ভাবে এরূপ একটি আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ গড়িয়া তোলার জন্য সকলেই যে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা পাইতেছিল, নানাভাবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। জেনেভার জাতি-সঙ্ঘ প্রায় অর্দ্ধ ডজন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীকে পুনর্গঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত বা পলায়িত লোককে পুনরায় স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, জার্ম্মাণী ও তুরস্কের অধীনস্থ উপনিবেশগুলির শাসন-পরিচালন ব্যবস্থাও জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রায় ৩ কোটি লোকের শাসন-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও বহুলাংশে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকসমূহ দূর করা, অহিফেন নিবারণ ও দাস ব্যবসায় দমন এবং নারী ও শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ন ব্যাপারেও জাতিসঙ্ঘ অনেক কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র জগতের আর্থিক পুনর্গঠন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কেও সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

কিন্তু শান্তির জন্য জাতি-সঙ্ঘের এত চেষ্টা সত্ত্বেও সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ, শান্তিকামী শক্তিগুলি যখন তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া কলম ধারণ করাই সঙ্গত মনে করিল এবং নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করিল যে, জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানও অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করিবে, সে সময় আক্রমণকারী শক্তিগুলি গুপ্তভাবে অস্ত্রসজ্জা করিয়া ও অবিচ্ছিন্ন প্রচারকার্য্যের মধ্য দিয়া শান্তিকামীদের মধ্যে মতের অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা পাইয়া যুদ্ধমনোবৃত্তিমূলক জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিতেই অনুসরণ করিল।

যুদ্ধের প্রভাবে রাষ্ট্রনায়কদের নীতি বর্জনপূর্বক "যেমন করিয়াই হউক শান্তি চাই" হইতে "যদি প্রয়োজন হয় জোর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনিশ্চিতভাবে যাহারা জগতের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারে পক্ষপাতী, একদিন পর্য্যন্ত তাহারা সামরিক শক্তির সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক ছিল না; কিন্তু আজ তাহারাও কার্য্যকরী ব্যবস্থার অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, আজ ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে, সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াস না পাইলে আর চলিবে না।

যাহারা মনে করিতেছিল নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেই চলে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে আজ তাহাদেরও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের "প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তি নিজেরই জন্য" এই সঙ্কীর্ণ নীতিরও আজ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে আমেরিকার অধিবাসী মিঃ ম্যাকেরী ব্রাউন বলিয়াছেন:—"সাধারণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া আজ জনসাধারণ সকলের কথা মিলাইয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। আমার মনে হয়—যুদ্ধের বিভীষিকা সত্ত্বেও বৃটেনে আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সহৃদয়তা বিরাজ করিতেছে।" যদিও বিভিন্ন জাতির মতবাদ স্বতন্ত্র হইতে পারে, তথাপি সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া আজ বৃটেন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও রুশীয়া একই পথের পথিক সাজিয়াছে।

চরম বিপদের সময় মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখে। কাজেই, বোমা বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়াইয়া আজ জনগণ জীবনের পরম কাম্যের সন্ধান পাইয়াছে। মোট কথা, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে ভাবীকালে নবীন জগৎ গড়িবারই পথ হইয়াছে।

ইহুদীদের দুর্দ্দশা

"ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের নিকট লিখিত নিম্নোক্ত পত্রখানি বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত কাগজে প্রকাশিত হয়:—

দুই মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ১৯৩৩ সন হইতে রাইখের সেণ্ট্রাল ইহুদি প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ডাঃ অটো হার্চ তৃতীয়বার গ্রেফতারের পর একটি জার্ম্মাণ বন্দীশিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র সে দিন ইহাও প্রকাশ পায় যে, রাইখের ইহুদিদিগকে যাহাতে চিনিতে কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য রাস্তায় বাহির হওয়ার সময় তাহাদিগকে একটি বিশেষ ধরণের ব্যাজ পরিধান করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহুদিরা প্রায়ই এক শহর হইতে অন্য শহরে বিতাড়িত হইয়া থাকে।

টাইমস্ পত্রের সুখ্যাত সম্পাদক জুলিয়াস ক্লেচারের বাসভূমির নিকটবর্ত্তী ক্রেফেল্ড শহরের ইহুদি সম্প্রদায়কে এই ভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে ইহাও একটি। হ্যানোভার হইতে বিতাড়িত ১,০০০ ইহুদিকে শহরের কবরস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি একটি নারী জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে পলাইয়া যায়। তাহার নিকট জানিতে পারা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ বন্দী শিবিরগুলিতে ১৫০,০০০ ইহুদি রহিয়াছে। সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকাংশকে সরকারী খনি, কলকারখানা, রাস্তা ও বাড়ী নির্ম্মাণ এবং কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে আদৌ পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না; কোথা কোথাও তাহারা আর্য্য শ্রমিকদের সম-পরিমাণ মাহিনা পায়, তবে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে তাহাদের উপর শতকরা ১৫ ভাগ স্পেশাল ট্যাক্স বসান হইয়াছে। ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু ইহারাই আশ্রয় লাভে সমর্থ হইয়াছে। অন্যদের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য কোনই সুযোগ দেওয়া হয় না।

নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে সাহায্য

বাঙলা সরকার কর্তৃক মঞ্জুর

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট খুলনা জেলার [illegible] ছাড়া উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ হইবার পর এই টাকা দেওয়া হইবে।

মানপুর চৌকি অনুরূপ খাল খনন পরিকল্পনার জন্য ২,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহাতে এই শর্ত্ত করা হইয়াছে যে, জল নির্গম বাঁধ ও খালটি সংরক্ষণের ভার কোন স্থানীয় লোকের উপর এই অর্থের জন্য দেওয়া হইবে না।

রাজশাহী জেলার মানপুর ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের বড়গাতী ও বাগইগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের আসবাব সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ৪০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ইহার পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন করিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হইবে, তাহা হইলেই এই টাকা দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার মঙ্গলগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উন্নতির জন্য আরও ৩৩০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আইনসঙ্গতভাবে এরূপ চুক্তি করিতে হইবে যে, কোন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে এই খেলার মাঠের দখলী স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সম্প্রসারণ জন্য জমি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ সোসাইটিকে এককালীন এক লক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বরিশালের শিশুদের শুশ্রূষাগার ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় বাবদে চলতি আর্থিক বৎসরে ১,৫০০ টাকা দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন।

২৪-পরগণা জেলার বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি বারুইপুরে একটি মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্র খুলিবে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উহার নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য এককালীন ৩,০০০ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের জন্য মাসিক ৭৫ টাকা সর্ত্তাধীনে দেওয়াও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলার মাথাভাঙ্গা ইউনিয়নে জেলা বোর্ডের রাস্তা হইতে [illegible] দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তার উন্নতি সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট ৩০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই রাস্তার সংরক্ষণ ও মেরামতীর জন্য ভবিষ্যতে যে পুনঃ পুনঃ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা পাওয়া সম্বন্ধে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার নিঃসন্দেহ হইলে এই টাকা দেওয়া হইবে।

চট্টগ্রামে একটি মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ৪,০০০ টাকা এবং ঐ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের বেতন বাবদে ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে মাসিক নির্দ্দিষ্ট ৭৫ টাকা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। কতিপয় সর্ত্তাধীনে এই টাকা দেওয়া হইবে।

বাঙলার ডিপুটি কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস জানাইতেছেন —পাকিস্থান [illegible] বাজারে [illegible] ও [illegible] নিয়ন্ত্রণ করিবেন। [illegible] কলিকাতায় ও [illegible] এই মূল্য [illegible] হইবে:—

৫০ [illegible] [illegible]—

[illegible] ৫ টাকা ([illegible] মূল্য)।
" ৫০ [illegible] ([illegible])।
[illegible] ১৵০ [illegible] পাঁচ [illegible]।
[illegible] দুই [illegible]।

ঢাকার বর্ত্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সরকারী বিবৃতিতে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ

গত অক্টোবর মাসের ৫ই হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত ঢাকার ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ বাঙলা সরকার ৩০শে অক্টোবর তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু সভার নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমানুসারে ৫ই অক্টোবর রবিবারে ঢাকা শহরে হিন্দু দোকানদারগণ হরতাল পালন করে। সারাদিন কোনপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তি জনৈক মুসলমানকে কুঠারাঘাতে আহত করে। এই ঘটনার পর ঐ দিন মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে চারিজন হিন্দু আক্রান্ত হয় এবং আহতদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একজন মুসলমান বালকও ইটের আঘাতে সামান্যরূপে জখম হয়। ইহার পর হইতে ১২ই অক্টোবর রবিবার বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত মারপিট ও আক্রমণ চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে সাতজন হিন্দু ও চারিজন মুসলমান নিহত এবং আটজন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং ১৫ই অক্টোবরের অপরাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি কিয়ৎপরিমাণে শিথিল করা সঙ্গতপর হয়। সান্ধ্য-আইনের সময় ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮ই অক্টোবর তারিখে মধ্যরাত্রি হইতে সান্ধ্য-আইনের আদেশ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়।

ঈদুল্-ফেৎর আসন্ন দেখিয়া ২০শে অক্টোবর সান্ধ্য-আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ ঈদের মিছিলের আদেশ প্রদানের সিদ্ধান্তও করেন। ২২শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে নির্ব্বিঘ্নে ঈদের নামাজ সম্পন্ন হয় এবং শহরের আবহাওয়া এত মৃদুতাসূচক দেখা গিয়াছিল যে, কিছুকাল যাবৎ এরূপ দেখা যায় নাই। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় একজন মুসলমান বালক সামান্যরূপে আহত হয় এবং ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে জনৈক বয়োবৃদ্ধ মুসলমান নিহত হয়। ২৩শে তারিখ সকালবেলা নর্থব্রুক হলের নিকট আর একজন মুসলমান ছুরিকাহত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল্‌স সেনাদলকে শহরের শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্ত করা হয় এবং যে সকল অঞ্চলে পূর্ব্ব রাত্রি হইতে প্রথমে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের লোকের গতিবিধি ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হয়।

ঈদ-মিছিল আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনায় কর্ত্তৃপক্ষ মিছিল বাহির করিবার সমস্যাটি সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ এই সময় মধ্যে মুসলমানগণ আপত্তিকর কোন কিছু না করায়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়াছিলেন যে, ঈদ মিছিলের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করিলে মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে।

অনুমান দ্বিপ্রহর বেলায় সদরঘাট ও ওয়ারীর সংযোগ-স্থলে জনৈক মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সেই সময় একটি হিন্দু গৃহে মাল ডেলিভারি দিতে গিয়াছিল। অপরাহ্ণে নবাবপুরে স্নানের সময় একজন মুসলমানকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা হইয়াছিল। সাড়ে পাঁচটার সময় জনৈক বৃদ্ধ একজন মুসলমান ঈদ-মিছিলে যাইবার সময় মদনমোহন বসাক রোড ও নওয়াবপুর রোডের মোড়ের উপর তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। ইহারা নওয়াবপুর রোডের কতকগুলি বাড়ীর দরজায় আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কোন ক্ষতি করে নাই, যদিও তখনও এক হিন্দু জনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। জনৈক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং একজন পুলিশের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ইহার অব্যবহিত পরে ঢাকার নোয়াখালেন ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে উপদ্রুত অঞ্চলে রুট মার্চ করিয়া নওয়াবপুর রোড দিয়া যায়। সমস্ত সন্ধ্যাকাল এই রাস্তায় হিন্দু জনতা সমবেত হইয়াছিল। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ, বাবু বিরজানন্দ রায়চৌধুরী ও অন্যান্য হিন্দু ভদ্রলোকের সহায়তায় এই জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। রাস্তা জনশূন্য হইতে একঘণ্টার বেশী সময় লাগিয়াছিল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় উর্দু রোড হইতে মিছিল যাত্রা আরম্ভ করে। মিছিলের পুরোভাগে একখানি লরীতে বন্দুকে সজ্জিত ফৌজ এবং পশ্চাতে অন্যান্য পুলিশ যাইতেছিল। শোভাযাত্রার শেষভাগেও দুইখানি লরী বোঝাই পুলিশ গিয়াছিল। শোভাযাত্রার সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত সার্জেণ্টগণ পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেছিল। বাবুবাজার ব্রীজের নিকট একটি চাঙ্গারী ছাদের বেল হইতে শোভাযাত্রার উপর ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয়, ফলে একটি বালক জখম হয়। বাবুবাজার ফাঁড়ির নিকট একজন অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসিয়া যোগদান করেন। জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ফাঁড়িতে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মিছিল-যাত্রীদের কোনপ্রকার অনাচরণ দেখেন নাই বা অনাচরণের কোন সংবাদও তিনি পান নাই।

ভিক্টোরিয়া পার্কে শোভাযাত্রা পৌঁছা পর্য্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, শোভা-যাত্রার উপর আরো ইটপাটকেল ছোঁড়া হইয়াছিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য কতকগুলি লোক মিছিলের বাহিরে চলিয়া আসে; কিন্তু সার্জেণ্টগণ শীঘ্রই তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে। ক্ষতি সামান্যই ক্ষতি হইয়াছিল। ইহার পর মিছিলের পুরোভাগ নওয়াব-পুর পুলের উত্তর দিকে অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান স্থানে গিয়া পৌঁছে। নওয়াবপুর পুল হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়াছে। এইস্থান হইতে শোভাযাত্রা নওয়াবপুর রোড ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের গৃহের ছাদ হইতে অবিরত ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং উভয় পার্শ্বের কতকগুলি দোকানের দরজা জানালাও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ইটপাটকেল ছুড়িয়াছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রীর দল দোকানের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়াছিল। ইহার ফলে ১০ জন মুসলমান আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয় এবং ইহাদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া দরজা ও কাঁচের জানালা ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছে। কতকগুলি কাঁচ ইটের আঘাতে ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া মনে হইয়াছে। বাড়ীর ছাদের দিকে অনেক বন্দুকে গ্যাস ছাড়িবার পর ইষ্টক নিক্ষেপ থামিয়া যায়। শোভাযাত্রার কতকগুলি লোকেরও গ্যাস লাগিয়াছিল। মিছিল চলিয়া যাইবার পর মদনমোহন বসাক রোডের উপর সমবেত হিন্দু জনতার প্রতিও বন্দুকে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পরেই স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্ত্তন করা এবং নওয়াবপুর রোডে ক্রমাগত ৪৮ ঘণ্টা কাল গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা স্থির করেন। পরদিন সকাল আটটা হইতে এই সকল নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হয়।

পূর্ব্ব সন্ধ্যার ঘটনাবলী ও মিছিলের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা চলিতে পারে, মনে করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলকে স্থানে স্থানে মোতায়েন রাখেন। রাত্রি ১২টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শহরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান ভদ্র-লোককে সঙ্গে করিয়া মুসলমান পল্লীগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং উত্তেজনা শান্ত করিতে চেষ্টা পান। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিতে পান যে নওয়াবপুর রোডের যে স্থানে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেখান হইতে ইটপাটকেল প্রভৃতি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। আশে-পাশের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে বোঝা যায়।

মধ্য-রাত্রির অল্প কিয়ৎক্ষণ পরে কায়েতটুলিতে একটি ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড হয়। মতলবী বাজারে একজন পশ্চিমা হিন্দুর দোকান লুট ও দোকানদারদিগকে প্রহার করা হইয়াছিল। তাহার স্ত্রীকেও নিখোঁজ হয়। পরে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আঘাত চিহ্নসহ নিকট-বর্ত্তী একটি কূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। আঘাত চিহ্নগুলি মারাত্মক ধরণের ছিল। সুখের বিষয়, ঐ রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সারারাত্রি ব্যাপী ভারতীয় পদাতিক সেনাদল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ভোর পর্য্যন্ত স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত ছিল। ২৪শে অক্টোবর সকাল বেলা পর্য্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল। বিকাল বেলা কোম্পানীগঞ্জে জনৈক হিন্দু লাঠির আঘাতে আহত হয়। পুলিশ আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করে। পরে আজিমপুরে আর একজন হিন্দুকে ছুরিকা-ঘাত করা হয়। এই দুইটি ঘটনাই শহরের উপকণ্ঠে ঘটিয়াছিল।

অপরাহ্ণে নওয়াবপুর রোডের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা হইয়াছিল। ২৫শে অক্টোবর সকালে পৌণে আটটার সময় নওয়াবপুরে জনৈক মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ইহার পর মুসলমানগণ শহরের পশ্চিমাঞ্চলস্থিত কতকগুলি হিন্দুগৃহ আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করে। এখানে হিন্দু ও মুসলমানে মারামারি হয়। পুলিশ হিন্দু ও মুসলমানের উপর গুলী চালনা করিতে বাধ্য হয়। উহার ফলে একজন হিন্দু নিহত এবং একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান। মৃত হিন্দুর দেহ খুঁজিয়া দেখা যায় যে, সে তখনও হাতে বর্শা ধরিয়া রহিয়াছে। কতকগুলি দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় চৌধুরীবাজারেও দাঙ্গা হয়। পুলিশ দাঙ্গাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বেলা সাড়ে দশটার সময় রায়া সেক্রেটারিয়েট কয়েকটি বাড়ীর ছাদ হইতে ইট নিক্ষিপ্ত হয় এবং কতকগুলি মুসলমান একটি ছোট হিন্দু দোকানে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেই সময় রমনাশ্রমের অদূরে রেলের উভয় পার্শ্বে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দোকান অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। পুলিশ, সরকারী কর্ম্মচারী, সিভিক গার্ড ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। ঐদিন সকাল বেলার দিকে নওয়াব কাটরা রোডে একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয়; তাহার আঘাত গুরুতর নয়।

বৈকাল বেলা ওয়ারীর র‍্যাঙ্কিন রোডের কাছে দেখা যায় যে, একজন মুসলমান মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং স্যার নাজিমুদ্দীন রোড হইতে একটু দূরে একজন হিন্দু জেল-ওয়ার্ডার মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। নর্থব্রুক হলের নিকটবর্ত্তী এলাকায় উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, ঐদিন বেলা ২ ঘটিকার তাহার সময় অতিক্রান্ত হয় এবং ঐ অঞ্চলে শহরের অন্যান্য এলাকার যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, তাহাপেক্ষা অপর কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতের নবতম সীমান্ত . . .

সমুদ্র উপকূল ব্যাপি ভারত-সীমান্তের দূরত্বের দিন আর নেই। বেতার, বিমানপোত, দ্রুতগামী জাহাজ, প্যারাসুটদল ও পঞ্চমবাহিনী বিভীষণদল দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছে। আসন্ন বিপদ আজ দুর্বার বেগে ঘনিয়ে উঠেছে। আমেরিকার আত্মরক্ষার সম্মুখব্যূহ আটলান্টিক মহাসাগর, মৈত্রী ব্রিটেন কর্তৃক সুরক্ষিত। ভারতের বহির্দ্বার সুরক্ষিত করছে ঈজিপ্ট প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব-আফ্রিকা ও মালয় দেশ।

সমরকালীন তৎপরতার তাগিদে ভারতের এই ঘাঁটিগুলিতে শত্রুর আক্রমণ নিশ্চিতভাবে প্রতিহত করতে বীরোচিত ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সমাবেশ হয়েছে, গ্রেটব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও অপরাপর মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ দেশের বীর সন্তানরা। এই সেনাদলই যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিন্তে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে শান্তিতে দিন যাপন সম্ভবপর করে তুলেছে সে সত্য উপেক্ষা করা যায় না।

. . রক্ষা করতে এদের সাহায্য করুন
ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ কিনুন।

A.D.54

হজযাত্রীদের সুবিধা

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা

কলিকাতা পোর্ট হজ-কমিটীর এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

১। বাঙলা ও আসামের হজযাত্রীদের সুবিধার্থে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতা হইতে মোগল লাইনের একখানা অত্যুৎকৃষ্ট জাহাজ ছাড়িবার বন্দোবস্ত ভারত সরকার করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দর হইতে যাঁহারা জাহাজে উঠিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৪১, বাংলা ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৪৮, হিজরী ২৫শে শওয়াল ১৩৬০, রবিবার দিন বা উক্ত তারিখের অন্ততঃ ৪।৫ দিন পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য কলিকাতায় পেঁৗছিতে হইবে। ঐ তারিখের পর আসিলে কলিকাতায় জাহাজ পাইবার আশা নাই।

২। এবার হজযাত্রীবাহী জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দোবস্ত নাই। জাহাজে শুধু ডেক ও প্রথম-শ্রেণীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, একজন কলিকাতার ডেকযাত্রীর জন্য আরবে উটে যাতায়াত করিলে হজ ও মদিনা শরিফের যেয়ারত সহ ৬৬৪৲ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে বাসে সফর করিলে ১,৫৫১৲ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে মোটর কারে সফর করিলে ১,৯১৫৲ টাকা লাগিবে। মদিনা শরিফের যেয়ারত না করিলে প্রথমোক্ত যাত্রীর জন্য ১৯৪।৶০; বাসে-যাত্রীর জন্য ৩০৬৸৶০; এবং মোটর-কারে যাত্রীর জন্য ৪৫০।৶০ কম পড়িবে।

৩। বাঙলা ও আসামের যাত্রীদের জন্য কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজে উঠাই সুবিধাজনক; কারণ কলিকাতা বন্দর হইতে রওয়ানা হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ রেলে যাওয়ার কষ্টভোগ এবং অতিরিক্ত খরচ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। কলিকাতার জাহাজে সকল যাত্রীই বাঙলার ও আসামের লোক। তাঁহাদের চালচলন ও ভাষা একই প্রকার। কাজে কাজেই তাঁহারা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া, বেশ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে সফর করিতে পারিবেন।

কাপড় ও সূতার মূল্য বৃদ্ধি

কাপড়ের কলে কার্য্যকাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা

সম্প্রতি সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় সূতা ও কাপড়ের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ মূল্যের অবস্থার সমতা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধ সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সূতা ও কাপড়ের কল ও কারখানায় উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরী আইনের বিধান মতে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইতে দেওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। সুতরাং ঐ সমুদয় মিল ও কারখানাকে ফ্যাক্টরী আইনের ৩৪ ধারার বিধানের কবল হইতে মুক্ত হইবার আদেশে বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করা হইয়াছে। এই অব্যাহতি আদেশের ফলে কারিগরগণের দৈনিক কার্য্যকাল দশ ঘণ্টাই থাকিবে। তাহারা পূর্ব্ববৎ সাপ্তাহিক ছুটিও ভোগ করিতে পারিবে এবং অতিরিক্ত কাজ করার জন্য প্রতি ৬ ঘণ্টার সাধারণ বেতনের হারের ১।৪ সোয়াগুণ মজুরী পাইবে।

(প্রেস-নোট)

নিজেদের ব্রাঞ্চিসের মেম্বারদিগের ব্রিটেনে রাখিয়াছে সাহায্য দানের জন্য যে ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহাতে রাজা এবং রাণী ১ হাজার পাউণ্ড এবং রাজমাতা মেরী ৫০০ পাউণ্ড চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন। এই ফণ্ডে ইতিমধ্যেই ১,৩৯,৩৮৮ পাউণ্ড উঠিয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

ইউনিয়ন-বোর্ড সম্মেলনে বাখরগঞ্জের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউনহলে পিরোজপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, ও, বেল, আই-সি-এস, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী সাদিত হোসেন চৌধুরী, অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও নেতৃস্থানীয় বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগদান করেন। এই মহকুমার সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও প্রত্যেকটি ইউনিয়নের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ, অধিক সংখ্যায় অধিবেশনে যোগদান করেন এবং আলোচ্য বিষয়সমূহে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য গৃহীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী একবাক্যে যুদ্ধ-চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য মন্তব্য করেন এবং এই বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শনার্থ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সর্ব্বসমক্ষে আড়াইশত টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবেন বলিয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনান্তে স্থিরীকৃত হয় যে, প্রতি ইউনিয়নের অবস্থাপন্ন ও সক্ষম ব্যক্তিগণকে যুদ্ধভাণ্ডারে স্বেচ্ছাকৃত চাঁদা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যাহারা দরিদ্র বা আট আনার কম ইউনিয়ন রেট দিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট চাঁদা চাওয়া যাইবে না।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং এই সম্পর্কে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেশবাসীকে যথাশক্তি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, আট আনার কম ইউনিয়ন রেট যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট চাঁদা চাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না এবং এই চাঁদা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এক কথায় বলিতে গেলে এ যুদ্ধে এক পক্ষে জার্ম্মাণী এবং অপর পক্ষে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি, যথা, পোলাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া, ইত্যাদি। জার্ম্মাণী এই সকল দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং ইহাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল ছোট বড় দেশকে বাঁচাইবার জন্যই বৃটেন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও এই মহাযুদ্ধের বিরাট দায়িত্ব ও গুরুভার গ্রহণ করে। এই যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতা রক্ষা করা। জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যলিপ্সার কবল হইতে সমুদয় জাতিকে মুক্ত করিয়া লওয়া।

তিনি আরো বলেন যে, আজ জার্ম্মাণী যাবতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত নিয়ম অমান্য করিয়া মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার [illegible] করিতেছে, তাহা সর্ব্ববিদিত। অসহায় স্ত্রীলোক, শিশু, রোগী—তাহারাও এই অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহ নিরস্ত্রীকরণ ও জগদ্ব্যাপী শান্তিপ্রতিষ্ঠার [illegible] যখন ব্যাপৃত ছিলেন, জার্ম্মাণী তখন হইতেই এই সাম্রাজ্যলিপ্সার যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছিল [illegible] ফলে আজ আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও [illegible] সব কিছুই বিপন্ন করিয়াছে। মানবজাতির এই মহাশত্রুর হাত হইতে আমাদের রক্ষা পাইতে হইবে। এযাবৎ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া বৃটেন আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভারতবাসীকে এখনও যুদ্ধের কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। তাই কেহ কেহ ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারেন যে, এ যুদ্ধ শুধু ইউরোপীয় যুদ্ধই বটে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহা ভারতেরই যুদ্ধ এবং অন্য কিছুই নয়। এ যুদ্ধকে যদি দূর হইতেই আমরা অপসারিত করিতে না পারি, তাহা হইলে হয়ত একদিন সত্যসত্যই আমাদের ঘাড়েও ইহা কশাঘাত করিবে। বিষয়টার প্রকৃত রূপটিকে আমাদের চিনিয়া লইতে হইবে এবং আমাদের আজ বুঝিবার প্রয়োজন এই যে, বিশেষ করিয়া আমাদের নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই যে বৃটিশ জাতি আমাদের ও অন্যান্য জাতির পক্ষ হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সাহায্য করা আবশ্যক।

তিনি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন করেন যে, তাঁহারা যেন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করেন এবং মুক্তহস্তে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অর্থ দান করেন। দেশের যুবকগণ সামরিক বাহিনীতে যোগদান করিতে পারেন।

সর্ব্বশেষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, আমাদের প্রচেষ্টা শুধু মৌখিক কথা ও শুভ প্রস্তাবেই যেন পর্য্যবসিত না হইয়া বাস্তবে পরিণত হয় এবং তিনি পল্লী-উন্নয়ন—কাউন্সিলের পক্ষ হইতে ১,০০০৲ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন।

জলাবাড়ীর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ, পিরোজপুর গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলভী আবদুস্ সাত্তার ও পিরোজপুরের সাবরেজিষ্ট্রার মৌলভী মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি অপরাপর বক্তাগণও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিলের একটি সাধারণ-সভার অধিবেশনও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের পরিচালন-ব্যয়

গত বৎসরের হিসাব

১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত বৎসর ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সদস্যগণের বেতন বাবদ প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তাঁহাদের ট্রাভেলিং ও দৈনিক ভাতা বাবদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চেয়েও অধিক টাকা খরচ হয়। অবশিষ্ট অর্থ স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার ও পরিষদ কর্ম্মচারীগণের বেতন বাবদ ব্যয়িত হয়। আলোচ্য বৎসর পরিষদের তিনটি অধিবেশন হয়। মোট ৯২ দিন অধিবেশন চলে। তিনটি অধিবেশনে মোট ১ হাজার ৪ শত ৪৬টি প্রশ্ন, ৩২৭টি প্রস্তাব এবং ৪৬টী মুলতবী প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হয়। অন্যূন ১০৯টি বিষয়ে ভোট গৃহীত হয়। ১৩টী নূতন সরকারী বিল এবং ১শত ১০টী বেসরকারী বিল পরিষদে পেশ করা হয়। গড়ে প্রায় দুইশত ৭জন সদস্য দৈনিক পরিষদে উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

ব্রেইল পদ্ধতিতে ট্রেণিং দানের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেণিং বিভাগে ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার যে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। গত বৎসর মোট ৪১ জন শিক্ষার্থী—৩৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা—এই শিক্ষাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ২৫ জন—২২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা—গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উভয়বিধ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল—লিখিতভাবে ও হাতেকলমে। লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদিগকে অন্ধদিগের শিক্ষার ঐতিহাসিক সূক্ষ্মানুসন্ধানী প্রশ্ন ও অন্ধদের স্বরূপ যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। হাতেকলমে পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীগণকে ব্রেইল পদ্ধতিতে পঠন ও লিখনে ও অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে এই শিক্ষা পর্য্যায়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থী—৩০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা—ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এই ছাত্রদলের সম্বন্ধে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের, স্কটিশচার্চ্চ কলেজের ও লরেটো হাউসের ছাত্রগণও যোগ দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম একজন অন্ধ ছাত্র এই বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম এই পদ্ধতি শিক্ষা-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। আমেরিকার কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে,—তন্মধ্যে [illegible] কলাম্বিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম—এই শিক্ষা পদ্ধতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তন করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে তিনটি কেন্দ্রে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক এস, সি, রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এদেশে অন্ধদিগের শিক্ষায় নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। কারণ যাহারা শিক্ষায় এই পদ্ধতিতে যোগদান করিয়াছে, তাহারা বি, টি, বিভাগের ছাত্র। কাজেই তাহারা অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট লোক উভয়কেই শিক্ষা দিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণ শুধু অন্ধ বিদ্যালয়েই চাকুরী পাইবে না, ইহাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়েও নিয়োগ করা হইবে। কারণ ঐ সমুদয় বিদ্যালয়েও শীঘ্রই অন্ধদিগের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহা ছাড়া এই সমুদয় শিক্ষক সহরে ও পল্লীতে অন্ধ বালক বালিকা ও যুবকদিগকে, যাহারা অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণে স্কুলে শিক্ষালাভের সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সমাজের সেবা করিতে পারিবে।

বাঁকুড়া জেলায় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য

সরকারী সাহায্য মঞ্জুর

বাঁকুড়া জেলায় জনহিতকর বিভিন্ন কাজের জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ৪৭৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। উহার মধ্যে ১৫০৲ টাকা বড়জোড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির একটি গ্রাম্য সভাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য, ২৫৲ টাকা বাগমড্ডা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের মেরামতী কাজের জন্য, ৫০৲ টাকা সিহর পল্লী-মঙ্গল সমিতির খেলার মাঠ তৈয়ার করিবার জন্য, ১০০৲ টাকা কড়ুলপুর স্বাস্থ্য সমিতিকে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এবং ১৫০৲ টাকা কড়ুলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য গ্রাম্য কূপ নির্ম্মাণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুর—

গত জুন মাসে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগ্‌রা থানার অধীন বেরুরী ইউনিয়নের তিন মাইল দীর্ঘ বাস যত্ন রাস্তা মূলতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে মেরামত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড এই ব্যাপারে ১৩৮।৷০ প্রদান করিয়াছে। প্রকৃত হিসাব করিলে দেখা যাইত যে, এই কার্য্যে উপরোক্ত অর্থের দশ গুণ ব্যয় হইত। এগ্‌রা ইউনিয়ন বোর্ড সাত মাইল দীর্ঘ একটি কাঁচা রাস্তা এবং অপর একটি পিচ্ ঢালা রাস্তার জন্য ৩০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। প'চেতোল নামক স্থানে চারিটি বাঁশের পুল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাকলা ইউনিয়ন বোর্ড অনুরূপভাবে তিনটি গ্রামে ১,০৫০ গজ পল্লী-পথ মেরামত করার কাজে ৭১৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সিমারী বামনবার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পটাশপুর থানার অন্তর্গত ১৪ নং ইউনিয়নের মৌজা বাবনবার নামক স্থানে ৫০ ফিট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং মোট দেড় মাইল লম্বা চারিটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। উক্ত থানার অন্তর্গত কালপুর মৌজায় প্রায় ১,৯০০ হাত রাস্তা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ৯৫৲ টাকা দ্বারা আমনগর সমিতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত ইউনিয়নেই তুর্পাচিনার পল্লী সমিতি ৩৫০ হাত দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে। মুস্তাফাপুর মৌজার অন্তর্গত লালট-ঝাকা রোড্ হইতে পল্লীর মসজিদ পর্য্যন্ত ১,২০০ ফিট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই রাস্তার উপর দুইটি বাঁশের পুল তৈরী করা হইয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত চোরপালিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মোট এক মাইল লম্বা তিনটি পল্লী-পথ স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতর একটি জল নিকাশের খালের উপর ৮৲ টাকা ব্যয়ে একটি কাঠের সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; কাঠ ও তক্তা জনসাধারণ সরবরাহ করিয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পলাশপাই পল্লী-সংগঠন সমিতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে অর্দ্ধমাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি এক মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে এবং সবলা পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০০ গজ লম্বা একটি পল্লী-পথ মেরামত করে। ঘনশ্যামবাটি পল্লী-সংগঠন সমিতি শিমুলিয়া হইতে পাইকানী পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার করে। নিমতলা মনোহরপুর পল্লী সংগঠন সমিতি আংশিকভাবে সরকারী সাহায্যলাভ করিয়া মনোহরপুর হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথ নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করে। মহাবলা ও কইজুরী পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি করিয়া পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে। ভগবানচক পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রায় ৭০০ ফিট লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করে। জেবী চাইপাট সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ৯০০ ফিট দীর্ঘ একটি সরকারী রাস্তা মেরামত করে। বর্ত্তমানে উক্ত পথ দিয়া যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

তমলুক মহকুমার শ্রীরামপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য পুটি-পুকিয়া, শ্রীকান্ত এবং কালাগেছা নামক মৌজার অন্তর্গত বাঁধগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছে,

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি বিধানার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন জগন্নাথপুর মৌজায় ২ নং ইউনিয়নে দুইটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ৬০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে, বাকীবাকি টাকা জনসাধারণ চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন হাট ইচ্ছা এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত ৬ নং ইউনিয়নের অধীন তেপার পাড়া নামক স্থানে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত দুইটি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন চোরে পালিয়া নামক স্থানে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে তিনটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। এগ্‌রা ইউনিয়ন বোর্ড জঙ্গল ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করার জন্য ৮৭।৴০ আনা ব্যয় করিয়াছে এবং উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত ৮ নং ইউনিয়নের জেখান নামক মাঝখানে দুই হাজার গজ লম্বা জল নিকাশের খালের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন মির্জাপুর নামক স্থানে গ্রাম-বাসিগণ সেগুয়া খাল হইতে মাটি কাটিয়া দেড় মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করিয়াছে। এই রাস্তা বাঁধ হিসাবে উক্ত অঞ্চলকে রক্ষা করিবে এবং জল নিকাশের খাল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সাহায্য করিবে।

ঘাটাল মহকুমার রাধাবল্লভপুর ও সোনাখালি পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে প্রায় প'াচ বিঘা পরিমিত জমির মাপের বড় বড় পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বালা সমিতি তিন বিঘা পরিমিত অঞ্চলের জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে এবং গুহাটি, চাইপাট বেল-ডাঙ্গা এবং জোটেকেশব পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে ১২ বিঘা পরিমিত জমির জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। এই ভাবে সোনাখালী, কইজুরী ও হাতগেছি পল্লী-সংগঠন সমিতি উক্ত পরিমাণ জমি হইতে জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি ছয়টি পুষ্করিণী ও এগারটি ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। নাটোক, শ্যামগঞ্জ এবং সাগরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি তাহাদের অঞ্চলে আর নূতন করিয়া পানা জন্মাইতে দেয় নাই।

শ্যামগঞ্জ, নাটুক এবং পাইক মাজিতার পল্লী চিকিৎসালয়-সমূহ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রোগিগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া অশেষ হিত সাধন করিতেছে। সোনাখালী পল্লী-সংগঠন সমিতি ৩০টি পুষ্করিণী, ভগবান-চক সমিতি ৮টি পুষ্করিণী এবং পান্না সমিতি ৪টি পুষ্করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়াছে। গত মে মাসে চাই-পাট নামক স্থানে একটি নূতন পল্লী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে উহা বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। চৌকা ও ভগবন্তপুর সমিতিও গ্রামসমূহে উক্তরূপ চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী শীতকালের মধ্যেই এই দুইটি সমিতি দুইটি পৃথক ডিস্পেন্সারী স্থাপনে সমর্থ হইবে। তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কাপাসবেড়িয়া সমিতি পল্লী পথের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল এবং খাল ও ডোবাসমূহ হইতে কচুরীপানা সাফ্ করিয়াছে।

শিক্ষা

শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির উন্নয়নার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন বাথিলা নামক স্থানে ৩০ জন শিক্ষার্থী লইয়া একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এগ্‌রা থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়নের অধীন মাটি বাথিয়া নামক স্থানে ১,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গ্রামে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সাফল্যজনকভাবে একটি নৈশ বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে।

পল্লী-গ্রন্থাগার সাজিদ্ বালকগুলি পল্লীবাসীর সহিত কথা রীতি আদান প্রদান ও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চতুষ্টি নৈশ বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গত এপ্রিল মাসে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পাল্লা-পল্লীসংগঠন সমিতি নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি নূতন শিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়াছে। খুঁটিপুর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাধাবল্লভপুর, রামপুর, উজির-বার, সোনাখালী, গুড়হাটি, কাইজুরী, সবলা, গোরী রাণী চক এবং ইরবালা প্রভৃতি চতুষ্টি কেন্দ্রসমূহ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। বহু সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি এই সকল কেন্দ্রে উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। খুঁটিপুর, শ্যামগঞ্জ, উজিরবার ও সাগরপার প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সাজিতে নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহ করার ফলে জনসাধারণের মনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে বহু জনসমাগম হইয়াছে।

তমলুক ও অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত ক্লাব ও গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া চলিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগার সমূহে নূতন এবং চিত্তাকর্ষক পুস্তকাদি সরবরাহ করার ফলে সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পাঠক সমাজে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য্য

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যাপারে কাঁথি মহকুমা পল্লী-সংগঠন সমিতি এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে উন্নত ধরণের বীজ ও সার বুদ্ধিমান কৃষক-দিগের মধ্যে বিতরণ করিবার প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমিতি কুটির-শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ অর্থ ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কাঁথি গুরু ট্রেনিং স্কুলে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। দরিয়াপুর নামক স্থানে যে বঙ্কিম-স্মৃতি মেলা হইয়াছিল, তাহাতে একটি কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কৃষি বিষয়ক ব্যাপার এবং পশ্বাদির উন্নতি বিধানার্থ বহু প্রাচীর-পত্র সর্ব্বজন সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রামনগর থানার অন্তর্গত বামনপুর নামক স্থানে এক সপ্তাহের জন্য অনুরূপ একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সরকারী বিভাগগুলি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া কৃষি, পশ্বাদির উন্নতি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত অনেক ছবি প্রদর্শন করে। ঘাটাল মহকুমার জেবী পল্লী-সংগঠন সমিতি কৃষি কার্য্যের উন্নয়নার্থে সেচ্ কার্য্যের সুবিধার জন্য ২,০০০ ফিট দীর্ঘ একটি জল নিকাশের খাল খনন করিয়াছে। পাট, চীনা বাদাম এবং জোয়ারের উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উহাদের চাষ বেশ ভাল হইয়াছে। গত জুন মাসে নাড়ুক নামক স্থানে একটি কৃষি ফার্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্র প্রস্তুত

বিদেশ হইতে বিরাট অর্ডার লাভ

অষ্ট্রেলিয়া সরকার গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে একটি বড় রকম অর্ডার দিয়াছেন।

কানপুরের [illegible] সরকারের কার্য্যে [illegible] কোন নূতন এক প্রকার তৈল-জাত সামগ্রী ব্যবহার করিয়াছেন প্রস্তুত হইতেছে। এই বস্ত্রের বিদেশে চাহিদা হইবে বলিয়া [illegible]।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ইংলণ্ডের উপকূলে জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

বিমান বিভাগীয় এক ইস্তাহারে ২৮শে অক্টোবর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলের নিকট বৃটিশ জঙ্গীবিমানসমূহ দুইখানা শত্রুবিমান সমুদ্রে পাতিত করে।

রাজকীয় বিমানবাহিনী উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপকূলে হানা দেয়। সমুদ্রে ভাসমান দুইখানা জার্ম্মাণ সীপ্লেন বিমান ও তিনখানা জার্ম্মাণ জঙ্গীবিমান ধ্বংস হয়। হল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট প্রহরাধীন একদল জার্ম্মাণ জাহাজের উপর বোমাবর্ষী বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়।

আর একখানি তৈলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

"বৃটিশ রেভিগার" নামক তৈলবাহী জাহাজ আমেরিকা হইতে বৃটেনে তৈলবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। প্রকাশ, গত ২০শে অক্টোবর সশস্ত্র জাহাজের পাহারায় প্রেরিত বাণিজ্য জাহাজবহরের উপর আক্রমণকালে মনরোভিয়া হইতে প্রায় ২৫০ মাইল পশ্চিমে উহার উপর টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়। জাহাজখানা ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তৎপূর্ব্বদিন যে স্থানে "লেডি" নামক জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছিল—সেই স্থানের নিকটই ঐ জাহাজের উপর আক্রমণ হয়।

৫ দিনে ২৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

মস্কো বেতারে জানান হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ৫ দিনে ২৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে প্রথমবার ক্রিমিয়ার ব্যর্থ অভিযানে ৩০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

হিটলারের পরবর্ত্তী পরিকল্পনা

ন্যাশনাল জেইটুং নামক সুইস পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, তুর্কী সামরিক পর্য্যবেক্ষকদের ধারণা এই যে, জার্ম্মাণী ঘোর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের পরিবর্ত্তে বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। তুরস্কের ধারণা এই যে, এই প্রকার আক্রমণ ককেশাস হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মিসরের উপরও আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।

রোষ্টভের প্রবেশ-পথে প্রচণ্ড যুদ্ধ

মস্কো বেতারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডন নদীর মোহনায় অবস্থিত প্রধান বন্দর রোষ্টভের প্রবেশ-পথে যুদ্ধ চলিতেছে এবং এই বন্দরটি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শহরের চতুর্পার্শ্বে এবং শহরের রাজপথেও সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ডোনেজ অববাহিকায়, উত্তর-পশ্চিম দিকে বহু ঘণ্টা যাবৎ প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে মাকেয়েভকার পূর্ব্ব দিকে জার্ম্মাণগণ সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। কিন্তু লালফৌজ অক্লান্তভাবে বাধা দেওয়ায় তাহারা ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই স্থানে শত্রুর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

খারকোভ অঞ্চলে পূর্ব্বের মতই ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণগণ এই স্থানে বহু ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করিয়াছে। কিন্তু যে সকল ট্যাঙ্ক শহরে প্রবেশ করিয়াছিল সোভিয়েট গোলন্দাজগণ ও বিমানবহর তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াছে।

আর একটি শহর দখলের দাবী

জনৈক জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "ডনেজ অববাহিকায় পলায়মান শত্রু সেনাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া [illegible]। জার্ম্মাণ সেনাগণ ক্রামাটোরস্কায়ায় প্রবেশ করে।"

খারকোভের নিকট লালফৌজের পশ্চাদপসরণ

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সদ্য আনীত জার্ম্মাণ-বাহিনীর চাপে খারকোভের নিকটে সোভিয়েট বাহিনী সামান্য হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। শহরটি বিপন্ন হইয়াছে।

নূতন নূতন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা শক্তিশালী হইয়া জার্ম্মাণরা খারকোভের উপকণ্ঠে আরও প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে।

খারকোভে তিনদিন যাবৎ একটি সোভিয়েট সৈন্যদল জার্ম্মাণদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। প্রবল কয়েকটি আক্রমণ ব্যর্থ হইলেও সেনাপতির আদেশে উক্ত সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পিছু হটিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণদের অভূতপূর্ব্ব ক্ষতি হইয়াছে। এক দিনের মধ্যেই ৩,৫০০ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হয়। জার্ম্মাণদের মৃতদেহ, ভগ্ন ও বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক ও মোটরযানে রণক্ষেত্র আকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে সাফল্য

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, লালফৌজ কয়েকটি স্থান পুনরধিকার করিয়াছে এবং সৈন্য ও সমরসম্ভারের দিক হইতে শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

ওডেসায় আড়াই লক্ষ রুমানিয়ান সৈন্য হতাহত

সরকারী টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ওডেসার প্রবেশপথে যে সংগ্রাম হইয়াছে, তাহাতে আড়াই লক্ষাধিক রুমানিয়ান সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এখন রুমানিয়ান সৈন্যদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপজ্জনক মধ্য (মস্কো) রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

রুশীয়ার পাল্টা আক্রমণ

মস্কো রণাঙ্গনের কয়েকটি অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে এবং জার্ম্মাণদের নারা নদী অতিক্রমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ওকা নদীর পারাপারের স্থানও লালফৌজ দৃঢ়ভাবে নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছে। তুলা অঞ্চলে যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বিমানসমূহ মস্কোর হানা দেয়। অধিকাংশ বিমানই বিমান-ধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণ ও রুশ জঙ্গী বিমানের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে মস্কোর পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। যে কয়টি বিমান নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলি এলোপাথাড়িভাবে অতি বিস্ফোরক বোমাবর্ষণ করে। বোমাগুলি রাস্তায় ও আবাস গৃহসমূহের উপর পড়ে। কোন সামরিক লক্ষ্য বস্তুর ক্ষতি হয় নাই। কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদিগের ক্রিমিয়ায় প্রবেশের দাবী

হিটলারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত একটি বিশেষ ঘোষণায় জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "বিশেষ সুরক্ষিত ব্যূহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশের সময় ১৮ই ও ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে জার্ম্মাণরা ১৫ হাজার ৭ শত সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে ও ১৩টি ট্যাঙ্ক ও ১০৯টি কামান হস্তগত করিয়াছে। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে।"

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সির সংবাদে বলা হইয়াছে যে, দশদিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। শত্রুসৈন্যগণ পশ্চাদপসরণ করিতেছে ও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে।

কালিনিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়

২৯শে অক্টোবর অপরাহ্নে মস্কো বেতারে প্রচারিত হইয়াছে যে, মস্কো-লেনিনগ্রাড রেলপথের উপর, মস্কো হইতে ১১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কালিনিন শহর দখলের যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগকে একরূপ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শহরের প্রবেশ পথসমূহে নাৎসীদিগের ৫ হাজার সৈন্য হতাহত এবং ৪০টি কামান, ৩২টি বিস্ফোরণ নিক্ষেপক কামান ও বহু রসদ বিনষ্ট হইয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ সৈন্যদল একরূপে পুনর্গঠিত হইতেছে। একটি বহুপ্রশংসিত পদাতিক বাহিনীর এত বেশী ক্ষতি হইয়াছে যে, উহা "একরূপে সাধারণ একটি পদাতিক বাহিনীতে" পরিণত হইয়াছে।

ডন নদীর তীরে নূতন রুশীয় ব্যূহ রচনা

রয়টারের সমর সমালোচক জানাইয়াছেন যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কো দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ডন নদীর তীরে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ব্যূহ রচনা করিতেছেন। অন্যদিকে ভলগা নদীর অপর তীরে, মস্কোর পূর্ব্ব দিকে ও রুশিয়ার মধ্যভাগে নূতন শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করার বিশেষ দায়িত্ব মার্শাল বুদেনী ও মার্শাল ভরোশিলভের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এই নূতন সৈন্যদলগুলির ট্যাঙ্ক বা আধুনিক সমরাস্ত্রের অভাব হইবে না।

উত্তর রণাঙ্গনের যুদ্ধ

রাশিয়ানরা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লেনিনগ্রাড ও লাডোগা হ্রদের মধ্যবর্ত্তী যে অঞ্চল তাহাদের হাতে আছে, তাহা রক্ষা করিতেছে। লেনিনগ্রাডের রুশ জঙ্গী বিমানবাহিনী বরাবর জার্ম্মাণ বোমারু বিমানসমূহকে বাধাদানের মত শক্তি রাখে।

খারকভ নগরীর পতন

মস্কো, ২৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যরা ইউক্রেনের প্রধান নগরী খারকভ পরিত্যাগ করিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এই অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। খারকভ শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কেন্দ্র। এই শহরের অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ হইবে।

মস্কো বেতারে সোভিয়েট বিমানসমূহ কর্ত্তৃক বার্লিনের উপর বোমাবর্ষণের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। তীব্র বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা এবং প্রচারপত্র শহরের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। জার্ম্মাণ বিমানসমূহ কর্ত্তৃক মস্কোর উপর বোমাবর্ষণের সংবাদও ঘোষণা করা হইয়াছে।

রস্তভ বন্দরের বিপদ

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, ডন নদীর মোহনাবর্ত্তী বিরাট বন্দর রস্তভের প্রবেশ-পথে এখন সংগ্রাম চলিতেছে এবং রস্তভের পক্ষে গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শত্রুদলসমূহ সুরক্ষিত করা হইতেছে।

এই অঞ্চলের একটি যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ৪৪টা ট্যাঙ্ক, ৪০টা পদাতিক সৈন্যবাহী লরী এবং ৩ খানা বিমানপোত বিধ্বস্ত হয়। ৫ শত জার্ম্মাণের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমে ডনেৎস অববাহিকা অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা মাকেয়েভকার পূর্ব্ব দিকে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদে সমর্থ হয়, কিন্তু লালফৌজ কঠোর ভাবে বাধা দান করিয়া এই সাফল্যকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণদের ক্ষতি "খুবই বেশী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বৃটেনে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ

পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে সরকার তৎপরতা

ব্রিটেনের খাদ্য-মন্ত্রী মিঃ আর্নেষ্ট ব্রাউন গত ২১শে অক্টোবর হাউস অব কমন্সে বলেন: যুদ্ধের প্রথম বৎসর ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্যের যেরূপ বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল, যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরেও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। এই বৎসর ইংলণ্ডের উপর তুমুল বিমান আক্রমণ চলায় জনসাধারণকে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও অবনতিই লক্ষিত হয় নাই। শিশু মৃত্যু এবং ক্ষয় রোগে মৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও সংক্রামক ব্যাধি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্রব্যের বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইহার দরুণ সুপুষ্টির ব্যাপারে অভাব না হয়, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র "ব্রিটিশ রেস্তোরা" খোলা হইয়াছে। বিনা দামে দুগ্ধ সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং স্কুলের ছাত্রদের বিনা দামে আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জনসাধারণের খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইতেছে, যাহাতে তাহারা বাছিয়া উপযুক্ত খাদ্য খাইতে পারে।

ফ্রান্সে খাদ্যাভাব

শ্রমিকদের বেতন অসম্ভব কম

ডেইলী টেলীগ্রাফের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:

ফ্রান্সে নাৎসীদের আলু, জলপাই, ময়দা, গরু, ভেড়া প্রভৃতি ক্রয়ের ফলে কি করিয়া ফ্রান্সে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা "প্যারিস সয়ার" এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পিয়ারে লেজারেফ একটি বেতার বক্তৃতায় বিবৃত করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিসি হইতে প্রাপ্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায়, শ্রমিক, দোকানের কর্ম্মচারী, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকের মাহিয়ানা এত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা পরিবার লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব।

ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

মার্কিণ সাংবাদিকদের অভিমত

কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের মিঃ সেসিল ব্রাউন অন্যান্য সাংবাদিকদের সহিত উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সৈন্যেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে"। ভারতীয় সৈন্যদের সবল দেহ, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সজীবতা প্রভৃতি গুণ সাংবাদিকদের সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের মিঃ জন ষ্টিয়ার বলেন, "ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, জাঠ, দোগরা, দক্ষিণ ভারতীয় সকল জাতের ভারতীয়ই আছে। ইহাদের অধিকাংশই অভিজ্ঞ সৈনিক। উত্তর আফ্রিকার অরণ্য ভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ইহারা আশ্চর্য্য কর্ম্মশক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহারা জগতের সেরা সৈন্য-সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত"।

মালদহ জিলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার একটি কৃষি, শিল্প ও খাদ্য প্রদর্শনীর জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, মালদহের জিলা বোর্ড ২০০৲ টাকা দিবে এবং প্রদর্শনী স্থানীয় চাঁদায় ১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ পশমের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আশা হয়, এখন হইতে আর বিদেশ হইতে এই প্রকার দড়ি আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না। এতদিন পশমের দড়ির অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইত।

বিমান আক্রমণে চিকিৎসকগণের জ্ঞাতব্য

আক্রমণ সময়ে বাহির হইবার অনুমতি-পত্র

এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যে সকল ডাক্তার এ, আর, পি, সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত নহেন তাঁহাদিগকে যদি বাস্তবিক রোগীদিগের আহ্বানে গাড়ী লইয়া রাজপথে বাহির হইতে হয়, তবে তাঁহাদের গাড়ীতে "ডাক্তার" এই কথা বিশেষ অনুমতি হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই বিশেষ অনুমতি-পত্র কলিকাতায়—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ২৪-পরগণার হাওড়া ও হুগলীতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জারি করিবেন।

নিম্নে যে আবেদন-পত্র মুদ্রিত হইল উক্ত ফর্ম্মে আবেদন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের রেজিষ্ট্রার, একটি হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা কোন একটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের স্বাক্ষর উহাতে থাকা প্রয়োজন। এই অনুমতি-পত্র মোটরের "উইণ্ডস্ক্রিনে" আঁটিয়া দিতে হইবে।

এই অনুমতি-পত্রের অধিকারিগণ যখন রাত্রি বেলা গাড়ী বাহির করিবেন তখন সরকারের ৮ই মে (১৯৪১) তারিখের ৩১৪৪-পি নং নোটিশের ৭(২) প্যারাগ্রাফ্ অনুসারে গাড়ীর হেড্ ল্যাম্পের ওপর নীল রঙের একটি কাঁচে "Doctor" কথাটা ষ্টেন্সিল করাইয়া লইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত নোটিশের ৭(১)-(এ) (ই) প্যারাগ্রাফ্ অনুসারে মোটরের অনুমোদিত হেড্ ল্যাম্পের উপর ঢাক্নীও লাগাইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অনুমতি-পত্রের মালিকের এ, আর, পি, কিম্বা সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস সংক্রান্ত গাড়ীগুলির আগে যাইবার প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না। পরন্তু বিমান আক্রমণের সময়ে তাঁহাদের জন্য ডাক্তারদের রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে চিকিৎসকগণ গাড়ী থামাইতে বাধ্য থাকিবেন।

আবেদন-পত্র

আমি *বি, সি, এম, আর/*আয়ুর্ব্বেদিক ফেকাল্টি কাউন্সিল/*হাকিমি ফেকাল্টি কাউন্সিল/*ফ্যাকাল্টি অব্ হোমিওপ্যাথি অনুসারে রেজেষ্টীভুক্ত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং যথারীতি চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকি।

আমার রেজেষ্টী সংখ্যা......................

আমার গাড়ীর রেজেষ্টী সংখ্যা....................

বিমান আক্রমণের সময় ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে আহ্বান আসিলে আমি যাহাতে আমার গাড়ী রাজপথ দিয়া চালাইতে পারি, তদুদ্দেশ্যে আমি অনুমতি-পত্রের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

স্বাক্ষর......................

তারিখ......................

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার/জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট
বরাবরেষু।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল

নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা

কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রাথমিক মানসিক ব্যাধি ও স্নায়ু ঘটিত রোগের বাহিরের রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা বিভাগ খোলা সম্বন্ধে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন। এই বিভাগের নাম হইবে মানসিক রোগ চিকিৎসা ও স্নায়ুতত্ত্ব।

এই চিকিৎসা বিভাগ একজন অবৈতনিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং ইহা সপ্তাহে ২ দিন খোলা থাকিবে ও হাসপাতালের শীত চিকিৎসার কামরায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দিনাজপুর জেলায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা

স্বেচ্ছাশ্রমে বহু কাজ সম্পন্ন

গত আগষ্ট মাসে দিনাজপুর জেলায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

জনসাধারণ যাহাতে কাজকর্ম্মের সাধারণ রীতিনীতি এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হইতে পারে, তজ্জন্য ভ্রাম্যমাণ কর্ম্মচারিগণ এবং পল্লী কল্যাণ সমিতিসমূহ প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে। পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত বহুবিধ সরকারী ইস্তাহার এবং প্রেস্-নোটসমূহ জেলার অভ্যন্তরে বিতরণ করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড তহবিল প্রদত্ত ২,০৪৯৲ টাকার ঠাকুরগাঁ। এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের অন্তর্গত পল্লীপথের সংস্কার-সাধন করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানার্থে জলনিকাশের নিমিত্ত ছোট ছোট খাল খননের পরিকল্পনা করা হইয়াছে; এবং যাহাতে পল্লী সমিতিসমূহ জেলার কৃষি অফিসারের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া উন্নত ধরণের বীজের প্রবর্ত্তন করে, সেদিকে চাপ দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে ব্যাপকভাবে পানীয় জল পাইতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড হইতে একুনে ২,৬৬৪৲ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রদান করিয়া ৩৯টি কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে গ্রামবাসিগণ বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে গৃহ-সংলগ্ন শাক-সব্জীর উদ্যান করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

কুশমণ্ডী থানার এলাকাধীন দেউল নামক গ্রামে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে এবং বিজোরা ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতি একটি পুষ্করিণী হইতে সমস্ত কচুরী-পানা ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আরও অধিক পরিমাণে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা ভ্রাম্যমাণ অফিসারগণ তাঁহাদের ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রামবাসিগণ ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি-সমূহকে বিশেষ জোরের সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণ দেহের ও মনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উৎসাহিত হয়, তজ্জন্য চলতি গ্রন্থাগার ও ক্লাবসমূহ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কুটীর শিল্পের দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসিগণ অবসরসময়ে যাহাতে কারুশিল্প ইত্যাদি সম্পাদন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

গ্রামবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই কৃষিসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া উপরোক্ত ব্যাপারে বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। যাহাতে উদ্যম ও প্রচারের অভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কাজ যথোপযুক্তরূপে সমাধা না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন পল্লী সমিতি বেশ ভাল কাজ করিতেছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাকে অধিকতর পরিমাণে সাড়া দিবে।

ঢাকা নবাব এষ্টেটের জামুকি কাচারী (মহকুমা ঘাটাইল) সংলগ্ন প্রকাণ্ড পুষ্করিণীটি বিস্তৃত কচুরীপানায় ভরিয়া গিয়া সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি জামুকি পল্লীউন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারী মৌলভী কাজী সৈয়দ আবদুল বারী ইমাম ও কাজী সাহেবের উদ্যোগে উক্ত সমিতির সভ্যগণ ও উক্ত নবাব এষ্টেটের এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার সাহেব এবং কর্ম্মচারিগণ, হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ও স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনসাধারণ একত্রিত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ক্রমাগত দুই দিন পরিশ্রম করিয়া উক্ত পুষ্করিণীর কচুরী-পানা সম্পূর্ণ দূর করিয়াছেন।

কৃষি-পল্লী—

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের চাষ-আবাদ

ক্ষেত খামার।—ভাদুই শস্যের পক্ষে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস যেমন, রবি-শস্যের পক্ষে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস তেমন; অর্থাৎ সমস্ত রবিশস্যই এই সময়ে বোনা-বুনি হয়। বাঙলার সবচেয়ে বড় ফসল হৈমন্তী আমন ধান কাটাও এই সময়। সকল রবি-শস্যের মধ্যে যব সরিষা ও মুসুর সকলের আগে পাকে, সুতরাং মাটিতে বীজ বুনিবার "জো" হইলেই এই তিনটি শস্য সর্ব্বপ্রথম বোনা উচিত। দেরী করিয়া ইহাদের বুনিলে বিশেষ কিছু ফসল পাওয়া যায় না। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত ৫ নং টোরি সরিষা ও ৬ নং মুসুরের ফসল বেশী, চাষীদের ইহাই বোনা উচিত। গমও আমি করিয়া বুনিলে ভাল ফলে না, সুতরাং যব সরিষা ও মুসুরের পরেই গম বোনা উচিত। উঁচিবিহীন গমের মধ্যে ১২ নং পুসা গম গুণে ও ফলনে সব চেয়ে ভাল; যাঁহারা "নাড়া" গম পছন্দ করেন, তাঁহাদের এই গমই বোনা উচিত। যে-সকল স্থানে পাখীর অত্যাচারে "নাড়া" গমের চাষ করা যায় না, সেখানে ৫২ নং পুসা গম বোনা উচিত; উঁচিযুক্ত গমের মধ্যে এই গমই সবচেয়ে বেশী ফলে। যাঁহারা বোনা আমন ধান কাটিয়া সেই জমীতে রবি-শস্যের আবাদ করিবেন, তাঁহাদের উচিত ধানের জমীতে ছোলা, মটর, খেসারি-কলাই প্রভৃতি ডাল-শস্যের চাষ করা। ধানের পরেই সে জমীতে গম বোনা উচিত নয়; কারণ, ধান ও গম একই জাতের উদ্ভিদ। এই জাতের গাছ মাটি হইতে নাইট্রোজেন নামক মূল্যবান সার পদার্থ শোষণ করে, সুতরাং ধানের পরে গম লাগাইলে মাটির মধ্যে সঞ্চিত এই পদার্থের ভাণ্ডার বেশী ক্ষয় হইয়া মাটি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল-শস্য শিম-জাতীয় উদ্ভিদ, ইহাদের শিকড়ে এক প্রকার জীবাণু থাকে, তাহারা হাওয়া হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া মাটিতে জমা করিয়া মাটির উর্ব্বরতা বাড়ায়। সুতরাং ধানের পরে এইজাতীয় শস্য আবাদ করিলে ধানের দ্বারা মাটির শক্তি-ক্ষয় ভালরূপেই পূরণ হয়। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত ৪ নং ম্যাবোর ও ৫৮ নং পুসা ছোলা এবং সাদা পাটনাই মটরের ফলন সবচেয়ে বেশী। রাই সরিষা বুনিবারও এই সময়। কৃষি-বিভাগের ৫ নং রাই সরিষা সবচেয়ে বেশী ফলে।

আখের ভাল ফসল পাইতে হইলে কার্ত্তিক মাস উহা লাগাইবার সবচেয়ে উপযুক্ত কাল। আশ্বিন মাস হইতে জমীতে চাষ সুরু করিয়া কার্ত্তিক মাসে মাটির বেশ "জো" হইলেই পুরা দুই হাত অন্তর "জুলি" কাটিয়া আখ লাগানো উচিত। "জুলি" (বা "নাড়া") কাটিয়া আখ লাগাইলে আখের ফলন অনেক বেশী হয়। ৪২১ নং কোয়েম্বাটুর আখ বেশ ভাল ফলন দিতেছে; চাষীদের এই আখ পরীক্ষা করা উচিত।

তামাকের চারা কার্ত্তিক মাসে নাড়িয়া বসাইতে হয়। ভাল করিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া বেশ ঝুরঝুরে না করিলে তামাক ভাল জন্মায় না। বেশী ঝুরঝুরে মাটিতে তামাক লাগাইলে গাছের জোর হয় না; সুতরাং আশ্বিন মাস হইতে ঘন ঘন চাষ দিয়া মাটি তৈয়ারি করিয়া কার্ত্তিক মাসে ঠিক রকম "জো" হইলে আকাশের অবস্থা বুঝিয়া তামাকের চারা লাগান উচিত। বর্ষা সম্পূর্ণ বন্ধ না হইলে তামাকের চারা বসান উচিত নয়। সাধারণ তামাকের মধ্যে কৃষি বিভাগের বর্দ্ধিতা তামাকই সবচেয়ে লাভজনক। [illegible] অনুসারে এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত [illegible] তামাকের চারা বসাইতে হয়।

কার্ত্তিক মাস আলু বসাইবারও সময়। গোবর না রেখে গোবর মাটি ছাড়া আলুর চাষ করা উচিত নয়; খাঁটি মাটিতে আলু লাগাইলে আলু কম ফলে এবং ছোটও হয়। বর্ষাকাল সম্পূর্ণ শেষ হইয়া না যাইলে আলু লাগান উচিত নয়, কারণ আলু লাগাইবার পর বৃষ্টি হইলে বীজ আলু মাটির মধ্যে পচিয়া যাইবার ভয় থাকে এবং মাটিও চাপিয়া যায়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার চাষীরা কালীপূজার অমাবস্যার পর আলু লাগাইতে সুরু করেন, কারণ কার্ত্তিকের অমাবস্যাই বর্ষাকালের শেষ সীমা, তাহার পর শীত পড়িতে সুরু করে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। আলুর মাটি তামাকের মাটির মত ঝুরঝুরে করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। সকল জাতের আলুর মধ্যে দার্জ্জিলিং-এর লাল গোল আলুর ফলন সব-চেয়ে বেশী। দেশী আলু এক হাত তফাতে এবং দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল প্রভৃতি পাহাড়ী আলু দেড় হাত তফাতে সারি করিয়া লাগাইতে হয়।

ভাদ্র মাসে বোনা মাষকলাই ও মুগ অগ্রহায়ণ মাসে পাকে ও কাটা হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা করিবার সময়। বোরো ধানের চারা আমন ধানের চেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ে এবং তৈয়ারী হইতে দুই মাস হইতে আড়াই মাস সময় লাগে, সেই বুঝিয়া যথা সময়ে বীজ ফেলা উচিত।

শীতকালে গরুকে খাওয়াইবার জন্য গবাদি-শস্য হিসাবে মই ও মটরের মিশ্রণ সবচেয়ে ভাল। এই শস্য বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বর্ষাকাল শেষ হইয়া যাইলে কার্ত্তিক মাসে সেপিবার আগে একবার বেশ ভাল করিয়া কোপান বা লাঙ্গল দিয়া সমস্ত আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া, কিছু পুরাতন গোবর সার গাছের গোড়ায় দিলে গাছ বেশ ভাল থাকে এবং পরবর্ত্তী বর্ষার পূর্ব্বে আর কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। বর্ষাশেষে কোপাইয়া দিলে মাটির রস ঢাকা থাকে, সহজে শুখায় না।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিক হইতে আখ মাড়াই ও গুড় তৈয়ারী সুরু হয়। ইহার পূর্ব্বে আখ পাকে না; সুতরাং সে আখে গুড় বা চিনি কম হয় এবং খাইতেও ভাল হয় না।

বাগ বাগিচা।—নানাবিধ দেশী ও বিলাতী শীতের সব্জী আবাদ করিবার এই সময়। অনেক শাক কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ দুই মাসেই লাগান চলে। কিন্তু দেশী মূলা কার্ত্তিকের মাঝামাঝির পর লাগাইবে লাভ নাই; কারণ শীতের মূলা দুই মাসের পূর্ব্বে তৈয়ারী হয় না, মাঘ মাসে মূলা পুরাতন হইয়া যায়, তখন সাধারণতঃ কেহ খায় না, সুতরাং কার্ত্তিকের পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে মূলা লাগানো শেষ করা উচিত। পূর্ব্বের বসানো বেগুন বা লতার জমী বর্ষাশেষে একবার ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে খুব উপকার হয়। বর্ষায় মাটি চাপিয়া যায়, সুতরাং বর্ষাশেষে মাটি আলগা করিয়া দিলে মাটির রস ঢাকা থাকে এবং মাটির মধ্যে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিলে গাছের জোর হয় এবং তাহার ফলনও বেশী হয়। ছাঁচি পেঁয়াজ ও রসুনের "কোয়া" এই সময়ে বসাইতে হয়। পাটনাই পেঁয়াজের বীজ কার্ত্তিকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বীজ-তলায় ফেলিতে হয় এবং অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি তাহার চারা নাড়িয়া বসাইতে হয়।

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বীট, শালগম, প্রভৃতি বিলাতী সব্জীর নাবী ফসল পাইতে হইলে সারা কার্ত্তিক মাস অন্তরের বীজ ফেলা চলে। কার্ত্তিকের পরে বীজ ফেলিলে অনেক উচিতে শীত ফুরাইয়া যায়, তখন গরমে বিলাতী সব্জী খারাপ হইয়া যায়। অনেক ফুলকপি আশ্বিনের শেষ দিক হইতে উঠিতে সুরু করে, কিন্তু কখনই বাঁধাকপি অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে ওঠে না। অনেকের ধারণা আছে বাঁধাকপি বাঁধিয়া না দিলে উহার মাথা বাঁধে না, এ ধারণা ভুল; বাঁধাকপির স্বভাবই বাঁধা, সুতরাং উহা আপনিই বাঁধে কোনও রকম বাঁধ দিবার দরকার হয় না।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পটল লাগাইবার ভাল সময়। পটলের পুরাতন গাছের গোড়া বা পাকা লতার এক-হাত, দেড়-হাত খণ্ড গোল করিয়া মাটিতে বসাইতে হয়। যে সকল গাছে ফল ধরিয়াছে, সেই সকল "মাদি" গাছেরই গোড়া বা লতা লাগাইতে হয়, তবে মধ্যে মধ্যে একটি করিয়া "মদা" গাছও না লাগাইলে ফল ধরে না। এই সময়ে লাউ-কুমড়ার (তেওনী কুমড়া) বীজও মাচে লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, খুঁই শসা, প্রভৃতির বীজ লাগাইবার সময়। পলিযুক্ত বেলে মাটি এই সকল শস্যের খুব উপযোগী, তাই চর ও দিয়ারা জমিতেই এই সকল ফলের বিস্তৃত চাষ হয়।

শীতের মরশুমের মরশুমী ফুলের চারা এই সময়ে নাড়িয়া বসাইতে হয়। দুই-তিন দফায় চারা বসাইলে অনেক দিন ধরিয়া ফুল ফোটে। শীতকালের শ্রেষ্ঠ ফুল গোলাপ ও চন্দ্র মল্লিকা যথাযথ প্রণালীতে গোলাপ-গাছ ছাঁটা এবং শিকড়ে রোদও দিন খাওয়ানোর পর গাছের গোড়ায় সার মিশ্রিত নূতন মাটি দিয়া গর্ত্ত ভরিয়া দেওয়ার পর নূতন ডাল গজাইয়া তাহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে। মাসে দুইবার করিয়া তরল সার প্রয়োগ করিলে এবং মাটি চাপিয়া যাইলে মধ্যে মধ্যে খুঁচিয়া আলগা করিয়া দিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ও প্রচুর পরিমাণে ফুল ফোটে এবং ফুলও বেশ বড় হয়। মাটির রস অনুসারে একদিন বা দুইদিন অন্তর জল দিতেও হয়। চাড়ির খোলর পাতলা করিয়া জলে গুলিয়ে বা খোল ভিজা চার দিন জলে ভিজাইয়া পচাইয়া ঐ পচা খোল পাতলা করিয়া জলে গুলিলে ভাল তরল সার তৈয়ারী হয়। চন্দ্র মল্লিকাতেও ঠিক ঐভাবে সার দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটি আলগা করিয়া দিলে গোলাপের মত উপকার হয়। হিম পড়িতে সুরু করিলে গাঁদা ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে। গাঁদা ফুল না থাকিলে শীতকালে বাগানের শোভা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি যে সকল ফল-গাছের শীতের শেষে ফুল ধরে এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে, কার্ত্তিক মাসে সেই সকল গাছের চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া কোপাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া পুরাতন গোবর-সার ও হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফল ধারণের শক্তি বাড়ে। বর্ষা-শেষে যে কোন ফুল বা ফল-গাছের চতুর্দিক কোপাইয়া দিলে উপকার হয়।

কীট পতঙ্গ ও রোগ।—এই ঋতুতে এক প্রকার কালো রঙের দেশী পোকা তামাক ও বিলাতী সব্জীর অতিশয় অনিষ্ট করে। ইহারা পাতার আক্রমণ করিয়া বীজতলার চারা গাছের বা মাঠে নাড়িয়া বসানো গাছের পাতা খাইয়া ফেলে। অনেক সময়ে ইহারা ছোট গাছের গোড়া কাটিয়া গাছটিকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য হইলেই পাতার নীচে কালো রঙের পোকা গুলাকে বাছিয়া মারিয়া ফেলিয়া ইহাদের প্রথম বংশটি ধ্বংস করিয়া দিতে পারিলে আর বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না। অনেকক্ষেত্রে এই পোকার আক্রমণ হয়। আর, এক প্রকার সবুজ রঙের দেশী পোকা ফুলকপি ও বাঁধা-কপির অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহারা পাতার আক্রমণ করে এবং কচি পাতা খাইয়া ফেলিয়া গাছকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ইহাদের দমন না করিলে পরে ফুলকপি ও বাঁধাকপির মাথা হইলে মাথায়ও ফুটা করিয়া প্রবেশ করে। এই পোকার স্ত্রী-প্রজাপতি পাতার নীচে এক সঙ্গে অনেক-গুলা ডিম পাড়ে এবং ঐ ডিমের সবই একটি ডি-রঙের

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ঢাকার বর্ত্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে ইণ্ডিয়ান ইনফ্যানট্রী ব্যাটেলিয়ান যে অঞ্চলে কার্য্য করিতেছিল, রমনাভুক্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাও তাহার সহিত যোগ করা হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে ৪৮ ঘণ্টার জন্য এই অঞ্চলেও পথচারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। নওয়াবপুর এলাকার দুইটী মহল্লার উপরও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

সন্ধ্যাবেলা শহর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব দিকের সীমান্তে ক্রমাগত ইট পাটকেল ছোঁড়া হইতে থাকে। এই আক্রমণকালের শোচনীয়তম ঘটনা হইতেছে যে, মুসলমানের দুইখানা ক্ষুদ্র দোকানঘর কতিপয় দুর্বৃত্ত অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া একদল দাঙ্গাকারী হিন্দুকে দেখিতে পায় এবং তাহাদিগকে ইটপাটকেল ছুড়িতে নিষেধ করা হইলে তাহারা উহা ত্যাগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পুলিশকে বাধ্য হইয়া গুলী বর্ষণ করিতে হয়। প্রকাশ গুলী বর্ষণের ফলে দুইব্যক্তি আহত হয় এবং পরে একজন মারা যায়।

মধ্যাহ্নে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনতিদূরে একখানা ছোট মুসলমানের দোকানে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়।

নওয়াবপুর রোড এলাকার পথচারীদের যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, ২৬শে অক্টোবর সকাল ৮টায় তাহার সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এই এলাকার অধিবাসীগণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, তাহাতে আরও ২৪ ঘণ্টার জন্য নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় কায়েতটুলীতে একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয় এবং বেলা ৩ ঘটিকার কিছুক্ষণ পর ঠাটারী বাজারে আরও একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয়।

ঐ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা দেখা দেয় নাই।

২২শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর সকাল ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল:—

মৃত্যু	..	৪ জন হিন্দু	৪ জন মুসলমান
আহত	..	৫১ „ „	১৬৬ „ „
গ্রেপ্তার	..	২৫৪ „ „	১৪৪ „ „

সকাল ৮টায় নওয়াবপুর রোড এলাকায় পথচারীদের নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। বেলা ৪টায় নওয়াবগঞ্জ ও রহমতগঞ্জ এলাকার সময়ও উত্তীর্ণ হয়। বেলা ৪ ঘটিকায় কায়েতটুলি এলাকার উপরও ৪৮ ঘণ্টার জন্য পথচারীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৪শে অক্টোবর চীফ সেক্রেটারী ঢাকায় আগমন করেন; স্থানীয় অফিসারবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া পরিস্থিতি পরিদর্শন করিয়া তিনি ২৭শে তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি শহরে নানাস্থানে ঘুরাফেরা করেন ও অনেক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা শহরের স্থায়ী সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরিহার সম্পর্কে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান।

২৫শে অক্টোবরের পর হইতে ঢাকায় ২৫০ জন অতিরিক্ত পুলিশ, একজন ইন্সপেক্টার ও ১৩ জন সার্জেণ্ট প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১২ জন সার্জেণ্ট প্রেরণ করিয়াছেন। চারি জন এসিষ্টাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুলিশের ইনস্পেক্টার-জেনারেল ঢাকায় গমন করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও তিনি সেখানেই আছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

টুলার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা

মস্কো বেতারে "রেড ষ্টার" পত্রিকার সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত এক খবরের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে টুলা অঞ্চলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। একখানা রুশ এসতেহারে ২৯শে অক্টোবর রাত্রে ভেলোকোলামস্ক, মোজাইস্ক ও মালো ইয়ারোস্লাভেত্স্ অঞ্চলে সংগ্রামের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

মস্কো কুশায়ন হইতে "রেড ষ্টার" কাগজের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—জার্ম্মাণ সৈন্যগণ উল্লিখিত এলাকার ভোলো-কোলোমস্কের নিকটে নূতনভাবে অভিযান সুরু করিয়াছে। বহু ট্যাঙ্ক এবং মোটরযোগী পদাতিক সৈন্যসহ জার্ম্মাণগণ সামান্য অগ্রসর হইয়াছে। তবে জার্ম্মাণদের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে এবং রাশিয়ান সৈন্যগণ আপাততঃ নূতন অগ্রাভিযানে বাধাদানে কতকটা সমর্থ হইয়াছে।

মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

আইসল্যাণ্ডের অদূরে মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার "রিউবেন জেমস্" টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে "রিউবেন জেমস্" যখন আইসল্যাণ্ডের অদূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে রসদবাহী জাহাজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে সময় তাহাকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

ডোনেৎস নদী অতিক্রমের সংবাদ

জার্ম্মাণ হাই-কম্যাণ্ডের এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়া উপদ্বীপে জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যরা অবিশ্রান্তভাবে পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ডোনেৎস অববাহিকা অঞ্চলে কতিপয় স্থানে উজানের দিকে ডোনেৎস নদী অতিক্রম করা হইয়াছে। রুশাঞ্চলের উপকূলে একটী স্থানীয় বাহিনী কঠোর হাতাহাতি সংগ্রামের পর ভোলোগডের পশ্চিমদিকে শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করে এবং ৫৩টী পিলবক্স দখল করে। লেনিনগ্রাডের সমুদ্রভাগে শত্রুপক্ষ কয়েকবার নেভা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করিলে তাহাদের বিতাড়িত করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণীতে ব্যাপক বিমান হানা

১লা নভেম্বর বিমান দপ্তরের এক এস্তেহারে বলা হইয়াছে: "বোমারু বিমান বহরের শক্তিশালী এক বাহিনী গত ১লা নভেম্বর রাত্রে ও ব্রিমেন বন্দর সহ উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরিক লক্ষ্যসমূহগুলি আক্রমণ করে। ডানকার্ক ও বুলোন বন্দরের ডকের উপরেও আক্রমণ পরিচালিত হয়।"

ইটালীয়ান হাই-কম্যাণ্ডের এস্তেহারে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহর সেপলুস ও নিসিনিয় দুইটী বন্দরেও হানা দিয়াছে।

ক্রিমিয়ার রাজধানী শত্রু-কবলিত

ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমফেরোপোল জার্ম্মাণ বাহিনী গত ১লা নভেম্বর দখল করিয়াছে—এই মর্ম্মে জার্ম্মাণ হেডকোয়ার্টার হইতে এক বিশেষ ঘোষণায় দাবী করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, আজভ সমুদ্র উপকূলে উত্তরাংশে জার্ম্মাণ বাহিনী পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সেনাবাহিনী সেবাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ানগণ কালিনিন শহরের একটী উপকণ্ঠ পুনর্দখল করিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

হ'ঠাৎ তলব অফিসে পৌঁছতে খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ী ভাঙতে হতো একবার-ও বেশী—আর তাঁর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাঁদেরও সে কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি ভাল করেই জানেন যে, বিদ্যুৎ যেদিন খারাপ হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙতে কী বিরক্তিই না লাগে! সময় ও শক্তির অপব্যয় বাঁচাবার জন্যে আজকাল প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফ্‌ট্ বসানো হচ্ছে।

যত রকমে সম্ভব

ব্যবসায়ে

ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্যাবলী

১৯৩৯ সনের বার্ষিক বিবরণী

বাংলার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯৩৯ সনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। জন-স্বাস্থ্যের দিক হইতে মোটের উপর এই বৎসরকে সুবৎসর বলা চলে। ১৯৩৮ সনের অস্বাভাবিক বন্যার পর এই সনে বাঙ্গালী জাতি যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছে। প্রধান প্রধান ব্যাধিগুলিতে মৃত্যুহার বিশেষভাবে কম হইয়াছে। বাংলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

আলোচ্য সনে গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির নিযুক্ত বেসব কর্ম্মচারীদের বেতন বাবদ সাহায্য দান ছাড়া পল্লী-অঞ্চলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য [redacted] তিকারের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে ১১,৭২,০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। পল্লী-অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্ট আলোচ্য সনেও অতিরিক্ত সাড়ে সাত লক্ষ মঞ্জুর করিয়াছেন। আর স্থায়ী গভর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়নের জন্য দেওয়া অর্থ হইতে এই বাবদ ২,১৯,৭০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দেওয়া অর্থ হইতে পল্লী-অঞ্চলে ছোট ছোট স্বাস্থ্য পরিকল্পনার জন্য আরও ১৪,০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালাজ্বর নিবারণের জন্য ১,২০,০০০৲ টাকা, বিনা মূল্যে টিকা দানের জন্য ৪,০০০৲ টাকা, আর বিনা পয়সায় কুইনাইন বিতরণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য সনেও কুষ্ঠ সমিতি ও যক্ষ্মানিবারণ সমিতিকেও ২০ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য সনে পূর্ব্ববর্ত্তী সনের ১,৫২১,২৫৪এর স্থলে আলোচ্য সনে জন্মসংখ্যা রেজেষ্টারী করা হইয়াছে ১,৫৯৭,৬৫১; ফলে বৃদ্ধি দাঁড়াইয়াছে ৭৬,৩৯৭। আলোচ্য সনে জন্ম-হার হাজার করা ৩২.০, অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের হার অপেক্ষা শতকরা ৪.৯ বেশী।

পূর্ব্ব সনে ১,৩১৬,৯৮৬ স্থলে ১৯৩৯ সনে মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,০৯০,৫৩০ অর্থাৎ আলোচ্য সনে ২২৬,৩৫৬জন লোক মরিয়াছে।

… সনে মৃত্যুহার হাজার করা ২১.০ অর্থাৎ পূর্ব্ব সনের চেয়ে শতকরা ১৭.০ কম।

পাঁচ বৎসরে গড়ে ২২.১ জন্মহার ও ২৪.৪ মৃত্যুহারের তুলনায় ১৯৩৯ সনের জন্ম ও মৃত্যু হারের কথা যথাক্রমে ০.২ ও ১০.৬ হ্রাস পাইয়াছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম বেশী দাঁড়াইয়াছে, ৫০৭,১২১, ১৯৩৮ সনে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ২০৫,২৬৮।

… অপেক্ষা মৃত্যু বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

১৯৩৯ সনে মোট শিশু-মৃত্যু দাঁড়াইয়াছিল ২৩৪,৩০১ জন; ১৯৩৮ সনে দাঁড়াইয়াছিল, ২৮০,৯৭৩, ১৯৩৮ সনে ১৩৪.৭এর স্থলে ১৯৩৯ সনে শিশু-মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছিল ১৪৬.৬।

আলোচ্য সনে কলেরা বাবদ মৃত্যু সংখ্যা ২৩,২৯১; অর্থাৎ হাজার করা ০.৭১। কলেরায় ৭,০২৯ জনের মৃত্যু ঘটে, হাজার করা মৃত্যুহার ০.১; আর মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৮ সনে ৮২৯,৭৯৩ হইতে ১৯৩৯ সনে ৬৮৭,৫৮৮.৪৭ জনে হ্রাস পাইয়াছে; পূর্ব্ব সনে ১৬-এর স্থলে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হার দাঁড়াইয়াছে ১১.৬। ১৯৩৯ সনে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ৭৫,০০০ জন। ১৯৩৯ সনে এই রোগে মরিয়াছে ৪১৬,৫২১ জন। … মৃত্যুসংখ্যা ১৭,০৪৬; মৃত্যুহার হাজারে … ও ১৩৪; ১৯৩৮ সনে এই দুই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২৩,… ও ০.৪৩। … পীড়া বাবদ মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৯ সনে ৮৩,৪৫৮, ১৯৩৮ সনে ৯৯,৭৯৩ জন; হাজার করা মৃত্যুহার … ১.৮ ও ২.০।

নারী শ্রমিকদের সাহায্য ব্যবস্থা

বঙ্গীয় মেটার্নিটী আইনের কার্য্যকারিতা

বঙ্গীয় মেটার্নিটী বেনিফিট আইনের ১৯৪০ সনের পরিচালন রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোক নিয়োগ করার দরুণ যে সকল কারখানা উক্ত আইনের আমলে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা ৬৮৬টি এবং এই সকল কারখানায় দৈনিক নিয়োজিত স্ত্রীলোক মজুরের সংখ্যা মোট প্রায় ৫১,৩০০ জন। মঞ্জুরীকৃত দাবীর মোট সংখ্যা ছিল ৩,৭১৬টি এবং প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,১৩,৯০৬৷৴৩ পাই।

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, বড় কারখানাগুলিতে, যথা চটকল, কাপড়ের কল ও অনুরূপ কারখানায় সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগকে কার্য্যে বহাল রাখা সম্বন্ধে যে নিষেধাত্মক বিধান আছে, তাহা কড়াকড়িভাবে পালন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন অভিযোগ হয় নাই এবং ইনস্পেক্টরগণও তাঁহাদের পরিদর্শন ও তদন্তের সময় কোন অন্যায় ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই।

ছোট ছোট কারখানা সম্বন্ধে বিশেষতঃ মফঃস্বলস্থিত ব্যবসায়ে প্রধানতঃ চাউলের কলে বিস্তৃত হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, চটকলে ও বড় বড় কারখানায় যেখানে স্ত্রীলোক মজুর নিয়োগ করা হয়, তথায় নির্দ্ধারিত হারে সাহায্যের টাকা দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে ভাবে দাবী ও টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে এই আইনের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে অর্থাৎ মজুর স্ত্রীলোকদিগের ও শিশুদের রক্ষা ও সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করা হইয়াছে। চটকলগুলি বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন, কারণ অনেক ক্ষেত্রে যেখানে স্ত্রীলোকের কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহবশতঃ কিম্বা অন্যান্য কারণে আইনতঃ দাবী টিকিতে পারে না, সেখানেও সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

এই আইন আমলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে শিশুপালনাগার ও চিকিৎসা কেন্দ্র অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ৩৭টি চটকলে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে কিম্বা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহাতে উক্ত আইনানুমোদিত কার্য্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। ৫৩টি কলে শিশুপালনাগার কার্য্য করিতেছে বা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে শিশুদিগের যত্ন, সাহায্যের টাকা প্রদান ও স্বাস্থ্যমূলক বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। ২৩টি কলে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে চিকিৎসক দ্বারা প্রসূতির ও শিশুদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত আইন প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা অর্থহীন।

কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের প্রয়োজন হয় নাই। আইন পরিচালনের সময় আইনের বিধানে সামান্য সামান্য ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, তাহা যথা সময়ে সংশোধন করা হইবে।

সেতু নির্ম্মাণে বাংলা সরকারের দান

দিনাজপুর জেলায় ২,৯৬০৲ টাকা মঞ্জুর

দিনাজপুর জেলার পার্ব্বতীপুরে শিরিয়ানী নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট ২,৯৬০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সেতুর সংস্কারের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বন্যাই ও অবকাশকালে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং বাকীর জন্য ১,৫০০৲ টাকা সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইলেই তবে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীকৃত টাকা দেওয়া হইবে।

কৃষি-পল্লী

[৯ম পৃষ্ঠার শেষ]

পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে। ডিমগুলা ফুটিয়ে ছোট ছোট ছানা-গুলা প্রথম দিন-কয়েক একত্রই থাকে এবং পাতার নীচের দিকে উপরের স্তর খাইতে থাকে, তখন পাতার উপর দিকে সাদা দাগ ফুটিয়া উঠে। পাতায় আক্রমণ সাদা দাগ দেখা দিলেই ঐ সকল পোকাদের পাতা ছিঁড়িয়া কেরোসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলেই পোকাগুলা সব মরিয়া যায়, আর তাহাদের বংশ-বিস্তার বন্ধ হয়।

বাংলার কোন কোন জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের কোন স্থানে এক প্রকার সাদা ডোরা-কাটা বাদামী রঙের "সেঁউ" (এক জাতীয় পতঙ্গ) এই ঋতুতে কখন পল্লী-সমূহের আক্রমণ করিয়া থাকে। এই "সেঁউ" দিনের বেলায় ইহারা ধান-গাছের নীচে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে অন্ধকার গাছ বাহিয়া উঠিতে থাকে থাকে আসিয়া চলিয়া আসিয়া সবুজ পাতা-শস্যের ও আগুর ছোট ছোট কাটিয়া খাইতে থাকে। ক্ষেত-মাঠে আলো জ্বালিয়া পুড়াইয়া মারিয়া দিয়া আবার ধান-গাছের নীচে আশ্রয় লয় এবং তাহাতে শূকরের রাশির হয়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে দিন কয়েক রাত্রি মাঠে বা সন্ধ্যায় আলো একটা লণ্ঠন ও "জাল" রাখিয়া বাহির হইয়া এই "জাল" দিয়া ধাক্কা দিয়া পোকা তাড়াইয়া দিলে উহারা পড়িয়া যায়। পরিবর্ত্তে ধূম দিয়া ও বিষ দিয়া উহাদের মারিয়া ফেলা যায়। অসুবিধা হইলেও রাখিবে উহারা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং সন্ধ্যায় একটা খুঁটিতে মশাল রাখা দেখিয়া উড়িয়া উড়িয়া কোনও জল গাছের গোড়ায় বাহিতে পুড়িয়া গিয়ে এ-দুর্ভাগ্য হয় না, অধিকন্তু ধান-গাছের জন্য লাভের আর হয়। দ্বিতীয়তঃ ধান-গাছের নীচে শুষ্ক পাতার উপরে ইহাদের অবস্থা হয় না। সুতরাং পল্লী-ঋতুতে বাগানে রসা না থাকাতে ধান-গাছ পরিষ্কার রাখিলে এই সেঁউ বা অন্যান্য অনেকপ্রকার কীট-পতঙ্গ বংশ বিস্তারের পূর্ব্ব বন্ধ হইয়া যায়।

এই ঋতুতে ধানের ঝুল ধসা রোগ এবং "ঝাঁঝরা" বা "ধ্বসানি" রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গত পূর্ব্ব সংখ্যা "কৃষি-কথায়" উক্ত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যশোহর জেলার সিমুলিয়া ও কাঁটাখালির রাস্তা ও শিক্ষাকল্পে ক্ষেত্রের জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট যথাক্রমে ৪,০০০৲ টাকা ও ৩,৮০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই উভয় ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যপরিদর্শকগণের মাসিক বেতন ৭৫৲ টাকাও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এ আর পি.

১। বাংলাদেশের এআর পেঁচু ওয়ার্কারদের জন্য শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।
২। এআর পেঁচুন—সর্ব্ব সাধারণের জন্য জাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১$\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ক্রমিক নং বি. এ… আর, পি. ১৪, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৫। গৃহের জন্য এআর পেঁচুন, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১$\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেলস অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সকল পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি

ব্রহ্ম সরকারের বিবৃতি

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মের গভর্ণমেণ্ট বিগত ৭ই আগষ্ট তারিখে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, এতদ্দেশের সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল:—

সম্প্রতি ইমিগ্রেশন চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট উক্ত চুক্তির ২১শ দফার সর্ত্তানুসারে ১৯৪১ সনের ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে ভারতবাসীদের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হইবার দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রতিশ্রুত। ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, ব্রহ্মদেশে এমন অনেক ভারতবাসী আছে, যাহারা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হইবার দাবী প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে; অথচ বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেই আছে এবং তাহারা ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মদেশে পুনরায় আসিবার জন্য ভারতবর্ষে তাহাদের বিশেষ অধিকারের দাবী প্রমাণ না করিয়া সাময়িক সার্টিফিকেট লইয়া ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসিতে উদ্গ্রীব। [illegible] ইমিগ্রেশন কণ্ট্রোলার ও ডেপুটি কণ্ট্রোলারকে [illegible] ও বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হওয়ার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ [illegible] সাময়িক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী যাহাকে বলে, তাহা চুক্তির ২১শ দফায় বর্ণনা করা হইয়াছে—ভারতবাসী যাহারা ১৯৩২ সনের ১লা জুলাই হইতে ১৯৪১ সনের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত মোট সাত পঞ্জিকা-বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে। প্রত্যেক বৎসরের বসবাস প্রমাণ করিতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বসবাস প্রমাণ করিতে হইবে; উহা একাদিক্রমে হওয়ার প্রয়োজন নাই। পঞ্জিকা-বৎসর অর্থে উহা বুঝাইবে না যে, বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে ও ঐ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বসবাস প্রমাণ করিতে হইবে। অধিকাংশ দেশেই গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয় এবং ঐ পঞ্জিকা অনুযায়ী বৎসর গণনা করা হইবে। তবে কেহ যদি সেপ্টেম্বরের ১লা তারিখ হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর বসবাস প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে উহাকেই জানুয়ারী ১লা হইতে ডিসেম্বর ৩১শে পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসর ধরা হইবে। অনুরূপভাবে ১৯৩৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৪ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

শীতের প্রারম্ভে
ছেলেমেয়েদের ও বয়স্ক-বয়স্কাদের
স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে
আমাদের [illegible]

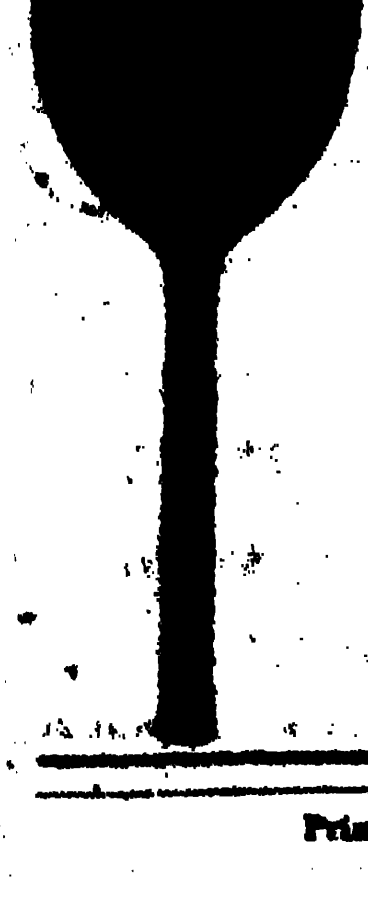

[illegible]

বাঙলায় পাট ও শণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি

১০ লক্ষ গজ ক্যানভাসের অর্ডার প্রাপ্তি

[illegible] নূতন [illegible] প্রস্তুত হইতেছে। [illegible]

[illegible] ক্যানভাসের নমুনা উদ্ভাবিত করিয়াছে। [illegible]

[illegible] সম্প্রতি [illegible] ১০ লক্ষ গজ [illegible] হইয়াছে।

[illegible]

[১ম কলমের শেষ]

[illegible]

বর্দ্ধমানে দুর্গাপূজার শোভাযাত্রা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]